# সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন

১৫ জানুয়ারি, ২০২৫

(প্রথম খণ্ড)

# সংবিধান সংস্কার
# পর্যালোচনা, সুপারিশ ও যৌক্তিকতা

## সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন

সংবিধান সংস্কার কমিশন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ৭ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে গঠিত

প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নম্বর ৩৩৪-আইন/২০২৪, তারিখ: ২১ আশ্বিন, ১৪৩১/০৬ অক্টোবর, ২০২৪।

খসড়া প্রতিবেদন: ১৫ জানুয়ারি, ২০২৫

চূড়ান্ত প্রতিবেদন: ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫।

সংবিধান সংস্কার কমিশন

ব্লক ১, এমপি হোস্টেল,

জাতীয় সংসদ ভবন এলাকা, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা।

সাচিবিক সহযোগিতায়

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

## সংবিধান সংস্কার কমিশন

(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

অধ্যাপক আলী রীয়াজ - কমিশন প্রধান

অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের - সদস্য

জনাব ইমরান সিদ্দিক, বার-এট-ল - সদস্য

অধ্যাপক মুহাম্মদ ইকরামুল হক - সদস্য

ড. শরীফ ভূঁইয়া, সিনিয়র এডভোকেট - সদস্য

জনাব এম মঈন আলম ফিরোজী, বার-এট-ল - সদস্য

জনাব ফিরোজ আহমেদ - সদস্য

জনাব মোঃ মুসতাইন বিল্লাহ - সদস্য

জনাব মোঃ মাহফুজ আলম - শিক্ষার্থী প্রতিনিধি - সদস্য (৭ অক্টোবর, ২০২৪ - ১০ নভেম্বর, ২০২৪)

জনাব ছালেহ উদ্দিন সিফাত - শিক্ষার্থী প্রতিনিধি - সদস্য (৯ ডিসেম্বর, ২০২৪ -)।

# সূচিপত্র


**মুখবন্ধ**

**ভূমিকা ও পর্যবেক্ষণ**

**সুপারিশসমূহের সারাংশ**

**প্রথম অধ্যায় - বিদ্যমান সংবিধানের পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণমূলক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন**

**দ্বিতীয় অধ্যায় - সুপারিশসমূহ**

প্রস্তাবনা

নাগরিকতন্ত্র

মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা

আইনসভা

নির্বাহী বিভাগ

বিচার বিভাগ

সাংবিধানিক কমিশনসমূহ

স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস

বিবিধ

**তৃতীয় অধ্যায়- সুপারিশের যৌক্তিকতা**

প্রস্তাবনা

নাগরিকতন্ত্র

মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা

আইনসভা

নির্বাহী বিভাগ

বিচার বিভাগ

সাংবিধানিক কমিশনসমূহ

বিবিধ

**পরিশিষ্ট**

**পরিশিষ্ট -১:** প্রজ্ঞাপন-১

**পরিশিষ্ট -২:** প্রজ্ঞাপন-২

**পরিশিষ্ট -৩:** প্রজ্ঞাপন-৩

**পরিশিষ্ট -৪:** যে সব দেশের সংবিধান পর্যালোচনা করা হয়েছে তার তালিকা

**পরিশিষ্ট -৫:** রাজনৈতিক দলের তালিকা ১
(তালিকাভুক্ত রাজনৈতিক দল)

**পরিশিষ্ট -৬:** রাজনৈতিক দলের তালিকা ২
(তালিকার বাইরে যারা প্রস্তাব জমা দিয়েছে)

**পরিশিষ্ট -৭:** সিভিল সোসাইটি সংগঠনগুলোর তালিকা

**পরিশিষ্ট -৮:** পেশাজীবী সংগঠনগুলোর তালিকা

**পরিশিষ্ট -৯:** নাগরিকদের তালিকা

**পরিশিষ্ট -১০:** সংবিধান বিশেষজ্ঞদের তালিকা

**পরিশিষ্ট -১১:** ওয়েবসাইট বিষয়ে তথ্য

**পরিশিষ্ট -১২:** জরিপ বিষয়ে তথ্য

**পরিশিষ্ট -২০:** সাচিবিক সহায়তা প্রদানকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের তালিকা

**পরিশিষ্ট -২১:** গবেষকগণের তালিকা

## ভূমিকা ও পর্যবেক্ষণ

১. ষোলো বছরের বেশি সময় ধরে চেপে বসা ফ্যাসিবাদী শাসনের জাঁতাকলে পিষ্ট বাংলাদেশের জনগণ ২০২৪ সালের জুলাই মাসে এক অভাবনীয় ও অভূতপূর্ব গণ–অভ্যুত্থানের সূচনা করেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকে সারা দেশের মানুষ পথে নেমে আসেন এবং সব ধরনের নিপীড়ন-নির্যাতনকে উপেক্ষা করে ও সরকারি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এবং ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের পেটোয়া বাহিনীকে প্রতিরোধ করে আন্দোলন অব্যাহত রাখেন। জুলাইয়ের মাঝামাঝি আন্দোলন গণ–অভ্যুত্থানে রূপ নেয় এবং অভ্যুত্থানের চূড়ান্ত পর্যায়ে ৩ আগস্ট জাতীয় শহীদ মিনারে আন্দোলনের নেতারা শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও বিচার দাবি করেন, অসহযোগ আন্দোলনের সূচনার ঘোষণা দেন, অন্তর্বর্তী জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান এবং নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ঘোষণা করেন। এই সব দাবির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে সারা দেশের মানুষ 'মার্চ টু ঢাকা'য় শামিল হন। জনগণের সম্মিলিত প্রতিরোধের মুখে ৩৬ জুলাই (৫ আগস্ট) শেখ হাসিনা পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেন, তাঁর স্বৈরশাসনের অবসান ঘটে। ৮ আগস্ট নোবেলজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা হয়।

২. ৩৬ দিনের এই আন্দোলনে শহীদ হন প্রায় এক হাজার মানুষ এবং আহত হন কমপক্ষে পনেরো হাজার মানুষ। এই গণ–অভ্যুত্থানে দল-মতনির্বিশেষে মানুষের অংশগ্রহণের পটভূমি ছিল হাসিনা সরকারের নির্বিচার হত্যা, গুম, খুন ও লুটপাটের বিরুদ্ধে এক দশকেরও বেশি সময়ে বিভিন্ন সময়ে গড়ে ওঠা আন্দোলন-সংগ্রাম। ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালে সাজানো নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের মানুষের ভোটাধিকার লুণ্ঠন করা হয়, রাষ্ট্রকে ব্যক্তির অনুগত পারিবারিক সম্পদের মতো ব্যবহার করা হয়, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়, উন্নয়নের মিথ্যাচার করে একধরনের ক্লেপ্টোক্রেসি বা চোরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়, দেশকে ঋণভারে জর্জরিত করা হয় এবং দেশের মানুষের অর্থ বিদেশে পাচার করে দেওয়া হয়। সর্বোপরি জবাবদিহিহীন এককেন্দ্রীকৃত ব্যক্তিতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়।

৩. এই প্রেক্ষাপটে ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪, প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস জাতির উদ্দেশে দেওয়া এক ভাষণে সংবিধান সংস্কার কমিশনসহ মোট ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠনের কথা ঘোষণা করেন। জনপ্রতিনিধিত্বশীল ও কার্যকর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও জনগণের ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে দেশের বিদ্যমান সংবিধান পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করে সংবিধান সংস্কারের লক্ষ্যে ৭ অক্টোবর ২০২৪ এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সংবিধান সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়। ৭ অক্টোবরের প্রজ্ঞাপনে কমিশনের অন্য সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হয়। কমিশনের সদস্যরা হচ্ছেন—রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাজনীতি ও সরকার বিভাগের ডিস্টিংগুইশড অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশনপ্রধান), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের, ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক মুহাম্মদ ইকরামুল হক, সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেট ড. শরীফ ভূঁইয়া, ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী, লেখক ফিরোজ আহমেদ, লেখক ও মানবাধিকারকর্মী মো. মুসতাইন বিল্লাহ এবং শিক্ষার্থী প্রতিনিধি মো. মাহফুজ আলম। মো. মাহফুজ আলম ১০ নভেম্বর ২০২৪ উপদেষ্টা হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ৯ ডিসেম্বর থেকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষার্থী ছালেহ উদ্দিন সিফাত।

৪. কমিশন ১৩ অক্টোবর ২০২৪ একটি ভার্চ্যুয়াল সভার মাধ্যমে তার কাজ শুরু করে এবং ১৪ জানুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে এই প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছে। এই প্রতিবেদন পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে

মূল প্রতিবেদন তিন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে; এগুলো হচ্ছে বিদ্যমান সংবিধানের পর্যালোচনা, সুপারিশসমূহ এবং সুপারিশের যৌক্তিকতা। কমিশন সংবিধানের সেই সব বিষয় এবং অনুচ্ছেদের ব্যাপারে তাঁদের সুপারিশ উপস্থাপন করেছে, যেগুলো কমিশনের ওপর অর্পিত দায়িত্ব এবং কমিশনের লক্ষ্যসমূহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং সংস্কার করা প্রয়োজন বলে মনে করেছে। প্রতিবেদনের অন্যান্য চারটি খণ্ডে সংযোজনী হিসেবে কমিশনের সংগৃহীত তথ্যাদি, কমিশনের অনুরোধে দেওয়া রাজনৈতিক দলগুলোর প্রস্তাব এবং তার সারাংশ, অংশীজনদের দেওয়া লিখিত মতামতের সারাংশ এবং কমিশনের আহ্বানে মতবিনিময় সভায় উপস্থিত হয়ে দেওয়া বক্তব্যের রেকর্ডকৃত বক্তব্যের অনুলিখন সংযুক্ত করা হয়েছে।

## সংবিধান সংস্কার সুপারিশের পরিধি এবং লক্ষ্য

৫. ৭ অক্টোবরের প্রজ্ঞাপনের আলোকে কমিশন তার ওপরে অর্পিত দায়িত্বকে দুইভাগে ভাগ করে। এর প্রথমটি হচ্ছে বর্তমান সংবিধানের পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে সংবিধানকে গণতান্ত্রিক করে তুলে দেশ পরিচালনায় জনগণের অংশীদারত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংবিধানের সংস্কারবিষয়ক সুনির্দিষ্ট সুপারিশ তৈরি করা। এই লক্ষ্যে কমিশন মোট ৬৪টি সভা করে, যার মধ্যে ২৩টি সভায় অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় করা হয়।

৬. ২৬ অক্টোবর অনুষ্ঠিত কমিশনের ৫ম সভায় আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে ঐকমত্যের মাধ্যমে সংস্কারের পরিধি এবং সংস্কারের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয় । গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় যে, "'সংস্কার'–এর অন্তর্ভুক্ত হবে বর্তমান সংবিধান পর্যালোচনাসহ জন–আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলনের লক্ষ্যে সংবিধানের সামগ্রিক সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন, পরিমার্জন, পুনর্বিন্যাস এবং পুনর্লিখন।"

৭. সংস্কারের পরিধিতে সম্ভাব্য সকল ধরনের সংস্কারের সুযোগ রাখা হয় এই বিবেচনায় যে ইতিমধ্যে নাগরিকদের ভেতরে বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তি হিসেবে সংবিধানকে দেখতে এবং ভবিষ্যতে বাংলাদেশে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ফ্যাসিবাদের উত্থানরোধের উপায় হিসেবে বিভিন্ন ধরনের প্রস্তাব উত্থাপিত হতে শুরু করে। জুলাই ২০২৪ গণ–অভ্যুত্থানের নেতৃত্বদানকারী 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন' এবং তাদের সহযোগী সংগঠন জাতীয় নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে সংবিধান পুনর্লিখনের বা নতুন সংবিধান প্রণয়নের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করা হয়, যার প্রতি সমাজের বিভিন্ন অংশের সমর্থনও প্রতিভাত হয়; গত প্রায় এক দশক ধরে যেসব সামাজিক-রাজনৈতিক শক্তি ও চিন্তাবিদ ফ্যাসিবাদী শক্তির উত্থানের কারণ হিসেবে সাংবিধানিক ব্যবস্থার কথা বলে আসছিলেন, তাঁরাও বড় ধরনের পরিবর্তন ও পরিমার্জনার তাগিদ দেন। অন্যদিকে কিছু রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন এবং ব্যক্তি এই মর্মে অবস্থান গ্রহণ করেন যে, বিরাজমান সংবিধানের কতিপয় অনুচ্ছেদের সংশোধনের মাধ্যমেই সংবিধানের অন্তর্নিহিত বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা এবং ক্ষমতাকাঠামোয় অগণতান্ত্রিক প্রবণতা অবসান সম্ভব। এ ধরনের ভিন্ন ভিন্ন মতকে গুরুত্ব দেওয়া এবং কমিশনের কোনো ধরনের পূর্বাবস্থান নেই, তা সুস্পষ্ট করার জন্য কমিশন সংস্কারের পরিধিকে ব্যাপক রাখার সিদ্ধান্ত নেয়।

৮. কমিশন সাংবিধানিক সংস্কারের সাতটি উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে। এই উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে:
১। দীর্ঘ সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রতিশ্রুত উদ্দেশ্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার এবং ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার গণ–অভ্যুত্থানের আলোকে বৈষম্যহীন জনতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা।

২। ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার গণ–অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত অংশগ্রহণমূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন–আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটানো।
৩। রাজনীতি এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় সর্বস্তরে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা।
৪। ভবিষ্যতে যেকোনো ধরনের ফ্যাসিবাদী শাসনব্যবস্থার উত্থান রোধ।
৫। রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গ—নির্বাহী বিভাগ, আইনসভা এবং বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ ও ক্ষমতার ভারসাম্য আনয়ন।
৬। রাষ্ট্রক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের বিকেন্দ্রীকরণ ও পর্যাপ্ত ক্ষমতায়ন।
৭। রাষ্ট্রীয়, সাংবিধানিক এবং আইন দ্বারা সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকর স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা।

৯. এই উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারণে কমিশন ১০ এপ্রিল ১৯৭১-এ জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে রাজনৈতিক অঙ্গীকার অর্থাৎ সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার এবং ২০২৪ সালের ফ্যাসিবাদবিরোধী গণ–অভ্যুত্থানের জন–আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ একটি বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনকে ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করেছে। একই সময়ে কমিশন ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধকে বাংলাদেশের মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং বৈষম্যবিরোধী সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করেছে। এই সব আকাঙ্ক্ষা এবং সংগ্রামের মর্মবস্তুকে সাংবিধানিক-প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার লক্ষ্যেই সংবিধানের সংস্কার প্রস্তাব তৈরি করতে কমিশন সচেষ্ট হয়। ৩ নভেম্বর এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে কমিশন সংস্কারের পরিধি এবং উদ্দেশ্যসমূহ নাগরিকদের কাছে তুলে ধরে।

**সংবিধানের পর্যালোচনা**

১০. কমিশন বিদ্যমান সংবিধানকে দুটি দিক থেকে পর্যালোচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে—রাজনৈতিক এবং আইনগত। কমিশন বিবেচনা করে যে সংবিধানের পর্যালোচনায় বাংলাদেশ নামের ভূখণ্ডের মানুষের রাজনৈতিকভাবে গঠিত হওয়ার প্রক্রিয়া এবং একটি সংঘবদ্ধ জনগোষ্ঠী হিসেবে তাঁর রাজনৈতিক সংকল্প ও সামষ্টিক রূপকল্পের অভিপ্রায় কীভাবে গড়ে উঠেছে, তার প্রেক্ষাপট বিবেচনা করা জরুরি। এটা সুস্পষ্ট যে, ঔপনিবেশিক যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এই অঞ্চলে ‘জনগণ’-এর উদ্ভব একটি দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে। গাঠনিক কর্তা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা এবং রাষ্ট্র গঠনে জনগণের সার্বভৌম অভিপ্রায় প্রকাশের প্রচেষ্টা দীর্ঘদিন ধরে ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক রাষ্ট্রের সাথে দ্বন্দ্বের সম্পর্কে জড়িয়ে আছে। এই দ্বন্দ্বের ধারাবাহিকতায় রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক রূপান্তর আজও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এই ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় ১৯৭২ সালের সংবিধান প্রণীত হয়েছিল। স্বল্প সময়ের মধ্যে সংবিধান প্রণয়নের সাফল্য নিঃসন্দেহে ইতিবাচক। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সংবিধান প্রণয়নে দীর্ঘসূত্রিতা এবং তার বিরূপ প্রতিক্রিয়ার অভিজ্ঞতা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে আকাঙ্ক্ষা ও এক ধরনের চাপ সৃষ্টি হয়েছিলো তাই এই সংবিধান প্রণয়নকে ত্বরান্বিত করেছিলো। সংবিধান প্রণয়নের প্রক্রিয়া এবং এই বিষয়ে বিভিন্ন বিশ্লেষকের আলোচনার সারসংকলন করে এই সংবিধানের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং কীভাবে তা জনগণের গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে কেবল সংগতিহীনই হয়নি বরং নাগরিকদের অধিকার সংকুচিত করেছে, স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতাকাঠামো তৈরি করেছে, তা চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া ওই সময়েই গণপরিষদের সংবিধান প্রণয়নের এখতিয়ার নিয়ে প্রশ্ন ছিল।

১১. সংবিধানের পর্যালোচনার দ্বিতীয় অংশে সংবিধানের আইনি কাঠামো পর্যালোচনা করা হয়েছে। বিদ্যমান সংবিধান যা ইতিমধ্যেই ১৭ বার সংশোধিত হয়েছে, তাতে এমন ধরনের অন্তর্নিহিত ত্রুটি রয়েছে, যা জবাবদিহিমূলক এবং গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাথে সাংঘর্ষিক, যেমন অনুচ্ছেদ ৪৮(৩) এবং ৫৫-এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে রাষ্ট্রপতিকে আলংকারিক ব্যক্তিত্বে পরিণত করা হয়েছে। সংবিধান সংশোধনের প্রক্রিয়া ক্ষমতাসীন দলকে সংবিধানের মূলনীতি ক্ষুণ্ন করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সংশোধন করার সুযোগ দিয়েছে। এর ফলে জরুরি অবস্থা এবং নিবর্তনমূলক আটকের মতো কঠোর বিধান সংবিধানে সন্নিবেশিত হয়েছে, যা ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করেছে এবং কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থা উৎসাহিত করেছে। সংবিধানের এই ত্রুটিগুলো গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করেছে। তদুপরি সাংবিধানিক বিধিবিধানগুলো গণতন্ত্রের একটি অন্যতম উপাদান নাগরিকের মৌলিক অধিকারকে বিভিন্ন শর্তসাপেক্ষ করে সেগুলোকে অনেকাংশে অকার্যকর করে ফেলেছে। সংবিধানে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি থাকলেও তার কার্যকারিতার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা অনুপস্থিত থেকেছে, যা বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগে অধীনস্থ করে রেখেছে। স্থানীয় সরকারব্যবস্থা কার্যত অর্থহীন এবং দলীয় লেজুড়বৃত্তি ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় আবদ্ধ।

১২. সংবিধানের বিস্তারিত রাজনৈতিক এবং আইনি পর্যালোচনা এই প্রতিবেদনের প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে। এর পাশাপাশি কমিশন সকল বিষয়ে বিভিন্ন দেশের সংবিধান পর্যালোচনা করে, যাতে বিদ্যমান সংবিধান অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের সংবিধানের সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ, তা বোঝা যায়। কিছু সুনির্দিষ্ট বিষয় যেমন দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ, চিরস্থায়ী বিধান, জাতির জনক, কোনো ব্যক্তির প্রতিকৃতির বাধ্যতামূলক প্রদর্শন, রাষ্ট্রধর্ম, ধর্মনিরপেক্ষতা, সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস ইত্যাদি বিভিন্ন দেশের সংবিধানে উল্লেখ আছে কি না এবং থাকলে কীভাবে আছে, কমিশন তার বিশ্লেষণ করে।

### অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনার রূপরেখা

১৩. কমিশন সমাজের ভেতরে বিভিন্ন ধরনের আকাঙ্ক্ষা বোঝা এবং সমাজের সম্ভাব্য সর্বাধিক অংশীজনদের অংশগ্রহণ এবং তাঁদের প্রস্তাবগুলো শোনা এবং সেগুলোকে কমিশনের সুপারিশে প্রতিফলিত করার জন্য অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা, রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে প্রস্তাব এবং নাগরিকদের মতামত সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নেয়।

১৪. কমিশন এই মর্মেও সিদ্ধান্ত নেয় যে, যেসব ব্যক্তি, সংগঠন, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান বা দল জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার গণ–অভ্যুত্থানের সময় সক্রিয়ভাবে হত্যাকাণ্ডে যুক্ত থেকেছে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে হত্যাকাণ্ড ও নিপীড়নকে সমর্থন করেছে, ফ্যাসিবাদী কার্যক্রমকে বৈধতা প্রদানে সাহায্য করেছে, কমিশন সেই সব ব্যক্তি, সংগঠন, সংস্থা, প্রতিষ্ঠানকে অংশীজনদের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করবে না।

### রাজনৈতিক দলসমূহের মতামত

১৫. কমিশন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতামত এবং সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব জানার জন্য ৩০টি রাজনৈতিক দল এবং জোটের কাছে লিখিত মতামত আহ্বান করে চিঠি পাঠায়। এই আবেদনে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়। এসব দল এবং জোটের মধ্যে মোট ২৫টি রাজনৈতিক দল এবং ৩টি রাজনৈতিক জোট তাদের লিখিত মতামত কমিশনের নিকট প্রেরণ করে। এর বাইরেও মোট ৬টি রাজনৈতিক দল ই–মেইলের মাধ্যমে বা কমিশন

কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে তাঁদের মতামত জমা দেয়। কমিশনের গবেষকেরা এসব মতামতের সারাংশ সংকলন করেন।

### ওয়েবসাইটের মাধ্যমে মতামত সংগ্রহ

১৬. সংস্কারের সুপারিশ তৈরিতে অধিকসংখ্যক নাগরিকের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির জন্য কমিশনের ওয়েবসাইটে মতামত দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এ বিষয়ে জনগণের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ ও স্বতঃস্ফূর্ততা লক্ষ করা যায়। দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে এ সুযোগ অব্যাহত রাখা হয় এবং ২৫ নভেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত ৫০,৫৭৩টি (পঞ্চাশ হাজার পাঁচশত তিহাত্তর) সংক্ষিপ্ত থেকে বিস্তারিত আকারে মতামত পাওয়া যায়।

### অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময়

১৭. অংশীজনদের মতামত নেওয়ার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংস্কার কমিশন ১১ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ থেকে বিভিন্ন সংবিধান ও মানবাধিকারবিষয়ক সংগঠন, পেশাজীবী সংগঠন, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, সংবিধান বিশেষজ্ঞসহ সমাজের নানা স্তরের মানুষের সাথে মতবিনিময় করে। এ জন্য মোট ২১টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। তিন সপ্তাহ ধরে অনুষ্ঠিত এসব অধিবেশনে ৪৩টি সংগঠনের ৯৯ জন প্রতিনিধি উপস্থিত হয়ে তাঁদের সংগঠনের পক্ষে মৌখিক এবং লিখিত প্রস্তাব দেন। এছাড়া ২৯টি সংগঠন তাদের প্রস্তাব লিখিতভাবে জানিয়েছে। নাগরিক সমাজের ৪৪ জন ব্যক্তি কমিশনের সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। তাঁদের মধ্যে ২২ জন তাঁদের প্রস্তাবগুলো লিখিতভাবে কমিশনের কাছে পেশ করেছেন। এর বাইরেও ই–মেইলের মাধ্যমে এবং কমিশন কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে ৩৪ জন তাঁদের মতামত লিখিতভাবে জানান। কমিশনের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে সাতজন সংবিধানবিশেষজ্ঞ এবং সাবেক বিচারপতি কমিশনের মতবিনিময় সভাগুলোয় উপস্থিত হয়েছেন। কমিশনের মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের মৌখিক বক্তব্য রেকর্ড এবং প্রতিলিপি (transcript) তৈরি করা হয়েছে।

### দেশব্যাপী জনমত জরিপ

১৮. বিভিন্নভাবে অংশীজনদের মতামত সংগ্রহ করলেও গৃহীত ব্যবস্থাগুলো সমাজের সকল স্তরের মানুষের মতামতের প্রতিফলনের নিশ্চয়তা বিধান করে না বলে কমিশনের পক্ষ থেকে সারা দেশে জরিপ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মাধ্যমে দেশব্যাপী জাতীয় জনমত জরিপ পরিচালনা করা হয়। এই জরিপ ৫ ডিসেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত চালানো হয় এবং সারা দেশের ৬৪ জেলা থেকে সরাসরি সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে ৪৫,৯২৫টি খানার (হাউসহোল্ড) ১৮ থেকে ৭৫ বছর বয়সীদের কাছ থেকে জনসংখ্যা অনুপাতে মতামত পাওয়া যায়।

### অন্যান্য কমিশনের সঙ্গে সমন্বয়

১৯. কমিশন ওয়াকিবহাল যে, রাষ্ট্র সংস্কারের অনেক বিষয় নিয়ে একাধিক কমিশন নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, যা সংবিধান-সংশ্লিষ্ট। সময়স্বল্পতার বিবেচনায় কমিশন সব কমিশনের সঙ্গে কাজের সমন্বয় করতে না পারলেও গুরুত্বপূর্ণ এবং সরাসরি সংশ্লিষ্ট দুটি কমিশন-নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার এবং বিচার বিভাগ সংস্কার

কমিশনের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে বৈঠক করে এবং ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে। এর বাইরে ১৮ নভেম্বর প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় সংস্কার কমিশনের প্রধানের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করে।

## কমিশনের কতিপয় পর্যবেক্ষণ

২০. বিদ্যমান সংবিধানের পর্যালোচনা, অংশীজনদের মতামত এবং কমিশন সদস্যদের অভিজ্ঞতা ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের ভিত্তিতে কমিশন সংবিধানের বিভিন্ন দিকের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করেছে; এর বাইরে অংশীজনেরা দুটি বিষয়ের দিকে কমিশনের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যা কমিশন তার পর্যবেক্ষণ হিসেবে উপস্থিত করছে। এগুলো হচ্ছে:

১। সংবিধানের বিভিন্ন অধ্যায়ের ধারাক্রম পরিবর্তন করে প্রস্তাবনা, নাগরিকতন্ত্র, মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার পর আইনসভা, নির্বাহী বিভাগ এবং বিচার বিভাগকে সন্নিবেশিত করা;
২। সংবিধানের ভাষা সহজ করা;
৩। সংবিধানের আকার ছোট করা।

কমিশন মনে করে যে, অংশীজনদের এসব মতামত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা দাবি করে এবং আশা করে ভবিষ্যতে এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বিবেচনা করবেন।

## কৃতজ্ঞতা স্বীকার

২১. যে বীরদের আত্মদানের ফলে বাংলাদেশ স্বৈরাচারী শাসনমুক্ত হয়েছে, যাঁরা এখনো আহত অবস্থায় আছেন, তাঁদের কাছে কমিশন গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। তাঁদের প্রতি কমিশন আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে।

২২. কমিশন এই প্রতিবেদন প্রস্তুতিতে নাগরিকদের কাছ থেকে যে সহযোগিতা পেয়েছে এবং তাঁরা যেভাবে অকুণ্ঠচিত্তে অংশগ্রহণ করেছেন, সে জন্য সকলের কাছেই কৃতজ্ঞ। রাজনৈতিক দল, সামাজিক ও পেশাজীবী সংগঠন, সিভিল সোসাইটির সদস্যরা তাঁদের মতামত প্রদান করে এই প্রক্রিয়াকে অংশগ্রহণমূলক করে তুলেছেন এবং তাঁদের মতামতের মাধ্যমে এই প্রতিবেদনকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদেরকে কমিশন আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। এই প্রতিবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা সম্পাদন, মতামত ও তথ্য বিন্যস্তকরণ, অনুবাদ এবং সম্পাদনার কাজে যুক্ত গবেষকদের অবদান ছিল অসামান্য। তাঁদেরকে কমিশন আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। কমিশনের সাচিবিক সহায়তা প্রদানের জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিরলসভাবে পরিশ্রম করেছেন, কমিশন তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড (ইউপিএল) বিনামূল্যে এই প্রতিবেদনের টাইপ সেটিং এবং পৃষ্ঠাসজ্জা করে দিয়ে কমিশনকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছে।

# কমিশনের সুপারিশসমূহের সার-সংক্ষেপ

সংবিধান সংস্কার কমিশন একটি কার্যকর গণতন্ত্র, মৌলিক মানবধিকার সুনিশ্চিতকরণ এবং জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সাতটি প্রধান বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেছে এবং প্রয়োজনীয় সংস্কার সুপারিশ করছে:

১. ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের মহান আদর্শ এবং ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের জনআকাঙ্ক্ষার প্রতিফলনস্বরূপ সংবিধান ও রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে "সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, বহুত্ববাদ ও গণতন্ত্র" প্রস্তাব

২. ক্ষমতার প্রাতিষ্ঠানিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা

৩. প্রধানমন্ত্রী পদের একচ্ছত্র ক্ষমতা হ্রাস

৪. অন্তর্বর্তী সরকার কাঠামোর সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব

৫. বিচার বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণ

৬. শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সুনিশ্চিতকরণ

৭. মৌলিক অধিকারের আওতা সম্প্রসারণ, সাংবিধানিক সুরক্ষা ও বলবৎযোগ্যতা নিশ্চিতকরণ।

# প্রস্তাবনা

### সংবিধানের বিদ্যমান প্রস্তাবনাকে নিম্নোক্ত ভাষ্য দিয়ে প্রতিস্থাপন করার জন্য কমিশন সুপারিশ করছে-

আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, যারা এই ভূখণ্ডের মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে ঐতিহাসিক সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় জনযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছি এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় স্বৈরাচারী ও ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছি;

আমরা সকল শহীদের প্রাণোৎসর্গকে পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে অঙ্গীকার করছি যে, সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচারের যে আদর্শ বাংলাদেশের মানুষকে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে এবং গণতন্ত্র ও বৈষম্যহীনতার যে আদর্শ ২০২৪ সালে ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ করেছিলো, সেই সকল মহান আদর্শ রাষ্ট্র ও সমাজে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে;

আমরা জনগণের সার্বভৌম অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, বহুত্ববাদ ও গণতন্ত্রকে সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করে জনগণের জন্য একটি সংবিধান রচনা ও বিধিবদ্ধ করছি, যে সংবিধান বাংলাদেশের জনগণের সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ এবং যে সংবিধান স্বাধীন সত্তায় যৌথ জাতীয় বিকাশ সুনিশ্চিত করবে এবং বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের অধিকার সংরক্ষণ করবে;

আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করছি যে, এই সংবিধান প্রতিটি নাগরিককে পরস্পরের প্রতি অধিকার, কর্তব্য ও জবাবদিহিতার চেতনায় সংঘবদ্ধ করবে, সর্বদা রাষ্ট্র পরিচালনায় জনপ্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করবে, আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার নীতিকে অনুসরণ করবে এবং রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব সমুন্নত রাখবে;

জনগণের সম্মতি নিয়ে আমরা এই সংবিধান জনগণতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করছি।

# নাগরিকতন্ত্র

১. কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানের প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে ‘প্রজাতন্ত্র’ এবং ‘গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ’ শব্দগুলোর পরিবর্তে ‘নাগরিকতন্ত্র’ এবং ‘জনগণতন্ত্রী বাংলাদেশ’ শব্দগুলো ব্যবহৃত হবে। তবে ইংরেজি সংস্করণে “Republic” ও “People’s Republic of Bangladesh” শব্দগুলো থাকছে।

২. **ভাষা:** নাগরিকতন্ত্রের রাষ্ট্র ভাষা হবে ‘বাংলা’। সংবিধানে বাংলাদেশের নাগরিকদের মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহৃত সকল ভাষা এ দেশের প্রচলিত ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হবে।

৩. **নাগরিকত্ব:** ‘বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালি ...’ কমিশন এই বিধানটি বিলুপ্ত করার সুপারিশ করছে। সুপারিশ করা হচ্ছে যে, বর্তমান অনুচ্ছেদ ৬(২) নিম্নোক্তভাবে সংশোধন করা হোক- “বাংলাদেশের নাগরিকগণ ‘বাংলাদেশি’ বলে পরিচিত হবেন”।

৪. **সংবিধান বিষয়ক অপরাধ ও সংবিধান সংশোধনের সীমাবদ্ধতা:** কমিশন সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭ক এবং ৭খ বিলুপ্তির সুপারিশ করছে।

### ৫. সংবিধানের মূলনীতি

৫.১ কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, বহুত্ববাদ এবং গণতন্ত্রকে অন্তর্ভুক্ত করা হোক।

৫.২ বাংলাদেশের সমাজের বহুত্ববাদী চরিত্রকে ধারণ করে এমন একটি বিধান সংবিধানে যুক্ত করা সমীচীন। সুতরাং, কমিশন নিম্নোক্ত বিধান অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করছে - "বাংলাদেশ একটি বহুত্ববাদী, বহু-জাতি, বহু-ধর্মী, বহু-ভাষী ও বহু-সংস্কৃতির দেশ যেখানে সকল সম্প্রদায়ের সহাবস্থান ও যথাযথ মর্যাদা নিশ্চিত করা হবে।"।

### রাষ্ট্রের মূলনীতি

কমিশন সংবিধানের মূলনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র এবং জাতীয়তাবাদ এবং এ সংশ্লিষ্ট সংবিধানের ৮, ৯, ১০ ও ১২ অনুচ্ছেদগুলি বাদ দেয়ার সুপারিশ করছে।

## মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা

১. কমিশন সংবিধানের অধিকার সম্পর্কিত অনুচ্ছেদসমূহ পর্যালোচনা করে বেশ কিছু সুপারিশ প্রস্তাব করছে। বিদ্যমান সংবিধানের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগের অধিকারসমূহ সমন্বিত করে 'মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা' নামে একটি একক সনদ গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে, যা আদালতে বলবৎযোগ্য হবে এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অধিকার ও নাগরিক, রাজনৈতিক অধিকারের মধ্যে বিদ্যমান তারতম্য দূর করবে।

২. সংবিধানে কিছু নতুন অধিকার যেমন খাদ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, ইন্টারনেট প্রাপ্তি, তথ্য পাওয়া, ভোটাধিকার ও রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ, গোপনীয়তা রক্ষা, ভোক্তা সুরক্ষা, শিশু, উন্নয়ন, বিজ্ঞান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে।

৩. বিদ্যমান অধিকারের অনুচ্ছেদসমূহের সংস্কার যেমন বৈষম্য নিষিদ্ধকরণের সীমিত তালিকা বর্ধিতকরণ, জীবনের অধিকার রক্ষায় বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও গুম থেকে সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ, জামিনে মুক্তির অধিকার অন্তর্ভুক্তকরণ এবং নিবর্তনমূলক আটক সংক্রান্ত বিধান বিলুপ্তির প্রস্তাব করা হয়েছে।

৪. প্রতিটি মৌলিক অধিকারের জন্য পৃথক সীমা আরোপের পরিবর্তে একটি সাধারণ সীমা নির্ধারণ এবং সীমা আরোপের ক্ষেত্রে ভারসাম্য (balancing) ও আনুপাতিকতা (proportionality) পরীক্ষার বিধান সংযোজনের প্রস্তাব করা হয়েছে, যা অধিকার খর্বের ঝুঁকি কমাবে।

৫. যেসব অধিকার (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, বাসস্থান ইত্যাদি) বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য সম্পদ ও সময় প্রয়োজন, সেগুলো ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়নের (progressive realization) প্রতিশ্রুতি রেখে সম্পদের প্রাপ্যতার ভিত্তিতে কার্যকর করার সুপারিশ করা হয়েছে। এই পদ্ধতি সরকারের জবাবদিহিতা বাড়াবে এবং সম্পদের প্রাপ্যতা অনুযায়ী অধিকার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে।

# আইনসভা

১। কমিশন ৫০৫ (পাঁচশত পাঁচ) সদস্যের দ্বিকক্ষবিশিষ্ট একটি আইনসভার প্রস্তাব করছে; একটি নিম্নকক্ষ (জাতীয় সংসদ) এবং একটি উচ্চকক্ষ (সিনেট) । উভয় কক্ষের মেয়াদ হবে ৪ (চার) বছর।

**নিম্নকক্ষ**

১। নিম্নকক্ষ গঠিত হবে সংখ্যগরিষ্ঠ ভোটে সরাসরি নির্বাচিত সদস্যদের সমন্বয়ে। ৪০০ (চারশত) আসন নিয়ে নিম্নকক্ষ গঠিত হবে। ৩০০ (তিনশত) জন সদস্য একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকা থেকে সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন। আরো ১০০ (একশ) জন নারী সদস্য সারা দেশের সকল জেলা থেকে এই মর্মে নির্ধারিত ১০০ (একশ)টি নির্বাচনী এলাকা থেকে কেবল নারী প্রার্থীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন।

২। রাজনৈতিক দলগুলো নিম্নকক্ষের মোট আসনের ন্যূনতম ১০% আসনে তরুণ-তরুণীদের মধ্য থেকে প্রার্থী মনোনীত করবে।

৩। সংসদীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ন্যূনতম বয়স কমিয়ে ২১ (একুশ) বছর করা হবে।

৪। ২ (দুই) জন ডেপুটি স্পিকার থাকবেন, যাদের মধ্যে একজন বিরোধী দল থেকে মনোনীত হবেন।

৫। একজন সংসদ সদস্য একই সাথে নিম্নলিখিত যেকোনো একটির বেশি পদে অধিষ্ঠিত হবেন না: (ক) প্রধানমন্ত্রী, (খ) সংসদনেতা, এবং (গ) রাজনৈতিক দলের প্রধান।

৬। অর্থবিল ব্যতীত নিম্নকক্ষের সদস্যদের তাদের মনোনয়নকারী দলের বিপক্ষে ভোট দেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে।

৭। আইনসভার স্থায়ী কমিটিগুলোর সভাপতি বিরোধীদলীয় সদস্যদের মধ্য থেকে মনোনীত হবেন।

**উচ্চকক্ষ**

১। উচ্চকক্ষ মোট ১০৫ (একশ পাঁচ) জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে; এর মধ্যে ১০০ (একশ) জন সদস্য জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রদত্ত মোট ভোটের সংখ্যানুপাতে নির্ধারিত হবেন। রাজনৈতিক দলগুলো সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (Proportional Representation-PR) পদ্ধতির ভিত্তিতে উচ্চকক্ষের মনোনয়ের জন্য সর্বোচ্চ ১০০ (একশ) জন প্রার্থী মনোনয়ন দিতে পারবে । এই ১০০ (একশ) জন প্রার্থীর মধ্যে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) জন আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করবে। অবশিষ্ট ৫ (পাঁচ)টি আসন পূরণের জন্য রাষ্ট্রপতি নাগরিকদের মধ্য থেকে (যারা কোনো কক্ষেরই সদস্য ও রাজনৈতিক দলের সদস্য নন) প্রার্থী মনোনীত করবেন।

২। কোনো রাজনৈতিক দলকে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (পিআর) পদ্ধতির ভিত্তিতে উচ্চকক্ষে প্রতিনিধিত্বের যোগ্য হতে হলে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের অন্তত ১% নিশ্চিত করতে হবে।

৩। উচ্চকক্ষের স্পিকার সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে উচ্চকক্ষের সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন।

৪। উচ্চকক্ষের একজন ডেপুটি স্পিকার থাকবেন যিনি সরকার দলীয় সদস্য ব্যতীত উচ্চকক্ষের অন্য সকল সদস্যের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন।

**সংবিধান সংশোধনী**

১। সংবিধানের যেকোনো সংশোধনীতে উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অনুমোদন প্রয়োজন হবে। প্রস্তাবিত সংশোধনী উভয় কক্ষে পাস হলে, এটি গণভোটে উপস্থাপন করা হবে। গণভোটের ফলাফল সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে।

**আন্তর্জাতিক চুক্তি**

১। জাতীয় স্বার্থ বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা প্রভাবিত করে এমন কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে আইনসভার উভয় কক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অনুমোদন নিতে হবে।

**অভিশংসন**

রাষ্ট্রদ্রোহ, গুরুতর অসদাচরণ বা সংবিধান লঙ্ঘনের জন্য রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন করা যাবে। নিম্নকক্ষ অভিশংসন প্রস্তাবটি পাস করার পর তা উচ্চকক্ষে যাবে, এবং সেখানে শুনানির মাধ্যমে অভিশংসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।

## নির্বাহী বিভাগ

১। কমিশন সুপারিশ করছে যে আইনসভার নিম্নকক্ষে যে সদস্যের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থন আছে তিনি সরকার গঠন করবেন। নাগরিকতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্ব প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা দ্বারা প্রয়োগ করা হবে।

২। কমিশন রাষ্ট্রপতির কিছু সুনির্দিষ্ট দায়িত্বের কথা সুপারিশ করছে; এই বিশেষ কার্যাবলী কিংবা সংবিধানে উল্লিখিত বিষয় ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে কাজ করবেন।

৩। কমিশন রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়ন এবং রাষ্ট্রীয় অঙ্গ ও প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে ভারসাম্য নিশ্চিত করার জন্য একটি জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (“এনসিসি”) গঠনের সুপারিশ করছে।

**জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল**

১। জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল “এনসিসি” রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এনসিসি-র সদস্য হবেন: (অ) রাষ্ট্রপতি; (আ) প্রধানমন্ত্রী; (ই) বিরোধীদলীয় নেতা; (ঈ) নিম্নকক্ষের স্পিকার; (উ) উচ্চকক্ষের স্পিকার; (ঊ) বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি; (ঋ) বিরোধী দল মনোনীত নিম্নকক্ষের ডেপুটি স্পিকার; (এ) বিরোধী দল মনোনীত উচ্চকক্ষের ডেপুটি স্পিকার; (ঐ) প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধীদলীয় নেতার প্রতিনিধিত্বকারী সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের উভয় কক্ষের সদস্যরা ব্যতীত, আইনসভার উভয় কক্ষের বাকি সকল সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে তাদের মধ্য থেকে মনোনীত ১ (এক) জন সদস্য।

উক্ত ভোট আইনসভার উভয় কক্ষের গঠনের তারিখ থেকে ৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। জোট সরকারের ক্ষেত্রে, প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দল ব্যতীত জোটের অন্য দলের সদস্যরা উক্ত মনোনয়নে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন।

২। আইনসভা ভেঙ্গে গেলেও, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা শপথ না নেওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান এনসিসি সদস্যরা কর্মরত থাকবেন। আইনসভা না থাকাকালীন এনসিসির যারা সদস্য হবেন (অ) রাষ্ট্রপতি; (আ) প্রধান উপদেষ্টা; (ই) বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি; (ঈ) প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক মনোনীত উপদেষ্টা পরিষদের ২ (দুই) জন সদস্য।

৩। এনসিসি নিম্নলিখিত পদে নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে নাম প্রেরণ করবে: (অ) নির্বাচন কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার; আ. অ্যাটর্নি জেনারেল; (ই) সরকারি কর্ম কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার; (ঈ) দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার; (উ) মানবাধিকার কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার; (উ) প্রধান স্থানীয় সরকার কমিশনারসহ অন্যান্য কমিশনার; (ঋ) প্রতিরক্ষা-বাহিনীসমূহের প্রধান; (এ) আইন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো পদে নিয়োগ।

**রাষ্ট্রপতি**

১। রাষ্ট্রপতির মেয়াদ হবে ৪ (চার) বছর। রাষ্ট্রপতি পদে কোনো ব্যক্তি সর্বোচ্চ ২ (দুই) বারের বেশি অধিষ্ঠিত থাকবেন না।

২। রাষ্ট্রপতি নির্বাচক মন্ডলীর (ইলেক্টোরাল কলেজ) সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত হবেন। নিম্নলিখিত ভোটারদের সমন্বয়ে নির্বাচক মন্ডলী (ইলেক্টোরাল কলেজ) গঠিত হবে – (অ) আইনসভার উভয় কক্ষের সদস্য প্রতি একটি করে ভোট; (আ) প্রতিটি 'জেলা সমন্বয় কাউন্সিল' সামষ্টিকভাবে একটি করে ভোট [উদাহরণ: ৬৪ টি 'জেলা সমন্বয় কাউন্সিল' থাকলে ৬৪ টি ভোট]; (ই) প্রতিটি 'সিটি কর্পোরেশন সমন্বয় কাউন্সিল' সামষ্টিক ভাবে একটি করে ভোট।

৩। রাষ্ট্রদ্রোহ, গুরুতর অসদাচরণ বা সংবিধান লঙ্ঘনের জন্য রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন করা যাবে। নিম্নকক্ষ থেকে অভিশংসন প্রক্রিয়া শুরু হবে।

**প্রধানমন্ত্রী**

১। আইনসভার নিম্নকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থনে প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হবেন।

২। আইনসভার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে যদি কখনো প্রধানমন্ত্রী স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন বা আস্থা ভোটে হেরে যান কিংবা অন্য কোনোও কারণে রাষ্ট্রপতিকে আইনসভা ভেঙে দেয়ার পরামর্শ দেন, সে ক্ষেত্রে যদি রাষ্ট্রপতির নিকট এটা স্পষ্ট হয় যে, নিম্নকক্ষের অন্য কোনো সদস্য সরকার গঠনে প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থন অর্জন করতে পারছেন না, তবেই রাষ্ট্রপতি আইনসভার উভয় কক্ষ ভেঙে দেবেন।

৩। একজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সর্বোচ্চ ২ (দুই) বার দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। তিনি একাদিক্রমে দুই বা অন্য যে কোনোভাবেই প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হন না কেন তাঁর জন্যে এ বিধান সমভাবে প্রযোজ্য হবে। প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের প্রধান এবং সংসদ নেতা হিসেবে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না।

## অন্তর্বর্তী সরকার

১। কমিশন আইনসভার মেয়াদ শেষ হবার পরে কিংবা আইনসভা ভেঙ্গে গেলে পরবর্তী নির্বাচিত সরকার শপথ না নেয়া পর্যন্ত, একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের সুপারিশ করছে।

২। এই সরকারের প্রধান 'প্রধান উপদেষ্টা' বলে অভিহিত হবেন। আইনসভার মেয়াদ শেষ হওয়ার ১৫ (পনের) দিন পূর্বে অথবা আইনসভা ভেঙ্গে গেলে, পরবর্তী অন্যূন ১৫ দিনের মধ্যে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করতে হবে। প্রধান উপদেষ্টা সর্বোচ্চ ১৫ (পনের) সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদের মাধ্যমে কার্য পরিচালনা করবেন।

৩। অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৯০ (নব্বই) দিন হবে, তবে যদি নির্বাচন আগে অনুষ্ঠিত হয় তবে নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রী শপথ গ্রহণমাত্র এই সরকারের মেয়াদের অবসান ঘটবে।

৪। **প্রধান উপদেষ্টা**

কমিশন সুপারিশ করছে যে, নিম্নোক্ত পর্যায়ক্রমিক পদ্ধতিতে আইনসভার সদস্য হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করা হবে-

৪.১ এনসিসি-র ৯ (নয়) সদস্যের মধ্যে ন্যূনতম ৭ (সাত) সদস্যের সিদ্ধান্তে এনসিসি-র সদস্য ব্যতীত নাগরিকদের মধ্য হতে একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন।

৪.২ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.১ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব না হলে, সকল অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি এবং আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকদের মধ্য থেকে একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি এনসিসি-র ৯ (নয়) সদস্যের মধ্যে ন্যূনতম ৬ (ছয়) সদস্যের সিদ্ধান্তে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন।

৪.৩ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.২ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব না হলে, এনসিসি-র সকল সদস্যের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে রাষ্ট্রপতি প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

৪.৪ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.৩ অনুযায়ী এনসিসি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে, বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন তিনি প্রধান উপদেষ্টা হবেন।

৪.৫ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.৪ অনুযায়ী যদি উক্তরূপ সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে না পাওয়া যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হন, তা হলে তাঁর অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি প্রধান উপদেষ্টা হবেন। একইভাবে তাঁকেও না পাওয়া গেলে অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হলে পর্যায়ক্রমে অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি প্রধান উপদেষ্টা হবেন।

৪.৬ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.৫ অনুযায়ী যদি কোনো অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে না পাওয়া যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হন, তবে আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন তিনি প্রধান উপদেষ্টা হবেন।

৪.৭ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.৬ অনুযায়ী যদি উক্তরূপ আপিল বিভাগের সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হন, তা হলে তাঁর অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত আপিল বিভাগের বিচারক প্রধান উপদেষ্টা হবেন। একই ভাবে তাঁকেও না পাওয়া গেলে অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হলে পর্যায়ক্রমে অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত আপিল বিভাগের বিচারক প্রধান উপদেষ্টা হবেন।

# বিচার বিভাগ

**সুপ্রিম কোর্ট**

১। কমিশন উচ্চ আদালতের বিকেন্দ্রীকরণ করে দেশের সকল বিভাগে হাইকোর্ট বিভাগের সমান এখতিয়ার সম্পন্ন হাইকোর্টের স্থায়ী আসন প্রবর্তনের সুপারিশ করছে। সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের আসন রাজধানীতেই থাকবে।

২। সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগে একটি স্বাধীন বিচার বিভাগীয় নিয়োগ কমিশন [জুডিশিয়াল অ্যাপয়েনমেন্টস কমিশন, Judicial Appointments Commission (JAC)] গঠন করা হবে। এর সদস্যরা হবেন- (অ) প্রধান বিচারপতি (পদাধিকারবলে কমিশনের প্রধান); (আ) আপিল বিভাগের পরবর্তী দুজন জ্যেষ্ঠ বিচারক (পদাধিকারবলে সদস্য); (ই) হাইকোর্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠতম ২ (দুই) জন বিচারপতি (পদাধিকারবলে সদস্য); (ঈ) অ্যাটর্নি জেনারেল এবং (উ) একজন নাগরিক (সংসদের উচ্চকক্ষ কর্তৃক মনোনীত)।

৩। সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হওয়ার জন্য উপযুক্ত জ্ঞান ও দক্ষতার অধিকারীর পাশাপাশি সততা ও সত্যনিষ্ঠার শর্ত অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করছে।

৪। আপিল বিভাগের বিচারকদের মধ্য থেকে সর্বোচ্চ-জ্যেষ্ঠ বিচারককে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ প্রদানকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের একটি বিধান সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

৫। সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল বহাল থাকবে। তদন্ত ও অনুসন্ধানের জন্য অভিযোগ সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে প্রেরণের ক্ষমতা রাষ্ট্রপ্রধানের পাশাপাশি জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (ন্যাশনাল কনস্টিটিউশন কাউন্সিল, এনসিসি)-এর থাকবে।

৬। কমিশন বিচার বিভাগকে পূর্ণ আর্থিক স্বাধীনতা প্রদানের সুপারিশ করছে।

**'অধস্তন আদালত'**

৭। কমিশন 'অধস্তন আদালত'—এর পরিবর্তে 'স্থানীয় আদালত' ব্যবহারের প্রস্তাব করছে।

৭.১ কমিশন সুপারিশ করছে যে, স্থানীয় আদালতের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নিয়োগ, পদায়ন, পদোন্নতি, ছুটি এবং শৃঙ্খলাসহ সকল সংশ্লিষ্ট বিষয় সুপ্রিম কোর্টের কাছে ন্যস্ত থাকবে। এই লক্ষ্যে সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে একটি বিচারিক সচিবালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করছে। সংযুক্ত তহবিলের অর্থায়নে সুপ্রিম কোর্ট এবং স্থানীয় আদালতের প্রশাসনিক কার্যক্রম, বাজেট প্রণয়ন ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার ওপর এই সচিবালয়ের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে।

# স্থানীয় সরকার

১. কমিশন সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ("এল.জি.আই.") আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং আইন দ্বারা নির্ধারিত সকল কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কার্যকরী স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করার সুপারিশ করছে। জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কর্মসূচির অংশ না হলে, স্থানীয় পর্যায়ে সকল উন্নয়ন কাজের উপর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (এলজিআই-এর) সম্পূর্ণ আর্থিক নিয়ন্ত্রণ এবং বাস্তবায়নের কর্তৃত্ব থাকবে।

২. কমিশন সুপারিশ করছে, যে সকল সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী এলজিআই-এর কাজে সরাসরি নিয়োজিত তারা এলজিআই-এর জনপ্রতিনিধিদের অধীনস্থ হবে৷ যে সকল সরকারি বিভাগ এলজিআই-এর

এখতিয়ারভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত, তারা এলজিআই-এর জনপ্রতিনিধিদের নির্দেশনায় কাজ করবে।

৩. এলজিআই স্থানীয়ভাবে নিজস্ব তহবিল সংগ্রহ করতে পারবে। যদি প্রাক্কলিত তহবিল এলজিআই-এর বাজেটের চেয়ে কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে সেই বাজেট আইনসভার উচ্চকক্ষের স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত কমিটির কাছে পাঠাতে হবে। উক্ত বাজেট আইনসভার উচ্চকক্ষের স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত কমিটি দ্বারা অনুমোদিত হলে কমিটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে বাজেটে উল্লিখিত ঘাটতি বরাদ্দ দিতে নির্দেশ দিবে।

৪. কমিশন প্রতিটি জেলায়, পারস্পরিক কার্যক্রমের সমন্বয়ের লক্ষ্যে একটি ‘জেলা সমন্বয় কাউন্সিল’ প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করছে যা সেই জেলার মধ্যে সকল এলজিআই-এর জন্য একটি সমন্বয় এবং যৌথ কার্য সম্পাদনকারী সংস্থা হিসাবে কাজ করবে। এর সদস্য হবেন: (অ) প্রতিটি উপজেলা পরিষদ থেকে নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও দুজন ভাইস চেয়ারম্যান; (আ) প্রতিটি পৌরসভা থেকে নির্বাচিত মেয়র ও দুজন ডেপুটি মেয়র; (ই) প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ থেকে নির্বাচিত চেয়ারম্যান। সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব সমন্বয় কাউন্সিল থাকবে।

৫ কমিশন এলজিআই-এর সকল নির্বাচন নির্বাচন কমিশনের সরাসরি তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠানের সুপারিশ করছে।

৬. সংস্কার কমিশন একটি স্থানীয় সরকার কমিশন গঠনের সুপারিশ করছে যা একজন প্রধান স্থানীয় সরকার কমিশনার এবং ৪ (চার) জন কমিশনার নিয়ে গঠিত হবে।

## স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস

১। কমিশন সংবিধানের অধীন একটি স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস গঠনের সুপারিশ করছে।

## সাংবিধানিক কমিশনসমূহ

সিআরসি (CRC) নিম্নলিখিত পাঁচটি সাংবিধানিক কমিশন নিয়ে সংবিধানের একটি ভাগ তৈরির জন্য সুপারিশ করছে, যেখানে প্রতিটি কমিশনের জন্য একটি করে পরিচ্ছেদ থাকবে: এই কমিশনগুলো হচ্ছে; (ক) মানবাধিকার কমিশন; (খ) নির্বাচন কমিশন; (গ) সরকারি কর্ম কমিশন; (ঘ) স্থানীয় সরকার কমিশন; (ঙ) দুর্নীতি দমন কমিশন।

সিআরসি সুপারিশ করছে যে, সবগুলো কমিশনের গঠন, নিয়োগ, কার্যকাল এবং অপসারণ প্রক্রিয়া একই রকমের হবে। প্রত্যেকটির মেয়াদ হবে ৪ (চার) বছর।

## বিবিধ

১। কমিশন সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫০(২) বিলুপ্তির সুপারিশ করছে, এবং এ সংশ্লিষ্ট ৫ম, ৬ষ্ঠ এবং ৭ম তফসিল সংবিধানে না রাখার সুপারিশ করছে।

২। **জরুরী অবস্থার বিধানাবলী**

কমিশন সুপারিশ করছে যে, কেবলমাত্র এনসিসি-র সিদ্ধান্তক্রমে রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারবেন। কমিশন মনে করে, জরুরী অবস্থার সময় নাগরিকদের কোনো অধিকার রদ বা স্থগিত করা যাবে না এবং আদালতে যাওয়ার অধিকার বন্ধ বা স্থগিত করা যাবে না। তাই কমিশন অনুচ্ছেদ ১৪১খ ও অনুচ্ছেদ ১৪১গ বাতিলের সুপারিশ করছে।

# প্রথম অধ্যায়

# বিদ্যমান সংবিধানের পর্যালোচনা

## জনগণের রাজনৈতিক-সাংবিধানিক আকাঙ্ক্ষার ইতিহাস

মুক্তিসংগ্রামের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এদেশের মানুষ অনেক লড়াইয়ে জয়ী হয়েছে। তথাপি, একটি জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়নি, সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে ঐতিহাসিক সম্ভাবনাগুলো সৃষ্টি হয়েছে সেগুলো বাস্তব রূপ লাভ করেনি। দক্ষিণ এশিয়ায় আমরাই একমাত্র রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী, যারা গত শতকে দুইবার স্বাধীনতা অর্জন করেছি, ১৯৪৭ এবং ১৯৭১ সালে। জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল, নির্বাচিত ও গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থা কায়েমের জন্য ১৯৭১ সালে আমাদের জনযুদ্ধের পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। রক্তস্নাত স্বাধীনতা সংগ্রামে বিজয়ী হয়েও গণক্ষমতার ভিত্তিতে রাষ্ট্রগঠন এখনো অসম্পূর্ণ রয়ে গিয়েছে। ২০২৪-এ সংগঠিত ছাত্র-জনতার বৈপ্লবিক গণ-অভ্যুত্থান জাতীয় জীবনে আবারও এক অসামান্য সুযোগ ও সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। ইতিহাসের এই বিশেষ মুহূর্তে আমাদের সামনে অত্যাবশ্যকীয় কাজ হচ্ছে বাংলাদেশের ভবিষ্যতের জন্য একটি কল্যাণকর রূপকল্প অন্বেষণ এবং সমষ্টিগত জীবনে তার কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে সক্ষম একটি সাংবিধানিক কাঠামো খুঁজে বের করা।

গণক্ষমতার সাংবিধানিক কাঠামো অনুসন্ধান এবং সেই লক্ষ্যে সুপারিশ তৈরির পটভূমি হিসেবে এই অধ্যায়ে সংবিধানের রাজনৈতিক এবং আইনি প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই আলোচনা দুটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে এই জনপদের মানুষের রাজনৈতিকভাবে গঠিত হওয়ার প্রক্রিয়া এবং একটি সংঘবদ্ধ জনগোষ্ঠী হিসেবে তাঁর রাজনৈতিক সংকল্প ও সামষ্টিক রূপকল্পের অভিপ্রায় কীভাবে গড়ে উঠেছে তা আলোচিত হয়েছে। একইসাথে এই ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় ১৯৭২ সালে যে সংবিধান প্রণীত হয়েছিলো তার প্রণয়ন প্রক্রিয়া এবং তারপর থেকে গত ৫২ বছরে সংবিধানের বিধি-বিধানগুলোর চিহ্নিত

দুর্বলতাগুলোর পর্যালোচনাও করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে বিদ্যমান সংবিধানের আইনি ও বিধানিক দিকগুলো এবং তার পর্যালোচনা, বিশেষ করে গণসার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা, জবাবদিহিতার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং ক্ষমতার এককেন্দ্রিকরণ রোধে তা কীভাবে ব্যর্থ হয়েছে তা তুলে ধরা হয়েছে।

## ক. জনগণ ও গাঠনিক ক্ষমতা

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ের পর থেকে এই জনগোষ্ঠী নিজেদের আত্মমর্যাদা, অধিকার ও স্বাধীন সত্তায় বিকশিত হবার লড়াই অব্যাহত রেখেছে। পরাধীনতার বিরুদ্ধে আমাদের রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব গঠনের নিরন্তর প্রচেষ্টা মূলত একটি ‘গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক ব্যবস্থা’ এবং সমষ্টিগত জীবনের জন্য রুপকল্প খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা। লাহোর প্রস্তাবে যেই অভিব্যাক্তির সুনির্দিষ্ট উল্লেখ দেখা যায়, সেখানে আমাদের জন্য একটি পৃথক রাষ্ট্রসত্তা গঠনের প্রস্তাব ছিল[1]।

জনগণের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার উপলব্ধিই হলো তার রাজনৈতিক সত্তার ভিত্তি—সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়ে কাম্য সরকারব্যবস্থা গ্রহণ করতে নিজেদের সম্মতিতে একত্রিত হওয়া। নিজেরা রাজনৈতিকভাবে গঠিত হওয়া এবং নিজেদের সরকার গঠন করবার যুগপৎ প্রক্রিয়াটিকেই বলা হয় গাঠনিক ক্ষমতার (কন্সটিটুয়েন্ট পাওয়ার) প্রয়োগ। জনগণ যদি কখনো নিজেদের সরকার নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত স্বাভাবিক ব্যবস্থা কার্যকর করতে অপারগ হয়, তখন অবশ্যম্ভাবীভাবেই গাঠনিক ক্ষমতাকে পুনরায় বিশুদ্ধ এখতিয়ার হিসাবে প্রয়োগ করতে হয়। এটা জনগণের অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সাধিত হয়। এ পর্যায়ে ‘জনগণ’ নামক একটি সামষ্টিক

[1] আবুল মনসুর আহমেদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, পৃষ্ঠা ২৫৬-২৬৫, প্রথমা প্রকাশনী ২০১৭, ঢাকা।

কর্তাসত্তার উদ্বোধন ঘটে[2]। এই সামষ্টিকতার অন্তর্গত একটা দিক হল কর্তৃত্ব, ক্ষমতা এবং আইনের নতুন বৈধতা নির্মাণ। অপরটি হল সমবায়িক জীবনের রূপটি কী হবে তা নিজেরা সম্মিলিতভাবে ঠিক করা—যার অভিব্যক্তি ঘটে নতুন গঠনতন্ত্র প্রণয়নের সাথে তাদের নিজেদের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে।

গাঠনিক ক্ষমতা পরিভাষাটি ল্যাটিন ভাষার কন্সটিটিটিউরে শব্দ হতে এসেছে। এর অর্থ হলো কারো সাথে বা সহযোগে কোনো কিছু গড়া, তোলা, নির্মাণ, স্থাপন, তৈরি বা প্রতিষ্ঠা—অর্থাৎ এইসব অর্থে, কোনো কিছুর উপস্থিতির কারণ হওয়া। অন্যের সহযোগে, সংগঠিতভাবে, পরস্পরে মিলে পাবলিকলি তথা রাজনৈতিক পরিসরে যখন কোনো কিছু নির্মাণ বা প্রতিষ্ঠা করা হয় তখন সে ঘটনায় নতুন কিছুর প্রবর্তন বা পুনপ্রবর্তন ঘটে। প্রবর্তনের এই ক্ষমতা জনগণের এমন এক চূড়ান্ত কর্তৃত্ব, যা একইসাথে সরকার প্রতিষ্ঠা ও বিলুপ্ত করা কিংবা স্বৈরশাসকের অপসারণ ক্ষমতাকেও অন্তর্ভুক্ত করে। সমষ্টির গণক্ষমতা হিসাবে চিহ্নিত এই ক্ষমতা সমষ্টির সংঘবদ্ধতা থেকে তৈরি হয়। এই ক্ষমতার মাধ্যমে তৈরি হয় নতুন সরকার, সরকারের রূপ, নিয়োগের ধরন এবং পরিচালনার পদ্ধতি। জনগণই এই ক্ষমতার বৈধতার নির্ধারক এবং নিরূপক।

ঔপনিবেশিক যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত, এই অঞ্চলে 'জনগণ'-এর উদ্ভব একটি দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে। জনগণের গাঠনিক কর্তা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা এবং রাষ্ট্র গঠনে তার সার্বভৌম অভিপ্রায় প্রকাশের প্রচেষ্টা দীর্ঘদিন ধরে এখানে ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক রাষ্ট্রের সাথে দ্বান্দ্বিক সম্পর্কে জড়িয়ে আছে। এই দ্বন্দ্বের কারণে, রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক রূপান্তর আজও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। তবে সব ব্যর্থতাই সমান নয়, কিছু ক্ষেত্রে অগ্রগতিও হয়েছে।

[2] Alain Badiou, Pierre Bourdieu, Judith Butler, et. al., *What is a People?*, Columbia University Press, 2016, New York.

এই জনগোষ্ঠীর ইতিহাসে ১৯৪৭ সালের বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীনতা পাওয়া ছিল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গাঠনিক মুহূর্ত। গণক্ষমতা প্রতিষ্ঠার এই দীর্ঘ লড়াইয়ে আরেকটি মাইলফলক অর্জিত হয় ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে ১৯৭১ সালের গাঠনিক মুহূর্তও বেহাত হয়েছে। আমরা গণক্ষমতায় অভিষিক্ত রাষ্ট্রকাঠামো তৈরি করতে পারিনি। ১৯৭২ সালের সংবিধানে গণক্ষমতাকে পাকাপোক্ত না করে ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক রাষ্ট্র কাঠামোকেই অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে।

ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হলো জনগণ তার বাইরের অধীনস্থ অংশ। ফলে তার প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় শাসিত জনগোষ্ঠীর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। যেহেতু জনগণের ইচ্ছা এবং কর্তত্বে সরকার পরিচালিত হয় না, তাই জনগণকে প্রতিপক্ষ গণ্য করে একটি বিস্তৃত প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করাই ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের চরিত্র। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন আমাদের অভিজ্ঞতায় তেমন একটি রাষ্ট্র। ব্রিটিশ ভারতের শাসনকাঠামো এমনভাবে গঠিত হয়েছিল যেখানে জনগণ ছিল আলাদা সত্তা। যে বিস্তৃত প্রশাসনিক কলকব্জার মাধ্যমে উপমহাদেশে রাষ্ট্র পরিচালিত হচ্ছিল তা হচ্ছে ব্রিটিশ ভারতীয় আমলাতন্ত্র[3]।

প্রথমদিকে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং পরবর্তীতে ব্রিটিশ রাজের সরকার স্থানীয় জনগণের নামমাত্র অংশগ্রহণের মাধ্যমে গণক্ষমতার উন্মেষ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল। পাকিস্তান আমলেও (১৯৪৭-১৯৭১) ঔপনিবেশিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিনির্মাণ এবং গণতন্ত্রকে প্রাধান্য দেওয়ার মাধ্যমে গণক্ষমতার গঠন সম্পন্ন করা যায়নি। ফলে জনগণ বৃটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যেই আটকা পড়েছে।

---

[3] Abdur Razzaq, *Political Parties in India*, pp. 25-31, 146-178, The University Press Limited, 2022, Dhaka.

## খ. প্রজা থেকে নাগরিক: ঔপনিবেশিক যুগে জনগণ

ব্রিটিশ শাসনামলে জনগণের নাগরিক সত্তাকে অস্বীকার করা হয়েছিল এই যুক্তিতে যে দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতার কারণে এই জনগোষ্ঠী স্ব-শাসনের জন্য অযোগ্য। দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা শুধু নৈতিক বা সমাজতাত্ত্বিক ঘাটতি হিসেবে বোঝানো হয়নি, বরং এই ঘাটতি ব্রিটিশ শাসনের বৈধতার যুক্তি হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছিল। তাই, ঔপনিবেশিক শাসনকে অতিক্রম করা এবং সার্বভৌম হওয়ার জন্য 'উপযুক্ত' জনগণ তৈরি করা ছিল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের লক্ষ্য[4]। যদিও বৃটিশ প্রশাসনিক রাষ্ট্রে ধীরে ধীরে স্থানীয় প্রতিনিধিত্ব বাড়ানো হয়েছিল, তবু কখনোই জনগণকে সার্বভৌম নাগরিক হিসেবে বিবেচনা করা হয়নি। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে এদেশের মানুষের আন্দোলন ছিল অপরাপর বিষয়ের পাশাপাশি নাগরিক হওয়ার প্রস্তুতি।

**কোম্পানি আমল** (১৭৫৭–১৮৫৭)

১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত বাংলা শাসিত হয়েছিল ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দ্বারা। ১৭৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত সরকারব্যবস্থায় প্রশাসনিক কার্যক্রমের পরিসর ধীরে ধীরে বিস্তৃত হয় এবং এটি এক বিশাল প্রশাসনিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ১৮৫৮ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের শাসনের মাধ্যমে এই প্রশাসনিক রাষ্ট্রকে আরও শক্তিশালী এবং স্থায়ী করা হয়।

১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লবের পর ব্রিটিশ সরকার ১৮৫৮ সালের ভারত সরকার আইন (Government of India Act)-এর মাধ্যমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে সরাসরি ভারতের শাসনভার গ্রহণ করে। কোম্পানি তার সমস্ত ক্ষমতা, সম্পত্তি এবং চুক্তিগত বাধ্যবাধকতা ব্রিটিশ রাজের কাছে হস্তান্তর করে। এই আইনের মাধ্যমেই সিভিল সার্ভিস প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সাংবিধানিক ক্ষমতা কাঠামোর ভিত্তিতে

[4] Nazmul Sultan, *Waiting for the People: The Idea of Democracy in Indian Anticolonial Thought*, Harvad University Press, 2024, London.

রাজা/রানীকে ভারতের গভর্নর জেনারেল ও প্রেসিডেন্সি টাউনগুলোর গভর্নর নিয়োগের ক্ষমতা প্রদান করা হয়। সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিত্বের কোনো সুযোগ তখন ছিল না।

**বৃটিশ রাজের সময়ে জনগণের প্রতিনিধিত্ব** (**১৮৫৮–১৯৪৭**)

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে বৃটিশ রাজের ক্ষমতা গ্রহণের পর জনগণের সার্বভৌম অভিপ্রায়ের প্রকাশ এবং গণসার্বভৌমত্ব উপলব্ধির ক্ষেত্রে একটি ধীর অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে অধিকতর কাঠামোবদ্ধ এক ঔপনিবেশিক প্রশাসনের সূচনা হয়। প্রাতিষ্ঠানিক বিচার বিভাগীয় তদারকির সূচনা এবং প্রশাসনিক সম্প্রসারণের ফলে শাসন ব্যবস্থার উচ্চস্তরে কিছু ভারতীয় অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৮৬১ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইনের মাধ্যমে আইনসভায় উপমহাদেশের জনগণের মধ্য থেকে সদস্য অন্তর্ভুক্তির সুযোগ তৈরি হয়, যেটাকে আইনসভায় নামমাত্র জনপ্রতিনিধিত্বের সূচনা বলা যেতে পারে। তবে খুবই সীমিত ক্ষমতার কারণে এই অন্তর্ভুক্তি শাসন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার চেয়ে উপনিবেশিক শাসন পাকাপোক্ত করার একটি কৌশলগত পদক্ষেপ হিসাবে বেশী কাজে দিয়েছিল।

১৮৯২ সালে বৃটিশ সরকার ভারতীয় কাউন্সিল আইন করে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইনসভায় কিছু নন-অফিসিয়াল সদস্যের মনোনয়নের মাধ্যমে প্রতিনিধি হওয়ার নীতি প্রবর্তন করে। এই আইন অনুসারে আইনসভায় তিন ধরনের সদস্য ছিল: নির্বাচিত, কর্মকর্তা এবং মনোনীত নন-অফিসিয়াল সদস্য। এই প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে জনগণের সাংবিধানিক ক্ষমতার স্বীকৃতি ছিল না; বরং তা প্রশাসনিক রাষ্ট্রের এক সমন্বয়মূলক পদক্ষেপ ছিল।

এরপর ১৯০৯ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইন প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের উপাদান প্রবর্তনের মাধ্যমে শাসনব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণ বাড়ানোর চেষ্টা করে। তবে এই নীতিও ছিল নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতির পরিবর্তে ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক রাষ্ট্রের মধ্যে জনগণকে অন্তর্ভুক্তির কৌশল। তখনো আইনসভার বেশিরভাগ আসন ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্তদের দ্বারা পূর্ণ করা হতো।

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন প্রদেশগুলিতে দ্বৈত শাসন (ডায়ার্কি) প্রবর্তন করে, যেখানে উপমহাদেশের জনগণের নির্বাচিত মন্ত্রীরা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক কিছু ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ পান। এখানে যদিও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে জনগণের আংশিক প্রতিনিধিত্ব ছিল, তবে শাসনের ক্ষেত্রে গণতন্ত্র তখনো প্রাধান্য পায়নি।

তবে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রচলন করা হয়। আপাত প্রতিনিধিত্বশীল মনে হলেও ১৯৩৫ সালের আইনটি এমন একটি ফেডারেল শাসন কাঠামো তৈরি করে, যা ব্রিটিশ নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের হাতে কেন্দ্রীভূত ছিল। এই ঔপনিবেশিক সংবিধান জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসনের বিধান করে, তবে তা রাখা হয় ব্রিটিশদের নিয়োগপ্রাপ্ত গভর্নর জেনারেলের তত্ত্বাবধানে। গভর্নরদের হস্তক্ষেপের ক্ষমতা ছিল অবারিত[5]। দুঃখজনকভাবে, পাকিস্তান আমলেও একই শাসন কাঠামো বহাল ছিল। এই প্রশাসনিক কাঠামো জনগণের গণতান্ত্রিক ক্ষমতার জন্য একটি বড় হুমকি তৈরি করে। ফলে গণতন্ত্রের প্রাধান্য তো দূরের কথা, পাকিস্তান ১৯৭০ সাল পর্যন্ত তার প্রথম সাধারণ নির্বাচনও আয়োজন করতে পারেনি।

## গাঠনিক মুহূর্তসমূহ

---

[5] Elangovan, A., 'Provincial Autonomy, Sir Benegal Narsing Rau, and an Improbable Imagination of Constitutionalism in India 1935–38', *Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East*, 36(1), 2016, 66–82.

যদিও বৃটিশদের প্রশাসনিক রাষ্ট্রকাঠামো জনগণের গাঠনিক ক্ষমতাকে অস্বীকার করেছে। তবু এ দেশের মানুষ তার গণসার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য উপনিবেশিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম জারি রেখেছে। যাতে রাষ্ট্রের গাঠনিক কর্তা হিসেবে জনগণের আবির্ভূত হওয়ার চিহ্ন পাওয়া যায়।

আঠারো শতকের শেষভাগে বাংলার ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ছিল এমন একটি ঘটনা। দখলদার বৃটিশ কম্পানির বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহে যোগ দেন সন্ন্যাসী, কৃষক, জমিদার এবং বাংলার অভিজাতগণ। ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রাথমিক প্রতিরোধ হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার পাশাপাশি উপমহাদেশের পরবর্তী আন্দোলনের ভিত্তিও স্থাপন করে দেয় এই বিদ্রোহ।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে শুরু হওয়া ফরায়েজি আন্দোলনও তেমন আরেকটি গাঠনিক প্রচেষ্টার নমুনা। এই আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলার কৃষকদের কর্তাশক্তি এবং প্রতিরোধ ক্ষমতার প্রকাশ ঘটে। সমসাময়িক প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী বাঙালিদের ঔপনিবেশিক দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মানসিক এবং শারীরিক সক্ষমতা ছিলনা। এমন ধারণাকে ভুল প্রমাণিত করে এই আন্দোলনে বাঙালি মুসলমানরা উদ্যম, ঐক্য, সাহস এবং ধৈর্যের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিরোধ শক্তি প্রদর্শন করে[6]। এই আত্মশক্তি ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ এবং জমিদারদের বিরুদ্ধে কার্যকর চ্যালেঞ্জ জানাতে কৃষকদের সক্ষম করে তোলে। রাষ্ট্র গঠনের আকাঙ্ক্ষা তথা জনগণের গাঠনিক ক্ষমতার অভিপ্রায় প্রকাশের এক ঐতিহাসিক ঘটনা ছিল এই আন্দোলন।

বৃটিশ শাসনামলে সবচেয়ে জোরালো প্রতিরোধের ঘটনা ছিল সিপাহি বিপ্লব। বৃটিশদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ হিসেবে পরিচিত এই বিপ্লব ১৮৫৭ থেকে ১৮৫৯ সালের মধ্যে সংঘটিত হয়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সশস্ত্র বিপ্লব।

[6] Iftekhar Iqbal, The Bengal Delta. Ecology, State and Social Change, 1840-1943, pp.67-92, Palgrave Macmillan, New York 2010.

ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ বাঁক হিসেবে চিহ্নিত এই বিপ্লবের ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের সমাপ্তি ঘটে এবং ব্রিটিশ রাজ প্রত্যক্ষ শাসন শুরু করে। প্রধানত বেঙ্গল আর্মির সৈনিকদের মাধ্যমে এই বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল। ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও এই বিপ্লব ছিল বাংলায় গাঠনিক শক্তি হিসেবে জনগণের উদ্ভবের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত।

যদিও ঔপনিবেশিক প্রশাসনের সুবিধার জন্য ১৯০৫ সালে বাংলা ভাগ করা হয়েছিল, তবু বাংলার মুসলমানরা এটিকে তাদের অনুকূল একটি পদক্ষেপ হিসেবে দেখেছিল। এটি জনগণের ক্ষমতা এবং প্রশাসনিক রাষ্ট্রের মধ্যে স্বার্থের সংমিশ্রণের একটি মুহূর্ত হয়ে ওঠে। বঙ্গভঙ্গ ছিল প্রশাসনিক রাষ্ট্র কাঠামোকে বিস্তৃত করার একটি পদক্ষেপ; গণসার্বভৌমত্বের সাথে এর সংযোগ ছিল না। বৃটিশ আমলের এসব গাঠনিক মুহূর্তের মধ্যে সুস্পষ্ট অভিপ্রায় হিসেবে আবির্ভূত সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব।

**লাহোর প্রস্তাব**

বাংলাদেশের জনগণের রাষ্ট্র গঠনের সুস্পষ্ট অভিপ্রায় লাহোর প্রস্তাবে প্রতিফলিত হয়। প্রস্তাবে বলা হয়, কোনো সাংবিধানিক পরিকল্পনাই কার্যকর করা যাবে না এবং মুসলমানদের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হবে না, যদি না এটি এই মৌলিক নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি হয় যে ভৌগোলিকভাবে সন্নিহিত অঞ্চলগুলো এমনভাবে গঠিত হবে, যেখানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠের ভিত্তিতে রাষ্ট্র নির্মাণের ঘোষণা দ্বারা এই প্রস্তাব সংকুচিত ছিল না, বরং সুস্পষ্ট সাংবিধানিক নীতি হিসেবে সংখ্যালঘুদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থরক্ষার জন্য তাদের সাথে পরামর্শ সাপেক্ষে কার্যকর ও বাধ্যতামূলক বিধান

রাখারও প্রস্তাব ছিল। এই প্রস্তাব বাংলার মুসলমানদের মধ্যে একটি জাতীয়তাবোধ তৈরি করে এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবিকে জোরালো করে তোলে[7]।

## গ. ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামোর ধারাবাহিকতা: পাকিস্তান পর্ব

১৯৪৭ ছিল প্রায় ২০০ বছরের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গাঠনিক মুহূর্ত। তবে এই মুহূর্তটি গণসার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে সাংবিধানিকভাবে রূপান্তরিত হয়নি। পাকিস্তান আমলে (১৯৪৭-১৯৭১) জনগণের গাঠনিক ক্ষমতার অভিষেক বারবার বিফল করে দেয়া হয়েছে। ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক রাষ্ট্রের ধারা অব্যাহত থাকার কারণে গণক্ষমতার বাস্তবায়ন হয়নি। রাষ্ট্রীয় জীবনে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেনি।

আবুল মনসুর আহমদ পাকিস্তান সৃষ্টির পরপরই মুসলিম লীগের অদূরদর্শিতা এবং ভুল নীতিকে দোষারোপ করেন। মুসলিম লীগের জনমুখী কর্মীরা হতাশ হন। তাদের হতাশা আরও বেড়ে যায়, কারণ মুসলিম লীগ সরকার জাতীয় ও প্রাদেশিক নিয়োগে বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করে[৮]। এছাড়াও পুরো কাঠামো ছিল ঔপনিবেশিক সংবিধানের ধারাবাহিকতা, যা প্রশাসনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে জনগণের সার্বভৌম ইচ্ছার প্রকাশে বাধার সৃষ্টি করেছিল। পাকিস্তান আমলে স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন ছিল জনগণের গাঠনিক ক্ষমতা প্রকাশের আন্দোলন।

### গণসার্বভৌমত্ব ও পাকিস্তান পর্বের অভিজ্ঞতা

---

[7] মওদুদ আহমেদ, বাংলাদেশ: স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯২, ঢাকা।

[8] Talukder Maniruzzaman, *The Bangladesh Revolution and Its Aftermath*, The University Press Limited, 1988, Dhaka.

ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই 'ভারত স্বাধীনতা আইন' পাশ করে ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র তৈরি করে। পাকিস্তান রাষ্ট্র স্বাধীন হবার পর এর শাসন কাঠামো পরিচালিত হয় ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী। উপনিবেশিক এই শাসন কাঠামো যে গণসার্বভৌমত্ব ভিত্তিক রাষ্ট্র পরিচালনা এবং গঠনের জন্য অনুপযুক্ত তা সুস্পষ্টভাবে লাহোর প্রস্তাবের শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছিল।

দুইটি পৃথক রাষ্ট্র তৈরির সিদ্ধান্ত রাজনৈতিকভাবে চূড়ান্ত হওয়ার আগেই সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের জন্য একটি গণপরিষদ (constituent assembly) গঠন করা হয়। ১৯৪৬ এর মাঝামাঝি গঠিত হওয়া এই পরিষদ ডিসেম্বরে প্রথম অধিবেশনে বসে। মুসলিম লীগ এই পরিষদে শুরুতে অংশ নিলেও পরবর্তীতে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ তা বর্জন করেন[9]। ১৯৪৭-এর ভারত স্বাধীনতা আইনের অধীনে পাকিস্তান আর ভারত আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে তৈরি হওয়ার পর স্পষ্টতই পূর্ববাংলাসহ পাকিস্তানের জন্য আলাদা গণপরিষদ (constituent assembly) তৈরি হয়। সাথে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন পাকিস্তানের অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান হিসেবে কাজ করে।

১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে গণপরিষদে বিষয়গত প্রস্তাব (নৈর্ব্যক্তিক সিদ্ধান্ত) বা অবজেক্টিভ রেজুলিউশন গৃহীত হয়। এর মৌলিক নীতিমালা ছিল যে, "রাষ্ট্র তার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রয়োগ করবে; গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সাম্য, সহিষ্ণুতা ও সামাজিক সুবিচারসহ ইসলাম নির্দেশিত নীতিমালা অনুসরণ করা হবে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাদের নিজ নিজ ধর্ম প্রচার ও পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবে এবং নিজ নিজ সংস্কৃতি পালন করতে পারবে এবং কতিপয় ক্ষেত্রে নির্দেশিত

[9] Sadaf Aziz & Moeen Cheema, 'From Nation to State: Constitutional Founding in Pakistan', *In Constitutional foundings in South Asia*, edited by Kevin YL Tan and Ridwanul Hoque, Hart Publishing, 2021.

সীমাবদ্ধতাসহ পাকিস্তানের প্রত্যেকটি ইউনিট স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে ফেডারেল কাঠামোর অধীনে অবস্থান করবে।”

বিষয়গত প্রস্তাবে গৃহীত মৌলিক নীতিমালা অনুসারে সংবিধান প্রণয়নের জন্য একটি মূলনীতি কমিটি গঠিত হয়। ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনে, সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি শাসিত পদ্ধতির একটি সংমিশ্রণ প্রস্তাব করে যাতে রাষ্ট্রপতির হাতে সবচেয়ে বেশিই ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। প্রদেশগুলোর জন্য কার্যকর কোনো স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা হয় না। জরুরি অবস্থা জারি ও সংবিধান স্থগিত রাখার ক্ষমতা এবং উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশগুলো ছিল সবচাইতে বেশি অগ্রহণযোগ্য।

কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যায়। মূলনীতি কমিটির সুপারিশমালা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হয়[10]।

এই সময়কাল এখনো সজীব, বিশেষত পরবর্তী ঘটনাসমূহের কারণে। শাসন কাঠামো এবং রাষ্ট্র গঠনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামোর দ্বন্দ্বই এই সময়ে স্পষ্টত প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। বিপরীতে, ১৯৪৭-এর গাঠনিক মুহূর্তের প্রভাবে, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র থেকে বের হওয়ার চেষ্টা হিসেবে একটি গণপরিষদ তৈরি করা হয়, যা একইসাথে আইনপরিষদ হিসেবেও কার্যকর ছিল। সেই পরিষদে গভর্নরের শাসন থেকে বের হয়ে সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য প্রধানমন্ত্রীর পদ ক্রিয়াশীল হচ্ছিল। কিন্তু তৎকালীন গণপরিষদ সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত বা

[10] মওদুদ আহমেদ, বাংলাদেশ: স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯২, ঢাকা।

প্রতিনিধিত্বমূলক ছিল না। সরাসরি জনগণের গাঠনিক ক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব করতে না পারায় তা ব্যর্থ হয়েছিল।

পাকিস্তানে ১৯৭০ সালের আগে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে কোনো সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। আমরা জনগণের ক্ষমতার আভাস পাই ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে, যাতে যুক্তফ্রন্ট জয়ী হয় এবং মুসলিম লীগের রাজনৈতিক মৃত্যুর সূচনা ঘটে। ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারির পর আইয়ুব খান সামরিক শাসনকে গণতন্ত্রের তকমা পরানোর উদ্দেশ্যে ১৯৬০ সালে হ্যাঁ/না ভোট আয়োজন করে নিজের ক্ষমতার এক ধরনের বৈধতা তৈরির চেষ্টা করেন। এরপর ১৯৬২-তে বেসিক ডেমোক্রেসির ভিত্তিতে জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচন আয়োজন করেন। আইয়ুব খানের পাঁচ বছর মেয়াদান্তে নিজের মেয়াদ আরো বাড়ানোর জন্য ১৯৬৫ সালে বেসিক ডেমোক্রেসির ভিত্তিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এবং জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচন আয়োজিত হয়। এতে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান তার বিজয় ও আধিপত্য নিশ্চিত করেন।

মোট তিনটি সাংবিধানিক কাঠামোর অধীনে এইসময়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র পরিচালিত হয়েছিল: ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন, গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত ১৯৫৬ সালের স্বল্পস্থায়ী সংবিধান, এবং ১৯৬২ সালের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের সংবিধান। জনগণের গণসার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে এইসব সাংবিধানিক ও গাঠনিক প্রচেষ্টার রূপ কেমন ছিল সেটা উপলব্ধি করা দরকার।

## পাকিস্তান ১৯৪৭ - ১৯৫৮

১৯৪৭ থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত প্রধানত ঔপনিবেশিক সময়ের আইনি সাংবিধানিক কাঠামো কার্যকর ছিল। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনকে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান হিসেবে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য ব্যবহার করা হয়। ১৯৪৭ এর গাঠনিক

মুহূর্তকে কাজে লাগানো হয়নি, বরং গণসার্বভৌমত্ব বিরোধী শাসনকাঠামো ব্যবহার করে জনগণের গাঠনিক ক্ষমতাকে পরাস্ত করা হয়।

গণপরিষদ প্রথম অধিবেশনে বসে ১৯৪৭ সালের ১০ই আগস্ট। প্রথম গণপরিষদ একইসাথে আইনসভা হিসেবেও আইন প্রণয়নের কাজ করে। গণপরিষদে জিন্নাহ তাঁর ভাষণে বলেন যে 'আপনারা একটি সার্বভৌম আইনসভা, আপনাদের সকল ধরনের ক্ষমতা এখন আছে'। তবে এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন এর ধারা ৯ ব্যবহার করে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ জরুরি অবস্থা জারির ক্ষমতা প্রাদেশিক গভর্নমেন্টদের হাত থেকে গভর্নর জেনারেলের (নিজের) হাতে নিয়ে নেন। যদিও আপাতদৃষ্টিতে তখনকার ব্রিটিশ প্রশাসকদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এই ব্যবস্থা প্রয়োজন ছিল, কিন্তু এর ফলে গণপরিষদের যে ক্ষমতা তা গভর্নর জেনারেলের অধীনস্থ হয়ে পড়ে[11]।

ভারত শাসন আইনের অধীন উক্ত শাসন কাঠামোতে গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে পাকিস্তান গণপরিষদ নির্বাহী বিভাগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। যদিও ১৯৪৭ সাল থেকে গণপরিষদ একইসাথে আইন পরিষদ হিসেবে কাজ করেছে এবং প্রায় ৪৪টি আইন তৈরি হয়েছিল সেই পরিষদে, তথাপি আইন প্রণয়নের ক্ষমতাও চূড়ান্ত বিচারে গণসার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে নির্ধারিত ছিল না। ঔপনিবেশিক সামরিক বাহিনী আর গভর্নর জেনারেল কেন্দ্রিক সে প্রশাসনিক রাষ্ট্রে ক্ষমতার কাঠামো কতটা স্বৈরাচারী এবং স্বেচ্ছাচারিতামূলক ছিল তার নমুনা হচ্ছে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, পশ্চিম পাকিস্তানে (পাঞ্জাবে) কাদিয়ানি ইস্যুতে দাঙ্গা এবং লাহোরে সামরিক শাসন জারিকে কেন্দ্র করে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন এবং

[11] Sadaf Aziz & Moeen Cheema, 'From Nation to State: Constitutional Founding in Pakistan', *In Constitutional foundings in South Asia*, edited by Kevin YL Tan and Ridwanul Hoque, Hart Publishing, 2021.

তাঁর মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগের নির্দেশ এবং তা মানতে রাজি না হওয়ায় বরখাস্ত করার ঘটনা[12]।

নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে গণপরিষদ ১৯৫৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রথম পাকিস্তান সংবিধানের চূড়ান্ত খসড়া তৈরি করে। জি ডব্লিউ চৌধুরীর মতে রাষ্ট্রের চরিত্র কী হবে—ধর্ম প্রশ্নে সেই বিষয়টির সুরাহা করতে না পারা পাকিস্তানের সংবিধান তৈরিতে বিলম্ব ঘটিয়েছে[13]। আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে সংবিধান তৈরি বিলম্বিত হয়েছিল। সেটি হচ্ছে কেন্দ্রীয় আইনসভায় পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের প্রতিনিধিত্ব নির্ধারণের যথাযথ উপায় খুঁজে না পাওয়ার সমস্যা।

এই সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রস্তাব গণপরিষদে এসেছে কিন্তু কোনোটাই পাকিস্তানের উভয় অংশের প্রতিনিধিত্বশীলতার দাবি পূরণ করেনি। এই সমস্যার সমাধান হয় পরবর্তীতে মোহাম্মদ আলী ফর্মুলার মাধ্যমে। মোহাম্মদ আলী ফর্মুলাতে উচ্চকক্ষের ৫০টি আসনের মধ্যে ৫টি প্রদেশের প্রত্যেকটির জন্য দশটি করে আসন প্রস্তাব করা হয় এবং নিম্নকক্ষের মোট ৩০০ আসন জনসংখ্যার ভিত্তিতে বণ্টনের প্রস্তাব করা হয়। মোট ৩০০ আসনের মধ্যে পূর্ববঙ্গের আসন সংখ্যা ছিল ১৬৫; উচ্চকক্ষসহ মোট আসন দাঁড়ায় ১৭৫। অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের সবগুলো প্রদেশ মিলে মোট আসন ছিল ১৬৫। এর ফলে উচ্চকক্ষে পশ্চিম পাকিস্তান আর নিম্নকক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ অবস্থান তৈরি হয়।

এছাড়াও ফেডারেল গভর্মেন্ট এবং প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যের ক্ষেত্রে জটিলতা তৈরি হয়। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অধীনে যে প্রাদেশিক সরকার গঠন করা হয়েছিল সেই সরকারের এক ধরনের স্বায়ত্তশাসন

---

[12] Hamid Khan, *Constitutional and Political History of Pakistan*, Oxford University Press, 2001.

[13] Choudhury, G. W., `Constitution-Making Dilemmas in Pakistan', *The Western Political Quarterly* (1955), 8(4), 589–600.

বিদ্যমান ছিল। সংবিধান সভায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়ালো যে, শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার হবে, নাকি স্বায়ত্তশাসনকে আরো বেশি প্রসারিত করে একটি দুর্বল কেন্দ্রীয় ফেডারেল সরকার রাখা হবে। ফলে ব্রিটিশ আমল থেকে এখানে ক্রমান্বয়ে জনগণের কর্তাসত্তার যেই উন্মেষ ঘটছিল তাকে আশ্রয় করে জনগণের গণসার্বভৌমত্বকে প্রাধান্য দিয়ে বিষয়টির সমাধান করা ছাড়া রাষ্ট্র গঠন রীতিমত অসম্ভব একটি প্রচেষ্টার নামান্তর হয়ে পড়ে।

১৯৫৪-এর ২১ দফা কিংবা ৬৬-এর ছয় দফা দেখলে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে পড়ে যে, এইসব দাবিদাওয়ার অন্যতম মূলকথা হচ্ছে গণতন্ত্রের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা। পাকিস্তানের ব্যর্থতা শুধু দুই অংশের মধ্যে ঐক্য কিংবা অর্থনৈতিক বৈষম্য কমিয়ে আনার ব্যর্থতা নয়, একই সাথে গণসার্বভৌমত্বের প্রশ্নে পাকিস্তানকে একক রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী হিসাবে গঠন করবারও ব্যর্থতা। এমন প্রস্তাবও এসেছিল যে যেহেতু দুই পাকিস্তানের মধ্যে ভৌগোলিক নৈকট্য নেই বরং বিস্তর দূরত্ব, কাজেই এখানে বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে একটি স্বাস্থ্যকর কিংবা সফল ফেডারেল রাষ্ট্র তৈরি করা সম্ভব হবে না। কাজেই রাষ্ট্রকে জাতীয়ভাবে টিকিয়ে রাখতে হলে কেন্দ্রীয় সরকারকে বেশি শক্তিশালী করতে হবে।

কেন্দ্র ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য নির্ধারণের জন্য পাকিস্তানে যে সংবিধানিক সমাধান অনুসরণ করা হয়েছে তা হচ্ছে, উভয়ের ক্ষমতা নির্দিষ্ট করে দিয়ে এর বাইরে যে ক্ষমতা অবশিষ্ট থাকবে সেই ক্ষমতা রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব (গভর্নর বা প্রেসিডেন্ট) যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ—ফেডারেল কিংবা প্রাদেশিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করতে পারবেন। প্রধানত একটি শক্তিশালী জাতীয় সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে ক্ষমতার এই মডেলটি তৈরি করা হয়েছিল।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৪৭-এর গণপরিষদের তাদের প্রস্তাবিত সংবিধান ১৯৫৪ সালের ২৫ ডিসেম্বরে ঘোষণা করার কথা ছিল। সংবিধানের চূড়ান্ত খসড়া ২৭ অক্টোবর সংবিধান ড্রাফটিং কমিটির মাধ্যমে গণপরিষদে পেশ করা হবে এবং ২৫ অক্টোবর ড্রাফটিং কমিটি তাতে সাক্ষর করবে—এমন পরিকল্পনা ছিল। তার আগেই ২৪ অক্টোবর গভর্নর জেনারেল জরুরি অবস্থা জারি করেন এবং গণপরিষদ ভেঙ্গে দেন।

১৯৫৪ সালের ২১ সেপ্টেম্বর গণপরিষদ ভারত শাসন (৫ম সংশোধনী) আইনের মাধ্যমে উক্ত আইনের ৯, ১০, ১০-ক, ১০-খ ধারা সংশোধন করেন। এর মাধ্যমে গণপরিষদের সদস্যদের মধ্য থেকে প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী নিয়োগ, গণপরিষদের নিকট মন্ত্রিপরিষদের সামষ্টিক জবাবদিহি এবং কোনো একজনের বিরুদ্ধে অনাস্থা আসলে সকলের পদত্যাগ, প্রধানমন্ত্রীর যেকোনো মন্ত্রীকে পদত্যাগে বাধ্য করার ক্ষমতা, এবং গভর্নর জেনারেলের মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শে কাজ করার নিয়ম অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য সহায়ক এসব নীতিতে ক্ষুব্ধ  হয়ে গণপরিষদকেই ভেঙে দেয়া হয়। যদিও গণপরিষদের এই সংশোধনীকে জি ডব্লিউ চৌধুরী সাংবিধানিক ক্যু বলেছেন, তবু এসব বিধান ছিল গণতন্ত্রায়নের জন্য সহায়ক[14]।

তবে এ কথাও উপেক্ষা করার উপায় নেই যে, রাজনৈতিক নেতৃত্ব সত্যিকার অর্থে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেনি। অনেক ক্ষেত্রে দলীয় বা ব্যক্তিগত স্বার্থে তারা সেই ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র কাঠামোর সাথে আঁতাত করেছেন। গণসার্বভৌমত্ব অস্বীকার করে তারা নিজেরাও অনেক ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক শাসকের মতোই আচরণ করেছেন। এর

[14] A B M Mafizul Islam Patwari, *Constitution and Fundamental Rights under the Martial Law in Pakistan 1958-1962*, Dhaka University Press, 1988.

সবচেয়ে করুণ নমুনা ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান গৃহীত হওয়ার পর থেকে ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারির আগ পর্যন্ত সময়টুকু।

১৯৫৬-এর ২৩ মার্চ থেকে শুরু করে ১৯৫৮-এর ৭ অক্টোবর পর্যন্ত পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান কিছুটা সক্রিয় ছিল, যদিও তা পুরোপুরি কার্যকর হবার আগেই সামরিক শাসন জারি করা হয়। সংবিধানে গভর্নর হিসেবে অনুমোদন দিয়ে সংবিধানকে চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে সম্মতির বিষয়টিকে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি হওয়ার একটি দরকষাকষির বিষয় হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। এছাড়াও ১৯৫৪-এর মার্চ থেকে ১৯৫৮-এর সেপ্টেম্বর সময়ের মধ্যে সাতটি মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল, এমনি এক অস্থির অবস্থার মধ্যে চলছিল পাকিস্তান রাষ্ট্র। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ১৯৭০-এর আগে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পাকিস্তানে কোনো সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। ফলে সরাসরি জনগণের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সরকার গঠিত হয়নি। ব্রিটিশদের রেখে যাওয়া সেনাবাহিনী, প্রশাসন, বিচারবিভাগ সবকিছু গণক্ষমতার বিরুদ্ধে কাজ করেছে।

বিচারবিভাগ গণবিরোধী ভূমিকা নিয়েছিল মৌলবী তমিজুদ্দিন খান বনাম পাকিস্তান মামলায়, যেখানে চিফ জাস্টিস মুনীর রায় দিয়েছিলেন যে গভর্নরের গণপরিষদ বাতিল করার ক্ষমতা রয়েছে। পরবর্তীতে আবার তিনিই রেফারেন্সের ভিত্তিতে গণপরিষদ পুনর্গঠনের মত দেন। গণপরিষদ পুনরায় পূর্বের খসড়ার ভিত্তিতে কাজ করে একটি সংবিধান প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছিল। ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানে গণতন্ত্র ও গণসার্বভৌমত্বের পক্ষে একটি দুর্বল গণপরিষদ চলেছিল, এবং সেই অস্তিত্বহীন সংসদীয় গণতন্ত্রের ব্যর্থতার দোহাই দিয়ে সামরিক শাসন জারি করা হয়েছিল।

## পাকিস্তান ১৯৫৮–১৯৭০

১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি করার পর ১৯৫৯ সালে বেসিক ডেমোক্রেসি অর্ডারের মাধ্যমে বুনিয়াদি গণতন্ত্র প্রবর্তন করেন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান। ১৯৬০ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি জেনারেল আইয়ুব খান একটি সংবিধান কমিশন নিয়োগ করেন, যার প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ১৯৬২ সালের ৮ জুন আইয়ুব খান সংবিধান কার্যকর করেন। সম্ভবত তা আধুনিক রাষ্ট্রের ইতিহাসে খুবই বিরল এক ঘটনা। এক ব্যক্তির দেয়া সেই সংবিধান অনুযায়ী ১৯৬৯-এর ২৫ মার্চ পর্যন্ত পাকিস্তান শাসিত হয়েছিল।

১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে একটি ছয় দফা ভিত্তিক প্রস্তাব গৃহীত হয়। ছয় দফায় শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের সংবিধানের জন্য লাহোর প্রস্তাব এবং সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত সংসদীয় পদ্ধতির ফেডারেশন গঠনের সুপারিশ করেন।

১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি অবধি পাকিস্তানে এক নজিরবিহীন গণআন্দোলনের সূচনা ঘটে। এই আন্দোলনে প্রশাসনযন্ত্র পুরোপুরিভাবে অচল হয়ে পড়ে। ডিসেম্বরের প্রথম দিকে শিক্ষার্থীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের নেতৃত্বে একটি সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম কমিটি গঠন করে। ছাত্র সংগ্রাম কমিটি ১১ দফা ঘোষণা করে। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনে ১১ দফা কর্মসূচি সেই ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। ১১ দফার দুই নাম্বার দাবি ছিল সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।

এই পটভূমিতে আইয়ুব খানের কাছ থেকে ক্ষমতা নিয়ে, ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান সামরিক আইন জারি করেন। ২৬ মার্চ ইয়াহিয়া খান তার ভাষণে জাতিকে অভয় দিয়ে বলেন যে, দেশে একটি শাসনতান্ত্রিক সরকার গঠনের উপযোগী

অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা ছাড়া তার অন্য কোনো উচ্চাভিলাষ নেই। অবশেষে ১৯৭০ সালের ৩১ মার্চ 'আইন কাঠামো আদেশ' বা লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার (এলএফও) ঘোষণা করা হয়, যাতে একটি প্রস্তাবনা, ২৭টি অনুচ্ছেদ, তিনটি তফসিল, পরিষদের কার্যবিবরণীসহ ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের নিয়মাবলী ও শর্ত অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডারের অধীনে ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর থেকে ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত পাকিস্তানব্যাপী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনী প্রচারাভিযান চলাকালে, ১২ নভেম্বর এই জনপদের ইতিহাসে ভয়াবহতম এক প্রলয়ংকরী প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে যায়। বঙ্গোপসাগরের উপকূলে কয়েক লক্ষ মানুষ মারা যায়, অসংখ্য ঘরবাড়ি ও সম্পদ বিনষ্ট হয়। ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনায় অবহেলা ও জীবন রক্ষায় চরম উদাসীনতা প্রদর্শনের কারণে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর প্রতি গণঅসন্তোষ চরমতম পর্যায়ে উপনীত হয়। এর বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেন মাওলানা ভাসানী। ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায় তিনি ঘোষণা করেন, এখন আর স্বায়ত্তশাসন নয়, বাঙালি আজ থেকে তাদের স্বাধীনতা চায়। একই জনসভায় মাওলানা ঘোষণা করেন, 'আমি আর এই নির্বাচন মানিনা, এই নির্বাচন আমি বয়কট করছি।'

আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারটি ছিল ছয় দফা ও ১১ দফা কর্মসূচিভিত্তিক। ইশতেহারে আওয়ামী লীগ এমন একটি 'বাস্তব গণতন্ত্র' প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতি দেয় যেখানে 'জনগণ স্বাধীনতা ও মর্যাদার সঙ্গে বসবাস করবে এবং বিরাজ করবে সাম্য ও সুবিচার'। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংবিধান প্রণয়নের উপযোগী সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। জাতীয় পরিষদের মোট ৩১৩টি আসনে আওয়ামী লীগের প্রাপ্ত আসন সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬৭ এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩১০টি আসনের মধ্যে তারা ২৯৮টি

আসন লাভ করে। সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সংবিধান গৃহীত হওয়ার বিধান থাকায় পাকিস্তানের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ নির্ধারক অবস্থানে চলে যায়।

১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আওয়ামী লীগের ৩০ সদস্যবিশিষ্ট সাংবিধানিক কমিটি ছয় এবং ১১ দফা কর্মসূচিভিত্তিক খসড়া সংবিধান প্রস্তুত করে। ২৩ মার্চ খসড়া সংবিধান ইয়াহিয়া খানের কাছে দাখিল করে। সেই খসড়া সংবিধান আর গণপরিষদের যৌথ অধিবেশনে উত্থাপিত হওয়ার সুযোগ পায়নি। গোপনে ইয়াহিয়া খান একটি হত্যাযজ্ঞ পরিচালনার যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ২৫ মার্চের রাতে ভয়ংকর গণহত্যায় মেতে উঠে।

১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে জনগণের গাঠনিক কর্তাসত্তার মহাকাব্যিক আবির্ভাব ঘটলেও রাষ্ট্রের দায়িত্বভার জনগণের হাতে ছেড়ে দিতে ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক রাষ্ট্র অনিহা দেখাতে থাকে। ১৯৭০-এর নির্বাচনের পর আমরা দেখি গণক্ষমতাকে গণহত্যার মাধ্যমে দমন করবার চেষ্টা চলে। ফলে একটি রক্তক্ষয়ী জনযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ নামক নতুন রাষ্ট্রসত্তার আবির্ভাব অনিবার্য হয়ে পড়ে। তবু ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে বিপুল আত্মত্যাগের পর যে সংবিধান প্রণীত হয়েছিল তা প্রক্রিয়া এবং বিষয়বস্তুর বিচারে গণসার্বভৌমত্বকে আশ্রয় করে গঠিত হয়নি। এমনকি একটি সাংবিধানিক গণতন্ত্রের কাঠামো হিসেবেও তা ছিলো ত্রুটিপূর্ণ।

## বাংলাদেশ কালপর্ব

সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমিতে সদ্য স্বাধীন দেশের জন্যে একটি সংবিধান প্রণয়নের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার সাথে সাথে সঙ্গতকারণেই এই বিষয়ে বহুমুখী আলাপ-আলোচনা এবং বিতর্কের সূত্রপাত হয়। দেশের রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, রাজনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞরা সংবিধান তৈরির প্রক্রিয়া নিয়েই শুধু নয়, খসড়া সংবিধান এবং পরবর্তীতে গৃহীত চূড়ান্ত সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদ বিষয়ে প্রশ্ন

তোলেন। বাংলাদেশের ৫২ বছরের যাত্রাপথে সংবিধান প্রণয়নের পদ্ধতি ও প্রণীত সংবিধানটির নানান অসঙ্গতি বারবার আলোচনায় এসেছে। বিদ্যমান সংবিধানের পর্যালোচনার সুবিধার্থে এই আলোচনাগুলোর প্রধান দিকগুলোকে নিচে তিনটি ভাগে উপস্থাপন করা হয়েছে:

১. স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নে গণপরিষদের নৈতিক বৈধতা কতখানি ছিল

২. গণপরিষদ আদৌ স্বাধীনতা নিয়ে কাজ করতে সক্ষম হয়েছিল কি না

৩. প্রণীত সংবিধান বিষয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিক্রিয়া কী ছিল

এই তিনটি বিষয় আলোচনার মধ্য দিয়ে শুধু সংবিধান প্রণয়ন পদ্ধতি বা গণপরিষদের আইনি এখতিয়ারের প্রশ্নগুলো নয়, বরং বাংলাদেশে রাষ্ট্রগঠন বিষয়টিরই অনেকগুলো মৌলিক সঙ্কটের বীজ দেখা যাবে, যা সময়ের সাথে সাথে ক্রমশ পুঞ্জীভূত হয়ে রাষ্ট্রের এমন চরিত্র দান করেছে যা জনগণকে বিপন্ন করে তুলেছে।

## ১. গণপরিষদের নৈতিক বৈধতা

স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান যারা প্রণয়ন করেছিল, সেই গণপরিষদের নৈতিক বৈধতার সঙ্কটটি শুরু থেকে দৃশ্যমান ছিল। বাংলাদেশের সংবিধান কারা প্রণয়ন করবেন, তাদের বৈধতার উৎস কী, সেই প্রশ্নটি দেশ স্বাধীন হবার মাত্র অল্প কয়েকদিন পরই উত্থাপন করা হয় আওয়ামী লীগের অন্যতম মিত্র সংগঠন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি—ন্যাপ (মোজাফফর) এর একটি সংবাদ সম্মেলনে। ২১ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখের ওই সংবাদ সম্মেলনে "সর্বদলীয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন ও অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান" গ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো হয়।

ওই সংবাদ সম্মেলনে প্রশ্নোত্তর পর্বে ন্যাপ নেতা মোজাফফর আহমেদ বৈধতার গুরুতর প্রশ্নটি উত্থাপন করেন। তিনি বলেন যে, "আর একটি সাধারণ নির্বাচন

অনুষ্ঠান না করে দেশের জন্য কোন স্থায়ী সংবিধান গ্রহণ করা যায় না।” কারণ হিসেবে তাঁদের দলের উপলব্ধির কথা বলেন তিনি: “স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে দেশ একটি গুণগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গিয়েছে, ফলে এই পরিস্থিতিতে ভোটাভুটির মাধ্যমে জনগণের মতামত বিবেচনায় নিতে হলে আর একটি নির্বাচন অনুষ্ঠান করা অপরিহার্য।”[15]

অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদের এই বক্তব্যটি গুরুতর প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। প্রত্যুত্তরে ২৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ এক বিবৃতিতে আওয়ামী লীগের তৎকালীন কেন্দ্রীয় সমাজসেবা সম্পাদক কে.এম ওবায়দুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নে জনগণের পূর্ববর্তী ম্যান্ডেট অনুসরণের ওপর গুরুত্ব দেন: “জনগণের ইতিপূর্বে প্রদত্ত ম্যান্ডেট অনুযায়ী কাজ করা উচিত। নির্বাচিত প্রতিনিধি নহেন এমন ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত কোন সরকার দেশে গুরুতর আভ্যন্তরীণ গোলযোগের কারণ হইতে পারে।” একইসাথে তিনি বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হলে “তাতে দেশবাসী বিভ্রান্ত হবেন” বলেও মত প্রকাশ করেন।[16]

এই বিতর্কটি এখানেই থেমে থাকেনি, ১৯৭২ সালের ১৪ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর শেখ মুজিবুর রহমানের প্রথম সংবাদ সম্মেলনেও প্রশ্নটি উঠেছিল। এ সম্পর্কিত এক প্রশ্নের উত্তরে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, “মাত্র একবছর আগেই আমরা একটা নির্বাচন করেছি, এখনই কেউ নির্বাচন চাইলে যে আসনেই তারা চায় আমরা তাদের মোকাবেলা করতে রাজি আছি। অচিরেই কিছু

---

[15] Muzaffar pleads for all party government, (অনূদিত) বাংলাদেশ অবজারভার, ২২ ডিসেম্বর, ১৯৭১।

[16] বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সমাজসেবা সম্পাদক ওবায়দুর রহমানের বিবৃতি, দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১।

উপনির্বাচন হবে, সেখানে তারা তাদের জনপ্রিয়তা যাচাই করতে পারেন। আমি নিশ্চিত যে তারা জামানত হারাবেন।”[17]

এভাবে ‘মাত্র এক বছর আগে নির্বাচন অনুষ্ঠিত’ হওয়ার যুক্তি দেখিয়ে কার্যত স্বাধীনতা যুদ্ধের নয় মাসে গোটা জাতির রাজনৈতিক চেতনার যে উল্লম্ফন ঘটেছিল, তাকে পাশ কাটানো হয়। কেননা, এখানে মূল প্রশ্নটি ছিলো স্বাধীনতা যুদ্ধ পূর্ববর্তী সময়ে নির্বাচিত ওই গণপরিষদের সংবিধান প্রণয়ন করার অধিকার আছে কি না, এবং এই পরিষদ জনগণের পরিবর্তিত আকাঙ্ক্ষা এবং রাজনৈতিক চেতনার প্রতিনিধিত্ব করে কি না। নতুন সংবিধানে সেই পরিবর্তিত আকাঙ্ক্ষা ও চেতনার প্রতিফলনের জন্যই প্রয়োজন নতুন নির্বাচন, এটিই ছিল বিরোধীদের দাবি।

গণপরিষদ বিষয়ে আর একটি গুরুতর অভিযোগ এবং একটি বৈধতার সঙ্কটের প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় নবগঠিত জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)-এর তরফ থেকেও।

প্রথমত, জাসদের দাবি অনুযায়ী গণপরিষদের অধিকাংশ সদস্য মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামী চেতনার সাথে সম্পর্কহীন ছিলেন। ১৯৭২ সালের ৬ অক্টোবর প্রদত্ত এক বিবৃতিতে দুই প্রাক্তন প্রভাবশালী ছাত্রলীগ নেতা আ.স.ম. আবদুর রব ও শাহজাহান সিরাজ বলেন, “পরিষদ-সদস্যের শতকরা নব্বই জনই যেখানে স্বাধীনতা-সংগ্রামের সাথে যুক্ত না থেকে আরাম-আয়েশে গা ভাসিয়ে দিয়ে এবং নানা ধরনের অসামাজিক কাজে লিপ্ত থেকে স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালীন সম্পূর্ণ সময়টুকু ভারতে নির্লিপ্ত জীবন যাপন করেছে, সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত একটি

---

[17] Aid with strings will not be accepted (অনূদিত), বাংলাদেশ অবজারভার, ১৫ জানুয়ারি, ১৯৭২।

স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের অধিকার সেইসব গণপরিষদ-সদস্যের আদৌ আছে বলে দেশবাসী মনে করেননা।”[18]

একই বিবৃতিতে এই গণপরিষদে জনগণের একটা বড় অংশের প্রতিনিধিত্ব নেই, এই দাবিও তারা উত্থাপন করেন। তারা যে প্রশ্ন তোলেন সেটা হলো “প্রায় ৫০ জনের অধিক গণপরিষদের সদস্যের (যারা দুর্নীতির দায়ে বহিষ্কৃত, অনুপস্থিত এবং পদত্যাগী) অবর্তমানে, অর্থাৎ বাংলাদেশের এক কোটির বেশি লোকের প্রতিনিধিত্ব ছাড়াই গণপরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।”

উল্লেখ্য যে, সদ্য দায়িত্ব গ্রহণ করা প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান তার প্রথম সংবাদ সম্মেলনটিতে ‘শীঘ্রই কতকগুলি উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার’ প্রতিশ্রুতি দিলেও এবং সেখানে বিরোধীদের জামানত বাজেয়াপ্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করলেও এই উপনির্বাচনগুলো আদৌ আর আয়োজন করা হয়নি। অর্থাৎ, জাসদের দাবি মোতাবেক “বাংলাদেশের এক কোটির বেশি লোকের কোন প্রতিনিধিত্ব ছাড়াই গণপরিষদের” কাজ শুরু ও সম্পন্ন হয়।

সংবিধান বিষয়ে তখনকার আরেকটি প্রভাবশালী দল মাওলানা ভাসানীর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)-ও প্রশ্ন উত্থাপন শুরু করেছিল। ন্যাপ ১৯৭০ সালের নির্বাচন বর্জন করেছিল, সেই সময়ে শিক্ষার্থী-শ্রমিক ও কৃষকদের মাঝে দলটির জনসমর্থন ছিল। নির্বাচনের পথে না গিয়ে মাওলানা ভাসানী এবং সমমনা অনেকেরই রাজনৈতিক তৎপরতা বেশ আগে থেকেই স্বাধীন পূর্ববাংলা গড়ে তোলার লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছিল এবং ২৩ নভেম্বর তারিখে ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত উপকূলে ত্রাণ কাজে পাকিস্তানী শাসকদের অবহেলার প্রতিবাদে পল্টনের সমাবেশে

[18] গণভোটের মাধ্যমে শাসনতন্ত্র চাই: বর্তমান গণপরিষদ শাসনতন্ত্র পাশের অধিকার হারিয়েছে, রব-সিরাজ; ৭ অক্টোবর, ১৯৭২, দৈনিক গণকণ্ঠ।

মাওলানা ভাসানী "স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান জিন্দাবাদ" শ্লোগান দেন।[19] সরকারি বিধিনিষেধ সত্ত্বেও বহু পত্রিকা এই সংবাদ প্রচার করেছিল। অনিবার্য বিচ্ছিন্নতা উপলদ্ধি করে পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিকে বিলুপ্ত করে ভাসানী কেবল পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিকে সক্রিয় রেখেছিলেন।[20] সে কারণেই পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়ন ও সংসদ গঠনের লক্ষ্যে ইয়াহিয়া খানের অধীনে অনুষ্ঠিত ওই নির্বাচনে তার দল অংশগ্রহণ করেননি। ভাসানী ন্যাপ জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের প্রার্থীগণকে নির্বাচন বর্জন করে রিলিফের কাজে আত্মনিয়োগের নির্দেশ দেয়[21]। গোটা দেশ জুড়ে অজস্র জনসভা করে মাওলানা স্বাধীনতার এই দাবিটি ছড়িয়ে দেন, এবং ১৯৭১ সালের শুরুতে আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিল, তখন ভাসানীর প্রতিটি সভায়ই উড়ানো হতো 'স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলার পতাকা'।[22]

শুধু ভাসানী একাই নির্বাচন বর্জন করেননি, "উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সত্ত্বেও পূর্বনির্ধারিত সময়ে নির্বাচনের কথা ইয়াহিয়া ঘোষণা করায় এবং 'লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক' নির্ধারিত মূলনীতি অনুযায়ী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে হবে একথা বলায় এর প্রতিবাদস্বরূপ আতাউর রহমান খান" নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ান। আরও কিছু ব্যক্তি ও দল নির্বাচন থেকে সরে আসে।[23]

---

[19] সৈয়দ আবুল মকসুদ, মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, পৃ. ৩৬১; এছাড়া আবদুল হামিদ খান ভাসানী ভাষণ ও বিবৃতি; সংকলন ও সম্পাদনা: ড. সাঈদ-উর রহমান, জাগৃতি প্রকাশনী, পৃ. ১১৭ দ্রষ্টব্য

[20] *ঐ*, পৃ. ৩৭১

[21] লেখকের রোজনামচায় চার দশকের রাজনীতি-পরিক্রমা, *প্রেক্ষাপট: বাংলাদেশ (১৯৫৩-১৯৯৩)*; ইউপিএল পৃ. ১৭৫]

[22] সৈয়দ আবুল মকসুদ, মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, পৃ. ৩৮১

[23] লেখকের রোজনামচায় চার দশকের রাজনীতি-পরিক্রমা, *প্রেক্ষাপট: বাংলাদেশ (১৯৫৩-১৯৯৩)*, ইউপিএল পৃ. ১৭৬

পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নের জন্য গঠিত এই সদস্যদের নিয়ে তাই ভাসানী প্রশ্ন তোলেন। ১৯৭২ সালের ১৭ মার্চ প্রকাশিত ন্যাপের মুখপত্র সাপ্তাহিক হক-কথায় "সংবিধান প্রণয়ন করিবে কারা" শীষক নিবন্ধে ইয়াহিয়া খানের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের ম্যান্ডেট নিয়ে বিজয়ী হওয়া ব্যক্তিদের স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের এখতিয়ার বিষয়ে প্রশ্ন তোলা হয়।[24]

পরবর্তীতে হক-কথার ১৪ জুলাই সংখ্যাটিতে আরও স্পষ্ট অবস্থান গ্রহণ করে "গণপরিষদের আইনী ভিত্তি কোথায়" শীর্ষক নিবন্ধটিতে বলা হয়, জেনারেল ইয়াহিয়া খানের পাঁচ দফা শর্ত মেনে এই সদস্যরা নির্বাচনে গিয়েছিল। সেই নির্বাচনে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য জাতীয় পরিষদ তথা গণপরিষদ নির্বাচিত হয়েছিল, তৎসহ নির্বাচিত হয়েছিল প্রাদেশিক পরিষদ।.... পাকিস্তান কায়েম থাকাকালে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবার পর এই দুই সময়ের ব্যবধান মাত্র ৯ মাস হলেও রাজনৈতিক সচেতনতা, আশা-আকাক্ষা ও মূল্যদানের দিক দিয়ে জনগণ অনেক এগিয়ে গেছে।[25]

এরপর গণপরিষদে খসড়া সংবিধান উত্থাপন করা হলে মাওলানা ভাসানী ও তার রাজনৈতিক দল ন্যাপ সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদের তীব্র সমালোচনার পাশাপাশি গণপরিষদের বৈধতা নিয়ে আবারও সরাসরি প্রশ্ন তোলেন। ২০ অক্টোবর, ১৯৭২ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত বর্ণনা অনুযায়ী মাওলানা ভাসানী ন্যাপের কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভায় আবারো বলেন, "বর্তমান গণপরিষদে ফ্যাসিস্ট ইয়াহিয়া সরকারের আইনগত কাঠামোর অধীনে নির্বাচিত সদস্যগণ ৬-দফা দাবী আদায়ের জন্য জনগণের ম্যান্ডেট পাইয়াছিলেন। সুতরাং

---

[24] সাপ্তাহিক হক-কথা সমগ্র, ঘাস ফুল নদী, পৃ. ৫৬

[25] সাপ্তাহিক হক-কথা সমগ্র, প্রকাশক ঘাস ফুল নদী, পৃ. ৪০৪

দেশের বর্তমান রাজনৈতিক দলগুলির সম্মিলিত সংগ্রামে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান রচনায় তাহাদের কোন অধিকার নাই।"[26]

ভাসানীর রাজনৈতিক বলয় থেকে শুরুতে আওয়ামী লীগের সংবিধান প্রণয়নের এখতিয়ার নিয়ে মৃদুস্বরে সমালোচনা করলেও এবং ক্ষেত্র বিশেষে কিছুটা ইতিবাচক মতামত প্রকাশ করলেও দেশব্যাপী নিপীড়ন, ত্রাণসামগ্রী চুরি, সম্পত্তি দখল, দুর্নীতিসহ নানান অপরাধমূলক তৎপরতার অজস্র সংবাদ প্রচারিত হওয়া শুরু হলে অচিরেই গণপরিষদের এই সদস্যদের সংবিধান প্রণয়নের নৈতিক অধিকার বিষয়ক প্রশ্নটি জনমনেও গুরুত্ব পেতে শুরু করে।

এভাবে, গণপরিষদের বৈধতার এই গুরুতর প্রশ্নটা উল্লেখযোগ্য বেশ কয়েকটি মহল থেকেই উঠেছিল। স্মরণ রাখা দরকার যে, ভারত ও পাকিস্তানের বেলায় সংবিধানসভার সদস্য হিসেবে বৃটিশ আমলে অনুষ্ঠিত হওয়া শেষ নির্বাচনে বিজয়ীরাই দায়িত্ব পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু এই দুটি রাষ্ট্রের স্বাধীনতা-পরবর্তী সংবিধান প্রণয়নের জন্যই জনগণ সেই নির্বাচনে তাদের ভোট দিয়েছিলেন। এ দেশ দুটিতে শাসকের পরিবর্তন কোনো যুদ্ধের মধ্য দিয়ে হয়নি, বরং ক্ষমতা হস্তান্তরের একটা আইনি ধারাবাহিকতাই রক্ষিত হয়েছিল। ফলে শাসনতন্ত্র প্রণয়নে 'আইনি অর্থে' বৈধতার অভাব তাদের ছিলনা, সেই প্রশ্ন ওঠেনি। কিন্তু রক্তক্ষয়ী জনযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করা বাংলাদেশে যুদ্ধকালীন চেতনাগত উত্তরণের সুবাদে সেই ঔপনিবেশিক ধারাবাহিকতা সঙ্গতকারণেই ছিন্ন হওয়া ছিল স্বাভাবিক প্রত্যাশা।

উল্লেখ্য যে, মস্কোপন্থী মোজাফফর আহমেদের নেতৃত্বাধীন ন্যাপ একেবারে শুরুতেই এই বৈধতার প্রশ্নটি উত্থাপন করলেও পরবর্তীতে শাসনতন্ত্র প্রণয়নে তাদের প্রতিনিধি সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত অংশগ্রহণ করেন। অবশ্য তিনি শেষ পর্যন্ত

[26] *খসড়া সংবিধান ও মতামত*, দৈনিক ইত্তেফাক, ২১ অক্টোবর, ১৯৭২।

সংবিধানে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেনি বলে গণপরিষদের একমাত্র সদস্য হিসেবে তাতে স্বাক্ষর প্রদান থেকে বিরত থাকেন।

সংক্ষেপে, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এবং মাওলানা ভাসানীর অনুসারী বলে পরিচিত প্রায় সকলে সম্মিলিতভাবে এই বৈধতার প্রশ্নটি উত্থাপন করেছিলেন। এদের বক্তব্যের সারমর্ম ছিলো, ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের কাঠামোর আওতায় জনগণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ম্যান্ডেট আওয়ামী লীগকে দিয়েছিল। কিন্ত এরপর মুক্তিযুদ্ধ হওয়ায় রাজনীতি, জনগণের আকাঙ্ক্ষা, রক্ষক্ষয়ী সংগ্রাম এই সবকিছুর মধ্য দিয়ে পরিস্থিতির যে গুণগত পরিবর্তন ঘটল, সেটিকে ১৯৭০ সালে নির্বাচিত পাকিস্তানের সংবিধান পরিষদ ধারণ করতে পারে না। যেসব দল ১৯৭০ সালের নির্বাচনে অংশ নেয়নি, কিন্ত স্বাধীন বাংলাদেশের দাবি তুলেছিল এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল তাঁরা সংবিধান রচনার জন্যে জনগণের কাছ থেকে ম্যান্ডেট পাবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। সে সময়ে অন্যতম বৃহৎ বিরোধী দল হিসেবে আবির্ভূত হওয়া এবং মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা জাসদ গঠনকারী নেতৃবৃন্দেরও অধিকাংশ গণপরিষদ সদস্যদের মুক্তিযুদ্ধকালীন তৎপরতা নিয়ে আপত্তি উত্থাপন করেন।

বৈধতার এই প্রশ্নটির আইনি-রাজনৈতিক গুরুত্ব যতই বিপুল হোক না কেন, আওয়ামী লীগ এই প্রশ্নটিকে আমলে নেয়নি এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার জোরে প্রায় অনায়াসে একে উপেক্ষা করতে সক্ষম হয়। কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে রূপান্তরিত জনগোষ্ঠীর বদলে যাওয়া আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে নতুন নির্বাচনের দাবিকে উপেক্ষা করায় গণপরিষদের নৈতিক বৈধতার বিষয়টি বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের বিতর্কে বারবার ফিরে এসেছে।

## ২. গণপরিষদের স্বাধীন ভূমিকা কতখানি ছিল

বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়ার গুরুতর একটি ত্রুটি হলো গণপরিষদ আদৌ স্বাধীনতা নিয়ে কাজ করতে সক্ষম হয়নি। রাষ্ট্র ও সংবিধানের ওপর এই ঘটনার ছাপ ছিল অত্যন্ত গভীর। শুরু থেকেই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সংবিধান প্রণয়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত গণপরিষদের ক্ষমতা ও কার্যবিধির সীমাবদ্ধতার প্রশ্নটিতে অনেকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

ভারত কিংবা পাকিস্তানে সংবিধান প্রণয়নী পরিষদটি একইসাথে সংসদ হিসেবেও ভূমিকা পালন করলেও[27] বাংলাদেশের বেলাতে সংবিধান প্রণয়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত গণপরিষদকে এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। বাংলাদেশের অস্থায়ী সংবিধান আদেশ, ১৯৭২ এ এটা যদিও বলা হয়েছে যে "যেহেতু বাংলাদেশের জনগণের ঘোষিত আকাঙ্ক্ষা এই যে, বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র কার্যকরী করা হইবে", এবং ৭ অংশে "গণপরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থা ভোগ করেন" এমন কাউকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবেন রাষ্ট্রপতি, কিন্তু এই আদেশের ৬ অংশে পরিস্কার করে বলা হয় যে, "রাষ্ট্রপতি তাহার সকল দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করিবেন", একইসাথে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করার পর সংসদ হিসেবে গণপরিষদের আর কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখার কোনো বিধানও সেখানে উল্লেখ করা হয়নি।

এছাড়া, বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ, ১৯৭২ এ গণপরিষদের কর্মপ্রক্রিয়া বিষয়ে সবিস্তারে বলা হলেও সেখানেও গণপরিষদের কাজ বিষয়ে ৭ অনুচ্ছেদে শুধু বলা আছে "গণপরিষদ প্রজাতন্ত্রের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করিবেন"। সংসদ

[27] ভারতের বেলায় গণপরিষদ একইসাথে শুধু সংসদ হিসেবে ভূমিকাই রাখেনি, সংবিধান প্রণয়ন শেষে এটি ভারতের অস্থায়ী সংসদে রূপান্তরিত হয় এবং ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত এটি সক্রিয় ছিল। Preface, Constituent Assembly Debates Official Report ; Reprinted By Lok Sabha Secretariat, New Delhi, 2014

হিসেবে তার ভূমিকা বিষয়ে কোনো শব্দ ব্যয় করা হয়নি, এবং গণপরিষদ সংসদ হিসেবে ক্রিয়াশীল ছিল না।

সংবিধান পরিষদ যে অস্থায়ী সংসদ হিসেবে বিবেচিত হবে না এবং সংবিধান গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনীয় আইনসমূহ প্রণয়নের দায়িত্বটি পাবে না, সেটা একটি তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত, এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের একটা ইঙ্গিতও এখানে পাওয়া যাবে। সংবিধান প্রণীত হওয়ার আগপর্যন্ত কেবলমাত্র রাষ্ট্রপতির নির্বাহী আদেশে বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি পরিচালিত হবার সাথেও এর একটা গুরুতর সম্পর্ক রয়েছে। আদতে, এই কয়েক মাসের ক্ষমতার চর্চার ধরনই পরবর্তীকালের বাংলাদেশে সমগ্র রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হবার ভিত্তি রচনা করেছে, এবং সেদিক থেকে বলা যায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক ক্ষমতাচর্চার ধারাবাহিকতা প্রথম দিন থেকেই শুরু হয়েছে এবং বাংলাদেশে আজও অব্যাহত আছে।

স্বাধীনতা পাবার পর ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রেই ১৯৩৫ সালের ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্টের অধীনে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে বিজয়ীরা দুটি পৃথক সংবিধান পরিষদ গঠন করেন। তাদের বৈধতার উৎস ছিল এই যে, ওই নির্বাচনে নির্বাচিতগণ অবিভক্ত বৃটিশ-ভারতের জনগণের কাছ থেকে ভারত ও পাকিস্তান এই দুইটি রাষ্ট্রের সংবিধান প্রণয়নের জনরায় গ্রহণ করেছিলেন। নতুন সংবিধান গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত নতুন রাষ্ট্রদ্বয়ে কেন্দ্রীয় আইনসভা হিসেবেও এই দুই সংস্থাই কার্যকর ছিল। এভাবে ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রে সংবিধান পরিষদ সংবিধানসভা ও আইনসভার দ্বিবিধ ভূমিকাই পালন করে। মন্ত্রিসভার ওপর এর কর্তৃত্ব ছিল, মন্ত্রিসভা সংবিধান পরিষদের নিকট দায়বদ্ধ ছিল। পরিষদের অনুমতি ছাড়া সরকার কোনো অর্থ ব্যয় করতে পারতো না, কোনো নতুন কর আরোপ করতে পারতো না।

বাংলাদেশের সংবিধান রচনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত এই গণপরিষদের কোনো আইন প্রণয়নী ক্ষমতা ছিল না, মন্ত্রিসভার ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না, ছিল না সরকারের ব্যয়ের ওপরও কোনো তদারকির ক্ষমতা। ফলে যে বিপুল বিস্তারী রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির লুণ্ঠন, অপব্যয় এবং তাকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বৃদ্ধির কাজে বেপরোয়া ব্যবহার, এটাকে রুদ্ধ করার কোনো আইনি ব্যবস্থা কিংবা জবাবদিহিতা আদায়ের উপায় প্রথম থেকেই ছিল না। সাপ্তাহিক হককথা কিংবা দৈনিক গণকণ্ঠের মতো সমকালীন গণমাধ্যমে অজস্র সংবাদ মিলবে রাষ্ট্রীয় দুর্নীতি ও অপচয়ের।[28] এমনকি সরকার সমর্থক পত্রিকাগুলোর পক্ষেও এই বাস্তবতা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি[29]। অথচ এই পরিস্থিতির তেমন কিছুই গণপরিষদে প্রতিফলিত হয়নি।

গণপরিষদ সংসদ হিসেবে ভূমিকা না রাখায় রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা থেকে শুরু করে কলকারখানার যন্ত্রাংশ ক্রয়; নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য বিক্রির পারমিট থেকে শুরু করে লাইসেন্স, ঠিকাদারি সকল কাজেই রাষ্ট্রীয় অর্থের ব্যাপক লুণ্ঠন তদারক করার মতো কোনো ব্যবস্থা প্রথম থেকেই ছিল না। রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানার বহুপণ্যের উৎপাদন খরচের চাইতেও কম বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করে লোকসানী দামে পণ্য সরবরাহ করা হয়েছিলো ডিলার ও পারমিটধারীদের।[30] গণপরিষদ সংসদ হিসেবে ভূমিকা না রাখায় এগুলো আলোচনার কোনো সুযোগ বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সূচনালগ্নে হয়নি, বরং একদলীয় ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আরও তাৎপর্যপূর্ণ এই যে, বহুল আলোচিত কলকারখানা জাতীয়করণ বা রাষ্ট্রায়ত্তকরণের সেই

---

[28] এই প্রতিবেদনগুলোর জন্য দেখুন সাপ্তাহিক হক-কথা সমগ্র, ঘাসফুলনদী, ঢাকা। উল্লেখ্য যে, ১৯৭২ সালেই সাহসী সাংবাদিকতার এই পথিকৃৎ পত্রিকাটি নিষিদ্ধ হয়।

[29] যেমন, ৭ নভেম্বর, ১৯৭২ এ দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত আবদুল গাফফার চৌধুরীর নিবন্ধ "সারাদেশ আজ এক কালোবাজার"।

[30] আলোচ্য সময়ে পারমিটের রাজত্ব ও বিপুল ভর্তুকিতে সরকারি পণ্য সরকারঘনিষ্ঠদের কিভাবে সম্পদশালী করেছিলো, তার বিবরণের জন্য দেখুন, রেহমান সোবহান, বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থার সংকট, RvZxq mvwnZ¨ cÖKvk পৃষ্ঠা ১২৬-১২৭, সারণী ৭

সিদ্ধান্তগুলো কোনো সংসদে আলোচনা করে গ্রহণ করা হয়নি, বরং সেগুলো করা হয়েছে ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ (শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বগ্রহণ) আদেশ (অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সালের আদেশ নং ১) এর মতো কতগুলো আদেশ জারি করার মাধ্যমে। উপরন্তু, এই রাষ্ট্রায়ত্তকরণের সাথে সমাজতন্ত্রের আদৌ কোনো সম্পর্ক যে ছিল না, বরং এগুলো ছিল এইসব সম্পত্তিকে নতুন ক্ষমতাবানদের সম্পদ বানাবার আইনি কৌশল, সেই পর্যালোচনাও বিশ্লেষকরা ১৯৭২ সালেই করেছেন।[31]

রাষ্ট্রীয় নিরীক্ষণ ও যেকোনো পরিকল্পনা যাচাইবাছাই ও জবাবদিহিতা আদায় করার কাজটি প্রায় সকল গণতান্ত্রিক দেশে সংসদই করে থাকে। কিন্তু প্রথম থেকে এখন পর্যন্ত আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় নিরীক্ষণের সেই কর্তত্ব সম্পূর্ণতই ক্ষমতাসীন দল ও রাষ্ট্রীয় আমলাদের হাতে। এভাবে, আইন প্রণয়নের সকল ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছিল এককভাবে রাষ্ট্রপতির ওপর, যিনি অস্থায়ী সংবিধান আদেশের ৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আবার প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ছাড়া কোনো কিছু করতে পারতেন না। এভাবে গণপরিষদ কার্যত রাষ্ট্রপতির এবং রাষ্ট্রপতি আইনত প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শেই সকল কাজ পরিচালনা করতেন বলে প্রধানমন্ত্রীর অধীনস্ত হল এবং সরকারের জবাবদিহিতা চাইবার মতো কোনো প্রতিষ্ঠান আর অবশিষ্ট থাকল না।

গণপরিষদকে কোনো রকম ক্ষমতা না দেয়ার পেছনে যে যুক্তিগুলো দেয়া হয়, সেটা হলো সংবিধান প্রণয়নে পাকিস্তানের নয় বছর লেগে যাওয়ার অভিজ্ঞতা থেকে বাংলাদেশের সংবিধান পরিষদকে আর সব দায় থেকে মুক্ত করা হয়েছিল, যাতে বিলম্ব ছাড়াই তারা দায়িত্বটি পালন করতে পারে। কিন্তু, পাকিস্তানের ক্ষেত্রে

[31] ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭২ এ সাপ্তাহিক স্বাধিকার এ প্রকাশিত বদরুদ্দীন উমরের প্রবন্ধ “আওয়ামী লীগের জাতীয়করণ পরিকল্পনা প্রসঙ্গে”। প্রবন্ধটি সংকলিত হয়েছে তার যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ গ্রন্থে।

সংবিধান প্রণয়নে একটি বড় সমস্যা ছিল রাষ্ট্রের চরিত্র নির্ধারণ। সংবিধান প্রণেতাদের জন্য এমন একটা ইসলামী সংবিধান প্রণয়ন করাটা জটিলতম সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছিল, যেটা আবার পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত কতগুলো জাতি, পক্ষ ও গোষ্ঠীর স্বার্থের সমন্বয়ও ঘটাবে। আরও বেশি সময় লেগেছিল কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে পূর্ব আর পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্বের ভারসাম্য কিভাবে রক্ষিত হবে, সেটি নির্ধারণ করতে। এরপর ছিল ভাষা বিতর্ক, স্থানীয় পরিষদ আর কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার বণ্টন কিভাবে ঘটবে এইসব জটিলতা। এবং শেষত সংবিধান প্রণয়নের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়া অবস্থায় গভর্নর জেনারেল গোলাম মুহাম্মদ ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচারিতায় এটাকে বিলুপ্ত করে দেয়ার ঘটনায় পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়ন রীতিমত বিপদগ্রস্ত হয়।

কিন্তু বাংলাদেশ বহু দিক দিয়েই পাকিস্তানের এই দ্বন্দ্ব ও জটিলতাগুলো থেকে মুক্ত ছিল। ফলে এই যুক্তি এখানে অবান্তর যে অতি দ্রুত একটি সংবিধান প্রণয়নের জন্য গণপরিষদকে আর কোনো দায়িত্ব দেয়া হয়নি। এটা আসলে দায়িত্ব না প্রদান করা নয়, এটা কার্যত ছিল গণপরিষদকে ক্ষমতাচ্যুত করা এবং তার এখতিয়ারকে সমূলে বিনষ্ট করা। নিজ দলের ভেতরে যে অবিশ্বাস এবং মুক্তিযুদ্ধের সময়ে শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতির কারণে পরিস্থিতির বিকাশের ওপর তার আস্থার ঘাটতি থেকেই এটা করা হয়েছিল বলে ধারণা করা যায়।

গণপরিষদের ভেতরে থাকা আওয়ামী লীগের সদস্যরা কেউ কেউ গণপরিষদের হাতে এই ক্ষমতা প্রদানের দাবি উত্থাপন করেছিলেন বটে, কিন্তু এরপর তারা গণপরিষদেই প্রকাশ্যে নিগ্রহের শিকার হয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে জনগণের চেতনার উত্তরণ ঘটেছে, এই যুক্তিতে বিরোধী দল নতুন গণপরিষদ নির্বাচনের যে দাবি উত্থাপন করেছিল তাকে যিনি নাকচ করে দিয়েছিলেন, সেই কেএম ওবায়দুর

রহমান নিজেই পরবর্তীতে ভয়াবহ এক পরিস্থিতির মুখোমুখি হন। ১১ এপ্রিল, ১৯৭২ সালে বিধি সংক্রান্ত প্রশ্নে তিনি বলেন "মাননীয় স্পিকার সাহেব, আমি দাবি জানাচ্ছি যে, অবিলম্বে এই গণপরিষদকে স্বাধীন বাংলাদেশের সার্বভৌম পার্লামেন্ট হিসেবে ঘোষণা করা হোক।"

সংসদের আর দশটি প্রস্তাবের মতো এই দাবিটিও কোনো ভোটাভুটিতে যায়নি। বরং এরপরই গণপরিষদে শেখ মুজিবুর রহমান সোজাসুজি ঘোষণা করেন: "মেম্বারদের আর একটা বিষয়ে হুঁশিয়ারি করতে চাই। স্পিকার যখন কথা বলেন, তখন আর কোনো মেম্বরের অধিকার নাই কথা বলার। বললে আপনি মেহেরবানি করে তাকে পরিষদ থেকে বের করে দিতে পারেন।"[32]

কে এম ওবায়দুর রহমান বিষয়টি নিয়ে এরপর আর কোনো কথা গণপরিষদে বলেননি। এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিও এভাবে তাই চাপা পড়ে যায়। গণপরিষদের সংসদ হিসেবে কার্যকর না থাকার, এবং প্রভিন্সিয়াল কন্সটিটিউশন অব বাংলাদেশ অর্ডার, ১৯৭২ জারি করে রাষ্ট্র শাসনের তাৎপর্য বিষয়ে মওদুদ আহমেদ তাঁর এরা অব শেখ মুজিবুর রহমান গ্রন্থে লিখেছেন:

"সংসদীয় একটি গণতন্ত্র স্থাপনে আদেশটি প্রণীত হলেও কার্যত, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এক ব্যক্তির হাতেই কুক্ষিগত থেকেছিলো। পদ্ধতির এই পরিবর্তন শেখ মুজিবকে তাঁর পদমর্যাদার পরিবর্তন করে রাষ্ট্রপতি থেকে প্রধানমন্ত্রীত্ব অর্জনে সক্ষম করেছিল। এটা ছিলো কাঠামোতে একটা বদল, এর বদৌলতে মুজিব রাষ্ট্রপতির বদলে প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন হন। আইন প্রণয়নের ক্ষমতা নির্বাহী বিভাগের হাতে ন্যস্ত থাকা অব্যাহত থাকলো। এটা সংসদীয় একটা ব্যবস্থাকে দেখালেও বাস্তবে কোনো সংসদ ছিল না। সেখানে এমন একটি মন্ত্রিপরিষদ ছিলো যার সদস্যরা নিজের

[32] গণপরিষদ বিতর্ক, সরকারী বিবরণী, প্রথম খণ্ড, ২৩ পৃষ্ঠা

কাজের জন্য জনগণের কাছে জবাবদিহিতা করতেন না এবং প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর পদ থেকে অপসারণ করা যেতো না। মৌলিক অধিকারসমূহ স্থগিত রয়ে গিয়েছিলো, হেভিয়াস কর্পাস জাতীয় রিট, অর্ডার কিংবা নির্দেশনামা প্রয়োগ আকারে উচ্চ আদালতের ক্ষমতা রহিত রাখা হয়।"[33]

গণপরিষদে সংবিধান রচনার প্রক্রিয়া বিষয়েও অজস্র প্রশ্ন আসে। বাংলাদেশে গণপরিষদের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১০ এপ্রিল, ১৯৭২। দুই দিনের এই অধিবেশনের প্রথম দিনটিতে স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন ও এর কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়। দ্বিতীয় দিনে ড. কামাল হোসেনকে প্রধান করে ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয় এবং এই কমিটিকে ১০ জুনের মাঝে একটি রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়।

খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি ১৭ এপ্রিল তার প্রথম বৈঠকে বসে। এতে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মতামত আহ্বান করে একটি প্রস্তাব নেয়া হয়, এটি সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশিতও হয়। নানান কারণেই মানুষ এই বিজ্ঞপ্তিতে খুব বেশি সাড়া দেয়নি। ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ থেকেও সংবিধান প্রণয়ন বিষয়ে তেমন কোনো গণবিতর্ক, মতামত আহ্বান বা অন্য কোনো রকম জনমত যাচাইয়ের আয়োজন করা হয়নি। জনগণকে উদ্দীপ্ত ও অংশগ্রহণ করাবার নামমাত্র কর্মসূচির পরও ৯৮টি স্মারকলিপি আসে। ঠিক কী ঘটেছিল এই ৯৮টি স্মারকলিপির ভাগ্যে তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি, এগুলোতে কী ছিল তাও জানা যায়নি। এমনকি এগুলোর কোনো প্রতিফলন সংবিধান তৈরির কাজে ছিল কি না, থাকলে তা কিভাবে, সে সম্পর্কে প্রণেতারা কোনো বক্তব্য দেননি। সংসদ ভবনের মহাফেজখানার তালিকায় এদের উল্লেখ পেলেও একাধিক গবেষক

[33] তর্জমাকৃত, এরা অব শেখ মুজিবুর রহমান; ইউপিএল, মওদুদ আহমেদ পৃষ্ঠা ১০

সেগুলো খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়েছেন, কেননা আরও বহু দলিলাদির সাথে এগুলোও যথাযথভাবে গ্রন্থনা ও সংরক্ষণ করা হয়নি।

গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশন বসে ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর। সেদিন খসড়া সংবিধান প্রস্তাব আকারে উত্থাপন করা হয়। সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত খসড়া সংবিধান বিষয়ে জনমত যাচাই এর জন্য ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত সভা স্থগিত করার আহ্বান জানান। তাকে সমর্থন করেন স্বতন্ত্র সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। তাঁদের মতে জনগণের মতামত গ্রহণের জন্য এক সপ্তাহ মোটেই যথেষ্ট সময় নয়। যা হোক, 'মূল্যবান সময়ের অপচয়' এড়াতে একই সঙ্গে জনগণের মতামত গ্রহণ ও সংসদে আলোচনা চালিয়ে যাবার মত দেন আইনমন্ত্রী। বিলটি নিয়ে গণপরিষদে সাধারণ আলোচনা চলে অক্টোবর তিরিশ পর্যন্ত। এতে দশটি অধিবেশনে আটটি কর্মদিবস জুড়ে প্রায় ৩২ ঘণ্টাব্যাপী আলোচনা হয়। ইতিমধ্যেই ২০ জন সদস্য আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কৃত হওয়ায় গণপরিষদের সদস্যসংখ্যা চারশ চার জনে নেমে এসেছিল, তাদের মাঝ থেকে ৪৮ জন আলোচনা করেন। এর মাঝে ৪৫ জন ছিলেন আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্য।

গণপরিষদের হাতে রাষ্ট্র পরিচালনার দাবি করার কারণে আওয়ামী লীগেরই কেন্দ্রীয় নেতা কেএম ওবায়দুর রহমানের গঞ্জনার শিকার হওয়া এবং গণপরিষদের সদস্যপদ বাতিল আইনের কঠোর প্রয়োগ সঙ্গত কারণেই গণপরিষদের সদস্যদের স্বাধীনভাবে আলোচনা উত্থাপনকে বিপুলহারে নিরুৎসাহিত করে।

অক্টোবর একত্রিশ তারিখে সংবিধান বিল-এর তৃতীয় পাঠ অনুষ্ঠিত হয় এবং মোট ১৬৩টি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। এর মাঝে ৭০টি প্রস্তাব উত্তাপন করেন

ন্যাপ দলীয় সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত এবং ২৫টি প্রস্তাব উত্থাপন করেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। আজকেও কেউ যদি বাংলাদেশের সংবিধানের অগণতান্ত্রিক, জাতিদ্বেষী ও স্বৈরতন্ত্রী অনুচ্ছেদগুলোর তালিকা প্রণয়ন করতে চান, গণপরিষদ বির্তকের সংকলনে সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত আর মানবেন্দ্র লারমা কর্তৃক উত্থাপিত সংশোধনী প্রস্তাবগুলোর দিকে নজর বোলানোই তার জন্য অনেকটাই যথেষ্ট হবে।[34] এছাড়া খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির প্রতিবেদনেও সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত লিখিত আকারে তাঁর ভিন্নমতগুলো তুলে ধরেন। এমনকি, খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির চারজন সরকার দলীয় সদস্য ৭০ অনুচ্ছেদ সম্পর্কে লিখিতভাবে ভিন্নমত তুলে ধরেন কমিটির প্রতিবেদনে। সদস্য আছাদুজ্জামান খান মত দেন যে, "এই ব্যবস্থা সর্বপ্রকার গণতান্ত্রিক নীতির পরিপন্থী এবং ভোটদাতাদের অধিকার লঙঘনকারী, এতে দলের সদস্যদেরকে দলের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বশংবদ করে তুলতে পারে।"[35]

উত্থাপিত সংশোধনী প্রস্তাবগুলোর মাঝে ৮৪টি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়, এর মাঝে একটি বাদে বাকি সবগুলোই আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যদের উত্থাপিত। এদের অধিকাংশই ভাষাগত পরিমার্জন সংক্রান্ত হলেও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী প্রস্তাবও ছিল। এদের মাঝে একটি বহুল বিতর্কিত ৭০ অনুচ্ছেদ সংক্রান্ত। এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোনো সদস্য যে দল থেকে মনোনীত হয়ে নির্বাচিত হয়েছেন, সেখান থেকে বহিষ্কৃত হলে বা তিনি পদত্যাগ করলে সংসদে তার সদস্যপদও বাতিল হয়ে যাবে।

[34] খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির রিপোর্ট, বাংলাদেশ গণপরিষদ, ১৯৭২, পৃষ্ঠা ১৪-২১

[35] খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির রিপোর্ট, বাংলাদেশ গণপরিষদ, পৃষ্ঠা ৬

১৯ অক্টোবর ১৯৭২ সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত ও মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা খসড়া সংবিধান নিয়ে জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাব উত্থাপন করেন।[36] ১৯৫৬ সালে শাসনতন্ত্র বিলের ওপর জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাব আওয়ামী লীগের নেতারা করেছিলেন, এটি উল্লেখ করে সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বলেন, "সেই গণপরিষদে যেখানে তৎকালীন আওয়ামী লীগের জনাব আবুল মনসুর আহমদ সাহেব কয়েকদিনের জন্য জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাব এনে বক্তৃতা করেছিলেন, সেই গণপরিষদের অন্তত কয়েকজন সদস্য এখানে আছেন, যাদের নাম আমি জানি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব ছিলেন, মওলানা আবদুল রশীদ তর্কবাগীশ সাহেব ছিলেন, শ্রী গৌরচন্দ্র বালা ছিলেন...."। তাঁর এই প্রস্তাব মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সমর্থন করেন। সুরঞ্জিত সেনগুপ্তর প্রস্তাবের প্রধান যুক্তিটি ছিল এই যে, "কোন দেশে কোন সংবিধানে কোন প্রস্তাব আসতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত খসড়া সংবিধানকে আলোচনার জন্য রাখা না হয়। এবং কোন গোষ্ঠী বা কোন ব্যক্তিকে যদি বলা হয় তাদের মতামত দেয়ার জন্য, তাদের প্রত্যেককেই একটা করে খসড়া সংবিধান তৈরি করে পাঠাতে হয়। কিন্তু কোন ব্যক্তির পক্ষে বা কোন গোষ্ঠীর পক্ষেই তা সম্ভব নয়।" তাঁর এই প্রস্তাব উত্থাপনকালে বারংবার তিনি বাধাপ্রাপ্ত হন। উল্লেখ্য তিনি খসড়া সংবিধানের ওপর জনমত যাচাইয়ের জন্য "১৯ অক্টোবর থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত, অর্থাৎ ১২ দিন মাত্র সময়" চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যাত হয়।

চূড়ান্ত পাঠ অনুষ্ঠিত হয় চার নভেম্বর। সেদিনের পাঠে দুই ঘণ্টা সময় নেয়া হয় এবং এরপর সংবিধান গৃহীত হয়। সংবিধান প্রণয়নী সভায় খসড়া উত্থাপনের মাত্র ২৪ কার্যদিবসের মাঝে সংবিধান চূড়ান্তরূপে গ্রহণের উদাহরণ বিরল। প্রতিবেশী ভারতে খসড়া সংবিধান প্রকাশ করা হয়েছিল জানুয়ারী ১৯৪৮ সালে

[36] গণপরিষদ বিতর্ক, ১৯ অক্টোবর, ১৯৭২

এবং গ্রহণ করা হয়েছিল ২৬ নভেম্বর ১৯৪৯ সালে, সংবিধান প্রণয়নে সময় লেগেছিল ১১৪ কর্মদিবস। ভারতে কংগ্রেস দলের একাধিপত্য থাকলেও সেখানে দলীয় সদস্যদের স্বাধীন আলোচনাকে উৎসাহিত করা হয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশে সংবিধান প্রণয়নী বিতর্ক কতটা অগুরুত্বপূর্ণ ছিল, তার বেশ কিছু নিদর্শন সমকালীন অনেক রচনায় পাওয়া যাবে। ভারত বা পাকিস্তানের সাথে তুলনায় বিষয়টা আরও মর্মান্তিক এই কারণে যে, ওই দুটি রাষ্ট্রের থেকে ব্যতিক্রমীভাবে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে। স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগ্রামের অভিজ্ঞতা জনগণের মাঝে যে উচ্চতর রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা আর প্রত্যয়ের জন্ম দিয়েছিল, তার কোনো বিপ্লবাত্মক প্রতিফলন সংবিধান প্রণয়নে পাওয়া যায় না।

সংবিধান প্রণয়নকারী সভাকে নির্বাহী বিভাগের ওপর কর্তৃত্ব ও আইন প্রণয়নের অধিকার দেয়া হয়নি বলে পুরো সময়টি রাষ্ট্রপতি নির্বাহী আদেশ বলে আইন প্রণয়ন করেছেন। ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতি তার আদেশবলে ১৬৬টি আইন প্রণয়ন করেন, এর মাঝে প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডার ফাইভ, ১৯৭২ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই আদেশে বাংলাদেশের হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয় এবং চূড়ান্ত আদালত হিসেবে অনুমোদন পায়। কিন্তু এই আদেশের মাঝে আইনের শাসনের চেতনা সম্পূর্ণভাবেই অনুপস্থিত ছিল। কেননা এখানে উচ্চ আদালতকে মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের কোনো ক্ষমতা দেয়া হয়নি; রিট জারি করা, হেবিয়াস কর্পাস, ম্যান্ডামাস, প্রহিবিশন, কো-ওয়ারানটো, সারটিওরারি আকারে আদেশ বা নির্দেশনা প্রদান বন্ধ করা হয়। ফলে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ সালে নতুন সংবিধান কার্যকর হয় বটে, তবে ১৯৭৩ সালের ৭ এপ্রিল নতুন সংসদের সভা অনুষ্ঠিত হবার আগ পর্যন্ত ২১০টি নির্বাহী আইন প্রণয়ন করা হয় কোনো রকম আলোচনা বা জনগণকে প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থার সাথে পরামর্শ ও বৈঠক ছাড়া। এভাবে নতুন

সংসদের আধিবেশন বসার আগ পর্যন্ত রাষ্ট্র কার্যত রাষ্ট্রপতির নির্বাহী আদেশ বলে পরিচালিত হয়, যদিও আওয়ামী লীগ দাবি করে যে তারা একদম শুরু থেকে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় নিরত ছিল।

এভাবে সংবিধান পরিষদকে (ক) কেবলমাত্র সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্ব প্রদান করা, (খ) তাদের আইন প্রণয়ন করার অধিকার না দেয়া, (গ) নির্বাহী বিভাগের ওপর তাদের কোনো তদারকির অধিকার না দেয়া, (ঘ) সংবিধান পরিষদের সদস্যদের দলের সিদ্ধান্তের বাইরে প্রস্তাব উত্থাপন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকার প্রদান না করা (এবং কার্যত এর মাধ্যমে সংবিধান পরিষদকে আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারি কমিটিতে পর্যবসিত করা) বাংলাদেশের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসকে শুরু থেকেই অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এবং কার্যত একটিমাত্র দলের স্বার্থরক্ষায় পরিচালিত করেছিল। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বার্থকে আওয়ামী লীগের স্বার্থের সাথে অঙ্গাঙ্গী করা হয়, এবং আওয়ামী লীগের মাঝে আবার একক নেতার মুখ্য ভূমিকার কারণে আর কোনো ভিন্নমত প্রকাশের পরিসর খুব বেশি ছিল না।

## ৩. ৭২-এর সংবিধান নিয়ে রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তিদের প্রতিক্রিয়া

১২ অক্টোবর গণপরিষদে খসড়া সংবিধান উত্থাপন হবার পর থেকেই রাজনৈতিক দলগুলো নিজ নিজ অবস্থান থেকে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে, সংবিধান গৃহীত হওয়া পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। এই প্রতিক্রিয়াকে তিনভাগে ভাগ করা যায়: ঐতিহ্যগতভাবে আওয়ামী রাজনীতির সাথে সম্পর্কিতদের প্রতিক্রিয়া, আওয়ামী বিরোধী বামপন্থী ধারাগুলোর প্রতিক্রিয়া এবং অন্যান্যদের প্রতিক্রিয়া।

আওয়ামী লীগের মিত্রদের গুরুত্বপূর্ণ দল সিপিবি সাধারণভাবে এই সংবিধানকে স্বাগত জানায়। তাদের বিবৃতিতে বলা হয় "বিশেষত, খসড়া সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা বাস্তবায়ন ও সাম্প্রদায়িকতা বিলোপের জন্য যে সব নীতি

ঘোষিত হইয়াছে এবং সাম্প্রদায়িক দল ও সংস্থা গঠন নিষিদ্ধ করিয়া যাহা বলা হইয়াছে, সেইসব নীতি ও ধারা-উপধারাগুলিকে কমিউনিস্ট পার্টি স্বাগত জানাইতেছে। কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত করার যেসব বিধান খসড়ায় রহিয়াছে, সেগুলিকেও পার্টি স্বাগত জানাইতেছে। ঐসব নীতি ও ধারা-উপধারাগুলি খসড়া সংবিধানে পরিবেশিত হওয়াতে পার্টি সরকারকে অভিনন্দিত করিতেছে। পার্টি খসড়া সংবিধানকে সাধারণভাবে গণতান্ত্রিক বলিয়া মনে করে।” ৭০ অনুচ্ছেদ সম্পর্কে সেখানে বলা হয়: “দল হইতে বহিষ্কার সম্পর্কে খসড়াতে যেসব ধারা উপধারা আছে, তাহাতে আন্তপার্টি গণতন্ত্র ও সদস্যের পার্লামেন্টে স্বাধীন মত প্রকাশ করার অধিকার ক্ষুণ্ন হওয়ার এবং দলগুলির ভিতরে রেজিমেন্টেশনের আশঙ্কা আছে।”[37]

ন্যাপ (মোজাফফর) সংবিধানের বেশ কিছু ধারার অগণতান্ত্রিক চরিত্রের সমালোচনা করে বলে, “শাসনতন্ত্রের মূল রাষ্ট্রীয় আদর্শ অনুচ্ছেদে কেবলমাত্র কতকগুলি সদিচ্ছার ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে, যাহা পূরণে রাষ্ট্র আইনানুগভাবে বাধ্য নহে।” এরপর ন্যাপ “প্রতিটি নাগরিকের কর্ম ও জীবিকার অধিকার, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা প্রভৃতি জীবনধারণের উপকরণসমূহের গ্যারান্টি একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে মৌলিক অধিকার হিসেবে প্রদান” করার দাবি জানায়। এছাড়া শাসনতন্ত্রে পুঁজিবাদী সম্পত্তির বিকাশ ঘটতে দেয়া যাবে না, এই মর্মে সুস্পষ্ট ঘোষণারও তারা দাবি জানান। অবৈতনিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা ও অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর বিকাশের জন্য বিশেষ বিধান রাখার দাবিও জানান হয়।[38]

সাধারণভাবে বলা যায়, সংবিধানের মৌলিক অগণতান্ত্রিক চরিত্রটি তাদের সমালোচনায় অনেকটাই উঠে আসলেও আওয়ামী লীগের সাথে রাজনৈতিক

[37] খসড়া সংবিধান সম্পর্কে সিপিবি, দৈনিক সংবাদ, ১৫ অক্টোবর, ১৯৭২

[38] খসড়া সংবিধান সম্পর্কে ন্যাপের অভিমত, ১৭ অক্টোবর, ১৯৭২

ঐক্য এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের সঙ্গে মৈত্রী থাকার কারণেই ৭২-এর সংবিধানের প্রতি তারা পুরোপুরি আনুগত্য প্রদর্শন করে। প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় পূর্বে বলা বিবৃতির পর মস্কোপন্থী বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ১৯ অক্টোবর একটি সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করে মত প্রকাশ করে যে, "এই বিষয়ে অন্তত স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী সকল দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দলসমূহ এবং গণপ্রতিষ্ঠানগুলোর পরামর্শ গ্রহণ একান্ত জরুরি ছিল। সংবিধানের পক্ষে সমগ্র জনতার পরিপূর্ণ সমর্থন লাভের ক্ষেত্রে উহা সহায়ক হইত। মনে হয়, শাসক দলের সংকীর্ণ দলীয় চিন্তার ফলে তাহা সম্ভব হয় নাই।"[39] অর্থাৎ মূলগতভাবে তারা সংবিধানকে ইতিবাচক বলে গ্রহণ করেন এবং একে আরও গণতান্ত্রিক করার লক্ষ্যে পার্টি নেতা আবদুস সালাম ও মনি সিংহ ১১টি প্রস্তাব পেশ করেন। সংবিধানের "কালাকানুনগুলো যেন শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে ব্যবহৃত না হয়, সেটার দিকে সজাগ প্রহরা রাখার কথা"ও তারা উল্লেখ করেন। যদিও এই 'সজাগ প্রহরা রাখা'র কাজটি তারা তেমন একটা করতে পারেননি; সরকার অচিরেই ধর্মঘটকে বেআইনি করে, শ্রমিক অঞ্চলে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হয়, নিউজপ্রিন্ট নিয়ন্ত্রণ ও সম্পাদকদের গ্রেফতার এবং পত্রিকা নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে পত্রপত্রিকাকে দমন করার চেষ্টা করা হয়। আওয়ামী লীগের সাথে অধীনতামূলক মিত্রতার সম্পর্ক থাকায় মস্কোপন্থী সিপিবি ও ন্যাপ কখনো কখনো মৃদু সমালোচনা করলেও এসবের বিরুদ্ধে কঠোর আন্দোলন কর্মসূচি দেয়া জাসদ ও ন্যাপ (ভাসানী) বরং সিপিবির রোষের শিকার হয়। এই সময়ে প্রকাশিত বহু বিবৃতি ও ভাষ্যে সিপিবি সরকারের দুর্নীতি ও লুণ্ঠন এবং ব্যর্থতা স্বীকার করেও সরকারকে কঠোর অবস্থান গ্রহণে বাধ্য করার জন্য ওই বিরোধী দলগুলোর গৃহীত আন্দোলন কর্মসূচিরই নিন্দা করে।

---

[39] সংবাদ, ১৯ অক্টোবর, ১৯৭২, কমিউনিস্ট পার্টির সাংবাদিক সম্মেলন, সংবিধানের ১১টি সংশোধনী পেশ

অন্যান্য বামপন্থীরা সংবিধানসভা বা গণপরিষদের বৈধতা নিয়ে যেমন প্রশ্ন তুলেছিলেন, খসড়া সংবিধানের অমোচনীয় ও মৌলিক অগণতান্ত্রিক চরিত্র বিষয়েও তারা আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন। লেলিনবাদী কমুনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক অমল সেন সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, "এই সংবিধান সমাজতান্ত্রিক তো নয়ই, এমনকি অন্যান্য বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকদের যে ধরনের সাংবিধানিক অধিকার থাকে তাও নেই।" শ্রমিক-কৃষক সমাজবাদী দলের প্রতিক্রিয়ায় সমাজতন্ত্রের চরিত্র সম্পর্কে বলা হয় "বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র পরিত্যক্ত সম্পত্তির সমাজতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র বলা চলে।... এই শাসনতন্ত্র চালু হলে দেশে শ্রেণী-শাসন অব্যাহত থাকবে। দেশ স্বাধীন হবার পর কুখ্যাত পাকিস্তানী নাগরিকদের যে সম্পত্তির মালিক সরকার হয়েছে খসড়া সংবিধানে সেই সম্পত্তিকে একটা সমাজতান্ত্রিক লেবেল লাগিয়ে দেবার চেষ্টা হয়েছে।... এমনকি কতিপয় আইন কার্যকর থাকবে বলে ঘোষণা করে বিদেশী মূলধন জাতীয়করণ না করার সরকারী সিদ্ধান্ত অনির্দিষ্টকালের জন্য পাকাপোক্ত করা হয়েছে।"[40]

সমাজবাদী দলের খান সাইফুর রহমান ও নির্মল সেন খসড়া সংবিধানের কঠোর সমালোচনা করেছেন। দলের পক্ষে বিবৃতিতে তাঁরা বলেন "রাষ্ট্রীয় মূলনীতি বাস্তবায়নে আদালতের শরনাপন্ন হবার অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছে"; "খসড়া শাসনতন্ত্র গৃহীত হলে দেশে উঠতি ধনিকশ্রেণি ও জোতদারদের রাজত্ব পাকাপোক্ত হবে এবং সমাজতন্ত্রের নামে শ্রেণিশোষণ অব্যাহত থাকবে।"[41]

২৫ অক্টোবর গণপরিষদে মানবেন্দ্র লারমা বারংবার বাধার মুখে বক্তৃতা করেন, সেখানে তাঁর বলা একটি বাক্য পরবর্তীতে বহুবার ১৯৭২-এর সংবিধান প্রসঙ্গে

[40] খসড়া সংবিধান সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া, দৈনিক বাংলা, ১৯ অক্টোবর ১৯৭২

[41] খসড়া সংবিধান সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া, দৈনিক বাংলা, ১৯ অক্টোবর ১৯৭২

আলোচিত হয়েছে: "শাসনতন্ত্র বিলের প্রতিটা ধারাই প্রমাণ দেয় যে, একহাতে জনগণকে অধিকার দেয়া হয়েছে, আবার অন্য হাতে সে অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছে।"

জাতীয় রাজনীতিতে ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকা আ স ম আবদুর রব ও শাজাহান সিরাজ তাদের বিবৃতিতে খসড়া সংবিধানের বিস্তারিত সমালোচনা করেন। সংক্ষেপে তাঁদের কয়েকটি মূল বক্তব্য হলো:

১. খসড়া সংবিধানের ৩২, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৫ প্রভৃতি অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে ঘোষিত গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থার প্রতি যে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে, একে প্রকৃত গণতন্ত্র না বলে 'নিয়ন্ত্রিত' গণতন্ত্র বলা উচিত।

২. অন্যতম রাষ্ট্রীয় মূলনীতি জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞাহীনতার ফলে অন্য জাতীয়তাবাদ বা ফ্যাসিবাদী বিকাশের সম্ভাবনা রয়েছে প্রচুর। এটা যে কোনো জাতির জন্য মারাত্মক।

৩. রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে, তা দেখে যে কোনো আত্মসচেতন নাগরিকরই রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করবেন। কারণ খসড়া সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে 'শোবয়' এবং প্রধানমন্ত্রীর খেয়ালখুশির উপর নির্ভরশীল করে রাখা হয়েছে।

৪. খসড়া সংবিধানে প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতি নিযুক্তির পদ্ধতিগত কারণে বিচার-বিভাগের স্বাধীনতা খর্ব হতে বাধ্য। তাঁদের মত অনুযায়ী, "এক কথায় বলা যায়, এটা একটা অকেজো সংবিধান। তবে বর্তমান পরিবেশে এ বাজে সংবিধানও সংবিধানহীন দেশের জন্য অপেক্ষাকৃত ভাল।"

এই সংবিধানকে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল দেশবাসীর প্রতিফলন ঘটানো সংবিধান প্রণয়নের আগ পর্যন্ত "অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান হিসেবে" গণ্য করেছিল।[42]

মাওলানা ভাসানী এবং আরও কিছু রাজনৈতিক নেতা ও বুদ্ধিজীবী প্রস্তাবিত নতুন সংবিধানের বিভিন্ন অগণতান্ত্রিক এবং মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী ধারার উপস্থিতি, বিদেশি মালিকানাধীন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত না করা, গ্রামাঞ্চলে সামন্তবাদ উচ্ছেদে কার্যকর ভূমিকা না রাখা ইত্যাদি প্রশ্নে সমালোচনা করেন। তাঁদের অধিকাংশই গঠনগত দিক দিয়ে এই সংবিধানের ত্রুটিগুলোকে অমোচনীয় বলে মনে করতেন।

সংবিধানের নানা ধারার মাঝে স্বৈরতান্ত্রিক উপাদান বিষয়ে বিরোধীদলগুলো নানাভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেও বদরুদ্দীন উমর একটি পর্যবেক্ষণে যে পেটিবুর্জোয়া শ্রেণী এই সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করেছিল, তাদের শ্রেণীগত দুর্বলতা আর অস্থিরতা দিয়েই সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করেছেন। যে ধারার উপস্থিতির কারণে গণপরিষদের কোনো সদস্য স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে আইনানুগভাবে অক্ষম ছিলেন, এবং যে ধারাটি গণপরিষদকে কার্যত আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারি পার্টির সাথে একাকার করে ফেলেছিল, সেই বাংলাদেশ গণপরিষদ সদস্য (সদস্যপদ বাতিল) আদেশটিও খসড়া সংবিধানে একটি অনুচ্ছেদ হিসেবে (অনুচ্ছেদ ৭০) সংযোজিত হয়। এই ধারাটিকে উপলক্ষ্য করে বদরুদ্দীন উমর বাংলাদেশের শাসকশ্রেণীর সঙ্কটটিকে যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, খসড়া সংবিধান প্রকাশ হবার পর ১৯৭২ সালের ২৯ অক্টোবর A Constitution for Perpetual Emergency নামে তাঁর একটি নিবন্ধে তা প্রকাশিত হয়, যার বাংলা অনুবাদে দাঁড়ায় "চিরস্থায়ী জরুরি অবস্থার একটি

[42] সামাজিক বিপ্লব সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এই সংবিধান অন্তবর্তীকালীন গণ্য করতে হবে, গণকণ্ঠ, ২১ অক্টোবর, ১৯৭২

সংবিধান”। এখান থেকে একটি দীর্ঘ উদ্‌ধৃতি আমাদের বর্তমান আলোচনায় খুবই প্রাসঙ্গিক:

“শাসক-শ্রেণী যে রাষ্ট্রের মৌলিক সবগুলো প্রতিষ্ঠানকেই বিপুল পরিমাণে অবিশ্বাস করে, এই সংবিধান তারই ইঙ্গিতবহ; এবং সংসদীয় সংখ্যাধিক্যের সাহায্যে সংবিধান সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় রসদ জোগান দেয়। সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ ইঙ্গিত দেয় যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে এমনকি সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতাকেও নির্ভরযোগ্য শর্ত হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে না। ফলে এটাকে স্রেফ প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব একটা হাতিয়ার বানিয়ে ফেলা হয়েছে, যাকে শাসকগোষ্ঠীর একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে বাংলাদেশ রাষ্ট্রে অসীম ক্ষমতা চর্চা করার অধিকার দেয়া হয়েছে। এই খসড়া সংবিধান পরিস্কারভাবেই ইঙ্গিত দেয় যে, বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী কেবল অসংখ্য অভ্যন্তরীণ সঙ্কটে জর্জরিতই নয়, মোটাদাগে তারা অসংহতও। ... এইরকম একটি পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী দৃশ্যমান রয়েছেন সম্পূর্ণ ব্যবস্থার স্থিতিশীলতার সবচেয়ে বড় শর্ত হিসেবে। এই কারণেই অন্যদের নানারকম আপত্তি সত্ত্বেও চূড়ান্ত বিশ্লেষণে তারা তাদের আস্থা অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ওপর অর্পণ না করে তার ওপর স্থাপন করতেই বাধ্য। আর এ কারণেই শাসকশ্রেণীর একনায়কত্ব একজন প্রধানমন্ত্রীর সংসদীয় স্বৈরতন্ত্রের রূপে পর্যবসিত হবার দিকে যাচ্ছে, এক্ষেত্রে তা শেখ মুজিবুর রহমানের স্বৈরতন্ত্র। সুনির্দিষ্টভাবে শেখ একজন বেসামরিক ব্যক্তি বলেই প্রাথমিক পর্বে এই স্বৈরতন্ত্র একটা সংসদীয় রূপ পরিগ্রহ করেছে। আগামীকাল যদি পরিস্থিতি বেসামরিক কর্তৃত্বের বাইরে চলে যায় এবং শাসক শ্রেণীর জন্য আরও খারাপ হয়ে ওঠে, সংসদীয় ধরনটি রাষ্ট্রপতির ধরনের শাসন দিয়ে কিংবা আরও খারাপ কিছু দিয়ে প্রতিস্থাপিত হতে পারে। এইসব জরুরি কারণবশতই এখানে একটি ‘চিরস্থায়ী’ জরুরি অবস্থার পূর্বানুমান করা হয়েছে এবং সেই অনুমানের

ভিত্তিতে শাসকগোষ্ঠীর জন্য একটি সংবিধানের কাঠামোর ভেতরে সকল ধরনের জরুরি ক্ষমতা অনুশীলনের বন্দোবস্ত করারই একটা প্রয়াস নেয়া হয়েছে।” [তর্জমাকৃত]

১৯৭৫ সালে আওয়ামী লীগ নিজেই চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে পার্লামেন্টারি পদ্ধতি বাতিল করে রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম করেছিল। আদি সংবিধানে জরুরি অবস্থার কোনো বিধান না থাকলেও যে জরুরি অবস্থা এবং শাসকশ্রেণীর অসংহত দশা বদরুদ্দীন উমর আশঙ্কা করেছিলেন, তা অক্ষরে অক্ষরে ফলে যায়; সংসদীয় স্বৈরতন্ত্রের বদলে একদলীয় শাসন, এবং কার্যত দলীয় প্রধানের ব্যক্তিগত শাসন শুরু হয়। অধিকাংশ পত্রিকা নিষিদ্ধ হয়, এবং যে অল্পকিছু গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য সংবিধানের ছিল, তাও রদ করা হয়। বদরুদ্দীন উমর লিখেছিলেন, “১৯৭৫ পরবর্তী সামরিক শাসনও যে বায়াত্তুরে সংবিধানকে উচ্ছেদ করেনি, তার কারণ গুণগতভাবেই এই সংবিধানটিই এমন ছিল যে এই কাঠামোর ভেতর ছোটখাট কিছু সংশোধনীর মাধ্যমেই সামরিক শাসকরাও নিজেদের কাজকর্ম চালিয়ে নিতে পেরেছিল।”

৭২-এর সংবিধান নামে সংসদীয় কাঠামো প্রবর্তন করলেও কার্যত যে তা ছিল না, তা মওদুদ আহমেদ তার সমালোচনাতে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে,

“রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় যেমন রাষ্ট্রপতির হাতে ক্ষমতার এককেন্দ্রীকরণ ঘটে, ঠিক তেমনি ঘটেছে এই ক্ষেত্রে—ক্ষমতা এককেন্দ্রীকৃত হয়ে গেছে প্রধানমন্ত্রীর হাতে। ১৫৩টি ধারা সংবলিত খসড়া সংবিধানটি যখন ৪ নভেম্বর তারিখে গৃহীত হলো তখন দেখা গেল সাংবিধানিকভাবে ক্ষমতার এককেন্দ্রীকরণ ঘটানোর ও মৌলিক অধিকার হরণের ব্যবস্থাদি সংবিধানে রয়ে গেছে। সংবিধানে কিভাবে ক্ষমতার এককেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, সেটা সংবিধানের ৫৫, ৪৮ ও ৭০ অনুচ্ছেদ পাশাপাশি রেখে পড়লেই বোঝা যায়। ৫৫

অনুচ্ছেদের ৪ থেকে ৬ উপধারায় বলা হয় যে, সরকারের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতিই নির্বাহী আদেশ দেবেন এবং তিনিই হবেন এ ব্যাপারে সর্বোচ্চ ব্যক্তি। এ নিয়ে আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না। অন্যদিকে ৪৮ অনুচ্ছেদের ৩নং উপধারা মতে, রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ ছাড়া সব দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন। তা হলে দেখা যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে মুখ্য ভূমিকা পালন করছেন এবং নির্বাচিত হবার পর রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিচ্ছেন; কিন্তু নির্বাহী আদেশের দায়-দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর থাকছে না এবং আইনের কাছে তাঁর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তিনি চাইলে আর কি-কি করতে পারেন। যেহেতু তিনি সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা সেহেতু তিনি ওই দলের যে কোনো সদস্যের সংসদ-সদস্য পদ ছিনিয়েও নিতে পারেন; সে ক্ষমতা তাঁকে ৭০ নং অনুচ্ছেদে দেয়া হয়েছে। ফলে একই ব্যক্তি দল, সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ও সংসদের নেতা হচ্ছেন এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করে তাঁকে পরামর্শ দিচ্ছেন।”[43]

নাগরিকদের অধিকারের নিশ্চয়তা না দেয়া এবং ক্ষমতা একব্যক্তির হাতে পুঞ্জীভূত করার যে প্রধান দুটি সমালোচনা ১৯৭২ এর সংবিধান বিষয়ে তৎকালীন বিভিন্ন মহল থেকে এসেছিল, বাংলাদেশের পরবর্তীকালের ঘটনাপ্রবাহেও সেই বৈশিষ্ট্যগুলো বিপুল প্রভাব ফেলেছে। এই কারণেই সংবিধান বিষয়ক পরবর্তীকালীন কিছু পর্যালোচনাও এই আলোচনায় প্রাসঙ্গিক। সংবিধানে মানবাধিকার রক্ষা, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে অগ্রসর করা বিষয়ে গুরুতর সব অসঙ্গতির উপস্থিতি সত্ত্বেও স্বাধীনতা যুদ্ধ পরবর্তী আশাবাদের কারণে অনেকেই এগুলোর উপস্থিতিকে না দেখার ভান করেছেন। বহুক্ষেত্রেই অবশ্য শাসক দল আওয়ামী লীগ গায়ের জোরেই এগুলোকে উপেক্ষা

[43] মওদুদ আহমদ, বাংলাদেশ*:* শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল, পৃষ্ঠা ১৪, ইউপিএল

করেছে। অচিরেই, ৭২-৭৫ সময়ের মাঝেই একদিকে সংবিধানের ত্রুটিগুলো স্পষ্ট হতে থাকে, অন্যদিকে আরও নতুন নতুন সব পরিবর্তন এনে সংবিধানকে আরও গণবিরোধী চরিত্র প্রদান করা হয়। কিন্তু পরবর্তীকালের সংকটগুলোর বীজ যে ১৯৭২ সালের সংবিধানের মাঝেই ছিল, তা পরের এই সময়গুলোতে সংবিধান নিয়ে যারা কাজ করেছেন, তারা অনেকবারই সনাক্ত করেছেন।

গণপরিষদকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে না দেয়ার পেছনে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং জনগণের গণতান্ত্রিক উত্থানকে প্রতিহত করতে নিপীড়নের আশ্রয় নেয়া, এই দ্বিবিধ দুর্বলতা f,wgKv †i‡L‡Q| শ্রেণীগত অভ্যন্তরীণ সংকট ও দুর্বলতা তাদেরকে ভীত করে তুলছিল, তাই সংবিধান কার্যকরী হবার এক বছর না পেরুতেই সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় 'শত্রু দমনে'র একটা পথ তৈরী করা হলো, ১৯৭৩ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর সংসদে আনীত হলো "সংবিধান (দ্বিতীয় সংশোধন) বিল ১৯৭৩ [১৯৭৩ সনের ২৪ নং আইন]।

প্রধানমন্ত্রীর হাতে এই কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা শুধু ৭০ অনুচ্ছেদ নয়, পুরো সংবিধান জুড়েই ছিল, এবং সেটাই বাংলাদেশের পরবর্তীকালের অগণতান্ত্রিক শাসনকে ডেকে এনেছে, পুঞ্জীভূত করেছে। এই বিষয়ে একটি কৌতূহল উদ্দীপক ঘটনা লিখেছেন অর্থনীতিবিদ মইনুল ইসলাম। ৭২-এর সংবিধান প্রণয়নের সময়ে এই ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ কিভাবে ঘটলো, সেটা বুঝতে গণপরিষদের বাইরের এই ঘটনাটি হয়তো বিশেষভাবে সাহায্য করবে।

"সংবিধানের আরেকটি মারাত্মক ত্রুটি হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীকে 'নির্বাচিত একনায়কের' ক্ষমতা দিয়ে সর্বশক্তিমান করে ফেলার ব্যবস্থা করা। ১৯৭২ সালে যখন সংবিধানটি প্রণয়ন করা হয়, তখন প্রধানমন্ত্রীর আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ড .কামাল হোসেনের নেতৃত্বে সংবিধান প্রণয়ন

কমিটি সংবিধানের খসড়া প্রণয়ন করে যখন সেটা বঙ্গবন্ধুর কাছে পেশ করেছিল, তখন যেখানে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার বিষয়গুলো বর্ণিত হয়েছে, সেখানেই বঙ্গবন্ধু নিজের হাতে কেটেছেঁটে ওগুলোয় পরিবর্তন করে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাকে রাষ্ট্রপতির তুলনায় একচ্ছত্র) অ্যাবসলিউট অ্যান্ড আনচ্যালেঞ্জড ( করার ব্যবস্থা করেছিলেন, যার ফলে রাষ্ট্রপতিকে ক্ষমতাহীন বানিয়ে ফেলা হয়েছিল।

ব্যাপারটি আমাকে বলেছিলেন ওই কমিটির সদস্য দৈনিক *আজাদীর* প্রয়াত সম্পাদক সর্বজনশ্রদ্ধেয় অধ্যাপক খালেদ। কমিটির কাছে কাটাকুটি করা খসড়াটি যখন ফেরত এসেছিল, কমিটির কারও সাহস হয়নি বঙ্গবন্ধুর নিজ হাতে করা পরিবর্তনের বিরুদ্ধে কিছু করার।”[44]

সংবিধানের বহুল আলোচিত এই ৭০ অনুচ্ছেদটি অন্তর্ভুক্ত করায় শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত প্রভাবের কথা অধ্যাপক আনিসুজ্জামানও উল্লেখ করেছেন। সংবিধানের বাংলা অনুবাদ বিষয়ে তিনি খসড়া কমিটিকে সহায়তা করার কারণে ড. কামাল হোসেনের সঙ্গী হিসেবে বিভিন্ন বিষয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের পরামর্শ নিতে গিয়ে তিনি এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হন। [45]

কবি ও বুদ্ধিজীবী ফরহাদ মজহার ১৯৭২ সালের সংবিধানের সার্বভৌম সংসদের ধারণা কিভাবে জনগণের সার্বভৌমত্বকে ধ্বংস করেছে, তা স্পষ্ট করতে চতুর্থ সংশোধনী কিভাবে সম্ভব হলো, তা উপস্থাপন করেছেন দৃষ্টান্ত হিসেবে। তাঁর “সংবিধান ও গণতন্ত্র” বইতে তিনি লিখেছেন,

---

[44] মইনুল ইসলাম, সংবিধানের যে ভুল সংশোধন না করলে রাষ্ট্র সংস্কার অসম্ভব, প্রথম আলো, ২৫ নভেম্বর ২০২৪।

[45] আনিসুজ্জামান, বিপুলা পৃথিবী, পৃষ্ঠা ৩৩-৩৪, প্রথমা প্রকাশনী

“কীভাবে মৌলিক অধিকার বিরোধী বিধান সংসদ পাশ করতে সক্ষম হোল? মূল সংবিধানের ১৪২ নম্বর ধারায় পরিষ্কার বলা আছে,

এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে তাহা সত্ত্বেও (ক) সংসদের আইন দ্বারা এই সংবিধানের কোনো বিধান সংশোধিত ও রহিত হইতে পারিবে’।

এর মানে হোল মৌলিক অধিকার সম্পর্কে সংবিধানে যা কিছুই বলা থাকুক না কেন ১৪২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দুই তৃতীয়াংশ ভোটে পার্লামেন্টের সদস্যদের জনগণের মৌলিক অধিকার হরণ করে নেবার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। দুই তৃতীয়াংশ ভোটে সংসদকে যেমন ইচ্ছা তেমনভাবে সংবিধান মিসমার করে দেবার ক্ষমতা যেমন দেয়া হয়েছে, তেমনি যেমন খুশি তেমন আইন তৈরি করবার ক্ষমতাও দেয়া হয়েছে। এটাই হচ্ছে বাংলাদেশের ‘সার্বভৌম সংসদ’।”[46]

ফলে ফরহাদ মজহারের বিবেচনায় চতুর্থ সংশোধনী কিংবা বাকশালের মধ্য দিয়ে ৭২ এর সংবিধান বাতিল হয়নি, বরং সেগুলো ছিলো ৭২ সালের সংবিধানের অনিবার্য পরিণতি। এ বিষয়ে তিনি লেখেন,

“এটা পরিষ্কার যে, একটি মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন হওয়া জনগোষ্ঠী এবং অন্য দেশের স্বীকৃতি পেয়ে বিশ্বের রাষ্ট্রসভায় উদিত একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক পরিগঠন সম্পন্ন করবার জন্য কোন সাংবিধানিক প্রক্রিয়া প্রবর্তন করা হয়নি। সেই উদ্দেশ্যে সংবিধান লেখাও হয়নি। কী করে শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে সাংবিধানিকভাবে একনায়কতান্ত্রিক ক্ষমতা দেওয়া যায় এবং একমাত্র আওয়ামী লীগই দেশ শাসন ও শোষণ করতে পারে—এইসবই ছিল প্রধান বিবেচনা। এই বিবেচনার ভয়াবহ পরিণতি এখন আমাদের ভুগতে হচ্ছে। সংবিধান রচনার মূল উদ্দেশ্য একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভিত্তি না। পরবর্তীকালে বাংলাদেশের রক্তাক্ত ইতিহাস এমনকি শেখ মুজিবুর রহমানের

[46] ফরহাদ মজহার, সংবিধান ও গণতন্ত্র, পৃ. ১৪৫ আগামী প্রকাশনী

দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুর পেছনে ১৯৭২ সালের সংবিধানের ভূমিকা বিচার না করে কী করে আমরা এখন সামনে অগ্রসর হবো? মনে রাখতে হবে বাকশাল একনায়কতন্ত্র কায়েম করেনি একনায়কতন্ত্রের বাইরের খোলসটা ফেলে নগ্ন হয়ে উঠেছিল কেবল। ১৯৭২ সালের বাংলাদেশের সংবিধানের মধ্যেই এখনকার বাংলাদেশ রাষ্ট্রের চেহারা নিহিত ছিল।”[47]

এভাবেই, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পরবর্তীকালের অগণতান্ত্রিক প্রবণতা ও শেষপর্যন্ত ফ্যাসিবাদের বীজ ৭২ সালের সংবিধানের মাঝেই নিহিত ছিল। এরই ফলাফল হলো প্রতিটি আমলেই ক্ষমতার পুঞ্জীভবন আরও ঘনীভূত হয়েছে, আমলাতান্ত্রিকতা আরও প্রকট রূপ পেয়েছে, বিচারবিভাগ ক্রমশ বেশি বেশি হারে দলীয়করণের শিকার হয়েছে, জবাবদিহিতার অভাবে ক্ষমতাসীনদের আর্থিক দুর্নীতি আরও প্রবল চেহারা নিয়েছে। একইভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা দল, রাষ্ট্র ও সমাজে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশকে রুদ্ধ করেছে, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকেও ধ্বংস করেছে। এভাবে ১৯৭২ সালে একজন একক ব্যক্তি ও একটি দলকে কেন্দ্রে রেখে যে সংবিধান প্রণয়ন করা হয়েছিল, তা শেষ পর্যন্ত উত্তরোত্তর স্বৈরতন্ত্রী চেহারা ধারণ করতে করতে অবশেষে বাংলাদেশ জুড়ে একটি ফ্যাসিবাদী শাসন কায়েম করেছে।

[47] ফরহাদ মজহার, সংবিধান ও গণতন্ত্র, পৃ. ৭৫, আগামী প্রকাশনী

# সংবিধানের পর্যবেক্ষণমূলক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন

**১. সংবিধানের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং কাঠামোগত বিন্যাস**

**১.১** বাংলাদেশের সংবিধান একটি দীর্ঘস্থায়ী ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারের পটভূমিতে প্রণীত হয়েছিল, যা এর মূল্যবোধ, ভাষা এবং কাঠামোতে প্রতিফলিত হয়। এর অভিব্যক্তি কর্তৃত্ববাদী, ক্ষমতাকাঠামো কেন্দ্রীভূত এবং অনেকক্ষেত্রে শাসনের প্রতি গুরুত্বারোপ করে। যদিও সংবিধান 'জনগণের অভিপ্রায়'কে চূড়ান্ত উৎস হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে, তবু এর সামগ্রিক রূপায়নে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও ন্যায়বিচার কায়েমে নাগরিকদের অংশগ্রহণের সুযোগ যথাযথভাবে নিশ্চিত করা যায়নি।

**১.২** সংবিধানের প্রতিটি শব্দ ও বিন্যাস অর্থবহ এবং এর চেতনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হয়। সংবিধানের বাংলা সংস্করণে শব্দ নির্বাচনেও, যেমন প্রজাতন্ত্র, গণপ্রজাতন্ত্রী, ক্ষমতা, প্রশাসন, কর্মচারী, শাসন, অধস্তন, স্থানীয় শাসন ইত্যাদি এবং ইংরেজি সংস্করণে servant, power ইত্যাদি রাজতান্ত্রিক বাচনভঙ্গির ধারাবাহিকতা ফুটে উঠে, যা 'জনগণের অভিপ্রায়' অভিব্যক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সংবিধানের ভাগ গুলি সাজানোর ক্ষেত্রে নির্বাহী বিভাগ, রাষ্ট্রের অন্য দুটি বিভাগের, অর্থাৎ আইনসভা ও বিচার-বিভাগের চেয়ে অগ্রাধিকার পেয়েছে।

**২. প্রস্তাবনা**

**২.১ জনগণের অভিপ্রায়**

যদিও প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে যে, সংবিধান 'জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তিস্বরূপ', বাস্তবে এটি কেবল একটি কথার বুলিতে পরিণত হয়েছে। সংবিধানের বর্তমান কাঠামোতে 'জনগণের অভিপ্রায়' কথাটি সামান্যই অর্থ বা তাৎপর্য বহন করছে। সংবিধানের বিধানসমূহের মাধ্যমেই জবাবদিহিহীন, মহাপরাক্রমশালী এক ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা সুসংহত হয়েছে।

**২.২ প্রস্তাবনায় গণপরিষদের উল্লেখ**

প্রস্তাবনার শেষাংশে নির্দিষ্ট তারিখসহ গণপরিষদের উল্লেখ থাকায়, প্রস্তাবনায় ১৯৭২ সাল পরবর্তী ঘটনা বা বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্তির সুযোগ রহিত করে। যদিও উপমহাদেশের কিছু সংবিধানে এমন উল্লেখ রয়েছে, সাধারণত এ বিষয়ে বৈশ্বিক চর্চা ভিন্নরকম। যদি প্রস্তাবনার শেষ অনুচ্ছেদটি সংবিধানের একটি উপযুক্ত স্থানে স্থানান্তর করা হয়, তাহলে সংবিধান একটি জীবন্ত দলিল আকারে বিকশিত হতে পারবে।

**৩. সংবিধানের মূলনীতি**

সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে যে, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা– এই চারটি আদর্শ আমাদের মুক্তি সংগ্রামের অনুপ্রেরণার উৎস এবং এ কারণেই এগুলো সংবিধানের মূলনীতি হওয়ার পাশাপাশি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলে পরিগণিত হবে। বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান ছিল ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র। ঐ ঘোষণাপত্র বাংলাদেশকে

একটি গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে, যার মূলনীতি ছিল 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার'। ঘোষণাপত্রে নির্ধারিত মূলনীতির পরিবর্তে কেন সংবিধানে নতুন মূলনীতি অন্তর্ভুক্ত করা হলো তার কোনো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা ১৯৭২ সালে সংবিধান গৃহীত হওয়ার সময় দেওয়া হয়নি। সংবিধানের ৯-১৩ নং অনুচ্ছেদে চার মূলনীতি সংক্রান্ত বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই শব্দসমূহ দেশের জনগণকে এইসব মুলনীতির আলোকে সংঘবদ্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

## ৩.১ জাতীয়তাবাদ

৩.১.১ বাংলাদেশে বিভিন্ন জাতিসত্তা (ethnicities) রয়েছে। জাতীয়তাবাদকে 'বাঙালি' হিসেবে সীমাবদ্ধ করার ফলে নিজস্ব পরিচয় রয়েছে এবং 'বাঙালি' হিসেবে পরিচিত হতে চান না এমন জাতিসত্তার লোকদের মধ্যে অস্বস্তি ও অংশীদারিত্বমূলক অনুভূতির অভাব তৈরি হয়েছে। জাতীয়তাবাদ জাতিকে একীভূত করে । কিন্তু জাতীয়তাবাদকে কেবল 'বাঙালি' হিসাবে সীমাবদ্ধ করার ফলে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী নিজেদের প্রান্তিক এবং একক জাতীয় পরিচয় থেকে বঞ্চিত মনে করে।

৩.১.২ গণপরিষদে জনাব মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বাঙালি জাতীয়তাবাদ আরোপ করার তীব্র বিরোধিতা করে বলেছিলেন, "কিন্তু, আমি একজন চাকমা। আমার বাবা, দাদা, বাপ-দাদা কখনো বলেননি আমরা বাঙালি। অন্যান্য সদস্যদের প্রতি আমার আবেদন, আমি জানি না, এই সংবিধান কেন আমাদের বাঙালি হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিতে চায়... আমরা কখনোই আমাদের বাঙালি হিসেবে বিবেচনা করিনি... এই সংশোধনী পাস হলে চাকমা জাতির অস্তিত্ব হারিয়ে যাবে। আমরা বাংলাদেশের নাগরিক... আমরা আমাদের বাংলাদেশী বলে মনে করি এবং বিশ্বাস করি। কিন্তু বাঙালি নয়" ।[48] খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য জনাব সাজেদা চৌধুরী এর জবাবে যুক্তি দেন যে, বাঙালি হিসেবে অন্তর্ভুক্তি তাদেরকে একটি সম্মানজনক অবস্থান প্রদান করবে; কেননা এটি তাদেরকে উপ-জাতির (sub-nation) পরিবর্তে একটি জাতির অংশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।[49] এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের অবস্থানকে প্রতিধ্বনিত করেছিল; তিনি অ-বাঙালি জাতিগত সম্প্রদায়সমূহকে বাঙালি পরিচয় গ্রহণ করতে উৎসাহ প্রদান করেছিলেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি ঐক্যের প্রচেষ্টা হিসেবে উপস্থাপিত হলেও এর অন্তর্নিহিত বৈষম্যমূলক চরিত্র সমালোচিত হয়েছে। কেননা, এতে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর পরিচয় বিলিয়ে দেওয়ার বিনিময়ে অভিযোজনের (acculturation) প্রচেষ্টা করা হয়েছে, যা রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে একটি স্বাধীন জাতিগোষ্ঠী হিসেবে তাদের অস্তিত্বকে কার্যত অস্বীকার করেছে।

৩.১.৩ সংবিধান[50] 'বাংলাদেশের জনগণ' ও 'বাংলাদেশের নাগরিক' এর মধ্যে একটি পার্থক্য তৈরি করেছে। যদিও এটি খুব সীমিত প্রায়োগিক তাৎপর্য বহন করে, তবু এটি দুই ধরনের কৃত্রিম পরিচয় তৈরি করে :

---

[48] পৃষ্ঠা ৪৫২, গণপরিষদ বিতর্ক ১৯৭২

[49] পৃষ্ঠা ২৯৩, গণপরিষদ বিতর্ক ১৯৭২ (নোট ৩)

[50] অনুচ্ছেদ ৬ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এ বলা আছে, '(১) বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে।

জাতি ও নাগরিকত্ব। যদিও অনুচ্ছেদ ২৩ (ক)[51] উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও বিকাশের দায়িত্ব রাষ্ট্রের ওপর আরোপ করেছে, তবু বাংলাদেশের সকল জনগণকে বাঙালি হিসেবে চিহ্নিত করার ফলে জনগণের ঐক্যকে মারাত্মকভাবে বিপন্ন করেছে এবং যারা বাংলাদেশের গর্বিত নাগরিক হিসেবেই তাদের বৈচিত্র্যময় জাতিগত ও সাংস্কৃতিক পরিচয় দ্বারা চিহ্নিত হতে চান তাদেরকে আলাদা করেছে।

### ৩.২ সমাজতন্ত্র

১৯৭২ সালের সংবিধানেও সংবিধানের মূলনীতি হিসাবে সমাজতন্ত্রের সামান্যই প্রাসঙ্গিকতা ছিল। প্রস্তাবনায় অঙ্গীকার করা হয়েছে যে, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা রাষ্ট্রের একটি মূল লক্ষ্য হবে। এই ধরনের সমাজ বাস্তবায়নের জন্য একটি 'সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা'র[52] প্রতিষ্ঠাকে রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মূলনীতি হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে অন্য কোনো ব্যাখ্যার অনুপস্থিতিতে সমাজতন্ত্রের পুরো ধারণাটাই একটি 'সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা' প্রতিষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ। তদপুরি, যেহেতু রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির বাস্তবায়ন বাধ্যতামূলক নয়, তাই সূচনা থেকে তাঁর পুরো যাত্রা জুড়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক নীতি সর্বদা পুঁজিবাদ দ্বারা চালিত হয়েছে। যদিও রাষ্ট্রায়ত্ত সরকারি খাত[53] এবং সম্পত্তির বাধ্যতামূলক গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বা দখল[54] এর কথা উল্লেখ করা হয়েছিল, তবু সংবিধানে বেসরকারি মালিকানার প্রাধান্য এবং সরকারের দীর্ঘদিনের চর্চা সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে একটি অপ্রাসঙ্গিক ধারণায় পরিণত করেছে।

### ৩.৩ ধর্মনিরপেক্ষতা

৩.৩.১ 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটি সংবিধানের সবচেয়ে আলোচিত ও বিতর্কিত মূলনীতিগুলোর একটি। সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত হয়নি। তবে, কেবলমাত্র ধর্মনিরপেক্ষতা নীতি বাস্তবায়নে কোনো বিষয় বিলোপ করা হবে সে সম্পর্কে সংবিধানে[55] উল্লেখ করা হয়েছে।

---

(২) বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসাবে বাঙালী এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন।'

[51] অনুচ্ছেদ ২৩ (ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এ বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।'

[52] অনুচ্ছেদ ১০ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এ বলা হয়েছে, 'মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে।'

[53] অনুচ্ছেদ ১৩ (ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

[54] অনুচ্ছেদ ৪৭ (১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

[55] অনুচ্ছেদ ১২ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

৩.৩.২ ১৯৭৭ সালে একটি সামরিক আইন জারির মাধ্যমে সংবিধানে প্রথমবারের মতো ”বিস্‌মিল্লাহির-রহ্‌মানির রহিম (দয়াময়, পরম দয়ালু, আল্লাহের নামে)” সংযোজন করা হয়[56]। এটি পরে ১৯৭৯ সালে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে অনুমোদিত হয়। যদিও পঞ্চম সংশোধনীর মামলায়[57] সুপ্রিম কোর্ট ১৯৭৯ সালের সংবিধান (পঞ্চম সংশোধনী) আইনকে অবৈধ ও অসাংবিধানিক বলে রায় দিয়েছিলেন, তবু ২০১১ সালে পঞ্চদশ সংশোধনীতে সামান্য পরিবর্তন করে “বিস্‌মিল্লাহির-রহ্‌মানির রহিম (দয়াময়, পরম দয়ালু, আল্লাহের নামে/ পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার নামে)” সংযোজন করা হয় । লক্ষণীয় যে, এই বিষয়ে অতীতে সরকার গঠনকারী সকল রাজনৈতিক দলের মধ্যে ব্যাপক ঐকমত্য রয়েছে।

৩.৩.৩ সংবিধানের ৮ম সংশোধনী ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে প্রবর্তন করে।[58] সংবিধানের ১৫তম সংশোধনীতে আওয়ামী লীগ সরকার ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ শব্দটি পুনরুজ্জীবিত করার সময় ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে বজায় রেখে কিছু পাঠগত পরিবর্তন আনে।[59] উচ্চ আদালতের একটি বৃহত্তর বেঞ্চ[60] রায় দেন যে, সংবিধানের ২(ক) অনুচ্ছেদ প্রস্তাবনার মূলনীতির সঙ্গে কোনো ধরনের বিরোধ সৃষ্টি করে না, এবং এটি সংবিধানের অন্য কোনো বিধানের সঙ্গেও সাংঘর্ষিক নয়। আদালত আরও বলেন যে, এটি সংবিধানে উল্লিখিত ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির সাথে সাংঘর্ষিক নয়। সংবিধানে একক রাষ্ট্রধর্মের রাজনৈতিক ও আইনি স্বীকৃতি বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাকে একটি অদ্ভুত ধারণায় পরিণত করেছে।

### ৩.৪ গণতন্ত্র

বাংলাদেশের সংবিধানে গণতন্ত্রের সংজ্ঞা অপর্যাপ্ত; এতে স্পষ্টতা ও বোধগম্যতার অভাব রয়েছে। সংবিধানে প্রতিনিধিত্বশীল ও অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র বিষয়ে স্পষ্টত কোনো বিধান নেই- যা যে কোনো শক্তিশালী গণতান্ত্রিক কাঠামোর জন্য অপরিহার্য।

## ৪. অধিকারসমূহ

### ৪.১ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের অবলবৎযোগ্যতা

৪.১.১ বাংলাদেশের সংবিধানে অর্থনৈতিক, সামাজিক, ও সাংস্কৃতিক অধিকার (ইএসসি অধিকার) সংক্রান্ত বিষয়গুলো বলবৎযোগ্য নয়। বিদ্যমান সাংবিধানিক কাঠামো মানবাধিকারকে দুটো ভাগে বিভক্ত করেছে : দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে অবলবৎযোগ্য অধিকারসমূহ যেগুলোকে আরও কিছু নীতির সাথে একত্রে রাষ্ট্র

---

[56] দ্য প্রক্লেমেশন (সংশোধন) আদেশ, ১৯৭৭, দ্য প্রক্লেমেশন আদেশ নং I, ১৯৭৭; উল্লেখ্য যে এই শব্দগুচ্ছটির বাংলা অনুবাদকৃত সংস্করণ সংবিধানে দ্য সেকেন্ড প্রক্লেমেশন (পঞ্চদশ সংশোধন) আদেশ, ১৯৭৮, দ্য সেকেন্ড প্রক্লেমেশন আদেশ নং IV, ১৯৭৮ দ্বারা সন্নিবেশিত হয়েছে।

[57] খন্দকার দেলোয়ার হোসেন, সেক্রেটারি, বিএনপি এবং অন্য বনাম বাংলাদেশ ইতালীয় মার্বেল ওয়ার্কস এবং অন্যান্য ৬২ ডিএলআর (এডি) ২৯৮

[58] ১৯৮৮ সালের অষ্টম সংশোধনীর অনুচ্ছেদ ২(ক) তে উল্লেখ করা হয়, ‘প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম হলো ইসলাম, তবে প্রজাতন্ত্রে অন্যান্য ধর্ম শান্তি ও সম্প্রীতির সঙ্গে পালন করা যাবে।’

[59] ২০১১ সালের পর অনুচ্ছেদ ২(ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এ বলা হয়, ‘প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করিবেন।’

[60] স্বৈরাচার ও সম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ কমিটি বনাম বাংলাদেশ [২০২৪] ১৯ এস.সি.ও.বি. এইচ.সি.ডি. ৪১ [৩৯]]

পরিচালনার মূলনীতি হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে; অন্যদিকে তৃতীয় ভাগে বলবৎযোগ্য অধিকারগুলো সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এই বিভাজন প্রথমত, ইএসসি অধিকার এর বিচ্ছেদ, এবং দ্বিতীয়ত: ঐতিহাসিক ও সমসাময়িক প্রেক্ষাপটের আলোকে এই অবলবৎযোগ্যতার পিছনের যুক্তি বর্তমানে প্রযোজ্য নয়। প্রাথমিকভাবে, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের পর দেশের সীমিত অর্থনৈতিক সক্ষমতার কারণে আর্থিক সীমাবদ্ধতাকে যুক্তি হিসেবে দেখানো হয়। ড. কামাল হোসেন যুক্তি দিয়েছিলেন যে, অবলবৎযোগ্য ইএসসি অধিকার রাখার প্রবণতা ভারত ও আয়ারল্যান্ডের মতো রাষ্ট্রের সংবিধানেও পরিলক্ষিত হয়, যেগুলো বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নে প্রভাব ফেলেছিল। উপরন্তু, সংবিধান প্রণয়নের কালে International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR)-এ কার্যকর বলবৎকরণ ব্যবস্থা ছিলনা, যা ২০১৩ সালে নিরসন করা হয়।

৪.১.২ এই সংবিধানে একটি অঙ্গীকার রয়েছে যে, ভবিষ্যতের সংসদসমূহ দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ভিত্তিতে ইএসসি অধিকার এর বলবৎকরণ নির্ধারণ করবেন।[61] এর থেকে বোঝা যায় যে, এই অধিকারগুলোকে স্থায়ী অবলবৎযোগ্য রাখার উদ্দেশ্য গণপরিষদের ছিল না। যদি ESC অধিকারগুলি অপ্রয়োগযোগ্য করে রাখা হয়, তাহলে রাষ্ট্রের জবাবদিহিতা প্রশ্নবিদ্ধ থাকে কেননা অর্থনৈতিক উন্নয়ন যে পর্যায়েই থাকুক না কেন রাষ্ট্র নির্বিচারে ESC অধিকারের প্রয়োগকে অস্বীকার করতে পারে।

৪.১.৩ সংবিধানে বলবৎযোগ্য ‘আইন' এর পরিবর্তে ‘নীতি' হিসেবে বর্ণিত বিধানসমূহের অবস্থান বাংলাদেশে আইনি কাঠামোয় সঙ্গতিহীন এবং মানবাধিকার প্রয়োগে সমস্যা সৃষ্টি করেছে। এই চলমান আলোচনা ইএসসি অধিকারসমূহের সাংবিধানিক ব্যবস্থার একটি সামগ্রিক মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরছে, যেন এগুলো সমসাময়িক মানবাধিকারের মানদণ্ড এবং বাংলাদেশের জনগণের আকাঙ্ক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে উঠে। সামাজিক-অর্থনৈতিক অধিকার (খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বস্ত্র, বাসস্থান, অর্থনৈতিক মুক্তি ইত্যাদির অধিকার) ধাপে ধাপে বাস্তবায়নের লক্ষ্য নির্ধারণ করা উচিৎ।

### ৪.২ সঙ্কুচিত অধিকার

৪.২.১ সংবিধানে উল্লিখিত অধিকাংশ মৌলিক অধিকারসমূহের ওপর নিম্নোক্ত ধরনের বাধানিষেধ আরোপের মাধ্যমে নাগরিকের অধিকার কার্যত হরণ করা হয়েছে :

(ক) যে কোনো বাধানিষেধ (অনুচ্ছেদ ৪০, ৪১, ৪২, ৪৫)

(খ) যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ (অনুচ্ছেদ ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪৩)।

৪.২.২ যখন সংবিধান কোনো অধিকার নাগরিককে প্রদান করে, তখন তা অবশ্যই সবার জন্য সমান হতে হয় এবং এগুলোকে ইচ্ছামাফিক পুনঃব্যাখ্যা করার সুযোগ নির্বাহী বিভাগের কাছে ছেড়ে দেওয়া যায় না। একদিকে, আমাদের সংবিধানে কিছু অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে নিশ্চিত করেছে, অন্যদিকে সাধারণ আইনের মাধ্যমে বাধানিষেধ আরোপ করে সে অধিকার খর্ব করার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

[61] অনুচ্ছেদ ১৫, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

৪.২.৩ বাধানিষেধের আড়ালে বিভিন্ন সরকার দমনমূলক আইন প্রণয়ন করে নাগরিকদের পীড়ন করেছে এবং তাদের সংবিধান প্রদত্ত অধিকার হরণ করেছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪, আদালত অবমাননা আইন, ২০১৩, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এর কথা বলা যেতে পারে।

৪.২.৪ 'যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ' কীভাবে নির্ধারিত হবে বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থায় তার কোনো উপযুক্ত ব্যাখ্যার অনুপস্থিতি মৌলিক অধিকার সুরক্ষাকে জটিল করে তুলেছে। সংবিধানের ভাষার অস্পষ্টতার ফলে অধিকারগুলোর মধ্যে এক ধরনের শ্রেণিবিন্যাস তৈরি হয়েছে যেখানে কিছু অধিকার অন্যগুলোর তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হতে পারে। এই পার্থক্য মৌলিক অধিকারের মধ্যকার সমতার নীতিকে ক্ষুণ্ণ করে এবং এর ফলে International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) এর মতো আন্তর্জাতিক সনদগুলো যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ আরোপের ক্ষেত্রে যে সমান ব্যবস্থা প্রণয়নের কথা বলে সেই উদ্দেশ্য থেকেও বিচ্যুতি ঘটে।

৪.২ ৫ বৈশ্বিক মানদন্ড এবং বাংলাদেশের সমাজের বিকাশমান আকাঙ্ক্ষার প্রেক্ষিতে সংবিধানে স্বীকৃত অধিকারগুলোর পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

## ৫. আইনসভা

**৫.১** বাংলাদেশের সংবিধান সংসদকে আইন প্রণয়ন ও বাজেট অনুমোদনের ব্যাপক ক্ষমতা প্রদানের পাশাপাশি নির্বাহী বিভাগকে তদারকি ও জবাবদিহিতার আওতায় রাখার কিছু ব্যবস্থাও প্রদান করেছেন। তবে এই সাংবিধানিক ক্ষমতা সত্ত্বেও নিম্নোক্ত কারণে, সংসদ প্রায়শই গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে জনগণের অভিপ্রায় তুলে ধরে এবং সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে তার কার্যকরিতা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে-

(অ) একটি প্রকৃত প্রতিনিধিত্বশীল সংসদ না থাকা।
(আ) অকার্যকর সংসদীয় কমিটি।
(ই) অকার্যকর ন্যায়পাল।
(ঈ) কর্তৃত্ববাদী শাসনকে প্রশ্রয় দেওয়ার প্রবণতা; এবং
(উ) সংসদ সদস্যদের স্বাধীনতা হরণ।

## ৫.২ জবাবদিহিতা

৫.২.১ যদিও জনগণ সংসদে তাদের পক্ষে কথা বলার জন্য একজন এমপিকে নির্বাচন করে থাকেন, তবে নিজ নির্বাচনী এলাকার জনগণের প্রতি একজন এমপির জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার কোনো বিশ্বাসযোগ্য ব্যবস্থা নেই। নির্বাচনীয় প্রক্রিয়া কেবল বৈধতা আদায়ের একটা উপায় হিসেবে কাজ করে এবং নির্বাচিত হওয়ার পর সাংসদরা সাধারণত ভোটারদের সাথে সংযুক্ত থাকার প্রয়োজনীয়তা আর অনুভব করেন না। যদিও কোনো কোনো সদস্য প্রশ্নোত্তরের বেলায় মন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন করেন, তবে এই ধরনের চর্চা খুব একটা ব্যবহৃত হয় না এবং যখন হয়ে থাকে সেটা অধিকাংশ সময় ব্যক্তিগত স্বার্থেই হয়ে থাকে।

৫.২.২ নির্বাচনী এলাকার প্রতি দায়িত্ব নিশ্চিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সংসদ সদস্যদের জন্য ন্যূনতম উপস্থিতির কোনো শর্ত নেই, যা তাদের নির্বাচনী এলাকার প্রতি দায়িত্ব নিশ্চিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। উপস্থিত হওয়ার মাধ্যমে একজন সংসদ সদস্য কেবল তাঁর দায়িত্বই পালন করেন না, গঠনমূলক পরামর্শ ও সমালোচনার

মাধ্যমে সংসদ বিতর্কে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারেন। এই অনুপস্থিতি জবাবদিহিতা ক্ষুণ্ণ করে এবং আইন-প্রণয়ন পদ্ধতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে।

৫.২.৩ আইন-প্রণয়ণের প্রক্রিয়ায় জনসাধারণের অংশগ্রহণ সংক্রান্ত বিধানের অভাব স্বচ্ছতা এবং নাগরিকের সম্পৃক্ততা হ্রাস করে। স্থায়ী কমিটির প্রতিবেদন জনসাধারণের দেখার সুযোগের অনুপস্থিতি এই সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলে, কেননা এটি জনগণের পক্ষে জবাবদিহিতা ও তদারকিকে সীমিত করে ফেলে। স্থায়ী কমিটিগুলির দ্বারা প্রণীত সুপারিশসমূহ মানতে সরকার বাধ্য না হওয়ায়, তাদের পক্ষে আইন-প্রণয়নে প্রভাবিত করতে কিংবা নির্বাহী বিভাগের কার্যক্রমের উপর তদারকি করতে কার্যত কোনো ভূমিকা থাকেনা।

## ৫.৩ এন্টি-ফ্লোর ক্রসিং

৫.৩.১ সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ[62] সংসদ সদস্যদের বাধ্য করে তারা যে রাজনৈতিক দলের মনোনয়নে নির্বাচিত হয়েছেন, সেই দল প্রস্তাবিত যে কোনো নীতি বা সিদ্ধান্ত অকপটে মেনে নিতে। যদিও তাদের মতামত প্রদানের সুযোগ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু দলের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয়নি। যদি তারা তা করেন তাহলে এর পরিণাম খুব কঠোর– তাদের আসন স্বয়ংক্রিয়ভাবে শূন্য হয়ে যায়। সংবিধান দলের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্যের নামে সংসদ সদস্যদের স্ব-স্ব নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধিত্ব করতে বাধা প্রদান করেন।

৫.৩.২ যদিও দলত্যাগ (ফ্লোর ক্রসিং) আটকানো ছিল এই অনুচ্ছেদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য, কিন্তু কার্যত এর প্রভাব এই উদ্দেশ্য ছাপিয়ে গিয়েছে। আধুনিক গণতান্ত্রিক সংসদে, সাংবিধানিক বিধানের মাধ্যমে সংসদ সদস্যদের বাধ্য করার পরিবর্তে, দলীয় হুইপদের কাজ হচ্ছে নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংসদ সদস্যদের ভোট নিশ্চিত করা। ৭০ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ফ্লোর ক্রসিং এর বিরুদ্ধে বিধান এখন সংসদে গণতান্ত্রিক চেতনার পরিপন্থী। স্থিতিশীলতার উদ্দেশ্যে এই বিধান রাখা হলেও, এটি রাজনৈতিক আলোচনা এবং দলীয় জবাবদিহিতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এটি সংসদ সদস্যদের তাদের নির্বাচনী এলাকার স্বার্থ প্রতিনিধিত্ব করা ও স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগের ক্ষমতাকে সীমিত করে ফেলে।

## ৫.৪ যথোচিত প্রতিনিধিত্ব (Adequate Representation)

১৭ কোটি মানুষের দেশে ৩০০ টি সংসদীয় আসন অর্থবহ ও যথোচিত প্রতিনিধিত্ব করতে পারে কিনা এই প্রশ্নও সামনে চলে আসে। যদিও দলীয় মনোনয়নের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্বশীল গণতান্ত্রিক সরকারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, তবু আইন প্রণয়নের জন্য বিশেষজ্ঞদের চাহিদা ক্রমবর্ধমান। এককক্ষ বিশিষ্ট সংসদ এই ধরনের সীমাবদ্ধতা মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়।

## ৫.৫ সংসদীয় কমিটি

বাংলাদেশের সংবিধানে বিভিন্ন সংসদীয় কমিটি গঠনের বিধান রয়েছে। সংবিধানের ৭৬ অনুচ্ছেদে[63] সরকারি হিসাব কমিটি ও বিশেষ-অধিকার কমিটিসহ কয়েকটি স্থায়ী কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছে।

---

[62] অনুচ্ছেদ ৭০ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এ বলা আছে, ‘কোন নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হইয়া কোন ব্যক্তি সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইলে তিনি যদি-

(ক) উক্ত দল হইতে পদত্যাগ করেন, অথবা

(খ) সংসদে উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করেন,

তাহা হইলে সংসদে তাঁহার আসন শূন্য হইবে, তবে তিনি সেই কারণে পরবর্তী কোন নির্বাচনে সংসদ-সদস্য হইবার অযোগ্য হইবেন না।’

[63] অনুচ্ছেদ ৭৬ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এ বলা হয়েছে ‘(১) সংসদ-সদস্যদের মধ্য হইতে সদস্য লইয়া সংসদ নিম্নলিখিত স্থায়ী কমিটিসমূহ নিয়োগ করিবেন:

এই কমিটিসমূহ গঠনের উদ্দেশ্য হচ্ছে আইনগত প্রস্তাব যাচাই-বাছাই করা, বিল বিবেচনা করা, মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম তদারকি ও তদন্ত করা এবং সুশাসনের লক্ষ্যে আইন প্রয়োগের ব্যবস্থার পর্যালোচনা করা। তদপুরি, কমিটি প্রদত্ত সুপারিশসমূহের বলবৎকরণের অভাব, অপর্যাপ্ত লজিস্টিক সহায়তা এবং কমিটির ভেতরে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব ও অংশগ্রহণের সাথে যখন সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ যুক্ত হয় তখন এই কমিটিসমূহ কোনো কার্যকর ভূমিকা পালন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সক্ষম হয় না।

### ৫.৬ নারীর জন্য সংরক্ষিত আসন

৫.৬.১ রাজনীতিতে নারীর প্রতিনিধিত্ব, ক্ষমতায়ন ও অংশগ্রহণ বাড়ানোর লক্ষ্যে সংবিধানের ১৭তম সংশোধনীর মাধ্যমে জাতীয় সংসদে নারীর জন্য সংরক্ষিত আসন বৃদ্ধি করা হয়।[64] তারা কার্যত সংসদে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত হন। সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত সদস্যদের জনগণের কাছে জবাবদিহি থাকা উচিৎ, দলীয় নেতৃত্বের প্রতি নয়।

৫.৬.২ অন্যান্য এমপিদের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতার মানদণ্ডের বাইরে সংরক্ষিত আসনে নারী সদস্য মনোনয়নের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আর কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই। সংরক্ষিত আসনে কে মনোনীত হবে

---

(ক) সরকারী হিসাব কমিটি;

(খ) বিশেষ-অধিকার কমিটি; এবং

(গ) সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধিতে নির্দিষ্ট অন্যান্য স্থায়ী কমিটি।

(২) সংসদ এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লিখিত কমিটিসমূহের অতিরিক্ত অন্যান্য স্থায়ী কমিটি নিয়োগ করিবেন এবং অনুরূপভাবে নিযুক্ত কোন কমিটি এই সংবিধান ও অন্য কোন আইন-সাপেক্ষে

(ক) খসড়া বিল ও অন্যান্য আইনগত প্রস্তাব পরীক্ষা করিতে পারিবেন;

(খ) আইনের বলবৎকরণ পর্যালোচনা এবং অনুরূপ বলবৎকরণের জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণের প্রস্তাব করিতে পারিবেন;

(গ) জনগুরুত্বসম্পন্ন বলিয়া সংসদ কোন বিষয় সম্পর্কে কমিটিকে অবহিত করিলে সেই বিষয়ে কোন মন্ত্রণালয়ের কার্য বা প্রশাসন সম্বন্ধে অনুসন্ধান বা তদন্ত করিতে পারিবেন এবং কোন মন্ত্রণালয়ের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহের এবং প্রশ্নাদির মৌখিক বা লিখিত উত্তরলাভের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন;

(ঘ) সংসদ কর্তৃক অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন।

[64] ৬৫ (৩) অনুচ্ছেদে বলা আছে, 'সংবিধান (সপ্তদশ সংশোধন) আইন, ২০১৮ প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অব্যবহিত পরবর্তী সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে শুরু করিয়া পঁচিশ বৎসরকাল অতিবাহিত হইবার অব্যবহিত পরবর্তীকালে সংসদ ভাংগিয়া না যাওয়া পর্যন্ত পঞ্চাশটি আসন কেবল মহিলা-সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে এবং তাঁহারা আইনানুযায়ী পূর্বোক্ত সদস্যদের দ্বারা সংসদে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির ভিত্তিতে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার কোন কিছুই এই অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন কোন আসনে কোন মহিলার নির্বাচন নিবৃত্ত করিবে না।'

তা নির্ধারণে দলীয় নেতৃত্বের পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব রয়েছে। এই প্রক্রিয়া নির্বাচনী সক্ষমতা বা যোগ্যতার ভিত্তিতে না হওয়ায়, প্রায়শই আইন প্রণয়নে অযোগ্য বা অনুপযুক্ত প্রার্থীরা মনোনীত হতে পারেন। এই ধরনের প্রক্রিয়া নারী প্রতিনিধিদের প্রতি জনগণের আস্থা কমিয়ে দেয় এবং সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা প্রচলনের মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত করে।

### ৫.৭ ন্যায়পাল

সংবিধানে সংসদ আইনের দ্বারায় ন্যায়পালের[65] পদ-প্রতিষ্ঠার জন্য বিধান করতে পারবেন। সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের ভেতরে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, নির্বাহী বিভাগের ওপর সংসদীয় তদারকি প্রতিষ্ঠা এবং শোষণ ও দুর্নীতির কবল থেকে নাগরিকদের রক্ষা করার ক্ষেত্রে ন্যায়পাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। যদিও ন্যায়পাল আইন, ১৯৮০ প্রণয়ন করা হয়েছিল এবং ২০০২ সালে তা কার্যকর হয়েছিল, তবু এটি বাস্তবে অকার্যকর রয়ে গেছে। কেননা, সংসদ কখনো ন্যায়পালের জন্য কোনো কার্যালয় স্থাপন করেনি বা কাউকে নিয়োগ দেয়নি। এই বিলম্ব ইচ্ছাকৃত প্রাতিষ্ঠানিক স্থবিরতার একটি বিস্তৃত সমস্যা হিসেবে প্রতিফলিত হয়। বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী, নির্বাহী বিভাগ রাষ্ট্রের অন্যান্য অঙ্গসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে, নির্বাহী বিভাগ তাদের ওপর সংসদের তদারকি ভূমিকা খর্ব করার জন্য কখনো ন্যায়পালের পদ-প্রতিষ্ঠা করেনি। এটাকে বাধ্যতামূলক করার পরিবর্তে, ন্যায়পালের ভাগ্যকে সংবিধান সেই নির্বাহী বিভাগের হাতেই তুলে দিয়েছে যাদেরকে তদারকি ও তদন্ত করাই ন্যায়পালের প্রধান কাজ।

## ৬. নির্বাহী বিভাগ

### ৬.১ রাষ্ট্রপতি/রাষ্ট্রপ্রধান

সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রপতির ভূমিকা মোটাদাগে আনুষ্ঠানিক এবং ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে সীমিত। রাষ্ট্রপতি সংসদ কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে থাকেন যা নিশ্চিত করে যে, কেবল ক্ষমতাসীন দলের মনোনীত প্রার্থীই নির্বাচিত হবেন।[66] মূলত প্রতীকী নেতা হিসেবে প্রায় প্রতিটি কাজ তাকে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ মোতাবেক করতে হয়।[67]

---

[65] অনুচ্ছেদ ৭৭(১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

[66] অনুচ্ছেদ ৪৮(১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এ ‘বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রপতি থাকিবেন, যিনি আইন অনুযায়ী সংসদ-সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন।’

[67] অনুচ্ছেদ ৪৮(৩) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এ ‘এই সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের (৩) দফা অনুসারে কেবল প্রধানমন্ত্রী ও ৯৫ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুসারে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত রাষ্ট্রপতি তাঁহার অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে আদৌ কোন পরামর্শদান করিয়াছেন কি না এবং করিয়া থাকিলে কি পরামর্শ দান করিয়াছেন, কোন আদালত সেই সম্পর্কে কোন প্রশ্নের তদন্ত করিতে পারিবেন না।’

## ৬.২ প্রধানমন্ত্রী

সাংবিধানিক বিধানগুলোর নকশা এবং গঠনের মাধ্যমে আইনসভা, নির্বাহী বিভাগ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিচার বিভাগসহ রাষ্ট্রের সকল অঙ্গের ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর কাছে কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে। এই কেন্দ্রীকরণ রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভেতরে যেমন সম্প্রীতি নষ্ট করেছে, তেমনি ধ্বংস করেছে ভারসাম্য। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৫[68] স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে যে, সকল নির্বাহী কর্তৃত্ব প্রধানমন্ত্রীর হাতে ন্যস্ত থাকবে। অনুচ্ছেদ ৭০ প্রধানমন্ত্রীকে সংসদের নেতা হিসেবে তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী সকল দলীয় সদস্যদের ভোট দেওয়ার নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করেছে। হাইকোর্টের বিচারক[69] এবং অধস্তন আদালতের[70] নিয়োগদানও প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ মোতাবেক রাষ্ট্রপতি করেন। রাষ্ট্রপতি প্রায় সকল কাজই প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ মোতাবেক করবেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যক্রমের ওপর ন্যায়পালের মাধ্যমে কোনো তদারকির ব্যবস্থাই গড়ে উঠেনি। কার্যকরী ভারসাম্যের অনুপস্থিতি বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার জন্য একটি গুরুতর হুমকিস্বরূপ। প্রধানমন্ত্রীর হাতে ক্ষমতার এতো ব্যাপক কেন্দ্রীকরণ তাকে স্বৈরশাসকে পরিণত করেছে।

## ৬.৩ স্থানীয় সরকার

সুশাসন এবং কার্যকর প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ নিশ্চিত করার জন্য জনগণের গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যেহেতু সংবিধান স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানগুলোর ধরন স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করেনি, তাই বিদ্যমান অধিকাংশ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো কার্যকরিতার অভাবে ভুগছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর মর্যাদা ও ক্ষমতা সাধারণ আইনের কাছে ন্যস্ত করা হয়েছে এবং বর্তমানে সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ আমলাতন্ত্রের অধীনে রাখা হয়েছে। জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট নির্বাচিত প্রতিনিধিদের চেয়ে বেশি ক্ষমতা ধারণ করেন। সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে পূর্ণ প্রশাসনিক ও আর্থিক স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে। সংবিধানে তাদের মর্যাদা ও কাজের রূপরেখাসহ আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ও স্বায়ত্তশাসনের স্পষ্ট নির্দেশিকা দিতে হবে।

## ৬.৪ প্রতিরক্ষা

আমাদের দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীর জাতিকে সুরক্ষা করার পাশাপাশি জাতীয় সংকট ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় মানুষের পাশে দাড়ানোর গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে। এটি বোধগম্য যে, একটি শৃঙ্খলা বাহিনী হিসেবে

---

[68] অনুচ্ছেদ ৫৫ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এ বলা আছে, '(১) প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি মন্ত্রিসভা থাকিবে এবং প্রধানমন্ত্রী ও সময়ে সময়ে তিনি যেরূপ স্থির করিবেন, সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী লইয়া এই মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে।

(২) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা তাঁহার কর্তৃত্বে এই সংবিধান-অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হইবে।'

[69] অনুচ্ছেদ ৯৫। (১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এ 'প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিয়া রাষ্ট্রপতি অন্যান্য বিচারককে নিয়োগদান করিবেন।

[70] অনুচ্ছেদ ১১৫ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এ 'বিচার বিভাগীয় পদে বা বিচার বিভাগীয় দায়িত্বপালনকারী ম্যাজিস্ট্রেট পদে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উক্ত উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিসমূহ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নিয়োগদান করিবেন।'

প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের নিয়মকানুন অন্যান্য নাগরিকদের চেয়ে ভিন্ন হওয়ার কথা[71]। তদপুরি, কোনো নিয়মকানুনই একজন মানুষের অন্তর্নিহিত অধিকারকে অস্বীকার করতে পারে না, তা তিনি বেসামরিক নাগরিক হোন বা সৈনিক হোন। সংবিধানে সকল নাগরিকের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে কোনো ব্যতিক্রম ছাড়া। অন্যান্য বিশেষ ক্ষেত্রের মতো, প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের শৃঙ্খলাবিষয়ক আইনগুলোর ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকারের প্রয়োগে প্রাসঙ্গিক পন্থা নির্ধারণ করা যেতে পারে।

### ৬.৫ আন্তর্জাতিক চুক্তি

যে কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি আলোচনা ও স্বাক্ষরের একচ্ছত্র ক্ষমতা রাখেন প্রধানমন্ত্রী, যা পরে রাষ্ট্রপতি ও সংসদের কাছে জমা দেওয়া হয়।[72] এই জমাদান আনুষ্ঠানিকতা বৈ আর কিছু নয়, কেননা প্রধানমন্ত্রী কোনো খসড়া নয়, বরঞ্চ সাক্ষরিত চুক্তি জমা দেন। সাক্ষরিত চুক্তি জমা দেওয়ার পর এই ধরনের চুক্তি যাচাই-বাছাই করার জন্য সংসদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা নির্ধারণে কোনো আইনগত কাঠামোও নেই। ফলে, চুক্তি প্রণয়নের নিয়ন্ত্রণ এবং সেইসাথে চুক্তির বিষয়বস্তু অনেকাংশে অপরীক্ষিত ও ভারসাম্যহীন রয়ে যায়। জাতীয় নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট চুক্তি সংসদের গোপন বৈঠকে পেশ করতে হয়। 'জাতীয় নিরাপত্তা' শব্দটি চুক্তি প্রণয়ন প্রক্রিয়ার প্রেক্ষাপটে যথাযথভাবে সংজ্ঞায়িত হয়নি, যা অস্পষ্টতা সৃষ্টি করে জনসম্পৃক্ততা ও তথ্য জানার অধিকারকে সীমিত করে। এর ফলে, রাষ্ট্রের পক্ষে প্রধানমন্ত্রী যে চুক্তিগুলো স্বাক্ষর করেন, সেগুলো সম্পর্কে নাগরিকগণ সাধারণত অবগত থাকেন না। যেহেতু এই চুক্তি সংশ্লিষ্ট কোনো বিতর্ক সংসদে হয় না, সেহেতু এই অস্বচ্ছতা সরকারের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ককে আরও বিচ্ছিন্ন করে তোলে।

## ৭. বিচার বিভাগ

**৭.১** বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার- এই দুই মৌলিক নীতি পুরো বিচার বিভাগের গড়ন ঠিক করে দেয়। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা গণতান্ত্রিক শাসনের ভিত্তি। এটি বিচার বিভাগকে বহিরাগত চাপ ও প্রভাবমুক্ত হয়ে কাজ করার নিশ্চিয়তা প্রদান করে। বাংলাদেশে বিচার বিভাগ সংক্রান্ত নিয়োগ, মেয়াদ এবং সামগ্রিক স্বাধীনতা এমনকিছু সমস্যাকে তুলে ধরে যা উচ্চতর ও অন্যান্য আদালতের সততা এবং কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করে। ন্যায়বিচার প্রাপ্তি যেন একটি অধরা স্বপ্নই রয়ে গেছে। সর্বোচ্চ আদালতের সাংবিধানিক কাঠামো এমন যে তা সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র জনগণকে আইনি প্রতিকার পাওয়ার সুযোগ সীমিত করে দিয়েছে, কেননা এটা তাদের সাধ্য ও সামর্থ্যের বাইরে।

### ৭.২ প্রধান বিচারপতি

---

[71] অনুচ্ছেদ ৪৫ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এ: 'কোন শৃঙ্খলা-বাহিনীর সদস্য-সম্পর্কিত কোন শৃঙ্খলামূলক আইনের যে কোন বিধান উক্ত সদস্যদের যথাযথ কর্তব্যপালন বা উক্ত বাহিনীতে শৃঙ্খলারক্ষা নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধান বলিয়া অনুরূপ বিধানের ক্ষেত্রে এই ভাগের কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।'

[72] অনুচ্ছেদ ১৪৫ক।গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এ 'বিদেশের সহিত সম্পাদিত সকল চুক্তি রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হইবে, এবং রাষ্ট্রপতি তাহা সংসদে পেশ করিবার ব্যবস্থা করিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, জাতীয় নিরাপত্তার সহিত সংশ্লিষ্ট অনুরুপ কোন চুক্তি কেবলমাত্র সংসদের গোপন বৈঠকে পেশ করা হইবে।'

৭.২.১ বাংলাদেশে প্রধান বিচারপতি নিয়োগে রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজন হয় না।[73] এই ব্যতিক্রমী নজিরের বাস্তবিক কোনো তাৎপর্য নেই, কেননা সাধারণত প্রধানমন্ত্রীর পছন্দসই ও বিশ্বস্ত দলীয় প্রার্থীই রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হন। কার্যত সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায়, প্রধান বিচারপতি নিয়োগে রাষ্ট্রপতি কখনো প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ উপেক্ষা করেননি।

৭.২.২ বিগত কয়েক দশক যাবত প্রধান বিচারপতি নিয়োগে বিচার বিভাগে, বিশেষত আপিল বিভাগের বিচারকদের মধ্যে, ক্রমবর্ধমান অস্থিরতা লক্ষ্য করা গেছে। সংবিধানে প্রধান বিচারপতি নির্বাচনের কোনো নির্দেশনা নেই, যদিও প্রথাগত ভাবে আপিল বিভাগের সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ বিচারককে এই পদে নিয়োগ দেওয়া হয়ে থাকে। তবে অতীতে, বিশেষ করে সম্প্রতি, এই প্রথা একাধিকবার লঙ্ঘন করা হয়েছে। জ্যেষ্ঠতা বা মেধার ভিত্তির বিপরীতে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব এবং আনুগত্যের বিবেচনায় প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘনের কারণে একাধিক বিচারক বেঞ্চে বসতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। ২০১৮ সালে আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারক বিচারপতি মোঃ আবদুল ওয়াহাব মিয়াকে বাদ দিয়ে যখন বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসাইনকে প্রধান বিচারপতি হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হলো, তখন বিচারপতি ওয়াহাব মিয়া পদত্যাগ করেন। একইভাবে ২০২১ সালে আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারক বিচারপতি ইমান আলীকে বাদ দিয়ে যখন বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকীকে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়, তখন বিচারপতি ইমান আলী ছুটিতে চলে যান এবং আর কাজে ফিরে আসেননি। সর্বশেষ প্রধান বিচারপতি ওয়াবদুল হাসানকে হাইকোর্ট বিভাগের ২১ জন বিচারককে টপকিয়ে আপিল বিভাগে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছিল। সংবিধানে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ সংক্রান্ত স্পষ্ট নির্দেশিকা না থাকলে বিচার বিভাগকে ক্রমাগত নির্বাহী বিভাগের প্রভাবের অধীনে থাকতে হবে।

## ৭.৩ সুপ্রিম কোর্ট

### ৭.৩.১ **বিচারক নিয়োগ**

হাইকোর্ট বিভাগের স্থায়ী বিচারকরা নিয়োগ পান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৫ এর অধীনে এবং অনুচ্ছেদ ৯৮ রাষ্ট্রপতিকে দুই বছর মেয়াদে অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগের এখতিয়ার প্রদান করে। যদিও এই প্রক্রিয়াতে প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শ করা জরুরি, তবু অনুচ্ছেদ ৪৮(৩)-এ উল্লিখিত প্রধানমন্ত্রীর মতামতের প্রাধান্য বিচারবিভাগের পরামর্শমূলক ভূমিকাকে ক্ষুণ্ণ করে। যদিও বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ বাংলাদেশ বনাম ইদ্রিসুর রহমান মামলায়[74] রায় দিয়েছিলেন যে, ৯৫(১) অনুচ্ছেদের অধীনে বিচারকদের নিয়োগে প্রধান বিচারপতির মতামতকে পরামর্শের অংশ হিসেবে প্রধান্য দিতে হবে কিন্তু, রাষ্ট্রপতি এই মতামতের ভিত্তিতে কাজ করছেন কিনা তা যাচাই করার কোনো ব্যবস্থা নেই। হাইকোর্ট বিভাগে বিচারক নিয়োগে সংবিধানে স্পষ্টত নির্দেশিকার অনুপস্থিতি এই সমস্যাকে আরও প্রকট করে তোলে। এটি এমন এক ব্যবস্থা তৈরি করে যেখানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব রয়েছে।

### ৭.৩.২ **পদোন্নতির ভিত্তি**

[73] অনুচ্ছেদ ৪৮(৩) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

[74] বাংলাদেশ বনাম ইদ্রিসুর রহমান ১৫ (২০১০) বি.এল.সি. (এডি) ৪৯

সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগে পদোন্নতি সাধারণত হাইকোর্ট বিভাগের বিচারকদের মধ্য থেকে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে করা হয়। তবে, প্রধান বিচারপতি নিয়োগের মতোই, বিচারকদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীকেই গুরুত্ব দেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে আনুগত্য নিশ্চিত করা হয় এবং বিচার বিভাগের ওপর নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণ পাকাপোক্ত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, ২০২৪ সালের মে মাসে বিচারপতি মো. শাহিনুর ইসলাম এবং বিচারপতি কাশেফা হোসেনকে ৩৫ জন জ্যেষ্ঠ বিচারপতিকে পাশ কাটিয়ে আপিল বিভাগে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছিল।

**৭.৪ অধস্তন আদালত**

৭.৪.১ অধস্তন শব্দটি বিচার বিভাগের ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার বহন করে চলছে, যা ব্যাপকভাবে অপছন্দনীয়। সহকারী বিচারক থেকে শুরু করে প্রধান বিচারপতি পর্যন্ত সকল বিচারকই তাদের বিচারিক কার্যক্রমে স্বাধীন এবং কেউ কারোর অধস্তন নয়। এই শব্দের একটি উপযুক্ত বিকল্প খুঁজে বের করা প্রয়োজন।

৭.৪.২ **নিয়োগ এবং নিয়ন্ত্রণ**

অধস্তন আদালতের বিচারকদের নিয়োগ প্রধানত রাষ্ট্রপতির অধীনে রয়েছে।[75] কিন্তু, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এই নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান বিচারকদের স্বাধীনতার প্রশ্নে মারাত্মক বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৭২ সালের সংবিধানে এই কর্তৃত্ব সুপ্রিম কোর্টকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ৪র্থ সংশোধনীতে এই নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রপতির কাছে হস্তান্তর করে এবং এরপর থেকে এটি কেউ পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি। এমনকি ১৫তম সংশোধনী ১৯৭২ সালের সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রণীত হলেও, তৎকালীন সংসদ এই বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিষয়টি এড়িয়ে যায়।

**৭.৫ বিচার বিভাগের জন্য পৃথক সচিবালয়**

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা মজবুত করতে বিচার বিভাগের জন্য একটি পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাসদার হোসেন মামলা[76] নির্বাহী বিভাগের প্রভাবমুক্ত হয়ে বিচার বিভাগের কার্যকরী স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছে। এমন একটি সচিবালয় প্রতিষ্ঠা বিচারিক সিদ্ধান্তসমূহের কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে এবং অধিক স্বায়ত্তশাসিত বিচারিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সহায়তা করবে।

**৮. সংশোধনী**

**৮.১** বাংলাদেশের সংবিধানের সংশোধন[77] প্রক্রিয়া শুরু থেকেই গুরুতর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে। ১৯৭২ সালে সংবিধানের সংশোধনের জন্য সংসদের সকল সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রয়োজন ছিল। ১৯৭৩ সালে[78] মৌলিক অধিকারে প্রভাব ফেলতে সংশোধনী অনুচ্ছেদে কিছু পরিবর্তন আনা

[75] অনুচ্ছেদ ১১৬ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

[76] সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয় বনাম মাসদার হোসেন (১৯৯৯) ৫২ ডিএলআর (এডি) ৮২

[77] অনুচ্ছেদ ১৪২ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

[78] সংবিধান (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ১৯৭৩

হয়েছিল। ১৯৭৮ সালে[79] একটি দুই-পর্যায়ের অনুমোদন পদ্ধতি সন্নিবেশিত করা হয়, যেখানে সংসদের সকল সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার পাশাপাশি সংবিধানের প্রস্তাবনা এবং কিছু নির্দিষ্ট অনুচ্ছেদ সংশোধনের জন্য গণভোট বাধ্যতামূলক করা হয়। ২০১১ সালে গণভোটের বাধ্যবাধকতা বিলোপ করা হয় এবং বর্তমানে সংশোধন প্রক্রিয়ার জন্য কেবল সকল সংসদ সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন।

**৮.২** অনুচ্ছেদ ৭(খ)[80] সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ অংশকে সংশোধনের অযোগ্য ঘোষণা করেছে। সংবিধান একটি জীবন্ত ও পরিবর্তনশীল দলিল, যা সময়, পরিস্থিতি ও সমসাময়িক সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের সাথে বিকশিত হয়। একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিধানকে সংশোধনের অযোগ্য করার মধ্যামে বিচার বিভাগ কর্তৃক সংবিধানের সময় উপযোগী ব্যাখ্যার সক্ষমতাকেও বাধাগ্রস্ত করবে। সংবিধান জনগণের চাহিদার পরিবর্তন ও প্রয়োজনের প্রতি উদাসীন থাকা এবং একটি সংসদ অনির্দিষ্টকালের জন্য ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ওপর কোনো প্রকার অপরিবর্তনীয় বিধান চাপিয়ে দিতে পারে না।

## ৮.৩ উদ্দেশ্য প্রণোদিত সংশোধনী

### ৮.৩.১ দ্বিতীয় সংশোধনী (১৯৭৩)

পাকিস্তানি জান্তার সাথে তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণে ১৯৭২ সালের সংবিধানে কোনো জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত বিধান রাখা হয়নি, যা গণপরিষদ বিতর্কে প্রশংসিত হয়েছিল। এই সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে কিছু দমনমূলক ও অগণতান্ত্রিক বিধান গ্রহণ করা হয়েছিল, যেমন, নিবর্তনমূলক আটক এবং জরুরি অবস্থা বিধান যা খোদ সংবিধান প্রণেতাদের মূল উদ্দেশ্যের সাথে সাংঘর্ষিক। সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনী ছিল পরবর্তী সংশোধনীসমূহের মাধ্যমে গণতন্ত্র ধ্বংসের প্রথম পদক্ষেপ। সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনীর কিছু বিধান চ্যালেঞ্জ করে একটি রিট আবেদন বর্তমানে হাইকোর্ট বিভাগে বিচারাধীন রয়েছে।[81]

### ৮.৩.২ চতুর্থ সংশোধনী (১৯৭৫)

চতুর্থ সংশোধনী কার্যত সংবিধানকে পুনর্লিখন করেছিল। সংবিধানে এমন কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছিল যা দেশের রাজনৈতিক দৃশ্যপটকে বদলে দিয়েছিল, জনগণের কণ্ঠরোধ করে তাদের এক ধরনের দাসত্বের

---

[79] দ্য সেকেন্ড প্রক্লেমেশন (পঞ্চদশ সংশোধন) আদেশ, ১৯৭৮, দ্য সেকেন্ড প্রক্লেমেশন আদেশ নং IV, ১৯৭৮, সংবিধান (পঞ্চম সংশোধন) আইন ১৯৭৯ দ্বারা সংশোধিত। এই বিধানটিতে সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) আইন ১৯৯১ দ্বারা গণভোটের মাধ্যমে সংশোধন যোগ্য অনুচ্ছেদের সংখ্যা আরো কমাতে সংশোধন করা হয়েছিল।

[80] অনুচ্ছেদ ৭খ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান: 'সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সংবিধানের প্রস্তাবনা, প্রথম ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, দ্বিতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, নবম-ক ভাগে বর্ণিত অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী সাপেক্ষে তৃতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ এবং একাদশ ভাগের ১৫০ অনুচ্ছেদসহ সংবিধানের অন্যান্য মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমুহের বিধানাবলী সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, রহিতকরণ কিংবা অন্য কোন পন্থায় সংশোধনের অযোগ্য হইবে।'

[81] রিট পিটিশন নং ৯১১৮, ২০০৮

শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছিল, এবং রাষ্ট্রীয় অঙ্গসমূহের সকল ধরনের ভারসাম্য ধ্বংস করে দিয়েছিল। সংসদীয় শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে রাষ্ট্রপতির শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়; সংসদের ক্ষমতা খর্ব করা হয়; বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ব্যাপকভাবে সীমিত করা হয়; সুপ্রিম কোর্টের এখতিয়ার সংকুচিত করে মৌলিক অধিকারের সুরক্ষা এবং বাস্তবায়ন আইন প্রণেতাদের ইচ্ছাধীন করা হয়; রাষ্ট্রপতিকে একদলীয় ব্যবস্থা গঠনের ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং সব রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করে কেবলমাত্র 'জাতীয় দল' নামে একটি দল গঠনের সুযোগ দেওয়া হয়। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি চতুর্থ সংশোধনী পাসের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি পদ গ্রহণ করেন এবং ১৯৭৫ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি বাকশাল গঠন করেন। একটি রাষ্ট্রপতির আদেশের মাধ্যমে বাকশাল ব্যতীত অন্যান্য সকল রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করা হয়। জরুরি অবস্থা জারি করে অন্যান্য সকল দলকে জাতীয় দলে যোগদানের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়। সংবিধানের এই সংশোধনী কার্যত জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় এবং জাতির ইতিহাসের গতিপথকে পরিবর্তন করে দেয়।

### ৮.৩.৩ **পঞ্চম (১৯৭৯) এবং সপ্তম (১৯৮৬) সংশোধনী**

এই সংশোধনীসমূহের মাধ্যমে ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ – ৯ এপ্রিল ১৯৭৯ এবং ২৪ মার্চ ১৯৮২ – ১১ নভেম্বর ১৯৮৬ মধ্যকার সকল সামরিক ঘোষণাপত্র, আইন, আদেশ, বিধি ও অন্যান্য আইনের বৈধতা বা অনুমোদন প্রদান করা হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, সুপ্রিম কোর্ট পঞ্চম সংশোধনী[82] এবং সপ্তম সংশোধনী[83] দুটোকেই অসাংবিধানিক বলে বাতিল করে দিয়েছে। এই দুই সংশোধনী নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসিত হওয়ার নাগরিক অধিকার দমন করে সামরিক শাসনের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের নজির।

### ৮.৩.৪ **অষ্টম সংশোধনী (১৯৮৮)**

অষ্টম সংশোধনী ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম[84] হিসেবে ঘোষণা দেয়, এবং সারাদেশে ন্যায়বিচারের প্রাপ্তি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ঢাকার বাইরে অন্যান্য শহরে স্থায়ী হাইকোর্ট বিভাগের বেঞ্চ প্রতিষ্ঠার[85] অনুমতি দেয়। হাইকোর্ট বিভাগের আসন সংক্রান্ত মূল অনুচ্ছেদ ১০০ এর পরিবর্তন চ্যালেঞ্জ করা হয় এবং আপিল বিভাগ[86] অনুচ্ছেদ ১০০ এর সংশোধনীকে অসাংবিধানিক বলে ঘোষণা দেন। রাজধানী ঢাকার বাইরে হাইকোর্ট বিভাগের স্থায়ী বেঞ্চ গঠনে বাধা সৃষ্টি করায় এই রায় ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে এর পুরো ভিত্তি পুনর্বিবেচনার সময় এসেছে, কেননা ন্যায়বিচার প্রাপ্তি আর কোনো প্রত্যাশা নয়, বরঞ্চ এটি একটি অধিকার। কিছু লোকের অসুবিধার কারণে বা কিছু কৃত্রিম নীতির আড়ালে এই অধিকারকে অস্বীকার করা যাবে না।

---

[82] খন্দকার দেলোয়ার হোসেন, সেক্রেটারি, বিএনপি এবং অন্য বনাম বাংলাদেশ ইতালীয় মার্বেল ওয়ার্কস এবং অন্যান্য ৬২ ডিএলআর (এডি) ২৯৮

[83] সিদ্দিক আহমেদ বনাম বাংলাদেশ (২০১৩) ৬৫ ডিএলআর (এডি) ৮

[84] অনুচ্ছেদ ২ক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

[85] অনুচ্ছেদ ১০০ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

[86] আনোয়ার হোসেন চৌধুরী বনাম বাংলাদেশ (১৯৮৯) বিএলডি (এডি) (বিশেষ) ১

### ৮.৩.৫ ত্রয়োদশ সংশোধনী (১৯৯৬)

ত্রয়োদশ সংশোধনী অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সাধারণ নির্বাচন তত্ত্বাবধানের জন্য একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান উপদেষ্টা এবং সর্বোচ্চ ১০ জন উপদেষ্টার সমন্বয়ে গঠিত হতো। উপদেষ্টাগণ সম্মিলিতভাবে রাষ্ট্রপতির কাছে দায়বদ্ধ থাকতেন এবং নতুন সংসদ গঠনের পর প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলুপ্তি হয়ে যেতো। ২০১১ সালে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রবর্তনকারী ১৩তম সংশোধনীকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করে।[87] উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে একটি রিভিউ পিটিশন বর্তমানে আপিল বিভাগে বিচারাধীন রয়েছে।

### ৮.৩.৬ পঞ্চদশ সংশোধনী (২০১১)

পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধান কার্যত চতুর্থ সংশোধনীর মতো পুনর্লিখিত হয়েছে এবং সংবিধানের অনেক মূল বিষয় ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। আইনের শাসনের পাশাপাশি সাংবিধানিক মূল্যবোধ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। সংবিধানে একজন ব্যক্তি ও তার উত্তরাধিকারকে সবার উপরে স্থান দিয়ে গণতান্ত্রিক রীতির বড় পরিবর্তন আনা হয়েছে যা জনগণের আকাঙ্ক্ষার চেয়ে স্বৈরাচারী শাসনের প্রাতিষ্ঠিকীকরণ এবং রাজতান্ত্রিক প্রতীকী ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করেছে। সংশোধন অযোগ্য বিধানের অন্তর্ভুক্তি, যা ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, অনির্দিষ্টকালের জন্য চাপিয়ে দেওয়ার নজির। যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য নিরপেক্ষ প্রক্রিয়া হিসেবে বিশ্বাসযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল, তার বিলুপ্তি জনগণের ভোটাধিকার ও এর মূল্যবোধকে কার্যত রুদ্ধ করে দিয়েছে। জাতিকে অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নিমজ্জিত করে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা চিরস্থায়ী ভাবে পাকাপোক্ত করার জন্য আরও ব্যাপক পরিবর্তন করা হয়েছে।

### ৮.৩.৭ ষষ্ঠদশ সংশোধনী (২০১৪)

বিচারক অপসারণ প্রক্রিয়াকে অবশ্যই ক্ষমতার পৃথকীকরণের নীতির আলোকে ভারসাম্যপূর্ণ হতে হবে এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দৃশ্যত যুক্তিসঙ্গত হতে হবে। যদিও অনেক দেশ সংসদের মাধ্যমে বিচারকদের অপসারণের ক্ষমতা প্রয়োগ করে, বাস্তবে সেই সব দেশের সংসদ বিচারকদের নিয়োগ প্রক্রিয়ায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংবিধানের ষষ্ঠদশ সংশোধনী কোনো সাংবিধানিক সুরক্ষা ব্যতিরেকে বিচারকদের অপসারণের ক্ষমতা সংসদ সদস্যদের হাতে ন্যস্ত করে। এ ধরনের ক্ষমতা অনিবার্যভাবে অপসারণ প্রক্রিয়ার অপব্যবহার এবং সংসদের মাধ্যমে বিচারকদের উপর হস্তক্ষেপের সুযোগ সৃষ্টি করে। ফলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বজায় রাখতে সুপ্রিম কোর্ট[88] সংবিধানের (ষষ্ঠদশ সংশোধনী) আইন ২০১৪-কে অসাংবিধানিক ঘোষণা করে বাতিল করেছে।

---

[87] আব্দুল মান্নান খান বনাম বাংলাদেশ (২০১১) ৬৪ ডিএলআর ১৬৯

[88] বাংলাদেশ বনাম অ্যাডভোকেট আসাদুজ্জামান ৭১ ডিএলআর ৫২

### ৮.৪ গণভোট

সংবিধান মানুষের জীবনে গভীর এবং সুদূরপ্রসারী প্রভাব রাখে। সংবিধানকে যেমন সুরক্ষিত রাখতে হয়, তেমনি পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে উপযোগী করেও রাখতে হয়। সংবিধান যেহেতু জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তিস্বরূপ, সেহেতু একে কেবল জনগণের প্রয়োজন ও ইচ্ছা প্রতিফলিত করার জন্যই পরিবর্তন করা যেতে পারে। বিদ্যমান নির্বাচনী ব্যবস্থায় কেবল ৩০-৪০ শতাংশ ভোট পেয়েও একটি দল সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেয়ে যেতে পারে। নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পাওয়াই সংবিধান পরিবর্তনের একমাত্র মানদণ্ড হতে পারে না। চতুর্থ এবং পঞ্চদশ সংশোধনী সংবিধানের কেন্দ্রীয় মূল্যবোধকে দুর্বল করে দিয়েছিল। এটি প্রমাণ করে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠদের ইচ্ছামাফিক পরিবর্তন থেকে সংবিধানের মৌলিক নীতিগুলো রক্ষার জন্য সংবিধানের অভ্যন্তরে কিছু অন্তর্নিহিত ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। গণভোটের বিধান নাগরিকদের সংবিধান সংশোধনী প্রক্রিয়াতে রায় জানানের সুযোগ দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক পরিবর্তন বিষয়ে তাদের মতামত প্রকাশ করার একটি অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থা প্রদান করে। গণভোট গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে সংহত করে কেননা এটা জনগণকে ক্ষমতায়িত করে এবং সম্ভাব্য অপব্যবহার থেকে সংবিধানকে রক্ষা করার জন্য ভারসাম্য বজায় রাখে। তবে, গণভোট ব্যবস্থা পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে দুরভিসন্ধিমূলক উদ্দেশ্য নিয়ে বাতিল করা হয়েছে।

## ৯. তত্ত্বাবধায়ক সরকার

পঞ্চদশ সংশোধনীর (২০১১) মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্তির ফলে সৃষ্ট তীব্র রাজনৈতিক শূন্যতা ও স্থায়ী সংকট এই ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠার পক্ষে অধিক যৌক্তিকতা প্রদান করে। নিরপেক্ষ নির্বাচনের আয়োজন নিয়ে ক্ষমতাসীন সরকারের প্রতি রাজনৈতিক দলগুলোর অবিশ্বাস, অনাস্থা ও গভীর বিভাজন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সকল রাজনৈতিক দল এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে একটি সাধারণ ঐক্যমত রয়েছে যে, স্বাধীনতার পর থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলো রাজনৈতিক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত যেকোনো নির্বাচনের চেয়ে অধিক নিরপেক্ষ এবং সুষ্ঠু ছিল। পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্তি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত একটি পদক্ষেপ। যে কারণে এই ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছিল, অর্থাৎ অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন, তা ব্যহত করাই ছিল এই বিলুপ্তির উদ্দেশ্য। যদিও সুপ্রিম কোর্ট তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করেছে, কিন্তু, যেভাবে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা বাতিলের রায়কে প্রভাবিত করা হয়েছিল তা নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল।

## ১০. অন্যান্য বিষয়সমূহ

### ১০.১ সংবিধান বাতিল, স্থগিতকরণ ইত্যাদি অপরাধ

সংবিধানে রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধ[৪৭] জনগণের কণ্ঠ রোধ করার জন্য সংযোজন করা হয়েছিল। এটি ২০০৯-২০২৪ সালে ক্ষমতাসীন সরকারের কার্যকলাপে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত। এটি মত প্রকাশের মৌলিক অধিকারের

[৪৭] অনুচ্ছেদ ৭ক। (১) কোন ব্যক্তি শক্তি প্রদর্শন বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বা অন্য কোন অসাংবিধানিক পন্থায় -

বরখেলাপ। নাগরিকদের স্বৈরশাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জারি রাখা তাদের একটি গণতান্ত্রিক অধিকার; জনগণের এমন দ্রোহের অনিবার্যতা ইতিহাস থেকে প্রমাণিত। নাগরিকদের স্বাধীনতার ওপর সাংবিধানিক খড়গ আরোপ করার মাধ্যমে জনগণের কণ্ঠস্বর দমনে উৎসাহ প্রদান করা হয়, যা সংবিধানের মূল ভিত্তি – জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তিস্বরূপ– এর সাথে সাংঘর্ষিক।

## ১০.২ ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার

রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার[90] ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের দ্বারা ব্যাপকভাবে অপব্যবহৃত হয়েছে। জবাবদিহিতা এবং এই সংক্রান্ত স্পষ্ট নির্দেশনার অভাবের ফলে এটি ঘটে থাকে। এই বিধান কার্যত নির্বাহী বিভাগকে নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব প্রদান করে, যার ফলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ক্ষমা প্রদর্শন এবং অভ্যাসগত অপরাধীদের [habitual offenders] মুক্তি প্রদানের ঘটনা ঘটে। এটি জননিরাপত্তা এবং আইনের শাসন নিয়ে গুরুতর উদ্বেগ তৈরি করে। হত্যার মতো গুরুতর অপরাধে দোষী ব্যক্তিরা এই বিধানের আওতায় মুক্তি পাওয়ার পর পুনরায় অপরাধে লিপ্ত হওয়ার সংবাদও পাওয়া গিয়েছে।

## ১০.৩ জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত বিধান

১০.৩.১ গণপরিষদের বিতর্ক[91] থেকে স্পষ্ট হয় যে গণপরিষদ নিবর্তনমূলক আটক এবং জরুরি অবস্থার বিধানকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে চায়নি। এটাকে অগণতান্ত্রিক বলে বিবেচনা করা হয়েছিল। তবে, দ্বিতীয় সংশোধনীর[92] মাধ্যমে এই বিধানগুলোকে বর্তমান সংবিধানে তাদের পথ তৈরি করেছে, যেখানে সংবিধান প্রণয়নের মাত্র এক বছরের মধ্যেই জরুরি অবস্থার বিধান সংযোজন করা হয়। যদিও এই অন্তর্ভুক্তির

---

(ক) এই সংবিধান বা ইহার কোন অনুচ্ছেদ রদ, রহিত বা বাতিল বা স্থগিত করিলে কিংবা উহা করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র করিলে ; কিংবা
(খ) এই সংবিধান বা ইহার কোন বিধানের প্রতি নাগরিকের আস্থা, বিশ্বাস বা প্রত্যয় পরাহত করিলে কিংবা উহা করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র করিলে-
তাহার এই কার্য রাষ্ট্রদ্রোহিতা হইবে এবং ঐ ব্যক্তি রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে দোষী হইবে।
(২) কোন ব্যক্তি (১) দফায় বর্ণিত-
(ক) কোন কার্য করিতে সহযোগিতা বা উস্কানি প্রদান করিলে; কিংবা
(খ) কার্য অনুমোদন, মার্জনা, সমর্থন বা অনুসমর্থন করিলে-
তাহার এইরূপ কার্যও একই অপরাধ হইবে।
(৩) এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত অপরাধে দোষী ব্যক্তি প্রচলিত আইনে অন্যান্য অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ডের মধ্যে সর্বোচ্চ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

[90] অনুচ্ছেদ ৪৯। কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে–কোন দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মঞ্জুর করিবার এবং যে–কোন দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে।

[91] উপরে পাদটীকা 73 দেখুন

[92] অনুচ্ছেদ ১৪১ক

প্রয়োজনীয়তার পক্ষে কোনো স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি, পরবর্তীতে ক্ষমতার অপব্যবহার থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ছিল।

১০.৩.২ জরুরি অবস্থার সময় জনগণ আরও বেশি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকে, কেননা নির্বাহী কর্তৃপক্ষ তখন স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় বেশি ক্ষমতা পেয়ে যান, যা তাদের ক্ষমতার অপব্যবহারের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে। জরুরি অবস্থার সময় আইন প্রণয়নের মাধ্যমে নির্দিষ্ট মৌলিক অধিকার[93] (যেমন সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০ এবং ৪২–এ বর্ণিত) সীমিত বা বাতিল করে রাষ্ট্রকে আরও ক্ষমতায়িত করা নির্মম এবং অগ্রহণযোগ্য। কেননা, এই সময়েই এই অধিকারগুলোর প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি থাকে। কোনো সাংবিধানিক বিধান মানুষের অবিচ্ছেদ্য অধিকারগুলি কেড়ে নিতে পারে না। আমাদের সংবিধান এই অধিকারগুলো সৃষ্টি করেনি, বরঞ্চ এটি কেবল সেগুলোকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং তা নাগরিকদের ভোগ করার নিশ্চয়তা দিয়েছে। জরুরি অবস্থায় কোনো অধিকার সংকুচিত করা কেবল ন্যায়বিচারের সকল নীতি-বিরুদ্ধই নয়, এটি মানব জীবনের মৌলিক মূল্যবোধেরও বিরোধী।

১০.৩.৩ সংবিধানের জরুরি অবস্থা বিধান জনগণের অধিকারকে কেবল সীমিতই করেনি, বরঞ্চ সে সময়ে তাদের মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য আদালতে যাওয়ার সুযোগও সঙ্কুচিত করেছে।[94] এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে আদালতের বিচারিক ক্ষমতা কোনো অবস্থাতেই সংকুচিত করা যবে না এবং সংবিধানে জরুরি অবস্থার ক্ষমতার আড়ালে কোনো নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না।

---

[93] অনুচ্ছেদ ১৪১খ। এই সংবিধানের তৃতীয় ভাগের অন্তর্গত বিধানাবলীর কারণে রাষ্ট্র যে আইন প্রণয়ন করিতে ও নির্বাহী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে সক্ষম নহেন, জরুরী-অবস্থা ঘোষণার কার্যকরতা-কালে এই সংবিধানের ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০ ও ৪২ অনুচ্ছেদসমূহের কোন কিছুই সেইরূপ আইন-প্রণয়ন ও নির্বাহী ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কিত রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করিবে না; তবে অনুরূপভাবে প্রণীত কোন আইনের কর্তৃত্বে যাহা করা হইয়াছে বা করা হয় নাই, তাহা ব্যতীত অনুরূপ আইন যে পরিমাণে কর্তৃত্বহীন, জরুরী-অবস্থার ঘোষণা অকার্যকর হইবার অব্যবহিত পরে তাহা সেই পরিমাণে অকার্যকর হইবে।

[94] অনুচ্ছেদ ১৪১গ। (১) জরুরী-অবস্থা ঘোষণার [কার্যকরতা-কালে প্রধানমন্ত্রীর লিখিত পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি] আদেশের দ্বারা ঘোষণা করিতে পারিবেন যে, আদেশে উল্লেখিত এবং সংবিধানের তৃতীয় ভাগের অন্তর্গত মৌলিক অধিকারসমূহ বলবৎ করণের জন্য আদালতে মামলা রুজু করিবার অধিকার এবং আদেশে অনুরূপভাবে উল্লেখিত কোন অধিকার বলবৎ করণের জন্য কোন আদালতে বিবেচনাধীন সকল মামলা জরুরী-অবস্থা ঘোষণার কার্যকরতা-কালে কিংবা উক্ত আদেশের দ্বারা নির্ধারিত স্বল্পতর কালের জন্য স্থগিত থাকিবে।
(২) সমগ্র বাংলাদেশ বা উহার যে কোন অংশে এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত আদেশ প্রযোজ্য হইতে পারিবে।
(৩) এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত প্রত্যেক আদেশ যথাসম্ভব শীঘ্র সংসদে উপস্থাপিত হইবে।

# দ্বিতীয় অধ্যায়
# সুপারিশসমূহ

**প্রস্তাবনা**

১. কমিশন সুপারিশ করছে যে, বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনায় মুক্তির লক্ষ্যে এই ভূখণ্ডের মানুষের দীর্ঘ সংগ্রামের ধারাবাহিকতাকে প্রতিফলিত করতে হবে। একইসাথে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে ছাত্র জনতার অভুত্থানের প্রতিফলন ও স্বীকৃতি অবশ্যই প্রস্তাবনায় থাকা প্রয়োজন। পাশাপাশি কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে বহুত্ববাদ গ্রহণ করা হোক।

> আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, যারা এই ভূখণ্ডের মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে ঐতিহাসিক সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় জনযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছি এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় স্বৈরাচারী ও ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছি;
>
> আমরা সকল শহীদের প্রাণোৎসর্গকে পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে অঙ্গীকার করছি যে, সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচারের যে আদর্শ বাংলাদেশের মানুষকে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে এবং গণতন্ত্র ও বৈষম্যহীনতার যে আদর্শ ২০২৪ সালে ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ করেছিলো, সেই সকল মহান আদর্শ রাষ্ট্র ও সমাজে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে;
>
> আমরা জনগণের সার্বভৌম অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার ও গণতন্ত্রকে সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করে জনগণের জন্য একটি সংবিধান রচনা ও বিধিবদ্ধ করছি, যে সংবিধান বাংলাদেশের জনগণের সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ এবং যে সংবিধান স্বাধীন সত্তায় যৌথ জাতীয় বিকাশ সুনিশ্চিত করবে এবং বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের অধিকার সংরক্ষণ করবে;
>
> আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করছি যে, এই সংবিধান প্রতিটি নাগরিককে পরস্পরের প্রতি অধিকার, কর্তব্য ও জবাবদিহিতার চেতনায় সংঘবদ্ধ করবে, সর্বদা রাষ্ট্র পরিচালনায় জনপ্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করবে, আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার নীতিকে অনুসরণ করবে এবং রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব সমুন্নত রাখবে;
>
> জনগণের সম্মতি নিয়ে আমরা এই সংবিধান জনগণতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করছি।

**নাগরিকতন্ত্র (বর্তমানে 'প্রজাতন্ত্র' নামে অভিহিত)**

**রাষ্ট্র:**

১. রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় ব্যবহৃত 'প্রজাতন্ত্র' এবং 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' শব্দগুলো পরিবর্তনের সুপারিশ করছে কমিশন। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অগণতান্ত্রিক চরিত্র ও শাসকদের জমিদারসুলভ আচরণের প্রতিফলন ঘটেছে "প্রজাতন্ত্র" শব্দটির মাঝে। সুতরাং, কমিশন সুপারিশ করছে যে, শব্দগত বিভ্রান্তি এড়াতে 'প্রজাতন্ত্র' এবং 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' শব্দগুলোর পরিবর্তে সংবিধানের প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে 'নাগরিকতন্ত্র' এবং 'জনগণতন্ত্রী বাংলাদেশ' শব্দগুলো ব্যবহৃত হবে।

**রাষ্ট্রধর্ম:**

২। কমিশন সুপারিশ করছে যে, রাষ্ট্রধর্মের বর্তমান বিধান বহাল রাখা হোক। এ বিষয়ে অংশীজন ও কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রদত্ত বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ রাষ্ট্রধর্ম বহাল রাখার পক্ষে মত দেন। সুতরাং, কমিশন সুপারিশ করছে যে এই বিধানটি বহাল রাখা হোক। তবে, এ ব্যাপারে কমিশন সদস্যরা সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি।

৩। কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানের প্রস্তাবনার শুরুতে **'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম'/আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু'** অন্তর্ভুক্ত করা হোক।

**ভাষা:**

৪। কমিশন রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে নিশ্চিত করার পাশাপাশি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ভাষাসমূহ সংবিধানে স্বীকৃতি প্রদান করার লক্ষ্যে নিম্নরূপ বিধান অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করছে-

> "নাগরিকতন্ত্রের রাষ্ট্র ভাষা 'বাংলা'। সংবিধান বাংলাদেশে নাগরিকদের মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহৃত সকল ভাষা এ দেশের প্রচলিত ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।"

**প্রতিকৃতি প্রদর্শন:**

৫। কমিশন সুপারিশ করছে যে, জনাব শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি প্রদর্শনের বাধ্যতামূলক বিধান (বিদ্যমান সংবিধানের ৪ক অনুচ্ছেদ) বিলুপ্ত করা হোক। এরূপ বিধান ব্যক্তি বন্দনাকে উৎসাহিত করে, স্বৈরতন্ত্রের পথ সুগম করে। 'বাংলাদেশ' অগণিত বরেণ্য মানুষের নেতৃত্ব, আত্মত্যাগ ও অবদানের সামষ্টিক ফসল। এই রক্তস্নাত মাতৃভূমিতে একক ব্যক্তিকে 'জাতির পিতা' হিসেবে অভিহিত করার কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি বা বাস্তবতা নেই।

**নাগরিকত্ব:**

৬। 'বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালি ...' কমিশন এই বিধানটি বিলুপ্ত করার সুপারিশ করছে। সুপারিশ করা হচ্ছে যে, বর্তমান অনুচ্ছেদ ৬(২) নিম্নরূপভাবে সংশোধন করা হোক: -

> "বাংলাদেশের নাগরিকগণ 'বাংলাদেশি' বলে পরিচিত হবেন।"

বর্তমান অনুচ্ছেদ ৬(২) বাংলাদেশের জনগণকে একটি নির্দিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর পরিচয়ে, অর্থাৎ বাঙালি হিসেবে পরিচিত করে। এর ফলে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী অবহেলিত এবং উপেক্ষিত বোধ করেতে পারে।

**সংবিধান বিলুপ্তি, স্থগিতকরণ ইত্যাদির অপরাধ:**

৭। কমিশন বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭ক বিলুপ্তির সুপারিশ করছে। অনুচ্ছেদ ৭ক সংবিধান সমালোচনার অধিকারকে সীমিত করে এবং স্বাধীন মতপ্রকাশের মৌলিক অধিকারকে ক্ষুণ্ন করে। এই বিধান অনুসারে সংবিধানের সমালোচনা করাও সংবিধানের প্রতি নাগরিকদের 'আস্থা, বিশ্বাস বা প্রত্যয়' পরাহত হয়েছে বলে গণ্য হতে পারে। যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে।

**বিভিন্ন সাংবিধানিক বিধানের পরিবর্তনযোগ্যতা:**

৮। কমিশন বিদ্যমান অনুচ্ছেদ ৭খ বিলুপ্তির সুপারিশ করছে। এই অনুচ্ছেদ সংবিধানের এক তৃতীয়াংশেরও বেশি বিধানকে চিরকালের জন্য 'সংশোধন-অযোগ্য' হিসেবে ঘোষণা করেছে। এমন বিধান আইনগতভাবে অযৌক্তিক, কারণ এটি ভবিষ্যতের সংসদকে সংবিধান সংশোধনের ব্যাপারে বাধা প্রদান করে। উপরন্তু এই বিধান সংবিধানের বিকাশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

**রাষ্ট্রের মূলনীতি সংক্রান্ত বিধানের অন্তর্ভুক্তি:**

৯। কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, বহুত্ববাদ এবং গণতন্ত্র অন্তর্ভুক্ত করা হোক। ১৯৭১ সালে সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক সুবিচারের আদর্শ বাংলাদেশের মানুষকে স্বাধীনতা যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেছিলো। ২০২৪ সালে ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র ও বৈষম্যহীনতার আদর্শ সাধারণ মানুষকে একতাবদ্ধ করেছিলো। অধিকন্তু, সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে বহুত্ববাদ অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ন্যায়সঙ্গত সমাজ গঠনে সহায়তা করে।

বাংলাদেশের সমাজের বহুত্ববাদী চরিত্রকে ধারণ করে এমন একটি বিধান সংবিধানে যুক্ত করা সমীচীন। সুতরাং, কমিশন নিম্নোক্ত বিধান অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করছে -

> "বাংলাদেশ একটি বহুত্ববাদী, বহু-জাতি, বহু-ধর্মী, বহু-ভাষী ও বহু-সংস্কৃতির দেশ যেখানে সকল সম্প্রদায়ের সহাবস্থান ও যথাযথ মর্যাদা নিশ্চিত করা হবে।"

**রাষ্ট্রের মূলনীতি:**

১০। কমিশন রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র এবং জাতীয়তাবাদ এবং এর সংশ্লিষ্ট সংবিধানের ৮, ৯, ১০ ও ১২ অনুচ্ছেদগুলি বাদ দেয়ার সুপারিশ করছে। বিদ্যমান সংবিধানে 'জাতীয়তাবাদ' কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর 'ভাষা ও সংস্কৃতি'-কে গুরুত্ব দেয় যার ফলে অন্যান্য জনগোষ্ঠী প্রান্তিকীকরণের শিকার হয়। সমাজতন্ত্র বর্তমানে বৈশ্বিক এবং জাতীয় প্রেক্ষাপটে অনেকটাই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। এছাড়াও, বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাটি সমাজ ও রাষ্ট্রে বিভক্তি ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে

এবং অতীতে ফ্যাসিবাদী শাসনের আদর্শিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। এটি বাংলাদেশের বিদ্যমান বহুত্ববাদী সমাজের ধারনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

**বিলুপ্তকরণ:**

১১। কমিশন সুপারিশ করছে যে, বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩ (মালিকানার নীতি), ১৫ (মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা), ১৭ (অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা), ১৮ (জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা), ১৮ক (পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন), ১৯ (সুযোগের সমতা), ২০ (অধিকার ও কর্তব্যরূপে কর্ম), ২৩ (জাতীয় সংস্কৃতি), ২৩ক (উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি) এবং ২৪ (জাতীয় স্মৃতিনিদর্শন প্রভৃতি) বিলুপ্ত করা হোক। এই বিধানগুলো প্রস্তাবিত 'মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা' শিরোনামের অধীনে বলবৎযোগ্য অধিকার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

উপরোক্ত সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের অনুচ্ছেদ ১১, ১৪, ১৬, ২১, ২২ ও ২৫ তাদের বর্তমান রূপে সংবিধানের পুনর্বিন্যস্ত প্রথম ভাগে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হল।

১২। প্রস্তাবিত সংস্কারের ফলে বিদ্যমান সংবিধানের যে বিধানগুলো সংস্কার করতে হবে:

| প্রাসঙ্গিক প্যারা | সংস্কার প্রস্তাব | বিদ্যমান সংবিধানের বিধানসমূহ |
|---|---|---|
| ১. | রাষ্ট্রের নাম পরিবর্তন | অনুচ্ছেদ ১ |
| ২-৩ | রাষ্ট্রধর্ম | অনুচ্ছেদ ২ক |
| ৪. | রাষ্ট্রভাষা | অনুচ্ছেদ ৩ |
| ৫. | জাতরি পিতার প্রতিকৃতি | অনুচ্ছেদ ৪ক |
| ৬. | নাগরিকত্ব | অনুচ্ছেদ ৬ |
| ৭. | সংবিধান বাতিল, স্থগীতকরণ ইত্যাদি অপরাধ | অনুচ্ছেদ ৭ক |
| ৮. | সংশোধন অযোগ্য বিধানাবলী | অনুচ্ছেদ ৭খ |
| ৯-১০. | রাষ্ট্রের মূলনীতি | নতুন অনুচ্ছেদ প্রবর্তন হবে |
| ১০ | জাতীয়তাবাদ | অনুচ্ছেদ ৯ |
| ১০ | সমাজতন্ত্র | অনুচ্ছেদ ১০ |
| ১০ | ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা | অনুচ্ছেদ ১২ |

**মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা**

১. কমিশন সুপারিশ করছে যে, বর্তমান সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত অধিকার এবং তৃতীয় ভাগের মৌলিক অধিকারগুলো সংশোধন করে 'মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা' নামে একটি একক অধিকারের সনদ গঠন করা হোক।

২. কমিশন সুপারিশ করছে যে, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ভাগ থেকে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় নীতিমালাগুলো সংবিধানের প্রথম ভাগে স্থানান্তরিত হোক।

৩. কমিশন সুপারিশ করছে যে, 'আইনের সমান সুরক্ষার' পরিধি সম্প্রসারণ করে 'আইনের সমান সুরক্ষা ও সুবিধা' (নাগরিকদের পরিবর্তে সকল ব্যক্তির জন্য) অন্তর্ভুক্ত করা হোক।

৪. কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে অননুমোদিত বৈষম্যের যে সীমিত তালিকা আছে, তা পরিবর্তন করে এমন একটি তালিকা করা হোক যেখানে ধর্ম, জাতি, বর্ণ, গায়ের রং, নৃগোষ্ঠী, ভাষা, সংস্কৃতি, লিঙ্গ, রাজনৈতিক মত, শারীরিক বা মানসিক অক্ষমতা, অর্থনৈতিক অবস্থা, জন্মস্থান-এই সবসহ আরও অনেক কারণ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৫. কমিশন সুপারিশ করছে যে, জীবনের অধিকার রক্ষা নিয়ে একটি আলাদা অনুচ্ছেদ থাকবে, যা রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় (non-state) সংস্থাসমূহ কর্তৃক বেআইনি কাজ, যেমন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও গুম থেকে সুরক্ষা নিশ্চিত করবে। সংবিধানে শারীরিক অখণ্ডতা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রক্ষার বিধান সুনির্দিষ্টভাবে যুক্ত করা হোক।

৬. কমিশন সুপারিশ করছে যে, 'যন্ত্রণা কিংবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড' সম্পর্কিত একটি স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদ সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হোক, যা বিচার ও দণ্ড এবং অন্যান্য পরিস্থিতিতে সমানভাবে প্রযোজ্য হবে।

৭. কমিশন সুপারিশ করছে যে, দাসত্ব, বশ্যতায় আবদ্ধ রাখা এবং জবরদস্তি শ্রম বিষয়ক বর্তমান অনুচ্ছেদটি নিষেধাজ্ঞা বিষয়ক একটি নতুন অনুচ্ছেদ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হোক।

৮. কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে মানব পাচার, যৌন পাচার এবং শোষণের সকল রূপ, যার মধ্যে চোরাচালান, শোষণ এবং দাসত্ব অন্তর্ভুক্ত, প্রতিরোধ ও মোকাবিলায় রাষ্ট্রকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে একটি অনুচ্ছেদ যুক্ত করা হোক।

৯. কমিশন সুপারিশ করছে যে, বিচার ও দণ্ডসংক্রান্ত অধিকারের ক্ষেত্রে অবিলম্বে অবহিত হওয়ার অধিকার, আইনগত প্রতিনিধিত্ব ও আইনগত সহায়তার অধিকার, সময়মতো বিচারের অধিকার, যৌক্তিক জামিনে মুক্তির অধিকার, এবং অসাংবিধানিক বা বেআইনি উপায়ে প্রাপ্ত প্রমাণ বাতিল করার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হোক।

১০. কমিশন সুপারিশ করছে যে, রাষ্ট্র এই নিশ্চয়তা প্রদান করবে যে কোনো অবস্থাতেই রাষ্ট্র যোগাযোগের মাধ্যমগুলোর ওপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে না, এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গণমাধ্যমের মালিকানা গোষ্ঠীতান্ত্রিক বা একচেটিয়া হতে দেবে না।

১১. কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে একটি নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজন করা হোক, যা ইন্টারনেট প্রাপ্তির ন্যায্যসঙ্গত অধিকার নিশ্চিত করবে এবং সকল নাগরিকের জন্য যোগাযোগের সকল মাধ্যমে সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করবে।

১২. কমিশন সুপারিশ করছে যে, তথ্য পাওয়ার অধিকারকে একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে নিশ্চিত করার জন্য সংবিধানে একটি নতুন অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত করা হোক।

১৩. কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে সমাবেশ ও সংগঠনের স্বাধীনতার সুরক্ষা নিশ্চিত করা হোক, যাতে জনগণ রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ছাড়াই স্বাধীনভাবে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও যোগদান করতে পারে এবং কাউকে কোনো দল বা সংগঠনে যোগদান করতে বা বিরত রাখতে না পারে।

১৪. কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে একটি বিস্তারিত বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হোক, যা অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে প্রকাশ্যে বা ব্যক্তিগতভাবে, এককভাবে বা সমষ্টিগতভাবে ধর্ম পালন, প্রচার, প্রসার এবং প্রকাশ করার অধিকার নিশ্চিত করবে।

১৫. কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে বিদেশি খেতাব গ্রহণ সংক্রান্ত বিধান বাতিল করা হোক।

১৬. কমিশন সুপারিশ করছে যে, প্রতিটি নাগরিকের জন্য ভোটাধিকার এবং রাষ্ট্র পরিচালন জনগণের অংশগ্রহণের অধিকার সংবিধান দ্বারা নিশ্চিত করা হোক।

১৭. কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে রাষ্ট্রীয়, ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত এবং সমবায়ী-এই বিভিন্ন প্রকার মালিকানাকে স্বীকৃতি দেয়া হোক।

১৮. কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে ব্যক্তি ও জনপরিসর উভয় ক্ষেত্রে নাগরিকের গোপনীয়তার অধিকার থাকবে।

১৯. কমিশন সুপারিশ করছে যে, শিক্ষার অধিকারকে বলবৎযোগ্য সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে ঘোষণা করা হোক। রাষ্ট্রকে অবশ্যই আইন দ্বারা নির্ধারিত পর্যায় পর্যন্ত সকলের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। এ ছাড়া ব্যক্তিগত যোগ্যতার ভিত্তিতে উচ্চশিক্ষার সুযোগ এবং বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে শিক্ষা সবার জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করে।

২০. কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে রাষ্ট্রের বিদ্যমান সামর্থ্য ও সম্পদের আওতায় একটি বলবৎযোগ্য স্বাস্থ্য অধিকার অন্তর্ভুক্ত করা হোক। রাষ্ট্রকে কোনো ব্যতিক্রম ছাড়াই সকল নাগরিকের জন্য জরুরি চিকিৎসা নিশ্চিত করতে হবে।

২১. কমিশন সুপারিশ করছে যে, যথাযথ, নিরাপদ এবং পুষ্টিকর খাদ্য, পরিষ্কার ও পানযোগ্য পানি এবং পয়োনিষ্কাশনের অধিকার রাষ্ট্রের সামর্থ্য এবং বিদ্যমান সম্পদের আওতায় বলবৎযোগ্য অধিকার হিসেবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হোক।

২২. কমিশন সুপারিশ করছে যে, রাষ্ট্রের সামর্থ্য ও বিদ্যমান সম্পদের আওতায় বাসস্থানের অধিকার বলবৎযোগ্য করা হোক, যাতে যথাযথ, নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ এবং স্বাস্থ্যকর বাসস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত হয়।

২৩. কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে ভোক্তা-সুরক্ষার অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান করা হোক।

২৪. কমিশন সুপারিশ করছে যে, বেকারত্ব, মাতৃত্ব, অসুস্থতা, প্রতিবন্ধিতা, বার্ধক্য এবং এতিম হওয়ার মতো পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের সামর্থ্য ও বিদ্যমান সম্পদের আওতায় সামাজিক নিরাপত্তার অধিকারকে বলবৎযোগ্য অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হোক।

২৫. কমিশন সুপারিশ করছে যে, ন্যূনতম ও ন্যায্য মজুরিসহ নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশের মাধ্যমে সম্মানজনক ও সুরক্ষিত কাজের অধিকারকে বলবৎযোগ্য করা হোক।

২৬. কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে সকলের নিজস্ব সংস্কৃতির অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান করা হোক। এই অধিকারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে প্রত্যেকের নিজ ভাষা ব্যবহারের স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক জীবনে অংশগ্রহণ এবং ভাষা, মূল্যবোধ, প্রথা, লিপি ও ঐতিহ্য অনুসারে ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক পরিচয় রক্ষা করা। এ বিষয়ে রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা করবে।

২৭. কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে এমন অনুচ্ছেদ যুক্ত করা হোক যাতে সকল জাতি-গোষ্ঠীর ঐতিহ্য, ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষা ও উন্নতির অধিকার থাকবে এবং আইন দ্বারা নির্ধারিত পর্যায় পর্যন্ত নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের অধিকার থাকবে।

২৮. কমিশন সুপারিশ করছে যে, বিশেষভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য এমন অধিকার যোগ করা হোক যাতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে-বিভিন্ন স্থানে যাওয়ার জন্য যুক্তিসঙ্গত সুযোগ, ইশারা ভাষা ব্যবহার করার সুযোগ এবং তাদের প্রতিবন্ধকতার সাথে সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, উপকরণ ও যন্ত্রপাতির যুক্তিসঙ্গত প্রাপ্তির সুযোগ।

২৯. কমিশন সুপারিশ করছে যে, শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থের নীতিকে গ্রহণ করে একটি শিশু অধিকারবিষয়ক অনুচ্ছেদ যুক্ত করা হোক, যার মধ্যে থাকবে-নাম ও পরিচয়ের অধিকার; সহিংসতা ও অমানবিক আচরণ থেকে সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার; এবং নির্যাতন, অবহেলা, ক্ষতিকর সাংস্কৃতিক প্রথা, যেকোনো ধরনের সহিংসতা, অমানবিক আচরণ ও শাস্তি এবং বিপজ্জনক বা শোষণমূলক শ্রম থেকে সুরক্ষিত থাকার অধিকার, এবং রাষ্ট্রের সামর্থ্য সাপেক্ষে টিকা, স্বাস্থ্যসেবা, পারিবারিক যত্ন বা পিতা-মাতার যত্ন ও পারিবারিক পরিবেশ থেকে বঞ্চিত বা বিচ্ছিন্ন হলে উপযুক্ত বিকল্প যত্ন পাওয়ার অধিকার।

৩০. কমিশন সুপারিশ করছে যে, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ, পরিষ্কার, স্বাস্থ্যসম্মত এবং ভারসাম্যপূর্ণ ও টেকসই পরিবেশের অধিকার সংবিধানে নিশ্চিত করা হোক। সকল অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নে ভূমি-নদী-অরণ্য-সমুদ্র-বায়ুকে সর্বদা মুক্ত ও নির্মল রাখা সুনিশ্চিত করবে।

৩১. কমিশন সুপারিশ করছে যে, উন্নয়নের অধিকারকে মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার অংশ হিসেবে বলবৎযোগ্য অধিকার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হোক, যার মাধ্যমে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক উন্নয়নে

অংশগ্রহণ, অবদান রাখা এবং উপভোগ করার অধিকার নিশ্চিত করা যাবে, যাতে সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে।

৩২. কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে বিজ্ঞানের অধিকার অন্তর্ভুক্ত করা হোক, যেখানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতিতে অংশগ্রহণ ও এর সুফল ভোগের অধিকার, বৈজ্ঞানিক গবেষণার স্বাধীনতা, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতিকূল প্রভাব থেকে সুরক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা হবে।

৩৩. কমিশন সুপারিশ করছে যে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হোক, যা আর্থিক দায়, সুবিধা, প্রাকৃতিক সম্পদসহ সকল সম্পদ বণ্টন (sharing) ও ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি পরিবেশ সুরক্ষায় ন্যায্যতা নিশ্চিত করবে। এ ছাড়া ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার পর্যবেক্ষণের জন্য একটি কমিশন গঠন করা হোক।

৩৪. কমিশন সুপারিশ করছে যে, জীবনের অধিকার, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা, আইনের দৃষ্টিতে সমতা, নিপীড়ন কিংবা নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অমর্যাদাকর দণ্ড বা ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা, দাসত্ব ও জবরদস্তি শ্রমের নিষেধাজ্ঞাসহ নির্দিষ্ট কিছু অধিকারকে কোনো ধরনের সীমা আরোপের অধীন করা যাবে না।

৩৫. কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানের নিবর্তনমূলক আটক সংক্রান্ত বিধানটি বিলুপ্ত করা হোক।

৩৬. কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার মধ্যে স্পষ্টভাবে আদালতের রায়ের সমালোচনা করার অধিকার অন্তর্ভুক্ত করা হোক।

৩৭. কমিশন সুপারিশ করছে যে, আইনসভায় মানবাধিকার বিষয়ক স্থায়ী কমিটি গঠন করা হোক। এই কমিটি সংসদীয় বিলের খসড়া মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার মানদণ্ডে পর্যালোচনা করবে এবং যথাযথ সুপারিশ প্রদান করবে।

৩৮. কমিশন সুপারিশ করছে যে, মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে লঙ্ঘনকারী হিসেবে চিহ্নিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে একক ও যৌথভাবে আদালতে দায়বদ্ধ করা হোক। এবং এক্ষেত্রে আদালত আইন দ্বারা নির্ধারিত উপযুক্ত প্রতিকার ও শাস্তি প্রদান করবে।

৩৯. কমিশন সুপারিশ করছে যে, প্রতিটি মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদাভাবে সীমা আরোপের পরিবর্তে একটি সাধারণ সীমা আরোপের বিধান যুক্ত করা হোক। মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতা ভাগে স্বীকৃত কোনো মৌলিক অধিকার বা স্বাধীনতা কেবল আইন দ্বারা এবং শুধু সেই পরিমাণে সীমিত করা যাবে যে পরিমাণে সীমা আরোপ একটি মুক্ত এবং গণতান্ত্রিক সমাজে যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত। আরোপিত সীমা সাংবিধানিক কি না, তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে, নিম্নেবর্ণিত মানদণ্ড বিবেচনা করতে হবে:
(ক) আইন দ্বারা আরোপিত সীমা বৈধ ও গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য পূরণ করে কি না;
(খ) আরোপিত সীমা উক্ত উদ্দেশ্যের সাথে যৌক্তিকভাবে সম্পর্কিত কি না;
(গ) আইনের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য এই সীমা সবচেয়ে কম বাধা সৃষ্টিকারী উপায় কি না;
(ঘ) এই সীমা আরোপের এবং আইনের উদ্দেশ্যের গুরুত্বের মধ্যে ভারসাম্য (balance) ও আনুপাতিকতা (proportionality) রক্ষা করা হয়েছে কি না; এবং
(ঙ) এই সীমা আরোপ সংবিধানের অন্যান্য অধিকার ও স্বাধীনতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না।

৪০. কমিশন সুপারিশ করছে যে, যেসব অধিকার সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়নের জন্য উল্লেখযোগ্য সম্পদ ও সময়ের প্রয়োজন, সংবিধান তাদের বাস্তবায়ন সম্পদের প্রাপ্যতার উপর নির্ভরশীল করবে, এবং তাদের ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়নের (progressive realization) প্রতিশ্রুতি থাকবে। কমিশন আরও সুপারিশ করছে যে, কোনো অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে যদি রাষ্ট্র অধিকারটি বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ নেই বলে দাবি করে, তাহলে আদালত নিম্নলিখিত নীতিগুলি বিবেচনা করবে:

(ক) রাষ্ট্রকেই প্রমাণ করতে হবে যে পর্যাপ্ত সম্পদ নেই;

(খ) সম্পদ বরাদ্দের ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রকে অবশ্যই বিরাজমান পরিস্থিতি-বিশেষ করে নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা ব্যক্তির অবস্থা ও অবস্থান-বিবেচনা করে মৌলিক অধিকার বা স্বাধীনতার সর্বাধিক উপভোগ নিশ্চিত করাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে; এবং

(গ) আদালত কেবল এই কারণে রাষ্ট্রের সম্পদ বরাদ্দ সংক্রান্ত কোনো সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করবে না যে রাষ্ট্র সেই সম্পদ ভিন্নভাবে ব্যবহার করতে পারে।

**আইনসভা**

**1.** স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে একটি এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা ব্যবস্থা বিরাজ করেছে। তবে সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে এর কার্যকারিতা ক্রমশ প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। নির্বাহী কার্যাবলি তদারকির অকার্যকারিতা, দুর্বল প্রতিনিধিত্ব এবং বিভিন্ন কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতার কারণে আইনসভা যথাযথ কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেনি। নির্বাহী বিভাগের আধিপত্যের কারণে অর্থপূর্ণ সংসদীয় আলোচনা এবং সংসদের যাচাই–বাছাই কার্যক্রম লক্ষণীয়ভাবে সীমিত হয়েছে। বিরোধী দলগুলোর ক্রমাগত সংসদ বর্জনের সংস্কৃতির কারণে জবাবদিহির জায়গাটা অনেকটাই সংকুচিত হয়ে পড়েছে।

**2.** কমিশন আইনসভা সম্পর্কিত নিম্নলিখিত সুপারিশ প্রদান করছে:

**আইনসভার গঠন - দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা**

*সুপারিশ*

**3.** কমিশন সুপারিশ করছে যে বাংলাদেশে নিম্নকক্ষ (জাতীয় সংসদ) এবং উচ্চকক্ষের (সিনেট) সমন্বয়ে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট একটি আইনসভা থাকবে। উচ্চকক্ষ আইনি যাচাই–বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে, এবং নির্বাহী ক্ষমতার ওপর একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে। এর ফলে জবাবদিহি নিশ্চিত হবে এবং আইন প্রণয়নসহ সকল বিষয়ে সীমিত বিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সংস্কৃতির অবসান ঘটবে। দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা সংসদে নাগরিকদের ন্যায্য প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করবে এবং অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ন্যায়ানুগ নীতি প্রণয়নের জন্য সহায়ক হবে।

নিম্নকক্ষের গঠন ও কার্যকাল, স্থায়ী কমিটির কার্যপ্রণালি এবং সংসদ সদস্যদের ভোটাধিকার সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতার বিষয়ে সুপারিশ নিম্নে প্রদান করা হলো।

**নিম্নকক্ষ:**
**গঠন:**

**4.** সরাসরি সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট, অর্থাৎ, ফার্স্ট পাস্ট দ্য-পোস্ট (FPTP) নির্বাচনী পদ্ধতির মাধ্যমে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত সদস্যদের সমন্বয়ে নিম্নকক্ষ, জাতীয় সংসদ, গঠিত হবে। কমিশন FPTP নির্বাচনী পদ্ধতি অনুসরণের সুপারিশ করেছে, কারণ এটি স্থিতিশীলতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করে, যা আমাদের মতো একটি নাজুক গণতন্ত্রের স্থায়িত্ব ও বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

**5.** মোট ৪০০ (চারশত) আসন নিয়ে নিম্নকক্ষ গঠিত হবে। ৩০০ (তিনশত) জন সদস্য একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকা থেকে সরাসরি নির্বাচিত হবেন। আরো ১০০ (একশ) জন নারী সদস্য সারা দেশের নির্ধারিত ১০০ (একশ)টি নির্বাচনী এলাকা থেকে কেবল নারী প্রার্থীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে সরাসরি নির্বাচিত হবেন।

6. কমিশন নিম্নকক্ষে নারীদের জন্য নির্ধারিত আসন সংখ্যা বৃদ্ধির সুপারিশ করেছে। এর ফলে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য কমবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে।

7. রাজনৈতিক দলগুলো নিম্নকক্ষের মোট আসনের ন্যূনতম ১০% আসনে আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তরুণ-তরুণীদের মধ্য থেকে প্রার্থী মনোনীত করবে।

8. জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ন্যূনতম বয়স হবে ২১ (একুশ) বছর।

9. দুজন ডেপুটি স্পিকার থাকবেন, যাঁদের মধ্যে একজন বিরোধী দলের সদস্যের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন।

**মেয়াদ:**

10. নিম্নকক্ষের মেয়াদ হবে ৪ (চার) বছর।

**দলের বিপক্ষে ভোটদান:**

11. অর্থবিল ব্যতীত নিম্নকক্ষের সদস্য তাদের মনোনয়নকারী দলের বিপক্ষে ভোট দেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে।

**স্থায়ী কমিটিসমূহ:**

12. আইনসভার যথাযথ তত্ত্বাবধান ও শাসন নিশ্চিত করার জন্য সংসদের স্থায়ী কমিটিগুলোর কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কমিশন প্রস্তাব করছে যে, এই কমিটিগুলোর সভাপতি বিরোধী দলীয় সদস্যদের মধ্য থেকে মনোনীত হবেন। এর ফলে সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোর ওপর ক্ষমতাসীন দলের প্রভাব কমিয়ে দলনিরপেক্ষ সহযোগিতামূলক সংস্কৃতি তৈরি করা সম্ভব হবে এবং কমিটির লক্ষ্য ও স্বার্থ বাস্তবায়ন করাও সহজতর হবে। অধিকন্তু, স্বার্থের সংঘাত এড়াতে কঠোর নীতিমালা বাস্তবায়ন করা গুরুত্বপূর্ণ। এসব নীতিমালায় সদস্যদের ব্যক্তিগত, আর্থিক বা পেশাগত যেকোনো স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় প্রকাশ করার বাধ্যবাধকতা থাকতে হবে। এবং এইরূপ স্বার্থ থাকলে ওই সদস্যরা সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির সদস্য হতে পারবেন না।

**সংসদ সদস্যের একাধিক পদ গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধানিষেধ**

13. একজন সংসদ সদস্য একই সাথে নিম্নলিখিত যেকোনো একটির বেশি পদে অধিষ্ঠিত হবেন না: (ক) প্রধানমন্ত্রী, (খ) সংসদনেতা, এবং (গ) রাজনৈতিক দলের প্রধান। এর ফলে এক ব্যক্তির মধ্যে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ এবং কর্তৃত্ববাদ রোধ করা সহজতর হবে।

**উচ্চকক্ষ:**

***সুপারিশমালা***

**গঠন:**

14. কমিশনের সুপারিশ অনুসারে উচ্চকক্ষ নিম্নরূপভাবে গঠিত হবে:

(ক) উচ্চকক্ষ 'সিনেট' নামে অবিহিত হবে।

(খ) উচ্চকক্ষ মোট ১০৫ (একশ পাঁচ) জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে।

(গ) রাজনৈতিক দলগুলো সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (Proportional Representation- PR) পদ্ধতির ভিত্তিতে উচ্চকক্ষের নির্বাচনের জন্য ১০০ (একশ) জন প্রার্থী মনোনীত করবে।

(ঘ) সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (Proportional Representation- PR) পদ্ধতিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলের মোট প্রাপ্ত ভোট একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হবে।

(ঙ) এই ১০০ (একশ) জন প্রার্থীর মধ্যে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) জন আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করবেন।

(চ) অবশিষ্ট ৫টি আসন পূরণের জন্য রাষ্ট্রপতি নাগরিকদের মধ্য থেকে (যারা কোনো কক্ষেরই সদস্য নন) ৫ জন প্রার্থী মনোনীত করবেন।

(ছ) কোনো রাজনৈতিক দলকে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (পিআর) পদ্ধতির ভিত্তিতে উচ্চকক্ষে প্রতিনিধিত্বের যোগ্য হতে হলে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট প্রদত্ত ভোটের অন্তত ১% নিশ্চিত করতে হবে।

(জ) রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনী জোট গঠন করলেও জোটের যে সব শরীক নিজস্ব প্রতীকে নির্বাচন করবে তাঁদের প্রাপ্ত ভোটের হিসেবে আলাদাভাবে ন্যূনতম ১ (এক) শতাংশ ভোট প্রাপ্তি সাপেক্ষে তাঁরা উচ্চকক্ষের আসনের জন্যে বিবেচিত হবে।

(ঝ) উচ্চকক্ষের সদস্যদের মধ্য থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে উচ্চকক্ষের স্পিকার নির্বাচিত হবেন।

(ঞ) উচ্চকক্ষের একজন ডেপুটি স্পিকার থাকবেন যিনি সরকার দলীয় সদস্য ব্যতীত উচ্চকক্ষের অন্য সকল সদস্যের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন।

(ট) উচ্চকক্ষের সদস্যদের নিম্নকক্ষের সদস্যদের মতোই মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা থাকবে।

**15.** উচ্চকক্ষ তার দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে সংবিধানে উল্লেখিত কমিটিসহ প্রয়োজনীয় কমিটি গঠন করবে।

**মেয়াদ:**

**16.** উচ্চকক্ষের কার্যকাল হবে নিম্নকক্ষের সমান, অর্থাৎ চার বছর। নিম্নকক্ষ ভেঙ্গে দেওয়া হলে উচ্চকক্ষও ভেঙ্গে যাবে।

**17.** যেহেতু পিআর পদ্ধতি প্রাপ্ত ভোটের যথাযথ এবং ন্যায়সঙ্গত প্রতিফলন ঘটায়, সেহেতু কমিশন উচ্চকক্ষে আসন বণ্টনের জন্য এই পদ্ধতির সুপারিশ করছে। পিআর (PR) পদ্ধতির ফলে ছোট দল ও সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর অধিকতর অন্তর্ভুক্তিকরণ সম্ভব, যা বৈচিত্র্যময় প্রতিনিধিত্বকে (diverse representation)

উৎসাহিত করবে। বিস্তারিত পরিসরে মতামত উপস্থাপিত হলে, সুবিবেচনাপ্রসূত এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক আইন প্রণয়ন করা সম্ভব হবে।

**উচ্চকক্ষের দায়িত্ব:**

***সুপারিশমালা***

18. কমিশন সুপারিশ করছে যে, উচ্চকক্ষকে নিম্নোক্ত দায়িত্বসমূহ অর্পণ করা হবে:

**ক. আইন প্রণয়নের পর্যালোচনা:**

(ক) উচ্চকক্ষের আইন প্রণয়নের প্রস্তাব করার ক্ষমতা থাকবে না। তবে নিম্নকক্ষে পাসকৃত অর্থবিল ব্যতীত সকল বিল উভয় কক্ষে উপস্থাপিত হতে হবে।

(খ) আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে আনীত নিম্নকক্ষের বিল উচ্চকক্ষ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে আইন দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান করবে।

**যদি উচ্চকক্ষ কোনো বিল অনুমোদন করে:**

(গ) সেক্ষেত্রে উভয় কক্ষ কর্তৃক পাসকৃত বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পাঠানো হবে।

**যদি উচ্চকক্ষ কোনো বিল প্রত্যাখ্যান করে:**

(ঘ) সেক্ষেত্রে উচ্চকক্ষ সংশোধনের সুপারিশসহ বিল পুনর্বিবেচনার জন্য নিম্নকক্ষে পাঠাতে পারবে। নিম্নকক্ষ উচ্চকক্ষের প্রস্তাবিত সংশোধনগুলো, সম্পূর্ণ ও আংশিকভাবে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে।

(ঙ) নিম্নকক্ষে পরপর দুটি অধিবেশনে পাসকৃত বিল যদি উচ্চকক্ষ প্রত্যাখ্যান করে এবং নিম্নকক্ষ যদি এটি আবারও পরবর্তী অধিবেশনে পাস করে, তবে উচ্চকক্ষের অনুমোদন ছাড়াই বিলটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য পাঠানো যেতে পারে।

(চ) উচ্চকক্ষ কোনো বিল স্থায়ীভাবে আটকাতে পারবে না। উচ্চকক্ষ কোনো বিল ২ (দুই) মাসের বেশি আটকে রাখলে, তা উচ্চকক্ষ দ্বারা অনুমোদিত বলে বিবেচিত হবে।

19. **সংবিধান সংশোধন:**

(ক) কমিশন এই মর্মে সুপারিশ করছে যে, সংবিধানের সকল সংশোধনীর ক্ষেত্রেই উভয় কক্ষের মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

(খ) প্রস্তাবিত সংশোধনী উভয় কক্ষে পাস হলে এটি গণভোটে উপস্থাপন করা হবে। গণভোটের ফলাফল সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে।

(গ) যদি গণভোটে প্রস্তাবিত সংশোধনীর পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পড়ে, তাহলে রাষ্ট্রপতি উক্ত ফলাফলের ভিত্তিতে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে সংবিধান সংশোধনী বিলে সম্মতি প্রদান করবেন।

**20.আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুমোদন:**

(ক) কমিশন এই মর্মে সুপারিশ করছে যে, (অ) বিদেশি রাষ্ট্র, (আ) আন্তর্জাতিক সংস্থা, (ই) বিদেশি সরকার, (ঈ) বিদেশি কোম্পানি, বা (উ) বাংলাদেশে নিবন্ধিত সংখ্যাগরিষ্ঠ বিদেশি মালিকানাধীন কোম্পানির সাথে কোনো চুক্তি নিম্নকক্ষে উপস্থাপিত হতে হবে। জাতীয় স্বার্থ বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা প্রভাবিত করে এমন কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে আবশ্যিকভাবে আইনসভার উভয় কক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অনুমোদন নিতে হবে। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি আইনসভায় গোপনীয়তা রক্ষা করে আলোচিত হবে।

(খ) উভয় কক্ষের পর্যালোচনা ও অনুমোদনের ফলে যেকোনো চুক্তির ব্যাপক পরীক্ষণ সম্ভব, যা ভারসাম্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিশ্চিত করবে। চুক্তি সম্পর্কে ব্যাপকভিত্তিক আলোচনা ও বিবেচনার সুযোগও এই প্রক্রিয়ায় নিশ্চিত হয়।

**21.অভিশংসন প্রক্রিয়া:**

(ক) রাষ্ট্রদ্রোহ, গুরুতর অসদাচরণ বা সংবিধান লঙ্ঘনের জন্য রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন করা যেতে পারে।

(খ) লিখিতভাবে নিম্নকক্ষের মোট সদস্যের কমপক্ষে এক-চতুর্থাংশের স্বাক্ষরে অভিশংসন প্রস্তাব আনার অভিপ্রায় জানিয়ে নোটিশের মাধ্যমে নিম্নকক্ষ থেকে অভিশংসন প্রক্রিয়া শুরু হবে। প্রস্তাবটি নিম্নকক্ষের মোট সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের কম নয় এমন সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অবশ্যই পাস হতে হবে।

(গ) নিম্নকক্ষ অভিশংসন প্রস্তাবটি পাস করার পর তা উচ্চকক্ষে যাবে, এবং সেখানে শুনানি অনুষ্ঠিত হবে। এখানে রাষ্ট্রপতির আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার থাকবে।

(ঘ) উচ্চকক্ষ অভিশংসন প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য একটি বিশেষ কমিটি নিয়োগ করতে পারবে। এই কমিটির দায়িত্ব হবে সাক্ষ্য—প্রমাণ গ্রহণ করা এবং শুনানি পরিচালনা করে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা।

(ঙ) শুনানি শেষে প্রতিবেদন উপস্থাপিত হলে উচ্চকক্ষ সাক্ষ্য–প্রমাণ এবং যুক্তি বিবেচনা করবে। রাষ্ট্রপতিকে দোষী সাব্যস্ত অথবা অপসারণ করতে উচ্চকক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের প্রয়োজন হবে।

## 22. ন্যায়পাল নিয়োগ

***সুপারিশমালা***

কমিশন সুপারিশ করছে যে ন্যায়পালের নিয়োগ হবে একটি সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা। একজন সাংবিধানিক পদাধিকারী হিসেবে ন্যায়পালের ক্ষমতা হবে মন্ত্রণালয়, সরকারি কর্মকর্তা এবং সরকারি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রহণ, তদন্ত এবং সমাধান করা। এর ফলে জনপ্রশাসন ও শাসনব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

**প্রস্তাবিত সংস্কারের কারণে বর্তমান সংবিধানের যেসব বিধান সংস্কার করতে হবে:**

| প্রাসঙ্গিক প্যারা | সংস্কার প্রস্তাব | বিদ্যমান সংবিধানের বিধান |
|---|---|---|
| ৩ | দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা | অনুচ্ছেদ ৬৫ (১) |
| ৫ | নিম্নকক্ষ ৪০০ আসনের সমন্বয়ে গঠিত হবে | অনুচ্ছেদ ৬৫ (২) |
| ৫ | সংরক্ষিত ১০০ নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন | অনুচ্ছেদ ৬৫ (৩) |
| ৭ | ১০% আসনে তরুণ নেতৃত্ব | নতুন অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত হবে |
| ৮ | নির্বাচনে অংশগ্রহণের বয়সসীমা ২১ | অনুচ্ছেদ ৬৬ (১) |
| ৯ | দুজন ডেপুটি স্পিকার, তার মধ্যে একজন বিরোধী দলের | অনুচ্ছেদ ৭৪ |
| ১০ | সংসদের মেয়াদ কমিয়ে চার বছর | অনুচ্ছেদ ৭২ (৩) |
| ১১ | দলের বিপক্ষে ভোট প্রদান | অনুচ্ছেদ ৭০ |
| ১২ | স্থায়ী কমিটি | অনুচ্ছেদ ৭৬ |
| ১৪-১৬ | উচ্চকক্ষের গঠন ও মেয়াদ | নতুন অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত হবে |
| ১৮ | উচ্চকক্ষের দায়িত্ব | নতুন অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত হবে |
| ১৯ | সংবিধান সংশোধন | অনুচ্ছেদ ১৪২ |

| | | |
|---|---|---|
| ২০ | আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুমোদন | অনুচ্ছেদ ১৪৫ ক |
| ২১ | অভিশংসন প্রক্রিয়া | অনুচ্ছেদ ৫২ |
| ২২ | ন্যায়পাল নিয়োগ | অনুচ্ছেদ ৭৭ |

## নির্বাহী বিভাগ

### ১. সরকারের প্রকৃতি

১.১ কমিশন সুপারিশ করছে যে, আইনসভার নিম্নকক্ষে যে সদস্যের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থন আছে তিনি সরকার গঠন করবেন। নাগরিকতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্ব প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা দ্বারা প্রয়োগ করা হবে।

১.২ কমিশন রাষ্ট্রপতির কিছু সুনির্দিষ্ট দায়িত্বের সুপারিশ করছে যা ৩.৩ (রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব এবং কার্যাবলী) নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে। এই বিশেষ কার্যাবলী কিংবা সংবিধানে উল্লিখিত বিষয় ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে কাজ করবেন।

১.৩ কমিশন রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়ন এবং রাষ্ট্রীয় অঙ্গ ও প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ভারসাম্য নিশ্চিত করার জন্য একটি জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল ["এনসিসি"] গঠনের সুপারিশ করছে। এনসিসি সংবিধান দ্বারা নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট কার্যাবলী, বিশেষ করে বিভিন্ন সাংবিধানিক ও বিধিবদ্ধ সংস্থার প্রধানদের নিয়োগ সম্পাদন করবে।

### ২. জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল

জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল ["এনসিসি"] রাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান।

### ২.১ এনসিসি গঠন (আইনসভা বহাল অবস্থায়)

২.১.১ নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা এনসিসি-র সদস্য হবেন:

(অ) রাষ্ট্রপতি

(আ) প্রধানমন্ত্রী

(ই) বিরোধীদলীয় নেতা

(ঈ) নিম্নকক্ষের স্পিকার

(উ) উচ্চকক্ষের স্পিকার

(ঊ) প্রধান বিচারপতি

(ঋ) বিরোধী দল মনোনীত নিম্নকক্ষের ডেপুটি স্পিকার

(ও) বিরোধী দল মনোনীত উচ্চকক্ষের ডেপুটি স্পিকার

(ঔ) প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধীদলীয় নেতার প্রতিনিধিত্বকারী সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের উভয় কক্ষের সদস্যরা ব্যতীত, আইনসভার উভয় কক্ষের বাকি সকল সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে তাদের মধ্য থেকে মনোনীত ১ (এক) জন। উক্ত ভোট আইনসভার উভয় কক্ষের গঠনের তারিখ থেকে ৭ (সাত)

কার্য দিবসের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। জোট সরকারের ক্ষেত্রে, প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দল ব্যতীত জোটের অন্য দলের সদস্যরা উক্ত মনোনয়নে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন।

২.১.২ আইনসভা ভেঙ্গে গেলেও, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা শপথ না নেওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান এনসিসি সদস্যরা কর্মরত থাকবেন।

**২.২ এনসিসি গঠন (আইনসভা না থাকলে)**

২.২.১ নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা এনসিসি এর সদস্য হবেন:

(অ) রাষ্ট্রপতি

(আ) প্রধান উপদেষ্টা

(ই) প্রধান বিচারপতি

(ঈ) প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক মনোনীত উপদেষ্টা পরিষদের ২ (দুই) জন সদস্য।

২.২.২ প্রধানমন্ত্রী শপথ নেওয়ার সাথে সাথে এনসিসি গঠনে অনুচ্ছেদ ২.১.১ প্রযোজ্য হবে।

**২.৩ কার্যাবলী**

২.৩.১ নিয়োগ

এনসিসি নিম্নলিখিত পদে নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে নাম প্রেরণ করবে:

(অ) নির্বাচন কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার

(আ) অ্যাটর্নি জেনারেল

(ই) সরকারি কর্ম কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার

(ঈ) দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার

(উ) মানবাধিকার কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার

(ঊ) প্রধান স্থানীয় সরকার কমিশনারসহ অন্যান্য কমিশনার

(ঋ) প্রতিরক্ষা-বাহিনীসমূহের প্রধান

(এ) আইন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো পদে নিয়োগ।

২.৩.২ এনসিসি নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার নাম প্রেরণ করবে।

২.৩.৩ এনসিসি সংবিধান দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করবে। আইনসভা আইন দ্বারা এনসিসিকে অতিরিক্ত কার্যভার অর্পণ করতে পারবে।

## ২.৪ সভা এবং কর্ম পদ্ধতি

২.৪.১ এনসিসি প্রতি ৩ (তিন) মাসে অন্তত একটি সভা আয়োজন করবে। তবে রাষ্ট্রপতি যে কোনো সময়ে বিশেষ সভা আহ্বান করতে পারবেন। বিশেষ প্রয়োজনে এনসিসি-র ৩ (তিন) সদস্যের লিখিত অনুরোধে রাষ্ট্রপতি জরুরী সভা আহ্বানে বাধ্য থাকবেন। রাষ্ট্রপতি নিয়মিতভাবে এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে প্রধান বিচারপতি, এনসিসির সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

২.৪.২ সংবিধানে ভিন্ন কিছু উল্লেখ না থাকলে, সমস্ত সিদ্ধান্ত এনসিসির মোট সদস্য সংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে নিতে হবে।

২.৪.৩ মোট সদস্য সংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠের উপস্থিতি এনসিসি-র সভার কোরাম হবে।

২.৪.৪ এনসিসি নিজস্ব কর্মপদ্ধতি এবং অন্যান্য উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় রুলস তৈরি করবে।

# ৩. রাষ্ট্রপতি

## ৩.১ পদমর্যাদা ও যোগ্যতা

রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে থাকবেন। কোনো ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবার যোগ্য হবেন, যদি তিনি-

(অ) ন্যূনতম ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) বছর বয়সের হন; অথবা

(আ) আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হবার যোগ্য হন; অথবা

(ই) কখনও সংবিধানের অধীন অভিশংসন দ্বারা রাষ্ট্রপতির পদ হতে অপসারিত না হন।

## ৩.২ নির্বাচন এবং মেয়াদ

৩.২.১ কমিশন সুপারিশ করছে যে, রাষ্ট্রপতি নির্বাচক মন্ডলীর (ইলেক্টোরাল কলেজ) সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত হবেন। নিম্নলিখিত ভোটারদের সমন্বয়ে নির্বাচক মন্ডলী (ইলেক্টোরাল কলেজ) গঠিত হবে -

(অ) আইনসভার উভয় কক্ষের প্রতিটি সদস্যদের একটি করে ভোট;

(আ) প্রতিটি ‘জেলা সমন্বয় কাউন্সিল’ এর সামষ্টিকভাবে একটি করে ভোট [উদাহরণ: ৬৪ টি ‘জেলা সমন্বয় কাউন্সিল’ থাকলে ৬৪ টি ভোট];

(ই) প্রতিটি ‘সিটি কর্পোরেশন সমন্বয় কাউন্সিল’ এর সামষ্টিক ভাবে একটি করে ভোট।

৩.২.২ সংশ্লিষ্ট প্রতিটি সমন্বয় কাউন্সিলের সকল সদস্য মিলে রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীদের মধ্যে যাকে সর্বোচ্চ ভোট দিবেন তিনি একটি ভোট পেয়েছেন বলে গণ্য হবে। একটি সমন্বয় কাউন্সিলের প্রদত্ত ভোটে যদি একাধিক রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী সমসংখ্যক সর্বোচ্চ ভোট পান, তবে সেই সমন্বয় কাউন্সিলে পুনরায় ভোট গ্রহণ হবে। পুনরায় অনুষ্ঠিত ভোটে সমন্বয় কাউন্সিলের সদস্যগণ শুধুমাত্র সমসংখ্যক সর্বোচ্চ ভোট প্রাপ্ত পদপ্রার্থীদেরকেই ভোট দিতে পারবেন। সামগ্রিকভাবে নির্বাচন কমিশনের সরাসরি তত্ত্বাবধানে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

৩.২.৩ কমিশন সুপারিশ করছে যে, রাষ্ট্রপতির মেয়াদ হবে ৪ (চার) বছর। রাষ্ট্রপতি সর্বোচ্চ ২ (দুই) বারের বেশি অধিষ্ঠিত থাকবেন না। রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হওয়ার সময় কোনো ব্যক্তি কোনো রাষ্ট্রীয়, সরকারি বা রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের পদে থাকতে পারবেন না।

**৩.৩ দায়িত্ব এবং কার্যাবলী**

৩.৩.১ কমিশন সুপারিশ করছে যে, রাষ্ট্রপতি নিম্নলিখিত নিয়োগগুলি নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে করবেন:

(অ) প্রধান বিচারপতি।

(আ) সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারক।

(ই) সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক।

(ঈ) মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক।

(উ) আইন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো পদ।

৩.৩.২ আইনসভা ভেঙ্গে গেলে রাষ্ট্রপতি সংবিধান অনুযায়ী অন্তর্বর্তী সরকার নিয়োগ করবেন।

৩.৪ **অভিশংসন**

কমিশন সুপারিশ করছে যে, আইনসভার প্রতিটি কক্ষের মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশের ভোটের মাধ্যমে সংবিধানের আইনসভা অধ্যায়ে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন বা অপসারণ করা যাবে।

**৪. প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা**

কমিশন প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভা সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সুপারিশ করছে-

**৪.১ প্রধানমন্ত্রী**

৪.১.১ আইনসভার নিম্নকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থনে প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হবেন।

৪.১.২ নাগরিকতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্ব প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা দ্বারা প্রয়োগ করা হবে।

৪.১.৩ আইনসভার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে যদি কখনো প্রধানমন্ত্রী স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন বা আস্থা ভোটে হেরে যান কিংবা অন্য কোনোও কারণে রাষ্ট্রপতিকে আইনসভা ভেঙে দেয়ার পরামর্শ দেন, সে ক্ষেত্রে যদি রাষ্ট্রপতির নিকট এটা স্পষ্ট হয় যে নিম্নকক্ষের অন্য কোনো সদস্য সরকার গঠনে সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থন পাবে না, তবেই রাষ্ট্রপতি আইনসভার উভয় কক্ষ এক সাথে ভেঙে দেবেন।

৪.১.৪ একজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সর্বোচ্চ ২ (দুই) বার দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। তিনি একাদিক্রমে দুই বা অন্য যে কোনো ভাবেই এই পদে আসীন হন না কেন তাঁর জন্য এ বিধান সমভাবে প্রযোজ্য হবে। প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের প্রধান এবং সংসদ নেতা হিসেবে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না।

**৪.২ মন্ত্রীগণ**

মন্ত্রীগণ ব্যক্তিগত এবং মন্ত্রিসভা যৌথভাবে আইনসভার নিম্নকক্ষের নিকট দায়বদ্ধ হবেন।

**৪.৩ আইনসভার সদস্য**

কমিশন আইনসভার সদস্য পদ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সুপারিশ করছে-

৪.৩.১ কোনো আইনসভার সদস্য স্থানীয় সরকারের এখতিয়ারাধীন কোনো সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কোনো পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না।

৪.৩.২ কোনো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় সরকারি দায়িত্ব ব্যতিরেকে আইনসভা সদস্যের কোনো ভূমিকা থাকবে না।

**৫. অন্তর্বর্তী সরকার**

কমিশন আইনসভার মেয়াদ শেষ হবার পরে কিংবা আইনসভা ভেঙ্গে গেলে পরবর্তী নির্বাচিত সরকার শপথ না নেয়া পর্যন্ত, একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের সুপারিশ করছে যার কাঠামো, দায়িত্ব এবং মেয়াদ নিচে বর্ণনা করা হয়েছে-

**৫.১** এই সরকারের প্রধান 'প্রধান উপদেষ্টা' বলে অভিহিত হবেন। যিনি ৫.৩ অনুচ্ছেদে বর্ণিত পদ্ধতিতে নিযুক্ত হবেন। আইনসভার মেয়াদ শেষ হওয়ার ১৫ (পনের) দিন পূর্বে অথবা আইনসভা ভেঙ্গে গেলে, পরবর্তী অন্যূন ১৫ দিনের মধ্যে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করতে হবে। প্রধান উপদেষ্টা সর্বোচ্চ ১৫ (পনের) সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদের মাধ্যমে কার্য পরিচালনা করবেন।

**৫.২** অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৯০ (নব্বই) দিন হবে। যদি নির্বাচন আগে অনুষ্ঠিত হয় তবে নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রী শপথ গ্রহণমাত্র এই সরকারের মেয়াদের অবসান ঘটবে।

**৫.৩ প্রধান উপদেষ্টা**

কমিশন সুপারিশ করছে যে, নিম্নোক্ত পর্যায়ক্রমিক পদ্ধতিতে আইনসভার সদস্য হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করা হবে-

৫.৩.১ এনসিসি-র ৯ (নয়) সদস্যের মধ্যে ন্যূনতম ৭ (সাত) সদস্যের সিদ্ধান্তে এনসিসি-র সদস্য ব্যতীত নাগরিকদের মধ্য হতে একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হবেন।

৫.৩.২ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৫.৩.১ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব না হলে, সকল অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি ও আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকদের মধ্য থেকে একজনকে এনসিসি-র ৯ (নয়) সদস্যের মধ্যে ন্যূনতম ৬ (ছয়) সদস্যের সিদ্ধান্তে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হবেন।

৫.৩.৩ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৫.৩.২ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব না হলে, এনসিসি-র সকল সদস্যের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে রাষ্ট্রপতি প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

৫.৩.৪ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৫.৩.৩ অনুযায়ী এনসিসি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে, বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন তিনি প্রধান উপদেষ্টা হবেন।

৫.৩.৫ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৫.৩.৪ অনুযায়ী যদি উক্তরূপ সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে না পাওয়া যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হন, তা হলে তাঁর অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি প্রধান উপদেষ্টা হবেন। একই ভাবে তাঁকেও না পাওয়া গেলে অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হলে পর্যায়ক্রমে অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি যাকে পাওয়া যায় তিনি প্রধান উপদেষ্টা হবেন।

৫.৩.৬ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৫.৩.৫ অনুযায়ী যদি কোনো অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে না পাওয়া যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হন, তবে আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন তিনি প্রধান উপদেষ্টা হবেন।

৫.৩.৭ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৫.৩.৬ অনুযায়ী যদি উক্তরূপ আপিল বিভাগের সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হন, তা হলে তাঁর অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত আপিল বিভাগের বিচারক প্রধান উপদেষ্টা হবেন। একই ভাবে তাঁকেও না পাওয়া গেলে অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হলে পর্যায়ক্রমে অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত আপিল বিভাগের বিচারক যাকে পাওয়া যায় তিনি প্রধান উপদেষ্টা হবেন।

**৫.৪ উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য**

প্রধান উপদেষ্টা মনোনীত হবার পর তিনি আইনসভার সদস্য হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন এবং কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য নন এমন অনূর্ধ্ব ১৪ (চৌদ্দ) জন ব্যক্তিকে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসেবে মনোনয়ন করবেন।

**৫.৫ কার্যাবলী**

অন্তর্বর্তী সরকার সকল রাজনৈতিক দল এবং নির্বাচনী প্রার্থীদের জন্য সমান সুযোগের ক্ষেত্র তৈরি করে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু সংসদ নির্বাচনের ব্যাবস্থা করবে এবং অন্তর্বর্তী সময়ে সরকারের দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা করবে।

**৫.৬** প্রধান উপদেষ্টা পদত্যাগ করলে বা মৃত্যুবরণ করলে বা প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগের যোগ্যতা হারালে উপদেষ্টা পরিষদ তাদের মধ্য থেকে একজন সদস্যকে মনোনীত করবেন এবং রাষ্ট্রপতি তাঁকে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দিবেন।

**৬. স্থানীয় সরকার**

**৬.১ ক্ষমতায়ন**

৬.১.১ কমিশন সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ("এল.জি.আই.") আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং আইন দ্বারা নির্ধারিত সকল কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কার্যকরী স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করার সুপারিশ করছে। জাতীয়

পরিকল্পনার বাস্তবায়ন কর্মসূচির অংশ না হলে, স্থানীয় পর্যায়ে সকল উন্নয়ন কাজের উপর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (এলজিআই-এর) সম্পূর্ণ আর্থিক নিয়ন্ত্রণ এবং বাস্তবায়নের কর্তৃত্ব থাকবে।

৬.১.২ কমিশন সুপারিশ করছে, যে সকল সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী এলজিআই-এর কাজে সরাসরি নিয়োজিত তারা এলজিআই-এর জনপ্রতিনিধিদের অধীনস্থ হবে৷ এবং যে সকল সরকারি বিভাগ এলজিআই-এর এখতিয়ারভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত, তারা এলজিআই-এর জনপ্রতিনিধিদের নির্দেশনায় কাজ করবে।

৬.১.৩ তহবিল ও বাজেট

(অ) এলজিআই ট্যাক্স, চার্জ, ফি ইত্যাদি আরোপ করে স্থানীয়ভাবে তহবিল সংগ্রহ করতে পারবে। সংগৃহীত তহবিল তার বাজেটের বেশি হলে, উদ্বৃত্ত অর্থ ভবিষ্যতের ঘাটতি পূরণের জন্য সংরক্ষিত তহবিল হিসেবে রাখা হবে।

(আ) যদি প্রাক্কলিত তহবিল এলজিআই-এর বাজেটের চেয়ে কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে সেই বাজেট আইনসভার উচ্চ কক্ষের স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত কমিটির কাছে পাঠাতে হবে। উক্ত বাজেট আইনসভার উচ্চ কক্ষের স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত কমিটি দ্বারা অনুমোদিত হলে কমিটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে বাজেটে উল্লিখিত ঘাটতি বরাদ্দ দিতে নির্দেশ দেবে।

(ই) আইনসভা ভেঙ্গে গেলে, আইনসভার একটি নতুন উচ্চকক্ষ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত, কমিটির সকল কার্যাবলী স্থানীয় সরকার কমিশন কর্তৃক পরিচালিত হবে।

## ৬.২ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান

কমিশন দক্ষ এবং কার্যকর স্থানীয় সরকার নিশ্চিত করতে, সকল স্তরের এলজিআই সংবিধানে উল্লেখ থাকার সুপারিশ করছে। বিদ্যমান স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে, প্রাথমিকভাবে নিম্নলিখিত এলজিআই থাকবে-

(অ) বাংলাদেশের প্রতিটি ইউনিয়নে একটি ইউনিয়ন পরিষদ;

(আ) বাংলাদেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি উপজেলা পরিষদ;

(ই) পৌরসভা; এবং

(ঈ) সিটি কর্পোরেশন।

## ৬.৩ জেলা সমন্বয় কাউন্সিল

কমিশন প্রতিটি জেলায়, একটি 'জেলা সমন্বয় কাউন্সিল' প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করছে যা সেই জেলার মধ্যে সকল এলজিআই-এর জন্য একটি সমন্বয় এবং যৌথ কার্য সম্পাদনকারী সংস্থা হিসাবে কাজ করবে। সিটি কর্পোরেশন 'জেলা সমন্বয় কাউন্সিল' এর অংশ হবে না, কেননা অনুরূপ উদ্দেশ্যে তাদের নিজস্ব সমন্বয়

কাউন্সিল থাকবে। ‘জেলা সমন্বয় কাউন্সিল’ এর কাঠামো, দায়িত্ব এবং কাজের পরিধি প্রসঙ্গে কমিশন নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সুপারিশ করছে -

৬.৩.১ ‘জেলা সমন্বয় কাউন্সিল’ একটি নির্দিষ্ট জেলার মধ্যে সকল এলজিআই-এর নিম্নলিখিত নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হবে -

(অ) প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ থেকে নির্বাচিত চেয়ারম্যান

(আ) প্রতিটি উপজেলা পরিষদ থেকে নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও দুজন ভাইস চেয়ারম্যান

(ই) প্রতিটি পৌরসভা থেকে নির্বাচিত মেয়র ও দুজন ডেপুটি মেয়র

‘জেলা সমন্বয় কাউন্সিল’ এর সদস্যরা নিজেদের মধ্য থেকে চারজন ব্যক্তিকে নির্বাচন করবেন, যারা প্রত্যেকে এক বছর মেয়াদে কাউন্সিলের সভায় পর্যায়ক্রমে সভাপতিত্ব করবেন।

৬.৩.২ প্রতিটি সিটি কর্পোরেশনের একটি ‘সিটি কর্পোরেশন সমন্বয় কাউন্সিল’ থাকবে যা মেয়র, ডেপুটি মেয়র ও সকল কাউন্সিলরদের সমন্বয়ে গঠিত হবে।

৬.৩.৩ জেলা সমন্বয় কাউন্সিলের নিম্নলিখিত কার্যাবলী থাকবে-

(অ) সমগ্র জেলা বা জেলার মধ্যে একাধিক এলজিআই-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এমন উন্নয়ন পরিকল্পনার সমন্বয় করা এবং এই ধরনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সাথে সংযুক্ত প্রতিটি এলজিআই থেকে তহবিল বরাদ্দের সমন্বয় করা।

(আ) জেলার অন্তর্গত প্রতিটি এলজিআই-এর বাজেট প্রনয়নে সহায়তা ও তহবিল সংগ্রহে পারস্পরিক সহযোগিতা করা।

(ই) রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য উপরোল্লিখিত ৩.২.১ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে নির্বাচক মন্ডলী (ইলেক্টোরাল কলেজ) এর অংশ হিসেবে ভোট প্রদান করা।

(ঈ) আইন দ্বারা নির্ধারিত অন্য সকল কার্য সম্পাদন করা।

**৬.৪ নির্বাচন**

অ. কমিশন স্থানীর সরকারের কোনোও প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনে কোনো প্রার্থীকে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের জন্য সংরক্ষিত প্রতীক বরাদ্দ না করার সুপারিশ করছে।

আ. কমিশন এলজিআই-এর সকল নির্বাচন নির্বাচন কমিশনের সরাসরি তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠানের সুপারিশ করছে।

**৬.৫ স্থানীয় সরকার কমিশন**

৬.৫.১ কমিশন একটি স্থানীয় সরকার কমিশন প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করছে যা একজন প্রধান স্থানীয় সরকার কমিশনার এবং ৪ (চার) জন কমিশনার নিয়ে গঠিত হবে।

৬.৫.২ কমিশন সুপারিশ করছে যে,-

(অ) স্থানীয় সরকার কমিশন সকল এলজিআই তত্ত্বাবধান করবে এবং তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সুশাসনের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবে।

(আ) স্থানীয় সরকার কমিশনের কাছে অসদাচরণের অভিযোগ তদন্ত করার ক্ষমতা থাকবে এবং প্রমাণিত হলে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরূদ্ধে স্থগিতাদেশ বা অপসারণসহ যেকোনো আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারবে।

(ই) এলজিআই সমূহের মধ্যে, কিংবা এলজিআই বা কোনো সরকারি বিভাগ কর্তৃক একে ওপরের বিরুদ্ধে অসহযোগিতাসহ অন্য যে কোনো অভিযোগ করলে, স্থানীয় সরকার কমিশনের উভয় পক্ষের বক্তব্য বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়ার ক্ষমতা থাকবে যা উভয় পক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক হবে।

## ৭. প্রতিরক্ষা

৭.১ সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে সংবিধানে কোনো ব্যতিক্রম রাখার সুযোগ নেই। অতএব, কমিশন বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৫ সংশোধন করে শৃঙ্খলা-বাহিনীর সদস্য-সম্পর্কিত কোনো শৃঙ্খলামূলক আইনের ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকার সমভাবে প্রযোজ্য হওয়ার বিধান যুক্ত করার সুপারিশ করছে। সংশ্লিষ্ট বাহিনীর সদস্যদের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ নিষ্পত্তি করার জন্যে শৃঙ্খলা-বাহিনীর প্রয়োজনীয় আভ্যন্তরীণ আইনি কাঠামো থাকতে পারে বলে কমিশন মনে করে।

৭.২ কমিশন সুপারিশ করছে যে, বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহের সর্বাধিনায়কতা রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত থাকবে।

৭.৩ কমিশন সুপারিশ করছে যে, যুদ্ধ ঘোষণা করার ক্ষমতা শুধুমাত্র সংসদের থাকবে। যদি আইনসভা বহাল না থাকে এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব হুমকির মুখে পতিত হয়, তাহলে এনসিসির এই ক্ষমতা থাকবে। তবে আইনসভা গঠনের পর এনসিসির সিদ্ধান্ত সংসদের প্রথম অধিবেশনে অনুমোদিত হতে হবে।

## ৮. অ্যাটর্নি জেনারেল

কমিশন একটি সাংবিধানিক সংস্থা হিসেবে পৃথক স্থায়ী বাংলাদেশ অ্যাটর্নি সার্ভিসেস প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করছে। বাংলাদেশ অ্যাটর্নি সার্ভিসের নেতৃত্বে থাকবেন অ্যাটর্নি জেনারেল। বাংলাদেশের সকল স্তরের আদালতে কর্মরত রাষ্ট্রের প্রত্যেক আইন কর্মকর্তাকে বাংলাদেশ অ্যাটর্নি সার্ভিসেস অফিস নিয়োগ প্রদান করবে।

**প্রস্তাবিত সংস্কারের কারণে বর্তমান সংবিধানের যেসব বিধান বিশেষভাবে সংস্কার করতে হবে:**

| প্রাসঙ্গিক অংশ | সংস্কার প্রস্তাব | বিদ্যমান সংবিধানের বিধান |
|---|---|---|
| ১. | জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল | নতুন অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত হবে |
| ২. | রাষ্ট্রপতি | অনুচ্ছেদ ৪৮-৫৪ |
| ৩. | প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা | অনুচ্ছেদ ৫৫-৫৮ |
| ৪. | অন্তর্বর্তী সরকার | ৫৮খ-৫৮ঙ অনুচ্ছেদ গুলো প্রয়োজনীয় সংশোধনী স্বাপেক্ষে পুনর্স্থাপিত হবে |
| ৫. | স্থানীয় সরকার | অনুচ্ছেদ ৫৯-৬০ |
| ৬. | প্রতিরক্ষা | অনুচ্ছেদ ৪৫, ৬১-৬৩ |
| ৭. | অ্যাটর্নি জেনারেল | অনুচ্ছেদ ৬৪ |

## বিচার বিভাগ

১. 'ন্যায়বিচারের সুযোগ' (এ্যাকসেস টু জাস্টিস) বলতে বোঝায় যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তার সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক বা অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা নির্বিশেষে প্রতিকারের জন্য আইনের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন। তবে ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশে ন্যায়বিচারের সুযোগ সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে রয়ে গেছে। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে হাইকোর্ট বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণ না হওয়া এবং তা শুধুমাত্র রাজধানীতে অবস্থান। ফলে দেশের একটি বৃহৎ অংশ বিশেষত দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতরা, আইনি প্রতিকারের জন্য বিচারব্যবস্থার শরণাপন্ন হতে নিরুৎসাহিত হন।

২. বাংলাদেশের বিচার বিভাগ, বিচারকদের নিয়োগে রাজনৈতিক প্রভাব, সরকারের নির্বাহী বিভাগের হস্তক্ষেপ, বিচারকদের বিরুদ্ধে দলীয় বিবেচনায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থার পক্ষপাতদুষ্ট প্রয়োগ এবং পক্ষপাতমূলক বিচারিক সিদ্ধান্তের দ্বারা জর্জরিত হয়েছে - যার সবগুলোই বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও জবাবদিহিকে খর্ব করেছে। যদিও ২০০০ সালে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ রায় দিয়েছিল যে, বিচার বিভাগীয় পরিষেবাগুলির প্রশাসনিক কার্যক্রম সরকারের নির্বাহী বিভাগের পরিবর্তে সুপ্রিম কোর্টের ওপর ন্যস্ত থাকবে, তবু বিচার বিভাগ এখনো একটি সত্যিকার স্বাধীন প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হতে পারেনি। কেননা, 'অধস্তন আদালত' এখনো নির্বাহী বিভাগ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত। বিচার বিভাগের আর্থিক স্বায়ত্তশাসনের ঘাটতি এবং প্রশাসনিক, পরিচালন, লজিস্টিক ও অন্যান্য ব্যয়ভারের জন্য নির্বাহী বিভাগের ওপর নির্ভরশীলতা এই পরিস্থিতিকে আরও নাজুক করে তুলেছে।

## সুপারিশসমূহ

### <u>সুপ্রিম কোর্টের বিকেন্দ্রীকরণ:</u>

৩. কমিশন উচ্চ আদালতের বিকেন্দ্রীকরণ করে দেশের সকল বিভাগে হাইকোর্ট বিভাগের স্থায়ী আসন প্রবর্তনের সুপারিশ করছে।

৪. প্রস্তাবিত ব্যবস্থায়, সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের আসন রাজধানীতেই থাকবে। দেশের সকল বিভাগে হাইকোর্ট বিভাগের সমান এখতিয়ার সম্পন্ন স্থায়ী আসন স্থাপন করা হবে। হাইকোর্ট বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণ কোনোভাবেই সুপ্রিম কোর্টের একক চরিত্রকে ক্ষুণ্ন করবে না।

### <u>সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ:</u>

৫. কমিশন সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত, নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি স্বাধীন বিচার বিভাগীয় নিয়োগ কমিশন [জুডিশিয়াল অ্যাপয়েনমেন্টস কমিশন, Judicial Appointments Commission (JAC)] গঠনের সুপারিশ করছে। ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট এই কমিশন যাদের সমন্বয়ে গঠিত হবে তারা হচ্ছেন:

১. প্রধান বিচারপতি (পদাধিকারবলে কমিশনের প্রধান)
২. আপিল বিভাগের পরবর্তী দুজন জ্যেষ্ঠ বিচারক (পদাধিকারবলে সদস্য)
৩. হাইকোর্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠতম দুজন বিচারপতি (পদাধিকারবলে সদস্য)
৪. অ্যাটর্নি জেনারেল

৫. একজন নাগরিক (সংসদের উচ্চকক্ষ কর্তৃক মনোনীত)

৬. জুডিশিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্টস কমিশন (জেএসি)-তে একজন নাগরিকের প্রতিনিধিত্ব কমিশনের অন্তর্ভুক্তিমূলক চরিত্র তুলে ধরবে।

৭. জেএসি সততা, নিষ্ঠা, মেধা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, জ্ঞান, পেশাগত অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগের জন্যে যোগ্য প্রার্থীদের একটি তালিকা রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণ করবে যাদেরকে রাষ্ট্রপতি বিচারক হিসেবে নিয়োগ করবেন।

৮. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা বজায় রাখা এবং নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণে এই কমিশন সুপারিশ করছে যে -

*যে কোনো একজন ব্যক্তি সুপ্রিম কোর্টের বিচারক পদে নিয়োগলাভের যোগ্য হবেন যদি তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হন; এবং*

*(ক) সুপ্রিম কোর্টে অন্যূন দশ বছর অ্যাডভোকেট থাকেন; অথবা*

*(খ) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে অন্যূন ১০ (দশ) বছর কোনো বিচার বিভাগীয় পদে দায়িত্ব পালন করেন; অথবা*

*(গ) বাংলাদেশের যেকোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন; এবং*

*(ঘ) সুপ্রিম কোর্টের বিচারক পদে নিয়োগ লাভের জন্য আইনের দ্বারা নির্ধারিত কোনো অযোগ্যতা না থেকে থাকলে।*

**বিচারপতি নিয়োগ:**

৯. কমিশন আপিল বিভাগের বিচারকদের মধ্য থেকে মেয়াদের ভিত্তিতে জ্যেষ্ঠতম বিচারককে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ প্রদানের সুপারিশ করছে।

**সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের অপসারণ:**

১০. কমিশন সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের পেশাগত শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য বিদ্যমান অভ্যন্তরীণ পদ্ধতি (বর্তমানে যেমন সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল রয়েছে) বহাল রাখার সুপারিশ করছে।
তবে প্রস্তাব করা হচ্ছে যে, তদন্ত ও অনুসন্ধানের জন্য অভিযোগ সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে প্রেরণের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির পাশাপাশি জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (ন্যাশনাল কনস্টিটিউশন কাউন্সিল, এনসিসি)-এর থাকবে।

সে মর্মে, এটা প্রস্তাব করা হচ্ছে, সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল অথবা অন্যান্য সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে, যদি রাষ্ট্রপতি বা জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিলের (এনসিসি) বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে, একজন বিচারক নিম্নোক্ত কারণে –

*(ক) শারীরিক বা মানসিক অক্ষমতার দরুন স্বীয় দায়িত্বপালনে অসমর্থ হয়ে পড়েছেন, অথবা*

*(খ) গুরুতর অসদাচরণের জন্য দোষী হতে পারেন,*

*তাহলে রাষ্ট্রপতি অথবা এনসিসি (যা প্রযোজ্য) সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলকে বিষয়টি তদন্ত করে অনুসন্ধানের ফলাফল জানাতে নির্দেশ দেবেন।*

উপরোক্ত তদন্ত নিম্নোক্ত ৩ (তিন) ভাবে সূচনা করা যাবে-

(ক) সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তদন্তের জন্যে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন চাইতে পারবে;

(খ) রাষ্ট্রপতি অন্য যে কোনো সুত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তদন্তের জন্যে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের কাছে পাঠাতে পারবেন;

(গ) এনসিসি প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তদন্তের জন্য সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের কাছে পাঠাতে পারবে;

সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিল যদি রাষ্ট্রপতির কাছে কারো বিষয়ে তদন্তের অনুমতি চায় অথবা রাষ্ট্রপতি যদি সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলকে তদন্তের নির্দেশ দেন সেক্ষেত্রে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল বিষয়টি এনসিসি-কে অবহিত করবে।

সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল অভিযোগ তদন্তের ফলাফল রাষ্ট্রপতি এবং এনসিসি -কে অবহিত করবে।

*যদি তদন্তের ফলাফলের ভিত্তিতে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল মতামত দেন যে, বিচারক স্বীয় দায়িত্বপালনে অসমর্থ অথবা গুরুতর অসদাচরণের জন্য দোষী, তাহলে রাষ্ট্রপতি আদেশবলে বিচারককে অপসারণ করতে পারবেন।*

১১. সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল প্রধান বিচারপতি এবং পরবর্তী দুজন জ্যেষ্ঠতম বিচারকের সমন্বয়ে গঠিত হবে।

**অধস্তন আদালত:**

১২. কমিশন 'অধস্তন আদালত'–এর পরিবর্তে 'স্থানীয় আদালত' ব্যবহারের প্রস্তাব করছে। 'অধস্তন আদালত' অভিব্যক্তি আদালতসমূহের মর্যাদা এবং মূল্যবোধের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ।

১৩. কমিশন সুপারিশ করছে যে, স্থানীয় আদালতের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নিয়োগ, পদায়ন, পদোন্নতি, ছুটি এবং শৃঙ্খলাসহ সকল সংশ্লিষ্ট বিষয় সুপ্রিম কোর্টের কাছে ন্যস্ত থাকবে। এই কমিশন লক্ষ্যে সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে একটি বিচারিক সচিবালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করছে। সংযুক্ত তহবিলের অর্থায়নে সুপ্রিম কোর্ট এবং স্থানীয় আদালতের প্রশাসনিক কার্যক্রম, বাজেট প্রণয়ন ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার ওপর এই সচিবালয়ের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে। এর মাধ্যমে বিচার বিভাগ আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সরকারের নির্বাহী বিভাগ থেকে স্বাধীন থাকবে।

**প্রস্তাবিত সংস্কারের ফলে বিদ্যমান সংবিধানের যে বিধানগুলো সংস্কার করতে হবে:**

| **অনুচ্ছেদ** | **সংস্কার প্রস্তাব** | **বিদ্যমান সংবিধানের সংশোধনযোগ্য বিধানসমূহ** |
|---|---|---|
| ৩ | হাইকোর্ট বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণ | অনুচ্ছেদ ৯৪, ১০০, ১০২, ১০৭, ১০৯, ১১০ |
| ৪ | সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের নিয়োগ | অনুচ্ছেদ ৯৫, ৯৬, ৯৮ |
| ৭ | সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের যোগ্যতা | অনুচ্ছেদ ৯৫ |
| ৮ | প্রধান বিচারপতির নিয়োগ | অনুচ্ছেদ ৯৫ |
| ৯ | সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের অপসারণ | অনুচ্ছেদ ৯৬ |
| ১১ | অধস্তন আদালতের নাম পরিবর্তন | অধ্যায়ের শিরোনাম; ষষ্ঠ ভাগ: বিচার বিভাগ-এ "অধস্তন আদালত"; অনুচ্ছেদ ১০৭, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১৪, ১১৫, ১১৬ |
| ১২ | বিচারিক সচিবালয়ের প্রতিষ্ঠা | অনুচ্ছেদ ৮৮, ১১৫, ১১৬ |

## সাংবিধানিক কমিশনসমূহ

বর্তমান সংবিধানে দুটি সাংবিধানিক কমিশনসংক্রান্ত বিধান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যথা নির্বাচন কমিশন এবং সরকারি কর্ম কমিশন। এই দুটি কমিশনের পাশাপাশি সংবিধান সংস্কার কমিশন (Constitution Reform Commission- CRC) সুপারিশ করছে যে বিদ্যমান মানবাধিকার কমিশন এবং দুর্নীতি দমন কমিশনকে সংবিধানের কাঠামোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হোক এবং স্থানীয় সরকার কমিশন নামে একটি নতুন সাংবিধানিক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হোক।

এই পাঁচটি সাংবিধানিক কমিশন সংবিধানে একটি পৃথক ভাগে অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যার শিরোনাম হবে **"সাংবিধানিক কমিশনসমূহ"**। এই অংশে প্রতিটি কমিশনের জন্য পৃথক পৃথক পরিচ্ছদ থাকবে, যেখানে কমিশন প্রতিষ্ঠা, কমিশনের সদস্যদের নিয়োগ, কার্যকাল এবং কমিশনের কার্যাবলি–সম্পর্কিত মূল বিধানগুলো উল্লেখ করা হবে। প্রতিটি কমিশনের অতিরিক্ত বিবরণ পৃথক আইনের মাধ্যমে প্রদান করা হবে।

সিআরসি (CRC) নিম্নলিখিত পাঁচটি সাংবিধানিক কমিশন নিয়ে সংবিধানের একটি ভাগ তৈরির সুপারিশ করছে, যেখানে প্রতিটি কমিশনের জন্য একটি করে পরিচ্ছেদ থাকবে:

১. **মানবাধিকার কমিশন**

২. **নির্বাচন কমিশন**

৩. **সরকারি কর্ম কমিশন**

৪. **স্থানীয় সরকার কমিশন**

৫. **দুর্নীতি দমন কমিশন**

সিআরসি সুপারিশ করছে যে, সবগুলো কমিশনের গঠন, নিয়োগ, কার্যকাল এবং অপসারণ প্রক্রিয়া একই রকমের হবে। প্রতিটি কমিশনের জন্য সিআরসির সুপারিশগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো।

### ১. মানবাধিকার কমিশন

*মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা*

বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন একজন প্রধান মানবাধিকার কমিশনার এবং অনূর্ধ্ব চারজন মানবাধিকার কমিশনার নিয়ে গঠিত হবে। কমিশনারদের মধ্যে অন্তত একজন নারী থাকতে হবে এবং কমিশনের গঠনে সমাজে বিদ্যমান বহুত্বকে নিশ্চিত করার জন্য আইনের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বর্তমান আইনে বলা হয়েছে যে কমিশনের চেয়ারম্যান এবং একজন সদস্য পূর্ণকালীন হবেন এবং অন্য সদস্যরা সম্মানসূচক সদস্য হিসেবে কাজ করবেন।[95] সিআরসি সুপারিশ করেছে যে মানবাধিকার কমিশনের সকল সদস্য পূর্ণকালীনভাবে নিয়োগকৃত হবেন।

*মানবাধিকার কমিশনে নিয়োগ*

জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (এনসিসি) আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপতির কাছে মনোনয়ন পাঠালে রাষ্ট্রপতি মানবাধিকার কমিশনারদের নিয়োগ দেবেন।

**কার্যকাল**

মানবাধিকার কমিশনের কমিশনারবৃন্দের কার্যের মেয়াদকাল হবে ৪ (চার) বছর।

**কমিশনের কার্যাবলি**

কমিশন আইন দ্বারা নির্ধারিত  কার্য সম্পাদন করবে। কমিশনের কার্যাবলীর মূল বিষয়গুলি হল: তদন্ত ও অনুসন্ধান; সুপারিশ; আইনি সহায়তা এবং মানবাধিকার বিষয়ক প্রচারণা; মানবাধিকার আইন, নিয়ম এবং অনুশীলনের উপর গবেষণা, প্রশিক্ষণ এবং নীতিনির্ধারণে সক্রিয় ভূমিকা রাখা।

মানবাধিকার কমিশনারগণের চাকরির শর্তাবলি, পদত্যাগ এবং অপসারণ

সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনের বিধানাবলী অনুসারে মানবাধিকার কমিশনারদের কর্মের শর্তাবলী রাষ্ট্রপতি আদেশের মাধ্যমে যেভাবে নির্ধারণ করবেন, সেই রকম হবে;

সুপ্রীম কোর্টের বিচারক যে পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হতে পারেন, সেই ধরনের পদ্ধতি ও কারণ ছাড়া কোনো মানবাধিকার কমিশনার অপসারিত হবেন না।

কোনো কমিশনার রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রের মাধ্যমে পদত্যাগ করতে পারবেন।

## ২. নির্বাচন কমিশন

নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক চারজন নির্বাচন কমিশনার নিয়ে গঠিত হবে।[96] কমিশনারদের মধ্যে অন্তত একজন নারী থাকতে হবে এবং কমিশনের গঠনে সমাজে বিদ্যমান বহুত্বকে নিশ্চিত করার জন্য আইনের মাধ্যেম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

[95] Section 5(2) of the National Human Rights Commission Act 2009.
[96] Article 118(1) of the Constitution.

## নির্বাচন কমিশনারগণের নিয়োগ

জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (এনসিসি) আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপতির কাছে মনোনয়ন পাঠালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ দেবেন।

## কার্যকাল

নির্বাচন কমিশনের কমিশনারবৃন্দের কার্যের কার্যকাল হবে ৪ (চার) বছর।

## কমিশনের কার্যাবলি

রাষ্ট্রপতি, সংসদ এবং স্থানীয় সরকারের নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা এবং এসব নির্বাচনের তত্ত্বাবধান, নির্দেশনা এবং নিয়ন্ত্রণ নির্বাচন কমিশনের ওপর অর্পিত থাকবে। কমিশন সংবিধান ও অন্য কোনো প্রাসঙ্গিক আইনের অধীনে নিম্নলিখিত কার্য সম্পাদন করবে:–

(ক) রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচনের আয়োজন করা;
(খ) সংসদ সদস্যদের নির্বাচনের আয়োজন করা;
(গ) স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের নির্বাচনের আয়োজন করা;
(ঘ) সংসদ ও স্থানীয় সরকারের নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ করা; এবং
(ঙ) রাষ্ট্রপতি, সংসদ ও স্থানীয় সরকারের নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা।

নির্বাচন কমিশন সংবিধানে নির্ধারিত দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে এমন কার্য সম্পাদন করবে, যা এই সংবিধান বা অন্য কোনো আইন দ্বারা নির্ধারিত হতে পারে।

নির্বাচন কমিশনারগণের চাকরির শর্তাবলি, পদত্যাগ এবং অপসারণ

সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনের বিধানাবলী অনুসারে নির্বাচন কমিশনারদের কর্মের শর্তাবলী রাষ্ট্রপতি আদেশের মাধ্যমে যেভাবে নির্ধারণ করবেন, সেই রকম হবে;

সুপ্রীম কোর্টের বিচারক যে পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হতে পারেন, সেই ধরনের পদ্ধতি ও কারণ ছাড়া কোনো নির্বাচন কমিশনার অপসারিত হবেন না।

কোনো কমিশনার রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রের মাধ্যমে পদত্যাগ করতে পারবেন।

## ৩. সরকারি কর্ম কমিশন

সরকারি কমিশন প্রতিষ্ঠা

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন একজন প্রধান সরকারি কর্ম কমিশনার এবং অনধিক চারজন সরকারি কর্ম কমিশনার নিয়ে গঠিত হবে। কমিশনারদের মধ্যে অন্তত একজন নারী থাকতে হবে এবং কমিশনের গঠনে সমাজে বিদ্যমান বহুত্বকে নিশ্চিত করার জন্য আইনের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সরকারি কর্ম কমিশনে নিয়োগ

জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (এনসিসি) আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপতির কাছে মনোনয়ন পাঠালে রাষ্ট্রপতি কমিশনারদের নিয়োগ দেবেন।

কার্যকাল

সরকারি কর্ম কমিশনের কমিশনারবৃন্দের কার্যের মেয়াদকাল হবে ৪ (চার) বছর।

কমিশনের কার্যাবলি

সরকারি কর্ম কমিশনের কার্যাবলি নিম্নরূপ:

(ক) নাগরিকতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদের মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা-পরিচালনা;

(খ) রাষ্ট্রপতি কোনো বিষয় সম্পর্কে কমিশনের পরামর্শ চাইলে কিংবা কমিশনের দায়িত্ব-সংক্রান্ত কোনো বিষয় কমিশনের কাছে পাঠানো হলে সেই বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেয়া; এবং

(গ) আইনের মাধ্যমে নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্বপালন।

সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোনো আইনের এবং কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত কোনো প্রবিধানের (যা এই ধরনের আইনের সহিত অসমঞ্জস নয়) বিধানাবলী-সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে কমিশনের সাথে পরামর্শ করবেন:

(ক) নাগরিকতন্ত্রের কাজের জন্য যোগ্যতা ও ঐ কাজে নিয়োগের পদ্ধতি সম্পর্কিত বিষয়াদি;

(খ) নাগরিকতন্ত্রের কাজে নিয়োগদান, ওই কাজের এক শাখা থেকে অন্য শাখায় পদোন্নতি ও বদলি এবং ওই ধরনের নিয়োগ, পদোন্নতি বা বদলির জন্য প্রার্থীর উপযোগিতা-নির্ণয় সম্পর্কে অনুসরণীয় নীতিসমূহ;

(গ) অবসর-ভাতার অধিকারসহ নাগরিকতন্ত্রের কাজের শর্তাবলীকে প্রভাবিত করে, এই ধরনের বিষয়াদি; এবং

(ঘ) নাগরিকতন্ত্রের কাজের শৃঙ্খলামূলক বিষয়াদি।

সরকারি কর্ম কমিশনারগণের চাকরির শর্তাবলি, পদত্যাগ ও অপসারণ

সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনের বিধানাবলী অনুসারে কমিশনারদের কর্মের শর্তাবলী রাষ্ট্রপতি আদেশের মাধ্যমে যেভাবে নির্ধারণ করবেন, সেই রকম হবে;

সুপ্রীম কোর্টের বিচারক যে পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হতে পারেন, সেই ধরনের পদ্ধতি ও কারণ ছাড়া কোনো সরকারি কর্ম কমিশনার অপসারিত হবেন না।

কোনো কমিশনার রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রের মাধ্যমে পদত্যাগ করতে পারবেন।

## ৪. স্থানীয় সরকার কমিশন

স্থানীয় সরকার কমিশনের প্রতিষ্ঠা

বাংলাদেশ স্থানীয় সরকার কমিশন একজন প্রধান স্থানীয় সরকার কমিশনার এবং অনূর্ধ্ব চারজন স্থানীয় সরকার কমিশনার নিয়ে গঠিত হবে। কমিশনারদের মধ্যে অন্তত একজন নারী থাকতে হবে এবং কমিশনের গঠনে সমাজে বিদ্যমান বহুত্বকে নিশ্চিত করার জন্য আইনের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

স্থানীয় সরকার কমিশনারগণের নিয়োগ

জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (এনসিসি) আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপতির কাছে মনোনয়ন পাঠালে রাষ্ট্রপতি কমিশনারদের নিয়োগ দেবেন।

কার্যকাল

স্থানীয় সরকার কমিশনের কমিশনারবৃন্দের কার্যের মেয়াদকাল হবে ৪ (চার) বছর।

কমিশনের কার্যাবলি

স্থানীয় সরকার কমিশন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম তদারক এবং নিয়ন্ত্রণসহ আইন দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য কার্যাবলি পালন করবে।

স্থানীয় সরকার কমিশনারগণের চাকরির শর্তাবলি, পদত্যাগ ও অপসারণ

সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোনো আইনের বিধানাবলী অনুসারে কমিশনারদের কর্মের শর্তাবলী রাষ্ট্রপতি আদেশের মাধ্যমে যেভাবে নির্ধারণ করবেন, সেই রকম হবে;

সুপ্রীম কোর্টের বিচারক যে পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হতে পারেন, সেই ধরনের পদ্ধতি ও কারণ ছাড়া কোনো স্থানীয় সরকার কমিশনার অপসারিত হবেন না।

কোনো কমিশনার রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রের মাধ্যমে পদত্যাগ করতে পারবেন।

## ৫. দুর্নীতি দমন কমিশন

দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠা

দুর্নীতি দমন কমিশন একজন প্রধান দুর্নীতি দমন কমিশনার এবং অনধিক চারজন দুর্নীতি দমন কমিশনার নিয়ে গঠিত হবে। কমিশনারদের মধ্যে অন্তত একজন নারী থাকতে হবে এবং কমিশনের গঠনে সমাজে বিদ্যমান বহুত্বকে নিশ্চিত করার জন্য আইনের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

দুর্নীতি দমন কমিশনারবৃন্দের নিয়োগ

জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (এনসিসি) আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপতির কাছে মনোনয়ন পাঠালে রাষ্ট্রপতি কমিশনারদের নিয়োগ দেবেন।

কার্যকাল

দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনারবৃন্দের কার্যের মেয়াদকাল হবে ৪ (চার) বছর।

কমিশনের কার্যাবলি

দুর্নীতি সম্পর্কিত অনুসন্ধান করা, তদন্ত পরিচালনা করা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা এবং ওই অনুসন্ধান, তদন্ত এবং মামলা দায়েরসহ আইন দ্বারা নির্ধারিত দুর্নীতি বিরোধী অন্য সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা।

দুর্নীতি কমিশনারগণের চাকরির শর্তাবলি, পদত্যাগ ও অপসারণ

সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনের বিধানাবলী অনুসারে কমিশনারদের কর্মের শর্তাবলী রাষ্ট্রপতি আদেশের মাধ্যমে যেভাবে নির্ধারণ করবেন, সেই রকম হবে;

সুপ্রীম কোর্টের বিচারক যে পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হতে পারেন, সেই ধরনের পদ্ধতি ও কারণ ছাড়া কোনো দুর্নীতি দমন কমিশনার অপসারিত হবেন না।

কোনো কমিশনার রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রের মাধ্যমে পদত্যাগ করতে পারবেন।

**স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস**

কমিশন সংবিধানের অধীন একটি স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস গঠনের সুপারিশ করছে। সংবিধানে “বিচার বিভাগ” সংক্রান্ত ভাগের পর আলাদা একটি ভাগে স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস সম্পর্কিত বিধান যুক্ত করা যেতে পারে। “স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস” অংশে মূল বিধান সন্নিবেশিত হবে এবং বিস্তারিত বিষয়াদি আইনের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে। সাংবিধানিক বিধানাবলিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হোক:

- অ্যাটর্নি সার্ভিস হবে একটি স্থায়ী পেনশনযোগ্য সরকারি চাকরি।
- সার্ভিসের জন্য সুনির্দিষ্ট কাঠামো, নিয়োগ পদ্ধতি, পদোন্নতি, বদলি, শৃঙ্খলা, বেতনকাঠামোসহ আর্থিক সুবিধাদি এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ে যথাযথ বিধানসংবলিত আইন থাকবে।
- পর্যাপ্ত অবকাঠামো, বাজেট বরাদ্দ ও সহায়ক জনবলের ব্যবস্থা থাকবে।
- প্রস্তাবিত সার্ভিসের দুটি ইউনিট থাকবে: (ক) সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এবং অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেলের সমন্বয়ে গঠিত সুপ্রিম কোর্ট ইউনিট এবং (খ) সহকারী জেলা অ্যাটর্নি, সিনিয়র সহকারী জেলা অ্যাটর্নি, যুগ্ম জেলা অ্যাটর্নি, অতিরিক্ত জেলা অ্যাটর্নি এবং জেলা অ্যাটর্নি সমন্বয়ে গঠিত জেলা ইউনিট।
- চাকরির শর্ত অনুযায়ী জেলা ইউনিটের কর্মকর্তাদের আন্তঃজেলা বদলি, জেলা ইউনিট থেকে সুপ্রিম কোর্ট ইউনিটে বদলি ও পদোন্নতির সুযোগ থাকবে।
- সুপ্রিম কোর্ট ইউনিট থেকে যোগ্যতাসম্পন্ন অ্যাটর্নি হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারক পদে নিয়োগের জন্য আবেদন করতে পারবেন।
- অ্যাটর্নি সার্ভিসের প্রশাসনিক, আর্থিক, অবকাঠামো এবং সহায়ক জনবলসহ আনুষঙ্গিক বিষয়ের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়ের একটি পৃথক ইউনিটের ওপর।
- জেলা অ্যাটর্নি সার্ভিসে কর্মরত সংশ্লিষ্ট প্রসিকিউটর প্রতিটি তদন্তযোগ্য মামলার তদন্ত প্রক্রিয়া তদারকির দায়িত্বে থাকবেন।
- প্রসিকিউটর কর্তৃক তদন্ত তত্ত্বাবধান বা মামলা পরিচালনায় নির্বাহী কর্তৃপক্ষ কোনো হস্তক্ষেপ বা প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না।

**যৌক্তিকতা**

সরকারি মামলা পরিচালনার জন্য রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস গঠন প্রস্তাবের পক্ষে তথ্য ও যুক্তি বাংলাদেশের বিভিন্ন আদালতে দায়েরকৃত মামলায় জড়িত পক্ষগণের ধরন বিচারে নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়:

- অধিকাংশ ফৌজদারি মামলা পরিচালনায় সরকারের প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকে।
- দেওয়ানি মামলাসমূহের উল্লেখযোগ্য অংশে সরকারের স্বার্থ জড়িত থাকে।
- হাইকোর্ট বিভাগে প্রায় সকল মামলায় সরকার পক্ষভুক্ত থাকে।

অ্যাটর্নি জেনারেলের পদকে একটি সাংবিধানিক পদ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে মূলত সরকারি স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিপুল সংখ্যক মামলা পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বিবেচনা করে। কিন্তু তাঁকে সহায়তা করার জন্য তিনটি স্তরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আইন কর্মকর্তা নিয়োগ করা হলেও তাঁদের বিষয়ে সংবিধানে কোনো কিছু উল্লেখ করা হয়নি।

এছাড়া জেলা পর্যায়ের আদালতগুলোতে সরকারি স্বার্থসংশ্লিষ্ট মামলা পরিচালনার জন্য তিনটি স্তরের পাবলিক প্রসিকিউটর এবং দুটি স্তরের গভর্নমেন্ট প্লিডার রয়েছেন।

এযাবৎ অ্যাটর্নি জেনারেলসহ সকল স্তরের আইন কর্মকর্তা নিযুক্ত হয়েছেন মূলত রাজনৈতিক বিবেচনায় এবং অপ্রতুল আইনি কাঠামোর আওতায়। আইন কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালন বিষয়ে জবাবদিহির কোনো আইনি কাঠামো নেই। যোগ্যতা বা দক্ষতা বা সততা নয়, মূলত আইন কর্মকর্তাগণের নিয়োগকে বিবেচনা করা হয় রাজনৈতিক আনুগত্যের পুরস্কার হিসেবে।

সম্প্রতি নির্মিত অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস ব্যতীত জেলা পর্যায়ে কোনো আইন কর্মকর্তার জন্য পৃথক অবকাঠামো, সহায়ক জনবল, বাজেট বা আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। ফৌজদারি মামলার তদন্তকারী ব্যক্তি অথবা সংস্থার সাথে আইন কর্মকর্তাদের মতামত গ্রহণ বা গুরুত্ব দেওয়ার বাধ্যবাধকতাও নেই। জেলা পর্যায়ের আইন কর্মকর্তার জন্য নির্ধারিত পারিশ্রমিক অতি নগণ্য। কমিশনের সাথে মতবিনিময়ের সময় ঢাকা জেলার পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) এবং গভর্নমেন্ট প্লিডার (জিপি) জানান যে তাঁদের মাসিক সম্মানী/পারিশ্রমিক মাত্র ১৫ হাজার টাকা।

সামগ্রিকভাবে বিভিন্ন পর্যায়ের আইন কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালনের মান মোটেও সন্তোষজনক নয়। বিচারব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থাহীনতা এবং জনস্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে ওপরে বর্ণিত পরিস্থিতি। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য একটি স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস গঠন প্রয়োজন বলে কমিশন মনে করে। এরূপ অ্যাটর্নি সার্ভিসের উদাহরণ প্রতিবেশি দেশগুলোসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রয়েছে।

সংবিধান সংস্কার কমিশন ও বিচার বিভাগীয় সংস্কার কমিশনের মধ্যে মতবিনিময় এবং ২০২৪ সালের ১১ নভেম্বর তারিখের বিচার বিভাগীয় সংস্কার কমিশনের প্রাথমিক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এই সুপারিশমালা প্রস্তুত করা হয়েছে।

**বিবিধ**

**জরুরী অবস্থার বিধানাবলী**

1. কমিশন সুপারিশ করছে যে, কেবলমাত্র এনসিসি-র সিদ্ধান্তক্রমে রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারবেন।
2. জরুরী অবস্থার সময়কাল ৬০ দিনের বেশি হবে না। তবে বিশেষ প্রয়োজনে এনসিসি আরও সর্বোচ্চ ৬০ (ষাট) দিন পর্যন্ত বাড়াতে পারবে।
3. জরুরী অবস্থার সময় সংবিধান দ্বারা নিশ্চিত করা নাগরিকদের কোনো অধিকার রদ বা স্থগিত করা যাবে না। তবে, সাধারণভাবে সংবিধান দ্বারা আরোপিত নাগরিকদের অধিকারের উপর কোনো বিধিনিষেধ বা সীমাবদ্ধতা জরুরি অবস্থার সময় সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। অতএব, কমিশন বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪১খ বাতিলের সুপারিশ করছে।
4. কোনো অবস্থাতেই, নাগরিকদের তাদের অধিকার প্রয়োগের জন্য আদালতে যাওয়ার অধিকার বন্ধ বা স্থগিত করা যাবে না। ফলশ্রুতিতে, জরুরী অবস্থার সময় নাগরিকের অধিকারের কোনো প্রকার লঙ্ঘন বা অপব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে জনগণের অধিকার রক্ষায় বিচার বিভাগের কর্তৃত্ব অব্যাহত থাকবে। অতএব, কমিশন বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪১গ বাতিলের সুপারিশ করছে।

**নাগরিকতন্ত্রের সম্পত্তি:**

১. ‘নাগরিকতন্ত্রের সম্পত্তি’র বর্তমান সংজ্ঞা সম্প্রসারিত করার জন্য কমিশন সুপারিশ করছে, যাতে বাংলাদেশের সামুদ্রিক এলাকায় সব ধরনের সম্পদ অন্তর্ভুক্ত করা যায়। বর্তমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪৩(১)(খ) সংকীর্ণ। এটি নিম্নলিখিতভাবে সংশোধন করা যেতে পারে: ‘‘অভ্যন্তরীণ জলভাগ, রাষ্ট্রীয় সমুদ্রসীমা, সন্নিহিত অঞ্চল, মহীসোপান ও সম্প্রসারিত মহীসোপান, একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল (Exclusive Economic Zone-EEZ), এবং গভীর সমুদ্রে প্রযোজ্য অধিকারসহ সামুদ্রিক অঞ্চলের সকল ভূমি, খনিজ সম্পদ, মূল্যবান দ্রব্যাদি এবং অন্যান্য যে কোনো জৈব ও অজৈব প্রাকৃতিক সম্পদ যা বাংলাদেশ আইন অনুসারে প্রাপ্য হবে।’’

২. অনুচ্ছেদ ১৪৩(২)– এ সংসদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা শুধুমাত্র ‘বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জলসীমা ও মহীসোপানের সীমা-নির্ধারণের বিধান’ বিষয়ে সীমাবদ্ধ। কমিশন সুপারিশ করছে যে, অনুচ্ছেদ ১৪৩(২) এর বিধানটি নিম্নরূপ হতে পারে: ‘সংসদ সময়ে সময়ে আইন দ্বারা বাংলাদেশের ভূখন্ডের এবং জলভাগের সীমা- নির্ধারণের বিধান করতে পারে।’

**চুক্তি:**

১. সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪৫ক এর মাধ্যমে কেবলমাত্র বিদেশের সাথে সম্পাদিত চুক্তি সংসদে উপস্থাপনের বিধান করা হয়েছে। তবে জাতীয় নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো চুক্তি কেবলমাত্র সংসদের গোপন বৈঠকে পেশ করার বিধান আছে। ফলে জাতীয় নিরাপত্তার উপর প্রভাব ফেলে এমন অনেক আন্তর্জাতিক চুক্তি, চুক্তিপত্র এবং দলিলসমূহ গোপনীয়তার আড়ালে সম্পাদন সম্ভব। কমিশন সুপারিশ করছে যে, সব ধরনের আন্তর্জাতিক চুক্তি/চুক্তিপত্র/দলিল যা কোনো দেশ/সংস্থা/কর্পোরেশনের সাথে সম্পাদিত হয়, তা সংসদে উপস্থাপন করতে হবে। এছাড়াও, কমিশন সুপারিশ করেছে যে, জাতীয় স্বার্থ বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার উপর প্রভাব ফেলে এমন বিষয়বস্তু নিয়ে চুক্তি/চুক্তিপত্র/দলিলের ক্ষেত্রে সংসদের পূর্ব অনুমোদন প্রয়োজন।

২. কমিশন সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪৫ক নিম্নলিখিতভাবে সুপারিশ করছে: ‘বিদেশি রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে আন্তর্জাতিক চুক্তি, এবং বিদেশি সংস্থা ও বিদেশি বা বিদেশি মালিকানাধীন কর্পোরেশনের সাথে সকল চুক্তি ও চুক্তিপত্র নির্বাহী কর্তৃত্ব প্রয়োগের মাধ্যমে সম্পাদিত হবে এবং নির্বাহী বিভাগ কর্তৃক সংসদে উপস্থাপিত হবে। তবে, প্রতিরক্ষা এবং কৌশলগত অংশীদারিত্ব, সীমানা, জাতীয় নিরাপত্তা, প্রাকৃতিক সম্পদ, জ্বালানি এবং খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কিত যে কোনো চুক্তি, চুক্তিপত্র বা দলিল সংসদের উভয় কক্ষের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অনুমোদনের পরেই সম্পাদন করা যাবে।’

**সংজ্ঞা:**

১. সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫২ তে ‘রাষ্ট্র’ এর বর্তমান সংজ্ঞায় ‘সংসদ, সরকার এবং আইনানুগ সরকারি কর্তৃপক্ষ’ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বিচারব্যবস্থা রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গের একটি হলেও এটি রাষ্ট্রের সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

২. কমিশন ‘রাষ্ট্র’ শব্দের সংজ্ঞা সংশোধন করে ‘বিচার বিভাগ’কে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করেছে। ‘সংসদ, সরকার এবং আইনানুগ সরকারি কর্তৃপক্ষ’ এর পরিবর্তে বিচার বিভাগ ছাড়াও, ‘আইন বিভাগ’ এবং ‘নির্বাহী বিভাগ’কে রাষ্ট্রের সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করছে। সুতরাং, কমিশন সুপারিশ করছে যে, ‘রাষ্ট্র’ শব্দের সংজ্ঞা নিম্নরূপ সংশোধন করা হোক: “‘রাষ্ট্র’ এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে আইনসভা, নির্বাহী বিভাগ এবং বিচার বিভাগ।”

**ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলি:**

কমিশন সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫০(২) বিলুপ্তির সুপারিশ করছে, এবং এর সংশ্লিষ্ট ৫ম, ৬ষ্ঠ এবং ৭ম তফসিল সংবিধানে না রাখার সুপারিশ করছে।

# তৃতীয় অধ্যায়
# সুপারিশের যৌক্তিকতা

**প্রস্তাবনা**

১. জনগণের ধারাবাহিক সংগ্রামের যথাযথ স্বীকৃতির মাধ্যমে তাদের স্বাধীন ও সার্বভৌম সত্তার ভূমিকাকে মর্যাদা দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। জনগণের দীর্ঘ সংগ্রামের স্বীকৃতি না দিলে ইতিহাসের অপব্যাখ্যা এবং দলীয়করণের ঝুঁকি তৈরি হয়, যা স্বাধীনতার পর থেকে প্রত্যক্ষ করা গেছে। একটি জনগোষ্ঠীর সংগ্রাম, সেই সংগ্রামে অগণিত মানুষের আত্মত্যাগ ও নিবেদনকে উপেক্ষা করা হয়েছে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার শীর্ষবিন্দু হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্বকে সংবিধানের প্রস্তাবনায় অন্তর্ভুক্ত করা অপরিহার্য। পাশাপাশি, ২০২৪ সাল যেভাবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় গতিপথে মৌলিক পরিবর্তন এনেছে, তার স্বীকৃতিও সংবিধানে থাকা উচিত বলে কমিশন মনে করে।

২. স্বাধীনতা যুদ্ধের তিন মূলনীতি—সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক সুবিচার—এবং ২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী গণতান্ত্রিক চেতনা রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হলে তা বাংলাদেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষার যথাযথ প্রতিফলন ঘটাবে। একই সঙ্গে, সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে বহুত্ববাদকে গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি। কমিশনের মতে, বহুত্ববাদ ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, বিশ্বাস, ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয় নির্বিশেষে সকলকে সমমর্যাদায় অভিষিক্ত করে এবং স্বাধীন সত্তায় যৌথ বিকাশ নিশ্চিত করে। বহুত্ববাদকে রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করলে বাংলাদেশে বহু জাতি, ধর্ম, ভাষা, বিশ্বাস, সংস্কৃতি ও সকল জনগোষ্ঠীর পরিচয়, মর্যাদা ও অধিকার সংরক্ষিত হবে এবং একটি অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ন্যায়সঙ্গত সমাজ গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

৩. “প্রজাতন্ত্র” শব্দটি নিয়ে কমিশনের কাছে জনসমাজের অনেক সদস্য আপত্তি জানিয়েছেন। তাদের মতে, বাংলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থার অগণতান্ত্রিক চরিত্র এবং শাসকদের সামন্তবাদী জমিদারসুলভ আচরণ “প্রজাতন্ত্র” ধারণার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে। কমিশন মনে করে, দেশের অধিবাসীদের “নাগরিক” হিসেবে দ্ব্যর্থহীন স্বীকৃতি প্রদান এবং শব্দগত বিভ্রান্তি এড়ানোর জন্য রাষ্ট্রের নাম “জনগণতন্ত্রী বাংলাদেশ” করা হলে তা দেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষার যথাযথ বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে। এটি দেশের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং নাগরিকদের মর্যাদাকে আরও সুসংহত করবে।

**নাগরিকতন্ত্র (বর্তমানে 'প্রজাতন্ত্র' নামে অভিহিত)**

**রাষ্ট্র:**

1. কমিশন সুপারিশ করছে যে, রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে ব্যবহৃত 'প্রজাতন্ত্র' এবং 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' শব্দগুলো সংশোধন করা হবে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অগণতান্ত্রিক চরিত্র ও শাসকদের জমিদারসুলভ আচরণের প্রতিফলন ঘটেছে "প্রজাতন্ত্র" শব্দটির মাঝে। কমিশন "নাগরিক" হিসেবে দেশের অধিবাসীদের দ্ব্যর্থহীন স্বীকৃতি এবং শব্দগত বিভ্রান্তি এড়াতে 'প্রজাতন্ত্র' এবং 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' শব্দগুলোর পরিবর্তে 'নাগরিকতন্ত্র' এবং 'জনগণতন্ত্রী বাংলাদেশ' শব্দ ব্যবহার করার সুপারিশ করছে।

**ভাষা:**

2. নাগরিকতন্ত্রের রাষ্ট্র ভাষা বাংলা। তবে, কমিশন বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ভাষা সংবিধানে স্বীকৃতি প্রদান করার সুপারিশ করছে। বহুভাষিক স্বীকৃতি একটি জাতির বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং প্রসারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন ভাষিক সম্প্রদায়ের গুরুত্ব এবং জাতীয় পরিচয়ে তাদের অবদানের স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে তাদের প্রান্তিকীকরণ প্রতিরোধ করা সম্ভব। উপরন্তু বহুভাষিক স্বীকৃতি সকল নাগরিকের জন্য সমান অধিকার এবং অন্তর্ভুক্তির অনুভূতি তৈরি করতে সাহায্য করে।

3. অতএব, কমিশন সুপারিশ করছে যে, বাংলাদেশে মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহৃত সকল ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া আবশ্যক। সে জন্য সংবিধানে নিম্নরূপ অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত করা উচিত: 'নাগরিকতন্ত্রের রাষ্ট্র ভাষা 'বাংলা'। সংবিধান বাংলাদেশে নাগরিকদের মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহৃত সকল ভাষা এ দেশের প্রচলিত ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

4. নেপালের সংবিধানে একটি অনুরূপ বিধান রয়েছে, যা নেপালে মাতৃভাষায় কথিত সকল ভাষা সে দেশের ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।[97] দক্ষিণ আফ্রিকার সংবিধানও ১১টি সরকারি ভাষাকে স্বীকৃতি দেয়, যার মধ্যে জুলু, খোসা, আফ্রিকান্স এবং ইংরেজি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।[98]

**প্রতিকৃতি প্রদর্শন:**

5. কমিশন সুপারিশ করছে যে, জনাব শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি প্রদর্শনের বাধ্যতামূলক বিধান (বিদ্যমান সংবিধানের ৪ক অনুচ্ছেদ) বিলুপ্ত করা হোক। এরূপ বিধান ব্যক্তি বন্দনাকে উৎসাহিত করে, স্বৈরতন্ত্রের পথ সুগম করে। স্বৈরতান্ত্রিক শাসকরা সাধারণত তাদের ক্ষমতা সুসংহত করার জন্য এবং

---

97 নেপালের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬

98 দক্ষিণ আফ্রিকার সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬(১)

বিরোধিতা দমন করার জন্য এমন বিধান করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, সোভিয়েত ইউনিয়নে জোসেফ স্তালিন, চীনে মাও সে–তুং এবং উত্তর কোরিয়ায় কিম জং-উন।

6. এছাড়া কোনো একক ব্যক্তিকে 'জাতির পিতা' হিসেবে অভিহিত করা সমীচীন নয়। মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে এমন অনেক ব্যক্তি রয়েছেন, যারা অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন এবং সর্বোচ্চ ত্যাগও স্বীকার করেছেন। তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং আত্মত্যাগ উপেক্ষা করার কোনো সুযোগ নেই। ফলে, এই রক্তস্নাত মাতৃভূমিতে কোনো একক ব্যক্তিকে 'জাতির পিতা' হিসেবে অভিহিত করার কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি বা বাস্তবতা নেই। শেখ মুজিবুর রহমানের কৃতিত্ব এককভাবে তুলে ধরলে স্বাধীনতাযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা অনেক ব্যক্তির অবদান ম্লান হয়ে যায়, যা একেবারেই ন্যায়সঙ্গত নয়।

**নাগরিকত্ব:**

7. '**বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালি ...**' কমিশন এই বিধান বিলুপ্ত করার সুপারিশ করছে। কমিশন সুপারিশ করছে যে, বর্তমান সংবিধানের **অনুচ্ছেদ ৬(২)** পরিবর্তিত হয়ে নিম্নরূপভাবে সংশোধন করা হোক: 'বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাংলাদেশি বলে পরিচিত হবেন।'[99] বর্তমান **অনুচ্ছেদ ৬(২)** বাংলাদেশের জনগণকে একটি নির্দিষ্ট জাতিগত পরিচয়ে সীমাবদ্ধ করে। এর ফলে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী অবহেলিত এবং উপেক্ষিত বোধ করতে পারে। এরূপ প্রান্তিকীকরণের ফলে নাগরিক হিসেবে তাদের মর্যাদা ও সমান অধিকার ক্ষুণ্ন হতে পারে।

**সংবিধান বাতিল, স্থগিতকরণ ইত্যাদি অপরাধ:**

8. কমিশন বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭ক বিলুপ্তির সুপারিশ করছে। অনুচ্ছেদ ৭ক সংবিধান সমালোচনার অধিকারকে সীমিত করে এবং স্বাধীন মতপ্রকাশের মৌলিক অধিকারকে ক্ষুণ্ন করে। এই বিধান অনুসারে সংবিধানের সমালোচনা করাও সংবিধানের প্রতি নাগরিকদের 'আস্থা, বিশ্বাস বা প্রত্যয়' পরাহত হয়েছে বলে গণ্য হতে পারে। যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। এমন একটি বিধান সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা রাজনৈতিক অপব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করে। তদুপরি পর্যাপ্ত স্পষ্টতার অভাবে অনুচ্ছেদ ৭ক এর প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন উদ্বেগের কারণ হতে পারে।

**বিভিন্ন সাংবিধানিক বিধানের সংশোধন অযোগ্যতা:**

9. কমিশন বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭খ বিলুপ্তির সুপারিশ করছে। এই অনুচ্ছেদ সংবিধানের এক–তৃতীয়াংশের বেশি বিধানকে চিরকালের জন্য 'সংশোধন-অযোগ্য' হিসেবে ঘোষণা করেছে। এমন বিধান আইনগতভাবে অযৌক্তিক; কারণ, এটি ভবিষ্যতের সংসদকে সংবিধান সংশোধনের ব্যাপারে বাধা প্রদান করে। 'সাংবিধানিক হাতকড়া' হিসেবে বর্ণিত এরূপ চিরস্থায়ী বিধান নাগরিকদের সংবিধান সংশোধন করার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করে, যা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। উপরন্তু এই

[99] এ ধরনের বিধান ১৯৭৯ সালের সংবিধান (পঞ্চম সংশোধনী) আইন দ্বারা আনীত সংশোধনীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বিধান সংবিধানের বিকাশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। সুতরাং সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭খ বিলুপ্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে।

**রাষ্ট্রের মূলনীতি সংক্রান্ত বিধানের অন্তর্ভুক্তি:**

10. কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, বহুত্ববাদ এবং গণতন্ত্র অন্তর্ভুক্ত করা হোক। ১৯৭১ সালে সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক সুবিচারের আদর্শ বাংলাদেশের মানুষকে স্বাধীনতা যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ  করেছিলো। ২০২৪ সালে ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র ও বৈষম্যহীনতার আদর্শ সাধারণ মানুষকে একতাবদ্ধ করেছিলো।  অধিকন্তু, সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে বহুত্ববাদ অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক, ন্যায়সঙ্গত এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাজ গঠনে সহায়তা করে।

11. কমিশন এও সুপারিশ করছে যে, বাংলাদেশের সমাজের বহুত্ববাদী চরিত্রকে ধারণ করে এমন একটি বিধান সংবিধানে যুক্ত করা সমীচীন। সে জন্য কমিশন নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করছে: 'বাংলাদেশ একটি বহুত্ববাদী, বহু-জাতি, বহু-ধর্মী, বহু-ভাষী ও বহু-সংস্কৃতির দেশ যেখানে সকল সম্প্রদায়ের সহাবস্থান ও যথাযথ মর্যাদা নিশ্চিত করা হবে।'

**রাষ্ট্রের মূলনীতি:**

12. কমিশন রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র এবং জাতীয়তাবাদকে বাদ দেয়ার সুপারিশ করেছে।

**জাতীয়তাবাদ:**

13. বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদ মূলত বাঙালি জাতিগত পরিচয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত। বর্তমান সংবিধান (অনুচ্ছেদ ৯) জাতিকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদকে সমর্থন করে, যা বাঙালি ভাষা ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। তবে একটি নির্দিষ্ট জাতিগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদ অন্য গোষ্ঠীর স্বার্থ বা মূল্যবোধ উপেক্ষা করে। এর ফলে প্রান্তিকীকরণ ঘটে, যা সামাজিক বিভাজন, বৈষম্য এবং সংঘর্ষের জন্ম দেয়।

14. ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, যখন একটি রাষ্ট্র একটি নির্দিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর পরিচয়ে গড়ে ওঠে, তখন যারা এই পরিচয়ের সাথে খাপ খাওয়াতে পারে না, তারা বৈষম্য ও সামাজিকভাবে বঞ্চিত হওয়ার শিকার হয়। উদাহরণস্বরূপ, অ্যাডলফ হিটলারের নাৎসি পার্টি চরম জাতীয়তাবাদ প্রচার করেছিল, যেখানে আরিয়ান জাতির শ্রেষ্ঠত্ব এবং জার্মান জাতীয়তাবাদকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল। এই চরমপন্থার ফলে একটি স্বৈরাচারী রাষ্ট্র গড়ে ওঠে, যেখানে ভিন্নমত দমন করা হয় এবং ইহুদি, রোমানি জাতি ও অন্য সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার চালানো হয়।

15. কমিশন মনে করে যে, জাতিগোষ্ঠীকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদ মূলত গণতন্ত্রবিরোধী। সুতরাং রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে **জাতীয়তাবাদ** বাদ দেয়ার সুপারিশ করা হয়েছে।

**সমাজতন্ত্র:**

16. সমাজতন্ত্র মূলত গণতান্ত্রিক শাসনবিরোধী। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ব্যক্তিগত অধিকার এবং স্বাধীনতার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করে, যা সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সঙ্গে বিরোধী। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রধানত শিল্প ও সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করে, যা ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে এবং মুক্তবাজার অর্থনীতির ওপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করে। এই কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণ স্বায়ত্তশাসন নীতির বিরোধীও বটে।

17. এছাড়া সমাজতন্ত্র সাধারণভাবে সামষ্টিগত মালিকানা এবং সম্পদ বিতরণের ওপর গুরুত্ব দেয়, যা ব্যক্তিগত সম্পত্তি অধিকার এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারে। কিউবা এবং প্রাক্তন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের মতো সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছিল, যা রাজনৈতিক বহুত্ববাদ এবং ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে সীমিত করেছিল।

18. তাছাড়া গত কয়েক দশকে রাজনৈতিক এবং সামাজিক মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের প্রতি ক্রমশই সমর্থন কমেছে। অনেকেই এখন সমষ্টিগত মালিকানা এবং রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের পরিবর্তে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং বাজারভিত্তিক ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দেন। বর্তমান যুগে সমাজতন্ত্র অনেকটাই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে। এই প্রেক্ষিতে কমিশন সুপারিশ করছে যে, রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে সমাজতন্ত্র বাদ দেয়া হোক।

**ধর্মনিরপেক্ষতা**

19. ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানে রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তবে এটি ১৯৭০ সালের **লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার** বা আওয়ামী লীগের ১৯৭০ সালের নির্বাচনী ইশতেহার বা ১৯৭১ সালে আওয়ামী লীগের প্রস্তাবিত পাকিস্তানের খসড়া সংবিধানে উল্লেখিত ছিল না। কোনো প্রাক্-সাংবিধানিক নথিতে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শাসননীতি হিসেবে গ্রহণ করার কোনো উল্লেখ ছিল না। মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ব রাজনৈতিক আলোচনায় ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল একপ্রকার অপরিচিত ধারণা।[100] তবু কোনো অর্থবহ আলোচনা ছাড়াই ১৯৭২ সালের সংবিধানে রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[101]

---

[100] আসিফ নজরুল, সংবিধান বিতর্ক ১৯৭২: গণপরিষদের রাষ্ট্রভাবনা, প্রথমা প্রকাশন (২০২২), পৃষ্ঠা ১৪৫

[101] আসিফ নজরুল, সংবিধান বিতর্ক ১৯৭২: গণপরিষদের রাষ্ট্রভাবনা, প্রথমা প্রকাশন (২০২২), পৃষ্ঠা ১৩৮

20. এছাড়াও, বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাটি সমাজ ও রাষ্ট্রে বিভক্তি ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে, এবং অতীতে ফ্যাসিবাদী শাসনের আদর্শিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। এটি বাংলাদেশের বিদ্যমান বহুত্ববাদী সমাজের ধারনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, এবং মূলত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যাবস্থা বিরোধী। সুতরাং রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে **ধর্মনিরপেক্ষতা** বাদ দেয়ার সুপারিশ করা হয়েছে।

**মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা**

১। বাংলাদেশের সংবিধানে সীমিতসংখ্যক মানবাধিকার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বর্তমান মৌলিক অধিকার ভাগে কেবল কয়েকটি নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার উল্লেখ করা হয়েছে, যা সংক্ষিপ্তভাবে নীতিভিত্তিক ভাষায় বর্ণিত। যদিও দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে কিছু অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং পরিবেশগত অধিকারের উল্লেখ রয়েছে, সেগুলো আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য নয় এবং মৌলিক অধিকার হিসেবে বিবেচিত হয় না। সংবিধান রাষ্ট্রকে এই নীতিগুলো অনুসরণ করে আইন প্রণয়নের নির্দেশ দিলেও, এই নীতিগুলো বাস্তবে অনুসরণ করা হচ্ছে কি না, আদালত তা পর্যালোচনার ক্ষমতা রাখেন না। নীতিগুলোকে এভাবে উপেক্ষা করার ফলে সেগুলো কার্যত অর্থহীন অনুচ্ছেদে পরিণত হয়, যা সংবিধানের সর্বোচ্চ মর্যাদার ধারণার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের অন্যতম আদর্শ হলো, মানবাধিকারসমূহ বিভাজনযোগ্য নয় এবং তাদের মধ্যে কোনো উঁচু-নিচু ভেদাভেদ করা যায় না। প্রথম, দ্বিতীয় এবং কিছু তৃতীয় প্রজন্মের অধিকারকে পৃথক করে সংবিধানের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগে অন্তর্ভুক্ত করা এবং কেবল তৃতীয় ভাগকে বলবৎযোগ্য করা এই নীতির পরিপন্থী।
তাই কমিশন সুপারিশ করছে যে, বর্তমান সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত অধিকার এবং তৃতীয় ভাগের মৌলিক অধিকারগুলো সংশোধন করে ‘মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা’ নামে একটি একক অধিকারের সনদ গঠন করা হোক।

২। বর্তমান সংবিধানের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ভাগে গণতন্ত্র, ক্ষমতার পৃথকীকরণেরমতন কিছু আকাঙ্ক্ষামূলক নীতি এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও আশ্রয়ের মতো অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তবে এগুলো আদালতে বলবৎযোগ্য নয়। দ্বিতীয় ভাগ থেকে এই অধিকারগুলোকে নতুন মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা নামক একক অধিকারের সনদে অন্তর্ভুক্ত করার পরেও আকাঙ্ক্ষামূলক নীতিগুলো রয়ে যাবে। এই নীতিমালাগুলো সংশোধিত প্রথম ভাগে অন্তর্ভুক্ত করা হলে তা প্রথম ভাগের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ হবে। তবে, এ সকল নীতি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে সংবিধানে এদের আগের মতন অকার্যকর করে রাখার কোনো অবকাশ নেই; কারণ এর অন্যথা হলে রাষ্ট্র জবাবদিহির ঊর্ধ্বে চলে যাবে। উপরন্তু, সংবিধান যেহেতু রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন, এতে এমন কোনো বিধান থাকা উচিত নয়, যা বলবৎযোগ্য নয়। একারণে, এই নীতিগুলো এমনভাবে নতুন করে প্রণয়ন করা উচিত, যেন ভবিষ্যতে সেগুলো ধাপে ধাপে সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হতে পারে। নীতিগুলোকে কেবল কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ না রেখে, এমন একটি কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত, যেখানে তাদের ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন আদালতের পর্যালোচনার আওতায় আনা যায়। এই ব্যবস্থাটি সাংবিধানিক আইনের প্রগতিশীল বিকাশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যার উদাহরণ দক্ষিণ আফ্রিকাসহ নানা দেশে দেখা যায়।

তাই কমিশন সুপারিশ করছে যে, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ভাগ থেকে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় নীতিমালাগুলো সংবিধানের প্রথম ভাগে স্থানান্তরিত হোক।

৩। ‘আইনের দৃষ্টিতে সমতা’ এবং ‘আইনের সমান সুরক্ষা’—সংক্রান্ত সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে মানবাধিকারের ‘সম্মান’ ও ‘সুরক্ষা’-র দিকগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকলেও এর ‘বাস্তবায়ন’-এর দিকটি উপেক্ষিত হয়েছে। তাই, ‘আইনের সমান সুরক্ষা’ শব্দগুচ্ছের পরিধি বাড়িয়ে ‘আইনের সমান সুরক্ষা ও সুবিধা’ অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি, যাতে সমতার অধিকারের ‘বাস্তবায়ন’-এর দিকটি যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়। এ ক্ষেত্রে নাগরিকদের পাশাপাশি সকল ব্যক্তির জন্য এই সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে যাতে বৈষম্য হ্রাস পায় এবং সকলের জন্য একটি ন্যায্য সুযোগ সৃষ্টি হয়।
অতএব, কমিশন সুপারিশ করছে যে, ‘আইনের সমান সুরক্ষার’ পরিধি সম্প্রসারণ করে ‘আইনের সমান সুরক্ষা ও সুবিধা’ (নাগরিকদের পরিবর্তে সকল ব্যক্তির জন্য) অন্তর্ভুক্ত করা হোক।

৪। ২৮ ও ২৯ অনুচ্ছেদে বৈষম্যের অননুমোদিত কারণগুলোর যে তালিকা আছে (ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থান), তা সীমিত এবং সেখানে অল্প কয়েকটি বৈষম্যের কারণ উল্লেখ করা হয়েছে, যা বাংলাদেশের বর্তমান আর্থসামাজিক অবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। কারণগুলো পরিবর্তিত সমাজের জটিল বৈষম্যগুলোকে সম্পূর্ণরূপে ধারণ করতে পারে না, ফলে, অনেক প্রকার সূক্ষ্ম ও কাঠামোগত বৈষম্য সাংবিধানিক সুরক্ষার বাইরে থেকে যায়।
তাই, কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে অননুমোদিত বৈষম্যের যে সীমিত তালিকা আছে, তা পরিবর্তন করে এমন একটি তালিকা করা হোক যেখানে ধর্ম, জাতি, বর্ণ, গায়ের রং, নৃগোষ্ঠী, ভাষা, সংস্কৃতি, লিঙ্গ, রাজনৈতিক মত, শারীরিক বা মানসিক অক্ষমতা, অর্থনৈতিক অবস্থা, জন্মস্থান-এই সবসহ আরও অনেক কারণ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৫। ৩২ অনুচ্ছেদে জীবন ও স্বাধীনতার অধিকার একসঙ্গে আলোচিত হয়েছে, অথচ স্বাধীনতার বিষয়টি ৩৩ অনুচ্ছেদের গ্রেপ্তার ও আটকের বিধানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জীবনের অধিকারের সর্বোচ্চ গুরুত্ব বিবেচনা করে ৩২ অনুচ্ছেদটিকে কেবল জীবনের অধিকারের সুরক্ষার বিষয়ে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। এই অধিকারের সুরক্ষাকে আরও জোরদার করতে সংবিধানে এমন সুস্পষ্ট বিধান থাকা প্রয়োজন, যাতে রাষ্ট্র স্বেচ্ছাচারীভাবে কারও জীবন কেড়ে নিতে না পারে। পাশাপাশি, এই অনুচ্ছেদটিতে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের প্রতিফলন থাকা উচিত।
তাই, জীবনের অধিকারের সর্বোচ্চ গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে কমিশন সুপারিশ করছে যে, জীবনের অধিকার রক্ষা নিয়ে একটি আলাদা অনুচ্ছেদ থাকবে, যা রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় (non-state) সংস্থাসমূহ কর্তৃক বেআইনি কাজ, যেমন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও গুম থেকে সুরক্ষা নিশ্চিত করবে। সংবিধানে শারীরিক অখণ্ডতা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রক্ষার বিধান সুনির্দিষ্টভাবে যুক্ত করা হোক।

৬। সংবিধানের ৩৫ অনুচ্ছেদে যন্ত্রণা কিংবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড থেকে সুরক্ষার বিধান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অনুচ্ছেদটির শিরোনাম 'বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে সুরক্ষা' হওয়ায়, এই সুরক্ষা শুধু বিচার ও শাস্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য বলে মনে হয়। কিন্তু 'যন্ত্রণা কিংবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড'–এর সুরক্ষার ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত এবং তা বিচার ও শাস্তির বাইরে অন্যান্য পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য।
অতএব, কমিশন সুপারিশ করছে যে, 'যন্ত্রণা কিংবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড' সম্পর্কিত একটি স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদ সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হোক, যা বিচার ও দণ্ড এবং অন্যান্য পরিস্থিতিতে সমানভাবে প্রযোজ্য হবে।

৭। অনুচ্ছেদ ৩৪ শুধু বাধ্যতামূলক শ্রম নিষিদ্ধকরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তবে, এই অনুচ্ছেদের ভাষা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তি—বিশেষত নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারবিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি (ICCPR), এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)-এর কনভেনশনগুলোর ভাষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।
অতএব, কমিশন সুপারিশ করছে যে, দাসত্ব, বশ্যতায় আবদ্ধ রাখা এবং জবরদস্তি শ্রম বিষয়ক বর্তমান অনুচ্ছেদটি নিষেধাজ্ঞা বিষয়ক একটি নতুন অনুচ্ছেদ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হোক।

৮। মানব পাচার এবং আধুনিক শোষণের বিভিন্ন রূপ—যার মধ্যে মানব পাচার, যৌন পাচার, শোষণ, দাসত্ব এবং চুক্তিবদ্ধ শ্রম অন্তর্ভুক্ত—বাংলাদেশে মানব নিরাপত্তার অন্যতম বড় হুমকি, তবে বর্তমান সংবিধানে এই হুমকিগুলো মোকাবিলায় সুস্পষ্ট বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়নি।
অতএব, কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে মানব পাচার, যৌন পাচার এবং শোষণের সকল রূপ, যার মধ্যে চোরাচালান, শোষণ এবং দাসত্ব অন্তর্ভুক্ত, প্রতিরোধ ও মোকাবিলায় রাষ্ট্রকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে একটি অনুচ্ছেদ যুক্ত করা হোক।

৯। বিচার ও দণ্ডসংক্রান্ত সুরক্ষার বিদ্যমান ৩৫ অনুচ্ছেদে সীমিত পরিমাণে বিষয়গত এবং প্রক্রিয়াগত অধিকার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বর্তমানে, আইনের ভূতাপেক্ষ কার্যকারিতা থেকে সুরক্ষা (অতীতের কোনো কাজের জন্য বর্তমানে আইন করে শাস্তি না পাওয়ার অধিকার), একই অপরাধের জন্য দুবার বিচারের হাত থেকে সুরক্ষা, দ্রুত ও প্রকাশ্য বিচারের অধিকার এবং নিজের বিরুদ্ধে বাধ্যতামূলকভাবে সাক্ষ্য না দেওয়ার অধিকারের উল্লেখ রয়েছে। তবে, আধুনিক সংবিধানে যে ধরনের ব্যাপক সুরক্ষা থাকা উচিত, তার তুলনায় এই সুরক্ষা যথেষ্ট নয়।
তাই কমিশন সুপারিশ করছে যে, বিচার ও দণ্ডসংক্রান্ত অধিকারের ক্ষেত্রে অবিলম্বে অবহিত হওয়ার অধিকার, আইনগত প্রতিনিধিত্ব ও আইনগত সহায়তার অধিকার, সময়মতো বিচারের অধিকার, যৌক্তিক জামিনে মুক্তির অধিকার, এবং অসাংবিধানিক বা বেআইনি উপায়ে প্রাপ্ত প্রমাণ বাতিল করার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হোক।

১০। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি এবং একটি মৌলিক মানবাধিকার। সংবিধানে ৩৯ অনুচ্ছেদে বাক ও চিন্তার স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু বর্তমান ডিজিটাল যুগে, যেখানে তথ্যপ্রবাহ ও গণমাধ্যম সমাজের চালিকাশক্তি, সেখানে এই অধিকারের আরও সুস্পষ্ট ও জোরালো সুরক্ষা প্রয়োজন। বিশেষ করে, বাংলাদেশের গণমাধ্যমে ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত একচেটিয়া প্রভাব বিস্তার করে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে হুমকির মুখে ফেলার নজির আছে। নানান রাষ্ট্রে এই প্রবণতা দেখা যাওয়ায়, আধুনিক সংবিধানে গণমাধ্যমের ওপর কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ রোধের ব্যবস্থাসহ মতপ্রকাশের স্বাধীনতার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়।
অতএব, কমিশন সুপারিশ করছে যে, রাষ্ট্র এই নিশ্চয়তা প্রদান করবে যে কোনো অবস্থাতেই রাষ্ট্র যোগাযোগের মাধ্যমগুলোর ওপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে না, এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গণমাধ্যমের মালিকানা গোষ্ঠীতান্ত্রিক বা একচেটিয়া হতে দেবে না।

১১। ইন্টারনেট বর্তমানে মানুষের জীবনের সাথে এমনভাবে জড়িয়ে গেছে যে, অনেক মৌলিক মানবাধিকার ভোগ করার জন্য এটি অপরিহার্য। উদাহরণস্বরূপ, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং অন্যান্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি, বৈশ্বিক ও জাতীয় অর্থনীতিও ইন্টারনেটের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল, কারণ বহু পণ্য ও সেবার সরবরাহ ব্যবস্থা এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। তাই নির্বিচারে ইন্টারনেট ব্যবহার বন্ধ করে দিলে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে মানুষের জীবনযাত্রার ওপর গভীর প্রভাব পড়ে। এর গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে, এস্তোনিয়া, গ্রিস এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের আধুনিক সংবিধানে ইন্টারনেট ব্যবহারের অধিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফ্রান্স, ফিনল্যান্ড এবং কোস্টারিকার সাংবিধানিক আদালতসমূহও এই অধিকারকে সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে ঘোষণা করেছে।
অতএব, কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে একটি নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজন করা হোক, যা ইন্টারনেট প্রাপ্তির ন্যায়সঙ্গত অধিকার নিশ্চিত করবে এবং সকল নাগরিকের জন্য যোগাযোগের সকল মাধ্যমে সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করবে।

১২। তথ্য পাওয়ার অধিকার জনগণ ও সরকারের মধ্যে আস্থা গড়ে তোলার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি একটি দেশের শাসনব্যবস্থায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং ন্যায়পরায়ণতা নিশ্চিত করতে সহায়তা করে। বাংলাদেশ ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে, কিন্তু এই অধিকার সংবিধানে সুরক্ষিত নয়। সংবিধানে এই অধিকার অন্তর্ভুক্ত করলে এটি আরও গুরুত্ব পাবে এবং জনগণের ক্ষমতা বাড়াবে। নেপাল, ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র, তিউনিসিয়া এবং ভুটানসহ ৩৩টি দেশ ইতোমধ্যে তাদের সংবিধানে এই অধিকার সংযোজন করেছে। বাংলাদেশের সংবিধানে এই অধিকার অন্তর্ভুক্ত করলে সমাজের সকল স্তরের নাগরিক, প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়ার সুযোগ পাবেন এবং সচেতন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও দেশের ভবিষ্যৎ গঠনে ভূমিকা রাখতে পারবেন।

অতএব, কমিশন সুপারিশ করছে যে, তথ্য পাওয়ার অধিকারকে একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে নিশ্চিত করার জন্য সংবিধানে একটি নতুন অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত করা হোক।

১৩। সমাবেশ ও সংগঠনের স্বাধীনতা গণতন্ত্রের অপরিহার্য অংশ, যা জনগণকে তাদের মতপ্রকাশ এবং যৌথ লক্ষ্যে কাজ করার সুযোগ দেয়। বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৭ ও ৩৮ অনুচ্ছেদে এই অধিকার স্বীকৃত হলেও, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের ওপর বিধিনিষেধ এবং ট্রেড ইউনিয়নসমূহে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের মতো চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। এতে নাগরিকদের সর্বাত্মকভাবে জনজীবনে অংশগ্রহণের সক্ষমতা সীমিত হয়। এ ছাড়া, যুক্তিসংগত বাধানিষেধ শব্দবন্ধটির অর্থ অস্পষ্ট, তাই সরকার চাইলে এর অপব্যবহার করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের অনেক দেশ তাদের সংবিধানে এই অধিকারগুলো স্পষ্টভাবে রক্ষা করে, যাতে নাগরিকেরা শান্তিপূর্ণভাবে সমাবেশ করতে, ইউনিয়ন গঠন করতে এবং সরকারের নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই নিজেদের দাবি জানাতে পারে। এছাড়া, সমাবেশ ও সংগঠনের স্বাধীনতা একই সূত্রে গাঁথা; শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ এবং সম্মিলিতভাবে কাজ করার অধিকার গণতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়ায়, এই দুটি অধিকারকে একটি অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। বুরুন্ডি, জিম্বাবুয়ে, বলিভিয়া এবং সেনেগালের মতো কয়েকটি দেশের নতুন সংবিধানে দেখা যায় যে, অধিকার দুটিকে একটিমাত্র অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত করার একটি নতুন প্রবণতা তৈরি হয়েছে।
তাই কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে সমাবেশ ও সংগঠনের স্বাধীনতার সুরক্ষা নিশ্চিত করা হোক, যাতে জনগণ রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ছাড়াই স্বাধীনভাবে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও যোগদান করতে পারে এবং কাউকে কোনো দল বা গোষ্ঠীতে যোগদান করতে বা থাকতে বাধ্য না করা হয়।

১৪। চিন্তা, বিবেক ও  ধর্মীয় স্বাধীনতা একটি মৌলিক মানবাধিকার, যা ব্যক্তিদের তাদের বিশ্বাস মুক্তভাবে এবং বৈষম্য বা জবরদস্তির ভয় ছাড়াই চর্চার সুযোগ দেয়। সংবিধানের ৩৯(১) অনুচ্ছেদে চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা একটি পরম অধিকার হিসেবে নিশ্চিত করা হয়েছে। সংবিধানের ৪১ অনুচ্ছেদে ধর্মীয় স্বাধীনতার কিছু সুরক্ষা থাকলেও, তা আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার অধীন, এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার সম্পূর্ণ পরিধি সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলা নেই। সংবিধান ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষা করলেও, এটি অবাধে ধর্মচর্চার অধিকার স্পষ্টভাবে নিশ্চিত করে না এবং নাগরিকদের মতো অ-নাগরিকদের ক্ষেত্রেও একই রকম সুরক্ষা দেয় না। সুদান, কিউবা, ফিজি, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মতো অনেক দেশে অ-নাগরিকসহ সবাই ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করে। এতে সকল ব্যক্তি সরকারি হস্তক্ষেপ ছাড়াই স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম পালন, শিক্ষা এবং চর্চায় সম্পৃক্ত হতে পারে।
অতএব, কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে একটি বিস্তারিত বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হোক, যা অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে প্রকাশ্যে বা ব্যক্তিগতভাবে, এককভাবে বা সমষ্টিগতভাবে ধর্ম পালন, প্রচার, প্রসার এবং প্রকাশ করার অধিকার নিশ্চিত করবে।

১৫। সংবিধানের ৩০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদন ছাড়া কোনো নাগরিককের বিদেশি রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত খেতাব, সম্মান, পুরস্কার বা ভূষণ গ্রহণের ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এই নিষেধাজ্ঞার পক্ষে একটি সম্ভাব্য যুক্তি হলো, এটি নাগরিকদের মধ্যে পরোক্ষভাবে সমতা নিশ্চিত করতে সাহায্য করে। কারণ বিদেশি উপাধি, সম্মান বা পুরস্কার পেলে তাদের মধ্যে অসমতা সৃষ্টি হতে পারে। তবে, এই ধারণাটি সমসাময়িক নয়, কারণ ঔপনিবেশিক আমলের মতন, বিদেশি উপাধি বা সম্মানের মাধ্যমে বর্তমানে বৈষম্য সৃষ্টি হয়না। তাছাড়া, এই অনুচ্ছেদটি নাগরিকের অধিকারের পরিবর্তে তাদের উপর একটি বাধ্যবাধকতা আরোপ করে যা বাকি অনুচ্ছেদগুলির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। অতএব, কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে বিদেশি খেতাব গ্রহণ সংক্রান্ত বিধান বাতিল করা হোক।

১৬। বর্তমান সংবিধানে ভোট দেওয়ার অধিকার মৌলিক অধিকার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত নয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে এই অধিকার যেভাবে বারবার লঙ্ঘিত হয়েছে, তেমন আর কোনো অধিকারের ক্ষেত্রে ঘটেনি বললেই চলে। তাই, এখন সময় এসেছে ভোটাধিকারকে সংবিধানে একটি সুস্পষ্ট অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার। এছাড়া, জনগণের অংশগ্রহণ একটি কার্যকর গণতন্ত্রের জন্য খুবই জরুরি, কারণ এর মাধ্যমে সরকার জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকে এবং নাগরিকরা তাদের জীবনকে প্রভাবিত করে এমন নীতি নির্ধারণে ভূমিকা রাখতে পারে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে, নাগরিকরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মতামত প্রদান করে, যা শাসনের বৈধতা এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে।
অতএব, কমিশন সুপারিশ করছে যে, প্রতিটি নাগরিকের জন্য ভোটাধিকার এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের অংশগ্রহণের অধিকার সংবিধান দ্বারা নিশ্চিত করা হোক।

১৭। বাংলাদেশের সংবিধানে সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃত হলেও, অন্যান্য দেশের সংবিধানে এই অধিকারের প্রয়োগ এবং সীমানা সম্পর্কে আরও বিশদ বিবরণ দেওয়া আছে। উদাহরণস্বরূপ, বিদ্যমান সংবিধানে ব্যক্তিগত, সমবায়ী এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানা স্বীকৃত, যেখানে গোষ্ঠীগত বা সম্প্রদায়গত মালিকানা স্বীকৃত নয়। অথচ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃতির ক্ষেত্রে সম্প্রদায়গত মালিকানা বিশেষ গুরুত্ব বহন করতে পারে।
অতএব, কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে রাষ্ট্রীয়, ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত এবং সমবায়ী-এই বিভিন্ন প্রকার মালিকানাকে স্বীকৃতি দেয়া হোক।

১৮। গোপনীয়তার অধিকার বর্তমানে খুব জরুরি হলেও, বাংলাদেশের সংবিধানে এই অধিকারের স্পষ্ট উল্লেখ নেই। ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা, নাগরিকের স্বাধীনতা, এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সমুন্নত রাখার জন্য ব্যক্তি ও জনপরিসরে গোপনীয়তার অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি অত্যন্ত জরুরি। এই স্বীকৃতি ডিজিটাল যুগে তথ্যের অপব্যবহার রোধ এবং নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষায় সহায়ক হবে। দক্ষিণ আফ্রিকা, নাইজেরিয়া, বলিভিয়া ও ফিজির মতো আধুনিক সংবিধানগুলোতে স্পষ্টভাবে গোপনীয়তার অধিকার স্বীকৃত, এবং ভারতের সুপ্রিম কোর্ট সম্প্রতি একে মৌলিক অধিকার হিসেবে ঘোষণা করেছে।
অতএব, কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে ব্যক্তি ও জনপরিসর উভয় ক্ষেত্রে নাগরিকের গোপনীয়তার অধিকার থাকবে।

১৯। বিদ্যমান সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদে শিক্ষার অধিকারকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, যা আইনের দ্বারা নির্ধারিত পর্যায় পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রদানে রাষ্ট্রকে বাধ্য করে। অন্যান্য রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির মতো এটিও আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য নয়। তবে, বিশ্বব্যাপী বহু সংবিধানে শিক্ষার অধিকারকে বলবৎযোগ্য অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ভারতও প্রথমে এই অধিকারকে রাষ্ট্রীয় নীতির অংশ হিসেবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেছিল, কিন্তু এর গুরুত্ব বিবেচনা করে ২০০২ সালে সাংবিধানিক সংশোধনীর মাধ্যমে এটিকে মৌলিক অধিকারে উন্নীত করেছে।
অতএব, কমিশন সুপারিশ করছে যে, শিক্ষার অধিকারকে বলবৎযোগ্য সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে ঘোষণা করা হোক। রাষ্ট্রকে অবশ্যই আইন দ্বারা নির্ধারিত পর্যায় পর্যন্ত সকলের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। এ ছাড়া ব্যক্তিগত যোগ্যতার ভিত্তিতে উচ্চশিক্ষার সুযোগ এবং বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে শিক্ষা সবার জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করে।
২০। বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতের নাজুক অবস্থা ও রাষ্ট্রের নিষ্ক্রিয়তার পরিপ্রেক্ষিতে স্বাস্থ্যকে একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে সংবিধানে স্থান দেওয়া অত্যাবশ্যক। বিশ্বের অনেক সংবিধানে, যেমন—দক্ষিণ আফ্রিকা, তিউনিসিয়া ও

ফিজিতে, এই বলবৎযোগ্য অধিকার স্বীকৃত, মানুষের জীবন রক্ষার জন্য জরুরি স্বাস্থ্যসেবার অধিকার অত্যন্ত জরুরি, যা বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতও ইতিমধ্যে স্বীকার করেছে।
অতএব, কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে রাষ্ট্রের বিদ্যমান সামর্থ্য ও সম্পদের আওতায় একটি বলবৎযোগ্য স্বাস্থ্য অধিকার অন্তর্ভুক্ত করা হোক। রাষ্ট্রকে কোনো ব্যতিক্রম ছাড়াই সকল নাগরিকের জন্য জরুরি চিকিৎসা নিশ্চিত করতে হবে।

২১। স্বাস্থ্যকর ও অর্থবহ জীবনের জন্য অপরিহার্য হওয়া সত্ত্বেও, খাদ্য, পানি ও পয়োনিষ্কাশনের অধিকার বর্তমানে বাংলাদেশের সংবিধানে বলবৎযোগ্য অধিকার হিসেবে নেই। সম্পদের সীমাবদ্ধতা এই অধিকারসমূহকে অবলবৎযোগ্য রাখার যৌক্তিক কারণ হতে পারে না। অন্যদিকে, এই অধিকারগুলোর কয়েকটি দিক, যেমন সুষম বণ্টন বাস্তবায়নের জন্য খুব বেশি অর্থের প্রয়োজন হয় না; বরং বর্তমানে যে সম্পদ আছে, তার সঠিক ও কার্যকর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই তা নিশ্চিত করা সম্ভব।
অতএব, কমিশন সুপারিশ করছে যে, যথাযথ, নিরাপদ এবং পুষ্টিকর খাদ্য, পরিষ্কার ও পানযোগ্য পানি এবং পয়োনিষ্কাশনের অধিকার রাষ্ট্রের সামর্থ্য এবং বিদ্যমান সম্পদের আওতায় বলবৎযোগ্য অধিকার হিসেবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হোক।

২২। বাংলাদেশে গৃহহীনতা একটি গুরুতর সমস্যা, এবং যারা নিজের চেষ্টায় আবাসনের ব্যবস্থা করতে সক্ষম, তারাও আবাসন সংক্রান্ত বিধি-বিধানের অভাব, নিরাপত্তাহীনতা, এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মতন অসংখ্য বাধার সম্মুখীন হন। তাই, বিশ্বের অনেক সংবিধানে যেমন দেখা যায়, বাংলাদেশের সংবিধানেও বাসস্থানের অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন।
সুতরাং, কমিশন সুপারিশ করছে যে, রাষ্ট্রের সামর্থ্য ও বিদ্যমান সম্পদের আওতায় বাসস্থানের অধিকার বলবৎযোগ্য করা হোক, যাতে যথাযথ, নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ এবং স্বাস্থ্যকর বাসস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত হয়।

২৩। বাংলাদেশে ভোক্তা-সুরক্ষার অধিকার প্রায়ই লঙ্ঘিত হয়। খাদ্যে ভেজাল, এবং ভবন নির্মাণ, রান্না ও সেবার নিয়ম না মানার কারণে জনস্বাস্থ্য প্রায়ই বড় ধরনের ঝুঁকির মুখে পড়ে। ভোক্তাদের অধিকার রক্ষার জন্য বর্তমানে যে আইনগুলো প্রচলিত আছে, সেগুলো ভোক্তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারেনি, এমনকি তাদের জন্য কোনো ইতিবাচক অধিকারও তৈরি করতে পারেনি। বাংলাদেশে ক্রেতারা পণ্যের মান নিয়ে চরম অনিশ্চয়তায় ভোগে। এছাড়া, নিয়মিত ও অনিয়ন্ত্রিত মূল্যবৃদ্ধি এবং বাজারের অস্থিতিশীলতা ভোক্তা অধিকারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জনগণের দুর্দশার মূল কারণ।
অতএব, কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে ভোক্তা-সুরক্ষার অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান করা হোক।

২৪। বর্তমান সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহের মধ্যে সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার অন্তর্ভুক্ত থাকলেও তা বলবৎযোগ্য নয়। দারিদ্র্য, অর্থনৈতিক সংকট আর সামাজিক বঞ্চনা থেকে দুর্বল মানুষদের বাঁচাতে এই অধিকার প্রতিষ্ঠা করা খুবই জরুরি। শক্তিশালী সামাজিক নিরাপত্তাব্যবস্থা একটি স্থিতিশীল সমাজ ও টেকসই উন্নয়নের ভিত্তি।
অতএব, কমিশন সুপারিশ করছে যে, বেকারত্ব, মাতৃত্ব, অসুস্থতা, প্রতিবন্ধিতা, বার্ধক্য এবং এতিম হওয়ার মতো পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের সামর্থ্য ও বিদ্যমান সম্পদের আওতায় সামাজিক নিরাপত্তার অধিকারকে বলবৎযোগ্য অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হোক।

২৫। বাংলাদেশের সংবিধানে অনুচ্ছেদে ২০-এ কর্মের অধিকার আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য নয়।বিদ্যমান অনুচ্ছেদেস্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ কর্মক্ষেত্র এবং ন্যূনতম মজুরির মতো জরুরি বিষয়গুলোর অভাব আছে। বাংলাদেশের

পোশাক কারখানাগুলোতে কয়েকটি ভয়ংকর দুর্ঘটনা ঘটেছে, আর চা উৎপাদনসহ অনেক খাতেই কম মজুরি নিয়ে ব্যাপক উদ্বেগ রয়েছে। অথচ, অনেক আধুনিক সংবিধানে কর্মের অধিকারের জোরালো সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে।
অতএব, কমিশন সুপারিশ করছে যে, ন্যূনতম ও ন্যায্য মজুরিসহ নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশের মাধ্যমে সম্মানজনক ও সুরক্ষিত কাজের অধিকারকে বলবৎযোগ্য করা হোক।

২৬। বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের মানুষের বসবাস, তাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব সংস্কৃতি আছে। কিন্তু নিজেদের সংস্কৃতি ধরে রাখা ও উন্নতির কোনো বলবৎযোগ্য অধিকার সংবিধানে নেই। সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য একটি দেশের সম্পদ, এবং এর সুরক্ষা জাতীয় উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। পৃথিবীর অনেক দেশের সংবিধানে স্পষ্টভাবে বলা আছে যে, মানুষের নিজের সংস্কৃতি উন্নয়ন ও সংরক্ষণের অধিকার আছে।
অতএব, কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে সকলের নিজস্ব সংস্কৃতির অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান করা হোক। এই অধিকারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে প্রত্যেকের নিজ ভাষা ব্যবহারের স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক জীবনে অংশগ্রহণ এবং ভাষা, মূল্যবোধ, প্রথা, লিপি ও ঐতিহ্য অনুসারে ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক পরিচয় রক্ষা করা। এ বিষয়ে রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা করবে।

২৭। বাংলাদেশে জাতীয়, জাতিগত, ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের সুরক্ষা ও স্বীকৃতি একটি চলমান উদ্বেগের বিষয়, তবে সংবিধানে এই গোষ্ঠীগুলোর জন্য নির্দিষ্ট বলবৎযোগ্য অধিকার প্রদান করা হয়নি। সংখ্যালঘুদের প্রতি সত্যিকারের সম্মান ও সুরক্ষা দেখাতে হলে, সংবিধানে তাদের জন্য বিশেষ অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া জরুরি। বিশ্বের অনেক দেশ, যেমন কেনিয়া, আর্মেনিয়া ও মন্টেনিগ্রো এই পথে হেঁটেছে।
অতএব, সংবিধানে এমন অনুচ্ছেদ যুক্ত করা হোক যাতে সকল জাতি-গোষ্ঠীর ঐতিহ্য, ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষা ও উন্নতির অধিকার থাকবে এবং আইন দ্বারা নির্ধারিত পর্যায় পর্যন্ত নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের অধিকার থাকবে।

২৮। বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি রয়েছেন, যারা নানা কারণে পিছিয়ে আছেন। যদিও প্রচলিত সাধারণ আইন দ্বারা প্রতিবন্ধীদের কিছু অধিকার সংরক্ষিত হয়েছে, বর্তমান সংবিধানে এ বিষয়ে কোনো নির্দিষ্ট বিধান নেই। সংবিধানে অধিকার যোগ করা সব সময়ই ফলপ্রসূ, কারণ এতে সাধারণ আইনের জোর বাড়ে এবং সরকার কর্তৃক অধিকারের অপব্যবহার রোধ হয়। এছাড়া বাংলাদেশ জাতিসংঘের Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD)-এর পক্ষভুক্ত রাষ্ট্র হিসেবে ওই কনভেনশনের মৌলিক বিধানসমূহ সংবিধানে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা উচিত। তদুপরি, সুদান, কিউবা, নেপাল, ডোমিনিকান রিপাবলিকসহ অনেক নতুন সংবিধানেও প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে। তাই দেশের প্রয়োজন ও আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখতে এই ব্যবস্থা সংবিধানে যোগ করা জরুরি।
অতএব, কমিশন সুপারিশ করছে যে, বিশেষভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য এমন অধিকার যোগ করা হোক যাতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে-বিভিন্ন স্থানে যাওয়ার জন্য যুক্তিসংগত সুযোগ, ইশারা ভাষা ব্যবহার করার সুযোগ এবং তাদের প্রতিবন্ধকতার সাথে সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, উপকরণ ও যন্ত্রপাতির যুক্তিসংগত প্রাপ্তির সুযোগ।

২৯। শিশুদের জাতির ভবিষ্যৎ হিসেবে বিবেচনা করা হয়; তাই তাদের সাংবিধানিক সুরক্ষা প্রদান করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাতে তারা ভবিষ্যতে জাতির উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে। বর্তমান সংবিধানে শিশুদের অধিকার সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিধান নেই; কেবল ২৮(৪) অনুচ্ছেদের অধীনে বিশেষ সুবিধার প্রসঙ্গেই তাদের উল্লেখ রয়েছে। তবে, বর্তমানে, বিশ্বের অনেক দেশের সংবিধানেই শিশুদের অধিকার স্পষ্টভাবে উল্লেখ করার প্রচলন বাড়ছে। যদিও বাংলাদেশ জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ (UNCRC)-এর স্বাক্ষরকারী এবং এই সনদের আলোকে শিশুদের অধিকার রক্ষায় বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করেছে, তবুও এই অধিকারগুলোকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হলে তা অধিক

গুরুত্ব বহন করবে। তখন কোনো শিশুর অধিকার ক্ষুণ্ন হলে, সে সরাসরি দেশের সর্বোচ্চ আদালতে গিয়ে বিচার চাইতে পারবে। পাশাপাশি, শিশুদের জন্য একটি পৃথক বিধান তাদের অধিকারকে স্পষ্টভাবে স্বীকৃতি দেবে এবং সংবিধানকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তুলবে।
অতএব, কমিশন সুপারিশ করছে যে, শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থের নীতিকে গ্রহণ করে একটি শিশু অধিকারবিষয়ক অনুচ্ছেদ যুক্ত করা হোক, যার মধ্যে থাকবে-নাম ও পরিচয়ের অধিকার; সহিংসতা ও অমানবিক আচরণ থেকে সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার; এবং নির্যাতন, অবহেলা, ক্ষতিকর সাংস্কৃতিক প্রথা, যেকোনো ধরনের সহিংসতা, অমানবিক আচরণ ও শাস্তি এবং বিপজ্জনক বা শোষণমূলক শ্রম থেকে সুরক্ষিত থাকার অধিকার, এবং রাষ্ট্রের সামর্থ্য সাপেক্ষে টিকা, স্বাস্থ্যসেবা, পারিবারিক যত্ন বা পিতা-মাতার যত্ন ও পারিবারিক পরিবেশ থেকে বঞ্চিত বা বিচ্ছিন্ন হলে উপযুক্ত বিকল্প যত্ন পাওয়ার অধিকার।

৩০। বর্তমান সংবিধানে পরিবেশের অধিকার রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত আছে, মৌলিক অধিকার হিসেবে নয়। ফলে এটি আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের এবং বাংলাদেশের সংবিধানে জীবনের অধিকারের বিস্তারিত ব্যাখ্যার মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর পরিবেশের অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার অনেক বিচারিক দৃষ্টান্ত রয়েছে।
অতএব, কমিশন সুপারিশ করছে যে, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ, পরিষ্কার, স্বাস্থ্যসম্মত এবং ভারসাম্যপূর্ণ ও টেকসই পরিবেশের অধিকার সংবিধানে নিশ্চিত করা হোক। সকল অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নে ভূমি-নদী-অরণ্য-সমুদ্র-বায়ুকে সর্বদা মুক্ত ও নির্মল রাখা সুনিশ্চিত করবে।

৩১। উন্নয়নের অধিকার টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals) অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয়, যা দারিদ্র্য দূরীকরণ, বৈষম্য হ্রাস ও টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করবে এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের পটভূমি তৈরি করবে। এছাড়া ১৯৮৬ সালের জাতিসংঘ ঘোষণায় (Declaration on the Right to Development) উন্নয়নের অধিকারকে মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এই অধিকার সংবিধানে যোগ করলে বোঝা যাবে দেশ আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের নিয়মকানুন আর দেশের মানুষের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য কতটা অঙ্গীকারবদ্ধ।
অতএব, কমিশন সুপারিশ করছে যে, উন্নয়নের অধিকারকে মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার অংশ হিসেবে বলবৎযোগ্য অধিকার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হোক, যার মাধ্যমে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক উন্নয়নে অংশগ্রহণ, অবদান রাখা এবং উপভোগ করার অধিকার নিশ্চিত করা যাবে, যাতে সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে।
৩২. মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র (Universal Declaration of Human Rights) এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি (International Covenant on Economic Social and Cultural Rights)-তে বিজ্ঞানের অধিকার সম্পর্কে বিধান রয়েছে। এছাড়া বিশ্বের বহু সংবিধানে এই অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। তদুপরি, বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ৯ (উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা) বাস্তবায়নের জন্য গবেষণার স্বাধীনতা ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সুফল ভোগ করতে বিজ্ঞানীদের উৎসাহিত করা অপরিহার্য। বিজ্ঞানের সুবিধার অপব্যবহারের একটি সম্ভাবনা থাকে, তাই রাষ্ট্রকে বিজ্ঞানের প্রতিকূল প্রভাব প্রতিরোধ করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া যেতে পারে।
অতএব, কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে বিজ্ঞানের অধিকার অন্তর্ভুক্ত করা হোক, যেখানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতিতে অংশগ্রহণ ও এর সুফল ভোগের অধিকার, বৈজ্ঞানিক গবেষণার স্বাধীনতা, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতিকূল প্রভাব থেকে সুরক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা হবে।

৩৩. যদিও বাংলাদেশের সংবিধান অনুচ্ছেদ ১৮(ক)–এর অধীনে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পরিবেশ রক্ষার জন্য রাষ্ট্রের ওপর আইনত বলবৎ-অযোগ্য একটি দায়িত্ব অর্পণ করে, সংবিধান এটিকে 'মৌলিক অধিকার' হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না। এছাড়া এতে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে আর্থিক দায় এবং সুবিধার ন্যায্য ভাগ অথবা সম্পদের ন্যায্য ব্যবহারের বিধানের অভাব আছে। কেনিয়া, ভুটান, পোল্যান্ড, ইউক্রেন, আর্জেন্টিনা, এবং হাঙ্গেরির মতো বেশ কয়েকটি দেশ বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ উভয় প্রজন্মের উপকারের জন্য দায়িত্বশীলভাবে সম্পদ পরিচালনা নিশ্চিত করার জন্য টেকসই আর্থিক পদ্ধতি, টেকসই পরিবেশ এবং উন্নয়ন অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।
অতএব, কমিশন সুপারিশ করছে যে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হোক, যা আর্থিক দায়, সুবিধা, প্রাকৃতিক সম্পদসহ সকল সম্পদ বণ্টন (sharing) ও ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি পরিবেশ সুরক্ষায় ন্যায্যতা নিশ্চিত করবে। এছাড়া ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার পর্যবেক্ষণের জন্য একটি কমিশন গঠন করা হোক।

৩৪. জীবনের অধিকার, আইনের দৃষ্টিতে সমতা, নিপীড়ন কিংবা নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অমর্যাদাকর দণ্ড বা ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞার মতো কিছু অধিকার আন্তর্জাতিক মহলে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতার কারণে কিছু নিয়ম jus cogens (আন্তর্জাতিক আইনের অলঙ্ঘনীয় নিয়ম) নীতির মর্যাদা অর্জন করেছে, যা থেকে কোনো বিচ্যুতি অনুমোদিত নয়।
অতএব, কমিশন সুপারিশ করছে যে, জীবনের অধিকার, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা, আইনের দৃষ্টিতে সমতা, নিপীড়ন কিংবা নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অমর্যাদাকর দণ্ড বা ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা, দাসত্ব ও জবরদস্তি শ্রমের নিষেধাজ্ঞাসহ নির্দিষ্ট কিছু অধিকারকে কোনো ধরনের সীমা আরোপের অধীন করা যাবে না।

৩৫. ১৯৭৩ সালের সংবিধান (দ্বিতীয় সংশোধনী) আইনের মাধ্যমে সংবিধানের ৩৩ অনুচ্ছেদে দুটি অতিরিক্ত বিধান যোগ করে নিবর্তনমূলক আটক সংক্রান্ত বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই বিধানের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তিকে ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক পর্যালোচনা ছাড়াই এবং উপদেষ্টা পর্ষদের পর্যালোচনার মাধ্যমে অনির্দিষ্টকালের জন্য আটক রাখার সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। গত ৫২ বছরে নিবর্তনমূলক আটক রাজনৈতিক বিরোধীদের দমন করার একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় কোনো আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের বা আদালতের শুনানি ছাড়াই আটক ব্যক্তিকে কারাগারে রাখা হয়, যা নাগরিকদের ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকারের গুরুতর লঙ্ঘন। নাগরিকদের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে যে অনুচ্ছেদ, একই অনুচ্ছেদে নিবর্তনমূলক আটক বৈধ করার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।

অতএব, কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানের নিবর্তনমূলক আটক সংক্রান্ত বিধানটি বিলুপ্ত করা হোক।

৩৬. বাংলাদেশে জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংবিধানে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার মধ্যে আদালতের রায়ের সমালোচনা করার অধিকার অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। আদালতের দেওয়া রায় সাধারণত চূড়ান্ত হিসেবে বিবেচিত হয়, তবুও যদি কেউ যুক্তিসঙ্গত এবং উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে সেই রায়ের সমালোচনা করে, তাহলে সেই সমালোচনা আইনি ব্যাখ্যা এবং সংস্কারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এই কারণে, আদালতের রায়ও জনসমালোচনার বাইরে নয়, অর্থাৎ জনগণের আলোচনার বিষয় হতে পারে।
অতএব, কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার মধ্যে স্পষ্টভাবে আদালতের রায়ের সমালোচনা করার অধিকার অন্তর্ভুক্ত করা হোক।

৩৭. সংবিধানে মানবাধিকারের জবাবদিহির বিষয়টি প্রায় পুরোটাই বিচার বিভাগের ওপর নির্ভরশীল। সুপ্রিম কোর্টের সংসদ বা নির্বাহী বিভাগ কর্তৃক প্রণীত যেকোনো আইন, সেই সঙ্গে নির্বাহী বিভাগ কর্তৃক গৃহীত যেকোনো প্রশাসনিক পদক্ষেপের সাংবিধানিকতা পর্যালোচনার ক্ষমতা রয়েছে। তবে, মৌলিক অধিকারের সঙ্গে সম্পর্কিত

আইনসমূহ পর্যালোচনার জন্য সংসদে কোনো অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা নেই। কিছু গণতান্ত্রিক দেশে, সংসদীয় কমিটি বা অন্য কোনো ব্যবস্থার মাধ্যমে মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত বিষয়গুলির প্রাথমিক পর্যালোচনা করা হয়।
অতএব, কমিশন সুপারিশ করছে যে, আইনসভায় মানবাধিকার বিষয়ক স্থায়ী কমিটি গঠন করা হোক। এই কমিটি সংসদীয় বিলের খসড়া মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার মানদণ্ডে পর্যালোচনা করবে এবং যথাযথ সুপারিশ প্রদান করবে।

৩৮. সংবিধানে, মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হলে কী ধরনের প্রতিকার পাওয়া যাবে, তা নিয়ে কিছু অস্পষ্টতা আছে। যদিও আদালতের বিভিন্ন রায়ে মাঝে মাঝে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তবুও এই অস্পষ্টতার কারণে লঙ্ঘনকারী হিসেবে চিহ্নিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে একক ও যৌথভাবে আদালতে দায়বদ্ধ করা বা ক্ষতিপূরণের মতো বিশেষ প্রতিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রায়ই কড়াকড়ি দেখা যায়।
অতএব, কমিশন সুপারিশ করছে যে, মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে লঙ্ঘনকারী হিসেবে চিহ্নিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে একক ও যৌথভাবে আদালতে দায়বদ্ধ করা হোক। এবং এক্ষেত্রে আদালত আইন দ্বারা নির্ধারিত উপযুক্ত প্রতিকার ও শাস্তি প্রদান করবে।

৩৯. কমিশন সুপারিশ করছে যে, প্রতিটি মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদাভাবে সীমা আরোপের পরিবর্তে একটি সাধারণ সীমা আরোপের বিধান যুক্ত করা হোক। মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতা ভাগে স্বীকৃত কোনো মৌলিক অধিকার বা স্বাধীনতা কেবল আইন দ্বারা এবং শুধু সেই পরিমাণে সীমিত করা যাবে যে পরিমাণে সীমা আরোপ একটি মুক্ত এবং গণতান্ত্রিক সমাজে যুক্তিসংগত ও ন্যায়সংগত। আরোপিত সীমা সাংবিধানিক কি না, তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে, নিম্নেবর্ণিত মানদণ্ড বিবেচনা করতে হবে:
(ক) আইন দ্বারা আরোপিত সীমা বৈধ ও গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য পূরণ করে কি না;
(খ) আরোপিত সীমা উক্ত উদ্দেশ্যের সাথে যৌক্তিকভাবে সম্পর্কিত কি না;
(গ) আইনের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য এই সীমা সবচেয়ে কম বাধা সৃষ্টিকারী উপায় কি না;
(ঘ) এই সীমা আরোপের এবং আইনের উদ্দেশ্যের গুরুত্বের মধ্যে ভারসাম্য (balance) ও আনুপাতিকতা (proportionality) রক্ষা করা হয়েছে কি না; এবং
(ঙ) এই সীমা আরোপ সংবিধানের অন্যান্য অধিকার ও স্বাধীনতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না।

৪০. সংবিধানে কিছু অধিকার (বিশেষ করে কিছু অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার) এমন হতে পারে যা তাৎক্ষণিকভাবে বাস্তবায়ন করা রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব নয়, বিশেষ করে স্বল্পোন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যেখানে সম্পদের সীমাবদ্ধতা প্রকট। সেক্ষেত্রে, অধিকারগুলোকে সম্পদের প্রাপ্যতার উপর নির্ভরশীল করে এবং ক্রমান্বয়ে বা ধাপে ধাপে বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে, বাস্তবতার নিরিখে অধিকারগুলোর স্বীকৃতি দেয়া উচিত। অধিকারের ক্রমান্বয়ে বাস্তবায়নের দুটি সম্ভাব্য পদ্ধতি রয়েছেঃ হয় এটিকে রাষ্ট্রের বিবেচনার উপর পুরোপুরিভাবে ছেড়ে দেওয়া, অথবা এটিকে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার অধীন করা। বাংলাদেশের বর্তমান সংবিধান প্রথম পদ্ধতিটি গ্রহণ করেছে, যা সরকারকে মূলত জবাবদিহিতাবিহীন করে তোলে। জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে এবং এই অধিকারগুলি সমুন্নত রাখতে, বাংলাদেশের উচিত অধিকারগুলোর ক্রমান্বয়ে বাস্তবায়নের বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার প্রবর্তন করা। এতে রাষ্ট্র তার বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে অধিকারগুলো ক্রমান্বয়ে বাস্তবায়ন করতে যৌক্তিকভাবে কাজ করেছে কিনা আদালত তা যাচাই করে দেখবে। তবে, এভাবে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার পরিধি বৃদ্ধি করলে রাষ্ট্রের

নীতিনির্ধারণী ক্ষেত্রে বিচার বিভাগের অতি-সক্রিয়তা (judicial overreach) দেখা দিতে পারে। আদালত যাতে তাদের পর্যালোচনার ক্ষমতা দায়িত্বশীলতার সাথে এবং আইনসভা ও নির্বাহী বিভাগের কার্যাবলীতে অযথা হস্তক্ষেপ না করে প্রয়োগ করে, সেজন্য সংবিধানে স্পষ্ট নিয়ম থাকা উচিত। এভাবে দক্ষিণ আফ্রিকা ও কেনিয়া অধিকারগুলোর ক্রমান্বয়ে বাস্তবায়ন এবং বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়েছে।

অতএব, কমিশন সুপারিশ করছে যে, যেসব অধিকার সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়নের জন্য উল্লেখযোগ্য সম্পদ ও সময়ের প্রয়োজন, সংবিধান তাদের বাস্তবায়ন সম্পদের প্রাপ্যতার উপর নির্ভরশীল করবে, এবং তাদের ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়নের (progressive realization) প্রতিশ্রুতি থাকবে। কমিশন আরও সুপারিশ করছে যে, কোনো অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে যদি রাষ্ট্র অধিকারটি বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ নেই বলে দাবি করে, তাহলে আদালত নিম্নলিখিত নীতিগুলি বিবেচনা করবে:

(ক) রাষ্ট্রকেই প্রমাণ করতে হবে যে পর্যাপ্ত সম্পদ নেই;

(খ) সম্পদ বরাদ্দের ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রকে অবশ্যই বিরাজমান পরিস্থিতি-বিশেষ করে নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা ব্যক্তির অবস্থা ও অবস্থান-বিবেচনা করে মৌলিক অধিকার বা স্বাধীনতার সর্বাধিক উপভোগ নিশ্চিত করাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে; এবং

(গ) আদালত কেবল এই কারণে রাষ্ট্রের সম্পদ বরাদ্দ সংক্রান্ত কোনো সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করবে না যে রাষ্ট্র সেই সম্পদ ভিন্নভাবে ব্যবহার করতে পারে।

**আইনসভা**

1. বাংলাদেশে একটি এককক্ষবিশিষ্ট সংসদ রয়েছে, যা জাতীয় সংসদ নামে পরিচিত। এটি একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকা থেকে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত ৩০০ জন সদস্য এবং সংরক্ষিত আসনে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে নির্বাচিত অতিরিক্ত ৫০ জন নারী সদস্য নিয়ে গঠিত।[102] রাষ্ট্রপতি সংসদ আহ্বান, মুলতবি এবং ভেঙে দিতে পারেন। সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার ৩০ দিনের মধ্যে অবশ্যই সংসদ আহ্বান করতে হয়। রাষ্ট্রপতি যদি সংসদ আগেই ভেঙে না দেন, তবে সংসদ তার প্রথম বৈঠকের পাঁচ বছর পর নিজে নিজেই ভেঙে যায়।[103] সংসদের অবস্থান রাজধানীতে। সংসদ সদস্য হতে হলে বাংলাদেশের নাগরিক এবং কমপক্ষে ২৫ বছর বয়সী হতে হয়। অযোগ্যতার মধ্যে রয়েছে আদালত কর্তৃক মানসিক ভারসাম্যহীন ঘোষণা, দেউলিয়া, বিদেশি নাগরিকত্ব গ্রহণ এবং গুরুতর অপরাধে দণ্ডিত হওয়া।[104] কোনো সংসদ সদস্য রাজনৈতিক দলের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হলে তাঁর আসন শূন্য হবে যদি তিনি (ক) সেই দল থেকে পদত্যাগ করেন; বা (খ) সংসদে দলের বিরুদ্ধে ভোট দেন।[105]

**<u>আইনসভার গঠন—দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা</u>**

2. স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে একটি এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। তবে সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে এর কার্যকারিতা ক্রমশ প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে আসছে। নির্বাহী কার্যাবলির দুর্বল তদারকি, প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে দুর্বলতা এবং বিভিন্ন কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতার কারণে সংসদ যথাযথ কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেনি। নির্বাহী বিভাগের আধিপত্যের কারণে অর্থপূর্ণ সংসদীয় আলোচনা এবং সংসদের যাচাই–বাছাই কার্যক্রম লক্ষণীয়ভাবে সীমিত হয়েছে। বিরোধী দলগুলোর সংসদ বর্জনের সংস্কৃতির কারণে জবাবদিহির জায়গাটা অনেকটাই সংকুচিত হয়ে পড়েছে।

3. তদুপরি পর্যাপ্ত পর্যালোচনা এবং কার্যকর বিতর্ক ছাড়াই দ্রুত ও দুর্বল আইন প্রণয়নের কারণেও এই এককক্ষবিশিষ্ট ব্যবস্থাটি সমালোচিত হয়েছে। সংসদীয় তদারকি এবং নিয়ন্ত্রণের অভাবে শাসক দলকে নিপীড়নমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ করে দেয়া হয়েছে, যা স্বেচ্ছাচারী আইন প্রণয়ন ও ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণে সহায়তা করেছে। এই ধরনের নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়নের দুটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হচ্ছে সংবিধান (চতুর্থ সংশোধনী) আইন, ১৯৭৫ এবং সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধনী) আইন, ২০১১।

4. তাছাড়া, এককক্ষ বিশিষ্ট সংসদীয় ব্যবস্থা সমাজের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর স্বার্থ, বিশেষ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বার্থ যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে পারে নাই।

***<u>সুপারিশমালা:</u>***

[102] বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৫

[103] বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭২

[104] বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৬

[105] বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭০

5. কমিশন বাংলাদেশের এককক্ষীয় আইনসভার কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতাগুলো মোকাবিলার জন্য একটি দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার প্রস্তাব করছে।

6. দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা একটি নিম্নকক্ষ ('জাতীয় সংসদ') এবং একটি উচ্চকক্ষের ('সিনেট') সমন্বয়ে গঠিত হবে ।

***<u>দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার পক্ষে সুপারিশমালা</u>***

***আইনসভার আধিপত্য রোধ করতে উচ্চকক্ষের ভূমিকা***

7. দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা একটি অতিরিক্ত তত্ত্বাবধায়নমূলক স্তর সংযোজনের মাধ্যমে সংসদে একক কক্ষের নিরঙ্কুশ আধিপত্য এবং একচ্ছত্র ক্ষমতা হ্রাস করবে। নিম্নকক্ষ কর্তৃক প্রস্তাবিত আইন প্রণয়নের পদক্ষেপ উচ্চকক্ষ দ্বারা নিরীক্ষিত হবে। প্রস্তাবিত বিলে মৌলিক মানবাধিকারের সাথে ভারসাম্যপূর্ণ এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না, তাও উচ্চকক্ষ নিশ্চিত করবে। উদাহরণস্বরূপ, অস্ট্রেলিয়ার সিনেট (যা অস্ট্রেলিয়ান সংসদের উচ্চকক্ষ) প্রায়ই প্রতিনিধিসভা (House of Representatives যা নিম্নকক্ষ হিসেবে পরিচিত) কর্তৃক প্রস্তাবিত আইন নিরীক্ষা এবং সংশোধন করার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করেছে। প্রধানমন্ত্রী জন হাওয়ার্ডের শাসনামলে, সিনেট বেশ কয়েকবার অতিমাত্রায় কঠোর বলে বিবেচিত সন্ত্রাসবিরোধী আইন পাস করার সরকারি উদ্যোগকে প্রতিহত করেছিল।[106] যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটেরও হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস কর্তৃক আইন সংশোধন বা প্রতিহত করার নজির রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে ২০০৫ সালে প্যাট্রিয়ট অ্যাক্ট পুনঃঅনুমোদনের সময়, সিনেট বেশ কয়েকটি সংশোধন এনেছিল, যার মধ্যে সরকারের নজরদারিমূলক কর্মকাণ্ডের ওপর বিচার বিভাগীয় তদারকি বাড়ানোর বিধান অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।[107] ফলে দেখা যায় যে উচ্চকক্ষ আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় নিয়ন্ত্রকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, যা নাগরিক অধিকার সুরক্ষায় নিশ্চয়তা প্রদান করে।

*সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা*

8. তাছাড়া দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা সংসদে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে, যা অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক আইন প্রণয়নে সহায়ক হবে। বর্তমানে আইনসভায় সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে অবহেলিত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব সামান্য বা অনুপস্থিত। তবে, উচ্চকক্ষে তাদের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, অস্ট্রেলিয়ান সিনেটে আদিবাসী সম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্য

---

[106] ২১ অক্টোবর ২০০২ তারিখে অস্ট্রেলিয়ার সিনেট 'Australian Security Intelligence Organisation Legislation Amendment (Terrorism) Bill 2002' এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি তদন্তের জন্য সিনেটের আইনি ও সাংবিধানিক রেফারেন্স কমিটির নিকট পাঠায়। তদন্ত রিপোর্ট এখানে পাওয়া যাবে: https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/Legal_and_Constitutional_Affairs/Completed_inquiries/2002-04/asio_2/report/contents.

[107] 'USA Patriot Improvement and Reauthorization Act of 2005'-এর বিস্তারিত পর্যালোচনার জন্য দেখুন: https://sgp.fas.org/crs/intel/RL33332.pdf

প্রতিনিধিত্ব রয়েছে।[108] এর ফলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আইন, যেমন Native Title Act 1993 পাস হয়েছে, যা তাদের প্রথাগত আইন ও রীতিনীতি অনুযায়ী ভূমির অধিকার স্বীকৃতি দেয়।

9. কমিশন মনে করে যে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার বিভিন্ন সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর প্রতিনিধিসহ প্রান্তিক সম্প্রদায়কে উচ্চকক্ষে অন্তর্ভুক্ত করা হলে আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া আরও সমৃদ্ধ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক হবে।

**নিম্নকক্ষ:**

**নিম্নকক্ষের গঠনপ্রণালি:**

*সুপারিশমালা*

10. কমিশন এই মর্মে সুপারিশ করছে যে, নিম্নকক্ষ সরাসরি সংখ্যাগোরিষ্ঠ ভোটে, অর্থাৎ, ফার্স্ট পাস্ট দ্য-পোস্ট (FPTP) পদ্ধতির মাধ্যমে নির্বাচিত সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত হবে।

11. মোট ৪০০ (চারশত) আসন নিয়ে নিম্নকক্ষ গঠিত হবে। ৩০০ (তিনশত) জন সদস্য একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকা থেকে সরাসরি নির্বাচিত হবেন। আরো ১০০ (একশ) জন নারী সদস্য সারা দেশের নির্ধারিত ১০০ (একশ)টি নির্বাচনী এলাকা থেকে কেবল নারী প্রার্থীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে সরাসরি নির্বাচনে নির্বাচিত হবেন।

12. রাজনৈতিক দলগুলো নিম্নকক্ষের মোট আসনের ন্যূনতম ১০% আসনে আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তরুণ-তরুণীদের মধ্য থেকে প্রার্থী মনোয়ন করবে।

13. সংসদীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ন্যূনতম বয়স ২১ (একুশ) বছরে কমানো উচিত।

14. দুজন ডেপুটি স্পিকার থাকবেন, যাঁদের মধ্যে একজন বিরোধী দল থেকে নির্বাচিত হবেন। এটি ক্ষমতাসীন দলের ওপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করবে।

*নিম্নকক্ষের গঠনসংক্রান্ত সুপারিশমালার যৌক্তিকতা*

*ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট (FPTP) পদ্ধতি:*

15. কমিশন নিম্নকক্ষের সদস্যদের নির্বাচনের জন্য এফপিটিপি পদ্ধতি অনুসরণ করার সুপারিশ করছে। এফপিটিপি পদ্ধতি একক দলীয় সরকার (single party government) এবং স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ নিশ্চিত করে। এর বিপরীতে, **সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব** (Proportional Representation

---

[108]https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Senate/Whats_On/Senate_matters/2022/July/Indigenous_Representation_in_the_Senate

- PR) পদ্ধতি প্রায়ই ঝুলন্ত সংসদ, জোট সরকার, এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। উদাহরণস্বরূপ, নেপাল ২০১৫ সালে নতুন সংবিধান প্রণয়নের পর থেকে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক অস্থিরতার সম্মুখীন হয়েছে। গত নয় বছরে দেশটিতে পাঁচবার প্রধানমন্ত্রী পরিবর্তন হয়েছে। PR পদ্ধতিতে নিম্নকক্ষ গঠনের ফলে একটি দুর্বল ও বিভক্ত সংসদ সৃষ্টি হয়েছে, যা রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার অন্যতম কারণ[109]। আমাদের মতো ভঙ্গুর গণতন্ত্রে বারবার রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সাংবিধানিক সংকট মোকাবিলা করা কঠিন। এ কারণেই এফপিটিপি পদ্ধতি প্রস্তাব করা হয়েছে, যা তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল এবং কার্যকর শাসনব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারে।

*নারীদের জন্য নির্ধারিত আসন:*

16. বর্তমানে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের সংসদীয় প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে সংরক্ষিত আসনের প্রার্থী মনোয়ন করে। ফলে সংরক্ষিত আসনের নারী সংসদ সদস্যগণ জনগণের প্রতি নয়, বরং দলের নেতৃত্বের প্রতি জবাবদিহি করতে বাধ্য হন। এই মনোনয়ন প্রক্রিয়া রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষকতাকে উৎসাহিত করে এবং নারীদের প্রকৃত প্রতিনিধিত্বের পরিবর্তে প্রতীকী প্রতিনিধিত্বের দিকে ঠেলে দেয়। এতে প্রার্থীদের যোগ্যতার ভিত্তিতে সঠিক মূল্যায়ন হয় না। সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার বদলে প্রায়শই একটি আনুষ্ঠানিক বা প্রতীকী ভূমিকা পালন করে। ফলে নারী প্রতিনিধিদের প্রতি জনসাধারণের আস্থা ক্ষুণ্ণ হয়।[110]

17. কমিশন প্রস্তাব করছে যে, ১০০টি নির্বাচনী এলাকায় শুধুমাত্র নারী প্রার্থীদের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে নারী সংসদ সদস্যরা সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবেন। এই আসনগুলো দেশের সব জেলা থেকে নির্ধারিত হবে, এবং পুরুষ প্রার্থীরা এই ১০০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না। এই প্রক্রিয়াটি নির্ধারিত আসনের নারী সংসদ সদস্যদের বৃহত্তর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং জনগণের কাছে সরাসরি জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে। উদাহরণস্বরূপ, উগান্ডার সংবিধান অনুযায়ী প্রতিটি জেলা থেকে একজন করে নারী প্রতিনিধি সংসদে থাকতে বাধ্য।[111] কেনিয়ায় ৪৭টি কাউন্টির প্রতিটি থেকে নিবন্ধিত ভোটারদের মাধ্যমে ৪৭ জন নারীকে জাতীয় পরিষদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত করা হয়।[112]

18. কমিশন নারীদের জন্য নির্ধারিত আসনের সংখ্যা ১০০-তে বাড়ানোর সুপারিশ করেছে। এই পদক্ষেপ রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বে বিদ্যমান জেন্ডার বৈষম্য হ্রাস এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে। এর মাধ্যমে নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণে ঐতিহাসিকভাবে বিদ্যমান সামাজিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক বাধা অতিক্রম করা সম্ভব হবে। যা নারীর ক্ষমতায়ন এবং রাজনীতিতে সমতার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করবে।

---

[109] নেপালের নিম্ন কক্ষের ৪০% আসন পিআর পদ্ধতি দ্বারা গঠিত

[110] Women’s Reserved Seats in Bangladesh: A Systemic Analysis of Meaningful Representation <https://www.ifes.org/publications/womens-reserved-seats-bangladesh-systemic-analysis-meaningful-representation>

[111] উগান্ডা সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭৮(১)(খ)

[112] কেনিয়া সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৭(১)(খ)

*নির্বাচনে অংশগ্রহণের ন্যূনতম বয়স:*

19. কমিশন নিম্নকক্ষের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য ন্যূনতম বয়স কমানোর সুপারিশ করেছে। তরুণদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণে যদি উৎসাহিত করা যায়, তাহলে আরও সক্রিয় ও সচেতন ভোটার সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব হবে। তাছাড়া, তরুণদের অধিকতর অন্তর্ভুক্তি নেতৃত্বে বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করবে এবং দীর্ঘমেয়াদি নীতিমালা ও টেকসই উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করবে, ফলে ন্যায়সঙ্গত ও ভারসাম্যপূর্ণ শাসন নিশ্চিত হবে। বিশ্বের বহু দেশে ২১ (একুশ) বছর বয়সে পৌঁছালে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হয়। সিঙ্গাপুরে একজন ব্যক্তি যদি সিঙ্গাপুরের নাগরিক হন এবং মনোনয়নের দিনে তার বয়স অন্তত ২১ (একুশ) বছর হয়, তবে তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারেন।[113] অস্ট্রেলিয়াতেও প্রতিনিধি পরিষদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য ন্যূনতম বয়স ২১ (একুশ) বছর।[114]

***সংসদ সদস্যের একাধিক পদ গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধানিষেধ***

**20.** কমিশন সুপারিশ করছে যে, একজন সংসদ সদস্য একই সাথে নিম্নলিখিত যেকোনো একটির বেশি পদে অধিষ্ঠিত হবেন না: (অ) প্রধানমন্ত্রী, (আ) সংসদের নেতা, এবং (ই) রাজনৈতিক দলের প্রধান।

**21.** এর ফলে এক ব্যক্তির মধ্যে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ এবং কর্তৃত্ববাদের সুযোগ রোধ করতে সহজতর হবে। উদাহরণস্বরূপ, যুক্তরাজ্যে, প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে হাউস অব কমন্সের নেতা নন। হাউস অব কমন্সের নেতার দায়িত্ব পৃথক সাংসদের। দায়িত্বের এই পৃথককরণের ফলে, প্রধানমন্ত্রী সরকারের নেতৃত্ব এবং রাষ্ট্র পরিচালনার দিকে মনোনিবেশ করতে পারেন, এবং হাউস অব কমন্সের নেতা সংসদীয় কার্যক্রমের সুষ্ঠু কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে পারেন। দায়িত্বের এ ধরনের বিভাজনের ফলে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণে বাধা সৃষ্টি করে।

**উচ্চকক্ষ:**

**<u>উচ্চকক্ষের গঠনপ্রণালি:</u>**

*<u>সুপারিশমালা</u>*

22. কমিশন সুপারিশ করছে যে, উচ্চকক্ষ নিম্নলিখিতভাবে গঠিত হবে:

(১) উচ্চকক্ষ মোট ১০৫ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে।

(২) রাজনৈতিক দলগুলো সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (Proportional Representation- PR) পদ্ধতির ভিত্তিতে উচ্চকক্ষের নির্বাচনের জন্য ১০০ জন প্রার্থী মনোনীত করবে।

---

[113] সিঙ্গাপুরের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৪ দেখুন

[114] অস্ট্রেলিয়ার সংবিধানের অধ্যায় ১, পার্ট ৩, অনুচ্ছেদ ৩৪

(৩) এই ১০০ জন প্রার্থীর মধ্যে কমপক্ষে ৫ জন আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করবে।

(৪) অবশিষ্ট ৫টি আসন পূরণের জন্য রাষ্ট্রপতি নাগরিকদের মধ্য থেকে (যারা কোনো কক্ষেরই সদস্য নন) ৫ জন প্রার্থী মনোনীত করবেন।

(৫) কোনো রাজনৈতিক দলকে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (পিআর) পদ্ধতির ভিত্তিতে উচ্চকক্ষে প্রতিনিধিত্বের যোগ্য হতে হলে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট প্রদত্ত ভোটের অন্তত ১% নিশ্চিত করতে হবে।

(৬) রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনী জোট গঠন করলেও জোটের যে সব শরীক নিজস্ব প্রতীকে নির্বাচন করবে তাঁদের প্রাপ্ত ভোটের হিসেবে আলাদা ভাবে বিবেচনা করে তাঁদের প্রাপ্ত ভোটের ভিত্তিতে তাঁরা উচ্চকক্ষের আসনের জন্যে বিবেচিত হবে। তবে এই বিবেচনার জন্যে যে কোনোও দলকে ন্যূনতম ১ (এক) শতাংশ ভোট লাভ করতে হবে।

(৭) উচ্চকক্ষের সদস্যদের মধ্য থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে উচ্চকক্ষের স্পিকার নির্বাচিত হবেন।

(৮) উচ্চকক্ষের একজন ডেপুটি স্পিকার থাকবেন যিনি সরকার দলীয় সদস্য ব্যতিত অন্য সকল সদস্যের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন।

(৯) উচ্চকক্ষের সদস্যদের নিম্নকক্ষের সদস্যদের মতোই মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা থাকবে।

*উচ্চকক্ষের গঠনসংক্রান্ত সুপারিশমালার যৌক্তিকতা:*

*সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (Proportional Representation -PR) পদ্ধতি:*

23. নিম্নকক্ষের সদস্য নির্বাচনে FPTP পদ্ধতি অনুসরণ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। নিম্নকক্ষে FPTP - এর ভিত্তিতে নির্বাচিত হওয়ার পদ্ধতি ব্যবহারের প্রেক্ষাপটে উচ্চকক্ষে পিআর পদ্ধতি ব্যবহারের প্রস্তাব যৌক্তিক এবং ন্যায়সঙ্গত।

24. উচ্চকক্ষে পিআর পদ্ধতি নিম্নকক্ষের এফপিটিপি পদ্ধতির কঠোরতা হ্রাস করতে সহায়ক হবে। এফপিটিপি পদ্ধতি সাধারণত বড় দলগুলোর পক্ষে কাজ করে এবং ছোট দলগুলোকে প্রান্তিক করে তুলে, যা একটি দ্বিদলীয় ব্যবস্থার দিকে ঠেলে দেয়। ফলে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য হ্রাস পায়। অন্যদিকে উচ্চকক্ষে পিআর পদ্ধতি ছোট দলগুলোর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে, ভোটারদের বৈচিত্র্যকে প্রতিফলিত করে এবং বিভিন্ন আকারের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য ও সহযোগিতার সুযোগ প্রদান করে।

25. দ্বিকক্ষবিশিষ্ট ব্যবস্থায় উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষ একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। এ ধরনের কাঠামোতে স্থিতিশীলতা ও ভারসাম্য বজায় রাখতে মিশ্র নির্বাচন পদ্ধতির ব্যবহার বেশ কার্যকর। উদাহরণ হিসেবে, অস্ট্রেলিয়ার সিনেট প্রোপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন (PR) পদ্ধতি ব্যবহার করে, যেখানে প্রতিনিধি পরিষদ ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট (FPTP) পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়। এর ফলে, সিনেট একটি প্রতিনিধিত্বশীল

উচ্চকক্ষ হিসেবে কাজ করে এবং প্রতিনিধি পরিষদ স্থিতিশীল ও কার্যকর নিম্নকক্ষ হিসেবে ভূমিকা পালন করে। একইভাবে, ভারতের দ্বিকক্ষব্যবস্থাও মিশ্র নির্বাচন পদ্ধতির সুবিধা কাজে লাগায়। রাজ্যসভা (উচ্চকক্ষ) প্রোপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়, যা বিভিন্ন আঞ্চলিক ও সংখ্যালঘু স্বার্থকে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দেয়। অন্যদিকে, লোকসভা (নিম্নকক্ষ) ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়ে একটি স্থিতিশীল সরকার গঠনের সহায়ক হয়। এই মিশ্র পদ্ধতির বিশেষত্ব হলো—এটি উভয় পদ্ধতির সুবিধা নিশ্চিত করে। উচ্চকক্ষে প্রোপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে ন্যায্যতা নিশ্চিত হয়, আর নিম্নকক্ষে ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট পদ্ধতি কার্যকর সরকার গঠনের ভিত্তি রাখে। এর ফলে, আইনসভা ভারসাম্যপূর্ণ ও কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হয়।

*প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য উচ্চকক্ষে আসন সংরক্ষণ*

26. সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে অবহেলিত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের জন্য আসন সংরক্ষণ করার বিধান অনেক দেশের আইনেই রয়েছে। নিউজিল্যান্ডে, স্থানীয় মাওরি জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে নিউজিল্যান্ড পার্লামেন্টে ৭টি সংরক্ষিত আসন রয়েছে।[115] নেপালের সংবিধান নারীদের, দলিতদের, স্থানীয় জাতিগোষ্ঠীর, মাধেশিদের এবং অন্যান্য প্রান্তিক গোষ্ঠীর জন্য আসন সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক করেছে।[116] ভারতের সংবিধান লোকসভা (নিম্নকক্ষ) এবং রাজ্য বিধানসভাগুলোতে তফসিলি জাতি (Scheduled Castes- SCs) এবং তফসিলি জনজাতি (Scheduled Tribes- STs)'র জন্য আসন সংরক্ষণের বিধান রয়েছে। [117]

27. বাংলাদেশে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে উচ্চকক্ষে ৫টি আসন সংরক্ষণের সুপারিশ করা হয়েছে। ফলে আইন প্রণয়নের সময় তাদের মতামতকে যুক্ত করা যেতে পারে।

*উচ্চকক্ষে রাষ্ট্রপতির মনোনয়ন*

28. রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উচ্চকক্ষে প্রার্থী মনোনয়নের ব্যবস্থা অনেক দেশের শাসনব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এতে প্রান্তিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব, শাসনব্যবস্থায় দক্ষতা, এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। উদাহরণস্বরূপ, ভারতে রাষ্ট্রপতি রাজ্যসভায় (Council of States) ১২ জন সদস্যকে মনোনীত করতে পারেন, যাঁরা সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলা এবং সামাজিক সেবায় বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।[118] একই ভাবে, ইতালিতে রাষ্ট্রপতি পাঁচজন নাগরিককে আজীবন সিনেটর হিসেবে নিয়োগ দিতে পারেন, যাঁরা সমাজ,

[115] মাউরি রেপ্রেজেনটেইশন অ্যাক্ট ১৮৬৭

[116] নেপালের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৮৪ ও ১৭৬

[117] ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৩০

[118] ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৮০

বিজ্ঞান, শিল্পকলা বা সাহিত্য ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদান রেখে জাতিকে সম্মানিত করেছেন।[119]এ ধরনের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্তিমূলক হওয়ার পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন স্তরের বৈচিত্র্যকে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ সৃষ্টি করে।

*ন্যূনতম নির্বাচনী থ্রেশহোল্ডের মাধ্যমে ভারসাম্যপূর্ণ প্রতিনিধিত্ব*

29. পিআর পদ্ধতির ভিত্তিতে উচ্চকক্ষে প্রতিনিধিত্বের জন্য কোনো রাজনৈতিক দলকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট প্রদত্ত ভোটের অন্তত ১% নিশ্চিত করতে হবে। এই ন্যূনতম নির্বাচনী থ্রেশহোল্ডের লক্ষ্য হচ্ছে ন্যায্য প্রতিনিধিত্ব রক্ষা করার পাশাপাশি আইনসভায় অতিরিক্ত বিভাজন (excessive fragmentation) প্রতিরোধ করা। উদাহরণস্বরূপ, জার্মানির ফেডারেল ইলেক্টোরাল অ্যাক্ট (Bundeswahlgesetz) অনুসারে, বুন্ডেজট্যাগে (Bundestag) আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পেতে দলগুলোকে জাতীয় পর্যায়ে দ্বিতীয় ভোটের (Zweitstimmen) অন্তত ৫% পেতে হবে বা সরাসরি তিনটি আসনে জয়লাভ করতে হবে[120]।

30. কমিশন সুপারিশ করেছে যে, রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনী জোট গঠন করলেও জোটের যে সব শরীক নিজস্ব প্রতীকে নির্বাচন করবে তাঁদের প্রাপ্ত ভোটের হিসাব আলাদা ভাবে বিবেচনা করে তাঁদের প্রাপ্ত ভোটের ভিত্তিতে তাঁরা উচ্চকক্ষের আসনের জন্যে বিবেচিত হবে। তবে এই বিবেচনার জন্যে যে কোনো দলকে ন্যূনতম ১ (এক) শতাংশ ভোট লাভ করতে হবে।

31. এ ধরনের একটি ব্যবস্থার ফলে ছোট রাজনৈতিক দলগুলো তাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে পারবে, এবং রাজনৈতিক দলগুলো কৌশলগত জোট গঠনে উৎসাহিত হবে। ফলে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থার উদ্ভব হবে।

**উচ্চকক্ষের দায়িত্ব ও কর্তব্য:**

32. কমিশন সুপারিশ করছে যে উচ্চকক্ষের নিম্নলিখিত দায়িত্ব থাকবে:

**আইনগত নিরীক্ষা**

***সুপারিশমালা :***

(১) উচ্চকক্ষের আইন প্রণয়নের প্রস্তাব করার ক্ষমতা থাকবে না। তবে নিম্নকক্ষে পাসকৃত অর্থবিল ব্যতীত সকল বিল উভয় কক্ষে উপস্থাপিত হতে হবে।

---

[119] ইতালির সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৯

[120] https://bundeswahlleiterin.de/en/dam/jcr/4ff317c1-041f-4ba7-bbbf-1e5dc45097b3/bundeswahlgesetz_engl.pdf

(২) আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে আনীত নিম্নকক্ষের বিল উচ্চকক্ষ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে আইন দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান করবে।

**যদি উচ্চকক্ষ কোনো বিল অনুমোদন করে:**

(৩) সেক্ষেত্রে উভয় কক্ষ কর্তৃক পাসকৃত বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পাঠানো হবে।

**যদি উচ্চকক্ষ কোনো বিল প্রত্যাখ্যান করে:**

(৪) সেক্ষেত্রে উচ্চকক্ষ সংশোধনের সুপারিশসহ বিল পুনর্বিবেচনার জন্য নিম্নকক্ষে পাঠাতে পারবে। নিম্নকক্ষ উচ্চকক্ষের প্রস্তাবিত সংশোধনগুলো গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে।

(৫) নিম্নকক্ষে পরপর দুটি অধিবেশনে পাসকৃত বিল যদি উচ্চকক্ষ প্রত্যাখ্যান করে এবং নিম্নকক্ষ যদি এটি আবারও পরবর্তী অধিবেশনে পাস করে, তবে উচ্চকক্ষের অনুমোদন ছাড়াই বিলটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য পাঠানো যেতে পারে।

(৬) উচ্চকক্ষ কোনো বিল স্থায়ীভাবে আটকাতে পারবে না।

## ***<u>আইনগত নিরীক্ষাসংক্রান্ত সুপারিশমালার যৌক্তিকতা</u>***

*উভয় কক্ষের মধ্যে আলোচনা এবং সমঝোতা*

33. কমিশন সুপারিশ করছে যে, উচ্চকক্ষ নিম্নকক্ষে পাস হওয়া কোনো বিল সংশোধনীর জন্য ফেরত পাঠাতে পারবে। এই ব্যবস্থা আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় দুই কক্ষের মধ্যে আলোচনা ও সমঝোতাকে উৎসাহিত করবে। উদাহরণস্বরূপ, জার্মানিতে নিম্নকক্ষে (Bundestag) প্রস্তাবিত কোনো আইন নিয়ে উচ্চকক্ষ (Bundesrat) দ্বিমত পোষণ করলে তারা মধ্যস্থতা কমিটির (Mediation Committee) আহ্বান করতে পারে।[121] উভয় কক্ষের সদস্যদের নিয়ে গঠিত এই যৌথ সংস্থা পারস্পরিক পার্থক্য নিরসন এবং উভয় পক্ষের জন্য গ্রহণযোগ্য সমাধান নিশ্চিত করতে কাজ করে।[122]

34. উচ্চকক্ষের পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার ফলে অধিকতর তথ্যসমৃদ্ধ এবং সুচিন্তিত আইন প্রণয়ন করা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, যুক্তরাষ্ট্রে *অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্ট (ACA)* কেবল তখনই পাস হয়েছিল, যখন সিনেট কর্তৃক প্রস্তাবিত বিভিন্ন সংশোধনী অন্তর্ভুক্ত করা হয়। চূড়ান্ত সংস্করণটির জন্য উভয় কক্ষের মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন হয়েছিল, যা আইনসভার উভয় কক্ষের ভারসাম্যপূর্ণ ভূমিকা প্রদর্শন করে।[123]

---

[121] https://www.bundestag.de/en/parliament/function/legislation/mediation-245702

[122] ২০১৯ সালে বুন্দেস্ট্যাগ দ্বারা পাস করা একটি জলবায়ু সুরক্ষা প্যাকেজ বুন্দেসরাট দ্বারা মধ্যস্থতা কমিটির কাছে রেফার করা হয়েছিল। বুন্দেসরাটের দাবি ছিল ফেডারেল-রাষ্ট্রীয় আর্থিক বিবেচনায় নিয়ে প্যাকেজটি পরিবর্তন করা হোক। মধ্যস্থতা কমিটি একটি সমঝোতা করেছিল যা উভয় চেম্বারই গ্রহণ করেছিল।

[123] https://affordablecareactlitigation.com/wp-content/uploads/2018/09/llj_105n2_cannan.pdf

35. উচ্চকক্ষ নিম্নকক্ষে পাসকৃত বিল বিলম্বিত করতে পারে, তবে তা স্থায়ীভাবে বাধা দিতে পারবে না। ফলে উচ্চকক্ষ আইনসভার আইন প্রণয়ন কাজ ব্যাহত করতে পারবে না। যুক্তরাজ্যে উচ্চকক্ষ (House of Lords) নিম্নকক্ষ (House of Commons) কর্তৃক পাসকৃত আইন বিলম্বিত করতে পারে, তবে তা চূড়ান্তভাবে বাধা দিতে পারে না।[124] উদাহরণস্বরূপ, ২০০৪ সালে হাউস অব কমন্স ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসে শিয়াল শিকার নিষিদ্ধ করার জন্য হান্টিং অ্যাক্ট ২০০৪ (Hunting Act, 2004) পাস করে, যদিও হাউস অব লর্ডস এটি বারবার প্রত্যাখ্যান করেছিল।

*উচ্চকক্ষের আইন প্রণয়ন প্রস্তাবের ক্ষমতা থাকবে না*

36. নিম্নকক্ষ সরাসরি নির্বাচিত বিধায় আইন প্রণয়নের উদ্যোগ কেবল নিম্নকক্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। এর ফলে দুই কক্ষের মধ্যে সাংঘর্ষিক আইন প্রণয়নের উদ্যোগ এবং আইন প্রণয়নে অচলাবস্থা প্রতিরোধ করা যাবে। তাছাড়া, উচ্চকক্ষকে মূলত একটি পর্যালোচনাকারী সংস্থা যা নিম্নকক্ষ কর্তৃক প্রস্তাবিত বিলসমূহ পর্যালোচনা, সংশোধন এবং অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান করবে।

*অর্থবিল*

37. অর্থবিলের জন্য উচ্চকক্ষের অনুমোদনের বাধ্যবাধকতার প্রয়োজন নেই। এটি যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, ভারতসহ অনেক আইনব্যবস্থায় প্রচলিত একটি নীতি। যেহেতু নিম্নকক্ষ সরাসরি জনগণের দ্বারা নির্বাচিত এবং শেষ পর্যন্ত তাদের কাছেই দায়বদ্ধ, সুতরাং, জনসাধারণের অর্থব্যবস্থার ওপর একক নিয়ন্ত্রণ নিম্নকক্ষের থাকা উচিত। যুক্তরাজ্যে, স্পিকার দ্বারা প্রত্যায়িত কর আদায় বা সরকারি ব্যয়ের সাথে সম্পর্কিত অর্থ বিল কমন্স সভায় কার্যক্রম শুরু হয় এবং এটি লর্ডস সভায় উপস্থাপনের এক মাসের মধ্যে Royal Assent পেতে হয়, এবং এ বিষয়ে লর্ডস সভার অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না।

**<u>সংবিধান সংশোধনী</u>**

***সুপারিশসমূহ:***

38. কমিশন সংবিধান সংশোধনের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো অনুসরণের সুপারিশ করছে:

(১) সকল সংবিধান সংশোধনীর ক্ষেত্রেই উভয় কক্ষের মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

(২) প্রস্তাবিত সংশোধনী উভয় কক্ষে পাস হলে এটি গণভোটে উপস্থাপন করা হবে। গণভোটের ফলাফল সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে।

[124] পার্লামেন্ট অ্যাক্ট, ১৯১১ এবং পার্লামেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৪৯

(৩) যদি প্রস্তাবিত সংশোধনীর পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পড়ে, তাহলে রাষ্ট্রপতিকে গণভোটের ফলাফল ঘোষণার সাত দিনের মধ্যে তার সম্মতি প্রদান করতে হবে, এবং রাষ্ট্রপতির সম্মতির পর সংশোধনী কার্যকর হবে।

*সংবিধান সংশোধনী সংক্রান্ত সুপারিশের যৌক্তিকতা*

**উভয় কক্ষেই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট**

39. বাংলাদেশের সংবিধান বহুবার সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে পাসকৃত সংশোধনীর মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে (প্রতিবেদনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিদ্যমান সংবিধানের পর্যালোচনায় 'সংশোধনী' বিষয়ক আলোচনা দেখুন)। সংবিধান সংশোধনের পূর্বশর্ত হিসেবে কমিশন উভয় কক্ষে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের সুপারিশ করছে। উচ্চকক্ষের এ ধরনের ক্ষমতা সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও রাজনৈতিক সুবিধাবাদিতার ভিত্তিতে সাংবিধানিক সংশোধনী পাস রোধ করবে।

40. যুক্তরাষ্ট্রে সাংবিধানিক সংশোধনী প্রস্তাবের জন্য প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেট উভয়েই দুই-তৃতীয়াংশ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের প্রয়োজন হয়।[125] জার্মানির মৌলিক আইন সংশোধনের জন্য বুন্ডেসটাগ (ফেডারেল ডায়েট) এবং বুন্ডেসরাট (ফেডারেল কাউন্সিল) উভয় কক্ষেই দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রয়োজন হয়।[126] ইতালিতে, সংবিধান সংশোধনীর জন্য একটি জটিল দ্বিকক্ষীয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অনুমোদন প্রয়োজন হয়। ইতালির সংবিধান (১৯৪৮) অনুযায়ী সংবিধানের সংশোধনীর জন্য Chamber of Deputies (নিম্নকক্ষ) এবং Senate (উচ্চকক্ষ) উভয় কক্ষে দুবার করে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পাস করতে হবে, অন্যথায় গণভোটের প্রয়োজন হয়।[127] এই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার শর্তাবলির কারণে সংবিধান সংশোধনের জন্য বৃহত্তর রাজনৈতিক সমর্থন প্রয়োজন হয়। ফলে, আইনপ্রণেতারা ঐকমত্যের ভিত্তিতে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হন।

*গণভোট*

41. সংবিধানের কোনো সংশোধনী পাস হওয়ার আগে এটি গণভোটে উপস্থাপন করতে হবে। সংবিধানের সব ধরনের সংশোধনী গণভোটে উপস্থাপন করতে হবে। অস্ট্রেলিয়া[128], আয়ারল্যান্ড[129] এবং জাপানে[130] এই ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে।

---

[125] যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের অনুচ্ছেদ V

[126] জার্মান বেসিক ল'র (Grundgesetz) অনুচ্ছেদ ৭৯(২)

[127] ইতালির সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩৮

[128] অস্ট্রেলিয়ার সংবিধানদের ধারা ১২৮

[129] আয়ারল্যান্ড সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৬

[130] জাপান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৬

42. আইনসভার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার পাশাপাশি গণভোটের বাধ্যবাধকতা রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে করা সাংবিধানিক সংশোধনীর ওপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৬ সালে, ইতালির তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মাত্তেও রেনজি সিনেটের ক্ষমতা এবং আকার হ্রাস করার লক্ষ্যে একটি সাংবিধানিক সংশোধনী কার্যকর করার চেষ্টা করেছিলেন। সংশোধনী প্রস্তাবগুলো ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছিল কারণ এটি নিম্নকক্ষ এবং নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতা অতিমাত্রায় কেন্দ্রীভূত করেছিল। সংশোধনীটি পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে নিম্নকক্ষ (চেম্বার অব ডেপুটিজ) এবং উচ্চকক্ষ (সিনেট) পাস করেছিল, কিন্তু গণভোট এড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। ফলে সংশোধনীটি গণভোটে উপস্থাপিত হয়। ২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ইতালির ভোটাররা বড় ব্যবধানে সংশোধনীটি প্রত্যাখ্যান করেন (৫৯% "না" ভোট পড়ে)। এই পরাজয়টি রেনজির সরকারকে প্রত্যাখ্যান হিসেবে বিবেচিত হয় এবং তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

**<u>চুক্তি অনুমোদন</u>**

*সুপারিশসমূহ:*

43. কমিশন এই মর্মে সুপারিশ করছে যে, (অ) বিদেশি রাষ্ট্র, (আ) আন্তর্জাতিক সংস্থা, (ই) বিদেশি সরকার, (ঈ) বিদেশি কোম্পানি, বা (উ) বাংলাদেশে নিবন্ধিত সংখ্যাগরিষ্ঠ বিদেশি মালিকানাধীন কোম্পানির সাথে কোনো চুক্তি নিম্নকক্ষে উপস্থাপিত হতে হবে। জাতীয় স্বার্থ বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা প্রভাবিত করে এমন কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে আবশ্যিকভাবে আইনসভার উভয় কক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অনুমোদন নিতে হবে।

***চুক্তি অনুমোদনসংক্রান্ত বিষয়াবলির যৌক্তিকতা***

44. সাম্প্রতিক অতীতে বাংলাদেশ সরকারের চুক্তি করার ক্ষমতা প্রয়োগের পদ্ধতি নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা হয়েছে। ২০১৫ সালে বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে স্থলসীমা চুক্তি সম্পাদন করে কিন্তু তিন বিঘা করিডোরের মাধ্যমে দহগ্রাম-আঙ্গারপোতা ছিটমহলে বাংলাদেশি নাগরিকগণের অবাধ প্রবেশাধিকারের বিষয়টি সমাধান না করায় সেখানে বসবাসরত বাংলাদেশি নাগরিকদের চলাচল সীমিত হয়ে পড়ে। আবার ২০১৭ সালে, বাংলাদেশ আদানির সাথে একটি বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি করে, যা ব্যাপক সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল। চুক্তিটির অসম বিধান সরকারকে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল এবং জাতীয় স্বার্থকে ক্ষুণ্ন করেছিল।[131] এই প্রেক্ষিতে কমিশন মনে করে যে, জাতীয় স্বার্থের বিপরীতে চুক্তি সম্পাদন রোধকল্পে আইনসভার নজরদারি অত্যাবশ্যক।

45. প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে (যেমন জার্মানি, জাপান এবং ফ্রান্স) চুক্তি অনুমোদনের জন্য আইনসভার উভয় কক্ষের সম্মতির প্রয়োজন। এই পদ্ধতি জাতীয় স্বার্থের সুরক্ষায় আইনসভার নজরদারি নিশ্চিত করতে

[131] চুক্তির সমালোচনার জন্য বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্ট নেটওয়ার্ক (BEN) এবং বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (BAPA) এর যৌথ বিবৃতি দেখুন: https://ben-global.net/bapa-and-ben-demand-the-cancellation-of-the-power-import-deal-with-indias-adani-group/

সাহায্য করে। উদাহরণস্বরূপ, ফ্রান্সে শান্তি, বাণিজ্য বা ভূখণ্ড সম্পর্কিত চুক্তির জন্য সংসদের অনুমোদন বাধ্যতামূলক।[132] যুক্তরাজ্যেও আন্তর্জাতিক চুক্তির ওপর সংসদীয় নজরদারির বিধান রয়েছে। ২০১০ সালের সংবিধান সংস্কার ও প্রশাসন আইন অনুসারে, এরূপ চুক্তি সংসদে ২১ দিনের জন্য উপস্থাপন করা হয়, এবং এই সময়ের মধ্যে যেকোনো কক্ষ আপত্তি উত্থাপন করতে পারে।

46. কমিশন মনে করে, উভয় কক্ষের পর্যালোচনা ও অনুমোদনের ফলে যেকোনো চুক্তির ব্যাপক পরীক্ষণ সম্ভব, যা ভারসাম্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিশ্চিত করবে। চুক্তি সম্পর্কে গভীর আলোচনা ও বিবেচনার সুযোগও এই প্রক্রিয়ায় নিশ্চিত হয়।

## <u>অভিশংসন</u>

### *সুপারিশমালা*

47. কমিশন অভিশংসনের জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশমালা পেশ করছে:

(১) রাষ্ট্রদ্রোহ, গুরুতর অসদাচরণ বা সংবিধান লঙ্ঘনের জন্য রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন করা যেতে পারে।

(২) লিখিতভাবে নিম্নকক্ষের মোট সদস্যের কমপক্ষে এক-চতুর্থাংশের স্বাক্ষরে অভিশংসন প্রস্তাব আনার অভিপ্রায় জানিয়ে নোটিশের মাধ্যমে নিম্নকক্ষ থেকে অভিশংসন প্রক্রিয়া শুরু হবে। প্রস্তাবটি নিম্নকক্ষের মোট সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের কম নয় এমন সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অবশ্যই পাস হতে হবে।

(৩) নিম্নকক্ষ অভিশংসন প্রস্তাবটি পাস করার পর তা উচ্চকক্ষে যাবে, এবং সেখানে বিচার শুরু হবে। এখানে রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত শুনানির সকল অধিকার থাকবে।

(৪) উচ্চকক্ষ অভিশংসন বিচার পরিচালনার জন্য একটি বিশেষ কমিটি নিয়োগ করতে পারবে। এই কমিটির দায়িত্ব হবে সাক্ষ্য—প্রমাণ গ্রহণ করা এবং শুনানি পরিচালনা করে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা।

(৫) বিচার কার্যক্রম শেষে উচ্চকক্ষ উপস্থাপিত সাক্ষ্য—প্রমাণ এবং যুক্তি বিবেচনা করবে। রাষ্ট্রপতিকে দোষী সাব্যস্ত করা হবে কি না, সে বিষয়ে ভোট গ্রহণ করা হবে। রাষ্ট্রপতিকে দোষী সাব্যস্ত অথবা অপসরণ করতে উচ্চকক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের প্রয়োজন হবে।

### *অভিশংসন সম্পর্কিত সুপারিশমালার যৌক্তিকতা*

48. কমিশন রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসনের প্রক্রিয়ায় উচ্চকক্ষের ভূমিকা সুপারিশ করছে। অভিশংসন নির্বাহী বিভাগের ওপর একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। যদি রাষ্ট্র বা সরকারপ্রধান তাদের কর্তৃত্বের সীমা লঙ্ঘন করেন বা অসদাচরণে লিপ্ত হন বা ক্ষমতার অপব্যবহার করেন, তাহলে আইনসভা এই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। উচ্চকক্ষ নিম্নকক্ষের তুলনায় বেশি পক্ষপাতহীনভাবে কাজ করতে পারে। ফলে নির্বাহী ব্যক্তিদের

---

[132] ফরাসি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৩

অভিশংসন প্রক্রিয়া ন্যায্যসংগত এবং স্বচ্ছতার সাথে পরিচালিত হওয়ার ব্যাপারে উচ্চকক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে।

49. ২০১৬ সালে, ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট দিলমা রুসেফ আর্থিক অব্যবস্থাপনা এবং সরকারি হিসাবে কারচুপির অভিযোগে অভিযুক্ত হন। সিনেট তাকে অভিশংসিত করে পদ থেকে অপসারণ করে।[133] ২০১৭ সালে, দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট পার্ক গিউন-হাই ক্ষমতার অপব্যবহার এবং দুর্নীতির অভিযোগে জাতীয় পরিষদ দ্বারা অভিশংসিত হন। সংবিধানিক আদালত অভিশংসন সমর্থন করলে তাকে পদ থেকে অপসারণ করা হয়।[134] ২০২৪ সালে, দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট ইউন সুক ইয়ল সামরিক আইন আরোপের ব্যর্থ চেষ্টার কারণে জাতীয় পরিষদ দ্বারা অভিশংসিত হন।[135] অর্থাৎ, অভিশংসন নির্বাহী শাখার ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার একটি কার্যকর মাধ্যম।

---

[133] https://www.bbc.com/news/world-latin-america-37237513

[134] https://www.reuters.com/article/world/timeline-south-koreas-impeached-president-park-geun-hye-idUSKBN16H09W/

[135] https://www.bbc.com/news/live/c1wq025v421t

## নির্বাহী বিভাগ

### ১. সরকারের প্রকৃতি

**ব্যাখ্যা**

**(ক)** বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রথম থেকেই এক ব্যক্তি শাসিত সরকার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। কখনো রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার কিংবা সংসদীয় ব্যবস্থার আদলে প্রধানমন্ত্রী শাসিত সরকার। প্রধানমন্ত্রী শাসিত সরকারে রাষ্ট্রপতি সমস্ত কার্যক্রম প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে করতে বাধ্য থাকেন যার ফলে রাষ্ট্রপতির পক্ষে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কোনো কার্যকর ভূমিকা পালন করার সুযোগ থাকে না। অপরদিকে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী তার আজ্ঞাবহ হিসেবে কাজ করেন। বর্তমানে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা সংসদের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীকে বৈধতা দেয়ার একটি প্রক্রিয়া মাত্র। এ ব্যবস্থায় প্রকৃত গণতান্ত্রিক চর্চা কার্যত অনুপস্থিত ।

**(খ)** গণতন্ত্রকে সুসংহত করতে নির্বাহী বিভাগের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে কার্যকর এবং একে অপরের পরিপূরক হিসেবে গড়ে তোলা আবশ্যক। এই লক্ষ্যে নির্বাহী বিভাগের দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতির মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক এবং কার্যকরী ক্ষমতায়ন অত্যন্ত জরুরী। যেহেতু কমিশন একটি দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার সুপারিশ করেছে সেই মর্মে প্রধানমন্ত্রী শুধুমাত্র জনগণ দ্বারা নির্বাচিত নিম্নকক্ষের প্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থনেই সরকার গঠন করবে বলে সুপারিশ করেছে। পক্ষান্তরে রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রীর অনুগ্রাহী না করে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সুনির্দিষ্ট ভাবে সংবিধানে উল্লেখ থাকার প্রস্তাব করা হয়েছে।

**(গ)** সংবিধানে রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে সমন্বয় না থাকায় অতীতে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনা সম্ভব হয়নি। দেশের প্রতিটি রাষ্ট্রীয় অঙ্গের মধ্যে সমন্বয় অতীব জরুরী। এর মাধ্যমে জনগণের প্রকৃত চাহিদার বাস্তবিক রূপায়ণ সম্ভব। এই মর্মে, কমিশন রাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গের সর্বোচ্চ প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে একটি সমন্বিত সংস্থা, যা জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল নামে পরিচিত হবে, গঠন করার সুপারিশ করছে।

**সুপারিশ**

**১.১** কমিশন সুপারিশ করছে যে আইনসভার নিম্নকক্ষে যে সদস্যের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থন আছে তিনি সরকার গঠন করবেন। নাগরিকতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্ব প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা দ্বারা প্রয়োগ করা হবে।

১.২ কমিশন রাষ্ট্রপতির কিছু সুনির্দিষ্ট দায়িত্বের সুপারিশ করছে যা ৩.৩ (রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব এবং কার্যাবলী) নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে। এই বিশেষ কার্যাবলী কিংবা সংবিধানে উল্লিখিত বিষয় ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে কাজ করবেন।

১.৩ কমিশন রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়ন এবং রাষ্ট্রীয় অঙ্গ ও প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ভারসাম্য নিশ্চিত করার জন্য একটি জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল ["এনসিসি"] গঠনের সুপারিশ করছে । এনসিসি সংবিধান দ্বারা নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট কার্যাবলী, বিশেষ করে বিভিন্ন সাংবিধানিক ও বিধিবদ্ধ সংস্থার প্রধানদের নিয়োগ সম্পাদন করবে।

## ২. জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল

**ব্যাখ্যা**

**(ক)** যদিও সকল সরকারি দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানই রাষ্ট্রীয় সংস্থা কিন্তু বাস্তবে তা নির্বাহী বিভাগের অধীন হওয়ায়, দলীয় সরকারের আজ্ঞাবহে পরিণত হয়। এ প্রভাব থেকে সাংবিধানিক সংস্থাগুলিও ব্যতিক্রম নয়। ফলে বিদ্যমান সংবিধানের আলোকে রাষ্ট্র ও দলীয় সরকার একাকার হয়ে যায়। তাই কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক বিষয়ে দলীয় প্রভাবমুক্ত থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে রাষ্ট্রের সকল অঙ্গের সমন্বয়ে বাংলাদেশের সংবিধানে একটি সমন্বিত রাষ্ট্রীয় সংস্থা অতীব প্রয়োজন।

**(খ)** জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল ("এনসিসি") হবে রাষ্ট্রের মধ্যে গণতন্ত্র ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য সংবিধান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সাংবিধানিক কলেজিয়াল বা যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থা। জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করবে এবং শাসন ব্যবস্থায় পদ্ধতিগত চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। রাষ্ট্রের অঙ্গসমূহ ও সরকারের বিভিন্ন শাখাগুলির মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখতে এনসিসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এনসিসি রাষ্ট্রীয় সাংবিধানিক সংস্থা হিসেবে সাংবিধানিক মূল্যবোধ সংরক্ষণ ও সমুন্নত রাখায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করবে।

**(গ)** ফ্রান্স, ক্যামেরুন, নাইজেরিয়া, ঘানা, কম্বোডিয়া, নেপাল, শ্রীলঙ্কা এবং কাজাখস্তানসহ বিশ্বের অনেক দেশের সংবিধান বিভিন্ন আদলে সাংবিধানিক কাউন্সিলের ধারণা গ্রহণ করেছে।

**(ঘ)** এনসিসির গঠনে রাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গের প্রতিনিধিত্ব থাকবে। নির্বাহী বিভাগের পাশাপাশি কাউন্সিলের কাঠামোতে বিচার বিভাগ এবং আইনসভার প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সাথে প্রধান বিচারপতি, আইনসভার দুই কক্ষের স্পিকারগণ, বিরোধী দল মনোনীত ডেপুটি স্পিকারগণ এবং বিরোধীদলীয় নেতাকে সম্পৃক্ত করে

কাউন্সিলটি প্রতিনিধিত্বশীল করা হয়েছে। আইনসভার প্রধান দুই দলকে বাদ দিয়ে অন্য সকল সংসদ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত একজন প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করায় জনপ্রতিনিধিদের সার্বিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে।

**(ঙ)** অধিকাংশ সাংবিধানিক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে এনসিসি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এতে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে নির্বাহী বিভাগের তথা রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীর একক নিরংকুশ আধিপত্য থেকে মুক্ত করে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতার আওতায় এনে গ্রহযোগ্য ও কার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা যাবে। সংবিধান প্রদত্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তের জন্যে এনসিসি কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

**(চ)** জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে কোনো রাজনৈতিক ও জাতীয় সংকটে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে বা দিকনির্দেশনা দিতে এনসিসি হবে একটি অনন্য আশ্রয়স্থল।

**সুপারিশ**

জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল ["এনসিসি"] রাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান।

**২.১ এনসিসি গঠন (আইনসভা বহাল অবস্থায়)**

২.১.১ নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা এনসিসি-র সদস্য হবেন:

(অ) রাষ্ট্রপতি

(আ) প্রধানমন্ত্রী

(ই) বিরোধীদলীয় নেতা

(ঈ) নিম্নকক্ষের স্পিকার

(উ) উচ্চকক্ষের স্পিকার

(ঊ) প্রধান বিচারপতি

(ঋ) বিরোধী দল মনোনীত নিম্নকক্ষের ডেপুটি স্পিকার

(ও) বিরোধী দল মনোনীত উচ্চকক্ষের ডেপুটি স্পিকার

(ঔ) প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধীদলীয় নেতার প্রতিনিধিত্বকারী সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের উভয় কক্ষের সদস্যরা ব্যতীত, আইনসভার উভয় কক্ষের বাকি সকল সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে তাদের মধ্য থেকে মনোনীত ১ (এক) জন। উক্ত ভোট আইনসভার উভয় কক্ষের গঠনের তারিখ থেকে ৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। জোট সরকারের ক্ষেত্রে, প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধিত্বকারী

রাজনৈতিক দল ব্যতীত জোটের অন্য দলের সদস্যরা উক্ত মনোনয়নে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন।

২.১.২ আইনসভা ভেঙ্গে গেলেও, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা শপথ না নেওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান এনসিসি সদস্যরা কর্মরত থাকবেন।

**২.২ এনসিসি গঠন (আইনসভা না থাকলে)**

২.২.১ নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা এনসিসি এর সদস্য হবেন:

(অ) রাষ্ট্রপতি

(আ) প্রধান উপদেষ্টা

(ই) প্রধান বিচারপতি

(ঈ) প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক মনোনীত উপদেষ্টা পরিষদের ২ (দুই) জন সদস্য।

২.২.২ প্রধানমন্ত্রী শপথ নেওয়ার সাথে সাথে এনসিসি গঠনে অনুচ্ছেদ ২.১.১ প্রযোজ্য হবে।

**২.৩ কার্যাবলী**

২.৩.১ নিয়োগ

এনসিসি নিম্নলিখিত পদে নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে নাম প্রেরণ করবে:

(অ) নির্বাচন কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার

(আ) অ্যাটর্নি জেনারেল

(ই) সরকারি কর্ম কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার

(ঈ) দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার

(উ) মানবাধিকার কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার

(ঊ) প্রধান স্থানীয় সরকার কমিশনারসহ অন্যান্য কমিশনার

(ঋ) প্রতিরক্ষা-বাহিনীসমূহের প্রধান

(এ) আইন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো পদে নিয়োগ।

২.৩.২ এনসিসি নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার নাম প্রেরণ করবে।

২.৩.৩ এনসিসি সংবিধান দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করবে। আইনসভা আইন দ্বারা এনসিসিকে অতিরিক্ত কার্যভার অর্পণ করতে পারবে।

**২.৪ সভা এবং কর্ম পদ্ধতি**

২.৪.১ এনসিসি প্রতি ৩ (তিন) মাসে অন্তত একটি সভা আয়োজন করবে। তবে রাষ্ট্রপতি যে কোনো সময়ে বিশেষ সভা আহ্বান করতে পারবেন। বিশেষ প্রয়োজনে এনসিসি-র ৩ (তিন) সদস্যের লিখিত অনুরোধে রাষ্ট্রপতি জরুরী সভা আহ্বানে বাধ্য থাকবেন। রাষ্ট্রপতি নিয়মিতভাবে এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে প্রধান বিচারপতি, এনসিসির সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

২.৪.২ সংবিধানে ভিন্ন কিছু উল্লেখ না থাকলে, সমস্ত সিদ্ধান্ত এনসিসির মোট সদস্য সংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে নিতে হবে।

২.৪.৩ মোট সদস্য সংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠের উপস্থিতি এনসিসি-র সভার কোরাম হবে।

২.৪.৪ এনসিসি নিজস্ব কর্মপদ্ধতি এবং অন্যান্য উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় রুলস তৈরি করবে।

**৩. রাষ্ট্রপতি**

**ব্যাখ্যা**

**(ক)** সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি সরাসরি জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হলে প্রধানমন্ত্রীর সাথে ক্ষমতার ভারসাম্য নষ্ট হবে। আবার রাষ্ট্রপতি শুধুমাত্র আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হলে সরকার দলীয় প্রার্থী ছাড়া কারো রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। এমতাবস্থায়, বাংলাদেশের সকল জনপ্রতিনিধিদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভোটের সমন্বয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করবে এবং রাষ্ট্রপতিকে গণতান্ত্রিক ভাবে গ্রহণযোগ্য করে তুলবে। এতে যোগ্য ব্যক্তিগণ রাষ্ট্রপতি নিবাচনে অংশ নিতে আগ্রহী হবেন। রাষ্ট্রপতি নিবাচনে ভূমিকার জন্য স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা আরো গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী হবে।

**সুপারিশ**

**৩.১ পদমর্যাদা ও যোগ্যতা**

রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে থাকবেন। কোনো ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবার যোগ্য হবেন, যদি তিনি-

(অ) ন্যূনতম পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের হন; অথবা

(আ) আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হবার যোগ্য হন; অথবা

(ই) কখনও সংবিধানের অধীন অভিশংসন দ্বারা রাষ্ট্রপতির পদ হতে অপসারিত না হন।

## ৩.২ নির্বাচন এবং মেয়াদ

৩.২.১ কমিশন সুপারিশ করছে যে, রাষ্ট্রপতি নির্বাচক মন্ডলীর (ইলেক্টোরাল কলেজ) সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত হবেন। নিম্নলিখিত ভোটারদের সমন্বয়ে নির্বাচক মন্ডলী (ইলেক্টোরাল কলেজ) গঠিত হবে-

(অ) আইনসভার উভয় কক্ষের প্রতিটি সদস্যদের একটি করে ভোট;

(আ) প্রতিটি 'জেলা সমন্বয় কাউন্সিল' এর সামষ্টিকভাবে একটি করে ভোট [উদাহরণ: ৬৪ টি 'জেলা সমন্বয় কাউন্সিল' থাকলে ৬৪ টি ভোট];

(ই) প্রতিটি 'সিটি কর্পোরেশন সমন্বয় কাউন্সিল' এর সামষ্টিক ভাবে একটি করে ভোট।

৩.২.২ সংশ্লিষ্ট প্রতিটি সমন্বয় কাউন্সিলের সকল সদস্য মিলে রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীদের মধ্যে যাকে সর্বোচ্চ ভোট দিবেন তিনি একটি ভোট পেয়েছেন বলে গণ্য হবে। একটি সমন্বয় কাউন্সিলের প্রদত্ত ভোটে যদি একাধিক রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী সমসংখ্যক সর্বোচ্চ ভোট পান, তবে সেই সমন্বয় কাউন্সিলে পুনরায় ভোট গ্রহণ হবে। পুনরায় অনুষ্ঠিত ভোটে সমন্বয় কাউন্সিলের সদস্যগণ শুধুমাত্র সমসংখ্যক সর্বোচ্চ ভোট প্রাপ্ত পদপ্রার্থীদেরকেই ভোট দিতে পারবেন। সামগ্রিকভাবে নির্বাচন কমিশনের সরাসরি তত্ত্বাবধানে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

৩.২.৩ কমিশন সুপারিশ করছে যে, রাষ্ট্রপতির মেয়াদ হবে ৪ (চার) বছর। রাষ্ট্রপতি সর্বোচ্চ দুই বারের বেশি অধিষ্ঠিত থাকবেন না। রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হওয়ার সময় কোনো ব্যক্তি কোনো রাষ্ট্রীয়, সরকারি বা রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের পদে থাকতে পারবেন না।

## ৩.৩ দায়িত্ব এবং কার্যাবলী

৩.৩.১ কমিশন সুপারিশ করছে যে, রাষ্ট্রপতি নিম্নলিখিত নিয়োগগুলি নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে করবেন:

(অ) প্রধান বিচারপতি।

(আ) সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারক।

(ই) সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক।

(ঈ) মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক।

(উ) আইন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো পদ।

৩.৩.২ আইনসভা ভেঙ্গে গেলে রাষ্ট্রপতি সংবিধান অনুযায়ী অন্তর্বর্তী সরকার নিয়োগ করবেন।

### ৩.৪ অভিশংসন

কমিশন সুপারিশ করছে যে, আইনসভার প্রতিটি কক্ষের মোট সদস্য সংখ্যার অনূন্য দুই-তৃতীয়াংশের ভোটের মাধ্যমে সংবিধানের আইনসভা অধ্যায়ে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন বা অপসারণ করা যাবে।

## ৪. প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা

**ব্যাখ্যা**

**(ক)** দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার কেবল নিম্নকক্ষ সরাসরি ভোটে নির্বাচিত। তাই, শুধুমাত্র জনগণ দ্বারা নির্বাচিত নিম্নকক্ষের প্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থনেই একজন নির্বাচিত সংসদ সদস্য প্রধানমন্ত্রী হবেন এবং সরকার গঠন করবেন।

**(খ)** বিদ্যমান সংবিধান প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদের উপর কোনো সীমা আরোপ করে না যা রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে এক ব্যক্তির চিরস্থায়ী কর্তৃত্ববাদের সুযোগ সৃষ্টি করে। আমাদের সংবিধানে সুস্থ গণতন্ত্র চর্চাকে বিকশিত করা ও স্থায়ী রূপ দিতে একজন ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী পদে থাকা সর্বোচ্চ দুই বারের সীমা আরোপের প্রস্তাব করা হয়েছে। এই ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতির উপর আরোপিত দুই বারের সীমার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

**(গ)** সংসদ ভেঙে[136] দেওয়ার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর উপর অর্পিত ক্ষমতা ১৯৭২ সালের গণপরিষদে[137] উত্তপ্ত বিতর্কের জন্ম দেয়। জনাব সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত এ বিষয়ে ব্যাপকভাবে সমালোচনা করে বলেন,- প্রধানমন্ত্রীর একচ্ছত্র ক্ষমতা গণতন্ত্রের স্পিরিট এর সাথে বেমানান, যা স্বৈরতন্ত্রের পথ প্রশস্ত করে। প্রধানমন্ত্রী যখন জাতীয় সংসদের আস্থা হারিয়ে ফেলেন, তখন একতরফা ভাবে নির্বাচিত সংসদ ভেঙে দেওয়ার সুপারিশ করার ক্ষমতা বাঞ্ছনীয় নয়। তাই বিকল্প ব্যক্তি জাতীয় সংসদের আস্থা নিয়ে সরকার গঠন করার সুযোগ থাকলে, রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধে সংসদ ভেঙে দেয়ার বাধ্যবাধকতা গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা ব্যাহত করবে।

**(ঘ)** বর্তমানে, মন্ত্রিসভা সম্মিলিতভাবে সংসদের কাছে দায়বদ্ধ। প্রধানমন্ত্রীর যে কোনো মন্ত্রীকে বরখাস্ত করার ক্ষমতা থাকায় এই দায়বদ্ধতা অর্থহীন। উপরন্তু ফ্লোর ক্রসিং বিষয়ে[138] সংবিধানের অবস্থানের কারণে কার্যত সংসদ প্রধানমন্ত্রীর কাছে জিম্মি। ১৯৭২ সালের

---

[136] অনুচ্ছেদ ৫৭(২) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

[137] পৃষ্ঠা ২২৮, গণপরিষদ বিতর্ক ১৯৭২, দ্বিতীয় অংশ

[138] অনুচ্ছেদ ৭০ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

গণপরিষদ বিতর্কের সময়, জনাব সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত মন্ত্রীদের সংসদের নিকট ব্যক্তিগতভাবে দায়বদ্ধতা অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করেছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে দায়বদ্ধতার কারণে একজন মন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি আইনসভার নিকট জবাবদিহি করতে হবে।

**সুপারিশ**

কমিশন প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভা সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সুপারিশ করছে-

**৪.১ প্রধানমন্ত্রী**

৪.১.১ আইনসভার নিম্নকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থনে প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হবেন।

৪.১.২ নাগরিকতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্ব প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা দ্বারা প্রয়োগ করা হবে।

৪.১.৩ আইনসভার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে যদি কখনো প্রধানমন্ত্রী স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন বা আস্থা ভোট হেরে যান কিংবা অন্য কোনোও কারণে রাষ্ট্রপতিকে আইনসভা ভেঙে দেয়ার পরামর্শ দেন, সে ক্ষেত্রে যদি রাষ্ট্রপতির নিকট এটা স্পষ্ট হয় যে নিম্নকক্ষের অন্য কোনো সদস্য সরকার গঠনে সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থন পাবে না, তবেই রাষ্ট্রপতি আইনসভার উভয় কক্ষ এক সাথে ভেঙে দেবেন।

৪.১.৪ একজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সর্বোচ্চ দুই বার দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। তিনি একাদিক্রমে দুই বা অন্য যে কোনো ভাবেই এই পদে আসীন হন না কেন তাঁর জন্য এ বিধান সমভাবে প্রযোজ্য হবে। প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের প্রধান এবং সংসদ নেতা হিসেবে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না।

**৪.২ মন্ত্রীগণ**

মন্ত্রীগণ ব্যক্তিগত এবং মন্ত্রিসভা যৌথভাবে আইনসভার নিম্নকক্ষের নিকট দায়বদ্ধ হবেন।

**৪.৩ আইনসভার সদস্য**

কমিশন আইনসভার সদস্য পদ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সুপারিশ করছে-

৪.৩.১ কোনো আইনসভার সদস্য স্থানীয় সরকারের এখতিয়ারাধীন কোনো সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কোনো পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না।

৪.৩.২ কোনো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় সরকারি দায়িত্ব ব্যতিরেকে আইনসভা সদস্যের কোনো ভূমিকা থাকবে না।

## ৫. অন্তর্বর্তী সরকার

### ব্যাখ্যা

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা একটি পরীক্ষিত এবং কার্যকর ব্যবস্থা। এ যাবত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত অধিকাংশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন গ্রহণযোগ্যতা পেলেও তা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে বিতর্কিত করার চেষ্টা হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধান থেকে বাতিল হলেও, বিগত বছরগুলোর দুর্বিষহ অভিজ্ঞতায় বাংলাদেশের জনগণ এ ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে অভূতপূর্ব সমর্থন ও দাবি জানিয়েছে। কমিশন তত্ত্বাবধায়ক সরকার নামের স্থলে অন্তর্বর্তী সরকার নামকরণের সুপারিশ করেছে। কমিশন মনে করে রাষ্ট্রপতির একক সিদ্ধান্তের পরিবর্তে এনসিসি প্রাথমিকভাবে নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রধান উপদেষ্টা নির্বাচন করবে।

### সুপারিশ

কমিশন আইনসভার মেয়াদ শেষ হবার পরে কিংবা আইনসভা ভেঙ্গে গেলে পরবর্তী নির্বাচিত সরকার শপথ না নেয়া পর্যন্ত, একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের সুপারিশ করছে যার কাঠামো, দায়িত্ব এবং মেয়াদ নিচে বর্ণনা করা হয়েছে-

**৫.১** এই সরকারের প্রধান ‘প্রধান উপদেষ্টা’ বলে অভিহিত হবেন। যিনি ৫.৩ অনুচ্ছেদে বর্নিত পদ্ধতিতে নিযুক্ত হবেন। আইনসভার মেয়াদ শেষ হওয়ার ১৫ (পনের) দিন পূর্বে অথবা আইনসভা ভেঙ্গে গেলে, পরবর্তী অন্যূন ১৫ দিনের মধ্যে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করতে হবে। প্রধান উপদেষ্টা সর্বোচ্চ ১৫ (পনের) সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদের মাধ্যমে কার্য পরিচালনা করবেন।

**৫.২** অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৯০ (নব্বই) দিন হবে। যদি নির্বাচন আগে অনুষ্ঠিত হয় তবে নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রী শপথ গ্রহণমাত্র এই সরকারের মেয়াদের অবসান ঘটবে।

**৫.৩ প্রধান উপদেষ্টা**

কমিশন সুপারিশ করছে যে, নিম্নোক্ত পর্যায়ক্রমিক পদ্ধতিতে আইনসভার সদস্য হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করা হবে-

৫.৩.১ এনসিসি-র ৯ (নয়) সদস্যের মধ্যে ন্যূনতম ৭ (সাত) সদস্যের সিদ্ধান্তে এনসিসি-র সদস্য ব্যতীত নাগরিকদের মধ্য হতে একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হবেন।

৫.৩.২ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৫.৩.১ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব না হলে, সকল অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি ও আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকদের মধ্য থেকে একজনকে

এনসিসি-র ৯ (নয়) সদস্যের মধ্যে নূন্যতম ৬ (ছয়) সদস্যের সিদ্ধান্তে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হবেন।

৫.৩.৩ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৫.৩.২ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব না হলে, এনসিসি-র সকল সদস্যের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে রাষ্ট্রপতি প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

৫.৩.৪ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৫.৩.৩ অনুযায়ী এনসিসি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে, বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন তিনি প্রধান উপদেষ্টা হবেন।

৫.৩.৫ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৫.৩.৪ অনুযায়ী যদি উক্তরূপ সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে না পাওয়া যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হন, তা হলে তাঁর অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি প্রধান উপদেষ্টা হবেন। একই ভাবে তাঁকেও না পাওয়া গেলে অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হলে পর্যায়ক্রমে অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি যাকে পাওয়া যায় তিনি প্রধান উপদেষ্টা হবেন।

৫.৩.৬ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৫.৩.৫ অনুযায়ী যদি কোনো অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে না পাওয়া যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হন, তবে আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন তিনি প্রধান উপদেষ্টা হবেন।

৫.৩.৭ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৫.৩.৬ অনুযায়ী যদি উক্তরূপ আপিল বিভাগের সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হন, তা হলে তাঁর অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত আপিল বিভাগের বিচারক প্রধান উপদেষ্টা হবেন। একই ভাবে তাঁকেও না পাওয়া গেলে অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হলে পর্যায়ক্রমে অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত আপিল বিভাগের বিচারক যাকে পাওয়া যায় তিনি প্রধান উপদেষ্টা হবেন।

**৫.৪ উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য**

প্রধান উপদেষ্টা মনোনীত হবার পর তিনি আইনসভার সদস্য হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন এবং কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য নন এমন অনূর্ধ্ব ১৪ (চৌদ্দ) জন ব্যক্তিকে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসেবে মনোনয়ন করবেন।

### ৫.৫ কার্যাবলী

অন্তর্বর্তী সরকার সকল রাজনৈতিক দল এবং নির্বাচনী প্রার্থীদের জন্য সমান সুযোগের ক্ষেত্র তৈরি করে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করবে এবং অন্তর্বর্তী সময়ে সরকারের দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা করবে।

**৫.৬** প্রধান উপদেষ্টা পদত্যাগ করলে বা মৃত্যুবরণ করলে বা প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগের যোগ্যতা হারালে উপদেষ্টা পরিষদ তাদের মধ্য থেকে একজন সদস্যকে মনোনীত করবেন এবং রাষ্ট্রপতি তাঁকে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দিবেন।

## ৬. স্থানীয় সরকার

**ব্যাখ্যা**

**(ক)** সমগ্র দেশে সমন্বিত উন্নয়নের জন্য কার্যকর এবং শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার কোনো বিকল্প নেই। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ("এলজিআই") গুলোকে সত্যিকারের কার্যকরী করার প্রয়োজনে তাদের আর্থিক এবং বাস্তবায়নিক স্বায়ত্তশাসন অতীব জরুরী। সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রশাসনকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণে এনে জনপ্রতিনিধিদের পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপন করা প্রয়োজন।

**(খ)** আমলাতান্ত্রিক জটিলতা থেকে মুক্ত করতে এবং স্বচ্ছতা আনয়নে প্রতিটি এলজিআই আইনসভার উচ্চকক্ষের স্থানীয় সরকার কমিটির মাধ্যমে তাদের বাজেট অনুমোদন করাতে পারবেন। তবে যদি কোনো এলজিআই নিজস্ব তহবিলেই বাজেটের অর্থ সংকুলান করতে পারে তবে তার কারো অনুমোদনের প্রয়োজন হবে না।

**(গ)** প্রতিটি স্তরের এলজিআই সংবিধানে উল্লেখ থাকায় স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করবে। প্রতিটি জেলায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের পাশাপাশি সমন্বিত কার্যক্রম পরিচালনা করার সুবিধা সৃষ্টি করতে, একটি জেলা সমন্বয় কাউন্সিল গঠন করা হবে। জেলা সমন্বয় কাউন্সিল প্রতিটি এলজিআই এর প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত হবে। জেলা সমন্বয় কাউন্সিল পুরো জেলার সার্বিক উন্নয়ন এবং এলজিআই সমূহের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণে একটি কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। উপরন্তু, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জনগণের পরোক্ষ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে প্রতিটি জেলা সমন্বয় কাউন্সিল একটি অনন্য ভূমিকা পালন করবে।

## সুপারিশ

### ৬.১ ক্ষমতায়ন

৬.১.১ কমিশন সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ("এল.জি.আই.") আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং আইন দ্বারা নির্ধারিত সকল কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কার্যকরী স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করার সুপারিশ করছে। জাতীয় পরিকল্পনার বাস্তবায়ন কর্মসূচির অংশ না হলে, স্থানীয় পর্যায়ে সকল উন্নয়ন কাজের উপর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (এলজিআই-এর) সম্পূর্ণ আর্থিক নিয়ন্ত্রণ এবং বাস্তবায়নের কর্তৃত্ব থাকবে।

৬.১.২ কমিশন সুপারিশ করছে, যে সকল সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী এলজিআই-এর কাজে সরাসরি নিয়োজিত তারা এলজিআই-এর জনপ্রতিনিধিদের অধীনস্থ হবে। এবং যে সকল সরকারি বিভাগ এলজিআই-এর এখতিয়ারভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত, তারা এলজিআই-এর জনপ্রতিনিধিদের নির্দেশনায় কাজ করবে।

৬.১.৩ তহবিল ও বাজেট

(অ) এলজিআই ট্যাক্স, চার্জ, ফি ইত্যাদি আরোপ করে স্থানীয়ভাবে তহবিল সংগ্রহ করতে পারবে। সংগৃহীত তহবিল তার বাজেটের বেশি হলে, উদ্বৃত্ত অর্থ ভবিষ্যতের ঘাটতি পূরণের জন্য সংরক্ষিত তহবিল হিসেবে রাখা হবে।

(আ) যদি প্রাক্কলিত তহবিল এলজিআই-এর বাজেটের চেয়ে কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে সেই বাজেট আইনসভার উচ্চ কক্ষের স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত কমিটির কাছে পাঠাতে হবে। উক্ত বাজেট আইনসভার উচ্চ কক্ষের স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত কমিটি দ্বারা অনুমোদিত হলে কমিটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে বাজেটে উল্লেখিত ঘাটতি বরাদ্দ দিতে নির্দেশ দেবে।

(ই) আইনসভা ভেঙ্গে গেলে, আইনসভার একটি নতুন উচ্চকক্ষ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত, কমিটির সকল কার্যাবলী স্থানীয় সরকার কমিশন কর্তৃক পরিচালিত হবে।

### ৬.২ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান

কমিশন দক্ষ এবং কার্যকর স্থানীয় সরকার নিশ্চিত করতে, সকল স্তরের এলজিআই সংবিধানে উল্লেখ থাকার সুপারিশ করছে। বিদ্যমান স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে, প্রাথমিকভাবে নিম্নলিখিত এলজিআই থাকবে-

(অ) বাংলাদেশের প্রতিটি ইউনিয়নে একটি ইউনিয়ন পরিষদ;

(আ) বাংলাদেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি উপজেলা পরিষদ;

(ই) পৌরসভা; এবং

(ঈ) সিটি কর্পোরেশন ।

## ৬.৩ জেলা সমন্বয় কাউন্সিল

কমিশন প্রতিটি জেলায়, একটি 'জেলা সমন্বয় কাউন্সিল' প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করছে যা সেই জেলার মধ্যে সকল এলজিআই-এর জন্য একটি সমন্বয় এবং যৌথ কার্য সম্পাদনকারী সংস্থা হিসাবে কাজ করবে। সিটি কর্পোরেশন 'জেলা সমন্বয় কাউন্সিল' এর অংশ হবে না, কেননা অনুরূপ উদ্দেশ্যে তাদের নিজস্ব সমন্বয় কাউন্সিল থাকবে। 'জেলা সমন্বয় কাউন্সিল' এর কাঠামো, দায়িত্ব এবং কাজের পর্রিধি প্রসঙ্গে কমিশন নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সুপারিশ করছে -

৬.৩.১ 'জেলা সমন্বয় কাউন্সিল' একটি নির্দিষ্ট জেলার মধ্যে সকল এলজিআই-এর নিম্নলিখিত নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হবে -

(অ) প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ থেকে নির্বাচিত চেয়ারম্যান

(আ) প্রতিটি উপজেলা পরিষদ থেকে নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও দুজন ভাইস চেয়ারম্যান

(ই) প্রতিটি পৌরসভা থেকে নির্বাচিত মেয়র ও দুজন ডেপুটি মেয়র

'জেলা সমন্বয় কাউন্সিল' এর সদস্যরা নিজেদের মধ্য থেকে চারজন ব্যক্তিকে নির্বাচন করবেন, যারা প্রত্যেকে এক বছর মেয়াদে কাউন্সিলের সভায় পর্যায়ক্রমে সভাপতিত্ব করবেন।

৬.৩.২ প্রতিটি সিটি কর্পোরেশনের একটি 'সিটি কর্পোরেশন সমন্বয় কাউন্সিল' থাকবে যা মেয়র, ডেপুটি মেয়র ও সকল কাউন্সিলরদের সমন্বয়ে গঠিত হবে।

৬.৩.৩ জেলা সমন্বয় কাউন্সিলের নিম্নলিখিত কার্যাবলী থাকবে-

(অ) সমগ্র জেলা বা জেলার মধ্যে একাধিক এলজিআই-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এমন উন্নয়ন পরিকল্পনার সমন্বয় করা এবং এই ধরনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সাথে সংযুক্ত প্রতিটি এলজিআই থেকে তহবিল বরাদ্দের সমন্বয় করা।

(আ) জেলার অন্তর্গত প্রতিটি এলজিআই-এর বাজেট প্রণয়নে সহায়তা ও তহবিল সংগ্রহে পারস্পরিক সহযোগিতা করা।

(ই) রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য উপরোল্লিখিত ৩.২.১ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে নির্বাচক মন্ডলী (ইলেক্টোরাল কলেজ) এর অংশ হিসেবে ভোট প্রদান করা।

(ঈ) আইন দ্বারা নির্ধারিত অন্য সকল কার্য সম্পাদন করা।

## ৬.৪ নির্বাচন

(অ) কমিশন স্থানীর সরকারের কোনোও প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনে কোনো প্রার্থীকে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের জন্য সংরক্ষিত প্রতীক বরাদ্দ না করার সুপারিশ করছে।

(আ) কমিশন এলজিআই-এর সকল নির্বাচন নির্বাচন কমিশনের সরাসরি তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠানের সুপারিশ করছে।

## ৬.৫ স্থানীয় সরকার কমিশন

৬.৫.১ কমিশন একটি স্থানীয় সরকার কমিশন প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করছে যা একজন প্রধান স্থানীয় সরকার কমিশনার এবং ৪ (চার) জন কমিশনার নিয়ে গঠিত হবে।

৬.৫.২ কমিশন সুপারিশ করছে যে,-

(অ) স্থানীয় সরকার কমিশন সকল এলজিআই তত্ত্বাবধান করবে এবং তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সুশাসনের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবে।

(আ) স্থানীয় সরকার কমিশনের কাছে অসদাচরণের অভিযোগ তদন্ত করার ক্ষমতা থাকবে এবং প্রমাণিত হলে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরূদ্ধে স্থগিতাদেশ বা অপসারণসহ যেকোনো আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারবে।

(ই) এলজিআই সমূহের মধ্যে, কিংবা এলজিআই বা কোনো সরকারি বিভাগ কর্তৃক একে ওপরের বিরুদ্ধে অসহযোগিতাসহ অন্য যে কোনো অভিযোগ করলে, স্থানীয় সরকার কমিশনের উভয় পক্ষের বক্তব্য বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়ার ক্ষমতা থাকবে যা উভয় পক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক হবে।

## বিচার বিভাগ

### ভূমিকা:

১. বাংলাদেশের বিচার বিভাগ প্রধানত সুপ্রিম কোর্ট এবং 'অধস্তন আদালত' নিয়ে গঠিত। সুপ্রিম কোর্ট দুটি বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত: আপিল বিভাগ এবং হাইকোর্ট বিভাগ। হাইকোর্ট বিভাগের দেওয়ানি, ফৌজদারি, রিট এবং বিধিবদ্ধ এখতিয়ার রয়েছে। বিশেষ মূল এখতিয়ারের অধীনে হাইকোর্ট বিভাগ নাগরিকদের মৌলিক অধিকার বলবৎ করার ক্ষমতা রাখে। আপিল বিভাগ হাইকোর্ট বিভাগের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল শুনানি ও নিষ্পত্তি করতে পারে। হাইকোর্ট বিভাগের নিচে রয়েছে বিভিন্ন 'অধস্তন আদালত' এবং দেওয়ানি, ফৌজদারি এবং বিশেষ এখতিয়ারসম্পন্ন ট্রাইব্যুনাল।

### ন্যায়বিচারের সুযোগ

২. 'ন্যায়বিচারের সুযোগ' (এ্যাকসেস টু জাস্টিস) বলতে বোঝায় যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তার সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক বা অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা নির্বিশেষে প্রতিকারের জন্য আইনের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন। তবে ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশে ন্যায়বিচারের সুযোগ সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে রয়ে গেছে। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে হাইকোর্ট বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণ না হওয়া এবং তা শুধুমাত্র রাজধানীতে অবস্থান। ফলে দেশের একটি বৃহৎ অংশ বিশেষত দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতরা, আইনি প্রতিকারের জন্যে বিচারব্যবস্থার শরণাপন্ন হতে নিরুৎসাহিত হন।

### বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং জবাবদিহি

৩. বাংলাদেশের বিচার বিভাগ, বিচারকদের নিয়োগে রাজনৈতিক প্রভাব, সরকারের নির্বাহী বিভাগের হস্তক্ষেপ, বিচারকদের বিরুদ্ধে দলীয় বিবেচনায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থার পক্ষপাতদুষ্ট প্রয়োগ এবং পক্ষপাতমূলক বিচারিক সিদ্ধান্তের দ্বারা জর্জরিত হয়েছে - যার সবগুলোই বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও জবাবদিহিকে খর্ব করেছে। যদিও ২০০০ সালে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ রায় দিয়েছিল যে, বিচার বিভাগীয় পরিষেবাগুলির প্রশাসনিক কার্যক্রম সরকারের নির্বাহী বিভাগের পরিবর্তে সুপ্রিম কোর্টের ওপর ন্যস্ত থাকবে[139], তবু বিচার বিভাগ এখনো একটি সত্যিকার স্বাধীন প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হতে পারেনি। কেননা, 'অধস্তন আদালত' এখনো নির্বাহী বিভাগ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত। বিচার বিভাগের আর্থিক স্বায়ত্তশাসনের ঘাটতি এবং প্রশাসনিক, পরিচালন, লজিস্টিক ও অন্যান্য ব্যয়ভারের জন্য নির্বাহী শাখার ওপর নির্ভরশীলতা এই পরিস্থিতিকে আরও নাজুক করে তুলেছে।

### সুপ্রিম কোর্টের বিকেন্দ্রীকরণ:

৪. সুপ্রিম কোর্ট রাজধানী ঢাকায় অবস্থিত হওয়ার কারণে নাগরিকদের নাগালের বাইরেই রয়ে গেছে। কেবল ঢাকাকেন্দ্রিক হাইকোর্ট বিভাগ ন্যায্যতাভিত্তিক ন্যায়বিচার প্রদান করার জন্য যথার্থ বা বাস্তবসম্মত নয়।

### সুপারিশসমূহ

৫. কমিশন উচ্চ আদালতের বিকেন্দ্রীকরণ করে দেশের সকল বিভাগে হাইকোর্টের স্থায়ী আসন প্রবর্তনের সুপারিশ করছে।

---

[139] Secretary, Ministry of Finance vs Masdar Hossain, 52 DLR (AD) 2000, 82.

৬. প্রস্তাবিত ব্যবস্থায়, সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের আসন রাজধানীতেই থাকবে। দেশের সকল বিভাগে হাইকোর্ট বিভাগের সমান এখতিয়ার সম্পন্ন স্থায়ী আসন স্থাপন করা হবে। হাইকোর্ট বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণ কোনোভাবেই সুপ্রিম কোর্টের একক চরিত্রকে ক্ষুণ্ণ করবে না।

**সুপারিশের যৌক্তিকতা**

৭. একটি বিকেন্দ্রীকৃত ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান সুবিধা হলো গ্রামীণ, প্রত্যন্ত বা সুবিধাবঞ্চিত অঞ্চলে বসবাসরত দরিদ্র এবং প্রান্তিক জনগণের জন্য ন্যায়বিচারে সুযোগের উন্নতি। ন্যায়বিচারের সুযোগের ক্ষেত্রে কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হাইকোর্ট বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে বিচারিক ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠান দেশজুড়ে ছড়িয়ে দেওয়া হলে তা সুযোগ, কার্যকারিতা এবং দ্রুত সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সুবিধা প্রদান করতে পারে। ন্যায়বিচার সহজলভ্য ও দক্ষ হলে বিচার বিভাগের প্রতি জনগণের আস্থা বৃদ্ধি পায়। বিকেন্দ্রীকরণ নিশ্চিত করা গেলে জনগণ বিচারিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নাগালের মধ্যে আছে এমনটা বিবেচনা করবে। এটি ন্যায়পরায়ণতা এবং জবাবদিহি রক্ষায় আইনি ব্যবস্থার সক্ষমতার প্রতি জনগণের আস্থা তৈরি করবে।

৮. কেন্দ্রীভূত আদালত বিপুলসংখ্যক মামলার চাপ এবং লজিস্টিক সমস্যায় জর্জরিত থাকার কারণে ন্যায়বিচার প্রদানে বিলম্ব করে। হাইকোর্ট বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণ এই কাজের চাপকে নানা অঞ্চলে ভাগ করে দেবে, ফলে মামলাগুলো অধিক দক্ষতা এবং দ্রুততার সঙ্গে নিষ্পত্তি করা যাবে। এটা কেবল বিচারপ্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করবে না, বরং বিচার বিভাগের প্রতি জনগণের আস্থা আরও দৃঢ় করবে।

৯. আদালতগুলোর বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে বিচারিক কার্যক্রম ও পরিষেবাগুলো একটি কেন্দ্রীয় স্থানে সীমাবদ্ধ না রেখে বিভিন্ন ভৌগোলিক স্থানে ছড়িয়ে দেওয়া হলে আইনজীবী ও বিচারকদের পেশাগত দক্ষতা বিকাশে তা সহায়ক হবে, পাশাপাশি সমাজে ন্যায়বিচারের অভিগম্যতা বাড়বে। একটি বিকেন্দ্রীভূত হাইকোর্ট বিভাগ আইন পেশা–সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী, প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং পরিষেবার সাথে জড়িতদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে স্থানীয় অর্থনীতির উন্নয়নে অবদান রাখবে।

১০. একটি বিকেন্দ্রীভূত হাইকোর্ট বিভাগ বিচারিক কার্যক্রমকে স্থানীয় সরকারের কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলবে। এটি নিশ্চিত করবে যে, আইনি সিদ্ধান্তসমূহ আঞ্চলিক, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে আরও ভালোভাবে সংহত হয়। এই সামঞ্জস্যতা শাসনব্যবস্থা ও পরিষেবা প্রদানের সামগ্রিক সমন্বয়কে সুসংহত করবে। এটি আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের বোধ জাগ্রত করার পাশাপাশি জাতীয় ঐক্য বজায় রাখবে, কেননা বিকেন্দ্রীভূত আদালতগুলো স্থানীয় সরকারের আইন ও কানুনের সাথে তাল মিলিয়ে কাজ করবে।

১১. বিকেন্দ্রীকরণ কোনোভাবেই সুপ্রিম কোর্টের একক চরিত্রকে ক্ষুণ্ন করবে না, কেননা দুটো ধারণা বিচার বিভাগীয় প্রশাসন ও ক্রমাধিকারের ভিন্ন দিক নিয়ে কাজ করে। বিকেন্দ্রীকরণ হাইকোর্ট পর্যায়ে প্রবেশগম্যতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি নিয়ে কাজ করলেও বিচার বিভাগের একক চরিত্র অক্ষুণ্ন থাকে, কেননা সর্বোচ্চ আদালত হিসেবে সুপ্রিম কোর্ট তার সাংবিধানিক কর্তৃত্ব বজায় রেখে আইন ব্যাখ্যায় দেশজুড়ে একক চরিত্র নিশ্চিত ও তদারকি করতে পারে। যেমন ভারতে বিভিন্ন রাজ্যে হাইকোর্ট কার্যকর থাকলেও সুপ্রিম কোর্টের কাছে রয়েছে চূড়ান্ত কর্তৃত্ব। এটি নিশ্চিত করে যে, দেশজুড়ে হাইকোর্টের বিচার বিভাগীর সিদ্ধান্তসমূহ ন্যায়বিচার ও জাতীয় আইনের বৃহত্তর নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ

রয়েছে। চীন, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়াতেও বিকেন্দ্রীভূত উচ্চ আদালত রয়েছে, যা একই সাথে কার্যকর, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং জনগণের প্রয়োজনে দ্রুত সাড়া দিতে সক্ষম।

**বিচার বিভাগের বিচারক নিয়োগ:**

১২. বিদ্যমান সংবিধান রাষ্ট্রপতিকে প্রধান বিচারপতি এবং তার সাথে পরামর্শ মোতাবেক সুপ্রিম কোর্টের অন্যান্য বিচারক নিয়োগের ক্ষমতা প্রদান করেছে। (অনুচ্ছেদ ৯৫[১])। যদিও প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতার ক্রম অনুসরণ রাষ্ট্রপতির জন্য বাধ্যতামূলক নয়, তবু এই রীতি বহু বছর যাবৎ চলমান। তবে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা চালুর পর—যেখানে সদ্য সাবেক প্রধান বিচারপতি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন- জ্যেষ্ঠতম বিচারককে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার প্রথা লঙ্ঘিত হয়। তখন রাজনৈতিক বিবেচনায় জ্যেষ্ঠ বিচারকদের ডিঙিয়ে কনিষ্ঠ বিচারকদের পদোন্নতি দেওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়।

১৩. সুপ্রিম কোর্টের অন্য বিচারকদের নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে প্রায়ই ক্ষমতাসীন সরকারের প্রধানমন্ত্রীর খেয়ালখুশি ও পরামর্শের ওপর নির্ভর করতে দেখা যায়। প্রধান বিচারপতি নিয়োগের মতো হাইকোর্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারককে আপিল বিভাগে নিয়োগ দেওয়ার রীতি ছিল। ক্ষমতাসীনরা ভীষণভাবে এই রীতি লঙ্ঘন করেছে। যেমন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন থাকা অবস্থায় ১০টি ক্ষেত্রে এই রীতি লঙ্ঘন করেছে।[140]

**সুপারিশসমূহ**

১৪. কমিশন সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত, নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি স্বাধীন বিচার বিভাগীয় নিয়োগ কমিশন [জুডিশিয়াল অ্যাপয়েনমেন্টস কমিশন, Judicial Appointments Commission (JAC)] গঠনের সুপারিশ করছে। সাত সদস্য বিশিষ্ট এই কমিশন যাদের সমন্বয়ে গঠিত হবে তারা হচ্ছেন:

১. প্রধান বিচারপতি (পদাধিকারবলে কমিশনের প্রধান)
২. আপিল বিভাগের পরবর্তী দুজন জ্যেষ্ঠ বিচারক (পদাধিকারবলে সদস্য)
৩. হাইকোর্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠতম দুজন বিচারপতি (পদাধিকারবলে সদস্য)
৪. অ্যাটর্নি জেনারেল
৫. একজন নাগরিক (সংসদের উচ্চকক্ষ কর্তৃক মনোনীত)

১৫. জুডিশিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্টস কমিশন (জেএসসি)-তে একজন নাগরিকের প্রতিনিধিত্ব কমিশনের অন্তর্ভুক্তিমূলক চরিত্র তুলে ধরবে।

১৬. জেএসসি সততা, নিষ্ঠা, মেধা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, জ্ঞান, পেশাগত অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগের জন্যে যোগ্য প্রার্থীদের একটি তালিকা রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণ করবে যাদেরকে রাষ্ট্রপতি বিচারক হিসেবে নিয়োগ করবেন।

---

[140] M Eshteshamul Bari, *The Independence of the Judiciary in Bangladesh Exploring the Gap Between Theory and Practice* (Springer 2022) 165

## সুপারিশের যৌক্তিকতা

১৭. লর্ড ডেনিং অভিমত দিয়েছিলেন, 'বিচারকদের স্বাধীনতা গণতন্ত্রের ভিত্তি ও স্বাধীনতার রক্ষাকবচ। বিচার বিভাগের স্বাধীনতার কেন্দ্রে রয়েছে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগপ্রক্রিয়া, যা সাংবিধানিক শাসনব্যবস্থার ভাগ্য নির্ধারণ করে। বিচার বিভাগের রাজনৈতিকীকরণ বিচার বিভাগের সততাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, যা স্বাধীন বিচার বিভাগের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশে বিগত কয়েক বছর যাবৎ সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ ক্ষমতাসীন দলগুলো রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত করেছে। এর ফলে বিচারকদের মান, বিশ্বাসযোগ্যতা এবং নিরপেক্ষতায় স্পষ্ট প্রভাব পড়েছে, যা তাদের রায়ে প্রতিফলিত হয়েছে। ফলস্বরূপ বিচারকদের পেশাদারিত্ব, নৈতিক মানদণ্ড এবং বিচার বিভাগীয় মানদণ্ডের প্রতি জনগণের অনাস্থা তৈরি হয়েছে।

১৮. সাংবিধানিক গণতন্ত্রের মূলভিত্তি হিসেবে বিচার বিভাগকে সংবিধান এবং নাগরিকদের অধিকার রক্ষাকারী ভূমিকা পালনের জন্য রাজনৈতিক চাপ ও বাহ্যিক প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে হবে। একটি বিচার বিভাগীয় নিয়োগ কমিশন (বিনিক)/(JAC) বিচারকদের নিয়োগপ্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং প্রাতিষ্ঠানিক সততা নিশ্চিত করবে। এটি পছন্দসই লোকের নিয়োগ, স্বেচ্ছাচারিতা অথবা নির্বাহী বিভাগের হস্তক্ষেপের মতো কাঠামোগত সমস্যাগুলোর সমাধান করবে। বিনিক/JAC নিশ্চিত করবে যে, বিচারকদের নিয়োগ হয়েছে যোগ্যতা, সততা এবং দক্ষতার ভিত্তিতে এবং এর বাইরে কোনো প্রভাবের কারণে নয়। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট এসপি গুপ্তা বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন (১৯৮১)[141] মামলার ঐতিহাসিক রায়ে বলেন যে, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা গণতন্ত্রের জন্য অপরিহার্য।

১৯. বিচার বিভাগ জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস থেকে তার কর্তৃত্ব অর্জন করে। নিয়োগে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা বিচার বিভাগের সততা এবং এর সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণাকে প্রশ্নের মুখে ফেলে। একটি বিচার বিভাগীয় নিয়োগ কমিশন (JAC) নাগরিকদের কাছে বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা, ন্যায্যতা ও দক্ষতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি এটাও নিশ্চিত করবে যে, কেবল যোগ্য ব্যক্তি সর্বোচ্চ আদালতে পদোন্নতি পাবেন। দি কাউন্সিল অব ইউরোপ–এর ভেনিস কমিশন জোর দিয়ে বলেছে যে, জুডিশিয়াল কাউন্সিল বা বিচার বিভাগীয় পরিষদের মতো স্বাধীন সংস্থা বিচার বিভাগীয় নিয়োগের সুরক্ষা দেয়, পাশাপাশি রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বকে প্রতিরোধ করে। দক্ষিণ আফ্রিকা এবং কানাডার মতো দেশগুলো স্বাধীন সংস্থা তৈরি করেছে, যেখানে বিচারক, আইন বিশেষজ্ঞ এবং নাগরিক সমাজের সদস্যরা বিচারকদের নিয়োগপ্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেন।

২০. বিনিক/JAC-এ নাগরিকদের (সাধারণ) উপস্থিতি অন্তর্ভুক্তিমূলক চরিত্রের প্রতীক হিসেবে কাজ করবে এবং সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগের জন্য যোগ্যতাভিত্তিক প্রার্থীদের নির্বাচন করতে আইন পেশাজীবী ও সাধারণ প্রতিনিধিদের মধ্যে ক্ষমতার একটি সুষম ভারসাম্য নিশ্চিত করবে। এটি বিচারক নিয়োগে জবাবদিহিও নিশ্চিত করবে। সাধারণ নাগরিকদের অংশগ্রহণ মানে হচ্ছে বিচারক নিয়োগে আইন পেশার সাথে যুক্ত নন এমন কারও অন্তর্ভুক্তি। এটাকে বিচারক নিয়োগপ্রক্রিয়ার গণতন্ত্রায়ণ করার একটি উপায় হিসেবে দেখা হয়।

২১. বিচারক নিয়োগে নাগরিকদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চালু একটি চর্চা। এটি বিচার বিভাগের বৈচিত্র্য ও জবাবদিহি বৃদ্ধির পাশাপাশি জনগণের আস্থা সংহত করে। উদাহরণস্বরূপ যুক্তরাজ্য, আয়ারল্যান্ড,

---

[141] AIR SC (1982) 149.

নরওয়ে, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং জার্মানির মতো দেশগুলোর বিচারক নিয়োগ সংস্থাগুলোর মধ্যে নাগরিক প্রতিনিধিরা বিচারপতি প্রার্থীদের মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করে।

২২. বিচারব্যবস্থায় প্রায়ই জনগণের বৈচিত্র্য প্রতিফলন ঘটানো সম্ভব হয় না। বিচারক নিয়োগে নাগরিক প্রতিনিধিত্ব এই অসমতার সমাধান করতে সহায়তা করে। এর মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসহ প্রতিনিধিত্বহীন দৃষ্টিভঙ্গিগুলোকে বিবেচনায় নেওয়ার নিশ্চয়তা তৈরি হয়। যেমন দক্ষিণ আফ্রিকার জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের সাধারণ সদস্যগণ এমন বিচারক নিয়োগে অবদান রাখেন, যারা দেশের ঐতিহাসিক এবং সামাজিক বৈষম্যকে বিবেচনায় নিতে সক্ষম হবেন।

২৩. আইন পেশাজীবীরা মূলত প্রায়োগিক/টেকনিক্যাল দক্ষতার ভিত্তিতে প্রার্থী মূল্যায়ন করতে পারেন। এটি গুরুত্বপূর্ণ হলেও একজন ভালো বিচারকের একমাত্র মানদণ্ড নয়। সাধারণ নাগরিকদের প্রতিনিধিরা আরও কিছু মানদণ্ড যুক্ত করেন, যেমন বিচারকের নৈতিক বিচার, সামাজিক সহানুভূতি এবং সততা। এই গুণাবলি বিচার বিভাগের জন্য অপরিহার্য, কেননা বিচার বিভাগের সিদ্ধান্তসমূহ সমাজে গভীর প্রভাব ফেলবে। সাধারণ নাগরিকদের মতামত নিশ্চিত করবে যে, বিচারক প্রার্থীরা কেবল তাদের আইনি প্রজ্ঞার ভিত্তিতেই মূল্যায়িত হচ্ছেন না, বরং সামাজিক সমস্যাসমূহ অনুধাবন এবং মোকাবিলায় তাদের সক্ষমতাও আমলে নেওয়া হয়েছে।

**<u>সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগের যোগ্যতা:</u>**

২৪. বর্তমান সংবিধানে সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের যোগ্যতার বর্তমান মানদণ্ড প্রধানত মেয়াদভিত্তিক। এই মানদণ্ডে গুণগত দক্ষতা অনুল্লেখিত, যা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু বিচারকার্য পরিচালনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত আইন পেশাজীবীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা বজায় রাখা এবং নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণে কমিশন সুপারিশ করছে যে-

> যে কোনো একজন ব্যক্তি সুপ্রিম কোর্টের বিচারক পদে নিয়োগলাভের যোগ্য হবেন যদি তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হন; এবং
>
> (ক) সুপ্রিম কোর্টে অন্যূন দশ বছর অ্যাডভোকেট থাকেন; অথবা
>
> (খ) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে অন্যূন দশ বছর কোনো বিচার বিভাগীয় পদে দায়িত্ব পালন করেন; অথবা
>
> (গ) বাংলাদেশের যেকোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন; এবং
>
> (ঘ) সুপ্রিমকোর্টের বিচারক পদে নিয়োগ লাভের জন্য আইনের দ্বারা নির্ধারিত কোনো অযোগ্যতা না থেকে থাকলে।

**<u>সুপারিশের যৌক্তিকতা</u>**

২৫. সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগে পেশাদারি ও বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতা ব্যতিরেকে কেবল মেয়াদকালকে সাংবিধানিক আবশ্যকতা হিসেবে নির্ধারণ অনুপযুক্ত বিচারিক অন্তর্ভুক্তির সুযোগকে প্রশস্ত করেছে। আইন বিভাগের অধ্যাপকদের

অন্তর্ভুক্তির কারণ হচ্ছে এর ফলে আইনের তত্ত্বীয়, গবেষণা ও বিশ্লেষণকেও অন্তর্ভুক্তি করা সম্ভব হবে। তারা প্রায়ই বিভিন্ন তাত্ত্বিক ও তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আইনের বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার কাজে নিয়োজিত থাকেন, যা কোনো জটিল সাংবিধানিক অথবা আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আইনি বিধিবিধানের গভীর বোঝাপড়ার সাথে গবেষণামূলক পদ্ধতির মিশেলে একজন অধ্যাপক যুক্তিযুক্ত ও প্রগতিশীল রায় প্রদানের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবেন। যেমন জার্মানির মতো দেশগুলোতে সাংবিধানিক আদালত প্রায়ই একাডেমিকদের অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। কারণ, এর মাধ্যমে বিচারিক সিদ্ধান্তসমূহে কেবল প্রায়োগিক দিকের প্রতিফলন ঘটে না, বরং বিকাশমান আইনশাস্ত্রের প্রবণতাসমূহেরও প্রতিফলন থাকে। অনুরূপভাবে কানাডা এবং দক্ষিণ আফ্রিকার আইনি বিশেষজ্ঞরা সাংবিধানিক আইনের বিচারিক চিন্তাভাবনায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন।

২৬. সুপ্রিম কোর্টে নিয়োগসমূহে যদি কেবল প্রচলিত চাকরি করা বিচারক বা জ্যেষ্ঠ আইনজীবীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়, তবে এটি বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি ও দক্ষতার অধিকারী ব্যক্তিদের বাদ দিতে পারে। এগুলো সামগ্রিক বিচার বিভাগের জন্য অপরিহার্য। প্রশ্নাতীত সততা এবং দক্ষতার অধিকারী আইনবিশারদ/আইন বিভাগের একাডেমিকদের নিয়োগ নিশ্চিত করে যে, বেঞ্চ মানবাধিকার, পাবলিক পলিসি ও আন্তর্জাতিক আইনসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মতামত সন্নিবেশিত করতে পারবে। ভারতের বিচারব্যবস্থা বিদ্যায়তনিক জগৎ ও কর্মবিভাগের বিভিন্ন পেশাজীবীদের অন্তর্ভুক্ত করে ব্যাপক উপকৃত হয়েছে এবং সমাজের বিচিত্র সমস্যাগুলোকে মোকাবিলা করার সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

২৭. এটা গুরুত্বপূর্ণ যে বিচার বিভাগ সর্বোচ্চ ন্যায়পরায়ণ এবং নৈতিক আচরণের প্রতিনিধিত্ব করবে। কেননা বিচার বিভাগ সমাজে ন্যায় ও সুবিচারের এক আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করে। প্রমাণিত সততা এবং সৎ ব্যক্তিদের নিয়োগ নিশ্চিত করবে যে, বিচার বিভাগ তার স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখছে। যেখানে দুর্নীতি বা রাজনৈতিক প্রভাব ঐতিহাসিকভাবে বিচারিক বিশ্বাসযোগ্যতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, সেখানে এই বিষয়টি আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবে। উদাহরণস্বরূপ, দক্ষিণ আফ্রিকার সাংবিধানিক আদালত তার সততার জন্য সুপরিচিত। কারণ, সেখানে প্রচলিত যোগ্যতার পাশাপাশি বিচারকরা চরিত্র, নৈতিক মান এবং জনগণের সেবায় তাদের অবদানের গভীর মূল্যায়নের ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। এই পদ্ধতি নিশ্চিত করে যে, বিচার বিভাগ দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে সুবিচার, উদ্ভাবন ও ন্যায্যতার রক্ষক হিসেবে থাকে।

**প্রধান বিচারপতি নিয়োগ:**

২৮. বর্তমান সংবিধান অনুসারে, বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দেন রাষ্ট্রপতি (অনুচ্ছেদ ৯৫)। তবে এই প্রক্রিয়া ক্ষমতাসীনদের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের শিকার হয়েছে। জ্যেষ্ঠতা বা মেধার ভিত্তির বিপরীতে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব এবং আনুগত্যের বিবেচনায় বিভিন্ন সময়ে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

**সুপারিশ**

২৯. কমিশন আপিল বিভাগের বিচারকদের মধ্য থেকে মেয়াদের ভিত্তিতে জ্যেষ্ঠতম বিচারককে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ প্রদানের সুপারিশ করছে। এটি রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের স্বার্থে কনিষ্ঠ বিচারক কর্তৃক উপেক্ষার মাধ্যমে প্রধান বিচারপতির নিয়োগে নির্বাহী/রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ রোধ করবে।

**<u>সুপারিশের যৌক্তিকতা</u>**

৩০. সাংবিধানিক গণতন্ত্রে, যেখানে বিচার বিভাগ হচ্ছে সংবিধানের অভিভাবক এবং ন্যায়বিচারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তদাতা, সেখানে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের প্রক্রিয়াতে অবশ্যই ন্যায্যতা, নিরপেক্ষতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠতম বিচারককে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগের রীতি বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, প্রশাসনিক দক্ষতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সততার একটি মূল ভিত্তি হয়ে উঠেছে।

৩১. জ্যেষ্ঠতার নীতি মেধা বা ব্যক্তিগত পছন্দের মতো বিষয়ের ওপর নির্ভর করে না, বরং একটি নির্মোহ মানদণ্ডের ওপর নির্ভরশীল, সেটি হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টে কাজের মেয়াদ। একজন জ্যেষ্ঠ বিচারক দশকের পর দশক সাংবিধানিক ও আইনি সমস্যার ফায়সালা দেওয়ার কারণে অতুলনীয় অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। জ্যেষ্ঠতার নীতি নিয়োগপ্রক্রিয়ায় স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ হ্রাস করে, কেননা এটি বিচারকদের ধারাবাহিক কাজ এবং বিচারিক মনোভাব প্রদর্শনের কারণে পদোন্নতি নিশ্চিত করে।

৩২. জ্যেষ্ঠতম বিচারককে নিয়োগ দেওয়ার রীতি বিচার বিভাগের স্বাধীনতার রক্ষাকবচ। এটি প্রধান বিচারপতির নিয়োগে রাজনৈতিক বা নির্বাহী এখতিয়ার ব্যবহার করার কোনো সুযোগ তৈরি হতে দেয় না। এই নীতি বিভিন্ন দেশের বিচারব্যবস্থায় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ভারতে দ্বিতীয় বিচারপতি মামলা (১৯৯৩)[142] এবং পরবর্তী রায়গুলোতে নিয়োগপ্রক্রিয়ায় বিচারিক প্রাধান্যকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জ্যেষ্ঠতার প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমে বিচার বিভাগ নিজেদের নির্বাহী ক্ষমতার অপব্যবহার থেকে রক্ষা করে। আন্তর্জাতিকভাবে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং অন্য দেশগুলো রাজনৈতিক নিয়োগের বিপদগুলো স্বীকার করে জ্যেষ্ঠতা বা নিরপেক্ষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিচারিক নেতৃত্ব নিয়োগের রীতি অনুসরণ করেছে।

৩৩. জ্যেষ্ঠতম বিচারক ইতিমধ্যে আদালতের কার্যপ্রণালি, প্রটোকল এবং প্রাতিষ্ঠানিক চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকেন। প্রধান বিচারপতি কেবল সুপ্রিম কোর্টের প্রধান নন; তিনি বিচার বিভাগের প্রধান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, যেমন মামলার বরাদ্দ, বেঞ্চ গঠন এবং নিম্ন আদালতগুলো তদারকি করা তার কাজের আওতায় পড়ে। মেধার গুরুত্ব অপরিসীম হলেও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে উন্নীত বিচারক নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা এবং প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করেন।

৩৪. জ্যেষ্ঠতার নীতি বিচারকদের মধ্যে ন্যায়বোধ, পারস্পরিক সম্মান ও আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি করবে। প্রত্যেক বিচারক জানেন যে প্রধান বিচারপতির পদে তাদের উত্তরণ একটি নিরপেক্ষ নীতির ওপর নির্ভরশীল, কোনো ব্যক্তিগত যোগাযোগ বা নির্বাহী হস্তক্ষেপের ওপর নয়। এটি বিচার বিভাগের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব হ্রাস করে।

**<u>সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের অপসারণ:</u>**

---

[142] AIR SC (1994) 268.

৩৫. ২০২৪ সালের অক্টোবরে[143] সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের (SJC) ক্ষমতা পুনর্বহাল করে। এই কাউন্সিল সুপ্রিম কোর্টের বিচারকের বিরুদ্ধে অযোগ্যতা বা পেশাগত অসদাচরণের অভিযোগ তদন্ত ও সমাধান করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। যদি তারা কোনো বিচারককে দোষী সাব্যস্ত করে, তবে সেই বিচারকের অপসারণের জন্য বিষয়টি রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণ করা হয়।

**<u>সুপারিশ:</u>**

৩৬. কমিশন সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের পেশাগত শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্যে বিদ্যমান অভ্যন্তরীণ পদ্ধতি (বর্তমানে যেমন সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল রয়েছে) বহাল রাখার সুপারিশ করছে।
তবে প্রস্তাব করা হচ্ছে যে, তদন্ত ও অনুসন্ধানের জন্য অভিযোগ সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে প্রেরণের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির পাশাপাশি জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (ন্যাশনাল কনস্টিটিউশন কাউন্সিল, এনসিসি)-এর থাকবে।

সে মর্মে, এটা প্রস্তাব করা হচ্ছে যে, যদি রাষ্ট্রপতি বা জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিলের (এনসিসি) বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে, একজন বিচারক নিম্নোক্ত কারণে–

(ক) শারীরিক বা মানসিক অক্ষমতার দরুন স্বীয় দায়িত্বপালনে অসমর্থ হয়ে পড়েছেন, অথবা

(খ) গুরুতর অসদাচরণের জন্য দোষী হতে পারেন,

তাহলে রাষ্ট্রপতি অথবা এনসিসি (যা প্রযোজ্য) সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলকে বিষয়টি তদন্ত করে অনুসন্ধানের ফলাফল জানাতে নির্দেশ দেবেন।

উপরোক্ত তদন্ত নিম্নোক্ত তিনভাবে সূচনা করা যাবে

(ক) সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তদন্তের জন্যে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন চাইতে পারবে;

(খ) রাষ্ট্রপতি অন্য যে কোনো সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তদন্তের জন্যে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের কাছে পাঠাতে পারবেন;

(গ) এনসিসি তদন্তের জন্য সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের কাছে পাঠাতে পারবে;

সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিল যদি রাষ্ট্রপতির কাছে কারো বিষয়ে তদন্তের অনুমতি চায় অথবা রাষ্ট্রপতি যদি সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলকে তদন্তের নির্দেশ দেন সেক্ষেত্রে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল বিষয়টি এনসিসি-কে অবহিত করবে।

---

[143]Bangladesh and others v Advocate Asaduzzaman Siddiqui and others (Civil Review Petition No 751 of 2017, AD, 20 October 2024); Tribune Desk, '16th amendment hearing: Power to remove judges returns to Supreme Judicial Council' Dhaka Tribune (Dhaka, 20 October 2024) < https://www.dhakatribune.com/bangladesh/court/362480/16th-amendment-hearing-power-to-remove-judges> accessed 12 December 2024.

সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল অভিযোগ তদন্তের ফলাফল রাষ্ট্রপতি এবং এনসিসি -কে অবহিত করবে।

যদি তদন্তের ফলাফলের ভিত্তিতে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল মতামত দেয় যে, বিচারক স্বীয় দায়িত্বপালনে অসমর্থ অথবা গুরুতর অসদাচরণের জন্য দোষী, তাহলে রাষ্ট্রপতি আদেশবলে বিচারককে অপসারণ করতে পারবেন।

৩৭. সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল প্রধান বিচারপতি এবং পরবর্তী দুজন জ্যেষ্ঠতম বিচারকের সমন্বয়ে গঠিত হবে।

**<u>সুপারিশের যৌক্তিকতা</u>**

৩৮. যেখানে বিচারকদের অপসারণ কেবল নির্বাহী বিভাগ বা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, যেমন আইনসভা দ্বারা অভিশংসনের মাধ্যমে সম্ভব হয়, সেখানে রাজনীতিকরণের উচ্চ ঝুঁকি থাকে। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে খর্ব করতে পারে এবং পক্ষপাতদুষ্ট বা অন্যায্য ফলাফলের সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে।

৩৯. জ্যেষ্ঠ বিচারকদের সমন্বয়ে গঠিত একটি স্বাধীন সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল (SJC) বিচারকদের অসদাচরণ মূল্যায়নে একটি নিরপেক্ষ পরিষদ হিসেবে বিবেচিত হবে, যেখানে রাজনৈতিক বিবেচনার পরিবর্তে তথ্য–প্রমাণের ভিত্তিতে বিচারিক অসদাচরণকে মূল্যায়ন করবে। কমিশন জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিলকে এই প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দিচ্ছে, কেননা এর মাধ্যমেই নিশ্চিত করা সম্ভব যে, রাষ্ট্রপতি কোনো অসদাচরণের অভিযোগ রাজনৈতিক বিবেচনায় উপেক্ষা করতে পারবেন না।

৪০. সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের একটি স্বাধীন তদারকি সংস্থার কাছে জবাবদিহি করার মাধ্যমে এসজেসি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে সুসংহত করে। এটি বিচার বিভাগের মধ্যকার অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতার লাগাম টেনে ধরে বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত ও সাংবিধানিক নীতির মধ্যে সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করে। এর ফলে গণতন্ত্রের স্তম্ভ হিসেবে আইনের শাসনকে আরও শক্তিশালী করবে।

৪১. দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার থেকে শুরু করে নৈতিক মান লঙ্ঘন পর্যন্ত সকল বিচার বিভাগীয় অসদাচরণ যথাযথভাবে সমাধান না করা হলে বিচারের অপরিণত রায় এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের মতো দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়তে পারে। সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল (SJC) তার কাঠামো এবং ম্যান্ডেটের মাধ্যমে এ ধরনের অসদাচরণের তদন্ত ও সমাধানের জন্য একটি আনুষ্ঠানিক, স্বাধীন এবং ন্যায়সঙ্গত প্রক্রিয়া নিশ্চিত করবে। এসজেসি অক্ষমতা বা অসদাচরণের অভিযোগ পর্যালোচনার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট ও নিরপেক্ষ কাঠামো প্রদান করবে, যা স্বেচ্ছাচারী অপসারণ রোধ করার পাশাপাশি জবাবদিহিও বজায় রাখবে। এই ভারসাম্য গুরুত্বপূর্ণ, কেননা একদিকে ভারসাম্যহীন বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা জবাবদিহির অভাব তৈরি করতে পারে, অন্যদিকে অতিরিক্ত তদারকি রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের ঝুঁকি তৈরি করবে।

৪২. সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল ব্যবস্থা বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতার নীতি এবং জবাবদিহির প্রয়োজনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে। বিচার বিভাগ যে ন্যায়বিচার পাওয়ার নির্ভরযোগ্য এবং নিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষ হিসেবে বহাল থাকতে পারে, সেটা নিশ্চিত হয় এর মাধ্যমে। যেমন দক্ষিণ আফ্রিকায় Judicial Service Commission

বিচারকদের বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত করে এবং তাদের বিরুদ্ধে কার্যক্রম গ্রহণের সুপারিশ করে। কীভাবে একটি কাঠামোবদ্ধ তদারকি বিচার বিভাগীয় শৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারে, পাশাপাশি যথাযথ প্রক্রিয়ার সম্মান বজায় রাখতে পারে, তা বোঝা যায় দক্ষিণ আফ্রিকার কমিশনের নজির থেকে। পাকিস্তানে এসজেসি মডেলও দুর্নীতি বা বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতার নীতিবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত বিচারকদের অপসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকা, কেনিয়া, জার্মানি, কানাডা, যুক্তরাজ্য এবং মালয়েশিয়া থেকে একই রকম উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে।

**<u>'অধস্তন' আদালত:</u>**

৪৩. 'অধস্তন আদালত' শব্দটি সাধারণত বিচার বিভাগীয় ক্রমাধিকারে, বিশেষত যেখানে বহুস্তরীয় আইনি ব্যবস্থ বিদ্যমান, নিম্ন আদালতগুলোকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। তবে যদিও এই শব্দটি ব্যাপকভাবে স্বীকৃত, তবে এর কিছু সমস্যামূলক ধারণাগত ইঙ্গিত রয়েছে এবং এগুলো ভাষাতাত্ত্বিক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচনার যোগ্য।

**<u>সুপারিশ</u>**

৪৪. কমিশন 'অধস্তন আদালত'–এর পরিবর্তে 'স্থানীয় আদালত' ব্যবহারের প্রস্তাব করছে। 'অধস্তন আদালত' অভিব্যক্তি আদালতসমূহের মর্যাদা এবং মূল্যবোধের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ।

৪৫. কমিশন সুপারিশ করছে যে, স্থানীয় আদালতের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নিয়োগ, পদায়ন, পদোন্নতি, ছুটি এবং শৃঙ্খলাসহ সকল সংশ্লিষ্ট বিষয় সুপ্রিম কোর্টের কাছে ন্যস্ত থাকবে। এই লক্ষ্যে কমিশন সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে একটি বিচারিক সচিবালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করছে। সংযুক্ত তহবিলের অর্থায়নে সুপ্রিম কোর্ট এবং স্থানীয় আদালতের প্রশাসনিক কার্যক্রম, বাজেট প্রণয়ন ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার ওপর এই সচিবালয়ের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে। এর মাধ্যমে বিচার বিভাগ আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সরকারের নির্বাহী বিভাগ থেকে স্বাধীন থাকবে।

**<u>সুপারিশের যৌক্তিকতা</u>**

৪৬. 'অধস্তন' অথবা 'Subordinate' শব্দটি স্বভাবতই হীনম্মন্যতা ও অধীনতার ধারণা/বোধ বহন করে। এটি হাইকোর্ট বিভাগের নিচে থাকা আদালতগুলোর বিষয়ে বিকৃত ধারণা সৃষ্টি করতে পারে। 'নিম্ন আদালত' সাধারণত 'অধস্তন আদালত' বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। এটিও একইভাবে ক্রমাধিকারতান্ত্রিক হলেও এটি তুলনামূলকভাবে কম অবমূল্যায়নকর এবং অধীনতার পরিবর্তে শ্রেণিবিন্যাসের একটা স্তরকে নির্দেশ করে। তথাকথিত নিম্ন আদালত বিচারব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি বিপুলসংখ্যক বিরোধ নিষ্পত্তি করে এবং নাগরিকদের সাথে বিচার বিভাগের প্রাথমিক সংযোগস্থল হিসেবে কাজ করে। এগুলোকে 'অধস্তন' বলে সম্বোধন করার ফলে এগুলোর গুরুত্ব ও মর্যাদায় আঘাত লাগার ঝুঁকি তৈরি হয়। অধস্তন শব্দটি অসাবধানতাবশত এই ধারণাটিকে স্থায়ী করতে পারে যে নিম্ন আদালতগুলো কম দক্ষ বা কম কর্তৃত্বপূর্ণ। এর ফলে এগুলোর প্রতি জনগণের আস্থা হ্রাস পাবে। বাস্তবে গুণগত বা কার্যকরতার জায়গা থেকে এই আদালতগুলো অধস্তন নয়, বরং একটি কাঠামোগত শ্রেণিবিন্যাস বা ক্রমাধিকারতন্ত্রের মধ্যে একে কাজ করতে হয়।

৪৭. ‘অধস্তন’ শব্দটি নিম্ন আদালত ও সুপ্রিম কোর্টের মধ্যে সাংবিধানিক সম্পর্ক সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়। আদালতের শ্রেণিবিন্যাস একটি আপিল এবং বিচারিক পর্যালোচনার ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে গঠিত হয়। এ কারণে নিম্ন আদালতগুলো সুপ্রিম কোর্টের ‘অধীন’ নয়, বরং এটি একটি সহযোগিতামূলক বিচারিক কাঠামোর অংশ, যা আইনে সামঞ্জস্যতা, ন্যায্যবিচার এবং জবাবদিহি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে কাজ করে। এই আদালতসমূহের বিচারকরা সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বাধীন; তারা কেবল আইন ও পূর্ববর্তী নজির দ্বারা আবদ্ধ। তাদের ‘অধস্তন’ হিসেবে অভিহিত করার ফলে তাদের বিচারিক স্বায়ত্তশাসনের অনুভূতিকে ক্ষুণ্ন করা হয়।

৪৮. আধুনিক আইনব্যবস্থা সকল বিচারিক প্রতিষ্ঠানের সমতা, মর্যাদা এবং শ্রদ্ধাকে গুরুত্ব দেয়। ‘অধস্তন’ শব্দটি অকেজো এবং ক্রমাধিকারতান্ত্রিক বলে মনে হয়, যা আধুনিক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। অনেক দেশে এই আদালতগুলোকে ‘প্রথম পর্যায়ের আদালত’ (যেমন, ইউরোপে) বা ‘trial courts’ (যুক্তরাষ্ট্রে) নামে সম্বোধন করার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা বিচারিক ক্রমাধিকারতন্ত্রে তাদের অবস্থানের বিপরীতে তাদের কার্যক্রমকে তুলে ধরে।

৪৯. ‘স্থানীয় আদালত’ শব্দ ক্রমাধিকারতন্ত্রের বিপরীতে বিচারিক সীমারেখা ইঙ্গিত করে। এই শব্দে তাদের কার্যকলাপ ভালোভাবে প্রতিফলিত হয়, প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা রক্ষিত হয় এবং তথাকথিত নিম্ন আদালতের ওপর জনগণের আস্থাও বৃদ্ধি পায়। আইনি ডিসকোর্সের বিকাশ এবং সমতা, মর্যাদা ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করার এখনই মোক্ষম সময়।

**<u>বিচারিক সচিবালয়</u>**

৫০. বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৬ অনুযায়ী, ‘নিম্ন আদালত’ বিচারকদের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষমতা প্রধান বিচারপতির পরামর্শ মোতাবেক রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত রয়েছে। বাস্তবে সরকারের নির্বাহী বিভাগ এই প্রক্রিয়াকে পরিচালনা করে থাকে।

**<u>সুপারিশ</u>**

৫১. কমিশন সুপারিশ করছে যে, স্থানীয় আদালতের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নিয়োগ, পদায়ন, পদোন্নতি, ছুটি এবং শৃঙ্খলা সুপ্রিম কোর্টের কাছে ন্যস্ত থাকবে। এই উদ্দেশ্যে কমিশন সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে একটি বিচারিক সচিবালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করছে।

৫২. সংযুক্ত তহবিলের অর্থায়নে বিচারিক সচিবালয়, স্থানীয় আদালতের প্রশাসনিক কার্যক্রম, বাজেট প্রণয়ন এবং মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখবে থাকবে। এর মাধ্যমে বিচার বিভাগ আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সরকারের নির্বাহী বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করবে।

**<u>সুপারিশের যৌক্তিকতা</u>**

৫৩. বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতার বিষয়টি রাজনৈতিক বুলিতে "ভদ্র স্বীকৃতি" পেয়েছে, তবে নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণ থেকে এর পৃথকীকরণ প্রধান রাজনৈতিক শক্তিসমূহের মূল এজেন্ডা বলে বিবেচিত হয়নি'।[144] স্থানীয় আদালতগুলো ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার মৌলিক ভিত্তি, কেননা এগুলো সাধারণ নাগরিকদের জন্য বিচারব্যবস্থায় অভিগম্যতার সূচনাবিন্দু। অল ইন্ডিয়া জাজেস অ্যাসোসিয়েশন বনাম ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া (১৯৯২)[145] মামলায় সুপ্রিম কোর্টের মতামত অনুযায়ী, ন্যায্যতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সব স্তরের বিচারকদের স্বায়ত্তশাসন থাকতে হবে। স্থানীয় আদালতের কার্যক্রমে কোনো পক্ষপাতিত্ব, অদক্ষতা বা বহিরাগত হস্তক্ষেপের ধারণা জনগণের বিশ্বাসকে নষ্ট করে ফেলবে।

৫৪. পদায়ন, পদোন্নতি এবং শৃঙ্খলার জন্য একটি কেন্দ্রীভূত এবং স্বাধীন ব্যবস্থা না থাকলে স্বেচ্ছাচারিতা, পক্ষপাতিত্ব বা অকার্যকারিতার জন্ম দিতে পারে। যদিও স্থানীয় আদালতের বিচারকরা সাংবিধানিক ম্যান্ডেট মেনে চলেন, তবু প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের কারণে প্রায়ই নির্বাহী ক্ষমতার প্রভাবের শিকার হতে হয়। সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে একটি বিচারিক সচিবালয়ের অধীনে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ রাখলে নির্বাহী হস্তক্ষেপের কোনো সুযোগ থাকবে না, যা সব স্তরের বিচারিক স্বাধীনতাকে সুসংহত করবে।

৫৫. এই সচিবালয় শৃঙ্খলাসংক্রান্ত বিষয়গুলো দ্রুত ও স্বচ্ছভাবে সমাধান করবে, যা আদালতের প্রতি জনগণের আস্থাকে সুরক্ষিত রাখবে। সুপ্রিম কোর্ট শৃঙ্খলাসংক্রান্ত প্রক্রিয়া তদারকি করার ফলে বিচারকদের সরকারের অন্যান্য বিভাগের হস্তক্ষেপ বা প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপের মুখোমুখি হতে হবে না। এই যুক্তি ভারতের সেকেন্ড জাজেস মামলা (১৯৯৩) থেকে আরও স্পষ্ট হয়, যেখানে নিজেদের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বিচার বিভাগের প্রাধান্যের গুরুত্বকে তুলে ধরা হয়েছিল। এটি নির্বাহী বিভাগের হস্তক্ষেপের পরিবর্তে অভ্যন্তরীণ তদারকির প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেছিল।

৫৬. উত্তর ইউরোপীয় মডেলের অধীনে, সুইডেন এবং ডেনমার্কে কাউন্সিলগুলোর নিয়োগ এবং শৃঙ্খলামূলক বিচার বিভাগীয় প্রক্রিয়া সম্পর্কিত পরামর্শ প্রদানের মতো প্রাথমিক কাজ ছাড়াও প্রশাসন (যেমন বিচারিক রেজিস্ট্রি অফিসের তদারকি, কেসলোড এবং কেস স্টক, প্রবাহের হার, আইনগত একরূপতা, মানসম্পন্ন সেবা ইত্যাদি) এবং আদালত ব্যবস্থাপনা (যেমন বাসস্থান, অটোমেশন, নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি) ক্ষেত্রে অনেক দূরপ্রসারী ক্ষমতা রয়েছে। তদুপরি তারা আদালতের বাজেট তৈরির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে (বাজেট নির্ধারণে অংশগ্রহণ, বিতরণ এবং বরাদ্দ, ব্যয় তদারকি এবং নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি)।

৫৭. বিচারিক প্রশাসনের বিচ্ছিন্ন নিয়ন্ত্রণ স্থানীয় আদালতের প্রশাসনে প্রায়ই বিলম্ব, অদক্ষতা এবং অসঙ্গতি তৈরি করে। একটি বিচারিক সচিবালয় এই কার্যক্রমগুলোকে সহজতর করে তুলবে। সুপ্রিম কোর্টের অধীনে একটি স্বাধীন সচিবালয় জনগণের আস্থা বাড়াবে যে বিচারিক কর্মকর্তাদের নিয়োগ, পদোন্নতি এবং শৃঙ্খলা কেবল যোগ্যতা এবং সততার ভিত্তিতে করা হচ্ছে।

**বিচার বিভাগের আর্থিক স্বায়ত্তশাসন**

---

[144]Malik, Shahdeen, "Laws of Bangladesh", in Chowdhury, A.M. and Alam, Fakhrul (eds.), *Bangladesh on the Threshold of the Twenty-First Century*, Asiatic Society of Bangladesh, 2002, pp. 433-480, p. 438.

[145] AIR SC (1992) 165.

৫৮. নির্বাহী বিভাগের ওপর বিচার বিভাগের ধারাবাহিক আর্থিক নির্ভরশীলতা তার আর্থিক স্বায়ত্তশাসনকে গুরুতরভাবে ক্ষুণ্ন করে। বাজেট পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে আইনগত কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকা সত্ত্বেও বিচার বিভাগ এ বিষয়ে কোনো সক্রিয় ভূমিকা পালন করেনি।

**<u>সুপারিশ</u>**

৫৯. কমিশন বিচার বিভাগকে আর্থিক স্বাধীনতা প্রদানের সুপারিশ করছে এবং সমস্ত কার্যকরী, লজিস্টিক এবং প্রশাসনিক ব্যয়ভার বহনের জন্য সংযুক্ত তহবিল থেকে সরাসরি অর্থায়ন নিশ্চিত করার সুপারিশ করছে।

**<u>সুপারিশের যৌক্তিকতা</u>**

৬০. বিচার বিভাগ গণতন্ত্রের মূল স্তম্ভ হিসেবে কাজ করে। পাশাপাশি বিচার বিভাগ সংবিধান রক্ষা, আইনের শাসন নিশ্চিতকরণ এবং মৌলিক অধিকার সুরক্ষার দায়িত্ব পালন করে থাকে। এই দায়িত্বগুলো কার্যকরভাবে পালনের জন্য বিচার বিভাগকে স্বাধীনভাবে পরিচালিত হতে হবে—এটি কেবল সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নয়, বরং তার আর্থিক প্রশাসনের ক্ষেত্রেও। আর্থিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করে যে বিচার বিভাগ নির্বাহী বা আইনসভা দ্বারা অযাচিতভাবে প্রভাবিত না হয়ে তার সাংবিধানিক কর্তব্য পালন করতে সক্ষম হবে।

৬১. আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক বিচারিক কাঠামো থেকে দেখা যায় যে, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সুরক্ষা, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বিচারব্যবস্থায় জনগণের আস্থা রক্ষার জন্য পূর্ণ আর্থিক স্বাধীনতা অপরিহার্য। The Bangalore Principles of Judicial Conduct (২০০২) জোর দিয়ে বলে যে, আর্থিক স্বাধীনতা হচ্ছে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার পূর্বশর্ত। বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগের ওপর নির্ভরশীল থাকলে প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়। The Commonwealth Latimer House Principles (২০০৩) একইভাবে বলে যে, বিচার বিভাগের অবশ্যই 'কার্যক্রম কার্যকরভাবে সম্পাদন করার জন্য যথাযথ ও টেকসই তহবিল থাকা উচিত'। অন্যথায় বিচার বিভাগের স্বাধীনতা একটি অলীক স্বপ্নই থেকে যাবে।

৬২. নির্বাহী বিভাগের ওপর আর্থিক নির্ভরশীলতা বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতাকে বিনষ্ট করতে পারে। এটি কেবল অনুমান নয়, বরং বাস্তবেও এটা ঘটে থাকে। অর্থ বরাদ্দ এবং তহবিল আটকে রাখার ক্ষমতা বিচার বিভাগের ওপর সূক্ষ্ম চাপ সৃষ্টি করার সুযোগ তৈরি করে। উদাহরণস্বরূপ, আদালতের পরিকাঠামো, বিচারকদের বেতন বা গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ যেমন প্রযুক্তি এবং আইনি গবেষণা সরঞ্জামের জন্য অপ্রতুল তহবিল বিচার কার্যক্রম, দক্ষতা এবং মনোবলকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। সত্যিকার অর্থে নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আর্থিক পরিকল্পনা, বরাদ্দ এবং প্রশাসনের ওপর বিচার বিভাগের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে। দক্ষিণ আফ্রিকা এবং কানাডার মতো দেশগুলোতে বিচার বিভাগ তাদের বাজেটের ওপর নিয়ন্ত্রণ উপভোগ করে। এর ফলে তারা প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রাধিকার অনুযায়ী সংস্কার পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়। যুক্তরাষ্ট্রে বিচার বিভাগ তাদের বাজেট তৈরি করে, যা অনুমোদনের জন্য সরাসরি কংগ্রেসে জমা দেওয়া হয়। বিচার বিভাগের আর্থিক নিয়ন্ত্রণে নির্বাহী বিভাগের কোনো ভূমিকা নেই।

৬৩. পূর্ণ আর্থিক স্বাধীনতা বিচার বিভাগকে তার নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী তহবিল বরাদ্দ করতে সক্ষম করে তোলে, যার মাধ্যমে কাঠামোগত অদক্ষতা দূর করা যায়। অনেক আদালত, বিশেষত স্থানীয় আদালত দুর্বল অবকাঠামো, পুরোনো প্রযুক্তি এবং পর্যাপ্ত সুবিধার অভাবে জর্জরিত। একটি আর্থিকভাবে স্বাধীন বিচার বিভাগ নির্বাহী

বিভাগের অনুমোদনের জন্য অপেক্ষা না করে এই চাহিদাগুলো মেটাতে সক্ষম হবে। বিচার বিভাগের আর্থিক নিয়ন্ত্রণে থাকলে তা বিচারকদের এবং আদালত কর্মীদের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি, আইনি গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বিনিয়োগ করতে পারে।

৬৪. যেহেতু আর্থিক নিরাপত্তাহীনতা বিচারকদের বহিরাগত প্রভাবের মুখে ফেলতে পারে, সেহেতু বিচারকদের বেতন ও সুযোগ-সুবিধাসমূহ এই স্বাধীনতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি বিচারকদের বেতন–ভাতাসহ অন্যান্য সুবিধা নির্বাহী বিভাগের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে, তবে তা সূক্ষ্ম চাপের পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। আর্থিকভাবে স্বাধীন বিচার বিভাগ নিশ্চিত করে যে বিচারকরা তাদের মর্যাদা ও স্বাধীনতার সুরক্ষা দেয় এমন ন্যায্য পারিশ্রমিক পান। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট All India Judges Association v. Union of India (১৯৯২) মামলায় উল্লেখ করেছে যে, বিচারকদের বেতন–ভাতায় অবশ্যই সমাজে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রতিফলিত হতে হবে, যা নির্বাহী বিভাগের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত।

৬৫. বিশ্বজুড়ে সাংবিধানিক আদালতগুলো স্বীকৃতি দিয়েছে যে, বিচার বিভাগের সততা রক্ষা এবং বিচারকদের রাজনৈতিক বা আর্থিক চাপ থেকে মুক্ত রাখার জন্য আর্থিক স্বায়ত্তশাসন অত্যন্ত জরুরি। অনেক আধুনিক সংবিধানে স্পষ্টভাবে বিচার বিভাগের আর্থিক স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত। উদাহরণস্বরূপ, দক্ষিণ আফ্রিকার সংবিধানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিচার বিভাগের বাজেট এমনভাবে সরবরাহ করতে হবে, যাতে তার স্বাধীনতা নিশ্চিত করা যায়।

**প্রস্তাবিত সংস্কারের ফলে বিদ্যমান সংবিধানের যে বিধানগুলো সংস্কার করতে হবে:**

| **প্রাসঙ্গিক প্যারা** | **সংস্কার প্রস্তাব** | **বিদ্যমান সংবিধানের সংশোধনযোগ্য বিধানসমূহ** |
|---|---|---|
| ৩ | হাইকোর্ট বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণ | অনুচ্ছেদ ৯৪, ১০০, ১০২, ১০৭, ১০৯, ১১০ |
| ৪ | সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের নিয়োগ | অনুচ্ছেদ ৯৫, ৯৬, ৯৮ |
| ৭ | সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের যোগ্যতা | অনুচ্ছেদ ৯৫ |
| ৮ | প্রধান বিচারপতির নিয়োগ | অনুচ্ছেদ ৯৫ |
| ৯ | সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের অপসারণ | অনুচ্ছেদ ৯৬ |
| ১১ | অধস্তন আদালতের নাম পরিবর্তন | অধ্যায়ের শিরোনাম; ষষ্ঠ ভাগ: বিচার বিভাগ-এ “অধস্তন আদালত”; অনুচ্ছেদ ১০৭, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১৪, ১১৫, ১১৬ |
| ১২ | বিচারিক সচিবালয়ের প্রতিষ্ঠা | অনুচ্ছেদ ৮৮, ১১৫, ১১৬ |

## সাংবিধানিক কমিশনসমূহ

### *সুপারিশমালার ভিত্তি*

সংবিধান সংশোধন কমিশন (Constitution Reform Commission- CRC) পাঁচটি সাংবিধানিক কমিশন সুপারিশ করছে। অন্য অনেক বিদ্যমান কমিশন রয়েছে, যেমন: তথ্য কমিশন, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, আইন কমিশন, বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন এবং বাংলাদেশ পারমাণবিক শক্তি কমিশন। তবে সিআরসি মনে করে যে এই পর্যায়ে উক্ত কমিশনগুলোকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক নয়।

সংবিধানে নির্বাচন কমিশন সম্পর্কিত বিধান কোনো পৃথক অংশে অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং "নির্বাচন" শিরোনামে সপ্তম ভাগে তিনটি অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে। একইভাবে পাবলিক সার্ভিস কমিশন সম্পর্কিত বিধানও কোনো পৃথক অংশে অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং "সরকারি কর্ম কমিশন" শিরোনামে নবম ভাগের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে পাঁচটি অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে। যেহেতু সাংবিধানিক কমিশনগুলোর জন্য একটি পৃথক অংশ সুপারিশ করা হচ্ছে, সেহেতু নির্বাচন কমিশন এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশনের বিধানগুলো সাংবিধানিক কমিশনের অংশে অন্তর্ভুক্ত করাই হবে যুক্তিসঙ্গত।

সিআরসি (CRC) কর্তৃক সুপারিশকৃত পাঁচটি কমিশনের মধ্যে বর্তমানে বিদ্যমান চারটি কমিশনের গঠন, মেয়াদকাল, অপসারণ প্রক্রিয়া ইত্যাদির ক্ষেত্রে কিছু ভিন্নতা রয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ:

- নির্বাচন কমিশন একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক চারজন নির্বাচন কমিশনার নিয়ে গঠিত; পাবলিক সার্ভিস কমিশন একজন চেয়ারম্যান এবং আইন দ্বারা নির্ধারিত অন্য সদস্যদের নিয়ে গঠিত; দুর্নীতি দমন কমিশন তিনজন কমিশনার নিয়ে গঠিত, যাঁদের একজন চেয়ারম্যান; এবং মানবাধিকার কমিশন একজন চেয়ারম্যান ও অনধিক ছয়জন সদস্য নিয়ে গঠিত।[146]
- মেয়াদের ক্ষেত্রে, নির্বাচন কমিশনারগণ পাঁচ বছর মেয়াদে দায়িত্ব পালন করেন; পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যবৃন্দ পাঁচ বছর মেয়াদ বা পঁয়ষট্টি বছর বয়স পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন; দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনারবৃন্দ পাঁচ বছর মেয়াদে দায়িত্ব পালন করেন; এবং মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ তিন বছর মেয়াদে দায়িত্ব পালন করেন।
- নির্বাচন কমিশন সম্পর্কিত সাংবিধানিক বিধানগুলোতে বার্ষিক প্রতিবেদন সম্পর্কিত কোনো উল্লেখ নেই। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ক্ষেত্রে, সংবিধানে বার্ষিক প্রতিবেদন সম্পর্কিত একটি বিধান রয়েছে। সাংবিধানিক কমিশনগুলোর জন্য একটি পৃথক ভাগে অন্তর্ভুক্ত করা হলে, বার্ষিক প্রতিবেদন সম্পর্কিত বিধানগুলো সংশ্লিষ্ট আইনসমূহে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

[146] The existing law provides that among the Members at least one shall be a woman and one shall be from the ethnic groups (section 5(3) of the National Human Rights Commission Act 2009).

সিআরসি (CRC)'র সুপারিশমালার লক্ষ্য হচ্ছে সকল কমিশনের গঠন, নিয়োগ, মেয়াদ ও অপসারণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সমরূপতা নিশ্চিত করা।

**বিবিধ**

**নাগরিকতন্ত্রের সম্পত্তি**

1. কমিশন সুপারিশ করছে যে, 'নাগরিকতন্ত্রের সম্পত্তি'র সংজ্ঞা সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন, যাতে অভ্যন্তরীণ জলভাগ, রাষ্ট্রীয় সমুদ্রসীমা, সন্নিহিত অঞ্চল, মহীসোপান ও সম্প্রসারিত মহীসোপান, একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল (Exclusive Economic Zone-EEZ), এবং গভীর সমুদ্রে প্রযোজ্য অধিকারসহ সামুদ্রিক অঞ্চলের সকল সম্পদ অন্তর্ভুক্ত হয়।

2. 'নাগরিকতন্ত্রের সম্পত্তি'র সংজ্ঞা সম্প্রসারিত করে সমুদ্রের তলদেশে থাকা প্রাকৃতিক সম্পদ ছাড়াও অন্যান্য জৈব ও অজৈব প্রাকৃতিক সম্পদ অন্তর্ভুক্ত করা হলে সম্পদ আহরণ, অনুসন্ধান ও ব্যবহার করার জন্য একটি বিস্তৃত পরিসর সৃষ্টি হবে। সকল প্রাকৃতিক সম্পদ অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে সরকার উপযুক্ত নীতি গ্রহণ করতে পারবে, যা জীববৈচিত্র্য রক্ষা করবে। তদুপরি একটি অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক সংজ্ঞা প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা এবং ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেবে, যা এ দেশের টেকসই উন্নয়নে সহায়ক হবে।

**চুক্তি**

3. কমিশন সুপারিশ করছে যে, সব ধরনের আন্তর্জাতিক চুক্তি/চুক্তিপত্র/দলিল যা কোনো দেশ/সংস্থা/করপোরেশনের সঙ্গে সম্পাদিত হয়, তা সংসদে উপস্থাপন করতে হবে। এছাড়া জাতীয় স্বার্থ বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার ওপর প্রভাব ফেলে এমন বিষয়বস্তু নিয়ে চুক্তি/চুক্তিপত্র/দলিলের ক্ষেত্রে সংসদের পূর্ব অনুমোদন প্রয়োজন।

4. জাতীয় স্বার্থ বিরোধী চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে আইনসভায় উন্মুক্ত আলোচনা এবং নজরদারি ব্যবস্থা একটি বিশেষ রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করবে। সাম্প্রতিক অতীতে বাংলাদেশ সরকারের চুক্তি করার ক্ষমতার অপপ্রয়োগের অনেক ঘটনা ঘটেছে। যা অনেক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। এইসব চুক্তির ফলে সরকারের ওপর বিরূপ আর্থিক প্রভাব পড়েছে, যা জাতীয় স্বার্থকে গুরুতরভাবে ক্ষুণ্ন করেছে। উদাহরণসরূপ, বিগত সরকারের আমলে সম্পাদিত বেশ কিছু বিতর্কিত চুক্তি, যথা - রামপাল কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, রুপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, গডডা (আদানি) বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তির মত জনস্বার্থ বিরোধী চুক্তি সম্পাদন থেকে নিবৃত্ত করা যেত।

**সংজ্ঞা**

5. কমিশন 'রাষ্ট্র'–এর সংজ্ঞায় 'বিচার বিভাগ' অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করছে। নির্বাহী বিভাগ এবং আইন বিভাগের পাশাপাশি বিচার বিভাগ হলো রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গের একটি। রাষ্ট্রের সংজ্ঞায় বিচার বিভাগকে অন্তর্ভুক্ত করা হলে ক্ষমতার বিভাজনের মূলনীতি সমুন্নত হবে। তাছাড়া সাংবিধানিক অধিকারের সুরক্ষা ও বাস্তবায়নের

জন্য বিচার বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিচার বিভাগ যে রাষ্ট্রকাঠামোর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, তা এরূপ সংশোধিত সংজ্ঞায় প্রতিফলিত হবে।

6. সুতরাং কমিশন সুপারিশ করছে যে, 'আইন বিভাগ, সরকার এবং আইনানুগ সরকারি কর্তৃপক্ষ'–এর পরিবর্তে 'রাষ্ট্র' শব্দের সংজ্ঞায় 'আইন বিভাগ, নির্বাহী বিভাগ এবং বিচার বিভাগ' অন্তর্ভুক্ত করা হোক।

# পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট-১

প্রজ্ঞাপন-১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

**প্রজ্ঞাপন**

ঢাকা, ২১ আশ্বিন, ১৪৩১/০৬ অক্টোবর, ২০২৪

এস.আর.ও. নম্বর ৩৩৪-আইন/২০২৪- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জনপ্রতিনিধিত্বশীল ও কার্যকর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও জনগণের ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে দেশের বিদ্যমান সংবিধান পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করিয়া সংবিধান সংস্কারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ প্রতিবেদন প্রস্তুত করিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার অনুমোদনক্রমে "সংবিধান সংস্কার কমিশন" নামে নিম্নরূপ কমিশন গঠন করিল:

(ক) **সংবিধান সংস্কার কমিশন**

| | | |
|---|---|---|
| ১. | অধ্যাপক আলী রীয়াজ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও লেখক | -কমিশন প্রধান |
| ২. | জনাব সুমাইয়া খায়ের, অধ্যাপক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | - সদস্য |
| ৩. | জনাব ইমরান সিদ্দিক, বার-এট-ল | - সদস্য |
| ৪. | জনাব মুহাম্মদ ইকরামুল হক, অধ্যাপক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | - সদস্য |
| ৫. | ড. শরীফ ভূঁইয়া, এডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট | - সদস্য |
| ৬. | জনাব এম মঈন আলম ফিরোজী, বার-এট-ল | - সদস্য |
| ৭. | জনাব ফিরোজ আহমেদ, লেখক | - সদস্য |
| ৮. | জনাব মোঃ মুসতাইন বিল্লাহ, লেখক ও মানবাধিকার কর্মী | - সদস্য |
| ৯. | জনাব মোঃ মাহফুজ আলম, শিক্ষার্থী প্রতিনিধি | - সদস্য |

(খ) কমিশন ৬ অক্টোবর ২০২৪ তারিখ হইতে কার্যক্রম শুরু করিবে এবং সংশ্লিষ্ট সকল মতামত বিবেচনা করিয়া পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার নিকট হস্তান্তর করিবে;

(গ) কমিশনের কার্যালয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে;

(ঘ) কমিশনের প্রধান ও সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সরকারি পদমর্যাদা, বেতন/সম্মানি ও সুযোগ-সুবিধা পাইবেন; তবে শর্ত থাকে যে, কমিশন প্রধান বা কোনো সদস্য অবৈতনিক হিসাবে দায়িত্ব পালন করিতে চাহিলে বা সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করিতে না চাহিলে তাহা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা অনুমোদন করিতে পারিবেন;

(ঙ) প্রজাতন্ত্রের সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা কমিশনের চাহিদানুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সরবরাহসহ সকল ধরনের সহযোগিতা প্রদান করিবে;

(চ) কমিশন প্রয়োজনে উপযুক্ত ব্যক্তিকে কমিশনের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে;

(ছ) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ এ কমিশনকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মাহবুব হোসেন
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

পরিশিষ্ট-২
প্রজ্ঞাপন-২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৪ আশ্বিন, ১৪৩১/০৯ অক্টোবর, ২০২৪

এস.আর.ও. নম্বর ৩৪১-আইন/২০২৪- সরকার এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে যে গত ৩ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে গঠিত নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন এবং ৬ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে গঠিত সংবিধান সংস্কার কমিশন-এর কমিশন প্রধানগণ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের বিচারপতির মর্যাদা, বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রাপ্ত হইবেন।

২। উক্ত কমিশনসমূহের সদস্যগণ যাহারা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত নহেন তাহারা কমিশনের প্রত্যেক সভায় অংশগ্রহণের জন্য ১০ (দশ) হাজার টাকা সম্মানি এবং যাহারা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত তাহারা কমিশনের প্রত্যেক সভায় অংশগ্রহণের জন্য ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা সম্মানি প্রাপ্ত হইবেন।

৩। তবে শর্ত থাকে যে, কমিশন প্রধান বা কোন সদস্য অবৈতনিক হিসাবে দায়িত্ব পালন করিতে চাহিলে বা সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করিতে না চাহিলে তাহা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা অনুমোদন করিতে পারিবেন।

৪। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মাহবুব হোসেন
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

পরিশিষ্ট-৩
প্রজ্ঞাপন-৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

**প্রজ্ঞাপন**

ঢাকা, ১৮ পৌষ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/ ০২ জানুয়ারি, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

**এস.আর.ও নং ৬-আইন/২০২৫**।- সরকার ৬ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নম্বর ৩৩৪-আইন/২০২৪ দ্বারা গঠিত সংবিধান সংস্কার কমিশন-এর মেয়াদ আগামী ১৫ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করিল।

২। এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. শেখ আবদুর রশীদ
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

## পরিশিষ্ট-৪
## যে সব দেশের সংবিধান পর্যালোচনা করা হয়েছে তার তালিকা

১। বাংলাদেশ
২। ভারত
৩। চীন
৪। পাকিস্তান
৫। জাপান
৬। ফিলিপাইন
৭। ভিয়েতনাম
৮। ইরান
৯। তুরস্ক
১০। থাইল্যান্ড
১১। দক্ষিণ কোরিয়া
১২। ইরাক
১৩। আফগানিস্তান
১৪। ইয়েমেন
১৫। উজবেকিস্তান
১৬। মালয়েশিয়া
১৭। সৌদি আরব
১৮। নেপাল
১৯। উত্তর কোরিয়া
২০। সিরিয়া
২১। শ্রীলংকা
২২। কাজাখস্তান
২৩। কম্বোডিয়া
২৪। জর্ডান
২৫। সংযুক্ত আরব আমিরাত
২৬। সিঙ্গাপুর
২৭। ওমান
২৮। কুয়েত
২৯। কাতার
৩০। ভুটান
৩১। অস্ট্রেলিয়া
৩২। নিউজিল্যান্ড
৩৩। রাশিয়া
৩৪। ইন্দোনেশিয়া
৩৫। জার্মানি
৩৬। ইতালি
৩৭। ফ্রান্স
৩৮। স্পেন
৩৯। পোল্যান্ড
৪০। ইউক্রেন
৪১। রোমানিয়া
৪২। নেদারল্যান্ড
৪৩। বেলজিয়াম
৪৪। সুইডেন
৪৫। পর্তুগাল
৪৬। গ্রিস
৪৭। অস্ট্রিয়া
৪৮। বেলারুশ
৪৯। সুইজারল্যান্ড
৫০। বুলগেরিয়া
৫১। সার্বিয়া
৫২। ডেনমার্ক
৫৩। ফিনল্যান্ড
৫৪। নরওয়ে
৫৫। আয়ারল্যান্ড
৫৬। ক্রোয়েশিয়া
৫৭। আলবেনিয়া
৫৮। স্লোভেনিয়া
৫৯। মাল্টা
৬০। আইসল্যান্ড
৬১। হাঙ্গেরি
৬২। লুক্সেমবার্গ
৬৩। যুক্তরাজ্য
৬৪। ব্রাজিল
৬৫। কলাম্বিয়া

৬৬। আর্জেন্টিনা
৬৭। পেরু
৬৮। ভেনিজুয়েলা
৬৯। চিলি
৭০। ইকুয়েডর
৭১। বলিভিয়া
৭২। প্যারাগুয়ে
৭৩। উরুগুয়ে
৭৪। গায়ানা
৭৫। সুরিনাম
৭৬। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
৭৭। মেক্সিকো
৭৮। কানাডা
৭৯। গুয়েতেমালা
৮০। হাইতি
৮১। ডোমিনিকান রিপাবলিক
৮২। কিউবা
৮৩। এল সালভেদর
৮৪। কোস্টারিকা
৮৫। পানামা
৮৬। পুয়ের্তো রিকো
৮৭। জ্যামাইকা
৮৮। বাহামা
৮৯। বেলিজ
৯০। বার্বাডোস
৯১। সেন্ট লুসিয়া
৯২। গ্রানাডা
৯৩। ডোমিনিকা
৯৪। নাইজেরিয়া
৯৫। ইথিওপিয়া
৯৬। মিশর
৯৭। তানজানিয়া
৯৮। দক্ষিণ আফ্রিকা
৯৯। কেনিয়া
১০০। সুদান
১০১। উগান্ডা
১০২। আলজেরিয়া
১০৩। মরক্কো
১০৪। ঘানা
১০৫। মাদাগাস্কার
১০৬। ক্যামেরুন
১০৭। সেনেগাল
১০৮। জিম্বাবুয়ে
১০৯। লিবিয়া
১১০। কঙ্গো
১১১। নামিবিয়া
১১২। গাম্বিয়া
১১৩। গ্যাবন
১১৪। মরিশাস
১১৫। জিবুতি
১১৬। কমরোস
১১৭। বতসোয়ানা
১১৮। সোমালিয়া
১১৯। বুরুন্ডি
১২০। টোগা
১২১। লেসোথো

পরিশিষ্ট-৫

রাজনৈতিক দলের তালিকা-১

(তালিকাভুক্ত রাজনৈতিক দল)

১। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বি.এন.পি

২। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলাম

৩। জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (NDM)

৪। নাগরিক ঐক্য

৫। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি

৬। ভাসানী অনুসারী পরিষদ

৭। বাংলাদেশ লেবার পার্টি

৮। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ

৯। গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি

১০। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)

১১। বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ

১২। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ (পীর-চরমোনাই)

১৩। জাতীয় গণফ্রন্ট

১৪। গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি)

১৫। গণঅধিকার পরিষদ (ফারুক)

১৬। বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি-বিজেপি

১৭। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি

১৮। বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ

১৯। গণসংহতি আন্দোলন

২০। আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)

২১। বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি

২২। জাতীয় নাগরিক কমিটি

২৩। ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশ

২৪। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি

২৫। রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন

২৬। গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য **(জোট)**

২৭। বারো দলীয় জোট **(জোট)**

২৮। জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট **(জোট)**

পরিশিষ্ট-৬

রাজনৈতিক দলের তালিকা-২

(তালিকার বাইরে যে সকল রাজনৈতিক দল প্রস্তাব জমা দিয়েছে)

১। বাংলাদেশ কল্যাণ রাষ্ট্র

২। খেলাফত মজলিস

৩। বাংলাদেশ মুসলিম লীগ

৪। জাতীয় পার্টি (জাফর)

৫। প্রগতিশীল গ্রীন পার্টি

৬। ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)

## পরিশিষ্ট-৭
## সিভিল সোসাইটি সংগঠনগুলোর তালিকা

1। বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম

2। এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম ইন বাংলাদেশ (এএলআরডি)

3। বাংলাদেশে জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি (বিএনডব্লিউএলএ)

4। রিভার এন্ড ডেল্টা রিসার্চ সেন্টার

5। উইমেন উইথ ডিজএবিলিটিস ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন

6। ক্যাম্পেইন ফর পপুলার ফাউন্ডেশন

7। নারীপক্ষ

8। বাংলাদেশ ইসলামিক ল রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

9। হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি

10। আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)

11। চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভ

12। বাঁচতে শেখা

13। হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

14। বাংলাদেশ ইন্টেলেকচুয়াল মুভমেন্ট (বিআইএম)

15। সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন)

16। বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সংঘ

17। পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি

18। সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজ (সিজিএস)

19। মায়ের ডাক

20। দলিত নারী ফোরাম

21। নাগরিক উদ্যোগ

22। সম্পূর্ণা

23। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ

24। Dhaka University Law Student Forum

25। রাষ্ট্র বিচার সভা

26। বালাকোট-চেতনা উজ্জীবন পরিষদ

27। La Voix Dex Jummas

28। আল আজহার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বাংলাদেশ

29। উত্তরবঙ্গ আদিবাসী ফোরাম

30। কবি নজরুল ইনস্টিটিউট

31। জকিগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরি

32। ঢাকা মহানগর আইনজীবী সমিতি

33। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদ

34। হাদিছ ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ড

35। English Olympiad

36। Right to Fair Urban Life

37। Centre for Law Governance and Policy (CELGAP)

38। বিয়াম ফাউন্ডেশন

39। বাংলাদেশ মুঠোফোন গ্রাহক এসোসিয়েশন

40। America Bangladesh Chamber of Commerce & Industry (ABCCI)

41। আদিবাসী মুক্তি মোর্চা

42। বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট

43। সিরাজুল আলম খান সেন্টার

44। বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স

45। বাংলাদেশ প্রফেশনালস

46। CHT Working Group For National Reform

47। তথ্য অধিকার ফোরাম

## পরিশিষ্ট-৮

## পেশাজীবী সংগঠনগুলোর তালিকা

1। বাংলাদেশ পরিবেশ আইনজীবী সমিতি (বেলা)

2। কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)

3। ডক্টরস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ড্যাব)

4। জাতীয় প্রেস ক্লাব

5। ডক্টরস প্লাটফর্ম ফর পিপলস হেলথ (ডিপিপিএইচ)

6। ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই)

7। ইন্সটিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারস

8। বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিএফইউজে)

9। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশন

10। গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতি

11। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স

12। বাংলাদেশ ইন্ডিজেনিয়াস পিপলস নেটওয়ার্ক অন ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড বায়োডাইভারসিটি (বিপনেট)

13। নিউজ পেপার ওনার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (নোয়াব)

14। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক

15। বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন

16। সম্মিলিত গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন

17। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন

18। জাস্টিস ফর কমরেডস (জেএফসি)

19। বাংলাদেশ এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এসোসিয়েশন

20। আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসন পরিষদ

পরিশিষ্ট-৯

নাগরিকদের তালিকা

1। ড. রেহমান সোবহান

2। ড. রওনক জাহান

3। gydwZ gynv¤§v` Ave`yj gv‡jK

4। Lywk Kwei

5। Aa¨vcK †Zvdv‡qj Avn‡g`

6। myeªZ †PŠayix

7। gymv Avj nvwdR

8। Aa¨vcK gvneye Djøvn

9। kvwnb Avbvg

10। kwn`yj Avjg

11। gydZx mvLvIqvZ †nvmvBb ivRx

12। W. ew`Dj Avjg gRyg`vi

13। gydwZ mvBdzj Bmjvg

14। gydwZ Avãyjøvn gvmyg (kvqL Avngv`yjøvn-i c‡ÿ)

15। Aa¨vcK mwjgyjøvn Lvb

16। gwZDi ingvb

17। Wv. Rv‡n` Di ingvb

18। gvndzR Avbvg

19। ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী

20। প্রফেসর মঈনুল ইসলাম

21। নূরুল কবীর

22। ড. মইনুল ইসলাম

23। প্রফেসর ড. মোহাম্মদ তানজীমউদ্দীন খান

24। রাজা দেবাশীষ রায়

25। প্রফেসর মোঃ রবিউল ইসলাম

26। মাইকেল চাকমা

27। শহীদুল্লাহ ফরায়জী

28। সারোয়ার তুষার

29। সাইয়েদ আবদুল্লাহ

30। অরূপ রাহী

31। দীপক কুমার গোস্বামী

32। এডভোকেট আরিফ খান

33। মাহা মির্জা

34। ইমরান মাহফুজ

35। ড. সৈয়দ নিজার

36। ইলিরা দেওয়ান

37। আসিফ আকবর

38। মুফতি আবুল হাসান মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ

39। ড. এ. কে. এম ফজলুর রহমান

40। এম আর চৌধুরী

41। মোহাম্মদ বসিরুল হক সিনহা ও মাসুদ জাকারিয়া

42। আহমেদ আনিসুর রহমান

43। ড. মহিউদ্দীন

44। ড. মোঃ পারভেজ ইমদাদ

45। জাকিয়া আফরিন

46। প্রফেসর ড. এ বি এম মাহবুবুল ইসলাম

47। ব্যারিস্টার নাজির আহমেদ

48। শাহীন আলম (তুহিন) মোড়ল

49। শহিদুল ইসলাম চৌধুরী

50। এডভোকেট আবদুর রহমান জীবল

51। মাহমুদুল হাসান

52। আরিফুল ইসলাম

53। অধ্যাপক ড. ইকয়ামুল হক

54। আবদুল্লাহ

55। কল্লোল মুস্তফা

56। মোঃ আলী হোসেন

57। মোঃ সামছুল আরেফিন আরিফ

58। মোহাম্মদ আহসানুল করিম

59। মাওলানা মোঃ ইলিয়াছুর রহমান

60। এ বি এম আশরাফুল

61। আশিকুর রহমান আশিক

62। ফাইজা বর্ণা

63। মারুফা আক্তার

64। ইনজামুল হক জিম

65। মোঃ ইয়াছিন আরাফাত

66। তাসফিয়া আফরিন

67। মোঃ মোশারেফ হোসেন বিশ্বাস

68। ড. মোঃ মনিরুল হুদা

69। প্রফেসর ড. আবুল কালাম আযাদ

70। খোদাবক্স চৌধুরী

71। ড. সৈয়দ নিজার ও অন্যান্য

72। ড. ফস্টিনা প্যারেরা

73। অধ্যাপক হাসানুজ্জামান চৌধুরী

74। এস এইচ চৌধুরী

পরিশিষ্ট-১০

সংবিধান বিশেষজ্ঞদের তালিকা

1। ড. কামাল হোসেন

(কমিশনের সদস্যগণ তাঁর অফিসে গিয়ে সাক্ষাৎ করেছেন)

2। এড. হাসনাত কাইয়ুম

3। কে. শামসুদ্দিন মাহমুদ

4। এ. কে মোহাম্মদ হোসেন

5। বিচারপতি মোঃ আবদুল মতিন

6। বিচারপতি মোহাম্মদ আব্দুর রউফ

7। বিচারপতি ইমান আলী

## পরিশিষ্ট-১১
## ওয়েবসাইট বিষয়ক তথ্য

সংবিধান সংস্কার কমিশন এর দাপ্তরিক কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে বিগত ৫ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে https://crc.legislativediv.gov.bd/ নামে কমিশনের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট চালু করা হয়।

সংবিধান সংস্কার বিষয়ে রাজনৈতিক দল, ব্যক্তি বা সংগঠনসহ অংশীজনদের মতামত গ্রহণের লক্ষ্যে সংবিধান সংস্কার কমিশনের ওয়েবসাইটের নিম্নবর্ণিত তিনটি ডোমেইন ইমেইল (domain email) চালু করা হয় যথা:-

(১) crcbd@legislativediv.gov.bd ;

(২) crcbd1@legislativediv.gov.bd ; এবং

(৩) crcbd2@legislativediv.gov.bd।

কমিশনের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে স্থাপিত ইমেইল crcbd1@legislativediv.gov.bd তে ২৫ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত মোট ৫০,৫৭৩ জন ব্যক্তি বা সংগঠন মতামত প্রদান করে।

এছাড়াও, কমিশনের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কমিশন পরিচিতি, নোটিশ বোর্ডে সাম্প্রতিক তথ্য, অংশীজনের প্রস্তাব, কমিশনের প্রতিবেদন, যোগাযোগের ঠিকানা ও গুরুত্বপূর্ণ লিংক প্রদান করা হয়।

**পরিশিষ্ট-১২**

**জরিপ বিষয়ে তথ্য**

জুলাই-আগস্ট ২০২৪ এর ছাত্র জনতার গণঅভুত্থানের প্রেক্ষাপটে সংবিধান সংস্কারের লক্ষ্যে গঠিত সংবিধান সংস্কার কমিশনের নির্দেশে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত পরিসংখ্যানিক পদ্ধাতির মাধ্যমে ০৫-১০ ডিসেম্বর ২০২৪ সময়ে 'সংবিধান সংস্কার সংক্রান্ত জাতীয় জনমত জরিপ (National Public Opinion Survey on Constitutional Reform)' পরিচালনা করে। দেশের ৬৪ টি জেলা হতে নমুনায়ন প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত ১৮-৭৫ বছর বয়সের ৪৫,৯২৫ জন নাগরিকদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে জরিপের তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

জরিপের অংশগ্রহণকারীগণের সারসংক্ষেপ:

১। লক্ষ্যমাত্রা নাগরিক-৪৬৮০০ জন, জরিপে অংশগ্রহণ করেছেন ৪৫৯২৫ জন।

২। প্রতি জেলায় লক্ষ্যমাত্রা নাগরিক ৭২০ জন, অংশগ্রহণ করেছেন ৭১৭.৭২ জন।

জরিপে অংশগ্রহনকারীগণের লিঙ্গা ভিত্তিক বিন্যাস (%)

| বাংলাদেশ | এলাকা | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | গ্রাম | | | | শহর | | | মোট | | | |
| | লিঙ্গা | | | | লিঙ্গা | | | লিঙ্গা | | | |
| | পুরুষ | মহিলা | হিজড়া/ তৃতীয় লিঙ্গা | মোট | পুরুষ | মহিলা | মোট | পুরুষ | মহিলা | হিজড়া/ তৃতীয় লিঙ্গা | মোট |
| | ৩৪.১১% | ৩৮.৬০% | ০.০০৪৪% | ৭২.৭১% | ১২.৭৪% | ১৪.৫৫% | ২৭.২৯% | ৪৬.৮৫% | ৫৩.১৫% | ০.০০৪৪% | ১০০% |

- **উক্ত জরিপে ২১৫১৫ জন পুরুষ, ২৪৪০৮ জন মহিলা এবং ২ জন তৃতীয় লিঙ্গাসহ মোট ৪৫৯২৫ জন অংশগ্রহণ করেন।**

জরিপ বিষয়ে পিডিএফ ডকুমেন্টের তথ্য এখানে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে

**পরিশিষ্ট ২০**

**সাচিবিক সহায়তা প্রদানকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের তালিকা**

| ক্র. নং | নাম | পদবি ও মূল কর্মস্থল | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| 1. | জনাব মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান নূর | যুগ্মসচিব (ড্রাফটিং) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ | |
| 2. | জনাব জি. এম. আতিকুর রহমান জামালী | যুগ্মসচিব (ড্রাফটিং) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ | |
| 3. | জনাব মুহাম্মদ শিহাব উদ্দীন | একান্ত সচিব (উপসচিব) কমিশন প্রধান, সংবিধান সংস্কার কমিশন | ১৫-১২-২০২৪ থেকে ১৫-০১-২০২৫ পর্যন্ত |
| 4. | জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল জাফরী | একান্ত সচিব (উপসচিব) কমিশন প্রধান, সংবিধান সংস্কার কমিশন | ০৩-১১-২০২৪ থেকে ৫-১২-২০২৪ পর্যন্ত |
| 5. | জনাব এম. এম. ফজলুর রহমান | সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফটসম্যান জাতীয় সংসদ সচিবালয় | |
| 6. | জনাব মোঃ সাহিনুর রহমান | সিনিয়র সহকারী সচিব (ড্রাফটিং) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ | |
| 7. | মিজ ফাহমিদা বেগম | সিনিয়র সহকারী সচিব (ড্রাফটিং) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ | |
| 8. | জনাব ফ. ব. ম রুহুল আমিন | উপপরিচালক (রিপোর্টিং) জাতীয় সংসদ সচিবালয় | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9. | জনাব মোঃ সাব্বির মাহমুদ | উপপরিচালক (গণসংযোগ-২) জাতীয় সংসদ সচিবালয় | ৩১-১০-২০২৪ থেকে ১৮-১১-২০২৪ পর্যন্ত |
| 10. | জনাব মোঃ আলাউদ্দীন | উপপরিচালক (রিপোর্টিং) জাতীয় সংসদ সচিবালয় | |
| 11. | জনাব এইচ. এম. আলী আকবর | উপপরিচালক (রিপোর্টিং) জাতীয় সংসদ সচিবালয় | |
| 12. | জনাব মোঃ আল-আমিন | সহকারী পরিচালক (রিপোর্টিং) জাতীয় সংসদ সচিবালয় | |
| 13. | জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম | সহকারী পরিচালক (রিপোর্টিং) জাতীয় সংসদ সচিবালয় | |
| 14. | বেগম ফারজানা আক্তার | সহকারী পরিচালক (রিপোর্টিং) জাতীয় সংসদ সচিবালয় | |
| 15. | জনাব এ কে এম ফেরদৌস | তথ্য অফিসার তথ্য অধিদপ্তর | ১১-১2-২০২৪ থেকে ১৫-০১-২০২৫ পর্যন্ত |
| 16. | জনাব মোঃ হোছাইন | প্রশাসনিক কর্মকর্তা লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ | |
| 17. | জনাব নাজমুল ইসলাম | অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর জাতীয় সংসদ সচিবালয় | |
| 18. | জনাব মোঃ এনসান | অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর জাতীয় সংসদ সচিবালয় | |
| 19. | জনাব মোঃ মাসুদুর রহমান | অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর জাতীয় সংসদ সচিবালয় | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20. | জনাব মোহাম্মদ ওমর ফারুক মজুমদার | সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর জাতীয় সংসদ সচিবালয় | ২০-১০-২০২৪ থেকে ১৭-১১-২০২৪ পর্যন্ত |
| 21. | জনাব মোঃ জুয়েল মিয়া | অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর জাতীয় সংসদ সচিবালয় | 05-11-2024 থেকে ১৭-১১-২০২৪ পর্যন্ত |
| 22. | জনাব আখতারুজ্জামান | অফিস সহায়ক জাতীয় সংসদ সচিবালয় | |
| 23. | জনাব মোঃ মিনারুল ইসলাম | অফিস সহায়ক জাতীয় সংসদ সচিবালয় | |
| 24. | জনাব মোঃ মিজানুর রহমান | অফিস সহায়ক জাতীয় সংসদ সচিবালয় | |
| 25. | জনাব মোঃ ফোরকান শেখ | কামরা পরিচারক জাতীয় সংসদ সচিবালয় | |
| 26. | জনাব মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ | অফিস সহায়ক জাতীয় সংসদ সচিবালয় | |
| 27. | জনাব আবদুল্লাহ আল মনছুর পলাশ | অফিস সহায়ক জাতীয় সংসদ সচিবালয় | ০৪-১১-২০২৪ থেকে 19-11-২০24 পর্যন্ত |
| 28. | জনাব দেলোয়ার হোসেন | অফিস সহায়ক জাতীয় সংসদ সচিবালয় | ০৪-১১-২০২৪ থেকে 19-11-২০24 পর্যন্ত |
| 29. | জনাব বিল্লাল হোসেন | অভ্যর্থনাকারী জাতীয় সংসদ সচিবালয় | |
| 30. | মোছাঃ মনিরা খাতুন | অভ্যর্থনাকারী জাতীয় সংসদ সচিবালয় | |
| 31. | বেগম ইসরাত জাহান জিনিয়া | অভ্যর্থনাকারী জাতীয় সংসদ সচিবালয় | |
| 32. | জনাব শহিদুল ইসলাম | পরিচ্ছন্নতাকর্মী জাতীয় সংসদ সচিবালয় | |
| 33. | জনাব আবুল হাসান সজিব | পরিচ্ছন্নতাকর্মী জাতীয় সংসদ সচিবালয় | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34. | জনাব মোঃ জাহিদুর রহমান | ড্রাইভার<br>সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর | |
| 35. | জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম | ড্রাইভার<br>জাতীয় সংসদ সচিবালয় | |

পরিশিষ্ট-২১

গবেষকগণের তালিকা

1। আলী মাশরাফ
2। আনিকা নাওয়ার
3। খান খালিদ আদনান
4। ফারান মোঃ আরাফ
5। তাহসিন নূর সেলিম
6। আবুজার গিফারী
7। সাদমান রিজওয়ান অপূর্ব
8। মোঃ তারিক মোর্শেদ
9। মোঃ মুজাহিদুল ইসলাম
10। মোনা আব্দুল হালিম
11। মোঃ লোকমান হোসাইন
12। মোঃ মুসা মিয়া
13। মোহাম্মদ জাকারিয়া
14। মওদুদ আহম্মেদ সুজন
15। তরিকুল ইসলাম অনিক
16। আল আমিন হাওলাদার
17। শাহ মোঃ জিয়াউল ইসলাম
18। মোঃ সোহাগ মিয়া
19। ফয়জুল্লাহ
20। সাবরিনা আলম
21। খালেদ মাহমুদ আকাশ
22। মুহাঃ মুজাহিদুল ইসলাম
23। মোঃ আলকামা
24। মোছাঃ উম্মে কুলসুম ইতি
25। বিপ্লব কান্তি সরকার
26। মোঃ রবিউল ইসলাম
27। মোঃ রকিব হাসান
28। সহুল আহমদ মুন্না
29। মোঃ আক্তারুজ্জামান
30। মোঃ মাহাদী হাসান কাব্য
31। আব্দুস সালাম আজাদ

32। মোহাম্মদ সোহেল রহমান

# সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন

১৫ জানুয়ারি, ২০২৫

## দ্বিতীয় খণ্ড

## সংবিধান সংস্কার কমিশন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ৭ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে গঠিত
প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নম্বর ৩৩৪-আইন/২০২৪, তারিখ: ২১ আশ্বিন, ১৪৩১/০৬ অক্টোবর, ২০২৪।

## সংবিধান সংস্কার কমিশন

ব্লক ১, এমপি হোস্টেল,
জাতীয় সংসদ ভবন এলাকা, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা।

সাচিবিক সহযোগিতায়
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

প্রচ্ছদে ব্যবহৃত আলোকচিত্র: নাঈমুর রহমান, দ্য ডেইলি স্টারের সৌজন্যে

## সংবিধান সংস্কার কমিশন

(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

| | | |
|---|---|---|
| অধ্যাপক আলী রীয়াজ | কমিশন প্রধান | |
| অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের | সদস্য | |
| জনাব ইমরান সিদ্দিক, বার-এট-ল | সদস্য | |
| অধ্যাপক মুহাম্মদ ইকরামুল হক | সদস্য | |
| ড. শরীফ ভূঁইয়া, সিনিয়র এডভোকেট | সদস্য | |
| জনাব এম মঈন আলম ফিরোজী, বার-এট-ল | সদস্য | |
| জনাব ফিরোজ আহমেদ | সদস্য | |
| জনাব মোঃ মুসতাইন বিল্লাহ | সদস্য | |
| জনাব মোঃ মাহফুজ আলম - শিক্ষার্থী প্রতিনিধি | সদস্য | (৭ অক্টোবর, ২০২৪ - ১০ নভেম্বর, ২০২৪) |
| জনাব ছালেহ উদ্দিন সিফাত - শিক্ষার্থী প্রতিনিধি | সদস্য | (৯ ডিসেম্বর, ২০২৪ - )। |

# সূচিপত্র


| | |
|---|---|
| **দ্বিতীয় খণ্ড (পৃথকভাবে সংকলিত)** | |
| ভূমিকা ও পর্যবেক্ষণ | ১ |
| পরিশিষ্ট | |
| পরিশিষ্ট ১৩ - ১২১ দেশের সংবিধানের পর্যালোচনার ফল | ৫ |
| পরিশিষ্ট ১৪ - ওয়েবসাইটে প্রাপ্ত মতামত | ১৪ |
| অনলাইন পিডিএফ থেকে প্রাপ্ত জনগণের মতামত | ৫৬ |
| পরিশিষ্ট ১৫ - জরিপের ফলাফল | ৭১ |

# ভূমিকা ও পর্যবেক্ষণ

ষোলো বছরের বেশি সময় ধরে চেপে বসা ফ্যাসিবাদী শাসনের জাঁতাকলে পিষ্ট বাংলাদেশের জনগণ ২০২৪ সালের জুলাই মাসে এক অভাবনীয় ও অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থানের সূচনা করেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকে সারা দেশের মানুষ পথে নেমে আসেন এবং সব ধরনের নিপীড়ন-নির্যাতনকে উপেক্ষা করে ও সরকারি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এবং ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের পেটোয়া বাহিনীকে প্রতিরোধ করে আন্দোলন অব্যাহত রাখেন। জুলাইয়ের মাঝামাঝি আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয় এবং অভ্যুত্থানের চূড়ান্ত পর্যায়ে ৩ আগস্ট জাতীয় শহীদ মিনারে আন্দোলনের নেতারা শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও বিচার দাবি করেন, অসহযোগ আন্দোলনের সূচনার ঘোষণা দেন, অন্তর্বর্তী জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান এবং নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ঘোষণা করেন। এই সব দাবির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে সারা দেশের মানুষ 'মার্চ টু ঢাকা'য় শামিল হন। জনগণের সম্মিলিত প্রতিরোধের মুখে ৩৬ জুলাই (৫ আগস্ট) শেখ হাসিনা পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেন, তাঁর স্বৈরশাসনের অবসান ঘটে। ৮ আগস্ট নোবেলজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা হয়।

৩৬ দিনের এই আন্দোলনে শহীদ হন প্রায় এক হাজার মানুষ এবং আহত হন কমপক্ষে পনেরো হাজার মানুষ। এই গণঅভ্যুত্থানে দল-মতনির্বিশেষে মানুষের অংশগ্রহণের পটভূমি ছিল হাসিনা সরকারের নির্বিচার হত্যা, গুম, খুন ও লুটপাটের বিরুদ্ধে এক দশকেরও বেশি সময়ে বিভিন্ন সময়ে গড়ে ওঠা আন্দোলন-সংগ্রাম। ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালে সাজানো নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের মানুষের ভোটাধিকার লুণ্ঠন করা হয়, রাষ্ট্রকে ব্যক্তির অনুগত পারিবারিক সম্পদের মতো ব্যবহার করা হয়, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়, উন্নয়নের মিথ্যাচার করে একধরনের ক্লেপ্টোক্রেসি বা চোরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়, দেশকে ঋণভারে জর্জরিত করা হয় এবং দেশের মানুষের অর্থ বিদেশে পাচার করে দেওয়া হয়। সর্বোপরি জবাবদিহিহীন এককেন্দ্রীকৃত ব্যক্তিতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়।

এই প্রেক্ষাপটে ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪, প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস জাতির উদ্দেশে দেওয়া এক ভাষণে সংবিধান সংস্কার কমিশনসহ মোট ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠনের কথা ঘোষণা করেন। জনপ্রতিনিধিত্বশীল ও কার্যকর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও জনগণের ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে দেশের বিদ্যমান সংবিধান পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করে সংবিধান সংস্কারের লক্ষ্যে ৭ অক্টোবর ২০২৪ এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সংবিধান সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়। ৭ অক্টোবরের প্রজ্ঞাপনে কমিশনের অন্য সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হয়। কমিশনের সদস্যরা হচ্ছেন—রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাজনীতি ও সরকার বিভাগের ডিস্টিংগুইশড অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশনপ্রধান), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের, ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক মুহাম্মদ ইকরামুল হক, সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেট ড. শরীফ ভূঁইয়া, ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী, লেখক ফিরোজ আহমেদ, লেখক ও মানবাধিকারকর্মী মো. মুসতাইন বিল্লাহ এবং শিক্ষার্থী প্রতিনিধি মো. মাহফুজ আলম। মো. মাহফুজ আলম ১০ নভেম্বর ২০২৪ উপদেষ্টা হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ৯ ডিসেম্বর থেকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষার্থী ছালেহ উদ্দিন সিফাত।

কমিশন ১৩ অক্টোবর ২০২৪ একটি ভার্চ্যুয়াল সভার মাধ্যমে তার কাজ শুরু করে এবং ১৪ জানুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে এই প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছে। এই প্রতিবেদন পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে মূল প্রতিবেদন তিন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে; এগুলো হচ্ছে বিদ্যমান সংবিধানের পর্যালোচনা, সুপারিশসমূহ এবং সুপারিশের যৌক্তিকতা। কমিশন সংবিধানের সেই সব বিষয় এবং অনুচ্ছেদের ব্যাপারে তাঁদের সুপারিশ উপস্থাপন করেছে, যেগুলো কমিশনের ওপর অর্পিত দায়িত্ব এবং কমিশনের লক্ষ্যসমূহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং সংস্কার করা প্রয়োজন বলে মনে করেছে। প্রতিবেদনের অন্যান্য চারটি খণ্ডে সংযোজনী হিসেবে কমিশনের সংগৃহীত তথ্যাদি, কমিশনের অনুরোধে দেওয়া রাজনৈতিক দলগুলোর প্রস্তাব এবং তার সারাংশ, অংশীজনদের দেওয়া লিখিত মতামতের সারাংশ এবং কমিশনের আহ্বানে মতবিনিময় সভায় উপস্থিত হয়ে দেওয়া বক্তব্যের রেকর্ডকৃত বক্তব্যের অনুলিখন সংযুক্ত করা হয়েছে।

## সংবিধান সংস্কার সুপারিশের পরিধি এবং লক্ষ্য

৭ অক্টোবরের প্রজ্ঞাপনের আলোকে কমিশন তার ওপরে অর্পিত দায়িত্বকে দুইভাগে ভাগ করে। এর প্রথমটি হচ্ছে বর্তমান সংবিধানের পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে সংবিধানকে গণতান্ত্রিক করে তুলে দেশ পরিচালনায় জনগণের অংশীদারত্ব প্রতিষ্ঠার

লক্ষ্যে সংবিধানের সংস্কারবিষয়ক সুনির্দিষ্ট সুপারিশ তৈরি করা। এই লক্ষ্যে কমিশন মোট ৬৪টি সভা করে, যার মধ্যে ২৩টি সভায় অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় করা হয়।

২৬ অক্টোবর অনুষ্ঠিত কমিশনের ৫ম সভায় আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে ঐকমত্যের মাধ্যমে সংস্কারের পরিধি এবং সংস্কারের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয় । গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় যে, ''সংস্কার'-এর অন্তর্ভুক্ত হবে বর্তমান সংবিধান পর্যালোচনাসহ জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলনের লক্ষ্যে সংবিধানের সামগ্রিক সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন, পরিমার্জন, পুনর্বিন্যাস এবং পুনর্লিখন।''

সংস্কারের পরিধিতে সম্ভাব্য সকল ধরনের সংস্কারের সুযোগ রাখা হয় এই বিবেচনায় যে ইতিমধ্যে নাগরিকদের ভেতরে বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তি হিসেবে সংবিধানকে দেখতে এবং ভবিষ্যতে বাংলাদেশে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ফ্যাসিবাদের উত্থানরোধের উপায় হিসেবে বিভিন্ন ধরনের প্রস্তাব উত্থাপিত হতে শুরু করে। জুলাই ২০২৪ গণঅভ্যুত্থানের নেতৃত্বদানকারী 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন' এবং তাদের সহযোগী সংগঠন জাতীয় নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে সংবিধান পুনর্লিখনের বা নতুন সংবিধান প্রণয়নের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করা হয়, যার প্রতি সমাজের বিভিন্ন অংশের সমর্থনও প্রতিভাত হয়; গত প্রায় এক দশক ধরে যেসব সামাজিক-রাজনৈতিক শক্তি ও চিন্তাবিদ ফ্যাসিবাদী শক্তির উত্থানের কারণ হিসেবে সাংবিধানিক ব্যবস্থার কথা বলে আসছিলেন, তাঁরাও বড় ধরনের পরিবর্তন ও পরিমার্জনার তাগিদ দেন। অন্যদিকে কিছু রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন এবং ব্যক্তি এই মর্মে অবস্থান গ্রহণ করেন যে, বিরাজমান সংবিধানের কতিপয় অনুচ্ছেদের সংশোধনের মাধ্যমেই সংবিধানের অন্তর্নিহিত বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা এবং ক্ষমতাকাঠামোয় অগণতান্ত্রিক প্রবণতা অবসান সম্ভব। এ ধরনের ভিন্ন ভিন্ন মতকে গুরুত্ব দেওয়া এবং কমিশনের কোনো ধরনের পূর্বাবস্থান নেই, তা সুস্পষ্ট করার জন্য কমিশন সংস্কারের পরিধিকে ব্যাপক রাখার সিদ্ধান্ত নেয়।

**কমিশন সাংবিধানিক সংস্কারের সাতটি উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে। এই উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে:**

১। দীর্ঘ সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রতিশ্রুত উদ্দেশ্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার এবং ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের আলোকে বৈষম্যহীন জনতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা।

২। ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত অংশগ্রহণমূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটানো।

৩। রাজনীতি এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় সর্বস্তরে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা।

৪। ভবিষ্যতে যেকোনো ধরনের ফ্যাসিবাদী শাসনব্যবস্থার উত্থান রোধ।

৫। রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গ—নির্বাহী বিভাগ, আইনসভা এবং বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ ও ক্ষমতার ভারসাম্য আনয়ন।

৬। রাষ্ট্রক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের বিকেন্দ্রীকরণ ও পর্যাপ্ত ক্ষমতায়ন।

৭। রাষ্ট্রীয়, সাংবিধানিক এবং আইন দ্বারা সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকর স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা।

এই উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারণে কমিশন ১০ এপ্রিল ১৯৭১-এ জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে রাজনৈতিক অঙ্গীকার অর্থাৎ সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার এবং ২০২৪ সালের ফ্যাসিবাদবিরোধী গণঅভ্যুত্থানের জন-আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ একটি বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনকে ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করেছে। একই সময়ে কমিশন ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধকে বাংলাদেশের মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং বৈষম্যবিরোধী সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করেছে। এই সব আকাঙ্ক্ষা এবং সংগ্রামের মর্মবস্তুকে সাংবিধানিক-প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার লক্ষ্যেই সংবিধানের সংস্কার প্রস্তাব তৈরি করতে কমিশন সচেষ্ট হয়। ৩ নভেম্বর এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে কমিশন সংস্কারের পরিধি এবং উদ্দেশ্যসমূহ নাগরিকদের কাছে তুলে ধরে।

**সংবিধানের পর্যালোচনা**

কমিশন বিদ্যমান সংবিধানকে দুটি দিক থেকে পর্যালোচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে—রাজনৈতিক এবং আইনগত। কমিশন বিবেচনা করে যে সংবিধানের পর্যালোচনায় বাংলাদেশ নামের ভূখণ্ডের মানুষের রাজনৈতিকভাবে গঠিত হওয়ার প্রক্রিয়া এবং একটি সংঘবদ্ধ জনগোষ্ঠী হিসেবে তাঁর রাজনৈতিক সংকল্প ও সামষ্টিক রূপকল্পের অভিপ্রায় কীভাবে গড়ে উঠেছে, তার প্রেক্ষাপট বিবেচনা করা জরুরি। এটা সুস্পষ্ট যে, ঔপনিবেশিক যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এই অঞ্চলে 'জনগণ'-এর উদ্ভব একটি দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে। গাঠনিক কর্তা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা এবং রাষ্ট্র গঠনে জনগণের সার্বভৌম অভিপ্রায় প্রকাশের প্রচেষ্টা দীর্ঘদিন ধরে ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক রাষ্ট্রের সাথে দ্বন্দ্বের সম্পর্কে জড়িয়ে আছে। এই দ্বন্দ্বের ধারাবাহিকতায় রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক রূপান্তর আজও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এই ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় ১৯৭২ সালের সংবিধান প্রণীত হয়েছিল। স্বল্প সময়ের মধ্যে সংবিধান প্রণয়নের সাফল্য নিঃসন্দেহে ইতিবাচক। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সংবিধান প্রণয়নে দীর্ঘসূত্রিতা এবং তার বিরূপ প্রতিক্রিয়ার অভিজ্ঞতা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে আকাঙ্ক্ষা ও এক ধরনের চাপ সৃষ্টি হয়েছিলো

তাই এই সংবিধান প্রণয়নকে ত্বরান্বিত করেছিলো। সংবিধান প্রণয়নের প্রক্রিয়া এবং এই বিষয়ে বিভিন্ন বিশ্লেষকের আলোচনার সারসংকলন করে এই সংবিধানের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং কীভাবে তা জনগণের গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে কেবল সংগতিহীনই হয়নি বরং নাগরিকদের অধিকার সংকুচিত করেছে, স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতাকাঠামো তৈরি করেছে, তা চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া ওই সময়েই গণপরিষদের সংবিধান প্রণয়নের এখতিয়ার নিয়ে প্রশ্ন ছিল।

সংবিধানের পর্যালোচনার দ্বিতীয় অংশে সংবিধানের আইনি কাঠামো পর্যালোচনা করা হয়েছে। বিদ্যমান সংবিধান যা ইতিমধ্যেই ১৭ বার সংশোধিত হয়েছে, তাতে এমন ধরনের অন্তর্নিহিত ত্রুটি রয়েছে, যা জবাবদিহিমূলক এবং গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাথে সাংঘর্ষিক, যেমন অনুচ্ছেদ ৪৮(৩) এবং ৫৫-এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে রাষ্ট্রপতিকে আলংকারিক ব্যক্তিত্বে পরিণত করা হয়েছে। সংবিধান সংশোধনের প্রক্রিয়া ক্ষমতাসীন দলকে সংবিধানের মূলনীতি ক্ষুণ্ণ করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সংশোধন করার সুযোগ দিয়েছে। এর ফলে জরুরি অবস্থা এবং নিবর্তনমূলক আটকের মতো কঠোর বিধান সংবিধানে সন্নিবেশিত হয়েছে, যা ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করেছে এবং কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থা উৎসাহিত করেছে। সংবিধানের এই ত্রুটিগুলো গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করেছে। তদুপরি সাংবিধানিক বিধিবিধানগুলো গণতন্ত্রের একটি অন্যতম উপাদান নাগরিকের মৌলিক অধিকারকে বিভিন্ন শর্তসাপেক্ষ করে সেগুলোকে অনেকাংশে অকার্যকর করে ফেলেছে। সংবিধানে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি থাকলেও তার কার্যকারিতার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা অনুপস্থিত থেকেছে, যা বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগে অধীনস্থ করে রেখেছে। স্থানীয় সরকারব্যবস্থা কার্যত অর্থহীন এবং দলীয় লেজুড়বৃত্তি ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় আবদ্ধ।

সংবিধানের বিস্তারিত রাজনৈতিক এবং আইনি পর্যালোচনা এই প্রতিবেদনের প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে। এর পাশাপাশি কমিশন সকল বিষয়ে বিভিন্ন দেশের সংবিধান পর্যালোচনা করে, যাতে বিদ্যমান সংবিধান অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের সংবিধানের সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ, তা বোঝা যায়। কিছু সুনির্দিষ্ট বিষয় যেমন দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ, চিরস্থায়ী বিধান, জাতির জনক, কোনো ব্যক্তির প্রতিকৃতির বাধ্যতামূলক প্রদর্শন, রাষ্ট্রধর্ম, ধর্মনিরপেক্ষতা, সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস ইত্যাদি বিভিন্ন দেশের সংবিধানে উল্লেখ আছে কি না এবং থাকলে কীভাবে আছে, কমিশন তার বিশ্লেষণ করে।

### অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময়ের রূপরেখা

কমিশন সমাজের ভেতরে বিভিন্ন ধরনের আকাঙ্ক্ষা বোঝা এবং সমাজের সম্ভাব্য সর্বাধিক অংশীজনদের অংশগ্রহণ এবং তাঁদের প্রস্তাবগুলো শোনা এবং সেগুলোকে কমিশনের সুপারিশে প্রতিফলিত করার জন্য অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা, রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে প্রস্তাব এবং নাগরিকদের মতামত সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নেয়।

কমিশন এই মর্মেও সিদ্ধান্ত নেয় যে, যেসব ব্যক্তি, সংগঠন, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান বা দল জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের সময় সক্রিয়ভাবে হত্যাকাণ্ডে যুক্ত থেকেছে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে হত্যাকাণ্ড ও নিপীড়নকে সমর্থন করেছে, ফ্যাসিবাদী কার্যক্রমকে বৈধতা প্রদানে সাহায্য করেছে, কমিশন সেই সব ব্যক্তি, সংগঠন, সংস্থা, প্রতিষ্ঠানকে অংশীজনদের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করবে না।

### রাজনৈতিক দলসমূহের মতামত

কমিশন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতামত এবং সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব জানার জন্য ৩০টি রাজনৈতিক দল এবং জোটের কাছে লিখিত মতামত আহ্বান করে চিঠি পাঠায়। এই আবেদনে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়। এসব দল এবং জোটের মধ্যে মোট ২৫টি রাজনৈতিক দল এবং ৩টি রাজনৈতিক জোট তাদের লিখিত মতামত কমিশনের নিকট প্রেরণ করে। এর বাইরেও মোট ৬টি রাজনৈতিক দল ইমেইলের মাধ্যমে বা কমিশন কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে তাঁদের মতামত জমা দেয়। কমিশনের গবেষকেরা এসব মতামতের সারাংশ সংকলন করেন।

### ওয়েবসাইটের মাধ্যমে মতামত সংগ্রহ

সংস্কারের সুপারিশ তৈরিতে অধিকসংখ্যক নাগরিকের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির জন্য কমিশনের ওয়েবসাইটে মতামত দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এ বিষয়ে জনগণের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ ও স্বতঃস্ফূর্ততা লক্ষ করা যায়। দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে এ সুযোগ অব্যাহত রাখা হয় এবং ২৫ নভেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত ৫০,৫৭৩টি (পঞ্চাশ হাজার পাঁচশত তিহাত্তর) সংক্ষিপ্ত থেকে বিস্তারিত আকারে মতামত পাওয়া যায়।

### অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময়

অংশীজনদের মতামত নেওয়ার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংস্কার কমিশন ১১ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ থেকে বিভিন্ন সংবিধান ও মানবাধিকারবিষয়ক সংগঠন, পেশাজীবী সংগঠন, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, সংবিধান বিশেষজ্ঞসহ সমাজের নানা স্তরের মানুষের

সাথে মতবিনিময় করে। এ জন্য মোট ২১টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। তিন সপ্তাহ ধরে অনুষ্ঠিত এসব অধিবেশনে ৪৩টি সংগঠনের ৯৯ জন প্রতিনিধি উপস্থিত হয়ে তাঁদের সংগঠনের পক্ষে মৌখিক এবং লিখিত প্রস্তাব দেন। এছাড়া ২৯টি সংগঠন তাদের প্রস্তাব লিখিতভাবে জানিয়েছে। নাগরিক সমাজের ৪৪ জন ব্যক্তি কমিশনের সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। তাঁদের মধ্যে ২২ জন তাঁদের প্রস্তাবগুলো লিখিতভাবে কমিশনের কাছে পেশ করেছেন। এর বাইরেও ই–মেইলের মাধ্যমে এবং কমিশন কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে ৩৪ জন তাঁদের মতামত লিখিতভাবে জানান। কমিশনের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে সাতজন সংবিধানবিশেষজ্ঞ এবং সাবেক বিচারপতি কমিশনের মতবিনিময় সভাগুলোয় উপস্থিত হয়েছেন। কমিশনের মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের মৌখিক বক্তব্য রেকর্ড এবং প্রতিলিপি (transcript) তৈরি করা হয়েছে।

### দেশব্যাপী জনমত জরিপ

বিভিন্নভাবে অংশীজনদের মতামত সংগ্রহ করলেও গৃহীত ব্যবস্থাগুলো সমাজের সকল স্তরের মানুষের মতামতের প্রতিফলনের নিশ্চয়তা বিধান করে না বলে কমিশনের পক্ষ থেকে সারা দেশে জরিপ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মাধ্যমে দেশব্যাপী জাতীয় জনমত জরিপ পরিচালনা করা হয়। এই জরিপ ৫ ডিসেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত চালানো হয় এবং সারা দেশের ৬৪ জেলা থেকে সরাসরি সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে ৪৫,৯২৫টি খানার (হাউসহোল্ড) ১৮ থেকে ৭৫ বছর বয়সীদের কাছ থেকে জনসংখ্যা অনুপাতে মতামত পাওয়া যায়।

### অন্যান্য কমিশনের সঙ্গে সমন্বয়

কমিশন ওয়াকিবহাল যে, রাষ্ট্র সংস্কারের অনেক বিষয় নিয়ে একাধিক কমিশন নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, যা সংবিধান-সংশ্লিষ্ট। সময়স্বল্পতার বিবেচনায় কমিশন সব কমিশনের সঙ্গে কাজের সমন্বয় করতে না পারলেও গুরুত্বপূর্ণ এবং সরাসরি সংশ্লিষ্ট দুটি কমিশন-নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার এবং বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে বৈঠক করে এবং ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে। এর বাইরে ১৮ নভেম্বর প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় সংস্কার কমিশনের প্রধানের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করে।

### কমিশনের কতিপয় পর্যবেক্ষণ

বিদ্যমান সংবিধানের পর্যালোচনা, অংশীজনদের মতামত এবং কমিশন সদস্যদের অভিজ্ঞতা ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের ভিত্তিতে কমিশন সংবিধানের বিভিন্ন দিকের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করেছে; এর বাইরে অংশীজনেরা দুটি বিষয়ের দিকে কমিশনের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যা কমিশন তার পর্যবেক্ষণ হিসেবে উপস্থিত করছে। এগুলো হচ্ছে:

১। সংবিধানের বিভিন্ন অধ্যায়ের ধারাক্রম পরিবর্তন করে প্রস্তাবনা, নাগরিকতন্ত্র, মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার পর আইনসভা, নির্বাহী বিভাগ এবং বিচার বিভাগকে সন্নিবেশিত করা;

২। সংবিধানের ভাষা সহজ করা;

৩। সংবিধানের আকার ছোট করা।

কমিশন মনে করে যে, অংশীজনদের এসব মতামত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা দাবি করে এবং আশা করে ভবিষ্যতে এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বিবেচনা করবেন।

### কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যে বীরদের আত্মদানের ফলে বাংলাদেশ স্বৈরাচারী শাসনমুক্ত হয়েছে, যাঁরা এখনো আহত অবস্থায় আছেন, তাঁদের কাছে কমিশন গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। তাঁদের প্রতি কমিশন আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে।

কমিশন এই প্রতিবেদন প্রস্তুতিতে নাগরিকদের কাছ থেকে যে সহযোগিতা পেয়েছে এবং তাঁরা যেভাবে অকুণ্ঠচিত্তে অংশগ্রহণ করেছেন, সে জন্য সকলের কাছেই কৃতজ্ঞ। রাজনৈতিক দল, সামাজিক ও পেশাজীবী সংগঠন, সিভিল সোসাইটির সদস্যরা তাঁদের মতামত প্রদান করে এই প্রক্রিয়াকে অংশগ্রহণমূলক করে তুলেছেন এবং তাঁদের মতামতের মাধ্যমে এই প্রতিবেদনকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদেরকে কমিশন আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। এই প্রতিবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা সম্পাদন, মতামত ও তথ্য বিন্যস্তকরণ, অনুবাদ এবং সম্পাদনার কাজে যুক্ত গবেষকদের অবদান ছিল অসামান্য। তাঁদেরকে কমিশন আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। কমিশনের সাচিবিক সহায়তা প্রদানের জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিরলসভাবে পরিশ্রম করেছেন, কমিশন তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড (ইউপিএল) বিনামূল্যে এই প্রতিবেদনের টাইপ সেটিং এবং পৃষ্ঠাসজ্জা করে দিয়ে কমিশনকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছে।

# পরিশিষ্ট ১৩

## ১২১ টি দেশের সংবিধান পর্যালোচনা

জুলাই-আগস্ট ২০২৪ এর ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে সংবিধান সংস্কারের লক্ষ্যে গঠিত সংবিধান সংস্কার কমিশন এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার মহাদেশের ১২১ টি দেশের সংবিধান পর্যালোচনা করেছে।

### গবেষণা পদ্ধতি

**গুণগত গবেষণা:**

এই গবেষণাটি পরিচালনার জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় ধরনের উৎস ব্যবহার করে গুণগত গবেষণা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। গুণগত গবেষণা হলো বাজার থেকে সংখ্যাত্মক-বহির্ভূত তথ্য সংগ্রহের একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতির মূল লক্ষ্য হলো কি ঘটছে এবং কেন ঘটছে সে সম্পর্কে গভীরভাবে জানা।

**তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি:**

এই গবেষণাপত্রের জন্য, বিভিন্ন উৎস থেকে মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। মাধ্যমিক তথ্য বলতে বোঝায় এমন তথ্য যা ইতোমধ্যে সংবাদপত্র, সাময়িকীর নিবন্ধ, পাঠ্যবই বা এমনকি অনলাইন প্োররটালে প্রকাশিত।

মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহের অনেক পদ্ধতি রয়েছে, যেমন, সরকারি প্রকাশনা, যার মধ্যে রয়েছে প্রতিবেদন, নীতিমালা, পরিসংখ্যান এবং  গবেষণার ফলাফল; বই, জার্নাল, সংবাদপত্র, নিবন্ধ, ওয়েবসাইট, ব্যক্তিগত উৎস এবং সরকারি রেকর্ড।

গবেষণাটি করার জন্য, প্রথমে আমরা একটি প্রচলিত সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহার করে প্রতিটি দেশের সংবিধান অনুসন্ধান করেছি। এরপর, আমরা এক্সেল ফাইলের কলামগুলিতে উল্লেখিত বিষয়বস্তু  সম্বলিত অনুচ্ছেদগুলি  খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি। যেসব ক্ষেত্রে  উল্লেখিত পদ্ধতিতে সংবিধান খুঁজে পাওয়া যায়নি, সেসব ক্ষেত্রে আমরা “CONSTITUTE” ওয়েবসাইট ব্যবহার করে গবেষণা করেছি। এই ওয়েবসাইটটি “Comparative Constitutions Project” দ্বারা তৈরি করা হয়েছে।  টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়, অস্টিন এবং শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়  বিশ্বের বিভিন্ন সংবিধানের একটি বিস্তৃত বিশ্লেষণের জন্য  এই প্রকল্পটি পরিচালনা করছে। এর উদ্দেশ্য হলো সংবিধান প্রণয়নে সহায়তা করা,  নাগরিকদের  তথ্য প্রদান করা। আমরা এই ওয়েবসাইটে প্রাসঙ্গিক বিধানগুলি  অনুসন্ধান করেছি।

এই কারণে, “CONSTITUTE” ওয়েবসাইট ব্যবহার করে আমাদের অনুসন্ধানগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মূল্যায়ন করার মাধ্যমে আমরা এক্সেল স্প্রেডশিটগুলিকে চূড়ান্ত করেছি।

## এশিয়া

| ক্র. নং | দেশ | স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র | ভাষণ | জাতির জনক | কোনো ব্যক্তির প্রতিকৃতি | চিরস্থায়ী বিধান | জাতীয়তাবাদ | সমাজতন্ত্র | গণতন্ত্র | ধর্মনিরপেক্ষতা | রাষ্ট্রধর্ম | সর্বশক্তিমানে বিশ্বাস | সর্বশেষ সংশোধন | নতুন সংবিধান দ্বারা প্রতিস্থাপিত | এককক্ষ বিশিষ্ট | দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট | আনুমানিক পাতা সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | বাংলাদেশ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | আল্লাহর নামে | ২০১৮ | × | ✓ | × | ২২৫ |
| ২ | ভারত | × | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | সৃষ্টিকর্তার নামে শপথ | ২০২৪ | × | × | ✓ | ৩৭১ (১৪১৮০০ শব্দ) |
| ৩ | চীন | × | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ | × | × | × | ২০১৮ | ✓ | ✓ | × | ৩৭ |
| ৪ | পাকিস্তান | × | × | নোট দেখুন | × | × | × | × | ✓ | × | ✓ | সর্বশক্তিমান আল্লাহ | ২০১৮ | ✓ | × | ✓ | ২১৪ |
| ৫ | জাপান | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ১৯৪৬ | ✓ | × | ✓ | ১৩ |
| ৬ | ফিলিপাইন | × | × | × | × | × | ✓ | × | ✓ | × | × | সর্বশক্তিমান ঈশ্বর | ১৯৮৭ | ✓ | × | ✓ | ৫৩ |
| ৭ | ভিয়েতনাম | ✓ | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ | × | × | × | ২০১৩ | ✓ | ✓ | × | ২৬ |
| ৮ | ইরান | × | × | × | × | ✓ | × | × | ✓ | × | ✓ | আল্লাহর নামে | ১৯৮৯ | ✓ | ✓ | × | ৫০ |
| ৯ | তুরস্ক | × | × | নোট দেখুন | × | ✓ | ✓ | সামাজিক রাষ্ট্র | ✓ | ✓ | × | × | ২০১৭ | ✓ | ✓ | × | ১৬২ |
| ১০ | থাইল্যান্ড | × | × | × | × | ✓ | × | × | ✓ | × | নোট দেখুন | × | ২০১৭ | ✓ | × | ✓ | ১১৫ |
| ১১ | দক্ষিণ কোরিয়া | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | × | × | × | ১৯৮৭ | × | ✓ | × | ২৩ (৮৯৭৭ শব্দ) |
| ১২ | ইরাক | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | × | ✓ | সৃষ্টিকর্তার নামে | ২০০৫ | ✓ | ✓ | × | ৪২ |
| ১৩ | আফগানিস্তান | × | × | নোট দেখুন | × | × | × | × | ✓ | × | ✓ | আল্লাহর নামে | ২০০৪ | ✓ | × | ✓ | ৪৫ |
| ১৪ | ইয়েমেন | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | × | ✓ | সৃষ্টিকর্তার নামে | ২০১৫ | ✓ | × | ✓ | ৩৪ |
| ১৫ | উজবেকিস্তান | × | × | × | × | × | × | সামাজিক রাষ্ট্র | ✓ | ✓ | × | × | ২০১১ | ✓ | × | ✓ | ৩০ |
| ১৬ | মালয়েশিয়া | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | × | ২০০৭ | × | × | ✓ | ১২৭ |
| ১৭ | সৌদি আরব | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | আল্লাহ সর্বশক্তিমান | ২০১৩ | ✓ | ✓ | × | ২৫ |
| ১৮ | নেপাল | × | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ | × | × | × | ২০১৬ | ✓ | × | ✓ | ১১৮ |
| ১৯ | উত্তর কোরিয়া | × | × | নোট দেখুন | × | × | × | ✓ | ✓ | × | × | × | ২০১৬ | ✓ | ✓ | × | ২৭ |
| ২০ | সিরিয়া | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | × | × | × | ২০১২ | ✓ | ✓ | × | ৩১ |
| ২১ | শ্রীলংকা | × | × | × | × | ✓ | × | ✓ | ✓ | × | × | নোট দেখুন | ২০১৫ | ✓ | ✓ | × | ৩০৬ |
| ২২ | কাজাখস্তান | × | × | × | × | × | × | সামাজিক রাষ্ট্র | ✓ | ✓ | × | × | ২০১৭ | × | × | ✓ | ২৭ |
| ২৩ | কম্বোডিয়া | × | × | × | × | ✓ | × | × | ✓ | × | × | বৌদ্ধ | ২০০৮ | ✓ | × | ✓ | ৩০ |
| ২৪ | জর্ডান | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | ঈশ্বরের নামে শপথ করছি | ২০১৬ | ✓ | × | ✓ | ২২ |
| ২৫ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | × | ✓ | আল্লাহর নামে শপথ করছি | ২০০৯ | × | ✓ | × | ৩৪ |

| ক্র. নং | দেশ | স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র | ভাষণ | জাতির জনক | কোনো ব্যক্তির প্রতিকৃতি | চিরস্থায়ী বিধান | জাতীয়তাবাদ | সমাজতন্ত্র | গণতন্ত্র | ধর্মনিরপেক্ষতা | রাষ্ট্রধর্ম | সর্বশক্তিমানে বিশ্বাস | সর্বশেষ সংশোধন | নতুন সংবিধান দ্বারা প্রতিস্থাপিত | এককক্ষ বিশিষ্ট | দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট | আনুমানিক পাতা সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২৬ | সিঙ্গাপুর | × | × | × | × | × | × | × | × | × | নোট দেখুন | × | ২০১৬ | ✓ | ✓ | × | ১৮২ |
| ২৭ | ওমান | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে শপথ করছি | ২০১১ | × | × | ✓ | ২৮ |
| ২৮ | কুয়েত | × | × | নোট দেখুন | × | × | ✓ | × | ✓ | × | ✓ | সৃষ্টিকর্তার নামে | ১৯৯২ | × | ✓ | × | ২৮ |
| ২৯ | কাতার | × | × | নোট দেখুন | × | × | × | × | ✓ | × | ✓ | সৃষ্টিকর্তার নামে শপথ | ২০০৩ | × | ✓ | × | ২১ |
| ৩০ | ভুটান | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ | × | ঈশ্বর | ২০০৮ | ✓ | × | ✓ | ৬৬ |
| ৩১ | অস্ট্রেলিয়া | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | সর্বশক্তিমান ঈশ্বর | ১৯৮৫ | × | × | ✓ | ৪৩ |
| ৩২ | নিউজিল্যান্ড | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | × | × | ঈশ্বরের দয়ায় | ২০১৪ | × | ✓ | × | ৩৫৫ |
| ৩৩ | ইন্দোনেশিয়া | × | × | × | × | ✓ | × | × | × | × | × | ïa Ges ïagvÎ cf | ২০০২ | ✓ | × | ✓ | ২৩ |

**দ্রষ্টব্য:**

**জাতির জনক:**

- **পাকিস্তান** — প্রস্তাবনা–পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ঘোষণার প্রতি বিশ্বস্ত, পাকিস্তান ইসলামী সামাজিক ন্যায়বিচারের মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে গঠিত একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হবে।
- **তুরস্ক** — প্রস্তাবনা–তুর্কি মাতৃভূমি ও জাতির চিরস্থায়ী অস্তিত্ব এবং মহান তুর্কি রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য ঐক্যের প্রতি সমর্থন করে, এই সংবিধানটি তুরস্ক প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা, অমর নেতা এবং অতুলনীয় নায়ক আতাতুর্কের জাতীয়তাবাদী ধারণা, তাঁর সংস্কার এবং মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে গৃহীত হয়েছে।
- **আফগানিস্তান** — অনুচ্ছেদ ১৫৮–জরুরি ভিত্তিতে সংগঠিত লয়া জিরগা কর্তৃক আফগানিস্তানের প্রাক্তন রাজা মহামান্য মোহাম্মদ জাহির শাহকে প্রদত্ত জাতির পিতা উপাধি এবং অন্যান্য সুবিধাসমূহ (২০০২ সালে, হিজরি বছর ১৩৮১ সালে) এই সংবিধানের বিধান অনুসারে, তাঁর জন্য আজীবন অক্ষুণ্ণ থাকবে।
- **উত্তর কোরিয়া**—প্রস্তাবনা–মহান নেতা কমরেড কিম ইল সুং ২ ছিলেন কোরিয়া গণতান্ত্রিক পিপলস রিপাবলিকের প্রতিষ্ঠাতা এবং সমাজতান্ত্রিক কোরিয়ার জনক।
- **কুয়েত** — প্রস্তাবনা–আমরা, আবদুল্লাহ আল-সালিম আল-সাবাহকে কুয়েতের আমির ঘোষণা করি।
- **কাতার** — অনুচ্ছেদ ৮–রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা আল থানি পরিবারে এবং হামাদ বিন খলিফা বিন হামাদ বিন আবদুল্লাহ বিন জাসিমের পুরুষ বংশধরদের মধ্যে উত্তরাধিকারসূত্রে থাকবে

**রাষ্ট্রধর্ম:**

- **থাইল্যান্ড** — ধারা ৬৭–রাষ্ট্র বৌদ্ধ ধর্ম এবং অন্যান্য ধর্মসমূহকে সমর্থন/পরিপোষণ করবে ও সুরক্ষা প্রদান করবে।
- **সিঙ্গাপুর** — অনুচ্ছেদ ১৫৩–মুসলিম ধর্ম–আইনসভা মুসলিম ধর্মীয় বিষয়সমূহ নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং মুসলিম ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়সমূহে প্রেসিডেন্টকে পরামর্শ দেয়ার লক্ষ্যে একটি পরিষদ গঠনের জন্য আইনের মাধ্যমে বিধান প্রণয়ন করবে।

**সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস:**

- **শ্রীলঙ্কা** — অনুচ্ছেদ ৯–শ্রীলঙ্কা প্রজাতন্ত্র বৌদ্ধধর্মকে সর্বোচ্চ স্থানে রাখবে এবং রাষ্ট্রের দায়িত্ব হবে বুদ্ধ শাসন রক্ষা ও প্রসারিত করা, একই সঙ্গে সকল ধর্মকে ধারা ১০ এবং ১৪(১)(ই) দ্বারা প্রদত্ত অধিকারগুলি নিশ্চিত করতে হবে।

## ইউরোপ

| ক্র. নং | দেশ | স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র | ভাষণ | জাতির জনক | কোনো ব্যক্তির প্রতিকৃতি | চিরস্থায়ী বিধান | জাতীয়তাবাদ | সমাজতন্ত্র | গণতন্ত্র | ধর্মনিরপেক্ষতা | রাষ্ট্রধর্ম | সর্বশক্তিমানে বিশ্বাস | সর্বশেষ সংশোধন | নতুন সংবিধান দ্বারা প্রতিস্থাপিত | এককক্ষ বিশিষ্ট | দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট | আনুমানিক পাতা সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | রাশিয়া | × | × | × | × | × | × | সমাজতন্ত্র | ✓ | ✓ | × | × | ২০১৪ | ✓ | × | ✓ | ৩৬ |
| ২ | জার্মানি | × | × | × | × | ✓ | × | × | × | × | × | সৃষ্টিকর্তার সামনে | ২০১৪ | × | × | ✓ | ৬২ |
| ৩ | ইতালি | × | × | × | × | ✓ | × | × | ✓ | × | × | × | ২০২০ | ✓ | × | ✓ | ৩৬ |
| ৪ | ফ্রান্স | ✓ | × | × | × | ✓ | × | সামাজিক প্রজাতন্ত্র | ✓ | ✓ | × | হে প্রভু | ২০০৮ | ✓ | × | ✓ | ৪০ |
| ৫ | স্পেন | × | × | × | × | × | × | সমাজতন্ত্র | ✓ | × | × | × | ২০১১ | ✓ | × | ✓ | ৪৭ |
| ৬ | পোল্যান্ড | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | × | × | সৃষ্টিকর্তার সামনে | ২০০৯ | ✓ | × | ✓ | ৫৪ |
| ৭ | ইউক্রেন | ✓ | × | × | × | ✓ | × | সমাজতন্ত্র | ✓ | × | × | সৃষ্টিকর্তার সামনে | ২০১৯ | ✓ | ✓ | × | ৫৯ |
| ৮ | রোমানিয়া | × | × | × | × | ✓ | × | সমাজতন্ত্র | ✓ | × | × | প্রভু সহায় হও | ২০০৩ | ✓ | × | ✓ | ৩৮ |
| ৯ | নেদারল্যান্ড | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ২০০৮ | ✓ | × | ✓ | ৩০ |
| ১০ | বেলজিয়াম | × | × | × | × | ✓ | × | × | × | × | × | × | ২০১৪ | × | × | ✓ | ৫৬ |
| ১১ | সুইডেন | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | × | × | সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার অনুগ্রহে | ২০১২ | ✓ | ✓ | × | ১৩৩ |
| ১২ | পর্তুগাল | × | × | × | × | ✓ | × | ✓ | ✓ | × | × | × | ২০০৫ | ✓ | ✓ | × | ৭৯ |
| ১৩ | গ্রিস | × | × | × | × | ✓ | × | × | ✓ | × | নোট দেখুন | পবিত্র নামে | ২০০৮ | ✓ | ✓ | × | ৫৩ |
| ১৪ | অস্ট্রিয়া | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | × | × | × | ২০১৩ | ✓ | × | ✓ | ৮৭ |
| ১৫ | বেলারুশ | × | × | × | × | × | × | সমাজতন্ত্র | ✓ | × | × | × | ২০০৪ | × | × | ✓ | ৪০ |
| ১৬ | সুইজারল্যান্ড | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | × | × | মহান প্রভুর নামে | ২০১৪ | ✓ | × | ✓ | ৪৯ |
| ১৭ | বুলগেরিয়া | × | × | × | × | × | × | সমাজতন্ত্র | ✓ | × | × | × | ২০১৫ | ✓ | ✓ | × | ৪৪ |
| ১৮ | সার্বিয়া | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ | × | × | ২০০৬ | ✓ | ✓ | × | ৫৪ |
| ১৯ | ডেনমার্ক | × | × | × | × | × | × | × | × | × | নোট দেখুন | প্রভুর উপাসনা | ১৯৫৩ | ✓ | ✓ | × | ১৭ |
| ২০ | ফিনল্যান্ড | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | × | × | × | ২০১১ | ✓ | ✓ | × | ৩৭ |
| ২১ | নরওয়ে | × | × | × | × | ✓ | × | × | ✓ | × | নোট দেখুন | সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা সাহায্য করো | ২০১৬ | × | ✓ | × | ২৬ |

| ক্র. নং | দেশ | স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র | ভাষণ | জাতির জনক | কোনো ব্যক্তির প্রতিকৃতি | চিরস্থায়ী বিধান | জাতীয়তাবাদ | সমাজতন্ত্র | গণতন্ত্র | ধর্মনিরপেক্ষতা | রাষ্ট্রধর্ম | সর্বশক্তিমানে বিশ্বাস | সর্বশেষ সংশোধন | নতুন সংবিধান দ্বারা প্রতিস্থাপিত | এককক্ষ বিশিষ্ট | দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট | আনুমানিক পাতা সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২২ | আয়ারল্যান্ড | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | × | × | মহান সৃষ্টিকর্তা | ২০১৯ | ✓ | × | ✓ | ৪২ |
| ২৩ | ক্রোয়েশিয়া | × | × | × | × | × | × | সামাজিক প্রজাতন্ত্র | ✓ | × | × | × | ২০১৩ | × | ✓ | × | ৪১ |
| ২৪ | আলবেনিয়া | × | × | × | × | × | × | সমাজতন্ত্র | ✓ | × | × | সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস | ২০১৬ | ✓ | ✓ | × | ৫৯ |
| ২৫ | স্লোভেনিয়া | × | × | × | × | × | × | সমাজতন্ত্র | ✓ | × | × | × | ২০১৬ | × | × | ✓ | ৩৮ |
| ২৬ | মাল্টা | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | × | রোমান ক্যাথলিক | প্রভু সহায় হও | ২০১৬ | ✓ | ✓ | × | ৬৬ |
| ২৭ | আইসল্যান্ড | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | × | নোট দেখুন | × | ২০১৩ | ✓ | ✓ | × | ১৮ |
| ২৮ | হাঙ্গেরি | × | × | নোট দেখুন | × | × | × | জাতীয় সামাজিক ও কমিউনিস্ট একনায়কতন্ত্র | ✓ | × | × | সৃষ্টিকর্তা হাঙ্গেরিয়ানদের মঙ্গল করুন | ২০১৬ | ✓ | ✓ | × | ৪৬ |
| ২৯ | লুক্সেমবার্গ | × | × | × | × | ✓ | × | × | ✓ | × | × | × | ২০০৯ | ✓ | ✓ | × | ২৭ |
| ৩০ | যুক্তরাজ্য | × | × | নোট দেখুন | × | ✓ | × | × | × | × | × | সর্বশক্তিমান প্রভু | ২০১৩ | × | × | ✓ | ৬৬৯ |

**দ্রষ্টব্য:**
**জাতির জনক:**

- **হাঙ্গেরি** — প্রস্তাবনা–আমরা গর্বিত যে আমাদের রাজা সেন্ট স্টিফেন হাঙ্গেরিয়ান রাষ্ট্রকে বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং হাজার বছর আগে ইউরোপের অন্যতম খ্রিস্টান রাষ্ট্রে পরিণত করেছিলেন।
- **যুক্তরাজ্য** — প্রস্তাবনা–ঈশ্বরের কৃপায় এডওয়ার্ড ইংল্যান্ডের রাজা, আয়ারল্যান্ডের লর্ড ও গায়ানের ডিউক হয়েছে। তিনি সকল আর্চবিশপ, বিশপ এবং অন্যান্যদের অভিবাদন জানিয়েছে । আমরা

**রাষ্ট্রধর্ম:**

- **গ্রীস** — অনুচ্ছেদ ৩(১)- ইস্টার্ন অর্থোডক্স চার্চ অফ ক্রাইস্ট হলো গ্রিসের প্রধান ধর্ম ।
- **ডেনমার্ক** — প্রথম অংশ (৪)–যেহেতু ইভাঞ্জেলিক্যাল লুথেরান চার্চ ডেনমার্কের প্রতিষ্ঠিত চার্চ, সেহেতু সরকার এটিকে সমর্থন বা পরিপোষণ করবে।
- **নরওয়ে** — অনুচ্ছেদ ৪–রাজা ইভানজেলিকাল লুথেরান চার্চকে সর্বদা স্বীকৃতি প্রদান করবে।
- **আইসল্যান্ড**- অনুচ্ছেদ ৬২–আইসল্যান্ডে ইভানজেলিকাল লুথেরান চার্চ হবে রাষ্ট্রীয় চার্চ, রাষ্ট্র ইহার পরিপোষণ ও সুরক্ষা করবে। আইনের মাধ্যমে এটি পরিবর্তন করা যাবে।

## আফ্রিকা

| ক্র. নং | দেশ | স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র | ভাষণ | জাতির জনক | কোনো ব্যক্তির প্রতিকৃতি | চিরস্থায়ী বিধান | জাতীয়তাবাদ | সমাজতন্ত্র | গণতন্ত্র | ধর্মনিরপেক্ষতা | রাষ্ট্রধর্ম | সর্বশক্তিমানে বিশ্বাস | সর্বশেষ সংশোধন | নতুন সংবিধান দ্বারা প্রতিস্থাপিত | এককক্ষ বিশিষ্ট | দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট | আনুমানিক পাতা সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | নাইজেরিয়া | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | × | × | ঈশ্বরের অধীনে | ২০২৩ | ✓ | × | ✓ | ২৮০ |
| ২ | ইথিওপিয়া | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | × | × | × | ১৯৯৪ | ✓ | × | ✓ | ৪০ |
| ৩ | মিশর | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | × | ✓ | ঈশ্বরের নামে | ২০১৯ | ✓ | × | ✓ | ৬১ |
| ৪ | তানজানিয়া | × | × | × | × | × | × | সামাজিক রাষ্ট্র | ✓ | ✓ | × | × | ২০০৫ | ✓ | ✓ | × | ৬৬ |
| ৫ | দক্ষিন আফ্রিকা | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | × | × | ঈশ্বর দক্ষিণ আফ্রিকার মঙ্গল করুক | ২০১২ | ✓ | × | ✓ | ১৮২ |
| ৬ | কেনিয়া | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | × | × | সর্বশক্তিমান ঈশ্বর | ২০১০ | ✓ | × | ✓ | ১৬৬ |
| ৭ | সুদান | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | × | × | সর্বশক্তিমান ঈশ্বর | ২০১৯ | ✓ | × | ✓ | ৩০ |
| ৮ | উগান্ডা | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | × | × | ঈশ্বরের জন্য | ২০১৭ | ✓ | ✓ | × | ১৪১ |
| ৯ | আলজেরিয়া | × | × | × | × | ✓ | × | × | ✓ | × | ✓ | আল্লাহর নামে | ২০২০ | ✓ | × | ✓ | ৫৩ |
| ১০ | মরক্কো | × | × | নোট দেখুন | × | ✓ | × | সামাজিক রাজতন্ত্র | ✓ | × | ✓ | ঈশ্বর | ২০১১ | ✓ | × | ✓ | ৪৭ |
| ১১ | ঘানা | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | × | × | সর্বশক্তিমান ঈশ্বর | ১৯৯৬ | ✓ | ✓ | × | ১১৩ |
| ১২ | মাদাগাস্কার | × | × | × | × | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | × | × | ২০১০ | ✓ | × | ✓ | ৪৩ |
| ১৩ | ক্যামেরুন | × | × | × | × | ✓ | × | সমাজসেবায় নিবেদিত | ✓ | ✓ | × | × | ২০০৮ | ✓ | × | ✓ | ৩৪ |
| ১৪ | সেনেগাল | × | × | × | × | × | × | সামাজিক প্রজাতন্ত্র | ✓ | ✓ | × | ঈশ্বরের সামনে | ২০১৬ | ✓ | ✓ | × | ৩৪ |
| ১৫ | জিম্বাবুয়ে | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | × | × | সর্বশক্তিমান ঈশ্বর | ২০১২ | ✓ | × | ✓ | ১৪১ |
| ১৬ | লিবিয়া | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | × | ✓ | আল্লাহর নামে | ২০১১ | ✓ | ✓ | × | ১২ |
| ১৭ | কঙ্গো | × | × | × | × | ✓ | × | সামাজিক সংহতি | ✓ | ✓ | × | × | ২০১৫ | ✓ | × | ✓ | ৫০ |
| ১৮ | নামিবিয়া | × | × | × | × | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | × | ঈশ্বর সহায় হোক | ২০১৪ | ✓ | × | ✓ | ৬২ |

| ক্র. নং | দেশ | স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র | ভাষণ | জাতির জনক | কোনো ব্যক্তির প্রতিকৃতি | চিরস্থায়ী বিধান | জাতীয়তাবাদ | সমাজতন্ত্র | গণতন্ত্র | ধর্মনিরপেক্ষতা | রাষ্ট্রধর্ম | সর্বশক্তিমানে বিশ্বাস | সর্বশেষ সংশোধন | নতুন সংবিধান দ্বারা প্রতিস্থাপিত | এককক্ষ বিশিষ্ট | দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট | আনুমানিক পাতা সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৯ | গাম্বিয়া | × | × | × | × | ✓ | × | × | ✓ | × | × | শক্তিমান ঈশ্বরের নামে | ২০১৮ | ✓ | ✓ | × | ৮৫ |
| ২০ | গ্যাবন | × | × | × | × | ✓ | × | সামাজিক প্রজাতন্ত্র | ✓ | ✓ | × | ঈশ্বরের সামনে | ২০১১ | ✓ | × | ✓ | ৪০ |
| ২১ | মরিশাস | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | × | × | ঈশ্বর সহায় হোক | ২০১৬ | × | ✓ | × | ৭৫ |
| ২২ | জিবুতি | × | × | × | × | ✓ | × | × | ✓ | × | ✓ | ঈশ্বরের নামে | ২০১০ | ✓ | ✓ | × | ২৭ |
| ২৩ | কমরোস | × | × | × | × | ✓ | × | × | ✓ | × | ✓ | ঈশ্বর | ২০১৮ | ✓ | ✓ | × | ২৬ |
| ২৪ | বতসোয়ানা | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ২০১৬ | × | ✓ | × | ৫৯ |
| ২৫ | সোমালিয়া | × | × | × | × | ✓ | × | × | ✓ | × | ✓ | সর্বশক্তিমান আল্লাহর পরে | ২০১২ | ✓ | × | ✓ | ৫৩ |
| ২৬ | বুরুন্ডি | × | × | × | × | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | × | ঈশ্বরের সামনে | ২০১৮ | ✓ | × | ✓ | ৫৩ |
| ২৭ | টোগা | × | × | × | × | ✓ | × | সামাজিক রাষ্ট্র | ✓ | ✓ | × | ঈশ্বরের সুরক্ষার অধীনে | ২০০৭ | ✓ | ✓ | × | ৩৮ |
| ২৮ | লেসিথো | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | × | × | সর্বশক্তিমান ঈশ্বর | ২০১৮ | ✓ | × | ✓ | ৮৩ |

**দ্রষ্টব্য:**
**জাতির জনক:**

- **মরক্কো** — অনুচ্ছেদ ৪৩–মরক্কোর রাজমুকুট এবং তার সাংবিধানিক অধিকারগুলি বংশানুক্রমিক এবং ইহা পুরুষ বংশধরদের মাধ্যমে পিতার কাছ থেকে পুত্রের কাছে সরাসরি সূত্রে এবং মহামান্য রাজা মোহাম্মদ ষষ্ঠের জ্যেষ্ঠতা/পূর্বাধিকার/উত্তরাধিকার অনুসারে স্থানান্তরিত হয়, যদি না রাজা তাঁর জীবদ্দশায় তার বয়োজ্যেষ্ঠ পুত্র ব্যতীত অন্য পুত্রদের মধ্য হতে কাউকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। যেক্ষেত্রে সরাসরি সূত্রে কোনো পুরুষ উত্তরাধিকারী থাকে না সেক্ষেত্রে সহগামী নিকটতম পুরুষের নিকট একই শর্তে সিংহাসনের উত্তরাধিকার স্থানান্তরিত হয়।

## উত্তর আমেরিকা

| ক্র. নং | দেশ | স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র | ভাষণ | জাতির জনক | কোনো ব্যক্তির প্রতিকৃতি | চিরস্থায়ী বিধান | জাতীয়তাবাদ | সমাজতন্ত্র | গণতন্ত্র | ধর্মনিরপেক্ষতা | রাষ্ট্রধর্ম | সর্বশক্তিমানে বিশ্বাস | সর্বশেষ সংশোধন | নতুন সংবিধান দ্বারা প্রতিস্থাপিত | এককক্ষ বিশিষ্ট | দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট | আনুমানিক পাতা সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | × | × | × | × | ✓ | × | × | × | × | × | × | ১৯৯২ | ✓ | × | ✓ | ২১ |
| ২ | মেক্সিকো | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ | × | × | ২০১৫ | ✓ | × | ✓ | ১২৭ |
| ৩ | কানাডা | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | × | × | প্রভু সর্বশক্তিমান | ২০১১ | ✓ | × | ✓ | ৫৭ |
| ৪ | গুয়েতেমালা | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | × | × | মহান সৃষ্টিকর্তার নামে আহ্বান | ১৯৯৩ | ✓ | ✓ | × | ৭০ |
| ৫ | হাইতি | × | × | × | × | ✓ | × | × | ✓ | × | × | সৃষ্টিকর্তার সামনে | ২০১২ | ✓ | × | ✓ | ৭১ |
| ৬ | ডোমিনিকান রিপাবলিক | নোট দেখুন | × | নোট দেখুন | × | ✓ | × | × | ✓ | × | × | মহান সৃষ্টিকর্তার নামে আহ্বান | ২০১৫ | ✓ | × | ✓ | ৭৩ |
| ৭ | কিউবা | × | × | × | × | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | ২০১৯ | ✓ | ✓ | × | ৫৮ |
| ৮ | এল সালভেদর | × | × | × | × | ✓ | × | × | ✓ | × | × | সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস | ২০১৪ | ✓ | ✓ | × | ৬৩ |
| ৯ | কোস্টারিকা | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | × | নোট দেখুন | মহান সৃষ্টিকর্তার নামে আহ্বান | ২০২০ | ✓ | ✓ | × | ৪৮ |
| ১০ | পানামা | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | × | নোট দেখুন | সৃষ্টিকর্তার সুরক্ষার আহ্বান | ২০০৪ | ✓ | ✓ | × | ৬৯ |
| ১১ | পুয়ের্তো রিকো | × | × | × | × | ✓ | × | × | ✓ | × | × | সর্বশক্তিমান সৃষ্টিক র্তারপ্রতি আস্থা | ১৯৫২ | × | × | ✓ | ১৭ |
| ১২ | জ্যামাইকা | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | × | × | প্রভু আমাকে সাহায্য করো | ২০১৫ | × | × | ✓ | ৬৯ |
| ১৩ | বাহামা | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | × | × | সর্বশক্তিমান প্রভু | ১৯৭৩ | × | × | ✓ | ৬৫ |
| ১৪ | বেলিজ | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | × | × | সর্বশক্তিমান প্রভু | ২০২১ | × | × | ✓ | ৭৭ |
| ১৫ | বার্বাডোস | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | সর্বশক্তিমান প্রভু | ২০০৭ | × | × | ✓ | ৬৪ |
| ১৬ | সেন্ট লুসিয়া | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | × | × | সর্বশক্তিমান প্রভু | ১৯৭৮ | × | × | ✓ | ৭১ |
| ১৭ | গ্রানাডা | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | × | × | সর্বশক্তিমান প্রভু | ১৯৯২ | × | × | ✓ | ৫৯ |
| ১৮ | ডোমিনিকা | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | × | × | সর্বশক্তিমান প্রভু | ২০১৪ | × | ✓ | × | ৬৭ |

**দ্রষ্টব্য:**

**জাতির জনক:**

- **ডোমিনিকান রিপাবলিক** — প্রস্তাবনা–আমরা, ডোমিনিকান জনগণের প্রতিনিধিরা, মুক্ত ও গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত, জাতীয় পর্যালোচনা পরিষদে সমবেত, প্রভুর নাম স্মরণ করে, আমাদের প্রতিষ্ঠাতা জনক হুয়ান পাবলো দুয়ার্তে, মাতিয়াস রামন মেলা এবং ফ্রান্সিসকো দেল রোসারিও সানচেজের মতাদর্শে পরিচালিত,....

**স্বাধীনতার ঘোষণা:**

- **ডোমিনিকান রিপাবলিক** — অনুচ্ছেদ ৩৫–জাতীয় ছুটির দিনসমূহ-২৭শে ফেব্রুয়ারি এবং ১৬ই আগস্ট যথাক্রমে, স্বাধীনতা এবং প্রজাতন্ত্রের পুনঃস্থাপনের বার্ষিকী, জাতীয় ছুটি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

**রাষ্ট্রধর্ম:**

- **কোস্টারিকা** — অনুচ্ছেদ ৭৫–রোমান, ক্যাথলিক, অ্যাপোস্টলিক ধর্ম রাষ্ট্রের ধর্ম, রাষ্ট্র যা প্রতিপালনে সহায়তা করে, তবে প্রজাতন্ত্র অন্য ধর্মবিশ্বাস যা সর্বজনীন নৈতিকতা এবং প্রচলিত প্রথার পরিপন্থি নয় তার মুক্ত চর্চায় বাধা দেয় না।
- **পানামা** — অনুচ্ছেদ ৩৫–পানামার অধিকাংশ জনগণ ক্যাথলিক ধর্ম পালন করেন।

## দক্ষিণ আমেরিকা

| ক্র. নং | দেশ | স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র | ভাষণ | জাতির জনক | কোনো ব্যক্তির প্রতিকৃতি | চিরস্থায়ী বিধান | জাতীয়তাবাদ | সমাজতন্ত্র | গণতন্ত্র | ধর্মনিরপেক্ষতা | রাষ্ট্রধর্ম | সর্বশক্তিমানে বিশ্বাস | সর্বশেষ সংশোধন | নতুন সংবিধান দ্বারা প্রতিস্থাপিত | এককক্ষ বিশিষ্ট | দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট | আনুমানিক পাতা সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ব্রাজিল | × | × | × | × | ✓ | × | × | ✓ | × | × | × | ২০১৭ | ✓ | × | ✓ | ১৬৫ |
| ২ | কলাম্বিয়া | × | × | × | × | × | × | সমাজতন্ত্র | ✓ | × | × | × | ২০১৫ | ✓ | × | ✓ | ১২১ |
| ৩ | আর্জেনটিনা | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | × | নোট দেখুন | × | ১৯৯৪ | ✓ | × | ✓ | ৩৩ |
| ৪ | পেরু | × | × | × | × | × | × | সমাজতন্ত্র | ✓ | × | নোট দেখুন | সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা | ২০২১ | ✓ | ✓ | × | ৫৫ |
| ৫ | ভেনিজুয়েলা | × | × | × | × | × | × | আইন ও ন্যায়বিচারের সমাজতন্ত্র | ✓ | × | × | × | ২০০৯ | ✓ | ✓ | × | ৮৫ |
| ৬ | চিলি | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | × | × | × | ২০২১ | ✓ | × | ✓ | ৯৪ |
| ৭ | ইকুয়েডর | × | × | × | × | ✓ | × | সমাজতন্ত্র | ✓ | ✓ | × | সৃষ্টিকর্তার নামে | ২০২১ | ✓ | ✓ | × | ১৩২ |
| ৮ | বলিভিয়া | × | × | × | × | × | × | একক সমাজতন্ত্র | ✓ | × | × | সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা | ২০০৯ | ✓ | × | ✓ | ৯৬ |
| ৯ | প্যারাগুয়ে | × | × | × | × | × | × | সমাজতন্ত্র | ✓ | × | × | × | ২০১১ | ✓ | × | ✓ | ৬৬ |
| ১০ | উরুগুয়ে | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | × | × | × | ২০০৪ | ✓ | × | ✓ | ৭৮ |
| ১১ | গায়ানা | × | × | × | × | × | × | সমাজতন্ত্রে রুপান্তরিত রাষ্ট্র | ✓ | ✓ | × | × | ২০১৬ | ✓ | ✓ | × | ৯৮ |
| ১২ | সুরিনাম | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | × | × | সর্বশক্তিমানের ক্ষমতা | ১৯৯২ | ✓ | ✓ | × | ৪৩ |

**দ্রষ্টব্য:**

**রাষ্ট্রধর্ম:**

- **আর্জেন্টিনা** — অনুচ্ছেদ ২–ফেডারেল সরকার রোমান ক্যাথলিক অ্যাপোস্টলিক ধর্মকে সমর্থন বা পরিপোষণ করে।
- **পেরু** — অনুচ্ছেদ ৫০–একটি স্বাধীন এবং স্বায়ত্তশাসিত ব্যবস্থার মধ্যে, রাষ্ট্র পেরুর ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, এবং নৈতিক গঠনে ক্যাথলিক গির্জাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে স্বীকৃতি দেয়, এবং গির্জাকে তার সহযোগিতা প্রদান করে।

## ওয়েবসাইটে প্রাপ্ত মতামত

জুলাই-আগস্ট ২০২৪ এর ছাত্র জনতার গণঅভুত্থানের প্রেক্ষাপটে সংবিধান সংস্কারের লক্ষ্যে গঠিত বাংলাদেশ সংবিধান সংস্কার কমিশনের দাপ্তরিক কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে বিগত ৫ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখ https://crc.legislativediv.gov.bd/ নামে কমিশনের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট লাইভ করা হয়।

উক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ২৫ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত মোট ৫০,৫৭৩ জন ব্যক্তি বা সংগঠন ওয়েব সাইটের মাধ্যমে মতামত প্রদান করে, এরমধ্যে ৩৪৫৩ জন অনলাইনে পিডিএফের মাধ্যমে মতামত প্রদান করেছেন।

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন |
|---|---|---|
| সংবিধান সংস্কার | ১৯৪৭, ১৯৭১ ও ২০২৪ এর সমন্বয়ে নতুন প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করতে হবে | ৩৬৮৯ |
| | ১৯৭২ সালের সংবিধানে ফিরে যাওয়া হোক/৭২-এর সংবিধান সংশোধন করা উচিত হবে না | ১৫০০ |
| | সংবিধান সংশোধনে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার ও কমিশনের কোনো অধিকার নেই | ১৭৯৪ |
| | ৭১ এর চেতনা ও ২৪ এর গণঅভুত্থানের স্পিরিট প্রতিফলন করবে এমন সংবিধান চাই | ২২১৫ |
| | ৭২-এর সংবিধান বাদ দিতে হবে/৭২-এর সংবিধান বাতিল করতে হবে | ২০৩০ |
| | সংবিধান সংস্কারে ৭১-এর মূল স্পিরিট ঠিক রাখতে হবে | ৮৪৮ |
| | মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা পত্রের আলোকে নতুন সংবিধান লেখা হোক | ৫১০ |
| | সংবিধান সংস্কার, সংশোধন বা পরিবর্তন করা হোক | ১০৯২৪ |
| | সংবিধান নতুন করে লেখা হোক/সম্পূর্ণ নতুন সংবিধান লেখা হোক | ৩৫৬৭ |
| | শুধু সংবিধানের বিতর্কিত ধারাগুলো বাতিল/ সংস্কার করতে হবে | ১৬১৭ |
| | নির্বাচিত সরকার ছাড়া কেউ সংবিধান সংস্কার করতে পারে না/সংবিধান সংস্কারে বর্তমান সরকার বা কমিশনের কোনো অধিকার নেই/ সংসদ বহাল না থাকা অবস্থায় সংবিধান সংস্কার সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়। | ১৭২৩ |
| | বাংলাদেশের সংবিধান যথেষ্ট ভালো/সংবিধান সংস্কার বা নতুন করে লেখার দরকার নেই | ৯৮৯ |
| | বিদ্যমান সংবিধান সম্পূর্ণ বাতিল করা হোক | ৭৬৫ |
| | সংবিধান সংশোধন করে এমন একটি জায়গায় নিতে হবে, যাতে করে কেউ চাইলেই আবার সংশোধন করে নিজের মতো স্বৈরাচারী রূপ দিতে না পারে। | ১৫৪৩ |
| | ইসলামি প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করতে হবে | ১৭৬১ |
| | ইসলামি প্রজাতন্ত্র বানিয়ে মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবেন না। | ৬৫৯ |
| | ইসলামী ভাবধারায় দেশ পরিচালিত হোক। বাংলাদেশ ইসলামিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে উঠুক | ৩০৩১ |
| | ইসলামী শরীয়া ভিত্তিক বা ইসলামীক সংবিধান চাই। | ৩৫৬৭ |
| | এমন সংবিধান চাই যেখানে সরকার চাইলেও মানুষের ওপর অন্যায়ভাবে নির্যাতন করতে পারবে না | ১৩৫৬ |
| | এমন সংবিধান চাই যেখানে স্বৈরাচার ও ফ্যাসিষ্ট তৈরি হতে না পারে/পুনরায় কোনো দল ও ব্যক্তি স্বৈরাচার ও ফ্যাস্টিট হতে না পারে সংবিধানে তার ব্যবস্থা রাখা হোক। | ২৩৫০ |
| | কোরআন, সুন্নাহ ও আল্লাহ-এর দেয়া বিধানের আলোকে সংবিধান প্রণয়ন/দেশ পরিচালনা করা হোক। | ৪২২৩ |
| | কোরআন, সুন্নাহ ও ইসলাম বিরোধী কোনো কিছু সংবিধানে থাকা চলবে না বা বাতিল করতে হবে। | ৫৭৫১ |
| | কোরআনকে সংবিধান করা হোক | ২১৫৬ |
| | রাষ্ট্র পরিচালনায় সুশীল ও ইসলামি স্কলারদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। | ৮০০ |
| | সংবিধান সংস্কার ও নতুন সংবিধান প্রণয়নে ইসলামী মূল্যবোধ অনুসরণ করা হোক। | ৩৯৮১ |
| | প্রজাতন্ত্রে জনগণের সরকার থাকবে যাদের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ছাড়া অন্য কোনো নাগরিকত্বের মর্যাদা থাকবে না | ১৬২৪ |
| | ক্ষমতাসীন দল যেন সংবিধান মেনে চলে তা নিশ্চিত করতে হবে | ১৮৭৯ |
| | গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার মূল মন্ত্র বজায় রেখে সংবিধান সংস্কার করা উচিত | ২৬৮৭ |
| | গণতন্ত্র বিরোধী সকল অনুচ্ছেদ, ধারা, আইন বাদ দিতে হবে। গণতন্ত্র হবে প্রথম অগ্রাধিকার | ২০৭৫ |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন |
|---|---|---|
| | পরবতীতে সংবিধান সংশোধনের জন্য আলাদা কমিশন গঠন করতে হবে। | ৪৪০ |
| | গণভোট ৫০-৭০ শতাংশ ভোট বা মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের মতামত ব্যাতিত সংবিধান সংশোধন নিষিদ্ধের আইন করা হোক | ১৩৫৫ |
| | সংবিধান সংস্কার করতে হলে রাজনৈতিক দলের ৮০ শতাংশ সমর্থন থাকতে হবে | ৩০০ |
| | সংস্কার জনগণের সামনে উপস্থাপন করা হোক জনগণ উক্ত প্রস্তাবে রাজি হলে ভোট দিবে না হয় প্রত্যাহার করবে। ৮০/৯০ শতাংশ ভোট ছাড়া সংবিধান সংস্কার করা যাবে না | ৪৯৮ |
| | বর্তমান বা ভবিষ্যতে সংবিধান পরিবর্তন বা পরিমার্জন করতে হলে দেশের সকল দলের মতামতের ভিত্তিতে করতে হবে। | ২৫৭৯ |
| | সংবিধান সংশোধন সর্বস্তরের জনগণের হ্যাঁ / না- গণভোটের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে। সংবিধানের সংস্কার বা সংশোধনের জন্য গণভোটের আয়োজন করার বিধান রাখা উচিত/ সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে সংবিধানে সংস্কার আনার বিধান বাতিল করে জনগণের ভোটের মাধ্যমে সংস্কার চালু করা হোক | ২২৫৫ |
| | দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সংবিধান সংশোধন করা যাবে না। প্রয়োজনে উভয় কক্ষের সকলের সম্মতিতে সংবিধান সংশোধন করতে হবে।/সংবিধান সংশোধনে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের বিধান রাখা হোক | ৮৭৯ |
| | গোষ্ঠি স্বার্থে সংবিধানের আংশিক পরিবর্তন কাম্য নয় | ১৫৬৯ |
| | জনগণের চাহিদা অনুযায়ী ও কল্যাণের জন্য সংস্কার করা উচিত। কোনো গোষ্ঠি যেন বাড়তি সুবিধা নিতে না পারে | ১৩৭০ |
| | জাতীয় স্বার্থ এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষা নিয়ে সংবিধানে বিশেষ বিধান থাকুক | ১৭৮৩ |
| | দল মত নির্বিশেষে সবার অংশগ্রহণ এবং সবার স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে | ৬৪৫ |
| | বাংলাদেশের জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত হবে এমন একটি সংবিধান প্রয়োজন / গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংবিধানে যে সকল পরিবর্তন আনা দরকার তা আনতে হবে | ৫৯০ |
| | দুটি সংবিধান লিখুন, একটি প্রভাবশালীদের জন্য, একটি সাধারণ জনগণের জন্য | ৪৭৯ |
| | দেশের আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষায় আইনের প্রতিফলন ঘটাতে সংবিধানে বিশেষ বিধান রাখা উচিত। | ১০০ |
| | দেশের সাধারণ মানুষকে তাদের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে | ৫৪৮ |
| | নতুন সংবিধান হোক জনগণের মূল্যবোধ, অধিকার এবং ন্যায়বিচারের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, জবাবদিহিতা, ক্ষমতার ভারসাম্য নিশ্চিত করে আর্থিক বৈষম্য হ্রাস ও জুলাই বিপ্লবের চেতনায় অনুপ্রাণিত। | ৪৩০ |
| | নির্বাচিত সরকার অবশ্যই নাগরিক সমাজের কাছে জবাবদিহিতা করতে বাধ্য থাকবে। নাগরিক সমাজ কমিটিতে খাঁটি দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবী রাখতে হবে। এই কমিটির ভেটো প্রদানের ক্ষমতা থাকবে। সরকারের যে কোনো গণবিরোধী সিদ্ধান্ত তারা বন্ধ করবে | ২০ |
| | ন্যায্য অধিকার (সম অধিকার নয়), দুর্নীতি বিরোধী ন্যায় বিচার সংবলিত একটি সংবিধান প্রণয়ন প্রয়োজন | ১৫৬৬ |
| | পরবর্তীতে সংবিধানের কোনো রুলস অবৈধ ঘোষণা না করতে পারে তার আইনগত বিধান তৈরি করতে হবে | ৪৬৮ |
| | পরিবারতন্ত্র বন্ধ করতে হবে/ সংবিধান থেকে পরিবারতন্ত্র বাদ দিতে হবে/কোন ব্যাক্তি বা পরিবার বন্দনা সংবিধানে থাকতে পারবে না | ৩১৭৮ |
| | বাংলাদেশের শিল্প সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, গৌরবময় ইতিহাসবান্ধব সংবিধান চাই | ১৫০ |
| | বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন সহ ছাত্রদেরকে প্রায়োরিটি দিয়ে সংবিধানের মধ্যে বিভিন্ন পরিবর্তন আনা উচিত | ৩৬৭ |
| | মুজিববাদ থেকে বের হতে চাই, এবং স্থিতিশীল একটা সংবিধান চাই, যেটা হবে গণমানুষের সংবিধান, কোনো দালালের না | ৪৪০ |
| | মুসলিম দেশ হিসেবে ইসলামিক শাসনকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হোক/ মুসলিম দেশ হিসেবে ইসলামিক শাসনকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হোক | ৬৭৫ |
| | মূল নীতিগুলি মাথায় রেখে সময়ের সাথে সাথে সংবিধানের আধুনিকীকরণের ব্যবস্থা রাখতে হবে। | ২৭৯ |
| | রাজনীতির বদলে জননীতি বা রাষ্ট্রনীতি লেখা হোক | ২৩ |
| | রাজনৈতিক দল নয়, সকল ক্ষমতার অধিকারী হবে জনগণ | ১৫৪০ |
| | সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মীয় মূল্যবোধকে অক্ষুণ্ণ রেখে সংবিধান তৈরি করা উচিত। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি প্রতিফলিত হোক | ১১৩০ |
| | সংবিধান পাঠ্য বইতে অন্তর্ভুক্তিকরণ | ১২৪৫ |
| | সংবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে কমিটিতে বাংলাদেশের সব ধর্মের, জাতি, বর্ণের মানুষের প্রতিনিধি থাকা উচিত। | ২১ |
| | সংবিধান বাতিলের সুযোগ নেই। ৮৪টি সংশোধনীর পর ১৯৭২ সালে সংবিধান প্রণীত হয়েছে। সেই সংবিধান, জাতীয় পতাকা, জাতীয় সংগীত বদল হতে পারে না। | ৪ |
| | সংবিধান সহজ, সংক্ষিপ্ত হতে হবে/ সংবিধানের ভাষা সাধারণ মানুষের বোঝার উপযোগী করতে হবে | ৩১২০ |
| | সংবিধান এমন সংস্কার হোক, যা সঠিক মানবাধিকার, গণতান্ত্রিক এবং জাতির চূড়ান্ত শক্তির উৎস হোক | ৪৫০ |
| | সংবিধান তিনটি অধ্যায় থাকবে। ক. অধ্যায় থাকবে দেশের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য যা পরিবর্তন যোগ্য নহে। খ. অধ্যায় থাকবে নির্বাচন ব্যবস্থা বিচার বিভাগ স্বাধীন ব্যবস্থা,দুর্নীতি বিষয় ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা গণভোটের মাধ্যমে সংস্কার যোগ্য। গ. অধ্যায় থাকবে অনান্য বিষয় যা সংসদে সংস্কার যোগ্য এবং ইহা গণভোটে ও সংস্কার যোগ্য | ৫৬ |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন |
|---|---|---|
| | সংবিধান লংঘনের জন্য সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান করতে হবে | ৫০৯ |
| | সংবিধান পরিবতনের পদ্ধতি এমন করতে হবে যাতে জাতীয় ঐক্যমত ছাড়া এ সংবিধান পরিবতন না করা যায় | ১২ |
| | গুরুত্বপূর্ণ আইন পাশ করার আগে গণভোটের আয়োজন করতে হবে | ১১০৯ |
| | হ্যাঁ, না ভোটের বিধান চালু করতে হবে | ২৬০৯ |
| | সংবিধান সংস্কারের মধ্য দিয়ে একদলীয় সরকার ব্যবস্থা বাতিল করতে হবে | ৫৪৮ |
| | হারাম, সুদমুক্ত, দুর্নীতিমুক্ত সংবিধান চাই | ২৩৮৫ |
| | সংবিধান হতে হবে উদার ও গণতান্ত্রিক | ১৫২৯ |
| | সংবিধান হতে হবে বৈষম্যবিরোধী | ১৬৯০ |
| | সংবিধান হবে ইরান, তুরস্কের মতো ইসলামী রাষ্ট্রের মতো/ মুসলিম দেশের আদলে সংবিধান পুনর্গঠন করা হোক | ৫৭০ |
| | সংবিধান হবে উন্নত রাষ্ট্রের মতো (যুক্তরাষ্ট্র, ইইউ, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স) | ৫৪৫ |
| | বাংলাদেশীদের জন্য উপযুক্ত এমন সংবিধান করা দরকার। ইউরোপ, আমেরিকা গ্রিক, ম্যাথডোলজি এখানে প্রযোজ্য নয়, সাথে সাথে প্রতিবেশীদের প্রতি যথাযথ পররাষ্ট্রনীতি থাকতে হবে | ৪৪৯ |
| | সুষ্ঠু ও নৈতিক সংবিধান চাই | ৫০৯ |
| | সাধারণ জনগণকে রক্ষার বিধান রাখা হোক সংবিধানে | ৩০৯০ |
| | সংবিধানে জনআঙক্ষার প্রতিফলন থাকতে হবে। সংবিধান হবে জনবান্ধব। সংবিধান হবে জনগণের অধিকার রক্ষার। | ২২৩ |
| | জননিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অর্থ, আইন, বিচারকে গুরুত্ব দিয়ে সংবিধান তৈরি করা হোক | ১৮৬৭ |
| | সংবিধানকে দুষ্পরিবর্তনীয় করতে হবে যাতে কেউ ক্ষমতায় গিয়ে নিজ স্বার্থে সংবিধান পরিবর্তন করতে না পারে | ২০৯০ |
| | সংবিধানটি এমন হওয়া উচিত যাতে ৫০ থেকে ১০০ বছর এই সংবিধান মাধ্যমে সকল কার্যাবলি পরিচালনা করা যায় | ৪০ |
| | সংবিধানটি এমন হওয়া উচিত যাতে শুধু নারীদের অধিকার নয়, পুরুষেরও অধিকার সেখানে সমান ভাবে থাকে। | ১৩৬০ |
| | সংবিধানে অতিরিক্ত ধারা উপধারা তৈরি করা যাবে না | ৬৫১ |
| | সংবিধানে সংযোজন ও বিয়োজনের ক্ষেত্রে সকল দল ও জনগণের মতামত নেয়ার বিধান রাখা হোক | ৩৩৫ |
| | সংবিধানের অগণতান্ত্রিক ধারাগুলো বাদ দেওয়া হোক | ৫০৬ |
| | সংবিধানের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ভাগ সংসদ বা সংসদ সদস্যদের মাধ্যমে পরিবর্তন করা যাবে না | ৭০ |
| | সময় উপযোগী, মৌলিক অধিকার, ন্যায়বিচার ও ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্ষা, দেশের স্বাধীনতা- সার্বভৌমত্ব সমুন্নত রাখার মতো সংবিধান চাই | ৪৩৩ |
| | সংস্কারের মূল লক্ষ্য হোক একেবারে উপর থেকে নীচ পর্যন্ত প্রশাসনিক ও আর্থিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা | ৭০০ |
| | স্বৈরাচার হওয়ার সুযোগ দূরীকরণে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা হোক | ৩৩৩৭ |

| বিষয় | সুপারিশ | সুপারিশকারীর সংখ্যা |
|---|---|---|
| **শুরু** | সংবিধানের শুরুতে "সমিল্লাহির রহমানির রহিম" এর অর্থ হিসেবে শুধু "পরম করুনাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু" রাখা | ১৫৫৭৮ |
| | সংবিধানে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা এবং বিশ্বাস উল্লেখ করতে হবে | ৫৩৪৩ |
| | মহান মুক্তিযুদ্ধকে সর্বোচ সম্মানের জায়গায় আসীন করতে হবে | ১৬৬০ |
| | আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি বিশেষ সম্মানের ব্যবস্থা রাখতে হবে | ১৩৪৭ |
| | হযরত ইব্রাহিম (আঃ)কে জাতীর পিতা হিসেবে ঘোষণা করা হোক | ৯ |
| | সংবিধানে জাতীয় চার নেতাকে স্বীকৃতি দিতে হবে | ৭০৭ |
| | ২০২৪ সালের জুলাই-আগষ্ট অভুত্থানের বিষয় উল্লেখ থাকতে হবে | ৩৮৭ |
| | ১৯৭১ সালের প্রকৃত ইতিহাস কোনো রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসলে মুছে দিতে না পারে এবং সমানভাবে ২০২৪ গণঅভ্যুত্থানের ইতিহাসকে প্রাধান্য দিতে হবে। | ২৩৮৯ |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন |
|---|---|---|
| **রাষ্ট্রপতি** | একই সঙ্গে দলীয় প্রধান, প্রধানমন্ত্রী/রাষ্ট্রপতি, সংসদ নেতা বা সংসদ সদস্য হতে পারবেন না | ৫৫৬৭ |
| | রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনের নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে দেওয়া উচিত, যেন একই ব্যক্তি দীর্ঘ সময় ধরে ক্ষমতায় থাকতে না পারেন। | ৪৫০০ |
| | প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি যেকোনো একজনকে প্রধান বিরোধী দল থেকে নির্বাচিত করতে হবে | ১৬৮ |
| | রাষ্ট্রপতি হবেন নির্দলীয়। কোনো দলের সাথে সরাসরি যুক্ত ছিলেন এমন কেউ রাষ্ট্রপতি হতে পারবেন না। | ১৩৯০ |
| | রাষ্ট্রপতি এবং সরকার তার কাজের জন্য জনগণের নিকট দায়বদ্ধ থাকবে | ১৬৭১ |
| | রাষ্ট্রপতির সম্মতি নিয়ে দ্বিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক চুক্তি সম্পন্ন করতে হবে | ৩৩৯ |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন |
|---|---|---|
| | রাষ্ট্রপতি বিরোধি দল থেকে নেওয়ার নিয়ম করা হোক | ১০ |
| | উপ-রাষ্ট্রপতি ও উপ-প্রধানমন্ত্রী পদ সৃষ্টি করা হোক | ১৮৫০ |
| | দুইবার বা দুই মেয়াদের বেশি রাষ্ট্রপতি থাকতে পারবে না বা দুইবারের বেশি কেউ রাষ্ট্রপতি হতে পারবে না | ২২৯৮ |
| | রাষ্ট্রপতির মেয়াদ হবে ৪ বছর | ২০৫৬ |
| | সংসদ নির্বাচনের ২ বছর ৫/৬ মাস পর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হবে। | ৭০ |
| | মেয়াদ শেষ হওয়ার ৪৫ দিন আগে প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ করতে হবে। যদি প্রধানমন্ত্রী ৪৫ দিনের মধ্যে পদত্যাগ না করেন সেক্ষেত্রে ৬০ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি সংসদ ভেঙে দেয়ার বিধান রাখতে হবে। | ৫৬ |
| | সরাসরি ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হতে হবে | ৪৬৭০ |
| | নির্বাচনী কলেজ ব্যাবস্থা (ইলেকটোরাল ভোট) এর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবে | ১৬৯৮ |
| | রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হোক বা রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার প্রতিষ্ঠা করা হোক | ২৫০৯ |
| | রাষ্ট্রপতি ও সরকার প্রধান একই ব্যক্তি হবেন। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার হবে | ৮৭৮ |
| | রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষর না করলে অটো সাক্ষর হয়ে যাবে এমন বিধান বাদ দিতে হবে। | ৩৫৮ |
| | রাষ্ট্রপতির দণ্ড মওকুফ করার এখতিয়ার বাতিল করতে হবে | ১৮৯৭ |
| | রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর অভিশংসন আইন থাকতে হবে। | ১৮৯০ |
| | রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দেশের সকল ১ম শ্রেনীর নাগরিক(গ্রেজুয়েশন কমপ্লিট করা ব্যক্তি)যুক্ত করার আবেদন রইল। | ২০ |
| | রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বাড়ানো উচিত | ১৭৬৬ |
| | রাষ্ট্রপতির দায়মুক্তির বিধান বাতিল করতে হবে | ১৫৬৯ |
| | রাষ্ট্রপতির সম্মতি নিয়ে দ্বিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক চুক্তি সম্পন্ন করতে হবে | ২৪৮১ |
| | রাষ্ট্রপতি এবং সরকার তার কাজের জন্য জনগণের নিকট দায়বদ্ধ থাকবে | ২৭১০ |
| | রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, সংসদ সদস্যদের সবোচ্চ বয়স সীমা নিধারণ করতে হবে। (৬০/৬৫/৭০ বছর) | ৫৪৩ |
| | রাষ্ট্রপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপ্রতিদের নিয়োগ প্রদান করতে হবে। | ১০ |
| | সংবিধানে উপরাষ্ট্রপতি পদ চালু করতে হবে। সামরিক বাহিনী হতে উপরাষ্ট্রপতি পদে নিয়োগ দিতে হবে। | ৫ |
| | রাষ্ট্রপতি পদ তুলে উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা। উপদেষ্টা হবেন রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নির্বাচনে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়দের সমন্বয়ে। | ১০ |
| | রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে নির্দিষ্ট সংখ্যাক ভোট না পেলে। সেরা তিনজনকে নিয়ে আবার নির্বাচন করতে হবে। | ২৪ |
| | রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষায় ফ্রান্সের মডেল অনুসরণ করুর। যেখানে রাষ্ট্রপতি বিদেশনীতি, জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা দেখবেন এবং প্রধানমন্ত্রী প্রশাসনিক কাজ ও অভ্যন্তরীণ নীতি বাস্তবায়ন করবেন। | ৫০ |
| | রাজনৈতিক পটভূমি থেকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত বা নির্বাচিত হওয়া উচিত নয়। তাকে ব্যক্তিগত যোগ্যতা এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্বাচিত করা উচিত। | ২১ |
| | রাষ্ট্রপতির নির্বাচন সংসদ সদস্যকে না দিয়ে বরং এটা প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের উচ্চতর কর্মকতাদের ভোটে হওয়া উচিত (এদেরকে electoral vote বলতে পারেন )। যেমনঃ বিচার বিভাগের বিচারপতি, বর্তমান রাষ্ট্রপতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর অথবা অধ্যক্ষ/প্রাধ্যক্ষ, সেনাবাহিনীর উধ্বতন কর্মকর্তা, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী (যাদের সর্বনিম্ন যোগ্যতা ডক্টরেট থাকবে )। ৯০% ভোটে নির্বাচিত হতে হবে।<br>এই electoral vote সদস্যদের ৫০% যদি মনে করে বর্তমান সরকার ব্যবস্থা ভাল না তাহলে তারা তাদের ভোটের মাধ্যমে সংসদ ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচনের মাধ্যমে আবার সংসদ নির্বাচন দেওয়ার ক্ষমতা থাকবে | ১২ |
| | রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আলাদা নির্বাচন বা রেফারেন্ডাম রাখা, এবং রাষ্ট্রপতি প্রয়োজনবোধে সংসদীয় বিশেষ কমিটি এবং আইন কমিশনের নিকট প্রস্তাবিত বিল সম্পর্কে নিজের মতামত প্রদান এবং প্রয়োজনবোধে জনগণের সরাসরি মতামতের ভিত্তিতে ভেটো ক্ষমতা রাখা। | ১ |
| | রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীকে কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান, সততা ও নেতৃত্বের গুনাবলীসম্পন্ন হতে হবে | ৩০০ |
| | রাষ্ট্রপতিকে সকল সাংবিধানিক পদে নিয়োগের পূর্ণ ক্ষমতা, জরুরী অবস্থা জারি, বৈদেশিক চুক্তি এবং সামরিক চুক্তি সহ আরো কোনো কোনো বিষয়ে ভেটো প্রদানের ক্ষমতা সহ আরো নির্বাহী ক্ষমতা প্রদান করা দরকার | ৭৭ |
| | রাষ্ট্রপতি, স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, আইনমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হবেন অরাজনৈতিক ব্যক্তি। রাষ্ট্রপতি নিবাচনের জন্য জুরি বোড থাকবে। | ১২ |
| | রাষ্ট্রপ্রতি নির্বাচনে সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ভোটে নির্বাচন করা উচিৎ। নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের ক্ষেত্রেও নির্বাচন হওয়া উচিৎ এটিও বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের মাধ্যমে হওয়া উচিৎ। প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, সেনাবাহিনী,পুলিশ প্রধান, সরকারি সকলের জন্য এক নিয়ম একি পোস্টে এক ব্যাক্তি ১০ বছরের বেশি থাকতে দেওয়া যাবে না। প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনে মধ্যবর্তী নির্বাচন করা উচিৎ | ১০ |
| | রাষ্ট্রপতি স্থানীয় সরকার ও সংসদ সদস্যদের দ্বারা জীবনে একবার নির্বাচিত হতে পারেন এবং তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি হতে পারবেন না। তবে প্রতিটি সংসদ সদস্য দ্বারা মনোনীত হতে পারেন (একটি রাজনৈতিক দল একজন ব্যক্তিকে মনোনীত করতে পারে) | ৩২০ |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন |
|---|---|---|
| | নির্বাচন জাতীয় কমিটির (প্রতিটি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি) দ্বারা অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত এবং রাষ্ট্রপতি সেই দলের নেতৃত্ব দেবেন। | ২৩ |
| | সংসদ সদস্য কর্তৃক রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের নিয়ম বাতিল হোক | ৪৪০ |
| | রাষ্ট্রপতিকে অনার্স/ মাস্টার্স/ পিএইচডি হতে হবে | ২৩৯০ |
| | সংসদের স্পিকার নির্বাচন করবে জনগণের ভোটে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি। | ২২ |
| | রাষ্ট্রপতির ওপরে অনাস্থা উচ্চ কক্ষে আসবে | ১৯৭ |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন |
|---|---|---|
| **প্রধানমন্ত্রী** | প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ হবে ৪ বছর | ৮৯৮৬ |
| | একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ ১ বারের বেশি প্রধানমন্ত্রী হতে পারবে না। গ্যাপ দিয়ে সর্বোচ্চ ২ বার হতে পারবে। | ৭০ |
| | দুইবার বা দুই মেয়াদের বেশি প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারবে না বা দুইবারের বেশি কেউ প্রধানমন্ত্রী হতে পারবে না | ১১০৯৮ |
| | প্রধানমন্ত্রীকে অর্নাস/মাস্টার্স/পিএইচডি পাশ হতে হবে | ৩৮৯৯ |
| | প্রধানমন্ত্রী যেন সেনাবাহিনী ও অন্য কোনো বাহিনীকে ব্যবহার করতে না পারে | ৭০৩ |
| | কোন সিদ্ধান্ত প্রধানমন্ত্রী একা নিতে পারবে না, আগে সংসদে তার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করতে হবে যদি বেশি ভোট পায় তবেই গৃহীত হবে এবং যদি এটি অযৌক্তিক হয় তবে রাষ্ট্রপতি হস্তক্ষেপ করবে | ৪৩০ |
| | ২০০ সংসদ সদস্য গোপন ভোটে প্রধানমন্ত্রীর উপর অনাস্থা জানাতে পারবেন, এতে প্রধানমন্ত্রী পরিবর্তন হবে, তবে সংসদ ভেঙে যাবে না। | |
| | কোনো নিদিষ্ট এলাকার এমপি প্রধানমন্ত্রী নিবাচিত হওয়ার বিষয়টি গণতান্ত্রিক নয়। একজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সারা দেশের সকলের ভোট নিয়ে নিবাচিত হবেন। | ১৩ |
| | জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করার সাথে দেশের সকল নাগরিক আলাদাভাবে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করার জন্য ভোট দিবে এবং যে জনগনের বেশি ভোট পাবে সে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা পাবে। | ১৪৯ |
| | প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা কমানো হোক | ৪০০৬ |
| | প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য আনতে হবে | ৫৬৫৭ |
| | প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি ও বিরোধী দলীয় নেতার মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য আনতে হবে | ২৭৮৯ |
| | প্রধানমন্ত্রী অপসারণের ক্ষেত্রে এক-তৃতীয়াংশ মেজোরিটির ভোটের বিধান রাখা | ২৭৯ |
| | বিচারপতি নিয়োগ, নির্বাচন কমিশন গঠন, ন্যায়পাল নিয়োগ, সেনাপ্রধান মনোনয়নসহ সাংবিধানিক কমিশন গঠনের দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির হাতে রাখা এবং এই ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর সাথে পরামর্শের বিধান বাতিল করতে হবে | ২৬৯ |
| | প্রধানমন্ত্রীর ওপরে অনাস্থা শুধু নিম্ন কক্ষ আনতে পারবে। | ৬৪০ |
| | প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রী, এমপি, চেয়ারম্যান, মেম্বার সরকারে থাকাকালীন দলীয় কোনো কর্মসুচীতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। | ২৯৮ |
| | ফ্রান্সের আদলে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রী পরিষদের মাঝে ক্ষমতার সুষ্ঠু বন্টন করুন। এতে আশা করি একটি পদ অতি ক্ষমতাশালী হয়ে উঠবে না। | ৩০০ |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন |
|---|---|---|
| **মন্ত্রী, সংসদ সদস্য** | দুইবারের বেশি কেউ মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী হতে পারবে না | ৪৭০০ |
| | দলীয় পদে থেকে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী হতে পারবেন না | ১৫৪৭ |
| | একই পরিবার থেকে একাধিক ব্যাক্তি প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রী, এমপি, দল ও রাষ্ট্র প্রধান হতে পারবেন না | ২২৯০ |
| | রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার প্রধান শারীরিক অসুস্থতা, মৃত্যু, বা অভ্যুত্থানের মুখে পলায়ন করলে পরবর্তীতে কি ব্যবস্থা হবে সে বিষয়ে বিধান রাখতে হবে। | ১২ |
| | মন্ত্রীসভায় আনুপাতিক হারে সব দল থেকে মন্ত্রী নিয়োগের বিধান রাখতে হবে/ ভোটের আনুপাতিক হারে মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী হবে। সব দল থেকে মন্ত্রী নিয়োগের বিধান রাখতে হবে। | ২৯০ |
| | মন্ত্রীদের কাজ ও অভিজ্ঞতা দেখে মনোনয়ন দিতে হবে, অযোগ্য কেউ ক্ষমতায় আসতে না পারে, তা নিশ্চিত করুন | ৫৫১ |
| | রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার প্রধান শারীরিক অসুস্থতা, মৃত্যু, বা অভ্যুত্থানের মুখে পলায়ন করলে পরবর্তীতে কি ব্যবস্থা হবে সে বিষয়ে বিধান রাখতে হবে | |
| | টেকনোক্রেট মন্ত্রী নিয়োগের বিধান বাতিল করতে হবে | ৪৯০ |
| | টেকনোক্রেট কোটায় মন্ত্রী নিয়োগের লিমিটেশন তুলে দেয়া হোক যাতে অধিক টেকনোক্রেট থেকে আরো মন্ত্রী নেয়া যায় | ৩৫৪ |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন |
|---|---|---|
| | সর্বোচ্চ শিক্ষিত (অনার্স/মাস্টার্স/পিএইচডি) না হলে মন্ত্রী বা সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হতে পারবে না | ৩৭৮৩ |
| | সংসদ সদস্যদের অযোগ্যতা নিধারণ করে আইন প্রণয়ন | ২৮৮ |
| | ১০ শতাংশ মন্ত্রীদের পদ সুধীজনের মাধ্যমে পূর্ণ করা বাধ্যতামূলক করতে হবে | ৫১০ |
| | কোন ব্যক্তিকে মন্ত্রী বা উপমন্ত্রি কোন পদে বসার জন্য তাকে ওই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে হবে। যেমনঃ শিক্ষা মন্ত্রীর জন্য ওই ব্যক্তির Education বিষয়ে PhD ডিগ্রি থাকতে হবে। পলিটিকাল কারণে ওই পদ গ্রহণ করতে পারবেনা। | ৭৫ |
| | সংসদ সদস্যদের সকল ট্যাক্স ফ্রি সুবিধা বন্ধ করতে হবে | ৫৬১ |
| | সংবিধানে এমন একটি ধারা যুক্ত করতে হবে যাতে করে কোন এমপির জনসমর্থন ৫০% হ্রাস পেলে সে অটোমেটিক এমপি পদ হারাবেন। এজন্য অবশ্য জনগনের যে কোন সময় তার ভোটের সমর্থন প্রত্যাহার করার অধিকার থাকবে। আর অধিকার প্রত্যাহর করার জন্য নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে সংশ্লিস্ট আসনের নির্বাচনী এলাকার এমপির প্রতি সমর্থন প্রত্যাহর অপশন দেওয়া থাকবে। আমরা জানি যে, নির্বাচন কমিশনের ওয়েব সাইটে ঢুকতে হলে নিজের এন আইডির তথ্য ও ফেস ক্যান লাগে তাই নিদ্রিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া অপর কেহ তার সমর্থন প্রত্যাহার করতে পারবে না। তাই সমর্থন হারানোর ভয়ে কোন এমপি বা মন্ত্রি দূর্নিতি করার সাহস পাবে না। এতে করে জনগনের ক্ষমতা জনগনেরই থাকবে। উপরোক্ত সিস্টেম ছাড়াও ৩ বছর পর পর সংসদ নির্বাচন করতে হবে। স্বাধীনতার পর আজ পর্যন্ত যারাই ক্ষমতায় বসেছে তারাই চুরি, ক্ষমতার অপব্যবহার, দূনিতি করেছে। আমার উপরোক্ত পদ্ধতি সংবিধানে যুক্ত করলে দূনিতি বন্ধ হবে। কারন জনগন যে কোন মূহুর্তে নির্বাচিত এমপির প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করে এমপিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারবে। | ১১ |
| | সংসদ সদস্যরা যেন স্থানীয় সরকারে হস্তক্ষেপ করতে না পারে, সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। | ৭৭ |
| | সংসদ সদস্যদের এখতিয়ার আইন প্রণয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। | ৮৯১ |
| | ৬০/৬৫ বছরের বেশি বয়সী কেউ মন্ত্রী, এমপি, প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি হতে পারবে না | ১৯২৩ |
| | সংসদ সদস্য নির্বাচন করতে হলে অবশ্যই ওই এলাকার ভোটার হতে হবে | ১০৮০ |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন |
|---|---|---|
| **মন্ত্রী. এমপিদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা** | প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রীদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে | ৬৯৯৫ |
| | প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, এমপি, চেয়ারম্যান, মেম্বার, জনপ্রতিনিধি এবং তাদের পরিবারের সম্পদ ও আয়ের হিসাব প্রতিবছর জনসম্মুখে প্রকাশ করতে হবে। প্রকাশ না করলে বা জমা না দিলে শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে | ৪৮৯৬ |
| | দায়িত্বপালন শেষে প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি বা মন্ত্রীরা ৬ মাস/ ৫ বছরের মধ্যে দেশ ত্যাগ করতে করতে পারবেন না | ২৫৫ |
| | কোন মন্ত্রী এমপি যাতে দেশের টাকা বিদেশে পাচার করতে না পারে। অন্যায়কারী যেই হোক না কেন,মন্ত্রী এমপি অন্যায় করলে সকলে যেন আইন অনুযায়ী সকলেই যেন শাস্তি পায় সেরকম একটি সংবিধান করতে হবে। | ৯৭৯ |
| | রাষ্ট্র পরিচালনার সাথে যুক্তদের পরিবারের সদস্যরা বিদেশে চিকিৎসা/পড়াশোনা/স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারবে না | ৫৯০ |
| | সংসদ সদস্যদের স্ত্রী ও সন্তানদের দেশে অবস্থান করতে হবে, শুধু উচ্চ শিক্ষার জন্য স্ত্রী অথবা সন্তান সাময়িকভাবে বাহিরে অবস্থান করতে পারবে। | ৩৪৪ |
| | সকল সংসদ সদস্য ও তার পরিবারকে নিজ দেশের সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে হবে অন্যথায় এটা সংসদ সদস্থিয সেবে অযোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে। | ১১ |
| | দ্বৈত নাগরিক কেউ রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, সংসদ সদস্য হতে পারবে না | ২৩৯০ |
| | সংসদ সদস্যদের অনাস্থা ভোটে প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি অপসারণ করার বিধান রাখা জরুরি | ৫৪৩ |
| | সরকারের যেকোনো সিদ্ধান্ত/বিল উপদেষ্টা পরিষদের সমর্থনে পাস হবে। তবে উপদেষ্টা অসমর্থন করতে পারে কেবল যৌক্তিকভাবে। | ৭ |
| | উন্নয়নমূলক কাজে এমপিদের সম্পৃক্ততা থাকবে না, তাদের কাজ হবে আইন প্রণয়ন করা | ১০০৩ |
| | সংসদ সদস্যদের জন্য শুল্কমুক্ত গাড়ি সুবিধা বাতিল করতে হবে | ২৭৭ |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন |
|---|---|---|
| **বিরোধী দল** | ২ মেয়াদের বেশি কেউ বিরোধী দলের প্রধান বা সংসদে বিরোধী দলের নেতা থাকতে পারবে না | ১৬৮০ |
| | প্রধান বিরোধী দলের বিজয়ী নেতাকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দায়িত্ব দিতে হবে। | ২ |
| | নির্বাচনে জয়ী জনপ্রতিনিধিরা মিলে একজন উপপ্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করবেন। এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী ও উপপ্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ব্যালেন্স থাকবে। | ২৪৫ |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন |
|---|---|---|
| আইন সভা | দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদ চালু করা হোক। উচ্চ কক্ষ ও নিম্ন কক্ষ। | ১৪৬৫৬ |
| | সংসদ হবে জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতার রক্ষক। এটি দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট হবে। উচ্চকক্ষ জাতীয় পরিষদ এবং নিম্নকক্ষ আইনসভা নামে পরিচিত হব। উচ্চকক্ষ রাষ্ট্রপতির অধীনে, নিম্নকক্ষ প্রধানমন্ত্রীর অধীনে থাকবে। উচ্চ কক্ষের সদস্যদের নিয়ে কিছু সংসদীয় কমিটি হবে। এই কমিটি নিম্নকক্ষের কাজ তদারকি করবে এবং গণশুনানি করতে পারবে। উচ্চ কক্ষ পরপর তিনবার কোনো আইন পাশ না করলে তা গণভোটে যাবে। উভয় কক্ষের মেয়াদ হবে ৪ বছর। ২. জাতীয় পরিষদে ১০০ আসন থাকবে। নির্বাচন হবে সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতিতে। আইনসভায় ৩০০টি আসন থাকবে, যারা সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন। উভয়কক্ষে পাশ হওয়ার পর আইন প্রণয়ন হবে। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনে দুই কক্ষের সভা একসাথে হবে। জাতীয় পরিষদে পেশাজীবি, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, আইনজীবি, চিকিৎসক, প্রকৌশলী-সাংবাদিক ইত্যাদি তফসিলভুক্ত পেশা ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির মানুষকে মনোনয়ন দিতে হবে। | ১৯৮ |
| | দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদে জাতীয় নির্বাচন ৩০০ আসনে এবং উচ্চ পরিষদে ৬০ জন নির্বাচিত হবে। বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা উচ্চ পরিষদে নির্বাচন করার যোগ্য হবেন। নিশ্চয় উনারা কোন গ্রহণযোগ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, আইনজ্ঞ, পিএইচডি ধারী অথবা মাস্টার্স পাস হতে হবে। | ২৪ |
| | উচ্চ কক্ষ গঠিত হবে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি দ্বারা। নিম্ন কক্ষ হবে রাজনীতিকদের দ্বারা নির্বাচনের মাধ্যমে | ৩৩০ |
| | নিম্ন কক্ষে সংসদীয় আসন ও উচ্চ কক্ষে আনুপাতিক হারে সদস্য বন্টন করা হোক | ২৫৬৭ |
| | নিম্ন কক্ষে বর্তমান নিয়মে সদস্য নির্বাচিত হবে। উচ্চ কক্ষে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের শতাংশ অনুসারে আসন রাখা হবে । | ৭১ |
| | নিম্নকক্ষের আইন প্রণয়নকারীগণ সরাসরি ভোটে ৪ বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন। প্রতি দুই বছর পর পর দুই ভাগের একভাগ সদস্যের মেয়াদ পূর্তি হওয়ার পরেই সেখানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সদস্য সংখ্যা হবে এমন একটি সংখ্যা যেন একজন সংসদ সদস্য খুব বেশি সম্মানিত না হন আবার অসম্মানিতও না হয়ে পড়েন। একজন প্রার্থী শুধুমাত্র তাঁর নিজ এলাকায় (স্থায়ী ঠিকানায়) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন। উচ্চ কক্ষের সদস্যগণ নিয়োগ পাবেন রাষ্ট্রের প্রতি তাঁদের অবদান মূল্যয়ণে। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি, প্রাক্তন সামরিক কর্মকর্তা, কতিপয় সমাজ সংস্কারক ও রাষ্ট্র চিন্তাবিদগণ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত হবেন । উচ্চ কক্ষের সদস্য সংখ্যা হবে সীমিত যেন মতৈক্য ও নিম্নকক্ষের উপর কর্তৃত্ব অক্ষুন্ন থাকে। মৃত্যু এবং যৌক্তিক কারণ ব্যতীত উচ্চকক্ষের কোন সদস্যকে অব্যাহতি দেয়া যাবে না। | ৮ |
| | ভোটের আনুপাতিক হারে সংসদ গঠন করতে হবে বা সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণ করা হোক। যে দল অধিক সিট পাবে সেই দল প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করবে। | ৫৫৪৭ |
| | সংসদ নির্বাচনে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা বা পিআর সিস্টেম চালু করতে হবে। | ৪৪০২ |
| | কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক দুই ভাগে ভাগ করতে হবে। | ১০৪৩ |
| | সমগ্র দেশকে ৫-৮টি প্রদেশে ভাগ করে প্রতিটি প্রদেশে আলাদা প্রাদেশিক সরকার গঠন করতে হবে। | ২৩৫ |
| | বাংলাদেশকে ৪টি রাজনৈতিক শাসন অঞ্চলে বিভক্ত করতে হবে। | ৬৩ |
| | আমেরিকার মতো ক্ষমতা কাঠামো চাই, ইলেকট্রোরাল ভোট চালু করতে হবে | ১২০৯ |
| | ফেডারেল রাষ্ট্র গঠন করে নির্বাচন করা। যুক্তরাষ্ট্রের মতো প্রশাসন, বিচার ব্যবস্থা স্বাধীন ও আলাদা করা। | ৩৫৬ |
| | যুক্তরাষ্ট্রীয়/ফেডারেল সিস্টেম চালু করা যেখানে সংসদ উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষ নামক দুটি কক্ষে পরিচালিত হবে | ৭০ |
| | সংসদীয় ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগান। যেটা নর্ডিক বা যুক্তরাষ্ট্রে সংসদীয় কমিটিগুলো করে থাকে। গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে নিয়োগের ক্ষেত্রে সংসদীয় কমিটিগুলোকে সংযুক্ত করুন। যেমনটা যুক্তরাষ্ট্রে করা হয়ে থাকে। | ৩ |
| | সরাসরি ভোটে নির্বাচিত প্রেসিডেন্টশিয়াল সরকার [প্রেসিডেন্ট সরকার প্রধান] - সংখ্যানুপাতিক নির্বাচনের খারাপ দিক হচ্ছে দলগুলো সাধারণত একক সরকার গঠন করতে পারে না। সেক্ষেত্রে কোয়ালিশন সরকার তৈরি হবে, এবং সরকারের স্টাবিলিটি কমে যাবে। এই সমস্যার সমাধান করতে তুরস্ক কয়েক বছর আগে প্রেসিডেন্টশিয়াল সরকার ব্যাবস্থা চালু করেছে। কিন্তু সংসদ রেখেছে সংখ্যানুপাতিক হারে। | ৩ |
| | জনগণ চাইলে যেকোন সময় অনাস্থা ভোটের মাধ্যমে মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে সরকার পরিবর্তন এবং নতুন নির্বাচন দিতে পারবে । এবং এই লক্ষ্যে স্বাধীন নির্বাচন কমিশন গঠন এবং মতামত জানানোর জন্য জবাবদিহি মূলক প্লাটফর্ম তৈরী করতে হবে | ১০ |
| | বর্তমান জাতীয় নির্বাচন ব্যবস্থা পাল্টে মিশ্র নির্বাচনী-ব্যবস্থা (এলাকাভিত্তিক বিজয়ী ও সংখ্যানুপাতিক) ব্যবস্থা চালু করতে হবে। | ৪ |
| | সংসদ নির্বাচনে এক তৃতীয়াংশ আসনে আনুপাতিক এবং বাকি দুই-তৃতীয়াংশে ফার্স্ট পাস্ট দা পোস্ট সিস্টেম রাখা হোক | ১৭৮২ |
| | নির্বাচন হবে আনুপাতিক হারে সেখানে ৫০% সমর্থন না পাইলে নির্বাচন বাতিল হিসেবে গণ্য হবে | ৯৮ |
| | জাতীয় সংসদের অধেক সদস্য সুনিদিষ্ট আসনকেন্দ্রীক বাকি অধেক সদস্য অংশগ্রহণকারী দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের আনুপাতিক হারে বন্টন করতে হবে | ৬৭ |
| | সংসদে ছাত্রদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য সংরক্ষিত ১০-৫০ টি আসন রাখতে হবে। | ২৯৭ |
| | কোনো দল দুইবার সরকার গঠন করতে পারবে না | ৭০৩ |
| | বিদেশে কূটনৈতিকদের সাথে প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির যে আলোচনা তা সংসদে প্রকাশ করতে হবে | ৪১ |
| | প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি এবং সাংসদকে অপসারণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা সঠিক পরিস্থিতি যেমন জনগণের জন্য কাজ করতে অক্ষমতা, কেলেঙ্কারি ইত্যাদি প্রদান করেছে। | ৫৫৬ |
| | সংসদে আসন বিন্যাসে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। যেখানে সরকার দলের আসন সংখ্যা ৪৫% এর বেশি হবে না। বিরোধী দলীয়দের আসন সংখ্যা ৩০% এর বেশি হবে না।১০%আসন সংখ্যা সংরক্ষিত থাকে বর্তমান এবং সাবেক তিন বাহিনীর প্রধানদের জন্য তাদের মেয়াদ ১ বারের বেশি হবে না।১০% আসন সংখ্যা সাবেক ভিসি মহদয়দের জন্য সংরক্ষিত থাকবে তাদের মেয়াদ ১বারের বেশি হবে না ।৫% আসন সংখ্যা উপদেষ্টাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে তাদের মেয়াদ১বারের বেশি হবে না। প্রধানমন্ত্রী দুই বারের বেশি থাকতে পারবে না। | ১৫ |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন |
|---|---|---|
| | সংরক্ষিত আসনে সকল রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্ব থাকা উচিত | ৭০ |
| | ৩০০ আসনের দরকার নেই/ সংসদের আসন কমিয়ে ১৫০ করা হোক | ৯৮১ |
| | আইনসভায় বিরোধীদের ছায়া মন্ত্রীসভা গঠন করতে হবে। | ১০২৪ |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন |
|---|---|---|
| সংসদ | সংসদ সদস্যদের সপ্তাহে কমপক্ষে তিনদিন সাধারণ মানুষের অভিযোগের মুখোমুখি হতে হবে। সমস্যা ১০ কাযদিবসের মধ্যে সমাধান করতে হবে | ৮ |
| | বিরোধী দলীয় প্রার্থীর বাধ্যতামূলক উপস্থিতি ও নির্বাচিত হওয়ার উপায় অর্ন্তভুক্ত করতে হবে | ৫৫ |
| | বিরোধী দলের ক্ষমতা বাড়ানো হোক | ১০২৯ |
| | বিরোধী দলীয় প্রধান সংসদের ভাইস বা সহকারি প্রধানমন্ত্রী হবেন মার্কিন সংসদের আদলে। | ১ |
| | সংসদীয় বিল পাশের জন্য বিরোধী দলের ভোট ৫০ শতাংশ  থেকে ২৫  শতাংশ অবশ্যকরণীয় করতে হবে, যদি কোনো দল ২/৩ শতাংশ মেজরিটি নিয়ে ক্ষমতায় এলে তার ও বিরোধী দলের ৫০ শতাংশ ভোট লাগবে। প্রতিটি বিল সংসদে আলোচনার আগে হুবহু ৪টি সর্বোচ্চ প্রচলিত জাতীয় পত্রিকায় ছাপা হতে হবে, আস্থা ভোট এর জন্য৫১ শতাংশ ভোট থাকা লাগবে। বড় কোনো পরিবর্তন যা মানুষ জীবন, জীবিকা, অর্থনৈতিক অবস্থার উপর প্রভাব ফেলবে তার জন্য গণভোট আয়োজন করতে হবে। | ১ |
| | সংসদের কার্যক্রম আরও স্বচ্ছ রাখতে, প্রতি ৪৫ বা ৬০ দিনের মধ্যে সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের অংশগ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা বাধ্যতামূলক করা উচিত | ৫ |
| | সংসদের এমপি নির্বাচন করতে হলে একজন ব্যক্তি মিনিমাম বয়স ২৫ বছর হতে হবে । মিনিমাম এসএসসি পাস ছাড়া কোন ব্যক্তি এমপি নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করতে পারবে না। সরকার গঠনের সময় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রধান বিরোধী দলের অধীনে থাকতে হবে। অথবা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হবে প্রধান বিরোধী দলের যিনি প্রধানমন্ত্রী পদে নির্বাচন করবে তিনি। সভা সেমিনার অথবা যে কোন গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য প্রত্যেক দল সমানভাবে অধিকার ভোগ করবে। সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে। | ৭৭ |
| | কোনো দল স্বৈরাচার হয়ে উঠলে ( অবশ্যই নির্বাচনে জবর দখলের প্রমাণ থাকতে হবে ) যদি গণঅভ্যুত্থান সংগঠিত হয় তাহলে স্বৈরাচার পতনের ৯০ দিনের মধ্যে আজীবন নিষিদ্ধ ঘোষণা করার উদ্দেশ্যে গণভোটের আয়োজন করা। | ১০ |
| | সংসদীয় কমিটিগুলোর ভূমিকা ও শক্তি বৃদ্ধি করে নির্বাহী বিভাগের কার্যক্রমে নজরদারি নিশ্চিত করা | ৬৬ |
| | সংবিধান অনুযায়ী সেনা সরকারকে নিষিদ্ধ করতে হবে। | ২ |
| | সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক গোষ্ঠীর জন্য জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ বৃদ্ধি। সংখ্যালঘুদের জন্য আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে | ৯৯১ |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন |
|---|---|---|
| নারী আসন | সংরক্ষিত মহিলা আসন বাতিল করতে হবে | ১৯৮৫ |
| | জাতীয় সংসদের সদস্য হবেন ৫০০ জন। ৩০০ জন বর্তমানের মতো জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন। ২০০ জন নির্বাচনে অংশ গ্রহণকারী দলগুলোর প্রাপ্য ভোটের অনুপাতে পাবেন। ন্যুনতম ১% শতাংশ ভোট প্রাপ্ত দল ২ টি আসন পাবে। প্রতিটি দলের ন্যুনতম অর্ধেক হবেন মহিলা। অর্থাৎ এই ২০০ আসনে মহিলা নির্বাচিত হবেন ন্যুনতম ১০০ জন। এই ২০০ আসনে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী, পেশার মানুষের কোটা থাকবে। | ১ |
| | সংরক্ষিত নারী আসন তিনভাগের একভাগে নামিয়ে আনা। প্রবাসী বিষয়ক ১ টি সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করা। | ৩ |
| | নারীদের অংশগ্রহণ ৩০০ আসন যোগ্যতার ভিত্তিতে দিতে হবে, এক্ষেত্রে সব রাজনৈতিক দলের মধ্যের নারীদের নির্দিষ্ট অনুপাতে স্থান দিতে হবে | ১১৩২ |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন |
|---|---|---|
| সরকার ও তার মেয়াদ | সংসদ ও সরকারের মেয়াদ হবে ৩ বছর | ৪০০ |
| | প্রতি ৪ বছর পর পর নির্বাচন হওয়া উচিত। সরকারের মেয়াদ হওয়া উচিত ৪ বছর | ১৩২৫০ |
| | পরপর দুই বারের বেশি বা দুই মেয়াদের বেশি কেউ সরকারে থাকতে পারবে না | ৪১৯০ |
| | অর্থনীতি, জাতীয় নিরাপত্তা, আইনশৃঙ্খলা, এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে বিরোধী দলের নেতার সম্মতি গ্রহণ বাধ্যতামূলক করতে হবে। | ৪৭ |
| | যারা সরকার গঠন করবে তারা নিয়মিত জনগণের কাছে জবাবদিহিতা করবে। দলের উদ্দেশ্য হবে দেশ ও জনগণের সমস্যা সমাধান করা। | ১ |
| | সরকারের কার্যক্রম এবং সিদ্ধান্তের প্রতি জনগণের আস্থা তৈরির জন্য জবাবদিহিতামূলক ব্যবস্থা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সরকারি কর্মকর্তাদের কার্যক্রম নিরীক্ষা ও মূল্যায়নের জন্য পৃথক কমিশন গঠন করা যেতে পারে। | ৬ |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন |
|---|---|---|
| ন্যায়পাল | ন্যায়পাল চালু করতে হবে। ন্যায়পালের বিধান রাখতে হবে | ৬১৭৬ |
| | ন্যায়পাল গঠনে বিরোধী দল,রাষ্ট্রের সুশীল সমাজ ও সচেতন নাগরিকদের পরামর্শ গ্রহণের ক্ষেত্রবিশেষে গণভোটেরও আয়োজন করা যেতে পারে। | ৮৫০ |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন |
|---|---|---|
| **স্থানীয় সরকার** | স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে সাংবিধানিক কাঠামোয় নিয়ে আসতে হবে | ১০৮ |
| | উপজেলা পরিষদকে উন্নয়নের এখতিয়ার দিতে হবে। জেলা পরিষদ বাতিল করতে হবে। | ৬ |
| | স্থানীয় সরকারের ক্ষমতায়ন এবং নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতা হ্রাস করা। | ৬৭ |
| | স্বাধীন প্রাদেশিক সরকার ব্যবস্থা চালু করতে হবে বা উপজেলাকে শক্তিশালী করতে হবে। | ৯০৯ |
| | ক্ষমতা কেন্দ্রীভূতকরণ এবং দুর্নীতি কমাতে স্থানীয় সরকারকে ক্ষমতায়িত করতে হবে | ৩৯৮ |
| | প্রদেশ বা বিভাগ ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা চালু করা হোক | ৯ |
| | দেশে অন্তত ৫/৭ টি ফেডারেল অঞ্চল থাকতে হবে। | ১০ |
| | ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে | ১১৫০৯ |
| | স্থানীয় সরকারের ক্ষমতা বাড়িয়ে জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ। | ১৫৬৭ |
| | স্থানীয় সরকারকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে কমিশন গঠন ও কঠোর আইন পাস করা। জরুরি | ৩৯৭ |
| | স্থানীয় সরকারকে প্রশাসনিক ও আর্থিকভাবে স্বাধীন করে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর নির্ভরতা কমানো। স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করতে হবে | ৭৮০ |
| | সকল পর্যায়ের স্থানীয় নির্বাচন একসাথে করা (অর্থাৎ প্রতি ৫ বছর পর পর ইউনিয়ন, উপজেলা, সিটি কর্পোরেশন ইলেকশন একসাথে হবে। প্রয়োজনে এলাকাভিত্তিক কয়েক দফায় নির্বাচন করা যেতে পারে।) | ৩৭৬ |
| | বাজেট বাস্তবায়ন করবে স্থানীয় সরকার | ৮০ |
| | দলীয় প্রতীকে স্থানীয় নির্বাচন বন্ধ করতে হবে | ৪৬০৭ |
| | বিভাগকে প্রদেশে উন্নীত করতে হবে। প্রতিটি প্রদেশে হাইকোর্ট স্থাপন করতে হবে। | ৫০৩ |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন |
|---|---|---|
| **চেয়ারম্যান, মেম্বার** | চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের ন্যূনতম স্নাতক বা ডিগ্রি বা মাস্টার্স পাশ হতে হবে | ২০৯২ |
| | মেম্বার হতে ন্যূনতম এইচএসসি পাশ হতে হবে | ১৮৯৭ |
| | সংসদের সদস্যদের সরকারি কার্যক্রমে আরো সক্রিয় এবং দায়িত্বশীল করতে প্রক্রিয়া গঠন করা উচিত। | ১৭৮৯ |
| | সংসদ সদস্যদের নিজের নির্বাচনী এলাকায় দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা দরকার। | ৩৩৪৫ |
| | কোনো প্রার্থী ২০ শতাংশের কম ভোট পেলে পরবর্তী নিবাচনে অংশ নিতে পারবেন না | ২০০ |
| | তৃণমূল পযায়ে ভোটের মাধ্যমে নিবাচিত হয়ে এমপিদের নমিশন নিতে হবে | ৪৩২ |
| | একজন এমপি সর্বোচ্চ ৯০ দিন সংসদে উপস্থিত না হলেও সে এমপি পদে বহাল থাকে এইসব তামাশা আর দেখতে চাই না, সর্বোচ্চ তিন দিন হতে পারে। | ২০০ |
| | ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, মেম্বার সম্পূর্ণ নির্দলীয় করতে হবে। | ১৭ |
| | সংসদ সদস্য, চেয়ারম্যান, মেম্বাররা বাংলাদেশ ভিন্ন অন্য দেশের নাগরিক হতে পারবে না | ২৭০৫ |
| | সংসদ সদস্য, চেয়ারম্যান, মেম্বার নির্বাচিত হবে কয়েক ধাপে পরীক্ষার মাধ্যমে | ১ |
| | চেয়ারম্যান ও মেম্বার রাখার দরকার নেই | ১ |
| | সংসদ সদস্য ও স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের প্রতি বছর সম্পদের হিসাব জনসম্মুখে প্রকাশ করতে হবে | ৩৫০৭ |
| | ২৪ বছরের নিচে কেউ কোনো নিবাচনে অংশ নিতে পারবেন না | ৩৪ |
| | সংসদ সদস্যদের বিদেশ ভ্রমণ বন্ধ করতে হবে | ১৩ |
| | কোনো সংসদ সদস্য অপরাধ করলে সহজভাবে যেন তার আইনানুগ সুরক্ষা  তুলে নেয়া যায়, সে ব্যবস্থা করা। | ১৫ |
| | উন্নয়ন কাযক্রম ন্যাস্ত থাকবে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের ওপর | ২ |
| | অন্য দেশে  যাদের পরিবার ও সম্পত্তি স্থায়ী ভাবে আছে তারা সংসদ সদস্য হতে পারবে না। | ৩৪ |
| | সংসদ সদস্যদের কাজ হওয়া উচিত শুধু আইন প্রণয়ন, উন্নয়ন প্রকল্প বা ক্ষমতার চর্চা বন্ধ করতে হবে | ৬ |
| | সরকার বা সরকারি পদে আসীন ব্যাক্তি দলীয় কমিটির সভাপতি বা সেক্রেটারি পদে থাকতে পারবে না। | ৬ |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন |
|---|---|---|
| | নিবাচিত হওয়ার পর নির্ধারিত সময় পর পর তার উন্নয়নের হিসাব জনগনের কাছে প্রকাশ করতে হবে | ৪৪৬৫ |
| | রাজনৈতিক দলের ভিতর টাকা দিয়ে মনোনয়ন কেনা বন্ধ করতে হবে | ২২০০ |
| | প্রার্থীদের নমিশনের আগে তাদের সম্পদের তদন্ত করতে হবে। | ২১২ |
| | স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের প্রতি বছর সম্পদের হিসাব জনসম্মুখে প্রকাশ করতে হবে | ৫৩৭৬ |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন |
|---|---|---|
| **নির্বাচন কমিশন** | নির্বাচন নিয়ে আলাদা মন্ত্রণালয় থাকবে যা সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাধ্যম পরিচালিত হবে। কমিটিতে সংসদের সকল দলের আনুপাতিক অংশগ্রহণ থাকবে | ২৬৯ |
| | স্বাধীন, শক্তিশালী এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন নিশ্চিত করতে হবে | ২৮৭৬ |
| | সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার করুন | ২০৪০ |
| | নির্বাচন কমিশনকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বি করতে হবে | ৫ |
| | নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা-সক্ষমতা বাড়াতে হবে/ নির্বাচন কমিশনারকে নির্বাচন বিষয়ক সমস্ত ক্ষমতা প্রদান করতে হবে | ১৩৩৩ |
| | প্রধান নিবাচন কমিশনার ও অন্যান্য নিবাচন কমিশনাররা জনগণের সরাসরি ভোটে নিবাচিত হবেন। | ৫ |
| | প্রধান নিবাচন কমিশনার নিয়োগের ক্ষেত্রে সংসদে প্রতিনিধিত্বশীল/অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত নেয়ার বিধান সন্নিবেশিত করা। | ২৫৬ |
| | নির্বাচন কমিশনের সদস্য নির্বাচনে সার্চ কমিটি গঠন করতে হবে। সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি রেখে কমিশনের সদস্য পুরোপুরি দল নিরপেক্ষ রাখা | ৮৯৮ |
| | নির্বাচন কমিশন নিয়োগে, সরকারি দল প্রধান ও বিরোধীদলের প্রধান এবং বিচারপতির সমন্বিত বেঞ্চ গঠন করে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ দিতে হবে। | ১৪ |
| | নির্বাচন কমিশনে সুশীল সমাজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করত হবে | ৬০ |
| | নির্বাচন কমিশন গঠিত হবে - সরকারী দলের ২ জন প্রতিনিধি, বিরোধী দলের ২ জন প্রতিনিধি, ভোটপ্রাপ্তিতে ৩য় ও ৪র্থ অবস্থানকারী দল থেকে ১+১=২ জন। সেনা বাহিনীর অবসর প্রাপ্ত সেনাপ্রধান ১ জন, সুশীল সমাজ থেকে ১ জন, বিচার বিভাগ থেকে ১ জন মোট ৯ সদস্য নিয়ে। | ১ |
| | নির্বাচনকালীন সময়ে প্রতিরক্ষা, আইন ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ব্যতীত অন্য সব মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম ও লোকবল নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের নিকট হস্তান্তর করতে হবে | ৭২৬ |
| | নিবাচন কমিশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ২য় বার নিবাচন পরিচালনা করতে পারবেন না | ৩৯ |
| | নির্বাচন বিষয়ক সকল সিদ্ধান্ত সংসদীয় কমিটি রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে গ্রহণ করবে | ৭৮ |
| | সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য জাতিসংঘের অধীনে ব্যবস্থা করতে হবে। | ১ |
| | ডিসি, ইউএনওদের পরিবর্তে নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব কর্মকর্তাদেরকে রিটার্নিং ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ দিতে হবে | ৬৮ |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন |
|---|---|---|
| **নির্বাচন** | সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ নির্বাচন নিশ্চিত করতে হবে | ২৫৬৪ |
| | ৭৫% ভোট কাস্টিং ছাড়া কোন নির্বাচন গ্রহন যোগ্য হবে না। | ৫০ |
| | ৬০ শতাংশ ভোট গণনা আসতে হবে | ৫৮ |
| | বিজয়ী দলকে ৫০ শতাংশের বেশি ভোট পেতে হবে, না পেলে শীষ দুইজনকে নিয়ে আবার নিবাচন করতে হবে। | ৭৬৭ |
| | জাতীয় সংসদ নির্বাচন থেকে স্থানীয় সরকার নির্বাচন পর্যন্ত ভোটাধিকার প্রয়োগে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত যদি ভোট না পড়ে তাহলে সেই ভোট বাতিলের ব্যবস্থা গ্রহণ করা, | ৮০৯ |
| | নির্বাচন গ্রহণযোগ্যতা পেতে সর্বনিম্ন ৪৫% ভোট পেতে হবে। | ৫ |
| | নির্বাচন পদ্ধতিতে সকল স্তরে অটো পাস বন্ধ করতে হবে । সেজন্য কোন আসনে যদি কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী না আসে সে ক্ষেত্রে নির্বাচনের রিসিডিউল প্রথমে দেওয়া যেতে পারে । তারপরও যদি কেউ না আসে তখন যিনি একক থাকবেন তাকে ঐ আসনে ৫০ শতাংশের বেশি লোকের জন্য সমর্থন আছে কিনা তার জন্য তার পক্ষে বিপক্ষে একটা ভোটের ব্যবস্থা করতে হবে। কেবলমাত্র ৫০ শতাংশের বেশি জনসমর্থন আসলে সে ক্ষেত্রে একক প্রার্থীকে বিজয় ঘোষণা করা যাবে। | ১ |
| | বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচনে জয়লাভের সুযোগ না রাখা | ১০৫৬ |
| | ব্যক্তিকেন্দ্রিক নির্বাচনের পরিবর্তে মার্কা ভিত্তিক নির্বাচন হোক | ৯০ |
| | সবাই শুধু প্রতীক দেখে ভোট দিবে, নির্দিষ্ট এলাকার জন্য কোন প্রার্থী দাঁড়াতে পারবে না। নির্বাচনে যে দল যত শতাংশ ভোট পাবে সে দল ততটি আসন পাবে, আসন সংখ্যাগুলোতে দলের প্রধান যোগ্য দেখে লোক নিয়োগ দিবে। বেশি ভোট পাওয়া দল থেকে প্রধানমন্ত্রী দেওয়া হবে। | ৩০ |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন |
|---|---|---|
| | ভোট কেনার সংস্কৃতি বন্ধ করতে হবে | ২৬০ |
| | নমিশেন পদ্ধতি বাতিল চাই | ১০ |
| | রাজনৈতিক দলের ভিতর টাকা দিয়ে মনোনয়ন কেনা বন্ধ করতে হবে | ৪৪ |
| | একই ব্যক্তির বারবার নির্বাচন করার প্রবণতা বন্ধ করতে হবে। একজন ব্যক্তি দুইবারের বেশি নির্বাচন করতে পারবে না | ১৮৭৮ |
| | নিবাচনে অংশগ্রহণের সবোচ্চ সীমা নির্ধারণ করে দিতে হবে। (৩ বার অংশগ্রহণ ও ২ বার নিবাচিত) | ১২৮১ |
| | একজন ব্যক্তি দুটি নির্বাচনে হারলে তিনি আর নির্বাচন করতে পারবেন না | ৬৬৭ |
| | যে কোনো নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী ব্যাক্তির নূন্যতম শিক্ষাগত যোগ্যতা মাষ্টার্স সনদ ধারী হতে হবে। | ১৪৮০ |
| | জাতীয় নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে করা এবং জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনকালীন ম্যাজিস্ট্রেসি পাওয়ার দিয়ে সেনাবাহিনী নামানোর বিধান বাধ্যতামূলক করা হোক। | ২০ |
| | দ্বৈত নাগরিকরা দেশে রাজনীতি করতে পারবে না, নির্বাচনে অংশগ্রহণও করতে পারবে না | ২৫৫০ |
| | জাতীয় নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য অন্তত এইচএসসি পাশের বিধান রাখতে হবে | ১০০ |
| | যারা ভোট চুরির মাধ্যমে এমপি হয়েছে, গণহত্যায় সহযোগিতাকারী, দুর্নীতি গ্রস্থ, ঋণখেলাপিরা নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবে না-- এই বিধান করতে হবে। | ৬০ |
| | সংবিধানে গণভোটের ধারাটি ফিরিয়ে আনতে হবে। প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিল পাসে গণভোট-এর বিধান রাখতে হবে | ৪৫৯১ |
| | নির্বাচনী ব্যালট পেপারে "না ভোট" এর প্রতীক সংযোজন করা হোক | ২৮৭৯ |
| | জনগন চাহিবামাত্র হ্যাঁ, না ভোটের নির্বাচন করে,অভিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি অথবা মন্ত্রীকে পদবঞ্চিত করা। | ৫০২ |
| | জরুরী প্রয়োজনে স্বচ্ছ জরিপের মাধ্যমে জনগণের মতামত গ্রহণের ব্যবস্থা রাখতে হবে | ১৩ |
| | রাজনৈতিক দলগুলোর পদপ্রার্থীদের সততা যাচাই বাধ্যতামূলক করা, এবং সংসদ নির্বাচনে নমিনেশন প্রার্থীদের জন্য গোয়েন্দা সংস্থার ভেরিফিকেশন নিশ্চিত করা। | ১৫ |
| | সংসদ সদস্য মন্ত্রাণালয়ের অনুমতি ছাড়া প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সাথে কোনো যোগাযোগ করতে পারবে না। | ৬ |
| | স্থানীয় নির্বাচন বাতিল করে যে সরকার গঠন করবে তারাই স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি নিয়োগ করবে | ৪ |
| | কোনো দল জোটবদ্ধ হয়ে নিবাচন করতে পারবে না। নিবাচনের পরে জোট গঠনের সুযোগ দেয়া উচিত | ২৩ |
| | কোনো রাজনৈতিক দলের অধীনে নিবাচন আয়োজন না করা | ৩৫৫ |
| | নির্বাচনের সময় যে পোস্টার বা ব্যানার দেয়ালে বা বাইরে লেগে থাকে তা দলগুলোকে পরিষ্কার করতে হবে। | ১৩ |
| | নির্বাচনের কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্ব থেকে সারা দেশে ম্যাজিষ্ট্রসী পাওয়ারসহ সেনাবাহিনী মোতায়েন ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে অভিযান পরিচালনা করতে হবে | ১৭০ |
| | নির্বাচনকালীন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদেরকে দিয়ে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করতে হবে | ১৪৮ |
| | প্রত্যেক স্মার্ট কার্ডের বিপরীতে একটি আইডি থাকবে, সেই আইডি থেকে ঘরে বসেই ভোট প্রদান করতে পারবে। | ৪ |
| | অনলাইনে (প্রবাসী+ দেশি) ভোট প্রদানের ব্যবস্থা করা হোক | ২৪৫৭ |
| | কমপক্ষে সাত জন ব্যক্তিকে নিয়ে একটি প্যানেল তৈরি করে প্রধানমন্ত্রী, উপ-প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, বাণিজ্যমন্ত্রী, এলজিআরডি মন্ত্রীর প্যানেল করে নির্বাচনে আসা উচিত। সবচেয়ে বেশি ভোট পাওয়া দল সরকার গঠন করবে | ১ |
| | সকল জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করা হোক | ১৮৭২ |
| | জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচন হতে হবে এবং তারা কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতীকে নির্বাচন করতে পারবে না। | ৭০০ |
| | নির্বাচনের দিনে সশস্ত্র বাহিনী (মূল বাহিনী হিসাবে) মোতায়েন থাকবে, পুলিশ সহযোগী বাহিনী হিসাবে সেনাবাহিনীকে সহায়তা করবে। | ১১ |
| | তিন ধাপে বা তিন দিনে জাতীয় নিবাচন করা হোক | ৬৬০ |
| | ৭ বিভাগে ৭ দিন নির্বাচন আয়োজন করতে হবে। | ১০ |
| | দলগুলো সংসদীয় আসনগুলোতে একজন করে মনোনয়ন দিবে। শুধু পরিচিতি অনুষ্ঠান ব্যতীত কোনো প্রচারণা করতে পারবে না। | ১ |
| | অসংখ্য শিক্ষক প্রতি নির্বাচনে ভোটগ্রহনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। একারণে তারা ভোট প্রদানের অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। এমন আইনের দাবি জানাই যাতে শিক্ষকেরা দায়িত্ব পালনের সঙ্গে ভোট প্রদানও করতে পারে। | ৩৯২ |
| | একই দলের অন্য ব্যক্তিরা চাইলে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে তার আগে নিজেদের মধ্যে একটি অন্তদলীয় নির্বাচনী প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে আসতে হবে যেখানে শুধু ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকবে উক্ত দলের কর্মীদের হাতে। | ১ |
| | দুনীতি প্রমাণ হলে কখনোই আর নির্বাচনে অংশ নেয়া যাবে না | ১৩ |
| | প্রতি দুই বছর পর পালাক্রমে নিম্নকক্ষ ও উচ্চকক্ষের নির্বাচন হবে। উচ্চকক্ষের নির্বাচন মধ্যবর্তী নির্বাচন হলে জনগণ সরকারকে ২ বছরে মূল্যায়ন করার সুযোগ পাবে। | ৫ |
| | কোনো সরকারি চাকুরিজীবি চাকুরি ছাড়ার ২০ বছরের মধ্যে কোনো নির্বাচন কিংবা কোন জনপ্রতিনিধি পদে আসতে পারবে না। | ২ |
| | পশ্চিমা বিশ্বের ন্যায় কৃষক স্টুডেন্ট শিক্ষক প্রত্যেকের ভোটের মান একেক রকম হবে | ৩ |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন |
|---|---|---|
| | এইচএসসি পাশের নিচে কেউ ভোট দিতে পারবে না এই ব্যবস্থা করা হতে পারে । এতে করে অসহায় দরিদ্র অশিক্ষিত লোকদেরকে ৫০০ বা ১ হাজার টাকা দিয়ে ভোট কিনে জনপ্রতিনিধি হতে পারবে না | ১ |
| | বাংলাদেশে আসন্ন জাতীয় নির্বাচন সহ সকল নির্বাচনে নাগরিকগণের শিক্ষাগত যোগ্যতার উপর ভিত্তি করে ভোট সংখ্যা নির্ধারন করা হোক, এতে নির্বাচনে মেধার প্রতিফলন ঘটবে। এক্ষেত্রে আমার প্রস্তাবঃ<br>১। SSC পাশ পর্যন্ত প্রতি নাগরিকের একটি ভোট গননা হবে।<br>২। HSC পাশ পর্যন্ত প্রতি নাগরিকের দুইটি ভোট গননা হবে<br>৩। BA (সমমান) পাশ পর্যন্ত প্রতি নাগরিকের ৩টি ভোট গননা হবে।<br>৪। MA (সমমান) পাশ পর্যন্ত প্রতি নাগরিকের ৪ টি ভোট গননা হবে । | ৫ |
| | ব্যবসায়ীরা কোনোভাবেই যথাযথ জনসম্পৃক্ততা ছাড়া রাজনীতিতে আসতে পারবে না কিংবা সরাসরি সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহন করতে পারবে না। | ২৫৮ |
| | দ্রুত নির্বাচন দিতে হবে। তাড়াতাড়ি ভোটের পরিবেশে তৈরি করুন | ৪ |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন |
|---|---|---|
| **তত্ত্বাবধায়ক সরকার** | অর্ন্তবর্তীকালীন সরকারের মেয়াদ দুই বছর হোক | ১ |
| | নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থা ৩ মাসের বেশি মেয়াদ হতে পারবে না। উপদেষ্টা পরিষদ ২৬ সদস্য বিশিষ্ট হতে হবে। সর্বদলীয় সার্চ কমিটির মাধ্যমে উপদেষ্টা বাছাই করতে হবে | ৯৫ |
| | তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ ১ বছর হতে হবে যাতে আগের সরকারের দুনীতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যায়। | ৩৩ |
| | তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ ৬ মাস হতে হবে | ৮৮১ |
| | তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হবেন সাবেক বা বর্তমান প্রধান বিচারপতি। | ২ |
| | তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে/ তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে চিরস্থায়ী রূপ দিতে হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন দিতে হবে | ৬৪২৩ |
| | তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থার কোনো দরকার নেই। যদি দরকার হয় তবে এ সরকারের প্রধান এবং অন্যান্য উপদেষ্টাদের সরাসরি জনগণের ভোটে নিবাচিত হতে হবে | ২২৬ |
| | তত্ত্বাবধায়ক সরকার কিভাবে গঠিত হবে তার সুস্পষ্ট বিবরণ থাকতে হবে। নীতিটা এমনভাবে করতে হবে যেন ক্ষমতায় থাকা সরকার বা বিরোধীদল কোনোভাবেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারে কারা নির্বাচিত হবে তাতে প্রভাবিত করতে না পারে। | ১৪৭৭ |
| | নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পরিবর্তে সকল রাজনৈতিক দল নিয়ে জাতীয় সরকার গঠন করা হোক | ৪৩ |
| | নির্বাচনকালীন সরকার হবে সরকারি দল ও বিরোধী দলের প্রস্তাবিত ব্যক্তিদের নিয়ে যারা রাজনীতিতে সরাসরি জড়িত নন। এক্ষেত্রে বিরোধী দলের প্রস্তাবিত ব্যক্তিদের থেকে সরকারি দল ১০/১২ জন মনোনীত করবেন এবং সরকারি দলের প্রস্তাবিত নাম থেকে ১০/১২ জন মনোনীত করবে বিরোধী দল। মোট ২০/২৪জন হবে নির্বাচন কালীন সরকার। এরা নিজেরা গোপন ভোটের মাধ্যমে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নির্বাচিত করবে। উভয়পক্ষের মতামতের ভিত্তিতে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি বা সিনিয়র সিটিজেনদের মধ্য থেকে নির্বাচিত করা হবে। | ১ |
| | নির্বাচনকালীন সরকার প্রধান হিসেবে মাননীয় প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ। উপদেষ্টা হিসেবে সেনাপ্রধানকে অন্তর্ভূক্ত করা যায় কিনা ভেবে দেখা যেতে পারে। নির্বাচন কমিশনের অধীনে জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয় ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয় থাকবে। | ১ |
| | নিরপেক্ষ সরকার অবস্বরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি/ বিচারপতি/ ন্যায়পাল/ এনজিও প্রধান ইত্যাদি দ্বারা গঠিত হবে। | ৩ |
| | সিইসির অধীনে অর্ন্তবর্তী সরকার ও নির্বাচন হবে। | ১৮ |
| | নিধারিত সময় পর পর সেনাবাহিনী সরকার নিবাচনের ব্যবস্থা করবে | ২ |
| | রাজনৈতিক দলের পক্ষে বক্তব্য রাখলে তাকে উপদেষ্টা বানানো যাবে না | ৪ |
| | রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে নাগরিক সমাজের সম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে | ১০ |
| | জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ" গঠিত হবে দেশের সকল সেক্টরের প্রতিনিধিদের দ্বারা প্রবীণ বিশেষজ্ঞদের পছন্দের এবং সর্বোপরি সমালোচনা ও রাজনৈতিক মতামত। | ১ |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন |
|---|---|---|
| **রাজনৈতিক দল ও রাজনীতি** | রাজনৈতিক দলগুলোতে গণতান্ত্রিক চর্চা নিশ্চিত করতে হবে | ১৩৯৪ |
| | রাজনৈতিক দলের সংস্কার করতে হবে সংবিধানের মাধ্যমে, দলের মধ্যে এবং নির্বাচিত দলের বিভিন্ন আসনে তরুণদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে | ৮০২ |
| | প্রতিটি রাজনৈতিক দলের কাউন্সিল প্রতি বছর হতে হবে এবং গণতন্ত্রের চর্চা দলের ভেতরে থাকতে হবে। একই ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময় পর দলের প্রধান থাকতে পারবেন না | ৭৭০ |
| | রাজনৈতিক দলের প্রধান ও সরকার প্রধান একই ব্যক্তি হতে পারবেন না | ২৬২৫ |
| | রাজনৈতিক দল গঠনের শর্ত সহজ করা | ১২ |

| | | |
|---|---|---|
| | দেশে সর্বোচ্চ ৫/৬টি রাজনৈতিক দল থাকতে পারবে | ৭ |
| | আওয়ামী লীগকে রাজনৈতিক দল হিসেবে না রেখে সামাজিক সংগঠন হিসেবে রাখা হোক | ১ |
| | ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করতে হবে | ৪৫১ |
| | আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ না করা | ১০ |
| | আওয়ামী লীগকে পরবর্তী নির্বাচন থেকে দুরে রাখতে হবে। এই ফ্যাসিস্ট দলকে নির্বাচন করতে দেওয়া যাবে না। | ৩৩৮ |
| | রাজনীতিতে পরিবারতন্ত্র বন্ধ করতে হবে | ২৩৩২ |
| | ব্যক্তি পুজা বন্ধ করতে হবে | ৬২০ |
| | সরকার প্রধান হিসেবে একজন ব্যক্তি পর পর দুইবার এর বেশি মনোনীত হতে পারবেন না এবং এমপি পদে একজন ব্যক্তি দুই বারের বেশি নির্বাচিত হতে পারবেন না। একজন ব্যক্তি দুইবার এমপি হওয়ার পর তার পরিবারের কোনো সদস্য পরবর্তী কমপক্ষে ১০ বছর এমপি নির্বাচন সহ অন্য সকল স্থানীয় নির্বাচন করতে পারবেন না। | ৭০২ |
| | ২ বারের বেশি দলীয় প্রধান হতে পারবেন না বা নেতৃত্ব দিতে পারবে না | ১৪৮০ |
| | কোনো ব্যক্তি দলের প্রধান হিসেবে ১০ বছরের বেশি থাকতে পারবেন না | ১৫ |
| | একদল চাইলে যেন আরেক দলকে নিষিদ্ধ করতে না পারে, সবার সুষ্ঠু রাজনীতি করার অধিকার থাকা উচিত | ১০০ |
| | কোনো ব্যবসায়ী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হতে পারবে না। | ৭০৩ |
| | প্রচারণার অর্থ সামঞ্জস্য করা এবং রাজনৈতিক অনুদানের উপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা। | ১ |
| | প্রতিবছর ক্ষমতাসীন দলের সকল নেতাকর্মীদের সম্পদের হিসেব ও অবৈধ সম্পদের বিচার নিশ্চিত করতে হবে। | ১৯ |
| | নোংরা রাজনীতি বন্ধ করতে হবে | ৫০ |
| | ইউনিয়ন পর্যায়ে দলীয় কমিটি বন্ধ করা হোক। | ১ |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন |
|---|---|---|
| **ছাত্র রাজনীতি** | ছাত্র রাজনীতি কোন দলের অঙ্গ সংগঠন হওয়া যাবে না | ১৫৯ |
| | ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে | ১৭১১ |
| | ছাত্র লীগ নিষিদ্ধ করা হোক | ৫৫৫ |
| | ১৮ বছর না হলে কোন ছাত্র/-ছাত্রীদের রাজনৈতিক মাঠে ডাকা যাবে না। যে দলে কম বয়সীদের দেখা যাবে তাদের আইনের আওতায় আনতে হবে | ৪৮১ |
| | ছাত্র সংসদ চালু করতে হবে | ৫৪০ |
| | রাজনৈতিক দলগুলোর নিজস্ব কোনো ছাত্র সংগঠন থাকতে পারবে না। ছাত্র সংগঠনগুলোর সঙ্গে কোনো রাজনৈতিক দলের সম্পর্ক থাকবে না; সেগুলো হবে শুধুমাত্র ক্যাম্পাসভিত্তিক। | ২ |
| | শিক্ষা ও হাসপাতালে বা এর আশেপাশে যেকোন ধরনের রাজনৈতিক ব্যানার বা অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করতে হবে | ২ |
| | রাজনৈতিক ব্যানার-পোস্টার লাগানো বন্ধ করার আইন পাস করা দরকার। | ৪৫ |
| | প্রতিটি রাজনৈতিক দলের জন্য বাধ্যতামূলক গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করতে হবে। | ১ |
| | রাজনীতিকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অলাভজনক পেশায় পরিনত করতে হবে। | ১০ |
| | আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ করা হোক | ৪৫৫ |
| | নির্বাচন সেনাবাহিনীর হাতে থাকবে | ২৬৫ |
| | নির্বাচনের পূর্বে প্রধানমন্ত্রীদের মধ্যে ডিবেট/বিতর্ক করার প্রচলন করা | ২২০ |
| | যেকোন দল পর পর নির্বাচন করতে পারবে না। | ৪ |
| | নির্বাচনী এলাকা ছোট করা এবং সংসদে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা | ১১ |
| | সরকারি কর্মচারী-কর্মকর্তারা রাজনীতি করতে পারবে না। চাকুরি শেষ হওয়ার ৩/৪/৫ বছর পর রাজনীতিতে যোগদান করতে পারবেন | ৫৫ |
| | সকল রাজনৈতিক দলকে কার্যক্রম স্বাধীনভাবে করতে দিতে হবে,তবে তা রাস্তা দখল করে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করে নয়। নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ করে দিতে হবে। | ১ |
| | পেশাজীবি সংগঠনে রাজনৈতিক শাখা রাখা যাবে না | ২১ |
| | কোনো দল মানবতাবিরোধী অপরাধ করলে ১০ বছর নিষিদ্ধ ঘোষণা করা | ৩ |
| | রাজনীতি থেকে অবসরের বয়স সীমা নির্ধারণ (৬০ বা ৬৫ বছর) | ৫১২ |
| | ২৪-এর গণহত্যাকারীদের রাজনীতিতে অবাঞ্চিত ঘোষণা করা | ৪৭৮ |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন |
|---|---|---|
| | রাজনীতির নাম ব্যবহার করে ক্ষমতার অপব্যবহার কারীদেরকে অন্তত ২বছরের কারাদন্ডের ব্যবস্থা করতে হবে। সরকারি চাকরিজীবীদের ঘুষ গ্রহণের প্রমাণ মিললে বহিষ্কার করা হোক, প্রয়োজনে তাদের বেতন বৃদ্ধি করা হোক। নির্বাচনের শুরুতে এবং মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে প্রতিটি সংসদ সদস্যের সম্পদের হিসেব নেয়া হোক, হিসাব না দিতে পারলে অতিরিক্ত সম্পদ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হোক। | ১ |
| | রাজনীতি থেকে আয়ের পথ বন্ধ করার আইন করতে হবে | ৬১৫ |
| | রাজনীতিক দলের সভা সমাবেশ উপলক্ষে সম্পূর্ণ গাইডলাইন প্রণয়ন করা | ২৬ |
| | স্বৈরাচার হিসেবে অভিযুক্তদের রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে। | ৫৪৩ |
| | কোন ধরনের খেলোয়াড়, নায়ক নায়িকা, গায়ক গায়িকা, একথায় রাজনীতিবিদ ব্যতীত কেউ সংসদ সদস্য হতে পারবে না। যদি সংসদ সদস্য হতে হয় তবে সবকিছু বাদ দিয়ে সরাসরি রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত থাকতে হবে। | ৪৪ |
| | রাজনীতিবিদরা সংসদের কাছে USA/UK এর মত দায়বদ্ধ থাকবে। | ৪ |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন |
|---|---|---|
| **মৌলিক অধিকার** | মৌলিক অধিকারগুলো সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে | ২৪৪৭ |
| | জাতি, ধর্ম, জেন্ডার ভিত্তিতে সকলের সমান অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। | ১৮০১ |
| | প্রতিটি নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। | ১১৯৭ |
| | সব ধরনের ভোটের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে | ১৩০০ |
| | মৌলিক অধিকারের সর্বোচ্চ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে | ১০৩০ |
| | নাগরিকদের অধিকার ক্ষুন্নকারী সকল আইন সংশোধন করা হোক | ৭১২ |
| | নাগরিকদের মানসিকতা উন্নয়নে বিশেষ উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন | ১ |
| | অনুচ্ছেদ ১৫ মৌলিক প্রয়োজনকে মৌলিক অধিকার রূপান্তর করা, অধিকার আদায়ে রিট করার সুযোগ থাকা। | ৩০৯ |
| | সবার সমান অধিকার ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। সমানুপাতিক হারে সবার রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে | ৫৩৪ |
| | বৈষম্য সৃষ্টির পথ বন্ধ করতে হবে। বৈষম্য সৃষ্টিকারী সকল আইন বাতিল করতে হবে। | ১৮৯০ |
| | আয় বর্হিভূত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হোক। পাচারকৃত সম্পদ ফিরিয়ে আনতে হবে | ৭৯২ |
| | মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার সংরক্ষণের কার্যকর নীতিমালা তৈরি করা এবং নিরাপত্তা বাহিনীর ক্ষমতার অপব্যবহার প্রতিরোধ করা। | ২০০ |
| | কোরআনের আলোকে সকল ধর্মের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে | ১৫৪৯ |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন |
|---|---|---|
| **ধর্ম** | রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম রাখা হোক। | ১৪৯৬৭ |
| | রাষ্ট্রধর্ম বাদ দেয়া হোক | ২৩৯১ |
| | রাষ্ট্রধর্ম বলে সংবিধানে কিছু থাকার দরকার নেই। রাষ্ট্রধর্ম বাদ দিয়ে রাষ্ট্রকে সেকুলার তৈরী করা। রাষ্ট্রের কোনো ধর্ম থাকতে পারে না। | ১৩১৯ |
| | ধর্মহীন না করে সকল ধর্ম পালনের এবং সকল ধর্মের লোকের বসবাসের ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা দিতে হবে। | ৪০৯ |
| | ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হোক। ধর্ম নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে। | ২১৭০ |
| | ধর্ম নিরপেক্ষতা বাদ দেয়া হোক। ধর্ম নিরপেক্ষতা বাদ দিয়ে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ কথা সংযোজন করতে হবে। | ৭৮৪ |
| | কোনো সাম্প্রদায়িকতা থাকবে না। | ৮২০ |
| | সব ধর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। সবাই সমান অধিকার নিয়ে বসবাস করুক। | ১২৮০ |
| | সকল ধর্মের মানুষ স্বাধীনভাবে ধর্ম চর্চার সুযোগ থাকতে হবে। | ৫৭৯ |
| | নাস্তিকতা,ধর্মনিরপেক্ষতাও কাদিয়ানী নিষিদ্ধকরণ। | ৭৮৩ |
| | বাংলাদেশে ইসকন নিষিদ্ধ করা হোক | ৫০২ |
| | সংবিধানে কোন একক ধর্মের বানী থাকা যাবে না | ৫৯ |
| | সকল ধর্মের মানুষের অধিকার সুনিশ্চিত করা। | ৩৩০ |
| | সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সম্প্রদায়ের অনুভূতিতে আঘাত করে এমন কিছু অন্তর্ভুক্ত না করা। | ১৫০০ |
| | ধর্মীয় মূল্যবোধে আঘাত লাগে এমন কাজ কাউকে বাধ্য করা যাবে না। | ৭৮৩ |
| | সকল ধরনের ধর্মীয় সমালোচনার সুযোগ রাখতে হবে। | ৪৬ |

| | | |
|---|---|---|
| | সকল ধর্মের সমমর্যাদা, সুযোগ ও সমান অধিকার নিশ্চিত করা হোক। সকল মানুষের স্বাধীনভাবে ধর্ম চর্চার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। | ৮২৩ |
| | রাষ্ট্রের ধর্মীয় মূল্যবোধ, আইনের সংরক্ষণ ও প্রয়োগের লক্ষ্যে সকল ধর্মের অংশগ্রহণে একটি স্বাধীন ধর্মীয় সুরক্ষা কমিশন থাকতে হবে | ৩০ |
| | মসজিদ/গির্জা এবং রাষ্ট্রের যথাযথ পৃথকীকরণ। সব ধর্মকে সমানভাবে দেখতে হবে। রাষ্ট্রকে নিরপেক্ষ হতে হবে। | ৭০ |
| | সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ধর্মনিরপেক্ষতা শক্তিশালী করা। ধর্মীয় ও জাতিগত বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আইন সংযোজন। ধর্মীয় উগ্রবাদ ও বিভাজনের রাজনীতি বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ। | ১৫৭ |
| | ধর্মভিত্তিক রাজনীতি বন্ধ করতে হবে। রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হবে। | ১১৪০ |
| | ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার বানানো যাবে না | ১৩৯৪ |
| | এলজিবিটিকিউ-এর নীতি কখনো গ্রহণ করা যাবে না | ১১০৮ |
| | এলজিবিটিকিউ-এর নীতি গ্রহণ করা হোক, এটি মানুষের অধিকার। ৩৭৭ ধারা বাতিল চাই | ৪০ |
| | প্রত্যেক মুসলমানের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ বাধ্যতামূলক করতে হবে। | ১৫০ |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন |
|---|---|---|
| **শিক্ষা, স্বাস্থ্য** | শিক্ষার সকল দায়িত্ব রাষ্ট্রকে নিতে হবে | ১৪৯২ |
| | শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষাকে মূলনীতি থেকে মৌলিক অধিকারে নিতে হবে | ১৬০২ |
| | নাগরিকদের জন্য স্বাস্থ্য ও শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে নিশ্চিতকরণ। | ৩৩৫ |
| | শিক্ষা, কৃষি ও চিকিৎসা হবে রাষ্ট্রের প্রথম প্রাধান্য। প্রতি অর্থবছরে সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ থাকবে এই দুই খাতে | ৬১৭ |
| | শিক্ষার্থী ও গবেষকদের জন্য সরকারি তহবিল বৃদ্ধি। কারিগরি ও পেশাগত শিক্ষা: শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানের জন্য প্রস্তুত করতে কারিগরি শিক্ষার প্রসার। | ১০৯ |
| | শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার মান বাড়াতে হবে | ১০০ |
| | সৎ, নিরপেক্ষ ও শিক্ষা অনুরাগী শিক্ষক নির্বাচন। | ৫৯০ |
| | সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাজনীতি মুক্ত করে আইন প্রণয়ন | ৪৭১ |
| | শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটানো। | ৫৫০ |
| | মাধ্যমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করতে হবে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি করে প্রাইভেট কোচিং বন্ধ করতে হবে। | ১০৯ |
| | শিক্ষার মাধ্যম হতে হবে শুধুমাত্র বাংলা ভাষা | ১০১ |
| | শিক্ষা অবশ্যই কর্মমুখী হতে হবে। নীতি-নৈতিকতার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। শিক্ষকদের ও শিক্ষার্থীদের রাজনৈতিক কার্যক্রমে রাখার দরকার নেই। রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগ বন্ধ করতে হবে | ৭১৭ |
| | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যেনো প্রকৃত মানুষ তৈরীর কারিগর হতে পারে সে ব্যবস্থা তাদের করে দিতে হবে। সকল বিষয়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিতই হবে আগামীর সংবিধানের মূল লক্ষ এটাই আশাকরি। | ২৭৯ |
| | নাগরিকদের তাদের অধিকার এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে শিক্ষিত করা। | ৩৪ |
| | ধর্ম শিক্ষার দায়িত্ব সরকার নেবে। ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে | ৯০ |
| | প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত ধর্মীয় (ইসলাম) শিক্ষাকে সাংবিধানিকভাবে বাধ্যতামূলক করতে হবে | ১৮৭৭ |
| | স্কুল হতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনো পাঠ্যপুস্তকে আল্লাহ, কোরআন, ইসলাম ও সর্ব শেষ নবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শান - মানে আঘাত ও ইসলাম বিরোধী কোনো লেখা থাকতে পারবে না। | ১৬০১ |
| | মাদ্রাসা ও স্কুল দুই পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদানের মাঝে অসংগতি পরিলক্ষিত হয়। স্কুলে ধর্মীয় শিক্ষার কারিকুলামে সুবিন্যস্ত বা পরিপূর্ণ ধর্মজ্ঞানের অভাব স্পষ্ট! আবার মাদ্রাসা শিক্ষাতে একই শ্রেণিতে ধর্মের একাধিক বিষয় থাকে ফলে যথাযথ শিক্ষার্জন করা সাধারণ শিক্ষার্থীর জন্য কষ্টকর। ফলে জানা বা শেখার উদ্দেশ্যে না পড়ে ছাত্ররা পরীক্ষায় পাস করার জন্য পড়ে।ফলশ্রুতিতে বিষয়গুলোর শিক্ষা অর্জনের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থতাই পর্যবসিত হচ্ছে। | ১১ |
| | মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের সর্বোচ্চ পদে কোনো অমুসলিম বা বামপন্থীকে নিয়োগ দেয়া যাবে না। | ১৩৪ |
| | শিক্ষা ব্যবস্থায় দূর্নীতি মুক্ত করা,সেশন জট হ্রাস।কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের চাকরির সুযোগ দেওয়া। | ৫৯১ |
| | ১ম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ৩ সেমিস্টার পরীক্ষা চালু করা হোক।এতে করে আমাদের সন্তানরা সবসময়ই পড়াশোনায় মনোযোগী হবে।চিন্তা থাকবে পরীক্ষার। অর্ধ বার্ষিক, বার্ষিক এই নিয়ম বাতিল করা হোক। | ১১ |
| | মন্ত্রী, এমপি, চেয়ারম্যান মেম্বার, সচিব থেকে শুরু করে সরকারি কর্মকর্তাদের সন্তানদের দেশে শিক্ষা ও চিকিৎসা নিতে হবে। | ৮৯১ |
| | চিকিৎসার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। সাধারণ জনগণের জন্য চিকিৎসা ব্যবস্থা ফ্রি করা। | ১২৯০ |
| | স্বাস্থ্য খাতে ডাক্তারদের কমিশন বাণিজ্য বন্ধ করতে হবে। | ৭০১ |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন |
|---|---|---|
| | রাষ্ট্রের সকল জনগণের জন্য স্বাস্থ্য বীমা চালু করতে হবে | ৪৯ |
| | কেউ শিক্ষকতা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পেশায় কাজ করলে তিনি প্রাইভেট টিউশন ক্লাস বা প্রাইভেট ক্লিনিক বা চেম্বার খোলার অনুমতি পাবেন না। | ১০ |
| | জনসংখ্যার সাথে তাল মিলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় বাড়াতে হবে। | ৩১ |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন |
|---|---|---|
| **গণমাধ্যম ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা** | স্বাধীন গণমাধ্যম নিশ্চিত করা হোক | ১৭৭৬ |
| | স্বতন্ত্র গণমাধ্যম কমিশন গঠন | ৪১০ |
| | সকল নাগরিকের মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হোক | ২২৯০ |
| | সংবাদপত্র ও টিভির মালিকানা নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের হাতে দেয়া হোক | ১১০৮ |
| | সরকারি বেসরকারি টেলিভিশনে সংবাদ পাঠকারী মহিলার মাথার চুল, গলদেশ, ও বক্ষ  প্রদর্শন করা যাবেনা, তাই সংবাদ পাঠকারিনী হিজাব পরিধান করে সংবাদ পাঠ করা বাধ্যতামূলক করতে হবে। | ৭০ |
| | বাকস্বাধীনতা ও মানবাধিকার সুরক্ষা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার পূর্ণ নিশ্চয়তা। | ১৩৪৮ |
| | রাষ্ট্র প্রত্যেক নাগরিকের বাকস্বাধীনতার অধিকার, শান্তিপূর্ণভাবে সমবেত হওয়ার স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেবে। | ৭৮০ |
| | কোর্টের অনুমতি ছাড়া কোনো সাধারণ নাগরিকের ফোন বা ইন্টারনেট কার্যকলাপ নজরদারি করা যাবে না। | ৫৯০ |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন |
|---|---|---|
| **প্রজাতন্ত্র - (স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র, জাতীয় পতকা, জাতীয় সংগীত, জাতীয়তা)** | প্রজাতন্ত্র শব্দ পরিবর্তন করা হোক। প্রজাতন্ত্র-এর বদলে জনতন্ত্র। গণপ্রজাতন্ত্রী নয়, শুধু গণতন্ত্রি বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। | ৫০ |
| | স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ঠিক করতে হবে | ১৬৬ |
| | জাতীয়তাবাদের স্থলে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ স্থাপন করতে হবে | ১৬৩৪ |
| | সবাই বাংলাদেশী পরিচয়ে পরিচিত হবে | ৫৫৯ |
| | প্রত্যেক জনগোষ্ঠির নিজ নিজ জাতিসত্তার পরিচয় সংবিধানে স্বীকৃতি দেবে | ২০ |
| | জাতীয় সংগীত পরিবর্তন করতে হবে বা বাদ দিতে হবে | ৬৬৫ |
| | জাতীয় সংগীত পরিবর্তন করা যাবে না | ২১০ |
| | সংসদ সদস্য, মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি দুই দেশের নাগরিক হতে পারবে না। দ্বৈত নাগরিক হলে নির্বাচন করতে পারবে না। স্ত্রী, সন্তান, মা-বাবা ভিন্ন দেশের নাগরিক হতে পারবে না।  বিদেশে কোনো স্থায়ী সম্পদও থাকতে পারবে না | ২৫৫০ |
| | রাজনীতিতে নেতৃত্ব দেয়া পরিবারের সবাইকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব থাকতে হবে, দুই দেশের পাসপোর্টধারী হওয়া যাবে না। | ৪৮০ |
| | আমলা, বিচারক ও পুলিশ প্রশাসনের দুই দেশের নাগরিকত্ব থাকতে পারবে না | ১৪৫১ |
| | কোন সরকারি অফিসে কোনো রাজনৈতিক ছবি থাকতে পারবে না। ছবি থাকলে জাতীয় চার নেতার ছবি থাকতে হবে। | ৫৮৭ |
| | বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় সকল ফাউন্ডিং ফাদারদের যথাযথ সম্মান দেখাতে হবে | ৬৫১ |
| | অফিস আদালতে কিংবা সরকারি বা আধাসরকারি সব স্থানে শেখ মুজিবুর রহমান কিংবা প্রধানমন্ত্রীর ছবি রাখা যাবে না | ২৫৬৫ |
| | টাকায় কারো ছবি রাখা যাবে না, | ৭ |
| | সর্বশেষ সরকারের আমলে যুক্ত করা তফসিলগুলো নিয়ে সমালোচনা থাকলে সেগুলো বাদ দিতে হবে। যেমন ৭ই মার্চের ভাষণ এবং ২৬মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণা। | ১৪১০ |
| | জয় বাংলাকে জাতীয় শ্লোগান হিসেবে ধরে রাজনৈতিকভাবে এর ব্যবহার বন্ধ করতে হবে | ২৮৪ |
| | দ্বৈত জাতীয় ভাষা, বাংলা এবং ইংরেজি। সমস্ত সরকারী নিয়ম, বিজ্ঞপ্তি, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি উভয় ভাষা ব্যবহার করে প্রকাশ করতে হবে। | ৫ |
| | ১। সংবিধানে "ইসলামিক রিপাবলিক অব বাংলাদেশ" ঘোষণা করতে হবে। কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস —এ চারটিকে সংবিধানের মুল স্তম্ভ ঘোষণা করতে হবে।<br>২। কাজী নজরুল ইসলামকে জাতীয় কবি স্বীকৃতি দিয়ে তাঁর রচিত দেশাত্মবোধক সঙ্গীতকে (ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি অথবা অন্য যে কোনোটি) জাতীয় সংগীত করতে হবে।<br>৩। সাংবিধানিক ব্যাখ্যা, আইন প্রণয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন, বিচার ও সংসদীয় ব্যবস্থার পাশাপাশি "সুপ্রিম উলামা কাউন্সিল" গঠন করতে হবে। | ১০ |
| | ভারত পন্থী, পাকিস্তান পন্থী, চায়না পন্থী বা অন্য কোনো দেশ পন্থী না হয়ে বাংলাদেশ পন্থী হতে হবে। | ১৭০ |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন |
|---|---|---|
| সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসন | সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো স্বাধীনভাবে কাজ করা নিশ্চিত করতে হবে | ১৭৯০ |
| | সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো রাষ্ট্রপতির কাছে জবাবদিহি করবে, সরকারের কাছে নয় | ১৪৬ |
| | কর্ম কমিশনে পরিবর্তন নিয়ে আসা, রাজস্বভুক্ত সকল ৯ম ও ১০ গ্রেডের সরকারি চাকরি বিসিএস এর আওতায় ক্যাডার+নন ক্যাডারে নিয়ে আসা। | ৯০ |
| | এক ব্যক্তিকে একাধিক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে না দেওয়া। | ১৯৮ |
| | পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে স্বাধীনভাবে কাজ করার ব্যবস্থা রাখতে হবে | ৭৩০ |
| | ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এমনকি সংসদকে জবাবদিহীতার আওতায় আনা। আইন শৃঙ্খলা বাহিনী, সশস্ত্র বাহিনী, ইন্টেলিজেন্স ইউনিট এবং সংবাদ মাধ্যম গুলোতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও দেশ প্রেমিক জনবল নিয়োগ দান করা। | ১৯ |
| | স্বাধীন শিক্ষাকমিশন গঠন করার বিধান এবং বেকারত্ব কমিশন বিধান প্রণয়ন করার আইন সংবিধানে যুক্ত করতে হবে। | ১৩ |
| | রাষ্ট্রীয় সকল প্রতিষ্ঠান দলীয়করণ ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের বাইরে রাখতে হবে | ৬৭ |
| | আন্তক্যাডার বৈষম্য দূর করতে সংবিধানে নির্দেশনা থাকতে হবে। | ১ |
| | প্রতিটা মন্ত্রণালয় স্ব স্ব ক্যাডার দ্বারা নিয়ন্ত্রণ কর্যতে হবে। | ৭৪৩ |
| | ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে জবাবদিহিতার জন্য স্বাধীন ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে হবে | ১০৯২ |
| | ১. ওএসডি প্রথা একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা, যেখানে কর্মকর্তাদের কোনো নির্দিষ্ট দায়িত্বে নিযুক্ত না করে আলাদা রাখা হয়। অদক্ষ বা দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তাদের কোনো দায়িত্ব ছাড়া রাখার মাধ্যমে তারা কার্যকরভাবে তাদের পদে থেকে জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখতে পারেন না। ওএসডি প্রথা বাতিল করলে, কর্মকর্তাদের মধ্যে দায়িত্বশীলতা ও সততার বৃদ্ধি ঘটবে, এবং প্রশাসন আরও দক্ষ হবে।<br>২. বাংলাদেশে সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি বা অনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য দৃশ্যমান শাস্তি ব্যবস্থা নেই। চাকুরিচ্যুতির বিধান চালু হলে কর্মকর্তারা বুঝবেন যে দুর্নীতির জন্য তাদের চাকরি হারাতে হবে। এতে সরকারি কর্মকর্তারা আরও সতর্ক থাকবেন এবং প্রশাসনে দুর্নীতির প্রবণতা কমবে। এটি প্রশাসনিক স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে। | ২ |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন |
|---|---|---|
| সরকারি সেবা ও প্রশাসন | সরকারি সেবা পেতে হয়রানি বন্ধ করা হোক | ১৫৮৩ |
| | সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও কমিশনে চাকরিজীবিদের রাজনীতি ও লেজুরভিত্তিক কার্যক্রম বন্ধ করতে হবে | ৯৭৯ |
| | সরকারি কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হোক | ১১৪৩ |
| | সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব ইন্টারনেটের মাধ্যমে জনগনের সামনে উন্মুক্ত থাকতে হবে | ৯৩ |
| | সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এলে তাৎক্ষণিক চাকরি থেকে অব্যহতি | ৬৮০ |
| | সরকারি সকল ক্ষেত্রে দালাল নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন | ১০০ |
| | সরকারি কর্মচারীগণ সাধারণ জনগণকে স্যার বলে সম্বোধন করবেন | ১৮৭ |
| | সরকারি দপ্তরে শূন্য পদে লোক নিয়োগ বিষয়ে আরো উপযোগী ব্যবস্থা নেয়া দরকার। | ২১ |
| | সরকারি ও বেসরকারি প্রতিটি কর্মজীবী মানুষের বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাধ্যতামূলক জমা দিতে হবে | ৫৩২ |
| | সরকারি অফিস এর দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে। ভূমি অফিস, পাসপোর্ট অফিসে সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি হয়। সেটা বন্ধ করতে হবে। | ৭৭৬ |
| | সরকারি চাকুরিতে পোষ্য কোটা বাতিল করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়েও পোষ্য কোটা বাতিল করতে হবে। | ৫৫ |
| | সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জনবান্ধব হতে হবে | ৫৪৮ |
| | সরকারি আমলাদের সন্তান স্ত্রী দেশের বাইরে থাকতে পারবে না, | ৯০০ |
| | সরকারি আমলাদের সরকারের কাজের সমালোচনা করার সুযোগ দিতে হবে | ৫ |
| | সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে অভিন্ন পে-স্কেল এবং পদোন্নতি ধারা প্রবর্তন করতে হবে | ৭ |
| | সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের ৫ বছর পূর্ণ না হলে রাজনীতিতে যুক্ত হতে পারবেন না | ২ |
| | সরকারী চাকরীতে প্রশ্নফাঁসের সাথে জড়িত পরীক্ষার্থী, দালাল, ও কর্মচারীকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিতে হবে | ১ |
| | সরকারি চাকুরিজীবিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এলে দ্রুত তদন্ত করতে হবে। অভিযোগ প্রমাণ হলে চাকুরিচ্যুত করতে হবে, বদলি বা ওএসডি নয়। | ২০ |
| | সরকারি কর্মচারী কর্মকর্তারা কোন দুর্নীতি করলে এবং তা ধরা পড়লে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হবে। এবং তাদের বিধি বহির্ভূত ভাবে অর্জিত সম্পত্তি গুলো বাজেয়াপ্ত করতে হবে। | ২ |
| | সরকারি চাকরিজীবীরা সংসদের কাছে USA/UK এর মত দায়বদ্ধ থাকবে। | ১১ |
| | সকল সরকারি অফিসের সামনে একটি অভিযোগ বাক্স রাখতে হবে যেন মানুষ তাদের মতামত জানাতে পারে। সে অনুযায়ী ব্যবস্থাও নিতে হবে। জনগণকে তা জানাতে হবে। | ৭ |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন |
|---|---|---|
| | কোনো আমলা ন্যূনতম দুর্নীতি করলে কঠোর শাস্তি দিতে হবে। ১০ বছর জেল এবং সেই অনুপাতে জরিমানা। | ২ |
| | দুর্নীতি করলে সম্পদ বাজেয়াপ্ত করতে হবে | ৯০৯ |
| | সকল নিয়োগ স্বাধীন সরকারি কর্ম কমিশনের মাধ্যমে হতে হবে। | ১০৭৬ |
| | উন্নত বিশ্বের মতো প্রশাসন তৈরী হোক। | ১২৯ |
| | প্রত্যেকটা সরকারি সেক্টরে অনলাইন সিস্টেম চালু | ১৪ |
| | কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন বাড়ানো হোক, দুর্নীতি কমবে | ১০ |
| | আমলাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য আলাদা সাংবিধানিক কমিশন গঠন করা যেতে পারে। একই রকম কমিশন পুলিশের জন্যও হতে হবে । | ৮৯ |
| | সচিবালয়ের বিকেন্দ্রীকরণ দরকার। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ | ১২০১ |
| | সচিবরা স্ব স্ব ক্যাডার থেকে নির্বাচিত হবেন | ৬৪১ |
| | সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো বা কোম্পানিগুলোতে শ্রমিক কর্মচারীদের অঙ্গসংগঠন তৈরি বা রাজনীতি করা যাবে না। | ১৫ |
| | জনপ্রতিনিধি বা সরকারি উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তার দ্বৈত নাগরিকত্ব থাকা যাবে না, দ্বৈত নাগরিক হলে টাকা পাচার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকবে, | ৭৯৩ |
| | ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে সরকারি কর্মকর্তাদের পারফরম্যান্স নিরীক্ষণ এবং তাদের বিরুদ্ধে স্বচ্ছ ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যবস্থা থাকতে হবে। | ৭০ |
| | রাষ্ট্রের বেতনভোগী সাংবিধানিক পদ ও প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের ক্ষেত্রে পরীক্ষা পদ্ধতি ও নৈতিকতার মানদন্ড বিষয়ে বিধান করা। | ৮ |
| | প্রতিটি সরকারি কর্মচারী, কর্মকর্তা ও কর্তাব্যক্তিদের চুক্তিভিত্তিক ব্যবস্থার অধীনে কাজ করতে হবে। এতে করে আমরা সহজেই দুর্নীতি ও কলুষিত ব্যবস্থা রোধ করতে পারি। | ২ |
| | যেকোনো ধরনের কোটা কোনো ব্যক্তি জীবনে একবারের বেশি ব্যবহার করতে পারবে না। | ৩৩ |
| | প্রশাসনে ও সশস্ত্র যেকোনো বাহিনীতে রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত কোনো ব্যক্তি চাকরি পাবে না | ৪ |
| | সরকারি কর্মকর্তা ও রাজনীতিবিদের(নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি) সন্তান বিদেশে পড়াশোনা করতে পারবে না। সরকারি কর্মকর্তা ও রাজনীতিবিদ(নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি) সহ তাদের সন্তান, পিতা মাতা, শশুর-শাশুরী বিদেশে চিকিৎসা নিতে পারবে না। সরকারি কর্মকর্তা ও রাজনীতিবিদ(নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি) সহ তাদের সন্তান, পিতা মাতা, শশুর-শাশুরীর ব্যাংক হিসাব সমূহ সর্বদা নজরদারি করা হবে। | ১ |
| | দেশের সরকারি-অসরকারি সকল দপ্তর তাদের নিজ দায়িত্ব পালনের সময়সীমা বেঁধে দিবে। তার পরও ঐ কাজ সম্পন্ন না হলে যৌক্তিক কারণ প্রকাশ্যে উপস্থাপনে বাধ্য হবে। সরকারি নানা তথ্য 'গোপনীয়' অভিধা দিয়ে আমলাদের নিরঙ্কুশ নিরাপত্তা প্রদান করা চলবে না। সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা শতভাগ নিশ্চিতে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। | ৪ |
| | সামরিক বাহিনীর প্রধান এবং উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তারা দায়িত্বে থাকাকালীন সামরিক বাহিনী ব্যতিত অন্য কোনো ক্ষেত্রে দায়িত্বগ্রহণ করতে পারবে না। দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য হবে। | ৭ |
| | কোনো নিয়ন্ত্রক সংস্থার কোনো সদস্য কোনো কোম্পানি বা শিল্পের জন্য কাজ করতে পারবেন না যে ক্ষেত্রে তিনি নিয়ন্ত্রিত ছিলেন। | ৫৬ |
| | রাজনীতির মাধ্যমে যাতে টাকা পয়সা উপার্জন করা না যায় সেই ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে হবে। রাষ্ট্রীয় সমস্ত ক্রয় বিক্রয় চুক্তি জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে। পাঁচ কোটি টাকার উপরে সমস্ত টেন্ডার সাংবাদিকদের সামনে উন্মুক্ত করতে হবে। | ৩৯ |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন |
|---|---|---|
| **কৃষক, শ্রমিক, অর্থনীতি, পরিবেশ** | ইসলামিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করা হোক | ১৫৩০ |
| | ধনী-গরীব বৈষম্য হ্রাস এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা হোক | ২০২ |
| | কৃষকের পণ্যমূল্য ও শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করুন | ৮৫৭ |
| | কোনো অসাধু চক্র যেন বাজার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে জনগনের সাথে তামাশায় লিপ্ত হতে না পারে তার স্পষ্ট রুপরেখা থাকতে হবে। | ১ |
| | পরিবেশ সুরক্ষা ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতে পরিবেশ বিষয়ক বিশেষ ধারা অর্ন্তভুক্ত করা হোক। পরিবেশ রক্ষার জন্য বিশেষ আইন প্রণয়ন ও কঠোর প্রয়োগ। | ১০ |
| | কৃষি ফসলের ন্যায্যমূল্য নির্ধারণে রাষ্ট্রের সঠিক ব্যবস্থাপনা জরুরি। | ১ |
| | পরিবেশের ক্ষতিকারক কোনো প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে না | ১০ |
| | প্রবসী সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করতে হবে | ৫৩৫ |
| | সরকারি অর্থায়নে কৃষকদের বীজ, সার, কীটনাশক, কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সংযুক্ত করতে হবে | ৫৫ |
| | বাজার ব্যবস্থাপনা সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। কৃষকের উৎপাদিত পণ্য সরাসরি সরকারি ব্যবস্থাপনায় ভোক্তার হাতে পৌঁছাবে যাতে কৃষক ন্যায্য মূল্য পায় | ৭৮ |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন |
|---|---|---|
| | শ্রমিকদের জন্য রেশনের ব্যবস্থা করতে হবে। | ৪৭৭ |
| | রাষ্ট্র তার সকল নাগরিকের সাথে ন্যায্য আচরণ নিশ্চিত করবে, তার নাগরিকদের জন্য মর্যাদাপূর্ণ জীবন নিশ্চিত করবে এবং সেই প্রভাবে একটি দেশব্যাপী ন্যূনতম মজুরি প্রতিষ্ঠা করবে যা প্রতি 5 বছরে সংশোধিত হবে। | ৪ |
| | শ্রমজীবী মানুষের অধিকার সুরক্ষার জন্য কঠোর আইন চাই। | ৩৩ |
| | কালো ধোঁয়া বের হয় এমন সকল গাড়ি নিষিদ্ধকরণ | ২২ |
| | প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ সংরক্ষণে কঠোর আইন | ৩৪ |
| | ১. পরিবেশগত বিপজ্জনক অপরাধের জন্য আরও কঠোর আইন প্রয়োগ করা উচিত।<br>২. পরিবেশ দূষণ ন্যূনতম থেকে কমিয়ে নিশ্চিত করার জন্য একটি নিবেদিত টেকসই ব্যবস্থা প্রয়োগ করা উচিত।<br>৩. পরিবেশ বিরোধী কর্মগুলিকে অপরাধী করা উচিত এবং সেই অনুযায়ী জরিমানা করা উচিত। | ৫৯ |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন |
|---|---|---|
| **পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠি, আধিবাসী, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি** | আধিবাসী সমস্যা দূর হোক | ২৩৪ |
| | আদিবাসী ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অধিকার নিশ্চিত করতে হবে | ৯৬৭ |
| | ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি বা উপজাতির বদলে ট্রাইব বলা যায় | ১ |
| | উপজাতিরা উপজাতি হিসেবেই থাকবে। আদিবাসী করা যাবে না। | ৫ |
| | ট্রাইব অধ্যুষিত কিছু এলাকা সংরক্ষিত ঘোষণা করতে হবে। নন-ট্রাইবরা সেখানে স্থায়ী ও অস্থায়ী সম্পত্তি অর্জন করতে পারবে না। রাষ্ট্রের প্রয়োজনে সরকার সম্পত্তি নিতে পারবে | ৮০ |
| | পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকতে হবে | ২৯৮ |
| | সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় গঠন করতে হবে | ৬৫২ |
| | আদিবাসী, নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী, সংখ্যালঘু, উপজাতি ইত্যাদি ট্যাগে জনগণকে বিভাজন করা চলবে না। | ১৩৭ |
| | সংবিধানে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠি ও আধিবাসীদের যথাযথ স্বীকৃতি থাকতে হবে। সংখ্যালঘুসহ যারা নিজেদের ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করে আসছে তাদের নিরাপত্তা ও বিকাশকল্পে পৃথক অনুচ্ছেদ থাকতে হবে। | ৮৯৩ |
| | সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা ও অধিকার সংরক্ষণে ধারা সংযোজন। | ১১০৯ |
| | সংখ্যালঘুদের অধিকার ও সম্পদ রক্ষায় বিশেষ বিধান রাখা হোক | ৯১৭ |
| | কাউকে ছোট বা হেয় করা যাবে না। কারো অধিকার হরণ করা যাবে না | ৩০৯ |
| | সংখ্যালঘুসহ যারা নিজেদের ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠী হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে চিহ্নিত করে আসছে তাদের নিরাপত্তা ও বিকাশকল্পে পৃথক অনুচ্ছেদ থাকতে হবে। | ৪৪৩ |
| | বিদেশী সংস্কৃতির আগ্রাসন থেকে দেশীয় সংস্কৃতি রক্ষা করা হোক | ২০২ |
| | পার্বত্য শাসন বিধি ১৯০০ একটি জাতি গোষ্টিকে সুবিধা দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র তাই এখানের সকল জাতিগোষ্ঠী সর্বপরি, সমগ্র বাংলাদেশের আইন একটাই হওয়া সমুচিত। ভুমি সংক্রান্ত বিষয়ে স্থায়ী সনদপত্র, রাজা বা মং সার্কল, হেডম্যান প্রথা বাতিল করে দেশের অন্যান্য জেলার মত করে সাবরেজিস্টার নিয়োগ, হেডম্যান-এর স্থলে তফসীলদার নিয়োগ দেয়া। | ১০ |
| | কোন ধরনের কোটা থাকবে, না শূন্য কোটা থাকতে হবে। দেশে মেধার ভিত্তিতে সবকিছু হতে হবে। | ২৯০ |
| | বৈষম্যহীন সমাজ বাস্তবায়ন করা হোক। কোন প্রকার বিভাজন ও বৈষম্যের ঠাঁই যেন না হয়। | ১০৯০ |
| | দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষার জন্য সম্পদের ন্যায্য বণ্টন নিশ্চিত করা। | ৭৬৯ |
| | সংখ্যালঘুদের জন্য নিদিষ্ট আসন বরাদ্দ, সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় গঠন, সকল সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা,তাদের বিরুদ্ধে ঘটিত সহিংসতার বিচার করা, মন্দির সমূহের জমি মন্দিরকে ফেরত দেওয়া, চাকরী ক্ষেত্রে কেনো বৈষম্য না করা। | ১২৩৯ |
| | সংবিধানে ধর্মীয় সুরক্ষা নিশ্চিতের বিধান প্রণয়ন করে ভিন্ন মতের মানুষের জন্য সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় গঠন করা অতীব জরুরি বলে মনে করি | |
| | সংখ্যালঘুদের জন্য পৃর্থক নির্বাচন ব্যবস্থা | ৫৭ |
| | সকল ধর্মের মানুষের সমানাধিকার নিশ্চিত করে সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু ধারণা বাতিল করতে হবে। | |
| | সংবিধানে আদিবাসী স্বীকৃতি দিলে সংবিধান আন্তর্জাতিক মর্যাদাসম্পন্ন হবে। | ৪৪ |
| | যাবতীয় কোঠা পদ্ধতি বাতিল( স্থায়ীকরণ) এবং ভূয়া মুক্তিযোদ্বা তালিকা করে বাতিল নিশ্চিত করা। | ৮৮ |
| | সংসদে সংখ্যালঘুদের জন্য আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে | ১৭৭ |
| | সংবিধান সংস্কার করে বাংলাদেশের বসবাসরত ত্রিপুরাদেরকে আদিবাসী, উপজাতি কিংবা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতি না দিয়ে ত্রিপুরা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য মত প্রকাশ করছি। কেননা আমরা সবসময় ত্রিপুরা হিসেবে নিজেকে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দবোধ করি। আমাদের পরিচয় কখনও আদিবাসী, উপজাতি কিংবা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হতে পারে না। একটি জনগোষ্ঠীর পরিচয় কখনও ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে না। | ২ |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন |
|---|---|---|
| | সংবিধানে ধর্মীয় সুরক্ষা নিশ্চিতের বিধান প্রণয়ন করে ভিন্ন মতের মানুষের জন্য সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় গঠন করা অতীব জরুরি বলে মনে করি | ১২ |
| | প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করুন. মানসিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের একটি খুব বিশেষ সম্প্রদায় দেখার চেষ্টা করুন, যাদের সম্পত্তির অধিকার লঙ্ঘন করা হচ্ছে | ৩৪ |
| | প্রতিবন্ধী আইন প্রণয়ন করতে হবে | ১৭ |
| | প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন এবং রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য পাঁচটি আসন বরাদ্দ দিতে হবে। | ২৯ |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন |
|---|---|---|
| **কাউন্সিল** | গবেষক শ্রেণীর সমন্বয়ে একটি জাতীয় কাউন্সিলের ব্যবস্থা রাখা যারা সরকারকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহযোগিতা করবে। | ৫ |
| | ভেজাল নিয়ন্ত্রণে সংবিধানে বিধান রাখা হোক | ১৩৪ |
| | সকল জনগণের জন্য স্বাস্থ্য বীমা চালু করতে হবে | ৪১ |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন |
|---|---|---|
| **সংবিধানের মূলনীতি** | গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ বিষয়গুলো রাখতে হবে | ৬১৩ |
| | যে ৪ মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো তা বজায় রাখতে হবে | ১০৯৮ |
| | সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে হবে | ১৬৩৩ |
| | শরীয়ত সম্মত আইন অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বাস্তবায়ন করতে হবে। | ৩১৭৭ |
| | সাম্য, মানবিক মর্যাদাপূর্ণ, সামাজিক ন্যায় বিচার এবং কল্যাণ রাষ্ট্র গঠনের জন্য সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হোক | ৫ |
| | সংবিধানের মূলনীতি হোক আটটি বিষয়: সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র, গণপ্রতিরক্ষা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা, দেশীয় শিল্প-কৃষি-বন-নদী-বন্দর রক্ষা, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ও মানবিক মর্যাদা | ৩৪ |
| | শুধুমাত্র গণতন্ত্র হবে সংবিধানের মূলনীতি | ৪৩০ |
| | মৌলিক অধিকারগুলো সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে | ১৩৪৭ |
| | ধর্মনিরপেক্ষতা বাতিল করতে হবে | ৪১৩৫ |
| | ধর্মনিরপেক্ষতা রাখতে হবে | ১৬০৯ |
| | গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পাশাপাশি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন জরুরি | ৭০ |
| | সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র এক সাথে থাকতে পারে না | ১৮৩৬ |
| | মূলনীতি থেকে সমাজতন্ত্র বাদ দিতে হবে | ৩১১২ |
| | মূলনীতি থেকে সমাজতন্ত্র রাখতে হবে | ৬৯৪ |
| | বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমতা নিশ্চিত করা। প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যেমন সংখ্যালঘু, আদিবাসী, শ্রমজীবী, নারীদের জন্য বিশেষ অধিকার ও সংরক্ষণ। | ১৪ |
| | ২৪-এর গণঅভুত্থানের চেতনা ধারণ করতে হবে` | ৭৫৫ |
| | মুক্তিযুদ্ধের মূলনীতি ২৪-এর আকাঙ্ক্ষার সমন্বয় করতে হবে | ৫০৫ |
| | নারী-পুরুষের সকলের সমান অধিকার নিশ্চিত করতে হবে | ৩৬৪ |
| | সংবিধানে নারী অধিকার, নারী কোটা, সংখ্যালঘু, ধর্মনিরপেক্ষতা, বাক স্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হোক | ৮৭৮ |
| | সংবিধানে উল্লেখিত অধিকারগুলোর স্পষ্ট ভাষায় সংজ্ঞা থাকা উচিত, যেমন ব্যক্তিস্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা। এগুলো লঙ্ঘনের সুনির্দিষ্ট শাস্তি এবং প্রতিকার ব্যবস্থা সংযুক্ত করা প্রয়োজন। | ৬৬ |
| | ন্যায়বিচার ও সমতা নিশ্চিত করতে হবে/ধর্ম, জাতি বা লিঙ্গ নির্বিশেষে সবার সমান অধিকার নিশ্চিত করতে হবে | ৭৭ |
| | রাষ্ট্রের মূলনীতিতে ইসলামী মূল্যবোধ সংযোজন করা। সমাজতন্ত্রের পরিবর্তে মুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা করা। | ১৭০৯ |
| | বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ হতে হবে | ১০৫০ |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন |
|---|---|---|
| **আইন** | আইন ও প্রশাসন  সবার জন্য সমান নিশ্চিত করা হোক | ১৭৮৩ |
| | ইসলামী আইন ও অনুশাসন বাস্তবায়ন/ ইসলামী রীতি-নীতি অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করুন/ শরিয়াহ আইন অনুসরণ করুন | ৩০৯৮ |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন |
|---|---|---|
| | কুরআন ও সুন্নাহ্ অথবা ইসলামের আলোকে আইন প্রণয়ন করতে হবে। সকল আইন ইসলাম ধর্মানুযায়ী হতে হবে | ২০৮৭ |
| | কোরআন, সুন্নাহ্‌র সঙ্গে সাংঘর্ষিক কোনো আইন প্রণয়ন বা রাখা যাবে না | ৪৭০০ |
| | ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে সংবিধান সাজানো হোক। দেওয়ানী আইন (১৮৮০/১৮৮৬ সালের) ও ফৌজদারি আইনী দীর্ঘসূত্রতা কমাতে অনতিবিলম্বে যথাযথ, কার্যকর ও যুগোপযোগী আইন প্রণয়নে তৎপরতা দরকার | ৬০৩ |
| | মুহাম্মদ (সা:) সর্বোচ্চ মর্যাদা দেয়া হোক। নবীকে অবমাননা করলে কঠোর শাস্তির বিধান করতে হবে। মহামানব রসুল(সঃ) এর কটুক্তি করলে সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান রাখা। | ৩০৯১ |
| | যেকোনো ধর্ম নিয়ে কটুক্তি করলে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে | ৯৮০ |
| | ধর্মীয় মৌলবাদী সংগঠন নিষিদ্ধ করতে হবে | ৪৪ |
| | সকল নিষিদ্ধ কাজ ও নিষিদ্ধ পণ্য পুরোপুরি উৎপাদন এবং ব্যবসা লাইসেন্স বাতিল করতে হবে | ৩৪৫ |
| | সিন্ডিকেটের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড করা হোক বা সর্বোচ্চ শাস্তি দেয়া হোক | ৩৪৫ |
| | মধ্যস্বত্বোভোগী বিলুপ্তিতে আইন জারি করতে হবে | ১৭৯৩ |
| | আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও নিশ্চিত করা হোক | ৬০ |
| | মাদক জুয়া  পতিতাবৃত্তি, ঘুষ, দুর্ণীতি থেকে শুরু করে সমাজের জন্য ক্ষতিকর সকল অন্যায় কাজকে নিষিদ্ধ করতে হবে | ১৪০৯ |
| | চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, অন্যের সম্পত্তি দখল বন্ধ করা হোক | ৩৪ |
| | ক্ষমতার অপব্যবহার বন্ধে আইন থাকতে হবে | ১৭ |
| | কোনো রাজনৈতিক দল যেন আইনের অপব্যবহার করতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে | ৩৯ |
| | আইন-শৃংখলাবাহিনী ব্যক্তিগত জিনিস চেক করতে পারবে না না যতক্ষণ না সেটি দিয়ে অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে, এমন আইন চালু করা দরকার | ৪১২ |
| | মানি লন্ডারিং আইন কঠোরভাবে কার্যকর করা | ৮১ |
| | ধর্ষণের এক এবং একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জোর দাবি জানাচ্ছি। | ২০০ |
| | নতুন সংবিধানে সেনাশাসন বা রাষ্ট্রপ্রধানদের  গুপ্তহত্যার পুনরাবৃত্তি রোধে ব্যবস্থা থাকতে হবে। | ১ |
| | ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা, সাইবার নিরাপত্তা এবং ডিজিটাল অধিকার নিশ্চিত করতে ডিজিটাল যুগের উপযোগী ধারা সংযুক্তি। | ৯৯ |
| | ডিজিটাল সিকিউরিটি আইনসহ গুরুত্বপূর্ণ আইন বাস্তবায়নে সামরিক বাহিনীকে দায়িত্ব দেয়া হোক | ১ |
| | ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন বাতিল করতে হবে | ১০০৮ |
| | জাতীয় স্বার্থবিরোধী সকল আইন বাতিল করা হোক | ৬৫৯ |
| | সব কালো আইন বাতিল করা হোক | ১৩৫০ |
| | ৫৪ ধারা বাতিল করতে হবে | ৫০৫ |
| | কোনো ব্যক্তি বিশেষের সুরক্ষা আইন থাকলে রহিত করতে হবে। | ১১১ |
| | দেশের বেশিরভাগ আইন বিদেশীদের ছত্র-ছায়ায় তৈরি এসব আইনের বাস্তবিক প্রয়োগে এখন জটিলতা দেখা দিচ্ছে, এজন্য বিদেশীদের প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আইনকে হতে হবে কঠোর যাতে অপরাধি অপরাধ করার আগে বারবার ভাবে। চুরির শাস্তি হাত কাটা,  হত্যার শাস্তি ফাঁসি। | ১ |
| | হুইসেল ব্লোয়ারদের সুরক্ষা দেয়া হোক | ৬০ |
| | দেশের সকল নাগরিককে  বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ এর আইন সংবিধানে যুক্ত করা হোক। | ১৫৬০ |
| | সমকামিতা ,বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক, পর্নোগ্রাফি-এর বিরুদ্ধে কঠোর আইন সংবিধানে যুক্ত করা হোক | ৮১০ |
| | বিডিআর  হত্যার বিচার করার আইন প্রণয়ন করা। চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, বান্দরবানসহ পার্বত্য অঞ্চলে সেনাবাহিনী মোতায়েনের স্থায়ী ব্যবস্থা করা এবং এ অঞ্চলের সন্ত্রাসী কার্যক্রম বন্ধে স্থায়ী আইন প্রণয়ন। | ১১ |
| | দেশের টাকা কোনো এমপি,মন্ত্রী বিদেশে পাচার করতে পাবে না, সেসব বিধান প্রণয়ন করতে হবে। | ১২০১ |
| | পুরাতন আইন পরিবর্তন করে কার্যকরী আইন করতে হবে, শাসন ও বিচার ব্যবস্থায় জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। | ১২ |
| | জাতীয় সংসদে আইন পাসের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা বাতিল করে সকল দলের মধ্যে থেকে সংসদ সদস্য নিয়ে ভোটাভুটি করতে হবে। | ৪২ |
| | বাংলাদেশের প্রত্যেকটি নাগরিককে ১৮ থেকে ২০ বছরের ভিতরে ছয় মাসের বাধ্যতামূলক সামরিক ট্রেনিং এর জন্য একটি আইন করা হোক | ১৭৮২ |
| | আইনের সেবা ও বিচারের ক্ষেত্রে সংবিধানের কোনো অনুচ্ছেদ বাঁধা হলে তা সংস্কার করা হোক | ১৫৪ |
| | আইন প্রয়োগকারী ব্যক্তিকে সংশোধনের দিকে মনোনিবেশ করা উচিত। | ১১ |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন |
|---|---|---|
| | প্রচলিত আইন অনুযায়ী বাংলাদেশের যে কোন প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক সম্মতিতে শারীরিক সম্পর্ক করতে পারেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশে এ ধরনের আইনানুগ বৈধতা ধর্ম অবমাননা। যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। | ১ |
| | বন্যপ্রাণী ও পশুপাখিদের উপর সহিংসতা বন্ধে আইন প্রণয়ন করতে হবে। | ২২ |
| | সংখ্যালঘু ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির অধিকার রক্ষায় আইন থাকতে হবে। | ১৪৯২ |
| | গণহত্যাকারীদের মৃত্যুদণ্ড প্রদানের আইন করতে হবে | ৬৫ |
| | জনগণের জন্য ক্ষতিকারক সকল আইন বাতিল করতে হবে | ৩৩ |
| | বাল্যবিবাহ বন্ধে কঠোর আইন ও তার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে | ৬৮১ |
| | নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন আরো কঠোর করা হোক | ৪৬ |
| | শ্রম আইন ঠিক করা হোক | ৪০৮ |
| | প্রবাসীদের সুরক্ষায় আইন প্রণয়ন করা হোক | ১২০৯ |
| | নারী নির্যাতন আইনের মতো পুরুষ নির্যাতন আইন রাখা | ৬৬ |
| | দাঙ্গা বন্ধে আইন চাই। | ১ |
| | ব্যাংক কোম্পানি আইনের কঠোর বাস্তবায়ন করতে হবে | ১১ |
| | সরকার জনগণকে সকল তথ্য দিতে বাধ্য থাকবে | ৫ |
| | এমন একটি অ্যাপ দেশের জনগণের জন্য বাধ্যতামূলক করা হোক যার মাধ্যমে সকলে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে নথিভুক্ত থাকতে পারে | ২ |
| | ভুল চিকিৎসায় মারা গেলে চিকিৎসকের দন্ডের বিধান অথবা এ বিষয়ে যৌক্তিক আইন প্রণয়ন | ৫ |
| | কোনো ব্যক্তির অপরাধের জন্য পরবর্তী প্রজন্মকে সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা যাবে না | ৬৫ |
| | সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম নিয়ন্ত্রণে নীতিমালা তৈরি করতে হবে | ৭০৮ |
| | প্রতিটি আইন জনমতের ভিত্তিতে তৈরি করতে হবে | ৪৫৩ |
| | পুলিশ ভেরিফিকেশনের সময় রাজনৈতিক পরিচয় এর আইন রাখা যাবে না | ৭৭ |
| | ইন্টার ফেইথ মিনিস্ট্রি থাকবে | ৫ |
| | দেশের বাইরে দেশবিরোধী কাজে যুক্তদের বিচারের ব্যবস্থা করা | ৫০ |
| | সামরিক শাসনের আইন রাখা | ৪৫ |
| | আইন প্রণয়নে মজলিস আল সুরা পরিষদ গঠন করতে হবে | ২৭৬ |
| | দেশে কালো টাকা উপার্জনকারীদের মৃত্যু দন্ড দেয়া হোক | ১৯ |
| | পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনার আইন এবং পাচারকারীদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে | ৯৮১ |
| | যে কোন অপরাধের বিচার ৩ মাসের মধ্যে হতে হবে। বিচারক বা বিচারকার্যে নিয়োজিত ব্যক্তির দুর্নীতির সাজা তাৎক্ষণিক মৃত্যুদণ্ড হবে | ৮৯৫ |
| | রাষ্ট্রের আইনসভা, নির্বাহী এবং বিচার বিভাগের মধ্যে সুনির্দিষ্ট পৃথকীকরণ থাকবে এবং সেই প্রভাব নিশ্চিত করার জন্য নির্বাহী শাখার প্রধানের কোনো আইন প্রণয়ন ক্ষমতা থাকা উচিত নয় | ২ |
| | যেকোনো ধরণের অটোমেটিক বা সেমি অটোমেটিক এসল্ট রাইফেল, সাবমেশিনগান ইত্যাদি আন্দোলনরত কোনো সাধারণ মানুষের উপর ব্যবহার করা যাবে না। প্রাথমিকভাবে প্রটেক্টিভ গিয়ার সহ "দাঙ্গা পুলিশ" মোতায়েন করা হবে এবং আন্দোলন যদি সহিংস পর্যায়ে পৌছায় কেবল তবেই অস্ত্র সহ পুলিশ মোতায়েন করা যাবে। | ৪ |
| | দেশকে বিভক্ত করার শাস্তির বিধান রাখতে হবে। | ২ |
| | সরকার প্রধানের উপর বাংলাদেসশ সরকারের স্টেকহোল্ডার এর একটা অংশ অনাস্থা আনলে তার উপর গনভোটের আয়োজন করতে হবে। প্রতিবেশি যেকোন দেশের সাথে চুক্তির ক্ষেত্রে দেশের স্বার্থ হবে প্রথম নীতি। ২. আমাদের ভবিষ্যৎ সংবিধানে এমন কিছু ধারা থাকতে হবে যা হবে সম্পুর্ণ প্রটেক্টেড। যেগুলো কেবল জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে পরিবর্তন করা যাবে। আর সেই গণভোট টি হতে হবে সেনাবাহিনীর সরাসরি তত্বাবধানে। তাহলেই যেকোন দলীয় সরকার চাইলেই সংবিধান পরিবর্তন করে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করতে পারবে না। | ৪ |
| | সংস্কার করা কোন আইন লিপিবদ্ধ করতে হলে,উচ্চ আদালতে অনুমতি থাকা দরকার | |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন |
|---|---|---|
| **পুলিশ** | পুলিশ বিভাগকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রুপান্তরিত করা | ১৯৫৫ |
| | পুলিশ কমিশন গঠন করে পুলিশকে পুরোপুরি স্বাধীন সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। পুলিশ, প্রশাসনের জন্য আলাদা কমিশন বা স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গঠন এবং তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ হতে হবে | ১০৯৮ |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন |
|---|---|---|
| | পুলিশকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার বন্ধ করতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে না রেখে অন্য কোনো অরাজনৈতিক অথোরিটি (যেমন বিচার বিভাগ) অধীনে রাখা অথবা সম্ভব হলে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা। | ৯৮৬ |
| | পুলিশের পোষাক ব্যতীত বা অডিও রেকর্ডিং ও বডিক্যাম রাতের বেলায় কাউকে গ্রেফতার করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই এরেস্ট ওয়ারেন্ট থাকতে হবে। | ২০ |
| | পুলিশের বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিল | ২৩২ |
| | পুলিশবাহিনীকে একটি পেশাদার বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। পুলিশ বাহিনী যেন সরকারি দলের আজ্ঞা বহন না হয় সে ব্যবসায় নিতে হবে। | ১৬৫ |
| | পুলিশবাহিনীর সংস্কার করা হোক। পরিচালনায় স্বাধীন কমিশন গঠন করা হোক। পুলিশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে | ৭৫৫ |
| | পুলিশ সদস্যদের প্রতিবছর আয় ব্যয় ও সম্পদের হিসাব দিতে হবে এবং তা যথাযথ যাচাই-বাছাই করতে হবে | ১৪৯০ |
| | রাজনৈতিকভাবে পুলিশকে ব্যবহারের প্রবণতা বন্ধ করতে হবে | ৪৪ |
| | পুলিশ এর অস্তিত্ব না রাখা হোক | ১৩ |
| | পুলিশের বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিল | ৬৭১ |
| | র‌্যাব এর অস্তিত্ব না রাখা হোক | ৩ |
| | আইন-শৃংখলা বজায় রাখতে হবে | ১০৯ |
| | আইন প্রশাসন ও সকল আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখা | ১৮৯ |
| | বিজিবিকে স্বাধীনতা দিতে হবে | ২ |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন |
|---|---|---|
| **বিচার বিভাগ** | বিচারকদের প্রতিবছর আয় ব্যয় ও সম্পদের হিসাব দিতে হবে এবং তা যথাযথ যাচাই-বাছাই করতে হবে | ৩৭ |
| | স্বাধীন বিচারবিভাগ চাই। স্বাধীন বিচার বিভাগ মন্ত্রণালয় হোক। বিচারবিভাগের জন্য স্বাধীন কমিশনের বিধান রাখা হোক | ২৮৪০ |
| | বিচারবিভাগীয় মন্ত্রণালয় গঠন করতে হবে। বিচার বিভাগের জন্য আলাদা সচিবালয় প্রয়োজন। | ১৩৪০ |
| | বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষায় জুডিশিয়াল কাউন্সিল পুনঃস্থাপন। | ১৬৮০ |
| | বিচার বিভাগকে শক্তিশালী করতে হবে | ২০৪৪ |
| | বিচার বিভাগ নিয়োগ কমিটিতে সাবেক একজন বিচারপতি, একজন আইনজ্ঞ এবং বিরোধীদলের নেতা এবং সরকার প্রধান থাকবেন। যদি প্রয়োজন হয় সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে। | ১ |
| | শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে আলাদা করা জরুরি | ৩৫৩ |
| | বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে চাইলে অবস্যই নিম্ন আদালতকে নির্বাহী বিভাগ থেকে আলাদা করে সুপ্রীম কোর্টের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। সুপ্রীম কোর্ট বিচারকদের দূর্নীতি রোধে আলাদা গোয়েন্দা বিভাগ চালু করবে। অপরাধ প্রমানিত হলে কঠিন আইনের আওতায় এনে সাজার বব্স্থা করবে। | ১ |
| | আইন ও বিচার নিরপেক্ষ হতে হবে | ১৩০৭ |
| | প্রত্যেক বিচার ও তদন্ত কাজ ১ মাসের মধ্য শেষ করার ব্যবস্থা করা হোক। প্রমান ও আলামত পাওয়ার পর সম্পুর্ণ নিশ্চিত হয়ে গুরুতর অপরাধীকে ২ কার্যদিবসে বিচার কার্যকর করার বিধান করা হোক। | ১ |
| | বিচার দ্রুত নিস্পত্তির ব্যবস্থা রাখতে হবে | ১০১৪ |
| | অন্যায় বিচার ও দুর্নীতিগ্রস্ত বিচারকের যথার্থ বিচারের ব্যবস্থা করা। বিচাররকদের মিথ্যে/ভুল বিচারের জন্য বিচারের মুখোমুখি করার আইন করতে হবে। | ৪০ |
| | বিচারব্যবস্থায়ী জুরি সিস্টেম করা উচিত | |
| | যোগ্য ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে স্বাধীন সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করতে হবে। | ১০২০ |
| | খাদ্যে ভেজাল কারীদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড করতে হবে | ৩০৭ |
| | প্রতিটি জেলায় একটি করে শরীয়াহ কোর্ট চালু করা হোক। কেননা এই দেশের বেশির ভাগ মানুষ মুসলিম। লন্ডনের মতো একটি অমুসলিম দেশে যদি পাশাপাশি শরীয়াহ কোর্ট থাকতে পারে তবে মেজরিটি মুসলিম এর দেশে কেন নয়!!! | ৩৬০ |
| | নির্বাহী, বিচার বিভাগ ও সংসদের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য সংবিধানকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। | ৫ |
| | আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের নিজস্ব স্বাধীনতা থাকবে। কেউ কারো কাজে বাধা দিতে পারবে না। | ১ |
| | আন্তঃসীমান্ত দুর্নীতি ট্র্যাক এবং বিচার করতে আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে কাজ করা। | ১ |
| | মানুষ যেন চাইলেই আইন প্রয়োগকারী সংস্থাদেরও প্রশ্ন এবং প্রয়োজনে তাদের বিরুদ্ধেও অভিযোগ করতে পারে সেই ব্যবস্থা করতে হবে। | ৫ |
| | আদালত বিচার কার্যের ক্ষেত্রে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলতে হবে | ১৭৯০ |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন |
|---|---|---|
| | নিম্ন আদালতের বিচারকদের পদোন্নতি, বদলি, শৃঙ্খলা বিধান ইত্যাদি সুপ্রিম কোর্টের উপর ন্যস্ত থাকবে | ৩৪ |
| | বিচার বিভাগ ও নির্বাচন সচিবালয় পৃথকভাবে প্রতিষ্ঠা করা। ইন্ডিয়া ও পাকিস্তানের মত বিচারপ্রার্থীদের সুবিধার জন্য চট্টগ্রাম ও উত্তরবঙ্গ হাইকোর্ট ব্যাঞ্চ প্রতিষ্ঠা করা। | ১ |
| | স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন চাই। নিরপেক্ষ লোক নিয়োগ দিতে হবে | ১০৮২ |
| | বিচারবর্হিভূত হত্যাকান্ড বন্ধ করতে হবে/ গুম বন্ধ করতে হবে | ৪২৪ |
| | বিচারবিভাগের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা, প্রত্যেকটি মামলা নিস্পত্তির সময়সীমা বেধে আইন পাস করা উচিত | ২৩৯ |
| | প্রধান বিচারপতির পদ সরকারের প্রভাবমুক্ত রাখতে হবে | ৯০ |
| | প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বশীল দলগুলোর মতামত নেয়ার বিধান সন্নিবেশিত করতে হবে | ৭৯ |
| | সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের ভোটে প্রধান বিচারপতি নির্বাচন করতে হবে, অন্য বিচারক নিয়োগ হবে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে। নিম্ন আদালতের বিচারকদের সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা উচিত, অবসরের বয়স ৬২ বছর | ১ |
| | সকালের সমান, ন্যায্য, সুষ্ঠু ও সঠিক বিচার নিশ্চিত হোক | ৪০০ |
| | নিম্ন আদালতের বিচারকদের পদোন্নতি, বদলি, শৃংখলা বিধান ইত্যাদি সুপ্রিম কোর্টের ওপর ন্যাস্ত করতে হবে। | ১২৮৯ |
| | আদালতে বাংলা ভাষা ব্যবহার করতে হবে | ৬৬ |
| | মিথ্যা মামলা প্রমাণিত হলে মামলাকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে | |
| | যেকোনো অপরাধের শাস্তি যেন উন্মুক্ত মঞ্চে জনসম্মুখে প্রদান করা হয়। ফলস্বরূপ জনমনে অপরাধ করা সম্বন্ধে ভীতির সঞ্চার হবে এবং অপরাধ প্রবনতা কমে যাবে বলে আসা রাখছি। | ২২ |
| | প্রত্যেক মামলা নিস্পত্তির সময়সীমা বেধে দিতে হবে | ১৫৪ |
| | সংসদ কর্তৃক বিচারপতি অভিশংসনের ক্ষমতা বাতিল করতে হবে | ৯১ |
| | নির্বাচন কমিশন এবং বিচারবিভাগ দুটাই সংসদ সসদস্যদের হস্তক্ষেপের বাইরে রাখতে হবে এতে করে দুটোই নিজস্ব দায়িত্ব ভালোভাবে পালন করতে পারবে। | ১০ |
| | প্রথমেই সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী থেকে বিচারপতি নির্বাচন বন্ধ করতে হবে। কারণ এটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উপায়ে হয়ে থাকে। এছাড়া প্রধান বিচারপতি নিয়োগের দায়িত্বে থাকবে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল। এ কাউন্সিলের সদস্যরা হবেন কর্মে প্রবীণ ১০ জন বিচারপতি। প্রধান বিচারপতির কাজে কেউ যেন হস্তক্ষেপ করতে না পারে এমনকি রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীও নয়। শুধুমাত্র সুপ্রিম কাউন্সিল তাঁর বিরুদ্ধে কিছু ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। | ৩ |
| | দেশের প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলের নেত্রীসহ রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত নিতে হবে। | ৪৫৫ |
| | সকল কমিশন থাকবে রাষ্ট্রপতির অধীনে | ২২০ |
| | ঘুষখোর চাঁদাবাজ টাকা পাচারকারীদের সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান মৃত্যু দন্ড দিতে হবে | ৩০১ |
| | আমাদের সরকার ব্যবস্থা দুই এর জায়গায় তিনভাগে বিভক্তি করণ এবং সকলকে স্বাধীন হিসেবে ঘোষণা দেওয়া, Executive, Legislative এবং Judiciary এই তিনটি ক্ষেত্রকে স্বাধীন করে দেওয়া। | ১ |
| | দুর্নীতির জন্য মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদন্ড, ও দশ-বিশ বছরের কারাদণ্ডের বিধান থাকতে হবে। সংবিধানের কোথাও এর উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয়। | ৮৭ |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন |
|---|---|---|
| **দুর্নীতি** | দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করতে হবে। দুর্নীতিকে নিরুৎসাহিত করার জন্য কঠোর আইন এবং কঠোর শাস্তি প্রয়োগ করা | ২১১৮ |
| | অসাধু/বেজাল/সিন্ডিকেট কারবারিদের তাৎক্ষনিক কঠোর শাস্তির প্রদানের আইন, নাগরিক সুবিধা বাতিল | ৫৯০ |
| | দুর্নীতিগ্রস্তদের পরিচয় প্রকাশ্যে থাকবে। | ৩৪৭ |
| | নিম্নপদের কর্মচারীর দুর্নীতি প্রমাণ হলে প্রতিষ্ঠান প্রধানের শাস্তির ব্যবস্থা রাখা লাগবে। | ৬৭১ |
| | কোন বিভাগের প্রধান দুর্নীতির সাথে জড়িত থাকলে ছয় মাসের বেতন বন্ধ এবং সাথে সাথে নিম্ন পদে নিয়োগ। | ১২৪ |
| | দুর্নীতি নির্মূল করার জন্য সাংবিধানিক কাঠামো প্রণয়ন | ৭০ |
| | দুর্নীতিযুক্ত রাজনৈতিক দের কালো তালিকা প্রণয়ন করতে হবে | ৪১২ |
| | ভূমি অফিসের সংস্কার করতে হবে এবং মনিটরিং এর মাধ্যমে দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে | ৩৪০ |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন |
|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ বাতিল, সংশোধন ও সংযোজন** | সংবিধানের অনুচ্ছেদ-২(ক) এ উল্লেখ রয়েছে যে, "প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করিবেন"। অথচ সংবিধানের মূলনীতি নির্ধারণ করা হয়েছে "জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা"। ধর্মীয় নিরপেক্ষতার কথা বলা হলেও সংবিধানের শুরুতেই "বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম" উল্লেখ করে ধর্ম নিরপেক্ষতার যে নীতি সেটি পালন করা হচ্ছেনা বলে আমি মনে করি। উপরন্তু একটি রাষ্ট্রের কিভাবে কোন নির্দিষ্ট একটি ধর্ম থাকতে পারে তা আমার বোধগম্য নয়। আমি রাষ্ট্রধর্মের স্থানে "মানবতাবাদকেই রাষ্ট্রধর্ম" এবং সংবিধানের শুরুতে "সবার উপরে মানুষ সত্য" লিপিবদ্ধ করার প্রস্তাব জানাই। | ৪০ |
| | ১ম ভাগের ৪(১), ৪ক, ৭, ৭ক, ৭খ বাতিল করতে হবে। ২য় ভাগের ৮,৯,১০,১১,১২ বাতিল করে মূলনীতি হিসেবে সাম্য, শ্রদ্ধা ও ন্যায়বিচার করা। | ২০ |
| | ৪ (ক) ধারা, জাতির পিতার প্রতিকৃতি সংক্রান্ত ধারা বাতিল করতে হবে | ১৫৮৫ |
| | ৪(ক) অনুচ্ছেদে বর্ণিত জাতির পিতার শব্দটি বাদ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে শেখ মুজিবের মতো যারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন তাদের সকলের নাম অর্ন্তভুক্ত করতে হবে। | ৭০০ |
| | জাতির পিতা সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ রাখা হোক | ১০ |
| | ৬(২) উপধারা অনুযায়ী অন্যান্য জনগোষ্ঠিকে জোর করে বাঙালি জাতীয়তা চাপিয়ে দেয়ার বিধান বাতিল করতে হবে। প্রত্যেকের নিজ নিজ জাতিসত্তার পরিচয় সংবিধানে স্বীকৃতি দেবে | ১৬২ |
| | ৬ ধারা বিলুপ্ত, রাস্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী এর ক্ষমতা ভারসাম্য, নির্বাচন আয়োজনের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বিষয় ইনক্লুড করতে হবে। | ১৫৩৯ |
| | ৭/ক ও ৭/খ বাদ দিতে হবে | ২৫৭৬ |
| | ৭ম ভাগ থেকে ১১তম ভাগ  সব পরিবর্তন করতে হবে | ১১ |
| | জাতীয়তাবাদ (অনুচ্ছেদ-৯)ঃ অনুচ্ছেদটিতে উল্লেখ রয়েছে যে, "ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালী জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করিয়া জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করিয়াছেন, সেই বাঙালী জাতির ঐক্য ও সংহতি হইবে বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি"। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালি ভিন্ন অন্যান্য জাতিসত্তার মানুষও অংশগ্রহণ করেছে। কিন্তু এখানে তাদের সেই অবদানকে অস্বীকার করা হয়েছে। এবং ঐক্য ও সংহতিও বাঙালী জাতীয়তাবাদকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে- সে কারণে বাঙালী ভিন্ন অন্যান্য জাতিসত্তার মানুষ তাদের সাথে বৈষম্য এবং সংবিধানে তাদের অন্তর্ভুক্তি না করে দূরে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে বলে মনে করে। | ৭৮২ |
| | বাংলাদেশ একক জাতিসত্তার দেশ নয়। বাঙালি ভিন্ন আরো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ৫০টির মত জাতিসত্তা রয়েছে। সুতরাং বাংলাদশের সকল জনগণকে বাঙালি হিসেবে পরিচয় করানো মানে অপরাপর ভিন্ন ভাষাভাষী ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোকে অস্বীকার করা। সকল জাতিসত্তার কথা স্বীকার করে অনুচ্ছেদ ৯ সংশোধনের দাবী জানাচ্ছি। | ৫৬০ |
| | সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের পনেরো (১৫) তম অনুচ্ছেদের (ক) তে অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়,শিক্ষা,চিকিৎসা সহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরনের ব্যবস্থা বাক্যটি সংশোধন করে প্রতিটি নাগরিকের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার অধিকার রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবে। | ৭৮৬ |
| | সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে ১৬ক অনুচ্ছেদ হিসেবে "কৃষি আধুনিকায়ন ও সমন্বয়" যুক্ত করা | ২০৮ |
| | ১৭ নং অনুচ্ছেদ বাতিল করতে হবে | ৫০ |
| | উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি (অনুচ্ছেদ ২৩.ক)ঃ দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সকল জাতিসত্তাদের চাওয়া "আদিবাসী" হিসেবে স্বীকৃতির প্রস্তাব করছি। জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক ঘোষণাপত্র, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা কনভেনশন ১০৭ ও ১৬৯ বিশেষ দ্রষ্টব্য। | ৫৫ |
| | ৩৩ ও ৬৬ অনুচ্ছেদ সংশোধন ও পরিমার্জন করতে হবে | ১০ |
| | ৪৮ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে রাজনৈতিক পরিচয়ধারী কোনো ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি না করার বিধান যুক্ত করতে হবে | ২ |
| | সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের ৩ ধারা অবিলম্বে সংশোধন করতে হবে, রাষ্ট্রপতিকে সাংবিধানিকভাবে স্বাধীন করতে হবে। | ৫৪ |
| | ৭০ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত করে সরকার পতনের সুযোগ না রেখে অন্যান্য ক্ষেত্রে ফ্লোর ক্রসিং অর্থাৎ নিজ দলের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার সুযোগ রাখা (*প্রধানমন্ত্রীর অভিশংসন ব্যতীত সকল ক্ষেত্রে ফ্লোর ক্রসিং এর ব্যবস্থা রাখা*) | ৩০৯ |
| | ৭০ অনুচ্ছেদ পুরোপুরি বাতিল করা হোক বা সংশোধন করা হোক। ওয়েস্টমিনস্টার পদ্ধতিতে মন্ত্রিসভার সদস্যরা ছাড়া বাকিরা সবাই বেসরকারি সদস্য। জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালি বিধিতেও এটি আছে। মন্ত্রিসভার সদস্যরা ছাড়া বাকি সব সদস্যের সমন্বয়ে সরকারের প্রতিপক্ষ হিসেবে সংসদে ভূমিকা রাখেন। মন্ত্রী বাদে সরকারি ও বিরোধী দলের সব সদস্য একক ও যৌথভাবে এ দায়িত্ব পালন করলে সংসদের কাছে সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিত করা যেতে পারে। কিন্তু সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ এখানে বাধার সৃষ্টি করছে। ৭০ অনুচ্ছেদের কারণে সরকারি দলের সব প্রস্তাবই সংসদে গ্রহণ করা হয়। যা স্বৈরাচার পূনর্বাসন ও নতুন স্বৈরাচার তৈরীতে সহায়তা করবে। ৭০ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত বা সংশোধন করে সরকার পতনের সুযোগ না রেখে ফ্লোর ক্রসিং অর্থাৎ নিজ দলের বিরুদ্ধে ভোট দেয়ার সুযোগ রাখা। প্রধানমন্ত্রী নিবাচিত ব্যতিত অন্য সকল ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবে। (দলের বিপক্ষে ভোট দিতে পারবে) | ২০৭২ |
| | সংবিধানে ৭১ অনুচ্ছেদ বাতিল করে একজন ব্যক্তির একাধিক আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিধান বাতিল করতে হবে | ৬১৯ |
| | সংবিধানের ৯৫ এবং ১১৬ অনুচ্ছেদ অবিলম্বে পরিবর্তন করেই সেখানেই স্বাধীনভাবেই সুপ্রিম কোর্টকেই ক্ষমতা দিতেই হবে এবং ৯৫ অনুচ্ছেদের সঠিক প্রয়োগ সুনির্দিষ্ট করতেই হবে। | ৩ |
| | ২য় পরিচ্ছেদ, (৩)প্রধানমন্ত্রীর উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীকে স্বীয় পদে বহাল থাকিতে এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই অযোগ্য করিবে না। উত্তরাধিকার শব্দের পরিবর্তে অর্ন্তবর্তী বা ভারপ্রাপ্ত লিখলে ভালো হবে। | ৪৩৫ |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন |
|---|---|---|
| | সংবিধানের ৩য় ভাগের প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা সুনিশ্চিতকরণ এবং আইনের অপ্রয়োগ করে বাকস্বাধীনতা হরণ বন্ধ করতে হবে। | ৭৮ |
| | ঘোষণা ও লক্ষ্য"( অর্থাৎ প্রস্তাবনা থেকে তৃতীয় ভাগ)- এর সাথে বাস্তবায়ন পদ্ধতির(অর্থাৎ চতুর্থ ভাগ থেকে শেষ) যে বিশাল বৈপরীত্য রয়েছে তা দূর করে ঘোষণা ও লক্ষ্যের সাথে বাস্তবায়ন অংশকে সঙ্গতিপূর্ণ করা। এ জন্যে সংবিধানের ৩২,৩৩,৩৫, ৪৬, ৪৮, ৪৯, ৫৭, ৫৯, ৬০, ৬২, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৭০, ৮২-৯২, ৯৫-৯৭, ১০২, ১১৩, ১১৪, ১১৬, ১১৮-১২৭, ১৩৩-১৩৬, ১৪২, ১৪৪, ১৪৯ পর্যন্ত অনুচ্ছেদ ও ধারাসমূহের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করতে হবে। | ৬ |
| | ১১৫ ও ১১৬ আর্টিকেল পুনর্বহাল করতে হবে। | ৭ |
| | অনুচ্ছে ১২০ অনুযায়ী স্থানীয় সরকারকে অবশ্যই ক্ষমতা বাড়িয়ে দিতে হবে। | ৪০৩ |
| | সংবিধানে গণভোট সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ সংযুক্ত করা উচিত | ৮৪১ |
| | ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, সাইবার অ্যাক্ট, বঙ্গবন্ধু পরিবার সুরক্ষা আইন বাতিল করতে হবে | ৬৯ |
| | সংবিধান এর ৪৮(৩) অনুচ্ছেদে বর্নিত " এই সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদ এর (৩) দফা অনুসারে প্রধানমন্ত্রী ও ৯৫ অনুচ্ছেদের ১ দফা অনুসারে প্রধান বিচারপতি নিয়োগর ক্ষেত্র ব্যাতিত রাস্ট্রপ্রতি তাহার অন্য সকল দায়িত্অব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন" ধারা বাতিল করা হোক | ৫ |
| | ৬ষ্ঠ ও ৭ম তফসিল বাতিল, | ৫৪০ |
| | ১৫ ও ১৬ সংশোধনী বাতিল করতে হবে | ৯০৫ |
| | পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিলসহ সংবিধানের জনবিরোধী ধারাগুলো বাদ দেয়ার সুপারিশ করা দরকার | ৫৫০ |
| | সকল নিবর্তনমূলক অধ্যাদেশ বাতিল করা হোক | ৭৮৩ |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন |
|---|---|---|
| **বিবিধ/অন্যান্য** | নেতা পরিবর্তন হলেও নীতি যেন অপরিবর্তিত থাকে সেই ব্যবস্থাকে কঠোরভাবে সংবিধানে সংযুক্ত করা প্রয়োজন। | ১ |
| | সর্বদা প্রজাতন্ত্র এদেশের গণমানুষের চাহিদাকে অগ্রাধিকার দিতে বাধ্য থাকিবে | |
| | পররাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশে অধিকাংশ মানুষের স্বার্থ রক্ষা করা | ১ |
| | রাষ্ট্রনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, জন মানুষের স্বার্থ রক্ষা, মানুষের নিরাপত্তা ও মৌলিক অধিকার সমূহ নিশ্চিতকরণ। | ১ |
| | পররাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশে অধিকাংশ মানুষের স্বার্থ রক্ষা করা, অর্থাৎ স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি অবলম্বন করা নতজানু অবস্থা না থাকা। | |
| | পররাষ্ট্রনীতি এমন ভাবে প্রণয়ন করা প্রয়োজন যেন সরকার পরিবর্তন হলে পররাষ্ট্রনীতির পরিবর্তন না হয় | |
| | রাষ্ট্রীয় কল্যাণমূলক পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে কঠোরতার অবলম্বন করতে হবে | |
| | নতজানু পররাষ্ট্রনীতি পরিহার করে শক্তিশালী ও যুগোপযুগি পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করতে হবে | |
| | সেনাবাহিনীর সংস্কার জরুরি। বাহিনীর সৈনিকরা নানাভাবে বঞ্চিত ও অত্যাচারিত, যা দূর করা প্রয়োজন | ১ |
| | সেনাবাহিনীতে রাজনৈতিক প্রভাব কমিয়ে পেশাদারিত্ব নিশ্চিত করা। | |
| | সেনাবাহিনী তে সাধারণ সৈনিকদের সুযোগ সুবিধা আর অফিসারদের সুযোগ সুবিধা অনেক সময় অনেক পার্থক্য দেখা যায়, এটা কাছাকাছি আনা। | |
| | গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় সেনাবাহিনীকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে | |
| | দেশের যেকোন হুমকি মোকাবেলা করার জন্য একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেনী বা সমমান ছাত্রছাত্রীদের সেনাবাহিনী দ্বারা মৌলিক প্রশিক্ষণ ( যাহার মধ্য দেশ প্রেম, সামাজিকতা, ট্রাফিক রুলস, ফ্যামিলি বন্ধন, মানবিকতা, মানসিকতা, কায়িক পরিশ্রম বিষয় এর মতো বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে)। | |
| | গণঅভ্যুত্থান বা নাগরিক অভ্যুত্থানের বৈধতা দেওয়া হোক | |
| | বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, গণঅভ্যুত্থানে শহীদদের আত্মত্যাগের স্মৃতিচারনে ও সম্মানার্থে সংবিধানের প্রথম পাতায় শহীদদের জন্য উৎসর্গ করা একটি অঙ্কন থাকবে যা হাজার মানুষের রক্তের ইতিহাসকে এক পলকে ফুটিয়ে তুলবে। | |
| | গণঅভ্যুত্থান না নাগরিক অভ্যুত্থান বৈধতা দেওয়া (দায়মুক্তি) | |
| | মেধাবীদের সরকারি চাকুরিতে নিয়োগের ব্যবস্থা করুন | |
| | প্রতিটি বেকারকে যোগ্যতা অনুযায়ী চাকুরির ব্যবস্থা করতে হব | |
| | বেকার ভাতা চালু করতে হবে | |
| | বেকারত্ব দূরীকরণে সরকারিভাবে বেকারদের ভাতা প্রদান করতে হবে যাতে করে সরকার বাধ্য হয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে। | |
| | শিক্ষিত বেকারদের জন্যে বেকারভাতার ব্যবস্থা থাকতে হবে। | |
| | গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নীতি গ্রহণে গণভোটের বিধান রাখতে হবে | |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন |
|---|---|---|
| | কর্মপন্থা নির্ধারণ ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের জন্য কিছু নীতিমালা প্রয়োজন। | ১ |
| | সারা বাংলাদেশে যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো দরকার। তার জন্য যা যা করণীয়, বা বিভিন্ন প্রকল্প শুরু করা দরকার...গ্রাম থেকে শুরু করে শহর পর্যন্ত। | ২ |
| | সুদমুক্ত ব্যাংকিং চালু করা হোক | ১ |
| | নাগরিক নৈতিকতা /সচেতেনতা তৈরী | ১ |
| | পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনের বিধান বাতিল করা হোক | ১ |
| | মানুষ ইসলামিক জঙ্গিবাদ যেমন চায় না, তেমনি গণতান্ত্রিক জঙ্গিবাদও চায় না। | ১ |
| | ৮ম পাসের পরই বিদ্যালয় কতৃর্ক কাজের চয়েজ লিস্ট দিতে হবে; সেখান থেকে প্রতিটি শিক্ষার্থী কর্মমুখি কাজ বেছে নিবে।সপ্তাহে ২ দিন সে প্রতিষ্ঠানে না গিয়ে কাজে হাজিরা দিবে ও কাজ করবে। | ১ |
| | সকল দেশের সাথে ন্যায্যতা ও সমতার ভিত্তিতে সুসম্পর্ক থাকবে | ১ |
| | বাংলাদেশ থেকে সকল অনলাইন ক্যাসিনো বন্ধ করা হোক, এটাতে আশক্ত হয়ে যুব সমাজ ধব্বংস হয়ে যাচ্ছে। | ১ |
| | বয়স্কদের পেনশন চালু করতে হবে। | ১ |
| | যৌন পেশা বন্ধে ব্যবস্থা নেয়া হোক | ১১ |
| | ইলিশ মাছ কুটনীতি বন্ধ করতে হবে, | ১ |
| | সরকারি ও বেসরকারী সকল কর্মীর সকল অধিকার ও সুযোগ সুবিধা সমান হবে। এমনকি সাপ্তাহিক ছুটি ও। | ১ |
| | রাষ্ট্র কাঠামোর প্রতিটি সেক্টর যেন জনবান্ধব হয় এবং সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা জবাবদিহিতার আওতায় থাকে সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে | ১ |
| | যে বিষয়সমূহে ইসলামের সরাসরি মতামত রয়েছে সে বিষয়ে সেটাই কার্যকর রেখে সংবিধান করা উচিত।তবে যে বিষয়ে ইসলামের সরাসরি কোনো মতামত পাওয়া যায় না সে ক্ষেত্রে ইসলামেরই একটি ধারা ইজতিহাদ করে যুগের সাথে মিলিয়ে উত্তম ব্যবস্থা বের করে সংবিধান তৈরী করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে থিওডেমক্রেসি (সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদর ধারণা) কে প্রয়োগ করা যেতে পারে। | |
| | জনগণের উপরে দমন-পীড়ন রাষ্ট্রদ্রোহী কাজ বলে বিবেচিত হতে হবে। আপনার বাংলাদেশী বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত শিক্ষিত- দক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তিদেরকে এই কমিশনে সরাসরি বা আনঅফিশিয়াল যুক্ত করুন। | ১ |
| | সংবিধানে এমন কোন আইন বা এমন কোন কিছু সংযুক্ত করা যাওয়া হোক যাতে করে বিদেশি বা বিশেষ করে ভারতীয়দের এদেশে কাজের সুযোগ সীমিত হয় | ১ |
| | দেশের বিভিন্ন নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা সংবিধানের যে আইনের ভিত্তিতে প্রচালিত হয়, তা সংস্কার করা। বিশেষত নাগরিকদের গুম ও রিমান্ড, গ্রেফতার করার এখতিয়ার কতটুকু, তা আইনে স্পষ্ট করা। বর্তমানে এসব সংস্থা কেবল প্রধানমন্ত্রীর কাছে দায়বদ্ধ। জনগণের কাছে কেন নয়। জনসম্মুখে প্রকাশও করা হয় না তাদের কার্যক্রম। বর্তমান আইনে বিরোধী রাজনৈতিক কার্যক্রমে তাদের নজরদারি করার এখতিয়ার রয়েছে, এটা বাতিল করা। | ১ |
| | তরুণদের জন্য সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা। | ১ |
| | আওয়ামী লীগ সরকারের সকল ফ্যাসিস্ট কার্যক্রম বাতিল করা হোক | ১ |
| | সংবিধানে সরকারী ও ব্যাংকের অর্থ লুন্ঠন কারীদের জন্য সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান করা উচিৎ। | ১ |
| | সংবিধান সংস্কারের ক্ষেত্রে মুসলিমদের জন্য 'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন' বাতিল করতে হবে। এখানে সংশোধনের অবকাশ নাই। বয়সের ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা নির্ধারন করা যাবে না। সরাসরি বাতিল করতে হবে। | |
| | বিবাহ আইনের ক্ষেত্রে ছেলেদের বয়স ১৮ এবং মেয়ের বয়স ১৬ করতে হবে | |
| | দেশের ৮০% মানুষ তাদের মৌলিক অধিকার সম্পর্কে জানে না।একটি প্রতিষ্ঠান/ইনস্টিটিউট গড়ে তুলতে হবে যে প্রতিষ্ঠানের কাজ হবে সারা বছরই ক্রমান্বয়ে এদেশের প্রতিটা গ্রামে/শহরে সভা/সেমিনার করে নাগরিকদের তাদের সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার ও অন্যান্য অধিকার সম্পর্কে সচেতন করবে এবং এসব অধিকার লঙ্ঘিত হলে কোথায় কোথায় যেতে হবে, কোথায় অভিযোগ করতে হবে সেটা সাধারণত মানুষকে জানাবে। | |
| | আমার মতামত সরকারি ওয়েব সাইটে জানাতে পারছি ঠিক এই ভাবে যেনো আমার যে কোনো নাগরিক অধিকার সরকারকে জানাতে পারি এবং সরকার কে সেটা মূল্যায়ন করতে হবে। | |
| | বিভিন্ন দেশে দেখা যায় নাগরিকদের ব্যক্তিগত তথ্যাদি অতীব গোপনীয়তার সাথে রক্ষা করা হয়,যেমন তাদের মোবাইল ফোন,মানি ব্যাগ,পকেট কিংবা বাড়ি এসব বিষয়াদি সমূহ হাই কোর্ট কিংবা কোর্টের দালীলিক আদেশ ব্যতীত কোনভাবেই যেন হেনস্থা করা না হয়। | |
| | যাকাতভিত্তিক অর্থনীতি দ্বারা সুদমুক্ত সহায়তা দিয়ে নিম্নবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে ক্ষুদ্র উদ্দোক্তা হয়ে যেন স্বাবলম্বী হতে পারে এই ব্যাবস্থা করা হোক। | |
| | বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় স্থাপনা রাষ্ট্রের নামে নামকরণ করতে হবে, কারো ব্যক্তি বা কারোর পরিবারের সদস্যদের নামে নামকরণ এবং মূর্তি বা ভাস্কর্য করা যাবে না । | |
| | ১. একটি কর্মকমিশন না রেখে একাধিক (২টি) কর্মকমিশন গঠন করা যেতে পারে। এতে নিয়োগ পরীক্ষার দীর্ঘসূত্রিতা কমবে।<br>২. কর্মকমিশনের সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিটি বিভাগ থেকে অন্তত একজন সদস্য যেন থাকেন তা নিশ্চিত করা উচিত। | ১ |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন |
|---|---|---|
| | আলাদাভাবে ইসলাম কে এড্রেস করতে হবে। ইসলামের বিভিন্ন প্রসিদ্ধ স্কুল গুলো কে স্বীকৃতি দিতে হবে। ADR কে সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা দরকার। বিশেষ করে বড় বড় ও সার্বজনীন ইসলামিক স্কলারকে মেজিস্ট্রেসি পাওয়ার দিয়ে বিয়ে, তালাক, উত্তরাধিকারী সম্পদ বন্টনের জন্য IDR পদ্ধতি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। | |
| | বাংলাদেশের ইলেকশন কাঠামো একটু চেঞ্জ করা দরকার, ইলেকশন কাঠামো একটু শর্ট করে নিলে সবচেয়ে বেশি ভালো হয়। সারা বছর কোন না কোন ইলেকশন লেগেই থাকে, মাইকিং, প্রচার-প্রচারণা,পোস্টার, জনগণের অনেক সময় ভোগান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া স্কুল, কলেজ, বাজার, পাড়া মহল্লায়, মাইকিং এর কারণে সাধারণ মানুষের, এবং ছাত্র,ছাত্রী,অসুস্থ মানুষদের অনেক ভোগান্তি হয়। তাছাড়া এত জন প্রতিনিধি দরকার নাই। এই সবগুলা বিষয় মাথায় রেখে একটা সিস্টেমের ভিতরে আনলে ভালো হয়। যদি সবগুলো ইলেকশন একবারে শেষ করা যায় সবচেয়ে বেশি ভালো হয়। | |
| | দেশের সর্বচ্চো ক্ষমতা দেশের জনগণের হাত এ থাকুক। কোনো নির্বাচিত সরকারের হাতে যাতে পূর্ণ ক্ষমতা না থাকে। প্রয়োজনে একটা জ্যুরি বোর্ড গঠন করতে হবে, যারা হবে নিরপেক্ষ, এবং তারা জনগণ এর আন্দোলনের বা আহ্বান উপর ভিত্তি করে জরুরি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে। এখন ডিজিটাল যুগ, আমরা চাইলে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য অনেকগুলো এপ্লিকেশন তৈরী করতে পারি। যার মাধ্যমে জনগন, রাষ্টের বিভিন্ন উপর মতামত প্রকাশ করতে পারবে, যেভাবে এখন আমি করতেসি। সাথে, সরকার এর জবাবদিহিতার বেবস্থা করতে হবে। NID কার্ড বেইজ্ড প্রোফাইল হবে এমন এপ্লিকেশন এর মাদ্ধমে আমরা এই ধরণের কার্য পরিচালনা করতে পারি। | |
| | একক ব্যক্তির ক্ষমতার উপর দীর্ঘমেয়াদী নিয়ন্ত্রণ না থাকলে স্বৈরতন্ত্র বা ক্ষমতার অপব্যবহার কম হবে। | ১ |
| | অর্থপাচার রোধে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া | |
| | অস্বাভাবিক হারে সম্পদ বাড়লে সেটার তালিকা প্রকাশ করতে বাধ্য করতে হবে। | |
| | আইন করে জনপ্রতিনিধিদের বিদেশে চিকিৎসা এবং সন্তানদের বিদেশে পড়াশোনা বন্ধ করতে হবে | |
| | আদালতের বিচার কার্য ৯০ দিনের মধ্যে শেষ করতে হবে | |
| | আসামি যতদিন হাজতে থাকবে, অপরাধ প্রমাণের আগ পর্যন্ত, তার পরিবারের ভরণ পোষণ গ্রহণ করবে | |
| | ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাদ দিতে হবে | |
| | ইন্টারনেট প্যাকেজের মেয়াদ নির্দিষ্ট হতে পারবে না মোবাইল অপারেটিং এর কোন কিছুই নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকতে পারবে না। | |
| | একটি সাংবিধানিক আদালত প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। যা হবে নিয়মিত বিচার বিভাগ থেকে পৃথক। এটি সংবিধানের ব্যাখ্যা, সাংবিধানিক বিরোধের সমাধান এবং বিদ্ধমান আইনের পর্যালোচনা করার একচেটিয়া ক্ষমতা থাকবে। | |
| | একবারের বেশী কোনো দল ক্ষমতায় থাকতে পারবেন না। | |
| | ওএসডি প্রথা সংস্কার, অপরাধ প্রমাণে শাস্তির বিধান | |
| | ঔষধ নীতিমালা গ্রহণ করতে হবে ও মূল্য কমাতে হবে (ট্যাবলেটের গায়ে দাম লিখে রাখতে হবে) | |
| | কখন জরুরি অবস্থা জারি করা যাবে তা সংবিধানে স্পষ্ট করতে হবে | |
| | কর্মপন্থা নির্ধারণ ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের জন্য কিছু নীতিমালা প্রয়োজন। | |
| | কাগজের টাকার কোন দলীয় নেতা বা নেত্রীর ছবি ব্যবহার করা যাবে না | |
| | কালো ধোঁয়া বের হয় এমন সকল গাড়ি নিষিদ্ধকরণ | |
| | কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি হলে তা গণশুনানির মাধ্যমে করতে হবে | |
| | কোনো প্রকার বিভাজন ও বৈষম্যের ঠাঁই যেন না হয়। | |
| | কোনো রাজনৈতিক নেতা বা কর্মীর বিরুদ্ধে গুরুতর দন্ডনীয় অপরাধ প্রমানিত হলে তাকে বাংলাদেশের রাজনিতীতে নিষিদ্ধ করা হবে। তাহলে বাংলাদেশের ইতিহাসে আর কখনও ৩৬ শে আগস্ট আসবে না | |
| | ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে | |
| | গণতন্ত্র পরিচালনার জন্য সামরিক বাহিনীকে দায়িত্ব দিতে হবে সাংবিধানিকভাবে। | |
| | গণহত্যাকারীরা রাষ্ট্রীয় কাজে অংশ নিতে পারবে না | |
| | গোপনীয় কোন চুক্তি থাকা যাবে না। | |
| | চাঁদবাজি বন্ধ করা হোক | |
| | জনগণের ক্ষতি না হওয়ার সাপেক্ষে অ্যালকোহল অনুমোদন দিতে হবে | |
| | জনসাধারণের অস্ত্র ক্রয়ের অধিকার দিতে হবে। দেশের সার্বভৌমত্ব ও আত্মরক্ষায় মানসিকভাবে সুস্থ ও ক্রিমিনাল রেকর্ড নেই সে সকল মুসলিম জনসাধারণের "অস্ত্র ক্রয় ও বহনের" অধিকার দিতে হবে। | |
| | জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকদের সামরিক প্রশিক্ষণ নেওয়া বাধ্যতামূলক করতে হবে | |
| | দুর্গাপূজার ছুটি ৫ দিন করতে হবে | |
| | দেশের শিল্পী ও কবি সাহিত্যিকদের জন্য সংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বিশেষ ব্যবস্থা করা হোক অনেক ক্ষেত্রেই তারা দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করে। | |
| | দেশের সকল বড় চুক্তি জনসম্মুখে উন্মুক্ত করতে হবে | |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন |
|---|---|---|
| | দেশের হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার বিষয় লক্ষ্য রেখে ৩০০ আসনের মধ্যে কমপক্ষে ২০টি সংখ্যালঘু আসন দিতে হবে। | |
| | নাগরিক চাইলে প্রশাসনের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবেন | |
| | নির্বাচন ব্যবস্থা অংশগ্রহণমূলক করণ বাধ্যতামূলক করতে হবে | |
| | নির্বাচিত আইনসভার সদস্যদের মধ্য থেকে একটি কমিটি করা উচিত, যারা যে কোনো জাতীয় সংকটের সমাধানে কাজ করবেন। | |
| | নেতা পরিবর্তন হলেও নীতি যেন অপরিবর্তিত থাকে সেই ব্যবস্থাকে কঠোরভাবে সংবিধানে সংযুক্ত করা প্রয়োজন। | |
| | পররাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশে অধিকাংশ মানুষের স্বার্থ রক্ষা করা | |
| | পর্যটন ব্যবস্থার সংস্কার করতে হবে | |
| | পল্লিবিদ্যুতায়ন বোর্ড বিলুপ্ত করে পিডিবির মত করে ফেলা সময়ের দাবি | |
| | পশ্চিমা উন্নত ও শিক্ষিত দেশগুলোতে সমকামীদের বিবাহ, সামাজিক স্বীকৃতি এবং অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। বাংলাদেশেও একইরকম পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। | |
| | পাবলিক ট্রান্সপোর্ট রাষ্ট্রীয়করণ করতে হবে | |
| | প্রতিটি জেলায় আর্মি ক্যাম্পের ব্যবস্থা করা। | |
| | প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে বলা হয়েছে যে সংবাদ বা মিডিয়াতে কথা বলার জন্য অনুমতি লাগবে এটা বাতিল করতে হবে। যে কেউ তার প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে সংবাদপত্র বা মিডিয়াতে কথা বলতে পারলে অনেকাংশেই দুর্নীতি কমতে পারে কারণ তারাই জানে কোথায় সমস্যা আছে। | |
| | প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (বিশেষত ভার্সিটিও ও কলেজে) সংখ্যালঘুদের জন্য উপাসনালয় নির্মান - | |
| | প্রতিবন্ধীদের জন্য মাসিক ৫০০০ টাকা ভাতা দেওয়া হোক | |
| | প্রত্যেক নাগরিককে সামরিক প্রশিক্ষণ | |
| | প্রধানমন্ত্রী যেকোনো বিতর্কিত বিষয় গণশুনানির মাধ্যমে এবং মিডিয়ার উপস্থিতির মাধ্যমে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের নিয়ে গঠিত কমিটির সামনে স্পষ্ট করবেন | |
| | প্রবাসীদের একটি সরকারি সেবা ধর্মী সংস্থান থাকবে যারা শুধুমাত্র প্রবাসীদের সুযোগ সুবিধা সমস্যা সমাধানে কাজ করবে। | |
| | প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করতে হবে | |
| | বয়স্ক ভাতা সংস্কার ও ন্যায্যতার ভিত্তিতে প্রদান | |
| | বাংলাদেশের সকল নাগরিক শুধুমাত্র এন আই ডি কার্ড ব্যবহার করবে শিশুর জন্মের ৭ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে তার এনআইডি কার্ড করা হবে এবং দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এন আইডি কার্ড প্রযোজ্য হবে। | |
| | বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী ভারতের সাথে করা সকল যুক্তি বাতিল করতে হবে | |
| | বাজেট প্রণয়নে রাজনৈতিক অভিলাষের পরিবর্তে জনবান্ধন হতে হবে | |
| | বিদেশের সাথে কূটনীতি সম্পর্ক উন্নত করতে হবে। | |
| | বিয়ের বয়স ন্যূনতম ছেলে ও মেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রে ১৬ বছর করতে হবে | |
| | ব্যক্তিতন্ত্র ও পরিবারতন্ত্র থেকে যেন বাংলার জনগণ বেঁচে থাকতে পারে সেই ব্যবস্থা করতে হবে | |
| | ব্যবসায়িক ব্যক্তিরা সাংসদ হতে পারবে না | |
| | ব্যাংক ব্যবস্থার সংস্কার করতে হবে | |
| | ভারতের সাথে সম্পৃক্ত দালাল সংগঠন, আওয়ামী লীগ ও ইসকনকে নজরদারিতে রাখতে হবে | |
| | ভূমি অফিসের সংস্কার করা উচিত | |
| | মানবাধিকার রক্ষা কমিশন শক্তিশালী করা | |
| | মুক্তিযোদ্ধা ভাতা বন্ধ | |
| | মেধাবীদের সরকারি চাকুরিতে নিয়োগের ব্যবস্থা করুন | |
| | যানজট নিরসনে ট্রাফিক নীতিমালা প্রণয়ন | |
| | যারা বিভিন্ন কাজ এপ্রুভ করবে (যেমন: গাড়ির ফিটনেস, জমির নামজারি ইত্যাদি) তাদের নাম এবং ফোন নাম্বারসহ বিস্তারিত থাকবে যাতে যখন ফিটনেস ছাড়া গাড়ি পাওয়া যাবে তার কাগজ দেখে যেন বোঝা যায় কে টাকা অনিয়ম করেছে। | |
| | যে ব্যক্তি যে ফিল্ডে পড়াশোনা করবে রাষ্ট্রীয়ভাবে তাকে সেই ফিল্ডের উপর কর্মের ব্যবস্থা করে দিতে হবে | |
| | রাষ্ট্রপতি নিয়োগে প্রধানমন্ত্রী হস্তক্ষেপ থাকবে না | |
| | রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে নাগরিকগঞ্জ স্যার বলে সম্মোধন করবে। | |
| | রাষ্ট্রের সকল নাগরিকদের সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে | |
| | রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ন করলেও প্রধানমন্ত্রী পদে যেন পুরুষই প্রাধান্য পান। | |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন |
|---|---|---|
| | রাস্তা অবরোধ করে দলীয় সমাবেশ নিষিদ্ধ করতে হবে | |
| | রেমিটেন্স যোদ্ধাদের জন্য স্বতন্ত্র সরকারি ব্যাংকের ব্যবস্থা করা যার মাধ্যমে তারা সহজে রেমিটেন্স প্রেরণ করতে পারবে প্রতি মাসে সর্বমোট রেমিটেন্সের আয় জনগণের সামনে উপস্থাপন করতে হবে। | |
| | শেখ হাসিনা অথবা খালেদা জিয়া এই দুই পরিবারের কারো নামে দেশে কোন প্রতিষ্ঠান বা স্থাপনার নামকরণ করা যাবে না। | |
| | সংসদ ভাঙা কালীন সাংসদরা নূন্যতম ৬ মাস দেশ ত্যাগ করতে পারবে না | |
| | সকল অফিসে অভিযোগ বক্স অথবা সাধারণ মানুষ যাতে অভিযোগ করতে পারে এবং অভিযোগের ভিত্তিতে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়ার সংবেদন তৈরি করতে হবে | |
| | সততা এবং সৎ মানুষ যেন সমাজের প্রথম সারিতে উঠে আসতে পারে সেই ব্যবস্থা আমাদের সংবিধানে করতে হবে | |
| | সপ্তাহে একদিন মাঠ পর্যায়ে গিয়ে জনগণের মতামত নিতে হবে | |
| | সমগ্র দেশকে কয়েকটি প্রদেশে ভাগ করে প্রতিটি প্রদেশে আলাদা প্রাদেশিক সরকার গঠন করতে হবে | |
| | সাংবাদিকতা করতে হলে পরীক্ষা দিয়ে লাইসেন্স নিতে হবে | |
| | সামরিক দিক দিয়ে বাজেট বাড়াতে হবে, সেনা সংখ্যা ৩ লক্ষতে নিয়ে যেতে হবে | |
| | সামরিক বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত উপরস্থ কর্মকর্তাদের কে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বানালে ভালো হয়। | |
| | সিএনজি এবং মোটরসাইকেল এর জন্য নির্দিষ্ট পার্কিং ব্যবস্থা করা হোক। | |
| | স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় থেকে পুলিশ বিভাগ কে পৃথক করতে হবে | |
| | হাইকোর্টকে বিভাগীয় পর্যায় পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে | |
| | সরকারি প্রকল্পের ব্যয় জনসম্মুখে প্রকাশ করতে হবে | |
| | সরকারী চাকরীতে প্রশ্নফাঁসের সাথে জড়িত পরীক্ষার্থী, দালাল, ও কর্মচারীকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিতে হবে | |
| | সরকারের সকল কাজের স্বচ্ছতা আনতে হবে | |
| | সরকার পরিচালনায় মন্ত্রীপরিষদ পদ্দতি বাতিল | |
| | সর্বদা প্রজাতন্ত্র এদেশের গণমানুষের চাহিদাকে অগ্রাধিকার দিতে বাধ্য থাকিবে | |
| | সমস্ত স্টেকহোল্ডার মূল্যবান, এবং কেউ এই সংবিধান থেকে অতিরিক্ত সুবিধা পেতে পারে না। | |
| | নতুন নেতৃত্ব উদ্ভবের সুযোগ বাড়ে, যা গণতন্ত্রের জন্য ইতিবাচক। | |
| | সংবিধানের নাম ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ করতে হবে | |
| | সংবিধান পাঠ্য বইতে অন্তর্ভূক্তিকরণ | |
| | হাইকোর্টকে বিভাগীয় পর্যায় পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে | ১৮ |
| | সংসদ ভাঙা কালীন সাংসদরা নূন্যতম ৬ মাস দেশ ত্যাগ করতে পারবে না | |
| | প্রধানমন্ত্রী যেকোনো বিতর্কিত বিষয় গণশুনানির মাধ্যমে এবং মিডিয়ার উপস্থিতির মাধ্যমে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের নিয়ে গঠিত কমিটির সামনে স্পষ্ট করবেন | |
| | নেতা পরিবর্তন হলেও নীতি যেন অপরিবর্তিত থাকে সেই ব্যবস্থাকে কঠোরভাবে সংবিধানে সংযুক্ত করা প্রয়োজন | ১ |
| | জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকদের সামরিক প্রশিক্ষণ নেওয়া বাধ্যতামূলক করতে হবে | |
| | মানবাধিকার রক্ষা কমিশন শক্তিশালী করা | |
| | বাজেট প্রণয়নে রাজনৈতিক অভিলাষের পরিবর্তে জনবান্ধন হতে হবে | |
| | দেশের সকল বড় চুক্তি জনসম্মুখে উন্মুক্ত করতে হবে | |
| | সরকারি প্রকল্পের ব্যয় জনসম্মুখে প্রকাশ করতে হবে | |
| | রাস্তা অবরোধ করে দলীয় সমাবেশ নিষিদ্ধ করতে হবে | ৬ |
| | পাবলিক ট্রান্সপোর্ট রাষ্ট্রীয়করণ করতে হবে | ১ |
| | ১৮ বছর পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের সবকিছুর দায়িত্ব নেবে সরকার | |
| | ২০২৪ এর গণ আন্দোলন কে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে হবে | |
| | কোন ধরনের মামলা সর্বোচ্চ কতদিন ধরে চলবে তা নির্ধারণ করে দিতে হবে | |
| | আদালতের বিচার কার্য ৯০ দিনের মধ্যে শেষ করতে হবে | |
| | ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাদ দিতে হবে | |
| | ই-পাসপোর্ট ও এনআইডি নির্দিষ্ট সময় পর পর হালনাগাদ করতে হবে। এনআইডি কার্ডে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করণ ও অন্যান্য তথ্য অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। | |
| | একটি পরিবারে একটির বেশি ব্যক্তিগত গাড়ি থাকতে পারবে না। যদি থাকে সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত কর পরিশোধ করতে হবে। | |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন |
|---|---|---|
| | এমফিল অথবা পিএইচডি ডিগ্রী ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ করা হোক। | |
| | এসএসসি, এইচএসসি, অনার্স ,মাস্টার্স এর জাল রোধে কিউআর কোড ব্যবহার ও অন্যান্য নিরাপত্তা পদ্ধতি চালু করতে হবে | |
| | ওএসডি প্রথা সংস্কার এবং অপরাধ প্রমানের শাস্তির বিধান প্রণয়ন | |
| | কখন জরুরি অবস্থা জারি করা যাবে তা সংবিধানে স্পষ্ট করতে হবে | |
| | কমপক্ষে ৫% আসন সংখ্যালঘু, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী এবং দলিত সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষণ করা | |
| | কর্মপন্থা নির্ধারণ ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের জন্য কিছু নীতিমালা প্রয়োজন। | |
| | কোন নাগরিক চাইলে প্রশাসনের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবেন | |
| | কোন নেতা বা ব্যবসায়ী বা আসামি দেশত্যাগ করলে বা দেশ থেকে পলায়ন করলে তার সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ করতে হবে। | |
| | কোন সরকার বিদেশী কোন দীর্ঘস্থায়ী চুক্তি (৫ বছরের অধিক, যেমন আদানী গ্রুপের সাথে চুক্তি) করতে গেলে অবশ্যই বিরোধী দলের সম্মতি থাকতে হবে। | |
| | গণহত্যাকারীরা রাষ্ট্রীয় কাজে অংশ নিতে পারবে না | |
| | গ্রাম পর্যায়ে শিল্প উদ্যোক্তা তৈরি করতে হবে | |
| | ঘুষখোর, চাঁদাবাজ, টাকা পাচারকারীদের সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে | |
| | চাঁদাবাজি বন্ধে আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং কোন দলের নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির প্রমাণ পেলে রাজনৈতিক পদ বাতিল এর বিধান করতে হবে | |
| | জনগণের ক্ষতি না হওয়ার সাপেক্ষে অ্যালকোহল অনুমোদন দিতে হবে | |
| | জাতীয় নৈতিকতা অন্বেষণ করার জন্য শাসনতন্ত্রে ধারা সংযোজন করতে হবে | |
| | জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকদের সামরিক প্রশিক্ষণ নেওয়া বাধ্যতামূলক করতে হবে | |
| | তরুণদের নূন্যতম ৬ মাসের মিলিটারি ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করতে হবে। | |
| | রাজনৈতিক দলগুলোর আর্থিক লেনদেন ও তহবিল ব্যবহারের জন্য কঠোর নিয়ম চালু করতে হবে | |
| | দলের কোন লোক সরকারি বিভাগে চাকুরি নিলে দল থেকে অব্যহতি নেওয়া ও নিরপক্ষভাবে কাজ করা। | |
| | দেশের সকল বেসরকারি, এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিদেশী কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ কমাতে হবে এবং দেশীয় কর্মচারী/কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। | |
| | দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, প্রথা, আচরণ ইত্যাদি সংরক্ষণ করতে হবে | |
| | নাগরিক চাইলে প্রশাসনের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবেন | |
| | নারীদের জন্য আলাদা আইন | |
| | নো ম্যান্ডেট বিধান রেখে প্রধানমন্ত্রী ও সরকারকে নামানোর ব্যবস্থা রাখতে হবে ট্রায়ালের মাধ্যমে | |
| | পর্যটন ব্যবস্থার সংস্কার করতে হবে | |
| | পল্লিবিদ্যুতায়ন বোর্ড বিলুপ্ত করে পিডিবির মত করে ফেলা সময়ের দাবি | |
| | পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের চাকুরি সহ রাষ্ট্রের অন্যান্য সুবিধা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিশ্চিত করা | |
| | পুরুষ নির্যাতন রোধ ও নারী নির্যাতনের মিথ্যা হয়রানি মামলা রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ | |
| | পৃথক শিক্ষা কমিশন গঠন করতে হবে | |
| | প্রতিটি প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট কর্ম ঘন্টা নির্ধারণ করে দিতে হবে | |
| | প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ) সংখ্যালঘুদের জন্য উপাসনালয় নির্মাণ | |
| | প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (বিশেষত ভার্সিটিও ও কলেজে) সংখ্যালঘুদের জন্য উপাসনালয় নির্মান - | |
| | প্রধানমন্ত্রী যেকোনো বিতর্কিত বিষয় গণশুনানির মাধ্যমে এবং মিডিয়ার উপস্থিতির মাধ্যমে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের নিয়ে গঠিত কমিটির সামনে স্পষ্ট করবেন | |
| | বয়স্ক ভাতা সংস্কার ও ন্যায্যতার ভিত্তিতে প্রদান | |
| | বাংলাদেশের পূর্ব ও উত্তরের পাহাড় এবং তিলা সমূহ কে সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করে সংরক্ষণ করতে হবে | |
| | বাজেট প্রণয়নে রাজনৈতিক অভিলাষের পরিবর্তে জনবান্ধন হতে হবে | |
| | বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ UGC কর্তৃক পরিক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হোক | |
| | বেসরকারি কর্মক্ষেত্রে কর্মের নিরাপত্তা সম্বলিত আইন প্রণয়ন | |
| | ব্যবসায়িক ব্যক্তিরা সাংসদ হতে পারবে না | |
| | ব্যবহারিক শিক্ষার গুরুত্ব বাড়ানো | |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন |
|---|---|---|
| | ব্যাংক ব্যবস্থার সংস্কার করতে হবে। | |
| | ব্যানার মুক্ত দেশ চাই। কোন দলের কালারিং ব্যানার চলবে না। | |
| | যদি কোন কোম্পানি প্রতিষ্ঠানের Ads দিতে হয় তাহলে সরকারকে ট্যাক্স দিয়ে করতে হবে এবং তার ব্যক্তিগত খরচ বিলবোর্ড স্থানান্তর করতে হবে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিলবোর্ড সরিয়ে নেওয়ার প্রস্তাবনা থাকতে হবে। | |
| | দলীয় ব্যানার, দলীয় ব্যক্তির পোস্টার কোন ব্রিজ বা ফ্লাইওভার এর পিলারে লাগানো যাবে না। যদি লাগায় তাহলে জরিমানা করতে হবে এবং বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিতে হবে। | |
| | ব্রেইন ড্রেইন বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা | |
| | ভোক্তা অধিদপ্তরের ক্ষমতা বৃদ্ধি। পণ্য মজুদকারীদের সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান, মজুদকৃত পণ্য বাজেয়াপ্তকরণ, মজুদকারীদের লাইসেন্স বাতিল ও কালো তালিকাকরণ। | |
| | মডেল মসজিদের পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মাবলীদের জন্য মডেল প্রার্থনালয় বানাতে হবে | |
| | মাদক মুক্ত করণে পদক্ষেপ নিতে হবে | |
| | মানবাধিকার রক্ষা কমিশন শক্তিশালী করা | |
| | মেধাবীদের সরকারি চাকুরিতে নিয়োগের ব্যবস্থা করুন | |
| | যে কোনো ধরনের ইন্সটিটিউট রাজনৈতিক মুক্ত | |
| | যে ব্যক্তি যে ফিল্ডে পড়াশোনা করবে রাষ্ট্রীয়ভাবে তাকে সেই ফিল্ডের উপর কর্মের ব্যবস্থা করে দিতে হবে | |
| | রাইট টু ইনফরমেশন মৌলিক অধিকার করতে হবে | |
| | সংবিধানে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংরক্ষণ, পুনর্নির্মাণ এবং ঐতিহাসিক স্থাপনার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট ধারা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। | |
| | সততা এবং সৎ মানুষ যেন সমাজের প্রথম সারিতে উঠে আসতে পারে সেই ব্যবস্থা আমাদের সংবিধানে করতে হবে | |
| | সপ্তাহে একদিন মাঠ পর্যায়ে গিয়ে জনগণের মতামত নিতে হবে | |
| | সমগ্র দেশকে কয়েকটি প্রদেশে ভাগ করে প্রতিটি প্রদেশে আলাদা প্রাদেশিক সরকার গঠন করতে হবে | |
| | সরকার কোন ধরনের ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করতে পারবে না | |
| | সরকার রিজার্ভের ৫০% এর বেশি ঋণ নিতে পারবে না। | |
| | সরকারের সকল অঙ্গ ও সহযোগী সঙ্গঠনের স্বাধীন ভাবে কাজ করার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা | |
| | সরকারের সকল কাজের স্বচ্ছতা আনতে হব | |
| | সর্বদা প্রজাতন্ত্র এদেশের গণমানুষের চাহিদাকে অগ্রাধিকার দিতে বাধ্য থাকিবে | |
| | সাংবাদিকতা করতে হলে পরীক্ষা দিয়ে লাইসেন্স নিতে হবে | |
| | সিভিল সার্ভিস বডিতে যথাসম্ভব সাবজেক্টওয়াইজ নিয়োগের নির্দেশনা দিতে হবে | |
| | সীমান্ত হত্যা, অবৈধ বাঁধ সম্পর্কে প্রত্যেক সরকার কে লক্ষ্য রাখতে হবে | |
| | সুশীল সমাজ, বিরোধীদল ও অন্যান্যদের জন্য নির্দিষ্ট পরিমানে আসন সংরক্ষিত রাখা | |
| | সৈনিকদের বেতন পুণঃবিবেচনা করতে হবে | |
| | স্টার্টআপ, ব্যবসায়ীদের জন্য UAE, Singapore এর মতো Low tax, tax free করতে হবে। | |
| | স্ব স্ব মন্ত্রণালয়ের সচিবদের স্ব স্ব বিষয়ে গ্রাজুয়েশন থাকা লাগবে। যেমন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব অবশ্যই ডাক্তার হতে হবে। | |
| | স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নত ও ঔষধের স্বল্প মূল্য নির্ধারণ করতে হবে | |
| | হিন্দু আইনে কন্যা এবং স্ত্রী যেন সম্পত্তি পায় সেই আইন করতে হবে | |
| | “শাসন” শব্দের পরিবর্তে “দায়িত্ব” এবং “প্রশাসক” শব্দের পরিবর্তে “সেবক” শব্দ ব্যবহার করা হবে। | |
| | ভিআইপি জন্য রাস্তা বন্ধ করা যাবে না | |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন |
|---|---|---|
| **বিবিধ** | কোন প্রকার বিভাজন ও বৈষম্যের ঠাঁই যেন না হয়। | |
| | মেধাবীদের সরকারি চাকুরিতে নিয়োগের ব্যবস্থা করুন | |
| | নিত্যপন্য সিন্ডিকেটকারীদের ফাঁসির শাস্তির বিধান যুক্ত করতে হবে | |
| | সরকারি আমলাদের সন্তান স্ত্রী দেশের বাইরে থাকতে পারবে না | |
| | কোনো পরিবারতন্ত্র থাকবে না | |
| | সর্বদা প্রজাতন্ত্র এদেশের গণমানুষের চাহিদাকে অগ্রাধিকার দিতে বাধ্য থাকিবে | |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন |
|---|---|---|
| | পররাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশে অধিকাংশ মানুষের স্বার্থ রক্ষা করা | |
| | কর্মপন্থা নির্ধারণ ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের জন্য কিছু নীতিমালা প্রয়োজন। | |
| | সরকারের সকল অঙ্গ ও সহযোগী সঙ্গঠনের স্বাধীন ভাবে কাজ করার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা | |
| | পল্লিবিদ্যুতায়ন বোর্ড বিলুপ্ত করে পিডিবির মত করে ফেলা সময়ের দাবি | |
| | কখন জরুরি অবস্থা জারি করা যাবে তা সংবিধানে স্পষ্ট করতে হবে | |
| | সততা এবং সৎ মানুষ যেন সমাজের প্রথম সারিতে উঠে আসতে পারে সেই ব্যবস্থা আমাদের সংবিধানে করতে হবে | |
| | ব্যক্তিতন্ত্র ও পরিবারতন্ত্র থেকে যেন বাংলার জনগণ বেঁচে থাকতে পারে সেই ব্যবস্থা করতে হবে | |
| | আইন করে জনপ্রতিনিধিদের বিদেশে চিকিৎসা এবং সন্তানদের বিদেশে পড়াশোনা বন্ধ করতে হবে | |
| | যে ব্যক্তি যে ফিল্ডে পড়াশোনা করবে রাষ্ট্রীয়ভাবে তাকে সেই ফিল্ডের উপর কর্মের ব্যবস্থা করে দিতে হবে | |
| | গণহত্যাকারীরা রাষ্ট্রীয় কাজে অংশ নিতে পারবে না | |
| | বেসরকারি কর্মক্ষেত্রে কর্মের নিরাপত্তা সম্বলিত আইন প্রণয়ন | |
| | সরকারী চাকরীতে প্রশ্নফাঁসের সাথে জড়িত পরীক্ষার্থী, দালাল, ও কর্মচারীকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিতে হবে | |
| | ব্যবসায়িক ব্যক্তিরা সাংসদ হতে পারবে না | |
| | স্বাধীন ইন্টারনেট কমিশন গঠন | |
| | দ্বৈত নাগরিকত্ব বাতিল | |
| | উন্নয়নমূলক কাজে এমপিদের সম্পৃক্ততা থাকবে না, তাদের কাজ হবে আইন প্রণয়ন করা | |
| | উন্নয়নমূলক কাজে মনিটরিং টিম গঠন | |
| | শিক্ষার মান উন্নয়ন করতে হবে | |
| | বিদ্যুৎ খাতে ভর্তুকির ব্যবস্থা করতে হবে | |
| | ক্রয়কৃত বিদ্যুৎ মিটারের ভাড়া ও ডিমান্ড চার্জ বাতিল করতে হবে | |
| | বিদ্যুৎ খাতে ভর্তুকির ব্যবস্থা করতে হবে | |
| | বিদ্যুৎ গ্যাস জ্বালানির দাম কমানো ও এর সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন করতে হবে | |
| | ডিজিটাল কারেন্সিতে দেশের অর্থ ব্যবস্থা চালু করতে হবে | |
| | স্থানীয় সরকারের আর্থিক ক্ষমতা বাড়ানো | |
| | প্রতিটি উপজেলায় আদালত স্থাপন | |
| | সামাজিক বিচারের নামে মাতব্বরি নিষিদ্ধ করা | |
| | বাংলাদেশের সকল নাগরিক কে রেশন কার্ড দেওয়া | |
| | শিক্ষার্থীদের জন্য ইন্টারনেট ফ্রি ব্যবস্থা করা | |
| | শিক্ষার্থীদের জন্য সারা বাংলাদেশে ট্রেন বাস লঞ্চ হাফ পাস করা | |
| | ২০ বছরের নিচে বাইক নিষিদ্ধ করা | |
| | সকল বাহিনী সংবিধান রক্ষার শপথ নিবেন সরকারের পক্ষে নয়। | |
| | পরিবেশগত সংকট, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি বা বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক পরিবর্তনগুলি মোকাবেলার জন্য সংবিধান আপডেট করা যেতে পারে | |
| | আদালতে উকিলদের কোন রাজনৈতিক সংগঠন থাকবে না | |
| | গনভোট ব্যতিত বাইরের কোন রাষ্ট দেশের করিডোর ব্যাবহার করতে পারবে না | |
| | প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে ন্যায্যতা ও সমতা সম্পর্ক সমন্বয় পররাষ্ট্র নীতি মেনে চলা | |
| | সর্বস্তরে সংখ্যালঘুদের জন্য সংরক্ষিত আসন ও পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা করা হোক | |
| | জরুরী সেবা দানে বিশেষ একটি বাহিনী তৈরি করা যারা অন্য সকল বাহিনীর সাথে সমন্বয় করে কাজ করবে | |
| | পুলিশ বাহিনীর মতোই আরেকটি সামাজিক শৃঙ্খলা বাহিনী গঠন করতে হবে | |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন | ব্যক্তির নামের তালিকা | সিরিয়াল নম্বর | ইমেইল অ্যাড্রেস |
|---|---|---|---|---|---|
| **বিশেষ** | জুলাই অভ্যুত্থানে সকল শহীদের হত্যার জন্য দায়ি সকলকে বিচারের আওতায় আনার অধ্যাদেশ জারি করতে হবে। আর শেখ হাসিনা একজন গনতন্ত্র হত্যাকারি এটি উল্লেখ করতে হবে।জুলাই শহীদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম পঠ্যপুস্তকে সংযোজন করতে হবে। | | | | |
| | সবার সাথে বন্ধুত্ব, কারুর সাথে শত্রুতা নয়" এর বিদেশ নীতি তে আমাদের দূর্বলতাই প্রকাশ পায়। | | | | |
| | বৈষম্য বিরোধী ছাত্র এবং দলনিরপেক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগনের সমন্বয়ে একটি high powerful দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করা হবে যারা one stop action নিতে পারবে। অভিযোগ পাওয়া মাত্র দ্রুত (maximum 7 working days) তদন্ত সাপেক্ষে action নিতে পারবে। | | | | |
| | ১. প্রত্যেক সংসদ সদস্যকে যুক্ত করতে হবে শুধু সংসদে কাজ করবে। স্কুল, কলেজ বা কোনো প্রতিষ্ঠান, ক্লাবের কোনো কমিটিতে তারা উন্নয়নমূলক কাজে নিয়োজিত থাকবেন না, চেয়ারম্যান বা উপদেষ্টা থাকবেন। ২. শুল্কমুক্ত যানবাহন পার্স বাদ, তিনি স্থায়ী কমিটির সদস্য ছাড়া কোনো মন্ত্রণালয়ে প্রভাব ফেলবেন না। এটা করলে তাদের শাস্তি হবে । ৩. সংসদের নির্দেশ ছাড়া কোনো প্রকল্প পরিদর্শন করবেন না তারা। ৪. প্রাক্তন সংসদ সদস্যরা অন্য কোনো স্থানীয় সরকার আসনের জন্য যোগ্য হবেন না। ৫. কোন ভোটের বিকল্প চালু করা হবে না। ৪৫% ভোট ছাড়া কোনো প্রার্থী পাস হবে না, আবার নির্বাচন হবে। | ১ | মো. আহসান কবীর | ৩২৪৭ | ahsan5957@gmail.com |
| | সরকারি চাকুরি যারা করেন তাদের বেতন বৈষম্য যদি দূর করা যায় এবং নতুন পে স্কেল যদি দেয়া হয় তাহলে দূর্নীতি অনেকাংশে কমে আসবে বলে আমি মনে করি। সংবিধানে প্রতি পাঁচ বছর পর পর বাজার ন্যায্য বজায় রেখে নতুন পে স্কেল যাতে দেয়া হয় সে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করলে অনেকটাই সুফল পাওয়া যাবে | ১ | | | |
| | প্রত্যেক বিভাগে হোক, দপ্তরে হোক, মন্ত্রণালয় হোক সেখানে একটা কমিশন থাকবে যেন তাদের কাজ গুলো কিভাবে সহজ করা যায়। ফলে কমিশন ভেবেচিন্তে নতুন নতুন পথ বের করবে যা জনগণের জন্য ভালো দিক টা বের করে আনতে পারবে। | ১ | | | |
| | ১। এমপি/ মন্ত্রী / চেয়ারম্যান হতে হলে তাদের জন্য লিখিত পরীক্ষার পদ্ধতি চালু করতে হবে।<br>২। দেশে নারী নির্যাতন আইন সংস্কার করতে হবে, মিথ্যা নারী নির্যাতন মামলা দ্রুত নিস্পত্তি করতে হবে।<br>৩। জমি সংক্রান্ত মামলা ১-২ বছরের মধ্যে নিস্পত্তি করতে হবে।<br>৪। বিয়ে / ডিভোর্স অনলাইন পদ্ধতি চালু করতে হবে।<br>৫। চাকরির পরীক্ষায় একবার টিকলে পরবর্তীতে আর পরীক্ষা দিতে হবে না এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে চাকরি নিশ্চিত করতে হবে। | ১ | শাহাদাত | ৩২৮০ | shahadat3786@gmail.com |
| | | ১ | | ৩২৯১ | mdzubayer2211@gmail.com |
| | মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত দলিল তফসিরে অন্তভুক্ত করতে হবে<br>৩. ভাসানি, শেরেবাংলা, সোহরাওয়ার্দী এদের যথাযথ সম্মান দিতে হবে<br>৪. নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে | ১ | | ৩২৯২ | sajjadhossainnabil@ymail.com |
| | প্রথমত বলতে চাই যতদিন পর্যন্ত আমরা চিন্তাভাবনায় উন্নত হবো না ততদিন পিছিয়ে থাকতে হবে। যার দরুণ দরকার শুদ্ধাচার । তাই (ক) সাংবিধানিক Rule করে ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে মাষ্টারস পর্যন্ত একটি বাধ্যতামূলক পাঠ্য থাকতে হবে যেখানে থাকবে : সততা, নিয়ম, পদ্ধতি, ধৈর্য, সহনশীলতা, নিয়মানুবর্তিতা, সহজাত ক্ষমতা, স্বকিয়তা, ন্যায়পরতা পরিশ্রম, দক্ষতা, ব্যক্তিত্বতা ইত্যাদি । এবং এই বিষয়ের পাশ মার্কস করতে হবে ৫০(পঞ্চাশ) ।<br>(খ) দেশে গবেষণার ব্যাপক সুযোগ করতে হবে । মেধাবী গবেষকদের বিদেশে গবেষণা শেষে সম্মানের সাথে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য ব্যবস্থা করতে হবে<br>(গ) ডক্টরেটদের সাথে BCS ক্যাডারদের গুন্ডামী বন্ধ করে স্ব স্ব অবস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে ।<br>২ । প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে দিন মজুর পর্যন্ত মাসিক আয়ের একটি স্থির চিত্র তৈরী করে কার্যকর করতে হবে । যেখানে দিন শেষে একজন দিন মজুরও সন্তানে সুষম খাদ্য, পড়াশুনার ব্যয়ভার ও চিকিৎসার জন্য চিন্তা করতে না হয় । যদি এটি করতে না পারি তাহলে দায়িত্বশীলগণ কোনভাবেই দায় এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই এবং দেশও উন্নত হবার সুযোগ নেই । | ১ | মুঃ লুৎফর রহমান তালুকদার। সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম | ৩২৯৬ | lutfurrahman7865@gmail.com |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন | ব্যক্তির নামের তালিকা | সিরিয়াল নম্বর | ইমেইল অ্যাড্রেস |
|---|---|---|---|---|---|
| | ১. যোগ্যতা সম্পন্ন যে কেউ নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে,সে যেই হোক; কারো দলিয় ট্যাগ থাকবে না। জনগণ যাকে ইচ্ছা ভোট দিবে ,ভোট অনলাইনে করা যেতে পারে সেটা মাসব্যাপী হতে পারে। যার নির্বাচনে জয়লাভ করবে তারা প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি স্পিকার নিযুক্ত করবেন, সেটাও ভোটের মাধ্যমে । পরবর্তীতে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে রাষ্টপতি নিয়োগ দিবেন, সেখানেও সংসদ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে। সরকারি কর্মচারির দূর্নীতি অনিয়মের অভিযোগে পাওয়া গেলে তদন্ত সাপেক্ষে ১০-১৫ কর্মদিবসের মধ্যে বরখাস্তের বিধান থাকতে হবে।<br>২. নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।<br>৩. আইন শৃঙ্খলা বাহিনী শুধু মাত্র দেশের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কাজ করবে,কোন প্রটোকলে ব্যবহার করা যাবে না। | ১ | MD MASUDUR RAHMAN | ৩৩১৭ | babumasudur@gmail.com |
| | বিপ্লব এর মাধ্যমে নতুন অধ্যায় শুরু হচ্ছে এই দেশের, তো সংস্কার টাও বিপ্লবী হওয়া উচিৎ। আগের সকল স্বার্থান্বেষী সংস্কার সম্পূর্ণ বাতিল করে দিতে হবে। যারা এখনো বহাল তবিয়তে আছে তাদের উৎখাত করতে হবে সংবিধানের পুরনো স্বার্থের তোয়াক্কা না করে। বিপ্লবী সংবিধানের সংস্কারের মাধ্যমে সকল পর্যায়ে বিপ্লবি মানুষদের দায়িত্ব দিতে হবে, যারা দেশের স্বার্থ এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে সদা সর্বোচ্চ সজাগ থাকবে। দ্রুততম সময়ে রাষ্ট্রপতির অপসারণ এবং সেনাবাহিনীর সুষ্ঠ সংস্কারের মাধ্যমে এই বাহিনীকে দেশের অভ্যান্তরীন শান্তি প্রতিষ্ঠায় শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে উঁচু থেকে নিচু সকল পর্যায়ে দেশপ্রেমিক অফিসার নিয়োগ এবং দেশদ্রোহী চাটুকার অফিসারদের অপসারণ করে। দায়িত্ব যেনো সকল সেক্টরে ভাগ হয়ে যায় যাতে কোনো দূর্নীতি না হয়। এছাড়া চিকিৎসা বাণিজ্য খাতে অনেক বেশি উন্নতি করর সুযোগ আছে। ৩ দিকে ভারত দাদাগিরি করছে স্বাধীনতার পর থেকে। তাদের থেকে নদী রক্ষায় সকল পদ্দক্ষেপ নিতে হবে যাতে বাধ গুলো ভেঙে দেয়া যায় এবং নদীর নাব্যতা ফিরে আসে। | | | | |
| | ১। দেশের সার্থ ও সার্বভৌমত্ব:- আন্তর্জাতিক দুনিয়াতে নির্দিষ্ট কোন দেশ বন্ধু বা শত্রু হয় না। যা হয় তা হলো সার্থ।আমাদের দেশের রাজনৈতিক দল গুলো সেটা মানে না। তারা ক্ষমতায় থাকতে ২ টাই জলাঞ্জলি দেয়। এটা যেন করতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।<br>২। দূর্নীতি: এটা মুক্তি ছাড়া কোন দেশ উন্নতি করতে পারবে না। এজন্য মেম্বার থেকে সরকার প্রধান সকল সরকারি কর্মকর্তা এবং সর্বনিম্ন ১কোটি সমপরিমাণ সম্পদের ব্যাবসায়ীদের প্রতি বছর সম্পদের হিসাব বাধ্যতামূলক করা।<br>৩। জনগনের অধিকার: জনগনের মৌলিক অধিকার আগে নিশ্চিত করতে হবে। এটা সংবিধান দ্বারা তাগিত দিতে হবে। এটা করতে ব্যর্থ হলে প্রধানমন্ত্রীকে জনগন অভিশংসন করতে পারবে। এবং রাষ্ট্রপতির আদেশে সংসদ কর্তৃক ভোটে নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দেবে।<br>৪। জনগনের হয়ে কাজ: সরকারকে বড় কোন চুক্তি ও প্রকল্প করতে হলে জনগনের মতামত নিতে বাধ্য থাকিবে। কেন করছে উক্ত চুক্তি ও প্রকল্প তাহার সঠিক ব্যাখ্যা দিতে হবে।<br>৫। রাষ্টপতি ও প্রধানমন্ত্রী: উনাদের জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতে হবে। যেটা তুরুস্কে হয়ে থাকে।<br>৬। এমপি মন্ত্রী নয়:- কোন এমপি মন্ত্রী হতে পারবে না। এটা করলে উক্ত ব্যাক্তির ক্ষমতা যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি দুইটা কাজ একসাথে ভালো করতে পারে না। তাই ক্ষমতা ও কাজ কমিয়ে ছড়িয়ে দিতে হবে।<br>৭। আমলাদের ক্ষমতা কমিয়ে দিতে হবে। এবং সকল আমলাকে প্রতি বছর সম্পদের হিসাব দিতে হবে।<br>৮। একব্যাক্তি একাধিক পদে থাকতে পারবে না। এবং সর্বোদা তাহার থেকে একধাপ উপরের কর্মকর্তা ছাড়া কোন মন্ত্রী কোন আদেশ দিলে তা মানা যাবে না। অর্থাৎ নির্দিষ্ট চ্যানেল মেনে উপর থেকে নিচ অবধি আদেশ বাস্তবায়ন করতে হবে। | | | | mdnazmulkhan456@gmail.com |
| | ১। নিবন্ধিত দলগুলোর গঠনতন্ত্র গণতান্ত্রিক হতে হবে। তাদের নেতৃত্ব নির্বাচন পারিবারিক সীমাবদ্ধ হবে না। দলের নেতৃত্ব অবশ্যই নির্বাচিত হওয়া উচিত<br>২। রাষ্ট্র সমাজ বিধ্বংসী কোন দল থাকতে পারবে না যারা অন্য দেশের অনুগত হয়ে চলে।<br>৫. পররাষ্ট্র চুক্তি ওপেন রাখা গোপন কোন চুক্তি না করা<br>৯. নির্বাচন ব্যবস্থার পরিবর্তন। টাকা দিয়ে ভোট কেনা বন্ধ করতে হবে। কারো বিরুদ্ধে প্রমান পাওয়া গেলে আজীবন নির্বাচন হতে বাতিল হবে। কালো টাকা বন্ধ করতে হবে। এতে সৎ যোগ্য লোককেই মানুষ ভোট দিবে। টাকা দিয়ে ভোট কেনা বা বিক্রি করা বন্ধ করতে হবে। | | | ৩৪৯৫ | ibnadrakib@gmail.com |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন | ব্যক্তির নামের তালিকা | সিরিয়াল নম্বর | ইমেইল অ্যাড্রেস |
|---|---|---|---|---|---|
| | ১। রাষ্ট্রের প্রতিটি সরকারি বেসরকারি দপ্তরের বা প্রতিষ্ঠানের সংস্কারের প্রয়োজন । বিশেষ করে ভূমি মন্ত্রণালয়।<br>২। পুলিশ প্রশাসন কোনো রাজনৈতিক দলের নয় শুধু দেশ এবং জনগণের প্রতিনিধিত্ব করবে ।<br>৩। বিশেষ করে সেবামূলক প্রতিষ্ঠান স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া উচিত বলে মনে করি । প্রতিটি সরকারি হাসপাতাল সিন্ডিকেট আর দালালে ভরপুর। সকল সিন্ডিকেট তাড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে । এবং ঢাকা সহ প্রতিটি জেলা , উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের প্রতিটি হাসপাতালকে উন্নতিকরণ করতে হবে । ৩টি জেলা সরকারি হাসপাতালে আইসোলেশনের ব্যবস্থা করতে হবে । ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রতিদিন ডাক্তার বসানোর ব্যবস্থা করতে হবে । এক্ষেত্রে ঢাকা মেডিকেল সহ ঢাকার অনেক সরকারি মেডিকেলের চাপ অনেক আগে সে কমে আসবে এবং বাংলাদেশের বিদ্যা সবার মন উন্নত হবে বলে বিশ্বাস করি । | | BAPARY RAJU | ৩৫০৬ | rajubapary456@gmail.com |
| | ১/ রাষ্ট্রীয় সকল প্রতিষ্ঠান গুলিকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা।<br>২/ রাষ্ট্রীয় চাকুরীজীবী এবং আমজনতা- সবার জন্য আইন সমান নিশ্চিত করতে হবে।<br>২/ রাষ্ট্রীয় চাকুরীজীবী এবং আমজনতা- সবার জন্য আইন সমান নিশ্চিত করতে হবে।<br>৩/ যে কোনো অপরাধ তদন্তে অবশ্যই "নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন" গঠণ করতে হবে দলনিরপেক্ষ বিচারপতির নেতৃত্বে।<br>৪/ নির্বাচনউত্তর সংখ্যানুপাতিক বা ভোটপ্রাপ্তীর শতকরা হিসাবে সংসদ সদস্য বন্টন প্রক্রিয়া সংবিধানে সন্নিবেশিত করা হোক।<br>৫/ ন্যায়-অন্যায়ের পক্ষাবলম্বন ও সাংবিধানিক ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রাপ্ত অধিকারবলে যেন দলের বিরুদ্ধেও ভোট প্রদান সাংসদরা করতে পারে তা অবশ্যই সংবিধানে থাকতে হবে।<br>৫/ জনতার মৌলিকাধিকার প্রাপ্তীর বিষয়ে সর্বক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নিশ্চিত করতে হবে।<br>৬/ দলনিরপেক্ষ ব্যক্তিদের দিয়ে বিচারবিভাগ, মানবাধিকার কমিশন ও দুদক পরিচালিত হতে হবে।<br>৭/ ঘুষ- দুর্নীতির ব্যাপারে কঠিন আইন প্রণয়ন করতে হবে। তদন্ত- নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন এর মাধ্যমে করতে হবে।<br>৮/ ভোগ্যপণ্যের কেনা-বেচার ব্যাপারে যে কোনো সিন্ডিকেট গঠণকে আইন তৈরীর মাধ্যমে নিষিদ্ধ ঘোষনা করতে হবে।<br>৯/ রাষ্ট্রীয় জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান যেমন- হোল্ডিং ট্যাক্স, ওয়াসা, বিদ্যুত, গ্যাস, ভূমি অফিসগুলিতে সিবিএ বা সংগঠন করা যাবেনা।<br>১০/ পররাষ্ট্রনীতিতে অবশ্যই রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে বাধ্যতামূলক অগ্রাধিকার দিতে হবে।<br>১১/ রাষ্ট্রপতি নির্বাচন গণভোটের মাধ্যমে হতে হবে। | | জাফর পাঠান | ৩৫১৮ | zabpathan@gmail.com |
| | রাষ্ট্রীয়ভাবে একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র কমিশন গঠন করা, এবং এই কমিশনের কাজ হবে প্রথমত কিছু ইন্ডিকেটর সেট করা এবং এই সকল ইন্ডিকেটর এর ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল গুলোর সার্বিক কার্যক্রম মূল্যায়ন ও পরিবিক্ষণ এবং অডিট করানো একই সাথে এ সকল রিপোর্ট নিয়মিত জাতীয়ভাবে জনমানুষের সামনে উপস্থাপন করা। দলগুলোর রেটিং ও রেংকিং এর ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। এর ফলে মানুষ রাজনৈতিক দল গুলোর নিজস্ব সংগঠনিক সক্ষমতা, চর্চ, সততা ও নিষ্ঠা সম্পর্কে পূর্বেই অবগত হতে পারবে। | | | | |
| | ১। ভারত ও মায়ানমার শত্রু রাষ্ট্র বিবেচিত হবে।<br>২। ৭২-৭৫ ও ২০০৬-২০২৪ পর্যন্ত যে সকল গুম খুন ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুটপাট হয়েছে, সে সকল সম্পদ লুটেরাদের কাছ থেকে উদ্ধার করে রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজায়াপ্ত করতে হবে।<br>৩। দ্বৈত নাগরিকত্ব থাকলে, জনপ্রতিনিধি হতে পারবে না। তথ্য গোপনকারীর সাজা মৃত্যুদণ্ড।<br>৪। ননমুসলিমরা বাংলাদেশে থাকতে পারবে, তবে তাদেরকে দ্বিগুন কর দিয়ে থাকতে হবে।<br>৫। সুদ ভিত্তিক অর্থনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে।<br>৬। সরকারের আমলারা যুলুমবাজ, তাদের যুলুম বিচারের আওতায় আনার ব্যাবস্থা থাকতে হবে।<br>৭। ভারতে ট্রেনিং আছে বা পড়াশুনা আছে, এমন লোক প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, সাস্থ্য ও অর্থব্যাবস্থায় চাকরি করতে পারবে না।<br>৮। ভূমি দস্যুদের ব্যাপারে পরিষ্কার ও কঠোর সাজার ব্যাবস্থা থাকতে হবে।<br>৯। সংস্কারের আমলারা মিথ্যা বলতে পারবে না। বলল্লে সাজা হবে মৃত্যু দন্ড।<br>১০। সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। | | | ৩০০৮৪ | arnobfaiaz@gmail.com |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন | ব্যক্তির নামের তালিকা | সিরিয়াল নম্বর | ইমেইল অ্যাড্রেস |
|---|---|---|---|---|---|
| | ২.খ) সংসদে কোনো দলের প্রার্থী দেয়ার ক্ষেত্রে, নির্বাচনে নূন্যতম ১-৩% ভোট পাওয়ার বাধ্যবাধকতা রাখতে হবে।<br>৩.খ) জাতীয় নির্বাচনে নূন্যতম দুই-তৃতীয়াংশ (৬৬%+) ভোটার উপস্থিতি নিশচিত করতে হবে।<br>৩.গ) ভোটার উপস্থিতি দুই-তৃতীয়াংশের কম হলে, পূনরায় নির্বাচন দিতে হবে। | ১ | | | |
| | ৪.খ) উচ্চকক্ষ এবং নিম্নকক্ষ উভয়েই, উভয়ের সিদ্ধান্তে ভেটো দিতে পারবে।<br>৫.খ) বিভাগ গুলোর নিয়োগ এবং অপসারণ ক্ষমতা, স্ব স্ব বিভাগের হাতেই থাকবে।<br>৬.ক) সংবিধানের যেকোনো অপরিবর্তনীয় বিধান পরিবর্তন বা সংশোধনের ক্ষেত্রে, গণভোটের আয়োজন করতে হবে।<br>৬.খ) অপরিবর্তনশীল নয় এমন বিধানের ক্ষেত্রেও যদি তীব্র গণ-অসন্তোষ পরিলক্ষিত হয়, সেক্ষেত্রেও সুপ্রীম কোর্ট সরকারকে গণভোটে জনমত জরিপের নির্দেশ দিতে পারবে।<br>৬.গ) গণভোটে নূন্যতম দুই-তৃতীয়াংশ ভোটার উপস্থিতি এবং প্রস্তাবের পক্ষে তিন-চতুর্থাংশ (৭৫%) ভোট পড়তে হবে, অন্যথায় পুনঃভোট আয়োজন করতে হবে।<br>৬.ঘ) সর্বচ্চো দুই/তিনবার গণভোট আনুষ্ঠিত হওয়ার পরেও প্রস্তাবের পক্ষে কাঙ্ক্ষিত জনমত না পেলে, উক্ত প্রস্তাবটি বাতিল বলে বিবেচিত হবে।<br>৭.গ) যেকোনো ধর্মের ধর্মীয় স্থাপনায় আঘাতের মতো অপরাধের, দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। | | | | |
| | ১) প্রতিটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে অন্তরবর্তীকালীন দল নিরপেক্ষ / কেয়ার টেকার সরকারের অধীনে। ৯০ দিনের মধ্যে তাঁরা নির্বাচন শেষ করবেন। দেশের রাষ্ট্রপতি প্রধান উপদেস্টার দায়িত্ব পাবেন না।<br>২) সংরক্ষিত কোন মহিলা আসন থাকবেনা। সকলকে গণভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে আসতে হবে। তবে টেকনোক্রেট মন্ত্রীর বিষয়টি বিবেচনায় থাকবে।<br>৪) পরপর দুই বারের বেশী প্রধানমন্ত্রী হবেন না। বিরতি দিয়ে তিন বার প্রধানমন্ত্রী হওয়া যাবে।<br>৬) উন্নয়নের সমতা, রাজধানীতে চাপ কমানোর জন্য ও ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ ও বিভাগীয় সদরের গুরুত্ব বাড়াতে হবে।<br>৭) ভোটার হবার শর্ত সংস্কার ও নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।<br>৮) জাতীয় পরিচয় পত্র ও জন্ম সনদ আধুনিকায়ন করতে হবে।<br>৯) বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিল করতে হবে।<br>১০) কোন নেতা নেত্রীর ছবি অফিসে টাঙানো যাবেনা। দেশটা জনগণের।<br>১১) সাপ্তাহিক সরকারি ছুটি একদিন হবে। শিক্ষা প্রতিস্থানে স্তরভেদে ১/২ ভাগ করা যাবে।<br>১২) প্রতিবন্ধী / অনগ্রসর জাতি গোষ্ঠী ছাড়া অন্যান্য কোটা থাকবেনা।<br>১৩) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বা উপজাতি সংজ্ঞায়ন আরও নিরীক্ষণ সাপেক্ষে তাঁদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করে মূল জাতি স্রোতের ভিতরে নিয়ে আনতে দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা নিতে হবে যা সম্পূর্ণ সরকারি তত্ত্বাবধানে হবে, এক্ষেত্রে এনজিও কর্মকান্ড আরও নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। | | | | |
| | প্রথমে নেতৃত্বের জন্য যোগ্যতার মানদণ্ড নির্ধারণ করা হবে, যেমন শিক্ষাগত যোগ্যতা, নৈতিকতা এবং দক্ষতা। প্রতিটি পদে আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদন করতে হবে। যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে ৫ জন প্রার্থী নির্বাচিত হবেন, এবং জনগণের সরাসরি ভোটে সেরা প্রার্থী নির্বাচিত হবে।<br>কাজ ও নিয়মাবলী: নেতাদের কাজ নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী পরিচালিত হবে। তাদের পারফরম্যান্স তদারকি করতে স্বাধীন কমিটি থাকবে। কাজের মান বজায় না রাখলে তাদের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে। | | | ৩০১৫৪ | asifjrahman@hotmail.com |
| | 1. পরিবেশগত অধিকারকে স্বীকৃতি**: সংবিধানে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও পরিচ্ছন্ন শক্তির অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া।<br>2. টেকসই উন্নয়নের আদেশ**: সমস্ত সরকারী নীতির জন্য টেকসই উন্নয়নকে নির্দেশক নীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা।<br>3. নবায়নযোগ্য শক্তির প্রচার**: সরকারকে নবায়নযোগ্য শক্তির উৎসগুলিতে প্রচার ও বিনিয়োগ করতে বাধ্য করা।<br>4. প্রণোদনা**: নবায়নযোগ্য শক্তির উদ্যোগগুলির জন্য কর প্রণোদনা, সাবসিডি ও অনুদান দেওয়ার সুযোগ।<br>5. জনসাধারণের অংশগ্রহণ**: শক্তি নীতির উন্নয়নে জনসাধারণের পরামর্শ বাধ্যতামূলক।<br>6. স্থানীয় শাসন**: স্থানীয় সরকারগুলোকে নবায়নযোগ্য শক্তির প্রকল্প পরিচালনার ক্ষমতা দেওয়া।<br>7. শিক্ষা ও সচেতনতা**: নবায়নযোগ্য শক্তির উপর শিক্ষা ও জনসাধারণের সচেতনতা বাড়ানোর বিধান।<br>8. প্রথাগত জ্ঞানের সুরক্ষা**: টেকসই শক্তি ব্যবহারে আদিবাসী সম্প্রদায়ের জ্ঞানকে সুরক্ষা দেওয়া।<br>9. জাতীয় কৌশল**: জাতীয় নবায়নযোগ্য শক্তির কৌশল তৈরি ও আপডেট বাধ্যতামূলক।<br>10. আন্তর্জাতিক সহযোগিতা**: নবায়নযোগ্য শক্তির উন্নয়নে আন্তর্জাতিক চুক্তিতে অংশগ্রহণের বিধান।<br>11. **প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ**: নবায়নযোগ্য শক্তির প্রযুক্তির গবেষণা ও উন্নয়নে বিনিয়োগ উৎসাহিত করা। | | | | |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন | ব্যক্তির নামের তালিকা | সিরিয়াল নম্বর | ইমেইল অ্যাড্রেস |
|---|---|---|---|---|---|
| | 12. **গ্রিডের অ্যাক্সেস**: নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদকদের জাতীয় গ্রিডে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।<br>13. **সম্প্রদায়ভিত্তিক প্রকল্প**: সম্প্রদায়-নেতৃত্বাধীন নবায়নযোগ্য শক্তির উদ্যোগগুলোকে সমর্থন করা।<br>14. **নবায়নযোগ্য লক্ষ্য**: নবায়নযোগ্য শক্তির উৎপাদনের জন্য বাধ্যতামূলক জাতীয় লক্ষ্য নির্ধারণ করা।<br>15. **পরিবেশগত মূল্যায়ন**: সকল শক্তি প্রকল্পের জন্য পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন বাধ্যতামূলক করা।<br>16. **জ্বালানি পরিবর্তনের পরিকল্পনা**: নবায়নযোগ্য শক্তির দিকে পরিবর্তনের জন্য পরিষ্কার পরিকল্পনা তৈরি করা।<br>17. **নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামো**: নবায়নযোগ্য শক্তির খাতের বৃদ্ধির জন্য শক্তিশালী নিয়মাবলী প্রতিষ্ঠা।<br>18. **শক্তি দক্ষতা**: নবায়নযোগ্য শক্তির পাশাপাশি শক্তি দক্ষতা প্রচার করা।<br>19. **সবুজ কর্মসংস্থান**: নবায়নযোগ্য শক্তির খাতে সবুজ কর্মসংস্থান সৃষ্টির বাধ্যবাধকতা।<br>20. **মনিটরিং ব্যবস্থা**: নবায়নযোগ্য শক্তির লক্ষ্যগুলির অগ্রগতি মনিটরিং ও রিপোর্টিং ব্যবস্থা। | | | | |
| | সংবিধান প্রথমে বাংলায় লিখুন এবং তারপর ইংরেজিতে অনুবাদ করুন। বর্তমান সংবিধানে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি সহ বাংলা ভাষার কলঙ্ক।<br>2. পশ্চিমা চিন্তাধারার প্রভাব এড়িয়ে চলুন। কমিটির প্রধান একজন মার্কিন প্রশিক্ষিত সংবিধান বিশেষজ্ঞ। আমাদের সমাজ, আমাদের ইতিহাস, আমাদের আকাঙ্খা এবং আমাদের নীতিশাস্ত্র পশ্চিমা সভ্যতা এবং চিন্তাধারার সাথে পুরোপুরি মিল নাও থাকতে পারে সে বিষয়ে সচেতন থাকুন।<br>3. সার্বভৌমত্বের ইস্যু- যেহেতু এটি একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ তাই সার্বভৌমত্ব জনগণের অধিকার ঘোষণা করা কঠিন হবে। যাইহোক, "রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব" জনগণের জন্য বলা একটি ভাল বিকল্প।<br>4. জনগণকে সংবিধানের প্রতি ভালোবাসা ও জীবনযাপন করুন। এটি এমন একটি দলিল হওয়া উচিত যা জনসাধারণের পক্ষে কথা বলে, অভিজাতদের নয়।<br>4. লিঙ্গ, শ্রেণী, আয়, সম্পদ, ধর্ম এবং বর্ণের ভিত্তিতে সমস্ত বৈষম্য নিষিদ্ধ করুন। তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য জনগণের উপর কোন বোঝা চাপানো উচিত নয়। (আপনি এখন বাংলাদেশে NID পেতে পারবেন না, যদি আপনার স্থায়ী ঠিকানা না থাকে)।<br>আপনার অধিকাংশই বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত পরিবারে জন্মগ্রহণকারী শিশু, আপনি হয়ত বেশির ভাগ লোকের প্রশংসা বা সহানুভূতি নাও পেতে পারেন। | ১ | MUHAMMED REAZUL HALIM | ৩০৩১২ | muhammed.halim@gmail.com |
| | সংবিধান এমনভাবে সংশোধন করতে হবে যাতে কোন রাজনৈতিক দল যেন এককভাবে কোন আইন প্রণয়ন করতে না পারে সেজন্য সংসদে হ্যাঁ/না এর পরিবর্তে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন করা হোক এবং সেক্ষেত্রে ও ৩০০ ভোটের মধ্যে কমপক্ষে ২৫০ টি ভোটের মাধ্যমে তা পাশ করতে হবে।<br>কোন নির্বাচিত সরকার সংবিধান সংশোধন করতে পারবেনা । যদি একান্তই কোন সংশোধনের প্রয়োজন হয় তাহলে নির্বাচিত সরকার সংবিধান সংশোধন কমিশনে প্রস্তাব পাঠাতে হবে আর উক্ত কমিশন তা অনলাইনে/অনলাইনে গণভোটের মাধ্যমে কার্যকর করবে। তবে সে গণভোটে অবশ্যই সকল জনগণের অংশগ্রহণ থাকবে না । কেবলমাত্র একটি বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে শুধুমাত্র সচেতন নাগরিকগণ সেই ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে। | | | | |
| | চাকুরিজীবিদের কোন "চাকুরী আইন" বা অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মত "এমপ্লয়মেন্ট এক্ট" নেই। এই আইন অতীব জরুরী। একজন শ্রমিকের চাকুরী চলে গেলে তার নিরাপত্তায় "শ্রম আইন" কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু চাকুরিজীবির চাকুরী চলে গেলে শ্রম আইনেই তার সমাধান হয় যা একজন চাকুরিজীবির জন্য অপ্রতুল। কারণ একজন শ্রমিকের চাকুরি চলে গেলে সে সাথে সাথে অন্য কোন কাজ অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন। কিন্তু একজন চাকুরী জীবির চাকুরী হঠাত চলে গেলে মালিক পক্ষ কোনভাবেই তার লং টার্ম বেনেফিট দেয় না। বাংলাদেশের বিভিন্ন কোম্পানীর মালিক "ফোর্স রিজাইন" করায়। এটা ওপেন সিক্রেট, সবাই জানে। কিন্তু কেউ বলে না। ফোর্স রিজাইন বন্ধ করা উচিত। আর একজন মালিক যদি একজন প্রফেশনাল চাকুরিজীবির চাকুরী হঠাত খেয়ে ফেলেন তাহলে এমন আইন থাকা উচিত যাতে ঐ চাকুরীজীবীর জীবন ধ্বংস করার কারণে ঐ মালিক লাইফ টাইম কম্পেনসেশন দিতে বাধ্য হয়। যদিও এটি আইনের বিষয়, তারপরেও সংবিধান সংস্কার করার সময় এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে মধ্যবিত্ত সমাজের চকুরিজনিত নিরাপত্তা বিধান করার জন্য ধারা থাকা উচিত। | | | | |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন | ব্যক্তির নামের তালিকা | সিরিয়াল নম্বর | ইমেইল অ্যাড্রেস |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1.একটি ধর্মনিরপেক্ষ এবং 2.গণতান্ত্রিক,3.প্রজাতন্ত্র।<br>যা জনগণের কাছ থেকে সার্বভৌমত্ব অর্জন করে। সার্বভৌমত্ব জাতির উপর নির্ভর করে, যা একটি নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিশাসিত শাসনব্যবস্থা। প্রথম তিনটি অনুচ্ছেদে সংজ্ঞায়িত প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা নীতিগুলির স্থায়িত্ব ঘোষণা করা হয়েছে এবং তাদের পরিবর্তনের জন্য যে কোনও প্রস্তাব নিষিদ্ধ করা হয়েছে। প্রস্তাবনায় জাতীয়তাবাদের নীতিগুলিকেও আহ্বান করা হয়েছে, যা "প্রজাতন্ত্রের বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ" হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। | | | ৩০৮৪০ | |
| | শতাব্দীজুড়ে, শিক্ষাব্যবস্থাগুলি তাত্ত্বিক জ্ঞানে মনোনিবেশ করেছিল, যেখানে শিক্ষার্থীরা লেকচার এবং পরীক্ষার মাধ্যমে শেখত। তবে এই পদ্ধতি প্রায়ই বাস্তব জীবনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে প্রস্তুত করতে ব্যর্থ হতো। বর্তমান শতাব্দীতে শিক্ষাবিদ এবং নীতিনির্ধারকরা ব্যবহারিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন, যাতে শিক্ষার্থীরা তাত্ত্বিক জ্ঞান এবং বাস্তব দক্ষতা একসাথে অর্জন করতে পারে। ব্যবহারিক শিক্ষা তাত্ত্বিক শিক্ষাকে আরও কার্যকর করে তোলে। যেমন, একজন পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষার্থী যদি বৈদ্যুতিক সার্কিট তৈরি করে, তবে সে তাত্ত্বিক শিক্ষা থেকে আরও গভীর ধারণা পায়। এমনকি মানবিক ও শিল্প ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতি ক্রমশ প্রয়োগ করা হচ্ছে। | | | | |
| | নতুন সংবিধান উল্লেখিত থাকতে হবে , ১ , বাংলাদেশের ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে উল্লেখি করতে হবে, ২, বাংলাদেশের স্বার্থ বাহির ও জনগণের স্বার্থে বাহিরে চুক্তি স্বাক্ষর করা যাবে না , আর তা যদি হয় তবে তাহাকে রাষ্ট্র বিরোধী আইনে আনতে হবে , নতুন সংবিধান দেশ ও জনগণের জন্য , কেউ যেন সংবিধানকে অপ ব্যবহার না করতে পারে , আর কেউ যুদি সংবিধানকে অপব্যবহার করে , তাকে রাষ্ট্র বিরোধী আইনে আনতে হবে , পুলিশ সুশাসন সরকারি সকল কর্মকর্তা দের জন্য , জনগণ বিরোধী ও ঘুষ বিরোধী , সংবিধানে কঠোর অবস্তা রাখতে হবে অর্থ পাচারের জন্য , সংবিধানে কঠোর অবস্তা থাকতে হবে | | | | |
| | ১. সচিব ও অনান্য সরকারি চাকুরি জীবিদের জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে, বদলি ও বাধ্যতামুকল অবসর কখনো ন্যায় বিচার হতে পারেনা এই শাস্তির সুযোগে করে দূর্নীতি উৎসাহিত হচ্ছে, তাই জেল ও জরিমানা এবং সকল অবৈধ সম্পত্তি সরকার বাজেয়াপ্ত করবে।<br>২. চিকিৎসা সেবার সিংগাপুরে মানের করতে হবে। সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার অন্য কোন হাসপাতালে চাকরি করতে পারবেননা। ডাক্তারদের কর্মঘন্টা যথাযথ তদারকি করতে হবে। জেঅবহেলার দায়িত্ব নিতে হবে ডাক্তারদের। জেল জরিমানার আওতায় আনতে হবে।<br>৩. পাস কোর্স ৩ বছরের টা হলো বেকার বানানো কারখান এটা বন্ধ করা উচিৎ এবং বর্তমান বিশ্বের সাথে মিল রেখে নতুন নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত প্রয়োজন।<br>৪. সচিবরা নিজেরা দূর্নীতি করে, সহজে যে দায়মুক্তির মিয়ম তৈরি করে রেখেছে তা ভেঙে ফেলতে হবে।<br>৫. সকল শিক্ষিত বেকারত্বের দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে।<br>শিক্ষা সকল স্তরে নীতি নৈতিকতা, দেশ প্রেম এবং প্রথমিক চিকিৎসা বিষয় রাখতে হবে।<br>ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরকে, সিন্ডিকেট ভাঙতে আরো শক্তিশালী ও কঠোর আইন দিতে হবে।<br>খাদ্য ভেজাল ও মজুদের শাস্তি মৃত্যু দন্ড রাখতে হবে। কারন এরা এসব করে অনেক মা ও শিশু হত্যর জন্য দায়ীও।<br>সংবিধান পরিবর্তনের সুযোগ সব সময় রাখতে হবে জনগণের চওয়ার উপর।<br>সংবিধান ও এ সরকারে উপর কত% জনগণের আস্থা আছে তা যাচাই করার জন্য গণভোটের পদক্ষেপ নিতে হবে।<br>সকল হাসপাতালের যেসকল সারকারি ঔষধ ইনজেকশন ও অনান্য সুযোগ সরকার দিয়ে থাকে তা ১০০% চুরি বন্ধে সঠিক মনিটরিং করার জন্য সপ্টওয়ার ব্যাবহার করতে হবে। | | | | |
| | নাগরিক হিসেবে দেশের প্রধানকেও সমান ভাবে বিচারের কাঠগড়ায় দাড়ানোর নিয়ম নীতি থাকতে হবে।<br>৬. দেশের নেতা যে জনগণের সেবক এই বিষয় গুলো আলোকপাত করা উচিত।<br>৭. সংবিধান শুধু নগর কেন্দ্রিক নিয়ম না হয়ে গ্রামীণ জনজীবনেও ধারণ করতে হবে।<br>৮. নাগরিক এর অধিকার নিশ্চিত করতে হবে এবং নাগরিক দেশ প্রধান এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারবে এমন নিয়ম থাকবে। | | | | |
| | যে রাজনৈতিক দলে গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচনের মাধ্যমে নেতা নির্বাচন করা হয় না, সেই রাজনৈতিক দলকে জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া যাবে না। | | | | |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন | ব্যক্তির নামের তালিকা | সিরিয়াল নম্বর | ইমেইল অ্যাড্রেস |
|---|---|---|---|---|---|
| | প্রতি জেলায় জেলায় নির্বান অফিসে নির্দিষ্ট কিছু অভিযোগ বক্স থাকতে পারে, যেখানে নির্বাচিত সংসদ সদস্য,সিটি কর্পোরেশন মেয়র,পৌরসভার মেয়র, সিটি কর্পোরেশনের এবং পৌরসভার কাউন্সিলর, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, এবং এবং ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড মেম্বারদের কাজের প্রতি অত্র এলাকার জনগণ অসন্তুষ্ট হলে সেই অভিযোগ বক্সে তাদের অভিযোগ জানাবে, এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযোগের পরিমাণ যদি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির প্রাপ্ত ভোটের অর্ধেক হয় তাহলে ঐ এলাকাতে পুনরায় নির্বাচন হবে। | | | | |
| | একটি জাতীয় দুর্যোগ কমিটি গঠন তারা দেশের যেকোনো সংকট মুহূর্তে সমাধান বের করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। | | | | |
| | রাজনীতি যেনো অলাভজনক হয়, সেজন্য প্রতিটি দলের টাকার উৎস ও ব্যবহার যেনো সঠিক মনিটরিং হয়। | | | | |
| | Section 2 of First Part and Section 12 of Second part are conflicting. Constitution should uphold the Secularism | | | | |
| | সাধারণ নাগরিকদের মধ্য থেকে নাগরিক কমিটি থাকবে প্রশাসনের মনিটরিং বা নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে । এই কমিটির সদস্যগণ এক মেয়াদে দায়িত্ব পেলে পরবর্তী পাঁচ বছরে আর দায়িত্ব নিতে পারবেনা । | | | | |
| | আদালত হবে দ্বিস্তর বিশিষ্ট । | | | | |
| | সকল ধরনের নির্বাচন থেকে মার্কাকে যত দূরে সরানো যায় ততই জনগণের মঙ্গল। সকল ধরনের প্রতিষ্ঠান থেকে রাজনৈতিক নির্বাচন বা কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করা উচিত। | | | | |
| | নাগরিক তথ্য নিরপত্তা আইন প্রণয়ন করতে হবে। | | | | |
| | সংবিধান নির্বাহী শাখা, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীকে ব্যাপক কর্তৃত্ব প্রদান করে। এটি বিচার বিভাগ এবং নির্বাচন কমিশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির হেরফের করার অনুমতি দিয়েছে, গণতান্ত্রিক শাসনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রয়োজনীয় চেক এবং ভারসাম্য নষ্ট করেছে।<br>2. দলীয় সংশোধনী: সাংবিধানিক সংশোধনীগুলো প্রায়ই জনকল্যাণের চেয়ে দলীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, 15 তম সংশোধনী তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করে, ক্ষমতাসীন দলের তত্ত্বাবধানে নির্বাচন সক্ষম করে।<br>3. বিরোধীদের দমন: পরবর্তী সরকারগুলো দমনমূলক আইনকে বৈধতা দেওয়ার জন্য সাংবিধানিক বিধানগুলোকে কাজে লাগিয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকারের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ব্যবহার ভিন্নমত ও বিরোধীদের কণ্ঠস্বরকে নীরব করার জন্য এই প্রবণতাকে দৃষ্টান্ত করে, বাকস্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণকে মারাত্মকভাবে সীমিত করে।<br>4. জবাবদিহিতার অভাব: ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে সংবিধান অপর্যাপ্ত সুরক্ষা প্রদান করে। অনাক্রম্যতা ধারা এবং দুর্বল জবাবদিহিতা ব্যবস্থা দুর্নীতি এবং অচেক কর্তৃত্বকে টিকে থাকার অনুমতি দিয়েছে, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে আরও দুর্বল করে দিয়েছে।<br>5. গণতন্ত্রকে অবমূল্যায়ন করা: তার ইতিহাস জুড়ে, বাংলাদেশ দেখেছে সরকারগুলি বিরোধী দলকে দমন করতে এবং গণতন্ত্রকে দুর্বল করার জন্য সাংবিধানিক ত্রুটিগুলিকে কাজে লাগায়। | | | | |
| | বিচার বিভাগ কমিশন, পুলিশ বিভাগ কমিশন, জনপ্রশাসন কমিশন, স্থানীয় সরকার বিভাগ কমিশন। কমিশনে সকল রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, শুশীল সমাজের প্রতিনিধি, ছাত্র সমাজের প্রতিনিধি ও ব্যবসায়ীক প্রতিনিধি দিয়ে গঠন করতে হবে। কমপক্ষে ০৯(নয়) জন প্রতিনিধি সমন্বয় কমিশন গঠন হতে হবে। সকল বিভাগের বিভাগীয় প্রধানগন কমিশন এর অধীনস্ত থাকিবেন। সরকার কমিশনে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিতে না পারে সেই ভাবে সংবিধান সংস্কার করিতে হইবে। কমিশন এর পূর্নাঙ্গ স্বাধীনতা থাকবে। দুই তৃতীয়াংশ প্রতিনিধির সম্মতির উপর ভিত্তি করে কমিশনের সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। জনপ্রতিনিধিদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে স্থানীয় সরকার কমিশন এবং সংসদীয় কমিশন গঠন করা অত্যাবশ্যক। স্থানীয় সরকার কমিশন ও সংসদীয় কমিশনের নিকট জনপ্রতিনিধিরা দায়বদ্ধ থাকিলে অনিয়ম দুর্নীতির সুযোগ পাবেনা। | | | | |
| | যার মেয়ে আছে কিন্তু ছেলে নেই.সেই জমির আংশিক কেন ভাই-ভাতীজারা পাবে. যেহেতু তার সন্তান আছে মেয়ে তারা কেন সব জমি পাবে না.এই আইন সংস্কর চাই। | | জান্নাতুল | ২৫১৮০ | |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন | ব্যক্তির নামের তালিকা | সিরিয়াল নম্বর | ইমেইল অ্যাড্রেস |
|---|---|---|---|---|---|
| | ২. চেয়ারম্যান / পৌর মেয়র / সিটি মেয়র / ইউপি চেয়ারম্যান / উপজেলা চেয়ারম্যান হতে হলে অবশ্যই এক মেয়াদে মেম্বার / কমিশনার / কাউন্সিলর থাকতে হবে সাথে মিনিমাম ৮ বছরের জনকল্যাণমূলক কাজের প্রমাণ লাগবে। অবশ্যই মাস্টার্স পাশ করা থাকতে হবে।<br>৩. এমপি হতে হলে চেয়ারম্যান / মেয়র থাকতে হবে। সাথে মিনিমাম ১২ বছরের জনকল্যাণমূলক কাজের প্রমাণ লাগবে। শিক্ষাঙ্গন, মসজিদ, মন্দির এবং মাদ্রাসা কমিটিতে যুক্ত থাকার প্রমাণ লাগবে। | ১ | MD FAZLUL HUQUE | ২৫২৪৬ | fazlulbcse@gmail.com |
| | সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্রে কোনো ধর্মীয় নিয়ম চাইনা,আমি একজন মেয়ে আমার বাবার সম্পত্তি আমাকে বুঝিয়ে দেয়া হচ্ছেনা, বলে যে একটা ছেলে থাকলে সম্পূর্ণ সম্পত্তি আপনারা পেতেন।<br>সম্পূর্ণ সম্পত্তি পেতে হলে কেনো একটা ভাই লাগবে আমাদের?<br>কেনো আমাদের সম্পত্তি আমার চাচাদের দিব। যে চাচারা কখনো খোজ খবরই নেয় নি।<br>কোনো পরিবারে শুধুমাত্র  কন্যা সন্তান থাকলে সম্পত্তি চাচারা পাবে?<br>সম্পত্তির অংশ চাচারা পেলে, চাচাদের দায়িত্ব ও নিতে বলেছে ইসলামের নিয়ম অনুযায়ী, কয়জনে দায়িত্ব নেয়? | | | ২৫২৫৩ | |
| | বাংলাদেশ এর নির্বাচন আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব মুলক ভাবে করা উচিত। এতে কোন ভোট ই নষ্ট হবে না। **সরকার এর মেয়াদ ৫ বছর হলেও আমেরিকার মত ২ বছর পর একটি আলাদা সিস্টেম রাখা উচিৎ যাতে মানুষ পুনরায় বলতে পারে যে এই সরকার ঠিকমত কাজ করছে না।** বিভাগ ভিত্তিতে আলাদা আলাদা দিনে নির্বাচন দেয়া উচিৎ । এতে আইন ও প্রশাসনের উপর চাপ কম পড়বে শুষ্ঠ্য নির্বাচন করানোর ক্ষেত্রে ।(যেভাবে ভারত তাদের নির্বাচন পরিচালনা করে)<br>একই ব্যক্তি সর্বোচ্চ ২ বার প্রধানমন্ত্রী হতে পারবে(আমেরিকা র মত)।<br>মন্ত্রী হিসেবে এমন ব্যক্তি কে দিতে হবে যে উনার কাজ টা বুঝে যেমন স্বাস্থ্য খাতে অবশ্যই ডাক্তার , আইন বিভাগে ব্যারিস্টার অথবা এডভোকেট ইত্যাদি। | | MOHAMMED ABDUL KADIR | ২৫২৬১ | dr.abdulkadir100110@gmail.com |
| | কোন দল ১৯০ এর বেশি আসন পেলেও তারা শুধু ১৯০ টি আসন ই পাবে।বাকিগুলোতে দ্বিতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে অন্যদলগুলোকে দিতে হবে।এতে একক ক্ষমতা হবে না।সংরক্ষিত আসনের ২৫% সরকার বাকি ২৫% বাকি দলগুলো নির্ধারণ করবে। | ১ | MD.NOHAN HOSSEN | ২৫৩৬৫ | |
| | আমাদের বিচার ব্যবস্থায় কোনো জুরি সিস্টেম নাই। কিন্তু এ সিস্টেম করা উচিত। এর মাধ্যমে বিচারকদের মধ্যে ঘুষের প্রবনতা কমে যাবে। | | MAHBUBUR RAHMAN | ২৫৪৫৫ | mahabub.sheikh2001@gmail.com |
| | সংবিধান সংস্কারের ক্ষেত্রে যে সংস্কারগুলো জরুরি:<br>১. আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচন ব্যবস্থা।<br>২. প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপ্রতির ক্ষমতার সমতা বিধান করা।<br>৩. পুলিশকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বের করে আলাদা পুলিশ কমিশন গঠন করা। | | ফাইছাল আহমেদ | ২৫৭৫৭ | faisalahmedtopper101@gmail.com |
| | ৪. হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টকে 'হিন্দু ফাউন্ডেশন'-এ উন্নীত করতে হবে। পাশাপাশি বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টানধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টকেও ফাউন্ডেশনে উন্নীত করতে হবে;<br>৫. 'দেবোত্তর সম্পত্তি পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ আইন' প্রণয়ন এবং 'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন' যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে;<br>৬. সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীদের জন্য উপাসনালয় নির্মাণ এবং প্রতিটি হোস্টেল প্রার্থনাকক্ষ বরাদ্দ করতে হবে;<br>৮. শারদীয় দুর্গাপূজায় পাঁচ দিন ছুটি দিতে হবে। পাশাপাশি প্রতিটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসবে প্রয়োজনীয় ছুটি দিতে হবে। | ১ | সুজন তরফদার | ২৫৮০৯ | sujan19math@gmail.com |
| | MBBS এবং BDS ব্যাতিত বাংলাদেশ এ কেউ যাতে নামের আগে চিকিৎসক পদবী ব্যাবহার এবং স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করতে না পারে সে বিষয়ে আইন করতে হবে। চিকিৎসক দের উপর শারিরীক বা মানসিক আক্রমণ প্রতিরোধে আলাদা শাস্তির বিধান করতে হবে। সিভিল সার্জন এর আন্ডারে সব জেলা এবং উপজেলা লেভেলে স্বাস্থ্য সেবা  মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে মনিটরিং এর উদ্দেশ্যে, যেকোনো ঔষধের যৌক্তিক দাম নির্ধারনে আলাদা কমিশন করতে হবে এবং প্রেস্ক্রিপশন ব্যাতিত বা নকল ঔষধ বিক্রির জন্য সর্বোচ্চ মৃত্যুদন্ডের বিধান আইন করতে হবে।ভুল প্রয়াক্টিস এর জন্য রোগীর ক্ষতি সাধন হলে বা চিকিৎসক অধিকার সংরক্ষণ এর জন্য আলাদা স্বাস্থ্য কোর্ট গঠন করতে হবে। সকল চিকিৎসক কে রাষ্ট্রীয় নীতিমালা বা কাঠামো তৈরি করে তার আওতায় আনতে হবে,সরকারি চিকিৎসক দের বেসরকারি প্রয়াক্টিস বন্ধ করতে হবে। জনস্বাস্থ্যে কোনো ঝুকিপূর্ণ অবস্থা তৈরি হলে তার জন্য দায়ী ব্যাক্তি বা সংস্থা কে জরিমানার আইন করতে হবে। | | | ২৫৯৮৯ | |
| | যদি কোনো ব্যাক্তির শারীরিক অক্ষমতা না থাকে, সেক্ষেত্রে 16 বছর বয়সের পর থেকে পড়াশোনার পাশাপাশি নিজের দায়িত্ব তার নিজের ওপর বর্তাবে।  এক্ষেত্রে সরকার থেকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে। | | বুশরা মারদিয়া | ২৬০৫৫ | mardiabushra2@gmail.com |

| বিষয় | সুপারিশ | সংখ্যা, কতজন সুপারিশ করেছেন | ব্যক্তির নামের তালিকা | সিরিয়াল নম্বর | ইমেইল অ্যাড্রেস |
|---|---|---|---|---|---|
| | যেসব দল বা ব্যক্তি সরকারে থাকা অবস্থায় স্বৈরাচার বা ফ্যাসিস্ট শাসন কায়েম করবে দলকে এবং সংশ্লিষ্টদের সংবিধানে অন্তত ১০ বছর রাজনীতি থেকে দূরে রাখার শাস্তি বিধান করা। | | | ২৬০৬৮ | |
| | ১. তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের পরে প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, এমপি, জেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা চেয়ারম্যান, মেয়র, ইউনিয়ন চেয়ারম্যান সকলের সম্পদের হিসাব দিতে হবে। | ১ | MD. RAHAT PARVEZ | ২৬০৮৯ | eramrahat7@gmail.com |
| | ২. প্রবাসীদের ইমিগ্রেসনে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা ও নানা সুযোগ সুবিধার কথা উল্লেখ থাকতে হবে ও বহি বিশ্বে থেকে আনা পন্যের ভ্যাট-ক্যালকুলেশন সহজীকরণ সহকারে অনলাইনে ও ফ্রি বই আকারে প্রত্যেকটি ইমিগ্রেশন অফিসে প্রদানের বিষয়ে উল্লেখ থাকতে হবে।<br>৩. প্রবাসী ও সকল জনগণের সাথে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অবশ্যই সম্মানের সহিত কথা বলার বিশেষ আদেশ উল্লেখ থাকতে হবে। (এই আদেশ অমান্য করলে সরকারের পক্ষ থেকে দ্রুততার সাথে বহিষ্কারের ব্যবস্থা থাকতে হবে।)<br>৪. জনগণের বাক স্বাধীনতা হরণ করা হলে যেকোনো মুহূর্তে রাষ্ট্রপতি সংসদ ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতা সংবিধানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।<br>৫. প্রতি অর্থবছরের সকল খাতসমূহের খরচের হিসাব ও ব্যয়ের ধরন অর্থবছরের মধ্যবর্তী ও সমাপনী আকারে জনগণের উদ্দেশ্যে উন্মুক্তি ও সহযোগীকরণভাবে প্রকাশ করতে হবে।<br>৬. আইন ও বিচার বিভাগ রাজনীতি মুক্ত রাখাতে হবে।<br>৭. সকল ধরনের সরকারি, সাহিত্য শাসিত ও বেসরকারি অফিস রাজনীতিমুক্ত করতে হবে।<br>৮. স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্র রাজনীতিমুক্ত রাখতে হবে। | | | | |
| | যে যেই বিষয় নিয়ে পড়তে চায় তাকে সেই বিষয়ে পড়ার সুযোগ করে দিন। ৯-১০ থেকেই বিষয় ভাগ করার সুযোগ করে দিন। তাহলে বাচ্চারা ছোটবেলা থেকেই উদ্ভাবন ও নতুন কিছু করার চেষ্টা করবে।ঐ বিভাগের অন্যান্য বিষয় ঐচ্ছিক করে দিন। | | | ২৬৯০৩ | |
| | ১. বিদ্যমান সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে 'সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতা'র স্থলে 'গণমাধ্যমের স্বাধীনতা' লেখা ভালো। এর মধ্য দিয়ে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে। সেইসঙ্গে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কথা বলা ও লেখার স্বাধীনতার বিষয়টিও যুক্ত করা উচিত।<br>২. বাহাত্তর সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল সাড়ে সাত কোটি। তখন যে বাস্তবতায় সংসদের আসন ছিল ৩০০, সেটি এখন নেই। এখন দেশের জনসংখ্যা সেই তুলনায় বেড়েছে প্রায় তিন গুণ। অতএব সংসদের আসন সংখ্যা বাড়ানো উচিত এবং জনসংখ্যা অনুযায়ী আসন বিন্যাস করা উচিত।<br>৩. সংবিধানের ৪২ অনুচ্ছেদে জমির মালিকানার সীমারেখা ঠিক করে দেওয়া দরকার। যাদের বেশি সম্পদ আছে, সেটি গরীবদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া উচিত।<br>৪. আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সরকারি কর্মচারীদের জবাবদিহির আওতায় রাখতে সব ধরনের দায়মুক্তির বিধান ও আইন বাতিল হওয়া উচিত।<br>৫. ডিজিটাল কালো আইনে যে সকল অসঙ্গতি আছে, তা ঠিক করা দরকার।<br>৬. চলতি ভাষায় লেখা।<br>৭. অসাম্প্রদায়িক কথা টা উল্লেখ করা।<br>৮. এ মহিলা'র বদলে 'নারী' শব্দটি প্রতিস্থাপন করা উচিত।<br>৯. বিচারকদের অপসারণের জন্য সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের বিধান পুনর্বহাল করা উচিত।<br>১০. সরাসরি চাকরিজীবী, প্রধান বিচারপতি, নির্বাচন কমিশনার, সব কিছুর প্রধান রা নির্দলীয় হবেন। | | অনিল কুমার সুজন | ২৭১৬৫ | anilkumar.econ.rub@gmail.com |
| | সংবিধানের একটি "Sunset Clause" থাকতে হবে। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট সময় পর সংবিধান সয়ংক্রিয়ভাবে বিলুপ্ত/রহিত হয়ে যাবে এমন অনুচ্ছেদ সংবিধানে থাকা উচিত। কেননা, ২/৩ প্রজন্ম পর পরই বা প্রতি ৫০ বছর পর পরই পৃথিবীতে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। সংস্কৃতি, সভ্যতা থেকে শুরু করে বিজ্ঞান, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর দর্শন সবকিছুতে এক ধরণের নতুনত্ব আসে। নতুন প্রজন্মের উপর ৫০/৬০ (সময়টা কম বেশি হতে পারে) বছর পুরনো সংবিধান ঘষামাজা করে চাপিয়ে না দিয়ে নতুন করে সংবিধাণ তৈরি করার বাধ্যবাধকতা সংবিধাণেই সন্নিবেশিত করা উচিত। যেমন: আজ থেকে ৫০ বছর পূর্বে আমরা ভাবতেই পারতাম না পিতা মাতার ভরণপোষণের জন্য আইন প্রয়োজন আছে। কিন্তু দেখুন ২০১৩ সালে পিতা মাতার ভরণপোষণ আদায়ের জন্য আমাদের আইন করতে হয়েছে। এমন পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে এমন অনেক বিষয়ে আমাদের দর্শনে পরিবর্তন আসে সময়ের সাথে। ১৯৭২ সালে ইন্টারনেট এবং তথ্য প্রযুক্তি যে অবস্থায় ছিল তারচেয়ে কয়েকশো গুন পরিবর্তিত অবস্থায় আছে ২০২৪ সালে। ২০৭৪ সালে কেমন থাকবে আমরা জানিনা। ধারণা করতে পারি পৃথিবী অনেক বদলে যাবে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলেও আমরা তাই দেখি যে প্রতি ৫০/৬০ বছর অন্তরে পৃথিবীতে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। সার্বিক বিবেচনায় সংবিধানকে অবিনশ্বর না করে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এর আয়ষ্কাল বেঁধে উচিত মনে করি। | | ROKIBUL HASAN | ২৭১৮৮ | rokibulshanto4@gmail.com |

# অনলাইন পিডিএফ থেকে প্রাপ্ত জনগণের মতামত

| বিষয় | সুপারিশ | সুপারিশকারীর সংখ্যা |
|---|---|---|
| প্রজাতন্ত্র | জাতির পিতা-এর বিধান বাতিল করুন | ১১০ |
| | জাতির পিতার প্রতিকৃতি সংক্রান্ত ৪ (ক) অনুচ্ছেদটি বাতিল করতে হবে | ১৭৫ |
| | সরকারি প্রতিষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি অথবা প্রধানমন্ত্রীর ছবি টানিয়ে রাখার বিধান বাতিল করতে হবে | ১১৫ |
| | জাতির জনক হবেন ৪ জন। মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, আতাউল গণি ওসমানী, শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দীন আহমেদ | ৫ |
| | জাতীয় সঙ্গীত পরিবর্তন করুন | ৬০ |
| | জাতীয় সঙ্গীত হবে 'ইঞ্চি ইঞ্চি মাটি' | ১ |
| | জাতীয় সংগীত হবে 'আবার জমবে মেলা, বটতলা হাটখোলা' (লোকমান ফকির রচিত) | ১ |
| | বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় নাম হবে 'গণতান্ত্রিক ইনসাফভিত্তিক বাংলাদেশ' | ১১ |
| | দেশের সরকারি নাম হোক বাংলাদেশ | ১০ |
| | দেশের নাম হবে 'বাংলাদেশ রাষ্ট্র' | ২৫ |
| | বাংলাদেশ ফেডারেশন | ২ |
| | দেশের নাম হবে 'গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকার' | ২১ |
| | দেশের নাম হবে 'ইসলামিক প্রজাতন্ত্র বাংলাদেশ' | ৫০ |
| | ইউনাইটেড স্টেটস অব বাংলাদেশ | ১ |
| | গণপ্রজাতন্ত্রী শব্দের পরিবর্তে লোকতন্ত্র হবে | ১০ |
| | প্রজাতন্ত্র শব্দ বাদ দিতে হবে | ৩৬ |
| | জনগণতন্ত্র করতে হবে | ৯ |
| | মুক্তিযুদ্ধ হবে রাষ্ট্রের মূলভিত্তি | ৩৬ |
| | রাষ্ট্রভাষা বাংলা ও আরবি করা হোক | ৯ |
| | কাজী নজরুল ইসলামকে জাতীয় কবি | ৩ |
| | জাতীয় কবি হবেন 'জসীম উদ্দীন' | ১ |
| | জাতীয় পতাকায় মানচিত্র অর্ন্তভুক্ত করা হোক | ২ |
| | জাতীয় শ্লোগান- ইনকিলাব জিন্দাবাদ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ | ২ |

| বিষয় | সুপারিশ | সুপারিশকারীর সংখ্যা |
|---|---|---|
| রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি | ইসলামিক প্রজাতন্ত্র/কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে/শরিয়াহভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে | ১৮০ |
| | আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও আনুগত্য, সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও ন্যায়পরায়ণতা-তৎসহ এই নীতি-আদর্শের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ বিষয় হবে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি | ৫৫ |
| | আল্লাহর প্রতি আস্থা, ইনসাফ, সম্প্রীতি ও কল্যাণকামিতা | ৪৩ |
| | ৪ মূলনীতি বাতিল হোক | ৯২ |
| | ৪ মূলনীতি রাখা হোক | ১১ |
| | চার মূলনীতি নতুন করে লিখুন: আল্লাহর ওপর আস্থা ও বিশ্বাস+ন্যায়বিচার+সাম্য+গণতন্ত্র | ২৬ |
| | মূলনীতি হবে দুটি: গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ | ১৮ |
| | মূলনীতির লঙ্ঘন হলে সেটি আদালতের মাধ্যমে কার্যকর করতে হবে | ১১ |
| | সমাজতন্ত্র বাদ দিয়ে সাম্য ও মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার অন্তর্ভুক্ত করা হোক | ৪৬ |
| | সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র বাদ দিতে হবে | ৮০ |
| | ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দ বাদ দিয়ে সৃষ্টিকর্তার প্রতি পূর্ণ আস্থা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা শব্দটি যোগ করতে হবে | ৬ |
| | ইসলামী ধর্মতন্ত্র/মদীনা সনদ | ৫৫ |
| | মূলনীতি হবে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বৈষম্যহীন সমাজ ও ন্যায়বিচার/ সাম্য, মানবিক মযাদা ও ন্যায়বিচার | ৩২ |
| | কল্যাণমুখী রাষ্ট্রকে মূলনীতি হিসেবে যুক্ত | ২৩ |
| | জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে মানবতাবাদকে মূলনীতি করতে হবে | ৯ |
| | বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিলুপ্ত করে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ লিখতে হবে | ৫২ |
| | প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে | ৩০ |

| বিষয় | সুপারিশ | সুপারিশকারীর সংখ্যা |
|---|---|---|
| | শুধুমাত্র গণতন্ত্র থাকবে মূলনীতি | ১০ |
| | মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা | ১৩৬ |
| | অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা মৌলিক মানবাধিকার | ১১ |
| | মানসম্পন্ন খাদ্য, প্রয়োজনীয় বস্ত্র, সুচিকিৎসা, মানসম্মত শিক্ষা, প্রয়োজনীয় বাসস্থান, বাকস্বাধীনতা | ৭৬ |
| | জাতি হিসেবে শুধু 'বাঙালি' নয় বরং নিজ নিজ জাতিসত্তার পরিচয় দেয়ার সুযোগ রাখতে হবে | ৩২ |
| | গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে | ৬৭ |
| | আইনের শাসন, জবাবদিহিতা, সাম্য ও মানবিক মর্যাদা | ১ |

| বিষয় | সুপারিশ | সুপারিশকারীর সংখ্যা |
|---|---|---|
| **ধর্ম** | রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম রাখা হোক/ধর্ম নিরপেক্ষতা বাদ দেয়া হোক | ২২৩ |
| | রাষ্ট্র ধর্ম বাদ দেয়া হোক/ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হোক/ধর্মীয় স্বাধীনতা | ৭০ |
| | ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ বাদ দিয়ে অবাধ ধর্মীয় স্বাধীনতা ঘোষণা করতে হবে | ১৪ |
| | সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সম্প্রদায়ের অনুভূতিতে আঘাত করে এমন কিছু অন্তর্ভুক্ত না করা। | ৬০ |
| | রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, প্রধান বিচারপতিকে কুরআন ও সুন্নাহর পারদর্শী হতে হবে | ১০ |
| | ধর্মীয় বিশ্বাস বা অনুশীলনের ওপর ভিত্তি করে কোনো আইন প্রণয়ন বা বাস্তবায়ন করা যাবে না | ৩০ |
| | ধর্মীয় সহানুভূতি, মূল্যবোধ ও অধিকার, স্বীয় ধর্ম পালনের স্বাধীনতা ইত্যাদি সম্পর্কে নাগরিকদের জ্ঞান অর্জন | ১৯০ |
| | সব ধর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।/ধর্মীয় মূল্যবোধের সুরক্ষা | ২১ |
| | কোনো সাম্প্রদায়িকতা থাকবে না। | ৭ |
| | ধর্ম-বর্ণ নিবিশেষে সমান অধিকার | ২১ |
| | সকল ধরনের ধর্মীয় সমালোচনার সুযোগ রাখতে হবে। | ৮ |
| | অন্যের ধর্মের অনুভূতিতে আঘাত হয় এমন মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে না | ২০ |
| | আল্লাহ ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও সাহাবীদেরকে ব্যঙ্গ/ঠাট্টা-বিদ্রুপ/কটুক্তি করলে সর্বোচ্চ শাস্তি/ধর্ম নিয়ে কটুক্তির কঠোর শাস্তি | ৭০ |
| | ইসলাম বিরোধী কার্যক্রম কঠোর হস্তে দমন | ৬ |
| | রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার/ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে | ১৩ |
| | সকল আইন ইসলাম সম্মত হতে হবে।/গ্রান্ড মুফতি নিশ্চিত করবেন সব আইন ইসলাম সম্মত কিনা | ১০ |
| | যাকাত চালু করতে হবে | ৫ |
| | ধর্মগ্রন্থে ওপর হাত রেখে শপথ নিতে হবে | ৩ |
| | হালালের প্রতি উৎসাহ দিতে হবে | ৪ |

| বিষয় | সুপারিশ | সুপারিশকারীর সংখ্যা |
|---|---|---|
| **রাষ্ট্রপতি** | রাষ্ট্রপতির মেয়াদ ৪ বছর করা হোক | ৮০ |
| | রাষ্ট্রপতির মেয়াদ ৫ বছর করা হোক | ২০ |
| | রাষ্ট্রপতি পদে এক ব্যক্তি ২ বারের অধিক হতে পারবেন না | ১৬০ |
| | রাষ্ট্রপতি জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবে | ৯০ |
| | রাষ্ট্রপতি ৫০% বেশি ভোট পেয়ে নির্বাচিত হবেন। এর কম হলে পুনঃভোট হবে শীর্ষ দুই প্রার্থীর মধ্যে | ১৫ |
| | রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বাড়ানো হোক | ৩৫ |
| | রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে হবে | ৯ |
| | উপ-রাষ্ট্রপতি পদ তৈরি করতে হবে | ১৬ |
| | রাষ্ট্রপতির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এমএ পাস বা পিএইচডি হতে হবে | ১৮ |
| | রাষ্ট্রপতি রাজনৈতিক দলের হতে পারবে না | ১৫ |
| | রাষ্ট্রপতির জবাবদিহিতা থাকতে হবে | ৪৫ |
| | রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন | ২ |
| | উচ্চ কক্ষে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবে | ৫ |
| | প্রেসিডেন্ট/রাষ্ট্রপতি শব্দের পরিবর্তে 'রাষ্ট্রপ্রধান' করা হোক | ১২ |
| | রাষ্ট্রপতির একটি উপদেষ্টা পরিষদ থাকবে | ৬ |

| বিষয় | সুপারিশ | সুপারিশকারীর সংখ্যা |
|---|---|---|
| | রাষ্ট্রপতি এবং সরকার তার কাজের জন্য সংসদের নিকট দায়বদ্ধ থাকবেন | ২২ |
| | রাষ্ট্রপতি সংসদের মাধ্যমে জন-প্রতিনিধি বরখাস্ত করতে পারবেন | ৩ |
| | রাষ্ট্রপতি সংসদ ভেঙে দিতে পারবেন, উচ্চ কক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে | ৬ |
| | রাষ্ট্রপতি ইসলামবিরোধী কোনো আইন প্রণয়ন বা কর্মকাণ্ডে যুক্ত হতে পারবেন না | ৮ |
| | রাষ্ট্রপতি দেশের উচ্চ পদস্থ সকলকে নিয়োগ প্রদান করবেন এবং অপসারণের ক্ষমতা রাখবেন | ৫ |
| | রাষ্ট্রপতি আন্তরিকতা, সততা, নিরপেক্ষতা ও আল্লাহভীতির মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে দেশ পরিচালনা করবেন | ১০ |
| | রাষ্ট্রপতির সকল প্রকার দায়মুক্তি নিষিদ্ধ করতে হবে | ২১ |
| | রাষ্ট্রপতির অভিসংশন প্রক্রিয়া সংস্কার করতে হবে। স্থানীয় সরকার ও সংসদ উভয়ের মধ্যে যৌথভাবে ক্ষমতা থাকবে | ৩ |
| | রাষ্ট্রপতির অভিসংশন গণভোটের মাধ্যমে হবে | ৫ |
| | রাষ্ট্রপতি সাধারণ ক্ষমা করতে পারবেন না, সংসদের অনুমোদনের দ্বারা হবে | ৫৫ |
| | শিক্ষক বা ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার বা বিচারপতির মধ্য থেকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করতে হবে | ১০ |
| | রাষ্ট্রপতির অধীনে প্রতিরক্ষা, স্বরাষ্ট্র, বিচার ও আইনমন্ত্রণালয় থাকতে হবে, | ২০ |
| | স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র বিষয়ক ক্রান্তিকালীন এবং অন্যান্য জটিল বিষয়ের সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতি গ্রহণ করবেন | ৫ |
| | রাষ্ট্রপতি স্বাধীনভাবে তার কর্তব্য পালন করবেন, প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে না | ১৮ |
| | রাষ্ট্রপতি কোনো বিল ফেরত পাঠালে সংসদ বিবেচনা করতে বাধ্য থাকবে | ৫ |
| | প্রেসিডেন্ট-এর নিকট পরামর্শ দিবে মন্ত্রীপরিষদ, প্রধানমন্ত্রী নয় | ৩ |
| | জরুরী অবস্থা ঘোষণার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি স্বশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে আলোচনা করবেন, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে নয়। | ১ |
| | রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী সপ্তাহে একদিন জনগণের সাথে আলোচনা করবেন, সমস্যা শুনবেন | ৪ |
| | খলিফা হবেন সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী | ১ |

| বিষয় | সুপারিশ | সুপারিশকারীর সংখ্যা |
|---|---|---|
| **প্রধানমন্ত্রী** | প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ ৪ বছর | ৯০ |
| | প্রধানমন্ত্রী ২ বারের বেশি নয় | ২১০ |
| | প্রধানমন্ত্রী জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন | ৩০ |
| | প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা কমানো হোক | ৩৯ |
| | প্রধানমন্ত্রী নিজের কাছে কোনো মন্ত্রণালয় রাখতে পারবেন না | ১ |
| | দলের প্রধান, প্রধানমন্ত্রী বা সরকার প্রধান হবেন না | ৭০ |
| | কেউ প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলে তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক হতে পারবেন না/ এক ব্যক্তি দুই পদ নয় | ৩০ |
| | প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রী, এমপিসহ সরকারি চাকরিতে নিয়োজিত কেউ দ্বৈত নাগরিক হতে পারবেন না | ৫০ |
| | প্রধানমন্ত্রীকে নিজ দলের মধ্যে ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হতে হবে | ১ |
| | প্রধানমন্ত্রী সকল মন্ত্রীদের পরিচালক ও সমন্বয়ক হবেন | ১ |
| | প্রধানমন্ত্রীর পরিবারের কেউ সরকারি কোনো দায়িত্ব নিতে পারবেন না | ১২ |
| | প্রধানমন্ত্রীর অভিসংশনের ব্যবস্থা থাকতে হবে | ২১ |
| | প্রতি মাসে জনগণের সামনে জবাবদিহি করতে হবে | ২৩ |
| | নিম্নকক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হবেন | ২ |
| | প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, এমপি, সরকারি কর্মকর্তা সবার সম্পদ ও আয় ব্যয়ের হিসাব জনসম্মুখে প্রকাশ করতে হবে | ৭০ |
| | প্রধানমন্ত্রী, এমপি, মন্ত্রী, স্পিকার ও রাষ্ট্রপতি পদ পুরুষের জন্য নির্ধারিত রাখতে হবে। এসব পদে মহিলা থাকবে না। | ৩ |
| | প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, এমপি, প্রধান বিচারপতিসহ সকল সরকারি কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে | ৬১ |
| | নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগ, আইন বিভাগের নিরপেক্ষতা ও জবাবদিহিতা থাকতে হবে | ৪০ |

| বিষয় | সুপারিশ | সুপারিশকারীর সংখ্যা |
|---|---|---|
| **ভারসাম্য** | প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য | ১২০ |
| | প্রধানমন্ত্রী অবশ্যই রাষ্ট্রপতির অধীনে থাকবেন | ৩ |

| বিষয় | সুপারিশ | সুপারিশকারীর সংখ্যা |
|---|---|---|
| | নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠন করতে হবে সরাসরি নিবাচনের মাধ্যমে | ২৫ |
| | ক্ষমতার ভারসাম্য নিশ্চিত করতে দ্বৈত নির্বাহী পদ্ধতি চালু করতে হবে | ৭ |
| | ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ | ৫৫ |
| | প্রতিষ্ঠানগুলোকে রাজনীতিমুক্তকরণ | ৩১ |
| | নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগ, আইন বিভাগ ক্ষমতার ভারসাম্য থাকতে হবে | ৩০ |

| বিষয় | সুপারিশ | সুপারিশকারীর সংখ্যা |
|---|---|---|
| সংসদ/আইনসভা | সংসদ দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট হবে | ১৫০ |
| | সংসদ ত্রিকক্ষীয় হবে। | ১ |
| | সংখ্যানুপাতিক হারে উচ্চকক্ষ গঠন | ১০ |
| | নিম্ন কক্ষের সদস্যরা দলীয় সদস্যদের নিয়ে গঠিত হবে | ৬ |
| | নিম্ন কক্ষের সদস্যরা সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন। | ৯ |
| | সংসদের উচ্চ কক্ষের বিশেষ প্রতিনিধিগণ সংসদের উভয় কক্ষের ২/৩ অংশ এর সম্মতিতে নির্বাচিত হবেন। তাদের মধ্য থেকেই পরবর্তীতে অন্তর্বর্তীকালীন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি শপথ নিবেন। তারা পরবর্তী সরকারের ক্ষমতা গ্রহণ পর্যন্ত বহাল থাকবেন। | ৯ |
| | উচ্চ কক্ষ হবে রাজনৈতিক প্রতিনিধি ও সমাজের বিশেষজ্ঞ এর সমন্বয়ে গঠিত পরিষদ | ২৫ |
| | হাউজ অব কমনস ও হাউজ অব সিনেট | ১ |
| | নিজ দলের উত্থাপিত বিলের বিপক্ষে ভোট দিলেও যাতে সংসদ সদস্যের আসন শুন্য না হয় এমন বিধান করতে হবে | ১৫ |
| | উচ্চ কক্ষের অনুমতি ছাড়া কোনো বিল পাস করা যাবে না | ৩৮ |
| | সংসদে প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার অনুযায়ী সংসদে আসন লাভের ব্যবস্থা করতে হবে/সংখ্যানুপাতিক ব্যবস্থা | ১৮০ |
| | ভোটর শতাংশ অনুযায়ী মন্ত্রণালয় বন্টন | ১ |
| | সংখ্যানুপাতিক নয় | ২০ |
| | সিনেটের সদস্যরা রাজনৈতিক দলের হতে পারবে না | ১ |
| | তিন স্তরভিত্তিক নির্বাচনের মাধ্যমে মন্ত্রী পরিষদ গঠন | ৫ |
| | গণসভা, রাষ্ট্রসভা ও কেন্দ্রীয় পরিষদ প্রতিনিধি পরিষদ গঠন করতে হবে | ৩ |
| | জনতার কক্ষ (Public House) নামে একটি পৃথক কক্ষ সৃষ্টি করতে হবে | ২ |
| | সরকারের মেয়াদ ৪ বছর করা হোক | ৬০ |
| | ৪ বারের বেশি এমপি নয় | ১ |
| | ৩ বারের বেশি কেউ এমপি হতে পারবে না | ১৭ |
| | ২ বারের বেশি এমপি হতে পারবে না | ৯৮ |
| | একাধিক আসন থেকে নির্বাচন করতে পারবে না | ১৫ |
| | ৬০/৬৫ বছরের ওপরের কেউ মন্ত্রী, সংসদ সদস্য হতে পারবে না | ২০ |
| | সংসদ সদস্যদের বয়স কমপক্ষে ৩০ বছর হতে হবে, উর্ধ্বে ৭০ বছর | ৫৯ |
| | দ্বৈত নাগরিকত্ব বাতিল করতে হবে/ দ্বৈত নাগরিক কেউ মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, চেয়ারম্যান, মেম্বার হতে পারবে না | ৯৯ |
| | সংসদ সদস্যদের দ্বৈত নাগরিকত্ব রাখা যেতে পারে | ১ |
| | সংসদ সদস্যদের স্নাতক বা মাস্টার্স পাস হতে হবে | ৭০ |
| | কোনো ব্যক্তি সারাজীবনে দুইবারের বেশি রাষ্ট্রীয় কোনো পদে আসীন হতে পারবে না | ২৫ |
| | ৪০ বছর ব্যাপী সাময়িক গণতান্ত্রিক সংবিধান হোক, পরের ধাপে নতুন জেনারেশন আবার সংশোধন করবে | ৪ |
| | ডেপুটি স্পিকার হবেন বিরোধী দল থেকে | ২৫ |
| | সংসদে বিরোধী দলের মতামত প্রকাশের সুযোগ দিতে হবে | ১৪ |
| | রাষ্ট্রপ্রধান ও সংসদ সদস্যদের দেশে চিকিৎসা গ্রহণ বাধ্যতামূলক করতে হবে | ১০ |
| | সংসদে দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ ব্যতীত সকল ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যদের ভোট প্রদানের স্বাধীনতা থাকতে হবে | ৬ |
| | সরকার প্রধান হবেন ধর্মভীরু এবং পুরুষ | ৪ |

| বিষয় | সুপারিশ | সুপারিশকারীর সংখ্যা |
|---|---|---|
| | ৫০ শতাংশের বেশি ভোট না পেলে নতুন নির্বাচন | ৫০ |
| | সংসদের আসন সংখ্যা বাড়াতে হবে | ৮ |
| | "সংসদের আসন ৫০০ করতে হবে: ২০০ লাল চেয়ার সংখ্যানুপাতিক, যার ওপর ৭০ ধারা কার্যকর হবে ৩০০ সবুজ চেয়ার সরাসরি ভোটে আসবে, ৭০ ধারার আওতামুক্ত হবে " | ১ |
| | রাজনৈতিক দলগুলো সংসদে যে পরিমাণ আসন পাবে সেই অনুপাতে মন্ত্রণালয় বণ্টন করা হোক | ১৫ |
| | প্রাদেশিক সরকার হবে; উপজেলা চেয়ারম্যানরা প্রাদেশিক এমপি হবেন | ৩৭ |
| | গণ পরিষদ গঠন করতে হবে | ১ |
| | ফেডারেল নয়, এককেন্দ্রীক ব্যবস্থা বজায় রাখতে হবে | ২ |
| | সংসদের উভয় কক্ষে রাষ্ট্রপতির যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যান করার অধিকার ও ক্ষমতা সংসদের উভয় কক্ষের থাকবে। | ৫ |
| | সংসদে শিক্ষার্থীদের জন্য ৫০টি সংরক্ষিত আসন করা হোক | ৫ |
| | সংসদ সদস্যদের বিল পাসের ভোট গোপনীয়ভাবে হবে, যাতে নিজ দলের বিপক্ষে ভোট দেয়া যায় | ৫০ |
| | সংসদ নির্বাচনসহ সকল নির্বাচন বা সরকারের মেয়াদ ৩ বছর করা হোক | ১৫ |
| | জনগণ চাইলে এমপির বিরুদ্ধে পুনঃনির্বাচন চাইতে পারবে | ১ |
| | দল থেকে বহিস্কার হলেও এমপির পদ বহাল থাকতে হবে | ১৭ |
| | সংসদে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হোক | ১১ |
| | ফ্যাসিস্ট সরকার প্রতিরোধ | ২৩ |
| | টেকনোক্র্যাট কোটায় মন্ত্রীর বিধান/সীমা তুলে দিতে হবে | ২ |
| | নারী সংরক্ষিত আসন বিলুপ্ত করতে হবে | ৪৩ |
| | নারী সংরক্ষিত আসন কমানো হোক | ১৬ |
| | মহিলা আসনে সরাসরি নির্বাচন, প্রতি জেলায় ১ জন | ৪ |
| | ১০ শতাংশ আসনে বাধ্যতামূলকভাবে নারীদের নির্বাচিত করার বিধান | ১০ |
| | "শুধুমাত্র নারীদের জন্য আলাদা আসন না রেখে বিভিন্ন পেশা ভিত্তিক বিদ্বান যোগ্য, দক্ষ এবং অভিজ্ঞ লোকদের মনোনয়নের বিধান রাখতে হবে | ৬ |
| | রোটেশনের ভিত্তিতে নারী সংরক্ষিত আসনে সংসদ সদস্য হবে | ১ |
| | নাগরিক সমাজের মধ্য থেকে অরাজনৈতিক এমপি থাকতে হবে, যারা সরাসরি নির্বাচিত হবে | ১ |
| | উপজেলাভিত্তিক সংসদ সদস্যদের আসন চালু | ১ |
| | বিচার বিভাগ, বিধান সভা, কার্যনির্বাহী বিভাগ, | ৪ |
| | এমপি, মন্ত্রীদের ক্ষমতা ও সুযোগ সীমিতকরণ | ২৫ |
| | কোনো সংসদ সদস্য মন্ত্রী হতে পারবে না | ৪ |
| | সংসদে ইলেকট্রনিক ভোটিং ব্যবস্থা চালু করা বা (গোপন ব্যালটের ব্যবহার) | ১৩ |
| | শ্যাডো ক্যাবিনেট থাকা দরকার | ২ |
| | সংসদ সদস্য, মন্ত্রী, চেয়ারম্যান, মেম্বারদের কেপিআই নির্ধারণ | ৫ |
| | জনগনের মতামত, প্রতিক্রিয়া ও ক্ষোভ জানিয়ে সংসদে চিঠি দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে, সংসদে সেগুলো পড়ে শোনানো হবে | ৩ |
| | সংসদ সদস্যদের একচ্ছত্র আধিপত্য কমাতে হবে | ৬ |
| | সরকার ও বিরোধী দলের মধে চেক অ্যান্ড ব্যালান্স নিশ্চিত করতে হবে | ২ |
| | দায়িত্ব পালনে নিরপেক্ষতা, নীতি পরায়ণতা এবং জবাবদিহিতা থাকতে হবে | ৫ |
| | প্রতিটি ক্ষেত্রে এনজিও ও নাগরিক সম্পর্কে সম্পৃক্ত করতে হবে | ১ |
| | নিয়মিত গণশুনানির ব্যবস্থা করতে হবে | ১ |
| | রাজনৈতিক দলগুলোর সম্পদ ও আয়ের হিসাব জনসম্মুখে প্রকাশ এবং তা যাচাই | ৩ |

| বিষয় | সুপারিশ | সুপারিশকারীর সংখ্যা |
|---|---|---|
| **আইন** | শরিয়াহ বিরোধী আইন প্রতিরোধ/শরিয়া আইন অনুযায়ী পারিচালিত হবে | ৬৭ |
| | আলেমদের সমন্বয়ে শরিয়াহ কাউন্সিল গঠন | ৩৪ |

| বিষয় | সুপারিশ | সুপারিশকারীর সংখ্যা |
|---|---|---|
| | গনপ্রতিনিধিত্বের আদেশ বাতিল করে সাংবিধানিক অধিকারের ভিত্তিতে যে কোন ব্যক্তির সমাবেশ এবং সংগঠন করার অধিকার সংরক্ষণ করতে হবে। | ৫ |
| | ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতি নিষিদ্ধ | ৭০ |
| | রাজনীতিক সহিংসতা বন্ধে একটি আরবিট্রেশন কমিশন গঠন করা হোক: বিচারক, শিক্ষক, নারী, আইনজীবী ও আলেমের সমন্বয়ে | ১ |
| | মানি লন্ডারিং/বিদেশে অর্থ পাচার রোধে কঠোর আইন করতে হবে | ৮২ |
| | ইসলামী নীতির আলোকে নারীর মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিতকরণ | ২ |
| | আইনের শাসন নিশ্চিত করতে হবে | ২৫ |
| | উপনিবেশিক আইন সংস্কার | ৪ |
| | বেহায়াপনা রোধে বিবাহ করাকে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে | ৩ |
| | মানবাধিকার সম্মত আইন প্রণয়ন | ৯ |
| | যথাযথ প্রমাণ ছাড়া কোনো নাগরিককে আটক করা যাবে না | ৭ |
| | ইসলামী শুরা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে | ৮ |
| | দমনমূলক আইন ও ধারা বাতিল করতে হবে | ৪০ |
| | সাইবার অপরাধ ও আধুনিক অপরাধের জন্য আইন | ৫৫ |
| | সামগ্রিক আইন সংস্কার | ৭০ |
| | প্রবাসীদের অতিরিক্ত কিছু বিশেষ সুবিধা যুক্ত করা হোক | ২৩ |
| | ধনীদের ওপর আরও কর আরোপ করতে হবে | ২ |
| | টাকা পাচারের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড | ৩ |
| | রাজনীতিবিদদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য সুরক্ষাবেষ্টনী তৈরি করতে হবে | ১ |
| | সমকামিতা বিরোধী আইন/এলজিবিটি বাতিল ও কঠোর ব্যবস্থা | ২০ |
| | ট্রান্সজেন্ডার/রূপান্তরিতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইন | ৫০ |
| | অপরাধের শাস্তি হবে কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী শাস্তি দিন | ৩১ |
| | কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন | ৭০ |
| | কাদিয়ানিদের কাফের/অমুসলিম ঘোষণা | ৬ |
| | ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার সুরক্ষা | ৫ |
| | নারী ও শিশু ধর্ষণের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড করতে হবে এবং ১ সপ্তাহের মধ্যে কার্যকর করতে হবে | ১ |
| | ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন সংস্কার করতে হবে | ৬৭ |
| | ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিল | ৩৬ |
| | মাদক নিষিদ্ধ করতে হবে | ৫৫ |

| বিষয় | সুপারিশ | সুপারিশকারীর সংখ্যা |
|---|---|---|
| | ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুৎ বিল ফ্রি করতে হবে | ১ |
| | খাদ্যে ভেজাল ও সিন্ডিকেট ব্যবসায়ীদের সর্বনিম্ন শাস্তি ১০ বছর জেল ও ২০ লক্ষ টাকা জরিমানা করতে হবে | ৪ |
| | সড়কে জরুরী লেন রাখা বাধ্যতামূলক করতে হবে | ১ |
| | কোনো রাজনৈতিক দল ১০০ জনের উপরে দলীয়ভাবে হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকলে সেই দলকে সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে চিরতরে নিষিদ্ধ করতে হবে | ২২ |
| | মব জাস্টিসের বিরুদ্ধে কঠোর আইন থাকতে হবে | ৯ |
| | অযথা মামলা করলে শাস্তির ব্যবস্থা রাখতে হবে | ৫ |
| | হিযবুত তাওহীদ/তাহরির নামের সংগঠন  নিষিদ্ধ করতে হবে | ২ |
| | রাষ্ট্রের সকল স্থান থেকে ভাস্কর্য/মূর্তি অপসারণ বিধি প্রণয়ন করতে হবে | ৬ |
| | সরকারি অর্থায়নে একক কোনো প্রতিকৃতি নির্মাণ করা যাবে না | ২ |
| | হরতাল নিষিদ্ধ করতে হবে | ১০ |
| | সড়কে সকল প্রকার রাজনৈতিক কার্যকলাপ (মিটিং, মিছিল, সমাবেশ, ওয়াজ-মাহফিল) নিষিদ্ধ করতে হবে | ৭ |
| | বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধ করতে হবে | ৫ |

| বিষয় | সুপারিশ | সুপারিশকারীর সংখ্যা |
|---|---|---|
| | পুরুষ নির্যাতন প্রতিরোধ আইন | ৩ |
| | ঘুষ, দুর্নীতি, চাঁদাবাজ ও সকল সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য সর্বোচ্চ শাস্তির নীতি প্রণয়ন করতে হবে | ৫ |
| | ছাত্র রাজনীতি আইন ২০২৪ প্রণয়ন | ৫ |
| | মৃত্যুদণ্ড বাতিল করুন | ১ |
| | মিথ্যা মামলাকারী সমান দণ্ডে দণ্ডিত হবে | ৫ |
| | অফিসে ব্যক্তির ছবি না দিয়ে মানচিত্র ও শহীদ মিনারের ছবি দিন | ১ |
| | বৈষম্য বিলোপ আইন চাই | ৫ |
| | জুড়িবোর্ড গঠন করতে হবে | ১ |
| | ব্লাসফেমি আইন চাই | ৩ |

| বিষয় | সুপারিশ | সুপারিশকারীর সংখ্যা |
|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ** | অনুচ্ছেদ- ৪ (ক) বাদ দিতে হবে | ৫৯ |
| | অনুচ্ছেদ ৫ বাতিল করা হোক (রাজধানী সরকার নির্ধারণ করতে পারবে) | ১ |
| | অনুচ্ছেদ-৬ (২) এর প্রথম অংশ 'জাতি হিসেবে বাঙালি' শব্দগুলো বাদ দিতে হবে | ২ |
| | ৭ (ক) সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ, পুনলিখন: প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতা প্রয়োগের বৈধতা দানকারী হলো জনগণ | ২ |
| | অনুচ্ছেদ- ৭ (ক) বাদ দিতে হবে | ৭৮ |
| | অনুচ্ছেদ- ৭ (খ) বাদ দিতে হবে | ৭৪ |
| | অনুচ্ছেদ-৮ বাদ দিতে হবে | ২০ |
| | অনুচ্ছেদ-৮ বাদ দেয়া যাবে না | ৪ |
| | অনুচ্ছেদ-৯: বাঙালি জাতীয়তাবাদ বাদ দিয়ে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ করতে হবে | ৫০ |
| | অনুচ্ছেদ-১০ বাদ দিতে হবে | ১৭ |
| | অনুচ্ছেদ-১২ বাদ দিতে হবে | ১৯ |
| | অনুচ্ছেদ-১২ ও ১৫ বাস্তবায়ন করতে হবে | ১ |
| | অনুচ্ছেদ ১৫ ও ২০ সংশোধন (শ্রম অধিকার) | ৪ |
| | অনুচ্ছেদ-১৭ সংশোধন করে আলীয়া ও কওমী শিক্ষাকে প্রাথমিকের স্বীকৃতি দিতে হবে | ২ |
| | ১৯ (৩) অনুচ্ছেদ মহিলার বদলে নারী লিখতে হবে | ১ |
| | অনুচ্ছেদ ২২ (নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ নিশ্চিত করিবেন) | ৫০ |
| | অনুচ্ছেদ-২৩ (ক) তে 'উপজাতি' ও 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা' শব্দ দুটি বাদ দিয়ে আদিবাসী শব্দ প্রতিস্থাপন | ১২ |
| | অনুচ্ছেদ-২৫ এর ১ (ক) সংস্কার করতে হবে | ২ |
| | অনুচ্ছেদ-২৮ সংস্কার করতে হবে | ৯ |
| | অনুচ্ছেদ-৩০ বাতিল করতে হবে | |
| | অনুচ্ছেদ-৩৩ (ক): গ্রেপ্তারের পূর্বে ওয়ারেন্ট থাকতে হবে | ৭ |
| | অনুচ্ছেদ-৩৩ (৩-৬) সংশোধন করতে হবে। কোনো সভ্য দেশে নিবর্তনমূলক আইন থাকতে পারে না | ৫ |
| | অনুচ্ছেদ-৩৩, ৩৭, ৪৪, ৯৭-এর প্রয়োগ নিশ্চিত করুন | ১ |
| | অনুচ্ছেদ ৩৯ বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্ব বিষয়ক সংশোধন | ২ |
| | অনুচ্ছেদ-৪৬ এর দায়মুক্তির বিধান বাতিল করতে হবে | ৫ |
| | ৪৭ সংস্কার করতে হবে | ১০ |
| | অনুচ্ছেদ ৪৮ (রাষ্ট্রপতি হবেন জাতির ঐক্যের প্রতীক) | ১ |
| | ৪৮ (৩) ও ৫৫ (২) এ রাষ্ট্রপতিকে পরামশর ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীকে না দিয়ে মন্ত্রীপরিষদকে দেওয়া | ১ |
| | অনুচ্ছেদ-৫৫-৫৮ ও ৬৫-৯৩ সংশোধন করতে হবে | ১ |
| | অনুচ্ছেদ ৫৯ ও ৬০ (স্থানীয় সরকারের অধীনে স্থানীয় প্রশাসন থাকবে) | ৪ |
| | অনুচ্ছেদ-৬৬ এর (১) এ শিক্ষাগত যোগ্যতা সংযোজন করতে হবে | ৪ |
| | অনুচ্ছেদ ৬৭ (বিদেশে অর্থ পাচার ও দ্বৈত নাগরিক প্রমাণিত হলে সংসদ সদস্য পদ বাতিল) | ৩৫ |
| | অনুচ্ছেদ-৭০ বাতিল করা হোক বা সংস্কার করা হোক | ১৯০ |

| বিষয় | সুপারিশ | সুপারিশকারীর সংখ্যা |
|---|---|---|
| | ৭০ অনুচ্ছেদ বলবত রাখার প্রয়োজন আছে | ৫ |
| | অর্থবিল, অনাস্থা প্রস্তাব ও সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাবে ৭০ অনুচ্ছেদ থাকতে পারে | ৬ |
| | অনুচ্ছেদ-৭১ সংশোধন করে একজন ব্যক্তির একাধিক আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিধান বাতিল | ২০ |
| | অনুচ্ছেদ-৭৩ (৩০) বাতিল করতে হবে | ১ |
| | ৭৭ অনুচ্ছেদ কার্যকর ও প্রভাবমুক্তকরণ/ ন্যায়পাল বাস্তবায়ন | ৫৫ |
| | অনুচ্ছেদ-৭৮ বাতিল করতে হবে | ১ |
| | অনুচ্ছেদ ৮০ (৩) বিলোপ করা হোক | ২ |
| | ৮৫ (১) রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের নামকরণ ব্যক্তির নামে নয় | ১ |
| | অনুচ্ছেদ ৯৫ (১) বিলোপ করা হোক | ৩ |
| | অনুচ্ছেদ ১১৬ (অধস্তন আদালতের হাকিমদের বদলি, পদোন্নতির, শৃংখলামূলক কার্যক্রমের ভার সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের উপর ন্যাস্ত করা ) | ২ |
| | অনুচ্ছেদ ১১৮-১২৬ সংশোধন | ১ |
| | অনুচ্ছেদ ১২৬ (নির্বাচন কমিশনকে নির্বাহী বিভাগের সহযোগিতার পাশাপাশি কমিশনের কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না) | ১ |
| | অনুচ্ছেদ-১৩৭ ধারা সংশোধন: ৪টি কমিশনে ভাগ করার প্রস্তাব | ২ |
| | অনুচ্ছেদ ১৩৮ ( গণ কর্ম কমিশন ), সরকারি লোগো ব্যবহার করা যাবে না | ১ |
| | অনুচ্ছেদ-১৩৮ (১) নং অনুচ্ছেদ সংশোধন করা জরুরি | ৩ |
| | অনুচ্ছেদ-১৪১ সংশোধন করতে হবে | ২ |
| | অনুচ্ছেদ-১৪৪ সংশোধন করতে হবে | ২ |
| | অনুচ্ছেদ-১৪২ সংশোধন করতে হবে (এক তৃতীয়াংশ ভোটের আবশ্যকতা সংযোজন করা) | ১ |
| | অনুচ্ছেদ-১৪৭-এর মধ্যে যুক্ত করুন: এমপি, এটর্নী জেনারেল | ২ |
| | অনুচ্ছেদ ১৫২ (পুলিশ সার্ভিস সংযোজন করা) | ৪ |
| | ৫ম ও ৬ষ্ঠ তফসিল বাতিল করতে হবে | ৩ |
| | ৪র্থ তফসিল সংশোধন করে বিপ্লবী বা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের অনুমোদন বা বৈধতা রাখতে হবে | ১ |
| | ১৬তম সংশোধনী বাতিল করুন | ১ |
| | ১৫তম সংশোধনী বাতিল করুন | ২০ |

| বিষয় | সুপারিশ | সুপারিশকারীর সংখ্যা |
|---|---|---|
| **বিচার বিভাগ** | বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণ স্বাধীন হতে হবে | ১৪০ |
| | বিচার বিভাগের নিজস্ব/স্বতন্ত্র/আলাদা সচিবালয় দরকার | ১০ |
| | জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সুপ্রীম জুড়িসিয়াল কাউন্সিল গঠন | ৫ |
| | বিচার বিভাগের সংস্কার | ১৫ |
| | সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠন/ বিচারপতির নিয়োগ ও অপসারণ ধারা ৯৬(২) সংশোধন | ২৫ |
| | বিচার বিভাগ রাষ্ট্রপতির অধীনে থাকবে | ২ |
| | ইসলামী মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক কোনো আইন হবে না/ কুরআন ও সুন্নাহর সঙ্গে সাংঘর্ষিক হতে পারবে না | ৯৫ |
| | ইসলামী বিচার ও অর্থ ব্যবস্থা চাই | ৫ |
| | অযোগ্য বিচারপতির অপসারণের ব্যবস্থা থাকতে হবে | ২ |
| | বিচারক নিয়োগের যোগ্যতার নীতিমালা থাকতে হবে | ৪০ |
| | ইসলামিক/ শরিয়াহ আদালত প্রতিষ্ঠা | ৩৫ |
| | দ্বৈত বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তন। শরিয়া ও সাধারণ | ৫ |
| | আদালতের কর্মকাণ্ড সরাসরি সম্প্রচার করার নিয়ম করতে হবে | ৪৫ |
| | শাস্তি পদ্ধতির আধুনিকীকরণ | ৩ |
| | স্বাধীন তদন্ত ও বিচারের ব্যবস্থা | ৩৭ |
| | নিম্ন আদালত উচ্চ আদালতের অধীনে থাকবে | ২০ |
| | অধিন্যস্ত আদালতের শৃংখলা রক্ষায় দায়িত্ব রাষ্ট্রপতিকে দেয়ার বিধান বাতিল করতে হবে | ২ |

| বিষয় | সুপারিশ | সুপারিশকারীর সংখ্যা |
|---|---|---|
| | অধস্তন আদালতের বিচারক ও ম্যাজিস্ট্রেটদের পদায়ন, পদোন্নতি ও ছুটিসহ অন্যান্য বিষয়াদি সুপ্রিম কোর্টের হাতে ন্যস্ত থাকবে | ২ |
| | ইউনিয়ন পর্যায়ে বিচারক নিয়োগ দেয়া হোক, ওয়ার্ডভিত্তিক ইমামদের সমন্বয়ে বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটি করতে হবে যারা বিচারকদের কাজে সহযোগিতা করবেন | ১ |
| | প্রতিটি বিভাগে/জেলায় হাইকোর্ট চালু | ১০ |
| | আদালতে মামলা হলে দ্রুত/সর্বোচ্চ ১ মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে | ১০ |
| | জোরপূর্বক জবানবন্দি গ্রহণকারীদের শাস্তির বিধান চালু করতে হবে | ৫ |
| | অপরাধ যত ছোটই হোক, তার জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে | ৭ |
| | আদালতে কোনো দলীয় আইনজীবী সংস্থা থাকতে পারবে না | ৯ |
| | আদালতের এক মাস ছুটি প্রয়োজন নেই, মামলা জট কমাতে সব সময় আদালত খোলা রাখা দরকার | ১ |
| | সুপ্রীম কোর্টের ডিভিশন সিস্টেম বাতিল করতে হবে | ১ |
| | সাংবিধানিক আদালত গঠন | ১ |
| | দায়মুক্তির সকল বিধান বাতিল | ৫ |

| বিষয় | সুপারিশ | সুপারিশকারীর সংখ্যা |
|---|---|---|
| **নির্বাচন** | স্বাধীন নির্বাচন কমিশন | ৭২ |
| | নির্বাচন কমিশন শক্তিশালী করতে হবে | ৩৭ |
| | নির্বাচন কমিশন গঠনে সার্চ কমিটি গঠন এবং তাতে বিরোধী দলের প্রতিনিধি রাখা | ৩ |
| | নির্বাচনের নির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারণ | ১০ |
| | নির্বাচনের ৩ দিন পূর্বে রাষ্ট্রপতি সংসদ ভেঙে দিবেন, বিচারপতি হবেন রাষ্ট্রপতি এবং তার অধীন নির্বাচন কমিশনসহ সকল বিভাগ কাজ করবে, সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন করবে | ১ |
| | নির্বাচন কমিশন গঠনে বিরোধী দলের অন্তর্ভুক্তি থাকবে | ২ |
| | ৫ বছর মেয়াদী সরকারের জন্য ১৮ মাস পর পর আস্থা/অনাস্থা ভোট চালু করতে হবে | ১ |
| | নির্বাচন ব্যবস্থায় পরিবর্তন বা সংস্কার আনতে হবে | ২০ |
| | আগাম ও অনলাইনে ভোটের সুযোগ রাখতে হবে | ৬ |
| | জাতীয় নির্বাচন পরিচালনা পর্ষদ গঠন করতে হবে | ৭ |
| | ভোটদানের বয়স ১৬ বছর করা | ৪ |
| | গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে গণভোট চালু করতে হবে/ সংবিধান সংশোধনে গণভোট হতে হবে | ৮০ |
| | দুর্নীতি ও অনৈতিক কর্মকাণ্ডের অপরাধ প্রমাণিত হলে তিনি জনপ্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন না | ১৩ |
| | না ভোট  চালু করা | ৩৫ |
| | নির্বাচনে ভোট না দিলে জরিমানার বিধান করতে হবে | ১ |
| | নির্বাচনে পরিবারপ্রথা বিলোপে উদ্যোগ নিতে হবে | ১৪ |
| | ব্যালটবিহীন/অনলাইন নির্বাচন চালু করতে হবে | ৮ |
| | নির্বাচনী প্রচারণার জন্য পোস্টার, লিফলেট ব্যানারের ব্যবহার সীমিত করতে হবে | ৪ |
| | ভোটারের শিক্ষাগত যোগ্যতা সর্বনিম্ন এসএসসি পাস | ১ |
| | প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে হবে | ২০ |
| | ভোটারের বয়স কমপক্ষে ২০ বছর | ১ |
| | বিসিএসের মতো করে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন | ৩ |
| | মনোনয়ন প্রক্রিয়ায়  কোনো দলের অর্থবাণিজ্য প্রমাণিত হলে ওই দলের কোনো প্রার্থী সংশ্লিষ্ট আসনে নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না | ৪ |
| | দল নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা চালু | ৩ |
| | বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেউ নির্বাচিত হতে পারবে না | ৩ |
| | ২০২৪, ২০১৮ ও ২০২৪ এর নির্বাচন অবৈধ ঘোষণা করতে হবে | ৪ |
| | ইলেক্টরাল কলেজ গঠন | ১ |
| | প্রার্থীকে প্রলোভন দেখালে প্রার্থীতা বাতিল | ১ |

| বিষয় | সুপারিশ | সুপারিশকারীর সংখ্যা |
|---|---|---|
| | ভোটারদের বয়স ১৬ বছর করত হবে। | |
| | নির্বাচন অংশগহণের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা, চারিত্রিক স্বচ্ছতা, ধার্মিকতা, মামলামুক্ত, উন্নত মানসিকতা থাকতে হবে | ২ |
| | নতুন রাজনৈতিক দল গঠনে নির্বাচন কমিশন আইন সংস্কার/বাতিল করতে হবে | |

| বিষয় | সুপারিশ | সুপারিশকারীর সংখ্যা |
|---|---|---|
| **স্থানীয় সরকার** | প্রদেশভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা চালু | ২৫ |
| | স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী/স্বায়ত্তশাসিত করতে হবে | ৬৫ |
| | স্থানীয় সরকারকে কার্যকর করা এবং নির্ধারতি সেবা ও দায়িত্ব এবং কর্তব্য পূর্ণাঙ্গভাবে স্পষ্ট আকারে উল্লেখ করতে হবে। | ২০ |
| | স্থানীয় সরকার শুধুমাত্র সংসদের কাছে দায়বদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত হবে | ১ |
| | স্থানীয় সরকার সাংসদ দ্বারা পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা হবে | ১ |
| | স্থানীয় প্রশাসন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভাবমুক্ত থাকবে | ৮ |
| | সকল স্থানীয় প্রতিনিধি নির্বাচন রাজনৈতিক দলের পরিচিতি মুক্ত হবে | ৩ |
| | স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি ৪ বছর ক্ষমতায় থাকতে পারবে | ২ |
| | স্থানীয় নির্বাচনে দলীয় প্রতীক ব্যবহার নিষিদ্ধ | ২০ |
| | চেয়ারম্যান ও মেয়র নির্বাচনে অবশ্যই প্রার্থীদের ন্যূনতম স্নাতক পাস হতে হবে | ১৫ |
| | মেম্বার বা কাউন্সিলর নির্বাচনে ন্যূনতম উচ্চ-মাধ্যমিক পাস হতে হবে | ৩ |
| | উপজেলা পরিষদ/জেলা পরিষদ কার্যকর করতে হবে | ২ |
| | উপজেলা পরিষদ বাতিল করতে হবে | ১ |
| | আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ারদের উন্নত প্রশিক্ষণ দিতে হবে যেকোনো দূর্যোগের মোকাবিলায় দূর্যোগ কবলিত স্থানে যাতায়াতের জন্য বাস ভাড়া ফ্রি করতে হবে | ১ |
| | সকল স্থানীয় প্রতিনিধির ক্ষেত্রে অভিশংসন পদ্ধতি থাকতে হবে | ২ |
| | স্থানীয় সরকারের মেয়াদ হবে ৩/৪ বছর | ১৭ |

| বিষয় | সুপারিশ | সুপারিশকারীর সংখ্যা |
|---|---|---|
| **অধিকার** | বাকস্বাধীনতা ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার সুরক্ষা নিশ্চিত করা | ৭০ |
| | স্বাধীন মত প্রকাশে কোনোরকমে বাধা প্রদান করা যাবে না | ৩৪ |
| | স্বাধীনতা, সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে হবে | ৪৫ |
| | সবার সমান অধিকার নিশ্চিত করতে হবে | ১০৯ |
| | সকল ক্ষেত্রে ন্যায় ও ন্যায্যতা বজায় রাখা হোক | ২৫ |
| | বৈষম্য বিরোধী আইন প্রণয়ন | ৩০ |
| | সুনাগরিক হওয়ার জন্য যেসব সুবিধা দরকার সবকিছুই মৌলিক অধিকার হিসেবে যুক্ত করতে হবে | ৫ |
| | শিক্ষা ও আইনি সুযোগের সমতা নিশ্চিত করতে হবে | ২২ |
| | সকল শ্রেণী-পেশার নাগরিকের জন্য নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করা | ১৮ |
| | ইকুয়ালিটির চেয়ে ইকুইটিকে প্রাধান্য দিতে হবে | ১ |
| | শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা মৌলিক অধিকার হিসেবে সংরক্ষিত থাকবে | ৫ |
| | সুশাসন এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে | ২০ |
| | তথ্য প্রাপ্তির অধিকার মৌলিক অধিকার হিসেবে যুক্ত করতে হবে | ১ |
| | ভোট প্রদানের অধিকার মৌলিক অধিকার হিসেবে যুক্ত করতে হবে | ৫ |
| | মৌলিক চাহিদা পূরণে কোনো সরকার ব্যর্থ হলে সেই সরকারের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা থাকতে হবে | ৬ |
| | আইনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে | ১০ |
| | মানবাধিকার নিশ্চিত করতে হবে | ৫ |
| | সামাজিক সুরক্ষা প্রদানের দায়িত্ব হবে রাষ্ট্রের (বেতন-মজুরী প্রাপ্তিতে সামাজিক সুরক্ষা বিমা চালু করা হবে) | ৫ |
| | দ্বৈত নাগরিকরা দেশের রাজনীতি ও সরকারি চাকুরি করতে পারবে না | ৫ |

| বিষয় | সুপারিশ | সুপারিশকারীর সংখ্যা |
|---|---|---|
| | প্রবাসীদের প্রথম শ্রেণীর নাগরিকের মর্যাদা দিতে হবে | ২ |
| | সর্বশেষ আদমশুমারি অনুযায়ী কোনো ধর্মালম্বী, সম্প্রদায় ও গোত্রের আনুপাতিক হারের চেয়ে অধিক সুবিধা দেওয়া যাইবে না এবং কোনো ধর্মালম্বী, সম্প্রদায় ও গোত্রের আনুপাতিক হারের থেকে বঞ্চিত করা যাইবে না | ১ |
| | মৌলিক অধিকারের সাথে অসামঞ্জস্য আইন বাতিল | |
| | মৌলিক বিধানাবলী সংশোধন অযোগ্য করা | |

| বিষয় | সুপারিশ | সুপারিশকারীর সংখ্যা |
|---|---|---|
| **পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী** | নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা | ৯ |
| | সংখ্যালঘু শব্দের বিলোপ | ১ |
| | সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় গঠন/ সংখ্যালঘু কমিশন | ১০ |
| | সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা আইন প্রণয়ন | ১৫ |
| | আদিবাসীদের যথাযথ স্বীকৃতি ও সুরক্ষা দিতে হবে/ আইন প্রণয়ন করতে হবে | ২০ |
| | আদিবাসী লেখা যাবে না | ১ |
| | দেবোত্তর সম্পত্তি পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন/ অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যার্পন আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন | ১ |
| | সংবিধানের পরিশিষ্টে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর তালিকা দিতে হবে | ৩ |
| | উপজাতীদের জন্য বিশেষ মর্যাদার প্রদেশ (ইন্দোনেশিয়ার বান্দা আচেহ প্রদেশের মতো) রাখা যেতে পারে | ১ |
| | ভূমিহীন ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির পুনর্বাসন প্রক্রিয়া চলমান রাখতে হবে | ৩ |
| | প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য/ সংখ্যালঘুর জন্য বিশেষ প্রাতিনিধি রাখাতে হবে | ১ |

| বিষয় | সুপারিশ | সুপারিশকারীর সংখ্যা |
|---|---|---|
| **জনপ্রশাসন/মন্ত্রণালয়** | প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ | ৪৬ |
| | আমলাদের ক্ষমতা কমাতে হবে | ৫৬ |
| | সংসদীয় কমিটি মন্ত্রণালয় এর নীতিনির্ধারণী কাজের ভার বহন করবেন, আর মন্ত্রণালয় সরকারের নীতি কার্যকর করবেন। সচিবগণ মন্ত্রণালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা | ১ |
| | দেশের সকল শাসনতান্ত্রিক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে | ৪ |
| | প্রত্যেক সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ সাধারণ জনগণকে বা সেবাগ্রহীতাকে স্যার/ম্যাডাম বলে সম্বোধন করা বাধ্যতামূলক করতে হবে | ১ |
| | সকল সরকারি কর্মচারী জনগণের প্রজা হিসেবে পরিচিত হবেন | ১৫ |
| | সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের দেশে চিকিৎসা করার বাধ্যবাধকতা করা | ২১ |
| | সরকারী কমচারীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ও শাস্তি সহজ করতে হবে | ১০ |
| | শান্তি মন্ত্রণালয় গঠন করুন | ৪ |
| | সরকারি কর্মচারীরা রাজনৈতিক দলের অনুগত হলে চাকুরিচ্যুত | ১ |

| বিষয় | সুপারিশ | সুপারিশকারীর সংখ্যা |
|---|---|---|
| **পুলিশ** | পুলিশ একটি স্বাধীন স্বায়ত্তশাসিত কমিশনের অধীনে কাজ করবেন | ২০ |
| | জনবান্ধব পুলিশ চাই/ সংস্কার চাই | ৬৬ |
| | পুলিশ-নাগরিক সুরক্ষা বাহিনী | ১ |
| | পুলিশের অতিরিক্ত ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ | ৩৮ |
| | পুলিশের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে | ২২ |
| | পুলিশ বাহিনী দুই শ্রেণীর হবে। ১. কেন্দ্রীয় সরকারের পুলিশ (স্বাধীন কমিশন দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন), ২. স্থানীয় সরকারের পুলিশ (সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ পিএসসির মাধ্যমে স্থানীয় এলাকার উপযুক্ত জনসাধারণ হতে নিয়োগ দিবেন)। | ১ |
| | বিচার বর্হিভূত হত্যা ও গুমের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা | ৩৫ |
| | সিভিল ড্রেসে/সাদা পোশাকে/আনঅফিশিয়াল ড্রেসে কাউকে গ্রেফতার করা যাবে না | ৩২ |
| | পুলিশসহ সকল গোয়েন্দা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারীর শরীরে বাধ্যতামূলক বডি ক্যামেরা যুক্ত করতে হবে | ১১ |

| বিষয় | সুপারিশ | সুপারিশকারীর সংখ্যা |
|---|---|---|
| | অনলাইনে মামলা দায়ের করা যাবে | ২১ |
| | পুলিশকে প্রতিবছর ডোপ টেস্ট বাধ্যতামূলক | ৩ |
| | পুলিশ বাহিনীকে সাধারণ মানুষের সেবায় ১০০% নিয়োজিত হতে হবে | ৫ |

| বিষয় | সুপারিশ | সুপারিশকারীর সংখ্যা |
|---|---|---|
| **সরকারী চাকরি বিধি/ নিয়োগ** | চাকরিরত অবস্থায় দ্বৈত নাগরিকত্ব নিষিদ্ধ হোক | ৪০ |
| | পিএসসির সুপারিশ ছাড়া কোনো অবস্থাতেই নিয়োগ দেয়া যাবে না | ৮ |
| | কর্মকালীন যে কোনো দুর্ঘটনার (পেশাগত আঘাত বা ব্যধির ক্ষেত্রে) বেলায় উপার্জনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে | ১ |
| | সরকারি/স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের পূর্বে সততার বিষয়ে গোয়েন্দা রিপোর্টের বাধ্যবাধকতা করা | ১৪ |
| | সার্বজনীন পেনশন ব্যবস্থায় সকল স্তরের মানুষকে সম্পৃক্ত করা হবে | ১ |
| | সামরিক ও বেসামরিক কোটো কর্মচারি খুন, গুম বা ফৌজদারি অপরাধ করলে বিচারবিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন হতে হবে | ১ |
| | সরকারি কর্মকর্তাদের পৃথক পে স্কেল | ১ |
| | সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য আলাদা সুযোগ সুবিধা দেয়া যাবে না | ১ |
| | দুর্নীতি করলে চাকরিচ্যুত করতে হবে | ২৯ |
| | ঘুষ দিয়ে বা অবৈধভাবে চাকরি পেয়েছে এমন লোকদের বরখাস্ত করতে হবে | ১ |
| | ঘুষ প্রতিরোধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে | ১ |
| | চাকরিতে প্রবেশের বয়স ৩৫ করতে হবে | ১ |
| | প্রতিটি পরিবারে ১ জন করে শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী সরকারি চাকরি নিশ্চিত করতে হবে | ১ |
| | সরকারি চাকরিতে সকল কোটা বাতিল করতে হবে | ১৯ |
| | উপজাতি ও তৃতীয় লিঙ্গ ব্যতীত কোনো কোটা থাকবে না | ১০ |

| বিষয় | সুপারিশ | সুপারিশকারীর সংখ্যা |
|---|---|---|
| **সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান** | নির্বাচন কমিশন, দুদক, বিচার বিভাগ, কেন্দ্রীয় ব্যাংক, স্থানীয় সরকার বিভাগ, মহা-হিসাব রক্ষকের দপ্তর, পুলিশ বিভাগকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঘোষণা করাসহ সাংবিধানিক সকল প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করতে হবে। | ২০ |
| | স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় বাহিনী পরিচালনা কমিশন গঠন করতে হবে | ২ |
| | মানবাধিকার সুরক্ষা কমিশন শক্তিশালী করা | ৩ |
| | গণমাধ্যমকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঘোষণা করতে হবে | ২ |
| | স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন | ৩০ |
| | সংবিধান সংস্কার ও শিক্ষাব্যবস্থার সংহতকরণের জন্য একটি জাতীয় কমিশন গঠন | ১ |
| | দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে স্বাধীন কমিশন থাকতে হবে | ২ |
| | জনগণের অভিযোগ শোনা ও তা সমাধানের জন্য কমিশন গঠন করতে হবে | ২ |
| | মিনিস্ট্রি অব এথিকস গঠন করতে হবে | ১ |
| | নিরীক্ষা কমিশন গঠন করতে হবে | ১ |

| বিষয় | সুপারিশ | সুপারিশকারীর সংখ্যা |
|---|---|---|
| **পররাষ্ট্রনীতি** | বৈদেশিক চুক্তির বিষয়ে জনগণকে জানাতে ও মতামত নিতে হবে/ সংসদে আলোচনা করতে হবে | ১২ |
| | সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করা | ৩৪ |
| | পররাষ্ট্রনীতির বিষয়ে বিরোধীদলসহ ঐক্যমত হতে হবে | ৮ |
| | "বিশ্বে নির্যাতিত মজলুম জাতিকে সহযোগিতার অধিকার সংবিধানে প্রযোজ্য রাখতে হবে।" | ৬ |
| | আন্তর্জাতিক চুক্তি/সম্পর্ক হবে সমতা ও ন্যায্যতার ভিত্তিতে | ৩৫ |
| | আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ জনসম্মুখে প্রচার হতে হবে | ৩৩ |
| | নতজানু পররাষ্ট্রনীতি বাদ দিয়ে দেশের স্বার্থের পররাষ্ট্রনীতি লিখতে হবে | ২৫ |
| | ভারতকে শত্রু রাষ্ট্র ঘোষণা করতে হবে | ১০ |
| | দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদে উভয় কক্ষের অনুমোদন ছাড়া বিদেশী চুক্তি বাস্তবায়ন করা যাবে না | ২ |

| বিষয় | সুপারিশ | সুপারিশকারীর সংখ্যা |
|---|---|---|
| | প্রতিরক্ষা ও কূটনীতির জন্য স্বাধীন কমিশন গঠন করবেন | ১২ |
| | পররাষ্ট্র নীতির প্রথম স্তর হবে, নিকটতম ভৌগলিক প্রতিবেশির সাথে সম্পর্ক, দ্বিতীয় স্তর- ব্যবসা-বাণিজ্য, জনশক্তি রফতানি ও কর্মসংস্থান, তৃতীয় স্তর হবে- আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দাতা দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক | ১ |
| | রাষ্ট্র কোনো নতজানু পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করতে পারবে না | ১৬ |

| বিষয় | সুপারিশ | সুপারিশকারীর সংখ্যা |
|---|---|---|
| **সংবিধান সংশোধন** | সংবিধান সহজ  ও সংক্ষিপ্ত হতে হবে | ১৫২ |
| | কুরআন ও হাদীসের আলোকে সংবিধান | ৮৮ |
| | ইসলামিক সংবিধান/ ইসলামিক রাষ্ট্র/ ইসলামি মূল্যবোধকে প্রাধান্য দিতে হবে | ৯২ |
| | মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতিফলন | ২০ |
| | সংবিধান সংস্কার করা হোক | ৭০ |
| | সংবিধান সংস্কার করা যাবে না | ১৯ |
| | নতুন সংবিধান প্রণয়ন | ৫২ |
| | সংবিধান সংশোধনের প্রক্রিয়ায় জন্য গণভোট করতে হবে | ৭২ |
| | রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক নীতিমালা সমূহ লঙ্ঘন করে প্রণীত আইনসমূহ সব বাতিল করতে হবে | ৩০ |
| | বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রযুক্তিগত উন্নতিকে বিবেচনায় নিয়ে সংবিধান প্রণয়ন করতে হবে | ৬ |
| | সংবিধান সংশোধনের জন্য নির্বাচিত প্রতিনিধি ও ৫০০ এর বেশি ভোটপ্রাপ্তরা ৮০% ক্ষমতা এবং বাকি ২০% ক্ষমতা থাকবে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সাংবাদিক ও চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর। | ৯ |
| | সংবিধানের নির্দিষ্ট কিছু অংশ (প্রস্তাবনা, অধ্যায়-১, ২,৩ এবং ৯ক) অপরিবর্তনীয় করার বিধান করা হোক | ২০ |
| | সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ প্রতিফলিত হবে | ২০ |
| | জন আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে বিবেচনা করে বিপ্লবী সরকারের প্রভিশন রাখতে হবে। | ৫ |
| | ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিল করতে হবে | ১৬ |
| | বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিল করতে হবে | ১২ |
| | ৭২ এর সংবিধান বাতিল করতে হবে | ৩৯ |
| | ৭২ সংবিধান রাখতে হবে | ৫ |

| বিষয় | সুপারিশ | সুপারিশকারীর সংখ্যা |
|---|---|---|
| **সরকারি কার্যক্রম** | সরকারি টেন্ডার প্রক্রিয়া স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হোক | ৭ |
| | সরকারি সকল অফিস ২৪/৭ অডিও-ভিজ্যুয়াল মনিটরিংয়ে রাখতে হবে | ৫ |

| বিষয় | সুপারিশ | সুপারিশকারীর সংখ্যা |
|---|---|---|
| **অর্থনীতি** | ইসলামী অর্থনীতি চাই | ২০ |
| | বৈষম্যহীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা | ৫ |
| | সুদমুক্ত অর্থনীতি চাই | ৩০ |
| | যাকাত বাধ্যতামূলক করা | ৩০ |
| | জাতীয় রিজার্ভকে প্রভাবিত করে এমন কোনো ব্যয় রাষ্ট্রপতি এবং উপদেষ্টা পরিষদের অনুমতি ব্যতীত খরচ করা যাবে না | ২ |
| | বাজেট অধিবেশনের আগে জনগণের সামনে উপস্থাপন করতে হবে এবং মতামতের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে | ২ |
| | সিন্ডিকেট রোধ/চাঁদাবাজি বন্ধ করুন | ৩০ |
| | সর্বজনীন কর ব্যবস্থা চালু | ১ |

| বিষয় | সুপারিশ | সুপারিশকারীর সংখ্যা |
|---|---|---|
| **পরিবেশ** | পরিবেশ সুরক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় গুরুত্ব প্রদান | ৩৯ |
| | ইকুয়েডরের মতো বিশেষ বিধান রাখা উচিত | ১ |
| | প্রতি সপ্তাহে/মাসে দেশব্যাপী প্রতিযোগিতামূলকভাবে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি পরিচালনা | ২ |

| বিষয় | সুপারিশ | সুপারিশকারীর সংখ্যা |
|---|---|---|
| **সামরিক** | সামরিক প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা | ৬০ |
| | সকল নাগরিক 'বাধ্যতামূলক সামরিক সেবা' প্রদান করবে | ৭ |

| বিষয় | সুপারিশ | সুপারিশকারীর সংখ্যা |
|---|---|---|
| | সামরিক নিরাপত্তার পরিধি বাড়াতে হবে | ১ |
| | সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের প্রচলিত আইনে বিচার করতে হবে | ১ |
| | সাধারণের তুলনায় সেনাবাহিনীর অধিক সুবিধা পাওয়ার অধিকার সীমিত করতে হবে | ১ |
| | দেশ রক্ষার ক্ষেত্রে প্রত্যেক নাগরিককে কমপক্ষে ২-৩ বছর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে চুক্তিভিত্তিক সার্ভিস দিতে হবে | ১ |
| | প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা খাতে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে | ৯ |
| | শক্তিশালী জাতীয় নিরাপত্তা কমিশন গঠন | ১৭ |
| | বেকারত্ব কমাতে সেনাপ্রধানের হাতে যুবকদের কমান্ডো ট্রেনিংয়ের ক্ষমতা প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে সেনাপ্রধান কারো নিকট জবাবদিহিতায় বাধ্য থাকবেন না। | ১ |

| বিষয় | সুপারিশ | সুপারিশকারীর সংখ্যা |
|---|---|---|
| **শিক্ষা ও স্বাস্থ্য** | বিনামূল্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করতে হবে | ১২০ |
| | ইসলাম শিক্ষা/ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে | ১০০ |
| | শিক্ষার সকল স্তরে ধর্মীয়/আল কোরআনের শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে | ৩০ |
| | ইসলাম বিরোধী বিষয়/লেখা পাঠ্যবইয়ে না রাখা/ শিক্ষাব্যবস্থা ইসলামীকরণ করতে হবে | ৮ |
| | মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে অমুসলিম নিয়োগ দেয়া যাবে না | ১ |
| | শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাত সম্পূর্ণ সরকারিকরণ করতে হবে | ১ |
| | শিক্ষার সকল স্তরে সংবিধানের মৌলিক বিষয়গুলো শেখানো বাধ্যতামূলক করতে হবে | ১ |
| | সহশিক্ষা/ নারী-পুরুষ একসঙ্গে শিক্ষা বাতিল করতে হবে | ২ |
| | প্রত্যেক নাগরিককে বহুভাষিক দক্ষতা অর্জনের সুযোগ দিতে হবে | ৯ |
| | শিক্ষানীতি বারবার পরিবর্তন করা যাবে না | ১ |
| | সকল শিক্ষাধারা (বাংলা মাধ্যম, ইংলিশ মিডিয়াম, ইংলিশ ভার্সন, কারিগরি, মাদ্রাসা-আলিয়া ও কওমি) একীভূত করে সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা | ৩ |
| | সকল ধর্মের অনুসারীদের নিজ নিজ ধর্মীয় শিক্ষা অর্জনের ব্যবস্থা রাখা | ৩০ |
| | শিক্ষকদের সর্বোচ্চ সম্মানের স্বীকৃতি দিতে হবে | ৩ |
| | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কমিটির সভাপতি ও সদস্য হিসেবে রাজনৈতিক ব্যক্তি থাকতে পারবে না | ১ |
| | বাংলা ভাষাকে জাতীয় পরিচয়ের ভিত্তি হিসেবে শেখানো বাধ্যতামূলক থাকবে | ১ |
| | ইংরেজি ভাষাকে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ এবং বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার জন্য অপরিহার্য ভাষা হিসেবে শেখানো বাধ্যতামূলক করতে হবে | ১ |
| | প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তার ধর্মীয় গ্রন্থের ভাষা শেখার সুযোগ দিতে হবে | ১ |
| | কূটনৈতিক দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করতে বিশেষায়িত কূটনীতি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে | ১ |
| | প্রতিটি বিভাগে বহুভাষা শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে | ১ |
| | চীন, জাপান এবং অন্যান্য উন্নত দেশগুলোর মতো একটি মিশ্র শিক্ষা মডেল তৈরি করা, যা আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ | ১ |
| | বিদেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অংশীদারিত্বে বিশেষায়িত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও গবেষণাগার স্থাপন করা | ১ |
| | এইচএসসি পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা | ১ |
| | শিক্ষা-স্বাস্থ্য খাতে চীনের মডেল অনুসরণ করা হোক | ২ |

| বিষয় | সুপারিশ | সুপারিশকারীর সংখ্যা |
|---|---|---|
| **উপদেষ্টা পরিষদ** | উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করতে হবে | ৬ |
| | সব সময়ের জন্য একজন রাষ্ট্রপতি ও ১০/১২ জনের একটি স্থায়ী উপদেষ্টা পরিষদ থাকবে | ৪ |
| | রাষ্ট্রপতি কিংবা সংসদীয় যে সরকারই থাকুক না কেন উভয় ক্ষেত্রে ৫১-১০১ সদস্যবিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ স্থায়ীভাবে থাকবে | ১ |
| | সংসদের/সরকারের মেয়াদান্তে উপদেষ্টা পরিষদ তাদের কর্মকাণ্ডের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবেন | ৪ |
| | উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যগণ প্রত্যেক জেলা কোটা ভিত্তিতে নির্বাচিত হবেন | ১ |

| বিষয় | সুপারিশ | সুপারিশকারীর সংখ্যা |
|---|---|---|
| | উপদেষ্টা পরিষদের সকল সদস্য জীবনবৃত্তান্ত সম্পূর্ণ দলীয় প্রভাবমুক্ত ও আর্থিক দুর্নীতিমুক্ত হতে হবে | ১ |
| | উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের কোনো পূর্ব রেকর্ড থাকতে পারবে না | ১ |
| | উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যরা সর্বোচ্চ দক্ষ ও মেধা সম্পন্ন হতে হবে | ১ |
| | উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের বয়স কমপক্ষে ৪০ বছর হতে হবে | ১ |
| | উপদেষ্টা পরিষদের প্রধান জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীর কোনো পদ শুন্য হলে সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রপ্রধানের স্থলাভিষিক্ত হবেন | ২ |
| | রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য গঠনমূলক কমিটি থাকতে হবে | ২ |

| বিষয় | সুপারিশ | সুপারিশকারীর সংখ্যা |
|---|---|---|
| **তত্ত্বাবধায়ক সরকার** | তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে | ১৫০ |
| | সরকারের মেয়াদ শেষে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানই হবেন পরবর্তী রাষ্ট্রপতি | ৫ |
| | তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা প্রবর্তন করার জন্য অনুচ্ছেদ-১২৩ (নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়)এর যথাযথ সংশোধন করতে হবে | ৩ |
| | উপ সরকার প্রধান নির্বাচনকালীন সরকার চালাবেন | ১ |

| বিষয় | সুপারিশ | সুপারিশকারীর সংখ্যা |
|---|---|---|
| **সংস্কৃতি** | ইসলামী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-এর সুরক্ষা | ১ |
| | ইসলামী গবেষণা ও উন্নয়ন তহবিল গঠন | ২ |
| | নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী মূল্যবোধ সংযুক্ত করা | ৩ |
| | গণমাধ্যম ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ইসলামী মূল্যবোধ প্রচার নিশ্চিত করা | ৩ |

# পরিশিষ্ট ১৫

## জরিপের ফলাফল

জুলাই-আগস্ট ২০২৪ এর ছাত্র জনতার গণঅভুত্থানের প্রেক্ষাপটে সংবিধান সংস্কারের লক্ষ্যে গঠিত সংবিধান সংস্কার কমিশনের নির্দেশে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত পরিসংখ্যানিক পদ্ধাতির মাধ্যমে ০৫-১০ ডিসেম্বর ২০২৪ সময়ে 'সংবিধান সংস্কার সংক্রান্ত জাতীয় জনমত জরিপ (National Public Opinion Survey on Constitutional Reform) পরিচালনা করে। দেশের ৬৪ টি জেলা হতে নমুনায়ন প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত ১৮-৭৫ বছর বয়সের ৪৬৮০০ জন লক্ষ্যমাত্রার নাগরিকের মধ্যে ৪৫,৯২৫ জন নাগরিকের সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে জরিপের তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

# সংবিধান সংস্কার সংক্রান্ত জাতীয় জনমত জরিপ ২০২৪
## National Public Opinion Survey on Constitutional Reform 2024



বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
ই-২৭/এ, আগারগাও, ঢাকা-১২০৭।

# সংবিধান সংস্কার সংক্রান্ত জাতীয় জনমত জরিপ ২০২৪

## জরিপের মূল ফলাফল

| জাতীয় জনমত (%) | |
|---|---|
| **মৌলিক অধিকারের সাংবিধানিক নিশ্চয়তা বিষয়ক জনমত** | |
| | |
| খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসা অধিকারগুলোর | |
| সাংবিধানিক নিশ্চয়তা চান | 98.4 |
| সাংবিধানিক নিশ্চয়তা চান না | 0.7 |
| জানিনা | 0.7 |
| উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | 0.3 |
| নাগরিকদের মত প্রকাশ এবং কথা বলার স্বাধীনতার কোনো ধরনের | |
| বাধা-নিষেধ সংবিধানে থাকা উচিত | 43.2 |
| বাধা-নিষেধ সংবিধানে থাকা উচিত নয় | 53.4 |
| জানিনা | 2.9 |
| উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | 0.5 |
| সভা-সমাবেশ ও মিছিলে যোগ দেয়ার স্বাধীনতা | |
| সীমিত করার ক্ষমতা সংবিধানে থাকা উচিত | 61.4 |
| সীমিত করার ক্ষমতা সংবিধানে থাকা উচিত নয় | 29.3 |
| জানিনা | 7.9 |
| উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | 1.4 |
| | |
| **শাসন ব্যবস্থা, জবাবদিহিতা ও নির্বাহী ক্ষমতার ভারসাম্য বিষয়ক জনমত** | |
| | |
| প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য | |
| প্রধানমন্ত্রীর হাতে ক্ষমতা থাকবে | 45.2 |
| রাষ্ট্রপতিকে আরও ক্ষমতা দেওয়া হবে | 36.7 |
| জানিনা | 14.5 |
| উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | 3.6 |
| প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদের সীমাবদ্ধতা | |
| সর্বোচ্চ দুই বার | 63.8 |
| শুধুমাত্র পরপর দুই বার | 10.2 |
| নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই | 15.9 |
| জানিনা | 8.1 |
| উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | 2.0 |
| একই ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রধান হওয়া | |
| একই ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রধান হওয়া উচিত | 37.2 |
| একই ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রধান হওয়া উচিত নয় | 49.0 |
| জানিনা | 11.8 |
| উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | 2.0 |

| | |
|---|---|
| একই ব্যক্তি সর্বোচ্চ কতবার রাষ্ট্রপতি হতে পারবেন | |
| সর্বোচ্চ দুই বার | 69.7 |
| সীমাবদ্ধতার প্রয়োজন নেই | 17.6 |
| জানিনা | 10.6 |
| উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | 2.1 |
| জাতীয় সংসদের মেয়াদ কি হওয়া উচিত | |
| ৫ বছর | 78.0 |
| ৪ বছর | 16.3 |
| জানিনা | 4.5 |
| উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | 1.3 |
| কোন্ ধরনের সরকারের অধীন জাতীয় নির্বাচন হওয়া উচিত | |
| নির্বাচনকালীন নির্দলীয় সরকার | 85.6 |
| ক্ষমতাসীন সরকার | 6.3 |
| জানিনা | 6.4 |
| উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | 1.7 |
| | |
| **আইনসভার কাঠামো এবং নির্বাচন পদ্ধতি** | |
| | |
| সংসদ গঠনের জন্য নির্বাচন পদ্ধতি | |
| প্রার্থীর প্রাপ্ত সর্বাধিক ভোটের ভিত্তিতে | 77.5 |
| রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত আনুপাতিক ভোটের ভিত্তিতে | 8.7 |
| উভয়ের মিশ্রণ | 3.6 |
| জানিনা | 8.7 |
| উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | 1.5 |
| জাতীয় সংসদকে দুই ভাগে (নিম্নকক্ষ ও উচ্চকক্ষ) বিভাজন | |
| জাতীয় সংসদকে দুই ভাগে দেখতে চান | 34.8 |
| জাতীয় সংসদকে দুই ভাগে দেখতে চান না | 39.0 |
| জানিনা | 23.4 |
| উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | 2.7 |
| উচ্চকক্ষের সদস্যদের নির্বাচন পদ্ধতি | |
| সব আসনে সরাসরি ভোট | 55.8 |
| সংসদ নির্বাচনে দলের পাওয়া ভোটের অনুপাতে | 9.8 |
| কিছু সদস্য সরাসরি ভোটে, কিছু সদস্য সংসদ নির্বাচনে দলের পাওয়া ভোটের অনুপাতে | 3.2 |
| জানিনা | 26.8 |
| উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | 4.4 |
| সংসদ সদস্যদের দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার | |
| দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা উচিত | 83.3 |
| দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা উচিত নয় | 6.9 |
| জানিনা | 8.3 |
| উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | 1.4 |
| সংবিধান সংশোধনসহ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গণভোটের বিধান | |
| গণভোটের বিধান থাকা উচিত | 81.6 |

| | |
|---|---|
| গণভোটের বিধান থাকা উচিত নয় | 9.3 |
| জানিনা | 7.9 |
| উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | 1.3 |
| | |
| **বিচার বিভাগ বিষয়ক জনমত** | |
| | |
| নিজ বিভাগে একটি হাইকোর্ট দেখতে চান | |
| নিজ বিভাগে একটি হাইকোর্ট দেখতে চান | 88.5 |
| নিজ বিভাগে একটি হাইকোর্ট দেখতে চান না | 7.5 |
| জানিনা | 3.3 |
| উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | 0.8 |
| উপজেলা স্তরে আদালত | |
| উপজেলা স্তরে আদালত চান | 82.5 |
| উপজেলা স্তরে আদালত চান না | 13.4 |
| জানিনা | 3.3 |
| উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | 0.8 |
| | |
| **অন্যান্য** | |
| | |
| সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন | |
| সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকা উচিত | 74.9 |
| সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকা উচিত নয় | 18.8 |
| জানিনা | 5.2 |
| উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | 1.1 |
| নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন নির্বাচন পদ্ধতি | |
| নারী প্রার্থীদের মধ্যে সরাসরি নির্বাচন | 82.6 |
| ভোটের অনুপাতের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনয়ন | 17.4 |
| শিশু সংক্রান্ত সকল কর্মকাণ্ডে শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থই প্রধান বিবেচনা হবে এমন নীতি | |
| সংবিধানে নিশ্চিত করা উচিত | 90.6 |
| সংবিধানে নিশ্চিত করা উচিত নয় | 4.4 |
| জানিনা | 4.1 |
| উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | 0.9 |
| ধর্মীয় এবং জাতিগত সংখ্যালঘুদের অধিকার, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি সুরক্ষিত করার জন্য | |
| সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত | 90.1 |
| সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত নয় | 4.7 |
| জানিনা | 4.2 |
| উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | 1.0 |
| সংবিধানে প্রতিবন্ধী এবং অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি এবং সুরক্ষার লক্ষ্যে | |
| সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত | 94.0 |
| সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত নয় | 1.9 |
| জানিনা | 3.3 |
| উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | 0.8 |

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
ই-২৭/এ, আগারগাও, ঢাকা-১২০৭।

# সংবিধান সংস্কার সংক্রান্ত জাতীয় জনমত জরিপ ২০২৪

## অধ্যায়-৪: মৌলিক অধিকার বিষয়ক

সারণী ৪.১.১: খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসা অধিকারগুলোর জন্য সাংবিধানিক নিশ্চয়তা সংক্রান্ত জনমতের লিঙ্গ ভিত্তিক বিন্যাস

| | সাংবিধানিক নিশ্চয়তা চান | সাংবিধানিক নিশ্চয়তা চান না | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| লিঙ্গ | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| পুরুষ | ৯৮.৮ | ০.৬ | ০.৫ | ০.২ | ১০০.০ |
| মহিলা | ৯৮.১ | ০.৭ | ০.৯ | ০.৪ | ১০০.০ |
| হিজড়া/তৃতীয় লিঙ্গ | ১০০.০ | | | | ১০০.০ |
| মোট | ৯৮.৪ | ০.৭ | ০.৭ | ০.৩ | ১০০.০ |

সারণী ৪.১.২: খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসা অধিকারগুলোর জন্য সাংবিধানিক নিশ্চয়তা সংক্রান্ত জনমতের বয়স ভিত্তিক বিন্যাস

| | সাংবিধানিক নিশ্চয়তা চান | সাংবিধানিক নিশ্চয়তা চান না | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| বয়স | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| ১৮-২৪ | ৯৮.৭ | ০.৭ | ০.৫ | ০.২ | ১০০.০ |
| ২৫-৩৪ | ৯৮.৪ | ০.৭ | ০.৬ | ০.৩ | ১০০.০ |
| ৩৫-৪৪ | ৯৮.৫ | ০.৭ | ০.৬ | ০.৩ | ১০০.০ |
| ৪৫-৫৪ | ৯৮.২ | ০.৭ | ০.৭ | ০.৪ | ১০০.০ |
| ৫৫-৬৪ | ৯৮.১ | ০.৭ | ১.০ | ০.১ | ১০০.০ |
| ৬৫-৭৫ | ৯৭.৯ | ০.৬ | ১.৩ | ০.৩ | ১০০.০ |
| মোট | ৯৮.৪ | ০.৭ | ০.৭ | ০.৩ | ১০০.০ |

সারণী ৪.১.৩: খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসা অধিকারগুলোর জন্য সাংবিধানিক নিশ্চয়তা সংক্রান্ত জনমতের শিক্ষাগত যোগ্যতা ভিত্তিক বিন্যাস (%)

| | সাংবিধানিক নিশ্চয়তা চান | সাংবিধানিক নিশ্চয়তা চান না | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| কখনও স্কুল/মাদ্রাসায় যায়নি | ৯৭.৬ | ০.৬ | ১.৪ | ০.৪ | ১০০.০ |
| প্রাথমিক | ৯৮.৪ | ০.৬ | ০.৭ | ০.৩ | ১০০.০ |
| মাধ্যমিক | ৯৮.৫ | ০.৮ | ০.৪ | ০.৩ | ১০০.০ |
| উচ্চ মাধ্যমিক | ৯৯.২ | ০.৫ | ০.২ | ০.২ | ১০০.০ |
| ডিপ্লোমা | ৯৯.৬ | ০.৪ | | | ১০০.০ |
| সেবিকা/ধাত্রীবিদ্যা | ১০০.০ | | | | ১০০.০ |
| স্নাতক/স্নাতকোত্তর | ৯৮.৯ | ০.৫ | ০.৪ | ০.২ | ১০০.০ |
| ডাক্তার | ৯৫.৮ | | | ৪.২ | ১০০.০ |
| প্রকৌশল | ১০০.০ | | | | ১০০.০ |
| মোট | ৯৮.৪ | ০.৭ | ০.৭ | ০.৩ | ১০০.০ |

| সারণী ৪.১.৪: খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসা অধিকারগুলোর জন্য সাংবিধানিক নিশ্চয়তা সংক্রান্ত জনমতের সেক্টর ভিত্তিক বিন্যাস (%) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | সাংবিধানিক নিশ্চয়তা চান | সাংবিধানিক নিশ্চয়তা চান না | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| **সেক্টর** | **(%)** | **(%)** | **(%)** | **(%)** | **(%)** |
| কৃষি | ৯৮.৯ | ০.৫ | ০.৪ | ০.২ | ১০০.০ |
| শিল্প | ৯৯.০ | ০.৪ | ০.৪ | ০.১ | ১০০.০ |
| সেবা | ৯৮.৭ | ০.৭ | ০.৪ | ০.২ | ১০০.০ |
| মোট | ৯৮.৮ | ০.৬ | ০.৪ | ০.২ | ১০০.০ |

| সারণী ৪.১.৫: খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসা অধিকারগুলোর জন্য সাংবিধানিক নিশ্চয়তা সংক্রান্ত জনমতের পেশা ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | সাংবিধানিক নিশ্চয়তা চান | সাংবিধানিক নিশ্চয়তা চান না | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| **পেশা/কাজের মর্যাদা** | **(%)** | **(%)** | **(%)** | **(%)** | **(%)** |
| কৃষিকাজ | ৯৮.৯ | ০.৬ | ০.৪ | ০.২ | ১০০.০ |
| ব্যবসা | ৯৮.৮ | ০.৫ | ০.৫ | ০.২ | ১০০.০ |
| বেসরকারি চাকরি (এক্সিকিউটিভ) | ৯৭.৪ | ২.৬ | | | ১০০.০ |
| বেসরকারি চাকরি (অন্যান্য) | ৯৮.৮ | ০.৭ | ০.৩ | ০.২ | ১০০.০ |
| সরকারি চাকরি (৯ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব | ৯৮.৭ | ১.৩ | | | ১০০.০ |
| সরকারি চাকরি (১০ - ২০তম গ্রেড) | ৯৯.২ | ০.৮ | | | ১০০.০ |
| বেসরকারি শিক্ষক | ৯৭.৯ | ১.৬ | ০.৩ | ০.২ | ১০০.০ |
| সরকারি শিক্ষক | ৯৯.৬ | | ০.৪ | | ১০০.০ |
| শ্রমিক/মজুর | ৯৮.৯ | ০.৪ | ০.৬ | ০.১ | ১০০.০ |
| গার্মেন্টস কর্মী | ৯৯.৪ | ০.১ | ০.৩ | ০.২ | ১০০.০ |
| রিক্সা/ভ্যান চালক | ৯৮.৩ | ০.৩ | ০.৭ | ০.৭ | ১০০.০ |
| পরিবহন শ্রমিক(ড্রাইভার, হেল্পার, সুপারভাইজার) | ৯৮.৭ | ০.৯ | | ০.৪ | ১০০.০ |
| হোটেল/রেস্টুরেন্ট কর্মী | ৯৮.৫ | ০.৯ | ০.৬ | ০.১ | ১০০.০ |
| গৃহকর্মী | ৯৭.৪ | ১.৩ | ১.১ | ০.২ | ১০০.০ |
| ছাত্র | ৯৯.২ | ০.৩ | ০.৩ | ০.১ | ১০০.০ |
| বেকার | ৯৮.৬ | ০.৭ | ০.৬ | ০.১ | ১০০.০ |
| অবসরপ্রাপ্ত/বয়স্ক/অক্ষম | ৯৭.৫ | ১.০ | ১.২ | ০.২ | ১০০.০ |
| গৃহিণী | ৯৮.০ | ০.৭ | ০.৯ | ০.৪ | ১০০.০ |
| অন্যান্য | ৯৯.৬ | ০.২ | ০.২ | | ১০০.০ |
| মোট | ৯৮.৪ | ০.৭ | ০.৭ | ০.৩ | ১০০.০ |

| সারণী ৪.১.৬: খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসা অধিকারগুলোর জন্য সাংবিধানিক নিশ্চয়তা সংক্রান্ত জনমতের ধর্মীয় বিশ্বাস ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | সাংবিধানিক নিশ্চয়তা চান | সাংবিধানিক নিশ্চয়তা চান না | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| **ধর্ম** | **(%)** | **(%)** | **(%)** | **(%)** | **(%)** |
| মুসলমান | ৯৮.৩ | ০.৭ | ০.৭ | ০.৩ | ১০০.০ |
| হিন্দু | ৯৮.৯ | ০.৪ | ০.৬ | ০.১ | ১০০.০ |
| খ্রিষ্টান | ৯৯.১ | ০.৩ | | ০.৬ | ১০০.০ |
| বৌদ্ধ | ৯৮.৩ | ০.১ | ০.১ | ১.৫ | ১০০.০ |
| অন্যান্য | ১০০.০ | | | | ১০০.০ |
| মোট | ৯৮.৪ | ০.৭ | ০.৭ | ০.৩ | ১০০.০ |

| সারণী ৪.১.৭: খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসা অধিকারগুলোর জন্য সাংবিধানিক নিশ্চয়তা সংক্রান্ত জনমতের বিভাগ ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | সাংবিধানিক নিশ্চয়তা চান | সাংবিধানিক নিশ্চয়তা চান না | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| বিভাগ | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| বরিশাল | ৯৯.০ | ০.২ | ০.৭ | ০.১ | ১০০.০ |
| চট্টগ্রাম | ৯৭.৯ | ০.৮ | ০.৬ | ০.৮ | ১০০.০ |
| ঢাকা | ৯৮.৫ | ০.৯ | ০.৬ | ০.১ | ১০০.০ |
| খুলনা | ৯৮.৩ | ০.৬ | ০.৯ | ০.২ | ১০০.০ |
| ময়মনসিংহ | ৯৮.৭ | ০.৪ | ০.৮ | ০.০ | ১০০.০ |
| রাজশাহী | ৯৮.৪ | ০.৬ | ০.৭ | ০.৪ | ১০০.০ |
| রংপুর | ৯৯.৫ | ০.৩ | ০.২ | ০.০ | ১০০.০ |
| সিলেট | ৯৬.১ | ১.৩ | ২.৪ | ০.৩ | ১০০.০ |
| মোট | ৯৮.৪ | ০.৭ | ০.৭ | ০.৩ | ১০০.০ |

| সারণী ৪.১.৮: খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসা অধিকারগুলোর জন্য সাংবিধানিক নিশ্চয়তা সংক্রান্ত জনমতের জেলা ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | সাংবিধানিক নিশ্চয়তা চান | সাংবিধানিক নিশ্চয়তা চান না | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| জেলা | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| বাগেরহাট | ৯৯.১ | ০.২ | ০.৬ | ০.১ | ১০০.০ |
| বান্দরবান | ৯৯.৩ | ০.৪ | ০.৩ | | ১০০.০ |
| বরগুনা | ৯৯.৬ | ০.১ | ০.১ | ০.১ | ১০০.০ |
| বরিশাল | ৯৮.২ | ০.৩ | ১.৩ | ০.৩ | ১০০.০ |
| ভোলা | ৯৯.০ | ০.৫ | ০.৬ | | ১০০.০ |
| বগুড়া | ৯৯.০ | ০.৬ | ০.৪ | | ১০০.০ |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ৯৫.৯ | ১.১ | ২.৮ | ০.৩ | ১০০.০ |
| চাঁদপুর | ৯৭.৩ | ১.৫ | ১.০ | ০.১ | ১০০.০ |
| চট্টগ্রাম | ৯৯.৫ | ০.১ | ০.২ | ০.২ | ১০০.০ |
| চুয়াডাঙ্গা | ৯৯.৩ | ০.৩ | | ০.৪ | ১০০.০ |
| কুমিল্লা | ৯৬.৭ | ০.৪ | | ২.৮ | ১০০.০ |
| কক্সবাজার | ৯৯.৭ | ০.১ | | ০.২ | ১০০.০ |
| ঢাকা | ৯৯.১ | ০.৭ | ০.২ | | ১০০.০ |
| দিনাজপুর | ৯৯.৭ | | ০.৩ | | ১০০.০ |
| ফরিদপুর | ৯৮.৩ | ১.০ | ০.৪ | ০.২ | ১০০.০ |
| ফেনী | ৯৮.০ | ০.৪ | ১.২ | ০.৪ | ১০০.০ |
| গাইবান্ধা | ৯৯.৭ | ০.২ | | ০.১ | ১০০.০ |
| গাজীপুর | ৯৮.৬ | ০.৩ | ০.৯ | ০.৩ | ১০০.০ |
| গোপালগঞ্জ | ৯৯.৯ | ০.১ | | | ১০০.০ |
| হবিগঞ্জ | ৮৯.২ | ৪.৫ | ৫.৬ | ০.৭ | ১০০.০ |
| জয়পুরহাট | ৯৯.১ | ০.৪ | ০.৪ | ০.২ | ১০০.০ |
| জামালপুর | ৯৮.৭ | ১.০ | ০.৩ | | ১০০.০ |
| যশোর | ৯৮.০ | ০.৬ | ১.৩ | ০.১ | ১০০.০ |
| ঝালকাঠি | ৯৭.৯ | | ১.৯ | ০.৩ | ১০০.০ |
| ঝিনাইদহ | ৯৯.০ | ০.২ | ০.৪ | ০.৫ | ১০০.০ |
| খাগড়াছড়ি | ৯৯.৬ | | ০.১ | ০.৪ | ১০০.০ |
| খুলনা | ৯৭.৫ | ০.৯ | ১.৪ | ০.২ | ১০০.০ |
| কিশোরগঞ্জ | ৯৯.৪ | ০.২ | ০.২ | ০.২ | ১০০.০ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| কুড়িগ্রাম | ৯৯.৪ | ০.১ | ০.৫ | | ১০০.০ |
| কুষ্টিয়া | ৯৮.১ | ১.২ | ০.৮ | | ১০০.০ |
| লক্ষ্মীপুর | ৯২.২ | ৬.৪ | ১.৩ | ০.১ | ১০০.০ |
| লালমনিরহাট | ৯৯.৫ | ০.০ | ০.৩ | ০.১ | ১০০.০ |
| মাদারীপুর | ৯৮.৫ | ১.৩ | | ০.২ | ১০০.০ |
| মাগুরা | ৯৭.২ | ০.৫ | ১.৭ | ০.৬ | ১০০.০ |
| মানিকগঞ্জ | ৯৭.৭ | ০.৮ | ১.৪ | ০.২ | ১০০.০ |
| মেহেরপুর | ৯৮.৯ | ০.৩ | ০.৭ | | ১০০.০ |
| মৌলভীবাজার | ৯৮.৯ | ০.৫ | ০.৬ | | ১০০.০ |
| মুন্সীগঞ্জ | ৯৬.৫ | ৩.১ | ০.৪ | ০.১ | ১০০.০ |
| ময়মনসিংহ | ৯৮.২ | ০.২ | ১.৬ | ০.১ | ১০০.০ |
| নওগাঁ | ৯৭.৪ | ১.৪ | ১.২ | | ১০০.০ |
| নড়াইল | ৯৫.৩ | ০.৫ | ৩.৫ | ০.৭ | ১০০.০ |
| নারায়ণগঞ্জ | ৯৯.৫ | ০.৫ | | | ১০০.০ |
| নরসিংদী | ৯২.২ | ৪.১ | ৩.৭ | | ১০০.০ |
| নাটোর | ৯৮.৯ | ০.৪ | ০.৬ | ০.১ | ১০০.০ |
| চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ৯৯.৫ | | ০.৪ | ০.১ | ১০০.০ |
| নেত্রকোনা | ৯৯.৮ | ০.২ | | | ১০০.০ |
| নীলফামারী | ৯৯.৭ | ০.৩ | | | ১০০.০ |
| নোয়াখালী | ৯৯.৩ | | ০.৩ | ০.৪ | ১০০.০ |
| পাবনা | ৯৭.১ | ১.০ | ০.৩ | ১.৭ | ১০০.০ |
| পঞ্চগড় | ৯৯.৩ | ০.২ | ০.৫ | | ১০০.০ |
| পটুয়াখালী | ৯৯.৫ | | ০.৫ | | ১০০.০ |
| পিরোজপুর | ৯৯.৯ | ০.১ | | | ১০০.০ |
| রাজশাহী | ৯৯.৪ | ০.২ | ০.৩ | ০.১ | ১০০.০ |
| রাজবাড়ী | ৯৯.৩ | ০.৩ | ০.৪ | | ১০০.০ |
| রাঙ্গামাটি | ৯৯.৬ | ০.৩ | ০.২ | | ১০০.০ |
| রংপুর | ৯৯.৪ | ০.৫ | ০.১ | | ১০০.০ |
| শরীয়তপুর | ৯৮.৯ | ১.০ | ০.১ | | ১০০.০ |
| সাতক্ষীরা | ৯৯.৪ | ০.৬ | | | ১০০.০ |
| সিরাজগঞ্জ | ৯৭.৫ | ০.২ | ১.৪ | ০.৯ | ১০০.০ |
| শেরপুর | ৯৯.৫ | ০.৫ | | | ১০০.০ |
| সুনামগঞ্জ | ৯৮.৩ | ০.২ | ১.৫ | | ১০০.০ |
| সিলেট | ৯৭.৪ | ০.৫ | ১.৮ | ০.৩ | ১০০.০ |
| টাঙ্গাইল | ৯৮.৭ | ০.৮ | ০.৬ | | ১০০.০ |
| ঠাকুরগাঁও | ৯৯.০ | ১.০ | | | ১০০.০ |
| মোট | ৯৮.৪ | ০.৭ | ০.৭ | ০.৩ | ১০০.০ |

**সারণী ৪.২.১: সংবিধানে নাগরিকদের মত প্রকাশ এবং কথা বলার স্বাধীনতার উপর কোন ধরনের বাধা-নিষেধ সংক্রান্ত জনমতের লিঙ্গ ভিত্তিক বিন্যাস**

| | বাধা-নিষেধ সংবিধানে থাকা উচিত | বাধা-নিষেধ সংবিধানে থাকা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| লিঙ্গ | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| পুরুষ | ৪৪.০ | ৫৩.৫ | ২.১ | ০.৪ | ১০০.০ |
| মহিলা | ৪১.২ | ৫৩.২ | ৪.৬ | ১.০ | ১০০.০ |
| মোট | ৪৩.১ | ৫৩.৪ | ২.৯ | ০.৬ | ১০০.০ |

| সারণী ৪.২.২: নাগরিকদের মত প্রকাশ এবং কথা বলার স্বাধীনতার উপর বাধা-নিষেধ সংবিধানে থাকা সংক্রান্ত জনমতের এলাকা ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | বাধা-নিষেধ সংবিধানে থাকা উচিত | বাধা-নিষেধ সংবিধানে থাকা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| এলাকা | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| গ্রাম | ৪৪.৩ | ৫২.১ | ৩.১ | ০.৬ | ১০০.০ |
| শহর | ৪০.৮ | ৫৬.৬ | ২.৪ | ০.৩ | ১০০.০ |
| মোট | ৪৩.২ | ৫৩.৪ | ২.৯ | ০.৫ | ১০০.০ |

| সারণী ৪.২.৩: নাগরিকদের মত প্রকাশ এবং কথা বলার স্বাধীনতার উপর কোন ধরনের বাধা-নিষেধ সংবিধানে থাকা সংক্রান্ত জনমতের বয়স ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | বাধা-নিষেধ সংবিধানে থাকা উচিত | বাধা-নিষেধ সংবিধানে থাকা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| বয়স | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| ১৮-২৪ | ৪৩.১ | ৫৪.৫ | ২.০ | ০.৩ | ১০০.০ |
| ২৫-৩৪ | ৪৩.২ | ৫৪.১ | ২.২ | ০.৬ | ১০০.০ |
| ৩৫-৪৪ | ৪২.৩ | ৫৪.৫ | ২.৬ | ০.৬ | ১০০.০ |
| ৪৫-৫৪ | ৪৩.৯ | ৫২.৪ | ৩.১ | ০.৫ | ১০০.০ |
| ৫৫-৬৪ | ৪৪.১ | ৫১.৯ | ৩.৬ | ০.৪ | ১০০.০ |
| ৬৫-৭৫ | ৪৩.৬ | ৫০.২ | ৫.৭ | ০.৪ | ১০০.০ |
| মোট | ৪৩.২ | ৫৩.৪ | ২.৯ | ০.৫ | ১০০.০ |

| সারণী ৪.২.৪: নাগরিকদের মত প্রকাশ এবং কথা বলার স্বাধীনতার উপর কোন ধরনের বাধা-নিষেধ সংক্রান্ত জনমতের শিক্ষাগত যোগ্যতা ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | বাধা-নিষেধ সংবিধানে থাকা উচিত | বাধা-নিষেধ সংবিধানে থাকা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| কখনও স্কুল/মাদ্রাসায় যায়নি | ৪৫.৮ | ৪৮.০ | ৫.৪ | ০.৭ | ১০০.০ |
| প্রাথমিক | ৪৫.৭ | ৫০.৬ | ৩.২ | ০.৫ | ১০০.০ |
| মাধ্যমিক | ৪১.৫ | ৫৬.৩ | ১.৮ | ০.৫ | ১০০.০ |
| উচ্চ মাধ্যমিক | ৪২.৫ | ৫৬.২ | ০.৯ | ০.৩ | ১০০.০ |
| ডিপ্লোমা | ৩৪.৫ | ৬৪.২ | ১.৩ | | ১০০.০ |
| সেবিকা/ধাত্রীবিদ্যা | ৩৫.৩ | ৬৪.৭ | | | ১০০.০ |
| স্নাতক/স্নাতকোত্তর | ৩৪.৩ | ৬৪.১ | ১.২ | ০.৪ | ১০০.০ |
| ডাক্তার | ৪৬.০ | ৫৪.০ | | | ১০০.০ |
| প্রকৌশল | ২৭.১ | ৭২.৯ | | | ১০০.০ |
| মোট | ৪৩.২ | ৫৩.৪ | ২.৯ | ০.৫ | ১০০.০ |

| সারণী ৪.২.৫: সংবিধানে নাগরিকদের মত প্রকাশ এবং কথা বলার স্বাধীনতার উপর কোন ধরনের বাধা-নিষেধ সংক্রান্ত জনমতের পেশা ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | বাধা-নিষেধ সংবিধানে থাকা উচিত | বাধা-নিষেধ সংবিধানে থাকা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| পেশা/কাজের মর্যাদা | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| কৃষিকাজ | ৪৮.০ | ৪৮.৬ | ২.৯ | ০.৪ | ১০০.০ |
| ব্যবসা | ৪১.১ | ৫৬.৫ | ১.৯ | ০.৫ | ১০০.০ |
| বেসরকারি চাকরি (এক্সিকিউটিভ) | ৩৪.১ | ৬৫.৬ | ০.২ | | ১০০.০ |
| বেসরকারি চাকরি (অন্যান্য) | ৩৭.২ | ৬১.২ | ১.৪ | ০.২ | ১০০.০ |
| সরকারি চাকরি (৯ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব | ৩৬.৪ | ৬২.৮ | ০.৮ | | ১০০.০ |
| সরকারি চাকরি (১০ - ২০তম গ্রেড) | ৩৫.৯ | ৬১.৬ | ১.৮ | ০.৬ | ১০০.০ |
| বেসরকারি শিক্ষক | ৩৫.৮ | ৬৩.১ | ০.৮ | ০.৩ | ১০০.০ |
| সরকারি শিক্ষক | ৩৪.২ | ৬৪.৭ | ১.১ | | ১০০.০ |
| শ্রমিক/মজুর | ৪৫.৪ | ৫০.৯ | ৩.২ | ০.৪ | ১০০.০ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| গার্মেন্টস কর্মী | ৪৮.১ | ৪৯.৫ | ২.০ | ০.৪ | ১০০.০ |
| রিক্সা/ভ্যান চালক | ৪৪.৯ | ৫১.৭ | ২.৪ | ১.০ | ১০০.০ |
| পরিবহন শ্রমিক(ড্রাইভার, হেল্পার, সুপারভাইজার) | ৪২.৭ | ৫৪.৯ | ১.৬ | ০.৮ | ১০০.০ |
| হোটেল/রেস্টুরেন্ট কর্মী | ৪৬.৫ | ৫১.৮ | ১.৬ | ০.১ | ১০০.০ |
| গৃহকর্মী | ৪৬.৮ | ৪৮.৯ | ৩.৯ | ০.৪ | ১০০.০ |
| ছাত্র | ৪০.৬ | ৫৭.৬ | ১.৫ | ০.৩ | ১০০.০ |
| বেকার | ৪২.৩ | ৫৪.১ | ৩.০ | ০.৬ | ১০০.০ |
| অবসরপ্রাপ্ত/বয়স্ক | ৪৩.০ | ৫১.৬ | ৪.৭ | ০.৭ | ১০০.০ |
| গৃহিণী | ৪২.৩ | ৫৩.৮ | ৩.২ | ০.৬ | ১০০.০ |
| অন্যান্য | ৫১.৬ | ৪৬.৩ | ১.৯ | ০.২ | ১০০.০ |
| মোট | ৪৩.২ | ৫৩.৪ | ২.৯ | ০.৫ | ১০০.০ |

**সারণী ৪.২.৬: সংবিধানে নাগরিকদের মত প্রকাশ এবং কথা বলার স্বাধীনতার উপর কোন ধরনের বাধা-নিষেধ সংক্রান্ত জনমতের বিভাগ ভিত্তিক বিন্যাস**

| | বাধা-নিষেধ সংবিধানে থাকা উচিত | বাধা-নিষেধ সংবিধানে থাকা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| **বিভাগ** | **(%)** | **(%)** | **(%)** | **(%)** | **(%)** |
| বরিশাল | ৪৯.০ | ৪৭.৩ | ৩.৫ | ০.৩ | ১০০.০ |
| চট্টগ্রাম | ৩৯.০ | ৫৭.৪ | ২.৫ | ১.১ | ১০০.০ |
| ঢাকা | ৪০.২ | ৫৭.০ | ২.৫ | ০.৪ | ১০০.০ |
| খুলনা | ৪২.৮ | ৫৩.৬ | ৩.২ | ০.৪ | ১০০.০ |
| ময়মনসিংহ | ৪০.৩ | ৫৬.৭ | ২.৮ | ০.২ | ১০০.০ |
| রাজশাহী | ৪৩.৫ | ৫২.৭ | ৩.৩ | ০.৬ | ১০০.০ |
| রংপুর | ৫৩.৬ | ৪৩.২ | ২.৮ | ০.৪ | ১০০.০ |
| সিলেট | ৫০.২ | ৪৫.০ | ৪.৩ | ০.৫ | ১০০.০ |
| মোট | ৪৩.২ | ৫৩.৪ | ২.৯ | ০.৫ | ১০০.০ |

**সারণী ৪.৫.৭: সংবিধানে নাগরিকদের মত প্রকাশ এবং কথা বলার স্বাধীনতার উপর কোন ধরনের বাধা-নিষেধ সংক্রান্ত জনমতের জেলা ভিত্তিক বিন্যাস**

| | বাধা-নিষেধ সংবিধানে থাকা উচিত | বাধা-নিষেধ সংবিধানে থাকা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| **জেলা** | **(%)** | **(%)** | **(%)** | **(%)** | **(%)** |
| বাগেরহাট | ৩৭.৮ | ৫৭.১ | ৪.৮ | ০.৩ | ১০০.০ |
| বান্দরবান | ৩৮.১ | ৫৫.১ | ৬.২ | ০.৬ | ১০০.০ |
| বরগুনা | ৩৯.৪ | ৫৫.১ | ৪.৮ | ০.৭ | ১০০.০ |
| বরিশাল | ৬০.৫ | ৩৩.০ | ৫.৯ | ০.৬ | ১০০.০ |
| ভোলা | ৩৬.৩ | ৬০.৪ | ৩.৩ | | ১০০.০ |
| বগুড়া | ৪০.২ | ৫৭.৪ | ২.৪ | | ১০০.০ |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ৪৩.৮ | ৫২.৩ | ৩.৩ | ০.৫ | ১০০.০ |
| চাঁদপুর | ৩২.৭ | ৬২.৫ | ৪.৩ | ০.৫ | ১০০.০ |
| চট্টগ্রাম | ৩৭.৬ | ৫৯.৩ | ৩.০ | ০.১ | ১০০.০ |
| চুয়াডাঙ্গা | ৫০.৪ | ৪৭.৪ | ২.১ | ০.১ | ১০০.০ |
| কুমিল্লা | ৪০.৬ | ৫৫.০ | ১.০ | ৩.৪ | ১০০.০ |
| কক্সবাজার | ৪৮.১ | ৫১.৪ | ০.৩ | ০.২ | ১০০.০ |
| ঢাকা | ৩৯.৯ | ৫৮.২ | ১.৬ | ০.৩ | ১০০.০ |
| দিনাজপুর | ৫৪.৮ | ৪০.৪ | ৪.৬ | ০.২ | ১০০.০ |
| ফরিদপুর | ৪৭.৩ | ৫০.৬ | ২.১ | ০.১ | ১০০.০ |
| ফেনী | ৪৪.০ | ৫৩.৬ | ১.৫ | ০.৯ | ১০০.০ |
| গাইবান্ধা | ৪০.৩ | ৫৯.০ | ০.৬ | ০.১ | ১০০.০ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| গাজীপুর | ৪২.৮ | ৫৪.০ | ২.৪ | ০.৭ | ১০০.০ |
| গোপালগঞ্জ | ৪০.০ | ৫৯.৭ | ০.৩ | ০.১ | ১০০.০ |
| হবিগঞ্জ | ৩৮.০ | ৫৩.৭ | ৭.২ | ১.১ | ১০০.০ |
| জয়পুরহাট | ৪১.৫ | ৫৭.৫ | ০.৯ | ০.২ | ১০০.০ |
| জামালপুর | ২৯.৫ | ৬৭.৭ | ২.৮ | ০.০ | ১০০.০ |
| যশোর | ৩৭.৯ | ৫৭.৩ | ৪.৪ | ০.৪ | ১০০.০ |
| ঝালকাঠি | ৪৫.০ | ৫৩.৪ | ১.৫ | ০.১ | ১০০.০ |
| ঝিনাইদহ | ৫৩.৩ | ৪৫.৩ | ১.১ | ০.৩ | ১০০.০ |
| খাগড়াছড়ি | ৩৭.৩ | ৬০.৪ | ২.২ | ০.২ | ১০০.০ |
| খুলনা | ৪৮.০ | ৪৭.০ | ৪.২ | ০.৮ | ১০০.০ |
| কিশোরগঞ্জ | ১৪.৫ | ৮৫.০ | ০.২ | ০.৩ | ১০০.০ |
| কুড়িগ্রাম | ৫৬.৬ | ৩৬.৩ | ৫.০ | ২.১ | ১০০.০ |
| কুষ্টিয়া | ৩৮.৯ | ৫৯.০ | ২.০ | ০.১ | ১০০.০ |
| লক্ষ্মীপুর | ৪০.২ | ৫২.০ | ৬.৯ | ১.০ | ১০০.০ |
| লালমনিরহাট | ৪০.১ | ৫৬.৪ | ২.৯ | ০.৬ | ১০০.০ |
| মাদারীপুর | ৫৫.৩ | ৪৪.৩ | ০.৪ | | ১০০.০ |
| মাগুরা | ৬০.০ | ৩১.৮ | ৭.২ | ১.০ | ১০০.০ |
| মানিকগঞ্জ | ৩৭.৯ | ৫৭.৪ | ৩.৬ | ১.১ | ১০০.০ |
| মেহেরপুর | ৩২.০ | ৬৫.৪ | ১.৪ | ১.৩ | ১০০.০ |
| মৌলভীবাজার | ৫০.৫ | ৪৮.৭ | ০.৭ | ০.১ | ১০০.০ |
| মুন্সীগঞ্জ | ৪৮.৬ | ৪৬.০ | ৪.৩ | ১.১ | ১০০.০ |
| ময়মনসিংহ | ৪০.১ | ৫৭.০ | ২.৭ | ০.২ | ১০০.০ |
| নওগাঁ | ৬০.০ | ৩০.৮ | ৮.৮ | ০.৪ | ১০০.০ |
| নড়াইল | ৩৭.৯ | ৫৩.৯ | ৭.১ | ১.১ | ১০০.০ |
| নারায়ণগঞ্জ | ৫৬.৬ | ৪১.৮ | ১.৩ | ০.৩ | ১০০.০ |
| নরসিংদী | ২৩.২ | ৬৯.৬ | ৭.০ | ০.২ | ১০০.০ |
| নাটোর | ৩৭.৩ | ৬০.৪ | ২.২ | ০.১ | ১০০.০ |
| চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ৪৬.৩ | ৫০.৮ | ২.৭ | ০.৩ | ১০০.০ |
| নেত্রকোনা | ৩৮.৯ | ৬০.২ | ০.৯ | | ১০০.০ |
| নীলফামারী | ৬৪.০ | ৩১.৭ | ৪.৩ | | ১০০.০ |
| নোয়াখালী | ২৯.১ | ৬৯.৬ | ০.৪ | ০.৮ | ১০০.০ |
| পাবনা | ২৬.১ | ৭১.৭ | ০.৭ | ১.৫ | ১০০.০ |
| পঞ্চগড় | ৫৪.১ | ৪৩.১ | ২.৮ | | ১০০.০ |
| পটুয়াখালী | ৫৬.৮ | ৪১.০ | ২.২ | | ১০০.০ |
| পিরোজপুর | ৪৫.১ | ৫৪.৩ | ০.৬ | | ১০০.০ |
| রাজশাহী | ৪০.৭ | ৫৭.৭ | ১.৪ | ০.২ | ১০০.০ |
| রাজবাড়ী | ২৭.৩ | ৭১.১ | ১.৬ | | ১০০.০ |
| রাঙ্গামাটি | ৫২.২ | ৪৪.২ | ২.৬ | ১.১ | ১০০.০ |
| রংপুর | ৬৯.৩ | ২৯.৪ | ১.৩ | | ১০০.০ |
| শরীয়তপুর | ৫০.৩ | ৪৪.৬ | ৪.৯ | ০.১ | ১০০.০ |
| সাতক্ষীরা | ৩৫.৯ | ৬৪.০ | ০.১ | | ১০০.০ |
| সিরাজগঞ্জ | ৫৪.৬ | ৩৮.৬ | ৫.৩ | ১.৫ | ১০০.০ |
| শেরপুর | ৫৯.৭ | ৩৪.৩ | ৫.৬ | ০.৪ | ১০০.০ |
| সুনামগঞ্জ | ৫১.৪ | ৪০.৭ | ৭.৫ | ০.৩ | ১০০.০ |
| সিলেট | ৫৭.৮ | ৩৯.৬ | ২.৩ | ০.৩ | ১০০.০ |
| টাঙ্গাইল | ৪০.৫ | ৫৪.৪ | ৫.১ | | ১০০.০ |
| ঠাকুরগাঁও | ৩২.৮ | ৬৬.৭ | ০.৫ | | ১০০.০ |
| মোট | ৪৩.২ | ৫৩.৪ | ২.৯ | ০.৫ | ১০০.০ |

| সারণী ৪.৩.১: সভা-সমাবেশ ও মিছিলে যোগ দেয়ার স্বাধীনতা সীমিত করার ক্ষমতা সংবিধানে থাকা সংক্রান্ত জনমতের এলাকা ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | সীমিত করার ক্ষমতা সংবিধানে থাকা উচিত | সীমিত করার ক্ষমতা সংবিধানে থাকা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| এলাকা | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| গ্রাম | ৬১.৬ | ২৮.৭ | ৮.৩ | ১.৪ | ১০০.০ |
| শহর | ৬০.৯ | ৩০.৮ | ৬.৯ | ১.৩ | ১০০.০ |
| মোট | ৬১.৪ | ২৯.৩ | ৭.৯ | ১.৪ | ১০০.০ |

| সারণী ৪.৩.২: সভা-সমাবেশ ও মিছিলে যোগ দেয়ার স্বাধীনতা সীমিত করার ক্ষমতা সংবিধানে থাকা সংক্রান্ত জনমতের লিঙ্গ ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | সীমিত করার ক্ষমতা সংবিধানে থাকা উচিত | সীমিত করার ক্ষমতা সংবিধানে থাকা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| লিঙ্গ | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| পুরুষ | ৬২.৬ | ৩০.২ | ৫.৯ | ১.২ | ১০০.০ |
| মহিলা | ৬০.৫ | ২৮.৬ | ৯.৪ | ১.৫ | ১০০.০ |
| হিজড়া/তৃতীয় লিঙ্গ | ১০০.০ | | | | ১০০.০ |
| মোট | ৬১.৪ | ২৯.৩ | ৭.৯ | ১.৪ | ১০০.০ |

| ৪.৩.৩: সভা-সমাবেশ ও মিছিলে যোগ দেয়ার স্বাধীনতা সীমিত করার ক্ষমতা সংবিধানে থাকা সংক্রান্ত জনমতের বয়স ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | সীমিত করার ক্ষমতা সংবিধানে থাকা উচিত | সীমিত করার ক্ষমতা সংবিধানে থাকা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| বয়স | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| ১৮-২৪ | ৬২.৬ | ২৯.২ | ৬.৭ | ১.৫ | ১০০.০ |
| ২৫-৩৪ | ৬০.৮ | ৩০.০ | ৭.৭ | ১.৫ | ১০০.০ |
| ৩৫-৪৪ | ৬১.৮ | ২৯.৭ | ৭.২ | ১.৩ | ১০০.০ |
| ৪৫-৫৪ | ৬২.১ | ২৯.২ | ৭.৫ | ১.২ | ১০০.০ |
| ৫৫-৬৪ | ৬০.৫ | ২৮.৭ | ৯.৩ | ১.৫ | ১০০.০ |
| ৬৫-৭৫ | ৬০.১ | ২৭.২ | ১১.৩ | ১.৪ | ১০০.০ |
| মোট | ৬১.৪ | ২৯.৩ | ৭.৯ | ১.৪ | ১০০.০ |

| ৪.৩.৪: সভা-সমাবেশ ও মিছিলে যোগ দেয়ার স্বাধীনতা সীমিত করার ক্ষমতা সংক্রান্ত জনমতের শিক্ষাগত যোগ্যতা ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | সীমিত করার ক্ষমতা সংবিধানে থাকা উচিত | সীমিত করার ক্ষমতা সংবিধানে থাকা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| কখনও স্কুল/মাদ্রাসায় যায়নি | ৫৯.১ | ২৭.৭ | ১১.৬ | ১.৬ | ১০০.০ |
| প্রাথমিক | ৬১.৮ | ২৮.৪ | ৮.৩ | ১.৫ | ১০০.০ |
| মাধ্যমিক | ৬২.৪ | ২৯.৮ | ৬.৫ | ১.৩ | ১০০.০ |
| উচ্চ মাধ্যমিক | ৬৩.৮ | ৩০.২ | ৫.০ | ১.০ | ১০০.০ |
| ডিপ্লোমা | ৬০.০ | ৩৪.৩ | ৩.৯ | ১.৮ | ১০০.০ |
| সেবিকা/ধাত্রীবিদ্যা | ৬৮.১ | ৯.২ | ২২.৭ | | ১০০.০ |
| স্নাতক/স্নাতকোত্তর | ৫৯.৬ | ৩৪.৬ | ৪.৬ | ১.২ | ১০০.০ |
| ডাক্তার | ৪৭.২ | ৪৮.৯ | ৩.৯ | | ১০০.০ |
| প্রকৌশল | ৬৫.২ | ৩২.৭ | | ২.০ | ১০০.০ |
| মোট | ৬১.৪ | ২৯.৩ | ৭.৯ | ১.৪ | ১০০.০ |

| সারণী ৪.৩.৫: সভা-সমাবেশ ও মিছিলে যোগ দেয়ার স্বাধীনতা সীমিত করার ক্ষমতা সংবিধানে থাকা সংক্রান্ত জনমতের সেক্টর ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | সীমিত করার ক্ষমতা সংবিধানে থাকা উচিত | সীমিত করার ক্ষমতা সংবিধানে থাকা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| সেক্টর | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| কৃষি | ৬৩.৮ | ২৮.৪ | ৬.৭ | ১.১ | ১০০.০ |
| শিল্প | ৬৪.৮ | ২৭.০ | ৬.১ | ২.১ | ১০০.০ |
| সেবা | ৬০.৪ | ৩১.৮ | ৬.৫ | ১.২ | ১০০.০ |
| মোট | ৬২.১ | ৩০.১ | ৬.৬ | ১.৩ | ১০০.০ |

| সারণী ৪.৩.৬: সভা-সমাবেশ ও মিছিলে যোগ দেয়ার স্বাধীনতা সীমিত করার ক্ষমতা সংবিধানে থাকা সংক্রান্ত জনমতের পেশা ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | সীমিত করার ক্ষমতা সংবিধানে থাকা উচিত | সীমিত করার ক্ষমতা সংবিধানে থাকা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| পেশা/কাজের মর্যাদা | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| কৃষিকাজ | ৬৪.১ | ২৮.২ | ৬.৫ | ১.১ | ১০০.০ |
| ব্যবসা | ৬১.৭ | ৩২.১ | ৫.২ | ১.০ | ১০০.০ |
| বেসরকারি চাকরি (এক্সিকিউটিভ) | ৫২.৮ | ৪২.৩ | ৩.০ | ২.০ | ১০০.০ |
| বেসরকারি চাকরি (অন্যান্য) | ৬৩.৭ | ২৯.৫ | ৫.৯ | ০.৯ | ১০০.০ |
| সরকারি চাকরি (৯ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব | ৪৭.৮ | ৪০.৮ | ৯.৪ | ১.৯ | ১০০.০ |
| সরকারি চাকরি (১০ - ২০তম গ্রেড) | ৪৯.৪ | ৪৫.২ | ৪.০ | ১.৪ | ১০০.০ |
| বেসরকারি শিক্ষক | ৫৯.২ | ৩৬.৯ | ২.৯ | ১.০ | ১০০.০ |
| সরকারি শিক্ষক | ৬১.৯ | ৩০.৬ | ৭.৫ | | ১০০.০ |
| শ্রমিক/মজুর | ৬১.১ | ৩০.২ | ৭.৭ | ০.৯ | ১০০.০ |
| গার্মেন্টস কর্মী | ৬৬.১ | ২৪.৭ | ৬.২ | ৩.০ | ১০০.০ |
| রিক্সা/ভ্যান চালক | ৬৩.৯ | ২৮.৩ | ৬.৫ | ১.৩ | ১০০.০ |
| পরিবহন শ্রমিক (ড্রাইভার, হেল্পার, সুপারভাইজার) | ৫৫.৮ | ৩৩.১ | ৮.১ | ৩.০ | ১০০.০ |
| হোটেল/রেস্টুরেন্ট কর্মী | ৫৯.৩ | ৩২.৫ | ৭.০ | ১.২ | ১০০.০ |
| গৃহকর্মী | ৫৪.৮ | ২৮.৪ | ১৫.৫ | ১.৩ | ১০০.০ |
| ছাত্র | ৬৪.৬ | ৩০.১ | ৪.১ | ১.২ | ১০০.০ |
| বেকার | ৬৩.৩ | ২৭.৬ | ৮.৪ | ০.৭ | ১০০.০ |
| অবসরপ্রাপ্ত/বয়স্ক | ৫৯.৭ | ২৮.৫ | ১০.৪ | ১.৫ | ১০০.০ |
| গৃহিণী | ৬০.৬ | ২৮.৭ | ৯.১ | ১.৫ | ১০০.০ |
| অন্যান্য | ৫৮.৯ | ২৯.৯ | ৯.০ | ২.২ | ১০০.০ |
| মোট | ৬১.৪ | ২৯.৩ | ৭.৯ | ১.৪ | ১০০.০ |

| সারণী ৪.৩.৬: সভা-সমাবেশ ও মিছিলে যোগ দেয়ার স্বাধীনতা সীমিত করার ক্ষমতা সংবিধানে থাকা সংক্রান্ত জনমতের ধর্মীয় বিশ্বাস ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | সীমিত করার ক্ষমতা সংবিধানে থাকা উচিত | সীমিত করার ক্ষমতা সংবিধানে থাকা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| ধর্ম | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| মুসলমান | ৬১.৫ | ২৯.৩ | ৭.৮ | ১.৪ | ১০০.০ |
| হিন্দু | ৬০.৪ | ২৯.৮ | ৮.৬ | ১.২ | ১০০.০ |
| খ্রিষ্টান | ৫২.৫ | ৩৭.০ | ৭.৩ | ৩.২ | ১০০.০ |
| বৌদ্ধ | ৫৩.৯ | ২৬.৮ | ১৭.৭ | ১.৬ | ১০০.০ |
| অন্যান্য | ৭৮.০ | ০.৯ | ২১.০ | | ১০০.০ |
| মোট | ৬১.৪ | ২৯.৩ | ৭.৯ | ১.৪ | ১০০.০ |

| সারণী ৪.৩.৭: সভা-সমাবেশ ও মিছিলে যোগ দেয়ার স্বাধীনতা সীমিত করার ক্ষমতা সংবিধানে থাকা সংক্রান্ত জনমতের বিভাগ ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | সীমিত করার ক্ষমতা সংবিধানে থাকা উচিত | সীমিত করার ক্ষমতা সংবিধানে থাকা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| বিভাগ | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| বরিশাল | ৬১.৬ | ৩০.৩ | ৬.৯ | ১.১ | ১০০.০ |
| চট্টগ্রাম | ৬৩.৯ | ২৭.৪ | ৬.৬ | ২.১ | ১০০.০ |
| ঢাকা | ৫৭.৩ | ৩২.৯ | ৮.৫ | ১.৩ | ১০০.০ |
| খুলনা | ৬২.৬ | ২৬.৯ | ৮.৯ | ১.৬ | ১০০.০ |
| ময়মনসিংহ | ৬৮.৩ | ২৩.৮ | ৬.৯ | ১.০ | ১০০.০ |
| রাজশাহী | ৫৪.৬ | ৩৫.৪ | ৮.৮ | ১.২ | ১০০.০ |
| রংপুর | ৬৯.০ | ২৩.০ | ৭.১ | ০.৯ | ১০০.০ |
| সিলেট | ৬৩.৫ | ২৬.৬ | ৮.৯ | ১.০ | ১০০.০ |
| মোট | ৬১.৪ | ২৯.৩ | ৭.৯ | ১.৪ | ১০০.০ |

| সারণী ৪.৩.৮: সভা-সমাবেশ ও মিছিলে যোগ দেয়ার স্বাধীনতা সীমিত করার ক্ষমতা সংবিধানে থাকা সংক্রান্ত জনমতের জেলা ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | সীমিত করার ক্ষমতা সংবিধানে থাকা উচিত | সীমিত করার ক্ষমতা সংবিধানে থাকা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| জেলা | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| বাগেরহাট | ৬১.০ | ২৬.১ | ১১.৫ | ১.৪ | ১০০.০ |
| বান্দরবান | ৫৫.১ | ৩৩.২ | ১০.৭ | ১.০ | ১০০.০ |
| বরগুনা | ৫৪.৯ | ৩৫.১ | ৮.১ | ১.৯ | ১০০.০ |
| বরিশাল | ৬১.২ | ২৫.৬ | ১১.০ | ২.৩ | ১০০.০ |
| ভোলা | ৫০.০ | ৪৪.৬ | ৫.১ | ০.৩ | ১০০.০ |
| বগুড়া | ৬৪.৫ | ২৬.০ | ৯.১ | ০.৩ | ১০০.০ |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ৫৭.৭ | ২৬.৫ | ১৩.৭ | ২.১ | ১০০.০ |
| চাঁদপুর | ৫২.৮ | ৩৮.৮ | ৫.৭ | ২.৭ | ১০০.০ |
| চট্টগ্রাম | ৬৭.১ | ২৬.১ | ৬.৩ | ০.৫ | ১০০.০ |
| চুয়াডাঙ্গা | ৬৬.৩ | ২৭.২ | ৬.০ | ০.৬ | ১০০.০ |
| কুমিল্লা | ৬৭.০ | ২৫.১ | ৩.১ | ৪.৯ | ১০০.০ |
| কক্সবাজার | ৫৮.৫ | ৩৮.৬ | ২.২ | ০.৭ | ১০০.০ |
| ঢাকা | ৬৬.৮ | ২৬.৩ | ৬.০ | ০.৯ | ১০০.০ |
| দিনাজপুর | ৬৪.৭ | ২৩.৭ | ১১.৩ | ০.৩ | ১০০.০ |
| ফরিদপুর | ৫৭.০ | ৩৬.৬ | ৫.৫ | ০.৯ | ১০০.০ |
| ফেনী | ৬৬.৫ | ২১.৪ | ৯.৯ | ২.১ | ১০০.০ |
| গাইবান্ধা | ৭৫.৬ | ১৮.৯ | ৪.৪ | ১.১ | ১০০.০ |
| গাজীপুর | ৬০.৪ | ২৭.১ | ১০.৩ | ২.২ | ১০০.০ |
| গোপালগঞ্জ | ৬৮.০ | ৩১.৬ | ০.৪ | | ১০০.০ |
| হবিগঞ্জ | ৬৮.৩ | ১৪.২ | ১৫.৪ | ২.০ | ১০০.০ |
| জয়পুরহাট | ৬২.৬ | ৩৩.৮ | ৩.৩ | ০.৩ | ১০০.০ |
| জামালপুর | ৭৬.০ | ১৯.৭ | ৪.৩ | ০.০ | ১০০.০ |
| যশোর | ৬১.৩ | ২৯.২ | ৮.৫ | ১.০ | ১০০.০ |
| ঝালকাঠি | ৭৯.৯ | ১৪.১ | ৫.৭ | ০.২ | ১০০.০ |
| ঝিনাইদহ | ৭৭.৫ | ১৬.৭ | ৪.৮ | ১.১ | ১০০.০ |
| খাগড়াছড়ি | ৫৫.২ | ৩৫.৩ | ৯.৩ | ০.২ | ১০০.০ |
| খুলনা | ৫৮.৪ | ২৮.৮ | ১১.১ | ১.৭ | ১০০.০ |
| কিশোরগঞ্জ | ১৬.৭ | ৭৫.৬ | ৬.৪ | ১.৩ | ১০০.০ |
| কুড়িগ্রাম | ৬৬.৪ | ২০.৫ | ১০.১ | ৩.১ | ১০০.০ |
| কুষ্টিয়া | ৬১.০ | ২৩.৯ | ১২.০ | ৩.১ | ১০০.০ |
| লক্ষ্মীপুর | ৫৯.৩ | ২৩.৫ | ১৪.৬ | ২.৬ | ১০০.০ |
| লালমনিরহাট | ৭১.৫ | ১৯.৩ | ৭.৫ | ১.৬ | ১০০.০ |
| মাদারীপুর | ৭৪.৬ | ২২.৩ | ২.৬ | ০.৫ | ১০০.০ |
| মাগুরা | ৫৯.৯ | ২০.৬ | ১৭.৫ | ২.০ | ১০০.০ |
| মানিকগঞ্জ | ৪৪.৭ | ৪৩.৪ | ৯.৬ | ২.৩ | ১০০.০ |
| মেহেরপুর | ৫৬.৩ | ২৮.৪ | ১০.৯ | ৪.৩ | ১০০.০ |
| মৌলভীবাজার | ৬৩.৩ | ৩৩.১ | ৩.৫ | ০.২ | ১০০.০ |
| মুন্সীগঞ্জ | ৪৮.৪ | ৩৩.৪ | ১৬.৫ | ১.৬ | ১০০.০ |
| ময়মনসিংহ | ৬৮.৪ | ২১.৫ | ৮.৪ | ১.৭ | ১০০.০ |
| নওগাঁ | ৫১.৩ | ৩২.৫ | ১৫.২ | ১.০ | ১০০.০ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| নড়াইল | ৫৭.৯ | ২৪.৬ | ১৫.২ | ২.৩ | ১০০.০ |
| নারায়ণগঞ্জ | ৫২.৮ | ৩৪.৩ | ১০.৭ | ২.২ | ১০০.০ |
| নরসিংদী | ৩৮.৪ | ৪১.৭ | ১৮.৭ | ১.২ | ১০০.০ |
| নাটোর | ৫৪.১ | ৩৭.২ | ৭.৩ | ১.৪ | ১০০.০ |
| চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ৫৫.৭ | ৩৭.১ | ৬.৭ | ০.৪ | ১০০.০ |
| নেত্রকোনা | ৬৪.৮ | ৩১.৫ | ৩.৬ | ০.২ | ১০০.০ |
| নীলফামারী | ৬৬.৪ | ২৪.৭ | ৮.২ | ০.৭ | ১০০.০ |
| নোয়াখালী | ৭১.৯ | ২২.৯ | ৪.২ | ১.০ | ১০০.০ |
| পাবনা | ৩৫.৫ | ৫৭.৮ | ৪.৪ | ২.৩ | ১০০.০ |
| পঞ্চগড় | ৬০.৫ | ৩৪.৯ | ৪.৬ | | ১০০.০ |
| পটুয়াখালী | ৬৯.৬ | ২৩.৩ | ৬.০ | ১.১ | ১০০.০ |
| পিরোজপুর | ৬৬.৬ | ৩১.১ | ২.২ | | ১০০.০ |
| রাজশাহী | ৪৬.৭ | ৪৮.৯ | ৩.৭ | ০.৭ | ১০০.০ |
| রাজবাড়ী | ৫৪.১ | ৩৪.২ | ১১.৪ | ০.৪ | ১০০.০ |
| রাঙ্গামাটি | ৬৫.৭ | ২০.০ | ৯.৮ | ৪.৫ | ১০০.০ |
| রংপুর | ৭৫.২ | ২০.২ | ৪.৫ | ০.১ | ১০০.০ |
| শরীয়তপুর | ৫৫.৫ | ২৩.৫ | ১৬.৫ | ৪.৫ | ১০০.০ |
| সাতক্ষীরা | ৬২.৪ | ৩৬.৯ | ০.৪ | ০.৩ | ১০০.০ |
| সিরাজগঞ্জ | ৬৬.৫ | ১৫.৭ | ১৫.২ | ২.৭ | ১০০.০ |
| শেরপুর | ৬০.৪ | ২৯.১ | ৯.৫ | ১.০ | ১০০.০ |
| সুনামগঞ্জ | ৭০.৫ | ২০.৭ | ৮.১ | ০.৭ | ১০০.০ |
| সিলেট | ৫৫.৩ | ৩৫.৪ | ৮.৪ | ০.৯ | ১০০.০ |
| টাঙ্গাইল | ৬৩.২ | ৩০.৭ | ৫.৯ | ০.২ | ১০০.০ |
| ঠাকুরগাঁও | ৬২.০ | ৩৪.০ | ৩.৬ | ০.৩ | ১০০.০ |
| মোট | ৬১.৪ | ২৯.৩ | ৭.৯ | ১.৪ | ১০০.০ |

## অধ্যায়-৫: শাসনব্যবস্থা, জবাবদিহিতা ও নির্বাহী ক্ষমতার ভারসাম্য বিষয়ক

সারণী ৫.১.১: প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য সংক্রান্ত জনমতের এলাকা ভিত্তিক বিন্যাস

| | প্রধানমন্ত্রীর হাতে ক্ষমতা থাকবে | রাষ্ট্রপতিকে আরও ক্ষমতা দেওয়া হবে | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| এলাকা | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| গ্রাম | ৪৬.২ | ৩৫.৩ | ১৪.৯ | ৩.৫ | ১০০.০ |
| শহর | ৪২.৮ | ৩৯.৯ | ১৩.৩ | ৩.৯ | ১০০.০ |
| মোট | ৪৫.২ | ৩৬.৭ | ১৪.৫ | ৩.৬ | ১০০.০ |

সারণী ৫.১.২: প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য সংক্রান্ত জনমতের লিঙ্গ ভিত্তিক বিন্যাস

| | প্রধানমন্ত্রীর হাতে ক্ষমতা থাকবে | রাষ্ট্রপতিকে আরও ক্ষমতা দেওয়া হবে | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| লিঙ্গ | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| পুরুষ | ৪৬.৫ | ৩৭.৬ | ১২.২ | ৩.৭ | ১০০.০ |
| মহিলা | ৪৪.২ | ৩৬.১ | ১৬.২ | ৩.৬ | ১০০.০ |
| হিজড়া/তৃতীয় লিঙ্গ | ৩৬.৩ | ৬৩.৭ | | | ১০০.০ |
| মোট | ৪৫.২ | ৩৬.৭ | ১৪.৫ | ৩.৬ | ১০০.০ |

সারণী ৫.১.৩: প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য সংক্রান্ত জনমতের বয়স ভিত্তিক বিন্যাস

| | প্রধানমন্ত্রীর হাতে ক্ষমতা থাকবে | রাষ্ট্রপতিকে আরও ক্ষমতা দেওয়া হবে | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| বয়স | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| ১৮-২৪ | ৪৫.৭ | ৩৬.৭ | ১৩.৫ | ৪.১ | ১০০.০ |
| ২৫-৩৪ | ৪৪.৯ | ৩৭.১ | ১৪.৫ | ৩.৬ | ১০০.০ |
| ৩৫-৪৪ | ৪৫.৮ | ৩৭.৮ | ১৩.২ | ৩.২ | ১০০.০ |
| ৪৫-৫৪ | ৪৪.৫ | ৩৬.৮ | ১৪.৬ | ৪.১ | ১০০.০ |
| ৫৫-৬৪ | ৪৪.৩ | ৩৫.৫ | ১৬.৬ | ৩.৬ | ১০০.০ |
| ৬৫-৭৫ | ৪৫.৯ | ৩৩.৭ | ১৭.২ | ৩.২ | ১০০.০ |
| মোট | ৪৫.২ | ৩৬.৭ | ১৪.৫ | ৩.৬ | ১০০.০ |

সারণী ৫.১.৪: প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য সংক্রান্ত জনমতের শিক্ষাগত যোগ্যতা ভিত্তিক বিন্যাস

| | প্রধানমন্ত্রীর হাতে ক্ষমতা থাকবে | রাষ্ট্রপতিকে আরও ক্ষমতা দেওয়া হবে | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| কখনও স্কুল/মাদ্রাসায় যায়নি | ৪৫.২ | ৩১.৩ | ২০.০ | ৩.৬ | ১০০.০ |
| প্রাথমিক | ৪৭.৫ | ৩৪.৭ | ১৪.৭ | ৩.১ | ১০০.০ |
| মাধ্যমিক | ৪৪.৯ | ৩৮.৪ | ১৩.১ | ৩.৬ | ১০০.০ |
| উচ্চ মাধ্যমিক | ৪১.২ | ৪৪.৪ | ৯.৮ | ৪.৬ | ১০০.০ |
| ডিপ্লোমা | ৪০.৫ | ৪৩.৩ | ৮.৪ | ৭.৮ | ১০০.০ |
| সেবিকা/ধাত্রীবিদ্যা | ২৭.৬ | ৪৩.০ | ১৮.৭ | ১০.৭ | ১০০.০ |
| স্নাতক/স্নাতকোত্তর | ৪২.৯ | ৪৪.৪ | ৮.২ | ৪.৫ | ১০০.০ |
| ডাক্তার | ১৭.১ | ৬৯.১ | ৮.৫ | ৫.৩ | ১০০.০ |
| প্রকৌশল | ৪৬.৭ | ৪৭.৫ | ২.৭ | ৩.১ | ১০০.০ |
| মোট | ৪৫.২ | ৩৬.৭ | ১৪.৫ | ৩.৬ | ১০০.০ |

সারণী ৫.১.৫: প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য সংক্রান্ত জনমতের সেক্টর ভিত্তিক বিন্যাস

| | প্রধানমন্ত্রীর হাতে ক্ষমতা থাকবে | রাষ্ট্রপতিকে আরও ক্ষমতা দেওয়া হবে | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| সেক্টর | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| কৃষি | ৪৯.১ | ৩৩.৫ | ১৪.৩ | ৩.০ | ১০০.০ |
| শিল্প | ৪৫.৮ | ৩৫.৩ | ১৩.৯ | ৪.৯ | ১০০.০ |
| সেবা | ৪৪.৩ | ৩৯.৭ | ১২.৩ | ৩.৭ | ১০০.০ |
| মোট | ৪৬.১ | ৩৭.১ | ১৩.২ | ৩.৭ | ১০০.০ |

| সারণী ৫.১.৬: প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য সংক্রান্ত জনমতের পেশা ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | প্রধানমন্ত্রীর হাতে ক্ষমতা থাকবে | রাষ্ট্রপতিকে আরও ক্ষমতা দেওয়া হবে | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| পেশা/কাজের মর্যাদা | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| কৃষিকাজ | ৪৯.২ | ৩৩.১ | ১৪.৪ | ৩.২ | ১০০.০ |
| ব্যবসা | ৪৫.৮ | ৩৯.৯ | ১০.৪ | ৩.৯ | ১০০.০ |
| বেসরকারি চাকরি (এক্সিকিউটিভ) | ৪৪.৩ | ৪৪.৩ | ৫.৭ | ৫.৭ | ১০০.০ |
| বেসরকারি চাকরি (অন্যান্য) | ৩৮.২ | ৪৮.০ | ৮.৯ | ৪.৯ | ১০০.০ |
| সরকারি চাকরি (৯ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব | ৪৯.১ | ৩৭.৮ | ৮.১ | ৫.০ | ১০০.০ |
| সরকারি চাকরি (১০ - ২০তম গ্রেড) | ৩৭.৩ | ৪৯.০ | ৬.৩ | ৭.৫ | ১০০.০ |
| বেসরকারি শিক্ষক | ৪৩.৫ | ৪৩.৫ | ৭.৮ | ৫.২ | ১০০.০ |
| সরকারি শিক্ষক | ৪৭.২ | ৪৩.১ | ৫.৭ | ৪.১ | ১০০.০ |
| শ্রমিক/মজুর | ৪৬.৩ | ৩৫.৭ | ১৫.১ | ২.৯ | ১০০.০ |
| গার্মেন্টস কর্মী | ৪৭.৯ | ৩২.৭ | ১৫.২ | ৪.২ | ১০০.০ |
| রিক্সা/ভ্যান চালক | ৪৭.৮ | ৩৫.৬ | ১৪.১ | ২.৫ | ১০০.০ |
| পরিবহন শ্রমিক(ড্রাইভার, হেল্পার, সুপারভাইজার) | ৪৫.৯ | ৩৫.৪ | ১৩.৪ | ৫.৩ | ১০০.০ |
| হোটেল/রেস্টুরেন্ট কর্মী | ৪১.৪ | ৪০.৭ | ১৬.০ | ১.৯ | ১০০.০ |
| গৃহকর্মী | ৪১.৫ | ২৯.৫ | ২৬.৮ | ২.২ | ১০০.০ |
| ছাত্র | ৪৫.১ | ৪১.০ | ৯.৭ | ৪.২ | ১০০.০ |
| বেকার | ৪৬.৬ | ৩৮.২ | ১২.২ | ৩.০ | ১০০.০ |
| অবসরপ্রাপ্ত/বয়স্ক | ৪২.৩ | ৩৬.৭ | ১৬.২ | ৪.৮ | ১০০.০ |
| গৃহিণী | ৪৪.৫ | ৩৬.১ | ১৫.৯ | ৩.৫ | ১০০.০ |
| অন্যান্য | ৪৪.৯ | ৩৫.৯ | ১২.৫ | ৬.৭ | ১০০.০ |
| মোট | ৪৫.২ | ৩৬.৭ | ১৪.৫ | ৩.৬ | ১০০.০ |

| সারণী ৫.১.৭: প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য সংক্রান্ত জনমতের ধর্মীয় বিশ্বাস ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | প্রধানমন্ত্রীর হাতে ক্ষমতা থাকবে | রাষ্ট্রপতিকে আরও ক্ষমতা দেওয়া হবে | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| ধর্ম | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| মুসলমান | ৪৫.১ | ৩৭.০ | ১৪.৩ | ৩.৬ | ১০০.০ |
| হিন্দু | ৪৬.০ | ৩৩.৯ | ১৬.১ | ৪.০ | ১০০.০ |
| খ্রিষ্টান | ৪৫.৬ | ২৩.৫ | ২৬.৪ | ৪.৫ | ১০০.০ |
| বৌদ্ধ | ৪৫.৯ | ২৭.৪ | ২৩.০ | ৩.৭ | ১০০.০ |
| অন্যান্য | ২৫.০ | ৩১.৭ | ৪৩.২ | | ১০০.০ |
| মোট | ৪৫.২ | ৩৬.৭ | ১৪.৫ | ৩.৬ | ১০০.০ |

| সারণী ৫.১.৮: প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য সংক্রান্ত জনমতের বিভাগ ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | প্রধানমন্ত্রীর হাতে ক্ষমতা থাকবে | রাষ্ট্রপতিকে আরও ক্ষমতা দেওয়া হবে | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| বিভাগ | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| বরিশাল | ৪৪.৫ | ৪১.০ | ১২.০ | ২.৫ | ১০০.০ |
| চট্টগ্রাম | ৩৬.৪ | ৫০.১ | ১০.১ | ৩.৪ | ১০০.০ |
| ঢাকা | ৪৫.৭ | ৩৫.৬ | ১৪.৬ | ৪.০ | ১০০.০ |
| খুলনা | ৫২.০ | ২৭.৪ | ১৬.১ | ৪.৬ | ১০০.০ |
| ময়মনসিংহ | ৫৪.৭ | ২৮.১ | ১২.৫ | ৪.৬ | ১০০.০ |
| রাজশাহী | ৪৪.৬ | ৩৪.৭ | ১৭.১ | ৩.৬ | ১০০.০ |
| রংপুর | ৪৪.৬ | ৩৫.৬ | ১৭.২ | ২.৬ | ১০০.০ |
| সিলেট | ৫০.৭ | ২৮.১ | ১৮.৮ | ২.৪ | ১০০.০ |
| মোট | ৪৫.২ | ৩৬.৭ | ১৪.৫ | ৩.৬ | ১০০.০ |

| সারণী ৫.১.৯: প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য সংক্রান্ত জনমতের জেলা ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | প্রধানমন্ত্রীর হাতে ক্ষমতা থাকবে | রাষ্ট্রপতিকে আরও ক্ষমতা দেওয়া হবে | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| জেলা | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| বাগেরহাট | ৩৯.২ | ৩৮.৭ | ১৮.১ | ৪.১ | ১০০.০ |
| বান্দরবান | ৩৩.৭ | ৪৮.১ | ১৬.৪ | ১.৮ | ১০০.০ |
| বরগুনা | ৪১.১ | ৪২.০ | ১৪.৭ | ২.২ | ১০০.০ |
| বরিশাল | ৫১.৭ | ২৬.১ | ১৭.৫ | ৪.৬ | ১০০.০ |
| ভোলা | ৩৩.৯ | ৫৮.৮ | ৬.৭ | ০.৭ | ১০০.০ |
| বগুড়া | ৫৫.৯ | ২২.০ | ১৯.৪ | ২.৬ | ১০০.০ |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ৩৫.৪ | ৩৪.৪ | ২৩.৯ | ৬.৩ | ১০০.০ |
| চাঁদপুর | ৪৫.১ | ৪৯.৮ | ২.৬ | ২.৫ | ১০০.০ |
| চট্টগ্রাম | ২৩.২ | ৬৮.৩ | ৭.৮ | ০.৭ | ১০০.০ |
| চুয়াডাঙ্গা | ৭২.১ | ১৬.২ | ৯.৯ | ১.৯ | ১০০.০ |
| কুমিল্লা | ৪২.৩ | ৪৩.৭ | ৭.৭ | ৬.২ | ১০০.০ |
| কক্সবাজার | ৬৩.৮ | ২৯.২ | ৪.২ | ২.৭ | ১০০.০ |
| ঢাকা | ৪৩.০ | ৪৩.৯ | ১১.৪ | ১.৮ | ১০০.০ |
| দিনাজপুর | ৪৩.৪ | ২০.০ | ৩২.৩ | ৪.২ | ১০০.০ |
| ফরিদপুর | ৪০.৩ | ৩৯.৯ | ১৪.১ | ৫.৬ | ১০০.০ |
| ফেনী | ৩১.৬ | ৫০.৬ | ১৩.২ | ৪.৬ | ১০০.০ |
| গাইবান্ধা | ৩৮.৯ | ৪৮.৭ | ৯.৯ | ২.৫ | ১০০.০ |
| গাজীপুর | ৪৭.১ | ১৯.৯ | ২২.৭ | ১০.৩ | ১০০.০ |
| গোপালগঞ্জ | ৮০.১ | ১৮.৫ | ০.৭ | ০.৮ | ১০০.০ |
| হবিগঞ্জ | ৩৬.৯ | ১৩.১ | ৪৩.৪ | ৬.৬ | ১০০.০ |
| জয়পুরহাট | ৬১.৬ | ৩২.০ | ৫.৭ | ০.৭ | ১০০.০ |
| জামালপুর | ৪২.৮ | ৪১.১ | ১০.৩ | ৫.৮ | ১০০.০ |
| যশোর | ৫৬.৭ | ২৩.৩ | ১৪.৮ | ৫.২ | ১০০.০ |
| ঝালকাঠি | ২৭.৮ | ৫৬.৬ | ১৩.৪ | ২.১ | ১০০.০ |
| ঝিনাইদহ | ৬৬.৫ | ২৩.৭ | ৬.৩ | ৩.৪ | ১০০.০ |
| খাগড়াছড়ি | ৪৬.০ | ৩২.২ | ২০.০ | ১.৮ | ১০০.০ |
| খুলনা | ৪৪.১ | ২৪.১ | ২৫.১ | ৬.৭ | ১০০.০ |
| কিশোরগঞ্জ | ৪৮.০ | ৩৫.৫ | ১২.২ | ৪.৩ | ১০০.০ |
| কুড়িগ্রাম | ৪৬.৮ | ২৩.৮ | ২৪.৫ | ৪.৯ | ১০০.০ |
| কুষ্টিয়া | ৩৭.১ | ৩৭.৪ | ১৯.৮ | ৫.৬ | ১০০.০ |
| লক্ষ্মীপুর | ৪১.৩ | ৩১.৯ | ২০.৮ | ৬.০ | ১০০.০ |
| লালমনিরহাট | ৩৫.৯ | ৪১.২ | ১৮.৩ | ৪.৭ | ১০০.০ |
| মাদারীপুর | ৫৪.১ | ৩৪.৮ | ৯.৭ | ১.৩ | ১০০.০ |
| মাগুরা | ৪৯.৩ | ২৫.২ | ২০.৩ | ৫.২ | ১০০.০ |
| মানিকগঞ্জ | ৪১.৯ | ৩৩.০ | ২০.২ | ৪.৮ | ১০০.০ |
| মেহেরপুর | ৪১.৮ | ৩০.৬ | ১৯.৬ | ৮.০ | ১০০.০ |
| মৌলভীবাজার | ৪২.০ | ৫১.৬ | ৫.৫ | ০.৮ | ১০০.০ |
| মুন্সীগঞ্জ | ২৮.৯ | ৪৪.৯ | ২০.৯ | ৫.২ | ১০০.০ |
| ময়মনসিংহ | ৫৫.২ | ২১.৯ | ১৭.৩ | ৫.৫ | ১০০.০ |
| নওগাঁ | ৪২.৩ | ২৬.৫ | ২৫.৫ | ৫.৬ | ১০০.০ |
| নড়াইল | ৪৮.৩ | ১৮.৫ | ২৮.৬ | ৪.৭ | ১০০.০ |
| নারায়ণগঞ্জ | ৪৭.০ | ৩৩.৩ | ১৪.৬ | ৫.২ | ১০০.০ |
| নরসিংদী | ২৩.৮ | ৪৮.৫ | ২৩.২ | ৪.৬ | ১০০.০ |
| নাটোর | ৪২.৭ | ৩৯.৭ | ১৩.৮ | ৩.৮ | ১০০.০ |
| চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ৪৬.২ | ৩৫.৬ | ১৬.১ | ২.১ | ১০০.০ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| নেত্রকোনা | ৬২.৪ | ৩০.৯ | ৫.৭ | ১.০ | ১০০.০ |
| নীলফামারী | ৫৬.১ | ২৬.৫ | ১৬.১ | ১.৩ | ১০০.০ |
| নোয়াখালী | ৩০.৫ | ৫৯.২ | ৮.৩ | ২.০ | ১০০.০ |
| পাবনা | ৩৭.৯ | ৪৩.৭ | ১৪.০ | ৪.৩ | ১০০.০ |
| পঞ্চগড় | ৫৬.৭ | ৩১.৩ | ১০.৮ | ১.৩ | ১০০.০ |
| পটুয়াখালী | ৪৫.২ | ৩৫.৫ | ১৫.৬ | ৩.৭ | ১০০.০ |
| পিরোজপুর | ৫৬.৬ | ৪১.৫ | ১.৭ | ০.২ | ১০০.০ |
| রাজশাহী | ৩০.৫ | ৫৯.২ | ৮.৯ | ১.৪ | ১০০.০ |
| রাজবাড়ী | ৪৯.৯ | ৩৩.৬ | ১৪.৬ | ২.০ | ১০০.০ |
| রাঙ্গামাটি | ৪৩.২ | ৪২.৯ | ৮.৯ | ৫.০ | ১০০.০ |
| রংপুর | ৩৯.৫ | ৫২.১ | ৭.৭ | ০.৭ | ১০০.০ |
| শরীয়তপুর | ৬৬.০ | ২০.৪ | ১০.৩ | ৩.৪ | ১০০.০ |
| সাতক্ষীরা | ৫৮.৭ | ৩২.১ | ৭.৫ | ১.৭ | ১০০.০ |
| সিরাজগঞ্জ | ৪৫.৯ | ২৪.০ | ২৩.৯ | ৬.১ | ১০০.০ |
| শেরপুর | ৬৩.০ | ২৫.৫ | ৭.৯ | ৩.৭ | ১০০.০ |
| সুনামগঞ্জ | ৫৬.২ | ২৭.৮ | ১৫.৮ | ০.২ | ১০০.০ |
| সিলেট | ৬২.২ | ২৩.৬ | ১২.৩ | ১.৯ | ১০০.০ |
| টাঙ্গাইল | ৫৫.৩ | ৩১.১ | ১২.৩ | ১.৩ | ১০০.০ |
| ঠাকুরগাঁও | ৫১.০ | ৩৫.৬ | ১২.৭ | ০.৭ | ১০০.০ |
| মোট | ৪৫.২ | ৩৬.৭ | ১৪.৫ | ৩.৬ | ১০০.০ |

**সারণী ৫.২.১: প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ সীমাবদ্ধ করা সংক্রান্ত জনমতের এলাকা ভিত্তিক বিন্যাস**

| | সর্বোচ্চ দুই বার | শুধুমাত্র পরপর দুই বার | নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **এলাকা** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| গ্রাম | ৬১.৮ | ১০.৫ | ১৬.৮ | ৮.৭ | ২.১ | ১০০.০ |
| শহর | ৬৮.১ | ৯.৭ | ১৩.৮ | ৬.৭ | ১.৭ | ১০০.০ |
| মোট | ৬৩.৮ | ১০.২ | ১৫.৯ | ৮.১ | ২.০ | ১০০.০ |

**সারণী ৫.২.২: প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ সীমাবদ্ধ করা সংক্রান্ত জনমতের লিঙ্গ ভিত্তিক বিন্যাস**

| | সর্বোচ্চ দুই বার | শুধুমাত্র পরপর দুই বার | নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **লিঙ্গ** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| পুরুষ | ৬৬.১ | ১০.৭ | ১৪.৯ | ৬.৫ | ১.৭ | ১০০.০ |
| মহিলা | ৬২.০ | ৯.৯ | ১৬.৬ | ৯.৩ | ২.২ | ১০০.০ |
| হিজড়া/তৃতীয় লিঙ্গ | ৩৬.৩ | ৬৩.৭ | | | | ১০০.০ |
| মোট | ৬৩.৮ | ১০.২ | ১৫.৯ | ৮.১ | ২.০ | ১০০.০ |

**সারণী ৫.২.৩: প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ সীমাবদ্ধ করা সংক্রান্ত জনমতের বয়স ভিত্তিক বিন্যাস**

| | সর্বোচ্চ দুই বার | শুধুমাত্র পরপর দুই বার | নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **বয়স** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| ১৮-২৪ | ৬৪.৭ | ৯.৬ | ১৫.৮ | ৭.৬ | ২.২ | ১০০.০ |
| ২৫-৩৪ | ৬৩.৩ | ১১.০ | ১৬.৩ | ৭.৪ | ২.০ | ১০০.০ |
| ৩৫-৪৪ | ৬৪.৭ | ১০.৪ | ১৫.৯ | ৭.২ | ১.৮ | ১০০.০ |
| ৪৫-৫৪ | ৬৪.৩ | ১০.৪ | ১৫.২ | ৭.৯ | ২.১ | ১০০.০ |
| ৫৫-৬৪ | ৬২.৬ | ৯.৩ | ১৫.৪ | ১০.৭ | ২.০ | ১০০.০ |
| ৬৫-৭৫ | ৬০.৮ | ৯.৪ | ১৬.৮ | ১০.৯ | ২.১ | ১০০.০ |
| মোট | ৬৩.৮ | ১০.২ | ১৫.৯ | ৮.১ | ২.০ | ১০০.০ |

| সারণী-৫.২.৪: প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ সীমাবদ্ধ করা সংক্রান্ত জনমতের শিক্ষাগত যোগ্যতা ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | সর্বোচ্চ দুই বার | শুধুমাত্র পরপর দুই বার | নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| **শিক্ষাগত যোগ্যতা** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| কখনও স্কুল/মাদ্রাসায় যায়নি | ৫৯.৬ | ৯.৪ | ১৬.২ | ১২.৫ | ২.২ | ১০০.০ |
| প্রাথমিক | ৬৩.৭ | ১০.০ | ১৬.১ | ৮.৬ | ১.৭ | ১০০.০ |
| মাধ্যমিক | ৬৪.৩ | ১০.৮ | ১৬.১ | ৬.৭ | ২.১ | ১০০.০ |
| উচ্চ মাধ্যমিক | ৬৭.৭ | ১০.৭ | ১৪.৮ | ৪.৬ | ২.২ | ১০০.০ |
| ডিপ্লোমা | ৭০.৮ | ৯.৩ | ১৪.৯ | ৩.৪ | ১.৭ | ১০০.০ |
| সেবিকা/ধাত্রীবিদ্যা | ৬৪.২ | ৭.৬ | ১৬.৫ | ১১.৬ | | ১০০.০ |
| স্নাতক/স্নাতকোত্তর | ৬৯.৭ | ১০.৯ | ১৪.৭ | ৩.২ | ১.৫ | ১০০.০ |
| ডাক্তার | ৭০.৩ | ১২.২ | ৯.৯ | ৫.৩ | ২.৪ | ১০০.০ |
| প্রকৌশল | ৯৬.৩ | ০.৭ | ২.৬ | | ০.৫ | ১০০.০ |
| মোট | ৬৩.৮ | ১০.২ | ১৫.৯ | ৮.১ | ২.০ | ১০০.০ |

| সারণী ৫.২.৫: প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ সীমাবদ্ধ করা সংক্রান্ত জনমতের সেক্টর ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | সর্বোচ্চ দুই বার | শুধুমাত্র পরপর দুই বার | নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| **সেক্টর** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| কৃষি | ৬৩.৪ | ১০.৮ | ১৬.৪ | ৭.৭ | ১.৮ | ১০০.০ |
| শিল্প | ৬৩.৮ | ১১.৬ | ১৩.৭ | ৮.৪ | ২.৫ | ১০০.০ |
| সেবা | ৬৭.১ | ১০.৩ | ১৪.৩ | ৬.৪ | ১.৮ | ১০০.০ |
| মোট | ৬৫.৪ | ১০.৭ | ১৪.৯ | ৭.১ | ১.৯ | ১০০.০ |

| সারণী ৫.২.৬: প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ সীমাবদ্ধ করা সংক্রান্ত জনমতের পেশা ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | সর্বোচ্চ দুই বার | শুধুমাত্র পরপর দুই বার | নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| **পেশা/কাজের মর্যাদা** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| কৃষিকাজ | ৬৩.১ | ১০.৭ | ১৬.৯ | ৭.৫ | ১.৮ | ১০০.০ |
| ব্যবসা | ৬৭.৯ | ১১.৬ | ১২.৯ | ৫.৮ | ১.৯ | ১০০.০ |
| বেসরকারি চাকরি (এক্সিকিউটিভ) | ৭০.৩ | ১৪.১ | ৯.৩ | ৫.২ | ১.১ | ১০০.০ |
| বেসরকারি চাকরি (অন্যান্য) | ৭০.১ | ১০.২ | ১৩.০ | ৪.৩ | ২.৪ | ১০০.০ |
| সরকারি চাকরি (৯ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব | ৬২.৯ | ১৪.০ | ১৩.৯ | ৫.৮ | ৩.৪ | ১০০.০ |
| সরকারি চাকরি (১০ - ২০তম গ্রেড) | ৭২.১ | ৭.২ | ১৬.৮ | ২.২ | ১.৬ | ১০০.০ |
| বেসরকারি শিক্ষক | ৬৬.৩ | ১৪.২ | ১৩.৫ | ৪.৪ | ১.৬ | ১০০.০ |
| সরকারি শিক্ষক | ৬৬.২ | ১৫.৯ | ১৩.১ | ৩.৫ | ১.৪ | ১০০.০ |
| শ্রমিক/মজুর | ৬২.৩ | ১০.৩ | ১৬.৯ | ৮.৮ | ১.৭ | ১০০.০ |
| গার্মেন্টস কর্মী | ৬৬.৩ | ৯.৮ | ১৪.৪ | ৭.৬ | ১.৯ | ১০০.০ |
| রিক্সা/ভ্যান চালক | ৬৮.৩ | ৭.৬ | ১৪.৭ | ৭.৭ | ১.৭ | ১০০.০ |
| পরিবহন শ্রমিক(ড্রাইভার, হেল্পার, সুপারভাইজার) | ৬৬.২ | ১১.২ | ১২.৭ | ৮.৩ | ১.৬ | ১০০.০ |
| হোটেল/রেস্টুরেন্ট কর্মী | ৬৪.৯ | ৯.০ | ১৬.৯ | ৮.৭ | ০.৫ | ১০০.০ |
| গৃহকর্মী | ৬৪.৬ | ৯.৩ | ১০.৩ | ১২.৬ | ৩.২ | ১০০.০ |
| ছাত্র | ৬৭.৪ | ১২.১ | ১৩.৫ | ৫.০ | ২.০ | ১০০.০ |
| বেকার | ৬৯.৮ | ৯.৭ | ১৩.৫ | ৬.০ | ১.০ | ১০০.০ |
| অবসরপ্রাপ্ত/বয়স্ক | ৬১.৫ | ৯.৮ | ১৬.০ | ১০.৪ | ২.২ | ১০০.০ |
| গৃহিণী | ৬১.৯ | ৯.৮ | ১৭.০ | ৯.১ | ২.২ | ১০০.০ |
| অন্যান্য | ৬১.০ | ১৪.২ | ১৪.১ | ৮.৬ | ২.১ | ১০০.০ |
| মোট | ৬৩.৮ | ১০.২ | ১৫.৯ | ৮.১ | ২.০ | ১০০.০ |

| সারণী ৫.২.৭: প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ সীমাবদ্ধ করা সংক্রান্ত জনমতের ধর্মীয় বিশ্বাস ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | সর্বোচ্চ দুই বার | শুধুমাত্র পরপর দুই বার | নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| **ধর্ম** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| মুসলমান | ৬৩.৭ | ১০.৩ | ১৬.১ | ৭.৯ | ২.০ | ১০০.০ |
| হিন্দু | ৬৪.৩ | ৯.২ | ১৩.৬ | ১০.৭ | ২.৩ | ১০০.০ |
| খ্রিষ্টান | ৫৭.২ | ৪.৯ | ১৯.০ | ১৪.৫ | ৪.৫ | ১০০.০ |
| বৌদ্ধ | ৬৬.৫ | ১০.৬ | ৯.২ | ১২.৮ | ১.০ | ১০০.০ |
| অন্যান্য | ৩৩.৩ | ২.১ | ৩৬.৪ | ২৮.২ | | ১০০.০ |
| মোট | ৬৩.৮ | ১০.২ | ১৫.৯ | ৮.১ | ২.০ | ১০০.০ |

| সারণী ৫.২.৮: প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ সীমাবদ্ধ করা সংক্রান্ত জনমতের বিভাগ ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | সর্বোচ্চ দুই বার | শুধুমাত্র পরপর দুই বার | নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| **বিভাগ** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| বরিশাল | ৬৩.৯ | ১০.২ | ১৪.৫ | ৯.৯ | ১.৫ | ১০০.০ |
| চট্টগ্রাম | ৬৩.৮ | ১২.৫ | ১৫.৬ | ৫.৫ | ২.৫ | ১০০.০ |
| ঢাকা | ৬৬.৫ | ৮.৬ | ১৬.৫ | ৬.৬ | ১.৮ | ১০০.০ |
| খুলনা | ৬০.০ | ৯.২ | ১৮.৫ | ৯.৬ | ২.৬ | ১০০.০ |
| ময়মনসিংহ | ৬২.৪ | ১৫.২ | ১২.৪ | ৮.৫ | ১.৫ | ১০০.০ |
| রাজশাহী | ৬২.০ | ৭.১ | ১৮.৯ | ১০.০ | ২.১ | ১০০.০ |
| রংপুর | ৬২.৯ | ১১.৬ | ১৪.২ | ৯.৪ | ১.৯ | ১০০.০ |
| সিলেট | ৬৪.৭ | ১১.৪ | ১০.০ | ১২.৫ | ১.৪ | ১০০.০ |
| মোট | ৬৩.৮ | ১০.২ | ১৫.৯ | ৮.১ | ২.০ | ১০০.০ |

| সারণী ৫.২.৯: প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ সীমাবদ্ধ করা সংক্রান্ত জনমতের জেলা ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | সর্বোচ্চ দুই বার | শুধুমাত্র পরপর দুই বার | নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| **জেলা** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| বাগেরহাট | ৫৪.২ | ৬.০ | ২৪.৭ | ১১.৮ | ৩.৩ | ১০০.০ |
| বান্দরবান | ৫৯.৫ | ১১.১ | ১৪.০ | ১৩.৮ | ১.৬ | ১০০.০ |
| বরগুনা | ৭৬.৬ | ৪.৯ | ১০.৬ | ৬.৯ | ১.১ | ১০০.০ |
| বরিশাল | ৫৭.২ | ৪.৬ | ১৮.৭ | ১৬.৬ | ৩.০ | ১০০.০ |
| ভোলা | ৬৬.৫ | ১৪.১ | ১২.৩ | ৬.৬ | ০.৫ | ১০০.০ |
| বগুড়া | ৬৫.৪ | ৭.৪ | ১৪.৪ | ১১.৩ | ১.৫ | ১০০.০ |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ৫৪.২ | ১৩.৪ | ১৩.২ | ১৩.৭ | ৫.৫ | ১০০.০ |
| চাঁদপুর | ৭৩.০ | ১৩.৪ | ৮.১ | ৩.৮ | ১.৭ | ১০০.০ |
| চট্টগ্রাম | ৬৭.৬ | ১৭.১ | ১১.৬ | ২.৪ | ১.২ | ১০০.০ |
| চুয়াডাঙ্গা | ৮৪.৭ | ৩.৮ | ৮.৪ | ২.৪ | ০.৬ | ১০০.০ |
| কুমিল্লা | ৪৮.৯ | ১১.৭ | ৩০.১ | ৪.৭ | ৪.৬ | ১০০.০ |
| কক্সবাজার | ৮৫.৩ | ৫.৭ | ৬.৬ | ১.৬ | ০.৮ | ১০০.০ |
| ঢাকা | ৭৯.৭ | ৪.৩ | ১২.৯ | ২.৮ | ০.৩ | ১০০.০ |
| দিনাজপুর | ৫৩.৭ | ৮.৪ | ১২.৫ | ২১.৩ | ৪.১ | ১০০.০ |
| ফরিদপুর | ৬৩.৬ | ১২.৫ | ২১.০ | ২.০ | ০.৯ | ১০০.০ |
| ফেনী | ৬৮.৩ | ৯.২ | ৮.৭ | ১১.৪ | ২.৩ | ১০০.০ |
| গাইবান্ধা | ৫৮.৮ | ১৮.৫ | ১৭.৫ | ৩.৭ | ১.৫ | ১০০.০ |
| গাজীপুর | ৫৫.৭ | ৭.৬ | ১৮.০ | ১৪.১ | ৪.৫ | ১০০.০ |
| গোপালগঞ্জ | ৬৬.১ | ৯.০ | ২২.৮ | ০.৯ | ১.১ | ১০০.০ |
| হবিগঞ্জ | ৪১.৭ | ৪.৪ | ১৬.৮ | ৩৩.০ | ৪.১ | ১০০.০ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| জয়পুরহাট | ৭৯.৫ | ৮.১ | ৭.৮ | ৪.১ | ০.৫ | ১০০.০ |
| জামালপুর | ৫৬.৪ | ১৪.৫ | ১৮.৬ | ৮.৪ | ২.০ | ১০০.০ |
| যশোর | ৪৭.৬ | ৭.৭ | ৩০.৭ | ১০.৩ | ৩.৭ | ১০০.০ |
| ঝালকাঠি | ৫৭.৭ | ২১.৬ | ৯.২ | ১০.৯ | ০.৬ | ১০০.০ |
| ঝিনাইদহ | ৬৯.৪ | ১০.৮ | ১৩.২ | ৪.২ | ২.৪ | ১০০.০ |
| খাগড়াছড়ি | ৬৬.৪ | ৮.৫ | ১২.২ | ১১.৬ | ১.৩ | ১০০.০ |
| খুলনা | ৫৪.৮ | ৪.৮ | ১৮.২ | ১৮.৭ | ৩.৪ | ১০০.০ |
| কিশোরগঞ্জ | ৬৭.২ | ৫.০ | ২১.০ | ৫.০ | ১.৮ | ১০০.০ |
| কুড়িগ্রাম | ৬০.৩ | ১০.১ | ১৪.৭ | ১০.৯ | ৪.০ | ১০০.০ |
| কুষ্টিয়া | ৬৩.২ | ১৬.২ | ১৩.৬ | ৫.৭ | ১.৩ | ১০০.০ |
| লক্ষ্মীপুর | ৫৯.৯ | ১২.১ | ১৪.৫ | ১০.৪ | ৩.১ | ১০০.০ |
| লালমনিরহাট | ৬৮.৬ | ৯.০ | ১০.৪ | ৯.৫ | ২.৬ | ১০০.০ |
| মাদারীপুর | ৬০.১ | ১১.৮ | ২৩.৭ | ৩.৮ | ০.৭ | ১০০.০ |
| মাগুরা | ৬১.৬ | ৩.৯ | ১৭.৫ | ১৩.২ | ৩.৮ | ১০০.০ |
| মানিকগঞ্জ | ৬২.১ | ১১.৬ | ১৬.৪ | ৭.৮ | ২.০ | ১০০.০ |
| মেহেরপুর | ৬১.০ | ৭.৮ | ১৯.১ | ৭.৫ | ৪.৬ | ১০০.০ |
| মৌলভীবাজার | ৮৫.৪ | ৭.৫ | ৪.৮ | ২.২ | ০.১ | ১০০.০ |
| মুন্সীগঞ্জ | ৬৪.৯ | ১১.০ | ৭.৫ | ১২.৩ | ৪.৩ | ১০০.০ |
| ময়মনসিংহ | ৫৫.৯ | ২০.৭ | ১০.৭ | ১১.৩ | ১.৪ | ১০০.০ |
| নওগাঁ | ৬৪.৬ | ২.৬ | ১৮.৬ | ১৩.০ | ১.২ | ১০০.০ |
| নড়াইল | ৪১.৪ | ৩.৬ | ২৫.২ | ২৫.৪ | ৪.৫ | ১০০.০ |
| নারায়ণগঞ্জ | ৬২.৮ | ১৩.৫ | ১০.৩ | ৯.৪ | ৪.১ | ১০০.০ |
| নরসিংদী | ৬০.৮ | ৭.৭ | ১৬.০ | ১৩.৯ | ১.৬ | ১০০.০ |
| নাটোর | ৫২.১ | ৭.৪ | ২৯.৩ | ৭.৯ | ৩.৩ | ১০০.০ |
| চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ৫৭.১ | ৯.১ | ২৬.২ | ৬.৯ | ০.৬ | ১০০.০ |
| নেত্রকোনা | ৭২.৮ | ৫.৭ | ১৬.৭ | ৩.২ | ১.৫ | ১০০.০ |
| নীলফামারী | ৬৪.৯ | ১০.২ | ১৫.৩ | ৮.৭ | ১.০ | ১০০.০ |
| নোয়াখালী | ৭০.৪ | ৭.৫ | ১৬.৬ | ৪.৩ | ১.৩ | ১০০.০ |
| পাবনা | ৫৫.৭ | ৮.২ | ২৭.৯ | ৫.৭ | ২.৫ | ১০০.০ |
| পঞ্চগড় | ৭৮.৯ | ৮.১ | ৫.৬ | ৬.৮ | ০.৬ | ১০০.০ |
| পটুয়াখালী | ৬১.৪ | ৯.১ | ১৬.৪ | ১১.৫ | ১.৬ | ১০০.০ |
| পিরোজপুর | ৬৯.৯ | ১৫.৬ | ১২.৯ | ১.১ | ০.৫ | ১০০.০ |
| রাজশাহী | ৭৯.৪ | ৪.৫ | ১১.৫ | ৩.৮ | ০.৭ | ১০০.০ |
| রাজবাড়ী | ৬২.১ | ৯.৮ | ২২.১ | ৫.০ | ১.০ | ১০০.০ |
| রাঙ্গামাটি | ৭৩.৩ | ৯.১ | ১০.১ | ৬.৪ | ১.২ | ১০০.০ |
| রংপুর | ৬৮.৭ | ১৩.২ | ১৪.১ | ৩.৯ | | ১০০.০ |
| শরীয়তপুর | ৫৩.৪ | ৭.৪ | ২৬.১ | ৯.৮ | ৩.২ | ১০০.০ |
| সাতক্ষীরা | ৬৭.৫ | ১৮.৬ | ১০.১ | ৩.৫ | ০.৪ | ১০০.০ |
| সিরাজগঞ্জ | ৪৬.৭ | ১০.৩ | ১৭.২ | ২০.৮ | ৫.০ | ১০০.০ |
| শেরপুর | ৮১.৫ | ৮.৭ | ৩.৭ | ৫.৫ | ০.৬ | ১০০.০ |
| সুনামগঞ্জ | ৬২.৭ | ২১.৫ | ১৩.৩ | ২.৫ | ০.০ | ১০০.০ |
| সিলেট | ৬৮.৭ | ১১.৭ | ৬.৪ | ১১.৯ | ১.৩ | ১০০.০ |
| টাঙ্গাইল | ৫৪.৫ | ১৯.২ | ২২.১ | ৩.৯ | ০.৩ | ১০০.০ |
| ঠাকুরগাঁও | ৬৩.০ | ১০.৩ | ১৯.৪ | ৬.৯ | ০.৪ | ১০০.০ |
| মোট | ৬৩.৮ | ১০.২ | ১৫.৯ | ৮.১ | ২.০ | ১০০.০ |

| সারণী ৫.৩.১: একই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রধান হওয়া সংক্রান্ত জনমতের এলাকা ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | একই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রধান হওয়া উচিত | একই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রধান হওয়া উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| এলাকা | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| গ্রাম | ৩৭.৮ | ৪৭.৯ | ১২.৩ | ২.০ | ১০০.০ |
| শহর | ৩৫.৯ | ৫১.৪ | ১০.৮ | ১.৯ | ১০০.০ |
| মোট | ৩৭.২ | ৪৯.০ | ১১.৮ | ২.০ | ১০০.০ |

| সারণী ৫.৩.২: একই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রধান হওয়া সংক্রান্ত জনমতের লিঙ্গ ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | একই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রধান হওয়া উচিত | একই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রধান হওয়া উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| লিঙ্গ | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| পুরুষ | ৩৮.২ | ৫০.১ | ৯.৭ | ২.০ | ১০০.০ |
| মহিলা | ৩৬.৪ | ৪৮.২ | ১৩.৫ | ১.৯ | ১০০.০ |
| হিজড়া/তৃতীয় লিঙ্গ | ৬৩.৭ | ৩৬.৩ | | | ১০০.০ |
| মোট | ৩৭.২ | ৪৯.০ | ১১.৮ | ২.০ | ১০০.০ |

| সারণী ৫.৩.৩: একই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রধান হওয়া সংক্রান্ত জনমতের বয়স ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | একই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রধান হওয়া উচিত | একই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রধান হওয়া উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| বয়স | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| ১৮-২৪ | ৩৬.৬ | ৫০.৬ | ১১.১ | ১.৭ | ১০০.০ |
| ২৫-৩৪ | ৩৭.৪ | ৪৯.২ | ১১.৩ | ২.১ | ১০০.০ |
| ৩৫-৪৪ | ৩৭.২ | ৫০.৬ | ১০.৫ | ১.৭ | ১০০.০ |
| ৪৫-৫৪ | ৩৬.৯ | ৪৮.৮ | ১২.৪ | ২.০ | ১০০.০ |
| ৫৫-৬৪ | ৩৭.৫ | ৪৬.০ | ১৪.০ | ২.৪ | ১০০.০ |
| ৬৫-৭৫ | ৩৭.৮ | ৪৪.৮ | ১৫.০ | ২.৪ | ১০০.০ |
| মোট | ৩৭.২ | ৪৯.০ | ১১.৮ | ২.০ | ১০০.০ |

| সারণী ৫.৩.৪: একই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রধান হওয়া সংক্রান্ত জনমতের শিক্ষাগত যোগ্যতা ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | একই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রধান হওয়া উচিত | একই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রধান হওয়া উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| কখনও স্কুল/মাদ্রাসায় যায়নি | ৩৭.৫ | ৪২.৭ | ১৭.২ | ২.৬ | ১০০.০ |
| প্রাথমিক | ৪০.৪ | ৪৫.২ | ১২.৮ | ১.৭ | ১০০.০ |
| মাধ্যমিক | ৩৫.৮ | ৫২.৭ | ৯.৮ | ১.৭ | ১০০.০ |
| উচ্চ মাধ্যমিক | ৩৫.৩ | ৫৪.২ | ৮.২ | ২.২ | ১০০.০ |
| ডিপ্লোমা | ৩৮.১ | ৫৫.৫ | ৩.৮ | ২.৬ | ১০০.০ |
| সেবিকা/ধাত্রীবিদ্যা | ২৬.৬ | ৬৭.৮ | ৫.৬ | | ১০০.০ |
| স্নাতক/স্নাতকোত্তর | ৩৩.৪ | ৫৯.০ | ৫.১ | ২.৬ | ১০০.০ |
| ডাক্তার | ৩৬.৬ | ৫৪.৮ | ৩.৯ | ৪.৭ | ১০০.০ |
| প্রকৌশল | ৪৬.২ | ৫১.৬ | ১.৭ | ০.৫ | ১০০.০ |
| মোট | ৩৭.২ | ৪৯.০ | ১১.৮ | ২.০ | ১০০.০ |

| সারণী ৫.৩.৫: একই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রধান হওয়া সংক্রান্ত জনমতের সেক্টর ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | একই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রধান হওয়া উচিত | একই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রধান হওয়া উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| সেক্টর | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| কৃষি | ৪০.৫ | ৪৬.৫ | ১১.৩ | ১.৭ | ১০০.০ |
| শিল্প | ৩৫.৪ | ৪৯.৮ | ১২.৪ | ২.৪ | ১০০.০ |
| সেবা | ৩৬.৮ | ৫১.৭ | ৯.৩ | ২.১ | ১০০.০ |
| মোট | ৩৭.৮ | ৪৯.৭ | ১০.৪ | ২.০ | ১০০.০ |

| সারণী ৫.৩.৬: একই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রধান হওয়া সংক্রান্ত জনমতের পেশা ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | একই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রধান হওয়া উচিত | একই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রধান হওয়া উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| পেশা/কাজের মর্যাদা | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| কৃষিকাজ | ৪০.৩ | ৪৬.৫ | ১১.৩ | ১.৯ | ১০০.০ |
| ব্যবসা | ৩৭.৬ | ৫১.৮ | ৮.৪ | ২.২ | ১০০.০ |
| বেসরকারি চাকরি (এক্সিকিউটিভ) | ৩৬.৭ | ৫৫.২ | ৬.০ | ২.০ | ১০০.০ |
| বেসরকারি চাকরি (অন্যান্য) | ৩২.৮ | ৫৭.৭ | ৭.৩ | ২.২ | ১০০.০ |
| সরকারি চাকরি (৯ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব | ৩৩.১ | ৫৭.০ | ৭.২ | ২.৭ | ১০০.০ |
| সরকারি চাকরি (১০ - ২০তম গ্রেড) | ৩৪.৫ | ৫৫.১ | ৩.৮ | ৬.৫ | ১০০.০ |
| বেসরকারি শিক্ষক | ৩১.১ | ৬১.৭ | ৬.০ | ১.২ | ১০০.০ |
| সরকারি শিক্ষক | ৪০.৩ | ৫১.৭ | ৩.৩ | ৪.৮ | ১০০.০ |
| শ্রমিক/মজুর | ৩৮.৬ | ৪৭.৫ | ১২.৬ | ১.৩ | ১০০.০ |
| গার্মেন্টস কর্মী | ৩৭.৬ | ৪৯.১ | ১০.৮ | ২.৫ | ১০০.০ |
| রিক্সা/ভ্যান চালক | ৩৮.৮ | ৪৮.৪ | ১০.৬ | ২.১ | ১০০.০ |
| পরিবহন শ্রমিক(ড্রাইভার, হেল্পার, সুপারভাইজার) | ৩৪.৩ | ৫২.১ | ১০.১ | ৩.৫ | ১০০.০ |
| হোটেল/রেস্টুরেন্ট কর্মী | ৩৪.১ | ৫২.৮ | ১১.৫ | ১.৬ | ১০০.০ |
| গৃহকর্মী | ৩৫.২ | ৪১.৭ | ২১.০ | ২.১ | ১০০.০ |
| ছাত্র | ৩৯.৩ | ৫১.৪ | ৭.০ | ২.৩ | ১০০.০ |
| বেকার | ৩৯.২ | ৪৯.৭ | ৯.১ | ২.০ | ১০০.০ |
| অবসরপ্রাপ্ত/বয়স্ক | ৩৮.২ | ৪৫.১ | ১৪.৪ | ২.৩ | ১০০.০ |
| গৃহিণী | ৩৬.৩ | ৪৮.৫ | ১৩.৩ | ১.৯ | ১০০.০ |
| অন্যান্য | ৩৯.৯ | ৪৬.২ | ১২.০ | ১.৮ | ১০০.০ |
| মোট | ৩৭.২ | ৪৯.০ | ১১.৮ | ২.০ | ১০০.০ |

| সারণী ৫.৩.৭: একই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রধান হওয়া সংক্রান্ত জনমতের ধর্মীয় বিশ্বাস ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | একই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রধান হওয়া উচিত | একই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রধান হওয়া উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| ধর্ম | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| মুসলমান | ৩৭.০ | ৪৯.৪ | ১১.৬ | ১.৯ | ১০০.০ |
| হিন্দু | ৩৯.৫ | ৪৪.১ | ১৩.৭ | ২.৭ | ১০০.০ |
| খ্রিষ্টান | ৩৬.৮ | ৫০.৫ | ৯.২ | ৩.৫ | ১০০.০ |
| বৌদ্ধ | ৩৬.৬ | ৪৭.৯ | ১৩.০ | ২.৫ | ১০০.০ |
| অন্যান্য | ৩৪.৭ | ৩৭.১ | ২৮.২ | | ১০০.০ |
| মোট | ৩৭.২ | ৪৯.০ | ১১.৮ | ২.০ | ১০০.০ |

| সারণী ৫.৩.৮: একই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রধান হওয়া সংক্রান্ত জনমতের বিভাগ ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | একই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রধান হওয়া উচিত | একই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রধান হওয়া উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| বিভাগ | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| বরিশাল | ৪৫.০ | ৪০.৩ | ১৩.২ | ১.৫ | ১০০.০ |
| চট্টগ্রাম | ৩৫.৯ | ৫৩.৯ | ৮.১ | ২.১ | ১০০.০ |
| ঢাকা | ৩৫.৫ | ৫০.৬ | ১১.৮ | ২.২ | ১০০.০ |
| খুলনা | ৩৯.৭ | ৪৫.৮ | ১২.০ | ২.৫ | ১০০.০ |
| ময়মনসিংহ | ৪২.১ | ৪৬.০ | ১০.৫ | ১.৫ | ১০০.০ |
| রাজশাহী | ৩৩.৯ | ৫১.৪ | ১২.৮ | ১.৯ | ১০০.০ |
| রংপুর | ৩৩.৯ | ৪৯.৪ | ১৫.১ | ১.৬ | ১০০.০ |
| সিলেট | ৪৭.৫ | ৩৪.৬ | ১৬.১ | ১.৮ | ১০০.০ |
| মোট | ৩৭.২ | ৪৯.০ | ১১.৮ | ২.০ | ১০০.০ |

**সারণী ৫.৩.৯: একই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রধান হওয়া সংক্রান্ত জনমতের জেলা ভিত্তিক বিন্যাস**

| | একই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রধান হওয়া উচিত | একই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রধান হওয়া উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| জেলা | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| বাগেরহাট | ২৯.৪ | ৫৭.৬ | ১১.৩ | ১.৭ | ১০০.০ |
| বান্দরবান | ৩২.২ | ৫৭.০ | ৯.১ | ১.৮ | ১০০.০ |
| বরগুনা | ৪৩.৭ | ৪৪.৩ | ৯.৯ | ২.০ | ১০০.০ |
| বরিশাল | ৪০.৯ | ৩১.৮ | ২৪.১ | ৩.২ | ১০০.০ |
| ভোলা | ৪৩.৭ | ৪৭.৯ | ৭.৬ | ০.৮ | ১০০.০ |
| বগুড়া | ৩৭.৪ | ৫২.০ | ৯.২ | ১.৪ | ১০০.০ |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ২৮.৩ | ৪৩.৬ | ২৫.০ | ৩.০ | ১০০.০ |
| চাঁদপুর | ৩৯.৪ | ৫৪.৬ | ৪.৬ | ১.৪ | ১০০.০ |
| চট্টগ্রাম | ২৯.৮ | ৬৪.৬ | ৪.৯ | ০.৭ | ১০০.০ |
| চুয়াডাঙ্গা | ৭৭.৩ | ১২.৪ | ৯.২ | ১.১ | ১০০.০ |
| কুমিল্লা | ৪৩.৮ | ৪৬.৫ | ৫.২ | ৪.৫ | ১০০.০ |
| কক্সবাজার | ৪৫.৭ | ৫০.০ | ৩.৯ | ০.৪ | ১০০.০ |
| ঢাকা | ২৬.৮ | ৬২.৯ | ৯.০ | ১.৪ | ১০০.০ |
| দিনাজপুর | ২৭.৩ | ৪৩.৭ | ২৬.৫ | ২.৫ | ১০০.০ |
| ফরিদপুর | ৫২.৪ | ৩৩.০ | ১২.৪ | ২.২ | ১০০.০ |
| ফেনী | ৩৩.১ | ৫৪.২ | ১০.২ | ২.৬ | ১০০.০ |
| গাইবান্ধা | ২৫.৩ | ৬২.৭ | ১০.১ | ১.৯ | ১০০.০ |
| গাজীপুর | ৪২.২ | ৩৮.৯ | ১৫.৩ | ৩.৬ | ১০০.০ |
| গোপালগঞ্জ | ৫৭.৯ | ৪০.৯ | ০.৮ | ০.৪ | ১০০.০ |
| হবিগঞ্জ | ২৭.৫ | ২৮.৯ | ৩৮.১ | ৫.৫ | ১০০.০ |
| জয়পুরহাট | ৪২.৫ | ৫৪.৬ | ২.৩ | ০.৬ | ১০০.০ |
| জামালপুর | ৩৪.০ | ৫৬.২ | ৮.২ | ১.৬ | ১০০.০ |
| যশোর | ৩৭.৯ | ৪৭.৮ | ১২.০ | ২.৪ | ১০০.০ |
| ঝালকাঠি | ৪০.৪ | ৪৪.২ | ১৪.৫ | ০.৯ | ১০০.০ |
| ঝিনাইদহ | ৪৬.৫ | ৪৩.১ | ৭.৫ | ৩.০ | ১০০.০ |
| খাগড়াছড়ি | ৩২.৫ | ৪৯.০ | ১৭.৫ | ১.০ | ১০০.০ |
| খুলনা | ৩২.৬ | ৪২.০ | ২১.৭ | ৩.৬ | ১০০.০ |
| কিশোরগঞ্জ | ৩৫.৬ | ৪৩.১ | ১৮.৫ | ২.৮ | ১০০.০ |
| কুড়িগ্রাম | ৩৭.৫ | ৩৭.২ | ২২.৪ | ৩.০ | ১০০.০ |
| কুষ্টিয়া | ৩০.৪ | ৬১.০ | ৬.৮ | ১.৮ | ১০০.০ |
| লক্ষ্মীপুর | ৪৪.০ | ৩৯.৯ | ১৩.২ | ৩.০ | ১০০.০ |
| লালমনিরহাট | ৪৭.০ | ৩৪.৫ | ১৫.৫ | ২.৯ | ১০০.০ |
| মাদারীপুর | ৪২.২ | ৫১.১ | ৬.০ | ০.৭ | ১০০.০ |
| মাগুরা | ৪২.৯ | ৩৪.২ | ১৮.৭ | ৪.৩ | ১০০.০ |
| মানিকগঞ্জ | ৩০.১ | ৫৪.২ | ১২.৫ | ৩.৩ | ১০০.০ |
| মেহেরপুর | ২৯.৪ | ৫০.৯ | ১৬.০ | ৩.৮ | ১০০.০ |
| মৌলভীবাজার | ৩৭.১ | ৫৯.৬ | ৩.৩ | | ১০০.০ |
| মুন্সীগঞ্জ | ২৫.৯ | ৫১.৩ | ১৮.৩ | ৪.৫ | ১০০.০ |
| ময়মনসিংহ | ৩৬.৪ | ৪৮.৪ | ১৩.৫ | ১.৬ | ১০০.০ |
| নওগাঁ | ২১.৪ | ৫৭.৬ | ১৮.৯ | ২.১ | ১০০.০ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| নড়াইল | ৩৪.৭ | ৩৬.৬ | ২৪.১ | ৪.৬ | ১০০.০ |
| নারায়ণগঞ্জ | ৫২.১ | ৩১.০ | ১৩.০ | ৩.৯ | ১০০.০ |
| নরসিংদী | ১৮.৭ | ৬০.৬ | ১৯.১ | ১.৫ | ১০০.০ |
| নাটোর | ৩৯.২ | ৪৬.৭ | ১১.৬ | ২.৫ | ১০০.০ |
| চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ৫৩.৫ | ৩৬.৬ | ৯.৪ | ০.৫ | ১০০.০ |
| নেত্রকোনা | ৫৭.৮ | ৩৯.৮ | ২.১ | ০.৪ | ১০০.০ |
| নীলফামারী | ৩৮.১ | ৪৭.০ | ১৪.৩ | ০.৫ | ১০০.০ |
| নোয়াখালী | ২৯.৪ | ৬২.৪ | ৭.১ | ১.১ | ১০০.০ |
| পাবনা | ২৭.২ | ৫৭.৭ | ১১.৯ | ৩.২ | ১০০.০ |
| পঞ্চগড় | ৫৩.৬ | ৩৫.৪ | ৯.৬ | ১.৪ | ১০০.০ |
| পটুয়াখালী | ৪০.৫ | ৪৬.৫ | ১২.১ | ০.৯ | ১০০.০ |
| পিরোজপুর | ৬৪.৫ | ৩২.৭ | ২.৬ | ০.২ | ১০০.০ |
| রাজশাহী | ২৮.৮ | ৬৪.৬ | ৬.০ | ০.৫ | ১০০.০ |
| রাজবাড়ী | ৩২.৭ | ৫৬.৫ | ৯.৬ | ১.৩ | ১০০.০ |
| রাঙ্গামাটি | ৪৪.৩ | ৪৪.৩ | ৭.২ | ৪.২ | ১০০.০ |
| রংপুর | ৩২.৫ | ৬০.৫ | ৭.০ | | ১০০.০ |
| শরীয়তপুর | ২৭.৭ | ৫৮.৩ | ১০.৩ | ৩.৮ | ১০০.০ |
| সাতক্ষীরা | ৪১.৯ | ৫২.৯ | ৪.৩ | ০.৯ | ১০০.০ |
| সিরাজগঞ্জ | ৩৪.৫ | ৩৬.৬ | ২৫.৬ | ৩.২ | ১০০.০ |
| শেরপুর | ৫৫.৮ | ২৮.৭ | ১৩.৪ | ২.১ | ১০০.০ |
| সুনামগঞ্জ | ৫৬.৩ | ৩৫.৮ | ৭.৯ | | ১০০.০ |
| সিলেট | ৬২.৩ | ২১.৪ | ১৪.৭ | ১.৬ | ১০০.০ |
| টাঙ্গাইল | ৪৩.৫ | ৪৭.০ | ৮.৫ | ০.৯ | ১০০.০ |
| ঠাকুরগাঁও | ৩০.৫ | ৫৮.৮ | ১০.৩ | ০.৪ | ১০০.০ |
| মোট | ৩৭.২ | ৪৯.০ | ১১.৮ | ২.০ | ১০০.০ |

**সারণী ৫.৪.১: একই ব্যক্তি সর্বোচ্চ কতবার রাষ্ট্রপতি হতে পারবেন সংক্রান্ত জনমতের এলাকা ভিত্তিক বিন্যাস**

| | সর্বোচ্চ দুই বার | সীমাবদ্ধতার প্রয়োজন নেই | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| **এলাকা** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| গ্রাম | ৬৮.৪ | ১৮.২ | ১১.২ | ২.২ | ১০০.০ |
| শহর | ৭২.৭ | ১৬.৩ | ৯.২ | ১.৯ | ১০০.০ |
| মোট | ৬৯.৭ | ১৭.৬ | ১০.৬ | ২.১ | ১০০.০ |

**সারণী ৫.৪.২: একই ব্যক্তি সর্বোচ্চ কতবার রাষ্ট্রপতি হতে পারবেন সংক্রান্ত জনমতের লিঙ্গ ভিত্তিক বিন্যাস**

| | সর্বোচ্চ দুই বার | সীমাবদ্ধতার প্রয়োজন নেই | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| **লিঙ্গ** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| পুরুষ | ৭২.৭ | ১৬.৭ | ৮.৬ | ১.৯ | ১০০.০ |
| মহিলা | ৬৭.৫ | ১৮.৩ | ১২.১ | ২.২ | ১০০.০ |
| হিজড়া/তৃতীয় লিঙ্গ | ১০০.০ | | | | ১০০.০ |
| মোট | ৬৯.৭ | ১৭.৬ | ১০.৬ | ২.১ | ১০০.০ |

**সারণী ৫.৪.৩: একই ব্যক্তি সর্বোচ্চ কতবার রাষ্ট্রপতি হতে পারবেন সংক্রান্ত জনমতের বয়স ভিত্তিক বিন্যাস**

| | সর্বোচ্চ দুই বার | সীমাবদ্ধতার প্রয়োজন নেই | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| **বয়স** | | | | | |
| ১৮-২৪ | ৭০.৯ | ১৮.০ | ৯.৩ | ১.৮ | ১০০.০ |
| ২৫-৩৪ | ৭০.৭ | ১৬.৯ | ১০.২ | ২.২ | ১০০.০ |
| ৩৫-৪৪ | ৭০.০ | ১৮.৬ | ৯.৫ | ১.৯ | ১০০.০ |
| ৪৫-৫৪ | ৭০.২ | ১৭.০ | ১০.৫ | ২.২ | ১০০.০ |
| ৫৫-৬৪ | ৬৭.৪ | ১৭.৭ | ১২.৮ | ২.১ | ১০০.০ |
| ৬৫-৭৫ | ৬৬.০ | ১৭.৩ | ১৪.৪ | ২.৩ | ১০০.০ |
| মোট | ৬৯.৭ | ১৭.৬ | ১০.৬ | ২.১ | ১০০.০ |

| সারণি ৫.৪.৪ : একই ব্যক্তি সর্বোচ্চ কতবার রাষ্ট্রপতি হতে পারবেন সংক্রান্ত জনমতের শিক্ষাগত যোগ্যতা ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | সর্বোচ্চ দুই বার | সীমাবদ্ধতার প্রয়োজন নেই | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| **শিক্ষাগত যোগ্যতা** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| কখনও স্কুল/মাদ্রাসায় যায়নি | ৬৪.৯ | ১৭.৪ | ১৫.২ | ২.৪ | ১০০.০ |
| প্রাথমিক | ৬৯.৫ | ১৭.৭ | ১০.৯ | ১.৮ | ১০০.০ |
| মাধ্যমিক | ৭০.৮ | ১৮.০ | ৯.৩ | ২.০ | ১০০.০ |
| উচ্চ মাধ্যমিক | ৭৪.২ | ১৬.২ | ৭.৩ | ২.৩ | ১০০.০ |
| ডিপ্লোমা | ৭০.৪ | ২১.৩ | ৬.৪ | ১.৯ | ১০০.০ |
| সেবিকা/ধাত্রীবিদ্যা | ৭১.৯ | ৮.৪ | ১৯.১ | ০.৭ | ১০০.০ |
| স্নাতক/স্নাতকোত্তর | ৭৬.০ | ১৭.৪ | ৪.৪ | ২.২ | ১০০.০ |
| ডাক্তার | ৭৬.৪ | ১৫.৪ | ৫.৮ | ২.৪ | ১০০.০ |
| প্রকৌশল | ৮৩.৩ | ১৬.৭ | | | ১০০.০ |
| মোট | ৬৯.৭ | ১৭.৬ | ১০.৬ | ২.১ | ১০০.০ |

| সারণী ৫.৪.৫: একই ব্যক্তি সর্বোচ্চ কতবার রাষ্ট্রপতি হতে পারবেন সংক্রান্ত জনমতের সেক্টর ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | সর্বোচ্চ দুই বার | সীমাবদ্ধতার প্রয়োজন নেই | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| **সেক্টর** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| কৃষি | ৭০.৫ | ১৭.৪ | ১০.৪ | ১.৭ | ১০০.০ |
| শিল্প | ৭০.৯ | ১৬.২ | ১০.৩ | ২.৭ | ১০০.০ |
| সেবা | ৭৩.১ | ১৬.৭ | ৮.১ | ২.১ | ১০০.০ |
| মোট | ৭১.৯ | ১৬.৯ | ৯.২ | ২.০ | ১০০.০ |

| সারণী ৫.৪.৬: একই ব্যক্তি সর্বোচ্চ কতবার রাষ্ট্রপতি হতে পারবেন সংক্রান্ত জনমতের পেশা ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | সর্বোচ্চ দুই বার | সীমাবদ্ধতার প্রয়োজন নেই | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| **পেশা/কাজের মর্যাদা** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| কৃষিকাজ | ৭০.৪ | ১৭.৭ | ১০.১ | ১.৮ | ১০০.০ |
| ব্যবসা | ৭৫.৪ | ১৫.৮ | ৬.৯ | ১.৯ | ১০০.০ |
| বেসরকারি চাকরি (এক্সিকিউটিভ) | ৭৮.৫ | ১৫.০ | ৫.৪ | ১.১ | ১০০.০ |
| বেসরকারি চাকরি (অন্যান্য) | ৭৬.৩ | ১৩.১ | ৭.২ | ৩.৪ | ১০০.০ |
| সরকারি চাকরি (৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব | ৭২.৭ | ১৮.৩ | ৫.৭ | ৩.৩ | ১০০.০ |
| সরকারি চাকরি (১০ - ২০তম গ্রেড) | ৭৩.৪ | ১৯.১ | ৫.৩ | ২.২ | ১০০.০ |
| বেসরকারি শিক্ষক | ৭৬.০ | ১৫.৩ | ৬.৪ | ২.৩ | ১০০.০ |
| সরকারি শিক্ষক | ৭৩.২ | ২৪.২ | ১.৯ | ০.৮ | ১০০.০ |
| শ্রমিক/মজুর | ৬৭.৬ | ১৮.৭ | ১১.৭ | ২.০ | ১০০.০ |
| গার্মেন্টস কর্মী | ৭১.৬ | ১৬.৬ | ৯.৭ | ২.০ | ১০০.০ |
| রিক্সা/ভ্যান চালক | ৭১.৭ | ১৭.০ | ৮.৫ | ২.৭ | ১০০.০ |
| পরিবহন শ্রমিক(ড্রাইভার, হেল্পার, সুপারভাইজার) | ৭৫.০ | ১৪.২ | ৮.৯ | ১.৯ | ১০০.০ |
| হোটেল/রেস্টুরেন্ট কর্মী | ৭১.৯ | ১৮.৩ | ৮.৭ | ১.০ | ১০০.০ |
| গৃহকর্মী | ৬৮.০ | ১৬.২ | ১৪.৯ | ০.৯ | ১০০.০ |
| ছাত্র | ৭৫.২ | ১৬.৩ | ৬.৬ | ১.৯ | ১০০.০ |
| বেকার | ৭০.৭ | ১৭.৭ | ৯.৮ | ১.৭ | ১০০.০ |
| অবসরপ্রাপ্ত/বয়স্ক | ৬৮.৩ | ১৭.১ | ১১.৯ | ২.৬ | ১০০.০ |
| গৃহিণী | ৬৭.৫ | ১৮.৪ | ১২.০ | ২.১ | ১০০.০ |
| অন্যান্য | ৬৭.৩ | ১৫.৮ | ১৩.৩ | ৩.৬ | ১০০.০ |
| মোট | ৬৯.৭ | ১৭.৬ | ১০.৬ | ২.১ | ১০০.০ |

| সারণী ৫.৪.৭: একই ব্যক্তি সর্বোচ্চ কতবার রাষ্ট্রপতি হতে পারবেন সংক্রান্ত জনমতের ধর্মীয় বিশ্বাস ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | সর্বোচ্চ দুই বার | সীমাবদ্ধতার প্রয়োজন নেই | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| ধর্ম | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| মুসলমান | ৬৯.৮ | ১৭.৮ | ১০.৩ | ২.০ | ১০০.০ |
| হিন্দু | ৬৮.৮ | ১৫.৫ | ১৩.১ | ২.৬ | ১০০.০ |
| খ্রিষ্টান | ৬৬.৭ | ১২.১ | ১৪.৭ | ৬.৫ | ১০০.০ |
| বৌদ্ধ | ৭২.৭ | ১০.৬ | ১৪.২ | ২.৫ | ১০০.০ |
| অন্যান্য | ৪০.৫ | ১৩.২ | ৪৬.৩ | | ১০০.০ |
| মোট | ৬৯.৭ | ১৭.৬ | ১০.৬ | ২.১ | ১০০.০ |

| সারণী ৫.৪.৮: একই ব্যক্তি সর্বোচ্চ কতবার রাষ্ট্রপতি হতে পারবেন সংক্রান্ত জনমতের বিভাগ ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | সর্বোচ্চ দুই বার | সীমাবদ্ধতার প্রয়োজন নেই | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| বিভাগ | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| বরিশাল | ৬৬.২ | ১৯.২ | ১২.৮ | ১.৮ | ১০০.০ |
| চট্টগ্রাম | ৭০.৯ | ১৯.৪ | ৭.৪ | ২.৪ | ১০০.০ |
| ঢাকা | ৭০.২ | ১৮.৩ | ৯.৪ | ২.১ | ১০০.০ |
| খুলনা | ৬৬.৬ | ১৮.৬ | ১২.৪ | ২.৫ | ১০০.০ |
| ময়মনসিংহ | ৭৪.২ | ১৪.২ | ১০.৪ | ১.২ | ১০০.০ |
| রাজশাহী | ৬৮.৪ | ১৬.৭ | ১২.৯ | ২.০ | ১০০.০ |
| রংপুর | ৬৯.৫ | ১৬.৪ | ১১.৯ | ২.২ | ১০০.০ |
| সিলেট | ৭১.২ | ১৩.১ | ১৪.২ | ১.৫ | ১০০.০ |
| মোট | ৬৯.৭ | ১৭.৬ | ১০.৬ | ২.১ | ১০০.০ |

| সারণী ৫.৪.৯: একই ব্যক্তি সর্বোচ্চ কতবার রাষ্ট্রপতি হতে পারবেন সংক্রান্ত জনমতের জেলা ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | সর্বোচ্চ দুই বার | সীমাবদ্ধতার প্রয়োজন নেই | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| জেলা | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| বাগেরহাট | ৫৮.৮ | ২৫.৮ | ১৪.১ | ১.৪ | ১০০.০ |
| বান্দরবান | ৬৬.৭ | ১৭.৭ | ১৪.৭ | ০.৯ | ১০০.০ |
| বরগুনা | ৮০.০ | ৯.৪ | ৮.৯ | ১.৬ | ১০০.০ |
| বরিশাল | ৫১.৬ | ২১.৯ | ২২.৬ | ৩.৮ | ১০০.০ |
| ভোলা | ৭৩.৫ | ১৮.৩ | ৮.০ | ০.১ | ১০০.০ |
| বগুড়া | ৬৭.৩ | ১৭.৫ | ১৩.৯ | ১.৩ | ১০০.০ |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ৫৬.৪ | ১৬.৩ | ২২.৫ | ৪.৭ | ১০০.০ |
| চাঁদপুর | ৭৫.৭ | ১৫.১ | ৬.৩ | ২.৮ | ১০০.০ |
| চট্টগ্রাম | ৭৫.১ | ২১.৬ | ২.৩ | ১.০ | ১০০.০ |
| চুয়াডাঙ্গা | ৮৩.৩ | ৮.৯ | ৬.৬ | ১.২ | ১০০.০ |
| কুমিল্লা | ৫৯.৫ | ২৯.৪ | ৬.৮ | ৪.৩ | ১০০.০ |
| কক্সবাজার | ৯০.৩ | ৬.০ | ৩.১ | ০.৫ | ১০০.০ |
| ঢাকা | ৭৭.৮ | ১৬.৭ | ৪.৩ | ১.২ | ১০০.০ |
| দিনাজপুর | ৬২.৪ | ১৪.২ | ১৯.৮ | ৩.৬ | ১০০.০ |
| ফরিদপুর | ৭১.২ | ২৩.৮ | ৩.৯ | ১.২ | ১০০.০ |
| ফেনী | ৭০.৩ | ১৩.৩ | ১৪.১ | ২.২ | ১০০.০ |
| গাইবান্ধা | ৭০.২ | ২১.৩ | ৭.২ | ১.৩ | ১০০.০ |
| গাজীপুর | ৬০.৬ | ১৬.২ | ১৮.৪ | ৪.৮ | ১০০.০ |
| গোপালগঞ্জ | ৭৫.৯ | ২৩.৫ | ০.৪ | ০.২ | ১০০.০ |
| হবিগঞ্জ | ৪৪.৪ | ১৭.২ | ৩৪.৬ | ৩.৮ | ১০০.০ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| জয়পুরহাট | ৮৫.০ | ৯.৩ | ৫.১ | ০.৬ | ১০০.০ |
| জামালপুর | ৬৪.৬ | ২৩.৪ | ৯.৬ | ২.৪ | ১০০.০ |
| যশোর | ৫৬.৯ | ২৭.৭ | ১৩.০ | ২.৫ | ১০০.০ |
| ঝালকাঠি | ৬৫.১ | ২১.১ | ১২.৮ | ১.০ | ১০০.০ |
| ঝিনাইদহ | ৭১.৬ | ২০.৫ | ৬.২ | ১.৭ | ১০০.০ |
| খাগড়াছড়ি | ৭২.৫ | ১১.৮ | ১৪.৬ | ১.১ | ১০০.০ |
| খুলনা | ৫৭.২ | ১৭.৫ | ২১.০ | ৪.৩ | ১০০.০ |
| কিশোরগঞ্জ | ৮৫.৫ | ৯.৮ | ৩.৫ | ১.১ | ১০০.০ |
| কুড়িগ্রাম | ৬৬.১ | ১৫.৭ | ১৪.৪ | ৩.৮ | ১০০.০ |
| কুষ্টিয়া | ৭৩.১ | ১৩.৯ | ১১.২ | ১.৮ | ১০০.০ |
| লক্ষ্মীপুর | ৬১.৬ | ২৩.৩ | ১২.৭ | ২.৪ | ১০০.০ |
| লালমনিরহাট | ৭০.৫ | ১০.১ | ১৫.৭ | ৩.৮ | ১০০.০ |
| মাদারীপুর | ৬৬.৮ | ২৭.০ | ৪.৮ | ১.৪ | ১০০.০ |
| মাগুরা | ৬২.৩ | ১৮.৪ | ১৪.৭ | ৪.৬ | ১০০.০ |
| মানিকগঞ্জ | ৭১.৭ | ১৩.২ | ১১.৭ | ৩.৩ | ১০০.০ |
| মেহেরপুর | ৬৪.১ | ১৮.৭ | ১২.৪ | ৪.৮ | ১০০.০ |
| মৌলভীবাজার | ৮৫.৪ | ১১.৩ | ৩.৩ | ০.১ | ১০০.০ |
| মুন্সীগঞ্জ | ৬২.৬ | ১২.১ | ২১.১ | ৪.২ | ১০০.০ |
| ময়মনসিংহ | ৭৩.২ | ১১.৭ | ১৪.১ | ১.০ | ১০০.০ |
| নওগাঁ | ৬৬.৫ | ১৩.৩ | ১৯.৩ | ০.৯ | ১০০.০ |
| নড়াইল | ৪৫.০ | ১৯.২ | ৩১.০ | ৪.৮ | ১০০.০ |
| নারায়ণগঞ্জ | ৭৩.৫ | ১০.৬ | ১২.৯ | ৩.০ | ১০০.০ |
| নরসিংদী | ৬১.০ | ১৮.৬ | ১৯.১ | ১.৩ | ১০০.০ |
| নাটোর | ৫৯.৬ | ২৬.৯ | ১০.৩ | ৩.২ | ১০০.০ |
| চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ৬৫.৫ | ২৪.৬ | ৯.১ | ০.৮ | ১০০.০ |
| নেত্রকোনা | ৮১.২ | ১৩.৫ | ৪.৪ | ০.৯ | ১০০.০ |
| নীলফামারী | ৬৬.৬ | ১৯.৪ | ১২.২ | ১.৮ | ১০০.০ |
| নোয়াখালী | ৮৪.১ | ১১.৫ | ৩.৩ | ১.০ | ১০০.০ |
| পাবনা | ৬৬.৬ | ২২.৮ | ৭.৭ | ২.৮ | ১০০.০ |
| পঞ্চগড় | ৮২.৬ | ৭.৯ | ৬.৬ | ২.৯ | ১০০.০ |
| পটুয়াখালী | ৬৬.২ | ১৭.৮ | ১৪.১ | ১.৯ | ১০০.০ |
| পিরোজপুর | ৭৩.৯ | ২৩.৮ | ১.৯ | ০.৫ | ১০০.০ |
| রাজশাহী | ৮১.৬ | ৯.৭ | ৮.৩ | ০.৩ | ১০০.০ |
| রাজবাড়ী | ৬৭.৪ | ২৩.৭ | ৭.৯ | ১.০ | ১০০.০ |
| রাঙ্গামাটি | ৮০.২ | ১১.৫ | ৫.০ | ৩.৪ | ১০০.০ |
| রংপুর | ৭৩.৮ | ১৭.৩ | ৮.৩ | ০.৬ | ১০০.০ |
| শরীয়তপুর | ৫১.২ | ৩৩.৪ | ১২.৩ | ৩.০ | ১০০.০ |
| সাতক্ষীরা | ৮৬.১ | ১০.১ | ৩.৩ | ০.৬ | ১০০.০ |
| সিরাজগঞ্জ | ৬১.২ | ১২.২ | ২১.২ | ৫.৩ | ১০০.০ |
| শেরপুর | ৮৪.১ | ৮.৯ | ৬.৩ | ০.৭ | ১০০.০ |
| সুনামগঞ্জ | ৭৩.১ | ২০.৬ | ৬.৩ | | ১০০.০ |
| সিলেট | ৭৯.৬ | ৬.২ | ১২.৫ | ১.৭ | ১০০.০ |
| টাঙ্গাইল | ৫৯.৭ | ৩০.৬ | ৮.৪ | ১.২ | ১০০.০ |
| ঠাকুরগাঁও | ৭৩.১ | ১৯.৫ | ৭.২ | ০.৩ | ১০০.০ |
| মোট | ৬৯.৭ | ১৭.৬ | ১০.৬ | ২.১ | ১০০.০ |

| সারণী ৫.৫.১: জাতীয় সংসদের মেয়াদ সংক্রান্ত জনমতের এলাকা ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ৫ বছর | ৪ বছর | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| এলাকা | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| গ্রাম | ৭৮.১ | ১৫.৭ | ৪.৯ | ১.৩ | ১০০.০ |
| শহর | ৭৭.৭ | ১৭.৬ | ৩.৫ | ১.৩ | ১০০.০ |
| মোট | ৭৮.০ | ১৬.৩ | ৪.৫ | ১.৩ | ১০০.০ |

| সারণী ৫.৫.২: জাতীয় সংসদের মেয়াদ সংক্রান্ত জনমতের লিঙ্গ ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ৫ বছর | ৪ বছর | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| লিঙ্গ | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| পুরুষ | ৭৮.২ | ১৭.০ | ৩.৬ | ১.২ | ১০০.০ |
| মহিলা | ৭৭.৮ | ১৫.৭ | ৫.১ | ১.৪ | ১০০.০ |
| হিজড়া/তৃতীয় লিঙ্গ | ১০০.০ | | | | ১০০.০ |
| মোট | ৭৮.০ | ১৬.৩ | ৪.৫ | ১.৩ | ১০০.০ |

| সারণী ৫.৫.৩: জাতীয় সংসদের মেয়াদ কি হওয়া উচিত সংক্রান্ত মতামতের বয়স ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ৫ বছর | ৪ বছর | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| বয়স | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| ১৮-২৪ | ৭৮.৬ | ১৬.৫ | ৩.৭ | ১.৩ | ১০০.০ |
| ২৫-৩৪ | ৭৮.৪ | ১৬.০ | ৪.১ | ১.৫ | ১০০.০ |
| ৩৫-৪৪ | ৭৮.০ | ১৬.৫ | ৪.৩ | ১.২ | ১০০.০ |
| ৪৫-৫৪ | ৭৮.১ | ১৬.০ | ৪.৭ | ১.২ | ১০০.০ |
| ৫৫-৬৪ | ৭৬.৯ | ১৬.৩ | ৫.৪ | ১.৪ | ১০০.০ |
| ৬৫-৭৫ | ৭৬.৫ | ১৬.৪ | ৬.০ | ১.১ | ১০০.০ |
| মোট | ৭৮.০ | ১৬.৩ | ৪.৫ | ১.৩ | ১০০.০ |

| সারণী ৫.৫.৪: জাতীয় সংসদের মেয়াদ কি হওয়া উচিত সংক্রান্ত জনমতের শিক্ষাগত যোগ্যতা ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ৫ বছর | ৪ বছর | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| কখনও স্কুল/মাদ্রাসায় যায়নি | ৭৭.২ | ১৪.৬ | ৬.৭ | ১.৪ | ১০০.০ |
| প্রাথমিক | ৭৮.৬ | ১৫.৯ | ৪.৩ | ১.২ | ১০০.০ |
| মাধ্যমিক | ৭৮.০ | ১৬.৭ | ৩.৯ | ১.৩ | ১০০.০ |
| উচ্চ মাধ্যমিক | ৭৭.৫ | ১৭.৯ | ৩.০ | ১.৬ | ১০০.০ |
| ডিপ্লোমা | ৭৭.৩ | ২০.৪ | ১.২ | ১.১ | ১০০.০ |
| সেবিকা/ধাত্রীবিদ্যা | ৭০.১ | ১০.১ | ১৯.১ | ০.৭ | ১০০.০ |
| স্নাতক/স্নাতকোত্তর | ৭৭.৯ | ১৮.৮ | ২.২ | ১.২ | ১০০.০ |
| ডাক্তার | ৯২.২ | ৪.৬ | | ৩.২ | ১০০.০ |
| প্রকৌশল | ৬৯.১ | ২৯.১ | | ১.৮ | ১০০.০ |
| মোট | ৭৮.০ | ১৬.৩ | ৪.৫ | ১.৩ | ১০০.০ |

| সারণী ৫.৫.৫: জাতীয় সংসদের মেয়াদ সংক্রান্ত জনমতের সেক্টর ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ৫ বছর | ৪ বছর | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| সেক্টর | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| কৃষি | ৭৮.৫ | ১৬.২ | ৪.৩ | ১.০ | ১০০.০ |
| শিল্প | ৭৫.৮ | ১৭.৭ | ৫.০ | ১.৫ | ১০০.০ |
| সেবা | ৭৭.৯ | ১৭.৫ | ৩.৪ | ১.২ | ১০০.০ |
| মোট | ৭৭.৮ | ১৭.১ | ৩.৯ | ১.২ | ১০০.০ |

| সারণী ৫.৫.৬: জাতীয় সংসদের মেয়াদ সংক্রান্ত জনমতের পেশা ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ৫ বছর | ৪ বছর | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| পেশা/কাজের মর্যাদা | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| কৃষিকাজ | ৭৮.৬ | ১৬.০ | ৪.৩ | ১.১ | ১০০.০ |
| ব্যবসা | ৭৬.৬ | ১৮.২ | ৪.১ | ১.২ | ১০০.০ |
| বেসরকারি চাকরি (এক্সিকিউটিভ) | ৭১.২ | ২৫.৬ | ২.২ | ১.০ | ১০০.০ |
| বেসরকারি চাকরি (অন্যান্য) | ৮০.৮ | ১৫.৯ | ২.১ | ১.২ | ১০০.০ |
| সরকারি চাকরি (৯ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব | ৭৯.০ | ১৮.২ | ১.৭ | ১.০ | ১০০.০ |
| সরকারি চাকরি (১০ - ২০তম গ্রেড) | ৭৯.০ | ১৯.১ | ১.২ | ০.৭ | ১০০.০ |
| বেসরকারি শিক্ষক | ৭৮.৮ | ১৭.৫ | ২.৮ | ১.০ | ১০০.০ |
| সরকারি শিক্ষক | ৭৭.৬ | ১৯.৩ | ৩.১ | | ১০০.০ |
| শ্রমিক/মজুর | ৮০.১ | ১৪.২ | ৪.৬ | ১.২ | ১০০.০ |
| গার্মেন্টস কর্মী | ৭৪.৩ | ২০.৫ | ৩.৮ | ১.৪ | ১০০.০ |
| রিক্সা/ভ্যান চালক | ৮৩.০ | ১৪.০ | ১.৭ | ১.৩ | ১০০.০ |
| পরিবহন শ্রমিক(ড্রাইভার, হেল্পার, সুপারভাইজার) | ৭৬.৪ | ১৯.৮ | ১.৭ | ২.১ | ১০০.০ |
| হোটেল/রেস্টুরেন্ট কর্মী | ৭৬.৫ | ১৬.১ | ৬.৪ | ১.০ | ১০০.০ |
| গৃহকর্মী | ৬৯.০ | ২৩.০ | ৬.৯ | ১.০ | ১০০.০ |
| ছাত্র | ৭৮.২ | ১৭.৭ | ২.৯ | ১.৩ | ১০০.০ |
| বেকার | ৭৭.৭ | ১৭.১ | ৩.৭ | ১.৫ | ১০০.০ |
| অবসরপ্রাপ্ত/বয়স্ক/অক্ষম | ৭৫.৬ | ১৭.৪ | ৫.৪ | ১.৬ | ১০০.০ |
| গৃহিণী | ৭৮.২ | ১৫.৩ | ৫.০ | ১.৪ | ১০০.০ |
| অন্যান্য | ৭০.৮ | ২৪.৯ | ৩.২ | ১.০ | ১০০.০ |
| মোট | ৭৮.০ | ১৬.৩ | ৪.৫ | ১.৩ | ১০০.০ |

| সারণী ৫.৫.৭: জাতীয় সংসদের মেয়াদ সংক্রান্ত জনমতের ধর্মীয় বিশ্বাস ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ৫ বছর | ৪ বছর | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| ধর্ম | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| মুসলমান | ৭৭.৯ | ১৬.৫ | ৪.২ | ১.৩ | ১০০.০ |
| হিন্দু | ৭৯.৩ | ১২.৬ | ৬.৮ | ১.৩ | ১০০.০ |
| খ্রিষ্টান | ৭৫.২ | ৭.৮ | ১৫.৩ | ১.৮ | ১০০.০ |
| বৌদ্ধ | ৬৩.৯ | ২৫.৭ | ৮.৫ | ১.৯ | ১০০.০ |
| অন্যান্য | ৫০.৯ | ২৮.৯ | ২০.২ | | ১০০.০ |
| মোট | ৭৮.০ | ১৬.৩ | ৪.৫ | ১.৩ | ১০০.০ |

| সারণী ৫.৫.৮: জাতীয় সংসদের মেয়াদ সংক্রান্ত জনমতের বিভাগ ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ৫ বছর | ৪ বছর | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| বিভাগ | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| বরিশাল | ৭৮.৬ | ১৫.৭ | ৪.৪ | ১.৩ | ১০০.০ |
| চট্টগ্রাম | ৮১.৭ | ১৩.৮ | ২.৯ | ১.৭ | ১০০.০ |
| ঢাকা | ৭৬.৭ | ১৭.৯ | ৪.১ | ১.৩ | ১০০.০ |
| খুলনা | ৭৯.৮ | ১৩.৮ | ৪.৯ | ১.৬ | ১০০.০ |
| ময়মনসিংহ | ৭৭.৭ | ১৬.৩ | ৫.১ | ০.৮ | ১০০.০ |
| রাজশাহী | ৭৬.৫ | ১৬.৮ | ৫.৬ | ১.১ | ১০০.০ |
| রংপুর | ৭৭.২ | ১৬.৫ | ৫.০ | ১.২ | ১০০.০ |
| সিলেট | ৭১.৬ | ২১.০ | ৬.২ | ১.১ | ১০০.০ |
| মোট | ৭৮.০ | ১৬.৩ | ৪.৫ | ১.৩ | ১০০.০ |

| সারণী ৫.৫.৯: জাতীয় সংসদের মেয়াদ সংক্রান্ত জনমতের জেলা ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ৫ বছর | ৪ বছর | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| জেলা | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| বাগেরহাট | ৮৭.১ | ৮.৫ | ৩.৬ | ০.৯ | ১০০.০ |
| বান্দরবান | ৭৬.৯ | ১৫.৩ | ৭.৮ | | ১০০.০ |
| বরগুনা | ৭৯.১ | ১৭.০ | ৩.৪ | ০.৬ | ১০০.০ |
| বরিশাল | ৮৪.১ | ৭.০ | ৬.৪ | ২.৫ | ১০০.০ |
| ভোলা | ৭১.৮ | ২৬.২ | ১.১ | ০.৯ | ১০০.০ |
| বগুড়া | ৭৫.৬ | ১৫.৫ | ৭.৭ | ১.৩ | ১০০.০ |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ৭৮.৪ | ১১.৯ | ৭.৬ | ২.০ | ১০০.০ |
| চাঁদপুর | ৭৪.০ | ২৪.৬ | ১.৩ | ০.১ | ১০০.০ |
| চট্টগ্রাম | ৯০.৯ | ৭.১ | ১.৩ | ০.৭ | ১০০.০ |
| চুয়াডাঙ্গা | ৮৩.৭ | ১৪.৫ | ১.৩ | ০.৫ | ১০০.০ |
| কুমিল্লা | ৮৬.২ | ৮.১ | ২.০ | ৩.৮ | ১০০.০ |
| কক্সবাজার | ৮৬.০ | ১৩.২ | ০.১ | ০.৬ | ১০০.০ |
| ঢাকা | ৮০.৩ | ১৭.০ | ১.৯ | ০.৮ | ১০০.০ |
| দিনাজপুর | ৭৫.৯ | ১৫.১ | ৭.৯ | ১.১ | ১০০.০ |
| ফরিদপুর | ৮২.৬ | ১৫.৬ | ১.৬ | ০.১ | ১০০.০ |
| ফেনী | ৬৩.৯ | ২৫.৪ | ৮.০ | ২.৭ | ১০০.০ |
| গাইবান্ধা | ৭৯.২ | ১৭.৯ | ২.১ | ০.৯ | ১০০.০ |
| গাজীপুর | ৭১.০ | ২১.১ | ৫.২ | ২.৬ | ১০০.০ |
| গোপালগঞ্জ | ৮৫.১ | ১৩.৮ | ০.৬ | ০.৫ | ১০০.০ |
| হবিগঞ্জ | ৬৬.৬ | ১২.৪ | ১৮.৪ | ২.৬ | ১০০.০ |
| জয়পুরহাট | ৭৯.৫ | ১৬.২ | ৪.০ | ০.২ | ১০০.০ |
| জামালপুর | ৭১.৮ | ২৪.০ | ২.৮ | ১.৫ | ১০০.০ |
| যশোর | ৮১.৮ | ১০.২ | ৬.৫ | ১.৪ | ১০০.০ |
| ঝালকাঠি | ৬১.৭ | ২৭.৮ | ১০.০ | ০.৫ | ১০০.০ |
| ঝিনাইদহ | ৮৬.০ | ৯.৯ | ২.৪ | ১.৬ | ১০০.০ |
| খাগড়াছড়ি | ৬৮.৯ | ২৫.৮ | ৫.১ | ০.২ | ১০০.০ |
| খুলনা | ৭২.৭ | ১৩.৬ | ৯.৫ | ৪.২ | ১০০.০ |
| কিশোরগঞ্জ | ৮২.৯ | ১৪.১ | ১.৭ | ১.২ | ১০০.০ |
| কুড়িগ্রাম | ৭৯.৩ | ৫.৬ | ১১.৭ | ৩.৩ | ১০০.০ |
| কুষ্টিয়া | ৭৩.৭ | ২২.৫ | ৩.০ | ০.৮ | ১০০.০ |
| লক্ষ্মীপুর | ৬৭.৭ | ২১.৬ | ৮.০ | ২.৭ | ১০০.০ |
| লালমনিরহাট | ৮২.৫ | ১৪.১ | ২.৭ | ০.৮ | ১০০.০ |
| মাদারীপুর | ৮০.৪ | ১৫.৬ | ৩.৭ | ০.৩ | ১০০.০ |
| মাগুরা | ৭৯.৫ | ১০.৪ | ৭.৭ | ২.৪ | ১০০.০ |
| মানিকগঞ্জ | ৭৯.৮ | ১৩.৯ | ৪.৭ | ১.৫ | ১০০.০ |
| মেহেরপুর | ৮৪.৯ | ১১.৭ | ৩.১ | ০.৩ | ১০০.০ |
| মৌলভীবাজার | ৭৯.৯ | ১৯.৩ | ০.৮ | ০.১ | ১০০.০ |
| মুন্সীগঞ্জ | ৭০.০ | ১৯.২ | ৯.২ | ১.৬ | ১০০.০ |
| ময়মনসিংহ | ৭৪.২ | ১৬.২ | ৮.৮ | ০.৯ | ১০০.০ |
| নওগাঁ | ৮২.৮ | ৮.২ | ৮.৭ | ০.৩ | ১০০.০ |
| নড়াইল | ৬৮.৭ | ১১.৬ | ১৫.৯ | ৩.৯ | ১০০.০ |
| নারায়ণগঞ্জ | ৬৯.১ | ২০.৫ | ৭.৭ | ২.৮ | ১০০.০ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| নরসিংদী | ৭২.০ | ১১.৮ | ১৪.১ | ২.০ | ১০০.০ |
| নাটোর | ৭৮.১ | ১৪.২ | ৬.৬ | ১.১ | ১০০.০ |
| চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ৮৯.১ | ৮.৭ | ১.৯ | ০.৩ | ১০০.০ |
| নেত্রকোনা | ৯০.৯ | ৮.৯ | ০.২ | | ১০০.০ |
| নীলফামারী | ৭৩.৩ | ১৯.০ | ৬.১ | ১.৭ | ১০০.০ |
| নোয়াখালী | ৭৫.৫ | ২২.০ | ১.৩ | ১.১ | ১০০.০ |
| পাবনা | ৭৫.৯ | ২০.৯ | ১.১ | ২.১ | ১০০.০ |
| পঞ্চগড় | ৭৬.৩ | ২০.৮ | ১.৪ | ১.৬ | ১০০.০ |
| পটুয়াখালী | ৭৬.৬ | ১৫.৫ | ৬.৫ | ১.৪ | ১০০.০ |
| পিরোজপুর | ৮৮.৯ | ১০.১ | ০.৯ | | ১০০.০ |
| রাজশাহী | ৬৬.৬ | ৩০.২ | ২.৯ | ০.৩ | ১০০.০ |
| রাজবাড়ী | ৭৯.৮ | ১৬.৪ | ৩.৭ | ০.২ | ১০০.০ |
| রাঙ্গামাটি | ৬৯.৪ | ২৪.৩ | ৩.৮ | ২.৬ | ১০০.০ |
| রংপুর | ৭৩.৬ | ২৪.৬ | ১.৭ | ০.১ | ১০০.০ |
| শরীয়তপুর | ৮৫.৫ | ৯.৭ | ৩.৮ | ১.১ | ১০০.০ |
| সাতক্ষীরা | ৭৯.৬ | ১৯.৯ | ০.৪ | ০.১ | ১০০.০ |
| সিরাজগঞ্জ | ৭৩.৪ | ১৫.৬ | ৯.০ | ২.১ | ১০০.০ |
| শেরপুর | ৮৩.৯ | ১৩.২ | ২.৩ | ০.৬ | ১০০.০ |
| সুনামগঞ্জ | ৬৮.১ | ৩০.১ | ১.৮ | | ১০০.০ |
| সিলেট | ৭২.২ | ২১.৯ | ৪.৪ | ১.৬ | ১০০.০ |
| টাঙ্গাইল | ৬৯.৯ | ২৭.৪ | ২.৫ | ০.২ | ১০০.০ |
| ঠাকুরগাঁও | ৮২.৩ | ১৩.৫ | ৩.৯ | ০.৩ | ১০০.০ |
| মোট | ৭৮.০ | ১৬.৩ | ৪.৫ | ১.৩ | ১০০.০ |

**সারণী ৫.৬.১: কোন্ ধরনের সরকারের অধীন জাতীয় নির্বাচন হওয়া সংক্রান্ত জনমতের এলাকা ভিত্তিক বিন্যাস**

| | নির্বাচনকালীন নির্দলীয় সরকার | ক্ষমতাসীন সরকার | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| **এলাকা** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| গ্রাম | ৮৪.৪ | ৬.৯ | ৭.০ | ১.৭ | ১০০.০ |
| শহর | ৮৮.২ | ৫.০ | ৫.২ | ১.৬ | ১০০.০ |
| মোট | ৮৫.৬ | ৬.৩ | ৬.৪ | ১.৭ | ১০০.০ |

**সারণী ৫.৬.২: কোন্ ধরনের সরকারের অধীন জাতীয় নির্বাচন হওয়া সংক্রান্ত জনমতের লিঙ্গ ভিত্তিক বিন্যাস**

| | নির্বাচনকালীন নির্দলীয় সরকার | ক্ষমতাসীন সরকার | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| **লিঙ্গ** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| পুরুষ | ৮৭.৬ | ৫.৭ | ৫.১ | ১.৬ | ১০০.০ |
| মহিলা | ৮৪.০ | ৬.৮ | ৭.৫ | ১.৭ | ১০০.০ |
| হিজড়া/তৃতীয় লিঙ্গ | ১০০.০ | | | | ১০০.০ |
| মোট | ৮৫.৬ | ৬.৩ | ৬.৪ | ১.৭ | ১০০.০ |

**সারণী ৫.৬.৩: কোন্ ধরনের সরকারের অধীন জাতীয় নির্বাচন হওয়া সংক্রান্ত জনমতের বয়স ভিত্তিক বিন্যাস**

| | নির্বাচনকালীন নির্দলীয় সরকার | ক্ষমতাসীন সরকার | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| **বয়স** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| ১৮-২৪ | ৮৫.৮ | ৬.৪ | ৬.০ | ১.৮ | ১০০.০ |
| ২৫-৩৪ | ৮৫.৭ | ৬.৭ | ৫.৮ | ১.৮ | ১০০.০ |
| ৩৫-৪৪ | ৮৬.৯ | ৫.৯ | ৫.৭ | ১.৫ | ১০০.০ |
| ৪৫-৫৪ | ৮৫.৬ | ৫.৯ | ৬.৮ | ১.৬ | ১০০.০ |
| ৫৫-৬৪ | ৮৪.০ | ৬.৮ | ৭.৭ | ১.৫ | ১০০.০ |
| ৬৫-৭৫ | ৮২.৮ | ৬.৩ | ৯.২ | ১.৭ | ১০০.০ |
| মোট | ৮৫.৬ | ৬.৩ | ৬.৪ | ১.৭ | ১০০.০ |

| সারণী ৫.৬.৪: কোন ধরনের সরকারের অধীন জাতীয় নির্বাচন হওয়া উচিত সংক্রান্ত জনমতের শিক্ষাগত যোগ্যতা ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | নির্বাচনকালীন নির্দলীয় সরকার | ক্ষমতাসীন সরকার | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| কখনও স্কুল/মাদ্রাসায় যায়নি | ৮১.৭ | ৬.৮ | ৯.৯ | ১.৭ | ১০০.০ |
| প্রাথমিক | ৮৪.৬ | ৭.২ | ৬.৬ | ১.৬ | ১০০.০ |
| মাধ্যমিক | ৮৭.১ | ৬.১ | ৫.২ | ১.৫ | ১০০.০ |
| উচ্চ মাধ্যমিক | ৮৯.৬ | ৪.৬ | ৪.০ | ১.৮ | ১০০.০ |
| ডিপ্লোমা | ৮৮.৫ | ২.৭ | ৫.৫ | ৩.৩ | ১০০.০ |
| সেবিকা/ধাত্রীবিদ্যা | ৯২.৯ | | ৭.১ | | ১০০.০ |
| স্নাতক/স্নাতকোত্তর | ৮৯.৬ | ৪.৫ | ৩.৮ | ২.১ | ১০০.০ |
| ডাক্তার | ৯১.৩ | ৪.০ | ৩.৪ | ১.৩ | ১০০.০ |
| প্রকৌশল | ৯৭.৯ | ০.৪ | | ১.৮ | ১০০.০ |
| মোট | ৮৫.৬ | ৬.৩ | ৬.৪ | ১.৭ | ১০০.০ |

| সারণী ৫.৬.৫: কোন্ ধরনের সরকারের অধীন জাতীয় নির্বাচন হওয়া সংক্রান্ত জনমতের সেক্টর ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | নির্বাচনকালীন নির্দলীয় সরকার | ক্ষমতাসীন সরকার | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| সেক্টর | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| কৃষি | ৮৬.২ | ৬.৫ | ৫.৯ | ১.৪ | ১০০.০ |
| শিল্প | ৮৭.১ | ৪.৫ | ৬.৫ | ২.০ | ১০০.০ |
| সেবা | ৮৮.২ | ৫.৭ | ৪.৬ | ১.৪ | ১০০.০ |
| মোট | ৮৭.৪ | ৫.৮ | ৫.৩ | ১.৫ | ১০০.০ |

| সারণী ৫.৬.৬: কোন ধরনের সরকারের অধীন জাতীয় নির্বাচন হওয়া সংক্রান্ত জনমতের পেশা ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | নির্বাচনকালীন নির্দলীয় সরকার | ক্ষমতাসীন সরকার | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| পেশা/কাজের মর্যাদা | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| কৃষিকাজ | ৮৬.৩ | ৬.৪ | ৫.৯ | ১.৫ | ১০০.০ |
| ব্যবসা | ৮৮.৮ | ৫.৩ | ৪.৫ | ১.৪ | ১০০.০ |
| বেসরকারি চাকরি (এক্সিকিউটিভ) | ৯১.৮ | ৪.৯ | ১.৭ | ১.৬ | ১০০.০ |
| বেসরকারি চাকরি (অন্যান্য) | ৯১.৪ | ৪.২ | ৩.০ | ১.৪ | ১০০.০ |
| সরকারি চাকরি (৯ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব | ৯৩.৮ | ৩.২ | ১.৮ | ১.৩ | ১০০.০ |
| সরকারি চাকরি (১০ - ২০তম গ্রেড) | ৮৭.৭ | ৩.৯ | ৭.১ | ১.৩ | ১০০.০ |
| বেসরকারি শিক্ষক | ৯০.৭ | ৩.৯ | ৩.৫ | ১.৯ | ১০০.০ |
| সরকারি শিক্ষক | ৮৯.১ | ৬.১ | ২.১ | ২.৭ | ১০০.০ |
| শ্রমিক/মজুর | ৮৩.৭ | ৭.৬ | ৭.২ | ১.৫ | ১০০.০ |
| গার্মেন্টস কর্মী | ৯০.১ | ৩.০ | ৫.০ | ১.৮ | ১০০.০ |
| রিক্সা/ভ্যান চালক | ৮৪.৪ | ৮.০ | ৫.৯ | ১.৬ | ১০০.০ |
| পরিবহন শ্রমিক(ড্রাইভার, হেল্পার, সুপারভাইজার) | ৯১.৪ | ৪.২ | ৩.৬ | ০.৮ | ১০০.০ |
| হোটেল/রেস্টুরেন্ট কর্মী | ৮৫.৬ | ৮.৩ | ৫.২ | ০.৯ | ১০০.০ |
| গৃহকর্মী | ৮৬.০ | ৫.০ | ৭.০ | ২.১ | ১০০.০ |
| ছাত্র | ৮৮.৫ | ৪.৬ | ৪.৯ | ২.০ | ১০০.০ |
| বেকার | ৮৮.১ | ৪.২ | ৬.১ | ১.৬ | ১০০.০ |
| অবসরপ্রাপ্ত/বয়স্ক | ৮৩.৬ | ৫.৬ | ৮.২ | ২.৬ | ১০০.০ |
| গৃহিণী | ৮৩.৮ | ৭.০ | ৭.৫ | ১.৭ | ১০০.০ |
| অন্যান্য | ৮৯.০ | ৪.৩ | ৫.২ | ১.৬ | ১০০.০ |
| মোট | ৮৫.৬ | ৬.৩ | ৬.৪ | ১.৭ | ১০০.০ |

| সারণী ৫.৬.৭: কোন্ ধরনের সরকারের অধীন জাতীয় নির্বাচন হওয়া সংক্রান্ত জনমতের ধর্মীয় বিশ্বাস ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | নির্বাচনকালীন নির্দলীয় সরকার | ক্ষমতাসীন সরকার | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| ধর্ম | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| মুসলমান | ৮৫.৯ | ৬.৩ | ৬.২ | ১.৬ | ১০০.০ |
| হিন্দু | ৮২.২ | ৬.৫ | ৯.১ | ২.১ | ১০০.০ |
| খ্রিষ্টান | ৯৩.৮ | ৩.৭ | ০.৮ | ১.৭ | ১০০.০ |
| বৌদ্ধ | ৭৮.৭ | ৭.৭ | ১২.২ | ১.৩ | ১০০.০ |
| অন্যান্য | ৪৫.৯ | ১৫.৮ | ৩৮.৩ | | ১০০.০ |
| মোট | ৮৫.৬ | ৬.৩ | ৬.৪ | ১.৭ | ১০০.০ |

| সারণী ৫.৬.৮: কোন্ ধরনের সরকারের অধীন জাতীয় নির্বাচন হওয়া সংক্রান্ত জনমতের বিভাগ ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | নির্বাচনকালীন নির্দলীয় সরকার | ক্ষমতাসীন সরকার | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| বিভাগ | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| বরিশাল | ৮৬.৭ | ৬.২ | ৫.৬ | ১.৫ | ১০০.০ |
| চট্টগ্রাম | ৮৮.১ | ৬.১ | ৪.২ | ১.৬ | ১০০.০ |
| ঢাকা | ৮৭.৬ | ৫.১ | ৫.৬ | ১.৭ | ১০০.০ |
| খুলনা | ৮২.৪ | ৭.৪ | ৭.৭ | ২.৪ | ১০০.০ |
| ময়মনসিংহ | ৮২.৪ | ৭.৬ | ৮.২ | ১.৯ | ১০০.০ |
| রাজশাহী | ৮৫.৫ | ৬.০ | ৭.০ | ১.৫ | ১০০.০ |
| রংপুর | ৮২.৪ | ৮.৩ | ৮.১ | ১.২ | ১০০.০ |
| সিলেট | ৮২.৫ | ৫.৮ | ১০.১ | ১.৫ | ১০০.০ |
| মোট | ৮৫.৬ | ৬.৩ | ৬.৪ | ১.৭ | ১০০.০ |

| সারণী ৫.৬.৯: কোন্ ধরনের সরকারের অধীন জাতীয় নির্বাচন হওয়া সংক্রান্ত জনমতের জেলা ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | নির্বাচনকালীন নির্দলীয় সরকার | ক্ষমতাসীন সরকার | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| জেলা | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| বাগেরহাট | ৮৯.০ | ৫.৩ | ৪.৩ | ১.৪ | ১০০.০ |
| বান্দরবান | ৮৪.০ | ৪.১ | ১১.২ | ০.৭ | ১০০.০ |
| বরগুনা | ৯১.২ | ২.৮ | ৫.০ | ১.০ | ১০০.০ |
| বরিশাল | ৭৯.৮ | ৬.১ | ১০.২ | ৩.৮ | ১০০.০ |
| ভোলা | ৯৪.২ | ৩.৬ | ২.১ | ০.২ | ১০০.০ |
| বগুড়া | ৮২.২ | ৮.০ | ৮.৬ | ১.১ | ১০০.০ |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ৭৬.৫ | ১১.০ | ১০.৯ | ১.৫ | ১০০.০ |
| চাঁদপুর | ৯৩.৮ | ২.৯ | ৩.২ | ০.১ | ১০০.০ |
| চট্টগ্রাম | ৯৫.০ | ২.০ | ২.৭ | ০.৩ | ১০০.০ |
| চুয়াডাঙ্গা | ৯৪.১ | ১.৪ | ৪.১ | ০.৫ | ১০০.০ |
| কুমিল্লা | ৮২.৩ | ১০.৪ | ২.৮ | ৪.৪ | ১০০.০ |
| কক্সবাজার | ৯০.২ | ৬.৭ | ২.৬ | ০.৬ | ১০০.০ |
| ঢাকা | ৯৪.৭ | ১.৪ | ২.৬ | ১.৩ | ১০০.০ |
| দিনাজপুর | ৭৩.৩ | ৮.০ | ১৬.৮ | ১.৯ | ১০০.০ |
| ফরিদপুর | ৮৯.৭ | ৬.১ | ৩.১ | ১.১ | ১০০.০ |
| ফেনী | ৮৩.৫ | ৫.২ | ৮.৯ | ২.৩ | ১০০.০ |
| গাইবান্ধা | ৯২.২ | ৪.৪ | ২.১ | ১.৩ | ১০০.০ |
| গাজীপুর | ৮০.১ | ৭.৮ | ৯.৩ | ২.৮ | ১০০.০ |
| গোপালগঞ্জ | ৯৪.১ | ৫.১ | ০.৪ | ০.৩ | ১০০.০ |
| হবিগঞ্জ | ৬৫.৮ | ৬.৪ | ২৪.৬ | ৩.২ | ১০০.০ |
| জয়পুরহাট | ৮৪.৬ | ১১.৩ | ৩.৯ | ০.২ | ১০০.০ |
| জামালপুর | ৮৪.৫ | ৮.৪ | ৪.৮ | ২.২ | ১০০.০ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| যশোর | ৭৮.২ | ৯.৯ | ৯.৫ | ২.৩ | ১০০.০ |
| ঝালকাঠি | ৮২.১ | ৮.৮ | ৭.৯ | ১.২ | ১০০.০ |
| ঝিনাইদহ | ৮৬.৫ | ৮.৪ | ২.৫ | ২.৬ | ১০০.০ |
| খাগড়াছড়ি | ৮১.০ | ১০.৪ | ৭.৫ | ১.০ | ১০০.০ |
| খুলনা | ৭২.৯ | ৬.১ | ১৬.২ | ৪.৮ | ১০০.০ |
| কিশোরগঞ্জ | ৯১.৩ | ৪.৩ | ৩.০ | ১.৪ | ১০০.০ |
| কুড়িগ্রাম | ৬৯.২ | ১১.৮ | ১৭.৫ | ১.৫ | ১০০.০ |
| কুষ্টিয়া | ৮২.৫ | ৭.৭ | ৬.২ | ৩.৬ | ১০০.০ |
| লক্ষ্মীপুর | ৮৪.৪ | ৭.৯ | ৬.৪ | ১.৩ | ১০০.০ |
| লালমনিরহাট | ৯৩.৩ | ২.৪ | ৩.৪ | ১.০ | ১০০.০ |
| মাদারীপুর | ৯০.৬ | ৭.১ | ১.৬ | ০.৭ | ১০০.০ |
| মাগুরা | ৬৯.৯ | ১৫.০ | ১১.০ | ৪.১ | ১০০.০ |
| মানিকগঞ্জ | ৮১.৪ | ৪.৮ | ১০.৬ | ৩.২ | ১০০.০ |
| মেহেরপুর | ৮৯.৩ | ৬.৩ | ৪.০ | ০.৩ | ১০০.০ |
| মৌলভীবাজার | ৯৫.২ | ৩.৩ | ১.৩ | ০.১ | ১০০.০ |
| মুন্সীগঞ্জ | ৮২.২ | ৫.৩ | ১০.৩ | ২.২ | ১০০.০ |
| ময়মনসিংহ | ৭৬.৮ | ৭.৯ | ১৩.০ | ২.৩ | ১০০.০ |
| নওগাঁ | ৮৬.৯ | ৩.৭ | ৮.৭ | ০.৬ | ১০০.০ |
| নড়াইল | ৭২.৫ | ৪.৬ | ১৯.৩ | ৩.৬ | ১০০.০ |
| নারায়ণগঞ্জ | ৮৮.১ | ১.৯ | ৮.৭ | ১.৩ | ১০০.০ |
| নরসিংদী | ৭৪.৮ | ৮.৯ | ১৪.১ | ২.২ | ১০০.০ |
| নাটোর | ৮৪.২ | ৩.০ | ৯.১ | ৩.৭ | ১০০.০ |
| চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ৯০.৯ | ৪.৯ | ৩.৭ | ০.৫ | ১০০.০ |
| নেত্রকোনা | ৯১.৬ | ৬.২ | ১.৬ | ০.৬ | ১০০.০ |
| নীলফামারী | ৭৮.৪ | ১২.০ | ৮.২ | ১.৪ | ১০০.০ |
| নোয়াখালী | ৯৩.৬ | ৪.৪ | ১.২ | ০.৮ | ১০০.০ |
| পাবনা | ৮৩.৮ | ১০.৬ | ২.৯ | ২.৮ | ১০০.০ |
| পঞ্চগড় | ৮৩.৪ | ৯.৫ | ৫.৫ | ১.৬ | ১০০.০ |
| পটুয়াখালী | ৮৫.১ | ৮.৩ | ৫.৬ | ১.০ | ১০০.০ |
| পিরোজপুর | ৮৯.৪ | ৯.৬ | ০.৮ | ০.২ | ১০০.০ |
| রাজশাহী | ৯৩.৯ | ২.৯ | ২.৮ | ০.৪ | ১০০.০ |
| রাজবাড়ী | ৯৪.১ | ২.৭ | ২.৫ | ০.৭ | ১০০.০ |
| রাঙ্গামাটি | ৮৫.১ | ৮.৮ | ৪.২ | ১.৯ | ১০০.০ |
| রংপুর | ৯২.০ | ৬.২ | ১.৪ | ০.৪ | ১০০.০ |
| শরীয়তপুর | ৮১.১ | ৬.৫ | ৮.৬ | ৩.৭ | ১০০.০ |
| সাতক্ষীরা | ৯০.৭ | ৬.৯ | ২.২ | ০.২ | ১০০.০ |
| সিরাজগঞ্জ | ৮০.০ | ৪.৭ | ১৩.০ | ২.২ | ১০০.০ |
| শেরপুর | ৮৬.৮ | ৬.৯ | ৪.৮ | ১.৫ | ১০০.০ |
| সুনামগঞ্জ | ৮০.৬ | ১০.০ | ৯.১ | ০.৩ | ১০০.০ |
| সিলেট | ৮৭.৫ | ৪.১ | ৬.৫ | ২.০ | ১০০.০ |
| টাঙ্গাইল | ৮০.৪ | ১৪.২ | ৪.৩ | ১.০ | ১০০.০ |
| ঠাকুরগাঁও | ৭৮.০ | ১৫.০ | ৬.২ | ০.৮ | ১০০.০ |
| মোট | ৮৫.৬ | ৬.৩ | ৬.৪ | ১.৭ | ১০০.০ |

সারণী ৬.১.১: সংসদ গঠনের জন্য নির্বাচন পদ্ধতি সংক্রান্ত জনমতের এলাকা ভিত্তিক বিন্যাস

| | প্রার্থীর প্রাপ্ত সর্বাধিক ভোটের ভিত্তিতে | রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত আনুপাতিক ভোটের ভিত্তিতে | উভয়ের মিশ্রণ | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| এলাকা | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| গ্রাম | ৭৭.২ | ৮.২ | ৩.৫ | ৯.৫ | ১.৬ | ১০০.০ |
| শহর | ৭৮.৪ | ৯.৭ | ৩.৬ | ৭.০ | ১.৩ | ১০০.০ |
| মোট | ৭৭.৫ | ৮.৭ | ৩.৬ | ৮.৭ | ১.৫ | ১০০.০ |

সারণী ৬.১.২: সংসদ গঠনের জন্য নির্বাচন পদ্ধতি সংক্রান্ত জনমতের লিঙ্গভিত্তিক বিন্যাস

| | প্রার্থীর প্রাপ্ত সর্বাধিক ভোটের ভিত্তিতে | রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত আনুপাতিক ভোটের ভিত্তিতে | উভয়ের মিশ্রণ | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| লিঙ্গ | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| পুরুষ | ৭৮.৯ | ৯.১ | ৩.৬ | ৭.১ | ১.৩ | ১০০.০ |
| মহিলা | ৭৬.৫ | ৮.৩ | ৩.৫ | ১০.০ | ১.৬ | ১০০.০ |
| হিজড়া/তৃতীয় লিঙ্গ | ১০০.০ | | | | | ১০০.০ |
| মোট | ৭৭.৫ | ৮.৭ | ৩.৬ | ৮.৭ | ১.৫ | ১০০.০ |

সারণী ৬.১.৩: সংসদ গঠনের জন্য নির্বাচন পদ্ধতি সংক্রান্ত জনমতের বয়স ভিত্তিক বিন্যাস

| | প্রার্থীর প্রাপ্ত সর্বাধিক ভোটের ভিত্তিতে | রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত আনুপাতিক ভোটের ভিত্তিতে | উভয়ের মিশ্রণ | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| বয়স | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| ১৮-২৪ | ৭৭.৯ | ৮.৭ | ৩.৬ | ৮.৩ | ১.৫ | ১০০.০ |
| ২৫-৩৪ | ৭৭.৬ | ৯.১ | ৩.৮ | ৭.৯ | ১.৬ | ১০০.০ |
| ৩৫-৪৪ | ৭৮.৫ | ৮.৫ | ৩.৭ | ৮.০ | ১.৩ | ১০০.০ |
| ৪৫-৫৪ | ৭৬.৯ | ৯.৪ | ৩.৫ | ৮.৭ | ১.৫ | ১০০.০ |
| ৫৫-৬৪ | ৭৬.৭ | ৭.৬ | ৩.৩ | ১০.৯ | ১.৫ | ১০০.০ |
| ৬৫-৭৫ | ৭৬.২ | ৭.৮ | ৩.০ | ১১.৫ | ১.৫ | ১০০.০ |
| মোট | ৭৭.৫ | ৮.৭ | ৩.৬ | ৮.৭ | ১.৫ | ১০০.০ |

সারণী ৬.১.৪: সংসদ গঠনের জন্য নির্বাচন পদ্ধতি কেমন হওয়া উচিত সংক্রান্ত জনমতের শিক্ষাগত যোগ্যতা ভিত্তিক বিন্যাস

| | প্রার্থীর প্রাপ্ত সর্বাধিক ভোটের ভিত্তিতে | রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত আনুপাতিক ভোটের ভিত্তিতে | উভয়ের মিশ্রণ | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| কখনও স্কুল/মাদ্রাসায় যায়নি | ৭৪.৫ | ৭.৭ | ২.৯ | ১৩.১ | ১.৭ | ১০০.০ |
| প্রাথমিক | ৭৭.৩ | ৮.৪ | ৩.২ | ৯.৭ | ১.৪ | ১০০.০ |
| মাধ্যমিক | ৭৮.৫ | ৮.৯ | ৩.৯ | ৭.১ | ১.৫ | ১০০.০ |
| উচ্চ মাধ্যমিক | ৭৯.৬ | ৯.৬ | ৪.০ | ৫.৪ | ১.৩ | ১০০.০ |
| ডিপ্লোমা | ৮৬.৩ | ৮.১ | ১.৮ | ১.৮ | ১.৯ | ১০০.০ |
| সেবিকা/ধাত্রীবিদ্যা | ৮০.৭ | ৯.৮ | ৩.১ | ৬.৪ | | ১০০.০ |
| স্নাতক/স্নাতকোত্তর | ৮০.৫ | ১০.৭ | ৪.৭ | ২.৭ | ১.৪ | ১০০.০ |
| ডাক্তার | ৭১.৪ | ২০.১ | ৩.৯ | ০.৮ | ৩.৭ | ১০০.০ |
| প্রকৌশল | ৮৯.৯ | ৭.১ | ৩.০ | | | ১০০.০ |
| মোট | ৭৭.৫ | ৮.৭ | ৩.৬ | ৮.৭ | ১.৫ | ১০০.০ |

সারণী ৬.১.৫: সংসদ গঠনের জন্য নির্বাচন পদ্ধতি সংক্রান্ত জনমতের সেক্টর ভিত্তিক বিন্যাস

| | প্রার্থীর প্রাপ্ত সর্বাধিক ভোটের ভিত্তিতে | রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত আনুপাতিক ভোটের ভিত্তিতে | উভয়ের মিশ্রণ | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| সেক্টর | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| কৃষি | ৭৮.১ | ৮.৪ | ৩.৫ | ৮.৮ | ১.১ | ১০০.০ |
| শিল্প | ৭৭.৮ | ৮.৫ | ৪.১ | ৮.২ | ১.৪ | ১০০.০ |
| সেবা | ৭৮.৪ | ১০.০ | ৩.৫ | ৬.৮ | ১.২ | ১০০.০ |
| মোট | ৭৮.২ | ৯.৩ | ৩.৬ | ৭.৭ | ১.২ | ১০০.০ |

| সারণী ৬.১.৬: সংসদ গঠনের জন্য নির্বাচন পদ্ধতি সংক্রান্ত জনমতের পেশা ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | প্রার্থীর প্রাপ্ত সর্বাধিক ভোটের ভিত্তিতে | রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত আনুপাতিক ভোটের ভিত্তিতে | উভয়ের মিশ্রণ | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| পেশা/কাজের মর্যাদা | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| কৃষিকাজ | ৭৮.১ | ৮.৩ | ৩.৫ | ৮.৯ | ১.১ | ১০০.০ |
| ব্যবসা | ৭৮.৭ | ৯.৯ | ৪.০ | ৫.৯ | ১.৪ | ১০০.০ |
| বেসরকারি চাকরি (এক্সিকিউটিভ) | ৮০.৬ | ১৩.৯ | ১.৭ | ৩.০ | ০.৮ | ১০০.০ |
| বেসরকারি চাকরি (অন্যান্য) | ৭৯.৭ | ১১.৭ | ৩.৫ | ৪.০ | ১.২ | ১০০.০ |
| সরকারি চাকরি (৯ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব | ৮১.৭ | ১০.২ | ৩.৭ | ৩.০ | ১.৪ | ১০০.০ |
| সরকারি চাকরি (১০ - ২০তম গ্রেড) | ৭৭.৭ | ৯.৩ | ৭.৭ | ৩.৯ | ১.৪ | ১০০.০ |
| বেসরকারি শিক্ষক | ৭৭.৮ | ১১.৫ | ৫.৫ | ৪.৩ | ০.৮ | ১০০.০ |
| সরকারি শিক্ষক | ৭১.৮ | ১২.৭ | ১৩.২ | ১.৬ | ০.৭ | ১০০.০ |
| শ্রমিক/মজুর | ৭৭.৩ | ৮.৭ | ৩.১ | ১০.০ | ০.৯ | ১০০.০ |
| গার্মেন্টস কর্মী | ৭৮.৪ | ৮.৩ | ৩.২ | ৮.৯ | ১.২ | ১০০.০ |
| রিক্সা/ভ্যান চালক | ৮০.২ | ৭.২ | ৩.০ | ৭.২ | ২.৪ | ১০০.০ |
| পরিবহন শ্রমিক(ড্রাইভার, হেল্পার, সুপারভাইজার) | ৮২.৪ | ৮.১ | ১.৯ | ৬.১ | ১.৫ | ১০০.০ |
| হোটেল/রেস্টুরেন্ট কর্মী | ৭৬.৪ | ১৩.০ | ২.৭ | ৭.০ | ০.৯ | ১০০.০ |
| গৃহকর্মী | ৭৪.২ | ৯.২ | ২.৭ | ১৩.৫ | ০.৪ | ১০০.০ |
| ছাত্র | ৮০.৬ | ৮.৯ | ৩.৩ | ৫.৮ | ১.৪ | ১০০.০ |
| বেকার | ৭৮.১ | ৯.০ | ৩.৪ | ৭.৯ | ১.৬ | ১০০.০ |
| অবসরপ্রাপ্ত/বয়স্ক | ৭৫.৫ | ৯.৪ | ৩.৫ | ৯.৫ | ২.০ | ১০০.০ |
| গৃহিণী | ৭৬.৯ | ৮.০ | ৩.৬ | ৯.৮ | ১.৭ | ১০০.০ |
| অন্যান্য | ৭৫.৭ | ৮.৮ | ৪.১ | ১০.৪ | ১.০ | ১০০.০ |
| মোট | ৭৭.৫ | ৮.৭ | ৩.৬ | ৮.৭ | ১.৫ | ১০০.০ |

| সারণী ৬.১.৭: সংসদ গঠনের জন্য নির্বাচন পদ্ধতি সংক্রান্ত জনমতের ধর্মীয় বিশ্বাস ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | প্রার্থীর প্রাপ্ত সর্বাধিক ভোটের ভিত্তিতে | রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত আনুপাতিক ভোটের ভিত্তিতে | উভয়ের মিশ্রণ | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| ধর্ম | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| মুসলমান | ৭৭.৮ | ৮.৭ | ৩.৬ | ৮.৫ | ১.৫ | ১০০.০ |
| হিন্দু | ৭৪.১ | ৮.৮ | ৩.৫ | ১১.৯ | ১.৬ | ১০০.০ |
| খ্রিষ্টান | ৭৮.৪ | ৩.০ | ৪.৯ | ৯.৬ | ৪.১ | ১০০.০ |
| বৌদ্ধ | ৭৯.৯ | ৮.২ | ৩.৪ | ৭.২ | ১.৩ | ১০০.০ |
| অন্যান্য | ৪৭.৯ | ৫.৯ | ১৮.১ | ২৮.২ | | ১০০.০ |
| মোট | ৭৭.৫ | ৮.৭ | ৩.৬ | ৮.৭ | ১.৫ | ১০০.০ |

| সারণী ৬.১.৮: সংসদ গঠনের জন্য নির্বাচন পদ্ধতি সংক্রান্ত জনমতের খানা প্রধানের লিঙ্গ ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | প্রার্থীর প্রাপ্ত সর্বাধিক ভোটের ভিত্তিতে | রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত আনুপাতিক ভোটের ভিত্তিতে | উভয়ের মিশ্রণ | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| লিঙ্গ | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| পুরুষ | ৭৯.১ | ৮.৯ | ৩.৭ | ৭.০ | ১.৩ | ১০০.০ |
| মহিলা | ৭৪.৮ | ৮.০ | ৩.৬ | ১১.৬ | ২.০ | ১০০.০ |
| মোট | ৭৭.৭ | ৮.৬ | ৩.৬ | ৮.৫ | ১.৫ | ১০০.০ |

| সারণী ৬.১.৯: সংসদ গঠনের জন্য নির্বাচন পদ্ধতি সংক্রান্ত জনমতের বিভাগ ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | প্রার্থীর প্রাপ্ত সর্বাধিক ভোটের ভিত্তিতে | রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত আনুপাতিক ভোটের ভিত্তিতে | উভয়ের মিশ্রণ | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| বিভাগ | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| বরিশাল | ৭০.৩ | ১১.৩ | ৫.৯ | ১১.০ | ১.৫ | ১০০.০ |
| চট্টগ্রাম | ৭৬.৯ | ১৪.১ | ২.৯ | ৪.৩ | ১.৮ | ১০০.০ |
| ঢাকা | ৭৮.৮ | ৭.৫ | ২.৮ | ৯.৪ | ১.৪ | ১০০.০ |
| খুলনা | ৮০.০ | ৪.৪ | ৫.৩ | ৮.৩ | ২.০ | ১০০.০ |
| ময়মনসিংহ | ৮১.৫ | ৬.৫ | ২.৪ | ৮.২ | ১.৫ | ১০০.০ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রাজশাহী | ৭৮.৯ | ৬.৫ | ৩.১ | ১০.৪ | ১.২ | ১০০.০ |
| রংপুর | ৭৪.১ | ১০.২ | ৪.৯ | ৯.৭ | ১.১ | ১০০.০ |
| সিলেট | ৭৩.৫ | ৬.৮ | ৩.৯ | ১৪.২ | ১.৬ | ১০০.০ |
| মোট | ৭৭.৫ | ৮.৭ | ৩.৬ | ৮.৭ | ১.৫ | ১০০.০ |

**সারণী ৬.১.১০: সংসদ গঠনের জন্য নির্বাচন পদ্ধতি সংক্রান্ত জনমতের জেলা ভিত্তিক বিন্যাস**

| | প্রার্থীর প্রাপ্ত সর্বাধিক ভোটের ভিত্তিতে | রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত আনুপাতিক ভোটের ভিত্তিতে | উভয়ের মিশ্রণ | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| জলো | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| বাগেরহাট | ৭৬.৫ | ৭.৪ | ৮.৩ | ৭.০ | ০.৯ | ১০০.০ |
| বান্দরবান | ৬৮.২ | ২১.৫ | ২.৭ | ৭.১ | ০.৫ | ১০০.০ |
| বরগুনা | ৬৪.৬ | ৬.১ | ৮.০ | ২০.৬ | ০.৬ | ১০০.০ |
| বরিশাল | ৭১.৩ | ১.৯ | ৫.০ | ১৮.২ | ৩.৭ | ১০০.০ |
| ভোলা | ৬০.৫ | ২৭.০ | ৫.৯ | ৫.৮ | ০.৭ | ১০০.০ |
| বগুড়া | ৮৫.৮ | ৩.৩ | ৩.১ | ৭.০ | ০.৮ | ১০০.০ |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ৭০.৯ | ১০.২ | ৩.৩ | ১৩.১ | ২.৪ | ১০০.০ |
| চাঁদপুর | ৮৩.৭ | ১০.৬ | ৩.৫ | ১.৯ | ০.৩ | ১০০.০ |
| চট্টগ্রাম | ৮৩.২ | ১৪.২ | ০.৩ | ১.৭ | ০.৫ | ১০০.০ |
| চুয়াডাঙ্গা | ৯১.১ | ২.১ | ১.৪ | ৫.২ | ০.১ | ১০০.০ |
| কুমিল্লা | ৭৪.০ | ১৩.৯ | ৪.৪ | ২.৯ | ৪.৯ | ১০০.০ |
| কক্সবাজার | ৭২.৬ | ২৩.৯ | ০.৮ | ১.৯ | ০.৮ | ১০০.০ |
| ঢাকা | ৮০.৯ | ৮.৮ | ৩.১ | ৭.০ | ০.৩ | ১০০.০ |
| দিনাজপুর | ৬৯.২ | ৬.১ | ৬.২ | ১৬.৮ | ১.৭ | ১০০.০ |
| ফরিদপুর | ৮৩.৩ | ৬.৭ | ৩.৪ | ৫.৩ | ১.২ | ১০০.০ |
| ফেনী | ৫৯.৮ | ২৩.৬ | ৭.১ | ৬.৯ | ২.৬ | ১০০.০ |
| গাইবান্ধা | ৭৩.০ | ১৯.৪ | ৩.৫ | ৩.৩ | ০.৯ | ১০০.০ |
| গাজীপুর | ৭৪.২ | ৩.৭ | ৩.০ | ১৬.১ | ৩.০ | ১০০.০ |
| গোপালগঞ্জ | ৯১.০ | ৪.৮ | ৩.৮ | ০.৩ | ০.১ | ১০০.০ |
| হবিগঞ্জ | ৫৭.৬ | ৩.৮ | ২.৯ | ৩০.৯ | ৪.৭ | ১০০.০ |
| জয়পুরহাট | ৮৯.৯ | ৪.২ | ১.২ | ৪.৬ | ০.২ | ১০০.০ |
| জামালপুর | ৮৪.২ | ৯.৪ | ১.৪ | ৩.৬ | ১.৪ | ১০০.০ |
| যশোর | ৭১.৫ | ৬.৪ | ১১.০ | ৯.৩ | ১.৭ | ১০০.০ |
| ঝালকাঠি | ৭০.৬ | ১৩.৯ | ৩.৫ | ১০.৭ | ১.৩ | ১০০.০ |
| ঝিনাইদহ | ৮৭.৯ | ৫.৩ | ০.৫ | ৪.৫ | ১.৭ | ১০০.০ |
| খাগড়াছড়ি | ৮৩.১ | ৬.১ | ৩.৪ | ৬.৮ | ০.৬ | ১০০.০ |
| খুলনা | ৬৮.৮ | ৩.৯ | ৫.১ | ১৮.১ | ৪.১ | ১০০.০ |
| কিশোরগঞ্জ | ৮৫.৪ | ৪.৪ | ১.৮ | ৬.৬ | ১.৭ | ১০০.০ |
| কুড়িগ্রাম | ৭৩.৪ | ২.৯ | ৩.৮ | ১৭.৪ | ২.৫ | ১০০.০ |
| কুষ্টিয়া | ৮৬.৮ | ২.৯ | ৩.১ | ৫.৪ | ১.৮ | ১০০.০ |
| লক্ষ্মীপুর | ৭১.৬ | ১৪.০ | ৩.০ | ১০.৪ | ১.০ | ১০০.০ |
| লালমনিরহাট | ৮০.৭ | ৪.১ | ৩.৪ | ১০.৫ | ১.৩ | ১০০.০ |
| মাদারীপুর | ৮৫.৯ | ১০.৮ | ২.২ | ০.৮ | ০.৩ | ১০০.০ |
| মাগুরা | ৭৭.৯ | ৪.৭ | ১.৩ | ১১.৭ | ৪.৩ | ১০০.০ |
| মানিকগঞ্জ | ৭২.২ | ৬.১ | ২.০ | ১৫.৩ | ৪.৪ | ১০০.০ |
| মেহেরপুর | ৮৩.৩ | ৪.২ | ৫.০ | ৪.৫ | ২.৯ | ১০০.০ |
| মৌলভীবাজার | ৮৩.৫ | ১১.০ | ২.১ | ৩.৩ | | ১০০.০ |
| মুন্সীগঞ্জ | ৬১.৭ | ১২.৮ | ২.৭ | ১৯.৯ | ২.৮ | ১০০.০ |
| ময়মনসিংহ | ৮১.৮ | ৩.৩ | ১.৯ | ১১.১ | ১.৯ | ১০০.০ |
| নওগাঁ | ৭৫.৫ | ৬.৭ | ৪.৭ | ১২.৬ | ০.৫ | ১০০.০ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| নড়াইল | ৭৯.১ | ১.৮ | ১.৫ | ১৪.২ | ৩.৪ | ১০০.০ |
| নারায়ণগঞ্জ | ৭৮.৮ | ৮.৮ | ০.৭ | ৯.০ | ২.৬ | ১০০.০ |
| নরসিংদী | ৬০.১ | ১০.৩ | ৬.৩ | ২১.৬ | ১.৭ | ১০০.০ |
| নাটোর | ৬৯.৩ | ১৪.১ | ৫.৭ | ৯.৪ | ১.৫ | ১০০.০ |
| চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ৭৮.৮ | ১১.৬ | ৩.৪ | ৬.০ | ০.১ | ১০০.০ |
| নেত্রকোনা | ৮৩.৫ | ৭.০ | ৬.৬ | ২.৬ | ০.৩ | ১০০.০ |
| নীলফামারী | ৮২.৯ | ৬.১ | ৪.৮ | ৫.২ | ১.১ | ১০০.০ |
| নোয়াখালী | ৮০.৩ | ১০.১ | ৫.০ | ৩.৬ | ১.০ | ১০০.০ |
| পাবনা | ৭৪.৮ | ৩.৯ | ৪.২ | ১৪.২ | ২.৯ | ১০০.০ |
| পঞ্চগড় | ৭০.২ | ১৮.১ | ০.৮ | ৯.৮ | ১.০ | ১০০.০ |
| পটুয়াখালী | ৭৫.৮ | ৯.৫ | ৭.২ | ৬.৮ | ০.৭ | ১০০.০ |
| পিরোজপুর | ৮১.০ | ১১.৪ | ৫.৬ | ১.৮ | ০.২ | ১০০.০ |
| রাজশাহী | ৭৮.৬ | ১১.৮ | ০.৮ | ৮.৫ | ০.৩ | ১০০.০ |
| রাজবাড়ী | ৭৮.২ | ১০.৭ | ৩.১ | ৭.৬ | ০.৪ | ১০০.০ |
| রাঙ্গামাটি | ৭৫.৬ | ১৩.২ | ৪.৩ | ৫.২ | ১.৮ | ১০০.০ |
| রংপুর | ৭৯.১ | ১২.৯ | ৩.৭ | ৪.২ | | ১০০.০ |
| শরীয়তপুর | ৭৮.৯ | ৮.৯ | ৩.২ | ৬.৯ | ২.১ | ১০০.০ |
| সাতক্ষীরা | ৮৭.১ | ২.৫ | ৭.০ | ৩.০ | ০.৪ | ১০০.০ |
| সিরাজগঞ্জ | ৭৮.৯ | ০.৯ | ১.৫ | ১৬.৩ | ২.৩ | ১০০.০ |
| শেরপুর | ৭৪.১ | ১১.৯ | ০.৯ | ১১.৮ | ১.৪ | ১০০.০ |
| সুনামগঞ্জ | ৮১.৮ | ৯.২ | ০.২ | ৮.৮ | | ১০০.০ |
| সিলেট | ৭২.৪ | ৪.৩ | ৮.৪ | ১৩.৪ | ১.৬ | ১০০.০ |
| টাঙ্গাইল | ৮৭.৫ | ৫.৬ | ২.০ | ৪.৫ | ০.৪ | ১০০.০ |
| ঠাকুরগাঁও | ৬০.৮ | ১৩.৬ | ১৩.৬ | ১১.৭ | ০.১ | ১০০.০ |
| মোট | ৭৭.৫ | ৮.৭ | ৩.৬ | ৮.৭ | ১.৫ | ১০০.০ |

**সারণী ৬.২.১: জাতীয় সংসদকে দুই ভাগে (নিম্নকক্ষ ও উচ্চকক্ষ) বিভাজন সংক্রান্ত জনমতের এলাকা ভিত্তিক বিন্যাস**

| | জাতীয় সংসদকে দুই ভাগে দেখতে চান | জাতীয় সংসদকে দুই ভাগে দেখতে চান না | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| **এলাকা** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| গ্রাম | ৩৫.২ | ৩৯.১ | ২২.৭ | ৩.০ | ১০০.০ |
| শহর | ৩৩.৯ | ৩৮.৯ | ২৪.৯ | ২.৩ | ১০০.০ |
| মোট | ৩৪.৮ | ৩৯.০ | ২৩.৪ | ২.৭ | ১০০.০ |

**সারণী ৬.২.২: জাতীয় সংসদকে দুই ভাগে (নিম্নকক্ষ ও উচ্চকক্ষ) বিভাজন সংক্রান্ত জনমতের লিঙ্গ ভিত্তিক বিন্যাস**

| | জাতীয় সংসদকে দুই ভাগে দেখতে চান | জাতীয় সংসদকে দুই ভাগে দেখতে চান না | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| **লিঙ্গ** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| পুরুষ | ৩৬.৬ | ৩৯.৮ | ২১.০ | ২.৬ | ১০০.০ |
| মহিলা | ৩৩.৫ | ৩৮.৫ | ২৫.২ | ২.৮ | ১০০.০ |
| হিজড়া/তৃতীয় লিঙ্গ | | ৩৬.৩ | ৬৩.৭ | | ১০০.০ |
| মোট | ৩৪.৮ | ৩৯.০ | ২৩.৪ | ২.৭ | ১০০.০ |

**সারণী ৬.২.৩: জাতীয় সংসদকে দুই ভাগে (নিম্নকক্ষ ও উচ্চকক্ষ) বিভাজন সংক্রান্ত জনমতের বয়স ভিত্তিক বিন্যাস**

| | জাতীয় সংসদকে দুই ভাগে দেখতে চান | জাতীয় সংসদকে দুই ভাগে দেখতে চান না | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| **বয়স** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| ১৮-২৪ | ৩৫.৩ | ৩৮.৯ | ২৩.৭ | ২.২ | ১০০.০ |
| ২৫-৩৪ | ৩৫.৩ | ৩৯.২ | ২২.৫ | ২.৯ | ১০০.০ |
| ৩৫-৪৪ | ৩৫.০ | ৩৯.৫ | ২৩.০ | ২.৫ | ১০০.০ |
| ৪৫-৫৪ | ৩৬.২ | ৩৮.৫ | ২২.৩ | ৩.০ | ১০০.০ |
| ৫৫-৬৪ | ৩৩.১ | ৩৮.৫ | ২৫.৪ | ৩.০ | ১০০.০ |
| ৬৫-৭৫ | ৩১.৬ | ৩৮.৯ | ২৬.৬ | ২.৯ | ১০০.০ |
| মোট | ৩৪.৮ | ৩৯.০ | ২৩.৪ | ২.৭ | ১০০.০ |

| সারণী ৬.২.৪ : জাতীয় সংসদকে দুই ভাগে যথা, নিম্নকক্ষ ও উচ্চকক্ষ হিসেবে দেখতে চাওয়া সংক্রান্ত জনমতের শিক্ষাগত যোগ্যতা ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | জাতীয় সংসদকে দুই ভাগে দেখতে চান | জাতীয় সংসদকে দুই ভাগে দেখতে চান না | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| **শিক্ষাগত যোগ্যতা** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| কখনও স্কুল/মাদ্রাসায় যায়নি | ৩১.৪ | ৩৬.৪ | ২৯.২ | ৩.০ | ১০০.০ |
| প্রাথমিক | ৩৪.৫ | ৩৮.১ | ২৪.৮ | ২.৬ | ১০০.০ |
| মাধ্যমিক | ৩৫.২ | ৪০.৪ | ২১.৫ | ২.৮ | ১০০.০ |
| উচ্চ মাধ্যমিক | ৩৮.৫ | ৩৯.৩ | ১৯.৭ | ২.৫ | ১০০.০ |
| ডিপ্লোমা | ৫৩.২ | ৩৬.৫ | ৯.৪ | ০.৮ | ১০০.০ |
| সেবিকা/ধাত্রীবিদ্যা | ৩৭.২ | ৫২.৪ | ১০.৪ | | ১০০.০ |
| স্নাতক/স্নাতকোত্তর | ৪০.৮ | ৪৩.৮ | ১৩.০ | ২.৪ | ১০০.০ |
| ডাক্তার | ৪০.৫ | ৫০.৬ | ৮.৯ | | ১০০.০ |
| প্রকৌশল | ৪৩.০ | ৪০.৭ | ১৫.৯ | ০.৫ | ১০০.০ |
| মোট | ৩৪.৮ | ৩৯.০ | ২৩.৪ | ২.৭ | ১০০.০ |

| সারণী ৬.২.৫: জাতীয় সংসদকে দুই ভাগে (নিম্নকক্ষ ও উচ্চকক্ষ) দেখতে চাওয়া সংক্রান্ত জনমতের সেক্টর ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | জাতীয় সংসদকে দুই ভাগে দেখতে চান | জাতীয় সংসদকে দুই ভাগে দেখতে চান না | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| **সেক্টর** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| কৃষি | ৩৭.৬ | ৩৭.৯ | ২২.২ | ২.৩ | ১০০.০ |
| শিল্প | ৩৩.৯ | ৩৮.৬ | ২৪.৫ | ৩.০ | ১০০.০ |
| সেবা | ৩৪.৯ | ৪১.১ | ২১.৪ | ২.৬ | ১০০.০ |
| মোট | ৩৫.৬ | ৩৯.৭ | ২২.১ | ২.৫ | ১০০.০ |

| সারণী ৬.২.৬: জাতীয় সংসদকে দুই ভাগে (নিম্নকক্ষ ও উচ্চকক্ষ) দেখতে চাওয়া সংক্রান্ত জনমতের পেশা ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | জাতীয় সংসদকে দুই ভাগে দেখতে চান | জাতীয় সংসদকে দুই ভাগে দেখতে চান না | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| **পেশা/কাজের মর্যাদা** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| কৃষিকাজ | ৩৭.৮ | ৩৭.৮ | ২২.০ | ২.৫ | ১০০.০ |
| ব্যবসা | ৩৭.৫ | ৪১.২ | ১৮.৩ | ৩.০ | ১০০.০ |
| বেসরকারি চাকরি (এক্সিকিউটিভ) | ৪৩.৭ | ৩৭.৫ | ১৫.৪ | ৩.৪ | ১০০.০ |
| বেসরকারি চাকরি (অন্যান্য) | ৩৫.৫ | ৪১.৫ | ২০.৬ | ২.৪ | ১০০.০ |
| সরকারি চাকরি (৯ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব | ৩৫.৫ | ৪৭.৫ | ১৪.৩ | ২.৬ | ১০০.০ |
| সরকারি চাকরি (১০ - ২০তম গ্রেড) | ২৯.৮ | ৫১.৮ | ১৩.২ | ৫.২ | ১০০.০ |
| বেসরকারি শিক্ষক | ৪৩.৬ | ৪৭.৪ | ৭.৩ | ১.৭ | ১০০.০ |
| সরকারি শিক্ষক | ৪৮.৪ | ৪২.২ | ৯.৩ | ০.১ | ১০০.০ |
| শ্রমিক/মজুর | ৩৪.১ | ৩৯.৯ | ২৪.৩ | ১.৮ | ১০০.০ |
| গার্মেন্টস কর্মী | ২৭.৯ | ৩৯.৪ | ২৯.৭ | ৩.০ | ১০০.০ |
| রিক্সা/ভ্যান চালক | ৩৪.৬ | ৩৯.৫ | ২৩.১ | ২.৮ | ১০০.০ |
| পরিবহন শ্রমিক(ড্রাইভার, হেল্পার, সুপারভাইজার) | ৩৯.৪ | ৪১.৪ | ১৭.১ | ২.০ | ১০০.০ |
| হোটেল/রেস্টুরেন্ট কর্মী | ২৮.৩ | ৩৯.৭ | ২৯.২ | ২.৮ | ১০০.০ |
| গৃহকর্মী | ২৮.৬ | ৩৩.৭ | ৩৬.১ | ১.৬ | ১০০.০ |
| ছাত্র | ৪০.৬ | ৪০.২ | ১৬.৯ | ২.৩ | ১০০.০ |
| বেকার | ৩৮.৫ | ৩৪.০ | ২৫.১ | ২.৩ | ১০০.০ |
| অবসরপ্রাপ্ত/বয়স্ক | ৩৩.৯ | ৩৭.৪ | ২৬.১ | ২.৭ | ১০০.০ |
| গৃহিণী | ৩৩.৭ | ৩৮.৭ | ২৪.৭ | ৩.০ | ১০০.০ |
| অন্যান্য | ৩৪.৮ | ৩৭.৯ | ২৩.৫ | ৩.৮ | ১০০.০ |
| মোট | ৩৪.৮ | ৩৯.০ | ২৩.৪ | ২.৭ | ১০০.০ |

| সারণী ৬.২.৭: জাতীয় সংসদকে দুই ভাগে (নিম্নকক্ষ ও উচ্চকক্ষ) দেখতে চাওয়া সংক্রান্ত জনমতের ধর্মীয় বিশ্বাস ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | জাতীয় সংসদকে দুই ভাগে দেখতে চান | জাতীয় সংসদকে দুই ভাগে দেখতে চান না | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| **ধর্ম** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| মুসলমান | ৩৫.২ | ৩৮.৯ | ২৩.২ | ২.৭ | ১০০.০ |
| হিন্দু | ৩০.৪ | ৪১.৫ | ২৪.৮ | ৩.৩ | ১০০.০ |
| খ্রিষ্টান | ৩৯.০ | ২৪.০ | ৩০.৮ | ৬.২ | ১০০.০ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| বৌদ্ধ | ৩৯.৮ | ২৬.৮ | ৩০.৩ | ৩.০ | ১০০.০ |
| অন্যান্য | ৩৬.৬ | ১৬.২ | ৪৭.২ | | ১০০.০ |
| মোট | ৩৪.৮ | ৩৯.০ | ২৩.৪ | ২.৭ | ১০০.০ |

**সারণী ৬.২.৮: জাতীয় সংসদকে দুই ভাগে (নিম্নকক্ষ ও উচ্চকক্ষ) দেখতে চাওয়া সংক্রান্ত জনমতের বিভাগ ভিত্তিক বিন্যাস**

| | জাতীয় সংসদকে দুই ভাগে দেখতে চান | জাতীয় সংসদকে দুই ভাগে দেখতে চান না | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| **বিভাগ** | **(%)** | **(%)** | **(%)** | **(%)** | **(%)** |
| বরিশাল | ৪১.৯ | ৩২.১ | ২৪.১ | ১.৯ | ১০০.০ |
| চট্টগ্রাম | ৩৭.৮ | ৪৩.৩ | ১৬.০ | ২.৯ | ১০০.০ |
| ঢাকা | ২৭.৮ | ৩৮.৯ | ২৯.৯ | ৩.৪ | ১০০.০ |
| খুলনা | ৩৮.১ | ৩৭.৯ | ২১.৪ | ২.৬ | ১০০.০ |
| ময়মনসিংহ | ৩৬.৯ | ৩৯.৭ | ২১.১ | ২.২ | ১০০.০ |
| রাজশাহী | ৩১.৮ | ৪১.৯ | ২৪.০ | ২.৩ | ১০০.০ |
| রংপুর | ৪০.১ | ৩৬.০ | ২১.৩ | ২.৬ | ১০০.০ |
| সিলেট | ৪১.৩ | ৩১.১ | ২৫.৬ | ২.০ | ১০০.০ |
| মোট | ৩৪.৮ | ৩৯.০ | ২৩.৪ | ২.৭ | ১০০.০ |

**সারণী ৬.২.৯: জাতীয় সংসদকে দুই ভাগে (নিম্নকক্ষ ও উচ্চকক্ষ) দেখতে চাওয়া সংক্রান্ত জনমতের জেলা ভিত্তিক বিন্যাস**

| | জাতীয় সংসদকে দুই ভাগে দেখতে চান | জাতীয় সংসদকে দুই ভাগে দেখতে চান না | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| **জেলা** | **(%)** | **(%)** | **(%)** | **(%)** | **(%)** |
| বাগেরহাট | ৩৬.৫ | ৩৬.৪ | ২৪.৩ | ২.৮ | ১০০.০ |
| বান্দরবান | ৪১.১ | ৩৬.৪ | ১৯.৬ | ৩.০ | ১০০.০ |
| বরগুনা | ৩৬.১ | ৩৫.৩ | ২৭.৪ | ১.২ | ১০০.০ |
| বরিশাল | ২৮.৮ | ২৪.৩ | ৪২.৪ | ৪.৪ | ১০০.০ |
| ভোলা | ৫৭.৫ | ২৯.১ | ১২.৩ | ১.১ | ১০০.০ |
| বগুড়া | ৩৭.৫ | ৩২.২ | ২৭.৫ | ২.৮ | ১০০.০ |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ১৯.১ | ৪১.০ | ৩৫.৩ | ৪.৫ | ১০০.০ |
| চাঁদপুর | ৫০.৯ | ৩০.৬ | ১৫.৫ | ৩.০ | ১০০.০ |
| চট্টগ্রাম | ৩৩.৩ | ৫২.২ | ১৩.১ | ১.৪ | ১০০.০ |
| চুয়াডাঙ্গা | ৫০.২ | ২৭.৪ | ২১.৮ | ০.৬ | ১০০.০ |
| কুমিল্লা | ৩৬.৬ | ৪৫.৬ | ১২.০ | ৫.৮ | ১০০.০ |
| কক্সবাজার | ৫৫.২ | ৩৫.৯ | ৮.৩ | ০.৬ | ১০০.০ |
| ঢাকা | ২২.১ | ৩২.২ | ৪৪.৪ | ১.২ | ১০০.০ |
| দিনাজপুর | ৩৫.৩ | ৩৪.৩ | ২৬.০ | ৪.৪ | ১০০.০ |
| ফরিদপুর | ৪২.৬ | ৪০.২ | ১৩.৩ | ৩.৯ | ১০০.০ |
| ফেনী | ৫৪.৮ | ২৬.১ | ১৭.৩ | ১.৯ | ১০০.০ |
| গাইবান্ধা | ৫৫.৩ | ৩৪.২ | ৮.২ | ২.৪ | ১০০.০ |
| গাজীপুর | ২৫.০ | ৪০.৬ | ২৭.৩ | ৭.১ | ১০০.০ |
| গোপালগঞ্জ | ৪৮.৬ | ৪৯.৭ | ১.৭ | ০.১ | ১০০.০ |
| হবিগঞ্জ | ২৪.৭ | ২১.৫ | ৪৯.৪ | ৪.৪ | ১০০.০ |
| জয়পুরহাট | ৫০.৫ | ৩৭.৮ | ১১.০ | ০.৬ | ১০০.০ |
| জামালপুর | ৪১.৩ | ৪২.০ | ১৩.৩ | ৩.৪ | ১০০.০ |
| যশোর | ৩৩.১ | ৪৪.০ | ২০.৯ | ২.১ | ১০০.০ |
| ঝালকাঠি | ৩৬.৬ | ৪০.৪ | ২১.৪ | ১.৬ | ১০০.০ |
| ঝিনাইদহ | ৪৫.৫ | ৩৭.৩ | ১৩.৪ | ৩.৭ | ১০০.০ |
| খাগড়াছড়ি | ২৮.১ | ৩২.১ | ৩৮.২ | ১.৬ | ১০০.০ |
| খুলনা | ৩৫.২ | ২৩.৯ | ৩৭.২ | ৩.৭ | ১০০.০ |
| কিশোরগঞ্জ | ২৯.৪ | ৩৩.৪ | ৩০.৮ | ৬.৪ | ১০০.০ |
| কুড়িগ্রাম | ৪২.০ | ১৮.১ | ৩৬.৩ | ৩.৬ | ১০০.০ |
| কুষ্টিয়া | ৩৭.৭ | ৪৬.৮ | ১২.৩ | ৩.১ | ১০০.০ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| লক্ষ্মীপুর | ৪১.৬ | ৩৪.৩ | ২১.০ | ৩.১ | ১০০.০ |
| লালমনিরহাট | ২৮.৪ | ৩৫.৫ | ২৮.৭ | ৭.৩ | ১০০.০ |
| মাদারীপুর | ৪৯.৩ | ৩১.২ | ১৭.৯ | ১.৬ | ১০০.০ |
| মাগুরা | ৩৩.৪ | ২৭.৩ | ৩৫.৬ | ৩.৭ | ১০০.০ |
| মানিকগঞ্জ | ১৮.২ | ৪৪.৭ | ৩২.৬ | ৪.৪ | ১০০.০ |
| মেহেরপুর | ৩৫.৬ | ৩১.৯ | ২৯.০ | ৩.৬ | ১০০.০ |
| মৌলভীবাজার | ৫৪.০ | ৩৭.৭ | ৮.০ | ০.৩ | ১০০.০ |
| মুন্সীগঞ্জ | ২৯.৮ | ২৬.৬ | ৩৭.৪ | ৬.২ | ১০০.০ |
| ময়মনসিংহ | ৩০.৪ | ৩৭.৫ | ৩০.১ | ২.০ | ১০০.০ |
| নওগাঁ | ১২.৬ | ৫৭.৪ | ২৯.৩ | ০.৭ | ১০০.০ |
| নড়াইল | ৩৪.৬ | ৩৮.১ | ২৪.২ | ৩.২ | ১০০.০ |
| নারায়ণগঞ্জ | ৩৫.৭ | ৩৬.৬ | ২১.৪ | ৬.৩ | ১০০.০ |
| নরসিংদী | ৩১.১ | ৩৮.৬ | ২৭.৮ | ২.৪ | ১০০.০ |
| নাটোর | ৩১.১ | ৫০.৯ | ১৫.৬ | ২.৪ | ১০০.০ |
| চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ৫২.৬ | ৩১.৮ | ১৫.৪ | ০.২ | ১০০.০ |
| নেত্রকোনা | ৪৫.৮ | ৫১.১ | ৩.০ | ০.১ | ১০০.০ |
| নীলফামারী | ৪৭.৪ | ২৯.৯ | ২০.৭ | ২.০ | ১০০.০ |
| নোয়াখালী | ৩৫.৩ | ৫১.৯ | ১১.৮ | ১.০ | ১০০.০ |
| পাবনা | ২৯.০ | ৪৯.৪ | ১৭.৭ | ৩.৯ | ১০০.০ |
| পঞ্চগড় | ৫০.১ | ৩৪.৮ | ১৪.১ | ১.০ | ১০০.০ |
| পটুয়াখালী | ৩৯.০ | ৩৫.৩ | ২৪.৮ | ০.৯ | ১০০.০ |
| পিরোজপুর | ৫৫.৬ | ৪১.৪ | ২.৮ | ০.২ | ১০০.০ |
| রাজশাহী | ৩২.০ | ৪৮.৬ | ১৮.৮ | ০.৬ | ১০০.০ |
| রাজবাড়ী | ২১.৭ | ৫৯.০ | ১৮.৬ | ০.৭ | ১০০.০ |
| রাঙ্গামাটি | ৫৫.৩ | ২৭.৭ | ১৪.৪ | ২.৬ | ১০০.০ |
| রংপুর | ৩৩.১ | ৪৯.৪ | ১৭.৩ | ০.৩ | ১০০.০ |
| শরীয়তপুর | ৪৭.০ | ২৭.৫ | ২১.২ | ৪.৩ | ১০০.০ |
| সাতক্ষীরা | ৪১.২ | ৫০.৩ | ৮.০ | ০.৫ | ১০০.০ |
| সিরাজগঞ্জ | ২৬.০ | ২৯.৩ | ৪০.০ | ৪.৭ | ১০০.০ |
| শেরপুর | ৪১.৭ | ৩০.৫ | ২৪.৩ | ৩.৬ | ১০০.০ |
| সুনামগঞ্জ | ৪৩.৩ | ৪৪.৭ | ১১.৮ | ০.২ | ১০০.০ |
| সিলেট | ৪৩.১ | ২৪.১ | ৩০.০ | ২.৭ | ১০০.০ |
| টাঙ্গাইল | ২১.০ | ৬৫.০ | ১২.২ | ১.৭ | ১০০.০ |
| ঠাকুরগাঁও | ২৮.৩ | ৫৩.৬ | ১৭.৮ | ০.৪ | ১০০.০ |
| মোট | ৩৪.৮ | ৩৯.০ | ২৩.৪ | ২.৭ | ১০০.০ |

**সারণী ৬.৩.১: উচ্চকক্ষের সদস্যদের কিভাবে নির্বাচন পদ্ধতি সংক্রান্ত জনমতের এলাকা ভিত্তিক বিন্যাস**

| | সব আসনে সরাসরি ভোট | সংসদ নির্বাচনে দলের পাওয়া ভোটের অনুপাতে | কিছু সদস্য সরাসরি ভোটে, কিছু সদস্য সংসদ নির্বাচনে দলের পাওয়া ভোটের অনুপাতে | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **এলাকা** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| গ্রাম | ৫৬.৬ | ৯.৫ | ৩.১ | ২৬.০ | ৪.৭ | ১০০.০ |
| শহর | ৫৪.০ | ১০.৪ | ৩.৪ | ২৮.৫ | ৩.৭ | ১০০.০ |
| মোট | ৫৫.৮ | ৯.৮ | ৩.২ | ২৬.৮ | ৪.৪ | ১০০.০ |

**সারণী ৬.৩.২: উচ্চকক্ষের সদস্যদের কিভাবে নির্বাচন পদ্ধতি সংক্রান্ত জনমতের লিঙ্গ ভিত্তিক বিন্যাস**

| | সব আসনে সরাসরি ভোট | সংসদ নির্বাচনে দলের পাওয়া ভোটের অনুপাতে | কিছু সদস্য সরাসরি ভোটে, কিছু সদস্য সংসদ নির্বাচনে দলের পাওয়া ভোটের অনুপাতে | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **লিঙ্গ** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| পুরুষ | ৫৮.০ | ১০.৬ | ৩.৪ | ২৩.৬ | ৪.৩ | ১০০.০ |
| মহিলা | ৫৪.১ | ৯.১ | ৩.১ | ২৯.২ | ৪.৫ | ১০০.০ |
| হিজড়া/তৃতীয় লিঙ্গ | | | | ১০০.০ | | ১০০.০ |
| মোট | ৫৫.৮ | ৯.৮ | ৩.২ | ২৬.৮ | ৪.৪ | ১০০.০ |

**সারণী ৬.৩.৩: উচ্চকক্ষের সদস্যদের কিভাবে নির্বাচন পদ্ধতি সংক্রান্ত জনমতের বয়স ভিত্তিক বিন্যাস**

| | সব আসনে সরাসরি ভোট | সংসদ নির্বাচনে দলের পাওয়া ভোটের অনুপাতে | কিছু সদস্য সরাসরি ভোটে, কিছু সদস্য সংসদ নির্বাচনে দলের পাওয়া ভোটের অনুপাতে | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **বয়স** | **(%)** | **(%)** | **(%)** | **(%)** | **(%)** | **(%)** |
| ১৮-২৪ | ৫৬.৪ | ৯.১ | ৩.২ | ২৭.৭ | ৩.৬ | ১০০.০ |
| ২৫-৩৪ | ৫৬.২ | ১০.২ | ৩.৪ | ২৫.৪ | ৪.৮ | ১০০.০ |
| ৩৫-৪৪ | ৫৫.৬ | ৯.৮ | ৩.৩ | ২৬.৮ | ৪.৪ | ১০০.০ |
| ৪৫-৫৪ | ৫৬.৮ | ১১.০ | ৩.৩ | ২৪.৯ | ৪.০ | ১০০.০ |
| ৫৫-৬৪ | ৫৩.২ | ৮.৬ | ২.৯ | ৩০.৮ | ৪.৫ | ১০০.০ |
| ৬৫-৭৫ | ৫৫.৪ | ৮.৮ | ২.৭ | ২৮.০ | ৫.১ | ১০০.০ |
| মোট | ৫৫.৮ | ৯.৮ | ৩.২ | ২৬.৮ | ৪.৪ | ১০০.০ |

**সারণী ৬.৩.৪: উচ্চকক্ষের সদস্যদের কিভাবে নির্বাচন করা উচিত সংক্রান্ত জনমতের শিক্ষাগত যোগ্যতা ভিত্তিক বিন্যাস**

| | সব আসনে সরাসরি ভোট | সংসদ নির্বাচনে দলের পাওয়া ভোটের অনুপাতে | কিছু সদস্য সরাসরি ভোটে, কিছু সদস্য সংসদ নির্বাচনে দলের পাওয়া ভোটের অনুপাতে | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **শিক্ষাগত যোগ্যতা** | **(%)** | **(%)** | **(%)** | **(%)** | **(%)** | **(%)** |
| কখনও স্কুল/মাদ্রাসায় যায়নি | ৫১.৬ | ৮.০ | ২.৪ | ৩২.৯ | ৫.০ | ১০০.০ |
| প্রাথমিক | ৫৬.৪ | ৯.১ | ৩.১ | ২৭.৫ | ৩.৯ | ১০০.০ |
| মাধ্যমিক | ৫৬.৯ | ১০.২ | ৩.২ | ২৫.১ | ৪.৬ | ১০০.০ |
| উচ্চ মাধ্যমিক | ৫৮.১ | ১০.৮ | ৪.৬ | ২২.৭ | ৩.৮ | ১০০.০ |
| ডিপ্লোমা | ৫১.৭ | ২৫.৩ | ৪.৯ | ১৫.৯ | ২.১ | ১০০.০ |
| সেবিকা/ধাত্রীবিদ্যা | ৬২.১ | ২০.৫ | | ১৭.৪ | | ১০০.০ |
| স্নাতক/স্নাতকোত্তর | ৫৯.১ | ১৫.৭ | ৫.৩ | ১৫.৭ | ৪.২ | ১০০.০ |
| ডাক্তার | ৭৫.৭ | ১০.২ | ১.০ | ৩.৯ | ৯.২ | ১০০.০ |
| প্রকৌশল | ৬৬.৪ | ৯.২ | | ২৩.৬ | ০.৮ | ১০০.০ |
| মোট | ৫৫.৮ | ৯.৮ | ৩.২ | ২৬.৮ | ৪.৪ | ১০০.০ |

**সারণী ৬.৩.৫: উচ্চকক্ষের সদস্যদের কিভাবে নির্বাচন পদ্ধতি সংক্রান্ত জনমতের কর্মের সেক্টর ভিত্তিক বিন্যাস**

| | সব আসনে সরাসরি ভোট | সংসদ নির্বাচনে দলের পাওয়া ভোটের অনুপাতে | কিছু সদস্য সরাসরি ভোটে, কিছু সদস্য সংসদ নির্বাচনে দলের পাওয়া ভোটের অনুপাতে | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **সেক্টর** | **(%)** | **(%)** | **(%)** | **(%)** | **(%)** | **(%)** |
| কৃষি | ৫৮.১ | ১০.৬ | ২.৭ | ২৪.৪ | ৪.২ | ১০০.০ |
| শিল্প | ৫৫.৯ | ১০.৪ | ৩.৪ | ২৫.২ | ৫.১ | ১০০.০ |
| সেবা | ৫৭.১ | ১০.২ | ৩.৮ | ২৪.৮ | ৪.০ | ১০০.০ |
| মোট | ৫৭.৩ | ১০.৪ | ৩.৪ | ২৪.৭ | ৪.২ | ১০০.০ |

**সারণী ৬.৩.৬: উচ্চকক্ষের সদস্যদের কিভাবে নির্বাচন পদ্ধতি সংক্রান্ত জনমতের পেশা ভিত্তিক বিন্যাস**

| | সব আসনে সরাসরি ভোট | সংসদ নির্বাচনে দলের পাওয়া ভোটের অনুপাতে | কিছু সদস্য সরাসরি ভোটে, কিছু সদস্য সংসদ নির্বাচনে দলের পাওয়া ভোটের অনুপাতে | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **পেশা/কাজের মর্যাদা** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| কৃষিকাজ | ৫৯.০ | ১০.১ | ২.৯ | ২৩.৬ | ৪.৪ | ১০০.০ |
| ব্যবসা | ৫৯.২ | ১১.৪ | ৩.৭ | ২১.০ | ৪.৭ | ১০০.০ |
| বেসরকারি চাকরি (এক্সিকিউটিভ) | ৫৬.৪ | ১২.২ | ৬.৬ | ২১.৭ | ৩.০ | ১০০.০ |
| বেসরকারি চাকরি (অন্যান্য) | ৫৪.৫ | ১২.৬ | ৪.২ | ২৪.৬ | ৪.০ | ১০০.০ |
| সরকারি চাকরি (৯ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব | ৬৭.৪ | ১৮.৫ | ৪.৬ | ৬.৭ | ২.৭ | ১০০.০ |
| সরকারি চাকরি (১০ - ২০তম গ্রেড) | ৫৫.৩ | ৯.৩ | ২.৫ | ২৩.৭ | ৯.২ | ১০০.০ |
| বেসরকারি শিক্ষক | ৬৮.০ | ১৩.১ | ৩.৮ | ১৩.২ | ২.০ | ১০০.০ |
| সরকারি শিক্ষক | ৬৫.১ | ২০.৭ | ৪.১ | ৮.১ | ২.০ | ১০০.০ |
| শ্রমিক/মজুর | ৫৬.৫ | ৯.১ | ৩.১ | ২৮.৩ | ৩.০ | ১০০.০ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| গার্মেন্টস কর্মী | ৫৩.৯ | ৭.৫ | ৪.৭ | ২৯.১ | ৪.৮ | ১০০.০ |
| রিক্সা/ভ্যান চালক | ৫৫.৪ | ১১.৩ | ৪.০ | ২৩.৪ | ৬.০ | ১০০.০ |
| পরিবহন শ্রমিক(ড্রাইভার, হেল্পার, সুপারভাইজার) | ৫৮.৮ | ১০.৯ | ৩.২ | ১৯.৯ | ৭.২ | ১০০.০ |
| হোটেল/রেস্টুরেন্ট কর্মী | ৪৮.৭ | ১২.৮ | ২.৭ | ৩৩.৭ | ২.১ | ১০০.০ |
| গৃহকর্মী | ৫৩.১ | ২.৭ | ১.৫ | ৪০.৯ | ১.৮ | ১০০.০ |
| ছাত্র | ৬১.৪ | ৮.৮ | ৪.৮ | ২১.৪ | ৩.৬ | ১০০.০ |
| বেকার | ৫৫.৪ | ১১.৩ | ২.৮ | ২৭.২ | ৩.২ | ১০০.০ |
| অবসরপ্রাপ্ত/বয়স্ক | ৫৩.১ | ৮.৮ | ৩.৮ | ৩০.১ | ৪.২ | ১০০.০ |
| গৃহিণী | ৫৪.৩ | ৯.৩ | ৩.০ | ২৮.৭ | ৪.৭ | ১০০.০ |
| অন্যান্য | ৫৩.৮ | ১০.৭ | ১.৪ | ২৭.৩ | ৬.৯ | ১০০.০ |
| মোট | ৫৫.৮ | ৯.৮ | ৩.২ | ২৬.৮ | ৪.৪ | ১০০.০ |

**সারণী ৬.৩.৭: উচ্চকক্ষের সদস্যদের কিভাবে নির্বাচন পদ্ধতি সংক্রান্ত জনমতের ধর্মীয় বিশ্বাস ভিত্তিক বিন্যাস**

| | সব আসনে সরাসরি ভোট | সংসদ নির্বাচনে দলের পাওয়া ভোটের অনুপাতে | কিছু সদস্য সরাসরি ভোটে, কিছু সদস্য সংসদ নির্বাচনে দলের পাওয়া ভোটের অনুপাতে | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ধর্ম** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| মুসলমান | ৫৬.০ | ৯.৯ | ৩.২ | ২৬.৬ | ৪.৩ | ১০০.০ |
| হিন্দু | ৫৩.৪ | ৯.০ | ৩.৪ | ২৮.৬ | ৫.৬ | ১০০.০ |
| খ্রিষ্টান | ৫৮.৫ | ৪.৮ | ০.৮ | ৩১.৫ | ৪.৪ | ১০০.০ |
| বৌদ্ধ | ৫০.৮ | ৯.৯ | ২.০ | ৩৫.৯ | ১.৪ | ১০০.০ |
| অন্যান্য | ৪৮.৬ | ১৬.৭ | | ৩৪.৭ | | ১০০.০ |
| মোট | ৫৫.৮ | ৯.৮ | ৩.২ | ২৬.৮ | ৪.৪ | ১০০.০ |

**সারণী ৬.৩.৮: উচ্চকক্ষের সদস্যদের কিভাবে নির্বাচন পদ্ধতি সংক্রান্ত জনমতের বিভাগ ভিত্তিক বিন্যাস**

| | সব আসনে সরাসরি ভোট | সংসদ নির্বাচনে দলের পাওয়া ভোটের অনুপাতে | কিছু সদস্য সরাসরি ভোটে, কিছু সদস্য সংসদ নির্বাচনে দলের পাওয়া ভোটের অনুপাতে | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **বিভাগ** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| বরিশাল | ৫৯.৮ | ১০.৭ | ৬.১ | ২০.৪ | ২.৯ | ১০০.০ |
| চট্টগ্রাম | ৫৭.৪ | ১৪.১ | ৩.৪ | ১৯.৮ | ৫.২ | ১০০.০ |
| ঢাকা | ৪৮.৪ | ৬.৯ | ২.৬ | ৩৭.৬ | ৪.৫ | ১০০.০ |
| খুলনা | ৬৪.১ | ৬.২ | ৩.৫ | ২১.০ | ৫.৩ | ১০০.০ |
| ময়মনসিংহ | ৫৮.২ | ১০.৪ | ১.৮ | ২৫.১ | ৪.৫ | ১০০.০ |
| রাজশাহী | ৫৯.০ | ৮.০ | ২.৯ | ২৫.৮ | ৪.৩ | ১০০.০ |
| রংপুর | ৫৬.০ | ১৪.৬ | ৩.৯ | ২২.১ | ৩.৪ | ১০০.০ |
| সিলেট | ৫৫.৬ | ৯.৮ | ৩.৫ | ২৭.৮ | ৩.৩ | ১০০.০ |
| মোট | ৫৫.৮ | ৯.৮ | ৩.২ | ২৬.৮ | ৪.৪ | ১০০.০ |

**সারণী ৬.৩.৯: উচ্চকক্ষের সদস্যদের কিভাবে নির্বাচন পদ্ধতি সংক্রান্ত জনমতের জেলা ভিত্তিক বিন্যাস**

| | সব আসনে সরাসরি ভোট | সংসদ নির্বাচনে দলের পাওয়া ভোটের অনুপাতে | কিছু সদস্য সরাসরি ভোটে, কিছু সদস্য সংসদ নির্বাচনে দলের পাওয়া ভোটের অনুপাতে | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **জেলা** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| বাগেরহাট | ৬৩.০ | ৫.০ | ৩.২ | ২৩.২ | ৫.৬ | ১০০.০ |
| বান্দরবান | ৫০.২ | ৭.৯ | ৯.১ | ২৮.২ | ৪.৬ | ১০০.০ |
| বরগুনা | ৫২.০ | ৬.৫ | ৬.২ | ৩২.৯ | ২.৪ | ১০০.০ |
| বরিশাল | ৪৯.৮ | ৮.২ | ৫.৬ | ২৯.৯ | ৬.৫ | ১০০.০ |
| ভোলা | ৬৭.১ | ১৬.০ | ৭.৮ | ৮.৯ | ০.২ | ১০০.০ |
| বগুড়া | ৬৩.৪ | ৮.৯ | ০.৬ | ২১.৭ | ৪.৯ | ১০০.০ |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ২৭.১ | ১৬.৬ | ২.৬ | ৪৭.২ | ৬.৬ | ১০০.০ |
| চাঁদপুর | ৭০.০ | ৯.৮ | ৬.৮ | ৮.৫ | ৪.৮ | ১০০.০ |
| চট্টগ্রাম | ৫৯.২ | ১৩.৮ | ২.৯ | ১৯.৮ | ৪.২ | ১০০.০ |
| চুয়াডাঙ্গা | ৭০.৬ | ৫.৮ | ০.৭ | ২২.০ | ১.০ | ১০০.০ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| কুমিল্লা | ৫৯.৮ | ১২.১ | ২.৯ | ১৫.৯ | ৯.৩ | ১০০.০ |
| কক্সবাজার | ৬৫.০ | ২২.০ | ০.৭ | ১০.২ | ২.১ | ১০০.০ |
| ঢাকা | ৩৭.৫ | ৫.৩ | ১.৬ | ৫৩.৯ | ১.৭ | ১০০.০ |
| দিনাজপুর | ৫১.৬ | ১০.৯ | ২.৫ | ২৯.৯ | ৫.১ | ১০০.০ |
| ফরিদপুর | ৬৩.১ | ১১.১ | ৩.৫ | ১৯.৮ | ২.৫ | ১০০.০ |
| ফেনী | ৫২.২ | ২১.০ | ৫.২ | ১৬.০ | ৫.৬ | ১০০.০ |
| গাইবান্ধা | ৫৬.০ | ২৯.১ | ৪.৪ | ৭.৩ | ৩.২ | ১০০.০ |
| গাজীপুর | ৫৩.০ | ৪.১ | ৪.৪ | ২৮.৭ | ৯.৮ | ১০০.০ |
| গোপালগঞ্জ | ৯২.২ | ৬.৬ | | ০.৬ | ০.৬ | ১০০.০ |
| হবিগঞ্জ | ৩৩.৫ | ১.৩ | ৪.৩ | ৫৩.৭ | ৭.২ | ১০০.০ |
| জয়পুরহাট | ৮০.২ | ৫.১ | ১.৭ | ১১.০ | ২.০ | ১০০.০ |
| জামালপুর | ৬৪.৬ | ১৩.০ | ১.৩ | ১৮.১ | ৩.১ | ১০০.০ |
| যশোর | ৫৯.৩ | ৬.৮ | ৮.৫ | ২০.৬ | ৪.৯ | ১০০.০ |
| ঝালকাঠি | ৫২.২ | ১৭.৪ | ২.০ | ২৫.৮ | ২.৬ | ১০০.০ |
| ঝিনাইদহ | ৭৩.৬ | ৮.৩ | ৪.৪ | ৮.৫ | ৫.২ | ১০০.০ |
| খাগড়াছড়ি | ৪১.৭ | ৬.৭ | ২.২ | ৪৭.২ | ২.২ | ১০০.০ |
| খুলনা | ৪৭.৩ | ৪.৭ | ২.৪ | ৩৮.৮ | ৬.৮ | ১০০.০ |
| কিশোরগঞ্জ | ৫৮.৮ | ৪.৯ | ২.০ | ২৮.৩ | ৬.০ | ১০০.০ |
| কুড়িগ্রাম | ৬২.২ | ১১.৬ | ২.৮ | ২০.৭ | ২.৭ | ১০০.০ |
| কুষ্টিয়া | ৭৫.৩ | ৫.৬ | ২.১ | ১০.৭ | ৬.৪ | ১০০.০ |
| লক্ষীপুর | ৬২.৮ | ১২.২ | ৩.১ | ১৬.৫ | ৫.৫ | ১০০.০ |
| লালমনিরহাট | ৩৭.৯ | ৪.৬ | ৪.৮ | ৪২.০ | ১০.৭ | ১০০.০ |
| মাদারীপুর | ৬৫.১ | ১৪.৮ | ২.৩ | ১৪.৫ | ৩.৪ | ১০০.০ |
| মাগুরা | ৬০.২ | ৫.৮ | ০.৮ | ২২.৬ | ১০.৭ | ১০০.০ |
| মানিকগঞ্জ | ৩৩.৩ | ৫.০ | ১.১ | ৫১.০ | ৯.৫ | ১০০.০ |
| মেহেরপুর | ৫৪.০ | ৫.৯ | ৪.৬ | ২৮.৭ | ৬.৮ | ১০০.০ |
| মৌলভীবাজার | ৬৭.৪ | ২০.৭ | ৫.৩ | ৫.২ | ১.৪ | ১০০.০ |
| মুন্সীগঞ্জ | ৩৩.৩ | ৭.৬ | ৩.৯ | ৪৭.৬ | ৭.৬ | ১০০.০ |
| ময়মনসিংহ | ৫১.২ | ৪.৬ | ১.৩ | ৩৬.৮ | ৬.০ | ১০০.০ |
| নওগাঁ | ৪৬.৯ | ৪.৯ | ২.৮ | ৪৩.৪ | ২.১ | ১০০.০ |
| নড়াইল | ৬৬.২ | ৩.৬ | ১.৬ | ২৩.২ | ৫.৪ | ১০০.০ |
| নারায়ণগঞ্জ | ৫১.৬ | ৯.৮ | ৪.২ | ২৬.৬ | ৭.৮ | ১০০.০ |
| নরসিংদী | ৪৯.১ | ৫.৩ | ৫.৭ | ৩৬.০ | ৪.০ | ১০০.০ |
| নাটোর | ৫৯.২ | ৭.২ | ৩.৩ | ২৪.২ | ৬.০ | ১০০.০ |
| চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ৭৩.৩ | ১২.৬ | ১.৭ | ১১.৬ | ০.৮ | ১০০.০ |
| নেত্রকোনা | ৭৯.০ | ১৪.১ | ১.৯ | ৩.২ | ১.৯ | ১০০.০ |
| নীলফামারী | ৬৫.৬ | ৯.১ | ২.৫ | ২০.৩ | ২.৬ | ১০০.০ |
| নোয়াখালী | ৬২.৬ | ১৪.৩ | ২.৯ | ১৮.৭ | ১.৫ | ১০০.০ |
| পাবনা | ৪৯.১ | ৬.৪ | ৫.৩ | ৩০.৩ | ৮.৯ | ১০০.০ |
| পঞ্চগড় | ৬১.০ | ১৮.৩ | ১.৬ | ১৬.২ | ২.৯ | ১০০.০ |
| পটুয়াখালী | ৬০.৮ | ৮.০ | ৮.৬ | ২০.৪ | ২.২ | ১০০.০ |
| পিরোজপুর | ৮২.২ | ১১.৮ | ২.৫ | ৩.২ | ০.৩ | ১০০.০ |
| রাজশাহী | ৫৭.০ | ১০.৮ | ৭.৭ | ২১.৯ | ২.৬ | ১০০.০ |
| রাজবাড়ী | ৫৪.১ | ৯.৮ | ১.৯ | ৩০.৬ | ৩.৭ | ১০০.০ |
| রাঙ্গামাটি | ৬৫.৫ | ১৪.৬ | ৪.২ | ১৩.৭ | ২.০ | ১০০.০ |
| রংপুর | ৫৯.০ | ১৩.৬ | ৬.২ | ২০.৬ | ০.৭ | ১০০.০ |
| শরীয়তপুর | ৬৭.১ | ১০.৮ | ১.৫ | ১৫.৩ | ৫.৩ | ১০০.০ |
| সাতক্ষীরা | ৮০.১ | ৮.৮ | ২.৫ | ৭.১ | ১.৫ | ১০০.০ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| সিরাজগঞ্জ | ৫২.৮ | ৬.৭ | ১.৮ | ৩৪.০ | ৪.৬ | ১০০.০ |
| শেরপুর | ৫৪.২ | ২১.৬ | ৩.৬ | ১৬.৭ | ৩.৯ | ১০০.০ |
| সুনামগঞ্জ | ৬৭.২ | ১৮.৫ | ১.৪ | ১২.৯ | | ১০০.০ |
| সিলেট | ৫৯.৩ | ৫.৮ | ২.৯ | ২৮.৮ | ৩.২ | ১০০.০ |
| টাঙ্গাইল | ৫৮.৩ | ১৪.৫ | ১.০ | ২৪.৬ | ১.৬ | ১০০.০ |
| ঠাকুরগাঁও | ৪২.১ | ১৭.৩ | ৮.৬ | ৩১.০ | ০.৯ | ১০০.০ |
| মোট | ৫৫.৮ | ৯.৮ | ৩.২ | ২৬.৮ | ৪.৪ | ১০০.০ |

**সারণী ৬.৪.১: সংসদ সদস্যদের দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা সংক্রান্ত জনমতের এলাকা ভিত্তিক বিন্যাস**

| | দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা উচিত | দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| **এলাকা** | **(%)** | **(%)** | **(%)** | **(%)** | **(%)** |
| গ্রাম | ৮২.৬ | ৬.৯ | ৮.৯ | ১.৬ | ১০০.০ |
| শহর | ৮৪.৭ | ৭.০ | ৭.২ | ১.১ | ১০০.০ |
| মোট | ৮৩.৩ | ৬.৯ | ৮.৩ | ১.৪ | ১০০.০ |

**সারণী ৬.৪.২: সংসদ সদস্যদের দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা সংক্রান্ত জনমতের লিঙ্গ ভিত্তিক বিন্যাস**

| | দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা উচিত | দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| **লিঙ্গ** | **(%)** | **(%)** | **(%)** | **(%)** | **(%)** |
| পুরুষ | ৮৪.৫ | ৬.৮ | ৭.৫ | ১.২ | ১০০.০ |
| মহিলা | ৮২.৩ | ৭.১ | ৯.০ | ১.৬ | ১০০.০ |
| হিজড়া/তৃতীয় লিঙ্গ | ৩৬.৩ | ৬৩.৭ | | | ১০০.০ |
| মোট | ৮৩.৩ | ৬.৯ | ৮.৩ | ১.৪ | ১০০.০ |

**সারণী ৬.৪.৩: সংসদ সদস্যদের দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা সংক্রান্ত জনমতের বয়স ভিত্তিক বিন্যাস**

| | দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা উচিত | দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| **বয়স** | **(%)** | **(%)** | **(%)** | **(%)** | **(%)** |
| ১৮-২৪ | ৮৩.৮ | ৬.৭ | ৮.১ | ১.৪ | ১০০.০ |
| ২৫-৩৪ | ৮৪.৪ | ৬.৮ | ৭.৪ | ১.৪ | ১০০.০ |
| ৩৫-৪৪ | ৮৩.৭ | ৭.১ | ৭.৭ | ১.৪ | ১০০.০ |
| ৪৫-৫৪ | ৮২.৭ | ৭.৭ | ৮.৪ | ১.৩ | ১০০.০ |
| ৫৫-৬৪ | ৮২.০ | ৬.২ | ১০.১ | ১.৬ | ১০০.০ |
| ৬৫-৭৫ | ৮০.২ | ৬.৮ | ১১.২ | ১.৮ | ১০০.০ |
| মোট | ৮৩.৩ | ৬.৯ | ৮.৩ | ১.৪ | ১০০.০ |

**সারণী ৬.৪.৪: সংসদ সদস্যদের দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা সংক্রান্ত জনমতের শিক্ষাগত যোগ্যতা ভিত্তিক বিন্যাস**

| | দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা উচিত | দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| **শিক্ষাগত যোগ্যতা** | **(%)** | **(%)** | **(%)** | **(%)** | **(%)** |
| কখনও স্কুল/মাদ্রাসায় যায়নি | ৭৮.৪ | ৬.৯ | ১৩.১ | ১.৭ | ১০০.০ |
| প্রাথমিক | ৮২.৭ | ৭.৪ | ৮.৫ | ১.৫ | ১০০.০ |
| মাধ্যমিক | ৮৪.৬ | ৭.১ | ৬.৯ | ১.৪ | ১০০.০ |
| উচ্চ মাধ্যমিক | ৮৭.৯ | ৬.৬ | ৪.৫ | ১.০ | ১০০.০ |
| ডিপ্লোমা | ৯১.৬ | ৪.১ | ২.৭ | ১.৫ | ১০০.০ |
| সেবিকা/ধাত্রীবিদ্যা | ৭৯.৩ | ১৭.৯ | ২.১ | ০.৭ | ১০০.০ |
| স্নাতক/স্নাতকোত্তর | ৮৯.২ | ৫.৪ | ৪.৪ | ১.০ | ১০০.০ |
| ডাক্তার | ৯৩.২ | | ৩.২ | ৩.৬ | ১০০.০ |
| প্রকৌশল | ৯৯.০ | ১.০ | | | ১০০.০ |
| মোট | ৮৩.৩ | ৬.৯ | ৮.৩ | ১.৪ | ১০০.০ |

| সারণী ৬.৪.৫: সংসদ সদস্যদের দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা সংক্রান্ত জনমতের সেক্টর ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা উচিত | দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| **সেক্টর** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| কৃষি | ৮২.১ | ৭.৪ | ৯.১ | ১.৪ | ১০০.০ |
| শিল্প | ৮৪.৭ | ৭.৫ | ৬.৭ | ১.১ | ১০০.০ |
| সেবা | ৮৫.৬ | ৬.১ | ৭.১ | ১.২ | ১০০.০ |
| মোট | ৮৪.৩ | ৬.৭ | ৭.৭ | ১.২ | ১০০.০ |

| সারণী ৬.৪.৬: সংসদ সদস্যদের দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা সংক্রান্ত জনমতের পেশা ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা উচিত | দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| **পেশা/কাজের মর্যাদা** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| কৃষিকাজ | ৮২.২ | ৭.৪ | ৮.৯ | ১.৫ | ১০০.০ |
| ব্যবসা | ৮৬.০ | ৬.৬ | ৬.০ | ১.৪ | ১০০.০ |
| বেসরকারি চাকরি (এক্সিকিউটিভ) | ৮৪.৫ | ৯.৪ | ৩.৮ | ২.৪ | ১০০.০ |
| বেসরকারি চাকরি (অন্যান্য) | ৮৭.৫ | ৫.৭ | ৫.৭ | ১.০ | ১০০.০ |
| সরকারি চাকরি (৯ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব | ৮৭.৮ | ৫.৪ | ৫.৯ | ০.৯ | ১০০.০ |
| সরকারি চাকরি (১০ - ২০তম গ্রেড) | ৮৭.৬ | ৪.১ | ৮.০ | ০.৩ | ১০০.০ |
| বেসরকারি শিক্ষক | ৮৯.৯ | ৫.৬ | ৩.৬ | ০.৯ | ১০০.০ |
| সরকারি শিক্ষক | ৯০.২ | ৭.০ | ২.১ | ০.৭ | ১০০.০ |
| শ্রমিক/মজুর | ৮৪.২ | ৬.০ | ৯.১ | ০.৮ | ১০০.০ |
| গার্মেন্টস কর্মী | ৮৫.৩ | ৭.৭ | ৬.৬ | ০.৪ | ১০০.০ |
| রিক্সা/ভ্যান চালক | ৮৪.০ | ৬.৭ | ৭.৫ | ১.৮ | ১০০.০ |
| পরিবহন শ্রমিক(ড্রাইভার, হেল্পার, সুপারভাইজার) | ৮৬.২ | ৫.১ | ৭.০ | ১.৭ | ১০০.০ |
| হোটেল/রেস্টুরেন্ট কর্মী | ৮৫.৪ | ৪.৯ | ৮.৫ | ১.২ | ১০০.০ |
| গৃহকর্মী | ৭৬.১ | ৬.৫ | ১৬.০ | ১.৪ | ১০০.০ |
| ছাত্র | ৮৪.৬ | ৭.৮ | ৬.৩ | ১.৩ | ১০০.০ |
| বেকার | ৮৪.২ | ৬.০ | ৮.৭ | ১.১ | ১০০.০ |
| অবসরপ্রাপ্ত/বয়স্ক | ৮২.৩ | ৫.৭ | ১০.১ | ১.৯ | ১০০.০ |
| গৃহিণী | ৮২.৩ | ৭.২ | ৮.৯ | ১.৬ | ১০০.০ |
| অন্যান্য | ৮০.৫ | ৯.৮ | ৮.৭ | ১.০ | ১০০.০ |
| মোট | ৮৩.৩ | ৬.৯ | ৮.৩ | ১.৪ | ১০০.০ |

| সারণী ৬.৪.৭: সংসদ সদস্যদের দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার সংক্রান্ত জনমতের ধর্মীয় বিশ্বাস ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা উচিত | দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| **ধর্ম** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| মুসলমান | ৮৩.৪ | ৭.০ | ৮.২ | ১.৪ | ১০০.০ |
| হিন্দু | ৮২.৩ | ৬.৩ | ৯.৬ | ১.৮ | ১০০.০ |
| খ্রিষ্টান | ৭৭.৮ | ১২.৫ | ৯.১ | ০.৬ | ১০০.০ |
| বৌদ্ধ | ৮৪.২ | ৩.২ | ১১.৩ | ১.৩ | ১০০.০ |
| অন্যান্য | ৬০.৬ | ৩.২ | ৩৬.২ | | ১০০.০ |
| মোট | ৮৩.৩ | ৬.৯ | ৮.৩ | ১.৪ | ১০০.০ |

| সারণী ৬.৪.৮: সংসদ সদস্যদের দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা সংক্রান্ত জনমতের বিভাগ ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা উচিত | দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| **বিভাগ** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| বরিশাল | ৮২.৩ | ৭.৯ | ৮.৬ | ১.৩ | ১০০.০ |
| চট্টগ্রাম | ৮৬.২ | ৭.১ | ৪.৯ | ১.৮ | ১০০.০ |
| ঢাকা | ৮২.৩ | ৭.৭ | ৮.৯ | ১.২ | ১০০.০ |
| খুলনা | ৮৬.৪ | ৪.৭ | ৭.৩ | ১.৬ | ১০০.০ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ময়মনসিংহ | ৮৩.৮ | ৬.৪ | ৮.৪ | ১.৪ | ১০০.০ |
| রাজশাহী | ৮২.৮ | ৬.৯ | ৯.১ | ১.৩ | ১০০.০ |
| রংপুর | ৮১.৯ | ৬.৫ | ১০.২ | ১.৪ | ১০০.০ |
| সিলেট | ৭৫.৫ | ৮.৩ | ১৪.৪ | ১.৯ | ১০০.০ |
| মোট | ৮৩.৩ | ৬.৯ | ৮.৩ | ১.৪ | ১০০.০ |

**সারণী ৬.৪.৯: সংসদ সদস্যদের দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা সংক্রান্ত জনমতের জেলা ভিত্তিক বিন্যাস**

| | দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা উচিত | দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| **জেলা** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| বাগেরহাট | ৯২.৩ | ১.৯ | ৪.৯ | ০.৯ | ১০০.০ |
| বান্দরবান | ৭৫.৯ | ১২.২ | ১১.২ | ০.৭ | ১০০.০ |
| বরগুনা | ৮৭.০ | ৭.৮ | ৪.৭ | ০.৪ | ১০০.০ |
| বরিশাল | ৭২.৪ | ৯.৫ | ১৫.৫ | ২.৭ | ১০০.০ |
| ভোলা | ৮১.৪ | ৯.৫ | ৮.৫ | ০.৬ | ১০০.০ |
| বগুড়া | ৮৭.১ | ৫.১ | ৬.৪ | ১.৪ | ১০০.০ |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ৬৯.০ | ১১.৯ | ১৬.০ | ৩.০ | ১০০.০ |
| চাঁদপুর | ৮৫.৮ | ৯.৩ | ৩.৪ | ১.৫ | ১০০.০ |
| চট্টগ্রাম | ৯২.৯ | ২.৫ | ৪.০ | ০.৬ | ১০০.০ |
| চুয়াডাঙ্গা | ৮৮.৪ | ১.৬ | ৯.৫ | ০.৫ | ১০০.০ |
| কুমিল্লা | ৮২.৪ | ১২.২ | ১.৩ | ৪.২ | ১০০.০ |
| কক্সবাজার | ৯৩.২ | ৩.৯ | ২.৩ | ০.৭ | ১০০.০ |
| ঢাকা | ৮৬.৯ | ৪.৬ | ৮.৪ | ০.২ | ১০০.০ |
| দিনাজপুর | ৭৯.৮ | ৩.৭ | ১৪.৭ | ১.৭ | ১০০.০ |
| ফরিদপুর | ৮৩.৪ | ৭.১ | ৮.০ | ১.৪ | ১০০.০ |
| ফেনী | ৮৫.০ | ৪.৮ | ৯.৩ | ১.০ | ১০০.০ |
| গাইবান্ধা | ৮৭.৯ | ৬.৮ | ৪.০ | ১.২ | ১০০.০ |
| গাজীপুর | ৭০.৭ | ১১.৪ | ১৬.১ | ১.৮ | ১০০.০ |
| গোপালগঞ্জ | ৯৩.৩ | ৬.০ | ০.৭ | ০.১ | ১০০.০ |
| হবিগঞ্জ | ৫৫.৬ | ৬.৪ | ৩২.১ | ৫.৯ | ১০০.০ |
| জয়পুরহাট | ৯৩.৫ | ৪.৭ | ১.৪ | ০.৪ | ১০০.০ |
| জামালপুর | ৮৭.৬ | ৫.৪ | ৬.১ | ০.৯ | ১০০.০ |
| যশোর | ৮৭.০ | ৫.১ | ৬.৭ | ১.২ | ১০০.০ |
| ঝালকাঠি | ৮৪.০ | ৬.১ | ৯.০ | ০.৯ | ১০০.০ |
| ঝিনাইদহ | ৮৩.৯ | ৯.২ | ৫.০ | ১.৯ | ১০০.০ |
| খাগড়াছড়ি | ৮৬.৬ | ৫.৪ | ৭.৭ | ০.৩ | ১০০.০ |
| খুলনা | ৭৮.৫ | ৪.৪ | ১৪.১ | ৩.০ | ১০০.০ |
| কিশোরগঞ্জ | ৭৭.৫ | ৭.৯ | ১২.৩ | ২.২ | ১০০.০ |
| কুড়িগ্রাম | ৭৭.৬ | ৩.৫ | ১৫.৯ | ৩.০ | ১০০.০ |
| কুষ্টিয়া | ৯০.৬ | ৩.৪ | ৪.৭ | ১.৩ | ১০০.০ |
| লক্ষ্মীপুর | ৮৩.৯ | ৬.৯ | ৭.৬ | ১.৫ | ১০০.০ |
| লালমনিরহাট | ৮৬.৩ | ৫.৩ | ৭.২ | ১.৩ | ১০০.০ |
| মাদারীপুর | ৮৮.৪ | ৯.৫ | ১.৮ | ০.৪ | ১০০.০ |
| মাগুরা | ৮০.৮ | ৪.৭ | ১০.৫ | ৩.৯ | ১০০.০ |
| মানিকগঞ্জ | ৮০.৫ | ৮.৭ | ৮.৪ | ২.৪ | ১০০.০ |
| মেহেরপুর | ৮১.৯ | ৭.৪ | ৭.৭ | ৩.০ | ১০০.০ |
| মৌলভীবাজার | ৯১.৩ | ৭.২ | ১.৪ | ০.১ | ১০০.০ |
| মুন্সীগঞ্জ | ৮৫.৪ | ৩.৮ | ৮.৬ | ২.১ | ১০০.০ |
| ময়মনসিংহ | ৮১.৩ | ৫.২ | ১১.৯ | ১.৬ | ১০০.০ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| নওগাঁ | ৬৯.৩ | ১৪.২ | ১৬.২ | ০.৩ | ১০০.০ |
| নড়াইল | ৭৮.২ | ৩.৭ | ১৫.০ | ৩.০ | ১০০.০ |
| নারায়ণগঞ্জ | ৮৬.৮ | ৫.৩ | ৫.৯ | ২.০ | ১০০.০ |
| নরসিংদী | ৭১.৫ | ৯.৪ | ১৬.৩ | ২.৮ | ১০০.০ |
| নাটোর | ৮৪.২ | ৩.২ | ১১.৫ | ১.১ | ১০০.০ |
| চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ৮৭.৭ | ৬.৬ | ৫.৫ | ০.৩ | ১০০.০ |
| নেত্রকোনা | ৯০.৯ | ৭.৮ | ১.২ | ০.১ | ১০০.০ |
| নীলফামারী | ৭৮.৯ | ৭.৭ | ১২.০ | ১.৪ | ১০০.০ |
| নোয়াখালী | ৯০.৭ | ৫.৬ | ৩.০ | ০.৭ | ১০০.০ |
| পাবনা | ৮৩.১ | ৬.৯ | ৭.২ | ২.৮ | ১০০.০ |
| পঞ্চগড় | ৭৯.৫ | ৮.৩ | ১০.৫ | ১.৬ | ১০০.০ |
| পটুয়াখালী | ৮৬.৬ | ৬.০ | ৬.১ | ১.৩ | ১০০.০ |
| পিরোজপুর | ৯৩.৭ | ৫.৬ | ০.৫ | ০.২ | ১০০.০ |
| রাজশাহী | ৮৬.৩ | ৯.৯ | ৩.৪ | ০.৪ | ১০০.০ |
| রাজবাড়ী | ৮৫.১ | ৯.৪ | ৫.২ | ০.৩ | ১০০.০ |
| রাঙ্গামাটি | ৮৮.২ | ৬.১ | ৩.৯ | ১.৮ | ১০০.০ |
| রংপুর | ৮৫.৩ | ৮.০ | ৬.২ | ০.৫ | ১০০.০ |
| শরীয়তপুর | ৮৫.০ | ৫.০ | ৬.৭ | ৩.৩ | ১০০.০ |
| সাতক্ষীরা | ৯৩.৬ | ৫.৪ | ১.০ | | ১০০.০ |
| সিরাজগঞ্জ | ৭৮.০ | ২.৮ | ১৬.৮ | ২.৫ | ১০০.০ |
| শেরপুর | ৭৮.৩ | ১০.৪ | ৮.৪ | ২.৯ | ১০০.০ |
| সুনামগঞ্জ | ৭২.৮ | ১৬.০ | ১১.২ | | ১০০.০ |
| সিলেট | ৮১.১ | ৪.৯ | ১২.৫ | ১.৫ | ১০০.০ |
| টাঙ্গাইল | ৮২.৪ | ১৫.০ | ২.২ | ০.৪ | ১০০.০ |
| ঠাকুরগাঁও | ৭৫.৬ | ১২.২ | ১২.০ | ০.২ | ১০০.০ |
| মোট | ৮৩.৩ | ৬.৯ | ৮.৩ | ১.৪ | ১০০.০ |

**সারণী ৬.৫.১: সংবিধান সংশোধনসহ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গণভোটের বিধান থাকা সংক্রান্ত জনমতের এলাকা ভিত্তিক বিন্যাস**

| | গণভোটের বিধান থাকা উচিত | গণভোটের বিধান থাকা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| এলাকা | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| গ্রাম | ৮০.৮ | ৯.৫ | ৮.৩ | ১.৪ | ১০০.০ |
| শহর | ৮৩.৪ | ৮.৭ | ৬.৯ | ০.৯ | ১০০.০ |
| মোট | ৮১.৬ | ৯.৩ | ৭.৯ | ১.৩ | ১০০.০ |

**সারণী ৬.৫.২: সংবিধান সংশোধনসহ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গণভোটের বিধান থাকা সংক্রান্ত জনমতের লিঙ্গ ভিত্তিক বিন্যাস**

| | গণভোটের বিধান থাকা উচিত | গণভোটের বিধান থাকা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| লিঙ্গ | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| পুরুষ | ৮২.৭ | ৯.৩ | ৬.৮ | ১.২ | ১০০.০ |
| মহিলা | ৮০.৭ | ৯.৩ | ৮.৭ | ১.৩ | ১০০.০ |
| হিজড়া/তৃতীয় লিঙ্গ | ১০০.০ | | | | ১০০.০ |
| মোট | ৮১.৬ | ৯.৩ | ৭.৯ | ১.৩ | ১০০.০ |

**সারণী ৬.৫.৩: সংবিধান সংশোধনসহ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গণভোটের বিধান থাকা সংক্রান্ত জনমতের বয়স ভিত্তিক বিন্যাস**

| | গণভোটের বিধান থাকা উচিত | গণভোটের বিধান থাকা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| বয়স | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| ১৮-২৪ | ৮২.৯ | ৮.৫ | ৭.২ | ১.৪ | ১০০.০ |
| ২৫-৩৪ | ৮১.৪ | ৯.৮ | ৭.৫ | ১.২ | ১০০.০ |
| ৩৫-৪৪ | ৮২.৫ | ৯.১ | ৭.৩ | ১.১ | ১০০.০ |
| ৪৫-৫৪ | ৮১.৯ | ৯.০ | ৭.৮ | ১.৩ | ১০০.০ |
| ৫৫-৬৪ | ৮০.৩ | ৯.৩ | ৯.০ | ১.৪ | ১০০.০ |
| ৬৫-৭৫ | ৭৭.৯ | ৯.৭ | ১০.৮ | ১.৬ | ১০০.০ |
| মোট | ৮১.৬ | ৯.৩ | ৭.৯ | ১.৩ | ১০০.০ |

| সারণী ৬.৫.৪: সংবিধান সংশোধনসহ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গণভোটের বিধান থাকা সংক্রান্ত জনমতের শিক্ষাগত যোগ্যতা ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | গণভোটের বিধান থাকা উচিত | গণভোটের বিধান থাকা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| **শিক্ষাগত যোগ্যতা** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| কখনও স্কুল/মাদ্রাসায় যায়নি | ৭৭.৭ | ৮.৯ | ১১.৭ | ১.৭ | ১০০.০ |
| প্রাথমিক | ৮০.৭ | ৯.২ | ৮.৮ | ১.৩ | ১০০.০ |
| মাধ্যমিক | ৮২.৬ | ৯.৭ | ৬.৭ | ১.০ | ১০০.০ |
| উচ্চ মাধ্যমিক | ৮৬.০ | ৮.৬ | ৪.২ | ১.২ | ১০০.০ |
| ডিপ্লোমা | ৮৮.২ | ৬.৬ | ৩.৩ | ১.৯ | ১০০.০ |
| সেবিকা/ধাত্রীবিদ্যা | ৭২.৩ | ২১.২ | ৬.৪ | | ১০০.০ |
| স্নাতক/স্নাতকোত্তর | ৮৭.১ | ৯.০ | ২.৮ | ১.০ | ১০০.০ |
| ডাক্তার | ৯০.৫ | ১.৮ | ৩.৯ | ৩.৭ | ১০০.০ |
| প্রকৌশল | ৯৯.৬ | ০.৪ | | | ১০০.০ |
| মোট | ৮১.৬ | ৯.৩ | ৭.৯ | ১.৩ | ১০০.০ |

| সারণী ৬.৫.৫: সংবিধান সংশোধনসহ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গণভোটের বিধান থাকা সংক্রান্ত জনমতের সেক্টর ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | গণভোটের বিধান থাকা উচিত | গণভোটের বিধান থাকা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| **সেক্টর** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| কৃষি | ৮১.০ | ৯.৪ | ৮.৩ | ১.৩ | ১০০.০ |
| শিল্প | ৮৩.৬ | ৭.৮ | ৭.৭ | ১.০ | ১০০.০ |
| সেবা | ৮৩.৩ | ৯.৩ | ৬.৩ | ১.১ | ১০০.০ |
| মোট | ৮২.৫ | ৯.১ | ৭.২ | ১.১ | ১০০.০ |

| সারণী ৬.৫.৬: সংবিধান সংশোধনসহ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গণভোটের বিধান থাকা সংক্রান্ত জনমতের পেশা ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | গণভোটের বিধান থাকা উচিত | গণভোটের বিধান থাকা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| **পেশা/কাজের মর্যাদা** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| কৃষিকাজ | ৮১.৬ | ৯.০ | ৭.৯ | ১.৫ | ১০০.০ |
| ব্যবসা | ৮৪.১ | ৯.৬ | ৫.৪ | ০.৯ | ১০০.০ |
| বেসরকারি চাকরি (এক্সিকিউটিভ) | ৮৮.৪ | ৬.৪ | ৪.১ | ১.১ | ১০০.০ |
| বেসরকারি চাকরি (অন্যান্য) | ৮৩.৯ | ৯.৪ | ৬.০ | ০.৮ | ১০০.০ |
| সরকারি চাকরি (৯ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব | ৮৭.৬ | ৭.২ | ২.৮ | ২.৩ | ১০০.০ |
| সরকারি চাকরি (১০ - ২০তম গ্রেড) | ৮৬.৩ | ৯.১ | ৩.৮ | ০.৯ | ১০০.০ |
| বেসরকারি শিক্ষক | ৮৩.৫ | ১২.২ | ৩.৮ | ০.৫ | ১০০.০ |
| সরকারি শিক্ষক | ৮৬.৩ | ১০.২ | ২.৮ | ০.৮ | ১০০.০ |
| শ্রমিক/মজুর | ৭৯.১ | ১০.৪ | ৯.৭ | ০.৮ | ১০০.০ |
| গার্মেন্টস কর্মী | ৮৬.০ | ৬.৯ | ৬.৩ | ০.৮ | ১০০.০ |
| রিক্সা/ভ্যান চালক | ৮২.৮ | ৭.৩ | ৭.৬ | ২.৩ | ১০০.০ |
| পরিবহন শ্রমিক(ড্রাইভার, হেল্পার, সুপারভাইজার) | ৮২.০ | ৯.৬ | ৬.৩ | ২.০ | ১০০.০ |
| হোটেল/রেস্টুরেন্ট কর্মী | ৮৬.০ | ৭.৯ | ৫.৫ | ০.৫ | ১০০.০ |
| গৃহকর্মী | ৭৩.৫ | ১১.০ | ১৫.০ | ০.৫ | ১০০.০ |
| ছাত্র | ৮৪.৮ | ৯.২ | ৪.৫ | ১.৫ | ১০০.০ |
| বেকার | ৮১.৯ | ৮.২ | ৮.৮ | ১.১ | ১০০.০ |
| অবসরপ্রাপ্ত/বয়স্ক | ৮০.৯ | ৮.৯ | ৮.৬ | ১.৭ | ১০০.০ |
| গৃহিণী | ৮০.৫ | ৯.৫ | ৮.৬ | ১.৪ | ১০০.০ |
| অন্যান্য | ৭৯.৯ | ৯.৮ | ৭.৮ | ২.৪ | ১০০.০ |
| মোট | ৮১.৬ | ৯.৩ | ৭.৯ | ১.৩ | ১০০.০ |

| সারণী ৬.৫.৭: সংবিধান সংশোধনসহ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গণভোটের বিধান থাকা সংক্রান্ত জনমতের ধর্মীয় বিশ্বাস ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | গণভোটের বিধান থাকা উচিত | গণভোটের বিধান থাকা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| **ধর্ম** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| মুসলমান | ৮১.৬ | ৯.৩ | ৭.৮ | ১.৩ | ১০০.০ |
| হিন্দু | ৮১.৮ | ৮.৯ | ৮.০ | ১.৩ | ১০০.০ |
| খ্রিষ্টান | ৮৫.৬ | ৪.৩ | ৯.৪ | ০.৭ | ১০০.০ |
| বৌদ্ধ | ৭৬.৪ | ৯.১ | ১৩.৭ | ০.৮ | ১০০.০ |
| অন্যান্য | ৭৯.৮ | | ২০.২ | | ১০০.০ |
| মোট | ৮১.৬ | ৯.৩ | ৭.৯ | ১.৩ | ১০০.০ |

| সারণী ৬.৫.৮: সংবিধান সংশোধনসহ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গণভোটের বিধান থাকা সংক্রান্ত জনমতের বিভাগ ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | গণভোটের বিধান থাকা উচিত | গণভোটের বিধান থাকা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| বিভাগ | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| বরিশাল | ৭৭.০ | ১০.৩ | ১১.৬ | ১.১ | ১০০.০ |
| চট্টগ্রাম | ৮৫.১ | ৮.৭ | ৪.৯ | ১.৪ | ১০০.০ |
| ঢাকা | ৮২.৮ | ৮.৭ | ৭.৫ | ১.০ | ১০০.০ |
| খুলনা | ৮২.৬ | ৭.৫ | ৮.৬ | ১.৩ | ১০০.০ |
| ময়মনসিংহ | ৭৫.২ | ১৫.৭ | ৭.৬ | ১.৫ | ১০০.০ |
| রাজশাহী | ৮০.১ | ৮.২ | ১০.২ | ১.৬ | ১০০.০ |
| রংপুর | ৮০.৮ | ১১.১ | ৭.১ | ১.১ | ১০০.০ |
| সিলেট | ৭৯.৬ | ৬.৬ | ১১.৯ | ১.৯ | ১০০.০ |
| মোট | ৮১.৬ | ৯.৩ | ৭.৯ | ১.৩ | ১০০.০ |

| সারণী ৬.৫.১০: সংবিধান সংশোধনসহ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গণভোটের বিধান থাকা সংক্রান্ত জনমতের জেলা ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | গণভোটের বিধান থাকা উচিত | গণভোটের বিধান থাকা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| জেলা | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| বাগেরহাট | ৮৬.২ | ৫.৩ | ৭.৫ | ১.০ | ১০০.০ |
| বান্দরবান | ৭৯.৪ | ৭.২ | ১২.৭ | ০.৭ | ১০০.০ |
| বরগুনা | ৮৫.৭ | ৫.০ | ৮.৮ | ০.৫ | ১০০.০ |
| বরিশাল | ৬৫.৩ | ১০.৮ | ২১.৬ | ২.৩ | ১০০.০ |
| ভোলা | ৮২.৫ | ৭.৫ | ৯.৬ | ০.৫ | ১০০.০ |
| বগুড়া | ৮৩.২ | ৯.০ | ৭.০ | ০.৮ | ১০০.০ |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ৭১.৮ | ১০.৬ | ১৫.৪ | ২.২ | ১০০.০ |
| চাঁদপুর | ৭৮.৩ | ১৯.১ | ২.৫ | ০.১ | ১০০.০ |
| চট্টগ্রাম | ৯০.০ | ৫.৭ | ৪.০ | ০.৩ | ১০০.০ |
| চুয়াডাঙ্গা | ৮৭.৫ | ৪.৯ | ৭.০ | ০.৬ | ১০০.০ |
| কুমিল্লা | ৮৫.৭ | ৮.৮ | ১.৬ | ৩.৯ | ১০০.০ |
| কক্সবাজার | ৯১.৪ | ৬.১ | ১.৯ | ০.৬ | ১০০.০ |
| ঢাকা | ৮৮.০ | ৬.৫ | ৫.৫ | ০.১ | ১০০.০ |
| দিনাজপুর | ৮৪.৩ | ৫.০ | ৯.৩ | ১.৪ | ১০০.০ |
| ফরিদপুর | ৮৭.৮ | ৭.৩ | ৪.০ | ০.৯ | ১০০.০ |
| ফেনী | ৮৪.৪ | ৬.৭ | ৮.৪ | ০.৬ | ১০০.০ |
| গাইবান্ধা | ৮৩.১ | ১২.৮ | ৩.৩ | ০.৯ | ১০০.০ |
| গাজীপুর | ৭৩.০ | ৯.৬ | ১৪.৬ | ২.৭ | ১০০.০ |
| গোপালগঞ্জ | ৮৮.৮ | ১০.১ | ০.৭ | ০.৩ | ১০০.০ |
| হবিগঞ্জ | ৫৮.৬ | ৭.৩ | ২৭.৬ | ৬.৫ | ১০০.০ |
| জয়পুরহাট | ৯২.২ | ৫.৮ | ১.৬ | ০.৪ | ১০০.০ |
| জামালপুর | ৮৮.৮ | ৫.৪ | ৫.১ | ০.৭ | ১০০.০ |
| যশোর | ৮৩.০ | ৬.৬ | ৮.৯ | ১.৫ | ১০০.০ |
| ঝালকাঠি | ৭৩.১ | ১৭.০ | ৯.২ | ০.৮ | ১০০.০ |
| ঝিনাইদহ | ৮৭.৬ | ৮.০ | ৩.০ | ১.৫ | ১০০.০ |
| খাগড়াছড়ি | ৭৮.৬ | ১৩.০ | ৮.২ | ০.২ | ১০০.০ |
| খুলনা | ৬৮.৮ | ১৪.০ | ১৫.৪ | ১.৮ | ১০০.০ |
| কিশোরগঞ্জ | ৮৪.০ | ৫.৮ | ৮.৩ | ১.৯ | ১০০.০ |
| কুড়িগ্রাম | ৭৪.০ | ১৩.১ | ১০.৪ | ২.৪ | ১০০.০ |
| কুষ্টিয়া | ৮৭.০ | ২.৩ | ৯.৭ | ১.০ | ১০০.০ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| লক্ষ্মীপুর | ৭৪.৬ | ১৫.৮ | ৯.০ | ০.৬ | ১০০.০ |
| লালমনিরহাট | ৯১.৭ | ৩.১ | ৪.৩ | ০.৯ | ১০০.০ |
| মাদারীপুর | ৯০.৩ | ৭.৮ | ১.৫ | ০.৫ | ১০০.০ |
| মাগুরা | ৭৩.১ | ৬.৬ | ১৭.৩ | ৩.০ | ১০০.০ |
| মানিকগঞ্জ | ৮৪.৪ | ৬.১ | ৭.৫ | ১.৯ | ১০০.০ |
| মেহেরপুর | ৮৭.০ | ৪.৮ | ৬.৬ | ১.৬ | ১০০.০ |
| মৌলভীবাজার | ৯১.৪ | ৭.২ | ১.৫ | | ১০০.০ |
| মুন্সীগঞ্জ | ৮৪.৩ | ৬.০ | ৮.৬ | ১.২ | ১০০.০ |
| ময়মনসিংহ | ৬২.৩ | ২৪.৫ | ১১.৩ | ১.৯ | ১০০.০ |
| নওগাঁ | ৭১.৩ | ৯.৮ | ১৮.২ | ০.৭ | ১০০.০ |
| নড়াইল | ৭৩.৫ | ৬.১ | ১৭.০ | ৩.৪ | ১০০.০ |
| নারায়ণগঞ্জ | ৭৮.০ | ১৩.৭ | ৮.০ | ০.৩ | ১০০.০ |
| নরসিংদী | ৭৬.৩ | ১০.৬ | ১২.১ | ১.০ | ১০০.০ |
| নাটোর | ৮৬.৩ | ৪.৯ | ৭.৭ | ১.২ | ১০০.০ |
| চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ৮১.৫ | ১০.৯ | ৭.৪ | ০.২ | ১০০.০ |
| নেত্রকোনা | ৯১.১ | ৭.৬ | ১.২ | ০.১ | ১০০.০ |
| নীলফামারী | ৭৬.১ | ১০.৪ | ১১.৬ | ১.৮ | ১০০.০ |
| নোয়াখালী | ৯২.৭ | ৩.৭ | ২.৮ | ০.৮ | ১০০.০ |
| পাবনা | ৭৮.৮ | ৮.৭ | ৯.২ | ৩.৩ | ১০০.০ |
| পঞ্চগড় | ৭৯.২ | ১০.৮ | ৯.১ | ০.৯ | ১০০.০ |
| পটুয়াখালী | ৮৩.২ | ৭.০ | ৮.৬ | ১.২ | ১০০.০ |
| পিরোজপুর | ৭৯.৪ | ১৯.০ | ১.৪ | ০.২ | ১০০.০ |
| রাজশাহী | ৮৯.৩ | ৭.৫ | ৩.০ | ০.২ | ১০০.০ |
| রাজবাড়ী | ৯৪.১ | ৩.৯ | ১.৩ | ০.৭ | ১০০.০ |
| রাঙ্গামাটি | ৮৭.৪ | ৮.২ | ২.৭ | ১.৭ | ১০০.০ |
| রংপুর | ৭৭.৬ | ১৯.০ | ৩.৩ | ০.১ | ১০০.০ |
| শরীয়তপুর | ৬৮.৫ | ১৫.৮ | ১১.৩ | ৪.৪ | ১০০.০ |
| সাতক্ষীরা | ৮৮.৫ | ১১.২ | ০.৩ | | ১০০.০ |
| সিরাজগঞ্জ | ৬৭.২ | ৭.২ | ২০.৯ | ৪.৭ | ১০০.০ |
| শেরপুর | ৭৯.১ | ১১.৮ | ৬.৫ | ২.৬ | ১০০.০ |
| সুনামগঞ্জ | ৮৪.২ | ৭.১ | ৮.৭ | | ১০০.০ |
| সিলেট | ৮৩.৬ | ৫.৩ | ৯.৮ | ১.৪ | ১০০.০ |
| টাঙ্গাইল | ৮০.৭ | ১৩.৫ | ৫.৫ | ০.৩ | ১০০.০ |
| ঠাকুরগাঁও | ৮৫.০ | ৭.২ | ৭.৫ | ০.৩ | ১০০.০ |
| মোট | ৮১.৬ | ৯.৩ | ৭.৯ | ১.৩ | ১০০.০ |

## অধ্যায়-৭: বিচার বিভাগ বিষয়ক

সারণী ৭.১.১: নিজ বিভাগে একটি হাইকোর্ট দেখতে চাওয়া সংক্রান্ত জনমতের এলাকা ভিত্তিক বিন্যাস

| | নিজ বিভাগে একটি হাইকোর্ট দেখতে চান | নিজ বিভাগে একটি হাইকোর্ট দেখতে চান না | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| এলাকা | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| গ্রাম | ৮৮.৪ | ৭.৩ | ৩.৫ | ০.৮ | ১০০.০ |
| শহর | ৮৮.৬ | ৮.০ | ২.৮ | ০.৬ | ১০০.০ |
| মোট | ৮৮.৫ | ৭.৫ | ৩.৩ | ০.৮ | ১০০.০ |

সারণী ৭.১.২: নিজ বিভাগে একটি হাইকোর্ট দেখতে চাওয়া সংক্রান্ত জনমতের লিঙ্গ ভিত্তিক বিন্যাস

| | নিজ বিভাগে একটি হাইকোর্ট দেখতে চান | নিজ বিভাগে একটি হাইকোর্ট দেখতে চান না | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| লিঙ্গ | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| পুরুষ | ৮৯.৩ | ৭.৪ | ২.৬ | ০.৭ | ১০০.০ |
| মহিলা | ৮৭.৮ | ৭.৬ | ৩.৮ | ০.৯ | ১০০.০ |
| হিজড়া/তৃতীয় লিঙ্গ | ১০০.০ | | | | ১০০.০ |
| মোট | ৮৮.৫ | ৭.৫ | ৩.৩ | ০.৮ | ১০০.০ |

সারণী ৭.১.৩: নিজ বিভাগে একটি হাইকোর্ট দেখতে চাওয়া সংক্রান্ত জনমতের বয়স ভিত্তিক বিন্যাস

| | নিজ বিভাগে একটি হাইকোর্ট দেখতে চান | নিজ বিভাগে একটি হাইকোর্ট দেখতে চান না | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| বয়স | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| ১৮-২৪ | ৮৯.২ | ৬.৮ | ৩.২ | ০.৮ | ১০০.০ |
| ২৫-৩৪ | ৮৮.৯ | ৭.৪ | ২.৯ | ০.৮ | ১০০.০ |
| ৩৫-৪৪ | ৮৮.৬ | ৭.৭ | ২.৯ | ০.৮ | ১০০.০ |
| ৪৫-৫৪ | ৮৮.৭ | ৭.৫ | ৩.১ | ০.৭ | ১০০.০ |
| ৫৫-৬৪ | ৮৬.৯ | ৭.৮ | ৪.৭ | ০.৫ | ১০০.০ |
| ৬৫-৭৫ | ৮৭.০ | ৭.৭ | ৪.৪ | ১.০ | ১০০.০ |
| মোট | ৮৮.৫ | ৭.৫ | ৩.৩ | ০.৮ | ১০০.০ |

সারণী ৭.১.৪ : নিজ বিভাগে একটি হাইকোর্ট দেখতে চাওয়া সংক্রান্ত জনমতের শিক্ষাগত যোগ্যতা ভিত্তিক বিন্যাস

| | নিজ বিভাগে একটি হাইকোর্ট দেখতে চান | নিজ বিভাগে একটি হাইকোর্ট দেখতে চান না | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| কখনও স্কুল/মাদ্রাসায় যায়নি | ৮৬.০ | ৭.৮ | ৫.৪ | ০.৮ | ১০০.০ |
| প্রাথমিক | ৮৮.২ | ৭.৬ | ৩.৪ | ০.৭ | ১০০.০ |
| মাধ্যমিক | ৮৯.৬ | ৭.১ | ২.৬ | ০.৭ | ১০০.০ |
| উচ্চ মাধ্যমিক | ৯০.৩ | ৬.৯ | ২.০ | ০.৮ | ১০০.০ |
| ডিপ্লোমা | ৯২.৮ | ৪.৫ | ২.৭ | | ১০০.০ |
| সেবিকা/ধাত্রীবিদ্যা | ৮২.৯ | ১০.০ | ৭.১ | | ১০০.০ |
| স্নাতক/স্নাতকোত্তর | ৮৯.১ | ৯.১ | ১.০ | ০.৮ | ১০০.০ |
| ডাক্তার | ১০০.০ | | | | ১০০.০ |
| প্রকৌশল | ৯৯.৭ | ০.৩ | | | ১০০.০ |
| মোট | ৮৮.৫ | ৭.৫ | ৩.৩ | ০.৮ | ১০০.০ |

সারণী ৭.১.৫: নিজ বিভাগে একটি হাইকোর্ট দেখতে চাওয়া সংক্রান্ত জনমতের সেক্টর ভিত্তিক বিন্যাস

| | নিজ বিভাগে একটি হাইকোর্ট দেখতে চান | নিজ বিভাগে একটি হাইকোর্ট দেখতে চান না | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| সেক্টর | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| কৃষি | ৮৮.৬ | ৭.৭ | ৩.১ | ০.৬ | ১০০.০ |
| শিল্প | ৮৬.৬ | ৯.৮ | ৩.১ | ০.৫ | ১০০.০ |
| সেবা | ৯০.০ | ৬.৫ | ২.৭ | ০.৮ | ১০০.০ |
| মোট | ৮৯.১ | ৭.৪ | ২.৯ | ০.৭ | ১০০.০ |

| সারণী৭.১.৬: নিজ বিভাগে একটি হাইকোর্ট দেখতে চাওয়া সংক্রান্ত জনমতের পেশা ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | নিজ বিভাগে একটি হাইকোর্ট দেখতে চান | নিজ বিভাগে একটি হাইকোর্ট দেখতে চান না | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| **পেশা/কাজের মর্যাদা** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| কৃষিকাজ | ৮৮.৭ | ৭.৬ | ৩.০ | ০.৬ | ১০০.০ |
| ব্যবসা | ৯০.১ | ৭.২ | ২.০ | ০.৮ | ১০০.০ |
| বেসরকারি চাকরি (এক্সিকিউটিভ) | ৯৩.১ | ৬.৩ | ০.৭ | | ১০০.০ |
| বেসরকারি চাকরি (অন্যান্য) | ৮৯.৭ | ৮.৭ | ১.৩ | ০.৪ | ১০০.০ |
| সরকারি চাকরি (৯ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব | ৯০.২ | ৭.৭ | ০.৫ | ১.৬ | ১০০.০ |
| সরকারি চাকরি (১০ - ২০তম গ্রেড) | ৯০.২ | ৮.০ | ১.৩ | ০.৬ | ১০০.০ |
| বেসরকারি শিক্ষক | ৯২.২ | ৬.২ | ১.২ | ০.৩ | ১০০.০ |
| সরকারি শিক্ষক | ৯২.৪ | ৫.৮ | ১.৫ | ০.৩ | ১০০.০ |
| শ্রমিক/মজুর | ৮৯.৪ | ৬.৪ | ৩.৭ | ০.৫ | ১০০.০ |
| গার্মেন্টস কর্মী | ৮৫.৮ | ৯.০ | ৪.২ | ১.১ | ১০০.০ |
| রিক্সা/ভ্যান চালক | ৯০.১ | ৫.০ | ৩.৫ | ১.৪ | ১০০.০ |
| পরিবহন শ্রমিক(ড্রাইভার, হেল্পার, সুপারভাইজার) | ৮৯.৯ | ৬.৩ | ২.১ | ১.৭ | ১০০.০ |
| হোটেল/রেস্টুরেন্ট কর্মী | ৮৮.৫ | ৭.৪ | ৩.৮ | ০.২ | ১০০.০ |
| গৃহকর্মী | ৮৫.৪ | ৭.৫ | ৬.৪ | ০.৭ | ১০০.০ |
| ছাত্র | ৯০.৬ | ৬.২ | ২.১ | ১.১ | ১০০.০ |
| বেকার | ৮৮.৭ | ৮.১ | ২.৮ | ০.৪ | ১০০.০ |
| অবসরপ্রাপ্ত/বয়স্ক | ৮৬.৩ | ৮.১ | ৪.৪ | ১.৩ | ১০০.০ |
| গৃহিণী | ৮৮.০ | ৭.৬ | ৩.৬ | ০.৮ | ১০০.০ |
| অন্যান্য | ৮৬.১ | ৯.১ | ৪.২ | ০.৭ | ১০০.০ |
| মোট | ৮৮.৫ | ৭.৫ | ৩.৩ | ০.৮ | ১০০.০ |

| সারণী ৭.১.৭: নিজ বিভাগে একটি হাইকোর্ট দেখতে চাওয়া সংক্রান্ত জনমতের ধর্মীয় বিশ্বাস ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | নিজ বিভাগে একটি হাইকোর্ট দেখতে চান | নিজ বিভাগে একটি হাইকোর্ট দেখতে চান না | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| **ধর্ম** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| মুসলমান | ৮৮.৪ | ৭.৬ | ৩.২ | ০.৮ | ১০০.০ |
| হিন্দু | ৮৯.৩ | ৬.৬ | ৩.৬ | ০.৫ | ১০০.০ |
| খ্রিষ্টান | ৯১.৫ | ২.১ | ৫.৬ | ০.৯ | ১০০.০ |
| বৌদ্ধ | ৯১.২ | ৩.৯ | ৩.০ | ১.৯ | ১০০.০ |
| অন্যান্য | ৭১.০ | ৮.৮ | ২০.২ | | ১০০.০ |
| মোট | ৮৮.৫ | ৭.৫ | ৩.৩ | ০.৮ | ১০০.০ |

| সারণী ৭.১.৮: নিজ বিভাগে একটি হাইকোর্ট দেখতে চাওয়া সংক্রান্ত জনমতের বিভাগ ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | নিজ বিভাগে একটি হাইকোর্ট দেখতে চান | নিজ বিভাগে একটি হাইকোর্ট দেখতে চান না | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| **বিভাগ** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| বরিশাল | ৮৮.৮ | ৭.১ | ৩.৩ | ০.৮ | ১০০.০ |
| চট্টগ্রাম | ৮৮.৭ | ৭.৪ | ২.৭ | ১.৩ | ১০০.০ |
| ঢাকা | ৮৫.১ | ৯.৯ | ৪.৩ | ০.৭ | ১০০.০ |
| খুলনা | ৯০.৭ | ৫.০ | ৩.৪ | ০.৮ | ১০০.০ |
| ময়মনসিংহ | ৯২.৩ | ৫.৮ | ১.৬ | ০.৩ | ১০০.০ |
| রাজশাহী | ৯০.৩ | ৬.৮ | ২.৪ | ০.৫ | ১০০.০ |
| রংপুর | ৮৭.৬ | ৮.৩ | ৩.৪ | ০.৭ | ১০০.০ |
| সিলেট | ৯২.৭ | ৩.২ | ৩.৫ | ০.৬ | ১০০.০ |
| মোট | ৮৮.৫ | ৭.৫ | ৩.৩ | ০.৮ | ১০০.০ |

| সারণী ৭.১.৯: নিজ বিভাগে একটি হাইকোর্ট দেখতে চাওয়া সংক্রান্ত জনমতের জেলা ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | নিজ বিভাগে একটি হাইকোর্ট দেখতে চান | নিজ বিভাগে একটি হাইকোর্ট দেখতে চান না | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| **জেলা** | **(%)** | **(%)** | **(%)** | **(%)** | **(%)** |
| বাগেরহাট | ৮৮.৯ | ৭.৪ | ৩.০ | ০.৭ | ১০০.০ |
| বান্দরবান | ৮৭.২ | ৭.৯ | ৪.৩ | ০.৬ | ১০০.০ |
| বরগুনা | ৮৮.৫ | ৯.১ | ১.৯ | ০.৫ | ১০০.০ |
| বরিশাল | ৮৩.১ | ৯.০ | ৬.১ | ১.৮ | ১০০.০ |
| ভোলা | ৯৩.১ | ৩.৫ | ৩.১ | ০.৩ | ১০০.০ |
| বগুড়া | ৯০.১ | ৭.৫ | ২.০ | ০.৪ | ১০০.০ |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ৭৫.৫ | ১০.২ | ১৩.১ | ১.৩ | ১০০.০ |
| চাঁদপুর | ৮৬.৯ | ১০.৯ | ১.৩ | ০.৯ | ১০০.০ |
| চট্টগ্রাম | ৯৩.৯ | ৫.৭ | ০.৩ | ০.১ | ১০০.০ |
| চুয়াডাঙ্গা | ৯৭.০ | ২.০ | ১.০ | | ১০০.০ |
| কুমিল্লা | ৮২.৬ | ১১.০ | ২.৫ | ৩.৯ | ১০০.০ |
| কক্সবাজার | ৯৭.৬ | ১.৬ | ০.৪ | ০.৪ | ১০০.০ |
| ঢাকা | ৮৬.৫ | ১১.৩ | ১.৯ | ০.৩ | ১০০.০ |
| দিনাজপুর | ৮৭.৮ | ১০.৩ | ১.৫ | ০.৩ | ১০০.০ |
| ফরিদপুর | ৯৫.৭ | ৩.০ | ১.০ | ০.৪ | ১০০.০ |
| ফেনী | ৯০.৫ | ৫.৭ | ৩.৫ | ০.২ | ১০০.০ |
| গাইবান্ধা | ৯১.১ | ৬.৯ | ১.২ | ০.৮ | ১০০.০ |
| গাজীপুর | ৮৭.০ | ৮.২ | ৩.৪ | ১.৪ | ১০০.০ |
| গোপালগঞ্জ | ৯৫.১ | ৪.৪ | ০.২ | ০.৩ | ১০০.০ |
| হবিগঞ্জ | ৮৫.৫ | ৪.৯ | ৮.৬ | ১.০ | ১০০.০ |
| জয়পুরহাট | ৯৬.১ | ৩.০ | ০.৬ | ০.৩ | ১০০.০ |
| জামালপুর | ৮৬.৫ | ১১.৬ | ১.৯ | | ১০০.০ |
| যশোর | ৯২.২ | ৪.৩ | ২.৪ | ১.২ | ১০০.০ |
| ঝালকাঠি | ৭৯.৩ | ১৫.৫ | ৪.৫ | ০.৭ | ১০০.০ |
| ঝিনাইদহ | ৯৪.৩ | ৩.৬ | ১.৫ | ০.৬ | ১০০.০ |
| খাগড়াছড়ি | ৯৫.৩ | ৩.৬ | ০.৮ | ০.৩ | ১০০.০ |
| খুলনা | ৮০.৯ | ৭.৮ | ১০.৬ | ০.৭ | ১০০.০ |
| কিশোরগঞ্জ | ৮৯.০ | ৭.১ | ৩.৬ | ০.৩ | ১০০.০ |
| কুড়িগ্রাম | ৭৮.৮ | ৭.৪ | ১২.১ | ১.৭ | ১০০.০ |
| কুষ্টিয়া | ৯১.৬ | ৫.৩ | ২.৬ | ০.৫ | ১০০.০ |
| লক্ষ্মীপুর | ৮২.৩ | ১১.৭ | ৫.৪ | ০.৬ | ১০০.০ |
| লালমনিরহাট | ৯০.৬ | ৬.৯ | ১.৮ | ০.৭ | ১০০.০ |
| মাদারীপুর | ৯২.৩ | ৬.৮ | ০.৮ | ০.১ | ১০০.০ |
| মাগুরা | ৮৫.৫ | ৭.৬ | ৪.৪ | ২.৫ | ১০০.০ |
| মানিকগঞ্জ | ৮৪.৪ | ৮.৯ | ৫.৫ | ১.১ | ১০০.০ |
| মেহেরপুর | ৯৬.৬ | ১.৫ | ১.৯ | | ১০০.০ |
| মৌলভীবাজার | ৯৪.২ | ৪.২ | ১.৪ | ০.২ | ১০০.০ |
| মুন্সীগঞ্জ | ৭০.৭ | ১৩.৯ | ১১.৯ | ৩.৫ | ১০০.০ |
| ময়মনসিংহ | ৯৪.৯ | ৩.৪ | ১.৫ | ০.২ | ১০০.০ |
| নওগাঁ | ৮১.৭ | ১৫.৮ | ২.৪ | ০.১ | ১০০.০ |
| নড়াইল | ৮৩.১ | ৪.৯ | ৮.৬ | ৩.৪ | ১০০.০ |
| নারায়ণগঞ্জ | ৭৬.৩ | ১০.৮ | ১২.২ | ০.৭ | ১০০.০ |
| নরসিংদী | ৭৭.১ | ১২.৪ | ৯.৯ | ০.৫ | ১০০.০ |
| নাটোর | ৯৬.২ | ২.২ | ১.৫ | ০.১ | ১০০.০ |
| চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ৯১.৫ | ৭.১ | ১.৪ | | ১০০.০ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| নেত্রকোনা | ৯৫.২ | ৩.৬ | ১.১ | ০.১ | ১০০.০ |
| নীলফামারী | ৮২.৯ | ১০.৪ | ৫.০ | ১.৬ | ১০০.০ |
| নোয়াখালী | ৯৫.৭ | ২.৩ | ১.২ | ০.৮ | ১০০.০ |
| পাবনা | ৯৪.১ | ২.৪ | ১.৪ | ২.১ | ১০০.০ |
| পঞ্চগড় | ৮৮.৯ | ৭.১ | ৩.৫ | ০.৪ | ১০০.০ |
| পটুয়াখালী | ৯১.৭ | ৬.১ | ১.৯ | ০.৩ | ১০০.০ |
| পিরোজপুর | ৯৫.৩ | ৪.৩ | ০.২ | ০.২ | ১০০.০ |
| রাজশাহী | ৮৯.৬ | ৭.৩ | ২.৮ | ০.৩ | ১০০.০ |
| রাজবাড়ী | ৮৮.৫ | ৬.৭ | ৪.৫ | ০.৩ | ১০০.০ |
| রাঙ্গামাটি | ৯৪.৭ | ১.৩ | ১.৯ | ২.১ | ১০০.০ |
| রংপুর | ৯২.১ | ৭.৩ | ০.৫ | ০.১ | ১০০.০ |
| শরীয়তপুর | ৮৩.৩ | ১২.৬ | ২.৫ | ১.৬ | ১০০.০ |
| সাতক্ষীরা | ৯৫.৮ | ৪.২ | | | ১০০.০ |
| সিরাজগঞ্জ | ৮৮.৮ | ৫.৫ | ৫.২ | ০.৫ | ১০০.০ |
| শেরপুর | ৮৯.৭ | ৬.৯ | ২.৪ | ১.০ | ১০০.০ |
| সুনামগঞ্জ | ৯৪.৯ | ২.৫ | ২.৬ | | ১০০.০ |
| সিলেট | ৯৫.৩ | ১.৭ | ২.১ | ০.৯ | ১০০.০ |
| টাঙ্গাইল | ৮২.৬ | ১১.৭ | ৫.১ | ০.৬ | ১০০.০ |
| ঠাকুরগাঁও | ৮৭.৭ | ৯.৪ | ২.৮ | ০.১ | ১০০.০ |
| মোট | ৮৮.৫ | ৭.৫ | ৩.৩ | ০.৮ | ১০০.০ |

**সারণী ৭.২.১: উপজেলা স্তরে আদালত চাওয়া সংক্রান্ত জনমতের এলাকা ভিত্তিক বিন্যাস**

| | উপজেলা স্তরে আদালত চান | উপজেলা স্তরে আদালত চান না | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| **এলাকা** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| গ্রাম | ৮২.০ | ১৩.৪ | ৩.৫ | ১.০ | ১০০.০ |
| শহর | ৮৩.৬ | ১৩.৩ | ২.৬ | ০.৫ | ১০০.০ |
| মোট | ৮২.৫ | ১৩.৪ | ৩.৩ | ০.৮ | ১০০.০ |

**সারণী ৭.২.২: উপজেলা স্তরে আদালত চাওয়া সংক্রান্ত জনমতের লিঙ্গ ভিত্তিক বিন্যাস**

| | উপজেলা স্তরে আদালত চান | উপজেলা স্তরে আদালত চান না | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| **লিঙ্গ** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| পুরুষ | ৮২.৭ | ১৪.১ | ২.৫ | ০.৭ | ১০০.০ |
| মহিলা | ৮২.৪ | ১২.৯ | ৩.৮ | ০.৯ | ১০০.০ |
| হিজড়া/তৃতীয় লিঙ্গ | ১০০.০ | | | | ১০০.০ |
| মোট | ৮২.৫ | ১৩.৪ | ৩.৩ | ০.৮ | ১০০.০ |

**সারণী ৭.২.৩: উপজেলা স্তরে আদালত চাওয়া সংক্রান্ত জনমতের বয়স ভিত্তিক বিন্যাস**

| | উপজেলা স্তরে আদালত চান | উপজেলা স্তরে আদালত চান না | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| **বয়স** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| ১৮-২৪ | ৮৪.৩ | ১২.১ | ২.৯ | ০.৬ | ১০০.০ |
| ২৫-৩৪ | ৮৩.৯ | ১২.২ | ৩.০ | ০.৯ | ১০০.০ |
| ৩৫-৪৪ | ৮২.৩ | ১৩.৮ | ৩.১ | ০.৮ | ১০০.০ |
| ৪৫-৫৪ | ৮১.৯ | ১৪.১ | ৩.১ | ০.৯ | ১০০.০ |
| ৫৫-৬৪ | ৭৯.৪ | ১৫.৮ | ৪.০ | ০.৮ | ১০০.০ |
| ৬৫-৭৫ | ৮০.৮ | ১৩.৪ | ৪.৭ | ১.১ | ১০০.০ |
| মোট | ৮২.৫ | ১৩.৪ | ৩.৩ | ০.৮ | ১০০.০ |

| সারণী ৭.২.৪ : উপজেলা স্তরে আদালত চাওয়া সংক্রান্ত জনমতের শিক্ষাগত যোগ্যতা ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | উপজেলা স্তরে আদালত চান | উপজেলা স্তরে আদালত চান না | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| **শিক্ষাগত যোগ্যতা** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| কখনও স্কুল/মাদ্রাসায় যায়নি | ৮১.০ | ১২.৮ | ৫.২ | ১.০ | ১০০.০ |
| প্রাথমিক | ৮২.৮ | ১৩.১ | ৩.২ | ০.৮ | ১০০.০ |
| মাধ্যমিক | ৮২.৯ | ১৩.৫ | ২.৮ | ০.৮ | ১০০.০ |
| উচ্চ মাধ্যমিক | ৮৩.৭ | ১৩.৫ | ১.৯ | ০.৮ | ১০০.০ |
| ডিপ্লোমা | ৭৬.৯ | ২১.৯ | ১.২ | | ১০০.০ |
| সেবিকা/ধাত্রীবিদ্যা | ৬৮.২ | ২৪.৭ | ৬.৪ | ০.৭ | ১০০.০ |
| স্নাতক/স্নাতকোত্তর | ৮২.৮ | ১৫.৫ | ১.০ | ০.৭ | ১০০.০ |
| ডাক্তার | ৮৯.৯ | ৮.১ | ১.৯ | | ১০০.০ |
| প্রকৌশল | ৮৮.৩ | ১১.৭ | | | ১০০.০ |
| মোট | ৮২.৫ | ১৩.৪ | ৩.৩ | ০.৮ | ১০০.০ |

| সারণী ৭.২.৫: উপজেলা স্তরে আদালত চাওয়া সংক্রান্ত জনমতের সেক্টর ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | উপজেলা স্তরে আদালত চান | উপজেলা স্তরে আদালত চান না | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| **সেক্টর** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| কৃষি | ৮২.৩ | ১৪.০ | ৩.০ | ০.৭ | ১০০.০ |
| শিল্প | ৮৩.৮ | ১২.৩ | ২.৯ | ১.০ | ১০০.০ |
| সেবা | ৮২.৫ | ১৪.১ | ২.৭ | ০.৮ | ১০০.০ |
| মোট | ৮২.৬ | ১৩.৮ | ২.৮ | ০.৮ | ১০০.০ |

| সারণী ৭.২.৬: উপজেলা স্তরে আদালত চাওয়া সংক্রান্ত জনমতের পেশা ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | উপজেলা স্তরে আদালত চান | উপজেলা স্তরে আদালত চান না | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| **পেশা/কাজের মর্যাদা** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| কৃষিকাজ | ৮২.৫ | ১৩.৮ | ২.৯ | ০.৭ | ১০০.০ |
| ব্যবসা | ৮৩.৩ | ১৩.৮ | ২.১ | ০.৮ | ১০০.০ |
| বেসরকারি চাকরি (এক্সিকিউটিভ) | ৯০.৭ | ৮.১ | ১.১ | | ১০০.০ |
| বেসরকারি চাকরি (অন্যান্য) | ৮৩.১ | ১৩.৯ | ২.৩ | ০.৭ | ১০০.০ |
| সরকারি চাকরি (৯ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব | ৮১.৩ | ১৫.৮ | | ২.৮ | ১০০.০ |
| সরকারি চাকরি (১০ - ২০তম গ্রেড) | ৭৮.৬ | ২০.৬ | ০.২ | ০.৬ | ১০০.০ |
| বেসরকারি শিক্ষক | ৮১.৫ | ১৭.৫ | ০.৮ | ০.২ | ১০০.০ |
| সরকারি শিক্ষক | ৮২.৮ | ১৬.০ | ০.৯ | ০.৪ | ১০০.০ |
| শ্রমিক/মজুর | ৮২.২ | ১৩.০ | ৪.৩ | ০.৫ | ১০০.০ |
| গার্মেন্টস কর্মী | ৮৫.৬ | ১০.৮ | ২.৩ | ১.৪ | ১০০.০ |
| রিক্সা/ভ্যান চালক | ৮১.৭ | ১৪.৩ | ২.৮ | ১.২ | ১০০.০ |
| পরিবহন শ্রমিক(ড্রাইভার, হেল্পার, সুপারভাইজার) | ৮১.১ | ১৬.৩ | ০.৯ | ১.৬ | ১০০.০ |
| হোটেল/রেস্টুরেন্ট কর্মী | ৮১.৪ | ১৪.৩ | ৩.৯ | ০.৪ | ১০০.০ |
| গৃহকর্মী | ৭৯.০ | ১৫.৬ | ৪.৮ | ০.৬ | ১০০.০ |
| ছাত্র | ৮৪.৩ | ১৩.৩ | ১.৭ | ০.৮ | ১০০.০ |
| বেকার | ৮২.২ | ১৩.৭ | ৩.৭ | ০.৩ | ১০০.০ |
| অবসরপ্রাপ্ত/বয়স্ক | ৭৯.৪ | ১৫.৮ | ৩.৪ | ১.৪ | ১০০.০ |
| গৃহিণী | ৮২.৬ | ১২.৮ | ৩.৭ | ০.৯ | ১০০.০ |
| অন্যান্য | ৭২.৯ | ২০.৭ | ৫.৫ | ০.৯ | ১০০.০ |
| মোট | ৮২.৫ | ১৩.৪ | ৩.৩ | ০.৮ | ১০০.০ |

| সারণী ৭.২.৭: উপজেলা স্তরে আদালত চাওয়া সংক্রান্ত জনমতের ধর্মীয় বিশ্বাস ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | উপজেলা স্তরে আদালত চান | উপজেলা স্তরে আদালত চান না | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| ধর্ম | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| মুসলমান | ৮২.৬ | ১৩.৪ | ৩.২ | ০.৯ | ১০০.০ |
| হিন্দু | ৮১.১ | ১৪.০ | ৪.৪ | ০.৫ | ১০০.০ |
| খ্রিষ্টান | ৯৯.৭ | ০.২ | ০.১ | | ১০০.০ |
| বৌদ্ধ | ৮৯.২ | ৫.৪ | ৩.৭ | ১.৭ | ১০০.০ |
| অন্যান্য | ৫৮.৮ | ২১.১ | ২০.২ | | ১০০.০ |
| মোট | ৮২.৫ | ১৩.৪ | ৩.৩ | ০.৮ | ১০০.০ |

| সারণী ৭.২.৮: উপজেলা স্তরে আদালত চাওয়া সংক্রান্ত জনমতের বিভাগ ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | উপজেলা স্তরে আদালত চান | উপজেলা স্তরে আদালত চান না | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| বিভাগ | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| বরিশাল | ৮৫.৮ | ১০.৩ | ৩.২ | ০.৭ | ১০০.০ |
| চট্টগ্রাম | ৮৪.০ | ১১.৮ | ২.৭ | ১.৫ | ১০০.০ |
| ঢাকা | ৮১.৭ | ১৪.৩ | ৩.৩ | ০.৭ | ১০০.০ |
| খুলনা | ৮২.৭ | ১২.৩ | ৪.০ | ১.০ | ১০০.০ |
| ময়মনসিংহ | ৮৯.৮ | ৮.৪ | ১.৫ | ০.২ | ১০০.০ |
| রাজশাহী | ৮১.৫ | ১৪.৯ | ৩.০ | ০.৭ | ১০০.০ |
| রংপুর | ৭৬.৩ | ১৯.০ | ৩.৮ | ০.৯ | ১০০.০ |
| সিলেট | ৮৩.৬ | ১০.৫ | ৫.৩ | ০.৬ | ১০০.০ |
| মোট | ৮২.৫ | ১৩.৪ | ৩.৩ | ০.৮ | ১০০.০ |

| সারণী ৭.২.৯: উপজেলা স্তরে আদালত চাওয়া সংক্রান্ত জনমতের জেলা ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | উপজেলা স্তরে আদালত চান | উপজেলা স্তরে আদালত চান না | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| জেলা | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| বাগেরহাট | ৭৬.২ | ১৮.৬ | ৪.৫ | ০.৬ | ১০০.০ |
| বান্দরবান | ৮১.৮ | ১৩.৮ | ৩.৮ | ০.৬ | ১০০.০ |
| বরগুনা | ৮৮.৯ | ৮.৪ | ১.৯ | ০.৮ | ১০০.০ |
| বরিশাল | ৮১.৮ | ১১.৬ | ৫.৭ | ০.৯ | ১০০.০ |
| ভোলা | ৮৬.২ | ১০.১ | ২.৮ | ০.৯ | ১০০.০ |
| বগুড়া | ৮৭.৭ | ৯.১ | ২.৬ | ০.৬ | ১০০.০ |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ৬৭.০ | ১৮.৫ | ১২.৪ | ২.১ | ১০০.০ |
| চাঁদপুর | ৬২.২ | ৩৬.২ | ০.৮ | ০.৯ | ১০০.০ |
| চট্টগ্রাম | ৯৫.১ | ৪.২ | ০.৬ | ০.১ | ১০০.০ |
| চুয়াডাঙ্গা | ৯৫.১ | ৩.২ | ১.৫ | ০.২ | ১০০.০ |
| কুমিল্লা | ৮৩.৫ | ১০.৮ | ১.২ | ৪.৪ | ১০০.০ |
| কক্সবাজার | ৯৭.০ | ২.৬ | | ০.৪ | ১০০.০ |
| ঢাকা | ৮৯.৮ | ৭.৮ | ২.২ | ০.২ | ১০০.০ |
| দিনাজপুর | ৮১.৩ | ১৫.৯ | ২.৩ | ০.৫ | ১০০.০ |
| ফরিদপুর | ৮৮.০ | ১০.১ | ১.২ | ০.৭ | ১০০.০ |
| ফেনী | ৭৩.১ | ১৮.৫ | ৮.১ | ০.২ | ১০০.০ |
| গাইবান্ধা | ৭৮.১ | ২০.৫ | ০.৬ | ০.৮ | ১০০.০ |
| গাজীপুর | ৮৩.৭ | ১০.৭ | ৪.০ | ১.৬ | ১০০.০ |
| গোপালগঞ্জ | ৮৯.৭ | ১০.০ | ০.৩ | | ১০০.০ |
| হবিগঞ্জ | ৭৪.৬ | ১১.০ | ১৩.৫ | ০.৯ | ১০০.০ |
| জয়পুরহাট | ৮৭.২ | ১১.৬ | ০.৮ | ০.৩ | ১০০.০ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| জামালপুর | ৮৫.৪ | ১৩.৩ | ১.১ | ০.১ | ১০০.০ |
| যশোর | ৮৭.৩ | ৮.৬ | ২.৯ | ১.২ | ১০০.০ |
| ঝালকাঠি | ৭১.৪ | ২২.৩ | ৫.৩ | ১.০ | ১০০.০ |
| ঝিনাইদহ | ৮৯.৬ | ৮.০ | ১.৭ | ০.৭ | ১০০.০ |
| খাগড়াছড়ি | ৯৩.৩ | ৬.০ | ০.৪ | ০.৩ | ১০০.০ |
| খুলনা | ৭৪.৬ | ১৪.৭ | ৯.৪ | ১.৩ | ১০০.০ |
| কিশোরগঞ্জ | ৮৭.২ | ১১.২ | ১.৩ | ০.৩ | ১০০.০ |
| কুড়িগ্রাম | ৭৬.৬ | ১৩.২ | ৯.৪ | ০.৮ | ১০০.০ |
| কুষ্টিয়া | ৮৮.৪ | ৭.৩ | ৩.৬ | ০.৬ | ১০০.০ |
| লক্ষ্মীপুর | ৮২.৫ | ১১.৯ | ৪.৭ | ০.৮ | ১০০.০ |
| লালমনিরহাট | ৬০.১ | ২৯.৩ | ৭.৭ | ২.৯ | ১০০.০ |
| মাদারীপুর | ৯৫.০ | ৪.৪ | ০.৪ | ০.২ | ১০০.০ |
| মাগুরা | ৭০.৫ | ২০.০ | ৬.৫ | ৩.০ | ১০০.০ |
| মানিকগঞ্জ | ৭৫.৭ | ২০.২ | ৩.০ | ১.১ | ১০০.০ |
| মেহেরপুর | ৯৪.০ | ৩.১ | ২.৫ | ০.৩ | ১০০.০ |
| মৌলভীবাজার | ৮৮.৮ | ১০.৪ | ০.৫ | ০.৪ | ১০০.০ |
| মুন্সীগঞ্জ | ৬৭.১ | ২৫.৭ | ৫.৫ | ১.৮ | ১০০.০ |
| ময়মনসিংহ | ৯৪.২ | ৪.০ | ১.৫ | ০.২ | ১০০.০ |
| নওগাঁ | ৭৭.১ | ২১.০ | ১.৮ | ০.১ | ১০০.০ |
| নড়াইল | ৭৪.১ | ১০.৮ | ১১.৪ | ৩.৭ | ১০০.০ |
| নারায়ণগঞ্জ | ৭১.৩ | ২১.১ | ৬.৬ | ১.০ | ১০০.০ |
| নরসিংদী | ৬১.২ | ২৭.৪ | ১০.৭ | ০.৬ | ১০০.০ |
| নাটোর | ৮৪.৪ | ১২.৭ | ২.৩ | ০.৫ | ১০০.০ |
| চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ৮৮.৭ | ৮.৯ | ২.২ | ০.২ | ১০০.০ |
| নেত্রকোনা | ৮৯.৭ | ৯.৬ | ০.৬ | ০.১ | ১০০.০ |
| নীলফামারী | ৭৭.৭ | ১৫.০ | ৪.৭ | ২.৬ | ১০০.০ |
| নোয়াখালী | ৮৩.৪ | ১২.৭ | ৩.১ | ০.৮ | ১০০.০ |
| পাবনা | ৭৫.৫ | ২১.১ | ১.২ | ২.২ | ১০০.০ |
| পঞ্চগড় | ৬৩.২ | ৩১.৪ | ৪.৭ | ০.৭ | ১০০.০ |
| পটুয়াখালী | ৯০.৩ | ৭.৩ | ২.২ | ০.২ | ১০০.০ |
| পিরোজপুর | ৯২.৩ | ৭.৩ | ০.২ | ০.২ | ১০০.০ |
| রাজশাহী | ৮৪.২ | ১২.৮ | ২.৫ | ০.৫ | ১০০.০ |
| রাজবাড়ী | ৮২.১ | ১৪.৩ | ৩.৪ | ০.২ | ১০০.০ |
| রাঙ্গামাটি | ৯৪.২ | ১.৪ | ২.৫ | ১.৯ | ১০০.০ |
| রংপুর | ৮২.৬ | ১৬.৩ | ১.০ | ০.১ | ১০০.০ |
| শরীয়তপুর | ৮৮.০ | ৫.৯ | ৪.৪ | ১.৬ | ১০০.০ |
| সাতক্ষীরা | ৭৪.১ | ২৫.৯ | | | ১০০.০ |
| সিরাজগঞ্জ | ৭২.২ | ১৮.৯ | ৮.২ | ০.৭ | ১০০.০ |
| শেরপুর | ৮২.২ | ১৪.১ | ৩.০ | ০.৬ | ১০০.০ |
| সুনামগঞ্জ | ৮৩.৩ | ১০.৭ | ৫.৯ | | ১০০.০ |
| সিলেট | ৮৬.৯ | ১০.১ | ২.০ | ১.০ | ১০০.০ |
| টাঙ্গাইল | ৬৪.৮ | ৩২.৯ | ১.৯ | ০.৪ | ১০০.০ |
| ঠাকুরগাঁও | ৬৯.০ | ২৬.৪ | ৪.৫ | ০.১ | ১০০.০ |
| মোট | ৮২.৫ | ১৩.৪ | ৩.৩ | ০.৮ | ১০০.০ |

## অধ্যায়-৪: অন্যান্য

| সারণী ৮.১.১: সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকা সংক্রান্ত জনমতের এলাকা ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকা উচিত | সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| এলাকা | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| গ্রাম | ৭৪.৪ | ১৯.০ | ৫.৪ | ১.১ | ১০০.০ |
| শহর | ৭৫.৯ | ১৮.৪ | ৪.৭ | ১.০ | ১০০.০ |
| মোট | ৭৪.৯ | ১৮.৮ | ৫.২ | ১.১ | ১০০.০ |

| সারণী ৮.১.২: সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকা সংক্রান্ত জনমতের লিঙ্গ ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকা উচিত | সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| লিঙ্গ | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| পুরুষ | ৭৩.০ | ২১.৭ | ৪.২ | ১.১ | ১০০.০ |
| মহিলা | ৭৬.৩ | ১৬.৬ | ৬.০ | ১.১ | ১০০.০ |
| হিজড়া/তৃতীয় লিঙ্গ | ৩৬.৩ | ৬৩.৭ | | | ১০০.০ |
| মোট | ৭৪.৯ | ১৮.৮ | ৫.২ | ১.১ | ১০০.০ |

| সারণী ৮.১.৩: সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকা সংক্রান্ত জনমতের বয়স ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকা উচিত | সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| বয়স | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| ১৮-২৪ | ৭৬.১ | ১৮.৪ | ৪.৭ | ০.৮ | ১০০.০ |
| ২৫-৩৪ | ৭৬.৫ | ১৭.৯ | ৪.৫ | ১.০ | ১০০.০ |
| ৩৫-৪৪ | ৭৫.৫ | ১৮.৭ | ৪.৭ | ১.১ | ১০০.০ |
| ৪৫-৫৪ | ৭৪.২ | ১৯.০ | ৫.৫ | ১.৩ | ১০০.০ |
| ৫৫-৬৪ | ৭১.৮ | ২০.৫ | ৬.৭ | ১.০ | ১০০.০ |
| ৬৫-৭৫ | ৭০.৪ | ২০.৩ | ৭.৭ | ১.৫ | ১০০.০ |
| মোট | ৭৪.৯ | ১৮.৮ | ৫.২ | ১.১ | ১০০.০ |

| সারণী ৮.১.৪: সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকা সংক্রান্ত জনমতের শিক্ষাগত যোগ্যতা ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকা উচিত | সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| কখনও স্কুল/মাদ্রাসায় যায়নি | ৬৯.৯ | ১৯.৮ | ৮.৯ | ১.৪ | ১০০.০ |
| প্রাথমিক | ৭৫.০ | ১৮.৭ | ৫.৩ | ১.০ | ১০০.০ |
| মাধ্যমিক | ৭৬.৮ | ১৮.০ | ৪.১ | ১.০ | ১০০.০ |
| উচ্চ মাধ্যমিক | ৭৭.৮ | ১৮.৫ | ২.৯ | ০.৮ | ১০০.০ |
| ডিপ্লোমা | ৭৫.২ | ২১.৩ | ১.৭ | ১.৮ | ১০০.০ |
| সেবিকা/ধাত্রীবিদ্যা | ৯১.৮ | ৩.৭ | ৪.৫ | | ১০০.০ |
| স্নাতক/স্নাতকোত্তর | ৭৬.৪ | ২১.০ | ১.২ | ১.৪ | ১০০.০ |
| ডাক্তার | ৭৯.৫ | ১৭.১ | | ৩.৪ | ১০০.০ |
| প্রকৌশল | ৭৮.০ | ২২.০ | | | ১০০.০ |
| মোট | ৭৪.৯ | ১৮.৮ | ৫.২ | ১.১ | ১০০.০ |

| সারণী ৮.১.৫: সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকা সংক্রান্ত জনমতের সেক্টর ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকা উচিত | সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| সেক্টর | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| কৃষি | ৭২.৩ | ২১.৮ | ৪.৯ | ১.০ | ১০০.০ |
| শিল্প | ৭৫.৪ | ১৮.৭ | ৪.৬ | ১.৩ | ১০০.০ |
| সেবা | ৭৩.৯ | ২০.৬ | ৪.২ | ১.২ | ১০০.০ |
| মোট | ৭৩.৬ | ২০.৮ | ৪.৫ | ১.২ | ১০০.০ |

| সারণী ৮.১.৬: সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকা সংক্রান্ত জনমতের পেশা ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকা উচিত | সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| পেশা/কাজের মর্যাদা | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| কৃষিকাজ | ৭২.০ | ২২.৩ | ৪.৬ | ১.১ | ১০০.০ |
| ব্যবসা | ৭৪.৯ | ২০.৫ | ৩.২ | ১.৫ | ১০০.০ |
| বেসরকারি চাকরি (এক্সিকিউটিভ) | ৭৬.১ | ২৩.৫ | ০.৪ | | ১০০.০ |
| বেসরকারি চাকরি (অন্যান্য) | ৭৫.৪ | ২০.২ | ৩.১ | ১.৩ | ১০০.০ |
| সরকারি চাকরি (৯ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব | ৬২.৮ | ৩২.২ | ০.৮ | ৪.২ | ১০০.০ |
| সরকারি চাকরি (১০ - ২০তম গ্রেড) | ৭৩.০ | ২৩.৪ | ২.০ | ১.৬ | ১০০.০ |
| বেসরকারি শিক্ষক | ৭৩.৪ | ২৪.২ | ০.৬ | ১.৮ | ১০০.০ |
| সরকারি শিক্ষক | ৭১.০ | ২৭.২ | ১.৩ | ০.৫ | ১০০.০ |
| শ্রমিক/মজুর | ৭২.৬ | ২০.৪ | ৬.৩ | ০.৭ | ১০০.০ |
| গার্মেন্টস কর্মী | ৭৯.৯ | ১৩.৪ | ৫.৩ | ১.৩ | ১০০.০ |
| রিক্সা/ভ্যান চালক | ৭০.১ | ২৪.৪ | ৪.২ | ১.২ | ১০০.০ |
| পরিবহন শ্রমিক(ড্রাইভার, হেল্পার, সুপারভাইজার) | ৭২.৮ | ২২.৪ | ৩.৪ | ১.৪ | ১০০.০ |
| হোটেল/রেস্টুরেন্ট কর্মী | ৭১.০ | ২৪.২ | ৪.৪ | ০.৪ | ১০০.০ |
| গৃহকর্মী | ৭৮.৪ | ১০.৩ | ৯.৭ | ১.৫ | ১০০.০ |
| ছাত্র | ৭৬.৮ | ১৯.৬ | ২.৫ | ১.০ | ১০০.০ |
| বেকার | ৭৫.১ | ১৮.৭ | ৫.৭ | ০.৫ | ১০০.০ |
| অবসরপ্রাপ্ত/বয়স্ক | ৭০.৫ | ২০.৬ | ৭.১ | ১.৮ | ১০০.০ |
| গৃহিণী | ৭৬.২ | ১৬.৯ | ৫.৯ | ১.০ | ১০০.০ |
| অন্যান্য | ৭০.৩ | ১৮.৮ | ৯.৩ | ১.৬ | ১০০.০ |
| মোট | ৭৪.৯ | ১৮.৮ | ৫.২ | ১.১ | ১০০.০ |

| সারণী ৮.১.৭: সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকা সংক্রান্ত জনমতের ধর্মীয় বিশ্বাস ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকা উচিত | সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| ধর্ম | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| মুসলমান | ৭৪.০ | ১৯.৭ | ৫.২ | ১.১ | ১০০.০ |
| হিন্দু | ৮৫.০ | ৮.৮ | ৪.৯ | ১.৪ | ১০০.০ |
| খ্রিষ্টান | ৭৭.৬ | ১০.৫ | ১২.০ | | ১০০.০ |
| বৌদ্ধ | ৮৪.৩ | ৯.৫ | ৬.১ | ০.১ | ১০০.০ |
| অন্যান্য | ৭৯.৮ | | ২০.২ | | ১০০.০ |
| মোট | ৭৪.৯ | ১৮.৮ | ৫.২ | ১.১ | ১০০.০ |

| সারণী ৮.১.৮: সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকা সংক্রান্ত জনমতের বিভাগ ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকা উচিত | সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| বিভাগ | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| বরিশাল | ৭১.৮ | ২০.৫ | ৬.৫ | ১.১ | ১০০.০ |
| চট্টগ্রাম | ৮২.০ | ১৩.৫ | ৩.২ | ১.২ | ১০০.০ |
| ঢাকা | ৭০.৯ | ২১.৯ | ৬.১ | ১.১ | ১০০.০ |
| খুলনা | ৭৪.৬ | ১৯.২ | ৪.৯ | ১.৩ | ১০০.০ |
| ময়মনসিংহ | ৭৯.২ | ১৫.৯ | ৪.৬ | ০.৩ | ১০০.০ |
| রাজশাহী | ৬৮.৫ | ২৩.৮ | ৬.৫ | ১.২ | ১০০.০ |
| রংপুর | ৭৮.৯ | ১৬.৪ | ৩.৫ | ১.১ | ১০০.০ |
| সিলেট | ৭৫.১ | ১৫.৬ | ৮.৪ | ০.৯ | ১০০.০ |
| মোট | ৭৪.৯ | ১৮.৮ | ৫.২ | ১.১ | ১০০.০ |

| সারণী ৮.১.৯: সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকা সংক্রান্ত জনমতের জেলা ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকা উচিত | সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| জেলা | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| বাগেরহাট | ৭৩.৩ | ২১.১ | ৪.৫ | ১.১ | ১০০.০ |
| বান্দরবান | ৬৭.৪ | ২৬.১ | ৬.৪ | ০.১ | ১০০.০ |
| বরগুনা | ৭৮.৭ | ১৭.৭ | ৩.০ | ০.৭ | ১০০.০ |
| বরিশাল | ৭৭.৭ | ৮.৪ | ১১.৫ | ২.৪ | ১০০.০ |
| ভোলা | ৫৪.৪ | ৪২.২ | ২.৮ | ০.৬ | ১০০.০ |
| বগুড়া | ৭৭.৬ | ১৬.৮ | ৪.২ | ১.৪ | ১০০.০ |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ৭২.৪ | ১৫.০ | ১১.৬ | ০.৯ | ১০০.০ |
| চাঁদপুর | ৬৬.৫ | ৩১.৬ | ১.৪ | ০.৪ | ১০০.০ |
| চট্টগ্রাম | ৯৩.০ | ৪.৭ | ২.০ | ০.৩ | ১০০.০ |
| চুয়াডাঙ্গা | ৭৮.৩ | ২০.৯ | ০.৬ | ০.৩ | ১০০.০ |
| কুমিল্লা | ৮৮.০ | ৬.৪ | ১.৭ | ৩.৯ | ১০০.০ |
| কক্সবাজার | ৭২.০ | ২৫.১ | ২.৩ | ০.৫ | ১০০.০ |
| ঢাকা | ৭১.২ | ২০.০ | ৭.০ | ১.৮ | ১০০.০ |
| দিনাজপুর | ৭৭.৮ | ১৫.৮ | ৪.৫ | ১.৮ | ১০০.০ |
| ফরিদপুর | ৫৭.৮ | ৩৯.৮ | ২.২ | ০.২ | ১০০.০ |
| ফেনী | ৭০.৩ | ২৪.৮ | ৩.৯ | ১.০ | ১০০.০ |
| গাইবান্ধা | ৭৫.৯ | ২০.৫ | ১.৫ | ২.০ | ১০০.০ |
| গাজীপুর | ৭৬.১ | ১৭.০ | ৫.৮ | ১.২ | ১০০.০ |
| গোপালগঞ্জ | ৭৩.৯ | ২৫.৬ | ০.৩ | ০.৩ | ১০০.০ |
| হবিগঞ্জ | ৭৩.৭ | ১২.০ | ১৩.২ | ১.১ | ১০০.০ |
| জয়পুরহাট | ৭৫.৯ | ১৮.৫ | ৪.৮ | ০.৮ | ১০০.০ |
| জামালপুর | ৮০.৭ | ১৫.৮ | ৩.১ | ০.৫ | ১০০.০ |
| যশোর | ৭৫.৬ | ১৬.৯ | ৬.৪ | ১.২ | ১০০.০ |
| ঝালকাঠি | ৬১.৭ | ৩০.৭ | ৬.৪ | ১.২ | ১০০.০ |
| ঝিনাইদহ | ৭১.১ | ২৩.২ | ২.৬ | ৩.১ | ১০০.০ |
| খাগড়াছড়ি | ৯০.৬ | ৮.০ | ১.০ | ০.৫ | ১০০.০ |
| খুলনা | ৭৫.০ | ১৩.৭ | ৯.৯ | ১.৩ | ১০০.০ |
| কিশোরগঞ্জ | ৬০.৯ | ৩২.৫ | ৫.৫ | ১.০ | ১০০.০ |
| কুড়িগ্রাম | ৭৭.৯ | ১৪.৩ | ৭.১ | ০.৬ | ১০০.০ |
| কুষ্টিয়া | ৭৯.০ | ১৭.৫ | ২.৮ | ০.৬ | ১০০.০ |
| লক্ষ্মীপুর | ৭১.২ | ২৩.৭ | ৪.৬ | ০.৫ | ১০০.০ |
| লালমনিরহাট | ৮৩.৬ | ১১.৮ | ৩.৮ | ০.৮ | ১০০.০ |
| মাদারীপুর | ৮৭.৭ | ১১.০ | ১.২ | | ১০০.০ |
| মাগুরা | ৭২.১ | ১৭.০ | ৮.৬ | ২.৩ | ১০০.০ |
| মানিকগঞ্জ | ৭৬.৩ | ১৮.১ | ৩.৯ | ১.৬ | ১০০.০ |
| মেহেরপুর | ৬৫.৭ | ২৭.৮ | ৫.৮ | ০.৭ | ১০০.০ |
| মৌলভীবাজার | ৮৮.০ | ১১.০ | ০.৯ | ০.১ | ১০০.০ |
| মুন্সীগঞ্জ | ৬৯.০ | ১৯.০ | ১১.৭ | ০.৩ | ১০০.০ |
| ময়মনসিংহ | ৮১.২ | ১১.৪ | ৭.৩ | ০.২ | ১০০.০ |
| নওগাঁ | ৬৮.৫ | ২৫.৩ | ৫.৯ | ০.৩ | ১০০.০ |
| নড়াইল | ৭৪.৯ | ১২.০ | ১০.৫ | ২.৬ | ১০০.০ |
| নারায়ণগঞ্জ | ৮৩.১ | ১১.০ | ৫.৪ | ০.৫ | ১০০.০ |
| নরসিংদী | ৫৩.৩ | ২৯.৪ | ১৫.৬ | ১.৭ | ১০০.০ |
| নাটোর | ৭৯.৩ | ১৪.৫ | ৫.৬ | ০.৬ | ১০০.০ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ৭৪.৯ | ২১.২ | ৩.৯ | ০.১ | ১০০.০ |
| নেত্রকোনা | ৮৩.২ | ১৬.২ | ০.৫ | ০.১ | ১০০.০ |
| নীলফামারী | ৭৭.১ | ১৭.৪ | ৪.১ | ১.৫ | ১০০.০ |
| নোয়াখালী | ৮১.৯ | ১৪.৫ | ২.৯ | ০.৭ | ১০০.০ |
| পাবনা | ৬৮.৪ | ২২.২ | ৬.৫ | ২.৯ | ১০০.০ |
| পঞ্চগড় | ৭৫.২ | ২০.৩ | ৩.৬ | ০.৯ | ১০০.০ |
| পটুয়াখালী | ৬৮.০ | ২১.২ | ১০.২ | ০.৬ | ১০০.০ |
| পিরোজপুর | ৯১.৩ | ৭.৮ | ০.৭ | ০.২ | ১০০.০ |
| রাজশাহী | ৬৬.৫ | ২৯.০ | ৪.১ | ০.৪ | ১০০.০ |
| রাজবাড়ী | ৭৯.৬ | ১৮.৩ | ২.০ | ০.১ | ১০০.০ |
| রাঙ্গামাটি | ৭৬.৪ | ২১.৪ | ২.১ | ০.১ | ১০০.০ |
| রংপুর | ৮০.৮ | ১৭.৩ | ১.৪ | ০.৫ | ১০০.০ |
| শরীয়তপুর | ৭৬.৪ | ১৬.০ | ৫.৮ | ১.৮ | ১০০.০ |
| সাতক্ষীরা | ৭৪.৫ | ২৪.৮ | ০.৩ | ০.৩ | ১০০.০ |
| সিরাজগঞ্জ | ৪৬.১ | ৩৬.৯ | ১৫.০ | ২.০ | ১০০.০ |
| শেরপুর | ৬৫.৮ | ৩০.৮ | ২.৭ | ০.৭ | ১০০.০ |
| সুনামগঞ্জ | ৭৭.৬ | ১৪.৪ | ৮.০ | | ১০০.০ |
| সিলেট | ৬৫.৮ | ২২.০ | ১০.২ | ২.০ | ১০০.০ |
| টাঙ্গাইল | ৬৪.২ | ৩২.৫ | ৩.০ | ০.২ | ১০০.০ |
| ঠাকুরগাঁও | ৮৫.১ | ১১.৬ | ৩.০ | ০.৪ | ১০০.০ |
| মোট | ৭৪.৯ | ১৮.৮ | ৫.২ | ১.১ | ১০০.০ |

**সারণী ৮.২.১: সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন পদ্ধতি কেমন হওয়া উচিত সংক্রান্ত জনমতের এলাকা ভিত্তিক বিন্যাস**

| | নারী প্রার্থীদের মধ্যে সরাসরি নির্বাচন | ভোটের অনুপাতের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনয়ন | মোট |
|---|---|---|---|
| **এলাকা** | (%) | (%) | (%) |
| গ্রাম | ৮২.২ | ১৭.৮ | ১০০.০ |
| শহর | ৮৩.৪ | ১৬.৬ | ১০০.০ |
| মোট | ৮২.৬ | ১৭.৪ | ১০০.০ |

**সারণী ৮.২.২: সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন পদ্ধতি কেমন হওয়া উচিত সংক্রান্ত জনমতের লিঙ্গ ভিত্তিক বিন্যাস**

| | নারী প্রার্থীদের মধ্যে সরাসরি নির্বাচন | ভোটের অনুপাতের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনয়ন | মোট |
|---|---|---|---|
| **লিঙ্গ** | (%) | (%) | (%) |
| পুরুষ | ৮১.৯ | ১৮.১ | ১০০.০ |
| মহিলা | ৮৩.১ | ১৬.৯ | ১০০.০ |
| হিজড়া/তৃতীয় লিঙ্গ | | ১০০.০ | ১০০.০ |
| মোট | ৮২.৬ | ১৭.৪ | ১০০.০ |

**সারণী ৮.২.৩: সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন পদ্ধতি কেমন হওয়া উচিত সংক্রান্ত জনমতের বয়স ভিত্তিক বিন্যাস**

| | নারী প্রার্থীদের মধ্যে সরাসরি নির্বাচন | ভোটের অনুপাতের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনয়ন | মোট |
|---|---|---|---|
| **বয়স** | (%) | (%) | (%) |
| ১৮-২৪ | ৮০.৬ | ১৯.৪ | ১০০.০ |
| ২৫-৩৪ | ৮৩.৬ | ১৬.৪ | ১০০.০ |
| ৩৫-৪৪ | ৮২.০ | ১৮.০ | ১০০.০ |
| ৪৫-৫৪ | ৮৩.১ | ১৬.৯ | ১০০.০ |
| ৫৫-৬৪ | ৮২.২ | ১৭.৮ | ১০০.০ |
| ৬৫-৭৫ | ৮৩.৫ | ১৬.৫ | ১০০.০ |
| মোট | ৮২.৬ | ১৭.৪ | ১০০.০ |

| সারণী ৮.২.৪: সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন পদ্ধতি সংক্রান্ত জনমতের শিক্ষাগত যোগ্যতা ভিত্তিক বিন্যাস | | | |
|---|---|---|---|
| | নারী প্রার্থীদের মধ্যে সরাসরি নির্বাচন | ভোটের অনুপাতের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনয়ন | মোট |
| **শিক্ষাগত যোগ্যতা** | (%) | (%) | (%) |
| কখনও স্কুল/মাদ্রাসায় যায়নি | ৮৩.১ | ১৬.৯ | ১০০.০ |
| প্রাথমিক | ৮৪.২ | ১৫.৮ | ১০০.০ |
| মাধ্যমিক | ৮১.৭ | ১৮.৩ | ১০০.০ |
| উচ্চ মাধ্যমিক | ৮১.৪ | ১৮.৬ | ১০০.০ |
| ডিপ্লোমা | ৮৩.২ | ১৬.৮ | ১০০.০ |
| সেবিকা/ধাত্রীবিদ্যা | ৭৭.৫ | ২২.৫ | ১০০.০ |
| স্নাতক/স্নাতকোত্তর | ৮০.৪ | ১৯.৬ | ১০০.০ |
| ডাক্তার | ৯৫.৬ | ৪.৪ | ১০০.০ |
| প্রকৌশল | ৯২.৮ | ৭.২ | ১০০.০ |
| মোট | ৮২.৬ | ১৭.৪ | ১০০.০ |

| সারণী ৮.২.৫: সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন পদ্ধতি কেমন হওয়া উচিত সংক্রান্ত জনমতের সেক্টর ভিত্তিক বিন্যাস | | | |
|---|---|---|---|
| | নারী প্রার্থীদের মধ্যে সরাসরি নির্বাচন | ভোটের অনুপাতের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনয়ন | মোট |
| **সেক্টর** | (%) | (%) | (%) |
| কৃষি | ৮২.৪ | ১৭.৬ | ১০০.০ |
| শিল্প | ৮২.৬ | ১৭.৪ | ১০০.০ |
| সেবা | ৮২.১ | ১৭.৯ | ১০০.০ |
| মোট | ৮২.৩ | ১৭.৭ | ১০০.০ |

| সারণী ৮.২.৬: সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন পদ্ধতি কেমন হওয়া উচিত সংক্রান্ত জনমতের পেশা ভিত্তিক বিন্যাস | | | |
|---|---|---|---|
| | নারী প্রার্থীদের মধ্যে সরাসরি নির্বাচন | ভোটের অনুপাতের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনয়ন | মোট |
| **পেশা/কাজের মর্যাদা** | (%) | (%) | (%) |
| কৃষিকাজ | ৮২.০ | ১৮.০ | ১০০.০ |
| ব্যবসা | ৮১.৪ | ১৮.৬ | ১০০.০ |
| বেসরকারি চাকরি (এক্সিকিউটিভ) | ৮২.৫ | ১৭.৫ | ১০০.০ |
| বেসরকারি চাকরি (অন্যান্য) | ৮১.২ | ১৮.৮ | ১০০.০ |
| সরকারি চাকরি (৯ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব | ৮১.৭ | ১৮.৩ | ১০০.০ |
| সরকারি চাকরি (১০ - ২০তম গ্রেড) | ৮১.০ | ১৯.০ | ১০০.০ |
| বেসরকারি শিক্ষক | ৭৭.০ | ২৩.০ | ১০০.০ |
| সরকারি শিক্ষক | ৮৩.৫ | ১৬.৫ | ১০০.০ |
| শ্রমিক/মজুর | ৮৪.৩ | ১৫.৭ | ১০০.০ |
| গার্মেন্টস কর্মী | ৮২.৮ | ১৭.২ | ১০০.০ |
| রিক্সা/ভ্যান চালক | ৮২.১ | ১৭.৯ | ১০০.০ |
| পরিবহন শ্রমিক(ড্রাইভার, হেল্পার, সুপারভাইজার) | ৮০.৬ | ১৯.৪ | ১০০.০ |
| হোটেল/রেস্টুরেন্ট কর্মী | ৮১.৫ | ১৮.৫ | ১০০.০ |
| গৃহকর্মী | ৮৮.১ | ১১.৯ | ১০০.০ |
| ছাত্র | ৮০.২ | ১৯.৮ | ১০০.০ |
| বেকার | ৮৩.৪ | ১৬.৬ | ১০০.০ |
| অবসরপ্রাপ্ত/বয়স্ক | ৮২.২ | ১৭.৮ | ১০০.০ |
| গৃহিণী | ৮৩.০ | ১৭.০ | ১০০.০ |
| অন্যান্য | ৮৪.৭ | ১৫.৩ | ১০০.০ |
| মোট | ৮২.৬ | ১৭.৪ | ১০০.০ |

| সারণী ৮.২.৭: সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন পদ্ধতি কেমন হওয়া উচিত সংক্রান্ত জনমতের ধর্মীয় বিশ্বাস ভিত্তিক বিন্যাস | | | |
|---|---|---|---|
| | নারী প্রার্থীদের মধ্যে সরাসরি নির্বাচন | ভোটের অনুপাতের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনয়ন | মোট |
| ধর্ম | (%) | (%) | (%) |
| মুসলমান | ৮২.৫ | ১৭.৫ | ১০০.০ |
| হিন্দু | ৮৩.৫ | ১৬.৫ | ১০০.০ |
| খ্রিষ্টান | ৭৯.৩ | ২০.৭ | ১০০.০ |
| বৌদ্ধ | ৮৮.৫ | ১১.৫ | ১০০.০ |
| অন্যান্য | ৮৩.৭ | ১৬.৩ | ১০০.০ |
| মোট | ৮২.৬ | ১৭.৪ | ১০০.০ |

| সারণী ৮.২.৮: সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন পদ্ধতি কেমন হওয়া উচিত সংক্রান্ত জনমতের বিভাগ ভিত্তিক বিন্যাস | | | |
|---|---|---|---|
| | নারী প্রার্থীদের মধ্যে সরাসরি নির্বাচন | ভোটের অনুপাতের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনয়ন | মোট |
| বিভাগ | (%) | (%) | (%) |
| বরিশাল | ৮২.৭ | ১৭.৩ | ১০০.০ |
| চট্টগ্রাম | ৮৪.৬ | ১৫.৪ | ১০০.০ |
| ঢাকা | ৮৩.৬ | ১৬.৪ | ১০০.০ |
| খুলনা | ৮১.৯ | ১৮.১ | ১০০.০ |
| ময়মনসিংহ | ৭৫.৩ | ২৪.৭ | ১০০.০ |
| রাজশাহী | ৮৪.৪ | ১৫.৬ | ১০০.০ |
| রংপুর | ৮০.২ | ১৯.৮ | ১০০.০ |
| সিলেট | ৮২.৪ | ১৭.৬ | ১০০.০ |
| মোট | ৮২.৬ | ১৭.৪ | ১০০.০ |

| সারণী ৮.২.৯: সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন পদ্ধতি কেমন হওয়া উচিত সংক্রান্ত জনমতের জেলা ভিত্তিক বিন্যাস | | | |
|---|---|---|---|
| | নারী প্রার্থীদের মধ্যে সরাসরি নির্বাচন | ভোটের অনুপাতের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনয়ন | মোট |
| জেলা | (%) | (%) | (%) |
| বাগেরহাট | ৯০.৫ | ৯.৫ | ১০০.০ |
| বান্দরবান | ৭৩.৯ | ২৬.১ | ১০০.০ |
| বরগুনা | ৮৪.৩ | ১৫.৭ | ১০০.০ |
| বরিশাল | ৮৭.৯ | ১২.১ | ১০০.০ |
| ভোলা | ৮০.৬ | ১৯.৪ | ১০০.০ |
| বগুড়া | ৮৭.০ | ১৩.০ | ১০০.০ |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ৬৫.৬ | ৩৪.৪ | ১০০.০ |
| চাঁদপুর | ৯৩.১ | ৬.৯ | ১০০.০ |
| চট্টগ্রাম | ৯৩.৩ | ৬.৭ | ১০০.০ |
| চুয়াডাঙ্গা | ৮৮.২ | ১১.৮ | ১০০.০ |
| কুমিল্লা | ৮১.০ | ১৯.০ | ১০০.০ |
| কক্সবাজার | ৮৮.৯ | ১১.১ | ১০০.০ |
| ঢাকা | ৮৪.৩ | ১৫.৭ | ১০০.০ |
| দিনাজপুর | ৬৯.৩ | ৩০.৭ | ১০০.০ |
| ফরিদপুর | ৮৮.৫ | ১১.৫ | ১০০.০ |
| ফেনী | ৭৪.৯ | ২৫.১ | ১০০.০ |
| গাইবান্ধা | ৮০.১ | ১৯.৯ | ১০০.০ |
| গাজীপুর | ৮২.৫ | ১৭.৫ | ১০০.০ |
| গোপালগঞ্জ | ৯৩.১ | ৬.৯ | ১০০.০ |
| হবিগঞ্জ | ৮২.৪ | ১৭.৬ | ১০০.০ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| জয়পুরহাট | ৯০.৬ | ৯.৪ | ১০০.০ |
| জামালপুর | ৮০.৯ | ১৯.১ | ১০০.০ |
| যশোর | ৭৭.৭ | ২২.৩ | ১০০.০ |
| ঝালকাঠি | ৭৩.২ | ২৬.৮ | ১০০.০ |
| ঝিনাইদহ | ৮৩.০ | ১৭.০ | ১০০.০ |
| খাগড়াছড়ি | ৮১.৯ | ১৮.১ | ১০০.০ |
| খুলনা | ৮৪.০ | ১৬.০ | ১০০.০ |
| কিশোরগঞ্জ | ৯০.৩ | ৯.৭ | ১০০.০ |
| কুড়িগ্রাম | ৮৩.৮ | ১৬.২ | ১০০.০ |
| কুষ্টিয়া | ৮৪.৬ | ১৫.৪ | ১০০.০ |
| লক্ষ্মীপুর | ৮৮.৩ | ১১.৭ | ১০০.০ |
| লালমনিরহাট | ৯২.১ | ৭.৯ | ১০০.০ |
| মাদারীপুর | ৮০.৬ | ১৯.৪ | ১০০.০ |
| মাগুরা | ৭২.৭ | ২৭.৩ | ১০০.০ |
| মানিকগঞ্জ | ৮৬.৭ | ১৩.৩ | ১০০.০ |
| মেহেরপুর | ৮২.৪ | ১৭.৬ | ১০০.০ |
| মৌলভীবাজার | ৮৭.৭ | ১২.৩ | ১০০.০ |
| মুন্সীগঞ্জ | ৮৬.৯ | ১৩.১ | ১০০.০ |
| ময়মনসিংহ | ৭৪.১ | ২৫.৯ | ১০০.০ |
| নওগাঁ | ৭২.৬ | ২৭.৪ | ১০০.০ |
| নড়াইল | ৮৮.৪ | ১১.৬ | ১০০.০ |
| নারায়ণগঞ্জ | ৭০.৮ | ২৯.২ | ১০০.০ |
| নরসিংদী | ৮৫.৯ | ১৪.১ | ১০০.০ |
| নাটোর | ৮৮.১ | ১১.৯ | ১০০.০ |
| চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ৭৬.৮ | ২৩.২ | ১০০.০ |
| নেত্রকোনা | ৭৪.৮ | ২৫.২ | ১০০.০ |
| নীলফামারী | ৮৬.৩ | ১৩.৭ | ১০০.০ |
| নোয়াখালী | ৭৬.৪ | ২৩.৬ | ১০০.০ |
| পাবনা | ৭৯.৬ | ২০.৪ | ১০০.০ |
| পঞ্চগড় | ৯৬.৭ | ৩.৩ | ১০০.০ |
| পটুয়াখালী | ৭৪.১ | ২৫.৯ | ১০০.০ |
| পিরোজপুর | ৮৫.৮ | ১৪.২ | ১০০.০ |
| রাজশাহী | ৯৩.৭ | ৬.৩ | ১০০.০ |
| রাজবাড়ী | ৮৫.৮ | ১৪.২ | ১০০.০ |
| রাঙ্গামাটি | ৮৯.৮ | ১০.২ | ১০০.০ |
| রংপুর | ৮২.৭ | ১৭.৩ | ১০০.০ |
| শরীয়তপুর | ৭৫.৭ | ২৪.৩ | ১০০.০ |
| সাতক্ষীরা | ৭৩.৮ | ২৬.২ | ১০০.০ |
| সিরাজগঞ্জ | ৮৭.৩ | ১২.৭ | ১০০.০ |
| শেরপুর | ৬৯.৯ | ৩০.১ | ১০০.০ |
| সুনামগঞ্জ | ৮৪.৫ | ১৫.৫ | ১০০.০ |
| সিলেট | ৭৫.৮ | ২৪.২ | ১০০.০ |
| টাঙ্গাইল | ৮৭.০ | ১৩.০ | ১০০.০ |
| ঠাকুরগাঁও | ৬১.১ | ৩৮.৯ | ১০০.০ |
| মোট | ৮২.৬ | ১৭.৪ | ১০০.০ |

| সারণী ৮.৩.১: শিশু সংক্রান্ত সকল কর্মকাণ্ডে শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থই প্রধান বিবেচনা  হবে- এমন নীতি সংবিধানে নিশ্চিত করা উচিত সংক্রান্ত জনমতের এলাকা ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | সংবিধানে নিশ্চিত করা উচিত | সংবিধানে নিশ্চিত করা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| **এলাকা** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| গ্রাম | ৯০.২ | ৪.৫ | ৪.৪ | ০.৯ | ১০০.০ |
| শহর | ৯১.৬ | ৪.০ | ৩.৫ | ০.৮ | ১০০.০ |
| মোট | ৯০.৬ | ৪.৪ | ৪.১ | ০.৯ | ১০০.০ |

| সারণী ৮.৩.২: শিশু সংক্রান্ত সকল কর্মকাণ্ডে শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থই প্রধান বিবেচনা  হবে- এমন নীতি সংবিধানে নিশ্চিত করা উচিত সংক্রান্ত জনমতের লিঙ্গ ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | সংবিধানে নিশ্চিত করা উচিত | সংবিধানে নিশ্চিত করা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| **লিঙ্গ** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| পুরুষ | ৯১.২ | ৪.৫ | ৩.৫ | ০.৮ | ১০০.০ |
| মহিলা | ৯০.২ | ৪.৩ | ৪.৬ | ০.৯ | ১০০.০ |
| হিজড়া/তৃতীয় লিঙ্গ | ৩৬.৩ | | ৬৩.৭ | | ১০০.০ |
| মোট | ৯০.৬ | ৪.৪ | ৪.১ | ০.৯ | ১০০.০ |

| সারণী ৮.৩.৩:  শিশু সংক্রান্ত সকল কর্মকাণ্ডে শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থই প্রধান বিবেচনা  হবে- এমন নীতি সংবিধানে নিশ্চিত করা উচিত সংক্রান্ত জনমতের বয়স ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | সংবিধানে নিশ্চিত করা উচিত | সংবিধানে নিশ্চিত করা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| **বয়স** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| ১৮-২৪ | ৯০.৯ | ৪.৮ | ৩.৬ | ০.৭ | ১০০.০ |
| ২৫-৩৪ | ৯১.৪ | ৪.২ | ৩.৬ | ০.৮ | ১০০.০ |
| ৩৫-৪৪ | ৯১.২ | ৪.৩ | ৩.৭ | ০.৮ | ১০০.০ |
| ৪৫-৫৪ | ৮৯.৮ | ৪.৮ | ৪.৫ | ১.০ | ১০০.০ |
| ৫৫-৬৪ | ৮৯.৩ | ৪.৩ | ৫.৪ | ১.১ | ১০০.০ |
| ৬৫-৭৫ | ৮৯.২ | ৩.৯ | ৫.৯ | ১.০ | ১০০.০ |
| মোট | ৯০.৬ | ৪.৪ | ৪.১ | ০.৯ | ১০০.০ |

| সারণী ৮.৩.৪: শিশু সংক্রান্ত সকল কর্মকাণ্ডে  শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থই প্রধান বিবেচনা হবে, এমন নীতি সংবিধানে নিশ্চিত করা  সংক্রান্ত জনমতের শিক্ষাগত যোগ্যতা ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ১. সংবিধানে নিশ্চিত করা উচিত | ২. সংবিধানে নিশ্চিত করা উচিত নয় | ৩. জানিনা | ৪. উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| **শিক্ষাগত যোগ্যতা** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| কখনও স্কুল/মাদ্রাসায় যায়নি | ৮৭.৬ | ৪.৩ | ৬.৯ | ১.২ | ১০০.০ |
| প্রাথমিক | ৯১.০ | ৪.০ | ৪.১ | ০.৮ | ১০০.০ |
| মাধ্যমিক | ৯১.৩ | ৪.৬ | ৩.৩ | ০.৮ | ১০০.০ |
| উচ্চ  মাধ্যমিক | ৯২.১ | ৪.৮ | ২.৪ | ০.৬ | ১০০.০ |
| ডিপ্লোমা | ৯৩.৫ | ৪.৩ | ২.২ | | ১০০.০ |
| সেবিকা/ধাত্রীবিদ্যা | ৮৯.৭ | ৩.৯ | ৬.৪ | | ১০০.০ |
| স্নাতক/স্নাতকোত্তর | ৯৩.৩ | ৪.৭ | ১.৬ | ০.৪ | ১০০.০ |
| ডাক্তার | ৯৩.৪ | ৬.৬ | | | ১০০.০ |
| প্রকৌশল | ৯৮.৭ | ১.৩ | | | ১০০.০ |
| মোট | ৯০.৬ | ৪.৪ | ৪.১ | ০.৯ | ১০০.০ |

| সারণী ৮.৩.৫: শিশু সংক্রান্ত সকল কর্মকাণ্ডে শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থই প্রধান বিবেচনা  হবে- এমন নীতি সংবিধানে নিশ্চিত করা উচিত সংক্রান্ত জনমতের কর্মের সেক্টর ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | সংবিধানে নিশ্চিত করা উচিত | সংবিধানে নিশ্চিত করা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| **সেক্টর** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| কৃষি | ৯১.২ | ৪.০ | ৪.০ | ০.৭ | ১০০.০ |
| শিল্প | ৯০.৬ | ৪.৩ | ৪.৫ | ০.৬ | ১০০.০ |
| সেবা | ৯১.১ | ৪.৮ | ৩.৩ | ০.৮ | ১০০.০ |
| মোট | ৯১.১ | ৪.৫ | ৩.৭ | ০.৮ | ১০০.০ |

| সারণী ৮.৩.৬: শিশু সংক্রান্ত সকল কর্মকাণ্ডে শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থই প্রধান বিবেচনা হবে- এমন নীতি সংবিধানে নিশ্চিত করা উচিত সংক্রান্ত জনমতের পেশা ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | সংবিধানে নিশ্চিত করা উচিত | সংবিধানে নিশ্চিত করা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| পেশা/কাজের মর্যাদা | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| কৃষিকাজ | ৯০.৯ | ৪.১ | ৪.১ | ০.৮ | ১০০.০ |
| ব্যবসা | ৯১.১ | ৫.৪ | ২.৬ | ০.৯ | ১০০.০ |
| বেসরকারি চাকরি (এক্সিকিউটিভ) | ৯৩.২ | ২.৫ | ২.৬ | ১.৬ | ১০০.০ |
| বেসরকারি চাকরি (অন্যান্য) | ৯২.৭ | ৪.৬ | ২.৩ | ০.৪ | ১০০.০ |
| সরকারি চাকরি (৯ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব | ৯৪.৫ | ৩.১ | ২.৪ | | ১০০.০ |
| সরকারি চাকরি (১০ - ২০তম গ্রেড) | ৯৩.৪ | ৪.৬ | ১.৪ | ০.৬ | ১০০.০ |
| বেসরকারি শিক্ষক | ৯১.৩ | ৬.৯ | ১.৬ | ০.৩ | ১০০.০ |
| সরকারি শিক্ষক | ৯৪.৭ | ৩.৭ | ১.৩ | ০.৩ | ১০০.০ |
| শ্রমিক/মজুর | ৯০.১ | ৪.৯ | ৪.৫ | ০.৪ | ১০০.০ |
| গার্মেন্টস কর্মী | ৯২.৮ | ২.৯ | ৪.২ | ০.১ | ১০০.০ |
| রিক্সা/ভ্যান চালক | ৯০.৮ | ৪.১ | ৩.১ | ২.০ | ১০০.০ |
| পরিবহন শ্রমিক(ড্রাইভার, হেল্পার, সুপারভাইজার) | ৮৫.৩ | ৬.৩ | ৭.১ | ১.৩ | ১০০.০ |
| হোটেল/রেস্টুরেন্ট কর্মী | ৯১.৮ | ৩.৪ | ৪.৬ | ০.২ | ১০০.০ |
| গৃহকর্মী | ৮৫.৭ | ৫.৫ | ৬.৯ | ১.৯ | ১০০.০ |
| ছাত্র | ৯২.০ | ৪.৮ | ২.২ | ১.০ | ১০০.০ |
| বেকার | ৯০.৩ | ৪.৮ | ৪.৫ | ০.৪ | ১০০.০ |
| অবসরপ্রাপ্ত/বয়স্ক | ৮৮.৬ | ৪.১ | ৬.১ | ১.৩ | ১০০.০ |
| গৃহিণী | ৯০.৩ | ৪.৩ | ৪.৫ | ০.৯ | ১০০.০ |
| অন্যান্য | ৯০.৩ | ৩.৯ | ৪.৩ | ১.৫ | ১০০.০ |
| মোট | ৯০.৬ | ৪.৪ | ৪.১ | ০.৯ | ১০০.০ |

| সারণী ৮.৩.৭: শিশু সংক্রান্ত সকল কর্মকাণ্ডে শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থই প্রধান বিবেচনা হবে- এমন নীতি সংবিধানে নিশ্চিত করা উচিত সংক্রান্ত জনমতের ধর্মীয় বিশ্বাস ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | সংবিধানে নিশ্চিত করা উচিত | সংবিধানে নিশ্চিত করা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| ধর্ম | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| মুসলমান | ৯০.৬ | ৪.৪ | ৪.১ | ০.৯ | ১০০.০ |
| হিন্দু | ৯০.৩ | ৪.২ | ৪.৫ | ১.০ | ১০০.০ |
| খ্রিষ্টান | ৯৯.৪ | | | ০.৬ | ১০০.০ |
| বৌদ্ধ | ৮৯.২ | ৩.৮ | ৬.৬ | ০.৩ | ১০০.০ |
| অন্যান্য | ৯৫.৯ | | ৪.১ | | ১০০.০ |
| মোট | ৯০.৬ | ৪.৪ | ৪.১ | ০.৯ | ১০০.০ |

| সারণী ৮.৩.৮: শিশু সংক্রান্ত সকল কর্মকাণ্ডে শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থই প্রধান বিবেচনা হবে- এমন নীতি সংবিধানে নিশ্চিত করা উচিত সংক্রান্ত জনমতের লিঙ্গ ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | সংবিধানে নিশ্চিত করা উচিত | সংবিধানে নিশ্চিত করা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| লিঙ্গ | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| পুরুষ | ৯১.৩ | ৪.৬ | ৩.৩ | ০.৮ | ১০০.০ |
| মহিলা | ৮৯.৪ | ৩.৯ | ৫.৩ | ১.৪ | ১০০.০ |
| মোট | ৯০.৭ | ৪.৪ | ৩.৯ | ১.০ | ১০০.০ |

| সারণী ৮.৩.৯: শিশু সংক্রান্ত সকল কর্মকাণ্ডে শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থই প্রধান বিবেচনা হবে- এমন নীতি সংবিধানে নিশ্চিত করা উচিত সংক্রান্ত জনমতের বিভাগ ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | সংবিধানে নিশ্চিত করা উচিত | সংবিধানে নিশ্চিত করা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| বিভাগ | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| বরিশাল | ৮৮.৯ | ৪.৯ | ৫.৫ | ০.৭ | ১০০.০ |
| চট্টগ্রাম | ৯২.৯ | ৩.৩ | ২.৫ | ১.৩ | ১০০.০ |
| ঢাকা | ৯০.৬ | ৪.৭ | ৪.০ | ০.৭ | ১০০.০ |
| খুলনা | ৯১.৫ | ৩.৩ | ৪.৩ | ০.৯ | ১০০.০ |
| ময়মনসিংহ | ৯১.১ | ৪.৯ | ৩.৫ | ০.৫ | ১০০.০ |
| রাজশাহী | ৮৮.৮ | ৫.১ | ৫.৩ | ০.৭ | ১০০.০ |
| রংপুর | ৯০.৬ | ৪.৩ | ৪.৫ | ০.৬ | ১০০.০ |
| সিলেট | ৮৫.৭ | ৬.১ | ৬.৬ | ১.৫ | ১০০.০ |
| মোট | ৯০.৬ | ৪.৪ | ৪.১ | ০.৯ | ১০০.০ |

| সারণী ৮.৩.১০: শিশু সংক্রান্ত সকল কর্মকাণ্ডে শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থই প্রধান বিবেচনা হবে- এমন নীতি সংবিধানে নিশ্চিত করা উচিত সংক্রান্ত জনমতের জেলা ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | সংবিধানে নিশ্চিত করা উচিত | সংবিধানে নিশ্চিত করা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| জেলা | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| বাগেরহাট | ৮৮.৬ | ৮.৪ | ২.৫ | ০.৪ | ১০০.০ |
| বান্দরবান | ৮৪.৩ | ১০.০ | ৫.৫ | ০.২ | ১০০.০ |
| বরগুনা | ৯৭.৬ | ১.২ | ০.৯ | ০.৩ | ১০০.০ |
| বরিশাল | ৮১.৬ | ৪.৭ | ১১.৯ | ১.৭ | ১০০.০ |
| ভোলা | ৯১.৫ | ৫.৭ | ২.৬ | ০.১ | ১০০.০ |
| বগুড়া | ৮২.২ | ৮.৪ | ৮.৭ | ০.৬ | ১০০.০ |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ৮৯.৩ | ৩.০ | ৬.০ | ১.৭ | ১০০.০ |
| চাঁদপুর | ৯৫.২ | ২.৪ | ২.১ | ০.৩ | ১০০.০ |
| চট্টগ্রাম | ৯৮.৬ | ০.৫ | ০.৬ | ০.৪ | ১০০.০ |
| চুয়াডাঙ্গা | ৯৫.৯ | ১.৩ | ২.৭ | ০.১ | ১০০.০ |
| কুমিল্লা | ৯১.৮ | ৩.৪ | ০.৮ | ৪.০ | ১০০.০ |
| কক্সবাজার | ৯৩.৭ | ৩.২ | ২.৮ | ০.৪ | ১০০.০ |
| ঢাকা | ৯৪.৫ | ২.০ | ২.৬ | ০.৮ | ১০০.০ |
| দিনাজপুর | ৮৬.০ | ৫.২ | ৮.১ | ০.৬ | ১০০.০ |
| ফরিদপুর | ৯০.৯ | ৪.৪ | ৩.১ | ১.৬ | ১০০.০ |
| ফেনী | ৬৬.০ | ২১.৫ | ১১.৯ | ০.৫ | ১০০.০ |
| গাইবান্ধা | ৯১.৮ | ৬.৩ | ০.৭ | ১.২ | ১০০.০ |
| গাজীপুর | ৮৭.৫ | ৪.০ | ৭.৩ | ১.৩ | ১০০.০ |
| গোপালগঞ্জ | ৯৭.২ | ২.১ | ০.৭ | | ১০০.০ |
| হবিগঞ্জ | ৭৩.৫ | ১১.০ | ১৪.৪ | ১.১ | ১০০.০ |
| জয়পুরহাট | ৯৮.২ | ০.৯ | ০.৬ | ০.৩ | ১০০.০ |
| জামালপুর | ৮৫.০ | ৮.৬ | ৫.৯ | ০.৬ | ১০০.০ |
| যশোর | ৮৮.৪ | ৪.০ | ৬.৬ | ১.১ | ১০০.০ |
| ঝালকাঠি | ৯০.৭ | ৪.২ | ৪.২ | ০.৮ | ১০০.০ |
| ঝিনাইদহ | ৯২.০ | ৫.০ | ২.৪ | ০.৬ | ১০০.০ |
| খাগড়াছড়ি | ৯৭.৭ | ১.৪ | ০.৮ | ০.২ | ১০০.০ |
| খুলনা | ৯৪.২ | ১.২ | ৩.৭ | ০.৯ | ১০০.০ |
| কিশোরগঞ্জ | ৮৪.৬ | ১২.৩ | ২.৬ | ০.৫ | ১০০.০ |
| কুড়িগ্রাম | ৯১.০ | ২.২ | ৬.৪ | ০.৫ | ১০০.০ |
| কুষ্টিয়া | ৯২.৪ | ২.৩ | ৪.৫ | ০.৮ | ১০০.০ |
| লক্ষ্মীপুর | ৮৩.৯ | ৭.৮ | ৮.১ | ০.২ | ১০০.০ |
| লালমনিরহাট | ৯২.৫ | ৩.৭ | ৩.১ | ০.৬ | ১০০.০ |
| মাদারীপুর | ৯২.৫ | ৬.০ | ১.৪ | ০.১ | ১০০.০ |
| মাগুরা | ৮২.৭ | ২.১ | ১১.৫ | ৩.৭ | ১০০.০ |
| মানিকগঞ্জ | ৯৪.৬ | ৩.২ | ১.৪ | ০.৮ | ১০০.০ |
| মেহেরপুর | ৯৩.৭ | ১.২ | ৪.৬ | ০.৫ | ১০০.০ |
| মৌলভীবাজার | ৯০.৩ | ৮.২ | ১.৪ | | ১০০.০ |
| মুন্সীগঞ্জ | ৮৮.২ | ৮.৪ | ৩.১ | ০.৪ | ১০০.০ |
| ময়মনসিংহ | ৯৪.৩ | ২.০ | ৩.৩ | ০.৪ | ১০০.০ |
| নওগাঁ | ৭৯.০ | ১২.৯ | ৮.১ | | ১০০.০ |
| নড়াইল | ৮৫.৯ | ২.২ | ৮.৭ | ৩.২ | ১০০.০ |
| নারায়ণগঞ্জ | ৯১.৮ | ৪.৩ | ৩.৯ | | ১০০.০ |
| নরসিংদী | ৮২.৩ | ৮.২ | ৮.৭ | ০.৮ | ১০০.০ |
| নাটোর | ৯৫.৯ | ০.৭ | ৩.২ | ০.১ | ১০০.০ |
| চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ৮৯.৪ | ৫.৭ | ৪.৮ | ০.১ | ১০০.০ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| নেত্রকোনা | ৯১.৪ | ৭.২ | ১.২ | ০.২ | ১০০.০ |
| নীলফামারী | ৮৬.১ | ৩.৬ | ৯.০ | ১.৪ | ১০০.০ |
| নোয়াখালী | ৯৮.২ | ০.৭ | ০.৪ | ০.৭ | ১০০.০ |
| পাবনা | ৯৩.৬ | ২.৯ | ০.৯ | ২.৫ | ১০০.০ |
| পঞ্চগড় | ৯৬.৯ | ০.৯ | ১.৭ | ০.৬ | ১০০.০ |
| পটুয়াখালী | ৮৪.১ | ৯.২ | ৬.২ | ০.৫ | ১০০.০ |
| পিরোজপুর | ৯৭.৯ | ২.০ | | ০.২ | ১০০.০ |
| রাজশাহী | ৯৪.০ | ২.৯ | ৩.০ | ০.২ | ১০০.০ |
| রাজবাড়ী | ৯৪.৭ | ৪.২ | ০.৯ | ০.২ | ১০০.০ |
| রাঙ্গামাটি | ৯৭.৬ | ০.৭ | ১.২ | ০.৫ | ১০০.০ |
| রংপুর | ৯২.৬ | ৪.৭ | ২.৬ | ০.১ | ১০০.০ |
| শরীয়তপুর | ৮১.০ | ৭.৭ | ৯.৫ | ১.৮ | ১০০.০ |
| সাতক্ষীরা | ৯৬.৪ | ৩.৬ | | | ১০০.০ |
| সিরাজগঞ্জ | ৮৮.৪ | ২.২ | ৮.০ | ১.৪ | ১০০.০ |
| শেরপুর | ৮৯.৯ | ৬.৪ | ২.৭ | ১.০ | ১০০.০ |
| সুনামগঞ্জ | ৮৯.৭ | ১.৭ | ৮.৬ | | ১০০.০ |
| সিলেট | ৮৮.৫ | ৪.৩ | ৩.২ | ৪.০ | ১০০.০ |
| টাঙ্গাইল | ৮৮.৮ | ৭.১ | ৪.০ | ০.১ | ১০০.০ |
| ঠাকুরগাঁও | ৯২.৫ | ৪.৭ | ২.৭ | ০.১ | ১০০.০ |
| মোট | ৯০.৬ | ৪.৪ | ৪.১ | ০.৯ | ১০০.০ |

**সারণী ৮.৪.১: সংবিধানে ধর্মীয় এবং জাতিগত সংখ্যালঘুদের অধিকার, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি সুরক্ষিত করার জন্য জন্য সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত সংক্রান্ত জনমতের এলাকা ভিত্তিক বিন্যাস**

| | সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত | সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| **এলাকা** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| গ্রাম | ৯০.৪ | ৪.২ | ৪.৩ | ১.০ | ১০০.০ |
| শহর | ৮৯.৩ | ৫.৮ | ৪.০ | ০.৯ | ১০০.০ |
| মোট | ৯০.১ | ৪.৭ | ৪.২ | ১.০ | ১০০.০ |

**সারণী ৮.৪.২: সংবিধানে ধর্মীয় এবং জাতিগত সংখ্যালঘুদের অধিকার, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি সুরক্ষিত করার জন্য জন্য সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত সংক্রান্ত জনমতের লিঙ্গ ভিত্তিক বিন্যাস**

| | সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত | সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| **লিঙ্গ** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| পুরুষ | ৯১.১ | ৪.৫ | ৩.৫ | ১.০ | ১০০.০ |
| মহিলা | ৮৯.৪ | ৪.৯ | ৪.৮ | ১.০ | ১০০.০ |
| হিজড়া/তৃতীয় লিঙ্গ | ৩৬.৩ | ৬৩.৭ | | | ১০০.০ |
| মোট | ৯০.১ | ৪.৭ | ৪.২ | ১.০ | ১০০.০ |

**সারণী ৮.৪.৩: সংবিধানে ধর্মীয় এবং জাতিগত সংখ্যালঘুদের অধিকার, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি সুরক্ষিত করার সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা সংক্রান্ত জনমতের বয়স ভিত্তিক বিন্যাস**

| | সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত | সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| **বয়স ভিত্তিক বিন্যাস** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| ১৮-২৪ | ৯০.৯ | ৪.৫ | ৩.৭ | ০.৯ | ১০০.০ |
| ২৫-৩৪ | ৯০.৫ | ৪.৬ | ৩.৮ | ১.০ | ১০০.০ |
| ৩৫-৪৪ | ৯০.৬ | ৪.৭ | ৩.৯ | ০.৮ | ১০০.০ |
| ৪৫-৫৪ | ৮৯.৫ | ৪.৮ | ৪.৪ | ১.৩ | ১০০.০ |
| ৫৫-৬৪ | ৮৯.৬ | ৪.৮ | ৪.৭ | ০.৯ | ১০০.০ |
| ৬৫-৭৫ | ৮৭.২ | ৫.২ | ৬.৬ | ১.০ | ১০০.০ |
| মোট | ৯০.১ | ৪.৭ | ৪.২ | ১.০ | ১০০.০ |

| সারণী ৮.৪.৪: ধর্মীয় এবং জাতিগত সংখ্যালঘুদের অধিকার, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি সুরক্ষিত করার জন্য জন্য সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা সংক্রান্ত জনমতের শিক্ষাগত যোগ্যতা ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত | সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| **শিক্ষাগত যোগ্যতা** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| কখনও স্কুল/মাদ্রাসায় যায়নি | ৮৭.৪ | ৫.০ | ৬.৫ | ১.০ | ১০০.০ |
| প্রাথমিক | ৯০.২ | ৪.৩ | ৪.৪ | ১.১ | ১০০.০ |
| মাধ্যমিক | ৯০.৭ | ৪.৭ | ৩.৭ | ১.০ | ১০০.০ |
| উচ্চমাধ্যমিক | ৯২.৭ | ৪.৫ | ১.৯ | ০.৮ | ১০০.০ |
| ডিপ্লোমা | ৯০.৮ | ৮.০ | ১.২ | | ১০০.০ |
| সেবিকা/ধাত্রীবিদ্যা | ৮০.৬ | ৬.৪ | ১২.৯ | | ১০০.০ |
| স্নাতক/স্নাতকোত্তর | ৯২.১ | ৫.৭ | ১.৭ | ০.৫ | ১০০.০ |
| ডাক্তার | ৯৪.৫ | ৫.৫ | | | ১০০.০ |
| প্রকৌশল | ৯৮.০ | ২.০ | | | ১০০.০ |
| মোট | ৯০.১ | ৪.৭ | ৪.২ | ১.০ | ১০০.০ |

| সারণী ৮.৪.৫: সংবিধানে ধর্মীয় এবং জাতিগত সংখ্যালঘুদের অধিকার, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি সুরক্ষিত করার জন্য সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা সংক্রান্ত জনমতের সেক্টর ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত | সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| **সেক্টর** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| কৃষি | ৯১.২ | ৪.২ | ৩.৭ | ০.৯ | ১০০.০ |
| শিল্প | ৯০.১ | ৪.৭ | ৪.৪ | ০.৮ | ১০০.০ |
| সেবা | ৯০.২ | ৫.৩ | ৩.৬ | ০.৯ | ১০০.০ |
| মোট | ৯০.৫ | ৪.৮ | ৩.৭ | ০.৯ | ১০০.০ |

| সারণী ৮.৪.৬: ধর্মীয় এবং জাতিগত সংখ্যালঘুদের অধিকার, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি সুরক্ষিত করার জন্য সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা সংক্রান্ত জনমতের পেশা ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত | সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| **পেশা/কাজের মর্যাদা** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| কৃষিকাজ | ৯১.৫ | ৩.৮ | ৩.৭ | ১.০ | ১০০.০ |
| ব্যবসা | ৯০.৫ | ৫.৪ | ৩.১ | ১.১ | ১০০.০ |
| বেসরকারি চাকরি (এক্সিকিউটিভ) | ৮৯.৬ | ৩.৩ | ৫.৪ | ১.৬ | ১০০.০ |
| বেসরকারি চাকরি (অন্যান্য) | ৯১.২ | ৫.৪ | ৩.১ | ০.৪ | ১০০.০ |
| সরকারি চাকরি (৯ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব | ৯৩.৫ | ৩.২ | ২.৭ | ০.৭ | ১০০.০ |
| সরকারি চাকরি (১০ - ২০তম গ্রেড) | ৯১.৬ | ৭.১ | ১.১ | ০.২ | ১০০.০ |
| বেসরকারি শিক্ষক | ৯২.৪ | ৬.২ | ১.১ | ০.৪ | ১০০.০ |
| সরকারি শিক্ষক | ৯৩.৭ | ৪.৫ | ১.৩ | ০.৫ | ১০০.০ |
| শ্রমিক/মজুর | ৯১.৪ | ৩.৬ | ৪.৩ | ০.৬ | ১০০.০ |
| গার্মেন্টস কর্মী | ৯২.৫ | ৩.৪ | ৩.৪ | ০.৭ | ১০০.০ |
| রিক্সা/ভ্যান চালক | ৯১.২ | ২.৯ | ৪.৩ | ১.৬ | ১০০.০ |
| পরিবহন শ্রমিক(ড্রাইভার, হেল্পার, সুপারভাইজার) | ৮৬.৪ | ৬.০ | ৬.৬ | ১.১ | ১০০.০ |
| হোটেল/রেস্টুরেন্ট কর্মী | ৮৬.১ | ৮.৬ | ৪.৮ | ০.৫ | ১০০.০ |
| গৃহকর্মী | ৭৫.৩ | ১৫.৭ | ৭.৬ | ১.৫ | ১০০.০ |
| ছাত্র | ৯১.৪ | ৫.৭ | ১.৮ | ১.২ | ১০০.০ |
| বেকার | ৮৯.৭ | ৫.১ | ৪.৫ | ০.৮ | ১০০.০ |
| অবসরপ্রাপ্ত/বয়স্ক | ৮৯.০ | ৩.৯ | ৫.৭ | ১.৩ | ১০০.০ |
| গৃহিণী | ৮৯.৭ | ৪.৬ | ৪.৭ | ১.০ | ১০০.০ |
| অন্যান্য | ৮৫.৯ | ৮.১ | ৪.২ | ১.৮ | ১০০.০ |
| মোট | ৯০.১ | ৪.৭ | ৪.২ | ১.০ | ১০০.০ |

| সারণী ৮.৪.৭: সংবিধানে ধর্মীয় এবং জাতিগত সংখ্যালঘুদের অধিকার, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি সুরক্ষিত করার জন্য সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা সংক্রান্ত জনমতের ধর্মীয় বিশ্বাস ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত | সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| ধর্ম | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| মুসলমান | ৮৯.৮ | ৪.৮ | ৪.৪ | ১.০ | ১০০.০ |
| হিন্দু | ৯৩.৩ | ৩.৪ | ২.৪ | ০.৮ | ১০০.০ |
| খ্রিষ্টান | ৯৮.৮ | ১.০ | | ০.২ | ১০০.০ |
| বৌদ্ধ | ৯৮.৪ | ০.৫ | ০.৯ | ০.৩ | ১০০.০ |
| অন্যান্য | ৯৫.৯ | | ৪.১ | | ১০০.০ |
| মোট | ৯০.১ | ৪.৭ | ৪.২ | ১.০ | ১০০.০ |

| সারণী ৮.৪.৮: সংবিধানে ধর্মীয় এবং জাতিগত সংখ্যালঘুদের অধিকার, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি সুরক্ষিত করার জন্য সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা সংক্রান্ত জনমতের বিভাগ ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত | সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| বিভাগ | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| বরিশাল | ৯১.১ | ২.৫ | ৫.৪ | ১.০ | ১০০.০ |
| চট্টগ্রাম | ৯০.৪ | ৫.৭ | ২.৫ | ১.৪ | ১০০.০ |
| ঢাকা | ৮৮.৪ | ৬.২ | ৪.৬ | ০.৮ | ১০০.০ |
| খুলনা | ৯২.০ | ২.৫ | ৪.৪ | ১.১ | ১০০.০ |
| ময়মনসিংহ | ৯০.২ | ৫.৩ | ৪.০ | ০.৬ | ১০০.০ |
| রাজশাহী | ৮৯.৮ | ৪.৫ | ৪.৭ | ১.০ | ১০০.০ |
| রংপুর | ৯২.৫ | ৩.৩ | ৩.৭ | ০.৫ | ১০০.০ |
| সিলেট | ৮৮.৩ | ২.৮ | ৭.৩ | ১.৬ | ১০০.০ |
| মোট | ৯০.১ | ৪.৭ | ৪.২ | ১.০ | ১০০.০ |

| সারণী ৮.৪.৯: সংবিধানে ধর্মীয় এবং জাতিগত সংখ্যালঘুদের অধিকার, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি সুরক্ষিত করার জন্য সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা সংক্রান্ত জনমতের জেলা ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত | সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| জেলা | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| বাগেরহাট | ৯৫.১ | ১.৫ | ২.৫ | ০.৯ | ১০০.০ |
| বান্দরবান | ৯৪.৯ | ২.৬ | ১.৯ | ০.৫ | ১০০.০ |
| বরগুনা | ৯৬.৪ | ০.৮ | ২.৪ | ০.৪ | ১০০.০ |
| বরিশাল | ৮৪.৮ | ২.৬ | ১০.১ | ২.৪ | ১০০.০ |
| ভোলা | ৯৫.০ | ১.১ | ৩.৮ | ০.১ | ১০০.০ |
| বগুড়া | ৮৭.৭ | ৩.৯ | ৮.১ | ০.৩ | ১০০.০ |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ৭৯.৪ | ৯.৬ | ৮.৮ | ২.১ | ১০০.০ |
| চাঁদপুর | ৭২.২ | ২৫.৮ | ১.৯ | ০.১ | ১০০.০ |
| চট্টগ্রাম | ৯৫.৫ | ৩.৫ | ০.৬ | ০.৪ | ১০০.০ |
| চুয়াডাঙ্গা | ৯৪.৬ | ১.৩ | ৪.০ | ০.২ | ১০০.০ |
| কুমিল্লা | ৯২.৭ | ২.৩ | ১.০ | ৪.০ | ১০০.০ |
| কক্সবাজার | ৯৮.০ | ০.৩ | ১.৩ | ০.৪ | ১০০.০ |
| ঢাকা | ৮৮.৮ | ৮.১ | ২.৭ | ০.৪ | ১০০.০ |
| দিনাজপুর | ৯২.৩ | ১.০ | ৬.৪ | ০.৩ | ১০০.০ |
| ফরিদপুর | ৮৮.৪ | ৫.১ | ৩.৯ | ২.৬ | ১০০.০ |
| ফেনী | ৮৭.০ | ৩.৯ | ৮.২ | ০.৯ | ১০০.০ |
| গাইবান্ধা | ৮৭.৮ | ৯.৭ | ১.৭ | ০.৮ | ১০০.০ |
| গাজীপুর | ৮৭.১ | ১.১ | ১০.০ | ১.৮ | ১০০.০ |
| গোপালগঞ্জ | ৯৭.৬ | ২.০ | ০.৪ | | ১০০.০ |
| হবিগঞ্জ | ৮২.৩ | ১.৩ | ১৫.৪ | ১.০ | ১০০.০ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| জয়পুরহাট | ৯৭.১ | ১.৯ | ০.৯ | ০.২ | ১০০.০ |
| জামালপুর | ৮৭.৮ | ৫.১ | ৬.২ | ০.৯ | ১০০.০ |
| যশোর | ৯০.৩ | ২.৪ | ৬.১ | ১.২ | ১০০.০ |
| ঝালকাঠি | ৮৭.৯ | ৫.৭ | ৫.৬ | ০.৭ | ১০০.০ |
| ঝিনাইদহ | ৯২.৯ | ৪.৬ | ১.৬ | ০.৮ | ১০০.০ |
| খাগড়াছড়ি | ৯২.৫ | ৬.৪ | ০.৯ | ০.২ | ১০০.০ |
| খুলনা | ৮৫.৬ | ৬.৪ | ৬.৮ | ১.১ | ১০০.০ |
| কিশোরগঞ্জ | ৯১.৪ | ৫.১ | ২.৯ | ০.৬ | ১০০.০ |
| কুড়িগ্রাম | ৯০.২ | ১.৯ | ৭.৮ | | ১০০.০ |
| কুষ্টিয়া | ৯২.২ | ২.২ | ৫.০ | ০.৬ | ১০০.০ |
| লক্ষ্মীপুর | ৮২.৭ | ৮.২ | ৭.৯ | ১.৩ | ১০০.০ |
| লালমনিরহাট | ৯৬.৫ | ০.২ | ২.৮ | ০.৫ | ১০০.০ |
| মাদারীপুর | ৮৯.৩ | ৯.১ | ১.৪ | ০.৩ | ১০০.০ |
| মাগুরা | ৮৭.৯ | ১.১ | ৮.০ | ৩.০ | ১০০.০ |
| মানিকগঞ্জ | ৯৪.৪ | ২.১ | ২.৭ | ০.৮ | ১০০.০ |
| মেহেরপুর | ৯২.৯ | ০.১ | ৪.৩ | ২.৮ | ১০০.০ |
| মৌলভীবাজার | ৯৪.৬ | ৩.৯ | ১.৫ | | ১০০.০ |
| মুন্সীগঞ্জ | ৮৯.৫ | ৪.৩ | ৫.৬ | ০.৬ | ১০০.০ |
| ময়মনসিংহ | ৯১.০ | ৪.৭ | ৪.০ | ০.৩ | ১০০.০ |
| নওগাঁ | ৯২.৩ | ৪.৩ | ৩.২ | ০.২ | ১০০.০ |
| নড়াইল | ৮৯.১ | ১.১ | ৭.১ | ২.৭ | ১০০.০ |
| নারায়ণগঞ্জ | ৮৭.২ | ৮.৩ | ৪.২ | ০.৪ | ১০০.০ |
| নরসিংদী | ৮২.৮ | ৭.৫ | ৮.৭ | ১.১ | ১০০.০ |
| নাটোর | ৯৪.৪ | ১.২ | ৪.০ | ০.৪ | ১০০.০ |
| চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ৯২.৯ | ৪.১ | ৩.০ | ০.১ | ১০০.০ |
| নেত্রকোনা | ৯২.৮ | ৬.৭ | ০.৪ | ০.১ | ১০০.০ |
| নীলফামারী | ৮৮.২ | ৫.০ | ৫.২ | ১.৭ | ১০০.০ |
| নোয়াখালী | ৯৭.৯ | ০.৮ | ০.৫ | ০.৮ | ১০০.০ |
| পাবনা | ৯১.৪ | ৬.০ | ০.৭ | ১.৯ | ১০০.০ |
| পঞ্চগড় | ৯৬.৫ | ১.০ | ১.৮ | ০.৭ | ১০০.০ |
| পটুয়াখালী | ৮৮.৫ | ৪.৮ | ৬.০ | ০.৭ | ১০০.০ |
| পিরোজপুর | ৯৮.৪ | ১.৪ | | ০.২ | ১০০.০ |
| রাজশাহী | ৮৮.২ | ৮.৪ | ৩.৩ | ০.২ | ১০০.০ |
| রাজবাড়ী | ৯৭.৪ | ১.২ | ১.১ | ০.২ | ১০০.০ |
| রাঙ্গামাটি | ৮৬.৮ | ৯.৬ | ৩.১ | ০.৬ | ১০০.০ |
| রংপুর | ৯৮.০ | ১.৬ | ০.১ | ০.৩ | ১০০.০ |
| শরীয়তপুর | ৮৩.৫ | ৪.৯ | ৯.৩ | ২.২ | ১০০.০ |
| সাতক্ষীরা | ৯৯.৭ | ০.২ | | ০.১ | ১০০.০ |
| সিরাজগঞ্জ | ৮৩.১ | ৩.৯ | ৯.৫ | ৩.৬ | ১০০.০ |
| শেরপুর | ৮৭.৯ | ৫.৭ | ৪.৭ | ১.৬ | ১০০.০ |
| সুনামগঞ্জ | ৮৭.৯ | ২.৮ | ৮.৯ | ০.৩ | ১০০.০ |
| সিলেট | ৮৮.৮ | ৩.১ | ৪.১ | ৪.০ | ১০০.০ |
| টাঙ্গাইল | ৮৫.৩ | ১০.২ | ৪.৩ | ০.৩ | ১০০.০ |
| ঠাকুরগাঁও | ৯৩.০ | ৩.৯ | ২.৮ | ০.৩ | ১০০.০ |
| মোট | ৯০.১ | ৪.৭ | ৪.২ | ১.০ | ১০০.০ |

| সারণী ৮.৫.১: সংবিধানে প্রতিবন্ধী এবং অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি এবং সুরক্ষার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা সংক্রান্ত জনমতের এলাকা ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত | সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| **এলাকা** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| গ্রাম | ৯৩.৯ | ১.৮ | ৩.৪ | ০.৯ | ১০০.০ |
| শহর | ৯৪.৪ | ১.৯ | ২.৯ | ০.৭ | ১০০.০ |
| মোট | ৯৪.০ | ১.৯ | ৩.৩ | ০.৮ | ১০০.০ |

| সারণী ৮.৫.২: সংবিধানে প্রতিবন্ধী এবং অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি এবং সুরক্ষার লক্ষে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা সংক্রান্ত জনমতের লিঙ্গ ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত | সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| **লিঙ্গ** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| পুরুষ | ৯৪.৬ | ১.৮ | ২.৮ | ০.৭ | ১০০.০ |
| মহিলা | ৯৩.৬ | ১.৯ | ৩.৬ | ০.৯ | ১০০.০ |
| হিজড়া/তৃতীয় লিঙ্গ | ১০০.০ | | | | ১০০.০ |
| মোট | ৯৪.০ | ১.৯ | ৩.৩ | ০.৮ | ১০০.০ |

| সারণী ৮.৫.৩: সংবিধানে প্রতিবন্ধী এবং অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি এবং সুরক্ষার লক্ষে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা সংক্রান্ত জনমতের বয়স ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত | সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| **বয়স** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| ১৮-২৪ | ৯৫.৩ | ১.৫ | ২.৪ | ০.৯ | ১০০.০ |
| ২৫-৩৪ | ৯৪.৭ | ১.৮ | ২.৭ | ০.৯ | ১০০.০ |
| ৩৫-৪৪ | ৯৩.৯ | ২.১ | ৩.৩ | ০.৮ | ১০০.০ |
| ৪৫-৫৪ | ৯৪.০ | ১.৭ | ৩.৫ | ০.৮ | ১০০.০ |
| ৫৫-৬৪ | ৯২.৮ | ১.৯ | ৪.৫ | ০.৯ | ১০০.০ |
| ৬৫-৭৫ | ৯২.২ | ২.২ | ৪.৪ | ১.১ | ১০০.০ |
| মোট | ৯৪.০ | ১.৯ | ৩.৩ | ০.৮ | ১০০.০ |

| সারণী ৮.৫.৪ :সংবিধানে প্রতিবন্ধী এবং অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি এবং সুরক্ষার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা সংক্রান্ত জনমতের শিক্ষাগত যোগ্যতা ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত | সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| **শিক্ষাগত যোগ্যতা** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| কখনও স্কুল/মাদ্রাসায় যায়নি | ৯১.৫ | ২.১ | ৫.৩ | ১.০ | ১০০.০ |
| প্রাথমিক | ৯৩.৮ | ২.০ | ৩.৪ | ০.৯ | ১০০.০ |
| মাধ্যমিক | ৯৪.৮ | ১.৮ | ২.৬ | ০.৮ | ১০০.০ |
| উচ্চ মাধ্যমিক | ৯৬.৩ | ১.৪ | ১.৬ | ০.৭ | ১০০.০ |
| ডিপ্লোমা | ৯৪.৭ | ৫.৩ | | | ১০০.০ |
| সেবিকা/ধাত্রীবিদ্যা | ৭৯.৮ | ৭.৩ | ১২.৯ | | ১০০.০ |
| স্নাতক/স্নাতকোত্তর | ৯৬.৮ | ১.৫ | ১.৩ | ০.৫ | ১০০.০ |
| ডাক্তার | ৯৯.২ | | ০.৮ | | ১০০.০ |
| প্রকৌশল | ৯৫.১ | ৪.৯ | | | ১০০.০ |
| মোট | ৯৪.০ | ১.৯ | ৩.৩ | ০.৮ | ১০০.০ |

| সারণী ৮.৫.৫: সংবিধানে প্রতিবন্ধী এবং অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি এবং সুরক্ষার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা সংক্রান্ত জনমতের সেক্টর ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত | সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| **সেক্টর** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| কৃষি | ৯৪.০ | ২.০ | ৩.২ | ০.৮ | ১০০.০ |
| শিল্প | ৯৩.৮ | ১.৯ | ৩.৭ | ০.৭ | ১০০.০ |
| সেবা | ৯৪.৮ | ১.৮ | ২.৮ | ০.৬ | ১০০.০ |
| মোট | ৯৪.৪ | ১.৯ | ৩.০ | ০.৭ | ১০০.০ |

| সারণী ৮.৫.৬: সংবিধানে প্রতিবন্ধী এবং অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি এবং সুরক্ষার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা সংক্রান্ত জনমতের পেশা ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত | সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| **পেশা/কাজের মর্যাদা** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| কৃষিকাজ | ৯৪.০ | ১.৯ | ৩.৩ | ০.৮ | ১০০.০ |
| ব্যবসা | ৯৪.৫ | ২.১ | ২.৬ | ০.৮ | ১০০.০ |
| বেসরকারি চাকরি (এক্সিকিউটিভ) | ৯৩.৭ | ১.৬ | ৩.১ | ১.৬ | ১০০.০ |
| বেসরকারি চাকরি (অন্যান্য) | ৯৫.২ | ২.২ | ২.৪ | ০.৩ | ১০০.০ |
| সরকারি চাকরি (৯ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব | ৯৭.২ | ১.৬ | ১.২ | | ১০০.০ |
| সরকারি চাকরি (১০ - ২০তম গ্রেড) | ৯৪.৯ | ৩.৫ | ১.৫ | ০.১ | ১০০.০ |
| বেসরকারি শিক্ষক | ৯৬.২ | ২.৪ | ১.২ | ০.৩ | ১০০.০ |
| সরকারি শিক্ষক | ৯৭.২ | | ১.৯ | ০.৯ | ১০০.০ |
| শ্রমিক/মজুর | ৯৪.৮ | ১.৪ | ৩.৪ | ০.৪ | ১০০.০ |
| গার্মেন্টস কর্মী | ৯৪.৯ | ১.৭ | ৩.১ | ০.৩ | ১০০.০ |
| রিক্সা/ভ্যান চালক | ৯৪.৬ | ০.৫ | ৩.৪ | ১.৫ | ১০০.০ |
| পরিবহন শ্রমিক(ড্রাইভার, হেল্পার, সুপারভাইজার) | ৯৩.২ | ১.৩ | ৪.৫ | ১.০ | ১০০.০ |
| হোটেল/রেস্টুরেন্ট কর্মী | ৯৪.৯ | ১.৪ | ৩.৫ | ০.২ | ১০০.০ |
| গৃহকর্মী | ৮৯.৮ | ৪.৫ | ৫.০ | ০.৭ | ১০০.০ |
| ছাত্র | ৯৫.৮ | ১.৬ | ১.৭ | ০.৯ | ১০০.০ |
| বেকার | ৯৪.৫ | ২.০ | ২.৯ | ০.৭ | ১০০.০ |
| অবসরপ্রাপ্ত/বয়স্ক | ৯২.৯ | ২.৪ | ৩.৩ | ১.৫ | ১০০.০ |
| গৃহিণী | ৯৩.৭ | ১.৮ | ৩.৬ | ১.০ | ১০০.০ |
| অন্যান্য | ৯৩.৭ | ২.৭ | ২.৪ | ১.২ | ১০০.০ |
| মোট | ৯৪.০ | ১.৯ | ৩.৩ | ০.৮ | ১০০.০ |

| সারণী ৮.৫.৭: সংবিধানে প্রতিবন্ধী এবং অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি এবং সুরক্ষার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা সংক্রান্ত জনমতের ধর্মীয় বিশ্বাস ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত | সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| **ধর্ম** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| মুসলমান | ৯৩.৮ | ১.৯ | ৩.৪ | ০.৯ | ১০০.০ |
| হিন্দু | ৯৬.৩ | ০.৯ | ২.৩ | ০.৫ | ১০০.০ |
| খ্রিষ্টান | ৯৯.১ | | ০.৩ | ০.৬ | ১০০.০ |
| বৌদ্ধ | ৯৭.৯ | ০.৭ | ১.০ | ০.৪ | ১০০.০ |
| অন্যান্য | ৯৫.৯ | | ৪.১ | | ১০০.০ |
| মোট | ৯৪.০ | ১.৯ | ৩.৩ | ০.৮ | ১০০.০ |

| সারণী ৮.৫.৮: সংবিধানে প্রতিবন্ধী এবং অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি এবং সুরক্ষার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা সংক্রান্ত জনমতের বিভাগ ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত | সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| **বিভাগ** | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| বরিশাল | ৯২.৮ | ১.৮ | ৪.৬ | ০.৮ | ১০০.০ |
| চট্টগ্রাম | ৯৫.০ | ১.৮ | ২.০ | ১.৩ | ১০০.০ |
| ঢাকা | ৯৪.৭ | ২.০ | ২.৬ | ০.৭ | ১০০.০ |
| খুলনা | ৯৩.৮ | ০.৯ | ৪.২ | ১.১ | ১০০.০ |
| ময়মনসিংহ | ৯৪.৩ | ১.৯ | ৩.৫ | ০.৩ | ১০০.০ |
| রাজশাহী | ৯২.৭ | ১.৭ | ৪.৮ | ০.৮ | ১০০.০ |
| রংপুর | ৯৪.০ | ২.৫ | ২.৮ | ০.৬ | ১০০.০ |
| সিলেট | ৯১.৮ | ২.২ | ৪.৯ | ১.১ | ১০০.০ |
| মোট | ৯৪.০ | ১.৯ | ৩.৩ | ০.৮ | ১০০.০ |

| সারণী ৮.৫.৯: সংবিধানে প্রতিবন্ধী এবং অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি এবং সুরক্ষার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা সংক্রান্ত জনমতের জেলা ভিত্তিক বিন্যাস | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত | সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত নয় | জানিনা | উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয় | মোট |
| জেলা | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| বাগেরহাট | ৯৮.০ | ০.২ | ১.৩ | ০.৫ | ১০০.০ |
| বান্দরবান | ৯৪.৮ | ২.৭ | ২.০ | ০.৫ | ১০০.০ |
| বরগুনা | ৯৮.০ | ০.৫ | ১.২ | ০.৩ | ১০০.০ |
| বরিশাল | ৮৬.৫ | ২.৩ | ৯.৩ | ১.৯ | ১০০.০ |
| ভোলা | ৯৫.৪ | ০.৯ | ৩.৬ | ০.১ | ১০০.০ |
| বগুড়া | ৮৪.৪ | ৪.৪ | ১১.০ | ০.২ | ১০০.০ |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ৯৪.৭ | ০.৬ | ৪.০ | ০.৭ | ১০০.০ |
| চাঁদপুর | ৯৪.৭ | ৪.১ | ১.৩ | | ১০০.০ |
| চট্টগ্রাম | ৯৬.৫ | ১.৯ | ১.১ | ০.৫ | ১০০.০ |
| চুয়াডাঙ্গা | ৯৫.৪ | ১.১ | ৩.২ | ০.২ | ১০০.০ |
| কুমিল্লা | ৯৪.৩ | ০.৮ | ০.৯ | ৪.০ | ১০০.০ |
| কক্সবাজার | ৯৮.৫ | ০.৫ | ০.৬ | ০.৪ | ১০০.০ |
| ঢাকা | ৯৮.৯ | ০.৬ | ০.৪ | ০.১ | ১০০.০ |
| দিনাজপুর | ৯৩.৮ | ১.৭ | ৩.৭ | ০.৯ | ১০০.০ |
| ফরিদপুর | ৯১.৪ | ৫.১ | ১.২ | ২.২ | ১০০.০ |
| ফেনী | ৮৬.৩ | ৩.২ | ৯.৬ | ০.৯ | ১০০.০ |
| গাইবান্ধা | ৯৩.৬ | ৪.৫ | ১.২ | ০.৭ | ১০০.০ |
| গাজীপুর | ৯০.৬ | ০.৩ | ৭.০ | ২.০ | ১০০.০ |
| গোপালগঞ্জ | ৯৮.৬ | ০.৮ | ০.৬ | | ১০০.০ |
| হবিগঞ্জ | ৮৯.৯ | ০.৫ | ৮.৫ | ১.১ | ১০০.০ |
| জয়পুরহাট | ৯৮.৭ | ০.৪ | ০.৫ | ০.৩ | ১০০.০ |
| জামালপুর | ৯২.২ | ২.৩ | ৪.৯ | ০.৬ | ১০০.০ |
| যশোর | ৯০.২ | ১.১ | ৭.৫ | ১.২ | ১০০.০ |
| ঝালকাঠি | ৯৩.৬ | ২.৪ | ৩.৩ | ০.৬ | ১০০.০ |
| ঝিনাইদহ | ৯৬.১ | ১.৪ | ১.০ | ১.৬ | ১০০.০ |
| খাগড়াছড়ি | ৯৮.৬ | ০.৫ | ০.৭ | ০.২ | ১০০.০ |
| খুলনা | ৯২.০ | ১.২ | ৫.৬ | ১.২ | ১০০.০ |
| কিশোরগঞ্জ | ৯৮.৩ | ০.৮ | ০.৩ | ০.৬ | ১০০.০ |
| কুড়িগ্রাম | ৯৫.৪ | ১.২ | ৩.২ | ০.২ | ১০০.০ |
| কুষ্টিয়া | ৯৫.৬ | ০.৭ | ৩.২ | ০.৬ | ১০০.০ |
| লক্ষ্মীপুর | ৮৬.৪ | ৬.০ | ৭.০ | ০.৬ | ১০০.০ |
| লালমনিরহাট | ৯৭.৪ | ০.১ | ২.৩ | ০.২ | ১০০.০ |
| মাদারীপুর | ৯৬.১ | ৩.৪ | ০.৫ | | ১০০.০ |
| মাগুরা | ৮২.৭ | ২.৬ | ১২.০ | ২.৭ | ১০০.০ |
| মানিকগঞ্জ | ৯৭.৭ | ১.০ | ০.৭ | ০.৫ | ১০০.০ |
| মেহেরপুর | ৯২.৮ | ০.১ | ৩.৯ | ৩.১ | ১০০.০ |
| মৌলভীবাজার | ৯৬.৬ | ৩.০ | ০.৪ | | ১০০.০ |
| মুন্সীগঞ্জ | ৯৬.৬ | ১.১ | ১.৬ | ০.৭ | ১০০.০ |
| ময়মনসিংহ | ৯৫.১ | ০.৭ | ৪.২ | | ১০০.০ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| নওগাঁ | ৯৪.৩ | ১.৩ | ৪.১ | ০.৩ | ১০০.০ |
| নড়াইল | ৯০.৪ | ০.৭ | ৫.৯ | ৩.০ | ১০০.০ |
| নারায়ণগঞ্জ | ৯০.৮ | ৪.৬ | ৪.০ | ০.৫ | ১০০.০ |
| নরসিংদী | ৮৭.০ | ৩.৩ | ৮.৮ | ০.৯ | ১০০.০ |
| নাটোর | ৯৬.৮ | ০.১ | ৩.১ | | ১০০.০ |
| চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ৯৪.৫ | ২.২ | ৩.১ | ০.৩ | ১০০.০ |
| নেত্রকোনা | ৯৭.৮ | ২.০ | | ০.২ | ১০০.০ |
| নীলফামারী | ৮৬.২ | ৩.৪ | ৮.৬ | ১.৯ | ১০০.০ |
| নোয়াখালী | ৯৯.০ | ০.১ | ০.২ | ০.৭ | ১০০.০ |
| পাবনা | ৯৬.৩ | ০.৪ | ১.১ | ২.২ | ১০০.০ |
| পঞ্চগড় | ৯৬.৩ | ১.৪ | ১.৭ | ০.৬ | ১০০.০ |
| পটুয়াখালী | ৯২.০ | ২.৯ | ৪.২ | ০.৯ | ১০০.০ |
| পিরোজপুর | ৯৮.১ | ১.৪ | ০.৩ | ০.২ | ১০০.০ |
| রাজশাহী | ৯৭.৩ | ১.৬ | ০.৯ | ০.২ | ১০০.০ |
| রাজবাড়ী | ৯৯.৩ | ০.২ | ০.৫ | ০.০ | ১০০.০ |
| রাঙ্গামাটি | ৯৩.৭ | ৩.০ | ২.৮ | ০.৫ | ১০০.০ |
| রংপুর | ৯৬.১ | ৩.২ | ০.৪ | ০.৪ | ১০০.০ |
| শরীয়তপুর | ৯৩.৪ | ১.০ | ৪.৪ | ১.১ | ১০০.০ |
| সাতক্ষীরা | ১০০.০ | | | | ১০০.০ |
| সিরাজগঞ্জ | ৮৮.৭ | ১.০ | ৮.০ | ২.৪ | ১০০.০ |
| শেরপুর | ৯১.০ | ৫.২ | ৩.০ | ০.৮ | ১০০.০ |
| সুনামগঞ্জ | ৯১.৩ | ২.০ | ৬.৫ | ০.২ | ১০০.০ |
| সিলেট | ৯০.২ | ৩.১ | ৪.১ | ২.৬ | ১০০.০ |
| টাঙ্গাইল | ৮৯.৩ | ৭.৭ | ২.৭ | ০.৩ | ১০০.০ |
| ঠাকুরগাঁও | ৯৪.০ | ৩.৪ | ২.৪ | ০.২ | ১০০.০ |
| মোট | ৯৪.০ | ১.৯ | ৩.৩ | ০.৮ | ১০০.০ |

# সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন

১৫ জানুয়ারি, ২০২৫

## তৃতীয় খণ্ড

## সংবিধান সংস্কার কমিশন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ৭ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে গঠিত
প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নম্বর ৩৩৪-আইন/২০২৪, তারিখ: ২১ আশ্বিন, ১৪৩১/০৬ অক্টোবর, ২০২৪।



## সংবিধান সংস্কার কমিশন

ব্লক ১, এমপি হোস্টেল,
জাতীয় সংসদ ভবন এলাকা, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা।



সাচিবিক সহযোগিতায়
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

প্রচ্ছদে ব্যবহৃত আলোকচিত্র: নাঈমুর রহমান, দ্য ডেইলি স্টারের সৌজন্যে

## সংবিধান সংস্কার কমিশন

(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

| | | |
|---|---|---|
| অধ্যাপক আলী রীয়াজ | কমিশন প্রধান | |
| অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের | সদস্য | |
| জনাব ইমরান সিদ্দিক, বার-এট-ল | সদস্য | |
| অধ্যাপক মুহাম্মদ ইকরামুল হক | সদস্য | |
| ড. শরীফ ভূঁইয়া, সিনিয়র এডভোকেট | সদস্য | |
| জনাব এম মঈন আলম ফিরোজী, বার-এট-ল | সদস্য | |
| জনাব ফিরোজ আহমেদ | সদস্য | |
| জনাব মোঃ মুসতাইন বিল্লাহ | সদস্য | |
| জনাব মোঃ মাহফুজ আলম - শিক্ষার্থী প্রতিনিধি | সদস্য | (৭ অক্টোবর, ২০২৪ - ১০ নভেম্বর, ২০২৪) |
| জনাব ছালেহ উদ্দিন সিফাত - শিক্ষার্থী প্রতিনিধি | সদস্য | (৯ ডিসেম্বর, ২০২৪ - )। |

# সূচিপত্র


| | |
|---|---|
| **তৃতীয় খণ্ড (পৃথকভাবে সংকলিত)** | |
| ভূমিকা ও পর্যবেক্ষণ | ১ |
| পরিশিষ্ট | |
| পরিশিষ্ট ১৬ - রাজনৈতিক দলগুলোর মতামতের সারাংশ | ৫ |
| পরিশিষ্ট ১৭ - সিভিল সোসাইটি সংগঠনগুলোর মতামতের সারাংশ | ৯৭ |
| পরিশিষ্ট ১৮ - ব্যক্তির মতামতের সারাংশ | ১৯৬ |

# ভূমিকা ও পর্যবেক্ষণ

ষোলো বছরের বেশি সময় ধরে চেপে বসা ফ্যাসিবাদী শাসনের জাঁতাকলে পিষ্ট বাংলাদেশের জনগণ ২০২৪ সালের জুলাই মাসে এক অভাবনীয় ও অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থানের সূচনা করেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকে সারা দেশের মানুষ পথে নেমে আসেন এবং সব ধরনের নিপীড়ন-নির্যাতনকে উপেক্ষা করে ও সরকারি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এবং ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের পেটোয়া বাহিনীকে প্রতিরোধ করে আন্দোলন অব্যাহত রাখেন। জুলাইয়ের মাঝামাঝি আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয় এবং অভ্যুত্থানের চূড়ান্ত পর্যায়ে ৩ আগস্ট জাতীয় শহীদ মিনারে আন্দোলনের নেতারা শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও বিচার দাবি করেন, অসহযোগ আন্দোলনের সূচনার ঘোষণা দেন, অন্তর্বর্তী জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান এবং নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ঘোষণা করেন। এই সব দাবির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে সারা দেশের মানুষ 'মার্চ টু ঢাকা'য় শামিল হন। জনগণের সম্মিলিত প্রতিরোধের মুখে ৩৬ জুলাই (৫ আগস্ট) শেখ হাসিনা পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেন, তাঁর স্বৈরশাসনের অবসান ঘটে। ৮ আগস্ট নোবেলজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা হয়।

৩৬ দিনের এই আন্দোলনে শহীদ হন প্রায় এক হাজার মানুষ এবং আহত হন কমপক্ষে পনেরো হাজার মানুষ। এই গণঅভ্যুত্থানে দল-মতনির্বিশেষে মানুষের অংশগ্রহণের পটভূমি ছিল হাসিনা সরকারের নির্বিচার হত্যা, গুম, খুন ও লুটপাটের বিরুদ্ধে এক দশকেরও বেশি সময়ে বিভিন্ন সময়ে গড়ে ওঠা আন্দোলন-সংগ্রাম। ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালে সাজানো নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের মানুষের ভোটাধিকার লুণ্ঠন করা হয়, রাষ্ট্রকে ব্যক্তির অনুগত পারিবারিক সম্পদের মতো ব্যবহার করা হয়, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়, উন্নয়নের মিথ্যাচার করে একধরনের ক্লেপ্টোক্রেসি বা চোরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়, দেশকে ঋণভারে জর্জরিত করা হয় এবং দেশের মানুষের অর্থ বিদেশে পাচার করে দেওয়া হয়। সর্বোপরি জবাবদিহিহীন এককেন্দ্রীকৃত ব্যক্তিতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়।

এই প্রেক্ষাপটে ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪, প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস জাতির উদ্দেশে দেওয়া এক ভাষণে সংবিধান সংস্কার কমিশনসহ মোট ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠনের কথা ঘোষণা করেন। জনপ্রতিনিধিত্বশীল ও কার্যকর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও জনগণের ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে দেশের বিদ্যমান সংবিধান পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করে সংবিধান সংস্কারের লক্ষ্যে ৭ অক্টোবর ২০২৪ এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সংবিধান সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়। ৭ অক্টোবরের প্রজ্ঞাপনে কমিশনের অন্য সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হয়। কমিশনের সদস্যরা হচ্ছেন—রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাজনীতি ও সরকার বিভাগের ডিস্টিংগুইশড অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশনপ্রধান), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের, ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক মুহাম্মদ ইকরামুল হক, সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেট ড. শরীফ ভূঁইয়া, ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী, লেখক ফিরোজ আহমেদ, লেখক ও মানবাধিকারকর্মী মো. মুসতাইন বিল্লাহ এবং শিক্ষার্থী প্রতিনিধি মো. মাহফুজ আলম। মো. মাহফুজ আলম ১০ নভেম্বর ২০২৪ উপদেষ্টা হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ৯ ডিসেম্বর থেকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষার্থী ছালেহ উদ্দিন সিফাত।

কমিশন ১৩ অক্টোবর ২০২৪ একটি ভার্চ্যুয়াল সভার মাধ্যমে তার কাজ শুরু করে এবং ১৪ জানুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে এই প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছে। এই প্রতিবেদন পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে মূল প্রতিবেদন তিন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে; এগুলো হচ্ছে বিদ্যমান সংবিধানের পর্যালোচনা, সুপারিশসমূহ এবং সুপারিশের যৌক্তিকতা। কমিশন সংবিধানের সেই সব বিষয় এবং অনুচ্ছেদের ব্যাপারে তাঁদের সুপারিশ উপস্থাপন করেছে, যেগুলো কমিশনের ওপর অর্পিত দায়িত্ব এবং কমিশনের লক্ষ্যসমূহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং সংস্কার করা প্রয়োজন বলে মনে করেছে। প্রতিবেদনের অন্যান্য চারটি খণ্ডে সংযোজনী হিসেবে কমিশনের সংগৃহীত তথ্যাদি, কমিশনের অনুরোধে দেওয়া রাজনৈতিক দলগুলোর প্রস্তাব এবং তার সারাংশ, অংশীজনদের দেওয়া লিখিত মতামতের সারাংশ এবং কমিশনের আহ্বানে মতবিনিময় সভায় উপস্থিত হয়ে দেওয়া বক্তব্যের রেকর্ডকৃত বক্তব্যের অনুলিখন সংযুক্ত করা হয়েছে।

## সংবিধান সংস্কার সুপারিশের পরিধি এবং লক্ষ্য

৭ অক্টোবরের প্রজ্ঞাপনের আলোকে কমিশন তার ওপরে অর্পিত দায়িত্বকে দুইভাগে ভাগ করে। এর প্রথমটি হচ্ছে বর্তমান সংবিধানের পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে সংবিধানকে গণতান্ত্রিক করে তুলে দেশ পরিচালনায় জনগণের অংশীদারত্ব প্রতিষ্ঠার

লক্ষ্যে সংবিধানের সংস্কারবিষয়ক সুনির্দিষ্ট সুপারিশ তৈরি করা। এই লক্ষ্যে কমিশন মোট ৬৪টি সভা করে, যার মধ্যে ২৩টি সভায় অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় করা হয়।

২৬ অক্টোবর অনুষ্ঠিত কমিশনের ৫ম সভায় আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে ঐকমত্যের মাধ্যমে সংস্কারের পরিধি এবং সংস্কারের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয় । গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় যে, ''সংস্কার'-এর অন্তর্ভুক্ত হবে বর্তমান সংবিধান পর্যালোচনাসহ জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলনের লক্ষ্যে সংবিধানের সামগ্রিক সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন, পরিমার্জন, পুনর্বিন্যাস এবং পুনর্লিখন।''

সংস্কারের পরিধিতে সম্ভাব্য সকল ধরনের সংস্কারের সুযোগ রাখা হয় এই বিবেচনায় যে ইতিমধ্যে নাগরিকদের ভেতরে বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তি হিসেবে সংবিধানকে দেখতে এবং ভবিষ্যতে বাংলাদেশে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ফ্যাসিবাদের উত্থানরোধের উপায় হিসেবে বিভিন্ন ধরনের প্রস্তাব উত্থাপিত হতে শুরু করে। জুলাই ২০২৪ গণঅভ্যুত্থানের নেতৃত্বদানকারী 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন' এবং তাদের সহযোগী সংগঠন জাতীয় নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে সংবিধান পুনর্লিখনের বা নতুন সংবিধান প্রণয়নের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করা হয়, যার প্রতি সমাজের বিভিন্ন অংশের সমর্থনও প্রতিভাত হয়; গত প্রায় এক দশক ধরে যেসব সামাজিক-রাজনৈতিক শক্তি ও চিন্তাবিদ ফ্যাসিবাদী শক্তির উত্থানের কারণ হিসেবে সাংবিধানিক ব্যবস্থার কথা বলে আসছিলেন, তাঁরাও বড় ধরনের পরিবর্তন ও পরিমার্জনার তাগিদ দেন। অন্যদিকে কিছু রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন এবং ব্যক্তি এই মর্মে অবস্থান গ্রহণ করেন যে, বিরাজমান সংবিধানের কতিপয় অনুচ্ছেদের সংশোধনের মাধ্যমেই সংবিধানের অন্তর্নিহিত বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা এবং ক্ষমতাকাঠামোয় অগণতান্ত্রিক প্রবণতা অবসান সম্ভব। এ ধরনের ভিন্ন ভিন্ন মতকে গুরুত্ব দেওয়া এবং কমিশনের কোনো ধরনের পূর্বাবস্থান নেই, তা সুস্পষ্ট করার জন্য কমিশন সংস্কারের পরিধিকে ব্যাপক রাখার সিদ্ধান্ত নেয়।

**কমিশন সাংবিধানিক সংস্কারের সাতটি উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে। এই উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে:**

১। দীর্ঘ সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রতিশ্রুত উদ্দেশ্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার এবং ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের আলোকে বৈষম্যহীন জনতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা।

২। ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত অংশগ্রহণমূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটানো।

৩। রাজনীতি এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় সর্বস্তরে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা।

৪। ভবিষ্যতে যেকোনো ধরনের ফ্যাসিবাদী শাসনব্যবস্থার উত্থান রোধ।

৫। রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গ—নির্বাহী বিভাগ, আইনসভা এবং বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ ও ক্ষমতার ভারসাম্য আনয়ন।

৬। রাষ্ট্রক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের বিকেন্দ্রীকরণ ও পর্যাপ্ত ক্ষমতায়ন।

৭। রাষ্ট্রীয়, সাংবিধানিক এবং আইন দ্বারা সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকর স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা।

এই উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারণে কমিশন ১০ এপ্রিল ১৯৭১-এ জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে রাজনৈতিক অঙ্গীকার অর্থাৎ সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার এবং ২০২৪ সালের ফ্যাসিবাদবিরোধী গণঅভ্যুত্থানের জন-আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ একটি বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনকে ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করেছে। একই সময়ে কমিশন ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধকে বাংলাদেশের মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং বৈষম্যবিরোধী সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করেছে। এই সব আকাঙ্ক্ষা এবং সংগ্রামের মর্মবস্তুকে সাংবিধানিক-প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার লক্ষ্যেই সংবিধানের সংস্কার প্রস্তাব তৈরি করতে কমিশন সচেষ্ট হয়। ৩ নভেম্বর এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে কমিশন সংস্কারের পরিধি এবং উদ্দেশ্যসমূহ নাগরিকদের কাছে তুলে ধরে।

**সংবিধানের পর্যালোচনা**

কমিশন বিদ্যমান সংবিধানকে দুটি দিক থেকে পর্যালোচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে—রাজনৈতিক এবং আইনগত। কমিশন বিবেচনা করে যে সংবিধানের পর্যালোচনায় বাংলাদেশ নামের ভূখণ্ডের মানুষের রাজনৈতিকভাবে গঠিত হওয়ার প্রক্রিয়া এবং একটি সংঘবদ্ধ জনগোষ্ঠী হিসেবে তাঁর রাজনৈতিক সংকল্প ও সামষ্টিক রূপকল্পের অভিপ্রায় কীভাবে গড়ে উঠেছে, তার প্রেক্ষাপট বিবেচনা করা জরুরি। এটা সুস্পষ্ট যে, ঔপনিবেশিক যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এই অঞ্চলে 'জনগণ'-এর উদ্ভব একটি দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে। গাঠনিক কর্তা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা এবং রাষ্ট্র গঠনে জনগণের সার্বভৌম অভিপ্রায় প্রকাশের প্রচেষ্টা দীর্ঘদিন ধরে ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক রাষ্ট্রের সাথে দ্বন্দ্বের সম্পর্কে জড়িয়ে আছে। এই দ্বন্দ্বের ধারাবাহিকতায় রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক রূপান্তর আজও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এই ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় ১৯৭২ সালের সংবিধান প্রণীত হয়েছিল। স্বল্প সময়ের মধ্যে সংবিধান প্রণয়নের সাফল্য নিঃসন্দেহে ইতিবাচক। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সংবিধান প্রণয়নে দীর্ঘসূত্রিতা এবং তার বিরূপ প্রতিক্রিয়ার অভিজ্ঞতা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে আকাঙ্ক্ষা ও এক ধরনের চাপ সৃষ্টি হয়েছিলো

তাই এই সংবিধান প্রণয়নকে ত্বরান্বিত করেছিলো। সংবিধান প্রণয়নের প্রক্রিয়া এবং এই বিষয়ে বিভিন্ন বিশ্লেষকের আলোচনার সারসংকলন করে এই সংবিধানের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং কীভাবে তা জনগণের গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে কেবল সংগতিহীনই হয়নি বরং নাগরিকদের অধিকার সংকুচিত করেছে, স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতাকাঠামো তৈরি করেছে, তা চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া ওই সময়েই গণপরিষদের সংবিধান প্রণয়নের এখতিয়ার নিয়ে প্রশ্ন ছিল।

সংবিধানের পর্যালোচনার দ্বিতীয় অংশে সংবিধানের আইনি কাঠামো পর্যালোচনা করা হয়েছে। বিদ্যমান সংবিধান যা ইতিমধ্যেই ১৭ বার সংশোধিত হয়েছে, তাতে এমন ধরনের অন্তর্নিহিত ত্রুটি রয়েছে, যা জবাবদিহিমূলক এবং গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাথে সাংঘর্ষিক, যেমন অনুচ্ছেদ ৪৮(৩) এবং ৫৫-এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে রাষ্ট্রপতিকে আলংকারিক ব্যক্তিত্বে পরিণত করা হয়েছে। সংবিধান সংশোধনের প্রক্রিয়া ক্ষমতাসীন দলকে সংবিধানের মূলনীতি ক্ষুণ্ন করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সংশোধন করার সুযোগ দিয়েছে। এর ফলে জরুরি অবস্থা এবং নিবর্তনমূলক আটকের মতো কঠোর বিধান সংবিধানে সন্নিবেশিত হয়েছে, যা ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করেছে এবং কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থা উৎসাহিত করেছে। সংবিধানের এই ত্রুটিগুলো গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করেছে। তদুপরি সাংবিধানিক বিধিবিধানগুলো গণতন্ত্রের একটি অন্যতম উপাদান নাগরিকের মৌলিক অধিকারকে বিভিন্ন শর্তসাপেক্ষ করে সেগুলোকে অনেকাংশে অকার্যকর করে ফেলেছে। সংবিধানে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি থাকলেও তার কার্যকারিতার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা অনুপস্থিত থেকেছে, যা বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগে অধীনস্থ করে রেখেছে। স্থানীয় সরকারব্যবস্থা কার্যত অর্থহীন এবং দলীয় লেজুড়বৃত্তি ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় আবদ্ধ।

সংবিধানের বিস্তারিত রাজনৈতিক এবং আইনি পর্যালোচনা এই প্রতিবেদনের প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে। এর পাশাপাশি কমিশন সকল বিষয়ে বিভিন্ন দেশের সংবিধান পর্যালোচনা করে, যাতে বিদ্যমান সংবিধান অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের সংবিধানের সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ, তা বোঝা যায়। কিছু সুনির্দিষ্ট বিষয় যেমন দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ, চিরস্থায়ী বিধান, জাতির জনক, কোনো ব্যক্তির প্রতিকৃতির বাধ্যতামূলক প্রদর্শন, রাষ্ট্রধর্ম, ধর্মনিরপেক্ষতা, সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস ইত্যাদি বিভিন্ন দেশের সংবিধানে উল্লেখ আছে কি না এবং থাকলে কীভাবে আছে, কমিশন তার বিশ্লেষণ করে।

### অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময়ের রূপরেখা

কমিশন সমাজের ভেতরে বিভিন্ন ধরনের আকাঙ্ক্ষা বোঝা এবং সমাজের সম্ভাব্য সর্বাধিক অংশীজনদের অংশগ্রহণ এবং তাঁদের প্রস্তাবগুলো শোনা এবং সেগুলোকে কমিশনের সুপারিশে প্রতিফলিত করার জন্য অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা, রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে প্রস্তাব এবং নাগরিকদের মতামত সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নেয়।

কমিশন এই মর্মেও সিদ্ধান্ত নেয় যে, যেসব ব্যক্তি, সংগঠন, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান বা দল জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের সময় সক্রিয়ভাবে হত্যাকাণ্ডে যুক্ত থেকেছে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে হত্যাকাণ্ড ও নিপীড়নকে সমর্থন করেছে, ফ্যাসিবাদী কার্যক্রমকে বৈধতা প্রদানে সাহায্য করেছে, কমিশন সেই সব ব্যক্তি, সংগঠন, সংস্থা, প্রতিষ্ঠানকে অংশীজনদের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করবে না।

### রাজনৈতিক দলসমূহের মতামত

কমিশন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতামত এবং সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব জানার জন্য ৩০টি রাজনৈতিক দল এবং জোটের কাছে লিখিত মতামত আহ্বান করে চিঠি পাঠায়। এই আবেদনে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়। এসব দল এবং জোটের মধ্যে মোট ২৫টি রাজনৈতিক দল এবং ৩টি রাজনৈতিক জোট তাদের লিখিত মতামত কমিশনের নিকট প্রেরণ করে। এর বাইরেও মোট ৬টি রাজনৈতিক দল ইমেইলের মাধ্যমে বা কমিশন কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে তাঁদের মতামত জমা দেয়। কমিশনের গবেষকেরা এসব মতামতের সারাংশ সংকলন করেন।

### ওয়েবসাইটের মাধ্যমে মতামত সংগ্রহ

সংস্কারের সুপারিশ তৈরিতে অধিকসংখ্যক নাগরিকের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির জন্য কমিশনের ওয়েবসাইটে মতামত দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এ বিষয়ে জনগণের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ ও স্বতঃস্ফূর্ততা লক্ষ করা যায়। দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে এ সুযোগ অব্যাহত রাখা হয় এবং ২৫ নভেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত ৫০,৫৭৩টি (পঞ্চাশ হাজার পাঁচশত তিহাত্তর) সংক্ষিপ্ত থেকে বিস্তারিত আকারে মতামত পাওয়া যায়।

### অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময়

অংশীজনদের মতামত নেওয়ার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংস্কার কমিশন ১১ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ থেকে বিভিন্ন সংবিধান ও মানবাধিকারবিষয়ক সংগঠন, পেশাজীবী সংগঠন, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, সংবিধান বিশেষজ্ঞসহ সমাজের নানা স্তরের মানুষের

সাথে মতবিনিময় করে। এ জন্য মোট ২১টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। তিন সপ্তাহ ধরে অনুষ্ঠিত এসব অধিবেশনে ৪৩টি সংগঠনের ৯৯ জন প্রতিনিধি উপস্থিত হয়ে তাঁদের সংগঠনের পক্ষে মৌখিক এবং লিখিত প্রস্তাব দেন। এছাড়া ২৯টি সংগঠন তাদের প্রস্তাব লিখিতভাবে জানিয়েছে। নাগরিক সমাজের ৪৪ জন ব্যক্তি কমিশনের সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। তাঁদের মধ্যে ২২ জন তাঁদের প্রস্তাবগুলো লিখিতভাবে কমিশনের কাছে পেশ করেছেন। এর বাইরেও ই–মেইলের মাধ্যমে এবং কমিশন কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে ৩৪ জন তাঁদের মতামত লিখিতভাবে জানান। কমিশনের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে সাতজন সংবিধানবিশেষজ্ঞ এবং সাবেক বিচারপতি কমিশনের মতবিনিময় সভাগুলোয় উপস্থিত হয়েছেন। কমিশনের মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের মৌখিক বক্তব্য রেকর্ড এবং প্রতিলিপি (transcript) তৈরি করা হয়েছে।

### দেশব্যাপী জনমত জরিপ

বিভিন্নভাবে অংশীজনদের মতামত সংগ্রহ করলেও গৃহীত ব্যবস্থাগুলো সমাজের সকল স্তরের মানুষের মতামতের প্রতিফলনের নিশ্চয়তা বিধান করে না বলে কমিশনের পক্ষ থেকে সারা দেশে জরিপ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মাধ্যমে দেশব্যাপী জাতীয় জনমত জরিপ পরিচালনা করা হয়। এই জরিপ ৫ ডিসেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত চালানো হয় এবং সারা দেশের ৬৪ জেলা থেকে সরাসরি সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে ৪৫,৯২৫টি খানার (হাউসহোল্ড) ১৮ থেকে ৭৫ বছর বয়সীদের কাছ থেকে জনসংখ্যা অনুপাতে মতামত পাওয়া যায়।

### অন্যান্য কমিশনের সঙ্গে সমন্বয়

কমিশন ওয়াকিবহাল যে, রাষ্ট্র সংস্কারের অনেক বিষয় নিয়ে একাধিক কমিশন নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, যা সংবিধান-সংশ্লিষ্ট। সময়স্বল্পতার বিবেচনায় কমিশন সব কমিশনের সঙ্গে কাজের সমন্বয় করতে না পারলেও গুরুত্বপূর্ণ এবং সরাসরি সংশ্লিষ্ট দুটি কমিশন-নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার এবং বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে বৈঠক করে এবং ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে। এর বাইরে ১৮ নভেম্বর প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় সংস্কার কমিশনের প্রধানের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করে।

### কমিশনের কতিপয় পর্যবেক্ষণ

বিদ্যমান সংবিধানের পর্যালোচনা, অংশীজনদের মতামত এবং কমিশন সদস্যদের অভিজ্ঞতা ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের ভিত্তিতে কমিশন সংবিধানের বিভিন্ন দিকের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করেছে; এর বাইরে অংশীজনেরা দুটি বিষয়ের দিকে কমিশনের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যা কমিশন তার পর্যবেক্ষণ হিসেবে উপস্থিত করছে। এগুলো হচ্ছে:

১। সংবিধানের বিভিন্ন অধ্যায়ের ধারাক্রম পরিবর্তন করে প্রস্তাবনা, নাগরিকতন্ত্র, মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার পর আইনসভা, নির্বাহী বিভাগ এবং বিচার বিভাগকে সন্নিবেশিত করা;

২। সংবিধানের ভাষা সহজ করা;

৩। সংবিধানের আকার ছোট করা।

কমিশন মনে করে যে, অংশীজনদের এসব মতামত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা দাবি করে এবং আশা করে ভবিষ্যতে এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বিবেচনা করবেন।

### কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যে বীরদের আত্মদানের ফলে বাংলাদেশ স্বৈরাচারী শাসনমুক্ত হয়েছে, যাঁরা এখনো আহত অবস্থায় আছেন, তাঁদের কাছে কমিশন গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। তাঁদের প্রতি কমিশন আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে।

কমিশন এই প্রতিবেদন প্রস্তুতিতে নাগরিকদের কাছ থেকে যে সহযোগিতা পেয়েছে এবং তাঁরা যেভাবে অকুণ্ঠচিত্তে অংশগ্রহণ করেছেন, সে জন্য সকলের কাছেই কৃতজ্ঞ। রাজনৈতিক দল, সামাজিক ও পেশাজীবী সংগঠন, সিভিল সোসাইটির সদস্যরা তাঁদের মতামত প্রদান করে এই প্রক্রিয়াকে অংশগ্রহণমূলক করে তুলেছেন এবং তাঁদের মতামতের মাধ্যমে এই প্রতিবেদনকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদেরকে কমিশন আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। এই প্রতিবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা সম্পাদন, মতামত ও তথ্য বিন্যস্তকরণ, অনুবাদ এবং সম্পাদনার কাজে যুক্ত গবেষকদের অবদান ছিল অসামান্য। তাঁদেরকে কমিশন আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। কমিশনের সাচিবিক সহায়তা প্রদানের জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিরলসভাবে পরিশ্রম করেছেন, কমিশন তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড (ইউপিএল) বিনামূল্যে এই প্রতিবেদনের টাইপ সেটিং এবং পৃষ্ঠাসজ্জা করে দিয়ে কমিশনকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছে।

# পরিশিষ্ট ১৬

## রাজনৈতিক দলগুলোর মতামতের সারাংশ

সংবিধান সংস্কার কমিশন সংবিধান সংস্কার বিষয়ে রাজনৈতিক দল/জোটের লিখিত মতামত এবং সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব গ্রহণের লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করে। কমিশন মোট ২৭টি রাজনৈতিক দল এবং ৩টি জোটের নিকট লিখিত মতামত চেয়ে পত্র প্রেরণ করে। ২৯ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত মোট ২৫টি রাজনৈতিক দল এবং ৩টি জোট নিকট লিখিত মতামত প্রদান করে। তবে কমিশন রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সরাসরি কোনো আলোচনায় অংশগ্রহণ করেনি। কিন্তু তাঁদের দেয়া প্রতিটি লিখিত প্রস্তাব ও মতামত কমিশন নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করবে এবং কমিশনের সুপারিশে তার যথাসাধ্য প্রতিফলন ঘটাতে সচেষ্ট থাকবে।

উল্লেখ্য, যেসব রাজনৈতিক দল/জোট জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের সময় সক্রিয়ভাবে হত্যাকাণ্ডে যুক্ত থেকেছে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে হত্যাকাণ্ড ও নিপীড়নকে সমর্থন করেছে, ফ্যাসিবাদী কার্যক্রমকে বৈধতা প্রদানে সাহায্য করেছে কমিশন সেইসব দল/জোটকে সংস্কার প্রস্তাবের সুপারিশ তৈরিতে যুক্ত করেনি।

| | প্রস্তাবনা | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবক দলের নাম** |
| | গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান | জনগণতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন |
| **শুরু** | ১[বিস্‌মিল্লাহির-রহ্‌মানির রহিম (দয়াময়, পরম দয়ালু, আল্লাহের নামে)/ পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার নামে।] | ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানমতে কোন কিছু না লিখা | বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল- বাংলাদেশ জাসদ |
| | | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম এর বাংলা অনুবাদ এর পাশাপাশি একটি অতিরিক্ত বাংলা পাঠ (পরম করুনাময় সৃষ্টিকর্তার নামে) সংযোজিত হয়েছে।--- **সংযোজিত অতিরিক্ত বাংলা পাঠ অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে।** | ১. বিএনপি<br>২. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন |
| | | সংবিধানে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" এর অর্থ "পরম করুনাময় আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি" সংযোজন করতে হবে। | বাংলাদেশ লেবার পার্টি |
| **প্রস্তাবনা (Preamble)'র সূচনা** | আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া ২[জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের] মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি;<br>৩[আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল -জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে ;]<br>আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা- যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে;<br>আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা যাহাতে স্বাধীন সত্তায় সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারি এবং মানবজাতির প্রগতিশীল আশা-আকাঙ্খার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে পূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে পারি, সেইজন্য বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তিস্বরূপ এই সংবিধানের প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রাখা এবং ইহার রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান আমাদের পবিত্র কর্তব্য;<br>এতদ্বারা আমাদের এই গণপরিষদে, অদ্য তের শত উনআশী বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসের আঠারো তারিখ, মোতাবেক উনিশ শত বাহাত্তর খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের চার তারিখে, আমরা এই সংবিধান রচনা ও বিধিবদ্ধ করিয়া সমবেতভাবে গ্রহণ করিলাম। | সংবিধান গ্রন্থের সূচনায় "উপক্রমণিকা"টি সম্পূর্ণরূপে বাদ দিতে হবে। | ১২ দলীয় জোট |
| | | প্রস্তাবনায় জুলাই বিপ্লবের স্বীকৃতি থাকতে হবে। | বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী |
| | | আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া [**জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের**] মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি; ----- **পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত উক্ত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে। এবং পঞ্চদশ সংশোধনী পূর্ব অবস্থায় বহাল করতে হবে।** | বিএনপি |
| | | [ আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে (জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে) আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল-(জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার) সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে]- **পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত উক্ত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে। এবং পঞ্চদশ সংশোধনী পূর্ব অবস্থায় বহাল করতে হবে।** | বিএনপি |
| | | ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষণাপত্র এবং দীর্ঘ ফ্যাসিবাদ ও স্বৈরশাসন বিরোধী লড়াই ও ২০২৪ সালের ছাত্র-শ্রমিক-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মধ্যে প্রকাশিত জন-আকাঙ্ক্ষাই হবে গণতান্ত্রিক সংবিধানের প্রস্তাবনার ভিত্তি। | গণসংহতি আন্দোলন |
| | | আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া (জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি;এবং ২০২৪ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই বিপ্লবসহ অন্যান্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনসমূহের মাধ্যমে দেশে গণতন্ত্র কায়েম রাখার সর্বাত্মক সংগ্রাম করিয়া যাইতেছি। | বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী |
| | | আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল - জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার, সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস এবং বহুসংস্কৃতিমূলক সমাজের সেই সকল আদর্শ হবে এই সংবিধানের মূলনীতি। | বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী |
| | | পঞ্চম প্যারায় 'এতদ্বারা শব্দের পর ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল তারিখের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে গঠিত" শব্দসমূহ যুক্ত করতে হবে | বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি |
| | | মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণাপত্রকে প্রথম রিপাবলিকের প্রস্তাবনা হিসেবে গ্রহণ করে তা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। দ্বিতীয় রিপাবলিকের প্রোক্লেমেশন জারি করে তা নতুন সংবিধানের প্রস্তাবনা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। | জাতীয় নাগরিক কমিটি |
| | | সংবিধানের প্রস্তাবনায় জনগণের বৈধ রায়ই সরকার গঠনের ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃতি থাকতে হবে। | ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ |
| | | আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া [জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের] মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম **গণজনতান্ত্রিক** বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি;<br>**আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ২০২৪ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই-আগষ্ট মাসে ছাত্র-জনতার অভুত্থানের মাধ্যমে ৫ আগষ্ট সরকারের পতন ঘটাইয়া [বৈষম্যহীন সমাজ-রাষ্ট্র গঠনের জন্য ঐতিহাসিক অভুত্থানের মাধ্যমে] গণজনতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি;**<br>[আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল -আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস, জনগণের অংশীদারিত্ব ও প্রতিনিধিত্ব এবং শোষণ-জুলুম ও বৈষম্যমুক্ত আদর্শ- সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে;]<br>আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য হবে এমন এক শোষণ-জুলুম-বৈষম্যমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা-যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার, মানবিক মর্যাদা এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হবে। | |

| | প্রস্তাবনা | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবক দলের নাম** |
| | | আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা যাহাতে স্বাধীন সত্তায় সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারি এবং মানবজাতির ন্যায়ঙ্গত আশা-আকাঙ্খার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে পূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে পারি, সেইজন্য বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তিস্বরূপ এই সংবিধানের প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রাখা এবং ইহার রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান আমাদের পবিত্র কর্তব্য; | খেলাফত মজলিস |
| | | আমরা, বাংলাদেশের জনগণ আমাদের স্বাধীনতা অর্জন, রাষ্ট্র গঠন এবং স্বৈরাচার দূরীকরণের জনআকাঙক্ষার দ্বারা সংকল্পবদ্ধ হইয়া,<br>সূদূর অতীতকাল হইতে স্বাধীনতা যুদ্ধ পর্যন্ত এবং স্বাধীনতার পর হইতে জুলাই গণঅভ্যুত্থান পর্যন্ত এই ভূখন্ডের মুক্তির জন্য সকল প্রজন্মের শহীদের প্রতি আনুগত্য রাখিয়া, অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে- গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজের প্রতিষ্ঠা, যেখানে সকল নাগরিকের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত হইবে;<br>আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা যাহাতে স্বাধীন সত্তায় সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারি এবং মানবজাতির প্রগতিশীল আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে পূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে পারি, সেই জন্য বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তিস্বরূপ এই সংবিধানের প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রাখা এবং ইহার রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান আমাদের পবিত্র কর্তব্য; এতদ্বারা আমাদের এই গণপরিষদে, অদ্য চৌদ্দশ একত্তিরিশ বঙ্গাব্দের----------- মাসের ---------- তারিখ, আমরা এই সংবিধান এর দ্বিতীয় পাঠ রচনা ও বিধিবদ্ধ করিয়া সমবেতভাবে গ্রহণ করিলাম। | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন |
| | | "যেহেতু, বঙ্গীয় জনপদের বাসিন্দাদের শত শত বছরের লড়াই এর গৌরবময় ইতিহাস যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে আন্দোলন ও সংগ্রামের ধারাবাহিকতা। বখতিয়ার খিলজির বাংলা বিজয়ের পর থেকে সোনার বাংলা গড়বার যে পথচলা আমরা দেখেছি যেটি পূর্ণতা পেয়েছিল ইলিয়াস শাহী আমলে যা তখনকার দুনিয়ায় বাংলা সবচেয়ে ধনাঢ্য অঞ্চলে পরিনত হয়। শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ বঙ্গীয় অঞ্চলকে প্রথমবারের মত একত্রিত করে বাংলা ভাষাকে রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতায় অনন্য মাত্রায় নিয়ে যায়, যা ছিল সোনার বাংলার ভিত্তিমুল, আজকার স্বাধীন বঙ্গীয় রাষ্ট্রের সূতিকাগার। ফলস্বরূপ, ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঔপনিবেশিকদের শ্যেন দৃষ্টি পড়েছিল মোঘল সাম্রাজ্যের সবচেয়ে সমৃদ্যশালী অঞ্চল বাংলার ওপর;<br>যেহেতু, ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর আম্রকাননে দেশীয় বেঈমান ও বিদেশী দখলদারদের যৌথ ষরযন্ত্রে কয়েকশত বছরের সকল অর্জন পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে যায়;<br>যেহেতু, ১৭৭৬ সালের দুর্ভিক্ষ ও ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বা জমিদারি প্রথা চালুর মধ্য দিয়ে দুই স্তরের ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই ছিল নিরন্তর;<br>যেহেতু, বীর চট্টলার শহীদ হাবিলদার রজব আলী খাঁর নেতৃত্বে শুরু হওয়া ১৮৫৭ সালের প্রথম আজাদীর আন্দোলন পুরো জাতির চৈতন্যকে জাগরিত করে, যা ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে শাসকগোষ্ঠীকে প্রশাসনিক ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায় বাধ্য করে, যদিও তা দীর্ঘায়িত করা যায়নি;<br>যেহেতু, ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়, ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ঔপনিবেশিক শাসন ও জমিদারী শোষণের অবসানের প্রত্যয়ে পাকিস্তান আন্দোলনের মাধ্যমে ১৯৪৭ সালে একটি নতুন রাষ্ট্র গঠিত হয়, যেখানে প্রজাস্বত্ত বাতিল আইন করে জমিদারি প্রথা বাতিল করাও ছিল চলমান ১৯০ বছরের লড়াইয়ের একটি অনন্য অধ্যায়;<br>যেহেতু, স্বাধীনতার দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ফলস্বরুপ ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট পাকিস্তান নামক রাষ্ট প্রতিষ্ঠা হলেও জন্মের অব্যবহিত পর থেকেই পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠির বৈষম্যমূলক আচরন, গনতন্ত্রহীনতা ও পূর্বপাকিস্তানের জনগনের প্রত্যাশা পুরনে ব্যর্থ হওয়ায় বৈষম্যহীন একটা জনগনের রাষ্ট্র বানানোর আকাঙ্খা থেকে ১৯৭১ সালে আবারো মুক্তির লড়াই এ অবতীর্ন হতে হয় এই জনপদের বাসিন্দাদেরকে;<br>যেহেতু, স্বাধীনতার দীর্ঘদিন পরেও স্বাধীনতার ঘোষনাপত্রের তিন মূলনীতি সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার' এর ভিত্তিতে জনগনের রাষ্ট্র (রিপাবলিক) গঠনে পুরানো ব্যবস্থা ব্যর্থ ও অকার্যকর হয়ে রাষ্ট্রকাঠামো নিজেই জনগনের অধিকার রক্ষায় প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়িয়েছে এবং এজন্য রাষ্ট্রের সাথে নাগরিকের যে বন্দোবস্ত তা নতুন করে নবায়ন করা জরুরী হয়ে পড়েছে;<br>যেহেতু, বারবার জনগনকে একদলীয়, সামরিক-বেসামরিক ও বংশীয় স্বৈরশাসকদের শৃঙ্খলে পৃষ্ট করা হয়েছে, মুক্তির আকাঙ্খাকে ৫৩ বছর ধরে বিভিন্নভাবে ধুলিস্যাত করে দেয়া হয়েছে। বৈষম্য, গণতন্ত্রহীনতা আর জুলুমের আষ্টেপিষ্টে কোটি কোটি বনী আদমকে বন্দী করে রাখা হয়েছে এবং ২০২৪ এর জুলাই-আগষ্টে ছাত্র-জনতার এক যৌথ গনঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে চলা ফ্যাসিবাদী শোষনের অবসান হবার মধ্য দিয়ে প্রথম প্রজাতন্ত্রের পতন হয়েছে; | আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি) |

| | প্রস্তাবনা | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
| | | যেহেতু, দেশের কোটি কোটি তরুন, ফ্যাসিবাদ বিরোধী রাজনৈতিক দল, এবং নাগরিক সমাজ প্রায় দুই হাজার শহীদের আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দেশের দেয়ালে দেয়ালে, মিছিলে আর শ্লোগানে নতুন বাংলাদেশ গড়বার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে; তাই পুরাতন আমলের বন্দোবস্ত পরিবর্তন করে নতুন সামাজিক চুক্তি প্রণয়ন জরুরী হয়ে পড়েছে;<br>যেহেতু, প্রথম রিপাবলিক ব্যর্থ হয়েছে এবং স্বাধীনতার ঘোষনাপত্রের আলোকে বাংলাদেশ-২.০ গড়বার লক্ষ্যে দ্বিতীয় জনতান্ত্রিক রাষ্ট্র (Second Republic), প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। সেহেতু, ১৯৪৭ এ কৃষক-প্রজার রাষ্ট্র বিনির্মান, ১৯৭১ এ বৈষম্যহীন ইনসাফভিত্তিক সমাজ গঠনের রক্তাক্ত লড়াই সহ ২০২৪ এর গনঅভ্যুত্থানের প্রত্যাশা পুরনে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচারের ভিত্তিতে, বাংলাদেশের মানুষের শত শত বছরের যাপিত জীবনের মুল্যবোধ, অভিজ্ঞতা ও ঐতিহ্যের আলোকে একটি কল্যানরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে যার মালিকানা বাংলাদেশের জনগনের উপর ন্যাস্ত করা হলো।--- প্রস্তাবনায় যুক্ত করতে হবে" | |
| নতুন প্রস্তাব | | ৭২ সালের সংবিধান বাতিল ও বিলোপ চাই। নতুন সংবিধানের জন্য জাতীয় পরিষদের নির্বাচন নয়- সংবিধান সভার নির্বাচিন দিতে হবে। যে সংবিধান সভা উপরোক্ত আলোকে সংবিধান রচনা, প্রস্তুত ও পাশ করবে। সংবিধান রচনা ও প্রস্তুত করার পর এই সংবিধান সভা পার্লামেন্ট (আইন পরিষদ) হিসাবে কাজ করবে। | জাতীয় গণফ্রন্ট |
| | | তৎকালীন পাকিস্তানে আন্তর্জাতিক শত্রু হিসেবে চিহ্নিত ছিলো ভারতীয় আধিপত্যবাদ, মার্কিন, রুশ ও চীনসহ সকল সামাজ্যবাদী শোষণ ও নিপীড়ন উচ্ছেদ দ্বিতীয়ত: অভ্যন্তরীণভাবে জনগণের শোষক হচ্ছে আমলা-দালাল লুটের পুঁজি ও সামন্ত অবশেষ শ্রেণীর অবসান। সংবিধানে এটা স্পষ্টভাবে লিখিত থাকা প্রয়োজন। | জাতীয় গণফ্রন্ট |
| | | আমরা রাষ্ট্রের ক্ষমতা কাঠামোর মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ পরিবর্তন আনার প্রয়োজনীয় ধারা এবং বিধিমালা সংবিধানে সংযোজিত দেখতে চাই । যা মুক্তিযুদ্ধের তিনটি মূলনীতিকে ধারণ করবে, ২৪ এর গণঅভ্যুত্থানের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করবে এবং ফ্যাসিবাদকে চিরতরে রুখে দিবে . | এনডিএম |
| | | নতুন বাংলাদেশের মেগনাকার্টা - বাংলা বসন্ত, Monsoon Revolution', এর সনদ নতুন করে লিখবার পক্ষে মত দিচ্ছে যা জনগণের অধিকারসমূহ এবং স্বাধীনতার উজ্জ্বল প্রত্যাশাকে প্রতিফলিত করবে। এটা আকারে ছোট, সাধারনভাবে বোধগম্য চলিত ভাষায় লিখিত হওয়াটা জরুরী, যেখানে শুধু রাষ্ট্রের কাঠামো ও মূলনীতি বিবৃত থাকবে, কোন পদ্ধতিগত ধারা নয়। | এবি পার্টি |
| | | বাংলা এর সঠিক বানান বাঙলা পুনলিখন করতে হবে | বাংলাদেশ কল্যাণ রাষ্ট্র |
| | | দেশের নাম বাংলাদেশ পুনলিখন | বাংলাদেশ কল্যাণ রাষ্ট্র |
| | | সরকারের নাম বাংলাদেশ সরকার | বাংলাদেশ কল্যাণ রাষ্ট্র |

| | প্রথম ভাগ : প্রজাতন্ত্র | | | |
|---|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম | যৌক্তিকতা/কারণ |
| অনুচ্ছেদ ১ (প্রজাতন্ত্র) | ১। বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যাহা "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ" নামে পরিচিত হইবে। | বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যাহা "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ" নামে পরিচিত হইবে। 'একক' শব্দটি বাদ দেয়া হোক | বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল- বাংলাদেশ জাসদ | একটি বিকেন্দ্রীকৃত ফেডারেল পদ্ধতি চালুর বিষয়টি উন্মুক্ত রাখা |
| | | গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ হবে। গণপ্রজাতন্ত্রী শব্দটি বাদ দিতে হবে | গণঅধিকার পরিষদ (নুর) | |
| | | বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র হবে যাহা "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ" নামে পরিচিত হইবে। | বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী | |
| | | প্রজাতন্ত্র ও গণপ্রজাতন্ত্রী শব্দদ্বয় সংশোধন করে যথাক্রমে জনতন্ত্র ও মানবিক জনতন্ত্র বা মানবিক গণতান্ত্রিক শব্দে প্রতিস্থাপিত করা হোক | ইনসানিয়াত বিপ্লব,বাংলাদেশ | |
| | | রাষ্ট্র কাঠামো: এককেন্দ্রীক, তবে সেবা ও রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্তে শক্তিশালী স্থানীয় প্রশাসন কায়েম করা হবে। | এবি পার্টি | |

| | প্রথম ভাগ : প্রজাতন্ত্র | | | |
|---|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম | যৌক্তিকতা/কারণ |
| | | বাংলাদেশের নাম হবে বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার স্টেট (Bangladesh Welfare state) বা কল্যাণ রাষ্ট্র | ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ | |
| | | 'জনগণতন্ত্র' লেখা হোক | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন | |
| | | জনতন্ত্র দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে/ বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র, যাহা গণজনতান্ত্রিক বাংলাদেশ নামে পরিচিত হইবে। | খেলাফত আন্দোলন | |
| | | বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যাহা "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ" নামে পরিচিত হইবে। তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রশাসনিক ব্যবস্থা দেশের অন্যান্য অঞ্চল হইতে ভিন্নতর হইবে এবং তা বিশেষ আইনের মাধ্যমে তা পরিচালিত হইবে । অথবা বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যাহা "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ" নামে পরিচিত হইবে। তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রশাসনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না । | ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) | |
| অনুচ্ছেদ ২ (প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানা) | ২। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানার অন্তর্ভুক্ত হইবে<br>(ক) ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা-ঘোষণার অব্যবহিত পূর্বে যে সকল এলাকা লইয়া পূর্ব পাকিস্তান গঠিত ছিল4[এবং সংবিধান (তৃতীয় সংশোধন) আইন, ১৯৭৪-এ অন্তর্ভুক্ত এলাকা বলিয়া উল্লিখিত এলাকা, কিন্তু উক্ত আইনে বহির্ভূত এলাকা বলিয়া উল্লিখিত এলাকা তদ্‌বহির্ভূত; এবং]<br>(খ) যে সকল এলাকা পরবর্তীকালে বাংলাদেশের সীমানাভুক্ত হইতে পারে। | জনগণতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানা | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন | |
| অনুচ্ছেদ ২ক (রাষ্ট্রধর্ম) | 5[২ক। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করিবেন] | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদ সংশোধন করে বলা হয়েছে; প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করিবেন। --- সংশোধিত অনুচ্ছেদটি অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)। | ১. বিএনপি<br>২. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন | |
| | | বাংলাদেশে অবস্থিত সকল ধর্মের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা এবং সম অধিকার থাকবে এবং ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহার করা যাবে না। | জাতীয় গণফ্রন্ট | |
| | | ২ ক. এই ক্ষেত্রে সংবিধানের আদিপাঠ অনুসরণ করতে হবে, অর্থাৎ তা বাতিল হবে | বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি | |
| | | রাষ্ট্রধর্ম বিলুপ্ত করতে হবে বা বাদ দিতে হবে | ১. বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল- বাংলাদেশ জাসদ<br>২. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) | সংবিধানকে ধর্মের বাইরে রাখা |

| প্রথম ভাগ : প্রজাতন্ত্র | | | | |
|---|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম | যৌক্তিকতা/কারণ |
| | | রাষ্ট্রধর্ম অনুচ্ছেদ বাতিল করতে হবে | ১. বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল- বাংলাদেশ জাসদ<br>২. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) | |
| | | ২এর ক এবং ৪ এর ক সহ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ( Proclamation of Independence) অনুযায়ী এমনভাবে পুনর্বিন্যস্ত ও পুনর্লিখন করা দরকার যাতে তা ঘোষণাপত্রের স্পিরিটকে ধারণ করে। | বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি | |
| | | ১. জনতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র স্বীয় মর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করিবে]<br>২. সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী এবং রাসুল হযরত মুহাম্মদ সা. এর মর্যাদা রক্ষায় রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। [সংবিধানে সংযুক্ত করতে হবে] | খেলাফত মজলিস | |
| | | মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি শ্রদ্ধা রাষ্ট্রের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভিত্তির অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাঁর প্রতি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অবমাননা বা নিন্দা কোনো অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে এবং জনশৃঙ্খলা ও ধর্মীয় অনুভূতির সুরক্ষার জন্য আইনের অধীনে শাস্তিযোগ্য হবে। এ ধরনের অপরাধের জন্য নির্ধারিত বিধান ন্যায়বিচারের নীতি এবং সকল নাগরিকের মর্যাদা রক্ষার নিশ্চয়তা দেবে, যা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।---যুক্ত করতে হবে | বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি) | |
| **অনুচ্ছেদ ৩ (রাষ্ট্রভাষা)** | ৩। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। | প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা, তবে রাষ্ট্রীয় পরিসীমায় বিদ্যমান অন্যান্য ভাষার নিরাপত্তা প্রদান রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে। | বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী | |
| | | অপরিবর্তিত | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন | |
| | | "প্রজাতন্ত্রের ভাষা বাংলা। তবে বাংলা ব্যতীত দেশের ভিন্ন ভিন্ন জাতিসত্তাসমূহের ভাষার পরিপোষণ ও উন্নয়নে রাষ্ট্র সমভাবে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করিবেন।" | ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) | |
| **অনুচ্ছেদ ৪(জাতীয় সংগীত,পতাকা,প্রতীক)** | "৪। (১) প্রজাতন্ত্রের জাতীয় সঙ্গীত "আমার সোনার বাংলা"র প্রথম দশ চরণ।<br>(২) প্রজাতন্ত্রের জাতীয় পতাকা হইতেছে সবুজ ক্ষেত্রের উপর স্থাপিত রক্তবর্ণের একটি ভরাট বৃত্ত।<br>(৩) প্রজাতন্ত্রের জাতীয় প্রতীক হইতেছে উভয় পার্শ্বে ধান্যশীর্ষবেষ্টিত, পানিতে ভাসমান জাতীয় পুষ্প শাপলা, তাহার শীর্ষদেশে পাটগাছের তিনটি পরস্পরসংযুক্ত পত্র, তাহার উভয় পার্শ্বে দুইটি করিয়া তারকা।<br>(৪) উপরি-উক্ত দফাসমূহ-সাপেক্ষে জাতীয় সঙ্গীত, পতাকা ও প্রতীক সম্পর্কিত বিধানাবলী আইনের দ্বারা নির্ধারিত হইবে।" | জাতীয় সঙ্গীত, পতাকা ও প্রতীক এই অনুচ্ছেদ ও এই অনুচ্ছেদের (১) (২) (৩) (৪) দফা সমূহ থেকে "জাতীয়" শব্দের পরিবর্তে "রাষ্ট্রীয়" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হোক। | ইনসানিয়াত বিপ্লব,বাংলাদেশ | |

| | প্রথম ভাগ : প্রজাতন্ত্র | | | |
|---|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম | যৌক্তিকতা/কারণ |
| | | সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহে কেবলমাত্র জাতীয় প্রতীক প্রদর্শিত হবে | ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ | |
| | | অপরিবর্তিত | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন | |

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম | যৌক্তিকতা/কারণ |
|---|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ ৪ক (জাতির পিতার প্রতিকৃতি)** | ৬[৪ক। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার ও প্রধান বিচারপতির কার্যালয় এবং সকল সরকারী ও আধা-সরকারী অফিস, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের প্রধান ও শাখা কার্যালয়, সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশনসমূহে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করিতে হইবে।] | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে জাতির পিতার প্রতিকৃতি সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে।-- পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত অত্র অনুচ্ছেদ বাতিল করতে হবে। | ১. বিএনপি<br>২. এনডিএম<br>৩.রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন<br>৪. খেলাফত মজলিস | |
| | | সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহে কেবলমাত্র জাতীয় প্রতীক প্রদর্শিত হবে | ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ | |
| | | শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি প্রদর্শন ও পরিবারের নিরাপত্তা আইন, ৭ই মার্চ, ১৭ই মার্চ, ৫ই আগস্ট, ৮ আগস্ট, ১৫ই আগস্ট, ১৮ অক্টোবর, ৪ নভেম্বর, ১২ই ডিসেম্বরের ছুটি বাতিল করতে হবে। সংবিধানে উল্লেখিত ৭ই মার্চের শেখ মুজিবের ভাষণ অপসারণ করতে হবে। | বাংলাদেশ লেবার পার্টি | |
| | | ৪ ক এই অনুচ্ছেদের ক্ষেত্রে সংবিধানের আদি পাঠ অনুসরণ করতে হবে, অর্থাৎ তা বাতিল হবে | বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি | |
| | | জাতির পিতার প্রতিকৃতি প্রদর্শনের ধারাটি ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানের ছিল না। এটি বাদ দিতে হবে। | ১২ দলীয় জোট | |
| | | অনুচ্ছেদটি বাদ দিতে বা বিলুপ্ত করতে হবে | বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী | এসব তুচ্ছ ব্যাপার সংবিধানে থাকা অপ্রয়োজনীয় |
| | | জাতির পিতার প্রতিকৃতি এই অনুচ্ছেদটি সম্পূর্ণ বাতিল করা হোক। | ইনসানিয়াত বিপ্লব,বাংলাদেশ | |
| | | বিদ্যমান সংবিধানের ৪(ক) -এর ন্যায় কোনো অনুচ্ছেদ থাকবে না। সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহে কেবলমাত্র জাতীয় প্রতীক প্রদর্শিত হবে। | জাতীয় নাগরিক কমিটি | |
| | | মহান স্বাধীনতা অর্জনে মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, শেরে বাংলা একে ফজলুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান ও জিয়াউর রহমান তাদের অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি দিয়ে 'ফোর ফাদার ন্যাশন' প্রতিষ্ঠা করতে হবে। জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে মহান মুক্তিযুদ্ধে যে সকল সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তিবর্গ ঐতিহাসিক ভূমিকা রেখেছেন তাদেরকে সংবিধানে উপযুক্ত মর্যাদায় অভিসিক্ত করতে হবে। | জাতীয় পার্টি (কাজী জাফর) | |

| | প্রথম ভাগ : প্রজাতন্ত্র | | | |
|---|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবক দলের নাম** | **যৌক্তিকতা/কারণ** |
| **অনুচ্ছেদ ৬ (নাগরিকত্ব)** | ৭ [৬। (১) বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে।<br>(২) বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসাবে বাঙালী এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন।] | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণকে জাতি হিসাবে বাঙ্গালী বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।--- পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে। পঞ্চদশ সংশোধনীর পূর্বের বিধান বহাল করতে হবে। | বিএনপি | |
| | | সংবিধানের ৬(২) অনুচ্ছেদ সংশোধন করে নাগরিকদের ” বাংলাদেশী” হিসেবে ঘোষণা করতে হবে। | ১. এনডিএম<br>২. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী<br>৩. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ<br>৪. জাতীয় নাগরিক ঐক্য | বাঙালি শব্দটির জাতিগত অর্থ রয়েছে যা বাংলাদেশের সকল জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করতে ব্যর্থ হয়। তাই এটিএড়ানো উচিত। (বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী) |
| | | প্রত্যেক জাতিসত্তার স্বীকৃতি থাকতে হবে। | ১. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ<br>২. জাতীয় নাগরিক কমিটি | |
| | | বাংলাদেশে শুধু বাঙ্গালী নয়- বাঙ্গালীসহ সকল ভাষাভাষী ও সকল জাতি সত্ত্বা বিকাশের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে লিখিত থাকতে হবে। | বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ | |
| | | সংবিধানের ৬ অনুচ্ছেদ বাতিল করতে হবে। পৃথিবীর কোন দেশে ভাষা দিয়ে জাতিসত্তা নির্ধারণ করা হয় না। বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙালি নয় বাংলাদেশি হিসেবেই পরিচিত হবে। | ১২ দলীয় জোট | |
| | | জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালী ধারা বিলুপ্ত করতে হবে। | বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল- বাংলাদেশ জাসদ | বাংলাদেশে শুধুমাত্র বাঙালী জাতি-ই নয়, আরো অন্যান্য জাতি ও জাতিসত্ত্বা রয়েছে |
| | | প্রত্যেক নাগরিক তাহার জাতিসত্তা পরিচয়ে পরিচিত হইবেন। তাহাদের নাগরিকত্ব হইবে বাংলাদেশী | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন | |
| | | পাহাড়ি জাতিগোষ্ঠীসহ অন্যান্য জাতিসত্ত্বার সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করা। একইসাথে সংবিধানের ৬ ও ৯ অনুচ্ছেদ সংস্কার করা। | ১. বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)<br>২. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ | |
| | | জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গীয় পরিচয় নির্বিশেষে নিজ নিজ পরিচয়ের পাশাপাশি বাংলাদেশের সকল নাগরিক বাংলাদেশী বলে পরিচিত হবেন। | গণসংহতি আন্দোলন | |
| | | ২০১১ সালে সংবিধানে সংযোজিত উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি নামের দফার পরিবর্তন এনে তাঁদের মতামতকে প্রতিফলিত করতে হবে। | এনডিএম | |
| | | অনুচ্ছেদ ৬(১)---বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে- এখানে “আইনের দ্বারা” বাতিল করে এ রাষ্ট্রের সীমানায় জন্মগ্রহণকারী সকলের জন্মগত ও বংশগত ও আইনের উর্ধে স্রষ্টা প্রদত্ত ও রহিতের অযোগ্য প্রাকৃতিক চিরন্তন হিসেবে থাকিবে বলিয়া প্রতিস্থাপিত হোক। | ইনসানিয়াত বিপ্লব,বাংলাদেশ | |

| | প্রথম ভাগ : প্রজাতন্ত্র | | | |
|---|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবক দলের নাম** | **যৌক্তিকতা/কারণ** |
| | | অনুচ্ছেদ ৬(২)--- বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালী ও নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন - এই অনুচ্ছেদে বাংঙ্গালী শব্দটি বাতিল করিয়া - বাংলাদেশের জনগণ প্রত্যেকের যার যার বিশ্বাস ধর্ম-দর্শন মোতাবেক যার যার জাতীয়তা নিয়ে চলতে লিখতে বলতে পারবেন এবং কোন বিশেষ জাতীয়তাবাদ কারো উপর চাপিয়ে দেয়া হবে না-লিখা হোক। বাংলাদেশের সকল নাগরিকের রাষ্ট্রীয় নাগরিকত্ব বাংলাদেশী- এটা লিখা ও প্রতিস্থাপিত হোক। | | |
| | | (২) বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলে পরিচিত হবেন। তারা বাংলা ভাষাভিত্তিক বাঙালি জনগোষ্ঠী ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহ এবং বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসরত অন্য ভাষাভাষি জনগোষ্ঠি নিয়ে গঠিত হবে। | খেলাফত মজলিস | |
| | | ৬ (২) এই উপঅনুচ্ছেদটি নিম্নোক্তভাবে পুনরায় লিখতে হবে ‘‘বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে জাতি হিসেবে রহিয়াছে বাঙালি এবং আদিবাসীসহ অপরাপর জাতিগোষ্ঠি এবং সকলের সমমর্যাদাসম্পন্ন এবং রাষ্ট্রের সম্মুখে তাহারা সকলেই সমসত্ত্বাসম্পন্ন নাগরিক হিসাবে গণ হইবেন’’ | বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি | |
| | | বাংলাদেশি (সংখ্যালঘু ও উপজাতিসহ বাংলাদেশের সব নাগরিকরাই একত্ব মনস্তাত্ত্বিক চেতনায় মোটিভেট) | বাংলাদেশ কল্যাণ রাষ্ট্র | |
| | | অনুচ্ছেদ ৬ (২) ‘‘বাংলাদেশের জনগণ নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন’’ | ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ ৭ (সংবিধানের প্রাধান্য)** | ৭। (১) প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।<br>(২) জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে। | ’সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ’ এর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বাধ্য থাকবে। এক্ষেত্রে কোনো অসঙ্গতি দেখা দিলে অঙ্গতিপূর্ণ কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তাদের অপসারণ নিশ্চিত করার বিধান যুক্ত করতে হবে। | গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি | |
| | | (৩) ‘দেশের ৯২ শতাংশ মানুষের ধর্মীয় আদর্শের ভিত্তি কুরআন সুন্নাহর অকাট্য বিধান বিরোধী কোনো আইন করা যাবে না’।- এ দফাটি যোগ করতে হবে। | খেলাফত মজলিস | |

| | প্রথম ভাগ : প্রজাতন্ত্র | | | |
|---|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম | যৌক্তিকতা/কারণ |
| **অনুচ্ছেদ ৭ক (সংবিধান বাতিল, স্থগিতকরণ, ইত্যাদি অপরাধ)** | ৪[৭ক। (১) কোন ব্যক্তি শক্তি প্রদর্শন বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বা অন্য কোন অসাংবিধানিক পন্থায় -<br>(ক) এই সংবিধান বা ইহার কোন অনুচ্ছেদ রদ, রহিত বা বাতিল বা স্থগিত করিলে কিংবা উহা করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র করিলে ; কিংবা<br>(খ) এই সংবিধান বা ইহার কোন বিধানের প্রতি নাগরিকের আস্থা, বিশ্বাস বা প্রত্যয় পরাহত করিলে কিংবা উহা করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র করিলে-<br>তাহার এই কার্য রাষ্ট্রদ্রোহিতা হইবে এবং ঐ ব্যক্তি রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে দোষী হইবে।<br>(২) কোন ব্যক্তি (১) দফায় বর্ণিত-<br>(ক) কোন কার্য করিতে সহযোগিতা বা উস্কানি প্রদান করিলে; কিংবা<br>(খ) কার্য অনুমোদন, মার্জনা, সমর্থন বা অনুসমর্থন করিলে-<br>তাহার এইরূপ কার্যও একই অপরাধ হইবে।<br>(৩) এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত অপরাধে দোষী ব্যক্তি প্রচলিত আইনে অন্যান্য অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ডের মধ্যে সর্বোচ্চ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে। | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত অত্র বিধানমতে সংবিধান বাতিল, স্থগিতকরণ, ইত্যাদিকে রাষ্ট্রদ্রোহিতা হিসেবে ঘোষণা করে সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান করা হয়েছে।--- পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত অত্র অনুচ্ছেদ বাতিল করতে হবে। | ১. বিএনপি<br>২. এনডিএম<br>৩. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন<br>৪. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী<br>৫. খেলাফত মজলিস | |
| | | সংবিধান প্রণয়ন, সংশোধন ও স্থগিতকরণের প্রশ্নে জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তি রূপে সংবিধান এই নীতির সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ কোন বিধান থাকবে না। | গণসংহতি আন্দোলন | |
| | | যে সকল বিষয়সমূহ সংশোধন অযোগ্য বলা হয়েছে, সেগুলোর প্রয়োজনীয় সংশোধনের বিধান রেখে উক্ত অনুচ্ছেদ সংশোধন করতে হবে | বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) | |
| | | এ অনুচ্ছেদ ও দফাগুলো মৌলিক অধিকার ও নাগরিক অধিকারের সম্পূর্ণ বিপরীত ও রুদ্ধকর বিধায় সম্পূর্ণ বাতিল করা হোক এবং কোন এলাকা সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে রাষ্ট্র বিভক্ত বা অন্য রাষ্ট্রের কাছে রাষ্ট্র তুলে দেয়া ছাড়া কোন কিছুই রাষ্ট্রদ্রোহীতা বলে গণ্য হবে না বলে প্রতিস্থাপিত হোক। | ইনসানিয়াত বিপ্লব,বাংলাদেশ | |
| **অনুচ্ছেদ ৭খ (সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলী সংশোধন অযোগ্য)** | ৭খ।সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সংবিধানের প্রস্তাবনা, প্রথম ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, দ্বিতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, নবম-ক ভাগে বর্ণিত অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী সাপেক্ষে তৃতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ এবং একাদশ ভাগের ১৫০ অনুচ্ছেদসহ সংবিধানের অন্যান্য মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমুহের বিধানাবলী সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, রহিতকরণ কিংবা অন্য কোন পন্থায় সংশোধনের অযোগ্য হইবে।] | অনুচ্ছেদটি বিলুপ্ত করা হোক | ১. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী<br>২.রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন<br>৩. বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি<br>৪. খেলাফত মজলিস | ধারা ৭এ অধিগ্রহণ সামরিক প্রতিরোধে অকার্যকর। ৫ আগস্ট তার একটি উদাহরণ। এছাড়া এই ধারা গণের ইচ্ছা যা সাংবিধানিক প্রাধান্যের মূল ভিত্তি, তাকে অবদমিত করে।<br>ধারা ৭এ একটি নতুন সংবিধান প্রণয়নের একটি ভাল কারণ। ৭বি বাতিল করা উচিত কারণ আপনি ভবিষ্যত পার্লামেন্টকে বাধ্য করতে পারেন না। এবং শুধুমাত্র আদালতই সিদ্ধান্ত নিতে পারে কী কী মৌলিক গঠন এবং কী নয়। |

| | প্রথম ভাগ : প্রজাতন্ত্র | | | |
|---|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম | যৌক্তিকতা/কারণ |
| | | ৭ক। ৭খ। সংবিধান বাতিল, স্থগিতকরণ, ইত্যাদি অপরাধ। এই ধারাটি সম্পূর্ণরূপে বাদ দিতে হবে। তবে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭খ তে বলা হয়ছে সংবিধানের ১৪২ নং অনুচ্ছেদে যাই থাকুক না কেন, সংবিধানের প্রস্তাবনা, প্রথম ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, দ্বিতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, নবম-ক ভাগে বর্ণিত অনুচ্ছেদের বিধানবলী সাপেক্ষে তৃতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ এবং একাদশ ভাগের ১৫০ অনুচ্ছেদসহ সংবিধানের অন্যান্য মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত অনুচ্ছেদের বিধানাবলী সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, রহিতকরণ কিংবা অন্য কোন পন্থায় সংশোধনের অযোগ্য হবে। ৭ ক ও খ অনুচ্ছেদ গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য করা হয়েছে। অসৎ উদ্দেশ্যে স্বৈরশাসনকে দীর্ঘায়িত করার জন্য করা হয়েছে। এটা আইনের শাসনের পরিপন্থী । | ১২ দলীয় জোট | |
| | | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত অত্র বিধানমতে সংবিধানের একটি বিরাট অংশকে সংশোধন-অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে---পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত অত্র অনুচ্ছেদ বাতিল করতে হবে। | ১. বিএনপি | |
| | | সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলী সংশোধনে অযোগ্য হইবে- মর্মে এই অনুচ্ছেদ সংশোধন করে জনগণের সম্মিলিত মালিকানা ভিত্তিক রাষ্ট্র ও সংবিধানের মৌলিক মানবিক চরিত্র চিরঅক্ষুন্ন রেখে সংবিধানের যে কোন অনুচ্ছেদ জনগণের সম্মিলিত প্রমাণিত অভিসারে জনগণের প্রয়োজনে সংশোধন করা যাবে মর্মে প্রতিস্থাপিত হোক। | ইনসানিয়াত বিপ্লব,বাংলাদেশ | |
| | | সরকারি বা জাতীয় সম্পদের অপব্যবহার, পাচার বা অবৈধ স্থানান্তর অর্থনৈতিক রাষ্ট্রদ্রোহ হিসেবে বিবেচিত হবে। এই ধরনের কর্মকাণ্ডকে সাংবিধানিক অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে। পাচারকৃত সম্পদ পুনরুদ্ধার ও প্রত্যর্পণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে | জাতীয় নাগরিক কমিট | প্রতিরোধে |
| **নতুন প্রস্তাব** | | সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে লিখিত থাকতে হবে বাংলাদেশে অবস্থিত শ্রমিক, কৃষক, খেত মুজুর, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও জাতীয় ধনিক শ্রেণীর রাষ্ট্র। বাংলাদেশে অবস্থিত আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ অন্যান্য শ্রেণীর শোষণ ও আধিপত্য বিলোপ ও অবসান করতে হবে। | জাতীয় গণফ্রন্ট | অকার্যকর। ৫ আগস্ট |

| | দ্বিতীয় ভাগ : রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি | | | |
|---|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম | যৌক্তিকতা/কারণ |
| অনুচ্ছেদ ৮ (মূলনীতিসমূহ) | ৮। ৯[(১) জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা- এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে।]<br>(২) এই ভাগে বর্ণিত নীতিসমূহ বাংলাদেশ-পরিচালনার মূলসূত্র হইবে, আইন-প্রণয়নকালে রাষ্ট্র তাহা প্রয়োগ করিবেন, এই সংবিধান ও বাংলাদেশের অন্যান্য আইনের ব্যাখ্যাদানের ক্ষেত্রে তাহা নির্দেশক হইবে এবং তাহা রাষ্ট্র ও নাগরিকদের কার্যের ভিত্তি হইবে, তবে এই সকল নীতি আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য হইবে না। | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সমূহ সংশোধন করা হয়েছে----পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত অত্র অনুচ্ছেদ বাতিল করতে হবে। | বিএনপি | |
| | | সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হবে রাষ্ট্র পরিচালনার সকল কাজের ভিত্তি। | ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ | |
| | | সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার এই তিনটি নীতিকে রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে | ১. গণঅধিকার পরিষদ (নুর)<br>২. ভাসানী অনুসারী পরিষদ | |
| | | সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ন্যায় বিচার, সরকারের জবাবদিহিতা, ফ্যাসিবাদ ও আধিপত্যবাদ রহিতকরণ, অপশক্তি ও অপসংস্কৃতির বিলোপ, আদর্শ নাগরিক গড়া ও মনুষত্ববোধ জাগ্রত করার লক্ষ্যে সুশিক্ষা প্রভৃতি বিষয় সংবিধানের মূলনীতিতে যুক্ত হবে। | ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ | |
| | | সংবিধানের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৮(১) অনুচ্ছেদে বর্ণিত রাষ্ট্রের যে চরিত্র বা মূলনীতি ঘোষিত হয়েছে তা আদালতের মাধ্যমে “ বলবৎযোগ্য” নয় বলে ৮(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে “ মূলনীতি” পরিণত হয়েছে সরকারের বা নির্বাহী বিভাগের ইচ্ছাধীন বিষয় । এই ধারায় পরিবর্তন আনতে হবে। | এনডিএম | |
| | | সংবিধানের মূলনীতিতে চারটি স্তম্ভের মধ্যে সমাজতন্ত্রের পরিবর্তে সামাজিক ন্যায়বিচার ও সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে সব মানুষের জন্য ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করার কথাটি উল্লেখ করতে হবে। | ১২ দলীয় জোট | |
| | | অনুচ্ছেদ ৮ (১) আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস, জনগণের সক্রিয় অংশীদারিত্ব ও রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণ এবং শোষণ-জুলুম-বৈষম্যমুক্ত সমাজ নির্মাণে- এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে’ | খেলাফত মজলিস | |
| | | জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার, সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস এবং বহুসংস্কৃতিমূলক সমাজের সেই সকল আদর্শ হবে এই সংবিধানের মূলনীতি। | বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী | |
| | | ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষণাপত্রে বর্ণিত ‘বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা'র লক্ষ্যের আলোকে ২০২৪ সালের ছাত্র-শ্রমিক-জনতার গণঅভ্যুত্থানের জন-আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে একটি বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হবে বাংলাদেশের সংবিধান ও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি। | গণসংহতি আন্দোলন | |
| | | দেশ পরিচালনার মূলনীতি: সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং ইনসাফ। | এবি পার্টি | |

দ্বিতীয় ভাগ : রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম | যৌক্তিকতা/কারণ |
|---|---|---|---|---|
| | | মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও '২৪ এর গণ অভ্যুত্থানের আকাঙ্খা অনুযায়ী বৈষম্যহীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা এবং ফ্যাসিবাদী দুঃশাসন পুনরুত্থান রোদে বর্তমান সংবিধানে লিপিবদ্ধ মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণায় বলা সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজি সুবিচারের অঙ্গীকার এবং রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসাবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সাম্রাজ্যবাদের কবল মুক্ত স্বাধীন জাতীয় বিকাশের অর্থে জাতীয়তাবাদ অক্ষুন্ন রাখার প্রস্তাব করছি। | বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল- বাসদ | |
| | | মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচারের এবং '৭২ এর সংবিধানের উল্লেখিত রাষ্ট্রীয় ৪ মূলনীতি তথা সংবিধানের মৌলিক ভিত্তি অক্ষুণ্ণ রেখে '২৪ এর গণ অভ্যুত্থানের বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের চেতনাকে ধারণ করতে হবে। | | |
| | | সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ন্যায়বিচার, নাগরিক অধিকার, গণতন্ত্র | জাতীয় নাগরিক কমিটি | |
| | | মূলনীতির ক্ষেত্রে আদিবিধানের ৪-নীতি বহাল রাখা | বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি | |
| | | সংবিধানে গণসার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি থাকতে হবে | জাতীয় নাগরিক কমিটি | |
| | | জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্র এই দুই শব্দ বাতিল করে যথাক্রমে ধর্মের মৌলিক সত্য ও মানবিক মূল্যবোধ, জনগণের রাষ্ট্রীয় মালিকানা, জীবনের স্বাধীনতা ও বৈষম্যমুক্ত মানবধিকার নীতিমালা ও শব্দে প্রতিস্থাপিত হোক। উপরোক্ত সংশোধনীয় আলোকে অনুচ্ছেদ-৯ ও অনুচ্ছেদ-১০ রহিত ও অনুচ্ছেদ-১২ সংশোধিত হোক। | ইনসানিয়াত বিপ্লব,বাংলাদেশ | |
| | | (১) সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার- এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নির্দেশনা বলিয়া পরিগণিত হইবে।<br>(২) এই ভাগে বর্ণিত নীতিসমূহ বাংলাদেশ পরিচালনার মূলসূত্র হইবে, আইন প্রণয়নকালে রাষ্ট্র তাহা প্রয়োগ করিবেন, এই সংবিধান ও বাংলাদেশের অন্যান্য আইনের ব্যাখ্যাদানের ক্ষেত্রে তাহা নির্দেশক হইবে এবং তাহা রাষ্ট্র ও নাগরিকদের কার্যের ভিত্তি হইবে। | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন | |
| | | 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায় বিচার' রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ঘোষণা করতে হবে | জাতীয় পার্টি (কাজী জাফর) | |
| **অনুচ্ছেদ ৯ (জাতীয়তাবাদ)** | ১০[৯। ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালী জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করিয়া জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করিয়াছেন, সেই বাঙালী জাতির ঐক্য ও সংহতি হইবে বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।] | ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালী জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করিয়া জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করিয়াছেন, সেই বাঙালী জাতির ঐক্য ও সংহতি হইবে বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি। পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদটি সংশোধন করা হয়েছে।---পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে। | ১. বিএনপি | |
| | | 'বাঙালি জাতি' প্রথম বাক্যের এই শব্দগুলোর পর যুক্ত হবে 'ও অন্যান্য জাতি গোষ্ঠি' এবং ''সেই বাঙালি'' শব্দগুলোর পর ''... ও অপরাপর জাতি গোষ্ঠির'' শব্দগুলো যুক্ত হবে। | বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি | |
| | | জাতীয়তাবাদ। ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করিয়া জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করিয়াছেন, সেই বাঙালি জাতির ঐক্য ও সংহতি হইবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি। এই ৯ অনুচ্ছেদ সম্পূর্ণ বাদ দিতে হবে। | ১২ দলীয় জোট | |

দ্বিতীয় ভাগ : রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম | যৌক্তিকতা/কারণ |
|---|---|---|---|---|
| | | স্বাধীনতা-সর্বভৌমত্ব ও রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা রক্ষায় জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। | ১. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ<br>২. জাতীয় নাগরিক ঐক্য | |
| | | জাতীয়তাবাদ। ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করিয়া জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করিয়াছেন, সেই বাঙালি জাতির ঐক্য ও সংহতি হইবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।-- 'একক' শব্দের পরিবর্তে 'প্রধান' লিখতে হবে। 'যে বাঙালি জাতি' এর স্থলে 'বাংলাদেশের ভূখন্ডে বসবাসরত অন্যান্য জাতিস্বত্ত্বাসমূহ' লিখতে হবে এবং 'বাঙালির' পরিবর্তে 'সকল জাতির ঐক্য' লিখতে হবে | বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল- বাংলাদেশ জাসদ | |
| | | সংবিধানের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত "জাতীয়তাবাদ" এর ব্যাখ্যা পরিবর্তন করে " বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ" অন্তর্ভূক্ত করতে হবে | এনডিএম | |
| | | অনুচ্ছেদ ৯ বাতিল করা হোক | ১. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী<br>২. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন | |
| | | পরিচয়: বাংলাদেশ রাষ্ট্রে বসবাসরত সকল নাগরিক বাংলাদেশী হিসেবে পরিচিত হবেন। তবে সকল নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠী তাদের ভাষা, ধর্ম ও জীবনাচরনকে লালন এবং সংরক্ষনের পূর্ন স্বাধীনতা ভোগ করবেন। | এবি পার্টি | |
| অনুচ্ছেদ ১০ (সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি) | ১১[১০।মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে।] | মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে। পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদটি সংশোধন করা হয়েছে।---পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে। | ১. বিএনপি | |
| | | জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, লিঙ্গীয় পরিচয়, জীবনচর্চা ও শ্রেণী নির্বিশেষে সকল নাগরিকের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মর্যাদা, অধিকার ও সুযোগের সমতার সাংবিধানিক নিশ্চয়তা। দেশের সমস্ত অর্থনৈতিক ও ব্যবস্থাপনাগত আয়োজনে প্রাণ প্রকৃতির সুরক্ষার নিশ্চয়তা। | গণসংহতি আন্দোলন | |
| | | ধর্ম-বর্ণ, লিঙ্গ, জাতিসত্তার মধ্যে বৈষম্য করা চলবে না। | বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ | |
| | | অনুচ্ছেদ ১০ বাতিল করা হোক | ১. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী<br>২. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন | |
| | | 'শোষণ-জুলুম-বৈষম্যমুক্ত সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে' | খেলাফত মজলিস | |
| | | [১০। মানুষের উপর হইতে মানুষের শোষণ বিলোপ করা হইবে এবং শোষণ ও বৈষম্যমুক্ত ন্যায়নুগ ও সাম্যপূর্ণ মানবিক সমাজলাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্য ভারসাম্যপূর্ণ ও ইনসাফ ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে। ইসলামী অর্থনীতি হবে এই অর্থ ব্যবস্থার অন্যতম ভিত্তি] | খেলাফত মজলিস | |
| | | বাংলাদেশ হচ্ছে মানুষের এক অনন্য সমন্বয়, যেখানে বিভিন্ন পরিবার, অঞ্চল, ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্ম-বর্ণের মানুষের মিলন ঘটেছে। এই বৈচিত্র্যময় সমাজে, বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ও মতবাদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আদর্শই হচ্ছে একটি অধিকার ও ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্রের নিশ্চয়তা। কাজেই, রাষ্ট্রকে তত্ত্ব ও মতাদর্শিক বিভাজনের উর্ধ্বে উঠে উদার গণতন্ত্র ও অধিকারভিত্তিক হতে হবে। | এবি পার্টি | |

দ্বিতীয় ভাগ : রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম | যৌক্তিকতা/কারণ |
|---|---|---|---|---|
| | | সাম্য: রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিক জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক বা অন্যান্য মতামত, সম্পত্তি, জন্ম বা সামাজিক পদমর্যাদা নির্বিশেষে রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যবহারের এবং রাষ্ট্রীয় সেবা ও সহায়তা পাইবার সমান অধিকার উপভোগ করিবেন | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন | |
| অনুচ্ছেদ ১১ (গণতন্ত্র ও মানবাধিকার) | ১১। প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে ১২[* * *] ১৩[এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে]। | রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্র কর্তৃক জাতিসংঘ ঘোষিত সকল মানবাধিকার ও সামাজিক-অর্থনৈতিক অধিকার বাস্তবায়ন রাষ্ট্র কর্তৃক বাধ্যতামূলক করা, বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা, নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে নিয়ে সামাজিক-অর্থনৈতিকসহ সকল বৈষম্য বিলোপ করা, কাজ অনুযায়ী মজুরীর প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা। | বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ | |
| | | রাষ্ট্রের সকল অঙ্গ মানবাধিকার রক্ষায় সক্রিয় দায়িত্ব পালন করা, মানবাধিকার কমিশনকে শক্তিশালী করা, একে বিচার বিভাগের অংশ বিবেচনা করে নির্বাহী বিভাগ থেকে স্বাধীন করা | বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ | |
| | | আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী মৌলিক অধিকারের সুরক্ষা জোরদার করতে হবে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে কার্যকরভাবে ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। | জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট | |
| | | জনগণতন্ত্র হইবে একটি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে পরিচলিত রাষ্ট্র, যাহার সল কার্যক্রম আইনের দ্বারা সুসংহত ও পরিচালিত সর্বজনীন মানবাধিকার এবং ব্যক্তি ও বাকস্বাধীনতা রক্ষায় সচেষ্ট, মানবসত্তার মর্যাদা ও মানব জীবনের মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদে মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ দ্বারা পরিচালিত। | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন | |
| | | মানবিক মর্যাদা: প্রতিটি মানুষ মর্যাদাপূর্ণ আচরণ পাইবার অলঙ্ঘনীয় অধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ করেন। এই মূলনীতিকে প্রতিটি আইন ও কার্যবিধিতে, প্রশাসনিক কর্মে জারি রাখা রাষ্ট্রের একটি মৌলিক দায়িত্ব। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যাতে নাগরিকের এই মৌলিক অধিকারকে খর্ব করতে না পারে সেটা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের পবিত্র দায়িত্ব। | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন | |
| অনুচ্ছেদ ১২ (ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা) | ১৪[১২। ধর্ম নিরপেক্ষতা নীতি বাস্তবায়নের জন্য<br>(ক) সর্ব প্রকার সাম্প্রদায়িকতা,<br>(খ) রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান,<br>(গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অপব্যবহার,<br>(ঘ) কোন বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাহার উপর নিপীড়ন, বিলোপ করা হইবে।] | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদটি সংশোধন করা হয়েছে।---পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে। | ১. বিএনপি | |
| | | সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ১২ (গ) অনুচ্ছেদ সংগঠন করার স্বাধীনতার পথে প্রতিবন্ধকতা বিধায় বাতিল করতে হবে। | এনডিএম | |
| | | অনুচ্ছেদ ১২ বাতিল করতে হবে | ১. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী<br>২. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন | |
| | | সংবিধানের মুলনীতি থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র বাদ দিয়ে ধর্মীয় মূল্যবোধ সংযোজন করতে হবে । | বাংলাদেশ লেবার পার্টি | |
| | | ক. রাষ্ট্রের সকল ধর্মাবলম্বীর স্বাধীনভাবে স্ব স্ব ধর্ম পালনের অধিকার থাকবে।<br>খ. ধর্মীয়, ভাষাগত ও বর্ণগত যাবতীয় বিদ্বেষ ও ঘৃণা এবং বৈষম্য পরিহার করতে হবে।<br>গ. কোন বিশেষ ধর্মপালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তার উপর নিপীড়ন বিলোপ করা হবে।” এই অনুচ্ছেদটি প্রতিস্থাপিত হবে । | খেলাফত মজলিস | |

দ্বিতীয় ভাগ : রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম | যৌক্তিকতা/কারণ |
|---|---|---|---|---|
| | | রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা | বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি | |
| | | সামাজিক ন্যায়বিচার: সকল ব্যক্তি স্বার্থ, বিশেষ করিয়া প্রান্তিকগোষ্ঠির সদস্যদের ব্যক্তিস্বার্থ বিষয়ে যে সব সিদ্ধান্ত তাহাদের জীবনকে প্রভাবিত করে, বিশেষকরে সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াতে তাহাদের মতামত রাখিবার ব্যবস্থা নিশ্চিত করিবে।<br>শাসন ব্যবস্থা, অবকাঠামো এবং প্রশাসনিক কাঠামো পরিকল্পনা, পুনর্গঠন ও বাস্তবায়নের সময় গোষ্ঠি স্বার্থের বৈচিত্রের বিষয়টি বিবেচনায় রাখিবে।<br>আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ঘোষণাপত্রে বর্ণিত প্রতিটি ব্যক্তির অন্তর্নিহিত মর্যাদা এবং অধিকারকে সমুন্নত রাখিবে।<br>নাগরিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার সুরক্ষা করিবে এবং সেই বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে সচেষ্ট থাকিবে।<br>কোনো নাগরিক বা গোষ্ঠীর অধিকার লঙ্ঘিত হইলে প্রতিকার প্রক্রিয়ার তদারকি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করিবে।<br>রাষ্ট্র স্বীকার করিবে যে বিভিন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সামাজিক ন্যায্যতা অর্জনের জন্য বিভিন্ন স্তরের সহায়তা প্রয়োজন।<br>সরকার, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা যাতে কোনো ব্যক্তির সহিত বৈষম্যমূলক কার্যকলাপ হইতে বিরত থাকে সেটি নিশ্চিত করিবে। | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন | |
| **অনুচ্ছেদ ১৩ (মালিকানার নীতি)** | ১৩। উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা ও বন্টনপ্রণালীসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ এবং এই উদ্দেশ্যে মালিকানা-ব্যবস্থা নিম্নরূপ হইবে:<br>(ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা, অর্থাৎ অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্র লইয়া সুষ্ঠু ও গতিশীল রাষ্ট্রায়ত্ত সরকারী খাত সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা;<br>(খ) সমবায়ী মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সমবায়সমূহের সদস্যদের পক্ষে সমবায়সমূহের মালিকানা; এবং<br>(গ) ব্যক্তিগত মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তির মালিকানা। | সংবিধানের ১৩ অনুচ্ছেদে লেখা আছে (ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা (খ) সমবায়ী মালিকানা (গ) ব্যক্তিগত মালিকানা। কিন্তু বর্তমানে চলছে উলটো; ব্যক্তি মালিকানা প্রধান খাত, সমবায়ী মালিকানা নাই, রাষ্ট্রীয়খাত ব্যক্তিখাতে হস্তান্তর করা হয়েছে । | বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ | |
| | | অনুপস্থিত ভূমি মালিকদের জমি ও খাস জমি ভূমিহীন ও গরীব কৃষকদের মধ্যে বিলি-বন্টন করে সমবায়ের মাধ্যমে চাষাবাদ করতে হবে। মহাজনী ও এনজিও সুদের কারবার নিষিদ্ধ বা বিলোপ করতে হবে। যা জাতীয় পুঁজি বিকাশের জন্য অপরিহার্য। তাই সাম্রাজ্যবাদ, আমলা পুঁজি ও সামন্ত অবশেষ উচ্ছেদ ও অবসানের বিষয়টি সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। | জাতীয় গণফ্রন্ট | |

| | দ্বিতীয় ভাগ : রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি | | | |
|---|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম | যৌক্তিকতা/কারণ |
| | | উৎপাদন যন্ত্র, উৎপাদন ব্যবস্থা ও বন্টন প্রণালীসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ এবং এই উদ্দেশ্যে মালিকানা-ব্যবস্থা নিম্নরূপ হইবে-<br>(ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা, অর্থাৎ অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্র লইয়া সুষ্ঠু ও গতিশীল রাষ্ট্রায়ত্ত সরকারি খাত সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা;<br>(খ) সমবায়ী মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সমবায়সমূহের সদস্যদের পক্ষে সমবায়সমূহের মালিকানা; এবং<br>(গ) ব্যক্তিগত মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তির মালিকানা।<br>(ঘ) সামাজিক মালিকানা, অর্থাৎ কোনো জাতি-গোষ্ঠি যাদের সংস্কৃতিতে সমাজের সদস্যরা কোনো ব্যক্তি মালিকানা ছাড়াই সমাজের ব্যবস্থাপনায় উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে তাদের জমির মালিকানা, সামাজিক মালিকানার বলিয়া চিহ্নিত হইবে। | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন | |
| | | "১৩(ঘ) সমষ্টিগত মালিকানা, অর্থাৎ গ্রাম, মৌজা, সার্কেল ও অন্যান্য পর্যায়ে বংশপরম্পরাগতভাবে প্রচলিত প্রথা ও রীতিনীতি ভিত্তিক পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জাতিসত্তাসহ সংখ্যালঘু জাতি বা জনগোষ্ঠীসমূহের সামষ্টিক মালিকানা।" | ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) | |
| **অনুচ্ছেদ ১৪ (কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি)** | ১৪। রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী মানুষকে-কৃষক ও শ্রমিককে-এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা। | অপরিবর্তিত | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন | |
| | | "রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী মানুষকে - কৃষক, শ্রমিক, পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জাতিসত্তাসহ সংখ্যালঘু জাতি বা জনগোষ্ঠীসমূহকে - এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা।" | ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) | |
| **অনুচ্ছেদ ১৫ (মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা)** | ১৫। রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায়:<br>(ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা;<br>(খ) কর্মের অধিকার, অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া যুক্তিসঙ্গত মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার;<br>(গ) যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার; এবং<br>(ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্যলাভের অধিকার। | কাজের অধিকার ও মৌলিক আধিকার হিসেবে স্বীকৃতি | বাংলাদেশ বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ | |

দ্বিতীয় ভাগ : রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম | যৌক্তিকতা/কারণ |
|---|---|---|---|---|
| | | পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের লক্ষ্যে সুপারিশ<br>ক. উৎপাদন শক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন করে জনগণের জীবন মান উন্নয়ন নিশ্চিত করা।<br>খ. প্রত্যেক নাগরিকের জন্য অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা এবং চিকিৎসা নিশ্চিত ও বাধ্যতামূলক করা।<br>গ. নগর ও গ্রামের জীবন যাত্রার মানসহ সকল ক্ষেত্রে ক্রমাগত মানুষে মানুষে বৈষম্য দূর করা।<br>ঘ. রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হবে কৃষক শ্রমিক ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে সকল প্রকার শোষণ থেকে মুক্তি নিশ্চিত করা।<br>ঙ. সকল ট্রেড ইউনিয়ন এবং কর্ম-পেশার এসোসিয়েশন-এর প্রতিনিধি নিয়ে ৯০০ (নয়শো) সদস্য বিশিষ্ট 'জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল-NEC গঠন করতে হবে।<br>চ. 'জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল'-এর বার্ষিক বাজেট প্রণয়নে জাতীয় সংসদে সুপারিশ পাঠাবে।<br>ছ. জাতীয় পর্যায়ের যে কোনো আর্থিক পলিসি বিষয়ে NEC জাতীয় সংসদে সুপারিশ পাঠাতে পারবে।<br>জ. যে কোনো বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের সম্ভাব্যতা ও যৌক্তিকতার বিষয় NEC-তে আলোচনা করতে হবে। | জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি | |
| | | ক) রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সমূহ ও তৎসহ অন্যান্য নীতিসমূহকে আদালতের মাধ্যমে বলবৎ যোগ্য বলিয়া গণ্য করিবে।<br>খ) নাগরিকের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার কাজে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইবে ।<br>গ) সকল প্রকার বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার অবসানকল্পে নাগরিকের পাশে সশ্রদ্ধ চিত্তে দাঁড়াইবে ।<br>ঘ) সকল প্রকার শোষণমূলক ব্যবস্থা ও সহায়ক রীতি নীতির অবসান ঘটাইয়া শোষণমুক্ত ইনসাফ জনকল্যাণ মূলক রাস্ট্র ব্যবস্থা প্রবর্তন ও উহার সুরক্ষা প্রদানকে সার্বক্ষণিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবে।<br>ঙ) সকল রাজনৈতিক দলসমূহকে সুস্থধারার রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিতে সর্বপ্রকারের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করিবে ।<br>চ) বিভিন্ন পেশাজীবী গোষ্ঠী ও নাগরিক সংগঠণকে নিরপেক্ষতা ও পেশাদারিত্ব বজায় রেখে নির্বাহী বিভাগ এর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার সহায়ক সব পরিবেশ সৃষ্টি ও বজায় রাখিতে সহযোগিতা করিবে। | বাংলাদেশ লেবার পার্টি | |
| | | মৌলিক চাহিদা রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি হিসাবে থাকার কোন প্রয়োজন নেই। যেহেতু এটার প্রয়োগযোগ্যতা নেই তাই সংবিধানে এগুলার অবস্থান অপ্রয়োজনীয়। | বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী | এটার প্রয়োজনীয়তা নেই। তাই সংবিধানে এগুলোর অবস্থান অপ্রয়োজনীয়। |
| | | অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান ও কর্মসংস্থানকে মৌলিক মানবাধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে রাষ্ট্র কর্তৃক তা বাস্তবায়নে বাধ্যবাধকতার আইনী কাঠামো প্রণয়ন করা দরকার। | বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি | |
| | | জীবন ধারনের মৌলিক উপকরণের নিশ্চয়তা প্রদানকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে তার দায়িত্ব রাষ্ট্রের নেওয়া | বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি | |
| | | সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদে এখনও লেখা আছে দেশের অর্থনীতি হবে পরিকল্পিত অর্থনীতি, কিন্তু চলছে মুক্তবাজারী উদারনীতিবাদী অর্থনীতি | বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ | |

দ্বিতীয় ভাগ : রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম | যৌক্তিকতা/কারণ |
|---|---|---|---|---|
| | | বাংলাদেশের সংবিধানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আরও শক্তিশালী করতে অনুচ্ছেদ ১৫ এবং ২৮(১)-এ বিশেষ বিধান সংযোজন করা হবে। এসব ব্যক্তির শিক্ষা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্যসেবা এবং সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এছাড়া, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য উন্নত সামাজিক পরিবেশ ও আইনগত সুরক্ষা প্রদান করতে নতুন নীতিমালা প্রবর্তন করা হবে। | বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি) | |
| | | রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চি করা যায়:<br>(ক) সকলের জন্য বিনা খরচে শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা;<br>(খ) কর্মের অধিকার, অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া মর্যাদাপূর্ণ মজুরির বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার;<br>(গ) যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম বিনোদন ও অবকাশের অধিকার এবং<br>(ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতৃপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের সরকারি সাহায্যলাভের অধিকার। | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন | |
| অনুচ্ছেদ ১৬ (গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব) | ১৬। নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবন যাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করিবার উদ্দেশ্যে কৃষিবিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতীকরণের ব্যবস্থা, কুটিরশিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তরসাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। | কৃষকরা যাতে উৎপাদিত পণ্যের যথাযথ মূল্য পায় তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে | গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি | |
| | | শিল্পায়নের ক্ষেত্রে সস্তা শ্রম ও বিদেশি বাজারের উপর নির্ভরশীল শিল্পের বিকাশের উপর নির্ভর হলে চলবে না। অর্থনীতির শক্তিশালী ভিত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য দেশে যন্ত্রশিল্পের বিকাশের প্রশ্নে মনোযোগী হতে হবে, যা দেশীয় অভ্যন্তরীণ বাজারকে সম্প্রসারিত করবে। | গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি | |
| | | কৃষক ও শ্রমিককে উৎপাদক শ্রেণী হিসেবে নির্ধারণ করে তাদের সাংবিধানিকভাবে সামাজি অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। | গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি | |
| | | পরিবেশ উপযোগী কৃষি ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে হবে। আমুল ভূমি সংস্কারের বিধান সাংবিধানিকভাবে নিশ্চিত করতে হবে। | গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি | |
| অনুচ্ছেদ ১৭ (অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা) | ১৭। রাষ্ট্র<br>(ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য;<br>(খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য;<br>(গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। | (ক) (খ) ও (গ) দফার সাথে আরো দফা সংযুক্ত করত: রাষ্ট্র কর্তৃক বিনামূল্যে বিজ্ঞানভিত্তিক একমূখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে এবং শিক্ষা বাণিজ্য নিষিদ্ধ করতে হবে, মর্মে সংবিধান যুক্ত করতে হবে। | বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) | |

দ্বিতীয় ভাগ : রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম | যৌক্তিকতা/কারণ |
|---|---|---|---|---|
| | | ১৭(ক) অনুচ্ছেদে লেখা আছে আইনের দ্বারা একটি নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত সর্বজনীন, বৈষম্যহীন, একমুখী অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা এবং একই পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থা থাকবে। কিন্তু মানা হচ্ছে না। বাস্তবে বর্তমানে প্রধানত ৩ ধারার যথা-সাধারণ শিক্ষা, কিন্ডার গার্ডেন (ইংলিশ মিডিয়াম, ইংলিশ ভার্সন) মাদ্রাসা শিক্ষা এবং প্রাথমিকে ১৩ ধারার শিক্ষা চালু আছে। | বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ | |
| | | রাষ্ট্র<br>(ক) গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য শিক্ষাজীবনের প্রথম বারো বৎসর পর্যন্ত সকল বালক-বাণিজার জন্য অবৈধতনিক ও বাধ্যতামূলক শিখ্যা ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবে।<br>(খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন | |
| | | ১৭\| রাষ্ট্র<br>(ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক ধর্মীয় ও নৈতিকতাবোধ সম্পন্ন যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার শিক্ষাদানের জন্য;<br>(খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য;<br>(গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য<br>(ঘ) সকল নাগরিককে দেশাত্মবোধ ও সুনীতিবান হিসেবে গড়িয়া তুলিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। | খেলাফত মজলিস | |
| অনুচ্ছেদ ১৮ (জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা) | ১৮। (১) জনগণের পুষ্টির স্তর-উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবেন এবং বিশেষতঃ আরোগ্যের প্রয়োজন কিংবা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট অন্যবিধ প্রয়োজন ব্যতীত মদ্য ও অন্যান্য মাদক পানীয় এবং স্বাস্থ্যহানিকর ভেষজের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।<br>(২) গণিকাবৃত্তি ও জুয়াখেলা নিরোধের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। | (১) ও (২) দফার সাথে আরো দফা সংযুক্ত করত: রাষ্ট্র কর্তৃক বিনামূল্যে সকল নাগরিকের জন্য আধুনিক চিকিৎসা নিশ্চিত করতে হবে এবং চিকিৎসা নিশ্চিত করতে হবে এবং চিকিৎসা বাণিজ্য নিষিদ্ধ করতে হবে, মর্মে সংবিধানে বিধান যুক্ত করতে হবে। | বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) | |
| | | নৈতিক শিক্ষা ও ধর্মীয় অনুশাসন বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের আত্মিক পরিশুদ্ধিসহ চিন্তা-বিশ্বাস ও কর্মের পরিশুদ্ধি ঘটানোর জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া হবে। | ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ | |
| | | জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা শিরোনামে বিভক্ত করে জনস্বাস্থ্য পৃথকভাবে উল্লেখ করা: রাষ্ট্র তার ভূখন্ডে বসবাসরত সকল মানুষকে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রদান করিবে। স্বাস্থ্যসেবা বলিতে স্বাস্থ্যের সকল উপাদান, যেমন- রোগ প্রতিরোধ, স্বাস্থ্য উন্নয়ন, রোগের চিকিৎসা, স্বাস্থ্য পুনর্বাসন ও উপশমমূলক স্বাস্থ্য সেবা বুঝাইবে। সারা দেশে সমমানের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করিবে। টাকার অভাবে কোনো মানুষের স্বাস্থ্যসেবা যেন বিঘ্নিত না হয় রাষ্ট্র সে বিষয়ে সুরক্ষা প্রদান করিবে | বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ | |

| | দ্বিতীয় ভাগ : রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি | | | |
|---|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম | যৌক্তিকতা/কারণ |
| | | সংবিধানের ১৮ অনুচ্ছেদে পতিতালয়-জুয়া বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার কথা আছে। কিন্তু পতিতাবৃত্তি আইনসঙ্গত ও জুয়াকে আইনি বৈধতা দেয়া হচ্ছে। | বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ | |
| | | সংবিধানে মাদকদ্রব্যের অননুমোদিত উৎপাদন, বণ্টন ও অপব্যবহার নিষিদ্ধ করা হবে, তবে চিকিৎসা, গবেষণা ও শিল্পক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের অনুমতি থাকবে। রাষ্ট্রকে:<br>১. মাদক নিয়ন্ত্রণকে মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।<br>২. আসক্তি নিরাময় এবং পুনর্বাসনের জন্য সহজলভ্য চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।<br>৩. সীমান্ত পেরিয়ে মাদক পাচার রোধে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে। | বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি) | |
| | | অপরিবর্তিত থাকবে | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন | |
| **অনুচ্ছেদ ১৮ক (পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন)** | ১৫ [১৮ক। রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণির সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন।] | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত অত্র অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণির সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন----সংযোজিত অনুচ্ছেদটি অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন) | বিএনপি | |
| | | জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ এবং টেকসই উন্নয়ন সম্পর্কিত সুস্পষ্ট বিধান করতে হবে। | জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট | |
| | | দেশের সকল সম্পদের উপর দেশের জনগণের শতভাগ মালিকানা নিশ্চিত করার নীতিমালা প্রতিপালন করার ভিত্তি হিসেবে গণ্য করতে হবে । | ১. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি)<br>২. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) | |
| | | প্রাকৃতিক পরিবেশ নিশ্চিতে সাংবিধানিক নির্দেশনা দিতে হবে। সবুজ গাছপালার হেফাজত নিশ্চিত করতে হবে। নদী নালার পানি প্রবাহ যাতে বিঘ্নিত না হয় করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা অপসারণের জন্য জাতিসংঘ ওয়াটার কোর্স কনভেনশনে অনুস্বাক্ষর করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। | গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি | |
| | | দেশের সমস্ত অর্থনৈতিক ও ব্যবস্থাপনাগত আয়োজনে প্রাণ প্রকৃতির সুরক্ষার নিশ্চয়তা | গণসংহতি আন্দোলন | |
| | | বাংলাদেশের সংবিধানে সুস্থ, দূষণমুক্ত পরিবেশের অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। রাষ্ট্রকে:<br>১. সব শিক্ষান্তরে পরিবেশ শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।<br>২. সবুজ ও দূষণমুক্ত পরিবেশ তৈরির জন্য একটি কমিশন গঠন করতে হবে।<br>৩. টেকসই উন্নয়ন, নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে।<br>৪. সমস্ত অর্থনৈতিক কার্যক্রম কঠোর পরিবেশগত মান মেনে চলতে হবে, যাতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পরিবেশ রক্ষা করা যায়। | বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি) | |
| | | রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র্য, নদী, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণির সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান কোরিয়া সেগুলি ইজারা দেয়া থেকে বিরত থাকিবে এবং সেই সব সম্পদ ব্যক্তিগত সম্পত্তির আওতা থেকে মুক্ত রাখিবে। | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন | |

| | দ্বিতীয় ভাগ : রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি | | | |
|---|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবক দলের নাম** | **যৌক্তিকতা/কারণ** |
| **অনুচ্ছেদ ১৯ (সুযোগের সমতা)** | ১৯। (১) সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন।<br>(২) মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।<br>১৬ [(৩) জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন।] | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদে নতুনভাবে সংযোজিত দফা (৩) এ বলা হয়েছে; "জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন"। ----পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে। [উল্লেখ্য যে, পঞ্চদশ সংশোধনীপূর্ব অনুচ্ছেদ ১০ পূর্ব অবস্থায় পুনর্বহাল করতে হবে। তাহলে অত্র অনুচ্ছেদ ১৯(৩) অপ্রয়োজনীয় বিবেচিত হবে] | বিএনপি | |
| | | 'মহিলা' শব্দের স্থলে 'নারী' যুক্ত করা | বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ | |
| | | অপরিবর্তিত | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন | |
| **অনুচ্ছেদ ২০ (অধিকার ও কর্তব্যরূপে কর্ম)** | ২০। (১) কর্ম হইতেছে কর্মক্ষম প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে অধিকার, কর্তব্য ও সম্মানের বিষয়, এবং "প্রত্যেকের নিকট হইতে যোগ্যতানুসারে ও প্রত্যেককে কর্মানুযায়ী"-এই নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেকে স্বীয় কর্মের জন্য পারিশ্রমিক লাভ করিবেন।<br>(২) রাষ্ট্র এমন অবস্থাসৃষ্টির চেষ্টা করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসাবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না এবং যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিমূলক ও কায়িক-সকল প্রকার শ্রম সৃষ্টিধর্মী প্রয়াসের ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর অভিব্যক্তিতে পরিণত হইবে। | রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করবে যেখানে সাধারণ নীতি হিসেবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করতে সমর্থ হবে না, কিন্তু মানা হচ্ছে না । | বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল- বাসদ | |
| | | যদি রাষ্ট্রে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে ধর্ম বা বর্ণ নির্বিশেষে কারোর কোনো বিতর্ক বা আক্ষেপ থাকবে না। রাষ্ট্র যদি ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকে এবং জনগণের কল্যাণকে তার প্রধান লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করে, তবে জনগণ আর ভীতি বা স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার শঙ্কায় থাকবে না। রাষ্ট্র যদি সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচারের নীতিকে কর্মপন্থা হিসেবে গ্রহণ করে তাহলে সেই রাষ্ট্র সকল ধর্ম ও মতের নাগরিকের স্বার্থ সমুন্নত করতে সক্ষম হয়। এভাবেই সরকার ও রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়ে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করে ক্রমাগত একটি কল্যাণরাষ্ট্রের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। সাম্য, মানবিক মর্যাদা, এবং সামাজিক সুবিচারের নীতি কোন ধর্মীয় আদর্শের বিরোধী নয়, বরং এগুলো সকল মানবিক গুণাবলীর প্রতি একটি নিবেদন। শেষপর্যন্ত, রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এমন একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে যেখানে প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার সুরক্ষিত থাকবে, যা সামাজিক সাম্য, মানবিক মর্যাদা, এবং রাজনৈতিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। এই লক্ষ্যে কাজ করলে বাংলাদেশ সত্যিকার অর্থেই একটি সমৃদ্ধিশালী ও কল্যাণময় রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হবে। | এবি পার্টি | |
| | | অপরিবর্তিত | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন | |
| **অনুচ্ছেদ ২১ (নাগরিক ও সরকারী কর্মচারীদের কর্তব্য)** | ২১। (১) সংবিধান ও আইন মান্য করা, শৃঙ্খলা রক্ষা করা, নাগরিকদায়িত্ব পালন করা এবং জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য।<br>(২) সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য। | (২) দফায় 'সেবা করিবার চেষ্টা করা' শব্দসমূহের পরিবর্তে 'সেবা নিশ্চিত করা' শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত করতে হবে। | বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) | |
| | | অপরিবর্তিত | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন | |

দ্বিতীয় ভাগ : রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম | যৌক্তিকতা/কারণ |
|---|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ ২২ (নির্বাহী বিভাগ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ) | ২২। রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গসমূহ হইতে বিচারবিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন। | "প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ<br>ক. বিচার বিভাগের জন্য আলাদা সচিবালয় স্থাপন করা।<br>খ. বিচার বিভাগকে প্রশাসন থেকে সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ করা।<br>গ. স্বাধীন দেশের উপযোগী আইন প্রণয়ন করে ঔপনিবেশিক সকল আইন রহিতকরণ।" | জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি | |
| | | নিম্ন আদালতসহ বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বাধীন করা। | বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ | |
| | | অপরিবর্তিত | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন | |
| | | মাজদার হোসেন রায় বাস্তবায়নের মাধ্যমে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচারবিভাগকে আলাদা করনের প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। | ১২ দলীয় জোট | |
| অনুচ্ছেদ ২৩ (জাতীয় সংস্কৃতি) | ২৩। রাষ্ট্র জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলাসমূহের এমন পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, যাহাতে সর্বস্তরের জনগণ জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখিবার ও অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন। | (১) রাষ্ট্র জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং রাষ্ট্রের সকল ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলাসমূহের এমন পরিপোষণ ও এমন পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, যাহাতে সর্বস্তরের জনগণ সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের সমৃদ্ধিতে অবদান রাখিবার ও অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন।<br>(২) রাষ্ট্র বিভিন্ন জাতিসত্তা ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং প্রতিটি শিশুর নিজ মাতৃভাষায় আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত শিক্ষাগ্রহণ নিশ্চিত করিবেন। | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন | |
| | | “২৩। রাষ্ট্র জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং জাতীয় ভাষাসহ দেশের সকল জাতিসত্তাসমূহের ভাষা, সাহিত্য, শিল্পকলাসমূহের এমন পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, যাহাতে সর্বস্তরের জনগণ জাতীয় সংস্কৃতির এবং স্ব স্ব জাতিসত্তার সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখিবার ও অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন।” | ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) | |
| অনুচ্ছেদ ২৩ক (উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠি ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি) | ১৭ [২৩ক। রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।] | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত অত্র অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে; রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠি ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। ----সংযোজিত অনুচ্ছেদটি অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন) | বিএনপি | |
| | | পাহাড়ি জাতিগোষ্ঠীসহ অন্যান্য জাতিসত্তার সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করা। একইসাথে সংবিধানের ৬ ও ৯ নং ধারা সংস্কার করা। | বাংলাদেশ বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ | |
| | | উপজাতি শব্দটি বিলুপ্ত করে ‘বাঙালী ব্যতীত অন্যান জাতি ও জাতিস্বত্ত্বা’ কিংবা আরো কোনো উপযুক্ত শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপন করা। | বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল- বাংলাদেশ জাসদ | |
| | | গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলতে সংবিধানের অগণতান্ত্রিক, সাম্প্রদাযিক, বৈষম্যমূলক ও ক্ষুদ্র জাতিস্বত্তাবিদ্বেষী ধারাসমূহ বাতিল করা দরকার। | বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি | |
| | | বাতিল | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন | |

| অনুচ্ছেদ/অংশ | দ্বিতীয় ভাগ : রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি<br>বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম | যৌক্তিকতা/কারণ |
|---|---|---|---|---|
| | | "২৩ (ক) এই অনুচ্ছেদটি নিম্নোক্তভাবে পুনঃলিখিত হবে<br>রাষ্ট্র বাঙালির পাশাপাশি আদিবাসী ও অপরাপর সকল ভাষাভাষী জাতিগোষ্ঠির অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংস্কৃতি ও ঐতিহত্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন" | বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি | |
| | | "২৩ক। সংখ্যালঘু জাতির সংস্কৃতি: রাষ্ট্র পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জাতিসত্তাসহ সকল সংখ্যালঘু জাতির অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং প্রথা সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।" | ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) | |
| **অনুচ্ছেদ ২৪ (জাতীয় স্মৃতিনির্দশন, প্রভৃতি)** | ২৪। বিশেষ শৈল্পিক কিংবা ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন বা তাৎপর্যমন্ডিত স্মৃতিনিদর্শন, বস্তু বা স্থান-সমূহকে বিকৃতি, বিনাশ বা অপসারণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। | অপরিবর্তিত | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন | |
| **অনুচ্ছেদ ২৫ (আন্তর্জাতিক শান্তি নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন)** | ২৫। ১৮[***] জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যান্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং আন্তর্জাতিক আইনের ও জাতিসংঘের সনদে বর্ণিত নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা-এই সকল নীতি হইবে রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি এবং এই সকল নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র<br>(ক) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তিপ্রয়োগ পরিহার এবং সাধারণ ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য চেষ্টা করিবেন;<br>(খ) প্রত্যেক জাতির স্বাধীন অভিপ্রায় অনুযায়ী পথ ও পন্থার মাধ্যমে অবাধে নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারণ ও গঠনের অধিকার সমর্থন করিবেন; এবং<br>(গ) সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ বা বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করিবেন। ১৯ [***] | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদের দফা (২) বিলুপ্ত করা হয়েছে। উক্ত দফায় মুসলিম দেশসমূহের সাথে সম্পর্ক সংক্রান্ত বিশেষ দিকনির্দেশনা ছিল। ----পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে। | বিএনপি | |
| | | পররাষ্ট্র নীতিতে সমমর্যাদা ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষার প্রাধান্য। গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও দুনিয়ার সমস্ত নিপীড়িত মানুষের পক্ষে থাকার ঘোষণা থাকতে হবে। | গণসংহতি আন্দোলন | |
| | | পররাষ্ট্রনীতি সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদ মুক্ত রাখতে হবে। | ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ | |
| | | পররাষ্ট্র নীতির সাথে সম্পর্কিত সংবিধানের অনুচ্ছেদে সংশোধন এনে বিশ্ব মানবাধিকার রক্ষায় বাংলাদেশ নামক ন্যায় এবং সত্যের পক্ষে সোচ্চার থাকবে এই ঘোষণা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। | এনডিএম | |
| | | সংবিধানে ২৫ অনুচ্ছেদে লেখা আছে রাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদ-ঔপনিবেশিকতাবাদ ও বর্ণ বৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সংগত সংগ্রামকে সমর্থন দেবে; কোন দেশ অন্য কোন দেশের উপর আগ্রাসন চালালে বাংলাদেশ তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে এবং দেশে দেশে স্বাধীনতার সংগ্রাম সমর্থন যোগাবে। কিন্তু ইরাক যুদ্ধসহ বিভিন্ন দেশে আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র, সরকার ও সংসদ কোন পদক্ষেপ নেয়নি। | বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ | |
| | | যেকোনো ধরনের আপোসকামিতা ও আধিপত্য প্রত্যাখান করতে হবে। | ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ | |
| | | সকল দিক থেকে স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও ভৌগলিক অখণ্ডত্বের হেফাজত, সকল মজলুম জাতির প্রতি সমর্থন জানাতে হবে। | ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ | |
| | | অপরিবর্তিত | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন | |

| দ্বিতীয় ভাগ : রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি | | | | |
|---|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম | যৌক্তিকতা/কারণ |
| | | বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী দেশদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক এবং নাশকতাকারী হিসেবে প্রমাণিত না হলে কোন বিদেশী রাজনৈতিক আশ্রয় চাইলে সরকার তাকে আশ্রয় দিতে পারবে । | ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ | |
| | | দেশের প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পদ, সংস্কৃতি, সশস্ত্র বাহিনী ও অন্যান্য ক্ষেত্রের ওপর যেকোনে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কারণ হতে পারে এমন যেকোনো ধরনের চুক্তি না করা। | ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ | |
| | | আধিপত্যবাদী শক্তি সমূহের সাথে চুক্তিবদ্ধ বা জোটবদ্ধ না হওয়া । | ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ | |
| | | ২৫. এর ক, খ, গ এর সাথে এই দফাটি সংযোজন করা হবে।<br>(ঘ) মুসলিম উম্মাহর অংশ হিসাবে মুসলিম দেশসমুহের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন ও উম্মাহর ঐক্যের উপর জোর দেয়া হবে । | খেলাফত মজলিস | |
| | | যেসব দেশ শত্রুতার নীতি অবলম্বন করে না তাদের সাথে পারস্পরিক শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন । | ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ | |
| | | বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা এবং অন্যান্য মানবাধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলোর স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এবং এই ঘোষণা ও চুক্তিতে উল্লেখিত অধিকারগুলো রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা হিসেবে গণ্য হবে। নাগরিক ও মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করতে, রাষ্ট্রকে কার্যকরী এবং সুসংগঠিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।<br>অধিকারসমূহের সুরক্ষায় রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, আইন, ও নীতি প্রণয়ন ও কার্যকর করা অপরিহার্য। এই প্রক্রিয়ায়, সামঞ্জস্যহীন আইন বা চুক্তিসমূহকে বাতিল করা হবে, যা মানুষের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করে ।<br>নির্বাহী বিভাগ | এবি পার্টি | |
| অন্যান্য প্রস্তাব | | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সকল প্রতিষ্ঠানে/সেক্টরে লেজুরভিত্তিক দলীয় চর্চা বন্ধ করতে হবে। | ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ | |

| | তৃতীয় ভাগ : মৌলিক অধিকার | | | |
|---|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম | যৌক্তিকতা/কারণ |
| **অনুচ্ছেদ ২৬ (মৌলিক অধিকারের সহিত অসামঞ্জস্য আইন বাতিল)** | ২৬। (১) এই ভাগের বিধানাবলীর সহিত অসমঞ্জস সকল প্রচলিত আইন যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, এই সংবিধান-প্রবর্তন হইতে সেই সকল আইনের ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে।<br>(২) রাষ্ট্র এই ভাগের কোন বিধানের সহিত অসমঞ্জস কোন আইন প্রণয়ন করিবেন না এবং অনুরূপ কোন আইন প্রণীত হইলে তাহা এই ভাগের কোন বিধানের সহিত যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে।<br>20 [(৩) সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত সংশোধনের ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।] | বিদ্যমান সংবিধান মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দেয় না, হরণ করে মাত্র। শর্ত সাপেক্ষে যৌক্তিক বাধা নিষেধ ইত্যাদি উঠিয়ে মৌলিক অধিকারকে নিরঙ্কুশ করতে হবে | জাতীয় নাগরিক কমিটি | |
| | | শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। | গণঅধিকার পরিষদ (নুর) | |
| | | সংবিধানের তৃতীয় ভাগে বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহকে শর্তের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করা। | বাংলাদেশ বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ | |
| | | মৌলিক অধিকার খর্ব হলে যে কোনো নাগরিক আইনের আশ্রয় নিতে পারবে | বাংলাদেশ বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ | |
| | | অনুচ্ছেদ ২৬ হিসাবে সংযোজন হবেঃ<br>প্রস্তাবনা, মৌলিক আদর্শ ও লক্ষ্য, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সংশোধন করতে হলে প্রথমে সংসদের দু-তৃতীয়াংশ ভোটে পাস হতে হবে এবং তারপর সংশোধনীটি রেফারেন্ডামের মাধ্যমে গৃহীত হতে হবে।<br>নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজন করতে হবে- "জনগণের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রেফারেন্ডাম, রিকল ইত্যাদি ব্যবস্থা থাকবে।" | খেলাফত মজলিস | |
| | | নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দিতে হবে | জাতীয় পার্টি (কাজী জাফর) | |
| **অনুচ্ছেদ ২৮ (ধর্ম, প্রভৃতি কারণে বৈষম্য)** | "২৮। (১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।<br>(২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারীপুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।<br>(৩) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।<br>(৪) নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।" | জাতিগত, ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের সাংবিধানিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে । | জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট | |
| | | ক) রাষ্ট্র প্রত্যেক নাগরিকের ও অস্থায়ীভাবে বসবাসরত ভিন্ন দেশের নাগরিকদের মানবাধিকার সুরক্ষাকল্পে- আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ ও জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকার বিষয়ক সিদ্ধান্তসমূহ এবং এ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্রথা, রীতিনীতি বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকিবে।<br>খ) মানবসত্তার মর্যাদা, বিশ্বাস, সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে শ্রদ্ধা করিবে।<br>গ) সকল প্রকার জবরদস্তি মূলক প্রচেষ্টা হইতে নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধান করিবে।<br>ঘ) বিভিন্ন প্রান্তিক নৃ গোষ্ঠীর মানুষের প্রথাগত ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও লালনে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করিবে ।<br>ঙ) নারী, শিশু, তৃতীয়লিঙ্গ, প্রতিবন্ধিসহ সমাজের সকল অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উৎকর্ষ সাধনে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে । | বাংলাদেশ লেবার পার্টি | |

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম | যৌক্তিকতা/কারণ |
|---|---|---|---|---|
| | | সংবিধানের মৌলিক অধিকার অনুচ্ছেদ সংশোধনে এই মূল প্রতিপাদ্যটি পরিস্কার উল্লেখ থাকা দরকার যে, ' রাষ্ট্র নাগরিকদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক বিশ্বাস বা শ্রেণি,বর্ণ, গোত্র বা লিংগীয়' পরিচয়ের কারণে তাদের গণতান্ত্রিক ও মানবিক অধিকারের ক্ষেত্রে কোনরূপ বৈষম্য করবে না। | বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি | |
| | | কোনো নাগরিকের রাজনৈতিক পরিচয় বা মতামতের ভিত্তিতে বৈষম্য বা অধিকার হরণ করা যাবে না। রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে যে, কোনো সরকারি বা বেসরকারি সংস্থা বৈধ রাজনৈতিক মতামতের কারণে অধিকার প্রত্যাখ্যান, লাইসেন্স বাতিল, বা সুযোগ প্রত্যাহার করতে পারবে না। সরকারি কর্মচারী এবং নাগরিকরা বৈধ রাজনৈতিক মতামত বা কার্যক্রমের জন্য প্রতিশোধমূলক আচরণ থেকে সুরক্ষা পাবেন। | বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি) | |
| | | (১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।<br>(২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী ও পুরুষ সমঅধিকার ভোগ করিবেন।<br>(৩) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোনো বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোনো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোনো নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।<br>(৪) নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যেকোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোনকিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না । | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন | |
| | | ২৮ অনুচ্ছেদের পরে অথবা উপযুক্ত অন্য কোনো স্থানে নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি যুক্ত হবে-<br>"প্রতিটি নাগরিকের জন্য অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরনের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব রাষ্টের ওপর ন্যাস্ত থাকিবে" | বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি | |
| | | অনুচ্ছেদ ৮ (৪) "নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি ও দেশের অন্যান্য সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসহ নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।" | ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) | |
| **অনুচ্ছেদ ২৯ (সরকারি নিয়োগলাভে সুযোগের সমতা)** | ২৯। (১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।<br>(২) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না।<br>(৩) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই-<br>(ক) নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশ যাহাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তাঁহাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান-প্রণয়ন করা হইতে,<br>(খ) কোন ধর্মীয় বা উপ-সম্প্রদায়ভুক্ত প্রতিষ্ঠানে উক্ত ধর্মাবলম্বী বা উপ-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য নিয়োগ সংরক্ষণের বিধান-সংবলিত যে কোন আইন কার্যকর করা হইতে,<br>(গ) যে শ্রেণীর কর্মের বিশেষ প্রকৃতির জন্য তাহা নারী বা পুরুষের পক্ষে অনুপযোগী বিবেচিত হয়, সেইরূপ যে কোন শ্রেণীর নিয়োগ বা পদ যথাক্রমে পুরুষ বা নারীর জন্য সংরক্ষণ করা হইতে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না। | (১) জনগণতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।<br>(২) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক জনগণতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না। (৩) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই-<br>(ক) নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশ যাহাতে জনগণতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তাঁহাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান প্রণয়ন করা হইতে রাষ্ট্রকে নিবৃত্য করিবে না।<br>(খ) কোন ধর্মীয় বা উপ-সম্প্রদায়ভুক্ত প্রতিষ্ঠানে উক্ত ধর্মাবলম্বী বা উপ-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য নিয়োগ সংরক্ষণের বিধান-সংবলিত যে কোন আইন কার্যকর করা হইতে,<br>(গ) যে শ্রেণীর কর্মের বিশেষ প্রকৃতির জন্য তাহা নারী বা পুরুষের পক্ষে অনুপযোগী বিবেচিত হয়, সেইরূপ যে কোন শ্রেণীর নিয়োগ বা পদ যথাক্রমে পুরুষ বা নারীর জন্য সংরক্ষণ করা হইতে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না। | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন | |

| | তৃতীয় ভাগ : মৌলিক অধিকার | | | |
|---|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবক দলের নাম** | **যৌক্তিকতা/কারণ** |
| | | অনুচ্ছেদ ২৯ (৩) বাতিল করত হবে | বাংলাদেশ মুসলিম লীগ | |
| | | অনুচ্ছেদ ২৯ (৩) (ক) "পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি এবং দেশের সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসহ নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশ যাহাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তাঁহাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান-প্রণয়ন করা হইতে,"। | ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) | |
| **অনুচ্ছেদ ৩০ (বিদেশী, খেতাব, প্রভৃতি গ্রহণ নিষিদ্ধকরণ)** | ২১ [৩০। রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোন নাগরিক কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নিকট হইতে কোন খেতাব, সম্মান, পুরস্কার বা ভূষণ গ্রহণ করিবেন না।] | বিলুপ্ত করতে হবে | ১. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী<br>২. বাংলাদেশ মুসলিম লীগ | উপাধি/সম্মান/পুরস্কার গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতির পূর্ব অনুমোদন চাওয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই। এছাড়া, ধারা ৩০ একটি নিষ্প্রভ বিধান কারণ এর মধ্যে কোনো শাস্তির বিধান নেই, যদিও অনেকবার এই বিধান লঙ্ঘন হয়েছে। বহু নাগরিক এমবিই, ওবিই এবং এমনকি নাইটহুড অর্জন করেছেন। ধারা ৩০ বাতিল করা যেতে পারে। |
| **অনুচ্ছেদ ৩২ (জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার রক্ষণ** | ৩২। আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না। | জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন | |
| **অনুচ্ছেদ ৩৩ (গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ)** | ৩৩।২২[ (১) গ্রেপ্তারকৃত কোন ব্যক্তিকে যথাসম্ভব শীঘ্র গ্রেপ্তারের কারণ জ্ঞাপন না করিয়া প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না এবং উক্ত ব্যক্তিকে তাঁহার মনোনীত আইনজীবীর সহিত পরামর্শের ও তাঁহার দ্বারা আত্মপক্ষ-সমর্থনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না।<br>(২) গ্রেপ্তারকৃত ও প্রহরায় আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে গ্রেপ্তারের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে (গ্রেপ্তারের স্থান হইতে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যতিরেকে) হাজির করা হইবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত তাঁহাকে তদতিরিক্তকাল প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না।<br>(৩) এই অনুচ্ছেদের (১) ও (২) দফার কোন কিছুই সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না,<br>(ক) যিনি বর্তমান সময়ের জন্য বিদেশী শত্রু; অথবা<br>(খ) যাঁহাকে নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইনের অধীন গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বা আটক করা হইয়াছে।<br>(৪) নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইন কোন ব্যক্তিকে ছয় মাসের অধিক কাল আটক রাখিবার ক্ষমতা প্রদান করিবে না যদি সুপ্রীম কোর্টের বিচারক রহিয়াছেন বা ছিলেন কিংবা সুপ্রীম কোর্টের বিচারকপদে নিয়োগলাভের যোগ্যতা রাখেন, এইরূপ দুইজন এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত একজন প্রবীণ কর্মচারীর সমন্বয়ে গঠিত কোন উপদেষ্টা-পর্ষদ্ উক্ত ছয় মাস অতিবাহিত হইবার পূর্বে তাঁহাকে উপস্থিত হইয়া বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগদানের পর রিপোর্ট প্রদান না করিয়া থাকেন যে, পর্ষদের মতে উক্ত ব্যক্তিকে তদতিরিক্ত কাল আটক রাখিবার পর্যাপ্ত কারণ রহিয়াছে। | নিবর্তনমূলক আটক সংবলিত বিধানাবলি বিলুপ্ত বা পরিবর্তন করা। | বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী | |

তৃতীয় ভাগ : মৌলিক অধিকার

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম | যৌক্তিকতা/কারণ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | (৫) নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইনের অধীন প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে আটক করা হইলে আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে যথাসম্ভব শীঘ্র আদেশদানের কারণ জ্ঞাপন করিবেন এবং উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে বক্তব্য-প্রকাশের জন্য তাঁহাকে যত সত্বর সম্ভব সুযোগদান করিবেন:<br>তবে শর্ত থাকে যে, আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় তথ্যাদি-প্রকাশ জনস্বার্থবিরোধী বলিয়া মনে হইলে অনুরূপ কর্তৃপক্ষ তাহা প্রকাশে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে পারিবেন।<br>(৬) উপদেষ্টা-পর্ষদ কর্তৃক এই অনুচ্ছেদের (৪) দফার অধীন তদন্তের জন্য অনুসরণীয় পদ্ধতি সংসদ আইনের দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারিবেন।] | | | |
| | | সকল নিবর্তনমূলক আইন বাতিলের পাশাপাশি সংবিধানের যেসব সংশোধনীর মাধ্যমে জনগণের মৌলিক অধিকার হরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেগুলো বাতিলের প্রস্তাব করেছে। | নাগরিক ঐক্য | |
| | | পুলিশ বাহিনীর উপর প্রশাসন বা সরকারের অন্যায় প্রভাব বন্ধ ও স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ তৈরিতে সংবিধানের ৩৩ অনুচ্ছেদ সংস্কার করা। | "১. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)<br>২. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ" | এছাড়া, ধারা ৩০ একটি নিষ্প্রভ বিধান কারণ এর মধ্যে কোনো শাস্তির বিধান নেই, যদিও অনেকবার এই বিধান লঙ্ঘন হয়েছে। বহু নাগরিক এমবিই, ওবিই এবং এমনকি নাইটহুড অর্জন করেছেন। ধারা ৩০ বাতিল করা যেতে পারে। |
| | | মিথ্যা মামলা প্রমাণিত হলে কঠোর শাস্তি পেতে হবে এই মর্মে আইন প্রণয়ন করা হবে | ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ | |
| | | সংবিধানে প্রতিরোধমূলক আটক এবং গুমের ঘটনা কঠোরভাবে। নিষিদ্ধ করতে হবে। সকল আটক ব্যক্তিদের আইনি সুরক্ষা প্রদান করা হবে এবং রাষ্ট্র এ ধরনের লঙ্ঘনের তদন্ত ও বিচার নিশ্চিত করবে। | বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি) | |
| | | কেউ অপরাধী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত কারাগারে অন্তরীণ রাখা যাবে না। | ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ | |
| | | "গ্রেপ্তারকৃত কোন ব্যক্তিকে যথাসম্ভব শীঘ্র গ্রেপ্তারের কারণ জ্ঞাপন না করিয়া প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না এবং উক্ত ব্যক্তিকে তাঁহার মনোনীত আইনজীবীর সহিত পরামর্শের ও তাঁহার দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না।<br>(২) গ্রেপ্তারকৃত ও প্রহরায় আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে গ্রেপ্তারের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে (গ্রেপ্তারের স্থান হইতে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যতিরেকে) হাজির করা হইবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত তাঁহাকে তদতিরিক্তকাল প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না।<br>(৩) এই অনুচ্ছেদের (১) ও (২) দফার কোন কিছুই সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, (ক) যিনি বর্তমান সময়ের জন্য বিদেশী শত্রু, অথবা<br>(খ) যাঁহাকে নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইনের অধীন গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বা আটক করা হইয়াছে। | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন | |
| | | (৪) নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইন কোন ব্যক্তিকে ছয় মাসের অধিক কাল আটক রাখিবার ক্ষমতা প্রদান করিবে না যদি সুপ্রীম কোর্টের বিচারক রহিয়াছেন বা ছিলেন কিংবা সুপ্রীম কোর্টের বিচারক পদে নিয়োগলাভের যোগ্যতা রাখেন, এইরূপ দুইজন এবং জনগণতন্ত্রের কর্ম নিযুক্ত একজন প্রবীণ কর্মচারীর সমন্বয়ে গঠিত কোন উপদেষ্টা পর্ষদ উক্ত ছয় মাস অতিবাহিত হইবার পূর্বে তাহাকে উপস্থিত হইয়া বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগদানের পর রিপোর্ট প্রদান না করিয়া থাকেন যে, পর্ষদের মতে উক্ত ব্যক্তিকে তদতিরিক্ত কাল আটক রাখিবার পর্যাপ্ত কারণ রহিয়াছে। | | |

তৃতীয় ভাগ : মৌলিক অধিকার

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম | যৌক্তিকতা/কারণ |
|---|---|---|---|---|
| | | (৫) নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইনের অধীন প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে আটক করা হইলে আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে যথাসম্ভব শীঘ্র আদেশদানের কারণ জ্ঞাপন করিবেন এবং উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে বক্তব্য প্রকাশের জন্য তাঁহাকে যত সত্বর সম্ভব সুযোগদান করিবেন:<br>তবে শর্ত থাকে যে, আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় তথ্যাদি প্রকাশ জনস্বার্থবিরোধী বলিয়া মনে হইলে অনুরূপ কর্তৃপক্ষ সাত দিনের ভেতর তাহা উপদেষ্টা পর্ষদের কাছে প্রকাশ করিতে বাধ্য থাকিবে।<br>(৬) উপদেষ্টা-পর্ষদ কর্তৃক এই অনুচ্ছেদের (৪) দফার অধীন তদন্তের জন্য অনুসরণীয় পদ্ধতি সংসদ আইনের দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারিবেন।<br>(৭) রাষ্ট্র প্রত্যেক মামলার রায় প্রদানের জন্য সর্বোচ্চ এক বছর নিতে পারিবে। এক বছরের অধিককাল অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কারাগারে অন্তরীণ রাখা যাইবে না। | | |
| | | ৩৩ এই অনুঞ্ছেদের (৩), (৪), (৫) এমনভাবে সংশোধন করে পনঃলিখন করা হবে যাতে করে নিবর্তনমূলক আইনে আটক করার বিধানের কোন প্রকার অপব্যবহার না হতে পারে এবং তা যেন একটি নিবর্তনমূলক কালো কানুনে পরিগণিত না হয়। | বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি | |
| | | অনুচ্ছেদ ৩৩ (৩) (খ) (৪) (৫) (৬) বাতিল করতে হবে | বাংলাদেশ মুসলিম লীগ | |
| **অনুচ্ছেদ ৩৫ (বিচার ও দন্ড সম্পর্কে রক্ষণ)** | ৩৫। (১) অপরাধের দায়যুক্ত কার্যসংঘটনকালে বলবৎ ছিল, এইরূপ আইন ভঙ্গ করিবার অপরাধ ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে না এবং অপরাধ-সংঘটনকালে বলবৎ সেই আইনবলে যে দণ্ড দেওয়া যাইতে পারিত, তাঁহাকে তাহার অধিক বা তাহা হইতে ভিন্ন দণ্ড দেওয়া যাইবে না।<br>(২) এক অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তিকে একাধিকবার ফৌজদারীতে সোপর্দ ও দণ্ডিত করা যাইবে না।<br>(৩) ফৌজদারী অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত বা ট্রাইব্যুনালে দ্রুত ও প্রকাশ্য বিচারলাভের অধিকারী হইবেন।<br>(৪) কোন অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাইবে না।<br>(৫) কোন ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেওয়া যাইবে না কিংবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড দেওয়া যাইবে না কিংবা কাহারও সহিত অনুরূপ ব্যবহার করা যাইবে না।<br>(৬) প্রচলিত আইনে নির্দিষ্ট কোন দণ্ড বা বিচারপদ্ধতি সম্পর্কিত কোন বিধানের প্রয়োগকে এই অনুচ্ছেদের (৩) বা (৫) দফার কোন কিছুই প্রভাবিত করিবে না। | ৩৫ অনুচ্ছেদের (ক) ধারায়, প্রত্যেক ব্যক্তির অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড প্রকাশ্য আদালতে দ্রুত বিচারের অধিকার থাকবে। কিন্তু র‌্যাব, চিতা, কোবরাসহ বিভিন্ন বাহিনীর ক্রসফায়ার, এনকাউন্টারে বিনা বিচারে মানুষ খুন করা হয়েছে । | বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ | |
| | | পুলিশ বাহিনীর উপর প্রশাসন বা সরকারের অন্যায় প্রভাব বন্ধ ও স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ তৈরিতে সংবিধানের ৩৫ অনুচ্ছেদ সংস্কার করা। | "১. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)<br>২. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ" | |
| | | রিমান্ড এবং পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদকালে আসামীর মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘনকে “গুরুতর অপরাধ" হিসেবে সংবিধানে ঘোষণা দিতে হবে। | এনডিএম | |

| | তৃতীয় ভাগ : মৌলিক অধিকার | | | |
|---|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম | যৌক্তিকতা/কারণ |
| | | (১) অপরাধের দায়যুক্ত কার্যসংঘটনকালে বলবৎ ছিল, এইরূপ আইন ভঙ্গ করিবার অপরাধ ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে না এবং অপরাধ সংঘটনকালে বলবৎ সেই আইনবলে যে দণ্ড দেওয়া যাইতে পারিত, তাঁহাকে তাহার অধিক বা তাহা হইতে ভিন্ন দণ্ড দেওয়া যাইবে না।<br>(২) এক অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তিকে একাধিকবার ফৌজদারীতে সোপর্দ ও দণ্ডিত করা যাইবে না। (৩) ফৌজদারী অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত বা ট্রাইব্যুনালে দ্রুত ও প্রকাশ্য বিচারলাভের অধিকারী হইবেন।<br>(৪) কোন অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাইবে না।<br>(৫) কোন ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেওয়া যাইবে না কিংবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড দেওয়া যাইবে না কিংবা কাহারও সহিত অনুরূপ ব্যবহার করা যাইবে না। | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন | |
| অনুচ্ছেদ ৩৬ | | Every citizen shall have the right to move freely throughout Bangladesh, to reside and settle in any place therein and to leave and renter Bangladesh. | Bangladesh Muslim Legue | |
| | | অনুচ্ছেদ ৩৬ এ "জনস্বার্থে" শব্দের পূর্বে উপ-অনুচ্ছেদ (১) সংযোজন করা। অতপর " প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।"- এর পর নিম্নোক্ত নতুন একটি উপ-অনুচ্ছেদ সংযোজিত হইবে।<br>"(২) পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জাতিসত্তা ও অন্যান্য সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের পরিচয়, স্বকীয়তা ও অধিকার সুরক্ষার্থে বিশেষ বিধান প্রণয়নে উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না । | ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) | |
| অনুচ্ছেদ ৩৭ (সমাবেশের অধিকার) | ৩৭। জনশৃঙ্খলা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হইবার এবং জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে। | জননিরাপত্তা, সহিংসতা বা জনস্বাস্থ্য রক্ষা ব্যাতিত অন্য যে কোনো কারণে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হইবার এবং জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে। প্রত্যেক নগর, পৌরসভা ও উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সমাবেশের \| প্রয়োজনীয় সভাস্থল ব্যবস্থা করিবে। | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন | |
| | | Every person shall have the right to assemble and to participate in public meetings and processions peacefully and without arms. Provided however the party concerned shall inform the Police Commissioner in Metropolitan Areas and the Deputy Commissioners and Superintendent of Police of the district concerned at least 10 days prior to the event of their intention to assemble, hold public meeting or take out a procession so that the Police could make security arrangements and provide alternative routes for traffic. Further provided that such political events shall take place only on weekends and holidays so that the lives of other citizens is not disrupted. | Bangladesh Muslim Legue | |

| তৃতীয় ভাগ : মৌলিক অধিকার | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবক দলের নাম** | **যৌক্তিকতা/কারণ** |
| **অনুচ্ছেদ ৩৮ (সংগঠনের স্বাধীনতা)** | ২৩ [৩৮।জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবেঃ<br>তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তির উক্তরূপ সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার কিংবা উহার সদস্য হইবার অধিকার থাকিবে না, যদি-<br>(ক) উহা নাগরিকদের মধ্যে ধর্মীয়, সামাজিক এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়;<br>(খ) উহা ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ, জন্মস্থান বা ভাষার ক্ষেত্রে নাগরিকদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়;<br>(গ) উহা রাষ্ট্র বা নাগরিকদের বিরুদ্ধে কিংবা অন্য কোন দেশের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী বা জঙ্গী কার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়; বা<br>(ঘ) উহার গঠন ও উদ্দেশ্য এই সংবিধানের পরিপন্থী হয়।] | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংগঠনের স্বাধীনতা সংক্রান্ত মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে নতুন করে কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে।---পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে। | বিএনপি, ১২ দলীয় জোট | |
| | | অনুচ্ছেদ ৩৮ থেকে অযৌক্তিক শর্তগুলো বাদ দিতে হবে। এগুলো মৌলিক অধিকারকে সীমাবদ্ধ করে দেয়। | বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী | |
| | | জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থ আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে। | বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী | অযৌক্তিক শর্তাবলী বিলুপ্ত ঘোষণা। এগুলো মৌলিক অধিকারকে সীমাবদ্ধ করে দেয়। |
| | | সংবিধানে ফ্যাসিজম, বিদ্বেষমূলক বক্তব্য বা অগণতান্ত্রিক কার্যক্রম প্রচারকারী রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠা, নিবন্ধন এবং কার্যক্রম স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করা হবে। নিষেধাজ্ঞা আইনসঙ্গত এবং স্বেচ্ছাচারিতামুক্ত রাখতে বিচারিক নজরদারি নিশ্চিত করা হবে।<br>রাষ্ট্রকে সাংবিধানিক কাঠামো ও গণতান্ত্রিক নীতিমালা ক্ষুণ্ণকারী সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। | বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি) | |
| | | ৩৮. এই অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় প্যারাতে সংবিধানের আদি পাঠে যা ছিলো এইখানে হুবহু তা নিম্মোক্ত রূপে পুনঃস্থাপিত হবে-<br>"তবে শর্ত থাকে যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী কোন সাম্প্রদায়িক সমিতি বা সঙ্ঘ কিম্বা অনরূপ উদ্দেশ্য সম্পন্ন বা লক্ষ্যানযায়ী ধর্মীয় নামযুক্ত বা ধর্মভিত্তিক অন্য কোনো সমিতি বা সংঘ গঠন করবার বা তার সদস্য হইবার অন্য বা কোনো প্রকারে তার তৎপরতায় অংশগ্রহণ করিবার কোনো অধিকার কোনো ব্যাক্তির থাকিবে না" | বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি | |
| | | "সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবেঃ<br>তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তির উক্তরূপ সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার কিংবা উহার সদস্য হইবার অধিকার থাকিবে না, যদি-<br>(ক) উহা নাগরিকদের মধ্যে ধর্মীয়, সামাজিক এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়,<br>(খ) উহা ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ, জন্মস্থান বা ভাষার ক্ষেত্রে নাগরিকদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়;<br>(গ) উহা রাষ্ট্র বা নাগরিকদের বিরুদ্ধে কিংবা অন্য কোন দেশের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী বা জঙ্গী কার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়; | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন | |

| | তৃতীয় ভাগ : মৌলিক অধিকার | | | |
|---|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম | যৌক্তিকতা/কারণ |
| **অনুচ্ছেদ ৩৯ (চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক্-স্বাধীনতা)** | "৩৯। (১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তাদান করা হইল।<br>(২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা ও নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত-অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ-সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে<br>(ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক্ ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের, এবং<br>(খ) সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।" | ৩৯ খ. 'নিশ্চয়তা' শব্দের পরে 'দান করা হইল' স্থলে লেখা হবে "থাকিবে"। | বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি | |
| | | বাকস্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ও সমাবেশের স্বাধীনতা নিশ্চয়তা প্রদানের ক্ষেত্রে ডিজিটাল আইনের মতো আইনের বিভিন্ন আইনের অপব্যবহার রোধ করতে হবে। | "জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ" | |
| | | জনগণের বাকস্বাধীনতা, সংগঠিত ও সংগঠন করার স্বাধীনতা এবং আন্দোলন করার স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। | গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি | |
| | | জন-জীবনে যাতে কোনো বিঘ্ন না ঘটে এজন্য প্রতিবাদ সমাবেশের জন্য উপজেলা, জেলা ও বড় শহরগুলোতে 'প্রতিবাদী উদ্যান' তৈরি করতে হবে। প্রতিবাদকারীদের বক্তব্য সরকারের কাছে যথাযথভাবে পৌছে দিতে হবে। | গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি | |
| | | অনুচ্ছেদ ৩৯ থেকে অযৌক্তিক শর্তগুলো বাদ দিতে হবে। এগুলো মৌলিক অধিকারকে সীমাবদ্ধ করে দেয়। | বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী | |
| | | "(১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তাদান করা হইল।<br>(২) (ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক্ ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের, এবং<br>(খ) সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।" | বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী | বাধানিষেধ বিলুপ্ত। এগুলো মৌলিক অধিকারকে সীমাবদ্ধ করে দেয়। |
| | | গণমাধ্যমের পূর্ণ স্বাধীনতার নিশ্চিয়তার বিধান। | গণসংহতি আন্দোলন | |
| | | রাষ্ট্র বক্তৃতা, প্রেস, সৃজনশীলতা, একাডেমিক গবেষণা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং চিন্তার স্বাধীনতা নিশ্চিত করবে। প্রতি জেলায় জনসমাবেশের জন্য নিরাপদ এলাকা প্রতিষ্ঠা করা হবে, যেখানে সুযোগ-সুবিধা, শৃঙ্খলা এবং আইনি নির্দেশনা মেনে চলা বাধ্যতামূলক হবে। | বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি) | |
| | | (১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল। (২) ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক্ ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের, এবং (খ) সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল। | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন | |
| | | রাজনৈতিক/অরাজনৈতিক সভা-সমাবেশকে পুলিশ বা প্রশাসনের " অনুমতি ব্যতীত" পালন করার অধিকার প্রদান করতে হবে । | এনডিএম | |
| | | অনুচ্ছেদ ৩৯ (২) বাতিল করতে হবে | বাংলাদেশ মুসলিম লীগ | |
| **অনুচ্ছেদ ৪১ (ধর্মীয় স্বাধীনতা)** | ৪১। (১) আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা-সাপেক্ষে<br>(ক) প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রহিয়াছে;<br>(খ) প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রহিয়াছে।<br>(২) কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোন ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম-সংক্রান্ত না হইলে তাঁহাকে কোন ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণ কিংবা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনায় অংশগ্রহণ বা যোগদান করিতে হইবে না। | ১) (ক) প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রহিয়াছে;<br>(খ) প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রহিয়াছে।<br>(২) কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোন ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম-সংক্রান্ত না হইলে তাঁহাকে কোন ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণ কিংবা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনায় অংশগ্রহণ বা যোগদান করিতে হইবে না। | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন | |
| | | অনুচ্ছেদ ৪১ (২) বাতিল করতে হবে | বাংলাদেশ মুসলিম লীগ | |

| | তৃতীয় ভাগ : মৌলিক অধিকার | | | |
|---|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবক দলের নাম** | **যৌক্তিকতা/কারণ** |
| **অনুচ্ছেদ ৪২ (সম্পত্তির অধিকার)** | ৪২। (১) আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা নিষেধ-সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিলি-ব্যবস্থা করিবার অধিকার থাকিবে এবং আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্ত বা দখল করা যাইবে না।<br>২৪র[(২) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার অধীন প্রণীত আইনে ক্ষতিপূরণসহ বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বা দখলের বিধান করা হইবে এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ কিংবা ক্ষতিপূরণ নির্ণয় ও প্রদানের নীতি ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট করা হইবে; তবে অনুরূপ কোন আইনে ক্ষতিপূরণের বিধান অপর্যাপ্ত হইয়াছে বলিয়া সেই আইন সম্পর্কে কোন আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।] | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সম্পত্তির অধিকার সংক্রান্ত মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ (৩) বিলুপ্ত করা হয়েছে। উক্ত দফায় Proclamatiosn (amendment) order, 1977 জারির পূর্বে কোন আইনের আওতায় ক্ষতিপূরণ ব্যতিরেখে সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও রাষ্ট্রায়ত্বকরণের ক্ষেত্রে উক্ত আইনকে বৈধতা দেয়া হয়েছে।---পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে। | বিএনপি | |
| | | নারীরা এখনও উত্তরাধিকার আইনে বৈষম্যের শিকার। সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার আইনে সমতা নিশ্চিত করা আবশ্যক। | নাগরিক ঐক্য | |
| | | অধিকারের ক্ষেত্রে 'নারী পুরুষের বাইরে অন্যান্য লিঙ্গীয় পরিচয়' আলাদা ভাবে উল্লেখ থাকা দরকার। | গণসংহতি আন্দোলন | |
| | | কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবেনা রহিত হোক এবং কোন নাগরিকের অর্জিত বা প্রাপ্ত ব্যাক্তি ও পারিবারিক কোন সম্পত্তির জন্য কোন সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের কাছে জবাবদিহি করিতে হবেনা এবং রাষ্ট্র বা সারকার অন্যায় অবৈধভাবে অর্জিত প্রমাণ না করা পর্যন্ত কোন সম্পদ বাজেয়াপ্ত করতে পারবেনা বলে বিশেষ অনুচ্ছেদ যুক্ত হোক। | ইনসানিয়াত বিপ্লব,বাংলাদেশ | |
| **অনুচ্ছেদ ৪৩ (গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণ)** | ৪৩। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, জনসাধারণের নৈতিকতা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা নিষেধ-সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের<br>(ক) প্রবেশ, তল্লাশী ও আটক হইতে স্বীয় গৃহে নিরাপত্তালাভের অধিকার থাকিবে; এবং<br>(খ) চিঠিপত্রের ও যোগাযোগের অন্যান্য উপায়ের গোপনতারক্ষার অধিকার থাকিবে। | রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি নাগরিক<br>(ক) প্রবেশ, তল্লাশী ও আটক হইতে স্বীয় গৃহে নিরাপত্তালাভের অধিকার থাকিবে; এবং (খ) যোগাযোগের সকল উপায়ের গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার থাকিবে।<br>এই অধিকার রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বাহিনী খর্ব করিতে পারিবে যদি<br>ক) আদালত তাকে গ্রেফতার বা আলামত সংগ্রহের জন্য অনুমতি দেয়,<br>(খ) জননিরাপত্তায় হানি ঘটিতে পারে এমন সন্ত্রাসী ও জঙ্গী কর্মকাণ্ডের আশংকা থাকে। প্রতিটা খর্বের ঘটনার যৌক্তিকতা ও বৈধতা আদালতে প্রমান করতে হবে। অবৈধ ভাবে এই স্বাধীনতা খর্ব হইলে সেই আলামত বিচার কাজে ব্যবহার করা যাইবে না। | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন | |
| | | Article 43 delete "subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interests of the security of the State, public order, public morality or public health". Add (c) subject to any restriction by a Court or a warrant issued by a Court. | Bangladesh Muslim Legue | |
| **অনুচ্ছেদ ৪৪ (মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ)** | "৪৪। (১) এই ভাগে প্রদত্ত অধিকারসমূহ বলবৎ করিবার জন্য এই সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগের নিকট মামলা রুজু করিবার অধিকারের নিশ্চয়তা দান করা হইল।<br>(২) এই সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের অধীন হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতার হানি না ঘটাইয়া সংসদ আইনের দ্বারা অন্য কোন আদালতকে তাহার এখতিয়ারের স্থানীয় সীমার মধ্যে ঐ সকল বা উহার যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষমতা দান করিতে পারিবেন।" | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদটি প্রতিস্থাপিত হলেও আদতে পূর্বের বিধানই অপরিবর্তিত রয়েছে। ----প্রতিস্থাপিত অনুচ্ছেদটি বহাল রাখতে হবে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)। | বিএনপি | |
| | | এই ভাগে প্রদত্ত অধিকারসমূহ বলবৎ করিবার জন্য প্রতি জেলায় নাগরিক অধিকার আদালত গঠন করা হইবে। নাগরিক অধিকার আদালতে মৌলিক অধিকার লংঘিত হইলে নাগরিকের মামলা রুজু করিবার অধিকারের এবং ক্ষতিপূরণ চাইবার অধিকারের নিশ্চয়তা দান করা হইল। | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন | |

তৃতীয় ভাগ : মৌলিক অধিকার

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম | যৌক্তিকতা/কারণ |
|---|---|---|---|---|
| | | অন্যের অধিকার হরণকারী ও ফৌজদারি অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ব্যতিরেকে চিন্তা, বিবেক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, নাগরিকের স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার ও জীবিকার জন্য কাজের অধিকার কোন আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ করা যাবে না। | গণসংহতি আন্দোলন | |
| অনুচ্ছেদ ৪৫ (শৃংখলামূক আইনের ক্ষেত্রে অধিকারের পরিবর্তন | ৪৫। কোন শৃঙ্খলা-বাহিনীর সদস্য-সম্পর্কিত কোন শৃঙ্খলামূলক আইনের যে কোন বিধান উক্ত সদস্যদের যথাযথ কর্তব্যপালন বা উক্ত বাহিনীতে শৃঙ্খলারক্ষা নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধান বলিয়া অনুরূপ বিধানের ক্ষেত্রে এই ভাগের কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না। | বাতিল | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন | |
| অনুচ্ছেদ ৪৬ (দায়মুক্তি-বিধানের ক্ষমতা) | এই ভাগের পূর্ববর্ণিত বিধানাবলীতে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি বা অন্য কোন ব্যক্তি জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের প্রয়োজনে কিংবা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যে কোন অঞ্চলে শৃঙ্খলা-রক্ষা বা পুনর্বহালের প্রয়োজনে কোন কার্য করিয়া থাকিলে সংসদ আইনের দ্বারা সেই ব্যক্তিকে দায়মুক্ত করিতে পারিবেন কিংবা ঐ অঞ্চলে প্রদত্ত কোন দণ্ডাদেশ, দণ্ড বা বাজেয়াপ্তির আদেশকে কিংবা অন্য কোন কার্যকে বৈধ করিয়া লইতে পারিবেন। | অনুচ্ছেদ ৪৬ বিলুপ্ত ঘোষণা করতে হবে। | ১. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী<br>২. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন | |
| | | জাতীয় স্বার্থ ও জনগণের মৌলিক অধিকার হরণের কোনো ক্ষেত্রে দায়মুক্তির বিধান কার্যকর হবে না। | গণসংহতি আন্দোলন | |
| অনুচ্ছেদ ৪৭ (কতিপয় আইনের হেফাজত | "৪৭। (১) নিম্নলিখিত যে কোন বিষয়ের বিধান-সংবলিত কোন আইনে (প্রচলিত আইনের ক্ষেত্রে সংশোধনীর মাধ্যমে) সংসদ যদি স্পষ্টরূপে ঘোষণা করেন যে, এই সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহের কোন একটিকে কার্যকর করিবার জন্য অনুরূপ বিধান করা হইল, তাহা হইলে অনুরূপ আইন এই ভাগে নিশ্চয়কৃত কোন অধিকারের সহিত অসমঞ্জস কিংবা অনুরূপ অধিকার হরণ বা খর্ব করিতেছে, এই কারণে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে নাঃ<br>(ক) কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বা দখল কিংবা সাময়িকভাবে বা স্থায়ীভাবে কোন সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবস্থাপনা;<br>(খ) বাণিজ্যিক বা অন্যবিধ উদ্যোগসম্পন্ন একাধিক প্রতিষ্ঠানের বাধ্যতামূলক সংযুক্তকরণ;<br>(গ) অনুরূপ যে কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক, ব্যবস্থাপক, এজেন্ট ও কর্মচারীদের অধিকার এবং (যে কোন প্রকারের) শেয়ার ও স্টকের মালিকদের ভোটাধিকার বিলোপ, পরিবর্তন, সীমিতকরণ বা নিয়ন্ত্রণ;<br>(ঘ) খনিজদ্রব্য বা খনিজ তৈল-অনুসন্ধান বা লাভের অধিকার বিলোপ, পরিবর্তন, সীমিতকরণ বা নিয়ন্ত্রণ;<br>(ঙ) অন্যান্য ব্যক্তিকে অংশতঃ বা সম্পূর্ণতঃ পরিহার করিয়া সরকার কর্তৃক বা সরকারের নিজস্ব, নিয়ন্ত্রণাধীন বা ব্যবস্থাপনাধীন কোন সংস্থা কর্তৃক যে কোন কারবার, ব্যবসায়, শিল্প বা কর্মবিভাগ-চালনা; অথবা<br>(চ) যে কোন সম্পত্তির স্বত্ব কিংবা পেশা, বৃত্তি, কারবার বা ব্যবসায়-সংক্রান্ত যে কোন অধিকার কিংবা কোন সংবিধিবদ্ধ সরকারী প্রতিষ্ঠান বা কোন বাণিজ্যিক বা শিল্পগত উদ্যোগের মালিক বা কর্মচারীদের অধিকার বিলোপ, পরিবর্তন, সীমিতকরণ বা নিয়ন্ত্রণ।<br>(২) এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও প্রথম তফসিলে বর্ণিত আইনসমূহ (অনুরূপ আইনের কোন সংশোধনীসহ) পূর্ণভাবে বলবৎ ও কার্যকর হইতে থাকিবে এবং অনুরূপ যে কোন আইনের কোন বিধান কিংবা অনুরূপ কোন আইনের কর্তৃত্বে যাহা করা হইয়াছে বা করা হয় নাই, তাহা এই সংবিধানের কোন বিধানের সহিত অসমঞ্জস বা তাহার পরিপন্থী, এই কারণে বাতিল বা বেআইনী বলিয়া গণ্য হইবে না; | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে-- দফা (২) এ একটি ব্যাখ্যা সংযোজনের মাধ্যমে উক্ত দফাকে স্পষ্টীকরণ করা হয়েছে; এবং দফা (৩) সংশোধনের মাধ্যমে গণহত্যাজনিত অপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনের অধীন অন্যান্য অপরাধের জন্য অসামরিক ব্যক্তি ও সংগঠনের বিচারের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। --- জুলাই গণহত্যা, ২০২৪ এর বিচারের স্বার্থে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বহাল রাখতে হবে। | বিএনপি | |

তৃতীয় ভাগ : মৌলিক অধিকার

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম | যৌক্তিকতা/কারণ |
|---|---|---|---|---|
| | ২৬[তবে শর্ত থাকে যে, এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই অনুরূপ কোন আইনকে সংশোধন, পরিবর্তন বা বাতিল করা হইতে নিবৃত্ত করিবে না।]<br>২৭ [(৩) এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও গণহত্যাজনিত অপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনের অধীন অন্যান্য অপরাধের জন্য কোন সশস্ত্র বাহিনী বা প্রতিরক্ষা বাহিনী বা সহায়ক বাহিনীর সদস্য ২৮ [বা অন্য কোন ব্যক্তি, ব্যক্তি সমষ্টি বা সংগঠন] কিংবা যুদ্ধবন্দীকে আটক, ফৌজদারীতে সোপর্দ কিংবা দণ্ডদান করিবার বিধান-সংবলিত কোন আইন বা আইনের বিধান এই সংবিধানের কোন বিধানের সহিত অসমঞ্জস বা তাহার পরিপন্থী, এই কারণে বাতিল বা বেআইনী বলিয়া গণ্য হইবে না কিংবা কখনও বাতিল বা বেআইনী হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না ।]" | | | |
| | | গুম, বিনা বিচারে হত্যা এবং হয়রানীমূলক গ্রেফতা ও হেফাজতে নির্যাতন বিষয়ে সংবিধানে সুস্পষ্ট বিধান থাকতে হবে। | গণসংহতি আন্দোলন | |
| | | অনুচ্ছেদ ৪৭(৩) বিলুপ্ত করতে হবে | "১. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী<br>২. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন" | |
| অনুচ্ছেদ ৪৭ক (সংবিধানের কতিপয় বিধানের অপ্রযোজ্যতা) | "২৯ [৪৭ক। (১) যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বর্ণিত কোন আইন প্রযোজ্য হয়, সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদ, ৩৫ অনুচ্ছেদের (১) ও (৩) দফা এবং ৪৪ অনুচ্ছেদের অধীন নিশ্চয়কৃত অধিকারসমূহ প্রযোজ্য হইবে না।<br>(২) এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বর্ণিত কোন আইন প্রযোজ্য হয়, এই সংবিধানের অধীন কোন প্রতিকারের জন্য সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করিবার কোন অধিকার সেই ব্যক্তির থাকিবে না।]" | | | |
| | | ৪৭ক বিলুপ্ত ঘোষণা | ১. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী<br>২. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন<br>৩. বাংলাদেশে মুসলিম লীগ | |
| অন্যান্য প্রস্তাব | | " বাধাহীনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ, নিজ ধর্মের বাণী প্রচার, তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার এবং উচ্চশিক্ষার অধিকার"-কে মৌলিক মানবাধিকার হিসাবে সংবিধানে স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে। " জাতীয় মানবাধিকার কমিশন"-কে একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান ঘোষণা করে এর ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। | এনডিএম | |
| | | অনুচ্ছেদসমূহের সাথে আরো অনুচ্ছেদ সংযুক্ত করত: মানুষের বেঁচে থাকার মূল উপাদান- অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ কাজের অধিকারকে মৌলিক হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান এবং মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন হলে দেশের যে কোন নাগরিক আইনের আশ্রয় নিতে পারবে মর্মে সংবিধান বিধান যুক্ত করতে হবে। | বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) | |
| | | বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর স্বীকৃতি, পারিবারিক আইনের ক্ষেত্রে মুসলিম শরিয়া আইন এবং হিন্দু আইন দ্বারা পরিচালিত হওয়ার কথা থাকায় সম্পত্তির উত্তরাধিকারে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের স্বীকৃতি এবং অন্ন-বস্ত্র, শিক্ষা-চিকিৎসা, বাসস্থান ও কাজকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি এবং মৌলিক অধিকার ভাগে বর্ণিত অধিকারসমূহের আইনি সুরক্ষার বিষয়টি সংবিধানে লিপিবদ্ধ ছিল না এবং এখনও নাই। এটা সংবিধানের অসম্পূর্ণতা। | বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ | |
| | | নাগরিকের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দিতে হবে | ১) ভাসানী অনুসারী পরিষদ<br>২) বাংলাদেশ বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ | |

| | তৃতীয় ভাগ : মৌলিক অধিকার | | | |
|---|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম | যৌক্তিকতা/কারণ |
| | | শ্রমিক, কৃষক, পেশাজীবীসহ কর্মক্ষেত্রে সকল মানুষের সংগঠিত হওয়ার অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান। | গণসংহতি আন্দোলন | |
| | | তথ্য জানার অধিকার (রাইট টু ইনফরমেশন) মৌলিক অধিকার হিসেবে সংযুক্ত করতে হবে। | বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী | |
| | | অন্ন-বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান ও কাজকে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতিসহ বর্তমান সংবিধানের তৃতীয় ভাগে উল্লেখিত ২৬ অনুচ্ছেদ থেকে ৪৭(ক) অনুচ্ছেদ পর্যন্ত মৌলিক অধিকার ভাগের আইনি সুরক্ষা অর্থাৎ নাগরিকের মৌলিক অধিকার ব্যক্তি গোষ্ঠী, রাষ্ট্র কর্তৃক খর্ব বা হরণ করা হলে আইন বলে আদালত কতৃক বলবৎ করা যাবে এ ধরনের বিধান করতে হবে। | বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ | |
| | | অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও কাজের অধিকার মৌলিক অধিকার হিসেবে সংবিধানে স্বীকৃতি দেয়া। সংবিধানের তৃতীয়ভাগে বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহকে শর্তের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করা। মৌলিক অধিকার পূরণে রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করা। মৌলিক অধিকার খর্ব হলে যে কোনো নাগরিক আইনের আশ্রয় নিতে পারবে- এমন বিধান সংবিধানে যুক্ত করা। | ১. বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)<br>২. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ | |

| | চতুর্থ ভাগ : নির্বাহী বিভাগ | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
| অনুচ্ছেদ ৪৮ (রাষ্ট্রপতি) | "৪৮। (১) বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রপতি থাকিবেন, যিনি আইন অনুযায়ী সংসদ-সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন।<br>(২) রাষ্ট্রপ্রধানরূপে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের অন্য সকল ব্যক্তির উর্ধ্বে স্থান লাভ করিবেন এবং এই সংবিধান ও অন্য কোন আইনের দ্বারা তাঁহাকে প্রদত্ত ও তাঁহার উপর অর্পিত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্তব্য পালন করিবেন।<br>(৩) এই সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের (৩) দফা অনুসারে কেবল প্রধানমন্ত্রী ও ৯৫ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুসারে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত রাষ্ট্রপতি তাঁহার অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন:<br>তবে শর্ত থাকে যে, প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে আদৌ কোন পরামর্শদান করিয়াছেন কি না এবং করিয়া থাকিলে কি পরামর্শ দান করিয়াছেন, কোন আদালত সেই সম্পর্কে কোন প্রশ্নের তদন্ত করিতে পারিবেন না।<br>(৪) কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না, যদি তিনি-<br>(ক) পঁয়ত্রিশ বৎসরের কম বয়স্ক হন; অথবা<br>(খ) সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য না হন; অথবা<br>(গ) কখনও এই সংবিধানের অধীন অভিশংসন দ্বারা রাষ্ট্রপতির পদ হইতে অপসারিত হইয়া থাকেন।<br>(৫) প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় ও পররাষ্ট্রীয় নীতি সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত রাখিবেন এবং রাষ্ট্রপতি অনুরোধ করিলে যে-কোন বিষয় মন্ত্রিসভায় বিবেচনার জন্য পেশ করিবেন।" | রাষ্ট্রপতিকে অবশ্যই নির্দলীয় বা অদলীয় ব্যক্তি হতে হবে। | জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি |
| | | রাষ্ট্রপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নকক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে নাম প্রস্তাব করবে এবং উচ্চকক্ষে ৩/৪ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে অনুমোদন করবে। | বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী |
| | | রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে নির্দলীয় বা অদলীয় ব্যক্তিদেরকে রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনয়ন প্রদান করতে হবে। | গণঅধিকার পরিষদ (নুর) |
| | | রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে 'নিম্নকক্ষ', 'উচ্চকক্ষ' এবং 'প্রাদেশিক পরিষদ'এর সদস্যগণ ভোট দিবেন। | গণঅধিকার পরিষদ (নুর) |
| | | উপ-রাষ্ট্রপতি উচ্চকক্ষের অধ্যক্ষ থাকবেন। | ১. গণঅধিকার পরিষদ (নুর)<br>২. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি |
| | | জাতীয় সংসদের 'উভয় কক্ষ' এর ঐক্যমতে ভিত্তিতে উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন | গণঅধিকার পরিষদ (নুর) |
| | | উপরাষ্ট্রপতি পদ সৃষ্টি করতে হবে | গণঅধিকার পরিষদ (নুর) |
| | | একই সাথে দলীয় প্রধান বা সরকার প্রধান বা রাষ্ট্রীয় প্রধান থাকা যাবে না | ১. গণঅধিকার পরিষদ (নুর)<br>২. ভাসানী অনুসারী পরিষদ<br>৩. গণঅধিকার পরিষদ (ফারুক)<br>৪. জাতীয় পার্টি (কাজী জাফর) |
| | | রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বাড়াতে হবে | ১. ভাসানী অনুসারী পরিষদ<br>২. গণঅধিকার পরিষদ (ফারুক)<br>৩. জাতীয় পার্টি (কাজী জাফর) |
| | | যেকোনো বিষয়ে আলোচনার জন্য রাষ্ট্রপতি সংসদে প্রস্তাব পাঠাতে পারবেন। | ১. জাতীয় নাগরিক কমিটি<br>২. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ |
| | | ৪৮ (রাষ্ট্রপতির নিয়োগ) বিধানাবলী সংস্কার করতে হবে | ১. বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)<br>২. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ |
| | | সংসদ নির্বাচনের মধ্যবর্তী সময়ে অর্থাৎ আড়াই বছর পর পর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হবে | গণঅধিকার পরিষদ (ফারুক) |

| চতুর্থ ভাগ : নির্বাহী বিভাগ | | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
| | | ৪৮ (৩) এই অনুচ্ছেদের এই ধারায় "...বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাতিত" শব্দগুলোর পরে যুক্ত হবে-"এবং ৮০(৩) দফা অনসারে অর্থবিল ব্যাতিত অন্য কোন বিলের ক্ষেত্রে নিজস্ব বিবেচনা হইতে তাহা বা তাহার কোন সংশোধনী পুনর্বিবেচনার জন্য সংসদের কাছে ফেরত দেওয়া" শব্দগুলো যুক্ত করা হবে। | বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি |
| | | (১) বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রপতি থাকিবেন, যিনি আইন অনুযায়ী সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন। রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইবার পরবর্তী বৈঠকে রাষ্ট্রপতি নর্বাচন করিবে। বিরোধী দল রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থীর নাম প্রস্তাব করিবেন। সংসদ যাচাই, বাছাই এবং মুক্ত শুনানির মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিকে নিয়োগ প্রদান করিবে।<br>(২) রাষ্ট্রপ্রধানরূপে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের অন্য সকল ব্যক্তির উর্ধ্বে স্থান লাভ করিবেন এবং এই সংবিধান ও অন্য কোন আইনের দ্বারা তাঁহাকে প্রদত্ত ও তাঁহার উপর অর্পিত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্তব্য পালন করিবেন।<br>(৪) কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না, যদি তিনি-<br>(ক) পঁয়ত্রিশ বৎসরের কম বয়স্ক হন, অথবা<br>(খ) সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য না হন, অথবা<br>(গ) কখনও এই সংবিধানের অধীন অভিশংসন দ্বারা রাষ্ট্রপতির পদ হইতে অপসারিত হইয়া থাকেন। (৫) প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় ও পররাষ্ট্রীয় নীতি সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত রাখিবেন এবং রাষ্ট্রপতি অনুরোধ করিলে যে-কোন বিষয় মন্ত্রিসভায় বিবেচনার জন্য পেশ করিবেন।" | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন |
| | | ইলেকটোরাল কলেজ বা নির্ধারিত নির্বাচকমন্ডলী দ্বারা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিধান সংযোজন করতে হবে। | এনডিএম |
| | | রাষ্ট্রপতি সংসদ সদস্যগণ-এর পরিবর্তে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন বলে প্রতিস্থাপিত হোক। | ১. গণঅধিকার পরিষদ (নুর)<br>২. ইনসানিয়াত বিপ্লব,বাংলাদেশ<br>৩. জাতীয় নাগরিক কমিটি<br>৪. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ |
| | | রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সংসদ সদস্য ছাড়াও বিভিন্ন পোশাজীবি প্রতিনিধিদের ভোটার করার নীতিমালা এবং গোপন ব্যালেটের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সুস্পষ্ট নির্দেশনা সংবিধানে যুক্ত করতে হবে | জাতীয় পার্টি (কাজী জাফর) |
| | | অন্য সকল ব্যাক্তির উর্ধে স্থান লাভ করিবেন- রহিত করে- তাঁর পদের মর্যাদা ও দায়িত্ব হিসেবে স্থান লাভ করিবেন প্রতিস্থাপিত হোক। | ইনসানিয়াত বিপ্লব,বাংলাদেশ |
| | | প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত-এর স্থলে নির্বাচন কমিশনের সদস্য, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য, ন্যায়পাল+++++ যুক্ত করতে হবে | বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ |
| | | প্রেসিডেন্টের কিছু নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে (প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ছাড়া) পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতা থাকা উচিত। | বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী |
| | | সকল সাংবিধানিক পদ ও মন্ত্রীসভা সদস্য নিয়োগের পূর্বে তাকে জাতীয় পরিষদের শুনানিতে বাধ্যতামূলক উপস্থিত হতে হবে। ফলাফল অসন্তোষজনক হলে তাঁকে নিয়োগ করা যাবে না। | জাতীয় নাগরিক কমিটি |
| | | কোনো সাংবিধানিক পদের নিয়োগে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিতে পারবেন; তবে তা পালন করা রাষ্ট্রপতির জন্য আবশ্যকীয় হবে না (Non-binding Effect)। সাংবিধানিক পদে নিয়োগ ও অপসারণ আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে। সাংবিধানিক পদে আসীন কাউকে অপসারণ করার ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর থাকবে না। | ১. জাতীয় নাগরিক কমিটি<br>২. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ |
| | | রাষ্ট্রপতি নিজ বিবেচনায় স্বাধীনভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন এবং সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণে রাষ্ট্রপতি রাজনৈতিক দল সমূহের পরামর্শ গ্রহণ করিবেন, রাষ্ট্রপতি মন্ত্রী পরিষদকে ও জাতীয় সংসদকে যেরূপ পরামর্শ প্রদান করিবেন, সেরুপ পরামর্শের মান্যতা প্রদান করা নির্বাহী বিভাগ ও আইন বিভাগের কর্তব্য। | বাংলাদেশ লেবার পার্টি |
| | | রাষ্ট্রপতি রিপাবলিকের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হবেন। রিপাবলিকের সকল কর্ম তাঁর নামেই সম্পাদিত হবে। | "১. জাতীয় নাগরিক কমিটি<br>২. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ" |
| | | দফা (৩) অনুসারে: এই সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের (৩)দফা অনুসারে কেবল প্রধানমন্ত্রী ও ৯৫ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুসারে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত রাষ্ট্রপতি তাঁহার অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন। --- **রাষ্ট্রপতির পদকে অধিকর ক্ষমতায়িত করার লক্ষ্যে- দফা (৩) এর পর এরূপভাবে দফা ৩ (ক) সংযোজন করা যেতে পারে: 'সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন আইনে যদি বিশেষভাবে উল্লেখ থাকে যে, প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ব্যতিরেকে রাষ্ট্রপতি উক্ত আইনে তাঁহার উপর ন্যস্ত কোন দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন, সেক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বর্ণিত কোন কিছুই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিবে না।'** | বিএনপি |
| | | অনুচ্ছেদ ৪৮(৩) ধারা বাতিল করা হোক | গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি |

| | চতুর্থ ভাগ : নির্বাহী বিভাগ | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবক দলের নাম** |
| | | সংবিধানের ৪৮(৩) অনুচ্ছেদ সংস্কার করে রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের উপর প্রধানমন্ত্রীর অন্যায় হস্তক্ষেপের সুযোগ বন্ধ করা। | ১. বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)<br>২. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ |
| | | ৪৮: রাষ্ট্রপতি (নিম্নোক্ত দফা যোগ হবে)ঃ<br>(১) দেশের কোন প্রথিতযশা (আইন অনুসারে যোগ্য) নাগরিক জাতীয় সংসদের উভয়কক্ষের ভোটে নির্বাচিত হবেন। তার মেয়াদ হবে পাঁচ বছর। তবে তিনি দু'মেয়াদের বেশী সময়ের জন্য নির্বাচিত হবেন না।<br>(৩) রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদের অধিকাংশ সদস্যের সমর্থনপুষ্ট কোন ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রি হিসাবে নিয়োগ দেবেন। তাছাড়া তিনি আইন অনুযায়ী প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিদের নিয়োগ দেবেন। তিনি আইন অনুযায়ী মহা হিসাব নিরীক্ষক, দুর্নীতি দমন কমিশন, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, নির্বাচন কমিশন, ন্যায়পাল ইত্যাদি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমুহের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণকে নিয়োগ দিবেন। তিনি আইন অনুযায়ী তিন বাহিনীর প্রধানকে নিয়োগ দেবেন । এছাড়া তিনি অন্যান্য দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রির পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করবেন।<br>(৪) রাষ্ট্রপতি তার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের সুবিধার্থে রাষ্ট্রপতির একটি সচিবালয় থাকবে। | খেলাফত মজলিস |
| | | রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতির অধীনে শপথ গ্রহণ করবেন এই বিধান সংযুক্ত করতে হবে। | এনডিএম |
| | | নির্বাচন কমিশনসহ সব সাংবিধানিক কমিশনের প্রধানকে নিয়োগের ক্ষমতা সম্পূর্ণ রাষ্ট্রপতির অধীনে থাকবে। | গণঅধিকার পরিষদ (ফারুক) |
| | | রাষ্ট্রপতির অধীনে প্রতিরক্ষা, আইন প্রভৃতি মন্ত্রণালয় রাখতে হবে | গণঅধিকার পরিষদ (ফারুক) |
| **অনুচ্ছেদ ৪৯ (ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার)** | ৪৯। কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে-কোন দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মঞ্জুর করিবার এবং যে-কোন দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে। | সংবিধানের ৪৯ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে রাষ্ট্রপতি কোন দণ্ডিত ব্যক্তিকে ক্ষমা করতে চাইলে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের মতামত গ্রহণকে বাধ্যতামূলক করতে হবে তবে রাষ্ট্রপতি নিজ বিবেচনা বলেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন বলে বিধান রাখতে হবে। | এনডিএম |
| | | মৃত্যুদণ্ড ছাড়া যেকোনো দণ্ড রাষ্ট্রপতি মওকুফ বা ক্ষমা ঘোষণা করতে পারবেন। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিকে কেবলমাত্র বাদীপক্ষ মাফ করতে পারেন। বাদীপক্ষ মাফ না করলে আসামির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবে। | ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ |
| | | রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ক্ষমা প্রদর্শনের বিষয়টি অনুচ্ছেদ ৪৯ অনুযায়ী, একটি বিশেষ কমিটি দ্বারা সম্পন্ন হবে, যা Parole Board এর আদলে গঠিত হবে। এই কমিটিতে কমিশন, প্রধান বিচারপতি, এটর্নী জেনারেল, এবং সরকার ও বিরোধী দলের মনোনীত প্রতিনিধিরা অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। এই পদ্ধতিতে, ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতা নিশ্চিত করা হবে। | এবি পার্টি |
| | | রাষ্ট্রপতি দণ্ড মওকুফ বা ক্ষমা ঘোষণা করতে পারবেন। তবে এক্ষেত্রে সংসদের উচ্চ কক্ষের প্রস্তাব/পরামর্শ লাগবে। | ১. জাতীয় নাগরিক কমিটি<br>২. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ |
| | | ৪৯ । কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মঞ্জুর করিবার এবং যে কোন দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে। তবে এই অধিকার কেবল ঐ সব ক্ষেত্রে কার্যকর হইবে যে সব ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বনাম নাগরিক মামলায় রাষ্ট্র জয়লাভ করিবে। তবে কোন নাগরিককে হত্যার দায়ে উপযুক্ত নাগরিক কর্তৃক দায়েরকৃত মামলায় আদালত কর্তৃক কেউ দণ্ডিত হইলে ন্যায়ের দাবি পূরণার্থে রাষ্ট্রপতি এই অধিকার প্রয়োগ করিয়া নাগরিক অধিকার খর্ব করিবেন না। তবে তিনি নিয়মতান্ত্রিকভাবে বাদী কর্তৃক মার্জনার জন্য অনুরুদ্ধ হইলে কেবল সেই ক্ষেত্রেই তাহার মার্জনার অধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন । | খেলাফত মজলিস |
| | | নির্বাহী আদেশে কোন মামলা প্রত্যাহার করা যাইবে না এবং রাষ্ট্রপতি কারো সাজা মওকুফ করিতে পারিবেন না । | বাংলাদেশ লেবার পার্টি |

চতুর্থ ভাগ : নির্বাহী বিভাগ

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ ৫০ (রাষ্ট্রপতি-পদের মেয়াদ) | ৫০। (১) এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরের মেয়াদে তাঁহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, রাষ্ট্রপতির পদের মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার উত্তরাধিকারী-কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।<br>(২) একাদিক্রমে হউক বা না হউক-দুই মেয়াদের অধিক রাষ্ট্রপতির পদে কোন ব্যক্তি অধিষ্ঠিত থাকিবেন না।<br>(৩) স্পীকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে রাষ্ট্রপতি স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।<br>(৪) রাষ্ট্রপতি তাঁহার কার্যভারকালে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না, এবং কোন সংসদ-সদস্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইলে রাষ্ট্রপতিরূপে তাঁহার কার্যভার গ্রহণের দিনে সংসদে তাঁহার আসন শূন্য হইবে। | রাষ্ট্রপতির মেয়াদ হবে ৪ বছর | গণঅধিকার পরিষদ (নুর) |
| | | রাষ্ট্রপতি এবং উপ-রাষ্ট্রপতি পদের মেয়াদ হবে ৪ বছর। | জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি |
| | | রাষ্ট্রপতি/ উপ-রাষ্ট্রপতি পদে দুই মেয়াদের বেশি রাষ্ট্রপতি থাকা যাবে না। | ১. গণঅধিকার পরিষদ (নুর)<br>২. গণঅধিকার পরিষদ (ফারুক)<br>৩. জাতীয় পার্টি (কাজী জাফর) |
| | | দুইবারের বেশি কেউ রাষ্ট্রপতি হতে পারবেন না। একজন রাষ্ট্রপতি পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী পদে নির্বাচন করতে পারবে না । | ১. জাতীয় নাগরিক কমিটি<br>২. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ |
| অনুচ্ছেদ ৫২ (রাষ্ট্রপতির অভিশংসন) | | এই সংবিধান লংঘন বা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসিত করা যাইতে পারিবে; ইহার জন্য সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের স্বাক্ষরে অনুরূপ অভিযোগের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া একটি প্রস্তাবের নোটিশ স্পীকারের নিকট প্রদান করিতে হইবে; স্পীকারের নিকট অনুরূপ নোটিশ প্রদানের দিন হইতে চৌদ্দ দিনের পূর্বে বা ত্রিশ দিনের পর এই প্রস্তাব আলোচিত হইতে পারিবে। না; এবং সংসদ অধিবেশনরত না থাকিলে স্পীকার অবিলম্বে সংসদ আহবান করিবেন।... | বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী |
| অনুচ্ছেদ ৫৩ (ক) (উপ-রাষ্ট্রপতি)] (নতুনভাবে প্রস্তাবিত | | "নতুন একটি অনুচ্ছেদ (অনুচ্ছেদ ৫৩ (ক) সংযোজনের মাধ্যমে উপ-রাষ্ট্রপতির পদ সৃষ্টি করা যেতে পারে। সম্ভাব্য রূপরেখা<br>১. যোগ্যতা, নির্বাচন, পদের মেয়াদ ও অভিশংসন; রাষ্ট্রপতি পদের অনুরুপ<br>২. ক্ষমতা: (১) রাষ্ট্রপতির পদ শূণ্য হইলে কিংবা রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে; (২) সংসদের উচ্চ কক্ষের স্পীকার হিসেবে দায়িত্ব পালন। (ক্রমিক নং ২৮ এ উচ্চ কক্ষ প্রতিষ্ঠার বিধঅন প্রস্তাব করা হয়েছে।)" | বিএনপি |
| অনুচ্ছেদ ৫৪ (অনুপস্থিতি প্রভৃতির-কালে রাষ্ট্রপতি পদে স্পীকার) | ৫৪। রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে ক্ষেত্রমত রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত কিংবা রাষ্ট্রপতি পুনরায় স্বীয় কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত স্পীকার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করিবেন। | বিদ্যমান ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির পদ শূণ্য হইলে কিংবা রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, স্পীকার রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।-- অত্র অনুচ্ছেদে স্পীকারকে প্রদত্ত ক্ষমতা উপ-রাষ্ট্রপতির উপর ন্যাস্ত হবে | বিএনপি |
| | | রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে উপ-রাষ্ট্রপতি বা প্রধান বিচারপতি বা ন্যায়পাল তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে বিবেচিত হবেন। | গণঅধিকার পরিষদ (নুর) |
| | "২য় পরিচ্ছেদ:<br>প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা" | | |

চতুর্থ ভাগ : নির্বাহী বিভাগ

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ ৫৫ (মন্ত্রীসভা)** | ৫৫। (১) প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি মন্ত্রিসভা থাকিবে এবং প্রধানমন্ত্রী ও সময়ে সময়ে তিনি যেরূপ স্থির করিবেন, সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী লইয়া এই মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে।<br>(২) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা তাঁহার কর্তৃত্বে এই সংবিধান-অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হইবে।<br>(৩) মন্ত্রিসভা যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী থাকিবেন।<br>(৪) সরকারের সকল নির্বাহী ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতির নামে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা হইবে।<br>(৫) রাষ্ট্রপতির নামে প্রণীত আদেশসমূহ ও অন্যান্য চুক্তিপত্র কিরূপে সত্যায়িত বা প্রমাণীকৃত হইবে, রাষ্ট্রপতি তাহা বিধিসমূহ-দ্বারা নির্ধারণ করিবেন এবং অনুরূপভাবে সত্যায়িত বা প্রমাণীকৃত কোন আদেশ বা চুক্তিপত্র যথাযথভাবে প্রণীত বা সম্পাদিত হয় নাই বলিয়া তাহার বৈধতা সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।<br>(৬) রাষ্ট্রপতি সরকারী কার্যাবলী বন্টন ও পরিচালনার জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন করিবেন। | রাষ্ট্রপতি সংসদের উভয়কক্ষের যৌথসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের আস্থাভাজনকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেবেন। এছাড়া আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে মনোনীত ব্যক্তিকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দেবেন। অন্যান্য সাংবিধানিক পদেও আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিয়োগ দেবেন। | ১. জাতীয় নাগরিক কমিটি<br>২. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ |
| | | সংবিধানের ৫৫ (১) (২) (৫) ক্ষমতার ভারসাম্য বিনষ্ট হয়েছে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জন্য সংস্কার করিতে হইবে | গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য |
| | | প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা কমাতে হবে | গণঅধিকার পরিষদ (ফারুক) |
| | | সংবিধানের ৫৫ (২) অনুচ্ছেদ সংশোধন করে প্রধানমন্ত্রীর নির্বাহী ক্ষমতা নির্দিষ্ট করতে হবে। | এনডিএম |
| | | রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতার ভারসাম্য তৈরি করতে হবে/রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার বিধান যুক্ত করা। /রাষ্ট্রপ্রধান, সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভার ক্ষমতার ভারসাম্য আনয়ন। | ১. গণসংহতি আন্দোলন<br>২. বাংলাদেশ বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ<br>৩. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি<br>৪. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)<br>৫. জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট<br>৬. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ<br>৭. গণঅধিকার পরিষদ (নুর)<br>৮. জাতীয় পার্টি (কাজী জাফর)<br>৯. প্রগতিশীল গ্রিন পার্টি |
| | | জাতীয় সংসদের স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার একই দলের হইতে পারিবেন না। সংসদের পাবলিক একাউন্টস সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির প্রধানের পদ জাতীয় সংসদের বিরোধী দলের নেতার জন্য সংরক্ষিত থাকিবে । | বাংলাদেশ লেবার পার্টি |
| | | "(১) প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি মন্ত্রিসভা থাকিবে এবং প্রধানমন্ত্রী ও সময়ে সময়ে তিনি যেরূপ স্থির করিবেন, সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী লইয়া এই মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে।<br>(২) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা তাঁহার কর্তৃত্বে এই সংবিধান অনুযায়ী জনগণতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হইবে।<br>(৩) মন্ত্রিসভা যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী থাকিবেন।<br>(৪) সরকারের সকল নির্বাহী ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতির নামে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা হইবে।" | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন |
| | | "প্রধানমন্ত্রি ও তার মন্ত্রিসভা বিষয়ে বর্তমান অনুচ্ছেদসমুহ নিম্নোক্তরূপে পুনর্লিখিত হবেঃ অনুচ্ছেদ ৫৫. প্রধানমন্ত্রিঃ জাতীয় সংসদের অধিকাংশ সদস্যের আস্থাভাজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রি হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হবেন ।<br>৫৬.কার্যকালঃ তিনি পরপর দু'মেয়াদের বেশী প্রধানমন্ত্রি থাকবেন না ।<br>৫৭. প্রধানমন্ত্রি রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন। তার কাজের জন্য জাতীয় সংসদে দায়ী থাকবেন ।<br>৫৮. তিনি তার দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে একটি মন্ত্রিসভা নিয়োগ দেবেন । নির্বাচিত সংসদ সদস্যেও বাইর থেকে মন্ত্রিসভার এক পঞ্চমাংশ সংখ্যক মন্ত্রি নিয়োগ দিতে পারবেন। তবে মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহনের পূর্বে জাতীয় সংসদে মন্ত্রিসভার প্রতি ব্যক্তিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে আস্থাভোট লাভ করতে হবে। কোন মন্ত্রির দায়িত্বপালন সম্পর্কে যদি জাতীয় সংসদে প্রশ্ন বা আপত্তি উঠে তাহলে তিনি স্বল্পতম সময়ের মধ্যে তার ব্যাখ্যা দান করবেন। সংসদ যদি তার ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট না হয় তাহলে তিনি তার পদ থেকে পদত্যাগ করবেন। | খেলাফত মজলিস |

| চতুর্থ ভাগ : নির্বাহী বিভাগ | | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবক দলের নাম** |
| **অনুচ্ছেদ ৫৬ (মন্ত্রীগণ)** | ৫৬। (১) একজন প্রধানমন্ত্রী থাকিবেন এবং প্রধানমন্ত্রী যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রী থাকিবেন।<br>(২) প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রীদিগকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দান করিবেন:<br>তবে শর্ত থাকে যে, তাঁহাদের সংখ্যার অন্যূন নয়-দশমাংশ সংসদ-সদস্যগণের মধ্য হইতে নিযুক্ত হইবেন এবং অনধিক এক-দশমাংশ সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে মনোনীত হইতে পারিবেন।<br>(৩) যে সংসদ-সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন বলিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হইবেন, রাষ্ট্রপতি তাঁহাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করিবেন।<br>(৪) সংসদ ভাংগিয়া যাওয়া এবং সংসদ-সদস্যদের অব্যবহিত পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্যবর্তীকালে এই অনুচ্ছেদের (২) বা (৩) দফার অধীন নিয়োগ দানের প্রয়োজন দেখা দিলে সংসদ ভাংগিয়া যাইবার অব্যবহিত পূর্বে যাঁহারা সংসদ-সদস্য ছিলেন, এই দফার উদ্দেশ্যসাধনকল্পে তাঁহারা সদস্যরূপে বহাল রহিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন। | সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের (৩) দফা অনুসারে কেবল প্রধানমন্ত্রী ও ৯৫ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুসারে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত রাষ্টপতি তাঁহার অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে আদৌ কোন পরামর্শদান করিয়াছেন কি না এবং করিয়া থাকিলে কি পরামর্শ দান করিয়াছেন, কোন আদালত সেই সম্পর্কে কোন প্রশ্নের তদন্ত করিতে পারিবেন না।-- এ অনুচ্ছেদের সংস্কার জরুরি | গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য |
| | | (১) একজন প্রধানমন্ত্রী থাকিবেন এবং প্রধানমন্ত্রী যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রী থাকিবেন।<br>(২) প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রীদিগকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দান করিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, তাঁহাদের সংখ্যার অন্যূন নয়-দশমাংশ সংসদ সদস্যগণের মধ্য হইতে নিযুক্ত হইবেন এবং অনধিক এক দশমাংশ সংসদ সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে মনোনীত হইতে পারিবেন।<br>(৩) যে সংসদ সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন বলিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হইবেন, রাষ্ট্রপতি তাঁহাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করিবেন। | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন |
| | | উপ-প্রধানমন্ত্রী পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে অনুচ্ছেদ ৫৬ এর দফা (১) ও (২)-এ তে প্রযোজ্য স্থানে 'মন্ত্রী' শব্দের পূর্বে 'উপ-প্রধানমন্ত্রী' শব্দ সংযোজিত হইবে। | বিএনপি |
| | | অত্র অনুচ্ছেদের দফা (৩) এ এরূপ শর্তাংশ সংযোজন করা যেতে পারে: 'তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তি পর পর দুইবারের অধিক প্রধামন্ত্রী পদে নিয়াগ লাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না' | বিএনপি |
| | | প্রধানমন্ত্রী হবেন সংসদ নেতা এবং উপপ্রধানমন্ত্রী হবেন সংসদ উপনেতা। তাদের দায়িত্ব, কার্যাবলি, যোগ্যতা, অপসারণ, অভিশংসনসহ অন্যান্য বিধানাবলি আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। | গণঅধিকার পরিষদ (নুর) |
| | | ৫৬. (৩ক) হিসাবে নিম্নোক্ত নতুন ধারাটি যুক্ত হবে-"তবে শর্ত থাকে যে তিনি ইতোপূর্বে দুই মেয়াদকাল প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন নাই।" | বাংলাদেশের কমিনিউস্ট পার্টি |
| **অনুচ্ছেদ ৫৭ (প্রধানমন্ত্রীর পদের মেয়াদ)** | ৫৭। (১) প্রধানমন্ত্রীর পদ শূন্য হইবে, যদি-<br>(ক) তিনি কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট পদত্যাগপত্র প্রদান করেন; অথবা<br>(খ) তিনি সংসদ-সদস্য না থাকেন।<br>(২) সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন হারাইলে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করিবেন কিংবা সংসদ ভাংগিয়া দিবার জন্য লিখিতভাবে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শদান করিবেন এবং তিনি অনুরূপ পরামর্শদান করিলে রাষ্ট্রপতি, অন্য কোন সংসদ-সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন নহেন এই মর্মে সন্তুষ্ট হইলে, সংসদ ভাংগিয়া দিবেন।<br>(৩) প্রধানমন্ত্রীর উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীকে স্বীয় পদে বহাল থাকিতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই অযোগ্য করিবে না। | প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ হবে ৪ বছর | ১. গণঅধিকার পরিষদ (নুর)<br>২. প্রগতিশীল গ্রিন পার্টি |
| | | ২য় পরিচ্ছেদ- প্রধানমন্ত্রী, ও মন্ত্রী সভা. অনুচ্ছেদ: ৫৭ এর (১) (২) ও (৩) দফার সাথে আরো দফা সংযুক্ত করত: ১ (এক) জন ব্যক্তি ২ (দুই) বারের বেশি প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না, মর্মে সংবিধানে বিধান যুক্ত করতে হবে। | বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) |

চতুর্থ ভাগ : নির্বাহী বিভাগ

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
|---|---|---|---|
| | | রাষ্ট্রপতি/ প্রধানমন্ত্রী/ সংসদ সদস্য পদে একই ব্যক্তি পর পর দুই মেয়াদের বেশী দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন না । অথবা রাষ্ট্রপতি/ প্রধানমন্ত্রী/ মন্ত্রী/ এমপি কেউই দুইবারের বেশি নির্বাচিত হতে পারবে না এমন বিধান যুক্ত করা। | ১. গণসংহতি আন্দোলন<br>২. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি<br>৩. জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট<br>৪. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ<br>৫. বাংলাদেশ লেবার পার্টি<br>৬.গণঅধিকার পরিষদ(ফারুক)<br>৭. জাতীয় পার্টি (কাজী জাফর)<br>৮. প্রগতিশীল গ্রিন পার্টি |
| | | দলীয় প্রধান ও সংসদ নেতা এক ব্যক্তি হতে পারবেন না এই মর্মে বিধান যুক্ত করতে হবে/ প্রধানমন্ত্রী, সংসদ নেতা ও রাজনৈতিক দলের প্রধান ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি হবেন | ১. গণসংহতি আন্দোলন<br>২. জাতীয় নাগরিক কমিটি<br>৩. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ<br>৪. বাংলাদেশ লেবার পার্টি<br>৫. জাতীয় পার্টি (কাজী জাফর) |
| | | প্রধানমন্ত্রী দলীয় কোন পদে থাকতে পারবেন না। দলীয় যেকোন স্তরে সদস্য থাকতে পারবেন। মন্ত্রী পরিষদের কোন সদস্য দলের কোন স্থরে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক বা মহাসচিব পদে থাকতে পারবেন না । | নাগরিক ঐক্য |
| | | জীবনে দুইবারের বেশি কেউ প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না এবং প্রধানমন্ত্রী হবার পর রাষ্ট্রের আর কোনো পদেই তিনি আসীন হবেন না। কোম্পানি বা ব্যবসায়ী উদ্যোগের ক্ষেত্রেও বিধি-নিষেধ থাকবে। প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় সকল সম্পদ এবং সম্পত্তি স্টেট ব্যাংকের অধীনে চলে যাবে। | ১. জাতীয় নাগরিক কমিটি<br>২. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ |
| | | কোনো আদালতই প্রধানমন্ত্রীকে অপসারণে রায় ঘোষণা করতে পারবেন না। কেবল সংসদ কর্তৃক আস্থাভোটই হবে তাকে অপসারণের বৈধ উপায় । | ১. জাতীয় নাগরিক কমিটি<br>২. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ |
| | | প্রধানমন্ত্রীকে অপসারন বা ইমপিচমেন্টের ব্যবস্থা রেখে সংবিধানের ৫৭ অনুচ্ছেদ সংস্কার করা | "১. বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)<br>২. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ" |
| | | "(১) প্রধানমন্ত্রীর পদ শূন্য হইবে, যদি<br>(ক) তিনি কোনো সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট পদত্যাগপত্র প্রদান করেন; অথবা<br>(খ) তিনি সংসদ সদস্য না থাকেন।<br>(২) সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন হারাইলে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করিবেন। পদত্যাগকারী সংসদ সদস্য বাদে যে সংসদ সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন বলিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হইবেন, রাষ্ট্রপতি তাঁহাকে নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করিবেন। রাষ্ট্রপতি, অন্য কোনো সংসদ সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন নহেন এই মর্মে সন্তুষ্ট হইলে, সংসদ ভাঙ্গিয়া দিবেন।<br>(৩) প্রধানমন্ত্রীর উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীকে স্বীয় পদে বহাল থাকিতে \| এই অনুচ্ছেদের কোনকিছুই অযোগ্য করিবে না।" | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন |

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
|---|---|---|---|
| "[অনুচ্ছেদ ৫৮ক (পরিচ্ছেদের প্রয়োগ)] (বর্তমানে বিলুপ্ত অনুচ্ছেদ) ২ক পরিচ্ছেদ-- নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার: অনুচ্ছেদ ৫৮খ হইতে ৫৮ঙ (বর্তমানে বিলুপ্ত পরিচ্ছেদ)" | | ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যম সংযোজিত অত্র অনুচ্ছেদটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্বরত অবস্থায় সংবিধানে বর্ণিত প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভা সংক্রান্ত বিধানসমূহের কার্যকারিতা স্থগিত করেছে।---পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধমে অত্র অনুচ্ছেদটি বিলুপ্ত করা হয়েছে। অত্র অনুচ্ছেদটি পুনর্বহাল করতে হবে | বিএনপি |
| | | জাতীয় নির্বাচন পরিচালনার জন্য একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। প্রেসিডেন্টকে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার জন্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় (যেমন, জাতিসংঘ) থেকে সহায়তা চাওয়ার ক্ষমতা দেওয়ার জন্য একটি প্রস্তাব থাকা উচিত। | বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী |

চতুর্থ ভাগ : নির্বাহী বিভাগ

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
|---|---|---|---|
| | | নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান করতে হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে স্বাধীন, ন্যায্য ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনের জন্য একটি সুস্পষ্ট ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। | জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট |
| | | তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ হবে দুই বছর | বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ |
| | | "ত্রয়োদশ সংশোধনীতে সংযোজিত অত্র পরিচ্ছেদটির মাধ্যমে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। পরবর্তীকালে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র পরিচ্ছেদটি বিলুপ্ত করা হয়েছে।--- অত্র পরিচ্ছেদটি (অনুচ্ছেদ ৫৮খ হইতে ৫৮ঙ পুনর্বহাল করতে হবে। / অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, অংশগ্রহণমূলক এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করতে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিল করে নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। | "১. বিএনপি।<br>২. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)<br>৩. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি)<br>৪. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ<br>৫. জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট<br>৬. বাংলাদেশ লেবার পার্টি<br>৭. গণঅধিকার পরিষদ (নুর)<br>৮. গণঅধিকার পরিষদ (ফারুক)<br>৯. নাগরিক ঐক্য<br>১০. জাতীয় পার্টি (কাজী জাফর)" |
| | | জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলসমূহের ঐক্যমতের ভিত্তিতে নির্বাচন কালীন সরকার গঠন হবে। | গণঅধিকার পরিষদ (নুর) |
| | | বাংলাদেশের বিগত দিনে অনুষ্ঠিত ১২টি নির্বাচনের অভিজ্ঞতার আলোকে একটি অবাধ, সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের স্বার্থে নির্বাচনকালীন তদারকি সরকার বা তত্ত্বাবধায়ক সকরারের ব্যবস্থা এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার ৩ মাসের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করবে এমন বিধান সংবিধানে যুক্ত করা। | বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল- বাসদ |
| | | সরকারের মেয়াদ শেষ হলে একটি নিরপেক্ষ অ- দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হবে যাতে সুষ্ঠ ও মুক্ত নির্বাচন নিশ্চিত করা যায়। রাষ্ট্রপতি প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে পরামর্শ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করবেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষমতা সীমিত থাকবে, যা শুধুমাত্র নির্বাচন সম্পর্কিত কার্যক্রম এবং জনশৃঙ্খলা রক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, যাতে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কোনো প্রকার প্রভাব বা পক্ষপাতিত্ব না হয়। | বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি) |
| | | বাংলাদেশে ভোটাধিকার ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় এবং নির্বাচন প্রক্রিয়াকে অংশগ্রহণমূলক, স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য করার লক্ষ্যে 'নির্বাচনকালীন অর্ন্তবর্তী সরকারে'র সাংবিধানিক কাঠামো প্রবর্তন। এক্ষেত্রে সংসদের উচ্চকক্ষ থেকে 'নির্বাচনকালীন অন্তবর্তী সরকার' গঠনের প্রস্তাব বিবেচনা করা যেতে পারে। | গণসংহতি আন্দোলন |
| | | রাষ্ট্রকে সরকারের নির্বাহী বিভাগের হস্তক্ষেপের বাইরে আনা গেলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার আর প্রয়োজন হয় না। তবে আগামী দুই নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হতে পারে | জাতীয় নাগরিক কমিটি |
| | | সংসদ নির্বাচনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করিতে নির্বাচনকালীন সময়ে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালন করিবেন। নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার এক সপ্তাহের মধ্যে সংসদ ভাঙিয়া যাইবে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করিবেন। নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পূর্বে সরকার দলীয় প্রধান, বিরোধী দলীয় প্রধান ও প্রধান বিচারপ্রতি এই তিনজন মিলিত হইয়া একজন তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান নির্বাচিত করিবেন। যদি এই তিনজনের কমিটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান বিষয়ে ঐক্যমত্যে পৌঁছাইতে ব্যর্থ হয় তখন সেই সময়ের অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হইবেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিপরিষদকে নিয়োগ প্রদান করিবেন, এবং তাহাদের সহযোগিতায় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার পরিচালনা করিবেন এবং নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচন। পরিচালনায় সহায়তা করিবেন। নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার এক দিনের মধ্যে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী শপথ গ্রহণ করিবেন এবং সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণ করিবেন। | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন |
| | | ভোটাধিকার নিশ্চিত অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির গুণগত উত্তরণ না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচনকালীন দল নিরপেক্ষ তদারকি সরকার ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে। | বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি |
| | | জাতীয় সংসদের "উচ্চকক্ষ" থেকে নির্বাচিত নির্দলীয় বা অদলীয় সদস্যের মধ্য থেকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকালীন সরকার গঠন করবেন। | জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি |
| | | নির্বাচনকালীন সরকারের মেয়াদ হবে ৪ মাস। | গণঅধিকার পরিষদ (নুর) |

চতুর্থ ভাগ : নির্বাহী বিভাগ

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
|---|---|---|---|
| | | নির্বাচনকালীন সরকার'-এর অধীনে জাতীয় সংসদ, প্রাদেশিক পরিষদ, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি করপোরেশনসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। | জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি |
| | | ২ক পরিষদ হিসাবে ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধমে যে অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত হয়েছিল এর স্থলে নির্বাচনকালীন নির্দলীয় তদারকি সরকার লেখা ও তার কাজ সনির্দিষ্ট করা সংশোধনীসহ পুনরায় স্থাপিত হইবে। | বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি |
| | | ৫৮(১): নির্বাচনকালীন সরকারঃ অবসান বা অন্য কোন কারণে সংসদ ভেঙ্গে গেলে পরবর্তী ৯০ দিনের জন্য একটি নির্দলীয় সরকার গঠিত হবে। নির্দলীয় সরকারের প্রধান হবেন একজন জাতীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি সরকারী দল ও বিরোধী দলের ঐক্যমতে নিয়োগ প্রাপ্ত হবেন । তিনি প্রধান উপদেষ্টা নামে পরিচিত হবেন । তিনি একটি ছোট উপদেষ্টা পরিষদের মাধ্যমে রাষ্ট্রের রুটিন কাজ করবেন এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিত করবেন। | খেলাফত মজলিস |
| | | তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল | বাংলাদেশ মুসলিম লীগ |
| | "৩য় পরিচ্ছেদ<br>স্থানীয় শাসন" | | |
| অনুচ্ছেদ ৫৯ (স্থানীয় শাসন) | "৫৯। (১) আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক এককাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে।<br>(২) এই সংবিধান ও অন্য কোন আইন-সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা যেরূপ নির্দিষ্ট করিবেন, এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লিখিত অনুরূপ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান যথোপযুক্ত প্রশাসনিক এককাংশের মধ্যে সেইরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন এবং অনুরূপ আইনে নিম্নলিখিত বিষয় সংক্রান্ত দায়িত্ব অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবে:<br>(ক) প্রশাসন ও সরকারী কর্মচারীদের কার্য;<br>(খ) জনশৃংখলা রক্ষা;<br>(গ) জনসাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন-সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।" | উক্ত অনুচ্ছেদ সমূহের কিছু সংশোধনী/সংযোজনী পরবর্তীতে প্রস্তাব করা হবে। | বিএনপি |
| | | বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৯ এবং ৬০ অনুচ্ছেদে স্থানীয় সরকার কিভাবে গঠিত হবে এবং স্থানীয় সরকারের কাজের পরিধি সম্পর্কে বলা হয়েছে, কিন্তু কোথাও বলা নাই যে, জন-সেবা এবং জন-প্রশাসন সম্পর্কিত সমস্ত কর্মকান্ড একমাত্র স্থানীয় সরকার দ্বারাই পরিচালিত হবে এবং (একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে) স্থানীয় সরকারের হাতে সমস্ত ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। | নাগরিক ঐক্য |
| | | ৫৯ ১. "... স্থানীয় শাসনের" পরে 'পরিপূর্ণ' শব্দটি যুক্ত হবে। 'স্থানীয় সরকার' হতে পারে। | বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি |
| | | স্বশাসিত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। | জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি |
| | | উপজেলা ব্যবস্থাকে' নির্বাচিত ও কার্যকর 'স্ব-শাসিত স্থানীয় সরকার' ব্যবস্থায় রূপ দিতে হবে। | জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি |
| | | উচ্চকক্ষে উপজেলা ও মেট্রোপলিটন গভর্নমেন্টের প্রতিনিধিত্ব থাকবে। | জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি |
| | | মহানগর 'মেট্রোপলিটন গভর্নমেন্ট' ব্যবস্থা থাকবে। 'মেট্রোপলিটন গভর্নমেন্ট' কেন্দ্রীয় ফেডারেল সরকারের অধীনে থাকবে। | জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি |
| | | নির্বাচিত উপজেলা পরিষদ এবং মহানগর 'মেট্রোপলিটন গভর্নমেন্টে' শ্রম-কর্ম-পেশার জনগণের প্রতিনিধিত্ব থাকবে। | জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি |
| | | সংবিধানে ঘোষিত স্থানীয় শাসনকে স্থানীয় সরকার হিসাবে অভিহিত করা। স্থানীয় সরকার যেন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে সেজন্য সংবিধানের ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করা। সংসদ সদস্যদের স্থানীয় সরকারের কর্মকাণ্ডের উপর সকল ধরনের হস্তক্ষেপ বন্ধ করার বিধান যুক্ত করা। | "১. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)<br>২. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ" |
| | | কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ দ্বারা স্থানীয় সরকারকে আরও বেশি ক্ষমতা, সম্পদ এবং দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। | জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট |
| | | স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলীয় প্রতীক না থাকার বিধান রাখতে হবে | জাতীয় পার্টি (কাজী জাফর) |
| | | কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই সুনির্দিষ্ট আর্থিক সীমা পর্যন্ত জনহিতকর কর্মপরিধি সম্পাদনে স্থানীয় সরকারকে ক্ষমতা প্রদান করতে হবে। | এনডিএম |

| | চতুর্থ ভাগ : নির্বাহী বিভাগ | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
| | | স্থানীয় শাসনের বদলে শক্তিশালী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা। স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিকে নাগরিকরা ৩০% অনাস্থায় ভোটে প্রত্যাহার করতে পারবে। পুলিশ বা অন্যান্য নিরাপত্তা রক্ষীর দায়িত্ব স্থানীয় সরকারের কাছে থাকবে। উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের দায়িত্ব ও ক্ষমতা স্থানীয় সরকারের হাতে থাকবে। উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব স্থানীয় সরকারের উপর একক বা সমন্বিতভাবে থাকবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নাগরিক সেবা এবং বাজেট প্রণয়ন, কর সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ক্ষমতা স্থানীয় সরকারের হাতে নিশ্চিত করতে হবে। উত্তোলিত কর স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় সরকারের ভেতরে বন্টনের সুনির্দিষ্ট আইন তৈরি করতে হবে। | গণসংহতি আন্দোলন |
| | | "স্থানীয় সরকার:<br>(১) রাষ্ট্রের সেবা এবং জবাবদিহিতা জনমানুষের কাছাকাছি লইয়া আসিবার জন্যে স্বশাসিত এবং \| স্বচ্ছল স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করিতে হইবে। স্থানীয় সরকারই হইবে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। কেন্দ্রের কোনরকম হস্তক্ষেপ ব্যতীত স্বাধীনভাবে স্থানীয় সরকার তার কর্মকাণ্ড পরিচালনা করিবে।<br>(২) প্রতিটি জেলাতে জেলা সরকার হইবে স্থানীয় সরকারের সর্বোচ্চ অংশ কেন্দ্রের সাথে যাহার কোনো জবাবদিহিতার বন্দোবস্ত থাকিবে না। জেলা সরকার ছাড়াও জেলাতে উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদ থাকিবে।<br>(৩) জেলা সরকার, উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত হইবে। রাষ্ট্রীয় কাজ সম্পাদনের ক্ষমতা এবং দায়িত্ব এই তিন স্তরের ভিতর ভাগ করিয়া দেয়া হইবে। নির্বাচিত সরকার জেলার সার্বিক কার্যক্রম পরিকল্পনা, পরিচালনা এবং তদারকি করিবে।<br>(৪) স্থানীয় সরকারের প্রতিটি ধাপের প্রশাসনিক কার্য সম্পাদনের জন্য জেলাভিত্তিক প্রশাসনিক ক্যাডার গড়ে তোলা হইবে। প্রাথমিক পর্যায়ে কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ক্যাডারদের পুনর্নিয়োগ দিয়ে জেলা ক্যাডার গঠন করা হইবে।<br>(৫) প্রতিবছর কেন্দ্রীয় বাজেট প্রক্রিয়ার শুরুতে রাষ্ট্রীয় আয়ের হিসাব নিয়ে ন্যূনতম তিরিশ ভাগ হইতে পঞ্চাশ ভাগ পর্যন্ত আয় স্থানীয় সরকারের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হইবে। এই বন্টন এর হিসাব নির্ভর করিবে জেলার জনসংখ্যা, সামাজিক ন্যায়বিচারের ভাবনা ও জেলার বাজেট ব্যবহারের দক্ষতার মাপকাঠিতে।<br>(৬) পুলিশ প্রশাসন স্থানীয় সরকারের কাছেই কেবল জবাবদিহি করবে।<br>(৭) প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, অর্থ, পরিকল্পনা ও বৃহৎ অবকাঠামো ব্যতিত সকল মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত হইবে।" | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন |
| | | ৫৯ঃ স্থানীয় শাসন—<br>২) কার্যাবলী ও দায়িত্ব<br>ক) স্থানীয় প্রশাসন পরিচালনা<br>খ) জনশৃঙ্খলা রক্ষা;<br>গ) অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন<br>ঘ) জনগণের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় তত্ত্বাবধান<br>ঙ) প্রাথমিক শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষার তত্ত্বাবধান<br>চ) বাজেট প্রণয়ন ও স্থানীয় কর ধার্যকরন।<br>ছ) পরিবেশ সংরক্ষণ | খেলাফত আন্দোলন |
| | | স্থানীয় শাসন নয়, আইনসভার প্রভাবমুক্ত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রয়োজন। দলীয় প্রতীকে নির্বাচন আয়োজন বন্ধ করতে হবে। সংসদ সদস্যরা স্রেফ আইন প্রণয়ন করবেন। স্থানীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা করবেন। সকল স্থানীয় নির্বাচনে অনূর্ধ্ব ৩০ বছর বয়সীদের জন্য নতুন পদ সৃষ্টি করে তাদেরকে নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। | জাতীয় নাগরিক কমিটি |
| অনুচ্ছেদ ৬০ (স্থানীয় শাসন-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা) | "৬০। এই সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীকে পূর্ণ কার্যকরতাদানের উদ্দেশ্যে সংসদ আইনের দ্বারা উক্ত অনুচ্ছেদে উল্লিখিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করিবার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করিবেন।]<br><br>" | "৬০. অনুচ্ছেদে "স্থানীয় প্রয়োজনে" শব্দগুলোর পর "জাতীয় বাজেটের সংবিধিবদ্ধভাবে নির্দিষ্টকৃত একটি অংশ বরাদ্দ করিবে এবং এই সব সংস্থাকে স্থানীয়ভাবে অবস্থা অনযায়ী"-এই শব্দগুলো যুক্ত হবে।<br>" | বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি |
| | | "স্থানীয় সরকার-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা:<br>এই সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীকে পূর্ণ কার্যকারিতা দানের উদ্দেশ্যে সংসদ আইনের দ্বারা উক্ত অনুচ্ছেদে উল্লিখিত স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করিবার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করিবেন।" | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন |
| | "৪র্থ পরিচ্ছেদ<br>প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগ" | | |

| | চতুর্থ ভাগ : নির্বাহী বিভাগ | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবক দলের নাম** |
| **অনুচ্ছেদ ৬১ (সর্বাধিনায়কতা)** | ৩২ [৬১। বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহের সর্বাধিনায়কতা রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত হইবে এবং আইনের দ্বারা তাহার প্রয়োগ নিয়ন্ত্রিত হইবে] | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদটি সংশোধন করা হয়েছে।--পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতেহবে। (তত্ত্বাবধায়ক সরকার পূনর্বহাল এর সাথে সম্পর্কিত)। | বিএনপি |
| | | সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল করতে হবে। পঞ্চদশ সংশোধনী রাখা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, ৯০ এর গণঅভ্যুত্থান ও ২৪ শে জুলাই-আগস্টের বিপ্লবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিলে বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়েছে। মৌলিক অধিকার ধ্বংস করা হয়েছে। পঞ্চদশ সংশোধনী অসাংবিধানিক ঘোষণা করতে হবে। | ১২ দলীয় জোট |
| **অনুচ্ছেদ ৬২** | ৬২। (১) সংসদ আইনের দ্বারা নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ নিয়ন্ত্রণ করিবেন:<br>(ক) বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহ ও উক্ত কর্মবিভাগসমূহের সংরক্ষিত অংশসমূহ গঠন ও রক্ষণাবেক্ষণ;<br>(খ) উক্ত কর্মবিভাগসমূহে কমিশন মঞ্জুরী;<br>(গ) প্রতিরক্ষা-বাহিনীসমূহের প্রধানদের নিয়োগদান ও তাঁহাদের বেতন ও ভাতা-নির্ধারণ; এবং<br>(ঘ) উক্ত কর্মবিভাগসমূহ ও সংরক্ষিত অংশসমূহ-সংক্রান্ত শৃঙ্খলামূলক ও অন্যান্য বিষয়।<br>(২) সংসদ আইনের দ্বারা এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় বর্ণিত বিষয়সমূহের জন্য বিধান না করা পর্যন্ত অনুরূপ যে সকল বিষয় প্রচলিত আইনের অধীন নহে, রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা সেই সকল বিষয়ের জন্য বিধান করিতে পারিবেন। | প্রধানমন্ত্রী প্রতিরক্ষা ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত বাহিনীগুলার রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের প্রধান হবেন। কোনো বাহিনীই সরাসরি তার অধীন থাকবে না। প্রতিরক্ষা বা স্বরাষ্ট্র কোন মন্ত্রণালয়ই প্রধানমন্ত্রী নিজে প্রধান হিসেবে থাকতে পারবে না। বাহিনীর 'চেইন অব কমান্ড' আইন ও বিধি দ্বারা সঙ্গত থাকবে। চেইন অব কমান্ডে হস্তক্ষেপ হবে অবৈধ। তবে যেকোনো কার্যের সঠিকতা সম্পর্কে জবাবদিহি থাকবে। | ১. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ<br>২. জাতীয় নাগরিক কমিটি" |
| | | ৬২(১) ’(ঙ) দেশের সকল সক্ষম নাগরিকদের কপক্ষে এক মেয়াদী সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে।' এ দফাটি সংযোজন করতে হবে। | খেলাফত মজলিস |
| | "৫ম পরিচ্ছেদ<br>অ্যাটর্নি-জেনারেল" | | |
| **অনুচ্ছেদ ৬৪ (এটর্নি জেনারেলের নিয়োগ)** | ৬৪। (১) সুপ্রীম কোর্টের বিচারক হইবার যোগ্য কোন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের অ্যাটর্নি-জেনারেল পদে নিয়োগদান করিবেন।<br>(২) অ্যাটর্নি-জেনারেল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত সকল দায়িত্ব পালন করিবেন।<br>(৩) অ্যাটর্নি-জেনারেলের দায়িত্বপালনের জন্য বাংলাদেশের সকল আদালতে তাঁহার বক্তব্য পেশ করিবার অধিকার থাকিবে।<br>(৪) রাষ্ট্রপতির সন্তোষানুযায়ী সময়সীমা পর্যন্ত অ্যাটর্নি-জেনারেল স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত পারিশ্রমিক লাভ করিবেন। | সাংবিধানিক পদ ও প্রতিষ্ঠানগুলো যেন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে সে জন্য সংবিধানের ৬৪ (এটর্নি জেনারেলের নিয়োগ) সংশ্লিষ্ট অংশ সংস্কার করা। | বাংলাদেশ বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ |
| | | এটর্নি জেনারেল নিয়োগের বিষয়াবলী সংস্কার প্রয়োজন | ১. বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)<br>২. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ |
| | | স্থায়ী এটর্নি সার্ভিস: Crown Procecution Service এর আদলে স্থায়ী এটর্নী সার্ভিস করতে হবে। | এবি পার্টি |
| | | "(১) সুপ্রীম কোর্টের বিচারক হইবার যোগ্য কোনো ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল পদে প্রস্তাব করিবেন। সংসদ গণশুনানির অনুষ্ঠান করিবেন এবং সংসদ তাহার উপর সন্তুষ্ট হইলে অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন।<br>(২) অ্যাটর্নি জেনারেল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত সকল দায়িত্ব পালন করিবেন।<br>(৩) অ্যাটর্নি জেনারেলের দায়িত্ব পালনের জন্য বাংলাদেশের সকল আদালতে তাঁহার বক্তব্য পেশ করিবার অধিকার থাকিবে।<br>(৪) রাষ্ট্রপতির সন্তোষানুযায়ী সময়সীমা পর্যন্ত অ্যাটর্নি জেনারেল স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত পারিশ্রমিক লাভ করিবেন।" | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন |

চতুর্থ ভাগ : নির্বাহী বিভাগ

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
|---|---|---|---|
| অন্যান্য প্রস্তাব | | প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার জবাবদিহিতা ও অভিসংশনের বিধান । | গণসংহতি আন্দোলন |
| | জাতীয় সরকার গঠন | "জাতীয় সংসদের সকল দলের সংসদ সদস্য নিয়ে একটি জাতীয় ঐকমত্য/ জাতীয় সরকার গঠন করতে হবে।<br>ক. প্রধান নির্বাহী হবেন প্রধানমন্ত্রী, সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থেকে।<br>খ. উপ-প্রধানমন্ত্রী হবেন নিকটতম সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থেকে।<br>গ. উপ-নির্বাচন (by-election)-এর পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট দলের মনোনীত প্রার্থী দ্বারা তা পূরণ করতে হবে।" | জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি |
| | সরকার ব্যবস্থা | "এক কেন্দ্রীক নয়, ফেডারেল পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা গঠন করতে হবে।<br>ক. রাষ্ট্রপতি থাকবেন রাষ্ট্রপ্রধান।<br>খ. একজন উপ-রাষ্ট্রপতি থাকবেন।<br>গ. সংসদীয় ব্যবস্থা থাকবে।<br>ঘ. প্রধানমন্ত্রী সরকার প্রধান এবং নির্বাহী প্রধান থাকবেন ।<br>ঙ. বাংলাদেশ কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত হবে ।<br>চ. জাতীয় প্রতিরক্ষা বিভাগ রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যাস্ত থাকবে।" | জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি |
| | | বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী শাসিত সরকার পদ্ধতি কার্যকর থাকবে, যা ওয়েস্ট মিনিস্টার গণতন্ত্র মডেলের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। | এবি পার্টি |
| | | নির্বাহী বিভাগ জাতীয় সংসদের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে জনগণের নিকট জবাবদিহিতা প্রদান করিবে এবং সরকারের সকল প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কাজে, জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, মতামত সংগ্রহ এবং মতমতের যথাযথ গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাহী বিভাগ, জনগণের নিকট দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করিবে। নির্বাহী বিভাগ বিচার বিভাগের প্রত্যাশা অনুসারে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানকে একান্ত কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবে। | বাংলাদেশ লেবার পার্টি |
| | | "রাষ্ট্রপতির কাছে যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে চলতি সংসদ জনগণের উপর নিপীড়ন চালাচ্ছে, রাষ্ট্রদ্রোহী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত রয়েছে বা জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে তাহলে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ছাড়াই সংসদ ভেঙ্গে দিতে পারবে এমন বিধান সংবিধানে সংযোজিত করতে হবে। তবে রাষ্ট্রপতির এই সিদ্ধান্তের প্রতি জনসমর্থন আছে কিনা সেটা যাচাই করার জন্য সংসদ ভেঙ্গে দেবার পূর্বে "" গণভোট” আয়োজনের বিধান রাখতে হবে। | এনডিএম |
| | জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠন | জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠন করতে হবে।<br>ক. রাষ্ট্রপতির অধীনে 'জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল' (NSC) গঠিত হবে।<br>খ. প্রধানমন্ত্রী, এবং বিরোধীদলীয় নেতা সদস্য থাকবেন ।<br>গ. প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সদস্য থাকবেন।<br>ঘ. তিন বাহিনী প্রধান (সেনা, নৌ ও বিমান) সদস্য থাকবেন ।<br>ঙ. পুলিশ ও বিজিবি এবং আনসার ও ভিডিপি প্রধানগণ সদস্য থাকবেন।<br>চ. জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের প্রধানগণ সদস্য থাকবেন ।<br>ছ. একজন সংবিধান বিশেষজ্ঞ সদস্য থাকবেন।<br>জ. একজন আইন বিশেষজ্ঞ সদস্য থাকবেন।<br>ঝ. আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সদস্য থাকবেন ।<br>ঞ. রাজনৈতিক প্রযুক্তিতে (Political Technology) দক্ষ/বিশেষজ্ঞ একজন সদস্য থাকবেন। | "১. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ<br>২. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি" |
| | সাংবিধানিক কমিশন গঠন | সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুলিশ কমিশন গঠন করতে হবে। | জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি |
| | | সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে শিক্ষা কমিশন গঠন করতে হবে। | জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি |
| | | সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন করতে হবে। | জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি |
| | | সংঘাত ও বৈরিতা নিরসনে ‘জাতীয় সমঝোতা ও জবাবদিহিতা কমিশন' (National Reconciliation and Accountibility Commission) গঠন করতে হবে। | জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি |
| | | সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্বাধীনভাবে অর্থাৎ নির্বাহী কর্তৃত্বের কর্তৃত্বমুক্ত থেকে তার কাযক্রম পরিচালনার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। | গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি |
| | | সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্বাহী বিভাগের কর্তৃত্বের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করার মাধ্যমে নির্বাহী কর্তৃত্বের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষমতা দিতে হবে। | গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি |
| | | নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, মানবাধিকার কমিশন ইত্যাদিকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করা এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সদস্যদেরও যোগ্যতার মানদণ্ড উপরোক্তভাবে নির্ধারণ এবং সুনির্দিষ্ট আইন ও তার বিধানাবলে সাংবিধানিক কমিশন গঠন করে ঐ কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগ দান করা। | বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ |

চতুর্থ ভাগ: নির্বাহী বিভাগ

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
|---|---|---|---|
| | | নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশনসহ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে সাংবিধানিক কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগ। একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেতা ও প্রধান বিচারপতি অথবা তাদের প্রতিনিধিদের দ্বারা এই কমিশন গঠিত হবে। | গণসংহতি আন্দোলন |
| | | সাংবিধানিক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী যেন একক কর্তৃত্ব ভোগ না করেন, সেই ব্যবস্থা করতে হবে। | ১. জাতীয় নাগরিক কমিটি<br>২. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ |
| | রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক কমিশন | কমিশন গঠনের উদ্দেশ্য :<br>ক. রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ।<br>খ. ক্ষমতাসীন দলের ইশতেহার পর্যালোচনা ।<br>গ. নির্বাচন কমিশনের সামগ্রিম নির্বাচনী কার্যক্রম প্রক্রিয়া নিরীক্ষণ ।<br>কমিশন যেভাবে গঠিত হবে :<br>সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত একজন সাবেক প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে ৫ সদস্য বিশিষ্ট রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক কমিটি গঠন করা হবে। কমিশন গঠনে সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে সততা, যোগ্যতা ও নিরপেক্ষতার মাপকাঠি বিবেচনা করা হবে ।<br>কমিশনের কার্যক্রম নিম্নরূপ:<br>ক. প্রত্যেক দলের গঠনতন্ত্র ও নেতা-কর্মীদের সামগ্রিক কার্যক্রম পর্যালোচনা করা। দলের মধ্যে যাতে দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী এবং সমাজবিরোধী লোক কোন পদ-পদবী না পায়, সেদিকে লক্ষ রাখা। প্রাথমিক পর্যায়ে দলকে সতর্ক করে দেওয়া। দল এ ব্যাপারে ব্যবস্থা না নিলে দলের নিবন্ধন বাতিলের জন্য নির্বাচন কমিশনে সুপারিশ করা ।<br>খ. নির্বাচিত সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার যাতে ফাঁকা বুলি ও বাস্তবতাবিবর্জিত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা । ঘোষিত ইশতেহারে বর্ণিত ওয়াদা-অঙ্গীকার ও কর্মসূচি কতটুকু বাস্তবায়ন হচ্ছে; প্রতি ছয় মাস পর পর রিপোর্ট পেশ করা। যৌক্তিক সময়ের মধ্যে ইশতেহারে বর্ণিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের সমন্বয় হচ্ছে কিনা তা পর্যালোচনা করা। যৌক্তিক সময়ে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হলে প্রাথমিক পর্যায়ে সরকারকে সতর্ক করা। সতর্ক করার পরেও যদি ওয়াদা-অঙ্গীকার এবং কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে না পারে, তবে সরকার ব্যর্থ বলে প্রেসিডেন্টের নিকট রিপোর্ট পেশ করবেন। | ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ |
| | | প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রীসভার যাবতীয় সিদ্ধান্ত রদ করা বা চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা সংসদীয় দলের থাকবে। প্রধানমন্ত্রী হবেন সম ব্যক্তিদের মাঝে প্রথম তথা প্রধানমন্ত্রী ক্রমবিচারে প্রথম হবেন; ক্ষমতা বিচারে নয় (the first among the equals)। মন্ত্রীসভার সদস্যদের প্রধানমন্ত্রী চয়ন করবেন। তবে সংসদের তাতে অনুমোদন নিতে হবে। প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীদের দপ্তর বন্টন করবেন এবং রদবদল করতে পারবেন। তবে অপসারণ করতে হলে সংসদের অনুমোদন নিতে হবে। | ১. জাতীয় নাগরিক কমিটি<br>২. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ |
| | | প্রধানমন্ত্রী পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন করতে পারবেন। প্রধানমন্ত্রী নিম্নকক্ষের প্রধান থাকবেন এবং যে কোনো পলিসি তৈরির মাধ্যমে জনগণের কল্যাণে রাষ্ট্রের কাজ করবেন। নির্বাহী বিভাগ পরিচালনা করবেন প্রধানমন্ত্রী। তবে নিয়োগের ক্ষমতা থাকবে না প্রধানমন্ত্রীর হাতে। যেকোনো নিয়োগ প্রদান করবে উচ্চকক্ষ। নিম্নকক্ষ বা প্রধানমন্ত্রীর কোনো অনুমতি লাগবে না। | ১. জাতীয় নাগরিক কমিটি<br>২. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ |
| | | নির্বাহী বিভাগকে বিকেন্দ্রীকরণ, ফেডারেল পদ্ধতির রাষ্ট্র কাঠামো গড়ে তোলা, কোনো একটি একক ক্যাডারের নিয়ন্ত্রণ থেকে কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত নির্বাহী বিভাগকে মুক্ত করা ও কৃত্য-পেশাভিত্তিক নির্বাহী বিভাগ গড়ে তোলা, নির্বাহী বিভাগের প্রতিটি অংশ জনপ্রতিনিধির নেতৃত্বে পরিচালিত করা এবং পারস্পরিক জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা করা | বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ |
| | | সংসদের জরুরি বৈঠক আহ্বানে প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও সংসদ নেতা পরামর্শদানের অধিকারী হবেন। সংসদীয় দলের বৈঠকে তিনি সভাপতিত্ব করবেন। নির্বাচনী মেনিফেস্টো লঙ্ঘন হলে তিনি তা সংসদে উত্থাপন করবেন। সংসদীয় কমিটি গঠনে নিজ সংসদীয় দলের পক্ষে তিনি প্রস্তাব আনবেন এবং সংসদ তা চূড়ান্ত করবে | ১. জাতীয় নাগরিক কমিটি<br>২. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ |
| | | বিরোধী দলীয় নেতা ছায়া-মন্ত্রীসভা গঠনের অধিকারী হবেন। সংসদীয় কমিটিগুলোকে সরকারের নীতির সমালোচনা প্রেরণ করবেন | ১. জাতীয় নাগরিক কমিটি<br>২. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ |
| | পুলিশ ও বিচার বিভাগের সমন্বয় | দেশ ও জনগণের স্বার্থে সকল ধরনের দুর্নীতি, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, দখলবাজি বন্ধে জিরো টলারেন্স কার্যকর করতে পুলিশ ও বিচার বিভাগের সমন্বয় সাধন। একাজে ব্যর্থ হলে পুলিশ ও বিচার বিভাগকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা হবে। | ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ |
| | অর্থনৈতিক নীতি | ব্যাংকসমূহে সংরক্ষিত জনগণের আমানত যারা বিদেশে পাচার বা লুট করেছে তাদেরকে ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট সাংবিধানিকভাবে নিশ্চিত করতে হবে। | গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি |
| | | দেশের সম্পদ দেশে সংরক্ষণ ও তার উৎপাদনশীল ব্যবহারের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে | গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি |

| | পঞ্চম ভাগ: আইনসভা | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
| | ১ম পরিচ্ছেদ<br>সংসদ | | |
| **অনুচ্ছেদ ৬৫ (সংসদ-প্রতিষ্ঠা)** | "৬৫। (১) "জাতীয় সংসদ" নামে বাংলাদেশের একটি সংসদ থাকিবে এবং এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে প্রজাতন্ত্রের আইনপ্রণয়ন-ক্ষমতা সংসদের উপর ন্যস্ত হইবে:<br>তবে শর্ত থাকে যে, সংসদের আইন-দ্বারা যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে আদেশ, বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন বা আইনগত কার্যকরতাসম্পন্ন অন্যান্য চুক্তিপত্র প্রণয়নের ক্ষমতার্পণ হইতে এই দফার কোন কিছুই সংসদকে নিবৃত্ত করিবে না।<br>(২) একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকাসমূহ হইতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আইনানুযায়ী নির্বাচিত তিন শত সদস্য লইয়া এবং এই অনুচ্ছেদের<br>(৩) দফার কার্যকরতাকালে উক্ত দফায় বর্ণিত সদস্যদিগকে লইয়া সংসদ গঠিত হইবে; সদস্যগণ সংসদ-সদস্য বলিয়া অভিহিত হইবেন।<br>৩৪ [ (৩) সংবিধান (সপ্তদশ সংশোধন) আইন, ২০১৮ প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অব্যবহিত পরবর্তী সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে শুরু করিয়া পঁচিশ বৎসরকাল অতিবাহিত হইবার অব্যবহিত পরবর্তীকালে সংসদ ভাংগিয়া না যাওয়া পর্যন্ত পঞ্চাশটি আসন কেবল মহিলা-সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে এবং তাঁহারা আইনানুযায়ী পূর্বোক্ত সদস্যদের দ্বারা সংসদে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির ভিত্তিতে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হইবেন:<br>তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার কোন কিছুই এই অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন কোন আসনে কোন মহিলার নির্বাচন নিবৃত্ত করিবে না।]<br>৩৫ [ (৩ক) সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অবশিষ্ট মেয়াদে এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত তিন শত সদস্য এবং (৩) দফায় বর্ণিত পঞ্চাশ মহিলা-সদস্য লইয়া সংসদ গঠিত হইবে।]<br>(৪) রাজধানীতে সংসদের আসন থাকিবে।" | জাতীয় সংসদের মেয়াদ ৪ বছর | ১. গণঅধিকার পরিষদ (নুর)<br>২. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি,<br>৩. বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি<br>৪. বাংলাদেশ মুসলিম লীগ |
| | | আইনসভা। আইনসভার মেয়াদ ৫ বছর আছে এটাই থাকবে। ৪ বছরে হওয়ার ব্যাপারে যে প্রস্তাব বা আলোচনা চলছে সেটা আমরা সমর্থন করি না। ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন হলে উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। | ১২ দলীয় জোট |
| | | আইনসভা হবে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট | "১. গণঅধিকার পরিষদ (নুর)<br>২. ভাসানী অনুসারী পরিষদ<br>৩. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি,<br>৪. এনডিএম<br>৫. বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি<br>৬. জাতীয় পার্টি (কাজী জাফর)<br>৭. বাংলাদেশ মুসলিম লীগ<br>৮. প্রগতিশীল গ্রিন পার্টি" |
| | | দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদের জন্য উচ্চকক্ষ যুক্ত করা। নতুন সংযুক্তি: জাতীয় সংসদে বিদ্যমান ৩০০ আসনের সাথে সংখ্যানুপাতে নির্বাচিত ১০০টি আসন যুক্ত করা। নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন করা যা সংখ্যানুপাতে নির্ধারিত হবে | বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ |
| | | সংবিধানের সংশোধনীর জন্য দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা থাকবে এবং গণভোটের ব্যবস্থা থাকতে হবে। একটি উচ্চ কক্ষ হবে, যার মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত বিচারকরা, শীর্ষ আদালতের বিচারকরা, বুরোক্র্যাটরা, সামরিক কর্মকর্তারা এবং শান্তি ও কৌশল, শ্রম, শিল্প, বৈদেশিক নীতি, বিনিয়োগ, বাজার অর্থনীতি, সাইবার নিরাপত্তা, অপরাধ, ধর্ম, নদী ও পানি সম্পদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্য থাকবে। উচ্চ কক্ষে ১৫১টি আসন থাকতে পারে। মনোনয়ন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। | বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী |

| | পঞ্চম ভাগ: আইনসভা | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
| | | ৬৫ ২. সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে। এই বিষয়ে বিস্তারিত ধারা-উপধারা প্রস্তুত করতে হবে। | ১. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি |
| | | উচ্চকক্ষের স্পিকার অথবা সকল অংশীজনের কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির, যিনি সংসদ সদস্য হবার যোগ্যতা সম্পন্ন, নেতৃত্বে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার | বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ |
| | | দুই কক্ষ বিশিষ্ট সংসদ প্রতিষ্ঠা এবং উচ্চ ও নিম্ন কক্ষের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য প্রণয়ন। রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীর অভিশংসন দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে উভয় কক্ষ দ্বারা গৃহীত হতে হবে। | গণসংহতি আন্দোলন |
| | | দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন করা। উচ্চ কক্ষের সদস্য হবে ১৫০ । প্রত্যক্ষ নির্বাচনের পাশাপাশি সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি চালু করা। নিম্নকক্ষের ১০০ শত আর উচ্চকক্ষের ১৫০ জন দলসমূহের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যানুপাতিক হারে নির্বাচিত হবেন। | বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি |
| | | পার্লামেন্টে সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ৫০ থেকে ১০০ এ উন্নীত করা হবে, যা পুরুষ ও নারীদের জন্য উভয়ের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করবে। এই সংরক্ষিত আসনগুলো রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংখ্যানুপাতিক ভিত্তিতে (Proportionate Representation) বণ্টিত হবে, যাতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমান সুযোগ নিশ্চিত হয় এবং সমাজের সব স্তরের মানুষের প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। | এবি পার্টি |
| | | সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতিতে নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদের আসনবিন্যাস করতে হবে | গণঅধিকার পরিষদ (ফারুক) |
| | | সংসদের আসন ন্যূনতম ৪০০ করা। | বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি |
| | | নিম্নকক্ষ হবে ৩০০ সদস্য বিশিষ্ট। | জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি |
| | | উচ্চকক্ষ হবে ২০০ সদস্য বিশিষ্ট | জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি |
| | | নিম্নকক্ষে রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত এলাকা ভিত্তিক নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকবেন। | জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি |
| | | সংবিধানে সংসদীয় নির্বাচনে প্রোপোরশনাল এবং ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট পদ্ধতির একটি মিশ্রণ রাখা উচিত, যাতে পূর্ণাঙ্গ এবং একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা এড়ানো যায় এবং কোন দল যেনো স্বৈরশাসক হয়ে উঠতে না পারে। | বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী |
| | | "সংসদ (পার্লামেন্ট) হবে জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতার রক্ষক। এটি দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট হবে। উচ্চকক্ষ জাতীয় পরিষদ এবং নিম্নকক্ষ আইনসভা নামে পরিচিত হবে। উচ্চকক্ষ রাষ্ট্রপতির অধীনে; নিম্নকক্ষ প্রধানমন্ত্রীর অধীনে থাকবে। উচ্চকক্ষের সদস্যদের নিয়ে কিছু সংসদীয় কমিটি হবে, এই কমিটি নিম্নকক্ষের কাজ তদারকি করবে এবং গণশুনানি করতে পারবে। উচ্চকক্ষ পরপর তিনবার কোনো আইন পাশ না করলে তা গণভোটে যাবে। উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষ উভয়ের মেয়াদ ৪ বছর হবে। জাতীয় পরিষদের ১০০ আসনের মধ্যে কমপক্ষে ৩৩ টি আসনে পেশাজীবী-কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-আইনজীবী-চিকিৎসক-প্রকৌশলী-কৃষিবিদ-সাংবাদিকসহ আইনদ্বারা তফসিলভুক্ত পেশা এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মানুষকে মনোনয়ন দিতে হবে । আইনসভায় ৩০০ আসনে সরাসরি প্রার্থিরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। সংরক্ষিত আসন রাখা যেতে পারে। | জাতীয় নাগরিক কমিটি |
| | | রাজনৈতিক দলের ঐক্যমতের ভিত্তিতে আগামী দুই মেয়াদের জন্য মিশ্র পদ্ধতিতে আসন বণ্টন করতে হবে | "গণঅধিকার পরিষদ (ফারুক) |
| | | রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনে দুই কক্ষের সভা একসঙ্গে বসবে। | জাতীয় নাগরিক কমিটি |
| | | উভয়কক্ষে পৃথকভাবে পাশ হবার পরই কেবল আইন প্রণয়ন হবে। | জাতীয় নাগরিক কমিটি |
| | | বর্তমান নির্বাচনী ব্যবস্থা পরিবর্তন করে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করা, যেন সত্যিকার অর্থেই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মতামতের ভিত্তিতে সরকার গঠিত হয় এবং জনগণের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা যায়। এজন্য সংবিধানে প্রয়োজনীয় অনুচ্ছেদ যুক্ত এবং এর সাথে অসংগতিপূর্ণ অনুচ্ছেদ সমূহ বাতিল করা। | ১. বাংলাদেশ বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ<br>২. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) |
| | | জাতীয় পরিষদে ১০০ আসন থাকবে। নির্বাচন হবে সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতিতে। আইনসভায় ৩০০ টি আসন থাকবে। | গণঅধিকার পরিষদ (নুর) |
| | | বর্তমান নির্বাচনী ব্যবস্থা পরিবর্তন করে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে নির্বাচনব্যবস্থা চালু করা, যেন সত্যিকার অর্থেই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মতামতের ভিত্তিতে সরকার গঠিত হয় এবং জনগণের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা যায়। এজন্য সংবিধানে প্রয়োজনীয় অনুচ্ছেদ যুক্ত করা এর সাথে অসংগতিপূর্ণ অনুচ্ছেদসমূহ বাতিল করা। | বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) |
| | | ১ম পরিচ্ছেদ সংসদ, অনুচ্ছেদসমূহের সাথে আরো অনুচ্ছেদ সংযুক্ত করত: সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পদ্ধতি হবে- সংখ্যানুপাতি তথা পার্টির প্রাপ্ত ভোট ও মোট ভোট সংখ্যার সংখ্যানুপাতিক হারে একেকটি পার্টি থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবে। | বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) |

| | পঞ্চম ভাগ: আইনসভা | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
| | | উচ্চকক্ষের সদস্য হওয়ার যোগ্যতা<br>(১) শ্রম-কর্ম-পেশায় নিয়োজিত (শ্রমজীবী, কর্মজীবী, পেশাজীবী) সমাজশক্তি দ্বারা নির্দলীয় বা অদলীয়ভাবে নির্বাচিত সদস্য ।<br>(২) প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের দ্বারা নির্দলীয় বা অদলীয়ভাবে নির্বাচিত নারী সদস্য।<br>(৩) ক্ষুদ্র জাতিসত্তা'র নাগরিকদের দ্বারা নির্দলীয় বা অদলীয়ভাবে নির্বাচিত সদস্য।<br>(৪) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত সদস্য (মূলত প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং আমলা-কর্মকর্তা ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মধ্য থেকে)।<br>(৫) প্রাদেশিক পরিষদের প্রতিনিধি। | জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি |
| | | সংখ্যালঘুদের বিশেষ বিধানের মাধ্যমে সরকারে প্রতিনিধিত্ব এবং অংশগ্রহণের জন্য সুযোগ রাখতে হবে। | জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট |
| | | প্রবাসীদের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে | গণঅধিকার পরিষদ (ফারুক) |
| | | জাতীয় সংসদের উচ্চকক্ষে প্রবাসী বাংলাদেশের নাগরিকদের ১০ (দশ) জন নির্বাচিত সদস্য থাকবে। | জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি |
| | | ৬৫. বাংলাদেশে একটি জাতীয় সংসদ থাকবে। এই সংসদ দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট হবে। নিম্নকক্ষে ৫০০ জন সদস্য থাকবেন (নিম্নকক্ষে প্রতি দু'লক্ষ ভোটার অনুপাতে একজন সংসদ সদস্য থাকবেন। )<br>৬৭. উচ্চকক্ষে ১০০ জন সদস্য থাকবেন। তাদের কার্যকাল হবে তিন বছর। তারা নিম্নকক্ষে দল কর্তৃক প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে নির্বাচিত হবেন।<br>৬৮. সরকারী দলের পক্ষ থেকে স্পিকার ও বিরোধী দলের পক্ষ থেকে ডিপুটি স্পিকার নির্বাচিত হবেন। | খেলাফত মজলিস |
| | | (১) "জাতীয় সংসদ" নামে জনগণতন্ত্রের একটি সংসদ থাকিবে এবং এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে রাষ্ট্রের আইনপ্রণয়ন ক্ষমতা সংসদের উপর ন্যস্ত হইবে।<br>(২) একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকাসমূহ হইতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আইনানুযায়ী নির্বাচিত তিনশত সদস্য এবং দলীয়ভাবে প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে দুইশত সদস্য লইয়া সংসদ গঠিত হইবে, সদস্যগণ সংসদসদস্য বলিয়া অভিহিত হইবেন।<br>(৩) রাজধানীতে সংসদের আসন থাকিবে। | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন |
| | | সংখ্যা আনুপাতিক ভোট চাই না। কারণ এতে উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন হবে না। বার বার উন্নয়ন কর্মসূচি বদলে যাবে। কোনো কোয়ালিশন সরকার বেশি দিন স্থায়ী হয় না। | বাংলাদেশ কল্যাণ রাষ্ট্র |
| | | কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার সময়ের দাবি। জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা দূর ও সব বিভাগে সমান উন্নয়ন ও সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির জন্য প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ খুব দরকার | বাংলাদেশ কল্যাণ রাষ্ট্র |
| | | পুরো দেশকে ৭টি প্রদেশে বিভক্ত করতে হবে | প্রগতিশীল গ্রিন পার্টি |
| | | ৫০০ আসন বিশিষ্ট সংসদ করা হবে | প্রগতিশীল গ্রিন পার্টি |
| | | ৬৫ (৩ক) এর পর (৩খ) নামে নিম্নোক্ত নতুন উপ-অনুচ্ছেদ সংযোজন করা: "পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলায় পাহাড়ি জাতিসমূহের জন্য ১টি মহিলা আসনসহ ৪টি আসন সংরক্ষিত থাকিবে এবং উক্ত আসনসমূহের সংসদ সদস্যগণ কেবলমাত্র পাহাড়ি ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হইবেন। তাহারা অন্য সংসদ সদস্যদের অনুরূপ সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার ভোগ করিবেন।" | ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) |
| অনুচ্ছেদ ৬৫ (সংসদ-প্রতিষ্ঠা) | | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংরক্ষিত মাহিলা-সদস্যদের সংখ্যা ৫০ এ উন্নীত করা হয় এবং সপ্তদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা ২৫ বছরের জন্য বর্ধিত করা হয়-- এই বিষয়ে কয়েকদিন পরে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করা হবে। | বিএনপি |
| | | সংসদকে অধিকর কার্যকর করার লক্ষ্যে সংসদের উচ্চকক্ষ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হচ্ছে। উচ্চক্ষ প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে অত্র অনুচ্ছেদে নিম্নলিখিত রূপরেখা অনুযায়ী সংশোধনী আনয়ন করা যেতে পারে। সম্ভাব্য রূপরেখা: ১. নাম: উচ্চকক্ষের নাম হবে 'সিনেট'। নিম্নকক্ষের নাম থাকতে পারে 'সংসদ'। ২. আসন সংখ্যা: সিনেটের আসন সংখ্যা হইবে অনূন্য ৫০ (পঞ্চাশ)। ৩. নির্বাচন পদ্ধতি: সংরক্ষিত মহিলা-সদস্যদের নির্বাচনে অনুসৃত বর্তমান পদ্ধতি অনুযায়ী সিনেট সদস্যগণ নির্বাচিত হইবেন। ৪. কার্যাবলী: সংসদে পাস হওয়া বিল সিনেটে সুপারিশ/পুনর্বিবেচনার জন্য সিনেটে প্রেরিত হইবে। সিনেট এরূপ বিল সুপরিশ সহ/সুপারিশ ব্যতিরেকে পুনর্বিবেচনার জন্য সংসদে ফেরত প্রেরণ করিতে পারিবে। উক্ত বিল সংসদে পাস হইলে, সিনেটে অনুমোদিত হইয়াছে মর্মে বিবেচিত হইবে। ৫. একজন ব্যক্তি সিনেট সদস্য হিসেবে কেবল এক মেয়াদে দায়িত্ব পালন করিবেন। | বিএনপি |
| | | মহিলাদের জন্য কোনও সংরক্ষিত আসন বর্তমান পরিস্থিতিতে কোনও গুরুত্বপূর্ণ অর্থ বহন করে না। বরং, উচ্চ কক্ষে মহিলাদের জন্য ২০টি আসন সংরক্ষণ করা যেতে পারে, যাতে মহিলা উদ্যোক্তা, নারী অধিকার বিশেষজ্ঞ, আরএমজি, শ্রম বাজার, জাতিগত সংখ্যালঘু গোষ্ঠী ইত্যাদি থেকে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা যায়। | বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী |

| | পঞ্চম ভাগ: আইনসভা | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
| | | সংরক্ষিত নারী আসনের বিধান বাতিল করে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে ১০০ নারী আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। | বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি |
| | | সংরক্ষিত নারী আসন সংস্কার করতে হবে | গণঅধিকার পরিষদ (ফারুক) |
| | | জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। মনোনয়নের ক্ষেত্রে নারীদের গুরুত্ব দেয়া এবং স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীর প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে | বাংলাদেশ লেবার পার্টি |
| | | না ভোটের বিধান এবং প্রতিনিধি প্রত্যাহার (Right to Recall), নির্বাচনে টাকার খেলা, পেশি শক্তি, সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিকতা দূর, নির্বাচনী ব্যয় (যথা পোস্টার, লিফলেট, জনসভা, মাইক প্রচার ইত্যাদি) কমিশন কর্তৃক বহন করাসহ নির্বাচন ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করে সাংবিধানিক বাধ্য বাধকতা কঠোরভাবে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা । | বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল- বাসদ |
| | | নারীদের জন্য প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসার বিধান। অন্তত ৫০টি আসনে আবর্তন পদ্ধতিতে নারীদের নির্বাচনের ব্যবস্থা। | গণসংহতি আন্দোলন |
| | | কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আনুপাতিক হারে নির্বাচন করতে হবে। | ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ |
| | | "জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার পর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা। | |
| | | ৬৫ ৩. নারী আসনে প্রত্যক্ষ ভোটে ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে এবং সে বিষয়ে বিস্তারিত ধারা-উপধারা রচনা করে তা সন্নিবেশিত করতে হবে। | বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি |
| | | সংসদে নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন নারী সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে, যা বিভিন্ন পেশাগত খাতে বিভক্ত করা হবে যাতে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ খাত থেকে নারীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হয়। সংসদ এই আসনগুলির শর্তাবলী এবং পূরণের পদ্ধতি নির্ধারণ করবে, যা সরাসরি নির্বাচন অথবা মনোনয়ন পদ্ধতিতে পূর্ণ হবে আইন অনুসারে। এই পেশাগত খাতগুলির মধ্যে থাকবে:<br>১. শিক্ষা খাত<br>২. স্বাস্থ্য খাত<br>৩. আইন ও বিচার খাত<br>৪. ব্যবসা ও উদ্যোক্তা খাত<br>৫. এনজিও ও সামাজিক কাজ<br>৬. বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ<br>৭. শিল্প ও সংস্কৃতি<br>৮. গার্মেন্টস ও শ্রম খাত<br>৯. সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম<br>এই পরিবর্তনের মাধ্যমে নারীদের বিভিন্ন পেশাগত খাত থেকে, বিশেষত সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম ক্ষেত্র থেকেও, সংসদে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। এটি নারীদের বিভিন্ন সামাজিক এবং পেশাগত দৃষ্টিকোণ থেকে সংসদে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ প্রদান করবে এবং গণমাধ্যমের ভূমিকা উন্নয়নেও সাহায্য করবে। | বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ ৬৬ (সংসদে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা) | "৬৬। (১) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক হইলে এবং তাঁহার বয়স পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইলে এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত বিধান-সাপেক্ষে তিনি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইবার এবং সংসদ-সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন।<br>(২) কোন ব্যক্তি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইবার এবং সংসদ-সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি<br>(ক) কোন উপযুক্ত আদালত তাঁহাকে অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা করেন;<br>(খ) তিনি দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর দায় হইতে অব্যাহতি লাভ না করিয়া থাকেন;<br>(গ) তিনি কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করেন কিংবা কোন বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা বা স্বীকার করেন;<br>(ঘ) তিনি নৈতিক স্খলনজনিত কোন ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্যূন দুই বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তাঁহার মুক্তিলাভের পর পাঁচ বৎসরকাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে;<br>৩৬ [***]<br>৩৭ [(ঙ) তিনি ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীন কোন অপরাধের জন্য দণ্ডিত হইয়া থাকেন;<br>(চ) আইনের দ্বারা পদাধিকারীকে অযোগ্য ঘোষণা করিতেছে না, এমন পদ ব্যতীত তিনি প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন; অথবা] | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদ সদস্যদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা সংক্রান্ত বেশ কিছু বিধান সংযোজন ও বিয়োজন করা হয়েছে।সার্বিক বিচারে উক্ত সংশোধনীর মাধ্যমে পূর্বতন বিধানস্মূহ স্পষ্টীকরণ করা হয়েছে।---সংশোধিত অনুচ্ছেদটি অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন) | বিএনপি |

| | পঞ্চম ভাগ: আইনসভা | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
| | (ছ) তিনি কোন আইনের দ্বারা বা অধীন অনুরূপ নির্বাচনের জন্য অযোগ্য হন। ৩৮ [(২ক) এই অনুচ্ছেদের (২) দফার (গ) উপ-দফা তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক হইয়া কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করিলে এবং পরবর্তীতে উক্ত ব্যক্তি- (ক) দ্বৈত নাগরিকত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে, বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ত্যাগ করিলে; কিংবা (খ) অন্য ক্ষেত্রে, পুনরায় বাংলাদেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করিলে- এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে তিনি বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন না।] ৩৯ [(৩) এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে কোন ব্যক্তি কেবল রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপ-মন্ত্রী হইবার কারণে প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত বলিয়া গণ্য হইবেন না।] (৪) কোন সংসদ-সদস্য তাঁহার নির্বাচনের পর এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত অযোগ্যতার অধীন হইয়াছেন কি না কিংবা এই সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ অনুসারে কোন সংসদ-সদস্যের আসন শূন্য হইবে কি না, সে সম্পর্কে কোন বিতর্ক দেখা দিলে শুনানী ও নিষ্পত্তির জন্য প্রশ্নটি নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরিত হইবে এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে। (৫) এই অনুচ্ছেদের (৪) দফার বিধানাবলী যাহাতে পূর্ণ কার্যকরতা লাভ করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশনকে ক্ষমতাদানের জন্য সংসদ যেরূপ প্রয়োজন বোধ করিবেন, আইনের দ্বারা সেইরূপ বিধান করিতে পারিবেন। | | |
| | | দ্বৈত নাগরিক কেউ রাষ্ট্রপতি, এমপি, মন্ত্রী, মেয়র, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হতে পারবে না এমন বিধান রাখা। | বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ |
| | | এমপি, মন্ত্রীদের যোগ্যতার মানদণ্ড সুনির্দিষ্ট করা। যেমন: চারিত্রিক ও নৈতিক স্খলনকারী, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় যে বা যারা বিশ্বাস করে না, স্বাধীনতা বিরোধী, যুদ্ধাপরাধী, যারা সাম্প্রদায়িক ধ্যানধারণা পোষণ করেন, ঋণখেলাপি, অর্থ পাচারকারী, ফৌজদারী মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত হলে এবং সাজা ভোগের পর ৫ বছর পূর্ণ না হলে, সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের চাকুরিজীবীদের অবসর প্রাপ্তির ৩ বছর পূর্ণ না হলে, দলের সদস্য হওয়ার ২ বছর পূর্ণ না হলে ও দুর্নীতিবাজ কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি, এমপি, মন্ত্রী, মেয়র, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হতে পারবে না এমন বিধান রাখা। | বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ |
| | | প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রতিনিধিত্ব অনুচ্ছেদ ৬৬(২) (গ) এবং ৬৬(২) (ক) সংশোধন করে দ্বৈত নাগরিকত্বধারীদের যদি তারা জন্মসূত্রে বাংলাদেশি হন এবং রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত ন্যূনতম পরিমাণ রেমিট্যান্স পাঠানোর শর্তে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। কোটা সংস্কার অনুচ্ছেদ ৬৫(৩)-এ নারীদের জন্য ৫০টি আসন সংরক্ষণ করতে হবে, যা শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, আইন, গার্মেন্টসসহ বিভিন্ন পেশাগত ক্ষেত্র অনুযায়ী বণ্টিত হবে। এছাড়াও, গার্মেন্টস ও শিল্প খাতের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে কয়েকটি আসন সংরক্ষণ করতে হবে। | বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি) |
| | | অনুচ্ছেদ ৬৬(২) (ঘ) (নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিধিনিষেধ) । নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। "নৈতিক স্খলন" শব্দটি অস্পষ্ট এবং এর অপব্যবহার হওয়ার ঝুঁকি থাকে। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে মিথ্যা মামলার মাধ্যমে বিরোধী পক্ষকে নির্বাচন থেকে দূরে রাখার সুযোগ তৈরি হয়। | নাগরিক ঐক্য |
| | | স্থানীয় সরকার ও জাতীয় নির্বাচনে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতার বিধান যুক্ত করা যেতে পারে। | গণঅধিকার পরিষদ (নুর) |
| | | সংসদ সদস্য প্রার্থী নুন্যতম ২৩ বছর হতে হবে। | গণঅধিকার পরিষদ (নুর) |
| | | একই ব্যক্তি একই সাথে দুটি আসনের প্রার্থী হতে পারবেন না। | গণঅধিকার পরিষদ (নুর) |
| | | সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের অবসরের ৫ বছরের মধ্যে নির্বাচনের অংশ গ্রহণ বেআইনী ঘোষণা করতে হবে। | বাংলাদেশ লেবার পার্টি |

**পঞ্চম ভাগ: আইনসভা**

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
|---|---|---|---|
| | | সংসদ সদস্যগণ জনগণের স্বার্থে কাজ করবেন, স্বচ্ছতা বজায় রাখবেন, কার্যকর আইন প্রণয়ন করবেন, অধিবেশনে উপস্থিত থাকবেন, নৈতিক আচারণ বজায় রাখবেন, সংবিধান রক্ষা করবেন, ঐক্য প্রচার করবেন, সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করবেন, পরিবেশ রক্ষা করবেন এবং নিয়মিত জনসাধারণকে প্রতিবেদন প্রদান করবেন। ব্যর্থ হলে সাংবিধানিক পর্যালোচনা ও শাস্তির মুখোমুখি হবেন। | বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি-বিজেপি |
| | | (১) কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক হইলে এবং তাঁহার বয়স পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইলে এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত বিধান সাপেক্ষে তিনি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইবার এবং সংসদ সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন।<br>(২) কোনো ব্যক্তি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইবার এবং সংসদ সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি (ক) কোনো উপযুক্ত আদালত তাঁহাকে অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা করেন, (খ) তিনি দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর দায় হইতে অব্যাহতি লাভ না করিয়া থাকেন (গ) তিনি কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করেন কিংবা কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা বা স্বীকার করেন।<br>(ঘ) তিনি নৈতিক স্খলনজনিত কোনো ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্যূন দুই বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তাঁহার মুক্তিলাভের পর পাঁচ বৎসরকাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে, (ঙ) আইনের দ্বারা পদাধিকারীকে অযোগ্য ঘোষণা করিতেছে না, এমন পদ ব্যতীত তিনি জনগণতন্ত্রের কর্মে কোনো লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন, অথবা (চ) তিনি কোনো আইনের দ্বারা বা অধীন অনুরূপ নির্বাচনের জন্য অযোগ্য হন। (৩) এই অনুচ্ছেদের (২) দফার (গ) উপ-দফাতে যাহাকিছুই থাকুক না কেন, কোনো ব্যক্তি জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক হইয়া কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করিলে এবং পরবর্তীতে উক্ত ব্যক্তি-(ক) দ্বৈত নাগরিকত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ত্যাগ করিলে, কিংবা (খ) অন্য ক্ষেত্রে, পুনরায় বাংলাদেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করিলে এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে তিনি বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন না।] (৪) এই অনুচেছদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে কোনো ব্যক্তি কেবল রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী হইবার কারণে জনগণতন্ত্রের কর্মে কোনো লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত বলিয়া গণ্য হইবেন না। (৫) কোনো সংসদ সদস্য তাঁহার নির্বাচনের পর এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত অযোগ্যতার অধীন হইয়াছেন কি না কিংবা এই সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ অনুসারে কোনো সংসদ সদস্যের আসন শূন্য হইবে কি না, সে সম্পর্কে কোনো বিতর্ক দেখা দিলে শুনানী ও নিষ্পত্তির জন্য প্রশ্নটি নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরিত হইবে এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে। (৬) এই অনুচ্ছেদের (৫) দফার বিধানাবলী যাহাতে পূর্ণ কার্যকারিতা লাভ করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশনকে ক্ষমতাদানের জন্য সংসদ যেরূপ প্রয়োজন বোধ করিবেন, আইনের দ্বারা সেইরূপ বিধান করিতে পারিবেন। | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন |
| | | ৬৬. ৬৭. এই অনুচ্ছেদে বা অন্য কোনো উপযুক্ত স্থানে "সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতি ব্যবস্থা প্রবর্তন" না হওয়া পর্যন্ত 'না' ভোট প্রদানের এবং ভোটারগণ কতৃক সংসদে তাদের প্রতিনিধিত্বকারী সদস্যকে প্রত্যাহার করার অধিকার (Right to Recall) প্রদান এবং তার প্রয়োগের বিধানসমূহ সন্নিবেশিত করতে হবে। | বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি |
| অনুচ্ছেদ ৬৮ (সংসদ সদস্যদের পারিশ্রমিক প্রভৃতি) | ৬৮। সংসদের আইন-দ্বারা কিংবা অনুরূপভাবে নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারিত হইবে, সংসদ-সদস্যগণ সেইরূপ 41[পারিশ্রমিক], ভাতা ও বিশেষ-অধিকার লাভ করিবেন। | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদ সদস্যদের বেতনকে 'পারিশ্রমিক' শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।---সংশোধিত অনুচ্ছেদটি অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)। | বিএনপি |
| | | | গণঅধিকার পরিষদ (ফারুক) |
| অনুচ্ছেদ ৭০ (রাজনৈতিক দল হইতে পদত্যাগ বা দলের বিপক্ষে ভোটদানের কারণে আসন শূন্য হওয়া) | "৪২ [৭০। কোন নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হইয়া কোন ব্যক্তি সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইলে তিনি যদি-<br>(ক) উক্ত দল হইতে পদত্যাগ করেন, অথবা<br>(খ) সংসদে উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করেন, তাহা হইলে সংসদে তাঁহার আসন শূন্য হইবে, তবে তিনি সেই কারণে পরবর্তী কোন নির্বাচনে সংসদ-সদস্য হইবার অযোগ্য হইবেন না।]" | ৭০ নং অনুচ্ছেদ বর্ণিত ফ্লোর ক্রসিং পদ্ধতির যৌক্তিক সংস্কার করতে হবে। | গণঅধিকার পরিষদ (নুর) |

| পঞ্চম ভাগ: আইনসভা | | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
| | | ৭০ নং অনুচ্ছেদ বাতিল করতে হবে | "১. ভাসানী অনুসারী পরিষদ<br>২. বাংলাদেশ বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ<br>৩. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)<br>৪. এনডিএম<br>৫. গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি<br>৬. বাংলাদেশ মুসলিম লীগ<br>৭. ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)" |
| | | অনুচ্ছেদ ৬৭ এবং ৭০: ফ্লোর ক্রসিং বর্তমানে বন্ধ করা উচিত নয়, এটি সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা স্থিতিশীল করতে যুক্ত করা হয়েছিল, আমরা এটি আরও দুইটি মেয়াদ পর্যন্ত রাখতে চাই, এদিকে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২, রাজনৈতিক দল আইনের মতো বিষয়গুলোতে রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কারের জন্য প্রস্তাবনা যুক্ত করা উচিত; যদি রাজনৈতিক দলগুলির সংস্কার হয়, তাহলে এমপিদের বিক্রি হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে, তখন অনুচ্ছেদ ৭০ পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে। | বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী |
| | | ৭০ : কোন দল হতে নির্বাচিত সংসদ সদস্য যদি আস্থা ভোটের সময় দলের বিপক্ষে ভোট দেয় তাহলে তার সংসদ পদ বিলুপ্ত হবে এবং ঐ আসনটি শূন্য বলে ঘোষিত হবে। এবং ঐ সদস্যের ভোট গণনায় ধরা হবে না । | খেলাফত মজলিস |
| | | সাংবিধানিক স্বৈরতন্ত্রের উৎস সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংস্কার সরকার গঠনে আস্থাভোট ও অর্থবিল ব্যতিরেকে সংসদ সদস্যরা সকল বিলে স্বাধীন মতামত প্রদান ও জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার নিশ্চিত করা প্রয়োজন | "১. বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি,<br>২. গণসংহতি আন্দোলন<br>৩. গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য<br>৪. নাগরিক ঐক্য" |
| | | প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে ক্ষমতাসীন দলের সমালোচনার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। | জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট |
| | | সংসদকে অধিকতর কার্যকর করিবার লক্ষ্যে ৭০ অনুচ্ছেদে Floor Crossing সংক্রান্ত বিধিনেষেধ শিথিল করা যাইতে পারে। সেই লক্ষ্যে নিম্নলিখিতভাবে (খ) অনুচ্ছেদ সংশোধন করা যাইতে পারে: (খ) 'সংসদে আস্থাভোট, অর্থবিল, সংবিধান সংশোধনী বিল এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত এমন সব বিষয়ে উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করেন', তাহা হইলে সংসদে তাঁহার আসন শূন্য হইবে, তবে তিনি সেই কারণে পরবর্তী কোনো নির্বাচনে সংসদ-সদস্য হইবার অযোগ্য হইবেন না। | বিএনপি |
| | | ৭০ অনুচ্ছেদের কঠোরতা খর্ব করতে হবে। সংসদ সদস্যগণ দল বদল করলে তথা অন্য কোনো রাজনৈতিক দলে যোগ দিলে বা দলের প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করলে বা অব্যাহতি দেয়া হলে তার সাংসদ পদ শুন্য হবে। আস্থা ভোটে দলের বিপরীতে ভোট দেয়া যাবে না। অন্য যেকোনো বিষয়ে তিনি স্বাধীন থাকবেন, দলের বিরুদ্ধে ভোট দিতে পারবেন । | "১. জাতীয় নাগরিক কমিটি<br>২. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ" |
| | | "কোনো নির্বাচনে কোনো রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হইয়া কোনো ব্যক্তি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হইলে তিনি যদি-<br>(ক) অন্যকোন দলে যোগ দেন, অথবা<br>(খ) অর্থ বিলে দলীয় অবস্থানের বিপরীতে ভোট দেন,<br>তাহা হইলে সংসদে তাঁহার আসন শূন্য হইবে, তবে তিনি সেই কারণে পরবর্তী কোনো নির্বাচনে সংসদ সদস্য হইবার অযোগ্য হইবেন না।" | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন |
| | | শুধু সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা ও বার্ষিক বাজেট ক্ষেত্রদ্বয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, মর্মে সংশোধন করতে হবে | বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) |
| | | ৩টি বিষয় অর্থাৎ (১) আলোচনা-মতামতের পর বাজেট (অর্থবিল) পাশ করার সময় (২) জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত যথা বহিঃশত্রুর আক্রমণ তথা যুদ্ধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে (৩) সরকারের প্রতি অনাস্থা ভোটের সময় দলীয় হুইপ যাতে কার্যকর থাকে এটা রেখে ৭০ অনুচ্ছেদের সংশোধন করা প্রয়োজন | বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল- বাসদ |
| | | সংসদ সদস্যগণ অনাস্থা ভোট ছাড়া বাকি সব প্রস্তাবে স্বাধীনভাবে পক্ষ অবলম্বন করিতে পারিবেন। নির্দলীয় ভাবে নির্বাচিত হয়ে কোন সংসদ সদস্য কোন রাজনৈতিক দলে যোগদান করলে তার সদস্য পদ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। | বাংলাদেশ লেবার পার্টি |
| | | সংসদে [সংযুক্তিঃ অনাস্থা প্রস্তাব] উক্ত দলের বিপক্ষে ... | বাংলাদেশের জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল- বাংলাদেশ জাসদ |
| | | বিদেশি চুক্তির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে সংসদ সদস্যদের ভোট দেয়ার সুযোগ তৈরি করতে হবে। | জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট |

পঞ্চম ভাগ: আইনসভা

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
|---|---|---|---|
| | | জাতীয় সংসদে যেকোন বিল পাস করিতে সংসদের দুইতৃতীয়াংশ সংসদ সদস্যের সমর্থন লাগবে এবং সংবিধান সংশোধন করিতে জাতীয় সংসদের তিনচতুর্থাংশ সংসদ সদস্যের সমর্থন লাগবে তবে সকল প্রকার সংবিধান সংশোধন বিলে সংসদে গৃহীত হবার পর গণভোট গ্রহণ ছাড়া কার্যকর করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণ করা যাইবে না, | বাংলাদেশ লেবার পার্টি |
| | | "স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও দলের অস্তিত্বের প্রশ্নে ফ্লোর ক্রস করা যাবে না। তবে ছোটখাটো দ্বিমত বা যৌক্তিক কারণে স্বাধীন অভিমত প্রকাশ করা যাবে, এটা গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা ও মূল্যবোধ হিসেবে বিবেচিত হবে। | ১২ দলীয় জোট |
| | | "ক. জাতীয় সংসদে আস্থা/অনাস্থা (confidence / no-confidence) ভোট ব্যবস্থা থাকবে।<br>খ. আস্থা/অনাস্থা ভোট ব্যতীত সংসদ সদস্যদের স্বাধীনভাবে মতামত প্রদানের সুযোগ নিশ্চিত করা।" | জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি |
| | | সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে সংসদ সদস্যদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। | বাংলাদেশ লেবার পার্টি |
| | | ৭০ (খ) 'সংসদে' শব্দের পর "আস্থা ভোটের ক্ষেত্রে" শব্দগুলো যুক্ত হবে। | বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি |
| | | অর্থবিল, বাজেট ছাড়া সকল বিলে অনাস্থার বিধান রেখে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংস্কার করতে হবে | জাতীয় পার্টি (কাজী জাফর) |
| **অনুচ্ছেদ ৭২ (সংসদের অধিবেশন)** | "৭২। (১) সরকারী বিজ্ঞপ্তি-দ্বারা রাষ্ট্রপতি সংসদ আহবান , স্থগিত ও ভঙ্গ করিবেন এবং সংসদ আহবানকালে রাষ্ট্রপতি প্রথম বৈঠকের সময় ও স্থান নির্ধারণ করিবেন:<br>৪৩[তবে শর্ত থাকে যে,৪৪ [১২৩ অনুচ্ছেদের (৩) দফার (ক) উপ-দফায় উল্লিখিত নব্বই দিন সময় ব্যতীত অন্য সময়ে] সংসদের এক অধিবেশনের সমাপ্তি ও পরবর্তী অধিবেশনের প্রথম বৈঠকের মধ্যে ষাট দিনের অতিরিক্ত বিরতি থাকিবে না:<br>তবে আরও শর্ত থাকে যে, এই দফার অধীন তাঁহার দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক লিখিতভাবে প্রদত্ত পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন।]<br>(২) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার বিধানাবলী সত্ত্বেও সংসদ-সদস্যদের যে কোন সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হইবার ত্রিশ দিনের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্য সংসদ আহবান করা হইবে।<br>(৩) রাষ্ট্রপতি পূর্বে ভাঙ্গিয়া না দিয়া থাকিলে প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইলে সংসদ ভাঙ্গিয়া যাইবে:<br>তবে শর্ত থাকে যে, প্রজাতন্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত থাকিবার কালে সংসদের আইন-দ্বারা অনুরূপ মেয়াদ এককালে অনধিক এক বৎসর বর্ধিত করা যাইতে পারিবে, তবে যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে বর্ধিত মেয়াদ কোনক্রমে ছয় মাসের অধিক হইবে না।<br>(৪) সংসদ ভঙ্গ হইবার পর এবং সংসদের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বে রাষ্ট্রপতির নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, প্রজাতন্ত্র যে যুদ্ধে লিপ্ত রহিয়াছেন, সেই যুদ্ধাবস্থার বিদ্যমানতার জন্য সংসদ পুনরাহবান করা প্রয়োজন, তাহা হইলে যে সংসদ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছিল, রাষ্ট্রপতি তাহা আহবান করিবেন।<br>৪৫[* * *]<br>(৫) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার বিধানাবলী-সাপেক্ষে কার্যপ্রণালী-বিধি-দ্বারা বা অন্যভাবে সংসদ যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সংসদের বৈঠকসমূহ সেইরূপ সময়ে ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।" | প্রেসিডেন্ট কিছু নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে (প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ছাড়াই) পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেওয়ার ক্ষমতা থাকা উচিত | বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী |
| | | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে।---পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে। | বিএনপি |
| | | সরকারের মেয়াদ হবে ৪ বছর। | "জাতীয় নাগরিক কমিটি<br>ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ" |

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
|---|---|---|---|
| | | কেবল সংসদ নেতার পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি সময়ের আগে সংসদ ভেঙে দিতে পারবেন | "জাতীয় নাগরিক কমিটি ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ" |
| | | ৭২ ১. এই উপধারার শেষ প্যারা "তবে আরও শর্ত থাকে যে, ... কার্য করবেন" বাদ যাবে (কারণ এটি সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তা অন্যত্র ৪৮ ৩. ধারায় সাধারণভাবে বর্ণিত আছে।) | বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি |
| | | "৭২। (১) সরকারি বিজ্ঞপ্তি দ্বারা রাষ্ট্রপতি সংসদ আহবান করিবেন এবং সংসদ আহবানকালে রাষ্ট্রপতি প্রথম বৈঠকের সময় ও স্থান নির্ধারণ করিবেন,<br>তবে শর্ত থাকে যে, [১২৩ অনুচ্ছেদের (৩) দফার (ক) উপ-দফায় উল্লিখিত নব্বই দিন সময় ব্যতীত অন্য সময়ে] সংসদের এক অধিবেশনের সমাপ্তি ও পরবর্তী অধিবেশনের প্রথম বৈঠকের মধ্যে ষাট দিনের অতিরিক্ত বিরতি থাকিবে না,<br>তবে আরও শর্ত থাকে যে, এই দফার অধীন তাঁহার দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক লিখিতভাবে প্রদত্ত পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন।<br>(২) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার বিধানাবলী সত্ত্বেও সংসদ সদস্যদের যেকোন সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হইবার ত্রিশ দিনের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্য সংসদ আহবান করা হইবে। (৩) রাষ্ট্রপতি পূর্বে ভাঙ্গিয়া না দিয়া থাকিলে প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইলে সংসদ ভাঙ্গিয়া যাইবে;<br>তবে শর্ত থাকে যে, জনগণতন্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত থাকিবার কালে সংসদের আইন দ্বারা অনুরূপ মেয়াদ এককালে অনধিক এক বৎসর বর্ধিত করা যাইতে পারিবে, তবে যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে বর্ধিত মেয়াদ কোনক্রমে ছয় মাসের অধিক হইবে না।<br>(৪) সংসদ ভঙ্গ হইবার পর এবং সংসদের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বে রাষ্ট্রপতির নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, জনগণতন্ত্র যে যুদ্ধে লিপ্ত রহিয়াছেন, সেই যুদ্ধাবস্থার বিদ্যমানতার জন্য সংসদ পুনরাহবান করা প্রয়োজন, তাহা হইলে যে সংসদ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছিল রাষ্ট্রপতি তাহা আহবান করিবেন।<br>(৫) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার বিধানাবলী সাপেক্ষে কার্যপ্রণালী বিধি দ্বারা বা অন্যভাবে সংসদ যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সংসদের বৈঠকসমূহ সেইরূপ সময়ে ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।" | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন |
| অনুচ্ছেদ ৭৫ | "৭৫। (১) এই সংবিধান-সাপেক্ষে<br>(ক) সংসদ কর্তৃক প্রণীত কার্যপ্রণালী-বিধি-দ্বারা এবং অনুরূপ বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত কার্যপ্রণালী-বিধি-দ্বারা সংসদের কার্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত হইবে;<br>(খ) উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সংসদে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, তবে সমসংখ্যক ভোটের ক্ষেত্র ব্যতীত সভাপতি ভোটদান করিবেন না এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে তিনি নির্ণায়ক ভোট প্রদান করিবেন;<br>(গ) সংসদের কোন সদস্যপদ শূন্য রহিয়াছে, কেবল এই কারণে কিংবা সংসদে উপস্থিত হইবার বা ভোটদানের বা অন্য কোন উপায়ে কার্যধারায় অংশগ্রহণের অধিকার না থাকা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি অনুরূপ কার্য করিয়াছেন, কেবল এই কারণে সংসদের কোন কার্যধারা অবৈধ হইবে না।<br>(২) সংসদের বৈঠক চলাকালে কোন সময়ে উপস্থিত সদস্য-সংখ্যা ষাটের কম বলিয়া যদি সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, তাহা হইলে তিনি অন্যূন ষাট জন সদস্য উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত বৈঠক স্থগিত রাখিবেন কিংবা মুলতবী করিবেন।" | ৭৫ ২. "ষাটের"এর স্থলে "একশত জন" প্রতিস্থাপিত হবে। | বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি |

| | পঞ্চম ভাগ: আইনসভা | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
| **অনুচ্ছেদ ৭৬ (সংসদের স্থায়ী কমিটিসমূহ)** | "৭৬। (১) ৫০[* * *] সংসদ-সদস্যদের মধ্য হইতে সদস্য লইয়া সংসদ নিম্নলিখিত স্থায়ী কমিটিসমূহ নিয়োগ করিবেন:<br>(ক) সরকারী হিসাব কমিটি;<br>(খ) বিশেষ-অধিকার কমিটি; এবং<br>(গ) সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধিতে নির্দিষ্ট অন্যান্য স্থায়ী কমিটি।<br>(২) সংসদ এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লিখিত কমিটিসমূহের অতিরিক্ত অন্যান্য স্থায়ী কমিটি নিয়োগ করিবেন এবং অনুরূপভাবে নিযুক্ত কোন কমিটি এই সংবিধান ও অন্য কোন আইন-সাপেক্ষে<br>(ক) খসড়া বিল ও অন্যান্য আইনগত প্রস্তাব পরীক্ষা করিতে পারিবেন;<br>(খ) আইনের বলবৎকরণ পর্যালোচনা এবং অনুরূপ বলবৎকরণের জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণের প্রস্তাব করিতে পারিবেন;<br>(গ) জনগুরুত্বসম্পন্ন বলিয়া সংসদ কোন বিষয় সম্পর্কে কমিটিকে অবহিত করিলে সেই বিষয়ে কোন মন্ত্রণালয়ের কার্য বা প্রশাসন সম্বন্ধে অনুসন্ধান বা তদন্ত করিতে পারিবেন এবং কোন মন্ত্রণালয়ের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহের এবং প্রশ্নাদির মৌখিক বা লিখিত উত্তরলাভের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন;<br>(ঘ) সংসদ কর্তৃক অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন।<br>(৩) সংসদ আইনের দ্বারা এই অনুচ্ছেদের অধীন নিযুক্ত কমিটিসমূহকে<br>(ক) সাক্ষীদের হাজিরা বলবৎ করিবার এবং শপথ, ঘোষণা বা অন্য কোন উপায়ের অধীন করিয়া তাঁহাদের সাক্ষ্যগ্রহণের,<br>(খ) দলিলপত্র দাখিল করিতে বাধ্য করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।" | সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোর প্রধান বিরোধী দল থেকে নির্বাচিত বা স্বতন্ত্র এমপিদের হওয়া উচিত। ১৯৭২ সালের সংবিধান আশা করেছিল যে, এই কমিটিগুলি আইনপ্রণয়ন এবং নীতিমালা নির্ধারণে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবে। সংসদীয় কার্যবিধির বিধি ২৪০ অনুযায়ী, প্রতিটি কমিটির সদস্য সংখ্যা ১০ নির্ধারিত হয়েছে। এটি ৯/১১/১৩ হওয়া উচিত, একটি বিজোড় সংখ্যা, এবং স্থায়ী কমিটির মতামত উর্ধ্বতন কক্ষে তাদের যাচাইয়ের জন্য প্রেরণ করা উচিত। আজকাল, সংসদীয় কমিটিগুলিকে। সমালোচক/বিশেষজ্ঞদের একটি অংশ "ঘুমন্ত কমিটি" বলে অভিহিত করছেন, কারণ তারা তাদের প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে (দক্ষতার অভাবে বা ফ্যাসিবাদী প্রবণতার কারণে)। | বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী |
| | | সংসদীয় কমিটির ক্ষমতা বাড়াতে হবে। মন্ত্রীসভার যাবতীয় সিদ্ধান্ত সংসদীয় কমিটি চ্যালেঞ্জ করতে পারবে। শুনানি এবং সুপারিশের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত আইনসভায় পাঠাবে মন্ত্রীসভা। সুপারিশ আইনসভায় ভোটাভুটির মুখোমুখি হবে। | "১. জাতীয় নাগরিক কমিটি<br>২. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ" |
| | | উভয় কক্ষের সমন্বয়ে সর্বদলীয় সংসদীয় কমিটি গঠন করা হবে। সংসদীয় কমিটি মন্ত্রণালয়ের যেকোনো সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে তা সংসদের বিবেচনায় পেশ করতে পারবে। | জাতীয় নাগরিক কমিটি |
| | | এই কমিটি সমস্ত এথিক্যাল ইস্যুগুলি নিয়ে কাজ করবে, কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট বিষয়গুলি দেখবে। যেমন এই কমিটি খেয়াল রাখবে যে বিমান ব্যবসা বা ট্রেভেল এজেন্সি ব্যবসা আছে এমন কোনো সাংসদ যেন বিমান-পর্যটন মন্ত্রনালয় বা এই সংসদীয় কমিটির সদস্য হতে না পারেন। একইভাবে ব্যাঙ্ক বা আর্থিক লেনদেন সংশ্লিষ্ট ব্যবসার সাথে জড়িত কেউ অর্থ মন্ত্রনালয় বা এই সংসদীয় কমিটির সদস্য হতে না পারেন। এই কমিটি এটাও দেখবে যে, কোন সাংসদ আইন ভঙ্গ বা অপরাধ বা তথ্য গোপন করে সাংসদ হয়েছেন কি না। যেমন লন্ডনে বাড়ি বা ব্যবসা আছে এই তথ্য কোনো সাংসদ গোপন করেছেন কিনা, কিম্বা ২৫ লাখ টাকার উপর নির্বাচনী খরচ করে কেউ সাংসদ মনোনীত হয়েছেন বা হতে চেয়েছেন কি না। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, জার্মান ভারতে "পার্লামেন্টারী এথিকস্ কমিটি" আছে। | নাগরিক ঐক্য |
| | | "উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষ থেকে সদস্য নিয়ে সংসদীয় কমিটি গঠন করতে হবে।<br>ক. 'সংসদীয় কমিটি' জাতীয় সংসদের ক্ষুদ্র আকার হিসেবে পরিগণিত হবে।<br>খ. বিদেশে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতগণের মনোনয়ন 'সংসদীয় কমিটি' কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।<br>গ. নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, সচিবগণ, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, ন্যাশনাল অডিট কমিটি, সেনা-নৌ-বিমান বাহিনীর প্রধানদের নিয়াগে 'সংসদীয় কমিটি' কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।" | জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি |

পঞ্চম ভাগ: আইনসভা

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
|---|---|---|---|
| | | "৭৬। (১) সংসদ সদস্যদের মধ্য হইতে সদস্য লইয়া সংসদ নিম্নলিখিত স্থায়ী কমিটিসমূহ নিয়োগ করিবেন:<br>(ক) সরকারি হিসাব কমিটি;<br>(খ) বিশেষ অধিকার কমিটি, এবং<br>(গ) সংসদের কার্যপ্রণালী বিধিতে নির্দিষ্ট অন্যান্য স্থায়ী কমিটি।<br>(২) স্থায়ী কমিটির প্রধান হিসাবে কেবল বিরোধী দলের সদস্যরাই বিবেচিত হইবেন।<br>(৩) সংসদ এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লিখিত কমিটিসমূহের অতিরিক্ত অন্যান্য স্থায়ী কমিটি<br>নিয়োগ করিবেন এবং অনুরূপভাবে নিযুক্ত কোনো কমিটি এই সংবিধান ও অন্যকোন আইন সাপেক্ষে<br>(ক) খসড়া বিল ও অন্যান্য আইনগত প্রস্তাব পরীক্ষা করিতে পারিবেন,<br>(খ) আইনের বলবৎকরণ পর্যালোচনা এবং অনুরূপ বলবৎকরণের জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণের প্রস্তাব করিতে পারিবেন,<br>(গ) জনগুরুত্বসম্পন্ন বলিয়া সংসদ কোনো বিষয় সম্পর্কে কমিটিকে অবহিত করিলে সেই বিষয়ে কোনো মন্ত্রণালয়ের কার্য বা প্রশাসন সম্বন্ধে অনুসন্ধান বা তদন্ত করিতে পারিবেন এবং কোনো মন্ত্রণালয়ের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহের এবং প্রমাদির মৌখিক বা লিখিত উত্তরলাভের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন;<br>(ঘ) সংসদ কর্তৃক অর্পিত যেকোন দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন।<br>(৪) সংসদ আইনের দ্বারা এই অনুচ্ছেদের অধীন নিযুক্ত কমিটিসমূহকে<br>(ক) সাক্ষীদের হাজিরা বলবৎ করিবার এবং শপথ, ঘোষণা বা অন্যকোন উপায়ের অধীন করিয়া তাঁহাদের সাক্ষ্য গ্রহণের<br>(খ) দলিলপত্র দাখিল করিতে বাধ্য করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।" | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন |
| | | (৪) স্থায়ীকমিটির চেয়ারম্যানগণ ও সদস্যগণ সংসদ নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে নির্বাচিতহবেন । | খেলাফত মজলিস |
| অনুচ্ছেদ ৭৭ (ন্যায়পাল) | "৭৭। (১) সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালের পদ-প্রতিষ্ঠার জন্য বিধান করিতে পারিবেন।<br>(২) সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালকে কোন মন্ত্রণালয়, সরকারী কর্মচারী বা সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের যে কোন কার্য সম্পর্কে তদন্ত পরিচালনার ক্ষমতাসহ যেরূপ ক্ষমতা কিংবা যেরূপ দায়িত্ব প্রদান করিবেন, ন্যায়পাল সেইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন।<br>(৩) ন্যায়পাল তাঁহার দায়িত্বপালন সম্পর্কে বাৎসরিক রিপোর্ট প্রণয়ন করিবেন এবং অনুরূপ রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হইবে।" | সংবিধানে ক্ষমতার পরিষ্কার পৃথকীকরণ নিশ্চিত করা হবে এবং দুই বছরের মধ্যে স্বাধীন ওমবাডসম্যান অফিস স্থাপন বাধ্যতামূলক করা হবে। ওমবাডসম্যান সরকারি জবাবদিহিতা পর্যবেক্ষণ করবেন, অভিযোগ তদন্ত করবেন, সরকারি রেকর্ড সংগ্রহ করবেন এবং সংশোধনী পদক্ষেপ সুপারিশ করবেন। | বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি) |
| | | যেকোনো ব্যক্তি, সংস্থা, কর্মবিভাগ সম্পর্কে তদন্ত/নিরীক্ষার জন্য ন্যায়পালকে নির্দেশ দিতে পারবেন। | "১. জাতীয় নাগরিক কমিটি<br>২. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ" |
| | | রাষ্ট্রের একজন প্রধান ন্যায়পাল এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত আরও সংখ্যক ন্যায়পাল থাকবেন। সরকারি ও তার অধীনে কর্মবিভাগসমূহ ছাড়াও রিপাবলিকের সীমানায় অবস্থিত সকল সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান আইনানুগ ও বিধি সম্মতভাবে কর্মপ্রক্রিয়া সম্পাদন করছেন কিনা তা ন্যায়পাল তদন্ত/নিরীক্ষণ করবেন। প্রয়োজনীয় আইন-বিধি প্রণয়নে সংসদ ও রাষ্ট্রপতির কাছে প্রস্তাব পাঠাতে পারবেন। প্রধান ন্যায়পাল কেবল জাতীয় পরিষদ ও তার অধীন কমিটিসমূহের কাছে জবাবদিহি করবেন। | "১. জাতীয় নাগরিক কমিটি<br>২. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ" |
| | | ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠা করতে হবে | জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট |
| | | প্রধান ন্যায়পাল ও ন্যায়পালের অপসারণ/অভিশংসন হবে জাতীয় পরিষদে | জাতীয় নাগরিক কমিটি |
| | | ৭৭ ১. প্রথম বাক্যের শেষে “করতে পারবেন” শব্দগুলোর স্থলে “প্রণয়ন এবং সেই পদে ১ জন ব্যক্তিকে নির্বাচন করিবেন” শব্দগুলো প্রতিস্থাপিত করা হবে। | বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি |
| | | ন্যায়পাল নিয়োগের বিধান করা। | জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি |
| | | ন্যায়পাল নিয়োগ (যা সংবিধানে থাকলেও বাস্তাবায়ন হয়নি) দিতে হবে। | ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ |
| | | ন্যায়পাল ও সাংবিধানিক আদালত প্রতিষ্ঠা এবং নির্বাচন কমিশনসহ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের নিয়োগের জন্য সাংবিধানিক কমিশন গঠনের বিধান থাকা দরকার। | বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি |

| | পঞ্চম ভাগ: আইনসভা | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
| | | "(১) রাষ্ট্রপতি সংসদ বরাবর ন্যায়পাল এর জন্য প্রার্থী প্রস্তাব করিবেন। সংসদ প্রকাশ্য গণশুনানির মাধ্যমে ন্যায়পাল পদে প্রস্তাবিত প্রার্থীর যোগ্যতা বিচার করিয়া প্রস্তাবিত প্রার্থীর প্রতি তাহাদের সম্মতি বা অসম্মতি জ্ঞাপন করিবেন। সম্মতিপ্রাপ্ত প্রার্থী রাষ্ট্রের ন্যায়পাল হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হইবেন।<br>(২) যেকোন নাগরিক বা প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের কোনো কর্মচারী বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে তার মৌলিক অধিকার খর্ব হইবার কারণে অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেন।<br>(৩) সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালকে কোনো মন্ত্রণালয়, সরকারি কর্মচারী বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের যেকোন কার্য সম্পর্কে তদন্ত পরিচালনার ক্ষমতাসহ যেরূপ ক্ষমতা কিংবা যেরূপ দায়িত্ব প্রদান করিবেন, ন্যায়পাল সেইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন।<br>(৪) ন্যায়পাল তাঁহার দায়িত্বপালন সম্পর্কে বাৎসরিক রিপোর্ট প্রণয়ন করিবেন এবং অনুরূপ রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হইবে।" | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন |
| অনুচ্ছেদ ৭৮ (সংসদ ও সদস্যদের বিশেষ অধিকার ও দায়মুক্তি) | "৭৮। (১) সংসদের কার্যধারার বৈধতা সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।<br>(২) সংসদের যে সদস্য বা কর্মচারীর উপর সংসদের কার্যপ্রণালীনিয়ন্ত্রণ, কার্যপরিচালনা বা শৃঙ্খলারক্ষার ক্ষমতা ন্যস্ত থাকিবে, তিনি এই সকল ক্ষমতাপ্রয়োগ সম্পর্কিত কোন ব্যাপারে কোন আদালতের এখতিয়ারের অধীন হইবেন না।<br>(৩) সংসদে বা সংসদের কোন কমিটিতে কিছু বলা বা ভোটদানের জন্য কোন সংসদ-সদস্যের বিরুদ্ধে কোন আদালতে কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।<br>(৪) সংসদ কর্তৃক বা সংসদের কর্তৃত্বে কোন রিপোর্ট, কাগজপত্র, ভোট বা কার্যধারা প্রকাশের জন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন আদালতে কোন কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।<br>(৫) এই অনুচ্ছেদ-সাপেক্ষে সংসদের আইন-দ্বারা সংসদের, সংসদের কমিটিসমূহের এবং সংসদ-সদস্যদের বিশেষ-অধিকার নির্ধারণ করা যাইতে পারিবে।" | সংসদীয় পদ্ধতির সংস্কারের মাধ্যমে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি, যৌক্তিক বিতর্ক এবং সদস্যদের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করতে হবে। | জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট |
| | | নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা তাদের পুরো মেয়াদজুড়ে জনগণের কাছে জবাবদিহি থাকার জন্য এবং নেতাদেরকে সততা ও কর্মদক্ষতা বজায় রাখতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য "রি-কল ব্যবস্থার প্রবর্তন" দরকার, কারণ তারা জানেন যে জনগন তাদের অপসারণ করতে পারে। | নাগরিক ঐক্য |
| | | "প্রতি ৬ মাস পরপর সংসদ সদস্যরা যাতে তাদের ভোটারদের কাছে জবাবদিহি করেন সেই ব্যবস্থা চালু করা<br>দরকার।" | বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি |
| | | আইনসভা ও জাতীয় পরিষদের সদস্য এবং তাদের পরিবারের সম্পদের হিসাব বছরে দুইবার জনগণের সামনে হাজির করতে হবে। সম্পদ বৃদ্ধি বৈধ উপায়ে ও যৌক্তিকভাবে হয়েছে কি না তা দুর্নীতি দমন কমিশন নির্ধারণ করবে। | ১. জাতীয় নাগরিক কমিটি<br>২. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ |
| অনুচ্ছেদ ৭৯ | "৭৯। (১) সংসদের নিজস্ব সচিবালয় থাকিবে।<br>(২) সংসদের সচিবালয়ে কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তসমূহ সংসদ আইনের দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারিবেন।<br>(৩) সংসদ কর্তৃক বিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত স্পীকারের সহিত পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি সংসদের সচিবালয়ে কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তসমূহ নির্ধারণ করিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন এবং অনুরূপভাবে প্রণীত বিধিসমূহ যে কোন আইনের বিধান-সাপেক্ষে কার্যকর হইবে।" | সুপ্রিম কোর্টের একটি পৃথক সচিবালয় থাকবে। এছাড়াও, সুপ্রিম কোর্টের প্রয়োজনীয় ব্যয় এবং অধস্তন আদালতের ব্যয় মেটানোর জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, তা কনসোলিডেটেড ফান্ড থেকে প্রদান করা হবে। এজন্যে, অনুচ্ছেদ ৮৮, ৯৪ এ প্রয়োজনীয় সংশোধন আনতে হবে। | বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী |
| | ২য় পরিচ্ছেদ<br>আইন প্রণয়ন ও অর্থসংক্রান্ত পদ্ধতি | | |

| | পঞ্চম ভাগ: আইনসভা | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
| অনুচ্ছেদ ৮০ (আইন প্রণয়ন পদ্ধতি) | "৮০। (১) আইনপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে সংসদে আনীত প্রত্যেকটি প্রস্তাব বিল আকারে উত্থাপিত হইবে।<br>(২) সংসদ কর্তৃক কোন বিল গৃহীত হইলে সম্মতির জন্য তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করিতে হইবে।<br>৫১ [(৩) রাষ্ট্রপতির নিকট কোন বিল পেশ করিবার পর পনর দিনের মধ্যে তিনি তাহাতে সম্মতিদান করিবেন কিংবা অর্থবিল ব্যতীত অন্য কোন বিলের ক্ষেত্রে বিলটি বা তাহার কোন বিশেষ বিধান পুনর্বিবেচনার কিংবা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্দেশিত কোন সংশোধনী বিবেচনার অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া একটি বার্তাসহ তিনি বিলটি সংসদে ফেরত দিতে পারিবেন; এবং রাষ্ট্রপতি তাহা করিতে অসমর্থ হইলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।]<br>(৪) রাষ্ট্রপতি যদি বিলটি অনুরূপভাবে সংসদে ফেরত পাঠান, তাহা হইলে সংসদ রাষ্ট্রপতির বার্তাসহ তাহা পুনর্বিবেচনা করিবেন; এবং সংশোধনীসহ বা সংশোধনী ব্যতিরেকে ৫২[***] সংসদ পুনরায় বিলটি গ্রহণ করিলে সম্মতির জন্য তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হইবে এবং অনুরূপ উপস্থাপনের সাত দিনের মধ্যে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিবেন; এবং রাষ্ট্রপতি তাহা করিতে অসমর্থ হইলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।<br>(৫) সংসদ কর্তৃক গৃহীত বিলটিতে রাষ্ট্রপতি সম্মতিদান করিলে বা তিনি সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইলে তাহা আইনে পরিণত হইবে এবং সংসদের আইন বলিয়া অভিহিত হইবে।" | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে দফা (৩) প্রতিস্থাপিত হলেও আদতে পূর্বের বিধানই অপরিবর্তিত রয়েছে।---প্রতিস্থাপিত অনুচ্ছেদটি বহাল রাখতে হবে।(পঞ্চদশ সংশধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)। | বিএনপি |
| | | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে দফা (৪) সংশোধন করা হয়েছে। পূর্বতন বিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পুনর্বিবেচনার জন্য সংসদে ফেরত পাঠানো বিল মোট সংসদ-সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের দ্বারা গৃহিত হবার বাধ্যবাধকতা ছিল। পঞ্চদশ সংশোধনী এক্ষেত্রে উপস্থিত সংসদ-সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের দ্বারা এরূপ বিল গৃহিত হবার সুযোগ তৈরি করেছে।---সংশোধিত অনুচ্ছেদটি অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে। (পঞ্চদশ সংশধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)। | বিএনপি |
| | | "৮০ ৩. "তহবিল ব্যাতিত অন্য কোনো বিলের ক্ষেত্রে" এর পরে নিম্নোক্ত শব্দগুলো যুক্ত হবে--<br>"প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ব্যতিরেকে নিজস্ব বিবেচনা হইতেও" শব্দগুলো যুক্ত হবে।" | বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি |
| | | "(১) আইনপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে সংসদে আনীত প্রত্যেকটি প্রস্তাব বিল আকারে উত্থাপিত হইবে। (২) সংসদ কর্তৃক কোনো বিল গৃহীত হইলে সম্মতির জন্য তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করিতে হইবে। (৩) রাষ্ট্রপতির নিকট কোনো বিল পেশ করিবার পর পনের দিনের মধ্যে তিনি তাহাতে সম্মতিদান করিবেন কিংবা অর্থবিল ব্যতীত অন্যকোন বিলের ক্ষেত্রে বিলটি বা তাহার কোনো বিশেষ বিধান পুনর্বিবেচনার কিংবা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্দেশিত কোনো সংশোধনী বিবেচনার অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া একটি বার্তাসহ তিনি বিলটি সর্বোচ্চ দুই বার সংসদে ফেরত দিতে পারিবেন, এবং রাষ্ট্রপতি তাহা \| করিতে অসমর্থ হইলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।]<br>(৪) রাষ্ট্রপতি যদি বিলটি অনুরূপভাবে সংসদে ফেরত পাঠান তাহা হইলে সংসদ রাষ্ট্রপতির বার্তাসহ তাহা পুনর্বিবেচনা করিবেন, এবং সংশোধনীসহ বা সংশোধনী ব্যতিরেকে সংসদ পুনরায় বিলটি গ্রহণ করিলে সম্মতির জন্য তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হইবে এবং অনুরূপ উপস্থাপনের সাত দিনের মধ্যে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিবেন, এবং রাষ্ট্রপতি তাহা করিতে অসমর্থ হইলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।<br>(৫) সংসদ কর্তৃক গৃহীত বিলটিতে রাষ্ট্রপতি সম্মতিদান করিলে বা তিনি সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইলে তাহা আইনে পরিণত হইবে এবং সংসদের আইন বলিয়া অভিহিত হইবে।" | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন |
| | | (২) সংসদের নিম্নকক্ষ কর্তৃক কোন বিল গৃহীত হলে তা উচ্চকক্ষে যাবে । উচ্চ কক্ষে বিলটি অনুমোদিত হলে রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করা হবে। তিনি স্বাক্ষর দান করলে তা আইনে পরিণত হবে। | খেলাফত মজলিস |

| | পঞ্চম ভাগ: আইনসভা | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
| **অনুচ্ছেদ ৮২ (আর্থিক ব্যবস্থাবলীর সুপারিশ)** | ৮২। ৫৩[কোন অর্থ বিল, অথবা সরকারী অর্থ ব্যয়ের প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে এমন কোন বিল] রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত সংসদে উত্থাপন করা যাইবে না:<br>তবে শর্ত থাকে যে,৫৪ [কোন অর্থ বিলে] কোন কর হ্রাস বা বিলোপের বিধান-সংবলিত কোন সংশোধনী উত্থাপনের জন্য এই অনুচ্ছেদের অধীন সুপারিশের প্রয়োজন হইবে না। | অত্র অনুচ্ছেদে পঞ্চদশ সংশোধনী কর্তৃক আনীত পরিবর্তনের মাধ্যমে পূর্বতন বিধান স্পষ্টীকরন করা হয়েছে।---সংশোধিত অনুচ্ছেদটি অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে। (পঞ্চদশ সংশধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন | বিএনপি |
| **অনুচ্ছেদ ৮৩** | সংসদের কোন আইনের দ্বারা বা কর্তৃত্ব ব্যতীত কোন কর আরোপ বা সংগ্রহ করা যাইবে না। | Will remain as it is but a proviso as under is required to be added. Provided herein that no taxation, duties, cess, of any kind or sort can be levied as or under any statutory Rules and Orders by any authority, everything which relates to financial imposition or otherwise shall have to be through a Finance Bill. | Bangladesh Muslim Legue |
| **অনুচ্ছেদ ৮৭ (বাজেট)** | | ৮৭(১) আর্থিক বছরঃ ইংরেজী বর্ষই (জানুয়রি- ডিসেম্বর) আর্থিক বছর হিসাবে গণ্য হবে | খেলাফত মজলিস |
| | ৩য় পরিচ্ছেদ অধ্যাদেশপ্রণয়ন-ক্ষমতা | | |
| **অনুচ্ছেদ ৯৩ (অধ্যাদেশ প্রণয়ন ক্ষমতা)** | "৯৩। (১) 57[সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় অথবা উহার অধিবেশনকাল ব্যতীত] কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট আশু ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইলে তিনি উক্ত পরিস্থিতিতে যেরূপ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিবেন, সেইরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিতে পারিবেন এবং জারী হইবার সময় হইতে অনুরূপভাবে প্রণীত অধ্যাদেশ সংসদের আইনের ন্যায় ক্ষমতাসম্পন্ন হইবে:<br>তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার অধীন কোন অধ্যাদেশে এমন কোন বিধান করা হইবে না,<br>(ক) যাহা এই সংবিধানের অধীন সংসদের আইন-দ্বারা আইনসঙ্গতভাবে করা যায় না;<br>(খ) যাহাতে এই সংবিধানের কোন বিধান পরিবর্তিত বা রহিত হইয়া যায়; অথবা<br>(গ) যাহার দ্বারা পূর্বে প্রণীত কোন অধ্যাদেশের যে কোন বিধানকে অব্যাহতভাবে বলবৎ করা যায়।<br>(২) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার অধীন প্রণীত কোন অধ্যাদেশ জারী হইবার পর অনুষ্ঠিত সংসদের প্রথম বৈঠকে তাহা উপস্থাপিত হইবে এবং ইতঃপূর্বে বাতিল না হইয়া থাকিলে অধ্যাদেশটি অনুরূপভাবে উপস্থাপনের পর ত্রিশ দিন অতিবাহিত হইলে কিংবা অনুরূপ মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে তাহা অননুমোদন করিয়া সংসদে প্রস্তাব গৃহীত হইলে অধ্যাদেশটির কার্যকরতা লোপ পাইবে।<br>(৩) সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থার কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট ব্যবস্থা-গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইলে তিনি এমন অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিতে পারিবেন, যাহাতে সংবিধান-দ্বারা সংযুক্ত তহবিলের উপর কোন ব্যয় দায়যুক্ত হউক বা না হউক, উক্ত তহবিল হইতে সেইরূপ ব্যয়নির্বাহের কর্তৃত্ব প্রদান করা যাইবে এবং অনুরূপভাবে প্রণীত কোন অধ্যাদেশ জারী হইবার সময় হইতে তাহা সংসদের আইনের ন্যায় ক্ষমতাসম্পন্ন হইবে।<br>(৪) এই অনুচ্ছেদের (৩) দফার অধীন জারীকৃত প্রত্যেক অধ্যাদেশ যথাশীঘ্র সংসদে উপস্থাপিত হইবে এবং সংসদ পুনর্গঠিত হইবার তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে এই সংবিধানের ৮৭, ৮৯ ও ৯০ অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী প্রয়োজনীয় উপযোগীকরণসহ পালিত হইবে।" | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে দফা (১) প্রতিস্থাপিত হলেও আদতে পূর্বের বিধানই অপরিবর্তিত রয়েছে।--- প্রতিস্থাপিত অনুচ্ছেদটি বহাল রাখতে হবে।(পঞ্চদশ সংশধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)। | বিএনপি |

| | পঞ্চম ভাগ: আইনসভা | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
| অন্যান্য প্রস্তাব | বিরোধী দলের পদ প্রদান | ডেপুটি স্পিকার থাকবেন ২ জন। | গণঅধিকার পরিষদ (নুর) |
| | | বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার মনোনীত করতে হবে | ১. গণঅধিকার পরিষদ (নুর)<br>২. ভাসানী অনুসারী পরিষদ<br>৩. ১২ দলীয় জোট<br>৪. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ |
| | | বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার রাখার বিধান রাখতে হবে | জাতীয় পার্টি (কাজী জাফর) |
| | | ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থেকে স্পিকার, প্রধান বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার এবং অন্যান্য অনুপাতিক হারে বিভিন্ন কমিটির সভাপতির পদলাভ করবে। | ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ |
| | | জাতীয় সংসদের সকল দলের সংসদ সদস্য নিয়ে একটি জাতীয় ঐকমত্য/জাতীয় সরকার গঠন করতে হবে | জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি |
| | | প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বিভিন্ন সংসদীয় কমিটির সভাপতিদের মন্ত্রণালয়ের কাজে সম্পৃক্ত হবার ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করাকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করতে হবে। | এনডিএম |
| | | আইনসভার সদস্যগণ উপজেলা প্রশাসনের কাজে সরাসরি সম্পৃক্ত হতে পারবেন না এমন বিধান সংযোজন করতে হবে | এনডিএম |
| | | সকল সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের ক্ষেত্রে সংসদীয় কমিটির ভোটিং-এর মাধ্যম নিয়োগের বিধান প্রণয়ন। দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ও আর্থিক স্বচ্ছতার জন্য হিসাব ও আর্থিক নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্কার এবং গণমুখী প্রশাসনিক সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করতে হবে। | গণসংহতি আন্দোলন |
| | প্রদেশে বিভক্ত করতে হবে | বাংলাদেশকে নয়টি (৯) প্রদেশে বিভক্ত করতে হবে<br>ক. প্রত্যেক প্রদেশে নির্বাচিত 'প্রাদেশিক পরিষদ' (provincial assembly) এবং 'প্রাদেশিক সরকার' (provincial government) থাকবে।<br>খ. প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা অনুর্ধ্ব ১৫০ (একশো পঞ্চাশ) জন থাকবে। এক তৃতীয়াংশ থাকবে শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধি হিসেবে<br>গ. প্রাদেশিক পরিষদে ১ (এক) জন মুখ্যমন্ত্রীসহ ৭ (সাত) সদস্যের মন্ত্রিসভা থাকবে।<br>ঘ. 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা'র সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে হবে ।<br>(১) একটি প্রদেশ অবশ্যই 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা'র নাগরিকদের নিয়ে গঠন করতে হবে।<br>(২) বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা'র সদস্যদের জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন'-এর ব্যবস্থা থাকবে।<br>ঙ. জাতীয় সংসদের (পার্লামেন্ট) 'উচ্চকক্ষে' সকল প্রদেশের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। | জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি |
| | | আইনসভা ও জাতীয় পরিষদের সদস্য এবং তাদের পরিবারের সম্পদের হিসাব বছরে দুইবার জনগণের সামনে হাজির করতে হবে। সম্পদ বৃদ্ধি বৈধ উপায়ে ও যৌক্তিকভাবে হয়েছে কি না তা দুর্নীতি দমন কমিশন নির্ধারণ করবে। | ১. জাতীয় নাগরিক কমিটি<br>২. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ |
| | | রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন প্রক্রিয়া বাতিল করতে হবে | জাতীয় পার্টি (কাজী জাফর) |
| | | BML proposes for a semi Presidential form of Government, something like the French, where a President and a Vice President as running mate (American) will be directly elected by the people on the basis of adult franchise. The President will share power with the Parliament. We think that this power sharing mechanism will create a balance between the Parliament and the President. | Bangladesh Muslim League |
| | | The Speaker shall be elected by a secret ballot , but the Deputy Speaker will have to be from the Opposition. | Bangladesh Muslim Legue |
| | | দলীয়করণ ও পরিবারতন্ত্র প্রতিরোধ করতে হবে | প্রগতিশীল গ্রিন পার্টি |
| | | ক্ষমতার বিকেন্দ্রীয়করণ করতে হবে | প্রগতিশীল গ্রিন পার্টি |

| | ৬ষ্ঠ ভাগ : বিচার বিভাগ | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
| | ১ম পরিচ্ছেদ সুপ্রীম কোর্ট | | |
| অনুচ্ছেদ ৯৪ (সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠা) | ৯৪। (১) "বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট" নামে বাংলাদেশের একটি সর্বোচ্চ আদালত থাকিবে এবং আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ লইয়া তাহা গঠিত হইবে।<br>(২) প্রধান বিচারপতি (যিনি "বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি" নামে অভিহিত হইবেন) এবং প্রত্যেক বিভাগে আসনগ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতি যেরূপ সংখ্যক বিচারক নিয়োগের প্রয়োজন বোধ করিবেন, সেইরূপ সংখ্যক অন্যান্য বিচারক লইয়া সুপ্রীম কোর্ট গঠিত হইবে।<br>(৩) প্রধান বিচারপতি ও আপীল বিভাগে নিযুক্ত বিচারকগণ কেবল উক্ত বিভাগে এবং অন্যান্য বিচারক কেবল হাইকোর্ট বিভাগে আসন গ্রহণ করিবেন।<br>(৪) এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারক বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন। | | |
| | | সুপ্রিম কোর্টের প্রয়োজনীয় ব্যয় এবং অধস্তন আদালতের ব্যয় মেটানোর জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, তা কনসোলিডেটেড ফান্ড থেকে প্রদান করা হবে। এ জন্য অনুচ্ছেদ ৮৮ ও ৯৪ এ প্রয়োজনীয় সংশোধন আনতে হবে। | বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী |
| | | বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে স্বতন্ত্র " বিচার বিভাগ সচিবালয়" প্রতিষ্ঠার বিধান সংবিধানে সংযোজন করতে হবে। | "১. এনডিএম<br>২. জাতীয় নাগরিক কমিটি<br>৩. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ<br>৪. জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট<br>৫. জাতীয় নাগরিক কমিটি<br>৬. বাংলাদেশ লেবার পার্টি<br>৭. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী" |
| | | বিচার বিভাগের পরিচালনা এবং বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণের জন্য বিচার বিভাগের জন্য পৃথক সচিবালয় গঠন করতে হবে। | গণসংহতি আন্দোলন |
| | | বিচার বিভাগকে স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তালোর লক্ষ্যে সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে স্থায়ী 'বিচার বিভাগীয় কাউন্সিল' গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে। | জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি |
| | | বিচার বিভাগের উপর রাজনৈতিক প্রভাব কমাতে হবে। | জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট |
| | | মাসদার হোসেন মামলার রায়ের আলোকে সুপ্রীম কোর্টের ব্যাপক সংস্কার করা হোক | জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি |
| | | বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বাড়াতে হবে। | "১. জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট<br>২. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি<br>৩. প্রগতিশীল গ্রিন পার্টি" |
| | | সুপ্রীম কোর্টের সংজ্ঞা পরিবর্তন করতে হবে। শুধুমাত্র আপীল বিভাগ সুপ্রীম কোর্ট হিসাবে গন্য হবে। হাইকোর্ট, অধস্তন আদালত ও ট্রাইবুনালসমুহ সুপ্রীম কোর্টের অধিনস্থ থাকিবে যা একটি সচিবালয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। | আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি) |
| | | বিচার ব্যবস্থার বিকেন্দ্রিকরণ করে দেশের সকল বিভাগে হাইকোর্টের শাখা স্থাপন করতে হবে। | "১. বাংলাদেশ লেবার পার্টি<br>২. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি" |
| | | মানবাধিকার বিষয়ে হাইকোর্টে বিশেষ বেঞ্চ থাকবে। | জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি |
| | | প্রতি বিভাগে হাইকোর্টের বেঞ্চ থাকবে। অ্যাপিলেট ডিভিশন বলে আলাদা কিছু থাকবে না। সুপ্রীম কোর্ট নামে একক একটি কোর্ট থাকবে, যা অ্যাপিলেট ডিভিশন হিসেবে কাজ করবে। | জাতীয় নাগরিক কমিটি |

| | ৬ষ্ঠ ভাগ : বিচার বিভাগ | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
| | | ৯৪: আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ, জজকোর্ট, উপজেলা কোর্ট নিয়ে বিচার বিভাগ গঠিত হবে। | খেলাফত মজলিস |
| অনুচ্ছেদ ৯৫ (বিচারক-নিয়োগ) | "৫৮[৯৫। (১) প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিয়া রাষ্ট্রপতি অন্যান্য বিচারককে নিয়োগদান করিবেন।<br>(২) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক না হইলে, এবং<br>(ক) সুপ্রীম কোর্টে অন্যূন দশ বৎসরকাল এ্যাডভোকেট না থাকিয়া থাকিলে; অথবা<br>(খ) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে অন্যূন দশ বৎসর কোন বিচার বিভাগীয় পদে অধিষ্ঠান না করিয়া থাকিলে; অথবা<br>(গ) সুপ্রীমকোর্টের বিচারক পদে নিয়োগলাভের জন্য আইনের দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতা না থাকিয়া থাকিলে; তিনি বিচারকপদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না।<br>(৩) এই অনুচ্ছেদে ''সুপ্রীম কোর্ট'' বলিতে এই সংবিধান প্রবর্তনের পূর্বে যে কোন সময়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যে আদালত হাইকোর্ট হিসাবে এখতিয়ার প্রয়োগ করিয়াছে, সেই আদালত অন্তর্ভুক্ত হইবে।]" | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদটি প্রতিস্থাপিত হলেও আদতে পূর্বের বিধানই অপরিবর্তিত রয়েছে।---অত্র অনুচ্ছেদ বিচারক পদের যোগ্যতা হিসেবে বা বিচার বিভাগীয় পদে দশ বৎসরের অভিজ্ঞতার বিষয় উল্ল্যেখ করে আছে। অভিজ্ঞতার সময়কালকে ১৫ বছরে উন্নীত করা যেতে পারে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন) | বিএনপি |
| | | বিচারক নিয়োগ কার্যক্রম স্বচ্ছ এবং মেধার নিয়োগ প্রদান করতে হবে। | জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট |
| | | বিচার বিভাগের জন্য স্বাধীন সচিবালয়ের মাধ্যমে বিচারপতি নিয়োগ করতে হবে। | জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট |
| | | সংবিধানের ৯৫ (গ) (২) ধারা সংশোধন করে প্রধান বিচারপতি এবং আপিল বিভাগের বিচারপতিদের যোগ্যতা নির্ধারণ করে দিতে হবে । | এনডিএম |
| | | মাসদার হোসেন মামলার রায়ের আলোকে পূর্ণাঙ্গ স্বাধীন বিচার বিভাগীয় কমিশন এবং কার্যকর সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠন, নিম্ন আদালতকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করে সুপ্রীম কোর্টের অধীনস্থ করা, বিচারবিভাগের জন্য সুপ্রিমকোর্টের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি পৃথক সচিবালয় স্থাপন এবং সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগের লক্ষ্যে সংবিধানের ৯৫(গ) অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা ও মানদণ্ড সম্বলিত 'বিচারপতি নিয়োগ আইন' প্রণয়ন করা। | নাগরিক ঐক্য |
| | | "ক. বেঞ্চ গঠন এবং ভেঙে দেয়ার ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতির ক্ষমতা আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা ।<br>খ. দুই বছরের জন্য অতিরিক্ত বিচারপতি নিয়োগ বাতিল করা<br>গ. বিচারক নিয়োগে স্বচ্ছ নীতিমালা প্রণয়ন করা।" | জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি |
| | | সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগের জন্য একটি কলিজিয়াম সিস্টেম থাকা উচিত। আপিল বিভাগের বিচারপতি এবং প্রধান বিচারপতির নিয়োগ সম্পর্কে স্বচ্ছতা থাকা উচিত। supersession (অগ্রাহ্য করে নিয়োগ) সংস্কৃতির অবসান ঘটানো উচিত। আপিল বিভাগে নিয়োগের জন্য, অত্যন্ত দক্ষ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সরাসরি বার থেকে নিয়োগের সুযোগ দেওয়া উচিত। | বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী |
| | | বিচারক নিয়োগে নির্ধারিত যোগ্যতা নির্ধারণের ধারা যুক্ত করতে হবে | বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ |
| | | সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগের ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের হাতে থাকবে। এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শের প্রয়োজন হবে না | গণঅধিকার পরিষদ (ফারুক) |
| | | বিচারক নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য পৃথক কমিশন: উচ্চ আদালতের বিচারকদের নিয়োগ, পদোন্নতি এবং অপসারণের প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য একটি পৃথক কমিশন গঠন করা হবে। এটি বিচার বিভাগের স্বচ্ছতা এবং ন্যায্যতা নিশ্চিত করবে, পাশাপাশি রাজনৈতিক চাপ থেকে বিচারকদের সুরক্ষা প্রদান করবে। | এবি পার্টি |
| | | স্বাধীন বিচারপতি নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হবে, যা যোগ্যতার ভিত্তিতে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ বিচারপতি নিয়োগ নিশ্চিত করবে। কমিশন বিচার বিভাগের নৈতিকতা ও পেশাগত আচরণ পর্যবেক্ষণ করবে, যা বিচার বিভাগের প্রতি জনগণের আস্থা বজায় রাখবে। | বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি) |
| | | বিচারক নিয়োগের কার্যকর নীতিমালা প্রণয়ন করা । | জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি |
| | | বিচার বিভাগের ক্ষেত্রেও বর্তমানের যোগ্যতা ১০ বছরের জজিয়াতি বা ১০ বছরের উকালতি করার যোগ্যতার মানদণ্ড বাতিল করে সুনির্দিষ্টভাবে যোগ্যতার মাণদণ্ড নির্ধারণের মাধ্যমে বিচার কমিশন বা জুডিশিয়াল কাউন্সিলের মাধ্যমে নিয়োগ দানের বিধান করা। | বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ |

৬ষ্ঠ ভাগ : বিচার বিভাগ

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
|---|---|---|---|
| | | বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত, স্বাধীন ও রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখতে হবে। | বাংলাদেশ লেবার পার্টি |
| | | বিচারবিভাগকে সম্পূর্ণ রূপে স্বাধীন করার জন্য উচ্চ আদালতে বিচারপতি নিয়োগের সুনির্দিষ্ট সাংবিধানিক নীতিমালা ও আইন প্রণয়ন করতে হবে। উচ্চ আদালতে বিচারপতি নিয়োগ, পদোন্নতি, এবং অপসারণের সিদ্ধান্ত সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠন করে তার এখতিয়ারভুক্ত করতে হবে। | গণসংহতি আন্দোলন |
| | | সংবিধান সংশোধন সাপেক্ষে আলাদা বিধি প্রণয়ন করে উচ্চ ও নিম্ন আদালতে পেশাগত দক্ষতা, সততা, নিষ্ঠা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে বিচারক/বিচারপতি ও আইন কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে। দ্রুত বিচারকার্য সম্পাদনের স্বার্থে আদালতগুলিতে বিচারক সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। | বাংলাদেশ লেবার পার্টি |
| | | "(১) রাষ্ট্রপতি সংসদ বরাবর প্রধান বিচারপতি পদে যোগ্যতা বিচার পূর্বক নাম প্রস্তাব করিবেন। সংসদ প্রকাশ্য গণশুনানির মাধ্যমে প্রস্তাব যাচাই করিয়া তাহাদের অনুমোদন প্রদান করিলে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হইবেন।<br>(২) প্রধান বিচারপতি উচ্চ আদালতের বিচারক পদে প্রার্থীদের নাম প্রস্তাব করিবেন। সংসদ প্রকাশ্য গণশুনানির মাধ্যমে প্রস্তাব যাচাই বাছাই করিয়া প্রার্থীদের অনুমোদন প্রদান করিলে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক \| প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হইবেন।<br>(৩) কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক না হইলে, এবং<br>(ক) সুপ্রীম কোর্টে অন্যূন দশ বৎসরকাল এ্যাডভোকেট না থাকিয়া থাকিলে, অথবা<br>(খ) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে অন্যূন দশ বৎসর কোনো বিচার বিভাগীয় পদে অধিষ্ঠান না করিয়া থাকিলে, অথবা<br>(গ) সুপ্রীম কোর্টের বিচারক পদে নিয়োগ লাভের জন্য আইনের দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতা না থাকিয়া থাকিলে,<br>(ঘ) বয়স পঁয়তাল্লিশ বছরের কম হইলে<br>তিনি বিচারক পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না।<br>(৪) এই অনুচ্ছেদে "সুপ্রীম কোর্ট বলিতে এই সংবিধান প্রবর্তনের পূর্বে যেকোন সময়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যে আদালত হাইকোর্ট হিসাবে এখতিয়ার প্রয়োগ করিয়াছে, সেই আদালত অন্তর্ভুক্ত হইবে।" | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন |
| | | "৯৫: সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিলঃ প্রধান বিচারপতিকে চেয়ারম্যান করে সুপ্রিম জডিসিয়াল কাউন্সিল গঠিত হবে ।নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ কাউন্সিলের সদস্য হবেনঃ<br>১.আইনমন্ত্রি<br>২.আপীল বিভাগের দুইজন জ্যেষ্ঠ বিচারক<br>৩.এটর্নি জেনারেল<br>৪.দুজন সংসদ সদস্য- একজন সরকারী দলের আর একজন বিরোধী দলের।<br>৫. সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবি সমিতির নির্বাচিত সভাপতি ও সেক্রেটারী<br>৬. দু'জন এমিকাস কিউরি যারা আপিল বিভাগের সিনিয়র আইনজীবীদের মধ্য থেকে আপিল বিভাগ কর্তৃক মনোনীত মনোনীত হবেন।" | খেলাফত মজলিস |
| | | "Article 2) 95) which should be substituted as follows;<br>A person shall be qualified for appointment as a Judge if he is a citizen of Bangladesh and has been in actual unbroken regular practice as an advocate of the Supreme Court for at least 15 years or has been in actual and active practice in the District and Sessions Court for at least 20 years or has been a judge for 20 years in the subordinate judiciary doing judicial work. Further, there will be no quotas, but all appointments will be made based on merit.<br>Article 3) 95) There shall be a Judicial Commission comprising the Chief Justice, senior most puisne Judge of the Appellate Division, senior most Judge of the High Court Division, the Attorney General, the Minister for Law and the President of the Supreme Court Bar Association will compile a list of persons suitable for appointment as a Judge of the Supreme Court, shall interview all those on the list and finalize the names for appointment as Judges of the Supreme court and forward it to the President for completing the necessary process of appointment after essential verification and report by the National Security Intelligence and Special branch in separately sealed confidential covers to the President. Any adverse report against any person selected for appointment can only be overlooked or overruled by the said Judicial Commission by a majority of the Commission members." | Bangladesh Muslim Legue |

| | ৬ষ্ঠ ভাগ : বিচার বিভাগ | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
| | | বিচারপতি নিয়োগ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে স্থায়ী সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল গঠন করতে হবে। কাউন্সিলে সংক্ষুব্ধ আইনজীবী ও বিচার প্রার্থীরা অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন। | বাংলাদেশ লেবার পার্টি |
| **অনুচ্ছেদ ৯৬ (বিচারকের পদের মেয়াদ)** | ৫৯ [৯৬। (১) এই অনুচ্ছেদের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে কোন বিচারক সাতষট্টি বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।<br>৬০ [(২) প্রমাণিত অসদাচরণ বা অসামর্থ্যের কারণে সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতার দ্বারা সমর্থিত সংসদের প্রস্তাবক্রমে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতির আদেশ ব্যতীত কোন বিচারককে অপসারিত করা যাইবে না।<br>(৩) এই অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন প্রস্তাব সম্পর্কিত পদ্ধতি এবং কোন বিচারকের অসদাচরণ বা অসামর্থ্য সম্পর্কে তদন্ত ও প্রমাণের পদ্ধতি সংসদ আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন।<br>(৪) কোন বিচারক রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ করিয়া স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।] | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদটি প্রতিস্থাপিত হলেও আদতে পূর্বের বিধানই অপরিবর্তিত রয়েছে। পরবর্তীতে ষোড়শ সংশোধনীর মাধ্যমে বিচারকদের অপসারণ সংক্রান্ত সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল বিলুপ্ত করে সংসদ কর্তৃক অপসারণের বিধান করা হয়।--- ষোড়শ সংশোধনী ইতোমধ্যে সর্ব্বোচ্চ আদালত কর্তৃক অবৈধ ঘোষিত পূর্বতন বিধান পুনঃভাল হয়েছে। | বিএনপি |
| | | প্রধান বিচারপতি পদটি স্থায়ীকরণ হবে না। পর্যায়ক্রমিক হবে। আপিল বিভাগের শীর্ষ জ্যেষ্ঠতা অনুসারে ৫ বিচারপতি পর্যায়ক্রমে দায়িত্ব পালন করবেন। | ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ |
| | | বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা সংসদ থেকে কেড়ে নেওয়া উচিত। বিচারিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে বিচারপতিদের শৃঙ্খলার জন্য একটি অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা থাকা উচিত। তবে, ১৫তম সংশোধনের আগে যে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের মাধ্যমে বিচারপতিদের অপসারণের প্রক্রিয়া ছিল, তা সংশোধন করা উচিত। কারণ এতে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। | বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী |
| | | "১) এই অনুচ্ছেদের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে কোনো বিচারক পঁয়ষট্টি বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।<br>(২) প্রমাণিত অসদাচরণ বা অসামর্থ্যের কারণে সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতার দ্বারা সমর্থিত সংসদের প্রস্তাবক্রমে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতির আদেশ ব্যতীত কোনো বিচারককে অপসারিত করা যাইবে না।<br>(৩) কোনো বিচারক রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করিয়া স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।" | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন |
| | | ৯৬(১) জুডিসিয়াল কাউন্সিলের দায়িত্ব: তারা হাইকোর্টের বিচারপতি নিয়োগের সুপারিশ করবেন এবং তাদের সুপারিশের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি তাদের নিয়োগ দিবেন<br>৯৬(২) আপীল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতিকে প্রধান বিচারপতি হিসাবে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দেবেন।<br>৯৬(৩) সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিল কোন বিচার পতিকে আইন অনুযায়ী অভিশংসনের সুপারিশ করতে পারবেন । কোন বিচারপতির বিরুদ্ধে অভিশংসনের সুপারিশ করলে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তিনি অপসারিত হবেন। | খেলাফত মজলিস |
| **অনুচ্ছেদ ৯৭ (অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি নিয়োগ)** | | ৯৭. জনগণের দোরগোড়ায় ন্যায় বিচার পৌছাবার জন্যে হাইকোর্টকে রাজধানীতে কেন্দ্রীভূত না করে প্রত্যেক প্রশাসনিক বিভাগে হাইকোর্টের একটি করে বেঞ্চ স্থাপিত হবে । | খেলাফত মজলিস |
| **অনুচ্ছেদ ৯৮ (সুপ্রীম কোর্টের অতিরিক্ত বিচারকগণ)** | ৯৮। সংবিধানের ৯৪ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী সত্ত্বেও 61[* * *] রাষ্ট্রপতির নিকট সুপ্রীম কোর্টের কোন বিভাগের বিচারক-সংখ্যা সাময়িকভাবে বৃদ্ধি করা উচিত বলিয়া সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইলে তিনি যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন এক বা একাধিক ব্যক্তিকে অনধিক দুই বৎসরের জন্য অতিরিক্ত বিচারক নিযুক্ত করিতে পারিবেন, কিংবা তিনি উপযুক্ত বিবেচনা করিলে হাইকোর্ট বিভাগের কোন বিচারককে 62[যে কোন অস্থায়ী মেয়াদের জন্য আপীল বিভাগের আসন গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন]:<br>তবে শর্ত থাকে যে, অতিরিক্ত বিচারকরূপে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে এই সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদের অধীন বিচারকরূপে নিযুক্ত হইতে কিংবা বর্তমান অনুচ্ছেদের অধীন আরও এক মেয়াদের জন্য অতিরিক্ত বিচারকরূপে নিযুক্ত হইতে বর্তমান অনুচ্ছেদের কোন কিছুই নিবৃত্ত করিবে না। | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তনটি নিতান্তই ভাষাগত। বাস্তবক্ষেত্রে এর তাৎপর্য নেই বললেই চলে।---সংশোধিত অনুচ্ছেদটি অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে। (পঞ্চদশ সংশধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন) | বিএনপি |

| | ৬ষ্ঠ ভাগ : বিচার বিভাগ | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবক দলের নাম** |
| | | সুপ্রীম কোর্টের অতিরিক্ত বিচারকগণ 'যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন' লিখতে হবে | বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ |
| | | ৯৮: বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ স্বাধীন হবে এবং বিচারকগণ স্বাধীনভাবে আইনের মাধ্যমে বিচার করবেন । কোন অবস্থাতেই নির্বাহী বিভাগ কোন স্তরের আদালতের উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করতে পারবে না। এ ধরনের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা যদি প্রমানিত হয় তাহলে আপীল বিভাগ তাকে গুরুতর অন্যায় রূপে বিবেচনা করে তার উপযুক্ত প্রতিবিধান করতে পারবে। | খেলাফত মজলিস |
| **অনুচ্ছেদ ৯৯ (অবসর গ্রহণের পর বিচারকগণের অক্ষমতা)** | "৬৩ [৯৯। (১) কোন ব্যক্তি (এই সংবিধানের ৯৮ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী-অনুসারে অতিরিক্ত বিচারকরূপে দায়িত্ব পালন ব্যতীত) বিচারকরূপে দায়িত্ব পালন করিয়া থাকিলে উক্ত পদ হইতে অবসর গ্রহণের বা অপসারিত হইবার পর তিনি কোন আদালত বা কোন কর্তৃপক্ষের নিকট ওকালতি বা কার্য করিবেন না এবং বিচার বিভাগীয় বা আধা-বিচার বিভাগীয় পদ ব্যতীত প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না।<br>(২) (১) দফায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক পদে বহাল থাকিলে উক্ত পদ হইতে অবসর গ্রহণের পর তিনি আপীল বিভাগে ওকালতি বা কার্য করিতে পারিবেন।]" | নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংক্রান্ত ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদে আনীত পরিবর্তনকে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে রহিত করা হয়।---পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তনকে রহিত করতে হবে। | বিএনপি |
| | | কোনো ব্যক্তি (এই সংবিধানের ৯৮ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী অনুসারে অতিরিক্ত বিচারকরূপে দায়িত্ব পালন ব্যতীত) বিচারকরূপে দায়িত্ব পালন করিয়া থাকিলে উক্ত পদ হইতে অবসর গ্রহণের বা অপসারিত হইবার পর তিনি কোনো আদালত বা কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট ওকালতি বা কার্য করিবেন না এবং বিচার বিভাগীয় বা আধা বিচার বিভাগীয় পদ ব্যতীত জনগণতন্ত্রের কর্মে কোনো লাভজনক পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না। | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন |
| **অনুচ্ছেদ ১০০ (সুপ্রীম কোর্টের আসন)** | ৬৪ [১০০। রাজধানীতে সুপ্রীম কোর্টের স্থায়ী আসন থাকিবে, তবে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লইয়া প্রধান বিচারপতি সময়ে সময়ে অন্য যে স্থান বা স্থানসমূহ নির্ধারণ করিবেন, সেই স্থান বা স্থানসমূহে হাইকোর্ট বিভাগের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে।] | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদটি প্রতিস্থাপিত হলেও আদতে পূর্বের বিধানই অপরিবর্তিত রয়েছে।--- প্রতিস্থাপিত অনুচ্ছেদটি বহাল রাখতে হবে।(পঞ্চদশ সংশধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)। | বিএনপি |
| | | রাজধানীতে সুপ্রীম কোর্টের স্থায়ী আসন থাকিবে, রাষ্ট্রের প্রতি বিভাগে সার্কিট বেঞ্চ গড়িয়া তোলা \| হইবে। উচ্চ আদালতের সেবা নাগরিকদের নিকটতর করিবার লক্ষ্যে, প্রধান বিচারপতি সময়ে সময়ে অন্য যে স্থান বা স্থানসমূহ নির্ধারণ করিবেন, সেই স্থান বা স্থানসমূহে হাইকোর্ট বিভাগের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে। | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন |
| | | The permanent seat of the Supreme Court shall be in the capital but such number of permanent benches of the High Court Division with registries may be appointed in such places as the Judicial Commission may determine9 and if necessaryp sessions of the High Court Division may be held in such other place or places as the Chief Justice may with the approval of President from time to time determine. | Bangladesh Muslim Legue |
| **অনুচ্ছেদ ১০১ (হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ার)** | ৬৫ [১০১। এই সংবিধান বা অন্য কোন আইনের দ্বারা হাইকোর্ট বিভাগের উপর যেরূপ আদি, আপীল ও অন্যপ্রকার এখতিয়ার ও ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে, উক্ত বিভাগের সেইরূপ এখতিয়ার ও ক্ষমতা থাকিবে।] | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদটি প্রতিস্থাপিত হলেও আদতে পূর্বের বিধানই অপরিবর্তিত রয়েছে।--- প্রতিস্থাপিত অনুচ্ছেদটি বহাল রাখতে হবে।(পঞ্চদশ সংশধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)। | বিএনপি |
| | | হাইকোর্ট বিভাগে বেঞ্চ পূনর্গঠনে শুধু বিচারক পরিবর্তন করে অধিক্ষেত্র ও কার্যতালিকা অপরিবর্তিত রাখতে হবে এবং ক্রমানুসারে মামলার শুনানী ও আদেশ প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে । | বাংলাদেশ লেবার পার্টি |
| | | হাইকোর্ট বেঞ্চের বিকেন্দ্রীকরণ: বিচার ব্যবস্থাকে অধিক জনগণবান্ধব করার লক্ষ্যে হাইকোর্ট বেঞ্চের বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। বিচার ব্যবস্থাকে বিচারগ্রহিতার দোর গোড়ায় নিয়ে যেতে হবে। | এবি পার্টি |

| | ৬ষ্ঠ ভাগ : বিচার বিভাগ | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবক দলের নাম** |
| **অনুচ্ছেদ ১০২ (কতিপয় আদেশ ও নির্দেশ প্রভৃতি দানের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতা)** | ৬৬ [১০২।(১) কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে এই সংবিধানের তৃতীয় ভাগের দ্বারা অর্পিত অধিকারসমূহের যে কোন একটি বলবৎ করিবার জন্য প্রজাতন্ত্রের বিষয়াবলীর সহিত সম্পর্কিত কোন দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিসহ যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে হাইকোর্ট বিভাগ উপযুক্ত নির্দেশাবলী বা আদেশাবলী দান করিতে পারিবেন।<br>(২) হাইকোর্ট বিভাগের নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আইনের দ্বারা অন্য কোন সমফলপ্রদ বিধান করা হয় নাই, তাহা হইলে (ক) যে কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে-<br>(অ) প্রজাতন্ত্র বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়াবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন দায়িত্ব পালনে রত ব্যক্তিকে আইনের দ্বারা অনুমোদিত নয়, এমন কোন কার্য করা হইতে বিরত রাখিবার জন্য কিংবা আইনের দ্বারা তাঁহার করণীয় কার্য করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিয়া, অথবা (আ) প্রজাতন্ত্র বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়াবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন দায়িত্ব পালনে রত ব্যক্তির কৃত কোন কার্য বা গৃহীত কোন কার্যধারা আইনসংগত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে করা হইয়াছে বা গৃহীত হইয়াছে ও তাঁহার কোন আইনগত কার্যকরতা নাই বলিয়া ঘোষণা করিয়া উক্ত বিভাগ আদেশদান করিতে পারিবেন; অথবা (খ) যে কোন ব্যক্তির আবেদনক্রমে-(অ) আইনসংগত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে বা বেআইনী উপায়ে কোন ব্যক্তিকে প্রহরায় আটক রাখা হয় নাই বলিয়া যাহাতে উক্ত বিভাগের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইতে পারে, সেইজন্য প্রহরায় আটক উক্ত ব্যক্তিকে উক্ত বিভাগের সম্মুখে আনয়নের নির্দেশ প্রদান করিয়া, অথবা<br>(আ) কোন সরকারি পদে আসীন বা আসীন বলিয়া বিবেচিত কোন ব্যক্তিকে তিনি কোন্ কর্তৃত্ববলে অনুরূপ পদমর্যাদায় অধিষ্ঠানের দাবী করিতেছেন, তাহা প্রদর্শনের নির্দেশ প্রদান করিয়া উক্ত বিভাগ আদেশদান করিতে পারিবেন।<br>(৩) উপরি-উক্ত দফাসমূহে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও এই সংবিধানের ৪৭ অনুচেছদ প্রযোজ্য হয়, এইরূপ কোন আইনের ক্ষেত্রে বর্তমান অনুচ্ছেদের অধীন অন্তর্বর্তীকালীন বা অন্য কোন আদেশ দানের ক্ষমতা হাইকোর্ট বিভাগের থাকিবে না।<br>(৪) এই অনুচ্ছেদের (১) দফা কিংবা এই অনুচ্ছেদের (২) দফার (ক) উপ-দফার অধীন কোন আবেদনক্রমে যে ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী আদেশ প্রার্থনা করা হইয়াছে এবং অনুরূপ অর্ন্তবর্তী আদেশ (ক) যেখানে উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য কোন ব্যবস্থা কিংবা কোন উন্নয়নমূলক কার্যের প্রতিকূলতা বা বাধা সৃষ্টি করিতে পারে; অথবা (খ) যেখানে অন্য কোনভাবে জনস্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর হইতে পারে সেইখানে অ্যাটর্নি-জেনারেলকে উক্ত আবেদন সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত নোটিশদান এবং অ্যাটর্নি-জেনারেলের (কিংবা এই বিষয়ে তাহার দ্বারা ভারপ্রাপ্ত অন্য কোন এ্যাডভোকেটের) বক্তব্য শ্রবণ না করা পর্যন্ত এবং এই দফার (ক) বা (খ) উপ-দফায় উল্লিখিত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে না বলিয়া হাইকোর্ট বিভাগের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান না হওয়া পর্যন্ত উক্ত বিভাগ কোন অন্তর্বর্তী আদেশদান করিবেন না। (৫) প্রসংগের প্রয়োজনে অন্যরূপ না হইলে এই অনুচ্ছেদে ‘‘ব্যক্তি’’ বলিতে সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহ অথবা কোন শৃংখলা-বাহিনী সংক্রান্ত আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল ব্যতীত কিংবা এই সংবিধানের ১১৭ অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয়, এইরূপ কোন ট্রাইব্যুনাল ব্যতীত যে কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল অন্তর্ভুক্ত হইবে।] | (৫) প্রসংগের প্রয়োজনে অন্যরূপ না হইলে এই অনুচ্ছেদে ‘‘ব্যক্তি’’ বলিতে সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহ অথবা কোন শৃংখলা-বাহিনী সংক্রান্ত আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল ব্যতীত কিংবা এই সংবিধানের ১১৭ অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয়, এইরূপ কোন ট্রাইব্যুনাল ব্যতীত যে কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল অন্তর্ভুক্ত হইবে।---অনুচ্ছেদ ১০২(৫) বিলুপ্ত ঘোষনা। | " ১. বিএনপি<br>২. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী" |

৬ষ্ঠ ভাগ : বিচার বিভাগ

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
|---|---|---|---|
| | | "(১) কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে এই সংবিধানের তৃতীয় ভাগের দ্বারা অর্পিত অধিকারসমূহের যেকোন একটি বলবৎ করিবার জন্য জনগণতন্ত্রের বিষয়াবলীর সহিত সম্পর্কিত কোনো দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিসহ যেকোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে হাইকোর্ট বিভাগ উপযুক্ত নির্দেশাবলী বা আদেশাবলী দান করিতে পারিবেন।<br>(২) হাইকোর্ট বিভাগের নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আইনের দ্বারা অন্যকোন \| সমফলপ্রদ বিধান করা হয় নাই, তাহা হইলে<br>(ক) যেকোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে-<br>অ) জনগণতন্ত্র বা কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়াবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট যেকোন দায়িত্ব পালনে রত ব্যক্তিকে আইনের দ্বারা অনুমোদিত নয়, এমন কোনো কার্য করা হইতে বিরত রাখিবার জন্য কিংবা আইনের দ্বারা তাঁহার করণীয় কার্য করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিয়া, অথবা<br>(আ) জনগণতন্ত্র বা কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়াবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট যেকোন দায়িত্ব পালনে রত ব্যক্তির কৃত কোনো কার্য বা গৃহীত কোনো কার্যধারা আইনসংগত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে করা হইয়াছে বা গৃহীত হইয়াছে এবং তাঁহার কোনো আইনগত কার্যকরতা নাই বলিয়া ঘোষণা করিয়া<br>উক্ত বিভাগ আদেশদান করিতে পারিবেন, অথবা<br>(খ) যেকোন ব্যক্তির আবেদনক্রমে-<br>অ) আইনসংগত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে বা বেআইনী উপায়ে কোনো ব্যক্তিকে প্রহরায় আটক রাখা হয় নাই বলিয়া যাহাতে উক্ত বিভাগের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইতে পারে, সেইজন্য প্রহরায় আটক উক্ত ব্যক্তিকে উক্ত বিভাগের সম্মুখে আনয়নের নির্দেশ প্রদান করিয়া, অথবা<br>আ) কোনো সরকারি পদে আসীন বা আসীন বলিয়া বিবেচিত কোনো ব্যক্তিকে তিনি কোন্ কর্তৃত্ববলে অনুরূপ পদমর্যাদায় অধিষ্ঠানের দাবী করিতেছেন, তাহা প্রদর্শনের নির্দেশ প্রদান করিয়া উক্ত বিভাগ আদেশদান করিতে পারিবেন।" | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন |
| | | THE PERSON FILING A WRIT PETITION MUST BE PERSONALLY AGGRIEVED or Petitions can be filed by registered private Societies or Non_Government Organizations for the benefit of the people at large, save and except) the foregoing no other person can file a Writ as a Public Interest Litigation. | Bangladesh Muslim Legue |
| **অনুচ্ছেদ ১০৩ (আপীল বিভাগের এখতিয়ার)** | "১০৩। (১) হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রী, আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল শুনানীর ও তাহা নিষ্পত্তির এখতিয়ার আপীল বিভাগের থাকিবে।<br>(২) হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রী, আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল বিভাগের নিকট সেই ক্ষেত্রে অধিকারবলে আপীল করা যাইবে, যে ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগ<br>(ক) এই মর্মে সার্টিফিকেট দান করিবেন যে, মামলাটির সহিত এই সংবিধান-ব্যাখ্যার বিষয়ে আইনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে; অথবা<br>৬৭ [(খ) কোন মৃত্যুদণ্ড বহাল করিয়াছেন কিংবা কোন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন ; অথবা]<br>(গ) উক্ত বিভাগের অবমাননার জন্য কোন ব্যক্তিকে দণ্ডদান করিয়াছেন;<br>এবং সংসদে আইন-দ্বারা যেরূপ বিধান করা হইবে, সেইরূপ অন্যান্য ক্ষেত্রে।<br>(৩) হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রী, আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে যে মামলায় এই অনুচ্ছেদের (২) দফা প্রযোজ্য নহে, কেবল আপীল বিভাগ আপীলের অনুমতিদান করিলে সেই মামলায় আপীল চলিবে।<br>(৪) সংসদ আইনের দ্বারা ঘোষণা করিতে পারিবেন যে, এই অনুচ্ছেদের বিধানসমূহ হাইকোর্ট বিভাগের প্রসঙ্গে যেরূপ প্রযোজ্য, অন্য কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনালের ক্ষেত্রেও তাহা সেইরূপ প্রযোজ্য হইবে।" | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে হাইকোর্ট বিভাগের যাবজ্জীবন কারাদন্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল বিভাগে অধিকারবঅলে আপীল করার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়।---প্রতিস্থাপিত অনুচ্ছেদটি বহাল রাখতে হবে।(পঞ্চদশ সংশধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)। | বিএনপি |
| | | আদালতের নির্দেশনা আইনসভা কতটুকু বাধ্যতামূলকভাবে মেনে চলবে সেটা সুস্পষ্ট হতে হবে। | এনডিএম |

| | ৬ষ্ঠ ভাগ : বিচার বিভাগ | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
| **অনুচ্ছেদ ১০৬ (সুপ্রীম কোর্টের উপদেষ্টামূলক এখতিয়ার)** | ১০৬। যদি কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হয় যে, আইনের এইরূপ কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে বা উত্থাপনের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, যাহা এমন ধরনের ও এমন জনগুরুত্বসম্পন্ন যে, সেই সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টের মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন, তাহা হইলে তিনি প্রশ্নটি আপীল বিভাগের বিবেচনার জন্য প্রেরণ করিতে পারিবেন এবং উক্ত বিভাগ স্বীয় বিবেচনায় উপযুক্ত শুনানীর পর প্রশ্নটি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে স্বীয় মতামত জ্ঞাপন করিতে পারিবেন। | অধ্যাদেশ প্রণয়নের আগে তা ক্রমানুসারে সংসদের উচ্চকক্ষ বা সংসদীয় কমিটি বা সুপ্রীম কোর্টের সংশ্লিষ্ট বিভাগের মতামত/পরামর্শ গ্রহণ করবেন। | "১. জাতীয় নাগরিক কমিটি<br>২. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ" |
| **অনুচ্ছেদ ১০৭ (সুপ্রীম কোর্টের বিধি প্রণয়ন ক্ষমতা )** | "১০৭। (১) সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোন আইন-সাপেক্ষে সুপ্রীম কোর্ট রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লইয়া প্রত্যেক বিভাগের এবং অধঃস্তন যে কোন আদালতের রীতি ও পদ্ধতি-নিয়ন্ত্রণের জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন করিতে পারিবেন।<br>৬৮[(২) সুপ্রীম কোর্ট এই অনুচ্ছেদের (১) দফা এবং এই সংবিধানের ১১৩ ও ১১৬ অনুচ্ছেদের অধীন দায়িত্বসমূহের ভার উক্ত আদালতের কোন একটি বিভাগকে কিংবা এক বা একাধিক বিচারককে অর্পণ করিতে পারিবেন।<br>(৩) এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত বিধিসমূহ-সাপেক্ষে কোন্ কোন্ বিচারককে লইয়া কোন্ বিভাগের কোন্ বেঞ্চ গঠিত হইবে এবং কোন্ কোন্ বিচারক কোন্ উদ্দেশ্যে আসন গ্রহণ করিবেন, তাহা প্রধান বিচারপতি নির্ধারণ করিবেন।]<br>(৪) প্রধান বিচারপতি সুপ্রীম কোর্টের যে কোন বিভাগের কর্মে প্রবীণতম বিচারককে সেই বিভাগে এই অনুচ্ছেদের (৩) দফা কিংবা এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত বিধিসমূহ-দ্বারা অর্পিত যে কোন ক্ষমতাপ্রয়োগের ভার প্রদান করিতে পারিবেন।" | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সামান্য পরিবর্তন আনা হয়েছে । পরিবর্তিত বিধানমতে - সুপ্রীম কোর্টের কোন একটি বিভাগকে কিংবা এক বা একাধিক বিচারককে ১১৬ অনুচ্ছেদের (সুপ্রীম কোর্টের কর্মচারীগণ) অধীন দায়িত্বসমূহ অর্পণ করিতে পারিবে।---সংশোধিত অনুচ্ছেদটি অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে। (পঞ্চদশ সংশধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন) | বিএনপি |
| | | "(১) বিচার বিভাগের কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি, কর্মস্থল নির্ধারণ, বেতন ও সুযোগ-সুবিধা কাঠামো নির্ণয়ের জন্য বিচার বিভাগের জন্য একটি সচিবালয় থাকিবে । প্রধান বিচারপতি এই সচিবালয়ের প্রধান বলিয়া বিবেচিত হইবেন। রাষ্ট্র এই সচিবালয়ের অর্থের সংকুলান করিবে। এই সচিবালয় বিচার বিভাগের প্রতিটি অংশের এবং অধঃস্তন যেকোন আদালতের রীতি ও পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন করিতে পারিবেন।<br>(২) সুপ্রীম কোর্ট এই অনুচ্ছেদের (১) দফা দায়িত্বসমূহের ভার উক্ত আদালতের কোনো একটি বিভাগকে কিংবা এক বা একাধিক বিচারককে অর্পণ করিতে পারিবেন।<br>(৩) এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত বিধিসমূহ সাপেক্ষে কোন্ কোন্ বিচারককে লইয়া কোন্ বিভাগের কোন্ বেঞ্চ গঠিত হইবে এবং কোন্ কোন্ বিচারক কোন্ উদ্দেশ্যে আসন গ্রহণ করিবেন, তাহা প্রধান বিচারপতি নির্ধারণ করিবেন।<br>(৪) প্রধান বিচারপতি সুপ্রীম কোর্টের যেকোন বিভাগের কর্মে প্রবীণতম বিচারককে সেই বিভাগে এই অনুচ্ছেদের (৩) দফা কিংবা এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত বিধিসমূহ দ্বারা অর্পিত যেকোন ক্ষমতা প্রয়োগের ভার প্রদান করিতে পারিবেন।" | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন |
| **অনুচ্ছেদ ১০৯ (আদালতসমূহের উপর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ)** | ১০৯। হাইকোর্ট বিভাগের অধঃস্তন সকল ৬৯[আদালত ও ট্রাইব্যুনালের] উপর উক্ত বিভাগের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা থাকিবে। | পঞ্চদশ সংশোধনীর পূর্বে অধঃস্তন সকল আদালতের উপর হাইকোর্ট বিভাগের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রন -ক্ষমতা ছিল। সংশোধনীর মাধ্যমে অধঃস্তন আদালতের পাশাপাশি ট্রাইবুনালকেও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার অধীন করা হয়েছে।---সংশোধিত অনুচ্ছেদটি অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে। (পঞ্চদশ সংশধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন) | বিএনপি |
| **অনুচ্ছেদ ১১১ (সুপ্রীম কোর্টের রায়ের বাধ্যতামূলক কার্যকরতা)** | আপীল বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন হাইকোর্ট বিভাগের জন্য এবং সুপ্রীম কোর্টের যে কোন বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন অধস্তন সকল আদালতের জন্য অবশ্যপালনীয় হইবে। | The Law declared by the Appellate Division in an Appeal shall be binding upon the High Court Division and the law declared by either division of the Supreme Court shall be binding on all Courts subordinate to it Provlded further that any opinion given in Leave Petitions will not be Law, hence not binding upon any Court including the HCD. | Bangladesh Muslim Legue |

৬ষ্ঠ ভাগ : বিচার বিভাগ

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ ১১৩ (সুপ্রীম কোর্টের কর্মচারীগণ)** | "১১৩। (১) প্রধান বিচারপতি কিংবা তাঁহার নির্দেশক্রমে অন্য কোন বিচারক বা কর্মচারী সুপ্রীম কোর্টের কর্মচারীদিগকে নিযুক্ত করিবেন এবং রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদনক্রমে সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক প্রণীত বিধিসমূহ-অনুযায়ী এই নিয়োগদান করা হইবে।<br>(২) সংসদের যে কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক প্রণীত বিধিসমূহে যেরূপ নির্ধারিত হইবে, সুপ্রীম কোর্টের কর্মচারীদের কর্মের শর্তাবলী সেইরূপ হইবে।" | "(১) প্রধান বিচারপতি কিংবা তাঁহার নির্দেশক্রমে অন্যকোন বিচারক বা কর্মচারী সুপ্রীম কোর্টের কর্মচারীদিগকে নিযুক্ত করিবেন এবং সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক প্রণীত বিধিসমূহ অনুযায়ী এই নিয়োগদান করা হইবে।<br>(২) সংসদের যেকোন আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক প্রণীত বিধিসমূহে যেরূপ নির্ধারিত হইবে, সুপ্রীম কোর্টের কর্মচারীদের কর্মের শর্তাবলী সেইরূপ হইবে।" | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন |
| | "২য় পরিচ্ছেদ<br>অধস্তন আদালত" | | |
| **অনুচ্ছেদ ১১৪ (অধস্তন আদালত-সমূহ প্রতিষ্ঠা)** | ১১৪। আইনের দ্বারা যেরূপ প্রতিষ্ঠিত হইবে, সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত সেইরূপ অন্যান্য অধস্তন আদালত থাকিবে। | বিচার ব্যবস্থা উপজেলা পর্যায়ে বিস্তৃত হবে। | জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি |
| **অনুচ্ছেদ ১১৫ (অধস্তন আদালতে নিয়োগ)** | ৭০ [১১৫। বিচারবিভাগীয় পদে বা বিচার বিভাগীয় দায়িত্বপালনকারী ম্যাজিস্ট্রেট পদে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উক্ত উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিসমূহ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নিয়োগদান করিবেন।] | নিম্ন আদালতের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি সম্পূর্ণরূপে উচ্চ আদালতের ওপর ন্যস্ত করা | গণসংহতি আন্দোলন |
| | | অধস্তন আদালতের উপর কর্তৃত্ব এবং বিচারক নিয়োগ সুপ্রীম কোর্টের তত্ত্বাবধায়নে হবে। অধস্তন আদালতের বিচারক পদায়ন বা বদলী সংক্রান্ত সকল নিয়ন্ত্রণ প্রধান বিচারপতির হাতে থাকবে। উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত আদালত স্থাপিত হতে হবে | জাতীয় নাগরিক কমিটি |
| | | বিচার বিভাগীয় পদে বা বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালনকারী ম্যাজিষ্ট্রেট পদে প্রধান বিচারপতি কর্তৃক উক্ত উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিসমূহ অনুযায়ী প্রধান বিচারপতি বা তার নির্দেশে দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্যকোন \| বিচারপতি নিয়োগদান করিবেন। | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন |
| **অনুচ্ছেদ ১১৬ (অধঃস্তন আদালত সমূহের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা)** | ৭১ [১১৬। বিচার-কর্মবিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং বিচারবিভাগীয় দায়িত্বপালনে রত ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণ (কর্মস্থল- নির্ধারণ, পদোন্নতিদান ও ছুটি মঞ্জুরীসহ) ও শৃংখলাবিধান রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তাহা প্রযুক্ত হইবে।] | বিচার-কর্মবিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালনে রত ম্যাজিস্ট্রটদের নিয়ন্ত্রণ (কর্মস্থল-মঞ্জরীসহ) ও শৃঙ্খলাবিধান রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং সুপ্রীমকোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কতৃক তাহা প্রযুক্ত হইবে'। [পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদটি প্রতিস্থাপিত হলেও আদতে পূর্বের বিধানই অপরিবর্তিত রয়েছে।]---অনুচ্ছেদ ১১৬ সংশোধনের মাধ্যমে সুপ্রীম কোর্টের উপর পূর্ণ ক্ষমতা ন্যস্ত করার বিধান যুক্ত করিতে হইবে। উপরোক্ত উদ্দেশ্য পূরনকল্পে নিম্নোক্ত উপায়ে Lower Judicial Council গঠনের বিধান সংযোজন করা যেতে পারে। (১)গঠনঃ প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে আপীল বিভাগের একজন এবং হাইকোর্ট বিভাগের একজন বিচারপতির সমন্বয়ে কাউন্সিলটি গঠিত হইবে। (২) ক্ষমতাঃ অধঃস্তন আদালতসমূহের কোন বিচারকের অসদাচারণ বা অসামর্থ্য ইত্যাদি তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। | বিএনপি |
| | | উচ্চ আদালত ও নিম্ন আদালতের উপর সরকার যেন অন্যায় হস্তক্ষেপ না করতে পারে সেজন্য সংবিধানের ৪৮, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ১১৩, ১১৪, ১১৬ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অনুচ্ছেদের সংস্কার করা। | "১. বাংলাদেশ বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ<br>২. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)" |
| | | বিচার-কর্ম বিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালনে রত ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণ (কর্মস্থল- নির্ধারণ, পদোন্নতিদান ও ছুটি মঞ্জুরিসহ) ও শৃংখলাবিধান প্রধান বিচারপতির উপর ন্যস্ত থাকিবে। | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন |
| | "৩য় পরিচ্ছেদ<br>প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল" | | |

| | ৬ষ্ঠ ভাগ : বিচার বিভাগ | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবক দলের নাম** |
| **অনুচ্ছেদ ১১৭ (প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালসমূহ)** | "১১৭। (১) ইতঃপূর্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমুহ সম্পর্কে বা ক্ষেত্রসমুহ হইতে উদ্ভূত বিষয়াদির উপর এখতিয়ার প্রয়োগের জন্য সংসদ আইনের দ্বারা এক বা একাধিক প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেনঃ<br>(ক) নবম ভাগে বর্ণিত বিষয়াদি এবং অর্থদণ্ড বা অন্য দণ্ডসহ প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের কর্মের শর্তাবলী;<br>(খ) যে কোন রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগ বা সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের চালনা ও ব্যবস্থাপনা এবং অনুরূপ উদ্যোগ বা সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষে কর্মসহ কোন আইনের দ্বারা বা অধীন সরকারের উপর ন্যস্ত বা সরকারের দ্বারা পরিচালিত কোন সম্পত্তির অর্জন, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও বিলি-ব্যবস্থা;<br>(গ) যে আইনের উপর এই সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের ৭৩ [(৩)] দফা প্রযোজ্য হয়, সেইরূপ কোন আইন।<br>(২) কোন ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের অধীন কোন প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠিত হইলে অনুরূপ ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ারের অন্তর্গত কোন বিষয়ে অন্য কোন আদালত কোনরূপ কার্যধারা গ্রহণ করিবেন না বা কোন আদেশ প্রদান করিবেন না;<br>তবে শর্ত থাকে যে, সংসদ আইনের দ্বারা কোন ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা বা অনুরূপ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলের বিধান করিতে পারিবেন। | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের সর্ব্বোচ্চ সংখ্যা ৪ জনে সীমিত করা হয়েছে। পূর্বে এ সংখযা অনির্দিষ্ট ছিল।---সংশোধিত অনুচ্ছেদটি অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে। (পঞ্চদশ সংশধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন) | বিএনপি |
| | | "(১) ইতোপূর্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমুহ সম্পর্কে বা ক্ষেত্রসমুহ হইতে উদ্ভূত বিষয়াদির উপর এখতিয়ার প্রয়োগের জন্য সংসদ আইনের দ্বারা এক বা একাধিক প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন<br>(ক) যেকোন রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগ বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের চালনা ও ব্যবস্থাপনা এবং অনুরূপ উদ্যোগ বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষে কর্মসহ কোনো আইনের দ্বারা বা অধীন সরকারের উপর ন্যস্ত বা সরকারের দ্বারা পরিচালিত কোনো সম্পত্তির অর্জন, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও বিলি-ব্যবস্থা, (২) কোনো ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের অধীন কোনো প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠিত হইলে অনুরূপ ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ারের অন্তর্গত কোনো বিষয়ে অন্যকোন আদালত কোনরূপ কার্যধারা গ্রহণ করিবেন না বা কোনো আদেশ প্রদান করিবেন না,<br>তবে শর্ত থাকে যে, সংসদ আইনের দ্বারা কোনো ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা বা অনুরূপ\| সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলের বিধান করিতে পারিবেন।" | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন |
| অন্যান্য প্রস্তাব | | "আইন কর্মকর্তাদের বিনামূল্যে চিকিৎসা ও আবাসন সুবিধাসহ বেতন-ভাতার বৈষম্য দূর করতে হবে ।<br>" | বাংলাদেশ লেবার পার্টি |
| | | "আদালতে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার জন্য কোর্ট পুলিশ ব্যবস্থা চালু করতে হবে । নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট এ্যাক্ট সংশোধন, সহজীকরণ ও মামলার দীর্ঘসূত্রীতা রোধ করতে হবে।" | বাংলাদেশ লেবার পার্টি |
| | সাংবিধানিক আদালত গঠন | "ক. সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতির অধীনে সাত (৭) সদস্য বিশিষ্ট 'সাংবিধানিক আদালত' গঠিত হবে।<br>খ. সংবিধান বিষয়ে অভিজ্ঞ অবসরপ্রাপ্ত আরও ছয় (৬) জন বিচারপতি এই কমিটির সদস্য থাকবেন।<br>গ. সাংবিধানিক জটিলতা বিষয়ে 'সাংবিধানিক আদালত'-এর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।<br>ঘ. নির্বাচন সংক্রান্ত যেকোনো বিষয়ে 'সাংবিধানিক আদালত' সর্বোচ্চ সংস্থা হিসেবে গণ্য হবে।" | জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি |
| | | সকল গণবিরোধী আইন বাতিল করে একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা উপযোগী আইন তৈরি করতে হবে। | গণসংহতি আন্দোলন |
| | গণমুখী প্রশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন | ঔপনিবেশিক প্রশাসন ব্যবস্থা বিলোপ করে গণমুখী প্রশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তনের লক্ষ্যে নির্দেশনা প্রদান করা। | জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি |
| | | বিচারিক পর্যালোচনার প্রক্রিয়া স্পষ্ট করতে হবে। | জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট |

| | ৬ষ্ঠ ভাগ : বিচার বিভাগ | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
| | | "সাধারণ কয়েদীদেরকে জরিমানার বিনিময়ে শর্ত সাপেক্ষে কারামুক্তি দেয়ার বিধান করতে হবে।<br>আসামী গ্রেফতারের সময় আইন-শৃংখলা বাহিনীর সদস্যদের ছবিসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষরিত নির্ধারিত পরিচিতি ফরম নিজ হস্তে পূরণ করে আসামীর অভিভাবকের নিকট জমার বিধান করতে হবে। কোন পরিবারে সন্ত্রাসী থাকলে আইন-শৃংখলা বাহিনীকে অবগত করতে হবে, অন্যথায় সন্ত্রাসী প্রশ্রয় দেয়ার অপরাধে পরিবারের প্রধান সদস্যকে সংশ্লিষ্ট অপরাধের এক-চতুর্থাংশ সাজা প্রদানের বিধান করতে হবে।" | বাংলাদেশ লেবার পার্টি |
| | | "সরকারী কর্মকর্তা, পুলিশ অফিসার ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের সমন্বয়ে ৩ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত টিম গঠন করে মামলার তদন্ত করতে হবে। গ্রাম আদালতের বিচার স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য করতে শিক্ষক ও ইমাম/ধর্মীয় নেতার সংশ্লিষ্টতা নশ্চিত করতে হবে ।<br>আদালতের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অর্থের বিনিময়ে অসাধু-অনৈতিক কার্যকলাপ ও লেনদেন বন্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ ও প্রমাণিত হলে শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।" | বাংলাদেশ লেবার পার্টি |
| | | বাংলাদেশের সংবিধানে একটি ইসলামিক আদালত প্রতিষ্ঠা দেশের ইসলামী ঐতিহ্যের প্রতি প্রতিশ্রুতি শক্তিশালী করতে এবং ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে আইনি বিষয়গুলো সমাধঅন করতে সাহায্য করবে। এটি মুসলিক জনগণেল জন্য শরিয়া আইন অনুসারে পারিবারিক আইন, উত্তরাধিকার, চুক্তি ইত্যাদির মতো বিষয়গুলোর সমাধান নিশ্চিত করবে। এর মাধ্যমে মুসলিক জনগণের আইনি অধিকার সংরক্ষিত থাকবে এবং আদালতগুলোকে জাতীয় সংবিধানের অধীনে কাজ করতে হবে যাতে সকল নাগরিকের জন্য সমতা, ন্যায় এবং ধর্মীয় বৈষম্যমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা যায়। | বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি-বিজেপি |
| | সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল | সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠন করতে হবে। সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠিত হবে প্রধান বিচারপতি, বর্তমান আপীল বিভাগের ২ জন সর্বজ্যেষ্ঠ বিচারপতি, বর্তমান হাইকোর্ট বিভাগের ২ জন সর্বজ্যেষ্ঠ বিচারপতি। যার একজন আইনজীবী থেকে বিচারপতি হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত সর্বজ্যেষ্ঠ, অপরজন হবেন অধস্তন আদালতের বিচারক থেকে বিচারপতি হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত সর্বজ্যেষ্ঠ। | জাতীয় নাগরিক কমিটি |
| | | বিচারক নিয়োগে রাষ্ট্রপতির কাছে পরামর্শ প্রধান বিচারপতি পাঠাবেন না। পাঠাবে সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল। বিচারক নিয়োগে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকতে হবে। আপিল বিভাগের সকল বিচারপতিকে নিয়োগের আগে পার্লামেন্টারি শুনানির মুখোমুখি হতে হবে। বেঞ্চ গঠন ক্ষমতাও সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের হাতে থাকবে। | জাতীয় নাগরিক কমিটি |
| | | কোনো বিচারকের বিরুদ্ধে চাকরিতে থাকাবস্থায় এবং অবসরকালীন কেবল বিচার সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে কোনো ফৌজদারি অভিযোগের তদন্ত সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল করবে। অন্য কেউই নয়। | জাতীয় নাগরিক কমিটি |
| | | শুধু আইনের শাসন নয়, ন্যায়ের শাসনও প্রতিষ্ঠা করা হবে। | ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ |
| | | আইন সভার মাধ্যমে তৈরি যে কোনো আইন ন্যায়নীতির পরিপন্থী হলে বিচার বিভাগ তা বাতিল করতে পারবে । | ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ |
| | | কারাগারে ডিভিশন প্রথাসহ শ্রেণী বৈষম্য বাতিল করতে হবে | ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ |
| | | | |

| | সপ্তম ভাগ : নির্বাচন | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
| **অনুচ্ছেদ ১১৮ (নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা)** | ১১৮ । ৭৪[(১) প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক চারজন নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া] বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকিবে এবং উক্ত বিষয়ে প্রণীত কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগদান করিবেন।<br>(২) একাধিক নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া নির্বাচন কমিশন গঠিত হইলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার তাহার সভাপতিরূপে কার্য করিবেন।<br>(৩) এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে কোন নির্বাচন কমিশনারের পদের মেয়াদ তাঁহার কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরকাল হইবে এবং<br>(ক) প্রধান নির্বাচন কমিশনার-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এমন কোন ব্যক্তি প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগলাভের যোগ্য হইবেন না;<br>(খ) অন্য কোন নির্বাচন কমিশনার অনুরূপ পদে কর্মাবসানের পর প্রধান নির্বাচন কমিশনাররূপে নিয়োগলাভের যোগ্য হইবেন, তবে অন্য কোনভাবে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগলাভের যোগ্য হইবেন না।<br>(৪) নির্বাচন কমিশন দায়িত্বপালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন এবং কেবল এই সংবিধান ও আইনের অধীন হইবেন।<br>(৫) সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশনারদের কর্মের শর্তাবলী রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ হইবে;<br>তবে শর্ত থাকে যে, সুপ্রীম কোর্টের বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হইতে পারেন, সেইরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত কোন নির্বাচন কমিশনার অপসারিত হইবেন না।<br>(৬) কোন নির্বাচন কমিশনার রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ করিয়া স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন। | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের সর্বোচ্চ সংখ্যা ৪ জনে সীমিত করা হয়েছে। পূর্বে এ সংখযা অনির্দিষ্ট ছিল।---সংশোধিত অনুচ্ছেদটি অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন) | বিএনপি |
| | | নির্বাচন কমিশন যেন স্বাধীনভাবে তার ভূমিকা পালন করতে পারে সে জন্য সংবিধানের ৪৮ ও ১১৮-১২৬ অনুচ্ছেদ সংস্কার করা | ১. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)<br>২. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ |
| | | নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য কমিশনার নিয়োগের জন্য একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা হবে, যা প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলের নেতা এবং প্রধান বিচারপতিকে নিয়ে গঠিত হবে | বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী |
| | | নির্বাচন কমিশন যেন স্বাধীনভাবে তার ভূমিকা পালন করতে পারে সেজন্য সংবিধানের ৪৮ ও ১১৮-১২৬ অনুচ্ছেদ সংস্কার করা । | ১. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)<br>২. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ |
| | | স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন গঠন করতে হবে। | জাতীয়তাবাদী সমমনা দল<br>প্রগতিশীল গ্রিন পার্টি |

| | সপ্তম ভাগ : নির্বাচন | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবক দলের নাম** |
| | | (১) প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক চারজন নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকিবে।<br>(২) রাষ্ট্রপতি সংসদ বরাবর প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার পদে সম্ভাব্য প্রার্থীদের নাম প্রস্তাব করিবেন। সংসদ প্রকাশ্য গণশুনানির মাধ্যমে প্রার্থীদের যাচাই বাছাই করিয়া \| প্রার্থী প্রস্তাবে সম্মতি দিলে রাষ্ট্রপতি সংসদে মনোনীত প্রার্থীকে নিয়োগদান করিবেন।<br>(৩) একাধিক নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া নির্বাচন কমিশন গঠিত হইলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার তাহার সভাপতিরূপে কার্য করিবেন।<br>(৪) এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে কোনো নির্বাচন কমিশনারের পদের মেয়াদ তাঁহার কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরকাল হইবে এবং<br>(ক) প্রধান নির্বাচন কমিশনার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এমন কোনো ব্যক্তি জনগণতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না,<br>(খ) অন্যকোন নির্বাচন কমিশনার অনুরূপ পদে কর্মাবসানের পর প্রধান নির্বাচন কমিশনার রূপে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন, তবে অন্য কোনভাবে জনগণতন্ত্রের কর্মে নিয়োগলাভের যোগ্য হইবেন না।<br>(৫) নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন এবং কেবল এই সংবিধান ও আইনের অধীন হইবেন।<br>(৬) সংসদ কর্তৃক প্রণীত যেকোন আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশনারদের কর্মের শর্তাবলী রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ হইবে,<br>তবে শর্ত থাকে যে, সুপ্রীম কোর্টের বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হইতে পারেন, সেইরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত কোনো নির্বাচন কমিশনার অপসারিত হইবেন না।<br>(৭) কোনো নির্বাচন কমিশনার রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করিয়া স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন। | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন |
| **অনুচ্ছেদ ১১৯ (নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব)** | "১১৯। ৭৫[(১) রাষ্ট্রপতি পদের ও সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার-তালিকা প্রস্তুতকরণের তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ এবং অনুরূপ নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং নির্বাচন কমিশন এই সংবিধান ও আইনানুযায়ী<br>(ক) রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবেন;<br>(খ) সংসদ-সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবেন;<br>(গ) সংসদে নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ করিবেন; এবং<br>(ঘ) রাষ্ট্রপতির পদের এবং সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার-তালিকা প্রস্তুত করিবেন।]<br>(২) উপরি-উক্ত দফাসমূহে নির্ধারিত দায়িত্বসমূহের অতিরিক্ত যেরূপ দায়িত্ব এই সংবিধান বা অন্য কোন আইনের দ্বারা নির্ধারিত হইবে, নির্বাচন কমিশন সেইরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন।" | "(১) রাষ্ট্রপতি পদের ও সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণের তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ এবং অনুরূপ নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং নির্বাচন কমিশন এই সংবিধান ও আইনানুযায়ী<br>(ক) রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবেন,<br>(খ) সংসদ সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবেন,<br>(গ) স্থানীয় সরকারের নির্বাচন অনুষ্ঠান করবেন<br>(ঘ) সংসদে নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ করিবেন, এবং<br>(ঙ) রাষ্ট্রপতির পদের এবং সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুত করিবেন।]<br>(২) উপরি-উক্ত দফাসমূহে নির্ধারিত দায়িত্বসমূহের অতিরিক্ত যেরূপ দায়িত্ব এই সংবিধান বা অন্য কোন আইনের দ্বারা নির্ধারিত হইবে, নির্বাচন কমিশন সেইরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন।" | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন |
| **অনুচ্ছেদ ১২২ (ভোটের-তালিকায় নামভুক্তির যোগ্যতা)** | "১২২। (১) প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার-ভিত্তিতে ৭৬[* * *] সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।<br>(২) কোন ব্যক্তি সংসদের নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত কোন নির্বাচনী এলাকায় ভোটার-তালিকাভুক্ত হইবার অধিকারী হইবেন, যদি<br>(ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হন;<br>(খ) তাঁহার বয়স আঠার বৎসরের কম না হয়;<br>৭৭ [(গ) কোন যোগ্য আদালত কর্তৃক তাঁহার সম্পর্কে অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা বহাল না থাকিয়া থাকে;<br>ঘ) তিনি ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বা আইনের দ্বারা ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বিবেচিত হন; এবং<br>(ঙ) তিনি ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীন কোন অপরাধের জন্য দণ্ডিত না হইয়া থাকেন।]" | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইবুনাল) আদেশের অধীন কোন অপরাধের জন্য দন্ডিত ব্যক্তিদিগকে ভোটার হিসেবে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে।---সংশোধিত অনুচ্ছেদটি অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে। (পঞ্চদশ সংশধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন) | বিএনপি |
| | | (ঙ) তিনি ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোকসাজোসকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীন কোন অপরাধের জন্য দণ্ডিত না হইয়া থাকেন।--বিলুপ্ত করা হোক | বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী |

| | সপ্তম ভাগ : নির্বাচন | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
| **অনুচ্ছেদ ১২৩ (নির্বাচন-অনুষ্ঠানের সময়)** | ১২৩। ৭৯[(১) রাষ্ট্রপতি-পদের মেয়াদ অবসানের কারণে উক্ত পদ শূন্য হইলে মেয়াদ-সমাপ্তির তারিখের পূর্ববর্তী নব্বই হইতে ষাট দিনের মধ্যে শূন্য পদ পূরণের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে:<br>তবে শর্ত থাকে যে, যে সংসদের দ্বারা তিনি নির্বাচিত হইয়াছেন সেই সংসদের মেয়াদকালে রাষ্ট্রপতির কার্যকাল শেষ হইলে সংসদের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত অনুরূপ শূন্য পদ পূর্ণ করিবার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে না, এবং অনুরূপ সাধারণ নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম বৈঠকের দিন হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতির শূন্য পদ পূর্ণ করিবার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।<br>(২) মৃত্যু, পদত্যাগ বা অপসারণের ফলে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইলে পদটি শূন্য হইবার পর নব্বই দিনের মধ্যে, তাহা পূর্ণ করিবার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।]<br>৮০ [(৩) সংসদ-সদস্যদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে (ক) মেয়াদ-অবসানের কারণে সংসদ ভাংগিয়া যাইবার ক্ষেত্রে ভাংগিয়া যাইবার পূর্ববর্তী নববই দিনের মধ্যে; এবং (খ) মেয়াদ-অবসান ব্যতীত অন্য কোন কারণে সংসদ ভাংগিয়া যাইবার ক্ষেত্রে ভাংগিয়া যাইবার পরবর্তী নববই দিনের মধ্যে:<br>তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার (ক) উপ-দফা অনুযায়ী অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত ব্যক্তিগণ, উক্ত উপ-দফায় উল্লিখিত মেয়াদ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত, সংসদ সদস্যরূপে কার্যভার গ্রহণ করিবেন না।]<br>(৪) সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া ব্যতীত অন্য কোন কারণে সংসদের কোন সদস্যপদ শূন্য হইলে পদটি শূন্য হইবার নব্বই দিনের মধ্যে উক্ত শূন্যপদ পূর্ণ করিবার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে ৮১[:তবে শর্ত থাকে যে, যদি প্রধান নির্বাচন কমিশনারের মতে, কোন দৈব-দূর্বিপাকের কারণে এই দফার নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে উক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব না হয়, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদের শেষ দিনের পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে উক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।] | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদ বহাল রেখে সংসদ নির্বাচনের সুযোগ তৈরি করা হয়।---পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে। | বিএনপি |
| | | জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার পর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা। | জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি |
| | | একদিকে পূর্ববর্তী সংসদের মেয়াদ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত নতুন নির্বাচিত সংসদের সদস্যগণ শপথ গ্রহণ করবেন না বলে সংবিধানের ১২৩ (৩) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে অন্যদিকে সংবিধানের ১৪৮ (২/ক) ধারায় সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল সরকারি গেজেট আকারে প্রজ্ঞাপিত হওয়ার পর থেকে পরবর্তী তিনদিনের মধ্যে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আওয়ামী ফ্যাসিবাদের আমলে হওয়া সংবিধানের এই চরম সাংঘর্ষিক বিধান বাতিল করতে হবে। | এনডিএম |
| | | (৩) সংসদ-সদস্যের সাধারন নির্বাচনের মেয়াদ অবসান অথবা অন্যকোন কারনে সংসদ ভেঙ্গে যাবার ক্ষেত্রে পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। সাধারণ নির্বাচনকালে একটি নির্বাচনকালীন সরকার থাকবে। যে সরকার মূল দায়িত্ব হিসেবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবে ও সরকারের দৈনন্দিন কার্য সম্পাদন করবে। | খেলাফত মজলিস |

| | সপ্তম ভাগ : নির্বাচন | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
| **অনুচ্ছেদ ১২৫ (নির্বাচনী আইন ও নির্বাচনের বৈধতা)** | "১২৫। এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও (ক) এই সংবিধানের ১২৪ অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত বা প্রণীত বলিয়া বিবেচিত নির্বাচনী এলাকার সীমা নির্ধারণ, কিংবা অনুরূপ নির্বাচনী এলাকার জন্য আসন-বণ্টন সম্পর্কিত যে কোন আইনের বৈধতা সম্পর্কে আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না; (খ) সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন আইনের দ্বারা বা অধীন বিধান-অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের নিকট এবং অনুরূপভাবে নির্ধারিত প্রণালীতে নির্বাচনী দরখাস্ত ব্যতীত ৮৩ [রাষ্ট্রপতি ৮৪[* * *] পদে] নির্বাচন বা সংসদের কোন নির্বাচন সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না। ৮৫ [(গ) কোন আদালত, নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হইয়াছে এইরূপ কোন নির্বাচনের বিষয়ে, নির্বাচন কমিশনকে যুক্তিসংগত নোটিশ ও শুনানির সুযোগ প্রদান না করিয়া, অন্তর্বর্তী বা অন্য কোনরূপে কোন আদেশ বা নির্দেশ প্রদান করিবেন না।] | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে নতুনভাবে দফা (গ) সংযোজন করে বলা হয়েছে যে, কোন আদালত ,নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হইয়াছে এইরূপ কোন নির্বাচনের বিষয়ে, নির্বাচন কমিশনকে যুক্তিসংগত নোটিশ ও শুনানির সুযোগ প্রদান না করিয়া অন্তর্বর্তী বা অন্য কোনরূপে কোন আদেশ না নির্দেশ প্রদান করিবেন না।---সংশোধিত অনুচ্ছেদটি অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে।(পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)। | বিএনপি |
| **নতুন প্রস্তাব** | গণভোট | গণভোটের ব্যবস্থা সংবিধানে পুর্নবহাল করতে হবে।/ যেসব বিষয়ে বড় বিভাজন বা মতবিরোধ থাকে সেসববিষয়ে জনগণকে সরাসরি সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ দেয়ার জন্য এবং প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের বাইরে গিয়ে জনগণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য ""গনভোট"" ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা দরকার। | "১. গণঅধিকার পরিষদ (নুর)<br>২. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি<br>৩. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী<br>৪. জাতীয় নাগরিক কমিটি<br>৫. নাগরিক ঐক্য<br>৬. প্রগতিশীল গ্রিন পার্টি" |
| | রাজনতিক দলের নিবন্ধন | রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন প্রক্রিয়া বাতিল করতে হবে | ভাসানী অনুসারী পরিষদ |
| | প্রবাসীদের ভোট | প্রবাসীদের ভোট দেয়ার বিধান চালু করতে হবে/ প্রবাসীদের ভোটাধিকারের সাংবিধানিক নিশ্চয়তা বিধান | "১. ভাসানী অনুসারী পরিষদ<br>২. গণঅধিকার পরিষদ (ফারুক)<br>৩. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি<br>৪. গণসংহতি আন্দোলন<br>৫. জাতীয় নাগরিক কমিটি<br>৬. জাতীয় পার্টি (কাজী জাফর)" |
| | | সুষ্ঠু, অবাধ, গ্রহণযোগ্য, অংশগ্রহণমূলক সংসদ নির্বাচন আয়োজন করতে হবে | ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ |
| | | নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রচারণায় টাকার খেলা, পেশিশক্তি, প্রশাসনিক কারসাজি, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ব্যবহার বন্ধে আইনি সংস্কার। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রার্থীদের ভেতর নির্বাচনী বিতর্কের আয়োজন। সংখ্যানুপাতিক ব্যবস্থা বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও রাজনৈতিক ঐক্যমত গঠনের জন্য কাজ করা। | "<br>গণসংহতি আন্দোলন" |
| | | রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্র থেকে চরিত্রহীন, দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী, অসৎ নেতৃত্ব ও আমলামুক্ত থাকবে। | ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ |
| | | দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী, চিহ্নিত অসৎ চরিত্রসম্পন্ন লোকদেরকে রাজনৈতিক দলে স্থান দেয়া যাবে না। | ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ |
| | | সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সৎ, যোগ্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার কার্যক্রমকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। এ লক্ষ্যে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে ধর্মীয় অনুশাসন পালনে উদ্বুদ্ধ করা, আল্লাহর ভয় অন্তরে জাগ্রত করা, আত্মশুদ্ধির প্রশিক্ষণ দান করা। | ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ |
| | | জাতীয় নির্বাচনে বিজয়ী দল বা জোটকে সরকার গঠনের ক্ষেত্রে ৫১% ভোট প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে, অন্যথায় নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে। | বাংলাদেশ লেবার পার্টি |
| | উদ্যোগ (Initiative) ব্যবস্থা | আইন প্রণয়নের জন্য ১৫% ভোটারদের লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে উদ্যোগ ব্যবস্থা'র (initiative) সুযোগ থাকতে হবে। | জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি |
| | সরকারি কর্মচারীদের নির্বাচনের সুযোগ | সরকারি কর্মকর্তাদের অবসরের পর ৫ বছরের মধ্যে নির্বাচনে অংশগ্রহণ অবৈধ ঘোষণা করতে হবে। | জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট |
| | | সার্বিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় ধর্ম ও রাজনীতির সমন্বয় করতে হবে | ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ |
| | | নির্বাচন কমিশনের স্বাধীন সচিবালয় থাকবে। এর জন্য নির্বাচনকালীন বাজেট বরাদ্দ হবে। কমিশনার নিয়োগে নীতিমালা থাকবে। কমিশনারদেরকে উচ্চকক্ষে পাবলিক হিয়ারিংয়ের মুখোমুখি হওয়ার পর নিয়োগ দেয়া হবে। | জাতীয় নাগরিক কমিটি |

সপ্তম ভাগ : নির্বাচন

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
|---|---|---|---|
| | | জাতীয় নির্বাচনের সময় সরকার শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক কাজ পরিচালনা করবে, কোনো সিদ্ধান্ত ও আইন প্রণয়ন ইত্যাদি করতে পারবে না। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ নিরাপত্তাবাহিনী এবং প্রশাসন নির্বাচনের আগের তিন মাস নির্বাচন কমিশনের অধীনে চলে আসবে। | জাতীয় নাগরিক কমিটি |
| | পোলিং এজেন্ট | সকল পোলিং এজেন্টের উপস্থিতিতে ভোট গণনা করা হবে। ফলাফল শিটে সকল পোলিং অফিসার ও প্রার্থীর এজেন্টদের স্বাক্ষর থাকতে হবে। | জাতীয় নাগরিক কমিটি |
| | নির্বাচনে অংশগ্রহণ | ভোটাধিকারপ্রাপ্ত যেকোনো নাগরিক জাতীয় নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবে | জাতীয় নাগরিক কমিটি |
| | | নির্বাচন কমিশনসহ সকল কমিশন সমূহের স্বাধীনতা, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা থাকবে। | ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ |
| | | 1.THE Election Commission shall be appointed by the Council for National Security.<br>2. There shall be a separate electorate for the Hindus and the tribals. This will give them a voice and strengthen Unity. Today, we are a country but not a nation. This separate electorate will make us a nation.<br>3. Immediately upon declaration of the Schedule for General Elections and Presidential Elections the entire administration will be under the Election Commission. The Election Commission shall have the power of transfers and postings. Any adverse remarks of the Election Commission against any official shall form part of that person's ACR.<br>4. The Armed forces shall be deployed by the order of the Election Commission in consultation with the three Chiefs and the officers deployed shall have Magisterial powers. The Armed Force shall be deployed in every General Election and Election of the President. | Bangladesh Muslim Legue |

| | অষ্টম ভাগ: মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
| অনুচ্ছেদ ১২৭ (মহা হিসাব-নিরীক্ষক পদের প্রতিষ্ঠা) | | বাংলাদেশের একজন মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (অতঃপর "মহা হিসাব নিরীক্ষক" নামে অভিহিত) থাকিবেন। রাষ্ট্রপতি হিসাব নিরীক্ষক পদে সম্ভাব্য প্রার্থীদের নাম প্রস্তাব করিবেন। সংসদ প্রকাশ্য গণশুনানিতে প্রার্থীদের যাচাই-বাছাই করিয়া প্রার্থী প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলে রাষ্ট্রপতি সংসদে মনোনীত প্রার্থীকে নিয়োগদান করিবেন।<br>(২) এই সংবিধান ও সংসদ কর্তৃক প্রণীত যেকোনো আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে মহা হিসাব নিরীক্ষকের কর্মের শর্তাবলী রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ হইবে। | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন |
| | | ১. নির্বাহী বিভাগের আর্থিক জবাবদিহি নিশ্চিত করতে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের নিয়োগে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ রহিতকরণ।<br>২. সাংবিধানিক পদসমুহের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদের নাম 'মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক'। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৭-১৩২ এ মহা হিসাব নিরীক্ষকের ক্ষমতা, কার্যাবলী, কর্মের মেয়াদ ইত্যাদির বিবরণ দেয়া হয়েছে। প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর সরকারি হিসাব ইত্যাদির নিরীক্ষা এবং রিপোর্ট প্রদান তার দায়িত্ব। অনুচ্ছেদ ১২৭-এ বলা আছে রাষ্ট্রপতি একজনকে মহা হিসাব নিরীক্ষক নিয়োগ করবেন (প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে)। অর্থাৎ এ পদেও প্রধানমন্ত্রীই নিয়োগকর্তা। ফলে নির্বাহী বিভাগের আর্থিক জবাবদিহি নিশ্চিত করতে সংবিধান যাকে দায়িত্ব দিচ্ছে, তিনি নির্বাহী বিভাগের প্রভাবমুক্ত নন। বরং নির্বাহী বিভাগের প্রধান তার নিয়োগকর্তা।<br>৩. রাষ্ট্রপতির কার্য পরিচালনায় প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ রহিত করলে বিচারপতিদের মত মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের উপর নির্বাহী বিভাগের প্রভাব মুক্ত হবে। | নাগরিক ঐক্য |
| | | সাংবিধানিক পদ ও প্রতিষ্ঠানগুলো যেন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে সে জন্য সংবিধানের ১২৭-১৩২ (মহাহিসাব নিরীক্ষকের নিয়োগ, দায়িত্ব, কর্মের মেয়াদ ইত্যাদি) সংশ্লিষ্ট অংশ সংস্কার করা। | ১. বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)<br>২. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ |
| | | মহা হিসাব নিরীক্ষক জাতীয় পরিষদ রিপোর্ট পেশ করবেন। হিসাব নিরীক্ষকদের যে কোনো সময় উচ্চ কক্ষের কমিটি তলব করে শুনানি করতে পারবে | জাতীয় নাগরিক কমিটি |

| | ৯ম ভাগ: বাংলাদেশের কর্মবিভাগ | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
| | | প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের "দায়মুক্তি সংক্রান্ত বিধান" সংবিধান থেকে বাদ দিতে হবে । | এনডিএম |
| অনুচ্ছেদ ১৩৮ (সদস্য নিয়োগ) | | (১) রাষ্ট্রপতি প্রত্যেক সরকারি কর্ম-কমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্য পদে সম্ভাব্য প্রার্থীদের নাম প্রস্তাব করিবেন। সংসদ প্রকাশ্য গণশুনানিতে প্রার্থীদের যাচাই বাছাই করিয়া প্রার্থী প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলে রাষ্ট্রপতি সংসদে মনোনীত প্রার্থীকে নিয়োগদান করিবেন।<br>তবে শর্ত থাকে যে, প্রত্যেক কমিশনের যতদূর সম্ভব অর্ধেক (তবে অর্ধেকের কম নহে) সংখ্যক সদস্য এমন ব্যক্তিগণ হইবেন, যাঁহারা কুড়ি বৎসর বা ততোধিককাল বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যেকোন সময়ে কার্যরত কোনো সরকারের কর্মে কোনো পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন |
| | | সাংবিধানিক পদ ও প্রতিষ্ঠানগুলো যেন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে সে জন্য সংবিধানের ১৩৮-১৩৯ (সরকারি কর্ম কমিশনের সদস্য নিয়োগ, পদের মেয়াদ ইত্যাদি) সংশ্লিষ্ট অংশ সংস্কার করা। | ১. বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)<br>২. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ |
| | | নিরপেক্ষ ও যোগ্যতাভিত্তিক সিভিল সার্ভিস সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করতে হবে। | জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট |
| | | সিভিল সার্ভিসকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখার বিধান করতে হবে। | জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট |
| | | নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশনসহ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে সাংবিধানিক কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগ। একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেতা ও প্রধান বিচারপতি অথবা তাদের প্রতিনিধিদের দ্বারা এই কমিশন গঠিত হবে। | গণসংহতি আন্দোলন |
| | | বিচার বিভাগ, দুর্নীতি দমন কমিশন ও নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীন সাংবিধানেক রূপ দিয়ে সকল প্রকার রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ মুক্ত রাখার বিধান রাখতে হবে | জাতীয় পার্টি (কাজী জাফর) |
| | | যে সকল ব্যক্তি সাংবিধানিক পদে থেকে সংবিধান লংঘন ও দেশে গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের পরিপন্থি কোনো ভূমিকা রাখবেন তাদের বিচারের আওতায় আনার বিধান রাখতে হবে | জাতীয় পার্টি (কাজী জাফর) |

| | নবম-ক ভাগ: জরুরি বিধান | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবক দলের নাম** |
| **অনুচ্ছেদ ১৪১ক (জরুরি-অবস্থা ঘোষণা)** | "১৪১ক। (১) রাষ্ট্রপতির নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এমন জরুরী-অবস্থা বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহাতে যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের দ্বারা বাংলাদেশ বা উহার যে কোন অংশের নিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক জীবন বিপদের সম্মুখীন, তাহা হইলে তিনি ৮৯[অনধিক একশত কুড়ি দিনের জন্য] জরুরী-অবস্থা ঘোষণা করিতে পারিবে ৭০[:<br>তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ ঘোষণার বৈধতার জন্য ঘোষণার পূর্বেই প্রধানমন্ত্রীর প্রতি-স্বাক্ষর প্রয়োজন হইবে।]<br>৯১[* * *]<br>(২) জরুরী-অবস্থার ঘোষণা<br>(ক) পরবর্তী কোন ঘোষণার দ্বারা প্রত্যাহার করা যাইবে;<br>(খ) সংসদে উপস্থাপিত হইবে;<br>(গ) একশত কুড়ি দিন৭২[***]সময়ের অবসানে কার্যকর থাকিবে না:<br>তবে শর্ত থাকে যে, যদি সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় অনুরূপ কোন ঘোষণা জারী করা হয় কিংবা এই দফার (গ) উপ-দফায় বর্ণিত এক শত কুড়ি দিনের মধ্যে সংসদ ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে তাহা পুনর্গঠিত হইবার পর সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে ত্রিশ দিন অতিবাহিত হইবার পূর্বে ঘোষণাটি অনুমোদন করিয়া সংসদে প্রস্তাব গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত ত্রিশ দিনের অবসানে৭৩[অথবা একশত কুড়ি দিন সময়ের অবসানে, যাহা আগে ঘটে,] অনুরূপ ঘোষণা কার্যকর থাকিবে না।<br>(৩) যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের বিপদ আসন্ন বলিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইলে প্রকৃত যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগ সংঘটিত হইবার পূর্বে তিনি অনুরূপ যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের জন্য বাংলাদেশ বা উহার যে কোন অংশের নিরাপত্তা বিপন্ন বলিয়া জরুরী-অবস্থা ঘোষণা করিতে পারিবেন।" | পঞ্চদশ সংশোধনীর পূর্বে জরুরি অবস্থার নির্ধারিত মেয়াদ (১২০ দিন) সংসদের অনুমোদন সাপেক্ষে বর্ধিত করার সুযোগ ছিল। পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে উহা রহিত করা হয়। সার্বিক বিচারে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বিভ্রান্তিকর ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রশ্নে বিপজ্জনক। ---পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে। | বিএনপি |
| | | সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে গৃহিত জরুরী অবস্থা জারি, সকল রকম মৌলিক অধিকার রহিত করার ক্ষমতা- অর্থাৎ নবম (ক) ভাগের ১৪১ এর (ক), (খ) ও (গ) ধারা বাতিল করতে হবে। | ১. বাংলাদেশ বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ<br>২. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) |
| | | জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত বিধানবলী বিলুপ্ত অথবা যদি রাখা হয় তবে মৌলিক অধিকার স্থগিত করার অনুমতি দেয়া যাবে না। | বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী |
| | | প্রধানমন্ত্রী জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেয়ার অধিকারী হবেন। তবে তা পালন করা রাষ্ট্রপতির জন্য আবশ্যকীয় হবে না (Non-binding Effect)। আইনসভাই কেবল সিদ্ধান্ত নেবে। তবে জরুরি আইন/আদেশ সর্বোচ্চ আদালতের কাছে পাঠাতে হবে। আদালত আইনটির সাংবিধানিকতা/ অসাংবিধানিকতা সম্পর্কে রায় দেবেন। | ১. জাতীয় নাগরিক কমিটি<br>২. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ |
| | | রাষ্ট্রপতির কাস্টিং ভোট থাকবে। রাষ্ট্রপতি তিন বাহিনীর প্রধান থাকবেন এবং জরুরি অবস্থা বিষয়ে উচ্চকক্ষ সিদ্ধান্ত নেবে। জরুরি অবস্থা ঘোষণার জন্য সংসদের উভয়কক্ষের সভায় পাশ হওয়া প্রস্তাব রাষ্ট্রপতির কাছে আসতে হবে। নিম্নকক্ষের অনুপস্থিতিতে কেবল উচ্চকক্ষ প্রস্তাব পাঠাতে পারবে। জরুরি অবস্থা চলাকালীন মৌলিক অধিকার রদ করা যাবে না | ১. জাতীয় নাগরিক কমিটি<br>২. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ |

| | নবম-ক ভাগ: জরুরি বিধান | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবক দলের নাম** |
| | | ১৪১ঘ। (১) দেশে বসবাসরত চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, বম, মুরুং, গারো, মুনিপুরি ও সাঁওতালসহ ৫ম তফসিলে [এরপর ৫ম তফসিল নামে একটি তফসিল সংযোজিত করে সেখানে অন্যান্য সংখ্যালঘু জাতির নাম সন্নিবেশিত হবে বর্ণিত বিভিন্ন সংখ্যালঘু জাতির জনগণের সার্বিক উন্নতিকল্পে তথা তাদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, কৃষ্টি ও ধর্মীয় বিশ্বাস সংরক্ষণ ও বিকাশের স্বার্থে দেশের কোন বিশেষ এলাকাকে "স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল" বলিয়া ঘোষণা করা যাইবে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম হইবে এ ধরনের একটি "স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল" ।<br>(২) সরকার স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে আইনের দ্বারা পরিচালিত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা গঠন করবে, যা ঐ অঞ্চলে বসবাসরত স্থায়ী বাসিন্দাদের দ্বারা নির্বাচিত হইবে এবং এই সংবিধানের তৃতীয় ভাগে যাহাই বলা হউক না কেন, এইরূপ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে নাগরিকদের চলাফেরা, যাতায়াত ও বসতিস্থাপন নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।<br>(৩) দেশে বসবাসরত সংখ্যালঘু জাতির জনগণের নিজস্ব প্রথাগত ভূমি ও অনান্য অধিকার যেমন খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ সংরক্ষিত থাকিবে; স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে বসবাসরত স্থায়ী বাসিন্দা ব্যতীত অন্য কাহারো নিকট জমি বিক্রয়, বন্দোবস্তী, ইজারা বা অন্য কোন উপায়ে হস্তান্তর কিংবা তাহাদের প্রকাশ্য সম্মতি ব্যতীত সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা যাইবে না ।<br>(৪) এই ভাগে বর্ণিত অধিকার ক্ষুণ্ণ হয় এমন কোন আইন কিংবা পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশে বসবাসরত সংখ্যালঘু জাতিসমূহের স্বার্থ সম্পর্কিত কোন আইন সংসদে উত্থাপনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জনগণের মতামত, প্রয়োজনে গণভোটের মাধ্যমে, গ্রহণ করিতে হইবে।<br>(৫) সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদে যাহা বলা হউক না কেন, এই ভাগের কোন বিধান সংশোধনের (সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, রহিতকরণ) ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু জাতিসমূহের সম্মতির প্রয়োজন হইবে।" | ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) |
| | | নবম-ক ভাগের ১৪১ক, ১৪১খ ও ১৪১গ অনুচ্ছেদ বাদ দেয়া। [জরুরী অবস্থা জারীর ক্ষমতা] | ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) |

দশম ভাগ: সংবিধান সংশোধন

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ ১৪২ (সংবিধানের বিধান সংশোধনের ক্ষমতা) | [১৪২। এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও-<br>(ক) সংসদের আইন-দ্বারা এই সংবিধানের কোন বিধান সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন বা রহিতকরণের দ্বারা সংশোধিত হইতে পারিবেঃ<br>তবে শর্ত থাকে যে,<br>(অ) অনুরূপ সংশোধনীর জন্য আনীত কোন বিলের সম্পূর্ন শিরনামায় এই সংবিধানের কোন বিধান সংশোধন করা হইবে বলিয়া স্পষ্টরূপে উল্লেখ না থাকিলে বিলটি বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা যাইবে না;<br>(আ) সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত না হইলে অনুরূপ কোন বিলে সম্মতিদানের জন্য তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হইবে না;<br>(খ) উপরি-উক্ত উপায়ে কোন বিল গৃহীত হইবার পর সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট তাহা উপস্থাপিত হইলে উপস্থাপনের সাত দিনের মধ্যে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিবেন, এবং তিনি তাহা করিতে অসমর্থ হইলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।] | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদটি প্রতিস্থাপিত হয়েছে। বিশেষত: গণভোটের বিধান বাতিল করা হয়েছে।--পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে। | বিএনপি |
| | | গণভোট ছাড়া কেবলমাত্র আইনসভার দুই-তৃতীয়াংশের জোরে সংবিধান সংশোধন করা যাবে না। | ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ<br>জাতীয় নাগরিক কমিটি |
| | | গণভোটের মাধ্যমে সংবিধান সংশোধন করতে হবে | "জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট<br>গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি" |
| | | সংবিধানের সংস্কার নয়, সম্পূর্ণ নতুন সংবিধান প্রণয়ন করতে হবে | "ইসলামী আন্দোলন<br>বাংলাদেশ<br>জাতীয় নাগরিক কমিটি" |
| | | কমিশনের সুপারিশসমূহ সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য গণভোটের আয়োজন করতে হবে | ১. ভাসানী অনুসারী পরিষদ<br>২. জাতীয় পার্টি (কাজী জাফর) |
| | | নতুন লিগ্যাল ফ্রেম অর্ডারের অধীন গণপরিষদ এর মাধ্যমে সংবিধান প্রণয়ন করতে হবে। | ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ<br>জাতীয় নাগরিক কমিটি |
| | | সংবিধানের সংশোধনীর জন্য উর্ধ্বতন কক্ষের ৩/৪ সংখ্যাগরিষ্ঠ অনুমোদন প্রয়োজন। যদি এটি অনুমোদিত না হয়, তবে গণভোটে নিয়ে যেতে হবে। | বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী |
| | | সংবিধান সংশোধনের প্রক্রিয়া একটি গণতান্ত্রিক ও অংশীদারিত্বমূলক উপায়ে সম্পন্ন করা হবে । (১) সংসদে দুই তৃতীয়াংশ সদস্যদের সম্মতি, এবং (২) গনভোটের সমন্বয়ে সংবিধান সংশোধন করা যাবে। | এবি পার্টি |
| | | ১৪২ নং অনুচ্ছেদ বাতিল করতে হবে | গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি |
| | | সংবিধান সংশোধন ক্ষমতা কোনোভাবেই  সংসদকে দেওয়া যাবে না। | গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি |
| | | "এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও-<br>(ক) সংসদের আইন দ্বারা এই সংবিধানের কোনো বিধান সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন বা রহিতকরণের দ্বারা সংশোধিত হইতে পারিবে-<br>তবে শর্ত থাকে যে,<br>(ক) অনুরূপ সংশোধনীর জন্য আনীত কোনো বিলের সম্পূর্ণ শিরোনামে এই সংবিধানের কোনো বিধান সংশোধন করা হইবে বলিয়া স্পষ্টরূপে উল্লেখ না থাকিলে বিলটি বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা যাইবে না;<br>(খ) সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত না হইলে অনুরূপ কোনো বিলে সম্মতিদানের জন্য তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হইবে না,<br>(গ) এই প্রক্রিয়ায় প্রস্তাবিত সংবিধান সংশোধন বিল গণভোটের মাধ্যমে জনগণের অনুমোদন লইতে হইবে।" | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন |
| | | ১৪২ঃ সংবিধান সংশোধন ঃ সাধারনভাবে সংসদের দু-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দ্বারা সংবিধান সংশোধন করা যাবে তবে রাষ্ট্র পরিচালনার আদর্শ, লক্ষ্য ও মুলনীতি এবং মৌলিক অধিকার বিষয়ক অনুচ্ছেদের ক্ষেত্রে সংসদ দ্বারা পাশ হওয়ার পর রেফারেন্ডাম দ্বারা গৃহীত হতে হবে । | খেলাফত মজলিস |

| | দশম ভাগ: সংবিধান সংশোধন | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
| | | Propose that the Constitution can be amended by four – fiths of the total membership of both houses of Parliament and that no amendment can be made until it is approved by 60 percent of the total voters in a referendum. | Bangladesh Muslim Legue |
| | | অনুচ্ছেদ ১৪২-এর (খ) দফার পর "(গ)" দফা সংযোজনপূর্বক নিম্নরূপ বাক্য যুক্ত করা: "এই সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩, অনুচ্ছেদ ৬(২), অনুচ্ছেদ ১৩(ঘ), অনুচ্ছেদ ১৪, অনুচ্ছেদ ২৩, অনুচ্ছেদ ২৩(ক), অনুচ্ছেদ ৬৫(৩খ), এই অনুচ্ছেদের (অর্থাৎ ১৪২(গ) অনুচ্ছেদ) বিধান এবং ৮ম তফসিলের বিধান, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ, মোট চারটি পরিষদের প্রত্যেকটিতে তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের সম্মতি ব্যতীত সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন বা রহিতকরণ করা হইবে না।"<br>উক্তরূপে নতুন দফা সংযোজিত হলে নুতন সংযোজিত বিধানটি দাঁড়াবে নিম্নরূপ: "(গ)"এই সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩, অনুচ্ছেদ ৬(২), অনুচ্ছেদ ১৩(ঘ), অনুচ্ছেদ ১৪, অনুচ্ছেদ ২৩, অনুচ্ছেদ ২৩(ক), অনুচ্ছেদ ৬৫(৩খ), এই অনুচ্ছেদের (অর্থাৎ ১৪২(গ) অনুচ্ছেদ) বিধান এবং ৮ম তফসিলের বিধান, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ, মোট চারটি পরিষদের প্রত্যেকটিতে তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের সম্মতি ব্যতীত সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন বা রহিতকরণ করা হইবে না।" | ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) |
| নতুন প্রস্তাব | | গণঅভ্যুত্থানের সকল অংশীজনের কাছ থেকে পাওয়া প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংবিধান সংস্কার কমিশন কর্তৃক প্রণীত প্রস্তাব কেবল সরকারের কাছে নয়; বরং সকল অংশীজনের কাছেই পাঠাতে হবে এবং তাদের মতামতের ভিত্তিতে চূড়ান্ত হওয়া খসড়া গণপরিষদে উত্থাপিত হবে। এটাই হবে গণপরিষদের সংবিধান বিতর্কের মূল দলিল। | ১. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ<br>২. জাতীয় নাগরিক কমিটি |
| | | সংবিধানের সংশোধনীসহ যেকোনো বিধান বা অনুচ্ছেদকে চ্যালেঞ্জ করে যেকোনো আইনী প্রক্রিয়া সুপ্রীম কোর্টের বৃহত্তর বেঞ্চে শুরু হবে। এই বেঞ্চ কেবল এই ধরনের শুনানির জন্যই গঠিত হবে। এতে প্রধান বিচারপতিসহ দুইয়ের অধিক বিচারপতিদের বেঞ্চ বসবে। | জাতীয় নাগরিক কমিটি |
| | | সংশোধনীর মাধ্যমে যেসব নিবর্তনমূলক আইনের বৈধতা দেয়া হয়েছে, সেসব বাতিল করতে হবে এবং ভবিষ্যতে সাংবিধানিকভাবে জনবিরোধী আইন প্রণয়ন এবং অন্যান্য বিধান জারির পথ বন্ধ করতে হবে। মৌলিক অধিকার পরিপন্থী কোন বিধান জারির পথ সাংবিধানিকভাবে বন্ধ করতে হবে। | নাগরিক ঐক্য |
| | | পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল করতে হবে | বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ |
| | | ১৫ তম সংশোধনী বাতিল করে সংসদ বিলোপ করে সংসদ নির্বাচনী এবং জরুরী গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়ে সমগ্র জনগণের গণভোট পূণরায় বহাল করা হোক। | ইনসানিয়াত বিপ্লব,বাংলাদেশ |
| | | ২৫ জন সদস্য নিয়ে সংবিধান আদালত থাকবে | প্রগতিশীল গ্রিন পার্টি |
| | | একটি সার্বভৌম সংসদ, একটি স্বাধীন, শক্তিশালী ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন এবং নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠার জন্য সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ সমূহের প্রয়োজনীয় মৌলিক সংস্কার করা। | ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) |

একাদশ ভাগ: অন্যান্য/বিবিধ

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ ১৪৫ (চুক্তি ও দলিল)** | ১৪৫। (১) প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তত্বে প্রণীত সকল চুক্তি ও দলিল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত বলিয়া প্রকাশ করা হইবে এবং রাষ্ট্রপতি যেরূপ নির্দেশ বা ক্ষমতা প্রদান করিবেন, তাঁহার পক্ষে সেইরূপ ব্যক্তি কর্তৃক ও সেইরূপ প্রণালীতে তাহা সম্পাদিত হইবে।<br>(২) প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্বে কোন চুক্তি বা দলিল প্রণয়ন বা সম্পাদন করা হইলে উক্ত কর্তৃত্বে অনুরূপ চুক্তি বা দলিল প্রণয়ন বা সম্পাদন করিবার জন্য রাষ্ট্রপতি কিংবা অন্য কোন ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হইবেন না, তবে এই অনুচ্ছেদ সরকারের বিরুদ্ধে যথাযথ কার্যধারা আনয়নে কোন ব্যক্তির অধিকার ক্ষুণ্ণ করিবে না। | জাতীয় সম্পদ উত্তোলন, ব্যবহার, সংরক্ষণ ও সকল প্রকার আন্তর্জাতিক চুক্তি জাতির কাছে পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করতে হবে। সকল প্রকার আন্তর্জাতিক চুক্তি বাধ্যতামূলকভাবে সংসদে উপস্থাপন ও আলোচনা সাপেক্ষে সম্পাদন করতে হবে, মর্মে সংবিধানে বিধান যুক্ত করতে হবে। | ১. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি)<br>২. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)<br>৩. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ |
| | | রাষ্ট্রপতি যেকোনো আইন-বিধান-বিধি-প্রবিধান-নীতি বা চুক্তি/স্মারক অনুমোদন বা স্বাক্ষরের আগে সংবিধানানুগ হয়েছে কিনা তা পরীক্ষার জন্য সুপ্রীম কোর্টের সংশ্লিষ্ট বিভাগে মতামতের জন্য পাঠাতে পারবেন। | ১. জাতীয় নাগরিক কমিটি<br>২. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ |
| | | (সংযোজন) খসড়াগুলি কার্যকরের আগে সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির সামনে উপস্থাপন করা হবে। | বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী |
| | | অনুচ্ছেদ ১৪৫ সংশোধন করে সব আন্তর্জাতিক চুক্তি, বিশেষত জাতীয় নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব বা আঞ্চলিক অখণ্ডতার সাথে সম্পর্কিত চুক্তি, সংসদের পূর্ব অনুমোদন নিতে হবে। সংসদে গোপনীয় বিষয় ছাড়া সমস্ত চুক্তি জনগণের সামনে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা হবে যাতে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়। চুক্তি পর্যালোচনার জন্য একটি সংসদীয় কমিটি গঠন করা হবে যা চুক্তি সম্পর্কিত সুপারিশ করবে। গোপন বিষয়াদি সংক্রান্ত চুক্তির জন্য গোপন সংসদ অধিবেশন সংরক্ষণ থাকবে, তবে অপব্যবহার রোধে বিচারিক তদারকি রাখা হবে। এই সংশোধনী গণতান্ত্রিক তদারকি বাড়িয়ে জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করবে। | বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি) |
| **অনুচ্ছেদ ১৪৫ক (আন্তর্জাতিক চুক্তি)** | [১৪৫ক। বিদেশের সহিত সম্পাদিত সকল চুক্তি রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হইবে, এবং রাষ্ট্রপতি তাহা সংসদে পেশ করিবার ব্যবস্থা করিবেনঃ তবে শর্ত থাকে যে, জাতীয় নিরাপত্তার সহিত সংশ্লিষ্ট অনুরূপ কোন চুক্তি কেবলমাত্র সংসদের গোপন বৈঠকে পেশ করা হইবে।] | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদটি প্রতিস্থাপিত হলেও আদতে পূর্বের বিধানই অপরিবর্তিত রয়েছে। -- প্রতিস্থাপিত অনুচ্ছেদটি বহাল রাখতে হবে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)। | বিএনপি |
| | | জাতীয় সম্পদ ব্যবহার ও আন্তর্জাতিক সকল চুক্তি জাতির সামনে উন্মুক্ত করা এবং এ সকল চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে সংসদে আলোচনা বাধ্যতামূলক করা। | বাংলাদেশ বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ |
| | | বিদেশের সাথে দেশের সবচুক্তির শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে হবে এবং যেকোনো অসম চুক্তি বাতিল হবে। | ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ |
| | | সমস্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি সংসদে আলোচিত ও অনুমোদিত হতে হবে। | গণসংহতি আন্দোলন |
| | | আন্তর্জাতিক চুক্তি খসড়া সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটি (গুলির) সামনে উপস্থাপন করা হবে, এরপর সংসদের সামনে উপস্থাপন করার পরেই তা কার্যকর করা হবে। এটি সংশ্লিষ্ট ন্যায়পালের সামনেও উপস্থাপন করা হবে। | বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী |
| | | অনুচ্ছেদ ১৪৫ক. বিদেশের সঙ্গে কোন চুক্তি সম্পাদিত হলে তা অবিলম্বে জাতীয় সংসদে পেশ করতে হবে। সেখানে তা অনুমোদিত হলেই তা বলবৎ যোগ্য হবে। | খেলাফত মজলিস |
| | | বিদেশি আধিপত্যবাদী শক্তির এজেন্টদের কঠোর শাস্তির বিধান নিশ্চিত করা হবে | ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ |
| **অনুচ্ছেদ ১৪৭ (কতিপয় পদাধিকারীর পরিশ্রমিক প্রভৃতি)** | | নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংক্রান্ত ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদে আনীত পরিবর্তনকে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে রহিত করা হয়।--- পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে। | বিএনপি |
| | | বাংলাদেশে পরিচালিত এবং নির্ধারিত লাভের সীমা অতিক্রমকারী বিদেশী কোম্পানিগুলোর সিএসআর কর্মসূচি বাধ্যতামূলক করতে হবে। এই কর্মসূচি কমিউনিটি উন্নয়ন, শিক্ষা এবং পরিবেশ টেকসইত্ব নিশ্চিত করতে মনোনিবেশ করবে। আইন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। | বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি-বিজেপি |
| **অনুচ্ছেদ ১৪৮ (পদের শপথ)** | | রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি, স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার এর শপথ প্রধান বিচারপতি কর্তৃক শপথপাঠ পরিচালিত হবে। | জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি |

| | একাদশ ভাগ: অন্যান্য/বিবিধ | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবক দলের নাম** |
| **অনুচ্ছেদ ১৪৯ (প্রচলিত আইনের হেফাজত)** | ১৪৯। এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে সকল প্রচলিত আইনের কার্যকরতা অব্যাহত থাকিবে, তবে অনুরূপ আইন এই সংবিধানের অধীন প্রণীত আইনের দ্বারা সংশোধিত বা রহিত হইতে পারিবে। | এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে সকল প্রচলিত আইনের কার্যকারিতা অব্যাহত থাকিবে, তবে সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকার বা তার ভাবাদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক হইলে সেই আইন কার্যকর করা যাইবে না। এই সংবিধানের অধীনে প্রণীত আইনের দ্বারা পূর্বের যেকোন আইন সংশোধিত বা রহিত হইতে পারিবে। | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন |
| **অনুচ্ছেদ ১৫০ (ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী)** | "[১৫০।(১) এই সংবিধানের অন্য কোন বিধান সত্ত্বেও ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে এই সংবিধান প্রবর্তনকালে সংবিধানের চতুর্থ তফসিলে বর্ণিত বিধানাবলী ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী হিসাবে কার্যকর থাকিবে।<br>(২) ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তারিখ হইতে ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে এই সংবিধান প্রবর্তন হইবার অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে সংবিধানের পঞ্চম তফসিলে বর্ণিত ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তারিখে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে দেওয়া জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ, ষষ্ঠ তফসিলে বর্ণিত ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার টেলিগ্রাম এবং সপ্তম তফসিলে বর্ণিত ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র হইল বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামের ঐতিহাসিক ভাষণ ও দলিল, যাহা উক্ত সময়কালের জন্য ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী বলিয়া গণ্য হইবে।]" | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদটি প্রতিস্থাপিত হয়েছে। এর মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের সকল ক্রান্তিকালীন সময়কালকে সাংবিধানিকভাবে অস্বীকার করা হয়েছে। উপরন্তু, প্রতিস্থাপিত অনুচ্ছেদের মাধ্যমে সংবিধানে নতুন তিনটি তফসিলে ৭ মার্চের ভাষণ, তথাকথিত স্বাধীনতা ঘোষণার টেলিগ্রাম ইত্যাদি সংযোজনের মধ্য দিয়ে সংবিধানকে আওয়ামী লীগের দলীয় প্রচারপত্রে পরিণত করা হয়েছে--- পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে। | "১. বিএনপি<br>" |
| | | অনুচ্ছেদ ১৫০ (২) বিলুপ্ত ঘোষণা করতে হবে | "২. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী<br>৩. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন" |
| **অনুচ্ছেদ ১৫২ (ব্যাখ্যা)** | | নির্দলীয় তত্ত্বাবধঅয়ক সরকার সংক্রান্ত ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদে আনীত পরিবর্তনকে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যম রহিত করা হয়।<br>---পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে। | বিএনপি |
| | | সংবিধানের ধারা ক্রম পরিবর্তন। মৌলিক অধিকারের পরেই আইনসভা তারপর নির্বাহী বিভাগ এবং সবশেষে বিচার বিভাগ নিয়ে আসা। সংবিধান যেহেতু জনগণের ইচ্ছার প্রকাশ সেহেতু জনগণের প্রতিনিধিদের স্থান হবে জনগণের মৌলিক অধিকারের পরেই এবং তারা জনগণের অধিকার রক্ষায় ও রাষ্ট্রের কার্যাবলী পরিচালনায় প্রয়োজনীয় আইন তৈরি করবেন। এসব আইন অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব থাকবে নির্বাহী বিভাগের কাছে। তবে নির্বাহী বিভাগ আইনের বাইরে গিয়ে কোন নির্দেশ দিচ্ছে এরকম প্রতীয়মান হলে আইনসভা তা অনুমোদন নাও করতে পারেন। আবার আইনসভা প্রণীত কোন আইন সংবিধান পরিপন্থী কিনা সেটা দেখার দায়িত্ব থাকবে বিচার বিভাগের হাতে। বিচার বিভাগ আইন অনুযায়ী বিচার কার্য পরিচালনা করবেন যেমন তেমনি সংবিধানের রক্ষাকর্তা হিসেবে ও আইনের ব্যাখ্যাকারী হিসেবে বিবেচিত হবে। | গণসংহতি আন্দোলন |

| | একাদশ ভাগ: অন্যান্য/বিবিধ | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
| | | ১৫২। (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের প্রয়োজনে অন্যরূপ না হইলে এই সংবিধানে- "অধিবেশন (সংসদ-প্রসঙ্গে) অর্থ এই সংবিধান প্রবর্তনের পর কিংবা একবার স্থগিত হইবার বা<br>ভাঙ্গিয়া যাইবার পর সংসদ যখন প্রথম মিলিত হয়, তখন হইতে সংসদ স্থগিত হওয়া বা ভাঙ্গিয়া যাওয়া পর্যন্ত বৈঠকসমূহ;<br>""অনুচ্ছেদ"" অর্থ এই সংবিধানের কোনো অনুচ্ছেদ;<br>""অবসর ভাতা"" অর্থ আংশিকভাবে প্রদেয় হউক বা না হউক, যেকোন অবসর ভাতা, যাহা কোনো ব্যক্তিকে বা ব্যক্তির ক্ষেত্রে দেয়, এবং কোনো ভবিষ্য তহবিলের চাঁদা বা ইহার সহিত সংযোজিত অতিরিক্ত অর্থ প্রত্যর্পণ-ব্যপদেশে দেয় অবসরকালীন বেতন বা আনুতোষিক ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, ""অর্থ বৎসর"" অর্থ জুলাই মাসের প্রথম দিবসে যে বৎসরের আরম্ভ<br>""আইন"" অর্থ কোনো আইন অধ্যাদেশ, আদেশ, বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন, বিজ্ঞপ্তি ও অন্যান্য আইনগত দলিল এবং বাংলাদেশে আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন যেকোন প্রথা বা রীতি;<br>""আদালত"" অর্থ সুপ্রীম কোর্টসহ যেকোন আদালত; ]<br>""আপীল বিভাগ"" অর্থ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ;<br>""উপ-দফা' অর্থ যে দফায় শব্দটি ব্যবহৃত, সেই দফার একটি উপ-দফা;<br>""ঋণ গ্রহণ' বলিতে বাৎসরিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য অর্থ সংগ্রহ অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং<br>""ঋণ"" বলিতে তদনুরূপ অর্থ বুঝাইবে,<br>""করারোপ"" বলিতে সাধারণ, স্থানীয় বা বিশেষ যেকোন কর, খাজনা, শুল্ক বা বিশেষ করের আরোপ; ""গ্যারান্টি' বলিতে কোনো উদ্যোগের মুনাফা নির্ধারিত পরিমাণের অপেক্ষা কম হইলে তাহার জন্য অর্থ প্রদান করিবার বাধ্যবাধকতা যাহা এই সংবিধান প্রবর্তনের পূর্বে গৃহীত হইয়াছে তাহা অন্তর্ভুক্ত হইবে; ""জেলা বিচারক"" বলিতে অতিরিক্ত জেলা বিচারক অন্তর্ভুক্ত হইবেন;<br>“তফসিল” অর্থ এই সংবিধানের কোনো তফসিল;<br>""দফা' অর্থ যে অনুচ্ছেদে শব্দটি ব্যবহৃত, সেই অনুচ্ছেদের একটি দফা,<br>""দেনা"" বলিতে বাৎসরিক কিস্তি হিসাবে মূলধন পরিশোধের জন্য যেকোন বাধ্যবাধকতাজনিত দায় এবং যেকোন গ্যারান্টিযুক্ত দায় অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং ""দেনার দায়"" বলিতে তদনুরূপ অর্থ বুঝাইবে; ""নাগরিক' অর্থ নাগরিকত্ব সম্পর্কিত আইনানুযায়ী যে ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক;<br>""প্রচলিত আইন"" অর্থ এই সংবিধান প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানায় বা উহার অংশবিশেষে আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সক্রিয় থাকুক বা না থাকুক, এমন যেকোন আইন;<br>'জনতন্ত্র"" অর্থ জনতন্ত্রী বাংলাদেশ;<br>""জনতন্ত্রের কর্ম' অর্থ অসামরিক বা সামরিক ক্ষমতায় বাংলাদেশ সরকার সংক্রান্ত যেকোন কর্ম, চাকুরী বা পদ এবং আইনের দ্বারা জনতন্ত্রের কর্ম বলিয়া ঘোষিত হইতে পারে, এইরূপ অন্যকোন কর্ম ""প্রধান নির্বাচন কমিশনার' অর্থ এই সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদের অধীন উক্ত পদে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি;<br>""প্রধান বিচারপতি"" অর্থ বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি;<br>""প্রশাসনিক একাংশ' অর্থ জেলা কিংবা এই সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে আইনের দ্বারা অভিহিত অন্যকোন এলাকা,<br>""বিচারক"" অর্থ সুপ্রীম কোর্টের কোনো বিভাগের কোন বিচারক,<br>""বিচার-কর্ম বিভাগ"" অর্থ জেলা বিচারক পদের অনূর্ধ কোনো বিচার বিভাগীয় পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত কর্মবিভাগ,<br>""বৈঠক' (সংসদ প্রসঙ্গে) অর্থ মূলতবি না করিয়া সংসদ যতক্ষণ ধারাবাহিকভাবে বৈঠকরত থাকেন, সেইরূপ মেয়াদ,<br>""ভাগ' অর্থ এই সংবিধানের কোনো ভাগ,<br>""রাজধানী' অর্থ এই সংবিধানের ৫ অনুচ্ছেদের রাজধানী বলিতে যে অর্থ করা হইয়াছে;<br>“রাজনৈতিক দল” বলিতে এমন একটি অধিসংঘ বা ব্যক্তিসমষ্টি অর্ন্তভুক্ত যে অধিসংঘ বা ব্যক্তি সমষ্টি | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন |

| | | | |
|---|---|---|---|
| নতুন প্রস্তাব | | | |
| | | সরকারি চাকরি হতে অপসারণের বিধান সহজ করতে হবে | ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ |
| | | পাহাড় ও সমতলের সকল আদিবাসী এবং দলিতদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে হবে। | গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি |

| | তফসিলসমূহ | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবক দলের নাম** |
| **প্রথম তফসিল (অন্যান্য বিধান সত্ত্বেও কার্যকর আইন)** | | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র তফসিলে ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল আদেশ সংযোজন করে উক্ত আইনকে সাংবিধানিক সুরক্ষা দেয়া হয়েছে।-- **সংশোধিত তফসিলটি অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন।** | বিএনপি |
| **তৃতীয় তফসিল (শপথ ও ঘোষণা)** | | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র তফসিলে (ক) রাষ্ট্রপতির শপথের দায়িত্ব প্রধান বিচারপতির পরিবর্তে স্পীকারের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে, এবং (খ) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংক্রান্ত ত্রয়োদেশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র তফসিলে আনীত পরিবর্তনকে রহিত করা হয়েছে।--- **পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে। ** উপ-রাষ্ট্রপতির শপথের ফরম সংযুক্ত করতে হবে।** | বিএনপি |
| **চতুর্থ তফসিল (ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী)** | | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র তফসিলে উল্লিখিত স্বাধীন বাংলাদেশের সকল ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী রহিত করা হয়েছে। --- **পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে।** | বিএনপি |
| **পঞ্চম তফসিল (১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তারিখে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেওয়া ঐতিহাসিক ভাষণ)** | | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যম সংযোজিত---- **পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে।** | ১. বিএনপি<br>২. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী |
| **ষষ্ঠ তফসিল (জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা)** | | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যম সংযোজিত---- **পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে।** | ১. বিএনপি<br>২. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলাম |
| **সপ্তম তফসিল (১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র)।** | | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যম সংযোজিত---- **পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে।** | ১. বিএনপি<br>২. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী |
| | | নতুন অষ্টম তফসিল সংযোজন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৮৯, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৮৯, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৮৯ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন ১৯০০কে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৮ম তফসিল হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা।<br>সপ্তম তফসিলের পর উপরোক্ত নতুন তফসিল সংযোজিত হলে সংযোজিত বিধানটি দাঁড়াবে নিম্নরূপ :<br>"অষ্টম তফসিল<br>পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রশাসনের জন্য বিশেষ আইনসমুহঃ-<br>The Chittagong Hill Tracts Regulation, 1900 (Bengal Act I of 1900), also known as the Chittagong Hill Tracts Manual.<br>রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইন)।<br>খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২০ নং আইন) ।<br>বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২১ নং আইন)।<br>পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ১২ নং আইন)। | ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) |

| | নতুন প্রস্তাব | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
| | | Bangladesh Muslim League proposes for four Constitutional Councils.<br>1. Council of Ulemas:<br>This Council will essentially advise the Government on all matters related to Islam, give fatwas, and instruct the education department and textbook board to incorporate such texts and issues related to character building of school-going Children. This Council will further approve sermons for Friday prayers alternately dwelling on Huquq Allah and Huquq Al Ibad to reform and create a just society that embraces all people of all religions, tribes, and linguistic minorities. It is proposed that the Chairman of this Council will have the status of Deputy Premier.<br>2. Council of Minority Affairs:<br>This Council will comprise Hindu Priests, Buddhist Monks, and Christian Priests. The Council will monitor and ensure the well-being of all minorities. Liaise with the government to better many minorities, give necessary suggestions and protect their places of worship. The Council will prepare sermons and educational material to create goodwill amongst all communities and help build a cohesive, harmonious relationship amongst all citizens. It will also select sites to observe their festivities, organize fairs, etc. The Chairman of this Council will have the rank and status of a Minister.<br>3. Council of Tribals:<br>This Council shall be composed of representatives of indigenous people or tribes like the Chakmas, Meitei, Khasi, Santhal, and Garo, who will be tasked to ensure that the language, culture, and customs of all tribes and ethnic groups, including their festivals, are protected. They can study their language up to the primary level. The Council will also be responsible for proposing a curriculum. The purpose of this Council will be to create good amongst all communities so that all can coexist in peace and harmony. Integration between the trials and Bengalis will also be part of their mandate.<br>4. Council for National Security:<br>The Council shall comprise the President, Prime Minister, Speaker, Leader of the Opposition, and Chiefs of the Army, Navy, and Air Force. This Council will meet in case any security problem or issue arises to resolve any disputes that may arise or have arisen between the President and the Parliament or the Prime Minister. Form a national security policy. The meeting of this Council will be called and Chaired by the President | Bangladesh Muslim Legue |

| | নতুন প্রস্তাব | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
| | | "The President will appoint Judges to the Supreme Court, Election Commission, Auditor and Comptroller General, Attorney General, Anti-Corruption Commission, Public Service Commission, and appoint and fill positions to all other Constitutional offices, Defense Chiefs, Prime Minister on the basis of his or her election by the Parliament, through secret ballot. The appointment of the Cabinet will be done by the President in consultation with the Prime<br>Minister, however, the Ministers for Foreign Affairs, Defense will be nominated by and appointed exclusively by the President, who may or may not be Members of Parliament. Upto twenty percent members of the Cabinet may be appointed from outside the Parliament, which we call technocrat Ministers (now it is %10).<br>The President will have the power to dissolve Parliament, if, a petition signed by a majority of Members is received by the President but after such verification as the President thinks fit and proper in a given circumstance or if the Prime Minister advises the President in writing under her hand to dissolve Parliament. All Ministers appointed to the Cabinet shall be under a Warrant signed and sealed by the President. The Vice President will be the Chairman of the Senate/Upper House. If the President dies or is incapacitated the Vice President shall be the President and will complete the term, if both are incapacitated the Speaker will act as the President until the President is elected. President will have a term of 6 years and will be eligible to be elected for a second term. Only two terms.<br>No person will be the Prime Minister for more than two terms. Term here would mean the existence of Parliament, that is, if the Parliament is dissolved earlier than the expiry of its term than it would mean that the person who held the office has completed one term and will be eligible for another term as PM.<br>The Prime Minister will be responsible for the running of the government with the aid, help and assistance of the Cabinet. If any dispute arises within the Cabinet, the Prime Minister will refer the same to the President who after hearing the Prime Minister and the Cabinet will resolve it and his decision shall be final and cannot be questioned in any Court including the Supreme Court.<br>The Prime Minister will forward all decisions of the Cabinet to the President for his approval and if the President has any objection he will sit with the relevant Minister and resolve it after consultation with the Prime Minister. If it cannot be resolved then the decision and the objection will be sent to both houses of Parliament for a vote on the issue. The Minister concerned shall move the motion for a vote in both houses.<br>The Cabinet being an institution under the Constitution, any decision taken by it collectively will be immune from questioning by any authority Constitutional or otherwise as that decision will be deemed to be in Public and national interest. The PM will generally Chair regular Cabinet meetings. Provided however, that the President will also have the power to summon the Cabinet as and when he deems necessary; but shall Chair all such Cabinet meetings in which the budget is to be approved, matters pertaining to national security, foreign affairs, defence are on the agenda. After the dissolution of Parliament, the President will assume all powers of the Prime Minister and form a small Cabinet composed of Senators to nm the affairs of the State, till such time that a new Parliament is in place." | Bangladesh Muslim Legue |
| | | সংসদ সদস্যরা শুধু আইন প্রণয়ন ও সেই আইন, নীতি ও উন্নয়ন সহায়ক আচারণ করতে নিজ নিজ পরিবার এলাকার প্রচার চালাতে বাধ্য থাকিবেন। নৈতিকতা উন্নয়নে চেষ্টা করবেন। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করবেন। | বাংলাদেশ কল্যাণ রাষ্ট্র |
| | | সংরক্ষিত নারী সংসদ সদস্যদের আইন, নীতি প্রণয়ন ও সেইগুলো নিজ নিজ এলাকায় প্রচার করার সাথে শিশু, কিশোর কিশোরী ও পরিবারের মনোজগত-শান্তি শৃংখলা বজায় রাখতে চেষ্টা করতে হবে | বাংলাদেশ কল্যাণ রাষ্ট্র |
| | | নারী ও পুরুষ সব সংসদ সদস্যদের পেশা জীবন জীবিকা জনতার কাছে স্বচ্ছ হতে হবে। সংসদ সদস্য হবার আগে ওপরে কোনো ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পারবেন না। তাদের সন্তান ও নিকট আত্মীয় ব্যাংক ঋণ খেলাপি হতে পারবেন না। রাজনীতির মাধ্যমে কোনো দেশীয় ও বিদেশী ব্যবসা করতে পারবেন না। | বাংলাদেশ কল্যাণ রাষ্ট্র |
| | | সংসদ সদস্য ও তাদের পরিবারের সদস্যরা দুইটি র বেশি সন্তান নিতে পারবেন না। | বাংলাদেশ কল্যাণ রাষ্ট্র |

# পরিশিষ্ট ১৭

## সিভিল সোসাইটি ও পেশাজীবী সংগঠনগুলোর মতামতের সারাংশ

সংবিধান সংস্কার কমিশনে সংবিধান সংস্কার বিষয়ে ৫৫টি সিভিল সোসাইটি ও পেশাজীবী সংগঠন তাদের লিখিত মতামত প্রদান করে। মতামত প্রদানকারী সংগঠনগুলোর মধ্যে ২৫টি সংগঠন কমিশনের সরাসরি আলোচনায় অংশগ্রহণ করে। সংগঠনগুলোর দেয়া প্রতিটি লিখিত প্রস্তাব ও মতামত কমিশন নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করে।

| | প্রস্তাবনা | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক প্রতিষ্ঠানের নাম |
| | গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান | নাম বহাল রাখতে হবে | এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফরমস এন্ড ডেভলপমেন্ট |
| | | বাংলাদেশের নাম হবে 'জন-গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ' | নাগরিক উদ্যোগ |
| শুরু | "বিস্‌মিল্লাহির-রহ্‌মানির রহিম<br>(দয়াময়, পরম দয়ালু, আল্লাহের নামে)/ পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার নামে।" | কভারে নয়, মূল টেক্সটে এটি অন্তর্ভুক্ত করা | বাংলাদেশ ইন্টেলেকচুয়াল মুভমেন্ট |
| | | বিসমিল্লাহর যথাযথ অনুবাদ করা (দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে' | বাংলাদেশ ইন্টেলেকচুয়াল মুভমেন্ট |
| | | অন্যান্য ধমাবলম্বীর প্রতি সম্মানার্থে পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার নামে- এ স্বতন্ত্র বাক্যটি লেখা | বাংলাদেশ ইন্টেলেকচুয়াল মুভমেন্ট |
| | | ধর্মের প্রতি রেফারেন্স (যেমন 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম', 'ইসলাম রাষ্ট্র ধর্ম' এবং 'আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস') সংবিধানে সংরক্ষিত থাকতে পারে জনসমর্থন এবং জনপ্রিয় ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। | সেন্টার ফর ল, গভর্ন্যান্স অ্যান্ড পলিসি (CELGAP) |
| | | পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার নামে লেখা যেতে পারে। | নারী পক্ষ |
| | | "[বিস্‌ মিল্লাহির-রহমানির রহিম<br>বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম<br>দয়াময়, পরম করুনাময় আল্লাহর নামে।" | রাষ্ট্রবিচার সভা |
| | | "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম<br>(দয়াময়, পরম করুনাময় আল্লাহর নামে) | আযহার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বাংলাদেশ |
| প্রস্তাবনা (Preamble)'র সূচনা | "আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া [জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের] মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি;<br>[আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল -জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে;]<br>আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা- যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে;<br>আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা যাহাতে স্বাধীন সত্তায় সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারি এবং মানবজাতির প্রগতিশীল আশা-আকাঙ্খার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে পূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে পারি, সেইজন্য বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তিস্বরূপ এই সংবিধানের প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রাখা এবং ইহার রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান আমাদের পবিত্র কর্তব্য;<br>এতদ্বারা আমাদের এই গণপরিষদে, অদ্য তের শত ঊনআশী বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসের আঠারো তারিখ, মোতাবেক উনিশ শত বাহাত্তর খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের চার তারিখে, আমরা এই সংবিধান রচনা ও বিধিবদ্ধ করিয়া সমবেতভাবে গ্রহণ করিলাম।" | সকল ধর্ম ও সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসীসহ প্রথাগত সকল ধর্ম ও সৃষ্টিকর্তায় অবিশ্বাসী সকল নাগরিকের জন্য সমান সুযোগ রাখা অথবা বিদ্যমান সংবিধানের "...পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার নামে" অংশটি বিলুপ্ত করা। | বিপনেট |
| | | বাংলাদেশ ভূখণ্ডের ঐতিহাসিক আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ, ৯০ এর গণঅভ্যুত্থান ও ২৪ এর ছাত্র-জনতার বৈষম্য বিরোধী গণঅভ্যুত্থানের চেতনা ও লক্ষ্য অনুযায়ী সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, গনতন্ত্র ও মানবাধিকার, এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক বৈষম্যহীন সমাজ গঠন। | হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস) |
| | | বিদ্যমান প্রস্তাবনা হুবহু রাখার পক্ষে প্রস্তাব করছি | বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ |

প্রস্তাবনা

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক প্রতিষ্ঠানের নাম |
|---|---|---|---|
| | | বৈষম্যহীন, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ন্যায়বিচারসম্পন্ন সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে, ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে এই ভূখণ্ডের বিভিন্ন স্থানে আত্মত্যাগকারী সকল মানুষের ত্যাগ ও তিতিক্ষাকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে, আমরা, বিভিন্ন জাতি, ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা, বিশ্বাস, ইতিহাস, কৃষ্টি ও ঐতিহ্য এবং আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যে বৈচিত্র্যময়, বাংলাদেশের জনগণ, দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংহতি, সহনশীলতা, সম্প্রীতি এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য রক্ষা ও বিকাশে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে, দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, ভৌগোলিক অখণ্ডতা, জাতীয় সংহতি, স্বাধীনতা ও মর্যাদা অটুট রেখে জনগণের সার্বভৌমত্ব এবং স্বশাসনের অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান করে, স্বৈরতান্ত্রিক, কেন্দ্রীভূত ও একক শাসনব্যবস্থার দ্বারা সৃষ্ট সকল প্রকার বৈষম্য ও নিপীড়নের অবসান ঘটিয়ে, এবং শ্রেণি, জাতি, অঞ্চল, বয়স, বিশ্বাস, ভাষা, ধর্ম, লিঙ্গ ইত্যাদির ভিত্তিতে বিদ্যমান সকল প্রকার বৈষম্য দূর করে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমতা, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, বাংলাদেশ ভূখণ্ডের পরিবেশ, প্রতিবেশ ও প্রাণবৈচিত্র্য রক্ষাসহ প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের অস্তিত্বের গুরুত্ব অনুধাবন করে, মানবজাতির প্রগতিশীল আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে পূর্ণ ভূমিকা পালন করার অভিপ্রায়ে, বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তিস্বরূপ এই সংবিধানের প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রাখা এবং এর রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধানকে আমাদের পবিত্র কর্তব্য হিসেবে ঘোষণা করছি। | বিপনেট |
| | | আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তরিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া [জুলুম থেকে জাতীয় মুক্তির জন্য ঐহিহাসি সংগ্রামের] মাধ্যমে আল্লাহতায়ালার করুনাময় স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি;<br>আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, বাংলাদেশী প্রজাতন্ত্র যা এক ও একমাত্র স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালার পূর্ণ আনুগত্য ও বিশ্বাস, ন্যায় ও সভ্য মানবতা, জনগণের ঐক্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠার বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রে নির্মিত হয়েছে;<br>আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল - জুলুম ও বৈষম্যমুক্ত দেশ গড়া, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা এবং বিশ্বাস ও সুষ্ঠু গণতন্ত্র সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে]<br>আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা- যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে;<br>আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা যাহাতে স্বাধীন সত্তায় সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারি এবং মানবজাতির প্রগতিশীল আশা-আকাঙ্খার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে পূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে পারি, সেইজন্য বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তিস্বরূপ এই সংবিধানের প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রাখা এবং ইহার রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান আমাদের পবিত্র কর্তব্য;<br>এতদ্বারা আমাদের এই গণপরিষদে | সেন্টার ফর ইথিক্যাল রিসার্চ এন্ড থটস (সার্ট) |
| | | সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস পূণর্স্থাপন করতে হবে। | বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন |
| | | Absolute Sovereignty of Almighty Allah যুক্ত করতে হেবে | বালাকোট চেতনা উজ্জীবন পরিষদ |
| | | ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র বাদ দিতে হবে | বালাকোট চেতনা উজ্জীবন পরিষদ |
| | | আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল- জাতীয়তাবাদ,<br>সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে।' - এ বাক্য বাদ দিতে হবে | বাংলাদেশ ইন্টেলেকচুয়াল মুভমেন্ট |
| | | ৫ম সংশোধনীর আলোকে পুনরায় লিখা | বাংলাদেশ ইন্টেলেকচুয়াল মুভমেন্ট |
| | | সমাজতন্ত্র অর্থ- অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায় বিচার- এই অর্থে সমাজতন্ত্র<br>২। অন্যান্যের মধ্যে জুলাই-আগষ্ট ২০২৪ সালে সংগঠিত বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন ও গণঅভুত্থানের চেতনা-ই হইবে এই সংবিধানের রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম ভিত্তি | বিয়াম ফাউন্ডেশন গবেষণা ও পরামর্শ সেবা কেন্দ্র |

| | প্রস্তাবনা | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবক প্রতিষ্ঠানের নাম** |
| | | The Constitution should be rewritten keeping the spirit and aspirations of our historical "Liberation War" of 1971, the 'Sipahi-Janata Biplob' of 1975, 'Gono Ovvutthan' of 1990 (90's Anti-Authoritarian Movement), and the 'Student-people anti-quota movements' of 2024 (July-August Revolution' 24). This constitution should reflect in it the demands of mass people for Equality, human dignity, social justice, democracy, human rights, and inclusive non-discriminatory social order. | Bangladesh islamic law research and legal aid centre |
| | | আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া আল্লাহর অশেষ কৃপায় [জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের] মাধ্যমে ভূমির উপর জনগনের মালিকানাস্বত্ত ভিত্তিক সার্বভৌম ও স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি এবং ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের আরেক পর্যায়ে জালেম স্বৈরাচার প্রতিরোধে জাতীয় গনভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশে জনগনের লুণ্ঠিত অধিকার আদায় করিয়াছি। (আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শসমূহ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল - আল্লাহর উপর ঈমান ও আস্থা, দেশাত্মবোধ ও সুরক্ষা, ন্যায়-ন্যায্যতা-মর্যাদা, স্বাধীনতা ও গনতন্ত্রের সেই সকল আদর্শসমূহ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে ;<br>আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণরায় ভিত্তিক পদ্ধতিতে এমন এক বৈষম্যহীন ও জুলুমহীন ন্যায় ও ন্যায্যতা ভিত্তিক সমাজের প্রতিষ্ঠা- যেখানে ধর্ম- বর্ন-মতাদর্শ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক অধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যহীনতা, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে;<br>আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা যাহাতে স্বাধীন সত্তায় সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারি এবং মানবজাতির প্রগতিশীল আশা-আকাঙ্খার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে পূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে পারি, সেইজন্য বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তিস্বরূপ এই সংবিধানের প্রাধান্য অক্ষুন্ন রাখা এবং ইহার রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান আমাদের পবিত্র কর্তব্য;<br>এতদ্বারা আমাদের এই গণপরিষদে, অদ্য চৌদ্দ শত একত্রিশ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ন মাসের দশ তারিখ, মোতাবেক দুই হাজার চব্বিশ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের পঁচিশ তারিখে, আমরা এই সংবিধান রচনা ও বিধিবদ্ধ করিয়া সমবেতভাবে গ্রহণ করিলাম। | রাষ্ট্রবিচার সভা |
| | | আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া মহান আল্লাহর অশেষ কৃপায় জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করিয়াছি এবং ২০২৪ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসের ৫ তারিখে স্বৈরাচার বিরোধী গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের জনগনের লুণ্ঠিত অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছি।<br>আমরা বিশ্ব জগতের একচ্ছত্র অধিপতি আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করিয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ শোষিত বীর বাঙালিকে শোষণ নীতির বিরুদ্ধে ১৯৭১-এ সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগের প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল- বাংলাদেশী দেশাত্ববাদ, ন্যায় ও ন্যায্যতা, মর্যাদাবোধ ও মর্যাদা এবং ২০২৪-এর গণরায় ও বৈষম্য বিরোধী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া নিপীড়িত জনগণকে স্বৈরাচার বিরোধী গণঅভ্যুত্থানে আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে।<br>আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে রাষ্ট্রে শোষণ ও বৈষম্য মুক্ত এমন এক সমাজ প্রতিষ্ঠা- যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, যথাযথ স্বাধীনতা, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত হইবে। | আযহার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বাংলাদেশ |

| | প্রথম ভাগ: প্রজাতন্ত্র | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবক দলের নাম** |
| **অনুচ্ছেদ ১ (প্রজাতন্ত্র)** | ১। বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যাহা "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ" নামে পরিচিত হইবে। | কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার হবে। কেন্দ্রীয় সরকারে হাতে থাকবে পররাষ্ট্র, অরথ, বাণিজ্য, বিদেশে করমসংস্থান, বিদেশী বিনিয়োগ, শিল্প, ও উচ্চশিক্ষা খাত | এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফরমস এন্ড ডেভলপমেন্ট |
| | | """বাংলাদেশ একটি যুক্তরাষ্ট্রীয়, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যাহা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামে পরিচিত হইবে"" এই<br>শব্দগুলো প্রতিস্থাপন হইবে।" | সিএইচটি ওয়ার্কিং গ্রুপ ফর ন্যাশনাল রিফর্ম |
| | | ৬-৮টি প্রদেশে ভাগ করতে হবে | এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফরমস এন্ড ডেভলপমেন্ট |
| | | বাংলাদেশ মহান আল্লাহ তায়ালার অসীম করুনার ফসল একটি একক, স্বাধীন ও সুনির্দিষ্ট ভূমির উপর স্বতন্ত্র নির্দিস্ট জনগনের রাজনৈতিক ও রাষ্ট্র মালিকানাস্বত্তা ভিত্তিক সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যাহা "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ" নামে পরিচিত হইবে। | রাষ্ট্রবিচার |
| | | অনুচ্ছেদ ০১: "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ" এর "প্রজা" শব্দটি বৈষম্যপূর্ণ। "প্রজা" শব্দটি বাদ দিয়ে Peoples Republic এর একটি যুৎসই বাংলা শব্দ প্রনয়ণ করা যেতে পারে। | হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস) |
| | | বাংলাদেশের নামের মধ্যে "প্রজা" শব্দ থাকিবে না। এতদস্থলে বাংলাদেশের জনগণের মর্যাদাবাহী নতুন শব্দ যোগ করিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ: জনগণতান্ত্রিক বাংলাদেশ। | আযহার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বাংলাদেশ |
| | | এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের বদলে যুক্তরাষ্ট্রীয় ধাঁচের শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা উচিৎ। বিশ্বের নানান দেশের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের বদলে ফেডারেল রাষ্ট্র গঠন করলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অধিক স্তর নিশ্চিত করা সম্ভব কারণ তাতে ক্ষমতার ভারসাম্য অধিকরণ নিশ্চিত করা যায়। | বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন |
| | | রাষ্ট্রের একক কাঠামো বজায় রেখে বিকেন্দ্রীকরণের ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। | ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ল' স্টুডেন্টস ফোরাম ফর রিফর্ম প্রপোজাল |
| | | বিদ্যমান অনুচ্ছেদটি অবিকল রাখা যেতে পারে | বাংলাদেশ প্রফেশনালস |
| **অনুচ্ছেদ ২ (প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানা)** | ২। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানার অন্তর্ভুক্ত হইবে<br>(ক) ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা-ঘোষণার অব্যবহিত পূর্বে যে সকল এলাকা লইয়া পূর্ব পাকিস্তান গঠিত ছিল4[এবং সংবিধান (তৃতীয় সংশোধন) আইন, ১৯৭৪-এ অন্তর্ভুক্ত এলাকা বলিয়া উল্লিখিত এলাকা, কিন্তু উক্ত আইনে বহির্ভূত এলাকা বলিয়া উল্লিখিত এলাকা তদ্‌বহির্ভূত; এবং]<br>(খ) যে সকল এলাকা পরবর্তীকালে বাংলাদেশের সীমানাভুক্ত হইতে পারে। | ২। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানার অন্তর্ভুক্ত হইবে<br>(ক) ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা-ঘোষণার অব্যবহিত পূর্বে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী যে সকল এলাকা লইয়া পূর্ব পাকিস্তান গঠিত ছিল±[এবং সংবিধান (তৃতীয় সংশোধন) আইন, ১৯৭৪-এ অন্তর্ভুক্ত এলাকা বলিয়া উল্লিখিত এলাকা, কিন্তু উক্ত আইনে বহির্ভূত এলাকা বলিয়া উল্লিখিত এলাকা তহির্ভূত; এবং | রাষ্ট্রবিচার |
| **অনুচ্ছেদ ২ক (রাষ্ট্রধর্ম)** | প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করিবেন | ৫ম সংশোধনীর আলোকে পুনরায় লিখতে হবে | বাংলাদেশ ইন্টলেকচুয়াল মুভমেন্ট |
| | | ইসলামকে রাষ্ট্রধম হিসেবে স্বীকার করতে হবে | বালাকোট চেতনা উজ্জীবন পরিষদ |
| | | ২(ক) বিলুপ্ত করা। | নারী পক্ষ |
| | | রাষ্ট্রের কোনো ধর্ম থাকতে পারে না। প্রয়োজনে রাষ্ট্র সমাজে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সৌহার্দ্য বজায় রাখার স্বার্থে ধর্মগুলোকে ন্যায্যতার সাথে রাজনৈতিকভাবে স্বীকৃতি দিবে। রাষ্ট্রের জনগণ যেসব ধর্ম চর্চা করে সেসব ধর্মকে নিরাপত্তা দিবে, ন্যায্যতার সাথে পৃষ্ঠপোষকতা করবে। | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |
| | | ২ ক। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র ইসলামের মতোই ন্যায্য মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করিবেন] | রাষ্ট্রবিচার |
| | | রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ হোক এবং ধর্মীয় ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা থাকবে। | নাগরিক উদ্যোগ |
| | | প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, কাদিয়ানীসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র স্বীয় মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করিবেন। | আযহার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বাংলাদেশ |
| | | অনুচ্ছেদটি সম্পূর্ণভাবে বাতিল করার প্রস্তাব করছি | বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ |

| | প্রথম ভাগ: প্রজাতন্ত্র | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
| | | প্রজাতন্ত্রের রাষ্টধর্ম ইসলাম হইবে; তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র যথাযথ মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করিবেন। পাশাপাশি-<br>ক. মুসলমানদের জীবন ইসলামী মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।<br>খ. মুসলমানদের জীবন ইসলামী নীতিমালা ও শিক্ষার আলোকে পরিচালিত করিতে, যথাযথ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে সরকার ব্যবস্থাপনা করিবেন। মুসলিম নাগরিকদের আরবি ভাষা ও কুরআন শেখানোর ব্যবস্থা করিতে যথাযথ উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করিবেন।<br>গ. ধর্মীয় শিক্ষা সম্পর্কিত বিধান: কোনো নাগরিককে এমন কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলকভাবে ভর্তি করা যাইবে না সেখানে তার নিজের ধর্মের বাইরে অন্য ধর্মের শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।<br>ঘ. ধর্মীয় শিক্ষা মুসলিম ও অমুসলিম নাগরিকদের নিজ নিজ ধর্ম অনুসারে হইবে।<br>ঙ. অন্তর্ভুক্তিমূলক অথবা অংশগ্রহণমূলক সমাজ গঠনের নামে আমাদের পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, এমন কোনো বৈচিত্র্যকে স্বাভাবিককরণ করা যাবে না ও শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। | সেন্টার ফর ইথিক্যাল রিসার্চ এন্ড থটস (সার্ট) |
| অনুচ্ছেদ ৩ (রাষ্ট্রভাষা) | প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। | রাষ্ট্রভাষা 'বাংলার' পাশাপাশি তবে নাগরিকদের অন্যান্য ভাষার পরিপোষণ ও উন্নয়নে রাষ্ট্র সমভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করিবেন। | বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম |
| | | রাষ্ট্রের কোনো রাষ্ট্রীয় ভাষার বিধান না রেখে দাপ্তরিক ভাষার বিধান করতে হবে। বাংলাসহ পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর ভাষাকে স্বীকৃতি দিতে হবে। | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |
| | | নিজ ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ ও প্রশাসনিক কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকতে হবে প্রত্যেক নাগরিকের। আদালতের বিচারকাজে নিজ বোধগম্য ভাষায় অংশ নেওয়ার সুযোগ দিতেই হবে। এই অধিকার সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত হতে হবে। | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |
| | | বর্তমান সংবিধানের প্রথম ভাগের (প্রজাতন্ত্র) 'রাষ্ট্রভাষা' সংক্রান্ত ৩ অনুচ্ছেদে লিখিত "প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা" শব্দগুলি ৩ অনুচ্ছেদের শেষে সংযোজন করা-<br>"তবে নাগরিকদের অন্যান্য নৃতাত্তিক ভাষার পরিপোষণ ও উন্নয়নেও রাষ্ট্র সমভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করিবেন।" | সিএইচটি ওয়ার্কিং গ্রুপ ফর ন্যাশনাল রিফর্ম |
| | | রাষ্ট্রের সরকারি ও আদালতের ভাষা বাংলা করা উচিৎ | জুডিসিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন |
| | | সংবিধানে রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত বিষয়ে সংযোজন করতে হবে। রাষ্ট্রভাষা বাংলার পাশাপাশি অন্য জাতির ভাষার পরিবেশ ও উন্নয়নে রাষ্ট্র সমভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করবে। | উত্তরবঙ্গ আদিবাসী ফোরাম |
| | | রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ ৩ শেষে নতুন সংযোজন:বাংলা ভাষা ছাড়া অন্যান্য ভাষার উন্নয়নে সমভাবে রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা। | বিপনেট |
| | | "সব নাগরিকের ভাষার প্রতি বৈষম্যহীনতা নিশ্চিত করতে এবং নাগরিকত্বের সজ্ঞা সমন্নুত রাখতে হবে।<br>" | নারী পক্ষ |
| | | রাষ্ট্রভাষা বাংলা তবে অন্যান্য ভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে। | নারী পক্ষ |
| | | বাংলাদেশকে বহুজাতি, বহু ভাষা, বহু ধর্ম এবং বহু সংস্কৃতির এক বৈচিত্রের দেশ হিসেবে সাংবিধানিকভাবে ঘোষণা করা যেতে পারে। | উত্তরবঙ্গ আদিবাসী ফোরাম |
| | | প্রজাতন্ত্রের ভাষা হইবে বাংলা তবে ইংরেজী ভাষাও ব্যবহারে সমান গুরুত্ব দিতে হইবে | বিয়াম ফাউন্ডেশন গবেষণা ও পরামর্শ সেবা কেন্দ্র |
| অনুচ্ছেদ ৪(জাতীয় সংগীত,পতাকা,প্রতীক) | "৪। (১) প্রজাতন্ত্রের জাতীয় সঙ্গীত "আমার সোনার বাংলা"র প্রথম দশ চরণ।<br>(২) প্রজাতন্ত্রের জাতীয় পতাকা হইতেছে সবুজ ক্ষেত্রের উপর স্থাপিত রক্তবর্ণের একটি ভরাট বৃত্ত।<br>(৩) প্রজাতন্ত্রের জাতীয় প্রতীক হইতেছে উভয় পার্শ্বে ধান্যশীর্ষবেষ্টিত, পানিতে ভাসমান জাতীয় পুষ্প শাপলা, তাহার শীর্ষদেশে পাটগাছের তিনটি পরস্পরসংযুক্ত পত্র, তাহার উভয় পার্শ্বে দুইটি করিয়া তারকা।<br>(৪) উপরি-উক্ত দফাসমূহ-সাপেক্ষে জাতীয় সঙ্গীত, পতাকা ও প্রতীক সম্পর্কিত বিধানাবলী আইনের দ্বারা নির্ধারিত হইবে।" | বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম এবং জুলাই গনভ্যুত্থানের চেতনাবহন করেন এমন কোন কবির লিখিত গান বা কবিতা জাতীয় সঙ্গীত আকারে বাছাই করা হোক। | রাষ্ট্রবিচার, জকিগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরি |

| | প্রথম ভাগ: প্রজাতন্ত্র | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবক দলের নাম** |
| | | দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত "ধনধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা" বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে উপযুক্ত। এই ব্যাপারে জাতীয় রাজনৈতিক ঐক্য গঠন করতে হবে। | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |
| | | অনেক পথ-মতকে ধারণ করে এমন বেশ কয়েকটি স্লোগানকে জাতীয় স্লোগান হিসেবে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া যেতে পারে। যেমন: "ক্ষমতার সাথে নয়, জনতার সাথে বাংলাদেশ", "জান-জবানের রাজনীতি, বাংলাদেশের মূলনীতি", "দায় দরদের রাজনীতি, বাংলাদেশের মূলনীতি", "মাটি মানুষের রাজনীতি, বাংলাদেশের মূলনীতি", "বিশ্বাস, আনুগত্য, ভালোবাসা বাংলাদেশের মূল ঠিকানা", "বিপ্লবী জনতা, গড়ে তোলো একতা", "জুলুমের দিন শেষ, মজলুমের বাংলাদেশ", "যদি তুমি ভয় পাও তবে তুমি শেষ, যদি তুমি রুখে দাঁড়াও তবে তুমিই বাংলাদেশ", "পদ্মা, মেঘনা, যমুনা তোমার আমার ঠিকানা", "স্বৈরতন্ত্র মুর্দাবাদ, "ইনকিলাব জিন্দাবাদ", "জয় বাংলা", "বাংলাদেশ জিন্দাবাদ", "ছাত্র-জনতা গড়ে তোলো একতা", "পাহাড়ী- বাঙালী ভাই ভাই, এই বাংলায় বিভেদের ঠাঁই নাই"। | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |
| | | বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম, ইতিহাস, ঐতিহ্য, জাতীয় চেতনা, ধর্ম ও সংস্কৃতি, প্রকৃতি এবং জুলাই গণঅভ্যুত্থানের চেতনা ধারণকারী এবং বাংলাদেশী কবির কবিতা নতুন জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে নির্ধারণ করা হইবে । | আযহার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বাংলাদেশ |
| | | কাজী নজরুল ইসলাম হবেন বাংলাদেশের জাতীয় কবি। | কবি নজরুল ইন্সটিটিউট |
| অনুচ্ছেদ ৪ক (জাতির পিতার প্রতিকৃতি) | জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার ও প্রধান বিচারপতির কার্যালয় এবং সকল সরকারী ও আধা-সরকারী অফিস, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের প্রধান ও শাখা কার্যালয়, সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশনসমূহে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করিতে হইবে | এই অনুচ্ছেদ সম্পূর্ন বাতিল করতে হবে। | "১. রাষ্ট্রবিচার<br>২. সেন্টার ফর ইথিক্যাল রিসার্চ এন্ড থটস (সার্ট)<br>৩. বিয়াম ফাউন্ডেশন গবেষণা ও পরামর্শ সেবা কেন্দ্র" |
| | | অন্ধ জাতিপুজা ও ব্যক্তিপুজা বাদ দিয়ে আদর্শ ভিত্তিক চিন্তার প্রতিফলন হওয়া উচিত | ঢাকা মহানগর আইনজীবী সমিতি |
| | | (ক) বাংলাদেশ রাষ্ট্রে কোনো একক ব্যক্তিকে জাতির পিতা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হইবে না ।<br>(খ) বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীক অথবা বাংলাদেশের মানচিত্রের প্রতিকৃতি রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার ও প্রধান বিচারপতির কার্যালয় এবং সকল সরকারী ও আধা-সরকারী অফিস, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের প্রধান ও শাখা কার্যালয়, সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশনসমূহে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করিতে হইবে। | আযহার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বাংলাদেশ, জকিগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরী |
| | | একক কোন ব্যক্তিকে জাতির পিতা ঘোষণা করার চেয়ে জাতীয় সকল বীরদের সম্মান দেয়া যেতে পারে এভাবে—<br>১. জাতীয় অভিভাবক<br>ক. নবাব সলিমউল্লাহ<br>খ. সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী<br>গ. শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক<br>ঘ. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী<br>ঙ. মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী<br>২. স্থপতি<br>ক. তাজ উদ্দিন আহমদ<br>খ. বঙ্গবীর জেনারেল আতাউল গণি ওসমানী<br>৩. উপ স্থপতি<br>ক. জেড ফোর্স প্রধান মেজর জিয়াউর রহমান<br>খ. এস ফোর্স প্রধান মেজর শফিউল্লাহ<br>গ. কে ফোর্স প্রধান মেজর খালেদ মোশাররফ | জকিগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরী |
| | | সংবিধানকে নিরপেক্ষ ও রাষ্ট্রকে নির্দলীয় রাখতে ৪ক অনুচ্ছেদ বাতিল করা | ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ল' স্টুডেন্টস ফোরাম ফর রিফর্ম প্রপোজাল |
| অনুচ্ছেদ ৫ | | প্রজাতন্ত্রের রাজধানী হইবে ঢাকা। তবে সরকার প্রয়োজন মনে করিলে ঢাকার বাইরেও রাজধানী স্থাপন করিতে পারিবে। | বিয়াম ফাউন্ডেশন গবেষণা ও পরামর্শ সেবা কেন্দ্র |
| | | বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা। তবে তেরোটি (১৩) প্রদেশের ১৩টি রাজধানী: রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, বগুড়া, ময়মনসিংহ, সিলেট, গাজীপুর, ফরিদপুর, যশোর, খুলনা, কুমিল্লা, মাইজদী, বরিশাল এবং চট্টগ্রাম। | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |

প্রথম ভাগ: প্রজাতন্ত্র

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ ৬ (নাগরিকত্ব)** | "[৬। (১) বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে।<br>(২) বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসাবে বাঙালী এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন।]" | | |
| | | | |
| | | নাগরিকত্বের ক্ষেত্রে ভৌগলিক সীমানাটাই মূল বিবেচ্য বিষয়। ঐক্যে ফাটল ধরাতে অন্য তত্ত্ব এনে হাজির করা চলবে না। এটা ঠিকঠাক করতে হবে। | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |
| | | সংবিধানের ধারা ৬(২) : আদিবাসীদের সুস্পষ্ট স্বীকৃতি, আইনি সুরক্ষা এবং বৈষম্য বিরোধী দ্বারা নিষিদ্ধ করতে হবে। | "বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি<br>" |
| | | "বাঙালী জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ হবে জাতীয় ঐক্য ও সংহতির ভিত্তি।<br>" | নারী পক্ষ |
| | | বাংলাদেশী লেখা হোক | বাংলাদেশ প্রফেশনালস |
| | | "বাংলাদেশের জনগণ জাতি ও নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশি বলিয়া পরিচিত হইবে।<br>" | নারী পক্ষ, সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবেলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ। |
| | | ৬।(২) বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন। জনগণ জাতি হিসাবে স্বীয় নৃতাত্ত্বিক-ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসূচক ঐচ্ছিক আত্ম-পরিচয় গ্রহন করিতে পারিবেন যাহা ভিন্ন আত্ম-পরিচয়ের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতমূলক হইবে না। | রাষ্ট্রবিচার |
| | | বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ভাষা ও নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী হিসেবে বাঙালী জাতি, বাঙালী মুসলিম এবং রাষ্ট্রের সকল নাগরিক বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন। | আযহার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বাংলাদেশ |
| | | সংবিধানে ৬(২) নাগরিক সংক্রান্ত অনুচ্ছেদে 'তবে অন্যান্য জাতির নাগরিক নিজস্ব জাতি উল্লেখ করিতে পারিবেন'এটা সংযুক্ত করা যেতে পারে। | উত্তরবঙ্গ আদিবাসী ফোরাম |
| | | অনুচ্ছেদ ৬ (১): নাগরিকত্ব নির্ধারনের ক্ষেত্রে 'আইনের দ্বারা' এর পরিবর্তে 'জন্মসূত্রে ও আইন দ্বারা" নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে। (জন্মসূত্রে যুক্ত করার প্রস্তাব করছি) | হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস) |
| | | অনুচ্ছেদ ৬ (২) জাতি হিসেবে বাঙালী পরিবর্তন করার প্রস্তাব করছি, যেহেতু এখানে অন্যান্য অনেক জাতিগোষ্ঠীর লোকজনও বসবাস করে) | হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস) |
| | | বর্তমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬(২)-এ বাংলাদেশের জনগণকে এককভাবে "বাঙালি" জাতি হিসাবে পরিচিত করার বিধান রয়েছে। এটি দেশের বাস্তবতা, বিশেষ করে আদিবাসী ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জাতিগত পরিচয়কে উপেক্ষা করে। বাংলাদেশ একটি বহু জাতি, বহু ভাষা, এবং বহু সংস্কৃতির দেশ, যেখানে বাঙালিদের পাশাপাশি আদিবাসীসহ বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, এবং পরিচয় রয়েছে। | পাবর্ত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি |
| | | জাতী ও জাতীয়তা নির্বিশেষে আমাদের পরিচয় হইবে বাংলাদেশী | বিয়াম ফাউন্ডেশন গবেষণা ও পরামর্শ সেবা কেন্দ্র |

| | প্রথম ভাগ: প্রজাতন্ত্র | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
| **অনুচ্ছেদ ৭ (সংবিধানের প্রাধান্য)** | (১) প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।<br>(২) জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে | পুনরুস্থাপন করা হোক: সকল ক্ষমতার মালিক একমাত্র মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা | ঢাকা মহানগর আইনজীবী সমিতি |
| | | অনুচ্ছেদ ০৭ (১): অনুচ্ছেদ ০১ এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে 'প্রজাতন্ত্র' শব্দটি পরিবর্তন করে 'বাংলাদেশের সকল ক্ষমতার মালিক এই রাষ্ট্রের নাগরিক' দেয়া যেতে পারে। | হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস) |
| | | বাক্যটি অস্পষ্ট ও অসামাঞ্জস্যপূরণ। পুনলিখন: "রাষ্ট্রের মালিকানা জনগণের এবং রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকার গঠন ও এতে পরিবর্তন আনয়নসহ যাবতীয় ক্ষমতা- জনগণই সংরক্ষ করেন" | বাংলাদেশ ইন্টেলেকচুয়াল মুভমেন্ট |
| | | "অতীতের আইন সম্পর্কে বিধান এবং সংবিধানের চরিত্র' নামে নতুন বিধান: এ বিধানের কাঠামো হতে পারে নিম্নরূপ:<br>""(১) সংবিধান, আইন, নীতিমালা প্রণয়ন করার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণ যাতে কার্যকরভাবে সরকার, আদালত ও আইনসভাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, ন্যায্যতার সাথে পরিচালনা করতে পারেন। জনসাধারণ হচ্ছেন দেশের মালিক; সংবিধান দেশের সর্বোচ্চ দলিল এবং জনসাধারণ ও রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ চুক্তি। মালিক হিসেবে দেশের সর্বোচ্চ দলিল ও চুক্তির রক্ষণাবেক্ষণ করা সাধারণ মানুষের পবিত্র দায়িত্ব। সমগ্র বাংলাদেশ এবং সারা বিশ্বের সব বাংলাদেশীর জন্য এ সংবিধান প্রযোজ্য।<br>(২) বাংলাদেশে কার্যকর থাকা অতীতের সব আইন এ সংবিধানের সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ কি না তা সংবিধান কার্যকর হবার ৪ বছরের মধ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পরবর্তী ১ বছরব্যাপী সংসদে আলোচনাসাপেক্ষে ভোটাভুটি শেষে গ্রহণ করা হবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পুরোনো আইন বাদ দিয়ে নতুন আইন প্রণয়ন করা হবে। বাতিল হওয়া আইনে দণ্ডপ্রাপ্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ব্যক্তিদের তাৎক্ষণিকভাবে মুক্তি দিবে এবং ন্যায্যতার সাথে যৌক্তিক ক্ষতিপূরণ দিবে সংসদ। অতীতের সব আইনের সাংবিধানিকত্ব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য আইনের জানা-শোনা আছে ও আইন বুঝতে সক্ষম এমন বিভিন্ন পেশার জনসাধারণকে নিয়ে ৭১টি কমিটি গঠন করা হবে। প্রত্যেক কমিটির সদস্য হবেন ২৪ জন। এ সংবিধান কার্যকর হবার ৫ বছরের মধ্যে রাষ্ট্রে কার্যকর থাকা সব অতীত আইনের সাংবিধানিকত্ব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর পরীক্ষায় টিকে যাওয়া আইনগুলো সংবিধানের ১ম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।<br>(৩) ভ্রাতৃত্ব বাংলাদেশের প্রাণশক্তি এবং সাংবিধানিক নীতি-নৈতিকতা বাংলাদেশের আত্মিকশক্তির মূল উৎস। বিভিন্ন নীতি ও দর্শন সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত। তবে সংবিধানের সম্ম নীতি ও দর্শন একমুখী ও সংবিধানকেন্দ্রিক। সংবিধানে পরস্পরবিরোধী কোনো নীতির ঠাঁই নেই। যা একে অপরের বিপরীত, এমন বিভিন্ন নীতি বা দর্শন কোনোসময় বাংলাদেশে কার্যকর হতে পারে না। তবে এমন নীতি বা দর্শনের ক্ষেত্রে মৌলিক ঐকমত্যকে স্বীকৃতি দেয় সংবিধান।""" | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |
| | | ৭। (১)সর্বশক্তিমান আল্লাহর করুনায় প্রজাতন্ত্রের সকল রাজনৈতিক ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং আল্লাহর খলিফা জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।<br>(২) জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ন হয় অথবা ইসলাম ধর্মের সর্বোচ্চ মৌলিক নীতির বিরোধী হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও বিরোধী, ততখানি বাতিল হইবে। | রাষ্ট্রবিচার |
| | | রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার উৎস ও মালিক আল্লাহ তা'আলা এবং আল্লাহর পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ জনগণের দ্বারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে, এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে। | আযহার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বাংলাদেশ |
| | | "সকল ক্ষমতার উৎস আল্লাহতায়ালা। প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক [আল্লাহতায়ালার প্রতিনিধি] জনগণ যা রাষ্ট্র ধর্ম ইসলামের অনুগত হইবে; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে। | সেন্টার ফর ইথিক্যাল রিসার্চ এন্ড থটস (সার্ট) |

| | প্রথম ভাগ: প্রজাতন্ত্র | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবক দলের নাম** |
| **অনুচ্ছেদ ৭ক (সংবিধান বাতিল, স্থগিতকরণ, ইত্যাদি অপরাধ)** | ৭ক। (১) কোন ব্যক্তি শক্তি প্রদর্শন বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বা অন্য কোন অসাংবিধানিক পন্থায় -(ক) এই সংবিধান বা ইহার কোন অনুচ্ছেদ রদ, রহিত বা বাতিল বা স্থগিত করিলে কিংবা উহা করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র করিলে ; কিংবা (খ) এই সংবিধান বা ইহার কোন বিধানের প্রতি নাগরিকের আস্থা, বিশ্বাস বা প্রত্যয় পরাহত করিলে কিংবা উহা করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র করিলে-তাহার এই কার্য রাষ্ট্রদ্রোহিতা হইবে এবং ঐ ব্যক্তি রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে দোষী হইবে।<br>(২) কোন ব্যক্তি (১) দফায় বর্ণিত-<br>(ক) কোন কার্য করিতে সহযোগিতা বা উস্কানি প্রদান করিলে; কিংবা (খ) কার্য অনুমোদন, মার্জনা, সমর্থন বা অনুসমর্থন করিলে-তাহার এইরূপ কার্যও একই অপরাধ হইবে। (৩) এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত অপরাধে দোষী ব্যক্তি প্রচলিত আইনে অন্যান্য অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ডের মধ্যে সর্বোচ্চ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে। | এ ধারা বাতিল করতে হবে, এর মাধ্যমে সংসদ সদস্যকে জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আবদ্ধ করা হয়েছে | ১. বাংলাদেশ ইন্টলেকচুয়াল মুভমেন্ট<br>২. বিয়াম ফাউন্ডেশন গবেষণা ও পরামর্শ সেবা কেন্দ্র |
| | | অনুচ্ছেদ ৭(ক, খ) বাদ দেয়ার প্রস্তাব করছি। সংবিধান সংশোধনযোগ্য রাখতে হবে। কেননা সংবিধান জনগনের জন্য। জনগনের চাহিদা অনুযায়ী সময়ের প্রয়োজনে সংশোধন করার সুযোগ থাকা উচিৎ। সেক্ষেত্রে সংসদ সদস্যদের উভয়কক্ষের দুই তৃতীয়াংশের ভোটে এবং গনভোটের মাধ্যমে পরিবর্তন করা যাবে। | হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস) |
| | | অনুচ্ছেদ ৭ক (সংবিধান বাতিল, স্থগিতকরণ ইত্যাদি অপরাধ) সংশোধন কিংবা বাতিল করা | ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ল' স্টুডেন্টস ফোরাম ফর রিফর্ম প্রপোজাল |
| **অনুচ্ছেদ ৭খ (সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলী সংশোধন অযোগ্য)** | ৭খ।সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সংবিধানের প্রস্তাবনা, প্রথম ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, দ্বিতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, নবম-ক ভাগে বর্ণিত অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী সাপেক্ষে তৃতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ এবং একাদশ ভাগের ১৫০ অনুচ্ছেদসহ সংবিধানের অন্যান্য মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমুহের বিধানাবলী সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, রহিতকরণ কিংবা অন্য কোন পন্থায় সংশোধনের অযোগ্য হইবে।] | এ ধারা বাতিল করতে হবে | ১. বাংলাদেশ ইন্টলেকচুয়াল মুভমেন্ট<br>২. বিয়াম ফাউন্ডেশন গবেষণা ও পরামর্শ সেবা কেন্দ্র |
| | | অনুচ্ছেদ ৭খ রহিত করা | ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ল' স্টুডেন্টস ফোরাম ফর রিফর্ম প্রপোজাল |
| | | ৭ক এবং ৭খ সম্পূর্ন বাতিল করতে হবে। | ১. রাষ্ট্রবিচার<br>২. আযহার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বাংলাদেশ |
| **অনুচ্ছেদ ৭খ (সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলী সংশোধন অযোগ্য)** | সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সংবিধানের প্রস্তাবনা, প্রথম ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, দ্বিতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, নবম-ক ভাগে বর্ণিত অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী সাপেক্ষে তৃতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ এবং একাদশ ভাগের ১৫০ অনুচ্ছেদসহ সংবিধানের অন্যান্য মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমুহের বিধানাবলী সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, রহিতকরণ কিংবা অন্য কোন পন্থায় সংশোধনের অযোগ্য হইবে। | | |

| | প্রথম ভাগ: প্রজাতন্ত্র | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
| | | ৭(খ) সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলি সংশোধনের অযোগ্য কখনোই হইবে না। | সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ। |
| অন্যান্য প্রস্তাব | | | |
| | | সবার জন্য ও সব ধর্ম নির্বিশেষে অভিন্ন পারিবারিক আইন (ইউনিফর্ম ফ্যামিলি কোড) প্রণয়ন করতে হবে। | বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি |
| | | In the Constitution, We should be known as Bangladeshis, as other ethnic minorities are part and parcel of the Republic.Everything that insults Allah and His Messenger should be avoided in this Constitution. Article 4(A) should be deleted as it does not reflect the People's Will at all.<br>Article 7(A) should be deleted as the Constitution must be Amendable. During the Parliament is an effect by 2/3 majority & Referendum, and while absent of Parliament by Referendum only. Besides, the Upper Chambers 3/4th majority approval will be worthwhile. | Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre |

| | দ্বিতীয় ভাগ: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক সংস্থার নাম |
| অনুচ্ছেদ ৮ (মূলনীতিসমূহ) | (১) জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা- এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে।] (২) এই ভাগে বর্ণিত নীতিসমূহ বাংলাদেশ-পরিচালনার মূলসূত্র হইবে, আইন-প্রণয়নকালে রাষ্ট্র তাহা প্রয়োগ করিবেন, এই সংবিধান ও বাংলাদেশের অন্যান্য আইনের ব্যাখ্যাদানের ক্ষেত্রে তাহা নির্দেশক হইবে এবং তাহা রাষ্ট্র ও নাগরিকদের কার্যের ভিত্তি হইবে, তবে এই সকল নীতি আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য হইবে না | সাম্য, মানবিক মযাদা ও সামাজিক সুবিচারকে মূলনীতি ঘোষণা করা হোক | ইঞ্জিনিয়ারস ই. |
| | | চার মূলনীতিকে বহুত্ববাদ, সমতা, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হোক | এসো. ফর ল্যান্ড রিফরমস এন্ড ডেভলপমেন্ট |
| | | জনগণের সার্বভৌমত্ব সুরক্ষিত করা। | নাগরিক উদ্যোগ |
| | | সাম্য, মানবিক মর্যাদ ও সামাজিক ন্যায়বিচার হোক সংবিধানের মূল ভিত্তি। | নাগরিক উদ্যোগ |
| | | জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা বহাল রাখতে হবে। | বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ |
| | | আল্লাহর উপর পূর্ন আস্থা ও বিশ্বাস, দেশাত্মবাদ, ন্যায়-ন্যায্যতা-মর্যাদা, গণতন্ত্র- এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে।যাহা রক্ষা করিতে রাজনৈতিক দলগুলি দায়বদ্ধ থাকিবে] | রাষ্ট্রবিচার |
| | | ৮ (১) বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, বৈষম্য বিলোপ ও শোষণমুক্তি, গণরায়, অসাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা- এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে। | আযহার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বাংলাদেশ |
| | | সংবিধানের প্রস্তাবনায় যে চারটি মূলনীতি রয়েছে তা যেনো বলবৎ থাকে। | উত্তরবঙ্গ আদিবাসী ফোরাম |
| | | শুধুমাত্র গণতন্ত্রই হবে রাষ্ট্র পরিচালনার একমাত্র মূলনীতি | বাংলাাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন |
| | | রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি থেকে সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্ম নিরোপেক্ষতা বাদ দিতে হবে। | বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন। |
| | | অনুচ্ছেদ ৮(১): রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে "সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, গনতন্ত্র ও মানবাধিকার, এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক বৈষম্যহীন সমাজ গঠন" হবে মূলনীতি। | হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস) |
| | | সংবিধানের মূলনীতি ও মুখ্য উদ্দেশ্য হতে পারে এরকম। "১৯৭১ সালে রচিত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অনুযায়ী 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার' হচ্ছে বাংলাদেশের সংবিধানের মূলনীতি। চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্খাকে ধারণ করে স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিলোপ ও জনবান্ধব রাজনৈতিক বন্দোবস্তের গোড়াপত্তনের জন্য এই সংবিধান পুর্নলিখন করা হলো। জনবান্ধব রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রচলন ঘটানো এবং এ ব্যবস্থাকে জারি রাখা পূর্নলিখনের মুখ্য উদ্দেশ্য। মুখ্য উদ্দেশ্য অনুসরণ করে মূলনীতি অনুযারী রাষ্ট্র পরিচালনা করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রে জনগণের মৌলিক অধিকার সুরক্ষিত ও নিরাপদ এবং সরকার মৌলিক বিধান মেনে চলে। আইন প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মূলনীতি, ধ্রুব মূলনীতি ও মুখ্য উদ্দেশ্য অনুসরণ করে বাংলাদেশ। ধর্মীয়, দলীয় ও জাতিগতভাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য, সহাবস্থান এবং ভ্রাতৃত্ব সুস্পষ্ট, সুদৃঢ়, সুসংহত ও মজবুতভাবে বজায় রাখা বাংলাদেশের সংবিধানের ধ্রুব মূলনীতি। নীতি, দর্শন ও আদর্শগুলোকে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' হিসেবে একমুখী ও সংবিধানকেন্দ্রিক হিসেবে ধারণ করে বাংলাদেশ। | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |
| | | ১৯৭২ সালের প্রতিষ্ঠাকালীন রাষ্ট্রীয় মূলনীতি (গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত) পুনর্বিবেচনা করা | River & Delta Research Centre |

| | | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ ৯ (জাতীয়তাবাদ) | ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালী জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করিয়া জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করিয়াছেন, সেই বাঙালী জাতির ঐক্য ও সংহতি হইবে বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি। | বাঙালী জাতীয়তাবাদের পরিবতে বাংলাদেশকে একটি রাষ্ট্র-জাতী (State Nation) দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটানো উচিত | ঢাকা মহানগর আইনজীবী সমিতি |

দ্বিতীয় ভাগ: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক সংস্থার নাম |
|---|---|---|---|
| | | জাতিপুজা ও জাতী বিদ্বেষের বদলে বিশ্বভ্রাতৃত্বকে প্রাধান্য দিতে হবে। Globalization, idealism ও Internationalism, Humanitarianism -কে সংবিধানে গুরুত্ব দিতে হবে। | ঢাকা মহানগর আইনজীবী সমিতি |
| | | জাতিয়তাবোধ' লিখতে হবে | বাংলাদেশ ইন্টেলেকচুয়াল মুভমেন্ট |
| | | দ্বিতীয় ভাগ (রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি) : জাতীয় ঐক্য সংক্রান্ত ৯ অনুচ্ছেদ সংশোধনের প্রস্তাব, ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতিগতভাবে বহুসত্তা যে বাংলাদেশ জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছে, সেই বাংলাদেশি জাতীয় ঐক্য ও সংহতি হবে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি। | বিপনেট |
| | | বাঙালি জাতীয়তাবাদের পাশাপাশি আদিবাসীদের স্বীকৃতি দিতে হবে | বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ |
| | | ৯ অনুচ্ছেদে এভাবে সন্নিবেশিত করা, ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতিগত ভাবে একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাংলাদেশি জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করিয়া জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করিয়াছেন সেই বাংলাদেশি জাতির ঐক্য ও সংহতি হইবে 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি' | বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম |
| | | আল্লাহর উপর পূর্ন আস্থা ও বিশ্বাস এবং বাংলাদেশী দেশাত্মবোধ | রাষ্ট্রবিচার |
| | | মুসলিম জাতীয়তাবাদ, বাংলাদেশ ভূখণ্ডের স্বাধীনতা, ঐতিহাসিক চেতনা, ইতিহাসসহ বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সকল ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও সংস্কৃতির নাগরিকদের পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা, ভালোবাসা, -এবং জাতীয় ঐক্য, সংহতি ও শরিকানা হইবে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি। | আযহার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বাংলাদেশ |
| | | বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ হবে। | সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ। |
| | | অনুচ্ছেদ ৯ - এ 'বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ' এর পরিবর্তে 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' অন্তর্ভুক্ত করা | ১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ল' স্টুডেন্টস ফোরাম ফর রিফর্ম প্রপোজাল<br>২. বাংলাদেশ প্রফেশনালস |
| | | ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতিগতভাবে একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাংলাদেশী জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করিয়া জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করিয়াছেন, সেই বাংলাদেশী জাতির ঐক্য ও সংহতি হইবে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি। | সিএইচটি ওয়ার্কিং গ্রুপ ফর ন্যাশনাল রিফর্ম |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ ১০ (সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি)** | মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে। | নাস্তিকতা ও বস্তুবাদভিত্তিক সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজম বাদ দেওয়া উচিত | ঢাকা মহানগর আইনজীবী সমিতি, বাংলাদেশ ইন্টলেকচুয়াল মুভমেন্ট |
| | | অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার সুনিশ্চিত করা হবে | বাংলাদেশ ইন্টেলেকচুয়াল মুভমেন্ট |
| | | সমাজতন্ত্র বাদ দিতে হবে | বালাকোট চেতনা উজ্জীবন পরিষদ |

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক সংস্থার নাম |
|---|---|---|---|
| | | ন্যায় ও ন্যায্যতা ভিত্তিক বৈষম্যহীনতা | রাষ্ট্রবিচার |
| | | মানুষের উপর মানুষের শোষন হইতে মুক্ত ন্যায্যভিত্তিক ও বৈষম্যহীন সমাজ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে ন্যায়বিচার এবং ইনসাফভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে। | আযহার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বাংলাদেশ |
| | | সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা। সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠার বিধানটি হতে পারে এরূপ: "কোনো ব্যক্তির উপর অন্য কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী, জাতির অথবা কোনো গোষ্ঠীর উপর অন্য কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী, জাতির বা কোনো জাতির উপর অন্য কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী, জাতির স্থান বাংলাদেশে নেই।" | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |
| | | মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে 'শোষণবিহীন অংশীদারিত্বমূলক সুষ্ঠু অর্থনৈতিক ব্যবস্থা' প্রতিষ্ঠা করা হইবে। | সেন্টার ফর ইথিক্যাল রিসার্চ এন্ড থটস (সার্ট) |
| **অনুচ্ছেদ ১১ (গণতন্ত্র ও মানবাধিকার)** | ১১। প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে ১২[* * *] ১৩[এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে]। | সর্বজনের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি পালন করিবার উন্মুক্ত পরিবেশের ব্যবস্থা থাকবে। | জাস্ট আরবান এন্ড রিভার এন্ড ডেল্টা রিসার্চ |
| | | সর্বস্তরে জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠা করা। | সুজন সুশাসনের জন্য নাগরিক |
| | | "মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চিতের লক্ষ্যে একটি কমিশন থাকিবে যাহার নাম হইবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন" | জাতীয় মানবাধিকার কমিশন |
| | | প্রগতিশীল ও জনবান্ধব রাষ্ট্র হতে হলে বাংলাদেশকে মানবাধিকারের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে। এজন্য সুস্পষ্ট বিধান করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স এ ব্যাপারে কাজ করতে আগ্রহী। | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |
| | | গনতন্ত্র ও মর্যাদাভিত্তিক অধিকার | রাষ্ট্রবিচার |
| | | বাংলাদেশ হইবে একটি গণরায়মূলক রাষ্ট্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও যথাযথ স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, যেখানে প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে। | আযহার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বাংলাদেশ |
| **অনুচ্ছেদ ১২ (ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা)** | ধর্ম নিরপেক্ষতা নীতি বাস্তবায়নের জন্য<br>(ক) সর্ব প্রকার সাম্প্রদায়িকতা,<br>(খ) রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান,<br>(গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অপব্যবহার,<br>(ঘ) কোন বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাহার উপর নিপীড়ন বিলোপ করা হইবে। | ধরমনিরপেক্ষতার বদলে ধর্ম বিশ্বাসী মানুষের আবেগ অনুভূতির বহিপ্রকাশ হিসেবে, ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে সংবিধান চাই | ঢাকা মহানগর আইনজীবী সমিতি |
| | | পঞ্চদশ সংশোধনীতে যা বদল করা হয়েছে তা বাতিল করে ৫ম সংশোধনী পুনবহাল করতে হবে | বাংলাদেশ ইন্টলেকচুয়াল মুভমেন্ট |
| | | ধর্মীয় সম্প্রীতির মজবুত ও দৃঢ় ভিত্তি। এ লক্ষ্যে "জাতীয় ধর্ম (সেবা ও শান্তি) সংগঠন থাকবে, যা সংবিধানে স্বীকৃত হবে। সব ধর্মের ব্যক্তির সমন্বয়ে এটি গঠিত হবে। এর ফলে পারস্পরিক সৌহার্দ্য এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। সহাবস্থান বজায় রাখতে এটি কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে। | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |
| | | রাষ্ট্রে ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের সমান অধিকার ও সমসুযোগ থাকবে | বাংলাদেশ ইন্টেলেকচুয়াল মুভমেন্ট |
| | | ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ দিতে হবে | বালাকোট চেতনা উজ্জীবন পরিষদ |
| | | বাতিল করতে হবে | সেন্টার ফর ইথিক্যাল রিসার্চ এন্ড থটস (সার্ট) |
| | | ধর্মকে রাজনৈতিক উদ্দেশে ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। | নাগরিক উদ্যোগ |
| | | অনুচ্ছেদ ১২ হুবহু বহাল রাখার পক্ষে প্রস্তাব করছি। | বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ |

দ্বিতীয় ভাগ: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক সংস্থার নাম |
|---|---|---|---|
| | | নিম্নরূপ নীতিসমূহ উল্লেখ করতে হবে: religious harmony, social justice, an upright, equitable, or egalitarian society, or any other terminology that aligns with the principles of peaceful coexistence and an Insaf-based society | বালাকোট চেতনা উজ্জীবন পরিষদ |
| | | ৭২ এর সংবিধান অনুযায়ী ১২ নং অনুচ্ছেদটি পুন:স্থাপিত করা, ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাস্তবায়নের জন্য চারটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছিল; সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা, রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদাদান, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার এবং কোনো বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাহার উপর নিপীড়ন বিলোপ করা হইবে। | বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম |
| | | ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দ্বন্দের ক্ষেত্রে সহিষ্ণুতা বাড়ানো দরকার। এব্যাপারে সংবিধানে সুস্পষ্ট বিধান এবং দিকনির্দেশনা বাংলাদেশকে নতুন পথে চলতে সহায়তা করবে। | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |
| | | ধর্মীয় ও মতাদর্শিক স্বাধীনতা ও সহাবস্থান | রাষ্ট্রবিচার |
| | | (১) ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক স্বকীয়তা রক্ষা এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি, সহমর্মিতার ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও সহিংসতামুক্ত অসাম্প্রদায়িক, ধর্মীয় স্বাধীনতাপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করা হইবে।<br>(২) ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে সব ধর্ম পালনের যথাযথ অধিকার প্রদান করা এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক সহিংসতার উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অপব্যবহার ও কোন বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি ধর্মীয় কারণে বৈষম্য বা তাহার তাহার উপর নিপীড়ন, বিলোপ করা হইবে। | আযহার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বাংলাদেশ |
| **অনুচ্ছেদ ১৩ (মালিকানার নীতি)** | ১৩। উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা ও বন্টনপ্রণালীসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ এবং এই উদ্দেশ্যে মালিকানা-ব্যবস্থা নিম্নরূপ হইবে:<br>(ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা, অর্থাৎ অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্র লইয়া সুষ্ঠু ও গতিশীল রাষ্ট্রায়ত্ত সরকারী খাত সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা;<br>(খ) সমবায়ী মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সমবায়সমূহের সদস্যদের পক্ষে সমবায়সমূহের মালিকানা; এবং<br>(গ) ব্যক্তিগত মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তির মালিকানা। | কোনো অবস্তাতেই ব্যক্তি মালিকানায় ৩৩ শতকের বেশি জমির মালিকানা কেউ কিনতে পারেব না। | চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভ |
| | | রাষ্ট্রীয়, সমবায়ী ও ব্যক্তিগত মালিকানার পাশাপাশি নিম্নরূপ যুক্ত করা হোক প্রথাগত ও সমষ্টিগত মালিকানা, অরথাৎ আইনের দ্বারা নিরধারিত সীমার মধ্যে কোনো জাতিগত বা নিরদিষ্ট জনঘোষ্ঠীর পক্ষে প্রথাগত ও সমষ্টিগত মালিকানা থাকতে পারে | এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফরমস এন্ড ডেভেলপমেন্ট |
| | | অনুচ্ছেদ ১৩ এর (গ) এর পরের (ঘ) উপ-অনুচ্ছেদে সংযোজন করা যেতে পারে, সমষ্টিগত মালিকানা অর্থাৎ প্রথাগত আইনভিত্তিক আদিবাসীদের সমষ্টিগত মালিকানা। | বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম |
| | | মালিকানার নীতি সংবিধানে এমনভাবে সুস্পষ্ট ও সুলিখিত থাকতে হবে যা বৈষম্য হ্রাসে কার্যকর হবে। | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |
| | | অনুচ্ছেদ ১৩(গ) এর পরে (ঘ) উপ-অনুচ্ছেদ সংযোজন হবে:<br>"(ঘ) সমষ্টিগত মালিকানা, অর্থাৎ প্রথাগত আইনভিত্তিক আদিবাসীদের সমষ্টিগত মালিকানা।" | সিএইচটি ওয়ার্কিং গ্রুপ ফর ন্যাশনাল রিফর্ম |

দ্বিতীয় ভাগ: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক সংস্থার নাম |
|---|---|---|---|
| | | কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত ভূমির অতিরিক্ত মালিকানা থাকিবে না। আইন দ্বারা ভূমির মালিকানা নির্ধারত হবে। | সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ। |
| | | প্রস্তাবিত সংশোধনী<br>অনুচ্ছেদ ১৩(গ)-এর পরে নিম্নলিখিত (ঘ) উপ-অনুচ্ছেদ সংযোজন করা:<br>"(ঘ) সমষ্টিগত মালিকানা, অর্থাৎ প্রথাগত আইনভিত্তিক আদিবাসীদের সমষ্টিগত মালিকানা।" | পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি |
| **অনুচ্ছেদ ১৪ (কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি)** | ১৪। রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী মানুষকে-কৃষক ও শ্রমিককে-এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা | সুদবিহীন ব্যাংকিং, শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি, সিন্ডিকেট ও কালোবাজারির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ, জাকাত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, বৈষম্যহীন সম্পদের বণ্টনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে | বালাকোট চেতনা উজ্জীবন পরিষদ |
| | | সংবিধানে ১৪ তে এভাবে লেখার সুপারিশ করছি, রাষ্ট্রে অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হবে মেহনতি মানুষকে, কৃষককে, আদিবাসী দলিত শ্রমিককে এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা। | উত্তরবঙ্গ আদিবাসী ফোরাম |
| | | "রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হবে মেহনতি মানুষ,কৃষক ও শ্রমিককে এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে ও আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীকে সকল প্রকার শক্তি শোষণ হইতে মুক্ত দান করা।" | বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম |
| | | শ্রমজীবী মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা: শ্রমজীবী মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর বিধান হতে পারে এরূপ। "শ্রমজীবী মানুষের প্রতি রাষ্ট্র সবসময় শ্রদ্ধাশীল। শ্রমজীবী মানুষকে রাষ্ট্র সবসময় শ্রদ্ধার চোখে দেখে। সম্মান দিলে সম্মান পাওয়া যায়। সম্মানিত মানুষই কেবল সম্মান দেবার সৌভাগ্যের অধিকারী। আর যাঁরা সম্মান দেবার অধিকারী তাঁরা সম্মান পাবারও অধিকারপ্রাপ্ত হন।' | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |
| | | দ্বিতীয় ভাগ (রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি) : কৃষক শ্রমিকের মুক্তি সংক্রান্ত ১৪ অনুচ্ছেদে সংশোধনের প্রস্তাব; আদিবাসী ও জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকর প্রকার শোষণ থেকে মুক্তি দান করা যুক্ত করতে হবে। | বিপনেট |
| | | যুক্ত করাহোক: নারী পুরুষ নিরবিশেষে ভূমিহীন কৃষকদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য রাষ্ট্র ভূমি সংস্কার কমিশন গঠনের মাধ্যমে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে | এসো. ফর ল্যান্ড রিফরমস এন্ড ডেভেলপমেন্ট |
| | | অনুচ্ছেদটি অবিকল রাখা হোক | বাংলাদেশ প্রফেশনালস |
| **অনুচ্ছেদ ১৫ (মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা)** | রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায়:<br>(ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা; | জীবনের মৌলিক উপকরণের বিষয়সমূহকে তৃতীয়ভাগে বরনিত মৌলিক অধিকারের অন্তভূক্ত করতে হবে | |
| | | দরিদ্রদের আর্থিক ও সামাজিক বিষয়টি সংবিধানে সংযুক্ত করা। | নাগরিক উদ্যোগ |
| | | সরকারি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিকাশে যথাপযুক্ত ব্যবস্থার বিধান রাখা। | নাগরিক উদ্যোগ |

দ্বিতীয় ভাগ: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক সংস্থার নাম |
|---|---|---|---|
| | | মৌলিক প্রয়োজনের চাহিদা পুরণ: প্রাতিষ্ঠানিক ও নৈতিক শিক্ষা লাভের অধিকার: বৈধ আয়-উপার্জন ও রুটি-রুজির ব্যবস্থা; ব্যক্তিগত, সমবায়ী ও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সম্পত্তির সীমানা। এবং করের আকার নির্ধারণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিধান রাখতে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা সম্ভব হবে। | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |
| | | প্রতিবন্ধী অধিকারের জন্য একটি সাংবিধানিক কমিশন তৈরি, রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব এবং অংশগ্রহণ,প্রতিবন্ধী অন্তর্ভুক্তি। | বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি |
| | | জাতীয় শিক্ষা কমিশন স্বাধীন সাবিধানি সংস্থা গঠন করতে হবে যারা জাতীয় শিক্ষা নীতি মনিটর করবে | বালাকোট চেতনা উজ্জীবন পরিষদ |
| | | শিশুর সার্বিক অধিকার সুনিশ্চিত করা। (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপদ পরিবেশ, শিশুশ্রম, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি) | বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি |
| | | বাংলাদেশের মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট সুস্থ পরিবেশে বেঁচে থাকার অধিকারকে Right to life হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। আদালতের উক্ত রায় বিবেচনায় Right to Healthy Environment কে Right to life হিসেবে সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত করার দাবি জানাচ্ছি | বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা) |
| | | মৌলিক প্রয়োজন মেটানো। আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট আমলে নিয়ে মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় যৌক্তিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরী। এর জন্য সংবিধানে একটা দিকনির্দেশনামূলক বিধান থাকা উচিৎ। | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |
| | | সরকার নাগরিকদের জন্য সুলভ এবং সমান ইন্টারনেট সুবিধা প্রদানের বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করবে। | বাংলাদেশ মুঠোফোন গ্রাহক এসোসিয়েশন |
| | | ১৫ (ক) মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা : সকল নাগরিকের জন্য ও নিরাপত্তা বিষয়টি যুক্ত করতে হবে। | সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ। |
| ১৫(খ) | (খ) কর্মের অধিকার, অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া যুক্তিসঙ্গত মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার; | প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ সকল নাগরিকের কর্মের অধিকার যুক্ত করতে হবে। | সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ। |

| | দ্বিতীয় ভাগ: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবক সংস্থার নাম** |
| **১৫(গ)** | (গ) যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার; | সকল অধিকার প্রতিবন্ধী ব্যাক্তিদের জন্য প্রযোজ্য হবে। | সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ। |
| **১৫(ঘ)** | (ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্যলাভের অধিকার। | প্রতিবন্ধীতা শব্দটি যুক্ত করতে হবে। | সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ। |
| **অনুচ্ছেদ ১৬ (গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব)** | ১৬। নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবন যাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করিবার উদ্দেশ্যে কৃষিবিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতীকরণের ব্যবস্থা, কুটিরশিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তরসাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। | সুষম, বৈষম্যহীন সুযোগ বন্টন চাই, যার মধ্য দিয়ে সবাই সমান উন্নয়নের সুযোগ চায় | রাইট টু আরবান লাইফ |
| | | নাগরিক সম্পদের ন্যায্য বন্টন হবে যাতে সামাজিক বৈষম্য দূরীভূত করা যায়। | জাস্ট আরবান এন্ড রিভার এন্ড ডেল্টা রিসার্চ |
| | | রাষ্ট্র পিছিয়ে পড়া গ্রামীণ এলাকার উন্নয়ন বিশেষত কৃষির উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে | বাংলাদেশ প্রফেশনালস |
| | | বাংলাদেশের চুরাশি হাজারের অধিক গ্রামের জন্য গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব নামে বিশেষ সাংবিধানিক বিধান অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনে জরুরী। | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |
| | | গ্রামীণ ও শহুরে অঞ্চলে ইন্টারনেট পরিষেবার সমতা নিশ্চিত করার নির্দেশনা দেওয়া। | বাংলাদেশ মুঠোফোন গ্রাহক এসোসিয়েশন |

| | দ্বিতীয় ভাগ: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবক সংস্থার নাম** |
| **অনুচ্ছেদ ১৭ (অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা)** | ১৭। রাষ্ট্র<br>(ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য;<br>(খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য;<br>(গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। | ১৭ (খ) সমাজ ও ধর্মীয় নৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য | রাষ্ট্রবিচার |
| | | ১৭(ক) প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীসহ শব্দটি যুক্ত করতে হবে। | সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ। |
| | | ১৭(গ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ সকল নাগরিক বাক্যটি যুক্ত করতে হবে। | সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ। |
| | | অনুচ্ছেদ ১৭ (গ) এর পর নিম্নোক্ত উপ অনুচ্ছেদ সংযোজন করা। ঘ) দেশের ভিন্ন ভাষাভাষি জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের জন্য; (ঙ) রাষ্ট্রীয় পাঠ্যসূচিতে দেশের বহুমাত্রিক সংস্কৃতির যথাযথ প্রতিফলন ঘটাইবার জন্য। | বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম |

| | দ্বিতীয় ভাগ: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবক সংস্থার নাম** |
| | | অনুচ্ছেদ ১৭-তে অন্তত ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত 'মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রদান' অন্তর্ভুক্ত করা | ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ল' স্টুডেন্টস ফোরাম ফর রিফর্ম প্রপোজাল |
| | | "আরো তিনটি উপধারা যুক্ত করতে হবে-যথা<br>(ঘ) রাষ্ট্র জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিটি ক্লাসে ধর্মীয় শিক্ষা ও উন্নত চরিত্রের প্রতিফলন ঘটাইবেন এবং এ দুইয়ের সাথে সাংঘর্ষিক শিক্ষা কার্যক্রম সাংবিধানিকভাবে বাতিল বলিয়া সাব্যস্ত করিবেন।<br>(ঙ) জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিটি ক্লাসে ও লেভেলে ধর্মীয় শিক্ষা বাস্তবায়ন করিবেন। সে লক্ষ্যে লেভেল অনুযায়ী কওমি মাদ্রাসা ও আলিয়া মাদ্রাসা থেকে আদর্শিক ও চারিত্রিক সুনাম ও সার্টিফিকেটধারী আলেমদের নিয়োগ দান করিবেন<br>(চ) অন্তর্ভুক্তিমূলক অথবা অংশগ্রহণমূলক সমাজ গঠনের নামে আমাদের পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক কোন কিছু শিক্ষাব্যবস্থায় সংযোজন করা যাবে না। | সেন্টার ফর ইথিক্যাল রিসার্চ এন্ড থটস (সার্ট) |
| **অনুচ্ছেদ ১৮ (১) (২) (জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা)** | "১৮। (১) জনগণের পুষ্টির স্তর-উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবেন এবং বিশেষতঃ আরোগ্যের প্রয়োজন কিংবা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট অন্যবিধ প্রয়োজন ব্যতীত মদ্য ও অন্যান্য মাদক পানীয় এবং স্বাস্থ্যহানিকর ভেষজের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।<br>(২) গণিকাবৃত্তি ও জুয়াখেলা নিরোধের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।" | ১৮(২) গণিকাবৃত্তি শব্দটি বাদ দিতে হবে। | নারী পক্ষ |
| | | আত্মসংযম, আত্মশুদ্ধিতা নিয়ে কিছু বলা উচিৎ রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ দলিলে। সংবিধান শুধুমাত্র আইন নয়, একটা দর্শনও বটে। জবীন ব্যবস্থার সাথে যার রয়েছে ব্যাপক ঘনিষ্ঠতা। | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |
| | | গণিকাবৃত্তি, লিঙ্গ পরিবর্তন, সমকামিতা, যৌন বৈচিত্র, জুয়াখেলা তথা ধর্ম, সমাজ, স্বাস্থ্য ও নৈতিকতা বিরোধী বিষয়গুলো নিরোধে রাষ্ট্র সর্বোচ্চ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। | আযহার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বাংলাদেশ |
| | | ১৮ (১) 'প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীসহ সকল' বাক্যটি যুক্ত করতে হবে এবং 'যে কোনো উপকরণ' শব্দটি যুক্ত করতে হবে। | সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ। |
| **অনুচ্ছেদ ১৮ক (পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন)** | ১৮ক। রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণির সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন। | প্রকৃতির প্রতি বিনষ্ট সাধনকে ক্রাইম এগেনস্ট ন্যাচার হিসেবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে | চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভ |
| | | জলবায়ু বিষয়টিকে সন্নিবেশিত করে অনুচ্ছেদটি রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতির পরিবর্তে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করার জোর দাবি জানাচ্ছি। | বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা) |

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক সংস্থার নাম |
|---|---|---|---|
| | | পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্যের সংরক্ষণ, মান ধরে রাখার দিকনির্দেশিকা প্রয়োজন। সংবিধানে এসম্পর্কিত বিধান থাকলে তা প্রগতিশীলতা এবং সুদুরপ্রসারী চিন্তাভাবনার ইঙ্গিত বহন করে। | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |
| **অনুচ্ছেদ ১৯ (সুযোগের সমতা)** | "১৯। (১) সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন। (২) মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। (৩) জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন।]" | ১৯ (৩) জাতীয় জীবনে সর্বস্তরে নারী ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সুযোগের সমতা নিশ্চিত করতে অন্তর্ভূক্ত করা। শব্দ প্রয়োগে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা। | নারী পক্ষ |
| | | সকল জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বীকৃতিসহ সংবিধানকে প্রকৃত অর্থেই অসাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্যের দলিলে পরিণত করা। | সুজন সুশাসনের জন্য নাগরিক |
| | | ১৯। (১) সকল নাগরিকের জন্য ন্যায্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন। | রাষ্ট্রবিচার |
| | | সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য বিলোপ এবং সমতলের আদিবাসীদের মধ্যে বিশেষ বাজেট বরাদ্দ প্রদান করতে হবে। | আদিবাসী মুক্তিমোর্চা |
| | | আদিবাসীদের জমি জাল বন্ধ ও বেদখল সম্পত্তি পূনরুদ্ধারে সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠন করতে হবে। | আদিবাসী মুক্তিমোর্চা |
| | | ১৯(৩) প্রতিবন্ধী নারীসহ সকল নারীদের শব্দটি যুক্ত করতে হবে। | সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ। |

| | দ্বিতীয় ভাগ: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক সংস্থার নাম |
| | | ১৯ সুযোগের সমতা- (১) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ এবং (২) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ সকল শব্দটি যুক্ত করতে হবে। | সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবেলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ। |
| | | (১) সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের ন্যায্য ও ন্যায়ভিত্তিক সুযোগ নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন।<br>(৩) রাষ্ট্র জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নারীর সম্মান, মর্যাদা ও নিরাপত্তা বিধান করিয়া তাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের ন্যায্যতা নিশ্চিত করিবেন। | আযহার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বাংলাদেশ |
| | | জাতীয় জীবনের নানা অঙ্গনে যথাযোগ্য স্থানে ন্যায়ানুগ পদ্ধতিতে নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন | সেন্টার ফর ইথিক্যাল রিসার্চ এন্ড থটস (সার্ট) |
| | | গোষ্ঠী, সমাজ ও ভূমির বৈষম্য নিরসন। তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে থাকা গোষ্ঠী ও সমাজের দাবি এবং তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে থাকা ভূমির দাবির জন্য আলাদা বিধান মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |
| **অনুচ্ছেদ ২০ (অধিকার ও কর্তব্যরূপে কর্ম)** | "২০। (১) কর্ম হইতেছে কর্মক্ষম প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে অধিকার, কর্তব্য ও সম্মানের বিষয়, এবং "প্রত্যেকের নিকট হইতে যোগ্যতানুসারে ও প্রত্যেককে কর্মানুযায়ী"-এই নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেকে স্বীয় কর্মের জন্য পারিশ্রমিক লাভ করিবেন।<br>(২) রাষ্ট্র এমন অবস্থাসৃষ্টির চেষ্টা করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসাবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না এবং যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিমূলক ও কায়িক-সকল প্রকার শ্রম সৃষ্টিধর্মী প্রয়াসের ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর অভিব্যক্তিতে পরিণত হইবে।" | অধিকার ও কর্তব্য হিসেবে কাজ এবং আদায় ও দায়িত্বরূপে অধিকার নিয়ে বিধান থাকতে হবে সংবিধান পুনর্লিখনে। | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |
| **অনুচ্ছেদ ২১ (নাগরিক ও সরকারী কর্মচারীদের কর্তব্য)** | ২১। (১) সংবিধান ও আইন মান্য করা, শৃঙ্খলা রক্ষা করা, নাগরিকদায়িত্ব পালন করা এবং জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য।<br>(২) সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য। | | |
| **অনুচ্ছেদ ২২ (নির্বাহী বিভাগ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ)** | ২২। রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গসমূহ হইতে বিচারবিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন। | স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা করতে হবে | |
| | | মাসদার হোসেন মামলার আদেশ কাযকর হওয়া প্রয়োজন | এফবিসিসিআই |
| | | নির্বাহী বিভাগ হইতে বিচার বিভাগকে আলাদা করা। | বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন |

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক সংস্থার নাম |
|---|---|---|---|
| | | রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গসমূহ [ও আইনসভা] গতে বিচারবিভাগের পৃথকীকরণ [ও অর্থবহ স্বাধীনতা] নিশ্চিত করতে হবে। | জুডিসিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন |
| অনুচ্ছেদ ২৩ (জাতীয় সংস্কৃতি) | ২৩। রাষ্ট্র জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলাসমূহের এমন পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, যাহাতে সর্বস্তরের জনগণ জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখিবার ও অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন। | দ্বিতীয় ভাগ (রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি), অনুচ্ছেদ ২৩(ক): জাতীয় সংস্কৃতি; আদিবাসীদের ভাষা, রীতি, সংস্কৃতি, প্রথা, ঐতিহ্য, সাহিত্য ও শিল্পকলা ইত্যাদি সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে রাষ্ট্র। | বিপনেট |
| | | জাতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং ঐতিহাসিক স্থানের সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধানের আলাদা বিধান করা যেতে পারে। | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |
| | | সংবিধানে ২৩ নং অনুচ্ছেদে- জাতীয় ভাষা ও রাষ্ট্রের অন্যান্য ভাষা হিসেবে পুনর্লিখন করা যেতে পারে। | উত্তরবঙ্গ আদিবাসী ফোরাম |
| | | ২৩ এর (ক) নতুন করে সংযোজন করা,রাষ্ট্র আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতি, ভাষা, রীতি, প্রথা, ঐতিহ্য, সাহিত্য, শিল্পকলা, ঐতিহাসিক নিদর্শন ইত্যাদি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন তথা বহুমাত্রিক সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে পৃষ্ঠপোষকতা করিবেন। | বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম |
| | | ২৩ অনুচ্ছেদের ২ উপ-অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ প্রতিস্থাপন করা। ২) তফসিলভুক্ত আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী ব্যতীত বাংলাদেশের অন্যান্য জনগণ বাঙালী বলিয়া পরিচিত হইবেন। ৩) বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাংলাদেশি বলিয়া পরিচিত হইবেন। | বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম |
| | | বাংলাদেশে বসবাসরত সকল আদিবাসী জাতিসত্তার মানুষকে সাংবিধানিকভাবে আদিবাসী হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে। | আদিবাসী মুক্তিমোর্চা |
| | | ২৩ জাতীয় সংস্কৃতি- জাতীয় ভাষার সঙ্গে ইশারা ভাষা, স্পর্শ ভাষা ও ব্রেইল শব্দগুলো যুক্ত করতে হবে। | সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ। |
| | | রাষ্ট্র জনগণের ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং ধর্ম, জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলাসমূহের এমন পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, যাহাতে সর্বস্তরের জনগণ জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখিবার ও অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন। | রাষ্ট্রবিচার |
| | | অনুচ্ছেদ ২৩: এই অনুচ্ছেদে "জাতীয়" পরিবর্তে "জাতীয় ও আদিবাসী" এবং "জাতীয় সংস্কৃতির" পরিবর্তে "দেশের বহুমাত্রিক সংস্কৃতির ও আদিবাসী জ্ঞান" শব্দগুলি প্রতি স্থাপন করা। | সিএইচটি ওয়ার্কিং গ্রুপ ফর ন্যাশনাল রিফর্ম |
| অনুচ্ছেদ ২৩ক (উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠি ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি) | ২৩ক। রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। | প্রতিস্থাপন: রাষ্ট্র বিভিন্ন আদিবাসী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে" | এসো. ফর ল্যান্ড রিফরমস এন্ড ডেভলপমেন্ট |
| | | সংবিধানে ২৩ (ক) 'আদিবাসী' শব্দটি যুক্ত করতে হবে। | উত্তরবঙ্গ আদিবাসী ফোরাম |

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক সংস্থার নাম |
|---|---|---|---|
| | | ‘উপজাতি’ শব্দের বদলে ‘আদিবাসী’ শব্দটি ব্যবহার করতে হবে। | সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেভলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল’স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ। |
| | | "রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, পাহাড়ি জুম্ম জাতিগোষ্ঠি, ও আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীদের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।” এই শব্দগুলি প্রতিস্থাপন হইবে। | সিএইচটি ওয়ার্কিং গ্রুপ ফর ন্যাশনাল রিফর্ম |
| | | অনুচ্ছেদ ২৩(ক): "উপজাতি ও ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা” শব্দসমূহ বাদ দিয়ে "রাষ্ট্র সকল নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ন আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে"। | হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস) |
| | | ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কেও সংযোজন করা যায়। | হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট |
| | | আদিবাসী জনগণের আত্মনির্ভরশীলতা ও স্বশাসনের অধিকার নিশ্চিত করা। | বিপনেট |
| | | আদিবাসীদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। | বিপনেট |
| | | আদিবাসীদের স্থানীয় পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত সংবিধানে সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা। | বিপনেট |
| | | আদিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা। | বিপনেট |
| | | আদিবাসী জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের সরাসরি অংশগ্রহণ এবং মতামতের প্রতিফলন নিশ্চিত করা। | বিপনেট |
| | | আদিবাসীদের পরিচয়, প্রথাগত শাসনব্যবস্থা ও সামষ্টিক ভূমিক মালিকানা সাংবিধানিক ভাবে স্বীকৃতি দেওয়া এবং অধিকারসমূহের আইনি ব্যবস্তা নিশ্চিত করা। | বিপনেট |
| | | মুসলিম এবং অন্যান্য সম্প্রদায়কে তাদের নিজস্ব, পারিবারিক, বিবাহ ও ডিভোরস, উত্তরাধিকার বণ্টন সংক্রান্ত বিষয়ে তাদের নিজ নিজ ধরমীয় বিধান অনুসরণ করা হবে | বালাকোট চেতনা উজ্জীবন পরিষদ |
| | | আদিবাসী জনগোষ্ঠির সংস্কৃতি, ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের সাথে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার নিশ্চিত করার বিষয়টি সংযোজন করতে হবে | বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ |
| | | প্রতিটি জাতীয় বা সম্প্রদায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী কাজেই কোনো জাতি বা সম্প্রদায় সংখ্যা বিবেচনায় উপ বা ক্ষুদ্র হতে পারে না। | নারী পক্ষ |
| | | রাষ্ট্র জনগণের ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং ধর্ম, জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলাসমূহের এমন পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, যাহাতে সর্বস্তরের জনগণ জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখিবার ও অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন। | রাষ্ট্রবিচার |
| | | বিদ্যমান অনুচ্ছেদ অবিকল রাখা হোক। পাশাপাশি ট্রাইবস, মাইনর রেস, এথনিক কমিউনিউটি শব্দগুলো আদিবাসীর পরিবর্তে লেখা যেতে পারে | বাংলাদেশ প্রফেশনালস |
| **অনুচ্ছেদ ২৪ (জাতীয় স্মৃতিনির্দশন, প্রভৃতি)** | ২৪। বিশেষ শৈল্পিক কিংবা ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন বা তাৎপর্যমন্ডিত স্মৃতিনিদর্শন, বস্তু বা স্থান-সমূহকে বিকৃতি, বিনাশ বা অপসারণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। | ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি সংযোজন করা যায়, এছাড়াও এই অনুচ্ছেদটি বিচারিকভাবে প্রয়োগযোগ্য করা। | হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট |

| | দ্বিতীয় ভাগ: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক সংস্থার নাম |
| **অনুচ্ছেদ ২৫ (আন্তর্জাতিক শান্তি নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন)** | ২৫। [***] জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যান্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং আন্তর্জাতিক আইনের ও জাতিসংঘের সনদে বর্ণিত নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা-এই সকল নীতি হইবে রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি এবং এই সকল নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র<br>(ক) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তিপ্রয়োগ পরিহার এবং সাধারণ ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য চেষ্টা করিবেন;<br>(খ) প্রত্যেক জাতির স্বাধীন অভিপ্রায় অনুযায়ী পথ ও পন্থার মাধ্যমে অবাধে নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারণ ও গঠনের অধিকার সমর্থন করিবেন; এবং<br>(গ) সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ বা বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করিবেন। | ৫ম সংশোধনীর আলোকে পুনরায় যুক্ত করা: রাষ্ট্র ইসলামী সংহতির ভিত্তিতে মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক সংহত, সংরক্ষণ এবং জোরদার করতে সচেষ্ট হবে' | বাংলাদেশ ইন্টলেকচুয়াল মুভমেন্ট |
| | | বৈশ্বিক শান্তি, নিরাপত্তা ও ভ্রাতৃত্বের ব্যাপারে বাংলাদেশের অবস্থান কি: বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক নীতি কেমন, কোন কোন আন্তর্জাতিক আইনের স্বীকৃতি দেয় বাংলাদেশ: দেশের শরণার্থী নীতি কেমন। অভিবাসীদের অধিকার ও সুরক্ষা বিধান কেমন এবং রাজনৈতিক আশ্রয় ও বিদেশী অপরাধীদের নিজ দেশে ফিরানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নীতি কেমন এগুলো সংবিধানে স্পষ্ট করে দেওয়া হলে ভালো হয়। | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |
| | | কিছু নৈতিক আবদ্ধতা রাখা জরুরি:<br>নিপীড়ক সরকার/ রাষ্ট্রর সঙ্গে সখ্য গড়া যাবে না, ফিলিস্তীনের স্বাধীনতা আন্দেলনের প্রতি সমরথন অব্যহত থাকবে, বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর ভ্রাতৃত্ব রক্ষার কমিটমেন্ট রাখা | বালাকোট চেতনা উজ্জীবন পরিষদ |
| | | দ্বিচারিতা এবং শঠতা পরিহার করতে হবে। নতজানু পররাষ্ট্রনীতির কোনো ঠাঁই দেওয়া যাবে না। যতোটা সম্ভব সাংবিধানিক তরিকায় এই পথ বন্ধ করতে হবে। জাতীয় পররাষ্ট্রনীতি হতে পারে এমন: "সব রাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করা বাংলাদেশের সাধারণ নীতি। বিশ্বের প্রত্যেক নাগরিকের বাংলাদেশ স্বীকৃত মৌলিক অধিকার আদায়ের পক্ষে বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ় এবং সুস্পষ্ট। "জালিমের সাথে নয়, মজলুমের সাথে বাংলাদেশ" বাংলাদেশের ধ্রুব জাতীয় পররাষ্ট্রনীতি। যখন ন্যায়-অন্যায় বা জালিম-মজলুমের প্রশ্ন উঠে তখন বাংলাদেশের পক্ষে নিরপেক্ষ অবস্থান নেওয়া সম্ভব নয়। এরকম ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ধ্রুব জাতীয় পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করে। তবে সাধারণ অবস্থায় সব রাষ্ট্রের সাথে সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি বজায় রেখে চলার নীতি অনুসরণ করে বাংলাদেশ। বিশ্বে শান্তি, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্বাধীনতাকে সমুন্নত রেখে সবার সাথে সম্মানজনক সহাবস্থানে বিশ্বাসী বাংলাদেশ।" | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |
| | | জাতীয় স্বাধীনতা, সম মর্যাদা, ভূ-খন্ডগত অখন্ডতার প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যান্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, আন্তর্জাতিক বিরোধের যৌক্তিক সমাধান এবং আন্তর্জাতিক আইনের ও জাতিসংঘের সনদে বর্ণিত নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা-এই সকল নীতি হইবে রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি এবং এই সকল নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র<br>(ক) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্রের সুরক্ষা, যথাসম্ভব শক্তিপ্রয়োগ পরিহার এবং সাধারণ ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য চেষ্টা করিবেন;<br>(খ) প্রত্যেক জাতির স্বাধীন অভিপ্রায় অনুযায়ী পথ ও পন্থার মাধ্যমে অবাধে নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারণ ও গঠনের অধিকার সমর্থন করিবেন; এবং<br>(গ) সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ, মুসলিমবিদ্বেষ বা বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করিবেন। | রাষ্ট্রবিচার |
| | | ২৫(২) তথা 'রাষ্ট্র ইসলামী সংহতির ভিত্তিতে মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক সংহত, সংরক্ষন এবং জোরদার করিতে সচেষ্ট হইবেন'- পুনর্বহাল করতে হবে। | রাষ্ট্রবিচার |
| **অন্যান্য প্রস্তাব** | | সাংবিধানিক ভাবে হিলট্রাক্স এর জাতিসত্তা সমূহকে আদীবাসী (Indigenous) হিসেবে চিহ্নিত করা হোক | লা ভয়েস ডেস জুম্মাস |
| | | বাংলাদেশের জনগণ ও ন্যায্য নগরজীবনের অধিকারকে বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বিতীয় অধ্যায়ে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে স্বীকৃতি দেবার প্রস্তাব জানাচ্ছি। | জাস্ট আরবান এন্ড রিভার এন্ড ডেল্টা রিসার্চ |

| | দ্বিতীয় ভাগ: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক সংস্থার নাম |
| | | সংবিধানের মৌলিক অধিকার অধ্যায়ে একটি নতুন ধারা সংযোজন করা যেতে পারে, যেখানে-<br>১. ডাটা সুরক্ষা ও গোপনীয়তা রক্ষা: নাগরিকদের ব্যক্তিগত ডাটা সুরক্ষা এবং ডিজিটাল গোপনীয়তা নিশ্চিত করার জন্য একটি আলাদা ধারা সংযোজন করতে হবে।<br>ডাটা ব্যবহারের নীতিমালা: সরকারের ও বেসরকারি সংস্থার ডাটা সংগ্রহ, সংরক্ষণ, এবং ব্যবহার সংক্রান্ত নিয়মাবলী সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা।<br>ডাটা অধিকার নিশ্চিতকরণ: নাগরিকদের তাদের ডাটা দেখার, সম্পাদনার, এবং মুছে ফেলার অধিকার নিশ্চিত করা।<br>২. আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ<br>ডাটা সুরক্ষা আইনের প্রস্তাব: সরকার যেন ডাটা সুরক্ষার জন্য কঠোর আইন প্রণয়ন করে তা নিশ্চিত করতে প্রস্তাব দেওয়া।<br>তত্ত্বাবধায়ক সংস্থা গঠন: একটি স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ ডাটা সুরক্ষা তত্ত্বাবধায়ক সংস্থা গঠনের সুপারিশ।<br>৩. মানবাধিকার ও প্রযুক্তির সংযোগ<br>ডিজিটাল অধিকার চর্চা: ইন্টারনেট ব্যবহারে বৈষম্য, সেন্সরশিপ, এবং অপ্রয়োজনীয় নজরদারি রোধে কড়া আইন প্রণয়ন।<br>শিক্ষা ও সচেতনতা: নাগরিকদের ডাটা সুরক্ষা ও ইন্টারনেট ব্যবহারের অধিকার নিয়ে সচেতন করার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা।<br>৪. আন্তর্জাতিক মানের অনুসরণ<br>আন্তর্জাতিক উদাহরণ: সংবিধানের এই সংশোধনে জাতিসংঘের ইন্টারনেটকে মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের জেনারেল ডাটা প্রোটেকশন রেগুলেশন (GDPR)-এর মতো মডেল অনুসরণ করা যেতে পারে। | বাংলাদেশ মুঠোফোন গ্রাহক এসোসিয়েশন |
| | | Secularism and Socialism do not conform to the People's Will reflected in the<br>Proclamation of Independence; those idealisms should be deleted. Rather, Equality,<br>human dignity, social justice, democracy, human rights, and inclusive non-discriminatory<br>social order should be the Principle of the Constitution.<br>Article 23(A) rather should include all the cultures of the races around the country instead of limiting it to a few races and cultures. | Bangladesh Islamic Law research and legal aid centre |
| নতুন অধ্যায় সংযোজন | | মৌলিক বিধান নামে নতুন অধ্যায় সংযোজন করা যায়। যেখানে সন্নিবেশিত থাকবে:<br>মূলনীতি ও মুখ্য উদ্দেশ্য, সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকারের প্রতি প্রতিশ্রুতি, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে সহিষ্ণুতা, মালিকানার নীতি, ক্ষমতার ভারসাম্য, রাষ্ট্রের সব অঙ্গ নিজ নিজ কাজের জন্য দায়ী, জনগণের স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার সমুন্নত, নারীর ইজ্জতহানি গর্হিত অপরাধ, শ্রমজীবী মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা; রাজনীতি ও জনগণ, গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব: এবং পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্যের মান সংরক্ষণ, মৌলিক প্রয়োজন মেটানো; আতিথেয়তা ও মানুষের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সত্তা; অধিকার ও কর্তব্য হিসেবে কাজ; আদায় ও দায়িত্বরূপে অধিকার। আত্মসংযম ও আত্মশুদ্ধিতা অর্জন, জাতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি; এবং ঐতিহাসিক স্থানের সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান বৈশ্বিক শান্তি, নিরাপত্তা ও ভ্রাতৃত্বের ব্যাপারে বাংলাদেশের অবস্থান; আন্তর্জাতিক নীতি, আন্তর্জাতিক আইনের স্বীকৃতি। শরণার্থী নীতি; অভিবাসীদের অধিকার ও সুরক্ষা বিধান: এবং রাজনৈতিক আশ্রয় ও বিদেশী অপরাধীদের নিজ দেশে হস্তান্তর এর বিধান। | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |
| | ভ্রাতৃত্ব ও বিয়ের সাংবিধানিক স্বীকৃতি | ভালোবাসার অধিকার ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন: বিয়ে ও বৈধ উপায়ে বংশবৃদ্ধির অধিকার এবং কৃতজ্ঞতা স্বীকার সম্পর্কে বিধান রাখা জরুরী। | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |

| | তৃতীয় ভাগ: মৌলিক অধিকার | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবক দলের নাম** |
| **অনুচ্ছেদ ২৬ (মৌলিক অধিকারের সহিত অসামঞ্জস্য আইন বাতিল)** | ২৬। (১) এই ভাগের বিধানাবলীর সহিত অসমঞ্জস সকল প্রচলিত আইন যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, এই সংবিধান-প্রবর্তন হইতে সেই সকল আইনের ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে।<br>(২) রাষ্ট্র এই ভাগের কোন বিধানের সহিত অসমঞ্জস কোন আইন প্রণয়ন করিবেন না এবং অনুরূপ কোন আইন প্রণীত হইলে তাহা এই ভাগের কোন বিধানের সহিত যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে।<br>(৩) সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত সংশোধনের ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না। | ২৬ (৩)- অনুচ্ছেদ ১৪২ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন | এফবিসিসিআই |
| **অনুচ্ছেদ ২৭ (আইনের দৃষ্টিতে সমতা)** | | আইনের দৃষ্টিতে সমতা, গ্রেফতার ও আটক সম্পর্কে বিধান, অপরাধের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কিত বিধান ও মানবিক মর্যাদার প্রাধান্য, এক অপরাধে একবারের বেশী দণ্ড-এর বিধান, বিচার প্রক্রিয়ার ধরণ, সাক্ষ্য সম্পর্কিত বিধান এবং অন্যায় শাস্তি রদের বিধান আইন সম্পর্কিত বিধানের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |
| **অনুচ্ছেদ ২৮ (ধর্ম, প্রভৃতি কারণে বৈষম্য)** | "২৮। (১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।<br>(২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারীপুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।<br>(৩) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।<br>(৪) নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।" | মৌলিক অধিকারের প্রশ্নে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, সম্প্রদায় নির্বিশেষে বৈষম্যমুক্ত হতে হবে | ঢাকা মহানগর আইনজীবী সমিতি |
| | | জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতে আদিবাসী নারী উন্নয়ন ও নির্যাতন বন্ধে পৃথক নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। | আদিবাসী মুক্তিমোর্চা |
| | | নারী ও শিশু বিষয়ক মৌলিক বিধান: প্রগতিশীল রাষ্ট্র গড়তে হলে নারী ও মেয়ে শিশুর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে, তাদের জন্য আলাদা সাংবিধানিক বিধান থাকতে হবে। | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |
| | | নারীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখতে হবে। দেশে "জাতীয় নারী কর্তৃপক্ষ' নামে বিশেষ প্রতিষ্ঠান থাকবে, যা হবে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত। | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |
| | | ধর্মীয় কারণে বৈষম্য নিষিদ্ধ: ধর্ম পালনে বাধার চরম দণ্ড ধর্ম পালনের অধিকার ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা; ধর্ম চর্চা ও প্রচার প্রসারের অধিকার। ধর্মভিত্তিক দায়-দায়িত্ব। ধর্ম পালনে জোর-জবরদস্তি নিষিদ্ধ। ধর্মীয় ক্ষেত্রে উদারতা ও পরমত সহিষ্ণুতা প্রদর্শন: পবিত্র কুরআনের পবিত্রতা এবং দেব-দেবী ও মূর্তির সুরক্ষা বিধান করতে হবে সাংবিধানিকভাবে। | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |

| তৃতীয় ভাগ: মৌলিক অধিকার | | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
| | | ২৮-ধর্ম ও প্রকৃতি কারণে বৈষম্য (১,৩,৪) প্রতিবন্ধী, দলিত, আদিবাসী ও হিজড়া জনগোষ্ঠী উল্লেখ করতে হবে। | সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবেলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ। |
| | | বৈষম্যবিরোধী ধারাগুলোকে আরও শক্তিশালীকরণ। (২৮ এর ১ কে সম্প্রসারিত করা এবং বাস্তবিক প্রয়োগ নিশ্চিত করা) | বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি |
| | | ২৮ (১) ও ২৮ (৩) থেকে 'কেবল' শব্দটি বাদ দেয়া যায়। | হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট |
| | | ২৮ (৪) এ ধর্মীয় এবং জাতিগত সংখ্যালঘু অংশটি সংযোজন করা যায় | হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট |
| | | হিন্দু সম্প্রদায়কে নিয়ে মাইনোরিটি কার্ড এখন রাজনৈতিক দলগুলোর ট্রাম্পকার্ড হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। মাইনোরিটি ইস্যু নিয়ে দেশে বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হচ্ছে। আমরা এর অবসান চাই। মাইনোরিটি সমস্যার স্থায়ী সমাধান চাই। | বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট |
| | | গণ ও ব্যক্তি জীবনে সর্বস্তরে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল নাগরিক সমান অধিকার লাভ করবেন। | নারী পক্ষ |
| | | ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, সম্প্রদায়, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না। | নারী পক্ষ |
| | | "উক্ত অনুচ্ছেদ হুবহু বহার রাখার পক্ষে প্রস্তাব করছি এবং ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের বৈষম্য দূর করার জন্য-<br>১. সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন<br>২. জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন ও<br>৩. সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাব করছি" | বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ |
| | | লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা বিষয়গুলো আরও গুরত্বের সাথে বিবেচনা করা এবং বাস্তবিক প্রয়োগ সুনিশ্চিত করা। | বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি |
| | | তৃতীয় ভাগ (মৌলিক অধিকার): নাগরিকদের যে কোনে অনগ্রসর অংশ ও আদিবাসী গোষ্ঠীসমূহ যাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করতে পারে সেজন্য তাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান প্রণয়ন করতে হবে। | বিপনেট |
| | | "নারী ও  শিশু অধিকারের জন্য সাংবিধানিক তদারকির ব্যবস্থা করা। | "বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি |
| | | "তৃতীয় ভাগ (মৌলিক অধিকার): ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য সংক্রান্ত ২৮ অনুচ্ছেদ সংশোধন করতে হবে। আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহ, নারী ও শিশুদের অনুকূলে বিশেষ বিধান প্রণয়ন করতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছু রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করতে পারবে না। | বিপনেট |
| | | রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষ সমান অধিকার লাভ করিবেন -এর স্থলে ‘‘রাষ্ট্র, গণজীবন এবং ব্যক্তিজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষ সমান অধিকার লাভ করিবেন’’ | বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ |
| | | ২৮ অনুচ্ছেদ এর ১ লেখাটিকে পুনর্লিখন করে এভাবে লেখা যেতে পারে, জাতি-পরিচয়, ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবে না। | উত্তরবঙ্গ আদিবাসী ফোরাম |

তৃতীয় ভাগ: মৌলিক অধিকার

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
|---|---|---|---|
| | | অনুচ্ছেদ ২৮ (৪) " নারী ও শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোনো অনগ্রসর অংশের ও তফসিল ভুক্ত আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না। (আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর নামের তালিকা সন্নিবেশ করা) | বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম |
| | | অনুচ্ছেদ ২৮(৪) "আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহ, নারী ও শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোনো অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান—প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।" | সিএইচটি ওয়ার্কিং গ্রুপ ফর ন্যাশনাল রিফর্ম |
| | | কর্মসংস্থান ও মজুরিতে লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করণ। | বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি |
| | | ২৮। (১) কেবল মতাদর্শ, ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।<br>(২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের মতোই ন্যায্য অধিকার লাভ করিবেন।<br>(৩) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের অথবা ধর্মীয় পোশাক বা চিহ্নের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।<br>(৪) নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের ন্যায্য অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না। | রাষ্ট্রবিচার |
| | | ২৮ এর ৪ পুনর্লিখন করে এভাবে লেখা যেতে পারে, নারী ও শিশুদের অনুকূলে কিংবা আদিবাসী ও দলিতসহ অংশের নাগরিকদের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না। এছাড়াও মন্ত্রীসভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সমতল আদিবাসী বিষয়ক একজন মন্ত্রী থাকবেন। | উত্তরবঙ্গ আদিবাসী ফোরাম |
| | | ২৮ (২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী ও পুরুষ ন্যায্য অধিকার লাভ করিবেন। | আযহার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বাংলাদেশ |
| | | রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারীপুরুষের ন্যায্য অধিকার লাভ করিবেন | সেন্টার ফর ইথিক্যাল রিসার্চ এন্ড থটস (সার্ট) |
| | | ২৮(৩) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বৈষম্যের কারণগুলির সাথে সাথে; লিঙ্গ, সামাজিক উৎস, জাতিগত পরিচয়, অক্ষমতা, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি/মতামত, ভাষা, সাংস্কৃতিক পটভূমি, সামাজিক উৎস, সম্পত্তি, জন্ম বা অন্যান্য অবস্থা সম্ভাব্য বৈষম্যের কারণ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। | ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ল' স্টুডেন্টস ফোরাম ফর রিফর্ম প্রপোজাল |
| | | অনুচ্ছেদ ২৮(৪) পুনঃলিখন করা হোক এবং "পিছিয়ে পড়া শ্রেণী" শব্দটি পরিবর্তন করে "বঞ্চিত সম্প্রদায়/গ্রুপ/শ্রেণী" শব্দ ব্যবহার করা হোক। | ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ল' স্টুডেন্টস ফোরাম ফর রিফর্ম প্রপোজাল |
| | | বিদ্যমান অনুচ্ছেদটি রাখা হোক | বাংলাদেশ প্রফেশনালস |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ ২৯ (সরকারি নিয়োগলাভে সুযোগের সমতা)** | ২৯। (১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে। (২) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না।<br>(৩) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই-<br>(ক) নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশ যাহাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তাঁহাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান-প্রণয়ন করা হইতে, (খ) কোন ধর্মীয় বা উপ-সম্প্রদায়ভুক্ত প্রতিষ্ঠানে উক্ত ধর্মাবলম্বী বা উপ-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য নিয়োগ সংরক্ষণের বিধান-সংবলিত যে কোন আইন কার্যকর করা হইতে, (গ) যে শ্রেণীর কর্মের বিশেষ প্রকৃতির জন্য তাহা নারী বা পুরুষের পক্ষে অনুপযোগী বিবেচিত হয়, সেইরূপ যে কোন শ্রেণীর নিয়োগ বা পদ যথাক্রমে পুরুষ বা নারীর জন্য সংরক্ষণ করা হইতে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না। | ২৯ (৩) ক, খ, গ আগের মতোই বহাল থাকবে | বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ |

| | তৃতীয় ভাগ: মৌলিক অধিকার | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবক দলের নাম** |
| | | ২৯ এর (২,৩) প্রতিবন্ধী, দলিত, আদিবাসী ও হিজড়া জনগোষ্ঠী উল্লেখ করতে হবে। | সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ। |
| | | অনুচ্ছেদ ২৯ (৩) ক, নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশ ও সকল আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর যাহাতে প্রজতন্তের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তাহাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান প্রণয়ন করা হইতে। | "১. বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম<br>২. সিএইচটি ওয়ার্কিং গ্রুপ ফর ন্যাশনাল রিফর্ম" |
| | | ২৯ এর ৩ (গ) নারী বা পুরুষ ও প্রতিবন্ধী যুক্ত করতে হবে। | সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ। |
| | | ২৯। ৩।(ঘ) বিশেষ অনন্য সাধারন মেধার অধিকারী নাগরিককে স্বক্ষেত্রে নিয়োগের অনুকূলে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না । | রাষ্ট্রবিচার |
| | | অনুচ্ছেদটি রাখা হোক | বাংলাদেশ প্রফেশনালস |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ ৩০ (বিদেশী, খেতাব, প্রভৃতি গ্রহণ নিষিদ্ধকরণ)** | ৩০। রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোন নাগরিক কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নিকট হইতে কোন খেতাব, সম্মান, পুরস্কার বা ভূষণ গ্রহণ করিবেন না। | | |

| | তৃতীয় ভাগ: মৌলিক অধিকার | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবক দলের নাম** |
| **অনুচ্ছেদ ৩১: আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার** | ৩১। আইনের আশ্রয়লাভ এবং আইনানুযায়ী ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহারলাভ যে কোন স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষতঃ আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না, যাহাতে কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে। | "নিরাপত্তা ও বসবাসযোগ্যতাকে অগ্রাধিকার প্রদান কর হবে/ হেফাজতে মৃত্যু বন্ধে সুস্পষ্ট বিধান প্রণয়ন ও প্রয়োগ নিশ্চিত করা। " | জাস্ট আরবান এন্ড রিভার এন্ড ডেল্টা রিসার্চ, বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি |
| | | আইন সম্পর্কিত অধিকারের ব্যাপারে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা থাকা প্রয়োজন। আইনগত অধিকার প্রতিনিধিত্বমূলক সমাজ ব্যবস্থায় বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |
| | | আইনের দ্বারা সুরক্ষায় ‘প্রতিবন্ধী’ শব্দটি যুক্ত করতে হবে। | সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল’স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ। |
| | | | |
| **অনুচ্ছেদ ৩২ (জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার রক্ষণ** | ৩২। আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না। | ৩২ অনুচ্ছেদ বাতিল করতে হবে। রাষ্ট্র বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তির জীবন কেড়ে নিতে পারেনা। তাই জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার রক্ষা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। আইন করেই এ দায়িত্ব থেকে রাষ্ট্র মুক্ত পেতে পারে না। | নারী পক্ষ |
| | | সংবিধানে স্বাধীনতার মাত্রা ও সীমারেখা নিরূপন করা থাকলে ভালো। | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |

| | তৃতীয় ভাগ: মৌলিক অধিকার | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
| **অনুচ্ছেদ ৩৩ (গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ)** | "৩৩।[ (১) গ্রেপ্তারকৃত কোন ব্যক্তিকে যথাসম্ভব শীঘ্র গ্রেপ্তারের কারণ জ্ঞাপন না করিয়া প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না এবং উক্ত ব্যক্তিকে তাঁহার মনোনীত আইনজীবীর সহিত পরামর্শের ও তাঁহার দ্বারা আত্মপক্ষ-সমর্থনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না।<br>(২) গ্রেপ্তারকৃত ও প্রহরায় আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে গ্রেপ্তারের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে (গ্রেপ্তারের স্থান হইতে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যতিরেকে) হাজির করা হইবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত তাঁহাকে তদতিরিক্তকাল প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না।<br>(৩) এই অনুচ্ছেদের (১) ও (২) দফার কোন কিছুই সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না,<br>(ক) যিনি বর্তমান সময়ের জন্য বিদেশী শত্রু; অথবা<br>(খ) যাঁহাকে নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইনের অধীন গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বা আটক করা হইয়াছে।<br>(৪) নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইন কোন ব্যক্তিকে ছয় মাসের অধিক কাল আটক রাখিবার ক্ষমতা প্রদান করিবে না যদি সুপ্রীম কোর্টের বিচারক রহিয়াছেন বা ছিলেন কিংবা সুপ্রীম কোর্টের বিচারকপদে নিয়োগলাভের যোগ্যতা রাখেন, এইরূপ দুইজন এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত একজন প্রবীণ কর্মচারীর সমন্বয়ে গঠিত কোন উপদেষ্টা-পর্ষদ্ উক্ত ছয় মাস অতিবাহিত হইবার পূর্বে তাঁহাকে উপস্থিত হইয়া বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগদানের পর রিপোর্ট প্রদান না করিয়া থাকেন যে, পর্ষদের মতে উক্ত ব্যক্তিকে তদতিরিক্ত কাল আটক রাখিবার পর্যাপ্ত কারণ রহিয়াছে।<br>(৫) নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইনের অধীন প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে আটক করা হইলে আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে যথাসম্ভব শীঘ্র আদেশদানের কারণ জ্ঞাপন করিবেন এবং উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে বক্তব্য-প্রকাশের জন্য তাঁহাকে যত সত্বর সম্ভব সুযোগদান করিবেন:<br>তবে শর্ত থাকে যে, আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় তথ্যাদি-প্রকাশ জনস্বার্থবিরোধী বলিয়া মনে হইলে অনুরূপ কর্তৃপক্ষ তাহা প্রকাশে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে পারিবেন।<br>(৬) উপদেষ্টা-পর্ষদ কর্তৃক এই অনুচ্ছেদের (৪) দফার অধীন তদন্তের জন্য অনুসরণীয় পদ্ধতি সংসদ আইনের দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারিবেন।" | ৩৩। (৭) কোন বিশেষ বাহিনী কর্তৃক গুমের স্বীকার হইয়াছেন বলিয়া অভিযোগ থাকিলে ন্যায়পাল ও সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল প্রয়োজনে উপযুক্ত পেশাজীবিদের সমন্বয়ে অবিলম্বে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন তৈরি করিয়া তাৎক্ষনিক তদন্তের উদ্যোগ নিবেন এবং তদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী উক্ত নাগরিককে উদ্ধারের জন্যে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা করিবেন যাহা জাতিসংঘের গুম বিষয়ক নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য পূর্ন হয়। | রাষ্ট্রবিচার |

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
|---|---|---|---|
| | | ৩৩ অনুচ্ছেদে এ অতিরিক্ত আকারে যুক্ত হবে- ক, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ১২ (বারো) ধরনের প্রতিবন্ধীতার সাপেক্ষে পৃথক পৃথক সেল থাকতে হবে। খ, ধরন অনুযায়ী প্রতিবন্ধীতার সাপেক্ষে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির একজন আইনজীবী ও সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্ট্রারপ্রিটার বা কেয়ার গিভার রাখা হতে বঞ্চিত করা যাবে না। গ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের সময় প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করতে হবে। | সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবেলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ। |
| | | "<br>১. রাষ্ট্র প্রয়োজনে তার নাগরিগদের আইন অনুসারে বিচার করে শাস্তি দিতে পারে, কিন্তু তার মানবসত্তার অবমাননা করার অধিকার রাষ্ট্রেরও থাকবে না।<br>২. তদন্তের প্রয়োজনে আদালত বা কারাগারে স্থাপিত স্বচ্ছ কাঁচের কক্ষে ও আইনজীবীর দৃষ্টিসীমায় ক্যামেরায় ধারণ করে জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে।<br>৩. নিবর্তনমূলক আটকাদেশ সংক্রান্ত ৩৩(৩)(খ) থেকে আরম্ভ করে ৩৩(৪-৬) উপানুচ্ছেদ রদ করতে হবে। এই ধরণের আইনি গুমের মতো ড্রেকোনীয় আইন সংবিধানে থাকার সুযোগ নেই। এই আইনই বলা যায় বিগত সরকারের ঘৃণ্য গুমপ্রথা আর আয়নাঘরের পূর্বসূরী।<br>" | জুডিসিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন |
| **অনুচ্ছেদ ৩৫ (বিচার ও দন্ড সম্পর্কে রক্ষণ)** | "৩৫। (১) অপরাধের দায়যুক্ত কার্যসংঘটনকালে বলবৎ ছিল, এইরূপ আইন ভঙ্গ করিবার অপরাধ ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে না এবং অপরাধ-সংঘটনকালে বলবৎ সেই আইনবলে যে দণ্ড দেওয়া যাইতে পারিত, তাঁহাকে তাহার অধিক বা তাহা হইতে ভিন্ন দণ্ড দেওয়া যাইবে না।<br>(২) এক অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তিকে একাধিকবার ফৌজদারীতে সোপর্দ ও দণ্ডিত করা যাইবে না।<br>(৩) ফৌজদারী অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত বা ট্রাইব্যুনালে দ্রুত ও প্রকাশ্য বিচারলাভের অধিকারী হইবেন।<br>(৪) কোন অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাইবে না।<br>(৫) কোন ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেওয়া যাইবে না কিংবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড দেওয়া যাইবে না কিংবা কাহারও সহিত অনুরূপ ব্যবহার করা যাইবে না।<br>(৬) প্রচলিত আইনে নির্দিষ্ট কোন দণ্ড বা বিচারপদ্ধতি সম্পর্কিত কোন বিধানের প্রয়োগকে এই অনুচ্ছেদের (৩) বা (৫) দফার কোন কিছুই প্রভাবিত করিবে না।" | "প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য দণ্ড প্রযোজ্য হলে তাহা নিদিষ্ট আইন মোতাবেক প্রদান করা হইবে তাহা যুক্ত করতে হবে।<br>" | সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবেলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ। |

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
|---|---|---|---|
| | | ৩৫ (৩) 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তি' যুক্ত করতে হবে। | সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ। |
| | | "৩৫ (১) অনুচ্ছেদে নীম্লোক্ত অংশটি যোগ করার প্রস্তাব করছি- ''দন্ডের হেরফের না করেও মামলার রুজু হওয়ার পরের কোন পদ্ধতিগত সংশোধনের ফলে যদি অভিযুক্তকে অধিক বা কম দণ্ড দেয়ার সুযোগ তৈরি হয় তবে তা সংশ্লিষ্ট অভিযুক্তের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।'' এর ব্যত্যয় ঘটলে বিচার ব্যবস্থার প্রতি জনগণের বিভিন্ন অংশের মধ্যে অবিচারের অনুভূতি ও আইন আদালতের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হওয়ার উপলক্ষ এনে দেয়। " | জুডিসিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন |
| | | অনুচ্ছেদ ৩৫ তে 'অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষত্বের অনুমান' (presumption of innocence until proven guilty) নীতির অন্তর্ভুক্তি | ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ল' স্টুডেন্টস ফোরাম ফর রিফর্ম প্রপোজাল |
| **অনুচ্ছেদ ৩৬: চলাচলের স্বাধীনতা** | ৩৬। জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ- সাপেক্ষে বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেরা, ইহার যে কোন স্থানে বসবাস ও বসতিস্থাপন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুনঃপ্রবেশ করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে। | ন্যায্য চলাচলের সুযোগ নিশ্চিত হবে। গণপরিবহন গুরুত্ব পাবে এবং সেবার মান উন্নতও প্রবেশগম্য হবে। উপযুক্ত ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম গৃহীত হবে। কম কার্বনের ব্যবহার হয় এরকম ব্যবস্থাপনা গৃহীত হবে ৩৬ 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ' শব্দটি যুক্ত করতে হবে। অনুচ্ছেদ ৩৬, জনস্বার্থে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর স্বকীয়তা ও নিরাপত্তা রক্ষার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তি সঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে বাংলাদেশের সর্বত্র বসতিস্থাপন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশের পুন:প্রবেশ করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার থাকিবে। | "বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, জাস্ট আরবান এন্ড রিভার এন্ড ডেল্টা রিসার্চ, সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ। " |
| | | বিদ্যমান অনুচ্ছেদটি অবিকল রাখা হোক | বাংলাদেশ প্রফেশনালস |

| | তৃতীয় ভাগ: মৌলিক অধিকার | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবক দলের নাম** |
| **অনুচ্ছেদ ৩৮ (সংগঠনের স্বাধীনতা)** | "৩৮।জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবেঃ তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তির উক্তরূপ সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার কিংবা উহার সদস্য হইবার অধিকার থাকিবে না, যদি-<br>(ক) উহা নাগরিকদের মধ্যে ধর্মীয়, সামাজিক এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়;<br>(খ) উহা ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ, জন্মস্থান বা ভাষার ক্ষেত্রে নাগরিকদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়;<br>(গ) উহা রাষ্ট্র বা নাগরিকদের বিরুদ্ধে কিংবা অন্য কোন দেশের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী বা জঙ্গী কার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়; বা<br>(ঘ) উহার গঠন ও উদ্দেশ্য এই সংবিধানের পরিপন্থী হয়।" | এ অনুচ্ছেদে সংগঠনের স্বাধীনতাকে ৪টি শর্ত দ্বারা সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। কোনো শর্ত রাখা যাবে না | বাংলাদেশ ইন্টলেকচুয়াল মুভমেন্ট |
| | | "৩৮। তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তির উক্তরূপ সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার কিংবা উহার সদস্য হইবার অধিকার থাকিবে না, যদি-<br>(ক) উহা নাগরিকদের মধ্যে ধর্মীয় মর্যাদার অবমাননা, সামাজিক, সাম্প্রদায়িক ও মতাদর্শিক সম্প্রীতি বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়।<br>" | রাষ্ট্রবিচার |
| | | ৩৮ 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ' শব্দটি যুক্ত করতে হবে। | সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ। |
| | | 'ধর্মীয়, সামাজিক এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার উদ্দেশ্য' সম্পর্কে আরও ব্যাখ্যা প্রদান করা যায়, যাতে বিদ্যমান শব্দটি অপব্যবহার করা না যায়। | হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট |
| | | ৩৮(ঘ) অনুচ্ছেদে সংবিধানের পরিপন্থী কোন উদ্দেশ্যে গঠিত সংগঠন ও এর সদস্য হওয়া নিষিদ্ধ করার বিধান রদ করার প্রস্তাব করছি। এটা সাংবিধানিক সার্বভৌমত্ব স্থাপনের নামান্তর। রাষ্ট্রে জনগণই কেবল সার্বভৌম, আর কেউ নয়। সার্বভৌম জনগণ যে কোন সংবিধান বাতিল, সংশোধন বা পূনর্লিখনের আন্দোলন, মতাদর্শ প্রচার করতে পারবে। কারণ এটা রাজনৈতিক প্রশ্ন, আইনি বা বিচারিক প্রশ্ন নয়। আইন, সংবিধান, আদালত দিয়ে রাজনৈতিক প্রশ্নের মীমাংসা করা যাবে না। | জুডিসিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন |
| | | রাজনীতি ও জনগণের ব্যাপারে সাংবিধানিক সুস্পষ্ট বিধান থাকাটা জরুরী। রাজনীতি ও জনগণকে যা দেখে বোঝা যাবে, সংজ্ঞায়িত করা যাবে এবং এ দুইয়ের মধ্যে সম্পর্ক সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |

তৃতীয় ভাগ: মৌলিক অধিকার

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
|---|---|---|---|
| | | "৩৮ (১) সংযোজিত হবে-<br>তবে, আদিবাসী জাতিসমূহের সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার অধিকারের বেলায়, অনুচ্ছেদ ৩৮ এর শর্তসমূহ প্রযোজ্য হইবে না।" | সিএইচটি ওয়ার্কিং গ্রুপ ফর ন্যাশনাল রিফর্ম |
| | | সংগঠন তৈরির ক্ষেত্রে সার্বভৌমত্ব ক্ষুন্ন, দেশের আইনের ব্যতয় বা বিরুদ্ধ কিছু করা যাবে না | বাংলাদেশ প্রফেশনালস |

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ ৩৯ (চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক্-স্বাধীনতা)** | "৩৯। (১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তাদান করা হইল।<br>(২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা ও নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত-অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ-সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে<br>(ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক্ ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের, এবং<br>(খ) সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।" | ৩৯। (২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, ধর্মীয় মর্যাদার অবমাননা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা ও নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত-অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ-সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে | রাষ্ট্রবিচার |
| | | বাক স্বাধীনতার অধিকার দেওয়ার পাশাপাশি স্বপ্রণোদিতভাবে উস্কানিমূলকভাবে কোনো ধর্মর প্রতি ঘৃণা ছড়ানোর সুযোগ রাখা যাবে না। শ্রদ্ধাবোধ ও সহাবস্থান প্রমোট করতে হবে | বালাকোট চেতনা উজ্জীবন পরিষদ |
| | | স্বাধীন চিন্তা, বিবেক সমুন্নত ভাবনা, বুদ্ধি-বিবেকসম্পন্ন ভাব প্রকাশ এবং বাক্-স্বাধীনতার জন্য পৃথক বিধান রাখতে হবে। এই বিধান হবে প্রগতিশীল এবং এমন যার ফলে সত্যিকার অর্থেই সরকার জনগণের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |
| | | সংবিধানের ৩৯ ধারা: রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও বিদেশি রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, আদালত অবমাননা, জনশৃঙ্খলার স্বার্থে সাপেক্ষে বিষয়টি দেখতে হবে। | নারী পক্ষ |
| | | দুর্নীতি দমন কমিশন, তথ্য অধিকার কমিশন, মানবাধিকার কমিশনকে স্বাধীন সাংবিধানিক কমিশন হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া তার সাথে সাথে নারী ও শিশু কমিশন, আদিবাসী ও দলিত কমিশন, ধর্মীয় সংখ্যালঘু কমিশন স্বাধীন সাংবিধানিক কমিশন হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া। | নাগরিক উদ্যোগ |
| | | তথ্য অধিকারকে মৌলিক অধিকারের কাঠামোর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। | তথ্য অধিকার ফোরাম |
| | | তথ্য কমিশনের বর্তমান অবস্থান একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং এটিকে একটি সাংবিধানিক সংস্থায় রূপান্তর করা অত্যন্ত জরুরি। | তথ্য অধিকার ফোরাম |
| | | ৩৯ (২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্ব ও ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা ও নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা ধর্ম অবমান-না, সর্বশেষ নবী হজরত মোহাম্মদ সা. এর কটুক্তি বা যে কোন প্রকার সম্মানহানি, আদালত-অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে<br>(ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের, এবং<br>(খ) সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল। | আযহার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বাংলাদেশ |
| | | "চিন্তু ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক স্বাধীনতা<br>(০২) এর ক: প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের, এবং<br>(০২) এর খ: সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।<br>(০২) এর গ: বাক স্বাধীনতার নামের ধর্ম অবমাননা, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেয়া যাবে না। এমনটি হলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হইবে। " | সেন্টার ফর ইথিক্যাল রিসার্চ এন্ড থটস (সার্ট) |

| | তৃতীয় ভাগ: মৌলিক অধিকার | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবক দলের নাম** |
| | | ৩৯ অনুচ্ছেদে প্রতিবন্ধী, দলিত, আদিবাসী ও হিজড়া জনগোষ্ঠী উল্লেখ করতে হবে। | সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবেলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ। |
| | | "৩৯ (২) উপদফায় বিদেশী রাষ্ট্র সমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও আদালত অবমাননা বাদ দেয়ার প্রস্তাব করছি।<br>বাক স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়ার প্রশ্নে বস্তুনিষ্ঠভাবে আদেশ অথবা রায়ের কার্যধারার যৌক্তিকতা ও অযৌক্তিকতা নিয়ে কথা বলতে পারা বিধেয়। বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা রাষ্ট্রের কাজ। নাগরিক কোন বিদেশি রাষ্ট্র সম্পর্কে বাক ও ভাব প্রকাশ করতে পারবে না বা এসব ব্যাপারে সংবাদমাধ্যমেরও মুখ বন্ধ থাকবে – এটা ফ্যাসিজমের নামান্তর।<br>" | জুডিসিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন |
| | | সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে।সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। | বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন |
| | | অনুচ্ছেদ ৩৯ সংশোধন করে তথ্য জানার অধিকার (Right to information) অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। | ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ল' স্টুডেন্টস ফোরাম ফর রিফর্ম প্রপোজাল |
| | | | |
| অনুচ্ছেদ ৪০ | ৪০। আইনের দ্বারা আরোপিত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে কোন পেশা বা বৃত্তি-গ্রহণের কিংবা কারবার বা ব্যবসায়-পরিচালনার জন্য আইনের দ্বারা কোন যোগ্যতা নির্ধারিত হইয়া থাকিলে অনুরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন আইনসঙ্গত পেশা বা বৃত্তি-গ্রহণের এবং যে কোন আইনসঙ্গত কারবার বা ব্যবসায়-পরিচালনার অধিকার থাকিবে। | আইনের দ্বারা আরোপিত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে কোন পেশা বা বৃত্তি-গ্রহণের কিংবা কারবার বা ব্যবসায়-পরিচালনার জন্য আইনের দ্বারা কোন যোগ্যতা নির্ধারিত হইয়া থাকিলে অনুরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন আইনসঙ্গত পেশা বা বৃত্তি-গ্রহণের এবং যে কোন আইনসঙ্গত কারবার বা ব্যবসায়-পরিচালনার অধিকার থাকিবে। তবে শর্ত হলো তার দেশ, জাতি ও জনগণের ক্ষতি নিহিত ধর্মীয় আলোকে অবৈধ হতে পারবে না। | সেন্টার ফর ইথিক্যাল রিসার্চ এন্ড থটস (সার্ট) |
| | | পেশা বা বৃত্তি সম্পর্কিত অধিকারকে যুগোপযোগী করে তুলতে হবে। | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |
| অনুচ্ছেদ ৪১ (ধর্মীয় স্বাধীনতা) | "৪১। (১) আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা-সাপেক্ষে<br>(ক) প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রহিয়াছে;<br>(খ) প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রহিয়াছে।<br>(২) কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোন ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম-সংক্রান্ত না হইলে তাঁহাকে কোন ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণ কিংবা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনায় অংশগ্রহণ বা যোগদান করিতে হইবে না।" | প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন, রক্ষন ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রয়েছে। | নারী পক্ষ |
| | | ৪১ (১)-এ "এবং এই রাষ্ট্র তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে" সংযোজন করা যায় | হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট |

তৃতীয় ভাগ: মৌলিক অধিকার

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
|---|---|---|---|
| | | ৪১- 'প্রতিবন্ধী, দলিত, আদিবাসী ও হিজড়া জনগোষ্ঠী' উল্লেখ করতে হবে। | সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবেলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ। |
| | | নতুন সংযুক্তি (৩) কোন ধর্মের মৌলিক বিষয়াবলীর সাথে সাংঘর্ষিক মত পোষণকারী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী উক্ত ধর্মের পরিচয় বহন করিবে না । | আযহার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বাংলাদেশ |
| **অনুচ্ছেদ ৪৩ (গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণ)** | ৪৩। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, জনসাধারণের নৈতিকতা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা নিষেধ-সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের<br>(ক) প্রবেশ, তল্লাশী ও আটক হইতে স্বীয় গৃহে নিরাপত্তালাভের অধিকার থাকিবে; এবং<br>(খ) চিঠিপত্রের ও যোগাযোগের অন্যান্য উপায়ের গোপনতারক্ষার অধিকার থাকিবে। | | |
| | | সংবিধানের ৪৩ অনুচ্ছেদের অধীনে ব্যক্তিগত জীবন বা গোপনীয়তার অধিকার (right to private life or privacy ) সংযুক্ত করা উচিত। | ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ল' স্টুডেন্টস ফোরাম ফর রিফর্ম প্রপোজাল |
| **অনুচ্ছেদ ৪৪ (মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ)** | ৪৪। (১) এই ভাগে প্রদত্ত অধিকারসমূহ বলবৎ করিবার জন্য এই সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগের নিকট মামলা রুজু করিবার অধিকারের নিশ্চয়তা দান করা হইল।<br>(২) এই সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের অধীন হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতার হানি না ঘটাইয়া সংসদ আইনের দ্বারা অন্য কোন আদালতকে তাহার এখতিয়ারের স্থানীয় সীমার মধ্যে ঐ সকল বা উহার যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষমতা দান করিতে পারিবেন। | 'প্রতিবন্ধী, দলিত, আদিবাসী ও হিজড়া জনগোষ্ঠী' সকল নাগরিকের জন্য নিশ্চয়তা প্রদান করা। | সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবেলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ। |

| | তৃতীয় ভাগ: মৌলিক অধিকার | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবক দলের নাম** |
| | | ৪৪(২) উপদফা অনুসারে বিভাগীয় শহরগুলোতে "মৌলিক অধিকার আদালত" চালু করার প্রস্তাব করা উচিৎ। এসব আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে সরাসরি সর্বোচ্চ আদালতে আপিল করা যাবে। এতে উচ্চ আদালতের বিকেন্দ্রীকরণের যে বিষয়ে মনস্তাত্ত্বিক বাধা আছে, অষ্টম সংশোধনী মামলার রায়ের পর তাও অতিক্রান্ত হয়ে যাবে। | জুডিসিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন |
| | | | |
| **অনুচ্ছেদ ৪৬ (দায়মুক্তি-বিধানের ক্ষমতা)** | এই ভাগের পূর্ববর্ণিত বিধানাবলীতে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি বা অন্য কোন ব্যক্তি জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের প্রয়োজনে কিংবা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যে কোন অঞ্চলে শৃঙ্খলা-রক্ষা বা পুনর্বহালের প্রয়োজনে কোন কার্য করিয়া থাকিলে সংসদ আইনের দ্বারা সেই ব্যক্তিকে দায়মুক্ত করিতে পারিবেন কিংবা ঐ অঞ্চলে প্রদত্ত কোন দণ্ডাদেশ, দণ্ড বা বাজেয়াপ্তির আদেশকে কিংবা অন্য কোন কার্যকে বৈধ করিয়া লইতে পারিবেন। | এই ভাগের পূর্ববর্ণিত বিধানাবলীতে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি বা অন্য কোন ব্যক্তি জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের অথবা এরই আরেক পর্যায় ২০২৪ এর জাতীয় গণঅভ্যুত্থানের প্রয়োজনে কিংবা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যে কোন অঞ্চলে শৃঙ্খলা-রক্ষা বা পুনর্বহালের প্রয়োজনে কোন কার্য করিয়া থাকিলে সংসদ আইনের দ্বারা সেই ব্যক্তিকে দায়মুক্ত করিতে পারিবেন কিংবা ঐ অঞ্চলে প্রদত্ত কোন দণ্ডাদেশ, দণ্ড বা বাজেয়াপ্তির আদেশকে কিংবা অন্য কোন কার্যকে বৈধ করিয়া লইতে পারিবেন। | রাষ্ট্রবিচার |
| | | রাষ্ট্রের সব অঙ্গের দায়বদ্ধতাটা গুরুত্বপূর্ণ। ক্ষমতা চর্চার ন্যায্যতা জনগণের সামনে প্রকাশ করতে হবে। এর কাঠামো হতে পারে। 'রাষ্ট্রের সব অঙ্গ নিজ নিজ কাজের জন্য দায়ী: রাষ্ট্রের সব প্রতিষ্ঠান সবধরণের কাজের ক্ষেত্রে এবং যেকোনো ধরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জনগণের উদ্দেশ্যে ন্যায্যতা তুলে ধরে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বজায় রাখার লক্ষ্যে সবধরণের কাজ করার ও সিদ্ধান্ত নেবার সময় কারণ দেখাতে বাধ্য থাকে যাতে জনগণ ও সরকারসহ রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আস্থা ও বিশ্বাসের সম্পর্ক সুদৃঢ় ও মজবুত হয়। | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |
| | | সংবিধানের ৪৬ অনুচ্ছেদ বাতিল করুন | হিউম্যান রাইটস ওয়াচ |
| **অনুচ্ছেদ ৪৭ (কতিপয় আইনের হেফাজত** | ৪৭। (১) নিম্নলিখিত যে কোন বিষয়ের বিধান-সংবলিত কোন আইনে (প্রচলিত আইনের ক্ষেত্রে সংশোধনীর মাধ্যমে) সংসদ যদি স্পষ্টরূপে ঘোষণা করেন যে, এই সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহের কোন একটিকে কার্যকর করিবার জন্য অনুরূপ বিধান করা হইল, তাহা হইলে অনুরূপ আইন এই ভাগে নিশ্চয়কৃত কোন অধিকারের সহিত অসমঞ্জস কিংবা অনুরূপ অধিকার হরণ বা খর্ব করিতেছে, এই কারণে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে নাঃ<br>(ক) কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বা দখল কিংবা সাময়িকভাবে বা স্থায়ীভাবে কোন সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবস্থাপনা;<br>(খ) বাণিজ্যিক বা অন্যবিধ উদ্যোগসম্পন্ন একাধিক প্রতিষ্ঠানের বাধ্যতামূলক সংযুক্তকরণ;<br>(গ) অনুরূপ যে কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক, ব্যবস্থাপক, এজেন্ট ও কর্মচারীদের অধিকার এবং (যে কোন প্রকারের) শেয়ার ও স্টকের মালিকদের ভোটাধিকার বিলোপ, পরিবর্তন, সীমিতকরণ বা নিয়ন্ত্রণ;<br>(ঘ) খনিজদ্রব্য বা খনিজ তৈল-অনুসন্ধান বা লাভের অধিকার বিলোপ, পরিবর্তন, সীমিতকরণ বা নিয়ন্ত্রণ;<br>(ঙ) অন্যান্য ব্যক্তিকে অংশতঃ বা সম্পূর্ণতঃ পরিহার করিয়া সরকার কর্তৃক বা সরকারের নিজস্ব, নিয়ন্ত্রণাধীন বা ব্যবস্থাপনাধীন কোন সংস্থা কর্তৃক যে কোন কারবার, ব্যবসায়, শিল্প বা কর্মবিভাগ-চালনা; অথবা | অনুচ্ছেদ ৪৭ (২) নিম্নোক্ত আইনসমূহ সংযোজন হবে,<br>পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ১৯০০ (১৯০০ সনের ১নং শাসনবিধি),<br>রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইন) (১৯৯৮ সালের ৯ নং আইনের সংশোধনীসহ),<br>খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২০ নং আইন) (১৯৯৮ সালের ১০ নং আইনের সংশোধনীসহ),<br>বান্দরবন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২১ নং আইন) (১৯৯৮ সালের ১১ নং আইনের সংশোধনীসহ),<br>পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ১২ নং আইন),<br>পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি, ১৯৯৭। | ১. বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম<br>২. সিএইচটি ওয়ার্কিং গ্রুপ ফর ন্যাশনাল রিফর্ম |

| | তৃতীয় ভাগ: মৌলিক অধিকার | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
| | (চ) যে কোন সম্পত্তির স্বত্ব কিংবা পেশা, বৃত্তি, কারবার বা ব্যবসায়-সংক্রান্ত যে কোন অধিকার কিংবা কোন সংবিধিবদ্ধ সরকারী প্রতিষ্ঠান বা কোন বাণিজ্যিক বা শিল্পগত উদ্যোগের মালিক বা কর্মচারীদের অধিকার বিলোপ, পরিবর্তন, সীমিতকরণ বা নিয়ন্ত্রণ।<br>(২) এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও প্রথম তফসিলে বর্ণিত আইনসমূহ (অনুরূপ আইনের কোন সংশোধনীসহ) পূর্ণভাবে বলবৎ ও কার্যকর হইতে থাকিবে এবং অনুরূপ যে কোন আইনের কোন বিধান কিংবা অনুরূপ কোন আইনের কর্তৃত্বে যাহা করা হইয়াছে বা করা হয় নাই, তাহা এই সংবিধানের কোন বিধানের সহিত অসমঞ্জস বা তাহার পরিপন্থী, এই কারণে বাতিল বা বেআইনী বলিয়া গণ্য হইবে না;<br>1[তবে শর্ত থাকে যে, এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই অনুরূপ কোন আইনকে সংশোধন, পরিবর্তন বা বাতিল করা হইতে নিবৃত্ত করিবে না।<br>(৩) এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও গণহত্যাজনিত অপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনের অধীন অন্যান্য অপরাধের জন্য কোন সশস্ত্র বাহিনী বা প্রতিরক্ষা বাহিনী বা সহায়ক বাহিনীর সদস্য28[বা অন্য কোন ব্যক্তি, ব্যক্তি সমষ্টি বা সংগঠন] কিংবা যুদ্ধবন্দীকে আটক, ফৌজদারীতে সোপর্দ কিংবা দণ্ডদান করিবার বিধান-সংবলিত কোন আইন বা আইনের বিধান এই সংবিধানের কোন বিধানের সহিত অসমঞ্জস বা তাহার পরিপন্থী, এই কারণে বাতিল বা বেআইনী বলিয়া গণ্য হইবে না কিংবা কখনও বাতিল বা বেআইনী হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না । | | |
| **অনুচ্ছেদ ৪৭ক (সংবিধানের কতিপয় বিধানের অপ্রযোজ্যতা)** | "(১) যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বর্ণিত কোন আইন প্রযোজ্য হয়, সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদ, ৩৫ অনুচ্ছেদের (১) ও (৩) দফা এবং ৪৪ অনুচ্ছেদের অধীন নিশ্চয়কৃত অধিকারসমূহ প্রযোজ্য হইবে না।<br>(২) এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বর্ণিত কোন আইন প্রযোজ্য হয়, এই সংবিধানের অধীন কোন প্রতিকারের জন্য সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করিবার কোন অধিকার সেই ব্যক্তির থাকিবে না।]" | ৪৭(ক) অনুচ্ছেদ বাতিল করুন, যাতে অভিযুক্তদের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষা করা যায় | হিউম্যান রাইটস ওয়াচ |
| **অনুচ্ছেদ ৪৭ (২) যোগ করা হোক** | | The State should repeal now the chittagong hill tracts regulation of 1900 (Regulation 1 of 1900) due to its unconstitutional nature and avoid enacting/adopting any laws that discriminate against citizens based on race, caste, class, sex, place of birth or religion. | Bangladesh Profeessionals |

তৃতীয় ভাগ: মৌলিক অধিকার

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ ৪৮ | | ৪৮। (১) বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রপতি থাকিবেন, যিনি আইন অনুযায়ী গনভোটে নির্বাচিত হইবেন।<br>(৩) এই সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের (৩) দফা অনুসারে কেবল প্রধানমন্ত্রী ও ৯৫ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুসারে প্রধান বিচারপতি, তত্ত্বাবধায়ক সরকার, প্রধান নির্বাচনী কমিশনার, ন্যায়পাল নিয়োগ ক্ষেত্র ব্যতীত রাষ্টপতি তাঁহার অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন। | রাষ্ট্রবিচার |
| | | | |
| অন্যান্য প্রস্তাব | | LGBTQ+ এর কারযক্রমকে মৌলিক অধিকারের মধ্যে অন্তভুক্ত করা যাবে না | বালাকোট চেতনা উজ্জীবন পরিষদ |
| | | ট্রান্সজেন্ডার শব্দটিকে লিঙ্গ হিসেবে যুক্ত করা যাবে না। অস্পষ্ট সেক্সুয়াল বৈশিষ্ট্যের ব্যক্তিদের Interssex হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে | বালাকোট চেতনা উজ্জীবন পরিষদ |
| | | তথ্য ও সম্পদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি: তথ্যগত, সম্পদভিত্তিক (বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদসহ) এবং নিরাপত্তার অধিকারকে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি দিতে হবে। | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |
| | | | |
| | | পরিবেশগত ন্যায় বিচারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা | বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি(বেলা) |
| | | পার্বত্য চট্টগ্রামের মৌজা ও দেশের অন্যান্য অঞ্চলের আদিবাসীদের বংশ পরম্পরায় প্রথাগতভাবে মালিকানা বা ব্যবহৃত এলাকাসমূহকে আদিবাসীদের ancestral domain ঘোষণা করা।<br>আদিবাসীদের প্রথাগত শাসনব্যবস্থা ও নেতৃত্বের স্বীকৃতি:<br>পার্বত্য চট্টগ্রামের কারবারি, হেডম্যান, রাজা এবং অন্যান্য অঞ্চলের আদিবাসী প্রধানদের যথাযথ রাষ্ট্রীয় সম্মান প্রদান করা প্রয়োজন। তাদের দাফতরিক কার্য সম্পাদনের জন্য অর্থ, লোকবল, কাজের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সহযোগিতা জাতীয় আদিবাসী কমিশন ও আদিবাসী নেতৃত্বের সাথে আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারণ করা।<br>আদিবাসীদের জমি অ-আদিবাসীদের কাছে হস্তান্তর অযোগ্য ঘোষণা" | বিপনেট |
| | | সামজিক মুক্ত স্থান পর্যাপ্ত থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। নাগরিকগণ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করিতে পারেন। প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্য সর্বজনের স্থান সুরক্ষিত থাকবে। | জাস্ট আরবান এন্ড রিভার এন্ড ডেল্টা রিসার্চ |
| | | ধর্ম গোষ্ঠী বর্ণ নারী-পুরুষ ভেদে ভরণপোষণের অধিকার, সাক্ষী সুরক্ষা, সম্পত্তির অধিকার, গৃহ ও যোগযোগে গোপনীয়তার অধিকার বিষয়ে গুরত্বারোপ করা এবং যথাপযুক্ত বাস্তবায়ন করা। | বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি |
| | | ৪০- 'প্রতিবন্ধী, দলিত, আদিবাসী ও হিজড়া জনগোষ্ঠী' উল্লেখ করতে হবে। | সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবেলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ। |
| | | ভোট দেওয়ার অধিকারকে সংবিধানের তৃতীয় ভাগের অধীনে মৌলিক অধিকার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হোক। | ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ল' স্টুডেন্টস ফোরাম ফর রিফর্ম প্রপোজাল |

| | তৃতীয় ভাগ: মৌলিক অধিকার | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবক দলের নাম** |
| | | সংবিধানের মৌলিক অধিকার অধ্যায়ে একটি নতুন ধারা সংযোজন করা যেতে পারে, যেখানে উল্লেখ থাকবে যে প্রতিটি নাগরিকের জন্য ইন্টারনেটে প্রবেশাধিকার একটি মৌলিক অধিকার। | বাংলাদেশ মুঠোফোন গ্রাহক এসোসিয়েশন |
| | | "মৌলিক অধিকার হিসেবে সংবিধানে উল্লেখিত অধিকার সমূহের সাথে নাগরিকদের জন্য নিম্নোক্ত অধিকারসমূহ সংযোজনের প্রস্তাব করছি-<br>১. ""অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারনের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা"" নিশ্চিত করতে হবে।<br>২. শিক্ষার সকল স্তরে ""নৈতিক ও মানবাধিকার শিক্ষা"" নিশ্চিত করতে হবে।<br>৩. স্বাস্থ্যসম্মত ও দূষণমুক্ত পরিবেশে বাঁচার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। (অনুচ্ছেদ ১৮/ক অনুরুপ)<br>৪. অনুচ্ছেদ ৩৯ এ নাগরিকদের ""নিরবিচ্ছিন্ন ইন্টারনেট ব্যবহারের"" অধিকার যুক্ত করতে হবে।" | হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস) |
| | | The Constitution should include the Five Basic Human needs and necessities of life more specifically, such as, the right to have food, clothing, shelter, education, and medical care in the FUNDAMENTAL RIGHTS related articles.<br>The Constitution should include in its body the implementation of Moral Education at every level of Education. | Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid centre |
| | | অধিকার সমুন্নত রাখতে জাতির সামগ্রিক দায়িত্বের ব্যাপারে আলাদা বিধান করা যেতে পারে। এতে সরকার কার্যকরভবে জনগণের অধীনে এবং নিয়ন্ত্রণে থাকবে। যার কাঠামো হবে এমন: 'জনগণের স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার সমুন্নত ও অক্ষুন্ন রাখা সমগ্র জাতির পবিত্রতম দায়িত্ব। এ সংবিধান বা অন্য কোনো আইনে যা কিছুই বলা থাকুক না কেনো সরল বিশ্বাসে ন্যায়পরায়ণ একজন সুবিবেচক দেশপ্রেমিক এবং সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচারবোধে বিশ্বাসী ব্যাক্তির মতে ১৯৭১ সালের মহান বৈপ্লবিক সংগ্রাম এবং ২০২৪ সালের স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিলোপ ও জনবান্ধব রাজনৈতিক বন্দোবস্ত এর বৈপ্লবিক লড়াইয়ের পরিপন্থী কোনো ঘোষণা দেওয়া হলে বা এরূপ কর্মকাণ্ড ঘটানো হলে অথবা কোনো বিধানের দ্বারা জনগণের স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার হরণ বা ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা থাকলে যেকোনো সরকারী বা বেসরকারী সংস্থার যেকোনো পর্যায়ের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ও দায়িত্বরত ব্যক্তির পবিত্রতম দায়িত্ব ও সাংবিধানিক কর্তব্য হচ্ছে সেরকম ঘোষণা, অপতৎপরতা, অপকর্ম বা কালো কানুনের বিপক্ষে সুস্পষ্ট অবস্থান নিয়ে ১৯৭১ সালের মহান বৈপ্লবিক সংগ্রামের মূল্যবোধ, ২০২৪ সালের 'স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিলোপ ও জনবান্ধব রাজনৈতিক বন্দোবস্ত' এর বৈপ্লবিক লড়াইয়ের জন-আকাঙ্খা এবং জনগণের স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার সমুন্নত ও অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যাপারে সর্বাত্মক আপ্রাণ চেষ্টা করা। রাষ্ট্রীয় শান্তি, শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা, প্রগতি, কল্যাণ ও উন্নতি যাতে বজায় থাকে সব কর্মকর্তা-কর্মচারী নিজোদের সবসময় জনগণের সেবায় নিয়োজিত রাখেন।" | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |
| | | রাষ্ট্রদ্রোহী ও আন্তর্জাতিক আইনলঙ্ঘনকারীদের ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকার বাতিল: রাইদ্রোহী ও আন্তর্জাতিক আইনলঙ্ঘনকারীদের ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকার বাতিলের ব্যাপারে সংবিধানে সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকতে হবে। | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |

| | চতুর্থ ভাগ: নির্বাহী বিভাগ | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবক দলের নাম** |
| **অনুচ্ছেদ ৪৮ (রাষ্ট্রপতি)** | রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি | জনগণের সরাসরি ভোটে রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি নিরবাচন হওয়া উচিত | ঢাকা মহানগর আইনজীবী সমিতি |
| | | রাষ্ট্রপতি সরকার ও বিরোধী দলীয় সংসদ-সদস্যগণ কর্তৃক প্রকাশ্যে ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হইবেন। | সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ। |
| | | প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপ্রতির ক্ষমতার ভারসাম্য নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। | ১. হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস)<br>২. Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre |
| | | "রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যকার ক্ষমতার ভারসাম্য থাকতে হবে/রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য সৃষ্টি করতে হবে।<br>" | ১. ইঞ্জিনিয়ারস ইন্সটিটিউট;<br>২. ঢাকা মহানগর আইনজীবী সমিতি ,<br>৩. নাগরিক উদ্যোগ<br>৪. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন<br>৫. কনজুমারাস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ<br>৬. বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স" |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ ৪৮ (১)** | (১) বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রপতি থাকিবেন, যিনি আইন অনুযায়ী সংসদ-সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন। | বাংলাদেশে একজন রাষ্ট্রপতি থাকিবেন যিনি সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হইবেন | বিয়াম ফাউন্ডেশন গবেষণা ও পরামর্শ সেবা কেন্দ্র |
| **অনুচ্ছেদ ৪৮ (২)** | (২) রাষ্ট্রপ্রধানরূপে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের অন্য সকল ব্যক্তির ঊর্ধ্বে স্থান লাভ করিবেন এবং এই সংবিধান ও অন্য কোন আইনের দ্বারা তাঁহাকে প্রদত্ত ও তাঁহার উপর অর্পিত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্তব্য পালন করিবেন। | | |

| | চতুর্থ ভাগ: নির্বাহী বিভাগ | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবক দলের নাম** |
| **অনুচ্ছেদ ৪৮ (৩) (৪)(৫)** | "(৩) এই সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের (৩) দফা অনুসারে কেবল প্রধানমন্ত্রী ও ৯৫ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুসারে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত রাষ্টপতি তাঁহার অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে আদৌ কোন পরামর্শদান করিয়াছেন কি না এবং করিয়া থাকিলে কি পরামর্শ দান করিয়াছেন, কোন আদালত সেই সম্পর্কে কোন প্রশ্নের তদন্ত করিতে পারিবেন না।<br>(৪) কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না, যদি তিনি-<br>(ক) পঁয়ত্রিশ বৎসরের কম বয়স্ক হন; অথবা<br>(খ) সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য না হন; অথবা<br>(গ) কখনও এই সংবিধানের অধীন অভিশংসন দ্বারা রাষ্ট্রপতির পদ হইতে অপসারিত হইয়া থাকেন।<br>(৫) প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় ও পররাষ্ট্রীয় নীতি সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত রাখিবেন এবং রাষ্ট্রপতি অনুরোধ করিলে যে-কোন বিষয় মন্ত্রিসভায় বিবেচনার জন্য পেশ করিবেন।" | প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ নেয়ার ব্যবস্থা বাদ দিতে হবে | এফবিসিসিআই |
| | | রাষ্ট্রপতি তাঁহার সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শের বদলে উক্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ/ দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদীয় কমিটির মতামত গ্রহণ করিবেন। পরামর্শ বা আলোচনা করা হয়েছে কিনা তা তদন্তের ব্যবস্থা থাকবে। | সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ। |

চতুর্থ ভাগ: নির্বাহী বিভাগ

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
|---|---|---|---|
| | | রাষ্ট্রপতি হওয়ার বয়স ৩৫ থেকে বৃদ্ধি করে ৪২ করার সুপারিশ। | সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেভলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ। |
| | | রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। | হাদীছ ফাউন্ডেশন শিক্ষাবোর্ড |
| | | রাষ্ট্রপতিকে সার্বক্ষণিক পরামর্শ দেয়ার জন্য ১৬ সদস্য বিশিষ্ট জ্ঞানী, বিচক্ষণ, ধর্মভীরু উপদেষ্টা নিয়োগ দিতে হবে। মূলত তাঁরাই নির্বাহী ভূমিকা পালনে রাষ্ট্রপতিকে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করবেন। রাষ্ট্রপতি সর্বোচ্চ পরামর্শকগণের সাথে পরামর্শ করে দেশের ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, গভর্ণর, প্রধান বিচারপতি, তিন বাহিনীর প্রধান, জাতীয় মসজিদের খতিব ইত্যাদি পদে নিয়োগ প্রদান করবেন কিংবা অপসারণ করবেন। তিনি ইসলাম বিরোধী কোন আইন প্রণয়ন করতে পারবেন না। স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র বিষয়ক ক্রান্তিকালীন এবং জটিল বিষয়ের সিদ্ধান্ত প্রেসিডেন্টকে নিতে হবে। | হাদীছ ফাউন্ডেশন শিক্ষাবোর্ড |
| | | "৭. রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন।<br>ক. রাষ্ট্রপতিকে অবশ্যই নির্দলীয় বা অদলীয় ব্যক্তি হতে হবে।<br>খ. রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে নির্দলীয় বা অদলীয় ব্যক্তিদেরকে রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনয়ন প্রদান করতে হবে।<br>গ. রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে 'নিম্নকক্ষ', 'উচ্চকক্ষ এবং প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যগণ ভোট দিবেন।<br>ঘ. জাতীয় সংসদের 'উভয় কক্ষ'র ঐকমত্যের ভিত্তিতে উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন।<br>ঙ. উপ-রাষ্ট্রপতি 'উচ্চকক্ষ'র অধ্যক্ষ থাকবেন।<br>" | সিরাজুল আলম খান সেন্টার |
| | | রাষ্ট্রপতি শ্যাসিত সরকারের পরিসর ছোট হবে। মন্ত্রীসভা ২০ থেকে ৩০ সদস্য বিশিষ্ট হবে। | হাদীছ ফাউন্ডেশন শিক্ষাবোর্ড |
| | | রাষ্ট্রপতির বয়স ৩৫ এর নিচে এবং ৮৫ এর উপরে হইবে না | বিয়াম ফাউন্ডেশন গবেষণা ও পরামর্শ সেবা কেন্দ্র |
| | | যেকোন কারণে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে পদাধিকারবলে উপরাষ্ট্রপতি দেশের সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন। | হাদীছ ফাউন্ডেশন শিক্ষাবোর্ড |
| **অনুচ্ছেদ ৪৯ (ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার)** | কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে-কোন দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মঞ্জুর করিবার এবং যে-কোন দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে। | যুক্ত করুন: তবে মানবতাবিরোধী অপরাধ বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এই দারা প্রযোজ্য হবে না | এসো. ফর ল্যান্ড রিফরমস এন্ড ডেভলপমেন্ট |
| | | ৪৯। কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে-কোন দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মঞ্জুর করিবার এবং যে-কোন দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে।এক্ষেত্রে তিনি জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল এবং ন্যায়পালের ছাড়পত্র নিতে বাধ্য থাকিবেন।তবে ছাড়পত্র পাইলেও ক্ষমা প্রদর্শনে বাধ্য থাকিবেন না। | রাষ্ট্রবিচার |
| | | ন্যায্যতার সাথে ক্ষমতার চর্চা। রাষ্ট্রপতি ক্ষমা করার অধিকার পাবেন। তবে তা অবশ্যই ন্যায্যভাবে চর্চা করতে হবে। | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |

| | চতুর্থ ভাগ: নির্বাহী বিভাগ | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবক দলের নাম** |
| | | কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে-কোন দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মঞ্জুর করিবার এবং যে-কোন দণ্ড মওকুফ, স্থগিত। বা হ্রাস করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে না। তবে ভুক্তভোগী অথবা তার পরিবারের সম্মতিতে থাকিবে। | আযহার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বাংলাদেশ |
| | | "কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে-কোন দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মঞ্জুর করিবার এবং যে-কোন দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করিতে সুপারিশ করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে। " | সেন্টার ফর ইথিক্যাল রিসার্চ এন্ড থটস (সার্ট) |
| | | ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকারের ক্ষেত্রে "আইনসাপেক্ষে" কথাটি যুক্ত করা উচিৎ। | জুডিসিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন |
| | | "Article 49 of the Constitution may allow the President to grant reprieves and respites and to suspend or commute any sentence passed by any court, tribunal, or other authority. However, the Power of Granting Pardon must be revoked. " | Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre |
| **অনুচ্ছেদ ৫০ (রাষ্ট্রপতি-পদের মেয়াদ)** | "৫০। (১) এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরের মেয়াদে তাঁহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, রাষ্ট্রপতির পদের মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার উত্তরাধিকারী-কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।<br>(২) একাদিক্রমে হউক বা না হউক-দুই মেয়াদের অধিক রাষ্ট্রপতির পদে কোন ব্যক্তি অধিষ্ঠিত থাকিবেন না।<br>(৩) স্পীকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে রাষ্ট্রপতি স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।<br>(৪) রাষ্ট্রপতি তাঁহার কার্যভারকালে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না, এবং কোন সংসদ-সদস্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইলে রাষ্ট্রপতিরূপে তাঁহার কার্যভার গ্রহণের দিনে সংসদে তাঁহার আসন শূন্য হইবে।" | এক মেয়াদের বেশি নয় | ঢাকা মহানগর আইনজীবী সমিতি |
| | | দুই মেয়াদের বেশি নয় | এসো. ফর ল্যান্ড রিফরমস এন্ড ডেভলপমেন্ট |
| | | "একটানা দুই মেয়াদ এবং সর্বোচ্চ তিন মেয়াদে একজন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি হতে পারেন। রাষ্ট্রপতি পদের মেয়াদ ৪ বছর করলে ভালো হয়। " | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |
| | | ৫০। (২) সংসদ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে দ্বিতীয় মেয়াদে রাষ্ট্রপতির কার্যকাল বর্ধিত করিতে পারিবেন। একাদিক্রমে হউক বা না হউক-দুই মেয়াদের অধিক রাষ্ট্রপতির পদে কোন ব্যক্তি অধিষ্ঠিত থাকিবেন না।তবে নির্বাচনের মাধ্যমে তৃতীয় মেয়াদে কার্যভার নিতে পারিবেন | রাষ্ট্রবিচার |
| | | ৫০ (১) এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে চার বৎসরের মেয়াদে তাঁহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। | আযহার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বাংলাদেশ |
| | | "রাষ্ট্রপতির ক্ষমতায়ন<br>রাষ্ট্রপতি সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হইবে<br>রাষ্ট্রপতির মেয়াদ হইবে চার বছর<br>সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য কমিশন গঠন করিতে হইবে এবং উক্ত কমিশন রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী থাকিবেন<br>রাষ্ট্রপতি হইবে নির্দলীয় ব্যক্তি<br>দুইবারের বেশি একজন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি পদে আসীন থাকিতে পারিবেন না। " | বিয়াম ফাউন্ডেশন গবেষণা ও পরামর্শ সেবা কেন্দ্র |

চতুর্থ ভাগ: নির্বাহী বিভাগ

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ ৫২** | "৫২। (১) এই সংবিধান লংঘন বা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসিত করা যাইতে পারিবে; ইহার জন্য সংসদের মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বাক্ষরে অনুরূপ অভিযোগের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া একটি প্রস্তাবের নোটিশ স্পীকারের নিকট প্রদান করিতে হইবে; স্পীকারের নিকট অনুরূপ নোটিশ প্রদানের দিন হইতে চৌদ্দ দিনের পূর্বে বা ত্রিশ দিনের পর এই প্রস্তাব আলোচিত হইতে পারিবে না; এবং সংসদ অধিবেশনরত না থাকিলে স্পীকার অবিলম্বে সংসদ আহবান করিবেন।<br>(২) এই অনুচ্ছেদের অধীন কোন অভিযোগ তদন্তের জন্য সংসদ কর্তৃক নিযুক্ত বা আখ্যায়িত কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষের নিকট সংসদ রাষ্ট্রপতির আচরণ গোচর করিতে পারিবেন।<br>(৩) অভিযোগ-বিবেচনাকালে রাষ্ট্রপতির উপস্থিত থাকিবার এবং প্রতিনিধি-প্রেরণের অধিকার থাকিবে।<br>(৪) অভিযোগ-বিবেচনার পর মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে অভিযোগ যথার্থ বলিয়া ঘোষণা করিয়া সংসদ কোন প্রস্তাব গ্রহণ করিলে প্রস্তাব গৃহীত হইবার তারিখে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইবে।<br>(৫) এই সংবিধানের ৫৪ অনুচ্ছেদ-অনুযায়ী স্পীকার কর্তৃক রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব-পালনকালে এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী এই পরিবর্তন-সাপেক্ষে প্রযোজ্য হইবে যে, এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় স্পীকারের উল্লেখ ডেপুটি স্পীকারের উল্লেখ বলিয়া গণ্য হইবে এবং (৪) দফায় রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইবার উল্লেখ স্পীকারের পদ শূন্য হইবার উল্লেখ বলিয়া গণ্য হইবে; এবং (৪) দফায় বর্ণিত কোন প্রস্তাব গৃহীত হইলে স্পীকার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালনে বিরত হইবেন।" | ৫২ (৬) বিশেষ প্রয়োজনে সংসদ ও স্পিকারের অনুপস্থিতিতেও জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামত অনুযায়ী অথবা তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান রাষ্ট্রপতিকে পদত্যাগে করিতে অনুরোধ করিতে পারিবেন।এই ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতি প্রেসিডেন্ট হইবেন। | রাষ্ট্রবিচার |
| **অনুচ্ছেদ ৫৩ (ক) (উপ-রাষ্ট্রপতি)] (নতুনভাবে প্রস্তাবিত** | | উপরাষ্ট্রপতি ও উপ-প্রধানমন্ত্রীর পদ সৃষ্টি করা উচিত | ঢাকা মহানগর আইনজীবী সমিতি |
| | | উপ-রাষ্ট্রপতির বিধান সংযোজন: প্রদেশগুলোর জন্য একজন করে উপ-রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দেওয়া যায়। উপ- রাষ্ট্রপতি কেন্দ্র ঠিক করে দিবে না, বরং প্রাদেশিক আইনসভা উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করবে। | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
|---|---|---|---|
| | | ৫৩ (১) শারীরিক ও মানসিক অসামর্থতার কারণে রাষ্ট্রপতি অর্পিত দায়িত্ব পালনে অক্ষম হন, যাহা চিকিৎসক দ্বারা সমর্থিত হলে তবে, শর্ত থাকে যে নিউরো ডেবলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার ছাড়া অন্য কোনো আকিস্মিক প্রতিবন্ধীতার কারণে দায়িত্ব পালনে অক্ষম বা অসমর্থ হয়েছেন যা চিকিৎসক দ্বারা প্রতীয়মান হলেও বিষয়টি যুক্তিযুক্ত হবে না। | সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ। |
| | | ৫৩ (৮) শারিরীক অসামর্থ্যের কারনে বিশেষ ক্ষেত্রে সংসদ ও স্পিকারের অনুপস্থিতিতেও জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল্ অথবা প্রধান বিচারপতির নিকট রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ পত্র পেশ করিতে পারিবেন।এই ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতি প্রধান পদাধিকার বলেই প্রেসিডেন্ট হইবেন। এমতাবস্থায় নতুন প্রেসিডেন্ট নতুন তত্ত্বাবধায়ক প্রধান বাছাই করিবেন। | রাষ্ট্রবিচার |
| **অনুচ্ছেদ ৫৪ (অনুপস্থিতি প্রভৃতির-কালে রাষ্ট্রপতি পদে স্পীকার)** | ৫৪। রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে ক্ষেত্রমত রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত কিংবা রাষ্ট্রপতি পুনরায় স্বীয় কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত স্পীকার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করিবেন। | ৫৪। রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে ক্ষেত্রমত রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত কিংবা রাষ্ট্রপতি পুনরায় স্বীয় কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করিবেন। | রাষ্ট্রবিচার |
| **অনুচ্ছেদ ৫৫ (মন্ত্রীসভা)** | "৫৫। (১) প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি মন্ত্রিসভা থাকিবে এবং প্রধানমন্ত্রী ও সময়ে সময়ে তিনি যেরূপ স্থির করিবেন, সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী লইয়া এই মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে।<br>(২) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা তাঁহার কর্তত্বে এই সংবিধান-অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হইবে।<br>(৩) মন্ত্রিসভা যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী থাকিবেন।<br>(৪) সরকারের সকল নির্বাহী ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতির নামে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা হইবে।<br>(৫) রাষ্ট্রপতির নামে প্রণীত আদেশসমূহ ও অন্যান্য চুক্তিপত্র কিরূপে সত্যায়িত বা প্রমাণীকৃত হইবে, রাষ্ট্রপতি তাহা বিধিসমূহ-দ্বারা নির্ধারণ করিবেন এবং অনুরূপভাবে সত্যায়িত বা প্রমাণীকৃত কোন আদেশ বা চুক্তিপত্র যথাযথভাবে প্রণীত বা সম্পাদিত হয় নাই বলিয়া তাহার বৈধতা সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।<br>(৬) রাষ্ট্রপতি সরকারী কার্যাবলী বন্টন ও পরিচালনার জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন করিবেন।" | ৫৫(৩) এ মন্ত্রীসভা একক ও যৌথভাবে সংসদের কাছে দায়ী থাকবে – এমন ব্যবস্থা রাখতে হবে। এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় ন্যায়পালের দায়িত্বও রাখতে হবে। | রাষ্ট্রবিচার |

চতুর্থ ভাগ: নির্বাহী বিভাগ

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
| --- | --- | --- | --- |
| | | ৫৫ (১) প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশে একটি মন্ত্রিসভা থাকিবে এবং প্রধানমন্ত্রী ও সময়ে সময়ে তিনি যেরূপ স্থির করিবেন, সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী লইয়া এই মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে এবং বিরোধী দল হইতে কমপক্ষে দুই-দশমাংশ মন্ত্রী রাখা হইবে। | আযহার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বাংলাদেশ |
| | | "প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য<br>একাধিকক্রমে কেহ দুইবারের বেশি প্রধানমন্ত্রী হইতে পারিবেন না<br>প্রধানমন্ত্রী হইলে তিনি দলের চেয়ারপার্সনের পদ থেকে পদত্যাগ করিবেন<br>প্রধানমন্ত্রী তথা সরকারের মেয়াদ হইবে চার বছর<br>যিনি প্রধানমন্ত্রী হইবেন তিনি দলের কোনো নির্বাহী পদে থাকিতে পারিবেন না। " | বিয়াম ফাউন্ডেশন গবেষণা ও পরামর্শ সেবা কেন্দ্র |
| | | ৫৫(১) তবে মন্ত্রীসভা জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক হতে হবে যেমন: 'প্রতিবন্ধী, দলিত, আদিবাসী ও হিজড়া জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে' এটা যোগ করতে হবে। | সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিইউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ। |
| | | ৫৫(২) রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতা থাকবে রাষ্ট্রপতির হাতে। | |
| | | নির্বাহী ক্ষমতার একটা অংশ রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত করতে হবে যাতে প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা হয়। | জকিগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরী, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন, বাঁচতে শেখা (NGO), যশোর |
| **অনুচ্ছেদ ৫৬ (মন্ত্রীগণ)** | "(১) একজন প্রধানমন্ত্রী থাকিবেন এবং প্রধানমন্ত্রী যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রী থাকিবেন।<br>(২) প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রীদিগকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দান করিবেন:<br>তবে শর্ত থাকে যে, তাঁহাদের সংখ্যার অন্যূন নয়-দশমাংশ সংসদ-সদস্যগণের মধ্য হইতে নিযুক্ত হইবেন এবং অনধিক এক-দশমাংশ সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে মনোনীত হইতে পারিবেন।<br>(৩) যে সংসদ-সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন বলিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হইবেন, রাষ্ট্রপতি তাঁহাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করিবেন " | ৫৬ (২) এর শর্তের অংশ বাতিল করতে হবে। | রাষ্ট্রবিচার |
| | | "৫৬ (২) প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রীদিগকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দান করিবেন:<br>তবে শর্ত থাকে যে, তাঁহাদের সংখ্যার অন্যূন নয়-দশমাংশ সংসদ-সদস্যগণের মধ্য হইতে নিযুক্ত হইবেন এবং অনধিক এক-দশমাংশ সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে মনোনীত হইতে পারিবেন। মন্ত্রীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সর্বনিম্ন মাস্টার্স বা সমমান পাশ থাকিতে হইবে এবং মন্ত্রীগণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হইবেন। | আযহার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বাংলাদেশ |

| | চতুর্থ ভাগ: নির্বাহী বিভাগ | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবক দলের নাম** |
| | | ৫৬(৩) রাষ্ট্রপতি দলীয় প্রধানকে সরকার প্রধান বা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দিবেন না। | জকিগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরী |
| | | "একজন প্রধানমন্ত্রী থাকিবেন। এরপর প্রধানমন্ত্রী ও সুশীল ও বিদ্বান শ্রেণীর সমন্বয়ে গঠিত পরামর্শ কমিটি কর্তৃক যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রী থাকিবেন। উক্ত সুশীল ও বিধান শ্রেণীতে আলেম প্রতিনিধিও যুক্ত থাকিবেন। পাশাপাশি বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, সে হিসেবে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী মুসলিম হইতে হইবে।<br>" | সেন্টার ফর ইথিক্যাল রিসার্চ এন্ড থটস (সার্ট) |
| | | অনুচ্ছেদ ৫৬ (৪) বিলুপ্ত করতে হবে। (যেহেতু তত্ত্বাবধায়ক/অন্তবর্তীকালীন সরকার ব্যবস্থার পুনস্থাপন প্রস্তাব করছি) | "১. হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস)<br>২. বিয়াম ফাউন্ডেশন গবেষণা ও পরামর্শ সেবা কেন্দ্র<br>3. Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre" |
| **অনুচ্ছেদ ৫৭ (প্রধানমন্ত্রীর পদের মেয়াদ)** | "৫৭। (১) প্রধানমন্ত্রীর পদ শূন্য হইবে, যদি-<br>(ক) তিনি কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট পদত্যাগপত্র প্রদান করেন; অথবা<br>(খ) তিনি সংসদ-সদস্য না থাকেন।<br>(২) সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন হারাইলে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করিবেন কিংবা সংসদ ভাংগিয়া দিবার জন্য লিখিতভাবে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শদান করিবেন এবং তিনি অনুরূপ পরামর্শদান করিলে রাষ্ট্রপতি, অন্য কোন সংসদ-সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন নহেন এই মর্মে সন্তুষ্ট হইলে, সংসদ ভাংগিয়া দিবেন।<br>(৩) প্রধানমন্ত্রীর উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীকে স্বীয় পদে বহাল থাকিতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই অযোগ্য করিবে না।" | এ ধারার নাম "প্রধানমন্ত্রী পদের শূণ্যতা" করা যেতে পারে | এফবিসিসিআই |
| | | ২ বারের/মেয়াদের অধিক প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না | "ইঞ্জিনিয়ারস ইন্সটি.<br>ঢাকা মহানগর আইনজীবী সমিতি<br>এফবিসিসিআই ,<br>নাগরিক উদ্যোগ,<br>সুজন সুশাসনের জন্য নাগরিক,<br>রাষ্ট্রবিচার,<br>আযহার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বাংলাদেশ<br>হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস)" |
| | | একজন ব্যক্তি একই সাথে দলীয় প্রধান ও প্রধানমন্ত্রী পদে থাকতে পারবেন না। | হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস) |
| | | একজন প্রধানমন্ত্রী পর পর ২ দুইবার প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না। | বাঁচতে শেখা (NGO), যশোর |
| | | পরপর দুই মেয়াদের বেশি নয়, দলীয় প্রধান ও প্রধানমন্ত্রী এক সঙ্গে নয় | ১. এসো. ফর ল্যান্ড রিফরমস এন্ড ডেভলপমেন্ট<br>২. কনজুমারাস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ |
| | | রাষ্ট্রপতির ন্যায় প্রধানমন্ত্রীর দুই মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ, ৫ বছরের স্থানে ৪ বছর হবে। সংসদের মেয়াদও হবে ৪ বছর। | নোয়াব |
| | | প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা হ্রাস করে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে | বাঁচতে শেখা (NGO), যশোর |

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
|---|---|---|---|
| | | (প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ) একাধিক্রমে হউক বা না হউক-দুই মেয়াদের অধিক প্রধানমন্ত্রী পদে কোনো ব্যক্তি অধিষ্ঠিত থাকিবেন না। | সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবেলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ। |
| | | প্রধানমন্ত্রীর পদ শুন্য হইবে যদি তিনি রাষ্ট্রপতির নিকট পদত্যাগপত্র পেশ করেন অথবা তিনি সংসদ ভাঙ্গিয়া দেন অথবা রাষ্ট্রপতি নিজে সংসদ ভাঙ্গিয়া দেন অথবা অন্য কোনে কারণে তিনি দেশ ত্যাগ করেন | বিয়াম ফাউন্ডেশন গবেষণা ও পরামর্শ সেবা কেন্দ্র |
| | | "Article 57 must have a sub-clause that will not Allow any person to be a Prime Minister more than twice in a row. Article 57 must have a sub-clause that will not allow any Prime Minister to be the Head of any Political Party in any way. " | Bangladesh Islamic Law Research and legal Aid Centre |
| [অনুচ্ছেদ ৫৮ক (পরিচ্ছেদের প্রয়োগ)] (বর্তমানে বিলুপ্ত অনুচ্ছেদ) | | ৫৮ অন্যান্য মন্ত্রীর পদের মেয়াদ: একাধিক্রমে হউক বা না হউক-দুই মেয়াদের অধিক মন্ত্রী পদে কোনো ব্যক্তি অধিষ্ঠিত থাকিবেন না। | সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবেলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ। |

চতুর্থ ভাগ: নির্বাহী বিভাগ

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
|---|---|---|---|
| ২ক পরিচ্ছেদ-- নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার: অনুচ্ছেদ ৫৮খ হইতে ৫৮ঙ (বর্তমানে বিলুপ্ত পরিচ্ছেদ) | | তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনবহাল করা হোক | " ১. ইঞ্জিনিয়ারস ইন্সটিটিউট,<br>২. ঢাকা ম. আইনজীবী সমিতি<br>৩. বাংলাদেশ ইন্টলেকচুয়াল মুভমেন্ট<br>৪. বালাকোট চেতনা উজ্জীবন পরিষদ<br>৫. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন<br>৬. জকিগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরী<br>৭. কনজুমারাস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ<br>৮. হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস)<br>" |
| | | সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পুনঃপ্রবর্তন করতে হবে। জাতীয় সংসদের মেয়াদ পূর্তির ৩ মাস পূর্বে সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে দেশ পরিচালনায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হবেন একজন বিচারপতি। | বাঁচতে শেখা (NGO), যশোর |
| | | ১৯৯৬ সালের ত্রয়োদশ সংশোধনী মোতাবেক নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। | রাষ্ট্রবিচার |
| | | "৫৮ (ক) নির্দলীয় তত্ত্ববধায় সরকার ধারাটি বিলুপ্ত হবে না।<br>" | সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবেলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল’স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ। |
| | | সংশোধনী সাপেক্ষে তত্তাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন করার প্রস্তার করছি। প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের ক্ষেত্রে বিচার বিভাগের প্রাক্তন পদাধিকারগণকে বাধ্যতামূলকভাবে বিবেচনা করার বিধান থাকতে পারবে না, সেটা সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। সর্বশেষ জাতীয় নির্বাচনের দল গুলোর প্রাপ্ত ভোটের হারের ভিত্তিতে মনোনীত ১০ জনের একটি প্যানেল প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করবেন। সরকারের সর্বোচ্চ 20 জন উপদেষ্টা প্রধান উপদেষ্টা নিজেই বাছাই করবেন | জুডিসিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন |
| | | "নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন (তিনি মাসের স্থানে ছয় মাস কার্যকর করা) এবং ওই সময় বিচার বিভাগকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাথে যুক্ত না করা।<br>" | "১. সুজন সুশাসনের জন্য নাগরিক<br>২. নারী পক্ষ<br>" |
| | | "তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনর্বহাল করা হোক।<br>- তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থায় কিছু প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা হোক, যার মধ্যে রয়েছে:<br>- প্রধান উপদেষ্টার নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে বিচার বিভাগকে দূরে রাখা,<br>- রাষ্ট্রপতিকে সিএ হওয়ার থেকে বিরত রাখা,<br>- তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যকাল এবং কার্যক্রম স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা।" | ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ল' স্টুডেন্টস ফোরাম ফর রিফর্ম প্রপোজাল |

চতুর্থ ভাগ: নির্বাহী বিভাগ

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
|---|---|---|---|
| | | "৫৮ (২)(ক) ১। তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা<br>২। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ হইবে কমপক্ষে এক বছর। তবে বিশেষ পরিস্থিতিতে ছয় মাস পর্যন্ত এই মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।" | বিয়াম ফাউন্ডেশন গবেষণা ও পরামর্শ সেবা কেন্দ্র |
| | | ৫৮ (৪) বাতিল হইবে | বিয়াম ফাউন্ডেশন গবেষণা ও পরামর্শ সেবা কেন্দ্র |
| | | "নির্বাচনকালীন সরকার গঠন।<br>ক. জাতীয় সংসদের (পার্লামেন্ট) 'উচ্চকক্ষ' থেকে নির্বাচিত নির্দলীয় বা অদলীয় সদস্যদের মধ্য থেকে রাষ্ট্রপতি<br>'নির্বাচনকালীন সরকার' গঠন করবেন।<br>খ. 'নির্বাচনকালীন সরকার'-এর অধীনে জাতীয় সংসদ, প্রাদেশিক পরিষদ, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও<br>সিটি কর্পোরেশনসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।<br>গ. মহানগর 'মেট্রোপলিটন গভর্নমেন্ট' ব্যবস্থা থাকবে। 'মেট্রোপলিটন গভর্নমেন্ট' কেন্দ্রীয় ফেডারেল সরকার'র অধীনে<br>থাকবে। 'উচ্চকক্ষে মেট্রোপলিটন গভর্নমেন্টের প্রতিনিধিত্ব থাকবে।<br>ঘ. 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা'র জনগণের সরাসরি ভোটে অদলীয়ভাবে নির্বাচিত ৩ (তিন) জন সদস্য উচ্চকক্ষে থাকবে।<br>৬. প্রবাসীদের ভোটাধিকার থাকবে। প্রবাসীদের দ্বারা নির্বাচিত কমপক্ষে ১০ (দশ) জন প্রতিনিধি 'উচ্চকক্ষে' থাকবে।" | সিরাজুল আলম খান সেন্টার |
| | | নির্বাচনকালীন রাজনৈতিক সরকারের রূপরেখা কি হবে সেজন্য জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে এলাকা স্থায়ী, টেকসই, মজবুত, জনবান্ধব এবং সুদূরপ্রসারী সমাধানে পৌঁছাতে হবে। এরূপ সরকারকে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি দিয়ে দিতে হবে। | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |
| | | Article 2) 58/A) NON PARTY CARE TAKER GOVERNMENTMust be reinstatement. If needed, this system could be adopted again in a reformed scheme in consultation with the major political parties. | Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre |
| **অনুচ্ছেদ ৫৯ (স্থানীয় সরকার)** | ৫৯। (১) আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক এককাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে।<br>(২) এই সংবিধান ও অন্য কোন আইন-সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা যেরূপ নির্দিষ্ট করিবেন, এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লিখিত অনুরূপ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান যথোপযুক্ত প্রশাসনিক এককাংশের মধ্যে সেইরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন এবং অনুরূপ আইনে নিম্নলিখিত বিষয় সংক্রান্ত দায়িত্ব অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবে:<br>(ক) প্রশাসন ও সরকারী কর্মচারীদের কার্য;<br>(খ) জনশৃংখলা রক্ষা;(গ) জনসাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন-সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন | অনুচ্ছেদ-৫৯(২) এর শেষে সংযোজন হবে-<br>(৩) আদিবাসী অধ্যুষিত/বসবাসরত পার্বত্য রাঙ্গামাটি, পার্বত্য খাগড়াছড়ি ও পার্বত্য বান্দরবান জেলাত্রয় সমন্বয়ে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি বিশেষ অঞ্চল হিসেবে বিশেষ আইনের মাধ্যমে প্রশাসিত হইবে, এবং সংশ্লিষ্ট জেলা ও অঞ্চলের পরিষদসমূহে আদিবাসীদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকিবে।<br>(৪) দেশের আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোর স্থানীয় শাসন-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে আদিবাসী মহিলাসহ আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকিবে। | সিএইচটি ওয়ার্কিং গ্রুপ ফর ন্যাশনাল রিফর্ম |
| | | স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী ও কার্যকর করতে স্থানীয় প্রশাসনে ও উন্নয়ন কার্যক্রমে সংসদ সদস্যদের কোনো ভূমিকা থাকবে না। | হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস) |
| | | প্রাদেশিক ব্যবস্থাকে মজবুত, টেকসই ও উন্নত করে গড়ে তুলতে পারলে স্থানীয় সরকার/শাসন ব্যবস্থার প্রয়োজন হবে না। এটি বিলোপ করা যেতে পারে। | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |
| | | উপজেলা প্রশাসনকে গতিশীল ও ক্ষমতাসম্পন্ন করার জন্য সংসদ সদস্যদের সর্বপ্রকার প্রভাব থেকে মুক্ত করতে হবে। | নোয়াব |
| | | স্থানীয় সরকার নিরবাচন নির্দলীয়ভাবে হওয়া উচিত | ঢাকা মহানগর আইনজীবী সমিতি |
| | | স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করতে সংসদদের হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ করা এবং সমন্বিত আইন প্রণয়ন করা।/স্থানীয় সরকারের স্বায়ত্বশাসন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন করা। | নাগরিক উদ্যোগ, নারী পক্ষ, নোয়াব |
| | | নির্বাচিত সংসদ আইন ও নীতি প্রণয়ন করবে। স্থানীয় উন্নয়নে অংশগ্রহণ বন্ধ করা। | নাগরিক উদ্যোগ |
| | | স্থানীয় সরকারকে ক্ষমতায়ন, পরিচালনা ও অর্থপ্রক্রিয়া বিষয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় নগরবাসীর সরাসরি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। | জাস্ট আরবান এন্ড রিভার এন্ড ডেল্টা রিসার্চ |

চতুর্থ ভাগ: নির্বাহী বিভাগ

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
|---|---|---|---|
| | | ৫৯। (৩) দলীয় রাজনৈতিক মতাদর্শ অথবা প্রতীকে স্থানীয় নির্বাচন নিষিদ্ধ করতে হবে। | রাষ্ট্রবিচার |
| | | স্থানীয় শাসনকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে বার্ষিক কর্মসূচি ও বাজেট জমসম্মুখে উপস্থাপন করতে হবে যেখানে সব ধরনের নাগরিকের (প্রতিবন্ধী, দলিত, আদিবাসী ও হিজড়া জনগোষ্ঠীসহ) উপস্থিতিতে প্রকাশ করতে হবে এবং জনগণের মতামত গ্রহণের ও লিপিবদ্ধ করার প্রক্রিয়া থাকিবে। | সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবেলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ। |
| | | অনুচ্ছেদ ৫৯ এর ১ (ক) সংযোজন করা যেতে পারে এভাবে 'দেশের আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল/এলাকাগুলোর স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে আদিবাসী নারী সমূহ আদিবাসী জাতিসমূহের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকিবে। | উত্তরবঙ্গ আদিবাসী ফোরাম |
| | | ৫৯ অনুচ্ছেদের শেষাংশে সংযুক্ত করতে হবে, এই সকল প্রতিষ্ঠানসমূহে কৃষক, শ্রমিক, আদিবাসী, দলিত এবং মহিলাদিগকে যথাসম্ভব বিশেষ প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হইবে। | উত্তরবঙ্গ আদিবাসী ফোরাম |
| | | অনুচ্ছেদ ৫৯ এর ২ সংযোজন করা, ৩,আদিবাসী অধ্যুষিত পার্বত্য জেলাসমূহ সমন্বয়ে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি বিশেষ অঞ্চল হিসেবে বিশেষ আইনের মাধ্যমে শাসিত হইবে এবং সংশ্লিষ্ট জেলা ও পরিষদসমূহের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর জন্য আসন সংরক্ষিত থাকিবে। ৪, দেশের আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোর স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে আদিবাসী মহিলাসহ আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকিবে। | বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম |
| | | ৮ টি বিভাগকে (প্রাদেশিক) আধা স্বায়ত্ত শাসন দেয়া যেতে পারে। | হাদীছ ফাউন্ডেশন শিক্ষাবোর্ড |
| | | (1) Local government in every administrative unit of the republish shall be entrusted to bodies, composed of persons elected in accordance with law.<br>(2) The state retains the ultimate authority, subject to any reasonable restrictions imposed by las, has the right to withdraw the powers it delegates to local governments or to nullify any actons taken by them | Bangladesh Professionals |
| | | অনুচ্ছেদ-৫৯(২) এর শেষে সংযোজন:<br>(৩) আদিবাসী অধ্যুষিত/বসবাসরত পার্বত্য রাঙ্গামাটি, পার্বত্য খাগড়াছড়ি ও পার্বত্য বান্দরবান জেলাত্রয়<br>সমন্বয়ে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি বিশেষ অঞ্চল হিসেবে বিশেষ আইনের মাধ্যমে প্রশাসিত হইবে, এবং সংশ্লিষ্ট<br>জেলা ও অঞ্চলের পরিষদসমূহে আদিবাসীদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকিবে।<br>(৪) দেশের আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোর স্থানীয় শাসন- সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানসমূহে আদিবাসী মহিলাসহ আদিবাসী<br>জাতিগোষ্ঠীসমূহের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকিবে। | পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি |
| | | Article 59 clause to make sure that the members of parliament elected to<br>the parliamentary seat cannot interfere in the local government system. | Bangladesh Islamic Law Research and legal Aid Centre |
| | | সকল স্থানীয় সরকার নির্বাচন হইবে নির্দলীয়। | বিয়াম ফাউন্ডেশন গবেষণা ও পরামর্শ সেবা কেন্দ্র |

| | চতুর্থ ভাগ: নির্বাহী বিভাগ | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবক দলের নাম** |
| **অনুচ্ছেদ ৬০** | ৬০। এই সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীকে পূর্ণ কার্যকরতাদানের উদ্দেশ্যে সংসদ আইনের দ্বারা উক্ত অনুচ্ছেদে উল্লিখিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করিবার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করিবেন।] | স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী ও কার্যকর করতে স্থানীয় প্রশাসনে ও উন্নয়ন কার্যক্রমে সংসদ সদস্যদের কোনো ভূমিকা থাকবে না। | |
| **অনুচ্ছেদ ৬১ (সর্বাধিনায়কতা)** | [৬১। বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহের সর্বাধিনায়কতা রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত হইবে এবং আইনের দ্বারা তাহার প্রয়োগ নিয়ন্ত্রিত হইবে] | ৬১। বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহের সর্বাধিনায়কতা রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত হইবে এবং আইনের দ্বারা তাহার প্রয়োগ নিয়ন্ত্রিত হইবে।এই বিশেষ ক্ষেত্রে জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল রাষ্ট্রপতিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দান করিবেন আইনানুযায়ী। | রাষ্ট্রবিচার |
| | | ৬২।(১) (গ) প্রতিরক্ষা-বাহিনীসমূহের প্রধানদের নিয়োগদান ও তাঁহাদের বেতন ও ভাতা- নির্ধারণ করিবেন রাষ্ট্রপতি যাহা প্রধানমন্ত্রী এবং সংসদ অবগত থাকিবেন।এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দান করিবেন জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল। | রাষ্ট্রবিচার |
| **অনুচ্ছেদ ৬২** | ৬০। এই সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীকে পূর্ণ কার্যকরতাদানের উদ্দেশ্যে সংসদ আইনের দ্বারা উক্ত অনুচ্ছেদে উল্লিখিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করিবার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করিবেন।] | | |
| **অনুচ্ছেদ ৬৪ (এটর্নি জেনারেলের নিয়োগ)** | "৬৪। (১) সুপ্রীম কোর্টের বিচারক হইবার যোগ্য কোন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের অ্যাটর্নি-জেনারেল পদে নিয়োগদান করিবেন।<br>(২) অ্যাটর্নি-জেনারেল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত সকল দায়িত্ব পালন করিবেন।<br>(৩) অ্যাটর্নি-জেনারেলের দায়িত্বপালনের জন্য বাংলাদেশের সকল আদালতে তাঁহার বক্তব্য পেশ করিবার অধিকার থাকিবে।<br>(৪) রাষ্ট্রপতির সন্তোষানুযায়ী সময়সীমা পর্যন্ত অ্যাটর্নি-জেনারেল স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত পারিশ্রমিক লাভ করিবেন।" | ৬৪ (১)(ক) উপদফায় প্রধানমন্ত্রী, বিরাধীদলীয় নেতা ও প্রধান বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত কমিটি বাংলাদেশের অ্যাটরর্নি জেনারেল নিয়োগ করবেন।<br>৬৪(৪) অ্যাটর্নি জেনারেলের মেয়াদ হবে ৫ বছর। তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে পারবেন এবং সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতায় অভিশংসন করা যাবে।<br>৬৪(৫) অনুচ্ছেদে সরকার একজন সলিসিটর জেনারেল নিয়োগ করবে, তিনি রাষ্ট্রপ্রধানের সন্তোষ অনুযায়ী পদে বহাল থাকবেন। প্রাদেশিকস্তরে গভর্নর এডভোকেট জেনারেল নিয়োগ দিবেন মুখ্যমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেতা ও হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত কমিটি। প্রাদেশিক মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী গভর্নর প্রদেশের চিফ প্রসিকিউটর ও প্লিডার নিযুক্ত করবেন। তিনি গভর্নরের সন্তোষ অনুযায়ী পদে বহাল থাকবেন। একটি স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করছি, যারা বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিযুক্ত হবেন। | জুডিসিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন |
| **অন্যান্য প্রস্তাব** | | বিকল্প বিধান: সংবিধানে রাষ্ট্রপতি, সংসদের সভাপতি, প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পালনে অক্ষমতার জন্য তাৎক্ষণিক বিকল্প বিধান আছে। কিন্তু অতীব গুরুত্বপূর্ণ পদ, রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগের প্রধান প্রধানমন্ত্রীর কোনো বিকল্প নেই। সাংবিধানিক শূন্যতা এড়াতে প্রধানমন্ত্রীর অক্ষমতা বা মৃত্যুর পর তাৎক্ষণিকভাবে কে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের আগ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবেন তার সুস্পষ্ট রূপরেখার উল্লেখ থাকতে হবে। | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |
| | | যে কোনো রাষ্ট্রীয় জনপ্রতিনিধি উপর থেকে নিচে পর্যন্ত কেউ ২ বারের বেশি প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে না। | নারী পক্ষ |
| | | রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ-সদস্য পদের যোগ্যতার জন্য ন্যূনতম স্নাতক পাশ হওয়া উচিত | ঢাকা মহানগর আইনজীবী সমিতি |
| | | প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী পদে নির্বাচন হবে, প্রেসিডেন্ট ডিফেন্স ও বিদেশনীতি দেখবেন, প্রধানমন্ত্রী অভ্যন্তরীণ গভরনেন্স পরিচালনা করবেন | বালাকোট চেতনা উজ্জীবন পরিষদ |
| | | কেন্দ্র এবং প্রদেশের মধ্যে কয়েকটি সমন্বিত বিষয় যেমন থাকবে ঠিক একইভাবে কিছু ক্ষেত্রে প্রদেশের উপর ছেড়ে দিতে হবে। এতে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব হবে, যার সুফল মানুষের ঘরে উঠবে। | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |

চতুর্থ ভাগ: নির্বাহী বিভাগ

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
|---|---|---|---|
| | | জাতীয় আদিবাসী কমিশন:<br>১. বাংলাদেশে একটি সাংবিধানিক জাতীয় আদিবাসী কমিশন গঠিত হবে, যা একজন চেয়ারপারসন এবং সর্বাধিক চারজন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে।<br>২. রাষ্ট্রপতি আদিবাসী প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে জাতীয় আদিবাসী কমিশনের চেয়ারপারসন এবং সদস্যদের নিয়োগ করবেন।<br>৩. চেয়ারপারসন এবং সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ নিয়োগের তারিখ থেকে পাঁচ বছর হবে।<br>৪. চেয়ারপারসন ও সদস্যদের যোগ্যতা, পদ শূন্য হওয়ার পরিস্থিতি, পারিশ্রমিক ও সেবার শর্তাবলী এবং কমিশনের কার্যাবলী, কর্তব্য ও ক্ষমতা সংক্রান্ত বিষয়গুলো আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে।<br>কমিশনের কার্যাবলী, কর্তব্য ও ক্ষমতা<br>১. আদিবাসীদের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে গবেষণা ও অনুসন্ধান পরিচালনা করা এবং নীতিমালা, আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র চিহ্নিত করে সরকারকে সুপারিশ প্রদান।<br>২. আদিবাসীদের অধিকার ও উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন এবং সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে সুপারিশ প্রদান।<br>৩. আদিবাসীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট আইন ও উন্নয়নমূলক বিশেষ ব্যবস্থা কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণ এবং কার্যকর না হলে বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে পরামর্শ প্রদান।<br>৪. আদিবাসীদের অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি বা সংবিধান অনুযায়ী প্রতিবেদন প্রস্তুতে সরকারকে সহায়তা করা।<br>৫. আদিবাসীদের জাতীয় উন্নয়নের মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করা এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গনে তাদের আনুপাতিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বিদ্যমান নীতিমালা ও কর্মসূচি মূল্যায়ন ও বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ প্রদান।<br>৬. স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয় সরকারে আদিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে নীতিমালা প্রণয়ন এবং সরকারকে পরামর্শ প্রদান।<br>৭. আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষিত আসনে প্রার্থী নির্বাচন বা বাছাই প্রক্রিয়ায় সরকারকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।<br>কমিশনের আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন<br>জাতীয় আদিবাসী কমিশন প্রয়োজন অনুসারে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন করতে পারবে। | বিপনেট |
| | | বিভিন্ন পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী (আদিবাসী, দলিত, উর্দুবাসী সংখ্যালঘু,ট্রান্সজেন্ডার) আসন জাতীয় সংসদে ও স্থানীয় সরকারে রাখার ব্যবস্থা করা। | নাগরিক উদ্যোগ |
| ক্ষমতার ভারসাম্য | | ক্ষমতার ভারসাম্য এর সুলিখিত বিধান হতে পারে এরূপ: "রাষ্ট্রের তিনটি মূল অঙ্গ সম্পর্কে সংবিধানে উল্লেখ আছে। নির্বাহী বিভাগ রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে আইনসভার কাছে দায়বদ্ধ থাকে এবং বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে; নির্বাহী বিভাগের মাধ্যমে যেনো জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত থাকে ও মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে সেজন্য আইনসভা প্রয়োজনীয় আইন ও নীতি তৈরী করে এবং সংবিধানের মূল্যবোধ সমুন্নত রেখে জনগণের নিরাপত্তা ও মৌলিক অধিকার সুরক্ষিত রেখে আইন তৈরী করা হচ্ছে কি না সেজন্য বিচার বিভাগের মাধ্যমে জনগণের কাছে জবাবদিহিতা করে; বিচার বিভাগ জনরায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে আইনসভার ইচ্ছানুযায়ী নিবাহী বিভাগ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে কি না তা তদারকি করে এবং সাংবিধানিক মূল্যবোধ ও নীতি-নৈতিকতার প্রশ্নে রাষ্ট্রপতি/উপ-রাষ্ট্রপতি ও আইনসভার কাছে যৌথভাবে দায়ী।" | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |

| | পঞ্চম ভাগ: আইনসভা | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
| অনুচ্ছেদ ৬৫ (সংসদ-প্রতিষ্ঠা) | ৬৫। (১) "জাতীয় সংসদ" নামে বাংলাদেশের একটি সংসদ থাকিবে এবং এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে প্রজাতন্ত্রের আইনপ্রণয়ন-ক্ষমতা সংসদের উপর ন্যস্ত হইবে:<br>তবে শর্ত থাকে যে, সংসদের আইন-দ্বারা যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে আদেশ, বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন বা আইনগত কার্যকরতাসম্পন্ন অন্যান্য চুক্তিপত্র প্রণয়নের ক্ষমতার্পণ হইতে এই দফার কোন কিছুই সংসদকে নিবৃত্ত করিবে না।<br>(২) একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকাসমূহ হইতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আইনানুযায়ী নির্বাচিত তিন শত সদস্য লইয়া এবং এই অনুচ্ছেদের (৩) দফার কার্যকরতাকালে উক্ত দফায় বর্ণিত সদস্যদিগকে লইয়া সংসদ গঠিত হইবে; সদস্যগণ সংসদ-সদস্য বলিয়া অভিহিত হইবেন।<br>৩৪[ (৩) সংবিধান (সপ্তদশ সংশোধন) আইন, ২০১৮ প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অব্যবহিত পরবর্তী সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে শুরু করিয়া পঁচিশ বৎসরকাল অতিবাহিত হইবার অব্যবহিত পরবর্তীকালে সংসদ ভাংগিয়া না যাওয়া পর্যন্ত পঞ্চাশটি আসন কেবল মহিলা-সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে এবং তাঁহারা আইনানুযায়ী পূর্বোক্ত সদস্যদের দ্বারা সংসদে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির ভিত্তিতে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হইবেন:<br>তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার কোন কিছুই এই অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন কোন আসনে কোন মহিলার নির্বাচন নিবৃত্ত করিবে না।]<br>৩৫[ (৩ক) সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অবশিষ্ট মেয়াদে এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত তিন শত সদস্য এবং (৩) দফায় বর্ণিত পঞ্চাশ মহিলা-সদস্য লইয়া সংসদ গঠিত হইবে।]<br>(৪) রাজধানীতে সংসদের আসন থাকিবে। | সংসদ দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট হইবে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহণ করতে হবে। | সেন্টার ফর দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ,হাদীছ ফাউন্ডেশন শিক্ষাবোর্ড। |
| | | ৬৫ এর ৩ অনুচ্ছেদে মহিলাদের ৫০টি আসনের স্থলে ১০০টি আসন এবং মহিলা সদস্যদের স্থলে মহিলা ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি (সকল লিঙ্গ)'র জন্য সংরক্ষিত থাকিবে এবং তাহারা আইন অনুযায়ী পূর্বোক্ত সদস্যদের দ্বারা সংসদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির ভিত্তিতে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হইবেন। এভাবে লেখা যেতে পারে। | উত্তরবঙ্গ আদিবাসী ফোরাম |
| | | আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর প্রজাতন্ত্রে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভে পৃথক মন্ত্রনালয় গঠন ও সংসদে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। | আদিবাসী মুক্তিমোর্চা |
| | | জাতীয় সংসদ সহ সর্বক্ষেত্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত আসন ও পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা পুনরায় বাস্তবায়নের জোর দাবি জানাচ্ছে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। | বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট |
| | | অনুচ্ছেদ ৬৫(৩) এর পর নতুন অনুচ্ছেদ ৬৫(৩ ক) সংযোজিত হবে জাতীয় সংসদে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের আদিবাসী অধ্যুষিত/ বসবাসরত অঞ্চলের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে- ক) পার্বত্য চট্টগ্রাম আসনসমূহ এবং খ) সমতল অঞ্চলের নির্ধারিত আসনসমূহ (কমপক্ষে ৫টি আসন) সংরক্ষিত থাকিবে এবং আইন অনুযায়ী নির্ধারিত পদ্ধতিতে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী সংসদ সদস্য নির্বাচিত হইবেন। তবে শর্ত থাকে যে এই দফার কোনো কিছুই এই অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীনে কোনো আসনে কোনো আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী ভুক্ত ব্যক্তির নির্বাচন নিবৃত্ত করিবে না। | বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম |

| | পঞ্চম ভাগ: আইনসভা | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবক দলের নাম** |
| | | জাতীয় সংসদের মেয়াদ ৪ বছর নির্ধারণ করা। | সুজন সুশাসনের জন্য নাগরিক, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন |
| | | সংসদের মেয়াদ হবে ৪ বছর। | বাঁচতে শেখা (NGO), যশোর |
| | | সংসদ হবে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট | "১. ইঞ্জিনিয়ারস ইন্সটিটিউট;<br>২. ঢাকা মহানগর আইনজীবী সমিতি;<br>৩. এসো. ফর ল্যান্ড রিফরমস এন্ড ডেভলপমেন্ট,<br>৪. সুজন সুশাসনের জন্য নাগরিক,<br>৫. নোয়াব<br>৬. হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস)" |
| | | "নিম্ন কক্ষের সদস্য সংখ্যা হবে ৩০০ জন, যারা জনগনের ভোটে নির্বাচিত হবেন। উচ্চ কক্ষের সদস্য সংখ্যা ১০৫ জন হবে, যাদের মধ্যে ১০০ জন সদস্য নিম্ন কক্ষের প্রতিনিধি<br>নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের আনুপাতিকহারে নির্বাচিত হবেন।<br>উচ্চকক্ষ: অবসরপ্রাপ্ত বিচারক, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি, সচিব, উচ্চ পদস্থ সামরিক কর্মকর্তা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞবৃন্দ যেমন শ্রম, শিল্প, অর্থনীতি, ব্যাংকিং, বিনিয়োগ, বাজার অর্থনীতি, জলবায়ু, পানি, নদী, মানবাধিকার এবং ধর্মীয় বিশেষজ্ঞসহ বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে উচ্চ কক্ষ গঠিত হবে।<br>মহামান্য রাষ্ট্রপতি ৫ জন সদস্যকে টেকনোক্র্যাট সদস্য হিসেবে উচ্চকক্ষে মনোনীত করতে পারবেন। তিনি বিভিন্ন সুবিধাবঞ্চিত সম্প্রদায় ও বিষয়ভিত্তিক বিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়োগ দিবেন।<br>উচ্চ কক্ষে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি ১০ জন সদস্যের মধ্যে অন্তত ৩ জন নারী সদস্যকে মনোনীত করবেন।" | হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস) |
| | | সংসদের বৈঠকের স্থান: সাধারণত সংসদের আসন ঢাকা হলেও সংবিধানে দেশের যেকোনো স্থানে সংসদের বৈঠক করার সুযোগ রাখতে হবে। | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |
| | | উচ্চকক্ষ হবে ৬৪ সদস্য বিশিষ্ট। প্রত্যেক জেলা থেকে বিদগ্ধ পণ্ডিত, বিশেষজ্ঞ ও গুণীজনরা সরাসরি জনগণের ভোটে নিরবাচিত হয়ে উচ্চকক্ষে আসবেন | ঢাকা মহানগর আইনজীবী সমিতি |
| | | নিম্নকক্ষ হবে ৩০০ সদস্যের। আনুপাতিক পদ্ধতির ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলগুলো থেকে এ প্রতিনিধিরা আসবে; ১টি আসন পেতে হলে ০.৩৩% ভোট পেতে হবে | ঢাকা মহানগর আইনজীবী সমিতি |
| | | নারী আসন ৫০ এর বদলে ১০০ হওয়া উচিত। তবে সরাসরি নিরবাচনের মাধ্যমে নিম্নকক্ষে নিরবাচিত হবেন; তারা নিম্নকক্ষের অন্যান্য সদস্যের সমমর্যাদা লাভ করবেন | ঢাকা মহানগর আইনজীবী সমিতি |
| | | প্রত্যেক জাতি ও ধর্মর প্রতিনিধি রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করা উচিত | ঢাকা মহানগর আইনজীবী সমিতি |
| | | সকল পর্যায়ে নারী জনপ্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা ও এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষিত করা এবং প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। | নারী পক্ষ |
| | | নারীদের জন্য প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা ও সংসদে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। | নাগরিক উদ্যোগ |
| | | সংসদের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করে ৪০০ আসনে নিয়ে যাওয়া ও নারীদের জন্য ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে ১০০টি আসন সংরক্ষণ করা এবং প্রত্যেক আসনে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। | সুজন সুশাসনের জন্য নাগরিক |
| | | সংসদে সংরক্ষিত আসন সংখ্যা হবে ত্রিশ। উক্ত আসনগুলোতে রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম ও ইসলামী শরিয়াহ বিশেষজ্ঞ পাঁচজন প্রতিনিধি, অন্যান্য ধর্মের একজন করে ধর্মীয় প্রতিনিধি যথা হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান প্রতিনিধি, রাষ্ট্রের প্রধান মুফতী, উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও নৃ-গোষ্ঠীর প্রতিনিধি, নারী ও শিশু প্রতিনিধি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রযুক্তি, অর্থ, বাণিজ্য বিশেষজ্ঞদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে। | আযহার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বাংলাদেশ |
| | | সংসদ নির্বাচন পদ্ধিতি হবে প্রাপ্ত ভোটের আনুপাতিক হার। দলের প্রতিকে নির্বাচন হবে। প্রাপ্ত ভোটের আনুপাতিক হারে সংসদে আসন পাবে দল। | বাংলাাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন |
| | | পরীক্ষামূলকভাবে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ চালু করা যেতে পারে | ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ল' স্টুডেন্টস ফোরাম ফর রিফর্ম প্রপোজাল |
| | | সংসদ দ্বিকক্ষবিশিষ্ট হতে হবে। | সেন্টার ফর ল, গভর্ন্যান্স অ্যান্ড পলিসি (CELGAP) |
| | | দেশের ৮টি বিভাগকে ৮টি প্রদেশ ঘোষণা করা। | নারী পক্ষ |

| পঞ্চম ভাগ: আইনসভা | | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
| | | বাংলাদেশে প্রাদেশিক ব্যবস্থা চালু করতে পারলে রাজধানী ঢাকার উপর চাপ কমবে এবং সুষম উন্নয়ন সম্ভব হবে। জনবহুল দেশে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছানো সম্ভব হবে। কোনো ফ্যাসিবাদ বা স্বৈরাচার গজাতে পারবে না। | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |
| | | পেশাভিত্তিক দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদ হইবে। | বিয়াম ফাউন্ডেশন গবেষণা ও পরামর্শ সেবা কেন্দ্র |
| | | "অনুচ্ছেদ ৬৫(৩) এবং পর নতুন অনুচ্ছেদ ৬৫(৩ক) সংযোজিত হবে।<br>“জাতীয় সংসদে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের আদিবাসী অধ্যুষিত/বসবাসরত অঞ্চলের আদিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে আদিবাসী মহিলাসহ আদিবাসী জাতিগোষ্ঠিসমূহের জন্য ১৫টি আসন (সাধারণ আসন ব্যতীত) সংরক্ষিত থাকিবে এবং আইনানুযায়ী নির্ধারিত পদ্ধতি আদিবাসী সংসদ সদস্যগণ নির্বাচিত হইবেন; তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার কোন কিছুই এই অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন কোন আসনে কোন আদিবাসী ব্যক্তির নির্বাচন নিবৃত্ত করিবে না।”" | পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি |
| | | ১. ফেডারেল পদ্ধতির কেন্দ্রীয় সরকার।<br>ক. রাষ্ট্রপতি থাকবেন রাষ্ট্রপ্রধান।<br>খ. একজন উপ-রাষ্ট্রপতি থাকবেন।<br>গ. সংসদীয় ব্যবস্থা থাকবে।<br>ঘ. প্রধানমন্ত্রী সরকার প্রধান এবং নির্বাহী প্রধান থাকবেন।<br>ঙ. বাংলাদেশ কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত হবে।<br>চ. জাতীয় 'প্রতিরক্ষা বিভাগ' রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যস্ত থাকবে।<br>ছ. উপজেলা ভিত্তিক 'স্ব-শাসিত স্থানীয় সরকার' ব্যবস্থা থাকবে। | সিরাজুল আলম খান সেন্টার |
| | | ২. নিম্নকক্ষ ও উচ্চকক্ষ সমন্বয়ে দেশের জাতীয় সংসদ (পার্লামেন্ট) হবে দুইকক্ষ বিশিষ্ট।<br>ক. 'নিমকক্ষ' হবে ৩০০ সদস্য বিশিষ্ট। নিম্নকক্ষে রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত এলাকা ভিত্তিক নির্বাচিত প্রতিনিধি<br>থাকবেন।<br>খ. 'উচ্চকক্ষ' ২০০ সদস্য বিশিষ্ট। উচ্চকক্ষে থাকবেন:-<br>১. শ্রম-কর্ম-পেশায় নিয়োজিত (শ্রমজীবী, কর্মজীবী, পেশাজীবী) ব্যক্তিদের দ্বারা নির্দলীয় বা অদলীয়ভাবে নির্বাচিত সদস্য।<br>২. প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের দ্বারা নির্দলীয় বা অদলীয়ভাবে নির্বাচিত নারী সদস্য।<br>৩. 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা'র নাগরিকদের দ্বারা নির্দলীয় বা অদলীয়ভাবে নির্বাচিত সদস্য।<br>৪. রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত সদস্য (মূলত প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং আমলা-কর্মকর্তা ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মধ্য থেকে)।<br>৫. প্রাদেশিক পরিষদের প্রতিনিধি।<br>৬. জাতীয় নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোট অনুযায়ী আনুপাতিক হারে রাজনৈতিক দলসমূহের মনোনীত সদস্য।<br>গ. 'উচ্চকক্ষ'র অধ্যক্ষ থাকবেন উপ-রাষ্ট্রপতি।<br>ঘ. জাতীয় সংসদের (উভয় 'কক্ষ') মেয়াদকাল হবে ৩/৪ (তিন/চার) বছর।<br>ঙ. জাতীয় সংসদের উচ্চকক্ষে প্রবাসী বাংলাদেশের নাগরিকদের ১০ (দশ) জন নির্বাচিত সদস্য থাকবে। | সিরাজুল আলম খান সেন্টার |
| | | Women Quota: The 1972 Constitution reserved 15 seats for the next 10 years which almost loses its necessity nowadays as that reservation did not serve any meaningful purpose for a long time. Rather, 20 seats may be reserved for women in the upper Chamber to accommodate women entrepreneurs, women rights experts, women representatives from RMG, labor market, ethnic minority groups, etc. | Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre |
| অনুচ্ছেদ ৬৫ (সংসদ-প্রতিষ্ঠা) | | ৬৫ (৩) অনুচ্ছেদে বর্ণিত সপ্তদশ সংশোধনী বাতিল করতে হবে। জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করে মোট আসন সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশে উন্নীতকরণ, এই আসনে সরাসরি নির্বাচন এবং নির্বাচনী এলাকা পুনঃনির্ধারণ করতে হবে। | বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ |
| | | অনুচ্ছেদ ৬৫(৩) এর পর নতুন অনুচ্ছেদ ৬৫ (৩খ) সংযোজিত হইবে।<br>“জাতীয় সংসদে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের আদিবাসী অধ্যুষিত/বসবাসরত অঞ্চলের আদিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে, আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলের নির্বাচনী এলাকায় সংসদীয় আসন গুলোকে আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষন করা। আদিবাসী মহিলাসহ আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের জন্য ১৫টি আসন (সাধারণ আসন ব্যতীত) সংরক্ষিত থাকিবে এবং আইনানুযায়ী নির্ধারিত পদ্ধতিতে আদিবাসী সংসদ সদস্যগণ নির্বাচিত হইবেন: তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার কোন কিছুই এই অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন কোন আসনে কোন আদিবাসী ব্যক্তির নির্বাচন নিবৃত্ত করিবে না” | সিএইচটি ওয়ার্কিং গ্রুপ ফর ন্যাশনাল রিফর্ম |

| | পঞ্চম ভাগ: আইনসভা | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
| | | "১. 'প্রতিবন্ধী পুরুষ/নারী সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ থাকিবে' বিষয়টি যুক্ত করতে হবে।<br>২. সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনের মধ্যে প্রতিবন্ধী নারীদের কে দুটি আসন দিতে হবে তা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির ভিত্তিতে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হইবেন।<br>৩. সংসদ সদস্য হবেন ২০০ জন। " | সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ। |
| **অনুচ্ছেদ ৬৬ (সংসদে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা)** | ৬৬। (১) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক হইলে এবং তাঁহার বয়স পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইলে এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত বিধান-সাপেক্ষে তিনি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইবার এবং সংসদ-সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন।<br>(২) কোন ব্যক্তি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইবার এবং সংসদ-সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি<br>(ক) কোন উপযুক্ত আদালত তাঁহাকে অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা করেন;<br>(খ) তিনি দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর দায় হইতে অব্যাহতি লাভ না করিয়া থাকেন;<br>(গ) তিনি কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করেন কিংবা কোন বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা বা স্বীকার করেন;<br>(ঘ) তিনি নৈতিক স্খলনজনিত কোন ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্যূন দুই বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তাঁহার মুক্তিলাভের পর পাঁচ বৎসরকাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে;<br>(ঙ) তিনি ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীন কোন অপরাধের জন্য দণ্ডিত হইয়া থাকেন;<br>(চ) আইনের দ্বারা পদাধিকারীকে অযোগ্য ঘোষণা করিতেছে না, এমন পদ ব্যতীত তিনি প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন; অথবা](ছ) তিনি কোন আইনের দ্বারা বা অধীন অনুরূপ নির্বাচনের জন্য অযোগ্য হন।<br>[(২ক) এই অনুচ্ছেদের (২) দফার (গ) উপ-দফা তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক হইয়া কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করিলে এবং পরবর্তীতে উক্ত ব্যক্তি- | স্নাতক পাশ ন্যূনতম | ঢাকা মহানগর আইনজীবী সমিতি |

| পঞ্চম ভাগ: আইনসভা | | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
| | (ক) দ্বৈত নাগরিকত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে, বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ত্যাগ করিলে; কিংবা<br>(খ) অন্য ক্ষেত্রে, পুনরায় বাংলাদেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করিলে-<br>এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে তিনি বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন না।]<br>[(৩) এই অনুচেছদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে কোন ব্যক্তি কেবল রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপ-মন্ত্রী হইবার কারণে প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত বলিয়া গণ্য হইবেন না।]<br>(৪) কোন সংসদ-সদস্য তাঁহার নির্বাচনের পর এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত অযোগ্যতার অধীন হইয়াছেন কি না কিংবা এই সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ অনুসারে কোন সংসদ-সদস্যের আসন শূন্য হইবে কি না, সে সম্পর্কে কোন বিতর্ক দেখা দিলে শুনানী ও নিষ্পত্তির জন্য প্রশ্নটি নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরিত হইবে এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।<br>(৫) এই অনুচ্ছেদের (৪) দফার বিধানাবলী যাহাতে পূর্ণ কার্যকরতা লাভ করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশনকে ক্ষমতাদানের জন্য সংসদ যেরূপ প্রয়োজন বোধ করিবেন, আইনের দ্বারা সেইরূপ বিধান করিতে পারিবেন। | | |
| | | টানা ৩ মেয়াদের বেশি থাকা উচিত নয় | ঢাকা মহানগর আইনজীবী সমিতি |
| | | সংসদ সদস্য হবার বয়স আঠারো বা একুশ নির্ধারণ করলে তারুণ্যকে আকৃষ্ট করবে। | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |
| | | ৬৬। (২) (জ) যদি বিশেষ ট্রাইবুনাল কর্তৃক ২০২৪ সালের জাতীয় গণঅভ্যুথানের মাধ্যমে পতিত সরকারের যে কোন স্তরের কোন ব্যক্তি যে কোন শাস্তিতে দন্ডিত হইয়া থাকেন। | রাষ্ট্রবিচার |
| | | সংসদের নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যাতা ও অযোগ্যতা: ফৌজদারী অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে অন্যূন দুই বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন তবে তিনি অযোগ্য হবেন এই বাক্য যোগ করতে হবে। | সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ। |

| | পঞ্চম ভাগ: আইনসভা | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
| | | "অতিরিক্ত আকারে যোগ হবে: সরকারি কর্মচারী সরকারি কর্ম হতে নিবৃত হওয়ার পর ন্যূনতম ৫ বৎসর কোনো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। | সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ। |
| | | কোনো অধিকার আন্দোলন, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক পরিচয়ের ইস্যুভিত্তিক কাজকে অপরাধের তকমা প্রদান করা যাইবে না। | সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ। |
| | | সংবিধানের ৬৬(৪) অনুচ্ছেদ সংশোধন করুন। স্বাধীন আদালতকে এই ধরনের বিষয়ের বিচারিক ক্ষমতা প্রদান নিশ্চিত করুন। | হিউম্যান রাইটস ওয়াচ |
| | | দ্বৈত নাগরিককে নির্বাচনে অংশগ্রহণ, প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি ও সংসদ সদস্যসহ রাষ্ট্রে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ লাভের অধিকার প্রদান | আমেরিকা-বাংলাদেশ চেম্বার অব কর্মাস অ্যান্ড ইন্ড্রাস্ট্রিজ |
| | | সংবিধানে দ্বৈত নাগরিকদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করার বিধান রাখা। | নাগরিক উদ্যোগ |
| | | "অন্যান্যের সাথে<br>১। কোন বৈধ আদালত কর্তৃক ২ বছরের বেশি সাজাপ্রাপ্ত হইলে তাৎক্ষণিকভাবে তা সদস্যপদ বাতিল হইবে।<br>২। কমপক্ষে যদি গ্রাজুয়েশন ডিগ্রিধারী না হন।<br>৩। একাধিকক্রমে দুইবারের বেশি কেহ সংসদ সদস্য নির্বাচিত হইতে পারিবেন না।<br>৪। একাধিকক্রমে ২০ কার্যদিবস সংসদে অনুপস্থিত থাকেন" | বিয়াম ফাউন্ডেশন গবেষণা ও পরামর্শ সেবা কেন্দ্র |

| | পঞ্চম ভাগ: আইনসভা | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবক দলের নাম** |
| **অনুচ্ছেদ ৬৭** | ৬৭। (১) কোন সংসদ-সদস্যের আসন শূন্য হইবে, যদি<br>(ক) তাঁহার নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে নব্বই দিনের মধ্যে তিনি তৃতীয় তফসিলে নির্ধারিত শপথগ্রহণ বা ঘোষণা করিতে ও শপথপত্রে বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরদান করিতে অসমর্থ হন:<br>তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ মেয়াদ অতিবাহিত হইবার পূর্বে স্পীকার যথার্থ কারণে তাহা বর্ধিত করিতে পারিবেন;<br>(খ) সংসদের অনুমতি না লইয়া তিনি একাদিক্রমে নব্বই বৈঠক-দিবস অনুপস্থিত থাকেন;<br>(গ) সংসদ ভাঙ্গিয়া যায়;<br>(ঘ) তিনি এই সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন অযোগ্য হইয়া যান; অথবা<br>(ঙ) এই সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে বর্ণিত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।<br>(২) কোন সংসদ-সদস্য স্পীকারের নিকট স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন, এবং স্পীকার- কিংবা স্পীকারের পদ শূন্য থাকিলে বা অন্য কোন কারণে স্পীকার স্বীয় দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে ডেপুটি স্পীকার- যখন উক্ত পত্র প্রাপ্ত হন, তখন হইতে উক্ত সদস্যের আসন শূন্য হইবে। | সংসদ সদস্যদের আসন শূন্য হওয়া: কোনো সদস্য যদি প্রকাশ্যে প্রতিবন্ধী গোষ্ঠীসহ যেকোনো মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন, গালি প্রদান, অসম্মান, ভূমি দখল, নির্যাতন অথবা কোনো প্রকার লাঞ্চনার ঘটনা ঘটান।<br>যদি কোনো সদস্য বিপুল পরিমাণ সম্পদ ( অর্থ, ভূমি ও কোম্পানি বা ব্যবসা মালিকানা) লাভ করেন। | সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ। |
| | | শপথ নেবার আগে আসন গ্রহণ সম্পর্কে বিধান: শপথ নেবার আগে আসন গ্রহণ করলে নিদিষ্ট পরিমাণ অর্থদণ্ড বাহাত্তরের সংবিধানের দুর্বলতাকে প্রকাশ করে। এমন ক্ষেত্রে অর্থের পরিমাণ নিদিষ্ট রাখা যাবে না। নির্ধারিত মাসিক সম্মানীর দশ ভাগের এক ভাগ জরিমানার বিধান করা যেতে পারে। | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |
| **অনুচ্ছেদ ৬৯** | ৬৯। কোন ব্যক্তি এই সংবিধানের বিধান অনুযায়ী শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবার এবং শপথপত্রে বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরদান করিবার পূর্বে কিংবা তিনি সংসদ-সদস্য হইবার যোগ্য নহেন বা অযোগ্য হইয়াছেন জানিয়া সংসদ-সদস্যরূপে আসনগ্রহণ বা ভোটদান করিলে তিনি প্রতি দিনের অনুরূপ কার্যের জন্য প্রজাতন্ত্রের নিকট দেনা হিসাবে উসুলযোগ্য এক হাজার টাকা করিয়া অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন। | শপথগ্রহণ পূর্বে আসন গ্রহণ বা ভোট দান করিলে সদস্যের অর্থদণ্ড ১ হাজার টাকার পরিবর্তে ১০ হাজার টাকা হবে। | সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ। |
| **অনুচ্ছেদ ৭০ (রাজনৈতিক দল হইতে পদত্যাগ বা দলের বিপক্ষে ভোটদানের কারণে আসন শূন্য হওয়া)** | [৭০। কোন নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হইয়া কোন ব্যক্তি সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইলে তিনি যদি- (ক) উক্ত দল হইতে পদত্যাগ করেন, অথবা (খ) সংসদে উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করেন, তাহা হইলে সংসদে তাঁহার আসন শূন্য হইবে, তবে তিনি সেই কারণে পরবর্তী কোন নির্বাচনে সংসদ-সদস্য হইবার অযোগ্য হইবেন না।] | এ অনুচ্ছেদ সংশোধন করা উচিত | ঢাকা মহানগর আইনজীবী সমিতি |

| | পঞ্চম ভাগ: আইনসভা | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
| | | এ অনুচ্ছেদে যুক্ত করা হোক : তবে কোনো বিলের ক্ষেত্রে যৌক্তিক দ্বিমত পোষণ, গঠনমূলক সমালোচনা এবং প্রয়োজনে নোট অব ডিসেন্স দেওয়ার সুযোগ থাকবে। | বাংলাদেশ ইন্টলেকচুয়াল মুভমেন্ট |
| | | এ ধারা বাতিল করতে হবে | এসো. ফর ল্যান্ড রিফরমস এন্ড ডেভলপমেন্ট, হাদীছ ফাউন্ডেশন শিক্ষাবোর্ড, জকিগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরী, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন |
| | | বাহাত্তরের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭০ এর মতো বিধান, প্রধানমন্ত্রীর একক অপরিসীম ও অবারিত ক্ষমতার বিধান ব্যাপকভাবে পরিবর্তন করতে হবে। এতে স্বৈরাচারের চাষাবাদ করার সাংবিধানিক অপসুযোগ আর কেউ ভবিষ্যতে কখনো পাবে না। | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |
| | | ৭০ অনুচ্ছেদ সংস্কার করা। | "১. সুজন সুশাসনের জন্য নাগরিক<br>২.নাগরিক উদ্যোগ,নারী পক্ষ<br>৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ল' স্টুডেন্টস ফোরাম ফর রিফর্ম প্রপোজাল<br>৪. কনজুমারাস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ" |
| | | অনুচ্ছেদ ৭০ (খ): আইন পাশের ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যগণ স্বাধীন মতামত ও ভোট প্রদান করতে পারবেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও স্পীকার নির্বাচনে দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভোট প্রদান করবেন। | হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস) |
| | | কোন দলের সংসদ সদস্য floor cross করে কোনো বক্তব্য দিলে তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়, বিদ্যমান এই আইনটি বাতিল করতে হবে। | বাঁচতে শেখা (NGO), যশোর |
| | | অনাস্থা প্রস্তাবের বিধান। সংসদে কার্যকরভাবে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপনের সুযোগ থাকতে হবে। এ ব্যাপারে সাংবিধানিক বিধান রাখতে হবে। | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |
| | | ৭০। (খ) সংসদে উক্ত দলের বিপক্ষে আনীত অনাস্থা প্রস্তাবে ভোটদান করেন তাহা হইলে সংসদে তাঁহার আসন শূন্য হইবে, তবে তিনি সেই কারণে পরবর্তী কোন নির্বাচনে সংসদ-সদস্য হইবার অযোগ্য হইবেন না।অথবা অনাস্থা প্রস্তাব ব্যতীত অন্য সাধারন বিষয়ে আনীত দলীয় প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দান করিলেও তাঁহার আসন শূন্য হইবে না। | রাষ্ট্রবিচার |
| | | "তবে শর্ত থাকে যে, এই অনুচ্ছেদের বিধানসমূহ তখনই কার্যকর হবে যখন মন্ত্রিসভা সংসদে অনাস্থা প্রস্তাবের সম্মুখীন হয়" | জাতীয় মানবাধিকার কমিশন |
| | | ৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল হবে। তবে আসন শূন্য হবে জনগণ যদি অনাস্থা আনেন। | সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ। |

| | পঞ্চম ভাগ: আইনসভা | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
| | | ১। দলীয়ভাবে নির্বাচিত সংসদ সদস্যগণ সকল ক্ষেত্রে দলের বিরুদ্ধে ভোট দিতে পারবেন।<br>২। দল থেকে পদত্যাগ করিলে তার সংসদ সদস্যপদ শুন্য হইবে।<br>৩। দল থেকে বহিষ্কার করিলে তার সংসদ সদস্যপদ বহাল থাকিবে। | বিয়াম ফাউন্ডেশন গবেষণা ও পরামর্শ সেবা কেন্দ্র |
| | | "Article 70 Must be Amended. All Members of the Parliament are representatives of all peoples in their elected areas. They should be able to express their own opinion on every matter discussed in Parliament by keeping aside the fear of being vacant of their Parliamentary Seats or leaving their own parties. However, Floor Crossing may be observed for the following two terms before stopping to ensure the stability of the Parliamentary Government. Meanwhile, RPO, Political Parties Act, etc., should incorporate provisions for reforming the political parties, once the political parties are reformed, there will be less chance of MPs being sold. | Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre |
| অনুচ্ছেদ ৭১ | "৭১। (১) কোন ব্যক্তি একই সময়ে দুই বা ততোধিক নির্বাচনী এলাকার সংসদ-সদস্য হইবেন না।<br>(২) কোন ব্যক্তির একই সময়ে দুই বা ততোধিক নির্বাচনী এলাকা হইতে নির্বাচনপ্রার্থী হওয়ায় এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় বর্ণিত কোন কিছুই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিবে না, তবে তিনি যদি একাধিক নির্বাচনী এলাকা হইতে নির্বাচিত হন তাহা হইলে-<br>(ক) তাঁহার সর্বশেষ নির্বাচনের ত্রিশ দিনের মধ্যে তিনি কোন্ নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধিত্ব করিতে ইচ্ছুক, তাহা জ্ঞাপন করিয়া নির্বাচন কমিশনকে একটি স্বাক্ষরযুক্ত ঘোষণা প্রদান করিবেন এবং তিনি অন্য যে সকল নির্বাচনী এলাকা হইতে নির্বাচিত হইয়াছিলেন, অতঃপর সেই সকল এলাকার আসনসমূহ শূন্য হইবে;<br>(খ) এই দফার (ক) উপ-দফা মান্য করিতে অসমর্থ হইলে তিনি যে সকল আসনে নির্বাচিত হইয়াছিলেন, সেই সকল আসন শূন্য হইবে; এবং<br>(গ) এই দফার উপরি-উক্ত বিধানসমূহ যতখানি প্রযোজ্য, ততখানি পালন না করা পর্যন্ত নির্বাচিত ব্যক্তি সংসদ-সদস্যের শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিতে ও শপথপত্রে বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরদান করিতে পারিবেন না" | ৭১ কোনো ব্যক্তি একই সময়ে দুই বা ততোধিক নির্বাচনী এলাকায় সংসদ সদস্য নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না। | সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ। |
| | | অনুচ্ছেদ ৭১ (১): একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ একটি সংসদীয় আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন। | হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস) |
| | | "<br>অনুচ্ছেদ ৭১ (২): বাতিল করতে হবে।<br>" | "1. হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস)<br>2. Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre" |
| | | "Article 71 Should not allow any Person to be a Candidate more than One Seat at a time.<br>Such a Candidate Should have at least a graduation or equivalent degree.<br>Such a Candidate Must not be a Holder of Dual Citizenship.<br>" | Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre |
| অনুচ্ছেদ ৭২ (সংসদের অধিবেশন) | | অনুচ্ছেদ ৭২(২) অনুযায়ী সংসদ ফলাফল ঘোষণার ৩০ দিনের মধ্যে বসবে। এরকম বিধানগুলো বাতিল করে জনবান্ধব, সুস্পষ্ট বিধান করা জরুরী। | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |

| | পঞ্চম ভাগ: আইনসভা | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
| অনুচ্ছেদ ৭৪ | ৭৪। (১) কোন সাধারণ নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম বৈঠকে সংসদ-সদস্যদের মধ্য হইতে সংসদ একজন স্পীকার ও একজন ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত করিবেন, এবং এই দুই পদের যে কোনটি শূন্য হইলে সাত দিনের মধ্যে কিংবা ঐ সময়ে সংসদ বৈঠকরত না থাকিলে পরবর্তী প্রথম বৈঠকে তাহা পূর্ণ করিবার জন্য সংসদ-সদস্যদের মধ্য হইতে একজনকে নির্বাচিত করিবেন।<br>(২) স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকারের পদ শূন্য হইবে, যদি-<br>(ক) তিনি সংসদ-সদস্য না থাকেন;<br>(খ) তিনি মন্ত্রী-পদ গ্রহণ করেন;<br>(গ) পদ হইতে তাঁহার অপসারণ দাবী করিয়া মোট সংসদ-সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সমর্থিত কোন প্রস্তাব (প্রস্তাবটি উত্থাপনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া অন্যূন চৌদ্দ দিনের নোটিশ প্রদানের পর) সংসদে গৃহীত হয়;<br>(ঘ) তিনি রাষ্ট্রপতির নিকট স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে তাঁহার পদ ত্যাগ করেন;<br>(ঙ) কোন সাধারণ নির্বাচনের পর অন্য কোন সদস্য তাঁহার কার্যভার গ্রহণ করেন; অথবা<br>(চ) ডেপুটি স্পীকারের ক্ষেত্রে, তিনি স্পীকারের পদে যোগদান করেন।<br>(৩) স্পীকারের পদ শূন্য হইলে বা তিনি [রাষ্ট্রপতিরূপে কার্য করিলে] কিংবা অন্য কোন কারণে তিনি স্বীয় দায়িত্বপালনে অসমর্থ বলিয়া সংসদ নির্ধারণ করিলে স্পীকারের সকল দায়িত্ব ডেপুটি স্পীকার পালন করিবেন, কিংবা ডেপুটি স্পীকারের পদও শূন্য হইলে সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি-অনুযায়ী কোন সংসদ-সদস্য তাহা পালন করিবেন; এবং সংসদের কোন বৈঠকে স্পীকারের অনুপস্থিতিতে ডেপুটি স্পীকার কিংবা ডেপুটি স্পীকারও অনুপস্থিত থাকিলে সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি-অনুযায়ী কোন সংসদ-সদস্য স্পীকারের দায়িত্ব পালন করিবেন।<br>(৪) সংসদের কোন বৈঠকে স্পীকারকে তাঁহার পদ হইতে অপসারণের জন্য কোন প্রস্তাব বিবেচনাকালে স্পীকার (কিংবা ডেপুটি স্পীকারকে তাঁহার পদ হইতে অপসারণের জন্য কোন প্রস্তাব বিবেচনাকালে ডেপুটি স্পীকার) উপস্থিত থাকিলেও সভাপতিত্ব করিবেন না এবং এই অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বর্ণিত ক্ষেত্রমত স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকারের অনুপস্থিতিকালীন বৈঠক সম্পর্কে প্রযোজ্য বিধানাবলী অনুরূপ প্রত্যেক বৈঠকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।<br>(৫) স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকারের অপসারণের জন্য কোন প্রস্তাব সংসদে বিবেচিত হইবার কালে ক্ষেত্রমত স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকারের কথা বলিবার ও সংসদের কার্যধারায় অন্যভাবে অংশগ্রহণের অধিকার থাকিবে এবং তিনি কেবল সদস্যরূপে ভোটদানের অধিকারী হইবেন।<br>(৬) এই অনুচ্ছেদের (২) দফার বিধানাবলী সত্ত্বেও ক্ষেত্রমত স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকার তাঁহার উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল রহিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে। | স্পিকার ডেপুটি স্পিকার: একজন স্পিকার ও দুইজন ডেপুটি স্পিকার (একজন নারী ও একজন পুরুষ) | সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ। |
| | | অনুচ্ছেদ ৭৪ (১): উভয় কক্ষে স্পিকার সরকারী দল থেকে এবং ডেপুটি স্পিকার বিরোধী দল থেকে নির্বাচিত হবেন। | হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস) |

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
|---|---|---|---|
| | | অনুচ্ছেদ ৭৪ (৬) সংসদ বিলুপ্ত হইলে স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের পদ শুন্য হইবে। এক্ষেত্রে সংসদ সচিবালয়ের সচিব সংসদের রুটিন দায়িত্ব পালন করিবেন। | বিয়াম ফাউন্ডেশন গবেষণা ও পরামর্শ সেবা কেন্দ্র |
| | | While it is a Bicameral Parliament, Article 74(1) Should allow both houses the Speaker to be elected from the government party and the Deputy Speaker from the opposition party. | Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. |
| অনুচ্ছেদ ৭৫ | ৭৫। (১) এই সংবিধান-সাপেক্ষে (ক) সংসদ কর্তৃক প্রণীত কার্যপ্রণালী-বিধি-দ্বারা এবং অনুরূপ বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত কার্যপ্রণালী-বিধি-দ্বারা সংসদের কার্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত হইবে; (খ) উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সংসদে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, তবে সমসংখ্যক ভোটের ক্ষেত্র ব্যতীত সভাপতি ভোটদান করিবেন না এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে তিনি নির্ণায়ক ভোট প্রদান করিবেন;<br>(গ) সংসদের কোন সদস্যপদ শূন্য রহিয়াছে, কেবল এই কারণে কিংবা সংসদে উপস্থিত হইবার বা ভোটদানের বা অন্য কোন উপায়ে কার্যধারায় অংশগ্রহণের অধিকার না থাকা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি অনুরূপ কার্য করিয়াছেন, কেবল এই কারণে সংসদের কোন কার্যধারা অবৈধ হইবে না।<br>(২) সংসদের বৈঠক চলাকালে কোন সময়ে উপস্থিত সদস্য-সংখ্যা ষাটের কম বলিয়া যদি সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, তাহা হইলে তিনি অন্যূন ষাট জন সদস্য উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত বৈঠক স্থগিত রাখিবেন কিংবা মুলতবী করিবেন | ৭৫(২) সংসদে কোরাম ৬০ এর বদলে ১২১ জন করিতে হবে। | সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ। |
| অনুচ্ছেদ ৭৬ (সংসদের স্থায়ী কমিটিসমূহ) | ৭৬। (১) ৫০[* * *] সংসদ-সদস্যদের মধ্য হইতে সদস্য লইয়া সংসদ নিম্নলিখিত স্থায়ী কমিটিসমূহ নিয়োগ করিবেন:<br>(ক) সরকারী হিসাব কমিটি;<br>(খ) বিশেষ-অধিকার কমিটি; এবং<br>(গ) সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধিতে নির্দিষ্ট অন্যান্য স্থায়ী কমিটি।<br>(২) সংসদ এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লিখিত কমিটিসমূহের অতিরিক্ত অন্যান্য স্থায়ী কমিটি নিয়োগ করিবেন এবং অনুরূপভাবে নিযুক্ত কোন কমিটি এই সংবিধান ও অন্য কোন আইন-সাপেক্ষে<br>(ক) খসড়া বিল ও অন্যান্য আইনগত প্রস্তাব পরীক্ষা করিতে পারিবেন;<br>(খ) আইনের বলবৎকরণ পর্যালোচনা এবং অনুরূপ বলবৎকরণের জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণের প্রস্তাব করিতে পারিবেন;<br>(গ) জনগুরুত্বসম্পন্ন বলিয়া সংসদ কোন বিষয় সম্পর্কে কমিটিকে অবহিত করিলে সেই বিষয়ে কোন মন্ত্রণালয়ের কার্য বা প্রশাসন সম্বন্ধে অনুসন্ধান বা তদন্ত করিতে পারিবেন এবং কোন মন্ত্রণালয়ের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহের এবং প্রশ্নাদির মৌখিক বা লিখিত উত্তরলাভের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন;<br>(ঘ) সংসদ কর্তৃক অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন।<br>(৩) সংসদ আইনের দ্বারা এই অনুচ্ছেদের অধীন নিযুক্ত কমিটিসমূহকে<br>(ক) সাক্ষীদের হাজিরা বলবৎ করিবার এবং শপথ, ঘোষণা বা অন্য কোন উপায়ের অধীন করিয়া তাঁহাদের সাক্ষ্যগ্রহণের,<br>(খ) দলিলপত্র দাখিল করিতে বাধ্য করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন। | | |

| | পঞ্চম ভাগ: আইনসভা | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
| | | ৭৬(১) সংসদ সদস্যদের মধ্য হতে প্রতিবন্ধী, দলিত, আদিবাসী ও হিজড়া জনগোষ্ঠী এবং অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি নিয়ে সংসদে কমিটি গুলো হতে পারে। | সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ। |
| | | সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় বিশেষ আইন বা নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি/নারীকে সম্পৃক্ত করবেন। | সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ। |

| | পঞ্চম ভাগ: আইনসভা | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবক দলের নাম** |
| | | সংসদ সচিবালয় হবে প্রবেশগম্য। (প্রতিবন্ধী বান্ধব-ইউনিভার্সাল) | সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ। |
| | | ১। সংসদের স্থায়ী কমিটিগুলোর সভাপতি হইবেন বিরোধী দলের সংসদ সদস্যগণ<br>২। কমিটি প্রতি মাসে তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে সংসদে প্রতিবেদন পেশ করবেন। | বিয়াম ফাউন্ডেশন গবেষণা ও পরামর্শ সেবা কেন্দ্র |
| | | Article 76: Standing Committees Should be headed by the MPs elected from the opposition parties/independent MPs. 1972 Constitution expected that the Committees would ensure fairness in legislation and policies. However, Rule 240 of the Parliamentary Procedures fixes the number 10 for each committee. It Should be an odd number like 9/11/13, and the opinion of the standing committee Must be sent to the Upper Chamber for vetting. In recent times, parliamentary committees have been criticized for being "sleeping committees" as they failed to play their expected role (due to the fever of fascism/lack of expertise.) | Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre |
| | | | |
| **অনুচ্ছেদ ৭৭ (ন্যায়পাল)** | ৭৭। (১) সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালের পদ-প্রতিষ্ঠার জন্য বিধান করিতে পারিবেন।<br>(২) সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালকে কোন মন্ত্রণালয়, সরকারী কর্মচারী বা সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের যে কোন কার্য সম্পর্কে তদন্ত পরিচালনার ক্ষমতাসহ যেরূপ ক্ষমতা কিংবা যেরূপ দায়িত্ব প্রদান করিবেন, ন্যায়পাল সেইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন।<br>(৩) ন্যায়পাল তাঁহার দায়িত্বপালন সম্পর্কে বাৎসরিক রিপোর্ট প্রণয়ন করিবেন এবং অনুরূপ রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হই | ন্যায়পাল নিয়োগ পূর্ণরূপে দ্রুত কার্যকর করা প্রয়োজন | ১. এফবিসিসিআই<br>২. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন |
| | | অনুচ্ছেদ ৭৭: ন্যায়পালকে কার্যকরী করতে হবে। | হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস) |
| | | স্বাধীন সাংবিধানিক সত্তা সংসদ কতৃক নিয়োজিত, যারা মানুষের অভিযোগ, প্রশাসনিক সততা ও ইসলামী বিধানের ভিত্তিতে বিচার নিশ্চিত করার তদারক করবে | বালাকোট চেতনা উজ্জীবন পরিষদ |

| | পঞ্চম ভাগ: আইনসভা | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
| | | (১) সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালের পদ-প্রতিষ্ঠার জন্য বিধান করিতে হইবে।<br>(২) সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালকে কোন মন্ত্রণালয়, সরকারি কর্মচারী বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের যেকোনো কার্য<br>সম্পর্কে তদন্ত পরিচালনার ক্ষমতাসহ যেরূপ ক্ষমতা কিংবা যে রূপ দায়িত্ব প্রদান করিবেন ন্যায়পাল সেইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন।<br>(৩) ন্যায়পাল তাঁহার দায়িত্বপালন সম্পর্কে বাৎসরিক রিপোর্ট প্রণয়ন করিবেন এবং অনুরূপ রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হইবে।<br>(৯) ন্যায়পালের সদস্যদের মধ্যে দেশের সুশীল সমাজ ও বুদ্ধিজীবীদের পাশাপাশি আলেমদের অংশগ্রহণও নিশ্চিত করতে হবে। | সেন্টার ফর ইথিক্যাল রিসার্চ এন্ড থটস (সার্ট) |
| | | স্বাধীনতা, স্বায়ত্তশাসন, নিরপেক্ষতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে অনুচ্ছেদ ৭৭-এ ন্যায়পাল (Ombudsman) অফিস প্রতিষ্ঠা করা। | ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ল' স্টুডেন্টস ফোরাম ফর রিফর্ম প্রপোজাল |
| | | ১। সংসদের প্রথম অধিবেশনে একজন ন্যায়পাল নিয়োগ দিবেন।<br>২। উক্ত ন্যায়পাল যেকোনো মন্ত্রণালয়, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের যেকোনো কার্য সম্পর্কে তদন্ত করে যথাযথ সুপারিশ পেশ করিতে পারিবেন। | বিয়াম ফাউন্ডেশন গবেষণা ও পরামর্শ সেবা কেন্দ্র |
| | | Ombudsman in article 77: The 1972 Constitution holds the provision, but only in 1980 did the relevant law come into being: The Ombudsman Act. No government-appointed Ombudsman to date. As it is high time, hence, an Ombudsman Should be appointed within 3 months from the date of the first session of Parliament. The 1980 Act needs some amendment considering the anti-corruption Commission's (now working under the TIB head) reports. | Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ ৭৮ (সংসদ ও সদস্যদের বিশেষ অধিকার ও দায়মুক্তি)** | ৭৮। (১) সংসদের কার্যধারার বৈধতা সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।<br>(২) সংসদের যে সদস্য বা কর্মচারীর উপর সংসদের কার্যপ্রণালীনিয়ন্ত্রণ, কার্যপরিচালনা বা শৃঙ্খলারক্ষার ক্ষমতা ন্যস্ত থাকিবে, তিনি এই সকল ক্ষমতাপ্রয়োগ সম্পর্কিত কোন ব্যাপারে কোন আদালতের এখতিয়ারের অধীন হইবেন না।<br>(৩) সংসদে বা সংসদের কোন কমিটিতে কিছু বলা বা ভোটদানের জন্য কোন সংসদ-সদস্যের বিরুদ্ধে কোন আদালতে কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।<br>(৪) সংসদ কর্তৃক বা সংসদের কর্তৃত্বে কোন রিপোর্ট, কাগজপত্র, ভোট বা কার্যধারা প্রকাশের জন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন আদালতে কোন কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।<br>(৫) এই অনুচ্ছেদ-সাপেক্ষে সংসদের আইন-দ্বারা সংসদের, সংসদের কমিটিসমূহের এবং সংসদ-সদস্যদের বিশেষ-অধিকার নির্ধারণ করা যাইতে পারিবে। | ৭৮। (১) সংসদের কার্যধারার বৈধতা সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না। তবে শরিয়্যাহ কমিশনে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে। | সেন্টার ফর ইথিক্যাল রিসার্চ এন্ড থটস (সার্ট) |

| | পঞ্চম ভাগ: আইনসভা | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবক দলের নাম** |
| **অনুচ্ছেদ ৮০ (আইন প্রণয়ন পদ্ধতি)** | ৮০। (১) আইনপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে সংসদে আনীত প্রত্যেকটি প্রস্তাব বিল আকারে উত্থাপিত হইবে।<br>(২) সংসদ কর্তৃক কোন বিল গৃহীত হইলে সম্মতির জন্য তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করিতে হইবে।<br>৫১[(৩) রাষ্ট্রপতির নিকট কোন বিল পেশ করিবার পর পনর দিনের মধ্যে তিনি তাহাতে সম্মতিদান করিবেন কিংবা অর্থবিল ব্যতীত অন্য কোন বিলের ক্ষেত্রে বিলটি বা তাহার কোন বিশেষ বিধান পুনর্বিবেচনার কিংবা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্দেশিত কোন সংশোধনী বিবেচনার অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া একটি বার্তাসহ তিনি বিলটি সংসদে ফেরত দিতে পারিবেন; এবং রাষ্ট্রপতি তাহা করিতে অসমর্থ হইলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।]<br>(৪) রাষ্ট্রপতি যদি বিলটি অনুরূপভাবে সংসদে ফেরত পাঠান, তাহা হইলে সংসদ রাষ্টপতির বার্তাসহ তাহা পুনর্বিবেচনা করিবেন; এবং সংশোধনীসহ বা সংশোধনী ব্যতিরেকে 52[***] সংসদ পুনরায় বিলটি গ্রহণ করিলে সম্মতির জন্য তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হইবে এবং অনুরূপ উপস্থাপনের সাত দিনের মধ্যে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিবেন; এবং রাষ্ট্রপতি তাহা করিতে অসমর্থ হইলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।<br>(৫) সংসদ কর্তৃক গৃহীত বিলটিতে রাষ্ট্রপতি সম্মতিদান করিলে বা তিনি সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইলে তাহা আইনে পরিণত হইবে এবং সংসদের আইন বলিয়া অভিহিত হইবে। | ৮০। (৩) রাষ্ট্রপতির নিকট কোন বিল পেশ করিবার পর ১৫ দিনের মধ্যে তিনি তাহাতে সম্মতিদান করিবেন কিংবা অর্থবিল ব্যতীত অন্য কোন বিলের ক্ষেত্রে বিলটি জাতীয় শারিয়া কাউন্সিলের পরামর্শ অনুযায়ী বা তাহার কোন বিশেষ বিধান পুনর্বিবেচনার কিংবা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্দেশিত কোন সংশোধনী বিবেচনার অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া একটি বার্তাসহ তিনি বিলটি সংসদে ফেরত দিতে পারিবেন; এবং রাষ্ট্রপতি তাহা করিতে অসমর্থ হইলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে | রাষ্ট্রবিচার |
| | | ৮০ অনুচ্ছেদের (২) দফার পর নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজন হবে-<br>২(ক) রাষ্ট্র পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে এবং উক্ত অঞ্চলের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করে এমন আইন প্রণয়ন বা সংশোধন বা বাতিল করতে গেলে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং ক্ষেত্রমত ও ঐতিহ্যগত প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা ও পরমর্শক্রমে আইন প্রণয়ন করিবেন।<br>২(খ) অনুরুপভাবে রাষ্ট্র সমতল অঞ্চলের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করে এমন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে গেলে সমতল অঞ্চলের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বশীল নেতৃবৃন্দ ও সংগঠনসমূহের সহিত নির্ধারিত পদ্ধতিতে আলোচনা ও পরামর্শক্রমে আইন প্রণয়ন করিবেন। | ১. বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম<br>২. সিএইচটি ওয়ার্কিং গ্রুপ ফর ন্যাশনাল রিফর্ম |
| | | অনুচ্ছেদ ৮০: সংসদের নিম্নকক্ষ কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবনা উচ্চকক্ষে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভিত্তিতে পাস করতে হবে। | হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস) |

| | পঞ্চম ভাগ: আইনসভা | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবক দলের নাম** |
| | | রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষর করিতে অসমর্থ হইলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে অসম্মতিদান করিয়াছেন বলে গণ্য হইবে। বিষয়টি বিবেচনার জন্য বিলটি পুনঃমেয়াদের জন্য উপস্থাপন করা হইবে। | সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ। |
| | | ৮০ অনুচ্ছেদের (২) দফার পর নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজন করা-<br>"(২ক) রাষ্ট্র পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে এবং উক্ত অঞ্চলের আদিবাসীদের প্রভাবিত করে এমন আইন প্রণয়ন বা সংশোধন বা বাতিল করিতে গেলে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং ক্ষেত্রমত ঐতিহ্যগত প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা ও পরামর্শময় আইন প্রণয়ন করিবেন।<br>(২খ)। অনুরূপভাবে রাষ্ট্র সমতল অঞ্চলের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীদের প্রভাবিত করে এমন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে গেলে সমতল অঞ্চলের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বশীল নেতৃবৃন্দ ও সংগঠনসমূহের সহিত নির্ধারিত পদ্ধতিতে আলোচনা ও পরামর্শময় আইন প্রণয়ন করিবেন।" | পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি |
| | | Article 80 Should have a sub-clause to ensure that Every proposal in Parliament for making a law must be passed in the Upper Chamber with a Majority vote. | Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre |
| **অনুচ্ছেদ ৮২ (আর্থিক ব্যবস্থাবলীর সুপারিশ)** | | অর্থ সংক্রান্ত আইন তৈরী করার পদ্ধতিকে যুগোপযোগী করতে হবে। সাধারণ আইন এবং এ সংক্রান্ত আইনের মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন থাকা স্বাভাবিক। | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |
| **অনুচ্ছেদ ৮৭** | "৮৭। (১) প্রত্যেক অর্থ-বৎসর সম্পর্কে উক্ত বৎসরের জন্য সরকারের অনুমিত আয় ও ব্যয়-সংবলিত একটি বিবৃতি (এই ভাগে ""বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি"" নামে অভিহিত) সংসদে উপস্থাপিত হইবে।<br>(২) বার্ষিক আর্থিক বিবৃতিতে পৃথক পৃথকভাবে<br>(ক) এই সংবিধানের দ্বারা বা অধীন সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়রূপে বর্ণিত ব্যয়নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ, এবং<br>(খ) সংযুক্ত তহবিল হইতে ব্যয় করা হইবে, এইরূপ প্রস্তাবিত অন্যান্য ব্যয়নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ<br>প্রদর্শিত হইবে এবং অন্যান্য ব্যয় হইতে রাজস্বখাতের ব্যয় পৃথক করিয়া প্রদর্শিত হইবে।" | ৮৭। (২) (গ) বার্ষিক অর্থ পাচার রিপোর্ট দাখিল করিতে হইবে। | রাষ্ট্রবিচার |
| **অনুচ্ছেদ ৮৮ (সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়** | | ৮৮(গ) উপদফায় বিচার কর্ম ও বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটদের যোগ করার প্রস্তাব রাখা হলো। এতে বিচার বিভাগের আর্থিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা যাবে। | জুডিসিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন |

| | পঞ্চম ভাগ: আইনসভা | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
| **অনুচ্ছেদ ৯৩ (অধ্যাদেশ প্রণয়ন ক্ষমতা)** | "৯৩। (১) ৫৭[সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় অথবা উহার অধিবেশনকাল ব্যতীত] কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট আশু ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইলে তিনি উক্ত পরিস্থিতিতে যেরূপ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিবেন, সেইরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিতে পারিবেন এবং জারী হইবার সময় হইতে অনুরূপভাবে প্রণীত অধ্যাদেশ সংসদের আইনের ন্যায় ক্ষমতাসম্পন্ন হইবে:<br>তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার অধীন কোন অধ্যাদেশে এমন কোন বিধান করা হইবে না,<br>(ক) যাহা এই সংবিধানের অধীন সংসদের আইন-দ্বারা আইনসঙ্গতভাবে করা যায় না;<br>(খ) যাহাতে এই সংবিধানের কোন বিধান পরিবর্তিত বা রহিত হইয়া যায়; অথবা<br>(গ) যাহার দ্বারা পূর্বে প্রণীত কোন অধ্যাদেশের যে কোন বিধানকে অব্যাহতভাবে বলবৎ করা যায়।<br>(২) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার অধীন প্রণীত কোন অধ্যাদেশ জারী হইবার পর অনুষ্ঠিত সংসদের প্রথম বৈঠকে তাহা উপস্থাপিত হইবে এবং ইতঃপূর্বে বাতিল না হইয়া থাকিলে অধ্যাদেশটি অনুরূপভাবে উপস্থাপনের পর ত্রিশ দিন অতিবাহিত হইলে কিংবা অনুরূপ মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে তাহা অননুমোদন করিয়া সংসদে প্রস্তাব গৃহীত হইলে অধ্যাদেশটির কার্যকরতা লোপ পাইবে।<br>(৩) সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থার কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট ব্যবস্থা-গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইলে তিনি এমন অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিতে পারিবেন, যাহাতে সংবিধান-দ্বারা সংযুক্ত তহবিলের উপর কোন ব্যয় দায়যুক্ত হউক বা না হউক, উক্ত তহবিল হইতে সেইরূপ ব্যয়নির্বাহের কর্তৃত্ব প্রদান করা যাইবে এবং অনুরূপভাবে প্রণীত কোন অধ্যাদেশ জারী হইবার সময় হইতে তাহা সংসদের আইনের ন্যায় ক্ষমতাসম্পন্ন হইবে।<br>(৪) এই অনুচ্ছেদের (৩) দফার অধীন জারীকৃত প্রত্যেক অধ্যাদেশ যথাশীঘ্র সংসদে উপস্থাপিত হইবে এবং সংসদ পুনর্গঠিত হইবার তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে এই সংবিধানের ৮৭, ৮৯ ও ৯০ অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী প্রয়োজনীয় উপযোগীকরণসহ পালিত হইবে।" | "৯৩(৩) যুক্ত হবে। রাষ্ট্রপতি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করিবেন। সকল রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, সকল জনগোষ্ঠী ও প্রতিবন্ধী নারী/পুরুষ প্রতিনিধি, মানবাধিকার কর্মী ও সুশিল সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার। সংবিধান দ্বারা সংযুক্ত তহবিলের উপর কোন ব্যয় দায়যুক্ত হউক বা না হউক, উক্ত তহবিল হইতে সেইরূপ ব্যয়নির্বাহের কর্তৃত্ব প্রদান করিবেন।<br>" | সেন্টার ফর দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবেলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ। |
| **অন্যান্য প্রস্তাব** | | কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীত কোনো আইন পাশ করা হবে না, এমনটা লিখতে হবে | |
| | | জাতীয় সংসদের মেয়াদ ৪ বছর | এসো. ফর ল্যান্ড রিফরমস এন্ড ডেভলপমেন্ট |
| | | নারী আসন এক তৃতীয়াংশ করা হবে, তারাও সরাসরি নিরবাচিত হবে | এসো. ফর ল্যান্ড রিফরমস এন্ড ডেভলপমেন্ট |
| | | সংখ্যানুপাতিক ভোটে সংসদ নির্বাচন হতে হবে | এসো. ফর ল্যান্ড রিফরমস এন্ড ডেভলপমেন্ট<br>কনজুমারাস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ |

| | পঞ্চম ভাগ: আইনসভা | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
| | | উচ্চকক্ষ/ উচ্চ পরিষদ আসন সংখ্যা নিম্নকক্ষের চেয়ে কম হবে, নিম্নকক্ষের ও প্রাদেশিত সভার সদস্যরা ভোট দিয়ে পেশাজীবী, ও বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিদের দিয়ে এ কক্ষ নিরবাচন করবেন | এসো. ফর ল্যান্ড রিফরমস এন্ড ডেভলপমেন্ট |
| | | আইন প্রণয়ন, বিচার ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার স্বাধীনতার নিশ্চিত করা। | নাগরিক উদ্যোগ |
| | | আইন সভাকে নির্বাহী বিভাগের আগে যুক্ত করতে হবে | জাতীয় মানবাধিকার কমিশন |
| | | তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হবে সকল রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, সকল জনগোষ্ঠী ও প্রতিবন্ধী নারী/পুরুষ প্রতিনিধি, মানবাধিকার কর্মী ও সুশিল সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হবে। | সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল’স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ। |
| | | ৩. জাতীয় সংসদের সকল দলের সংসদ সদস্য নিয়ে একটি জাতীয় ঐকমত্য সরকার গঠন।<br>ক. প্রধান নির্বাহী হবেন প্রধানমন্ত্রী - সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থেকে।<br>খ. সহ-প্রধানমন্ত্রী হবেন নিকটতম সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থেকে।<br>গ. জাতীয় সংসদের ‘উচ্চকক্ষ’ থেকে সদস্য নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হবে।<br>ঘ. ‘প্রার্থী প্রত্যাহার’ (re-call) ব্যবস্থা থাকবে।<br>ঙ. আইন প্রণয়নের জন্য ৫০% ভোটারদের লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে ‘উদ্যোগ ব্যবস্থা’র (initiative) সুযোগ থাকতে হবে।<br>চ. আস্থা/অনাস্থা (confidence/no-confidence) ভোট ব্যবস্থা থাকবে।<br>ছ. কোনা কারণে জাতীয় সংসদের সদস্যপদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য পদ শূন্য হলে উপনির্বাচন (by-election) এর পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট দলের মনোনীত প্রার্থী দ্বারা তা পূরণ করতে হবে। | সিরাজুল আলম খান সেন্টার |
| | | ৮. বাংলাদেশেকে সাত (৭) অথবা নয়টি (৯) প্রদেশে বিভক্তিকরণ।<br>ক. প্রত্যেক প্রদেশে নির্বাচিত ‘প্রাদেশিক পরিষদ’ (provincial assembly) এবং ‘প্রাদেশিক সরকার’ (provincial government) থাকবে।<br>খ. প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা অনুর্ধ্ব ১৫০ (একশো পঞ্চাশ) জন থাকবে। এক তৃতীয়াংশ থাকবে শ্রেণি-<br>পেশার প্রতিনিধি হিসেবে।<br>গ. প্রাদেশিক পরিষদে ১ (এক) জন মুখ্যমন্ত্রীসহ ৭ (সাত) সদস্যের মন্ত্রিসভা থাকবে।<br>ঘ. ‘ক্ষুদ্র জাতিসত্তা’র সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে হবে।<br>১. একটি প্রদেশ অবশ্যই ‘ক্ষুদ্র জাতিসত্তা’র নাগরিকদের নিয়ে গঠন করতে হবে।<br>২. বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা'র সদস্যদের জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন’-এর<br>ব্যবস্থা করতে হবে।<br>৬. জাতীয় সংসদের (পার্লামেন্ট) 'উচ্চকক্ষে' সকল প্রদেশের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।<br>চ. ‘উপজেলা ব্যবস্থাকে’ নির্বাচিত ও কার্যকর ‘স্ব-শাসিত স্থানীয় সরকার’ ব্যবস্থায় রূপ দিতে হবে।<br>ছ. নির্বাচিত উপজেলা পরিষদে শ্রম-কর্ম-পেশার জনগণের প্রতিনিধিত্ব থাকবে। | সিরাজুল আলম খান সেন্টার |

পঞ্চম ভাগ: আইনসভা

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
|---|---|---|---|
| | | ৮. উভয় কক্ষ থেকে সদস্য নিয়ে সংসদীয় কমিটি গঠন।<br>ক. 'সংসদীয় কমিটি' জাতীয় সংসদের ক্ষুদ্র আকার হিসেবে পরিগণিত হবে।<br>খ. মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণের নিয়োগ 'সংসদীয় কমিটি' কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।<br>গ. বিদেশে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতগণের মনোনয়ন 'সংসদীয় কমিটি' কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।<br>ঘ. সুপ্রিমকোর্ট, হাইকোর্ট, নির্বাচন কমিশন, দনীতি দমন কমিশন, সচিবগণ, PSC, National Audit Committe,<br>সেনা-নৌ-বিমান বাহিনীর প্রধানদের নিয়োগ 'সংসদীয় কমিটি' কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। | সিরাজুল আলম খান সেন্টার |
| | | Parliament should be a bicameral legislature. An upper Chamber will consist of retired judicial officers, apex court judges, bureaucrats, military officers, and a good number of experts in peace and strategy, labor, industries, foreign policy, investment, market economy, cyber security, crimes, religions, river and water resources, etc. Such an Upper Chamber may have only 151 seats, which may elected by the votes of different political parties.<br>It is worthwhile to advocate for a proportion of the FPTP system. | Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre |

| | ৬ষ্ঠ ভাগ: বিচার বিভাগ | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবক দলের নাম** |
| **অনুচ্ছেদ ৯৪ (সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠা)** | ৯৪। (১) "বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট" নামে বাংলাদেশের একটি সর্বোচ্চ আদালত থাকিবে এবং আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ লইয়া তাহা গঠিত হইবে।<br>(২) প্রধান বিচারপতি (যিনি ""বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি"" নামে অভিহিত হইবেন) এবং প্রত্যেক বিভাগে আসনগ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতি যেরূপ সংখ্যক বিচারক নিয়োগের প্রয়োজন বোধ করিবেন, সেইরূপ সংখ্যক অন্যান্য বিচারক লইয়া সুপ্রীম কোর্ট গঠিত হইবে।<br>(৩) প্রধান বিচারপতি ও আপীল বিভাগে নিযুক্ত বিচারকগণ কেবল উক্ত বিভাগে এবং অন্যান্য বিচারক কেবল হাইকোর্ট বিভাগে আসন গ্রহণ করিবেন।<br>(৪) এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারক বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন। | সুপ্রিম কোর্টের রায়ের কার্যকর বাস্তবায়নে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উদ্যোগ বা ব্যবস্থা গ্রহণে রাষ্ট্রের কোনো বাধা থাকবে না। | বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি |
| | | বিচার বিভাগের জন্য পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বিচার বিভাগ সংক্রান্ত সচিবালয় সুপ্রিম কোর্ট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। | হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস) |
| | | ৯৪। (২) সম সংখ্যক বিচারক এবং ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ উলামা লইয়া আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগে পৃথক শারীয়া বেঞ্চ গঠিত হইবে।শারিয়াহ বেঞ্চে আসন গ্রহনের জন্যে রাষ্ট্রপতি যেরুপ সংখ্যক বিচারক ও ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ মুফতী নিয়োগের প্রয়োজন বোধ করিবেন, সেইরুপ সংখ্যক বিচারক বা মুফতী লইয়া শারিয়াহ বেঞ্চ গঠিত হইবে।<br>(৩) প্রধান বিচারপতি (যিনি ""বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি"" নামে অভিহিত হইবেন) এবং প্রত্যেক বিভাগে আসনগ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতি যেরূপ সংখ্যক বিচারক ও মুফতী নিয়োগের প্রয়োজন বোধ করিবেন, সেইরূপ সংখ্যক অন্যান্য বিচারক ও মুফতী লইয়া সুপ্রীম কোর্ট গঠিত হইবে।<br>(৪) প্রধান বিচারপতি ও আপীল বিভাগে নিযুক্ত বিচারকগণ এবং মুফতীগন কেবল উক্ত বিভাগে এবং অন্যান্য বিচারক ও মুফতীগন কেবল হাইকোর্ট বিভাগে আসন গ্রহণ করিবেন।<br>(৫) এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারক এবং মুফতীগন বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন | রাষ্ট্রবিচার |
| | | সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্ট আলাদা তাই হাইকোর্টের জন্য পৃথক প্রধান বিচারপতি পদ সৃজন করা উচিৎ।<br>সুপ্রিমকোর্ট বা আপিল বিভাগের স্থলে "সর্বোচ্চ আদালত" ও হাইকোর্ট বিভাগের স্থলে "উচ্চ আদালত" নামকরণ করা যেতে পারে।<br>৯৪(ক) অনুচ্ছেদে ফেডারেল সরকার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রতি প্রদেশের জন্য একজন প্রধান বিচারতি সহ হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠার কথা যুক্ত করতে হবে। | জুডিসিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন |
| | | বিচারবিভাগের জন্য আলাদা/স্বতন্ত্র সচিবালয় বা কমিশন গঠন করা জরুরি | ১. কনজুমারাস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ<br>২. বিয়াম ফাউন্ডেশন গবেষণা ও পরামর্শ সেবা কেন্দ্র<br>৩. Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre |
| | | নিম্ন আদালতে একটি এবং উচ্চ আদালতে কমপক্ষে ২-৩ টি শরিয়্যাহ আদালতের বেঞ্চ গঠন করতে হবে। কুরআন-হাদীসের আলোকে এসব আদালতে বিচার হবে। | হাদীছ ফাউন্ডেশন শিক্ষাবোর্ড |

| | ৬ষ্ঠ ভাগ: বিচার বিভাগ | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
| অনুচ্ছেদ ৯৫ (বিচারক-নিয়োগ) | (১) প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিয়া রাষ্ট্রপতি অন্যান্য বিচারককে নিয়োগদান করিবেন।<br>(২) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক না হইলে, এবং<br>(ক) সুপ্রীম কোর্টে অন্যূন দশ বৎসরকাল এ্যাডভোকেট না থাকিয়া থাকিলে; অথবা<br>(খ) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে অন্যূন দশ বৎসর কোন বিচার বিভাগীয় পদে অধিষ্ঠান না করিয়া থাকিলে; অথবা<br>(গ) সুপ্রীমকোর্টের বিচারক পদে নিয়োগলাভের জন্য আইনের দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতা না থাকিয়া থাকিলে ;<br>তিনি বিচারকপদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না।<br>(৩) এই অনুচ্ছেদে ‘‘সুপ্রীম কোর্ট’’ বলিতে এই সংবিধান প্রবর্তনের পূর্বে যে কোন সময়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যে আদালত হাইকোর্ট হিসাবে এখতিয়ার প্রয়োগ করিয়াছে, সেই আদালত অন্তর্ভুক্ত হইবে। | "৯৫।(১) প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিয়া রাষ্ট্রপতি অন্যান্য বিচারককে নিয়োগদান করিবেন এবং জাতীয় মসজিদের ঈমাম ও অভিজ্ঞ বয়োজ্যেষ্ঠ মুফতীগনের সাথে পরামর্শ করিয়া শারিয়াহ বেঞ্চে ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ উলামা বা মুফতী নিয়োগ করিবেন<br>৯৫।(২) (ঘ) শারিয়া বেঞ্চ বিচারক বা ইসলামী আইনে বিশেষজ্ঞ উলামা হিসাবে নিয়োগের যোগ্যতা হইবে অন্তঃত ১৫ বা ২০ বৎসর বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোন মাদ্রাসার ফিকহ এবং ইফতা বিভাগে উচ্চ পদে কর্ম সম্পাদন এবং ফতোয়া প্রদানের অভিজ্ঞতা।<br>" | রাষ্ট্রবিচার |
| | | অনুচ্ছেদ ৯৫: সুপ্রিম কোর্টে বিচারক নিয়োগ "বিচারক নিয়োগ আইন'প্রণয়ন করত তদানুযায়ী করতে হবে। | হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস) |
| | | নতুন সংযুক্তি (ঘ) বিচারপতি নির্দলীয় হইবে; কোনো দলের পক্ষে সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেলে অথবা স্বপক্ষে অবস্থান নিলে; তিনি বিচারক পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না। | আযহার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বাংলাদেশ |
| | | প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারককে নিয়োগদান সংসদ পরামর্শের ভিত্তিতে করিবেন। | সেন্টার ফর ইথিক্যাল রিসার্চ এন্ড থটস (সার্ট) |
| | | ৯৫ বিচারক নিয়োগ: নতুন করে যুক্ত করতে হবে। তবে এখানে উল্লেখ থাকে যে অন্যান্য আইনে যাহাই থাকুক না কেন প্রতিবন্ধিতার কারণে কোন পুরুষ/নারীকে বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে বৈষম্য করা যাবে না। | সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ। |
| | | অনুচ্ছেদ ৯৫(১) উপ অনুচ্ছেদ শেষে নিম্নোক্ত বাক্য সংযুক্ত করা। উল্লেখ্য বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ও সমতল অঞ্চলে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীভুক্ত দুই (২) জন ব্যক্তিকে বিচারক পদে নিয়োগ করা হইবে। | বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম |
| | | ৯৫(২)(ক) অনুচ্ছেদে যুক্ত করতে হবে- ‘‘আট বছর হাইকোর্টের বিচারক পদে না থাকলে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক এবং কমপক্ষে ২০ বছর হাইকোর্টে আইন পেশার প্রকৃত অভিজ্ঞতা বা ১৫ বছর বিচার বিভাগীয় পদে নিযুক্ত না থাকলে হাইকোর্টের বিচারক হতে পারবেন না। হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হতে গেলে কমপক্ষে যথাক্রমে ৫০ ও ৬০ বছর বয়স হতে হবে। বিচাকর্ম বিভাগে থেকে ৬০ শতাংশ ও আইনজীবী থেকে ৪০ শতাংশ বিচারক নিযুক্ত হবেন। | জুডিসিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন |

| | ৬ষ্ঠ ভাগ: বিচার বিভাগ | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
| | | বিচারক নিয়োগে যথাপযুক্ত আইন প্রণয়ন ও বিচার বিভাগের আওতায় পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করা। | নাগরিক উদ্যোগ |
| | | রাষ্ট্রের সকল আদালতে মেধার ভিত্তিতে আইন কর্মকর্তা নিয়োগ দান ও সম্মানজনক সম্মানী নিশ্চিত করা উচিত | ঢাকা মহানগর আইনজীবী সমিতি |
| | | অ্যাটর্নি জেনারেল সকল পর্যায়ে সরকারি আইনজীবী প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগের বিধান রাখা | "নারী পক্ষ<br>" |
| | | "১। উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে নিম্ন আদালতের বিচারকদের প্রাধান্য দিতে হবে।<br>২। সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল গঠন করতে হবে।<br>৩। সাংবিধানিক আদালত প্রতিষ্ঠা করতে হবে।<br>৪। বিচারকদের চাকুরির মেয়াদ হইবে সরকারি কর্মচারীদের চাকরির মেয়াদের সমান।<br>৫। অবসরের পর কোনো বিচারক রাষ্ট্রের কোনো লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত হইতে পারিবেন না।<br>৬। উচ্চ ও নিম্ন আদালতে সকল বিচারক নিয়োগ হইবে জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন এর সুপারিশের ভিত্তিতে। " | বিয়াম ফাউন্ডেশন গবেষণা ও পরামর্শ সেবা কেন্দ্র |
| | | শুধুমাত্র বিচারক বিচারককে বিচার করলে সেটা স্বার্থের দ্বন্দ্বের অবতারণা করবে। এইক্ষেত্রে ক্ষমতার ভারসাম্য দরকার। বিশেষ বিধান প্রণয়ন করা প্রয়োজন যেখানে তিন অঙ্গেরই উপস্থিতি ও প্রতিনিধিত্ব থাকবে। | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |
| | | Article 95: There Must be an Approved Law to Appoint a Justice under which to the Supreme Court. | Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre |
| **অনুচ্ছেদ ৯৬ (বিচারকের পদের মেয়াদ)** | "৯৬। (১) এই অনুচ্ছেদের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে কোন বিচারক সাতষট্টি বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।<br>2[(২) প্রমাণিত অসদাচরণ বা অসামর্থ্যের কারণে সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতার দ্বারা সমর্থিত সংসদের প্রস্তাবক্রমে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতির আদেশ ব্যতীত কোন বিচারককে অপসারিত করা যাইবে না।<br>(৩) এই অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন প্রস্তাব সম্পর্কিত পদ্ধতি এবং কোন বিচারকের অসদাচরণ বা অসামর্থ্য সম্পর্কে তদন্ত ও প্রমাণের পদ্ধতি সংসদ আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন।<br>(৪) কোন বিচারক রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ করিয়া স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।" | নতুন করে যুক্ত করতে হবে। তবে তার পদক্ষেপ যুক্তিযুক্ত কারণ বিচার বিভাগীয় কমিশন খতিয়ে দেখার সুযোগ রাখিবেন। | সেন্টার ফর দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ। |
| | | ৯৬(১) উপদফায় প্রধান বিচারপতি ও সুপ্রিম কোর্টের বিচারকগণ ৭০ বছর ও হাইকোর্টের বিচারকগণ ৬৭ বছর পর্যন্ত পদে বহাল থাকবেন।<br>৯৬ ২ উপদফায় সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে যারা বর্তমানে আছেন তাদের অতিরিক্ত হিসেবে প্রাদেশিক হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিগনের মধ্য থেকে দুই জন নিযুক্ত হবেন। আর এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতি মনোনীত সুপ্রিম কোর্ট/আপিল বিভাগের ওপর একজন বিচারক ও হাইকোর্টের কর্মে প্রবীণ বিচারক নিযুক্ত হবেন। | জুডিসিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন |

| | ৬ষ্ঠ ভাগ: বিচার বিভাগ | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
| | | সুপ্রিম জুডিসিয়াল কমিশন এর গঠন ও কার্যপদ্ধতি সম্পর্কিত প্রস্তাবাবলী<br>১. বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি হবেন সুপ্রিম জুডিসিয়াল কমিশনের প্রধান;<br>২. সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের কর্মে প্রবীণ পরবর্তী ২ জন বিচারক<br>৩. প্রাদেশিক হাইকোর্টের জন প্রধান বিচারপতি<br>৪. অ্যাটর্নি জেনারেল<br>৫. আইনসভার সরকারি ও বিরোধী দলের প্রধানের মনোনীত একজন করে মোট দুই জন আইন প্রণেতা<br>৬. বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি<br>৭. বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক মনোনীত একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক।<br>এই ১০ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত "সুপ্রিম জুডিসিয়াল কমিশন" সুপ্রিম কোর্টের বিচারক ও প্রাদেশিত হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মনোনীত করবেন। এক্ষেত্রে যদি ভোটে সমতা হয় তাহলে কমিশন প্রধান কাস্টিং ভোট দিতে পারবেন অথবা বিবেচনা থেকে সেই প্রার্থীকে বাদ দিবেন। | জুডিসিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন |
| **অনুচ্ছেদ ৯৭** | ৯৭। প্রধান বিচারপতির পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে প্রধান বিচারপতি তাঁহার দায়িত্বপালনে অসমর্থ বলিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইলে ক্ষেত্রমত অন্য কোন ব্যক্তি অনুরূপ পদে যোগদান না করা পর্যন্ত কিংবা প্রধান বিচারপতি স্বীয় কার্যভার পুনরায় গ্রহণ না করা পর্যন্ত আপীল বিভাগের অন্যান্য বিচারকের মধ্যে যিনি কর্মে প্রবীণতম, তিনি অনুরূপ কার্যভার পালন করিবেন। | ৯৭ অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি নিয়োগ:'অনুপস্থিতি ও অন্য কোনো কারণে' শব্দটি বাদ যাবে। | সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবেলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ। |
| | | ৯৭(১) প্রাদেশিক হোইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি হবেন সংশ্লিষ্ট হাইকোর্টের কর্মে প্রবীন বিচারক। | |
| **অনুচ্ছেদ ৯৮ (সুপ্রীম কোর্টের অতিরিক্ত বিচারকগণ)** | ৯৮। সংবিধানের ৯৪ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী সত্ত্বেও 1[* * *] রাষ্ট্রপতির নিকট সুপ্রীম কোর্টের কোন বিভাগের বিচারক-সংখ্যা সাময়িকভাবে বৃদ্ধি করা উচিত বলিয়া সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইলে তিনি যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন এক বা একাধিক ব্যক্তিকে অনধিক দুই বৎসরের জন্য অতিরিক্ত বিচারক নিযুক্ত করিতে পারিবেন, কিংবা তিনি উপযুক্ত বিবেচনা করিলে হাইকোর্ট বিভাগের কোন বিচারককে 2[যে কোন অস্থায়ী মেয়াদের জন্য আপীল বিভাগের আসন গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন]: তবে শর্ত থাকে যে, অতিরিক্ত বিচারকরূপে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে এই সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদের অধীন বিচারকরূপে নিযুক্ত হইতে কিংবা বর্তমান অনুচ্ছেদের অধীন আরও এক মেয়াদের জন্য অতিরিক্ত বিচারকরূপে নিযুক্ত হইতে বর্তমান অনুচ্ছেদের কোন কিছুই নিবৃত্ত করিবে না। | রাষ্ট্রপ্রধান "সুপ্রিম জুডিসিয়াল কমিশন" এর সুপারিশকৃত ব্যক্তিবর্গ থেকে হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগ করবেন। | বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন |

| | ৬ষ্ঠ ভাগ: বিচার বিভাগ | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
| **অনুচ্ছেদ ৯৯ (অবসর গ্রহণের পর বিচারকগণের অক্ষমতা)** | "৯৯। (১) কোন ব্যক্তি (এই সংবিধানের ৯৮ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী-অনুসারে অতিরিক্ত বিচারকরূপে দায়িত্ব পালন ব্যতীত) বিচারকরূপে দায়িত্ব পালন করিয়া থাকিলে উক্ত পদ হইতে অবসর গ্রহণের বা অপসারিত হইবার পর তিনি কোন আদালত বা কোন কর্তৃপক্ষের নিকট ওকালতি বা কার্য করিবেন না এবং বিচার বিভাগীয় বা আধা-বিচার বিভাগীয় পদ ব্যতীত প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না।<br>(২) (১) দফায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক পদে বহাল থাকিলে উক্ত পদ হইতে অবসর গ্রহণের পর তিনি আপীল বিভাগে ওকালতি বা কার্য করিতে পারিবেন।" | "প্রধান বিচারপতি সহ সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারকগণ অবসরের পর আর কোন রাষ্ট্রীয় লাভজনক পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হবেন না। আইন কমিশন, বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ন্যাশনাল ল একাডেমি, মানবাধিকার কমিশন, নির্বাচন কমিশন, দুদক, তথ্য, আইসিটি সহ কোন স্থায়ী কমিশনেও নিয়োগ দেয়া যাবে না।<br>কর্মরত থাকাকালে বিচারপতিদের স্বামী-স্ত্রী, সন্তানাদিও সুপ্রিম কোর্টে বা হাইকোর্টে আইন পেশা পরিচালনা করতে পারবেন না। উচ্চ আদালতে উন্নীত হওয়ার (আইনজীবী থেকে বিচারপতি) দিন থেকে ঘোষণা দিয়েই আইনজীবীর চেম্বার বন্ধ করে দিতে হবে এবং অবসরের পরেও আর চালু করা যাবে না। যারা বিচারক থেকে উন্নীত হবেন তারাও অবসরের পর চেম্বার স্থাপন বা আনুষ্ঠানিক বা অন্যানুষ্ঠানিক কোন ভাবেই কোন আইন চেম্বারে যোগ দিতে পারবেন না।<br>" | জুডিসিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন |
| **অনুচ্ছেদ ১০০ (সুপ্রীম কোর্টের আসন)** | [১০০। রাজধানীতে সুপ্রীম কোর্টের স্থায়ী আসন থাকিবে, তবে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লইয়া প্রধান বিচারপতি সময়ে সময়ে অন্য যে স্থান বা স্থানসমূহ নির্ধারণ করিবেন, সেই স্থান বা স্থানসমূহে হাইকোর্ট বিভাগের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে।] | কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক রাজধানীগুলোতে যথাক্রমে সুপ্রিমকোর্টের আসন ও সচিবালয় এবং হাইকোর্টের আসন স্থাপন করা হবে। | জুডিসিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন |
| **অনুচ্ছেদ ১০১ (হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ার)** | [১০১। এই সংবিধান বা অন্য কোন আইনের দ্বারা হাইকোর্ট বিভাগের উপর যেরূপ আদি, আপীল ও অন্যপ্রকার এখতিয়ার ও ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে, উক্ত বিভাগের সেইরূপ এখতিয়ার ও ক্ষমতা থাকিবে।] | | |
| **অনুচ্ছেদ ১০২ (কতিপয় আদেশ ও নির্দেশ প্রভৃতি দানের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতা)** | (৫) প্রসংগের প্রয়োজনে অন্যরূপ না হইলে এই অনুচ্ছেদে ''ব্যক্তি'' বলিতে সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহ অথবা কোন শৃংখলা-বাহিনী সংক্রান্ত আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল ব্যতীত কিংবা এই সংবিধানের ১১৭ অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয়, এইরূপ কোন ট্রাইব্যুনাল ব্যতীত যে কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল অন্তর্ভুক্ত হইবে। | | |

| | ৬ষ্ঠ ভাগ: বিচার বিভাগ | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
| অনুচ্ছেদ ১০৩ (আপীল বিভাগের এখতিয়ার) | ১০৩। (১) হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রী, আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল শুনানীর ও তাহা নিষ্পত্তির এখতিয়ার আপীল বিভাগের থাকিবে।<br>(২) হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রী, আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল বিভাগের নিকট সেই ক্ষেত্রে অধিকারবলে আপীল করা যাইবে, যে ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগ<br>(ক) এই মর্মে সার্টিফিকেট দান করিবেন যে, মামলাটির সহিত এই সংবিধান-ব্যাখ্যার বিষয়ে আইনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে; অথবা<br>৬৭[(খ) কোন মৃত্যুদণ্ড বহাল করিয়াছেন কিংবা কোন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন ; অথবা]<br>(গ) উক্ত বিভাগের অবমাননার জন্য কোন ব্যক্তিকে দণ্ডদান করিয়াছেন;<br>এবং সংসদে আইন-দ্বারা যেরূপ বিধান করা হইবে, সেইরূপ অন্যান্য ক্ষেত্রে।<br>(৩) হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রী, আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে যে মামলায় এই অনুচ্ছেদের (২) দফা প্রযোজ্য নহে, কেবল আপীল বিভাগ আপীলের অনুমতিদান করিলে সেই মামলায় আপীল চলিবে।<br>(৪) সংসদ আইনের দ্বারা ঘোষণা করিতে পারিবেন যে, এই অনুচ্ছেদের বিধানসমূহ হাইকোর্ট বিভাগের প্রসঙ্গে যেরূপ প্রযোজ্য, অন্য কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনালের ক্ষেত্রেও তাহা সেইরূপ প্রযোজ্য হইবে। | যুক্তরাষ্ট্রীয় ও আন্তঃপ্রাদেশিক বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের নিরঙ্কুশ এখতিয়ার থাকবে। | |
| অনুচ্ছেদ ১০৬ (সুপ্রীম কোর্টের উপদেষ্টামূলক এখতিয়ার) | ১০৬। যদি কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হয় যে, আইনের এইরূপ কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে বা উত্থাপনের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, যাহা এমন ধরনের ও এমন জনগুরুত্বসম্পন্ন যে, সেই সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টের মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন, তাহা হইলে তিনি প্রশ্নটি আপীল বিভাগের বিবেচনার জন্য প্রেরণ করিতে পারিবেন এবং উক্ত বিভাগ স্বীয় বিবেচনায় উপযুক্ত শুনানীর পর প্রশ্নটি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে স্বীয় মতামত জ্ঞাপন করিতে পারিবেন। | ১০৩ (২) (খ) কোন মৃত্যুদণ্ড বহাল করিয়াছেন কিংবা কোন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন যাহা রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক হইবে না। | সেন্টার ফর ইথিক্যাল রিসার্চ এন্ড থটস (সার্ট) |
| অনুচ্ছেদ ১০৭ (সুপ্রীম কোর্টের বিধি প্রণয়ন ক্ষমতা ) | | | |
| অনুচ্ছেদ ১০৮ (কোর্ট অব রেকর্ড" রূপে সুপ্রীম কোর্ট) | | আদালতের পবিত্রতা যেমন গুরুত্বপূর্ণ ঠিক একইভাবে বিচারকের পদে থাকা কেউ সেই পবিত্রতা নষ্ট করতে চাইলে সেটার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোটা আরও গুরুত্বপূর্ণ। আর আদালত অবমাননার বিচারের ক্ষেত্রে ভিন্ন বিধান প্রয়োজন। সাংবিধানিকভাবে এই সমস্ত বিষয়ের রূপায়ন ও ভিত্তি স্থাপন করাটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |
| অনুচ্ছেদ ১০৯ (আদালতসমূহের উপর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ) | ১০৯। হাইকোর্ট বিভাগের অধঃস্তন সকল ৬৯[আদালত ও ট্রাইব্যুনালের] উপর উক্ত বিভাগের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা থাকিবে। | বিচার বিভাগকে রাজনীতি মুক্ত ও সম্পূর্ণ স্বাধীন প্রতিষ্ঠান করতে সংবিধানে সুরক্ষার বিধান নিশ্চিত করা। | নাগরিক উদ্যোগ |
| | | আইন প্রণয়ন, বিচার ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার স্বাধীনতার নিশ্চিত করা। | নাগরিক উদ্যোগ |

| | ৬ষ্ঠ ভাগ: বিচার বিভাগ | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবক দলের নাম** |
| **১১১ (সুপ্রিমকোর্ট/ হাইকোর্টের বাধ্যতামূলক কার্যকারীতা)** | ১১১। আপীল বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন হাইকোর্ট বিভাগের জন্য এবং সুপ্রীম কোর্টের যে কোন বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন অধস্তন সকল আদালতের জন্য অবশ্যপালনীয় হইবে। | আপিল বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন হাইকোর্ট বিভাগ সহ সকল নির্বাহী ও বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের জন্য এবং সুপ্রিম কোর্টের যেকোন বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন রাষ্ট্রের সকল নির্বাহী ও বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের জন্য অবশ্য পালনীয় হবে | বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন |
| **অনুচ্ছেদ ১১৪ (অধস্তন আদালত-সমূহ প্রতিষ্ঠা)** | ১১৪। আইনের দ্বারা যেরূপ প্রতিষ্ঠিত হইবে, সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত সেইরূপ অন্যান্য অধস্তন আদালত থাকিবে। | মাসদার হোসেন মামলার প্রদত্ত নিরদেশনা বাস্তবায়ন হোক | এফবিসিসিআই |
| **অনুচ্ছেদ ১১৫ (অধস্তন আদালতে নিয়োগ)** | [১১৫। বিচারবিভাগীয় পদে বা বিচার বিভাগীয় দায়িত্বপালনকারী ম্যাজিস্ট্রেট পদে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উক্ত উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিসমূহ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নিয়োগদান করিবেন।] | আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সকল আদালত ও ট্রাইবুনাল সুপ্রিম কোর্ট এবং অথবা হাইকোর্টে নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে থাকবে। | বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন |
| **অনুচ্ছেদ ১১৬ (অধঃস্তন আদালত সমূহের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা)** | [১১৬। বিচার-কর্মবিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং বিচারবিভাগীয় দায়িত্বপালনে রত ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণ (কর্মস্থল- নির্ধারণ, পদোন্নতিদান ও ছুটি মঞ্জুরীসহ) ও শৃংখলাবিধান রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তাহা প্রযুক্ত হইবে।] | "অধঃস্তন আদালত" একটি ভুল শব্দবন্ধ। এটা সংশোধন করা প্রয়োজন। কারণ সর্বনিম্ন আদালত কখনোই সর্বোচ্চ আদালতের অধঃস্তন নয়। মামলা যতক্ষণ কোন আদালতে থাকে ততক্ষণ সেই আদালতই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার অধিকারী। তাতে দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, প্রধানমন্ত্রী, প্রধান বিচারপতি আইনত হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না করলেই তা অবৈধ হবে। এসব আদালত আসলে জনগণের আদালত; জনগণ সর্বপ্রথম এইসব আদালতের শরণাপন্ন হয় তাই এগুলোকে অধঃস্তন আদালতের বদলে "জন আদালত" বা "জন বিচার বিভাগ" বা ইংরেজিতে People's Court or People's Judiciary নামকরণ করার প্রস্তাব করছি। | জুডিসিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন |
| **অনুচ্ছেদ ১১৭ (প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালসমূহ)** | | | |
| **অন্যান্য প্রস্তাব** | | ১১৪ (ক) ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে উদ্ভুত মামলার বিচার দ্রুত সমাধানের জন্য প্রয়োজনে বিভাগীয় পর্যায়ে বিশেষ বেঞ্চ স্থাপন করা বা জেলা পযায়ে কার্যরত বিচারকদের উপর দায়িত্ব ন্যাস্ত করা যেতে পারে" | এফবিসিসিআই |
| | | কমিউটিনি জুরি ও ইনক্লুশন কাউন্সিল গঠন করে তার মাধ্যমে প্রাকৃতিক অবনমন সংক্রান্ত বিরোধের মীমাংসা করা | চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভ |
| | | স্বাধীন বিশেষায়িত পরিবেশ কোর্ট স্থাপন | চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভ |
| | | কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীত কোনো আইন পাশ করা হবে না, এমনটা লিখতে হবে | |
| | | সংবিধানের ১৩০ ধারা মোতাবেক সুপ্রিম কোর্টকে প্রয়োজনবোধে দেশের বিভিন্ন স্থানে হাইকোর্ট বিভাগের অধিবেশনের আয়োজন করতে হবে। যাতে জনদুর্ভোগ লাগব পায়। | নোয়াব |
| | | বিচার বিভাগে যে কোন কর্মচারী নিয়োগ অন্য কেউ নয়, কেবলমাত্র বিচার বিভাগ করবে | রাষ্ট্রবিচার |
| | | আন্তর্জাতিক কনভেনশনগুলো আইনত বাধ্যতামূলক দেশীয় আইনি ব্যবস্থায় সরাসরি প্রযোজ্য তা স্পষ্ট করার জন্য সংবিধানে গুরুত্বের সাথে অন্তর্ভূক্ত করা। আদালত দ্বারা সুরক্ষিত এবং প্রয়োগযোগ্যতা নিশ্চিত করা। | বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি |
| | | চুক্তিভিত্তিক বিচারক নিয়োগ দেয়া যাবে না | কনজুমারাস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ |
| | | বিচার নিশ্চিত করার জন্য সাংবিধানিকভাবে সাক্ষী সুরক্ষা করা জরুরী। | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |

| | সপ্তম ভাগ: নির্বাচন | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবক দলের নাম** |
| **অনুচ্ছেদ ১১৮ (নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা)** | ১১৮ । ৭৪[(১) প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক চারজন নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া] বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকিবে এবং উক্ত বিষয়ে প্রণীত কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগদান করিবেন।<br>(২) একাধিক নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া নির্বাচন কমিশন গঠিত হইলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার তাহার সভাপতিরূপে কার্য করিবেন।<br>(৩) এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে কোন নির্বাচন কমিশনারের পদের মেয়াদ তাঁহার কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরকাল হইবে এবং<br>(ক) প্রধান নির্বাচন কমিশনার-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এমন কোন ব্যক্তি প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগলাভের যোগ্য হইবেন না;<br>(খ) অন্য কোন নির্বাচন কমিশনার অনুরূপ পদে কর্মাবসানের পর প্রধান নির্বাচন কমিশনাররূপে নিয়োগলাভের যোগ্য হইবেন, তবে অন্য কোনভাবে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগলাভের যোগ্য হইবেন না।<br>(৪) নির্বাচন কমিশন দায়িত্বপালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন এবং কেবল এই সংবিধান ও আইনের অধীন হইবেন।<br>(৫) সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশনারদের কর্মের শর্তাবলী রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ হইবে; তবে শর্ত থাকে যে, সুপ্রীম কোর্টের বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হইতে পারেন, সেইরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত কোন নির্বাচন কমিশনার অপসারিত হইবেন না।<br>(৬) কোন নির্বাচন কমিশনার রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ করিয়া স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন। | শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন প্রয়োজন | ইঞ্জিনিয়ারস ইন্সটিটিউট |
| | | এই নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। | সেন্টার ফর দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবেলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ। |

| | সপ্তম ভাগ: নির্বাচন | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবক দলের নাম** |
| | | সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে পৃথক "স্বাধীন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়" প্রতিষ্ঠা করতে হবে। | 1. হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস)<br>2. Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre |
| | | নির্বাচন কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস করতে হবে। | হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস) |
| | | প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক চার জন নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকিবে এবং উক্ত বিষয়ে প্রণীত কোনো আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি ও সংসদের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের পরামর্শক্রমে প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগদান করিবেন। | সেন্টার ফর ইথিক্যাল রিসার্চ এন্ড থটস (সার্ট) |
| | | ৬. স্বাধীন নির্বাচন কমিশন গঠন।<br>ক. নির্বাচন কমিশন ‘হবে পৃথক ও স্বাধীন।<br>খ. কমিশনের সদস্যরা হবে নিরপেক্ষ এবং রাজনৈতিক দলের প্রভাবমুক্ত।<br>গ. নির্বাচন কমিশন ইউনিয়ন পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে। | সিরাজুল আলম খান সেন্টার |
| | | The Organizational Structure of the Election Commission should be Rearranged. | Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre |
| **অনুচ্ছেদ ১১৯ (নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব)** | ১১৯। ৭৫[(১) রাষ্ট্রপতি পদের ও সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার-তালিকা প্রস্তুতকরণের তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ এবং অনুরূপ নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং নির্বাচন কমিশন এই সংবিধান ও আইনানুযায়ী<br>(ক) রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবেন;<br>(খ) সংসদ-সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবেন;<br>(গ) সংসদে নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ করিবেন; এবং<br>(ঘ) রাষ্ট্রপতির পদের এবং সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার-তালিকা প্রস্তুত করিবেন।]<br>(২) উপরি-উক্ত দফাসমূহে নির্ধারিত দায়িত্বসমূহের অতিরিক্ত যেরূপ দায়িত্ব এই সংবিধান বা অন্য কোন আইনের দ্বারা নির্ধারিত হইবে, নির্বাচন কমিশন সেইরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন। | ১১৯ (১)(ঙ) নির্বাচন কমিশন আস্থা ভোটের ব্যবস্থা করবেন। যাতে সরকার স্বৈরাচার হতে না পারে। | বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন |
| | | একদিনে নির্বাচন না করে সমগ্র অঞ্চলকে ৪ ভাগ করে ৪ দিনে নির্বাচন করতে হবে। | বাঁচতে শেখা (NGO), যশোর |
| | | প্রত্যেক বার একটি নির্দিষ্ট তারিখে নির্বাচন করতে হবে। | বাঁচতে শেখা (NGO), যশোর |

| | সপ্তম ভাগ: নির্বাচন | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
| অনুচ্ছেদ ১২১ | ১২১। সংসদের নির্বাচনের জন্য প্রত্যেক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকার একটি করিয়া ভোটার-তালিকা থাকিবে এবং ধর্ম, জাত, বর্ণ ও নারী-পুরুষভেদের ভিত্তিতে ভোটারদের বিন্যস্ত করিয়া কোন বিশেষ ভোটার-তালিকা প্রণয়ন করা যাইবে না। | ১২১ এলাকায় ভোটার তালিকা: 'প্রতিবন্ধিতা' উল্লেখ করতে হবে।<br>১২১ অনুচ্ছেদে সংযোজন করা যেতে পারে, তবে শর্ত থাকে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে স্থায়ী বাসিন্দাদের লইয়া ভোটার তালিকা প্রণয়নে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না। | বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ। |
| | | "১২১ অনুচ্ছেদের পর নিম্নলিখিত শর্তাংশ সংযোজন করা:<br>""তবে শর্ত থাকে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়নে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।""" | পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি |
| অনুচ্ছেদ ১২২ (ভোটের-তালিকায় নামভুক্তির যোগ্যতা) | "১২২। (১) প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার-ভিত্তিতে সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে<br>(২) কোন ব্যক্তি সংসদের নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত কোন নির্বাচনী এলাকায় ভোটার-তালিকাভুক্ত হইবার অধিকারী হইবেন, যদি<br>(ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হন;<br>(খ) তাঁহার বয়স আঠার বৎসরের কম না হয়;<br>[(গ) কোন যোগ্য আদালত কর্তৃক তাঁহার সম্পর্কে অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা বহাল না থাকিয়া থাকে;<br>ঘ) তিনি ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বা আইনের দ্বারা ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বিবেচিত হন; এবং<br>(ঙ) তিনি ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোকসাজোসকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীন কোন অপরাধের জন্য দণ্ডিত না হইয়া থাকেন।" | যোগ্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নির্বাচনী প্রার্থী হিসেবে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করতে হবে। জাতীয় পরিচয় পত্রে প্রতিবন্ধীতার ধরন উল্লেখ থাকতে হবে এবং ভেরিফিকেশনের ক্ষেত্রে স্ক্যানিংয়ের জন্য হাত/পা/চোখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ব্যবহার করতে হবে। | সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ। |
| | | "১২১ অনুচ্ছেদের পর নিম্নোক্ত শর্তাংশ সংযোজন হবে—<br>তবে শর্ত থাকে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে স্থায়ী বাসিন্দাদের লইয়া ভোটার তালিকা প্রণয়নে এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই রাষ্টকে নিবৃত্ত করিবে না।" | সিএইচটি ওয়ার্কিং গ্রুপ ফর ন্যাশনাল রিফর্ম |
| অনুচ্ছেদ ১২৩ | | অনুচ্ছেদ ১২৩ (৩) মোতাবেক সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সংসদের ৫ বছরের নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হবার পূর্ববর্তী ৯০ দিনের মধ্যে যেকোনো সময়। ৯০ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে নির্বাচন হলে আগের সংসদের মেয়াদ শেষ না হতেই নতুন সংসদের বৈঠক বসবে। অর্থাৎ, আগের অংসদ বহাল থাকাকালীন পরের সংসদ বসতে হবে। এরকম বিধানগুলো বাতিল করে জনবান্ধব, সুস্পষ্ট বিধান করা জরুরী। | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |

| | সপ্তম ভাগ: নির্বাচন | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবক দলের নাম** |
| **অনুচ্ছেদ ১২৪** | ১২৪। এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা নির্বাচনী এলাকার সীমা নির্ধারণ, ভোটার-তালিকা প্রস্তুতকরণ, নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সংসদের যথাযথ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়সহ সংসদের নির্বাচন-সংক্রান্ত বা নির্বাচনের সহিত সম্পর্কিত সকল বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবেন। | ১২৪- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ সকলের প্রবেশগম্যতা নিশ্চিতকরণ। | সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ। |
| | | "অনুচ্ছেদ ১২৪ এর পর নতুন অনুচ্ছেদ ১২৪(ক) সংযোজিত হইবে। “আদিবাসী জাতিসমূহ যাহাতে নিজস্ব সংগঠন বা রাজনৈতিক দল দ্বারা নির্বাচনে অংশগ্রহন করিতে পারে, তার জন্য সংসদ বিশেষ বিধান করিবে।”" | সিএইচটি ওয়ার্কিং গ্রুপ ফর ন্যাশনাল রিফর্ম |
| **অনুচ্ছেদ ১২৫ (নির্বাচনী আইন ও নির্বাচনের বৈধতা)** | "১২৫। এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও<br>(ক) এই সংবিধানের ১২৪ অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত বা প্রণীত বলিয়া বিবেচিত নির্বাচনী এলাকার সীমা নির্ধারণ, কিংবা অনুরূপ নির্বাচনী এলাকার জন্য আসন-বণ্টন সম্পর্কিত যে কোন আইনের বৈধতা সম্পর্কে আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না;<br>(খ) সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন আইনের দ্বারা বা অধীন বিধান-অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের নিকট এবং অনুরূপভাবে নির্ধারিত প্রণালীতে নির্বাচনী দরখাস্ত ব্যতীত ৪৩[রাষ্ট্রপতি ৪৪[* * *] পদে] নির্বাচন বা সংসদের কোন নির্বাচন সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।<br>৪৫[(গ) কোন আদালত, নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হইয়াছে এইরূপ কোন নির্বাচনের বিষয়ে, নির্বাচন কমিশনকে যুক্তিসংগত নোটিশ ও শুনানির সুযোগ প্রদান না করিয়া, অন্তর্বর্তী বা অন্য কোনরূপে কোন আদেশ বা নির্দেশ প্রদান করিবেন না।]" | | |
| **অন্যান্য প্রস্তাব** | গণভোট | রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের অংশগ্রহন নিশ্চিত করতে গণভোটের বিধান রাখা | "নাগরিক উদ্যোগ কনজুমারাস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ" |
| | রাজনতিক দলের নিবন্ধন | সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক নির্বাচন ও রাজনৈতিক দলসমূহের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। | "বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি<br>" |
| | প্রবাসীদের ভোট | প্রবাসী বাংলাদেশের নাগরিকদের ভোট প্রয়োগ করার বিধান রাখা। | নাগরিক উদ্যোগ |
| | | সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করা। | নাগরিক উদ্যোগ, নারী পক্ষ |

| | সপ্তম ভাগ: নির্বাচন | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
| | না ভোট | বিনা প্রতিদ্বন্দিতা এবং নিদিষ্ট সংখ্যক ভোট প্রাপ্তির বিধান: কোনো প্রতিদ্বন্দী না থাকলে না ভোটের মোকাবেলা করতে হবে। একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট না পেলে নির্বাচিত হওয়া যাবে না, এমন বিধান রাখতে হবে। সেক্ষেত্রে পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের জায়গাটা রাখতে হবে। | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |
| | | ভোটের অধিকার কে সুরক্ষিত করা। | নাগরিক উদ্যোগ |
| | | সংসদ নির্বাচনের সময় তিন মাসের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকবে। | নোয়াব |
| | | জাতীয় নির্বাচনে আনুপাতিক ও মিশ্রপদ্ধতি সমন্বয় অথবা বিষয়গুলো বিবেচনা করা যেতে পারে। | "সুজন সুশাসনের জন্য নাগরিক<br>" |
| | | নির্দলীয় তত্ত্বাবধায় সরকার ব্যবস্থা সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত করা। | "নাগরিক উদ্যোগ<br>" |
| | | জাতীয় সংসদসহ সর্বক্ষেত্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত আসন ও পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা পুনরায় বাস্তবায়নের জোর দাবি<br>জানাচ্ছে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। | বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট |
| | | নির্বাচন কমিশনের যে কোন কর্মচারী নিয়োগ অন্য কেউ নয়, কেবলমাত্র নির্বাচন কমিশন করবে | রাষ্ট্রবিচার |
| | | The Anti-Corruption Commission should be made a constitutional body. | Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre |

| | অষ্টম ভাগ: মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
| | | | |

| | ৯ম ভাগ: বাংলাদেশের কর্মবিভাগ | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
| অনুচ্ছেদ ১৩৭ | ১৩৭। আইনের দ্বারা বাংলাদেশের জন্য এক বা একাধিক সরকারী কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠার বিধান করা যাইবে এবং একজন সভাপতিকে ও আইনের দ্বারা যেরূপ নির্ধারিত হইবে, সেইরূপ অন্যান্য সদস্যকে লইয়া প্রত্যেক কমিশন গঠিত হইবে। | সদস্য নির্ধারনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। | সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবেলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ। |
| | | ১৩৭ নং অনুচ্ছেদ "আইনের দ্বারা বাংলাদেশের জন্য এক বা একাধিক সরকারি কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠার বিধান করা যাইবে এবং একজন সভাপতিকে ও আইনের দ্বারা যেরূপ নির্ধারিত হইবে, সেইরূপ অন্যান্য সদস্যকে লইয়া প্রত্যেক কমিশন গঠিত হইবে। যেমন, ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্ষা কমিশন বা ইসলামী মূল্যবোধ রক্ষা কমিশন নামে সাংবিধানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত একটি স্বাধীন ক্ষমতাসম্পন্ন ধর্মীয় কমিশন প্রতিষ্ঠা করা যাইবে। যা রাষ্ট্রের সর্বজন স্বীকৃত আলেম সমাজ ও মুফতিদের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে। | সেন্টার ফর ইথিক্যাল রিসার্চ এন্ড থটস (সার্ট) |
| অনুচ্ছেদ ১৩৮ | ১৩৮। (১) প্রত্যেক সরকারী কর্ম কমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন: তবে শর্ত থাকে যে, প্রত্যেক কমিশনের যতদূর সম্ভব অর্ধেক (তবে অর্ধেকের কম নহে) সংখ্যক সদস্য এমন ব্যক্তিগণ হইবেন, যাঁহারা কুড়ি বৎসর বা ততোধিককাল বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যে কোন সময়ে কার্যরত কোন সরকারের কর্মে কোন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।<br>(২) সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোন আইন-সাপেক্ষে কোন সরকারী কর্ম কমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যের কর্মের শর্তাবলী রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ হইবে। | ১৩৮ অনুচ্ছেদের ১ এ নিম্নোক্ত বাক্য সংযোজন করা। উল্লেখ্য বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ও সমতল অঞ্চলে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীভুক্ত দুই (২) জন ব্যক্তিকে সদস্য পদে নিয়োগদান করা হইবে। | বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম |

| | নবম-ক ভাগ: জরুরি বিধান | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবক দলের নাম** |
| **অনুচ্ছেদ ১৪১ক (জরুরি-অবস্থা ঘোষণা)** | | সংবিধানের নবম অংশ সংশোধন করুন। জরুরি ক্ষমতার ব্যবহারের জন্য এমন নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রয়োগ করুন যাতে অধিকার সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞাগুলি কঠোরভাবে প্রয়োজনীয় হয়, বৈজ্ঞানিক প্রমাণের ভিত্তিতে হয় এবং স্বেচ্ছাচারী বা বৈষম্যমূলক না হয়, সীমিত সময়ের জন্য হয় | হিউম্যান রাইটস ওয়াচ |
| | | সংকটকালীন জরুরি অবস্থা ঘোষণার এবং মৌলিক অধিকার বাতিল/স্থগিত করার সংশ্লিষ্ট বিধানে চেক অ্যান্ড ব্যালেন্সের ব্যবস্থা করা | ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ল' স্টুডেন্টস ফোরাম ফর রিফর্ম প্রপোজাল |
| | | ৯. জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল (National Security Council-NSC) গঠন।<br>ক. রাষ্ট্রপতির অধীনে 'জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল' (NSC) গঠিত হবে।<br>খ. উপ-রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, সহ-প্রধানমন্ত্রী অথবা বিরেধীদলীয় নেতা সদস্য থাকবেন।<br>গ. প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সদস্য থাকবেন।<br>ঘ. তিন বাহিনী প্রধান (সেনা, নৌ ও বিমান) সদস্য থাকবেন।<br>ঙ. পলিশ ও বিডিআর এবং আনসার ও ভিডিপি প্রধানগণ সদস্য থাকবেন।<br>চ. জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের প্রধানগণ সদস্য থাকবেন।<br>ছ. একজন সংবিধান বিশেষজ্ঞ সদস্য থাকবেন।<br>জ. একজন আইন বিশেষজ্ঞ সদস্য থাকবেন।<br>ঝ. আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সদস্য থাকবেন।<br>ঞ. রাজনৈতিক প্রযুক্তিতে (Political Technology) দক্ষ/বিশেষজ্ঞ একজন সদস্য থাকবেন। | সিরাজুল আলম খান সেন্টার |
| | | জরুরী অবস্থার বিধান স্পষ্ট করতে হবে। সময়ের প্রেক্ষিতে কয়েকধরণের জরুরী অবস্থা জারি করার প্রয়োজন হতে পারে। যেমন: রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আবহাওয়াভিত্তিক, নিরাপত্তাজনিত, স্বাস্থ্যভিত্তিক এবং নির্বাচনী জরুরী অবস্থা। এইসমস্ত বিষয় সংবিধানে উল্লেখ করে বিধান করে দিতে হবে। | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |
| | | ক্ষমতার অপপ্রয়োগ রুখতে জরুরী অবস্থার সময় অধিকারের পরিবর্তন কেমন হবে সেই বিষয়ে পরিষ্কার নির্দেশনা থাকতে হবে। | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |

| | দশম ভাগ: সংবিধান সংশোধন | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবক সংস্থার নাম** |
| **অনুচ্ছেদ ১৪২ (সংবিধানের বিধান সংশোধনের ক্ষমতা)** | "১৪২। এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও-<br>(ক) সংসদের আইন-দ্বারা এই সংবিধানের কোন বিধান সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন বা রহিতকরণের দ্বারা সংশোধিত হইতে পারিবেঃ তবে শর্ত থাকে যে,<br>(অ) অনুরূপ সংশোধনীর জন্য আনীত কোন বিলের সম্পূর্ন শিরনামায় এই সংবিধানের কোন বিধান সংশোধন করা হইবে বলিয়া স্পষ্টরূপে উল্লেখ না থাকিলে বিলটি বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা যাইবে না;<br>(আ) সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত না হইলে অনুরূপ কোন বিলে সম্মতিদানের জন্য তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হইবে না;<br>(খ) উপরি-উক্ত উপায়ে কোন বিল গৃহীত হইবার পর সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট তাহা উপস্থাপিত হইলে উপস্থাপনের সাত দিনের মধ্যে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিবেন, এবং তিনি তাহা করিতে অসমর্থ হইলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।]" | অন্তবর্তীকালীন সরকার সংশোধন করতে পারে না। তাদের উচিত সুস্পষ্ট সংশোধনীর জন্য সুপারিশমালা দেওয়া | ইঞ্জিনিয়াস ইন্সটিটিউট |
| | | গণভোটের বিধান যুক্ত করা যেতে পারে | জাতীয় মানবাধিকার কমিশন |

দশম ভাগ: সংবিধান সংশোধন

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক সংস্থার নাম |
|---|---|---|---|
| | | সংবিধানের মূলনীতি দুই তৃতীয়াংশ সংসদ সদস্যের ভোটে পরিবর্তন যোগ্য হবে বলে গণ্য করতে হবে।পরিবর্তন যোগ্য মূলনীতির প্রস্তাব গনভোটে কমপক্ষে ৫৫% ভোটের সাপেক্ষে নতুন মূলনীতি বলে গন্য হবে এমন ব্যবস্থা রাখতে হবে। | রাষ্ট্রবিচার |
| | | সংবিধান সংশোধনের পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব জনসমক্ষে প্রকাশ করে তাতে জনগণকে মতামত প্রদানের জন্য ৩০ দিন সময় দেয়ার পর এটা শুধু তখনই আইনসভায় পেশ করা যাবে যখন তাতে সর্বশেষ জাতীয় নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের কমপক্ষে ৫০ ভাগের বেশি ভোট প্রাপ্ত রাজনৈতিক দল বা জোট বা ব্যক্তির লিখিত সম্মতি থাকবে। আইনসভার উভয় কক্ষের তিন চতুর্থাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর তা গণভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে জয়ী হতে হবে। গণভোটে জয়ী হওয়ার পর রাষ্ট্রপ্রধান সেই সংবিধান সংশোধনীতে সম্মতি দিয়েছেন বলে গণ্য হবে। আর প্রাদেশিক ব্যবস্থায় সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় আইনসভায় পেশ হওয়ার আগেই প্রত্যেক প্রদেশের বিধানসভাতে তার সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাশ হতে হবে। গণভোটে ভোট দেয়া বাধ্যতামূলক হবে। | জুডিসিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন |
| | | ১৪২ অনুচ্ছেদের (১) উপঅনুচ্ছেদের (আ) দফার পর নতুন দফা সংযোজন করা "(ই) সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত দেশের আদিবাসীদের পরিচয়, স্বকীয়তা, অংশগ্রহণ ও অধিকার সংরক্ষণ করে এমন বিধানাবলি সংশোধন, সংযোজন অথবা বাতিলের পূর্বে দেশের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বশীল নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করিবেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ এবং ক্ষেত্রমত ঐতিহ্যগত প্রতিষ্ঠান এই উল্লিখিত প্রতিনিধিত্বশীল নেতৃবৃন্দের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত থাকিবে। | "১. বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম<br>২. সিএইচটি ওয়ার্কিং গ্রুপ ফর ন্যাশনাল রিফর্ম" |
| | | (ই) ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্ষা কমিশন এর সম্মতি দান ছাড়া তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হইবে না | সেন্টার ফর ইথিক্যাল রিসার্চ এন্ড থটস (সার্ট) |
| | | "১৪২ অনুচ্ছেদ (১) উপ-অনুচ্ছেদ (আ) এর পর নতুন দফা সংযোজন করা:<br>""(ই) সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত দেশের আদিবাসীদের পরিচয়, স্বকীয়তা, অংশগ্রহণ ও অধিকার সংরক্ষণ করে এমন বিধানাবলী সংশোধন, সংযোজন অথবা বাতিলের পূর্বে দেশে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বশীল নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করিবেন।<br>পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ এবং ক্ষেত্রমত ঐতিহ্যগত প্রতিষ্ঠান এই উল্লিখিত প্রতিনিধিত্বশীল নেতৃবৃন্দের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।""" | পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **অন্যান্য প্রস্তাব** | | ১৯৭২ সংবিধান বাতিল করে নতুন সংবিধান প্রণয়ন করতে হবে | ঢাকা মহানগর আইনজীবী সমিতি |
| | | সংবিধান নতুন করে প্রণয়ন নহে বরং সংবিধানের সংশোধন করা হোক। | বাঁচতে শেখা (NGO), যশোর |
| | | সংবিধান প্রণয়ন কমিটিতে আইনবিদদের পাশাপাশি আলেম সমাজের প্রতিনিধি থাকা দরকার | ঢাকা মহানগর আইনজীবী সমিতি |
| | | সংবিধানের ১৬তম সংশোধনী বাতিল করে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করুন। | হিউম্যান রাইটস ওয়াচ |
| | | পঞ্চদশ সংশোধনী আইন (২০১১) হাইকোর্টের নির্দেশনার আলোকে সংস্কার করা আবশ্যক | এফবিসিসিআই |
| | | ১০. সাংবিধানিক আদালত (Constitutional Court) গঠন।<br>ক. সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতির অধীনে সাত (৭) সদস্য বিশিষ্ট 'সাংবিধানিক আদালত' গঠিত হবে।<br>খ. সংবিধান বিষয়ে অভিজ্ঞ অবসরপ্রাপ্ত আরো ছয় (৬) জন বিচারপতি এই কমিটির সদস্য থাকবেন।<br>গ. সাংবিধানিক জটিলতা বিষয়ে 'সাংবিধানিক আদালত' এর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।<br>ঘ. নির্বাচন সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে 'সাংবিধানিক আদালত' সর্বোচ্চ সংস্থা হিসেবে গণ্য হবে। | সিরাজুল আলম খান সেন্টার |
| | | "১২. স্থায়ী বিচার বিভাগীয় কাউন্সিল (Supreme Judicial Council) গঠন।<br>ক. বিচার বিভাগকে স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে স্থায়ী 'বিচার<br>বিভাগীয় কাউন্সিল' গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে।<br>খ. বিচার বিভাগ পৃথক ও স্বাধীন থাকবে।<br>গ. প্রতিটি প্রদেশে হাইকোর্ট থাকবে।<br>ঘ. বিচার ব্যবস্থা উপজেলা পর্যায়ে বিস্তৃত হবে।<br>৬. মানবাধিকার বিষয়ে হাইকোর্টে বিশেষ বেঞ্চ থাকবে। | সিরাজুল আলম খান সেন্টার |

| | দশম ভাগ: সংবিধান সংশোধন | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক সংস্থার নাম |
| | | ১৩. সার্ক (SAARC)-এর আওতায় বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, ভারত (বিহার, উড়িষ্যা, পশ্চিম বাংলা, আসাম,<br>মেঘালয়, ত্রিপুরা, মনিপুর, অরুণাচল, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড), মিয়ানমারের 'দক্ষিণাঞ্চল' এবং চীনের 'কুনমিং<br>প্রদেশ' নিয়ে 'উপ-আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোট' গঠন করতে হবে।<br>গোটা উপমহাদেশে এ ধরনের চারটি 'উপ-আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোট' গড়ে উঠতে পারে। | সিরাজুল আলম খান সেন্টার |
| | | ১. সকল দরিদ্র নারী ও পুরুষের জন্য 'মাইক্রো ক্রেডিট' (micro-credit) কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।<br>২. কৃষি খাতের উন্নয়নের জন্য উন্নয়নের জন্য আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। কৃষিপণ্য ভিত্তিক (agro-food industry) শিল্প গড়ে তোলা এ যুগের প্রধান চাহিদা বিধায় সে অনুযায়ী কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দেয়া হবে। প্রান্তিক কৃষকদের মৌসুমি ফসল আবাদের জন্য কৃষিঋণের ব্যবস্থা করা হবে।<br>৩. প্রবাসীদের অর্থায়নে 'উপজেলা শিল্প এলাকা' এবং 'পৌর শিল্প এলাকা' গঠন করা হবে। প্রতিটি শিল্প এলাকায় ৩০০/৫০০ কোটি টাকা (প্রত্যেক প্রবাসীর দুই/তিন/চার লক্ষ ডলার হিসেবে) বিনিয়োগ করে সাত/আট লক্ষ (৭,০০,০০০.০০) কোটি টাকা বিনিয়োগ করা সম্ভব। অনুমান করা যায় ১০ (দশ) লক্ষাধিক প্রবাসীর বিনিয়োগ করার ক্ষমতা রয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হবে স্থানীয় বিনিয়োগ (পশ্চাৎ ও সম্মুখ)। এর ফলে ৮/১০ (আট/দশ) বছরে ৫ (পাঁচ) কোটি মানুষের কর্মসংস্থান হবে।<br>৪. 'উপ-আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোট'-এর অবকাঠামো তৈরির প্রাথমিক উদ্যোগ হিসেবে 'মেগা সী পোর্ট' (mega-sea port) নির্মাণ করা হবে। সুপরিকল্পিতভাবে দেশের অভ্যন্তরে 'সুপার হাইওয়ে' (Super highway) নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হবে। জরুরি ভিত্তিতে ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরে পাতালরেল (underground rail), মেট্রো রেল (metro-rail) ও মনোরেল (mono-rail) স্থাপন করা হবে।<br>৫. 'উপজেলা শিল্প এলাকা' এবং 'পৌর শিল্প এলাকা'-এর অবকাঠামো নির্মাণে 'যৌথভাবে' (joint venture) দেশি ও বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।<br>৬. বহুজাতিক কর্পোরেশন- এর সঙ্গে প্রতিযোগীতার জন্য দেশের বৃহৎ পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে 'সামাজিক ব্যবসা' (social business) স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হবে।<br>৭. ২০২০ সাল নাগাদ তথ্য-প্রযুক্তি ভিত্তিক 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' (digital Bangladesh) প্রতিষ্ঠা করা হবে।<br>৮. ২০২০ সাল নাগাদ বছরে প্রতি নাগরিকের আয়ের পরিমাণ কমপক্ষে ২ (দুই) লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হবে। এই হিসেবে ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট প্রতি পরিবারের জন্য বছরে কমপক্ষে ১০ (দশ) লাখ টাকা আয়ের ব্যবস্থা থাকতে হবে। | সিরাজুল আলম খান সেন্টার |
| | | অনুবাদে জগাখিচুড়ি। সংবিধানের বহু ভাষায় নির্ভরযোগ্য পাঠ থাকাটা ভালো। তবে অন্তএপক্ষে বাংলা ও ইংরেজীতে থাকতেই হবে। বাংলায় মূল সংবিধান নিখে ইংরেজীতে একটা নির্ভরযোগ্য অনুদিত পাঠ রাখতে হবে। অনুবাদ হতে হবে একশভাগ নির্ভুল, বাংলা পাঠের সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। অনুবাদে গোঁজামিল পাকানো যাবে না, ইন্দা করে জগাখিচুড়ি বানিয়ে রেখে জটিলতা বাড়ানো যাবে না। | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |
| | | সংবিধানে আইনসভা সবার আগে থাকতে হবে। মানুষের জনপ্রতিনিধিদের সেই জায়গাটা নিশ্চিত করা জরুরী। এরপরে বিচার বিভাগ এবং সবশেষে নির্বাহী বিভাগকে রাখা উত্তম। ক্রমটা ন্যায্যতার সাথে, ইনসাফের সাথে সাজানো গুরুত্বপূর্ণ। | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |
| | সংবিধানের কলেবর | সংবিধানের কলেবর ছোটো করে নিয়ে আসা উচিৎ হবে। জনগণ যাতে কার্যকরভাবে সরকারকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে সংবিধান সেভাবেই প্রণয়ন করতে হবে। জনগণের প্রকৃত কর্তৃত্ব স্থাপনের জায়গাটা ঠিকঠাক রাখতে যা যা প্রয়োজন সংবিধানে শুধুমাত্র সেগুলো রেখে রাষ্ট্র পরিচালনার একটা গাইডলাইন দিলেই হয়। | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |
| | সংবিধানের ভাষা | "সংবিধানের ভাষা সহজ সরল হওয়া জরুরী। সংবিধানটা যেনো মানুষ বুঝতে পারে সেভাবে লেখাই উত্তম। আমাদের পক্ষে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে কিছু ক্ষেত্রে আইন জানা মানুষ ছাড়া ব্যাখা না দিলে আইনের ভাষা বোঝা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু ইচ্ছা করে জটিল শব্দ, গুরুগম্ভীর বাক্য এবং কঠিন ভাষার যেন অপপ্রয়োগ না ঘটানো হয় লেখার সময় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |
| | | বাহাত্তরের সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ অনুবাদে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল করা হয়েছে যা যে কেউ সহজেই অনুমান করতে পারবে। এগুলোর ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |

| | দশম ভাগ: সংবিধান সংশোধন | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক সংস্থার নাম |
| | | সংবিধান কমিটির গোপনীয়তা এবং স্বচ্ছতা: বাহাত্তরের সংবিধান প্রণয়নের ম্যান্ডেট নিয়ে প্রশ্ন যেমন আছে ঠিক একইভাবে কিছু বিধানের সংযুক্তিও (যেগুলো আগে আলাপেই উঠেনি কখনও) একে বিতর্কিত করেছে। সংবিধান অফিসিয়ালি বাংলায় লেখা। ইংরেজী ভাষায় এর একটা অনুদিত পাঠ আছে। এর বিপরীতে গিয়ে ড. আনিসুজ্জামান দাবি করেন তিনি ইংরেজি পাঠকে বাংলায় অনুবাদ করতেন। ড. কামাল হোসেন এই দাবি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্সের এক আলাপচারিতায় কলকাতা হাইকোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি চিত্ততোষ মুখার্জির প্রশ্নের প্রেক্ষিতে কামাল হোসেন বলেন সংবিধান বাংলাতেই লেখা হয়েছিলো। এরকম স্ববিরোধিতা, সাংঘর্ষিক অবস্থান, দ্বিচারিতা যাতে না হয় সে ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |
| | আর্থিক সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান | আর্থিক ক্ষেত্রে দেশের সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের প্রধানের পদকে সাংবিধানিক পদ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। এই প্রতিষ্ঠানও সংবিধান স্বীকৃত হতে হবে। | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |

| | একাদশ ভাগ: অন্যান্য/বিবিধ | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
| অনুচ্ছেদ ১৪৩ (প্রজাতন্ত্রের সম্পত্তি) | (১) আইনসঙ্গতভাবে প্রজাতন্ত্রের উপর ন্যস্ত যে কোন ভূমি বা সম্পত্তি ব্যতীত নিম্নলিখিত প্রজাতন্ত্রের উপর ন্যস্ত হইবে:<br>ক) বাংলাদেশের যে কোন ভূমির অন্তঃস্থ সকল খনিজ ও অন্যান্য মূল্যসম্পন্ন সামগ্রী;<br>(খ) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জলসীমার অন্তর্বর্তী মহাসাগরের অন্তঃস্থ কিংবা বাংলাদেশের মহীসোপানের উপরিস্থ মহাসাগরের অন্তঃস্থ সকল ভূমি, খনিজ ও অন্যান্য মূল্যসম্পন্ন সামগ্রী; এবং<br>(গ) বাংলাদেশে অবস্থিত প্রকৃত মালিকবিহীন যে কোন সম্পত্তি। | | |
| | (২) সংসদ সময়ে সময়ে আইনের দ্বারা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জলসীমা ও মহীসোপানের সীমা-নির্ধারণের বিধান করিতে পারিবেন। | অনুচ্ছেদ ১৪৩ অনুচ্ছেদের উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর পরে (৩) নামে নতুন উপ-অনুচ্ছেদ সংযোজন হবে- "(৩) এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই দেশের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীদিগকে তাহাদের স্ব স্ব অধ্যুষিত অঞ্চলের ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকার ও সমষ্টিগত ভূমি মালিকানার স্বত্বাধিকার নিশ্চিত করা হইতে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।" | ১. বিপনেট,<br>২. সিএইচটি ওয়ার্কিং গ্রুপ ফর ন্যাশনাল রিফর্ম,<br>৩. বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম |
| | | | |
| অনুচ্ছেদ ১৪৫ক (আন্তর্জাতিক চুক্তি) | ১৪৫ক। বিদেশের সহিত সম্পাদিত সকল চুক্তি রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হইবে, এবং রাষ্ট্রপতি তাহা সংসদে পেশ করিবার ব্যবস্থা করিবেনঃ<br>তবে শর্ত থাকে যে, জাতীয় নিরাপত্তার সহিত সংশ্লিষ্ট অনুরুপ কোন চুক্তি কেবলমাত্র সংসদের গোপন বৈঠকে পেশ করা হইবে।] | কোন গোপন চুক্তি করা যাবে না | রাষ্ট্রবিচার |
| | | সংবিধানের ১৪৫(ক): জাতীয় নিরাপত্তা সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি ছাড়া অন্যান্য চুক্তিসমূহ তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে জনগণকে জানানোর জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। | "বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি |
| | | Contracts and Deeds/ideas to be placed before the concerned Standing Committee(s) before execution.<br>Draft of International Treaties to be placed before the relevant Standing Committee(s), then to the Parliament on execution, and Should also be placed before the Ombudsman. | Bangladesh Legal Law Research and Legal Aid Centre |

একাদশ ভাগ: অন্যান্য/বিবিধ

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ ১৪৮ (পদের শপথ)** | "১৪৮। (১) তৃতীয় তফসিলে উল্লিখিত যে কোন পদে নির্বাচিত বা নিযুক্ত ব্যক্তি কার্যভারগ্রহণের পূর্বে উক্ত তফসিল-অনুযায়ী শপথগ্রহণ বা ঘোষণা (এই অনুচ্ছেদে ""শপথ"" বলিয়া অভিহিত) করিবেন এবং অনুরূপ শপথপত্রে বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরদান করিবেন।<br>[* * *]<br>(২) এই সংবিধানের অধীন নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির নিকট শপথগ্রহণ আবশ্যক হইলে 2[* * *] অনুরূপ ব্যক্তি যেরূপ ব্যক্তি ও স্থান নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ ব্যক্তির নিকট সেইরূপ স্থানে শপথগ্রহণ করা যাইবে।<br>[২(ক) ১২৩ অনুচ্ছেদের (৩) দফার অধীন অনুষ্ঠিত সংসদ সদস্যদের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপিত হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী তিন দিনের মধ্যে এই সংবিধানের অধীন এতদুদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা তদুদ্দেশ্যে অনুরূপ ব্যক্তি কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন ব্যক্তি যে কোন কারণে নির্বাচিত সদস্যদের শপথ পাঠ পরিচালনা করিতে ব্যর্থ হইলে বা না করিলে, প্রধান নির্বাচন কমিশনার উহার পরবর্তী তিন দিনের মধ্যে উক্ত শপথ পাঠ পরিচালনা করিবেন, যেন এই সংবিধানের অধীন তিনিই ইহার জন্য নির্দিষ্ট ব্যক্তি।]<br>(৩) এই সংবিধানের অধীন যে ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির পক্ষে কার্যভার গ্রহণের পূর্বে শপথগ্রহণ আবশ্যক, সেই ক্ষেত্রে শপথগ্রহণের অব্যবহিত পর তিনি কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।" | ১৪৮.১।"বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম দেশাত্মতা ও রাষ্ট্রীয় আনুগত্য পোষণ করিব" | রাষ্ট্রবিচার |
| **অনুচ্ছেদ ১৫২ (ব্যাখ্যা)** | | একাদশ ভাগ (বিবিধ) : ব্যাখ্যা সংক্রান্ত ১৫২ অনুচ্ছেদ শেষে 'আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী' সংজ্ঞা অন্তর্ভূক্তি। | "বিপনেট<br>" |
| | | ১৫২ অনুচ্ছেদে এটা সংযুক্ত করা যেতে পারে, 'আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী' বলতে সে সকল জাতিগোষ্ঠীকে বুজাবে অন্যান্যের মধ্যে যাহারা বর্তমান বসবাসরত অঞ্চলে প্রথম বা আদি অধিবাসী; যাহাদের সমাজব্যবস্থা, ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি হইতে পৃথক, যাহারা সনাতনী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রথাগত আইনের ভিত্তিতে পারিবারিক আইন পরিচালনা ও অভ্যন্তরীণ বিরোধ নিষ্পত্তি করেন। ভূমির সহিত যাহাদের নিবিঢ় সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক সম্পর্ক রহিয়াছে এবং যাহারা সাধারণভাবে মূল স্রোতধারার জনগোষ্ঠীর চাইতে প্রান্তিক অবস্থানে রহিয়াছেন। | "বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম<br>" |
| | | 'বিচারক' এর সজ্ঞায় বিচার কর্মবিভাগের সদস্য অন্তর্ভূক্ত করা এবং রাষ্ট্রের সজ্ঞায় বিচার বিভাগে অন্তর্ভূক্ত করা উচিৎ। | জুডিসিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন |
| | | "১৫২। (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের প্রয়োজনে অন্যরূপ না হইলে এই সংবিধানে ১৫২ অনুচ্ছেদের শেষান্তে নিম্নোক্ত সংজ্ঞা সংযোজন করা-<br>""আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী"" বলিতে সেই সকল জাতিগোষ্ঠীকে বুঝাইবে, অন্যান্যের মধ্যে, যাঁহারা বর্তমান বসবাসরত অঞ্চলে প্রথম বা আদি অধিবাসী; যাঁহাদের সমাজব্যবস্থা, ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য দেশের মূলস্রোতধারার জনগোষ্ঠীর ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি হইতে পৃথক, যাঁহারা সনাতনী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রথাগত আইনের ভিত্তিতে পারিবারিক আইন পরিচালনা ও আভ্যন্তরীণ বিরোধ নিষ্পত্তি করেন, ভূমির সহিত যাঁহাদের নিবিঢ় সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক সম্পর্ক রহিয়াছে এবং যাঁহারা সাধারণভাবে মূলস্রোতধারার জনগোষ্ঠীর চাইতে প্রান্তিক অবস্থানে রহিয়াছেন; ""পাহাড়ি জুম্ম জাতিগোষ্ঠি"" বলিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের বসবাসরত সকল আদিবাসী গোষ্ঠি যেমন, চাকমা, মারমা, তঞ্চঙ্গ্যা, ত্রিপুরা, বম, খেয়াং, লুসাই, মুরং, চাক, পাংখোয়া, কুকী, অহমিয়া, গুর্খা, রাখাইন, ইত্যাদি জাতিগোষ্ঠি কে বুঝাইবে।" | সিএইচটি ওয়ার্কিং গ্রুপ ফর ন্যাশনাল রিফর্ম |

| | একাদশ ভাগ: অন্যান্য/বিবিধ | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবক দলের নাম** |
| | | ১৫২(১) অবসরপ্রাপ্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিবন্ধীতা অনুযায়ী ভাতার পরিমান নির্ধারিত হবে। যদি কোনো ব্যক্তি বা অবসরকালীন সময়ে নতুন করে প্রতিবন্ধীতা বরণ করেন তাকেও একই ভাতার আওতায় সংযোজন করতে হবে। | সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবেলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ। |
| **অনুচ্ছেদ ১৫৩** | ১৫৩। (১) এই সংবিধানকে "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান" বলিয়া উল্লেখ করা হইবে এবং ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসের ১৬ তারিখে ইহা বলবৎ হইবে, যাহাকে এই সংবিধানে "সংবিধান-প্রবর্তন" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।<br>(২) বাংলায় এই সংবিধানের একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ ও ইংরাজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য অনুমোদিত পাঠ থাকিবে এবং উভয় পাঠ নির্ভরযোগ্য বলিয়া গণপরিষদের স্পীকার সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন।<br>(৩) এই অনুচ্ছেদের (২) দফা-অনুযায়ী সার্টিফিকেটযুক্ত কোন পাঠ এই সংবিধানের বিধানাবলীর চূড়ান্ত প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে;<br>তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা ও ইংরাজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে। | গণপরিষদ শব্দটি বিলুপ্ত করা প্রয়োজন, এটি ৭৪ ধারার সঙ্গে সামাঞ্জস্যহীন | এফবিসিসিআই |
| **অন্যান্য প্রস্তাব** | | কাউন্সিল অব ইসলামিক আইডিওলজি, নামে একটি সাংবিধানিক সংস্থা প্রতিষ্ঠা কর হোক, যারা আইন, শরিয়ার ব্যাখ্যা প্রদান করবে এবং বিচার বিভাগকে পরামরশ দেবে | বালাকোট চেতনা উজ্জীবন পরিষদ |
| | | ভাষা ব্যবহারে সচেতনা হওয়া। যেমন: মহিলা, উপজাতি, গণিকাবৃত্তি, উপ-সম্প্রদায়, শালীনতা , নৈতিকতা শব্দ ব্যবহার পরিহার করা। | নারী পক্ষ |
| | | রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও সুরক্ষা কমিশনগুলোর স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। | নাগরিক উদ্যোগ |

| | একাদশ ভাগ: অন্যান্য/বিবিধ | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
| | | যে কোনো রাজনৈতিক দলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ সাবলীল হতে হবে। দেশের নাগরিক হিসেবে নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অবস্থান নিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে। | সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ। |
| | | সাধুভাষার পরিবর্তে চলিত ভাষায় সংবিধান রচানা করতে হবে। জনগণের প্রধান আইনটি যাতে জনগণ বুঝে এমন শব্দ ও ভাষা ব্যবহার করতে হবে। | জুডিসিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন |
| | | সংবিধানে প্রজা, প্রজাতন্ত্র এসব শব্দ পরিহার করতে হবে। নাগরিকরা হলেন রাষ্ট্রের মালিক, তারা কোনভাবেই প্রজা নন। তাই এসব শব্দ পরিহার করতে হবে। | জুডিসিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন |
| | | সংবাদপত্র এবং সংবাদমাধ্যমকে রাষ্ট্রের চতুর্থ স্বম্ভ হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেয়া উচিৎ। | জুডিসিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন |
| | | Speeches SHOULD be removed from the schedule. | Bangladesh islamic Law Research and legal Aid Centre |
| | | রাজনৈতিক দল বলতে কি বোঝায় সেটার উল্লেখ যেমন জরুরী ঠিক একইভাবে রাজনীতিবিদের একটা সাংবিধানিক ধারণা দেওয়া দরকার। রাজনীতিবিদরা রাজনীতি না করেই বিরাজনীতিকীকরণের ক্ষেত্র তৈরী হয়। রাজনীতি ছাড়া রাই চলতে পারে না। রাজনীতি বলতেই যেন আমরা সামনে দেখা রাজনৈতিক দলকে শুধু না বুঝি সেদিকে মনোনিবেশ করা জরুরী। তা নাহলে এই তথাকথিত রাজনীতির (যা আসলে অপরাজনীতি, যেখানে রাজনীতির লেশমাত্র নেই। বরং রাজনীতির নামে রাজনীতি বিরুদ্ধ অপকর্ম যেখানটায় হয়। যেখানে রাজনীতির নামে রাজনীতির সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক অপতৎপরতা চলে) বৃত্ত থেকে বের হওয়া যাবে না। এই গণঅভ্যুত্থানের মূল্যবোধ ও জনআকাঙ্খা পূরণের জন্য এটি প্রয়োজন। | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |

| | তফসিলসমূহ | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
| প্রথম তফসিল (অন্যান্য বিধান সত্ত্বেও কার্যকর আইন) | | • প্রথম তফসিলে নিম্নোক্ত আইনের তালিকা সংযোজন করা:<br>• “পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন, ১৯০০ (১৯০০ সনের ১ নং রেগুলেশন)<br>• “পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ১৯০০ (১৯০০ সনের ১ নং শাসনবিধি)<br>• রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইন) (১৯৯৮ সালের ৯নং আইনের সংশোধনীসহ)<br>• খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২০ নং আইন) (১৯৯৮ সালের ১০ নং আইনের সংশোধনীসহ)<br>• বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২১ নং আইন)(১৯৯৮ সালের ১১নং আইনের সংশোধনীসহ) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ১২ নং আইন)<br>• আদিবাসীদের প্রথাগত আইনসমূহ | পাবর্ত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি |
| তৃতীয় তফসিল (শপথ ও ঘোষণা) | | | |
| চতুর্থ তফসিল (ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী) | | | |
| পঞ্চম তফসিল (১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তারিখে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেওয়া ঐতিহাসিক ভাষণ) | | | |
| ষষ্ঠ তফসিল (জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা) | | | |
| সপ্তম তফসিল (১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র)। | | | |
| | | সংবিধানের তফসিলে কেন্দ্র ও প্রদেশ সম্পর্কিত বিষয়, স্বীকৃত আন্তর্জাতিক আইনসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে নিয়ে আসতে হবে। | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |

| | নতুন প্রস্তাব | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক সংস্থার নাম |
| অন্যান্য প্রস্তাব | | রাষ্ট্রের বিভিন্ন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে যেমন- বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, জাতীয় নির্বাচন কমিশন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, সরকারি কর্ম কমিশনসহ সকল ক্ষেত্রে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব সাংবিধানিকভাবে নিশ্চিত করার প্রস্তাব করছি। | বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ |
| | | বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু মানুষের জনসংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব সাংবিধানিকভাবে নিশ্চিত করার জন্য প্রস্তাব করছি। | বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ |
| | | ক্রিমিনাল প্রোসিডিউর কোড (CPC) এর ধারা 1)197) বাতিল করা, যা সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ আনার জন্য সরকারের অনুমতি প্রয়োজন—পুলিশ কর্মকর্তাসহ—যদি অপরাধটি অফিসিয়াল ক্ষমতা দিয়ে কাজ করার সময় সংঘটিত হয়।মৃত্যুদণ্ড বাতিল করুন এবং অস্থায়ীভাবে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার ওপর অবিলম্বে স্থগিতাদেশ ঘোষণা করুন। আর্মি, নেভি এবং এয়ারফোর্স এর জন্য একক বিচারব্যবস্থা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে এমন আইন বাতিল করার আহ্বান জানান, যা ভিন্নমত দমন এবং বাক স্বাধীনতার ওপর আঘাত হানতে অপব্যবহার করা হয়, এবং এই আইনের পরিবর্তে অধিকারসম্মত আইন প্রণয়ন করুন। CPC এর ধারা 132 বাতিল করা, যা প্রসিকিউটরদের জন্য কোনো রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অপরাধমূলক অভিযোগ দায়ের করার পূর্বে সরকারের "অনুমোদন" নেওয়া বাধ্যতামূলক করে, যা খুব কমই প্রদান করা হয়। ক্রিমিনাল প্রোসিডিউর কোডের ধারা 54 এবং 167 বাতিল করা  আর্মি অ্যাক্ট, 1952, এয়ার ফোর্স অ্যাক্ট, 1953 এবং নেভি অর্ডিন্যান্স, 1961 সংশোধন করা যাতে সেনাবাহিনীর আদালত শুধুমাত্র সেসব অপরাধের উপর বিচার করতে পারে যা কঠোরভাবে সামরিক প্রকৃতির। আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (সংশোধনী) আইন 2003 এর ধারা 13 এর "সরল বিশ্বাস" শর্ত বাতিল করা, যা নিরাপত্তা বাহিনীর অপব্যবহার থেকে একপ্রকার অজেয় সুরক্ষা প্রদান করে। বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী "গুম"-কে অপরাধ হিসেবে নিষিদ্ধ করা। ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশন অর্ডিন্যান্স সংশোধন করা যাতে এটি জাতিসংঘের প্যারিস প্রিন্সিপলের মান এবং আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম চর্চার সাথে মিল রেখে কাজ করে। বিনামূল্যে শিক্ষার পরিসর বিস্তৃত করা। ডিজিটাল ও কারিগরি শিক্ষার উপর গুরুত্ব প্রদান। জবাবদিহিতা ও বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা। শিক্ষকদের ভূমিকা শক্তিশালী করা। পরবর্তী প্রজন্মের অধিকার এবং আন্তঃপ্রজন্ম ন্যায্যতা নিশ্চিত করা। সুষ্ঠু এবং টেকসই শহুরে উন্নয়নের জন্য দিকনির্দেশনা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। | ১. হিউম্যান রাইটস ওয়াচ<br>২. জাস্টিস ফর কমরেড ফোরাম<br>৩. ইংলিশ অলিম্পিয়াড, |
| | | সংবিধানে যাই থাকুক না কেন, জনগণের ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষীক হলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে | বাংলাদেশ ইন্টেলেকচুয়াল মুভমেন্ট |
| | | নামহীন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের বা গণগ্রেপ্তারি পরোয়ানা নিষিদ্ধ করা। | হিউম্যান রাইটস ওয়াচ |
| | | শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান, জীবনব্যাপী শিক্ষার প্রতিশ্রুতি প্রদান | ইংলিশ অলিম্পিয়াড |
| | | অন্তর্ভুক্তি ও সমতার ওপর গুরুত্ব প্রদান | ইংলিশ অলিম্পিয়াড |
| | | রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার সুষম বণ্টন থাকতে হবে। | সেন্টার ফর ল, গভর্ন্যান্স অ্যান্ড পলিসি (CELGAP) |
| | | রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা প্রয়োগ বৈধ করার জন্য রাষ্ট্রপতিকে সরাসরি নির্বাচিত করা উচিত। | সেন্টার ফর ল, গভর্ন্যান্স অ্যান্ড পলিসি (CELGAP) |
| | | কোনো ব্যক্তি কোনো একটি পদে দুই মেয়াদের বেশি থাকতে পারবেন না। | সেন্টার ফর ল, গভর্ন্যান্স অ্যান্ড পলিসি (CELGAP) |
| | | ন্যায়বিচারের জন্য বিচার ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ জরুরি। | সেন্টার ফর ল, গভর্ন্যান্স অ্যান্ড পলিসি (CELGAP) |
| | | প্রতিটি বিভাগের জন্য স্থায়ী হাইকোর্ট থাকা উচিত। | সেন্টার ফর ল, গভর্ন্যান্স অ্যান্ড পলিসি (CELGAP) |
| | | সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলকে শক্তিশালী করতে হবে। | সেন্টার ফর ল, গভর্ন্যান্স অ্যান্ড পলিসি (CELGAP) |
| | | মূল সংবিধানিক মূল্যবোধের পক্ষপাতদুষ্ট রাজনৈতিককরণ প্রতিরোধ করা | River & Delta Research Centre |
| | | মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা রক্ষা করুন। | River & Delta Research Centre |
| | | অর্থনৈতিক বৈষম্য নিরসন | River & Delta Research Centre |
| | | জনগণকে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ফ্যাসিবাদ থেকে সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় বিধান সংযোজন | River & Delta Research Centre |
| | | "রাষ্ট্রধর্ম" হিসেবে ইসলাম না রেখে সব ধর্মকে সমানভাবে স্বীকৃতি দেওয়া | River & Delta Research Centre |

| | নতুন প্রস্তাব | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক সংস্থার নাম |
| | | ক্ষমতার ভারসাম্য এবং সার্বভৌমত্বকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। | River & Delta Research Centre |
| | | সংবিধানকে মানবাধিকার, পরিবেশগত অধিকার এবং সকল সত্তার মর্যাদা স্বীকৃতি ও রক্ষা করতে হবে। | River & Delta Research Centre |
| | | সিভিল সার্ভিস এবং স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সংস্কার | River & Delta Research Centre |
| | | ১. স্বাস্থ্যকর ও পরিষ্কার পরিবেশের অধিকার অন্তর্ভুক্ত করতে<br>২. স্বাস্থ্যকর ও পরিষ্কার পরিবেশের অধিকার অন্তর্ভুক্ত করতে | ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ল' স্টুডেন্টস ফোরাম ফর রিফর্ম প্রপোজাল |
| | | ১. রাষ্ট্রপতিকে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আরও স্বাধীন করা<br>২. সহ-রাষ্ট্রপতির পদ তৈরি করা<br>৩. রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদানের ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে এতে আরও ভারসাম্য ও নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন করা<br>৪. রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ প্রক্রিয়ার অসঙ্গতিগুলো দূর করা প্রয়োজনঃ<br>যেমনঃ ৫০(৩), ৫৭(১)(ক), ৫৮(১)(ক), এবং ৬৭(২) ধারার মধ্যে থাকা অসামঞ্জস্যগুলো সংশোধন করা উচিত, যেখানে হাতলিখিত শর্তটি বাদ দেওয়া হবে।<br>আবার, ৫০(৩) ধারায় রাষ্ট্রপতির ‘পদত্যাগ ফোরাম’ সংযোজন করা উচিত, যেখানে স্পিকার অনুপস্থিত থাকলে প্রধান বিচারপতিকে সংশ্লিষ্ট করা যেতে পারে।<br>সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫০(৪) সংশোধন করে একজন সংসদ সদস্যকে রাষ্ট্রপতি হওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা।<br>৫. সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫০(৪) সংশোধন করে একজন সংসদ সদস্যকে রাষ্ট্রপতি হওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা। | ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ল' স্টুডেন্টস ফোরাম ফর রিফর্ম প্রপোজাল |
| | | Supreme Court judges এর বিরুদ্ধে বিচারিক অসদাচরণ বা অক্ষমতার অভিযোগের তদন্ত করার জন্য সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল-এর অধীনে একটি বিশেষ বোর্ড গঠন করা হবে, যা প্রধান বিচারপতি এবং পরবর্তী দুইজন সিনিয়র বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত হবে। | ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ল' স্টুডেন্টস ফোরাম ফর রিফর্ম প্রপোজাল |
| | | "১. নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ প্রক্রিয়া পরিবর্তন করা হোক যেন এটি আরও ন্যায্য হয়।<br>২. নির্বাচন কমিশনারদের অপসারণ করা হোক স্বাধীন বিচারিক পরিষদ (Judicial Council) দ্বারা গঠিত বোর্ডের মাধ্যমে।" | ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ল' স্টুডেন্টস ফোরাম ফর রিফর্ম প্রপোজাল |
| | | সংবিধান সংশোধনের জন্য গণভোটের আয়োজন করা এবং বড় পরিবর্তনের জন্য একটি উচ্চতর মানদণ্ড প্রয়োজন | ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ল' স্টুডেন্টস ফোরাম ফর রিফর্ম প্রপোজাল |
| | | মহান সংসদের একটি স্বাধীন শরীয়াহ কমিশন থাকিবে, যা সংসদের কার্যক্রম, সংবিধান ইত্যাদি শরীয়ার সাথে সাংঘর্ষিক হইতেছে কিনা খতিয়ে দেখিবে। | সেন্টার ফর ইথিক্যাল রিসার্চ এন্ড থটস (সার্ট) |
| | | আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে কোনো রূপ কটুক্তি, অবমাননা কাহারো বিরুদ্ধে প্রমাণিত হইলে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডসহ সংসদের শরীয়া কমিশন ইসলামী আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। | সেন্টার ফর ইথিক্যাল রিসার্চ এন্ড থটস (সার্ট) |
| | | সংবিধানের জন্য প্রণীত আইনগুলোর উৎস  হিসেবে রাষ্ট্র ধর্ম ইসলামের শরিয়া এবং জনগণের কল্যাণের বিষয়টি প্রাধান্য থাকিতে হইবে | সেন্টার ফর ইথিক্যাল রিসার্চ এন্ড থটস (সার্ট) |
| | | রাষ্ট্রে ইসলামী অর্থনীতি স্বাধীনভাবে কাজ ও প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী অর্থনীতিবিদদের সাথে সরকার এক সাথে কাজ করিবে। ইসলামী ব্যাংক, তাকাফুল ও অন্যান্য ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ আন্তর্জাতিকভাবে সফল ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সংসদের শরীয়া কমিশনের উইন্ডো কাজ করিবে। পাশাপাশি এ লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ে ইসলামী অর্থনীতি সাচিবিক পদ সৃষ্টি করা হইবে। | সেন্টার ফর ইথিক্যাল রিসার্চ এন্ড থটস (সার্ট) |
| | | উচ্চ আদালতে একটি শরিয়াহ কোট গঠন করা হইবে। যেখানে যে কেউ আদালতের যেকোন বিচারিক রায়কে রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক বলে অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত উচ্চতর শরিয়া কোর্ট নিজেও তা যাচাই করার অধিকার রাখিবে এবং অন্যান্য বিচারকগণ ধর্মীয় বিষয়ে উক্ত উচ্চতর শরিয়াহ কোর্টের পরামর্শ গ্রহণ করিবেন। উচ্চতর শরিয়াহ কোর্টে বিজ্ঞ মুফতিগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিতে হইবে। | সেন্টার ফর ইথিক্যাল রিসার্চ এন্ড থটস (সার্ট) |
| | | সংসদ সদস্য হওয়ার জন্য কমপক্ষে মাস্টার্স, দাওরা অথবা কামিল ও সমমান পাস হইতে হইবে। পাশাপাশি সদস্যদের চরিত্র ইসলামী ও ধর্মীয় নীতিমালা অনুযায়ী হইবে। বিশেষ করিয়া, একজন সংসদ সদস্যকে সৎ, ন্যায়পরায়ন দেশ ও জনগণের প্রতি কল্যাণকামী এবং ইসলামী বা ধর্মীয় মূল্যবোধে বিশ্বাসী হওয়া বাধ্যতামূলক। | সেন্টার ফর ইথিক্যাল রিসার্চ এন্ড থটস (সার্ট) |
| | | নাগরিকের মৌলিক অধিকা, ক্ষমতার ভারসাম্য, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে সহায়তাকারি বিধানগুলোকে অপরিবর্তনযোগ্য করা | কনজুমারাস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ |

| | নতুন প্রস্তাব | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক সংস্থার নাম |
| | | ১১. জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল (National Economic Council-NEC) গঠন।<br>ক. সকল ট্রেড ইউনিয়ন এবং কর্ম-পেশার এসোসিয়েশন-এর প্রতিনিধি নিয়ে ৯০০ (নয়শো) সদস্য বিশিষ্ট 'জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল'-NEC গঠন করতে হবে।<br>খ. 'জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল'-NEC বার্ষিক বাজেট প্রণয়নে জাতীয় সংসদে সুপারিশ পাঠাবে।<br>গ. জাতীয় পর্যায়ের যে কোনো আর্থিক পলিসি বিষয়ে NEC জাতীয় সংসদে সুপারিশ পাঠাতে পারবে।<br>ঘ. যে কোনো বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের সম্ভাব্যতা ও যৌক্তিকতার বিষয় NEC-তে আলোচনা করতে হবে।<br>ঙ. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কানেকটিভিটি (connectivity) অর্থাৎ ট্রান্সপোর্ট ইকোনমিকে। (transport economy) কাজে লাগিয়ে একুশ শতকের উপযোগী করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। | সিরাজুল আলম খান সেন্টার |
| | | "১. বাংলাদেশে বসবাসরত সকল আদিবাসী জাতিসত্বার মানুষকে সাংবিধানিক ভাবে আদিবাসী হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে।<br>২. আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর প্রজাতন্ত্রে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভে পৃথক মন্ত্রনালয় গঠন ও সংসদে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।<br>৩. আদিবাসীদের জমি জাল বন্ধ ও বেদখল সম্পত্তি পূনরুদ্ধারে সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠন করতে হবে।<br>৪. সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য বিলোপ এবং সমতলের আদিবাসীদের মধ্যে বিশেষ বাজেট বৈরাদ্দ প্রদান করতে হবে।<br>৫. জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশ গ্রহন নিশ্চিতে আদিবাসী নারী উন্নয়ন ও নির্যাতন বন্ধে পৃথক নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।<br>" | আদিবাসী মুক্তি মোর্চা |
| | | ৫ আগস্ট স্বৈরাচার সরকার পতনের পর সফল গণঅভ্যুত্থানের ঘোষণাপত্র না দেওয়াটা ঐতিহাসিক ভুল ছিলো। অনতিবিলম্বে ঘোষণাপত্র দেওয়া দরকার। পুনর্লিখনের সময় সংবিধানে ঘোষণাপত্র যুক্ত করে দিতে হবে। | বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স |

## পরিশিষ্ট ১৮

# ব্যক্তি মতামতের সারাংশ

জুলাই-আগস্ট ২০২৪ এর ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে সংবিধান সংস্কারের লক্ষ্যে গঠিত সংবিধান সংস্কার কমিশনে সংবিধান সংস্কার বিষয়ে দেশের ৬০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি তাদের লিখিত মতামত প্রদান করেন।

**ব্যক্তিগণ**

| ক্রমিক | ব্যক্তির নাম | হার্ড কপি | পিডিএফ | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ১ | মুফতি আবুল হাসান মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ | | | |
| ২ | ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী | | | |
| ৩ | খোদাবক্স চৌধুরী | | | |
| ৪ | মুফতি শাখাওয়াত হোসাইন রাজী | | | |
| ৫ | মুহাম্মদ আবদুল মালেক | | | ২টি |
| ৬ | ড. এ. কে. এম ফজলুর রহমান | | | |
| ৭ | এম আর চৌধুরী | | | ২টি |
| ৮ | মুফতি সাইফুল ইসলাম | | | |
| ৯ | শায়খ আহমাদুল্লাহ ও মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুম | | | |
| ১০ | ইলিরা দেওয়ান | | | |
| ১১ | রেহনুমা আহমেদ | | | |
| ১২ | প্রফেসর তোফায়েল আহমেদ | | | |
| ১৩ | মোহাম্মদ বসিরুল হক সিনহা ও মাসুদ জাকারিয়া | | | |
| ১৪ | আহমেদ আনিসুর রহমান | | | |
| ১৫ | ড. মহিউদ্দীন | | | |
| ১৬ | ড. মইনুল ইসলাম (চবি) | | | |
| ১৭ | ড. মোঃ পারভেজ ইমদাদ | | | |
| ১৮ | মুসা আল হাফিজ | | | |
| ১৯ | বিচারপতি এম এ মতিন | | | |
| ২০ | জাকিয়া আফরিন | | | |
| ২১ | অরুপ রাহী | | | |
| ২২ | ইমরান মাহফুজ | | | |
| ২৩ | প্রফেসর মঈনুল ইসলাম (ঢাবি) | | | |
| ২৪ | প্রফেসর ড. এ বি এম মাহবুবুল ইসলাম | | | |
| ২৫ | ব্যারিস্টার নাজির আহমেদ | | | |
| ২৬ | শাহীন আলম (তুহিন) মোড়ল | | | |
| ২৭ | শহিদুল ইসলাম চৌধুরী | | | |
| ২৮ | ড. সৈয়দ নিজার ও অন্যান্য | | | |
| ২৯ | এডভোকেট আবদুর রহমান জীবল | | | ২টি |
| ৩০ | কে শামসুদ্দিন মাহমুদ | | | |
| ৩১ | মাহা মির্জা | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ৩২ | সারোয়ার তুষার | | | |
| ৩৩ | মাহমুদুল হাসান | | | |
| ৩৪ | আরিফুল ইসলাম | | | |
| ৩৫ | অধ্যাপক ড. ইকয়ামুল হক | | | |
| ৩৬ | আবদুল্লাহ | | | |
| ৩৭ | কল্লোল মুস্তফা | | | |
| ৩৮ | মোঃ আলী হোসেন | | | |
| ৩ | রাজা দেবাশীষ রায় | | | ২টি |
| ৪০ | Dr. Faustina Pereira | | | |
| ৪১ | মোঃ সামছুল আরেফিন আরিফ | | | |
| ৪২ | মোহাম্মদ আহসানুল করিম | | | |
| ৪৩ | মাওলানা মোঃ ইলিয়াছুর রহমান | | | |
| ৪৪ | শহীদুল্লাহ ফরায়জী | ২টি | ১টি | |
| ৪৫ | এ বি এম আশরাফুল | | | |
| ৪৬ | আশিকুর রহমান আশিক | | | |
| ৪৭ | ফাইজা বর্ণা | | | |
| ৪৮ | মারুফা আক্তার | | | |
| ৪৯ | ইনজামুল হক জিম | | | |
| ৫০ | মোঃ ইয়াছিন আরাফাত | | | |
| ৫১ | তাসফিয়া আফরিন | | | |
| ৫২ | মোঃ মোশারেফ হোসেন বিশ্বাস | | | |
| ৫৩ | ক্যাপ্টেন মুহাম্মদ লতিফুর রহমান | | | বই |
| ৫৪ | ড. মোঃ মনিরুল হুদা | | | |
| ৫৫ | আমিনুল মোহায়মেন-রাষ্ট্র সংস্কার প্রস্তাব | | | বই |
| ৫৬ | প্রফেসর ড. আবুল কালাম আযাদ | | | |
| ৫৭ | মো. জাহেদুর রহমান | | | |
| ৫৮ | অধ্যাপক হাসানুজ্জামান চৌধুরী | | | |
| ৫৯ | মাহফূযুল হক | | | |
| ৬০ | এস এইচ চৌধুরী | | | |

| | প্রস্তাবনা | | | |
|---|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম | যৌক্তিকতা/কারণ |
| | গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান | | | |
| **শুরু** | বিস্‌মিল্লাহির-রহ্‌মানির রহিম<br>(দয়াময়, পরম দয়ালু, আল্লাহের নামে)/ পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার নামে। | | | |
| | | বিস্‌মিল্লাহির-রহ্‌মানির রহিম যথার্থ অনুবাদসহ বহাল রাখতে হবে | ১. মুফতি সাখাওয়াত হোসেন রাজী<br>২. মাওলানা মো. ইলিয়াছুর রহমান | |
| | | বিস্‌মিল্লাহির-রহ্‌মানির রহিম এর অর্থ "পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার নামে" এই অংশ বাদ দিতে হবে। | প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম | |
| | | সংবিধানের শুরুতেই আছে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। কুরআনের আয়াতটি ভুলভাবে লেখা হয়েছে। আসলে তা হবে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। এর অর্থ হিসেবে লেখা হয়েছে- দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। এই তর্জমা চলনসই হলেও বাক্যটি সঠিক নয়। হবে- দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। (বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম যেহেতু কুরআনের আয়াত, তাই তা শুরুতে আরবীতে লিখে ব্র্যাকেটে বাংলায় লিখে অর্থ উল্লেখ করা যায়। এটা উত্তম হবে।) | মুসা আল হাফিজ | |
| **প্রস্তাবনা (Preamble)'র সূচনা** | "আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া ২[জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের] মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি;<br>৩[আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল -জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে ;]<br>আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা- যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে;<br>আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা যাহাতে স্বাধীন সত্তায় সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারি এবং মানবজাতির প্রগতিশীল আশা-আকাঙ্খার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে পূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে পারি, সেইজন্য বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তিস্বরূপ এই সংবিধানের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখা এবং ইহার রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান আমাদের পবিত্র কর্তব্য;<br>এতদ্বারা আমাদের এই গণপরিষদে, অদ্য তের শত ঊনআশী বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসের আঠারো তারিখ, মোতাবেক উনিশ শত বাহাত্তর খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের চার তারিখে, আমরা এই সংবিধান রচনা ও বিধিবদ্ধ করিয়া সমবেতভাবে গ্রহণ করিলাম।" | ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, সমাজতন্ত্র মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে বাদ দিতে হবে। | প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম | |
| | | আমরা, বাংলাদেশের জনগণ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া [জুলুম থেকে জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের মাধ্যমে] আল্লাহ তায়ালার করুণায় স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি; | মাহফুযুল হক | |
| | | আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়োছিল—জুলুম ও বৈষম্যমুক্ত দেশ গড়া, বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ, আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা এবং বিশ্বাস ও সুষ্ঠু গণতন্ত্রের সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে; | | |
| | | ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল প্রবাসী অস্থায়ী সরকার যে ঘোষণা (মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার) দিয়েছে সেটিই হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। | প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম | |

| | প্রস্তাবনা | | | |
|---|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম | যৌক্তিকতা/কারণ |
| | | তৃতীয় প্যারার 'সকল' শব্দের আগে "জাতি, গোষ্ঠী, ভাষা, ধর্ম ও বিশ্বাস নির্বশেষে' যুক্ত করা | রাজা দেবাষীষ রায়, চাকমা | |
| | | রাষ্ট্রের আইন প্রণয়নের প্রধান উৎস হবে ইসলামী শরিয়াহ | আব্দুল্লাহ | |
| | | সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে। | ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী | ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রজ্ঞাপন (Proclamation) এ এই বিষয়সমূহকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল, যা জেনে দেশের মানুষ স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। |
| | | "আমরা বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া "জুলুম থেকে জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের মাধ্যমে" আল্লাহ তায়ালার করুণায় স্বাধীনতা ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল- জুলুম ও বৈষম্যমুক্ত দেশ গড়া, বাংলাদেশী জাতিয়তাবাদ, আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস এবং সুষ্ঠু গণতন্ত্র- সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে। | শায়খ আহমাদুল্লাহ ও মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুম | |
| | | সংবিধানের প্রস্তাবনায় দাবি করা হয়েছে, 'যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল', সেগুলো হচ্ছে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। এই দাবি ইতিহাসসম্মত নয়। প্রথমত জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম একমাত্র একাত্তরের সংগ্রাম নয়। আবার একাত্তরের সংগ্রামের কোনো ঘোষিত আদর্শ হিসেবে সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রামাণ্যতা নেই। বরং সেটা হচ্ছে ১৯৭২ সালে প্রণীত বয়ান। প্রকৃত অর্থে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম হয়েছিলো সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায় বিচারের আদর্শে। একে সংবিধানের প্রস্তাবনায় উল্লেখের সুপারিশ করছি। | মুসা আল হাফিজ | |
| | | সংবিধানের প্রস্তাবনায় শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ঘোষিত হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক সমাজ একটি মতাদর্শিক প্রত্যয়, যাকে আকাঙ্খা করে না বাংলাদেশের সমাজ জীবন। বরং আমাদের দরকার শোষণমুক্ত সমাজ, যেখানে সকল নাগরিকের জন্য ন্যায়ের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হবে। | মুসা আল হাফিজ | |
| | | আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া [জাতিয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের] মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার করুণায় স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। | মুফতি সাইফুল ইসলাম | |
| | | আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল -জুলুম ও বৈষম্যমুক্ত দেশ গড়া, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা এবং বিশ্বাস ও সুষ্ঠু গণতন্ত্র সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে। | মুফতি সাইফুল ইসলাম | |
| | | আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, বাংলাদেশী প্রজাতন্ত্র যা এক ও একমাত্র স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালার পূর্ণ আনুগত্য ও বিশ্বাস, ন্যায় ও সভ্য মানবতা, জনগণের ঐক্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠার বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রে নির্মিত হয়েছে। | মুফতি সাইফুল ইসলাম | |

| | প্রস্তাবনা | | | |
|---|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম | যৌক্তিকতা/কারণ |
| | | আমরা জনগণ, দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রামের মাধ্যমে বিশেষ করে '৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, অগ্নিঝরা মার্চের পতাকা উত্তোলন, স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ, ৭ মার্চ-সহ ঐতিহাসিক ঘটনাবলী অতিক্রম করে '৭১-এর সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন-সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছি।<br>আমরা আরো অঙ্গীকার করছি, যেসকল মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে- সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচারের দার্শনিক ভিত্তিতে বীর শহীদগণ আত্মোৎসর্গ করেছিলেন সে ভিত্তিতেই রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি নির্ধারণ হবে। সংবিধানই রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক নকশা, যার মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার রূপ-প্রকৃতি-চরিত্র নির্ধারিত হবে।<br>আমরা আরও অঙ্গীকার করছি যে-<br>১) রাষ্ট্রের আদর্শ: ১) 'সাম্য', ২) 'মানবিক মর্যাদা' ও ৩) 'সামাজিক সুবিচার'- এই ত্রয়ী রাষ্ট্রের দার্শনিক ভিত্তি ৪) 'গণতন্ত্র' হবে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি এবং ৫) নাগরিকের 'জীবন সুরক্ষা' হবে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। এই পাঁচটি হবে রাষ্ট্রের দার্শনিক ও প্রায়োগিক ভিত্তি।<br>২) গণতন্ত্র: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হবে 'গণতন্ত্র' অর্থাৎ Democracy is a Government of the People by the People and for the People.<br>৩) জীবন (Life): রাষ্ট্র যেকোনো নাগরিক বা জনগণের 'জীবন সুরক্ষার' প্রশ্নটিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিবে (Highest Priority on Life Protection) I<br>৪) সম্প্রীতি (Harmony): সকল ধর্ম ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণার্থে সকল ধর্ম-বর্ণের পারস্পরিক সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ব এবং সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষা করা হবে- রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্য।<br>৫) প্রতিশ্রুতিবদ্ধ (Committed): মানুষের উপর প্রভুত্ব বিস্তারে স্বৈরাচার বা ফ্যাসিবাদিব্যবস্থায় রাষ্ট্র কখনো ফিরে আসবে না, প্রজাতন্ত্রকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় রূপান্তর ক'রে বৈষম্যহীন সমাজ নির্মাণ করাই হবে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। ৬) দৃঢ়প্রতিজ্ঞ (Determined): শুধুমাত্র জনগণের অভিপ্রায়ের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালিত হবে, কোনো বাইরের শক্তি দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে সংবিধানের দর্শন অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনায় আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।<br>৭) জাতীয় ঐক্য (national consensus): স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং আমাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক শৃঙ্খলার মৌলিক নিশ্চয়তা হবে জাতীয় ঐক্য এবং সকল অপশক্তি মোকাবেলা করার প্রেরণা। জাতীয়তাবাদ এবং রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিভিন্ন জাতিসত্তার আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার নিশ্চিত করা।<br>৮) নির্দেশনা (Guided): 'সাম্য', 'মানবিক মর্যাদা' ও 'সামাজিক সুবিচার'-এই ত্রয়ী দর্শনের ভিত্তিতে দেশজ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ধারণ ক'রে এবং ১৯৭১ ও ১৯২৪-এর নির্দেশনায় পরিচালিত হওয়া। ৯) আমাদের ঘোষণা (We Declared): রাষ্ট্রের সকল আইনের উৎস হবে- 'মানবিক মর্যাদা' (Human dignity সুরক্ষা করা। রাষ্ট্র সকল মানুষের পূর্ণ মানবিক মর্যাদা সুনিশ্চিত করবে। রাষ্ট্র কোনো অবস্থায় মানুষের মর্যাদা বিপন্ন করবে না। | শহীদুল্লাহ ফরায়জী | |
| | | সমস্ত জনগণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতি মুক্তির মতাদর্শিক নির্দেশনা সম্বলিত মহৎ কর্মকাণ্ডের ভিত্তি হবে প্রজাতন্ত্রের সংবিধান। এই সংবিধানকে কোনো দল বা গোষ্ঠী কর্তৃক ক্ষমতার হাতের খেলনা বা রাষ্ট্রক্ষমতা দখলে বল প্রয়োগের সুযোগ নিলে, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাই হবে জনগণের ন্যায় সংগত অধিকার। | | |

| প্রস্তাবনা | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবকের নাম** | **যৌক্তিকতা/কারণ** |
| | | জাতির দীর্ঘ লড়াইয়ের মহান অর্জনগুলো বিশেষ করে ভাষা আন্দোলন, রক্তঝরা মার্চ-এর ঐতিহাসিক ঘটনাসহ '৭১ ও'২৪-এর গণহত্যার রক্তাক্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠা গণ-অভিপ্রায়ের প্রতিফলন হবে, বৈষম্যমুক্ত গণমুখী রাষ্ট্র বিনির্মাণের পূর্বশর্ত। সংবিধান হবে জাতীয় ঐতিহ্য ও গণআকাঙ্ক্ষার-অভিপ্রায়ের প্রতিচ্ছবি (Mirror of national and social aspiration)! | | |
| **অন্যান্য প্রস্তাব** | | মৌলিক কাঠামো: সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর বিধানগুলো সুনির্দিষ্ট ও সীমিত রাখা। | অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন | |
| | | ১। কোন ব্যক্তি জীবিত থাকা অবস্থায় বা কোন পদে বা কোন দায়িত্বে বহাল থাকা অবস্থায় উক্ত ব্যক্তির নামে কোন প্রতিষ্ঠানের নামকরণ এছাড়া উক্ত ব্যক্তির যে কোন ধরণের প্রতিকৃতি, মূর্তি, স্তম্ভ, প্রাচীর, স্ট্যাচু নির্মাণ করা যাবে না।<br>২। দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের জন্য বা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যারা অবদান রেখেছে, তাদের বিশেষ বিশেষ অবদান ছাড়া এবং অবদান বিজড়িত ও স্মৃতি বিজড়িত স্থান ছাড়া যেখানে সেখানে যত ইচ্ছা তত তাদের প্রতিকৃতি, মূর্তি, স্তম্ভ, প্রাচীর এবং স্ট্যাচু নির্মাণ করা যাবে না। অন্যথায় যদি প্রয়োজন দেখা যায় তবে গণশুনানী সিদ্ধান্ত আবশ্যক।<br>৩। ইতিহাস ও স্মৃতি বিজড়িত বিশেষ কোন প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো পরিবর্তন, প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন, প্রতিষ্ঠান স্থানান্তর, স্থানের নাম পরিবর্তন, এছাড়া কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রতিকৃতি, মূর্তি, স্তম্ভ, প্রাচীর ও স্ট্যাচু গণশুনানীর সিদ্ধান্ত ছাড়া পরিবর্তন ও ভাঙ্গা যাবে না।<br>৪। দ্রব্য ও পণ্য সামগ্রীক মূল্য সরকার হুট হাট করে বৃদ্ধি করতে পারবে না, মূল্য বৃদ্ধির যথা উপরোক্ত কারণ দর্শায়ে দেশের সকল স্তরের জনগণকে অবহিত সহ গণশুনানী সিদ্ধান্ত মোতাবেক বৃদ্ধি করতে হবে।<br>৫। সংবিধান বাংলা, ইংরেজী উভয়ই সহজ-সরল ভাষার আদলে লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক। | অ্যাডভোকেট শাহীন আলম (তুহিন) মোড়ল | |
| | | "১. ক্ষমতাধারীদের জবাবদিহি: সরকার ও নাগরিকদের ক্ষমতার মধ্যে চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স নিশ্চিত করতে হলে একটি স্বাধীন তদারকী কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে যাতে জনগণের কাছে ক্ষমতাধারীদের জবাবদিহি নিশ্চিত করা যায়।<br>২. লুটেরা পুঁজির উপর নির্ভরশীল ভুয়া এলিট গোষ্ঠীর বিলোপ ও উৎপাদনসংশ্লিষ্ট নাগরিক ক্ষমতার বিকাশ: আগামীর রাষ্ট্রীয় গঠনতন্ত্রে এমপি, মন্ত্রী ইত্যাদির মতো রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণের প্রতিটি স্তরে লুটেরা পুঁজিনির্ভর ভুয়া এলিট গোষ্ঠীর প্রবেশের সুযোগ ধাপে ধাপে সংকুচিত করা ও উৎপাদনসংশ্লিষ্ট নাগরিকদের প্রবেশের ব্যাপারে স্পষ্ট ও বাধ্যতামূলক নির্দেশনা থাকতে হবে।<br>৩. পুনর্লিখিত রাষ্ট্রীয় গঠনতন্ত্রে ক্ষমতার বৈধতা একমাত্র জনগণের ইচ্ছা থেকে উদ্ভূত হতে হবে।<br>৪. ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ: বাংলাদেশের চেয়ে অনেক ছোট রাষ্ট্র শ্রীলংকা সমেত দুনিয়ার প্রায় সকল গণতান্ত্রিক দেশে ফেডারেল মডেল চমৎকারভাবে কাজ করছে। অথচ বিশাল জনসংখ্যার বাংলাদেশকে এখনো ঐকিক রাষ্ট্র (Unitary State) বানিয়ে রাখা হয়েছে। পুনর্লিখিত রাষ্ট্রীয় গঠনতন্ত্রে শাসনকাঠামোর বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে, যাতে নাগরিকরা রাজনৈতিক কাঠামোর প্রতিটি ভরে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় (Decision-making process) সক্রিয় ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিতে পারেন। | "মোহাম্মদ বসিরুল হক সিনহা,<br>মাসুদ জাকারিয়া" | |

| | প্রস্তাবনা | | | |
|---|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম | যৌক্তিকতা/কারণ |
| | | ৫. সামাজিক চুক্তির ভিত্তিতে সরকার পরিচালনা: সামাজিক চুক্তি মোতাবেক ব্যক্তি সরকারের দেওয়া সুযোগ ও নিরাপত্তার বিনিময়ে যা খুশি করার অধিকার ত্যাগ করেন। ব্যক্তি তার সেই অধিকারগুলি সরকারের কাছে সারেন্ডার করেন, যেগুলি তিনি চান না যে তার নিজের বিরুদ্ধে অন্যের দ্বারা ব্যবহৃত হোক। এই অধিকারত্যাগের দ্বারা তিনি তার বাকি অধিকারগুলি পুরোপুরি উপভোগ করতে পারেন।" | | |
| | | বর্তমান সংবিধানের প্রথম প্যারার আগে ২টি প্যারা যুক্ত করা হোক | | |
| | | আমরা, বাংলা ভাষাভাষী জাতিসহ ভিন্ন ভিন্ন নৃগোষ্ঠী, ভাষা, ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা, কৃষ্টি ও ঐতিহ্য সম্বলিত জাতিসমূহ বাংলাদেশের জনমানুষের সামাজিক একতা অটুট রেখেছি” | দেবাষীষ রায়, চাকমা রাজা | |
| | | আমরা, আমাদের ভূখণ্ডের অখণ্ডতা রক্ষা করে দেশের ভূমি, জলাশয় ও প্রাণ বৈচিত্র্য সংরক্ষণ করে দেশের ভূ-খণ্ডের প্রতিবেশ পরিপোষণ করে একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠন করেছি। | | |
| | | দেশের আপামর জনসাধারনের সার্বিক কল্যানে মেধাবী, দক্ষ, অভিজ্ঞ ও নিবেদিত প্রাণ সরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়িত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের চাকুরীজীবিদের অবসর গ্রহনের পর পরই জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহনের সুযোগ দানের লক্ষ্যে সংবিধান পরিপন্থী, মৌলিক অধিকার হরনকারি ও বৈষম্যমূলক গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ ১২ (১) (চ) ধারা বাতিল করার লক্ষ্যে সক্রিয়। ভূমিকা পালনের অন্তরালে সংবিধান সংস্কার করার লক্ষ্যে নেয়া প্রস্তাবনায় অন্তর্ভুক্ত করা। | মোঃ আলী হোসেন | |
| | | সংবিধানে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের কর্মসংস্থানকে স্বীকৃতি দিতে হবে, সুরক্ষা দিতে হবে। (এটি পরিষ্কার যে রাষ্ট্রীয় নীতি ও পরিকল্পনার ক্রমাগত ব্যার্থতার প্রেক্ষাপটেই বাংলাদেশের অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতটি দেশের প্রায় ৮৬ ভাগ মানুষের জীবিকার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের কর্মসংস্থানকে অবহেলা করার কোনো সুযোগ নেই। বরং পাবলিক ইন্টারেস্টের নামে ঘনঘন কৃষক উচ্ছেদ, রিক্সা উচ্ছেদ, বা হকার উচ্ছেদের মতো অমানবিক সিদ্ধান্ত বন্ধ করতে এই বিশাল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থানের স্বীকৃতি থাকতে হবে আমাদের সংবিধানে। দরিদ্র মানুষের উপার্জনের সঙ্গে জড়িত কোনো কর্মসংস্থানকেই হুটহাট করে উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না সরকার। সংবিধানের মৌলিক অধিকারের দাবির মধ্যে অবশ্যই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের কর্মসংস্থানের সুরক্ষার বিধান থাকতে হবে। কোনো বিশেষ অভিযোগ থাকলে 'নেগোসিয়েশন করতে হবে, প্রতিনিধিদের সঙ্গে বসতে হবে। কিন্তু উচ্ছেদ করা যাবেনা।) | মাহা মির্জা | |

| | প্রস্তাবনা | | | |
|---|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম | যৌক্তিকতা/কারণ |
| | | ১। ইসলাম বিরোধী আইন নিষিদ্ধ: সংবিধান ও আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা তথা ইসলামী শারীয়াতের উৎসসমূহকে রেফারেন্স হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কোনো বিধান অনুমোদিত হবে না। কোন হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল ঘোষণা করা হবে না।<br>২। মদিনা সনদকে রেফারেন্স হিসেবে নেয়া: রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মদিনা সনদ, যা পৃথিবীর প্রথম লিখিত সংবিধান, তা সংবিধান প্রণয়নে রেফারেন্স হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনীয় ধারাসমূহ মদিনা সনদ থেকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। উল্লেখ্য, এটি একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে কিভাবে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করতে পারে তাঁর এক উজ্জ্বল দলিল।<br>৩। ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক, কটূক্তিমূলক ও ব্যাঙ্গাত্মক কর্মকাণ্ডের শাস্তি: যারা ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক, ব্যাঙ্গাত্মক বা কটূক্তিমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হবে, তাদের জন্য সংবিধানে কঠোর শাস্তির উল্লেখ থাকতে হবে। রাষ্ট্রে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীকে সংবিধানের প্রতি আস্থাশীল রাখতে, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এ শাস্তির বিধান অনুযায়ী বিচার ও শাস্তি বাস্তবায়ন হওয়ার ধারা সংযুক্ত করতে হবে।<br>৪। সংবিধান সংস্কার কমিটিতে আলেম: সংবিধানে সংস্কারের সময় যেন কুরআন সুন্নাহ বিরোধী কিছু স্থান না পায় তা নিশ্চিত করার জন্য সংস্কার কমিটিতে শারীয়াহ বিশেষজ্ঞ আলেমের অন্তর্ভুক্তি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। | ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী | |
| | | "বিসমিল্লাহীর রাহমানির রাহিম"<br>ছাত্র-জনতার বিপ্লবী অভ্যুত্থানের মাধ্যমে পুনঃস্বাধীন বাংলাদেশের ঘোষণাপত্র<br>২০২৪ সালের ১ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত বাংলাদেশে ছাত্র ও জনতার নেতৃত্বে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। প্রথমে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে চাকরিতে কোটা বাতিলের দাবি উঠে, যা পরে সামগ্রিক বৈষম্য দূরীকরণের দাবিতে রূপ নেয়। ফ্যাসিবাদী সরকারের নিপীড়ন ও গুলি বর্ষণের মধ্যেও জনতার সমর্থনে এই আন্দোলন বিপ্লবে রূপ নেয়।<br>১৬ জুলাই ২০২৪ তারিখে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবু সাঈদকে গুলি করে হত্যা করা হলে আন্দোলন দেশব্যাপী আরও তীব্র হয়। জনগণ, প্রবাসী বাংলাদেশি, সাংবাদিক, ইউটিউবার, অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা এবং কিছু রাজনৈতিক দল এই আন্দোলনকে সমর্থন জানায়। শেখ হাসিনা সরকার ফ্যাসিবাদী শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে হত্যাকাণ্ড, গুম এবং দুর্নীতির সংস্কৃতি চালিয়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত ছাত্র-জনতার বিপ্লবী অভ্যুত্থানের মুখে শেখ হাসিনা দেশ ত্যাগ করেন।<br>বিপ্লবের সাফল্য এই আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলাদেশ ফ্যাসিবাদ মুক্ত হয়ে পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করে। জনগণ, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম, তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠা করে এবং দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে।<br>ঘোষণার মূল বিষয়বস্তু ১. পুনঃস্বাধীনতার ঘোষণা ছাত্র-জনতার বিপ্লবের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি সার্বভৌম জনতান্ত্রিক রাষ্ট্র (বাংলাদেশ রিপাবলিক) হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।<br>দেশের সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে।<br>২. অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন ৮ আগস্ট ২০২৪ তারিখে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হবে। | অ্যাডভোকেট আব্দুর রহমান জীবল | |

| প্রস্তাবনা | | | | |
|---|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম | যৌক্তিকতা/কারণ |
| | | রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করবেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা।<br>রাষ্ট্রপ্রধান সব প্রশাসনিক ও আইন প্রণয়ন ক্ষমতার অধিকারী হবেন।<br>৩. ফ্যাসিবাদবিরোধী আইনানুগ শাসন প্রতিষ্ঠা দুর্নীতির অবসান, গণহত্যা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য দোষীদের বিচারের মুখোমুখি করা হবে। আন্তর্জাতিক চুক্তি ও রাষ্ট্রীয় অর্থব্যয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।<br>৪. জাতীয় শাসন ব্যবস্থা পুনর্গঠন নতুন সংবিধান প্রণয়ন করা হবে। জনগণের সমন্বয়ে একটি জনপরিষদ গঠন করা হয়েছে, যারা নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সরকারের কাঠামো পরিচালনা করবে।<br>৫. শহীদদের প্রতি সম্মান<br>শহীদ আবু সাঈদের বাবা-মা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের দায়িত্ব পালন করবেন। আন্দোলনের সময় ১৫০০ জনের বেশি শহীদ এবং ২৩,০০০ জন আহত হয়েছেন; তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়েছে।<br>ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নতুন শাসন ব্যবস্থায় সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা হবে। জাতিসংঘ সনদের প্রতি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বজায় রাখা হবে।<br>ফ্যাসিবাদমুক্ত এক নতুন বাংলাদেশের পথে জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।<br>৫ আগস্ট ২০২৪ থেকে পুনঃস্বাধীনতার এই ঘোষণা কার্যকর হবে। বাংলাদেশের জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে নিজেদের ভবিষ্যৎ গঠনের দায়িত্ব হাতে তুলে নিয়েছে। | | |
| | | ১) জনঘনত্বকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিয়ে নীতি-পরিকল্পনা করা। যে কোন উন্নয়ন নীতি-পরিকল্পনাতে জনঘনত্বকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিৎ।<br>২) ব্যক্তির সম্পত্তি অর্জনে সীমারেখা নিয়ে পর্যালোচনা করা এবং এ সংক্রান্ত একটি বিধান সংযোজন করা বা সাংবিধানিক নির্দেশনা প্রদান করা।<br>৩) দেশের জনসংখ্যা কাঠামো ও উপগোষ্ঠী নির্ধারণে সঠিক একীভূত সংজ্ঞায়ন ও গুণগত-নির্ভরযোগ্য উপাত্তের ব্যবহার নিশ্চিতে অত্যাবশ্যকীয় তাগিদ ও নির্দেশনা প্রদান। উদাহরণ স্বরূপ- যুব বা যুব জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন সংজ্ঞায়নে পার্থক্য নির্মূল করা- নীতি-পরিকল্পনায় ভিন্নতা দূরীকরণ। তাছাড়া উপাত্তের রাজনীতিকরণ পরিহারে নির্দেশনা থাকা ও শাস্তির বিধান রাখা।<br>৪) জনসংখ্যার বিভিন্ন উপগোষ্ঠীর সুরক্ষাহীনতা দূর করা এবং তাঁদের অধিকার নিশ্চিত করা। যেমন- দেশ ও দেশের বাইরে মাইগ্রেন্ট জনগোষ্ঠীর অধিকার, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর অধিকার, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার, হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডার প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশেষ দৃষ্টি প্রদান। ৫) জাতীয় সংসদ যেন কোন সুনিদিষ্ট পেশাগোষ্ঠী (যেমন- ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর প্রাধান্য) না হয় এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা থাকা। সংসদ হবে পেশাগত রাজনীতিবিদদের কেন্দ্রস্থলে পরিণত করা। তবে সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের যোগ্যতার মাপকাঠি ও তথ্য প্রদানের বিধানে নজর দেওয়া। আইন প্রনেতা হতে গেলে তাঁকে সংবিধান ও আইন-কানুন বুঝতে পারার মতো শিক্ষিত হতে হবে। ৬) সুশাসন ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নীতি-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সংবিধানের কার্যকারিতা নিয়ে ঘাটতি রয়েছে। বিদ্যমান সংবিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বাস্তবে রূপায়িত হয়নি বা কার্যকারিতা যথাযথ প্রদর্শন করতে পারেনি। | অধ্যাপক মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয় | |

| প্রস্তাবনা | | | | |
|---|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম | যৌক্তিকতা/কারণ |
| | | ফলে সংবিধানের বিধানসমূহে মুক্তিযুদ্ধ ও জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের চেতনা রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বাস্তবায়নের পথ সুগম ও সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে।<br>৭) বর্তমান সংবিধান হলো- 'গনপ্রজাতন্ত্রী' বাংলাদেশের সংবিধান। স্বাধীন দেশের জনগন হলো- নাগরিক- 'প্রজা' না। ফলে নাগরিকের অধিকারকে বিবেচনায় নিয়ে সংবিধানের শিরোনাম থেকে 'প্রজাতন্ত্র' কথাটি বাদ।<br>৮ ) পরিবর্তিত জনমিতিক বৈচিত্র্য (জনসংখ্যার আকার ও কাঠামোর) বিবেচনায় নিয়মিত বিরতিতে (উদাহরণ স্বরূপ প্রতি ১০ কিংবা ১২ বছর- প্রতি ১০ বছর অন্তর জনশুমারীর উপাত্ত বিবেচনায়) সংবিধান আধুনিকীকরণ বা যুগোপযুগী করার লক্ষ্যে পর্যালোচনা করার জন্য কমিশন গঠন। | | |
| | | জাতীয় নির্বাচনের জন্য অপেক্ষায় না থেকে আগামী মে-জুন নাগাদ অন্তর্বতী কালীন সরকারকে একটি গণভোটে বা গণপরিষদ নির্বাচনে যেতে হতে পারে। তবে গণভোটের চেয়ে গণপরিষদ নির্বাচনই শ্রেয়। তার আগে সকল দলের সাথে ঐক্যমত্য লাগবে। এ গণপরিষদে ফ্যাসিস্ট এবং তাদের দোসরগণ ছাড়া সবাই অংশগ্রহন করবে। এ গণ পরিষদের কাজ হবে:<br>১. বর্তমান সংসদ ও সংবিধান বিলুপ্ত করা,<br>২. অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের গঠন ও কাজকর্ম বৈধ করা<br>৩. সকল সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে তার উপর নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহন<br>৪. নতুন সংবিধান প্রণয়ন করে তিন মাসের মধ্যে নিজেদের বিলুপ্ত করা এবং পরের সাধারণ নির্বাচনের একটি পথরেখা অনুমোদন।<br>গণপরিষদ নির্বাচনের পূবে ভোটার তালিকা চুড়ান্ত করতে হবে এবং নতুন নির্বাচন কমিশন ডিসেম্বর ২০২৪ এর মধ্যে দায়িত্ব গ্রহন করতে পারে। | অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ | |
| | | গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ না জনগণতান্ত্রিক বাংলাদেশ। এদেশ কোন রাজতন্ত্র থেকে প্রজাতন্ত্র হয়নি। জনগণের গণতান্ত্রিক আকাংঙ্খা থেকে সশস্ত্র যুদ্ধ। তাই জনগণতান্ত্রিক হওয়া অধিক যুক্তিযুক্ত। | অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ | |
| | | সংবিধানের সার্বভৌমত্বের ধারণার স্পস্টীকরণ প্রয়োজন। শুধু বহি দেশের প্রভাব-প্রতিপত্তি রোধের বিপরীতে সার্বভৌমিকতার প্রয়োগ যথেস্ট নয়। এ সার্বভৌমত্ব জনগণ, আইন সভা ও বিচারবিভাগ তিন অংশীজনের অংশীদারীত্বে গঠিত ও বন্টিত থাকতে পারে। জনগণের সার্বভৌমিকতার বিষয়টি নির্বাচিত স্থানীয় সরকার পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। | অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ | |
| | | "১. বর্তমান 'দুর্নীতি দমন কমিশন' ও প্রস্থাবিত স্থানীয় সরকার কমিশন' এ দুটি সাংবিধানিক কমিশনের মর্য্যাদা পেতে পারে।<br>২. সকল সাংবিধানিক কমিশনের নিয়োগ ও অভিশংসন জাতীয় সংসদের উচ্চ কক্ষের একটি কমিটির মাধ্যমে হতে পারে। যেখানে সরকারি ও বিরোধী দলের সদস্যগণ থাকতে পারেন।" | অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ | |

| প্রস্তাবনা | | | | |
|---|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম | যৌক্তিকতা/কারণ |
| | | The preamble says to establish a socialist society. But has Bangladesh been able to become a socialist country at all? Citizens in socialist societies rely on the government for everything, including food, housing, education, and healthcare. In a socialist system, all decisions regarding production, distribution, and pricing are made by the government. 3The government or cooperative uses these factors of production to meet the basic needs of the people. None of this is seen in Bangladesh. Although the preamble of the Constitution mentions the security of economic and social rights, part two of the constitution declares it as a fundamental principle of state policy. That is not judicially enforceable according to the Article 8(2) of the constitution of Bangladesh. According to Article 15 of the constitution of Bangladesh the basic necessities of life are food, clothing, shelter, education and medical care. These are human rights also but if these are violets, we won't get any remedy or be able to go to court. We can call this a violation of human rights. Law means enforceable. The Constitution is the supreme law of the state. The Constitution again states that some laws will not be enforceable. We think it is a paradox of our constitution. The Para two of the preamble of the Constitution the fundamental principles are nationalism, socialism, democracy, and secularism. Preamble the constitution says that the state will be secular but Article 2A defines Islam as the state religion. That is inconsistent with Article 2 (A) of the constitution. | Airin Riya, MD Inzamamul Haque Zim, Nina Ahmmed Shila, Shah Ariful Islam, Tahsan Rahman Arpy | |

| | প্রথম ভাগ: প্রজাতন্ত্র | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
| **অনুচ্ছেদ ১ (প্রজাতন্ত্র)** | ১। বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যাহা "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ" নামে পরিচিত হইবে। | জনসাধারণতান্ত্রিক বাংলাদেশ (People's Republic of Bangladesh ) | অরূপ রাহী |
| | | বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যা "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ" হিসেবে পরিচিত হবে। | শহীদুল্লাহ ফরায়জী |
| **অনুচ্ছেদ ২ (প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানা)** | ২। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানার অন্তর্ভুক্ত হইবে (ক) ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা-ঘোষণার অব্যবহিত পূর্বে যে সকল এলাকা লইয়া পূর্ব পাকিস্তান গঠিত ছিল[এবং সংবিধান (তৃতীয় সংশোধন) আইন, ১৯৭৪-এ অন্তর্ভুক্ত এলাকা বলিয়া উল্লিখিত এলাকা, কিন্তু উক্ত আইনে বহির্ভূত এলাকা বলিয়া উল্লিখিত এলাকা তদ্বহির্ভূত; এবং]<br>(খ) যে সকল এলাকা পরবর্তীকালে বাংলাদেশের সীমানাভুক্ত হইতে পারে। | প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানা বলা হয়েছে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের সীমানা নিয়ে বাংলাদেশ গঠিত। এই তথ্য সংশোধন করে ১৯৭৪ সালে ভারত-বাংলাদেশ সিটমহল বিনিময়ের পরে রোহিত সীমানা নিয়ে গঠিত অঞ্চল বাংলাদেশের সীমানা বলে গণ্য হবে। | প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম |
| **অনুচ্ছেদ ২ক (রাষ্ট্রধর্ম)** | ৫[২ক। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করিবেন] | প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে ইসলামী শরিয়াহ অনুমোদিত সীমারেখার মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করিবেন | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| | | প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম হইবে; তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র যথাযথ মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করবেন। | মাহফুযুল হক |
| | | ইসলাম রাষ্ট্রীয় ধর্ম; তবে অন্য সব ধর্ম তাদের স্ব স্ব ধর্ম পালনে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করবে। | প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম |
| | | রাষ্ট্র ধর্ম, প্রিএম্বেল-এর সঙ্গে সাংঘর্ষীক, তাই এটা ডিলিট করা যেতে পারে | জাস্টিস মতিন |
| | | ২(ক)- বিধানকে নিম্নক্ত বাক্যদ্বারা প্রতিস্থাপিত করা হোক: 'প্রজাতন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন জাতিসত্ত্বা ও সম্প্রদায়ের ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা ও বিশ্বাস পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করবে' | রাজা দেবাষীষ রায়, চাকমা |
| | | প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র যথাযথ মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করিবে। পাশাপাশি<br>ক. মুসলমানদের জীবন ইসলামী মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে সব ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।<br>খ. মুসলমানদের জীবন ইসলামী নীতিমালা ও শিক্ষার আলোকে পরিচালিত করিতে, যথাযথ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে সরকার ব্যবস্থাপনা করিবেন।<br>গ. ধর্মীয় শিক্ষা সম্পর্কিত বিধান; কোন নাগরিককে এমন কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলকভাবে ভর্তি করা যাইবে না যেখানে তার নিজের ধর্মের বাহিরে অন্য ধর্মের শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।<br>ঘ. ধর্মীয় শিক্ষা মুসলিম ও অমুসলিম নাগরিকদের নিজ নিজ ধর্ম অনুনারে হইবে।<br>ঙ. অন্তর্ভুক্তিমূলক বা অংশগ্রহণমূলক সমাজ গঠনের নামে আমাদের পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় মূলবোধের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, এমন কোনও বৈচিত্যকে স্বাভাবিকরণ করা যাবে না ও শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। | ১. শায়খ আহমাদুল্লাহ<br>২. মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুম<br>৩. মুফতি সাইফুল ইসলাম |
| | | Safeguarding the principles of secularism and freedom of religion: Article 2A of the Constitution which affirms that the State shall ensure equal status and equal right in the practice of the Hindu, Buddhist, Christian and other religions, must be retained and protected. This provision must be reinforced by a clear outline of secularism as the State's principled stand and commitment to non-interference and non-preference in religious matters. The State must be held to account for upholding religious freedom in a manner that it fosters a harmonious and inclusive society where citizens of diverse beliefs can coexist peacefully. | Dr. Faustina Pereira |
| | | রাষ্ট্র প্রত্যেক নাগরিকের নিজ নিজ ধর্ম পালন ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা নিশ্চিত করবে। | কল্লোল মোস্তফা |
| | | প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করিবে...। এর সাথে যুক্ত করতে হবে যে, ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক কোন আইন পাশ করিবে না। ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক আইন বাতিলের ক্ষমতা থাকবে সুপ্রিম কোর্টের। ইসলামী বিষয়ে আদালত এ ব্যাপারে তিনজন বিশেষজ্ঞ ফকিহের (ইসলামী আইনবিদ) মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দেবেন। মুসলিম জনগণের বিশ্বাস ও দাবি হলো মহানবী সা. সর্বশেষ নবী ও রাসুল, এর ঘোষণা রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের সাথে অঙ্গীভূত। একই সাথে ধর্মপ্রবর্তকদের অপমানরোধের আইনী বীধি নিশ্চিত করতে হবে। | মুসা আল হাফিজ |

| | প্রথম ভাগ: প্রজাতন্ত্র | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবকের নাম** |
| | | বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যা "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ" হিসেবে পরিচিত হবে। | শহীদুল্লাহ ফরায়জী |
| **অনুচ্ছেদ ৩ (রাষ্ট্রভাষা)** | ৩। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। | ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক আইন বাতিলের ক্ষমতা থাকবে সুপ্রিম কোর্টের। ইসলামী বিষয়ে আদালত এ ব্যাপারে তিনজন বিশেষজ্ঞ ফকিহের (ইসলামী আইনবিদ) মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দেবেন। মুসলিম জনগণের বিশ্বাস ও দাবি হলো মহানবী সা. সর্বশেষ নবী ও রাসুল, এর ঘোষণা রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের সাথে অঙ্গীভূত। একই সাথে ধর্মপ্রবর্তকদের অপমানরোধের আইনী বিধি নিশ্চিত করতে হবে। | আব্দুল্লাহ |
| | | "প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা।" ৩ অনুচ্ছেদের শেষে সংযোজন করা-"তবে নাগরিকদের অন্যান্য ভাষার পরিপোষণ ও উন্নয়নেও রাষ্ট্র সমভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করিবেন।" | ইলিরা দেওয়ান |
| | | ৪.৭ ভাষা<br>ভাষা বিষয়ক প্রস্তাব:<br>৪.৭.১. সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন নিশ্চিত করার পাশাপাশি, যারা বাংলা ভাষা জানে না তাদের জন্য, অর্থাৎ বিদেশিদের জন্য, পদ্ধতিগতভাবে বাংলা ভাষা শেখার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।<br>৪.৭.২. বাংলাদেশের প্রধান ভাষা বাংলা ছাড়াও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকৃত আছে আরও ৪০টির মতো ভাষা। এই ভাষাসমূহের মধ্যে ১৪টির মতো ভাষা বিপন্নপ্রায়। ভাষাবৈচিত্র্য একটি ভূখণ্ডের সম্পদস্বরূপ। বিপন্নপ্রায় এই ভাষাসমূহের সংরক্ষণ ও চর্চার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। প্রত্যেক নৃগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নসহ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট নৃগোষ্ঠীর ভাষায় প্রদান করতে হবে। এছাড়াও, তাদের কাছে সরকারি গুরুত্বপূর্ণ নথিসমূহ বোধগম্য করার স্বার্থে তাদের নিজস্ব ভাষায় তার অনুবাদ থাকতে হবে।<br>৪.৭.৩. বাংলাদেশের মানুষ উচ্চশিক্ষা, কর্মসংস্থান, ব্যবসা-বাণিজ্য ও ভ্রমণের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গমন করে থাকে। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশের ভাষা জানা থাকলে কর্মক্ষেত্রে তারা বিভিন্নভাবে তার সুফল ভোগ করবে। তাছাড়া, ভিনদেশি সমাজ, সংস্কৃতি ও জ্ঞানতত্ব সম্পর্কে জানতে হলে সংশ্লিষ্ট দেশের ভাষা জানা আবশ্যক। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষা-ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করে সেখানে আরবি, ফার্সি, জার্মান, ফরাসি, রুশ, চাইনিজ, জাপানিজ ও কোরিয়ান ভাষা শিক্ষা দিতে হবে। যে-সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে নামকাওয়াস্তে ভাষা-ইনস্টিটিউট রয়েছে, সেগুলোকে কার্যকর করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছাড়াও সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের সেই প্রতিষ্ঠানসমূহে ভাষা শেখার সুযোগ থাকতে হবে।<br>৪.৭.৪ বাংলা-অঞ্চলের জ্ঞানকাণ্ডে সংস্কৃত, পালি, আরবি, উর্দু, ফার্সি ইত্যাদি ভাষাসমূহের প্রভাব অপরিসীম। শিল্প-সাহিত্য, দর্শন ও ইতিহাসের বহু পাণ্ডুলিপি ও দলিল সেই সকল ভাষায় রচিত। সেই সকল ভাষা ফলপ্রসূভাবে চর্চা করতে হবে। সেই সকল ভাষা থেকে গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্যসমূহ বাংলা ভাষায় ব্যাপকভাবে অনুবাদ করতে হবে। বিভিন্ন বিদেশি ভাষা থেকে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে অনুবাদের ব্যবস্থা El amor es mío স্নাতক পাশের সনদ লাভের জন্য, সংশ্লিষ্ট অনুষদের চাহিদা সাপেক্ষে, একজন শিক্ষার্থীকে ইংরেজি ছাড়াও অপর একটি ভাষা শেখা বাধ্যতামূলক করতে হবে।<br>৪.৭.৫ ইংরেজি ভাষাকে বাংলাদেশের দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ঘোষণা করা দরকার। ইংরেজি ভাষা জানা থাকলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষের সঙ্গে সহজেই যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা যায়। এই যোগাযোগ উচ্চশিক্ষা, কর্মসংস্থান ও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য সুবিধাজনক। তাছাড়া, পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার জ্ঞানকাণ্ডে কেবলমাত্র ইংরেজি ভাষার মাধ্যমেই প্রবেশ করা যায়। জ্ঞানচর্চা ও বৈশ্বিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষা একরকম অপরিহার্য। তাই মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে, শাস্ত্র হিসেবে নয়, বরং একটি ভাষা হিসেবে কার্যকর উপায়ে ইংরেজি শেখার ব্যবস্থা করতে হবে। | ড. সৈয়দ নিজার ও অন্যান্য |
| | | বাংলা ভাষার পাশাপাশি সব জাতিগোষ্ঠীর ভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান। | কল্লোল মোস্তফা |
| | | প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। তবে অন্য জনগোষ্ঠীর ভাষা বিকাশেও রাষ্ট্র কোনোরকম নিয়ন্ত্রণ করবে না। | শহীদুল্লাহ ফরায়জী |
| **অনুচ্ছেদ ৪(জাতীয় সংগীত,পতাকা,প্রতীক)** | ৪। (১) প্রজাতন্ত্রের জাতীয় সঙ্গীত "আমার সোনার বাংলা"র প্রথম দশ চরণ।<br>(২) প্রজাতন্ত্রের জাতীয় পতাকা হইতেছে সবুজ ক্ষেত্রের উপর স্থাপিত রক্তবর্ণের একটি ভরাট বৃত্ত।<br>(৩) প্রজাতন্ত্রের জাতীয় প্রতীক হইতেছে উভয় পার্শ্বে ধান্যশীর্ষবেষ্টিত, পানিতে ভাসমান জাতীয় পুষ্প শাপলা, তাহার শীর্ষদেশে পাটগাছের তিনটি পরস্পরসংযুক্ত পত্র, তাহার উভয় পার্শ্বে দুইটি করিয়া তারকা।<br>(৪) উপরি-উক্ত দফাসমূহ-সাপেক্ষে জাতীয় সঙ্গীত, পতাকা ও প্রতীক সম্পর্কিত বিধানাবলী আইনের দ্বারা নির্ধারিত হইবে। | আমার সোনার বাংলা বাদ দিয়ে নতুন ভাবে জাতীয় সংগীত রচনা করতে হবে। | প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম |

| | প্রথম ভাগ: প্রজাতন্ত্র | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবকের নাম** |
| | | "জাতীয় সঙ্গীতের পরিবর্তন করে বাংলাদেশকেন্দ্রিক জাতীয় সংগীত নির্ধারণ। জাতীয় সংগীত গাইতে কাউকে বাধ্য না করা।" | ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী |
| | | জাতীয় সঙ্গীতের কোনো শব্দ বা স্পিরিট ইসলামী আকিদার সাথে সাংঘর্ষিক নয় এ মর্মে ইসলামী আইনবেত্তার লিখিত মতামত নিতে হবে। | |
| **অনুচ্ছেদ ৪ক (জাতির পিতার প্রতিকৃতি)** | জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার ও প্রধান বিচারপতির কার্যালয় এবং সকল সরকারী ও আধা-সরকারী অফিস, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের প্রধান ও শাখা কার্যালয়, সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশনসমূহে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করিতে হইবে | "৪ (ক) অনুচ্ছেদটি বিলুপ্তিক্রমে নিম্নরূপ বাক্যাবলী দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে: বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.)-কে অবমাননার উদ্দেশ্যে ব্যক্তি,গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, প্রতিষ্ঠান, প্রচার মাধ্যম কর্তৃক লেখনি, চিত্র বা অভিব্যক্তির মাধ্যমে কোনো কার্য (কমিশন/অমিশন) করা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় হবে।" | অ্যাডভোকেট আব্দুর রহমান |
| | | জাতির পিতার অস্তিত্ব বিলোপ করতে হবে। কারো মুর্তিই প্রদর্শন করা যাবে না। | প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম |
| | | 'জাতির পিতা' ধারনা ও আইন বাদ দেয়া। | অরূপ রাহী |
| | | এ অনুচ্ছেদটি সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হোক | "১. ইলিরা দেওয়ান<br>২. শায়খ আহমাদুল্লাহ ও মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুম<br>৩. মুফতি সাইফুল ইসলাম<br>৪. জাস্টিস মতিন<br>৫. এস এইচ চৌধুরী" |
| | | জাতির পিতা অর্থে ব্যক্তির ছবির বদলে জাতীয় স্মৃতিসৌধ এবং শহীদ মিনারের প্রতিকৃতি রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার ও প্রধান বিচারপতির কার্যালয় এবং সকল সরকারী ও আধা-সরকারী অফিস, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের প্রধান ও শাখা কার্যালয়, সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশনসমূহে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করতে হবে। | মুসা আল হাফিজ |
| | | আইন দ্বারা নির্ধারিত প্রতিষ্ঠাতা অভিভাবক (Founding Fathers) ফাউন্ডিং ফাদার্সদের প্রতিকৃতি- রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার ও প্রধান বিচারপতির কার্যালয় এবং সকল সরকারি ও আধা-সরকারি অফিস, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের প্রধান ও শাখা কার্যালয়, সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাসসমূহে সংরক্ষিত হবে। | শহীদুল্লাহ ফরায়জী |
| **অনুচ্ছেদ ৬ (নাগরিকত্ব)** | "[৬। (১) বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে।<br>(২) বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসাবে বাঙালী এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন।]" | শাসিত প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের প্রধান ও শাখা কার্যালয়, সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাসসমূহে সংরক্ষিত হবে। | ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী |
| | | বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন। | অরূপ রাহী |
| | | বাংলাদেশের সকল জনগণ তো জাতি হিসেবে বাঙালি নয়। ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠিরা জাতি হিসেবে তাদের স্বতন্ত্র পরিচয় ডিজার্ব করে। সংবিধানে তাঁদের স্বতন্ত্র পরিচয় স্বিকৃতি পাক। | এস এইচ চৌধুরী |
| | | ৬(১)(২) অনুচ্ছেদকে একত্রে মার্চ করে নিম্নোক্তভাবে পরিমার্জন করা, "বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্বাচিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন । | ইলিরা দেওয়ান |
| | | (১) বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে।<br>(২) বাংলাদেশের বাঙালি জনগোষ্ঠী জাতি হিসেবে বাঙালি, কিন্তু অন্যান্য জাতিসত্তার নাগরিকগণও স্ব-স্ব জাতীয় পরিচয়ে পরিচিত হতে পারবে কিন্তু নাগরিক হিসেবে সকলেই বাংলাদেশী। | শহীদুল্লাহ ফরায়জী |

| | প্রথম ভাগ: প্রজাতন্ত্র | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
| অনুচ্ছেদ ৭ (সংবিধানের প্রাধান্য) | "(১) প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।<br>(২) জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।" | প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ- এটি বাদ দিয়ে সকল ক্ষমতার মালিক সৃষ্টিকর্তা মহাল আল্লাহ, এটি উল্লেখ করতে হবে। | প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম |
| | | সকল ক্ষমতার উৎস আল্লাহ তায়ালা। প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক [আল্লাহ তায়ালার প্রতিনিধি] জনগণ যা রাষ্ট্র ধর্ম ইসলামের অনুগত হইবে; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে। | "১. শায়খ আহমাদুল্লাহ ও মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুম,<br>২. মুফতি সাখাওয়াত হোসেন রাজী" |
| | | ৭ (১) ইসলামী শরীয়ার বিধান মতে সকল ক্ষমতার একমাত্র মালিক আল্লাহ।<br>৭ (২) জনগণের প্রতিনিধি দ্বারা জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।<br>৭ (৩) জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তি রূপে এই সংবিধান (কোরআনের সাথে সাংঘর্ষিক না হওয়া সাপেক্ষে) প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোনো আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসামাঞ্জস্য হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামাঞ্জস্য পূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে। | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| | | "সকল ক্ষমতার মালিক জনগণকে স্বীকার করা হলেও ক্ষমতার প্রয়োগের মালিকানা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান সমূহের হাতে দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের চতুর্থভাগ থেকে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে জনগণের ক্ষমতাকে কারা কীভাবে কতটুকু প্রয়োগ করবেন। বস্তুত সংবিধান বলছে ক্ষমতা জনগণের, কিন্তু তার প্রয়োগের মালিক মুখতার নির্বাহী বিভাগের ওসিলায় প্রধানমন্ত্রী। ক্ষমতার সেই প্রয়োগ দিন শেষে জনগণের ক্ষমতাকে সমর্থন করে না। পাঁচ বছর পরে একবার ভোট দিয়ে দেবার নাম জনগণের সকল ক্ষমতার মালিকানা নয়। বস্তুত এটা একটা কথার কথায় পরিণত হয়েছে, প্রয়োগের অর্থে যা সোনার পাথর বাটির অর্থ গ্রহণ করেছে।<br>প্রকৃতপক্ষে ধর্মে বিশ্বাসী জনগণ বিশ্বাস করে না যে, জনগণ সকল ক্ষমতার সার্বভৌম মালিক।" | মুসা আল হাফিজ |
| | | সকল ক্ষমতার মালিক না বলে আমরা বলতে পারি, জনগণ প্রজাতন্ত্রের কর্তাসত্তা এবং প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতা প্রয়োগের বৈধতা/ ন্যায্যতা দানকারী হল জনগণ। ক্ষমতা প্রয়োগের বৈধতা দানকারী হিসেবে জনগণকে স্পষ্টতা দিতে হবে। এতে রাজনীতিবিদ এবং সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এটি মনে রাখতে বাধ্য থাকবে যে, জনগণের বিরুদ্ধে কাজ করলে তা আইনের নামে আপাতত ন্যায্যতা পেলেও যদি সেটা জনগণের ক্ষতি করে, তাহলে তা অবৈধ হয়ে যাবে ভবিষ্যতে। তাই তারা ফ্যাসিবাদী হওয়া থেকে বিরত থাকবে। | |
| | | সকল ক্ষমতার উৎস আল্লাহ তায়ালা। প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক [আল্লাহ তায়ালার প্রতিনিধি] জনগণ যা রাষ্ট্র ধর্ম ইসলামের অনুগত হইবে; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে। | মুফতি সাইফুল ইসলাম |
| | | "সকল ক্ষমতার উৎস আল্লাহ তায়ালা। প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক [আল্লাহ তায়ালার প্রতিনিধি রূপে] জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কতৃর্ত্বে কার্যকর হবে। তবে ইসলাম অমান্য করে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ এই সংবিধানের অধীন ও কতৃর্ত্বে কার্যকর কর যাবে না। | মাহফুযুল হক |

| | প্রথম ভাগ: প্রজাতন্ত্র | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবকের নাম** |
| **অনুচ্ছেদ ৭ক এবং খ** | ৭ক। (১) কোন ব্যক্তি শক্তি প্রদর্শন বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বা অন্য কোন অসাংবিধানিক পন্থায় -<br>(ক) এই সংবিধান বা ইহার কোন অনুচ্ছেদ রদ, রহিত বা বাতিল বা স্থগিত করিলে কিংবা উহা করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র করিলে; কিংবা<br>(খ) এই সংবিধান বা ইহার কোন বিধানের প্রতি নাগরিকের আস্থা, বিশ্বাস বা প্রত্যয় পরাহত করিলে কিংবা উহা করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র করিলে-তাহার এই কার্য রাষ্ট্রদ্রোহিতা হইবে এবং ঐ ব্যক্তি রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে দোষী হইবে।<br>(২) কোন ব্যক্তি (১) দফায় বর্ণিত-<br>(ক) কোন কার্য করিতে সহযোগিতা বা উস্কানি প্রদান করিলে; কিংবা<br>(খ) কার্য অনুমোদন, মার্জনা, সমর্থন বা অনুসমর্থন করিলে তাহার এইরূপ কার্যও একই অপরাধ হইবে।<br>(৩) এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত অপরাধে দোষী ব্যক্তি প্রচলিত আইনে অন্যান্য অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ডের মধ্যে সর্বোচ্চ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।<br>৭খ। সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সংবিধানের প্রস্তাবনা, প্রথম ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, দ্বিতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, নবম- ক ভাগে বর্ণিত অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী সাপেক্ষে তৃতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ এবং একাদশ ভাগের ১৫০ অনুচ্ছেদসহ সংবিধানের অন্যান্য মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমুহের বিধানাবলী সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, রহিতকরণ কিংবা অন্য কোন পন্থায় সংশোধনের অযোগ্য হইবে। | ৭ক ও ৭খ সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হোক | "১. ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী<br>২. ইলিরা দেওয়ান<br>৩. ব্যারিস্টার নাজির আহমদ<br>৪. সাংবাদিক অলিউল্লাহ নোমান<br>৫. ব্যারিস্টার ইকবাল হোসেন<br>৬. ব্যারিস্টার আলিমুল হক লিটন<br>৭. নাসরুল্লাহ খাঁন জুনায়েদ<br>৮.এস এইচ চৌধুরী" |
| | | ৭ (খ) অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত করতে হবে | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| | | Removing the “Eternal Clause” to Ensure Constitutional Flexibility<br>The so-called “eternal clause” in Article 7B of the Constitution creates rigidity that hinders the Constitution’s ability to evolve with the needs of a changing society. Removing this clause would enable lawmakers to adapt the constitution to meet the requirements of future generations while respecting the country’s fundamental values. | K Shamsuddin Mahmood |
| **৭ক** | | (ক) কোনো ব্যক্তি রাষ্ট্র পরিচালণার মূলনীতি 'গণতন্ত্র'কে প্রতারনার মাধ্যমে সমগ্র জনগণের ভোটাধিকার এবং অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে আইনগত ও নৈতিকভাবে সংবিধানের মর্মবস্তুকে উপেক্ষা করে সংবিধানের প্রতি জনগণের আস্থা, বিশ্বাস এবং প্রত্যয় বিনষ্ট করলে আইনের আওতায় আনা হবে।<br>(খ) নির্বাচনকে প্রতারণা বা অপকৌশল করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার মাধ্যমে জনগণের সার্বভৌমত্বকে ক্ষুন্ন বা বাতিল করলে জনগণের অভ্যুত্থান, বিদ্রোহ বা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা থাকবে। যা জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা হিসাবে বিবেচনা করা হবে। | শহীদুল্লাহ ফরায়জী |
| **৭খ** | | ১৪২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংবিধান সংশোধন হবে। মৌলিক রূপান্তরে গণভোটের ব্যবস্থা থাকবে। তবে-<br>১) জনগণ সকল সার্বভৌমত্বের মালিক।<br>২) সংবিধানের প্রাধান্য।<br>৩) গণতন্ত্র।<br>৪) প্রজাতান্ত্রিক সরকার। | |

| | প্রথম ভাগ: প্রজাতন্ত্র | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
| অন্যান্য প্রস্তাব | | Incorporating a Referendum Requirement for Critical Amendments. Specific provisions in the constitution—particularly those that define the state's nature or uphold fundamental principles—should not be amended without the people's consent through a referendum. This measure would prevent drastic changes to the constitution without broad public support. For instance, if a referendum requirement had been in place, removing the caretaker government system could have been decided with citizens' direct input, preventing unilateral action on issues of national importance. Such a requirement would safeguard the integrity of the constitution, ensuring that fundamental changes genuinely reflect the people's will. | K Shamsuddin Mahmood |

| | দ্বিতীয় ভাগ: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবকের নাম** |
| **অনুচ্ছেদ ৮ (মূলনীতিসমূহ)** | ৮। (১) জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা- এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে।<br>(২) এই ভাগে বর্ণিত নীতিসমূহ বাংলাদেশ-পরিচালনার মূলসূত্র হইবে, আইন-প্রণয়নকালে রাষ্ট্র তাহা প্রয়োগ করিবেন, এই সংবিধান ও বাংলাদেশের অন্যান্য আইনের ব্যাখ্যাদানের ক্ষেত্রে তাহা নির্দেশক হইবে এবং তাহা রাষ্ট্র ও নাগরিকদের কার্যের ভিত্তি হইবে, তবে এই সকল নীতি আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য হইবে না। | আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস হবে সব কাজের ভিত্তি। মূলনীতি থেকে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ দিতে হবে। | ১. মুফতি সাখাওয়াত হোসেন রাজী,<br>২. প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম |
| | | ৮ অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপে প্রতিস্থাপিত হবে:<br>(১) ন্যায় বিচারের মৌলিক নীতিমালা, সম্পদের ন্যায়বিত্তিক বণ্টন জনগণের অভিপ্রায়ের প্রকাশ হিসাবে গণতন্ত্র এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে।<br>(২) এই ভাগে বর্ণিত নীতিসমূহ বাংলাদেশ পরিচালনার মূলসূত্র হইবে, আইন -প্রণয়নকালে রাষ্ট্র তাহা প্রয়োগ করিবেন, এই সংবিধান ও বাংলাদেশের অন্যান্য আইনের ব্যাখাদানের ক্ষেত্রে তাহা নির্দেশক হইবে এবং তাহা রাষ্ট্র ও নাগরিকদের কার্যের ভিত্তি হইবে এবং এই সকল নীতি আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য হইবে। | মুফতি সাইফুল ইসলাম মাহফুযুল হক |
| | | গণতন্ত্র, সাম্য, ন্যায়, ইনসাফ ও মানবিক মর্যাদা (human dignity)-র ভিত্তিতে যাতে সমাজ-রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। | অরূপ রাহী |
| | | বাতিল ও পঞ্চম সংশোধনী পুনর্বহাল।<br>এক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে 'আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা, বিশ্বাস ও আনুগত্য' - প্রতিস্থাপিত হওয়া উচিৎ। | ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী |
| | | রাষ্ট্র রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি এবং অন্যান্য নীতিসমূহকে আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য হিসেবে গণ্য করতে হবে। | শাহিদুল চৌধুরী |
| | | সংবিধানের ৮ অনুচ্ছেদে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে ঘোষনা করা হয়েছে। কিন্তু এগুলোকে বলবৎ করতে আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। সংবিধান হচ্ছে অপারেটিভ ডকুমেন্ট, এতে মতবাদ বা মতাদর্শ রাখা ঠিক না। মতবাদ বা মতাদর্শ সংবিধানে থাকলে সংবিধান নিয়ে টেনশন, বাগাড়ম্বর ও ঘনঘন পরিবর্তনের টেন্ডেন্সি কোনোভাবেই বন্ধ করা যাবে না। | ১. ব্যারিস্টার নাজির আহমদ<br>২. সাংবাদিক অলিউল্লাহ নোমান<br>৩. ব্যারিস্টার ইকবাল হোসেন ব্যারিস্টার আলিমুল হক লিটন<br>৪. নাসরুল্লাহ খাঁন জুনায়েদ |
| | | ১.এ অংশে সংবিধানের কাঠামোগত পরিবর্তন প্রয়োজন। যেমন চার মূল নীতি ও সমাজতন্ত্রকে সামনে রেখে যে অনুচ্ছেদগুলো যুক্ত আছে সেখানে সামাজিক ন্যায় বিচার ও সাম্যকে প্রধান্য দিতে হবে।<br>২. মূলনীতি অংশে শাসন, আইন ও বিচার সর্বক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণ নীতি'র আলোকে সাংগঠনিক, কার্যক্রমগত ও আর্থিক ব্যবস্থা গৃহীত হবার নিদেশনা থাকতে হবে।<br>৩. কোন নির্বাচিত স্থানীয় সরকারকে আমলতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করবে না। নির্বাচিত স্থানীয় সরকারগুলো স্ব- শাসিত হতে হবে।<br>৪. নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের মত আইন বিভাগকেও আইন বিভাগের বাইরে নির্বাহীর নানা বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার নীতি থাকতে হবে। আইনবিভাগের সদস্যগণ সরকার ও সরকারি দপ্তর কে জবাবদিহি করানোর জন্য যা করার তা করবে কিন্তু দৈনন্দিন প্রশাসন ও উন্নয়নের অর্থ ব্যয়- বণ্টনের সাথে সংযুক্ত হওয়া কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট রূপে গণ্য হবে। | অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ |

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
|---|---|---|---|
| | | (ক) বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, তা অবাংলাভাষী ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সমূহের পরিচিতি ও অন্তর্ভুক্তিকে উপেক্ষা করে। সংবিধানে বাঙালি জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ অবাঙালি জনগোষ্ঠীকে স্বস্তি দেবে। ৬ অনুচ্ছেদে জাতি হিসেবে 'বাঙালি' এর বদলে সব নাগরিক 'বাংলাদেশি' হবে, এমন বিধান করা উচিত। বাংলাদেশী হিসেবে বিহারীসহ যে সব অবাঙালি জনগোষ্ঠী এখানকার ন্যায্য বাসিন্দা, তাদের উল্লেখ করতে হবে।<br>(খ) ১৯৭৮ সালে জিয়াউর রহমানের সরকার সংবিধান থেকে জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রকে খারিজ করেছিলেন। পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে একে পুনরায় ফিরিয়ে আনে হাসিনা সরকার; ২০১১ সালে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজ বা অর্থনীতি আসলে কী প্রাসঙ্গিকতা বহন করে? যেখানে রাষ্ট্রের সর্বত্র মুক্তবাজার অর্থনীতির চর্চা হচ্ছে, সেখানে রাষ্ট্রের মূলনীতি অংশে সংবিধানে বলা হচ্ছে- সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে। (অনুচ্ছেদ-১০)। এখানে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বদলে ইনসাফ ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় নিশ্চিত করতে হবে।<br>বস্তুত নাগরিক মধ্যবিত্তের একটি অংশের সমাজতান্ত্রিক লিপ্ততার স্মৃতিতর্পন ছাড়া আর কোন মূল্যে সংবিধানে সমাজতন্ত্রকে মূলনীতির মহিমা দেওয়া হচ্ছে, তা অবোধগম্য। একে বাদ দেওয়া দরকার। কারণ এটি একটি ব্যর্থ মতবাদ হিসেবে প্রমাণিত।<br>(গ) ধর্মনিরেপেক্ষতা এদেশে ইসলামোফোবিয়া হয়ে হাজির হয়েছে বৃহত্তর অর্থে। ধর্মীয় ভাবাবেগ ও চর্চার বিরুদ্ধে যা অনবরত স্বৈরাচার জারি রেখেছে। রক্তচক্ষু প্রদর্শন করেছে এবং ইসলামী অনুশীলনকে মার্জিনালাইজ করেছে এবং নানা ক্ষেত্রে অপরাধিকরণ করেছে। ফলে ধর্মনিরপেক্ষতার এই স্বৈরাচারী ব্যবহার জনগণের অন্যান্য সাংবিধানিক অধিকারকে ক্ষুন্ন করেছে। বস্তুত ধর্মনিরপেক্ষতা প্রকৃত অর্থে ধর্মীয় কারণে নাগরিকদের প্রতি কোনো ধরণের বৈষম্যহীনতাকে নির্দেশ করে। সেটাই মুখ্য এবং এর কল্যাণী ব্যবহার নিশ্চিত করবার জন্য ধর্মনিরপেক্ষতার বদলে উপযুক্ত শব্দ ব্যবহারের প্রস্তাব করছি। যেমন, ধর্মীয় কারণে বৈষম্যলোপ। যেখানে সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় নিপীড়ন ও ধর্মের অপব্যবহারের পথরুদ্ধ করা হবে। | মুসা আল হাফিজ |
| | | ১. গণতন্ত্র ২. সাম্য ৩. মানবিক মর্যাদা ৪. সামাজিক ন্যায়বিচার ৫. নাগরিক অধিকার | সারোয়ার তুষার |
| | | রাষ্ট্রের অন্যতম মূলনীতি হবে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা, বিশ্বাস ও পরিপূর্ণ আনুগত্য।এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক যে কোনো বিষয়ে সমর্থন বা অবস্থান গ্রহণ করা যাবে না।এটি পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের সংবিধানে রয়েছে। [যেমনঃ মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, সউদী আরব, কাতার, বাহরাইন, কুয়েত, ওমান, মিশর ইত্যাদি)। তাছাড়া এটি পঞ্চদশ সংশোধনীর পূর্বে আমাদের সংবিধানে উপস্থিত ছিল। | ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী |
| | | মানবিক মর্যাদা নিজ থেকে প্রতিষ্ঠিত হয় না। তার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন হয় সাম্যাবস্থা ও সামাজিক ন্যায়ের। আমরা মনে করি, যা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে ন্যায্য-গণতন্ত্র, জাতি নিরপেক্ষতা, লিঙ্গ নিরপেক্ষতা, ধর্ম নিরপেক্ষতা, শ্রেণি ও গোষ্ঠী নিরপেক্ষতার মধ্যদিয়ে। আমাদের দৃষ্টিতে, এই পাঁচ নীতি একাধারে মূল অধিনীতি মানবায়নেরই বর্ধিত ও অধীনস্ত রূপ। | ড. সৈয়দ নিজার |
| | | বিদ্যমান চার মূলনীতি অবিকল রাখা হোক | এম আর চৌধুরী |

দ্বিতীয় ভাগ: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
|---|---|---|---|
| | | "(১) ক) জাতীয়তাবাদ: বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠন, বিনির্মাণ ও বিকাশের অপরিহার্য শর্ত এবং রাজনীতির অন্যতম নির্ণায়ক উপাদান জাতীয়তাবাদ। সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ এবং আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদ হবে মূল প্রেরণা। জাতীয়তাবাদ স্বাধীনতার পূর্বে এবং পরেও ক্রিয়াশীল। জাতীয়তাবাদকে আরো বিকশিত করে বিশ্বের অন্যান্য জাতিসত্তার সমকক্ষ এবং জাতিত্বকে আরো উন্নত করতে হবে। ঐক্য-সংহতি এবং আত্মরক্ষার ভিত্তি হবে জাতীয়তাবাদ।<br>খ) রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার আত্ম পরিচয়ের প্রশ্নেও রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রীয়ব্যবস্থা কোনো বৈষম্য প্রদর্শন করবে না।<br>গ) ঔপনিবেশিকতার বিলোপসাধন করে সাম্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের প্রতিটি জাতিসত্তার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করাকে রাষ্ট্র অগ্রাধিকার প্রদান করবে।<br>২) বৈষম্যহীন সমাজ: আর্থ-সামাজিক, অসাম্য ও নিপীড়নমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা অতিক্রম করে- সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিকসুবিচার নিশ্চিত করার জন্য সামাজিকবিপ্লবকে ত্বরান্বিত করাই হবে প্রজাতন্ত্রের মূল লক্ষ্য।<br>মানুষের উপর মানুষের শোষণ হতে মুক্তি লাভ করার জন্য সামাজিকবিপ্লবের দ্বারা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈষম্য নিরসনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিকব্যবস্থা রূপান্তর করাই হবে চূড়ান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। রাষ্ট্র এমন কোনো আইন প্রণয়ন করতে পারবে না, যা উপরোক্ত ত্রয়ী আদর্শকে খর্ব বা ক্ষুন্ন করতে পারে।<br>৩) অংশীদারিত্বের গণতন্ত্র: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলভিত্তি হবে সমাজের সকল অংশের মানুষের অংশগ্রহণ ভিত্তিক অংশীদারিত্বের গণতন্ত্র। গণতন্ত্রকে ক্রমাগত সম্প্রসারিত করতে হবে এবং সর্বক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণের স্তরে জনগণের সকল অংশের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।<br>৪) ধর্মীয় স্বাধীনতা বা সম্প্রীতি: রাষ্ট্র সকল ধর্মের স্বাধীনতা নিশ্চিত করবে। কারো কোনো ধর্মীয় অনুশাসনে রাষ্ট্র কোনোরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি করবে না। সকল ধর্ম-বর্ণের সম্প্রীতি স্থাপন হবে সকল নাগরিকের নৈতিক কর্তব্য।<br>৮(২) এই ভাগে বর্ণিত নীতিসমূহ বাংলাদেশ পরিচালনার দিকনির্দেশনা। আইন প্রণয়নকালে রাষ্ট্র এই নির্দেশনাগুলো প্রয়োগ করবে। এই সংবিধান ও বাংলাদেশের অন্যান্য আইনের ব্যাখ্যা প্রদানে তা, নির্দেশক হবে এবং রাষ্ট্র ও নাগরিকের কার্যের ভিত্তি হবে। | শহীদুল্লাহ ফরায়জী |
| অনুচ্ছেদ ৯ (জাতীয়তাবাদ) | [৯। ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালী জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করিয়া জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করিয়াছেন, সেই বাঙালী জাতির ঐক্য ও সংহতি হইবে বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।] | "জাতিগত ও সাংস্কৃতিক পরিচয় স্বীকৃতি দেয়া<br>মানুষ হিসেবে আমাদের পরিচয় বহুমাত্রিক \| ব্যক্তিগত পর্যায়, সামাজিক ভাবে এবং রাষ্ট্রীয় মঞ্চে \| তবে জন্মগতভাবে অপরিবর্তনশীল সে পরিচয় আমাদের অস্তিত্বে শাশ্বত-তা জাতিগত ও সাংস্কৃতিক পরিচয় \| একজন মানুষ যেকোনো জাতির গণ্ডির মধ্যেই জন্মলাভ করে\| নাগরিকত্ব, পারিবারিক সম্পর্ক এমনকি ধর্মীয় পরিচয়ও এই আধুনিক যুগে পালটে ফেলা অসম্ভব কিছু নয়। একমাত্র অপরিবর্তনশীল মানুষের জাতিগত পরিচয়\| একজন বাঙালি-ঘরের সন্তান প্যারিসের অত্যাধুনিক বাড়িতে জন্ম নিয়ে সারাজীবন বসবাস করলেও সে বাঙালি জাতির গণ্ডিতেই থাকবে\| ফ্রান্সের ককেশীয় কিংবা কালো মানুষের পাশাপাশি ফরাসি নাগরিক বিবেচিত হলেও এর ব্যত্যয় ঘটবে না\| একই বিন্যাস দেখি -বাঙালি আমেরিকান/বাংলাদেশি আমেরিকান পরিচয়ে। আমাদের জাতিগত পরিচয়ের স্বীকৃতি তাই সন্দেহাতীতভাবে সংবিধানে স্বীকৃত হতে হবে\| 'বাঙালী-জাতীয়তাবাদ ' এর বর্তমান গুরুত্ব যেন বজায় থাকে সংশোধিত সংবিধানে। এর পাশাপাশি যুক্ত করতে হবে, পার্বত্য চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ এবং দেশের অন্যান্য অঞ্চলে বসবাসরত আদিবাসী এবং ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বাদের নাম \| তাদের অনন্য অস্তিত্বের স্বীকৃতি শুরু হতে হবে সংবিধান থেকেই\| একই যুক্তিতে ভাষা এবং ধর্ম বিষয়ক স্বীকৃতি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। বাংলা ভাষার পাশাপাশি বাংলাদেশের অন্যান্য প্রচলিত ভাষা অন্তর্ভুক্তি করা এবং ইসলাম সহ বাংলাদেশ বিদ্যমান সকল ধর্মের উল্লেখ করা হতে পারে আধুনিক সংযোজন \| বৈষম্য বিরোধী মানসিকতার প্রতিফলন দাবী করছি জাতিগত, ধর্মীয় এবং ভাষাগত পরিচয়ে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অধিকারের স্বীকৃতির মাধ্যমে \|" | জাকিয়া আফরিন |
| | | ৯ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত বাঙালি শব্দের স্থলে বাংলাদেশি শব্দ প্রতিস্থাপিত হবে। অন্য সকল বর্ণনা অপরিবর্তিত থাকবে। | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| | | প্রতিস্থাপন করা হোক, "ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতিগতভাবে বিচিত্র, তবে রাজনৈতিকভাবে একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাংলাদেশী জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছেন, এই বাংলাদেশী জাতীর ঐক্য ও সংহতি হবে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি' | রাজা দেবাষীষ রায়, চাকমা |
| | | এ অনুচ্ছেদের 'ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট বাঙালি জাতি' ও 'বাঙালী জাতির' শব্দগুচ্ছের পরিবর্তে দেশের সব জাতিগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতির নাগরিকগণের ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করিয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করিয়াছেন, সেই নাগরিকগণের ঐক্য ও সংহতি হইবে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি। | ইলিরা দেওয়ান |

| | দ্বিতীয় ভাগ: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
| | | বাঙালি জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ। | প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম |
| | | বাংলাদেশে বসবাসকারী ও নাগরিকগণ জাতীয়তায় বাংলাদেশী বলে পরিচিত হবেন। | ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী |
| | | জাতীয়তাবাদ মতবাদ প্রয়োজন নেই | আব্দুল্লাহ |
| | | নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব এবং জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার বিধান করতে হবে। | অ্যাডভোকেট আব্দুর রহমান জীবল |
| | | বাংলাদেশের সকল জাতিগত জনগোষ্ঠীকে স্বীকৃতি দেওয়া। জাতীয় পরিচয়ে শুধু "বাঙালি" পরিচয়ের পরিবর্তে সব জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা। | কল্লোল মোস্তফা |
| **অনুচ্ছেদ ১০ (সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি)** | ১০।মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে। | "সমাজতান্ত্রিক" শব্দটি "ন্যায়বিচারভিত্তিক" শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপন। | ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী |
| | | মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ সমাজলাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে। | শায়খ আহমাদুল্লাহ ও মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুম |
| | | সুদমুক্ত ইসলামী অর্থনীতি হবে শোষনমুক্তির ভিত্তি | প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম |
| | | মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে শোষণবিহীন অংশীদারিত্বমূলক সুষ্ঠু অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে। | মাহফূযুল হক |
| | | মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে শোষণবিহীন অংশীদারিত্বমূলক সুষ্ঠু অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে। | শায়খ আহমাদুল্লাহ ও মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুম |
| | | সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্রপরিচালনার অন্যতম মূলনীতি হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। | এম আর চৌধুরী |
| | | "মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে "শোষণবিহীন অংশীদারিত্বমূলক সুষ্ঠু অর্থনৈতিক ব্যবস্থা" প্রতিষ্ঠা করা হইবে। | "মুফতি সাইফুল ইসলাম মাহফূযুল হক" |
| **অনুচ্ছেদ ১১ (গণতন্ত্র ও মানবাধিকার)** | ১১। প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে ১২[* * *] ১৩[এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে]। | জনগণের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত মৌলিক মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকার রক্ষায় বিল অব রাইটস রাখা। | ড. আহমেদ আনিসুর রহমান |
| | | রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ, জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকার বিষয়ে সিদ্ধান্ত এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্রথা ও রীতিনীতি বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকবে। | শাহিদুল চৌধুরী |
| | | Honouring the Social Contract - The Preamble and Article 11 of the Constitution of Bangladesh, adopted in 1972, captures the main spirit of a Social Contract, that is, it sets out the agreement between the State and its citizens to uphold fundamental human rights, freedoms, and the intrinsic dignity of every individual. Any reform to the 1972 Constitution must be carried out within a Social Contract framework which binds the relationship between citizens and the State in mutual respect and accountability. This bond is not merely a legal requirement but a moral and ethical commitment that every citizen will be treated as an equal shareholder in determining the direction and pathway undertaken by the State. | Dr. Faustina Pereira |
| | | "প্রজাতন্ত্র হবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকবে।<br>রাষ্ট্র পরিচালনার মূলভিত্তি গণতন্ত্র। সকল মানুষের সমান অধিকারের প্রজাতন্ত্র। গণতন্ত্র ও মানবাধিকার অবিচ্ছেদ্য। রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবেও বাংলাদেশ হবে গণতান্ত্রিকপ্রজাতন্ত্র। সীমিত গণতন্ত্রকে ক্রমাগতভাবে অংশীদারিত্বের গণতন্ত্রে রূপান্তর করা, যেখানে সমাজের সকল অংশের-মানুষের মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকবে।<br>ক) প্রশাসনের সকল পর্যায়ে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে রাষ্ট্রের সকল স্তরে সর্বস্তরের জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। | শহীদুল্লাহ ফরায়জী |

দ্বিতীয় ভাগ: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ ১২ (ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা)** | "ধর্ম নিরপেক্ষতা নীতি বাস্তবায়নের জন্য<br>(ক) সর্ব প্রকার সাম্প্রদায়িকতা,<br>(খ) রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান,<br>(গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অপব্যবহার,<br>(ঘ) কোন বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাহার উপর নিপীড়ন বিলোপ করা হইবে।" | রাষ্ট্র পরিচালনা বিষয়ক সকল ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে হবে এবং সকল ধর্ম পালনকে সামাজিকভাবে গ্রহন যোগ্য করে তলার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। | জাকিয়া আফরিন |
| | | এ ধারাটি অপরিবর্তিতভাবে অব্যহত রাখা হোক | রাজা দেবাশীষ রায়, চাকমা |
| | | "রাষ্ট্র নাগরিকদের নিজ নিজ ধর্ম পালনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করবে।<br>যেকোন বিশুদ্ধ ও প্রমাণিত ধর্মীয় আচারকে যে কোনরূপে কটাক্ষ করা, অথবা পালনকারী ব্যক্তিকে হেনস্থা করা বা অপবাদ দেয়া নিষিদ্ধ।<br>আন্তঃধর্মীয় সুন্দর সহাবস্থান ও পারস্পরিক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী যেকোন প্রচেষ্টাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিহত করতে হবে।<br>বিভিন্ন ধর্মের মানুষগণ একই দেশের নাগরিক হিসেবে পরস্পর সহযোগিতার মনোভাব বজায় রাখবে ও দেশের হেফাজতে একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করবে।" | ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী |
| | | এই ধারাটি বাতিল করতে হবে | "১. শায়খ আহমাদুল্লাহ ও মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুম,<br>২. মুফতি সাখাওয়াত হোসেন রাজী<br>৩.ড. শাফি আ. খালেদ" |
| | | নেতিবাচক সাম্প্রদায়িকতামুক্ত ধর্মীয় প্রেরণা | ড. আহমেদ আনিসুর রহমান |
| | | "নাগরিকদের ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ; নাগরিকদের নিজ নিজ ধর্ম পালনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। যেকোন বিশুদ্ধ ও প্রমাণিত ধর্মীয় আচারকে যে কোনরূপে কটাক্ষ করা, অথবা পালনকারী ব্যক্তিকে হেনস্থা করা বা অপবাদ দেয়া নিষিদ্ধ করতে হবে। আন্তঃধর্মীয় সহাবস্থান ও সম্প্রীতি: বিভিন্ন ধর্মের মানুষগণ একই দেশের নাগরিক হিসেবে পরস্পর সহযোগিতার মনোভাব বজায় রাখা এবং একে অন্যের উপর অত্যাচার হতে বিরত থাকার বিষয়টি সংবিধানে উল্লেখিত হতে পারে। বাংলাদেশ যুগ যুগ ধরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল নিদর্শন। আন্তঃধর্মীয় সুন্দর সহাবস্থান ও পারস্পরিক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী যেকোন প্রচেষ্টাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিহত করতে হবে। | ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী |
| | | দেশের সংখ্যাগুরু ধর্মের প্রাধান্য রেখে অন্য ধর্মের ব্যক্তিদের অধিকার সংরক্ষণ | ড. আহমেদ আনিসুর রহমান |
| | | "ধর্মীয় নিরপেক্ষতার" পরিবর্তে "ধর্মীয় সহিষ্ণুতা" | ড. আহমেদ আনিসুর রহমান |
| | | ধর্মীয় স্বাধীনতা ও ধর্মহীনতার প্রতিরোধ | ড. আহমেদ আনিসুর রহমান |
| | | "অনুচ্ছেদ ১২(গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে। কিন্তু এটা সমস্যা ও অপব্যবহারের অনুকূল। বরং নিষিদ্ধ করা উচিত ধর্মের সহিংসতামূলক অপব্যবহার।<br>সহিংসতা শব্দটি যোগ করতে হবে। কারণ শুধুমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার বিলোপ করার অজুহাত দিয়ে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার জবরদস্তি হাজির হয়।" | মুসা আল হাফিজ |
| | | ১২ নং অনুচ্ছেদ নিম্নরূপে প্রতিস্থাপিত হবে:<br>(ক) কোরআন বর্ণিত বিধানে সকল ধর্মের অনুসারীদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদা ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| | | ধর্মীয় অধিকার বাস্তবায়নের জন্য<br>ক. প্রত্যেক নাগরিকের ধর্ম পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করা,<br>খ. প্রত্যেক নাগরিকের সামাজিক ও পারিবারিক বিষয়গুলো নিজ ধর্ম অনুসারে সমাধান করা,<br>গ. রাষ্ট্রধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক আইন বর্জন করা,<br>ঘ. যেকোনো ধর্মের অবমাননা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হইবে। | "মুফতি সাইফুল ইসলাম মাহফূযুল হক" |
| | | ক) সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার করা যাবে না।<br>খ) যেকোনো ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষ বা বৈষম্য বিলোপ করা হবে।<br>আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন | শহীদুল্লাহ ফরায়জী |

| | দ্বিতীয় ভাগ: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
| **অনুচ্ছেদ ১৩ (মালিকানার নীতি)** | ১৩। উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা ও বন্টনপ্রণালীসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ এবং এই উদ্দেশ্যে মালিকানা-ব্যবস্থা নিম্নরূপ হইবে:<br>(ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা, অর্থাৎ অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্র লইয়া সুষ্ঠু ও গতিশীল রাষ্ট্রায়ত্ত সরকারী খাত সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা;<br>(খ) সমবায়ী মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সমবায়সমূহের সদস্যদের পক্ষে সমবায়সমূহের মালিকানা; এবং<br>(গ) ব্যক্তিগত মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তির মালিকানা। | অনুচ্ছেদ ১৩(গ) এর পরে (ঘ) উপ-অনুচ্ছেদ সংযোজন করা-<br>“(ঘ) সমষ্টিগত মালিকানা, অর্থাৎ প্রথাগত আইনভিত্তিক বাংলাদেশের অপরাপর জাতিগোষ্ঠীগুলোর সমষ্টিগত মালিকানা।” | ইলিরা দেওয়ান |
| | | অনুচ্ছেদ ১৩কে সংশোধন করে বিভিন্ন জাতিসত্তার মানুষের ঐতিহ্যগত সামষ্টিক মালিকানার অধিকার এবং জনস্বার্থের নামে জোরপূর্বক নাগরিকদের কৃষি জমি অধিগ্রহণ ও বসতি উচ্ছেদ থেকে সুরক্ষার অধিকার আদালতের মাধ্যমে বলবতযোগ্য হিসেবে সংযুক্ত করতে হবে। | কল্লোল মোস্তফা |
| | | সম্পদের মালিক হওয়ার উৎস হবে উত্তরাধিকার শারিরীক শ্রম এবং বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত অর্থ। | প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম |
| **অনুচ্ছেদ ১৪ (কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি)** | ১৪। রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী মানুষকে-কৃষক ও শ্রমিককে-এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা। | প্রতিস্থাপন করা হোক, “রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দয়িত্ব হবে মেহনতী মানুষকে- কৃষক, শ্রমিক ও আদিবাসীদিগকে এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে- সকল প্রকার শেষণ হইতে মুক্তি দান করা” | রাজা দেবাষীষ রায়, চাকমা |
| | | মেহনতী মানুষ , কৃষক ও শ্রমিক এবং সমাজের অনগ্রসর অংশসহ আপামর জনগণকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে। | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| | | কৃষকের, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার, তাঁদের রুটিরুজির সুরক্ষার নিশ্চয়তার বিধান সংবিধানে থাকতে হবে। সংবিধানে কর্মসংস্থানের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার-এই বিষয়গুলোকে আরও বিস্তৃত ও সুনির্দিষ্ট করতে হবে। | মুসা আল হাফিজ |
| **অনুচ্ছেদ ১৫ (মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা)** | ১৫। রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায়:<br>(ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা;<br>(খ) কর্মের অধিকার, অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া যুক্তিসঙ্গত মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার;<br>(গ) যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার; এবং<br>(ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্যলাভের অধিকার। | রাষ্ট্রের দায়িত্ব নাগরিকদের "যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন এবং অবসরের অধিকার" সুরক্ষা করা। "সর্বদা দায়িত্বে" থাকা বিধান পুলিশের এই অধিকারকে লঙ্ঘন করে। | খোদাবক্স চৌধুরী |
| | | মানুষের মৌলিক অধিকারের পুনর্বিন্যাস জরুরী। মানুষ দেহ, মন ও আত্মার সমন্বিত সত্তা হিসেবে যে মৌলিক অধিকার দাবি করে, আমাদের সাংবিধানিক বয়ানে তার প্রতিফলন পূর্ণ নয়। মানুষের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অধিকার ও চাহিদাকেও নিশ্চিত করতে হবে। | মুসা আল হাফিজ |
| | | কেবল বস্তুগত ও সাংস্কৃতিক মানের উন্নতি দিয়ে তো চলবে না। বরং আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক মানের উন্নয়নও জরুরী। এই দিকটিও যোগ করতে হবে। | মুসা আল হাফিজ |

দ্বিতীয় ভাগ: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ ১৭ | ১৭। রাষ্ট্র<br>(ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য;<br>(খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য;<br>(গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। | আরো তিনটি উপধারা যুক্ত করতে হবে-যথা<br>(ঘ) রাষ্ট্র জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিটি ক্লাসে ধর্মীয় শিক্ষা ও উন্নত চরিত্রের প্রতিফলন ঘটাইবেন এবং এ দুইয়ের সাথে সাংঘর্ষিক শিক্ষা কার্যক্রম সাংবিধানিকভাবে বাতিল বলিয়া সাব্যস্ত করিবেন।<br>(ঙ) জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিটি ক্লাসে ও লেভেলে ধর্মীয় শিক্ষা বাস্তবায়ন করিবেন। সে লক্ষ্যে লেভেল অনুযায়ী কওমি মাদ্রাসা ও আলিয়া মাদ্রাসা থেকে আদর্শিক ও চারিত্রিক সুনাম ও সার্টিফিকেটধারী আলেমদের নিয়োগ দান করিবেন<br>(চ) অন্তর্ভুক্তিমূলক অথবা অংশগ্রহণমূলক সমাজ গঠনের নামে আমাদের পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক কোন কিছু শিক্ষাব্যবস্থায় সংযোজন করা যাবে না। | শায়খ আহমাদুল্লাহ ও মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুম |
| | | ১৭ অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপে প্রতিস্থাপন হবে:<br>১৭। রাষ্ট্র<br>[(ক) দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক ধর্মীয় শিক্ষাসহ সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য;<br>(খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য;<br>(গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য;<br>(ঘ) সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত বিদ্যমান ইসলাম ধর্মীয় শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নের জন্য;]<br>কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| | | ক। গ্রন্থনীতি থাকা জরুরি।<br>খ। মাধ্যমিক পর্যন্ত বাংলায় সকল পাঠদান করা জরুরি<br>গ। একটি লাইব্রেরি/ গ্রন্থাগার মন্ত্রাণালয় থাকা উচিৎ।<br>ঘ। সাহিত্য সংস্কৃতির ব্যক্তিগত উদ্যাগে গড়ে উঠা, সরকারের নিবন্ধিত প্রতিটি লাইব্রেরীগুলো বিশেষভাবে ভূমিকা রাখতে পারে। খোলার রাখতে একজন গ্রন্থাগারিকের বেতন থাকা জরুরি।<br>বাংলাদেশের নিজস্বতা, স্বায়ত্ব ও সাহিত্য সংস্কৃতিকে গুরুত্ব/ ফোকাস করে এমন দুই একটি বইকে জাতীয় বইয়ের ঘোষণা দিতে হবে। | ইমরান মাহফুজ |
| | | গণশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গণমাধ্যমকে অন্তর্ভুক্ত করা | ড. আহমেদ আনিসুর রহমান |
| | | শিক্ষা ব্যবস্থায় বাঙালি ঐতিহ্যের সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের সমন্বয় | ড. আহমেদ আনিসুর রহমান |
| | | অনুচ্ছেদ ১৫ ও ১৭-এ উল্লেখিত অর্থনৈতিক অধিকারগুলোকে বিশেষত, সর্বজনীন শিক্ষা, চিকিৎসা সেবা, এবং সামাজিক নিরাপত্তার অধিকারকে আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। এ জন্য রাষ্ট্রকে প্রয়োজনে নির্দিষ্ট সময় সীমা বেধে দেয়া যেতে পারে। | কল্লোল মোস্তফা |
| | | মাধ্যমিক থেকেই শিক্ষার্থীদের সংবিধানের একটা সহজ পাঠ যুক্ত করতে হবে। এতে তারা সোচ্চার থাকবে নিজেদের বিষয়ে । র্তমানে স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসা জাতীয়করণের দাবি অত্যন্ত যৌক্তিক। আমরা যদি ইবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলো লালন করতে না পারি তাহলে আগামীদিনে এদেশে ইসলামি শিক্ষার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এদেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট রয়েছে। কিন্তু ইবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের কোন ব্যবস্থা নেই। এটা বৈষম্য। এই বৈষম্য নিরসন করা প্রয়োজন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ন্যায় স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলোকে জাতীয়করণ জরুরি। | ইমরান মাহফুজ |
| | | (ঘ) রাষ্ট্র জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিটি ক্লাসে ধর্মীয় শিক্ষা ও উন্নত চরিত্রের প্রতিফলন ঘটাইবেন এবং এ দুয়ের সাথে সাংঘর্ষিক শিক্ষা কার্যক্রম সাংবিধানিকভাবে বাতিল বলিয়া সাব্যস্ত করিবেন।" | "মুফতি সাইফুল ইসলাম মাহফুযুল হক" |
| | | জাতীয় ঐতিহ্যগত মূল্যবোধের আলোকে বাধ্যতামূলক সর্বজনীন আজীবন অবৈতনিক শিক্ষা | ড. আহমদ আনিসুর রহমান |
| অনুচ্ছেদ ১৮ (১) (২) (জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা) | "১৮। (১) জনগণের পুষ্টির স্তর-উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবেন এবং বিশেষতঃ আরোগ্যের প্রয়োজন কিংবা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট অন্যবিধ প্রয়োজন ব্যতীত মদ্য ও অন্যান্য মাদক পানীয় এবং স্বাস্থ্যহানিকর ভেষজের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।<br>(২) গণিকাবৃত্তি ও জুয়াখেলা নিরোধের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।" | "১৮ (২) - গণিকাবৃত্তি, সমকামিতা ও জুয়াখেলা নিরোধের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।<br>১৮(৩) - ধর্মীয় মূল্যবোধের ভিত্তিতে নৈতিক ও অনৈতিক কাজ নির্ধারণ করা হবে।" | ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী |

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
|---|---|---|---|
| | | নৈতিকতার মানদন্ড: সংবিধানে নৈতিক কর্মকাণ্ডের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করা হলেও এটি নির্ধারণের কোন মানদন্ড নির্ধারণ করা হয়নি। এক্ষেত্রে ধর্মীয় মূল্যবোধকে নৈতিকতার মানদন্ড হিসেবে ঘোষণা করতে হবে।<br>সংবিধানের ১৮ নং ধারায় মদ, জুয়া, গণিকাবৃত্তিসহ বিভিন্ন অনৈতিক কাজকে পরিষ্কারভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। একই ধারায়, বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায়, সমকামিতাকে অনৈতিক কাজ হিসেবে উল্লেখ করা জরুরি বলে মনে করছি। | |
| | | "১৮ অনুচ্ছেদ নিম্নরূপে প্রতিস্থাপন হবে-<br>(১) জনগণের পুষ্টির স্তর-উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করবে।<br>(২) মদ ও অন্যান্য মাদক পানীয় এবং স্বাস্থ্যহানিকর ভেষজের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর আইন প্রণয়ন ও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।<br>(২) গণিকাবৃত্তি ও জুয়াখেলা এবং অনুরূপ কার্যক্রম সম্পূর্ণ রূপে বন্ধে রাষ্ট্র কার্যকর আইন প্রণয়ন ও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।" | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| **অনুচ্ছেদ ১৮ক (পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন)** | | অপরিবর্তিত থাকবে | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| **অনুচ্ছেদ ১৯ (সুযোগের সমতা)** | ১৯। (১) সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন।<br>(২) মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।<br>[(৩) জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন।] | বাংলাদেশ সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক অধিকারগুলোর মধ্যে অন্যতম নারী-পুরুষের সমতা\| ধর্মবিষয়ক কিছু ব্যতিক্রম বাদে অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে এই সমতার অঙ্গীকার করা হয়েছে \| মর্যাদায় সমতার এই বিধান প্রশংসনীয়\| তৃতীয় লিঙ্গ বাংলাদেশে বর্তমানে স্বীকৃত জনগোষ্ঠী, নারী- পুরুষের পাশাপাশি তৃতীয় লিঙ্গের সমতার কথা সংযুক্ত করা ন্যায়সঙ্গত মনে করি \| | জাকিয়া আফরিন |
| | | অনগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে প্রথম গুরুত্ব পাওয়ার দাবিদার প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী ও হিজরা সম্প্রদায়। | প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম |
| | | জাতীয় জীবনের নানা অঙ্গনে যথাযোগ্য স্থানে ন্যায়ানুগ পদ্ধতিতে নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন | শায়খ আহমাদুল্লাহ ও মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুম |
| | | জাতীয় জীবনের নানা অঙ্গনে যথাযোগ্য স্থানে ন্যায়ানুগ পদ্ধতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণের সুযোগ রাষ্ট্র নিশ্চিত করবেন | মুফতি সাইফুল ইসলাম মাহফুযুল হক |
| | | Safeguards against majoritarianism: the provisions in Parts II and III of the Constitution, namely, the fundamental principles of state policy and fundamental rights, must be further bolstered and embedded with anti-discrimination mechanisms that prevent the tyranny of the majority over minority segments of citizens. Constitutional safeguards must be clearly set out to ensure that marginalised and historically under-represented voices are not only heard within the political and legal framework of the nation, but that effective steps are taken to actively amplify their voices. Such under-represented and marginalised individuals or groups may be marginalised based on their race, religion, ethnicity, gender, age, disability, profession, belief system or any other characteristic. Effective, empowered, independent transparent and publicly accountable institutions, such as a Human Rights Commission or Ombudsperson office, must oversee and address grievances related to discrimination and majoritarian abuses. | Dr. Faustina Pereira |
| | | ১৯ (১) ও (২) অপরিবর্তিত থাকবে। ১৯ (৩) নিম্নরূপে প্রতিস্থাপিত হবে:<br>'ইসলামী বিধানের আলোকে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন।' | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| | | প্রতিবন্ধীদের জন্য সীমিত কোটা রাখা। | ড. আহমেদ আনিসুর রহমান |

দ্বিতীয় ভাগ: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ ২০ (অধিকার ও কর্তব্যরূপে কর্ম)** | ২০। (১) কর্ম হইতেছে কর্মক্ষম প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে অধিকার, কর্তব্য ও সম্মানের বিষয়, এবং "প্রত্যেকের নিকট হইতে যোগ্যতানুসারে ও প্রত্যেককে কর্মানুযায়ী"-এই নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেকে স্বীয় কর্মের জন্য পারিশ্রমিক লাভ করিবেন।<br>(২) রাষ্ট্র এমন অবস্থাসৃষ্টির চেষ্টা করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসাবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না এবং যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিমূলক ও কায়িক-সকল প্রকার শ্রম সৃষ্টিধর্মী প্রয়াসের ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর অভিব্যক্তিতে পরিণত হইবে। | নাগরিকদের জন্য নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বিদ্যমান কর্মসংস্থান রক্ষা করা রাষ্ট্রের স্পষ্ট দায়িত্ব হিসেবে উল্লেখ করা। এ দায়িত্বকে বিচারিকভাবে প্রয়োগযোগ্য করা। | কল্লোল মোস্তফা |
| | | কাজ করা নাগরিকদের জন্য একটি অধিকার, কর্তব্য এবং সম্মানের বিষয়। প্রত্যেককে তার সামর্থ্য অনুযায়ী কাজের জন্য ন্যায্য পারিশ্রমিক দেওয়া হবে। তবে পুলিশের সদস্য, বিশেষ করে কনস্টেবলরা, "সর্বদা দায়িত্বে" থাকার কারণে অতিরিক্ত কাজের কোনো স্বীকৃতি বা পারিশ্রমিক পান না। | খোদাবক্স চৌধুরী |
| | | "২০ (২) নিম্নরূপে প্রতিস্থাপন:<br>রাষ্ট্র জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সকল ধরনের আয় ও সম্পদ অর্জনের সকল কার্যকারণ ও উপাদান নির্মূলে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ নিশ্চিত করবে।" | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| | | অনুচ্ছেদ ২০ সংশোধন করে নাগরিকের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বিদ্যমান কর্মসংস্থানের সুরক্ষায় রাষ্ট্রের দায়িত্বকে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে এবং তা আদালতের মাধ্যমে বলবতযোগ্য হতে হবে। | কল্লোল মোস্তফা |
| **অনুচ্ছেদ ২১** | "২১। (১) সংবিধান ও আইন মান্য করা, শৃঙ্খলা রক্ষা করা, নাগরিকদায়িত্ব পালন করা এবং জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য।<br>(২) সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য।" | সাংবিধানিক বিধান লঙ্ঘনকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করা। | খোদাবক্স চৌধুরী |
| | | প্রজাতন্ত্রের সেবায় থাকা ব্যক্তিদের দায়িত্ব অবহেলা: কোনো আইনে এ সংক্রান্ত বিধান না থাকা সত্ত্বেও দায়িত্ব অবহেলা শাস্তিযোগ্য অপরাধ করা প্রয়োজন। | খোদাবক্স চৌধুরী |
| | | অনুচ্ছেদ ২১(১) সমস্ত দায়িত্ব নাগরিকদের কর্তব্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এতে করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই দায়িত্ব দণ্ডবিধির "দায়িত্ব অবহেলা" ধারার আওতায় পড়বে। | খোদাবক্স চৌধুরী |
| | | অনুচ্ছেদ ২১(২)-এ উল্লিখিত "জনগণের সেবা করুন" নির্দেশিকাকে আচরণ বিধিতে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এতে করে এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রজাতন্ত্রের সেবায় নিয়োজিত সকল ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য হবে। | খোদাবক্স চৌধুরী |
| | | ২১(১), (২)অপরিবর্তিত থাকবে এবং নিম্নবর্ণিত অনুচ্ছেদ যোগ হবে:<br>২১(৩) সুনাগরিক গঠনে পরিবার একটি মৌলিক প্রতিষ্ঠান বিধায় ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন পরিবার সংরক্ষণে রাষ্ট্র উপযুক্ত ব্যবস্থা করবে।<br>২১ (৪) জনগণের সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রজাতন্ত্রের সকল স্তরে নৈতিক গুনাবলী ও মেধা সম্পন্ন জনবল নিয়োগ নিশ্চিত করাসহ বিদ্যমান জনবলের মধ্যে নৈতিক স্খলনে পতিত ও মেধাহীন জনবলকে চিহ্নিত ও পর্যায়ক্রমে অপসারণে রাষ্ট্র উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| **অনুচ্ছেদ ২২ (নির্বাহী বিভাগ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ)** | ২২। রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গসমূহ হইতে বিচারবিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন। | মাসদার হোসেন মামলার রায়ে ১২টি নির্দশনা ছিল, সেগুলোর আলোকে এটা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে | জাস্টিস মতিন |
| | | বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগ ও আইন বিভাগ থেকে স্বাধীন থাকবে। তিন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বজায় থাকবে। | শাহিদুল চৌধুরী |
| | | The Bangladesh constitution since 1972 requires Judicial Independence. | Mohammad Nurul Minhaz |
| | | রাষ্ট্র নির্বাহী বিভাগের প্রভাবমুক্ত স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করতে হবে | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| | | পৃথক ও স্বাধীন বিচার বিভাগ। | অরূপ রাহী |

দ্বিতীয় ভাগ: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
|---|---|---|---|
| | | ২২ অনুচ্ছেদ স্পষ্ট করে বলেছে "রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গসমূহ হইতে বিচারবিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেনা" স্বতন্ত্র ও পৃথক বিভাগ হিসাবে গড়ে উঠার জন্য বিচারবিভাগের জন্য আলাদা সচিবালয় অতি জরুরী। তাছাড়া বিচারবিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করণ, আইনের শাসন প্রতিষ্টা ও সর্বোপরি নির্বাহী বিভাগের হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রন থেকে বিচারবিভাগকে রক্ষার জন্য বিচারবিভাগের আলাদা সচিবালয় প্রতিষ্টা সময়ের দাবী। | "১. ব্যারিস্টার নাজির আহমদ<br>২. সাংবাদিক অলিউল্লাহ নোমান<br>৩. ব্যারিস্টার ইকবাল হোসেন<br>৪. ব্যারিস্টার আলিমুল হক লিটন<br>৫. নাসরুল্লাহ খাঁন জুনায়েদ" |
| | | Ensuring Judicial Independence through Structural Separation For a truly independent judiciary, the constitution must enforce the separation of the judiciary from the executive branch. Lower courts should be placed under the supervision of the Supreme Court or a separate judicial body, not under executive control. This change would reinforce the impartiality of the judiciary, free from political interference, ensuring that citizens receive fair and unbiased legal judgments. Judicial independence is essential for upholding the rule of law and protecting citizens' rights against any misuse of executive power. | K Shamsuddin Mahmood |
| | | "Constitutional changes to reinforce this principle might include:<br>● Security of Tenure<br>1. ensure judges cannot be arbitrarily removed.<br>2. Removal should only occur through an established impeachment process or based on clear misconduct adjudicated by an independent body.<br>● Financial Autonomy:<br>1. The judiciary should have financial independence to prevent it from being influenced by the executive branch.<br>2. Amend the constitution requiring judicial budgets allotted by an independent financial commission, not by the executive or legislature.<br>3. Define and criminalize actions or attempts to pressure, bribe, or threaten judges.<br>● Separation of Powers:<br>1. Clarify the constitutional boundaries between the judiciary, legislature, and executive to prevent encroachment.<br>2. Establish constitutional safeguards against executive,such as limiting the power to issue ordinances that affect judicial functions." | তাসফিয়া আফরিন |
| অনুচ্ছেদ ২৩ (জাতীয় সংস্কৃতি) | ২৩। রাষ্ট্র জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলাসমূহের এমন পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, যাহাতে সর্বস্তরের জনগণ জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখিবার ও অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন। | ধর্মীয় মূল্যবোধের আলোকে রাষ্ট্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলাসমূহের এমন পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, যাহাতে সর্বস্তরের জনগণ জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখিবার ও অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন। | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| | | নিম্নরূপে প্রতিস্থাপন করা হোক, "রাষ্ট্র জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীসমূহের ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলা সমূহের এমন পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, যেন সর্বস্তরের জনগণ দেশের বহুমাত্রিক সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখার ও অংশগ্রহণ করার সুযোগ লাভ করতে পারে" | রাজা দেবাষীষ রায়, চাকমা |
| অনুচ্ছেদ ২৩ক (উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠি ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি) | [২৩ক। রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।] | আগামীর রাষ্ট্রীয় গঠনতন্ত্র থেকে 'সংখ্যালঘু', 'সংখ্যাগুরু', 'উপজাতি', 'আদিবাসী', 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা' ইত্যাদি সাবেকী পরিভাষাগুলো স্থায়ীভাবে মুছে দিতে হবে। যে জনগোষ্ঠী ঐতিহাসিকভাবে যে নামে পরিচিত হয়েছে রাষ্ট্রীয় গঠনতন্ত্রে তার নাম সেভাবেই উল্লেখিত হবে। যেমন 'চাকমা', 'মারমা', 'তঞ্চঙ্গ্যা' ইত্যাদি জনগোষ্ঠীগুলোকে তাদের নিজস্ব নামেই উল্লেখ করতে হবে, কোনোভাবেই 'পাহাড়ী', 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা' ইত্যাদি নামে নয়। একইভাবে হিন্দু, বুদ্ধিস্ট ইত্যাদি জনগোষ্ঠীগুলোকেও তাদের নিজস্ব পরিচয় দিয়ে উল্লেখ করতে হবে, কোনোভাবেই 'সংখ্যালঘু বা এই ধরণের কোনো বায়বীয় পরিচয়ে নয়। প্রতিটি জনগোষ্ঠীর প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রের কাছে শুধুমাত্র ব্যক্তি ও নাগরিকবলে বিবেচিত হবেন। অধিকার ও কর্তব্যের বেলায় তার গোষ্ঠীগত পরিচয় আদৌ আমলে নেওয়া যাবে না। | "১. মোহাম্মদ বসিরুল হক সিনহা,<br>২. মাসুদ জাকারিয়া" |

দ্বিতীয় ভাগ: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
|---|---|---|---|
| | | রাষ্ট্র আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতি, ভাষা, রীতি, প্রথা, ঐতিহ্য, সাহিত্য, শিল্পকলা, ঐতিহাসিক নিদর্শন ইত্যাদি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন তথা বহুমাত্রিক সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে পৃষ্ঠপোষকতা করবে" | রাজা দেবাষীষ রায়, চাকমা |
| | | পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে আদিবাসীদের জন্য কোটা না রেখে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধিতে জোর দেওয়া | |
| | | ২৩ অনুচ্ছেদটি নিম্নোক্তভাবে পরিমার্জন করা- "রাষ্ট্র দেশের জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীসমূহের ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলাসমূহের এমন পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, যাহাতে সর্বস্তরের জনগণ দেশের বহুমাত্রিক সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখিবার ও অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন।<br>২৩ক অনুচ্ছেদ-এর "উপজাতি", "নৃ-গোষ্ঠী" ও মতো অপমানজনক শব্দসমূহ বাদ দিতে হবে। তদ্‌পরিবর্তে "বাংলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন জাতিসত্তাসমূহ" শব্দগুচ্ছ যুক্ত করা, এবং শেষে যুক্ত করা-<br>""তাহাদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য দেশের বহুমাত্রিক সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখিবার ও অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন।" | ইলিরা দেওয়ান |
| | | রাষ্ট্র বিভিন্ন প্রান্তিক নৃগোষ্ঠীর প্রথাগত ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও লালন করার জন্য প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করবে। নারী, শিশু, তৃতীয় লিঙ্গ, প্রতিবন্ধীসহ সমাজের সকল অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উন্নতির লক্ষ্যে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। | শাহিদুল চৌধুরী |
| | | পঞ্চদশ সংশোধনীর (২০১১) মাধ্যমে 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী'কে স্বীকৃতি দেয়া ছিল বাঙালি আধিপত্যকে সাংবিধানিকভাবে জায়েজ করার নামান্তর। তারই পরিপ্রেক্ষিতে অনেকেই দাবি করছেন পার্বত্য অঞ্চল সহ সমতলে যত আদিবাসী জনগোষ্ঠী রয়েছে তাদের স্ব স্ব জাতিগত পরিচয় সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হোক। এই দাবির যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য কিন্তু সেটি যথেষ্ট নয়। | রেহনুমা আহমেদ |
| | | বিদ্যমান সংবিধান অনুযায়ী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষের নামকরণে আপত্তি লক্ষ্যনীয়। ফলে কমিশনকে এ বিষয়ে সুচিন্তিত দৃষ্টি দিতে হবে। | অধ্যাপক মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম |
| **অনুচ্ছেদ ২৪ (জাতীয় স্মৃতিনিদর্শন, প্রভৃতি)** | ২৪। বিশেষ শৈল্পিক কিংবা ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন বা তাৎপর্যমন্ডিত স্মৃতিনিদর্শন, বস্তু বা স্থান-সমূহকে বিকৃতি, বিনাশ বা অপসারণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। | ধর্মীয় মূল্যবোধের আলোকে শৈল্পিক কিংবা ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন বা তাৎপর্যমন্ডিত স্মৃতিনিদর্শন, বস্তু বা স্থান-সমূহকে বিকৃতি, বিনাশ বা অপসারণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| **অনুচ্ছেদ ২৫ (আন্তর্জাতিক শান্তি নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন)** | ২৫। জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যান্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং আন্তর্জাতিক আইনের ও জাতিসংঘের সনদে বর্ণিত নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা-এই সকল নীতি হইবে রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি এবং এই সকল নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র<br>(ক) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তিপ্রয়োগ পরিহার এবং সাধারণ ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য চেষ্টা করিবেন;<br>(খ) প্রত্যেক জাতির স্বাধীন অভিপ্রায় অনুযায়ী পথ ও পন্থার মাধ্যমে অবাধে নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারণ ও গঠনের অধিকার সমর্থন করিবেন; এবং<br>(গ) সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ বা বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করিবেন। | জাতিসংঘ ঘোষিত সার্বজনীন মানবাধিকারের স্বীকৃতি।<br>- সকল মৌলিক মানবাধিকার, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের স্বীকৃতি।<br>- জনশৃংখলা, জাতীয় নিরাপত্তা, মানহানি, অপরাধে প্ররোচনা, বন্ধু রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক, আদালত<br>অবমাননা, নৈতিকতা ইত্যাদির অজুহাতে নাগরিকের মতপ্রকাশ, চিন্তা, ও বিবেকের স্বাধীনতাকে ক্ষুন্ন করার সুযোগ না রাখা বা সুযোগ সুনির্দিষ্টভাবে সীমিত করা। | "<br>অরূপ রাহী<br>" |
| | | ২৫ (ক) ও ২৫ (খ) অপরিবর্তিত থাকবে। ২৫ (গ) নিম্নরূপে প্রতিস্থাপিত হবে।<br>২৫ (গ) রাষ্ট্র পৃথিবীর যে কোনো স্থানে নির্যাতিত মুসলিম জনগোষ্ঠীর ন্যায্য দাবি আদায়ের সংগ্রামকে সমর্থণসহ সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ বা বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করিবেন। | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
|---|---|---|---|
| | | The Constitution should have provision for National Defence & Security Council ( NDSC).Proposed NDSC should be headed by the President as Chairperson, the Prime Minister & Leader of Opposition as Vice Chairs), Ministers in charge of Ministries of Defence, Finance & Foreign Affairs, and the three Chiefs of Staff ( Army,Navy & Air Force as Members).The proposed NDSC should be given mandate to formulate and implement policies and programs for national defence and security. | Dr.Mohammed Parvez Imdad |
| | | (২) জাতীয় প্রতিরক্ষানীতি:<br>বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতায় রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ঝুঁকিকে বিবেচনায় নিয়ে প্রতিরক্ষা প্রশ্নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।<br>১) রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার স্বার্থে আক্রমণাত্মক নয়, প্রতিরোধমূলক নীতির ভিত্তিতে অবিলম্বে 'জাতীয় প্রতিরক্ষা কাউন্সিল গঠনপূর্বক যুগোপযোগী জাতীয় প্রতিরক্ষানীতি প্রণয়ন করা।<br>২) ১৮ বছরের ঊর্ধ্বে সকল নারী-পুরুষকে বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ-সহ আইন প্রণয়ন করা। | শহীদুল্লাহ ফরায়জী |
| অন্যান্য প্রস্তাব | | | |
| | | শুধু সাম্য নয়, ন্যায় ও ন্যায়ানুগতার ভিত্তিতে সমতা | ড. আহমদ আনিসুর রহমান |
| | | ৩.১ ন্যায্য গণতন্ত্র<br>ধর্ম, জাতি, লিঙ্গ, গোষ্ঠী এবং শ্রেণির উপর ভিত্তি করে, সবার অধিকার সমান অধিকার নিশ্চিত করা, কাউকে বিমানব না করা। রাষ্ট্রজনের আকাঙ্ক্ষার সাপেক্ষে ক্ষমতার হস্তান্তরের ক্ষেত্রে দুটি নির্বাচিত সরকারের মধ্যবর্তী পর্বে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য থাকা উচিৎ নির্বাচনকালীন সরকার, যাতে নির্বাচনে রাষ্ট্রজনের আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটতে পারে। তাই আমরা, গণতন্ত্র নয়, ন্যায্য-গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জোরালো দাবি জানাই।<br>৩.২ জাতি নিরপেক্ষতা<br>রাষ্ট্রের কোন জাতীয় দফা থাকতে পারে না। জাতীয়তাবাদ ভাষাভিত্তিক হোক বা নৃগোষ্ঠীভিত্তিক হোক-রাষ্ট্রজনে তা বিষাক্ত বিভেদের জন্ম দেবেই। এই ধরনের নীতি একই রাষ্ট্রে বসবাসরত অপরাপর ভাষাগোষ্ঠী বা নৃগোষ্ঠীকে শুধু অপরায়নী করে না, অধিকাংশক্ষেত্রে বিমানবে পরিণত করে। রাষ্ট্রের সকল অংশীজন অর্থাৎ রাষ্ট্রজনের সমান অধিকার নিশ্চিত করতে নতুন বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে অবশ্যই জাতি নিরপেক্ষ হতে হবে।<br>৩.৩ লিঙ্গ নিরপেক্ষতা<br>আজকের ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে লিঙ্গ নিরপেক্ষতা মানবিক রাষ্ট্র ও ন্যায্য গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এক অপরিহার্য শর্ত। এর সূত্রপাত ঘটতে পারে 'রাষ্ট্রপতি' নামক পুরুষবাচক শব্দ অপসারণ এর মধ্য দিয়ে। স্বাধীনতার ৫৩ বছর পরেও যখন একটি রাষ্ট্রে সরকারি দলিলে 'রাষ্ট্র প্রধান' শব্দটির ব্যবহার বা প্রচলন ঘটে না তখন সেটি নির্দেশ করে রাষ্ট্র কতখানি পুরুষালি চরিত্রে আবির্ভূত হয়। একইভাবে কেবলমাত্র নারী-পুরুষ পৃথক বর্গকে ভাগ করার মধ্যদিয়ে প্রতিষ্ঠা পায় অপরাপর লিঙ্গ বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠীকে বঞ্চিত করার প্রয়াস। এই আলাপ শুধু অধিকার প্রতিষ্ঠার নয়, পৃথকভাবে দেখার সীমাবদ্ধতারও। বাংলাদেশের বর্তমান সংবিধানের ১৯, ২৭, ২৮ ও ২৯ নং অনুচ্ছেদে সমতা, সমান সুযোগ এর কথা বলা হলেও বাস্তব অবস্থা ভিন্ন হয়, যা আমাদেরকে এই দিকনির্দেশনা দেয়-বিদ্যমান সাংবিধানিক অধিকার লৈঙ্গিক ভেদাভেদ দূর করার জন্য যথেষ্ট নয়।<br>৩.৪ ধর্ম নিরপেক্ষতা<br>মানবিক মর্যাদা, সাম্যবস্থা ও ন্যায্য গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতা। ধর্মনিরপেক্ষ থাকার অর্থ এই নয় যে রাষ্ট্র জনগণের ধর্মচর্চা বাধা-বিপত্তি তৈরি করা। বরং রাষ্ট্রের ধর্ম নিরপেক্ষ থাকা মানে রাষ্ট্রজনের নিজ নিজ ধর্মচর্চার স্বাধীনতা নিশ্চিত করা এবং এর পাশাপাশি কোন রাষ্ট্রজন কোনো ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে বিমানবায়নের শিকার না হয় তার নিশ্চয়তা বিধান। আমাদের মনে রাখা দরকার, রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ না হলে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।<br>৩.৫ শ্রেণি ও গোষ্ঠী নিরপেক্ষতা<br>বাংলাদেশের রাজনীতিতে ব্যবসায়ী শ্রেণির প্রভাব মুক্তিযুদ্ধের পর থেকেই লক্ষ্য করা যায়, শুধু প্রভাবই নয়, ব্যবসায়ীরা সংসদ সদস্য এবং মন্ত্রী হয়েছে। আমরা এও দেখেছি চালের ব্যবসায়ী খাদ্যমন্ত্রী হয়েছেন। ব্যবসার প্রসার এবং বিস্তারের রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রনীতি ব্যবহার করার উদাহরণ প্রচুর পাওয়া যায়। যার ফলে বাংলাদেশে যেমন দ্রুত বিত্তশালীদের সংখ্যা বেড়েছে পাশাপাশি ধনী এবং দরিদ্র অর্থনৈতিক ফারাক ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। আধুনিক রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অনিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদকে নিয়ন্ত্রণ করা। কিন্তু বাংলাদেশ রাষ্ট্র অধিকাংশ নীতি নেয়া হয় বিশেষ ব্যবসায়ী গোষ্ঠী বা বিত্তশালীদের সুযোগ-সুবিধা মাথায় রেখে। যা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তাই রাষ্ট্রের উচিত বিশেষ কোন শ্রেণিকে অর্থনৈতিক সুবিধা দেয়া থেকে বিরত থাকা। শ্রেণি প্রশ্নের নিরপেক্ষ থাকা (এর অর্থ এই নয় সমাজে পিছিয়ে পড়া জাতিগোষ্ঠীকে বিশেষ সহায়তা দেয়া থেকে রাষ্ট্র বিরত থাকবে)। | ড. সৈয়দ নিজার ও অন্যান্য |

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
|---|---|---|---|
| | | সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের সুরক্ষার জন্য সংবিধানে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান। | কল্লোল মোস্তফা |
| | | Decentralization through Establishing Four Provinces:<br>(a) Bangladesh should have FOUR PROVINCES. Each province will include two administrative Divisions and districts currently included within these divisions) Therefore, the administrative divisions could be incorporated into the four proposed provinces.<br>(b) Each of the Four provinces will have a Governor and Parliament ( 100 members in each Provincial Parliament). The people will elect the Provincial Parliaments. The Chief Ministers will head the proposed Provincial Cabinets ( that should not exceed ten Provincial Ministers). The structure and functioning of the proposed Provincial Parliament should be identical ( at the provincial level) to that of the current Parliament ( Jatiyo Sangshad).The opposition will also be expected to play a role in the provincial parliament. | Dr. Mohammed Parvez Imdad |
| | | ৪.৯.৩ কৃষি উৎপাদন ও খাদ্যব্যবস্থা বিষয়ক প্রস্তাব<br>৪.৯.৩.১ কেবল মানুষ নয়; সকল প্রাণ-প্রজাতির খাদ্যউৎস এবং প্রাকৃতিক খাদ্য-শৃংখল ব্যবস্থাকে সমুন্নত রেখে কৃষিপ্রতিবেশ ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে স্বীকৃতি দিয়ে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাকে বিকশিত করতে হবে। কেবলমাত্র মানুষ নয়; সকল প্রাণসত্তার আকাংখিত খাদ্য শর্তহীনভাবে নিশ্চিতকরণের ধারাবাহিকতা বজায় থাকতে হবে। এক্ষেত্রে কৃষিপ্রতিবেশবিদ্যাকে (এগ্রোইকোলজি) বাংলাদেশের কৃষিচর্চা ও উৎপাদনের মূল দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।<br>৪.৯.৩.২ কৃষিতে স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সংহারী সকল ধরণের রাসায়নিক কীটনাশাক, বৃদ্ধিকারক হরমোন, গবাদি প্রাণিসম্পদের ভ্যাকসিন ঔষধ, আগাছানাশক, সিনথেটিক সারের ব্যবহার পর্যায়ক্রমিকভাবে হ্রাসকরণের জন্য অঞ্চলভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি প্রাকৃতিক মাটি ও পুষ্টি ব্যবস্থাপনাকে গুরুত্ব দিয়ে শস্যবৈচিত্র্য, শস্যআবর্তন, দেশীয় শস্যফসলের বৈচিত্রা, ভূ-উপরিস্ত পালিসেচ ব্যবস্থাপনা, কুড়িয়ে পাওয়া অচাষকৃত বিকল্প খাদ্য উৎস সংরক্ষণ, অপ্রচলিত ফসল চাষ, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা, পারিবারিক পুষ্টি বাগান, প্রাকৃতিক দমন ও লোকায়ত অনুশীলন এবং কৃষক ও যুবদের নেতৃত্বে সৃজনশীল উপযোগী প্রায়োগিক কৃষি গবেষণাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে উৎসাহিত করতে হবে।<br>৪.৯.৩.৩ কৃষিব্যবস্থায় লিঙ্গ-জাতি-বয়স ও আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করে পারিবারিক কৃষিকে উৎসাহিত করতে হবে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে কৃষক-জেলে ও প্রাকৃতিকসম্পদনির্ভর পেশাজীবীদের সামাজিক সম্মান কাঠামোগতভাবে স্বীকৃতি দিতে হবে। কৃষিতে যুব-তরুণ সমাজের যুক্ততার জন্য প্রণোদনা ও সহায়তা অব্যাহত রাখতে হবে।<br>৪.৯.৩.৪ 'কৃষি জমি সুরক্ষা ও ভূমি ব্যবহার আইন ২০১৯' এর খসড়া বিলটি দেশব্যাপি জনমত যাচাইয়ের মাধ্যমে দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে। কোনো উন্নয়ন অবকাঠামো ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কৃষিজমির অধিগ্রহণ বাতিল করতে হবে এবং কৃষিজমিকে দেশের জাতীয়সম্পদ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে।<br>৪.৯.৩.৫ নারী কৃষকের বীজ সার্বভৌমত্বকে মূল বীজচিন্তা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। কৃষকের ঘরে ঘরে, গ্রামভিত্তিক এবং সমাজভিত্তিক বীজাগার গড়ে তোলার জন্য রাষ্ট্রীয় সহায়তা নিশ্চিত হতে হবে। কোনো কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান নয়, বীজ থাকবে গ্রামীণ কৃষকের মালিকানায়। বেসরকারি বীজখাতকে অনুৎসাহিত করে বীজ উৎপাদনে কৃষকসহ দেশীয় সরকারি প্রতিষ্ঠান। ও বীজাগারকে শক্তিশালি করতে হবে। হাইব্রিড বীজ সম্প্রসারণকে অনুৎসাহিত করে উচ্চফলনশীল জাত (উফশী) এবং দেশীয় (ন্যাটিভ ট্রাডিশনাল লোকাল সীড) প্রীজবৈচিত্র্য উৎপাদন, গবেষণা, উন্নয়ন, বিপণন ও চাষাবাদ বাড়াতে হবে। জেনেটিক্যালি মডিফায়েড অর্গানিজম (জীনপ্রযুক্তিতে বিকৃত বীজ) কিংবা জিএম ফসল ও বীজকে অনুমোদন দেয়া যাবে না এবং এ সংক্রান্ত সকল গবেষণা সুস্পষ্ট আইন মেনে জনসাধারণের কাছে কোনো তথ্য গোপন না করে করতে হবে।<br>৪.৯.৩.৬ স্থানীয় দেশীয় মাছবৈচিত্র্য সুরক্ষায় জলাভূমি, মৎস্য, অভয়াশ্রম নীতিমালার সংস্কার করতে হবে এবং এলাকাভিত্তিক মাছবৈচিত্র্য সুরক্ষাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে সহায়তা করা দরকার। দেশীয় জাতের গবাদি প্রাণিসম্প বৈচিত্র্য সুরক্ষায় কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। পরিবেশ ও বৈচিত্র্য বিনষ্ট না করে জোনিং নীতিমালার মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের মতামতের ভিত্তিতে বাণিজ্যিক চিংড়ি ঘের এবং মৎস্যখামারের অনুমোদন দিতে হবে। ৪.৯.৩.৭ গ্রামীণ জনগোষ্ঠী এবং স্থানীয় সরকার ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে এলাকাভিত্তিক বাৎসরিক কৃষিপরিকল্পনা করতে হবে, যা, জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা সূচক এবং জাতীয় চাহিদাকে পূরণ করে। গ্রামীণ বেকার তরুণ যুবদের নিরাপদ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খামার গড়ে তোলা এবং বিপণনের ক্ষেত্রে ধারাবাহিক সহায়তা অব্যাহত রাখতে হবে। | ড. সৈয়দ নিজার ও অন্যান্য |

| | দ্বিতীয় ভাগ: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
| | | ৪.৯.৩.৮ পাহাড়ি অঞ্চলের জুমচাষসহ আদিবাসীদের বৈচিত্র্যপূর্ণ কৃষিউৎপাদন, আঞ্চলিক ভিন্নতায় বিশেষ কৃষি উৎপাদনসমূহকে বৈষম্যহীনভাবে রাষ্ট্রীয় সহায়তা অব্যাহত রাখতে হবে।<br>৪.৯.৩.৯ হাঁস, মুরগি, গরু, ছাগল, ভেড়া, শূকর, কবুতর ইত্যাদি গবাদি প্রাণিসম্পদ এবং মৎস্যচাষে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কোনো খাদ্য, রাসায়নিক বিষ ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবে না। স্থানীয় কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অফিসকে প্রতিনিয়ত তার এলাকায় নজরদারি করতে হবে।<br>৪.৯.৩.১০ বীজসম্পদ ও কৃষিসম্পর্কিত লোকায়ত জ্ঞান ও অনুশীলন এবং দেশজ প্রযুক্তির একতরফা বাণিজ্যিক পেটেন্টের বিরুদ্ধে এবং কৃষকের মেধাস্বত্ত। অধিকার সুরক্ষায় রাষ্ট্রীয় আইন ও কর্মসূচি দৃশ্যমান হতে হবে। কৃষকের অনুমতি ব্যাতীত কোনো দেশীয় জীনসম্পদ ব্যবহার করা যাবে না। এক্ষেত্রে 'কৃষকের জাত সংরক্ষণ আইন ২০১৯' জনগণের মতামত ও পরামর্শে পুনঃসংশোধন করতে হবে।<br>৪.৯.৩.১১ মানুষসহ সকল প্রাণপ্রজাতির খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে ভবিষ্যত খাদ্যব্যবস্থার রূপান্তর হিসেবে 'খাদ্য সার্বভৌমত্ব' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। সংবিধানে 'খাদ্যসার্বভৌমত্ব' এবং 'খাদ্য অধিকারকে' মৌলিক অধিকার হিসেবে যুক্ত করতে হবে।<br>৪.৯.৩.১২ উৎপাদন থেকে উত্তোলন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিবহন, বিপণন ও পরিবেশনের সকল পর্যায়ে খাদ্যকে নিরাপদ হতে হবে। খাদ্যদ্রব্যে কোনোধরণের ভেজাল, বিষাক্ত দ্রব্য, কৃত্রিম প্রিজারভেটিভ, ট্রান্সফ্যাট, কীটনাশক পরীক্ষাকে স্থানীয় জনগণের মাধ্যমে কমিটি তৈরি করে 'দেশব্যাপি সামাজিক নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা' গড়ে তুলেতে হবে। নিরাপদ খাদ্য আইন সংস্কারসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দুর্নীতিমুক্ত জবাবদিহি ব্যবস্থার ভেতর আনতে হবে।<br>৪.৯.৩.১৩ আঞ্চলিক ও সাংস্কৃতিক খাদ্যবৈচিত্র্যকে রাষ্ট্রীয়ভাবে উৎসাহিতকরণের মাধ্যমে কর্পোরেট স্বাস্থ্যঝুঁকিপূর্ণ ফাস্টফুড আগ্রাসন রুখে দাঁড়াতে হবে। নিরাপদ, স্বাস্থ্যকর, দেশীয় সৃজনশীল খাবারকে নতুন প্রজন্মের ভেতর উপযোগী ও গ্রহণযোগ্য করে প্রচারের ক্ষেত্রে নানাধরণের গণমাধ্যম কাজ করতে পারে। | |

| | তৃতীয় ভাগ: মৌলিক অধিকার | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
| **অনুচ্ছেদ ২৬ (মৌলিক অধিকারের সহিত অসামঞ্জস্য আইন বাতিল)** | ২৬। (১) এই ভাগের বিধানাবলীর সহিত অসমঞ্জস সকল প্রচলিত আইন যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, এই সংবিধান-প্রবর্তন হইতে সেই সকল আইনের ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে।<br>(২) রাষ্ট্র এই ভাগের কোন বিধানের সহিত অসমঞ্জস কোন আইন প্রণয়ন করিবেন না এবং অনুরূপ কোন আইন প্রণীত হইলে তাহা এই ভাগের কোন বিধানের সহিত যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে।<br>২০[(৩) সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত সংশোধনের ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।] | বিদ্যমান সংবিধান মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা না দিয়ে তা শর্তসাপেক্ষে হরণ করে। সকল শর্তসাপেক্ষ বাধা-নিষেধ উঠিয়ে দিয়ে মৌলিক অধিকারকে নিরঙ্কুশ করতে হবে। | সরোয়ার তুষার |
| | | মৌলিক অধিকার খর্ব করে এমন সব আইন বাতিল করা | প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম |
| | | অলঙ্ঘনীয় মৌলিক অধিকার প্রদান করতে হবে। | অ্যাডভোকেট আব্দুর রহমান জীবল |
| | | ১৯৭৩ সালে দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে ২৬ (৩) যুক্ত করে বস্তত অনুচ্ছেদ ২৬ এ ঘোষিত মানবাধিকার সমূহকে কথার কথা বানিয়ে দেওয়া হয়। ১৮ টি মৌলিক অধিকারের মধ্যে ১৫টিকেই প্রচলিত আইনের নামে বন্দি করা হয়েছে। এসব অধিকারকে ক্ষমতাসীনদের এখতিয়ার থেকে মুক্ত করতে হবে। | মুসা আল হাফিজ |
| | | ভবিষ্যতে মৌলিক বিধানাবলী সংশোধন করতে হলে গণভোটের বিধান রাখতে হবে। কেবল ৭৫% ভোট পেলেই মৌলিক বিধানাবলী সংশোধন করা যাবে। গত ৫০ বছরে আমরা দেখলাম অনেক ক্ষেত্রেই সরকারি দল এবং বিরোধী দল জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বুঝতে পারেনা বা বুঝতে চায় না। যার জন্য গণভোটের সুযোগ রাখা খুবই জরুরী। একটি রাজনৈতিক দল বিভিন্ন কারণে পার্লামেন্টে ৭০ শতাংশেরও বেশি সিট পেয়ে যেতে পারে। তার মানে এই নয় যে জনগণ সব ইস্যুতেই সেই দলকে সাপোর্ট দিয়েছে। তাই গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে গণভোটের সুযোগ রাখাটা জরুরী। | |
| **অনুচ্ছেদ ২৮ (ধর্ম, প্রভৃতি কারণে বৈষম্য)** | ২৮। (১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।<br>(২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারীপুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।<br>(৩) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।<br>(৪) নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না। | জাতি-ধর্ম-লিংগ-ভাষা -শ্রেণী- সামর্থ্য ইত্যাদির ভিত্তিতে কোনো প্রকার বৈষম্য না করার নীতি/ জাতি-ধর্ম-লিংগ-ভাষা - শ্রেণী- সামর্থ্য ইত্যাদির ভিত্তিতে বিরাজমান সকল বৈষম্য দূর করার নীতি | অরূপ রাহী |
| | | নারী-পুরুষ কোনো ধর্মেই সমান অধিকারভোগী না। সব নাগরকি প্রজাতন্ত্রের সব কাজে যোগদানের যোগ্য; তবে স্ব স্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং উপাসানালয় এর ব্যতিক্রম। | প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম |
| | | ২৮(২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারীপুরুষের ন্যায্য অধিকার লাভ করিবেন। | শায়খ আহমাদুল্লাহ ও মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুম |
| | | ২৮ (১) ও ২৮ (৩) অনুচ্ছেদ অপরিবর্তিত থাকবে। ২৮ (২) এবং ২৮ (৪) অনুচ্ছেদ নিম্নরূপ প্রতিস্থাপিত হবে।<br>২৮ (২) পবিত্র কোরআন বর্ণিত বিধানের আলোকে রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারীপুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।<br>২৮ (৪) পবিত্র কোরআন বর্ণিত বিধানের আলোকে রাষ্ট্রকে নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না। | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
|---|---|---|---|
| | | ২৮ (৪)-কে নিম্নেরূপে প্রতিস্থাপন করা হোক: "আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহ, নারী ও শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোনো অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হতে এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করবে না" | রাজা দেবাষীষ রায়, চাকমা |
| | | আইন প্রয়োগে সমতা: আইনের প্রয়োগ সবার জন্য সমান হতে হবে। কোন বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জন্য আইনের প্রয়োগ যেন কখনো পক্ষপাতদুষ্ট না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। | ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী |
| | | ২৮(২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারীপুরুষের ন্যায্য অধিকার লাভ করিবেন। | মুফতি সাইফুল ইসলাম মাহফুযুল হক |
| | | The first kind of right is to ensure the continued democratic nature of the government. The second kind of right is to ensure that the majority does not trample the rights of minorities - particularly when these minorities are unlikely to be able to control the government democratically in the near future. | Mohammad Nurul Minhaz |
| | | Ensuring inclusion, justice and equity: the equality provisions in Articles 27 and 28 of the Constitution must be bolstered to go beyond formulaic equality and ensure substantive equality. Equality without equity may result in further disadvantage. Therefore, effective mechanisms geared to achieve equity in outcomes, rather than only equity in opportunities, must be incorporated. Mechanisms for robust monitoring and evaluation to assess the impact and effectiveness of affirmative action policies by independent oversight bodies should be put in place to ensure transparency and accountability of the State. Such independent bodies will function with the stated objective to ensure inclusion, justice and equity to citizens who are particularly voiceless, hard to reach and far from sites of privilege and power.<br>It will be the responsibility of the state to redress the systemic and historical inequalities that have hindered the progress of such groups, thereby promoting social justice and cohesion. | Dr. Faustina Pereira |
| | | (১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ, তৃতীয় লিঙ্গ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না।<br>(২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে সকল লিঙ্গ- সমান অধিকার লাভ করবে।<br>(৩) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ, তৃতীয় লিঙ্গ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোনো বিনোদন ব্য বিশ্রামের স্থানে প্রবেশ কিংবা কোনো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কাউকেই কোনোরূপ অক্ষমতা,বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাবে না।<br>(৪) নারী, তৃতীয় লিঙ্গ বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন সরকারী নিয়োগ-লাভে সুযোগের সমতা | শহীদুল্লাহ ফরায়জী |
| **অনুচ্ছেদ ২৯ (সরকারি নিয়োগলাভে সুযোগের সমতা)** | ২৯। (১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।<br>(২) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না।<br>(৩) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই-<br>(ক) নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশ যাহাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তাঁহাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান-প্রণয়ন করা হইতে,<br>(খ) কোন ধর্মীয় বা উপ-সম্প্রদায়ভুক্ত প্রতিষ্ঠানে উক্ত ধর্মাবলম্বী বা উপ-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য নিয়োগ সংরক্ষণের বিধান-সংবলিত যে কোন আইন কার্যকর করা হইতে,<br>(গ) যে শ্রেণীর কর্মের বিশেষ প্রকৃতির জন্য তাহা নারী বা পুরুষের পক্ষে অনুপযোগী বিবেচিত হয়, সেইরূপ যে কোন শ্রেণীর নিয়োগ বা পদ যথাক্রমে পুরুষ বা নারীর জন্য সংরক্ষণ করা হইতে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না। | ২৯ (৩)-কে নিম্নরূপে প্রতিস্থাপন করা হোক: "ক) নাগরিকদের যে কোনো অনগ্রসর অংশ ও আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহ যাতে প্রজাতন্ত্রের কর্ম-এ উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করতে পারে, সে উদ্দেশ্যে তার অনুকূলে বিশেষ বিধান প্রনয়ন করতে" রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করবে না। | রাজা দেবাষীষ রায়, চাকমা |

| | তৃতীয় ভাগ: মৌলিক অধিকার | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবকের নাম** |
| | | কোন নাগরিক বা তার স্ত্রী, সন্তান, পিতা, মাতা বিদেশী নাগরিক হলে কোন সাংবিধানিক পদে নিয়োগ বা জনপ্রতিনিধি হতে পারবেন না। | আব্দুল্লাহ |
| | | নাগরিকদের অনগ্রসর অংশ কারা এই ব্যাখ্যা থাকা উচিৎ | আব্দুল্লাহ |
| | | (১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকবে।<br>(২) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের অযোগ্য হবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবে না।<br>(৩) এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই-<br>(ক) নাগরিকদের যেকোনো অনগ্রসর অংশ যাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করতে পারেন, সে উদ্দেশ্যে তাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান-প্রণয়ন করা হতে,<br>(খ) কোনো ধর্মীয় বা উপ-সম্প্রদায়ভুক্ত প্রতিষ্ঠানে উক্ত ধর্মাবলম্বী বা উপ-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য নিয়োগ সংরক্ষণের বিধান-সংবলিত যেকোনো আইন কার্যকর করা হতে,<br>(গ) যেশ্রেণির কর্মের বিশেষ প্রকৃতির জন্য তা নারী বা পুরুষের পক্ষে অনুপযোগী বিবেচিত হয়, সেইরূপ যেকোনো শ্রেণির নিয়োগ বা পদ যথাক্রমে পুরুষ বা নারীর জন্য সংরক্ষণ করা হতে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করবে না। | শহীদুল্লাহ ফরায়জী |
| **অনুচ্ছেদ ৩০(বিদেশী খেতাব, প্রভৃতি গ্রহণ নিষিদ্ধকরণ)** | | রাষ্ট্র শ্রেণীবৈষম্য বা সামাজিকবৈষম্যের বীজ বপন করতে পারে এমন কোনো খেতাব প্রদান করবে না। তবে, গৌরবজনক বা বিভিন্ন বিষয়ে উৎকর্ষতার ক্ষেত্রে সম্মানসূচক পুরস্কার বা অ্যাওয়ার্ড দিতে পারবে।<br>ক) রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোনো নাগরিক কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের নিকট হতে কোনোরকম খেতাব, সম্মান, পুরস্কার বা ভূষণ গ্রহণ করবে না। | শহীদুল্লাহ ফরায়জী |
| **অনুচ্ছেদ ৩১ (আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার)** | ৩১। আইনের আশ্রয়লাভ এবং আইনানুযায়ী ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহারলাভ যে কোন স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষতঃ আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না, যাহাতে কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে। | আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার পেতে ব্যত্যয় হলে এর প্রতিকার বিধানের গ্যারান্টি দেওয়া। | প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম |
| **অনুচ্ছেদ ৩২ (জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার রক্ষণ** | ৩২। আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না। | রাষ্ট্রীয় অর্থায়নে এবং উদ্যোগে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা এবং মৃত্যুদণ্ড প্রথা বিলোপ করা সময়ের দাবী। | জাকিয়া আফরিন |
| | | নাগরিকদের জবরদস্তিমূলক প্রচেষ্টা থেকে সুরক্ষা প্রদানের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। | শাহিদুল চৌধুরী |

| | তৃতীয় ভাগ: মৌলিক অধিকার | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
| অনুচ্ছেদ ৩৩ (গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ) | ৩৩।[ (১) গ্রেপ্তারকৃত কোন ব্যক্তিকে যথাসম্ভব শীঘ্র গ্রেপ্তারের কারণ জ্ঞাপন না করিয়া প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না এবং উক্ত ব্যক্তিকে তাঁহার মনোনীত আইনজীবীর সহিত পরামর্শের ও তাঁহার দ্বারা আত্মপক্ষ-সমর্থনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না।<br>(২) গ্রেপ্তারকৃত ও প্রহরায় আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে গ্রেপ্তারের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে (গ্রেপ্তারের স্থান হইতে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যতিরেকে) হাজির করা হইবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত তাঁহাকে তদতিরিক্তকাল প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না।<br>(৩) এই অনুচ্ছেদের (১) ও (২) দফার কোন কিছুই সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না,<br>(ক) যিনি বর্তমান সময়ের জন্য বিদেশী শত্রু; অথবা<br>(খ) যাঁহাকে নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইনের অধীন গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বা আটক করা হইয়াছে।<br>(৪) নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইন কোন ব্যক্তিকে ছয় মাসের অধিক কাল আটক রাখিবার ক্ষমতা প্রদান করিবে না যদি সুপ্রীম কোর্টের বিচারক রহিয়াছেন বা ছিলেন কিংবা সুপ্রীম কোর্টের বিচারকপদে নিয়োগলাভের যোগ্যতা রাখেন, এইরূপ দুইজন এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত একজন প্রবীণ কর্মচারীর সমন্বয়ে গঠিত কোন উপদেষ্টা-পর্ষদ্ উক্ত ছয় মাস অতিবাহিত হইবার পূর্বে তাঁহাকে উপস্থিত হইয়া বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগদানের পর রিপোর্ট প্রদান না করিয়া থাকেন যে, পর্ষদের মতে উক্ত ব্যক্তিকে তদতিরিক্ত কাল আটক রাখিবার পর্যাপ্ত কারণ রহিয়াছে।<br>(৫) নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইনের অধীন প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে আটক করা হইলে আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে যথাসম্ভব শীঘ্র আদেশদানের কারণ জ্ঞাপন করিবেন এবং উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে বক্তব্য-প্রকাশের জন্য তাঁহাকে যত সত্বর সম্ভব সুযোগদান করিবেন:<br>তবে শর্ত থাকে যে, আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় তথ্যাদি-প্রকাশ জনস্বার্থবিরোধী বলিয়া মনে হইলে অনুরূপ কর্তৃপক্ষ তাহা প্রকাশে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে পারিবেন।<br>(৬) উপদেষ্টা-পর্ষদ কর্তৃক এই অনুচ্ছেদের (৪) দফার অধীন তদন্তের জন্য অনুসরণীয় পদ্ধতি সংসদ আইনের দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারিবেন।] | গ্রেফতার পরবর্তীতে যেভাবে একজন মানুষকে হেনস্থা করা হয় (সর্বসম্মুখে) এবং নির্যাতনের মধ্য দিয়ে অপরাধ স্বীকারে বাধ্য করা হয়, তা পৃথিবীতে বিরল। বিশ্বজুড়ে মৃত্যুদণ্ড ধীরে ধীরে কমে আসলেও বাংলাদেশে এখনও বিদ্যমান। এখনি এই বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে না দেখতে পারলে, আমরা পিছিয়ে পড়ব আরও"।<br>বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তিতে সই করে যে অধিকার আমরা কাগজে কলমে মেনে নিই, সেগুলো বাস্তবায়নে রাষ্ট্র যেন কালক্ষেপন না করতে পারে, সে বিষয়ে সংবিধানে দিকনির্দেশনা থাকতে হবে। | জাকিয়া আফরিন |
| | | "৩৩ (১) ও ৩৩ (২) অপরিবর্তিত থাকবে। ৩৩ (৩)খ, (৪), (৫) ও (৬) অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হবে।<br>এবং ৩ (ক) নিম্নরূপে প্রতিস্থাপিত হবে:<br>৩ (ক) যিনি বর্তমান সময়ের জন্য বিদেশী শত্রু এবং গুপ্তচর বৃত্তিতে নিয়োজিত বিদেশী রাষ্ট্রের কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা" | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |

| | তৃতীয় ভাগ: মৌলিক অধিকার | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবকের নাম** |
| | | আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার' সংক্রান্ত ৩১, ৩২,৩৪,৩৬,৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২ অনুচ্ছেদ থেকে "বিশেষতঃ আইনানুযায়ী ব্যতীত" শব্দগুচ্ছটি বাদ দিতে হবে। (দেশ বা রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনা করার জন্য যেসব মৌলিক বিধানাবলী গঠন করা হয় তার সমষ্টিকে সংবিধান বা গঠনতন্ত্র বলা হয়। বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় ভাগে মৌলিক অধিকার অধ্যায়ে যেসব অনুচ্ছেদে মৌলিক অধিকারের নীতিগুলো রয়েছে, সেসব অনুচ্ছেদে (যথা ৩১, ৩২, ৩৪, ৩৬, ৩৭,, ৩৮ ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২) - মৌলিক অধিকারগুলো সাথে "বিশেষতঃ আইনানুযায়ী ব্যতীত অথবা আইন-বিধি সাপেক্ষে" (Saving clause/parts) "যে বিধানসমূহ রয়েছে তা প্রকৃত অর্থে রাষ্ট্রের মৌলিক ধারণার পরিপন্থি বা সংবিধানের পরিপন্থি । এসব 'সংরক্ষণ অনুচ্ছেদ/ অংশ (Saving clause/ parts)' রাষ্ট্রকে অগণতান্ত্রিক পথে নিয়ে যায়। যে কোন সরকারগুলো ফ্যাসিস্ট হয়ে উঠে। একারণে এসব "বিশেষতঃ আইনানুযায়ী ব্যতীত অথবা আইন-বিধি সাপেক্ষে" শব্দগুচ্ছ বাদ দিতে হবে।) | ইলিরা দেওয়ান |
| **অনুচ্ছেদ ৩৬ (বসবাস ও বসতি স্থাপনের অধিকার)** | ৩৬। জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ- সাপেক্ষে বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেরা, ইহার যে কোন স্থানে বসবাস ও বসতিস্থাপন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুনঃপ্রবেশ করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে। | পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাতিল করতে হবে। | প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম |
| | | নিম্নরূপ প্রতিস্থাপন করা হোক, "জনস্বার্থ-এ অথবা আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের স্বকীয়তা ও নিরাপত্তা রক্ষার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে বাংলাদেশের সর্বত্র বসতি স্থাপন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুনঃপ্রবেশ করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে" | রাজা দেবাষীষ রায়, চাকমা |
| | | জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ- সাপেক্ষে সমতল ও পাহাড় নির্বিশেষে বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেরা, ইহার যে কোন স্থানে বসবাস ও বসতিস্থাপন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুনঃপ্রবেশ করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে। | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| | | ""জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিযুক্ত বাধানিষেধ - সাপেক্ষে" শব্দগুলো বাদ দিতে হবে এবং নতুন করে সংযোজন করা-জনস্বার্থে অথবা ভিন্ন ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীসমূহের স্বকীয়তা ও নিরাপত্তা রক্ষার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ সাপেক্ষে বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুনঃপ্রবেশ করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।" | ইলিরা দেওয়ান |
| | | বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেরা, যেকোনো স্থানে বসবাস ও বসতিস্থাপন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুনঃপ্রবেশ করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে। তবে, অবাধ অধিকারের নামে বৈষম্যপূর্ণ সমাজব্যবস্থায় দুর্বল শ্রেণি বা ক্ষুদ্র-জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষায় রাষ্ট্র ন্যায়সঙ্গত নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে। | শহীদুল্লাহ ফরায়জী |
| **অনুচ্ছেদ ৩৭ (সমাবেশের অধিকার)** | ৩৭। জনশৃঙ্খলা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হইবার এবং জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে। | সমাবেশে বাধা দেওয়ার যুক্তিসঙ্গত কারণগুলো স্পষ্ট করতে হবে। | প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম |
| | | নিম্নরূপ প্রতিস্থাপন করা হোক, "জনশৃঙ্খলা ও জনসাস্থ্যের সার্থ-এ বা আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের স্বাকীয়তা ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বাধানিষেধ সাপেক্ষে শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হওয়ার এবং জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে।" | রাজা দেবাষীষ রায়, চাকমা |
| | | রাষ্ট্রীয় কোনো অফিসে, ভবনে, প্রতিষ্ঠানে, বাসভবনে কোনো রাজনৈতিক দলের সভা, পরামর্শ, মিটিং, মিছিল করা যাইবে না। | মাহফুযুল হক |
| | | ৩৭ অনুচ্ছেদ "জনশৃঙ্খলা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে" শব্দগুলো বাদ দিতে হবে। | ইলিরা দেওয়ান |
| | | শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হওয়ার এবং জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে।<br>ক) গোলযোগ বা সংঘাত-সংঘর্ষ অথবা রক্তপাতের আশঙ্কা থাকলে আদালতের নির্দেশে অধিক্ষেত্রভুক্ত এলাকায় সাময়িক বাধা-নিষেধ আরোপ করতে পারে। | শহীদুল্লাহ ফরায়জী |

তৃতীয় ভাগ: মৌলিক অধিকার

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ ৩৮ (সংগঠনের স্বাধীনতা)** | [৩৮।জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবেঃ<br>তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তির উক্তরূপ সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার কিংবা উহার সদস্য হইবার অধিকার থাকিবে না, যদি-<br>(ক) উহা নাগরিকদের মধ্যে ধর্মীয়, সামাজিক এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়;<br>(খ) উহা ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ, জন্মস্থান বা ভাষার ক্ষেত্রে নাগরিকদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়;<br>(গ) উহা রাষ্ট্র বা নাগরিকদের বিরুদ্ধে কিংবা অন্য কোন দেশের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী বা জঙ্গী কার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়; বা<br>(ঘ) উহার গঠন ও উদ্দেশ্য এই সংবিধানের পরিপন্থী হয়।] | ৩৮ (ক) উহা নাগরিকদের মধ্যে ধর্মীয়, সামাজিক এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, জন-শৃঙ্খলা এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়; | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| | | রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের শর্ত গণতান্ত্রিক ও সহজ করা।<br>রাজনৈতিক দলে জাতি-ধর্ম-লিংগ-সামর্থ্যসহ বহু বৈচিত্রের মানুষের অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্বের লক্ষ্যে ইতিবাচক পদক্ষেপী বিধান ।<br>- কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি নির্বাচনে জাতি-ধর্ম-লিংগ-সামর্থ্যসহ বহু বৈচিত্রের মানুষের অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্বের লক্ষ্যে ইতিবাচক পদক্ষেপী বিধান। | অরূপ রাহী |
| **অনুচ্ছেদ ৩৯ (চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক্-স্বাধীনতা)** | ৩৯। (১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তাদান করা হইল।<br>(২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা ও নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত-অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ-সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে<br>(ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক্ ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের, এবং<br>(খ) সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল। | "যথার্থ গণতন্ত্রের বুনিয়াদ হলো বাকস্বাধীনতা এবং ভিন্নমত ও প্রতিবাদ জানানোর অধিকার। প্রতিটি নাগরিকের জন্য এগুলো নিশ্চিত করতে হবে। এর পাশাপাশি কায়েমী স্বার্থবাদীদের দ্বারা এগুলোর অপব্যবহার রোধের উদ্দেশ্যে ফৌজদারী আদালত, প্রেস কাউন্সিল, লেবার কোর্ট ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রশাসনিক স্বায়ত্তশাসন দিয়ে একটি শক্তিশালী নাগরিকবান্ধব মেকানিজম প্রতিষ্ঠা করতে হবে। | ১. মোহাম্মদ বসিরুল হক সিনহা,<br>২. মাসুদ জাকারিয়া |
| | | ৩৯ (১) আল্লাহর অস্তিত্ব, হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে সম্মান, ধর্মীয় অনুভূতি ও রাষ্ট্রের অখণ্ডতা এবং সার্বভৌমত্বকে আঘাত না করে চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তাদান করা হইল।<br>৩৯ (২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর বাধা নিষেধ সাপেক্ষে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা ও নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত-অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ-সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে<br>(ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক্ ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের, এবং<br>(খ) সংবাদ ক্ষেত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল। | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| | | এ ধারায় আরোপিত সকল শর্ত বাতিল করতে হবে। মৌলিক অধিকারগুলো প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত, এগুলো কোনো মানুষ তৈরি করে নি। প্রাকৃতিক আইনের ওপর মানুষের আরোপিত শর্ত যুক্ত হতে পারে না | জাস্টিস আবদুল মতিন |
| | | উপধারা সংযুক্ত করতে হবে।<br>চিন্ত ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক স্বাধীনতা<br>(০২) এর ক: প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের, এবং<br>(০২) এর খ: সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।<br>(০২) এর গ: বাক স্বাধীনতার নামের ধর্ম অবমাননা, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেয়া যাবে না। এমনটি হলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হইবে। | ১. শায়খ আহমাদুল্লাহ ও মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুম,<br>২. মুফতি সাখাওয়াত হোসেন রাজী<br>৩. মুফতি সাইফুল ইসলাম |
| | | বাক স্বাধীনতার নামে ধর্ম অবমাননা, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়া যাবে না। এমনটি হলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হইবে। | মাহফুজুল হক |

| | তৃতীয় ভাগ: মৌলিক অধিকার | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবকের নাম** |
| | | Freedom of speech:<br>1. No person shall be prosecuted or penalized in any way for any speech unless:<br>a. It has direct incitement of violence. b. It has infringed on privacy and aggrieved individuals have complained.<br>2. Government can ask court to block publication and distribution of any speech, if the Government can prove that the speech falls in any of the following categories:<br>a. Speech may cause public unrest b. Speech is insulting to religious sentiment. It must be demonstrated by historical precedence that similar speech has in fact been deemed insulting. c. Speech is intended to spread falsehood in a way that it may jeopardize public safety.<br>3. No person shall be prosecuted or incarcerated for defamation. But aggrieved individuals can bring civil liability suits for defamation seeking financial damage not exceeding the amount of quantifiable damage and associated legal or administrative fees.<br>4. No speech shall be considered as contempt of court or parliament unless it affects the proceedings.<br>5. No person shall be prosecuted, or no publication shall be hindered for criticizing any national symbol. | Mohammad Nurul Minhaz |
| | | "Promotion of pluralism and protection of diversity: the founding principles of Bangladesh, together with the stated constitutional aspirations for an independent state where citizens enjoy freedom from all forms of exploitation, must be reinforced. Embracing these values paves the way for a society that thrives on the richness of its diversity, where every individual has the opportunity to contribute to the nation's growth and prosperity. Diversity in all its forms, including freedom of thought, opinion or expression across social and cultural realms, in particular, must be allowed to flourish and cannot be subjected to undue restrictions to conform to majoritarian pressures. | Dr. Faustina Pereira |
| | | ১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হলো।<br>২) রাষ্ট্রে নিরাপত্তা, বিদেশি রাষ্ট্রসমূহের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং ব্যক্তিগত বা নৈতিকতার স্বার্থে ব্যক্তি এবং সমাজের অধিকারের সমন্বয়পূর্বক ন্যায়সঙ্গত বাধানিষেধ সাপেক্ষে। | শহীদুল্লাহ ফরায়জী |
| **অনুচ্ছেদ ৪০ (পেশা/ বৃত্তির স্বাধীনতা)** | ৪০। আইনের দ্বারা আরোপিত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে কোন পেশা বা বৃত্তি-গ্রহণের কিংবা কারবার বা ব্যবসায়-পরিচালনার জন্য আইনের দ্বারা কোন যোগ্যতা নির্ধারিত হইয়া থাকিলে অনুরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন আইনসঙ্গত পেশা বা বৃত্তি-গ্রহণের এবং যে কোন আইনসঙ্গত কারবার বা ব্যবসায়-পরিচালনার অধিকার থাকিবে। | জুয়া, পতিতাবৃত্তি প্রভৃতি অনৈতিক পেশা নিষিদ্ধ করতে হবে। | প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম |
| | | ৪০ অনুচ্ছেদটি নিম্ন রূপে প্রতিস্থাপিত হবে;<br>৪০। ১৮(২) অনুচ্ছেদ ও আইনের দ্বারা আরোপিত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে কোন পেশা বা বৃত্তি-গ্রহণের কিংবা কারবার বা ব্যবসায়-পরিচালনার জন্য আইনের দ্বারা কোন যোগ্যতা নির্ধারিত হইয়া থাকিলে অনুরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন আইনসঙ্গত পেশা বা বৃত্তি-গ্রহণের এবং যে কোন আইনসঙ্গত কারবার বা ব্যবসায়-পরিচালনার অধিকার থাকিবে। | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| | | সংযুক্তি প্রস্তাব বোল্ড করে দেয়া আছে-<br>আইনের দ্বারা আরোপিত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে কোন পেশা বা বৃত্তি-গ্রহণের কিংবা কারবার বা ব্যবসায়-পরিচালনার জন্য আইনের দ্বারা কোন যোগ্যতা নির্ধারিত হইয়া থাকিলে অনুরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন আইনসঙ্গত পেশা বা বৃত্তি-গ্রহণের এবং যে কোন আইনসঙ্গত কারবার বা ব্যবসায়-পরিচালনার অধিকার থাকিবে। তবে শর্ত হলো তার দেশ, জাতি ও জনগণের ক্ষতি নিহিত ধর্মীয় আলোকে অবৈধ হতে পারবে না। | ১. শায়খ আহমাদুল্লাহ<br>২. মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুম<br>৩. মুফতি সাইফুল ইসলাম |

| | তৃতীয় ভাগ: মৌলিক অধিকার | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবকের নাম** |
| **অনুচ্ছেদ ৪১ (ধর্মীয় স্বাধীনতা)** | ৪১। (১) আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা-সাপেক্ষে<br>(ক) প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রহিয়াছে;<br>(খ) প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রহিয়াছে।<br>(২) কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোন ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম-সংক্রান্ত না হইলে তাঁহাকে কোন ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণ কিংবা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনায় অংশগ্রহণ বা যোগদান করিতে হইবে না। | ৪১(১) নং অনুচ্ছেদ অপরিবর্তিত থাকবে। ৪১(২) অনুচ্ছেদটি নিম্ন রুপে প্রতিস্থাপিত হবে;<br>৪১ (২) নিজস্ব ধর্ম-সংক্রান্ত না হইলে কোন নাগরিককে অন্য কোন ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ কিংবা অন্য কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনায় অংশগ্রহণ বা যোগদান করিতে হইবে না।<br>৪১ (৩) অর্থ, সম্পদ বা অনুরূপ কোনো প্রলোভনের মাধ্যমে কোনো নাগরিককে ধর্মান্তরিত করা যাবে না। | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| **অনুচ্ছেদ ৪২ (সম্পত্তির অধিকার)** | ৪২। (১) আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা নিষেধ-সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিলি-ব্যবস্থা করিবার অধিকার থাকিবে এবং আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্ত বা দখল করা যাইবে না।<br>২৪[(২) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার অধীন প্রণীত আইনে ক্ষতিপূরণসহ বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বা দখলের বিধান করা হইবে এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ কিংবা ক্ষতিপূরণ নির্ণয় ও প্রদানের নীতি ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট করা হইবে; তবে অনুরূপ কোন আইনে ক্ষতিপূরণের বিধান অপর্যাপ্ত হইয়াছে বলিয়া সেই আইন সম্পর্কে কোন আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।] | ৪২ (১) আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে, আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের স্বকীয়তা ও নিরাপত্তা বিধান বিঘ্নিত না করে, প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিলি-ব্যবস্থা করার অধিকার থাকবে এবং আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত কোনো সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রয়ত্ব বা দখল করা যাবে না। | রাজা দেবাষীষ রায়, চাকমা |
| | | "৪২। (১) অনুচ্ছেদ অপরিবর্তিত থাকবে।<br>৪২। (২) নিম্ন রুপে প্রতিস্থাপিত হবে;<br>(২) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার অধীন প্রণীত আইনে ক্ষতিপূরণসহ বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বা দখলের বিধান করা হইবে এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ কিংবা ক্ষতিপূরণ নির্ণয় ও প্রদানের নীতি ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট করা হবে। তবে, বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বা দখলের কারণে কোন নাগরিক বাস্তু ভিটাহীন হয়ে পড়লে রাষ্ট্র নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ প্রদানসহ পুর্নবাসন করবে।" | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| | | ৪২ (২)এই অনুচ্ছেদের (১) দফার অধীনে প্রনীত আইনে ক্ষতিপূরণসহ বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্বকরণ বা দখলের বিধান করা হবে এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ কিংবা ক্ষতিরূণ নির্ণয় ও প্রদানের নীতি ও পদ্ধতি নিরদিষ্ট করা হবে; তবে অনুরূপ কোনো আইনে ক্ষতিপূরণের বিধান অপর্যাপ্ত হয়েছে বলে সে আইনের বিরুদ্ধে আদালতে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না, তবে পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে অত্র উপ-অনুচ্ছেদের উল্লিখিত বাধা নিষেধ প্রযোজ্য হবে না | রাজা দেবাষীষ রায়, চাকমা |
| **অনুচ্ছেদ ৪৩ (গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণ)** | ৪৩। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, জনসাধারণের নৈতিকতা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা নিষেধ-সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের<br>(ক) প্রবেশ, তল্লাশী ও আটক হইতে স্বীয় গৃহে নিরাপত্তালাভের অধিকার থাকিবে; এবং<br>(খ) চিঠিপত্রের ও যোগাযোগের অন্যান্য উপায়ের গোপনতারক্ষার অধিকার থাকিবে। | অপরিবর্তিত থাকবে | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |

তৃতীয় ভাগ: মৌলিক অধিকার

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
|---|---|---|---|
| | | ক) প্রত্যেক নাগরিকের প্রবেশ, তল্লাশী ও আটক হতে স্বীয় গৃহে নিরাপত্তালাভের অধিকার থাকবে; এবং<br>খ) ব্যক্তিগত ফোন, কম্পিউটার চিঠিপত্রের ও যোগাযোগের অন্যান্য উপায়ের গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার থাকবে।<br>গ) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জন-শৃঙ্খলার স্বার্থে আদালতের অনুমতি ব্যতিরেকে উপরোক্ত অনুচ্ছেদের (ক এবং খ) প্রতিশ্রুত অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করা যাবে না। | শহীদুল্লাহ ফরায়জী |
| **অনুচ্ছেদ ৪৪ (মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ)** | ৪৪। (১) এই ভাগে প্রদত্ত অধিকারসমূহ বলবৎ করিবার জন্য এই সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগের নিকট মামলা রুজু করিবার অধিকারের নিশ্চয়তা দান করা হইল।<br>(২) এই সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের অধীন হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতার হানি না ঘটাইয়া সংসদ আইনের দ্বারা অন্য কোন আদালতকে তাহার এখতিয়ারের স্থানীয় সীমার মধ্যে ঐ সকল বা উহার যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষমতা দান করিতে পারিবেন। | মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ: সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকারগুলো প্রবলভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।মানুষের সম্মান, বংশধারা ও বিবেকবুদ্ধির সংরক্ষণকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। | ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী |
| | | ৪৪ (১) ও (২) অপরিবর্তিত থাকবে।<br>৪৪(৩) মর্মে নিম্ন রুপ অনুচ্ছেদ সংযোজিত হবে;<br>৪৪(৩) এই ভাগের অধিকার সমূহে বলবৎ করিবার নিমিত্ত আর্থিক অস্বচ্ছল নাগিরককে আদলতের আশ্রয় গ্রহণের জন্য রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| **অনুচ্ছেদ ৪৫ (শৃংখলামূক আইনের ক্ষেত্রে অধিকারের পরিবর্তন** | ৪৫। কোন শৃঙ্খলা-বাহিনীর সদস্য-সম্পর্কিত কোন শৃঙ্খলামূলক আইনের যে কোন বিধান উক্ত সদস্যদের যথাযথ কর্তব্যপালন বা উক্ত বাহিনীতে শৃঙ্খলারক্ষা নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধান বলিয়া অনুরূপ বিধানের ক্ষেত্রে এই ভাগের কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না। | সংবিধানের ৪৫ অনুচ্ছেদ শৃঙ্খলাবদ্ধ বাহিনীর সদস্যদের মৌলিক অধিকার সীমিত করে। | খোদাবক্স চৌধুরী এস এইচ চৌধুরী |
| | | অপরিবর্তিত থাকবে | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| | | কোনো শৃঙ্খলা-বাহিনীর সদস্য-দম্পর্কিত কোন শৃঙ্খলামূলক আইনের যেকোন বিধান উক্ত সদস্যদের যথাযথ কর্তব্যপালন বা উক্ত বাহিনীতে শৃঙ্খলারক্ষা নিশ্চিত করবে। তবে অন্যায্য বরখাস্ত, জোরপূর্বক পদত্যাগ, অবসর, অসামঞ্জস্যপূর্ণ শাস্তি এবং অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার ওপর বেআইনি নিষেধাজ্ঞা আরোপে আইনগত অধিকার প্রযোজ্য হবে। | শহীদুল্লাহ ফরায়জী |
| **অনুচ্ছেদ ৪৬ (দায়মুক্তি-বিধানের ক্ষমতা)** | ৪৬। এই ভাগের পূর্ববর্ণিত বিধানাবলীতে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি বা অন্য কোন ব্যক্তি জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের প্রয়োজনে কিংবা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যে কোন অঞ্চলে শৃঙ্খলা-রক্ষা বা পুনর্বহালের প্রয়োজনে কোন কার্য করিয়া থাকিলে সংসদ আইনের দ্বারা সেই ব্যক্তিকে দায়মুক্ত করিতে পারিবেন কিংবা ঐ অঞ্চলে প্রদত্ত কোন দণ্ডাদেশ, দণ্ড বা বাজেয়াপ্তির আদেশকে কিংবা অন্য কোন কার্যকে বৈধ করিয়া লইতে পারিবেন। | ৪৬ নং অনুচ্ছেদ নিম্ন রুপে প্রতিস্থাপিত হবে;<br>৪৬(১) এই ভাগের পূর্ববর্ণিত বিধানাবলীতে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি বা অন্য কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রের অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যে কোন অঞ্চলে শৃঙ্খলা রক্ষা বা পুনর্বহালের প্রয়োজনে কোন কার্য করিয়া থাকিলে সংসদ আইনের দ্বারা সেই ব্যক্তিকে দায়মুক্ত করিতে পারিবেন কিংবা ঐ অঞ্চলে প্রদত্ত কোন দণ্ডাদেশ, দণ্ড বা বাজেয়াপ্তির আদেশকে কিংবা অন্য কোন কার্যকে বৈধ করিয়া লইতে পারিবেন।<br>৪৬ (২) স্বৈরাচার পতনে ২০২৪ এর গণ-আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের দ্বারা কৃত সকল কার্য রাষ্ট্র ও জনগণের কল্যাণে সম্পাদিত হয়েছে বিধায় তাদের সকল কার্যক্রম দায়মুক্ত হিসাবে গণ্য হবে। | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| **অনুচ্ছেদ ৪৭ (কতিপয় আইনের হেফাজত** | ৪৭। (১) নিম্নলিখিত যে কোন বিষয়ের বিধান-সংবলিত কোন আইনে (প্রচলিত আইনের ক্ষেত্রে সংশোধনীর মাধ্যমে) সংসদ যদি স্পষ্টরূপে ঘোষণা করেন যে, এই সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহের কোন একটিকে কার্যকর করিবার জন্য অনুরূপ বিধান করা হইল, তাহা হইলে অনুরূপ আইন এই ভাগে নিশ্চয়কৃত কোন অধিকারের সহিত অসমঞ্জস কিংবা অনুরূপ অধিকার হরণ বা খর্ব করিতেছে, এই কারণে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে নাঃ | ৪৭ অনুচ্ছেদ আপাতত অপরিবর্তিত থাকবে। | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |

| | তৃতীয় ভাগ: মৌলিক অধিকার | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
| | (ক) কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বা দখল কিংবা সাময়িকভাবে বা স্থায়ীভাবে কোন সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবস্থাপনা;<br>(খ) বাণিজ্যিক বা অন্যবিধ উদ্যোগসম্পন্ন একাধিক প্রতিষ্ঠানের বাধ্যতামূলক সংযুক্তকরণ;<br>(গ) অনুরূপ যে কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক, ব্যবস্থাপক, এজেন্ট ও কর্মচারীদের অধিকার এবং (যে কোন প্রকারের) শেয়ার ও স্টকের মালিকদের ভোটাধিকার বিলোপ, পরিবর্তন, সীমিতকরণ বা নিয়ন্ত্রণ;<br>(ঘ) খনিজদ্রব্য বা খনিজ তৈল-অনুসন্ধান বা লাভের অধিকার বিলোপ, পরিবর্তন, সীমিতকরণ বা নিয়ন্ত্রণ;<br>(ঙ) অন্যান্য ব্যক্তিকে অংশতঃ বা সম্পূর্ণতঃ পরিহার করিয়া সরকার কর্তৃক বা সরকারের নিজস্ব, নিয়ন্ত্রণাধীন বা ব্যবস্থাপনাধীন কোন সংস্থা কর্তৃক যে কোন কারবার, ব্যবসায়, শিল্প বা কর্মবিভাগ-চালনা; অথবা<br>(চ) যে কোন সম্পত্তির স্বত্ব কিংবা পেশা, বৃত্তি, কারবার বা ব্যবসায়-সংক্রান্ত যে কোন অধিকার কিংবা কোন সংবিধিবদ্ধ সরকারী প্রতিষ্ঠান বা কোন বাণিজ্যিক বা শিল্পগত উদ্যোগের মালিক বা কর্মচারীদের অধিকার বিলোপ, পরিবর্তন, সীমিতকরণ বা নিয়ন্ত্রণ।<br>(২) এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও প্রথম তফসিলে বর্ণিত আইনসমূহ (অনুরূপ আইনের কোন সংশোধনীসহ) পূর্ণভাবে বলবৎ ও কার্যকর হইতে থাকিবে এবং অনুরূপ যে কোন আইনের কোন বিধান কিংবা অনুরূপ কোন আইনের কর্তৃত্বে যাহা করা হইয়াছে বা করা হয় নাই, তাহা এই সংবিধানের কোন বিধানের সহিত অসমঞ্জস বা তাহার পরিপন্থী, এই কারণে বাতিল বা বেআইনী বলিয়া গণ্য হইবে না;<br>[তবে শর্ত থাকে যে, এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই অনুরূপ কোন আইনকে সংশোধন, পরিবর্তন বা বাতিল করা হইতে নিবৃত্ত করিবে না।]<br>[(৩) এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও গণহত্যাজনিত অপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনের অধীন অন্যান্য অপরাধের জন্য কোন সশস্ত্র বাহিনী বা প্রতিরক্ষা বাহিনী বা সহায়ক বাহিনীর সদস্য২৪[বা অন্য কোন ব্যক্তি, ব্যক্তি সমষ্টি বা সংগঠন] কিংবা যুদ্ধবন্দীকে আটক, ফৌজদারীতে সোপর্দ কিংবা দণ্ডদান করিবার বিধান-সংবলিত কোন আইন বা আইনের বিধান এই সংবিধানের কোন বিধানের সহিত অসমঞ্জস বা তাহার পরিপন্থী, এই কারণে বাতিল বা বেআইনী বলিয়া গণ্য হইবে না কিংবা কখনও বাতিল বা বেআইনী হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না ।]" | | |
| | | প্রথম তফসিলে অন্যান্য বিধান সত্ত্বেও কার্যকর আইন-<br>এর তালিকায়-"পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ১৯০০" এর আইনটি \| অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। | ইলিরা দেওয়ান |

| | তৃতীয় ভাগ: মৌলিক অধিকার | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবকের নাম** |
| | | পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত কতিপয় আইনকে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন (প্রথম তফসিলে) এ আইন সমূহ অন্তর্ভুক্তি করা দরকার:<br>পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন আইন ১৯০০; রাঙ্গামাটি-পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৮৯;<br>খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৮৯;<br>বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৮৯;<br>পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৮; | রাজা দেবাষীষ রায়, চাকমা |
| | | ৪৭ অনুচ্ছেদে অনেক বিধান আছে যা সরাসরি তৃতীয় ভাগে বর্ণিত মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত সংবিধানের অন্যান্য অনুচ্ছেদের সরাসরি বিপরীত ও সাংঘর্ষিক। সংবিধানের মধ্যে এ ধরণের বিপরীতমুখীতা ও সাংঘর্ষিকতা দূর করা দরকার। | "১. ব্যারিস্টার নাজির আহমদ<br>২. সাংবাদিক অলিউল্লাহ নোমান<br>৩. ব্যারিস্টার ইকবাল হোসেন<br>৪. নাসরুল্লাহ খাঁন জুনায়েদ<br>৫. ব্যারিস্টার আলিমুল হক লিটন " |
| **অনুচ্ছেদ ৪৭ক (সংবিধানের কতিপয় বিধানের অপ্রযোজ্যতা)** | "[৪৭ক। (১) যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বর্ণিত কোন আইন প্রযোজ্য হয়, সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদ, ৩৫ অনুচ্ছেদের (১) ও (৩) দফা এবং ৪৪ অনুচ্ছেদের অধীন নিশ্চয়কৃত অধিকারসমূহ প্রযোজ্য হইবে না।<br>(২) এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বর্ণিত কোন আইন প্রযোজ্য হয়, এই সংবিধানের অধীন কোন প্রতিকারের জন্য সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করিবার কোন অধিকার সেই ব্যক্তির থাকিবে না।]" | ৪৭ (ক) অনুচ্ছেদ অপরিবর্তিত থাকবে | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| | | জনস্বার্থে ৪৭ ক অনুচ্ছেদ রহিত করতে হবে। | প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম |
| **অনুচ্ছেদ ৪৭খ (মৌলিক কর্তব্য) নতুন** | | ১. প্রত্যেক নাগরিকের পবিত্র কর্তব্য দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন এবং সর্বশক্তি দিয়ে মাতৃভূমিকে রক্ষা, বহিরাক্রমণ প্রতিরোধ, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীতকে সম্মান করা।<br>২. সেই সব মহৎ আদর্শ লালন করা যা সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রাম, আন্দোলন লড়াই ও গণঅভ্যুত্থানে আত্মোৎসর্গ করার অনুপ্রেরণা যুগিয়ে ছিলো।<br>৩. দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সুরক্ষার প্রশ্নটি দল-মত-পথের উর্ধ্বে স্থান দেওয়া।<br>৪. ধর্ম-বর্ণ আঞ্চলিকতা-সহ সকল ধরনের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম ক'রে সকলের মাঝে সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ থেকে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং অংশীদারিত্বমূলক সমাজ গঠন করা।<br>৫. দেশজসংস্কৃতি, ঐতিহ্য, স্থাপত্য, মূল্যবোধ, স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করা।<br>৬. নদী, জলাশয়, বন, বৃক্ষ-সহ প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা এবং অন্যান্য প্রাণীদের প্রতি সংবেদনশীল ও সহানুভূতিশীল হওয়া।<br>৭. নারীর প্রতি অসম্মানজনক, অবমাননাকর ও অমর্যাদাকর মানসিকতা পরিহার করা।<br>৮. একটি জ্ঞাননির্ভর নৈতিক-সমাজ গঠনে জনগণের জানমাল রক্ষা-সহ যেকোনো ধরনের সহিংসতাকে পরিহার করা।<br>৯. বৈষম্যমুক্ত ন্যায্য সমাজের পূর্বশর্ত হবে প্রত্যেক নাগরিকের ন্যায্যতা উপলব্ধির বোধ ও শুভ চিন্তার সামর্থ্য অর্জন করা।<br>১০. আত্ম-বিকাশের উৎকর্ষতার লক্ষ্যে ব্যক্তি এবং সমষ্টিগতভাবে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা এবং মহৎকীর্তি দ্বারা জীবনকে ক্রমাগত মহিমান্বিত করা। | শহীদুল্লাহ ফরায়জী |
| **অন্যান্য প্রস্তাব** | | ভোটাধিকারকে সর্বোচ্চ মৌলিক অধিকার হিসেবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। | অ্যাডভোকেট আব্দুর রহমান জীবল |
| | | সংবিধানের তৃতীয় ভাগের মৌলিক অধিকারের অনুচ্ছেদসমূহ বিশেষত ৩২ থেকে ৪৪ অনুচ্ছেদগুলোকে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃংখলা, জনসাধারণের নৈতিকতা, জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে বা আইন বিধি নিষেধ ইত্যাদি শর্ত থেকে মুক্ত করে নিরঙ্কুশ মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। | কল্লোল মোস্তফা |
| | | তথ্য জানার অধিকার এবং আকল বা মেধার সংরক্ষণ মৌলিক অধিকার এবং মূলনীতির ভেতর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। যেন ভবিষ্যতে মেধার ভিত্তিতে মেরিট বেইজ সিস্টেমে দেশকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করা যায়। | মুসা আল হাফিজ |

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
|---|---|---|---|
| | | The right to vote should be recognized as a fundamental right within the Constitution, protecting citizens' power to shape their government. | K Shamsuddin Mahmood |
| | | Specific provisions are required to ensure the State's constitutional commitment to ensure every citizen has the opportunity and flexibility to use their rights and render obligations without fear or favor.No law or regulation shall be considered that is contradictory to principles of Quran and Sunnah.There is need to have focused mechanisms to ensure rights of every citizen ( including minorities and vulnerable segments of the society) are duly protected.<br>The Constitution need to have provisions for penalties for violations of oath of office undertaken under the Constitution. Zero tolerance must be exercised in this regard. | Dr.Mohammed Parvez Imdad |
| | | ইন্টারনেট সুবিধার (অ্যাক্সেস) অধিকার | অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন |
| | | শোভন (ডিসেন্ট) কাজের পরিবেশের অধিকার | অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন |
| | | রাইট টু প্রটেকশন অব ডিজিটাল করেসপন্ডেন্স | অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন |
| | | শিক্ষার অধিকার | অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন |
| | | স্বাস্থ্য সেবার অধিকার | অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন |
| | | সামাজিক সুরক্ষার (সোশ্যাল সেফটি) অধিকার | অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন |
| | | রাইট টু এনভায়রনমেন্ট (পরিবেশ সুরক্ষার অধিকার) | অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন |
| | | অপরাধে ভুক্তভোগীর (ভিক্টিম) সুরক্ষার অধিকার | অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন |
| | | তথ্য জানার অধিকার (রাইট টু ইনফরমেশন) | অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন |
| | | ডিজিটাল বা টেকনোলজিকাল যেকোনো রেকর্ডস এবং যে কোনো ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস ব্যবহারে সুরক্ষার অধিকার | অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন |
| | | হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড সোশ্যাল জাস্টিস কমিশন প্রতিষ্ঠা করা | অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন |
| | | আগামীর বাংলাদেশের গঠনতন্ত্রে দেশের প্রতিটি নাগরিকের ব্যক্তিগত মর্যাদা, নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার, শিক্ষা ও কর্মসংস্থান লাভের অধিকারকে মৌলিক নাগরিক অধিকার (Fundamental civil rights) বলে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। এর পাশাপাশি ক্ষমতাধারীদের দায়িত্ব, অধিকারের সীমা ও সীমালঙ্ঘনের দায়ে উপযুক্ত সাজার বিষয়গুলো সুনির্দিষ্ট করতে হবে।<br>এই বিষয়গুলি নিয়ে অবিলম্বে একটি 'নাগরিক অধিকার ও দায়িত্বের সনদ' (Charter of Civil Rights and Responsibilities) রাষ্ট্রীয় গঠনতন্ত্রের ১ম অংশে (Part I) সংযুক্ত করা উচিত। | মোহাম্মদ বসিরুল হক সিনহা, মাসুদ জাকারিয়া |
| | | ৪.৯.২ বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু ন্যায্যতা বিষয়ক প্রস্তাব<br>৪.৯.২.১<br>ধনী রাষ্ট্রের লাগামহীন কর্পোরেট ভোগবিলাসিতা এবং নয়াউদারবাদী ব্যবস্থার কারণে প্রশ্নহীনভাবে বৃদ্ধি পাওয়া কার্বণ নিঃসরণ বৈশ্বিক উষ্ণতা ঘটাচ্ছে এবং যা সামগ্রিকভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী নয়। জলবায়ু পরবির্তনের সংকট ও অভিযাতকে গুরুত্ব দিয়ে সকল মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের পরিকল্পনায় সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি ও দায়িত্ব যুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে দেশের ভূক্তভোগী জনগণের সপক্ষে জলবায়ু ন্যায্যতা (ক্লাইমেট জাস্টিস) প্রতিষ্ঠাকে রাষ্ট্রের মৌলিক জলবায়ু-অঙ্গীকার হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।<br>৪.৯.২.২ খরা, তীব্র তাপদাহ, ঘূর্ণিঝড়, লবণাক্ততা, জোয়ারের উচ্চতা বৃদ্ধি, বন্যা, পাহাড়ি ঢল, অকাল বন্যা, অনাবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, শৈত্যপ্রবাহ, বজ্রপাতসহ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সকল আপদ-বিপদকে সুনির্দিষ্টভাবে বিবেচনায় নিয়ে দেশের কৃষিপ্রতিবেশ ভিন্নতায় জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক জনবান্ধব কর্মকৌশল প্রণয়ন করতে হবে। জলবায়ু সংকটের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠী ও অঙ্গলের সামগ্রিক বিষয় বিবেচনায় এনে অগ্রাধিকারভিত্তিতে ধারাবাহিক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।<br>৪.৯.২.৩ জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক প্রাণবৈচিত্রা সনদ ১৯৯২ এবং প্যারিস জলবায়ু চুক্তিকে (২০১৫) গুরুত্ব দিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অভিযোজন চর্চা ও লোকায়ত জ্ঞানকে স্বীকৃতি দিয়ে জলবায়ু উপযোগী দেশীয় শস্যফসল ও স্থানীয় প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটিয়ে জাতীয় অভিযোজন পদক্ষেপ ও নীতি গ্রহণ করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সংকটাপন্ন গ্রামীণ সংস্কৃতি এবং শিল্পকর্ম বিকাশে সহযোগিতা করতে হবে। এলাকাভিত্তিক অর্ন্তভুক্তিমূলক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে।<br>৪.১.২.৪ বৈশ্বিক প্রশমন উদ্যোগসমূহ প্রত্যক্ষভাবে দৃশ্যমানকরণ এবং বৈশ্বিক জলবায়ু তহবিল নিশ্চিতকরণে রাষ্ট্রের জলবায়ু-কূটনীতি জোরদার করতে হবে। জলবায়ু সম্মেলনে (কনফারেন্স অব পার্টিস/কপ) রাষ্ট্রপক্ষের প্রতিনিধিদলে দেশের ক্ষতিগ্রস্থ গ্রামীণ জনগোষ্ঠী, যুব সমাজ এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের যুক্ত করতে হবে। | ড. সৈয়দ নিজার ও অন্যান্য |

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
|---|---|---|---|
| | | ৪.৯.২.৫ বহুজাতিক কোম্পানি ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নির্ভর মিথ্যা জলবায়ু সমাধানগুলোকে কোনোভাবেই প্রকল্প হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না এবং কার্বন-বাণিজ্যের মতো বিষয়কে উৎসাহিত করা যাবে না।<br>৪.৯.২.৬ 'বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেম স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড অ্যাকশন প্ল্যান (২০০৯)', 'ন্যাশনাল এডাপটেশন প্ল্যান অব বাংলাদেশ (২০২৩-২০৫০)' এবং 'ন্যাশনালি ডিটারমাইন্ড কন্ট্রিবিউশন'সহ জলবায়ু সংশ্লিষ্ট আইন, নীতি, পরিকল্পনা, অর্থায়ন ও কর্মসূচিতে জনগণের মতামত, বাস্তবতা, সুপারিশ, উদ্যোগ এবং অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করতে হবে।<br>৪.৯.২.৭ বাংলাদেশ জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডসহ বৈশ্বিক জলবায়ু তহবিল, অভিযোজন তহবিল এবং অর্থায়কে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা ও জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকারভিত্তিতে বিবেচনা করে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর নেতৃত্বে প্রকর ও কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে এবং সকলক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে।<br>৪.১.২.৮ জলবায়ু পরির্বনের কারণে দেশার পরিবর্তনশীলতা ও স্থানান্তর এবং বাস্তুচ্যুতির ঘটনা গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে। এক্ষেত্রে জলবায়ুর কারণে জলবায়ু-উদ্বাস্ত মানুষের জন্য নতুন অভিবাসনন্তন নিরাপদ করতে হবে এবং এসব মানুষের জন্য মর্যাদার কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে হবে। জলবায়ু-উদ্বাস্ত হয়ে নগর এলাকায় বসবাসরত নগরদরিদ্রদের জন্য নাগরিক অধিকারের সুরক্ষা দিতে হবে।<br>৪.৯.২.৯ জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার শূণ্যকরণে এবং নবায়নযোগ্য সবুজ জ্বালানি শক্তির রূপান্তরে জনবান্ধব জ্বালানি রূপান্তর কর্মকৌশল প্রণয়ন করতে হবে। কৃষিজমি-জলাভূমি বিনষ্ট না করে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে গ্রাম ও নগরের দরিদ্র জনগণের প্রবেশাধিকার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিশ্চিত করতে হবে। | |
| | | ৪.৬ জননিরাপত্তা<br>৪.৬.১ বিউপনিবেশিত পুলিশ মানে জনগণের পুলিশ। জনগণের নিরাপত্তা সেবা প্রদান হবে তার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। জনগণের স্বার্থবিরোধী কোনো ধরনের কাজ ও তৎপরতায় তার অংশগ্রহণ করা চলবে না। তাই পুলিশি ব্যবস্থায় পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গোটা ব্যবস্থাকে বলপ্রয়োগধর্মী ধরনের বদলে সেবাধর্মী ধরন অনুসরণে পুনর্গঠন করতে হবে। এই পুনর্গঠন শুরু হতে পারে পুলিশ বাহিনীর নাম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। আমাদের পুলিশ বাহিনীর এমন নাম হতে হবে যাতে নাম শোনা মাত্রই বিগত বাহিনী থেকে তার ধরন ও বৈশিষ্ট্যগত ভিন্নতা জনগণের কাছে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে আমাদের প্রস্তাব-জুলাই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর নাম হবে-জননিরাপত্তা সেবা বাহিনী। নামকরণ যেকোনো নিরাপত্তা বাহিনীর তৎপরতাগত দিকের ইঙ্গিত। আমরা দৃঢ়ভাবে মনেকরি, নিরাপত্তা প্রদান (পুলিশিং) একটি সেবামূলক কাজ, এটি শুধু আসামি ধরার অ্যাডভেঞ্চার নয়-পুলিশের ভেতরে এই বোধ তৈরি করতে তার নাম পরিবর্তন হল প্রথম পদক্ষেপ।<br>৪.৬.২ বাংলাদেশের পুলিশের কার্যকর পরিবর্তন সাধন করতে হলে সে পরিবর্তন হতে হবে নিচ থেকে উপরের দিকে। বর্তমানে আমাদের মোট পুলিশের সংখ্যা আনুমানিক দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার যার মধ্যে কনস্টেবল, নায়েক ও এএসআই এর সংখ্যা দেড় লক্ষাধিক। এই বিপুল পরিমাণ পুলিশ সদস্যরা মামলা বা সাধারণ ডায়েরি আমলে নেয়ার মতো কোন কাজে যুক্ত নয়। ফলে পুলিশের সবচেয়ে বড় অংশই জনসেবার কার্যকর কাজগুলোর বাইরে থেকে যায়। আমরা মনেকরি, কনস্টেবলরা বর্তমানে কেবলমাত্র সরকারিসেবায় ব্যবহৃত হচ্ছে, তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে ক্রমশ জনসেবামূলক কাজে যুক্ত করা উচিত।<br>৪.৬.৩ পুলিশের স্বশস্ত্র ও নিরস্ত্র নামক বিভাজন বা বর্তমান কাঠামো সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করতে হবে। পুলিশি ব্যবস্থা মূলত হবে সামাজিক পুলিশিং ব্যবস্থা। এর সাথে ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি মোকাবেলায় থাকবে স্ট্রাইকিং ফোর্স। বাকি সমস্ত পুলিশ হবে নিরস্ত্র।<br>৪.৬.৪ জনগণকে পুলিশের সাথে সম্পৃক্ত করার সুনির্দিষ্ট কার্যপদ্ধতি থাকতে হবে। পুলিশের পুরস্কার ব্যবস্থায় অবশ্যই জনগণকে সম্পৃক্ত করতে হবে। নির্দিষ্ট সংখ্যক মনোনীতদের বিশেষ কাজের উল্লেখ করে সেখানে অনলাইনভিত্তিক ভোট বা মতামত চাইতে হবে। পুলিশের মূল্যায়নে জনগণের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করতে হবে। কারণ সেবাগ্রহীতাই সেবার মানের শ্রেষ্ঠ বিচারক। ৪.৬.৫ পুলিশের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার খোলনলচে পরিবর্তন প্রয়োজন। অতিরিক্ত ড্রিল কমিয়ে আনা আবশ্যক। কারণ পুলিশ সেনা নয়। সামাজিক পুলিশ, টুরিস্ট পুলিশ, স্ট্রাইকিং ফোর্স ইত্যাদি বিভাজন অনুযায়ী পুলিশের বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে। ডি-এসকেলেশন পদ্ধতির উপর জোরারোপ করতে হবে। অভিযুক্ত মানেই অপরাধী নয়- এই দর্শনকে মাথায় রেখে পুলিশ যাতে অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ থেকে বিরত থাকে সেই কৌশলের নামই ডিএসকেলেশন। পুলিশের প্রশিক্ষণে বিশেষায়িত বিভাগ অনুযায়ী তার পাঠ্যক্রম সাজাতে হবে। | ড. সৈয়দ নিজার ও অন্যান্য |

| | তৃতীয় ভাগ: মৌলিক অধিকার | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
| | | ৪.৬.৬ পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের ধরন হতে হবে আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত। এক্ষেত্রে preparation and planning, engage and explain, Account, closure and evaluate বা সংক্ষেপে PEACE মডেল অথবা strategic use of evidenceবা সংক্ষেপে SUE মডেল অনুসরণ করা যেতে পারে। শরীরে ব্যাথা দেয়া গেলে সত্য বেরিয়ে আসে-এই ব্যাপক মিথ থেকে পুলিশের মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটাতে হবে। শারীরিক আঘাত কেবলমাত্র আঘাতকারীর শুনতে চাওয়া কথাকেই পুনরুৎপাদিত করে। এ সংক্রান্ত উপযুক্ত প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।<br>৪.৬.৭ পুলিশের প্রতিটি কর্মকাণ্ড অনলাইন ডায়েরির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এবং গ্রেপ্তারের সাথে সাথে তা অনলাইন ডাটাবেজে যুক্ত করতে হবে এবং তা গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির প্রদানকৃত পরিবারের বা নিকটজনের নাম্বারে স্বয়ংক্রিয় মেসেজের মাধ্যমে জানাতে হবে।<br>৪.৬.৮ পুলিশি হয়রানি সংক্রান্ত অভিযোগ জানানোর জন্য পুলিশের ওয়েবসাইটে স্বয়ংক্রিয় বাবস্থা থোকতে হবে। এছাড়া খানার সকল প্রদেয় সুবিধা অ্যাপের মাধ্যমে পরিচালনা করতে হবে।<br>৪.৬.৯ গ্রেস্বার এবং পুলিশ হেফাজতের দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশকে অবশ্যই বডি ক্যাম বাবহার করতে হবে।<br>৪.৬.১০ পুলিশি ব্যবস্থার আধুনিকায়নের স্বার্থে পুলিশের একটি গবেষণা সেল থাকতে হবে।<br>৪.৬.১১ অপরাধ তদন্ত পুরোপুরি পুলিশের বিশেষায়িত বিভাগের মাধ্যমে পরিচালনা করতে হবে। তদন্ত কার্যক্রম ওসির আওতামুক্ত করতে হবে।<br>৪.৬.১২ বর্তমানে পুলিশের তিন স্তরের নিয়োগ ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। কনস্টেবল, সাব-ইন্সপেক্টর ও বিসিএসের মাধ্যমে এএসপি পদে এসব নিয়োগ হয়ে থাকে। পুলিশের এই নিয়োগ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে এবং একে স্বতন্ত্র সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। পুলিশের নিয়োগ বিসিএসের আওতামুক্ত করে এর নিয়োগ হতে হবে স্বতন্ত্র কমিশনের মাধ্যমে। পুলিশের নিয়োগ ব্যবস্থা হতে হবে দ্বিস্তর বিশিষ্ট। | |
| | | ৪.৫ শিক্ষা<br>৪.৫.১ আমাদের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কোনো যোগাযোগ কিংবা জ্ঞানতাত্ত্বিক আন্তঃবিনিময় নেই। অথচ তাদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক থাকাটা খুবই জরুরি। বর্তমানে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে এই সকল প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে থাকে। কিন্তু তা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক স্থাপনের বিষয় নয়। যে-কারণে, আমাদের দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ পরস্পর বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো। এক্ষেত্রে স্বীয় পদে বহাল রেখে বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানে বদলির বিধান করা যেতে পারে। যেমন, একজন সহযোগী অধ্যাপক কিংবা অধ্যাপক স্ব-পদে থেকে ও সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করেও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে সেবা প্রদান করতে পারেন। তাছাড়া, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর যে বদলির বিধান রয়েছে সেই বিধান মোটেও কার্যকর নেই। একটি নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘ সময় ধরে সেবা দেওয়ার কারণে সেবার মানের পাশাপাশি সেবাদানকারীর কর্মস্পৃহারও অবনতি ঘটে। (ভিজিটিং) পদ সৃষ্টি করা যেতে পারে।<br>কোনো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ""শিক্ষক"" যেন তার স্বীয় প্রতিষ্ঠানে সংযুক্ত থেকেই আরেক বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান করে খণ্ডকালীনভাবে সেখানে পাঠদান করতে পারেন, সেই ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যেতে পারে। অন্যদিকে, স্নাতক পাঠদানের জন্য কলেজসমূহকে ঢেলে সাজাতে হবে। দেখা যায়, একসময়ের স্বনামধন্য সরকারি কলেজগুলো এখন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ও স্নাতক পর্যায়ের পরীক্ষা-গ্রহণের কেন্দ্রমাত্র হয়ে ওঠেছে। যার দরুন, পরীক্ষার হলসমূহে মাত্রাতিরিক্ত পাহারা দেওয়া ও অন্যান্য দাপ্তরিক কাজের কারণে শিক্ষকদের গবেষণা ও পাঠদানের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি-গ্রহণের পর্যাপ্ত সময় থাকে না।<br>এতে সংশ্লিষ্ট কলেজগুলোতে গবেষণা ও শ্রেণিকক্ষে পাঠদান-প্রক্রিয়া ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রয়োজনে এক্ষেত্রে পরীক্ষার হল পাহারা দেওয়ার জন্য প্রত্যবেক্ষক পদে দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় শ্রেণির আলাদা লোকবল নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে। তাদের সহযোগিতায় একজন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে কয়েকটি কক্ষের দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষকদের ওপর চাপ কমানো যাবে। তাদের গবেষণার প্রতি আকৃষ্ট করতে হবে। কলেজসমূহে শিক্ষকরা যেন আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেই দিক বিবেচনায় নিয়ে পুস্তকভাতা, গবেষণা ও প্রকাশনা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধিসহ অন্যান্য খাতগুলোতেও বরাদ্দ বৃদ্ধি করা যেতে পারে।<br>৪.৫.২ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে গবেষণা-নির্ভর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা দরকার। প্রাথমিকভাবে, কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়কে শুধুমাত্র গবেষণার জন্য ঢেলে সাজাতে হবে, যেখানে কোনো স্নাতক পর্যায়ের পাঠদান চলবে না, কেবলমাত্র দুই বছর মেয়াদী গবেষণা-ভিত্তিক স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিসির ব্যবস্থা থাকবে। আগেই উল্লিখিত হয়েছে, গবেষণাকেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পূর্ব-সাধক, | ড. সৈয়দ নিজার ও অন্যান্য |

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
|---|---|---|---|
| | | উত্তর-সাধক ও গবেষকদের জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে দায়মুক্তি থাকবে, কেননা, জ্ঞানচর্চার প্রাথমিক শর্তই হলো বিদ্যমান জ্ঞানকে প্রশ্নবিদ্ধ করা। স্নাতকোত্তর, এমফিল ও পিএইচডি পর্যায়ের অভিসন্দর্ভ যেকোনো প্রকার সেন্দরশিদের আওয়াতামুক্ত থাকবে। উপরন্ত, গবেষণাকেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। তাদেরকে ছয় মাস মেয়াদী বাংলা ভাষা-বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি, সেখানকার পাঠ-নির্দেশনার মাধ্যম ইংরেজি করা দরকার।<br>৪.৫.৩ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে একটি সমন্বিত পরীক্ষা পদ্ধতি গড়ে তুলতে হবে। যেখানে একটি সমন্বিত পরীক্ষার মাধ্যমে তালিকাক্রম তৈরি করা যেতে পারে। পরবর্তীতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের চাহিদা অনুযায়ী সেই তালিকার ভিত্তিতে প্রার্থী নিযোগ দেওয়া হবে। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীর বিভিন্ন ভাষায় পারদর্শীতা, নিজস্ব ভাষায় দক্ষতা, গবেষণায় আগ্রহ, বিশ্লেষণী ক্ষমতা, সাবলীল যোগাযোগের সক্ষমতা, নীতি-নৈতিকতাকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা উচিৎ। এক্ষেত্রে, বাংলাদেশের যে-সকল শিক্ষার্থীরা দেশের বাইরে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি সম্পন্ন করেছে তাদের আকৃষ্ট করার দিকে মনোযোগ দিতে হবে। মধ্যে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে আন্তঃক্যাডার বৈষম্য একটি বড়ো বাঁধা। বিভিন্ন ক্যাডারের মধ্যে বিরাজমান আন্তঃক্যাডার বৈষম্য দূর করা অত্যাবশ্যকীয়। যেমন শিক্ষা ক্যাডারে দেখা গেছে পদোন্নতি জনিত হতাশা বিরাজ করে, যা স্পষ্টভাবে জ্ঞানচর্চার অন্তরায়। এ-সকল কারণে, অনেকেই শিক্ষাক্ষেত্রে আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও অন্য চাকরিতে চলে যায়। ফলে, শিক্ষা ক্যাডারে পদোন্নতির জন্য একটি সুসমন্বিত বিধিমালা গঠন করা দরকার। সেই বিধিমালা অনুযায়ী নিয়মতান্ত্রিকভাবে পদোন্নতির ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে অন্যান্য ক্যাডারে বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধার সঙ্গে তা সমন্বয় করা আবশ্যক। এছাড়াও স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বৃত্তির সংখ্যা ও পরিমাণ ব্যাপকহারে বাড়াতে হবে। পিএইচডি পর্যায়ের গবেষণা বৈতনিক করতে হবে। গবেষণার মান অক্ষুন্ন রাখার লক্ষ্যে পিএইচডি ভর্তি-প্রক্রিয়া উন্নত করতে হবে। গবেষণার প্রতিটি ধাপে জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করতে হবে এবং অভিসন্দর্ভটির হার্ডকপির পাশাপাশি সফট কপি সংশ্লিষ্ট আর্কাইভে সংরক্ষণ করতে হবে যা সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। কোনো পর্যায়ে তাতে কুম্ভিলকবৃত্তি ধরা পড়লে তা সংশ্লিষ্ট আইনের আওতায় এনে বিচার করতে হবে। | |
| | | জনগণের মৌলিক অধিকার জাতীয় জরুরি অবস্থা বা অন্যকোনো অজুহাতে স্থগিত করা যাবে না। জীবন, খাদ্য শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান ও কর্মসংস্থান সর্বাধিক জরুরি ভিত্তিতে নিশ্চিত করতে হবে সকল নাগরিকের জন্য | অধ্যাপক হাসানুজ্জামান চৌধুরী |
| | | ব্যক্তিস্বাধীনতার বিধান সংবিধানে যুক্ত করতে হবে। ব্যক্তি কি করবে না করবে, কার সাথে সখ্যতা করবে না করবে, এটা একান্ত ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর করবে। কেউ কারো ব্যক্তিগত বিষয়ে জোর জবরদস্তি করতে পারবে না। | ড. শাফি আ. খালেদ |
| | | For instance, Article 33 addressed safeguards as to arrest and detention but allows preventive detention which is prohibitory. This article gave some ground of right to know information. Why a person has to be arrested must be informed. Special power Act,1974 give authorities to detain even without reason based on suspense which often misused for political suppression.<br>• Article 32, 36,37,38,39,40 though socio economic rights and give right to life, liberty, freedom of movement, religion, speech, occupation, safeguards to property, education and so on but these rights remain weak. An individual cannot exercise it in fullest capacity. If we see the article 32 there is a scope to interfere in individual rights –in accordance with law which means if something already mentioned in law, then it will not violate right to life.<br>• Article 41 which enlighten the freedom of conscience to speech and religion but our judiciary exercise their power by using principle of reasonable restriction. All the citizen must have the right to practice their own religion as long as it's not creating any conflict.<br>• Article 39 though giving FR but imposing provision that if any contempt of court or in interest of the security of the state or decency morality must be followed by standards which sometime curtailing human rights.<br>• Article 26,44 and 102 though giving fullest right to exercise their fundamental rights and enforcement but sometimes the system making it tough to individual. Suppose if an individual from marginal area faces any problem which curtailing their right, they cannot file any suit. Though 102 states any person aggrieved but again it imposing limitation on locus standi principle.<br>• Article 45 stats provisions for military laws but reforms could ensure basic human right like fair trial, right to appeal. | Airin Riya, MD Inzamamul Haque Zim, Nina Ahmmed Shila, Shah Ariful Islam, Tahsan Rahman Arpy |

| | চতুর্থ ভাগ: নির্বাহী বিভাগ | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
| **অনুচ্ছেদ ৪৮ (রাষ্ট্রপতি)** | রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি | রাষ্ট্রপতি রিপাবলিক/জনতন্ত্রের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হবেন। তিনি সর্বময় সম্মানের অধিকারী হবেন এবং জনতন্ত্রের সকল কার্য তাঁর নামে সম্পাদিত হবে। রাষ্ট্রপতি সংসদের উভয় কক্ষের যৌথসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হবেন। | সরোয়ার তুষার |
| | | অনুচ্ছেদটি বিলুপ্ত ও সংবিধানের ৫ম (পঞ্চম) সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে। | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| | | "১. উপরাষ্ট্রপতির পদ সৃষ্টি করতে হবে। রাষ্ট্রপতি দেশের সংবিধান ও স্বার্বভৌমত্ত রক্ষা করবেন। এবং উপরাষ্ট্রপতি দেশের সম্পদ রক্ষা করবেন।<br>২. রাষ্ট্রপতি জনগণের জান-মানের নিরাপত্তার অভিভাবক এবং উপরাষ্ট্রপতি গনগণের ও রাষ্ট্রের সম্পদের অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করবেন।<br>৩. রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতিকে সৎ, ঋণখেলাপী মুক্ত, নির্দলীয়, বিচক্ষণ, সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য ন্যূনতম ষাট বছর বয়সী, স্নাতকোত্তর এবং দেশের জন্য সম্মানজনক কোন কাজের জন্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি থাকতে হবে। রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি এবং তাঁদের স্ত্রীদের দ্বৈত নাগরিকত্ব থাকতে পারবে না।<br>৪. জাতীয় সংসদের সদস্যদের সরাসরি ভোটে রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন। একবারের বেশি কেউ রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হতে পারবেন না। রাষ্ট্রপতির বিদেশ ভ্রমণ বা সামরিক অসুস্থতায় উপরাষ্ট্রপতি সাময়িক দায়িত্ব পালন করবেন। সংসদ ভেঙে দেবার কারণে সাংবিধানিক সংকট এড়াতে এই দায়িত্ব আর স্পিকারকে দেয়া হবে না। " | ডঃ শায়খ আহমদ |
| | | The President would have an Advisory Council of 12 members - each member nominated for 12 years, and each year the oldest member is replaced with a new one by the current President. This council will effectively play the role of Senate (and House of Lords). This Advisory Council will be responsible for nominating semi-judicial, non-policy-making bodies like election commission, PSC, JSC etc. The President will nominate the Supreme Court judges with consent from the Advisory Council. | Mohammad Nurul Minhaz |
| | | সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি ভোটপ্রাপ্তির ভিত্তিতে প্রধান দশটি রাজনৈতিক দলের পরামর্শ গ্রহণ করবেন। | শাহিদুল চৌধুরী |
| | | ক্ষমতার ভারসাম্য: রাষ্ট্রপতি কখন প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করতে পারেন তার স্পষ্ট মানদণ্ড নির্দিষ্ট করা। | অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন |
| | | প্রস্তাবিত বিধান: কেবলমাত্র প্রধানমন্ত্রী, প্রধান বিচারপতি ও সুপ্রিম কোর্টের অন্যান্য বিচারক নিয়োগ এবং সংসদে বিল ফেরত পাঠানো ছাড়া সব কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন। | অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন |
| | | শর্ত থাকে যে, রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করা থেকে বিরত থাকবেন যদি এই ধরনের পরামর্শ এই সংবিধানের বিধানের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয় বা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সম্মতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়। | অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন |
| | | সরাসরি ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে হবে। | ১. মোঃ আলী হোসেন,<br>২. প্রফেসর ড. মইনুল ইসলাম<br>৩. Mohammad Nurul Minhaz<br>৪. Rahib Shahriar, A.K.M Aoula Shadik Sardar, Mim Tasnia Prapti, Khandaker Shahla Tasnim, MD. EASIN ARAFAT |
| | | রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন। তাদের দলের সঙ্গে সম্পৃক্ততা থাকতে পারে বা নাও থাকতে পারে। তারা রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব ভাগাভাগি করবেন যা সংবিধান দ্বারা নির্ধারিত হবে এবং জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার মতো বিসয়গুলো দেখাশোনা করবেন। তবে যুদ্ধ ঘোষণা কিংবা জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার ক্ষমতা সংসদের হাতে থাক উচিত, এবং তা উভয় কক্ষের যৌথ অধিবেশনে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে অনুমোদিত হতে হবে। | মো. জাহেদুর রহমান |
| | | সংসদ ভেঙে দেওয়ার পরিস্থিতি ব্যতীত রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণে বাধ্য থাকবেন না। | অ্যাডভোকেট আব্দুর রহমান জীবল |
| | | রাষ্ট্রপতি নিজ বিবেচনায় স্বাধীনভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। | শাহিদুল চৌধুরী |
| | | ভাইস প্রেসিডেন্টের পদ তৈরি করতে হবে | মাওলানা মো. ইলিয়াছুর রহমান |

চতুর্থ ভাগ: নির্বাহী বিভাগ

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ ৪৮ (১) | | বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রপতি থাকিবেন, যিনি আইন অনুযায়ী বাংলাদেশের জনগণের প্রত্যক্ষ নির্বাচিত হইবেন। | ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী |
| অনুচ্ছেদ ৪৮ (২) | | | |
| অনুচ্ছেদ ৪৮ (৩) | | প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শমুখীতা থেকে প্রেসিডেন্টকে মুক্ত করতে হবে। তাই এ উপধারা বাদ দিতে হবে। | জাস্টিস অ. মতিন |
| | | "সংবিধানের ৪৮(৩) অনুচ্ছেদ সংশোধন করে রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করার বিধান বাতিল করত হবে। এর মাধ্যমে অ্যাটর্নি জেনালের, মহা হিসাব নিরীক্ষক, সরকারি কর্ম কমিশন, বিচারক ইত্যাদি পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর সংশ্লিষ্টতা দূর করতে হবে। " | কল্লোল মোস্তফা |
| | | দুইবারের বেশি যেন কেউ প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট থাকতে না পারেন এবং কোনো দলের নেতৃত্বে থাকতে না পারেন এমন অনুচ্ছেদ সংবিধানে যুক্ত করতে হবে | ১. কল্লোল মোস্তফা<br>২. অধ্যাপক হাসানুজ্জামান চৌধুরী<br>৩. মুসা আল হাফিজ<br>৪. ড. মো. আবুল কালাম আযাদ<br>5. Rahib Shahriar, A.K.M Aoula Shadik Sardar, Mim Tasnia Prapti, Khandaker Shahla Tasnim, MD. EASIN ARAFAT |
| | | The president shall be given power to sack the prime minister or any minister, if he deem fit for the interest of the country. The president shall also be given power to dissolve the parliament, if he deem fit for the interest of the country. | Md. Shamsul Arefin Arif |
| | | Article 48(3) shall also need to be amended to release the President from appointment of Judges with the advice of the Prime Minister as this has a huge political influence over the judiciary sector. This creates the problem of having the Judges working in favour of the ruling party of the Prime Minister. This places undue power in the hands of the president, and ultimately, in the hands of the Prime Minister. Therefore, the doctrine of political question arises here. | তাসফিয়া আফরিন |
| | | Only the president, the speaker, the chief justice and the prime minister can use national flag during their move by vehicle. No minister will be allowed to use national flag. | Md. Shamsul Arefin Arif |
| | | Article 48 of the Constitution of Bangladesh requires reform because, under the current framework, the President serves primarily as a ceremonial head of state with limited powers. The President's role is heavily subordinated to the Prime Minister, restricting their ability to act independently or serve as an effective check on the executive branch. If this system remains unchanged then human rights will be affected in many ways such as The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) in Article 21 and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) in Article 25 emphasize the right of every citizen to participate in the conduct of public affairs, directly or through representatives.5 Firstly, the citizens are indirectly excluded from influencing the selection of the President, as the decision is confined to members of Parliament and secondly, this suppresses the voices of minority parties and their constituencies, which contradicts the principle of equal political participation. | Airin Riya, MD Inzamamul Haque Zim, Nina Ahmmed Shila, Shah Ariful Islam, Tahsan Rahman Arpy |
| | | Article 48. (3) In the exercise of all his functions, save only that of appointing the Prime Minister pursuant to clause (3) article and the Chief Justice pursuant to clause (1) article 95, and the Proclamation of Emergency pursuant to article 141A, the President shall act in accordance with the advice of the Prime Minister.<br>If the Prime Minister has given advice, there must be documentary evidence, and the advice must be kept confidential; the court can inquire about it. | |

চতুর্থ ভাগ: নির্বাহী বিভাগ

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
|---|---|---|---|
| | | " (১) বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রপতি থাকবেন, যিনি আইন অনুযায়ী সংসদ-সদস্যগণ (সংসদের উভয় 'কক্ষ) কর্তৃক নির্বাচিত হবেন।<br>২) রাষ্ট্রপ্রধানরূপে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের অন্য সকল ব্যক্তির উর্ধ্বে স্থান লাভ করবেন। এই সংবিধান ও অন্যকোনো আইনের দ্বারা তাঁকে প্রদত্ত এবং তাঁর উপর অর্পিত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্তব্য পালন করিবেন।<br><br>(৩) এই সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের (৩) দফা অনুসারে প্রধানমন্ত্রী, ৯৫ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুসারে প্রধানবিচারপতি এবং বিচারক নিয়োগ ছাড়াও<br><br>নির্বাচন কমিশন, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন-সহ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত রাষ্ট্রপতি তাঁর অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করবেন; তবে শর্ত থাকে যে, প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে আদৌ কোনো পরামর্শদান করেছেন কি না এবং ক'রে থাকলে কী পরামর্শ দান করেছেন, কোনো আদালত সেই সম্পর্কে কোনো প্রশ্নের তদন্ত করতে পারবেন না।<br><br>(৪) প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় ও পররাষ্ট্রীয় নীতি সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত রাখবেন এবং রাষ্ট্রপতি অনুরোধ করলে যেকোনো বিষয় মন্ত্রিসভায়<br><br>বিবেচনার জন্য পেশ করবেন।<br><br>৫) বাংলাদেশে একজন উপরাষ্ট্রপতি থাকবেন। যিনি সংসদের উভয় কক্ষের সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন এবং পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষের স্পিকার বা অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করবেন।<br><br>৬) রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি হওয়ার যোগ্যতা:- কোনো ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য হবেন না, যদি তিনি-<br><br>(ক) পঁয়ত্রিশ বৎসরের কম বয়স্ক হন অথবা<br><br>(খ) সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য না হন; অথবা<br><br>(গ) কখনো এই সংবিধানের অধীন অপসারিত হয়ে থাকেন।<br>" | শহীদুল্লাহ ফরায়জী |
| **অনুচ্ছেদ ৪৯ (ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার)** | কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে-কোন দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মঞ্জুর করিবার এবং যে-কোন দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে। | কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে-কোন দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মঞ্জুর করিবার এবং যে-কোন দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করিবার জন্য আক্রান্ত ব্যক্তি বা তার পরিবারের নিকট সুপারিশ করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে। | ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী |
| | | রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে; এবং কোন নাগরিক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত দণ্ড মার্জনা, বিলম্বন, বিরাম মঞ্জুর করিবার এবং তা মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করিবার ক্ষমতা কেবলমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিক বা তার অভিভাবক বা তার উত্তরাধিকারীদের থাকিবে। | মাহফুযুল হক |
| | | কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে-কোন দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মুঞ্জুর করিবার এবং যে-কোন দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করিতে সুপারিশ করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে। | মুফতি সাইফুল ইসলাম |
| | | রাষ্ট্রপতির ক্ষমার অধিকার রোহিত করতে হবে। ক্ষমা করতে পারবে শুধু ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ও পরিবারের। | প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম |
| | | "কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে-কোন দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মঞ্জুর করিবার এবং যে-কোন দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করিতে সুপারিশ করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে।<br>" | শায়খ আহমাদুল্লাহ ও মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুম |
| | | রাষ্ট্রপতি দণ্ড মওকুফ বা ক্ষমা ঘোষণা করতে পারবেন। তবে এতে আইনসভার উচ্চকক্ষের প্রস্তাব/পরামর্শ প্রয়োজন হবে। | সরোয়ার তুষার |
| | | হত্যা সহ অন্যান্য গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত কোন আসামিকে সাধারণ ক্ষমার অধিকার রাষ্টপতির আর থাকবে না। | ড. শায়খ আহমদ |
| | | The President shall have the power to remit, suspend, or reduce any sentence, but such decision shall be taken by the President in consultation with the Chief Justice and two former Chief Justices and two former judges of the Appellate Division. | Ashikur Rahman Ashik |

চতুর্থ ভাগ: নির্বাহী বিভাগ

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
|---|---|---|---|
| | | Power to Veto can be given to The President . In the case of important decisions of the government, taking President's consultations must be made mandatory and a separate Veto playing power can be given to the President. He can exercise his veto playing authority by his office or different Commission. | "Rahib Shahriar, A.K.M Aoula Shadik Sardar, Mim Tasnia Prapti, Khandaker Shahla Tasnim, MD. EASIN ARAFAT" |
| | | রাষ্ট্রপতি কারও সাজা মওকুফ করতে পারবেন না। | শাহিদুল চৌধুরী |
| | | কোনো আদালত ট্রাইবুনাল বা অন্যকোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যেকোনো দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মঞ্জুর করার এবং যেকোনো দণ্ড মওকুফ বা হ্রাস করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকবে।<br>তবে শর্ত থাকে যে, তা অবশ্যই বিচক্ষণতা ও নৈতিকতার ভিত্তিতে ন্যায়সঙ্গত হতে হবে। | শহীদুল্লাহ ফরায়জী |
| **অনুচ্ছেদ ৫০ (রাষ্ট্রপতি-পদের মেয়াদ)** | ৫০। (১) এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরের মেয়াদে তাঁহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন:<br>তবে শর্ত থাকে যে, রাষ্ট্রপতির পদের মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার উত্তরাধিকারী-কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।<br>(২) একাদিক্রমে হউক বা না হউক-দুই মেয়াদের অধিক রাষ্ট্রপতির পদে কোন ব্যক্তি অধিষ্ঠিত থাকিবেন না।<br>(৩) স্পীকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে রাষ্ট্রপতি স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।<br>(৪) রাষ্ট্রপতি তাঁহার কার্যভারকালে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না, এবং কোন সংসদ-সদস্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইলে রাষ্ট্রপতিরূপে তাঁহার কার্যভার গ্রহণের দিনে সংসদে তাঁহার আসন শূন্য হইবে। | এক মেয়াদের বেশি কেউ রাষ্ট্রপতি থাকতে পারবেন না। | অ্যাডভোকেট আব্দুর রহমান জীবল |
| | | রাষ্ট্রপতি দুই মেয়াদের বেশি দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না। | "১. শাহিদুল চৌধুরী<br>২. কল্লোল মোস্তফা<br>৩. অধ্যাপক হাসানুজ্জামান চৌধুরী<br>৪. মোহাম্মদ আহসানুল করিম<br>৫. Rahib Shahriar, A.K.M Aoula Shadik Sardar,<br>Mim Tasnia Prapti, Khandaker Shahla Tasnim, MD. EASIN ARAFAT" |
| | | রাষ্ট্রপতি পদের মেয়াদ চার বছর হবে | "মোহাম্মদ আহসানুল করিম<br>শাহিদুল চৌধুরী" |
| | | মেয়াদ শেষে বা পূর্বে গণপরিষদ ভেঙ্গে গেলে নব গণ পরিষদ নির্বাচনের ৯০ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন | মোহাম্মদ আহসানুল করিম |
| | | One person should only be allowed to serve only for two terms as the President. It may be possible to allow a second term of a sitting President without a new election if all major parties would accept him as a fair and neutral person. | Mohammad Nurul Minhaz |
| | | ১. রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি চার বছরের জন্য নিযুক্ত হবেন।<br>২. রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি একই পদে একবারের বেশি থাকতে পারবেন না। | ড. শায়খ আহমদ |
| | | The president must hand over power to his successor within 90 days of the expiry of the term. If there is an extraordinary situation, the President can hold the office for 180 days, after which the post of President will be vacant. If a president remains in office for more than 90 days after the expiration of his term, he shall not be eligible for election to the presidency. | Ashikur Rahman Ashik |

| | চতুর্থ ভাগ: নির্বাহী বিভাগ | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবকের নাম** |
| | | " ১) সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে কার্যভার গ্রহণের তারিখ হতে রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতি চার বছর মেয়াদে তাঁর পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন।<br><br>২) একাধিক ক্রমে হোক বা না হোক দুই মেয়াদের অধিক রাষ্ট্রপতি পদে কোনো<br><br>ব্যক্তি অধিষ্ঠিত থাকবেন না।<br><br>৩) রাষ্ট্রপতি উপরাষ্ট্রপতির নিকট এবং উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির নিকট স্বীয় পদ, ত্যাগ করতে পারবেন।<br><br>৪) রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতি থাকাকালীন সংসদ সদস্য হওয়ার যোগ্য হবেন না; সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর কেউ যদি রাষ্ট্রপতির পদে আসীন হন, তাহলে রাষ্ট্রপতি হিসেবে কার্যভার গ্রহণের দিন থেকে তাঁর সংসদ সদস্য পদ শূন্য হবে।" | শহীদুল্লাহ ফরায়জী |
| **অনুচ্ছেদ ৫১ (রাষ্ট্রপতির দায়মুক্তি)** | "৫১। (১) এই সংবিধানের ৫২ অনুচ্ছেদের হানি না ঘটাইয়া বিধান করা হইতেছে যে, রাষ্ট্রপতি তাঁহার দায়িত্ব পালন করিতে গিয়া কিংবা অনুরূপ বিবেচনায় কোন কার্য করিয়া থাকিলে বা না করিয়া থাকিলে সেইজন্য তাঁহাকে কোন আদালতে জবাবদিহি করিতে হইবে না, তবে এই দফা সরকারের বিরুদ্ধে কার্যধারা গ্রহণে কোন ব্যক্তির অধিকার ক্ষুন্ন করিবে না।<br>(২) রাষ্ট্রপতির কার্যভারকালে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন আদালতে কোন প্রকার ফৌজদারী কার্যধারা দায়ের করা বা চালু রাখা যাইবে না এবং তাঁহার গ্রেফতার বা কারাবাসের জন্য কোন আদালত হইতে পরোয়ানা জারী করা যাইবে না।" | অনুচ্ছেদটি বিলুপ্ত ও সংবিধানের ৫ম (পঞ্চম) সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে। | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| | | (১) এই সংবিধানের ৫২ অনুচ্ছেদের হানি না ঘটিয়ে বিধান করা হয়েছে যে, রাষ্ট্রপতি তাঁর দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কিংবা অনুরূপ বিবেচনায় কোনো কার্য ক'রে থাকলে বা না করে থাকলে সেজন্য তাঁকে কোনো আদালতে জবাবদিহি করতে হবে না, তবে এই দফা সরকারের বিরুদ্ধে কার্যধারা গ্রহণে কোনো ব্যক্তির অধিকার ক্ষুন্ন করবে না।<br>(২) রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতি কার্যভারকালে তাঁর বিরুদ্ধে কোনো আদালতে কোনো প্রকার ফৌজদারী কার্যধারা দায়ের করা বা চালু রাখা যাবে না এবং তাঁর গ্রেফতার বা কারাবাসের জন্য কোনো আদালত হতে পরোয়ানা জারী করা যাবে না। | শহীদুল্লাহ ফরায়জী |

| | চতুর্থ ভাগ: নির্বাহী বিভাগ | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবকের নাম** |
| **অনুচ্ছেদ ৫২ (রাষ্ট্রপতির অভিশংসন)** | ৫২। (১) এই সংবিধান লংঘন বা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসিত করা যাইতে পারিবে; ইহার জন্য সংসদের মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বাক্ষরে অনুরূপ অভিযোগের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া একটি প্রস্তাবের নোটিশ স্পীকারের নিকট প্রদান করিতে হইবে; স্পীকারের নিকট অনুরূপ নোটিশ প্রদানের দিন হইতে চৌদ্দ দিনের পূর্বে বা ত্রিশ দিনের পর এই প্রস্তাব আলোচিত হইতে পারিবে না; এবং সংসদ অধিবেশনরত না থাকিলে স্পীকার অবিলম্বে সংসদ আহবান করিবেন।<br>(২) এই অনুচ্ছেদের অধীন কোন অভিযোগ তদন্তের জন্য সংসদ কর্তৃক নিযুক্ত বা আখ্যায়িত কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষের নিকট সংসদ রাষ্ট্রপতির আচরণ গোচর করিতে পারিবেন।<br>(৩) অভিযোগ-বিবেচনাকালে রাষ্ট্রপতির উপস্থিত থাকিবার এবং প্রতিনিধি-প্রেরণের অধিকার থাকিবে।<br>(৪) অভিযোগ-বিবেচনার পর মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে অভিযোগ যথার্থ বলিয়া ঘোষণা করিয়া সংসদ কোন প্রস্তাব গ্রহণ করিলে প্রস্তাব গৃহীত হইবার তারিখে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইবে।<br>(৫) এই সংবিধানের ৫৪ অনুচ্ছেদ-অনুযায়ী স্পীকার কর্তৃক রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব-পালনকালে এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী এই পরিবর্তন-সাপেক্ষে প্রযোজ্য হইবে যে, এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় স্পীকারের উল্লেখ ডেপুটি স্পীকারের উল্লেখ বলিয়া গণ্য হইবে এবং (৪) দফায় রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইবার উল্লেখ স্পীকারের পদ শূন্য হইবার উল্লেখ বলিয়া গণ্য হইবে; এবং (৪) দফায় বর্ণিত কোন প্রস্তাব গৃহীত হইলে স্পীকার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালনে বিরত হইবেন। | অনুচ্ছেদটি বিলুপ্ত ও সংবিধানের ৫ম (পঞ্চম) সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে। | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| | | 52 (2) If any charge is brought against the President, the investigation of the charge will be done by the Judiciary.<br>52 (4) If the charges brought against the President are found to be true after an investigation, the President shall vacate his office. | Ashikur Rahman Ashik |
| | | In Article 52 impeachment of the President has been mentioned. The procedure for impeaching the President could be revised, making it either more stringent or less cumbersome depending on the desired balance of power. Introduce a more transparent impeachment process, requiring bipartisan consensus and a judicial inquiry to prevent misuse of this provision for political gain.<br>A two-thirds majority vote of the members of Parliament will be required to impeach the President or, by two-third majority of the referendum. | Rahib Shahriar, A.K.M Aoula Shadik Sardar, Mim Tasnia Prapti, Khandaker Shahla Tasnim, MD. EASIN ARAFAT |
| | | (১) এই সংবিধান লংঘন বা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতিকে অভিশংসিত করা যাবে। এর জন্য সংসদের মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বাক্ষরে অনুরূপ অভিযোগের বিবরণ লিপিবদ্ধ ক'রে একটি প্রস্তাবের নোটিশ স্পিকারের নিকট প্রদান করতে হবে; স্পিকারের নিকট অনুরূপ নোটিশ প্রদানের দিন হতে চৌদ্দ দিনের পূর্বে বা ত্রিশ দিনের পর এই প্রস্তাব আলোচিত হতে পারবে না এবং সংসদ অধিবেশন চলমান না থাকলে স্পিকার অবিলম্বে সংসদ আহবান করবেন।<br>(২) এই অনুচ্ছেদের অধীন কোনো অভিযোগ তদন্তের জন্য সংসদ কর্তৃক নিযুক্ত বা আখ্যায়িত কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষের নিকট সংসদ, রাষ্ট্রপতির আচরণ গোচর করতে পারবেন।<br>(৩) অভিযোগ-বিবেচনাকালে রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতির উপস্থিত থাকার এবং প্রতিনিধি-প্রেরণের অধিকার থাকবে।<br>(৪) অভিযোগ-বিবেচনার পর মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে অভিযোগ যথার্থ হিসেবে ঘোষণা ক'রে সংসদ কোনো প্রস্তাব গ্রহণ করলে, প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার তারিখে রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হবে। | শহীদুল্লাহ ফরায়জী |

| | চতুর্থ ভাগ: নির্বাহী বিভাগ | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবকের নাম** |
| **অনুচ্ছেদ ৫৩ (অসামর্থ্যের কারণে রাষ্ট্রপতির অপসারণ)** | "৫৩। (১) শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে রাষ্ট্রপতিকে তাঁহার পদ হইতে অপসারিত করা যাইতে পারিবে; ইহার জন্য সংসদের মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বাক্ষরে কথিত অসামর্থ্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া একটি প্রস্তাবের নোটিশ স্পীকারের নিকট প্রদান করিতে হইবে।<br>(২) সংসদ অধিবেশনরত না থাকিলে নোটিশ প্রাপ্তিমাত্র স্পীকার সংসদের অধিবেশন আহবান করিবেন এবং একটি চিকিৎসা-পর্ষদ (অতঃপর এই অনুচ্ছেদে ""পর্ষদ"" বলিয়া অভিহিত) গঠনের প্রস্তাব আহবান করিবেন এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উত্থাপিত ও গৃহীত হইবার পর স্পীকার তৎক্ষণাৎ উক্ত নোটিশের একটি প্রতিলিপি রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা করিবেন এবং তাঁহার সহিত এই মর্মে স্বাক্ষরযুক্ত অনুরোধ জ্ঞাপন করিবেন যে, অনুরূপ অনুরোধ জ্ঞাপনের তারিখ হইতে দশ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি যেন পর্ষদের নিকট পরীক্ষিত হইবার জন্য উপস্থিত হন।<br>(৩) অপসারণের জন্য প্রস্তাবের নোটিশ স্পীকারের নিকট প্রদানের পর হইতে চৌদ্দ দিনের পূর্বে বা ত্রিশ দিনের পর প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া যাইবে না, এবং অনুরূপ মেয়াদের মধ্যে প্রস্তাবটি উত্থাপনের জন্য পুনরায় সংসদ আহবানের প্রয়োজন হইলে স্পীকার সংসদ আহবান করিবেন।<br>(৪) প্রস্তাবটি বিবেচিত হইবার কালে রাষ্ট্রপতির উপস্থিত থাকিবার এবং প্রতিনিধি-প্রেরণের অধিকার থাকিবে।<br>(৫) প্রস্তাবটি সংসদে উত্থাপনের পূর্বে রাষ্ট্রপতি পর্ষদের দ্বারা পরীক্ষিত হইবার জন্য উপস্থিত না হইয়া থাকিলে প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া যাইতে পারিবে এবং সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে তাহা গৃহীত হইলে প্রস্তাবটি গৃহীত হইবার তারিখে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইবে।<br>(৬) অপসারণের জন্য প্রস্তাবটি সংসদে উত্থাপিত হইবার পূর্বে রাষ্ট্রপতি পর্ষদের নিকট পরীক্ষিত হইবার জন্য উপস্থিত হইয়া থাকিলে সংসদের নিকট পর্ষদের মতামত পেশ করিবার সুযোগ না দেওয়া পর্যন্ত প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া যাইবে না।<br>(৭) সংসদ কর্তৃক প্রস্তাবটি ও পর্ষদের রিপোর্ট (যাহা এই অনুচ্ছেদের (২) দফা অনুসারে পরীক্ষার সাত দিনের মধ্যে দাখিল করা হইবে এবং অনুরূপভাবে দাখিল না করা হইলে তাহা বিবেচনার প্রয়োজন হইবে না) বিবেচিত হইবার পর সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে প্রস্তাবটি গৃহীত হইলে তাহা গৃহীত হইবার তারিখে রাষ্ট্রপতি পদ শূন্য হইবে।" | দুরারোগ্য ব্যাধি, মৃত্যু, অভিশংসন বা অন্য কোন কারণে রাষ্ট্রপতির পদ খালি হলে উপরাষ্ট্রপতি পরবর্তী রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে সাময়িকভাবে রাষ্ট্রপতির ভূমিকা পালন করবেন। তেমনিভাবে দুরারোগ্য ব্যাধি, মৃত্যু, অভিশংসন বা অন্য কোন কারণে উপরাষ্ট্রপতির পদ খালি হলে পরবর্তী উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে সাময়িকভাবে উপরাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন। অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করার জন্য রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্র থেকে অতিরিক্ত কোন পারিতসিক বা সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন না। | ড. শায়খ আহমদ |
| | | অনুচ্ছেদটি বিলুপ্ত ও সংবিধানের ৫ম (পঞ্চম) সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে। | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |

চতুর্থ ভাগ: নির্বাহী বিভাগ

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
|---|---|---|---|
| | | (১) শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতিকে তাঁর পদ থেকে অপসারিত করা যাবে, এর জন্য সংসদের মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বাক্ষরে কথিত অসামর্থ্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ ক'রে একটি প্রস্তাবের নোটিশ স্পিকারের নিকট প্রদান করতে হবে।<br>(২) সংসদ অধিবেশনরত না থাকলে নোটিশ প্রাপ্তিমাত্র স্পিকার সংসদের অধিবেশন আহবান করবেন এবং একটি চিকিৎসা-পর্ষদ (অতঃপর এই অনুচ্ছেদে "পর্ষদ" বলে অভিহিত) গঠনের প্রস্তাব আহবান করবেন এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উত্থাপিত ও গৃহীত হওয়ার পর স্পিকার তৎক্ষণাৎ উক্ত নোটিশের একটি প্রতিলিপি রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা করবেন এবং তাঁর সাথে এই মর্মে স্বাক্ষরযুক্ত অনুরোধ জ্ঞাপন করবেন যে, অনুরূপ অনুরোধ জ্ঞাপনের তারিখ হতে দশ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতি যেন পর্ষদের নিকট পরীক্ষিত হওয়ার জন্য উপস্থিত হন।<br>(৩) অপসারণের জন্য প্রস্তাবের নোটিশ স্পিকারের নিকট প্রদানের পর হতে চৌদ্দ দিনের পূর্বে বা ত্রিশ দিনের পর প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া যাবে না এবং অনুরূপ মেয়াদের মধ্যে প্রস্তাবটি উত্থাপনের জন্য পুনরায় সংসদ আহবানের প্রয়োজন হলে স্পিকার সংসদ আহবান করবেন।<br>(৪) প্রস্তাবটি বিবেচিত হওয়ারকালে রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতির উপস্থিত থাকার এবং প্রতিনিধি-প্রেরণের অধিকার থাকবে।<br>(৫) প্রভাবটি সংসদে উত্থাপনের পূর্বে রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতি পর্ষদের দ্বারা পরীক্ষিত হওয়ার জন্য উপস্থিত না হয়ে থাকলে ভোটে দেওয়া যেতে পারে এবং সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত হলে রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হবে। | শহীদুল্লাহ ফরায়জী |
| **অনুচ্ছেদ ৫৪ (অনুপস্থিতি প্রভৃতির-কালে রাষ্ট্রপতি পদে স্পীকার)** | ৫৪। রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে ক্ষেত্রমত রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত কিংবা রাষ্ট্রপতি পুনরায় স্বীয় কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত স্পীকার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করিবেন। | ৫৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতে স্পিকার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন। কিন্তু স্পিকার যদি অসমর্থ বা অনুপস্থিত হন তাহলে কে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন এই বিষয়টি সংবিধান অনুধাবন (contemplate) করেনি। এ ব্যাপারে আরো সুস্পষ্ট ও inclusive বিধান থাকা দরকার। | ১. ব্যারিস্টার নাজির আহমদ<br>২. সাংবাদিক অলিউল্লাহ নোমান<br>৩. ব্যারিস্টার ইকবাল হোসেন<br>৪. ব্যারিস্টার আলিমুল হক লিটন<br>৫. নাসরুল্লাহ খাঁন জুনায়েদ |
| | | অনুচ্ছেদটি বিলুপ্ত ও সংবিধানের ৫ম (পঞ্চম) সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে। | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| | | রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্যকোনো কারণে রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে ক্ষেত্রমত রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত কিংবা রাষ্ট্রপতি পুনরায় স্বীয় কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন। | শহীদুল্লাহ ফরায়জী |
| **২য় পরিচ্ছেদ<br>প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা** | | | |
| **অনুচ্ছেদ ৫৫ (মন্ত্রীসভা)** | "৫৫। (১) প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি মন্ত্রিসভা থাকিবে এবং প্রধানমন্ত্রী ও সময়ে সময়ে তিনি যেরূপ স্থির করিবেন, সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী লইয়া এই মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে।<br>(২) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা তাঁহার কর্তৃত্বে এই সংবিধান-অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হইবে।<br>(৩) মন্ত্রিসভা যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী থাকিবেন।<br>(৪) সরকারের সকল নির্বাহী ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতির নামে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা হইবে।<br>(৫) রাষ্ট্রপতির নামে প্রণীত আদেশসমূহ ও অন্যান্য চুক্তিপত্র কিরূপে সত্যায়িত বা প্রমাণীকৃত হইবে, রাষ্ট্রপতি তাহা বিধিসমূহ-দ্বারা নির্ধারণ করিবেন এবং অনুরূপভাবে সত্যায়িত বা প্রমাণীকৃত কোন আদেশ বা চুক্তিপত্র যথাযথভাবে প্রণীত বা সম্পাদিত হয় নাই বলিয়া তাহার বৈধতা সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।<br>(৬) রাষ্ট্রপতি সরকারী কার্যাবলী বন্টন ও পরিচালনার জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন করিবেন। | যিনি প্রধানমন্ত্রী হবেন, তাকে দলীয় প্রধানের পদ ছাড়তে হবে। ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রিকরণ করা এবং অনুচ্ছেদ ৪৮ (৩), অনুচ্ছেদ ৫৫, অনুচ্ছেদ ৫৬ (১) অনুচ্ছেদ ৫৮ (২) এবং অনুচ্ছেদ ৭০ প্রধানমন্ত্রীকে যে একচ্ছত্র ক্ষমতা দেয়, তার মধ্যে পরিবর্তন আনা। প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে নির্বাহী ক্ষমতার একটা ভারসামাপূর্ণ কাঠামো স্থির করতে হবে। | "মুসা আল হাফিজ<br>এস এইচ চৌধুরী" |

| | চতুর্থ ভাগ: নির্বাহী বিভাগ | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবকের নাম** |
| | | একজন ব্যক্তি দুইবারের বেশি প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না। | ড. শায়খ আহমদ |
| | | প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা হ্রাস করে রাষ্ট্রপতির সাথে ভারসাম্য আনতে হবে। | প্রফেসর ড. মইনুল ইসলাম<br>Mohammad Nurul Minhaz<br>Ashikur Rahman Ashik |
| | | মন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর একচ্ছত্র আধিপত্য কমাতে হবে। | প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম |
| | | ৫০ (২) অনুচ্ছেদের অনুরূপ বিধান সংযোজনক্রমে অনুচ্ছেদটি বিলুপ্ত ও সংবিধানের ৫ম (পঞ্চম) সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে। | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| | | প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি মন্ত্রিসভা থাকিবে এবং প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতির সাথে আলোচনার মাধ্যম, সময়ে সময়ে তিনি যেরূপ স্থির করিবেন, সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী লইয়া এই মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে। | ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী |
| | | সংবিধানের ৫৫(৩) অনুচ্ছেদ সংশোধন করে সংসদের কাছে মন্ত্রিসভার সদস্যদের যৌথ জবাবদিহির পাশাপাশি ব্যক্তিগত জবাবদিহির বিধান রাখতে হবে | কল্লোল মোস্তফা |
| | | "(১) প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি মন্ত্রিসভা থাকবে এবং প্রধানমন্ত্রী ও সময়ে সময়ে তিনি যেরূপ স্থির করবেন, সেরূপ উপপ্রধানমন্ত্রী বা অন্যান্য মন্ত্রী নিয়ে এই মন্ত্রিসভা গঠিত হবে।<br>(২) প্রধানমন্ত্রী সরকারের নির্বাহী প্রধান।<br>(৩) মন্ত্রিসভা যৌথভাবে এবং একক ভাবে সংসদের নিকট দায়ী থাকবেন।<br>(৪) সরকারের সকল নির্বাহীব্যবস্থা রাষ্ট্রপতির নামে গৃহীত হয়েছে বলে প্রকাশ করা হবে।<br>(৫) রাষ্ট্রপতির নামে প্রণীত আদেশসমূহ ও অন্যান্য চুক্তিপত্র কীরূপে সত্যায়িত বা প্রমাণীকৃত হবে, রাষ্ট্রপতি তা বিধিসমূহ-দ্বারা নির্ধারণ করবেন এবং অনুরূপভাবে সত্যায়িত বা প্রমাণীকৃত কোনো আদেশ বা চুক্তিপত্র যথাযথভাবে প্রণীত বা সম্পাদিত হয়নি বলে তার বৈধতা সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না।<br>(৬) রাষ্ট্রপতি সরকারী কার্যাবলী বণ্টন ও পরিচালনার জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন করবেন। | শহীদুল্লাহ ফরায়জী |
| **অনুচ্ছেদ ৫৬ (মন্ত্রীগণ)** | "৫৬। (১) একজন প্রধানমন্ত্রী থাকিবেন এবং প্রধানমন্ত্রী যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রী থাকিবেন।<br>(২) প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রীদিগকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দান করিবেন:<br>তবে শর্ত থাকে যে, তাঁহাদের সংখ্যার অন্যূন নয়-দশমাংশ সংসদ-সদস্যগণের মধ্য হইতে নিযুক্ত হইবেন এবং অনধিক এক-দশমাংশ সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে মনোনীত হইতে পারিবেন।<br>(৩) যে সংসদ-সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন বলিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হইবেন, রাষ্ট্রপতি তাঁহাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করিবেন।<br>(৪) সংসদ ভাংগিয়া যাওয়া এবং সংসদ-সদস্যদের অব্যবহিত পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্যবর্তীকালে এই অনুচ্ছেদের (২) বা (৩) দফার অধীন নিয়োগ দানের প্রয়োজন দেখা দিলে সংসদ ভাংগিয়া যাইবার অব্যবহিত পূর্বে যাঁহারা সংসদ-সদস্য ছিলেন, এই দফার উদ্দেশ্যসাধনকল্পে তাঁহারা সদস্যরূপে বহাল রহিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।" | Cabinet Ministers & Minister and Members of Parliament for more than one term.Repeated terms in public officers breed autocracy and profiteering that goes against people’s interests. Positions of Chair and Members of Constitutional bodies ( for eg Public Service Commission, Governor Bangladesh Bank, Anti-Corruption committee, Comptroller and Auditor General) shall not exceed three years,without provisions for further extension. | Dr. Mohammed Parvez Imdad |
| | | অনুচ্ছেদটি বিলুপ্ত ও সংবিধানের ৫ম (পঞ্চম) সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে। | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| | | একজন প্রধানমন্ত্রী থাকবেন। এরপর প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতি, বাইতুল মুকাররমের খতীব, সকল স্বাধীন কমিশনের প্রধানগণ, তিন বাহিনীর প্রধানগণ সমন্বয়ে গঠিত কমিটি কর্তৃক যেরূপ নির্ধারিত করিবেন সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ—মন্ত্রী থাকিবেন। | মাহফুযুল হক |

| | চতুর্থ ভাগ: নির্বাহী বিভাগ | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
| | | "একজন প্রধানমন্ত্রী থাকিবেন। এরপর প্রধানমন্ত্রী ও সুশীল ও বিদ্বান শ্রেণীর সমন্বয়ে গঠিত পরামর্শ কমিটি কর্তৃক যেরূপ নির্ধারণ করা হইবে, সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রী থাকিবেন।" | মুফতি সাইফুল ইসলাম |
| | | সংযুক্তি প্রস্তাব বোল্ড করে দেয়া আছে-<br>একজন প্রধানমন্ত্রী থাকিবেন। এরপর প্রধানমন্ত্রী ও সুশীল ও বিদ্বান শ্রেণীর সমন্বয়ে গঠিত পরামর্শ কমিটি কর্তৃক যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রী থাকিবেন। উক্ত সুশীল ও বিধান শ্রেণীতে আলেম প্রতিনিধিও যুক্ত থাকিবেন। পাশাপাশি বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, সে হিসেবে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী মুসলিম হতে হইবে। | শায়খ আহমাদুল্লাহ ও মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুম |
| | | মন্ত্রিসভার সকল সিদ্ধান্ত সংসদীয় দল চ্যালেঞ্জ করতে পারবে। প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভার সদস্য নির্বাচন করবেন, তবে সংসদের অনুমোদন নিতে হবে। মন্ত্রীদের দপ্তর বণ্টন ও রদবদল করতে পারবেন, কিন্তু অপসারণে সংসদের অনুমোদন লাগবে। | সরোয়ার তুষার |
| | | রাষ্ট্রপতি সংসদের উভয় কক্ষের যৌথসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের আস্থাভাজন ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেবেন। | সরোয়ার তুষার |
| | | প্রধানমন্ত্রী হলে তিনি দল, সংসদীয় দলের প্রধান এবং সংসদ নেতা হতে পারবেন না। | সরোয়ার তুষার<br>ড. শায়খ আহমদ |
| | | প্রধানমন্ত্রী কোনো দলের কর্মসূচিতে, মিটিংয়ে, সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না | মাহফুযুল হক |
| | | দলীয় প্রধান/সভাপতি প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না। | অ্যাডভোকেট আব্দুর রহমান জীবল |
| | | The cabinet could be structured to include members from major political parties in proportion to their parliamentary seats, promoting a more inclusive approach to governance. Additionally, the power to remove a minister should be contingent upon a two-thirds majority vote in Parliament.<br>The constitution should limit any individual to a maximum of two terms as Prime Minister. | K Shamsuddin Mahmood |
| | | The constitution of Bangladesh needs reformation as the current provision allows the Prime Minister to remove ministers without requiring any justification, which creates room for arbitrary decisions, often stifling dissent. To address this issue there needs to be a clear list of legitimate grounds for requesting a minister's resignation. | Airin Riya, MD Inzamamul Haque Zim, Nina Ahmmed Shila, Shah Ariful Islam, Tahsan Rahman Arpy |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ ৫৭ (প্রধানমন্ত্রীর পদের মেয়াদ)** | ৫৭। (১) প্রধানমন্ত্রীর পদ শূন্য হইবে, যদি-<br>(ক) তিনি কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট পদত্যাগপত্র প্রদান করেন; অথবা<br>(খ) তিনি সংসদ-সদস্য না থাকেন।<br>(২) সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন হারাইলে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করিবেন কিংবা সংসদ ভাংগিয়া দিবার জন্য লিখিতভাবে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শদান করিবেন এবং তিনি অনুরূপ পরামর্শদান করিলে রাষ্ট্রপতি, অন্য কোন সংসদ-সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন নহেন এই মর্মে সন্তুষ্ট হইলে, সংসদ ভাংগিয়া দিবেন।<br>(৩) প্রধানমন্ত্রীর উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীকে স্বীয় পদে বহাল থাকিতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই অযোগ্য করিবে না। | দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে প্রধানমন্ত্রীকে অভিশংসন করা যাবে | মাহমুদুল হাসান, যুগ্ম সদস্য সচিব, ঢাকা উত্তর |
| | | A person can serve as PM only for nine years in total. | Mohammad Nurul Minhaz |
| | | সর্বশেষ প্রধানমন্ত্রীর পরিবারের কাউকে প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য আমন্ত্রণ করা যাবে না | মাহফুযুল হক |
| | | একনাগারে দুই মেয়াদের বেশী প্রধানমন্ত্রী না থাকা | অ্যাডভোকেট আব্দুর রহমান জীবন |

| | চতুর্থ ভাগ: নির্বাহী বিভাগ | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
| | | একজন ব্যক্তি দুইবারের বেশি প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না | ১. ইমরান মাহফুজ<br>২. অরূপ রাহী<br>৩. কল্লোল মোস্তফা<br>৪. সরোয়ার তুষার<br>৫. শাহিদুল চৌধুরী<br>৬. মাহমুদুল হাসান, যুগ্ম সদস্য সচিব, ঢাকা উত্তর,<br>৭. প্রফেসর ড. মইনুল ইসলাম<br>৮. মাহফুযুল হক<br>৯. অধ্যাপক হাসানুজ্জামান চৌধুরী |
| | | অনুচ্ছেদটি বিলুপ্ত ও সংবিধানের ৫ম (পঞ্চম) সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে। | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| | | দলের প্রধান হলে দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে পারবে না। | ১. ইমরান মাহফুজ<br>২. অধ্যাপক হাসানুজ্জামান চৌধুরী |
| | | প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য আমন্ত্রিত বা মনোনীত হলে দলীয় সকল পদ ত্যাগ/ইস্তফা দিয়ে শপথ পাঠ করতে হবে | মাহফুযুল হক |
| | | The tenure of elected Parliament shall be four years. Similar will be length of duration of the proposed Upper House. | Dr. Mohammed Parvez Imdad |
| | | রাষ্ট্রপতির জন্য প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দূর করা। | কল্লোল মোস্তফা |
| | | অনুচ্ছেদ ৫৭(২) থেকে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সংসদ ভেঙে দেয়ার বিধান বাদ দিতে হবে। প্রধানমন্ত্রী কোনো অন্যায়-দুর্নীতি করলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সংসদ সদস্যদের ভোটের মাধ্যমে তাকে অপসারণ করার বিধান যোগ করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীকে অপসারণ করার পর পরবর্তী নির্বাচনের আগ পর্যন্ত অর্ন্তবর্তী বা তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের বিধান যোগ করতে হবে। | কল্লোল মোস্তফা |
| | | একাধিক ক্রমে হোক বা না হোক দুই মেয়াদের অধিক প্রধানমন্ত্রী পদে কোনো ব্যক্তি অধিষ্ঠিত থাকবেন না। | শহীদুল্লাহ ফরায়জী |

| | | | |
|---|---|---|---|
| [অনুচ্ছেদ ৫৮ক (পরিচ্ছেদের প্রয়োগ)] (বর্তমানে বিলুপ্ত অনুচ্ছেদ) | | সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিলক্রমে ৫৮ (ক) অনুচ্ছেদটি পুনর্বহাল হবে | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| ২ক পরিচ্ছেদ-- নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার: অনুচ্ছেদ ৫৮খ হইতে ৫৮ঙ (বর্তমানে বিলুপ্ত পরিচ্ছেদ) | "২ক পরিচ্ছেদ<br>নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার<br>[সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ২১ ধারাবলে পরিচ্ছেদটি বিলুপ্ত।]<br>[ বিলুপ্ত]সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ২১ ধারাবলে পরিচ্ছেদটি বিলুপ্ত" | ১৩-তম সংশোধনী (তত্ত্বাবধায়ক সরকার) পুনঃবহাল করতে হবে | ১. জাস্টিস মতিন,<br>২. প্রফেসর ড. মইনুল ইসলাম<br>৩. ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী<br>৪. ডঃ শায়খ আহমদ<br>৫. ড. মো. আবুল কালাম আযাদ<br>6. Ashikur Rahman Ashik |
| | | তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও অন্যান্য উপদেষ্টা নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বিচার বিভাগকে জড়ানো যাবে না। | প্রফেসর ড. মইনুল ইসলাম |
| | | The Constitution should have provisions for Referendum to solicit people's views directly on key national issue. Should there be need for Interim Government to come up for unavoidable or unforeseen circumstances,that interim Government should be constitutionally mandated to work as National Government for term not exceeding two years.The Referendum should also be able to provide opportunity to give legal or constitutional leverage to Interim Government. | Dr. Mohammed Parvez Imdad |
| | | তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন পরিচালনার ব্যবস্থা পুনর্বহাল করা। | কল্লোল মোস্তফা<br>মো. মোশারেফ হোসেন বিশ্বাস |

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
|---|---|---|---|
| | | Interim or Caretaker Government to support Election Commission in holding national elections.General Elections should be held under Interim Government or Caretaker Government. The proposed Interim or Caretaker Government should take over three months before scheduled date of general elections,and hand over power to the elected representatives of the people within subsequent three months of the holding of elections. The Interim Government should give policy guidance as well as required administrative support to the Election Commission in conducting free,fair and credible elections. The Election Commission should have ten members including a Chairperson and the current Election Commission Law should be restructured to ensure effectiveness and transparency in the electoral process. | Dr. Mohammed Parvez Imdad |
| | | তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যবস্থা বিলুপ্তির মত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা একক দলের হাতে না থাকা নিশ্চিত করতে জাতীয় ঐকমত্যের বিধান চালু। | কল্লোল মোস্তফা |
| | | সংসদীয় এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পরিচালনার জন্য তিন মাসের একটি অর্ন্তবর্তী সরকার (তত্ত্বাবধায়ক সরকার) ধারণাকে সমর্থন করি। তবে প্রধান বিচারপতি এই অর্ন্তবর্তী সরকারের প্রধান হওয়া উচিত নয়। প্রধান বিচারপতির সকল রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার উর্ধ্বে থাকা উচিত। উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, উভয় কক্ষের নেতা এবং সংখ্যালঘু নেতা সমম্বয়ে একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা যেতে পারে। এই কমিটির সমস্ত সর্বসম্মতিক্রমে অর্ন্তবর্তী সরকারের প্রধান এবং উপদেষ্টাদের নির্বাচন করবেন। সংসদ বিলুপ্তির ৩০ দিন আগে এই কমিটি গঠন করা যেতে পারে | মো. জাহেদুর রহমান |
| | | The constitution itself should mandate the formation of an all-party government as the first transitional government. All the rules for the transitional government should also be articulated in the constitution. The blueprint should be such that it can be used for forming pre-election care-taker governments in future. | Mohammad Nurul Minhaz |
| | | সংবিধানে 'নির্দলীয়, নিরপেক্ষ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার' ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে। | অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ |
| | | আগামী দুই জাতীয় নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হতে পারে। এরপর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যবস্থা পুরোপুরি উঠিয়ে দেয়া উচিত। | সরোয়ার তুষার |
| | | | |
| | | | |
| | ৩য় পরিচ্ছেদ স্থানীয় শাসন | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ ৫৯ (স্থানীয় শাসন)** | "৫৯। (১) আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক এককাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে।<br>(২) এই সংবিধান ও অন্য কোন আইন-সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা যেরূপ নির্দিষ্ট করিবেন, এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লিখিত অনুরূপ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান যথোপযুক্ত প্রশাসনিক এককাংশের মধ্যে সেইরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন এবং অনুরূপ আইনে নিম্নলিখিত বিষয় সংক্রান্ত দায়িত্ব অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবে:<br>(ক) প্রশাসন ও সরকারী কর্মচারীদের কার্য;<br>(খ) জনশৃংখলা রক্ষা;<br>(গ) জনসাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন-সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।" | অনুচ্ছেদ ৫৯(২) এর শেষে সংযোজন করা-<br>"(৩) ভিন্ন ভিন্ন জাতিগোষ্ঠী বসবাসরত এলাকা পার্বত্য খাগড়াছড়ি, পার্বত্য রাঙামাটি ও পার্বত্য বান্দরবান জেলাত্রয় সমন্বয়ে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি বিশেষ অঞ্চল হিসেবে বিশেষ আইনের মাধ্যমে প্রশাসিত হইবে, এবং সংশ্লিষ্ট জেলা ও অঞ্চলের পরিষদসমূহে স্থানীয় ভিন্ন ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর জনগণের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকিবে।<br>(৪) দেশের ভিন্ন ভিন্ন জাতিগোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোর স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে উক্ত অঞ্চলে বসবাসরত ভিন্ন ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর নারী আসন সহ জাতিগোষ্ঠীসমূহের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকিবে। | ইলিরা দেওয়ান |
| | | স্থানীয় অঞ্চলের উন্নয়ন কর্মকান্ডে স্থানীয় সরকারের কর্তৃত্ব ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে | কল্লোল মোস্তফা<br>এস এইচ চৌধুরী |
| | | জেলা ও উপজেলা প্রশাসন এবং আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তাদেরকে নিজ নিজ স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে জবাবদিহির বিধান রাখতে হবে | কল্লোল মোস্তফা |

| | চতুর্থ ভাগ: নির্বাহী বিভাগ | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
| | | "১. সংবিধানে 'স্থানীয় সরকার' নামক কোন শব্দ নেই। আছে 'স্থানীয় শাসন ও স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান'। কিন্তু ইংরেজীতে' Local Government' আছে। এটি অনুবাদকের অসতর্কতা। সংবিধানের ১৫৩ ধারা বা অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলা হচ্ছে মূল পাঠ। তাই বাংলায় স্থানীয় সরকার"" প্রতিস্থাপন করতে হবে।<br>২. ৫৯(১) এ যে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে ৫৯ (২) তা কায়দা করে প্রত্যাহার করে তা জাতীয় সংসদকে দিয়ে দেয়া হয়েছে। ফলে এতদিন পর্যন্ত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সেবাদানকারী কোন সরকারি দপ্তরকে কাজে লাগাতে পারেনি। স্থানীয় সরকার যে সব সেবাদানের অঙ্গীকার সংবিধান দিয়েছে তা মূলত সরকারি দপ্তরগুলোই দিয়ে যাচ্ছে। সেবা ব্যবস্থার সমস্ত অর্থ আমলাতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করে।" | Professor Tofail Ahmed |
| | | স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলীয় প্রতীক ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হবে।<br>জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে স্থানীয় সরকারের সকল পর্যায়ের প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন। | ড. শায়খ আহমদ |
| | | নতুন উপ-অনুচ্ছেদ যুক্ত করা হোক: “তবে উপ-অনুচ্ছে ১-এ বরণিত কোনো কিছুই নির্বাচিত, মনোনীত, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বা অন্যান্যভাবে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ-র মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ আদিবাসী অধ্যষিত প্রশাসনিক একক বা অন্য কোনো ভৌগোলিক বা জনমিতিক এলাকায় স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত সনাতনি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অব্যহত রাখার ক্ষেত্রে অন্য কোনো রকম স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করবে না। | রাজা দেবাষীষ রায়, চাকমা |
| | | স্থানীয় সরকারের গঠন ও ক্ষমতা সম্পর্কে সংবিধানে সুস্পষ্ট বিধান থাকতে হবে যাতে স্থানীয় সরকার প্রকৃত অর্থে একটা সরকার হিসেবে কাজ করতে পারে এবং কেন্দ্রীয় সরকার থেকে স্বাধীন একটি সরকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। | এস এইচ চৌধুরী |
| | | ● Enhancing accountability and transparency. If perfect Check and Balance procedure can be conducted, this article will be a credible one.<br>● Ensuring effective representation and regular election.<br>● Increasing training and development capacity and technical assistance.<br>● Dividing power in accordance with qualifications but not in political team’s favour.<br>● Explicit consideration of power such as: Taxation powers, budgeting authority, service delivery authority.<br>● Public Hearings and Consultations: local government bodies must conduct public hearings and consultations to involve citizens in decision-making processes.<br>● Dedicated revenue resources and flexible budgeting is also an important issue to calculate expenditures and to make proper economic decisions. | Ashikur Rahman Ashik |
| **অনুচ্ছেদ ৬০ (স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা)** | ৬০। এই সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীকে পূর্ণ কার্যকরতাদানের উদ্দেশ্যে সংসদ আইনের দ্বারা উক্ত অনুচ্ছেদে উল্লিখিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করিবার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করিবেন।] | ১) অনুচ্ছেদে কর আরোপের ক্ষমতার কথা বলা হলেও কার্যকর সব কর খাত কেন্দ্রিয় সরকারের হাতে, স্থানীয় সরকার গৃহকর ও সেবার কিছু ফি ছাড়া তেমন কোন উৎসে কর আদায় করতে পারে না। আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রিয় সরকার তার প্রাপ্ত রাজস্ব স্থানীয় সরকারের সাথে আনুপাতিক হারে শেয়ার করবে। এটিকে Fiscal decentralization or Tax Sharing বলা হয়। ৬০ অনুচ্ছেদে তাই উপরোক্ত নীতির আলোতে নতুনভাবে লিখতে হবে। কেন্দ্রিয় সরকার স্থানীয় সরকারকে অনুদান (Grant) নয়, রাজস্ব ভাগাভাগি করবে। কারণ সরকারের আহরিত রাজস্বে তাদের অংশ আছে, সে অধিকারে বিকেন্দ্রীকরন নীতির আলোকে অধিকার হিসাবে স্থানীয় সরকার কেন্দ্রিয় রাজস্বের হকদার।<br>২) দেশের সরকার সংসদীয় পদ্ধতিতে গঠিত কিন্তু স্থানীয় সরকার 'রাষ্ট্রপতি শাসিত' সরকারের আদলে আয়ুব খানের সময় থেকে চলে আসছে। এখানে চেয়ারম্যান বা মেয়র সকল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। এ ব্যবস্থাকে সংসদীয় ব্যবস্থায় রূপান্তর প্রয়োজন। সংসদ বা কাউন্সিল হবে প্রতিটি স্তরের ক্ষমতা চর্চার কেন্দ্রবিন্দু।<br>৩) সাংগঠনিক কাঠামো, নির্বাচন পদ্ধতি ও অর্থায়নের সুষ্ঠ ব্যবস্থার জন্য সংবিধানে গ্যারান্টি ক্লজ যুক্ত করতে হবে। এ বিষয়ে রেফারেন্সের জন্য ভারতীয় সংবিধানের ৭৩ ও ৭৪ তম সংশোধনী দেখা যেতে পারে।" | Professor Tofail Ahmed |
| | | "এই সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীকে পূর্ণ কার্যকরতাদানের উদ্দেশ্যে সংসদ আইনের দ্বারা উক্ত অনুচ্ছেদে উল্লেখিত স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে কার্যকর স্ব- শাসিত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় রূপান্তর করারসহ স্থানীয় প্রয়োজনে আইন প্রণয়ন, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, করারোপ করার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করবেন।। | শহীদুল্লাহ ফরায়জী |

চতুর্থ ভাগ: নির্বাহী বিভাগ

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ ৬১ (সর্বাধিনায়কতা)** | | ▪ Civilian Supremacy: The Constitution should explicitly state that the military is<br>subordinate to civilian authority.<br>▪ A Parliamentary Committee on Defense Affairs should be established to investigate or<br>overlook military budgets, procurements, and operations.<br>▪ A stronger, independent judiciary can hold military personnel accountable for any<br>human rights abuses or violations of the law. | |
| | | বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহের সর্বাধিনায়কতা রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত হবে এবং আইনের দ্বারা তাহর প্রয়োগ নিয়ন্ত্রিত হবে।<br>ক) সংসদের আইনের দ্বারা 'জাতীয় প্রতিরক্ষা কাউন্সিল' গঠন করবে। | শহীদুল্লাহ ফরায়জী |
| **অনুচ্ছেদ ৬২** | ৬০। এই সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীকে পূর্ণ কার্যকরতাদানের উদ্দেশ্যে সংসদ আইনের দ্বারা উক্ত অনুচ্ছেদে উল্লিখিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করিবার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করিবেন।] | ১৫-তম সংশোধনী বাতিল করতে হবে। তবে ৬৬ (২-ক) সংরক্ষণ করা যেতে পারে। ১৫ তম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের বিরাট অংশকে অকার্যকর করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতের আইনসভাকে অক্ষম করা হয়েছে। | জাস্টিস মতিন |
| | | ▪ Clear guidelines for the tenure and retirement age of high-ranking military officers<br>should be established.<br>▪ A legitimate mechanism should be implemented to ensure civilian supremacy and align<br>military actions with national security policy. | |
| **অনুচ্ছেদ ৬৩ (যুদ্ধ)** | "৬৩। (১) সংসদের সম্মতি ব্যতীত যুদ্ধ ঘোষণা করা যাইবে না কিংবা প্রজাতন্ত্র কোন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিবেন না।<br><br>33[* * *]" | ▪ Parliamentary Approval for Military Operations is a necessary thing . Parliament should have the authority to approve major military operations, especially those involving significant deployments or potential casualties.<br>▪ Require a supermajority vote in Parliament to ensure broad consensus on such a critical decision.<br>▪ Transparency and accountability by sharing legal and authentic informations. Then , it will be easier for the government as well as military forces to take decisions.<br>▪ Strengthen diplomatic efforts to resolve conflicts peacefully. Lack of diplomatic efforts and arguments lead to temporary riots even the country is our neighbouring country.<br>▪ Prioritize international law and human rights in all military actions. | |
| | | (১) উভয় সংসদের (উচ্চকক্ষ এবং জাতীয় সংসদ) সম্মতি ব্যতীত যুদ্ধ ঘোষণা করা যাবে না। | শহীদুল্লাহ ফরায়জী |
| **অনুচ্ছেদ ৬৪ (এটর্নি জেনারেলের নিয়োগ)** | "৬৪। (১) সুপ্রীম কোর্টের বিচারক হইবার যোগ্য কোন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের অ্যাটর্নি-জেনারেল পদে নিয়োগদান করিবেন।<br>(২) অ্যাটর্নি-জেনারেল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত সকল দায়িত্ব পালন করিবেন।<br>(৩) অ্যাটর্নি-জেনারেলের দায়িত্বপালনের জন্য বাংলাদেশের সকল আদালতে তাঁহার বক্তব্য পেশ করিবার অধিকার থাকিবে।<br>(৪) রাষ্ট্রপতির সন্তোষানুযায়ী সময়সীমা পর্যন্ত অ্যাটর্নি-জেনারেল স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত পারিশ্রমিক লাভ করিবেন।" | এটর্নী জেনারেলের দায়িত্ব সম্পর্কিত সুস্পষ্ট বিধান সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। | এস এইচ চৌধুরী |

| | চতুর্থ ভাগ: নির্বাহী বিভাগ | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
| | | "৬৪ (৫) এর বিধান সাপেক্ষে ৬৪(১), (২), (৩) ও (৪) প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধিত হবে।<br>নিম্নরূপে ৬৪ (৫) মর্মে অনুচ্ছেদ সংযোজিত হবে;<br>৬৪ (৫) স্থায়ীভাবে স্বতন্ত্র আইন দ্বারা বিচার প্রশাসনের অধীনে 'প্রসিকিউশন সার্ভিস' গঠনে অ্যাটর্নি-জেনারেলসহ রাষ্ট্রের সকল আইন কর্মকর্তার নিয়োগ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত করতে সংসদ প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করবে।" | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| | | According to Article 64(1), a proposal to guarantee the exercise of independent powers by the president in the matter of appointment of the Attorney General.<br>According to Article 64(2)(3) scope of the attorney general's powers and functions can be increased. | Ashikur Rahman Ashik |
| | | (১) সুপ্রীম কোর্টের বিচারক হওয়ার যোগ্য কোনো ব্যক্তিকে অনুসন্ধান কমিটির মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের অ্যাটর্নি-জেনারেল পদে নিয়োগদান করবেন।<br>(২) অ্যাটর্নি-জেনারেল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত সকল দায়িত্ব পালন করবেন।<br>(৩) অ্যাটর্নি-জেনারেলের দায়িত্বপালনের জন্য বাংলাদেশের সকল আদালতে তাঁর বক্তব্য পেশ করার অধিকার থাকবে।<br>(৪) রাষ্ট্রপতির সন্তোষানুযায়ী সময়সীমা পর্যন্ত অ্যাটর্নি জেনারেল স্বীয় পদে বহাল থাকবেন এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত পারিশ্রমিক লাভ করবেন। | শহীদুল্লাহ ফরায়জী |
| **অন্যান্য প্রস্তাব** | | সংসদ, নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগের স্বকীয় ভিত্তিক পৃথকীকরণ ও সমন্বয় | মোহাম্মদ আহসানুল করিম |
| | | নির্বাহী বিভাগ জাতীয় সংসদের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে এবং মতামত সংগ্রহ ও গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে জনগণের কাছে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে। সরকারের সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নকাজে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও মতামতের যথাযথ গুরুত্ব প্রদান নিশ্চিত করা হবে। | শাহিদুল চৌধুরী |
| | | The 3 ministers for the ministry of home affairs, ministry of laws and ministry of finance do all the evil jobs to harass the opponents of the government. Minister for the ministry of home affairs by false cases through the police harass the opponents. The minister for the ministry of laws influencing the judges to give directive judgments against the opponents. The minister for the ministry of finance do false cases by income tax laws & VAT laws against the opponents. These 3 ministers must be appointed from nonpolitical men who were never involved with any political parties, these 3 shall be appointed by the president through his 10% quota. These 3 ministers will never be allowed to attend any meeting or other event of any political parties. | Shamsul Arefin Arif |
| | | Only the president, the speaker, the chief justice and the prime minister can use national flag during their move by vehicle. No minister will be allowed to use national flag. | Md. Shamsul Arefin Arif |
| | | "প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের প্রধান হবেন। প্রতিরক্ষা বা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারবেন না। বাহিনীগুলোর 'চেইন অব কমান্ড' আইন ও বিধি দ্বারা সুরক্ষিত থাকবে। চেইন অব কমান্ডে হস্তক্ষেপ অবৈধ হবে, তবে কার্যক্রমের জবাবদিহি নিশ্চিত করা হবে। | সরোয়ার তুষার |
| | | প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য থাকতে হবে | ১. জাস্টিস মতিন<br>২. অরূপ রাহী<br>৩. Mohammad Nurul Minhaz<br>৪. ড. মো. আবুল কালাম আযাদ |
| | | "নির্বাহী বিভাগের ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা সীমিত করা।<br>- প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল বাতিল বা সীমিত করা।<br>- এটর্নী জেনারেল নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনা, মেয়াদ সীমিত করা।<br>- ' প্রিভেন্টিভ ডিটেনশন' বিধান বা অনুরুপ কোনো বিধান বাতিল করা।<br>- সকল শৃঙ্খলা বাহিনীর ক্ষমতার সীমা নির্দিষ্টকরা।<br>- সকল প্রকার দায়মুক্তি আইন/অধ্যাদেশ পুনর্বিবেচনা করে মানবাধিকার, নাগরিক অধিকারের সাথে সংগতি পূর্ণ করা।" | অরূপ রাহী |
| | | সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে ভুল কাজের জন্য প্রধানমন্ত্রীর অভিশংসন করার বিধান যুক্ত করা। | কল্লোল মোস্তফা |
| | | নির্বাহী বিভাগ বিচার বিভাগের প্রত্যাশা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানকে কর্তব্য হিসেবে গণ্য করবে। | শাহিদুল চৌধুরী |
| | | নির্বাহী আদেশে কোন মামলা প্রত্যাহার করা যাবে না। | শাহিদুল চৌধুরী |

চতুর্থ ভাগ: নির্বাহী বিভাগ

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
|---|---|---|---|
| | | রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিপরিষদ এবং জাতীয় সংসদকে যে পরামর্শ প্রদান করবেন, তা মান্যতা প্রদান করা নির্বাহী বিভাগ ও আইন বিভাগের দায়িত্ব। | শাহিদুল চৌধুরী |
| | | প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় তার সমস্ত সম্পদ ও সম্পত্তি স্টেট ব্যাংকের অধীনে চলে যাবে। | সরোয়ার তুষার |
| | | প্রধানমন্ত্রী, সংসদ নেতা এবং রাজনৈতিক দলের প্রধান ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি হবেন। | সরোয়ার তুষার |
| | | সংসদ সদস্যদের জন্য নির্দিষ্ট মানের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে | অধ্যাপক হাসানুজ্জামান চৌধুরী |
| | | ৪.১খ. নির্বাহী এবং অন্তর্বর্তী নির্বাহী পরিষদ<br>৪.১খ.১ রাষ্ট্রপতি নির্বাচন:<br>* একটি ইলেক্টোরাল কলেজের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন, যার মধ্যে উভয় কক্ষের সদস্য এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা থাকবেন।<br>৪.১খ.২ প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভা:<br>* জন পরিষদ থেকে বর্তমান পদ্ধতিতে গঠিত হবে।<br>* তারা জন পরিষদের প্রতি দায়বদ্ধ থাকবে।<br>৪.১খ.৩ প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ সীমা:<br>* কেউ টানা বা ভিন্ন সময়ে দুইবারের বেশি প্রধানমন্ত্রী পদে থাকতে পারবেন না।<br>৪.১খ.৪ অন্তর্বর্তী নির্বাহী পরিষদ:<br>* জন পরিষদের বিলুপ্তির পরে রাষ্ট্র পরিষদ থেকে নির্বাচনের মাধ্যমে ৯ সদস্য ভিত্তিক অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাহী পরিষদ গঠন করা হবে।<br>* এই পরিষদ নির্বাচনকালীন সরকার হিসেবে ৩ বা ৪ মাস কাজ করবে এবং রাষ্ট্র পরিষদের প্রতি সম্মিলিতভাবে দায়বদ্ধ থাকবে।<br>৪.১খ.৫ পরিষদের চেয়ারপারসন:<br>* চেয়ারপারসন পরিষদের সভার নেতৃত্ব দেবেন।<br>* সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে, এবং রাষ্ট্রপতি শুধুমাত্র পরিষদের সম্মিলিত পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন।<br>৪.১খ. ৬ স্থানীয় সরকার:<br>* স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষমতা স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা হবে। তাদের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং আর্থিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হবে। | ড. সৈয়দ নিজার ও অন্যান্য |
| | | ১. নিয়োগ ও অপসারণ:<br>* সংবিধান সংস্কার সদস্যদের নিয়োগ এবং অপসারণের প্রক্রিয়া সংবিধান আদালতের বিচারকদের মাতাই হবে।<br>৪.৪ প্রশাসনিক ব্যবস্থা<br>বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা কাঠামো ও বৈশিষ্ট্যগত উভয় দিক থেকেই দারুণভাবে ঔপনিবেশিক। কাঠামোর দিক থেকে এটি অতিকেন্দ্রিভূত একটি বাবস্থা। যে কোন নির্দেশনা এখানে প্রবাহিত হয় উপর থেকে নিচের দিকে। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হল এ ধরনের প্রশাসনিক কাঠামো কোনভাবেই জনগণের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিবে না এবং তা মারাত্মকভাবে আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় আক্রান্ত হবে। ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক বাবস্তা দিল ঔপনিবেশিক সরকারবে সুদৃঢ় করার ব্যবস্থা। সেক্ষেত্রে বিউপনিবেশিত সরকার ব্যবস্থা হবে জনগণের প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা।<br>গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আমলা, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও রাষ্ট্রজনের একটা পরিপূরক সম্পর্ক থাকার কথা। আমলাদের ওপরে থাকেন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। আর নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির ওপরে থাকে রাষ্ট্রজন। অর্থাৎ আমলারা সরকারের স্থায়ী অংশ হলেও তারা এই অস্থায়ী নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মেনে চলতে বাধা হন বা এ পদ্ধতি কাজ করে, কারণ এই প্রতিনিধিদের পেছনে থাকে রাষ্ট্রজন। রাষ্ট্রের অংশীজনদের যদি কোনো রাষ্ট্র ব্যবস্থায় গৌণ করে তোলা যায় তাহলে সবচেয়ে বেশি লাভ হয় সুবিধালোভী আমলাদের। কারণ তাতে রাষ্ট্রজনকে হারিযে ক্ষমতায় থাকা জনপ্রতিনিধিরা দুর্বল হয়ে পড়েন। ফলে আমলাদের সঙ্গে হায়ারারকির সম্পর্কের বদলে সৃষ্টি হয় চুক্তিভিত্তিক লেনদেনের সম্পর্ক। এমন সম্পর্ক তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়া ভখনই শুরু হয়, যখন সরকার ব্যবস্থায় 'সাড়া' দেয়ার কোনো প্রক্রিয়া থাকে না, অর্থাৎ রাষ্ট্রজনের কোনো সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকে না। রাষ্ট্রজনের সেবা নিশ্চিতকরণে আমরা নিম্নবর্ণিত প্রস্তাব উপস্থাপন করছি-<br>৪.৪.১ প্রশাসনিক ব্যবস্থার মূল্যায়নে রাষ্ট্রজনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। সরকারি সকল কর্মকাণ্ডে জনগণ যাতে মতামত দিতে পারে সেই ব্যবস্থা রাখতে হবে। ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সেবা সংক্রান্ত অভিযোগ দাখিলের ব্যবস্থা রাখতে হবে।<br>৪.৪.২ সরকারি কর্মকর্তাদের পারফরম্যান্স ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে কি পারফরম্যান্স ইন্ডিকেটর (কেপিআই) থাকতে হবে এবং তার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।<br>৪.৩. সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান<br>৪.৪.৩ সরকারি কর্মকর্তাদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে গোপনীয় বার্ষিক প্রতিবেদনের গুরুত্ব ৩০ শতাংশে নামিয়ে এনে কাস্টমার ফিডব্যাক বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পারফরম্যান্স মূল্যায়নের নির্দিষ্ট মাপকাঠির প্রয়োগ ঘটাতে হবে। | ড. সৈয়দ নিজার ও অন্যান্য |

| চতুর্থ ভাগ: নির্বাহী বিভাগ | | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
| | | ৪.৪.৪ পদোন্নতির ক্ষেত্রে বিদ্যমান কোটা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করে প্রশাসনিক ক্যাডারের ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে এবং বিদ্যমান ক্যাডার বৈষম্য দূর করতে হবে।<br>৪.৪.৫ প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ হতে হবে আরোহ পদ্ধতিতে। স্থানীয় সরকার থেকে প্রাপ্ত সুপারিশকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে।<br>৪.৪.৬ সরকারি পৃষ্ঠপোষকতাসম্পন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচি থেকে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের দূরে রাখতে হবে। কর্মকর্তাদের বদলির সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে যেখানে নির্দিষ্ট সময়ের আগে বদলি করা যাবে না এমন বিধান থাকতে হবে। প্রশাসনিক বদলির প্রক্রিয়া দেখভালের জন্য স্বতন্ত্র একটি সংস্থা থাকবে। সংস্থার কার্যপ্রণালী যথাসম্ভব রাষ্ট্রজনের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।<br>৪.৪.৭ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে প্রশাসনের প্রাণকেন্দ্র ধরে বাকি সংস্কার করতে হবে এবং স্থানীয় সরকার বাবস্থাকে যথাসম্ভব স্বাধীনতা দিতে হবে।<br>৪.৪.৮ বাংলাদেশ কর্মকশিনের নিয়োগ পরীক্ষাকে বিশেষায়িত করতে হবে। | |
| | | কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, স্থানীয় সরকারের ক্ষমতায়ন, উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকারের অংশগ্রহণ, নিচ থেকে ওপরে বাজেট প্রক্রিয়া প্রবর্তন, 'আমলাতন্ত্র রাজনৈতিক নেতৃত্বের অধীন' এ ধারণাটিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনগণের অংশগ্রহণ বাড়ানো কার্যকর স্থানীয় শাসনের চাবিকাঠি। সংবিধানে প্রদত্ত খুবই সংক্ষিপ্ত এবং অপর্যাপ্ত কাঠামো ও বিদ্যমান আইনসমূহ স্থানীয় সরকারকে অদক্ষ ও অকার্যকর করেছে। স্থানীয় সরকার নিয়ে আমার কিছু প্রস্তাবনা আছে :<br>ক. সব সিটি করপোরেশন স্ব স্ব নির্বাচিত সিটি গভর্নরের নেতৃত্বে থাকা উচিত। গভর্নর সরাসরি সব ইউটিলিটি সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো, নগর পরিকল্পনা ও অবকাঠামো অনুমোদনকারী প্রতিষ্ঠান, নগরের অবকাঠামো ও সড়ক নির্মাণ ও উন্নয়নকারী প্রতিষ্ঠান, নগরের ভূমি অফিস এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো নিয়ন্ত্রণ করবেন।<br>খ. একইভাবে, সব জেলা চেয়ারম্যান সরাসরি নির্বাচিত হয়ে জেলা গভর্নর নামে পরিচিত হবেন। সব উন্নয়ন কার্যক্রম এ অফিসের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। জেলার সেবা ও আইন প্রয়োগকারী অফিসগুলো জেলা গভর্নরের অধীনে থাকবে। পৌরসভাসমূহ জেলা গভর্নরের অধীনে থাকবে।<br>গ. একজন সিটি গভর্নর এবং জেলা গভর্নর সংসদের উচ্চকক্ষের সদস্য হবেন।<br>ঘ. উপজেলা চেয়ারম্যান নিজ নিজ উপজেলায় উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হবেন। সব সহায়ক সরকারি অফিস তার অধীনে থাকবে। উপজেলা চেয়ারম্যান এবং স্থানীয় সংসদ সদস্য (নিম্ন সভা বা সাধারণ সভার) জেলা পরিষদের সদস্য হবেন। | মো. জাহেদুর রহমান |
| | | কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, স্থানীয় সরকারের ক্ষমতায়ন, উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকারের অংশগ্রহণ, নিচ থেকে ওপরে বাজেট প্রক্রিয়া প্রবর্তন, 'আমলাতন্ত্র রাজনৈতিক নেতৃত্বের অধীন' এ ধারণাটিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনগণের অংশগ্রহণ বাড়ানো কার্যকর স্থানীয় শাসনের চাবিকাঠি। সংবিধানে প্রদত্ত খুবই সংক্ষিপ্ত এবং অপর্যাপ্ত কাঠামো ও বিদ্যমান আইনসমূহ স্থানীয় সরকারকে অদক্ষ ও অকার্যকর করেছে। স্থানীয় সরকার নিয়ে আমার কিছু প্রস্তাবনা আছে :<br>ক. সব সিটি করপোরেশন স্ব স্ব নির্বাচিত সিটি গভর্নরের নেতৃত্বে থাকা উচিত। গভর্নর সরাসরি সব ইউটিলিটি সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো, নগর পরিকল্পনা ও অবকাঠামো অনুমোদনকারী প্রতিষ্ঠান, নগরের অবকাঠামো ও সড়ক নির্মাণ ও উন্নয়নকারী প্রতিষ্ঠান, নগরের ভূমি অফিস এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো নিয়ন্ত্রণ করবেন।<br>খ. একইভাবে, সব জেলা চেয়ারম্যান সরাসরি নির্বাচিত হয়ে জেলা গভর্নর নামে পরিচিত হবেন। সব উন্নয়ন কার্যক্রম এ অফিসের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। জেলার সেবা ও আইন প্রয়োগকারী অফিসগুলো জেলা গভর্নরের অধীনে থাকবে। পৌরসভাসমূহ জেলা গভর্নরের অধীনে থাকবে।<br>গ. একজন সিটি গভর্নর এবং জেলা গভর্নর সংসদের উচ্চকক্ষের সদস্য হবেন।<br>ঘ. উপজেলা চেয়ারম্যান নিজ নিজ উপজেলায় উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হবেন। সব সহায়ক সরকারি অফিস তার অধীনে থাকবে। উপজেলা চেয়ারম্যান এবং স্থানীয় সংসদ সদস্য (নিম্ন সভা বা সাধারণ সভার) জেলা পরিষদের সদস্য হবেন। | মো. জাহিদুর রহমান |
| | | Articles 48-54 would require amendments, needing a two-thirds majority in Parliament. | Rahib Shahriar, A.K.M Aoula Shadik Sardar, Mim Tasnia Prapti, Khandaker Shahla Tasnim, MD. EASIN ARAFAT |

| | চতুর্থ ভাগ: নির্বাহী বিভাগ | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
| | | (১) বিদ্যমান মহকুমাসমূহ জেলায় ও থানাসমূহ মহকুমায় উন্নীতকরণ এবং ৪টি বিভাগকে ৯টি বিভাগে বিভক্তি ও গ্রাম-ইউনিয়ন এলাকাকে ৩টির বদলে ৯টি ওয়ার্ড/পল্লীতে বিভক্তি:<br>(২) নিয়োগকৃত বা নির্বাচিত প্রশাসকের নেতৃত্বে বিভাগ/আঞ্চলিক পরিষদ গঠণ। জনসংখ্যা ১৫ কোটির উপরে হলে, বিভাগগুলোকে প্রদেশে রূপান্তর করা,<br>(৩) ঢাকা চট্টগ্রাম, ও খুলনা মহানগরকে কয়েকটি নগর উপ-অঞ্চলে বিভক্ত করা,<br>(৪) সকল স্থানীয় পরিষদে প্রতিনিধিত্বের মেয়াদ ৪ বছর এবং দুবছর পর পর অর্ধেকাংশ নির্বাচন<br>(৫) নির্বাহী প্রধানপদে কারও দুইবারের বেশী না হওয়ার ব্যবস্থা এবং বয়স ন্যূনত ৩৫ বছর করা: | মোহাম্মদ আহসানুল করিম |
| | | বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কার্য প্রণালী জনগণের জানা নেই। তবে রাষ্ট্রে সকল দপ্তরের কার্যপ্রণালী জনগণের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করার বিধান করা। | মো. মোশারেফ হোসেন বিশ্বাস |
| | | ১. স্থানীয় নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের প্রভাব মুক্ত রাখা এবং দলের প্রতীক ব্যবহার না করা, কোন ব্যক্তির পক্ষে কোনো রাজনৈতিক দল সমর্থন করলে তার প্রার্থীতা বাতিল হবে, তার বিধান রাখা।<br>২. স্থানীয় প্রতিনিধিরা তাদের মেয়াদ শেষে কোন রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত/সংযুক্ত হতে পারবে না তার বিধান রাখা।<br>৩. কোনো পেশাগত প্রতিষ্ঠানের বা হলে ছাত্র রাজনীতি থাকবে না। যেমন- মেডিকেল কলেজ, প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয়, সাধারন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র রাজনীতি থাকবে, তবে ক্যাম্পাসের বাহিরে রাজপথে ও দলীয় কার্যালয়ে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার দলীয় কার্যক্রম, মিটিং, মিছিল, সভা, সভাবেশ করা যাবে না। ছাত্রাবাসে কোনো প্রকার রাজনৈতিক দলের কমিটি থাকবে না এবং ছাত্রাবাস/হল দখলদারিত্ব থাকবে না তাহার বিধান রাখা।<br>৩. ছাত্র সংসদ নির্বাচনে কোনো প্রকার রাজনৈতিক দলের সমর্থন ও প্রার্থী থাকবে না। কোনো প্রকার সংগঠনের প্রার্থী থাকবে না তাহার বিধান করা। | মো. মোশারেফ হোসেন বিশ্বাস |

| | পঞ্চম ভাগ: আইনসভা | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
| **অনুচ্ছেদ ৬৫ (সংসদ-প্রতিষ্ঠা)** | ৬৫। (১) "জাতীয় সংসদ" নামে বাংলাদেশের একটি সংসদ থাকিবে এবং এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে প্রজাতন্ত্রের আইনপ্রণয়ন-ক্ষমতা সংসদের উপর ন্যস্ত হইবে:<br>তবে শর্ত থাকে যে, সংসদের আইন-দ্বারা যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে আদেশ, বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন বা আইনগত কার্যকরতাসম্পন্ন অন্যান্য চুক্তিপত্র প্রণয়নের ক্ষমতার্পণ হইতে এই দফার কোন কিছুই সংসদকে নিবৃত্ত করিবে না।<br>(২) একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকাসমূহ হইতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আইনানুযায়ী নির্বাচিত তিন শত সদস্য লইয়া এবং এই অনুচ্ছেদের (৩) দফার কার্যকরতাকালে উক্ত দফায় বর্ণিত সদস্যদিগকে লইয়া সংসদ গঠিত হইবে; সদস্যগণ সংসদ-সদস্য বলিয়া অভিহিত হইবেন।<br>৩৪[ (৩) সংবিধান (সপ্তদশ সংশোধন) আইন, ২০১৮ প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অব্যবহিত পরবর্তী সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে শুরু করিয়া পঁচিশ বৎসরকাল অতিবাহিত হইবার অব্যবহিত পরবর্তীকালে সংসদ ভাংগিয়া না যাওয়া পর্যন্ত পঞ্চাশটি আসন কেবল মহিলা-সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে এবং তাঁহারা আইনানুযায়ী পূর্বোক্ত সদস্যদের দ্বারা সংসদে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির ভিত্তিতে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হইবেন:<br>তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার কোন কিছুই এই অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন কোন আসনে কোন মহিলার নির্বাচন নিবৃত্ত করিবে না।]<br>৩৫[ (৩ক) সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অবশিষ্ট মেয়াদে এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত তিন শত সদস্য এবং (৩) দফায় বর্ণিত পঞ্চাশ মহিলা-সদস্য লইয়া সংসদ গঠিত হইবে।]<br>(৪) রাজধানীতে সংসদের আসন থাকিবে। | অনুচ্ছেদটি বিলুপ্ত ও সংবিধানের ৫ম (পঞ্চম) সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে। | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| | | "দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট।<br>- উচ্চকক্ষে সমাজের সকল 'সঙ্খ্যালঘুকৃত'(minoritized), প্রচলিত অর্থে যাদের 'মাইনোরিটি" বলা হয় ( যেমন, ধর্মীয়, জাতিগত, লিংগীয়, সামর্থ্যগত (ability-disability) তাদের প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরা। | অরূপ রাহী |
| | | সংসদে দুই কক্ষ থাকবে। উচ্চ কক্ষ ও নিম্ন কক্ষ। সংসদে নতুন কোনো আইন পাশ হলে তা অনুমোদনের জন্য উচ্চকক্ষে প্রেরণ করতে হবে। | ১. মাহমুদুল হাসান, যুগ্ম সদস্য সচিব, ঢাকা উত্তর<br>২. মো. জাহেদুর রহমান<br>৩. ড. আহমেদ আনিসুর রহমান<br>৪. ড. মো. আবুল কালাম আযাদ |
| | | নির্বাচিত সরকারের পাঁচ বছর সম্পন্ন হলে রাষ্ট্রপতির নিকট পদত্যাগ করবে। এরপর রাষ্ট্রপতির অনুরোধে উচ্চকক্ষ বা ন্যায়পালগণ তিন মাসের মধ্যে নির্বাচন আয়োজন করবে। | মাহমুদুল হাসান, যুগ্ম সদস্য সচিব, ঢাকা উত্তর |

| | পঞ্চম ভাগ: আইনসভা | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
| | | আনুপাতিক হারে প্রাপ্ত ভোটের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন দলের ও নিরপেক্ষ বিভিন্ন পেশার দক্ষ ও প্রতিষ্ঠিত সদস্যদের নিয়ে উচ্চ কক্ষ গঠিত হলে বর্তমান সংসদীয় অবস্থার গুনগত পরিবর্তন আনতে পারবে বলে ধারণা করা যায়। বিভিন্ন মহল থেকে কথা উঠলেও বাস্তবায়ন হওয়ার সম্ভাবনা এতদিন ছিল না বললেই চলে। তবে দেশের বৃহৎ একটি রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদ গঠনের অঙ্গিকার আসার পর এটি বাস্তবে রূপ লাভ করার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে | ১. ব্যারিস্টার নাজির আহমদ<br>২. সাংবাদিক অলিউল্লাহ নোমান<br>৩. ব্যারিস্টার ইকবাল হোসেন<br>৪. ব্যারিস্টার আলিমুল হক লিটন<br>৫. নাসরুল্লাহ খাঁন জুনায়েদ |
| | | সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি চালু করতে হবে। | "১. প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম<br>২. মুসা আল হাফিজ<br>৩. মারুফা আক্তার" |
| | | এককেন্দ্রিক সরকার কাঠামো থাকুক তবে জাতীয় সংসদ দ্বি-কক্ষবিশিস্ট হবে এটি অনেকের একটি অঙ্গিকার। উচ্চ কক্ষের গঠন, ক্ষমতা, সদস্যদের যোগ্যতা নিম্ন কক্ষ থেকে স্বতন্ত্র হবে। তবে সরকার গঠন ও অপসারণ এবং বাজেট বিল পাশে নিম্ন কক্ষের একাধিপত্য থাকবে। একই বিষয় ৭০ অনুচ্ছেদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে। | অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ |
| | | সংসদের মেয়াদকাল ০৪ (চার) বৎসর করা। | ১. মোঃ আলী হোসেন,<br>২. প্রফেসর ড. মইনুল ইসলাম<br>৩. ইমরান মাহফুজ<br>৪. ড. শায়খ আহমদ |
| | | দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্ট করা যেতে পারে। যেখানে নীম্ন কক্ষের ৩০০ আসনে বর্তমান পদ্ধতিতে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবেন। কিন্ত উচ্চ কক্ষে সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতিতে ১০০ জন সদস্য নির্বাচিত হবে। রাজনৈতিক দলের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারকদের মনোনেয়নের ভিত্তিতে উচ্চকক্ষের সদস্য নির্বাচিত হবেন। | প্রফেসর ড. মইনুল ইসলাম |
| | | নারীদের জন্য সংরক্ষিত ৫০ টি আসন বাদ দিয়ে সংসদের মোট আসনের এক তৃতীয়াংশ নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। সংরক্ষিত এসব আসনে নারীরা জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন। রোটেশন ভিত্তিতে দেশের প্রতিটি জেলায় এক তৃতীয়াংশ আসনে শুধু নারীরা নির্বাচন করার বিধান করতে হবে। | প্রফেসর ড. মইনুল ইসলাম |
| | | আমাদের সংসদে ৫০ জন নারী সদস্যের সংরক্ষিত আসন রাখার বিধান বাদ দিয়ে এক-তৃতীয়াংশ সদস্য নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকতে হবে, যেখানে নারীরা সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবেন। রোটেশন ভিত্তিতে প্রতিটি নির্বাচনে দেশের প্রতিটি জেলায় এক-তৃতীয়াংশ আসনে শুধু নারীদের নির্বাচন করার বিধান করতে হবে। | ইমরান মাহফুজ |
| | | সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে বৃহৎ দলের একাধিপত্য ঠেকাতে এবং ছোট বড় সকল দলের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে বর্তমানের এলাকা ভিত্তিক ফার্স্ট পাস্ট দা পোষ্ট পদ্ধতির নির্বাচন ব্যবস্থা সংশোধন করে ফার্স্ট পাস্ট দা পোষ্ট ও সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচনব্যবস্থা (প্রোপারশনাল রিপ্রেজেন্টেশন সিস্টেম) অর্থাৎ মিশ্র পদ্ধতির নির্বাচনের বিধান করতে হবে। এ জন্য প্রয়োজনে সংসদের আসন সংখা বাড়ানো যেতে পারে। | কল্লোল মোস্তফা |
| | | নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা | কল্লোল মোস্তফা |
| | | সংসদ গঠিত হবে তিনটি শ্রেণির সদস্যদের সমন্বয়ে:<br>-২০০টি আসনে সরাসরি নির্বাচিত ২০০ জন সদস্য।<br>-১০০ জন সদস্য প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে রাজনৈতিক দলগুলোর মনোনীত সদস্য।<br>-৫০ জন নারী সদস্য প্রাপ্ত ভোটের আনুপাতিক হারে মনোনীত। | শাহিদুল চৌধুরী |
| | | ডেমোগ্রাফি এন্ড জেন্ডার ভাবনাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিতে হবে। বিদ্যমান কাঠামোতে থাকা সংরক্ষিত নারী আসন সংখ্যা জনমিতিক পরিমাপে উন্নীত করা (কমপক্ষে আনুপাতিক হারে সম সংখ্যা বা অর্ধেক) এবং সরাসরি নির্বাচনের বিধান প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। | অধ্যাপক মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম |
| | | সংসদে আসন বিন্যাসে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনমিতিক আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা (২০২২ জনশুমারিতে ৫০টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অস্তিত্ব এসেছে) এবং এ সংক্রান্ত কার্যকর সংজ্ঞা নির্ধারণ দরকার। | |
| | | উভয় কক্ষে সংরক্ষিত নারী সদস্যের বিধান সরাসরি নির্বাচন ব্যবস্থার অধীনে আনতে হবে। দেশ স্বাধীন হবার ৫০ বছর পর একইভাবে অনির্বাচিত সংরক্ষণ ব্যবস্থার কোন যুক্তি থাকেতে পারে না। | অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ |
| | | দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন | ১. মুসা আল হাফিজ<br>২. অধ্যাপক হাসানুজ্জামান চৌধুরী<br>৩. ড. শায়খ আহমদ<br>৪. ফাইজা বর্ণা |

| | পঞ্চম ভাগ: আইনসভা | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
| | | Article 65 this article is about the establishment of parliament. The reformed version of this article should include provisions ensuring diversity, which is mandatory participation for marginalized communities. This includes women, indigenous person or a person who can feel the similar situation of an individual. This would ensure that all opinion is being heard in the legislative process. In brief we are trying to say there need to participation of every stage people not only elite society | Airin Riya, MD Inzamamul Haque Zim, Nina Ahmmed Shila, Shah Ariful Islam, Tahsan Rahman Arpy |
| | | সরকারের মেয়াদ হবে ৪ বছর। ৩০০ আসনের মধ্যে ৫০-৬০টি আসনে ভোট ২ বছর পর অনুষ্ঠিত হবে। ক্ষমতাসীন দল যেন সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রশ্নের মুখোমুখি হয়, এজন্য মধ্যবর্তী নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকবে। সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকলে আস্থা ভোট অনুষ্ঠিত হবে। | |
| | | সংসদের নাম পরিবর্তন করে ""আইনসভা"" রাখতে হবে। এটি দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট হবে:<br>-উচ্চকক্ষ: রাষ্ট্রসভা আসন সংখ্যা: ১০০টি, নির্বাচন হবে সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতিতে, ২৫টি আসনে মধ্যবর্তী সময়ে নির্বাচন হবে। রাষ্ট্রসভার ১০০ আসনের মধ্যে: কমপক্ষে ৩৩টি আসনে আইন দ্বারা তফসিলভুক্ত পেশাজীবী (কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, আইনজীবী, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, কৃষিবিদ, সাংবাদিক) এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মনোনয়ন নিশ্চিত করতে হবে।<br>-নিম্নকক্ষ: গণসভা-আসন সংখ্যা: ২৫০টি, ৫০টি আসনে মধ্যবর্তী সময়ে নির্বাচন হবে। গণসভার ২৫০ আসনে সরাসরি প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। সংরক্ষিত আসন রাখা যেতে পারে। | সরোয়ার তুষার |
| | | The constitution should transition from a unitary to a bicameral parliamentary system. In this model, a directly elected lower house would represent the general populace, while an upper house could be composed of representatives from various societal sectors, including professionals, ethnic minorities, and other marginalized groups. This upper house could serve as a critical check on the lower house's decisions, ensuring that legislation is well-considered, inclusive, and aligned with the interests of all citizens, thus enriching the democratic process. | K Shamsuddin Mahmood |
| | | "Bicameral Legislative System is necessary for Bangladesh.With a population of 180 million, TWO<br>HOUSES are required that should include the current Jatiyo Sangshad ( Parliament) and an Upper<br>House (that may be called Rastriyo Upadesta Parishad). The proposed Upper House will be ejected<br>by members of the Jatiyo Sangshad ( current Parliament) The proposed Upper House will have<br>Advisory roles and different from the roles of the Jatiyo Sangshad.40% seats should be reserved<br>for women in both Houses of the Parliament.The proposed Upper House will also Treasury and<br>Opposition members but have no roles in context of law-making" | Dr. Mohammed Parvez Imdad |
| | | ছাত্র সংসদ (অনুচ্ছেদ- ৬৫ এ): বাংলাদেশের আঞ্চলিক বিস্তৃতির মধ্যে চারটি আঞ্চলিক ছাত্র সংসদ প্রতিষ্ঠা হবে। সংবিধানে বর্ণিত শর্ত অনুসারে, তত্ত্বাবধান ও কাজ করার ক্ষমতা পাবেন। | অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন |
| | | ছাত্র সংসদগুলো নিজ নিজ অঞ্চলের অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষাগত উন্নতি, আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের বিষয়ে কাজ করবেন। ছাত্র সংসদ দ্বারা নেওয়া সিদ্ধান্তগুলো প্রাসঙ্গিক বা মনোনীত মন্ত্রণালয় দ্বারা কার্যকর করা হবে। | অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন |
| | | দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা থাকবে। উচ্চ কক্ষ বিশেষজ্ঞ ও আইনজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা গঠন করা যেতে পারে এবং নীম্ন কক্ষে জনগণের ভোটে নির্বাচিত ব্যক্তি থাকবেন। | এস এইচ চৌধুরী |
| | | অনুচ্ছেদ ৬৫(৩ক)-এর পরে নতুন অনুচ্ছেদ ৬৫ (৩খ) সংযোজন করা- দেশের ভিন্ন ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীসমূহের জনসংখ্যার স্বল্পতা এবং প্রান্তিকতার প্রেক্ষিতে জাতীয় সংসদে তাদের অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণের জন্য প্রত্যক্ষভাবে সংবিধানে আসন সংরক্ষণের সংবিধিবদ্ধ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন । | ইলিরা দেওয়ান |

| | পঞ্চম ভাগ: আইনসভা | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
| | | "দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ থাকবে। উচ্চ কক্ষ বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ যেমন-বাক স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, পরিচয়, মূল্যবোধ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, অর্থনীতি, প্রতিরক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে দায়িত্ব পালন করবেন। নীম্ন কক্ষের সদস্যরা স্থানীয় স্বার্থ নিয়ে কাজ করবেন।<br>সংসদে আসন সংখ্যা হবে ৩৩৩ (৩০৩+৩০)। এই পরিষদের নির্বাচন হবে জনসংখ্যা অনুপাতে। মানে প্রতি ছয় লক্ষ মানুষের জন্য একজন সংসদ সদস্য। উচ্চ কক্ষের সদস্যদের মেয়াদ হবে ৬ বছরের। | ড. শাফি আ. খালেদ |
| | | ছাত্র সংসদের সদস্যদের পদের মেয়াদ দ্বিবার্ষিক হবে, সদস্যপদ পাওয়ার জন্য সর্বোচ্চ বয়সসীমা ত্রিশ বছর। | অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন |
| | | জাতীয় নির্বাচনে সংখ্যানুপাতিক হারে আসন বন্টন হবে। প্রাপ্ত ভোটের আনুপাতিক হারে দলগুলো সংসদে আসন পাবে। | ড. শায়খ আহমদ |
| | | The Cabinet of such a transitional government should be filled in a vote- proportional way. Cabinet positions should be selected by the parties in round robin fashion (portfolio precedence may be given to smaller parties). The transitional PM should be nominated by the President in consultation with the political parties, so that such a transitional PM would have majority support in the cabinet. | Mohammad Nurul Minhaz |
| | | "First Pass Fifty method:<br>1. Candidates for parliament can be independent or nominated by political parties.<br>2. If one candidate gets 50%+ vote, he is declared winner. The votes for candidates who lost electoral money, should be ignored - remaining votes will be used to determine the percentage | Mohammad Nurul Minhaz |
| | | "সংরক্ষিত আসন শুধু নারীর জন্য নয়, জনসংখ্যার অনুপাতে বাড়াতে হবে<br>• জাতিগত এবং আদিবাসী সংখ্যালঘু<br>• প্রতিবন্ধী ব্যক্তি<br>• সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠী<br>আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য এই ব্যবস্থা চালু করা উচিত। এই প্রতিনিধিরা সদস্যদের দ্বারা ভোট দেওয়ার পরিবর্তে জনগণের দ্বারা সরাসরি নির্বাচিত হতে পারে সংসদের বৈধতা নিশ্চিত করতে প্রতিনিধিত্বের জন্য সংরক্ষিত আসন বিভিন্ন সেক্টর থেকে হতে পারে।<br>• শিক্ষা<br>• শ্রম এবং ট্রেড ইউনিয়ন<br>• কৃষি<br>• ছোট ব্যবসা | ফাইজা বর্ণা |
| | | গণপরিষদ (প্রথম কক্ষ) ও সিনেট (দ্বিতীয় কক্ষ) এর সমন্বয়ে দ্বিকক্ষ সংসদ ব্যবস্থা | মোহাম্মদ আহসানুল করিম |
| | | সংসদের উভয় কক্ষের প্রতিনিধিত্বের মেয়াদ হবে ৪ বছর। সিনেট (দ্বিতীয় কক্ষ)-এর অর্ধেকাংশ অথবা গণপরিষদ (প্রথম কক্ষ) ও সিনেট (দ্বিতীয়কক্ষ) চক্রাকারে দুই বছর পর পর নির্বাচন হবে। | মোহাম্মদ আহসানুল করিম |
| | | There should be a separate parliament and presidential election system for the state because if we see the president is elected by the members of parliament not by the people of Bangladesh for that reason the general will of the people doesn't express by the people of Bangladesh so here the democracy remains invalid. So, there must be Articles in constitution for election of member of parliaments and also for the election of president. | মারুফা আক্তার |
| | | "উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষের সমন্বয়ে দেশের জাতীয় সংসদ (পার্লামেন্ট) হবে দুইকক্ষ বিশিষ্ট।<br>ক. নিম্নকক্ষ' হবে ৩০০ সদস্য বিশিষ্ট। নিম্নকক্ষে রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত এলাকা ভিত্তিক নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকবেন।<br>খ. উচ্চকক্ষ ২০০ সদস্য বিশিষ্ট। উচ্চকক্ষে থাকবেন:-<br>১. শ্রম-কর্ম-পেশায় নিয়োজিত (শ্রমজীবী, কর্মজীবী, পেশাজীবী) ব্যক্তিদের দ্বারা নির্দলীয় বা অদলীয়ভাবে নির্বাচিত সদস্য।<br>২. প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের দ্বারা নির্দলীয় বা অদলীয়ভাবে নির্বাচিত নারী সদস্য।<br>৩. 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা'র নাগরিকদের দ্বারা নির্দলীয় বা অদলীয়ভাবে নির্বাচিত সদস্য।<br>৪. রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত সদস্য। (মূলত প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং আমলা-কর্মকর্তা ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ অন্যান্য পেশার মধ্য থেকে)<br>৫. জাতীয় নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোট অনুযায়ী আনুপাতিক হারে রাজনৈতিক দলসমূহের মনোনীত সদস্য।<br>ক. উচ্চকক্ষ'র অধ্যক্ষ থাকবেন উপ-রাষ্ট্রপতি।<br>খ. জাতীয় সংসদের (উভয় কক্ষ) মেয়াদকাল হবে ৪ (চার) বছর। | শহীদুল্লাহ ফরায়জী |

| | পঞ্চম ভাগ: আইনসভা | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবকের নাম** |
| | | কোনো নির্বাচনে কোনো রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হয়ে কোনো ব্যক্তি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলে তিনি যদি (ক) সংসদে অনাস্থা প্রস্তাবের উপর দলের বিপক্ষে ভোটদান করেন- তাহলে সংসদে তার আসন শূন্য হবে। | শহীদুল্লাহ ফরায়জী |
| **অনুচ্ছেদ ৬৬ (সংসদে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা)** | "৬৬। (১) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক হইলে এবং তাঁহার বয়স পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইলে এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত বিধান-সাপেক্ষে তিনি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইবার এবং সংসদ-সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন।<br>(২) কোন ব্যক্তি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইবার এবং সংসদ-সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি<br>(ক) কোন উপযুক্ত আদালত তাঁহাকে অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা করেন;<br>(খ) তিনি দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর দায় হইতে অব্যাহতি লাভ না করিয়া থাকেন;<br>(গ) তিনি কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করেন কিংবা কোন বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা বা স্বীকার করেন;<br>(ঘ) তিনি নৈতিক স্খলনজনিত কোন ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্যূন দুই বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তাঁহার মুক্তিলাভের পর পাঁচ বৎসরকাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে;<br>৩৬[***]<br>৩৭[(ঙ) তিনি ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীন কোন অপরাধের জন্য দণ্ডিত হইয়া থাকেন;<br>(চ) আইনের দ্বারা পদাধিকারীকে অযোগ্য ঘোষণা করিতেছে না, এমন পদ ব্যতীত তিনি প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন; অথবা]<br>(ছ) তিনি কোন আইনের দ্বারা বা অধীন অনুরূপ নির্বাচনের জন্য অযোগ্য হন।<br>৩৮[(২ক) এই অনুচ্ছেদের (২) দফার (গ) উপ-দফা তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক হইয়া কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করিলে এবং পরবর্তীতে উক্ত ব্যক্তি-<br>(ক) দ্বৈত নাগরিকত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে, বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ত্যাগ করিলে; কিংবা<br>(খ) অন্য ক্ষেত্রে, পুনরায় বাংলাদেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করিলে-<br>এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে তিনি বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন না।]<br>৩৯[(৩) এই অনুচেছদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে কোন ব্যক্তি কেবল রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপ-মন্ত্রী হইবার কারণে প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত বলিয়া গণ্য হইবেন না।]<br>(৪) কোন সংসদ-সদস্য তাঁহার নির্বাচনের পর এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত অযোগ্যতার অধীন হইয়াছেন কি না কিংবা এই সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ অনুসারে কোন সংসদ-সদস্যের আসন শূন্য হইবে কি না, সে সম্পর্কে কোন বিতর্ক দেখা দিলে শুনানী | কোন বিচারক কিংবা রাষ্ট্রের যেকোন কর্মচারি চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণের পর ৫ বছর অতিক্রান্ত না হইলে জাতীয় বা স্থানীয় কোন নির্বাচনে প্রার্থী হইতে পারিবেন না কিংবা কোন রাজনৈতিক দলের সদস্যপদ গ্রহণ করিতে পারিবেন না। | ড. শায়খ আহমদ |

| | পঞ্চম ভাগ: আইনসভা | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
| | ও নিষ্পত্তির জন্য প্রশ্নটি নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরিত হইবে এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।<br>(৫) এই অনুচ্ছেদের (৪) দফার বিধানাবলী যাহাতে পূর্ণ কার্যকরতা লাভ করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশনকে ক্ষমতাদানের জন্য সংসদ যেরূপ প্রয়োজন বোধ করিবেন, আইনের দ্বারা সেইরূপ বিধান করিতে পারিবেন। | | |
| | | "অনুচ্ছেদটি বিলুপ্ত ও সংবিধানের ৫ম (পঞ্চম) সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে।<br>তবে প্রাসঙ্গিক অংশে নিম্ন রূপ অংশ সংযোজিত হবে-<br>'রাষ্ট্রীয় অনুমতি সাপেক্ষে কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জনকারী বাংলাদেশি নাগরিক সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণে অধিকারী হবেন।" | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| | | একজন ব্যক্তি তিনবারের বেশি সংসদ সদস্য হতে পারবেন না। | মাহমুদুল হাসান, যুগ্ম সদস্য সচিব, ঢাকা উত্তর |
| | | সংসদ নির্বাচনের প্রার্থীর শিক্ষা ও অন্যান্য যোগতা নির্দিষ্ট করা। | মোঃ আলী হোসেন |
| | | দেশ ও জাতির স্বার্থে মেধাবী, দক্ষ ও অভিজ্ঞ সরকারি, আধাসরকারি ও স্বারিত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের নিবেদিত প্রাণ চাকুরীজীবিদের নাগরিক ও মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চাকরি হতে অবসর গ্রহনের পর পরই জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সুযোগদানের জন্য সংবিধান পরিপন্থি ও বৈষম্যমূলক গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ ১২ (১) (চ) ধারা বাতিল করার লক্ষ্যে সক্রিয় ভূমিকা পালনের অন্তরালে সংবিধান সংস্কার করার নেয়া প্রস্তাবনায় অন্তর্ভুক্ত করা। | মোঃ আলী হোসেন |
| | | সংবিধান অনুযায়ী সরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়িত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত ব্যক্তিগণ সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না। সেখানে উল্লেখ নেই যে, সরকারি চাকরি থেকে অবসর নেয়ার ০৩ (তিন) বছর পার না হলে কেউ সংসদ সদস্য নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না। সে মতে গনপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ ১২ (১) (চ) ধারাটি সংবিধান পরিপন্থী বিধায় সংস্কার তথা বাতিল করা প্রয়োজন। | মোঃ আলী হোসেন |
| | | রাজনৈতিক দলগুলোর জেলা কমিটির কেউ সংসদ সদস্য (এমপি) হতে পারবেন না। ৭৫ বছর বয়সের পর কোনো ব্যক্তি সংসদ সদস্য (এমপি) হতে পারবেন না। | অ্যাডভোকেট আব্দুর রহমান জীবল |
| | | পদে থাকাকালীন কোনও রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব দিতে পারবেন না। | কল্লোল মোস্তফা |
| | | সংবিধান অনুযায়ী সরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়িত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত ব্যক্তিগণ সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না। সেখানে উল্লেখ নেই যে, সরকারি চাকরি থেকে অবসর নেয়ার ০৩ (তিন) বছর পার না হলে কেউ সংসদ সদস্য নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না। সে মতে গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ ১২ (১) (চ) ধারাটি সংবিধান পরিপন্থী বিধায় সংস্কার তথা বাতিল করা প্রয়োজন। | "১. অধ্যাপক ডা এ.কে. এম ফজলুর রহমান<br>২. অধ্যাপক ড. ইকয়ামুল হক" |
| | | সংসদ সদস্যদের একমাত্র কাজ হবে আইন প্রণয়ন। উন্নয়ন কার্যক্রম স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। | ড. শায়খ আহমদ |
| | | সংসদে সরকার দলীয় প্রধান, দলের প্রধান ও প্রধানমন্ত্রী একই ব্যক্তি হতে পারবেন না। | শাহিদুল চৌধুরী |
| | | "জন্মসূত্রে বাংলাদেশি নাগরিক যারা দ্বৈত-নাগরিকত্ব নিয়েছেন তাদের জন্য সংবিধানের বৈষম্যমূলক ৬৬(২)(গ) অনুচ্ছেদটি বিলুপ্ত করা দরকার।<br>অপরদিকে দেড় কোটির উপরে প্রবাসী অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০% বাংলাদেশের বাহিরে বসবাস করছেন। তারা বাংলাদেশের নাগরিক ও বাংলাদেশের অর্থনীতির লাইফ লাইন। চার লক্ষ চাকমা উপজাতির জন্য প্রতিটি সরকারে তাদের প্রতিনিধিত্ব থাকে, বর্তমান অন্তবর্তী সরকারেও আছে। কিন্তু আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে দেড় কোটি প্রবাসীদের জন্য কোনো সরকারেই প্রবাসী প্রতিনিধি রাখা হয়নি। তাই দেড় কোটি উপরে প্রবাসীদের মধ্য থেকে ১০% সংসদে ও সরকারে প্রতিনিধিত্বের জন্য পরিষ্কার সাংবিধানিক প্রভিশন রাখার সুপারিশ করা যেতে পারে। | "ব্যারিস্টার নাজির আহমদ<br>সাংবাদিক অলিউল্লাহ নোমান<br>ব্যারিস্টার ইকবাল হোসেন<br>ব্যারিস্টার আলিমুল হক লিটন<br>নাসরুল্লাহ খাঁন জুনায়েদ" |
| | | "সংসদ সদস্য হওয়ার জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে। যে ব্যক্তি সংসদে একজন আইন প্রণেতা হবেন, তাকে আইনের খসড়া তৈরির জন্য আইনটি বুঝতে হবে।রসুতরাং, যিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবেন তার কমপক্ষে একটি স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে এবং পাবলিক সার্ভিস অভিজ্ঞতা, নেতৃত্ব জ্ঞান থাকতে হবে। | ফাইজা বর্ণা |
| | | There should be a provision in the constitution which implements that, any person having any<br>personal, pecuniary or direct interest in any matter which is considered by the Parliamentary<br>Committee should be disqualified to become an MP. | ফাইজা বর্ণা |

| | পঞ্চম ভাগ: আইনসভা | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
| | | Article 66, about the qualification and this should be reformed so that the capabilities of an individual may not exclude by the interference of political power or lowering age limits or any legal criteria for participation of young people and rural communities. Suppose education though important but sometimes even an educated person involve him in corruption so on the basis of people's choice need to appoint a representative. | "Airin Riya, MD Inzamamul Haque Zim, Nina Ahmmed Shila, Shah Ariful Islam, Tahsan Rahman Arpy" |
| **অনুচ্ছেদ ৬৭ (সদস্যদের আসন শূন্য হওয়া)** | ৬৭। (১) কোন সংসদ-সদস্যের আসন শূন্য হইবে, যদি<br>(ক) তাঁহার নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে নব্বই দিনের মধ্যে তিনি তৃতীয় তফসিলে নির্ধারিত শপথগ্রহণ বা ঘোষণা করিতে ও শপথপত্রে বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরদান করিতে অসমর্থ হন:<br>তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ মেয়াদ অতিবাহিত হইবার পূর্বে স্পীকার যথার্থ কারণে তাহা বর্ধিত করিতে পারিবেন;<br>(খ) সংসদের অনুমতি না লইয়া তিনি একাদিক্রমে নব্বই বৈঠক-দিবস অনুপস্থিত থাকেন;<br>(গ) সংসদ ভাঙ্গিয়া যায়;<br>(ঘ) তিনি এই সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন অযোগ্য হইয়া যান; অথবা<br>(ঙ) এই সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে বর্ণিত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।<br>(২) কোন সংসদ-সদস্য স্পীকারের নিকট স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন, এবং স্পীকার- কিংবা স্পীকারের পদ শূন্য থাকিলে বা অন্য কোন কারণে স্পীকার স্বীয় দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে ডেপুটি স্পীকার- যখন উক্ত পত্র প্রাপ্ত হন, তখন হইতে উক্ত সদস্যের আসন শূন্য হইবে। | নির্ধারিত সংসদীয় এলাকার এক শতাংশ ভোটারের স্বাক্ষরযুক্ত আবেদন স্পীকারের কাছে জমা দিয়ে সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা যাবে। | শাহিদুল চৌধুরী |
| | | Article 67 to 69 disqualification, clearer rule for disqualification that introduced moral behavior and that could implement human rights. For example, in respect of responsibility in leadership if anyone found guilty or violates any rights of human, he should be disqualified from holding that office. | Airin Riya, MD Inzamamul Haque Zim, Nina Ahmmed Shila, Shah Ariful Islam, Tahsan Rahman Arpy |
| **অনুচ্ছেদ ৬৮ (সংসদ-সদস্যদের [পারিশ্রমিক] প্রভৃতি)** | ৬৮। সংসদের আইন-দ্বারা কিংবা অনুরূপভাবে নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারিত হইবে, সংসদ-সদস্যগণ সেইরূপ [পারিশ্রমিক], ভাতা ও বিশেষ-অধিকার লাভ করিবেন। | "অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপে প্রতিস্থাপিত হবে;<br>৬৮। সংসদের আইন-দ্বারা কিংবা অনুরূপভাবে নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারিত হইবে, সংসদ-সদস্যগণ সেইরূপ পারিশ্রমিক পাবেন। এর অতিরিক্ত কোনোরূপ সুবিধা লাভের অধিকারী হবেন না। | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| **অনুচ্ছেদ ৬৯ (শপথগ্রহণের পূর্বে আসন গ্রহণ বা ভোট দান করিলে সদস্যের অর্থদণ্ড)** | ৬৯। কোন ব্যক্তি এই সংবিধানের বিধান অনুযায়ী শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবার এবং শপথপত্রে বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরদান করিবার পূর্বে কিংবা তিনি সংসদ-সদস্য হইবার যোগ্য নহেন বা অযোগ্য হইয়াছেন জানিয়া সংসদ-সদস্যরূপে আসনগ্রহণ বা ভোটদান করিলে তিনি প্রতি দিনের অনুরূপ কার্যের জন্য প্রজাতন্ত্রের নিকট দেনা হিসাবে উসুলযোগ্য এক হাজার টাকা করিয়া অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন। | "অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপে প্রতিস্থাপিত হবে<br>৬৯। কোন ব্যক্তি এই সংবিধানের বিধান অনুযায়ী শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবার এবং শপথপত্রে বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরদান করিবার পূর্বে কিংবা তিনি সংসদ-সদস্য হইবার যোগ্য নহেন বা অযোগ্য জানিয়াও সংসদ-সদস্যরূপে আসনগ্রহণ বা ভোটদান করিলে তিনি অনুরূপ কার্যের জন্য ফৌজদারী অভিযোগে অভিযুক্ত ও দৈনিক পঞ্চাশ হাজার টাকা হারে অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।" | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |

| | পঞ্চম ভাগ: আইনসভা | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
| **অনুচ্ছেদ ৭০ (রাজনৈতিক দল হইতে পদত্যাগ বা দলের বিপক্ষে ভোটদানের কারণে আসন শূন্য হওয়া)** | "[৭০। কোন নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হইয়া কোন ব্যক্তি সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইলে তিনি যদি-<br>(ক) উক্ত দল হইতে পদত্যাগ করেন, অথবা<br>(খ) সংসদে উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করেন,<br>তাহা হইলে সংসদে তাঁহার আসন শূন্য হইবে, তবে তিনি সেই কারণে পরবর্তী কোন নির্বাচনে সংসদ-সদস্য হইবার অযোগ্য হইবেন না।]" | | |
| | | সংবিধানের প্রধান ত্রুটি ৭০ নম্বর অনুচ্ছেদ। সরকারী দল হোক কিংবা বিরোধী দল হোক সকল দলের নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের উপর দলীয় প্রধানের একচ্ছত্র ক্ষমতা প্রদানের এই ধারাটি ভিন্ন মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে পুরোপুরি হরণ করে নিয়েছে। সুতরাং, ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে শুধু 'নো কনফিডেন্স মোশনের' ক্ষেত্রে দলকে সমর্থন করার বাধ্যবাধকতা বহাল রেখে অন্য সকল আইন প্রণয়ন ও মত প্রকাশের ক্ষেত্রে বিধি নিষেধ তুলে দিতে হবে। | প্রফেসর ড. মইনুল ইসলাম, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় |
| | | অর্থ বিল ও অনাস্থা ভোট ছাড়া সংসদ সদস্যরা দলের সিদ্ধান্তের বাইরে ভোট দিতে পারবে। | অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন |
| | | দলের বিরুদ্ধে সংসদে কথা বলা বা ভোট দেওয়া যাবে। তাতে সংসদ সদস্য পদ খারিজ হবে না। | মাহমুদুল হাসান, যুগ্ম সদস্য সচিব, ঢাকা উত্তর |
| | | দলের বিরুদ্ধে সংসদে কথা বলা বা ভোট দেওয়া যাবে। তাতে সংসদ সদস্য পদ খারিজ হবে না। | প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম<br>ড. শায়খ আহমদ |
| | | সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে দলের বিরুদ্ধে অনাস্থা ভোট ছাড়া আর সকল ক্ষেত্রে সংসদ সদস্য কর্তৃক দলের বিপক্ষে ভোট দানের সুযোগ তৈরি করতে হবে | কল্লোল মোস্তফা |
| | | কোনো নির্দলীয় সংসদ সদস্য কোনো রাজনৈতিক দলে যোগ দিলে তার সদস্যপদ বাতিল হবে। | শাহিদুল চৌধুরী |
| | | Article 70 of the constitution shall be null & void. | Shamsul Arefin Arif |
| | | অনুচ্ছেদ বাদ বা আমূল সংস্কার করা, স্বৈরাচারী বা স্বেচ্ছাচারী ব্যবস্থা নির্মূলে ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা এবং একটি বৈষম্যহীন সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় আমাদের সবারই দায়বদ্ধতা রয়েছে। | অধ্যাপক মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় |
| | | দলের বিপক্ষে ভোট প্রদানসংক্রান্ত বাধানিষেধ বাতিল করতে হবে। ৭০ অনুচ্ছেদ, কার্যপ্রণালি বিধি এবং স্থায়ী কমিটির ক্ষমতা সংস্কার করে সংসদকে কার্যকর করা জরুরী। | মুসা আল হাফিজ |
| | | বিভিন্ন ইস্যুতে সংসদে ভোটাভুটির ক্ষেত্রে এমপিদের ফ্লোর ক্রসিং করার সুযোগ দিতে হবে। যেন তারা তাদের দলের সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়েও সংসদে ভোট দিতে পারেন এবং এর জন্য যেন তারা যেন বহিষ্কৃত না হয। তাছাড় তাদের ইচ্ছে হলে সরকারি বা নিজ দল থেকে সরে এসে স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য হিসেবে থাকার সুযোগ দিতে হবে। | |
| | | Abolishing Article 70 to Enable Independent Decision-Making for MPs. Removing Article 70 would allow MPs the freedom to vote according to their conscience and the interests of their constituents, rather than merely following the directives of party leadership. | K Shamsuddin Mahmood |
| | | Specific clauses need to be incorporated in the Constitution to resist " authoritarianism" and<br>promoting democratic norms and practices within political parties. These provisions should be<br>aligned to relevant electoral and representation regulations In this context,the Constitution should<br>give clear indications to resist probable tendencies towards autocratic democracy or democratic<br>autocracy in future.There is need to revoke/restructure Article 70 of the Constitution to facilitate<br>free,fair and impartial discussions even outside party lines and if required in the greater interest of<br>the country and people. | Dr. Mohammed Parvez Imdad, |

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
|---|---|---|---|
| | | বাংলাদেশের সংবিধান থেকে ৭০ অনুচ্ছেদের মতো এমন অযৌক্তিক, বিবেক বিরোধী ও সংসদ সদস্যদের মৌলিক অধিকার পরিপন্থি এই কালো অনুচ্ছেদ হয় বিলুপ্ত করা দরকার নতুবা কমপক্ষে শর্ত শিথিল করে এমন পর্যায়ে আনা দরকার যে সরকারের প্রতি অনাস্থা প্রস্তাব ব্যতিত অন্য সব ক্ষেত্রে এমপিরা নিজের বিবেক থেকে ভোট দিতে পারবেন | "ব্যারিস্টার নাজির আহমদ<br>সাংবাদিক অলিউল্লাহ নোমান<br>ব্যারিস্টার ইকবাল হোসেন<br>ব্যারিস্টার আলিমুল হক লিটন<br>নাসরুল্লাহ খাঁন জুনায়েদ" |
| | | Article 70 Restriction on floor crossing. This article limits member from voting against own party. But this article could allow members to vote against the party if that Bill or law is connected to public interest, which will ensure the practice of conscience, equality, freedom of expression | "Airin Riya, MD<br>Inzamamul Haque Zim,<br>Nina Ahmmed Shila,<br>Shah Ariful Islam,<br>Tahsan Rahman Arpy" |
| | | সংসদ সদস্যদের সংসদে মত প্রকাশ ও বিলে ভোট প্রদানে স্বাধীনতা আনা, সে লক্ষ্যে বর্তমান '৭০ অনুচ্ছেদ সংস্কার করা। | অরূপ রাহী |
| | | ৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল করতে হবে। এধরনের কোনো বিধান রাখা যাবে না মতো কোনো বিধান রাখা যাবে না। | "অ্যাডভোকেট আব্দুর রহমান জীবল<br>ইলিরা দেওয়ান<br>অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক" |
| | | ৭০ অনুচ্ছেদ সংস্কার করতে হবে | তাসফিয়া আফরিন |
| | | "সংসদ সদস্যরা দল বদল করলে, অন্য কোনো রাজনৈতিক দলে যোগ দিলে বা দলের সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করলে তার সংসদ সদস্য পদ শূন্য হবে। তবে আস্থা ভোটের ক্ষেত্রে দলের বিপক্ষে ভোট দেওয়া যাবে না। অন্য সকল বিষয়ে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকবে। | সরোয়ার তুষার |
| | | "Allowing floor crossing without restrictions will be counter productive.<br>We should note that MPs should be accountable to their electorates as well as the party that nominated them. A political party also should not get a free pass for failing to nominate a trust-worthy person as MP. With those in mind, I shall propose following restrictions on floor crossing:<br>1. MPs elected as independents should never be penalized for floor crossing even if after elections they join a party.<br>2. A party can request to void the position of its MPs for floor crossing or for other reasons so long it can democratically decide to do so. More on this later.<br>3. If a party has requested to void a position of an MP, party must pay full cost of recall election or byelection.<br>4. In the recall election there can be only two candidates. One is the deposed MP if he chooses to run as an independent and the other is a new candidate nominated by the party. This is to make it like a referendum where all other parties may potentially stand behind the independent candidate.<br>5. If there are not two candidates for recall election – that is either party does not have a new candidate or the deposed MP would not run, then there would be an open by-election to elect a new MP (the declining party(s) of recall cannot take part in by-election). As mentioned above, whether recall election or byelection, the deposing party must pay the full cost of the election." | Mohammad Nurul Minhaz |
| | | "MPs the opportunity to vote independently on issues unrelated to the stability of the government: Bills that don't have financial ramifications or constitutional revisions are examples of ordinary legislation. Discussions pertaining to regional, social, or environmental issues that need a localized response. Discussions or policy recommendations that don't impact the government's ability to survive. Limiting Floor-Crossing Provisions: Restrict the ""anti-defection"" clause's application to important issues like:<br>• Votes for confidence or no-confidence motion.<br>• Approving the budget.<br>• Measures to modify the constitution, when party discipline is crucial.12" | ফাইজা বর্ণা |

| | পঞ্চম ভাগ: আইনসভা | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবকের নাম** |
| **অনুচ্ছেদ ৭১ (দ্বৈত-সদস্যতায় বাধা)** | "৭১। (১) কোন ব্যক্তি একই সময়ে দুই বা ততোধিক নির্বাচনী এলাকার সংসদ-সদস্য হইবেন না।<br>(২) কোন ব্যক্তির একই সময়ে দুই বা ততোধিক নির্বাচনী এলাকা হইতে নির্বাচনপ্রার্থী হওয়ায় এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় বর্ণিত কোন কিছুই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিবে না, তবে তিনি যদি একাধিক নির্বাচনী এলাকা হইতে নির্বাচিত হন তাহা হইলে-<br>(ক) তাঁহার সর্বশেষ নির্বাচনের ত্রিশ দিনের মধ্যে তিনি কোন্ নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধিত্ব করিতে ইচ্ছুক, তাহা জ্ঞাপন করিয়া নির্বাচন কমিশনকে একটি স্বাক্ষরযুক্ত ঘোষণা প্রদান করিবেন এবং তিনি অন্য যে সকল নির্বাচনী এলাকা হইতে নির্বাচিত হইয়াছিলেন, অতঃপর সেই সকল এলাকার আসনসমূহ শূন্য হইবে;<br>(খ) এই দফার (ক) উপ-দফা মান্য করিতে অসমর্থ হইলে তিনি যে সকল আসনে নির্বাচিত হইয়াছিলেন, সেই সকল আসন শূন্য হইবে; এবং<br>(গ) এই দফার উপরি-উক্ত বিধানসমূহ যতখানি প্রযোজ্য, ততখানি পালন না করা পর্যন্ত নির্বাচিত ব্যক্তি সংসদ-সদস্যের শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিতে ও শপথপত্রে বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরদান করিতে পারিবেন না।" | "৭১ অনুচ্ছেদটি বিলুপ্ত ও নিম্নরূপে প্রতিস্থাপিত হবে;<br>৭১। কোনো ব্যক্তি একই সময়ে একাধিক নির্বাচনী এলাকার সংষদ সদস্য পদে প্রার্থী হতে পারবেন না।" | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| | | Article 71 to 79 is about electoral process which is the major issue on this year but it is essential to put system to ensure fair election. By transparency and preventing electoral fraud by using the technology should be reformed. Ensuring easy to vote and participation in parliamentary proceeding for public. This will empower the citizen of Bangladesh to contribute directly on the legislative process | "Airin Riya, MD Inzamamul Haque Zim, Nina Ahmmed Shila, Shah Ariful Islam, Tahsan Rahman Arpy" |

| | পঞ্চম ভাগ: আইনসভা | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
| **অনুচ্ছেদ ৭২ (সংসদের অধিবেশন)** | "৭২। (১) সরকারী বিজ্ঞপ্তি-দ্বারা রাষ্ট্রপতি সংসদ আহবান , স্থগিত ও ভঙ্গ করিবেন এবং সংসদ আহবানকালে রাষ্ট্রপতি প্রথম বৈঠকের সময় ও স্থান নির্ধারণ করিবেন: ৪৩[তবে শর্ত থাকে যে,৪৪[১২৩ অনুচ্ছেদের (৩) দফার (ক) উপ-দফায় উল্লিখিত নব্বই দিন সময় ব্যতীত অন্য সময়ে] সংসদের এক অধিবেশনের সমাপ্তি ও পরবর্তী অধিবেশনের প্রথম বৈঠকের মধ্যে ষাট দিনের অতিরিক্ত বিরতি থাকিবে না:<br>তবে আরও শর্ত থাকে যে, এই দফার অধীন তাঁহার দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক লিখিতভাবে প্রদত্ত পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন।]<br>(২) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার বিধানাবলী সত্ত্বেও সংসদ-সদস্যদের যে কোন সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হইবার ত্রিশ দিনের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্য সংসদ আহবান করা হইবে।<br>(৩) রাষ্ট্রপতি পূর্বে ভাঙ্গিয়া না দিয়া থাকিলে প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইলে সংসদ ভাঙ্গিয়া যাইবে:<br>তবে শর্ত থাকে যে, প্রজাতন্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত থাকিবার কালে সংসদের আইন-দ্বারা অনুরূপ মেয়াদ এককালে অনধিক এক বৎসর বর্ধিত করা যাইতে পারিবে, তবে যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে বর্ধিত মেয়াদ কোনক্রমে ছয় মাসের অধিক হইবে না।<br>(৪) সংসদ ভঙ্গ হইবার পর এবং সংসদের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বে রাষ্ট্রপতির নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, প্রজাতন্ত্র যে যুদ্ধে লিপ্ত রহিয়াছেন, সেই যুদ্ধাবস্থার বিদ্যমানতার জন্য সংসদ পুনরাহবান করা প্রয়োজন, তাহা হইলে যে সংসদ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছিল, রাষ্ট্রপতি তাহা আহবান করিবেন।<br>(৫) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার বিধানাবলী-সাপেক্ষে কার্যপ্রণালী-বিধি-দ্বারা বা অন্যভাবে সংসদ যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সংসদের বৈঠকসমূহ সেইরূপ সময়ে ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।" | রাষ্ট্রপতি শুধুমাত্র আইনসভার নেতার পরামর্শক্রমে সময়ের আগে সংসদ ভেঙে দিতে পারবেন। | সরোয়ার তুষার |
| | | সংসদের জরুরি বৈঠক আহ্বানে রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও সংসদ নেতা পরামর্শ দিতে পারবেন। | সরোয়ার তুষার |
| | | অনুচ্ছেদটি বিলুপ্ত ও সংবিধানের ৫ম (পঞ্চম) সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে। | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| **অনুচ্ছেদ ৭৩ (সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণ ও বাণী)** | "৭৩। (১) রাষ্ট্রপতি সংসদে ভাষণ দান এবং বাণী প্রেরণ করিতে পারিবেন।<br>(২) সংসদ-সদস্যদের প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পর প্রথম অধিবেশনের সূচনায় এবং প্রত্যেক বৎসর প্রথম অধিবেশনের সূচনায় রাষ্ট্রপতি সংসদে ভাষণ দান করিবেন।<br>(৩) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণ শ্রবণ বা প্রেরিত বাণী প্রাপ্তির পর সংসদ উক্ত ভাষণ বা বাণী সম্পর্কে আলোচনা করিবেন।" | অনুচ্ছেদটি বিলুপ্ত ও সংবিধানের ৫ম (পঞ্চম) সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে। | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |

| | পঞ্চম ভাগ: আইনসভা | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
| **অনুচ্ছেদ ৭৩ক (সংসদ সম্পর্কে মন্ত্রীগণের অধিকার)** | "৭৩ক। (১) প্রত্যেক মন্ত্রী সংসদে বক্তৃতা করিতে এবং অন্যভাবে ইহার কার্যাবলীতে অংশগ্রহণ করিতে অধিকারী হইবেন, তবে যদি তিনি সংসদ-সদস্য না হন, তাহা হইলে তিনি ভোটদান করিতে পারিবেন না এবং তিনি কেবল তাঁহার মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কে বক্তব্য রাখিতে পারিবেন ।<br>(২) এই অনুচ্ছেদে ""মন্ত্রী"" বলিতে প্রধানমন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রী অন্তর্ভুক্ত।" | অনুচ্ছেদটি বিলুপ্ত ও সংবিধানের ৫ম (পঞ্চম) সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে। | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| **অনুচ্ছেদ ৭৪ (১) স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার** | | ডেপুটি স্পীকার বিরোধী দল থেকে নির্বাচিত হবেন। | ড. শায়খ আহমদ |
| | | অনুচ্ছেদটি বিলুপ্ত ও সংবিধানের ৫ম (পঞ্চম) সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে। | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| | | স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার একই দলের পক্ষ থেকে হতে পারবেন না। | শাহিদুল চৌধুরী |
| | | | |
| **অনুচ্ছেদ ৭৫ (কার্যপ্রণালী-বিধি, কোরাম প্রভৃতি)** | | অনুচ্ছেদটি বিলুপ্ত ও সংবিধানের ৫ম (পঞ্চম) সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে। | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| | | | |
| **অনুচ্ছেদ ৭৬ (সংসদের স্থায়ী কমিটিসমূহ)** | "৭৬। (১) ৫০[* * *] সংসদ-সদস্যদের মধ্য হইতে সদস্য লইয়া সংসদ নিম্নলিখিত স্থায়ী কমিটিসমূহ নিয়োগ করিবেন:<br>(ক) সরকারী হিসাব কমিটি;<br>(খ) বিশেষ-অধিকার কমিটি; এবং<br>(গ) সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধিতে নির্দিষ্ট অন্যান্য স্থায়ী কমিটি।<br>(২) সংসদ এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লিখিত কমিটিসমূহের অতিরিক্ত অন্যান্য স্থায়ী কমিটি নিয়োগ করিবেন এবং অনুরূপভাবে নিযুক্ত কোন কমিটি এই সংবিধান ও অন্য কোন আইন-সাপেক্ষে<br>(ক) খসড়া বিল ও অন্যান্য আইনগত প্রস্তাব পরীক্ষা করিতে পারিবেন;<br>(খ) আইনের বলবৎকরণ পর্যালোচনা এবং অনুরূপ বলবৎকরণের জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণের প্রস্তাব করিতে পারিবেন;<br>(গ) জনগুরুত্বসম্পন্ন বলিয়া সংসদ কোন বিষয় সম্পর্কে কমিটিকে অবহিত করিলে সেই বিষয়ে কোন মন্ত্রণালয়ের কার্য বা প্রশাসন সম্বন্ধে অনুসন্ধান বা তদন্ত করিতে পারিবেন এবং কোন মন্ত্রণালয়ের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহের এবং প্রশ্নাদির মৌখিক বা লিখিত উত্তরলাভের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন;<br>(ঘ) সংসদ কর্তৃক অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন।<br>(৩) সংসদ আইনের দ্বারা এই অনুচ্ছেদের অধীন নিযুক্ত কমিটিসমূহকে<br>(ক) সাক্ষীদের হাজিরা বলবৎ করিবার এবং শপথ, ঘোষণা বা অন্য কোন উপায়ের অধীন করিয়া তাঁহাদের সাক্ষ্যগ্রহণের,<br>(খ) দলিলপত্র দাখিল করিতে বাধ্য করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।" | আইন, অর্থ, স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ে স্থায়ী কমিটির সভাপতি হিসেবে বিরোধীদলের সদস্যদের বাধ্যতামূলক মনোনয়ন দিতে হবে। যেন এই মন্ত্রণালযগুলো নজরদারিত ও জবাবদিহিতায় থাকে | মুসা আল হাফিজ |
| | | প্রধানমন্ত্রীকে জবাবদিহি করার জন্য সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ক্ষমতার পরিধি নির্ধারণ করা। | অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন |

| | পঞ্চম ভাগ: আইনসভা | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
| | | প্রস্তাবিত বিধান: প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীগণ পৃথকভাবে এবং সম্মিলিতভাবে সংসদের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন। সংসদীয় স্থায়ী কমিটি প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের কার্যকারিতা পরীক্ষা করতে পারে, আইন লঙ্ঘন পাওয়া গেলে, কমিটি যথাযথ সিদ্ধান্তের জন্য সংসদে প্রতিবেদন দেবে। | অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন |
| | | সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমকে জবাবদিহির আওতায় আনার জন্য শক্তিশালী ও কার্যকর সংসদীয় স্থায়ী কমিটি প্রয়োজন। এ জন্য সংবিধানের ৭৬ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে বিরোধীদলের নেতৃত্ব বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং সংসদীয় কমিটির সুপারিশ যেন সরকার গুরুত্বের সাথে নিতে বাধ্য হয় তার বিধান যুক্ত করতে হবে। | কল্লোল মোস্তফা |
| | | সংসদীয় কমিটি গঠনের জন্য সংসদ নেতা তার নিজ সংসদীয় দলের পক্ষ থেকে প্রস্তাব আনবেন। তবে প্রস্তাবটি সংসদ চূড়ান্ত করবে। | সরোয়ার তুষার |
| | | "সংসদীয় কমিটি মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করতে পারবে। শুনানি এবং সুপারিশের ভিত্তিতে প্রস্তাব সংসদে পাঠাবে। সুপারিশ ভোটাভুটির মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হবে।<br>" | সরোয়ার তুষার |
| | | অনুচ্ছেদটি বিলুপ্ত  ও সংবিধানের ৫ম (পঞ্চম) সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে। | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| | | পাবলিক একাউন্টস কমিটির প্রধানের পদ বিরোধী দলের নেতার জন্য সংরক্ষিত থাকবে। তবে বিরোধী দলের নেতা কোনো রাজনৈতিক দলের প্রধান হতে পারবেন না। | শাহিদুল চৌধুরী |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ ৭৭ (ন্যায়পাল)** | "৭৭। (১) সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালের পদ-প্রতিষ্ঠার জন্য বিধান করিতে পারিবেন।<br>(২) সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালকে কোন মন্ত্রণালয়, সরকারী কর্মচারী বা সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের যে কোন কার্য সম্পর্কে তদন্ত পরিচালনার ক্ষমতাসহ যেরূপ ক্ষমতা কিংবা যেরূপ দায়িত্ব প্রদান করিবেন, ন্যায়পাল সেইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন।<br>(৩) ন্যায়পাল তাঁহার দায়িত্বপালন সম্পর্কে বাৎসরিক রিপোর্ট প্রণয়ন করিবেন এবং অনুরূপ রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হইবে।" | ওমবুডসম্যান বা ন্যায়পালের বিধান বহাল থাকবে। এটিকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। | অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ |
| | | ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠা করতে হবে। | "১. মাহমুদুল হাসান, যুগ্ম সদস্য সচিব, ঢাকা উত্তর,<br>২. প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম,<br>৩. ড. মো. মনিরুল হুদা<br>" |
| | | একনেকে পাশ হওয়া সব নথিপত্র ন্যায়পালের দপ্তরে অনুমোদনের জন্য পাঠাতে হবে। | মাহমুদুল হাসান, যুগ্ম সদস্য সচিব, ঢাকা উত্তর |
| | | অনুচ্ছেদটি বিলুপ্ত  ও সংবিধানের ৫ম (পঞ্চম) সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে। | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| | | যে কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি করার আগে ন্যায়পালের অনুমোদন লাগবে। | মাহমুদুল হাসান, যুগ্ম সদস্য সচিব, ঢাকা উত্তর |
| | | "একটি উপধারা যুক্ত করতে হবে-<br>(১) সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালের পদ-প্রতিষ্ঠার জন্য বিধান করিতে হইবে।<br>(২) সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালকে কোন মন্ত্রণালয়, সরকারি কর্মচারী বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের যেকোনো কার্য<br> সম্পর্কে তদন্ত পরিচালনার ক্ষমতাসহ যেরূপ ক্ষমতা কিংবা যে রূপ দায়িত্ব প্রদান করিবেন ন্যায়পাল সেইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন।<br>(৩) ন্যায়পাল তাঁহার দায়িত্বপালন সম্পর্কে বাৎসরিক রিপোর্ট প্রণয়ন করিবেন এবং অনুরূপ রিপোর্ট  সংসদে উপস্থাপিত হইবে।<br>(৯) ন্যায়পালের সদস্যদের মধ্যে দেশের সুশীল সমাজ ও বুদ্ধিজীবীদের পাশাপাশি আলেমদের অংশগ্রহণও নিশ্চিত করতে হবে।" | শায়খ আহমাদুল্লাহ ও মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুম |

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
|---|---|---|---|
| | | "(১), ""সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালের পদ-প্রতিষ্ঠার জন্য বিধান করিতে হইবে।<br>(২) সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালকে কোন মন্ত্রণালয়, সরকারী কর্মচারী বা সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের যে কোন কার্য সম্পর্কে তদন্ত পরিচালনার ক্ষমতাসহ যেরূপ ক্ষমতা কিংবা যেরূপ দায়িত্ব প্রদান করিবেন, ন্যায়পাল সেইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন।<br>(৩) ন্যায়পাল তাঁহার দায়িত্বপালন সম্পর্কে বাৎসরিক রিপোর্ট প্রণয়ন করিবেন এবং অনুরূপ রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হইবে।<br>(৯) ন্যায়পালের সদস্যদের মধ্যে দেশের সুশীল সমাজ ৪ বুদ্ধিজীবিদের পাশাপাশি আলেমদের অংশগ্রহণও নিশ্চিত করা হইবে।" | "মুফতি সাইফুল ইসলাম মাহফূযুল হক" |
| | | রাষ্ট্রপতি ন্যায়পালকে নির্দেশ দিতে পারবেন যেকোনো ব্যক্তি, সংস্থা বা কর্মবিভাগ সম্পর্কে তদন্ত বা নিরীক্ষা করতে। | সরোয়ার তুষার |
| | | "রাষ্ট্রে একজন প্রধান ন্যায়পাল এবং আইনের দ্বারা আরও বেশ কয়েকজন ন্যায়পাল নিয়োগ করা হবে। প্রধান ন্যায়পাল সরকারি বিভাগ, তার অধীন কর্মবিভাগসহ রিপাবলিকের সীমানার সকল প্রতিষ্ঠান (রাজনৈতিক দল বাদে) আইনানুগ ও বিধি সম্মতভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে কিনা তা তদন্ত ও নিরীক্ষা করতে পারবেন। তিনি প্রয়োজনীয় আইন-বিধি প্রণয়নের জন্য সংসদ ও রাষ্ট্রপতির কাছে প্রস্তাব পাঠাতে পারবেন।<br>" | সরোয়ার তুষার |
| | | "একজন প্রধান ও আরো দুজন সদস্য নিয়ে ন্যায়পাল গঠিত হতে পারে।<br>ন্যায়পাল প্রধান ও সদস্যদের রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দিবেন।<br>ন্যায়পাল প্রধান ও সদস্যগণ অবসরপ্রাপ্ত বিচারক হতে পারেন।<br>মেয়াদ হবে তিন বছর।<br>ন্যায়পাল প্রধান ও সদস্যদের ব্যক্তিগত ও পরিবারের সদস্যদের দ্বৈত নাগরিকত্ব থাকতে পারবে না।<br>উচ্চ আদালতের বিচারপতি, সার্চ কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন সহ সকল সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও সদস্যদের দুর্নীতির অভিযোগ তদন্ত করবেন।<br>দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি এবং অনৈতিকতার অভিযোগ প্রমানিত হলে ন্যায়পাল দ্রুত তদন্ত করে কঠোরতর শাস্তির ব্যবস্থা নেয়ার জন্য মামলা করবেন।<br>ন্যায়পাল কমিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ এলে রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে এটর্নী জেনারেলের অফিস তদন্ত কাজ পরিচালনা করবেন এবং প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে তিন বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চে বিচার পরিচালনা করবেন।<br>" | ড. শায়খ আহমদ |
| | | প্রধান ন্যায়পাল ও অন্যান্য ন্যায়পালের অপসারণ/অভিশংসন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতিদের অনুরূপ পদ্ধতিতে করা হবে। প্রধান ন্যায়পাল সংসদ ও তার অধীনস্থ কমিটিসমূহের কাছে জবাবদিহি করবেন। | সরোয়ার তুষার |
| **অনুচ্ছেদ ৭৮ (সংসদ ও সদস্যদের বিশেষ অধিকার ও দায়মুক্তি)** | "৭৮। (১) সংসদের কার্যধারার বৈধতা সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।<br>(২) সংসদের যে সদস্য বা কর্মচারীর উপর সংসদের কার্যপ্রণালীনিয়ন্ত্রণ, কার্যপরিচালনা বা শৃঙ্খলারক্ষার ক্ষমতা ন্যস্ত থাকিবে, তিনি এই সকল ক্ষমতাপ্রয়োগ সম্পর্কিত কোন ব্যাপারে কোন আদালতের এখতিয়ারের অধীন হইবেন না।<br>(৩) সংসদে বা সংসদের কোন কমিটিতে কিছু বলা বা ভোটদানের জন্য কোন সংসদ-সদস্যের বিরুদ্ধে কোন আদালতে কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।<br>(৪) সংসদ কর্তৃক বা সংসদের কর্তৃত্বে কোন রিপোর্ট, কাগজপত্র, ভোট বা কার্যধারা প্রকাশের জন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন আদালতে কোন কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।<br>(৫) এই অনুচ্ছেদ-সাপেক্ষে সংসদের আইন-দ্বারা সংসদের, সংসদের কমিটিসমূহের এবং সংসদ-সদস্যদের বিশেষ-অধিকার নির্ধারণ করা যাইতে পারিবে।" | "৭৮। (১) সংসদের কার্যধারার বৈধতা সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না। তবে শরিয়্যাহ কমিশনে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে।<br>" | শায়খ আহমাদুল্লাহ ও মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুম |
| | | অনুচ্ছেদটি বিলুপ্ত ও সংবিধানের ৫ম (পঞ্চম) সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে। | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |

| | পঞ্চম ভাগ: আইনসভা | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবকের নাম** |
| | | "সংসদের কার্যধারার বৈধতা সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না। তবে শরিআহ কমিশনে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে" | মুফতি সাইফুল ইসলাম |
| | "২য় পরিচ্ছেদ<br>আইন প্রনয়ন ও অর্থসংক্রান্ত পদ্ধতি" | | |
| **অনুচ্ছেদ ৮০ (আইন প্রণয়ন পদ্ধতি)** | "৮০। (১) আইনপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে সংসদে আনীত প্রত্যেকটি প্রস্তাব বিল আকারে উত্থাপিত হইবে।<br>(২) সংসদ কর্তৃক কোন বিল গৃহীত হইলে সম্মতির জন্য তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করিতে হইবে।<br>৫১[(৩) রাষ্ট্রপতির নিকট কোন বিল পেশ করিবার পর পনর দিনের মধ্যে তিনি তাহাতে সম্মতিদান করিবেন কিংবা অর্থবিল ব্যতীত অন্য কোন বিলের ক্ষেত্রে বিলটি বা তাহার কোন বিশেষ বিধান পুনর্বিবেচনার কিংবা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্দেশিত কোন সংশোধনী বিবেচনার অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া একটি বার্তাসহ তিনি বিলটি সংসদে ফেরত দিতে পারিবেন; এবং রাষ্ট্রপতি তাহা করিতে অসমর্থ হইলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।]<br>(৪) রাষ্ট্রপতি যদি বিলটি অনুরূপভাবে সংসদে ফেরত পাঠান, তাহা হইলে সংসদ রাষ্টপতির বার্তাসহ তাহা পুনর্বিবেচনা করিবেন; এবং সংশোধনীসহ বা সংশোধনী ব্যতিরেকে 52[***] সংসদ পুনরায় বিলটি গ্রহণ করিলে সম্মতির জন্য তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হইবে এবং অনুরূপ উপস্থাপনের সাত দিনের মধ্যে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিবেন; এবং রাষ্ট্রপতি তাহা করিতে অসমর্থ হইলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।<br>(৫) সংসদ কর্তৃক গৃহীত বিলটিতে রাষ্ট্রপতি সম্মতিদান করিলে বা তিনি সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইলে তাহা আইনে পরিণত হইবে এবং সংসদের আইন বলিয়া অভিহিত হইবে।" | "যেকোন বিল পাসের জন্য: সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন লাগবে। সংবিধান সংশোধনের জন্য: সংসদের তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের সমর্থন লাগবে। " | শাহিদুল চৌধুরী |
| | | অনুচ্ছেদটি বিলুপ্ত ও সংবিধানের ৫ম (পঞ্চম) সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে। | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| | "৩য় পরিচ্ছেদ<br>অধ্যাদেশপ্রণয়ন-ক্ষমতা" | | |

| | পঞ্চম ভাগ: আইনসভা | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
| **অনুচ্ছেদ ৯৩ (অধ্যাদেশ প্রণয়ন ক্ষমতা)** | "৯৩। (১) ৫৭[সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় অথবা উহার অধিবেশনকাল ব্যতীত] কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট আশু ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইলে তিনি উক্ত পরিস্থিতিতে যেরূপ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিবেন, সেইরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিতে পারিবেন এবং জারী হইবার সময় হইতে অনুরূপভাবে প্রণীত অধ্যাদেশ সংসদের আইনের ন্যায় ক্ষমতাসম্পন্ন হইবে:<br>তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার অধীন কোন অধ্যাদেশে এমন কোন বিধান করা হইবে না,<br>(ক) যাহা এই সংবিধানের অধীন সংসদের আইন-দ্বারা আইনসঙ্গতভাবে করা যায় না;<br>(খ) যাহাতে এই সংবিধানের কোন বিধান পরিবর্তিত বা রহিত হইয়া যায়; অথবা<br>(গ) যাহার দ্বারা পূর্বে প্রণীত কোন অধ্যাদেশের যে কোন বিধানকে অব্যাহতভাবে বলবৎ করা যায়।<br>(২) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার অধীন প্রণীত কোন অধ্যাদেশ জারী হইবার পর অনুষ্ঠিত সংসদের প্রথম বৈঠকে তাহা উপস্থাপিত হইবে এবং ইতঃপূর্বে বাতিল না হইয়া থাকিলে অধ্যাদেশটি অনুরূপভাবে উপস্থাপনের পর ত্রিশ দিন অতিবাহিত হইলে কিংবা অনুরূপ মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে তাহা অননুমোদন করিয়া সংসদে প্রস্তাব গৃহীত হইলে অধ্যাদেশটির কার্যকরতা লোপ পাইবে।<br>(৩) সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থার কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট ব্যবস্থা-গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইলে তিনি এমন অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিতে পারিবেন, যাহাতে সংবিধান-দ্বারা সংযুক্ত তহবিলের উপর কোন ব্যয় দায়যুক্ত হউক বা না হউক, উক্ত তহবিল হইতে সেইরূপ ব্যয়নির্বাহের কর্তৃত্ব প্রদান করা যাইবে এবং অনুরূপভাবে প্রণীত কোন অধ্যাদেশ জারী হইবার সময় হইতে তাহা সংসদের আইনের ন্যায় ক্ষমতাসম্পন্ন হইবে।<br>(৪) এই অনুচ্ছেদের (৩) দফার অধীন জারীকৃত প্রত্যেক অধ্যাদেশ যথাশীঘ্র সংসদে উপস্থাপিত হইবে এবং সংসদ পুনর্গঠিত হইবার তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে এই সংবিধানের ৮৭, ৮৯ ও ৯০ অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী প্রয়োজনীয় উপযোগীকরণসহ পালিত হইবে।" | অধ্যাদেশ প্রণয়নের আগে তা সংসদের উচ্চকক্ষ, সংসদীয় কমিটি বা সুপ্রিম কোর্টের সংশ্লিষ্ট বিভাগের মতামত/পরামর্শ গ্রহণের পর প্রণীত হবে। | সরোয়ার তুষার |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **অন্যান্য প্রস্তাব** | | সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব আইন প্রণয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা। | কল্লোল মোস্তফা |
| | | তিন মেয়াদের বেশি কেউ জাতীয় সংসদের সদস্য হতে পারবেন না। | শাহিদুল চৌধুরী |
| | | সংসদ সদস্যরা অনাস্থা ভোট ছাড়া বাকি সব প্রস্তাবে স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারবেন। | শাহিদুল চৌধুরী |
| | | পার্লামেন্টে বিরোধীদল যেন নিষ্ক্রিয় না থাকে সেজন্য বিরোধী দলের সদস্যদের দিয়ে একটি শ্যাডো ক্যাবিনেট (shadow cabinet) তৈরি করার বিধান রাখা এবং সংসদে তাদের কথা বলার বাড়তি সুবিধা দেওয়া দরকার। যেন সরকারি দলের পলিসির বিরুদ্ধে বিরোধী দল যুক্তিসঙ্গত উন্নত পলিসি দিতে বাধ্য হয় এবং জনগণ বিরোধীদলের মেধা যাচাইয়ের সুযোগ পায়। (ব্রিটেন এর ওয়েস্ট মিনিস্টার মডেলে এই বিধান রয়েছে) | Musa Al Hafiz |

| | পঞ্চম ভাগ: আইনসভা | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
| | | ৫ আগষ্টের পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রত্যাশিত নতুন সংবিধানে প্রধান বিরোধী দল, বিরোধী দলের নেতা ও শ্যাডো ক্যাবিনেটের ব্যাপারে সুস্পষ্ট বিধান সন্নিবেশিত করা উচিৎ। এতে গণতন্ত্র সুদৃঢ় হবে, নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহীতা নিশ্চিত হবে ও সংসদীয় গণতন্ত্রের ভারসাম্য এবং ঐতিহ্য বজায় থাকবে। | "১. ব্যারিস্টার নাজির আহমদ<br>২. সাংবাদিক অলিউল্লাহ নোমান<br>৩. ব্যারিস্টার ইকবাল হোসেন<br>৪. ব্যারিস্টার আলিমুল হক লিটন<br>৫. নাসরুল্লাহ খাঁন জুনায়েদ" |
| | | "আইনসভা<br>৪.১.১ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ দুটি কক্ষ নিয়ে গঠিত হওয়া উচিত:<br>* রাষ্ট্র পরিষদ উচ্চকক্ষ হিসেবে।<br>* জন পরিষদ নিম্নকক্ষ হিসেবে।<br>৪.১.২ রাষ্ট্র পরিষদ:<br>* ১০০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে।<br>* সদস্যরা সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক পক্ষ বা দলগুলোর মধ্যে প্রাপ্ত ভোটের অনুপাত অনুসারে নিজ নিজ রাজনৈতিক দল বা পক্ষ দ্বারা মনোনীত হবেন।<br>৪.১.৩ জন পরিষদ:<br>* ৪০০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে। এর মধ্যে ১০০ জন সংরক্ষিত নারী আসন থেকে নির্বাচিত হবেন।<br>* জন পরিষদের ৪০০ প্রতিনিধিই প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে নির্বাচিত হবেন।<br>৪.১.৪ যদি উভয় কক্ষ কোনো সাধারণ আইন সম্পর্কে একমত না হয়, তবে জন পরিষদ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। বিকল্পভাবে, উভয় কক্ষের যৌথ অধিবেশন ডেকে মতপার্থক্য সমাধান করা যেতে পারে।<br>৪.১.৫ সংবিধান সংশোধনী বা বিশেষ আইন (যেমন: নির্বাচনী আইন, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, জরুরি অবস্থা ঘোষণা, আর্থিক আইন, চুক্তি অনুমোদন, জাতীয় নিরাপত্তা আইন, বিকেন্দ্রীকরণ আইন, এবং গণভোট আইন) উভয় কক্ষের পৃথক অনুমোদন প্রয়োজন।<br>* সংবিধান সংশোধনী আইন: উভয় কক্ষেই দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে পাস হতে হবে।<br>৪.১.৬ সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ শুধুমাত্র অনাস্থা প্রস্তাব এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া উচিত।<br>৪.১.৭ প্রতিনিধি পরিষদ প্রথম বৈঠকের পাঁচ বছর পর বিলুপ্ত হবে যদি না তার আগেই ভিন্নভাবে বিলুপ্ত হয়।<br>৪.১.৮ রাষ্ট্র পরিষদ, জন পরিষদ বিলুপ্তির ৩ বা ৪ মাস পরে বিলুপ্ত হবে। এই সময়ে রাষ্ট্র পরিষদ সীমিত ক্ষমতার অধীনে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রয়োগ করবে।" | ড. সৈয়দ নিজার ও অন্যান্য |
| | | There shall be a VC appointing body in the University grant commission. The UGC though open competition will appoint VC of the public university. | Md. Shamsul Arefin Arif |
| | | পার্লামেন্টে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং পলিসি ডিবেটগুলোতে সেরা রোল প্লে করার জন্য সেরা এমপিদের পুরস্কৃত করা উচিত। তাহলে সংসদে বিতর্কের মান আরো বাড়বে এবং জনগণের ট্যাক্সের টাকায় চলা পার্লামেন্ট জনগণকে ফাযদা দিবে। (ভারতে এর উদাহরণ আছে) | মুসা আল হাফিজ |
| | | বিরোধী দলীয় নেতা ছায়া-মন্ত্রীসভা গঠনের অধিকারী হবেন। সংসদীয় কমিটিগুলোকে সরকারের নীতির সমালোচনা প্রেরণের দায়িত্ব থাকবে বিরোধী দলীয় নেতার উপর। | সরোয়ার তুষার |
| | | The Constitution should have provisions for “Shadow Cabinet” comprised of selected members of<br>the Opposition or parties outside the Government (Treasury Bench) and alliance.The Shadow<br>Cabinet will be mandated to critically review policies and offer solutions to the National Cabinet<br>as well as the Parliamentary Standing Committees. This could be useful in ensuring adequate<br>monitoring and evaluation of government institutions,enable addressing policy challenges and<br>constraints,and in effectively achieving and implementing public policies and programs. | Dr.Mohammed Parvez Imdad |
| | | সংবিধানের সকল সংশোধন গণভোটে পাশ হতে হবে। বিশেষত জন মালিকানা, জন আমানতদারি, সার্বভৌমত্ব, জন ক্ষমতায়ন এবং মৌলিক অধিকার এবং বৈদেশিক চুক্তি বিষয়াদি | অধ্যাপক হাসানজ্জামান চৌধুরী |

| | পঞ্চম ভাগ: আইনসভা | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
| | | মার্কিন কংগ্রেসের ন্যায় যে কোন বিল পাস করতে হলে, দুই পরিষদে/সভায় প্রস্তাবিত বিল দুটির মধ্যে হুবহু অর্থাৎ আক্ষরিক মিল থাকতে হবে। তবেই প্রেসিডেন্ট সেই পাশ করা বিলে সই কিংবা নাকচ করতে পারেন।তবে উচ্চ কক্ষের দুই তৃতীয়াংশের ভোটে প্রেসিডেন্টের ভোট অকার্যকর করতে পারে। | ড. শাফি আ. খালেদ |
| | | জাতীয় সংসদে বিরোধীদলের নেতার পদমর্যাদা উপপ্রধানমন্ত্রীর সমকক্ষ হতে পারে। | ড. শায়খ আহমদ |
| | | আন্তর্জাতিক চুক্তি করার আগে সংসদে পাশ করে নিতে হবে। | ড. শায়খ আহমদ |
| | | "Reforms proposal of Bangladesh Constitution on the basis of my Academic Experience.<br>Proposal<br>1. The National Parliament of Bangladesh should be bicameral. Then there will be an opportunity for a proper scrutiny of the legal side. And will be closed the opportunity to pass laws against the interests of the country or the people. Reputed, experience and famous people in different fields of the country can be nominated for a specific term in the upper house of the parliament. They may be nominated by the committee recommending (a committee of nine members consisting of members of constitutional institutions with equal number of members from government and opposition parties under the leadership of the Speaker of National Parliament can appoint Chief Justice and other Judges with the final approval of the President people's Republic of Bangladesh) the appointment of High Court Judges.<br>2. Except Money bill of Constitutional Body, the Honorable Members of Parliament can vote against any bill or proposal, even if it is a proposal or bill of their own party.<br>3. The National Parliament will have a strong technical committee for the greater interest of the country. From time to time, the committee will work under the leadership of the concerned member of the Upper House of Parliament. The committee will have a parliament office and man power including a secretary in the secretariat of National Parliament. When an opinion is to be given on the issue, then this committee may be constituted with one or more members from among those who are experts in the country and a representative of the concern ministry. At the same time, multiple committee can be formed for different issues. However, in this case, the respective members of the Upper House of Parliament will preside over that committee. The secretary will provide secretarial support to all the committees with his manpower. This technical committee will be formed according to the decision of the Upper House or the demand of the lower House of the Parliament. a committee of nine members consisting of members of constitutional institutions with equal number of members from government and opposition parties under the leadership of the Speaker of National Parliament can appoint Chief Justice and other Judges with the final approval of the President people's Republic of Bangladesh. The committee may have one member on behalf of the President. In that case, the number of members of that committee will be 11.4. The governance form of Bangladesh can be Parliament system of government or Presidential system. But if the parliamentary form of government, the President will be elected by the people's vote and not by the vote of members of the parliament. In this case, there should be a proper constitutional balance between the powers of the Prime Minister and the President for the needs and welfare of the country. In this system, the prime minister is the head of government and the president is the head if state. If there is no proper balance of power, the government has got the chance to become autocratic. There is no welfare of the country. State system of system of government is not immutable. It may change with time and country needs.<br>5. The term or tenure of parliament will be four years. However, who will be the Prime Minister or the President, he cannot be head of the parliamentary party at the same time. | ড. মো. মনিরুল হুদা, এনডিসি |

| | পঞ্চম ভাগ: আইনসভা | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
| | অনুচ্ছেদ ৭৭ (নতুন প্রস্তাব) | 6. No individual will be Prime Minister or President of Bangladesh more than two times, whether it is consecutively or non-consecutively.<br>7. To maintain a proper halance of power between the three organs of the government (the Legislative, the Executive and the Judiciary).<br>8. Although the provision of Ombudsmen is in constitution, no government has implemented it till this date, therefore it is necessary to keep the post in the constitution and make its implementation mandatory.<br>9. Take measures to ensure provision in the constitution to make the judicial review power of the supreme court more effective, because it is one of the checks and balances that maintains the separation of power between the three organs of the state. | |
| | | ১. আইন সভার কার্যপ্রণালীতে স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার নির্দলীয় অর্থাৎ স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যদের নিয়োগ দেয়ার ব্যবস্থা করা।<br>২. আইন সভার সদস্যদের ক্ষমতা সীমিত করা। তারা শুধু আইন প্রণয়ন করবে, মন্ত্রীদের কাজের জবাবদিহি করার বিধান ও আইন সভার সদস্যরা কোনো প্রকার আইন প্রণয়ন করা, রাষ্ট্রে মন্ত্রণালয়ের কাজের জবাবদিহি ব্যতিরেকে কোনো প্রকার স্থানীয় প্রশাসনের উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে না, তার বিধান রাখা। | মো. মোশারেফ হোসেন বিশ্বাস |
| | | ১. প্রত্যক্ষভোটে নির্বাচিত সংসদ সদস্য ছাড়া পরোক্ষভোটে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের সংবিধান<br>সংশোধনী ক্ষমতা রহিতকরণ, অথবা প্রত্যক্ষভোটে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের আনুপাতিক<br>হারে দলীয় প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা:<br>২. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও রাষ্ট্রপতির আইন প্রনয়ণে ভূমিকার জন্যে ন্যূনত ভেটো ক্ষমতা:<br>৩. গণপরিষদ (প্রথমকক্ষ) ভেঙ্গে যাওয়া ছাড়া সিনেট (দ্বিতীয়কক্ষ) কক্ষ থেকে মন্ত্রী না হওয়ার<br>ব্যবস্থা: মন্ত্রিপরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ না হওয়ার গণপরিষদ (প্রথমকক্ষ)-এর জন্য সংরক্ষণ<br>ক্ষেত্রবিশেষে সিনেট (দ্বিতীয়কক্ষ) এর সম্মতিক্রমে সংবিধানিক পদে নিয়োগ ব্যবস্থা:<br>৪. বর্তমান সেক্রেটারিয়েট পদ্ধতির (সচিব মন্ত্রণালয়ের প্রধান নির্বাহী) বদলে মিনিষ্টারিয়েট<br>পদ্ধতির (মন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের প্রধান নির্বাহী) ব্যবস্থা | মোহাম্মদ আহসানুল করিম |
| | | ১. যদি কোন ব্যক্তির সেবা করার জন্য আগ্রহ জাগে তবে স্বতন্ত্রভাবে সংসদ নির্বাচনে ও স্থানীয় নির্বাচনে অংশগ্রহন করার বিধান করা।<br>২. নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠা হইতে বর্তমান পর্যন্ত সকল রাজনৈতিক দলের কমিটির তালিকা নির্বাচন কমিশনে দাখিল করার বিধান রাখা।<br>৩. যারা রাজনৈতিক দলের সদস্য বা নিজে, পুত্র-কন্যা, পরবর্তী বংশধর কোনো সরকারী চাকুরীতে আবেদনও করতে পারবে না ও নিয়োগ পাবে না তার বিধান করা।<br>৪. সরকারী চাকুরীজীবীরা কোন সরকারের আদেশ মতে কার্যক্রম করতে পারবে না, তারা শুধু সংশ্লিষ্ট দপ্তরে কার্যপ্রণালী মোতাবেক কার্য সম্পাদন করবে তার বিধান রাখা। | মো. মোশারেফ হোসেন বিশ্বাস |

| | ৬ষ্ঠ ভাগ: বিচার বিভাগ | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
| **অনুচ্ছেদ ৯৪ (সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠা)** | "৯৪। (১) "বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট" নামে বাংলাদেশের একটি সর্বোচ্চ আদালত থাকিবে এবং আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ লইয়া তাহা গঠিত হইবে।<br>(২) প্রধান বিচারপতি (যিনি ""বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি"" নামে অভিহিত হইবেন) এবং প্রত্যেক বিভাগে আসনগ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতি যেরূপ সংখ্যক বিচারক নিয়োগের প্রয়োজন বোধ করিবেন, সেইরূপ সংখ্যক অন্যান্য বিচারক লইয়া সুপ্রীম কোর্ট গঠিত হইবে।<br>(৩) প্রধান বিচারপতি ও আপীল বিভাগে নিযুক্ত বিচারকগণ কেবল উক্ত বিভাগে এবং অন্যান্য বিচারক কেবল হাইকোর্ট বিভাগে আসন গ্রহণ করিবেন।<br>(৪) এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারক বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন। | সুপ্রিম কোর্টের স্থায়ী আসন রাজধানীতে থাকবে। তবে প্রধান বিচারপতির অনুমতিক্রমে দেশের যেকোনো স্থানে হাইকোর্ট বিভাগের আসন স্থাপন করা যাবে। | শাহিদুল চৌধুরী |
| | | শারীয়াহ বিভাগ চালু ও ইসলামী কাজী নিয়োগ: সুপ্রীম কোর্ট অথবা হাইকোর্টে শারীয়াহ বিভাগ স্থাপন করা উচিৎ। মুসলিমদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয়সমূহ ফয়সালার ক্ষেত্রে শরীয়াহ আইন সম্পর্কে গভীর জ্ঞানসম্পন্ন আলেমদের এসকল বিভাগে কাজী হিসেবে নিয়োগ দিতে হবে। | ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী |
| | | দেশের সকল বিভাগীয় শহরে হাইকোর্ট স্থাপন করে পর্যাপ্ত সংখ্যক বিচারক নিয়োগ দিতে হবে। | ড. শায়খ আহমদ |
| **অনুচ্ছেদ ৯৫ (বিচারক-নিয়োগ)** | "[৯৫। (১) প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিয়া রাষ্ট্রপতি অন্যান্য বিচারককে নিয়োগদান করিবেন।<br>(২) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক না হইলে, এবং<br>(ক) সুপ্রীম কোর্টে অন্যূন দশ বৎসরকাল এ্যাডভোকেট না থাকিয়া থাকিলে; অথবা<br>(খ) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে অন্যূন দশ বৎসর কোন বিচার বিভাগীয় পদে অধিষ্ঠান না করিয়া থাকিলে; অথবা<br>(গ) সুপ্রীমকোর্টের বিচারক পদে নিয়োগলাভের জন্য আইনের দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতা না থাকিয়া থাকিলে ;<br>তিনি বিচারকপদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না।<br>(৩) এই অনুচ্ছেদে "সুপ্রীম কোর্ট" বলিতে এই সংবিধান প্রবর্তনের পূর্বে যে কোন সময়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যে আদালত হাইকোর্ট হিসাবে এখতিয়ার প্রয়োগ করিয়াছে, সেই আদালত অন্তর্ভুক্ত হইবে।]" | নিম্নরূপে ৯৫(১) প্রতিস্থাপিত হবে;<br>৯৫ (১) আপীল বিভাগের জেষ্ঠ্যতম বিচারক রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হইবেন এবং আপীল বিভাগের অন্যান্য বিচারকগণও প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ ক্রমে হাইকোর্ট বিভাগের বিচারকগণের মধ্য হতে জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দান করিবেন।<br>৯৫ (২) সংসদ প্রণীত আইনের বিধান অনুযায়ী প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে হাইকোর্ট বিভাগের বিচারকগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন।<br>৯৫(৩) অনুচ্ছেদ অপরিবর্তিত থাকবে। | অ্যাডভোকেট আব্দর রফিক |
| | | প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। | অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন |
| | | শর্ত থাকে যে, প্রধান বিচারপতিসহ আপিল বিভাগে বিচারকদের নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি দুইজন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শক্রমে করবেন। | অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন |
| | | হাইকোর্ট বিভাগে অন্যান্য বিচারকদের নিয়োগ রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি এবং আপিল বিভাগের সবচেয়ে সিনিয়র দুই বিচারপতির সাথে পরামর্শ করে করবেন। | অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন |
| | | হাইকোর্টের বিচারপতিদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠরা আপিল বিভাগে নিয়োগ পাবেন। আর আপিল বিভাগের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি প্রধান বিচারপতি হবেন। | মাহমুদুল হাসান, যুগ্ম সদস্য সচিব, ঢাকা উত্তর |
| | | বিচারপতি নিয়োগে প্রধানবিচারপতির একক ক্ষমতার স্থলে নিয়োগ বোর্ড থাকতে পারে। | প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম |
| | | ৯৫ (২-গ) বিচারকের যোগ্যাতার বিষয়ে আইন তৈরি করা দরকার। কোনো আইন এখনও নেই। | জাস্টিস মতিন |

| | ৬ষ্ঠ ভাগ: বিচার বিভাগ | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
| | | প্রধান বিচারপতি পদটি স্থায়ী না রেখে পর্যায়ক্রমে পালন করা হবে। আপিল বিভাগের শীর্ষস্থানীয় ৫ বিচারপতি জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে দায়িত্ব পালন করবেন। এটি ঢাকা বা স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় চেয়ারের মতো একটি ব্যবস্থা হবে। | সরোয়ার তুষার |
| | | সংসদ সদস্যদের পরামর্শের ভিত্তিতে প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিদের রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দিবেন। | শায়খ আহমাদুল্লাহ ও মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুম |
| | | অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি দেশের কোন লাভজনক পদে নিয়োগ পাবেন না। | প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম |
| | | ১. সকল স্তরের বিচারক নিয়োগ, বদলী, বেতন-ভাতাদি এবং চাকুরিচ্যুতি জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে করতে হবে। জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন গঠন হবে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের মাধ্যমে।<br>২. সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের সুপারিশের ভিত্তিতে আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারকদের নিয়োগ দিবেন রাষ্ট্রপতি। সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠন হবে প্রধান বিচারপতি ও আপিল বিভাগের দু জন বিচারপতির সমন্বয়ে।<br>৩. প্রধান বিচারপতি নিয়োগে জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘন না করা উচিত। | প্রফেসর ড. মইনুল ইসলাম |
| | | ১. বিচার বিভাগে নিযুক্ত সকল শ্রেনীর বিচারকের কর্মস্থল নির্ধারণ, পদোন্নতি ও ছুটি মঞ্জুরি সহ শৃঙ্খলা বিধান সুপ্রিম কোর্টের উপর ন্যস্ত থাকেবে।<br>২. পরীক্ষা কিংবা মূল্যায়ন ব্যবস্থা ব্যতীত হাইকোর্ট বা আপিল বিভাগের বিচারক নিয়োগ দেয়া যাবে না।<br>৩. রাজনৈতিক দলের সাথে জীবনের কোন সময় সম্পৃক্ততা থাকলে বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দেয়া যাবে না<br>৪. বিচার বিভাগের জন্য পৃথক স্বাধীন সচিবালয়ের বিধান থাকতে হবে | আব্দুল্লাহ |
| | | বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে (ধারা ৯৫(১) এবং ৯৮ অনুযায়ী) রাষ্ট্রপতির নিজস্ব পরামর্শদাতা পদ্ধতি নিশ্চিত করা। | কল্লোল মোস্তফা |
| | | ১০ বছরের বা তার বেশি অভিজ্ঞতা থাকা সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট থেকে বিচারক নিয়োগের বিধান বাতিল করতে হবে। কারণ এ ধরনের বিধান থাকলে রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগ হওয়ার সুযোগ বেশি থাকে। তাছাড়া অভিজ্ঞ অ্যাডভোকেট মানে ভালো বিচারক-এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। | কল্লোল মোস্তফা |
| | | রাষ্ট্রপতি প্রধান দশটি রাজনৈতিক দলের পরামর্শক্রমে এবং নিজ বিবেচনায় যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ প্রদান করবেন। | শাহিদুল চৌধুরী |
| | | প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারককে নিয়োগদান সংসদ পরামর্শের ভিত্তিতে করিবেন। | মুফতি সাইফুল ইসলাম |
| | | উচ্চ আদালতের বিচারকগণ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমশনের মাধ্যমে সততা, নিরোপেক্ষতা ও দক্ষতার আলোকে নির্বাচিত হয়ে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নিয়ে যোগদানপত্র পাবেন। | ড. শায়খ আহমদ |
| | | সকল সাবেক প্রধান বিচারপতি, বর্তমান প্রধান বিচারপতি, বাইতুল মুকাররামের খতীব, সকল স্বাধীন কমিশনের প্রধানগণ, তিন বাহিনীর প্রধানগণ সমন্বয়ে গঠিত কমিটির পরামর্শের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতি নিযুক্ত হইবেন। | মাহফুযুল হক |
| | | Establishing a Transparent Process for Appointing the Chief Justice<br>To prevent undue political influence in the judiciary, the appointment of the Chief Justice should be based on a process of judicial self-regulation. Following India's model, this could involve the outgoing Chief Justice and a collegium of senior judges recommending a successor. Such a system would strengthen judicial independence, as it allows the judiciary to govern its own leadership. By entrusting the judiciary with the power to recommend its own Chief Justice, the constitution would promote stability, competence, and integrity within the highest court. | K Shamsuddin Mahmood |
| | | অনুচ্ছেদ ৯৫ সংস্কার করতে হবে | Airin Riya, MD Inzamamul Haque Zim, Nina Ahmmed Shila, Shah Ariful Islam, Tahsan Rahman Arpy |
| অনুচ্ছেদ ৯৬ (বিচারকের পদের মেয়াদ) | | "৯৬ (১) অনুচ্ছেদ অপরিবর্তিত থাকবে।<br>৯৬ (২), (৩) ও (৪) অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত ও ৫ম (পঞ্চম) সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে।" | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |

| | ৬ষ্ঠ ভাগ: বিচার বিভাগ | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবকের নাম** |
| | | 1. Clearly define term limits or retirement ages for judges to prevent undue concentration of power and ensure institutional stability.<br>● Reformation in Representation:<br>1. Include constitutional provisions to promote diversity in judicial appointments (gender, ethnicity, and socioeconomic backgrounds) to reflect society's<br>composition and perspectives. | তাসফিয়া আফরিন |
| | | অনুচ্ছেদ ৯৬ সংশোধন করতে হবে | "Airin Riya, MD Inzamamul Haque Zim, Nina Ahmmed Shila, Shah Ariful Islam, Tahsan Rahman Arpy" |
| **অনুচ্ছেদ ৯৭ (অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি নিয়োগ)** | | অনুচ্ছেদটি বিলুপ্ত ও ৫ম (পঞ্চম) সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| **অনুচ্ছেদ ৯৮ (সুপ্রীম কোর্টের অতিরিক্ত বিচারকগণ)** | | ৯৮নং অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপে প্রতিস্থাপিত হবে।<br>৯৫ (২) বিধান অনুসরণ সাপেক্ষে ৯৮নং অনুচ্ছেদটি অপরিবর্তিত থাকবে। | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| **অনুচ্ছেদ ৯৯ (অবসর গ্রহণের পর বিচারকগণের অক্ষমতা)** | | অপরিবর্তিত থাকবে | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| | | 1. The opportunities a retired judge should be given are1. If a retired judge is given the opportunity to work in the executive of the government it will give the executive department of the government another level of strength. By using the experience and expertise and the training of analysis and reasoning, giving a retired judge a position in the executive body of the government will have a remarkable effect on things like policymaking, decision making if the government. This will strengthen the government and gain the public trust and confidence in the government by assigning a respectable retired judge to the government executive body.<br>2. As judges are trained to be fair and unbiased and they have the skill of leadership, recruiting them as non-judicial administrators will reduce corruption and have accountability in the non-judicial administrative sectors. Many top leading administrative agencies need a person who has proper knowledge to navigate complex legal situations so a retired judge can be a perfect fit for that with the experience they have.<br>3. Many state owned enterprises and companies deal with foreign companies and foreign governments. If a retired judge is given a position in those companies and enterprises<br>then it would be more reliable for the foreign company and government as it will ensure that the company will have fairness and stability as it falls into a judge's characteristics that they will be fair and have the skill of proper leadership | তাসফিয়া আফরিন |
| | | কোনো ব্যক্তি বিচারকরূপে দায়িত্ব পালন করে থাকলে উক্ত পদ হতে অবসর গ্রহণের বা অপসারিত হওয়ার পর তিনি কোনো আদালত বা কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট ওকালতি বা কার্য করবেন না এবং প্রজাতন্ত্রের কোনো লাভজনক পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হবেন না। | শহীদুল্লাহ ফরায়জী |
| **অনুচ্ছেদ ১০০ (সুপ্রীম কোর্টের আসন)** | [১০০। রাজধানীতে সুপ্রীম কোর্টের স্থায়ী আসন থাকিবে, তবে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লইয়া প্রধান বিচারপতি সময়ে সময়ে অন্য যে স্থান বা স্থানসমূহ নির্ধারণ করিবেন, সেই স্থান বা স্থানসমূহে হাইকোর্ট বিভাগের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে।] | করে থাকলে উক্ত পদ হতে অবসর গ্রহণের বা অপসারিত হওয়ার পর তিনি কোনো আদালত বা কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট ওকালতি বা কার্য করবেন না এবং প্রজাতন্ত্রের কোনো লাভজনক পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হবেন না। | অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ |
| | | অপরিবর্তিত থাকবে | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |

| | ৬ষ্ঠ ভাগ: বিচার বিভাগ | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবকের নাম** |
| **অনুচ্ছেদ ১০১ (হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ার)** | [১০১। এই সংবিধান বা অন্য কোন আইনের দ্বারা হাইকোর্ট বিভাগের উপর যেরূপ আদি, আপীল ও অন্যপ্রকার এখতিয়ার ও ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে, উক্ত বিভাগের সেইরূপ এখতিয়ার ও ক্ষমতা থাকিবে।] | অপরিবর্তিত থাকবে | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| **অনুচ্ছেদ ১০২ (কতিপয় আদেশ ও নির্দেশ প্রভৃতি দানের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতা)** | (৫) প্রসংগের প্রয়োজনে অন্যরূপ না হইলে এই অনুচ্ছেদে "ব্যক্তি" বলিতে সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহ অথবা কোন শৃংখলা-বাহিনী সংক্রান্ত আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল ব্যতীত কিংবা এই সংবিধানের ১১৭ অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয়, এইরূপ কোন ট্রাইব্যুনাল ব্যতীত যে কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল অন্তর্ভুক্ত হইবে। | অপরিবর্তিত থাকবে | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| **অনুচ্ছেদ ১০৩ (আপীল বিভাগের এখতিয়ার)** | "১০৩। (১) হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রী, আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল শুনানীর ও তাহা নিষ্পত্তির এখতিয়ার আপীল বিভাগের থাকিবে।<br>(২) হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রী, আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল বিভাগের নিকট সেই ক্ষেত্রে অধিকারবলে আপীল করা যাইবে, যে ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগ (ক) এই মর্মে সার্টিফিকেট দান করিবেন যে, মামলাটির সহিত এই সংবিধান-ব্যাখ্যার বিষয়ে আইনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে; অথবা<br>৬৭[(খ) কোন মৃত্যুদণ্ড বহাল করিয়াছেন কিংবা কোন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন ; অথবা]<br>(গ) উক্ত বিভাগের অবমাননার জন্য কোন ব্যক্তিকে দণ্ডদান করিয়াছেন;<br>এবং সংসদে আইন-দ্বারা যেরূপ বিধান করা হইবে, সেইরূপ অন্যান্য ক্ষেত্রে।<br>(৩) হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রী, আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে যে মামলায় এই অনুচ্ছেদের (২) দফা প্রযোজ্য নহে, কেবল আপীল বিভাগ আপীলের অনুমতিদান করিলে সেই মামলায় আপীল চলিবে।<br>(৪) সংসদ আইনের দ্বারা ঘোষণা করিতে পারিবেন যে, এই অনুচ্ছেদের বিধানসমূহ হাইকোর্ট বিভাগের প্রসঙ্গে যেরূপ প্রযোজ্য, অন্য কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনালের ক্ষেত্রেও তাহা সেইরূপ প্রযোজ্য হইবে।" | ১০৩ (২) (খ) কোন মৃত্যুদণ্ড বহাল করিয়াছেন কিংবা কোন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন যাহা রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক হইবে না। | শায়খ আহমাদুল্লাহ ও মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুম |
| | | অপরিবর্তিত থাকবে | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| | | ১০৩ (২) (খ) তে "কোন মৃত্যুদণ্ড বহাল করিয়াছেন কিংবা কোন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। যাহা রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক হইবে না।" | মুফতি সাইফুল ইসলাম |
| **অনুচ্ছেদ ১০৫** | | অনুচ্ছেদ ১০৫ সংস্কার করতে হবে | তাসফিয়া আফরিন |
| **অনুচ্ছেদ ১০৬ (সুপ্রীম কোর্টের উপদেষ্টামূলক এখতিয়ার)** | | | |
| **অনুচ্ছেদ ১০৭ (সুপ্রীম কোর্টের বিধি প্রণয়ন ক্ষমতা )** | | অনুচ্ছেদ ১০৭ সংস্কার করতে হবে | তাসফিয়া আফরিন |

| | ৬ষ্ঠ ভাগ: বিচার বিভাগ | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবকের নাম** |
| **অনুচ্ছেদ ১০৯ (আদালতসমূহের উপর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ)** | ১০৯। হাইকোর্ট বিভাগের অধঃস্তন সকল ৬৯[আদালত ও ট্রাইব্যুনালের] উপর উক্ত বিভাগের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা থাকিবে। | এ ধারা অর্থহীন হয়ে পড়েছে ১১৬-তম ধারার জন্য। ১১৬ ধারা বাতিল করতে হবে | জাস্টিস মতিন |
| **অনুচ্ছেদ ১১০** | | অনুচ্ছেদ ১১০ সংস্কার করতে হবে | তাসফিয়া আফরিন |
| | "২য় পরিচ্ছেদ<br>অধস্তন আদালত" | | |
| **অনুচ্ছেদ ১১১ (সুপ্রীম কোর্টের রায়ের বাধ্যতামূলক কার্যকরতা)** | ১১১। আপীল বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন হাইকোর্ট বিভাগের জন্য এবং সুপ্রীম কোর্টের যে কোন বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন অধস্তন সকল আদালতের জন্য অবশ্যপালনীয় হইবে। | আপীল বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন হাইকোর্ট বিভাগের জন্য এবং সুপ্রীম কোর্টের যে কোনো বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন নির্বাহী বিভাগসহ দেশের অধস্তন সকল আদালতের জন্য অবশ্য পালনীয় হইবে। | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| **অনুচ্ছেদ ১১২ (সুপ্রীম কোর্টের সহায়তা)** | ১১২। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানার অন্তর্ভুক্ত সকল নির্বাহী ও বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ সুপ্রীম কোর্টের সহায়তা করিবেন। | প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানার অন্তর্ভুক্ত সকল নির্বাহী ও বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ সুপ্রীম কোর্টের আদেশ কার্যকর করতে বাধ্য থাকবেন। | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| **অনুচ্ছেদ ১১৪ (অধস্তন আদালত-সমূহ প্রতিষ্ঠা)** | ১১৪। আইনের দ্বারা যেরূপ প্রতিষ্ঠিত হইবে, সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত সেইরূপ অন্যান্য অধস্তন আদালত থাকিবে। | "বিচার বিভাগের সর্বনিম্ন স্তর হবে গ্রাম আদালত। বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ স্তর হবে সুপ্রিম কোর্ট।<br>" | শাহিদুল চৌধুরী |
| | | নিম্ন আদালতের কর্তৃত্ব এবং বিচারক নিয়োগ সুপ্রীম কোর্টের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে। | সরোয়ার তুষার |
| | | "১১৪ অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপে প্রতিস্থাপিত হবে-<br>১১৪(১) আইনের দ্বারা যেরূপ প্রতিষ্ঠিত হবে, সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত সেইরূপ অন্যান্য অধস্তন আদালত থাকিবে।<br>১১৪(২) অনুচ্ছেদ ২ক, ৩১ এবং ৪১ এর মর্মমতে দেশের গরিষ্ঠ জনগনের অভিপ্রায়ের প্রতিফলন হিসেবে আইনের দ্বারা নির্ধারিত প্রয়োজনীয় সংখ্যক শরিয়া আদালত থাকবে।<br>১১৪(৩) শরিয়া আদালত প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত রাষ্ট্র/সরকার প্রয়োজনীয় কাঠামো এবং আইনি Provision তৈরী করবে।<br>১১৪(৪) বিচারপ্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে বিদ্যমান আদালত বা শরিয়া আদালত এর যে কোন একটি বাছাই করার ক্ষেত্রে স্বাধীন এখতিয়ার জনগনের থাকবে।" | |
| **অনুচ্ছেদ ১১৫ (অধস্তন আদালতে নিয়োগ)** | [১১৫। বিচারবিভাগীয় পদে বা বিচার বিভাগীয় দায়িত্বপালনকারী ম্যাজিস্ট্রেট পদে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উক্ত উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিসমূহ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নিয়োগদান করিবেন।] | বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগের কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত করতে হবে। স্বাধীন উচ্চ আদালতের অধীনে থাকবে নিম্ন আদালত। অধস্তন আদালতে নিয়োগ, বদলি, প্রমোশন ইত্যাদি বিষয় সুপ্রীম কোর্টের কর্তৃত্বে থাকবে। এজন্য গঠন করা যেতে পারে সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয়। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর নির্বাহী বিভাগের কর্তৃত্ব থাকবে না। | Musa Al Hafiz |
| | | অনুচ্ছেদটি নিম্ন রুপে প্রতিস্থাপিত হবেঃ<br>সুপ্রীমকোর্টের স্বাধীন তত্ত্বধানে সংসদ প্রণীত আইনে প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে বিচারবিভাগীয় পদে বা বিচার বিভাগীয় দায়িত্বপালনকারী ম্যাজিস্ট্রেট পদে রাষ্ট্রপতি নিয়োগদান করিবেন।। | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| **অনুচ্ছেদ ১১৬ (অধঃস্তন আদালত সমূহের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা)** | [১১৬। বিচার-কর্মবিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং বিচারবিভাগীয় দায়িত্বপালনে রত ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণ (কর্মস্থল- নির্ধারণ, পদোন্নতিদান ও ছুটি মঞ্জুরীসহ) ও শৃংখলাবিধান রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তাহা প্রযুক্ত হইবে।] | এ ধারাটি বাদ দিতে হবে। ১৯৭২ সংবিধানের ১১৬ নং ধারা পুনরায় বহাল করা যেতে পারে, যাতে হাইকোর্ট বিভাগের হাতে নিম্নআদালনের তদারকির দায়িত্ব থাকে। | জাস্টিস মতিন |
| | | অপরিবর্তিত থাকবে | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| | | অধস্তন আদালতে দায়িত্ব পালনরত ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণের (কর্মস্থল নির্ধারণ, পদোন্নতিদান, ছুটি মঞ্জুরিসহ) দায়িত্ব সুপ্রিম কোর্টের ওপর ন্যাস্ত করতে হবে। | "১. কল্লোল মোস্তফা<br>২. ড. শায়খ আহমদ" |
| | | অনুচ্ছেদ ১১৬ সংস্কার ও সংশোধন করতে হবে | তাসফিয়া আফরিন |
| **অনুচ্ছেদ ১১৬ (ক)** | এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে বিচার-কর্মবিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ এবং ম্যাজিস্ট্রেটগণ বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন। | অনুচ্ছেদ ১১৬ (ক) সংস্কার ও সংশোধন করতে হবে | তাসফিয়া আফরিন |

| | ৬ষ্ঠ ভাগ: বিচার বিভাগ | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবকের নাম** |
| | "৩য় পরিচ্ছেদ<br>প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল " | | |
| অনুচ্ছেদ ১১৭ (প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালসমূহ) | | ১১৭ অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপে প্রতিস্থাপিত হবে;<br>১১৭। সুপ্রীম কোর্টের স্বাধীন তত্ত্বাবধানে;<br>১১৭ (১) ও (২) অনুচ্ছেদ অপরিবর্তিত থাকবে। | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| "ষষ্ঠ ক ভাগ-জাতীয়দল [সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪নং আইন)এর ১৪নং আইন-এর ৪১ ধারাবলে বিলুপ্ত।]" | | পঞ্চম সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে। | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| অন্যান্য প্রস্তাব | সাংবিধানিক আদালত গঠন | সাংবিধানিক মামলার জন্য আলাদা সাংবিধানিক আদালত বসবে।<br>সাংবিধানিক আদালতের ফরমেশন: আপিল বিভাগের বিচারপতিদের পাশাপাশি হাইকোর্ট বিভাগের সর্বজ্যেষ্ঠ বিচারপতি। সাবেক প্রধান বিচারপতি। প্রয়োজনে আরও কয়েকজন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হবে, যাতে ভারসাম্য নিশ্চিত করা যায়। | সরোয়ার তুষার |
| | গণমুখী প্রশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন | বিচার বিভাগীয় ভার্চুয়ালাইজেশন করা | অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন |
| | | মোবাইল এবং ভার্চুয়াল কোর্ট: দেওয়ানী, ফৌজদারি ও রাজস্ব মামলায় অভিন্নতা নিশ্চিত করতে মোবাইল বা ভার্চুয়াল আদালত কখন এবং কীভাবে কাজ করতে পারে তার জন্য নিয়ম ঠিক করা। | অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন |
| | | সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করা | অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন |
| | সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল | সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের গঠন করতে হবে: সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে থাকবেন:<br>-বিচারপতিরা<br>-সর্বশেষ অবসরে যাওয়া প্রধান বিচারপতি<br>-জাতীয় সংসদের স্পিকার | সরোয়ার তুষার |
| | আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা | দুর্নীতিমুক্ত ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দ্বৈত ধারার বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বিভাগীয় শহরে হাইকোর্টের শাখা বেঞ্চ স্থাপন করতে হবে। বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন করতে হবে। | অ্যাডভোকেট আব্দুর রহমান জীবল |
| | | সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের পরামর্শক্রমে, রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারকদের অপসারণ করতে পারবেন। | শাহিদুল চৌধুরী |
| | | সংবিধানের ১০৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অধঃস্তন সকল আদালত ও ট্রাইব্যুনালের উপর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা থাকবে হাইকোর্ট বিভাগের। এটি সুচারুরূপে নিশ্চিত করতেও পূর্নাঙ্গ (full fledged) সচিবালয় দরকার। তাই সংবিধানের ৭৯ অনুচ্ছেদে যেভাবে সংসদের নিজস্ব সচিবালয় থাকার কথা বলা হয়েছে ঠিক অনুরুপভাবে বিচারবিভাগের জন্য স্বতন্ত্র সচিবালয়ের জন্য পৃথক অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত করা উচিৎ যাতে কোনো রাজনৈতিক সরকার অবজ্ঞা করতে না পারে । | "ব্যারিস্টার নাজির আহমদ<br>সাংবাদিক অলিউল্লাহ নোমান<br>ব্যারিস্টার ইকবাল হোসেন<br>ব্যারিস্টার আলিমুল হক লিটন<br>নাসরুল্লাহ খাঁন জুনায়েদ" |
| | | There shall be a constitution curt in the High court Division, where any aggrieved person can file case against the decision of any constitutional positions. | Md. Shamsul Arefin Arif |
| | | Section 54 of the criminal procedure code shall be null & void, all government use this section to harass the opponents | Md. Shamsul Arefin Arif |
| | | কোনো বিচারকের বিরুদ্ধে চাকরিরত অবস্থায় বা অবসরে যাওয়ার পর কোনো ফৌজদারি অভিযোগের তদন্ত সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল করবে। অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। | সরোয়ার তুষার |
| | | There is a need for high court branches at provincial levels. Provisions for the Jury at both lower and higher courts should be anchored to ensure effective and efficient dispensation of justice. The Constitution should strengthen existing clauses aimed at promoting fundamental rights and add a reflection of strong safeguards to protect the weak and vulnerable segments of the society, and in address grievances and complaints of every citizen Three tier/ layered local government:,Upazila,Union and Village (Gram) may be identified as the three tiers of the restructured decentralized local administrative. Structure. | Dr.Mohammed Parvez Imdad |

৬ষ্ঠ ভাগ: বিচার বিভাগ

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
|---|---|---|---|
| | | ৪.২ বিচার বিভাগ<br>৪.২.১. সংবিধান আদালত:<br>* বাংলাদেশের জন্য একটি সংবিধান আদালত প্রতিষ্ঠা করা হবে, যা আইন ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের সাংবিধানিক পর্যালোচনা করবে।<br>৪.২.২ সুপ্রিম কোর্ট অব জাস্টিস:<br>* এটি বিদ্যমান সুপ্রিম কোর্টের অন্যান্য ক্ষমতা যেমন প্রশাসনিক আইনের পর্যালোচনা কার্যকর করবে।<br>৪.২.৩. অসামঞ্জস্যতার ঘোষণা:<br>* সুপ্রিম কোর্ট অব জাস্টিস যদি কোনো আইন সংবিধানের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ মনে করে, তবে তারা একটি ঘোষণা প্রদান করবে এবং এটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য সংবিধান আদালতে পাঠাবে।<br>৪.২.৪. সংবিধান সংশোধনী পর্যালোচনা:<br>* সংবিধান আদালত সংবিধান সংশোধনী পর্যালোচনা করতে পারবে না, যদি সংশোধনী গণভোটের মাধ্যমে গৃহীত হয়।<br>৪.২.৫. বিচারকদের নিয়োগ:<br>* সংবিধান আদালতের বিচারকরা রাষ্ট্রপতির দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন।<br>* নিম্নকক্ষে (জন পরিষদ) সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং উচ্চকক্ষে (রাষ্ট্র পরিষদ) দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ অনুমোদন প্রয়োজন।<br>৪.২.৬. বিচারকদের অপসারণ:<br>* উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে বিচারকদের অপসারণ করা যেতে পারে।<br>৪.২.৭. স্থায়ী বেঞ্চ:<br>* সুপ্রিম কোর্টের অধীন হাইকোর্ট বিভাগের স্থায়ী বেঙ্গ প্রশাসনিক বিভাগগুলোর রাজধানীতে স্থাপন করা হবে।<br>৪.২.৮. বিচার বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণ:<br>* অধস্তন বিচার বিভাগকে সুপ্রিম কোর্টের অধীনে সম্পূর্ণ পর্যবেক্ষণে আনা হবে।<br>* এটি উপজেলা পর্যায়ে বিকেন্দ্রীভূত করা হবে।<br>৪.৩. সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান<br>১. নিযোগ ও অপসারণ:<br>* সংবিধান সংস্থার সদস্যদের নিযোগ এবং অপসারণের প্রক্রিয়া সংবিধান আদালতের বিচারকদের মাতাই হবে। | ড. সৈয়দ নিজার ও অন্যান্য |
| | | "বিচার বিভাগ তখনই স্বাধীন হতে পারে, যখন প্রধান বিচারপতি এবং আপিল বিভাগের অন্যান্য বিচারকের নিয়োগ আইন সভা এবং নির্বাহী শাখার প্রভাবমুক্ত হয়। উপরাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে গঠিত একটি কমিটি রাষ্ট্রপতির কাছে প্রধান বিচারপতিসহ প্রতিটি শূন্য পদের বিপরীতে তিনজন সম্ভাব্য প্রার্থীর একটি তালিকা উপস্থাপন করবে। প্রধানমন্ত্রী, উভয় কক্ষের নেতা এবং বিরোধীদলের নেতা এ কমিটির অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। উপস্থাপিত তালিকা থেকে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত প্রার্থীকে ওপরের কক্ষে আলোচনা হওয়ার পর সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অনুমোদন দিতে হবে।<br>বিচার বিভাগের বার্ষিক বাজেট বিচার বিভাগই প্রণয়ন করবে এবং সংসদের উভয় কক্ষের অনুমোদনের জন্য তা পেশ করা হবে। যদি উভয় কক্ষ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাজেট অনুমোদন করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে রাষ্ট্রপতি সরাসরি বাজেট অনুমোদন করতে পারেন। বিচার বিভাগ কার্যকরভাবে স্বাধীন হলেও বিচার বিভাগের ব্যয় সম্পর্কে জানা এবং তাদের মতামত দেওয়ার অধিকার জনগণের রয়েছে; কারণ এটি ‘করদাতাদের অর্থ’।<br>নিচের কক্ষ সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে রাষ্ট্রপতি, প্রধান বিচারপতি বা আপিল বিভাগের বিচারকদের অভিশংসন প্রস্তাব আনতে পারে। ওপরের কক্ষ এটি দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অনুমোদন করতে পারবে। ন্যূনতম পাঁচ সদস্যের একটি বিচার কমিশন গঠন করা উচিত। এ কমিশন প্রধান বিচারপতির কার্যালয় থেকে প্রেরিত নিম্ন আদালত থেকে উচ্চ আদালত পর্যন্ত বিচারকদের শৃঙ্খলাভঙ্গ ও অপসারণসংক্রান্ত বিষয়াদি নিষ্পত্তি করবে।<br>একটি জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন বিচার বিভাগের নতুন নিয়োগের বিষয়গুলো, যার মধ্যে উচ্চ আদালতের বিচারকরাও অন্তর্ভুক্ত, পরিচালনা করবে। উচ্চ আদালতের বিচারকদের ক্ষেত্রে, কমিশন প্রতি শূন্যপদের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে প্রধান বিচারপতির মাধ্যমে তিনজন সম্ভাব্য প্রার্থীর একটি প্যানেল প্রেরণ করবে। রাষ্ট্রপতি, প্রধান বিচারপতি এবং জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে উচ্চ আদালতের বিচারক নিয়োগ হবে। সব বিচারকের চাকরির শর্তাবলী একটি পৃথক জুডিশিয়াল সার্ভিস আইনের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। ন্যায়বিচার বিলম্বিত হলে তা ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত করার সমতুল্য। উচ্চ আদালতকে আটটি প্রশাসনিক বিভাগে বিন্যস্ত করার এখনই উপযুক্ত সময়।" | মো. জাহিদুর রহমান |

| | ৬ষ্ঠ ভাগ: বিচার বিভাগ | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
| | | অনুচ্ছেদ ৯৪ থেকে ১১৩ সংস্কার করা হোক | "এবিএম আশরাফুল<br>জেমিমা আফরিন খান<br>শাহ জিদ খান<br>মোসা. মাহমুদা আক্তার মৌ" |
| | | Establishment of an Independent Judicial Appointment Commission:<br>1. Create a constitutionally guaranteed body independent of the executive and legislature to oversee judicial appointments.<br>● Merit-Based Criteria:<br>1. Constitutional provisions should mandate clear, merit-based criteria for appointing judges, including professional qualifications, ethical standards, and judicial temperament.<br>2. The selection process should prioritize competence, impartiality, and experience over political affiliations or connections.<br>● Transparent Appointment Procedures:<br>1. The judicial appointment process, including vacancies, qualifications of candidates, and reasons for selection, must be publicly disclosed.<br>2. Hold public interviews for higher judicial appointments to ensure public trust.<br>● Checks and Balances in Appointments:<br>1. Establish a process where judicial appointments are subject to approval by a balanced and non-political body.<br>2. Limit the executive's discretionary power in appointing judges to prevent politicization. | তাসফিয়া আফরিন |
| | | "১.  সুপ্রীমকোর্টের আপীল ও হাইকোর্ট বিভাগ পৃথকীকরণ এবং বিভাগভিত্তিক হাইকোর্ট ব্যবস্থা<br>২. সুপ্রীমকোর্টের বিচারকের সংখ্যা ন্যূনত ৯ জনে উন্নীতকরণ এবং তিনজন বিচারকের<br>ভিত্তিতে সিভিল, ফৌজদারী ও প্রশাসনিক আর্থিক নিয়মিত কোর্টসহ বিশেষ কোর্টব্যবস্থা:<br>৩. প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে দুজন জ্যৈষ্ঠবিচারক এবং, সংসদ ও নির্বাহী বিভাগ থেকে একজন<br>করে প্রতিনিধির নিয়ে ৫ সদস্যের সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল গঠণ। এর উপর সুপ্রীমকোর্টের বিচারক নিয়োগ সুপারিশের ক্ষমতা অর্পণ।<br>" | মোহাম্মদ আহসানুল করিম |
| | | ১. পৃথক বিচার বিভাগীয় সচিবালয় গঠন করা, যাতে বিচার বিভাগে কোন সরকার বা অন্য<br>কোন অধিদপ্তর হস্তক্ষেপ করতে না পারে। উচ্চতর ও নিম্নতম আদালতে বিচারক নিয়োগের<br>ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি বা তার বংশ রাজনৈতিক দর্শনে বিশ্বাসী তাদেরকে নিয়োগ দেওয়া যাবে<br>না। বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে উচ্চ আদালতে প্রতিনিয়ত প্র্যাকটিক করেন এবং কোন<br>রাজনৈতিক দর্শন বিশ্বাসী ব্যতিত সৎ, যোগ্যতা, নিষ্ঠাবান মেধাবী এডভোকেট থেকে ৩০%,<br>বক্রী ৭০% নিম্ন আদালতের বিচারকদের থেকে নিয়োগ প্রদান করার বিধান রাখা। এখানে<br>কোন প্রকার জৈষ্ঠ্যতা লংঘন করা যাবে না তার বিধান রাখা।<br>২. বিচার বিভাগীয় মনিটারিং সেল গঠন করা, যারা দূর্নীতি করবে তাদের বিষয়ে তাৎক্ষনিক<br>বহিস্কার করা এবং নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে শাস্তির বিধান করা।<br>৩. যেক্ষেত্রে কোন বিচার বিভাগীয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দর্শন বা পিতা, ভাই, বোন,<br>সন্তান, স্ত্রী, কেহ যদি রাজনৈতিক দর্শনে বিশ্বাসী, তবে ঐ ব্যক্তি চাকুরী হতে বহিস্কার ও<br>সরাসরি জেলখানায় পাঠানোর বিধান করা। | মো. মোশারেফ হোসেন বিশ্বাস |

| | সপ্তম ভাগ: নির্বাচন | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবকের নাম** |
| **অনুচ্ছেদ ১১৮ (নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা)** | ১১৮ । [(১) প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক চারজন নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া] বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকিবে এবং উক্ত বিষয়ে প্রণীত কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগদান করিবেন।<br>(২) একাধিক নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া নির্বাচন কমিশন গঠিত হইলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার তাহার সভাপতিরূপে কার্য করিবেন।<br>(৩) এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে কোন নির্বাচন কমিশনারের পদের মেয়াদ তাঁহার কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরকাল হইবে এবং<br>(ক) প্রধান নির্বাচন কমিশনার-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এমন কোন ব্যক্তি প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগলাভের যোগ্য হইবেন না;<br>(খ) অন্য কোন নির্বাচন কমিশনার অনুরূপ পদে কর্মাবসানের পর প্রধান নির্বাচন কমিশনাররূপে নিয়োগলাভের যোগ্য হইবেন, তবে অন্য কোনভাবে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগলাভের যোগ্য হইবেন না।<br>(৪) নির্বাচন কমিশন দায়িত্বপালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন এবং কেবল এই সংবিধান ও আইনের অধীন হইবেন।<br>(৫) সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশনারদের কর্মের শর্তাবলী রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ হইবে;<br>তবে শর্ত থাকে যে, সুপ্রীম কোর্টের বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হইতে পারেন, সেইরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত কোন নির্বাচন কমিশনার অপসারিত হইবেন না।<br>(৬) কোন নির্বাচন কমিশনার রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ করিয়া স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।" | আইন দ্বারা বলবত হবে। গত সরকার যে আইনটি করেছে তা যথাযথ নয়। আইনটি সংশোধন করা হোক | জাস্টিস মতিন |
| | | প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক চারজন নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকিবে এবং উক্ত বিষয়ে প্রণীত কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে এবং উপ-অনুচ্ছেদ (৭) অনুযায়ী গঠিত সার্চ কমিটির সুপারিশের আলোকে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগদান করিবেন। | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| | | স্বাধীন নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশনার নিয়োগে সংসদের বিরোধীদলীয় অংশগ্রহণ ও ভারসাম্যমুলক ভূমিকা নিশ্চিত করা। | অরূপ রাহী |
| | | রাষ্ট্রপতি সংসদ সদস্যদের পরামর্শক্রমে নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ দান করবেন। | শায়খ আহমাদুল্লাহ ও মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুম |
| | | নির্বাচন কমিশনারের সংখ্যা সাত জন করা যেতে পারে। | প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম |
| | | কমিশনার নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রদান নির্বাচন কমিশনার হবেন সদ্য বিদায়ী প্রধান বিচারপতি, সদস্য হবেন দুইজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, একজন প্রফেসর মানের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক, একজন আইনজীবী, একজন ব্যবসায়ী, একজন এনজিও কর্মকর্তা বা একজন সাংবাদিক। | প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম |
| | | ন্যায়পালকে কাজের তদারকির দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। | প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম |
| | | স্বাধীন নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠার বিধান রাখতে হবে এবং নির্বাচনে কমিশনের কর্মকর্তা ব্যতীত অন্য কেউ প্রিজাইডিং অফিসার ও রিটার্নিং অফিসার হতে পারবেন না। | অ্যাডভোকেট আব্দুর রহমান জীবল |

| | সপ্তম ভাগ: নির্বাচন | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবকের নাম** |
| | | নির্বাচন কমিশনের স্বায়ত্ত্বশাসন নিশ্চিত করতে সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে দুই-তৃতীয়াংশ সংসদ সদস্যদের অনুমোদনের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশনের সদস্য নিয়োগের বিধান করতে হবে। | কল্লোল মোস্তফা |
| | | নির্বাচন কমিশনের স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করতে পৃথক বাজেটের ব্যবস্থা থাকতে হবে যেন বাজেটের জন্য নির্বাহী বিভাগের উপর নির্ভরশীল থাকতে না হয়। | কল্লোল মোস্তফা |
| | | সুনির্দিষ্ট আইন লংঘন ছাড়া নির্বাচন কমিশনের সদস্যদের যেন অপসারণ করা না যায় তার বিধান রাখতে হবে। | কল্লোল মোস্তফা |
| | | ইলেকশন কমিশন গঠনের ক্ষেত্রে সার্চ কমিটির প্রধান সংসদীয় বিরোধী দলের মতামতের ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া উচিত। বাকি সদস্যদের ক্ষেত্রে একটি নিরপেক্ষ নিয়ম অনুসরণ করা যেতে পারে। | Musa Al Hafiz |
| | | শক্তিশালী ও স্বাধীন নির্বাচন কমিশন থাকতে হবে। | সরোয়ার তুষার |
| | | "প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক চার জন নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকিবে এবং উক্ত বিষয়ে প্রণীত কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি ও সংসদের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের পরামর্শক্রমে প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগদান করিবেন।" | মুফতি সাইফুল ইসলাম |
| | | "১১৮ (৭) হিসেবে নিম্নরূপে একটি অনুচ্ছেদ সংযোজিত হবে-<br>(১) প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনার নিয়োগদানের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রস্তাবনা উপস্থাপনের জন্য নিম্নরূপ সদস্য নিয়ে একটি সার্চ কমিটি গঠিত হবে-<br>ক. প্রথিতযশা ইসলামী পন্ডিত ব্যক্তিত্ব-০২ জন<br>খ. হাইকোর্ট বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারক-০২ জন<br>গ. সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী- ০২ জন<br>ঘ. বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক- ০২ জন<br>ঙ. অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র সিভিল সার্ভেন্ট ০২ জন<br>চ. প্রথিতযশা ট্যাকনোক্রাট ০১ জন<br>(২) সার্চ কমিটির সদস্য হওয়ার যোগ্যতা-<br>ক. স্থানীয় বা জাতীয় পর্যায়ের কোন রাজনীতির সাথে বা পেশাগত কোন সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে পারবেন না।<br>খ. চারিত্রিক স্বচ্ছতা, সততা এবং দল নিরপেক্ষতার সুনাম থাকতে হবে।<br>(৩) বয়সে জ্যেষ্ঠতম সদস্য সার্চ কমিটির সভার সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।<br>(৪) রাষ্ট্রপতির অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে উপরে বর্ণিত বিধান অনুসরণক্রমে আইন মন্ত্রণালয় সার্চ কমিটি গঠন করবে এবং সার্চ কমিটির কর্মপরিধি নির্ধারণ করবে।<br>(৫) আইন মন্ত্রণালয় সার্চ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে এবং সার্চ কমিটির নিকট হতে প্রাপ্ত প্রস্তাব পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করবে।" | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| | | Secondly, there is no article regarding the role and power of election commissioner. It is only said like that in constitution that in Article 118 (5) “Subject to the provisions of any law made by Parliament, the conditions of service of Election Commissioners shall be such as the President may, by order, determine” So here if we see the commissioner will do that which is been prescribed by the parliament or by president. But the problem rises here the previous parliament will do such things or prescribe the laws which are for the benefit for itself. So there should be some strict rules and regulations about the role and power of the election commissioner. | মারুফা আক্তার |
| | | Fifthly, under article 118(5), “Subject to the provisions of any law made by Parliament, the conditions of service of Election Commissioners shall be such as the President may, by order, determine: Provided that an Election Commissioner shall not be removed from his office except in like manner and on the like grounds as a Judge of the [Supreme Court]”. | মারুফা আক্তার |

| | সপ্তম ভাগ: নির্বাচন | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবকের নাম** |
| **অনুচ্ছেদ ১১৯ (নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব)** | ১১৯। ৭৫[(১) রাষ্ট্রপতি পদের ও সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার-তালিকা প্রস্তুতকরণের তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ এবং অনুরূপ নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং নির্বাচন কমিশন এই সংবিধান ও আইনানুযায়ী<br>(ক) রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবেন;<br>(খ) সংসদ-সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবেন;<br>(গ) সংসদে নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ করিবেন; এবং<br>(ঘ) রাষ্ট্রপতির পদের এবং সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার-তালিকা প্রস্তুত করিবেন।]<br>(২) উপরি-উক্ত দফাসমূহে নির্ধারিত দায়িত্বসমূহের অতিরিক্ত যেরূপ দায়িত্ব এই সংবিধান বা অন্য কোন আইনের দ্বারা নির্ধারিত হইবে, নির্বাচন কমিশন সেইরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন।" | নির্বাচন কমিশন ১১৯ অনুযায়ী কার্যতালিকা তাতে ইসির স্থানীয় নির্বাচন করার সুনিদিস্ট উল্লেখ নেই। এটি ১১৯(২) এর অতিরিক্ত কাজ হিসাবে সরকারের অনুরোধে করে থাকে। ১১৯(১) এর কর্ম তালিকায় "স্থানীয় সরকার পরিষদসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবে" এ জাতীয় একটি লাইন সংযোজন করলে ইসি স্বাধীনভাবে তপসিল ঘোষনা করে স্থানীয় নির্বাচনসমূহ করতে সক্ষম হবে। | অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ |
| | | পঞ্চম সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| **অনুচ্ছেদ ১২০ (নির্বাচন কমিশনের কর্মচারীগণ)** | | পঞ্চম সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| **অনুচ্ছেদ ১২১ (প্রতি এলাকার জন্য একটিমাত্র ভোটার তালিকা)** | | পঞ্চম সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| **অনুচ্ছেদ ১২২ (ভোটের-তালিকায় নামভুক্তির যোগ্যতা)** | "১২২। (১) প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার-ভিত্তিতে 76[* * *] সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে<br>(২) কোন ব্যক্তি সংসদের নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত কোন নির্বাচনী এলাকায় ভোটার-তালিকাভুক্ত হইবার অধিকারী হইবেন, যদি<br>(ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হন;<br>(খ) তাঁহার বয়স আঠার বৎসরের কম না হয়;<br>77[(গ) কোন যোগ্য আদালত কর্তৃক তাঁহার সম্পর্কে অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা বহাল না থাকিয়া থাকে;<br>ঘ) তিনি ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বা আইনের দ্বারা ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বিবেচিত হন; এবং<br>(ঙ) তিনি ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীন কোন অপরাধের জন্য দণ্ডিত না হইয়া থাকেন।]<br>78[* * *]" | অপরিবর্তিত থাকবে | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| | | প্রবাসীদের ভোটাধিকার প্রয়োগের ব্যবস্থা করা | মারুফা আক্তার |

| | সপ্তম ভাগ: নির্বাচন | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবকের নাম** |
| **অনুচ্ছেদ ১২৩ (নির্বাচন-অনুষ্ঠানের সময়)** | "১২৩। ৭৯[(১) রাষ্ট্রপতি-পদের মেয়াদ অবসানের কারণে উক্ত পদ শূন্য হইলে মেয়াদ-সমাপ্তির তারিখের পূর্ববর্তী নব্বই হইতে ষাট দিনের মধ্যে শূন্য পদ পূরণের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে:<br>তবে শর্ত থাকে যে, যে সংসদের দ্বারা তিনি নির্বাচিত হইয়াছেন সেই সংসদের মেয়াদকালে রাষ্ট্রপতির কার্যকাল শেষ হইলে সংসদের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত অনুরূপ শূন্য পদ পূর্ণ করিবার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে না, এবং অনুরূপ সাধারণ নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম বৈঠকের দিন হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতির শূন্য পদ পূর্ণ করিবার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।<br>(২) মৃত্যু, পদত্যাগ বা অপসারণের ফলে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইলে পদটি শূন্য হইবার পর নব্বই দিনের মধ্যে, তাহা পূর্ণ করিবার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।]<br>৮০[(৩) সংসদ-সদস্যদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে<br>(ক) মেয়াদ-অবসানের কারণে সংসদ ভাংগিয়া যাইবার ক্ষেত্রে ভাংগিয়া যাইবার পূর্ববর্তী নববই দিনের মধ্যে; এবং<br>(খ) মেয়াদ-অবসান ব্যতীত অন্য কোন কারণে সংসদ ভাংগিয়া যাইবার ক্ষেত্রে ভাংগিয়া যাইবার পরবর্তী নববই দিনের মধ্যে:<br>তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার (ক) উপ-দফা অনুযায়ী অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত ব্যক্তিগণ, উক্ত উপ-দফায় উল্লিখিত মেয়াদ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত, সংসদ সদস্যরূপে কার্যভার গ্রহণ করিবেন না।]<br>(৪) সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া ব্যতীত অন্য কোন কারণে সংসদের কোন সদস্যপদ শূন্য হইলে পদটি শূন্য হইবার নব্বই দিনের মধ্যে উক্ত শূন্যপদ পূর্ণ করিবার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে ৪1[:তবে শর্ত থাকে যে, যদি প্রধান নির্বাচন কমিশনারের মতে, কোন দৈব-দুর্বিপাকের কারণে এই দফার নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে উক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব না হয়, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদের শেষ দিনের পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে উক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।]" | ১২৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদ না ভেঙ্গে নির্বাচন করা যাবে যা সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে বিরল ও নজীরবিহীন এবং এক সাথে ৩০০+৩০০ মোট ৬০০ এমপি স্বল্পসময়ের জন্য হলেও নির্বাচিত থাকেন একসাথে! এই বিধানের প্র্যাকটিস পতিত সরকার করেছেনও। এমন হাস্যকর বিধান বাতিল করা দরকার। | "১. ব্যারিস্টার নাজির আহমদ<br>২. সাংবাদিক অলিউল্লাহ নোমান<br>৩. ব্যারিস্টার ইকবাল হোসেন<br>৪. ব্যারিস্টার আলিমুল হক লিটন<br>৫. নাসরুল্লাহ খাঁন জুনায়েদ" |
| | | পঞ্চম সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| | | জাতীয় নির্বাচনের পূর্বে রাজনৈতিক দলগুলোকে প্রস্তুতি স্বরূপ দুই মাস সময় দিতে হবে। | ড. শাফি আ. খালেদ |
| | | Article 123 there must amendment needed such as if there is no caretaker government yet the current government will not able to exercise its executive power or control any force like army or police etc. | মারুফা আক্তার |
| **অনুচ্ছেদ ১২৫ (নির্বাচনী আইন ও নির্বাচনের বৈধতা)** | | পঞ্চম সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| **অনুচ্ছেদ ১২৬ (নির্বাচন কমিশনকে নির্বাহী কর্তৃপক্ষের সহায়তা দান)** | ১২৬। নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বপালনে সহায়তা করা সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষের কর্তব্য হইবে। | সংবিধানের ১২৬ অনুচ্ছেদে সরকারি দপ্তরসমূহকে নির্বাচনকালিন সময়ে কমিশনকে সহায়তার কথা বলা আছে কিন্তু সহায়তা না করলে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বিধান নাই তা যুক্ত করতে হবে। | অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ |

| | সপ্তম ভাগ: নির্বাচন | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
| | | there in article 126 it is said that the executive need to assist election commission. There should be also an article needed to be added that the election commission needed to have its own force or military or a part of force or military which will help them to control the election time situation and also to maintain law regarding that time. | মারুফা আক্তার |
| | | পঞ্চম সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **অন্যান্য প্রস্তাব** | গণভোট | কমিশনের সুপারিশগুলোকে সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য একটি গণভোট আয়োজন অনস্বীকার্য। | প্রফেসর ড. মইনুল ইসলাম |
| | | গণভোটের ব্যবস্থা রাখা | মাওলানা মো. ইলিয়াছুর রহমান |
| | | ভবিষ্যতে যদি কোনো সময় শাসনতন্ত্র পরিবর্তন, সংশোধন, পরিমার্জন, সংযোজন করার প্রয়োজন হয় 'জনস্বার্থে জনগনের গণভোটাভুটির পর সংসদে উপস্থাপন, সংসদের আইন প্রনেতাগন ভোটাভুটির মাধ্যমে পাস করার ব্যবস্থা রাখা। | মো. মোশারেফ হোসেন বিশ্বাস |
| | | ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে একজন ভোটার দেশের যে কোন প্রান্ত থেকে ই-মেইলে (আমেরিকায় রয়েছে) বা তার জন্য তুলনামূলক সুবিধাজনক যে কোনো কেন্দ্র থেকেও ভোট দিতে পারার বিধান রাখা দরকার। | মুসা আল হাফিজ |
| | | It is essential to establish accountability for the Election Commission to ensure that elections are impartial, transparent, and reflective of the public’s true will. | K Shamsuddin Mahmood |
| | | প্রতি বছর ডিসেম্বরের মধ্যে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা হবে। | প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম |
| | | নির্দলীয় নির্বাচনী শাসন:নির্বাচনকালীন সময়ে নির্দলীয় নির্বাচনী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হবে। | অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন |
| | | এ জন্য নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে পরামর্শ করে রাষ্ট্রপতি কিছু অরাজনৈতিক বা সংসদ সদস্য না এমন ব্যক্তিদের প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেবেন। | অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন |
| | | এই পরিষদের মেয়াদ চার মাসের বেশি হবে না। | অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন |
| | | ১. নির্বাচন কমিশনের জবাবদিহিতা বাড়ানো।<br>২. নির্বাচন পরিচালনায় সংসদ ও নির্বাচন কমিশনের ভুমিকা পরিষ্কার করা। | অরূপ রাহী |
| | | সুস্থ্য গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার জন্য বহুদলীয় রাজনীতি ব্যবস্থার সংস্কার | ড. আহমেদ আনিসুর রহমান |
| | | বিশ্ববিদ্যালয়ে অবশ্যই ছাত্র সংসদ নির্বাচন দিতে হবে নির্দিষ্ট সময়ে। | ইমরান মাহফুজ |
| | | নির্বাচন কমিশন, আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো দল-নিরপেক্ষ ও শক্তিশালী হয়ে উঠার আগ পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের ব্যবস্থা পুনর্বহাল করতে হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল করতে হলে জাতীয় ঐক্যমত্যের বিধান রাখতে হবে যেন কোনো একক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল করতে না পারে। | কল্লোল মোস্তফা |
| | | ইভিএম মেশিনে ভোটদান বাতিল করতে হবে | অধ্যাপক হাসানুজ্জামান চৌধুরী |
| | | কোনোভাবেই নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান বন্ধ করা যাবে না | অধ্যাপক হাসানুজ্জামান চৌধুরী |
| | | সকল ভোটকেন্দ্র যার যার রেজাল্টসহ সব পক্ষের স্বাক্ষর করে সকল প্রার্থী ও এজেন্টসহ জনসম্মুখে উপস্থিত করতে হবে। | অধ্যাপক হাসানুজ্জামান চৌধুরী |
| | | নতুন সুষ্ঠু ভোটার তালিকা তৈরি করতে হবে। প্রার্থীদের সম্পদের সঠিক হিসাব দিতে হবে। আরও বদলাতে হবে। নির্বাচনী এলাকার সীমা গণশুনানীর মাধ্যমে বদলাতে হবে। বিদেশে থাকা বাংলাদেশের নাগরিকদের প্রমাণ সাপেক্ষে ভোটাধিকার প্রদান। | অধ্যাপক হাসানুজ্জামান চৌধুরী |
| | | নির্বাচন কমিশনকে প্রকৃত অর্থে স্বাধীন করতে হবে। আইন, বিধি স্বশাসন, লোকবল, বাজেট দিয়ে যোগ্য, মেরুদণ্ড যুক্ত ব্যক্তিদেরকে কমিশনের প্রধান ও সদস্য করতে হবে। নির্বাচনী মামলাসমূহ এক মাসের মধ্যে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করতে হবে নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে। | অধ্যাপক হাসানুজ্জামান চৌধুরী |
| | | We should adopt a three-year election cycle – President, Parliament, Upazila elections should be held in different years. | Mohammad Nurul Minhaz |

| | সপ্তম ভাগ: নির্বাচন | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
| | | there is no qualifications are said in the chapter 7 of the constitution. Thus in many cases we have seen that the retired judges of high courts are to be elected as the election commissioner, we know that the post of judge is pronominally a political post if we choose election commissioner from retired judges there will sure be biasness from the judges so there need to have amendment that no retired judge or any person having relation to the public service can be an election commissioner. | মারুফা আক্তার |
| | | the political parties needed to maintain rules and regulations in the time of election. There needed to be some strong rules and regulation regarding political parties. The eligibility of political parties needs to insert at part 7 by amendment in order to have a proper democratic election. | মারুফা আক্তার |
| | | there shall be "No Vote" in the ballot along with the symbol of political parties. Because the term democracy means choosing between good and bad, not bad and worse. | মারুফা আক্তার |
| | | ১. নির্বাচন কমিশন স্বাধীন, নিরপেক্ষ স্বচ্ছতা গঠন করার লক্ষ্যে সমাজে যার বংশের কোন রাজনৈতিক দর্শন নাই এবং ভবিষ্যৎ থাকবে না, সেই লোক নিয়োগ করে পুনঃগঠন করা, বর্তমান নির্বাচন সকল কর্মকর্তা কর্মচারীকে বহিস্কার করে নতুন করে নিয়োগ করার ব্যবস্থা করা।<br>২. নির্বাচন কমিশনের অধিনে উপজেলা নির্বাচন অফিসারকে ডিসির ক্ষমতা প্রদান এবং জেলা নির্বাচন অফিসারকে বিভাগীয় কমিশনারের ক্ষমতা প্রদান, বিভাগীয় নির্বাচন অফিসারকে সচিবের ক্ষমতার মর্যাদা প্রদান করা। যাতে নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তারা সবার উচ্চে ক্ষমতাবান হবেন তার বিধান রাখা।<br>৩. বিসিএস (ইসি) নির্বাচনের বিধান রাখা, তবে প্রদোন্নতি নির্বাচন বিষয়ে উপরোক্ত পদে প্রদায়ন করার বিধান করা। যাতে নির্বাচন চলাকালীন সময়ে তার অধিনকৃত অন্যান্য ক্ষেত্রের অফিসারগন নির্বাচন অফিসারের আদেশমত কার্যক্রম করতে পারেন এবং যদি কোন কর্মকর্তা অনিয়ম-দূর্নীতি করলে নির্বাচন অফিসার তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা গ্রহন করে চাকুরী হইতে বহিস্কারের ক্ষমতা প্রদানের বিধান রাখা।<br>৪. নির্বাচন চলাকালীন সময়ে যারা সন্ত্রাসী প্রকৃতির তাদের তালিকা করে জেলাহাজতে আটক রাখা, যাতে নির্বাচনে উক্ত সন্ত্রাসীরা কোন প্রকার প্রভাব, পেশীশক্তি, নৈরাজ্য, ধ্বংশযজ্ঞ, কেন্দ্র দখল করতে না পারে তাহার বিধান রাখা।<br>৫. নির্বাচন কমিশনারগণ নির্বাচন কমিশনের অধীনে অফিসার থেকে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নিয়োগের বিধান রাখা এবং অন্য ক্ষেত্র থেকে নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ না করার বিধান রাখা।<br>৬. নির্বাচন কমিশন কারো অধীন না রাখার বিধান করা এবং তাহারা স্বতন্ত্র থাকবে।<br>৭. নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ ১লা জানুয়ারী দায়িত্বভার ছেড়ে দেওয়ার বিধান রাখা।<br>৮. সংসদ নির্বাচনের পরের বছর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা, তার পরের বছর উপজেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা, তার পরের বছর জেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা, সকল নির্বাচনে সেনা মোতায়েন ও বিজিবি মোতায়েন করার বিধান রাখা। | মো. মোশারেফ হোসেন বিশ্বাস |
| | | ১. রাজনৈতিক দলে প্রবেশ করতে হলে সমাজের সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে আসতে হবে। যাকে তাকে ধরে এনে রাজনৈতিক দলের সদস্য করা যাবে না তার বিধান রাখা।<br>২. রাজনৈতিক দলের কর্মী হতে হলে নিম্নতম সামাজিক বিজ্ঞান, পৌরবিজ্ঞান, অর্থনীতি, আইন বিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) পাস থাকতে হবে, তার বিধান রাখা।<br>৩. স্থানীয় নির্বাচনে যারা অংশ গ্রহন করবেন তাদেরকে নিম্নতম সামাজিক বিজ্ঞান, অর্থনীতি, স্থানীয় সরকার উন্নয়ন বিষয়ে স্নাতক পাস হতে হবে এবং যারা সদস্য হবেন নিম্নতম এইচ.এস.সি পাস হতে হবে, তার বিধান রাখা।<br>৪. যারা উপজেলা পরিষদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান তারা চেয়ারম্যান পদে সামাজিক বিজ্ঞান, অর্থনীতি বিষয়ে এবং স্থানীয় সরকার উন্নয়ন বিষয়ে স্নাতকোত্তর পাসের বিধান রাখা। | মো. মোশারেফ হোসেন বিশ্বাস |

| | অষ্টম ভাগ: মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
| **অনুচ্ছেদ ১২৭ (মহা হিসাব-নিরীক্ষক পদের প্রতিষ্ঠা)** | | অষ্টম বিভাগ (হিসাব নিরীক্ষক) অধ্যায়টা সংবিধান থেকে বাদ দিতে হবে, এ সংক্রান্ত আলাদা আইন হতে পারে | জাস্টিস মতিন |
| | | মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের যোগ্যতা স্পষ্ট করতে হবে। | প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম |
| | | পঞ্চম সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| **অনুচ্ছেদ ১২৮ (মহা-হিসাব নিরীক্ষকের দায়িত্ব)** | | অপরিবর্তিত থাকবে | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| **অনুচ্ছেদ ১২৯ (মহা হিসাব-নিরীক্ষকের কর্মের মেয়াদ)** | | পঞ্চম সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| **অনুচ্ছেদ ১৩০ (অস্থায়ী মহা-হিসাব নিরীক্ষক)** | | পঞ্চম সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| **অনুচ্ছেদ ১৩১ (প্রজাতন্ত্রের হিসাব-রক্ষার আকার ও পদ্ধতি)** | | পঞ্চম সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |
| **অনুচ্ছেদ ১৩২ (সংসদে মহা হিসাব-নিরীক্ষকের রিপোর্ট উপস্থাপন)** | | পঞ্চম সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে | অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক |

| | ৯ম ভাগ: বাংলাদেশের কর্মবিভাগ | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবকের নাম** |
| | | ৯ম বিভাগ (কর্ম বিভাগ) অধ্যায়টা সংবিধান থেকে বাদ দিতে হবে, এ সংক্রান্ত আলাদা আইন হতে পারে | জাস্টিস মতিন |
| **১৩৫ ক** | "১৩৫। (১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে অসামরিক পদে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি তাঁহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ-অপেক্ষা অধস্তন কোন কর্তৃপক্ষের দ্বারা বরখাস্ত বা অপসারিত বা পদাবনমিত হইবেন না।<br>(২) অনুরূপ পদে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে তাঁহার সম্পর্কে প্রস্তাবিত ব্যবস্থাগ্রহণের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার যুক্তিসঙ্গত সুযোগদান না করা পর্যন্ত তাঁহাকে বরখাস্ত বা অপসারিত বা পদাবনমিত করা যাইবে না:<br>তবে শর্ত থাকে যে, এই দফা সেই সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যেখানে<br>(অ) কোন ব্যক্তি যে আচরণের ফলে ফৌজদারী অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছেন, সেই আচরণের জন্য তাঁহাকে বরখাস্ত, অপসারিত বা পদাবনমিত করা হইয়াছে; অথবা<br>(আ) কোন ব্যক্তিকে বরখাস্ত, অপসারিত বা পদাবনমিত করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, কোন কারণে- যাহা উক্ত কর্তৃপক্ষ লিপিবদ্ধ করিবেন- উক্ত ব্যক্তিকে কারণ দর্শাইবার সুযোগদান করা যুক্তিসঙ্গতভাবে সম্ভব নহে; অথবা<br>(ই) রাষ্ট্রপতির নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, রাষ্ট্রের নিরাপত্তার স্বার্থে উক্ত ব্যক্তিকে অনুরূপ সুযোগদান সমীচীন নহে।<br>(৩) অনুরূপ কোন ব্যক্তিকে এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত কারণ দর্শাইবার সুযোগদান করা যুক্তিসঙ্গতভাবে সম্ভব কি না, এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে সেই সম্পর্কে তাঁহাকে বরখাস্ত, অপসারিত বা পদাবনমিত করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।<br>(৪) যে ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি কোন লিখিত চুক্তির অধীন প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত হইয়াছেন এবং উক্ত চুক্তির শর্তাবলী-অনুযায়ী যথাযথ নোটিশের দ্বারা চুক্তিটির অবসান ঘটান হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে চুক্তিটির অনুরূপ অবসানের জন্য তিনি এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যসাধনকল্পে পদ হইতে অপসারিত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে না।" | সরকারি কর্মচারীদের স্বাধীনতা। সরকারি কর্মচারীদের জন্য সুরক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা; যাতে কেউ বেআইনি নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করায় কোন প্রতিশোধ বা অবস্থান হারানোর ঝুঁকিতে না থাকে তা নিশ্চিত করে। | অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন |
| | | প্রস্তাবিত বিধান: কোনো সরকারি কর্মচারি বা প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তিকে রাজনৈতিক নির্বাহী বা কোনো ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারি করা মৌখিক নির্দেশাবলী মেনে চলতে বাধ্য করা হবে না যদি এই ধরনের নির্দেশ স্পষ্টভাবে বেআইনি বা অসাংবিধানিক হয়। | অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন |
| | | প্রতিষ্ঠিত আইন বা সাংবিধানিক বিধানগুলি লঙ্ঘন করে এমন রাজনৈতিক নির্বাহী বা উচ্চতর কর্তৃপক্ষ দ্বারা একটি লিখিত আদেশ বা নির্দেশ জারি করা হলে, চাকরিতে থাকা ব্যক্তি উক্ত আদেশ বা নির্দেশের সাথে অ-সম্মতি প্রতিফলিত করার জন্য তাদের রেকর্ডটি যথাযথভাবে টীকা (annotate) করতে হবে। | অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন |
| | | | |
| **অন্যান্য প্রস্তাব** | | ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্ষা কমিশন বা ইসলামী মূল্যবোধ রক্ষা কমিশন নামে সাংবিধানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত একটি স্বাধীন ক্ষমতাসম্পন্ন ধর্মীয় কমিশন প্রতিষ্ঠা করা যাইবে। যা রাষ্ট্রের সর্বজন স্বীকৃত আলেম সমাজ ও মুফতিদের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে। | শায়খ আহমাদুল্লাহ ও মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুম |
| | | প্রতি বছর পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ, ফল প্রকাশের সম্ভাব্য তারিখ ও নিয়োগ লাভের সম্ভাব্য তারখি জানিয়ে দেওয়া। | প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম |

৯ম ভাগ: বাংলাদেশের কর্মবিভাগ

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
|---|---|---|---|
| | | পেশা কমিশন নামে একটি কমিশন থাকবে। সমাজে প্রচলিত সকল পেশার মানুষের জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধির জন্য এ কমিশন কাজ করবে। বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিগণের কাজকে সহজ করা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং যথাযথ উপার্জনক্ষম করার কাজে নিয়োজিত থাকবে এ কমিশন। | আব্দুল্লাহ |
| | | প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে কোনো সাংবিধানিক পদে নিয়োগের পরামর্শ দিতে পারবেন না। সাংবিধানিক পদে নিয়োগ ও অপসারণ আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে। | সরোয়ার তুষার |
| | | সাংবিধানিক পদে নিয়োগে প্রধানমন্ত্রী যেন একক কর্তৃত্ব ভোগ না করেন, সেই ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। | সরোয়ার তুষার |
| | | দুর্নীতি দমন কমিশনকে (দুদক) একটি সাংবিধানিক সংস্থা হিসেবে এর স্বাধীনতা ও কার্যকারিতা প্রতিষ্ঠার জন্য নির্দিষ্ট ক্ষমতা ও কার্যাবলী প্রদান। | অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন |
| | | সাংবিধানিক পদ, মন্ত্রিসভার সদস্য, সচিব, অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ সকল প্রতিষ্ঠান/সংস্থার প্রধানদের নিয়োগের আগে: সংসদীয় কমিটির শুনানিতে বাধ্যতামূলক উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। শুনানির ফলাফল অসন্তোষজনক হলে তাকে নিয়োগ দেওয়া যাবে না। | সরোয়ার তুষার |
| | | তিন বাহিনী প্রধান ও বিচারপতিগণ সরকারি চাকরির বয়সসীমা পর্যন্ত চাকরিতে থাকতে পারবেন। | মাহমুদুল হাসান, যুগ্ম সদস্য সচিব, ঢাকা উত্তর |
| | | দুর্নীতি রোধে সরকারি চাকরিতে ভাইভা বন্ধ করতে হবে। তিন ধাপের পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ হবে। | মাহমুদুল হাসান, যুগ্ম সদস্য সচিব, ঢাকা উত্তর |
| | | সরকারি কর্মকমিশনের সংখ্যা একাধিক করা যেতে পারে। | প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম |
| | | The Chairman and commissioners of Anti Corruption Commission shall be appointed from open competition, no government employees shall be appointed there, all the employees shall be permanent employees of the commission. It must be free from any government employee, even the secretary shall be appointed by the commission through open competition. No permission from the higher authority will be required to file any case or monetary suit against any government employees. | Md. Shamsul Arefin Arif |
| | | There shall be a "constitutional position recruiting commission" which shall search for the high court division judge, chief election commissioner, election commissioner, chairman & member of public service commission, comptroller and auditor general. All the members of this commission shall be free from any political affiliation, there shall be no government employee, Through advertisement in the newspapers the commission will search the eligible candidates and with due processing these positions will be filled up. In the recruitment rules there shall be a condition that any person who was involved in politics in his/her student life or after student life will not be eligible for the judges of the high court division. | Md. Shamsul Arefin Arif |
| | | প্রশাসন ক্যাডারের নাম বদল করে রাষ্ট্র সেবক ক্যাডার করা। | অধ্যাপক হাসানুজ্জামান চৌধুরী |
| | | কমিশনগুলোকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে এবং যথাযথ ব্যক্তিদের এতে নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে | ড. মো. আবুল কালাম আযাদ |
| | | "১. সরকারি নিয়োগে ২ শতাংশ প্রতিবন্ধী কোটা রাখার বিধান করা, বাকি সকল কোটা বাতিল করা।<br>২. সরকারি চাকুরিতে প্রবেশের বয়স ৩৫ বছর করা এবং অবসরের বয়স ৬৫ বছর করা<br>৩. সরকারী চাকুরীতে প্রবেশের সময় অঙ্গিকারপত্র দেওয়ার ব্যবস্থা করা, যাতে চাকুরী শেষে কোন রাজনৈতিক দলে যোগদান করিতে পারবে না। তার পরিবারের কেহ রাজনৈতিক দলে দর্শনে বিশ্বাসী না হওয়া। যদি কখনো প্রমান পাওয়া যায় তবে চাকুরী থেকে তাৎক্ষনিক বহিস্কার করা ও জেল-জরিমানা থাকার ব্যবস্থা করা।" | মো. মোশারেফ হোসেন বিশ্বাস |

| | ৯ম ভাগ: বাংলাদেশের কর্মবিভাগ | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবকের নাম** |
| | | ১. দুর্নীতি দমন কমিশনকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে যাহারা দুর্নীতিগ্রস্থ ব্যক্তিদেরকে সমাজ থেকে আলাদা রাখা এবং ভার পরবর্তী প্রজন্মকে সমাজ, রাষ্ট্রীয় ভাবে কোনঠাসা করে বয়কটের ব্যবস্থা করার বিধান রাখা।<br>২. দুর্নীতি দমন কমিশন থেকে অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে চেয়ারম্যান, প্রধান কর্মকর্তা এবং পরিচালক, তদন্তকারী কর্মকর্তার নিয়োগ করার বিধান রাখা।<br>৩. যেকোন দপ্তরে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন প্রকার অনিয়ম, অনৈতিক ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠলে সাথে সাথে বহিস্কার করা এবং তার কার্যক্রম স্থগিত রেখে অন্য সংস্থার বা দপ্তরের ব্যক্তি দিয়ে নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করে তাহার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহনের বিধান রাখা।<br>৪. কোন প্রকার আয়ের সাথে ব্যয়ের ফাঁকিবাজী/অসামঞ্জস্য হলে দ্রুততার সহিত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করার বিধান রাখা।<br>দেশের সকল ব্যক্তি আয়ের বিপরীতে ব্যয়ের হিসাব এবং উদ্বৃত্ত সম্পদের প্রতি বছর বছর নিরীক্ষা করা, কোন ব্যক্তি দুর্নীতি করে কোনো সম্পদ করেছে কিনা, তাহা তদন্ত করার বিধান রাখা।<br>৫. তদন্তে অপরাধ প্রমানিত হলে শাস্তি প্রদান করা, তৎপর ঐ ব্যক্তির বংশের কেহ চাকুরী করলে বা চাকুরীরত থাকলে তাকে বহিস্কার করার বিধান রাখা। | মো. মোশারেফ হোসেন বিশ্বাস |

| | নবম-ক ভাগ: জরুরি বিধান | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবকের নাম** |
| **অনুচ্ছেদ ১৪১ক (জরুরি-অবস্থা ঘোষণা)** | ১৪১ক। (১) রাষ্ট্রপতির নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এমন জরুরী-অবস্থা বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহাতে যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের দ্বারা বাংলাদেশ বা উহার যে কোন অংশের নিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক জীবন বিপদের সম্মুখীন, তাহা হইলে তিনি৪৯[অনধিক একশত কুড়ি দিনের জন্য] জরুরী-অবস্থা ঘোষণা করিতে পারিবে 90[:তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ ঘোষণার বৈধতার জন্য ঘোষণার পূর্বেই প্রধানমন্ত্রীর প্রতি-স্বাক্ষর প্রয়োজন হইবে।]<br>91[* * *]<br>(২) জরুরী-অবস্থার ঘোষণা<br>(ক) পরবর্তী কোন ঘোষণার দ্বারা প্রত্যাহার করা যাইবে;<br>(খ) সংসদে উপস্থাপিত হইবে;<br>(গ) একশত কুড়ি দিন92[***]সময়ের অবসানে কার্যকর থাকিবে না:<br>তবে শর্ত থাকে যে, যদি সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় অনুরূপ কোন ঘোষণা জারী করা হয় কিংবা এই দফার (গ) উপ-দফায় বর্ণিত এক শত কুড়ি দিনের মধ্যে সংসদ ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে তাহা পুনর্গঠিত হইবার পর সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে ত্রিশ দিন অতিবাহিত হইবার পূর্বে ঘোষণাটি অনুমোদন করিয়া সংসদে প্রস্তাব গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত ত্রিশ দিনের অবসানে93[অথবা একশত কুড়ি দিন সময়ের অবসানে, যাহা আগে ঘটে,] অনুরূপ ঘোষণা কার্যকর থাকিবে না।<br>(৩) যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের বিপদ আসন্ন বলিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইলে প্রকৃত যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগ সংঘটিত হইবার পূর্বে তিনি অনুরূপ যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের জন্য বাংলাদেশ বা উহার যে কোন অংশের নিরাপত্তা বিপন্ন বলিয়া জরুরী-অবস্থা ঘোষণা করিতে পারিবেন। | ‘জরুরি ক্ষমতার’ সীমা পরিষ্কার ও সীমিত করা। | অরূপ রাহী |

| | নবম-ক ভাগ: জরুরি বিধান | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
| | | জরুরি অবস্থায়ও সরকারকে জবাবদিহির আওতায় আনার অধিকার থাকতে হবে। | প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম |
| | | রাষ্ট্রপতি কোন পরিস্থিতিতে জরুরি অবস্থা জারি করতে পারবেন তা সনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে যেন 'বহিরাক্রমণ বা 'অভ্যন্তরীণ গোলযোগের' মত অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট সমস্যার অযুহাত দিয়ে সরকার জরুরি অবস্থা জারি করে জনগণের মৌলিক অধিকার হরণ করতে না পারে। | কল্লোল মোস্তফা |
| | | জরুরি অবস্থা ঘোষণার জন্য আইনসভার উভয় কক্ষের সভায় পাস হওয়া প্রস্তাব রাষ্ট্রপতির কাছে আসতে হবে। নিম্নকক্ষ অনুপস্থিত থাকলে কেবল উচ্চকক্ষ প্রস্তাব পাঠাতে পারবে। মৌলিক অধিকার রদ করা যাবে না। | সরোয়ার তুষার |
| | | প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে জরুরি অবস্থা ঘোষণার পরামর্শ দিতে পারবেন না। কেবল সংসদ সিদ্ধান্ত নেবে জরুরি অবস্থা সম্পর্কে। জরুরি আইন বা আদেশ সর্বোচ্চ আদালতে পাঠাতে হবে। আদালত এর সাংবিধানিকতা বা অসাংবিধানিকতা নিয়ে রায় দেবেন। | সরোয়ার তুষার |
| | | The President should establish a procedure and restrictions for the use of any extraordinary powers. This will stop the president from acting irrationally. | Rahib Shahriar, A.K.M Aoula Shadik Sardar, Mim Tasnia Prapti, Khandaker Shahla Tasnim, MD. EASIN ARAFAT |

| | দশম ভাগ : সংবিধান সংশোধন | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
| **অনুচ্ছেদ ১৪২ (সংবিধানের বিধান সংশোধনের ক্ষমতা)** | "[১৪২। এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও-<br>(ক) সংসদের আইন-দ্বারা এই সংবিধানের কোন বিধান সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন বা রহিতকরণের দ্বারা সংশোধিত হইতে পারিবেঃ<br>তবে শর্ত থাকে যে,<br>(অ) অনুরূপ সংশোধনীর জন্য আনীত কোন বিলের সম্পূর্ন শিরনামায় এই সংবিধানের কোন বিধান সংশোধন করা হইবে বলিয়া স্পষ্টরূপে উল্লেখ না থাকিলে বিলটি বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা যাইবে না;<br>(আ) সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত না হইলে অনুরূপ কোন বিলে সম্মতিদানের জন্য তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হইবে না;<br>(খ) উপরি-উক্ত উপায়ে কোন বিল গৃহীত হইবার পর সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট তাহা উপস্থাপিত হইলে উপস্থাপনের সাত দিনের মধ্যে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিবেন, এবং তিনি তাহা করিতে অসমর্থ হইলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।]" | সংশোধন পরবর্তী নির্বাচিত সংসদে কমপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে এই সংশোধনীগুলোকে অনুসমর্থনের মাধ্যমে আইনগত বৈধতা দিতে হবে। | প্রফেসর ড. মইনুল ইসলাম |
| | | সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব সংসদে পাশ হওয়ার পরে প্রেসিডেন্টের কাছে সাত দিনের জন্য পাঠানো হয়। এই নিয়ম বাদ দিতে হবে। রাষ্ট্রপতি চাইলে এটি সংসদে ফেরত পাঠাতে পারবেন। এমনকি গণভোটের জন্যও দিতে পারবেন। | প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম |
| | | আরো একটি উপধারা সংযুক্ত করতে হবে। যথা- ১৪২ (১)(ই) ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্ষা কমিশন এর সম্মতি ছাড়া সংশোধনী বিল রাষ্ট্রপতির কাছে উপস্থাপিত হইবে না। | শায়খ আহমাদুল্লাহ ও মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুম |
| | | (ই) 'ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্ষা কমিশন এর সম্মতি দান ছাড়া তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত সুবোধ হইবে না।' | |

| | দশম ভাগ : সংবিধান সংশোধন | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
| | | In the current form, the Bangladesh constitution can be amended too easily. Although 2/3rd majority seems a lot, due to homogeneous demographic nature and non-vote-proportional parliament even 40% vote can lead to 2/3rd majority in Parliament. Constitutional amendment should be much more involved. | Mohammad Nurul Minhaz |
| | | উচ্চ কক্ষ ও নিম্ন কক্ষে দুই তৃতীয়াংশ সদস্যদের ভোটে বিল পাশ করার পর গণভোটের আয়োজন করতে হবে। গণভোটে অধিকাংশ জনগণের রায় পেলেই সংবিধান সংশোধন করা যাবে। | |
| | | Between difficult to amend the constitution and easy to make general law we need another set of laws. I would like to call these super-law, which should pass 2/3rd majority in parliament. Super-law should be subservient to the constitution, while regular law should be subservient to both super-law and constitution. One example of super-law can be the bill of rights. | Mohammad Nurul Minhaz |
| | | পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল: পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল করা হলে অনেকগুলো অযৌক্তিক ও মুসলিমদের চেতনাবিরোধী ধারা বাতিল হয়ে যাবে বলে আমাদের স্টাডিতে প্রতীয়মান হয়েছে। এতে সহজে সংবিধানের প্রতি মুসলিম জনগোষ্ঠীর আস্থা ফিরে আসবে। | ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী |
| | | "পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল করতে হবে। কারণ এর মাধ্যমে স্বৈরতন্ত্র আপন বুনিয়াদ মজবুত করেছে। তত্ত্বাধায়ক সরকার বাতিল করেছে এবং ১৯৭২ সালের সংবিধানের মৌলিক কিছু বিষয়ও ফিরিয়ে এনেছে।<br>রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসাবে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি সংযোজন করেছে।<br>এই সংশোধনীর মাধ্যমেই শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির পিতা হিসাবে স্বীকৃতি দেযা হয়।<br>পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাদ দেওয়া 'আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস'। সংবিধানে 'আল্লাহর উপর গভীর আস্থা ও বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে হবে এবং জাতির পিতার বদলে জাতির স্থপতিবৃন্দ প্রবর্তন করতে হবে।" | মুসা আল হাফিজ |
| অন্যান্য প্রস্তাব | | অলিখিত সংবিধান রেখে তাতে লিখিত দলিল (স্ট্যাটুট) অন্তর্ভুক্তির সুযোগ রাখা। | ড. আহমেদ আনিসুর রহমান |
| | | পরিমার্জিত ১৯৭২ এর সংবিধানের প্রাধান্য | ড. আহমেদ আনিসুর রহমান |
| | | "১) জাতিসংঘ সনদ, জাপান ও ফ্রান্সের সংবিধান অনুসরণে মানবাধিকার, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং ধর্মীয় সাম্য ও সম্প্রীতির ভিত্তিতে নতুন সংবিধান প্রণয়ন করতে হবে।<br>২) বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে শহীদ ও পঙ্গু এবং আহতদের আত্মত্যাগ ও জন-আকাঙ্ক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে নতুন সংবিধান তৈরি করতে হবে।<br>" | অ্যাডভোকেট আব্দুর রহমান জীবল |
| | | সংবিধানের ব্যাখ্যা, সুরক্ষা, এবং কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য একটি সাংবিধানিক আদালত প্রতিষ্ঠার বিধান সংযোজন। | কল্লোল মোস্তফা |
| | | The Constitution should be concise. | Mohammad Nurul Minhaz |
| | | It needs to be called rewrite.The rewrite or amendment of supreme law of the state should always be ratified by the expressed will of the people. | Mohammad Nurul Minhaz |

| | একাদশ ভাগ: অন্যান্য/বিবিধ | | |
|---|---|---|---|
| **অনুচ্ছেদ/অংশ** | **বর্তমান সংবিধান** | **সুপারিশ** | **প্রস্তাবকের নাম** |
| **অনুচ্ছেদ ১৪৩** | ১৪৩। (১) আইনসঙ্গতভাবে প্রজাতন্ত্রের উপর ন্যস্ত যে কোন ভূমি বা সম্পত্তি ব্যতীত নিম্নলিখিত প্রজাতন্ত্রের উপর ন্যস্ত হইবে:<br>(ক) বাংলাদেশের যে কোন ভূমির অন্তঃস্থ সকল খনিজ ও অন্যান্য মূল্যসম্পন্ন সামগ্রী;<br>(খ) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জলসীমার অন্তর্বর্তী মহাসাগরের অন্তঃস্থ কিংবা বাংলাদেশের মহীসোপানের উপরিস্থ মহাসাগরের অন্তঃস্থ সকল ভূমি, খনিজ ও অন্যান্য মূল্যসম্পন্ন সামগ্রী; এবং<br>(গ) বাংলাদেশে অবস্থিত প্রকৃত মালিকবিহীন যে কোন সম্পত্তি।<br>(২) সংসদ সময়ে সময়ে আইনের দ্বারা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জলসীমা ও মহীসোপানের সীমা-নির্ধারণের বিধান করিতে পারিবেন। | ”১৪৩ অনুচ্ছেদে ১৪৩(৩) নতুন উপধারা সংযোজন, “এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই দেশের ভিন্ন ভিন্ন \| জাতিগোষ্ঠীদের স্ব স্ব অধ্যুষিত অঞ্চলের ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকার ও সমষ্টিগত ভূমি মালিকানার স্বত্বাধিকার নিশ্চিত করা হইতে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না | ইলিরা দেওয়ান |
| **অনুচ্ছেদ ১৪৪** | ১৪৪। প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্বে সম্পত্তি গ্রহণ, বিক্রয়, হস্তান্তর, বন্ধকদান ও বিলি-ব্যবস্থা, যে কোন কারবার বা ব্যবসায়-চালনা এবং যে কোন চুক্তি প্রণয়ন করা যাইবে। | বাংলাদেশ সংবিধানে 'একাদশ ভাগ'-এর "বিবিধ'তে। অনুচ্ছেদ-১৪৪ক হিসেবে নিম্নলিখিতভাবে অর্ন্তভুক্ত করা- “১৪৪ক: (১) “বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলটি ভিন্ন ভিন্ন জাতিসত্তা, বা পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর অধ্যষিত অঞ্চল হিসাবে গণ্য হইবে। | ইলিরা দেওয়ান |
| | | সংবিধান সংশোধন বিল গৃহীত হওয়ার পর গণভোটের মাধ্যমে কার্যকর করা হবে। | শাহিদুল চৌধুরী |
| **অনুচ্ছেদ ১৪৫ (চুক্তি ও দলিল)** | ১৪৫। (১) প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তত্বে প্রণীত সকল চুক্তি ও দলিল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত বলিয়া প্রকাশ করা হইবে এবং রাষ্ট্রপতি যেরূপ নির্দেশ বা ক্ষমতা প্রদান করিবেন, তাঁহার পক্ষে সেইরূপ ব্যক্তি কর্তৃক ও সেইরূপ প্রণালীতে তাহা সম্পাদিত হইবে।<br>(২) প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্বে কোন চুক্তি বা দলিল প্রণয়ন বা সম্পাদন করা হইলে উক্ত কর্তৃত্বে অনুরূপ চুক্তি বা দলিল প্রণয়ন বা সম্পাদন করিবার জন্য রাষ্ট্রপতি কিংবা অন্য কোন ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হইবেন না, তবে এই অনুচ্ছেদ সরকারের বিরুদ্ধে যথাযথ কার্যধারা আনয়নে কোন ব্যক্তির অধিকার ক্ষুণ্ণ করিবে না। | অনুচ্ছেদ ১৪৫  ১৪৫ক অনুচ্ছেদ করে প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কতৃত্বে দেশী বা বিদেশী যে কোনো পক্ষের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের আগে তা জাতীয় সংসদে পেশ করে প্রকাশ্য আলোচনা বাধ্যতামূলক করতে হবে। | কল্লোল মোস্তফা |
| | | আন্তর্জাতিক চুক্তি করার পূর্বেও রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আলাপ করতে হবে। চুক্তি হওয়ার পরে তা জাতির কাছে উন্মুক্ত করতে হবে। তবে স্পর্শকাতর বিষয়গুলো সংসদ সদস্যদের জানাতে হবে। | প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম |
| **অনুচ্ছেদ ১৪৭ (কতিপয় পদাধিকারীর পরিশ্রমিক প্রভৃতি)** | | In Article 147 of the constitution only safeguard financial security and independence for constitutional officeholders, like President, Prime minister and the judges of the Supreme Court. But there is no constitutional provision for the Sub-ordinates court that guarantees the financial security which is also another contradiction with the Human Rights. Because the Insufficient remuneration can make judges vulnerable to external influence, including corruption or political pressure, which compromises their judicial independence. To addressed this issue, establish a constitutional provision guaranteeing competitive salaries, pensions, and allowances for judges to reflect the dignity and importance of their office | "Airin Riya, MD Inzamamul Haque Zim, Nina Ahmmed Shila, Shah Ariful Islam, Tahsan Rahman Arpy" |
| **অনুচ্ছেদ ১৪৮ (পদের শপথ)** | | | |

| | একাদশ ভাগ: অন্যান্য/বিবিধ | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
| অনুচ্ছেদ ১৫০ (ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী) | | | |
| অনুচ্ছেদ ১৫২ (ব্যাখ্যা) | | 'আদিবাসী' বলতে সেই সব জাতিগোষ্ঠীকে বুঝাবে, অন্যান্যের মধ্যে যারা বর্তমান বসবাসরত অঞ্চলে প্রথম বা আদি অধিবাসী; যাদের সমাজব্যবস্থা, ভাষা, ধর্ম, বিশ্বাস ও অধ্যাত্মিকতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য দেশের মূল স্রোতধারার জনগোষ্ঠীর ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি হতে পৃথক, যারা সনাতনী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রথাগত আইনের ভিত্তিতে পারিবারিক আইন পরিচালনা ও অভ্যন্তরীণ বিরোধ নিষ্পত্তি করেন, ভূমির সাথে যাদের নিবিড় সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক সম্পর্ক রয়েছে এবং যারা সাধারণভাবে মূল স্রোতধারার জনগোষ্ঠীর চেয়ে প্রান্তিক অবস্থানে রয়েছেন” | রাজা দেবাষীষ রায়, চাকমা |
| | | সংবিধানে রাজনৈতিক দল বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরবতা বজায় রয়েছে। ১৫২ অনুচ্ছেদে একটি অসম্পূর্ণ সংজ্ঞা দেয়া আছে। তাতে রাজনৈতিক দল যারা দেশ শাসন করবে তাদের গঠন, পরিচালনা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার কোন ব্যবস্থা নেই। পৃথিবীর অন্যান্য সংবিধান ও বাংলাদেশের বাস্তব অবস্থা পর্যলোচনা করে রাজনৈতিক দল বিষয়ক একটি অনুচ্ছেদ যুক্ত করা যেতে পারে। | অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ |
| অন্যান্য প্রস্তাব | | | |
| | | প্রস্তাবিত নতুন ধারা<br>১. মহান সংসদের একটি স্বাধীন শরিয়াহ কমিশন থাকবে যা সংসদের কার্যক্রম, সংবিধান ইত্যাদি শরিয়ার সাথে সাংঘর্ষিক হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখবে।<br>২. আল্লাহ তাআলা ও তাঁহার রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সালাম কে নিয়ে কোনরুপ কটুক্তি, অবমাননা কাহারো বিরুদ্ধে প্রমাণিত হইলে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড সহ সংসদে শরিয়া কমিশন ইসলামী আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।<br>৩. সংবিধানের জন্য প্রণীত আইনের উৎস হিসাবে রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের শরিয়া এবং জনগণের কল্যাণের বিষয়টি প্রাধান্য থাকিত হইবে।<br>৪. উচ্চ আদালতে একটি শরিয়াহ কোট গঠন করা হইবে। যেখানে যে কেউ আদালতের যেকোন বিচারিক রায়কে রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক বলে অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত উচ্চতর শরিয়া কোর্ট নিজেও তা যাচাই করার অধিকার রাখিবে এবং অন্যান্য বিচারকগণ ধর্মীয় বিষয়ে উক্ত উচ্চতর শরিয়াহ কোর্টের পরামর্শ গ্রহণ করিবেন। উচ্চতর শরিয়াহ কোর্টে বিজ্ঞ মুফতিগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিতে হইবে।<br>৫. সংসদ সদস্য হওয়ার জন্য কমপক্ষে মাস্টার্স, দাওরা অথবা কামিল ও সমমান পাস হইতে হইবে। পাশাপাশি সদস্যদের চরিত্র ইসলামী ও ধর্মীয় নীতিমালা অনুযায়ী হইবে। বিশেষ করিয়া, একজন সংসদ সদস্যকে সৎ, ন্যায়পরায়ন দেশ ও জনগণের প্রতি কল্যাণকামী এবং ইসলামী বা ধর্মীয় মূল্যবোধে বিশ্বাসী হওয়া বাধ্যতামূলক। | ১. শায়খ আহমাদুল্লাহ ও মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুম,<br>২. মুফতি সাখাওয়াত হোসেন রাজী |
| | | গণপ্রতিনিধিত্বমূলক অধ্যাদেশ বাতিল করা উচিৎ যাতে সরকারি চাকুরি থেকে অবসর নেয়ার পরপরই সংসদ নির্বচনে অংশ নেয়া যায়। | অধ্যাপক ড. ইকইয়ামুল হক |
| | | ৪.৯ কৃষি ও পরিবেশ<br>৪.৯.১ প্রাণ-প্রকৃতি-প্রতিবেশ ও পরিবেশ ন্যায়বিচার বিষয়ক প্রস্তাব<br>৪.১.১.১ প্রাণ, প্রকৃতি, প্রতিবেশ এবং বাস্তুতন্ত্র সুরক্ষায় রাষ্ট্র 'ইকোসেন্ট্রিক (প্রতিবেশবাদী)' দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সকল প্রাণসত্তার/প্রাণবৈচিত্রোর (প্রাকৃতিক ও জীনগতবৈচিত্র্য) অবদান এবং পরস্পরনির্ভরশীলতাকে স্বীকৃতি দিয়ে সর্বপ্রাণের সুরক্ষা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবে।<br>৪.৯.১.২ প্রাণবৈচিত্র্য, প্রতিবেশ ও পরিবেশ সম্পর্কিত কর্মসূচিসহ রাষ্ট্রের সকল উন্নয়নচিন্তায় প্রবলভাবে অধিষ্ঠিত কর্তৃত্ববাদী 'মানুষকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি (এখনোপোসেন্ট্রিক)' খারিজ করে সকল উন্নয়নচিন্তা ও তৎপরতায় মানুষসহ সর্বপ্রাণের বৈচিত্র্যের অস্তিত্ব, বিকাশ ও অধিকারকে গুরুত্ব দিতে হবে।<br>৪.৯.১.৩ দেশের জনগণের মতামত, সক্রিয় অংশগ্রহণ ও পরামর্শের ভিত্তিতে গৃহীত আইনের মাধ্যমে প্রাণবৈচিত্র্য, বাস্তুতন্ত্র/পরিবেশগত বৈচিত্রা (ইকোসিস্টেম), বৃক্ষ, বন্যপ্রাণী সকলের ব্যক্তিসত্তাকেই আইনগতভাবে স্বীকৃতি দিতে হবে।<br>৪.৯.১.৪ সংবিধানের ১৮(ক) ধারাকে সংশোধন করে উল্লেখ করতে হবে, '...রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যত নাগরিকদের জন্য প্রাণ, প্রকৃতি, প্রতিবেশ ও পরিবেশের সুরক্ষা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করিবেন। প্রাণবৈচিত্রা, জীনগতবৈচিত্রা, বাস্তুতন্ত্র, দেশীয় বীজ সম্পদ, কৃষিপ্রতিবেশ অঞ্চল, বনাঞ্চল, বৃক্ষ, বন্যপ্রাণী, পাহাড়, গড়, বরেন্দ্র, চরাঞ্চল, দ্বীপ, টিলা, ঝিরি, বিল, ঝর্ণা, নদ-নদী, ছড়া, দীঘি, হাওর, বাওড়, খাল, উদ্যান, পার্ক, সবুজবলয়, উন্মুক্ত জনচত্তর, সাংস্কৃতিকভাবে সুরক্ষিত পবিত্র অঙ্কল, গ্রামীণ বন এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সুরক্ষা ও প্রাকৃতিক বিকাশের ধারাবাহিকতার নিরাপত্তা বিধান করিবেন'। | ড. সৈয়দ নিজার আহমেদ |

| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
|---|---|---|---|
| | | ৪.৯.১.৫ বন, পরিবেশ, প্রাণবৈচিত্র্য, বাস্তুতন্ত্র সুরক্ষা এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় আদিবাসীসহ স্থানীয় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ঐতিহাগত সম্পর্ক ও অবদানকে স্বীকৃতি দিয়ে অংশগ্রহণমূলক পরিবেশগত জনব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে।<br>৪.৯.১.৬ কৃষিপ্রতিবেশ, প্রাকৃতিক বনাঞ্চল, জলাভূমি বেদখল ও বিনষ্ট করে কোনোধরণের উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাবে না। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য বিপন্নকারী সকল নকশা, স্থাপত্য পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন তৎপরতাগুলি বাতিল El amor es mío যেকোনো উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের পূর্বে বিশ্বস্ত জনমত জরিপ, পরিবেশগত-প্রতিবেশগত-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব যাচাই নিশ্চিত করতে হবে এবং সকল পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন ধারাবাহিকভাবে জনগণের সামনে উন্মুক্ত করতে হবে।<br>৪.৯.১.৭ আদিবাসীসহ বননির্ভর স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং জনগণের পূর্ব অনুমোদন, প্রস্তাব ও সুপারিশের ভিত্তিতে বনআইনের আমূল সংস্কার করতে হবে। পাশাপাশি প্রাণবৈচিত্র্য, নদী, জলাভূমি এবং বাস্তুতন্ত্র ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত নীতি ও আইনসমূহ জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে সংস্কার করে কার্যকর করতে হবে।<br>৪.৯.১.৮ অবৈধ ও মিথ্যা বনমামলা বাতিল করে সর্বক্ষেত্রে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ পরিবেশ ও বন সম্পর্কিত আইন ও বিচার কাঠামোকে জনবান্ধব করতে হবে।<br>৪.১.১.৯ সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। দেশব্যাপি একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিক-পলিথিনের উৎপাদন, বিপণন ও ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। প্লাস্টিকের বিকল্প পরিবেশবান্ধব বিকল্প ব্যবহারগুলোকে রাষ্ট্রীয়ভাবে উৎসাহিত করতে হবে।<br>৪.১.১.১০. প্রাকৃতিক সম্পদ ও বাস্তুতন্ত্রের বৈচিত্র্য দখল ও দূষণমুক্ত করতে হবে। শিল্প ও রাসায়নিক দূষণ, বায়ু দূষণ, পানি দূষণ, দৃশ্য দূষণ, আলোক দূষণ, শব্দ দূষণ রোধে দখলদার ও দূষণকারীদের আইন ও বিচারের আওতায় আনতে হবে। প্রমাণিত প্রাণবৈচিত্র্য ও পরিবেশ ধ্বংসকারীদের কোনোভাবেই পুনরায় কোনো সরকারি ও বেসরকারি কর্মসূচিতে পুনর্বাসন ও প্রতিষ্ঠা করা যাবে না।<br>৪.৯.১.১০.১১ বৃক্ষ ও প্রাণীর সুনির্দিষ্ট তালিকাসহ আগ্রাসি (ইনভেসিভ/এলিয়েন স্পেসিস) প্রজাতি নিষিদ্ধ করতে হবে। বিভিন্ন নার্সারী, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, বাগান, উদ্যান, সামাজিক বনায়ন, মৎস্য-পোল্ট্রি ও প্রাণিসম্পদ খামার থেকে ধারাবাহিকভাবে আগ্রাসি প্রজাতি হ্রাসকরণে সুনির্দিষ্ট জনপরিকল্পনা ও কর্মসূচি তৈরি করতে হবে।<br>৪.৯.১.১০.১২ নদী ও হাওর ব্যবস্থাপনা, বন্যপ্রাণী পাচার এবং দূষণ রোধে জনগণের সামনে সকল তথ্য অবাধ ও উন্মুক্ত করে আন্ত:রাষ্ট্রিক কূটনীতিকে সক্রিয় করতে হবে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বাণিজ্যিক খনন, বৃহৎ বাঁধ এবং উন্নয়ন অবকাঠামো, উজানের পানি প্রত্যাহার এবং অন্যায় নদীশাসনকে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিহত করতে হবে।<br>৪.১.১.১০.১৩ দেশব্যাপি উদ্যান, পার্ক, উন্মুক্ত অনচত্তর এবং সবুজবলয় সর্বসাধারণের জন্য বিনামূল্যে উন্মুক্ত থাকতে হবে। এসব জনসম্পদ ও অঞ্চল ব্যবস্থাপনায় শিক্ষার্থী, নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠীসহ নগরবাসীকে স্থানীয় সরকারের কর্মতৎপরতায় যুক্ত করতে হবে।<br>৪.১.১.১০.১৪ প্রাক-প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষার সকল সিলেবান এবং পাঠ্যক্রমে প্রাণ-প্রকৃতি ও পরিবেশ অসংবেদনশীল কোনো কনটেন্ট এবং দৃষ্টিভঙ্গিকে উৎসাহিত করা যাবে না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সকল পর্যায়ে প্রাণ-প্রকৃতি ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনাকে শিক্ষা ও শ্রেণি কার্যক্রমে যুক্ত করতে হবে।" | |
| | | "৪.৮ সংস্কৃতি<br>সংস্কৃতি বিষয়ক প্রস্তাব:<br>৪.৮.১. শিল্প ও সাহিত্য বিষয়ক সমস্ত কালো আইন নিষিদ্ধ করতে হবে। সমস্ত সেন্সরবোর্ডকে জবাবদিহিতার অধীনে আনতে হবে। সেন্সরের নামে যথেচ্ছাচার বন্ধ করতে হবে। বাংলাদেশের শিল্প ও সাহিত্য বৈশ্বিক পর্যায়ে ছড়িয়ে দিতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে (সমস্ত বাংলাদেশী দূতাবাসে বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গঠন)। রাষ্ট্রীয় তরফ থেকে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহের পৃথিবীর বিভিন্ন প্রধান ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা করতে হবে।<br>৪.৮.২ প্রকাশনা সংস্থাসমূহের পেশাদারিত্ব বৃদ্ধিতে নিজস্ব সম্পাদনা পর্ষদ গড়ে তোলার বাধ্যবাধকতা থাকতে হবে। গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে লেখক ও প্রকাশকের মধ্যেকার লিখিত চুক্তি থাকা বাধ্যতামূলক করতে হবে। এবং এ-ব্যাপারে লেখক ও প্রকাশক উভয়ের স্বার্থ সংরক্ষণ করে একটি সমন্বিত আইন তৈরি করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনা ইনস্টিটিউটগুলোকে কার্যকর করতে হবে। শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় পাঠ্যগ্রন্থসমূহ সুলভ মূল্যে সেখানে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। শিশু কিশোরদের মাঝে শিল্প ও সংস্কৃতিচর্চার বীজ বপনের উদ্দেশ্যে স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে উন্নতমানের বার্ষিকী প্রকাশ, বাৎসরিক সাংস্কৃতিক উৎসবের আয়োজন বাধ্যতামূলক করতে হবে।" | ড. সৈয়দ নিজার আহমেদ |

| | একাদশ ভাগ: অন্যান্য/বিবিধ | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
| | | Removal of the name “the police forc” from Article 152, underhead “disciplinary law” {disciplined force (c)}, and thereby pave the way for inclusion of “Police” underhead “the service of the Republic”.<br>a. Impact of present Constitutional identity of Police on the performance;<br>(i) This provision brackets the Police with Defence Forces and makes it a “force”, negating the whole idea of law enforcement; force and lawful discharge of responsibilities do not generally go hand in hand. This dichotomy in Police existed since its creation by the East India Company. The “force” of Police consisted mainly of Constables, comprising 70-80% of the total “force”. And “investigation”and “prevention” duties of police was carried out from Police Stations by a handful of officers. While the “force” remained under the direct control of Superintendent of Police, the core police function, prevention and detection-investigation of crime, was carried out by Officers under Officer in Charge of the Police Stations under the direct control/supervision of the Magistrate of the District (now Chief Judicial magistrate/Chief Metropolitan magistrate).<br>(ii) The “force” identity was strengthened by the enactment of Section 22 of Police Act 1861, wherein every police officer is “considered to be always on duty”, depriving them of all rights of a human being.<br>(iii) One way of explaining the reason for unprecedented and senseless killings during recent anti-discrimination demonstration of student-people is that, this “brute force” was let loose by the cessation of strict “control” on the “force”, exercised before by Officers commanding them, by superior/supervising/controlling officers. | খোদাবক্স চৌধুরী |

| | তফসিলসমূহ | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবকের নাম |
| প্রথম তফসিল (অন্যান্য বিধান সত্ত্বেও কার্যকর আইন) | | | |
| তৃতীয় তফসিল (শপথ ও ঘোষণা) | | | |
| চতুর্থ তফসিল (ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী) | | | |
| পঞ্চম তফসিল (১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তারিখে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেওয়া ঐতিহাসিক ভাষণ) | | | |
| ষষ্ঠ তফসিল (জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা) | | | |
| সপ্তম তফসিল (১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র)। | | | |

| অনুচ্ছেদ/অংশ | নতুন প্রস্তাব<br>বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
|---|---|---|---|
| সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান | | ➢ জনগণের জীবন, মৌলিক অধিকার, আইনের শাসন ও সংবিধান রক্ষক হিসেবে বাংলাদেশের উচ্চ আদালত, এটর্নী জেনারেলের দপ্তর, নির্বাচন কমিশন, ন্যায়পাল বিভাগ, দুদক, পুলিশ কমিশন, জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, মানবাধিকার কমিশন, সামরিক বাহিনী এবং সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রপতির অধীনস্থ থাকবে।<br>➢ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি ও সুপ্রিম কোর্টের আরো দুজন অবসরপ্রাপ্ত<br>➢ বিচারপতির সমন্বয়ে তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি স্থায়ী সার্চ কমিশন গঠন হবে।<br>➢ উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের ট্রেজারারের ভূমিকা পালন করবেন।<br>➢ রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতিসহ সকল সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও সদস্যদের সম্পদের হিসাব ন্যায়পাল কমিশনে প্রতিবছর দাখিল করতে হবে। | ড. শায়খ আহমদ |
| | | নতুন সংবিধান ভোটের মাধ্যমে পাস করাতে হবে যা বর্তমান শাসনতন্ত্রের বেলায় করা হয়নি। ৯০ শতাংশ মানুষের ধর্মীয় মূল্যবোধকে মূল্যায়ন করতে হবে। | ড. শাফি আ. খালেদ |
| | | সংবিধানে বিদ্যমান বিষয়গুলোর যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা হোক | আরিফুল ইসলাম |
| | | রাষ্ট্রের সর্বস্তরে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিন্তকরণ ফ্যাসিবাদ উথান<br>রোধকরণ।<br>১) সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রসঙ্গে সুপারিশ নিম্নরুপঃ<br>মহান মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্খা, সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিতকল্পে রাষ্ট্র......<br>ক) রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি সমূহ ও তৎসহ অন্যান্য নীতিসমূহকে আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য বলিয়া গণ্য<br>করিবে।<br>খ) নাগরিকের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার কাজে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইবে।<br>গ) সকল প্রকার বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার অবসানকল্পে নাগরিকের পাশে সশ্রদ্ধচিত্তে দাঁড়াইবে।<br>ঘ) সকল প্রকার শোষণমূলক ব্যবস্থা ও শোষণমূলক ব্যবস্থার সব সহায়ক রীতি নীতির অবসান ঘটাইয়া<br>ইনসাফভিত্তিক ব্যবস্থা প্রবর্তন ও উহার সুরক্ষাদানকে সার্বক্ষণিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবে।<br>ঙ) সকল রাজনৈতিক দলসমূহকে সুস্থ ধারার রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিতে সর্বপ্রকারের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান<br>করিবে।<br>চ) বিভিন্ন পেশাজীবী গোষ্ঠী ও নাগরিক সংগঠণকে নিরপেক্ষতা ও পেশাদারিত্ব বজায় রেখে নির্বাহীবিভাগ এর<br>জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার সহায়ক সব পরিবেশ সৃষ্টি ও বজায় রাখিতে সহযোগিতা করিবে। | শহীদুল ইসলাম চৌধুরী |
| | | মানবাধিকার সুরক্ষা প্রসঙ্গে সুপারিশ নিম্নরুপঃ<br>রাষ্ট্র প্রত্যেক নাগরিকের ও অস্থায়ীভাবে বসবাসরত ভিন্ন দেশের নাগরিকদের মানবাধিকার সুরক্ষাকল্পে,<br>ক) আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ ও জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকার বিষয়ক সিদ্ধান্তসমূহ এবং এ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্রথা, রীতিনীতি বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকিবে।<br>খ) মানব সত্তার মর্যাদা, বিশ্বাস, সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতি এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে শ্রদ্ধা করিবে।<br>গ) সকল প্রকার জবরদস্তিমূলক প্রচেষ্টা হইতে নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধান করিবে।<br>ঘ) বিভিন্ন প্রান্তিক নৃগোষ্ঠীর মানুষের প্রথাগত ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও লালনে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করিবে।<br>ঙ) নারী, শিশু, তৃতীয় লিঙ্গ, প্রতিবন্ধী সহ সমাজের সকল অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উৎকর্ষ সাধনে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। | শহীদুল ইসলাম চৌধুরী |

| | নতুন প্রস্তাব | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
| | | নির্বাহী বিভাগ সম্পর্কে সুপারিশঃ<br>নির্বাহী বিভাগ জাতীয় সংসদের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে জনগণের নিকট জবাবদিহিতা প্রদান করিবে এবং সরকারের সকল প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নকাজে, জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, মতামত সংগ্রহ এবং মতমতের যথাযথ গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাহী বিভাগ, জনগণের নিকট দায়ববদ্ধতা নিশ্চিত করিবে। নির্বাহী বিভাগ বিচার বিভাগের প্রত্যাশা অনুসারে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানকে একান্ত কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবে।<br>নির্বাহী আদেশে কোন মামলা প্রত্যাহার করা যাইবে না এবং রাষ্ট্রপতি কারো সাজা মওকুফ করিতে পারিবেন না। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী পদে কেউ যেকোনভাবে দুই মেয়াদের বেশী দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেননা, রাষ্ট্রপতি নিজ বিবেচনায় স্বাধীনভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন এবং সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ কাজে রাষ্ট্রপতি ভোটপ্রাপ্তির ভিত্তিতে প্রধান দশটি রাজনৈতিক দলের পরামর্শ গ্রহণ করিবেন, রাষ্ট্রপতি মন্ত্রী পরিষদকে ও জাতীয় সংসদকে যেরুপ পরামর্শ প্রদান করিবেন, সেরুপ পরামর্শের মান্যতা প্রদান করা নির্বাহী বিভাগ ও আইনবিভাগের কর্তব্য। | শহীদুল ইসলাম চৌধুরী |
| | | আইন সভা সম্পর্কে সুপারিশঃ<br>জনগণের প্রত্যক্ষভোটে নির্ধারিত ২০০টি সংসদীয় আসনে সরাসরি নির্বাচিত ২০০জন সদস্য, প্রাপ্তভোটের অনুপাতে রাজনৈতিকদলগুলোর মনোনীত ১০০জন সদস্য এবং প্রাপ্তভোটের আনুপাতিকহারে ৫০জন মনোনীত নারী সদস্যের সমন্বয়ে জাতীয় সংসদ গঠিত হইবে, সংসদে সরকার দলীয় প্রধান, দলের প্রধান ও প্রধানমন্ত্রী একই ব্যক্তি হইতে পারিবেন না, জাতীয় সংসদের স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার একই দলের পক্ষ থেকে হইতে পারিবেন না, যেকোনভাবে তিন মেয়াদের বেশী কেউ জাতীয় সংসদ সদস্য হইতে পারিবেন না, সংসদের পাবলিক একাউন্টস সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির প্রধানের পদ জাতীয় সংসদের বিরোধী দলের নেতার জন্য সংরক্ষিত থাকিবে ও জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের নেতা কোনভাবেই কোন রাজনৈতিক দলের প্রধান হইতে পারিবেন না। নির্ধারিত সংসদীয় এলকার এক শতাংশ ভোটারের স্বাক্ষরযুক্ত আবেদনের মাধ্যমে স্পীকারের বরাবরে ভোটারগণ নিজ এলাকার সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে পারিবেন। জাতীয় সংসদে যেকোন বিল পাস করিতে সংসদের দুই তৃতীয়াংশ সংসদ সদস্যের সমর্থন লাগবে এবং সংবিধান সংশোধন করিতে জাতীয় সংসদের তিন চতুর্থাংশ সংসদ সদস্যের সমর্থন লাগবে তবে সকল প্রকার সংবিধান সংশোধন বিলে সংসদে গৃহীত হবার পর গণভোট গ্রহণ ছাড়া কার্যকর করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণ করা যাইবে না, সংসদ সদস্যগণ অনাস্থা ভোট ছাড়া বাকি সব প্রস্তাবে স্বাধীনভাবে পক্ষ অবলম্বন করিতে পারিবেন। নির্দলীয় ভাবে নির্বাচিত হয়ে কোন সংসদ সদস্য কোন রাজনৈতিক দলে যোগদান করলে তার সদস্যপদ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। আইন প্রণয়ণ সংসদ্যদের দায়িত্ব, আইন প্রণয়নের জন্য বিল উথাপনের অধিকার যেকোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের আর আইন যথাযথভাবে বাস্তবায়ন নির্বাহী বিভাগে কর্মরতদের দায়িত্ব। | শহীদুল ইসলাম চৌধুরী |
| | | বিচারবিভাগ সম্পর্কে সুপারিশঃ<br>বিচার বিভাগ, নির্বাহী বিভাগ ও আইনবিভাগ থেকে স্বাধীন ও পারস্পরিক সহযোগিতাপূর্ণ হইবে। বিচারবিভাগের সর্বনিম্ন স্তর হবে গ্রাম আদালত আর বিচারবিভাগের সর্বোচ্চ স্তর হবে সুপ্রীম কোর্ট। সুপ্রীম কোর্ট স্থায়ী আসন রাজধানীতে হবে তবে দেশের যেকোন স্থানে প্রধানবিচারপতির অনুমতিক্রমে হাইকোর্ট বিভাগের আসন স্থাপন করা যাইবে।<br>প্রধান দশটি রাজনৈতিক দলের সাথে পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি নিজ বিবেচনায় যোগ্য কাউকে প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারকদের নিয়োগ প্রদান করবেন এবং সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারকদের অপসারণ করিতে পারিবেন। | শহীদুল ইসলাম চৌধুরী |

| নতুন প্রস্তাব | | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
| | | b. Article 45 of our Constitution bars for police force the Fundamental Rights of our Constitution; Nothing in this part shall apply to any provisions of a disciplinary law relating to members of disciplined force, being a provision limited to the purpose of ensuring the proper discharge of their duties or the maintenance of discipline in that force.<br>The provision of police remaining "always on duty" is in direct conflict with the following Articles of our Constitution;<br>(i) Article 15 of our Constitution; It shall be a fundamental responsibility of the State to attain.......... With a view to securing to its citizen- (c) 'the right to reasonable rest, recreation and leisure'.<br>(ii) Article 20 of our Constitution; Work is a right, a duty and a matter of honour for every citizen who is capable of working and everyone shall be paid for his work on the basis of the principle "from each according to<br>his ability to each according to his work".<br>Members of the 'police force', particularly constables, remaining 'always on duty' never received any recognition for this extraordinary work performed, willingly or under duress, not to speak of receiving extra payment for their extraordinary work/duty.<br>(iii) Article 24 of the Universal Declaration of Human Rights (UN;1948) comes yet with greater confrontation with this provision of "always on duty"; Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay.<br>(iv) ILO provision and Labour law of Bangladesh is also in conflict with this "always on duty" provision.<br>(v) Result of these provisions and conditions; creating a group of humans without any human qualities.<br>a. Proposal for rescinding Article 21 of our Constitution or recommend for enactment of a law making the violation of Constitutional provision punishable offence.<br>i. Article 21 of our Constitution; (1) It is the duty of every citizen to observe the Constitution and the laws, to maintain laws, to perform public duties and to protect public property.<br>(2) Every person in the service of the Republic has a duty to strive at all times to serve the people.<br>ii. Dereliction of Duty of Citizen and Person in the Service of the Republic has not been made a punishable offence in any law except following provisions of law;<br>(1) Violation of the duties of a certain type of citizen have been made punishable offence in Penal Coode. (i) Section 44 & 45 of Criminal Procedure Code impose on a certain type of citizen being "aware and possession of certain information" to give information and communicate to Magistrate or OC. (ii) Omission of this duty has been made punishable under Section 176 of Bangladesh Penal Code.<br>(2) Above provision conforms to "duty of every citizen to observe the law".<br>iii. Recommendations;<br>(a) All duties enumerated in the Article 21(1) may be incorporated as duties of a citizen. Then automatically the duty will fall under Omission of Penal Code.<br>(b) 'Serve the people', mentioned in Article 21(2), may be incorporated in the Conduct Rules. Then it automatically will be applicable to all "persons in the service of the Republic". | খোদাবক্স চৌধুরী |

| | নতুন প্রস্তাব | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
| | | পেশাভিত্তিক সিভিল সার্ভিস ব্যবস্থা এবং গণতন্ত্রমুখী সংস্কারের রূপরেখা।<br>(১) গণতন্ত্রমুখী সমগ্রেড ও সমন্বিত পদ্ধতিতে সিভিল সার্ভিস ব্যবস্থা। ভবিষ্যতে প্রদেশ গঠনের কথা বিবেচনায় রেখে চলমান পদের ২০% উচ্চতর মেধাপদে রূপান্তর ও নিয়োগ চালু করা এবং ৫নং বেতন গ্রেডে সমন্বয় করা।<br>(২) নীতি প্রণয়নে সহায়তা ও উচ্চতর প্রশাসনিকের জন্যে মেধাবী পুল গঠন, এবং বিসিএস (প্রশাসন) থেকে ব্যবস্থা ৬০%, অন্যান্য বিসিএস (প্রশাসন) থেকে ৩০%, এবং প্রতিরক্ষা, নন ক্যাডার ও অন্যান্য সার্ভিসের জন্যে ১০%।<br>(৩) অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার ও ডেপুটি কমিশনার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ও পুলিশ সুপার এবং অতিরিক্ত সিভিল সার্জন পদযুগল পৃথক করা। অতিরিক্ত জেলা জজ, ডেপুটি কমিশনার, সিভিল সার্জন, অতিঃ মহাপুলিশ পরিদর্শক, জেলা কৃষিপরিচলক, সিঃ উপসচিব/উপপ্রধান ও উপপরিচালক পদগুলো ৪নং বেতনগ্রেডে উন্নীতকরণ এবং সুষম পদোন্নতির সুযোগের ভিত্তিতে ৫নং ৬নং ৯নং বেতনগ্রেডভুক্ত পদে পুনঃ বিন্যাস করা। (৪) বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারকে বিসিএস (স্বাস্থ্য সাধারণ, ও বিসিএস (স্বাস্থ্য শিক্ষা ও বিশেষজ্ঞ। ক্যাডারে পৃথকীকরণ। ভবিষ্যতে বিসিএস (চিকিৎসা। ও বিসিএস (শিক্ষা), বিসিএস (কৃষি), ইত্যাদি ক্যাডারগুলো বিভাগ অঞ্চল ভিত্তিক সাব-ক্যাডারে বিভক্তিকরণ।<br>(৫) প্রদেশ গঠণের কথা বিবেচনায় রেখে বিসিএস প্রশাসন) এর কমিশণারের দপ্তরের মতো বিসিএস (চিকিৎসা) ও বিসিএস শিক্ষা, বিসিএস (কৃষি), ইত্যাদি ক্ষেত্রেও এককেন্দ্রিকে বদলে বিভাগ/অঞ্চল ভিত্তিক আধিদপ্তর গঠন।<br>(৬) জাপান ও জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার আলোকে বিসিএস। খাসা। ও বিসিএস (কৃষি) ক্যান্ডারকে একত্রীভুত বিসিএস। খাদ্য ও কৃষি, ক্যাডার এবং জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ণ সংস্থার আলোকে বিসিএস (অর্থণীতি) ও বিসিএস (বাণিজ্য) ক্যাডারকে একত্রীভুত করে বিসিএস (অর্থণীতি ও বাণিজ্য। গঠন করা।<br>(৭) কমার্শিয়াল আদলে হওয়ায় বিসিএস (রেল কমার্শিয়ন, বিসিএস (রেল প্রকৌশলী। ও বিসিএস টেলিযগাযোগ) ক্যাডারগুলোকে স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার সার্ভিসে রূপান্তর করা। | মোহাম্মদ আহসানুল করিম |
| | | অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার গণতন্ত্রমুখী সংস্কার পুনর্গঠনের রূপরেখা:<br>(১) গণতন্ত্রমুখী অভ্যন্তরীণ নিরপত্তা ও প্রতিরক্ষণ ব্যবস্থার জন্যে ৯টি অঞ্চল ভিত্তিক আঞ্চলিক ক্যান্টনমেন্ট গঠণ। ১ম পদক্ষেপে শুন্য দশমিক ৬ জন থেকে প্রতি এক হাজার জনতায় ১ জন হারে এবং ক্রমে হাজার জনতায় ২ জন হারে সেনাবাহিনী জনবল নির্ধারণ করা<br>(২) সেনাবাহিনীতে ৬নং বেতনগ্রেডভুক্ত নুতন লেঃ মেজর পথ সৃষ্টি করা এবং প্রতি নন কমিশন পদ থেকে লেফটেন্ট ও ক্যাপ্টেন পদে নিয়মিত পদোন্নতি দেওয়া<br>(৩) সেনাবাহিনীর সাথে সংগতি রেখে নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর জনবল নির্ধারণ করা<br>(৪) গণতন্ত্রমুখী অভ্যান্তরীণ নিরাপত্তা ও আইনী ব্যবস্থার জন্যে প্রতি এক হাজার জনতায় ক্রমে ২ জন হারে পুলিশবাহিনীর জনবল নির্ধারণ করা, জাতীয় কমিশনের অধীনে বিভাগটি অঞ্চল ভিত্তিক পুলিশ দপ্তর গঠন করা।<br>(৫) গণতন্ত্রমুখী গ্রামীণ ও স্থানীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্যে প্রতি হাজার জনতায় ১ জন হারে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জনবল নির্ধারণ করা, জাতীয় কমিশণের অধীনে বিভাগটি ভিত্তিক আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা দপ্তর গঠন করা। | মোহাম্মদ আহসানুল করিম |
| | | জাতীয় বেতন স্কেল ও দারিদ্রভাতাসমূহের রূপরেখা<br>(১) জাতীয় আয় বণ্টনের ভিত্তিতে জাতীয় বেতন স্কেল চালু করা এবং বছরান্তে প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির ভিত্তিতে প্রবৃদ্ধিভাতা নীতি চালু করা।<br>(২) দক্ষতা বৃদ্ধির বেতনকে বাস্তবসম্মত করা এবং বছরান্তে প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির ভাতা থেকে<br>(৩) নিয়োগ পদোন্নতির ভিত্তিতে সার্ভিস গ্রেড ও বেতন গ্রেড সমন্বয় করা<br>(৪) জাতীয় বেতন স্কেলের বেতন-ভাতার ভিত্তিতে ন্যূনতম ১২.৫% হারে বয়স্কভাতা ও অর্থার্ত শিশুভাতাসহ ব্যরিপ্রভাতাসমূহ চালু করা এবং ক্রমান্বয়ে যৌক্তিককরণ করা। | মোহাম্মদ আহসানুল করিম |

| | নতুন প্রস্তাব | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
| | | জাতীয় কর কাঠামোর রূপরেখা<br>(১) আয়কর কাঠামো সামন্ত ধনতান্ত্রিক ০%-৫০% হার থেকে গণতান্ত্রিক ০%-২৫% এ হ্রাস করা এবং নিম্ন আয়গোষ্ঠীর আয়কে ১ক ও আয়কর হার ০% রেখে পরবর্তী ১ক, ২ক, ৪ক, ৮ক, ১৬ক আয়ের উপর ৫%, ১০%, ১৫%, ২০%, ২৫% হারে ভোক্তা আয়কর নীতি চালু করা।<br>(২) ১৬ক এর পরবর্তী আয়ের উপর পুঁজি আয়কর নীতি হিসেবে অতিরিক্ত ৫০% হারে আয়কর থাকবে এবং বিনিয়োগ হলে অর্ধেক আয়কর দেবার নীতি চালু করা যা কোম্পানী আয়কর ব্যবস্থার সাথে সমন্বয় হবে।<br>(৩) বিদ্যমান ভূমি ও বাড়ী সম্পদকরের সংস্কার এবং সম্পদের বাজারমূল্যের শতকরা বৃদ্ধির ভিত্তিতে বছরওয়ারী সম্পদকরের পরিমাণ বাড়ানো। ৪ বছর পর পর সম্পদের নতুন মূল্য পুনর্নির্ধারণ করা। পল্লী শহর নগর সরকারের উপর সম্পদকরের রক্ষণাবেক্ষণ থাকবে।<br>(৪) পুঁজিকর ও সম্পদ করের মধ্যে উৎপাদনশীল ভারসাম্য বিধান করা।<br>(৫) প্রত্যক্ষকর (আয়কর, পুঁজিকর ও সম্পদ কর) এবং পরোক্ষ কর (ট্যারিফ শুল্ক, ভ্যাট ও আবগারী কর) মধ্যে উৎপাদনশীল ভারসাম্য বিধান করা। | মোহাম্মদ আহসানুল করিম |
| | | ১. রাজনৈতিক দলের ব্যক্তিরা যখন মন্ত্রী হবেন, তারা ঐ দলের কোন পদে দায়িত্বে থাকতে পারবে না এবং রাজনৈতিক কোন সভা-সমাবেশে বক্তব্য রাখতে পারবে না, তাহার বিধান রাখা। যদি কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনিয়ম-দুর্নীতি, রাষ্ট্র ও জনস্বার্থ বিরোধী সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উঠে, তখনই তাকে অব্যাহতি/রিলিজ করে, নিরপেক্ষ সংস্থা দ্বারা তদন্ত করে এর বিচারের আওতায় আনা। বিচারে যদি প্রমানিত হয়, তবে তার আইডি কার্ডে এ/সি (দুর্নীতিগ্রস্থ) লিখে প্রকাশ করা এবং তার পরবর্তী বংশধর সরকারী অনুদান প্রাপ্ত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করতে পারবে না এবং কোন সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত, আধা-স্বায়ত্বশাসিত, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীতে নিয়োগ পাবে না, তার বিধান রাখা। (তাহলে দুর্নীতি হ্রাস পাবে।)<br>২. মুক্তিযোদ্ধাদের বিষয়ে কমিশন গঠন করে, প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধার তালিকা প্রকাশ করা ও ভুয়া মুক্তিযোদ্ধার সনদ নিয়ে চাকুরী নেয়ায় বা অবসর গ্রহনকারীদের খুঁজে বের করে তাহা শাস্তির আওতায় এনে সরকারী টাকা ফেরৎ আনার ব্যবস্থা করার বিধান রাখা।<br>৩. মুক্তিযোদ্ধার কোন দল নেই, তারা সকলের নিকট সম্মানের পাত্র। একই ভাবে যারা ২০২৪ সালে দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছে এবং আহত হয়েছে তাদেরকে ঐ একই ব্যবস্থার বিধান রাখা। মিরপুরের শহীদ মিনারের দক্ষিণ পাশে ২০২৪ সালের দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধে নিহতের জন্য সমাধি নির্মান করা।<br>কোনো রাজনৈতিক দলের প্রধানের জন্ম ও মৃত্যু দিবস জাতীয় ভাবে পালন না করার বিধান রাখা।<br>৪. কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তি সংবাদ মাধ্যমে কোন পদ নিয়েছে বা মালিক হতে পারবে না। দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও মসজিদ কমিটিতে রাজনৈতিক দলের দর্শনে বিশ্বাসী কমিটি না রাখার বিধান করা।<br>৫. মসজিদ কমিটিতে যে ব্যক্তি ইমাম সাহেব, তার অবর্তমানে ইমামতি করার যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে মসজিদ কমিটির সভাপতি নির্বাচন করার বিধান রাখা। | মো. মোশারেফ হোসেন বিশ্বাস |

| | নতুন প্রস্তাব | | |
|---|---|---|---|
| অনুচ্ছেদ/অংশ | বর্তমান সংবিধান | সুপারিশ | প্রস্তাবক দলের নাম |
| | | ১. আইন সভায় সরকারী দলের সদস্য তার স্বাধীন মত প্রকাশ করার অর্থাৎ সরকারের বিরুদ্ধে কথা বা ভেটো দিতে পারবে, তাতে তার সদস্য পদ বাতিল হইবে না, তার বিধান করা। ফৌজদারী কার্যবিধির ১৯৭ ধারা বাতিল করা।<br>২. কোনো দপ্তরে চুক্তি ভিত্তিক কাউকে নিয়োগ করা যাইবে না, তার বিধান রাখা। সরকারী নিয়োগের বেলায় ১টি কমিশন গঠন করার বিধান করা, যাতে স্বচ্ছ, মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ পান, কোনো প্রকার সুপারিশে নিয়োগ প্রদান করা যাবে না। যে ব্যক্তি কোন সুপারিশ নিয়ে আসে, তার সনদ সারাজীবনের জন্য স্থগিত রাখার ব্যবস্থা করা। যে দপ্তরে নিয়োগ দেওয়া হবে, সেই বিষয়ে প্রশ্ন করার বিধান রাখা, যাতে প্রশ্নকর্তা অবান্তর প্রশ্ন করতে না পারে তার বিধান রাখা।<br>৩. দেশের কোন ব্যবসায়ীরা রাজনীতি বা রাজনেতিক দর্শনে বিশ্বাসী হতে পারবে না। যারা রাজনৈতিক ভাবে পরিচিত হয়েছে, তাহারা ব্যবসার মালিকানা ছেড়ে দিতে হবে এবং ব্যবসা ট্রাষ্টে দিতে হবে। উক্ত ব্যবসা থেকে কোনো প্রকার অর্থ দাবী করতে পারবে না। তার বংশধরগণ উক্ত ব্যবসায় কোন পদ বা মালিকানা পরিচয় দাবী করতে পারবে না, তার বিধান রাখা।<br>৪. ব্যবসায়ীরা কোন রাজনৈতিক দলকে চাঁদা দিতে পারবে না। তার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রতি বছরে প্রতিখাতে অডিট করার বিধান রাখা। যাতে ব্যবসায়ীরা কাউকে চাঁদা দিলে চিহ্নিত করা যায়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে সকল অসৎ কর্মকর্তা/কর্মচারী বহিস্কার করে নতুন ব্যক্তিবর্গকে নিয়োগ দিয়ে স্বচ্ছভাবে কার্য প্রণালী তৈরী করে পূর্ণগঠন করা।<br>৫. দেশের সকল ব্যক্তির নামে ইটিন/টিন সনদ তৈরী করা, সকলেই প্রতি বছর আয়-ব্যয়ের হিসাব দাখিল করার বিধান রাখা। জনসাধারণ যাতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে আয়কর অতি সহজভাবে প্রদান করতে সেই পদ্ধতির ব্যবস্থা করা। সকল সরকারী-বেসরকারী-স্বায়ত্বশাসিত, আধা-স্বায়িত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সম্পদের হিসাব বিবরনী ও সকল ব্যক্তির সম্পদের হিসাব বিবরনী প্রতি বৎসর সঠিকভাবে দাখিল করার বিধান রাখা। | মো. মোশারেফ হোসেন বিশ্বাস |

# সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন

১৫ জানুয়ারি, ২০২৫

## চতুর্থ খণ্ড

## সংবিধান সংস্কার কমিশন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ৭ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে গঠিত
প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নম্বর ৩৩৪-আইন/২০২৪, তারিখ: ২১ আশ্বিন, ১৪৩১/০৬ অক্টোবর, ২০২৪।

## সংবিধান সংস্কার কমিশন

ব্লক ১, এমপি হোস্টেল,
জাতীয় সংসদ ভবন এলাকা, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা।

সাচিবিক সহযোগিতায়
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

প্রচ্ছদে ব্যবহৃত আলোকচিত্র: নাঈমুর রহমান, দ্য ডেইলি স্টারের সৌজন্যে

## সংবিধান সংস্কার কমিশন

(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

| | | |
|---|---|---|
| অধ্যাপক আলী রীয়াজ | কমিশন প্রধান | |
| অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের | সদস্য | |
| জনাব ইমরান সিদ্দিক, বার-এট-ল | সদস্য | |
| অধ্যাপক মুহাম্মদ ইকরামুল হক | সদস্য | |
| ড. শরীফ ভূঁইয়া, সিনিয়র এডভোকেট | সদস্য | |
| জনাব এম মঈন আলম ফিরোজী, বার-এট-ল | সদস্য | |
| জনাব ফিরোজ আহমেদ | সদস্য | |
| জনাব মোঃ মুসতাইন বিল্লাহ | সদস্য | |
| জনাব মোঃ মাহফুজ আলম - শিক্ষার্থী প্রতিনিধি | সদস্য | (৭ অক্টোবর, ২০২৪ - ১০ নভেম্বর, ২০২৪) |
| জনাব ছালেহ উদ্দিন সিফাত - শিক্ষার্থী প্রতিনিধি | সদস্য | (৯ ডিসেম্বর, ২০২৪ - )। |

# সূচিপত্র


| | |
|---|---|
| **চতুর্থ খণ্ড (পৃথকভাবে সংকলিত)** | |
| ভূমিকা ও পর্যবেক্ষণ | ১ |
| পরিশিষ্ট | |
| পরিশিষ্ট ১৯ - কার্যবাহ | ৫ |

# ভূমিকা ও পর্যবেক্ষণ

ষোলো বছরের বেশি সময় ধরে চেপে বসা ফ্যাসিবাদী শাসনের জাঁতাকলে পিষ্ট বাংলাদেশের জনগণ ২০২৪ সালের জুলাই মাসে এক অভাবনীয় ও অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থানের সূচনা করেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকে সারা দেশের মানুষ পথে নেমে আসেন এবং সব ধরনের নিপীড়ন-নির্যাতনকে উপেক্ষা করে ও সরকারি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এবং ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের পেটোয়া বাহিনীকে প্রতিরোধ করে আন্দোলন অব্যাহত রাখেন। জুলাইয়ের মাঝামাঝি আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয় এবং অভ্যুত্থানের চূড়ান্ত পর্যায়ে ৩ আগস্ট জাতীয় শহীদ মিনারে আন্দোলনের নেতারা শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও বিচার দাবি করেন, অসহযোগ আন্দোলনের সূচনার ঘোষণা দেন, অন্তর্বর্তী জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান এবং নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ঘোষণা করেন। এই সব দাবির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে সারা দেশের মানুষ 'মার্চ টু ঢাকা'য় শামিল হন। জনগণের সম্মিলিত প্রতিরোধের মুখে ৩৬ জুলাই (৫ আগস্ট) শেখ হাসিনা পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেন, তাঁর স্বৈরশাসনের অবসান ঘটে। ৮ আগস্ট নোবেলজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা হয়।

৩৬ দিনের এই আন্দোলনে শহীদ হন প্রায় এক হাজার মানুষ এবং আহত হন কমপক্ষে পনেরো হাজার মানুষ। এই গণঅভ্যুত্থানে দল-মতনির্বিশেষে মানুষের অংশগ্রহণের পটভূমি ছিল হাসিনা সরকারের নির্বিচার হত্যা, গুম, খুন ও লুটপাটের বিরুদ্ধে এক দশকেরও বেশি সময়ে বিভিন্ন সময়ে গড়ে ওঠা আন্দোলন-সংগ্রাম। ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালে সাজানো নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের মানুষের ভোটাধিকার লুণ্ঠন করা হয়, রাষ্ট্রকে ব্যক্তির অনুগত পারিবারিক সম্পদের মতো ব্যবহার করা হয়, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়, উন্নয়নের মিথ্যাচার করে একধরনের ক্লেপ্টোক্রেসি বা চোরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়, দেশকে ঋণভারে জর্জরিত করা হয় এবং দেশের মানুষের অর্থ বিদেশে পাচার করে দেওয়া হয়। সর্বোপরি জবাবদিহিহীন এককেন্দ্রীকৃত ব্যক্তিতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়।

এই প্রেক্ষাপটে ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪, প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস জাতির উদ্দেশে দেওয়া এক ভাষণে সংবিধান সংস্কার কমিশনসহ মোট ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠনের কথা ঘোষণা করেন। জনপ্রতিনিধিত্বশীল ও কার্যকর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও জনগণের ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে দেশের বিদ্যমান সংবিধান পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করে সংবিধান সংস্কারের লক্ষ্যে ৭ অক্টোবর ২০২৪ এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সংবিধান সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়। ৭ অক্টোবরের প্রজ্ঞাপনে কমিশনের অন্য সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হয়। কমিশনের সদস্যরা হচ্ছেন—রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাজনীতি ও সরকার বিভাগের ডিস্টিংগুইশড অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশনপ্রধান), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের, ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক মুহাম্মদ ইকরামুল হক, সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেট ড. শরীফ ভূঁইয়া, ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী, লেখক ফিরোজ আহমেদ, লেখক ও মানবাধিকারকর্মী মো. মুসতাইন বিল্লাহ এবং শিক্ষার্থী প্রতিনিধি মো. মাহফুজ আলম। মো. মাহফুজ আলম ১০ নভেম্বর ২০২৪ উপদেষ্টা হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ৯ ডিসেম্বর থেকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষার্থী ছালেহ উদ্দিন সিফাত।

কমিশন ১৩ অক্টোবর ২০২৪ একটি ভার্চ্যুয়াল সভার মাধ্যমে তার কাজ শুরু করে এবং ১৪ জানুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে এই প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছে। এই প্রতিবেদন পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে মূল প্রতিবেদন তিন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে; এগুলো হচ্ছে বিদ্যমান সংবিধানের পর্যালোচনা, সুপারিশসমূহ এবং সুপারিশের যৌক্তিকতা। কমিশন সংবিধানের সেই সব বিষয় এবং অনুচ্ছেদের ব্যাপারে তাঁদের সুপারিশ উপস্থাপন করেছে, যেগুলো কমিশনের ওপর অর্পিত দায়িত্ব এবং কমিশনের লক্ষ্যসমূহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং সংস্কার করা প্রয়োজন বলে মনে করেছে। প্রতিবেদনের অন্যান্য চারটি খণ্ডে সংযোজনী হিসেবে কমিশনের সংগৃহীত তথ্যাদি, কমিশনের অনুরোধে দেওয়া রাজনৈতিক দলগুলোর প্রস্তাব এবং তার সারাংশ, অংশীজনদের দেওয়া লিখিত মতামতের সারাংশ এবং কমিশনের আহ্বানে মতবিনিময় সভায় উপস্থিত হয়ে দেওয়া বক্তব্যের রেকর্ডকৃত বক্তব্যের অনুলিখন সংযুক্ত করা হয়েছে।

## সংবিধান সংস্কার সুপারিশের পরিধি এবং লক্ষ্য

৭ অক্টোবরের প্রজ্ঞাপনের আলোকে কমিশন তার ওপরে অর্পিত দায়িত্বকে দুইভাগে ভাগ করে। এর প্রথমটি হচ্ছে বর্তমান সংবিধানের পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে সংবিধানকে গণতান্ত্রিক করে তুলে দেশ পরিচালনায় জনগণের অংশীদারত্ব প্রতিষ্ঠার

লক্ষ্যে সংবিধানের সংস্কারবিষয়ক সুনির্দিষ্ট সুপারিশ তৈরি করা। এই লক্ষ্যে কমিশন মোট ৬৪টি সভা করে, যার মধ্যে ২৩টি সভায় অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় করা হয়।

২৬ অক্টোবর অনুষ্ঠিত কমিশনের ৫ম সভায় আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে ঐকমত্যের মাধ্যমে সংস্কারের পরিধি এবং সংস্কারের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয় । গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় যে, "সংস্কার'-এর অন্তর্ভুক্ত হবে বর্তমান সংবিধান পর্যালোচনাসহ জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলনের লক্ষ্যে সংবিধানের সামগ্রিক সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন, পরিমার্জন, পুনর্বিন্যাস এবং পুনর্লিখন।"

সংস্কারের পরিধিতে সম্ভাব্য সকল ধরনের সংস্কারের সুযোগ রাখা হয় এই বিবেচনায় যে ইতিমধ্যে নাগরিকদের ভেতরে বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তি হিসেবে সংবিধানকে দেখতে এবং ভবিষ্যতে বাংলাদেশে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ফ্যাসিবাদের উত্থানরোধের উপায় হিসেবে বিভিন্ন ধরনের প্রস্তাব উত্থাপিত হতে শুরু করে। জুলাই ২০২৪ গণঅভ্যুত্থানের নেতৃত্বদানকারী 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন' এবং তাদের সহযোগী সংগঠন জাতীয় নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে সংবিধান পুনর্লিখনের বা নতুন সংবিধান প্রণয়নের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করা হয়, যার প্রতি সমাজের বিভিন্ন অংশের সমর্থনও প্রতিভাত হয়; গত প্রায় এক দশক ধরে যেসব সামাজিক-রাজনৈতিক শক্তি ও চিন্তাবিদ ফ্যাসিবাদী শক্তির উত্থানের কারণ হিসেবে সাংবিধানিক ব্যবস্থার কথা বলে আসছিলেন, তাঁরাও বড় ধরনের পরিবর্তন ও পরিমার্জনার তাগিদ দেন। অন্যদিকে কিছু রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন এবং ব্যক্তি এই মর্মে অবস্থান গ্রহণ করেন যে, বিরাজমান সংবিধানের কতিপয় অনুচ্ছেদের সংশোধনের মাধ্যমেই সংবিধানের অন্তর্নিহিত বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা এবং ক্ষমতাকাঠামোয় অগণতান্ত্রিক প্রবণতা অবসান সম্ভব। এ ধরনের ভিন্ন ভিন্ন মতকে গুরুত্ব দেওয়া এবং কমিশনের কোনো ধরনের পূর্বাবস্থান নেই, তা সুস্পষ্ট করার জন্য কমিশন সংস্কারের পরিধিকে ব্যাপক রাখার সিদ্ধান্ত নেয়।

### কমিশন সাংবিধানিক সংস্কারের সাতটি উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে। এই উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে:

১। দীর্ঘ সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রতিশ্রুত উদ্দেশ্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার এবং ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের আলোকে বৈষম্যহীন জনতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা।

২। ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত অংশগ্রহণমূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটানো।

৩। রাজনীতি এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় সর্বস্তরে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা।

৪। ভবিষ্যতে যেকোনো ধরনের ফ্যাসিবাদী শাসনব্যবস্থার উত্থান রোধ।

৫। রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গ—নির্বাহী বিভাগ, আইনসভা এবং বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ ও ক্ষমতার ভারসাম্য আনয়ন।

৬। রাষ্ট্রক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের বিকেন্দ্রীকরণ ও পর্যাপ্ত ক্ষমতায়ন।

৭। রাষ্ট্রীয়, সাংবিধানিক এবং আইন দ্বারা সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকর স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা।

এই উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারণে কমিশন ১০ এপ্রিল ১৯৭১-এ জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে রাজনৈতিক অঙ্গীকার অর্থাৎ সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার এবং ২০২৪ সালের ফ্যাসিবাদবিরোধী গণঅভ্যুত্থানের জন-আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ একটি বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনকে ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করেছে। একই সময়ে কমিশন ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধকে বাংলাদেশের মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং বৈষম্যবিরোধী সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করেছে। এই সব আকাঙ্ক্ষা এবং সংগ্রামের মর্মবস্তুকে সাংবিধানিক-প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার লক্ষ্যেই সংবিধানের সংস্কার প্রস্তাব তৈরি করতে কমিশন সচেষ্ট হয়। ৩ নভেম্বর এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে কমিশন সংস্কারের পরিধি এবং উদ্দেশ্যসমূহ নাগরিকদের কাছে তুলে ধরে।

## সংবিধানের পর্যালোচনা

কমিশন বিদ্যমান সংবিধানকে দুটি দিক থেকে পর্যালোচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে—রাজনৈতিক এবং আইনগত। কমিশন বিবেচনা করে যে সংবিধানের পর্যালোচনায় বাংলাদেশ নামের ভূখণ্ডের মানুষের রাজনৈতিকভাবে গঠিত হওয়ার প্রক্রিয়া এবং একটি সংঘবদ্ধ জনগোষ্ঠী হিসেবে তাঁর রাজনৈতিক সংকল্প ও সামষ্টিক রূপকল্পের অভিপ্রায় কীভাবে গড়ে উঠেছে, তার প্রেক্ষাপট বিবেচনা করা জরুরি। এটা সুস্পষ্ট যে, ঔপনিবেশিক যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এই অঞ্চলে 'জনগণ'-এর উদ্ভব একটি দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে। গাঠনিক কর্তা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা এবং রাষ্ট্র গঠনে জনগণের সার্বভৌম অভিপ্রায় প্রকাশের প্রচেষ্টা দীর্ঘদিন ধরে ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক রাষ্ট্রের সাথে দ্বন্দ্বের সম্পর্কে জড়িয়ে আছে। এই দ্বন্দ্বের ধারাবাহিকতায় রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক রূপান্তর আজও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এই ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় ১৯৭২ সালের সংবিধান প্রণীত হয়েছিল। স্বল্প সময়ের মধ্যে সংবিধান প্রণয়নের সাফল্য নিঃসন্দেহে ইতিবাচক। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সংবিধান প্রণয়নে দীর্ঘসূত্রিতা এবং তার বিরূপ প্রতিক্রিয়ার অভিজ্ঞতা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে আকাঙ্ক্ষা ও এক ধরনের চাপ সৃষ্টি হয়েছিলো

তাই এই সংবিধান প্রণয়নকে ত্বরান্বিত করেছিলো। সংবিধান প্রণয়নের প্রক্রিয়া এবং এই বিষয়ে বিভিন্ন বিশ্লেষকের আলোচনার সারসংকলন করে এই সংবিধানের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং কীভাবে তা জনগণের গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে কেবল সংগতিহীনই হয়নি বরং নাগরিকদের অধিকার সংকুচিত করেছে, স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতাকাঠামো তৈরি করেছে, তা চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া ওই সময়েই গণপরিষদের সংবিধান প্রণয়নের এখতিয়ার নিয়ে প্রশ্ন ছিল।

সংবিধানের পর্যালোচনার দ্বিতীয় অংশে সংবিধানের আইনি কাঠামো পর্যালোচনা করা হয়েছে। বিদ্যমান সংবিধান যা ইতিমধ্যেই ১৭ বার সংশোধিত হয়েছে, তাতে এমন ধরনের অন্তর্নিহিত ত্রুটি রয়েছে, যা জবাবদিহিমূলক এবং গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাথে সাংঘর্ষিক, যেমন অনুচ্ছেদ ৪৮(৩) এবং ৫৫-এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে রাষ্ট্রপতিকে আলংকারিক ব্যক্তিত্বে পরিণত করা হয়েছে। সংবিধান সংশোধনের প্রক্রিয়া ক্ষমতাসীন দলকে সংবিধানের মূলনীতি ক্ষুণ্ন করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সংশোধন করার সুযোগ দিয়েছে। এর ফলে জরুরি অবস্থা এবং নিবর্তনমূলক আটকের মতো কঠোর বিধান সংবিধানে সন্নিবেশিত হয়েছে, যা ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করেছে এবং কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থা উৎসাহিত করেছে। সংবিধানের এই ত্রুটিগুলো গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করেছে। তদুপরি সাংবিধানিক বিধিবিধানগুলো গণতন্ত্রের একটি অন্যতম উপাদান নাগরিকের মৌলিক অধিকারকে বিভিন্ন শর্তসাপেক্ষ করে সেগুলোকে অনেকাংশে অকার্যকর করে ফেলেছে। সংবিধানে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি থাকলেও তার কার্যকারিতার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা অনুপস্থিত থেকেছে, যা বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগে অধীনস্থ করে রেখেছে। স্থানীয় সরকারব্যবস্থা কার্যত অর্থহীন এবং দলীয় লেজুড়বৃত্তি ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় আবদ্ধ।

সংবিধানের বিস্তারিত রাজনৈতিক এবং আইনি পর্যালোচনা এই প্রতিবেদনের প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে। এর পাশাপাশি কমিশন সকল বিষয়ে বিভিন্ন দেশের সংবিধান পর্যালোচনা করে, যাতে বিদ্যমান সংবিধান অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের সংবিধানের সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ, তা বোঝা যায়। কিছু সুনির্দিষ্ট বিষয় যেমন দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ, চিরস্থায়ী বিধান, জাতির জনক, কোনো ব্যক্তির প্রতিকৃতির বাধ্যতামূলক প্রদর্শন, রাষ্ট্রধর্ম, ধর্মনিরপেক্ষতা, সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস ইত্যাদি বিভিন্ন দেশের সংবিধানে উল্লেখ আছে কি না এবং থাকলে কীভাবে আছে, কমিশন তার বিশ্লেষণ করে।

## অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময়ের রূপরেখা

কমিশন সমাজের ভেতরে বিভিন্ন ধরনের আকাঙ্ক্ষা বোঝা এবং সমাজের সম্ভাব্য সর্বাধিক অংশীজনদের অংশগ্রহণ এবং তাঁদের প্রস্তাবগুলো শোনা এবং সেগুলোকে কমিশনের সুপারিশে প্রতিফলিত করার জন্য অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা, রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে প্রস্তাব এবং নাগরিকদের মতামত সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নেয়।

কমিশন এই মর্মেও সিদ্ধান্ত নেয় যে, যেসব ব্যক্তি, সংগঠন, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান বা দল জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের সময় সক্রিয়ভাবে হত্যাকাণ্ডে যুক্ত থেকেছে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে হত্যাকাণ্ড ও নিপীড়নকে সমর্থন করেছে, ফ্যাসিবাদী কার্যক্রমকে বৈধতা প্রদানে সাহায্য করেছে, কমিশন সেই সব ব্যক্তি, সংগঠন, সংস্থা, প্রতিষ্ঠানকে অংশীজনদের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করবে না।

## রাজনৈতিক দলসমূহের মতামত

কমিশন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতামত এবং সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব জানার জন্য ৩০টি রাজনৈতিক দল এবং জোটের কাছে লিখিত মতামত আহ্বান করে চিঠি পাঠায়। এই আবেদনে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়। এসব দল এবং জোটের মধ্যে মোট ২৫টি রাজনৈতিক দল এবং ৩টি রাজনৈতিক জোট তাদের লিখিত মতামত কমিশনের নিকট প্রেরণ করে। এর বাইরেও মোট ৬টি রাজনৈতিক দল ইমেইলের মাধ্যমে বা কমিশন কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে তাঁদের মতামত জমা দেয়। কমিশনের গবেষকেরা এসব মতামতের সারাংশ সংকলন করেন।

## ওয়েবসাইটের মাধ্যমে মতামত সংগ্রহ

সংস্কারের সুপারিশ তৈরিতে অধিকসংখ্যক নাগরিকের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির জন্য কমিশনের ওয়েবসাইটে মতামত দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এ বিষয়ে জনগণের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ ও স্বতঃস্ফূর্ততা লক্ষ করা যায়। দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে এ সুযোগ অব্যাহত রাখা হয় এবং ২৫ নভেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত ৫০,৫৭৩টি (পঞ্চাশ হাজার পাঁচশত তিহাত্তর) সংক্ষিপ্ত থেকে বিস্তারিত আকারে মতামত পাওয়া যায়।

## অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময়

অংশীজনদের মতামত নেওয়ার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংস্কার কমিশন ১১ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ থেকে বিভিন্ন সংবিধান ও মানবাধিকারবিষয়ক সংগঠন, পেশাজীবী সংগঠন, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, সংবিধান বিশেষজ্ঞসহ সমাজের নানা স্তরের মানুষের সাথে মতবিনিময় করে। এ জন্য মোট ২১টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। তিন সপ্তাহ ধরে অনুষ্ঠিত এসব অধিবেশনে ৪৩টি সংগঠনের

৯৯ জন প্রতিনিধি উপস্থিত হয়ে তাঁদের সংগঠনের পক্ষে মৌখিক এবং লিখিত প্রস্তাব দেন। এছাড়া ২৯টি সংগঠন তাদের প্রস্তাব লিখিতভাবে জানিয়েছে। নাগরিক সমাজের ৪৪ জন ব্যক্তি কমিশনের সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। তাঁদের মধ্যে ২২ জন তাঁদের প্রস্তাবগুলো লিখিতভাবে কমিশনের কাছে পেশ করেছেন। এর বাইরেও ই-মেইলের মাধ্যমে এবং কমিশন কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে ৩৪ জন তাঁদের মতামত লিখিতভাবে জানান। কমিশনের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে সাতজন সংবিধানবিশেষজ্ঞ এবং সাবেক বিচারপতি কমিশনের মতবিনিময় সভাগুলোয় উপস্থিত হয়েছেন। কমিশনের মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের মৌখিক বক্তব্য রেকর্ড এবং প্রতিলিপি (transcript) তৈরি করা হয়েছে।

### দেশব্যাপী জনমত জরিপ

বিভিন্নভাবে অংশীজনদের মতামত সংগ্রহ করলেও গৃহীত ব্যবস্থাগুলো সমাজের সকল স্তরের মানুষের মতামতের প্রতিফলনের নিশ্চয়তা বিধান করে না বলে কমিশনের পক্ষ থেকে সারা দেশে জরিপ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মাধ্যমে দেশব্যাপী জাতীয় জনমত জরিপ পরিচালনা করা হয়। এই জরিপ ৫ ডিসেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত চালানো হয় এবং সারা দেশের ৬৪ জেলা থেকে সরাসরি সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে ৪৫,৯২৫টি খানার (হাউসহোল্ড) ১৮ থেকে ৭৫ বছর বয়সীদের কাছ থেকে জনসংখ্যা অনুপাতে মতামত পাওয়া যায়।

### অন্যান্য কমিশনের সঙ্গে সমন্বয়

কমিশন ওয়াকিবহাল যে, রাষ্ট্র সংস্কারের অনেক বিষয় নিয়ে একাধিক কমিশন নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, যা সংবিধান-সংশ্লিষ্ট। সময়স্বল্পতার বিবেচনায় কমিশন সব কমিশনের সঙ্গে কাজের সমন্বয় করতে না পারলেও গুরুত্বপূর্ণ এবং সরাসরি সংশ্লিষ্ট দুটি কমিশন-নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার এবং বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে বৈঠক করে এবং ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে। এর বাইরে ১৮ নভেম্বর প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় সংস্কার কমিশনের প্রধানের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করে।

### কমিশনের কতিপয় পর্যবেক্ষণ

বিদ্যমান সংবিধানের পর্যালোচনা, অংশীজনদের মতামত এবং কমিশন সদস্যদের অভিজ্ঞতা ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের ভিত্তিতে কমিশন সংবিধানের বিভিন্ন দিকের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করেছে; এর বাইরে অংশীজনেরা দুটি বিষয়ের দিকে কমিশনের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যা কমিশন তার পর্যবেক্ষণ হিসেবে উপস্থিত করছে। এগুলো হচ্ছে:

১। সংবিধানের বিভিন্ন অধ্যায়ের ধারাক্রম পরিবর্তন করে প্রস্তাবনা, নাগরিকতন্ত্র, মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার পর আইনসভা, নির্বাহী বিভাগ এবং বিচার বিভাগকে সন্নিবেশিত করা;

২। সংবিধানের ভাষা সহজ করা;

৩। সংবিধানের আকার ছোট করা।

কমিশন মনে করে যে, অংশীজনদের এসব মতামত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা দাবি করে এবং আশা করে ভবিষ্যতে এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বিবেচনা করবেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যে বীরদের আত্মদানের ফলে বাংলাদেশ স্বৈরাচারী শাসনমুক্ত হয়েছে, যাঁরা এখনো আহত অবস্থায় আছেন, তাঁদের কাছে কমিশন গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। তাঁদের প্রতি কমিশন আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে।

কমিশন এই প্রতিবেদন প্রস্তুতিতে নাগরিকদের কাছ থেকে যে সহযোগিতা পেয়েছে এবং তাঁরা যেভাবে অকুণ্ঠচিত্তে অংশগ্রহণ করেছেন, সে জন্য সকলের কাছেই কৃতজ্ঞ। রাজনৈতিক দল, সামাজিক ও পেশাজীবী সংগঠন, সিভিল সোসাইটির সদস্যরা তাঁদের মতামত প্রদান করে এই প্রক্রিয়াকে অংশগ্রহণমূলক করে তুলেছেন এবং তাঁদের মতামতের মাধ্যমে এই প্রতিবেদনকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদেরকে কমিশন আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। এই প্রতিবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা সম্পাদন, মতামত ও তথ্য বিন্যস্তকরণ, অনুবাদ এবং সম্পাদনার কাজে যুক্ত গবেষকদের অবদান ছিল অসামান্য। তাঁদেরকে কমিশন আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। কমিশনের সাচিবিক সহায়তা প্রদানের জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিরলসভাবে পরিশ্রম করেছেন, কমিশন তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড (ইউপিএল) বিনামূল্যে এই প্রতিবেদনের টাইপ সেটিং এবং পৃষ্ঠাসজ্জা করে দিয়ে কমিশনকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছে।

# কার্যবাহ

## অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভার কার্যবাহ

# মুখবন্ধ

জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান এবং গত ষোল বছরর ধরে কোটি কোটি মানুষের সংগ্রামের পক্ষে ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদী সরকারের পতন ঘটে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ৬ অক্টোবর ২০০৪ তারিখের এস.আর.ও. নম্বর ৩৩৪-আইন/২০২৪-এর মাধ্যমে নিম্লোক্ত ৯ জন সদস্য সমন্বয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জনপ্রতিনিধিত্বশীল ও কার্যকর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও জনগণের ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে দেশের বিদ্যমান সংবিধান পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করে সংবিধান সংস্কারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে ‘সংবিধান সংস্কার কমিশন’ গঠন করা হয়:

| | | |
|---|---|---|
| ১। | অধ্যাপক আলী রীয়াজ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও লেখক | কমিশন প্রধান |
| ২। | অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | সদস্য |
| ৩। | জনাব ইমরান সিদ্দিক, বার-এট-ল | সদস্য |
| ৪। | অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | সদস্য |
| ৫। | ড. শরীফ ভূইয়া, অ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট | সদস্য |
| ৬। | জনাব এম মঈন আলম ফিরোজী, বার-এট-ল | সদস্য |
| ৭। | জনাব মুসতাইন বিল্লাহ, লেখক ও মানবাধিকার কর্মী | সদস্য |
| ৮। | জনাব ফিরোজ আহমেদ, লেখক | সদস্য |
| ৯। | জনাব মোঃ মাহফুজ আলম, শিক্ষার্থী প্রতিনিধি | সদস্য |

অতঃপর জনাব মোঃ মাহফুজ আলম সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নেওয়ায় উক্ত পদে জনাব সালেহ উদ্দিন সিফাত কে কমিশনের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

সংবিধান সংস্কার কমিশন সংবিধান সংস্কারের লক্ষ্যে মতামত ও প্রস্তাব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সংবিধান বিশেষজ্ঞ, সমাজে প্রতিনিধিত্বকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য অংশীজনের (প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তি) সাথে মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। জাতীয় সংসদের কেবিনেট কক্ষে এরকম মোট ১৯টি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসকল মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণকারীগণ তাঁদের মূল্যবান মতামত প্রদান করেন। এছাড়া তাঁরা তাঁদের মতামতের পক্ষে লিখিত প্রস্তাবও দাখিল করেন। সভায় অংশগ্রহণকারী সংবিধান বিশেষজ্ঞ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও ব্যক্তিবর্গ যে মতামত প্রদান করেন তার হুবহু কার্যবাহ (Verbatim proceeding) লিপিবদ্ধ করা হয়।

উক্ত কার্যবাহ প্রস্তুতে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের রিপোর্টিং অধিশাখার নিম্লোক্ত কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন—

১। জনাব ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

২। জনাব এইচ.এম. আলী আকবর, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

৩। জনাব মোঃ আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

৪। জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

৫। জনাব ফারজানা আক্তার, সহকারী পরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

৬। জনাব মোঃ আল-আমিন, সহকারী পরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

**সাচিবিক সহায়তাকারীঃ**

১। জনাব মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান নুর, যুগ্মসচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

২। জনাব জি. এম. আতিকুর রহমান জামালী, যুগ্মসচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৩। জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল জাফরী ৬-১২-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত কমিশন প্রধানের একান্ত সচিব(উপসচিব পদমর্যাদায়) হিসেবে দায়িত্ব পালন করার পর জনাব মুহাম্মদ শিহাব উদ্দীন একান্ত সচিব (উপসচিব পদমর্যাদায়), হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

৪। জনাব এম.এম. ফজলুর রহমান, সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফটসম্যান, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

৫। জনাব মোঃ সাহিনুর রহমান, সিনিয়র সহকারী সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৬। মিজ ফাহমিদা বেগম, সিনিয়র সহকারী সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৭। জনাব মোঃ সাব্বির মাহমুদ, উপপরিচালক, গণসংযোগ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় এর অব্যাহতির পর তথ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অফিসার জনাব এ কে এম ফেরদৌস জনসংযোগ কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করেন।

৮। জনাব মোঃ হোছাইন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

**অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভার এই কার্যবাহে সর্বমোট ৪২০ পৃষ্ঠা রয়েছে। ৯ কার্য দিবসে মোট ১৯টি সেশনে ১৩৭ জনের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।**

# সূচিপত্র


| প্রথম সেশনের কার্যবাহ অংশগ্রহণকারী (প্রতিষ্ঠান) | | ১৫-২৯ |
|---|---|---|
| ১. | মি. অজয় এ মৃ, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম; | |
| ২. | পল্লব চাকমা, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম; | |
| ৩. | এবিএম শামসুল হুদা, এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম ইন বাংলাদেশ; | |
| ৪. | রফিক আহমেদ সিরাজী, এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম ইন বাংলাদেশ; | |
| ৫. | অ্যাডভোকেট সালমা আলী, সভাপতি, বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি; | |
| ৬. | অ্যাডভোকেট সীমা জহুর, সহ সভাপতি, বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি; | |
| ৭. | মোহাম্মদ এজাজ, চেয়ারম্যান, রিভার এন্ড ডেলটা রিসার্চ সেন্টার; | |
| ৮. | ড. ইফাদুল হক, ফেলো,রিভার এন্ড ডেলটা রিসার্চ সেন্টার; | |
| ৯. | আশরাফুন নাহার, নির্বাহী পরিচালক, উইমেন উহথ ডিজএবিলিটিস ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন; | |
| ১০. | মুজিবুল হক মুনির, হেড অফ সোসাল এমপাওয়ারমেন্ট, ক্যাম্পেইন ফর পপুলার ফাউন্ডেশন। | |

| দ্বিতীয় সেশনের কার্যবাহ, অংশগ্রহণকারী (প্রতিষ্ঠান) | | ৩০-৪৪ |
|---|---|---|
| ১. | তাসলিমা ইসলাম (চীফ এক্সিকিউটিভ), বাংলাদেশ পরিবেশ আইনজীবী সমিতি (বেলা); | |
| ২. | গীতা দাস, সভানেত্রী, নারীপক্ষ; | |
| ৩. | কামরুন নাহার, সদস্য, নারীপক্ষ; | |
| ৪. | মুহাম্মদ বেলায়েত হোসেন, ব্যারিস্টার এট ল, বাংলাদেশ ইসলামিক ল রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার; | |
| ৫. | মোঃ শহীদুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ইসলামিক ল রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার; | |
| ৬. | ব্যারিস্টার শাহাজাদা আল আমিন কবির, সভাপতি, হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সাসাইটি; | |
| ৭. | ইজাজুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক, হিউম্যান রাইটস সাপোট সোসাইটি। | |

| তৃতীয় সেশনের কার্যবাহ, অংশগ্রহণকারী (প্রতিষ্ঠান) | | ৪৫-৫৬ |
|---|---|---|
| ১. | আবু আহমেদ ফয়জুল কবির, আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক); | |
| ২. | মুহাম্মদ জাকির হোসেন খান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী, চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভ; | |
| ৩. | সৈয়দ ইরফান উদ্দীন, চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভ; | |
| ৪. | খন্দকার মকছুদুল হক, সভসভাপতি, নির্বাহী পরিষদ, বাঁচতে শেখা; | |
| ৫. | মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন, বাঁচতে শেখা; | |
| ৬. | অ্যাডভেকেট হুমাছুন কবীর ভুঁইয়া, সাধারণ সম্পাদক, কজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব); | |
| ৭. | ব্যারিস্টার শাহরুখ কবীর ভুঁইয়া, সদস্য, কজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব); | |
| ৮. | শ্রী নিত্য প্রকাশ বিশ্বাস, প্রকল্প পরিচালক, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট; | |
| ৯. | শ্রী প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস, উপপরিচালক, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট; | |
| ১০. | সৈয়দ শামছুল হুদা, সেক্রেটারি, বাংলাদেশ ইন্টেলেকচুয়াল মুভমেন্ট (বিআইএম); | |
| ১১. | এডভোকেট মাওলানা মুফতি আল আমীন, বাংলাদেশ ইন্টেলেকচুয়াল মুভমেন্ট (বিআইএম)। | |

| চতুর্থ সেশনের কার্যবাহ, অংশগ্রহণকারী (ব্যক্তি) | ৫৭-৬৫ |
|---|---|
| ১. মুফতি আব্দুল মালেক, খতিব, বায়তুল মোকাররম; | |
| ২. খুশি কবির। | |

| পঞ্চম সেশনের কার্যবাহ, অংশগ্রহণকারী (ব্যক্তি) | ৬৬-৮৪ |
|---|---|
| ১. অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ; | |
| ২. সুব্রত চৌধুরী; | |
| ৩. মুসা আল হাফিজ; | |
| ৪. অধ্যাপক মাহবুব উল্যাহ; | |
| ৫. শাহিন আনাম। | |

| ষষ্ঠ সেশনের কার্যবাহ, অংশগ্রহণকারী (ব্যক্তি) | ৮৫-৯৬ |
|---|---|
| ১. শহিদুল আলম; | |
| ২. মুফতী সাখাওয়াত হোসাইন রাজ | |

| সপ্তম সেশনের কার্যবাহ, অংশগ্রহণকারী (ব্যক্তি) | ৯৭-১১৩ |
|---|---|
| ১. দিলীপ কুমার সরকার; | |
| ২. রোবায়েত ফেরদৌস; | |
| ৩. ড. বদিউল আলম মজুমদার; | |
| ৪. মুফতি সাইফুল ইসলাম; | |
| ৫. মুফতি আবদুল্লাহ মাসুম; | |
| ৬. অধ্যাপক সলিমুল্লাহ খান। | |

| অষ্টম সেশনের কার্যবাহ, অংশগ্রহণকারী (ব্যক্তি) | ১১৪-১২১ |
|---|---|
| ১. মতিউর রহমান (প্রথম আলো) | |

| নবম সেশনের কার্যবাহ, অংশগ্রহণকারী (ব্যক্তি) | ১২২-১৩৬ |
|---|---|
| ১. ডা. জাহেদ উর রহমান; | |
| ২. জনাব মাহফুজ আনাম; | |

| দশম সেশনের কার্যবাহ, অংশগ্রহণকারী (ব্যক্তি) | ১৩৭-১৫২ |
|---|---|
| ১. ডা. সায়ীদ মেহবুব উল কাদির (ডক্টরস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ); | |
| ২. হাসান হাফিজ, (সভাপতি, জাতীয় প্রেস ক্লাব); | |
| ৩. ডা. ফয়জুল হাকিম, সহ সভাপতি (ডক্টইরস প্লাটফর্ম ফর পিপলস হেলথ (ডিপিপিএইচ)। | |

| একাদশ সেশনের কার্যবাহ, অংশগ্রহণকারী (ব্যক্তি) | ১৫৩-১৬৮ |
|---|---|
| ১. এড. হাসনাত কাইছুম; | |
| ২. কে. শামসুদ্দিন মাহমুদ; | |
| ৩. এ কে মোহাম্মদ হোসেন; | |
| ৪.. বিচারপতি মোঃ আবদুল মতিন। | |

| দ্বাদশ সেশনের কার্যবাহ, অংশগ্রহণকারী (প্রতিষ্ঠান) | | ১৬৯-১৮২ |
|---|---|---|
| ১. | নাসরিন বেগম, চেয়ারম্যান আরবিট্রেশন ট্রাইব্যুনাল, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ড্রাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই); | |
| ২. | চৌধুরী মকিমুদ্দিন কেজে আলী, প্যানেল আইনজীবী, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ড্রাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই); | |
| ৩. | মোঃ জামিল উদ্দিন মিলটন, উপ মহাসচিব, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ড্রাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই); | |
| ৪. | প্রকৌশলী মোঃ কবীর হোসেন, আহ্বায়ক, আইডিইবি, অন্তবর্তীকালীন কেন্দ্রীয় কমিটি, ইন্সটিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স; | |
| ৫. | প্রকৌশলী মোঃ গিয়াস উদ্দিন, যুগ্ম আহ্বায়ক, আইডিইবি, অন্তবর্তীকালীন কেন্দ্রীয় কমিটি, ইন্সটিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স; | |
| ৬. | কাদের গনি চৌধুরী, মহাসচিব, বাংলাদেশ ফেডারেল ইউনিয়ন অব জার্নালিস্ট (বিএফইউজে) | |
| ৭. | মোঃ শহিদুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ, বাংলাদেশ ফেডারেল ইউনিয়ন অব জার্নালিস্ট (বিএফইউজে); | |
| ৮. | সিনিয়র এডভোকেট মাহবুব উদ্দিন খোকন, প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশন; | |
| ৯. | এডভোকেট মোঃ শফিকুল ইসলাম, নির্বাহী সদস্য, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশন। | |

| ত্রয়োদশ সেশনের কার্যবাহ অংশগ্রহণকারী (প্রতিষ্ঠান) | | ১৮৩-১৯৮ |
|---|---|---|
| ১. | অঞ্জন দাস, সহ সভাপ্রধান, গার্মেন্টস শ্রমিক সংগতি; | |
| ২. | মিজানুর রহিম চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক, গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতি; | |
| ৩. | সাবিনা ইয়াসমিন, কেন্দ্রীয় সদস্য, গার্মেন্টস শ্রমিক সংগতি; | |
| ৪. | প্রফেসর ড. আদিল মুহাম্মদ খান, প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স; | |
| ৫. | প্ল্যানার সৈয়দ শাহরিয়ার আমিন, ভাইস প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স; | |
| ৬. | প্ল্যানার এ কে এম রিয়াজউদ্দিন, সদস্য, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স; | |
| ৭. | চৌধুরী আশিকুল আলম, প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সংঘ; | |
| ৮. | খলিলুর রহমান, ভাইস প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সংঘ; | |
| ৯. | ডিভিশন প্রধান সুচিয়াং, সদস্য, বিপনেট, বাংলাদেশ ইন্ডিজেনিয়াস পিপলস নেটওয়ার্ক অন ক্লাইমেট চেঞ্জ এড বায়োডাইভারসিটি (বিপনেট); | |
| ১০. | নবদ্বীপ কুমার, সদস্য, বিপনেট, বাংলাদেশ ইন্ডিজেনিয়াস পিপলস নেটওয়ার্ক অন ক্লাইমেট চেঞ্জ এ্ড বায়োডাইভারসিটি (বিপনেট); | |
| ১১. | নীরূপা দেওয়ান, সদস্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি; | |
| ১২. | হরি পূর্ণ ত্রিপুরা, সদস্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি। | |

| চতুর্দশ সেশনের কার্যবাহ, অংশগ্রহণকারী (ব্যক্তি) | | ১৯৯-২২২ |
|---|---|---|
| ১. | সারোয়ার তুষার; | |
| ২. | সাইয়েদ আবদুল্লাহ; | |
| ৩. | অরূপ রাহী; | |
| ৪. | দীপক কুমার গোস্বামী; | |
| ৫. | এডভোকেট আরিফ খান; | |
| ৬. | মাহা মির্জা; | |
| ৭. | ইমরান মাহফুজ; | |
| ৮. | ড. সৈয়দ নিজার; | |
| ৯. | ইলিরা দেওয়ান; | |
| ১০. | আসিফ আকবর। | |

**পঞ্চদশ সেশনের কার্যবাহ, অংশগ্রহণকারী (ব্যক্তি)** ২২৩-২৪৩

১. বিচারপতি মোহাম্মদ আব্দুর রউফ;
২. ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী;
৩. প্রফেসর মঈনুল ইসলাম (ঢাবি);
৪. নুরুল কবীর;
৫. ড. মইনুল ইসলাম (চবি);
৬. প্রফেসর ড. মোহাম্মদ তানজীমউদ্দীন খান।

**ষোড়শ সেশনের কার্যবাহ, অংশগ্রহণকারী (ব্যক্তি)** ২৪৪-২৭০

১. রাজা দেবাশীষ রায়;
২. প্রফেসর মোঃ রবিউল ইসলাম;
৩. রোমান উদ্দীন, সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজ (সিজিএস);
৪. আপন জহির, সেন্টার পল গভর্নেন্স স্টাডিজ (সিজিএস);
৫. আখতার হোসেন খান, সাধারণ সম্পাদক, নিউজ পেপার ওনার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (নোয়াব);
৬. প্রফেসর মির্জা তাসলিমা, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক;
৭. প্রফেসর কাজী মারুফুল ইসলাম, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক;
৮. সানজিদা ইসলাম তুলি, অর্গানাইজার, মায়ের ডাক;
৯. মুশফিকুর রহমান জোহান, প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর, মায়ের ডাক;
১০. তামান্না সিং বারাইক, প্রজেক্ট অফিসার, দলিত নারী ফোরাম;
১১. পুজা রানী, দলিত নারী ফোরাম;
১২. নাদিরা পারভীন, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, নাগরিক উদ্যোগ;
১৩. সুলতান মোঃ সালাউদ্দিন সিদ্দিক, নাগরিক উদ্যোগ;
১৪. জয়া শিকদার, সভাপতি, সম্পূর্ণা;
১৫. সুদীপ কুমার দাস (শাওনী), সম্পূর্ণা;
১৬. মোঃ জুনাইদ, বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন;
১৭. মোহাম্মদ মিল্লাত হোসেন রিসার্চ অ্যান্ড রেফারেন্স অফিসার (যুগ্ম জেলা জজ) আপীল বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট;
১৮. নাজমা আক্তার, সভাপতি, সম্মিলিত গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন।

**সপ্তদশ সেশনের কার্যবাহ, অংশগ্রহণকারী (প্রতিষ্ঠান)** ২৭১-২৭৯

১. ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নাসির, জাস্টিস ফর কমরেডস (জেএফসি);
২. লেফটেন্যান্ট কর্নেল হাসিনুর রহমান বীর প্রতীক, জাস্টিস ফর কমরেডস (জেএফসি);
৩. লেফটেন্যান্ট কর্নেল মুস্তাফিজুর রহমান, জাস্টিস ফর কমরেডস (জেএফসি);
৪. কমান্ডার (বিএন) নেসার আহমেদ জুলিয়াস, জাস্টিস ফর কমরেডস (জেএফসি)।

**অষ্টাদশ সেশনের কার্যবাহ, অংশগ্রহণকারী (প্রতিষ্ঠান)** ২৮০-২৯৭

১. জাহিদ আহসান, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন;
২. তারিকুল ইসলাম, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন;
৩. রফিকুল ইসলাম এ্যানি-র আনিকা তাহসিনা, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন;
৪. আরিফ সোহেল, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন;
৫. আখতার হোসেন, সদস্য সচিব, জাতীয় নাগরিক কমিটি;

| | |
|---|---|
| ৬. | সামান্তা শারমিন, মুখপাত্র, জাতীয় নাগরিক কমিটি; |
| ৭. | সারোয়ার তুষার, জাতীয় নাগরিক কমিটি; |
| ৮. | অ্যাডভোকেট মুকুল মুস্তাফিজ, সদস্য, জাতীয় নাগরিক কমিটি; |
| ৯. | সালেহউদ্দিন সিফাত, সদস্য, জাতীয় নাগরিক কমিটি; |
| ১০. | আতিক মুজাহিদ, সদস্য, জাতীয় নাগরিক কমিটি; |
| ১১. | অ্যাডভোকেট জহিরুল ইসলাম, সদস্য জাতীয় নাগরিক কমিটি। |

**উনবিংশ সেশনের কার্যবাহ, অংশগ্রহণকারী (প্রতিষ্ঠান)** ২৯৮-৩১৫

| | |
|---|---|
| ১. | ড. মোঃ আনোয়ার উল্যাহ, এফসিএমএ, সচিব, বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এসোসিয়েশন; |
| ২. | এ টি এম সিদ্দিকুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব, বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এসোসিয়েশন; |
| ৩. | ড. মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব, বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এসোসিয়েশন; |
| ৪. | মোঃ আশরাফ হোসেন, যুগ্মসচিব, বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এসোসিয়েশন; |
| ৫. | কেএম বদরুল হক, বিসিএস কৃষি, আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসন পরিষদ; |
| ৬. | মোঃ আরিফ হোসেন, বিসিএস কৃষি, আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসন পরিষদ; |
| ৭. | মোঃ জামিলুর রহমান, বিসিএস গণপূর্ত, আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসন পরিষদ; |
| ৮. | মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, বিসিএস সমবায়, আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসন পরিষদ; |
| ৯. | মোহাম্মদ শাহাদত হোসেন, বিসিএস প্রাণিসম্পদ, আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসন পরিষদ; |
| ১০. | মাইকেল চাকমা; |
| ১১. | শহীদুল্লাহ ফরায়জী। |

# অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভা

## প্রথম সেশনের কার্যবাহ

তারিখ : ১১ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ
সময় : সকাল ৯:৩০ থেকে ১১:০০ পর্যন্ত

**উপস্থিত কমিশন সদস্যদের তালিকা:**

| | | |
|---|---|---|
| ১। | অধ্যাপক আলী রীয়াজ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও লেখক | কমিশন প্রধান |
| ২। | অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | সদস্য |
| ৩। | ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক, বার-এট-ল | সদস্য |
| ৪। | অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | সদস্য |
| ৫। | ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী, বার-এট-ল | সদস্য |
| ৬। | জনাব ফিরোজ আহমেদ, লেখক | সদস্য |

**অংশগ্রহণকারী অংশীজনদের (প্রতিষ্ঠান) এর তালিকা:**

১। মি.অজয় এ মৃ, সহ সভাপতি, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম।

২। পল্লব চাকমা, কার্যকরী সদস্য, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম।

৩। জনাব এ. বি.এম. শামসুল হুদা, অ্যাসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এন্ড ডেভেলপমেন্ট (এএলআরডি)

৪। জনাব রফিক আহমেদ সিরাজী, ম্যানেজার প্রোগ্রাম, অ্যাসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এন্ড ডেভেলপমেন্ট (এএলআরডি)।

৫। অ্যাডভোকেট সালমা আলী, বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি।

৬। অ্যাডভোকেট সীমা জহুর, ভাইস প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি।

৭। জনাব মুহাম্মদ এজাজ, চেয়ারম্যান, রিভার এন্ড ডেলটা রিসার্চ সেন্টার (আরডিআরসি)

৮। ডা. ইফাদুল হক, ফেলো, রিভার এন্ড ডেলটা রিসার্চ সেন্টার (আরডিআরসি)

৯। আশরাফুন নাহার মিষ্টি, নির্বাহী পরিচালক, উইমেন উইথ ডিজএবলিটিস ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন

১০। জনাব মোঃ মুজিবুর রহমান মুনির, হেড অফ সোসাল এমপাওয়ারমেন্ট, ক্যাম্পেইন ফর পপুলার ফাউন্ডেশন

**কার্যবাহ প্রস্তুতকারক:**

১। মোঃ আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

২। মোঃ আল-আমিন, সহকারী পরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

**সম্পাদনায়:**

ফ.ব.ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক, (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

## অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠানের কার্যবাহ

## কমিশন প্রধান অধ্যাপক আলী রীয়াজ-এর সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): উপস্থিত সুধীবৃন্দ, সংবিধান সংস্কারের লক্ষ্যে মতামত ও প্রস্তাব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অংশীজনদের সঙ্গে কমিশনের এই আলোচনায় উপস্থিত হওয়ার জন্য কমিশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আপনারা জানেন যে, সংবিধান সংস্কারের বিষয়ে সুপারিশের জন্য অন্তর্বর্তী সরকার স্বল্প সময় নির্ধারণ করে দিয়েছে। সেই কারণে আপনাদের অত্যন্ত কম সময় দিয়েই আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আপনারা তাতে সাড়া দেওয়ায় আমরা কৃতজ্ঞ।

আমরা এখানে উপস্থিত হতে পেরেছি গত ১৬ বছরে, বিশেষত জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে ছাত্র জনতার আত্মদানের কারণে। আজকে অংশীজনের মতামতের এই প্রথম সভার শুরুতে আসুন আমরা সেইসব শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দাঁড়িয়ে ১ মিনিট নীরবতা পালন করি এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করি।

**(এক মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা হয়)**

**(অতঃপর কমিশনের সদস্যগণ নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন)**

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): আমরা অনুমান করতে পারি যে, civil society-এর সক্রিয় অংশীদার হিসেবে সংবিধানের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনাদের অনেক কথা বলার আছে, অনেক প্রস্তাব আছে। সময়ের স্বল্পতার কারণে আপনাদের প্রতি অনুরোধ, আপনারা ১০ মিনিটের মধ্যে আপনাদের বক্তব্যের সারাংশ তুলে ধরলে সকলের মতামত শোনার সুযোগ হবে। আপনাদের বিস্তারিত মতামত ও প্রস্তাব লিখিত আকারে আজকে আমাদের কাছে দিতে পারেন অথবা আগামী ২০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন।

আপনাদের বক্তব্য শোনার আগে আপনারা যারা উপস্থিত আছেন, তাঁদের সাথে পরিচিত হবো। আমরা শুরু করব আমার হাতের বাম দিক থেকে। প্রথমে আপনাদের সংগঠনের নাম এবং উপস্থিত যাঁরা আছেন, তাঁদের পরিচয় দেবেন। পরে আমরা আপনাদের আলাদা আলাদা বক্তব্য শুনব।

**(উপস্থিত অংশীজন তাঁদের নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন।)**

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ, সবাইকে।

আপনাদের বক্তব্য শোনার জন্যই আপনাদেরকে আহ্বান জানানো হয়েছে। যেমনটি আমি শুরুতেই বলেছি, আমরা জানি আপনাদের দীর্ঘদিনের কাজের অভিজ্ঞতার কারণে আপনাদের বিভিন্ন প্রস্তাব আছে এবং বক্তব্য আছে। সেজন্যই সংক্ষেপে সময় স্বল্পতার জন্য আপনারা ১০ মিনিটের মধ্যে আপনাদের বক্তব্যের সারাংশ তুলে ধরলে সকলের মতামত শোনা সম্ভব হবে। আপনাদের বিস্তারিত মতামত ও প্রস্তাব লিখিত আকারে আজকে আমাদের কাছে দিতে পারেন অথবা আগামী ২০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন। প্রথমে আশরাফুন নাহার মিষ্টি আপনি বক্তব্য রাখতে পারেন।

**আশরাফুন নাহার মিষ্টি**, উইমেন উইথ ডিজএবলিটিস ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডব্লিউডিডিএফ): ধন্যবাদ।

আমাদের বক্তব্য খুবই সুস্পষ্ট। আমরা প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায়ের জন্য কাজ করছি। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও স্বাধীনতার এত বছর পরেও আমরা আসলে সম-অধিকার বা সমমর্যাদা পাইনি। বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবন্ধী শব্দটি উচ্চারণ করে আমাদেরকে বিভিন্ন bullying-এর শিকার হতে হয়। স্কুল-কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে আমাদের অনেক বাধা আছে। আমি যদি আমাদের বৈষম্যগুলোর কথা বলি তাহলে অনেক লম্বা লিস্ট হয়ে যাবে, আমি খুব সময় নিতে চাচ্ছি না, আমি খুব সংক্ষেপে স্বল্প সময়ে সংক্ষিপ্ত কথা বলব। পরবর্তীতে লিখিত বক্তব্য ২০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে দিব, ইনশাআল্লাহ। আমি যেটি বলতে চাই সেটি হচ্ছে, প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী শব্দটি সংবিধানের মধ্যে উল্লেখ করতে হবে। এর আগে আমরা পঙ্গু বা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী উল্লেখ করেছি। শব্দটি যেন স্পষ্ট থাকে। কারণ আমাদের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষা আইন ২০১৩ আছে এবং কর্ম পরিকল্পনা বিধি আছে এবং আমাদের একটি সনদ আছে। যেখানে বাংলাদেশ সরকার স্বাক্ষর এবং rectifz করেছিল। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ সনদ। সবকিছু মিলিয়ে আমাদেরকে আসলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী নারী, প্রতিবন্ধী শিশু শব্দগুলো যদি সংবিধানে ব্যবহার করা যায়, তাহলে আমাদের বিষয়টি স্পষ্ট হবে। প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী শুধুমাত্র একটি শ্রেণির মধ্যে বসবাস করে না। অর্থাৎ শুধু ধনী সম্প্রদায় আছে, এরকম না। সব ধরনের শ্রেণির মধ্যে আছে। দরিদ্র, মধ্যবিত্ত, ধনী এবং এই শ্রেণিভেদে আমাদের প্রতি বৈষম্যগুলো হচ্ছে। আমার যেটি মনে হয়, সেটি

হচ্ছে যে equal rights এর পাশাপাশি প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে তার শ্রেণি, তার সংস্কৃতি, তার অবস্থান- যেমন পাহাড়েও আছে, সমতলেও আছে, আদিবাসীদের মধ্যেও প্রতিবন্ধী মানুষ আছে, হিজরা সম্প্রদায়ের মধ্যেও প্রতিবন্ধী মানুষ আছে। তার যে culture-ই হোক না কেন, সে যেন তার প্রতিবন্ধিতার কারণে কোন ধরনের বাধা বা বৈষম্যের মুখোমুখি না হয় এবং রাষ্ট্র যে উদ্যোগগুলো গ্রহণ করবে সে উদ্যোগগুলো যেন universal হয় অর্থাৎ universal হলে যা হবে, সব ধরনের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী সেটির মধ্যে সম্পৃক্ত হতে পারবে। আমার এটুকুই কথা। আর একটি হলো যে, সংবিধানের ভিতরে এমন সমন্বিত কিছু বিষয় থাকা দরকার, যে বিষয়গুলো আমাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ, আমাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে। সংসদে আমাদের প্রতিনিধিত্ব নাই। সংসদেও প্রতিবন্ধী মানুষের প্রতিনিধির প্রয়োজন আছে। কারণ যে জনগোষ্ঠী বেশি পিছনে সেই জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব থাকলে সেই ইস্যুটাকে নিয়ে আসা সহজ হয়। এই বিষয়গুলো আসতে হবে। আরেকটি বিষয় হলো, আমাদের যে cultural এবং demographic ইস্যুগুলো আছে সেগুলোর ভিতরেও সব ধরনের মানুষের প্রতিনিধিত্বের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা। এটিকে আমি বলবো fruitful অংশগ্রহণ। সেই সুযোগ যেন থাকে, সে বিষয়টা ensure করার জন্য বলব।

ধন্যবাদ ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

এরপর আমরা আসবো বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের প্রতিনিধিদের কাছে।

**মি.অজয় এ মৃ** (বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম): সবাইকে আমার শুভেচ্ছা এবং শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে আদিবাসী ফোরামকে কমিশনের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আমরা কমিশন গঠন হওয়ার পর পরই আমাদের নিজেদেরকে প্রস্তুত করার জন্য বাংলাদেশের সমগ্র অঞ্চল থেকে আদিবাসী নেতৃবৃন্দকে নিয়ে আদিবাসী ফোরামের নেতৃত্বে আমরা ইতোমধ্যে একটি পরামর্শ সভা করেছি। সেই পরামর্শ সবার সুপারিশের আলোকে আমরা আজকে একটি প্রস্তাবনা নিয়ে এসেছি। আমাদের লিখিত প্রস্তাবনা আপনাদের কাছে দিয়ে যাব। সেই সাথে আরো কয়েকটি কথা বলতে চাই, আমরা বাংলাদেশের আদিবাসীরা কেন আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি চাই? আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে, বিশ্বব্যাপী দেশে দেশে কিন্তু আদিবাসীদের অধিকারের স্বীকৃতি চলে আসছে এবং আদিবাসীদের প্রতি যে, historical injustice হয়েছে, তা অনুধাবন করতে পেরে জাতিসংঘ বিভিন্ন কর্মপন্থা গ্রহণ করেছে। আইএলও, প্রথমে ১০৭, পরবর্তীতে ১৬৯ adopt করেছে। সবচেয়ে লক্ষণীয় যে, ২০১৩ সালে যখন আদিবাসী বিষয়ে জাতিসংঘ ঘোষণাপত্র প্রণয়ন করা হয়, ৪টি দেশ বিরোধিতা করেছিল। ইউএস, কানাডা, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া। ৩-৪ বছরের মধ্যে প্রত্যেকটা দেশ যারা বিরোধিতা করেছিল, তারা সমর্থন দিয়ে স্বীকৃতি দিয়েছে। সেই আদিবাসী বিষয়ক ঘোষণাপত্র প্রণয়নের সময় বাংলাদেশসহ ১৩টি দেশ ভোটদানে বিরত ছিল। কিন্তু আমরা মনে করি যারা বিরোধিতা করেছিল, তারা যদি স্বীকার করে সমর্থন করতে পারে, জাতিসংঘ আদিবাসী বিষয়ক ঘোষণাপত্রকে, আমাদের উচিত বাংলাদেশের এ পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে আদিবাসীদের সমর্থন দিয়ে স্বীকৃতি দেওয়া।

আপনারা যদি লক্ষ্য করেন, ১৯৭২ সালে যখন বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান রচনা হচ্ছিল, আমাদের পক্ষ থেকে তখন একমাত্র প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন, মানবেন্দ্র নারাছু লারমা। তখনকার সময়ে প্রবল প্রতাপশালী বাঙালি জাত্যাভিমানী আওয়ামী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তিনি তখন নিজের জাতিসত্তার স্বীকৃতি চেয়েছিলেন। কারণ যখন সংবিধানে সংযোজন করা হচ্ছিল, বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙালি বলিয়া বিবেচিত হইবেন, তখন কিন্তু তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন এবং তিনি নিজস্ব জাতিসত্তার স্বীকৃতি দাবি করেছিলেন। ১৯৭২ সালে যা হয় নাই, এখন আমাদের বড় সুযোগ এসেছে, আমাদের সেই ভুলের সংশোধন করা। তাই এই কমিশনের প্রতি আমাদের আস্থা ও বিশ্বাস আছে এবং আমরা মনে করি এই কমিশন এ বিষয়গুলো বিবেচনা করবেন। আমি আমাদের এই প্রস্তাবনার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থাপন করছি।

সংবিধানের ১ম ভাগের প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ-৩ এ লেখা আছে, "প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা হবে।" কিন্তু আমরা সেখানে প্রস্তাবনা নিয়ে এসেছি, অনুচ্ছেদের শেষে, ''তবে নাগরিকদের অন্যান্য ভাষার পরিপোষণ ও উন্নয়নে রাষ্ট্র সমভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করিবেন।'' আমরা যৌক্তিকতাও উল্লেখ করেছি আরেকটি কলামে। আমি সেদিকে যাচ্ছি না।

দ্বিতীয় ভাগের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, জাতীয় সংস্কৃতি সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ ২৩ এ যা আছে তার সাথে আমরা সংযোজন করতে চাচ্ছি, ''রাষ্ট্র জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার সংরক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীসমূহের ভাষা, সাহিত্য, শিল্পকলাসমূহের এমন পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন যাহাতে সর্বস্তরের জনগণ দেশের বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিক স মৃদ্ধিতে অবদান রাখিবার ও অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারে।'' এর যৌক্তিকতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাই আমি পড়ছি। বাংলাদেশ বহু জাতি, বহু ভাষা ও বহু সংস্কৃতির দেশ। বর্ণিত অনুচ্ছেদের প্রথম অংশে উল্লিখিত জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে দেশের বহুমাত্রিক সংস্কৃতি পরিপোষণ ও সমৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে। সাথে সাথে এর মাধ্যমে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পের প্রতি সমভাবে ও বৈষম্যহীনভাবে রাষ্ট্র পৃষ্ঠপোষকতা করবে।

উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব ভাষার প্রথা এবং ঐতিহ্য মোতাবেক তাদের আত্মপরিচয় অথবা সদস্যপদ নির্ধারণ এবং নিজস্ব সংস্কৃতি ও প্রথাগত প্রতিষ্ঠান অক্ষুণ্ন রাখার অধিকার রাখেন। অংশগ্রহণ, প্রতিনিধিত্বশীল, অংশীদারিত্ব, পরামর্শ, সম্মতি এ সংক্রান্ত দ্বিতীয় ভাগের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ-৯। সেখানে ৭২ এর সংবিধানে যা রয়েছে তার সাথে আমরা যুক্ত করতে চাচ্ছি, ''ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতিগতভাবে একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাংলাদেশি জাতি, ঐক্যবদ্ধ, সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করিয়া জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করিয়াছেন, সেই বাংলাদেশি জাতির ঐক্য ও সংহতি হইবে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।'' এটি আমরা সংযোজন করতে চাচ্ছি।

দ্বিতীয় ভাগের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির মালিকানার নীতিমালা সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ-১৩। এখানে শুধু উল্লেখ ছিল, "রাষ্ট্রীয় মালিকানা, সমবায় মালিকানা, ব্যক্তি মালিকানা।" এটির সাথে আমরা "(গ) অনুচ্ছেদে সমষ্টিগত মালিকানা অর্থাৎ প্রথাগত সমষ্টিগত মালিকানা, প্রথাগত আইনভিত্তিক আদিবাসীদের সমষ্টিগত মালিকানা" স্বীকৃতির দাবি জানাচ্ছি।

পঞ্চম ভাগের আইনসভা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আইন-প্রণয়ন পদ্ধতি সংক্রান্ত ৮০ অনুচ্ছেদে যেখানে আছে, এটি আমরা একটি নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজনের দাবি জানাচ্ছি। ২ (ক) ''রাষ্ট্র পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে এবং উক্ত অঞ্চলের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করে এমন আইন প্রণয়ন, সংশোধন বা বাতিল করিতে গেলে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্যজেলা পরিষদ এবং ক্ষেত্রমতো ঐতিহ্যগত প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা ও পরামর্শক্রমে আইন প্রণয়ন করিবেন।'' ২ (খ) ''অনুরূপভাবে রাষ্ট্র সমতল অঞ্চলে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করে এমন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে গেলে সমতল অঞ্চলে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বশীল নেতৃত্ব ও সংগঠনসমূহের সহিত নির্ধারিত পদ্ধতিতে আলোচনা ও পরামর্শ গ্রহণ করিয়া আইন প্রণয়ন করিবেন।''

দশম ভাগের সংবিধানের বিধান সংশোধনের ক্ষমতা সংক্রান্ত ১৪২ অনুচ্ছেদে আমরা দাবি জানাচ্ছি একটি নতুন অনুচ্ছেদ ১৪২(ই) সংযুক্ত করার জন্য- ''সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত দেশের আদিবাসীদের পরিচয়, স্বকীয়তা, অংশগ্রহণ ও অধিকার সংরক্ষণ করে এমন বিধানাবলি সংশোধন, সংযোজন অথবা বাতিলের পূর্বে দেশের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বশীল নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করিবেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, ৩ পার্বত্য জেলা পরিষদ ও ক্ষেত্রমতো ঐতিহ্যগত প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে আলোচনার ব্যবস্থা করিবেন।''

প্রথম তফশিল অনুচ্ছেদ-৪৭ অন্যান্য বিধান সত্ত্বেও কার্যকর আইন। ওই তালিকায় আমরা দাবি জানাচ্ছি, প্রথম তফশিল অন্তর্ভুক্ত আইনসমূহ সংযোজন করার। আমরা আইনের তালিকা দিয়েছি। যেমন; "পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশাসন বিধি-১৯০০, পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯, ১৯৯৮ সালের ১০ নম্বর আইনের সংশোধনীসহ ৩টি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন-১৯৯৮, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি-১৯৯৭" এগুলোকে তফসিলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা।

নাগরিকত্ব যেটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জন্য। প্রথম ভাগের নাগরিকত্ব সংক্রান্ত অনুচ্ছেদর-৬(১) এ উল্লেখ আছে, ''বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে।'' এটি ঠিক আছে। কিন্তু অনুচ্ছেদ-৬(২) এ উল্লেখ আছে, ''বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালি এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন।'' এই জায়গায় আমাদের আপত্তি এবং এখানে আমরা সুপারিশ উপস্থাপন করছি আপনাদের বিবেচনার জন্য। "৬(২)। তফসিলভুক্ত আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী ব্যতীত বাংলাদেশের অন্যান্য জনগণ বাঙালি বলিয়া পরিচিত হইবেন।" এবং "৬(৩)। বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন।'' এই দুটি অনুচ্ছেদ যদি সংযোজন করা যায়। কারণ আমরা এখানে যৌক্তিকতা উল্লেখ করেছি, বাংলাদেশে বাঙালি জাতিগোষ্ঠী এবং বিভিন্ন আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশের সকল নাগরিকদের জাতীয়তার পরিচিতি বাংলাদেশী হওয়া আইনসম্মত বলে আদিবাসী ফোরাম মনে করে। আমি আর সময় নিলাম না। এই লিখিত মতামত আমরা আপনাদের কাছে দিয়ে যাব। আমরা আশা করব, আমরা বরাবরই চেয়েছি যে, বাংলাদেশের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়ে আমরা দেশের উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য। কিন্তু সংবিধানে স্বীকৃতি না থাকার কারণে অনেকভাবে আমাদেরকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলা হয়। নানা তকমা দেওয়া হয়। কিন্তু আমরা সেই ৭২ সাল থেকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য, অখণ্ডতা বা সার্বভৌমত্বের প্রতি অবিচল আস্থা, বিশ্বাস স্থাপন করতে চাই। আমরা আশা করব, এই কমিশন আমাদের এই সুযোগ দিবেন।

আপনাদের অনেক ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

আপনাদের লিখিত ভাষ্যটি আমাদেরকে যদি দেন, তাহলে আমাদের জন্য সংরক্ষণ করা এবং বিবেচনায় নেয়া সম্ভব হবে। এখন আমি অনুরোধ করব অ্যাসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম ইন বাংলাদেশ এর প্রতিনিধিদের বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য। রেকর্ডের সুবিধার্থে প্রথমেই যদি আপনাদের নাম এবং প্রতিষ্ঠানের নাম বলেন,তাহলে রেকর্ডিং এর জন্য সুবিধা হবে।

ধন্যবাদ।

জনাব এ. বি. এম. শামসুল হুদা (অ্যাক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, অ্যাসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এন্ড ডেভেলপমেন্ট (এএলআরডি): প্রথমেই আমি অধ্যাপক আলী রীয়াজ, আপনাকে এবং আপনার সঙ্গে যারা এই কমিশনে সম্মানিত সদস্য হিসেবে আছেন, সকলকে ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদেরকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এবং কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য।

আমরা খুব সংক্ষিপ্তভাবে আমাদের বক্তব্য উপস্থাপন করব। লিখিত যে বক্তব্য সেটি আপনাদেরকে হস্তান্তর করব। আমি সেটারই সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করার চেষ্টা করব।

প্রথমত আদিবাসীদের বিষয়ে আমার পূর্ববর্তী বক্তা যা উপস্থাপন করেছেন, এগুলো সবই আমরা endorse করি। সবগুলো আমাদের প্রস্তাবে নেই, যেহেতু সেখানে আছে, তাই আমরা রাখিনি। কিন্তু আমরা এটির সমর্থন করি। শুরুতেই আমরা যা বলতে চাই, বাংলাদেশের সংবিধান সংস্কারের ক্ষেত্রে তার ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা এবং ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের উত্তরাধিকার দালিলিকভাবে সংরক্ষণ করা জরুরি। হাজার হাজার বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ দেশের লক্ষ  লক্ষ সাধারণ মানুষ, শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, ছাত্র, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীর জীবনের বিনিময়ে এই দেশটি স্বাধীন দেশ হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে আত্মপ্রকাশ করেছে। ১৯৭১ এর ১০ই এপ্রিল যে স্বাধীনতার ঘোষণা, Proclamation of Indepedence দেওয়া হয়েছিল, তার ভিত্তিতে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়েছিল এবং তাদের নেতৃত্বে দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি। সেই ম্যান্ডেটের ভিত্তিতে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। সংবিধানে এসবের বর্ণনা যথাযথ মর্যাদায়, যথাস্থানে উল্লিখিত থাকতে হবে। আর এই প্রজাতন্ত্রের নাম যেটি আছে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ, Peoples Republic of Bangladesh, এটি বহাল রাখতে হবে। দেশে যে জাতীয় সংসদ আছে, এটিকে আমরা দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট করার প্রস্তাব করছি। দুইটি কক্ষ থাকবে, উচ্চকক্ষ এবং নিম্নকক্ষ। আমরা সবটা পড়ছি না, নিম্নকক্ষ সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবেন। উচ্চকক্ষ, এটি আকারে তুলনামূলকভাবে ছোট হবে এবং সেখানে বিভিন্ন পেশা, সমাজের বিভিন্ন স্তর ও শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব নির্দিষ্ট থাকবে। যেমন; শিক্ষক, ছাত্র, যুবক, বুদ্ধিজীবী, নারী, আইনজীবী, সাংস্কৃতিক অঙ্গনের মানুষ, সাংবাদিক, শ্রমিক, প্রান্তিক কৃষক, আদিবাসী, উপেক্ষিত জনগোষ্ঠী। Excluded communities এবং প্রতিবন্ধী, তৃতীয় লিঙ্গ প্রভৃতি। তাদের নির্দিষ্ট কোটা উচ্চকক্ষে নির্দিষ্ট করতে হবে এবং তাদের নির্বাচন হতে হবে। আমরা প্রস্তাব করছি যে, বাংলাদেশের জনসংখ্যা এবং অন্যান্য সবকিছুর কারণে যে বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন, প্রশাসন এবং গোটা সংবিধানে সেই বিকেন্দ্রীকরণের প্রতিফলনটা আরো বেশি দৃশ্যমান হওয়া দরকার। সেজন্যে আমরা ৬ থেকে ৮টি প্রদেশে বিভক্ত করার জন্য এই সংবিধানে বিধান রাখার ব্যবস্থা করতে চাই। জাতীয় সংসদের যারা সদস্য নির্বাচিত হবেন তারা এবং প্রাদেশিক পরিষদে যারা নির্বাচিত হবেন তারা মিলে উচ্চকক্ষের এই প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করবেন। এটি আমরা প্রস্তাব করছি। আমি সবগুলো পড়ছি না, প্রাদেশিক সরকারের হাতে কি কি ক্ষমতা থাকবে সেটির ব্যাপারে আমরা কিছু প্রস্তাব করেছি। আইনশৃঙ্খলার বিষয়টি প্রাদেশিক সরকারের হাতে থাকবে। স্থানীয় সরকার পর্যায়ে কাজের নিয়মিত তদারকি এবং পরিবীক্ষণ প্রাদেশিক সরকারের হাতে থাকতে হবে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা, এটি প্রাদেশিক সরকারের হাতে থাকতে হবে। উচ্চশিক্ষা থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। শিক্ষার মান ইত্যাদি পরিবীক্ষণ করা এগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বের মধ্যে থাকবে। প্রদেশের দায়িত্বের মধ্যে থাকবে নির্দিষ্ট প্রদেশের মধ্যে প্রবাহিত সকল নদী, পানির উৎস, জলাধার, হাওর, বিল, বন, পাহাড় ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ। পরিবেশের সুরক্ষা, ভূমির ব্যবস্থাপনা, ভূমির ব্যবহার, কৃষি জমির সুরক্ষা, জরিপ, দিয়ারা জরিপ এগুলি প্রাদেশিক সরকারের হাতে থাকবে। কৃষি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদিও প্রাদেশিক সরকারের হাতে থাকবে। বিভিন্ন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর যেমন আদিবাসী, গ্রামীণ নারী, ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকদের ভূমি, পানি এবং তাদের অধিকার ও প্রাপ্য পরিষেবাসমূহ প্রাদেশিক সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকবে। পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশের সুরক্ষা প্রাদেশিক সরকারের দায়িত্বে থাকবে। কয়েকটি ধারা সম্পর্কে আমরা কিছু সুনির্দিষ্ট উপস্থাপনা দিতে চাচ্ছি। সংবিধানের প্রস্তাবনায় "জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা" এর বদলে "বহুত্ববাদ, সমতা, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা"কে রাখার পক্ষে আমরা মত দিচ্ছি। সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩ তে বর্ণিত রাষ্ট্রীয় মালিকানার ক্ষেত্রে যেটি আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন, সেটি আমি উল্লেখ করছি না। সমষ্টিগত মালিকানা, আমরাও এটি প্রস্তাব করছি।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪-তে বর্ণিত "রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী মানুষকে- কৃষক ও শ্রমিককে- এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা।"  এখন এ বিধানটি আছে। এর শেষাংশে "আদিবাসীসহ নারী পুরুষ নির্বিশেষে ভূমিহীন পরিবারের জন্য রাষ্ট্র ভূমি সংস্কার কমিশন গঠনের মাধ্যমে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে" এই প্রস্তাব আমরা করতে চাচ্ছি।

সংবিধানের ২য় ভাগের অনুচ্ছেদ ১৫ (ক) তে বর্ণিত "অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা" বিষয়সমূহকে সংবিধানের তৃতীয় ভাগে বর্ণিত মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এটি মূলনীতির মধ্যে আছে, এটিকে মৌলিক অধিকারে অন্তর্ভুক্তও করতে হবে।

সংবিধানের ২৩ (ক) তে "রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন" কথাগুলো বলা আছে, এর পরিবর্তে আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে, "আদিবাসী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং তাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা রাষ্ট্রকে করতে হবে।" আমরা সংক্ষেপে এটি উপস্থাপন করলাম। আমি সবটা পড়িনি। লিখিত যেটি আছে সেটি দেব। একই সঙ্গে আমি এই privilegeটা নিতে চাচ্ছি। যেহেতু অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলেছেন, ২০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে supplementary লিখিত দিতে। আমরা যথেষ্ট consultaion-এর ভিত্তিতে করতে পারিনি। আপনাদের কাছ থেকে চিঠি পাওয়ার পর আমরা যথেষ্ট সময় পাইনি। আমরা এই কদিন সময় নেব। ২০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে আমাদের suplimentary recommendation-গুলো আপনাদের কাছে দেব। আজকে যা পড়েছি সেটি আমরা দিয়ে যাব। বাড়তি আরেকটি দেওয়ার সুযোগ আমরা নেব।

আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

আজকে আমরা এটি গ্রহণ করব। অপেক্ষা করব পরবর্তী সময়ে বিস্তারিত যেটি সেটি ২০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে আমাদের কাছে পৌছে দেবেন।

ধন্যবাদ।

আমরা এখন বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতির কাছে যাব, তাদের বক্তব্য শোনার জন্য।

**অ্যাডভোকেট সালমা আলী** (বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি): আমরা লিখিত দিয়েছি। কিন্তু এটি তেমন কিছু না। যেটি দিয়েছি প্রত্যেকটি সেকশনে যেতে হবে। International specific যে commitmentগুলো আমরা করেছি, Vienna Convention থেকে, আমি শুধু নারী নির্যাতনের বিষয়গুলো বলব, জনাব এ. বি. এম. শামসুল হুদা যা বলেছেন, সে বিষয়গুলোর সঙ্গে আমরা একমত। প্রত্যেকটি বিষয়ে কিছু কিছু জিনিস আমাদের recomedation-এও আছে। প্রথমেই বলতে চাই যে, Vienna Convention. নারীর যে মানবাধিকার, সেটি কিন্তু আমরা সেখানে প্রথম পেয়েছি। আমরা জানি যে, অনেকগুলো international commitment যেমন- CEDAW, CRC এবং অনান্য যে commitment আছে, regional level, international level এবং দেশীয়ভাবে যে সমস্ত commitmentগুলো আছে সেগুলো সংবিধানে incorporate করা হোক। এটি তাড়াহুড়া করে না, কিছুটা সময় নিয়ে। একই সঙ্গে মহিলা আইনজীবী সমিতির পক্ষ থেকে গত ২৫ বছর ধরে সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্টে এ বিষয়ে কথা বলেছি। সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১১১ অনুযায়ী এগুলো কিন্তু আইন। সে আইনগুলো আমাদের সরকার এতদিন পর্যন্ত incorporate করেনি। অনেকগুলো আইনের ব্যাপারে আমরা কাজ করেছি, যেমন; WCA, Violence Prevention and Protection Law মানব পাচারের জন্য এবং অন্যান্য অনেকগুলো আইন। হেফাজতে মৃত্যু নিবারণ আইন, Sexual Harassment আইন এখনও হয়নি। Judgement যেটি আছে সেটির একটি আইন হতে যাচ্ছে। সবথেকে বড় কথা, এই আইনগুলোর জন্য যে পরিকাঠামো, যে support service এবং মামলা চলার সময় victim এবং witness protection, মানব পাচারে যেমন আছে একটা সেকশন আছে ১৬ অথবা ১৫। এগুলো কিন্তু হয়নি। '১৩ সালে আইন হয়েছে, সংবিধানে সেই জায়গাগুলো যেন incorporate হয় এবং monitorএর ব্যবস্থা থাকে এবং budgetary allocation থাকে। এ বিষয়ে সংবিধানেই commitment থাকবে। যখন কোনো আইন হবে, সেই commitmentটি থাকবে এটি implication এর জন্য যে কী ধরনের support service প্রয়োজন। পারিবারিক যে আইনগুলো আছে, বিবাহের সময় আমরা নারী পুরুষের সমতার কথা বলি আবার দেখি যে বৈষম্য আছে। একটি বিষয় খুবই sensitive, তারপরও বলতে হয় যে, ভারতে ৫৬ এর পর থেকে Uniform Family Court এর মত একটি আলাদা আইন আছে যেখানে সব ধর্মের লোকেরা কাজ করতে পারে। আমাদের একটি সুযোগ এসেছে, আমরা এ ধরনের রাখতে পারি কি না যে একই ধরনের Uniform Family Court এর মত একটি court থাকবে। সেখানে minimum একটি standard একটি সুযোগ পেতে পারে। ভারতে দেখা যায় যে, মুসলমানরা অনেক সময় এটি মানে না। তারা তাদের নিজস্ব আইনে যেতে চায়। সেখানে আমাদের ন্যূনতম সমতা রাখতে হবে। এখানে হুদা ভাই ভূমি অধিকারের কথা বলেছেন, বাসস্থানের অধিকারের কথা আসে। আমরা যারা বিভিন্ন বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করি। Human trafficking, victim protection- এই বিষয়গুলো সুন্দরভাবে আসা উচিত। আমাদের report-এর ভিতরে যেটি দিয়েছিলাম যে বৈষম্যবিরোধী ধারাগুলোকে শক্তিশালীকরণ। লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা। নারী

ও শিশু অধিকারের জন্য তদারকির ব্যবস্থা। তদারকির ব্যবস্থা যদি থাকে, তারা neutral থাকবে, কোনো সরকারের অধীনে থাকবে না। তারা indepedently সংবিধান সুরক্ষার জন্য কাজ করবে। এছাড়া হেফাজতে মৃত্যুর কথা আমরা বলেছি, নির্বাহী বিভাগ হতে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ ইস্যুগুলো আছে। আন্তর্জাতিক convention গুলোকে মাথায় রেখে কাজ করতে হবে। প্রতিবন্ধীর কথাও বলেছি। মিষ্টি খুব সুন্দরভাবে বলেছে। আমরা একসঙ্গেই কাজ করি বিভিন্ন সময়ে। প্রত্যেকটি আইন বানানোর সময় তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করেছি। Access to Justice তারা যাতে সব জায়গায় পায়।

প্রতিবন্ধীদের বিষয়ে যে বিচার চাইতে যাই, সেখানে victim support court, police station প্রত্যেকটি জায়গায় সেটি ensure করা। শুধু কাগজে কলমে থাকলে হবে না। প্রতিবন্ধীদের অধিকারের জন্য একটি সাংবিধানিক কমিশন তৈরি, রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব এবং অংশগ্রহণমূলক প্রতিবন্ধী অন্তর্ভুক্তি। তারপর কর্মসংস্থান ও মজুরি, লিঙ্গ সমতা নিশ্চিতকরণসহ এ ধরনের আরও অনেক কিছু আছে, এখন আমরা লিখিত কিছু দিয়েছি, সময় থাকতে থাকতে আরও কিছু recommendations আমরা দেব। আমি সীমাকে অনুরোধ করব, ২/৪টি বিষয় বলার জন্য।

**অ্যাডভোকেট সীমা জহুর** (বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি): আসসালামু আলাইকুম। আমরা যেহেতু নারী শিশু নিয়ে কাজ করছি, তার বাইরেও কিছু বিষয় নিয়ে তুলে ধরছি। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮(৪) বলা হয়েছে, "নারী বা শিশুদের অনকুলে কিংবা নাগরিকদের যে কোনো অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।" সেখানে আমি ২৮(৫) হিসেবে সংযুক্ত করার জন্য প্রস্তাব করছি "ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী, পুরুষ ভেদে ভরণ পোষণের অধিকার।" দেখা যায় যে, ভরণ পোষণের বিষয়টি স্ত্রী বা সন্তানের মধ্যে limitaion করা আছে। কিন্তু দেখা যায় যে, বাবা মাকে অনেক সময় ছেলে মেয়ে ভরণ পোষণ দিচ্ছে না। এজন্য আমরা বলেছি যে, ভরণ পোষণের জন্য যদি আলাদা একটি নিয়ম থাকে তাহলে যে কোনো লোকেরাই ভরণ পোষণ পাবে। আরেকটি বলেছি, নাগরিকদের সাক্ষী সুরক্ষা ব্যবস্থা। নির্যাতনের শিকার, লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার শিকার, পাচারের শিকার, ক্ষতিগ্রস্ত অভিবাসী কর্মী ইত্যাদি ব্যক্তি ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজনীয় সুরক্ষা নিশ্চিত করা, shelter support নিশ্চিত করা ও ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা। সকল নাগরিকের জন্য সাক্ষী সুরক্ষা নিরাপত্তা বিধান প্রণয়ন করতে হবে। কারণ সাক্ষী যদি না থাকে কোনো মামলা প্রমাণ করা যাবে না। সরকারি উদ্যোগেই তাদেরকে নিরাপত্তা দিয়ে হাজির করতে হবে কোর্টে। আবার যোগ করেছি যে, চিঠিপত্র ও অন্যান্য উপায়ে যোগাযোগের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা রক্ষা করা। এটি আছে সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৪২(২)-এ চিঠিপত্র ও অন্যান্য গোপনীয়তা লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে দণ্ড ও ক্ষতিপূরণের দাবি জানাচ্ছি। কারণ দেখা যাচ্ছে যে, Youtube, Social Media-তে ইচ্ছামতো harass করা হচ্ছে।

সেখানে আমাদের সরকারের কোনো control নেই। সুতরাং নিরাপত্তার জন্য সরকারকে একটি উদ্যোগের কথা বলছি। তারপর বলা হচ্ছে বিচার ও দণ্ডের ক্ষেত্রে। এখানে বলা হয়েছে, একই অপরাধে একজন লোককে দুইবার বিচার করা যাবে না। কিন্তু আমরা দেখছি, একই অপরাধে দুটি আইন আছে আমাদের দেশে। যেমন: আমি উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি যে, যৌতুক নিরোধ আইন এর ৩ ধারা জামিনযোগ্য নয়। আবার নারী ও শিশু নির্যাতন আইনের ১১ (গ) ধারা, সেখানেও জামিনের সুযোগ নেই। একই অপরাধে ২টি আইন হচ্ছে। একটি হচ্ছে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে আরেকটি হচ্ছে নারী ও শিশুতে। Totally harassment-এর জন্য মামলাটি হচ্ছে। সুতরাং দেখতে হবে, একই অপরাধের দুইটি আইন থাকবে না। একটি আইন বলবৎ থাকা অবস্থায় অন্য একটি আইনকে অগ্রাধিকার দেওয়া যাবে না। এটিই আমাদের মূল কথা।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

আমি প্রাসঙ্গিকভাবেই বলি, প্রত্যেকের বক্তব্যের ক্ষেত্রে কমিশনের সদস্যগণ যদি কিছু জানতে চান, তারা কিছু প্রশ্ন করবেন।

**অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক** (কমিশন সদস্য): আমি অ্যাডভোকেট সালমা আলীর কাছে জানতে চাই তিনি বলেছেন যে, বৈষম্য বিরোধী ধারাগুলোকে আরও শক্তিশালীকরণ। এটি কীভাবে? এখন যেমন সংবিধানে মৌলিক অধিকার enforce করা যায়। সব ধরনের jurisdiction আছে। নতুন কোনো চিন্তা কি আছে কীভাবে আরও শক্তিশালী করা যায়?

**এডভোকেট সালমা আলী** (বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি): না, প্রথমে আমি বৈষম্যের কথা বলব যেমন নারী পুরুষের কথাই যদি বলেন, আমাদের family, সেখানে কিন্তু সমতা নেই। হিন্দু মেয়েরা আটকে যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের হিন্দু মেয়েরা divorce দিতে পারে না। ইন্ডিয়াতে কিন্তু ৫৬'তে হয়ে গেছে। এই জিনিসগুলো যদি আনতে পারি। এই প্রসঙ্গে আমরা বলেছি।

**অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক** (কমিশন সদস্য): Victim এবং witness প্রসঙ্গে যা বলেছেন, এটি আমরা জানি, এ প্রসঙ্গে আমরা অনেকদিন ধরে কাজ করছি। আমরা জানি যে, এখানে lawগুলো inadequate। অন্য আইন আছে। এখানে আমরা সংবিধানে কী করতে পারি? সংবিধানে কী আমাদের কিছু করার আছে?

**এডভোকেট সালমা আলী** (বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি): Protection এর একটি জায়গা থাকতে হবে। অর্থাৎ victim support service। আমরা সুপারিশ করতে পারি।

**অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক** (কমিশন সদস্য): সংবিধানে এটি লিখে দিতে বলছেন?

এডভোকেট সালমা আলী (বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি): সুরক্ষার বিষয়টি তো আসতেই হবে। শুধু মহিলা না। যে কোনো কারোর সুরক্ষার জন্য যে ধরনের support serviceগুলো দরকার, সেটি সংবিধানে থাকবে। নারী পুরুষের সমতার কথা যদি আমরা বলি এখন পর্যন্ত পুরুষই কিন্তু সবকিছু কন্ট্রোল করছে। আমরা মুখে মুখে অনেক কিছুই বলি, কিন্তু আমরা কাজ করতে গিয়ে দেখি সেই জায়গাটিতে accessটা থাকে না। যেমন DV Law। আমরা DV Law কেন বানালাম? আমাদের কিন্তু family law আছে। DV Law এর ভিতরে protection order আছে। এটি কিন্তু প্রতিরোধমূলক একটি আইন। এই আইনের থেকেও গভীর কিছু সুপারিশ আমরা দেব। যেটি আপনাদের সাহায্য হবে সেখানে কীভাবে incorporate করা যায়। সুপারিশ আমরা দিতে পারি। আমরা মনে করছি যে, নির্ধারিত তারিখের মধ্যে আমরা যে লিখিত দেব সেখানে দিয়ে দেব।

**অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক** (কমিশন সদস্য): ছোট আরেকটি প্রশ্ন। সেটি হচ্ছে ভরণপোষণের যে কথাটি আপনি বললেন, ভরণ-পোষণের জন্য যাতে সব ধরনের লোকজন যেতে পারে। এটিতো আমাদের পারিবারিক আদালতে already আছে, চাইলে যে কেও যেতে পারে।

**অ্যাডভোকেট সালমা আলী** (বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি): পারিবারিক আইনে যে ঘরগুলো আছে সেটা ডিভোর্সের ভরণপোষণ। শুধু স্বামী স্ত্রীর ক্ষেত্রে, সেখানে বাবা মা পাবে এরকম কিন্তু নেই।

**অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক** (কমিশন সদস্য): মাতা পিতা ভরণপোষণ আইন হয়েছে ২০১৩ তে, সেখানে যেতে পারে।

**অ্যাডভোকেট সালমা আলী** (বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি): অনেকে মনে করে পারিবারিক ভরণপোষণ আইনটি শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য। আমরা যাব কোথায়, খ্রীষ্টানরা তাই বলে। এটির ব্যাপক awareness দরকার।

**অ্যাডভোকেট সীমা জহুর** (বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি): CEDAW, CRC-তে যে commitment-গুলো করা হয়েছে, সেটির বিষয়ে homework করা দরকার। এটি নিয়ে সরকার কিছু করে না, পরে যখন ৫ বছর পর report দেয় তখন একটা কিছু লিখে নিয়ে যায়।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

আমরা এখন রিভার এন্ড ডেলটা রিসার্চ সেন্টারের প্রতিনিধিদের কাছে যাব।

আমি আরেকবার অনুরোধ করছি আপনাদের নাম এবং আপনাদের প্রতিষ্ঠানের কথা উল্লেখ করলে রেকর্ডিং এর জন্য সুবিধা হবে।

**ডা. ইফাদুল হক** (রিভার এন্ড ডেলটা রিসার্চ সেন্টার): আমরা বলতে চাচ্ছি যে, আমাদের বর্তমান যে সংবিধান আছে সেটি যখন তৈরি করা হয় তখন বাংলাদেশ predominantly একটি rural country ছিল। সেজন্য সেটির প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই যে, আমাদের Rural Development Article আছে। কিন্তু গত ৫০ বছর বা তার বেশি সময়ে খুবই wide spread নগরাছু-এ হয়েছে। আমাদের শহরগুলো বড় হয়েছে। শুধু যে urbanization বড় হয়েছে তা না, আমাদের aspiration change হয়ে গিয়েছে। Particularly যেখানেই থাকুন না কেন। Youthদের মধ্যে বিশেষ করে সবাই urban live, urban resource, urban lifestyle, urbanization সেগুলো মানুষ আশা করে। কিন্তু সেই vision টা নেই। এই যে urbanization হচ্ছে, আমরা এখন ৪০% urban country, সামনে সেটি বেড়ে ৬০% এ যাবে এবং এটি বাড়তেই থাকবে। এই aspiration-কে guide করার জন্য এই process-গুলোকে গাইড করার জন্য আমাদের কোনো value, vission নেই। সেটি আমাদের সংবিধানে আনার একটি প্রস্তাব আমরা রাখছি আপনাদের কাছে। আমরা বলছি যে এই Context-এ আমাদের শহরগুলো অন্যায্য শহর, এখানে অনেক অসমতা কাজ করে। যারা আমরা নগরের আবাসন অধিকার নিয়ে কাজ করছি তারা জানি যে এখানে অনেক সমস্যা আছে। তাই আমাদের প্রস্তাবটি হচ্ছে যে, আমাদের সংবিধানে ন্যায্য নগর জীবনের অধিকার বলে এটিকে স্বীকৃতি দিতে হবে। right to fare urban life। এটি আমাদের সংবিধানের পার্ট ২ তে fundamental state policy হিসেবে নেওয়া যেতে পারে। Right to fare urban life এ কি প্রক্রিয়াতে আমরা এই principleগুলো নিয়ে আসতে চাই সেগুলো নিয়ে আমি এজাজ ভাইকে কথা বলতে বলবো একটু পরে। আমরা বলছি যে, right to fare urban life-এর main pillar হচ্ছে participation। মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে শহর তৈরি হবে, নগরাছু হবে। সেটি সবার অংশগ্রহণে তৈরি হবে। Marginalise মানুষের অংশগ্রহণে তৈরি হবে।

সেই participation টিকে একদম central feature হিসেবে ধরতে হবে। শহর তৈরি করতে গেলে participation ছাড়া শহর গড়ে তোলা যায় না। তার পাশাপাশি আমাদের যে important pillarগুলো নিয়ে principles দিতে হবে, আমাদের যে civic resourceগুলো আছে, আমাদের যে utilise system আছে, আমাদের যে serviceগুলো আছে সেগুলোতে acessable হতে হবে। বিভিন্ন এলাকার মধ্যে সেগুলোর যে একটি অসম বণ্টন হয় এটিকে আমাদের কমাতে হবে। এটিকে কীভাবে ঘোচানো যায় সেটি নিয়ে আমাদের principles দিতে হবে। Transportation Sector-এ আমাদের transportation justice-এর জায়গা থেকে জিনিসটা চিন্তা করতে হবে। শুধু good management নয়, transportation justice আমরা কীভাবে realise করতে পারি, যেখানে বয়স্ক মানুষজন, নারীরা, শিশুরা, transportation system টা acess করতে পারে। তারা যেন সেটি Safely ব্যবহার করতে পারে। আমাদের শহরগুলো কীভাবে safe হতে পারে, liveable হতে পারে, সেই safety এবং liveabilty principle থাকতে হবে। আমাদের যে বিভিন্ন রকম সামাজিক সাধারণ মুক্ত স্থানগুলো আছে play ground থেকে শুরু করে public space , canalsএগুলো কীভাবে আমরা সুরক্ষা করতে পারি। মানুষকে সাথে নিয়ে, মানুষের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এটিকে সুরক্ষা করা। সেটির একটি reflection আমাদের নূতন সংবিধানে থাকতে হবে। আমাদের শহরগুলো খুবই culturally divirse, culturally plural এই শহরগুলো। সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ মাথায় রাখা যে একটি বহুভাষা, বহুসংস্কৃতি, বহুচিন্তাভাবনার সমাগমে এই নগরায়নগুলো হচ্ছে। সেটির একটি reflection এই right to fare urban সিটির মধ্যে আছে। Local Urban Governmentকে empower করতে হবে। এর decision making প্রক্রিয়ার মধ্যে সেখানকার local residence যারা আছে, তাদের participation এবং অন্তর্ভুক্তি গুরুত্বপূর্ণ। এগুলিই pillars of right to fare urban life। ন্যায্য নগর জীবনের অধিকার। আমরা এই principles-গুলোতে কীভাবে এসেছি এবং কীভাবে এগুলো নিয়ে কাজ করছি এই প্রক্রিয়া নিয়ে আমি জনাব এজাজকে একটু কথা বলার জন্য অনুরোধ করব।

**জনাব মুহম্মদ এজাজ** (রিভার এন্ড ডেল্টা রিসার্চ সেন্টার): ধন্যবাদ ডা. ইফাদুল হক। ২টি জিনিস আমরা করেছি সেটি হচ্ছে, আমরা কয়েক হাজার মানুষকে এখানে সম্পৃক্ত করেছি এক ধরনের public consultation-এর মাধ্যমে। এটি চলমান, আগামী ২০ তারিখ পর্যন্ত যাবে। আমরা আশা করি প্রায় ১০ হাজারের উপরের লোকজনকে এই consultation-এ অন্তর্ভুক্ত করতে পারব। আপনারা যেহেতু শুরু করেছেন, তখন ভাবলাম যে আমরা একটি public consultation করে present করি তাহলে ভালো হবে, আগামী ১৯ এবং ২০ তারিখে সারা বাংলাদেশ থেকে। আজকে যে reflection দিয়েছি। এটি আসলে people reflection. people reflection নিয়ে আমরা কখনও expert reflection-এ যাইনি, এর ২টি কারণ। কারণ বিগত ৫৩ বছরে আমরা expert reflection করে যে বৈষম্যটি তৈরি করেছি তারই outburst হচ্ছে জুলাই অভ্যুত্থান। সুতরাং people reflectionই দরকার for constituting the nation and state. সেখানে আগামী ১৯ এবং ২০ তারিখে ঢাকায় সারা বাংলাদেশ থেকে delegateরা আসবেন। দলিত থেকে শুরু করে শিক্ষক পর্যন্ত। প্রথমে যে responseটি এখানে দিয়েছি এটি হচ্ছে, তাদের more about cognitive response. হঠাৎ করে তারা এক ধরনের ন্যায্যতা সম্পর্কে কিংবা তার state কী রকম হবে সে সম্পর্কে মানুষকে যখন আমরা *ড়ঢ়বহ-বহফবফ য়ঁবংঃরড়হ* করি তখন প্রাথমিকভাবে তাদের conventional predominant যে social narrativesগুলো আছে সেখান থেকেই answerটা করে। তারপর তার যখন brainstorming session প্রয়োজন পড়ে তখন দেখবেন যে, may be contradictory অথবা আরেকটু sharpener opinion-এ মানুষ যায়। এটি হচ্ছে human mind-এর একটি বড় বিষয়। সেজন্য আমরা ঢাকায় এদেরকে আনব। বাংলাদেশের বিভিন্ন diverse sector-এ যারা আছেন তাদের সাথে আমরা ২ দিন ব্যাপী serious dialogue করব। Dialogue করে আমরা আরেকটি reflection নেব। আমরা আজকে এটি জমা দিয়ে গেলাম। আগামী ২০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে আরও বিস্তারিত জমা দেব। একটা সমস্যা আমরা ফেস করেছি, সেটি হচ্ছে, যখনই আমরা constitutional বিষয় নিয়ে কথা বলছি, মানুষ অনেক দাবি দিচ্ছে। দাবি আর constitutional বিষয় এক নয়। Constitution is more about preamble. এটিকে preamble-এর ভাষায় translate করা একটি চ্যালেঞ্জ। যেটি আমরা ফেস করছি। এর মাঝখানে policy and act আছে প্রচুর। সুতরাং অনেক issue থেকে এটি হয়ে যাবে policy issue. এর মধ্যে অনেক issueই আইন, যেটি ভাইয়া বললেন। রাষ্ট্রটি কী রকম হবে at principle, গঠনিক জায়গা থেকে। এটিকে এই level-এ নিয়ে আসা, people narrative কে, এটি একটি big challenge আমরা মনে করি। আপনারাও এটি ফেস করছেন নিশ্চয়। আমরা আমাদের জায়গা থেকে এটা ফেস করেছি। alongwith fairness, সেটি নিয়ে আমরা কাজ করছি।

এছাড়াও আমাদের আরও কিছু observation আছে। সেটি হচ্ছে আমরা এরকম একটি constitution চাই যেটি আমরা west-কে সেল করতে পারব, not only the east. আমরাতো global south-এ আছি। আমরা যেন global northকেও সেল করতে পারি। জুলাই অভ্যুত্থানে আমরা যে নতুন একটি জায়গায় গিয়েছি। এখানে people perceptionটি, participationটি এরকম হয়েছে যে, রাষ্ট্র কাঠামোতে যে new liberal economic system-এর মধ্যে আমরা ultimately পৌঁছেছি বা পৌছবো। সেখানে এক ধরনের fascist system থেকে new liberal economic-এ আমরা যাব। সেখানের একটি বড় causalities হবে ultimately বা challenges হবে যে,

exclusion হবে কিন্তু ওখানের মধ্যে। সেই social exclusion এবং economic exclusionগুলোকে আমরা address করতে পারছি কিনা আমাদের সংবিধানে? আমরা মনে করি, এটি প্রথমত একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে, participatory democracy আমরা কীভাবে ensure করতে পারি, শুধুমাত্র ভোটে না রেখে। excising democracy should not be limited in the voting system only. এটিকে আমরা আরও কতটুকু অংশগ্রহণমূলক করতে পারি। যেটির একটি উদাহরণ ড. ইফাদ দিলেন। সরকারের প্রত্যেকটি জায়গায় decision making এবং project development-এ এটি ensure করতে পারি কিনা? এটি আমার মনে হয়, constitution-এ reflection থাকা দরকার।

তৃতীয় হচ্ছে, এরকম নতুন কোনো constitution-এ যাওয়া উচিত হবে না যে মানুষ তার অধিকার আদায় করতে গেলে তখন constitutionকে রক্ষার জন্য মানুষকে মারা হবে। শেখ হাসিনা শুধু constitutionকে রক্ষার জন্য সে যেভাবে এটিকে তৈরি করেছে। সংশোধন করতে করতে এটিকে এমন একটি জায়গায় নিয়ে এসেছে যে, এটি constitution versus people হয়ে গেছে। গত ২টি নির্বাচনে mechanism হয়েছে তা শুধু সংবিধানের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে গিয়ে হয়েছে এবং এতে মানুষের democratic rightকে পুরোপুরি হরণ করা হয়েছে। সুতরাং আগামীর সংবিধান যেটি হবে সেটি যেন constitution versus people না হয়। সংবিধানকে যেন ওই জায়গায় নিয়ে না যাই। সেটির একটি reflection সুনির্দিষ্টভাবে আমাদের নতুন সংবিধানে থাকতে হবে। এর মধ্যে যেন colonial legacy কম থাকে। একটি আলোচনা আমার সহকর্মীরা করেছেন যে, এটি 'প্রজাতন্ত্র' কেন হবে? কারণ আমরা তো 'প্রজা' না। একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান আমরা চাই।

৩ নাম্বার বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে, এক ধরনের cultural fascism-এর element আমাদের বাংলাদেশে আছে। একটি হচ্ছে 'ইসলাম' প্রশ্নটিকে আমরা কীভাবে inclusion করতে পারি? অতীতে ইসলামকে seriously exclusion করে এক ধরনের secularism-এর নাম দিয়ে যে রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করার চেষ্টা করা হয়েছে তা রাজনৈতিক দলগুলোর narrativeকে বাস্তবায়ন করতে গিয়েই হয়েছে। কিন্তু অন্য রাজনৈতিক দলগুলো এটিকে own করতে পারেনি। সুতরাং এখানে আমরা 'ইসলাম' প্রশ্নটিকে inclusivity কীভাবে করব? এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এটি করতে হবে। এটি করতে গিয়ে আরেকটি cultural fascism যেন তৈরি না হয়। আমার মনে হয়, এটির check and balance খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সমাজে এক ধরনের islamic cultural fascism-এরও একটি element আছে। কারণ গত ৫০ বছরে তাদেরকে আমরা exclusion করে main stream-এ আনতে দেইনি। যে কারণেও mass appraisingও হয়েছে। এটিকে তো binary করা যাবে না। কিন্তু এই inclusionary জায়গা থেকে আমরা যেন ভবিষ্যতে আরেক ধরনের ওয়াহাবি cultural fascism-এর মধ্যে না ঢুকি। কারণ ওয়াহাবি cultural fascism-এর যে element এখানে রয়ে গেছে, সেটিকে কীভাবে address করে এখানকার বাংলার বাঙালিত্ব, বাংলার culture এবং বাংলার মুসলমানের যে culture আছে এটিকে আমি address করব। একইসাথে অন্য কালচারের যারা রয়েছে তাদের অধিকারকেও আমি বাস্তবায়ন করব। এটি কোন্ narrative-এ হবে সেটি একটি বড় আলোচনার এবং বড় চিন্তার জায়গা আছে। আর political fascism যেন আর কখনও না আসতে পারে। অর্থাৎ জাতিবাদি কোনো ধরনের terminology- এটি হতে পারে political narrative, হতে পারে political science-এর যে narrativeগুলো আছে। যেমন secularism-এর বাংলা definitely ধর্ম নিরপেক্ষতা নয়। আমরা চাই, সকল ধর্মের মানুষ যেন তার ধর্মীয় অধিকার, তার ধর্মীয় কৃষ্টি কালচার ঠিকমতো পালন করতে পারে। সুতরাং শব্দগুলোর ব্যবহার ভুলভাবে হওয়ার কারণে definitely ভিন্ন political agenda এবং রাষ্ট্রীয় agenda পরবর্তীতে ভিন্ন হয়েছে। এই inclusionটা আমরা কীভাবে করব, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা।

৪ নম্বর হচ্ছে, স্থানীয় সরকার। এটিও আলোচনায় এসেছে। নগরায়নের প্রেক্ষাপটে সিটি করপোরেশন এবং সিটি গভর্নমেন্টকে স্বায়ত্বশাসন দিতেই হবে। যখন পরিচ্ছন্ন নগরের কথা বলা হয়, কিংবা একটি শহর কী রকম চাই, তখন ultimately সমন্বয়ের বিষয়টিই ঘুরে ফিরে আসে। আমরা পরিচ্ছন্ন নগরের কাঠামো নিয়ে যখন কথা বলছি, expertদের সাথে যখন solution and recommendation নিয়ে কথা বলি, সর্বপ্রথম যে metaphor আসে, সেটি হচ্ছে 'বেড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে'? অর্থ্যাৎ who will take the responsibility. এটি সিটি করপোরেশনের দায়িত্ব নাকি ওয়াসার দায়িত্ব। কারণ এখানে multiple stakeholders আছে, সার্ভিস হোল্ডারস আছে। তাদেরকে স্বায়ত্বশাসন দেওয়া হয়েছে কিন্তু কোনো সমন্বয় নেই। এটি একটি বড় সমস্যা হচ্ছে। ফলে স্থানীয় সরকার সঠিকভাবে কাজ করছে না। Apart from these urban issues, একদম গ্রামীণ জায়গা থেকেও অংশগ্রহনমূলক স্থানীয় সরকার আমরা পাইনি। সংসদ-সদস্যগণের কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র আইন প্রণয়ন। তাঁকে উন্নয়নের কারিগর কখনই করা যাবে না।

সর্বশেষ যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে, accountability and transparency. এটি শুধুমাত্র narrative-এর মধ্যে না থেকে এটিকে কীভাবে সংবিধানের মধ্যে আনতে পারি, তা দেখা উচিত। programme-এর প্রতিটি জায়গায়, নিদেন পক্ষে যেন একটি সেন্টেন্সের মধ্যে থাকে by some short of mechanism. যেখানে non human interaction-এর মাধ্যমে এক ধরনের স্বচ্ছতা তৈরি করতে হবে। কারণ আমাদের

দেশের শাসনব্যাস্থার বড় সমস্যা হচ্ছে যেখানেই human interaction হয় সেখানেই দুর্নীতি হওয়ার সুযোগটি বেশি। সুতরাং কিছু non human interaction AI ব্যবহার করে যদি জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা আনয়ন করতে পারি সে জায়গাতেই আমাদের ভালো শাসনব্যবস্থা আসবে। যে কোনো ভালো শাসনব্যবস্থার জন্য যতই non human interaction করা যায়, ততই দুর্নীতিগ্রস্ত শাসনব্যবস্থা দূর হবে। এটিই মূল বিষয়। স্থানীয় কর্তৃত্বে যেন সবকিছু আমরা করতে পারি।

সর্বশেষ আমি বলতে চাই, জনগণের রাষ্ট্র, জনগণের সরকার। সকল কিছুতে আমরা এজন্য স্থানীয় অংশগ্রহণ চাই। আমরা আজকে এটি দিয়ে যাচ্ছি এবং ২০ তারিখে আরও বিস্তারিত দেব।

আমাদেরকে ডাকার জন্য এবং কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

ব্যাখ্যার জন্য, বোঝার জন্য ২/৩টি ছোট ছোট প্রশ্ন। আপনারা যে consultancy processটি করবেন আগামী ১৯ অথবা ২০ তারিখ ঢাকায়, তাতে ন্যায্য নগর জীবনের অধিকারের বাইরে অন্যান্য বিষয়গুলো কি থাকছে? অন্য যে বক্তব্যগুলো আপনারা বললেন স্থানীয়ভাবে, নাকি প্রধানত নগর জীবনের দিকেই নজর দিচ্ছেন, আপনাদের ঐ consultation-এ।

**জনাব মুহম্মদ এজাজ** (ডেলটা রিভার এন্ড রিসার্চ সেন্টার): এটাকে সুনির্দিষ্ট ন্যায্য নগরের জায়গা থেকে, ফেয়ার সিটি থেকে করেছি ২ উদ্দেশ্যে। কারণ ২০৩০-এর মধ্যে বাংলাদেশের ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ লোকজন নগরে থাকবে। সুতরাং এখানে বৈষম্যের কথা বা অন্য যে terminology আমরা ব্যবহার করছি সেটির people's reflection লাগবে। আমি এখানে যে আলোচনাগুলো করলাম, যে quantitative research বিভিন্ন সময়ে সমাজে করছি, সেটার সময় তো অনেক কম। আপনারা ফর্ম করার পরে আমরাও অনপ্রাণিত হয়েছি। সময় তো আসলে কম এ কাজগুলো করতে। এজন্য চেষ্টা করছি সুনির্দিষ্ট ইস্যু ধরে আমরা কিছু করি। তারপর না হয় আমরা broader issueতে যাব। তা না হলে প্রথমেই broader issue তে গেলে আমাদের afford and capability-এর একটি চ্যালেঞ্জ আছে।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

আপনারা ২০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে যে submission দিবেন, সেখানে আপনাদের বক্তব্যে এই ন্যায্য নগরের বাইরেও কিছু বক্তব্য আছে, সেগুলো কি অন্তর্ভুক্ত থাকবে?

**জনাব মুহম্মদ এজাজ** (ডেলটা রিভার এন্ড রিসার্চ সেন্টার): আমরা দুটো পেপার দেবো। একটা ন্যায্য নগর নিয়ে, যেটা পুরো consultation থেকে এসেছে। আরেকটি হচ্ছে, আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে যে ইস্যুগুলো আমরা পেয়েছি সেটির আরেকটি পেপার দিব।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

আমরা এখন ক্যাম্পেইন ফর পপুলার ফাউন্ডেশন এর প্রতিনিধির কথা শুনব।

**জনাব মুজিবুল হক মনির** (Campaign for Popular Education (CAMPE): ধন্যবাদ মাননীয় সভাপ্রধান। আমি এখানে যে প্রতিষ্ঠানকে প্রতিনিধিত্ব করছি এটার বাংলা নাম হচ্ছে "গণস্বাক্ষরতা অভিযান" আর ইংরেজি নাম "Campaign for Popular Education (CAMPE). এখানে কোনো কারণে হয়ত ফাউন্ডেশন এসে গেছে।

সংবিধান নিয়ে এখানে কথা বলা বিশেষ করে সামনে যারা আছেন, তাদের সামনে এ বিষয়টি নিয়ে কথা বলা বেশ কঠিন এবং ধৃষ্টতারও নামান্তর। কিন্তু এখানে কতগুলো বিষয় খুব সুনির্দিষ্ট যে, আমরা কেমন চাইছি নতুন বাস্তবতায়। আমরা মনে করি, নতুন বাস্তবতায় সংবিধানের সংস্কার খুবই জরুরি। এই উদ্যোগটি নেয়ার জন্য আমরা এই সরকারকে সাধুবাদ জানাই। প্রেক্ষাপটটা কী? কেন এই সংস্কারের উদ্যোগ? ওই প্রেক্ষাপটটি যদি আমরা একটু অ্যানালাইসিস করি, তাহলে আমাদের কি করা উচিত, সে উত্তরটি আমরা সেখানে পাই। প্রেক্ষাপটটা হচ্ছে যে, আমাদের যে সংবিধান, সেটা কাগজ-কলমে গণতান্ত্রিক। কিন্তু নানা কারণে আমাদের দেশে democratic deficiency তৈরি হয়েছিল। কারণগুলো কি? এর বড় দুটি কারণ জানা যায় অনুচ্ছেদ-৭০ এবং অনুচ্ছেদ-৫৭। সুতরাং প্রথম সুপারিশ অনুচ্ছেদ-৭০ নিয়ে। যেখানে বলা আছে, "যে দল থেকে মনোনীত হবেন সে দলের বিরুদ্ধে ভোট দিলে তাঁর সংসদ-সদস্য পদ বাতিল হবে"। এটিতে আমরা আপত্তি জানাই। কারণ আমরা মনে করি এটা যদি বাতিল করা না যায়, তাহলে সত্যিকার অর্থে গণতান্ত্রিক সংবিধান পাওয়া সম্ভব হবে না। দ্বিতীয়ত অনুচ্ছেদ-৫৭। যেখানে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা বা প্রধানমন্ত্রীর কথা বলা আছে। আমরা মনে করি, ২টি মেয়াদের বেশি কোনো প্রধানমন্ত্রীর থাকা উচিত না। সংবিধানের এই ২টি অনুচ্ছেদ সংশোধন করা না গেলে যেটা হচ্ছে, আমরা দেখেছি যে, একজনের কাছে সর্বময় ক্ষমতা চলে গেছে। আমরা যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হই, প্রথম যে ক্লাসটি করি, সেখানে বলা হয়েছিল যে, Power corrupts, Absolute power corrupts absolutely এটা আসলে প্রাথমিক সত্য কথা। সুতরাং সংবিধান আমরা

এমন ভাবে চাই, আমরা আশা করব যে, এখানে কারো কাছে, কোন বিভাগের কাছে, সেটি নির্বাহী বা জুডিশিয়ারি বা অন্য কারো কাছে absolute power যেতে পারবে না। এটা হচ্ছে basic criteria এবং একটা basic জবাবদিহিতায় সবাইকে থাকতেই হবে।

এটিতো প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা বিষয়। কিন্তু সংসদ-সদস্য যারা হবেন, তাদের এটি থাকতে হবে। কফি আনানের একটি কথা থেকে আমি বলি, "Democracy begins with the bottom-up, not form the top-down". তার জন্য আমাদের কী করতে হবে, এখানে কেউ একজন বলছিলেন, আমাদের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা একেবারে হ-য-ব-র-ল অবস্থায় আছে। মন্ত্রণালয়ের একজন উপসচিবের চিঠিতে উপজেলা চেয়ারম্যানের চাকরি চলে যাচ্ছে। একজন উপসচিবের চিঠিতে একজন উপজেলা চেয়ারম্যান যিনি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত, তার চাকরি চলে যাচ্ছে। বাস্তবতা হচ্ছে, এখন হয়ত ভোট লাগেনা, কিন্তু কাগজে-কলমে তো তারা ভোটে নির্বাচিত হওয়ার কথা। জনগণের ভোটে নির্বাচিত একজন প্রতিনিধিকে কীভাবে একজন উপসচিব বরখাস্ত করতে পারেন। সুতরাং স্বায়ত্ত শাসিত স্থানীয় সরকার যদি আমরা না পাই, আমাদের দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আমরা এটি চাই।

আমি খুব আশা করেছিলাম, সালমা আপা এটি বলবেন, কিন্তু বলেননি। সময়ের কারণে হয়ত বলেন নাই। কিন্তু আমরা অবশ্য অবশ্যই নারী আসন চাই, তবে সেখানে নির্বাচনের ব্যবস্থা চাই। আমরা চাই প্রত্যক্ষ নির্বাচন হবে। উপজেলা পরিষদের যেভাবে হয়, ইউনিয়ন পরিষদে যেভাবে হয়। সংরক্ষিত আসন আছে কিন্তু সেখানে সরাসরি নির্বাচন হয় না। সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে যখন কোনো নারী সদস্য আসবেন, তার যে সম্মান এখন এই সংরক্ষিত আসনে মনোনয়নের মাধ্যমে সেই সম্মান তারা পান না।

আমরা মনে করি যে, সংসদ-সদস্য আমরা নির্বাচন করে দিলাম, এখন তারা যা ইচ্ছা আইন পাশ করবেন, এই জায়গাটায় একটি check and balance দিতে হবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে, বিশেষ নীতিমালার ক্ষেত্রে তারা যেন আবার জনগণের কাছে যান, যেতে বাধ্য হন, একটি গণভোটের ব্যবস্থা করতে হবে। ইচ্ছা করলেই সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে সংসদে একটি বিল পাস করলেন, একটি আইন পাস করে দিলেন, জনগণের কোনো মতামত নেওয়া হয় না, এখানে অবশ্যই একটি বাধা রাখতে হবে। যাতে করে তারা পরিবর্তন করার আগে ১০০ বার ভাবেন যে, এটির জন্য আমাকে জনগণের কাছে যেতে হবে। পাশাপাশি আরেকটি বিষয়, সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলো সত্যিকার অর্থে তেমন কোনো ভূমিকা রাখতে পারে না। এই জায়গাগুলোতে কাজ করা আমার কাছে মনে হয় খুবই প্রয়োজন। একটা লিখিত আপনাদেরকে দেব। আজকে খুবই সংক্ষিপ্তভাবে কিছু সুপারিশ আপনাদের কাছে দিলাম।

আমাদেরকে সুযোগ দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

জনাব মুজিবুল হক মনির সাহেব আপনি বলছিলেন, গণভোটের ব্যবস্থা। একটু বুঝার জন্য যে, আপনারা যে গণভোটের কথা বলছেন, সেটি কি সকল আইনের ক্ষেত্রে, না qualifz করার কথা বলছেন, কিছু কিছু ক্ষেত্রে।

**জনাব মুজিবুল হক মনির** (Campaign for Popular Education): এটি নিঃসন্দেহে qualifz সব বিলের ক্ষেত্রে যাওয়া উচিত নয়। যেসব বিলগুলো জাতীয় নীতিমালার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করবে, সেই সব জায়গায়। কতগুলো নির্দিষ্ট করা যেতে পারে যে, এই এই আইনগুলো, যেগুলো রাষ্ট্রের সংস্কৃতিকে পরিবর্তন করে ফেলে। যেগুলো রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে ফেলে। যেমন 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' আইনটি বাতিল হয়ে গেল, এ আইনটি বাতিল করার আগে তো আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়নি, আমি কি সেটিতে রাজি কিনা? এরকম মৌলিক যে বিষয়গুলো রয়েছে, সেই আইনগুলো যখন পাস হবে, তখন যেন মানুষের কাছে তারা যায়, এটি আমার চাওয়া।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): দ্বিতীয় আরেকটি বিষয় আপনি বলেছেন যে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কথা, সে বিষয়ে যদি একটু বিস্তারিত বলেন যে সংসদীয় কমিটিগুলো কীভাবে কাজ করবে?

**জনাব মুজিবুল হক মনির** (ক্যাম্পেইন ফর পপুলার এডুকেশন): এখন যেটি হয়, সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোতে সরকারি দলের সদস্যরা থাকেন এবং বিরোধী দলের সদস্যরা থাকেন। তাদের ক্ষমতা খুবই সীমিত। যতটুকু আমরা জানি। তারা কী করতে পারেন, কোনো বিষয় যদি প্রয়োজন হয়, সরকারি কর্মকর্তাদের ডাকেন, জবাবদিহি চান, কিছু সুপারিশ করেন। কিন্তু সেই সুপারিশগুলো বাস্তবায়নে বাধ্যবাধকতা আসলে সেরকমভাবে নেই। সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলো অনেক সুপারিশ করে, আমরা যদি গবেষণা করি, একটি পত্রিকায় এসেছিল, দেখা গেছে ২০ শতাংশ সুপারিশ বাস্তবায়ন হয় না সরকারের ক্ষেত্রে। তার অর্থ সংসদীয় স্থায়ী কমিটি বৈঠক করে, সুপারিশ করে। কিন্তু সেটি বাস্তবায়ন হয় না। সেই সুপারিশ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা নেই। আমরা এই জায়গাটিতে একটু শক্তিশালী ভূমিকা চাচ্ছি। যাতে করে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি যে সুপারিশ করবে সেগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের যে আমলা বা সরকারের যে যন্ত্র, সেখানে যাতে একটি শক্তিশালী প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়।

**অ্যাডভোকেট সালমা আলী** (বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি): সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সাথে কাজ করে, বিশেষ করে বিগত ১২ বছর, জাতীয় পার্টির সদস্যরা কয়েক কমিটির সভাপতি ছিল। সেখানে অভিবাসনসহ বেশকিছু বিষয়ের উপর শক্তিশালী সুপারিশ করেছে, সংসদেও তুলেছে। কিন্তু সংসদে গিয়ে কোনো কাজ হয়নি। কারণ যেহেতু তারা খুব অল্প লোক। অতএব এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যে, সুপারিশগুলো বাস্তবায়নে মনিটর করার বিষয় যদি থাকে। তিনি বলেছিলেন, উপজেলা চেয়ারম্যানদের কথা। তারা ভিষণভাবে খুশি হবেন, ওখানে যারা আছে, যেমন কক্সবাজারের কথা যদি ধরি, চেয়ারম্যানগণের মধ্যে ৪-৫ জন চেয়ারম্যান শিক্ষিত, অনেক ভালো। তাদের দায়বদ্ধতার বিষয়টি খুবই contradictory. ঐ জিনিসটা একেবারে ভেঙে ফেলা দরকার। আমি বিস্তারিত লিখিত দিব, আপনিও দিবেন। তারা যেন স্বাধীনভাবে আসে। তারপরও যেহেতু সরকারি দলের লোক বেশি হয়, সেখানেও আমরা যে ভালো ফলাফল পাই তা নয়। সেখানেও সরকারের মন্ত্রীর কথামতো তারা চলে ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): এক্ষেত্রে সালমা আপা আপনি বলছেন, স্থায়ী কমিটির গঠন নিয়ে, নাকি সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের পথ তৈরি করা, নাকি কাঠামোগত কোনো প্রশ্ন আছে?

**জনাব মুজিবুল হক মনির** (Campaign for Popular Education): গঠন প্রক্রিয়া যেভাবে আছে আমার মনে হয় ভালো। যে সুপারিশগুলো হয়, সেগুলো খুবই চমৎকার চমৎকার। অনেক সময় এরকম হয়, একটি প্রজেক্ট নিয়ে পত্রিকায় খবর হলো । তখন কিন্তু মন্ত্রণালয় থেকে ঐ অফিসারদের ডেকে নিয়ে আসেন। কিন্তু সমস্যাটি কী হয়? ডেকে নিয়ে এসে বলেন, এটা এটা করেন। সেটা করা হয় না। এমনকি বৈঠকের পর পর ঐ স্থায়ী কমিটির সভাপতি ক্ষোভও প্রকাশ করছেন। তাহলে আমাদের বৈঠক করে লাভ কী? আমরা বৈঠক করছি, বাস্তবায়ন হয় না। এজন্য সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের জায়গাটা শক্তিশালী করা হোক।

**অ্যাডভোকেট সালমা আলী** (বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি) : অনেক ভালো ভালো সুপারিশ করেছিলেন এবং আমাদের প্রস্তাব মতো তিনি সুন্দর সুন্দর সাজেশন নিয়ে গিয়েছিলেন ILO-তে। কিন্তু বাস্তবে কিছু হয়নি। সেই জায়গাটিতে একটু জবাবদিহিতা থাকতে হবে।

**জনাব ফিরোজ আহমেদ** (কমিশন সদস্য): আমি একটি বিষয়ে জানতে চাই, বা মন্তব্যই জানতে চাই, এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম ইন বাংলাদেশ-এর জনাব শামসুল হুদা বললে ভালো হয়। আপনারা তো ভূমি নিয়ে প্রচুর কাজ করেন গ্রাম এবং শহরে। বাংলাদেশে ভূমি ব্যবহারের কারণে গ্রাম অঞ্চলেও বড় একটি পরিবর্তন এসেছে, যেটি আপনারা বলেছেন। নগরায়নসহ অন্যান্য ব্যাপারগুলো ঘটছে। ভূমির ব্যবহারের ফলে যে নানা পরিবর্তন ঘটছে এবং শহরের মানুষের গ্রামের জমির মালিকানা। শ্রমিকরা ছোট ছোট আকারে গ্রামে জমি ক্রয় করছে। শহরে ভবিষ্যৎ না গড়ে গ্রামেও থাকার চেষ্টা করছে। এটা আমাদের নাগরিকত্বের ধরনে, কোথায় সে ভোট দেয়? থাকে শহরে, গ্রামে ভোট দেয়। ক্ষমতার কাঠামোতে স্থানীয় চেয়ারম্যানের সাথে তার সম্পর্ক এবং এটার সাথে আমলাতন্ত্র স্থানীয়ভাবে গেঁড়ে বসার সম্পর্কও আছে। এগুলোর বিষয়ে যদি আপনাদের গবেষণার findingsগুলো জানান, তাহলে হয়ত আমাদের নিজেদেরও উপকার হবে একটা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে। আপনাদের যদি কোনো সুপারিশ থাকে সেগুলো যদি জানান যে, কীভাবে আমলাতন্ত্র গেঁড়ে বসেছে। এটা শুধু সংবিধান সংস্কার কমিশনের সাথে নয়, *Administrative Reforms Commission*-এর সাথে হয়ত সম্পর্কিত। তাই এই ২টি কমিশনকেই এ বিষয়ে আপনাদের বিশেষ সুপারিশগুলো কী, তা জানালে উপকৃত হবে। আজকে না জানালেও হবে। আমরা ঐ বিষয়ে আপনাদের কাজগুলো পাব আশা করছি, অন্তত সংক্ষেপ আকারে।

**জনাব এ. বি. এম. শামসুল হুদা** (অ্যাসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম ইন বাংলাদেশ): বিষয়টি উত্থাপনের জন্য ধন্যবাদ। যে কারণে আমি সময় চেয়েছিলাম যে এটির উপর বিস্তারিত দেব। আমরা আজকে "জাতীয় ভূমি সংস্কার কমিশন" সংবিধানে রাখার জন্য বলেছি। তা বাদে অন্যান্য যে বিষয়গুলো আপনি তুললেন, খুবই প্রাসঙ্গিক। আমাদের জমি ব্যবহার এবং জমি অপব্যবহার, আমাদের কৃষি জমির অপব্যবহারে কীভাবে আমরা জমি হারাচ্ছি এবং কীভাবে আমরা এর ক্ষতি করছি, পানির ব্যবহার এবং অপব্যবহার- এগুলোকে রক্ষা করার জন্য আমাদের কিছু সুপারিশ অবশ্যই থাকবে।

আরেকটি হচ্ছে, আমাদের তথ্য সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থা নেই। এটি আমার মনে হয়, সংবিধানে বাধ্যতামূলক করা দরকার যে, এ তথ্যগুলো সংরক্ষণের জন্য বেসিক দায়িত্ব কোন্ এজেন্সি বা কোন্ প্রতিষ্ঠানের। যেমন নদী ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো কোথায় যাচ্ছে, কোথায় থাকছে, তাদের ছেলেমেয়েরা কোথায় লেখাপড়া শিখছে, আদৌ তারা লেখাপড়া করছে কি না, কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। যারা রিসার্চ করেন তারাও জানেন যে, তাদের তথ্যের জন্য খুটজে বেড়াতে হয় যে, এই পরিবারগুলো কোথায় গেল। কিন্তু আমরা কেউ তাদের খোঁজ রাখি না। সংবিধানে এটি থাকা দরকার যে, কারও না কারও কাছে এই তথ্য থাকতে হবে। এরা নদী ভাঙার কারণে এখান থেকে উচ্ছেদ হয়ে গেছে। যেখানেই গেছে তাদের identity, সেখানে তাদের নতুন করে রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা থাকা দরকার। কারণ এই যে ঠিকানাহীন মানুষ, যারা বস্তিতে আছে, ঢাকা শহরের ২৫ থেকে ৩০ শতাংশের বেশি মানুষ বস্তিতে থাকে। এদের কোনো অধিকার

নেই। এদের কোনো নাগরিক অধিকার নেই, এদের জমির কোনো অধিকার নেই। প্রতিদিন তাদের আতঙ্কের মধ্যে থাকতে হয়, কখন তাদের উচ্ছেদ হতে হবে। এসব বিষয় নিয়ে আমাদের কিছু সুপারিশ থাকবে। যেটি আমরা আজকে দেইনি। আপনি যদি সময়টি ঘোষণা না করতেন, আমি আপনাকে অনুরোধ করতাম যে কিছু সময় আমাদের দেন। আপনারা কিছু সময় আমাদের দিয়েছেন, নিশ্চয় আমরা এগুলো বলব।

আমি কয়েকটি জিনিস মিস করেছি, এই সুযোগে বলতে চাই, যেটি আমাদের এক বন্ধু ইতোমধ্যে বলেছেন যে, অনুচ্ছেদ- ৭০ এর বিষয়ে। এটি আমরা অবলুপ্তি চাই। আরেকটি হচ্ছে 'সরকারের মেয়াদ'। সরকার এবং সংসদের মেয়াদ ৪ বছরের বেশি হওয়া উচিত না। প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি দুইবারের বেশি এই পদে থাকার যোগ্য হবেন না, এটিও আমাদের সুপারিশে রেখেছি। আর যিনি প্রধানমন্ত্রী হবেন, নিশ্চয় তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের নেতা বা নেত্রী হবেন। তিনি একসঙ্গে দুইটি পদে থাকতে পারবেন না। তাকে রাজনৈতিক দলের পদ থেকে পদত্যাগ করে প্রধানমন্ত্রী থাকতে হবে। অর্থাৎ ক্ষমতার conception-কে ভাঙতে হবে। এরকম কিছু বিধান আর সংসদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে নিম্নকক্ষের ক্ষেত্রে আমরা বিলেছি যে কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত রাখতে হবে এবং তারা সরাসরি নির্বাচিত হবে। এই নারীদের মধ্যে সব ধরনের নারী, প্রতিবন্ধী নারী, আদিবাসী নারী, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর নারী সকলের প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে। এটি আমাদের প্রস্তাবের মধ্যে আছে। পরবর্তীতে আপনি যে প্রশ্নগুলো করেছেন তার জন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ যে এই প্রশ্নগুলো উত্থাপন করে আপনি আমাকে provoke করলেন। আমাদের সম্পূরক সুপারিশমালার মধ্যে এগুলো থাকবে আশা করি।

ধন্যবাদ।

**জনাব মুহাম্মদ এজাজ** (চেয়ারম্যান, রিভার এন্ড ডেলটা রিসার্চ সেন্টার): আপনি যে প্রশ্ন করলেন, এটি Administrative Reforms Commission-এ যাওয়া উচিত। বেঙ্গল ডেলটার একটি বড় attribute হচ্ছে, আমাদের এখানে river erosion হয়। প্রায় ৪২টি জেলার ৬৪টি উপজেলায় নদী ভাঙ্গন হয়। এটি প্রায় এক লক্ষ বছর ধরে হয়ে আসছে। এটির কারণেও মানুষ স্থানান্তরিত হয়। It is not a climatic crisis. এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি climatic বিষয় নয়, কিন্তু এখানকার জিওলজি এবং এখানকার জিওগ্রাফির একটি সাধারণ বৈশিষ্ট হচ্ছে এটি। কনভেনশন আইনে যে শিকস্তি, পয়স্তির বিষয়টি রয়েছে সেই আইনে ২০ থেকে ৩০ বছর লাগে জমি পুনরুদ্ধার করতে। কিন্তু ৩০ বছরে তারাতো সিটিতে চলে আসে। সিটিতে তো তারা নাগরিক নয়। তার ভোটার আইডি কার্ডটি তো বাহিরের। সুতরাং Administrative Reforms Commission এবং election reform commission-এ আপনারা এটি বলবেন যে, শহরে যে থাকবে সে শহরেই ভোট দেবে। কারণ সেতো শহরেই সার্ভিস দিচ্ছে। সে কিন্তু মেয়র নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারে না। জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে গেলে সেখানে সে যেতে চায় না, যার ঘর নেই, জায়গা নেই, সে জায়গায় গিয়ে সে কী করবে? সুতরাং এখানে একটি crisis থাকে। ঢাকায় এই মুহূর্তে যদি আমরা ধরি, আমি যেহেতু ঢাকার স্থানীয়, সেই হিসেবে আমার ওয়ার্ডের কথাই যদি ধরি, আমার ওয়ার্ডে ১২ হাজার ভোটার। এই ১২ হাজার ভোটারের মধ্যে ৮ হাজার ভোটার এখন নেই। ভাড়াটিয়া, চলে গিয়েছে। বর্তমান ঠিকানা ধরেই তার এনআইডি এবং তার ভোটিং অবস্থা এবং সিটিজেন অবস্থা update করতে পারি কি না। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। সেটি না হলে তো তাকে সার্ভিস দিতে পারছি না। সিটি কর্পোরেশন সব সময় বলে যে, আমি তার বর্জ্য সংগ্রহ করতে পারি না। কারণ they are not giving us any revenue. এটি একটি বড় সমস্যা। এটি সার্ভিস প্রোভাইডারদের ক্ষেত্রেও হয়। সে ইউটিলিটি এবং ওয়াসার লাইন পায় না, বিদ্যুতের লাইন পায় না। এখন বিশ্ব ব্যাংকের কিছু প্রজেক্টের কারণে, এক ধরনের মানবিক কারণে human aid-এর মত কিছু হচ্ছে।

কিন্তু যিনি ভাসমান থাকেন, তাকে human aid-এর জায়গা থেকে আমরা দেখব না। তাকে অধিকারের জায়গা থেকে আমরা দেখব। আমি মনে করি যে, এটি আপনারা যদি সাংবিধানিক ইস্যুতে অন্য জায়গায় address করে দেন, ভালো হবে।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): অ্যাডভোকেট সালমা আলী কিছু বলতে চেয়েছিলেন। আমাদের সময়ের বিবেচনায় একটু সংক্ষেপ করতে হবে।

**অ্যাডভোকেট সালমা আলী** (বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি): আমি হুদা ভাইয়ের কথা থেকে বলছি, আমরা red light area থেকে যে মেয়েগুলোকে উদ্ধার করি বিশেষ করে নেপাল এবং ভারত থেকে যে মেয়েগুলোকে উদ্ধার করি সেগুলোর ৮০% মেয়ে নদী ভাঙন, চর এলাকার। আমাদের আরও কিছু বিষয় আছে যা এখন আর বলব না। লিখিততে দেব।

**জনাব মুজিবুল হক মনির** (Campaign for Popular Education): পত্রিকায় খবর এসেছিল যে, বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় একটি শুল্ক স্টেশন করা হয়েছে যেখানে ভারত থেকে মালামাল আসবে। কিন্তু ঐ পাশে আগামী ১০০ বছরের মধ্যেও ভারতের কোনো শুল্ক স্টেশন করার চিন্তা ভাবনা নেই। কেন করেছেন? ঐ এলাকার একজন সচিব, পরবর্তীতে ঐ জায়গা থেকে নির্বাচন করবেন। এজন্য

তিনি এলাকার মানুষকে দেখাতে চেয়েছেন যে, আমি কাজ করছি এবং নির্বাচন করব। এই জায়গাটিতে আমি বলতে চাচ্ছি, সরকারি কর্মকর্তাদের পদ থেকে যাওয়ার পর নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য একটি বড় গ্যাপ থাকা দরকার ,যাতে করে সে এই চিন্তা না করতে পারে।

ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ। সকালের দিকে ঢাকায় বিভিন্ন রকম যানজট থাকা সত্ত্বেও আপনারা যে আমাদের এই সেশনে যোগ দিলেন, আপনাদের মন্তব্যগুলো আমরা রেকর্ড করেছি। আমরা আশা করছি, আপনাদের প্রাথমিক লিখিত ভার্সন তো আমাদের কাছে থাকছেই, তারপরও ২০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে আপনারা বিস্তারিত দেবেন। সেগুলো আমাদের সহায়ক হবে। কমিশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমাদের এখনকার এই অধিবেশনটি শেষ করছি।

ধন্যবাদ।

# অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভা

## দ্বিতীয় সেশনের কার্যবাহ

তারিখ : ১১ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ
সময় : দুপুর ১২.০০ থেকে ১.৩০ পর্যন্ত

**উপস্থিত কমিশন সদস্যদের তালিকা:**

| | | |
|---|---|---|
| ১। | অধ্যাপক আলী রীয়াজ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও লেখক, | কমিশন প্রধান |
| ২। | অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, | সদস্য |
| ৩। | ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক, বার-এট-ল | সদস্য |
| ৪। | অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, | সদস্য |
| ৫। | ড. শরীফ ভূঁইয়া, এডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট | সদস্য |
| ৬। | ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী, বার-এট-ল | সদস্য |
| ৭। | জনাব ফিরোজ আহমেদ, লেখক | সদস্য |

**অংশীজন (প্রতিষ্ঠান) এর তালিকা**

১। তাসলিমা ইসলাম, প্রধান নির্বাহী (ভারপ্রাপ্ত) বেলা
২। জনাব আসাদুল্লাহ আল গালিব, আইনজীবী, বেলা
৩। গীতা দাস, সভানেত্রী, নারীপক্ষ
৪। কামরুন নাহার, সদস্য, নারীপক্ষ
৫। জনাব বদিউল আলম মজুমদার, সম্পাদক, সুজন
৬। জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ইসলামিক ল রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৭। প্রফেসর ড. এ বি এম মাহবুব ইসলাম, এডভাইজার, বাংলাদেশ ইসলামিক ল রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৮। জনাব মুহাম্মদ বেলায়েত হোসেন, এডভাইজার, বাংলাদেশ ইসলামিক ল রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৯। জনাব ইজাজুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক, হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি
১০। ব্যারিস্টার শাহজাদা আল-আমিন কবির, চেয়ারম্যান, হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সাসাইটি

**কার্যবাহ প্রস্তুতকারক:**

১ মোঃ আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

২ মোঃ আল-আমিন, সহকারী পরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

**সম্পাদনায়**

ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

## অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠানের কার্যবাহ

## কমিশন প্রধান অধ্যাপক আলী রীয়াজ এর সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): উপস্থিত সুধীবৃন্দ, সংবিধান সংস্কারের লক্ষ্যে মতামত ও প্রস্তাব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অংশীজনদের সঙ্গে কমিশনের এই আলোচনায় উপস্থিত হওয়ার জন্য কমিশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। আমার নাম আলী রিয়াজ, আমি এই কমিশনের প্রধানের দায়িত্ব পালন করছি। আপনারা জানেন যে সংবিধান সংস্কারের বিষয়ে সুপারিশের জন্য অন্তর্বর্তী সরকার স্বল্প সময় নির্ধারণ করে দিয়েছে। সে কারণে আপনাদের অত্যন্ত কম সময় দিয়েই আমন্ত্রণ জানাতে হয়েছে। আপনারা তাতে সাড়া দেওয়ায় আমরা কৃতজ্ঞ।

আমরা এখানে উপস্থিত হতে পেরেছি গত ১৬ বছরে, বিশেষত জুলাই-আগস্টের ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানে হাজার হাজার মানুষের আত্মদানের কারণে। অংশীজনের মতামতের এই সভার শুরুতে সেইসব শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করি। এখন কমিশনের উপস্থিত সদস্যগণ তাঁদের পরিচয় প্রদান করবেন।

(অতঃপর কমিশনের সদস্যগণসহ উপস্থিত অংশীজন তাঁদের নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন)

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ। আমরা অনুমান করতে পারি যে, সিভিল সোসাইটির সক্রিয় অংশীদার হিসেবে সংবিধানের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনাদের অনেক কথা বলার আছে, অনেক প্রস্তাব আছে। সময়ের স্বল্পতার কারণে আপনাদের প্রতি আমাদের অনুরোধ, আপনারা ১০ মিনিটের মধ্যে আপনাদের বক্তব্যের সারাংশ তুলে ধরলে সকলের মতামত প্রকাশ করার এবং আমাদের শোনার সুযোগ হবে। আপনাদের বিস্তারিত মতামত ও প্রস্তাব লিখিত আকারে আজকে আমাদের কাছে দিতে পারেন অথবা আগামী ২০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন।

এখন আমরা আপনাদের বক্তব্য শুনব। আমাদের রেকর্ডিং এর জন্য অনুরোধ করব আপনারা সংগঠনের নাম এবং নিজের নাম বলে শুরু করলে যারা নোট গ্রহণ করছেন তাদের পক্ষে সহজ হবে। নারী পক্ষ থেকে শুরু করি।

**গীতা দাস** (নারী পক্ষ): ধন্যবাদ, আমাকে প্রথমে সুযোগ দেয়ার জন্য। সংবিধান বিষয়ে আমরা নিজেদের মধ্যে একটি আলোচনাও করেছি। সংবিধান একটি বিরাট, বিস্তৃত ব্যাপার। সবগুলো বিষয় নিয়ে নারী পক্ষের দক্ষতা অথবা আগ্রহ নেই। আমরা চাচ্ছি, সংবিধান হবে মূলত ৪-৫টি জিনিসকে কেন্দ্র করে। যেমন বৈষম্যহীনতা ও সমতা এটি যেমন থাকবে তেমনি নারী-পুরুষের সমতা, লিঙ্গভেদে সমতা এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সমতার বিষয়টিও থাকেব। আমরা এই মতাদর্শে বিশ্বাস করি।

এটিকে যাতে গুরুত্ব দেওয়া হয়। আমার যদি কিছু গ্যাপ থাকে আমার সহকর্মী বলবেন। আমরা আরেকটি চাচ্ছি, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ। এখানেও আমরা চাচ্ছি অনেকগুলো বিষয়। সংক্ষেপে বলি, যেমন- বর্তমান সংসদের ৭০ অনুচ্ছেদ, এটি আমরা বাতিল চাচ্ছি।

আমরা এখানে চাচ্ছি, নারীর অংশগ্রহণ। আমরা চাচ্ছি, প্রত্যেক পর্যায়ে এক তৃতীয়াংশ নারী যেন সুযোগ পায়। যেখান থেকে এক-তৃতীয়াংশে নারীরা আসবে, সেখানে সরাসরি নির্বাচনের সুযোগ থাকবে। সংরক্ষিত আসন অর্থ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল নির্বাচন করবে না। জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়ে নারী প্রতিনিধিত্ব হবে। এটি আমরা চাচ্ছি।

স্থানীয় সরকার চাচ্ছি, একটি স্থানীয় সরকার কমিশন গঠিত হোক, যাতে স্থানীয় সরকার স্বায়ত্তশাসনটা বেশি পায়।

আমরা চাচ্ছি, ধর্মনিরপেক্ষতা। সংবিধান এমন একটি আইনের বই, যেখানে ধর্ম দিয়ে শুরু হবে না। রাষ্ট্রধর্ম যেটি আছে আমরা এর বাতিল চাই। কারণ এখানেই সমতার প্রশ্নটি আসে। বাংলাদেশের এই ভূখণ্ডে বসবাসরত সকল নাগরিক সমান। সেটা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে।

আমাদের সংবিধানে আছে, 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা'। আমরা চাচ্ছি, অন্যান্য ভাষাভাষীরা যারা বাংলাদেশে আছেন, বিভিন্ন নৃগোষ্ঠী, তাদের ভাষার যেন রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও মর্যাদা থাকে। রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের ভাষা বাংলা হতে পারে। কিন্তু ওই ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর ভাষাটাকে অবজ্ঞা করছি, সেটা যাতে না হয়।

আমরা আরো চাচ্ছি যে, আমাদের মৌলিক যে চাহিদার কথা বলা আছে প্রস্তাবনায়, সেগুলো মৌলিক অধিকারের ঘরে যেন লেখা হয়। কারণ এগুলো চাহিদা না, আমরা মনে করি এগুলি মৌলিক অধিকার। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা এই জিনিসগুলো।

আমরা আরও মনে করি, রাষ্ট্রীয় যে পদগুলো আছে, সেই পদগুলোতে যেন কোনো ব্যক্তি ২ বারের বেশি না আসতে পারে। এটি আইনগতভাবেই প্রতিহত করতে হবে। তা না হলে একই ব্যক্তি বার বার আসবে। আমরা দেখেছি এবং আমাদের সেই অভিজ্ঞতা থেকেই এখানে বসা। ২ বারের বেশি যেন না আসে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে, সরকারের পদগুলোতে। যেমন- এমপি, উপজেলা চেয়ারম্যান হোক, রাষ্ট্রপতি হোক, এসমস্ত পদগুলোতে।

আরেকটি বিষয়, শুধু নারী হিসেবে নয়, সংবিধানের শব্দচয়নে আমাদের কিছু মতামত আছে। শব্দচয়নের মধ্যে বড় আরেকটি ব্যাপার হলো জাতীয়তা। সেখানে 'বাঙালি' বলা আছে। আমরা বলি, 'বাঙালি, না 'বাংলাদেশী'। কারণ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, যদিও এখানে স্মরণ করা হয়নি, মুক্তিযুদ্ধ শুধু বাঙালি করেনি তবে বাঙালিদের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর লোকজনেরও অনেক অবদান আছে। কাজেই সংবিধানে যেন ওই জিনিসটি আসে। 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ'-এর চেয়ে যেন 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ'কে গুরুত্ব দেওয়া হয়। তা না হলে আরেকটি বিরাট গোষ্ঠী তাদেরকে আমরা অবজ্ঞা করছি। সেটি আনার জন্য আমি অনুরোধ করছি। একইভাবে শব্দচয়নে বারবার 'মহিলা' বা 'নারী' শব্দটি ব্যবহার করছি সংবিধানে। এখন যেন সবাইকে নারী হিসেবেই দেখে। কারণ নারী ও মহিলার মধ্যে পার্থক্য আছে। আমি সেই তাত্ত্বিক আলোচনায় নাই বা গেলাম। 'উপজাতি' বলা আছে, 'উপসম্প্রদায়' বলা আছে, আমরা চাই না, এই 'উপ' শব্দটি থাকুক। প্রত্যেকটা সম্প্রদায়ই স্বাধীন এবং তাদের স্বতন্ত্রবোধ আছে। তাদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি আছে। কাজেই উপজাতি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এগুলো না বলা। বাঙালিও ইংল্যান্ডে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী। কাজেই, আমরা ক্ষুদ্র বলে তাদেরকে অধস্তন করে রাখতে চাই না। সমতার ভিত্তিতে, বৈষম্যহীনতার ভিত্তিতে যেন এটি করা হয়। এরকম আরো শব্দ আছে। শালীনতাবোধ এ শব্দগুলো। সংবিধানে একদম পরিষ্কারভাবে বলা আছে, 'জুয়া' এবং 'গণিকাবৃত্তি'কে আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ করা। এই 'গণিকা' শব্দটি নিয়ে আমাদের আপত্তি। আর কোনো পেশাকে এইভাবে সংবিধানের মাধ্যমে নিষিদ্ধ করা ঠিক না। 'জুয়া' হতে পারে- জুয়া নিয়ে criminal law আছে। সেখানটায় যাবে, সংবিধানে না। এরকম আমাদের অনেক কথা আছে, বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে, সময় দিলে বলবো তা না হলে এখানেই শেষ করব। কামরুন যদি একটু যোগ করেন।

ধন্যবাদ।

**বেগম কামরুন নাহার**(নারীপক্ষ): ধন্যবাদ। আমি ২ মিনিটে শেষ করব। আপনি রাষ্ট্রভাষার কথা বলেছেন কি না খেয়াল করিনি। আমাদের প্রজাতন্ত্রের ভাষা, রাষ্ট্রভাষা বাংলা হবে, এটি অবশ্য ঠিক। কিন্তু অন্যান্য ভাষাভাষী নাগরিকদের ভাষার যে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি এবং মর্যাদা এটি রাষ্ট্রকে নিশ্চিত করার সুযোগ রাখতে হবে। নাগরিকের সংজ্ঞাটাকে আমরা মনে করি একটু বিস্তৃত করা। সেখানে আরেকটা মতামত হলো, সুষ্ঠু নির্বাচন এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনের তাগিদে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা যেটি ছিল, রহিত করা হয়েছে, সেটিকে আবার ফিরিয়ে আনার একটি সুযোগ সৃষ্টি করা দরকার বলে আমরা মনে করি।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান ): আপনারা এর একটি লিখিত ভাষ্য কি দিচ্ছেন?

আপনারা ২০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে দিতে পারেন। আজকে যদি হাতে থাকে সেটি প্রাথমিক খসড়া হিসেবে দিতে পারেন, অন্যথায় আগামী ২০ তারিখের মধ্যে। আপনাদের কাছে যে ইমেইল আছে, সেখানেও পাঠাতে পারেন, আমাদের কার্যালয়েও পাঠাতে পারেন।

আমরা এখন বাংলাদেশ পরিবেশ আইনজীবী সমিতি, বেলার প্রতিনিধির কথা শুনবো।

**তাসলিমা ইসলাম** (প্রধান নির্বাহী (ভারপ্রাপ্ত),পরিবেশ আইনজীবী সমিতি, বেলা) : ধন্যবাদ। অনেকগুলো ইস্যুজ, সবগুলো হয়ত আমরা আলোচনায় আনবো না। যেহেতু আমরা অধিকার নিয়ে কাজ করি, বিশেষত পরিবেশ অধিকার নিয়ে কাজ করি, ন্যায়বিচার নিয়ে কাজ করি, সেজন্য সেই রিলেটেড কিছু কথা এখানে বলতে চাই, যেহেতু সুযোগ পেয়েছি। অন্যান্য বিষয়ে পরে আসবো। জাস্ট আমার কনসার্নগুলো আগে বলে নেই। আমরা আসলে যে সংবিধানটা পেয়েছি, ১৯৭০ ও ১৯৭১-এর প্রেক্ষাপটের কারণে, বিশেষজ্ঞ আছেন আরো ভালো জানেন, আমার বিচার-বিশ্লেষণে মনে হয় যে, specific একটা contest-এ political rightsগুলোকে খুব বেশি করে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এখন যেহেতু সুযোগ এসেছে, economic and social rights, যেগুলো আছে, better enforcement-এর জন্য রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিগুলোকে part-3-তে নিতে পারি কি না? একইরকম গুরুত্ব দিয়ে civil and political rightগুলোর সাথে একই রকম গুরুত্ব দিয়ে।

দ্বিতীয়ত হচ্ছে, কোনো কথা বলার বা বিতর্কের সুযোগ নাই যে, Bangladesh is very vulnerable to climate impact, তাই আমাদের বেলার অনেক বছরের advocacy-এর একটা ফসল হিসেবে আমরা সংবিধানের ১৮(এ) যোগ করতে পেরেছিলাম। এটি অনেক আগের কথা, তখন climate-কে ওভাবে চিহ্নিত করিনি। এখন climate-এর বিষয়টাতে address করার যে পলিসি এবং governance machinism, সেগুলো সংবিধানের ১৮(এ) সংশোধন করে অথবা আরেকটি clause যোগ করে climate change-এর বিষয়টাকে আনা যায় কিনা? I repeat and emphasize এগুলোকে আমরা মৌলিক অধিকারের অধীনে নিয়ে আসতে পারি কিনা?

আরেকটা জিনিস যেটা আমরা সবসময় বলি যে, Right to life- অনুচ্ছেদ ৩২। বেলারই একটা মামলার মাধ্যমে কোর্ট আমাদেরকে একটা very good interpretation দিয়েছে যে, right to life belong also include right to healthy environment. আমরা অনেক বছর শুধু এটিই বলি, কোর্ট interpretation দিয়েছে। আমরা যেহেতু সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছি, আমরা কি আসলেই right to life-কে সুনির্দিষ্ট করে দিতে পারি  কি না যে, right to have a healthy environment. আলাদা ক্লোজ করে যে, This is also right to life. যেহেতু কোর্টেরও একটি রায় আছে।

আরেকটি হচ্ছে, right to public participation and access to information. বেশি দিন আগের কথা নয়, আমরা সবাই জানি যে আমাদের information-এর access-এর কারণে কত ভোগান্তি হয়েছে? কাজেই এই অধিকারটিকেও যদি সমান গুরুত্ব দিয়ে সংবিধানে নিয়ে আসতে পারি, আমাদের মত সংস্থাগুলোর জন্য কাজ করা এবং সাধারণ মানুষের জন্য খুব উপকার হবে। খুব ছোট্ট করে বলতে চাচ্ছিলাম, যে I am sure যে, কমিশন এগুলো খেয়াল করছেন। যে কোনো reform, particularly যখন সংবিধানে reform হয়। It has to be done in a careful inclusive and transparent process involving a broad cross section of society.

এখানে সিভিল সোসাইটির জন্য আজকে যে স্লট, আমি কিন্তু হতাশ হয়েছি মাত্র ৩-৪টি অর্গানাইজেশনকে দেখে। আমি নিশ্চিত যে, আপনারা আরো অনেক বেশি সংখ্যক লোকদের সাথে কথা বলছেন। আমার মনে হয়েছিল যে, এই স্লটটি সিভিল সোসাইটির জন্য। বাংলাদেশে তো অনেক সিভিল সোসাইটি আছে। শুধু  নারীপক্ষ, বেলা, হিউম্যান রাইটস সোসাইটি, বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টারই নয়। আমি হতাশ হয়েছি। এটি শুধু আপনাদের সাথে বলার জন্য।

আরেকটা বিষয় আমরা চাই, যে কোনো ধরনের চেঞ্জ, যাই আসুক না কেন, সংবিধানের যে core principles যেমন- democracy, equality, justice, nondiscrimination এগুলোতে যাতে কোনো আঘাত না আসে। systemic ইস্যুজগুলো লক্ষ্য করে যেন সংবিধান সংস্কার কমিশন আগায়। ক্ষুদ্রক্ষুদ্র, খন্ডখন্ড, কারও কোনো স্বার্থ হাসিলের জন্য short term কোনো reform যাতে না হয়। একদম systemic issue, structural issueগুলো, particularly নির্বাচন কমিশনের structural যে ইস্যুগুলো, সেগুলো যাতে আপনাদের বিবেচনায় থাকে। সর্বশেষ আমি বলব যে, বিভিন্ন সংস্কার কমিশন হয়েছে, সবাই সমন্বয়ের মাধ্যমে করার জন্য। কারণ সংবিধানের অনেক বিষয় আছে যেগুলোর বিষয়ে আমার অনেক সহকর্মী আছে সে হয়তো ৭(বি) বা বিচার বিভাগ বা নির্বাহী বিভাগ reform-এর কথা বলবে। অনেকগুলো সংস্কার কমিশন হয়েছে। ফলে কমিশনগুলোর মধ্যে যেন সমন্বয় থাকে সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সংবিধান সংস্কার কমিশন সংবিধান সংস্কারের জন্য একরকম চিন্তা করছেন। হয়তো দেখা যাচ্ছে যে, সংবিধান সংস্কার কমিশন বিচার বিভাগের জন্য যে কথাগুলো বলছি, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন সেগুলো বিবেচনায় নিচ্ছে না। তাই কমিশনগুলোর মধ্যে coordination খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

**জনাব আসাদুল্লাহ আল গালিব** ( আইনজীবী, বেলা): আমি প্রথমে সুনির্দিষ্ট একটি অনুচ্ছেদ নিয়ে কথা বলতে চাই। অনুচ্ছেদ ৭(বি) amendable clause নিয়ে। আমাদের সংবিধান তো শুরুই হয়েছে we দিয়ে। অর্থ্যাৎ জনগণের জন্য এই সংবিধান। কিন্তু অনুচ্ছেদ ৭(বি) এর মাধ্যমে প্রায় ৫০টির বেশি অনুচ্ছেদ সংশোধনের অযোগ্য করা হয়েছে। এটি যদি থাকে, সেক্ষেত্রে জনগণের সময়ের চাহিদার সাথে সাথে, সাংবিধানিক যে চাহিদাগুলো বৃদ্ধি পায়, সেগুলো আমরা enforce করতে পারবো না। কুদরত-ই-এলাহী খানের মামলাতে ছিল যে, অর্থনৈতিক সক্ষমতার পরেই সংবিধানের দ্বিতীয় অংশে যে কথাগুলো বলা আছে, সেগুলো ধীরে ধীরে part-3 তে যাবে। অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্ট দিয়ে আমরা impose করতে পারব। কিন্তু এখন সবচেয়ে বড় বাঁধা হচ্ছে অনুচ্ছেদ ৭ (বি)। আমরা যদি চাই যে, শিক্ষা, চিকিৎসাকে part-3 তে আনব, বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী পারছিনা। ফলে অনুচ্ছেদ ৭ (বি) অবশ্যই সংশোধন বা বাতিল করার প্রয়োজন আছে। সুপ্রিম কোর্টের সংবিধান ব্যাখ্যা করার ক্ষমতাকেও এই অনুচ্ছেদ দ্বারা অনেক সীমিত করা হয়েছে। সংবিধান ব্যাখ্যা করার দায়িত্বই হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের অথচ সংসদ এটিকে rigid করে দিয়েছে। অর্থাৎ সংবিধানের ক্ষমতা এখানে অনেক বেশি সংকোচিত হয়ে গেছে।

আমাদের স্বাধীনতার যে ঘোষণাপত্র ছিল, সেখানে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচারের উপর ভিত্তি করেই আমরা এই সংবিধান রচনা করেছি। কিন্তু আমরা দেখলাম যে, বর্তমান সংবিধানে সরকার প্রধানদেরকে বা সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে এত বেশি ক্ষমতা প্রদান করেছে যে তারা নিজেরাই  স্বৈরশাসক হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং কীভাবে তাদের ক্ষমতাগুলোকে ভারসাম্য করা যায় সেদিকে নজর দেওয়া উচিত। আর আমরা দেখেছি যে, ইতোমধ্যে সুপ্রিম কোর্ট একটি আলাদা কমিশন গঠন করেছে- সুপ্রিম কোর্টের ব্যাপারে। আপা যা বললেন, তাহলে সবগুলো কমিশনের সাথে সমন্বয় করলে দেখা যাবে যে, জুডিশিয়ারি যে অংশ আছে সেখানে সংবিধানের সাথে একসাথে কাজ করতে পারব।

এছাড়া আমরা যেটি দেখেছি যে, গত সরকারের সময়ে সবথেকে বেশি কথা হয়েছে একজন ব্যক্তির হাতে সকল ক্ষমতার বিষয়টি নিয়ে। এটি যেহেতু এই সংবিধানই প্রদান করেছিল, যে কোনোভাবেই হোক আমরা চাইব যে, এমন একটা সংবিধান রচনা করা হোক

যেখানে একক ব্যক্তির হাতে কোনো ক্ষমতা থাকবে না। We love the people. অর্থাৎ জনগণের যে সর্বোচ্চ চাহিদা, জনগণের যে অভিপ্রায়, সে অনুযায়ী যেন সংবিধান কাজ করতে পারে।

ধন্যবাদ সবাইকে।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): তাসলিমা ইসলাম, আপনি যে প্রশ্নটি তুলেছেন সংখ্যার দিক থেকে, আসলে আমরা ২০টির বেশি সোসাইটি/অর্গানাইজেশনের সাথে কাজ করছি। আজকে সকালে একটি সেশন ছিল, তাতে ৬টি সংগঠন অংশগ্রহণ করেছে। আমরা ছোট ছোট সেশন করেছি, কম সংখ্যক লোকজনকে নিয়ে, যাতে করে আপনাদের কথাগুলো আপনারাও বলতে পারেন, আমরাও শুনতে পারি, রেকর্ড করতে পারি। এটাই একমাত্র সিভিল সোসাইটির সাথে আমাদের interaction নয়। আজকে বিকালেও আরেকটি সেশন আছে, আমরা ছোট ছোট সেশন করেছি এবং সংখ্যার দিক থেকে যাতে সকলের কথাগুলো শোনা যায়, রেকর্ড করা যায় এবং আপনাদের কাছে আমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, আপনারা যদি ব্যাখ্যা করতে চান, সে সুযোগ থাকে। অনেককে ডেকে বড় করার চেয়ে আমরা শোনার দিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছি।

**তাসলিমা ইসলাম:** সাধারণ মানুষের কাছে পৌছেছেন? ওয়েবসাইটে তো সাধারণ মানুষের access নাও থাকতে পারে।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): আমরা অন্যান্য পথগুলোও উন্মুক্ত রেখেছি। শুধুমাত্র সিভিল সোসাইটিই নয়, আমরা অন্যান্য *professional organisations*-এর সাথেও বৈঠক করব। আমরা সিভিল সোসাইটির প্রধানদের সাথে, eminent personalities-দের সাথে, young thinker-দের সাথে এবং cultural actors-দের সাথে বৈঠক করছি। আমরা ছোট ছোট গ্রুপ করে অনেকের সাথেই বৈঠক করছি। তার বাইরে যেটি, আপনি গুরুত্বের সাথে বলেছেন, এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ মানুষের কাছে ওয়েবসাইট যথেষ্ট নয়। এ বিষয়ে আমার মনে কোনো সংশয় নেই। আমরা এর বাইরেও যেভাবে আরো বেশি লোকজনের কাছে পৌঁছানো যায়, তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা করছি। আমরা খুব আশাবাদী যে, আমরা একটা বড় সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছাব। যাদের ওয়েবসাইট access নেই, সাধারণ নাগরিক, ঢাকার বাইরে গ্রামীন জায়গাতে, তাদের কাছে আমাদের পৌঁছানোর চেষ্টা আছে। সে প্রক্রিয়াটির মধ্যে আছি। আমরা আশা করছি, কিছু করতে পারব। একটা বড় রকমের চ্যালেঞ্জ তো আমাদের আছে, সেটি হচ্ছে সময়ের স্বল্পতা। যে কারণে আমি গোড়াতেই বলেছি, আপনারা যে আমাদের সহযোগিতা করেছেন, অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে আপনাদেরকে আমরা অনুরোধ করেছি, আপনারাও উপস্থিত হয়েছেন, আপনারা বক্তব্য রাখছেন, সেগুলো নিয়ে আমরা কাজ করব। যেহেতু স্বল্প সময়, সেহেতু আমরা বলছি যে, সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের পর একটু সময় নিয়ে আগামী কয়েক দিন, ২০ তারিখের মধ্যে যদি বিস্তারিত দেন, আমাদের সহযোগিতা হবে। আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা হচ্ছে, আপনাদের সকলের কাছে পৌঁছানো, সকলের বক্তব্য শোনা।

ধন্যবাদ।

**তাসলিমা ইসলাম:** ধন্যবাদ।

সুযোগ তো আসলে বারবার আসবে না। সুযোগ পেয়েছি সংস্কারের, যা কিছু আছে সবকিছু আপনাদের কাছে দাবি নিয়ে চলে এসেছি।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): এটি অনেক প্রাণের বিনিময়ে, অনেক রক্তের বিনিময়ে অর্জন তো। আমাদের প্রত্যেকেরই এর প্রতি এক ধরনের আবেগ জড়িত,এক ধরনের commitment জড়িত। আমরা বুঝতে পারি যে, আপনাদের আকাঙ্ক্ষা এবং আমাদের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই আসলে। আমরা এখন শুনবো বাংলাদেশ ইসলামিক ল রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টারের প্রতিনিধিদের বক্তব্য।

**জনাব বেলায়েত হোসেন** (এডভাইজার, বাংলাদেশ ইসলামিক ল রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার) : ধন্যবাদ, প্রফেসর আলী রীয়াজ, আমাদের ডাকার জন্য। আমরা লিখিত একটা নিয়ে এসেছি, দিয়ে যাব তবে এটি একটু সংশোধন করে যেহেতু সময় পেয়েছি। আবার পোস্ট করব। সময় কম, লিখিত দিয়ে দিয়েছি এবং আরও দেব। কয়েকটি ইস্যু আজকে শুধু highlight করি। একটি বিতর্ক হচ্ছে, এটি rewrite হবে নাকি amendment হবে। আসলে তো রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য লাগবে, অংশীজন যারা আছে। আমরা মনে করি, এটি rewrite করতে হবে। কারণ এখানে preamble-এ যদি ৭১, তারপর জুলাই-আগস্টের revolution বা uprising এগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করতে চাই তাহলে। preamble is one of the basic structure, আমাদের জুডিশিয়াল pronouncement-এ। Preamble-এ এগুলো incorporate করার জন্য rewrite করতে হবে। আরও অনেক fundamental amendments এখানে আসবে। আরেকটি কথা হলো, fifteen amendment. Fifteen amendment, itself is a miny constitution. Fifteen amendments এ ১২টির অধিক অনুচ্ছেদকে touch করা হয়েছে। সেদিক থেকে Constitution must be rewritten.

আমাদের মৌলিক কতগুলো ইস্যু আছে, যেমন State religion etc. এগুলোতে কতগুলো sensitivity আছে, এই বিষয়টাও আমাদের লিখিত বক্তব্যে আমরা দিয়েছি। আর 'বাংলাদেশী', 'বাঙালি' এ বিষয়টি নিষ্পত্তিযোগ্য। সবাইকে বাংলাদেশী বললে, এটির সমাধান হয়ে যায়। Constitutionally আমরা বাংলাদেশী হিসেবে পরিচিত হতে পারি। অনুচ্ছেদ ৭(এ), ৭(বি) এগুলো অবশ্যই পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযুক্ত করা হয়েছে। এগুলো বাদ করতে হবে। এগুলো consistency এবং কতগুলো fake এখানে আছে। এভাবে কোনো সংবিধানেই বলা হয় না, a list of basic structures. এটা দুনিয়ার কোথাও নাই। Bad idea, it must go.

এরপরে আমরা বলেছি যে, secularism and socialism-কে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি করা হয়েছে। যেখানে proclamation of independence-এ equality, human dignity, social justice, democracy, human rights এগুলোরই কিন্তু consonance ওখানে রয়েছে। এ বিষয়গুলো আমরা ডিল করেছি। এরপরে Article 56 (4) should be deleted. Because as it is self-contradictory.

Article 57 must have a subclause that will not allow any person to be a Prime Minister more than two terms in a row. Article 57 must have a subclause that will not allow any Prime Minister to be the head of any political party in his or her tenure.

Article 58 nonparty caretaker government.এটি অবশ্যই adopt করতে হবে পুনরায়। এটি সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে পেন্ডিং আছে। সেখানে যাই হোক। এখন যেহেতু সুযোগ এসেছে General will of the people of the republic আপনারা দেখছেন। Should be reflected in our electoral system. আমাদের যে পলিটিক্যাল কালচার, বাংলাদেশের রাজনীতি, এই Political culture-এ absence of rule of law and democracy. constitutionalism বার বার এটি assaulted হয়েছে। এখানে পলিটিক্যাল কালচার সংশোধন না হলে constitution পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হবে না। পলিটিক্যাল কালচারটি করতে হলে, electoral system fare, free and credible হতে হবে। এজন্য আমরা অন্তর্বর্তী সরকারের মাধ্যমে নির্বাচন পদ্ধতিটা বাংলাদেশে আরো ৪-৫ টার্ম থাকার পক্ষে মতামত দিচ্ছি। সংবিধানে সেটি adopt করতে হবে।

আর Article 59 mast have a subclause to make sure that the members of parliament elected to the parliamentary seat cannot interfere in the local government system.

এরপর আর একটি বেসিক ইস্যু আমাদের সংসদ হবে bicameral. অর্থাৎ দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট। আর নারী কোটা যেটি আছে, ১৯৭২ সালে সংবিধানে ১৫টি সিট পরবর্তী ১০ বছরের জন্য ছিল। এখন তো আমাদের women empowerment হয়েছে। নারীরা engage হয়েছে with the society, with polity, with establishment. সুতরাং Reserve না করে rather upper chamber এ সংরক্ষণ করা যায়. আমাদের নারীরা সরাসরি নির্বাচিত হবেন। আর In the upper chamber 20 seat may be reserve for women to accommodate women entrepreneur, women right expert, women representative from RMG, labour market, ethnic minority group etc.

Article 70 Floor crossing. আমরা মনে করি না হুট করে এটি বাদ করে দিলে ভালো হবে। এটি আবার Parliamentary democracy-তে that would cost terrible problem. আমরা যেটি বলেছি, রাজনৈতিক দলগুলো রিফর্ম হলে পলিটিক্যাল কালচার যদি আস্তে আস্তে ডেভেলপ করে এবং এখানে যদি গণতন্ত্র সুসংহত হয়, in that case পরবর্তীতে floor crossing এ সংশোধনী আনা যেতে পারে। এখনই উঠিয়ে দিলে এখানে কেনাবেচা হয়, এই কালচারটা আছে, সেটা হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।

আর Article 76 parliamentary standing committees should be headed by the opposition parties.

আর Ombudsman যেটি Article 77 এ, 72 constitution এ ছিল এবং ১৯৮০ সালে আইনও হয়েছে। কিন্তু it is not functioning. আর Ombudsman এখনো appointment-ই হয়নি। এ ব্যাপারে Article 77 amendment করে যাতে দ্রুত নিয়োগ হয়, সে বিষয়টি এখানে আনা যেতে পারে।

Anti-corruption Commission should be made a constitutional body.

Recently in last 10 or 15 years, আমরা দেখেছি যে, অনেকগুলো International treaty ও contract হয়েছে। কিন্তু Parliament was not aware of those arrangement. So draft of international treaties to be placed before the relevant standing committees than to the Parliament on execution and should also be place before the ombudsman. এই হলো আমাদের প্রধান ইস্যুজ। বাকিটা আমরা লিখিততে দিয়ে দিব।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ। একটু clarification-এর জন্য। আপনি তত্ত্বাবধায়ক সরকার পুনর্বহালের কথা বলছিলেন এবং সে ক্ষেত্রে ৪-৫ বারের কথা বলেছেন। আপনারা কি sunset provision এর কথা বলছেন?

**জনাব বেলায়েত হোসেন** (এডভাইজার, বাংলাদেশ ইসলামিক ল রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার): আমরা সংবিধানে টার্মটা উল্লেখ করতে চাই না। একটি স্থায়ী প্রভিশন থাকতে পারে, ১৩তম সংশোধনীর মতো।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): তাহলে আপনারা বলছেন, নির্বাচনকালীন সময়ে এক ধরনের অন্তবর্তী বা কেয়ারটেকার গভর্মেন্ট স্থায়ীভাবে সংবিধানে থাকবে।

**জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম**(নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ইসলামিক ল রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার): আমাদের দেশের যে সার্বিক অবস্থা তাতে দেখতেই পাচ্ছি, বারবার এ নিয়ে পেরেশানি হতে হয়।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): না মানে শোনার সময় হয়তো মনে হল যে ৪-৫ বারের কথা উল্লেখ করেছিলেন। এজন্যই স্পষ্টীকরণের জন্য জিজ্ঞাসা করা।

**জনাব বেলায়েত হোসেন** (এডভাইজার, বাংলাদেশ ইসলামিক ল এন্ড রিসার্চ লিগ্যাল এইড সেন্টার):

বলেছিলাম যে, এটি যদি constitution এ provision থাকে তাহলে ৪-৫ টার্মস এর পরে than people will decide. আমাদের নির্বাচন পদ্ধতি, গণতান্ত্রিক অবস্থা, তারপর পলিটিক্যাল কালচার যদি উন্নত হয়। it should be there as before ১৩তম সংশোধনীর মতোই।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): আরো দুটো প্রশ্ন আছে আমার জাস্ট জানার জন্য। এক নাম্বার হচ্ছে যে, আপনাদের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে অনুচ্ছেদ ৭০ এই মুহূর্তে তুলে না দিয়ে যেভাবে আছে সেভাবে রাখার জন্য এবং ভবিষ্যতে কি হবে সেটি ভবিষ্যতের বিষয়। এই মুহূর্তে যেকোনো ধরনের সংস্কারের মধ্যে অনুচ্ছেদ ৭০ as it is রাখার পক্ষেই বলছেন আপনারা। আপনি সংরক্ষিত আসনের বিষয়ে যেটি বলছিলেন, সেক্ষেত্রে লোয়ার চেম্বারে কী সরাসরি নির্বাচনের কথা বলেছেন? সরাসরি নির্বাচন কি নারীদের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে যে, ৩০ বা ৫০টি আসন।

**জনাব বেলায়েত হোসেন** (এডভাইজার, বাংলাদেশ ইসলামিক ল রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার): লোয়ার চেম্বারে সরাসরি নির্বাচন আর আপার চেম্বারে ২০ আসন অবশ্যই সংরক্ষণ করতে হবে। লোয়ার চেম্বারে রিজার্ভ থাকবে না। তাদের স্বাধীনতা থাকবে to choose any constituency like male politicians.

**অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের** (কমিশন সদস্য): অনুচ্ছেদ ৭০ সম্পর্কে কেনাবেচার কথা বলেছেন, একটু যদি খুলে বলতেন, what do you mean by this?

**জনাব বেলায়েত হোসেন** (এডভাইজার, বাংলাদেশ ইসলামিক ল রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার): এখন তো ফ্লোর ক্রোসিং করলে তারা তাদের সদস্য পদ হারান। অথবা দল থেকে চলে গেলে, অথবা দলের কোনো প্রস্তাবের বিপক্ষে গেলে তাদের সদস্যপদ থাকে না। এটি একটি check and balance. সংসদীয় গণতন্ত্রে কেন দেওয়া হয়েছিল বা আমাদের intention of the legislature is to make sure that the MPs are not sold. আমাদের যে পলিটিক্যাল কালচার, এটি থাকলেই বরং একটা ভয় থাকে। আমি পার্টিতেই থাকতে পারব না।

**অধ্যাপক মুহাম্মদ ইকরামুল হক**(কমিশন সদস্য): Can you address your concern by modifzing Article 70 rather than written in Article 70 in current form.

**জনাব বেলায়েত হোসেন** (এডভাইজার, বাংলাদেশ ইসলামিক ল রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার): প্রথমটা রাখা যেতে পারে যে, if he resign from his party.

**জনাব মুহাম্মদ ইকরামুল হক**(কমিশন সদস্য): ধরেন যে, ট্রাফিক ল'। ট্রাফিক ল'-তে যদি একজন এমপি, he wants to vote against the party position should he or she not be allow to take that position, নাকি সেটি হলেও তার আসন কূন্য হয়ে যাবে?

**জনাব বেলায়েত হোসেন** (এডভাইজার, বাংলাদেশ ইসলামিক ল রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার): I think that may be addressed. Should be a freedom to express his or her opinion.

**ড. শরিফ ভূইয়া (কমিশন সদস্য):** আপনার concern হলো সরকারে স্থিতিশীলতার বিষয়, তাই না। কাজেই যে ধরনের ভোট সরকারকে অস্থিতিশীল করতে পারে সেটি ছাড়া অন্য ভোটের ব্যাপারে তো নিশ্চয় আপনার আপত্তি থাকবে না।

**জনাব বেলায়েত হোসেন** (এডভাইজার, বাংলাদেশ ইসলামিক ল রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার): At the moment. কালচারতো উন্নয়ন হয়নি, এখন এটিই আছে একটি পথ। যখন পলিটিক্যাল কালচার উন্নয়ন হবে, নিয়মিত সুষ্ঠু নির্বাচন হবে, সংসদ বসবে, quality candidate will be coming তখন এগুলো reform হবে, in course of time.

**ড. শরিফ ভূইয়া (কমিশন সদস্য):** আমার আরেকটি প্রশ্ন ছিল, আপনি যে ২০টি আসন আপার হাউজে সংরক্ষণ করার জন্য বলেছেন, এটির ভিত্তি কী? ২০টি আসন নাকি ২০%। I am just trying to get an idea of percentage. So that in 100 seat upper house 20 seat would be 20% , but in a 200 seat it would be 10%. So if you can address that. আপনারা যা চিন্তা করেছেন এ বিষয়ে।

**জনাব বেলায়েত হোসেন** (এডভাইজার, বাংলাদেশ ইসলামিক ল রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার): In the upper house 20 seat from women entrepreneur, women right expert, লোয়ার হাউজে আমরা সুনির্দিষ্ট নাম্বারটা প্রস্তাব করিনি। এ বিষয়টি আমরা লিখিত বক্তব্যে স্পষ্ট করে দেব।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): জনাব এ বি এম মাহবুবুল ইসলাম আপনি কিছু বলতে চেয়েছিলেন।

**এ বি এম মাহবুবুল ইসলাম** (বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার): Thank you, Assalamu Alaikum wa Rahmatullah. I am professor Dr. A B M Mahbubul Islam, representing the Law Research Center as adviser. Basically, I am a academician. My Ph.D. also in constitutional law. I was an Academician in International Islamic University, Malaysia. Presently I am in the Uttara University working as a Joint Faculty. Thank you very much for inviting me to the committee. My discussion is not to be organized because I have already worked here Alhamdulillah. I have revised the entire constituent. I will send it to you and revise each and all article almost and sometime it is Chapter by Chapter and also came up with proposal reformation act. This a one thing. Second think is that it is already published in the daily newspaper. So I will submit that things to you also. I will try to summarize it.

Fast af all I discussed about the basic idea of the constitution. The needs of the constitution. No need to discuss here. আমাদের বর্তমান যে constitution, it is consisting 1053 articles as you know. So far এখানে ১৭টি সংশোধনী হয়েছে, তাও আমরা জানি।

বলা হচ্ছে যে, আমাদের যে বর্তমান বাংলাদেশ এর সীমানা হচ্ছে সাবেক পূর্ব পাকিস্তান। আমার প্রস্তাব হচ্ছে, সাবেক পূর্ব পাকিস্তান বললে এটি সঠিক হবে না। ১৯৭৪ এ ভারতের সাথে যে enclave exchange হয়েছে এর পরে আমাদের সীমানা পরিবর্তন হয়েছে। সুতরাং নতুন করে আমাদের সংবিধান পুনর্লিখন হোক অথবা সংশোধন করা হোক সেখানে ১৯৭৪ থেকে বাংলাদেশের সীমানা নির্ধারণ করতে হবে। otherwise it will be lying to the nation.

এরপরে প্রস্তাবনায় "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" বলা হয়েছে, ভাল। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" যদি রাখতেই হয় তাহলে এর তো একটি significant থাকতে হবে। আমি বিসমিল্লাহ পড়ে তো কোনো খারাপ কাজ করতে পারি না। আমাকে ভালো কাজ করতে হবে। সুতরাং somewhere it should be written, remain 'Bismillah' than each and every action of republic should be permissible which we can start with the 'Bismillah'. It is not ok. So বর্তমান সংবিধানে বিসমিল্লাহ-এর ২টো অনুবাদ দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় যে অনুবাদটি এটির বিষয়ে আমার আপত্তি। এটিকে আমি সংশোধনের প্রস্তাব করছি। প্রথম অনুবাদ ঠিক আছে। তারপরে প্রস্তাবনায় আরো বলা হয়েছে যে, আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধারা '৭১ সালে তারা যে inspired হয়েছে, সেখানে আমাদের আলোচনা হয়েছে, ১৯৭১-এর ১৭ এপ্রিল, প্রবাসী সরকার আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হোক অথবা মুক্তিযুদ্ধের মূলনীতি হোক, সেখানে তারা বলেছেন equality, human dignity and social justice. অথচ জাতিকে না জানিয়ে secularism, socialism, nationalism এগুলো হঠাৎ করে সংবিধানে যোগ করা হয়েছে। যেটি totally contradict to the declaration of Independence-এর যে বিষয়গুলে ছিল সে দিক থেকে। এর পর রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি এটিও সংশোধনযোগ্য। পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে বেসিক একটি পরিবর্তন এসেছে। আমি মনে করি যে, এই পরিবর্তনটি ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিলের যে ঘোষণা এর কাছাকাছি। সুতরাং my proposal is that we should go back to the fifth amendment. পঞ্চম সংশোধনীতে অনেকগুলো ভালো কথা আছে যেগুলোকে পরবর্তীতে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সম্পূর্ণ remove করা হয়েছে। সেখানে 'বিসমিল্লাহ' সংযোগ করা হয়েছে। Absolute trust and faith in almighty Allah shall be the basis of all actions. I strongly propose, we are independent here in 1947. we are independent because our believe. যদিও আমরা ১৯৭১ সালে স্বাধীন হয়েছি। এখানের ৯০% লোকের বিশ্বাসকে যদি আপনি বাদ দেন তাহলে

this country has no independence existents. সুতরাং এটিকে ধরে রেখেই আমাদের অস্তিত্বকে বিচার করতে হবে। যেহেতু পুরো সংবিধানই I revised. আমি বেশি যেতে পারছি না। অনুচ্ছেদ ৭ এর ব্যাপারে বলা হয়েছে, It should not be amended এবং এটিকে offence করা হয়েছে। এমনভাবে বলা হয়েছে যে, secularism, socialism এর বিরুদ্ধে কথা বললেই আপনি রাষ্ট্রদ্রোহী হয়ে যাবেন। সুতরাং this article 7 should be thoroughly revised. article 12 ধর্ম নিরপেক্ষতার নীতির কথা বলা হয়েছে। নিরপেক্ষতা বলতে, I could say it is meaningless. Nobody can be নিরপেক্ষ, independent is on of religion সুতরাং আমাদের কথা হবে প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁর নিজ নিজ ধর্ম পালনে স্বাধীন। এটিই থাকতে হবে। নিরপেক্ষতা বলতে কোনো কথা নেই। সেক্যুলারিজমের বাংলা কোন জীবনেও ধর্মনিরপেক্ষতা নয় এবং এটি হতে পারে না। জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেহেতু আমার সময় কম, আমি পরবর্তী বিষয় মৌলিক অধিকারের বিষয়ে  যাচ্ছি। এখানে আর্টিক্যাল ২৬ থেকে ৪৭ এ আলোচনা করা হয়েছে। লং ডিসকাশন। রেটসোসফেকটিভ ইফেক্ট দিয়ে আমাদেও দেশে যে ট্রাইব্যুনালে বিচার করা হয়েছে। ৪২ বছর পর আমাদের এখানে নতুন করে নিরাপরাধ মানুষকে অপরাধী হিসেবে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। because of this article 35.  এই অনুচ্ছেদ ৩৫ এর মাধ্যমে অনেকগুলো মৌলিক অধিকারকে অকার্যকর করা হয়েছে। সুতরাং it should be thoroughly revised. I propose it strongly. অনেক লেখা আছে, ইনশাআল্লাহ we will send it to you. অনুচ্ছেদ ৩৬ এ আমাদের চলাফেরার স্বাধীনতা কথা বলা হয়েছে। we have the movement each and every places. on the other hand পার্বত্য চট্টগ্রাম যে চুক্তি করা হয়েছে সেই চুক্তির বলে আমরা হলাম বাংলাদেশী আর ওরা হলো পার্বত্যবাসী। এক দেশের নাগরিক দুই ভাগ। সেখানে যাওয়ার আমাদের অধিকার নেই, বসতি স্থাপনের অধিকার নেই। যে চুক্তিটা করা হয়েছে, সেই চুক্তিকে I have written also during those day. I said that is unconstitutional. Fortunately our present high-court also declared it is unconstitutional. সুতরাং এ বিষয়টিকে আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে।

এরপর আমাদের নির্বাহী বিভাগের কথা বলা হয়েছে। নির্বাহী বিভাগে আর্টিক্যাল ৪৮ থেকে ৬৪ পর্যন্ত ১৬টি অধ্যায় আমরা সামারাইজ করার চেষ্টা করছি। প্রস্তাবও সেখানে দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে আমাদের অন্য এক ভাই এটিকে বলেছেন যে, আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে ৫ বছর করে ২ বারের বেশি না হওয়া।

এটি খুব জরুরি হয়ে পড়েছে আমাদের জন্য। এটিকে আমি আবার পুনরায় এড্রেস করেছি। এর পর স্থানীয় সরকারের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, প্রতিরক্ষা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। ডিফেন্সের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এটর্নি জেনারেলের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আমি এটর্নি জেনারেলের ব্যাপারে বলতে চাই, এটর্নি জেনারেলকে সরাসরি সরকারি কর্মকর্তা বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে একটু চিন্তা করা দরকার যে সরকারি কর্মকর্তা It is his duty bound to act for the government, either right or wrong. এখানেও I feel there should be some clause or some ideas.

**অধ্যাপক আলী রিয়াজ** (কমিশন প্রধান): সম্মানিত অতিথি, আপনি যদি একটু সংক্ষিপ্ত করেন তাহলে অন্যান্য সংগঠন বক্তব্য রাখার সুযোগ পবে। কারণ সময়ের স্বল্পতা রয়েছে।

**এ বি এম মাহবুবুল ইসলাম** (বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার): আমি সংক্ষেপ করছি।

বিচারকদের নিয়োগের বিষয়ে যেটি আলোচনা হয়েছে, বিচারকদের নিয়োগ পদোন্নতি- এটিও সংশোধন হওয়া জরুরি বলে আমি মনে করি।

নির্বাচনের ব্যাপারে আমার প্রস্তাব আছে, প্রত্যেক বছর নির্বাচন কমিশন করতে গিয়ে আমাদের একটি সমস্যায় পড়তে হয়। সুতরাং এখানে একটি প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। নির্বাচন কমিশনার কোথা হতে আসবে সে বিষয়ে একটি প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। অনুচ্ছেদ ১১৮ থেকে ১২৬। কোথা হতে কয়জন কমিশনার নেওয়া হবে। আমার প্রস্তাব হচ্ছে, এটি ৫ থেকে বাড়িয়ে ৭ জন করার বিষয়ে। যেহেতু সময় আমার কম আমি সবগুলো বিষয়ে মতামত দিতে চেষ্টা করেছি।

সংবিধান সংশোধনের বিষয়, জরুরি অবস্থায় বিষয় আলোচনা করেছি। জরুরি অবস্থার বিষয়টি এমন যেন না হয় নিজের জনগণকে শাস্তি করার একটি ব্যবস্থা। এখানে strongly কিছু কথাবার্তা থাকা দরকার।

মোট কথা হচ্ছে যে, আমি বলব আমাদের এই সংবিধান eighter rewrite or reform, it should be gone to uor believe. আমাদের বিশ্বাসের সাথে, আমাদের জনসংখ্যার সাথে। আমি এটিও বলতে চাই, আমাদের এখন ৯২% মুসলিম বলা হয়ে থাকে। এই মুসলিম জনবিশ্বাসের সাথে  সামঞ্জস্য রেখে আমরা যদি সংবিধান প্রণয়ন করতে পারি তাহলে শুধু এটি মুসলিমদেরকে রক্ষা করবে না, এই মুসলিম ল', ইসলামিক ল' এটি সমস্ত মানব জাতিকে, সমস্ত জনগোষ্ঠীকে রক্ষার জন্য রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করবে। So we follow

islamic law stricly. সুতরাং আমি মনে করব, ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে যে পরিবর্তন এসেছে, এর অতিরিক্ত হিসেবে এটিকে আমাদের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে নিয়ে যেতে পারি, এ ব্যাপারে কাজ করার জন্য আমি বিনয়ের সাথে সংবিধান সংস্কার কমিশনকে অনুরোধ করব।

ধন্যবাদ, আস্‌সালামু আলাইকুম।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ। হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটির প্রতিনিধিগণ এখন তাঁদের বক্তব্য রাখবেন।

**জনাব শাহজাদা আল আমিন কবির** (সোহেল) (সভাপতি, হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি): প্রথমেই আমি হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটির পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সংবিধান সংস্কারের সুপারিশ তৈরির জন্য অংশীজন হিসেবে আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি একটি মানবাধিকার সংগঠন। এই সংগঠনটি মানবাধিকার সমুন্নত, বৈষম্যহীন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ পুনর্গঠনে দেশের বিদ্যমান সংবিধান পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করে আমরা নিম্নোক্ত প্রস্তাবনা পেশ করছি। আপনারা সংবিধান সংস্কার বা পুনর্লিখন করবেন সেটি আপনাদের বিষয়। কিন্তু আমরা একদম গোড়া থেকে কিছু প্রস্তাবনা দিচ্ছি।

প্রথমে সংবিধানের যে 'প্রস্তাবনা', সেখানে আমাদের একটি প্রস্তাবনা আছে। এই প্রস্তাবনায় ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থান এবং ২০২৪ সালের ছাত্র জনতার বৈষম্যবিরোধী গণআন্দোলনকে সামনে নিয়ে একটি প্রস্তাবনা দিয়েছি। প্রস্তাবনাটি এরকম যে, বাংলাদেশ ভুখন্ডের ঐতিহাসিক আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থান এবং ২০২৪ সালের ছাত্র জনতার বৈষম্যবিরোধী গণআন্দোলনের চেতনা এবং লক্ষ্য অনুযায়ী সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক বৈষম্যহীন সমাজ গঠনই হবে এই সংবিধানের প্রিয়াম্বল"। আমরা এটি প্রস্তাব করছি, আপনারা বিবেচনা করতে পারেন।

আমরা এখন অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কিছু প্রস্তাবনা দেওয়ার চেষ্টা করব। সংবিধানের প্রথম ভাগে অনুচ্ছেদ ১ এ "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ", এই 'প্রজা' শব্দটি আমাদের কাছে বৈষম্যপূর্ণ মনে হচ্ছে।

আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে, এই 'প্রজা' শব্দটি বাদ দিয়ে "People's Republic" এর একটি জুৎসই বাংলা শব্দ প্রয়োগ করা যেতে পারে। আমরা সরাসরি সে প্রস্তাবটি দিচ্ছি না, কী শব্দ। But, you will think about it, which would be that appropriate Bangla meaning of Republic of Bangladesh, except প্রজা।

অনুচ্ছেদ ৬ (১) সম্পর্কে বলতে চাই, নাগরিকত্বের বিষয়ে। সংবিধানে আছে, "আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত"। আমরা এখানে একটু সংশোধন চাচ্ছি। আমরা বলছি, নাগরিকত্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে "আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত" এর পরিবর্তে "জন্মসূত্রে এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে"। we proposed you to include by birth as well. জন্মসূত্রটিও সংযুক্ত করার জন্য আমরা প্রস্তাব করছি।

অনুচ্ছেদ ৬(২)তে আমাদের পরিচিতির বিষয়ে অন্যদের মত আমাদেরও একই মত যে, "বাংলাদেশের জনগণ বাংলাদেশী হিসেবে পরিচিত হইবেন"। এটি আমাদের প্রস্তাব যে আমরা বাংলাদেশী হিসেবে পরিচিত হতে চাই। যেহেতু এখানে জাতিগোষ্ঠী আছে আমরা distinguish করতে চাই না। We are one nation. We are Bangladeshi. This is our identity.

অনুচ্ছেদ ৭(১) এ একইরকম "প্রজাতন্ত্র" শব্দটি পরিবর্তন করে "বাংলাদেশের সকল ক্ষমতার মালিক এই রাষ্ট্রের নাগরিক" বলা যেতে পারে।

অনুচ্ছেদ ৭ (ক), (খ) এ দুটিই আমরা বাদ দেওয়ার কথা বলছি। যেহেতু সংবিধান সংশোধন যোগ্য। কেননা সংবিধান হচ্ছে জনগণের জন্য। জনগণের চাহিদা অনুযায়ী সময়ের প্রয়োজন সংবিধান সংশোধন করতে হবে। সেক্ষেত্রে সংবিধান সংশোধনের জন্য উভয় কক্ষে দুই তৃতীয়াংশ ভোটে এবং গণভোটের মাধ্যমে পরিবর্তন হতে পারে। তাই সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭ (ক) এবং (খ) এর মধ্যে যে আমরা অপরিবর্তনশীল বলে ফেলেছি, this is the contradictory to the whole concept of the constitution. আমরা এটি বাদ দেওয়ার জন্য প্রস্তাব করছি।

দ্বিতীয়ভাগ-এ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি। এখানে দুটি বিষয়ে আমরা আলোকপাত করার চেষ্টা করছি। একটি হচ্ছে, যেহেতু আমরা প্রস্তাবনায় একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব করেছি সেহেতু সেই আলোকে অনুচ্ছেদ ৮(১)কে আমরা একটু modigy করার জন্য প্রস্তাব করছি এভাবে, "রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হবে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক বৈষম্যহীন সমাজ গঠন"। এই শেষের শব্দগুলো ২০২৪ সালের আন্দোলন থেকে এসেছে। আমরা বৈষম্যের শিকার হয়েছিলাম বিগত ১৫ বছর ধরে। এই

অভিজ্ঞতা থেকে আমরা এই শব্দগুলো যুক্ত করার জন্য অনুরোধ করছি।

অনুচ্ছেদ ২৩(ক) তে "উপজাতি ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তা" শব্দসমূহ বাদ দিয়ে "রাষ্ট্র সকল নৃগোষ্ঠী এবং সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ঠপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের বিকাশের ব্যবস্থা করিবে"। এই শব্দগুলো যোগ করার জন্য আমরা অনুরোধ করছি।

এখন তৃতীয়ভাগে- যেহেতু স্বাধীনতার ৫২ বছর পেরিয়ে গিয়ে আমরা অর্থনৈতিক এবং সামাজিকভাবে বিশ্বাস করি অনেক উন্নয়ন হয়েছে। সেই বিশ্বাস এবং বাস্তবতার আলোকে আমরা মনে করছি, এই ৪টি অতিরিক্ত মৌলিক অধিকার যেগুলো আইনের মাধ্যমে বাস্তবায়নযোগ্য সেগুলোও অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

১। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারনের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করিতে হইবে।

২। শিক্ষার সকল স্তরে নৈতিক ও মানবাধিকার শিক্ষা নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩। স্বাস্থ্যসম্মত ও দূষণমুক্ত পরিবেশে বাঁচার অধিকার নিশ্চিত করিতে হইবে।

৪। যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আমরা ২০২৪ এর অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, অনুচ্ছেদ ৩৯(এ)-তে যুক্ত করা যেতে পারে, "নাগরিকদের নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট ব্যবহারের অধিকার" যুক্ত করিতে হইবে। পৃথিবীর অনেক দেশেই আছে, মৌলিক অধিকার হিসেবে।

চতুর্থভাগ-এ আমরা প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ভারসাম্য নিশ্চিত করার প্রস্তাব করছি। কীভাবে হবে আমরা পরের আলোচনাতে বলছি।

অনুচ্ছেদ ৪৯-এ আমরা একদিকে বলছি ভারসাম্য করতে, আরেকদিকে তার arbitrarinessটাও বন্ধ করার প্রস্তাব করছি। কীভাবে? মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিজ ক্ষমতাবলে দণ্ড হ্রাস ও স্থগিত করার ক্ষমতা থাকবে বলছি। অন্যদিকে মওকুফ করার ক্ষমতা বিলুপ্ত করা প্রয়োজন বলে প্রস্তাব করছি। কারণ কেউই আইনের উর্দ্ধে নয়। আইনের এই মূলনীতি বাস্তবায়ন এবং গুরুতর অপরাধী যাতে শাস্তি থেকে রেহাই না পায় তা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের এই প্রস্তাবনা।

অনুচ্ছেধ ৪৬ (৪) আমরা বিলুপ্ত করতে বলছি। কারণ এটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বৈপরিত্ব।

অনুচ্ছেদ ৫৭-এ দুটি জিনিস আমরা সংযোজনের কথা বলেছি। যথা-

১। কোনো ব্যক্তি ২বারের অধিক প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হতে পারবেন না।

২। একই সাথে একজন ব্যক্তি দলীয় প্রধান এবং প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারবেন না।

অনুচ্ছেদ ৫৮(ক) যেহেতু বিষয়টি সুপ্রীম কোর্টে বিচারাধীন আছে, আমাদেরও প্রস্তাব নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক বা অন্তবর্তীকালীন সরকার যেটিই হোক সেটি পুনর্বহাল করতে হবে।

স্থানীয় সরকার বিষয়ে আমাদের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব রয়েছে। স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী এবং কার্যকর করতে হবে। স্থানীয় প্রশাসন এবং উন্নয়নে সংসদ-সদস্যের কোনো ভূমিকা থাকবে না।

পঞ্চমভাগ-আইনসভায় আমাদের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব সংসদ হবে 'দ্বিকক্ষ' বিশিষ্ট। নিম্নকক্ষের সদস্য হবে ৩০০ জন, যারা জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন। আর উচ্চকক্ষে আমরা বলছি ১০৫ জন হবেন। যার ১০০ সদস্য নিম্নকক্ষের প্রতিনিধি নির্বাচনের সময়ে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের আনুপাতিক হারে নির্বাচিত হবেন। আর উচ্চকক্ষে কারা নির্বাচিত হবেন- অবসরপ্রাপ্ত বিচারক, সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি, সচিব, উচ্চ পদস্থ সামরিক কর্মকর্তা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ যেমন শ্রম, শিল্প, অর্থনীতি, ব্যাংকিং, বিনিয়োগ, বাজার অর্থনীতি, জলবাছু, পানি, নদী, মানবাধিকার এবং ধর্মীয় বিশেষজ্ঞগণ এবং বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে উচ্চকক্ষ গঠিত হতে পারে। আর আমরা বলেছিলাম যে, রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য। এজন্য এখানেই এসেছে যে, মহামান্য রাষ্ট্রপতি ৫ জন সদস্যকে টেকনোক্র্যাট সদস্য হিসেবে উচ্চকক্ষে মনোনীত করতে পারবেন। তিনি বিভিন্ন সুবিধা বঞ্চিত সম্প্রদায় ও বিষয়ভিত্তিক বিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়োগ দিতে পারবেন। উচ্চকক্ষে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি ১০ জন সদস্যের মধ্যে অন্তত তিনজন নারী সদস্যকে মনোনীত করবেন। এক তৃতীয়াংশকে আমরা এখানে গুরুত্ব দিচ্ছি।

Article 70(b) which is very much debatable article. আমরা ৭০(খ)-তে modification-এর মাধ্যমে মাঝামাঝি একটি অবস্থানে আসতে চাই। একটিতো আছে যদি তিনি পদত্যাগ করেন, তাহলে তাঁর সংসদ-সদস্য পদ থাকবে না। এখানে আপত্তি নেই। ৭০(খ)তে আমরা একটু modification এনেছি, "আইন পাসের ক্ষেত্রে সংসদ-সদস্যগণ স্বাধীন মতামত ও ভোট প্রদান করতে পারবেন।

কিন্তু রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও স্পীকার নির্বাচনে দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভোট প্রদান করবেন”।

অনুচ্ছেদ ৭১ (১) এ আমরা বলছি, “একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ একটি সংসদীয় আসনে প্রতিদন্দ্বিতা করতে পারবেন”। আর অনুচ্ছেদ ৭১(২) বাতিল করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ৭৪ (১) এ উভয় কক্ষে স্পীকার সরকারি দল থেকে এবং ডেপুটি স্পীকার বিরোধী দল থেকে নির্বাচিত হবে।

Article 77- we have the ombudsman but it is not effective. Our proposal is to make some mechanism so that the ombudsman is functioning. এই প্রস্তাবটি আমরা করছি। পঞ্চমভাগ- অনুচ্ছেদ ৮০। সংসদের নিম্নকক্ষ কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবনা উচ্চকক্ষে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পাস করতে হবে। কোন প্রস্তাব যদি নিম্নকক্ষে পাস হয় তা উচ্চ কক্ষেও পাস হতে হবে।

বিচার বিভাগ নিয়েও আমাদের প্রস্তাবনা রয়েছে। বিচার বিভাগের পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বিচার বিভাগের সচিবালয় সুপ্রীম কোর্ট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্টের বিচার নিয়োগ আইন প্রণয়ন করতঃ তদানুযায়ী নিয়োগ করতে হবে। At the moment there is no rules for appointment the Judges. It should be under the rules.

নির্বাচন সংক্রান্ত আমাদের কিছু প্রস্তাবনা, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের লক্ষ্যে পৃথক স্বাধীন নির্বাচন কমিশন সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সচিবালয় আছে কিন্তু এটি স্বাধীন নয়। নির্বাচন কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামোকে পুনর্বিন্যাস করতে হবে। এগুলো হচ্ছে আমাদের প্রস্তাবনা। আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে আমরা উত্তর দিব।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

আপনারা একটি লিখিত আজকে জমা দিচ্ছেন। নোট নিয়েছি, রেকর্ড আছে। স্পষ্টীকরণের জন্য কিছু আমার কলিগরা জিজ্ঞাসা করবেন।

**অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের** (কমিশন সদস্য): ধন্যবাদ। Elaborate and specific recommendation দিয়েছেন। ছোট একটি প্রশ্ন, আমরা সব সময় কিন্তু কমিশনগুলোর স্বাধীনতা চেয়েছি, সেটি মানবাধিকার কমিশন হোক, নির্বাচন কমিশন হোক, দুর্নীতি দমন কমিশন হোক। আপনারা বলছেন, তারা যাতে স্বাধীন হতে পারে। আমাদের এই মন্ত্রটি দেন যে, কীভাবে তারা স্বাধীন হবে? How do you ensure the commission is headed by people who are independent of political and other influences?

**জনাব শাহজাদা আল আমিন কবির** (সোহেল) (সভাপতি, হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি): নির্বাচন কমিশনের বিষয়ে আমরা যা বলতে পারি, নির্বাচন কমিশনের ক্ষেত্রে এখন যেটি প্রচলিত আছে, নির্বাচনের সময় ডিসি সাহেব থাকে রিটার্নিং অফিসার। তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল হওয়াতে সরকার যেভাবে নির্দেশনা দেন তারা সেভাবেই কাজ করেন। যদি রিটার্নিং কর্মকর্তা এবং প্রিজাইডিং কর্মকর্তাগণ সরাসরি নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা হতেন তাহলে তারা অধিক স্বাধীন হতেন। ক্রান্তিকালীন সময়কালে ডিসি সাহেবদের ডেকে না এনে যদি তাদের স্থায়ী কর্মচারী-কর্মকর্তা থাকে আমার মনে হয় অনেকটা সহজ হবে।

**অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের** (কমিশন সদস্য): আমি একটি কাউন্টার প্রশ্ন করি। যারা সিভিল সার্ভিসে আছেন বা যারা নির্বাচন দেখাশোনা করেন তাদের একটি কথা হলো যে, তারা বলছেন যে, নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাগণ অতটা সক্ষম না। যেভাবে প্রশাসনের কর্মকর্তাগণের দেশজুরে কর্মকর্তাদের structure, আছে, framework আছে, labour force আছে, নির্বাচন কমিশনের সেই পরিমাণ দক্ষ, অভিজ্ঞ কর্মকর্তা আছে কি না?

**জনাব শাহজাদা আল আমিন কবির** (সোহেল) (সভাপতি, হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি): এটি একদিনে সম্ভব নয়। আমরা যদি স্বাধীন নির্বাচন কমিশন রাখি, গঠনটি রাখি, নীতিমালাগুলো যদি বলে দেই, তাহলে হয়তো দিন দিন এটি উন্নতি করবে।

**জনাব ফিরোজ আহমেদ** (কমিশন সদস্য): ধন্যবাদ, আমি দুটি প্রশ্ন করতে চাই, জানার সুবিধার জন্য।

নারীপক্ষের প্রতিনিধিগণ এক তৃতীয়াংশ নারী সদস্যের প্রস্তাব করেছেন। আরও কেউ কেউ করেছেন। এই এক তৃতীয়াংশ আসলে কীভাবে নির্ধারণ করা যাবে। দলগুলো কীভাবে করবে, সেটি আশা করি আপনারা আপনাদের লিখিত প্রস্তাবে পরিষ্কার করবেন। এখনও চাইলে করতে পারেন। আরেকটি প্রশ্ন, এটি হচ্ছে হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটির কাছে। উচ্চকক্ষের ক্ষেত্রে যখন আপনারা বলছেন যে, এই এই ধরনের মানুষরা, যেমন সাবেক বিচারপতি, সামরিক বাহিনীর উর্দ্ধতন কর্মকর্তা বা সাবেক সচিব এ ধরনের বিশিষ্ট নাগরিক বা বিশেষজ্ঞ তাদেরকে আনা হবে। এটির বাছাই বা নির্বাচন কীভাবে ঘটবে সে বিষয়ে আপনাদের কোনো প্রস্তাব আছে কি না? সেটিও আপনারা আশা করি লিখিতভাবে দিবেন বা এখনও বলতে পারেন।

**জনাব শাহজাদা আল আমিন কবির** (সোহেল) (সভাপতি, হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি): আমরা বলেছি আপার হাউজে

প্রতিটি রাজনৈতিক দল তার প্রতি ১০ জনের ৩ জন নারী প্রতিনিধি দিবেন। এটি বাধ্যগতভাবেই তারা দিবেন। এক্সপার্ট নির্ধারণের বিষয়ে নিশ্চয়ই দলগুলোর এক্সপার্ট থাকবে এবং নির্বাচন কমিশনও এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারবে তাদের যোগ্যতা অযোগ্যতা নির্ধারণ করার বিষয়ে।

**ড. শরীফ ভূঁইয়া** (কমিশন সদস্য): আমি একটি সম্পুরক প্রশ্ন করি। দলগুলো যে মনোনয়ন করবে এটি কি নিম্নকক্ষের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যানুপাতে করবে?

**জনাব শাহজাদা আল আমিন কবির** (সোহেল) (সভাপতি, হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি): জি। এটি সরাসরি ভোট হবে না। নিম্নকক্ষে প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যানুপাতে হবে। আমরা এ দুটির একটি সমন্বয় করেছি। আমরা নিম্নকক্ষে বলছি সরাসরি ভোট আর উচ্চকক্ষে proportional representation.

**গীতা দাস**(নারী পক্ষ): আমরা এ বিষয়টি বিস্তারিত বলিনি। কারণ আমরা ভেবেছি নির্বাচন সংস্কার কমিশন হয়তো বিস্তারিত কিছু করবে তখন হয়তো বলা যাবে। আমরা বলেছি যে, সকল স্তরে এক তৃতীয়াংশ নারী মনোনয়ন। কারণ আমরা অতীতে দেখেছি যে, দলীয় সর্বোচ্চ পর্যায়ে নারী নেতৃত্ব থাকলেও পরের স্তরে নারীর কোনো প্রতিনিধিত্ব নেই। আমি যদি এক তৃতীয়াংশ বলি, আসবে কোত্থেকে। দলের ভেতরেইতো নেই। সেখানেই তো আসতে পারছে না। আর এক তৃতীয়াংশ যে বাছাই করতে হবে সেটি নির্ভর করতে আপনারা কীভাবে designটা করবেন। যদি আনুপাতিক হারে হয়, সেটি হলো এক ধরনের। সে হিসেবে কোনো দল যে ভোট পাবে সে ভোটের ভিত্তিতে প্রার্থী আসবে। সেখানে একজন নারী, একজন পুরুষ। যদি এক তৃতীয়াংশ হয়, সেক্ষেত্রে দুইজন পুরুষ দিলে একজন নারীর নাম আসবে। এটি নির্ভর করবে কীভাবে আমরা যাব? স্থানীয় সরকারে এখন কিন্তু এক তৃতীয়াংশ আছে। ৩জন মহিলা মেম্বার কিন্তু আছে। ৩জন মহিলার আবার ভৌগলিক অবস্থানটি সমান নয় ঐ ৯ জন পুরুষের সাথে। এগুলোতে সমতা আনতে হবে। ঐটি আবার সংরক্ষিত আসন হয় না, হয় সরাসরি নির্বাচন। আমরা চাচ্ছি, সরাসরি নির্বাচন হবে। ঐ সংরক্ষিত আসনটিতে পুরুষের বিপরীতে নারী যাবে না। নারী পুরুষ ভেদেই আসনটি আমরা চাচ্ছি। দল থেকে যদি লিঙ্গভেদে মনোনয়ন দেওয়া হয়, সেখানে সংরক্ষিত আসন থাকবে না, পুরুষরা প্রতিদন্দ্বিতা করতে পারবে না, সেরকম না। সমতা আনতে গেলে সবটা আনতে হবে।

যেহেতু সুযোগ পেয়েছি আরেকটু বলি, আমরা চাই মানবিক রাষ্ট্র। বেলা সুন্দরভাবে বলেছেন right to live. আমরা একটি মানবিক রাষ্ট্র চাই। বৈষম্যহীন রাষ্ট্র চাই যেখানে ধর্ম, লিঙ্গ, বর্ণের কোনো পার্থক্য থাকবে না। আমি ধর্মকে এনে এখানে কোনো দ্বিধা সৃষ্টি করতে চাই না। ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞার মধ্যে অস্পষ্টতা রয়েছে। এটি পরিষ্কার করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। ইহজাগতিকতা আর ধর্মনিরপেক্ষতা ২টি ভিন্ন জিনিস। সেটির পার্থক্যটি স্পষ্ট হওয়া উচিত। তা না হলে সংবিধানে এটি নিয়ে আবারও দ্বিধা সৃষ্টি হবে।

ধন্যবাদ।

**ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী** (কমিশন সদস্য): ছোট্ট একটি জানার বিষয়। Proportional representation-এ আপনাদের মতামত কি পপুলার ভোটের ভিত্তিতে, নাকি আসন সংখ্যার ভিত্তিতে।

**জনাব ইজাজুল ইসলাম**(নির্বাহী পরিচালক, হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি): আমরা যে প্রস্তাবনাটি দিয়েছি, নিম্নকক্ষে সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবে। কিন্তু দলগুলো শতকরা হারে যে ভোট পেয়েছে, যদি ২% পায় তাহলে উচ্চকক্ষে ২জনকে সে মনোনয়ন দিতে পারবে। আর যদি ১০% বা এর উপরে যদি কোনো দল ভোট পায় তাহলে তাকে ১০ জনের মধ্যে অন্তত ৩ জন নারী দিতে হবে। সে আরও বেশি দিতে পারবে। কিন্তু কেউ যদি ১%, ২% ভোট পায়, তাহলে সে ইচ্ছামত- একজন পুরুষ বা একজন নারী দিতে পারবে। আমরা শতকরা প্রাপ্ত ভোটের ভিত্তিতে উচ্চকক্ষের সদস্য নির্ধারণের বিষয়টি বলছি।

**তাসলিমা ইসলাম** (প্রধান নির্বাহী (ভারপ্রাপ্ত) বেলা): আমি একটু অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের আপার কথায় ফেরত যেতে চাচ্ছিলাম। আপনি যে মন্ত্রের কথা বললেন, মন্ত্রতো আছেই। আমি স্বাধীনতা নিয়ে কথা বলি। মানবাধিকার কমিশনের সাথে আমার অনেক লম্বা সময় কাজ করার অভিজ্ঞতা হয়েছে। আমি ৩টা টার্ম দেখেছি কীভাবে চেঞ্জ হয়েছে। স্পষ্ট করে বলা আছে, তাদের selection process, accountability সবকিছু একদম আইন করে বলে দেওয়া আছে। কিন্তু যেভাবে তাদের selection process হবার কথা, even একদম বেসিক জিনিস যে, পেপারে একটি বিজ্ঞপ্তি যাবে, সেটি আমি গত ৯ বছরে একবারও দেখিনি। সেজন্য বলছি, মন্ত্র আমাদের কোথাও না কোথাও আছে। ব্যবাহর করতে হবে, এটিই হচ্ছে কথা। কালচার চেঞ্জ হতে হবে। আমাদের mindset চেঞ্জ করতে হবে। অন্যথায় কোনো মন্ত্রই কাজ করবে না।

**জনাব মোঃ বেলায়েত হোসেন** (এডভাইজার, বাংলাদেশ ইসলামিক ল রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার):

একটু supplement করি। আমরা বলেছি উচ্চকক্ষ এবং নিম্নকক্ষ। নিম্নকক্ষে আমরা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের কথা বলেছি সেটি

আসন সংখ্যার ভিত্তিতে। আর উচ্চকক্ষে আমরা বলেছি এক্সপার্ট-এর কথা। সেখানে আইনেই নির্ধারণ করবে, যেমন entrepreneurs nominated by BGMEA, FBCCI. They will be nominated people for upper chamber. IGP, Chief of Army staff এই ধরনের গ্রুপগুলো থেকে মনোনয়ন নিয়ে তারা এখানে আসবেন। এ বিষয়ে আমরা লিখিত বক্তব্যে বিস্তারিত দিব।

দ্বিতীয় হলো, right to education এটি আমাদের এখানে মৌলিক অধিকার। এটি আমাদের সংবিধানে নেই। তৃতীয় হলো, যেহেতু সংবিধান সংস্কার কমিশন এবং Political philosophy expert আমাদের সামনে আছেন। আমাদের constitutionalism বার বার ব্যর্থ হয়, কাজ করে না, এটি তৈরি হয়নি। অন্যতম কারণ হলো, bureaucracy. পিএসসি সংক্রান্ত যে প্রোভিশনগুলো আছে সেগুলোতে সুনির্দিষ্ট প্রোভিশন দিয়ে empower করতে হবে। যেমন- নিয়োগ পদ্ধতি, ক্যাডার বিন্যাস এবং সাবজেক্ট বা ডিসিপ্লিন একম অনেককিছুর সংস্কার দরকার। এগুলো যদিও জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের কাজ। তারপরেও এগুলো সংবিধান সংস্কার কমিশনের সাথে সম্পর্কিত। পিএসসির সেখানে সংস্কার আনতে হবে। আমলাতন্ত্র যদি আমরা ঠিক করতে পারি তাহলে ৬০ শতাংশ কাজ হয়ে যাবে।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ব্যারিস্টার বেলায়েত, আমি আপনার কাছে আসব। তার আগে নারী পক্ষের একটি সামান্য ব্যাখ্যা বুঝার জন্য। আপনারা রাষ্ট্রীয় পদে ২বারের বেশি না আসার কথা বলেছেন। সেক্ষেত্রে এমপি থেকে উপজেলা চেয়ারম্যান পর্যন্ত বলেছেন। এটি কি আমি ঠিক শুনতে পেলাম যে উপজেলা চেয়ারম্যান পর্যন্ত নাকি আরও নিচ পর্যন্ত এরকম চান?

**গীতা দাস** (সভানেত্রী, নারীপক্ষ): উপজেলা চেয়ারম্যান পর্যন্ত বলেছি। এর নিচে আর যাইনি। সেখানেও হতে পারে। কারণ আমরা দেখেছি, অভিজ্ঞতায় বলে, ইউনিয়ন পরিষদে গত টার্মে অনেকখানি রাজনীতিকীকরণ করা হয়েছে। এর আগে আমরা দেখেছি ভোট মোটামুটি সুষ্ঠু হতো। এখানে যদি পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারি, ওখানে সমস্যা নেই। কিন্তু জাতীয় পর্যায়ে এবং উপজেলা পর্যন্ত এজন্য বলা হয়েছে যে এগুলোতে মনোনয়ন দেওয়ায় দলীয়ভিত্তিক হয়ে যাচ্ছে। যতই আমরা নিয়ন্ত্রণ করি না কেন, প্রকাশ্যে দলীয়করণ না করা হলেও ভবিষ্যতের কথা বলছি, হয়ত একটা মনোনয়ন থাকবে। সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে, ঐভাবেই আসছে। কারণ পরিবারতন্ত্র বলতে পারছি না, তবে এটি আসলে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। খুব বেশি করেই করা উচিত। কিন্তু ২ বারের অধিক যদি না বলি ঐটি কিছুটা হলেও রদ করতে পারব। তাই উপজেলা পর্যন্তই চাচ্ছি, আমরা আর নিচে চাচ্ছি না।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ব্যারিস্টার বেলায়েত, আমাদের একটু বুঝার জন্য, রেকর্ডের জন্যই বলতে পারেন। আপনাদের সংগঠন থেকে ৩ জন প্রতিনিধিত্ব করছেন আপনারা। আপনারা যেটি উপস্থাপন করেছেন, সেটিই কি প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থান বা সংগঠনগত? কারণ কিছু কিছু মতপার্থক্য মনে হয় লক্ষ্য করা গেছে।

**জনাব মোঃ বেলায়েত হোসেন** (এডভাইজার, বাংলাদেশ ইসলামিক ল রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার): লিখিত ফর্মে আমাদের মতামতটি করা আছে। আমরা আপনাদেরকে লিখিত দেব। আজকে খসড়া নিয়ে এসেছি। যেহেতু সময় কম পেয়েছি এবং সময় একটু বাড়িয়ে দিয়েছেন, আমরা আজকে প্রাথমিক খসড়াটি দিয়ে যাব। এরপর সম্পুরক আরও একটি দেব।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): এটি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আপনাদের কাছ থেকে অর্থাৎ সংগঠন হিসেবে সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন হিসেবে আপনাদের পক্ষ থেকে আমরা একটি খসড়া পাব, তাইতো? আচ্ছা ঠিক আছে। যে কোনো ব্যক্তিই আসলে অংশগ্রহণ করতে পারেন। সেটির কোনো বিধিনিষেধ নেই।

**জনাব মোঃ বেলায়েত হোসেন :** আমরা আপনাদেরকে যেটি লিখিত দেব সেটিই আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক মতামত।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ওয়েবসাইটসহ বিভিন্নভাবে প্রত্যেকটি নাগরিকেরই আমরা অংশগ্রহণ চাচ্ছি। ফলে যে কেউ মতামত দিতে পারে, সেটি নিয়ে আমাদের কোনো প্রশ্ন নেই। যেহেতু আমরা সাংগঠনিকভাবেও চেয়েছি। আমরা সুনির্দিষ্ট করব যে, সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে এধরনের বক্তব্য এসেছে, সিভিল সোসাইটির লিডারশিপ থেকে এসেছে বা ধরুন প্রফেশনাল থেকে এসেছে। যাতে আমাদের representationটি proper হয়, সেজন্য এ প্রশ্নটি করলাম।

**এ বি এম মাহবুবুল ইসলাম** (বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার): আমরা বলেছি যে, আমাদের পক্ষ থেকে এটি চূড়ান্ত করব। আর আমি যেটি বলেছি এটি আমার ব্যক্তিগত মতামত। এটির ব্যক্তিগত কপি হয়ত পাঠাব। We sit together and give one single proposal. ইনশাআল্লাহ।

দ্বিতীয়ত আমাদের প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন যে, শিক্ষিত হয়ে বেকার থাকা এটি আমাদের জন্য অভিশাপ। এ ব্যাপারে আমরা বলতে চাচ্ছি, বিসিএসসহ যে সমস্ত পরীক্ষাগুলো হয় সেখানে আপনার আত্মীয়, আমাদের আত্মীয়স্বজন পরীক্ষা দেয়, তারা ৭ থকে ৮ বছর পর্যন্ত ফলাফলের অপেক্ষায় বসে আছে। এ বিষয়েও আমাদের একটি প্রস্তাব, আমরা লিখিত দেব। আর আমার ব্যক্তিগত একটি

প্রস্তাবও আছে। বিসিএস পরীক্ষার তারিখ, তার ফলাফল প্রকাশের তারিখ এবং নিয়োগের তারিখ সঠিক সময়ে হলে, তাদের হতাশা, ব্রেইন ড্রেন যেটি হচ্ছে এ থেকে রক্ষা করতে পারব। সুতরাং এ বিষয়টি গুরুত্বসহকারে আমাদেরকে নিতে হবে। আমাদের সংবিধানে বিসিএস সংক্রান্ত কথা আছে।

আরেকটি কথা অনেকেই বলেননি, আমাদের 'জাতীয় সঙ্গীত'-এর বিষয়ে। আমাদের জাতীয় সঙ্গীত রবিন্দ্রনাথ লিখেছেন। আমরা তাকে সম্মান করি। কিন্তু তার মৃত্যুর ৩০ বছর পর আমরা তার লেখনিকে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গ্রহণ করেছি। আর জাতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে যদি আপনি যান, এটি আমাদের এই বাংলার, এই অঞ্চলের স্বার্থ বিরোধী। পূর্ববঙ্গ যখন হয়েছিল, আপনি এটি ভালোভাবে জানেন। এর বিপক্ষে তিনি বলেছেন। সুতরাং আমরা জোরালোভাবে প্রস্তাব করছি এবং আমরা লিখিততেও দেব, জাতীয় সঙ্গীতের বিষয়ে আমাদের সকলের দাবী, বিশেষ করে ৫ আগস্ট যে বিপ্লব হলো, এই বিপ্লবকে সামনে রেখে এগুলো নিয়ে আমাদের চিন্তা করা দরকার বলে আমি মনে করি।

আরেকটি বিষয় হচ্ছে, যেহেতু গণতান্ত্রিক দেশ, রাজনৈতিক দলের মধ্যে যদি গণতন্ত্র না থাকে, আমি অনেক সময় আপনার বক্তব্য শুনেছি, দলের মধ্যে যদি গণতন্ত্র না থাকে আমরা কীভাবে সারা দেশে গণতন্ত্র কায়েম করব। এজন্য এমন একটি বিধান থাকা দরকার যে, দলগুলোর মধ্যে গণতন্ত্র থাকতে হবে। তাদের নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকবে। এটিকে যদি না করা যায় তাহলে গণতন্ত্র লিখিত থাকবে, গণতন্ত্র রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে না।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): সবাইকে ধন্যবাদ।

আপনারা কষ্ট করে এসেছেন। ঢাকায় যান চলাচলই একটি দুরুহ কাজ। তারমধ্যে দুপুর বেলা, আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। আপনাদের লিখিত একটি ভাষ্য যদি আজকে দিয়ে যান, পরবর্তী সময়ে সেটির পরিবর্তিত ভাষ্য ২০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে আমাদের দিলে আমরা বিবেচনায় নিয়ে সংযুক্ত করতে পারব। আপনাদের অনুমতি সাপেক্ষে এই অধিবেশনটি আজকে শেষ করছি।

আপনাদের সবাইকে আবার আন্তরিক ধন্যবাদ।

# অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভা

## তৃতীয় সেশনের কার্যবাহ

তারিখ : ১১ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ
সময় : দুপুর ০২:৩০ থেকে ৪. ০০ পর্যন্ত

**উপস্থিত কমিশন সদস্যদের তালিকা:**

| | | |
|---|---|---|
| ১। | অধ্যাপক আলী রীয়াজ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও লেখক, | কমিশন প্রধান |
| ২। | অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, | সদস্য |
| ৩। | ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক, বার-এট-ল | সদস্য |
| ৪। | অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। | সদস্য |
| ৫। | ড. শরীফ ভুঁইয়া, এডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট | সদস্য |
| ৬। | ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী, বার-এট-ল | সদস্য |
| ৭। | জনাব ফিরোজ আহমেদ, লেখক | সদস্য |

**অংশীজন (প্রতিষ্ঠান) এর তালিকা**

১। জনাব আবু আহমেদ ফয়জুল কবির, আইন ও সালিশ কেন্দ্র

২। জনাব শাহিনুজ্জামান, আইন ও সালিশ কেন্দ্র

৩। জনাব মুহাম্মদ জাকির হোসেন খান, চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভ

৪। জনাব মোঃ সালমান চৌধুরী, যুদ্ধ, সংঘাত ও আন্তর্জাতিক অপরাধ তদন্তকারী

৫। আলহাজ্ব মোঃ মকছুদুল হক, সহসভাপতি, নির্বাহী পরিষদ, বাঁচতে শেখা

৬। জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন, কোষাধ্যক্ষ, নির্বাহী পরিষদ, বাঁচতে শেখা

৭। অ্যাডভোকেট হুমাছুন কবীর ভটুইয়া, সাধারণ সম্পাদক, কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)

৮। ব্যারিস্টার শাহরুখ কবীর ভূইয়া, সদস্য, কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)

৯। শ্রী নিত্য প্রকাশ বিশ্বাস, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

১০। শ্রী প্রশান্ত কুমারর বিশ্বাস, উপপরিচালক, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

১১। সৈয়দ শামছুল হুদা, বাংলাদেশ ইন্টেলেকচুয়াল মুভমেন্ট (বিআইএম)

১২। অ্যাডভোকেট মাওলানা মুফতি আল আমীন, আইন সম্পাদক,বাংলাদেশ ইন্টেলেকচুয়াল মুভমেন্ট (বিআইএম)

**কার্যবাহ প্রস্তুতকারক:**

১। মোঃ আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

২। মোঃ আল-আমিন, সহকারী পরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

**সম্পাদনায়**

ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, বাংলাদেশ উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

## অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠানের কার্যবাহ

## কমিশন প্রধান অধ্যাপক আলী রীয়াজ-এর সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): উপস্থিত সুধীবৃন্দ, সংবিধান সংস্কারের লক্ষ্যে মতামত ও প্রস্তাব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অংশীজনদের সঙ্গে কমিশনের এই আলোচনায় উপস্থিত হওয়ার জন্য কমিশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আমার নাম আলী রীয়াজ, আমি এই কমিশনের প্রধানের দায়িত্ব পালন করছি। আপনারা জানেন যে সংবিধান সংস্কারের বিষয়ে সুপারিশের জন্য অন্তর্বর্তী সরকার স্বল্প সময় নির্ধারণ করে দিয়েছে। সে কারণে আপনাদের অত্যন্ত কম সময় দিয়েই আমন্ত্রণ জানাতে হয়েছে। আপনারা তাতে সাড়া দেওয়ায় আমরা কৃতজ্ঞ।

আমরা ছোট ছোট আকারের অধিবেশনে আপনাদের সঙ্গে আলোচনায় বসছি সে কারণে যাতে করে সকলের কথা শোনার সুযোগ হয়। সকাল থেকে ইতোমধ্যে আমরা আরও দুইটি অধিবেশনে আরও বেশ কয়েকটি সিভিল সোসাইটির অর্গানাইজেশনের সাথে কথা বলেছি। ফলে আকার ছোট হওয়ার অর্থ হচ্ছে, এখানে সবাই উপস্থিত নেই। দুটি সংগঠনের প্রতিনিধিরা পথে আছেন, আশা করি তারা শীঘ্রই আমাদের সাথে যোগ দিবেন। আপনারা জানেন যে, আমরা এখানে উপস্থিত হতে পেরেছি গত ১৬ বছরে, বিশেষত জুলাই-আগস্ট এর ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানে হাজার হাজার মানুষের আত্মদানের কারণে। অংশীজনের মতামতের এই সভার শুরুতে সেইসব শহিদদের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করি। এখন কমিশনের উপস্থিত সদস্যগণ তাঁদের পরিচয় প্রদান করবেন।

(অতঃপর কমিশনের সদস্যগণ নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন )

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ। আমরা অনুমান করতে পারি যে, সিভিল সোসাইটির সক্রিয় অংশীদার হিসেবে সংবিধানের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনাদের অনেক কথা বলার আছে, অনেক প্রস্তাব আছে। সময়ের স্বল্পতার কারণে আপনাদের প্রতি আমাদের অনুরোধ, আপনারা ১০ মিনিটের মধ্যে আপনাদের বক্তব্যের সারাংশ তুলে ধরলে সকলের মতামত শোনার সুযোগ হবে। আপনাদের বিস্তারিত মতামত ও প্রস্তাব লিখিত আকারে আজকে আমাদের কাছে দিতে পারেন অথবা আগামী ২০ তারিখের মধ্যে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন।

সকলের বক্তব্যের আগে আমরা বিভিন্ন সংগঠনের উপস্থিত প্রতিনিধিদের অনুরোধ করব, আপনাদের নাম এবং সংগঠনের নাম বলে পরিচয় দেবার জন্য, যাতে করে আমাদের পক্ষে রেকর্ডিং এ সহায়ক হয়।

**(উপস্থিত অংশীজন তাঁদের পরিচয় প্রদান করেন)**

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ, আমরা আজকে আলোচনা শুরু করি কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) এর পক্ষ থেকে।

**ব্যারিস্টার শাহরুখ কবীর ভূইয়া** (সদস্য, কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব): প্রথমেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি কমিশনকে আমাদেরকে সুযোগ দেওয়ার জন্য। সিভিল সোসাইটির মতামতটি এখানে আমরা প্রস্তাব করতে পারব বিভিন্ন দিক থেকে। প্রথমেই আমাদের যে সুপারিশ, যেটি বর্তমানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ইস্যু। সেটি হচ্ছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইস্যু। আমরা সবাই জানি যে smooth transition-এর জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে গণতান্ত্রিক সোসাইটিকে আপনারা যদি জনগণের আস্থার প্রতীক হিসেবে রাখতে হয় তাহলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটি যেহেতু পূর্ববর্তী fascist সরকার এটিকে বাতিল করে দিয়েছিল, এটির পরবর্তীতে আমরা দেখেছি যে, তত্ত্বাবধায় সরকারের অনুপস্থিতি কীভাবে অপব্যবহার হয়েছিল, আলটিমেটলি এটি একটি অবৈধ নির্বাচনের পথ সুগম করেছিল। তাই আমাদের প্রথম সুপারিশ হচ্ছে, তত্ত্ববধায় সরকারকে সংবিধানে পুনস্থাপন করা।

দ্বিতীয় যে ইস্যুটি বলতে চাই, সেটি হচ্ছে অনুচ্ছেদ ৭০ এ বলা আছে যে, দলীয় অনুগত্যের বাইরে গেলে সংসদ-সদস্য পদ কূন্য হয়ে যায়। এর মাধ্যমে তাদেরকে এক ধরনের চাপ সৃষ্টি করা হয়। এই জায়গাটায় আমাদের মনে হয় সংস্কার আনা প্রয়োজন। যাতে জনপ্রতিনিধি জনগণের হয়ে কাজ করে, সেই স্বাধীনতা যাতে তারা পায়। তাদের ওপর যেন দলীয় এজেন্ডাকে বাস্তবায়ন করার চাপ যেন না থাকে। ক্যাবের বাকি বক্তব্য আমাদের সাধারণ সম্পাদক উত্থাপন করবেন।

**অ্যাডভোকেট হুমাছুন কবীর ভটুইয়া** (সাধারণ সম্পাদক, কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)): ধন্যবাদ। আমার কলিগ যেভাবে বললেন, আমি শুধু একটি কথা বলব যে, আমাদের প্রধানমন্ত্রীর যে ক্ষমতা, এ ক্ষমতাটাকে রাষ্ট্রপতির সাথে ভারসাম্য করার প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি। আমরা আরও মনে করি, যারা এমপি হয়ে সংসদে আসেন, সুযোগ সুবিধা হিসেবে তাদেরকে

শুল্কবিহীন গাড়ী ক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হয়। তারা এটিকে অপব্যবহার করে। যার যে গাড়ির প্রয়োজন নেই, সেই গাড়িও সে নিয়ে আসে এবং এটি অন্যের কাছে বিক্রি করে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয়। এটি একটি দুর্নীতি আমরা মনে করি। দেশের সাধারণ মানুষ যেভাবে গাড়ি আনলে শুল্ক দিয়ে আনে, এমপিরাও যেন শুল্ক দিয়েই গাড়ি আমদানী করে।

ক্যাবের পক্ষ থেকে আরেকটি জিনিস থাকবে সেটি হলো, নির্বাচনে পেশি শক্তি এবং কালো টাকার ব্যবহার হয়। সেক্ষেত্রে সংখ্যানুপাতে নির্বাচন যদি করার সুযোগ থাকে তাহলে পেশি শক্তি এবং কালো টাকার মালিক যারা নির্বাচনে যায়, সেখানে দেখা যায় যারা যোগ্য ব্যক্তি তারা নির্বাচন করতে পারে না। অযোগ্য ব্যক্তিরাই নির্বাচিত হয়ে আসে। আসার পর যেটি হয় তারা জনগণকে dominate করতে চেষ্টা করে। আমরা দেখেছি যে, সরকারের পক্ষ থেকে যে বরাদ্দ দেওয়া হয় সাধারণ মানুষ সেই বরাদ্দ সম্পর্কে অনেক সময়ই জানতে পারে না। অথচ দেখা যায় তাদের নামে কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ হয়, সেই বরাদ্দের কথা আমরা জানতে পারি না। এক্ষেত্রে আমরা মনে করি যে, এ ব্যাপারটি দেখার দরকার আছে। যেহেতু সংস্কারের প্রশ্ন এসেছে, সেহেতু এ বিষয়টি সংস্কারের প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি।

ধন্যবাদ, সবাইকে। কি

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ব্যাখ্যার অর্থে, আমাদের জানার স্বার্থে, আপনারা অনুচ্ছেদ ৭০ সংস্কার আনার কথা বলছেন, সুনির্দিষ্ট কী কোনো প্রস্তাব আছে আপনাদের যে কীভাবে সংস্কার আনা যেতে পারে।

**ব্যারিস্টার শাহরুখ কবীর ভূইয়া**(সদস্য,কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, ক্যাব): আমরা সুনির্দিষ্টভাবে চাচ্ছিলাম যে, কমিশনে যেন একটি ধরাবাঁধা রেডটেপ প্রস্তাব দেওয়া হয় যে, কেউ যেন দলীয় প্রতীককে গুরুত্ব না দেয়। একটি এলাকার যে ইশতেহার থাকে, সে অনুযায়ী কাজ করার বাধ্যবাধকতা যেন তার উপর দেওয়া হয় বা চেক এন্ড ব্যালেন্সের ব্যবস্থা করা যে, তার প্রতিশ্রুত ছিল সে কাজটি সে করতে পারছে কি না। এ ধরনের একটি ফর্মেশন যদি এখানে সংযুক্ত করা যেতে পারে, তাহলে মনে হয় এটি এনফোর্স করা সুবিধা হবে। একটি একাউন্টিবিলিটির ব্যবস্থা আমরা করতে পারব।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান) : ধন্যবাদ।

আমরা এখন চেইঞ্জ ইনিশিয়েটিভের বক্তব্য শুনব।

**জনাব মুহাম্মদ জাকির হোসেন খান** (চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভ): ধন্যবাদ। আস্সালামু আলাইকুম।

প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, বিজ্ঞ কমিশন প্রধান এবং কমিশনের সম্মানিত সদস্য যারা আছেন, আমাদেরকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। Particularly আমাদের প্রস্তাবগুলো আমরা লিখিত পাঠাব। এখানে সংক্ষিপ্ত কিছু পয়েন্ট বলতে চাচ্ছি। আমাদের প্রস্তাব নিয়ে আগেও আলোচনায় এসেছি বা আমরা নিজেরাও আলোচনা করেছি যে, এই সংবিধান রেখে 'বাংলাদেশ-২' যেটি আমরা বলছি, যে নতুন বাংলাদেশ, আমরা কোনো অবস্থাতেই মনে করি না যে, আমাদের যে principle, inclusiveness, equity জাস্টিসের কথা বলছি বা আমাদের বাংলাদেশকে উন্নতির দিকে নিতে চাই সেটি এই সংবিধান রেখে সম্ভব নয়। আমরা মনে করি যে, এই সংবিধান বাতিল করে দিয়ে নতুনভাবে লেখা উচিত। এটি হলো আমাদের প্রথম প্রস্তাব। সেই লেখার ক্ষেত্রে যদি বৈশ্বিক, আঞ্চলিক এবং আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষিত বিবেচনা করি, বৈশ্বিকভাবে আমরা এখন দেখছি সারা পৃথিবীতে তিনটি বড় ইস্যু আমাদেরকে প্রচন্ডভাবে সমস্যা সৃষ্টি করছে।

প্রথম কথা হলো যে, জলবাছু পরিবর্তনের কারণে আমরা সারা পৃথিবীতে এখন রাষ্ট্রীয় সীমানেত যে সমাধানগুলো করতে চাচ্ছি, সেগুলো কিন্তু কোনটিই কাজ করছে না। কারণ প্রকৃতিক সম্পদগুলো কোনো রাষ্ট্রের সীমানাকে অনুসরণ করে না। এটি তাদের নিজস্ব একটি সেটআপ হিসেবে কাজ করে। সুতরাং যখন আমাদের কোনো দুর্যোগ হচ্ছে, যে জায়গাতেই দুর্যোগ হচ্ছে না কেন, আমরা যখন সেই দুর্যোগের মোকাবেলা করতে যাচ্ছি, তখন কিন্তু আমরা যে অধিকারের কথা বলছি। সে অধিকারটি মৌলিক অধিকার এবং যখন আমাদের নাগরিকদের দিতে যাচ্ছি, সেটি কিন্তু আমরা পারছি না। কারণ cross border disaster-এর কারণে সেটি অর্জন করতে পারছি না। যেমন ভারত থেকে যখন পানি চলে আসছে তখন কিন্তু আমি চাইলেও আমাদের মানুষকে রক্ষা করতে পারছি না। This is fundamentally new extraordinary global situation. তাই natural resourceকে নিয়ে নতুনভাবে চিন্তা করতে হবে। Natural resource anti governanceকে আমাকে মাথায় নিতে হবে।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি সেটি হলো, অনুচ্ছেদ ২১ এর (১) বা (২) এ আছে, সেটি হলো যে, রাষ্ট্র কোন অবস্থাতেই দুর্নীতি করার সুযোগ করে দেবে না। অবৈধভাবে যা যে কোনো ভাবেই হোক। কিন্তু এটি কখনই জিরো টলারেন্সটা যখন গ্লোবাল কানেক্টিভিটিতে আসে দেখিনি। বাংলাদেশ থেকে যখন টাকা চলে যাচ্ছে বিদেশে, তখন কিন্তু চাইলেও বাংলাদেশের সংবিধান সেটিকে প্রতিরোধ করতে

পারছে না। Because there is a global system. সুতরাং এই corruption এর যে situation, its a globalize situation rather than country specific.

Finally, state to state conflict, within the society conflict. এই তিনটি phenomena যদি দেখি, তাহলে আমাদের বর্তমানে যে সাংবিধানিক কাঠামো আছে বা সংবিধানে যে প্রেক্ষিতে আছে, সংবিধানের প্রেক্ষিতে মানবাধিকারকে যদি আমরা priority দেই, বা আমরা যদি obligatory না করি, সেই জায়গাটাতে এসে যদি আমরা equity, justice বা prosperityকে যদি আমরা on record principle যদি obligatory না করি, ঐটির আলোকে যদি আমরা সংবিধানকে না লিখি তাহলে it would be really difficult. মানুষের শুধু না, অন্যান্য eco সিস্টেমের যে অধিকার, সেটি না হলে আমি ultimately সুন্দরবন দুই সাইডে বিভক্ত কিন্তু eco সিস্টেম এক। তার মানে আমাকে natural rights, আমরা বলছি যে, বাংলাদেশের সংবিধানে natural rights কে, naturalism কে আমাদের benchmark করা উচিত এবং obligatory করা উচিত। সেখানে natural rights এর ক্ষেত্রে আমরা বলতে চাচ্ছি, ৩টি major issues। একটি হলো যে মানুষের জীবন যতদিন আছে ততদিন sustain করবে, এটি তার natural rights। জন্মগতভাবে সে অক্সিজেন পাবে, এটি তার natural rights। আমি যে কোনোভাবেই হোক রাষ্ট্রের নাম দিয়ে আমি তার natural rights-কে curtail করতে পারি না। তাই এটি zero tolerance-এ নিয়ে যাওয়া উচিত। আমার universal status বা আমি যখন একজন মানুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করি, access to non adulteration বা fresh food, এটি আমার natural rights। রাষ্ট্র কী বলল, সেটি বিষয় নয়। যখন আমি রাষ্ট্রের কাঠামোতে যাচ্ছি, তখন আমি রাজনৈতিকভাবে কীভাবে যুক্ত হবো সেটি হলো social contract. As a human being আমার natural rightsকে রাষ্ট্র protect করতে হবে। এমন না যে হিন্দু, মুসলমানের জমিতে ভিন্ন মাত্রায় বৃষ্টি হয়। অর্থাৎ যখন naturally আমার resourceগুলো আসবে, এর সবকিছু access করার সুযোগ দেওয়া রাষ্ট্রের দায়িত্ব। আমি যখন গণহত্যা করব, তার বিচার কিন্তু রাষ্ট্রের সাথে related। আমি রাজনৈতিক অধিকার পাব, সেটি রাষ্ট্রের সাথে related. এ দুটো জিনিসকে আমাদের ভিন্ন আঙ্গিকে চিন্তা করা উচিত। সংবিধানকে সে আলোকে সাজানো উচিত বলে আমরা মনে করি। এটি যদি আমরা না করি, তাহলে দেখা যাবে যে, রাজনৈতিক অধিকারের নামে natural অধিকারকে যারা curtail করছে, তাকে আমরা Perview তে নিয়ে আসার সুযোগ করে দিচ্ছি। রাজনৈতিক অধিকার আর natural rights একই নয়। distinguishটি আমাদের সংবিধানে স্পষ্ট করে থাকা উচিত। আমি মনে করি এখানে zero tolerance থাকা উচিত। ১৮(ক) অনুচ্ছেদে আছে যে, রাষ্ট্র সব ধরনের natural resource কে protection দিবে। কিন্তু obligatory না, এটি optional। আমি মনে করি এটিকে obligatory করা উচিত এবং zero tolerance হওয়া উচিত। আমি চাইলেই হাওড়ের মধ্য দিয়ে রাস্তা করে ফেলব এটি ঠিক নয়, এটিকে zero tolerance হতে হবে। দরকার হলে আমি ২০ কিলোমিটার রাস্তা ঘুরিয়ে নিয়ে যাব, কিন্তু আমার natural resource mountain হোক, hill হোক, নদী হোক, খাল হোক, বিল হোক এ গুলোতে touch করা যাবে না। আজকে পদ্মা সেতুর নামে development করলাম, কিন্তু ১০ বছর পর দেখা যাবে পদ্মা ব্রীজের ভাটিতে হাজার খানেক চর জেগে যাবে, সারা এলাকাই বিধ্বংস হয়ে যাবে। সুতরাং ground water এর ক্ষতি করছি। আমি আর সময় বেশি নিতে চাচ্ছি না, আমি এটুকু বলেই শেষ করতে চাইছি যে, আমাদের সমাজে যদি আমরা এটির অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে চাই তাহলে natural rights কে আমাদের fundamental principle করতে হবে। Including not only human being but also all being. একটি পশুরও বাঁচার অধিকার আছে। যদিও আমরা সংবিধানে সেটির অগ্রাধিকার দেইনি। কিন্তু এটিকে solve করে, এই জায়গাটিতে আমাদের আসা উচিত। আর secularism এর যে কথাটি বলা হচ্ছে, আমাদের এখানে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার দিকে যাওয়া উচিত। ধর্মনিরপেক্ষতা নয়। That is fundamentally very important understanding. Secularism western concept and South Asian concept is not the same. ধর্ম ব্যবসাটাও যেন না হয় সেটির চিন্তাও আমাদের আসা উচিত। ধর্মভিত্তিক যে ব্যবসা, সেটির tropical ধারনা হলো যে, রাজনৈতিক দল অর্থাৎ ইসলামি দলগুলো ধর্ম ব্যবসা করে। কিন্তু গত ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা হলো যে, নন ইসলামিক দলগুলোই বেশি ধর্ম ব্যবসায় involve ছিল। সুতরাং এই জিনিসটা আমাদের চিন্তায় আসা উচিত যে, এটির bottom line, কোনো individual বা entity ধর্মকে ব্যবহার করতে পারবে না ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থে। সুতরাং আমি মনে করি ঐ জায়গাটিতে স্পষ্ট হওয়া উচিত।

Finally, আমি এটি বলেই শেষ করছি যে, naturalকে আমাদের constitution rights- এ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং এটিকে recognition দেওয়া উচিত। আমাদের প্রত্যেকটি resourceকে constitutionally recognition করা উচিত। সুন্দরবনকে UNESCO recognise করবে আর আমাদের constitution recognise করবে না এটি যেন না হয়। UNESCO heritage site বলে আমি এটিতে touch করব না, তা নয়। It is natural given। আমি কোনো অবস্থাতেই environmental impact assessment এর নামে কোনো ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদকে আমি touch করতে পারব না, যেভাবেই হোক। আমরা কয়লা বিদ্যুৎ করি বা যে কোনো কিছুই করি না কেন, naturally setup যেখানে সেখানে touch করতে পারব না। দরকার হলে extra investment করে আমি অন্য জায়গায় যাব। এই জায়গাটিতে আমাদের একটি bottom line বা benchmark নিয়ে আসা উচিত বলে আমি মনে করি। আমাদের আরও বিস্তারিত প্রস্তাব রয়েছে, পরবর্তীতে আমরা মেইলের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেব।

ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): আমরা আশা করছি ২০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত আপনারা আপনাদের বিস্তারিত বক্তব্য দিতে পারবেন। একটু clarification এর জন্য একটি প্রশ্ন। শুরুর দিকে আপনি বলেছেন যে, এই সংবিধান রেখে সমাধান হবে না, অর্থাৎ ঠিক কী অর্থে আপনার মনে হয়েছে যে এই সংবিধান রেখে সম্ভব হবে না?

**জনাব মুহাম্মদ জাকির হোসেন খান** (চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভ): ধন্যবাদ।

আমি প্রথমেই ব্যাখ্যা দিচ্ছি যে, আমাদের আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রেক্ষিতে যে নূতন একটি extraordinary situation হয়েছে এটির geographical সীমানার ভিতরে আমরা যে সংবিধান তৈরি করি সেটি আসলে properly কাজ করবে না। আমাদের আসলে focus হতে হবে people and planed। এটিকে focus করতে গেলে এই সংবিধান redundant হয়ে যায়। এভাবে আমরা চিন্তা করিনি যখন সংবিধান তৈরি করা হয়েছিল ঐ সময় এটি emergent ছিল না। কিন্তু এটি এখন emergency।

দ্বিতীয় বিষয় হলো, গত ১৫-১৬ বছরে সংবিধানে যে পরিবর্তনগুলো করা হয়েছিল, zero mandate of the people. মানুষের ভোটের অধিকার ছাড়া যে সংবিধান করা হয়েছে, মানুষের মতামত ছাড়া যখন সংবিধানের সংশোধনী আনা হয়েছে এবং একটির সাথে আরেকটি এমনভাবে contraditory করা হয়েছে যে, এটিকে যেমনভাবেই আমরা reform করতে যাই না কেন, finally আমরা ঐ principle ধরে যেমন natural rights বা equity justice এটি আসলে achieve করা সম্ভব নয়। একটি defective constitutionকে রেখে যদি ঐটিকে rectifz করতে যাই, finally সেটিও defective হবে। আমি এটি মনে করি এবং finally যা তা হলো, আমরা prosperity দেখতে চাই। সেই prosperity যদি আমি achieve করতে চাই, তাহলে এই সংবিধানের বেশিরভাগ জিনিসই contradictory হবে। এই prosperityতে যদি আমরা যেতে চাই, সংবিধানকে একেবারে fresh mind এ, open mind এ নতুন outlook, next generation এবং inter generationকে চিন্তা করে যদি আমরা আগাতে চাই, তাহলে সংবিধান লেখার পর আমরা দেখব যে, বিদ্যমান সংবিধানের কোন অংশগুলো fit to our principle সেগুলো আমরা রেখে দিতে পারি। অথবা সেগুলোকে আমরা redundant করে দিতে পারি। এটিই আমার মতামত।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান) : আমরা এখন হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের বক্তব্য শুনব।

**শ্রী প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস** (উপপরিচালক, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট) : ধন্যবাদ।

আমি হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টে প্রেষণে ডেপুটি ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করি। কাজ করতে গিয়ে আমি দেখেছি যে, সারাদেশে আমাদের ৭ হাজার ৪০০ শিক্ষাকেন্দ্র আছে। বিভিন্ন এলাকায় আমাদের হিন্দু কমিউনিটির মধ্যে এই কেন্দ্রগুলি পরিচালিত হয়। এখানে বাচ্চারা পড়ে, বয়স্করা পড়ে। এই কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন এলাকার অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যে, বিদ্যমান সংবিধানের কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে আমি অবহিত হয়েছি। এ ব্যাপারে আমি আমার বক্তব্য উপস্থাপন করব। এখন যেহেতু প্রশ্ন এসেছে যে, প্রচলিত সংবিধান বহাল রেখে আমাদের সংবিধান হবে নাকি নতুন করে আমাদের সংবিধান হবে। এ বিষয়ে আমি মনে করি যে, আমাদের বিজ্ঞ কমিশন যেভাবে সিদ্ধান্ত নিবেন সেভাবে হবে। কাজ করতে গিয়ে বিদ্যমান সংবিধানের যে সকল জায়গায় conflict করে, এরকম বিষয়ে দু'একটি remark আমি রাখছি। সে বিষয়ে আমি একটু আলোকপাত করব।

আমাদের সংবিধানের প্রথমভাগে এ আছে 'প্রজাতন্ত্র'। প্রজাতন্ত্রের অনুচ্ছেদ ২৩(ক)-এ "ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়" কথাগুলো সংযোজনের জন্য আমি সুপারিশ করছি। তারপর অনুচ্ছেদ ২৪-এ "ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলো" সংযোজন করা এবং এই অনুচ্ছেদটি বিচারিকভাবে কীভাবে প্রয়োগযোগ্য করা যায় সে বিষয়ে আমি মতামত রাখতে চাই। অনুচ্ছেদ ২৮(১) এবং (৩) এ 'কেবল' একটি শব্দ আছে, এই 'কেবল' শব্দটি আমি রাখতে চাচ্ছি না।

এই 'কেবল' শব্দটি যদি আমি তুলে দেই সেক্ষেত্রে আমার অন্তর্ভুক্তির পরিমানটা বাড়ানো যায়। অনুচ্ছেদ ২৮(৪) বিষয়ে আমার মতামত 'ধর্মীয় এবং জাতিগত সংখ্যালঘু' অংশটি সংযোজন করা যায়। আমি এটি বার বার repeat করছি কারণ একটি কমিউনিটি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আমার নিকট এ বিষয়গুলো প্রতিফলিত হচ্ছে। অনুচ্ছেদ-৩৮ এ ধর্মীয়, সামাজিক এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আরও ব্যাখ্যা থাকা প্রয়োজন। যে ব্যাখ্যাটি এখানে নেই। এই ব্যাখ্যাটি করা প্রয়োজন যাতে এর অপব্যাবহার রোধ করা যায়। অনুচ্ছেদ ৪১(১) এ আরেকটি শব্দ আমি সংযোজন করতে চাচ্ছি যে, "রাষ্ট্র তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে"। এখানে আছে, ধর্মীয় স্থাপনা সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি। রাষ্ট্র তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে, এই কথাটুকু সংযোজন করার জন্য আমি প্রস্তাব রাখছি। আমাদের এ বিষয়ে যে লেখাটি রয়েছে এটি আপনাদের নিকট পৌঁছে দেব।

ধন্যবাদ সবাইকে।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান) : ধন্যবাদ।

আপনারা চাইলে আজকে এটি জমা দিতে পারেন, অথবা ২০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে আমাদেরকে ই-মেইলে পাঠাতে পারেন অথবা আমাদের অফিসে জমা দিতে পারেন। আমরা এখন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের বক্তব্য শুনব।

**জনাব আবু আহমেদ ফজলুল কবির** (আইন ও সালিশ কেন্দ্র): ধন্যবাদ স্যার।

আমি কমিশন প্রধান এবং কমিশনের সদস্যবৃন্দসহ সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আইন ও সালিশ কেন্দ্রের পক্ষ থেকে এবং আইন ও সালিশ কেন্দ্রকে ডাকবার জন্য।

আমি শুরুতেই বলেছি যে আইন ও সালিশ কেন্দ্র একটি মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান। আইন ও সালিশ কেন্দ্র অত্যন্ত সম্মানিতবোধ করছে যখন আমরা সংবিধান সংস্কার কমিশন থেকে ডাক পেয়েছি। আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে সকলে মিলে একটি লিখিত বক্তব্য জমা দেওয়ার কাজ চলছে। নির্ধারিত ২০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে আমাদের মতামত, আমাদের কাঙ্খিত চাওয়া ই-মেইল যোগে বা ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে জমা দেওয়ার ব্যাপারে আমি আশা ব্যক্ত করছি। যেহেতু আমরা লিখিত দেব, এ বিষয়ে আর বলতে চাই না। আমরা চেষ্টা করব আমাদের মতামতটি আপনাদের কাছে পৌছে দেওয়ার জন্য। একটি কথা শুধু বলতে চাই, আইন ও সালিশ কেন্দ্র সংবিধান পুনর্লিখন চাচ্ছে না। বর্তমান সংবিধানের মধ্য থেকেই আমাদের মতামতটি কী হতে পারে বা আমরা যেরকম চাই, সেটি নিতান্তই আমাদের মতামত। আমরা মনে করি যে, সেটি অবশ্যই জনকল্যাণ এবং সামগ্রিকভাবে বিপুল জনগোষ্ঠীর সাংবিধানিক যে অধিকার থাকা দরকার, যেটি আমরা মনে করছি সেটি আমরা চেষ্টা করব কমিশনকে পৌঁছে দিতে।

ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান) : ধন্যবাদ।

আমরা আপনাদের লিখিত প্রস্তাবের জন্য অপেক্ষা করব। ২০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে আমাদের কাছে পৌঁছালে আমরা খুব খুশি হব। এখন আমরা বাঁচতে শেখার প্রতিনিধিদের বক্তব্য শুনব।

**আলহাজ্ব মোঃ মাকছুদুল হক** (সহসভাপতি, নির্বাহী পরিষদ, বাঁচতে শেখা) : ধন্যবাদ।

সংবিধান সংস্কার কমিশনের সম্মানিত প্রধান অধ্যাপক আলী রীয়াজ স্যার এবং সংস্কার কমিশনের অন্যান্য সদস্যগণ এবং উপস্থিত মহোদয়গণ। যশোরের একটি এনজিও বাঁচতে শেখার পক্ষ থেকে সংবিধান সংশোধনের বিষয়ে আমি কতগুলো সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব বা অভিমত ব্যক্ত করছি। পরবর্তীতে এটি লিখিতভাবেও পেশ করব।

সংবিধানকে নূতন করে লেখার পক্ষপাতি আমরা না। সংবিধান যেটি আছে সেটিকে পরিবর্তন বা সংশোধন করার পক্ষে আমরা। সেই লক্ষ্যে আমি কতগুলো প্রস্তাব এখানে রাখছি।

১ নম্বর প্রস্তাব হচ্ছে, সংবিধানে 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' ব্যবস্থাটি পুনঃপ্রবর্তন করা হোক। জাতীয় সংসদের মেয়াদ পূর্তির ৩ মাস পূর্বে সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে দেশ পরিচালনায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। আর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হবেন একজন বিচারপতি।

২ নম্বর প্রস্তাব হচ্ছে, একজন প্রধানমন্ত্রী পর পর ২ মেয়াদের বেশি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করবে না।

৩ নম্বর প্রস্তাব হচ্ছে, সংসদের মেয়াদ হবে ৪ বছর। প্রত্যেকবার একটি নির্দিষ্ট তারিখে নির্বাচন দিতে হবে।

৪ নম্বর প্রস্তাব হচ্ছে, একদিনে জাতীয় নির্বাচন না করে সমগ্র অঞ্চলকে ৪ ভাগে বিভক্ত করে ৪ দিনে নির্বাচন পরিচালনা করা হবে। এতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার সুবিধার্থে এ রকম একটি পদ্ধতি করা যায় কি না তার প্রস্তাব রাখছি।

৫ নম্বর প্রস্তাব হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা হ্রাস করে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রস্তাব রাখাছি।

৬ নম্বর প্রস্তাব হচ্ছে, সংসদের কোনো সদস্য যদি ফ্লোর ক্রসিং করে বক্তব্য দেয় তাহলে তাকে দল থেকে বহিস্কার করা হবে, এরকম আইনকে প্রত্যাহারের প্রস্তাব রাখছি।

এগুলো মোটামুটি মোটাদাগে সংবিধান পরিবর্তনের জন্য প্রস্তাব রাখা হলো। বর্তমান সরকারের পরে যদি নির্বাচিত সরকার আসে, সেই সরকার যদি প্রয়োজনীয় সংস্কার করে সেক্ষেত্রে সেই নির্বাচিত সরকার পরিবর্তন করবে। অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে এই মোটাদাগের পরিবর্তনগুলোর প্রস্তাব করছি।

সবাইকে ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান) : ধন্যবাদ।

আপনাদের ৫ম প্রস্তাবটি হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর পরিবর্তে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা বৃদ্ধি। এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব কী আপনাদের আছে, কীভাবে এটি করা হবে?

**আলহাজ্ব মোঃ মাকছুদুল হক**(সহসভাপতি, নির্বাহী পরিষদ, বাঁচতে শেখা): ধন্যবাদ।

প্রধানমন্ত্রীর যে একক ক্ষমতা সেটি না দিয়ে জবাবদিহি হিসেবে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে একটু বাড়াতে বলেছি। এই প্রস্তাবটি হতে পারে যে, তার যে নির্বাহী ক্ষমতা এটিকে কমাতে বলা হচ্ছে।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

আমরা এখন বাংলাদেশ বুদ্ধিজীবী প্রতিনিধিদের বক্তব্য শুনব।

**অ্যাডভোকেট মাওলানা মুফতি আল আমীন** (আইন সম্পাদক, বাংলাদেশ ইন্ট্যালেকচুয়াল মুভমেন্ট (বিআইএম): বাংলাদেশ intellectual movement-এর পক্ষ থেকে আমি অধ্যাপক আলী রীয়াজ স্যারকে ধন্যবাদ জানাই।

আমাদের কয়েকটি প্রস্তাবনা আপনাদের সামনে পেশ করছি। তা হলো, আমরা এই সংবিধান বাতিল চাচ্ছি না, সংস্কার চাচ্ছি। তবে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীটি বাতিল চাচ্ছি। কারণ এই পঞ্চদশ সংশোধনীর কারণে অনেকগুলো জটিলতা তৈরি হয়েছে এবং বিশেষভাবে এই দেশের মুসলমানদের মনে বিরাট একটি কষ্টের সৃষ্টি হয়েছে। পঞ্চদশ সংশোধনীর আগে সংবিধানের শুরুতে 'বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রাহিম' এর যে অনুবাদ, 'দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে', কিন্তু পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত এটিকে অবলিগ দিয়ে আরেকটি তরজমা বানিয়েছেন যে "পরম করুনাময় সৃষ্টিকর্তার নামে"। অর্থাৎ "পরমকরুনাময় সৃষ্টিকর্তার নামে" এই লাইনটি আগে ছিল না। এটি নতুনভাবে তৈরি করা হয়েছে পঞ্চদশ সংশোধনীর পরে।

পঞ্চদশ সংশোধনীর আগে ছিল না, ছিল সেটি ৭২ এর সংবিধানে। এর পরে জিয়াউর রহমান এটি পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে বাতিল করেছিলেন। আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে আমরা চাচ্ছি যে, সংবিধানের preamble এ "Absolute trust and faith on the almighty Allah." এটি পুনর্বহাল হোক। এর পর অনুচ্ছেদ ২(ক), "রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে অন্যান্য ধর্ম শান্তিতে পালন করা যাইবে।" এটি ছিল পঞ্চদশ সংশোধনীর আগে। সেটি পুনর্বহাল চাচ্ছি। এরপর অনুচ্ছেদ ৮(১) (ক) তে ছিল যে, "Absolute trust and faith on the almighty Allah shall be the basis of all actions." পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে এই লাইনটি মুছে দেওয়া হয়েছে। এটি পুনর্বহাল চাচ্ছি। অনুচ্ছেদ ১২ এ "ধর্ম নিরপেক্ষতার" মতবাদ আনা হয়েছে, এটিকে বাতিল চাচ্ছি। যা পঞ্চদশ সংশোধনীর আগেও বাতিল ছিল। এরপর ২৫ (২) এ ছিল যে, "মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে একটি সংহতিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে রাষ্ট্র চেষ্টা করবে।" এটি পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে মুছে দেওয়া হয়েছে। এটি আমি পুনর্বহাল চাচ্ছি। অনুচ্ছেদ ৩৮ এ "Freedom of Association" এর মধ্যে নতুনভাবে ৪টি শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এ শর্তগুলো পঞ্চদশ সংশোধনীর আগে ছিল না। আমি আগে যা ছিল সেটি চাচ্ছি। এরপর তত্ত্বাবধায়ক সরকার পুনর্বহাল চাচ্ছি। অনুচ্ছেদ ৭০ যেটি বলা হয়েছে, "দলের বিপক্ষে ভোট দিলে তাঁর সংসদ সদস্য পদ বাতিল হবে", এটি আমি চাচ্ছি না। আমি চাচ্ছি দলের বিপক্ষেও সে ভোট দিতে পারবে। তাঁর মত প্রকাশ হিসেবে দলের বিপক্ষেও তার বলার অধিকার থাকবে। অনুচ্ছেদ-৭৭ এ এরপর ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠা চাচ্ছি। আমাদের মত দেশে ন্যায়পালটি খুবই দরকার। তাহলে দুর্নীতি কমে যাবে।

ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

আপনারা অনুচ্ছেদ-৭০ কি সম্পূর্ণ বিলোপ চাচ্ছেন?

**অ্যাডভোকেট মাওলানা মুফতি আল আমীন** (আইন সম্পাদক, বাংলাদেশ ইন্টেলেকচুয়াল মুভমেন্ট (বিআইএম): দলের বিপক্ষে ভোট দিলে আসন কূন্য হওয়ার বিধানটি পরিবর্তন চাচ্ছি। পুরোটা পরিবর্তন চাচ্ছি না। আর ন্যায়পালের বিষয়ে strictly চাচ্ছি যে, এদেশে ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠা হোক।

**অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের** (কমিশন সদস্য): ন্যায়পালের কথা অনেক বছর ধরেই সবাই বলে এসেছে। আমাদের political culture যদি পরিবর্তন না হয় তাহলে ন্যায়পাল কতটুকু কার্যকর হবে বলে আপনারা মনে করছেন?

**অ্যাডভোকেট মাওলানা মুফতি আল আমীন**(আইন সম্পাদক, বাংলাদেশ ইন্টেলেকচুয়াল মুভমেন্ট (বিআইএম): এখন আমাদের

নতুন স্বাধীনতা, আমরা নতুন চিন্তা করছি। আগের কোনো কিছু চিন্তা করছি না। আলী রীয়াজ স্যারের নেতৃত্বে এমন একটি সুপারিশ চাচ্ছি। নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখছি আমরা। বিশেষভাবে “Absolute trust and faith on the almighty Allah.” এদেশের মুসলমানদের চিন্তা চেতনার প্রতিফলন। সংবিধানে থাকবে না তো কোথায় থাকবে। এটি ছিল, বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। পঞ্চদশ সংশোধনের আগে preamble এ ছিল, আরও কয়েকটি জায়গায় ছিল। এটি নিয়ে এদেশের মুসলমানদের মনে কষ্ট আছে।

**জনাব ফিরোজ আহমেদ** (কমিশন সদস্য): জানার সুবিধার্থে কিছু প্রশ্ন করে রাখছি। আপনারা অবশ্যই আমাদের যে বিস্তারিত লিখিত document দিবেন সেখানে সেগুলো পরিষ্কার করা থাকবে। প্রথমেই ঈড়হংঁসবৎং অংংড়পরধঃরড়হ ড়ভ ইধহমষধফবংয (ঈঅই), আপনাদের অনেকগুলো পেপার আমি দেখেছিলাম, বিশেষ করে জ্বালানি নিরাপত্তা, জ্বালানি সরবরাহ বা জ্বালানি অপরাধ। এ বিষয়গুলো নিয়ে আপনারা কাজ করেছিলেন। এগুলোর সাথে নাগরিক হিসেবে ক্রেতার আইডিয়াগুলোকে, নাগরিকদের যে একটি ক্রেতার চরিত্র আছে, সেটির একটি আইনগত স্বীকৃতি বা সাংবিধানিক অধিকার, সেগুলো নিয়েও আপনাদের মতামত এক সময়ের কাগজপত্রে আমি দেখেছিলাম। আমি জানতে চাচ্ছি, আমি হয়তো কিছুটা আশাও করেছিলাম যে, ঐ বিষয়টির কোনো সাংবিধানিক প্রকাশ সম্ভব কি না এবং সেটি যদি আপনাদের থাকে, আশা করি যে আপনারা যে লিখিত দিবেন সেটিতে ক্রেতা হিসেবে নাগরিকদের যে একটি সত্তা থাকে তার সাংবিধানিক কোনো বহিঃপ্রকাশ সম্ভব কি না? কারণ সংবিধানে তো আইন থাকবে না। যেখানে থাকবে এর একটি আকাঙ্খা বা ধারণার প্রকাশ সেটি একটি ব্যাপার। হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আপনাদের আলোচনায় আমি পরিষ্কার হতে পারিনি যে, আপনারা যে অনুচ্ছেদগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন সেটি মোটামুটি পরিষ্কার, লিখিত আসলে আশা করি যে, বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে। সংবিধানে ধর্মীয় বিষয়ে অন্যান্য জাতিসত্তার যে কথা বলা হয়েছে, এখনকার ভাষা অনুযায়ী যে ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর কথা, সেখানে আপনারা সংখ্যালঘু যুক্ত করতে বলেছেন। ঐ অনুচ্ছেদে বাঙালি ব্যাতিত অন্যান্য জনগোষ্ঠীর কথা আলোচনা করেছিল, সেখানে আপনারা চাচ্ছেন যে, ধর্মীয় সংখ্যালঘু। অর্থাৎ জনগোষ্ঠীগতভাবে না দেখে ধর্মীয় বিশ্বাসটাকে সেখানে অন্তর্ভুক্ত করা।

**শ্রী প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস** (উপপরিচালক, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট): ধর্মীয় সংখ্যালঘু, হোক হিন্দু, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ, ethnic জাতিগোষ্ঠীর সাথে এরাও যাতে include থাকে। কারণ এই সংখ্যাটাও যেহেতু এক সময় ৩২-৩৩% ছিল, এখন ৮-৭% হয়ে গেছে। এই সুযোগটি সব জায়গায় যাতে practice করার সুযোগ থাকে। এই শব্দটি আমি include করার জন্য বলেছি।

**ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী** (কমিশন সদস্য): চেইঞ্জ ইনিশিয়েটিভের জনাব জাকির হোসেন সাহেবের কাছে আমার একটি প্রশ্ন ছিল, আপনি যেহেতু একটি climate change বিষয়ে expert, আজকে সকাল বেলাও একটি suggesions এসেছে যে, Article 18(a) should be amended to address climate change concern. আপনারা যখন আপনাদের লিখিত বক্তব্য দেবেন, তখনও বলতে পারেন যে climate change এর যে চ্যালেঞ্জগুলো how can we specifically address those challenges in the constitution?

**জনাব মুহাম্মদ জাকির হোসেন খান** (চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভ): Thanks. You will consider on that. এখানে একটি বিষয়ে আমি সুযোগ নিচ্ছি। Nature base যে solution এর কথা বলি, সারা পৃথিবীতে এখন বলা হচ্ছে, এটি আসলে nature base localise solution. Community ledge solutions. এটি কিন্তু আমাদের সংবিধানে করা উচিত। অনেক সময় দেখা যায় climate solution এর নামে adoption এর নামে হোক, mitigation এর নামে হোক এমন কোনো প্রযুক্তি চলে আসে, যেগুলো আমাদের eco system এর সাথে contradict করে। আমাদের food security এর নামে এমন কিছু জিনিস এখন হচ্ছে, যেগুলো আমাদের food adulteration বাড়াচ্ছে, health risk বাড়াচ্ছে। এগুলো আমাদের সংবিধানে আসতে পারলে ভালো। কারণ food security যতটা গুরুত্বপূর্ণ, food safety আসলে তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর জন্য public health cost বেড়ে যাচ্ছে। যদি আমরা oportunity health cost হিসাব করি। যখন আমরা public health এর কথা বলি, public health আর nutrition more on আমার মনে হয় যে, আরেকটি জিনিস perspective হলো যে, curative measure এর চেয়ে prevention এর দিকে যত বেশি আমরা নজর দিতে পারব এবং constitution protection দেবে preventionকে তত বেশি আমাদের cost of investment বা আমাদের oportunity cost এর পরিমাণ কমে যাবে। সুতরাং সেটি কীভাবে incentivise করা যায়, রাষ্ট্র কীভাবে incentivise করতে পারে, যারা prevention এর দিকে investment করবে, আমাদের কৃষকরা যারা করবে বা যারা এ ধরনের organic food করবে, সেই জায়গাগুলোতে আমাদের রাষ্ট্রের একটি protection দরকার। constituional obligation থাকলে দেখা যাচ্ছে যিনি organic food করছে তাকে কিন্তু আমি protection দিচ্ছি না। পক্ষান্তরে যে chemical fertilizer দিয়ে production করছে তাকে আমি অন্যভাবে tax incentive দিচ্ছি। অন্য ধরনের কোনো incentive দিচ্ছি। আমি যদি এখন বলি renewable energyতে বর্তমানে আমরা কোনো ধরনের incentive দিচ্ছি না। পক্ষান্তরে এর উপর duty দিচ্ছি। একই সময়ে কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র যারা করছে, তাদেরকে আমরা corporate tax exemption দিয়ে দিচ্ছি আগামী ২০ বছরের জন্য। তাই আমরা যখন বলছি nature base solution এর কথা তখন রাষ্ট্রের অন্যান্য কাঠামোতে যারা আছে তারা কিন্তু এটি instigate করছে না। এটি obligatory করা

উচিত। আমি যখন plastice polution এর কথা বলছি, পরিবেশ মন্ত্রণালয় বলছে, এটি state এর একটি responsibility. সেটি কিন্তু অন্য মন্ত্রণালয়গুলো যেমন শিল্প মন্ত্রণালয় অথবা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ছিল immediately plastic এর alternative যে productগুলো, এগুলোকে মার্কেটে available করা।

আমি মনে করি যে, Natural right কে protection দেওয়ার বিষয়টি সরকারি কর্মচারীদের এসিআর-এ include করা উচিত। এখন প্রধান উপদেষ্টার অফিসে, ক্যাবিনেটে জগে পানি দিচ্ছেন, তাহলে অন্য মন্ত্রণালয়ে কী হচ্ছে? সেটি কি তারা অনুসরণ করছে। এটি obligatory করা উচিত। যখন একজন সিদ্ধান্ত দিচ্ছে যে, তুমি খালের উপর ব্রিজ করে দিবা, কালভার্ট করে দিবা এই সিদ্ধান্তটিকে পরে আর আমরা accountable করছি না। যার ফলে দেখা যায় যে, পানি আটকে যাচ্ছে। এবারে ফেণীতে যে বন্যা হলো, এই বন্যা লক্ষ্মীপুরে হওয়ার কোনো কারণ ছিল না। প্রধান যে কারণে হয়েছে যে, এলজিইডি নির্বিচারে রাস্তা ও কালভার্ট করার ফলে লক্ষ্মীপুরে পুরো জলাবদ্ধতা তৈরি হয়েছে। তাই এলজিইডির কর্মকর্তা যারা ঐ সময়ে ঐ সকল রাস্তা, কালভার্ট করেছে তাদের accountability কোন জায়গায়? সুতরাং constitutionally zero tolerant করতে হবে। যারা nature কে, natural flow কে, natural resource কে এরকম প্রতিবন্ধকতায় ফেলবে তাদেরকে accountability এর zero tolerance এ আনা উচিত। আমরা মনে করি, হাইকোর্টের dedicated court এবং প্রত্যেকটি জেলায় dedicated environmental or green tribunal থাকা উচিত। যেটি এখন আমাদের নেই । natural tribunal বলি বা environmental court বলি। যার ফলে দেখা যায়, আমরা যখন মামলা করেছি, রামপালের কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র নিয়ে সেটিকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, বছরের পর বছর সেটির কোনো হদিস নেই। এই যে বিষয়গুলো, যেমন-কার্বন taxing এর বিষয়টি আমাদের চিন্তায় আসা উচিত। আমাদের equity তে আসা উচিত। যেমন- carbon footprint যার আসবে। এখন আমরা বলি, carbon tax করা যাবে না, পরিবহনের যাতায়াত খরচ বেড়ে যাবে। কিন্তু আমার বাসায় ৯টি রুমে ৯টি এসি লাগিয়ে রেখেছি, এমনও আছে যে টয়লেটেও এসি আছে আমার জানা মতে। এখন তাকে যদি equal rate এ বিদ্যুতের সুযোগ দেই, তাহলে করাইল বস্তিতে যে থাকে তাকেতো subsidised rate এ বিদ্যুৎ দিতে পারব না। সুতরাং প্রশ্নটি হলো, যে বেশি কার্বন নিঃসরণ করবে, একটি কার্বন লিমিটের ওপর, যেটি carbon footprintএর অতিরিক্ত হলে তাকে কিন্তু progressive রেটে সব জায়গায় amenities সরকারের নিতে হবে। So this is fundamental equitable issue, justice issue. সংবিধানে যদি এ জিনিসগুলোর একটি বেঞ্চমার্ক না করে দেই, বার বার কিন্তু right এর আন্দোলন হবে। এই যে corruption করা, হয়তো একটি রাজনৈতিক দল আসলো, প্রফেসর সুমাইয়া খায়ের, she is very knowledgeable on that. Natured anti governance যদি আমরা focus না করি যে nature কে কোনো অবস্থাতেই touch করা যাবে না, তা না হলে কিন্তু হবে না। যেমন আমাদের বাংলাদেশে সব সময় আমরা মনে করি যে, এখানে বোধ হয় যা ইচ্ছা তাই করা যাবে। বাংলাদেশ কিন্তু নদীর ওপর দেশ, এটি দেশের ওপর নদী না। আমরা পাহাড় কাটছি, আমরা নদী ভরাট করছি, এতে রাষ্ট্রটি কি আদৌ টিকবে কি না? সংবিধান থাকবে, রাষ্ট্র নেই। Finally কী দাঁড়াল? আমার মনে হয়, এই জিনিসগুলো seriously চিন্তা করা উচিত। কিছু জিনিস আছে সংবিধানে যদি বেঞ্চমার্ক দিয়ে দেওয়া হয় যে, এটি untouchable। তা না হলে হবে না। আমরা জানি, কোনো একসময় political দলগুলো একসাথে হয়ে যায়, সেখানে মানুষের protection আর থাকে না। সেই জায়গাটাতে আমার মনে হয় balance একটা থাকা উচিত।

ধন্যবাদ।

**ড. শরিফ ভূঁইয়া** (কমিশন সদস্য): এটি হয়ত আমাদের কাজ, এটি আমরা জানি। তবুও আপনি যে জিনিসগুলো এনেছেন, এগুলো interesting। এখানে যে বিষয়গুলো আনা হয়েছে, সবগুলোই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। পরিবেশের এই যে বিষয়গুলো আপনি বলছেন, সংবিধানে আনা প্রয়োজন। একটি আর্টিকেল লিখা আর সংবিধানে এই ধারণাগুলো আনা একটু ভিন্ন। এগুলো কীভাবে সংবিধানে সন্নিবেশিত হতে পারে। সেই বিষয় কী আপনি চিন্তা করেছেন? আমাদের তো একটা বড় চিন্তা যে এগুলোকে আনা উচিত। কিন্তু এগুলোকে কী form এ সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা যায়, সেই বিষয়ে আপনি কোনো চিন্তা করেছেন কি না? আপনি হয়ত আমাদের এখনকার সাংবিধানিক কাঠামোর ভিত্তিতেও বলতে পারেন। আপনি অবশ্য নূতন চাইছেন, সেই হিসাবেও বলতে পারেন।

**জনাব মুহাম্মদ জাকির হোসেন খান** (চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভ): আমরা চাচ্ছি natural rights হিসেবে এটি আসুক। আমরা বলছি সাংবিধানিক অধিকার না, natural rights। জন লক এর এই philosophy টি আমরা যদি দেখি ১৩০০ শতক থেকে তিনি বলেছেন।

আমি নতুন বলছি বিষয়টি তা নয়, এটি ছিল। যখন ultra capitalism টি সামনে চলে আসে, তখন এটি surface এর বাইরে চলে যায়। আমরা বলছি এই natural rightsকে যদি আমরা define করি ইন্যাট, universal এবং elinable. এই তিনটি frameworkকে আমরা যদি বলি। ইন্যাট বলা হচ্ছে যে, This rights are acquired with a birth of an individual our being. Universal হচ্ছে যে, they apply to human and beings regardles of there status of circumstance. In elinable they can not the taken away or given up. এই তিনটি criteria কে ধরে যদি আমরা ব্রেঞ্চমার্কটি create করতে পারি natural rights কে এবং সেটি আমরা বলেছি

যে, যেমন-law of reason. জন লকের কথা ছিল, Natural law is the law of reason. এটি not law of the need, actually. কেন সেটি বলেছে, Human can not understand. Can understand using the rational facilities. This law obliges every one not to harm others with respect to their life, liberty and property and reason least to individual to recognized their rights equal to rights of others creating a moral obligation to respect to those rights. এই জিনিসগুলোর যে ব্যাখ্যাটা আমরা রেডি করেছি,আমরা কিন্তু দিয়েছি যে কীভাবে এটি করা সম্ভব। এটি যদি আমরা বেঞ্চমার্কে দেই, আমি আসলে বলতে চাই, কোনো বিষয়ে যখন বলি যে আপনার এটি অধিকার আছে, এই অধিকারটি কী? বেঞ্চমার্কটি কোথায়? সাংবিধানিক অধিকারের নাম দিয়ে আমরা যে কথাটি বলি, সংবিধানে এই বেঞ্চমার্কটি আসলে কোন জায়গায় cut off করব। সে জায়গাটির কিন্তু বার বার milestoneটা change হতে থাকে রাজনৈতি দলের principle অনুযায়ী। আমরা universal natural rightsকে protection এর বেঞ্চমার্ক ধরি, তাহলে কিন্তু deviate করবে না বা করলে কতখানি deviate করছে তা নাগরিকরা বুঝতে পারে যে রাষ্ট্র বা সোসাইটি কতখানি deviate করছে। So this is our understanding.

**ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী** (কমিশন সদস্য): ড. শরীফ ভূইয়ার প্রশ্নটিই আমার প্রশ্ন। তবে আমি একটু ভিন্ন আঙ্গিকে জানতে চাচ্ছি, আপনার ব্যাখ্যাটি আমি বুঝেছি, আপনার theme হচ্ছে সংবিধানের rights base জায়গাটি territory নির্ভর। অর্থাৎ আমরা territory দিয়ে confine করেছি। nature এবং people কে ignore করে। People এবং natureকে highlights করে constitutional right based frame হওয়া উচিত ছিল। আমরা এটি territory এর মাধ্যমে মাতৃভূমি বা এই concept এর ওপর base করার কারণে অনেক জায়গায় জিনিসগুলোকে limit করে ফেলেছি, বা properly reflect করিনি। If I understand correctly. আমার প্রশ্ন, যেহেতু আপনারা এ জায়গাতে অনেক কাজ করেন যদি নির্দিষ্ট কিছু referenceসহ আমাদেরকে হেল্প করেন, লিখিততে যে এই এই clauseগুলোতে এই এই angle থেকে languageটি হওয়া উচিত। তাহলে আমাদের জন্য পরবর্তী আলোচনা সহজতর হবে।

ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ক্যাব এর প্রতিনিধিদের কাছে ছোট্ট একটি প্রশ্ন। আপনারা সংখ্যানুপাতিক নির্বাচনের কথা বলেছেন। এটি কি পুরো সংসদের জন্য আপনারা বলছেন সংখ্যানুপাতিক, নাকি বিশেষ অংশের জন্য। ধরুন আগামী নির্বাচনের জন্য ৩০০ আসনে যেটি হবে, সেটি পুরোটাই আপনারা সংখ্যানুপাতিক ভোটের কথা বলছেন?

**ব্যারিস্টার শাহরুখ কবীর ভূইয়া** (সদস্য, কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব): আমরা পুরো নির্বাচনটিই সংখ্যানুপাতিক হওয়ার কথা বলছি। তাহলে muscleman আর কালো টাকা ব্যবহারের যে সুযোগ, সেটি কোনো পার্টি বা কোন প্রার্থী করতে পারবে না। কারণ সে জানেনা যে সে এখানকার এমপি হবে কি না? এজন্য যদি party basies-এ আসে, সমস্ত নির্বাচনেই এটি করা, যা আমাদের প্রস্তাব। আর আপনি যেটি বলেছিলেন, জ্বালানি নিরাপত্তার বিষয়টি, আমরা আজকে শুধু এটি নিয়েই কাজ করেছি। আপনারা ঠিকই বলেছেন যে, আমাদের একজন জ্বালানি উপদেষ্টাই আছে ক্যাবের পক্ষ থেকে, আপনারা হয়ত জানেন, ড. শামসুল আলম স্যার। জ্বালানি নিয়ে জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে আমাদের দুই দুইটি মামলা এবং বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের গণশুনানির যে ব্যবস্থা ছিল, সেটিতে আমরা শুনানি করার কারণে আমরা যুক্তি দেখানোর কারণে এক পর্যায়ে গিয়ে সরকার সেটিকে বাতিল করে দিলেন। যার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা এখনও pending আছে। সুখের বিষয় হলো বর্তমান অন্তবর্তী সরকার আমাদের এই দাবিটি ইতোমধ্যেই মেনে নিয়েছে।

গণশুনানি করার জন্য বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। আমাদের যিনি জ্বালানি উপদেষ্টা, জ্বালানি সম্পর্কে তিনি বিশেষজ্ঞ এবং তিনি এটি deal করছেন, প্রফেসর শামসুল আলম সাহেব, তিনি এটি নিয়ে কাজ করছেন। এবং জ্বালানি মন্ত্রণালয় সম্পর্কে যে কমিশন করা হয়েছে সেই কমিশনে ইতোমধ্যেই আমরা ভোক্তাদের স্বার্থে ডিজিটাল যে সুবিধাগুলো আছে, যেগুলো করা দরকার সেগুলো ইতোমধ্যেই আমরা সেখানে দিয়েছি। পরবর্তীতে কমিশনের একটি মিটিংয়েও আমরা উপস্থিত হয়ে বক্তব্য প্রদান করেছি। আমাদের বিভিন্ন সেক্টরে বিভিন্ন জন কাজ করেন। আমি সাধারণভাবে বলব যে ইতোমধ্যেই বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার আমাদের কিছু কিছু দাবী মেনে নিয়েছে। ভোক্তা স্বার্থেই এ কাজটি করা হয়েছে। বাংলাদেশে ক্যাবই একমাত্র সংগঠন যারা ভোক্তার স্বার্থে কাজ করে থাকে। সরকারের যে সেক্টরগুলোতে আমাদের কাজ করা প্রয়োজন সেগুলোতে আমরা প্রতিনিয়ত কাজ করছি।

ধন্যবাদ।

**ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক** (কমিশন সদস্য) ঃ আমি ছোট্ট একটি বিষয় বোঝার জন্য প্রশ্ন করছি, আপনি বলেছেন যে, পুরোটাই পার্টি মনোনয়ন দিবে, আপনি কি মনে করেন না যে, এই পদ্ধতিতে আবার একটি serious dictatorship জন্ম নিতে পারে। তখন দলীয়

প্রধান তার slaveদেরকে মনোনয়ন দেওয়ার চেষ্টা করবে। যে তার বেশি দাসত্ব করে এ ধরনের লোকদেরকে দিবে। এরকম একটি নতুন dictatorship তৈরি হতে পারে না? যদি ঐ ধরনের system করেন।

**ব্যারিস্টার শাহরুখ কবীর ভূইয়া** (সদস্য, কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব): এটি হতে পারে না, সেটি আমরা বলছি না। পেশি শক্তি দমানোর ব্যবস্থা হিসেবে এ রকম করার জন্য। যেহেতু যিনি প্রার্থী হচ্ছেন ঐ এলাকাতে, যেমন ধরেন ঢাকা-১৮ নম্বর আসনে। সেখানে এরকম অবস্থাটি তৈরি হয়েছে। পেশি শক্তি দিয়ে ভোট করে ফেলেছে, আর একজন ভোট করতেই পারেনি। এটিকে দমানোর জন্য অন্য আর কোনো রাস্তা নেই। কারণ আমি যখন জানব যে, আমি এ এলাকাতে নির্বাচিত হচ্ছি, আমি এ এলাকার এমপি হব। তাই আমি এখানে প্রচুর পরিমাণে অর্থ ব্যয় করব, আমার muscleman দের ব্যবহার করার সুযোগ নিব। এটি যেন করতে না পারে। যদি আমি না জানি যে, আমি এ এলাকায় এমপি হবো কি না? এজন্যই আমরা ক্যাবের পক্ষ থেকে এই চিন্তাভাবনা করেছি। আরেকটি বিষয়, আমরা এই সংবিধান পুনর্লিখন সমর্থন করি না। যেহেতু সংস্কারের প্রশ্ন এসেছে, এটি সংস্কার করা যেতে পারে। নতুন করে লেখার পক্ষে আমরা না।

**ড. শরীফ ভূইয়া** (কমিশন সদস্য) ঃ এ বিষয়ে আমি আইন ও সালিশ কেন্দ্রকে এবং আপনাদেরকে বলতে চেয়েছিলাম এবং আরও যারা বলেছেন। আপনারা যদি সম্ভব হয় আপনাদের লেখনিতে এটি দিবেন। আপনারা যদি একটু ব্যাখ্যা করতে পারেন যে কেন আপনারা মনে করছেন নতুন সংবিধান প্রয়োজন নেই, বর্তমানটাকেই সংস্কার করা যেতে পারে? আপনারাতো বলেছেন, এটির কারণটি যদি ব্যাখ্যা করেন। তাহলে কাজে লাগতে পারে।

**জনাব আবু আহমেদ ফজলুল কবির** (আইন ও সালিশ কেন্দ্র) : ধন্যবাদ। আপনার পরামর্শটি আমরা নিচ্ছি। আমরা যেটি জানি যে, সংবিধান সংস্কার কমিশন, স্বাভাবিকভাবেই আমরা এই টার্মটিকে মাথায় রেখেই আমাদের বক্তব্য বা অন্যান্য বিষয়গুলো করব। যেহেতু আইন ও সালিশ কেন্দ্র একটি মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান, আমরা চেষ্টা করছি যে, আমাদের এই কাজের অভিজ্ঞতা, এই contest এ একটি সরকারকে function করানোর জন্য সংবিধান একটি guideline। কিন্তু সামগ্রিকভাবে ১৭ কোটি বা ১৮ কোটি মানুষতো এটির মধ্যে থাকতে চাই। সে ধরনের বিষয়গুলোকে আমরা মাথায় রাখতে চাচ্ছি। পুনর্লিখন বা সংশোধনের যে বিষয়গুলো আসছে, আমাদের অবস্থানটা আমরা শুরুতেই বলেছি যে, আমরা পুনর্লিখন চাইছি না। সেইভাবে আমরা চেষ্টা করেছি আমাদের মতামতটি উপস্থাপন করার জন্য। নিশ্চয় কমিশন বিবেচনা করবে, বা আরো অনেকেই আসবেন, মতামত দিবেন। সেখানে আমরা সুনির্দিষ্টভাবেই আমাদের মতামত দেওয়ার চেষ্টা করছি।

ধন্যবাদ।

**ড. শরীফ ভূইয়া** (কমিশন সদস্য): আমার অনুরোধটি কিন্তু vise versa। যারা পুনর্লিখন চাইছেন, কেন চাইছেন। আপনি কিছুটা ব্যাখ্যাও করেছেন। যারা চাইছেন না তারাও ব্যাখ্যা করবেন, যারা চাইছেন সেটিও ব্যাখ্যা করলেন। তাহলে আমরা কারণগুলোও বুঝতে পারব।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): আমাদের ওয়েবসাইটেও গেলে দেখবেন যে, আমরা কমিশনের পক্ষ থেকে যেটি বলেছি সেটি হচ্ছে, সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন, পুনর্লিখন সবই আছে।

সাংবাদিক সম্মেলনেও কমিশনের পক্ষ থেকে যেটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে, সেটি হচ্ছে সবগুলো অপশনই আমরা রাখছি। কারণ আমরা তো জানিনা আপনারা কী বলবেন? আজকে আপনারা বলছেন পুনর্লিখন চান না, আপনার পাশেই চেইঞ্জ ইনিশিয়েটিভের একজন বলছেন যে, পুনর্লিখন চাই। আমাদের পূর্ব কোনো ধারনা নেই। আমরা শুনতে চাই, যাতে করে আমরা বুঝতে পারি আমাদের অংশীজনদের মতামত। সেক্ষেত্রে ড. শরীফ ভূইয়া বলেছেন যে, আমরা যুক্তিগুলো যাতে আপনাদের কাছ থেকে পাই। এটি পুনর্লিখন দরকার, এই জায়গায় সংশোধন দরকার, ঐখানে সংযোজন দরকার, ঐখানে বিয়োজন দরকার। বড় আকারে তো এই বিষয়টি এসে দাঁড়িয়েছে সংশোধন না পুনর্লিখন, আপনাদের যৌক্তিকতা পেলে আমরা তাতে স মৃদ্ধ হবো এবং যুক্তিটা বুঝতে পারব।

ক্যাবের প্রতিনিধি কিছু বলতে চাইছিলেন।

**ব্যারিস্টার শাহরুখ কবীর ভূইয়া** (সদস্য, কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ,ক্যাব): আমরা লিখিত বক্তব্যে বলেছি যে, আমরা কেন পুনর্লিখন চাচ্ছি না, আমরা সংশোধন বা সংস্কার চাচ্ছি। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের প্রতিনিধি যেভাবে বললেন যে, সংস্কার wordকেই আমরা priority দিচ্ছি। পুনর্লিখনের বিষয়ে আমাদের কোনো intention বা চিন্তাই নেই। আমাদের প্রধান কথা হচ্ছে foundationটাই তো হচ্ছে আমাদের ৭২ এর সংবিধান। এটিকে বাতিল করে যদি এখন পুনর্লিখন করতে হয়, আমার মনে হয় যে, it will be a big question

to our origin. এখন আমদের যেটি দরকার সেটি হলো, সময় অনেক বদলেছে, সেই অনুযায়ী আমাদের যে সংশোধনগুলো দরকার, যা যে বিষয়গুলো মনে হচ্ছে, বা যে particular অনুচ্ছেদগুলো দেখা যাচ্ছে আমাদের public interest এর পরিপন্থী, সেগুলো আমরা সংস্কার বা সংস্থাপনের প্রস্তাবনা দিয়েছি। এটিই হচ্ছে আমাদের ব্যাখ্যা যে কেন আমরা পুনর্লিখনের পক্ষে না। আমরা আমাদের foundation কে নড়াতে চাচ্ছি না। এটির উপর ভিত্তি করে এত বছর আমাদের যা যা অর্জন ছিল বা যা আমাদেরকে এতদিন সামনে এগোতে দিচ্ছে না সেগুলোকে আমরা চাচ্ছি যে সংশোধন করা হোক। স্যার যেমন বললেন যে right to nature এর কথাটি। যে rightগুলো বা right to clean energy একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। এগুলোকে আমাদের যে basic rightগুলো আছে সেগুলোতে include করা যেতে পারে। কিন্তু পূর্বের সবকিছু বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ নতুন একটি জিনিস আনতে গেলে সেই red tape বা সেই bureaucracyতে দেখা যাবে যে আমরা আরও পিছিয়ে যাব, আগানোর চেয়ে। তাই foundationটি ঠিক রেখে আমাদের প্রস্তাবনা হচ্ছে, সংশোধন করা হোক। পরিবর্ধন, পরিমার্জন যেটিই হোক।

ধন্যবাদ।

**জনাব মুহাম্মদ ইকরামুল হক** (কমিশন সদস্য): Just একটু জানার জন্য। আপনি যেটি বললেন যে, right to clean energy, এটি আমরা সংবিধানে দিতে চাই, বর্তমান সংবিধানের তৃতীয়ভাগে right to clean energy দিতে চাইলেও, বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী এটি তো দেওয়া যাবে না। কারণ অনুচ্ছেদ ৭(খ) অনুযায়ী তৃতীয়ভাগে তো কোনো সংশোধনী আনা যাবে না। একটি বিষয়। দুই নম্বর বিষয় হচ্ছে, কেউ যদি তারপরেও দিতে চায়, তাহলে অনুচ্ছেদ ৭(ক) অনুযায়ী এটি একটি অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত হবে। এ বিষয়টি আপনি কীভাবে দেখছেন?

**ব্যারিস্টার শাহরুখ কবীর ভূইয়া** (সদস্য, কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব): অসলে এখন পুরো সংবিধান রিফর্মের যে explanation সেই expertism আমার নেই। আমি শুধু প্রস্তাবটি দিলাম যে এটি কীভাবে করা যেতে পারে। আমার আশা থাকবে যে, এই প্রস্তাবটি আসলে কীভাবে এই জিনিসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। সে বিষয়ে হয়তো আরও expert opinion নেওয়া যেতে পারে। আর যে particular issue টি বললেন, আমাদের তো আসলে সংবিধানের বিষয়ে সে রকম concentrate বা principle নেই। এটিকে যদি পরিবর্তন করে করা যেতে পারে সেই rightগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করার, সেটি করা। কারণ আমি যেটি বলতে চাচ্ছি, পুনর্লিখনটি আমার মতে আনা উচিত নয়। আমাদের মূল সংবিধানটিকে রেখেই সেটি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): আসলে ব্যাখ্যার জন্য জানতে চাওয়া।

সবাইকে ধন্যবাদ।

আমরা আজকে সারাদিন ধরে বিভিন্ন civil society organisation এর সাথে কথা বলেছি, আপনাদের মতামত শুনেছি, রেকর্ডিং এর সুবিধার জন্যই আমরা এই কক্ষে বসেছি, যাতে করে আপনাদের প্রত্যেকের বক্তব্য রেকর্ড করা যায়। আমাদের note taker গণ আছেন, আমাদের গবেষকরা আছেন, তারা এগুলো নোট নিয়েছেন। আপনাদের এ মন্তব্যগুলো, আপনাদের প্রস্তাবগুলো এবং আপনারা যারা ইতোমধ্যেই লিখিত প্রস্তাব দিয়েছেন তাদেরকে ধন্যবাদ। আমরা আপনাদের পরবর্তী প্রস্তাবের জন্য অপেক্ষা করব। ২০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে। অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে আমাদের কাজটি করতে হচ্ছে। আপনাদের অত্যন্ত ধন্যবাদ। আপনাদের অনুমতি পেলে আজকের অধিবেশন আমরা এখানেই শেষ করব।

ধন্যবাদ।

# অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভা

## চতুর্থ সেশনের কার্যবাহ

তারিখ : ১২ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ
সময় : সকাল ৯.৩০ থেকে ১১.০০ পর্যন্ত

**উপস্থিত কমিশন সদস্যদের তালিকা**

| | | |
|---|---|---|
| ১। | অধ্যাপক আলী রীয়াজ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও লেখক | কমিশন প্রধান |
| ২। | অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | সদস্য |
| ৩। | ব্যারিস্টর ইমরান সিদ্দিকি, বার-এট-ল | সদস্য |
| ৪। | অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | সদস্য |
| ৫। | ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী, বার-এট-ল | সদস্য |
| ৬। | জনাব ফিরোজ আহমেদ, লেখক | সদস্য |

**অংশীজনের তালিকা:**

১। মুফতি আব্দুল মালেক (খতিব, বায়তুল মোকাররম)

২। খুশি কবির।

**কার্যবাহের রিপোর্ট প্রস্তুতকারক ঃ**

১। মোঃ আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

২। মোঃ আল-আমিন, সহকারী পরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

**সম্পাদনায়:**

ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

## অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভার কার্যবাহের রিপোর্ট

## কমিশন প্রধান অধ্যাপক আলী রিয়াজ-এর সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান) : উপস্থিত সুধীবৃন্দ, সংবিধান সংস্কারের লক্ষ্যে মতামত ও প্রস্তাব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অংশীজনদের সঙ্গে কমিশনের এই আলোচনায় উপস্থিত হওয়ার জন্য কমিশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আপনারা জানেন যে, সংবিধানের সংস্কার বিষয়ে সুপারিশের জন্য অন্তর্বর্তী সরকার স্বল্প সময় নির্ধারণ করে দিয়েছে। সেই কারণে, আপনাদের অত্যন্ত কম সময় দিয়েই আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আপনারা তাতে সাড়া দেওয়ায় আমরা কৃতজ্ঞ।

আমরা ছোট ছোট আকারে অধিবেশনে মিলিত হচ্ছি যাতে করে সকলের কথা শুনার সুযোগ পাই এবং এগুলোর প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা সংগ্রহ করা যায়।

আমরা এখানে উপস্থিত হতে পেরেছি গত ১৬ বছরে, বিশেষত জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে হাজার হাজার মানুষের আত্মদানের কারণে। ফলে আজকে এই প্রথম সভার শুরুতে আমরা গভীর শ্রদ্ধা জানাই সেই সব শহিদদের প্রতি, যাঁদের আত্মদানের ফলেই তা সম্ভব হয়েছে এবং আমরা আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করি। এখন কমিশনের সদস্যগণ তাঁদের পরিচয় দিবেন।

(অতঃপর কমিশনের সদস্যগণ তাঁদের নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন )।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

আমাদের সামনে উপস্থিত আছেন খুশি কবির। আমরা অনুমান করতে পারি যে, সিভিল সোসাইটির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হিসেবে সংবিধানের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার অনেক কথা বলার আছে, অনেক প্রস্তাব আছে। কিন্তু সময়ের স্বল্পতার কারণে আমরা অনুরোধ করব, আপনি ১৫ মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্যের সারাংশ তুলে ধরলে পরে আমরা অন্যদের মতামত শোনার সুযোগ পাব। তাছাড়া আপনার বিস্তারিত মতামত ও প্রস্তাব চাইলে  লিখিত আকারে আজকে অথবা আমাদের কাছে আগামী ২০নভেম্বও ২০২৪ তারিখের মধ্যে পাঠিয়ে দিতে পারেন।

(অতঃপর অংশীজন তাঁদের নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন।)

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

প্রথমে বক্তব্য রাখার জন্য আহবান জানাচ্ছি জনাব খুশি কবিরকে।

**জনাব খুশি কবির (অংশীজন):** আমি দেখছি, আমি এখানে একাই উপস্থিত আছি। আমি মনে করেছিলাম, আরো কয়েকজন উপস্থিত থাকবে। এতে আলোচনায় আরও বেশি সুবিধা হতো।

আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় আমি মনে করেছি, আমার আসা প্রয়োজন এবং বক্তব্য দেওয়া প্রয়োজন। আমি লিখিত বক্তব্য পরেই দিব। আপনারা ২০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে বলেছেন। আমি ২০ তারিখের মধ্যেই পাঠিয়ে দিব।

আপনারা আমন্ত্রণ পত্রতেও লিখেছেন, এই প্রেক্ষাপটটি হচ্ছে, একটি গণঅভ্যুত্থান হয়েছে, আন্দোলন হয়েছে। যার প্রেক্ষিতে অনেক প্রাণের বিনিময়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার চাচ্ছে শুধু একটি নির্বাচন নয়, কিছু কিছু সংস্কারও করা দরকার। সেই সংস্কারের মধ্যে আপনাদের কমিশনটি হলো সংবিধান সংস্কার কমিশন । এই কমিশন নিয়ে অনেক আলোচনা, debate আছে। আমি মনে করি, যে সংবিধানই থাকুক না কেন সংস্কার সবসময় প্রয়োজন। প্রত্যেকটি রাষ্ট্রে সময়ের সাথে সাথে কিছু কিছু জায়গায় পরিবর্তন, সংশোধন বা কিছু সংযোজন-বিয়োজনের প্রয়োজন হয়ে থাকে। আমার মনে হয়, এটি একটি ভালো সময়। সার্বিকভাবে পুরোট দেখে করা যাবে। কারণ এটি কোনো রাজনৈতিক বা দলীয় সরকার না। এখানে জনগণের ভোট পাওয়ার, তারা কি চাচ্ছে, ভোট পাচ্ছে কি পাচ্ছে না, সেই বিষয়টি প্রাধান্য পাচ্ছে না। আমরা আশা করি, এখন যে সরকার আছে, তারা বিষয়টি গুরুত্বসহকারে দেখবেন এবং প্রয়োজনীয়তা দেখবেন। সবচেয়ে বেশি হচ্ছে "প্রয়োজনীয়তা"। আমাদের সংবিধানে স্পষ্ট করে বলাই আছে, "জনগণই হচ্ছে সব ক্ষমতার উৎস"। আপনারা হলেন সংবিধান বিশেষজ্ঞ। আমি বিশেষজ্ঞ নই। আমি একজন মাঠ পর্যায়ের কর্মী, মাঠে কাজ করি। বিশেষ করে গ্রামীণ খেতমজুর, ভূমিহীন নারী এবং পুরুষের সাথে কাজ করি। এটিই হলো, আমার ৫ দশকের কাজের জায়গা। ঢাকায় থাকি বলে আরো অনেকগুলো পরিষদের সঙ্গে যুক্ত আছি। আমার মূল কাজ এবং মূল বিষয় হচ্ছে, গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষদের নিয়ে।

এদের সাথে কাজ করতে গিয়ে যেহেতু তাদের মানবাধিকারের বিষয়গুলো চলে আসে, মানুষের অধিকারের বিষয়গুলো চলে আসে এবং সবার অধিকারের বিষয়গুলো চলে আসে। সংবিধান হচ্ছে সবার জন্য। দেশের সকল নাগরিকের স্বার্থে, তাদের সুবিধার্থে যেন একটি রাষ্ট্র চলতে পারে, এটিই সংবিধানের মূল বিষয়। সংবিধানে এই বিষয়গুলো reflected হওয়া উচিত। বর্তমান সংবিধানে আমাদের এই বিষয়গুলো সার্বিকভাবে সবকিছুতে reflected করছে কি, করছে না- আপনারা বুঝবেন। আপনারা অনেকেই আইন বিষয়ে পড়ান বা আইন পেশার সাথে জড়িত আছেন। আইন বিষয়ে না পড়ালেও রাষ্ট্র বিষয়ে পড়ান।

আমি এখানে সংবিধানের কয়েকটি বিষয়ে কথা বলব। আমি সংবিধানটি আবার পুরো পড়েছি। আমি সংবিধানের detail-এ যাব না। কারণ আমি মনে করি, বিভিন্ন সেক্টরে যারা আছেন, তারা দেখবেন কোন clause-টি কোন জায়গায়। একটি মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭২ সালে সংবিধান রচনা করা হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় বিরাট একটি বিষয় ছিল, পূর্ব পাকিস্তান আর পশ্চিম পাকিস্তানের বাঙালিত্ব আর বাঙালি সংস্কৃতি। তারা বাঙালির বিষয়টি দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিল, রবীন্দ্র সংগীত নিষিদ্ধ করেছিল। আমরা ভাষার বিষয়ে “চভাষা আন্দোলন” করতে দেখেছি। সেখানে বাঙালিত্বের বিষয়টি চলে এসেছিল। বর্তমান বাংলাদেশের অধিকাংশই আমরা বাঙালি। প্রথম থেকেই যেটি চলে আসছে, আমাদের জাতিগত পরিচয় বাঙালি, আর জাতীয়তা বা citizenship বাংলাদেশি। প্রথম থেকেই এটি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কারণ আমাদের দেশে অনেকেই আছেন যারা বাঙালি নয়, তারা সংখ্যায় খুবই কম। কিন্তু তারা এদেশেরই নাগরিক। তাদেরকে এখানে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তাদেরকে ignore করাটা ঠিক হবে না। যারা বাঙালি নয় আদিবাসী, অন্যভাষী বা অন্য জাতি। সে কারণেই আমি মনে করি, জাতিগত পরিচয় বাঙালি না থেকে আমার নাগরিকত্ব হচ্ছে আমি “বাংলাদেশী”। এটি আমার প্রথম একটি বিষয়।

দ্বিতীয়ত যে বিষয়টি পরবর্তীতে নিয়ে আসা হয়েছিল, রাষ্ট্রধর্ম। এখন যদিও আমরা বলি, আমাদের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা ফিরে এসেছে। কিন্তু আমার মতে ও আমার চিন্তায় একটি রাষ্ট্রের ধর্ম থাকার প্রয়োজন নেই। রাষ্ট্র সবার জন্য। ঠিক আমি যেভাবে বলেছি জাতি হিসেবে বাঙালি থাকা উচিত নয়, ঠিক একইভাবে সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য। সবাই যেন মনে করে, এই সংবিধান তাকেই reflect করছে। তার বিষয়টি আনছে। তাকেই অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে এ দেশের নাগরিক হিসেবে। আমি মনে করছি, এখানে রাষ্ট্রধর্ম থাকার প্রয়োজন নেই। আমি খুব সুস্পষ্টভাবে মনে করি, সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম রাখার দরকার নেই। সংবিধানের প্রথমেই বিস্‌মিল্লাহির-রহ্‌মানির রহিম লিখে থাকি। আমার মনে হয় এটিও প্রয়োজন নেই। সংবিধান সবার জন্য থাকা উচিত। এদেশের অধিকাংশ মানুষ যে ধর্মে বিশ্বাস করে, তা কমেও যাচ্ছে না, হালকা হয়েও যাচ্ছে না। ধর্ম কোনো দিকে উপেক্ষাও হচ্ছে না। ব্যক্তিগতভাবে যে ধর্ম বিশ্বাস করে, তার বিশ্বাসটি যেন স্পষ্টভাবে থাকে। এটি সংবিধানে থাকলে বা না থাকলেও যে-যেভাবে চলছে, সেভাবেই চলবে।

আরেকটি বিষয় এখানে আনা দরকার। যেটি হলো আমাদের সংবিধানে স্পষ্ট করে বলা আছে ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে সবার জন্য সমান অধিকার আছে এবং প্রত্যেকটি স্তরে এটি সব জায়গায় আছে। এটি উল্লেখ নাই কিন্তু আমাদের আইনে আছে। পারিবারিক আইন ধর্ম দ্বারা পরিচালিত হবে। সংবিধানে পারিবারিক আইনটি নেই। কিন্তু অন্যান্য জায়গায় আছে। প্রতিটি জীবনের সবার সমান অধিকার থাকবে। যা রাষ্ট্রের আইন দ্বারা পরিচালিত হবে। কিন্তু ব্যক্তি বা পারিবারিক বিষয়টি সংবিধানে নেই। এই বিষয়টি আমি কয়েকবার সংবিধান পড়ে দেখতে চেয়েছি এটি সংবিধানে আছে কি না? এ বিষয়টি সংবিধানে নেই। কারণ আমার একটি বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, সংবিধানে বলেছে, তবে পারিবারিক আইন হবে ধর্ম দ্বারা পরিচালিত–এ বিষয়টি সংবিধানে নাই। আপনাদের সামনে বলছি, এটি আইনে আছে কিন্তু সংবিধানে নাই। আমি মনে করি, সংবিধানে যদি স্পষ্ট থাকে সর্বক্ষেত্রে যেন ব্যক্তি এবং পারিবারিক জীবনটিও নিয়ে আসা হয়। ধর্ম দ্বারা যেন এটি পরিচালিত না হয়। আমাদের যেমন Civil Law আছে, Criminal Law আছে, এগুলো কোনো ধর্ম দ্বারা পরিচালিত হয় না। এজন্য রাষ্ট্রের আইন আছে এবং এই আইনের দ্বারা পরিচালিত হয়। আমাদের সবকিছুই সেভাবে চলে। আমি পারিবারিক আইনটিকে আলাদাভাবে চাওয়ার কারণ হচ্ছে , এতে সবচেয়ে বেশি সমস্যা হয়। এটি নিয়ে আমরা অনেকবারই অনেক সময় আলোচনা করেছি। আমার মনে আছে ৮০-র দশক থেকেই আমরা চেষ্টা করেছি একটি অভিন্ন পারিবারিক আইন করতে। মূল বিষয়টি হলো, এটি করতে গেলে ধর্মের সমস্যা চলে আসতে পারে। আমার বক্তব্য এখানে খুবই স্পষ্ট। সম্ভবত ১৯৬১ সালে আইছুব খান “মুসলিম পারিবারিক আইন” প্রবর্তন করেছিল। সেটি এখনো বিরাজমান। আমি আরো যদি বলি, বাংলাদেশ হওয়ার পরে “হিল্লা” নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অনেকগুলো পারিবারিক আইনের পরিবর্তন হয়েছে। সেক্ষেত্রে তো কোনো সমস্যা হচ্ছে না। তার অর্থ আমি শরীয়া আইনের মধ্যে reform আনছি। আমি কিছু reforms এনেছি, আনা দরকার। আমি এগুলোকে বলি যে, যুগের সাথে অবশ্যই দরকার। একজনের মানবাধিকার রক্ষা করার জন্য সবকিছুই সংবিধানে আনা দরকার। আমরা যেন এগুলো করতে পারি। আমাদের লিখতে কেন এতো অসুবিধা? সবচেয়ে বড় খটকাটা আসে দুটো জায়গায়, মূল একটি জায়গা হলো inheritance. হিন্দু পুরোহিত বিশেষ করে পুরুষ হিন্দু পুরোহিত নেতা যারা আছেন, তারাও এটিকে সমস্যা মনে করে। অথচ পাশের দেশ ভারত, হিন্দু প্রধান দেশ এবং সেখানে হিন্দুদের জাগরণ অনেক বেশি। সেখানে অনেক পরিবর্তন এসেছে। ওদের দেশে মুসলমানদের পরিবর্তন আসেনি বা কম এসেছে। ভারতের

তুলনায় আমাদের দেশে মুসলমানদের পরিবর্তন এসেছে। Major religious যেখানে থাকে, তারা একটা সাহস পায়। আমি মনে করি, এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার populist কোনো agenda নিয়ে আসেনি। দেশের স্বার্থে এসেছে। এটি হলো, উত্তম সময়। আমাদের এখানে একটি অভিন্ন পারিবারিক আইন চলে আসতে পারে। আপনারা হয়ত বলবেন যে, এটি আপনাদের জন্য relevant নয়। আমি বলব, এটি relevant. কারণ Constitutions-এ যদি এটি চলে আসে that it also includes personal law. কিন্তু personal laws-এর জায়গায় এই বিষয়টি চলে আসলে অভিন্ন পারিবারিক আইন করাটা অনেক বেশি সহজ হবে।

যেটি আমরা সবাই ৪ দশকের বেশি এটি নিয়ে আলোচনা করছি, আন্দোলন করছি, কথা বলে যাচ্ছি। আমাদের Constitutions-এ Ombudsman-এর কথা আছে। আমি খুব specific বলছি, ৭২ থেকে আজ ২০২৪ সাল পর্যন্ত এটির কোনো প্রতিফলন ঘটতে দেখিনি। তাঁর ভূমিকাগুলো কী, সেটিও করা হয়নি। এটি খুবই প্রয়োজন। এরকম একটি যদি Constitutional Post যারা Government-এ থেকে আসবে। তারা দেখতে পারবে, আসলে দেশের সবকিছু সঠিকভাবে চলছে কি না? আমার মনে হয়, আপনারা এ বিষয়টি দেখতে পারেন। আর এটিকে কীভাবে আরেকটু যুগোপযোগী করা যেতে পারে। এটিতে খুবই অল্প দু-তিনটা লাইন আছে। সেটিকে আমরা কীভাবে করতে পারি পরবর্তীতে যখন পার্লামেন্ট বসবে, আইন পাস হবে। তারা যেন সেখান থেকে করতে পারে। আমরা এগুলো দেখতে পারি। অনেকগুলো জায়গায় লেখা আছে, যেমন- emancipation, কৃষক-শ্রমিকদের জন্য কাজ করা, নারীদের জন্য কাজ করা। স্থানীয় সরকারের ভূমিকাগুলো আছে। আমার মনে হয়, এগুলোকে আরেকটু বেশি শক্তিশালী করা দরকার। আর আবার যদি আমি Ombudsman-এ ফিরে যাই, সেখানে আমাদের National Human Rights Commission-কে শক্তিশালী করা অথবা Ombudsman-কে শক্তিশালী করা দরকার। National Human Rights Commission একটি Constitutional Commission. এটি যেন independent থাকে, সরকারের সাথে যুক্ত নয়। অনেকগুলো মানবাধিকার লঙ্ঘন ঘটেছে, ঘটে। সেগুলো থেকে কিন্তু রেহাই পেতে পারে। সেখানে একটি ভূমিকা থাকতে পারে। তাদেরকে আরও বেশি শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে হবে। আমার মনে হয়, Election Commission-এরও অনেক বেশি ভূমিকা থাকা দরকার। আমরা সবসময় বলি যে, Election Commission-এর দাঁত নাই। তারা আছে শুধু election করার জন্য। Election করা শুধু গণতন্ত্র না। একদিন আমরা ভোট দিয়ে আসলাম, সেটি গণতন্ত্র না। কীভাবে হলো, ঠিকভাবে হলো কি না? মানুষ সঠিকভাবে তাদের নিজের মতামত দিতে পারল কি না? এ বিষয়গুলো দেখতে হবে। এর পরবর্তীতে আমি নিয়ে আসছি স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী করা। স্থানীয় সরকারকে আরো শক্তিশালী করার বিষয়টি আমাদের সংবিধানে আছে। সংবিধানের এই জায়গায় detailed out করার তো কোনো scope নাই। সংবিধান দিকনির্দেশনাগুলো দেয়। এটি আরেকটু শক্তিশালী করতে হবে। পরবর্তীতে যখন এগুলো আইন ও পলিসি হিসেবে আসবে।

আমাদের অভিজ্ঞতায় এবং আমি বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বলছি, যখনই একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে বা যে কোনোভাবে একটি non-party সরকারের অধীনে নির্বাচন হলে, কিছু ইলেকশনের সময় rigging হয় না যে, সেটি না। মাস্তানি হয় না যে, সেটি না। সেগুলো কিছু হয়। কিন্তু তারপরেও তুলনামূলকভাবে একটা unbiased ভাবে চলে আসতে পারে। আমি দেখছি ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। ১৯৯০ সালে যখন শাহাবুদ্দিন ক্ষমতায় আসলেন, তাঁর অধীনে প্রথম '৯১-তে নির্বাচন হয়েছিল। তারপরে '৯৬-এর ফেব্রুয়ারি মাসে partisan সরকারের অধীনে নির্বাচন হয়েছিল, যেটি প্রত্যাখ্যান করেছিল।

তারপর ১৯৯৬ সালের জুন মাসে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন করা হয়েছিল। ২০০১-এ করা হয়েছিল। আর ২০০৯-এ করা হয়েছিল। তখন দেখা গেছে, কিছু মানুষ ভোট দেওয়ার একটি উৎসাহ পেয়েছিল। পরবর্তীতে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা বাতিল করার পরে মানুষের উৎসাহটাও কমে যায়। আমি জানি না, এটি Constitution-এর মধ্যে পড়ে কি না বা এটি Election Commission-এ পরে। আমি এখানে ফ্লোর পেয়েছি বলেই বললাম। আমি মনে করি, আনুপাতিক হারে যে সংসদগুলো আছে যেমন: আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ শ্রীলঙ্কা বা নেপাল। এ দুটো দেশে ভিন্ন ভিন্ন টাইপের আছে। কিন্তু শ্রীলঙ্কা, নেপাল, সাউথ আফ্রিকা এবং ইউরোপের অনেকগুলো দেশে আছে। এর বাহিরেও অনেক দেশে আছে। আমি এগুলো সম্পর্কে জেনেছি। এটি হলে অনেক ক্ষেত্রে যেমন কিছু কিছু ব্যক্তিদের voice-ই আসতে পারে না সেখানে এগুলোর একটা balance পাওয়া যায়। আমি এই বিষয়টা আনতে চাচ্ছিলাম। এখানে এটা নিয়ে আসা দরকার। আমার মনে হয়, আনুপাতিক হারে হলে, each party- র মধ্যেও থাকতে পারে যে কত শতাংশ কোন কোন sector থেকে আসতে পারে, তাহলে অনেক বেশি representative হয় এবং আরো মানানসই হয়। Problem সবগুলোতেই আছে, সব ধরনের পদ্ধতিতে আছে। কিন্তু এগুলোতে আমরা দেখতে পারি Who is the best possible? আমার ১৫ মিনিট সময় শেষ হয়েছে কি না; আমি জানি না।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান) : আরো দু-একটি বিষয় থাকলে আপনি যুক্ত করুন।

**খুশি কবির (অংশীজন):** আমি ধর্ম নিরপেক্ষতার বিষয়ে কথা বলেছি। সেখানে কিন্তু freedom of religion আছে। সেটি সবার

জন্য প্রযোজ্য। আমাদের constitution-এও freedom of religion আছে। সেখানেও সবার জন্য সমান বলা হয়েছে। Islamic State Religion-এর দেশগুলোতেও বলা হচ্ছে , অন্য সব ধর্মকে সমানভাবে সমিহ করা। কিন্তু এটি হয় না। সমানভাবে ধর্ম পালন করতে পারবে কিন্তু কোনোভাবে কোনো বৈষম্য বা কিছু থাকবে না। এটি কিন্তু সবসময় হয় না। এই বিষয়গুলো আছে। আমি আরো details যদি point পাই, সেটি পরবর্তীতে আমি লিখিত আকারে আপনাদের কাছে পাঠিয়ে দিব। আমি মনে করছি, এই বিষয়গুলো সবচেয়ে প্রাধান্য পাক। এগুলো আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। এগুলো আপনারা দেখবেন। আজকে আরো অংশীজন থাকলে তাদের মতামত কী ছিল। আর অন্যান্য গ্রুপ বা গোষ্ঠীদের সাথে যে বসেছেন, তাদের কাছে কী কী আসছে, সেটাও জানি না। আমি দেখেছিলাম, জাতীয় পর্যায়ের একটা পলিসি তৈরি করার পরে আইন করা হয়েছিল। সেটি আমার কাছে সবচেয়ে বেশি participatory মনে হয়েছিল। আপনারা যদি সময় দেন, তাহলে আমি দুই মিনিটে বলতে পারি। সেটি ছিল ভূমি সংস্কার কমিশন। আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই, আপনারা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সবার মতামত চাচ্ছেন। আপনারা সবার কাছে থেকেই মতামত পাচ্ছেন। আরও কয়েকজন হয়ত আপনাদের কাছে প্রস্তাব দিতে পারেন বিভাগীয় পর্যায়ে আলোচনা করা। বিভাগীয় পর্যায়ে আলোচনা খুবই প্রয়োজন। সঠিকভাবে কারা আমন্ত্রণ পাচ্ছেন সেটি যদি ঠিক না থাকে এবং আর conduct কীভাবে করা হচ্ছে, এখানে manipulateও হতে পারে। যেহেতু আমি অনেকগুলো প্রশিক্ষণ ও প্রোগ্রাম চালাই। আমি সেখানে দেখেছি, আমি যেটি আনতে চাচ্ছি সে জায়গায় সবাইকে নিয়ে আসতে পারি। এটি আমার manipulative.

আপনাদের কমিশনে এটি নিশ্চয়ই চাচ্ছেন না। কীভাবে সবাইকে আনা যেতে পারে, সবার মতামত যেন স্পষ্টভাবে বলতে পারে, সেটি যেন আপনারা জানতে পারেন। ১৯৮৩ সালে যখন Land Commission করা হয়েছিল। আমি এতে খুবই জড়িত ছিলাম। আবু জাফর মুহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ খানের নেতৃত্বে মেম্বার সেক্রেটারি ছিলেন কামাল উদ্দিন সিদ্দিকী। তাঁরা কয়েকটি ধাপে কাজ করেছিলেন। তাঁরা একটি ফর্ম করেছিলেন। কারণ তখন তো ইন্টারনেটের যুগ ছিল না। Social media-সহ অন্যান্য connectivity গুলো ছিল না। তখন ১৭টি কৃষক সংগঠনের মধ্যে সাংঘাতিক ইউনিটি ছিল। আমরা বুঝতে পেরেছি। তারা এই ফর্মগুলো নিয়েছিল। সব এনজিও-তে তখন মাইক্রোক্রেডিট ছিল না। এনজিওদের ভূমিহীন সংগঠন ও ভূমিহীনদের সাথে কাজ করারও একটি বিরাট প্রক্রিয়া ছিল। আমরাও অনেককে নিয়েছিলাম গবেষক হিসেবে। বিশেষ করে যারা ভূমিহীন কৃষক। এছাড়া শুধু অর্থনীতি না ইতিহাস বিষয়েও অনেকে ছিল। এই ফর্মগুলো সবার মধ্যে বিতরণ করে, মাঠ পর্যায়ে বিতরণ করে প্রচুর আলোচনার মাধ্যমে ফর্মগুলো পূরণ হয়েছিল। অনেক ফর্ম এসেছিল। যেটি আপনাদের হয়তো এখন অনলাইনে চলে আসছে। এটি খুবই ভালো। ফর্ম থাকলে ওটি random বা rumbling হয় না। একটি সুনির্দিষ্ট পয়েন্ট আকারে সবাই নিয়ে এসেছিল। আপনারা যেটি করছেন, পৃথক সব সেক্টরের সাথে বসা। সেটিও তাঁরা করেছিলেন। আলাদা আলাদা সেক্টরের সাথে বসেছিলেন তাদের মতামতের জন্য। পরে মাঠেও গিয়েছিলেন একদম গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত। শুধুই বিভাগীয় পর্যায়ের সম্মেলন না, মাঠ পর্যায়ের একদম কায়িক শ্রমজীবীদের সাথে আলাপ করেছিলেন। ভূমি সংস্কার বলতে তারা কী চিন্তা করছেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় তারা গিয়েছিলেন। এটি খুবই অংশীদারিত্বমূলক ছিল। আমার কাছে মনে হয়, এটি সবচেয়ে বেশি অংশীদারিত্বমূলক ছিল। আইনের মধ্যে অনেক ফাঁক আছে, অনেক দুর্বলতা আছে। এগুলো পরিবর্তন হওয়া দরকার। এটি ভিন্ন একটা বিষয়। আমরা চেষ্টা করছি সব জায়গায় বলতে যে, ভূমি নিয়েও একটি কমিশন করা উচিত। কারণ এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কৃষি, জলাশয় ও বন নিয়ে ভূমি। এটি প্রক্রিয়া হিসেবে বলছি। আর আমরা করেছিলাম National Environment Management Action Plan, সেখানেও আমরা স্কুলসহ সব জায়গায় ফর্ম পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। সম্ভবত ১৯৯৪ বা ৯৫ সালের দিকে। সেখানেও আমাদের সরকার অংশগ্রহণ করেছিল। সেখানে সবার মতামত ছোট বাইট করা হয়েছিল। তখন শুধু বিটিভি ছিল। সরকারের অর্থ থেকে করা হয়েছিল। প্রত্যেকটা ইউনিয়ন পরিষদ, স্কুলসহ সব জায়গায় ফর্ম পাঠানো হয়েছিল। আর আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি। বিভিন্ন সেক্টর থেকে আমরা এটি করেছিলাম। এটিতেও আমরা খুব অংশীদারিত্বমূলক একটি action plan নিতে পেরেছিলাম। আমি কিছু উদাহরণ দিলাম। আপনারা এটি অবশ্যই করছেন। আপনাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। সংবিধান সম্পর্কে আমার মূল বক্তব্য হলো নতুন করে সংবিধান রচনা করার কোনো প্রয়োজন নেই। কোনো সময় হয়ও না। কোনো দেশের সংবিধানে যেটি থাকে, নিশ্চয়ই সংস্কার করা হয়। নিশ্চয়ই কিছু যোগ করা হয়। বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে যেখানে পরিবর্তন করা দরকার, করবেন।

আমাকে শুনার জন্য সকলকে ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান) : ধন্যবাদ, খুশি কবির।

আপনারা কেউ প্রশ্ন করতে চান?

**ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী** (কমিশন সদস্য): ধন্যবাদ আপা।

আমার ছোট্ট একটি জিজ্ঞাসা ছিল জানার জন্য।

National Human Rights Commission নিয়ে যেটি বললেন, এখন তো সংবিধানে কিছু লেখা নাই। আপনি National Human Rights Commission-এর independence চেয়েছেন. যাতে strongly কাজ করতে পারে।

আপনি কী কোনো পরামর্শ দেবেন যে, সাংবিধানিক কোনো পদ করে দেওয়া বা সাংবিধানিক কোনো বিধান করা। দুটো পদ্ধতি হতে পারে। একটা হতে পারে যে Human Rights Commission নিয়ে কোনো provision দেওয়া অথবা এই post-টিকে Constitutional Post করা বা এ ধরনের কোনো কিছু আছে কি না?

**খুশি কবির (অংশীজন) :** আমি  যেটি আগেই বলেছি যে, Ombudsperson -এর role-টিকে যদি আমরা clear করতে পারি, যেটি সংবিধানে আছে। কিন্তু ১৯৭২ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত এই ৫২ বছর আমরা ভুলেই গেছি যে, এটি আমাদের সংবিধানে আছে। যদি আমরা সেটি করি তাহলে Ombudsperson-এর সাথে সাথে National Human Rights Commission independent হতে পারে Constitution-এ। আমি শুধু মনে করছি যে, Constitution-এ না থাকার জন্য আমরা Ombudsperson করিনি। আর  যেটি করেছি, একটা National Human Rights Commission. আসলে সেটিতে তাদের কোনো ভূমিকা আমি দেখছি না। ওদের সাথে কাজ করার সুযোগের চেষ্টা করেছি অনেকবার। কিন্তু তারা কিছু একটা রিপোর্ট বা কিছু একটা পরামর্শ দেওয়া ছাড়া আর কিছু করার নেই এবং কোনো ভূমিকাও তেমন রাখে না।

**অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক** (কমিশন সদস্য)**:** আমার একটা ছোট্ট প্রশ্ন যে, আপনি proportional representation-এ বিভিন্ন sectorial representation- এর কথা বলেছেন। What do you mean by this? Political process-এ আপনি cross section-কে means করছেন কি না?

**খুশি কবির (অংশীজন):** Representation একটি পার্টি দিবে। এটি সংবিধানে থাকতে পারবে না। কিন্তু আমি just বলছি as a porcess. Proportional representation হলো যে পার্টি যত শতাংশ ভোট পায়, সে অনুপাতে তার আসন থাকে পার্লামেন্টে। এখন যদি আসন থাকে, যেটি আমি অনেকগুলো দেশে দেখেছি। বিশেষ করে নেপালে আমি খুব ভালোভাবে দেখেছি। জার্মানিতেও আমি খুব ভালভাবে দেখেছি। সুইডেনেও দেখেছি। ওখানে যেটি করে যে, পার্টি থেকে women representation কত থাকবে? আমরা জানি যে, অনেক জায়গায় প্রায় ৫০ শতাংশ women representation নিয়ে আসে। তারপর Indigenious Communities, যে কমিউনিটিগুলো সবচেয়ে বেশি,  যে-সব গোষ্ঠী পিছিয়ে আছে যাদের কথা বলার অধিকার নেই। সংসদে তারা যেন এই issues-গুলো উঠাতে পারে যখন আইন-প্রণয়ন করা হয়। সবকিছু যেন উপেক্ষা করা না হয়, ভুলে না যাওয়া হয়। মাথায় নেই দেখে যেন এটি বাদ পাড়ে না যায়। এটি পার্টি থেকেই করতে হবে proportional representation-টি। Constitution-এ এটি থাকতে পারে না কিন্তু এটি Election Commission-ও নির্ধারণ করতে পারে। কিছু কিছু বিষয় কিন্তু merge হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমি মনে করছি যে, proportional representation-টি থাকলে এটি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তখন চপা প্রয়োগ র করা যেতে পারে দলগুলোকে যে, তোমরা যতগুলো আসন পাচ্ছ, তার মধ্যে যেন এরা এরা representation পায়। এটিই আমি বলতে চেষ্টা করেছিলাম।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান)**:** ধন্যবাদ, আমরা এখন শুনব মুফতি আব্দুল মালেক-এর কাছ থেকে। তিনি খতিব, বাইতুল মোকাররম-এর। আমি আশা করছি, ১৫ মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করবেন। আপনি প্রস্তাবগুলো সংক্ষিপ্ত আকারে আজকে অথবা ২০ তারিখের মধ্যে লিখিতভাবেও জমা দিতে পারবেন।

**মুফতি আব্দুল মালেক (অংশীজন) :** আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

আমি প্রথমেই একটু ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আসলে যে কোনো কারণেই হোক আমি দাওয়াত নামাটা পেয়েছি একদিন আগে। আর একদিন সময় ছিল সেদিন পূর্বনির্ধারিত এবং নতুন করে কাজ এসেছে। দেশি-বিদেশি অনেক মেহমান এসেছিলেন, যাঁর জন্য আমি সময় পেয়েছি মাত্র একরাত। অতি সংক্ষেপে আমি কিছু মৌলিক প্রস্তাব  লিখে এনেছি। এটি জমা দিব ইনশাল্লাহ। যেহেতু সময় দিলেন, ২০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ কাছাকাছি। আরেকটু সময় পেলে আমি বিস্তারিত লিখিত দিব।

প্রথমই আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন-এর শুকরিয়া আদায় করছি। আমাদেরকে এই মহৎ কাজের, এই নেক কাজের নিয়ত করার তৌফিক নসিব করেছেন যে, একটি সংস্কার দরকার। এরপর সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বিশেষ করে আমাদের কমিশন প্রধান মহোদয়ের শোকর আদায় করছি। আল্লাহতায়ালা সবাইকে তৌফিক দান করেন, হিম্মত দান করেন এবং এই জিম্মাদারী ভালোভাবে আদায় করার তৌফিক দান করেন, আমিন।

যে কথাগুলো এখানে লেখা হয়েছে, আমি শুধু দু-একটি কথা বলছি। সেটি হলো আমাদের স্বাধীনতার ৬০ বছরের কম সময়ের মধ্যে অনেকগুলো সংশোধনী সংবিধানে আনতে হলো। এত সংশোধনীর প্রয়োজন হলো কেন? এরপরও আবার এখন সংস্কারের প্রয়োজন

মনে হচ্ছে। এজন্য সংবিধানে কী কী দুর্বলতার দিকগুলো আছে, ওগুলো চিহ্নিত করে যদি সংস্কার কাজটা করেন, ইনশাল্লাহ আশা করি, সংবিধানে এত বেশি হাত দেওয়ার প্রয়োজন হবে না। এমনি তো মানুষের রচনার মধ্যে পরিবর্তন, পরিবর্ধনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এত বেশি পরিবর্তন হবে না, যদি মৌলিক বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখা হয়। কোনো সংবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে, সংস্কারের ক্ষেত্রে মৌলিক নীতি যাই লিখিত থাকুক বা অলিখিতভাবে স্বীকৃতগুলোকে যদি লক্ষ্য রাখা হয়, এত সংশোধনের প্রয়োজন হওয়ার কথা না। যেমন: একটি বিষয় হলো সংবিধানের মধ্যে অস্পষ্ট কথা না রাখা। কোনো ধারা, কোনো পরিভাষা শব্দ যদি অস্পষ্ট ব্যবহার হয় এটি নিয়ে পরে কথা উঠে, বিতর্কের সৃষ্টি হয়। সেজন্য আবার সংশোধনী দরকার হয়। এরকমভাবে সংবিধানে যদি দলীয় কোনো চিন্তা, ব্যক্তিগত কোনো চিন্তা এবং জনগণের চিন্তা-চেতনার সাথে যায় না, এমন কিছু চাপিয়ে দেওয়া হলে বিতর্কের সৃষ্টি হবে এবং পরিবর্তনের কথা আসবে। তখন পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিবে। সংবিধানে খুঁটিনাটি বিষয় প্রবেশ করানোর দরকার নাই। মৌলিক বিষয়গুলো যেন থাকে। খুঁটিনাটি বিষয়গুলোর জন্য তো অন্য ব্যবস্থা আছে। যেটি পরিবর্তনশীল, যখন প্রেক্ষাপট পরিবর্তন হবে তখন আবার পরিবর্তন করতে হবে। এ ধরনের কয়েকটি আমি লিখেছি। মূলনীতিগুলো যেন ভালোভাবে লক্ষ্য করা হয়। বিশেষ দল, বিশেষ ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা থেকে, তাদের সীমিত মতামত থেকে তো সংবিধানকে ঊর্ধ্বে রাখতেই হবে। এটি খুব জরুরি। এটি একটা আমার খেয়াল। আর আরেকটা হলো, যতদূর আমার মনে পড়ে ২০১৭ সালে সম্ভবত আমাদের কমিশন প্রধানের তত্ত্বাবধানে একটা জরিপ চালানো হয়েছিল এ দেশের জনগণের উপর যে, তারা কী চায়? দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় সেপ্টেম্বর মাসেই রিপোর্ট এসেছিল শরিয়া আইন এবং গণতন্ত্র দুটিই চায় জনগণ। এটি একটি বাস্তব কথা। যেখানে ৯১ ভাগের বেশি মুসলমান, তারা শরিয়া আইন এবং গণতন্ত্রকে চাইবে এটি হতেই পারে। স্বাভাবিক বিষয়। ওই রিপোর্টটিকে যদি আমরা সামনে রাখি, যেটি সংবিধানের মূল থাকা দরকার, যে-সব বিষয় কোরআন সুন্নাহর মধ্যে স্পষ্টভাবে বক্তব্য আছে, ওটাই হলো সংবিধানে লেখা থাকুক বা না থাকুক, এটিই হলো মূল। কোনো মুসলমানদের, মুসলিম দেশের সংবিধানে এটিই হলো মূল। এর আলোকে সবই হবে। এখন অনেকের ইসলাম শব্দ শুনলে, শরিয়া শব্দ শুনলে অমূলক একটি ভীতি অনেকের মধ্যে কাজ করে। তাহলে অন্য ধর্মের লোকদের কী হবে? অন্য ধর্মের লোকরা সবচেয়ে বেশি নিরাপত্তা, সবচেয়ে বেশি সুযোগ-সুবিধা ইসলামি হুকুমত যে দেশে আছে পাবে, যদি বাস্তব ইসলাম হয়। বলি না যে, খণ্ডিত ইসলাম। যেখানে বাস্তব ইসলাম, ইসলামি শরিয়া বাস্তবায়িত হবে।

এমনকি যদি পুরোটা বাস্তবায়ন না করে শুধু অমুসলিমদের হক, অমুসলিমদের অধিকারের অংশটুকু ইসলামি শরীয়তে যা আছে তা প্রয়োগ করে দেওয়া হলে ওই দেশে সবচেয়ে বেশি নিরাপত্তা, সবচেয়ে বেশি সুযোগ-সুবিধা পাবে অমুসলিমরা। আমি ইচ্ছে করে সংখ্যালঘু শব্দটি বলিনি। সংখ্যালঘু কেন? যদি সংখ্যায় তারা বেশিও হয় আপনি ইসলামের ইতিহাসে দেখেন, মুসলিম দেশ এবং যেখানে মুসলিমদের হাতে ক্ষমতা যেখানে মুসলিমদের সংখ্যা কম, অমুসলিমদের সংখ্যা বেশি। এই সংখ্যালঘু মুসলিম যারা ক্ষমতায় আছে, তাদের হুকুমত, নেতৃত্ব সবই মেনে নিচ্ছেন অমুসলিমরা। কারণ তারা দেখছে যে, অমুসলিমরা পিছনে থাকলে সবসময় তারা শান্তিতে আছে, নিরাপত্তায় আছে সব সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে। সেজন্য আমি মনে করি, ওই জরিপটির যে ফলাফল এসেছে, ওটি সামনে রাখা উচিত। আল্লাহতাআলা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন।

কোনো একটা দেশ যে অস্তিত্বই এটি লাভ করুক, যে প্রেক্ষাপটেই অস্তিত্ব লাভ করুক, যে শিরোনামেই অস্তিত্বতেই লাভ করুক এটি আমাদের জানা থাকতে হবে যে ভূখণ্ডের খালেক, মালেক হলেন আল্লাহতায়ালা এবং যারা শাসক, তারা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের প্রতিনিধি। তারা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে ইনসাফ কায়েম করবে। সেই বান্দা মুসলিম হোক অথবা অমুসলিম হোক। তাদের মধ্যে ইনসাফ কায়েম করবে। এটি হলো রাষ্ট্রের শাসকের কাজ। দস্তুর আরবি শব্দ আমি বললাম। তার মানে সংবিধান। সংবিধানের মধ্যে ওই বিষয়টি অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। সূরা নিসার মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেছেন, "ইয়া আইছুহাল্লাজিনা আমানু আতিউল্লাহ ওয়া আতিউর রসুল ওয়া উলিল আমরি মিনকুম"। অর্থ-"আল্লাহর আনুগত্য কর। আল্লাহর রাসুলের আনুগত্য কর। ওলিল-আমরের আনুগত্য কর"। ওলিল-আমর কারা? ওলিল-আমর হচ্ছে দুই গ্রুপের লোক। এক হলেন, যাদের কাছে এলেম আছে, ওহির এলেম আছে, কোরআন-সুন্নাহর তারা। আরেক গ্রুপ হচ্ছে, যাদের হাতে শাসন ক্ষমতা আছে, তারা। কোনো সময় দু-পক্ষেই এক হয়ে যায়। যেমন: ইসলামের শুরুর দিকে খেলাফতের সময় যিনি খলিফাতুল মুসলিমিন, যিনি শাসক, তিনি কোরআন সুন্নাহর আলেম। কখনো এরকম দেখা যায়, যিনি শাসক, তিনি কুরআন সুন্নাহর বিজ্ঞ আলেম না। তখন তিনি বিজ্ঞ আলেমদেরকে সঙ্গে রেখে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। যে-কোনো মুসলিম দেশের ভিত্তি হবে আল্লাহর আনুগত্য, আল্লাহর রাসুলের আনুগত্য। অতঃপর এই দুই আনুগত্যের গণ্ডির ভিতর থেকে, যারা ওলিল-আমর ক্ষমতাশীল, যাদের হাতে ক্ষমতা, ক্ষমতাবান তাদের আনুগত্য করা। আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদেরকে যেন সেই তৌফিক দান করেন। ওয়া আখেরি দাওয়না আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।

অনেক ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান)** : ধন্যবাদ, মুফতি আব্দুল মালেক।

আপনি আজকে একটা লিখিত দিয়ে যাচ্ছেন। আপনি ২০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে আরো বিস্তারিত পাঠাবেন। আমরা এতো স্বল্প সময়ের মধ্যে কাজ করছি। সরকারের পক্ষ থেকেই আমাদের খুব বেশি সময় দেওয়া হয়নি। আমাদের সময় এবং সুযোগ থাকলে দীর্ঘ সময় নিয়ে আরো বিভিন্ন দিক দেখা যেত।

**মুফতি আব্দুল মালেক (অংশীজন):** আমি কি একটি প্রশ্ন করতে পারি? কমিশনকে কী পরিমাণ authority দেয়া হয়েছে? এ বিষয়ে কোনো লিখিত কিছু আছে, কতটুকু সংস্কার বা সংস্কারের ব্যাপারে পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়েছে কি না বা সীমিত একটি গণ্ডি ঠিক করে দেওয়া হয়েছে কি না?

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান) :** সরকারের পরিপত্রে সুস্পষ্টভাবে যেটি বলা হয়েছে, আমরা সংস্কারের ব্যাপারে কমিশনের পক্ষ থেকে কিছু recommendation দিব। ফলে আমরা যেটি করছি কমিশনের পক্ষ থেকে সকলের মতামত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নিচ্ছি। গতকালও আমরা বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা করেছি। আজকে সারা দিন বিভিন্ন সিভিল সোসাইটির ব্যক্তিদের ও অন্যান্য গ্রুপগুলোর সাথে কথা বলব। তার ভিত্তিতে আমরা কিছু recommendation দেওয়া। সরকার আমাদের কাছে সেটাই চাচ্ছেন এবং আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে recommendation-গুলো সরকারের কাছে দিব। বাস্তবায়নের পথ সরকারের, এটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। সেটার দায়িত্ব কমিশনের নয়।

**জনাব ফিরোজ আহমেদ** (সদস্য) : ধন্যবাদ।

আপনাদের দুজনের কাছেই জানার জন্য দুটি প্রশ্ন করব। মুফতি আব্দুল মালেক বলেছেন যে,

মৌলিক নীতি অটুট থাকলে সংবিধান অত ঘন ঘন পরিবর্তনের দরকার পড়ে না।

আপনি যদি একটু স্পষ্ট করে বলতেন মৌলিক নীতির বিষয়গুলো কী কী হতে পারে? একটু সংক্ষেপে যদি আমাদেরকে বলতেন। জনাব খুশি কবির, আপনি তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে কথা বলেছেন। এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে যদি সুস্পষ্ট করে বলতেন বা লিখিত বক্তব্য দিতে পারেন যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে বিধিটি ছিল এবং যেটি বাতিল হয়েছে, সেটি কি যথেষ্ট? নাকি আসলেই এটিতে আরো কিছু গুণগত পরিবর্তন দরকার?

**মুফতি আব্দুল মালেক** (অংশীজন): আমি এ বিষয়ে লিখিত আকারে দিব।

**জনাব খুশি কবির** (অংশীজন): ওটিতে তো পরিবর্তন দরকার। কেননা অতীতে যে অভিজ্ঞতাগুলো হয়েছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে। তারা যে কী করেছে তিন মাসের জন্য এবং মূল ছিল নির্বাচনটি কীভাবে তারা করেছে। সেটির অভিজ্ঞতার আলোকে তো কিছু Rules of Business-এ তাদের Rule-গুলো আরো clear করতে হবে। এ বিষয়টি দরকার। তাদের হাতে কতটুকু কোন ক্ষমতা থাকতে পারে। ইলেকশন কমিশন যদিও ইলেকশনটা করে কিন্তু এটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে করলে ইলেকশন কমিশন যদি independence থেকে সঠিকভাবে কাজ করতে পারে তাহলে হয়ত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আমাদের দেশে এই ৫০ বছরের অভিজ্ঞতায় যেটি দেখেছি যে, Election Commission independent হয় না, আর করতেও দেওয়া হয় না। এটিকে ঠিক করতে হবে। আমি অভিজ্ঞতার আলোকে দেখেছি যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে যখনই নির্বাচন হয়, তখন একটি change আসে। আর যখন পার্টির অধীনে ইলেকশন হয়, তখন change আসে না। আমি একটি খুব simple বিষয় দাগ দিলাম। কিন্তু অবশ্যই এগুলো নিয়ে আলোচনা অনেক করতে হবে, আরো গভীরে দেখতে হবে এবং এটি বুঝতে লাগবে। আমি জানি যে, আরো একটা কমিশন আছে। যাঁরা Election Commission নিয়ে কাজ করছে। Election Commission কতটুকু একেবারে independent হতে পারবে, আর কত স্বাধীন বা শক্তিশালী হবে, এটি অনেকটা নির্ভর করে Election Commission-এর উপর। আমি ভারতের উদাহরণ সব সময় দিতে চাই না। কিন্তু যখন Election Commission-এ একজন Justice ছিলেন, তখন তিনি একটি ভূমিকা নিয়েছিলেন। এখনকার ভূমিকার কথা বলছি না। তিনি তখন একটি ভূমিকা নিয়েছিলেন। সে-সময় Election Commission দেখিয়েছে যে তারা independent। সব সময় এটি হয় না। এই কারণেই আমি এই প্রস্তাবটা দিয়েছিলাম যে পূর্বের অভিজ্ঞতার আলোকে এবং আমাদের বর্তমানে যে পদ্ধতিটি এখন বিরাজমান, সেখানে কেবল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় দেখেছি change এসেছে। আর না হলে কোনো সময় change আসেনি। আমি যদি বলি change আসেনি কেন, কেউ চায়নি। এটি যদি ঠিক থাকতো তাহলে গণঅভ্যুত্থানটি হতো না। আর গণঅভ্যুত্থানে সবাই অংশগ্রহণ করত না। অবশ্যই manipulated হয় যখন Partyism Government থাকে। আমি জানি না, আমি উত্তর দিতে পেরেছি কি না; এটি পড়ে আমি আরেকটু details লিখে দিব।

**জনাব ফিরোজ আহমেদ** (সদস্য): আমি শুধু জানতে চাচ্ছি যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধানটি যে ছিল, সেটি যথেষ্ট কি না:

**জনাব খুশি কবির** (অংশীজন): না, সেটি যথেষ্ট না।

**ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী** (কমিশন সদস্য): মুফতি আব্দুল মালেক, আপনার অগাধ জ্ঞান ইসলামিক বিষয়ে। আপনার থেকে কিছুটা আমার নিজের eclarification এবং কিছুটা বাস্তবতার সাথে মিলিয়ে জানার জন্য। সেটি হলো, আপনি একটা উদাহরণ দিয়েছেন। বহু অতীতে আমাদের ইসলামের ইতিহাসে বহুদেশে মুসলমানরা শাসক হওয়ার পরেও majority অন্য ধর্মালম্বীদের উপরে ন্যায়বিচার করেছেন এবং বিভিন্ন দেশেও এটির বাস্তবায়ন হয়েছে এবং আমরা দেখেছি, নিরাপত্তা বিধান করতে তাঁরা strictly অনেক জায়গায় সমর্থ হয়েছেন। আপনি আবার একটা কথা বলেছেন, যেহেতু আমরা মুসলিম majority দেশ। Muslim majority হওয়ার কারণে আমাদের শরিয়া আইনটি হওয়া প্রয়োজন বা সংবিধানে ওভাবেই reflect হওয়া উচিত।

আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে, Majority-Minority কি একমাত্র criteria কি না- আমাদের দেশের সংবিধানে শরিয়ার বিষয়টি incorporation করার জন্যে। আমি example-টি আপনার পয়েন্টে বললাম।

দ্বিতীয়ত হচ্ছে, আমাদের বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যে অবস্থানে আছি, সেখানে ইসলামিক বিধিবিধানগুলো সামাজিকভাবে এবং সবার মধ্যে গ্রহণযোগ্যভাবে একদম straight শরিয়া principal না হয়ে অন্য কোনো পন্থায় incorporation করা যায় কি না; যাতে আপনার aspiration of general population ধর্মীয় contest-এ এবং অন্য ধর্মাবলম্বী যারা আছেন, তারাও যেন ফিল করেন আমাদের এখানে বৈষম্যের কোনো সুযোগ নেই। একটা হল ধর্মীয় নাম থাকলেই এক ধরনের মানুষের মধ্যে ভয়ভীতি কাজ করে। আরেকটা হলো, বিধানগুলো এমনভাবে আছে যে, বিধানের উপর কোনো আপত্তি নেই। সংবিধানে আমরা এমনভাবে চিন্তা করতে পারি কি না; ছোট্ট একটি example দেই। ইনসাফ ইসলামের একটা মৌলিক বিষয়। কিন্তু ন্যায়বিচার শব্দটি আমাদের সংবিধানে আছে সামাজিক ন্যায়বিচার হিসেবে। এভাবে শব্দগত অনেক বিষয় দিয়ে আমাদের সংবিধানকে সার্বজনীন করার সুযোগ আছে কি না; ইসলামি বিধানগুলো।

**মুফতি আব্দুল মালেক (অংশীজন) :** জাযাকাল্লাহ।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গটি আগে বলি। শব্দের বিষয়টি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। শব্দ নিয়ে কথা না। কিন্তু অস্পষ্ট শব্দ নিয়ে আপত্তি আছে। অর্থাৎ এমন শব্দ যদি প্রয়োগ করি যেটির একদিকে ইসলামের পরিভাষায় আছে, আবার এর পশ্চিমা কোনো পরিভাষাও আছে। এখন কে কোনটা নেবে। এরকম অস্পষ্টতা ঠিক না। বিষয়টি clear করা ভালো এবং ইসলামের সৌন্দর্য এমন যে, ইসলামের বিধান যদি যথাযথ পেশ করা হয়, তাহলে কোনো ধরনের কোনো ভীতি, কোনো আপত্তি থাকবে না। কিন্তু আমরা নিজের থেকে যদি ওটার কোনো ব্যাখ্যা দাঁড় করাই, নিজে থেকে ইসলামের ভাষার জায়গায় অন্য ভাষা প্রয়োগ করি, তখন ঝামেলা সৃষ্টি হবে বেশি। এটি মৌলিক কথা। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা, সেটিতো সময় সাপেক্ষ বিষয়। আর প্রথম যে কথাটি বলেছেন, এর মূল বিষয় হলো শাসক যদি মুসলিম হয়, তাহলে তার সংবিধানের প্রথম কথাই কোরআন-সুন্নাহ।

দ্বিতীয় কথা, যেখানে শরিয়ত বিষয়টাকে ছেড়ে দিয়েছে মানুষের আকল এবং অভিজ্ঞতার উপর। তাদেরকে আমরা বলি আকল এবং যাদের উপর শরিয়ত ছেড়ে দিয়েছে, ওখানে মানুষের চিন্তাভাবনা, মাশওয়ারা; এসব কিছুই এখানে চলে। সেখানে গণতন্ত্র চালানো যায়। গণতন্ত্র কথাটি এখানে এসেছে, যেহেতু আমাদের গণতন্ত্রের কথাটি উচ্চারণ হয়। অন্যরা উচ্চারণ করে গণতন্ত্র মনে হয় একটা শরিয়ত, একটা দিন। এটিতো কোনো মুসলিম কখনো মেনে নিতে পারে না। আমরা যখন গণতন্ত্রের কথা বলি শুধু এতটুকুই যে, এটি একটা পদ্ধতি। কোনো আদর্শ এবং বিধান গণতন্ত্র থেকে কোনো মুসলিম নিতে পারে না। কোনো মুসলিম সমাজ, মুসলিম দেশ, মুসলিম শাসক গণতন্ত্র থেকে আদর্শ নিবে, এটি হতে পারে না। ওখান থেকে নিবে শুধু পদ্ধতিটি। যেমন: রাষ্ট্রপ্রধান নির্ধারণ করা, রাষ্ট্রের শাসক কীভাবে নির্ধারিত হবে, এটির একটি পদ্ধতি। ওখান থেকে যদি নেওয়া হয়, আমাদের কাছেও পদ্ধতি আছে। কিন্তু মানুষ এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছে, আপনি যেটি বললেন, পদ্ধতি গ্রহণ করা হলো কিন্তু শাসন পরিচালনা করবে কীভাবে, এটি গণতন্ত্র থেকে নেওয়া যাবে না। এটি নিতে হবে শরিয়ত থেকে এবং শরীয়তই মানুষকে ওই ফল দিতে পারবে, ফায়দা দিতে পারবে। মানুষ যেটি ধারণা করে গণতন্ত্র থেকে পাবে। এ দেশের পিছনের ইতিহাস থেকে এটি স্পষ্ট যে গণতন্ত্র থেকে পাচ্ছে না। আরবিতে একটা কথা আছে, যেটি পরীক্ষিত ওটাকে আরেকবার পরীক্ষা করতে হয় না। পশ্চিমা সভ্যতা, চিন্তা-চেতনা, আদর্শ, নীতি, ইজমগুলো বৎসরের পর বৎসর পরীক্ষা হয়ে গেছে। নতুন করে পরীক্ষা করার দরকার নেই।

আমাদের কাছে ইসলামি খেলাফতেরও পিছনের ইতিহাস আছে। দুটোকে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হোক। তখন দেখা যাবে যে, নিরাপত্তা ও সুযোগ-সুবিধা নাগরিকদের কোথায় আছে।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান) :** ধন্যবাদ, মুফতি আব্দুল মালেক এবং খুশী কবির। আপনাদের অনুমতি পেলেই আমরা এই অধিবেশনটি এখন সমাপ্ত করছি। আমরা আশা করছি যে, আপনারা আগামী ২০ তারিখের মধ্যে বিস্তারিত লিখিত আমাদের কাছে জমা দেবেন। যাতে করে আমাদের পক্ষে এই বিষয়গুলোকে বিশ্লেষণ এবং পর্যালোচনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়।

সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে আজকের অধিবেশন শেষ করছি।

# অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভা

## পঞ্চম সেশনের কার্যবাহ

তারিখ : ১২ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ
সময় : দুপুর ১২.০০ থেকে ১.৩০ পর্যন্ত

**উপস্থিত কমিশন সদস্যদের তালিকা:**

| | | |
|---|---|---|
| ১। | অধ্যাপক আলী রীয়াজ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও লেখক | কমিশন প্রধান |
| ২। | অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | সদস্য |
| ৩। | ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক, বার-এট-ল | সদস্য |
| ৪। | অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | সদস্য |
| ৫। | ড. শরীফ ভূঁইয়া, অ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট | সদস্য |
| ৬। | ব্যারিস্টার এম. মঈন আলম ফিরোজী, বার-এট-ল | সদস্য |
| ৬। | জনাব ফিরোজ আহমেদ, লেখক | সদস্য |

**অংশীজনের তালিকা:**

১। জনাব সুব্রত চৌধুরী

২। জনাব মুসা আল হাফিজ

৩। অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ

৪। জনাব শাহিন আনাম

**কার্যবাহের রিপোর্ট প্রস্তুতকারক :**

১। মোঃ আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

২। মোঃ আল-আমিন, সহকারী পরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

**সম্পদনায়:**

ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

## অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভার কার্যবাহের রিপোর্ট

## কমিশন প্রধান অধ্যাপক আলী রীয়াজ-এর সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান) : উপস্থিত সুধীবৃন্দ, সংবিধান সংস্কারের লক্ষ্যে মতামত ও প্রস্তাব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অংশীজনদের সঙ্গে কমিশনের এই আলোচনায় উপস্থিত হওয়ার জন্য কমিশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

আমার নাম আলী রীয়াজ। আমি এই কমিশনের প্রধানের দায়িত্ব পালন করছি। আপনারা জানেন যে, সংবিধান সংস্কারের বিষয়ে সুপারিশের জন্য অন্তর্বর্তী সরকার স্বল্প সময় নির্ধারণ করে দিয়েছে। সে কারণে, আপনাদের অত্যন্ত কম সময় দিয়েই আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আপনারা তাতে সাড়া দেওয়ায় আমরা কৃতজ্ঞ।

আমরা ছোট ছোট আকারের অধিবেশনে মিলিত হচ্ছি এবং এরকম আরো একাধিক অধিবেশন করছি যাতে সকলের মতামতগুলো শুনতে পারি এবং আলোচনা করতে পারি।

আমরা এখানে উপস্থিত হতে পেরেছি গত ১৬ বছরে, বিশেষত জুলাই-আগস্ট-এর ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে হাজার হাজার মানুষের আত্মদানের কারণে। এখনকার এই অধিবেশনের শুরুতে আমি সেই সব শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই এবং যারা আহত হয়েছেন, তাদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করি। এখন কমিশনের উপস্থিত সদস্যগণ তাঁদের পরিচয় দিবেন।

**(অতঃপর কমিশনের সদস্যগণ তাঁদের নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন )।**

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান)ঃ ধন্যবাদ।

আজকে আপনারা যাঁরা উপস্থিত আছেন, আমরা অনুমান করতে পারি যে, সিভিল সোসাইটির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হিসেবে সংবিধানের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনাদের অনেক কথা বলার আছে, অনেক প্রস্তাব আছে। কিন্তু সময়ের স্বল্পতার কারণে আপনাদের প্রতি অনুরোধ, আপনারা প্রত্যেকে যদি ১৫ মিনিটের মধ্যে আপনাদের বক্তব্যের সারাংশ তুলে ধরেন তাহলে আমরা সকলের মতামত জানতে পারব এবং ব্যাখ্যার জন্য প্রয়োজন হলে ২/১টি প্রশ্ন আপনাদের কাছে রাখতে পারব। তবে আপনাদের বিস্তারিত মতামত ও প্রস্তাব থাকলে লিখিত আকারে আজকে অথবা আমাদের কাছে আগামী ২০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে পাঠিয়ে দিতে পারেন। তাহলে আমাদের জন্য কাজের সহায়ক হবে।

**(অতঃপর অংশীজনগণ তাঁদের নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন )।**

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান)ঃ ধন্যবাদ।

জনাব মুসা আল হাফিজ, আপনার বক্তব্য দিয়েই শুরু করি।

**জনাব মুসা আল হাফিজ** (অংশীজন) : সময় যেহেতু অল্প এবং বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেহেতু আমি শুরুতেই যে কথাটি বলতে চাই, সংবিধান নিজেকে প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন হিসেবে দাবি করেছে যে যুক্তির ভিত্তিতে সেটা হলো, সেই জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তি হিসেবে প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন। এখন আমরা যখন সংবিধান সংস্কারের কথা বলছি, তখন আমাদের বৈধতার জায়গাটা কী? সেটা হচ্ছে, গণবিপ্লব। গণবিপ্লব গণইচ্ছার যে সূত্রসমূহ নিয়ে হাজির হয়, সেটাই হচ্ছে বিদ্যমান পরম অভিপ্রায়। সেই অভিপ্রায় প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন রচনা করবে, এটাই সাংবিধানিক বক্তব্য এবং তার দাবি।

১। আমরা যখন সংবিধান পরিবর্তনের কথা বলছি বা সংস্কারের কথা বলছি, তখন তার ক্ষেত্রগুলো কী হতে পারে? তারমধ্যে আমরা কতিপয় জায়গায় এমন দেখতে পাচ্ছি যেখানে সরাসরি ভুল বক্তব্য রয়েছে। যেমন: একেবারে শুরুর দিকে যদি একটু দৃষ্টি দেই, সংবিধানের শুরুতে "বিসমিল্লাহির-রহ্মানির রহিম" লেখা আছে। এটা কুরআনের আয়াত এবং সেটা ভুলভাবে লেখা হয়েছে। আসলে হবে, "বিসমিল্লাহির-রাহ্মানির রাহিম"। অর্থ হিসেবে লেখা হয়েছে "দয়াময়, পরম দয়ালু, আল্লাহের নামে"। এটা বাক্য হিসেবে ভুল। সঠিক তর্জমা হবে যে, "দয়াময়, পরম দয়ালু, আল্লাহর নামে" এবং যেহেতু "বিসমিল্লাহির-রাহ্মানির রাহিম" কুরআনের আয়াত, তাই শুরুতে আরবিতে লিখে ব্রাকেটে বাংলা লিখে অর্থ উল্লেখ করা যায়। এটাই উত্তম হবে।

২। সংবিধানের প্রস্তাবনায় দাবি করা হয়েছে, "...যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তির সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিত উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল ..."-সেগুলো হচ্ছে, "জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার"। এই দাবি ইতিহাস সম্মত নয় সর্বাংশে। প্রথমত, জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম একমাত্র একাত্তরের সংগ্রাম নয়। আবার একাত্তরের সংগ্রামের কোনো ঘোষিত আদর্শ হিসেবে সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রামাণ্যতা নেই। বরং সেটা হচ্ছে ১৯৭২ সালের প্রণীত বয়ান। প্রকৃত অর্থে জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম হয়েছিল, "সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের আদর্শে"। একে সংবিধানের প্রস্তাবনায় উল্লেখের সুপারিশ করছি।

৩। সংবিধানের প্রস্তাবনায় "শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা-"র লক্ষ্য ঘোষিত হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক সমাজ একটি মতাদর্শিক প্রত্যয়। যাকে আকাঙ্ক্ষা করে না বাংলাদেশের সমাজ জীবন। বরং আমাদের দরকার শোষণমুক্ত সমাজ। যেখানে সকল নাগরিকের জন্য ন্যায়ের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হবে।

৪। আমাদের সংবিধানের ৭(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে"। এখানে সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ স্বীকার করা হলেও ক্ষমতা প্রয়োগের মালিকানা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহের হাতে দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের চতুর্থ ভাগ থেকে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, জনগণের ক্ষমতাকে কারা, কীভাবে কতটুকু প্রয়োগ করবে। ক্ষমতার সেই প্রয়োগ দিনশেষে জনগণের ক্ষমতাকে অর্থাৎ সক্ষমতাকে সমর্থন করে না। ৫ বছর পরে একবার ভোট দিয়ে দেবার নাম জনগণের সকল ক্ষমতার মালিকানা নয়। বস্তুত এটা একটা কথার কথায় পরিণত হয়েছে। প্রয়োগের অর্থে যা "সোনার পাথর বাটি"-এর অর্থ গ্রহণ করেছে। প্রকৃতপক্ষে ধর্মবিশ্বাসী জনগণ বিশ্বাস করে না যে, জনগণ সকল ক্ষমতার সার্বভৌম মালিক। বরং জনগণ প্রজাতন্ত্রের কর্তা, সত্তা, সাংবিধানিকভাবে একে নিশ্চিত করা যেতে পারে। জনগণের বিশ্বাস ও বাস্তবতার সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে এই পরিবর্তন জনতার পরম অভিব্যক্তিকে উচ্চকিত করবে।

৫। অনুচ্ছেদ ৭ (১) "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ," সকল ক্ষমতার মালিক না বলে আমরা বলতে পারি, "প্রজাতন্ত্রের কর্তাসত্তা এবং প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতা প্রয়োগের বৈধতাদানকারী হলো জনগণ"। ক্ষমতা প্রয়োগের বৈধতাদানকারী হিসেবে জনগণকে স্পষ্টতা দিতে হবে। এতে রাজনীতিবিদ এবং সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এটি মনে রাখতে বাধ্য থাকবেন যে, জনগণের বিরুদ্ধে কাজ করলে তা আইনের নামে আপাত ন্যায্যতা পেলেও, যদি সেটা জনগণের ক্ষতি করে তাহলে তা অবৈধ হয়ে যাবে ভবিষ্যতে এবং তারা ফ্যাসিবাদী হওয়া থেকে বিরত থাকবেন।

৬। সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের শিরোনাম হলো, "রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি"। এতে "জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা" এই চার মূলনীতিকে বাংলাদেশ পরিচালনার মূল সূত্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। আইনের ব্যাখ্যা দানে একই পথের প্রদর্শক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং একে রাষ্ট্র ও নাগরিকের কাজের ভিত্তি সাব্যস্ত করা হয়েছে। এসব মূলনীতির সাংবিধানিক ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। কিন্তু সেখানে-

(ক) বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তাও বাংলাভাষী এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের পরিচিতি অন্তর্ভুক্তিকে উপেক্ষা করে। সংবিধানে বাঙালি জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ, অবাঙালি জনগোষ্ঠীকে স্বস্তি দেবে।

(খ) ১৯৭৮ সালে জিয়াউর রহমানের সরকার সংবিধান থেকে জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রকে খারিজ করেছিল। পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে একে পুনরায় ফিরিয়ে আনে হাসিনা সরকার ২০১১ সালে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজ বা অর্থনীতি, আসলে কি প্রাসঙ্গিকতা বহন করে? যেখানে রাষ্ট্রের সর্বত্র মুক্তবাজার অর্থনীতির চর্চা হচ্ছে। সেখানে রাষ্ট্রের মূলনীতি অংশে সংবিধানে বলা হচ্ছে, "সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে" অনুচ্ছেদ ১০-এ সেটা বলা হয়েছে। বস্তুত নাগরিক মধ্যবিত্তের একটি অংশের সমাজতান্ত্রিক লিপ্ততার স্মৃতিদর্পণ ছাড়া এর কোনো মূল্য সংবিধানের সমাজতন্ত্রকে মূলনীতির মহিমা দিতে আমাদেরকে বাধ্য করছে বা আমাদের কাছে দাবি করছে, এ বিষয়টি অবোধগম্য। একে বাদ দেয়া দরকার। কারণ এটি একটি ব্যর্থ মতবাদ হিসেবে প্রমাণিত।

(গ) ধর্মনিরপেক্ষতা এদেশে islamophobia হয়ে হাজির হয়েছে বৃহত্তর অর্থে। ধর্মীয় ভাবাবিক ও চর্চার বিরুদ্ধে যা অনবরত স্বৈরাচার জারি রেখেছে। রক্তচক্ষু প্রদর্শন করেছে এবং ইসলামি অনুশীলনকে marginalized করেছে, প্রান্তিকীকরণ করেছে এবং নানাক্ষেত্রে অপরাধীকরণ করেছে। ফলে ধর্মনিরপেক্ষতার এই স্বৈরাচারী ব্যবহার জনগণের অন্যান্য সাংবিধানিক অধিকারকে নানা ক্ষেত্রে ক্ষুণ্ন করেছে। বস্তুত ধর্মনিরপেক্ষতা প্রকৃত অর্থে ধর্মীয় কারণে নাগরিকদের প্রতি কোনো ধরনের বৈষম্যহীনতাকে নির্দেশ করে। সেটাই মুখ্য এবং এর কল্যাণে ব্যবহার নিশ্চিত করবার জন্য ধর্মনিরপেক্ষতার বদলে উপযুক্ত শব্দ ব্যবহারের প্রস্তাব করছি। যেমন: ধর্মীয় কারণে বৈষম্যমূলক; এ ধরনের বিষয় প্রয়োগ নিশ্চিত করা যায়। যেখানে সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় নিপীড়ন এবং ধর্মের অপব্যবহারের পথ রুদ্ধ করা হবে।

৭। অনুচ্ছেদ ১০-এ "মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে"। "সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার" বদলে "ইনসাফভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার" প্রস্তাব করছি।

৮। অনুচ্ছেদ-৭০। তথা দলের বিপক্ষে ভোট প্রদান সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ বাতিল করতে হবে। অনুচ্ছেদ ৭০ এবং কার্যপ্রণালী-বিধি এবং স্থায়ী কমিটির ক্ষমতা সংস্কার করে সংসদকে কার্যকর করা হবে।

৯। সংবিধানে আল্লাহর উপর গভীর আস্থা ও বিশ্বাস অব্যাহত রাখার বিষয়ে জনমতের প্রতিফলন ঘটানো দরকার।

১০। মানুষের মৌলিক অধিকারের পুনর্বিন্যাস জরুরি। মানুষ দেহ, মন ও আত্মার সমন্বিত সত্তা হিসেবে যে মৌলিক অধিকার দাবি করে, আমাদের সাংবিধানিক বয়ানে তার প্রতিফলন পূর্ণ নয়। মানুষের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অধিকার ও চাহিদাকে নিশ্চিত করতে হবে।

১১। অনুচ্ছেদ ৪ (ক)। কোনো ব্যক্তির ছবি নয় বরং জাতীয় স্মৃতিসৌধ এবং শহীদ মিনারের প্রতিকৃতি রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার, প্রধান বিচারপতির কার্যালয় এবং সকল সরকারি-আধাসরকারি অফিস, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের প্রধান ও শাখা কার্যালয় সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস ও মিশনসমূহে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করতে হবে।

১২। "জাতির পিতার" বদলে "রাষ্ট্রের স্থপতিবৃন্দ" ব্যবহৃত হবে।

১৩। অনুচ্ছেদ ৭(ক)। এখানে যুক্তিপ্রদান করতে হবে, কেনো এই সংবিধান সংস্কার করতে হবে? এবং

৭(খ) সেখানে দেখাতে হবে, কেনো এবার মৌলিক বিধানাবলি সংশোধন করতে হবে এবং ভবিষ্যতে মৌলিক বিধানাবলী সংশোধন করতে হলে গণভোটের বিধান রাখতে হবে। কেবল ৭৫ শতাংশ ভোট পেলেই মৌলিক বিধানাবলী সংশোধন করা যেতে পারে।

১৪। অনুচ্ছেদ ১২ (গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অপব্যবহার নিষিদ্ধ হয়েছে; কিন্তু এটা সমস্যা ও অপব্যবহারের অনুকূল। বরং নিষিদ্ধ করা উচিত ধর্মের সহিংসতামূলক অপব্যবহার। সহিংসতা শব্দটি যোগ করতে হবে। কারণ শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার বিলোপ করবার অজুহাত দিয়ে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার জবরদস্তি হাজির হয়।

১৫। অনুচ্ছেদ ১৫। রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের উন্নতি সাধন। শুধু "বস্তুগত ও সাংস্কৃতিক" নয়। বরং "আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক" মানোন্নয়নের দিকটিও যোগ করতে হবে।

১৬। পার্লামেন্টে বিরোধী দল যেন নিষ্ক্রিয় না থাকে, সে জন্য বিরোধীদলের সদস্যদের দিয়ে একটি shadow cabinet তৈরির বিধান রাখা এবং সংসদে তাদের কথা বলার বাড়তি সুবিধা দেওয়া। যেন সরকারিদলের নীতির বিরুদ্ধে বিরোধী দল যুক্তিসংগত উন্নত নীতি দিতে বাধ্য হয় এবং জনগণ বিরোধীদলের মেধা যাচাইয়ের সুযোগ পায়। ব্রিটেনে এবং ওয়েস্টমিনিস্টার মডেলে এই বিধান রয়েছে।

১৭। আইন, অর্থ, স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি হিসেবে বিরোধীদলের সদস্যদের বাধ্যতামূলক মনোনয়ন দিতে হবে। যেন এই মন্ত্রণালয়গুলো সঠিক নজরদারিতে এবং জবাবদিহিতায় থাকে।

১৮। সংসদে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং নীতিনির্ধারণী বিতর্কগুলোতে সেরা roleplay করবার জন্য, সেরা এমপিদের পুরস্কৃত করা উচিত। তাহলে সংসদে বিতর্কের মান আরো বাড়বে এবং জনগণের ট্যাক্সের টাকায় চলা সংসদ জনগণকে ফায়দা দেবে। ইন্ডিয়াতে উদাহরণ রয়েছে।

১৯। ইলেকশন কমিশন গঠনের ক্ষেত্রে সার্চ কমিটির প্রধান সংসদীয় বিরোধীদলের মতামতের ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া উচিত। বাকি সদস্যদের ক্ষেত্রে একটি নিরপেক্ষ নিয়ম অনুসরণ করা যেতে পারে।

২০। ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে একজন ভোটার দেশের যেকোনো প্রান্ত থেকে মেইলে যা আমেরিকায় রয়েছে কিংবা তার জন্য তুলনামূলক সুবিধাজনক যে কোনো ক্ষেত্র থেকে ভোট দিতে পারার বিধান রাখা দরকার। এটি হলে, কোনো বিশেষ এলাকায়, বিশেষ প্রার্থীর যদি অতিরিক্ত প্রভাব ও বিশেষ শক্তি থাকে, তাহলে সেই প্রভাব কম ক্রিয়াশীল হবে। কারণ ওই এলাকার ভোটার দেশের যে কোনো প্রান্তে থাকা সেন্টার থেকে তার সংসদীয় এলাকায় ভোট দিতে পারবে।

২১। জাতীয় নিরাপত্তা ও বৃহত্তর স্বার্থে গণস্বার্থসংশ্লিষ্ট ইস্যুতে গণভোটের সুযোগ ফিরিয়ে আনতে হবে। কারণ এর মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়ন হবে এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দলীয় সরকার জনগণের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য হবে। গত ৫০ বছরে আমরা দেখেছি, অনেক ক্ষেত্রেই সরকারি দল এবং বিরোধী দল জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বুঝতে পারে না বা চায় না। যার জন্য গণভোটের সুযোগ রাখা খুবই জরুরি। একটি রাজনৈতিক দল বিভিন্ন কারণে ৭০ শতাংশ বা তার কাছাকাছি সংসদে আসন পেয়ে যেতে পারে। তার মানে এই নয় যে, জনগণ সব ইস্যুতেই সেই দলকে সাপোর্ট করছে। তাই গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে গণভোটের সুযোগ রাখা জরুরি।

২২। বিভিন্ন ইস্যুতে সংসদে ভোটাভুটির ক্ষেত্রে এমপিদের Floor Crossing করার সুযোগ দিতে হবে। যেন তারা তাদের দলের সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়েও সংসদে ভোট দিতে পারে এবং এজন্য তারা যেন বহিষ্কৃত না হন। তাছাড়া তাদের ইচ্ছে হলে, তাদেরকে সরকারি বা নিজ দল থেকে সরে এসে স্বতন্ত্র সংসদ-সদস্য হিসেবে থাকার সুযোগ দিতে হবে।

২৩। তথ্য জানার অধিকার এবং মেধার সংরক্ষণ মৌলিক অধিকার ও মূলনীতির ভিতরে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। যেন ভবিষ্যতে মেধার ভিত্তিতে দেশকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করা যায়।

২৪। রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রাধান্য নীতির প্রয়োগ রাষ্ট্রীয় ও সরকারি মর্যাদার মানক্রমান্বয়ে প্রতিফলিত করতে হবে।

২৫। আইনসভার সদস্য, জনপ্রতিনিধি এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত কর্তৃপক্ষের সদস্য, জনপ্রতিনিধির বৈশিষ্ট্য নির্দিষ্টকরণ করতে হবে, পৃথকীকরণ করতে হবে।

২৬। আইনসভার সদস্য ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক হওয়ার যোগ্যতা নির্দিষ্টকরণ করতে হবে।

২৭। দলীয় প্রধান ও প্রধানমন্ত্রীর স্বেচ্ছাচার নিরোধের উপায়, প্রক্রিয়া চিহ্নিতকরণ জরুরি। দলীয় প্রধান ও প্রধানমন্ত্রী পদ একইসাথে চলমান থাকবে না।

২৮। প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে নির্বাহী ক্ষমতার একটা ভারসাম্যপূর্ণ কাঠামো স্থির করা। যাতে রাষ্ট্র, সরকার এবং সরকারি দল পৃথক থাকে।

২৯। প্রধানমন্ত্রী পদে একই ব্যক্তি পরপর ২ বারের বেশি ক্ষমতায় থাকতে পারবে না মর্মে বিধান করা।

৩০। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করা, পুনর্বহাল করা।

৩১। প্রেসিডেন্ট নির্বাহী ক্ষমতার আংশিক দাবিদার হলে জনগণের ভোটে তা নির্বাচিত হওয়ার বিধান করতে হবে।

৩২। আইনসভার সদস্যগণ পৃথক নির্বাচনি এলাকাভিত্তিক বা প্রচলিত পদ্ধতিতে নির্বাচিত হবেন, না আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বতা দলভিত্তিক নির্বাচিত হবেন, তা স্থির করতে হবে।

৩৩। যে কোনো নির্বাচনে নির্বাচিত হওয়ার জন্যে সাধারণ সংখ্যা গরিষ্ঠতার নীতি অব্যাহত থাকবে, না ৫০ শতাংশ ভোটের শর্তযুক্ত প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত হবেন তার সমাধান দরকার।

৩৪। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনার, আইনসভার সদস্য, সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ প্রভৃতি পদের জন্য যোগ্যতার শর্ত নতুনভাবে গ্রহণ করা জরুরি।

৩৫। সংবিধানের ৫৯ ও ৬০-এ স্থানীয় শাসনের বদলে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা, যা কার্যকর অর্থে জনগণের সরকার হয়ে উঠবে।

৩৬। সব সেবা ও পণ্যের সর্বোচ্চ সম্ভাব্য বিকেন্দ্রীকরণ করা।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): জনাব মুসা আল হাফিজ সময়ের স্বল্পতার জন্য আপনি একটু সংক্ষিপ্ত করে বলবেন। যেহেতু আপনি এটি লিখিতভাবে জমা দিচ্ছেন। এর মধ্য থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো বললে অন্যদেরও কথা বলার সুযোগ হবে।

**জনাব মুসা আল হাফিজ** (অংশীজন): আমি আর কয়েকটি বিষয়ে বলতে চাচ্ছি।

যেমন: অনুচ্ছেদ ২(ক)। "প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সম-অধিকার নিশ্চিত করিবেন" এতটুকু সংবিধানে বলা আছে। তবে এটা যুক্ত করা যেতে পারে যে, "ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক কোনো আইন পাস করিবে না। এমনতর আইন বাতিলের ক্ষমতা থাকবে সুপ্রিমকোর্টের"। ইসলামি বিষয়ে আদালত ৩জন বিশেষজ্ঞ ফকি তথা ইসলামি আইন বিশেষজ্ঞ তাদের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দেবেন। অন্যান্য ধর্মের প্রশ্নে সংশ্লিষ্ট প্রাজ্ঞজনের মতামত নেবেন। ইসলামি ব্যাংক, যাকাত ও বীমা সংক্রান্ত বিষয়ে আলাদা আইন-প্রণয়ন জরুরি। বার অ্যাসোসিয়েশনগুলোতে একই ধাঁচের গঠনতন্ত্র অনুসরণ করার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের পাঠক্রম বার কাউন্সিলের সাথে পরামর্শ করে যুগোপযোগী করা দরকার।

আমি আর সময় নিতে চাচ্ছি না। বরং যে পয়েন্টগুলো আমি লিখেছি, সেগুলো জমা দিয়ে দেব এবং আরেকটু সম্প্রসারণের দরকার পড়বে। সেটা পরবর্তীতে আমি জমা দিব, ইনশাল্লাহ।

ধন্যবাদ, সবাইকে।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ, জনাব মুসা আল হাফিজ।

আপনার লিখিত বক্তব্যটি আমাদের কাছে থাকবে। পরবর্তী সময়ে সকলের বক্তব্য শোনার পরে যদি কোনো প্রশ্ন ব্যাখ্যার জন্য কমিশনের সদস্যগণ প্রয়োজন মনে করেন, জিজ্ঞাসা করবেন। এবার আমরা জনাব সুব্রত চৌধুরীর বক্তব্য শুনব।

**জনাব সুব্রত চৌধুরী** (অংশীজন): সংবিধান সংস্কার কমিশন আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ জানাই।

আসলে এ সংস্কার কমিশনের Terms of Reference আমরা পাচ্ছি না। যে গেজেটটি হয়েছে তাতে

আপনাদের কী কার্যপরিধি, আপনারা কী করবেন, সেটা একটু সুনির্দিষ্টভাবে থাকলে সবার জন্য সুবিধা হতো।

যেমন: বড় ধরনের একটা আন্দোলন, গণঅভ্যুত্থান বা বিপ্লব যেটাই বলি না কেন, তারপরেই আমাদের দেশের সংবিধান নিয়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়ে যায়।

আমার তো মনে হয়, এটা খুবই ভালো দিক যে, আমরা জনগণ আমাদের দেশের সর্বোচ্চ আইন সংবিধানের ব্যাপারে সকলেই কথা বলি এবং জনগণের মতামত নিয়েই আমাদের সংবিধান কাঠামো আমরা নির্দিষ্ট করি।

আমাদের Proclamation of Independence ১০ এপ্রিল যেটা আছে, এটা আমাদের সংবিধানের একটা অন্যতম বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। Proclamation of Independenceটি সংবিধানের part of the Constitution-এ রাখার পক্ষে আমি মত দিচ্ছি। কারণ এটা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পরিচয়। তারপরে তো ১৯৭২-এর সংবিধান আসলো। ব্যাপক আলাপ-আলোচনা সংসদে হয়েছে এবং ৪ নভেম্বর Constituent Assembly এটা পাস করেছে।তারপরে দেখা যাচ্ছে, প্রায় ১৭টি সংশোধনী হয়েছে। এখন আমরা কি ১৮তম সংশোধনীর জন্য প্রস্তুতি নেব? আপনারা কি সেভাবে কোনো প্রস্তাব দেবেন? সেটাও তো আমাদের কাছে পরিষ্কার হওয়া উচিত। কারণ ইতোমধ্যেই বক্তব্য আসছে যে, ’৭২-এর সংবিধান ছুড়ে ফেলে দিতে হবে বা কেউ কেউ বলছে নতুন সংবিধান লিখতে হবে, আবার কেউ কেউ বলছেন, না যুগোপযোগী করতে হবে। অর্থাৎ সংশোধন করতে হবে। এই বিষয়গুলো যদি আপনারা পরিষ্কার করতেন, তাহলে আমাদের পক্ষে সুপারিশ দেওয়া বা বক্তব্য দেওয়া সুবিধা হতো। তারপরও যেহেতু আজকে সুযোগ পেয়েছি কিছু কথা তো বলতেই হবে। যেমন : ’৭২-এর সংবিধানকে বিভিন্নভাবে অনেক কাটাছেঁড়া করা হয়েছে। সেটা আমরা সকলেই জানি। তিনি সবকিছু উল্লেখ না করলেও যেমন ধরেন “বিস্‌মিল্লাহির-রহ্‌মানির রহিম”-এর কথা বলেছেন। এটা তো কোনো জাতীয় mandate ছিল না। কোনো দল বলে নাই যে, আমরা ক্ষমতায় গেলে এই কাজটি করব। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে, মার্শাল ল অর্ডারে সংবিধানের মধ্যে হাত দেওয়া হয়েছে। পরে অবশ্য এগুলোর বৈধতা দেওয়া হয়েছে পঞ্চম সংশোধনী, সপ্তম সংশোধনীর মাধ্যমে। সংবিধানের শুরুতেই যদি কোরআনের আয়াত থাকে, তাহলে এখানে যে অন্য ধর্মাবলম্বী আছে, তারা কীভাবে শুরু করবে? হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী যারা আছেন। সেই ব্যাপারে আমাদের কাছে মনে হয়েছে সংবিধানটাতো সার্বজনীন হওয়া উচিত। আবার কেউ কেউ ব্যাখ্যা দেন, ওটা part of the Constitution না। আমাদের মুসলমান ভাইয়েরা তো কোনো কাজ শুরু করার আগে এই শব্দটা ব্যবহার করেন, খাওয়ার আগেও হয়তো বলেন। এভাবে শুরু করতেই পারে, বলতেই পারে, নাও বলতে পারে। এভাবেও কেউ কেউ ব্যাখ্যা দেন যে, এটা সংবিধানের অংশ না। এমনকি বিচারপতি খায়রুল হক-এর জাজমেন্টেও এই কথাগুলো আসছে এবং তৎকালীন আইন মন্ত্রী শফিক আহমেদ এই ব্যাখ্যাটা দিয়েছিলেন। এটা আপনাদের বিবেচনার জন্য বলছি। তারপর হচ্ছে, রাষ্ট্রধর্ম। রাষ্ট্রধর্ম আনার ব্যাপারেও কোনো দল কখনো তার নির্বাচনি ইশতেহারে বলে নাই। যিনি করেছেন, তিনি কী কারণে করেছেন, আমরা সবাই জানি। রাষ্ট্রের মধ্যে ধর্মকে নিয়ে আসা এবং ধর্মকে রাজনীতিতে অপব্যবহার করা। তিনি নিজেও করতেন। তিনি যেভাবে এনেছিলেন, সেটা হলো ১৯৮৮ সালের আরেকটি ভোটারবিহীন সংসদ। এটি পাসে সংসদে বিরোধী দল বা অন্য কোনো দল অংশগ্রহণ করেনি। আমি সেনাশাসক হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের কথা বলছি।

রাষ্ট্রধর্ম করার ফলে কী হলো? একটি ধর্মকে এখানে সাংবিধানিকভাবে মর্যাদা দেয়া হলো। এখানে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী যারা আছে, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টানসহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত করা হয়। সুতরাং সংবিধানে বলা হচ্ছে, সবাই সমান অধিকার পাবে। সবাই সমান সুযোগ পাবে। ধর্ম-বর্ণের কারণে কারো প্রতি কোনো বিমাতাসুলভ আচরণ করা হবে না, ইত্যাদি বলা হচ্ছে। কিন্তু সংবিধানে যখন রাষ্ট্রধর্ম; একটি বিশেষ ধর্ম চলে আসে, তখন সবাই বৈষম্যের শিকার হয় এবং এর প্রয়োগ আমরা দেখেছি ’৮৮ সালের পর থেকে। এটা ভয়াবহ। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সরকারের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী থাকে, যারা প্রশাসনে থাকে, তারা যে সমস্ত উক্তি করে, তাদের কাছে যখন জনগণ বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে যায়, খুবই অপমানজনক কথাবার্তা বলে। সংবিধানেই তো তোমাদেরকে denationalize করেছে। এই ধরনের আচরণ রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায় থেকে করা হয়। সুতরাং এখানে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা সব সময় সংক্ষুব্ধ থাকেন নানান কারণে। এমনকি আদালতেও বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়।

আমি পরবর্তী পয়েন্টে যাচ্ছি। আপনারা জানেন যে, আমাদের সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ সংবিধানের ১০০ অনুচ্ছেদে বলা হলো, “time to time session of the Highcourt বসবে” বা যে-কোনো জায়গায় বসবে। কিন্তু জনাব হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ করল কী? প্রত্যেকটি বিভাগীয় শহরে স্থায়ী বেঞ্চ করে দিল। যেটা অষ্টম সংশোধনীতে। সেই স্থায়ী বেঞ্চ নিয়ে ১০০ অনুচ্ছেদে হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ করা হলো। হাইকোর্ট ওটা valid দিয়ে দিল আনোয়ার হোসেনের মামলায়। আমরা সকলে মিলে সুপ্রিমকোর্টে গেলাম। সুপ্রিমকোর্টে

আমাদের বিখ্যাত আইনজীবীরা অ্যাপেয়ার করলেন। আপিল বিভাগ থেকে বলল, এই যে স্থায়ী বেঞ্চটা করা হলো, এগুলো অবৈধ, Ultra biased to the constitution. তাহলে দেখা যাচ্ছে, এখানে আইনজীবী এবং বিচারপতিদের একটা common interest ছিল। বিভিন্ন বিভাগে ফাইলপত্র নিয়ে যেতে চায় না। আবার হাইকোর্ট বিভাগের জজদেরও বিভিন্ন বিভাগে যেতে হবে, সেই ব্যাপারে তাদের মধ্যে দ্বিমত ছিল। এগুলো নিয়ে সে-সময়ে অনেক ঘটনা ঘটেছে। অষ্টম সংশোধনীর একটা পার্ট হাইকোর্ট ডিভিশনে পাঠিয়ে দেওয়া, সেটাকে আমরা সবাই মিলে ফেরত আনলাম। বিশেষত আইনজীবীরা ও বিচারপতিরা। কিন্তু কথা হচ্ছে, অষ্টম সংশোধনীর আরেকটি অংশ ছিল রাষ্ট্রধর্ম। সেটাকে চ্যালেঞ্জ করা হলো। দেশের প্রায় ১৫ জন শীর্ষ পর্যায়ের বিচারপতি কামালউদ্দিন হোসেন, কে এম সোবহান, সুফিয়া কামাল, কলিম শরাফী, আনিসুজ্জামান, জেনারেল দত্ত, এখন আছেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরি, বদরুদ্দিন ওমর; এরকম ১৫ জন। এটা চ্যালেঞ্জ করা হলো আলাদাভাবে। সেটার ব্যাপারে কী বলল হাইকোর্ট, আপনি অষ্টম সংশোধনীর একটা পার্ট অনুচ্ছেদ ১০০ অবৈধ করে হাইকোর্ট ফিরিয়ে আনল। আর রাষ্ট্রধর্ম নিয়ে যখন মামলায় গেল, হাইকোর্ট বলে দিল যে, এই যে ১৫জন এখানে মামলাটি করল, তাদের মামলা করারই কোনো অধিকার নেই এবং সেভাবে হাইকোর্ট থেকে একটা রায় চলে আসল। তাহলে বিচার বিভাগেও বৈষম্য হচ্ছে। কোনো ইস্যুতে তারা তাদের activism দেখতে পায়, আবার কোনো কোনো ব্যাপারে দেখা যাচ্ছে নীরব ভূমিকা পালন করছে। যেহেতু হাইকোর্ট বিভাগ থেকে এই ধরনের একটা রায় আসল, পরস্পরবিরোধী রায় অষ্টম সংশোধনের ব্যাপারে। সে বিষয়টিও আমরা আপনাদেরকে বিবেচনা করার জন্য বলব। এর বাইরে '৭২-এর সংবিধানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল, সেগুলো বিভিন্ন সরকারের সময় আমলে নেয়নি।

যেমন-আমাদের স্বাধীন বিচার বিভাগ, এ বিষয়ে আইনজীবীরা বহুদিন ধরে লড়াই-সংগ্রাম করেছে। জেল-জলুমসহ অনেক ভোগান্তি তাদের হয়েছে। আপনারা জানেন যে, মাসদার হোসেন মামলার আলোকে আমরা আশা করেছিলাম, উচ্চ আদালত থেকে হয়তো একটা পরিপূর্ণ রূপ পাওয়া যাবে এবং সেটা হচ্ছিল কিন্তু। প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহাকে কীভাবে অপদস্থ করে এখান থেকে বের করা হয়েছে, তা আপনারা জানেন। ষোড়শ সংশোধনী বাতিল করার কারণে। তিনি হয়ত এটি করে যেতে পারতেন। তাঁর হাত দিয়ে এটা হলো না। এরপরে এলো প্রধান বিচারপতি মোঃ আব্দুল ওয়াহহাব মিঞা। যে কোনো কারণেই হোক ওহাব মিয়ার সাথে সরকারের সাথে একটা সম্পর্ক হয়ে গেল। হয়তো তাঁকে বলা হয়েছিল ভবিষ্যতেও তাঁকে কিছু করা হবে। তিনি এক পর্যায়ে গিয়ে এটা থামিয়ে দিল। আর অগ্রসর করতে দিল না। সুতরাং এটা মাঝপথে থেমে আছে। মাসদার হোসেন মামলার পরিপূর্ণতা পায়নি। সুতরাং এখন মাসদার হোসেন মামলার পরিপূর্ণতা দিতে গেলে এবং বিচার বিভাগের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা আনতে গেলে, সেখানে আমাদের কতগুলো অনুচ্ছেদ সংযুক্ত করা দরকার- ১১৫ এবং ১১৬, যেটা ১৯৭২-এ ছিল। সেই অনুচ্ছেদটি যদি আপনারা restore করার প্রস্তাব দেন, আমার মনে হয়, মাসদার হোসেন মামলাও পরিপূর্ণতা পাবে এবং তাহলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা হয়ত আমরা অনেকাংশেই ফিরে পাব। ভবিষ্যতে আমার বক্তব্য লিখিত আকারে পাঠিয়ে দিব।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান) : ধন্যবাদ, জনাব সুব্রত চৌধুরী।

আমাদের সাথে এখন অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ যোগ দিয়েছেন। প্রত্যেকের বক্তব্য সংক্ষেপ আকারে শুনছি ১৫ মিনিটের মতো। আমি এখন অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহকে অনুরোধ করব তার বক্তব্য রাখার জন্য।

**অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ** (অংশীজন) : প্রথমেই বলা দরকার, এই কমিশনের সামনে বক্তব্য দেওয়ার ব্যাপারে স্পষ্টভাবে যে চিঠি, সেটা গতকাল রাতে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে পেয়েছি। সেখানে লেখা ছিল যে, লিখিত আকারে পেশ করা। কীভাবে পেশ করা হবে, সুনির্দিষ্টভাবে জানতাম না বলেই সেটি লিখিত আকারে পেশ করা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। আমার দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে, বাংলাদেশে আমি অনেকদিন থেকে বলে আসছি, লিখে আসছি নতুন করে একটা social contract তৈরি হওয়া দরকার। এই পুরোনো social contract দিয়ে আর চলছে না। এই অবস্থায় social contract-এর একটা বড় দলিল হচ্ছে সংবিধান। এই সংবিধানকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম আবর্তিত হবে। এটাই একটা গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিকের কাম্য। আবার কেউ কেউ বলছেন নতুন বন্দোবস্ত। নতুন বন্দোবস্ত ব্যবস্থাটাও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এই বন্দোবস্ত আনতে গেলে যেটা আমরা দেখছি সমাজে এখন শক্তির ভারসাম্য নাই এবং শক্তি বিভিন্ন জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয়ে গেছে। এই শক্তি বা পাওয়ারের কেন্দ্রীয় ভবন ভাঙতে হলে যেটা প্রয়োজন, সেটা হচ্ছে ruralisation-এর মাধ্যমে আরো অনেকগুলো শক্তির কেন্দ্র তৈরি করা। এটা একটা social exercise. এই কাজটি শুধু একটা সংবিধান লিখে হবে না। এই কাজটি ধীরে ধীরে গণতান্ত্রিক চর্চার মধ্য দিয়ে আসতে হবে।

আমি এখন তাৎক্ষণিকভাবে আমার কিছু পরামর্শ এখানে দিতে চাই। সেগুলো হচ্ছে, আমাদের সামনের দিকে এই সংবিধানে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট সংসদ চাই। এই দ্বি-কক্ষ কীভাবে গঠিত হবে, সেটা সুনির্দিষ্টভাবে সংবিধান দলিলে লেখা থাকবে।

অনেক জায়গায় রাষ্ট্রপতিকেও আপার হাউসের নির্বাচিত করার ক্ষমতা থাকে। সেই ক্ষমতা দেওয়া হবে কি না; সেটা চিন্তাভাবনা করতে হবে।

**দ্বিতীয়ত:** আমাদের সংবিধানের অনুচ্ছেদ  ৭০ যেটা বিদ্যমান আছে, এর ফলে সরকারদলীয় সদস্যরা মন খুলে কথা বলতে পারেন না। শর্তাধীনে অনুচ্ছেদ ৭০ পুরো সংস্কার দরকার। সেখানে শুধু সরকার পরিবর্তন এবং অর্থ বিল ছাড়া অন্য সব ব্যাপারে সংসদ-সদস্যরা প্রাণ খুলে কথা বলবেন, কোনো রকমের দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকবে না, এটা নিশ্চিত করতে হবে।

**তৃতীয়ত:** অনেকে আলোচনা করছেন বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি রাজনৈতিকভাবে, প্রশাসনিকভাবে একেবারে কেন্দ্রীভূত হয়ে গেছে। এটা ঢাকা কেন্দ্রিক। এটাকে বদলাতে হবে এবং বদলানোর জন্য বাংলাদেশকে আটটি প্রদেশে বা তার চাইতে কম বা তার চাইতে বেশি প্রদেশে বিভক্ত করতে হবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, এই ধরনের বিধান করা হলে বাংলাদেশের জন্য খুব বিপদ সৃষ্টি হবে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জাতীয় নিরাপত্তায় বিপদ সৃষ্টি হবে এবং বাংলাদেশের একটি অংশ হয়ত এই কারণেই বিচ্ছিন্ন হওয়ার অবস্থায় দাঁড়িয়ে যাবে। আমরা ইতোমধ্যে লক্ষ্য করছি, আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের যারা এ নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন, তারা আমাদের দেশের মূল ভূখণ্ডের কিছু কিছু অংশকে নিয়ে ভিন্ন রাষ্ট্র, ভিন্ন ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা তুলছেন। সেখানে প্রদেশ গঠন করা হলে সেই প্রচেষ্টা আরো শক্তিশালী হবে, আরো জোরদার হবে এবং আমাদের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক হবে। এই কেন্দ্রীভূত অবস্থা পরিবর্তিত হতে শুরু করেছে নিজের থেকেই। সেটা হচ্ছে, এখন আমরা যেটা বলি গ্রাম এবং শহরের যে পার্থক্য, সেই পার্থক্য ঘুচে যাওয়ার পথে এবং একটা Rural-Urban Continuum সৃষ্টি হয়েছে। যাতায়াত, যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ার ফলে এবং কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান মফস্বলের বিভিন্ন জায়গায় হওয়ার ফলে বিশেষ করে হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। আমার মনে হয়, উন্নয়নের এসব প্রক্রিয়া যেহেতু শুরু হয়েছে এবং একটা নির্দিষ্ট জায়গায় এসেছে, সেটা ভবিষ্যতে আরো জোরদার হবে। সুতরাং প্রদেশ গঠন করে যেই সুবিধাটি আমরা পাব বলে চিন্তা করছি, সেটা অলরেডি আমাদের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে নিহিত রয়েছে।

এখানে যদিও নানান রকম তথ্য আছে তা সত্ত্বেও বাংলাদেশ ভৌগোলিকভাবে খুক ছোট রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রকে ভেঙ্গে আরো প্রদেশ করা যুক্তিসংগত হবে না।

রাষ্ট্রধর্মের বিষয়টি একটি বিতর্কিত বিষয়। তবে এই বিতর্ক জনসাধারণের মধ্যে নয়। এই বিতর্ক সমাজের উচ্চশ্রেণির মধ্যে। রাষ্ট্রধর্ম রাখার প্রয়োজনীয়তা আছে কী না সেটা কমিশন বিবেচনা করে দেখবে। রাষ্ট্রধর্ম যেই সময়ে করা হয়েছিল সেই সময়ে হয়ত একটি উদ্দেশ্য ছিল যে, একজন স্বৈরাচার, জনাব এরশাদ এই দেশ শাসন করছিলেন। তার শাসনকে আরো দীর্ঘতর করার জন্য এই ধরণের একটি populist বিষয় সংবিধানে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে পৃথীবিতে অনেক দেশ আছে যেখানে রাষ্ট্রধর্ম আছে। যারা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তা করেন তারা অনেকেই মনে করেন এখানকার রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম অন্য ধর্মের প্রতি বৈষম্য না করে আমাদের জাতীয় নিরাপত্তাকে সংহত করবে। সুতরাং বিষয়টি নিয়ে খুব গভীর চিন্তার দরকার আছে এবং কোনো রকম অভিমান বা রাগ বা বিরাগের ভিত্তিতে এটা নিয়ে আলোচনা করা উচিত নয়।

সংবিধানের মূলভিত্তি বা মূলনীতিগুলো কী হবে? এখন যেটা আছে, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি এর পরিবর্তে আমার সুপারিশ হলো, "সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং ন্যায় বিচার" এই ৩টি জিনিসকে সংবিধানের ভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত করব।

"বিসমিল্লাহ" নিয়ে এখানে কথা উঠেছে। বিসমিল্লাহ কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকারও বাদ দিতে পারে নাই। তাতে বোঝা যাচ্ছে, এটা বাদ দিলে দেশে একটি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে।

যে প্রতিক্রিয়ায় আমাদের বাকি যে সমস্ত কাজকর্ম বা উন্নয়নের যে কাজকর্ম, সেগুলোকে ব্যাহত করবে।

Ombudsman-এর একটি বিধান সংবিধানে আছে। ১৯৭২ সাল থেকে আজ পর্যন্ত কোনো Ombudsman নিয়োগ করা হয়নি। আমি মনে করি, Ombudsman নিয়োগ বাধ্যতামূলক করে সংবিধানে স্থান দিতে হবে। Ombudsman এমন একজন ব্যক্তি হবেন এবং এমন একটি প্রতিষ্ঠানের হবে যে প্রতিষ্ঠানটি continuous vigilance only performance of the government  এটি পরিচালনা করবে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করা হয়েছিল। বাংলাদেশের যে আর্থসামাজিক অবস্থা, রাজনৈতিক ক্ষমতার বিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচনে যে ধরনের কারচুপিগুলো হয়, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি মনে করি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান নির্বাচনকালে, এটা সংযোজিত হওয়া উচিত। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সদস্য কারা হবেন। প্রধান উপদেষ্টা এবং উপদেষ্টা করা হবেন।  সেখানে অনেকেই উচ্চ আদালতের বিচারপতিদের আনার বিরোধিতা করেছে। আমরা যেটা সহজভাবে করতে পারি, রাষ্ট্রের কিছু ব্যক্তি যাঁরা সর্বজন শ্রদ্ধেয় এবং এই পদে থাকার মত যোগ্যতা ও নিষ্ঠা যাদের আছে, সেরকম লোককে এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার পরিচালনার জন্য ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন করার শর্তে নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে। যেভাবে এবার অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হয়েছে, অনেকটা অনুরূপ। এখানে কিন্তু কোনো মানদণ্ড দেখে এই সরকারে কারা থাকবেন, না থাকবেন; সেটা বিবেচনা করা হয়নি।

আরেকটা বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে এসেছে। আমাদের যে সংবিধান, সেই সংবিধানকে বলা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর সংবিধান। প্রধানমন্ত্রীর হাতে এত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকা বিপজ্জনক। কতটা বিপজ্জনক হয়, সেটা আমরা শেখ হাসিনার ১৬ বছরের শাসনামলে দেখেছি। সুতরাং এখানে প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতির আওতা, ক্ষমতা বা জুরিডিকশন যাই বলি না কেন, সেটা সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া। রাষ্ট্রপতি কী কী ক্ষমতা পাবেন, প্রধানমন্ত্রীর হাতে কী কী ক্ষমতা থাকবে, সেটা নিশ্চিত করা।

সাংবিধানিক পদগুলোতে কীভাবে নিয়োগ হবে এবং কীভাবে এর মধ্যে স্বচ্ছতা আনা যায়, সে ব্যাপারে সংবিধানে নির্দেশনা থাকতে হবে। এখানে জাতির পিতার কথা এসেছে সংবিধানে। এই জাতির পিতা নিয়ে যথেষ্ট বিভ্রাট সৃষ্টি হয়েছে। আমার ব্যক্তিগত মত ও বহু বছর আগেও আমি বলেছিলাম, we should have founding father's এবং আমরা কাউকে অস্বীকার করব না, কারো অবদানকে ছোট করব না, এই spirit-এর ভিত্তিতে হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এবং শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের জাতির পিতা হতে পারেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, আমরা যে সাংবিধানিক সংস্কারের কথা বলছি, এর ভিত্তিতে হয়ত একটা চূড়ান্ত সুপারিশ আসবে। হয়ত একটা খসড়া সংবিধান দলিলও লেখা হবে। তবে নির্বাচিত সরকার গঠন হওয়ার আগে, এই খসড়া সংবিধানকে অনুমোদন দেওয়াটা যুক্তিযুক্ত হবে না। অনেকেই মনে করেন, একটা গণভোটের মাধ্যমে এই সংবিধানটা পাস করে নেওয়া যায়। গণভোট নিঃসন্দেহে অত্যন্ত শক্তিশালী একটি ব্যাপার। কিন্তু সংবিধানের মতো একটা বড় দলিল, এই দলিল শুধু গণভোটে ছেড়ে দিলে আমার মনে হয়, সেটার প্রতি সুবিচার করা হবে না। সেজন্য আমার পরামর্শ হলো সামনে যে নির্বাচন হবে, সেই নির্বাচন একাধারে হবে জাতীয় সংসদ গঠনের জন্য। অন্যদিকে এটা হবে একটা গণপরিষদ। যেই গণপরিষদ এই খসড়া সংবিধান আবার পাঠ করবে এবং বিচার বিশ্লেষণ করে, সমালোচনা করে আরও পরিশুদ্ধ করে পাস করিয়ে নিবে সংসদে। যে নিয়ম আছে সেই সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে। তার আগে যদি সংবিধান চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, সেটা জাতির জন্য খুবই বিপজ্জনক হবে। ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান ১৯৬২ সালে নিজেরই পছন্দের সংবিধান তিনি করেছিলেন, সেটা পাকিস্তানের জন্য কিন্তু ভালো হয়নি।

সংবিধানে বাংলাদেশের ইতিহাস সংক্রান্ত কিছু অনুচ্ছেদ বা প্যারাগ্রাফ লেখা থাকবে। এটা এমনভাবে লেখা হবে যেখানে একদিকে জনগণের অবদান, অন্যদিকে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বিভিন্ন সময়ে, তাদের অবদান আমরা সংক্ষিপ্তভাবে সংবিধানের অংশ করব।

এখন প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ যে অবস্থায় আছে, একজন প্রধানমন্ত্রী ১০ মেয়াদেও পরপর নির্বাচিত হতে পারেন। সেজন্য কথা উঠেছে কেউ প্রধানমন্ত্রী হলে পরপর দুবার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর আবার প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য তিনি প্রতিযোগিতা করতে পারবেন না। এখানে আরেকটু স্পষ্ট করা দরকার, সেটা হচ্ছে যে, কয়েক মেয়াদ পরে আবার তিনি পারবেন কি না, বা একটি মেয়াদ শেষ হয়ে বা দুটি মেয়াদের মাঝখানে তিনি পারবেন কি না; এটা চিন্তা করে দেখার বিষয়। কারণ বাংলাদেশে আমরা এখন দেখছি, এখনও নেতৃত্বের যে অবস্থা, সেখানে দেখা যাচ্ছে একজন কিংবা দুজন ব্যক্তি খুব প্রাধান্যে চলে আসে। এটা আমাদের political process-এর product. এটাকে হঠাৎ করে অস্বীকার করা যাবে না। আবার এটার ফলে যে-সব অন্যায়, অবিচার হয়, সেটাকেও কিন্তু মেনে নেওয়া যায় না। এই পরিস্থিতিতে ২ মেয়াদ আমরা চিন্তা করতে পারি। এই ২ মেয়াদের বাইরে তৃতীয় মেয়াদের মাঝখানে ২/১টি মেয়াদ কূন্য থাকবে, অন্যজন প্রধানমন্ত্রী হবে।

বাংলাদেশের নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর ব্যাপারে প্রশ্ন উঠেছে। তারা মনে করে, তারা খুব অবহেলিত, শোষিত এবং বঞ্চিত। ভারতীয় সংবিধানে যে-রকম আছে scheduled caste, scheduled tribe. আমরা আমাদের সংবিধানে স্পষ্ট করে উল্লেখ করে দিতে পারি যে, কোন কোন নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী চাকমা, মারমা, তঞ্চঙ্গ্যা সকলের নাম সংবিধানে উল্লেখ থাকবে। যাতে এই গোষ্ঠীগুলো অনুভব করবে যে, তারাও এই রাষ্ট্রের মালিক। এই ধরনের সিদ্ধান্ত নিলে তারাও এই রাষ্ট্রের অংশীদার এবং তাদের মনে যে সন্দেহ ও ক্ষোভ আছে, সেটা কিছুটা হলেও প্রশমিত হবে।

রাষ্ট্রকে বিভিন্ন সময়ে নির্বাচন কমিশন এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন করার জন্য সার্চ কমিটি গঠন করতে হয়। কিন্তু সার্চ কমিটির ব্যবহার আমরা যেটুকু দেখেছি, সেটা মোটেও স্বচ্ছ নয়। সেই জন্য সার্চ কমিটি কীভাবে গঠিত হবে, তার একটা সাংবিধানিক ভিত্তি তৈরি করে দিতে হবে এবং নিয়মটা স্পষ্ট করে দিতে হবে যাতে এটা নিয়ে আর বিতর্ক না হয়।

একইভাবে উচ্চতর আদালতের বিচারপতি নিয়োগের ব্যাপারে সাংবিধানিক নির্দেশনা থাকতে হবে, যাতে উচ্চতর আদালতগুলো যেটাকে বলা যায় দলমন্য ব্যক্তিদের দ্বারা আক্রান্ত না হন।

আরেকটা বিতর্ক এসেছে সেটা হচ্ছে- নির্বাচনি ফলাফলের পর কীভাবে সরকার গঠন হবে, এটা কী সিম্পল মেজরিটির ভিত্তিতে হবে, নাকি আনুপাতিক হারে হবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে, এখনও বাংলাদেশে আনুপাতিক হারে সরকার গঠনের সময় আসে নাই। আনুপাতিক হারে সরকার গঠন করতে গিয়ে দেখা যাবে যে, এখানে কোনো দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাচ্ছে না। ফলে আমরা নতুন করে

বিশৃঙ্খলা, নতুন করে ঝামেলা আমন্ত্রণ করব। সেই জন্য আমি মনে করি যে, এখন যেভাবে চলছে যে, একটি নির্বাচনি এলাকায় যিনি বেশি ভোট পান তিনি সংসদ-সদস্য হবেন, এটা চালু থাকবে, চালু থাকা উচিত। এখানে আনুপাতিক হারে যে দাবি উঠেছে বা কথা উঠেছে সেটা বিপজ্জনক বলেই আগের নিয়মটা বহাল রাখা উচিত।

আরেকটি কথা সেটা হচ্ছে যে, বিতর্ক এখন চলছে সংবিধানকে সংস্কার করা না নতুনভাবে লেখা। এ ব্যাপারে আমার মত হচ্ছে এই সংবিধান এতই ভারাক্রান্ত বিভিন্ন সংশোধনীর দ্বারা এবং এত জটিলতার মধ্যে এসে গেছে,

এই ক্ষেত্রে আমার ব্যক্তিগত মত- সংবিধান পুনর্লিখিত হওয়া উচিত। যেটা গত আন্দোলনের, অভ্যুত্থানের যে spirit, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের যে spirit এবং আমাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলোর যে spirit, সেগুলোকে যেন ধারণ করে।

জরুরি অবস্থা জারি- এটিও খুব গুরুত্বপূর্ণ। '৭২ এর সংবিধানে জরুরি অবস্থার বিধান ছিল না। যেটা পরে '৭২ এর সংবিধানকে সংশোধন করে চালু করা হয়েছে। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও জরুরি অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। উন্নত রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও জরুরি অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং জরুরি অবস্থা জারি করার শর্তগুলো কী হবে, সেটা সংবিধানে সুচিহ্নিত করতে হবে। যাতে জরুরি অবস্থা জারি করে জনগণের ন্যায্য আন্দোলন, গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে যেন টুটি চেপে ধরতে না হয়। সেই ক্ষেত্রে একদিকে জরুরি অবস্থার বিধান রাখা রাষ্ট্রের স্বার্থে, অন্যদিকে গণতন্ত্রের স্বার্থে এটাকে শর্তসাপেক্ষ করে দেওয়া। কীভাবে করব, সেটা সংবিধানে উল্লেখ থাকতে হবে।

বাংলাদেশে কতগুলো বিতর্ক আছে। সেটা হচ্ছে রাজনীতি এবং ধর্ম নিয়ে। আমার মনে হয় এখনও সময় আসেনি যে, এই বিতর্কের অবসান হয়েছে। বরং এই বিতর্কের সূচনা হয়েছে বলা যায়। এই অবস্থায় যারা সংবিধান প্রণয়ন করবেন, তারা স্পর্শকাতর বিষয়গুলো যতদূর সম্ভব এড়িয়ে যাবেন। সামনের দিকের রাজনীতিতে যাতে এগুলো আরো আলোচনা হয় এবং সেই আলোচনার মধ্য দিয়ে যাতে একটা ঐকমত্য তৈরি হয়।

জাতীয় সংগীত নিয়ে কথা উঠেছে। যে জাতীয় সংগীত ছিল সেটা বজায় রাখা। আরেকটা হচ্ছে নতুন করে কোনো জাতীয় সংগীত লেখা।' ৭২ সালে আমাদের বড় ভুল হয়ে গেছে। যখন এটা গৃহীত হয় তখন আমাদের দেশে বড় বড় কবি ছিলেন। বিখ্যাত দুজন কবি ছিলেন। একজন আল মাহমুদ, একজন শামসুর রাহমান- এঁরা আমাদেরকে একটি চমৎকার নতুন রাষ্ট্রের নতুন জাতীয় সংগীত উপহার দিতে পারতেন। কিন্তু সেটা করা হয়নি। যেকোনো কারণেই হোক, মুহূর্তের উত্তেজনায় আমরা তো অনেক জিনিস করে ফেলি। আসলে ওই '৭১ সালে যে অসহযোগ আন্দোলন চলছিল, সেই উত্তেজনার মধ্যে এই জাতীয় সংগীত ঢুকে গেছে। "আমার সোনার বাংলা" ইত্যাদি। এটা অত্যন্ত বিতর্কিত একটা ব্যাপার। যারা এই আন্দোলনকে সমর্থন করেছেন, তারা এই জাতীয় সংগীত বদল চান না। আবার নতুন করে যারা সমর্থন করেছে, তাদের অনেকে এই পরিবর্তনটা চায়। আমার মনে হয়, এই কমিটির জন্য এটা হবে একটা বড় চ্যালেঞ্জ। এটা নিয়ে আরো একটু আলোচনা হওয়া উচিত প্রাতিষ্ঠানিকভাবে, অন্য কোনোভাবেই বা প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে হোক, এই আলোচনাটা চলা উচিত।

সর্বোপরি বিচার বিভাগের যে স্বাধীনতা, সেটা নিশ্চিত করা। সেটা নিশ্চিত করার শর্তগুলো কী হবে, সেটা আমরা যে সংবিধানের কথা চিন্তা করছি, সেই সংবিধানে যেন সেটা লিপিবদ্ধ থাকে। এটা খুবই জরুরি। কারণ এই আন্দোলনের পর দাবি উঠেছে হাইকোর্টের ৫০-এর অধিক বা ৬০-এর কাছাকাছি বিচারপতির পদত্যাগ করতে বলা। এটা কেন হবে? একটা স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশে যারা আদালতের বিচারপতি হন নিঃসন্দেহে তারা উপযুক্ত ব্যক্তি, নিরপেক্ষ ব্যক্তি হিসেবেই হন। কিন্তু ওই যে রাজনৈতিক দল দিয়ে এদেরকে বসানো বা এদেরকে ক্ষমতা দেওয়া বা এদেরকে হাইকোর্টের জজ করা, এটার ফলে সমস্যাগুলো হচ্ছে। একসময় মনে হয় এটা বিএনপ্রির হাইকোর্ট। একসময় মনে হয়, এটা আওয়ামি লীগের হাইকোর্ট। এটি পরিহার করার জন্য কিছু চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। সেটা করলে পরে বাস্তবায়ন করা সহজ হবে। এই ধরনের সাজেশন এই কমিশনের কাছ থেকে আসতে পারে।

আমার শেষ কথা হচ্ছে যে, বাংলাদেশ এখন একটা fluid অবস্থার মধ্যে আছে। জুলাই-আগস্টের অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে যে স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি কথা বলার স্বাধীনতা বা চিন্তার স্বাধীনতা-এই স্বাধীনতা আছে বলেই অনেক বিষয় এখন সামনে আসছে। যেটা চাপা ছিল। সংবিধান কমিশন এইসব দিকেও একটু নজর রাখবেন এবং নতুন কী কী ইস্যু এই আগস্টের অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে এসেছে। আর কী কী ইস্যু একেবারে '৭২ থেকে এখন পর্যন্ত চালু আছে। সব মিলিয়ে একটা সংবিধান- যেটা সর্বজন গৃহীত হবে এবং সর্বজনমান্য হবে। সেরকম একটা সংবিধান যাতে আমরা রচনা করতে পারি এবং জনগণকে উপহার দিতে পারি, সেটাই হবে সংবিধান সংস্কারের লক্ষ্য, এটুকুই আমার সাজেশন।

ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান):** ধন্যবাদ, অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ।

আমরা অত্যন্ত স্বল্প সময়ে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। আপনি আমাদের নিজেদেরই একজন। সে জন্য আমরা দুঃখিত। আপনার বক্তব্য রেকর্ড হয়েছে। আপনি যদি আরও বিস্তারিতভাবে আমাদের জানাতে চান, তাহলে ২০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে জানালে আমাদের কাজে সহায়ক হবে। এটা রেকর্ড হয়েছে। এটার কার্যবাহ হবে। প্রত্যেকটা বিষয় পর্যালোচনা এবং বিবেচনা কমিশনের থাকবে। তারপরও অতিরিক্ত যুক্ত করতে চাইলে আমরা সবাইকে অনুরোধ করছি যে, ২০ তারিখের মধ্যে আমাদের কাছে পৌঁছানো যায়, তাহলে আমাদের জন্য সহায়ক হবে।

এখন আমি অনুরোধ করব, শাহিন আনামকে তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য।

**শাহিন আনাম** (অংশীজন): আমাকে ডাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ। সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আরম্ভ করছি। ৩জন বক্তব্য রেখেছেন। আমার পাশে অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ বসে আছেন। সবাই এত সুন্দর technical to the point সব কথা বলেছেন। আমি কিন্তু খুব সাদামাটা কথা বলব। আমি একজন মানবাধিকার কর্মী, নারী অধিকার এবং প্রান্তিক মানুষের অধিকার নিয়ে কাজ করি। এটা আমার দীর্ঘদিনের আন্দোলনের মতো আপনি বলতে পারেন।

আমার আগের বক্তা শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ প্রায় শেষের দিকে আমাদের "জাতীয় সংগীত" নিয়ে কথা বলেছেন। আমি এখানে কিছু বলতে চাই।  এই গানটা কে লিখেছে, এটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ না। কিন্তু এই গান আমরা সবাই প্রাণে ধারণ করি। এই আমাদের "জাতীয় সংগীত"। এই গান করে করে দেশ স্বাধীন, অবশ্য তখন এটা জাতীয় সংগীত ছিল না। কিন্তু এই গানটাকে আমরা ধারণ করি। এই গানের এমন প্রভাব যে গান করলে এখনও আমাদের চোখে পানি আসে। "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি", এটা আমরা emotionally দেখি। কিন্তু আমার মনে হয়, কয়েকটা বিষয় বিতর্কের ঊর্ধ্বে থাকা উচিত। আমাদের জাতীয় সংগীত এমন একটি বিষয়। এটা আমার মতামত। এটার হয়তো কারণ যে, আমাদের প্রজন্মই দেশ স্বাধীন করেছিল। হয়তো ওই আবেগই আমাদের অন্য রকমের হতে পারে। ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী একটি যুদ্ধের পরে লাখো লাখো মানুষের আত্মত্যাগের পর এ দেশটা স্বাধীন হয়েছিল। অবশ্যই কিছু রাজনৈতিক দল মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করেছে নিজেদের ফায়দার জন্য। এটার এই অর্থ না যে, মুক্তিযুদ্ধ ভুল ছিল বা মুক্তিযুদ্ধকে আমরা খাটো করে দেখব। আমার বিনীত অনুরোধ, এটা মনে রাখা যে, মুক্তিযুদ্ধে কোনো গলদ ছিল না। এটা পরবর্তীকালে যেভাবে ব্যবহার হয়েছে, সেখানে গলদ আছে। সেখানে একটা পরিবার, এটা হরফ করে নিল। 'জয় বাংলা' বলে কিন্তু আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করেছিল। কিন্তু এটা পড়ে কী হলো; একটা রাজনৈতিক দলের স্লোগান হয়ে গেল। সেটা তো হওয়ার কথা ছিল না। এটা তো সবার স্লোগান হতে পারত। আমি এটা বলে শুরু করলাম। একটা কথা আমি আগে বলতে চাই যে, ওই বিতর্ক যে, নতুন করে সংবিধান লেখা হবে না সংশোধন করা হবে। অবশ্যই এটা একটা বিতর্ক। আমার গুরুত্বপূর্ণ একটা অনুরোধ, please, *don't throw the baby* out with the bathwater. আমাদের সংবিধানে অনেক ভালো কিছু আছে। অনেক কিছু আছে। ওই সময়কার এটা কিন্তু বিশ্বনন্দিত, একটা recognize, একটা ভালো সংবিধান বলে পরিচিত ছিল।

তারপরে যেটা সুব্রত চৌধুরী বললেন ১৭টি সংশোধন করা হয়েছিল। কেন সংশোধন করা হয়েছিল? প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দল নিজের ফায়দা populist করার জন্য এটার মধ্যে সংশোধন এনেছে। আনার কারণে এখানে একটা ছেরাবেরা অবস্থা, যেটা ভাষায় বলে। এই অবস্থা চলে এসেছে। এখন কী আছে, কী নাই; এখান থেকে খুঁজে বের করা একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার। কয়েকটা বিষয়ের কারণে আমরা দেশ স্বাধীন করেছিলাম। এটা হলো ন্যায়বিচার, বৈষম্যহীন সমাজ, ধর্মনিরপেক্ষ এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এইতো ৪টি স্তম্ভ। আমি জানি, এটা নিয়েও এখন বিতর্ক হচ্ছে। সবচেয়ে বড় বিতর্ক হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে। আসলে তখন ভুল হয়েছে, ধর্মনিরপেক্ষতা ভালো করে ব্যাখ্যা করা হয়নি। এটা নিয়ে একটা ভালো আলোচনা, একটা জনসচেতনতা যে, আসলে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থটা কী? ধর্মনিরপেক্ষতার মোটেও অর্থ না যে অন্য কোনো ধর্মকে হেয় করা যাবে বা ইসলাম বাদ দেওয়া যাবে। এটা যদি কেউ মনে করে থাকে, এটা সাংঘাতিকভাবে একটা ভুল হয়ে গেছে। আমি successive political partyগুলোকে দোষ দিব। ধর্মনিরপেক্ষতাটা কিন্তু মনে হচ্ছে একটা চাপানোর মতন বিষয়টা হলো। কিন্তু ভালো করে ব্যাখ্যা করা হয়নি। এখানে আমি একটু বলছি নজর দিতে। সামাজিক ন্যায়বিচার, মানবাধিকার–এই সবগুলো কিন্তু আমাদের সংবিধানে অলরেডি আছে। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া, এটাও এই সংবিধানে আছে। আমি যেটা বারবার বলছি, এই ভালো বিষয়গুলো যেটা আমাদের সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এরমধ্যে যে আন্দোলন হয়েছে, গণঅভ্যুত্থান হয়েছে, এটা কোনোমতে পরিপন্থি না। গণঅভ্যুত্থান করে তো বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের মুখে আজকের এই অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়েছে। যেগুলো পরিপন্থি  না, সেটা আমরা বাদ দিব কেন? পুরাটা বাদ দিয়ে দেওয়ার কথা বলছে, নতুন করে লেখা। নতুন করে লেখার একটা ভয়ভীতি কিন্তু আছে যে, একটা it might open a ponderous box, যেটা সামাল দিতে আমাদের একটা অসুবিধা হতে পারে। জাস্ট ওয়ার্ড অফ কোশ্চেন অন দিস। আমি যেটা বলব, এমন সংবিধান হওয়া উচিত যে, এটার মধ্যে এমন চেকস্ এন্ড ব্যালান্স থাকবে যাতে আমরা আগের জায়গায় ফিরে না যাই। আমরা ১৬ বছরের যে experience করলাম। এখানে যেন চেক এন্ড ব্যালেন্স থাকে

নিরংকুশ ক্ষমতায়, যেটা অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর নিরংকুশ ক্ষমতা কীভাবে ঠেকানো যায়? আমি বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি না। আমি কিন্তু এটা বলতে পারব না। কিন্তু অনেক দেশে যেমন বিরোধী দলকে যেমন "ছায়া মন্ত্রিসভা" বলা হয়। একটা shadow -এর মতো এখানে ও রকম কিছু নাই। একজন বিরোধীদলীয় নেতার যে সম্মান, সে তো একটা ছায়া প্রধানমন্ত্রী। যেটা UK-তে আছে। এরকম কিন্তু ব্যবস্থা আমাদের এখানে নাই। সুতরাং সবসময় বিরোধীদলকে হেয় করার প্রবণতা আমরা দেখি। একটা Toxic relationship between different political parties, এটা আমরা সংবিধানে কীভাবে বাদ দিতে পারব। এটা আপনারা চিন্তা করতে পারেন।

আরেকটা হলো, সংখ্যাগরিষ্ঠের বিষয়ে জনাব সুব্রত চৌধুরী ও অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ বলেছেন। আসলে সংখ্যাগরিষ্ঠের বিষয় আমাদের দেশে খুব fair থাকে না। কিন্তু মনটা একটু ছোট নিয়ে থাকে। প্লিজ, এটা বিশ্বাস করেন। আমি কেন বলছি? আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দেই। আমার অফিসের এক কলিগ যে অন্য ধর্ম অবলম্বন করে। সে বলে যে, আপা এমন না যে আমাদেরকে সব সময় কেউ মারতে আসছে। এমন নাই বাংলাদেশে। কিন্তু আমাদের মধ্যে ভয় আছে যে, মারতে পারে।

সুতরাং সংখ্যালঘুদের আমরা কীভাবে আস্থা ফিরিয়ে আনব, এই সংবিধানের মাধ্যমে যেটা অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ বলেছেন। আমাদের যতগুলো আদিবাসী আছে, তারা তো সব সময় বলে আমাদের সাংবিধানিক কোনো পরিচয় নাই। সবাই বাঙালি। তাদের নাম উল্লেখ করে তাদের জন্য সমান অধিকার। সম-অধিকারের অর্থ কী? নাগরিক অধিকার, তাই না। এই দেশে যারা জন্ম নিয়েছে, সে যেই কাজই করুক, যে ধর্ম থেকে আসুক, যেই কাজ তার হোক, সে পাহাড়ে বা সমতলে থাকুক, নারী-পুরুষ, সবার অধিকার এক। এটা তো একটা মৌলিক বিষয় আমরা আমাদের সংবিধানে রাখব কি রাখব না? এটা চিন্তা করেন। তারপরে আসে আন্তর্জাতিক সনদ, মানবাধিকার UNHCR. যেটাতে আমরা সবাই সাইন করেছি, আমরা বিশ্বাস করি। মানুষ হওয়ার দরুন সে কিছু অধিকার নিয়ে চলে আসে। তার কাছ থেকে এটা নেওয়া যাবে না। It is individual inheritance. সুতরাং আমরা কি এটা বিশ্বাস করি নাকি? এটাই হলো প্রশ্ন যে, আমরা কতদূর যাব একটি মানুষের অধিকার রক্ষা করার জন্য। সে যেই হোক না কেন, এদেশে জন্ম নিয়েছে, সে এদেশেরই নাগরিক এবং সে একটা মানুষ। এটা আমাদের সংবিধানে কীভাবে আনা যাবে, একটা culture of the fair কথা বলতে গিয়ে ভয় যে, আমার কী হবে? আমি ছোট্ট উদাহরণ দেই। গত সরকার আমার সমস্ত funding বন্ধ করে দিয়েছিল "মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের"। আমি কেন মানবাধিকারের কথা বলি, আমরা দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করেছি ইত্যাদি। এই কালচার অফ ফিয়ার থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। আমাদের প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকার এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে। আমাদের সংবিধানে freedom of thought and freedom of expression আছে। কিন্তু মূল কথা হলো যে, আপনি একদম সোনা দিয়ে মোড়ানো একটা সংবিধান করেন, সেটার প্রয়োগ হয় কি, হয় না; কে মনিটর করবে।

তিনি Ombudsman-এর কথা বলেছেন। এটা খুবই ভালো একটা প্রস্তাব। আমি জানি না, who will be the ombudsman. যে একটা oversight role play করবে যে, এই সংবিধান যখন গ্রহণ করা হবে, এটা যেন বাস্তবায়ন হয়। আমরা প্রতি মুহূর্তে, প্রতিনিয়ত সংবিধানের লঙ্ঘন করেছি এবং successive political parties, সরকার মিলে সবাই এটা করেছি।

আমাদের পাশে স্থানীয় সরকারের একজন বিশেষজ্ঞ বসে আছেন। আমি এটা নিয়ে কিছু বলব না। কিন্তু স্থানীয় সরকার বিকেন্দ্রীকরণ মনে হয়, আমাদের agenda থেকে বাদ পড়ে গেছে। It is not even discuss any more. কিন্তু স্বায়ত্বশাসন, এটা যে কত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আমাদের দেশের উন্নয়নের জন্য, এটা বলে শেষ করা যায় না। আমাদের অনেক অনেক সমস্যা সমাধান হতো। আস্তে আস্তে কী হলো? বিকেন্দ্রীকরণ তো বাদই হয়ে গেল। আমি ১৫ মিনিটের মধ্যে শেষ করব। পুরো বিষয়টি রাজনীতিকরণ হয়ে গেল। ১৬ বছর আগেও যে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন হতো, তাতে মনে হতো যে, না তারা একটু স্বাধীন। তারপরে আস্তে আস্তে সবকিছুই রাজনীতিকরণ করা হলো এবং একটা রাজনৈতি দল সেটাও হরফ করে ফেলল।

আপনি যে জাতির পিতার কথা বলেছেন, এইটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। অনেক দেশে আছে। ইউএসএতে আছে। এটা গুরুত্বপূর্ণ।

তত্ত্বধায়ক সরকারের বিষয়টি খুবই ভালো একটা প্রস্তাব। যেটা ulterior motive-এ বাদ দেওয়া হয়েছিল। dianastick rule কীভাবে বন্ধ করা যায়। সেটা নিয়ে একটু চিন্তা করেন। আর এটা খুব ভালো প্রস্তাব যে, একজন প্রধানমন্ত্রী আমেরিকায় যেমন হয়, ২বারের বেশি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না। সেটা করলে হয়তো dianastick rule কিছুটা address হতে পারে। এটাও আপনারা চিন্তা করতে পারেন।

আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান):** এখন আমরা শুনব অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ-এর কাছ থেকে।

**অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ (অংশীজন):** আসসালামু আলাইকুম।

অনেক ধন্যবাদ, আমাকে আমন্ত্রণের জন্য। আমি দেশে ছিলাম না। আমি কালকে রাত সাড়ে বারোটার দিকে এসেছি। আমার সাথে ফোনে যোগাযোগ করা হয়েছিল। আমি কিছু লিখতে পারি নাই। কিছু লেখা আছে আমার। সেগুলো available করব। তবে এখানে এসে যে কথাগুলো আমি শুনলাম দুজনকে অন্তত শুনতে পারিনি। বিশেষ করে মাহবুব উল্লাহ ভাই বলেছেন। আমি প্রায় সবগুলোর সাথে একমত। এখানে আমার কিছু পুনরাবৃত্তি হতো। আমি আর এগুলো বলছি না। শুধু এটুকু বলব যে, আজকাল অনেকে প্রদেশের কথা বলেন। আমিও কঠোরভাবে এর বিরোধীতা করছি। কারণ বাংলাদেশ এক ভাষার দেশ। ভূখণ্ডগতভাবে ওই রকম বড় ধরনের কোনো separation নাই। সেজন্য এখানে হয়তো এখানে যে জিনিসটা নাই, সেই জিনিসটা আনতে গিয়ে একটি বিপদ করে ফেলতে পারি। সেজন্য প্রদেশের এই বিষয়টা আমি গভীরভাবে অনুধাবন করি যেটা বোধহয় খুব বাস্তব সম্মত হবে না। তবে ওটার একটা বিকল্প হিসেবে আমরা স্থানীয় সরকার পদ্ধতিকে যদি শক্তিশালী করি তাহলে তাতে কিছুটা কাজ দিবে। সে বিষয়ে আমি পরে বলব।

তত্ত্বাবধায়কে ফিরে আসা-এটিও খুব গুরুত্বপূর্ণ। অনেক কিছুর সমাধান একটি সিঙ্গেল বিষয় করে দিতে পারে। বিশেষ করে দীর্ঘদিন আমাদের দেশে নির্বাচন হচ্ছে। ওটার কারণে খারাপ বিষয় আমাদের সমাজের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে গেছে। সেজন্য এটাও খুব গুরত্বপূর্ণ। বিশেষ করে শাহিন আনাম যা বলেছেন। মানবাধিকার সংক্রান্ত, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সংক্রান্ত এগুলোর সাথে আমি একমত। আমার নিজের কথা বলতে গেলে আমি মনে করি এই কমিশনটা অত্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ কমিশন। কারণ অন্য যে কমিশন কাজ করছে, সে কমিশনগুলোর কাজের সাথে এই কমিশনের কাজের গভীর সম্পর্ক রয়ে গেছে। এগুলো এখানে support না আসলে বাকি কমিশনগুলো সুপারিশ দিলেও তা সুপারিশ হিসেবে থাকবে না। সেই হিসেবে সংবিধান সংশোধনের জন্য যে কমিটি বা উন্মুক্তভাবে লেখার জন্য যে কমিটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং গুরুত্বপূর্ণ কমিটিতে আমাকে ডাকাতে আমি সম্মানিত বোধ করছি। অনেকগুলো কথা বলতে পারব বলে মনে করছি।

প্রথমত একটা বিতর্ক এখন শুরু হয়েছে 'প্রজাতন্ত্র' হবে, না অন্য কোনো শব্দ হবে। যেহেতু 'Republic' হয়েছে। Republicটা হয়েছে রাজার বিরুদ্ধে movement প্রয়োগ করে। আমরা রাজার বিরুদ্ধে movement করি নাই। তাহলে আমাদেরটা কী হবে; কী নাম হতে পারে। একটা পরামর্শ এরকম আসতে পারে বা 'জনগণতান্ত্রিক' শব্দটা খাপ খায় কি না, আমি জানি না। আমার প্রজাতন্ত্র নিয়ে ব্যক্তিগত আপত্তি নাই। যদি আমরা sense বুঝি যে, একটা জনগণতান্ত্রিক sense নিয়েই প্রজাতন্ত্র। সেজন্য শব্দগত যে বিষয়টি সেটি বিবেচনার বিষয় থাকতে পারে।

সাবভৌমত্বের বিষয় নিয়ে তাত্ত্বিক কথা অনেক রকম আসতে পারে। আমার মনে হয়, কমিশনের একটু ভেবে দেখা দরকার। আমরা সংবিধানে 'সাবভৌমত্ব' যেভাবে ব্যবহার করেছি বা যেভাবে বুঝে থাকি, এটি হচ্ছে বহিরাগত। বাইরের আগ্রাসন থেকে নিজেদেরকে নিরপদ রাখার জন্য যেটা সেটাকে সার্বভৌমত্ব বুঝি। অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্ব বিষয়ের মধ্যে সাবভৌমত্বের কিছু প্রভাব থাকতে পারে। যেমন বৃটেনে পার্লামেন্টকে সার্বভৌম বলা হয়। এখন আমাদের এখানে কী পার্লামেন্ট সার্বভৌম, না সংবিধান সার্বভৌম, না জনগণ সার্বভৌম? এই বিষয়টার মধ্যে একটা operational কিছু ব্যাখ্যা বোধহয় আনার দরকার আছে। আসল sovereignty lies with the people. জনগণ তার অভিব্যক্তি কীভাবে করবে? প্রভাব কী এটার। সেটা হয়তো তার প্রতিনিধির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করবে। সেই ক্ষেত্রে সংসদ যেমন কিছুটা আংশিক সার্বভৌমত্ব experience করবে, সংসদে যারা নির্বাহী, তারা সার্বভৌমত্বের কিছু অংশ apply করবে। ঠিক বিচার বিভাগও এটা ধারণ করবে এবং বিচার বিভাগও apply করবে। একই রকমভাবে অন্যান্য যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে। যেমন- যদি স্থানীয় সরকারের কথাই বলি এটা এখন যেভাবে আছে। ওখানে হয়তো অনেক রকমের reform দরকার হবে। কিন্তু নির্বাচিত প্রতিনিধি যদি বিভিন্ন পর্যায়ে থাকে, ওখানেও sharing এর প্রশ্ন আসবে। সেই ক্ষেত্রে এখানে একটা balancing act কীভাবে হবে? কারণ অন্য কোনো সংবিধানে এরকম কোনো উদাহরণ নাই।

সার্বভৌম বললে আমরা রাষ্ট্র বিজ্ঞানে এতদিন ধরে যা বুঝে আসছি সেখানে এখন বোধহয় এই সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞায়িত করার একটা সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে। এটা হয়তো আরো অনেকের জন্য অগ্রহণীয় হতে পারে। এটি তাত্ত্বিক দিক থেকে বললাম। অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ বলেছেন। তারাও বলেছেন। সেটা হচ্ছে যে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ৪টি যে বলা আছে, সেই ৪টির প্রয়োগ তো এখন হয় না।

এটা কীভাবে রাখব? যেমন- সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্রের ভিতরে কিন্তু অনেকগুলো জিনিস আছে। সেই জিনিসগুলো বর্তমান বাজার পদ্ধতির মধ্যে যে সমাজব্যবস্থা চালাচ্ছি, যে অর্থনীতি চালাচ্ছি তাতে সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক। সেই জন্য এগুলো পরিষ্কার করার দরকার আছে। এগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ করার দরকার আছে। যেমন- ব্যক্তিমালিকানার ৩টি খাত বলা আছে। অনুচ্ছেদ ১৩ এ আছে, রাষ্ট্রীয় মালিকানা, ব্যক্তি মালিকানা, সমবায় মালিকানা। সমবায় মালিকানা এখন কিন্তু কোনো কার্যক্রমের মধ্যে নাই। সমবায় কোনো নীতি কাঠামোর মধ্যেও নাই। এটা নিয়ে কোনো চিন্তা ভাবনা হচ্ছে না। কিন্তু বড় বড় ডিপার্টমেন্ট আছে। তারা কিন্তু রাষ্ট্রের বড় একটা পয়সা

খরচ করে। সবকিছু করে। কিন্তু ওইভাবে সমবায়ের কোন কাঠামো নাই এবং এটা নিয়ে কোনো নীতি চর্চাও নাই। তাই এই বিষয়গুলো দেখার  আছে।

অনুচ্ছেদ ২১ ও ২২ আমরা যদি দেখি। ২১ এর মধ্যে বলা আছে যে, "সকল সময় জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তির কর্তব্য।" কিন্তু এটার প্রভাব কোথায় কোথায় যেতে পারে? সংবিধানের মূল নীতিগত দিক আর operational দিক, এটির মধ্যে একটা সমন্বয় ব্যবস্থা, এটা কিন্তু দেখার বিষয় আছে। মূলনীতিতে নীতি কাঠামোতে অনেক কিছু বলা হয়েছে। এটা যখন বাস্তবায়নের দিকে যাচ্ছি তখন এটার প্রতিফলন কোথায় হয়েছে?

ঠিক একইরকমভাবে অনুচ্ছেদ ২২ এ আছে- "রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গসমূহ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন।" এটি ঠিক আছে এটা মাসদার হোসেন মামলার কথা সুব্রত চৌধুরী বলেছেন। আমি যখন আসলাম তখন শুনতে পাচ্ছিলাম। এখানে আমি একটা জিনিস যুক্ত করতে চাই। আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ ৩টির সমন্বয় যেমন থাকবে, তেমনি পৃথকীকরণও থাকতে হবে। আমাদের আইন বিভাগ কিন্তু কোনো পৃথকীকরণ মানে না। আমাদের আইন বিভাগ কিন্তু সবকিছুর মধ্যে হাত দিতে চায়। সেজন্য এখানে আইন বিভাগের কথাটা থাকা দরকার আছে। কারণ অনেক সময় তারা conflict of interest হচ্ছে। আইন বিভাগের লোকজন গিয়ে প্রশাসন বিভাগে কাজ করছেন। যেমন- তারা স্থানীয় সরকারকে হস্তক্ষেপ করছে। উন্নয়ন করার জন্য তারা টাকা চাচ্ছেন। সেটা নিচ্ছেন এবং স্থানীয় উন্নয়নের পুরোটাই তারা মোটামুটি swallow করে ফেলেছেন। শুধু পৃথকীকরণের জায়গার মধ্যে শুধু বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ না। এখানে আইন বিভাগেরও নিজস্ব সীমার মধ্যে সংবিধান যেভাবে নির্ধারণ করে দেয়, তারা যেমন তাদেরকে জবাবদিহিতার মধ্যে আনতে পারে। কিন্তু সে গিয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। অপারেশনাল সাইডে গিয়ে এই জায়গাটা পরিষ্কার করা দরকার। কারণ সরকারকে জবাবদিহিতার মধ্যে রাখার দায়িত্ব সংসদ-সদস্যদের। আইন-প্রণয়ন আছে ও আইনের সংশোধন এরকম ক্ষেত্রে সরকারকে জবাবদিহিতার মধ্যে রাখা। ঠিক একই রকম স্থানীয় পর্যায়ে যারা প্রশাসন এবং স্থানীয় সরকারের জবাদিহিতার ক্ষেত্রেও তাদের একটি ভূমিকা থাকতে পারে। কিন্তু সরাসরি কাজ করা না। সেজন্য অনুচ্ছেদ ২২ এর মধ্যে আইন বিভাগকে কোনোভাবে আনা যায় কিনা; সেটা একটু চিন্তা করতে হবে। আমি একটু অপারেশনাল কথা বেশি বলব। তাত্ত্বিক কথা যতটুকু বলা দরকার, ততটুকু বলে শেষ করে দিচ্ছি। তারপর

রাজনৈতিক সংগঠন করার অধিকার, মত প্রকাশের অধিকার, এগুলো তো ঠিক আছে। কিন্তু অন্যান্য সংগঠনের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পার্থক্য আছে। আমাদের এই সংবিধানে রাজনৈতিক দল সম্পর্কে একটি ব্যাখ্যা দেওয়া ছাড়া আর কিছু নাই। অনুচ্ছেদ ১৫২ তে ব্যাখ্যার অংশে শুধু বলা আছে, "অধিসজ্ঞ এবং কিছু মিলিত ব্যক্তির একটি কাজ এটাই রাজনৈতিক দল"। না, এটুকুর মধ্যে আমি সন্তুষ্ট না। পার্লামেন্ট এবং আমার সরকার যেহেতু দল দ্বারা চালিত হয়, তাহলে রাজনৈতিক দলের একটা পরিষ্কার সংজ্ঞা সংবিধানে থাকা দরকার আছে। রাজনৈতিক দল হলে তার কী করতে হবে? তার কী কী দরকার আছে? তার দায়িত্ব কর্তব্য কী? এসব জিনিস কোনো একটা জায়গায় পার্লামেন্টের আগে হোক বা পরে হোক, কোনো একটা জায়গায় রাজনৈতিক দলকে সংজ্ঞায়িত করতে হবে। শুধু অনুচ্ছেদ ১৫২ এর যে ব্যাখ্যা আছে অতটুকুর মধ্যে থাকলে চলবে না। এটাকে আরো বিস্তারিত করতে হবে। তবে সংবিধানে সবকিছু থাকতে হবে এমন কোনো কথা না। এতে মূলনীতির নির্দেশনাটা তো থাকতে পারে। তবে আমাদের এই উপমহাদেশ ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, বাংলাদেশ। যেমন আমেরিকার সংবিধান খুব ছোট। সুইজারল্যান্ডের সংবিধান খুব ছোট। শুধু মূলনীতি কাঠামো থাকে। আমাদের এখানে মূলনীতি কাঠামোর সাথে কিছু operational side না থাকলে আমরা এই সংবিধান বাস্তবায়ন করতে পারব না। সে কারণে এসব দিকেও কিছু কাজ করার আছে। এর মধ্যে রাজনৈতিক দলকেও সুনির্দিষ্ট করে দেওয়ার বিষয় আছে। অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহর একটি কথার বিষয়ে একটু দ্বিমত পোষণ করছি। নির্বাচিত পার্লামেন্ট আসবে।

এরমধ্যে আমি কী এরকম গণপরিষদ নামক একটা জিনিস করে সংবিধানকে অনুমোদন করে নির্বাচনে যাব কি না; আমি এটা চিন্তার জন্য বলছি। গণপরিষদ আলাদা থাকুক। গণপরিষদ সংবিধানকে পরিচালনা করবে। তারপর এটা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। একটা গণপরিষদ গঠন করে সংবিধানকে adopt করার পরেই পূর্ণাঙ্গ নির্বাচন। কারণ নির্বাচিত সরকার যখন আসবে তাদের লক্ষ্য থাকবে সরকার করা। তাদের দলের নেতৃত্বে সরকার হওয়া। সংবিধানের মধ্যে তখন সরকার আর সংবিধানকে গুলিয়ে ফেলবে। সেজন্য একটি গণপরিষদ করে সংবিধানকে adopt করার পরে ওই সংবিধানের অধীনে নির্বাচন হোক। এটা কী আনুপাতিক হারে থাকবে কি থাকবে না, এককক্ষ, দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট হবে কি না; সেটা আগে ঠিক হয়ে যাক। তারপরে নির্বাচন হোক। অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহর বক্তব্যের সাথে একটি বিষয় যোগ করলাম।

তারপর বিচার বিভাগ সম্পর্কে আমার শুধু ২টি কথা। এটা কোনো বিশেষ ধারা সম্পর্কে না। একটা হচ্ছে- দেশে যে জনসংখ্যা বেড়েছে। প্রশাসনের মধ্যে অনেক গুণগত পরিবর্তন হয়েছে। সমাজ জীবনের পরিবর্তন, যেটি অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ বলেছেন। নগরায়ন

aggressively সম্প্রসারিত হয়েছে, ruralisation এটি সংকোচন হয়েছে seriously. আমি গ্রামীণ এলাকার কথা বলি। তাদের জীবিকা, তাদের মনোভাব, তাদের কালচার কিন্তু গ্রামীণ না এবং remote rural তো না-ই। সুতরাং এখানে একটা বিষয় আমরা লক্ষ করছি যে, ব্রিটিশ আমলের কোনো এক সময় একটা সালিশ কেন্দ্র করা হয়েছিল। এটা এখনো আমি ইউনিয়ন পরিষদকে গ্রাম আদালত বলছি। এটা আসলে আদালতও না গ্রামও না। আর নির্বাচিত একটা ব্যক্তির অধীনে মার্কা নিয়ে হোক বা মার্কা না নিয়ে হোক আমি এরকম কোর্ট রাখতে পারি না। সেজন্যই এখানে খুব পরিষ্কারভাবে আমাদের উপজেলা পর্যায়ে নিম্নআদালতে যাওয়া দরকার আছে। উপজেলা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হতে হবে। কারণ উপজেলাতে সবকিছু আছে। অন্য সব বিভাগ আছে। সবকিছু আছে। কিন্তু আদালত ব্যবস্থা নাই। উপজেলা পর্যায়ে আদালতের প্রয়োজন। এখন দেশে এটা কোনো সমস্যা না। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন ল' ডিপার্টমেন্ট হয়েছে। প্রচুর ল' গ্র্যাজুয়েট তৈরি হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে প্র্যাকটিস করার মতো লোকের কোনো অভাব হবে না। আমাদের কতজন মানুষের জন্য একজন বিচারক আছে সেটা যদি দেখেন এটা খুবই অসমানুপাতিক। আর যদি উপজেলা দেখেন, কোনো কোনো উপজেলার জনসংখ্যা ১০ লক্ষের অধিক। কিন্তু সেখানে কোনো আদালতই নাই। জেলায় যেতে হচ্ছে। এগুলোর বিষয়ে মানুষের সত্যিকার অর্থে ভোগান্তি আছে। আদালত না থাকার কারণে আমি আজ থেকে ১০ বছর ধরে চিৎকার করছি। কেউ কিন্তু সাড়া দিচ্ছে না। আমি জানি না, কেন হয় না? একটা জাতির আদালত নাই অথচ বিচার হচ্ছে। কোথায় হচ্ছে? জায়গা-জমির বিচার, টাকা পয়সা না দেওয়ার বিচার, মারামারির বিচার এমনকি criminal মামলা- এগুলো থানা করে। সাভারে আমাদের ঘরের কাছে। চট্টগ্রামে আমি কয়েকটি থানাতে গিয়ে দেখেছি যে, একজন এসআই এর নেতৃত্বে রাতে ৭/৮টি সালিশ বসে। তাদের নিয়োজিত ল্যান্ড সার্ভেয়ার আছে। আমিন আছে। তারা দিনের বেলায় জমি মেপে আসে। রাতে বিচার করে। সব থানা এগুলো করে। এটা করার থানার কী অধিকার আছে? সব বিচার বিভাগের লোকজন দেখতেছেন। যারা legal mind-এর আছেন, তারা দেখতেছেন। কিন্তু কেউ কোনো কথা বলছেন না। থানাতে কিন্তু বিচার হতো। থানার অবস্থা খারাপ দেখে এখন হয়তো হচ্ছে না। থানাই সব চূড়ান্ত করছে। ভারসাম্যের জন্য হলেও উপজেলায় যেহেতু শক্তিশালী নির্বাহী আছে, রাজনীতিবিদরা আছে, পুলিশ তারও চেয়েও শক্তিশালী। একজন এমপি উপজেলাতে ৩টি জায়গায় গিয়ে বসেন। একটি বসেন এলজিইডি অফিসে। একটি হচ্ছে ওসির অফিসে গিয়ে ওসির চেয়ারে বসেন। আরেকটি হচ্ছে ইউএনও অফিসে। তাহলে থানাকে আমরা একটা লাইসেন্স দিয়ে দিয়েছি, এগুলো করার জন্য। সেজন্য ওখানে বিচার বিভাগ না হলে ভারসাম্য আসবে না। ম্যাজিস্ট্রেসি বা কোর্ট দেওয়ানি ও ফৌজদারি নিম্নআদালত উপজেলায় যাওয়া দরকার। এটি এরশাদের আমলে গিয়েছিল। বেশ কিছুদিন কাজ করেছে এবং হাসান আব্দুল হাই আমাকে নিয়ে একটি study করেছিলেন। আমরা এটার মধ্যে অনেক ভালো জিনিস দেখেছি। বিশেষ করে মেয়েদের মামলাগুলো। খোরপোষের মামলা। এগুলো দেখা গেছে একদম ক্লিন হয়ে গেছে। তারা জেলা শহরে গিয়ে অনেকে করতে পারে না। আর ওখানে সাক্ষী আনতে কোনো অসুবিধা হয় না। তারপরে মীমাংসা অনেক সময় কোর্টে করে না। এটা এডিআরের মতো করে গ্রামে দিয়ে দেয়। কোনো স্কুলের টিচারক দিয়ে দেয়। কাউকে দিয়ে দেয়। এভাবে করেছে। আমি দেখেছি যখন লাঙ্গলকোট এবং চান্দিনার কোর্টকে আমরা study করেছিলাম। প্রথম যখন কোর্ট শুরু হলো প্রায় ১২ শত, ১৫ শত মামলা হয়েছে। একটা হচ্ছে, মহকুমা হাকিমের ওখান থেকে মামলা চলে আসছে। জেলা থেকে মামলা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে মামলার সংখ্যা বেড়ে গেছে।

আরেকটা হচ্ছে, মানুষ কোর্ট-কাঁচারিতে মামলা করেছে। কিন্তু কোর্টে তো মানুষের access নেই। দ্রুত বিচার হয়েছে, পরে দেখা গেল যে কয়েকশ মামলার বেশি আর নাই । আমি জানি না, আমাদের আইনজীবি কমিউনিটি এবং জাজ কমিউনিটির মধ্যে একটা রক্ষণশীলতা কাজ করে যে, নিচের দিকে কোর্ট দেওয়া যাবে না। এই কমিশনকে এটা একটু দেখার জন্য বলব।

আরেকটা হচ্ছে হাইকোর্ট। অনেকে যুক্তি দেন এটা federal country না। সে কারণে হাইকোর্টকে বিকেন্দ্রীকরণ করা যাবে না। কিন্তু সংবিধানে থাকলে আমি পারব না কেন? আমার পদ্ধতি এককেন্দ্রিক। আমি মনে করি যে, অন্তত দেশের ৪টি পুরোনো বিভাগের মধ্যে ঢাকাতে তো আছেই- বাকি ৩টি বিভাগে সার্কিট কোর্ট বা হাইকোর্টের বেঞ্চ বলুন, এটা স্থায়ীভাবে করার দরকার আছে। কারণ সব মানুষকে ঢাকায় আসতে হবে কেন? শুধু বিচার বিভাগ সম্পর্কে এই দুইটা বিষয় আমি বললাম। এটা কীভাবে adopt করা যায়, এটা আপনারা দেখতে পারেন।

আর আইনসভা দ্বিকক্ষবিশিষ্ট হওয়ার দরকার আছে। আমাদের এই অঞ্চলে এক কক্ষবিশিষ্ট, আমরা ছাড়া আর কেউ নাই। যেহেতু আমাদের পদ্ধতি নাই। আমাদের দ্বিকক্ষটি কোন প্রকৃতির হবে, সেটা একটু ভাবার বিষয় আছে। তবে এটাতে একটা ভারসাম্য আনতে হবে। পুরোটা রাজনীতিবিদের ওপর দিয়ে দেওয়া যাবে না। পুরোটা যেন আবার সিভিল সার্ভিস নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে। তাহলে সিভিল সোসাইটি আর থাকবে না। সবাই political side হতে চাইবে। সবাই সদস্য হতে চাইবে। এখানে একটি ভারসাম্য দরকার আছে। কারণ আমাদের সিভিল সোসাইটির অনেকেই মনে করছে যে, আমি তো এখানে যেতে পারি না। আমার মনে হয়, ওখানে একটি জায়গা সৃষ্টি

হচ্ছে। NO, this is not true. এটা রাজনীতিবিদদের জায়গাই। তবে হ্যাঁ, কোন ধরনের রাজনীতিবিদ হবে? এটি একটু ভারসাম্য আনার দরকার আছে। এখানে নারী প্রতিনিধিত্ব নিয়ে ভাবার দরকার আছে। ওই দ্বিকক্ষটি কতটুকু নির্দলীয় হবে। তার একটি ব্যালেন্সিংয়ের দরকার আছে। বিদেশে এক্ষেত্রে অনেকগুলো অভিজ্ঞতা আছে। এগুলো দেখে নতুন করে মনোযোগ দিয়ে হবে।

আপনি অনুচ্ছেদ ৬৫ যদি দেখেন। আমি অনুচ্ছেদ ৬৫-তে একটি বিষয় উল্লেখ করব। এটা আইন সভা। অনুচ্ছেদ ৬৫-র শুরুর প্রথম প্যারাটি ঠিক আছে। দ্বিতীয় প্যারাতে যদি দেখেন "তবে শর্ত থাকে যে, সংসদের আইন- দ্বারা যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে আদেশ, বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন বা আইনগত কার্যকারিতাসম্পন্ন অন্যান্য চুক্তিপত্র প্রণয়নের ক্ষমতার্পণ হইতে এই দফার কোন কিছুই সংসদকে নিবৃত্ত করিবে না।" পার্লামেন্টেকে খাটো করে দেওয়ার জন্য এই বিষয়টিই যথেষ্ট। কারণ পার্লামেন্টকে ক্ষমতা দেওয়ার পরে আবার এখানে তবে শর্ত দিয়ে সব ক্ষমতা নিয়ে নেয়া হয়েছে। সব ক্ষমতা নির্বাহীর কাছে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরকম একটা পদ্ধতি আমাদের সংবিধানের বিভিন্ন জায়গাতে আছে। মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রেও আছে। আরো অনেক ক্ষেত্রে আছে। স্থানীয় সরকারের ক্ষেত্রে আছে যে, পার্লামেন্ট যেভাবে নির্ধারণ করিবে সেই রূপে হইবে। পার্লামেন্ট কিরুপ নির্ধারণ করে আমরা দেখেছি। সুতরাং এখানে guaranty clause থাকা দরকার আছে। স্থানীয় সরকারের ক্ষেত্রে আমি বলব, ইন্ডিয়াতে ৭৩, ৭৪ সংশোধন যেটি হয়েছে, এটি দীর্ঘ সময় আলোচনার পড়ে হয়েছে। ৭৩, ৭৪ সংশোধনগুলে রাজীব গান্ধী উদ্যোগ নিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর জীবদ্দশায় তিনি পারেননি। ভিপি সিং চেষ্টা করেছেন, হয় নাই। এটি আল্টিমেটলি গিয়ে নরসিমা রাও-এর সময় হয়েছে। তখন সকল দলের সম্মতিতে হয়েছে। সকল দলের সম্মতি হয়েই কিন্তু ৭৩, ৭৪ সংশোধনী পাস করেছে। ইন্ডিয়ান সংবিধানে আগে স্থানীয় সরকার ছিল না। কারণ গান্ধীজি এবং ভীম রাও আম্বেদকারের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল। আম্বেদকার বলছেন যে, এমনিতেই আমরা কোনো ক্ষমতা পাই না। স্থানীর সরকার করলে আমাদেরকে একেবারে শেষ করে দিবে। সুতরাং আমি স্থানীয় সরকার চাই না। এসব নীচু ও সংকীর্ণ মনের মানুষগুলো এসে এখানে সমস্ত ক্ষমতা exercise করবে। তখন আমরা থাকতেই পারব না। তিনি কোনোভাবে আর আগান নাই। তারপরও নেহারু ভিন্ন পন্থায় কার্যকর করেছেন। পঞ্চায়েত পদ্ধতি গান্ধীর খুব প্রিয় বিষয়। নেহেরু এটির মধ্যস্থতা করেছেন এবং একজন বাঙালি এসকে দে, তার নেতৃত্বে কমিটি গঠনের মাধ্যমে এটিকে ফিরিয়ে এনেছেন। এই জিনিস রাজীব গান্ধী সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ এবং কেরালার অভিজ্ঞতা থেকে আত্মস্থ করার পড়ে এই বিষয়টি নিয়ে আসছেন। ওখানে guaranty clause-এ অনেক কিছু দিয়েছে। যেহেতু এটা ইন্ডিয়ার state subject অর্থাৎ state subject হলো এক এক রাজ্যে এক একরকম করে ফেলবে। সেটাকে তারা protectionদেওয়ার জন্য অনেকগুলো guaranty clause দিয়েছে। যাতে করে সারা ভারতের পদ্ধতিটা একীভূত রূপে থাকে। সেজন্য সেখানে শর্ত দেওয়া আছে। এখানে গ্যারান্টিযুক্ত করা দরকার। শর্ত না। এটা আমার একটা বক্তব্য। সংসদের দ্বিতীয়কক্ষ কী হবে সেটিতো গেলই।

তারপর অনুচ্ছেদ ৭০ নিয়ে মাহবুব উল্লাহ ভাই বলেছেন। আমি তার সাথে একমত।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): সময়ের স্বল্পতা রয়েছে। একটু দৃষ্টি রাখবেন।

**অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ (অংশীজন)**: দুঃখিত। আমিতো সবার পরে। আমার সময় কমই হবে, সেটি আমি জানি।

আমি স্থানীয় শাসন নিয়ে বলি। এটা সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৮, ৫৯, ৬০-এ একই কথা, ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। বাসের উদাহরণের মতো। বাসে আগের দিনে যেটি লেখা ছিল এটি করা যাবে না, ওটি করা যাবে না। ধূমপান করা যাবে না। কোনো অভিযোগ থাকলে ড্রাইভারকে জানাবেন। মারামারি করবেন না। ড্রাইভারের কাছে গিয়ে দেখি লেখা আছে যে, চলন্ত অবস্থায় চালকের সাথে কথা বলা নিষেধ। ঠিক এখানে একই রকমের বিষয়গুলো আছে। স্থানীয় সরকার অনুচ্ছেদ ৫৮-এ সব ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আবার বলা হয়েছে, "আইন-সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করবেন-" সেভাবেই হইবে। এতে করে হচ্ছেটা কী? এজন্য এখানেও guaranty clause লাগবে।

তিনি বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলেছেন। বিকেন্দ্রীকরণের একটি নীতির জন্য সংবিধানে বলতে হবে এবং বিকেন্দ্রীকরণ কার্যকর করার জন্য কিছু guaranty clause থাকতে হবে। এগুলো ওখানে নিয়ে নেয়া যাবে না আরেকটি শর্ত দিয়ে। আমি ওখানে আর বেশি কিছু বলব না।

এখন বলছি, নির্বাচন কমিশন বা নির্বাচন নিয়ে আমাদের দেশের মানুষ মনে করে যে, খুব শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন দরকার। শক্তিশালী বলতে বলতে কেমন হয়ে গেছে, শক্তির জায়গাটা চলে গেছে। খালি শালীটা আছে। এত শক্তিশালী করার দরকার নাই। সব জায়গায় জবাবদিহি থাকতে হবে। এখন নির্বাচন কমিশনের মধ্যে আমি ২টি অনুচ্ছেদেও কথা বলব। অনুচ্ছেদ ১১৯-এ যে ক্ষমতার কাজগুলো দেয়া হয়েছে, সেখানে একটা বাক্য যুক্ত করতে হবে যে, "স্থানীয় নির্বাচনগুলো নির্বাচন কমিশন করবে"। এটা কিন্তু বলা নাই।

এটা বলা না থাকাতে কী হচ্ছে? স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কখন নির্বাচন হবে বা হবে না। এটা চিরতরে চলে যাক, তাতে কিছু যায় আসে না। তাই নির্বাচন কমিশনই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে কখন তফশিল দিবে। একটা বাক্য যুক্ত করলেই হবে। স্থানীয় নির্বাচন করাটাও আমাদের নির্বাচন কমিশনের কাজ।

সর্বশেষ হচ্ছে, অনুচ্ছেদ ১২৬-এর মধ্যে আছে যে, "সহায়তা করিবে"। সহায়তা না করিলে কী হইবে তা নাই। এই জায়গাটা পরিষ্কার করতে হবে। কারণ তারা সহায়তা করছে না। তখন নির্বাচন কমিশন বা সরকার এটাকে কীভাবে মোকাবেলা করিবে। অনুচ্ছেদ ১২৭-এর মধ্যে আসবে কি না নাকি ১২৬ এর মধ্যেই থাকবে এটা। এই বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। এটার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

আরেকটা কথা বলব যে, আমাদের সাংবিধানিক কমিশনগুলো আছে। সাংবিধানিক কমিশনের মধ্যে এখন ইলেকশন কমিশন, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, এটর্নি জেনারেল অফিস, মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের অফিস, এগুলো আছে। আরো ২-৩টা সাংবিধানিক কমিশন হিসেবে আনা যেতে পারে। একটি হচ্ছে- দুর্নীতি দমন কমিশন, এটাও সাংবিধানিক কমিশন হওয়া ভালো। কারণ এটা না হলে সঠিকভাবে কাজ করতে পারবে না। আরেকটা হচ্ছে- স্থায়ী একটি "স্থানীয় সরকার ও শাসন কমিশন"। এটার কারণটা হচ্ছে মন্ত্রণালয় কাজ করবে তাদের এলজিইডি আছে, ডিপিএইচই আছে, ওয়াসা আছে তাদের প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য। কিন্তু এটাতো একটি নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান-Local Government Institution. এখানে একটু পৃথকভাবে দেখার বিষয় আছে। এখন তারা সবাই একসাথে করে এটাকে দেখে। তারা ইচ্ছে মতো টাকা দেয়, ইচ্ছে মতো টাকা নেয়। এখন যদি আপনি ঐতিহাসিকভাবে দেখেন জিডিপির ১ শতাংশে কম বরাদ্দ স্থানীয় সরকারকে দিয়েছে। কাজেই যেহেতু কমিশন নাই, এগুলো বলার কেউ নাই। মন্ত্রণালয় চূড়ান্ত করে দেয়। টাকা দিয়েও টাকা রেখে দেন। রেখে দিয়ে তারা আবার চূড়ান্ত করে যে, কী প্রকল্প হবে, কী প্রোগ্রাম হবে। এরা ওদেরকে করতে দেয় না। সেজন্য একটি কমিশন থাকার দরকার আছে। সারা দেশে ইউনিয়ন পরিষদ প্রায় সাড়ে ৫ হাজার, পৌরসভা ৩২৮, সিটি কর্পোরেশন ১২টি, জেলা পরিষদ ৬১টি, পার্বত্য চট্টগ্রাম মিলে ৬৩টি- এসব মিলিয়ে প্রায় ৬২ হাজার নির্বাচিত প্রতিনিধি এখানে কাজ করে। তারা আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। একটি কমিশন থাকলে power zone থাকে। এখানে মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা থাকবে না তা না। কিন্তু এটার একটি কমিশন থাকার দরকার আছে। আমি বেশি সময় নেব না।

অনেকগুলো বিষয় অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ এবং শাহিন আনাম বলেছেন। শেষে একটু বলব যে, এককেন্দ্রীক দেশ- যদি প্রদেশ না হয়, সেক্ষেত্রে পাবলিক অ্যাডমিস্ট্রেশন কমিশনের জন্য অনেক প্রাসঙ্গিক। আমাদের প্রশাসনকে একটু পুনর্বিন্যাস দরকার আছে। এখানে হয়তো স্থানীয় সরকার নিয়ে যেটুকু বলার এই কমিশন সেটা বলবেন। কিন্তু এখানে প্রশাসনিক বিন্যাসের মধ্যে যদি আসতে হয় যেমন: এখন সংবিধান মতে যদি স্থানীয় সরকার করতে হয়, তাহলে কিন্তু বিভাগীয় স্থানীয় সরকার থাকার কথা। বিভাগতো একটি একক। বিভাগে কিন্তু স্থানীয় সরকার নাই। এখানে শুধু বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় এবং ডিআইজির কার্যালয় আছে। আর এই সুযোগে সব বিভাগগুলো বিভাগীয় অফিসে একজন অফিসার দেয়। বিরাট একটা কাঠামো। কিন্তু এদের কোনো সেবা নেই। কারণ মানুষের সাথে এদের কোনো সম্পর্ক নাই। আর অফিসগুলো মনিটর করারও কোনো দরকার নেই। কারণ যখন বিভাগ করা হয়েছিল ব্রিটিশ আমলে, তখনতো দেশে সরাসরি এবং ভার্চুয়াল যোগাযোগ কিন্তু অনেক দুরূহ ছিল। কারণ দিল্লি থেকে জেলা মনিটর করা সম্ভব না। তখন তারা একটা পোস্ট অফিস করেছিল বিভাগকে। এ বিভাগের কিন্তু এখন আর প্রয়োজন নাই। কারণ এখন ভার্চুয়াল কমিউনিকেশন এমন হয়ে গেছে গ্রাম-শহরের পার্থক্য ঘটুচে গেছে। ঢাকা শহর থেকে ৬-৭ ঘণ্টার মধ্যে বাংলাদেশের যে কোনো গ্রামে পৌঁছানো যায়। এরকম একটি সময়ে এই বিভাগ নামে যে স্তর, এটির কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু বিভাগ করেছে, এটা কোনোভাবেই শেষ করতে চায় না। কারণ গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান এটা। এখানে কিন্তু প্রচুর অর্থ খরচ হচ্ছে, প্রচুর জমি নষ্ট করে বিল্ডিং করা হচ্ছে এবং আরো বিভাগ করার জন্য আন্দোলন আছে অনেক। দেশের কোনো লাভ হচ্ছে না। কিন্তু রাজনীতিবিদরা চায় আমার শহরের গুরুত্ব বাড়বে। তারপর আমি একটা সিটি করপোরেশন চাইব। এগুলোতে অন্যরকম সুবিধা কাজ করে। অযথা প্রশাসনিকভাবে জনবল বৃদ্ধি হয়। আমরা জেলা পর্যন্ত প্রশাসন রেখে এখন জেলা পরিষদ নামে যে প্রতিষ্ঠান আছে, এটা কোনো প্রতিষ্ঠানই না। এগুলোকে পুনর্গঠনের জন্য চেষ্টা করতে হবে। হয়তো স্থানীয় সরকারের একটি কমিশন হতে যাচ্ছে। যদি হয় তাহলে ওখানে কিছু বিষয়গুলো আসবে। কিন্তু সংবিধানে পরিষ্কারভাবে নির্দেশনা থাকলে কাজ করতে সহজ হবে। অন্য কমিশনের পক্ষেও। আমি খুব দ্রুত বললাম। আমি আর সময় নিতে চাই না। অনেক কথা হয়েছে। ইনশাআল্লাহ কমিশন রিপোর্ট কীভাবে adoption হবে আমরা জানি না। তবে আমি খুশি এতটুকুর মধ্যে দেশে একটা কমিশন হয়েছে। আমাদের কাছে একটা রিপোর্ট থাকবে। এইরকম সুপারিশ ছিল। এজন্য আমি আপনাদের সাফল্য কামনা করি। যেভাবে সহায়তার দরকার আছে, ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতেও করব।

ধন্যবাদ সবাইকে।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান):** অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ, আপনার এই বক্তব্যগুলোর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা

কমিশনের পক্ষ থেকে আশা করছি, আপনি লিখিতভাবে আমাদেরকে দেবেন। এতে আমাদের কাজে অত্যন্ত সহায়ক হবে। আপনি গোড়াতেই বলেছেন যে, এর গুরুত্ব অনেক বেশি। সে বিবেচনায় আমরা একটু দাবি জানিয়ে রাখলাম।

**ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী** (সদস্য): আমি এম মঈন আলম ফিরোজী। আমরা ছোট্ট দুটো মতামত আশা করব। সত্যিকার অর্থে স্থানীয় সরকারের সম্প্রসারণের যে কথাই বলি না কেন, আসলে মূল সমস্যাটা হয় অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অথবা অর্থের উৎসের ক্ষেত্রে। ফেডারেল সিস্টেমটা এখন আমাদের সংবিধানে নেই। আপনাদের অনেকেরই পরামর্শ তাই। Unitary system, সংসদীয় পদ্ধতিতে এখনকার দিনে অবশ্যই বরাদ্দগুলো আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে আসে। যদিও মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নেয়। এখানে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করার কোনো সুযোগ আছে কিনা এবং অর্থের উৎসগুলো স্থানীয় করের কাঠামোয় বা অন্যান্য কোনো পন্থায় কিছু করা যায় কিনা- এ বিষয়ে আপনার পরামর্শ লাগবে।

আরেকটা হচ্ছে যে, সংসদীয় পদ্ধতিতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, যেহেতু আমাদের নির্বাহী এবং আইনি দুটো ভূমিকা পালন করে। যারা নির্বাচিত হয়ে আসে। একই সাথে তারা আইন সভায় থাকে। আবার তাদের মধ্য থেকে নির্বাহীকে determined করা হয়। সেজন্যই perceptionটা চলে আসে যে এমপিরাই অনেক ক্ষেত্রেই নির্বাহী কর্তৃপক্ষ ধারণ করে। এখানেই ব্যালেন্সিংটা বিশেষ করে স্থানীয় সরকারের আঙ্গিকে কীভাবে সুনিশ্চিত করা যায়, এটার একটু বিস্তারিত আপনার কাছে আশা করব। কারণ এই জায়গাটা আমাদের খুব delicate জায়গা। যেখানে সংবিধানে সুনির্দিষ্ট কিছু ইস্যু থাকা উচিত।

**অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ (অংশীজন):** আমি আর্থিক ব্যবস্থাপনার বিষয়ে কিছু কথা বলি। আর্থিক ব্যবস্থাপনার বিষয়ে অনেক চিন্তা করেছি, অনেক দেশের উদাহরণে দেখেছি এককেন্দ্রিক সিস্টেম এবং আমাদের যে tradition হয়ে আসছে, আপনি স্থানীয় কর ব্যবস্থাপনায় হাত দিলেও স্থানীয়ভাবে তারা কর আদায় করতে পারবে না। ঐ traditionটি আসেনি। আমাদের কর ব্যবস্থাপনা খুব কেন্দ্রীভূত। এই কেন্দ্রীভূত কর ব্যবস্থাপনার মধ্যে স্থানীয় পর্যায়ে এটা কীভাবে ঐ কেন্দ্রীয় কর আদায় কার্যক্রমকে সাহায্য করতে পারে তার একটি প্রক্রিয়া লাগবে। তারপর কর ভাগাভাগি হবে ওখানকার পদ্ধতিতে। যেমন ধরেন আমি গ্রামে থাকি। ইউনিয়ন পরিষদে আছি, পৌরসভাতেও আছি। I am paying telephone bill there. এই টাকাটা কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ে নিচ্ছে। এখানে কি আমার ভাগ থাকতে পারে না?

তারপরে সড়ক ও জনপথ-এ যে লাইসেন্স ফি দিচ্ছি আমি, সেটাতো কেন্দ্রে চলে যাচ্ছে। আমার এলাকার উপর দিয়ে সেই রাস্তা গেছে না, বিদ্যুতের খুটিটি গেছে, আমি এর ভোগান্তিতে পড়েছি। কিন্তু বিলটি তো আপনি কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ে যাচ্ছেন। এগুলোকে repulse করা খুব কষ্টকর হবে। সেজন্য বলছি, কর আহরণ প্রক্রিয়া যেভাবে হচ্ছে সেটা থাকুক। কিন্তু স্থানীয় ভাগ নিশ্চিত করতে হবে। সেটা হতে পারে এমন আমার মোট বাজেটের ১০ শতাংশ থেকে শুরু করব প্রথম। এটা আস্তে আস্তে ৩০, ৪০ শতাংশে চলে যেতে পারে। যেটা স্থানীয় উন্নয়নে খরচ করতে হবে। ঐ রকম বরাদ্দ দেন। এদেরকে জবাবদিহি করেন এবং একটি প্রক্রিয়ার মধ্যে আনেন। পরিকল্পনা প্রণয়নকেও বিকেন্দ্রীকরণ করেন। কারণ এখন সকল পরিকল্পনা ঢাকার শেরে বাংলা নগর থেকে হচ্ছে। এটা কি আসলেই পরিকল্পনা কি না, আমি জানি না। কিন্তু স্থানীয় কোনো পরিকল্পনা নেই। টাকা দিচ্ছে। টাকাটা শুধুশুধুই তছরুপ হচ্ছে। এটা খরচ হচ্ছে ঠিকই। যেমন : জেলা পরিষদ কী করছে? প্রত্যেক জনগণ এখানে কর দেয়, কোনো পরিকল্পনা নেই। উপজেলা পরিষদের কোনো পরিকল্পনা নেই। পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদের কোনো পরিকল্পনা নেই। সেবার পরিকল্পনাও নেই, উন্নয়ন পকিল্পনাও নেই। এই বিষয়গুলোতে reinforcement দরকার আছে। টাকার উৎস আছে এক জায়গায়। কিন্তু টাকার বিতরণ কোথায় করব? ঐ যে এখানে লোকাল গভর্নমেন্ট কমিশনের কথা বললাম। তারা অর্থনৈতিক কমিশনের কাজও করবে। স্থানীয় সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনাটা কী হবে? তারা দেখে দেখে প্রত্যেক ৩ বছর, ৫ বছর পরপর প্রতিবেদন দিবে। এক্ষেত্রে আর্থিক সাইডটিও ভাগ করা যাবে। ইন্ডিয়াতে রাজ্য পর্যায়ে শুধু Finance Commission আছে। General Commission নাই। কিন্তু ওরা আবার ক্ষমতাগুলোকে বিকেন্দ্রীকরণ করেছে অনেক আগে থেকেই। কিন্তু আমাদের এখানে বিকেন্দ্রীকরণ কার্যক্রমটি হয়নি। আর Finance Commission না করে আমরা যদি Commissionটা করি স্থায়ীভাবে, ওই কমিশনই Finance Commission-এর কাজ করবে। তারা সরকারকে সাহায্য করবে কীভাবে পল্লী এলাকার জন্য টাকাগুলো দেওয়া হবে।

আর আপনি দ্বিতীয় কথাটি বলেছিলেন যে, সংসদীয় পদ্ধতি নিয়ে। এটা ঠিক আছে। এটা ব্যালেন্সিংয়ের মধ্যে আসতে হবে। ইন্ডিয়াতে যেটা করেছে তারা, সংসদ-সদস্যগণ জেলা পরিষদের সদস্য। তারা কিন্তু এটা আপত্তি দেয় না। তাদের কিন্তু সদস্য পদ আছে। আমাদের দেশের সংসদ-সদস্যদেরকে জেলা পরিষদের সদস্য হতে বললে তারা মনে করবে যে, আমাকে ছোটো করা হলো। বিষয়টি কিন্তু তা না। আপনি ওখানে বসেন না? ওদের সাথে কথা বলব। এটা না করে আমি ওদের সাথে কথা বলব না, ওদের চিনি না, আমি ডিসি এবং ইউএনওর মাধ্যমে কাজ করব। এই প্রক্রিয়াটি খারাপ। সুতরাং যে ফোরামগুলো আছে, সে ফোরামের সাথে সমন্বয় করেন। অসুবিধা নেই, কাজ করুক। কিন্তু স্বার্থের সংঘাত হচ্ছে, ওখানে টাকা বরাদ্দ করে দিলেন। তিনি ইচ্ছামতো উন্নয়ন কাজ করবেন। তিনি কিন্তু তখন জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদের আর ধার ধরছেন না। এটা বন্ধ করতে হবে। আর হচ্ছে মন্ত্রণালয়

থেকে সার্কুলার দেওয়ার সময় যেমনঃ ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে সার্কুলার দিল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য টাকা দিয়েছি, সেটা বণ্টনের সময় আপনি এমপির উপদেশ গ্রহণ করবেন। ঠিক কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে সার্কুলার দিচ্ছে, ওখানে লিখে দিয়েছে এমপির উপদেশ গ্রহণ করবেন। এখানে উপদেশ/পরামর্শ অর্থাৎ তার নির্দেশনা। এই বিষয়গুলো বন্ধ করতে হবে। নির্বাহী এবং আইনসভার সদস্যদের মধ্যে যে পার্থক্যটা আছে, ভাগটা আছে, বিচ্ছেদটা আছে, সেটা maintain করতে হবে।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান) : একটা ছোট্ট প্রশ্ন অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ। আপনি বলেছেন যে, প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা কমানো এবং রাষ্ট্রপতির হাতে কী কী থাকবে, সেটা সুনির্দিষ্টকরণের কথা। আপনার কী এ ব্যাপারে কোনো সুনির্দিষ্ট পরামর্শ আছে?

**অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ** (অংশীজন): আমাকে একটু ভাবতে দিন। আমি লিখিতভাবে জানাব।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

এই বিষয়গুলো আলোচনার মধ্য দিয়ে উঠে আশার ফলে যেটা আমরা আশা করছি যে, আপনারাও একটু সহায়তা করবেন যে, আরেকটু সুনির্দিষ্ট করে বললে আমাদের জন্য কাজগুলো আগানো সম্ভব হবে। যেহেতু আমাদের হাতে অনেকেরই পরবর্তী সময়ের কাজ আছে। আমরা একটু দীর্ঘ সময় নিলাম। শুরুতে একটু দেরি করার কারণে আমি কমিশনের পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনাদের প্রত্যেকের কাছে আমাদের অনুরোধ, আমাদের কাজে সহায়তার জন্য যদি লিখিতভাবে দেন সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্টভাবে, তাহলে সেটা আমাদেরকে বড় রকমের সহায়তা করবে। আমরা সেটাই প্রত্যাশা করি। আপনাদের অনুমোদন নিয়েই এখন অধিবেশনটি শেষ করতে চাচ্ছি।

ধন্যবাদ।

# অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভা

## ষষ্ঠ সেশনের কার্যবাহ

তারিখ : ১২ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ
সময় : বিকাল ২:৩০ থেকে ৪:০০ পর্যন্ত

**উপস্থিত কমিশন সদস্যদের তালিকা:-**

১। **অধ্যাপক আলী রীয়াজ**, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও লেখক — কমিশন প্রধান
২। অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় — সদস্য
৩। ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক, বার-এট-ল — সদস্য
৪। অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় — সদস্য
৫। ড. শরীফ ভটুইয়া, অ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট — সদস্য
৬। ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী, বার-এট-ল — সদস্য
৭। জনাব ফিরোজ আহমেদ, লেখক — সদস্য

**অংশীজনের তালিকা:**

১। ড. শহিদুল আলম
২। মুফতী সাখাওয়াত হোসাইন রাজী

**কার্যবাহের রিপোর্ট প্রস্তুতকারক:**

১। মোঃ আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।
২। মোঃ আল-আমিন, সহকারী পরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

**সম্পাদনায়:**

ফ. ব. ম. রহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

## অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভার কার্যবাহের রিপোর্ট:-

## কমিশন প্রধান অধ্যাপক আলী রিয়াজ-এর সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): উপস্থিত সুধীবৃন্দ, সংবিধান সংস্কারের লক্ষ্যে মতামত ও প্রস্তাব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অংশীজনদের সঙ্গে কমিশনের এই আলোচনায় উপস্থিত হওয়ার জন্য কমিশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আমার নাম আলী রীয়াজ। আমি এই কমিশনের প্রধানের দায়িত্ব পালন করছি। আমরা জানি যে, সংবিধান সংস্কারের বিষয়ে সুপারিশের জন্য অন্তর্বর্তী সরকার স্বল্প সময় নির্ধারণ করে দিয়েছে। সেই কারণে, আমরা আপনাদের অত্যন্ত কম সময় দিয়েই আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আপনারা তাতে সাড়া দেওয়ায় আমরা কৃতজ্ঞ। আমরা ছোট ছোট আকারের অধিবেশনের আয়োজন করেছি। স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তির উপস্থিতিতে সকলের সাথে কথা বলা, আলোচনা করা সহজ হয় এবং সকলের কথা শুনা যায়। আমরা এখানে উপস্থিত হতে পেরেছি গত ১৬ বছরে, বিশেষত জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে হাজার হাজার মানুষের আত্মদানের কারণে। সভার শুরুতে আমি সেই সব শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করি। এখন কমিশনের উপস্থিত সদস্যগণ তাঁদের পরিচয় দিবেন।

**(অতঃপর কমিশনের সদস্যগণ তাঁদের নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন )।**

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

আজকে আপনারা যাঁরা উপস্থিত আছেন, আমরা অনুমান করতে পারি যে, সিভিল সোসাইটির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হিসেবে সংবিধানের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনাদের অনেক কথা বলার আছে, অনেক প্রস্তাব আছে। কিন্তু সময়ের স্বল্পতার কারণে আপনাদের প্রতি অনুরোধ, আপনারা প্রত্যেকে যদি ১৫ মিনিটের মধ্যে আপনাদের বক্তব্যের সারাংশ তুলে ধরেন তাহলে আমরা সকলের মতামত জানতে পারব এবং ব্যাখ্যার জন্য প্রয়োজন হলে ২/১টি প্রশ্ন আপনাদের কাছে রাখতে পারব। তবে আপনাদের বিস্তারিত মতামত ও প্রস্তাব থাকলে চাইলে লিখিত আকারে আজকে অথবা আমাদের কাছে আগামী ২০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে পাঠিয়ে দিতে পারেন তাহলে আমাদের জন্য কাজের সহায়ক হবে।

**(অতঃপর অংশীজনগণ তাঁদের নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন )।**

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

আমাদের সামনে উপস্থিত আছেন ড. শহিদুল আলম। আমি তাঁকে অনুরোধ করব তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য।

**ড. শহিদুল আলম** (অংশীজন): প্রথমে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ। আমি সাংবাদিকতা করি, ছবি তুলি, লেখি সেই জায়গা থেকে বলি। আমি এখানে সাইকেলে করে এসেছি, স্যান্ডেল পড়া এবং স্বাভাবিকভাবেই গেটে যারা দায়িত্বরত, তারা খুব আতঙ্কিত হয়ে গেল। সাইকেলে করে, স্যান্ডেল পড়া একটা মানুষ এখানে আসছে, তাদের অনেক উত্তেজনা কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি? কার্ড আছে কি না, জিজ্ঞাসা করা হলো। অনেক কিছু করার পরই পেছনের গেট দিয়ে কোথায় যেতে হবে বলা হলো। সেখানেও তিনি একটু বিরক্ত হয়ে গেলেন, এরকম একটা মানুষ তার কাছে এসেছে। সে তালিকায় তার নাম দেখে তখন একটা সালাম দিলেন। কারণ হচ্ছে, আমি এখানে যা দেখছি। আপনারা সকলে বোধহয় নেই। কমিটির ৯ জন সদস্য হওয়ার কথা। যাঁরা আছেন, তাদের কথাই বলি। এখানে অনুমান করি, সকলেই মুসলমান। একজন ছাড়া বাকিরা পুরুষ এবং মধ্যবিত্ত। কাজেই আমরা যেই অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশের কথা বলছি, সেটা আপনাদের চেহারা দেখে কতটা হচ্ছে সেখানে আমার প্রশ্ন আছে। আমি যখন আসলাম, তখন যে ঘটনাটা ঘটল সেটাও কিন্তু একটা ইঙ্গিত দেয়। কারণ সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিত্ব আপনারা করেন, সেটা ভাববার কোনো কারণ নেই। আমি অনেক আগের কথা বলি। আমার প্রথম প্রদর্শনী হয়েছিল জার্মান কালচারাল সেন্টারে। সেখানে যখন প্রদর্শনী হয় আমি আমন্ত্রণপত্র আমার যারা যারা মক্কেল তাদেরকে দিয়েছিলাম, যারা বড় বড় কোম্পানির মালিক তাদেরকে দিয়েছিলাম। আবার যে জায়গায় আমি কাজ করি, সেখানে আমি চাপরাশিদের, দারোয়ানদেরও দিয়েছিলাম। পরে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনারা কি গিয়েছিলেন? একজনও জায়নি। জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের আমন্ত্রণ দিলাম, গেলেন না। তখন তারা বলল, আমাদের ঢুকতে দিত। এখন জার্মান কালচারাল সেন্টারের যে দারোয়ান, সে হয়ত মনে করত একজন লুঙ্গিওয়ালা মানুষ গেলে তার দায়িত্বই হচ্ছে তাকে ঠেকানো। নিয়ম কোথাও নেই কিন্তু এটার একটা অলিখিত নিয়ম হয়ত আছে। যদি সে ঢুকতে দিত। সেই লুঙ্গি পরিহিত মানুষের সাথে আমরা যে আচরণ করতাম, তাতে তার কাছে পরিষ্কার হয়ে যেত এটা তার জায়গা না। এই সংসদ ভবনটা তো আমি অনুমান করি আমাদের সকলের জন্য, সকল নাগরিকের জন্য এবং এখানকার বেশিরভাগ নাগরিকই লুঙ্গিওয়ালা বা নিলফামারীর ফাতেমা, জোহরা বা সেরকম কেউ। এখন আমি প্রশ্নটা তুলছি এজন্য যে, আমরা সত্যিকারার্থেই বাংলাদেশের জন্য যদি একটা সংবিধান বানাই, সেটা আপনার আমার জন্য সংবিধান বানাচ্ছি, না এদের জন্য সংবিধান বানাচ্ছি। এই

প্রশ্নটা আমাদের করা বোধ হয় দরকার। তার বাইরে ছোট্ট কয়েকটি বিষয় আছে procedural, যেটা আমার মনে হয় ভাবা দরকার আমার জায়গা থেকে বলছি। আমি বিশেষজ্ঞ নই। আমি সংবিধান সম্বন্ধে তেমন কিছু জানি না।

আইন সম্বন্ধে তেমন কিছু জানি না। কিন্তু নাগরিক হিসেবে আমি যে বিষয়গুলো মনে করি, devolution একটা ব্যাপার থাকার কথা। যেখানে distribution power, central government থেকে regional, local সরকারের মধ্যে localized decision-making কতটা হবে, সেটা খেয়াল করার ব্যাপার রয়েছে। Public participation কতটা হয়, সেটা নিয়ে ভাববার বিষয় রয়েছে এবং সাধারণ জনগণকে আমরা কতটা অন্তর্ভুক্ত করতে পেরেছি সেটা। আমাকে আপনারা ডেকেছেন, আমি খুশি। ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু আমিতো সকল মানুষের প্রতিনিধি না। আপনারা সকলের সাথে আলোচনা করতে পারবেনও না। কিন্তু সকল মানুষের আকাঙ্ক্ষা কী, সেটা বুঝতে পারার একটা পদ্ধতি কোনো না কোনোভাবে থাকা দরকার।

আমরা যে সকল সংবিধানের কথা শুনি, তারমধ্যে সাউথ আফ্রিকার সংবিধানটি অসাধারণ। আমি জানি না, হয়তো বা সেটা ভালো। কিন্তু অন্তত যারা এই ধরনের অভ্যুত্থানের ভেতর দিয়ে গেছেন, তারা কী করেছেন সেটা জানার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু কয়েকটা বিষয় আমার মনে হয় এখানে শুরু থেকে ভাবা দরকার। আবার আমি সাংবাদিকতা করি, লোকের সাথে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করি এবং সেটার কারণে আমি যে জিনিসটা মনে করি যে, আমি যদি সংবিধানটা দেখি, যেই সংবিধান আছে সেটা পড়ে আমার কাছে খুব বোধগম্য কিছু না। আইনি ভাষায় লেখা, জটিলভাবে লেখা। অনেক শব্দ ব্যবহার করা যেগুলো আমার কাছে অর্থবহুল না। এই ভাষাটা এমন একটা ভাষা হওয়া উচিত, যেখানে সাধারন মানুষকে স্পর্শ করে, বুঝতে পারে যে তাকে প্রতিনিধিত্ব করছে।

আমার মনের কিছু কিছু জায়গায় সংক্ষেপের একটা ব্যাপার রয়েছে। সেখানে একটা ছোট বিষয়কে ব্যাখ্যা করার জন্য বিশাল একটি বাক্য ব্যবহার করা হচ্ছে। সেটিকে হয়তো এড়ালেও চলে। তবে আরেকটি বিষয় হচ্ছে comprehensiveness, এই সংবিধানে সরকারের অনেকগুলো দিকনির্দেশনা আছে। তার মধ্যে সরকারের গঠন, ক্ষমতার বিভাজন, দায়িত্ব, অধিকার, সাধারণ নাগরিকের অনেকগুলো বিষয় আছে। এগুলো যাতে অন্তর্ভুক্ত হয়, সেটা তো আপনারা নিশ্চয়ই ভাবছেন। আমি মনে করি, flexibility একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ এই সংবিধান আমরা বানাচ্ছি কিন্তু এটা তো দুদিন পরে out-of-date হয়ে যাবে, সেটা ভাববো না নিশ্চয়ই। এটি লম্বা মেয়াদে যাতে আমাদের প্রতিনিধিত্ব করে, সেটা ভাববো। সেটা যদি করতে হয়, তাহলে পরিবর্তিত পরিস্থিতির ক্ষেত্রে ঢালাওভাবে সংবিধানকে পরিবর্তন না করে এটাকে আবার কী করে যুগোপযোগী করা সম্ভব, সেটা বোধহয় ভাবা দরকার। একটা বিষয় যেটা এখনকার সংবিধানে রয়েছে, যদিও কিছু কিছু জায়গায় সংশোধন করার ব্যাপার রয়েছে, সেটা হচ্ছে Protection of Rights এবং এটা নিশ্চয়ই আপনাদের থাকবে। Bill of rights থাকবে, অন্যান্য ধর্মের বিধানও থাকবে, Fundamental rights, Freedom- এগুলো থাকবে আমি অনুমানই করি। Separation of powers-এর কথা বলা আছে। কিন্তু করা হচ্ছে কিনা; আমি জানি না। করা যাতে হয়, প্রয়োগ যাতে হয়, সেটার প্রয়োজন রয়েছে। সেখানে Clear delegation of powers and responsibilities of the executive, legislature and judicial branches উল্লেখ থাকবে। পুরো বিষয়টি থাকার একটা প্রয়োজন রয়েছে। Judicial independence লেখা আছে, থাকবে আমি আশা করি। কিন্তু এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। যেটা বলা আছে ঠিকই কিন্তু প্রয়োগ নেই। অন্তত ছিল না। এখন আমরা আশা করি থাকবে। Public participation-এর কথা আমি আগেই বলেছি। আমি শেষ করব একটা বিষয় দিয়ে যে, Directive Principles যে Principles of Guidance-গুলো সরকার অনুসরণ করবে শাসনের ক্ষেত্রে এবং এখানে আমি মনে করি, একটা বিষয় থাকা দরকার। The Spirit of the Constitution কী, সেটা সকলের কাছে পরিষ্কার থাকা দরকার এবং দিনের শেষে আমরা যখন যেটাই করছি, it is in keeping with spirit of the constitution, এটি বোধহয় ভাববার প্রয়োজন আছে।

ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান) : ধন্যবাদ।

প্রথমত আপনার ঢোকার সময় যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে এটা খুবই অপ্রীতিকর এবং অনাকাঙ্খিত কমিশনের পক্ষ থেকে আমি ক্ষমা চাইছি। আমরা অন্যদের মতামত নেয়ার জন্য বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় চেষ্টা করছি। আমরা সিভিল সোসাইটির সংগঠনগুলোর সাথে কালকে সারাদিন বসেছিলাম। আজকেও আগের দুটো সেশনে এরকম যারা সিভিল সোসাইটির বিভিন্ন ক্ষেত্রে আছেন, তাদের সাথে আলোচনা করেছি। এছাড়া ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করছি। আমরা প্রফেশনাল গ্রুপগুলোর সাথেও বসব।

এর বাইরে young cultural activists, constitution নিয়ে যারা কাজ করেছেন আমরা চেষ্টা করছি বিভিন্ন অংশের মতামত নিতে। এছাড়া সাধারণ মানুষের মতামত সংগ্রহের জন্য আমরা একটা জরিপের কথাও বিবেচনা করছি যাতে তাদের মতামতগুলো অন্তর্ভুক্ত হয়। সেদিক থেকে আপনার এই বক্তব্যগুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছি। ২/১টি বিষয়ে জানতে চাচ্ছি। আপনি Bill of rights-এর কথা বলেছেন। সেক্ষেত্রে কী আপনার দীর্ঘদিনের যে অভিজ্ঞতা, বিশেষ করে নাগরিক অধিকারের বিভিন্ন পর্যায়ে যুক্ত থেকেছেন বিভিন্নভাবে।

সেক্ষেত্রে আপনার কি কোনো পরামর্শ আছে আমাদের জন্য Bill of rights তৈরি করার ক্ষেত্রে কী ধরনের প্রক্রিয়া বা কী কী বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে পারি।

**ড. শহিদুল আলম** (অংশীজন) : আমার এ ব্যাপারে জ্ঞান খুব কম। আপনারা আমার থেকে অনেক বেশি ভালো জানেন। কিন্তু আমি শুধু হারিয়ে যাতে না যায়, সেই কারণে উল্লেখ করলাম। তার বেশি কিছু নয়।

**ড. শরীফ ভটুইয়া** (সদস্য) : ধন্যবাদ, আপনি কষ্ট করে এসেছেন।

আর আমি কমিশনের পক্ষ থেকে আবারও ক্ষমা চাচ্ছি আপনার ঢোকার সময় যে সমস্যাগুলো হয়েছে, সে জন্য। আপনার কাছ থেকে আমার একটি বিষয় জানার ছিল। আপনি সংবিধানের ভাষার ব্যাপারটি বলেছেন। যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমি মনে করি। আমি আপনাকে প্রশ্নের উত্তর দেওয়াটি চাপিয়ে দিতে চাই না। কিন্তু এই ভাষার বিষয়টি কী আপনি ভেবেছেন যে, এটি কী আমরা বর্তমান সংবিধান রেখেই ভাষাটাকে সংশোধন করতে পারি, নাকি এই ভাষাটা address করতে গিয়ে আপনি মনে করেন যে, নতুন করে একটা খসড়া করার প্রয়োজন হতে পারে। এটা আপনি ভেবেছেন কিনা;

**ড. শহিদুল আলম** (অংশীজন) : আমি যেভাবে বলি, সেটাই বলছি। JB Priestley একটি খুব মজার উক্তি আছে, আনেক পুরোনো। “A man who shouts, your house is on fire may not be albe to define exactly. What he means by ‘your’ and ‘house’ and ‘is’ and ‘on’ and ‘fire’. But he still might be saying something quite important”. এখন আমরা এই ভাষাগত বিষয়ের মধ্যে এতটা আবদ্ধ হয়ে যাই যে কী বলা হচ্ছে, সেটাকে অত গুরুত্ব দেই না এবং এক্ষেত্রে আমি যদি বুঝে থাকতে পারি, সেটি নিয়ে আমার কী করণীয়, সেটির কথা না ভেবে protocol নিয়ে আমি এত মাথা ঘামাই যে, আসল কাজটা অনেক সময় হারিয়ে যায়। আমি সেটুকুই বলছি। আমি সংবিধান যতটা পড়েছি, দেখেছি, আমি পড়াশোনা করি, বিচরণ করি, সাধারণ মানুষের সাথে চলাফেরা করি। আপনাদের মতোন জ্ঞানী-গুণী মানুষের সাথে চলাফেরা করি। কিন্তু আমার কাছে অনেক ক্ষেত্রেই কী বলা হচ্ছে, বোধগম্য হয় না। আমি এটুকুই বলছি যে, একজন সাধারণ মানুষ এটা পড়ে যাতে বুঝতে পারে বলা হচ্ছেটা কী। সেটার জন্য যদি পরিবর্তন করতে হয়, করব। যদি আপনারা মনে করেন যে ওখান থেকে বোঝা যায়, তাহলে হবে। সংবিধান কিন্তু সংবিধান বিশেষজ্ঞদের জন্য না, জনগণের জন্য। এটি যদি আমি মনে রাখি, তাকে উদ্দেশ্য করে যদি লেখা হয় আমার কোন সমস্যা নেই।

**অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের** (সদস্য): ধন্যবাদ।

আমরা অনেকগুলো সেশন করেছি। সবাই কিন্তু inclusiveness-এর কথা বলেছেন। আপনার perspective থেকে একটা Constitution-কে inclusive করতে হলে আমরা প্রায় সময় যে discussion শুনেছি এটি হচ্ছে minorities, religion minorities, “so on and so forth”. আপনার perspective, inclusiveটা কী হতে পারে? এটা বললে বোধহয় কমিশনের জন্য একটু সাহায্য হতো, এটা এক নম্বর।

আর দুই নম্বর হচ্ছে, You talked about public participation. এটা কিন্তু অনেক often used, but probably under researched term. Constitution-এর ক্ষেত্রে আপনি public participation-টি কোন perspective থেকে বলতে চাচ্ছেন? এটি কী Policy making, Decision making, রাষ্ট্রপরিচালনা। কোন perspective-এ exactly?

**ড. শহিদুল আলম** (অংশীজন): প্রথমটি দিয়েই শুরু করি। আপনারা তো ৯ জন সদস্যের মধ্যে একজন নারী ও ২ জন অনুপস্থিত, তাই না। এটা আমার কাছে সমস্যাজনক মনে হয়। নিশ্চই আমাদের দেশে যথেষ্ট নারী আছেন, যারা যোগ্য, যাদের এখানে থাকা দরকার ছিল এবং এতটা ভিন্নতা এটা চোখে লাগে।

আর কিছু হোক না হোক চোখে লাগে। আপনাদের সেটা প্রতিনিধিত্ব করে কি না; আপনাদের ভাবতে হবে। তার বাইরে এটা ঠিক যে, আমাদের ক্ষুদ্রজনগোষ্ঠী হয়তো এক শতাংশ। আমরা তো মানুষকে আর ভাগ করতে পারি না। যদি ১ শতাংশ রাখতেই হবে, ওরকম পুরোপুরি হিসাব অনুযায়ী হতেই হবে, সেটা আমি মনে করি না। কিন্তু এমনটি অবশ্যই হওয়া দরকার , যারা বাইরে আছে তারা মনে করে আমার প্রতিনিধিত্ব আছে। এই জায়গায় কেউ একজন আছে যে, আমার কথা ভাবে, আমার কথা খেয়াল করে, আমি এদের হিসাবের বাইরে না। সেই জায়গায় যদি বলি, আমি এখানে বন্ধ দরজার মধ্যে বলছি। তবে বাইরে বললেও কোনো সমস্যা নেই। আমি যা বলি, প্রকাশ্যেই বলি। আমাদেও কেবিনেটে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তিটি একেবারেই প্রশ্নবিদ্ধ। সেটা যে নেই তা না; কিন্তু যেটি আছে, তার ক্ষেত্রেও প্রশ্ন আছে এবং থাকার কারণও রয়েছে। এটি আমার কাছে ভীষণ আপত্তিজনক যেখানে আমরা ভাষার জন্য আন্দোলন করে একটি দেশ পেয়েছি। আমাদের দেশে যারা ভিন্ন ভাষাভাষী, তাদের সাথে সরকার ৫০ বছর পরেও এরকম আচরণ করে এবং চালিয়ে যাচ্ছে।

এটা ভীষণ চিন্তার বিষয়। তাদের প্রতিনিধিত্ব সত্তা নেই, এটা আমার কাছে খুব সমস্যাজনক। একজন থাকলে statistical কিন্তু যা থাকার কথা তার চাইতে বেশি রয়েছেন। কিন্তু তিনি প্রতিনিধিত্ব করেন কি না; সেটা প্রশ্ন। কাজেই আমি আপনার প্রশ্নে অংকের জায়গায় যাচ্ছি না। যদিও নয়-এর মধ্যে এক একটা অংকেও সমস্যা। কিন্তু তার বাইরেও আমি বলছি, যে মানুষগুলোর রয়েছেন তারা সত্যিকার অর্থে ধারণ করেন কিনা? এই অন্তর্ভুক্তিমূলক চিন্তাটিকে ধারণ করেন কি না? সেটা হলে আমার কোনো সমস্যা থাকতো না। ১০ জন পুরুষ বা ১০ জন নারী থাকলেও আমার কোনো সমস্যা থাকত না। Public participation-এর ক্ষেত্রে আমি অন্তত মনে করি যে, এমন একটি discord চালু থাকা উচিত, যেখানে ভিন্নভাবে যারা ভাবছেন তাদের কথা শোনার একটি জায়গা রয়েছে। সেই পদ্ধতি অনেক রকমের হতে পারে। আমার কাছে সহজ কোনো কিছু নেই। কিন্তু এটাতো পরিষ্কার। আমি যদি একেবারে ভিন্ন জায়গা থেকে বলি, আমাদের গণমাধ্যম সম্পূর্ণভাবে ফেল করেছে এত বছর ধরে। তাদের যা করার কথা ছিল, সেগুলি তারা করেনি। ৫ তারিখের পরে হঠাৎ করে অনেকে পল্টি খেয়েছে, সেটা ভিন্ন বিষয়। আমি তারমধ্যেও যাচ্ছি না। কিন্তু একটা মাধ্যম রয়েছে বাংলাদেশ বেতার এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন; যেটি আপনার আমার পয়সায় চলে এবং জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার কথা। সেটি বহু বছর ধরে সরকার ছাড়া আর কারো কথা বলেনি। আজকে নতুন সরকার হওয়ার পরেও কিন্তু সেটি সরকার ছাড়া আর কারো কথা বলে না। এটি যদি হয়, তাহলে তো আমার কঠোর আপত্তি রয়েছে। তাহলে জনগণের কথাটি কোথা থেকে আসবে, তার জায়গাটি কোথায়? তাদেরকে যদি আমরা ওই জায়গাটি তৈরি করে দেই এবং আমি মনে করি, আসলেই আমাদের public interest in broadcasting-এর একটি জায়গা তৈরি করা দরকার। যেটির মাধ্যমে আমরা হয়তো একটা mechanism তৈরি করতে পারি। যার ভেতর দিয়ে কোনো-না-কোনোভাবে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশাটি প্রকাশ পায়।

**ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী** (সদস্য): আমি আপনার অভিজ্ঞতার বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করছি। আপনার কাছে ক্ষমা চাওয়া না, আপনার সাথে একমত হয়ে আমি নিজেও ক্ষোভ প্রকাশ করছি এজন্য যে, ফ্যাসিবাদ চলে গেলেও তার রেশ কাটতে বোধহয় আরও সময় লাগবে এখান থেকে বের হতে। আমাদের এখানে কমিশনের কার্যালয় হলেও, সীমাবদ্ধতার কারণে এই premises systemটি মন্ত্রনালয়ের অধীনে হওয়ায়, এটা কোনো সমস্যা না একজনকে থামানো। কারণ সিকিউরিটির জন্য থামাতে পারে। কিন্তু আপনি যে বর্ণনা দিলেন, এটার বাস্তবতা আমি নিজেই দেখেছি। আমরা যারা Public transport-এ আসি। আমার নিজের গাড়ি আছে। কিন্তু যখন কেউ যদি Public transport-এ আসে, তাদের সাথেও একটু বিরূপ আচরণ হয়। Underestimate করার একটা tendency. এই practiceটি দীর্ঘদিন ধরে অভ্যস্থ হয়ে যাওয়ায় এখান থেকে এখনো বের হতে পারেনি। সুতরাং আমাদের এই জায়গাতেই কাজ করা জরুরি এটি এক নম্বার।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে, ইস্যুভিত্তিক একটি প্রশ্ন আপনার কাছে। এই ফ্যাসিবাদী সময়ের আপনি একজন সরাসরি victim ব্যক্তি হিসেবে আমরা দেখেছি। দীর্ঘদিন ধরে আপনি victimised হয়েছেন। আমাদের সংবিধান সংস্কারের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে, ভবিষ্যতে এখান থেকে বেরিয়ে আসার একটা ব্যবস্থা তৈরি করা। আমাদের উদ্দেশ্য হিসেবে আমরা কমিশন থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি এবং সেখানে এটি clearly বলা আছে যে, true aspiration of the people, এটা rhetoric না, মুখের কথা না। এটা reflection হওয়া। ফ্যাসিবাদি পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে victim বলেন, একজন activist বলেন, professional বলেন, আপনার পক্ষ থেকে আমাদের কাছে কী ধরনের সাজেশন আসতে পারে?

**ড. শহিদুল আলম** (অংশীজন): আমি আবারও অভিজ্ঞতার জায়গা থেকেই বলি। কারণ আমার মনে হয় ওটার থেকে বুঝতে সুবিধা হয়। আমি সাধারণত ৬টি কলা কিনতাম ৯০ টাকায়। ৫ তারিখ সকালেও আমি ৬টি কলা ৯০ টাকায় কিনেছি। ৫ তারিখ বিকেলে আমি ৬টি কলা কিনলাম ৬০ টাকা। একই কলা বিক্রেতার কাছ থেকে। আমি অবাক হলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম। বলল যে, এখন তো চাঁদা দিতে হয় না। সময়ের পরিবর্তন খুব বেশি না কিন্তু একটা পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। সেটার কারণে আমি খুব খুশি। আমি তখন একটু ভুল করেছি। তার একটি সাক্ষাৎকার নেয়া উচিত ছিল, নেইনি। পরে চিন্তা হলো সাক্ষাৎকার তো নেওয়া দরকার। তার কাছে গেলাম ভাই আপনার সাক্ষাৎকারটি নিতে চাই। বললেন, না ভাই থাক। বলা তো যায় না, কয়দিন এরকম আছে। আমার তো এখানেই থাকতে হবে। সাক্ষাৎকার দিয়ে যদি বিপদে পড়ি। সেটি সমস্যার বিষয়। আমি পরেও গিয়েছি। এখনো ৬টি কলা ৬০ টাকায় কিনি, সেটি ভালো। কতদিন থাকবে জানি না। তার কিন্তু মনের মধ্যে একটি সংশয় রয়েছে যে, কতদিন এই পরিস্থিতি থাকবে এবং কবে পাল্টে যাবে? আপনি তো আমার পাশে থাকবেন না, যখন পাল্টে যাবে তখন এই বিষয় হবে। তবে একটি কথা সে বলেছে যেটি আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে, সে বলেছে, এখন কিন্তু আমি সত্যি মনে করতে পারি পুলিশ জনগণের বন্ধু। সে বলে এত বছর ধরে দাবড়ানি দিয়েছে, তুই তুই বলেছে, পিটুনি দিয়েছে। এখন পুলিশ আমারে আপনি কয়। জীবনে এটা হয়নি। এখন কী কারণে হয়েছে, সেটা আমাদের বিশ্লেষণ করতে হবে। পুলিশ এখন নিজেরাই হয়ত ভয়ের মধ্যে আছে। যে ঘটনা ঘটেছে, তারা তো অনেকে যোগও দেয়নি। অনেক রকমের ব্যাপার রয়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তে সেই পুলিশ এই ফলওয়ালাকে আপনি বলে ডাকে। আমরা তো রিকশাওয়ালাকে আপনি বলে ডাকি না।

ওই খালি, যাবি নাকি। আমাদের ভাষাটাইতো এরকম। প্রত্যেকটি জায়গাতেও ওরকমভাবে আমরা দাঁড়িয়ে গেছি। কাজেই এই বিষয়টি সত্যিকার অর্থে প্রতিফলন তখনই হবে যখন আমরা সাধারণ মানুষকে শ্রদ্ধা করতে শিখব এবং সেই বিষয়টি আমরা শিখিনি। সেটি না আসা পর্যন্ত এটা হচ্ছে ভাববার কোনো কারণ নেই।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ড. শহিদুল আলম, অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য। আমরা সকলকেই যে অনুরোধটি করি, আপনাকেও আমি সেই অনুরোধটি জোর দিয়ে করব। সেটি হচ্ছে, আগামী ২০ তারিখ পর্যন্ত যে কোনো সময় আপনার বক্তব্য লিখিতভাবে আমাদের দিতে পারেন। এগুলো রেকর্ডেড রয়েছে। কিন্তু যেটি আপনি বলেছেন, সেটির একটা বিশেষ গুরুত্ব হচ্ছে আপনি যেই perspective থেকে দেখছেন, আমরা অনেকেই সেটি দেখি না। এটিই হচ্ছে বাস্তবতা আমরা যাদের সাথে কথা বলেছি। ফলে আপনার এই বাস্তবতার নিরিখে যদি আপনি আমাদেরকে সহায়তা করার জন্য লিখিতভাবে দেন তাহলে আমরা খুব আনন্দিত হব এবং আমাদের কাজে সহায়তা হবে। আগামী ২০ তারিখ পর্যন্ত যে কোনো সময় ই-মেইল করে দিতে পারেন আমাদেরকে। তাহলে আমরা সেটি বিবেচনার জন্য গ্রহণ করব। আমাদের আমন্ত্রণপত্রের যে চিঠিটি আছে, সেই চিঠির নিচে একটি ই-মেইল আছে, ওখানে যদি আপনি পাঠিয়ে দেন, আমরা পাব।

**ড. শহিদুল আলম** (অংশীজন): আমার অনানুষ্ঠানিক একটি প্রশ্ন আছে। একেবারেই অপ্রাসাঙ্গিক। আমি অনেক বছর পরে এই ভবনে ঢুকলাম। এই জায়গাটির অন্তত একটি photo graphics documentation থাকা দরকার। কারণ সাধারণ মানুষতো এখানে আসতে পারে না। অন্তত কোনো একটিভাবে তারা যাতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে- সেটি প্রদর্শনী হোক, video tour হোক, যে কোনোভাবেই হোক। যদি সবাই যেতে পারত তাহলে কথা ছিল না।

ক্যানবেরার সংসদ উপরে ঘাস দিয়েছে যাতে জনগণ উপর দিয়ে যেতে পারে। এটি প্রতীকি হলেও আমি মনে করি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একসময় এখানে ক্যারাতে হতো। লোকজন চটপটি বিক্রি করত, আমরা ভোর বেলায় আসতাম। দেয়াল বানানোর পূর্বে আমরা প্রতিবাদ করলাম। প্রতিবাদ বেশিদিন টিকে না, ওরা জানে। কারণ কিছুদিন চুপ থেকে দেয়াল ঠিকই বানিয়ে দিয়েছে। সাধারণ জনগণ এখানে এখন ঢুকতে পারে না। জনগণ ঢুকতে পারে না, কিন্তু জনগণের যোগসূত্র তৈরি করার যদি কোনো কিছু থাকে আমি আগ্রহী হবো সেরকম কিছু করতে।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): শহিদুল ভাই, আমরা তো এখানে এসেছি সাময়িক। আমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে। সত্যিকার অর্থে এমপি হোস্টেলের একটি জায়গায়। এখানে সভা করার কারণ হলো রিকর্ডিং-এর ভালো সুবিধা আছে। আমি নিজে এই ভবনে সর্বশেষ কবে ঢুকেছিলাম, সেটা আমি নিজেও জানি না। অন্ততপক্ষে গত ২০ বছরে তো নাই। কাছে ধারেও ভেড়া যায়নি, আমার নিজের অবস্থার কারণে। আমরাই আছি আশ্রয়ে। তারপরেও আপনার এই বিষয়টি সংসদ সচিবালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করব। যেহেতু কাজ করার সুবিধার্থে তাদের সাথে যোগাযোগ হচ্ছে। এই প্রতিশ্রুতিটি দিতে পারে আপনাকে।

**ড. শহিদুল আলম** (অংশীজন): ১৯৯২ সালে museum of contemporaries Aly-তে আমাকে কমিশন করেছিল লুই আই কানের স্থপত্যের ওপরে কাজ করতে। তারমধ্যে এটাতো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেপিআই- ৫টি মন্ত্রণালয় থেকে অনুমতি নিতে হয়। আমি এক একবার আসতাম অনুমতি নিতে। যখনই আসতাম কিছু ছবি তুলতাম। অনেক সময় লেগেছে অনুমতি পেতে। যতদিনে আমি অনুমতি পেয়েছি ততদিনে আমার কাজ মোটমুটি শেষ। কারণ ছবি আমি পেয়ে গেছে। মমাতে এই প্রদর্শনীটি দেখানো হয়েছিল, *the Realm of Architect*-এ। অসাধারণ একটি ভবন। এটা কে কিন্তু সাধারণ মানুষ দেখেনি। এই দূরত্বের তো কোনো অর্থ নেই।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): আপনার ঐটার কিছু কিছু ছবি আমি দেখেছি। লুই আই কানের স্থাপত্য যেখানে অবস্থিত সেখানকার মানুষই সবচেয়ে কম জানে। বাইরের লোকজন অনেক বেশি জানে এই স্থাপত্যের কথা। এটা খুব অদ্ভুত একটি ব্যাপার। আমাদের জিনিস আমরা জানি না, আর কি!

**ড. শহিদুল আলম** (অংশীজন): আমাদের দিক থেকে যতটা সহযোগিতা দরকার সম্পূর্ণ পাবেন। কারণ এই সুযোগ আমরা আরেকবার পাব, আমি মনে করি না। তাই এই সুযোগটি হারালে বড় একটি ক্ষতি হয়ে যাবে।

ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন মুফতী সাখাওয়াত হোসাইন রাজী। ধন্যবাদ, যোগ দেওয়ার জন্য।

আপনি জানেন যে, অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে আমরা সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আমরা ছোট ছোট অধিবেশন করছি যাতে করে আপনাদের কথাগুলো আমরা শুনতে পারি এবং মত বিনিময় করতে পারি। সে অর্থে আপনার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ যে, আপনি সময় ব্যয় করে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। আমরা প্রত্যেকের কাছে যে অনুরোধটি করছি, সেটি হচ্ছে আজকে ১০-১৫ মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপনের পর আজকে যদি লিখিত থাকে, আপনি দিতে পারেন অথবা আগামী ২০ তারিখের মধ্যে যদি আমাদেরকে লিখিতভাবে দেন, তাহলে আমাদের সহযোগিতা হবে। আপনি এখন বক্তব্য রাখবেন। আমরা আশা করছি ১০ থেকে ১৫ মিনিটের মধ্যে আপনি সংক্ষেপে বক্তব্য রাখতে পারবেন।

**মুফতী সাখাওয়াত হোসাইন রাজী** (অংশীজন): নাহমাদুহু ওয়া নুছল্লি আলা রছুলিহিল কারীম। আম্মাবাদ।

প্রফেসর আলী রীয়াজ, আপনার সাথে আগে থেকেই জানা-পরিচয় আছে আমার। আপনার সাথে আরও যারা আপনার সহযোগী আছেন, সকলের সঙ্গে সেভাবে আমার পরিচয় নেই। তারপরেও যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করি। আমি আমার বক্তব্যও সংক্ষেপে রাখব। হয়তো বা এত সময় নিব না। আর আজকে একটি সংক্ষিপ্ত নোটও আমি নিয়ে এসেছি। আপনাকে সেটি দিয়ে যাব। মূলত আমার সংক্ষিপ্ত নোট সামনে রেখে আমি কয়েকটি প্রস্তাবনা পেশ করতে চাই।

সংবিধান একটা অনেক বড় একটা বিষয়। এর সংস্কার কিংবা পরিবর্তন, পরিবর্ধন কিংবা পুনর্লিখন; এ বিষয়গুলো অত্যন্ত জটিল এবং কাজটি অনেক ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ। সংবিধান নিয়ে অনেকেই তো প্রস্তাব দেবেন, অনেকেই সংস্কার প্রস্তাবনা আপনাদের সামনে রাখবেন। আমি একজন মৌলভি এবং ওলামা সমাজের প্রতিনিধিত্ব করি। আমি ইসলামি দল বা হেফাজত ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে আছি। এছাড়া একজন মুফতি এবং মুহাদ্দিস হিসেবে আমার প্রস্তাবনার জায়গা জুড়েই থাকবে আমাদের অঙ্গনের দাবি এবং বিভিন্ন সময় যখন সংবিধান সংশোধনীর কাজ হয়েছে, যে আপত্তিগুলো ছিল, সেই আপত্তিগুলো তুলে ধরার পাশাপাশি দাবিগুলো উপস্থাপন করা। ১৯৭২ সালে সংবিধান প্রণয়নের পরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৪ বার সংবিধান সংশোধন করেছিলেন। গত বারের সেই সংশোধনী নিয়ে আমি বিস্তারিত কথা বলব না। একনায়কতন্ত্র কিংবা বাকশাল তিনি কায়েম করেছিলেন। আমি মূলত পঞ্চম সংশোধনী নিয়ে কিছু কথা বলতে চাই। পঞ্চম সংশোধনীতে "বিস্‌মিল্লাহির-রহ্‌মানির রহিম" এবং "আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস"-এর বিষয়টি মূলনীতি হিসেবে সংবিধানে স্থাপন করা হয়েছিল। এরপরে অনেকগুলো সংশোধন হয়েছে। সর্বশেষ পলাতক সরকার, পতিত সরকার, ফ্যাসিবাদী সরকার ২০১১ তে একটি সংশোধনী এনেছেন। আমরা পঞ্চদশ সংশোধনী বলি। সেই পঞ্চদশ সংশোধনীতে আমাদের জন্য এতটাই মর্মাহত হওয়ার বিষয় ছিল যে, সেখানে ধর্মীয় অনুভূতি কিংবা জন-আকাঙ্ক্ষা কিংবা জনমতকে পুরোপুরি অবজ্ঞা করা হয়েছে। পঞ্চম সংশোধনীতে বিস্‌মিল্লাহির-রহ্‌মানির রহিম এবং আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করার বিষয়টি কোনো ঠুনকো বিষয় ছিল না।

আমি যদি আরেকটু পেছনের দিকে যাই, ১৯৭২ সালের সংবিধানে secularism বা ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি কোত্থেকে আসছে? অথচ '৪৭-এর সংগ্রাম, '৪৭-এর স্বাধীনতা। এর পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তান। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের লড়াই, নানা জায়গায় আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাব কোথাও ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়টি ছিল না। বরং '৪৭-এর স্বাধীনতায় আমরা একটা ভূখণ্ড পেয়েছি ইসলামের নামে। আলাদা ভূখণ্ডের কী প্রয়োজন ছিল? আলাদা ভূখণ্ডের মূল উদ্দেশ্য ছিল যে, এখানে কোরআন-সুন্নাহর বিধি, কোরআন-সুন্নাহর আইন প্রণয়ন করবে মুসলমানগণ এবং কোরআন-সুন্নাহর বিধি মোতাবেক পরিচালিত হবে।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পূর্ববর্তী অবস্থা, যেটি আমরা '৫২-র ভাষা আন্দোলন বলি কিংবা ৬ দফা বলি, '৬৯-এর গণ-আন্দোলনে বলি, '৭০-এর নির্বাচন বলি, কোথাও secularism বা ধর্মনিরপেক্ষতার কথা ছিল না। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্যি '৭২ এর সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়টি চলে এসেছে। পঞ্চম সংশোধনীতে মূলত দেশের মানুষের মতামত কিংবা দেশের মানুষের আবেগ, দেশের মানুষের ধর্মীয় মূল্যবোধ, এটিকে শ্রদ্ধা জানিয়েই "বিস্‌মিল্লাহির-রহ্‌মানির রহিম" এবং "আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস"-এর বিষয়টি মূলনীতি হিসেবে সংবিধানে স্থান দেওয়া হয়েছিল। "আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস" এটি মূলনীতি হিসেবে ২০১১ সাল পর্যন্ত ছিল। কারো কোনো প্রশ্ন ছিল না। কেউ কোনোদিন আপত্তি করেননি কিংবা এই বিষয়টি সংবিধানের মূলনীতি থাকার কারণে কোনো জনগোষ্ঠী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কোনো ধরনের অবজ্ঞার স্বীকার হয়েছে এমন কোনো বিষয়ও ছিল না।

এরপরেও একতরফাভাবে সেই সরকার ২০১১-তে "আল্লাহর উপর আস্থা ও বিশ্বাস" এই মূলনীতিটি তুলে দিল। অনেক কথাই তো বলতে হয়। সব কথা আসলে বললে এগুলো আপনাদের নোটে থাকবে, এমন নয়। লম্বা কথা সেজন্য আমি বলব না। আমাদের ইসলামি অঙ্গনের, ওলামা কেরামের তৌহিদি জনতার মুসলমানদের মূল দাবির জায়গাটি এটাই থাকবে। তাছাড়া, পঞ্চদশ সংশোধনী থেকে বাদ দেয়া হয়েছে "বিস্‌মিল্লাহির-রহ্‌মানির রহিম"-এর যে অনুবাদ রাখা হয়েছে সেটিও বিকৃত। যথাযথ অনুবাদ নয়। আমরা মনে করব, "বিস্‌মিল্লাহির-রহ্‌মানির রহিম" পঞ্চম সংশোধনীতে যেভাবে এটাকে স্থাপন করা হয়েছিল, সেভাবে নিয়ে আসতে হবে। আর আল্লাহর

উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস মূলনীতি হিসেবে থাকবে ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ যাবে। আমার সঙ্গে আপনারা দ্বিমত করতে পারেন। যেহেতু ধর্মনিরপেক্ষতা, এটা তো আসলে প্রত্যেক ধর্ম পালনের একটি স্বাধীনতা। বাস্তবতা হচ্ছে, আসলে তাই না। পৃথিবীতে যে সমস্ত রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতা আছে, আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রে ধর্মনিরপেক্ষতা থাকলেও, সেখানে সংখ্যালঘুরা সবচাইতে বেশি নির্যাতনের শিকার। বাংলাদেশে যতদিন বিস্‌মিল্লাহির-রহ্‌মানির রহিম ছিল, রাষ্ট্রধর্ম ছিল। আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস ছিল- কই কোথাও তো এ কারণে সংখ্যালঘরা নির্যাতনের শিকার হয়নি। আমি মনে করব, ইসলাম সম্পর্কে আমাদের ধারনার কিছু জায়গাটায় ত্রুটি আছে। অন্য ধর্মের কাউকে জোর করে ইসলামে গ্রহণ করবার কোনো অনুমতি নেই (লা ইক্রাহা ফিদ্দীন)। এটাই পরিষ্কার ইসলামী ধারনা। ইসলাম এমন একটা ধর্ম যে অন্য ধর্মের লোকদেরকে তার ধর্ম পালনে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। এ ব্যাপারে ইসলাম যথেষ্ট সহনশীল। ওমাইয়া শাসনামল ও আব্বাসীয় শাসনামল, ওসমানী শাসনামল, মোঘল শাসনামলে আমরা স্পষ্ট দেখিয়ে দিয়েছি, যদি কেউ ইসলামের নামে অন্য ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করে, এটা ব্যক্তির ভুল, ব্যক্তির চিন্তার জায়গা থেকে। এটা ইসলামের concept নয়। ইসলামের কনসেপ্টের জায়গা হচ্ছে অন্য ধর্ম, সে তার ধর্ম তার মতো করে স্বাধীনভাবে পালন করবে। তাহলে ইসলাম যদি এই সুযোগ দিয়ে থাকে, সেখানে ধর্মনিরপেক্ষতার দরকার কী? বলে ধর্মনিরপেক্ষতা থাকলে সমস্যা কী? ধর্মনিরপেক্ষতা ভিন্ন একটি ধর্ম। ধর্মনিরপেক্ষতা পশ্চিমা বিশ্বের জন্য ঠিক আছে। তাদের কোনো ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি এখন নাই বললেই চলে। এক্ষেত্রে আপনারা আমার সঙ্গে দ্বিমত করতে পারেন। পশ্চিমারা বা গির্জা এবং রাষ্ট্রের যে দ্বন্দ্ব সেটা কেন ছিল? যে কারণে secularism বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ওদের প্রতিষ্ঠা করতে হলো। গির্জা থেকে যখন রাষ্ট্রপরিচালনা বা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হতো সেই গির্জাওয়ালাদের কাছে যে ধর্মীয় গ্রন্থ ছিল, সেটির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে দেড় হাজার বছর আগে ইঞ্জিল বলেন আর তাওরাত বলেন। এগুলো মুহাম্মদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আগমনের মাধ্যমে সর্বশেষ সংশোধন হয়েছে কোরআন দিয়ে। অর্থাৎ কোরআনে কারিম সংশোধনী আনায় বাকি পূর্বের সকল সংশোধনী বাতিল হয়ে গেছে। আমাদের সংবিধান যদি এবার কোনো সংশোধনী নিয়ে আসে তাহলে আগেরগুলোর তো আর কোনো মূল্য থাকবে না। কেউ চাইলেও আগেরগুলো মানতে পারবে না। আল্লাহু তাবারাকুতায়লা যুগে যুগে নবি পয়গম্বর প্রেরণ করেছেন। সর্বশেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) আরবে এসেছেন। তাঁকে তিনি ঐশী বাণী বা ওহি হিসেবে আল-কোরআন দিয়েছেন, যেটিই আল্লাহর তরফ থেকে সংশোধনী। ওই সংশোধনীর কারণে পূর্ববর্তী কিতাব যেগুলো আল্লাহ পাঠিয়েছিলেন, সেগুলোর মেয়াদউত্তীর্ণ হয়ে গেছে।। গির্জা থেকে মেয়াদ উত্তীর্ণ নির্দেশনা দিয়েই মূলত রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিধায় তখন রাষ্ট্র উন্নতি, জনগণের উন্নয়ন, বিজ্ঞানের উন্নয়নের জন্য দরকার ছিল গির্জাগুলো থেকে রাষ্ট্রকে মুক্তি দেওয়া। কিন্তু কোরআনে করীম বা আমাদের এই ধর্ম কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে। আর কোনো নতুন ধর্ম আসবে না। কোরআন আল্লাহু বরকতুয়ালা এটি এমনভাবে সন্নিবেশন করেছেন বিজ্ঞান বলেন, রাষ্ট্র বলেন, ব্যক্তি বলেন; ব্যক্তি জীবন থেকে রাষ্ট্র জীবন, সবকিছু ইনশাল্লাহ সমস্যাগুলো কোরআন থেকে বের করতে পারব। ধর্মনিরপেক্ষতার মতো মানব রচিত যে চিন্তা, কোরআনের উপর প্রাধান্য দেওয়ার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। আমি মনে করব যে, এই জায়গাটিতে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস। দেখেন আমরা ছোটখাটো কাজে আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখি। ঘর থেকে বের হই “তাওয়াক্কালতু আল্লাল্লাহ” বলি। ঘর থেকে বের হই “বিসমিল্লাহ্” বলি। ঘরে ঢুকে “বিসমিল্লাহ্” বলি। একটি রাষ্ট্রের ১৮ কোটি জনতা যে সংবিধান দ্বারা পরিচালিত হবে, এত বড় একটা কাজে আল্লাহর উপর আস্থা বিশ্বাসের জায়গা থাকবে না; আমি তো ক্ষুদ্রজ্ঞানের একজন মানুষ। রাষ্ট্র রক্ষণাবেক্ষণ করা, রাষ্ট্রের নাগরিকদের নিরাপত্তা থেকে শুরু করে তাদের জীবন-জীবিকা সর্বত্রই। আমাদের নিয়ন্ত্রণ কোনোভাবেই সম্ভব না। সুতরাং আমি যদি মনে করি যে, না আমি আমার জায়গা থেকে দায়িত্ব পালন করব। এক আল্লাহ’র উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসের তো কোনো বিকল্প নাই।

সেজন্য যৌক্তিকভাবে হোক বা যেকোনো জায়গা থেকে হোক কিংবা যদি জনসমর্থনের প্রয়োজন হয় আমি এতটুকু আশ্বস্ত করতে চাই, ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে এ দেশে কখনো কোথাও সমাগম হয়েছে, সমাবেশ হয়েছে, দাবি তুলেছে আমার জানা নেই। কিন্তু মুসলমানরা এটা বিশ্বাস করে যে, আমার প্রত্যেকটি কাজে আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসের জায়গা থাকতে হবে। দুই নম্বরটি ছিল আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস। তিন নম্বর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, এটার কোনো প্রয়োজন নেই বাংলাদেশে।

চার নম্বর যে বিষয়টি এসেছে, আমরা দেখেছি রাজনৈতিক দলগুলো যখনই নির্বাচনি ইশতেহার ঘোষণা করে, একটা কথা প্রায়ই বলে থাকে এমনকি ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী আওয়ামী লীগও বারবার নির্বাচনের আগে একটা কথা বলে থাকে যে, কোরআন-সুন্নাহর সঙ্গে সাংঘর্ষিক এমন কিছু করা হবে না। বাংলাদেশের বাম ঘরোনার রাজনৈতিক দল ছাড়া মূল যে রাজনৈতিক দলগুলো যারা বাংলাদেশে নানা সময় রাষ্ট্রপরিচালনা করেছে, বা নানা সময় ক্ষমতায় ছিল-তাদের একটি কথা বারবার আমরা বলতে শুনেছি, কোরআন-সুন্নাহর সঙ্গে সাংঘর্ষিক এমন কিছু তারা করবেন না। এই কথাটি রাজনৈতিক দল, ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, ইসলামিক ব্যক্তিত্ব, সবার কথা। তাহলে কেন এই কথাটা সংবিধানের কোথাও এভাবে উল্লেখ থাকবে না যে, কোরআন-সুন্নাহর সঙ্গে সাংঘর্ষিক কোনো বিষয় গ্রহণযোগ্য নয়। যে কথাটি সবাই বলেন, সেই কথাটিই তো আমার সংবিধানে আসা উচিত। আমি মনে করি যে, কোরআন-সুন্নাহর সঙ্গে সাংঘর্ষিক এমন কিছু বিষয়

মুসলমান কোনোদিনও মানতে পারবে না। সেক্ষেত্রে যদি এই ধরনের বিষয় সংবিধানে চলে আসে, এই যে নানাভাবে নানা সময় আমরা নানা সংঘাতের দৃশ্যমান অবস্থা দেখতে পাই, এটা থাকবে না। সবাই চিন্তা করবে এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার মত কোনো কাজ করা যাবে না। সেটি করলে রাষ্ট্রই ব্যবস্থা নেবে। রাষ্ট্র যখন ব্যবস্থা নিবে তো জনগণ কোথাও নিজের হাতে নিজের আইন তুলে নেওয়া বা নিজেকে কোথাও এতটা আগ্রহী বা আবেগী করার প্রয়োজন হবে না যে উল্টাপাল্টা কাজ করে ফেলবে। এই বিষয়টি আমি মনে করি সব রাজনৈতিক দলও তাদের বক্তব্য বা বক্তৃতায় ইশতেহারে প্রদান করে থাকে বা চলে আসতে পারে।

আমার সংক্ষিপ্ত প্রস্তাবনার সর্বশেষ বিষয়টি হচ্ছে, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব, শান্তির দূত বিশ্বনবি, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে কটূক্তি করার মত একটি বিষয় আমরা নানা দেশেই দেখতে পাই। বাংলাদেশেও হয়। এগুলোর পেছনে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কী আছে সেটি ভিন্ন কথা। এক্ষেত্রে প্রশ্ন আসতে পারে যে, এর কোনো যৌক্তিক অবস্থান আছে কি না; বিগত সরকার যদি তাদের নেতার বিরুদ্ধে কটূক্তি রোধ করার জন্যে ৯ বছরের শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারে তাহলে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মহানবী (সঃ) সম্পর্কে কটূক্তি রোধে আমরা কেন এই ধরনের কোনো আইন করতে পারব না? ইউরোপের নানা দেশে Blasphemy একটি আইন আছে। ধর্ম অবমাননা আইন বা ধর্ম অবমাননার শাস্তি। আমরা ঠিক সেভাবে Blasphemy আইনের অনুকূলে কোনো আইন চাচ্ছি না। আমরা যেটি চাচ্ছি, মধ্যপ্রাচ্যের নানা দেশে এটি আছে। আর যাই হোক, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে কটূক্তি করা যাবে না। যদি রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে কটূক্তি করা হয়, সাধারণ মুসলমান এতটাই আবেগতাড়িত হবে যে আইনশৃঙ্খলা বলেন, আর যত রকমের ভয়-ভীতি দেখান না কেন, তারা সেটি পরোয়া করবে না। ফলে দেশে বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে। রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে কোনোভাবে, কোথাও কোনো কটূক্তি করা হবে না–এই বিষয়টি যেন স্পষ্ট থাকে। আমি মনে করি যে, একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগানোর যে একটা ঝামেলা থাকে নানা জায়গায়, এটা আর থাকবে না। কেন? আমি আবারো ইসলামের একটা মৌলিক ধারণার দিকে যাই। সেটি হচ্ছে ইসলাম অসাম্প্রদায়িক ধর্ম। ইসলাম মোটেও শুধু কোনো একটা সম্প্রদায়ের কথা বলেন না, ইসলাম সব সম্প্রদায়ের কল্যাণের কথা বলে, সকলের উন্নতি, অগ্রগতির কথা বলে। যেটি পশ্চিমারা বা islamophobia-রা কাজ করছে পশ্চিমাজগতে বা ইহুদি মিডিয়ায়। যেটিকে বারবার প্রচার করবার চেষ্টা করছে যে ইসলাম কিংবা ইসলামের নীতিমালা কিংবা মৌলভী বা আলেমদের হাতে অমুসলিম কিংবা সংখ্যালঘুরা অনিরাপদ- এটা সম্পূর্ণ বানোয়াট বিষয়। এটি একটি অসত্য বিষয়। ইসলাম অসম্প্রদায়িক ধর্ম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনাতে গিয়ে সর্বপ্রথম যে state বা রাষ্ট্রের ভিত্তি ইসলামের আলোকে স্থাপন করেছিলেন, সেখানে সব সম্প্রদায়ের লোকজনই ছিল। কেউ কেউ আবার ইতিহাস থেকে টানতে পারেন যে পরবর্তীতে ইহুদিরা থাকতে পারেনি। মূলত যারা অপরাধ করেছিল, তারা থাকতে পারেনি।

মদিনার নিরাপত্তার জন্য তাদেরকে মদিনা থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। সেটা তো এই রাষ্ট্রে, ইসলামের নামেও যদি কেউ কেউ এই ধরনের অপরাধ করে সমাজে বিশৃঙ্খলা ঘটায়, তাহলে সে শাস্তির মুখোমুখি হবে। আমি ছোট্ট একটি নোট আজকে দিয়েও যাব। একটু বিলম্বে আসছি, হয়ত অনেকেই আসবেন। আপনাদের কাছে আমার আকুল আবেদন, আমার এই বক্তব্যগুলো যেন শেষ পর্যন্ত থাকে এবং আপনারা নজরে রাখবেন। যদি কোনো প্রশ্ন এমন হয় যে, আমার কোনো কথা বা বক্তৃতার উপরে, আমি সেটিরও উত্তর দিতে প্রস্তুত আছি ইনশাআল্লাহ।

ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান) : ধন্যবাদ, মুফতী সাখাওয়াত হোসাইন রাজী। আমরা সকলের কাছ থেকে আজকে যেমন লিখিত বক্তব্য নিচ্ছি, যদি বিস্তারিত থাকে এমন মনে হয় তাহলে এই মাসের ২০ তারিখ পর্যন্ত আমরা বিস্তারিত নিচ্ছি। প্রথমত এখানে যে বক্তব্যগুলো হচ্ছে, সেগুলো recorded হচ্ছে, transcribe হবে। এর বাইরে সমস্ত বক্তব্যই কিন্তু record করা হচ্ছে। প্রত্যেকটি বক্তব্য আমরা পর্যালোচনা করব, কমিশনে বিবেচনা করবে। এর ভিত্তিতে যে সমস্ত recommendation আমাদের কাছে থাকবে, সেগুলো পাঠ করার পরেই নিঃসন্দেহে আমি আশ্বস্ত করতে পারি যে, এই বক্তব্য record হচ্ছে এবং আমাদের কাছে থাকবে। মুফতি সাখাওয়াত হোসাইন রাজী, আপনার কাছে আমার একটি ছোট্ট প্রশ্ন। আপনি উল্লেখ করেছেন, ব্যাখ্যার জন্য। আপনি বলেছেন পশ্চিমা দেশগুলোতে Blasphemy আইন যেটি আছে, আপনারা সেরকম আইনের কথা বলছেন না। শুধু হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিরুদ্ধে কটূক্তি রোধের বাইরে যে কোনো ধরনের কথিত ধর্মীয় অবমাননার ব্যাপারে আপনাদের এই আইন প্রযুক্ত হবে না। এইরকমই প্রস্তাব। বোঝার জন্য আমি স্পষ্ট করে নিলাম।

**মুফতী সাখাওয়াত হোসাইন রাজী** (অংশীজন): যেহেতু মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মর্যাদা এবং সম্মানের বিষয়টা সর্বজনস্বীকৃত। পশ্চিমা বিশ্বের টুকটাক অবমাননা বা কটূক্তির বিষয়টি আমরা দেখেছি। তবে শিক্ষিত মহল, ধর্মীয় মহলসহ নানা মহলে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মর্যাদা, সম্মান এবং তার সংস্কারকাজ স্বীকৃত, সবার কাছে

গ্রহণযোগ্য। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মর্যাদাটি সবার কাছে গ্রহণযোগ্য করা দরকার। Blasphemy আইনের ভিন্ন একটা অবয়ব আছে। সেটি নিয়ে আলোচনা করতে হবে এবং সেটির কিছু প্রভাবও আছে। এটি হয়ত বাংলাদেশে সেভাবে করা যাবে না। Blasphemy আইনটি পৃথিবীর যে জায়গায় আছে, সেখানেই আইনটি বিতর্কিত। নানারকমের আলোচনা-পর্যালোচনা হচ্ছে এবং বাকিও আছে। আমি মনে করি, ওই বিতর্কের জায়গায় না গিয়ে আমরা এমন একটি বিষয় সংবিধানে নিয়ে আসতে পারি যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লামকে নিয়ে কেউ কটূক্তি করতে পারবে না।

**অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের** (সদস্য) : আপনার কথার সূত্র ধরেই জিজ্ঞাসা করছি। আমরা মনে হয়, সবাই গ্রহণ করি যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ নবী। সংবিধানে এটিকে কী আবার re-established করার দরকার আছে।

আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, আর এটি যদি সর্বস্বীকৃত হয় তাহলে তো এটির দালিলিক কোনো recognition-এর দরকার নেই। যখনই আপনি এটিকে একটি দলিলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করবেন, তাহলে কি আপনি তাঁর বিরুদ্ধে কটূক্তি বাড়িয়ে দিচ্ছেন না?

**মুফতী সাখাওয়াত হোসাইন রাজী** (অংশীজন) : কেন প্রয়োজন এটিই আমি বলি। সর্বজন স্বীকৃত হলেও এজন্যই প্রয়োজন, বাংলাদেশে নানা সময়ে আমরা নানা প্রেক্ষাপটে দেখেছি যখন কোথাও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে ফেসবুকে, মিডিয়াতে কটূক্তি হয়- তখন জনসাধারণ আইন হাতে তুলে নেন। কেন? যেহেতু ওই অপরাধীকে গ্রেফতার করা কিংবা তাদের শাস্তির মুখোমুখি করার মতো সুনির্দিষ্ট কোনো আইন নাই। সেহেতু জনগণ মনে করে সে আমার নবীকে নিয়ে একথা কেন বলবে? একটি দাঙ্গা বা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগবার একটি সুযোগ থাকে। আইন যখন থাকবে, রাষ্ট্র যখন কোনো উদ্যোগ নেবে বা কাউকে শাস্তি দিবে তখন সেটি একটি যৌক্তিক জায়গা থেকে হবে। জনগণ কিন্তু যোক্তিক জায়গা থেকে কোথাও পদক্ষেপেও নেয় না, কাউকে শাস্তিও দেয় না। সেটি আঘাত, পাল্টা আঘাতের পর্যায়ে চলে যায়।

আমি আপনাকে ধন্যবাদ।

**ড. শরীফ ভূঁইয়া** (সদস্য): আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করি। এই শাস্তির বিধানটি আইনের মাধ্যমে করাকে যথেষ্ট মনে করছেন না কেন?

**মুফতী সাখাওয়াত হোসাইন রাজী** (অংশীজন): আসলে বিষয়টি এতো বড়, সাধারণ আইনে এই বিষয়টিকে সংকুলন করা যাবে না। এখানে কয়েকটি বিষয় আছে। আমরা যদি সকলেই মনে করি তিনি শ্রদ্ধেয়, মর্যাদার অধিকারী, তাহলে তো এমন একটি জায়গায় থাকতে হবে যেখানে রাখলে আমার যে অনুভূতি, আমার যে মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হবে, সেখানেই তো রাখতে হবে। মুসলমান হিসেবে কেউ এড়িয়ে চলতে পারবে না। সবার সম্মানের জায়গা যেখানে, সেটি তো একটু উঁচু জায়গাতেই থাকবে। সেটি সাধারণ আইনে কেন থাকবে?

**ড. শরীফ ভূঁইয়া** (সদস্য): এটি একটি ভিন্ন কথা। আরেকটি কথা আপনি যেটি বলেছিলেন যে, এটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা নিতে পারে না। শাস্তির বিধান করা যায় না। সাধারণত এসব অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কিন্তু ভিন্ন আইন থাকে।

**মুফতী সাখাওয়াত হোসাইন রাজী** (অংশীজন): এখানে যদি যুক্তির প্রসঙ্গ আসে, পৃথিবীর নানান দেশের নানা সংবিধানে ব্যক্তির আলোচনা আছে। আমি অবশ্য আপনাদেরকে কোনো reference দিতে চাই না। বিভিন্ন সংবিধানে বিভিন্ন ব্যক্তির আলোচনা কেন এসেছে? সে ব্যক্তির গুরুত্ব এবং সেই ব্যক্তির মর্যাদার জন্যে। তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চাইতে মর্যাদাবান কে? শাস্তির বিধান যখন আপনি করবেন, তখন তো এটি বাংলাদেশ কোর্টে চলে আসবে। এটি সাধারণ আইনের মধ্যে চলে আসবে। কিন্তু মর্যাদার জায়গাটি সুরক্ষিত রাখবার জন্যে সংবিধানের মতো একটা বড় জায়গায় তাঁকে স্থান দিতে হবে। আইন তো করতেই হবে। সাধারণ আইনের মতো একটি আইন করে অপরাধীর শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

**ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী** (সদস্য): আপনি একটি specific point-এ বলেছেন, কোনো আইন তৈরি করা যাবে না কুরআন-সুন্নাহর বিরুদ্ধে। এরকম একটি বিষয় সংবিধানে নেয়া উচিত। প্রথমত হলো যে, এখানে দুটো প্রশ্ন। একটি দাঁড়ায় কোরআনের বিষয়ে মোটামুটি একক একটি অবস্থান আছে সবার মধ্যে। কিন্তু সুন্নাহর বিষয়ে মতপার্থক্য আছে। মাজহাবসহ ভিন্ন ধরনের ধারণা যাচ্ছে। এখন সুন্নাহ সম্পর্কে আমি ক্ষুদ্রজ্ঞানে যতটুকু জানি যে, সুন্নাহর interpretation জায়গাটি অনেক প্রশস্ত রাখা হয়েছে। ভবিষ্যতে development গুলো accommodate করা যায়। ইসলাম তো সার্বজনীন এবং কিয়ামত পর্যন্ত এর ব্যবহার থাকবে। আপনি যদি unless you specifz, কারণ সংবিধান তো আসলে fake জায়গা না। সংবিধানে generalization সম্ভব না। এটি specific হতে হবে। আপনি যদি specific না করতে পারেন, সেক্ষেত্রে এরকম কোনো provision রাখা উচিত কিনা; যেটি আবার নতুন বিতর্ক জন্ম দেবে বা সুন্নাহর ব্যাখ্যায় একেক গ্রুপ থেকে একেকভাবে বিষয়টিকে দেখবে। অন্য ধর্মের এই বিষয়টিতে একটি objection থাকার সম্ভাবনা তো আছেই। এমনটি মুসলমানদের মধ্যেও অনেক বিষয়ে এটি নিয়ে একটি জটিলতা তৈরি করার সুযোগ আছে কিনা?

দ্বিতীয়টি হচ্ছে, যেহেতু আপনার মূল আলোচনা হচ্ছে মূলনীতি নিয়ে। সংবিধানের মূলনীতির পাশাপাশি জায়গায় আপনি কথাবার্তা বলেছেন। সংবিধান, রাষ্ট্রব্যবস্থা, ব্যক্তিগত অধিকার, সামষ্টিক অধিকারের বিষয়ে বিস্তারিতভাবে যখন যাব, সেখানে আপনার সুনির্দিষ্ট কোনো পরামর্শ আমরা দেখিনি। যদি আপনি লিখিত দেন, তাহলে তো আমাদের জন্য ভালো হয়। এভাবে যদি generalization থাকে, তাহলে এতে আমাদের জন্য কাজ করার কতটুকু সুযোগ আছে তা বোধগম্য নয়।

ধন্যবাদ।

**মুফতী সাখাওয়াত হোসাইন রাজী** (অংশীজন): প্রথম বিষয় হলো, আমি কিন্তু কোরআন-সুন্নাহ বলেছি, কোরআন-হাদীস বলিনি। আমি বলেছি, কুরআন এবং সুন্নাহ। হাদিসে সনদের মান যাচাই করতে গিয়ে, হাদিসের যে সনদ আছে, সনদ বলতে আমি কার কাছে, তিনি কার কাছ থেকে, আবার সে কার কাছ থেকে এভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত আমরা হাদিসের সনদ বর্ণনা করে থাকি। সেই সনদ বর্ণনা করতে গিয়ে সহী এবং জোয়াইফ। আমরা বলি, জারহু, তাদীল নানা বিষয় আসে। সুন্নাহ হচ্ছে যতগুলো হাদিস আছে কোনো বিষয়ের সেই হাদিসকে সামনে রেখে একটি সিদ্ধান্ত যখন নেওয়া হয়, একটা স্থিরকৃত বিষয়কে আমরা সুন্নাহ বলি। বিধায় সুন্নাহ নিয়ে মাঠে মতানৈক্য আপনি দেখবেন না। তবে ইসলামের নামে অনেক শাখা, উপদল আছে। মৌলিক আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ। অনেক দল, উপদল তো দুনিয়ার প্রত্যেকটি তন্ত্রে, মন্ত্রে আছে। কিন্তু মূল একটি হচ্ছে সুন্নাহ। আমরা যেটিকে বলি, কোরআন এবং সুন্নাহ। কোরআন-সুন্নাহর মধ্যে বড় কোন বিবেধ বা মতানৈক্য নাই। এই বিষয়টি যখন আসবে, এই বিষয়টি নিয়ে মাঠে অন্তত মুসলমানদের মধ্যে মতানৈক্য তৈরি হবে না।

**জনাব ফিরোজ আহম্মেদ** (সদস্য): আমি মঈন ভাইয়ের সাথে যুক্ত করে প্রশ্নটি আরেকবার করি। আপনার আলোচনা মন দিয়ে শুনলামও ও অনেক নতুন কিছু শিখলামও। আমার প্রশ্নটি সংক্ষেপ করলে এটি দাঁড়ায় যে, আমি কোরআন-সুন্নাহবিরোধী আইন থাকবে না বলছি। বাংলাদেশ বা পাকিস্তান আমলের ইতিহাসেও আমরা নানান সময় দেখেছি যে, অনেক রাষ্ট্রীয় আইন নিয়েও আলেমসমাজ আপত্তি করেছেন, এটি কোরআন-সুন্নাহবিরোধী। যেমন : পারিবারিক আইনের সংশোধনটি হয়েছিল আইয়ুব খানের আমলে কিংবা বিয়ের বয়স নিয়ে, চার বিয়ের অধিকার নিয়ে বা আরও এরকম অনেক বিষয় আছে, যেগুলোতে নানা সময় আলেম সমাজ বলেছেন যে, আইনগুলো কোরআন-সুন্নাহবিরোধী। সংবিধানে তো এতো বিস্তারিত থাকে না। Spirit আকারে চাইলে আপনি এখনো বলতে পারেন বা আপনার লেখার সময় দিতে পারেন যে, বাংলাদেশের কিছু উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যে, এই ধরনের বিষয় আপনারা চাচ্ছেন এবং এই ধরনের বিষয় আপনার চাচ্ছেন না।

**মুফতী সাখাওয়াত হোসাইন রাজী** (অংশীজন): এখানে ছোট্ট একটি কথা আবারো বলি যে, কোরআন ও সুন্নাহর সঙ্গে সাংঘর্ষিক। একটি বিষয় দেখেন কোরআন-সুন্নাহর সঙ্গে সংঘর্ষ হয় এমন কোনো বিধি-বিধানের বিষয়ে আপত্তি তুলেছি। অনেক বিষয় আছে কোরআন-সুন্নাহে সরাসরি উল্লেখ নাই। কিন্তু আপনার সুযোগ আছে কী করতে পারবেন। আমরা সংঘর্ষের জায়গাটি বলেছি এবং আমি সেটি ব্যক্তির জায়গা থেকে বলছি না। এ দেশের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের কথা কিন্তু এটি। আইয়ুব খানের পারিবারিক আইনটি কিন্তু এখন বাংলাদেশে কার্যকর নয়। আপনি আমাদের দেশের আদালতে যখন আইয়ুব খানের আইন দিয়ে বিচার কামনা করবেন, আদালত থেকে পাঠিয়ে দেবে মুফতি সাহেবের কাছে যে, এটা নিয়ে আপনি সেখানে যান। তালাকের এই বিষয়টা নিয়ে আমরা মুফতি সাহেবের কাছে ফতোয়াটি শুনতে চাই। আইয়ুব খানের পারাবারিক আইনটি ততটা কার্যকর না। যদিও সেটি আমরা পুরোপুরি বাতিল করতে পারিনি বা এর বিপরীতে অন্য কোনো আইনও তৈরি করতে পারিনি। সেটি কার্যকর নয়। এর বাইরে বিয়ের বয়সসহ নানা সময় নানা আপত্তি আমরা যেখানে তুলেছি, যারাই সরকারে ছিল, তারা অবশ্যই আমলে নিয়েছে। যেমন : সর্বশেষ আপনি ফতোয়াবিরোধী একটি রায়, যেটি হাইকোর্ট থেকে দেয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে আমাদের আপত্তি এবং আমাদের আইনি লড়াই দুটো একসঙ্গে চলে। আমরা চূড়ান্ত বক্তব্য হচ্ছে যে, "যোগ্য মুফতি" ফতোয়া দিতে পারবেন। সুপ্রিম কোর্ট থেকে এ ধরনের অধিকার দেওয়া হয়েছে। মুসলমান হিসেবে কখনোই তো কেউ কোরআন-সুন্নাহর সঙ্গে সাংঘর্ষিক কোনো বিষয়কে গ্রহণ করবে না। তাহলে এটি আমার কাছে একেবারেই স্পষ্ট যে, সাংঘর্ষিক কোনো বিষয়ে আমি যাব না। আমিও যেতে পারব না, আপনিও যেতে পারবেন না। আমি বলছি, সাংঘর্ষিক কোনো বিষয়ে আমরা যেতে পারব না।

**জনাব ফিরোজ আহম্মেদ** (সদস্য): বুঝার সুবিধার্থে আপনি প্রথম বাক্যে যেটি বলেছিলেন, সাংঘর্ষিক না হয়ে উন্নতির সুবিধার্থে বা যদি উন্নতির সুযোগ থাকে বা নতুন নিয়মকানুনের সুযোগ থাকে বা কোনো একটা দেশের নির্দিষ্ট বাস্তবতা বিবেচনায় নেওয়ার সুযোগ থাকে, এগুলো বিষয়ে কিছু বলবেন।

**মুফতী সাখাওয়াত হোসাইন রাজী** (অংশীজন): হ্যা, সেই সুযোগ ইসলামে আছে। সেই সুযোগ কোরআন-সুন্নাহে আছে। জনকল্যাণে, জনগণের স্বার্থে, মানুষের কল্যাণে। আমি তো বলি ইসলাম এমন একটি ধর্ম আল্লাহু তাবারকু তায়ালা আমাদের দিয়েছেন, আপনার এখানে

বিজ্ঞান থেকে শুরু করে সব আছে। সর্বত্রই মানুষের কল্যাণে অনেক কিছু করার সুযোগ আছে। কিন্তু সাংঘর্ষিক জায়গাটি বলতে আমি যেটি বুঝাতে চাই, কোরআন-সুন্নাহর অনেক বিষয় অনেকের বুঝে আসে না। কিংবা অনেকে তার ব্যাখ্যা বুঝেন না বা অনেক ভিন্ন চিন্তার মানুষ হয়ে থাকেন বা অনেকে কোরআন-সুন্নাহ মানেন না। আজকাল তো এমন হয়ে গেছে যে, বস্তুবাদ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে গেছি আমরা। কিছু ধর্মের নাম পশ্চিমা বিশ্বে থাকলেও ধর্মটি মানে কয়জনে। অথচ আমাদের দুনিয়ার কল্যাণ, আখেরাতের মুক্তি ধর্মের ভেতরেই এবং ইসলামের ভেতরেই। ইসলাম আল্লাহর তরফ থেকে সর্বশেষ সংশোধন হওয়া ধর্ম।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান) : ধন্যবাদ, মুফতী সাখাওয়াত হোসাইন রাজী ।

আমি আগেও বলেছি, যদি আরও বিস্তারিত আমাদের জানাতে চান, তাহলে ২০ তারিখের মধ্যে জানাতে পারেন।

**মুফতী সাখাওয়াত হোসাইন রাজী** (অংশীজন): আলহামদুলিল্লাহ, অবশ্যই আপনারা আমাদের চেয়ে ভালো জানেন। সংবিধানের নানান বিষয় নির্বাচন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা, প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা, সংসদ-সদস্যদের ক্ষমতাসহ নানান বিষয়ে আপনাদের সাথে অবশ্যই আমরা সাথে একমত হব। সে বিষয়ে অবশ্যই আমরা আপনাদের মতামতকে গুরুত্ব দিব। সে বিষয়ে আপনাদের পড়াশোনাও বেশি, অভিজ্ঞতার জায়গাও বেশি। কিন্তু ধর্মসংক্রান্ত যে বিষয়গুলো আছে, সেই বিষয়গুলোতে আমাদের ওলামাদের মতামত আপনারা নিবেন। যদি এর পক্ষে কোনো যুক্তির দরকার হয়, ইনশাআল্লাহ আমরা যুক্তি, প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত আছি। নানান বিষয়ে আল্লাহু তাবারাকাতুয়ালা আপনাদের অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ দিয়েছেন, নানা দেশ আপনারা দেখেছেন। নানা দেশে কাজ করেছেন, অভিজ্ঞতা আপনাদের আছে। সেই বিষয়ে অবশ্যই আমরা আপনাদের কথাকে প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): আপনাদের অনুমতি নিয়ে আমি এই অধিবেশন আজকের জন্য শেষ করছি।

ধন্যবাদ।

# অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভা

## সপ্তম সেশনের কার্যবাহ

তারিখ : ১৩ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ
সময় : সকাল ৯.৩০ থেকে দুপুর ১২.০০ পর্যন্ত

**উপস্থিত কমিশন সদস্যদের তালিকা:**

| | | |
|---|---|---|
| ১। | অধ্যাপক আলী রীয়াজ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও লেখক, | কমিশন প্রধান |
| ২। | জনাব সুমাইয়া খায়ের, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, | সদস্য |
| ৩। | ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক, বার-এট-ল | সদস্য |
| ৪। | ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী, বার-এট-ল | সদস্য |
| ৫। | জনাব ফিরোজ আহমেদ, লেখক | সদস্য |

**অংশীজনদের তালিকা**

১। ড. বদিউল আলম মজুমদার, সম্পাদক, সুজন

২। জনাব দিলীপ কুমার সরকার, নির্বাহী সদস্য, সুজন।

৩। অধ্যাপক ওবায়েদ কুদ্দুস, নির্বাহী সদস্য, সুজন।

৪। অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস, নির্বাহী সদস্য, সুজন।

৫। অধ্যাপক সলিমুল্লাহ খান

৬। মুফতি আবদুল্লাহ মাসুম

৭। মুফতি সাইফুল ইসলাম (খতিব, মসজিদ-উত-তাকওয়া)

**কার্যবাহ প্রস্তুতকারক:**

১। মোঃ আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

২। মোঃ আল-আমিন, সহকারী পরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

**সম্পাদনায়:**

ফ. ব. ম. রহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

## অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠানের কার্যবাহ

## কমিশন প্রধান অধ্যাপক আলী রীয়াজ-এর সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

**অধ্যাপক আলী রিয়াজ** (কমিশন প্রধান): সবাইকে ধন্যবাদ।

উপস্থিত সুধীবৃন্দ, সংবিধান সংস্কারের লক্ষ্যে মতামত ও প্রস্তাব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অংশীজনদের সঙ্গে কমিশনের এই আলোচনায় উপস্থিত হওয়ার জন্য কমিশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আমার নাম আলী রিয়াজ, আমি এই কমিশনের প্রধানের দায়িত্ব পালন করছি। আপনারা জানেন যে, সংবিধান সংস্কারের বিষয়ে সুপারিশের জন্য অন্তর্বর্তী সরকার স্বল্প সময় নির্ধারণ করে দিয়েছে। সে কারণে আপনাদের অত্যন্ত কম সময় দিয়েই আমন্ত্রণ জানাতে হয়েছে। আপনারা তাতে সাড়া দেওয়ায় আমরা কৃতজ্ঞ।

আমরা গত ৩ দিন যাবৎ বিভিন্নভাবে ছোট ছোট আকারের অধিবেশনে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করছি যাতে করে সকলের কথা শোনার সুযোগ হয়। আমরা এখানে উপস্থিত হতে পেরেছি গত ১৬ বছরে, বিশেষত জুলাই-আগস্ট এর ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানে হাজার হাজার মানুষের আত্মদানের কারণে। আজকের এই অধিবেশন শুরু করার আগে সেইসব শহিদদের শ্রদ্ধা জানাই এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করি। এখন কমিশনের উপস্থিত সদস্যগণ তাঁদের পরিচয় প্রদান করবেন।

**(অতঃপর কমিশনের সদস্যগণ নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন )**

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ। আমরা অনুমান করতে পারি যে, সিভিল সোসাইটির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হিসেবে এবং বিভিন্ন সংগঠনের যারা প্রতিনিধিত্ব করছেন তাদের সংবিধানের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অনেক কথা বলার আছে, অনেক প্রস্তাব আছে। সময়ের স্বল্পতার কারণে আপনাদের প্রতি আমাদের অনুরোধ, আপনারা ১০ থেকে ১২ মিনিটের মধ্যে আপনাদের বক্তব্যের সারাংশ তুলে ধরলে সকলের মতামত শোনার সুযোগ হবে। আপনাদের বিস্তারিত মতামত ও প্রস্তাব লিখিত আকারে আজকে আমাদের কাছে দিতে পারেন অথবা আগামী ২০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন।

আপনাদের প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ, বক্তব্যের শুরুতে আপনাদের নাম এবং আপনি যদি কোনো সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করেন তবে সংগঠনের নাম বললে আমাদের জন্য নোট গ্রহণ এবং রেকর্ডিং এ সহায়ক হবে।

আমরা আজকে শুরু করব সুজনের প্রতিনিধিদের দিয়ে। আপনারা আপনাদের পরিচয় দিয়ে বক্তব্য শুরু করুন।

ধন্যবাদ।

**জনাব দিলীপ কুমার সরকার** (কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী, সুজন): শুভ সকাল। আমার সাথে এখানে উপস্থিত আছেন সুজনের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার এবং আরেকজন নির্বাহী সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ওবায়েদ কুদ্দুস। সুজনের পক্ষ থেকে যে লিখিত প্রস্তাব দিয়ে যাব সেটি আমি এখন উপস্থাপন করছি।

আমরা শুরুতেই যা বলেছি যে, ছাত্র জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে যে কর্তৃত্ববাদী আওয়ামী শাসনের অবসানের পর অন্তবর্তীকালীন সরকার এখন দেশ পরিচালনা করছে। সরকারের কাছে মানুষের প্রত্যাশা, রাষ্ট্র ব্যবস্থা সংস্কারের যে আকাঙ্ক্ষা সেই রাষ্ট্র ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের পর একটি অবাধ নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন করে নির্বাচিত সরকারের কাছে তারা ক্ষমতা অর্পণ করবে। জন আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী সংস্কারের পথেই দেশ যাত্রা শুরু করেছে। আমরা ইতোমধ্যেই দেখেছি যে, ৬টি সংস্কারর কমিশন তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে। তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার কমিশন হচ্ছে সংবিধান সংস্কার কমিশন। আরও ৪টি সংস্কার কমিশনের কথা আমরা শুনেছি। কমিটির প্রধানদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। পরবর্তীতে শুনেছি যে স্থানীয় সরকার কমিশন গঠিত হবে। যাই হোক। আমরা সংবিধান সংস্কার কমিশনের কাছে সুজনের পক্ষ থেকে অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনায় আসতে পারে আমাদের সুপারিশমালায় সেরকম কিছু বিষয় তুলে ধরছি।

প্রথমেই আমরা বলেছি যে, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন। এক্ষেত্রে কিছু পয়েন্ট আমরা দিয়েছি যে, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারে যেন বিচার বিভাগকে সম্পৃক্ত না রাখা হয়, যুক্ত না করা হয়। আর এই সরকারের মেয়াদ এর আগে ছিল ৩ মাস, আমরা বলেছি এটি অন্তত ৬ মাস করার। রুটিন কাজের বাইরেও তাদের কিছু কর্মপরিধি এখানে সুনির্দিষ্ট করা, অন্য ক্ষেত্রেও বিস্তৃত করা।

দুই নম্বর পয়েন্ট আমরা বলেছি যে, সংসদের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি ও নারীদের আসন সংরক্ষণের বিষয়টি। এক্ষেত্রে আমাদের প্রস্তাব এখন যেটি ৩৫০ আছে এটি ৪০০তে উন্নিত করা। এই ৪০০ আসনের মধ্যে ১০০ আসন নারীদের জন্য সংরক্ষণ এবং সেটি ঘূর্ণায়মান

পদ্ধতিতে সংরক্ষণ। এটির যদি ব্যাখ্যা প্রয়োজন হয় আমাদের সম্পাদক মহোদয় আছেন, তিনি বলবেন। সকল ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা, নারী আসনেও।

দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্টের ক্ষেত্রে আমরা বলেছি যে, উচ্চ কক্ষের জন্য একটি নির্বাচন পদ্ধতি প্রণয়ন করা কোন পদ্ধতিতে এটি হবে। আরেকটি বলেছি যে, উচ্চ কক্ষে যাতে বিভিন্ন শ্রেণিপেশার প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা যায় সেটি ভাবা।

৪ নম্বর আমরা বলেছি যে, প্রধানমন্ত্রীর জন্য Term Limit. এটি দুই term-এর বেশি না, এটি নির্ধারণ করা। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য। আমরা আলাদা করে কোনও পয়েন্ট দেইনি। সেটি আপনাদের বিবেচনার জন্য রেখেছি।

সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের সংস্কার। এখানে আমরা বলেছি যে, আস্থা ভোট বা বাজেটের ক্ষেত্রে হয়ত ফ্লোর ক্রসিং নিষিদ্ধ করা যেতে পারে, বাকি সকল ক্ষেত্রেই যেন দলের প্রস্তাবে সমালোচনাসহ দলের বিপক্ষে ভোট দিতে পারে পার্লামেন্ট মেম্বাররা।

সর্বস্তরে জনপ্রতিনিধিদের শাসন প্রতিষ্ঠা করা। এক্ষেত্রে আমরা বুঝিয়েছি যে, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ যে ইস্যু, এটি সংবিধানের ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদের যে আকাঙ্ক্ষা, এখানে স্পষ্ট করে লেখা। ৫৯ ও ৬০ এ কিছু কথা আছে। আইনের বিধানাবলি এরকম কিছু কথাবার্তা আছে আমরা বলেছি এটি স্পষ্ট করতে। যাতে করে প্রশাসনের সকল স্তরে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শাসন প্রতিষ্ঠা হয়। স্থানীয় সরকারের কর্মকাণ্ডে সংসদ সদস্যদের হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ করা। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচনগুলোতে নির্দলীয় ভিত্তিতে সংসদীয় পদ্ধতিতে একটি নির্বাচনের আয়োজন করা। জেলা পর্যায়ের নির্বাচন যেটি হচ্ছে মৌলিক গণতন্ত্রের আদলে, সেটি না করে সাধারণ ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে আয়োজন করা। স্থানীয় সরকারেও ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে নারীদের জন্য এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ করা।

৮ নং পয়েন্টে আমরা বলেছি যে, সকল জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বীকৃতিসহ সংবিধানকে প্রকৃত অর্থেই একটি অসাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য দলিলে পরিণত করা। সেখানে সাংঘর্ষিক কোনো ব্যবস্থা যেন না থাকে। এ একটি প্রস্তাব ছাড়াও আমরা কিছু বিবেচ্য বিষয় এখানে তুলে ধরেছি। একটি হচ্ছে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতি প্রবর্তন প্রসঙ্গ।

এখানে বলেছি যে এই উপরের বিষয়গুলো ছাড়াও রাষ্ট্র সংস্কারের আলোচনায় আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতির বিষয়টি রাজনৈতিক দলসহ সচেতন মহলে জোরেশোরেই এটি আলোচনায় এসেছে। ভবিষ্যতে এই পদ্ধতি প্রবর্তন করা যায় কি না তা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আনুষ্ঠানিক আলোচনার সূত্রপাত করা যেতে পারে বলে আমরা মনে করি। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করা যেতে পারে। একটি হচ্ছে সম্পূর্ণ আনুপাতিক পদ্ধতিভিত্তিক নির্বাচন হবে সারাদেশে, নাকি মিশ্র পদ্ধতির। আবার মিশ্র পদ্ধতি হলে এরকম হতে পারে ৪০০ আসনের মধ্যে ২০০ আসনভিত্তিক হবে, বাকিগুলো হয়ত আনুপাতিকভাবে ভোট প্রাপ্তিরভিত্তিতে বণ্টন করা। আবার এমন হতে পারে যে সারা দেশকে কিছু ইউনিটে বিভক্ত করে সেই ইউনিটগুলোতে ভোটেরভিত্তিতে আনুপাতিক পদ্ধতির দ্বারা। তাতে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব থাকতে পারে। আর সাধারণ আসন এবং সংরক্ষিত আসনের জন্য পৃথক প্রার্থী তালিকা প্রণয়ন করা। যাতে করে এমন না হয় যে, একটি অগ্রাধিকার তালিকা থাকলে নারীরা পিছনে পড়ে যেতে পারে। দুইটি অগ্রাধিকার তালিকা থাকলে হয়তো দুই তালিকা থেকেই অগ্রাধিকারভিত্তিতে আসতে পারে।

মনোনয়ন বাণিজ্য পরিহার ও কর্তৃত্ব বাণিজ্য অবসানের জন্য বিশেষ সম্মেলন আয়োজন করে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে প্রার্থী মনোনয়ন পদ্ধতির কথা আমরা বলতে চাচ্ছি, যাতে দলীয় প্রধানের কর্তৃত্ব সেখানে প্রতিষ্ঠিত না হয়।

আমরা সংবিধানকে সমুন্নত রাখার বিষয়েও প্রস্তাব রাখছি। আমরা সংবিধানকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন মনে করি এবং রাষ্ট্র পরিচালনার মূল দলিল এবং এটিকে সমুন্নত রাখা উচিত। তবে জনস্বার্থে সংবিধান পরিবর্তন হতেই পারে। এটি চলমান একটি প্রক্রিয়া। কিন্তু যতক্ষণ একটি বিষয় সংবিধানে সন্নিবেশিত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত সেটি অনুসরণ করা। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, ক্ষমতাবানরা সংবিধানে একটি বিষয় থাকলেও এটি তারা লঙ্ঘন করে। কয়েকদিন আগেও যেমন দেখলাম যে, গণমাধ্যমে রিপোর্ট এসেছে অনেক মন্ত্রী, এমপি যাদের দ্বৈত নাগরিকত্ব ছিল। এরকম প্রায় পঁচিশ জনের নাম এসেছে, অথচ সংবিধানে নিষেধাজ্ঞা আছে এ সম্পর্কে।

পরিশেষে আমাদের প্রত্যাশা, এই সংবিধান সংস্কার কমিশন জনগণের দীর্ঘদিনের যে আকাঙ্ক্ষা সে আকাঙ্ক্ষাকে তাদের সুপারিশমালায় অন্তর্ভুক্ত করে যথাসময়ে একটি প্রতিবেদন পেশ করবে সরকারের কাছে। পরবর্তীতে সরকার অংশীজনদের সাথে আলোচনা করে তাদের সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেবে। যদি এমন হয় যে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সংবিধান সংশোধনের সুযোগ থাকছে না, এমনটি যদি হয় সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারকের উদ্যোগের কথা আমরা বলেছি। এই স্মারকে শর্ত আরোপ করতে হবে যাতে যে দলই ক্ষমতায় আসুক তারা সংবিধান সংস্কার কমিশন যে সুপারিশগুলো দেবে সেই সুপারিশগুলো বাস্তবায়নে বাধ্য হয়। বিরোধী দলে যারা বসবে তারা তাতে যেন সমর্থন দেয়। আর উপরের যে বিষয়গুলো আছে, সেটির সবগুলোর ক্ষেত্রেই সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন হবে না। কিছু কিছু বিষয় আছে যেটি আইন প্রণয়ন এবং আইন সংশোধন করেও পরিবর্তন করা সম্ভব। সেটি হয়ত

সেই আইনি প্রক্রিয়ায় করা যাবে। তারপরেও আমরা বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য উপস্থাপন করেছি। এই ছিল আমাদের মোটামুটি প্রস্তাব। এখানে যদি সম্পূরক বক্তব্য থাকে তাহলে রুবাইয়াত ভাই বা ড. বদিউল আলম মজুমদার স্যার বলতে পারেন।

ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস** (সুজন): আমি ছোট একটি বিষয় যোগ করতে চাই, সেটি হলো কমিশন যে গঠন হয়েছে, এটি তো একটি historical ব্যাপার। এই গঠনটিই একটি বিতর্কিত হয়ে থাকবে এই কারণে যে গঠনটিই itself inclusive হয়নি। বাংলাদেশে যে বাঙালি ছাড়াও আরও অন্য জাতির মানুষ বাস করেন, অন্য ধর্মের মানুষ বাস করেন, তাদের কোনো প্রতিনিধিত্ব এখানে থাকছে না। কাজেই এই কমিশনের রিপোর্ট কতটা প্রতিনিধিত্বমূলক হবে এই ঐতিহাসিক প্রশ্ন মোকাবেলা করেই কিন্তু সামনে এগোতে হবে, নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু হলো এই সংবিধানের মধ্যে একটি নৃবিজ্ঞানিক মিথ্যা এবং ভুল তথ্য আছে যে বাংলাদেশের সকল জনগণ বাঙালি বলে চিহ্নিত হবে। বাংলাদেশের সকল জনগণ বাঙালি না। কাজেই এখানে কি করা দরকার? এখানে আদিবাসী শব্দটিও বিতর্কিত। আমার প্রশ্ন হচ্ছে অন্তত প্রত্যেকটি জাতি, ২৭টি জাতির নাম সরকারের তালিকাভুক্ত আছে, চাকমা, মারমা, পাংখোয়া, লুসাই, গারো, হাজং তাদের নাম ধরে ধরে বলা যায় কি না? আমি খুব অবাক হয়ে যাই, আজকাল তো অনেকে "মদিনা সনদ"-এর কথা বলছেন, এত বছর আগে মদিনা সনদে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে যে চুক্তি হয়েছে, চুক্তিতে প্রত্যেকটি গোত্রের নাম উল্লেখ। ৮টি বড় জাতি এবং ৩৩টি ছোট ট্রাইবাল গোষ্ঠী, প্রত্যেকের নাম। বানু হুনাইযা, বানু কুনাইফা সবার নাম আছে। কাজেই কেন এই জন জাতিগোষ্ঠীগুলোর নাম থাকবে না। এটি একটি নাম থাকতে হবে। এছাড়া ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ব্যবহার করা হয়েছে। তারা মনে করছেন যে, এটি তাদের সঙ্গে insulting। যেহেতু আমি তাদের সঙ্গে কাজ করি। এই যে বড় আর ছোট একটি majoritarian apoliticism এই শব্দগুলো কিন্তু সংবিধানের মধ্যে আছে। আর হচ্ছে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি আছে, অন্য ভাষার স্বীকৃতি নেই। বাংলা যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হয়েছে এটি বাংলা ভাষার স্বীকৃতি না। বরং বাংলাকে মাতৃভাষা করবার জন্য এই জাতিগোষ্ঠীর যে সংগ্রাম, সেই সংগ্রামের স্বীকৃতি। এর মানে হচ্ছে পৃথিবীর প্রত্যেকটি মাতৃ ভাষাকে equally সম্মান করতে হবে। কাজেই বাংলাদেশে বাংলা ছাড়াও যে আরও ভাষা আছে, যতটি পাড়া যায়, অন্তত ২০টি ভাষার নাম সংবিধানে নাম আকারেই যুক্ত করা যায়। আমাদের সংবিধানে বলা হচ্ছে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম এবং অন্য ধর্মও শান্তিতে পালন করা যাবে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা, অন্য ভাষা শান্তিতে চর্চা করা যাবে কি না সংবিধান নিঃস্ব। আর ধর্মের সঙ্গে রাষ্ট্রকে বিযুক্ত করা যায় কি না সেই প্রশ্নও আমরা রাখছি। আরেকটি শঙ্কা, স্যার জবাব দিতে পারবেন, structural change তো অনেকবার হয়েছে। Care Taker Government-এ কি হয়নি structural change। পরের সরকারতো সেটি মানেনি। কাজেই structural change- কে কীভাবে cultural change-এ রূপান্তরিত করা যায় সেটি কিন্তু একটি বড় প্রশ্ন। আমি নির্বাচনে হেরে গেলে পরাজয়কে মেনে নেওয়ার যে সাংস্কৃতিক যোগ্যতা, সেই political culture-এর standard আমরা কীভাবে বাড়াব, আর এই structural change যেগুলো আপনারা প্রস্তাব করবেন, cultural change না হলে পরে যে দল আসবে তারা এটি totally change করে ফেলতে পারে। কাজেই structural এবং cultural change-এর সম্মেলনটি কীভাবে ঘটানো যায়, সেটি একটি বড় ব্যাপার।

আর দ্বৈত নাগরিকত্ব ব্যাপারে আমি ইউনিভার্সিটিতে কথা বলেছি, তারা খুব সিরিয়াস। কোনো অবস্থাতেই যার দ্বৈত নাগরিকত্ব আছে, যা আমাদের সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদে আছে, সে এমপি হওয়ার অযোগ্য হবে। কারণ তার loyalty দ্বিবিভাজিত আসলে। সে কার কাছে loyal হবে। কোন্ সংবিধান মানবে। আপনি মিয়ানমারে যান, অংশান সুচির হাজবেন্ড ফরেনার, এজন্য সে পদটিই পায়নি এখানে। কাজেই এটিকে খুবই সিরিয়াসলি নেওয়ার জন্য আমরা অনুরোধ করছি। আমার এটুকুই বলবার ছিল।

আমাকে শুনবার জন্য ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ। আমরা সুজনের বক্তব্য শুনলাম।

**অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের** (কমিশন সদস্য): অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌসকে একটু জিজ্ঞাসা করতে চাচ্ছি। আপনার এই প্রস্তাবটি কালকেও এসেছে। প্রত্যেকটি আদিবাসীর আলাদা আলাদা করে নাম include করা। সরকারের স্বীকৃত যে তালিকাটি আছে, আমার ধারণা যে সেটি কিন্তু লিমিটেড। এর চেয়ে অনেক বেশি আছে। সেটি কীভাবে reconcile করব।

**অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস** (সুজন): আমার মনে হয়, যারা আদিবাসী জনজাতির প্রতিনিধিত্ব করে তাদের সাথে আপনাদের বসা উচিত। ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায় থেকে শুরু করে- তিনি আইনও বুঝেন আবার এই জাতিকে representও করেন। কিংবা সমতলে সঞ্জীব দ্রংরা আছেন, গারোরা আছে, এদের সঙ্গে আপনাদের বসা দরকার। তারা কীভাবে চায় কতগুলো জাতির নাম তারা চায়, তাদের কথা শুনা দরকার। ৭২ এ কিন্তু তাদের কথা শুনা হয়নি। এবারের কমিশনেও কিন্তু কেউ নেই। এটি যেন মিস করে না যান, এটিই বলবার জন্য আর্জি। তাদের সঙ্গে একটু বসা দরকার।

ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): আমরা হয়ত আবার এই প্রশ্নগুলোতে ফিরে আসব। ছোট ছোট ব্যাখ্যার জন্য, আমাদের পক্ষ থেকে তো বক্তব্য নেই। আমরা আপনাদের কথা শুনার জন্য আপনাদের প্রস্তাবগুলো ব্যাখ্যার জন্য আমরা হয়ত আবার ফিরে আসব। আমরা অন্যদের বক্তব্যগুলো এখন শুনি।

ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী (কমিশন সদস্য): জনাব দিলীপ কুমার সরকার, আপনার কাছে একটু প্রশ্ন ছিল, clarification-এর জন্য। আপনি বলছিলেন যে, Lower House-এ হবে direct election, Upper House by proportional representation and nomination, এটি বলেছেন নাকি?

**জনাব দিলীপ কুমার সরকার** (কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী, সুজন): Upper House-এ কী হবে বা পদ্ধতিটি কী হবে, সেটি আপনাদের বিবেচনার জন্য রেখেছি। তবে আপার হাউজে যেন বিভিন্ন শ্রেণিপেশার প্রতিনিধিত্ব ensure করা যায়, এটিই ভাবনার জন্য বলেছি। আর Lower House সরাসরি ইলেকশনে, জনগণের ভোটে। আর এই ইলেকশন পদ্ধতি state guard পদ্ধতি হতে পারে কি না, যে ৪ বছর হয়ে গেল National Parliament, আর দুই বছর পর Upper House. আবার দুই বছর পর Lower House . প্রতিমুহূর্তেই বুঝবে যে আমার জনপ্রিয়তা কমছে বা বাড়ছে কি না।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ**(কমিশন প্রধান): সেক্ষেত্রে একটি ছোট প্রশ্ন, আপানারা কি সংসদের মেয়াদ কমানোর কথাও বলছেন, এখন যেটি আছে সেটিতো ৫ বছরের। state guard-এর জন্য সেটি কি ৪ বছর হবে?

**জনাব দিলীপ কুমার সরকার** (কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী, সুজন): আমরা এখনও এটি স্পষ্ট করে কিছু বলিনি। ৪ বছর নিয়ে অনেক কথা হয়েছে বদিউল আলম মজুমদার, আপনি কি এটি নিয়ে কিছু বলবেন। আচ্ছা ঠিক আছে।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): আমরা এখন শুনব এখানে উপস্থিত আছেন মুফতি আহমদ উল্লাহ মাছুম, তিনি আসলে শায়েখ আহমদ উল্লাহর পক্ষ থেকে উপস্থিত হয়েছেন। একটি লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করবেন। মুফতি মাছুম আপনার কাছে অনুরোধ সংক্ষেপে ১০-১২ মিনিটের মধ্যে উপস্থাপনের জন্য। আর লিখিত বক্তব্যটি যাবার আগে যদি আমাদের কাছে দিয়ে যান,আমাদের জন্য সহায়ক হবে।

ধন্যবাদ।

**মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুম** (Centre for Ethical Research & Thoughts-CERT): বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম। আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু আসসালাম ....।

ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানের পর আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ সংবিধান সংস্কার কমিটির প্রধান অধ্যাপক আলী রীয়াজসহ অন্যান্য যারা আছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার দুইপাশে বিজ্ঞজন বসে আছেন, আমার আগেও অনেকে বক্তব্য রেখেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আমার পূর্বজন করেছেন।

আমি ৩টি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করছি। আস্‌সুন্নাহ ফাউন্ডেশন, শায়েখ আহমদুল্লাহ সাহেব, আমি তাঁদের শরিয়া কনসালটেন্ট মুফতি আবদুল্লাহ মাছুম এবং আরেকটি কনসালটেন্ট শরিয়া কনসালটেন্সি ফার্ম আমি সেটির প্রতিষ্ঠাতা এবং Centre for Ethical Research & Thoughts-CERT, আমি এটির ডাইরেক্টর। আমরা যে প্রস্তাবনা পেশ করছি সেই প্রস্তাবনা ৩টি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে আমি এবং জনাব আহমদউল্লাহ সাহেব যৌথভাবে এই প্রস্তাবনা তৈরি করেছি। এটি শুধু পাঠ না এটি দীর্ঘদিনের গবেষণা, আমি নেতৃত্ব দিয়েছি এই গবেষণার পিছনে। আমরা এই গবেষণা করতে গিয়ে পৃথিবীর গণতান্ত্রিক মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে প্রায় ৮ থেকে ৯টি রাষ্ট্র, তিউনিশিয়া, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, মালেশিয়া এই রাষ্ট্রগুলের সংবিধান আমরা দেখেছি। আমরা যেটি দেখেছি সংবিধানের জন্য যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ সেটি হলো মেজরিটি কনসার্ন সেখানে উঠে আসা। বাংলাদেশ ৯০ শতাংশের বেশি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ, সেই হিসেবে মুসলিমদের অন্যতম যে দাবি এবং রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের যে দাবি সে দাবিগুলোকে সামনে রেখে আমরা মোট ২১টি সংশোধনী প্রস্তাবনা রেখেছি। আমাদের দীর্ঘ গবেষণার আলোকে ৬টি নতুন ধারা সংযোজনের প্রস্তাবনা রেখেছি। ৪০ পৃষ্ঠার একটি গবেষণা যেটি আমরা প্রায় কয়েক মাস যাবত করেছি। সবগুলো পড়ার সময় না থাকায় আমি শুধু গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ধারা এখানে তুলে ধরব।

১ নম্বর প্রস্তাবনা। আমাদের বর্তমান সংবিধানে “আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া ” এটি শুরুতে বলা আছে। ভূমিকার মধ্যে। সেখানে লেখা আছে যে,“[জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের] মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি” । আমাদের এখানে দুটো প্রস্তাবনা। একটি হলো, পবিত্র মুক্তিযুদ্ধ যেটি

হয়েছিল সেটি হয়েছিল ‘জুলুম থেকে জাতিকে হেফাজত করার জন্য, মুক্তির জন্য’। সেজন্য ব্রাকেটে ‘জাতির মুক্তির জন্য’ এর ক্ষেত্রে আমরা বলেছি ‘‘ জুলুম থেকে জাতির মুক্তির জন্য’’ । আর দ্বিতীয় হলো ‘মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের মাধ্যমে’ এর পরে আমরা যুক্ত করেছি, ‘‘আল্লাহ তায়ালার করুণায় স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী’’ যেহেতু আল্লাহ তায়ালার করুণায় হয়েছে সেহেতু আমরা এটি যুক্ত করেছি। এটি হলো আমাদের এক নম্বর প্রস্তাবনা।

আমি স্কিপ করে গুরুত্ব বিবেচনায় ৫ নং প্রস্তাবনা পড়ছি। সেখানে বিদ্যমান সংবিধানে অনুচ্ছেদ-৭(১) এ বলা আছে, ‘‘প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।’’ আমাদের প্রস্তাবিত বাক্যটি হবে এরকম। ‘‘সকল ক্ষমতার উৎস আল্লাহ তায়ালা, প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক (আল্লাহ তায়ালার প্রতিনিধি জনগণ) যারা রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের অনুগত হইবে।’’ আমরা দুটি কারণে এই শব্দ দুটি উল্লেখ করতে চেয়েছি যে, ক্ষমতার উৎস জনগণ হতে পারে না। ক্ষমতার উৎস জনগণ হওয়াটা নানাভাবে রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের আকিদা ও বিশ্বাসের সাথে পরিপন্থি। সকল ক্ষমতার উৎস হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা। আর প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক মানুষ মূলত আল্লাহ তায়ালার প্রতিনিধি হিসেবে রাষ্ট্র পরিচালনা করে থাকে। এ বিষয়টি এখানে যুক্ত করা হয়েছে।

প্রস্তাবনা-৯। অনুচ্ছেদ-১৯(৩) এ বলা আছে, ‘‘জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন।’’

আমাদের প্রস্তাবনা হলো যে, ‘‘জাতীয় জীবনে নানা অঙ্গনে যথাযোগ্য স্থানে ন্যায়ানুগ পদ্ধতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবে।’’ আমরা চাই সকল ক্ষেত্রে নারীরা এগিয়ে আসুক। তবে সেটি যেন ন্যায়ানুগ হয়, যথাযথভাবে তাদের মর্যাদা, তাদের সক্ষমতাকে নিশ্চিত করে হয়। ঢালাওভাবে যেন না হয়।

প্রস্তাবনা-১১। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আছে। অনুচ্ছেদ-৩৯ এ “চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক-স্বাধীনতা”। এখানে (ক) তে বলা আছে, নাগরিকদের বাক-স্বাধীনতা থাকবে। (খ) তে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হবে। আমরা প্রস্তাবনা দিয়েছি যে, এখানে তৃতীয় আরেকটি উপধারা (গ) যুক্ত করতে। আমাদের প্রস্তাবনায় আছে, “(গ) বাক-স্বাধীনতার নামে ধর্ম অবমাননা, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়া যাবে না। এমনটি হলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হইবে।’’ এ বিষয়টি বিভিন্ন মুসলিম দেশের আইন ও সংবিধানে যুক্ত আছে।

এরপর প্রস্তাবনা ১৫। মাঝখানে স্কিপ করে যাচ্ছি। প্রস্তাবনা ১৫ তে ‘ন্যায়পাল’ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। এখানে অনুচ্ছেদ-৭৭ এ, ‘ন্যায়পাল’-এর কথা আছে। বিস্তারিত পড়ছি না। আমরা এখানে যুক্ত করতে চাচ্ছি, ‘‘ ন্যায়পালের সদস্যদের মধ্যে দেশের সুশীল সমাজ ও বুদ্ধিজীবীদের পাশাপাশি আলেমদের অংশগ্রহণও নিশ্চিত করা হইবে।’’ এটি আমাদের প্রস্তাবনা।

এরপর প্রস্তাবনা-২০। বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩৭ এ বলা আছে যে, “আইনের দ্বারা বাংলাদেশের জন্য এক বা একাধিক কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠার বিধান করা যাইবে।’’ বিস্তারিত পড়ছি না। আমাদের প্রস্তাবনা হলো, সংক্ষেপে-“রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের মূল্যবোধ এবং তার যে আবেদন সেটিকে রক্ষা করার জন্য একটি ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্ষা কমিশন বা ইসলামি মূল্যবোধ রক্ষা কমিশন গঠন করা”। রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের যে মূল্যবোধ সেটি যেন সুরক্ষিত থাকে।

আমাদের প্রস্তাবনায় আরেকটি বিষয় উঠে এসেছে, এটি নতুন যুক্ত হবে। সেটি হলো “শারিয়া কোর্ট গঠন করা-যে কেউ আদালতের যে কোনো বিচারিক রায়কে রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক বলে অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত উচ্চতর শারিয়া কোর্ট নিজেও তা যাচাই করার অধিকার রাখবে এবং অন্যান্য বিচারকগণ ধর্মীয় বিষয়ে উক্ত উচ্চতর শারিয়া কোর্টের পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারিবেন। উক্ত উচ্চতর শারিয়া কোর্টে বিজ্ঞ মুফতিগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিতে হইবে।” আমরা দেখেছি, আদালতে নানা সময়ে শারিয়া ইস্যু যখন আসে তখন আমাদের মুফতিগণকে কল দেওয়া হয়। যদি এরজন্য বিদ্যমান একটি ব্যবস্থা থাকে, তাহলে সেটি সুন্দর হবে।

আমাদের বিদ্যমান সংবিধানের ভূমিকাতে বলা আছে যে, ‘‘আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল- জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে;’’ এখানে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবনা হলো, উক্ত শব্দগুলোর ক্ষেত্রে ৫ম সংশোধনীর সময়ে যেটি ছিল সেটি ফিরিয়ে আনা। সেখানে ছিল, “সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস”, বাঙালি জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে ‘বাঙালি’ শব্দটির পরিবর্তে ‘বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ’, এবং নতুন করে ‘জুলুম ও বৈষম্যমুক্ত দেশ গড়া’ এই কথাগুলো যুক্ত হবে। গণতন্ত্রের আগে ‘সুষ্ঠু গণতন্ত্র’ এ কথাটি যুক্ত হবে। মোটামুটি এই ছিল আমাদের সংক্ষিপ্ত প্রস্তাব। অনেকগুলো আমি

পড়তে পারিনি। আমি আশা করছি যে, সম্মানিত কর্তৃপক্ষ বিষয়টি বিবেচনায় নিবেন। আমি পুরো লিখিত প্রস্তাব আপনাদের কাছে দিয়ে যাব, ইনশাআল্লাহ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ। লিখিত ভাষ্যটি আমাদের কাছে থাকলে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তির কাছ থেকে যে সমস্ত প্রস্তাবগুলো আমরা সংগ্রহ করছি পরবর্তী সময় সকলের অবগতির জন্য সেগুলো উন্মুক্ত করার পরিকল্পনাও আমাদের আছে।

আমি এখন অনুরোধ করব ড. বদিউল আলম মজুমদারকে তাঁর বক্তব্য দেওয়ার জন্য।

**ড. বদিউল আলম মজুমদার** (সুজন): ধন্যবাদ। আমার খুব একটা বক্তব্য নেই। আমার অনুরোধ থাকবে আমরা একটি বিকেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র যেন প্রতিষ্ঠা করতে পারি সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে। আমাদের সংবিধানের অনুচ্ছেদ- ৫৯ এ সাংবিধানিক একটি বলিষ্ঠ অঙ্গীকার ছিল এটি বাস্তবায়িত হয়নি। আমাদের যে দুর্বৃত্তায়িত রাষ্ট্র ব্যবস্থা, রাজনীতি এতে দায়বদ্ধতার কোনো সংস্কৃতিতো নেই। বিকেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থায় স্থানীয় পর্যায়ে যারা নির্বাচিত তাদেরকে প্রত্যক্ষভাবে দায়বদ্ধতার আওতায় আনা সম্ভব। Decentralization, devolution-এর ব্যাপারে আমি আশা করি আপনারা যে প্রস্তাব করবেন সেখানে যেন বলিষ্ঠ প্রস্তাব থাকে। আর গণতন্ত্র মানে সর্বস্তরের জনগণের শাসন। যেটির একটি উপরের খোলস আছে কিন্তু নিচে আমলাদের শাসন, এটির পরিবর্তন করতে হবে। আরেকটি বিষয় নারীর ক্ষমতায়নের কথা বলা হয়েছে, এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখিত দেব বা আরও আলাপ হবে। নারীদের প্রতিনিধিত্বের কথা যেটি দিলীপ বলেছেন, আমাদের বর্তমান যে পদ্ধতি সেটি কোনোভাবেই নারী নেতৃত্ব বিকাশ বা নারীদের ক্ষমতায়িত করে না। এখন ৫০টি আসন আছে, এটিকে ১০০ আসনে উন্নীত করলে ভালো হতো যদি অর্ধেক বা অন্তত এক তৃতীয়াংশ করা যেতো। রাজনৈতিক বাস্তবতায় করা যাবে কি না আমি নিশ্চিত নই। ১০০টি আসন যদি করি, তাহলে ৪০০ টি আসন করে লটারির ভিত্তিতে হতে পারে, ১০০ আসনে প্রথমবার শুধু নারীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করল, বাকী ৩০০ আসনে নারী পুরুষ উভয়েই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করল। পরের বার অন্য ১০০ আসনে, তারপরের বার অন্য ১০০ আসনে। এভাবে ৪০০ আসনের প্রত্যেকটি আসনে একজন নারী সরাসরি নির্বাচিত হয়ে আসার সুযোগ পাবে। এতে যে সকল নারীর নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষমতা আছে, তারা পরবর্তীতে সংরক্ষণে চলে যাবে, তখন পুরুষদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আসার সুযোগ পাবে। ৪টি term-এর প্রত্যেকটি আসনে অন্তত একবার সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে একঝাঁক নারী নির্বাচিত হয়ে আসার সুযোগ পাবে। ভারতের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে একসময় তাদের এক তৃতীয়াংশ সংরক্ষণ ছিল এখন অনেক রাজ্যেই ৫০ শতাংশ সংরক্ষিত। এক তৃতীয়াংশ যখন ছিল তখন নারীদের প্রতিনিধিত্ব ছিল ৪০%, ৫০% কিংবা তারও বেশি। কারণ সরাসরি আসনে পুরুষদের সাথে নারীরা নির্বাচিত হয়ে আসার সুযোগ পেয়েছে। এই বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনার জন্য আমি অনুরোধ করি। আপনারা সংবিধান পুনর্লিখন করেন বা সংবিধান সংশোধন করেন কিন্তু আমাদের নষ্ট রাজনীতির যদি অবসান না ঘটে তাহলে কী হবে? আমাদের টাকার যে প্রভাব, কয়দিন আগে খবরের কাগজে একটি আর্টিকেল বের হয়েছিল যে, একজন নারীর কাছ থেকে চাওয়া হয়েছিল ২৫ কোটি টাকা। সংরক্ষিত আসনের জন্য। তিনি ৮ কোটি টাকা দিতে প্রস্তুত ছিলেন। তিনি স্পীকার মহোদয়ের কাছে এসেছিলেন তদবির করার জন্য। তার দলের প্রধানদের কাছে। এই হলো বাস্তবতা। এখন রাজনীতি হয়ে গেছে জনকল্যাণ নয়, অর্থবিত্তের মালিক হওয়ার একটা সুযোগ, ব্যবসা। আমরা কী এখন চিন্তা করতে পারি যে আগামীতে যে নির্বাচন হবে, জনকল্যাণের জন্য যারা রাজনীতি করেন তাদেরকে মনোনয়ন দিবেন। এটি পুরোটাই এখন টাকার খেলাতে পরিণত হয়েছে। এই টাকার খেলা, অর্থবিত্তের মালিক হওয়ার যে সুযোগ, এজন্যই কিন্তু সবকিছু নষ্ট করা হয়েছে, সব প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস করা হয়েছে। সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দেওয়া হয়েছে। এখন এই নষ্ট রাজনীতি নিয়ে আমরা কী করতে পারব, আমাদের কমিশন কী করতে পারবে। যেমন আমাদের আরপিওতে কিছু খাতে ব্যয় চিহ্নিত আছে। কিন্তু এর বাইরে এই মনোনয়ন বাণিজ্যের জন্য, ভোট পাওয়ার জন্য যে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হয়, এটি কীভাবে আমরা বন্ধ করব? শুধু তাই নয়, আমরা এই যে রাজনৈতিক দলগুলোর গণতন্ত্রের কথা আলোচনা করছি, আমেরিকাতে যে প্রাইমারি পদ্ধতি, যদি রাজনৈতিক দলের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রাইমারির মত করে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা প্যানেল তৈরি করে, সেখানে যে টাকার খেলা হবে না, আমরা কীভাবে তা রোধ করব? সেখানেতো সীমিত সংখ্যক ব্যক্তি নির্ধারণ করবে- দলের যারা সদস্য। আমরা যদি আমাদের অভিজ্ঞতার দিকে তাকাই, যেমন জেলা পরিষদ। একটি সীমিত সংখ্যক indirect election-এর মাধ্যমে হয়েছে। প্রত্যেকটি ভোটার টাকা নিয়ে ভোট দিয়েছে। কয়েকশত ভোটার ছিল প্রত্যেক জেলাতে। প্রত্যেক প্রার্থীই টাকা দিয়েছে। এর মধ্যে কেউ কেউ ভোট পেয়েছে, কেউ কেউ ভোট পায়নি। সীমিত সংখ্যক যখন নির্বাচক হয়, যেখানে নষ্ট রাজনীতি, টাকাই সবকিছু, সেটিই একমাত্র গুরু। এই হলো সংস্কৃতি। we need to transform our politics, জনকল্যাণে আমাদের পাবলিক সার্ভিসের বর্তমানে যে অবস্থা। আমরা নির্বাচনের ব্যাপারে অনেক কিছু বিবেচনা করছি। আপনারাও সংবিধানে অনেক কিছু পরিবর্তন করবেন কিন্তু আমরা যদি সংস্কৃতি বদলাতে না পারি, তাহলে কী হবে? আমি তো মনে করি এই স্বৈরাচার সৃষ্টির একটি বড় কারণ হলো পুরো রাজনীতিটাই নষ্ট রাজনীতি। শুধু টাকা। অর্থবিত্তের মালিক হওয়াই প্রধান অগ্রাধিকারে পরিণত হয়েছে। আমার মনে হয়, আমাদের গভীরভাবে একটু ভাবা

দরকার, চিন্তা করা দরকার। আমরা যতই সংবিধানে কিংবা আইনে সুন্দর সুন্দর কথা লিখি, কিন্তু আমরা কীভাবে এই transformtion ঘটাব যেখানে রাজনীতি বর্তমানে অর্থবিত্তের মালিক হওয়ার মাধ্যমের পরিবর্তে এটিকে পাবলিক সেবা, জনসেবায় রূপান্তরিক করা, টাকার খেলা বন্ধ করা। এটি বন্ধ করতে না পারলে we are really grappling with this. I don't know what to do about this অদৃশ্য যে অর্থকরী ভূমিকা রাখে নির্বাচনে এটি কীভাবে বন্ধ করব?

আমি আর কথা বাড়াব না, আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ, ড. বদিউল আলম মজুমদার।

**ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী** (কমিশন সদস্য): আপনার সাথে exchange-এর মতো, প্রশ্ন আকারে না। সেটি হলো, টাকার খেলায় কেউ কেউ আছে ক্ষমতার একটি জায়গায় যাওয়ার জন্য। কিন্তু majority-এর ক্ষেত্রে এটি একটি investment. In return এখান থেকে সে কিছু পাবে এবং ব্যাপক আকারে পাবে সেই আশায় করা হয়। এভাবে চিন্তা করা যায় কিনা যে, বিশেষকরে Legislative Organ নিয়ে যদি কথা বলি। আমি Local Government-এ পরে আসি। Legislative Organ-এর মূল কাজ হচ্ছে legislation-এ মনোযোগ দেওয়া। সেটি থেকে তাদের মূল ফোকাসটি হয়ে গিয়েছে Executive Power, অনুরূপভাবে Financial Management-এ তাদের একটি বিশাল involvement-এর জায়গা। আমরা যদি তাদেরকে legislation-এর function-এ ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারি, তাদের সেই জায়গাটুকু যদি আমরা লিমিট করে দিতে পারি যে তারা Local Government-এর বাজেট বা Local Government-এর বিভিন্ন জায়গায় প্রধান হয়ে বসে থাকে, এমপির যে একটি কোটা থাকে, এই জিনিসগুলো থেকে তাকে যদি আমরা পুরোপুরি আইন বানানোর মধ্যে মনোনিবেশ করার সুযোগ যদি সংবিধানের মাধ্যমে করা যায়, তাহলে কি কালচারটা পরিবর্তনের একটি সুযোগ হবে কি না? একটি way আরকি।

**ড. বদিউল আলম মজুমদার** (সুজন): infact এটিই করতে হবে। কিন্তু কীভাবে করবেন? সব ব্যবসায়ীরা, শিল্পপতিরা, এই ব্যক্তিরাই তো আসবেন। তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থ। আমরা দেখছি, conflict of interest. তারা কি ব্যবসা বাণিজ্য ছেড়ে দিয়ে আসবে, আপনি কি পারবেন যে, তারা শুধু ৫ বছর যে এই সুন্দর বিল্ডিংটাতে বসবে, তারা কোনো অসুন্দর কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত করবে না। এটি কীভাবে করবেন? এ বিষয়ে আমি চিন্তা ভাবনা করেছি। তাদের ব্যবসা বাণিজ্য কি ট্রাস্ট সৃষ্টি করে ট্রাস্ট পরিচালনা করবে, তারা ব্যবসা বাণিজ্যে ফিরে যাবে না? কিন্তু তারা তো ব্যবসায়ী। তাদের ঘোষণা অনুযায়ী দুই তৃতীয়াংশ ব্যবসায়ী। আমরা এসব তথ্যগুলো একত্রিত করি। কিন্তু বাস্তবে তারা এর চেয়ে অনেক বেশি। অনেকে এই বিল্ডিংটিতে এসে ব্যবসায়ী হয়ে যায়। তারা বলেন যে, ইনি হলেন আমাদের গরীব এমপি। এই গরীব এমপিকে কীভাবে ধনাঢ্য এমপিতে পরিণত করা যায় সেটি তাদের সবারই প্রচেষ্টা থাকে। এখন যে স্থানীয় সরকারে ভূমিকা পালন করছে এটি কিন্তু অসাংবিধানিক। এ ব্যাপারে একটি রায় আছে, এই রায়টি বিখ্যাত বিচারপতি খায়রুল হকের। বিচারপতি খায়রুল হক এবং ফজলে কবির রায় দিয়েছেন যে, বিএনপি আমলে প্রজ্ঞাপন করে জেলা মন্ত্রী করেছিলেন, আনোয়ার হোসেন মঞ্জু সেটিকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। হাইকোর্টের রায়। আনোয়ার হোসেন মঞ্জু বলেছিল যে আমি ভান্ডারিয়ার এমপি, জেলা মন্ত্রী হওয়ার কারণে আমি আমার ভূমিকা পালন করতে পারছি না স্থানীয় উন্নয়নে। খায়রুল হক এবং দুই বিচারক ঐ প্রজ্ঞাপনটিকে বাতিল করেছে এবং বলেছে যে সেটি অসাংবিধানিক। শুধু তাই নয়, এ ব্যাপারে আমরা একটি মামলাও করেছিলাম। এটির হিয়ারিংও হয়েছিল। হিয়ারিং হয়ে এটি রায়ের অপেক্ষায় আজ বহু বছর। একজন বিখ্যাত জজ নাম বলব না, তিনি এখন ছুটিতে আছেন, তাঁর আদালতে আমি কালাম সাহেবকে নিয়ে গিয়েছিলাম, আরও অনেককে নিয়ে গিয়েছিলাম। Clearly অসাংবিধানিক এবং আদালতের রায়ে অসাংবিধানিক। এগুলো কেন হচ্ছে? এগুলো হচ্ছে কারণ এগুলো ব্যবসা। ব্যবসায়িক স্বার্থে এগুলো পরিচালিত হচ্ছে বলে সবকিছু তছনছ হয়ে যায়। আমি অত্যন্ত নেতিবাচক কথা বলছি, আমি আশাবাদী মানুষ। আমরা আমাদের সাধ্যমতো পদ্ধতি পরিবর্তনের বা আরও অন্যান্য বিষয়ে আমরা সুপারিশ করব। কিন্তু দিনশেষে এই fundamental change যদি না হয়, আমাদের মধ্যে যদি রূপান্তর, transformation না হয়, এটি public service, not for self service, আপনি ব্যবসায়ীকে ঠেকাবেন কীভাবে? তারা তো টাকা দিয়ে মনোনয়ন কিনে নেবেন। গতবার একজনের কাছে আমি শুনেছি ৬০ কোটি টাকা দিয়ে মনোনয়ন কিনেছে। ২০২৪ সালে। কেউ কেউ হয়ত আরও বেশি দিয়ে কিনেছে। শতশত কোটি টাকা, হাজার হাজার কোটি টাকার খেলা।

ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ, ড. বদিউল আলম মজুমদার। এখন আমরা ড. সলিমুল্লাহ খানের বক্তব্য শুনব।

**অধ্যাপক সলিমুল্লাহ খান** : ধন্যবাদ, আমিও সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করব।

আমি একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস-এ পড়াই। মাঝে মাঝে আমি লিখি। সংবিধান বিষয়ে আলোচনা করতে হলে তো অনেক সময় লাগবে। আমি সংবিধান ও তার সংশ্লিষ্ট দুএকটি প্রশ্ন আগে পরিষ্কার করি, তারপর যদি আপনারা

কিছু জিজ্ঞাসা করেন আরও specific বলতে পারব।

আমি প্রথমে সংবিধানের প্রস্তাবনা নিয়ে শুরু করি। ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল যে স্বাধীনতার ঘোষণা, আমি মনে করি সেটিই হচ্ছে আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনা। সাম্য, মর্যাদা এবং সামাজিক সুবিচার। এটি যদি আমরা প্রতিষ্ঠা করতে পারি, সংবিধান যদি সেটি শুরু করে তাহলে অন্যানা আলোচনাগুলো সহজ হয়। আমরা সামাজিক সুবিচার বলে কি মনে করব? আমরা যদি সামাজিক সুবিচার থেকেই শুরু করি, গণতন্ত্রের মধ্যে সাম্য এসে যাবে। সম্প্রতি যে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন হয়েছে সেটি হচ্ছে সাম্য কথাটারই নতুন অনুবাদ মাত্র। সাম্য কথাটির যেহেতু সংজ্ঞা দেওয়া খুব কঠিন, কাজেই বৈষম্য বিরোধিতা সাম্যের একটি দিক বা একটি aspect. সেই হিসেবে যদি আমরা সংবিধানে যাই, আমরা শুরু করি যে মার্কিন দেশের সংবিধানে মার্কিন দেশের রাষ্ট্রভাষা ইংরেজি এটি লেখা নেই। তাতে ইংরেজি সেদেশের জাতীয় বা রাষ্ট্রভাষা হতে কোনো অসুবিধা হয়নি। সেখানে ফরাসি ভাষী, জার্মান ভাষী, স্প্যানিশ ভাষী এবং আরও অন্যান্য ভাষী আছে। জাতিসংঘে এখন ৬টি ভাষা আছে। তারমধ্যে ১৯৭০ এর দশকে আরবি যোগ হয়েছে। এর আগে চীন, রাশিয়া,ফরাসি, স্পেন ও ইংরেজি আছে। বাংলাদেশে একাধিক ভাষা রাখলে দোষ নেই। আমি শুরু করি আমাদের সংবিধানের ৩ নং অনুচ্ছেদে আছে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা। যেটির কথা রুবাইয়াত ফেরদৌস বলেছেন। আমাদের কতগুলো কথা আছে জনসাধারণকে তোষামোদ করা যায়, কিন্তু কাজের কাজ হয় না। ভারতে এখন ২২ বা ২৩টি ভাষা। অফিসিয়াল ভাষা হিসেবে লেখা আছে। কিন্তু সেখানে হিন্দিকে প্রতিষ্ঠা করার যে লড়াই তারা করেছে সেটি সফল হয়নি। ভারতে এখনও কার্যত ইংরেজিই রাষ্ট্রভাষা রয়েছে। যদিও সেটি শতকরা এক জনের ভাষা কিনা সন্দেহ। যদিও ভারতের কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান দাবি করে শতকরা ১৫ জন লোক সেখানে ইংরেজিতে কথা বলতে সক্ষম, সেটি আমার মতে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। বাংলাদেশে সে অবস্থা আরও করুন। কিন্তু বাংলাদেশে কার্যত রাষ্ট্রভাষা ইংরেজিই রয়ে গেছে। বাংলাদেশের বর্জোয়া শ্রেণি, যারা এই রাষ্ট্রের মালিক, তারা যদি দাবি করত যে ইংরেজিও রাষ্ট্রভাষা হবে তাহলে তারা সৎ সাহসের পরিচয় দিতেন। কিন্তু তারা যেটি করেছেন এটিকে ইংরেজিতে বলে 'hypocrisy'. মুফতি সাহেব পাসে আছেন, তারা এটিকে বলে 'মুনাফেকি'। অথবা আমাদের খারাপ বাংলায় বলে 'বিশ্বাস ঘাতকতা'। আমি একটি কথা আপনাদের বলতে চাই যে সংবিধানে লেখা থাকলে কী হবে যদি এটির বাস্তবায়ন না হয়। আমি শীঘ্রই আসছি উচ্চ আদালতের রায় সম্পর্কেও। দেশে বিচারপতিদের যোগ্যতা সম্পর্কে (ক), (খ), (গ)-এ আছে, রাষ্ট্র অন্য যে কোনো যোগ্যতার কথা বলতে পারবেন, বাংলাদেশের নাগরিক হওয়া, ১০ বছর হাইকোর্টের উকিল থাকা বা ১০ বছর নিম্ন আদালতের বিচারক থাকা ইত্যাদির পর অন্য যে কোনো যোগ্যতার কথা বলতে পারবেন। যে বিচারকেরা নিজেরাই বলেন, আমরা স্ব ঘোষিত খুনি একটি কথা বলিনা, সেটিওতো স্বঘোষিত যে আমি বাংলায় লিখতে পারি না। তার empirical প্রমাণ হচ্ছে শতকরা ৯৯ বা তার কিছু কম রায় ইংরেজিতে লেখা হয়। আমি এমন ঘটনাও জানি, উকিলেরা যখন ইংরেজিতে বলেন, argument করেন, তখন জজ বলেন যে বাংলায় বলেন, কিন্তু রায় লেখার সময় ইংরেজিতে লেখেন। এগুলো যদি বাস্তবায়ন করা না হয়, মাছের পচন মাথা থেকে শুরু হয়, সুতরাং আদালত থেকে যদি আমরা বাংলা প্রচলন না করি, তাহলে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা হবে না। আদালতই একমাত্র ক্ষেত্র তা বলছি না। ১৯৫৪ সনের ২১ দফার যে দাবি ছিল যে পাকিস্তানের অন্যতম ভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতে হবে। তার ব্যাখ্যা করে তারা বলেছিলেন, মানেটা কী? ভারতে তর্ক আছে, ওরা বলে official language, আমরা বলি state language. এটি পাকিস্তান আমলের ভাষা আমরা পেয়েছি। সেটি কী? সরকারি চাকুরির পরীক্ষা বাংলায় দেওয়া যাবে। money order form শুধু উর্দু আর ইংরেজি নয় বাংলাতেও ছাপাতে হবে। তারপর আদালতের ভাষা বাংলা হবে। উচ্চ শিক্ষার ভাষা বাংলা হবে। এই তিনটি ক্ষেত্রে যদি পরিষ্কার না করেন, আমি রুবাইয়াত ফেরদৌস এর সাথে একমত, আমরা যদি ৪৫টি ভাষাকে উচ্চ আদালতের ভাষা করতে পারি, বিদ্যালয়ের ভাষা করতে পারি, এরচেয়ে ভালো গণতান্ত্রিক পরিস্থিতি আর হবে না। কিন্তু আপাতত আমি উদাহরণস্বরূপ বলছি, অন্যকে exclude করার জন্য নয়, বাংলাকেইতো আমরা প্রতিষ্ঠা করতে পারলাম না গত ৭৮ বছরে। ১৯৪৭ সাল সম্পর্কে আপনাদের অভিমত কি আমি জানি না। ১৯৪৭ সালে যখন ব্রিটিশ শাসনের অবসান হলো, তখন থেকেই আমরা এক ধরনের স্বাধীন। অন্তত কোনটা রাষ্ট্র ভাষা হবে সেই তর্ক শুরু হয়েছে। পাকিস্তান ১৯৫৬ সালে সংবিধানে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পরেও বলেছিল ১৯৭৬ পর্যন্ত, ইংরেজিই কার্যত রাষ্ট্রভাষা থাকবে পাকিস্তানের। তার আগে পাকিস্তান ছোট হয়ে গেল, আমরা বাংলাদেশ হলাম, আমাদের এখানে বাংলা প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা, এই সংক্ষিপ্ততম ধারাটা রয়েছে, কিন্তু এটির বাস্তবায়ন হয়নি। তার প্রমাণ দেখা যায়, সরকারি কাজে হলেও আপনারা সবাই লিখেছেন কমিশন প্রধান, সদস্য। সুন্দর হয়েছে। এখানে সমস্ত বেসরকারি বিশ্ববিদালয় ইংরেজি নামে চলে। এটি যে সংবিধানের লঙ্ঘন সেটি কেউ বলছে না। আমি মনে করি এগুলো করা দরকার। তারপর শ্রম আইনের লঙ্ঘন আছে।

আমি আগে সংবিধানের কথাই বলছি। সংবিধানে যদি রাষ্ট্রভাষা বাংলা হয়, তাহলে যেটিকে আপনারা সিভিল সোসাইটি বলেন, আমাদের বাংলার অবস্থা যে করুন লোকে এটিকে সুশীল সমাজ অনুবাদ করে। এটি না বোঝার জন্য করে। সিভিল সোসাইটি হচ্ছে জাতীয়

সমাজ, নাগরিক সমাজ। বর্তমানে নগর মানে পুরা রাষ্ট্র। সুতরাং জাতীয় সমাজ। লোকে পলিটিক্যাল ইকোনমি অনুবাদ করতে পারে না। বলে রাজনৈতিক অর্থনীতি। এটিতো জাতীয় অর্থনীতি। আমাদের বাংলা ভাষার এরকম করুন দশার জন্য আমরা দায়ী। জাতিগতভাবে আমরা দায়ী। আমরা সিভিল সোসাইটির বাংলা অনুবাদ করতে জানি না, পলিটিক্যাল ইকোনমির বাংলা অনুবাদ করতে জানি না, যারা স্বনামধন্য অর্থনীতিবিদ তারাই পারে না। তার মানে তারা জিনিসটা বুঝে না। তার মানে গাজর ঝুলিয়ে বলে এটি কী, বলে মুলা। গাজরও চেনে না, মুলাও চেনে না। ব্যাপারটা হচ্ছে তাই। আমি মনে করি ভাষা থেকে যদি শুরু না করি, তাহলে গণতন্ত্র হবে না। এই যে ইংরেজি মিডিয়াম শিক্ষা বাড়তে শুরু করল, KG-1, KG-2 এটি সংবিধানকে লঙ্ঘন করছে। কারণ এটি শিক্ষাকে বৈষম্যমুলক করছে এবং গণতন্ত্রহীনতা করছে। আমি দুটো প্রস্তাব দেব। প্রথম হচ্ছে সর্বস্তরে গণতন্ত্র করা, এই কথাটির অর্থ কী। কথা হচ্ছে কী কারণে আমরা স্বৈরশাসনে পড়লাম। despotism, একনায়কতন্ত্র, fascism যে শব্দগুলো ব্যবহার করছি, শুধু গত ১৭ বছর নয়, আমি বলি বাংলাদেশ শুরু হওয়ার পর থেকেই। আওয়ামী লীগের প্রথম সাড়ে তিন বছর শাসন সম্পূর্ণ স্বৈরতান্ত্রিক। তারপর কখনও পূর্ণ গণতান্ত্রিক হয়ে উঠেনি। জেনারেল এরশাদের সময়, জনাব আলী রীয়াজেরও মনে আছে, আমাদের মনে আছে, সেই কঠিন দিনগুলো এখন পার হয়ে আমরা যদি একটি সত্যিকার গণতন্ত্র করতে চাই, আমি বলছি শর্ট টাইমে মানুষ কেন ভোট দিতে পারে না? ব্যাংকে যখন আমার টাকা আমি তুলতে যাই, কেউ আমার নামে personification করে আমার টাকা তুলে ফেলতে পারে, তখন আমরা মামলা করতে পারি, আমার টাকা আরেকজন তুলবে কীভাবে? আমার স্বাক্ষর, আমার ছবি সব মিলিয়েইতো আমাকে টাকা দেয়। আপনি যদি পাঁচ লাখ টাকার চেক দেন, ব্যাংক তিনবার কল করে যে আপনি সত্যি চেক দিয়েছেন কি না? করা যায়। তাহলে ভোটের ক্ষেত্রে এটি করা যাবে না কেন? আমরা বলছি হয়তো যে বিশাল ভোটার। তবে আমরা যখন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দিয়ে পার হই, আমরা তিনবার চেকের মধ্যে পড়ি। আমি বিমানে রিপোর্ট করি, বুকিং করি তারপর আমাকে ইমিগ্রেশন চেক করা হয়, আমাকে আবার বোর্ডিং চেক করে। অর্থাৎ আমি আমি কিনা, নাহলেতো সাদেকা হালিমকে ফেরত দিতে পারত না। ব্রিটিশ পাসপোর্ট নিয়ে গেছে। তাহলে ভোটের সময় কেন এই জালিয়াতি হয়। একটি ব্যাপারে আমরা আন্তরিক হই, যদি মুনাফেকি না করি, যার ভোট সে দিতে পারবে, আপনি ভোট একদিন কেন, ভোট মাসব্যাপী নেন। দিনে ১০০ জনের করে ভোট নেন। তাতে জালভোট না দিতে পারে, এটি হচ্ছে প্রথম কাজ। দ্বিতীয় হচ্ছে ড. বদিউল আলম মজুমদার যেকথা বললেন, আমি সেটি সমর্থন করি। যদি আপনি নির্বাচনে কে, এমন কি কত টাকা খরচ করতে পারবে, এইসব বিষয়ে সংস্কারের কথা আমরা না বলি, তাহলে এটি কোনো কাজে আসবে না। যেমন যে যার রেলি করছে, পোস্টার করছে, এগুলো লিমিট করে। যারা যারা দাঁড়াবে সরকারিভাবে তাদের সকলের জন্য একটি অভিন্ন পোস্টার হবে। ৫ জন বা ১০ জন দাঁড়াল, তাদের একই পোস্টার হবে। ১০ জনের নাম ও ছবি থাকবে। বিভিন্ন অর্ডারে করা হবে। alphabetic order, তাদের জন্ম তারিখ অনুসারে, ছোটকে আগে, বড়কে আগে এভাবে নানাভাবে পোস্টার করা যেতে পারে। খরচ সীমিত করে দেওয়া। নির্বাচন কমিশনই সমস্ত খরচ বহন করবে। কেউ এক পয়সা খরচ করতে পারবে না। তার কাজ জনগণের কাছে যাওয়া যে আমি প্রার্থী হয়েছি। এভাবে করা যেতে পারে। নির্বাচনে ভোট প্রথার সংস্কার করা সম্ভব এবং সেটির সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা আমি লিখিতভাবে দিতে পারি। আমি বলব যে, আপনি ভোটার পাসপোর্ট করলেন, তিনি স্থানীয় সরকারে ভোট দিবেন, ভোট যে দিয়েছেন সেগুলো সিল করা হবে। এখন যে হাতে কালি লাগানো হয় এগুলোতো মস্করা। এ কালিতো মুছে ফেলা যায়। অমুছনীয় কালিও তো মুছনীয়। মানুষ ভোট দিতে পারে না, গুন্ডামি করে। প্রত্যেক মানুষ যদি তার ব্যাংকের টাকা তুলতে পারে, বাংলাদেশ ব্যাংকের এক সাবেক গভর্নর, আমি তার নাম বলব না, বলছে না যে ১০ টাকা দিয়ে কৃষকদের অ্যাকাউন্ট খোলা হবে। আপনি ভোটার, ব্যাংকের মত অ্যাকাউন্টতো খুলতে পারেন, দেশেতো ব্যাংকের অভাব নেই। এটি ভোটে সংস্কার করা দরকার। তারপর কে ভোটে দাঁড়াবে, তা সংস্কার। আগে নিয়ম ছিল ২৫ লাখ টাকা খরচ করতে পারবে। এগুলো হাস্যকর। কোনো টাকাই খরচ করার দরকার নেই। রাষ্ট্র খরচ বহন করবে, এই সামর্থ্য রাষ্ট্রের আছে। আমি এটি সংক্ষেপে বলছি এখন। এটি সংস্কার হলে পরে এখন আমি দীর্ঘমেয়াদি সংস্কারের কথা বলি। আজকে যে শিশু স্কুলে যাচ্ছে, ১৬ বছর পর তার বয়স যখন ২১ হবে বা ২০ হবে, তখন সে শুধু নাগরিক হিসেবে প্রত্যাবর্তন করবে, সিভিল সার্ভিসে যাবে, জুডিশিয়ারিতে যাবে, কিছু আগে সামরিক বাহিনীতে যায়, সেই শিক্ষা ব্যবস্থার যদি গণতান্ত্রিক না করি, অর্থাৎ শিক্ষা যদি সবার জন্য অবাধ ও অবৈতনিক না করি, শিক্ষা ক্ষেত্রে যদি বৈষম্য দূর না করি, তাহলে রাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক হবে না। গণতন্ত্র বলতে শুধু legislature তা নয়, গণতন্ত্র মানে executive-ও। অর্থাৎ সিভিল সার্ভিস, তাহলে সিভিল সার্ভিসকে কীভাবে accountable করবেন? আপনি কী ইলেকশন দিবেন সচিব হওয়ার জন্য? তাতো না। মার্কিন দেশের মত দেশে মাঝে মাঝে জাজদেরও কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইলেকশন মোকাবেলা করতে হয়। কিন্তু আমাদের এখানে জুডিশিয়ারিকে কীভাবে accountable করবেন।

যদি তাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে accountable না করেন। সেক্ষেত্রে আমাদের অনেক loophole আছে, আমাদের অনেক পেছনে খোলা দরজা আছে। এগুলো বন্ধ করার পথ হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থার পূর্ণ গণতান্ত্রিকীকরণ। তার মানে কী? সারা পৃথিবীতে এটি স্বীকৃত হয়েছে, একটি উদাহরণ দিচ্ছি। আমাদের শিক্ষা যে গণতান্ত্রিক নয়, আমাদের হাজার রকমের প্রাইমারি স্কুল। তখন লোকে দ্রুত মাদ্রাসা দেখিয়ে

দেয়। অর্থাৎ অনেক দিন থেকেই colonial আমল থেকে মাদ্রাসা শিক্ষা, স্কুল শিক্ষা আলাদা হয়েছে, এটা colonial ঐতিহ্য। কিন্তু এখন colonial যে এডুকেশন, তার মধ্যে ইংরেজি মিডিয়াম, বাংলা মিডিয়াম, সরকার কেন এটি চালু করবে? আমি এটি বুঝতে পারি না যে দেশীয় সিলেবাস, ইংলিশ ভার্সন। কী প্রয়োজন দেখা দিল? যদি চাকমা ভার্সন করত, তাহলে খুশি হতাম। কিন্তু ইংলিশ ভার্সন করছে কেন? তারপর আপনি যে বিদেশি নাগরিকত্ব নিয়ে বড় অহংকার করছেন এবং বলছেন যে, এমপি হওয়া যাবে না দ্বৈত নাগরিকত্ব নিয়ে। কিন্তু দ্বৈত শিক্ষা ব্যবস্থা, ত্রৈত শিক্ষা ব্যবস্থা এখানে। এখানে কেন অক্সফোর্ডের A level, O level পরীক্ষা দেবে? কেন বাংলাদেশের প্রচলিত পরীক্ষার সাথে অন্য দেশের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার স্কুল থাকবে? একটি জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা, A national system of public education upto twelve years of schooling. I would not say compulsory right now. কেননা সেই বাস্তব অবস্থা হয়ত হয়নি। Free and generally available. এটি কোনো নতুন কথা নয়। এটি জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের ২৬ নম্বর ধারাতে আছে। তাঁরা বলেছে Elementary and fundamental education should be free and elementary education should be compulsory. সেটি আমরা নাই বা বললাম। আরেকটি সংশোধনী আমি বলি, এই যে আমরা উচ্চ মাধ্যমিক বলে একটি জিনিস করেছি, এটি অপ্রয়োজনীয়। প্রাইমারি শিক্ষা পৃথিবীর সব দেশে ৬ বছর। উল্লেখযোগা দেশের মধ্যে ভিয়েতনাম, জাপান, কানাডা আপনারা বাকিগুলো সব জানেন। শুধুমাত্র পুরোনো কলোনিয়াল দেশগুলোতে ৫ বছর করেছিলো তারা। এটির মধ্যে একটি বর্ণবাদি অভিক্ষেপ আছে। প্রজেকশনটি হচ্ছে গরীব লোকদের বেশি পড়ালেখা প্রয়োজন নেই। সেই racism এখন চালু হয়েছে আমাদের এখানে Nonformal Education-এর নামে। চার বছরের বাচ্চাকে আপনি কাজ করার লাইসেন্স দিচ্ছেন। BRAC শুদ্ধ অধিকাংশ এনজিও এবং সরকারও এটিকে প্রমোট করছে। এটি বৈষম্যমূলক এবং সংবিধানে এটি নিষিদ্ধ করা উচিত। সবার জন্য সর্বজনীন প্রাথ মিক শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে ৬ বছর, পরবর্তী ৬ বছর হচ্ছে মাধ্যমিক শিক্ষা। ১২ বছরের শিক্ষা, এর জন্য কোনো পয়সা নেওয়া বৈধ হবে না। জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষা যদি আপনি গণতান্ত্রিক করতে পারেন এবং শিক্ষা হবে যার যার মাতৃভাষায়। বিদেশি ভাষায় নয়। এই জিনিসটি যদি বাস্তবায়ন করতে পারেন তাহলে দীর্ঘমেয়াদি গণতান্ত্রিক সংস্কার করা সম্ভব। আমি আপনাদের মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন মনে করি না, তবুও যেহেতু রেকর্ড করছেন তাই বলছি, প্লেটো বলেছিলেন, তাঁর 'Republic' বইটি হচ্ছে একটি 'book on education'. তাঁর ৪টি যে allegorical category, ৪ পদার্থ দিয়ে, ৪ ধাতু দিয়ে তিনি যে শ্রেণি নির্দেশ করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন, Justice is a square. যেখানে যে যার ভূমিকায় অভিনয় করবে। আমি শ্রেণি বৈষম্য দূর করতে পারব, এই দুরাশা করছি না। তবুও আমাদের সংবিধানে লেখা উচিত অনেকে মনে করেন যে এটি হয়ত মার্কস এর প্রিন্সিপল, সেটি হচ্ছে প্রত্যেকের কাছ থেকেই তার সামর্থ্য অনুযায়ী আমরা নেব। কিন্তু এই সামর্থটা কী? এটি আমাকে তৈরি করতে হবে। এটি হচ্ছে শিক্ষা। তার বুনিয়াদি শিক্ষা, যেটির সঙ্গে তার প্রফেশনালি কোনো সম্পর্ক নেই। যেটি আমি বলি মানুষ হওয়ার শিক্ষা। আমরা তিনজন একসাথে মানুষ হচ্ছিলাম, মানে হলো আমরা শিক্ষার আনন্দে শিক্ষা লাভ করছিলাম মানবসন্তান হওয়ার জন্য। তারপর আমি আমার পেশায় যাব। কে ডাক্তাব হবে, কে আইনজীবী হবে, কে ইঞ্জিনিয়ার হবে, কে কৃষিবিদ হবে। দুনিয়ার নানা বৃত্তিতে আমরা ছড়িয়ে পড়ব। এই বৃত্তিগত শিক্ষার ক্ষেত্রেও মেধার প্রশ্ন জাতিসংঘ তুলেনি। আপনারা দেখেন অনুচ্ছেদ ২৬-এ সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণায়, কোথাও মেধার প্রশ্ন নেই। সেটি বলেছে, technical and professional education shall be generally available without discrimination, asto raise sex and etc. যদিও ক্লাস কথাটি সুকৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে খুঁজে দেখেনতো কোথাও ক্লাস শব্দটি আছে কি না? এখন যে সংবিধান রয়েছে। যদিও এটিকে অজ্ঞান সংবিধান বলা হয়, বদরুদ্দিন ওমরের ভাষায়। শ্রেণি, লিঙ্গ, বর্ণ নির্বিশেষে বৈষম্য করা যাবে না ভোটার তালিকায়। কিন্তু শ্রেণি কথাটি নেই। নেই মানে যেহেতু এটি conspicuous। যেহেতু শ্রেণিবিভক্ত সমাজ। আমি বলব শ্রেণি বিভক্ত না করে সকলের কাছ থেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী নেব। কিন্তু প্রত্যেকেই আমরা প্রয়োজন অনুযায়ী দেব। এখন প্রয়োজন অনুযায়ী দিতে পারব না। আমার তো সর্বোচ্চ উচ্চ শিক্ষা লাভের প্রয়োজন। কিন্তু রাষ্ট্র হয়তো সেটি আমাকে বিনা পয়সায় দেবে না। শুধু উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে জাতিসংঘ বলেছে মেধার প্রশ্ন তোলা যাবে। কিন্তু আমাদের যত ছেলে-মেয়ে কলেজে ভর্তি হতে চাচ্ছে, তাদের জন্য এটিতো দম বন্ধ করার পরীক্ষা। আমার দ্বিতীয় কথা হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যদি আমরা চালু রাখতে চাই, এটির ফলাফল একদিনে পাওয়া যাবে না।

তবে শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বৈষম্যহীন, সম্পূর্ণ অবৈতনিক মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত, এখন যেটি উচ্চ মাধ্যমিক বলি সে পর্যন্ত করার বিধান থাকতে হবে। এখন প্রশ্ন উঠবে, সংবিধানে কি এসব বিষয় লেখা যাবে? সংবিধানে যেটিকে আমরা মৌলিক অধিকার বলি সেটি হচ্ছে রাষ্ট্র কী কী করতে পারবে না, সেটি বলে দেওয়া। বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করতে পারবে না, বিনা বিচারে কাউকে জেলে পাঠাতে পারবেন না, ইত্যাদি। আবার মুভমেন্টকে নিষিদ্ধ করা যাবে না। সংগঠন এবং সমাবেশের অধিকার হরণ করা যাবে না। জীবন স্বাধীনতা, এগুলো আমরা জানি। কিন্তু ঠান্ডা যুদ্ধের সময় জাতিসংঘে universal declaration-এর ১৮ বছর পর আমরা দুটো covenant করলাম, 'Civil

and Political Rights' and 'Economic, Social and Cultural Rithts'. সেটি হচ্ছে রাষ্ট্র কী করবে, কয়েকটি commitment দিতে হবে। রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে একটি জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। তারপর যেখানে ব্যতিক্রম আছে, যারা বিদেশ থেকে পড়ে এসেছে, তাদের জন্য বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা থাকতে পারে। কিন্তু একটি জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা করা উচিত, যেটি জাতীয় অথবা মাতৃভাষা আপনি যে শব্দই বলেন করতে হবে। এটি করতে পারলে আমি মনে করি দীর্ঘ মেয়াদি গণতন্ত্রের একটি ভিত্তি তৈরি হবে। এখন 'Form' সম্পর্কে আমি বলি, যেহেতু সময় কম। আমাদের বর্তমান যে সংবিধান আছে সেটি এদেশ থেকে ওদেশ থেকে নকল করেছে এরকম একটি গুজব আছে, এ গুজবে কান দেওয়ার দরকার নেই আমাদের। একটি সরল সংবিধান লেখা যায়। সংবিধানে দুটো অংশ থাকে। সংবিধানের theoretical concept হচ্ছে আমি বর্জোয়া সংবিধানের কথাই বলছি, ইংল্যান্ডে সপ্তদশ শতাব্দি থেকে যে আইডিয়া চালু হয়েছে যে, এটি একটি চুক্তি- জনগণের সাথে জনগণের। এখানে কনসেপ্টটি হচ্ছে জনগণের সাথে রাজার নয়, জনগণের সাথে জনগণের। অনেকের কাছে এটি বুঝা খুব কঠিন। আমার সাথে আমি কীভাবে চুক্তি করি। এই চুক্তির পরবর্তী ধাপ হচ্ছে আমরা যাকে সরকার নিয়োগ করছি তাদের ক্ষমতাকে limit করা। এটি হচ্ছে সংবিধানের প্রথম কাজ। আর জনগণ যে ক্ষমতা কখনও দেয় না, চিরদিনের জন্য নিজের কাছে সংরক্ষণ করে এটি হচ্ছে বিল অফ রাইটস। এক্ষেত্রে একটি কথা শুধু আপনাদের সাথে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য বলব, মার্কিন 'Bill of Rights'-এর ৯ নম্বরে একটি খুব মজার কথা আছে সেটি একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করি। এটি আমাদের নজরে আনা দরকার। 'Bill of Rights'- এর ৯ নম্বরে বলেছে, "এখানে আমরা যত অধিকারের তালিকা করেছি সেটিই শেষ তালিকা নয়, আরও অধিকার অন্তর্ভুক্ত করা যাবে"। অর্থাৎ এটি হচ্ছে সারমর্ম। যেটি হচ্ছে amendment-9। এটি বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। যে কথাগুলো আছে আমাদের সংবিধানে, আমি অনেকগুলো রাইটের কথা লিখলাম, পরে কি নতুন Fundamental Rights তৈরি হবে না? তৈরি হতে পারে, সেটি যেন আমরা শেষ না করি। আরও কথা আসবে। The enumeration in the constitution of certain rights shall not be construed to deny or disparage others written by the people. আমি তো rights বলতে সেটিই বুঝি those rights which are written by the people তার একটি তালিকা করা হয়েছে-তারা Bill of Rights-এ, ১০ টি করেছে। আমরা হয়ত ২৫টি করেছি, কিন্তু ভবিষ্যতে আরও যোগ করা যাবে। তাহলে এটি একটি open constitution. এখন আমি limitation সম্পর্কে বলি। আমাদের সংবিধানের form হচ্ছে এটি executive based constitution. যদি গণতন্ত্রই আমাদের ভিত্তি হয়, তাহলে জনগণের সরাসরি ভোটে যে নির্বাচিত হয় সেটি আপনি এক কক্ষ না দ্বিকক্ষ করবেন সেটি সময় থাকলে পরে বলব। আমি আগে এক কক্ষ দিয়েই বলি। এটি সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবে। এটিইতো হবে সংবিধানের প্রথম অংশ। যেমন মার্কিন সংবিধানে আছে। আমি মার্কিন সংবিধানের কথা বলছি কারণ এটি ২০০ বছরের উপর টিকে আছে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ফর্ম তার জন্য। কারণ তার formটি flexible. মাত্র ৭টি আর্টিকেল। এক নম্বর অনুচ্ছেদে বলেছে, রাষ্ট্র কোনো ধর্ম প্রতিষ্ঠা করবে না এবং সকল ধর্মের অধিকার নিশ্চিত করবে। এজন্য আমাদের মুসলিম সমাজের মেজরিটির যে উদ্বেগ যে রাষ্ট্রধর্ম যদি ইসলাম না করি তাহলে ইসলাম বোধ হয় ভেসে যাবে। ইসলামকে এত অবমাননা করার প্রয়োজন আমাদের নেই। ইসলাম একটি বিশ্বজনীন ধর্ম। বাংলাদেশে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা না করলে ইসলামের কোনো ক্ষতি হবে না বলে আমি মনে করি। বরং বাংলাদেশের সংবিধানে যদি ইসলাম নিজেকে বেশি গৌরবান্বিত করতে চায়, ইসলামের মূলনীতি, সুবিচার প্রতিষ্ঠা করেন। সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা করেন, মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেন এবং সাম্য প্রতিষ্ঠা করেন। কোনো 'Islamic Philosophy' বিরোধিতা করবে না। কাজেই আমরা মর্মে না গিয়ে কথা টানব না। আমি প্রথমেই বলব, আপনি যদি সংবিধান পুনর্লিখন করেন, আমি অধ্যাপক আলী রীয়াজের কথার প্রতিধ্বনিত করে বলছি, যদি আপনি পুনর্লিখনই করেন, তাহলে আপনাকে legislature প্রথমে আনতে হবে। মানে legislature-এর ক্ষমতা symbolicও বটে। Not only real. তারপর প্রেসিডেন্ট ও executive-এর ক্ষমতা। তারপর judiciary. তিনটিকে কী করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে আনতে হবে? জাজদেরও হয়ত নির্বাচনের মুখোমুখি হওয়ার দরকার হতে পারে। কিন্তু minimum একটি বিষয় বলব, যে জাজ বাংলা ভাষায় রায় লিখতে পারেন না তিনি নিজেকে অযোগ্য ঘোষণা করুন। তাহলে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা বলি, উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আপনি ইংরেজি মিডিয়ামে আইন পড়াচ্ছেন কেন? বলে যে হাইকোর্টে যারা ইংরেজি বলে তাদের দাম বেশি। আমি বলি হাইকোর্টের যদি ঐ দামটি কমাতে পারি, তাহলে উচ্চ শিক্ষায় বাংলায় আমরা আইন করতে পারব। সেটির জন্য রাষ্ট্রকে পজিটিভ উদ্যোগ নিতে হবে। Economic, Social and Cultural Rithts-এর রেফারেন্স দিয়েছি এ কারণে যে, আমাদের এমন অধিকার ঘোষণা করতে হবে যে, যেখানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি আছে যেটি judicially enforceable নয়, সেটি enforceable rights হিসেবে আমরা দিতে পারি। আমি বুঝতে পারছি, জনাব আলী রীয়াজের লাইট জ্বলছে, আমি আপাতত থামলাম।

ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান):** আমাদের সময়ের স্বল্পতার বিবেচনায়। আমি আশা করছি যে, যেটি আপনি উল্লেখ করেছেন যে, আপনি লিখিতভাবে এ বিষয়গুলো দেবেন। তাতে করে আমাদের পর্যালোচনা করা, বিবেচনা করা সহজতর হবে। এগুলো অবশ্যই ঐতিহাসিক ডকুমেন্টস হিসেবে থাকবে।

আমাদের সঙ্গে আছেন মুফতি সাইফুল ইসলাম, তিনি খতিব, মসজিদ উত তাকওয়া। সময়ের স্বল্পতার বিবেচনায় আমরা সবাইকে ১০ মিনিটের কথা বলছি। সংক্ষেপে আপনার বক্তব্যের পরে যদি লিখিত বক্তব্য থাকে আজকে দিতে পারেন অথবা আগামী ২০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে আমাদের কাছে পৌঁছে দিলেই হবে। মুফতি সাইফুল ইসলাম।

**মুফতি সাইফুল ইসলাম** (খতিব, মসজিদ উত-তাকওয়া): আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারকাতুহু। বাংলাদেশ সংবিধান সংস্কার কমিটি কর্তৃক এই আয়োজিত সংলাপে অংশীজন হিসেবে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সেজন্য আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আল্লাহ সোবহানু তায়ালা আল কোরআনে বলেছেন, ''আল্লাজিনা ইম্মাকারনাহু ফিল আরদে আকিমুস সালাহ, ওয়াতা উয যাকাহ, ওয়া আমর বিল-মারুফ, ওয়া নাহি আনিল মুনকার, ওয়ালিল্লাহি আকিবাতুল ওমর।" একটি রাষ্ট্র যখন প্রতিষ্ঠা হয়, তখন তাদের মৌলিকভাবে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে কিছু বিধান আল্লাহ তায়ালা দিয়েছেন। এর মধ্যে যদি আমরা খেয়াল করি দেখব ৪টি বিধানেরর মধ্যে ৪টি বিধানই মুসলিমদের জন্য পালনীয়। আর ২টি বিধান সবার জন্য আল্লাহ তায়ালা প্রযোজ্য করেছেন। সেটি হলো, “ওয়া আমর বিল-মারুফ, ওয়া নাহি আনিল মুনকার”। রাষ্ট্রের জন্য যেটি কল্যাণকর একটু আগে যেটি ড. সলিমুল্লাহ খান বলেছেন চমৎকারভাবে যে আমাদের রাষ্ট্রের জন্য, সমাজের জন্য জনগণের জন্য যেটি কল্যাণকর, সেটি আমাদের বিধান হিসেবে থাকবে। যেটি অকল্যাণকর সেটির মূলোৎপাটন করা হবে। সেই আলোকেই আমরা যখন একটি রাষ্ট্রে বসবাস করি, তখন রাষ্ট্রের জনগণের কল্যাণকর জীবনের ক্ষেত্রে আমাদের যে সকল বিধান প্রযোজ্য করা বা আইন হিসেবে যেটি আনয়ন করা জরুরি সেটিই রাষ্ট্র করবে। এক্ষেত্রে আমরা যা বলতে চাই, এ বিষয়ে আমরা কিছু হোমওয়ার্কও করেছি। আমাদের আলেম ওয়ালামাদের মাধ্যমে আমরা কিছু কাজ করেছি, আলহামদুলিল্লাহ। এখানে আবদুল্লাহ মাছুম সাহেব আছেন, আমরা একসাথে বেশকিছু কাজ করেছি সংবিধান সংস্কার নিয়ে। প্রস্তাবনা আকারে আমি কিছু পেপার ও নিয়ে এসেছি। সেটি আমি ইনশাআল্লাহ আপনাদের কাছে দিয়ে যাব। আরেকটি বিষয় যেটি আপনাদের কাছে বলতে চাই সেটি হলো যে, আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের বাংলাদেশে আরও বিজ্ঞ আলেমে দিন আছেন, আপনার যদি তাদেরকেও ইনভাইট করেন, তারাও এক্ষেত্রে অংশীজন হিসেবে সহযোগিতা করতে পারবেন বলে আমি বিশ্বাস করি। এখানে যে প্রস্তাবনা লিখিত আকারে আমি নিয়ে এসেছি এটি আপনাদের কাছে জমা দেব। যেহেতু সময়ের স্বল্পতা আছে, আমি বিস্তারিত এ মুহূর্তে কিছু বলতে চাচ্ছি না। আর আমাদের বিশ্বাস হলো যে, এমন একটি রাষ্ট্রের আমরা স্বপ্ন দেখি, যে স্বপ্ন আমরা বলব যে বাংলাদেশে যারা বসবাস করেন তাদের সবারই সেটি স্বপ্নে পরিণত হয়েছে। এ আন্দোলনের ফলে নতুন বাংলাদেশ আমরা যেটি দেখতে পাচ্ছি, আমরা সবাই চাই যে একটি ইনসাফ পূর্ণ রাষ্ট্র হবে যেখানে সবার অধিকার থাকবে এবং সবাই সবার অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকবেন। ইসলাম আমাদেরকে সেই ইনসাফের কথাই বলেছে। কোরাআনুল কারিমের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, “ইন্নালাহা ইয়ামুরুবিল আদলি ওয়াল এহসান”। প্রত্যেকটি মানুষের অধিকার আছে। এমনকি আমাদের সামনে যে একটি সবুজ পাতা দেখতে পাচ্ছি তারও একটি অধিকার আছে।

একটি সবুজ পাতাকে ছিঁড়ে ফেলার অধিকার ইসলাম আমাকে দেয়নি বিনা কারণে। তাহলে কীভাবে আমাদের অধিকারকে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এটিই হলো আমাদের স্বপ্ন, আমাদের চাওয়া, বিশেষ করে যদি আমরা আমাদের কথা বলি, আমরা ৭১ পরবর্তী প্রজন্ম, আমরা মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি কিন্তু নতুন আরেকটি বাংলাদেশ ২০২৪ সালে দেখেছি। সেই স্বপ্নে নিয়ে আমরা সবাই অগ্রসর হয়েছি সেই স্বপ্ন নিয়েই বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে। এক্ষেত্রে আমরা সবাই মিলে আমাদের যতটুকু দেবার আছে আমরা দেবার চেষ্টা করব এবং আপনারাও সবাই তা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করবেন। সেই প্রত্যাশা রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আমি আমার পেপারটা ইনশাআল্লাহ দিয়ে যাব।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ওয়ালাইকুম আসসালাম। মুফতি সাইফুল ইসলাম আমরা আশা করছি আপনার লিখিত প্রস্তাবে সুনির্দিষ্ট বিষয়গুলো থাকবে যেগুলো আমরা বিবেচনা করব। ২/১টি ব্যাখ্যার জন্য। বিশেষ করে আমি মি. সরকার, আপনার কাছে আসতে চাচ্ছি। আপনাদের একটি প্রস্তাব, যেটি আমরা অন্যদের কাছেও শুনেছি। বাইরে এটি নিয়ে ব্যাপক আলাপ আলোচনা হচ্ছে। সেটি হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রীর টার্ম লিমিট দুইবার করা। যেটি আপনাদেরও প্রস্তাব আছে। সেক্ষেত্রে ধরুন প্রধানমন্ত্রীকে টার্ম লিমিট করার পর অন্য কেউ এক টার্ম থাকলেন, তারপর ঐ একই ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রীত্বে ফিরে আসার ব্যাপারে কোনো রকম প্রস্তাব কী আছে আপনাদের। সেটি কি আপনারা ভাবছেন যে দুবারের পর যেন সে আর কখনই প্রধানমন্ত্রী হতে না পারেন। বা এক টার্ম পরেই ফিরে আসতে পারেন। তার পথ খোলা রাখার ব্যাপারে আপনাদের কোনো প্রস্তাব আছে কি না?

**জনাব দিলীপ কুমার সরকার** (কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী, সুজন): আমরা এটিই বুঝাতে চেয়েছি যে, দুই 'term'-এর বেশি কখনই আসতে পারবে না। Gap দিয়ে হোক বা না হোক।

**অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস** (নির্বাহী সদস্য, সুজন) : অর্থাৎ দুই termই fixed and final. ভাষার ব্যাপারে ২/১টি প্রস্তাব। আমাদের সংবিধান কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক। যেমন রাষ্ট্রপতি বলেন, এটিকে রাষ্ট্রপ্রধান বলা যায় কিনা? আমাদের সংবিধান কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক, গণপ্রজাতন্ত্রী। এই প্রজা শব্দটি উঠিয়ে দেয়া যায় কিনা ? জনগণতান্ত্রিক বাংলাদেশের সংবিধান। Peoples Republic of Bangladesh, এই বাংলা করার ক্ষেত্রে একটু ভাবা দরকার। আর যে প্রশ্নটি আপনি করেছিলেন যে, এমপি পদের মধুটা কি? এই মধুটা কমাতে হবে। শুরুতেই একটি tax free গাড়ি পাচ্ছে। ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ পাচ্ছে। এমপির কাজ হচ্ছে আইন প্রণয়ন করা। স্থানীয় সরকারের রাস্তাঘাট করার কাজটি এমপি কোনো অবস্থাতেই করতে পারবে না। এটি যদি বন্ধ করতে পারেন। এই মধুটি কমাতে হবে আসলে। আর যে কোনো ক্ষমতার ঝোঁক হচ্ছে স্বৈরাচার হওয়া। সম্পূর্ণ western democracy টিকে আছে এই চোখে চোখে রাখার মধ্য দিয়ে। একটি প্রতিষ্ঠান আরেকটি প্রতিষ্ঠানকে চোখে চোখে রাখে। কাজেই সংবিধানে এমন ব্যবস্থা করতে হবে একটি হলো vertical accountability, আরেকটি horizontal accountability. Parliamentary Standing Committee, Judiciary এবং মিডিয়ার কাছে সরকারকে জবাবদিহি করতে হবে। সারাক্ষণ একটি accountability-এর structure তৈরি করতে না পারলে এটি কিন্তু ব্যর্থ হবে। কাজেই এটিকেই পাহাড়া দিতে হবে। আর যেটি বললাম, এই সংবিধান খালি বাঙালির, মুসলমানের এবং পুরুষের। এখান থেকে বেরিয়ে একটি বহুত্ববাদী সংবিধান করেন। বাংলাদেশ শুধু বাঙালির নাম, এটি বহু জাতির, বহু ধর্মের, বহু ভাষার, বহু সংস্কৃতির রাষ্ট্র। এই যে polarism, that is the beauty of democracy. এর reflection কিন্তু আমাদের সংবিধানে নেই। এটি থাকতে হবে। বলা হচ্ছে, সবচেয়ে ক্ষুদ্র, সংখ্যায় কম, সবচেয়ে সভ্য রাষ্ট্র হচ্ছে তারা যারা এটিকে recognize করে। যদি recognize না করা যায়, অন্তত যেন respect করা হয়। যদি respect না করা যায়, অন্তত যেন tolerate করেন। আমরা কিন্তু tolerate করি না। অন্য ধর্মকেও না, অন্য জাতিকেও না। নারী পুরুষের বাইরে যে হিজড়া আছে তাদেরকেও না। এই বহুত্ববাদের reflection এই সংবিধানে নেই। এটি থাকা দরকার। একটি monotheistic/monolithic রাষ্ট্রের ঝোঁক কিন্তু আমাদের সংবিধানে রয়ে গেছে। আর ক্ষমতাকে কীভাবে পাহারা দেওয়া যায়, চোখে চোখে রাখা যায়। নাহলে এর ঝোঁকই হচ্ছে স্বৈরাচারী হয়ে যাওয়া। সমস্ত political philosopherদের চিন্তাই ছিল কীভাবে এটিকে আটকে রাখা যায়। কনটেন করা যায়, সেটি একটু ভাববেন।

ধনাবাদ।

**জনাব ফিরোজ আহমেদ** (কমিশন সদস্য): আমি ছোট দুটি প্রশ্ন করতে চাই, সকলেই উত্তর দিতে পারেন। একটি বিষয় যেটি গত কয়েকদিনের আলোচনায় বার বার এসেছে যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা অন্তর্বর্তী সরকারের বিধানটি আমাদের সংবিধানে আবারও ফেরত আনার বিষয়ে অনেকেই বলেছেন। এটিতে দুইটি প্রশ্ন আসে, একটি হচ্ছে যে, এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা অন্তর্বর্তী সরকার কি আগের মত হবে নাকি পরিবর্তন আসবে। দ্বিতীয়ত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পুরোনো একটি প্রশ্ন এখানে এসেছে যে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো নির্বাচন কমিশন বা বিচার বিভাগ কিংবা দুর্নীতি দমন কমিশন এগুলো যদি শক্তিশালী হয়। অর্থাৎ সর্বস্তরে যদি জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায় সেক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা অন্তর্বর্তী সরকারের আদৌ প্রয়োজন পরে কি না? আরেকটি প্রশ্ন হচ্ছে, যেটি অধ্যাপক সলিমুল্লাহ খান বলেছেন যে, সংবিধানের প্রথম কাজ হবে যে সরকারের ক্ষমতাকে সীমিত করা। এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে, আমাদের সরকার বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীর যে অবারিত ক্ষমতা সাংবিধানিকভাবেই তৈরি হয়েছিল, অন্য দিকে সরকারকেতো আবার কার্যকরও থাকা দরকার। অনেকগুলো দেশে যেটি ঘটে যে, নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের বাইরেও অনেকগুলো শক্তি থাকে যারা সরকারকে নানাভাবে চাপ তৈরি করার চেষ্টা করে। এ দুটোর ভারসাম্যটা আসলে কীভাবে হতে পারে? আপনারা এখানেও আলোচনাটা করতে পারেন কিংবা পরবর্তীতে আপনাদের যে লিখিত কাগজগুলো থাকবে সেখানেও সেটি আসতে পারে। কিন্তু আমার ধারণা যে, এটি হয়ত চিন্তা করার বেলায় আমাকে গুরুত্বপূর্ণ inside দেবে।

ধন্যবাদ সবাইকে।

**অধ্যাপক সলিমুল্লাহ খান:** আমি একটু এ ব্যাপারে বলতে চাই যে, সরকারের ক্ষমতা সীমিতকরণের বিষয়টি যেন কোনো বাঁধার সৃষ্টি না করে কাজের জন্য। এটির ভালো উদাহরণ হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা। সেখানে যুদ্ধ ঘোষণা করার ক্ষমতা সংসদের হাতে ন্যস্ত থাকলেও রাষ্ট্রপতি সেখানে সবকিছুর ব্যবস্থা নিতে পারেন। এখনই নয়। সেটা হচ্ছে, Federalist Papers-এ Madisonরা আলোচনা করেছেন, তাতে এগুলো আছে। আমরা সেটি কনসাল করতে পারব, এখন সেটি বলছি না। যেমন ধরেন অনেকের মধ্যে ধারণা আছে, প্রচার করতে চায়, যদি আমরা রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার মধ্যে একটি ভারসাম্য আনি, এটি একটি জনপ্রিয় কথা এখন। এতে বোধহয় স্বৈরাচারের অবসান হবে। এটা যদি স্বৈরাচারের উৎস হতো তাহলে আমরা এটি বলতে পারতাম। কিন্তু স্বৈরাচারের উৎস অন্য জায়গায়। সেই জায়গাতে যদি আমরা হাত না দেই, ড. বদিউল আলম মজুমদার একটু করে বলার চেষ্টা করেছেন, এটি হচ্ছে অর্থের ছড়াছড়ি। আসলে আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা যে কতিপয় অলিগার্কিকের ওপর নির্ভর করে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সেটিতে যদি আপনি হাত দিতে না পারেন, তাহলে এটি হবে না। এটিতো ফর্মাল ব্যাপার। আরেকটি ব্যাপার হলো, আমিও কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে

মনে করি যে, আমাদের সংসদের মেয়াদ ৪ বছরের বেশি হওয়ার প্রয়োজন নেই। আমাদের দেশের যে অবস্থা, তাতে ৪ বছর পর পর নির্বাচন হলে প্রধাসনমন্ত্রী যখন দুবার হবে তাহলে ৮ বছর হবে। যদি আপনি ৫ বছর রেখে দুবার করেন তাহলে এটি ১০ বছর হবে। এটি হলো সীমিতকরণের একটি ধরন। কিন্তু ক্লাসিকেলি ইউরোপে সরকারের ক্ষমতাকে সীমিতকরণের যে দুটো বিধান রেখেছে একটি হলো মৌলিক অধিকারে হাত দিতে পারবে না সরকার। এই যে আমাদের দেশে নিরন্তর special power act, RAB গঠন থেকে শুরু করে উরমরঃধষ ঝবপঁৎরঃু অপঃ হয়েছে, এগুলোতো Blood and flagration of constitutional right. সে ব্যাপারে আমরা কী ব্যবস্থা নিতে পারি যদি implementation না হয়। আমিতো বললাম, প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা থাকা সত্ত্বেও সুপ্রিম কোর্টে কী করে ইংরেজি চলে? এটিতো সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক। কিন্তু কেউ তো কিছু বলছে না। অথবা আপনারা যারা এখানে কয়েকজন lawyer আছেন দেখতে পাচ্ছি, বিচারকদেরকে যে 'my lord, my lord' বলা হয়, এটিতো সম্পূর্ণ Republican constitutional বিরোধী। my lord বললে তারাও আনন্দ পান, আমরাও বলে বলে কাজ আদায় করি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্কৃতি এগুলো, হয়ত এ থেকে আকাশ পাতাল পরিবর্তন হবে না। আরেকটি হলো আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে যদি আমরা ঠিক না করি গণতন্ত্রে আমরা যেতে পারব না। আমি সেই কথায় না গিয়ে বলছি, তিনটি যে বিভাগ সরকারের তাদের পরস্পরের মধ্যে যে ব্যালেন্স করা, যেমন এখন সবাই সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের কথা বলছেন, বিচারপতিদের অভিশংসন কী করে হবে, সেটি যদি পার্লামেন্টে আসে, তাহলে লোকে মনে করে যে পার্লামেন্টের ক্ষমতা বেড়ে গেল। একইভাবে জুডিশিয়ালের কাছে কিন্তু ক্ষমতা আছে, সংবিধানে কোনো সংশোধনও যদি করে, এটি যদি basic structure-এর সাথে অসংঘাতিপূর্ণ হয়, তাহলে এটিকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করার ক্ষমতা জুডিশিয়ারির হাতে এখনও আছে। সেদিক থেকে পরস্পর পরস্পরকে ব্যালেন্স করছে। মাঝখানে executive. আমাদের সংবিধানে আপনারা লক্ষ্য করেছেন, সংবিধানে নির্বাহী বিভাগ দিয়ে শুরু করেছে। কেন? আপনি কি মনে করেন এটি দুর্ঘটনা? এটি দুর্ঘটনা না। আমাদের এটি সংস্কার করতে হবে যে symbolically আইনসভার অধিকার হবে সবার চেয়ে বেশি। তারপর আইনসভার দ্বারাই নিয়োজিত বা অনুমোদিত না হলে কেউতো প্রধানমন্ত্রী হয় না। তারপর জুডিশিয়ারিকেও সেইভাবে আইনসভার কর্তৃত্বে আনতে হবে। আবার আইনসভা এবং প্রেসিডেন্টও যদি সংবিধান বিরোধী কোনো পদক্ষেপ নেন, সেটি বলবার ক্ষমতা জুডিশিয়ারির হাতে থাকবে। এটি classic ব্যবস্থা। আমরা ব্রিটিশ সংবিধান বা ব্রিটিশ কাস্টম থেকে পেয়েছি। সেটি প্রত্যাখ্যান করার কোনো কারণ নেই। যেখানে মূল ঘটনা হচ্ছে কোনো রকমের মৌলিক অধিকারকেই রাষ্ট্রের কোনো ব্রাঞ্চই সম্মান করছে না। জুডিশিয়ারিও করছে না। যেমন আমি বললাম, আমার মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের অধিকার আছে। এটি মৌলিক অধিকার কি না এটি পরিষ্কার নেই। আমরা বলি যে শিক্ষা হবে সবার অধিকার। কতটুকু শিক্ষা মৌলিক অধিকার ? class 5 পর্যন্ত, class 4 পর্যন্ত, ব্রাক এর স্টাইলে। কতটুকু ? এটি কিন্তু define করেনি, জাতিসংঘও define করেনি। প্রত্যেক বিষয়ে সংবিধানে define করতে হবে। এজন্য বলছি যে, আমরা কতগুলো red, herring false issueকে নিয়ে আলোচনা করছি। তারপর শেষ কথাই বলি। এককক্ষ, দ্বিকক্ষের কথাই বলি। পেশাভিত্তিক হলে হাজার সমস্যা হবে। কোন পেশা স্বীকৃতি পাবে, কোন পেশা স্বীকৃতি পাবে না। কিন্তু আমাদের দেশতো খুব ছোট দেশ নয়। জনগণের হিসাব করলে প্রায় ১৮ কোটি, ২০ কোটি লোকের দেশ। আমাদের ৬৪টি জেলা আছে। classic form-এ যদি দ্বিতীয় একটি পার্লামেন্ট করতেই চান, দ্বিতীয় কক্ষ, এটি জেলাভিত্তিক করলে অসুবিধা কী? এক জেলা থেকে দুজন করে সদস্য নেবেন। তাহলে বড় জেলা, ছোট জেলার কোনে পার্থক্য থাকবে না। ধরেন ৬৪ জেলায় ১২৮ জন সদস্য নিয়ে উচ্চ কক্ষ হবে। সেটি কারা হবে? আমেরিকার মত এটির নাম 'senate'ও দিতে পারেন। আমি এটি নিয়ে কোনোরকম আর্গুমেন্টও করছি না। এটির possibility আমি বলছি। এই পেশাভিত্তিক,আনুপাতিক এ সমস্ত যদি হিসাব নিতে চান, আরও ১০টি সমস্যা দেখা দেবে। সেজন্য একটি simple সমাধান হচ্ছে দ্বিকক্ষ করতে চাইলে direct election- এ প্রথম কক্ষ হবে। এই যে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন ১০০ ইত্যাদি বলা, এগুলো আরও বহু সমস্যার জন্ম দেবে। সেজন্য আমার মনে হয় এ বিষয়ে আমাদের পৃথক অধিবেশনে বসা দরকার।

ধন্যবাদ।

**জনাব দিলীপ কুমার সরকার** (কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী, সুজন): আমি তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কে বলতে চাচ্ছি। আমরা প্রেক্ষাপটটি সকলেই জানি যে নির্বাচনের সময় দলীয় সরকার যদি থাকে তবে সে নির্বাচনকে প্রভাবিত করে। প্রভাবিত করার মূল বিষয়টি হচ্ছে আমাদের দেশে জনপ্রশাসন বলি, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, বিচার বিভাগ, দুর্নীতি দমন কমিশন যেটিই বলি না কেন সবখানে দলীয়করণে প্রভাব। সেক্ষেত্রে আমরা মনে করি যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিষয়টি কতদিন থাকবে সেটি না বলে এটি সংবিধানে include করাই উচিত। যদি আমরা দেখি যে অন্যান্য সংস্কার কমিশনগুলোও কাজ করছে, আমরা যদি দেখি যে আমরা সত্যি সত্যি জনপ্রশাসনকে দলীয়করণ মুক্ত করতে পেরেছি, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারীবাহিনীসহ অন্যান্য যে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান সবগুলোকে আমরা দলীয়করণ মুক্ত করতে পেরেছি, তাদেরকে রাষ্ট্রের কাছে দায়বদ্ধ করতে পেরেছি, এরকম অবস্থা যদি কখনও আমাদের মনে

হয় তখন আমরা হয়ত এই তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতি অর্থাৎ যখন এরকম একটি আস্থায় আমরা আসব যে সরকারই ক্ষমতায় থাকুক, বিভিন্ন অর্গানগুলোকে তারা প্রভাবিত করতে পারবে না এবং নির্বাচন কমিশন তখন আইনিভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে নৈতিকতার সঙ্গে, সাহসিকতার সঙ্গে সঠিকভাবে তার role play করতে পারবে, এরকম অবস্থা যদি হয়, প্রয়োজনে তখন বিবেচনায় নিয়ে সংবিধান সংশোধন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার উঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এই মুহূর্তে আমরা চাচ্ছি এটি সংবিধানে সন্নিবেশিত হোক, কোন লিমিট না করে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি স্থায়ী বিধান হিসেবে চাইছি এই কারণে এই structural change যদি political partyগুলো বহুদিন থেকে চর্চা করে তাহলে এটি একটি cultural change-এ রূপান্তরিত হবে। রাস্তায় থুথু ফেলা যাবে না বাংলাদেশে আইন করতে হয়। ইউরোপে আইন করতে হয় না, ওরা কেউ থুথু ফেলে না। কালচারাল চেঞ্জ এই ৩০০ বছরে নিয়ে এসেছে। কাজেই এটি একটি স্থায়ী বিধান যেটি এক সময় গিয়ে কালচারাল চেইঞ্জে রূপান্তরিত হবে। তখন হয়ত লাগবে না। এখন স্থায়ী বিধান চাইছি। আর সংরক্ষিত নারী আসনের কথা বলি, এর স্পিরিডটা ছিল যে নারীরা politics এ পিছিয়ে আছে, তাদের একটি প্রতিনিধিত্ব। কিন্তু এখানে urban, elite, শিক্ষিত, সচ্ছল সেইসব নারীদেরকেই নেওয়া হতো, সুবর্ণা মুস্তফা, আরমা দত্ত। না, এটির মধ্যে intersectionality করতে হবে, যদি আপনি পিছিয়ে পড়াদের আন্তে চান। কেন একজন দলিত নারী নেই, কেন চা বাগানের নারী নেই, কেন আদিবাসী নারী নেই। পিছিয়ে পড়াদের যদি আনতে চান, শুধু ৫০ জন নারী হলে হবে না। intersectionality, প্রান্তিকদের মধ্যে কারা আরও প্রান্তিক, তাদেরকে তুলে আনতে হবে।

ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক সলিমুল্লাহ খান:** আমি একটু যোগ করতে চাচ্ছি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে আলোচনাটা উঠে এসেছে, এক্ষেত্রে আমাদের একটি চিন্তা যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার যখন গঠন করতে যাচ্ছি, এক্ষেত্রে আমাদের নীতিমালাটি খুব strong হওয়া উচিত। পূর্বের মত যে সকল অনৈতিক কাজগুলো যুক্ত হয়েছিল সেগুলো যেন না হয়। ২ নম্বর, সংরক্ষিত আসনের ক্ষেত্রে আমি যুক্ত করব এ বিষয়টি যে, হ্যাঁ, আমাদের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে উঠিয়ে নিয়ে আসা উচিত। পাশাপাশি তাদের যোগ্যতা, তাদের যে capability-এর ব্যাপার আছে, সে দিকটিও যেন উঠে আসে। শুধু পিছিয়ে পড়াদের কারণে আমরা এমন কাউকে নিয়ে আসলাম, আসলে যে যোগ্য নয়। যোগ্যতার বিষয়টি আমি যুক্ত করার প্রস্তাবনা দিচ্ছি কারণ এই গণঅভ্যুত্থানের পেছনের কারণ কিন্তু এ বিষয়টিও ছিল যে যোগ্যতার বাহিরে গিয়ে অনেক কিছু করে ফেলেছি শব্দের মারপ্যাঁচের কারণে। যোগ্যতাটিকে যদি আমরা যুক্ত করি, আমি মনে করি যে আরও justice হবে। শুধু নারীর জন্য নয়, সবার জন্যই যোগ্যতা।

৩ নং বিষয়টি আমি শেষ করছি, হিজড়া সম্প্রদায় নিয়ে অনেক কিছু বলার আছে। আমি শুধু বলব, আমরা রাষ্ট্রীয়ভাবে তৃতীয় লিঙ্গ বলে আমরা অভিহিত করি। আসলে তৃতীয় লিঙ্গটিই হলো আরও বেশি কোণঠাসা, আরও বেশি পিছিয়ে দেওয়ার কারণ। তাদেরকে আমাদের মূল যে লিঙ্গ আছে নারী, পুরুষ সেই দুই লিঙ্গের মধ্যে নিয়ে আসা। তাদেরকে সরকারিভাবে অপারেশন বা চিকিৎসার ব্যবস্থা করে আমাদের মূল সমাজে অন্তর্ভুক্ত করা হোক। তৃতীয় লিঙ্গ বলা মানেই তাদেরকে আরেকটি ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমি এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। ধন্যবাদ।

**মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুম** (Centre for Ethical Research & Thoughts-CERT): বাংলাদেশ সরকারের যে গেজেট, সেখানে তৃতীয় লিঙ্গ শব্দটি নেই। হিজড়াকেই লিঙ্গ ধরেছে। নারী, পুরুষ এবং হিজড়া। তৃতীয় লিঙ্গ শব্দটি বাংলাদেশ সরকারের গেজেট নেই। এটি commonly সবাই বলছে। হিজড়াকেই লিঙ্গ ধরেছে। just এটুকু কারেকশন দিচ্ছি আমি।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

আমাদের সময়ের স্বল্পতার কারণে আপনাদের অনুমতি নিয়ে আমরা অধিবেশনটি এখানেই শেষ করছি।

**অধ্যাপক সলিমুল্লাহ খান:** একটি বক্তব্যে আমি নোট দিচ্ছি। Note of descent. আমার বন্ধু রুবায়াত ফেরদৌস বলেছেন, প্রজা শব্দটি একপক্ষীয়। এটি হচ্ছে বাংলা ভাষা সম্পর্কে একটি misunderstanding. প্রজা শব্দের অর্থ subject to be law, not subject to a king. এমন কি আনু মুহাম্মদ সাহেবকেও আমি প্রবন্ধ লিখতে দেখেছি যে, আমরা কার প্রজা। আমাদের তো রাজা নেই। কিন্তু It is a misunderstanding. প্রজা হচ্ছে subject to the supreme law. Constitution আমি মেনে চলি, এজন্যই প্রজা। কোনো ব্যক্তির প্রজা নই আমি। আগে রাজার আমলে প্রজা বলা হতো, এটিতো Continuation. এই যে আমরা অনেকেই সভা প্রধান বলছি, সভাপতি বলছি না। এগুলো হচ্ছে নবযুগের সচেতনতা। একইসাথে অনেকেই ভাষা না বোঝার কারণে betray করছে। এরকম অনেক শব্দ আছে। যেমন পুরুষ, আমি চৌদ্দ পুরুষক্রমে বলছি। আমাদের সমস্ত ভাষাই কিন্তু gender based. যেমন: Men বলতে Human being-ও বোঝায়। mankind যখন বলি। আবার Men বলতে female. একটি শব্দ যে একাধিক অর্থ বহন করতে পারে, এটি ভাষার প্রাথমিক law. Law of metaphor and law of metonymy. এটি না বুঝার ফলে আমাদের অনেক পন্ডিত কিন্তু অনেক কথাবার্তা

বলেন যেগুলো আমার জন্য বেদনাদায়ক হয়ে দাঁড়ায়। এতে কোনো অসুবিধা নেই। প্রজাতন্ত্র কথাটির অর্থ হচ্ছে people republic রিপাবলিক। Republic মানে কী? Respublica-এর অনুবাদ। It is public which is translated in as Ôপ্রজা'। এটি লেটিন শব্দ, Respublica, জনগণের মাল। জনগণ বলতে যদি আমরা প্রজা বুঝি, এটি কোনো রকমের অপমান বুঝায় না। কারণ এটি বুঝায় obedience of the law. সেই অর্থে The king is not above the law. রাজতন্ত্রের বেলায়তে The King is above the law. ঐ অর্থে রাজাও একজন প্রজা। আমার ঘর খানায় কে বিরাজ করে। এই রাজা বিরাজ করে- who ever exists being অর্থে। এর প্রমাণ হচ্ছে এসপারান্ত ভাষায় চেষ্টা করা হয়েছিল, সেটি ব্যর্থ হয়েছে। এরকম ভাষা হয় না। ভাষা স্বাভাবিক।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): আমি বুঝতে পারছি যে, এ নিয়ে আমরা আরও ব্যাপক আলাপ আলোচনায় যুক্ত হতে পারি। Accademic and public policy দুই অর্থেই। শেষ পর্যন্ত ঘড়ি আমাদেরকে তাড়া দেয়। সকলকে আবার ধন্যবাদ। আপনাদের অনুমতি নিয়ে অধিবেশনটি এখানেই শেষ করছি।

ধন্যবাদ।

# অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভা

## অষ্টম সেশনের কার্যবাহ

তারিখ : ১৩ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ
সময় :দুপুর ১২.০০ থেকে ২.৩০ টা পর্যন্ত

**উপস্থিত কমিশন সদস্যদের তালিকাঃ**

১। অধ্যাপক আলী রীয়াজ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও লেখক, — কমিশন প্রধান

২। অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, — সদস্য

৩। ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক, বার-এট-ল — সদস্য

৪। ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী, বার-এট-ল — সদস্য

৫। জনাব ফিরোজ আহমেদ, লেখক — সদস্য

**অংশীজনদের তালিকা**

১। জনাব মতিউর রহমান

**কার্যবাহ প্রস্তুতকারকঃ**

১। মোঃ আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

২। মোঃ আল-আমিন, সহকারী পরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

**সম্পাদনায়ঃ**

ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

## অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠানের কার্যবাহ

## কমিশন প্রধান অধ্যাপক আলী রীয়াজ-এর সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): সবাইকে ধন্যবাদ।

উপস্থিত সুধীবৃন্দ, সংবিধান সংস্কারের লক্ষ্যে মতামত ও প্রস্তাব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অংশীজনদের সঙ্গে কমিশনের এই আলোচনায় উপস্থিত হওয়ার জন্য কমিশনের পক্ষ থেকে আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আপনি জানেন যে সংবিধান সংস্কারের বিষয়ে সুপারিশের জন্য অন্তর্বর্তী সরকার স্বল্প সময় নির্ধারণ করে দিয়েছে। সে কারণে আপনাকে অত্যন্ত কম সময় দিয়েই আমন্ত্রণ জানাতে হয়েছে। আপনি তাতে সাড়া দেওয়ায় আমরা কৃতজ্ঞ।

আমরা অংশীজনদের সাথে এই আলোচনা ছোট ছোট আকারে রেখেছি যাতে করে সকলের মন্তব্য ও বক্তব্য আমরা শুনতে পারি ও আলোচনা করতে পারি। আমরা এখানে উপস্থিত হতে পেরেছি গত ১৬ বছরে, বিশেষত জুলাই-আগস্ট এর ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানে হাজার হাজার মানুষের আত্মদানের কারণে। আজকের এই অধিবেশন শুরু করার  আগে সেইসব শহিদদের শ্রদ্ধা জানাই এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করি। এখন কমিশনের উপস্থিত সদস্যগণ তাঁদের পরিচয় প্রদান করবেন।

**(অতঃপর কমিশনের সদস্যগণ নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন )**

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ। আমরা অনুমান করতে পারি যে, সিভিল সোসাইটির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হিসেবে আপনার অনেক কথা বলার আছে, অনেক প্রস্তাব আছে। সময়ের স্বল্পতার কারণে আপনার প্রতি আমাদের অনুরোধ, ১৫ থেকে ২০ মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্যের সারাংশ তুলে ধরলে সকলের মতামত শোনার সুযোগ হবে। আপনার বিস্তারিত মতামত ও প্রস্তাব লিখিত আকারে আজকে আমাদের কাছে দিতে পারেন অথবা আগামী ২০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন।

**জনাব মতিউর রহমান** (প্রথম আলো): কমিশন প্রধান অধ্যাপক আলী রীয়াজসহ সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ।

আমি সংবিধান নিয়ে খুব বড় কিছু বলতে পারব, তা না। আমি আপনাদেরকে কিছু পয়েন্ট বলব। কালকের মধ্যে লিখিতটা পৌছে দিব। বড় আলোচনা হলো, সংবিধান পুনর্লিখন বা সংশোধন। সে সব বিষয়ে না গিয়ে অবশ্যই সংশোধন দরকার। অবশ্যই কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুনর্লিখন প্রয়োজন। যত কথা বাজারে আলোচনা হচ্ছে, তাতে কিন্তু বাদ দেওয়ার প্রশ্নটি একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। কিন্তু সময়ের স্বল্পতা, প্রয়োজন ইত্যাদি মিলিয়ে আপনারাই এটি ঠিক করবেন। আমার মনে হয় যে, পুনর্লিখন যে অর্থে বুঝি যে নতুন করে লেখা এদিকে থাকলেই মনে হয় ভালো হয়। তাতে সংশোধনও করতে হয় আবার পুনর্লিখনও করতে হয়।

মূল কথা আমরা গণতন্ত্র চাই, একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চাই। সেজন্য একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান চাই। যাতে করে দেশের সকল শ্রেণি পেশার মানুষের অধিকার রক্ষা হয়। এটি না থাকলে আর কোনো কিছুই কোনো কাজে দেয় না। এই যে বইটা, এত বড়, এতসব বিষয় আছে এখানে রাষ্ট্র, সরকার পরিচালনার বিষয় অনেকগুলো ব্যাপার আছে। আমার মনে হয় যে, এখানে না থাকলেও চলে। Comptroller and Auditor General (CAG)-এর কাজ, কর্ম কমিশনের কাজ-এ ধরনের অনেকগুলো বিষয় আছে, যেগুলো অনেক বেশি চলে এসেছে। আমার ধারণা হয় যারা ছিলেন বিগতকালে তারা শাসন ব্যবস্থাটিকে পাকাপোক্তভাবে নিজেদের হাতে নেওয়ার জন্য সংবিধানের মধ্যে যতকিছু সম্ভব সবকিছু ঢুকিয়ে নিয়েছে, যুক্ত করেছে যাতে করে তাদের নিয়ন্ত্রণ থাকে। গণতান্ত্রিক সংবিধানের মৌলিক ভিত্তিই হবে জনগণের স্বাধীন ও সার্বভৌম সত্ত্বার বিকাশ উপযোগী কিছু সাধারণ নীতি নির্ধারণ করা। এগুলোর ওপর দাঁড়াবে বিধি-বিধান, আইন-কানুন এবং রাষ্ট্র পরিচালিত হবে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ৩টি অঙ্গ। আমরা জানি যে, আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগের মধ্যে একটি ক্ষমতার ভারসাম্য তৈরি করা দরকার। কিন্তু আমরা দেখলাম বিগত বছরগুলোতে যিনি আইন বিভাগ অর্থাৎ সংসদের নেতা তিনিই নির্বাহী বিভাগের প্রধান বা প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি এরকম দ্বৈত শাসন থাকায় সরকারের ভেতর থেকে নানা প্রভাব বিস্তার করে। বিচার বিভাগের ওপরও তাঁর প্রভাব পরিপূর্ণভাবে অক্ষত্ন রাখেন। তার অর্থ প্রধানমন্ত্রী যিনি ছিলেন বা এখনও সংবিধানে যেভাবে লিখিত আছে এটি একটি ভয়ঙ্কর ক্ষমতার অধিকারী। একজনের হাতে এত ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া, এটি রেখে কোনভাবেই গণতন্ত্রের শাসন, বিধি বা সংবিধান হতে পারে না। আমরা দেখলাম যে, বিগত বছরগুলোতে বিচার বিভাগ কার্যত নির্বাহী বিভাগের ইচ্ছা পূরণের হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল। প্রকৃতপক্ষেই বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রয়োজন। নিম্ন আদালত থেকে শুরু করে উচ্চ আদালত পর্যন্ত। সবক্ষেত্রেই বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করতে হবে। সেটি হয়ত বিশেষ আলোচনার বিষয়। আমি আশা করি, বিশ্বাস করি, বর্তমান অন্তবর্তী সরকার সেটি করবেন। করার দিকেই তাঁদের লক্ষ্য। এখানে কিছু কিছু মামলা মোকদ্দমা সুপ্রীম কোর্টে, হাইকোর্টে এখন আছে। সেগুলোর রায়ের ওপর অনেক কিছুই নির্ভর করবে। তারপর আমি মনে করি যে, এই জায়গাগুলোতে আপনারা নিশ্চয় বিবেচনা করবেন।

সংসদকে সীমাহীন ক্ষমতা দেওয়া আছে। একটি বিষয় ভাবা যায় কি না যে, সংবিধানে এমন নিশ্চয়তা দেওয়া যায় কি না যাতে নাগরিকের মৌলিক অধিকার হরণ করে বা সীমিত করে কোনো সংশোধনী বা কোনো আইন করা যাবে না। মার্কিন সংবিধান, ঐতিহাসিক বিষয়গুলো বললে একটু বেশি শুনায়। তারপরও এভাবে কিছু একটা করে এটিকে রক্ষা করা না যায় তাহলেতো আবারও যিনি সরকারে আসবেন তিনি চাইলে এগুলোকে উল্টে দিতে পারেন। আমরা দেখলাম বিগত সরকারের আমলে এবং এর আগেও সবাই মিলেমিশে নির্বাচন ব্যবস্থাটিকে ধ্বংস করে দেওয়া হলো। এখন সংবিধানের মধ্যে এমন কোনো পরিবর্তন আনা যায় কি না যে সুষ্ঠু নির্বাচন বিষয়টি নিশ্চিত করা যাবে।

আর এটি বহুদিন ধরে আলোচিত যে, অনুচ্ছেদ ৭০ । এ ব্যাপারে আমার মনে হয়, জাতীয় ঐকমত্য না হলেও একটি জাতীয় সমঝোতার মত পরিবেশ আছে, যদিও বর্তমান একটি বৃহত্তম দলের অবস্থানটি আমার ঠিক মনে পড়ছে না, তাদের অবস্থানটা কী? এটিও একটি বিশেষ দাবি ছিল, আছে। অনুচ্ছেদ ৭০ বাদ দেওয়া বা এটিকে সংশোধন করা যাতে সংসদ-সদস্যগণ স্বাধীনভাবে তাঁদের ভোট দিতে পারেন। সে অধিকারটি দেওয়া উচিত।

আর ক্ষমতাসীন হওয়ার পর রাজনৈতিক দলগুলো যেভাবে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করেন, যেভাবে রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক সংকট তৈরি করে এবং যেভাবে তারা স্বেচ্ছাচারী, অত্যাচারী ব্যবস্থা নিয়ে আসে- এ ধরনের অবস্থা চলতে থাকলে জনগণ বা আমরা কী করব? আমাদের কী করার থাকে। কিছু করার না থাকলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার এই ৫৩ বছরে ১০ বছর অন্তর অন্তর হয় সামরিক অভ্যুত্থান বা গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন করতে হয় রাস্তায়। অন্য কোন ব্যবস্থায় এটি করা যায় না। এটি নিয়ে আপনারা ভাববেন। একটি মধ্যবর্তী নির্বাচনের বিষয়েও এখানে ভাবা যেতে পারে কি না? কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ দল তো সেটিতে সম্মতি দিবে না। এরকম কোনো একটি অনুচ্ছেদ সংযুক্ত করা বা কী ভাবা যায়? আমি আরেকটু ভেবে যদি কিছু বলার থাকে তাহলে বলব। মধ্যবর্তী নির্বাচনের সুযোগ/সম্ভাবনাটি উল্লেখ করতে চাই। আর সংবিধানে একাধারে ধর্মনিরপেক্ষতা, রাষ্ট্রধর্ম উভয়ই সন্নিবেশিত আছে। এই অসংগতিপূর্ণ সহাবস্থানকে সঙ্গতিপূর্ণ কীভাবে করা যায়? এখানে আমার কোনো মতামত নেই। তবে বিষয়টি নিয়ে আপনারা ভাববেন এবং এটি নিয়ে কথা বলবেন। যদিও বিগত সময়ের চেয়ে বিষয়টি হয়ত এখন নানামত, নানা চিন্তা আছে। এ কাজটা খুব কঠিন হবে। তারপরও আমার মনে হয় যে, কোনো না কোনো ভাবে এটিকে বিবেচনায় নিয়ে কথা বলে, একটি সঙ্গতিপূর্ণ জায়গায় যাওয়া দরকার।

ক্ষুদ্র জাতিসত্তা। বিগত ৬০-৭০ বছর ধরে লড়াই-সংগ্রাম চলছে। আমাদের সংবাদপত্রে সবসময় আমরা এটি নিয়ে লিখতাম। যে শব্দগুলো লিখতাম, সেটি আমরাতো লিখতে পারি না। শেষ পর্যন্ত ক্ষুদ্র জাতিসত্তা লিখতে হয়, আরও অন্যান্য শব্দ দিয়ে দিতে হয়। দেশের শসস্ত্র বাহিনী বা সেনাবাহিনী এ বিষয়ে এতই স্পর্শকাতর যে সত্যি কথাটা বলা যায় না। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত যে শব্দ, বাক্য ব্যবহার করা হয় সেটিতে এখানে কী করবেন, কিছু পরিস্কার অবস্থান নেওয়া দরকার। এরাতো ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী এবং নিপীড়িত এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি হয়ে যাওয়ার পরতো ২৫-২৬ বছর হয়ে গেল। এটি একটি বিষয়।

আর আমি একটু আগে যেটি বললাম সংবিধানে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠা এবং এগুলোর দায়িত্ব ও মেয়াদ। আরও অনেক কিছু আছে। আমার মনে হয় যে, এগুলো সংবিধানে রাখার বা উল্লেখ করার বিষয় না। এ অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলোকে বাদ দেওয়াই ভালো হবে।

বহুল আলোচিত বিষয়, এ নিয়ে সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগে মনে হয় রায় হয়েই যাবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ফেরত আনার পক্ষেই আমার মত। এটি দরকার। অন্য কোনো বিকল্প পথ বা রাস্তা হয়নি বা অদূর ভবিষ্যতে হবে বলেও আমার মনে হয় না।

আরেকটি কথা খুব আলোচিত বিষয়, আনুপাতিক হারে আসন ব্যবস্থা। দ্বিধার মধ্যে আছি। এখন দুটো মতই খুব আলোচনার মধ্যে আছে। আবার এটিও ঠিক যে, আনুপাতিক হারে ভোটের বিষয়টি আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে কতটুকু বোধগম্য। কারণ ৭০ বছর বা তারও বেশি সময় ধরে আমরা একটি ব্যবস্থার মধ্যে অভ্যস্ত হয়ে গেছি, পরিবর্তন করা সম্ভব কি না? তারপরও আমার মনে হয় যে, আনুপাতিক হারে আসন ব্যবস্থার দিকেই আমার মত যায়। খুব জোড়ালো বলতে পারছি না। কারণ এটি দেখি যে, যে দল জিতবে, মেজরিটি হয়ে যাবে সেইতো সব নিয়ে নিচ্ছে, নিয়ে যাবে। আবার অনেকেই বলে যে, আনুপাতিক হারেও তো স্বৈরতন্ত্রের সুযোগ থাকে। এসব বিষয়ে কিঞ্চিত দ্বিধার মধ্যেও বলব যে, আমার মত আনুপাতিক হারের দিকেই যায়।

একই সঙ্গে দ্বিকক্ষ সংসদের বিষয়টিও বেশ আলোচনার মধ্যে। যুক্তি থাকলেও আমি বলব যে, এত বড় বড় পরিবর্তন করার জন্য আমরা ঠিক জায়গায় আছি কি না? সে চিন্তা থেকে দ্বিকক্ষ বিষয়টি অনেক ভাবনা-চিন্তার পরও আমার মনে হয় যে, আপাততঃ এর মধ্যে না যাই। কারণ ভারত এত বড় একটি রাষ্ট্র, এত ভাষা, এত জাতি, এত রকম সংস্কৃতি, অনেক দিন হয়ে আসছে একটি ব্যবস্থা। আর এখানে ৩০০ জন, তার সাথে ৫০ জন, তার সাথে যদি আরও ১০০ জন হয় তাহলেতো সংখ্যা, প্রভাবশালী, শক্তিশালী হয়, সংখ্যা আরও বেড়ে যায়,

সেদিকে একটি ভয় লাগে। আমার মনে হয় এর পক্ষে অনেক যুক্তি থাকলেও এ ব্যাপারে আমি মত দেওয়া থেকে বিরত বা বিরুদ্ধেই বলছি।

একটি বিষয় খুব আলোচিত প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ভারসাম্য। এটি খুব জরুরি বিষয়, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় একটি ভারসাম্য ব্যবস্থা থাকা উচিত। কিন্তু মুশকিল হলো আমাদের সংবিধানের ভিত্তিতে যারা বড় দল বা বিজয়ী দল হবে তারাইতো রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করবে। সেখানে এই ভারসাম্যের জায়গাটা কতটা কার্যকর হবে। সবচেয়ে ভালো সুযোগ ছিল ১৯৯৬ থেকে ২০০৭ সাল। যখন রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ প্রেসিডেন্ট ছিলেন। দলীয় হলেও তাঁর একটি স্বাধীন অবস্থান ছিল। তাঁর হাতে যদি ক্ষমতা থাকত, তাহলে তিনি নিশ্চিতভাবে কিছু অধিকার রক্ষা, কিছু ভালো কাজ করার চেষ্টা করতেন। এখন দলীয় সরকার, মেজরিটি সরকার এবং যে সরকারের পক্ষ হতেই রাষ্ট্রপতি হবেন তিনিতো সরকারের কথাই শুনবেন, দলের কথাই শুনবেন। এই জটিলতা থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রপতির হাতে কিছু ক্ষমতা দেওয়া প্রয়োজন। এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রাষ্ট্রপতি সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক। এখন রাষ্ট্রপতির হাতে কি সশস্ত্র বাহিনীর দায়িত্ব দেওয়া যায় কি না? যদি সর্বাধিনায়ক তিনি হন, তাহলে তাঁর হাতে এই দায়িত্বটা থাকবে না কেন? কেন তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর কথা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিয়ে বাবস্থা নিতে হবে। এ ব্যাপারটি ভাবা যায়। আমি বলব যে, প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য, কিছু দায়িত্ব, কর্তব্য ও কাজ রাষ্ট্রপতির হাতে থাকা দরকার। তা না হলে সেই আবার প্রধানমন্ত্রীর হাতে সকল শক্তি, ক্ষমতা আগের সরকারগুলো যেভাবে সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করেছে, অন্যান্য শৃঙ্খলা বাহিনীকে ব্যবহার করেছে, বিশেষ করে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে ব্যবহার করেছে, সেখানে একটি দেয়াল তৈরি করা দরকার। যাতে করে সরকার প্রধান বা প্রধানমন্ত্রী তাঁর মতো করে, ইচ্ছামতো করে এই সমগ্র সশস্ত্রবাহিনী বলেন, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বলেন, তাদেরকে পুরোপুরিভাবে ব্যবহার করতে না পারে। এখানে একটি check and balance যদি করা যায়, এটি একটি বিষয়, আমার মনে হয়।

আরেকটি বিষয় আলোচিত সরকারের মেয়াদ। ৫ বছর খুব লম্বা। আমি খুব জোড়ালোভাবে বলব ৪ বছর। কেউ কেউ বলেন যে, কিছু করতে গেলে, পরিবর্তন করতে গেলে ৫ বছর দরকার। কিন্তু ৫ বছর থাকতে গিয়ে, এত লম্বা সময়, মানুষের কাছে এক পর্যায়ে বিরক্তি লেগে যায়। সেখানে যদি ৪ বছর করা হয়, একটি সহনশীল সময়, সরকারও সময় পেল, জনগণও দেখল, ৪ বছর পর আবার নির্বাচন। আমি ৪ বছরের নির্বাচন ব্যবস্থা বা সরকার পরিবর্তন ব্যবস্থা রাখার পক্ষেই বলব।

সবশেষে সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন, অন্য কোনো আইনের সাথে এটি তুলনীয় নয়। সেজন্য একটি দার্শনিক রাজনৈতিক ভিত্তি দরকার। একটি ছিল, আছে। আবার নতুন করে ২০২৪ সালের গণআন্দোলন, গণঅভ্যুত্থান বা পরিবর্তন, যে সমস্ত শক্তির যুক্ততার মধ্য দিয়ে এটি হয়েছে মানুষের যে আশা আকাঙ্খা, সেখানে কিছুটা নতুন করে ভাবার সুযোগ আছে। রাজনৈতিক, দার্শনিক ভিত্তিটা। যদিও সম্পাদক পরিষদের সাথে, ছাত্র নেতাদের সাথে প্রথম দীর্ঘ বৈঠকে তারা বলেছিলেন যে, আমরা ৭১ এর ভিত্তিকে রেখে, ২৪ এর গণঅভ্যুত্থানের যে আশা-আকাঙ্ক্ষা এটিকে রেখে আমরা দেখে ভবিষ্যত সংবিধানের বিষয়গুলো আমি ভাবতে চাই। অনেকটা না বুঝেই আমার এদিকে মত যায়। ৭১ এর ভিত্তিটা রেখে। মুক্তিসংগ্রাম বা মানুষের অংশগ্রহণ এবং পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা সেটি রেখে আমাদের বিগত ৫০ বছরের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে গণঅভ্যুত্থান, ছাত্র-জনতার অংশগ্রহণ, পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা এর মধ্যে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ধারাবাহিকতা এবং ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান থেকে একটি রাজনৈতিক দার্শনিক ভিত্তি অর্থাৎ রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অঙ্গীকার। এটি অভিহিত করেন। আমাকে বললে আমিও এটি খুব বলতে পারব না। কিন্তু এরকম একটি ভিত্তি, আমি একটু আগে বললাম যে, রাষ্ট্রধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষতার অসঙ্গতির যে একটি সমস্যা আছে। সেজন্য রাষ্ট্রীয় সংবিধান, প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন, রাজনৈতিক দার্শনিক ভিত্তি, আপনারা ভাবেন। আমাদের দিক থেকে কিছু বলার থাকলে আমরাও বলার চেষ্টা করব। আমার বক্তব্যগুলো আমি বললাম। আমি এগুলো গুছিয়ে আগামী কালকের মধ্যে আপনাদের কাছে দিয়ে দেব।

সময় দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ, জনাব মতিউর রহমান। একটু ব্যাখ্যার জন্য একটি ছোট প্রশ্ন। আপনি বলেছেন যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার কথা। এটি অতীতে যেমন ছিল তার থেকে কি পরিবর্তন প্রয়োজন। সংশোধন, নাকি যা ছিল সেই কাঠামো রেখেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার পুনরায় সংযুক্ত করা যায় সংবিধানে।

**জনাব মতিউর রহমান** (প্রথম আলো): কাঠামোগতভাবেতো ১৯৯৬ সালে ভালই কার্যকর ছিল। ২০০১ সালেও কিছু কিছু সমস্যা ছিল, এখন ভাবলেতো মনেই নয়। তারপরওতো কার্যকর ছিল। যেটি কার্যকর ছিল, যেটি হয়ে গিয়েছিল, যেটি আমরা মেনেই নিয়েছিলাম, সেটিইতো থাকতে পারে। তখন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল যে সেইসময়, সেই ব্যবস্থাতে সশস্ত্রবাহিনী রাষ্ট্রপতির অধীনে ছিল। যেটি স্বাভাবিক সময়ে কিন্তু রাষ্ট্রপতির অধীনে না। এটি একটি ব্যতিক্রম ব্যবস্থা ছিল। একটি ছিল যে, চলমান জরুরি কাজ ছাড়া তারা অন্য কিছুতে হাত দিবেন না। তাদের মূল কাজ হবে নির্বাচন। এই লক্ষ্যতো ঠিকই ছিল। আবার ছিল যে, সাবেক প্রধান বিচারপতি হবেন।

এখানে এসে ভালো গোলমাল শুরু হয়ে গেল। যদি বিচার ব্যবস্থা ঠিক থাকে, যদি ঠিক হয়, আমরা সবাই মিলে যদি বিচার ব্যবস্থাটিকে স্বাধীন একটি ব্যবস্থা হিসেবে তৈরি করতে পারি, তাহলে সাবেক বিচারপতি প্রধান উপদেষ্টা হবেন সেটি মেনে নিতে বোধহয় আপত্তি হওয়ার কোনো কারণ থাকবে না। এর বাইরে গেলেই সমস্যা। আর সার্চ কমিটি পরে হলেও সেই সরকারের আজ্ঞাবহ সার্চ কমিটি। এ ব্যাপারে নতুন করে খুব একটা ভাবনা নেই। যদি কিছু মনে হয়, আমার লিখিত বক্তব্যে আমি উল্লেখ করব সেটি।

**অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের** (কমিশন সদস্য): একটি supplementary প্রশ্ন। প্রধান বিচারপতিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান করা নিয়ে একটি ডিবেট করেন যে, culture of supersession, কোর্টে যে supersede করে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ, ব্যাপারটি কিন্তু এসেছিল যেহেতু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান immediate past প্রধান বিচারপতি হবেন। আপনি কি মনে করেন, independent judiciary না হলে প্রধান বিচারপতি tainted হবেন, আবার প্রধান বিচারপতিকে রাখলে পরে Caretaker Government will not be complete transparent or independent. যদি আমরা ঐ বিতর্কে যাই। এটি একটি। আরেকটি হচ্ছে, আপনি অনেকগুলো কথা এখানে বলেছেন যে, fundamental principleগুলোকে, judicial independence কে ensure করা, governanceগুলো ঠিকভাবে রাখা, fundamental rightগুলোকে ঠিকভাবে রাখা। আমরা যদি দেখি, আমাদের আইন-কানুন অতটা flop না। আছে কিছু repressive laws. By and large আইনকানুন কিন্তু আছে। আমরা একটি culture, একটি eraতে ঢুকে গেছি, যেখানে Complete disregard for the rule of law. Constitution is the supreme law of the land. সেটিও totally disregarded. এখানে আপনার কাছে কোনো formula আছে কি না, how do we get over this. আমরা যত ভালো কথাই বলি না কেন, যত সিস্টেমই বলি না কেন, the person behind the machine, the person behind the system matters. যে culture of corruption বলেন accountability এর বাইরে থাকা এগুলো যে development করে গেছে over the years এটি থেকে বের হব কীভাবে?

**জনাব মতিউর রহমান** (প্রথম আলো): দ্বিতীয় প্রশ্নটি সম্পর্কে আমি কিছু বলতে পারব না। আমি এ বিষয়গুলো যে খুব বিস্তারিত চিন্তা করি তা না। আপনি প্রথম যে বিষয়টি উত্থাপন করলেন, দেখেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর প্রথম আওয়ামী লীগ সরকার, তারপর সামরিক বাহিনীর সরকার, দ্বিতীয় সামরিক বাহিনীর সরকার, তারা নানাভাবে আইন বা বিচার ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছে। আইন-কানুন ও নীতির রদবদল করেছে। শাস্তি প্রদান করেছে। হাইকোর্টকে বিভক্ত করে ছুড়ে দেওয়া হয়েছে। ইত্যাদি তারা করেছে, to control the system. কিন্তু তারপরও দেখেন, এই ব্যবস্থার মধ্যেও যতটুকু সীমিত ব্যবস্থাটা ছিল, তার মধ্যে বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ প্রধান উপদেষ্টা হলেন, বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান হলেন, ৩য় যিনি হলেন, বিচারপতি লতিফুর রহমান, তিনিও কিন্তু বিচার ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হলেন। অর্থাৎ অনেক চেষ্টার পরেও যেটুকু ছিল সেটি দিয়েও চলছিল। কিন্তু more or less very strong and independence Justice Shahabuddin Ahmed and Justice Muhammad Habibur Rahman. বিচারপতি লতিফুর রহমান সাহেবের একটু ১৯-২০ ঝামেলা ছিল। যাই হোক, এটিতো সম্ভব, বাস্তব। সেজন্য আবারও সেই মুল জায়গাটায় ফিরে যাওয়াটাই হয়ত সমাধান। বিচার ব্যবস্থাকে সত্যিকার অর্থে একটি স্বাধীন জায়গা তৈরি করে দেওয়া। বর্তমান যে প্রধান বিচারপতি, আমার পরিচয় নেই, আমি জানিও না তাঁর background, অতীত, ইত্যাদি। আমি subjectly বলতে পারি, তিনি যদি কোনো কারণে, কোনো সময়ে সবকিছু মিলিয়ে তিনি যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হন, আমি তো আশা করি তিনি যথেষ্ট যোগ্যতার সাথে এটিকে পরিচালিত করতে পারবেন। That depends on the system. এটি যদি ঠিক হয়। আমিতো বলি এটি যদি ৫০-৭০ ভাগ ঠিক হয়, তাহলে কিন্তু লোক তৈরি হয়ে যায়, ভিতর থেকে চলে আসে। এটুকু আশা থেকে বলা আরকি।

**জনাব ফিরোজ আহমেদ** (কমিশন সদস্য): একটি প্রশ্ন, just পরিস্কার হওয়ার জন্যই করা। আপনি বলেছেন যে, আপনি দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদের পক্ষে না। একই সাথে আপনি বলেছেন যে, প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাকে check and balance আনা, পার্লামেন্টকেও ভারসাম্যে আনা, প্রধানমন্ত্রীর, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার মাঝে একটি ভারসাম্য আনা। ঐটি করার বেলায় কি দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্ট একটি বাড়তি বিষয় হিসেবে থাকতে পারে কি না?

**জনাব মতিউর রহমান** (প্রথম আলো): আমি পক্ষে না, এটি নিয়ে ভাবি, কিন্তু খুব জোরালোভাবে বলতে পারি না। কারণ একটি নতুন জিনিস নিয়ে আসলে মানুষকে খাওয়ানো, বুঝানো, গ্রহণ করানো, কার্যকর করাটা একটু কঠিন।

**জনাব ফিরোজ আহমেদ** (কমিশন সদস্য): একই সাথে আপনি বলেছেন যে, প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাকে একটি check and balance আনা, পার্লামেন্টকেও ভারসাম্যে আনা, প্রধানমন্ত্রীর, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার মাঝে একটি ভারসাম্য আনা। ঐটি করার বেলায় কি দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্ট একটি বাড়তি বিষয় হিসেবে থাকতে পারে কি না?

**জনাব মতিউর রহমান** (প্রথম আলো): এটিও থাকতে পারে। আবার অন্য দিক থেকে মাঝে মাঝে মনে হয়। এটি নিয়ে খুব গভীর কোনো ভাবনা চিন্তা করিনি যে, দেশে ১৭ কোটি মানুষ, ঢাকা একটি কেন্দ্র, এখান থেকে সারা দেশ পরিচালনা করা। যেখানে আমাদের

রাজনৈতিক ব্যবস্থা, শাসন ব্যবস্থা, এত নষ্ট হয়ে গেছে, স্থানীয় সরকারের বলতে কোনো কিছু নেই। সেখানে ঐ যে কথাটি প্রাদেশিক বা যে কোনো formই হোক, কথাটি কিন্তু আলোচিত। এখনও কথাটি মাঝে মাঝে উঠে।

অর্থাৎ এটিকে কি বিভক্ত করা যায় কি না। ৫টি, ৬টি, ৭টি, কোনো ভাবে। এই চিন্তাগুলো কিন্তু আসে। আমি বলব যে, এটি আপনারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বা আইনজ্ঞ বা অন্যরা করলে আমার মানতে কোনো আপত্তি নেই। আমার সাদামাটা চিন্তা থেকে কথাগুলো বললাম। আমার খুব জোড়ালো বিরোধীতা নেই, যদি দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট হয়। এগুলোর বিরোধীতা হবে। প্রধান বিরোধী দলগুলো যদি বিরোধীতা শুরু করে, তখন আপনারা তো আছেন, অন্তবর্তীকালীন সরকার কতটুকু stand নিয়ে এটি করে যেতে পারবে, বাস্তবতাতো সত্য। এটিকে নিয়েই হয়ত আপনাদের বিবেচনা করতে হবে। আমি জানিনা, আপনারা তো এই বিবেচনা রাখবেন অবশ্যই। সামগ্রিক পরিস্থিতি, দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, রাজনৈতিক দলের অবস্থান এগুলো নিয়ে। আমি প্রথমত বিরোধীতা করব না দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদ নিয়ে। যদি আপনারা এটি করেন। আমি বললাম যে, একটু difficult. এত নতুন কিছু মানুষকে অভ্যস্ত করে নিয়ে করানোটা। এই আরকি।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): আপনি বলেছেন যে, প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য। আবার এটিও বলছেন যে, যদি এই একই ব্যবস্থা থাকে তাহলে রাষ্ট্রপতি যে হবে, তিনিতো প্রধানমন্ত্রীর লোক। সেক্ষেত্রে কি রাষ্ট্রপতিকে অন্যভাবে সরাসরি নির্বাচন বা অন্য কোনো পথ পদ্ধতির কথা কি বিবেচনা করা যেতে পারে? নাকি সেটিও একটি নতুন কিছু হবে অগ্রহণযোগ্য।

**জনাব মতিউর রহমান** (প্রথম আলো): এক সময় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতেন কিন্তু ইউনিয়ন পরিষদের সকল সদস্যদের ভোটে। আসলে এই জিনিসটি চিন্তা করার খুবই ভালো একটি সুযোগ। স্থানীয় সরকার যদি ভালো কাজ করে, এখন তো এই নির্বাচনটি হবে কি হবে না বুঝতে পারি না। তাদের ভোট, সংসদের ভোট, মিলে মিশে যদি রাষ্ট্রপতির নির্বাচন হয়, অবশ্য রাষ্ট্রপতি অনেক বেশি স্বাধীন হবেন। আপনি বলাতে বলি যে, এরকম একটি ব্যবস্থা হতে পারে। চিন্তা করতে পারেন আপনারা। যদিও আবার একই প্রশ্ন, রাজনৈতিক দলগুলো গ্রহণ করবে কি না?

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): গ্রহণযোগ্যতার বিপদ তো থেকেই যাচ্ছে। প্রত্যেকটি বাক্যেরই। এই কারণেই প্রশ্নটি তুললাম যে, বড় dilemma তৈরি হয় প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রীর power sharing এর ক্ষেত্রে। একদিকে সকলেই প্রায় কমবেশি বলেন এটি। কমবেশি অর্থাৎ গত কয়েকদিনে আমরা অংশীজনদের সাথে যে আলোচনা করেছি, প্রায় প্রত্যেকেই বলেছেন যে, ক্ষমতার ভারসাম্য আনতে হবে। ক্ষমতার ভারসাম্যের একটি জায়গা হচ্ছে প্রেসিডেন্ট। যেটি আপনিও বলেছেন। তবে এই বিপদটি তৈরি হওয়ার আশংকা মৃদুভাবে হলেও কোথাও না কোথাও থাকে যে, ক্ষমতার ঐ দুই ভরকেন্দ্রের মধ্যে ক্রমাগতভাবে টানাপোড়েনের মধ্যে সরকারের কার্যকারিতাই দুর্বল হয়ে পড়ে কি না। এই বিপদটিই একভাবে ভাবে। আমি দুটো scenerio বলছি যাতে করে আপনার insideটা আমরা বুঝতে পারি। আরেকটি হচ্ছে, প্রেসিডেন্টের হাতে যদি সশস্ত্র বাহিনীর দায়িত্ব দেওয়া হয়, তার নিয়ন্ত্রণাধীন, তাতে এই আশংকাও কেউ কেউ করেন যে, শেষ পর্যন্ত এই গোটা legislative bodyকে bypass করে প্রেসিডেন্ট এবং সশস্ত্রবাহিনী এক ধরনের ব্যবস্থা চাপিয়ে দিতে পারে। ক্ষমতা দখল পর্যন্ত। পাকিস্তানের অভিজ্ঞতা খুব উদ্বেগ তৈরি করে অনেকের মধ্যে। এই জায়গাটিতে আপনার কোনো পরামর্শ আছে কি না?

**জনাব মতিউর রহমান** (প্রথম আলো): অতি সম্প্রতি যে সমস্যাটি গেল, রাষ্ট্রপতিকে পদত্যাগ করতে হবে। যারা দাবী করেছেন, যথেষ্ট প্রভাবশালি বর্তমান অবস্থায়। তারমধ্যে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যরাও ছিলেন। সবচেয়ে প্রভাবশালী যে ছাত্রসমাজ তারা ছিলেন। আরও অনেকে এটি সমর্থন করেছিলেন। দেখেন জিনিসটা হলো না। একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, দূর্বল একজন রাষ্ট্রপতি, বিতর্কিত। কিন্তু জিনিসটা কার্যকর হলো না। মানুষের মধ্যে যখন একটি স্বকীয়তা থাকে, একটি অংশগ্রহণ থাকে, একটি আলোচনা থাকে, একটি জনমত তৈরি করার সুযোগ থাকে- তখন কিন্তু অনেক সময় অনেক কিছু হয়ে যায়। কিন্তু তারা এটি করতে পারে না বা হয়ে উঠে না। ঐটিই আস্থা, ঐটিই বিশ্বাস। ঐটিই হয়তো আমাদের জন্য কিছুটা আস্থার জায়গা। তা না হলে অতীতের অভিজ্ঞতায় যদি দেখি, আমরা কোনো কিছুই ভাবতে পারব না। যত ধরনের কূটকৌশল হয়েছে, সেনাবাহিনী, রাজনৈতিক দল, ব্যাক্তি, প্রতিষ্ঠান মিলে মিশে কোনো formula বের করা মুশকিল। সব formula নিয়েই প্রশ্ন জাগরিত হবে। এখানে আবার সেই বিষয়টি নির্ভর করে যে, রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদেরকে কতটুকু পরিবর্তন করতে পারবে তার ওপরে। বর্তমান অবস্থা থেকে নতুন রাজনৈতিক শক্তি যেটি গড়ে উঠার সম্ভাবনা আমরা দেখছি সেটি কার্যকর হয় আর মানুষ কতটুকু উদ্যোগী থাকে। এটির ওপর নির্ভর করেই আমাদের ভাবতে হবে। সব বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে আপনি এ পথে যেতে পারবেন না।

**ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী** (কমিশন সদস্য): আপনি proportional representative-এর একটি idea দিয়েছেন। আমি যদি সঠিক বুঝে থাকি সেটির পক্ষে আপনার একটি যুক্তি আছে। বিগত দিনগুলোতে আমাদের অংশীজনদের সাথে কথায়,

আলোচনায় এসেছে। Proportional representation-এর suggestion-এ অনেকেই দ্বিকক্ষ হলে Upper House-এর prefer করছে। এটি অনেক জায়গায় আলোচিত এবং অনেকেই বলছে যে, যদি এক কক্ষ বিশিষ্ট proportional representation থাকে তাহলে unstable government- এর chance থাকে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রে people representation lacking হয় কারণ তখন selection-এর সুযোগ তৈরি হয়ে যায়। এক্ষেত্রে আপনার ideaটির একটু clarification চাচ্ছি। শেষের কথাটি হলো যে, করছে। এটি অনেক জায়গায় আলোচিত এবং অনেকেই বলছে যে, যদি এক কক্ষ বিশিষ্ট ignore হওয়ার scope থাকে। কারণ সরাসরি তখন পাবলিক ভোটে আসে না।

**জনাব মতিউর রহমান** (প্রথম আলো): আমাদের মধ্যে আসলে রাজনৈতিক দ্বন্ধ,সংঘাত, বিভক্তি, প্রশ্ন, সন্দেহ, অবিশ্বাস এত যে আপনি যত রকম ভাবেই চিন্তা করেন না কেন কিছু না কিছু প্রশ্ন আসবেই। রাজনৈতিক দলগুলো যদি এই ৫৪ বছর পর এবং বিগত ১৫ বছরের শাসন আমল এবং ছাত্রদের নেতৃত্বে এই গণঅভ্যুত্থানের পরেও যদি বোধদয় না হয়, কিছু একটা সহনশীল জায়গায় না যায়, তাহলে তো আর কিছু করার থাকে না। সেজন্য কিছুটা আশা, কিছুটা জনমত তৈরি করার চেষ্টা অব্যাহত রেখে এই তর্ক বিতর্ক সমাজের মধ্যে করে আমরা, আপনারা সবাই মিলে যেটি ভালো মনে করব সেটির পক্ষে দাঁড়িয়ে কার্যকর করার চেষ্টা করব। এর নিশ্চয়তাতো আপনাকে কেউ দিবে না। বিগত সময়ের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি।

**ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী** (কমিশন সদস্য): আমি একটু স্পষ্ট জানতে চাচ্ছি, আপনার favourite justification কোনটি।

**জনাব মতিউর রহমান**(প্রথম আলো): কিছুতো একটা, দলগুলোর মধ্যে, মানুষের মধ্যে, চিন্তা চেতনা, ছাত্র সমাজ যদি ঐক্যবদ্ধ থাকে, তারা যদি একটি রাজনৈতিক অবস্থান নিতে পারে, আন্দোলনের যে শক্তিটা, রাজনৈতিক, দার্শনিক ভিত্তি ছাড়া তো কিছু বলার নেই। যে বিশাল একটি coalition হয়েছে, এটিতো পুরোটা নেই বা হয়ত থাকবে না, যতটুকু রক্ষা করে এই দাবির পক্ষে, এই পদক্ষেপগুলোর পক্ষে আমরা তাদেরকে নিয়ে আসতে পারি। কাজটা কঠিন, কাজটা হয়তো কঠিনই বলব। তারপরও চেষ্টা করি, দেখি।

**ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক** (কমিশন সদস্য): Freedom of speech নিয়ে আমার একটি প্রশ্ন। যেহেতু মিডিয়াতে আপনারা অনেক ধরনের প্রতিবন্ধকতা ফেস করেন, আমি যদি উদাহরণ দেই যে, ৫ই আগস্টের পরে যেভাবে আয়নাঘর সম্পর্কে আমরা প্রতিবেদন দেখেছি, বিস্তারিত প্রতিবেদন, আপনাদের কাছে হয়ত এটির তথ্য ছিল, আপনারা publish করতে পারেননি। Freedom of speech ছাড়াতো আসলে গণতন্ত্র কখনই হবে না, impossible. Constitution যেহেতু আমরা একপ্রকার revisit করছি, সুযোগ এসেছে। আমাদের যে বিল অব rights সেটিও revisit করার সুযোগ এসেছে, আমাদের দেশে আপনি জানেন যে, Freedom of speech restricted, অনেকগুলো restriction দেওয়া আছে। এ ব্যাপারে আপনার opinion কী? Midia freedom-কে protect করার জন্য, promot করার জন্য কী ধরনের চিন্তা করতে পারি আমরা।

**জনাব মতিউর রহমান** (প্রথম আলো): আমিতো বললাম, হয়ত সাদামাটাভাবে, অর্থাৎ মতপ্রকাশের চিন্তা বা মত প্রকাশ, সাংবাদিকতা বা যে কোনো বিষয় এটি নিশ্চিত করা যাতে এটির ওপর হস্তক্ষেপ করা যাবে না। এটি আইনগতভাবে কীভাবে করা যায়, করা যায় না, এটিতো আপনাদের বিবেচনার বিষয়, বা করবেন। তবে এটিতো চলে আসে সাধারণভাবে। তাহলে কী স্বাধীন সাংবাদিকতা মানে যা ইচ্ছা তাই করবে? এই প্রশ্নটি সব সময়ই উত্থাপিত হয়। আমাদের এখানে যেটি যদি বলেন যে, আমাদের সংবাদপত্রতো সব সময় যে খুব ভালো ভূমিকা পালন করে বা করেছে বা উদ্দেশ্যমূলক, ভুল, মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করেনি, ক্ষতিকর কার্যক্রম করেনি সেটিতো না। একটি কথা আমরা সব সময় এ প্রশ্নের সম্মুখিন হই যে, আপনাদের অবস্থান কী? আমার মনে হয়, এই ক্লজটা রেখে যে উদ্দেশ্যমূলক, ক্ষতিকর সংবাদকে আমরা কীভাবে পরিহার করতে পারি, কীভাবে বন্ধ করতে পারি- বিষয়টিও থাকা দরকার। নাহলে এটির সুযোগ আমরাও নিতে পারি, অন্য পক্ষও নিতে পারে। বিরুদ্ধ পক্ষ এটি কাভার করতে পারে। ঐদিন থেকেও একটি বিষয় রয়েছে। অন্যদেরকেও এটি মানতে হবে যে, আমরা সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে যেন সমাজ বা রাষ্ট্রের ক্ষতিকর কিছু করতে না পারি। এটি বললে এখন অন্য রকম মনে হয়। কিন্তু এটি সত্য। এটি আমরা বিবেচনা করি কিন্তু আমরা এ কাজটি করি। যেন এটি রাষ্ট্রের জন্য, সমাজের জন্য ক্ষতিকর না হয়। নারীর জন্য, শিশুর জন্য বা সমাজের জন্য,এ একটি বিবেচনাতো থাকতেই পারে, থাকা উচিত। আমি আপনার উত্তরটি হয়ত সরাসরি দিতে পারলাম না। এ নিশ্চয়তা থাকবে। পাশাপাশি এ নিশ্চয়তাও থাকা উচিত যে আমরা যেন স্বাধীনতার অপব্যবহার না করি। এখন আমেরিকাতে নেই, আমেরিকাতে তারা যা খুশি তা করতে পারে। আমাদের সমাজে আমরা এতটা সহ্য করতে পারব কি না, নিতে পারব কি না সে একটি প্রশ্ন আছে। সেদিক থেকে আমি ব্যক্তিগতভাবে কোনো একটি ক্লজ বা কোনো একটি ধারা থাকার বিরুদ্ধে না। আজকে যেমন social media বা online সাংবাদিকতা, social media যে ধরনের কথা বলা বা বক্তব্য হীন প্রচার, সাম্প্রদায়িক প্রচার, খুন খারাবি প্রচার, এগুলোতো মেনে নেওয়া, গ্রহণ করা কঠিন। সেখানে ঐ স্বাধীনতা স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্নের মুখোমুখি হবে। আপনি কি সেটি চান? তখন আমরা স্বাভাবিকভাবেই বলি যে, না। আমরা সেটি চাই না। যখন আমরা অনলাইন পত্রিকার অনুমতি নিতে গেলাম, একটি শর্ত ছিল এরকম যে ক্ষতিকর কিছু আমরা করব না। যেটি আমাদের পত্রিকার অনুমতি নেওয়ার সময় এ ঘোষণা দিতে হয়। এটি আমাদের মানতে

হয়। এই ধারা বা চিন্তাটাসহ ঐ অধিকার রক্ষা করা।

**জনাব ফিরোজ আহমেদ** (কমিশন সদস্য): পরামর্শের জন্যই আপনার কাছে আরেকটি বিষয় জানতে চাই। সেটি হচ্ছে এর আগের প্রায় সবগুলো সেশনেই একটি বিষয়ে আলোচকবৃন্দ কথা বলেছেন। কেউ কেউ একটি আদর্শিক উপস্থাপনা হিসেবেই রাষ্ট্রধর্ম রাখার পক্ষে বলেছেন। ধর্ম কিংবা নবীকে কটূক্তি করার বিরুদ্ধে আইন করার কথাও বলেছেন। আবার অনেকে এর বিরোধীতাও করেছেন। কী কী কারণে এটি ঠিক না, সেটি আলোচনা করেছেন। এ বিষয়গুলো আপনি কীভাবে দেখার জন্য পরামর্শ দেবেন।

**জনাব মতিউর রহমান** (প্রথম আলো): আমি আমার মতামতটি লিখিতভাবে যখন দেব, তখন তাতে উল্লেখ করব।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): আপনার লিখিত মতামতে এ বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখলে আমাদের সহায়ক হবে। কারণ আমরা অংশীজনদের কাছ থেকে বিভিন্ন মতামত পাচ্ছি। পরস্পর বিরোধীই আসলে। কেউ বলছেন এটি থাকতেই হবে। কেউ বলছে না। সেইক্ষেত্রে আপনার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার বিবেচনায় আপনার পরামর্শটি থাকলে এটি আমাদের জন্য অনেকটা সহায়তা করবে।

ধন্যবাদ, জনাব মতিউর রহমান। আপনি যথেষ্ট সময় ব্যয় করলেন আমাদের সাথে। আপনার লিখিত ভাষ্যটির জন্য আমরা অপেক্ষা করতে থাকব। আমরা এই অধিবেশন এখানেই শেষ করছি।

# অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভা

## নবম সেশনের কার্যবাহ

তারিখ : ১৩ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ
সময় : দুপুর ২:৩০ থেকে ৪:০০ পর্যন্ত

**উপস্থিত কমিশন সদস্যদের তালিকা:**

১। অধ্যাপক আলী রীয়াজ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও লেখক — কমিশন প্রধান
২। অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় — সদস্য
৩। ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক, বার-এট-ল — সদস্য
৪। অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় — সদস্য
৫। ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী, বার-এট-ল — সদস্য
৬। জনাব ফিরোজ আহমেদ, লেখক — সদস্য

**অংশীজনদের তালিকা:**

১। জনাব জাহেদ উর রহমান
২। জনাব মাহফুজ আনাম

**কার্যবাহ প্রস্তুতকারক:**

১। মোঃ আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।
২। মোঃ আল-আমিন, সহকারী পরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

**সম্পাদনায়:**

ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

## অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠানের কার্যবাহ

## কমিশন প্রধান অধ্যাপক আলী রীয়াজ-এর সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): সবাইকে ধন্যবাদ।

উপস্থিত সুধীবৃন্দ, সংবিধান সংস্কারের লক্ষ্যে মতামত ও প্রস্তাব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অংশীজনদের সঙ্গে কমিশনের এই আলোচনায় উপস্থিত হওয়ার জন্য কমিশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আমার নাম আলী রীয়াজ, আমি এই কমিশনের প্রধানের দায়িত্ব পালন করছি। আপনারা জানেন যে, সংবিধান সংস্কারের বিষয়ে সুপারিশের জন্য অন্তর্বর্তী সরকার স্বল্প সময় নির্ধারণ করে দিয়েছে। সে কারণে আপনাদের অত্যন্ত কম সময় দিয়েই আমন্ত্রণ জানাতে হয়েছে। আপনারা তাতে সাড়া দেওয়ায় আমরা কৃতজ্ঞ।

আমরা ছোট ছোট আকারের অধিবেশনগুলো করছি। যাতে করে আপনাদের সাথে আলোচনা করা সহজ হয় এবং আপনাদের কথা শোনা সম্ভব হয়। আমরা এখানে উপস্থিত হতে পেরেছি গত ১৬ বছরে, বিশেষত জুলাই-আগস্টের ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানে হাজার হাজার মানুষের আত্মদানের কারণে। আজকের এই অধিবেশন শুরু করার আগে সেইসব শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করি। এখন কমিশনের উপস্থিত সদস্যগণ তাঁদের পরিচয় প্রদান করবেন।

**(অতঃপর কমিশনের সদস্যগণ নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন )**

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ। সিভিল সোসাইটির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হিসেবে সংবিধানের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনাদের অনেক কথা বলার আছে, অনেক প্রস্তাব আছে সেটি আমরা অনুমান করতে পারছি। কিন্তু সময়ের স্বল্পতার কারণে আপনাদের প্রতি আমাদের অনুরোধ, আপনাদের বক্তব্যের সারাংশ ২০ মিনিটের মধ্যে তুলে ধরলে সকলের মতামত শোনার সুযোগ হবে এবং কিছু প্রশ্ন থাকলে আমরা তা উপস্থাপন করতে পারব। আজকে আপনারা যে বক্তব্য দিচ্ছেন তা রেকর্ড করা হচ্ছে। আপনারা চাইলে লিখিত আকারেও তা দিতে পারেন এখন অথবা আগামী ২০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে।

[এ পর্যায় অংশীজন নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন]

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): আমরা শুরু করব জনাব মাহফুজ আনামের বক্তব্য দিয়ে। জনাব মাহফুজ আনাম।

**জনাব মাহফুজ আনাম** : অনেক ধন্যবাদ। আমি খুবই কৃতজ্ঞ আপনাদের কাছে। আমার মতো সাংবাদিককে আপনারা দাওয়াত করেছেন। প্রথমেই আমি যে উপলব্ধিটা শেয়ার করতে চাই, সাংবাদিক হিসেবে আমার অভিজ্ঞতা হলো, দেশের যত সুন্দর সংবিধানই হোক না কেন, রাজনৈতিক প্রক্রিয়াটা যদি সেই ধরনের আইনী প্রক্রিয়ার প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হয়, তাহলে আপনি যতই ভালো সংবিধান করেন না কেন, সেটি রাজনৈতিক কালচারে হাবুডুবু খাবে। আমি একটি উপমা দেই। এক সময় আমাদের দেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রথা আসলো। সেখানে রাখা হলো, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হবেন যিনি সর্বশেষ প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব থেকে অবসর নিয়েছেন। অথবা এর পূর্বে যিনি ছিলেন। কিন্তু ২/১ টার্মের পরই দেখা গেল ঐ সময় যে সরকার ক্ষমতায় ছিল তারা বিচারকদের অবসরের বয়সসীমা বাড়িয়ে দিলো। সেখানে দেখা গেলো, যিনি প্রধান উপদেষ্টা হওয়ার কথা, তার জায়গায় আরেকজন হবেন। এই যে, tinkering with the process আমি মনে করি যে, সংবিধান গড়া এবং সংবিধান সংরক্ষণ করার দায়িত্ব হচ্ছে সংসদের। Majority party in the Parliament, his behavior, I think in a great way impacts on the governance process. পার্লামেন্টে যে দল মেজরিটি পায়, সে দল চেষ্টা করে কীভাবে আইনগুলোকে বদলাবে তার পক্ষে যেতে। যদি কোনো কারণে সে দল দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে যায় তাহলেতো সংবিধানকে তছনছ করে ফেলে নিজেদের স্বার্থ রক্ষায়। আমরা দেখেছি, যে দল তত্ত্বাবধায়কের জন্য শত শত দিন হরতাল করল, সেই দলই পরে এসে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে বাতিল করে দিল। So, my first point of attention to you is the nature of our political culture followed by our political parties. সাংবিধানিকভাবে বা অন্য কোনোভাবে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর কালচারের ওপর প্রভাব আনা যায় কি না? তাদেরকে কোনো না কোনোভাবে আইনের পদ্ধতিতে আসতে হবে। তাদের মূল শক্তি হচ্ছে, জনগণের সমর্থন। কিন্তু সেই সমর্থন পাওয়ার পরে তারা সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয় কি না; সেটিকে কীভাবে সে পাশ কাটাবে, কীভাবে সে destroy করবে, কীভাবে সে তার সুবিধা নেবে সেই ধরনের কালচারের দিকে যায়। তাই আমার প্রথম অনুরোধ থাকবে যে, আপনাদের চিন্তার মধ্যে ঐরকম কিছু আসে কি না? রাজনৈতিক দলগুলোর আরও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। Politics is for the people and not only for the ruling party. এই ধরনের মানসিকতায় আসা যায় কিনা?

প্রথমে যে প্রস্তাবটি করতে চাই, তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রথাটি পুনস্থাপন করা উচিত। The election that we have had under the Caretaker Government, we are among the fairest. I would recommend that we reinstitute it.

দ্বিতীয়ত হচ্ছে, অনুচ্ছেদ ৭(এ) এবং (বি)। যেখানে বলা হচ্ছে যে, সংবিধান কোনো সংশোধন করা যাবে না। আমার মনে হয়, এটি impractical এবং অবাস্তব ঘটনা। অবশ্যই Constitution is a supreme law. কিন্তু জনগণ যদি চায় তাহলে সেটি জনগণের মতামতের আলোকে সময়মত সংশোধনের সুযোগ থাকতে হবে। আমরা এটিও দেখেছি যে, সংশোধন করাটা মুড়ি মুড়কির মত করে ফেলা হয়েছিল। যার যেখানে সুবিধা সে সেই জায়গায় সংবিধান সংশোধন করছে। তাই আমার প্রস্তাব হচ্ছে, সংবিধান সংশোধনের প্রথাটা থাকবে, কিন্তু সংবিধান সংশোধন করার প্রক্রিয়ায় এমন একটি শক্ত প্রক্রিয়া থাকা উচিত যে, খুব সহজে বা কোনো দলের সংসদে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও সে যেন ইচ্ছা করলেই সংশোধন করতে না পারে।

তৃতীয়ত আমি সাংবাদিক হিসেবে দেখেছি যে, ক্ষমতাসীন সরকার নির্বিচারে যে সংবিধান লংঘন করছে, সে অভিযোগটি তাদের বিরুদ্ধে আনা হয় না। সংসদে হয়ত আনা হতো। কিন্তু আমাদের দেশের আরেকটি কালচার হচ্ছে, culture of boycott. সেটির জন্য আমি বিরোধী দলকে দায়ী করি। তারা প্রথমে শুরু করে walkout দিয়ে, তারপর সেই walkoutটি ১দিন, ২ দিন করে তারপর সপ্তাহ, মাস এবং এক পর্যায়ে গিয়ে সংসদ থেকে পদত্যাগ করে। ফলে ১৯৯৬ সাল থেকে আজ অবধি আমার অভিজ্ঞতা হলো যেহেতু ডেইলি স্টারের সঙ্গে এই পুরো সময়টিই সম্পৃক্ত ছিলাম যে, Parliament has never been considered as a house of the people. It was always thought of as a house ruling party. বিরোধীদলের সেখানে একটি ভূমিকা দেখি যে, তারা সংসদে এসে boycott করছে, walkout করছে, তারা একবারও ভাবছে না যে, they represent a constituency. They may representant a party but more importantly they represent a constituency. তাদের voiceটি কি সে বলবে না? সে তাদের ভোটে এসে বলছে যে, আমি boycott করব। এই যে একটি watchdog rule of the opposition, সেটিও আমাদের সংসদীয় ইতিহাসে খুব শক্তভাবে নেই। সেখানেও এটিকে কিছু করা যায় কি না যে, opposition boycott করতে পারে, walkout করতে পারে, this is part of the parliamentary process. কিন্তু তার মধ্যেও একটি দায়িত্বশীলতা থাকতে পারে কি না? Coming back, constitution should be amended if necessary but the process of constitutional amendment must be very rigorous.

আরেকটি বিষয়, রাজনৈতিক কাঠামোতে যে ভারসাম্য থাকে অর্থাৎ the balance of power among judiciary, legislative and the executive branches. That is the balance with which a parliament functions democratically আমাদের দেশে আমরা overs the years দেখেছি যে, নির্বাহী বিভাগ অসম্ভব শক্তিশালী হতে থাকে। সেই একই দল যদি সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকে তাহলে সেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা ব্যবহার করে Executive branch get more powerful. আর দুই তৃতীয়াংশ সংখাগরিষ্ঠাতা হলেতো কোনো কথাই নেই। So, can we have a constitutional structure in which the balance of power among judiciary, executive and legislative. আমি খুব বেশি চেয়ে ফেলছি আপনাদের কাছে। খুব সহজেই যেন এটিকে কিছু না করা যায়। A separate entity of legislative branch. আমি একটি পার্টি থেকে মনোনীত হয়ে এমপি হয়েছি, কিন্তু আমাকে দিয়ে যা খুশি তাই আমার দল করাবে সংসদের ভিতরে সেখানে কোনোভাবে অন্তরায় সৃষ্টি করা যায় কি না সেই প্রসঙ্গে। আর suspension of article 70 is my very strong recommendation. But except for noconfidence bill and finance bill. এ দুটি বিলে তার হুইপের কথা মানতে হবে। কিন্তু for all other debate, everything and all other votes MP should have the freedom to choose follow his census rather than his party directives.

Independent of Judiciary. এটি constitutio-এ দেওয়া আছে। কিন্তু তারপরেও constitution-এ জাজদের যে নিয়োগ প্রক্রিয়া সেখানে নির্বাহী বিভাগের বিরাট ক্ষমতা আছে। যার ফলে overs the years জুডিশিয়ারি আস্তে আস্তে লেজিসলেচারের নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। Making it certain যে বিচার বিভাগ স্বাধীন। গুরুত্বসহকারে ঐ provision-এ যাওয়া। বিচারের সকল বিভাগই স্বাধীন এটি সংবিধানে রাখার জন্য আমি আপনাদের অনুরোধ করব। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে থাকবে monitoring the role of judiciary. এখানে judiciary has also be corrupt. জুডিশিয়ারি নিজের আইন সে রক্ষা করেনি। আমি যদি একটু personalised করি ব্যাপারটি। আমার বিরুদ্ধে ৮৪টি মামলা হলো একই বিষয়ে। where is the rule is very clear. একটি অপরাধে একটির বেশি মামলা হয় না। কিন্তু আমার বিরুদ্ধে ৮৪টি মামলা হলো এবং ম্যাজিস্ট্রেট সেই মামলা গ্রহণ করল। একমাত্র একজন মহিলা ম্যাজিস্ট্রেট সিলেটে, তিনি গ্রহণ করলেন না। বললেন যে, এ বিষয়ে অলরেডি মামলাতো হয়ে আছে। কিন্তু অন্যান্য জজরা করলেন না কেন? সেখানে আরেকটি আছে যে, deformation case-এ শুধু যে defined হয় aggrieved party can loss a case. এখানে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পার্টির লোকজন, ছাত্রলীগ, আওয়ামী লীগ মামলা করেই যাচ্ছে। If it is personal, but it is an instance of judiciary not upholding the law, which they are suppose to uphold. একটি যেমন independence of judiciary তার সঙ্গে সঙ্গে জুডিশিয়ারি আইনমত করছে কি না, জুডিশিয়ারি তার নিজের দায়দায়িত্ব এবং তার শপথ সে ভাঙছে কি না সেটি মনিটরিং এর কোন ব্যবস্থা করা যায় কি না? সুপ্রীম জুডিশিয়ারি কাউন্সিল যেটি জাজদের নিয়োগ, বরখাস্ত ইত্যাদি করে তাদের শক্তিশালী করা যায় কি না? তারা একটি role play করবে প্রতি বছর তাদের একটি সাংবিধানিক

বাধ্যবাধকতা থাকবে to carry on a monitoring process during the year and then submit a report to the Parliament and to the public, in general. আরেকটি হলো কোনো স্থায়ী সাংবিধানিক কমিশন বা এ ধরনের কোনো body স্থাপন করা যায় কি না? যে body should be empower to be independent. যারা নির্বাহী বিভাগ  এবং আইন বিভাগ থেকে সুরক্ষিত। And a constitutional commission or constitution commission will monitor the activities the government. তারা যখন কোনো কারণে সংবিধান লঙ্ঘন করে তখন তারা যেন একটি public position will greatly protect our citizen from abuse of power.

আরেকটি ব্যাপার আছে যে, fixing the term of the Prime Minister. Which I strongly recommend should be not more than two terms. একটি জায়গায় আমি খুব পরিষ্কার না। কিন্তু সেটি উত্থাপন করছি। সেটি হচ্ছে যে, একটি দল সে ধরেন ২ টার্ম ক্ষমতায় সে তার প্রার্থী বদল করে প্রধানমন্ত্রী বদলিয়ে দল ২,৩ বা ৪ বার ক্ষমতায় থাকতে পারবে বা সীমাহীন সময় ক্ষমতায় থাকতে পারবে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর টার্ম নির্ধারিত থাকবে। এখানে কোনো কিছু করা যায় কিনা যে একটি দল এত টার্মের পরে, আমি জানিনা কীভাবে বলা যায় যে, ঐ পার্টি আর ক্ষমতায় থাকতে পারবে না। যদিও সেই পার্টির জনপ্রিয়তা থাকে বা ভোট পায়। প্রধানমন্ত্রীর টার্ম নির্ধারিত করাটা খুব সহজ। একটি দলের টার্ম লিমিট করা যায় কি না? পৃথিবীতে এটির কোনো রকম নিদর্শন আছে কি না? যদি একটু খোঁজ করে বের করা হয়।

আরেকটি হলো যে, Term fixed, also limiting the power of the prime minister. এই মুহূর্তে আমাদের সংবিধানে প্রধানমন্ত্রীকে সব ক্ষমতা দেওয়া আছে। প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধান বিচারপতি নিয়োগ ব্যতীত। ঠিক তাও নয়, কারণ প্রধান বিচারপতি নিয়োগও রাজনৈতিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হতো। Bringing some sort of accountability to the power and rule of the prime Minister. তাকে চেক এন্ড ব্যালেন্সের মধ্যে আনা যায়। সেখানে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা এবং প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার মধ্যে কীভাবে ভারসাম্য আনা যায়। তাই যদি হয় এবং সেটি আমার প্রস্তাব, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনও আরও বেশি স্বচ্ছ করতে হবে। It cannot be just the wish of the ruling party of the day, which means actually is the Prime Minister of the day. প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আরও স্বচ্ছতা আনা, অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট হতে হলে তার কী কী যোগ্যতা লাগবে এবং সে কতটা জনসেবা করেছে, সেখানেও একটি স্বচ্ছতা সংযুক্ত করা এবং প্রতিযোগিতা করার ব্যাপার আছে কি না যে, It can’t judge be a nominee of the Prime Minister of the day. যদি প্রেসিডেন্টকে আরও ক্ষমতা দেই, তাহলে তার নির্বাচন পদ্ধতিতেও জনগণের একটি accountibilty process থাকতে হবে। So, one recommendation President should given more power. তার নির্বাচনে যেন আমরা একটি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা পাই। সেখানে বর্তমানে যেমন একটি আইন আছে যে, সংসদ যদি কোনো আইন করে সেটি প্রেসিডেন্টের কাছে যায়। প্রেসিডেন্ট একটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনুমোদন না দিলে সেটি গৃহীত হয়ে যায়। আমার ধারনা এটি আগের মত President could sent it back at least one time. Can the President give at least a note of decent or something? সংসদে এটি পাস হলো, আলটিমেটলি সংসদের হাতেই ক্ষমতা। প্রেসিডেন্টের এতে সম্মতি নেই, এটিতো তিনি একবার ফেরত পাঠালেন, সেটি দ্বিতীয়বার পাঠালেই আপনাআপনি আইন হয়ে যাচ্ছে। তারপরও একটি note of decent দেওয়ার কোনো সুযোগ থাকতে পারে কি না? সংসদে এটি পাস হলেও প্রেসিডেন্টের কোনো বক্তব্য থাকার সুযোগ আছে কি না? আরেকটি বিষয়, আমার মনে আছে যে, প্রেসিডেন্ট প্রথম সংসদে বক্তব্য দিতেন, সেটির খসড়া আসতো কেবিনেট থেকে। কিন্তু তারপরও প্রেসিডেন্টের কিছু সংযোজন বা বিয়োজন করার অধিকার ছিল, যেটি একটি সময় তাও নিয়ে নেওয়া হলো। অর্থাৎ প্রেসিডেন্টের বক্তব্য সম্পুর্ণভাবেই একটি রাজনৈতিক বক্তব্য। ব্রিটিশ পার্লামেন্টেও খসড়া বোধহয় কেবিনেট থেকে করে দেয়। ঐসব জায়গাতে কিছু flexibility, অর্থাৎ President responding to his conscience , responding to his feeling of what people are saying. Expression of decent, expression of alternative view, expression of his own thought. At least in the floor on the Parliament. সেটি আনা যায় কি না? আমি এটি ব্যক্তিগতভাবে একটু জানি প্রেসিডেন্ট শাহাবুদ্দিন আহমেদ সাহেবের ঘটনা যে খসড়াটি তাঁকে দেওয়া হয়েছিল সেটি তাঁর মতের সঙ্গে মিলেনি। But he was force to expresses the draft. আরেকটি Phrases সংবিধানে আছে যে, সেটি হলো with reasonable restrictions. যেখানে অধিকারের ব্যাপার আছে, with reasonable restrictions. এই টার্মের ব্যবহার যত সম্ভব কমিয়ে আনা যায়। এটিতো আমার নিজস্ব পেশার একটি ব্যাপার যে freedom of expression and freedom of media, press. এখানে বলা আছে within reasonable restrictions. এখন আমি আসছি within reasonable restrictions এর কী কী ধারা আছে। একটি হলো security of the State. This is such a term, এক একটি সরকার, সে সবকিছুর সিকিউরিটি আলটিমেটলি। expression of decent can be thought of a security. অবশ্যই মিডিয়া থেকে আমরা চাই না যে, রাষ্ট্র নিরাপত্তা ঝটুকিতে থাক। কিন্তু এই টার্মটাকে একদম সুনির্দিষ্ট define যে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বলতে আমরা কতটুকু যাব। আরেকটি আছে friendly relationship with foreign state. আরে ভাই আমি যদি মনে করি রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কটা আরও গভীর হওয়া উচিত, অথবা আমরা খুব বেশি যাচ্ছি। we are surrounding our sovereignty. আমি কিছু লিখতে পারব না বা জনগণ কিছু বলতে পারবে

না। এখানে স্পষ্ট বলা আছে friendly relationship foreign states. আরেকটি আছে public order. Reasonable restrictions এর মধ্যে public order. public order তো such a vague term, such a swiping term. It can be used any moment on anything. So therefore, reasonable restrictionsকে আপনাদের কাছে আমার আন্তরিক অনুরোধ you must remove this in as many case as you think is logical. কিন্তু যেখানে আপনি মনে করেন এটি ব্যবহারে আপনি বাধ্য, করতেই হবে, সেখানে you have to define it. Reasonable restrictions must be defined very clearly. তারপর আছে decency. Decency এর জন্যও reasonable restrictions দেওয়া হতে পারে। তারপর আছে morality. Reasonable restrictions you have to define and you have to make it as specific and as narrow as possible.

আর একটি বড় বিষয়। সেট হচ্ছে contempt of court. Now as a journalist I have an experience that even the court is very restrictive of freedom of expression because তারা contempt হয়ে গেল। একটি জাজের দুর্নীতিতো দূরের কথা, আমাদের একটি মামলা হয়েছিল, একজন জাজের নিয়োগের পরে, জুডিশিয়াল কোনো একটি body থেকেই discovered হয়েছিল যে, তার SSC certificate was জাল। সেটি আমরা যখন রিপোর্ট করলাম, প্রথম আলো এবং ডেইলি স্টার মাসাবধি কোর্টে গেল। সেখানে বলা হলো যে, truth is not a defense against contempt of court. Truthই যদি contempt of court এর defense না হয়, তাহলে কোন জগতে যাব আমরা। So again request to you is that reasonable restrictions এর মধ্যে আপনারা specifz হবেন আর contempt of court এর ব্যাপারটি আপনারা একটু দেখবেন। কারণ আমাদের যে contempt rule it goes back to the colonial times. এরপর ব্রিটেন যে colonial rules দিয়েছে তাও কিন্তু তার দেশে পরিবর্তন হয়ে গেছে অনেক বার। আমাদের দেশে পরিবর্তন হয়নি। So, this is another request.

আর deformation media should be civil offence, not a criminal offence. এটি এখন আছে criminal and civil, both. আমার শেষের কথাগুলো একটুখানি বলতে পারেন যে, biased against for my own profession. আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব, আপনাদের এই সংস্কার কমিটি এবং নতুনভাবে আপনারা সংবিধানকে দেখবেন সেখানে যেন freedom of the press, freedom of the media, freedom of the expression এগুলো খুবই protected থাকে। Obviously I am consensus the media can make mistake, media can sometime be very biased. সেগুলোর জন্য আপনারা provision রাখবেন সেটি আমি নিজে স্বীকার করছি। কিন্তু এগুলোর handle to the power of the day-তে যেন পরিণত না হয়।

Secondly, I strongly believe that the constitution should be amended not rewritten. Amendment যত গভীরে যান, যত বিস্তৃত হোক, যত ব্যাপক হোক, I am in favor of that. But to abandoned this constitution and make a new one আমি মনে করি, is a very risKz process. এতে আপনাদের প্রচুর প্রতিবন্ধকতা হবে। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, সংবিধানকে আরও গণতান্ত্রিক করতে চাই। আরও pro people করতে চাই, আরও right based করতে চাই, আরও সত্যের প্রতীক দিতে চাই। সেইসব জায়গাতে আপনি সহজেই সংশোধনের মাধ্যমে যেতে পারেন। You realy do not have to rewrite the constitution to go there.আর আমাদের সংবিধানে অনেক ভালো ভালো বিধান আছে। যেগুলো আমি অনুভব করি যে the government of the day তারা এটিকে অপব্যাখ্যা দিয়ে একদিকে নিয়ে গেছে। সংবিধান তারা অনেক লঙ্ঘন করেছে, as they were running the country. মিডিয়াও ঐ বিষয়গুলো যথেষ্টভাবে তুলে ধরিনি যে এগুলো সংবিধানের বিরুদ্ধে কাজ করা হচ্ছে। এটি করা যায় না। এ ধরনের অবস্থান মিডিয়া থেকে নিতে ব্যর্থ হয়েছে, ঐ সমস্ত আইনগুলোর কারণে। আমার জানামতে ৯টি আইন আছে যেগুলো Directly or indirectly impinges against freedom of press. আমি আপনাকে লিখিতভাবে এটি উপস্থাপন করব। আরও কতগুলো ছিল, সেগুলো এখনো আইন হয়নি। আমরা শুনলাম ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন যেটি সাইবার সিকিউরিটি আইনে পরিণত হয়েছিল সেটি নাকি বাতিল হতে যাচ্ছে। সেটি আর বলার দরকার নেই। কিন্তু structurally আমাদের সংবিধানে অনেক জায়গায় আছে যেটি সহজে ইন্টারপ্রেট করে মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যেতে পারে। আপনারা মেহেরবানি করে এদিকে সুনজর রাখবেন।

ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ, জনাব মাহফুজ আনাম। আমরা ঐ তালিকাটির জন্য অপেক্ষা করব। এটি আমাদের জন্য খুব সহায়ক হবে। এর বাইরেও আপনার এই বক্তব্যের পরেও যদি পরবর্তীতে আপনার কিছু মনে আসে, যা আমাদের নজরে রাখা দরকার, মনোযোগে রাখা দরকার, বিবেচনা করা উচিত, আমাদেরকে ই-মেইলে পাঠালেও সহায়ক হবে।

আমরা এখন একটু ড. জাহেদ উর রহমানের কাছ থেকে শুনি। তারপর ২/১টি প্রশ্ন আমরা উত্থাপন করব।

**ড. জাহেদ উর রহমান:** ধন্যবাদ, আমাকে এখানে আমন্ত্রণ করার জন্য। কিছু ইস্যু আছে, অনেক কথা হয়েছে। আমি ধারণা করি যে, আমাদের সোসাইটিতে একধরনের consensusও আছে। যেহেতু এখানে রেকর্ড রাখা হচ্ছে, তাই আমি খুব দ্রুত কয়েকটি ইস্যু বলব। তারপর ২/১টি জায়গায় আমার নিজস্ব কিছু জোর দেওয়ার বিষয় আছে সেগুলো বলব।

প্রথম আমরা এই আলোচনাগুলো করছি যে, আমাদের রাষ্ট্রপরিচালনার যে মূলনীতিগুলো আছে, এগুলো যে সময় করেছি সে সময় মূলনীতি হিসেবে বলা হয়েছে। এগুলো মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত হয়নি। আমি মনে করি, এগুলোর অনেকগুলোই মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত হওয়া উচিত। তাই আমি আশা করি যে এটি আপনারা বিবেচনায় নিবেন। জনাব মাহফুজ আনাম যে কথাটি বলেছেন যে, আমরা মৌলিক অধিকারগুলোকে অনেক বেশি condition based করেছি। আমি একটু পড়ে শুনাই। Article 35 of Chines Constitution: "Citizens of the People Republic of China shall enjoy freedom of speech, the press, assembly, association, precession and demonstration" অর্থাৎ চায়নাও unconditional right দিয়েছে at least constitutionally. এ আলাপ আমি দীর্ঘদিন থেকে করছি যে, universal declaration of human rights এ আমরা যেভাবে এগুলোকে দিয়েছিলাম, যদি আমরা রাখতেই চাই, অনেকে বলে যে এটি দরকারই নেই রাখার, যদি রাখতেই চাই তাহলে unconditionalভাবে রাখা উচিত। এতে যে কাজ হয়ে যাবে তা না, অন্তত আমরা নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, এটি conditional করা হয়নি।

খুব আলোচিত বিষয় অনুচ্ছেদ ৭০। জনাব মাহফুজ আনাম যেটি বলেছেন, আমি তার সাথে একমত পোষণ করি। আমি এর সাথে যোগ করতে চাই, যদি আমাদের রাজনৈতিক ঐক্যমতের প্রয়োজন হয়, পাকিস্তানের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৯ (এ) যদি আমি ভুল না করে থাকি, তারা ৪টি বিষয়কে রেখেছে। ১। সরকার গঠনের সময়, ২। ট্রেজারি বিলের সময়, ৩। অনাস্থা ভোট এবং ৪। সংবিধান সংশোধন। তারা এটিও রেখেছে। বৃহত্তর ঐক্যমতের জন্য যদি ৪টিকেও রাখতে হয়, রেখে আমাদের অনুচ্ছেদ ৭০কে সংশোধন করতেই হবে। আমার কাছে মনে হয় অন্তত ২টি অনুচ্ছেদ সংশোধন করতেই হবে। অনুচ্ছেদ ৭০ এবং অনুচ্ছেদ ১১৬। আমরা খুবই surprising যে, আমরা আমাদের সংবিধানে অনুচ্ছেদ ১১৬ রাখছি, যেটি পরিষ্কারভাবে অনুচ্ছেদ ২২-এর সাথে সাংঘর্ষিক। মাসদার হোসেন মামলার রায় হয়েছে। কিন্তু আমি জানিনা, ঐটির মধ্যেতো built in থাকার কথা ছিল যে, অনুচ্ছেদ ১১৬ এই চেহারায় থাকতে পারে না। নিম্নআদালত পুরোপুরি স্বাধীন করা দরকার constitutionally at least. এ দুটোকে অন্তত সংশোধন হতেই হবে বলে আমি মনে করি। কোর্টের ক্ষেত্রে আরও দুটো কথা। সেটি হচ্ছে, সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে আমরা যে একটি অপশন রেখেছি আইন করতে হবে। ফলে সরকার যা যা করছে, সেটি সাংবিধানিকভাবে করছে। আইন ছাড়া কোনো নিয়োগ হতে পারবে না। এটিও যদি আমরা আনি সেটিও সেই আইনের মধ্যে সংযুক্ত হতে হবে। তাই একটি আইন করতেই হবে। আইন তৈরি হতেই হবে এটিই হচ্ছে একমাত্র অপশন। তার মধ্যে আমরা কন্ডিশনগুলো রাখলে রাখতে পারি।

সুপ্রীম কোর্টের বেঞ্চ নিয়ে কথা। আমি অবাকই হই, আমার কাছে এখনও অবাকই লাগে কেন আমাদের উচ্চ আদালত একসময় বেঞ্চ এর বিধান নিষেধ করেছে। অনুচ্ছেদ ১০০ তে বলছে,"তবে রাষ্টপতির অনুমোদন লইয়া প্রধান বিচারপতি সময়ে সময়ে অন্য যে কোনো স্থান বা স্থানসমূহ নির্ধারণ করিবেন, সেই স্থান বা স্থানসমূহে হাইকোর্ট বিভাগের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে।" সেটি যদি একটি সংবিধান অনুমোদন করে একটি স্থায়ী বেঞ্চে কী সমস্যা আছে? এটি খুব একটি সোজা সাপ্টা কথা। আমরা অনানুষ্ঠানিক যে আলোচনা শুনি, আমাদের এখানে যে বড় বড় আইনজীবীরা আছেন, তারা হয়ত খুব বেশি চাননা যে বিভিন্ন জায়গায় হাইকোর্টের বেঞ্চ চলে যাক। কিন্তু এটি যাওয়া খুবই প্রয়োজনীয়। আমি খুব জরুরি বলে মনে করি। আমাদের আপীল বিভাগটি এখানে exclusively থাকল, কিন্তু হাইকোর্ট পর্যন্ত কাজ যদি জেলায় করে ফেলতে পারে বা বিভাগীয় শহরে করতে পারে সেটিও একটি বড় কাজ হবে বলে আমি মনে করি।

সংবিধান সংশোধন নিয়ে ভাই যেটি বলেছেন আমি সেটির সাথে একমত। কিন্তু আমি মনে করি, দুই তৃতীয়াংশ আমরা যদি এই পদ্ধতিতে থাকি তাহলে এখানে অনেকগুলো 'যদি' কিন্তু আছে। আরেকটি কথা বলে রাখা ভালো, আমার যাবতীয় আলোচনা হচ্ছে পঞ্চদশ সংশোধনী হয়নি, এটার ওপর ভিত্তি করে। কারণ পঞ্চদশ আছে ধরে কথা বলতে গেলে কয়েক হাজার কথা বলতে হবে। আমি আশা করি যে, কোর্টেই এটি বাতিল হবে। কারণ it is so bad. এটি এত বেশি মৌলিক অধিকার ভঙ্গ করেছে যে, এটি টিকে থাকার কথা নয়। তাই আমার কথাগুলো পঞ্চদশ সংশোধনীর আগের পরিস্থিতি নিয়ে। অবশ্যই তত্ত্বাবধায়ক সরকার লাগবে। কিন্তু বলছি যে, পঞ্চদশ সংশোধনী হওয়ার আগে, পঞ্চদশ বাতিল হওয়া পর্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি আছে যেটি সেটি হচ্ছে যে, দ্বাদশ সংশোধন হওয়ার পর বেশ কিছু অনুচ্ছেদের জন্য গণভোটের অপশন রাখা ছিল, আমি মনে করি এই অপশনটি সবকিছুর জন্য রাখা উচিত। কারণ fast pass the post system-এ জন্য আমরা যত যাই বলি না কেন দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা technically ২০-২৫% ভোটেও দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা হয়ে যেতে পারে। তবে তারা সংবিধান সংশোধন করে ফেলবেন এটি হতে পারে না। Any form of amendment, any

Article সেটি প্রাথমিকভাবে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাস হতে হবে। তারপরই গণভোট থাকা দরকার। এটি ছাড়া হতে পারে না। কারণ আমাদের কোথাও না কোথাও একটি বিধি নিষেধ দিতে হবে। fast pass the post system-এ যে একটি সমস্যা আছে সেটিকে রোধ করতে হবে। এখন এটির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এসেছে proportional representation. আমি আমার মতামত খুব পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেই, সেটি হচ্ছে অনুচ্ছেদ ৭০ আমরা যে কারণে বাদ দিতে বলি না, বিশেষ করে আমি বাতিল করতে বলছি না, অনুচ্ছেদ ৭০ একটি brilliant idea ছিল '৭২-এ। কিন্তু তাদের এটি অনুভব করা দরকার ছিল যে এটি সংকট তৈরি করতে যাচ্ছে। কারণ অনুচ্ছেদ ৭০ আসলে যেভাবে রাখা হয়েছে তাতে বাংলাদেশে আর আইন বিভাগ নেই। একজন ব্যক্তি যা বলে তাই হয়ে যায়। তাই বাংলাদেশ জন্মই নিয়েছে without a wing. আমি প্রায়ই বলি যে basic fundamental যে কথা, separation of power-এ যে তিনটি বিভাগ পৃথক থাকবে সেখানে আমাদের কোনো আইন বিভাগ জন্ম থেকেই ছিল না। কিন্তু এটি না থাকলে সরকার টিকে থাকবে না। আমরা horse trading-এর কথা বলি, it is very much relevant. এটি যদি আমরা বিশ্বাস করি তাহলে আমরা নিম্নকক্ষে কমপক্ষে, আমরা নিম্নকক্ষের আলাপ করছি সেই সঙ্গে আমরা উচ্চকক্ষেরও আলাপ করছি। সেই জায়গায় আমি আসছি, নিম্নকক্ষে যদি আমরা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব করি তাহলে বাংলাদেশে সরকার গঠিত হবে না, সরকার টিকবে না। আমরা জার্মানিতে যদি দেখি, প্রায়ই দেখা যায় তাদের বিরোধী দল সরকার গঠনে সমর্থন দিচ্ছে এবং তারা বিরোধী দল হিসেবেও আছে। বাংলাদেশে এই পলিটিক্যাল কালচার কবে আসবে আমরা জানিনা। আমরাতো প্রাগৈতিহাসিক আলোচনা করছি। আমরা একটি সুষ্ঠু নির্বাচন করতে পারি না। সেই জায়গায় বসে আমরা ধারণা করছি, আমি একটি উদাহরণ দেই, Thirty five percent is more than enough to get general majority in our electoral history. কিন্তু ৩৫% ভোটে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বে একটি দল ১০৫টি সীট পাবে। সে ৩৬টি সীট লেক করে। এই ৩৬টি সীটের জন্য সবার যে মতামত সেটি মহৎ ধারণা যে আমরা চেক এন্ড ব্যালেন্স নিশ্চিত করছি। ফলে একটি দল স্বৈরাচারি হয়ে উঠবে না। সে কোনোদিন দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না। চাইলেই সংবিধান পালটাতে পারবে না। এটি রক্ষা কবচ হিসেবে পাচ্ছি। কিন্তু ১০৫টি সীট পাওয়া একটি দল সরকার গঠন করতে পারবে না। কোনো সুযোগ নেই। পারলেও দেখা যাবে যে তারা এমন সব দাবিদাওয়া করতে থাকবে ঐ সরকার আসলে দীর্ঘস্থায়ী হবে না। অপশন হিসেবে সবাই যেটি বলছেন, সেটি আমিও সমর্থন করি। সেটি হচ্ছে একটি উচ্চকক্ষে একই নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের শতকরা অনুপাতে তৈরি হবে। আমি এই উদাহরণটিই দেই। বুঝার সুবিধার্থে যদি বলি যে, উচ্চকক্ষে ১০০ জন সদস্য থাকবে। তাহলে যে দলটি ৩৫% ভোট পেয়ে ধরে নিলাম ১৭০টি আসন পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে।

সে সরকার গঠন করল। সে টিকে গেল। সে উচ্চকক্ষে ৩৫টি সীট পাবে। তার দলের সবাই যদি ভোটও দেয় কোনো একটি বিলের ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রেও তার ১৬টি সীটের অভাব থাকবে। সুতরাং আমাদের কিছু বিল উভয় হাউজে পাস হতে হবে। অথবা সিনেটের মত। আমেরিকার সিনেটে কতগুলো exclusive power আছে। কিছু নিয়োগ বা এ ধরনের ক্ষেত্রে। আমরা তা include করতে পারি। ফলে আমরা যে check and balance কথা বলছি সেটি ensure করা যাবে। যে মানুষটা বা যে দলটা ১০% ভোট পেয়েও একটি সীটও পেল না নিম্নকক্ষে সে কিন্তু উচ্চকক্ষে ১০টি সীট পেল। তার প্রতিনিধিত্ব আমরা ensure করতে পারলাম- এই মডেলটা করলে। আবার কেউ কেউ বলছেন, নিম্নকক্ষ মিশ্রপদ্ধতিতে করা যায় কি না? আমি এটিও বিরোধীতা করি। আমি মনে করি যে, এটিও গ্রহণযোগ্য সমাধান এভাবে হতে পারে।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ক্ষেত্রে কি করা হবে? এখানে জনাব মাহফুজ আনাম আছেন। তাঁর বাবা জনাব আবুল মনসুর আহমেদের একটি অনুষ্ঠানে আমি ছিলাম। একটি খুব interesting বিষয়, আমাদের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে যদি আমরা এই পদ্ধতিতে থাকি, বর্তমান যে পদ্ধতি আছে, এটির একটি 'Electoral College' তৈরি করতে পারি কি না? আমাদেরতো প্রদেশ নেই। আবুল মনসুর আহমেদ কিন্তু এটি প্রস্তাব করেছিলেন। which I like very much. ভারতে যেটি হয়। ভারতে উভয় হাউজের মেম্বার এবং তাদের যে legislative assemblyগুলো আছে বিভিন্ন প্রদেশে, তাদের সদস্যরা মিলে এবং total একটি electorate এবং একটি ওজন আছে যে লোকসভা হলে এত, বিধান সভা হলে এত। আমরা এটি করতে পারি কি না, আমাদের যেহেতু দুটি হাউজ বা ধরে নেই একটি হাউজই আছে- সংসদ-সদস্যরা একেকজনের ওয়েট হচ্ছে এত, আমরা তার সাথে উপজেলার ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান বা মেম্বার, ইউনিয়নের ক্ষেত্রে শুধু চেয়ারম্যান ধরে, এভাবে ধরে যদি এদেরকে একটি ওয়েট ধরে একটি electorate তৈরি করি খুব সম্ভাবনা থাকবে অনেক সময় যে বিরোধী দল থেকে মনোনীত কেউ প্রেসিডেন্ট হয়ে যেতে পারেন। সুতরাং সরকারি দল যাকে চাইলেন, সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় প্রেসিডেন্ট হয়ে যাবে এটি প্রতিহত করা যায়। আমি খুবই সমর্থন করি, আমার খুব ভালো লেগেছে এই পদ্ধতিটি। আর প্রেসিডেন্টের হাতে ক্ষমতার ভারসাম্য অনেক ক্ষেত্রেই হতে পারে। তার সাথে আরো কয়েকটি জিনিস আমরা যোগ করতে পারি যে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে exclusively তার হাতে power দিতে পারি। আমি একটি উদাহরণ নেই। ধরুন নির্বাচন কমিশনে একটি নিয়োগের আইন হয়েছে। নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের প্যানেল তৈরি করে, সার্চ কমিটি প্যানেল তৈরি করল এবং সেটি রাষ্ট্রপতির কাছে দেবে, আমাদের বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৮(৩) অনুযায়ী এটি আসলে

প্রধানমন্ত্রী ঠিক করবেন। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ছাড়া আমরা এই ৫ জন ৭জন বা ১০ জনের প্যানেল, সেখানে প্রতি পদের জন্য ২ জন অর্থাৎ ১০ জনের একটি প্যানেল দেবে। এই ৫ জনকে কিন্তু select করবেন প্রধানমন্ত্রী। বিদ্যমান সংবিধান অনুযায়ী। সোজা সাপটা কথা। এরকম কিছু নিয়োগের ক্ষেত্রে আমরা অনুচ্ছেদ ৪৮(৩)কে সংশোধন করে এটির decision search committee-এর পর exclusively প্রেসিডেন্ট দেবেন, যেটিতে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ exemption দেওয়া হয়েছে। যেমন প্রধান বিচারপতির ক্ষেত্রে অন্তত তাত্ত্বিকভাবে দেওয়া হয়েছে। এরকম আরও বেশ কিছু দেওয়া যেতে পারে। যেমন বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে যে আইনের কথা বলছি সেটিরও ক্ষমতা বা সক্ষমতা তার হাতে থাকতে পারে যদি বিদ্যমান পদ্ধতিতে থাকি। যদিও এ ব্যাপারে আমার একটি ভিন্ন মতামত আছে।

এবার আমি স্থানীয় সরকারের বিষয়ে কিছু বলতে চাই। স্থানীয় সরকারের বিষয়ে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৯। আমি আমাদের সংবিধানের স্পিরিট যতটুকু বুঝি সেখানে বলা আছে, সংসদ আইন তৈরি করার মাধ্যমে চাইলে প্রশাসন, পুলিশসহ সবকিছুর দায়িত্ব স্থানীয় সরকারকে দিতে পারে। তার অর্থ আমাদের সংবিধান মতে এখনও এগুলো দেওয়া সম্ভব। কিন্তু আমি চাই যেটি, আমরা খেয়াল করেছি বিকল্প দিয়ে কোনোদিন আইন তৈরি করা হয়নি। পক্ষান্তরে প্রশাসকরা, ইউএনওরা উপজেলা চেয়ারম্যানের ওপর খবরদারি করেছেন। যেটি হয়, সুপ্রিম কোর্টের স্পষ্ট রায় আছে, সেটির বিরুদ্ধে আপিল করা হয়েছে, সেটি ঝুলে আছে আপিল বিভাগে, তাই আমি মনে করি এটিকে imperative করে দেওয়া। আইন করে এটি তাদের অধীনে দিতে হবে। অনুচ্ছেদ ৫৯ এর এই পরিবর্তনটি যদি হয়, আমি মনে করি আমাদের স্থানীয় সরকারের একটি বিরাট পরিবর্তন আসতে পারে।

সাংবিধানিক কমিশনগুলো সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই। আমাদের অনেকগুলো কমিশন আছে যেগুলো সাংবিধানিক না। উদাহরণ স্বরূপ আমাদের এক ধরনের statutory commission যেমন দুদক, মানবাধিকার কমিশন এগুলোকে সাংবিধানিক কমিশন করে দেওয়া উচিত। সাউথ আফ্রিকায় আমি গুনে দেখেছি ওদের সাংবিধানিক ১৬-১৭টি কমিশন আছে। অনেকদিন আগে গুনে দেখেছি। এখানেও সাংবিধানিক করা। দ্বিতীয়ত এগুলোকে স্বাধীন করা। মানে এদের প্রত্যেকের লোকবল নিজস্ব হবে। নির্বাচন কমিশনে প্রশাসন থেকে, সরকারের জনপ্রশাসন থেকে সচিব কেন থাকবে? দুদকে কেন সচিব থাকবে। আমরা যদি বিচার বিভাগের জন্য আলাদা সচিবালয় করি, যেটিতে শুধু জুডিশিয়ারির মানুষ থাকবেন, আমরা দুদকে একজন সরকারি সচিব কেন রাখব? সরকারি সচিব রাখার কারণে যেটি হয়, দুদকের একটি বড় কাজ টেকনিক্যালি প্রজাতন্ত্রের কর্মচারিদের দুর্নীতি ইত্যাদি খোঁজ করা। শুধু সচিব না, আরও কয়েকজনকে সেখানে রাখছি সেটি ঠিক না। যদি সম্ভব হয় কমিশনগুলো তার সচিবালয়ের দিক থেকে পুরো স্বাধীন হবে। Free from the government employee. এরকম একটি অপশন যদি রাখা যায়। অনেক রকম কমিশন হতে পারে, নতুন নতুন কমিশন। যেমন সাউথ আফ্রিকার আমার খুব প্রিয় একটি কমিশন, I wrote on that. অর্থাৎ পুলিশের বিরুদ্ধে আনা যে কোনো অভিযোগ, সেটি তদন্তের জন্য আলাদা কমিশন আছে। পুলিশ যখন নিজের অভিযোগ নিজে তদন্ত করে, এটি কার্যকরী হয় না। সাউথ আফ্রিকায় এরকম একটি সাংবিধানিক কমিশন আছে যেটি শুধু পুলিশের বিরুদ্ধে আসা অভিযোগগুলো তদন্ত করে। এরকম আরও বহু কমিশন আছে। প্রত্যেকটি কমিশন, যেগুলো বিদ্যমান আছে, মানবাধিকারের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি কমিশন অবশ্যই সাংবিধানিক হওয়া উচিত। এরকম আরও কিছু কমিশন করা যেতে পারে। disparity এর বিরুদ্ধে কমিশন আছে সাউথ আফ্রিকায়। culture এর মত কমিশন আছে। ক্রয় সংক্রান্ত কমিশন আছে। আমাদের ক্রয় পুরো সরকারের হাতে রাখব নাকি একটি কমিশনে দিয়ে দিব সেগুলো আলাপ হতে পারে। কিন্তু এগুলো সাংবিধানিক হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

Finally, যেটি আমার সবচেয়ে প্রধান আলোচনার জায়গা, সেটি হচ্ছে আমরা ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের বিরুদ্ধে কথা বলছি। আমি মনে করি রাষ্ট্রপতির হাতে পাওয়ার দেওয়ার চাইতে আরও ভালো উপায় হচ্ছে সাংবিধানিক কমিশন তৈরি করা। আমি উদাহরণ দেই, আমাদের কাছের দেশ হিসেবে শ্রীলংকায় আছে। সেখানে ১০ সদস্যের একটি কমিশন আছে, যেখানে প্রধানমন্ত্রী আছেন, বিরোধীদলীয় নেতা আছে, স্পীকার আছে, রাষ্ট্রপতির মনোনীত লোক আছে এবং সিভিল সোসাইটির লোক ৫ জন আছে যেখানে ২ জন মনোনীত করতে হবে প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধীদলীয় নেতার। এভাবে ১০ সদস্যের যে কমিশন আছে তারাই শেষ পর্যন্ত এই positionগুলোতে নিয়োগ করেন। শুধু সাংবিধানিক কমিশন না, পুলিশের আইজিও শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট নিয়োগ করতে পারেন না। সেটি ঐ কমিশন নির্বাচন করে। ফলে যেটি দাড়ায় প্রধানমন্ত্রীর হাতের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে কমানো যায়। একটি খুব মজার গল্প আছে। এই সংশোধনীটি শ্রীলংকার সপ্তদশ সংশোধনীতে সংযোজন করেছিলেন চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা। খুবই মজাদার। তরপর যখন মাহেন্দ্র রাজাপাকশে যখন প্রেসিডেন্ট হলেন, তিনিতো কতৃত্ববাদী হয়ে উঠতে চাইলেন। তিনি তার হাতে ক্ষমতা রাখতে ১৮তম সংশোধনীর মাধ্যমে এই কমিশন বাতিল করে দেন। এরপর সিরিসেনা যখন প্রেসিডেন্ট হলেন ১৯তম সংশোধনীতে তিনি আবার এটিকে নিয়ে আসলেন। আমাদের এ দুজনকে গণতান্ত্রিক বলব। মজার ব্যাপার হলো এরপর যখন গতাবায়া, দুইভাই সমান authoritarian, তিনি ২০তম সংশোধনীতে আবার এই কমিশন বাতিল করেন। তাই authoritarian এর সাথে এই কমিশনকে correlation করা যায়। আমার কাছে খুব মজা লেগেছে। এরকম একটি কমিশন

আমি খুব শক্তভাবে চাইব।

আমার কাছে যদি বলেন, ৩টি জিনিস। এবার আমাদের কী চাওয়া উচিত? ১। আমাদের অনুচ্ছেদ ৭০, ২। অনুচ্ছেদ ১১৬ এ দুটো সংশোধন করতে হবে। যাতে আমাদের separation of power নিশ্চিত হয়। ৩। একটি সাংবিধানিক কমিশন চাই। যেটি এই অবস্থানগুলোতে নিয়োগ নিশ্চিত করবে। সেটি বিচারক থেকে শুরু করে সবকিছু ঠিক করবে। প্রধানমন্ত্রী থাকবে এই ৭ জন, ১০ জন বা ১৫ জন যাই থাকুক তার একজন। সংখ্যাটি আমি সঠিক জানিনা।

আর শেষ কথা, জনাব মাহফুজ আনামের সাথে আমি একেবারেই একমত, আমিও মনে করি সংবিধান সংশোধন করেই সবগুলো কাজ করা সম্ভব, যা যা বলছি। পুনর্লিখন করলে এই মুহূর্তে সমাজে একটি বিতর্ক তৈরি হবে। পুনর্লিখন করলে যে বড় সমস্যা হবে তা না। বিতর্ক তৈরি হবে, এটি সংঘাতের দিকে যেতে পারে। সংবিধানের আলোচনায় আমি প্রায়ই *Deng* Xiaoping-এর সেই উক্তিটা ব্যবহার করি, "বিড়াল ইদুর মারতে পারে কি না, সেটিই বিষয়। সেটি কালো না সাদা, সেটি বিষয় নয়।" সংবিধান সংশোধন করেও যদি আমি আমার কার্যকরি বিষয়গুলো পেতে পারি, সংযোজন করতে পারি সেটি আমার কাছে বড় মনে হয়। আমি যতদূর বুঝি সংবিধানের, আমার মনে হয়েছে এটি অবশ্যই সম্ভব।

ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান) : ধন্যবাদ।

ছোট ছোট ২/১টি প্রশ্ন, জনাব মাহফুজ আনাম আপনার কাছে। সেটি হচ্ছে, প্রেসিডেন্টর হাতে ক্ষমতা দেওয়ার কথা আপনি বলেছেন। কিন্তু নির্বাচনের প্রক্রিয়াটা যদি এখন যা আছে পার্লামেন্টে, সেটিই যদি থাকে তাহলে প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণ হ্রাস করা যাবে কী না?

**জনাব মাহফুজ আনাম:** একদম ঠিক বলেছেন। আমি কিন্তু বলেছি যে, প্রেসিডেন্টের নির্বাচনটি আরও কীভাবে স্বচ্ছ এবং জবাবদিহি করা যায়- আমি সেটি চাই। কিন্তু সেটি নিয়ে চিন্তা করা হয়নি। সেটি একটি দুর্বলতা। এই সুযোগে ড. জাহিদের প্রস্তাবটি আমি খুবই শক্তভাবে সমর্থন করতে চাই। Introduction of the upper House. সে যেটি বলেছে যে, যে দল যত শতাংশ ভোট পাবে সেই অনুপাতে আপার হাউজে যাবে। তাহলে আমি এক নির্বাচনে দুটো হাউজই পেয়ে যাচ্ছি- আনুপাতিক ভোটে আপার হাউজ হচ্ছে আর সরাসরি ভোটে first past the post যেটি এখন আছে সে অনুযায়ী লোয়ার হাউজ হচ্ছে। এটি আমি সমর্থন করি।

আর ombudsman সম্পর্কে আমি বলতে ভুলে গেছি। I would strongly recommended the introduction the ombudsman. আবারও ড. জাহেদ উর রহমানের কতগুলো প্রস্তাব যেটি হলো সাংবিধানিক কমিশন যেমন- মানবাধিকার কমিশন, Right to Information কমিশন বিশেষভাবে দুর্নীতি দমন কমিশন।

আরেকটি বিষয় আমি বলতে ভুলে গিয়েছিলাম সেটি হচ্ছে কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের যে অফিস, সেটি একটি সাংবিধানিক অফিস, সেটি একদম অকার্যকর করে দেওয়া হয়েছে। তারা সংসদে একটি রিপোর্ট দাখিল করেন। তারপর আর কিছুই হয় না। তাই আর্থিক জবাবদিহিতার কোনো সাংবিধানিক কমিশন করা যায় কি না? এই অফিসটিকে আরও শক্তিশালী করা এবং আমার জানামতে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ের অডিট বিভাগ রয়েছে। অর্থাৎ অডিটিং পদ্ধতিটি, আর্থিক অডিটিং, এজি অফিসের ব্যাপারটি এবং সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে যে নিয়োগ হয় আমাদের দেশে বিরোধী দল সাধারণত সংসদে অনুপস্থিত থাকায় সরকারি দলের এমনিতেও যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্ষমতা ছিল সেটি আরও বেশি প্রয়োগ হয়েছে, কারণ মাঠ খালি ছিল। আমি মনে করি, সংসদে কিছু বিশেষ স্থায়ী কমিটির সভাপতি বিরোধী দল থেকে হওয়া উচিত। তাতে একটি জবাবদিহিতা থাকবে।

ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): আগের প্রশ্নটি একটু ব্যাখ্যা করার জন্য বলছি। প্রেসিডেন্টের নির্বাচন গত কয়েকদিনের আলোচনায় কেউ কেউ ক্ষমতার ভাগ বন্টনের প্রশ্নে দুটি ধারণা তৈরি হয়েছে। একটি ধারণা আমরা পাই যে, প্রেসিডেন্টের হাতে ক্ষমতা থাকলে ভারসাম্য হবে। আবার কেউ কেউ এই উদ্বেগ, আশংকা করছেন যে, ক্ষমতার দুটি ভরকেন্দ্র তৈরি হলে সরকার চালানোই বিপদগ্রস্ত হয় কি না? আপনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পদ্ধতিটির কথা বলেছেন যে, আমাদেরকে ভাবতে বলেছেন। সেক্ষেত্রে কি সরাসরি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের কথা কি ভাবা যেতে পারে? জনাব জাহিদ উর রহমান যেটি বলেছেন সেটি একটি ভিন্ন প্রক্রিয়ায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। Indirect basis direct নির্বাচন নয়। কিন্তু সরাসরি নির্বাচনের কথাও কি বিবেচনা করা যেতে পারে? কেউ কেউ বলছেন কথাটি।

**জনাব মাহফুজ আনাম:** আমার মত হচ্ছে, That will definitely create two sentence of power. প্রেসিডেন্ট সরাসরি নির্বাচিত হলে তার নৈতিক ক্ষমতা অনেক বড় হলো। We make into complex situation of stalemate. কেননা আমাদের পলিটিক্যাল কালচারতো

পিছনের যা আছে তা ভাবতে হবে। এখন ধরেন আমেরিকান সংবিধানেও কিন্তু stalemate হয়। সেটি একটি প্রথা হয়ে আসছে। They are survive all that. আমাদের এখানে রাষ্ট্রপতির সরাসরি নির্বাচন আমার মনে হয়, নির্বাচিত সরকারের ক্ষমতা অনেকভাবে ক্ষতু হতে পারে।

**অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের** (কমিশন সদস্য): অনেকেই বলেছেন যে, প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ ২ মেয়াদে সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত। What if I Prime Minister is found to be to have become authoritarian in the first term.

**জনাব মাহফুজ আনাম:** সেখানে সাংবিধানিক কমিশন যেটি বলা হচ্ছে, আমরা যদি আপার হাউজ করতে পারি অর্থাৎ It can be that she or he is very authoritarian even in the first term. Accountability of the Prime Minister power should be a part of our constitution. The question is very valid. After all elected Government এর প্রতিও তো আমাদের শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। কমপক্ষে একটি টার্মতো আপনি দিবেন। পরবর্তী নির্বাচনে হয়ত সে বেরিয়ে যাবে। নির্বাচন কারচুপির বিষয়টি আমাদের গভীরভাবে ভাবতে হবে। কারণ হাসিনা সরকার নির্লজ্জভাবে নির্বাচনে কারচুপি করেছে। কিন্তু কোনো রকম প্রতিকারমূলক কিছু করা যায়নি। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের নিশ্চয়তা কতভাবে দেওয়া যায়, নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা, আরও কীভাবে জোর দেওয়া যায়, সেটি আমাদের ভাবতে হবে।

**অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের** (কমিশন সদস্য): আরেকটি প্রশ্ন। একটি বিষয় হলো যে, আমরা অনেকগুলো consultation করেছি। একটি জিনিস খুব পরিষ্কারভাবে বেরিয়ে এসেছে যে, unless rechange the political culture, unless rechange the character of political parties, অনেক সংস্কারই will not see the light of day. এখন রাজনৈতিক দলগুলোর চরিত্র বদলাতে হলে over the years ingrained, inherent corruption. How do you go about it. How do you actualy rain in the political parties given their kind of leverage that they had. এত বছরের মধ্যে তারা সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছে। অন্যান্য রাষ্ট্র শ্রীলংকা আপনি বললেন, ওদের প্রতিষ্ঠানগুলো মোটামুটি টিকে গেছে। কিন্তু আমাদের যে framework, foundationগুলো কিন্তু ধ্বংস হয়ে গেছে। সকালে একজন আলোচক বলেছেন যে, আমরা যত সুন্দর সংবিধানই করে দেই না কেন, unless you have the right political will to drive at home this will become very very daunting task. আপনাদের তরফ থেকে কোনো প্রস্তাব আছে কি না? এই যে বললেন এসিসি, এনএইচআরসিকে যেগুলোর অলরেডি সাংবিধানিক bodies আছে, ওরাও কিন্তু had become completely redundant. এই কালচার চলতে থাকলে আরও সাংবিধানিক body করে আমরা কি লাভ পাব সেটি আমি নিশ্চিত না। কিন্তু এই সুপারিশ অনেকেই দিচ্ছেন। I think to give more teeth to those institution. কিন্তু আমরা দেখেছি যে, constitutional bodies had become quite week. They could not function.

**জনাব জাহেদ উর রহমান:** আপনি যে প্রশ্নটি তুললেন, ইদানিংতো অনেক অনুষ্ঠান হচ্ছে সংবিধান নিয়ে, সেখানে অনেকগুলোতে যাই, যেভাবেই হোক আমি আমন্ত্রণ পাই। আপনি যে আলোচনাটা করছেন, সেখানে গিয়ে সে আলোচনাটা আমি অনেক বেশি করি। সংবিধান সম্পর্কে একটি কথা আমি সবসময়ই বলি যে, ভালো সংবিধানকে খাটো করা ঠিক না। কিন্তু overestimate করাও ঠিক না। কিছু লোক আছে তারা মনে করেন, খুব চমৎকারভাবে একটি সংবিধান লিখে ফেললেই হয়ে যাবে। আমি সাউথ আফ্রিকার সংবিধানটি কেন পড়তে গেছি, কারণ তুলনামূলকভাবে সংবিধানের ক্ষেত্রে অনেকে বলেন যে, এটি বিশ্বের অন্যতম একটি ভালো সংবিধান। আমি দেখলাম, আসলে আমি যতদুর বুঝেছি, ভালো। সেটিতো পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম গণতান্ত্রিক দেশ নয়। যদিও তাদের একটি ভালো সংবিধান রয়েছে। সুতরাং এটি আসলে হয় না। ভালো সংবিধান থাকলে কী হয়, আমি সবসময় একটি উদাহরণ দেই, ১৬তম সংশোধন বাতিল হওয়ার পরও একটি বিতর্ক হলো, তারা যদিও সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল পুনর্বহাল করেছেন, এটি নাকি আপনাআপনি পুনর্বহাল করা যাবে না। কোর্ট can not decide? । তারপরও আওয়ামী লীগ যেটি করেছে, তাদের সংবিধানে আগের অপশনটিই রয়ে গেছে। এটি ফাইন। এসকে সিনহাকে তারা বের করে দিয়েছেন। তাদের হাতে সব ক্ষমতা ছিল, কিন্তু তারা ঐ সাংবিধানিক পদ্ধতিটিরও ধার ধারেনি। তারা তাকে গান পয়েন্টে বের করে দিয়েছেন। এই আর কি বিষয়। আমার কাছে যেটি সমাধান, সেটি হচ্ছে যারা খুব দ্রুত সবকিছু করতে চাইছেন, আমার ঘটনাটি হচ্ছে এরকম, কমপক্ষে ১৫ বছর। আমাদের যদি ১৯৯১ থেকে বাধাহীনভাবে আমরা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াটি চালিয়ে যেতে পারতাম, বা নির্বাচন পদ্ধতি। আমি কিন্তু নির্বাচনকে খুব গুরুত্ব দেই। কেউ কেউ বলে যে আমি overestimate করি। কিন্তু আমি মনে করি, তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকা এবং বেশ কয়েকটি নির্বাচন যদি ক্রমাগত চলতে পারে, অবাধ নির্বাচন, সেটি একটি date rent হিসেবে কাজ করবে। আমি একটি সাম্প্রতিক উদাহরণ দেই, সরাসরিই বলি। বিএনপির কিছু লোকজন চাঁদাবাজি করছে, খুব দ্রুত action নিচ্ছে। সত্যিই দেড় হাজারের মত action নিয়েছে। আমি ধরেই নেই যে তাদের চরিত্রগত পরিবর্তন হয়নি, তাহলে তারা এই কাজটি কেন করছে? সামনে একটি নির্বাচন আছে। আমরা ধ্বংস হতে শুরু করলাম তখন, যখন আমরা সামনে আর নির্বাচন দেখলাম না।

আমি দুটো সরকারের কথা বলি, যেগুলো নির্বাচিত হলেও নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কারণ তাদের সামনে নির্বাচন ছিল না। একটি

হলো, ২০০১ এর বিএনপি সরকার। সেটি একটি ভালো নির্বাচন দিয়ে নির্বাচিত হয়েছে। তারপর তাদের মাথায় বুদ্ধি আসল, আমরা কিন্তু তত্ত্বধায়ক সরকারকে manipulate করব, বিচারকের বয়স বাড়াব, সেই কারণে কিন্তু সেই সরকারটি খারাপ সরকার হয়ে গেছে। কারণ সে মনে করেছে যে, মেনিপুলেট করে থেকে যাব। একই বিষয় করেছে ২০০৮ সালের আওয়ামী লীগ সরকার। তারা ক্ষমতায় আসল এবং তারা বুঝল যে তারা তত্ত্বধায়ক সরকার বাদ করে দেবে। তখন দেখব যে, ঐ সরকারটি নির্বাচিত হয়েও খারাপ ছিল। তুলনামুলকভাবে ১৯৯১ এবং ১৯৯৬ সালের যে দুটি সরকার ছিল, অনেক সমালোচনার পরও তুলনামুলকভাবে ভালো ছিল। আমি মনে করি, আমরা যদি সেটুকুও সুনিশ্চিত করতে পারি, এখন কি সেটুকুও পারব? উত্তর হচ্ছে, পারব না। কেউ যদি মনে করে, তত্ত্বধায়ক সরকার দেওয়ার পরেও সবকিছু manipulate করে বসে থাকবেন, এটি অসম্ভব না। যদি পারি, নির্বাচন ঠিকঠাকমত করতে তাহলে আমাদের সকল প্রতিষ্ঠানগুলো ভালো হতে শুরু করবে এটি আমি শতভাগ বিশ্বাস করি।

ধন্যবাদ।

**জনাব মাহফুজ আনাম:** হঠাৎ মাথায় আসলো যে, এটি বোধ হয় সংবিধানের বাইরে। আমরা যেমন প্রধানমন্ত্রীর টার্ম নির্ধারিত করছি তেমনি আমরা কি দলীয় প্রধানের টার্মও নির্ধারিত করতে পারি কী না? এটি বেশি interventionist হয়ে যাচ্ছে হয়ত, সেখানেও তো গণতন্ত্রের ব্যাপার আছে।

**জনাব জাহেদ উর রহমান:** এখানে আমি আবার একটি বিপরীত যুক্তি দেই। যেহেতু আলোচনার মতো হচ্ছে। বিজেপি-এর এই টার্মের আগে, কংগ্রেস যখন ক্ষমতায় আসলো, সোনিয়া গান্ধি প্রধানমন্ত্রী হবেন কি না, সেটি নিয়ে বিজেপি সমাালোচনা করল, তিনি প্রধানমন্ত্রী হলেন না। মনমোহন পর পর ২ টার্ম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। আসলে সে সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী কে ছিল? যদি আপনি এই প্রশ্নটি করেন, ঐ সময়ে আসলে প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? defecto প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? তিনি হন নি, বা ২ টার্মের পর কেউ হবেন না। কিন্তু কালচার যদি না পাল্টায়, defecto সোনিয়া গান্ধিই ছিলেন সেই সময়।

**জনাব মাহফুজ আনাম:** বাধ্যবাধকতা করা আর কি? আরেকটি বিষয় আমি সত্যি সত্যি বিশ্বাস করি, বিরোধী দল যদি বার বার সংসদ বর্জন না করত, তাহলে আমাদের সংসদ আরেকটু শক্তিশালী হতো। ধরেন হাসিনা সরকারের আগেও '৯১ সালে আওয়ামী লীগ বর্জন করল, ১৯৯৬ থেকে ২ বারই বিএনপি বর্জন করল। আবার আওয়ামী লীগ বর্জন করল। অর্থাৎ সংসদ একটি খেলার জায়গা। আমি যেটি বলছিলাম, They never took it to be house of the people. It's not the house of the ruling party. তুমি সেখানে যাবে না কেন? বলবে না কেন? একটি কথা তখন আসতো যে, স্পীকার নাকি মাইক বন্ধ করে দেয়। তখন আমি মনে করি, আমি লিখেছি যে মুহুর্তে মাইক বন্ধ করবে, আপনি সংসদের বাইরে গিয়ে You hold a press conference. So what you could have said inside the house, you said outside the house right then. সংসদ ব্যবহার করে আমরা একটি কালচার সৃষ্টি করি, জবাবদিহিতার কালচার। আমরা সব সময় ক্ষমতা দেখলাম। কীভাবে সরকারকে হেয় করা যায়, বা কোনঠাসা করা যায়। বিরোধী দলের সকল কার্যক্রম এ ধরনের। আর সরকারি দলের ভূমিকা হলো বিরোধী দলকে যতটুকু কোনঠাসা করে রাখা যায়। Yes, we have a very difficult task in hand. Best constitution may not give us the democracy we deserve. তারপরও যদি কাঠামোটি আমরা intelligently করতে পারি may be will go towards that side with very independent phrase always pushing at civil society. আর এখন তো social media is very powerful. সেটিও আমরা গণতান্ত্রিক কাজে ব্যবহার করতে পারব।

**জনাব ফিরোজ আহমেদ** (কমিশন সদস্য): আপনাদের ২জনকেই অনেক ধন্যবাদ। আপনাদের আলোচনা শুনলাম। পরামর্শের জন্যই আপনাদের ২জনের কাছে ২টো প্রশ্ন তুলে রাখছি, আপনারা এখনও বলতে পারেন বা পরে লিখিতভাবে জানাতেও পারেন। একটি আলোচনার বিষয় আজকে আপনারা ২জনেই করেছেন এবং এই কয়েকদিন যারা এসেছেন তারা সবাই বলেছেন, সংবিধান সংস্কার কিংবা পুরোপুরি বদল এটি নিয়ে। যে কোনো কারণেই হোক এটি একটি আলোচনার বিষয় হিসেবে এসেছে যে, সংবিধান আমরা রাখব বা সম্পুর্ণভাবেই বদলে ফেলব কিছু সংস্কার না। এই বাস্তবতাটা এসেছে তার কিছু সংগত কারণও আছে। মানুষের মধ্যে এটি আলোচ্য বিষয়ও এখন। আপনারা কি পরামর্শ দিবেন? এ বিষয়ে কোনো জনমত হতে পারে, গণরায় হতে পারে যে, আপনারা এই সংবিধান চান কি চান না? ভোট হতে পারে। এরকম কোনো পদ্ধতির আয়োজন করা যায় কি না? যেহেতু এত বড় আলোচনার বিষয় হয়ে এসেছে। এটি জানা দরকার হয়ত মানুষ এ বিষয়ে কী মনে করছে। বা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের এ বিষয়ে কোনো বক্তব্য আছে কী না? দ্বিতীয়ত হচ্ছে, বাংলাদেশে বহু বছর ধরে পরিচয়বাদী রাজনীতি একটি বড় জায়গা করে নিয়েছে।

সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম আছে, আরও অন্যান্য চাপও আছে। এ কয়দিনের আলোচনায় বিষয়গুলো বার বার এসেছে। এ বিষয়ে আপনারা কী মনে করেন, সেটিও আপনারা এখন বলতে পারেন, কিংবা আপনার লিখিতভাবে দিতে পারেন। আমরা চাইব যে, আপনাদের মতামত

বা পরামর্শ এ বিষয়ে পরিষ্কারভাবে আসুক।

**জনাব জাহেদ উর রহমান:** আমি প্রথম প্রশ্নটির জবাব এখন দেই। আর দ্বিতীয়টি আমি লিখিত দিব। আমার আরেকটু ভাবতে হবে। প্রথমটির জবাব হচ্ছে, আমাদের মানুষের মতামত নেওয়ার ক্ষেত্রে একটু সতর্ক থাকা উচিত। এটি খুব undemocratic শুনাচ্ছে বা আমরা অনেক বেশি বুঝি এ ধরনের মনে হতে পারে। কেন বলছি, যেমন ধরুন, আমরা যদি মানুষকে জিজ্ঞেস করি যে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে দিয়ে মোবাইল কোর্ট কি থাকা উচিত? মানুষ কোনো কিছু না বুঝেই বিষয়টিকে সমর্থন করবে। আমি প্রথম আলোতে একটি কলাম লিখেছিলাম, রোকনুদৌলা এবং ম্যাজিস্ট্রেট সারোয়ার। celebrity হওয়া যে কারণে আশংকাজনক। তারা Rockstar মতো বিখ্যাত। ভোট নিলে increasingly মানুষজন ভোট দেবে। এমনকি আমাদের শিক্ষিত মানুষও। আমি ব্যক্তিগতভাবেও দেখেছি যে, কেউ infact এটি নিতেও পারে না। কিন্তু এর মধ্যে যে কত বিরাট একটি সংকটের জায়গা আছে, এটি অনেকেই ধরতে পারছেন না। ফলে প্রচুর populist কথাবার্তা সংবিধান পুনর্লিখন নিয়ে আছে। সেটি থাকার কারণে যারা অন্তত বুঝেন, প্রথম কথা হচ্ছে আমরা কত শতাংশ মানুষ পর্যন্ত যাব, তৃণমূলের মানুষ আসলে সংবিধান সম্পর্কে কিছু জানেই না। এমনকি শিক্ষিত মানুষও। সেদিন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম, কৌতুক করে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, তোমরা যারা বিসিএস দাওনি বা দেওয়ার পরিকল্পনা নেই তাদের কয়জন সংবিধান পড়েছ, হাত তোলো। আমি দেখলাম যে, তাদের প্রায় কারও হাত উঠেনি। তাই এটি করাটা কতটা ফলপ্রসু হবে তা নিয়ে আমার দ্বিধা আছে। Frankly speaking, এ রকম একটি অন্তবর্তীকালীন সময়ে, আবেগপূর্ণ সময়ে, আমরা খুব যুক্তিসঙ্গত যে কাজ করতে পারছি সেটি নিয়ে আমার সন্দেহ আছে। আমার কাছে এজন্য মনে হয় যে, এটি নিয়ে কিছু করা ঠিক হবে কি না। আমার কিছু মতামত ব্যক্তিগতভাবে দিতে পারি আরও বড় পরিসরে। কিন্তু এক ধরনের পোল এর মত যদি কিছু করতে চাই যে, আমি পোল দিলাম যে, সোস্যাল মিডিয়াতে, পত্রিকায়, সবাই আপনারা ভোট দেন। আমি গণভোটের কথা বলছি না। সেক্ষেত্রে যে ফলাফল আসবে সেটি আমাদের জন্য খুব বেশি ভালো নাও হতে পারে। এটি হচ্ছে আমার মতামত।

**জনাব মাহফুজ আনাম:** আমি তাঁর বক্তব্যটি সমর্থন করতে চাই। Honestly speaking আমরা সংবিধান নিয়ে আলাপ করছি। তবে এটি কোনো আবেগের ব্যাপার না, এটি কোনো জনপ্রিয়তার ব্যাপার না, এটি খুবই vital document for the future of the country. এখন সত্যিকার অর্থে সংবিধান বাতিলের যে পক্ষটা, তাদের সাথে আমি আলাপ করে দেখেছি, It is more emotional than factual. আমি যদি বলি, কেন চাও? বলবে এটি মুজিববাদী সংবিধান। এটি '৭০ এ নির্বাচিত constituent assembly, '৭২ এ এসে সংবিধান দিয়েছে, এটি পাকিস্তানের assembly সদস্যরা বাংলাদেশে এসেছে এ কারণে। There was a liberation war in between. তারা পাকিস্তান আমলে নির্বাচিত হয়েছে কিন্তু তারপরতো মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে। বিরাট পরিবর্তন। তাই আমার উত্তর হচ্ছে যে সংবিধানের ব্যাপারে অবশ্যই জনগণের মত প্রতিফলিত হবে। কিন্তু সেটি আবেগের ভিত্তিতে হলে we might fall into many pitfalls. আপনারা যে বাণি পাচ্ছেন, কোন কোন জায়গায় আমাদের ক্ষোভ, সেটি খুবই বিস্তৃতভাবেই সংশোধনের মাধ্যমে করা যায়। যেটি আপনি পাচ্ছেন একটি সহজ পথে, সেখানে আপনি ঐ পথে যাবেন কেন? আমাকে কেউ যদি বুঝাতে পারত যে সংশোধন করে আমরা এই এই ধারাতে সংশোধন আনতে পারছি না। তাই সংবিধানকে বাতিল করে আনতে হবে। আমি কিন্তু ঐ ধরনের যুক্তি পাইনি। একজন সাংবাদিক হিসেবে আমি চেষ্টা করেছি ছাত্রদের সাথে কথা বলতে। যারা আন্দোলনকারী শিক্ষক তাদের সাথে কথা বলতে এবং সাধারণ জনসাধারণের সাথে যতটা সম্ভব। আমি অনুরোধ করব যে, সংবিধান অবশ্যই মানুষের চিন্তা, আবেগেরও প্রতিফলন হবে। কিন্তু আবেগ দ্বারা পরিচালিত সংবিধানের দিকে যাওয়াটা আমার মনে হয় একটু কঠিন। না যাওয়াটাই ঠিক।

**অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক** (কমিশন সদস্য): আমি ছোট ২টি প্রশ্ন করব। একটি হচ্ছে জনাব মাহফুজ আনাম আপনি তত্ত্বাবধায়ক সরকার পুনর্বহালের কথা বলেছেন। এখানে কি সুনির্দিষ্ট কোনো মতামত আছে, নাকি ৫৮ এ যে রকম ছিল, যেটি বাতিল হয়েছে সেই একই ফরমেট, নাকি ঐ ফরমেটের কোনো পরিবর্তন আপনি প্রস্তাব করছেন।

**জনাব মাহফুজ আনাম:** ঐ ফরমেটের সবচেয়ে বড় যেটি নেতিবাচক অংশ হচ্ছিল যে, Judiciary was getting politicize. বিশেষ করে বিচারকদের অবসরের বয়সসীমা এবং অন্যান্য বিষয়। এক্ষেত্রে আমরা একটু আপনাদের সৃজনশীলতার ওপর নির্ভর করব। Fast one we want the system. কিন্তু সেটির গঠন কিভাবে হয় সেটিতে আরও সৃজনশীলতার দিকে যেতে পারে। Keeping the judiciary protected. এটি একটি বিরাট প্রয়োজনীয়তা।

**ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী** (কমিশন সদস্য): ধন্যবাদ। ড. জাহিদ উর রহমানের কাছে আমি একটি বিষয় জানতে চাই, আপনি সঠিকভাবেই দক্ষিণ আফ্রিকার বিষয়টি এনেছেন। তারা অনেক ভালো সংবিধান করেছে, একটি transformative constitution. অনেক কিছুই তারা differently করেছে। আপনি যেমন অনেকগুলো কমিশনের কথা বললেন, আবার bill of rights'ও তারা অনেক কিছু বড় করেছে। তাদের এই প্যাকেজে কিন্তু আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তারা করেছে। সেটি হচ্ছে Establishment of a several Constitutional

court. সংবিধানটি যে এত শক্তিশালী করল, এত দীর্ঘ করল এত কিছুর। এটির appropriate enforcement, implementation-এর কথা মাথায় রেখে এটি করেছে। আমি একটু জানতে চাই যে, এই constitutional court establishment নিয়ে কোনো কিছু ভাবছেন কি না? বা এটি যদি এখন বাংলাদেশে প্রস্তাব করা হয়, সুপ্রিম কোর্টের পাশাপাশি, এটি কতটুকু মানার সম্ভাবনা আছে?

**জনাব জাহেদ উর রহমান:** আমি আপনার এই প্রশ্নের উত্তরে বলব যে, আমার কিছু সময় মাথায় ছিল যে এরকম একটা কিছু হতে পারে কি না? কিন্তু আমার কাছে মনে হয়, বাংলাদেশের বিদ্যমান বাস্তবতায় আমাদের সুপ্রিম কোর্টের পাশাপাশি এটি বড় প্রশ্ন তৈরি করবে। যেহেতু আমাদের সংবিধানের যে কোনো ইস্যুতে আমরা সুপ্রিম কোর্টে যেতে পারছি, আমার কাছে এটি থাকা প্রয়োজন বলে মনে হয়। এটি খুবই বড় ধরনের পরিবর্তন হয়ে যাবে এবং এটি বড় বিতর্ক তৈরি করতে পারে। আর জনাব মাহফুজ আনামের কাছে যে প্রশ্নটি করেছেন সেটিরও একটু জবাব দিতে চাই। জুডিশিয়ারিকে বাইরেও রাখতে হবে না। সুনির্দিষ্ট না করে দিলেই হয়। অর্থাৎ আপনি চাইলে অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি নিতে পারেন। কিন্তু আমরা আগে সে পদ্ধতিটি করেছিলাম, একজন বিশেষ ব্যক্তিকে সুনির্দিষ্ট করেছিলাম যে তিনি হবেন। বিচার বিভাগের সর্বশেষ প্রধান বিচারপতি হবেন। এরকম না করে আমরা যদি এটিকে খোলামেলা করি, কীভাবে মনোনয়ন হবেন এর মধ্যে জুডিশিয়ারির মানুষ থাকতে পারে। আমার কাছে মনে হয়, তাতেও সমস্যা নেই। ফলে targeted কোনো রাজনীতিকরণের চেষ্টা হবে না।

**জনাব মাহফুজ আনাম:** এখানে সুনির্দিষ্ট করার পর ঐ ব্যক্তির দিকে নজর চলে গেল। আবার এতটা সুনির্দিষ্ট না হলে আমাদের রাজনৈতিক যে কালচারটা, ঐ মনোনয়নের সময়েই একটি বিরাট ঝগড়ার মধ্যে চলে যাব। There was a merit to the specificity and there was a danger. সেখানেই আপনাদের সৃজনশীলতার ওপর আমাদের নির্ভর হতে হবে।

**ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী** (কমিশন সদস্য): আমার দুটো প্রশ্ন আপনাদের দুজনের কাছেই। প্রথমটি হচ্ছে মহিলা সীট নিয়ে। আমাদের লোয়ার হাউজ যদি সরাসরি নির্বাচন হয় আর আপার হাউজে যদি আমরা P.R. এর মাধ্যমে নির্ধারণ করি বা পপোলেট করি, তাহলে আমরা কি সংরক্ষিত সীট আগের মতো যেভাবে আছে সেভাবে রাখব লোয়ার হাউজে? নাকি আমরা সেটি আপার হাউজে নেওয়ার চিন্তা করব।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে জুডিশিয়ারি সম্পর্কে। আমাদের বিগত ১৫ বছর বা আরও বেশি সময় ধরে দেখছি যে, সুপ্রিম কোর্টের মাধ্যমেই বেশি অবিচার হয়। আমরা Judges are beyond any discipline. আমরা খুব খুশি হয়েছি যে, sixteen amendments have been structed down, Supreme judiciary council provision has been restored. কিন্তু আসলেই কি এটি খুশি হওয়ার ব্যাপার? সুপ্রিম জুডিশিয়ারি যখন ছিল, তখনওতো আমরা বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিকের বিরুদ্ধে আবেদন দিয়েছিলাম, There was never dispose of. সেটি পেন্ডিং থাকা অবস্থায়ই তাকে এপিলেট ডিভিশনে নেওয়া হলো। আমরা যখন বিচারপতি মোহাম্মদ নিজাম উল হক নাসিমের বিরুদ্ধে আবেদন দিলাম সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে disciplinary proceedings আনার জন্য, কিছুই হয়নি। আপিল বিভাগ কর্তৃক তা *elevated* হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল পর্যাপ্ত কী না? এখানে আমার চিন্তা করতে হবে কি না যে লেজিসলেচারের কোনো ভূমিকা থাকবে কি না?

**জনাব জাহেদ উর রহমান:** আমি প্রথমে regard females আমি মনে করি এটি সঠিক না। রাজনৈতিক দলের জন্য আরপিও তে যে আইনটি করা হয়েছে প্রত্যেকটি কমিটিতে এটি হতে পারে ৩০ বা ৩৩ % সম্ভবত নারী প্রতিনিধি লাগবে। আমরা যদি নারীদেরকে আনতে চাই, এরকম কোনো বাধ্যবাধকতা দিয়ে যে তারা তাদের মনোনয়নের ক্ষেত্রে এত শতাংশ নারীকে মনোনয়ন করতে হবে। সমস্যা আছে, সমস্যা হচ্ছে, যেখানে তার অবস্থা খারাপ সেখানে হয়ত দেবে, কিন্তু এটি একটি অপশন হতে পারে। কিন্তু সংরক্ষিত সীটের কোনো দরকার আছে বলে আমি মনে করি না। ১৬তম সংশোধন আসলে আমরা যদি রাষ্ট্রীয় দৃষ্টি কোণ থেকে চিন্তা করি সঠিক ছিল। আমরাতো যখন চেক এন্ড ব্যালেন্স নিশ্চিত করতে চাইব। তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসবে জুডিশিয়ারি কেন নিজে নিজের বিচার করবে। জুডিশিয়ারিকে oversee করার জন্য অন্য কেউ চেষ্টা করতে পারে। Technically কিন্তু ব্যাপারটি ঠিক আছে। কিন্তু ঐ যে ব্যবহার, যেমন আমি এ প্রসঙ্গে বলি, ভারতে এখন এই বিতর্ক শুরু হয়েছে। ভারতে যে জাজ নিয়োগ হয় ঔপনিবেশিক পদ্ধতিতে। সেখানে তারা নিজেরাই ঠিক করেন যে কে হবে? ইসরাইলেও একই রকম। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো আমরা দেখলাম যে ঐ পদ্ধতিটা কিন্তু কাজ করেছে। একটি হলো তাত্ত্বিক চিন্তা করা, আরেকটি হলো আমরা যখন ব্যবহার করতে যাই বা আমি ধারণা করি ভারতে খুব অল্প সময়ের মধ্যে এই বিতর্ক শুরু হবে, গত সরকারের সময় তাদের আইন মন্ত্রী এ প্রশ্নটি তুলেছিলেন। কিন্তু ভারতেও ঔপনিবেশিক পদ্ধতি ভাবতে খুব সঠিক মনে হয় না। তারা নিজেরা প্যানেল করছে, সরকার সেখান থেকে পছন্দ করবে। একইভাবে আমার মনে হয় সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলজনিত যে সংকটগুলো ছিল, সেগুলো ছিল সরকারের সংকট। সেখানেও সমস্যা হচ্ছে। লেজিসলেচারের হাতে নিলে বা আমি কিছু involvementও যদি রাখতে চাই, বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে সেই সমস্যা আরও বাড়বে বলে আমি মনে করি।

**জনাব মাহফুজ আনাম :** সংরক্ষিত আসনের ব্যাপারে ছাত্র আন্দোলনের ফলে আমাদের অনেকেই out of the box চিন্তা করতে

শিখাচ্ছে। আমি out of the box একটি পরামর্শ দেই। It is sound a bit absurd, but it is quite revolutionary. আমরা কী এরকম করতে পারি। কমিটিকে জিজ্ঞাসা করছি যে, প্রত্যেকটি কনস্টিটিউয়েন্সিতে দুজন করে প্রার্থী থাকবে। একজন নারী, একজন পুরুষ। সংসদে ৬০০ সিট থাকবে, প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকায় ২জন করে এমপি। এখানে একটি প্রশ্ন আসবে যে এমপিরাতো একজন আরেকজনের সাথে ঝগড়া করবে। সেক্ষেত্রে কী করা হবে? সেখানে creatively তাদের দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া যায় কি না? আমি মনে করি যে, আমরা পার্টিকে বলি যে তোমরা ৩৫% দাও ইত্যাদি। পার্টি বলবে যে, আমি যদি এই আসনে নারী মনোনয়ন দেই, আর অন্যরা যদি পুরুষ দেয়, তাহলেতো পুরুষ জিতবে। তাহলে ২জনকেই মহিলা দিতে হবে। এত বাধ্যবাধকতার মধ্যে যাবেন কি না। With this radical thinking you actually transform the nature of the Parliament. You have 600 MPs, each constitution has 2 MPs. এটি জটিলতা সৃষ্টি করবে কি না আমি জানিনা। I just thought it is totally thinking out of the box and with one stroke you create an equality example. যেটি আমার মনে হয় সমস্ত সমাজে ছড়িয়ে যাবে।

**ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী** (কমিশন সদস্য): আপনাদের out of the box চিন্তায় আপনি বলেছিলেন যে, একটি দলের মেয়াদ নির্ধারণ, সেট করা যায় কি না? এটি করলে আমার মনে হয় রাজনৈতিক দলের মধ্যে কান্নাকাটি শুরু হয়ে যাবে। প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদের এর সাথে দলের মেয়াদের কথা বলেছিলেন, এটি apparently কতটা বাস্তব, সেটি যদি আপনি গুরুত্বসহকারে বলে থাকেন সেটি আমার জানা দরকার যে এটি কোন ভিত্তিতে।

দ্বিতীয়ত একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে জনগণ এবং আমাদের নিজেদের মধ্যে আলোচনা আছে যে এবং আপনারা প্রস্তাব দিলেন যে, সংশোধনীর মাধ্যমেই করা। কিন্তু কিছু কিছু পস্তাব এসেছে আপনাদের কাছ থেকে এবং অন্যদের কাছ থেকে যেগুলো করতে গেলে একটি সংসদের পক্ষে সম্ভব না। যেমন যদি দ্বিকক্ষ পদ্ধতি করতে চাই, তাইলে আমি দ্বিকক্ষ পদ্ধিতি সংশোধন করে বা আসন্ন সংসদে করে সেটির স্বাভাবিকভাবে বাস্তবায়ন করতে গেলেও আরেকটি টার্মের জন্য হয়ত অপক্ষো করতে হবে। কারণ ঐ নির্বাচিত সংসদ অটোমেটিকলি দ্বিকক্ষ পদ্ধতি আপার হাউজটি আপনাআপনি গঠন করতে পারবে না। সেখানে আবার আরেকটি পদ্ধতির মধ্য দিয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে যদি আমার বাস্তবায়নের ইচ্ছাটাই থাকে, আমাকে আবার একদম ভবিষ্যতের ওপর ছেড়ে দিতে হবে। যদি তাদের ইচ্ছা হয়।

দ্বিতীয়ত হচ্ছে সরকার যে আমাদের scopeটি দিয়েছে সেটি এক ধরনের ড়pen ended. কোনো সুনির্দিষ্ট পয়েন্ট আমাদেরকে বলেননি। আপনারা যেহেতু public field-এ বেশি active, public pulseটা আমাদের একটু বুঝা দরকার যে, তারা আসলে আমাদের কাছে থেকে একটি swiping changes recommendation expect করে নাকি আসলে practically যেগুলো এখনই করা প্রয়োজন বা একটা টার্ম ইউজ করে যদি বলি ফ্যাসিবাদ যে পদ্ধতিটি উন্নয়ন করেছিল, সেটিকে পরিবর্তন করার জন্য এখনই কিছু পদ্ধতি আমাদের সুপারিশ করা। কোন দৃষ্টি থেকে আমাদের কাজ করা উচিত বলে আপনাদের মনে হয়। একটিতো provision by provision প্রস্তাব দিলেন। সাধারণত একটি প্রস্তাব আশা করব যে, আপনারা এই ধরনের wayতে চিন্তা করেন, যাতে apparently এটি বাস্তবিকভাবে ব্যবহার করা যায়।

**জনাব জাহেদ উর রহমান :** আমি প্রথমেই একটু বলি, আমাদের প্রত্যাশাটি কি? আমি যেহেতু অনেকগুলো অনুষ্ঠানে কথা বলেছি। যিনি বলেছেন, এই সংবিধান যাচ্ছে তাই, এটি শেখ হাসিনার সংবিধান, এটি মুজিববাদ, এ আলোচনা যারা শুনতে আসেন তারা consus people. তারা দীর্ঘ সময় বসে শুনেন হয়ত প্রথমই শুনছেন। তারা খুবই উৎসাহি হয়ে উঠতে থাকেন। তারা মনে করেন এটি একেবারে খোল-নলচে পাল্টে ফেলা উচিত। এ ধরনের একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ মত আছে। আমি জনাব মাহফুজ আনামের সাথে একেবারেই একমত সে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটি এক ধরনের emotional impulsive decision. এমনকি ভুল narrative সামনে আনা হচ্ছে। আমি একটি narrative-এর কথা বলি, এই সংবিধান না পাল্টালে আমরা অনুচ্ছেদ ৭(এ)-এর মাধ্যমে ঝুলে যাব সবাই। এরকম কথা। ফলে আমরা এই বিপ্লব বা গণঅভ্যুত্থানে যারা আছি সবারই মৃত্যুদণ্ড হবে। আমাদেরকে বাঁচতে হলে এটিকে পাল্টাতে হবে। আমাকে অনেকে এই প্রশ্ন করেছিল এমনকি শিক্ষিত মানুষজনও। এরকম নানান কারণে। একদিন আমার সামনে একজন বিখ্যাত আইনজীবী টকশোতে বলছেন, আমি তাঁকে বললাম, আচ্ছা আমরা একটি সংবিধান লিখলাম, সেখানে বললাম, এই জুলাই appraising-এর সাথে জড়িত, তারা জাতির সূর্য সন্তান। যদি লিখে দেই যে, তাদেরকে একটি ফুলের টোকাও দেওয়া যাবে না কোনোদিন। ভবিষ্যতের সরকার। আপনি কি বিশ্বাস করেন ভবিষ্যতে যদি শেখ হাসিনা ফিরে আসে ঐ সংবিধান আমাদেরকে বাঁচাবে। না। নানারকম ভুল বুঝানোর ফলে মানুষের মধ্যে এক ধরনের ধারণা তৈরি হয়েছে। আমার সুপারিশ হচ্ছে, মানুষ বলতে আমরা কাকে বুঝব, আমরা কি রাজনৈতিক দলকে বাদ দিচ্ছি। ধরি বিএনপি এর মত একটি বিরাট দলের সংবিধান সংশোধনের বিষয়ে একটি বিরাট reservation আছে। তাঁকে যদি মানুষ হিসেবে ধরি, তাহলে দেখব, খুব বেশি কিছু করা বোধ হয় তাদের দিক থেকে endorse হবে না। এটি আরেকটি জায়গা। সুতরাং আমার প্রস্তাব, এই কমিশনে আমি থাকলে এরকমই সুপারিশ করতাম। বাংলাদেশের সংবিধানের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ জায়গা সংশোধন করা দরকার,

সেগুলো চিহ্নিত করা এবং সেটুকু যেন আমরা করি। কিন্তু ন্যূনতম কিছু প্রয়োজনীয় রয়েছে এগুলো যেন আমরা করি। সেক্ষেত্রে আমরা মোটামুটি একটি কার্যকরি সংবিধান পাই। আবারও বলছি, Fifteenth Amendment-এর পূর্বে যে সংবিধান, সেটির ভিত্তিতে। সেটুকুরও একটি আলাদা highlights যদি থাকে সেটি আমার মনে হয় রাজনৈতিক দলের সাথে- তারা একটি বড় অংশীজন, তাদের সাথে আলোচনা সহজ হবে।

**জনাব মাহফুজ আনাম:** আমার ধারনা জনগণের প্রত্যাশা আছে, তারা মুক্তির আলো দেখতে চায়। যেভাবে সংবিধানকে ব্যবহার করে আমাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা, সাংগঠনিক স্বাধীনতা সবকিছু যেভাবে নিষ্পেষিত হয়েছে তার একটি পরিবর্তন চায়। কিন্তু তারা আবার নির্বাচনও চায়। খুব বেশি দূরে হলে আমার মনে হয় না সেটি আপনাদের পক্ষে যাবে। তাই আমার কাছে মনে হচ্ছে যে, আলোচনার এদিক ওদিক মিলে বড়জোর এক, দেড় বা দুই বছর। আরেকটি বিষয় হলো, আপনাদের যে সুপারিশগুলো যখন আপনারা জনগণের জন্য উন্মুক্ত করবেন, আমি যেটি বুঝেছি তখন এটি বিস্তারিত আলোচনা হবে। প্রধান উপদেষ্টাও যেটি বলেছেন যে, আমরা রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনা করব। আশা করা যায় যে, আপনারা যদি ২০টি নতুন সংশোধন প্রস্তাব করেন সেখান থেকে ১৫টি ঐক্যমত হলো। সেই ঐক্যমতটি আমরা in a way by some declaration- ধরে নিলাম যে, this is a consensus change that is expectable to all party. তারা নির্বাচনের পরে সংসদের মাধ্যমে সেগুলো legalise করবে অর্থাৎ লিগাল করবে। ঐ ধারাটা আমার কাছে মনে হয়েছে। ঐ ঐক্যমতে গেলেই আপনারা বুঝতে পারবেন যে কতুটুকু হবে। তখন দ্বিকক্ষ রাখবে কি রাখবে না, তারপর প্রধানমন্ত্রীর টার্ম ইত্যাদি। ইতোমধ্যে তো আপনারা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলাপ করে বুঝতে পারবেন। আমি যেটি কাগজে পড়েছি যে, বিএনপি ইতোমধ্যে ২ মেয়াদের কথা বলেছে, দ্বিকক্ষের কথা বলেছে। জনাব জাহিদ উর রহমানের এই প্রস্তাবটি আমার খুবই ভালো লেগেছে, আমরা যদি আপার হাউজটি আনুপাতিক প্রতিনিধি দিয়ে আনি তাহলে কিন্তু we cross a big hurdle very easily. আমার কাছে মনে হয় যে, রাজনৈতিক দল হয়ত এটিতে সম্মতি দিবে। যাই হোক, আপনারা আপনাদের নিজেদের সুপারিশগুলো করবেন, but you cannot take too much time. তারপর সেটি জনগণের কাছে যাবে, you will dialogue with the political parties. তারপর একটি ঐক্যমত আশা করি হবে, and then we move to the election with a commitment. অথবা এটি হয় কি না জানি না। অধ্যাদেশের মাধ্যমে ঘোষণা করা with the consent of the political parties যে এগুলো আমরা গ্রহণ করছি বা এটি এখন প্রণীত হচ্ছে। দ্বিকক্ষতো প্রণীত হতেই হবে, অন্যথায় তারাতো নির্বাচনে যাবে না। এটি একটি কঠিন প্রক্রিয়া। আমার কাছে মনে হয় যে, বিশাল একটি জনগোষ্ঠী এ পরিবর্তনটি চায় এবং you also have the support of the political parties. কিন্তু এটি কোন পর্যন্ত যাবে এ বিষয়ে আমিও জনাব জাহিদ উর রহমানের সাথে একমত যে কতটুকু যাবে আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত না।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ, জনাব ড. মাহফুজুর রহমান এবং জনাব ড. জাহিদ উর রহমান। আপনারা আমাদের সাথে সময় ব্যয় করলেন এবং আপনাদের পরামর্শগুলো যতদূর সম্ভব হয় এগুলো লিখিতভাবে দিলে আমাদের কাজের জন্য খুব সহায়ক হবে। আমরা খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছি। সময়ের যে স্বল্পতা সেটি প্রজ্ঞাপনের মধ্য দিয়েই নির্ধারিত হোক। ফলে যতটা সহায়তা আমরা জোগাড় করতে পারি ততটা সাফল্য না হোক অন্ততপক্ষে সম্পাদন করার চেষ্টা করব।

সবাইকে ধন্যবাদ।

**জনাব মাহফুজ আনাম:** আমি আনুষ্ঠানিকভাবে আপনাদের কমিটিকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমি আসলে আপনাদের কমিটির আমন্ত্রণ পেয়ে চিন্তা করতে করতে আরও বেশি অনুধাবন করলাম, যে আপনারা কত গুরু একটি দায়িত্বে আছেন এবং truly speaking at the success your committee may give us realy a stronger possibility for democratization. So I want you all to know আমরা অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে, আন্তরিকতার সঙ্গে আপনাদের সাঙ্গে সবধরনের সহযোগিতা করছি এবং করতে রাজি আছি।

Wishing you all the best.

**জনাব আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

# অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভা

## দশম সেশনের কার্যবাহ

তারিখ : ১৪ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ
সময় : সকাল ৯.৩০ থেকে ১১.০০ পর্যন্ত

**উপস্থিত কমিশন সদস্যদের তালিকা:**

| | | |
|---|---|---|
| ১। | অধ্যাপক আলী রীয়াজ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও লেখক | কমিশন প্রধান |
| ২। | অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | সদস্য |
| ৩। | ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক, বার-এট-ল | সদস্য |
| ৪। | অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | সদস্য |
| ৫। | ব্যাস্টিার এম মঈন আলম ফিরোজী, বার-এট-ল | সদস্য |
| ৬। | জনাব ফিরোজ আহমেদ, লেখক | সদস্য |
| ৭। | জনাব মোঃ মুসতাইন বিল্লাহ, লেখক | সদস্য |

**অংশগ্রহণকারী অংশীজনদের এর তালিকা :**

১। ডা. সায়ীদ মেহবুব উল কাদির, সাংগঠনিক সম্পাদক, ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ড্যাব)

২। জনাব হাসান হাফিজ, সভাপতি, জাতীয় প্রেস ক্লাব

৩। ডা. ফয়জুল হাকিম, সহসভাপতি, ডক্টরস প্লাটফর্ম ফর পিপলস হেলথ(ডিপিপিএইচ)

৪। ডা. মোঃ হারুন রশিদ, সদস্য, ডক্টরস প্লাটফর্ম ফর পিপলস হেলথ(ডিপিপিএইচ)

**কার্যবাহ প্রস্তুতকারক :**

১। মোঃ আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

২। মোঃ আল-আমিন, সহকারী পরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

**সম্পাদনায়:**

ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

## মতবিনিময় অনুষ্ঠানের কার্যবাহ

### কমিশন প্রধান অধ্যাপক আলী রিয়াজ এর সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): উপস্থিত সুধীবৃন্দ, সংবিধান সংস্কারের লক্ষ্যে মতামত ও প্রস্তাব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অংশীজনদের সঙ্গে কমিশনের এই আলোচনায় উপস্থিত হওয়ার জন্য কমিশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আমার নাম আলী রীয়াজ, আমি এই কমিশনের প্রধানের দায়িত্ব পালন করছি। আপনারা জানেন যে সংবিধানের সংস্কার বিষয়ে সুপারিশের জন্য অন্তর্বর্তী সরকার স্বল্প সময় নির্ধারণ করে দিয়েছে। সে কারণে আপনাদের অত্যন্ত কম সময় দিয়েই আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আপনারা তাতে সাড়া দেওয়ায় আমরা কৃতজ্ঞ।

আমরা গত কয়েকদিন যাবত ছোট ছোট অধিবেশনে বিভক্ত হয়ে আপনাদের সাথে কথা বলছি। অংশীজনদের সাথে কথা বলছি, যাতে করে সকলের কথা শোনার ও আলোচনা করার সুযোগ থাকে। আমরা এখানে উপস্থিত হতে পেরেছি গত ১৬ বছরে, বিশেষত জুলাই-আগস্ট এর ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানে হাজার হাজার মানুষের আত্মদানের কারণে। আজকের এই অধিবেশনের শুরুতে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে এবং কমিশন গভীর শ্রদ্ধার সাথে এই শহিদদের কথা স্মরণ করছে এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করছে। এখন কমিশনের সদস্যরা তাঁদের পরিচয় দেবেন।

**(কমিশনের সদস্যগণ নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন)**

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): আমরা অনুমান করতে পারি যে, সিভিল সোসাইটির সক্রিয় অংশীদার হিসেবে সংবিধানের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার এবং আপনার সংগঠনের অনেক কথা বলার আছে, অনেক প্রস্তাব আছে। সময়ের স্বল্পতার কারণে আপনাদের প্রতি অনুরোধ, আপনারা ১৫ মিনিটের মধ্যে আপনাদের বক্তব্যের সারাংশ তুলে ধরলে সকলের মতামত শোনা এ নিয়ে কথা বলার সুযোগ হবে। আপনাদের বিস্তারিত মতামত ও প্রস্তাব লিখিত আকারে আজকে আমাদের কাছে দিতে পারেন অথবা আগামী ২০ তারিখের মধ্যে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন।

**[এ পর্যায়ে অংশীজন নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন।]**

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): বক্তব্যের শুরুতে আপনার নাম এবং আপনার সংগঠনের নাম উল্লেখ করলে আমাদের পক্ষে নোট নেওয়া সহজ হবে। আমরা আজকে শুরু করব ডা. সায়ীদ মেহবুব উল কাদির, সাংগঠনিক সম্পাদক, ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ড্যাব) এর বক্তব্য দিয়ে।

**ডা. সায়ীদ মেহবুব উল কাদির** (সাংগঠনিক সম্পাদক, ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ,ড্যাব): আস্‌সালামু আলাইকুম। আপনারা যে উদ্যোগ নিয়েছেন, এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাচ্ছি। বাংলাদেশের সংবিধান সংস্কারের জন্য যে কমিশন হয়েছে এবং আপনারা দায়িত্ব পেয়েছেন এবং আপনারা যে কষ্ট করছেন এজন্য আপনারা সফল হোন এ প্রত্যাশা করছি। আপনারা যে চিঠি দিয়েছেন সেটি ১২ তারিখের চিঠি। আমি সাংগঠনিক সম্পাদক, আমি বিদেশে ছিলাম, গতকাল এসেছি। গতকালই আমার সভাপতি মহোদয় আমাকে জানালেন যে আগামী কালকে মিটিং আছে। উপস্থিত হতে হবে। আসলে এ ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মিটিংয়ের জন্য আপনারা যে সময় দিয়েছেন এটি খুবই কম সময়। সাধারণত এ ধরনের ক্ষেত্রে আমরা সাংগঠনিকভাবে ৫ বা ৭ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি করে দিই। তারা মিটিং করে আলোচনার ভিত্তিতে সাজেশন তৈরি করে। এক্ষেত্রে আমরা সাংগঠনিকভাবে প্রস্তুতি নিতে পারিনি। এজন্য আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে আপনারা পরবর্তীতে যে সংগঠনকে ডাকবেন তাদেরকে একটু সময় দিলে সাংগঠনিকভাবে প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব হয়। আপনারাতো আমাদের মতামত জানতে চাচ্ছেন, আমরা যদি একটু স্টাডি করতে পারি, তাহলে আরও সুন্দরভাবে মতামত প্রদান সহজ হয়। আপনি সুন্দর বলেছেন যে, আজকে আমাদের মৌখিক মতামত বলি, তারপর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আমাদের লিখিত মতামত প্রদান করব। যেহেতু পর্যাপ্ত সময় পাইনি, এ সমস্ত ক্ষেত্রে সাধারণত আমরা একটি মিটিং করি, পর্যালোচনা করি। সেই পর্যালোচনাটি আমরা করতে পারিনি। সেক্ষেত্রে আমি আমার কথাই বলছি।

সংবিধান পড়তে গিয়ে দেখলাম, আসলে সংবিধান সংস্কারের বিষয়ে আমাদের কথা বলারতো কোনো এখতিয়ারই নেই। কারণ এটি পুরোপুরি সংসদ-সদস্যদের ওপর ছেড়ে দিয়েছে। এখানে আসলে অন্য কোনো মানুষের এখতিয়ার নেই। আমার কাছে যেটি মনে হয়েছে যেমন অনুচ্ছেদ ৪(ক)। আমার মনে হয় এটি সংবিধানে থাকা যুক্তিযুক্ত নয়। আবার ৬(২) যেটি আছে, জাতি হিসেবে 'বাঙালি' এবং নাগরিক হিসেবে 'বাংলাদেশী' পরিচয় দেওয়া। এখানে জাতি এবং নাগরিক দুটি আলাদা করার দরকার নেই। আমরা কেবল নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশী এটি থাকলেই যথেষ্ট। কারণ আমাদের দেশে বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এবং অন্যান্য উপজাতি আছে। আমরা যদি সবাইকে

বাঙালি বলি এবং highlight করি তাহলে তাদেরকে অবমাননা করা হয়। নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশী এটিই থাকাই যুক্তিযুক্ত। আর সংবিধানে ইতোপূর্বে যেটি ছিল এবং পরবর্তীতে সংশোধন হয়েছে, "সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস", এটি ফিরিয়ে আনার দাবি জানাচ্ছি। সংবিধানে যেটি কোথাও নেই 'ন্যায্যতা এবং সততা'র মাধ্যমে দেশ চলবে, এই ন্যায্যতা এবং সততা কথাগুলো অনুপস্থিত আছে। অনুচ্ছেদ ৯ সংশোধন করে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, সেখানে বাঙালি জাতীয়তাবাদ আছে। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ আনতে হবে। অনুচ্ছেদ ১১ তে ভাষা পরিবর্তন করা প্রয়োজন। অনুচ্ছেদ ১২ প্রয়োজন নেই। এটি ২(ক) এর সাথে সাংঘর্ষিক। অনুচ্ছেদ ১৮ তে জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা, সবার জন্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এই শব্দগুলো নিয়ে আসা উচিত। স্বাস্থ্য খাতে বাজেট, তারপর স্থানীয় প্রতিনিধি, জনপ্রতিনিধি যারা আছেন, তারা যাতে দেশে স্বাস্থ্য সেবা নেন, এটি বাধ্যতামূলক করা উচিত। কারণ তারা দেশের কোনো মেডিকেল বোর্ড এর রিপোর্ট বা পরামর্শ ছাড়াই রাষ্ট্রীয় খরচে দেশের বাইরে যাচ্ছেন। যে চিকিৎসাগুলো দেশে সম্ভব, দেশে চিকিৎসা না নিয়ে রাষ্ট্রীয় খরচে বিদেশ যাওয়ায় রাষ্ট্রীয় তহবিলের অপচয় হচ্ছে। তারা জনপ্রতিনিধি হোন বা রাষ্ট্রীয় কোন ব্যক্তি হোন তাঁরা যদি রাষ্ট্রীয় খরচে দেশের বাইরে চিকিৎসা নিতে যান, অবশ্যই দেশের একটি মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শ নিয়ে তাদের যেতে হবে। জুডিশিয়াল স্বাস্থ্য কমিশন গঠন করা, এ বিষয়গুলো স্বাস্থ্য খাতে নিয়ে আসা উচিত।

অনুচ্ছেদ ২২। নির্বাহী বিভাগ এবং বিচার বিভাগ, যেটি আমরা দীর্ঘদিন থেকে দেখি যে বিচার বিভাগ স্বাধীন, কিন্তু কোনো এক সুতোয় বিচার বিভাগকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। বিচার বিভাগটিকে পুরোপুরি স্বাধীন করে দেওয়া উচিত। এখানে নির্বাহী বিভাগের সাথে কোনো রকম সম্পৃক্ত থাকার দরকার নেই। সম্পৃক্ত থাকলেই দেখা যায় যে, কিছু না কিছু হস্তক্ষেপ করার সুযোগ থাকে। যেটি মানুষের চাহিদা। আমরা ছোট বেলা থেকেই শুনে আসছি যে, বিচার বিভাগ স্বাধীন হবে, বিচার বিভাগ স্বাধীন হবে, কিন্তু আমরা কখনই বিচার বিভাগের স্বাধীনতা দেখিনি। সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মান মর্যাদা, সমুন্নত রাখতে হবে, বাংলাদেশের স্বার্থ সমুন্নত রাখতে হবে। বৈদেশিক চুক্তির ক্ষেত্রে দেশ ও জনগণের স্বার্থ সমুন্নত রাখতে হবে এবং পরিপূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করা যাবে না। কোনো না কোনো পর্যায়ে সংসদে আলোচনা করতে হবে, না হলে সংসদীয় কমিটিতে আলোচনা করতে হবে। কোনো না কোনো পর্যায়ে আলোচনা করতে হবে। কারণ বিগত সময় দেখেছি, রাষ্ট্রীয় যে চুক্তিগুলো হয়েছে, আমরা জনগণ হিসেবে এই চুক্তিগুলো সম্পর্কে জানি না এবং সংসদেও কখনও এ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে দেখিনি। দেশ তো শুধু সংসদ-সদস্যদের না। দেশ প্রত্যেকটি নাগরিকের। এজন্য রাষ্ট্র কী চুক্তি করছে সবাই না জানলেও অন্ততপক্ষে কিছু ফোরামে আলোচনা পর্যালোচনা হওয়া উচিত। অনুচ্ছেদ ২৬ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অধিকার সংযুক্ত করতে হবে। অনুচ্ছেদ ৩৩(৩) রহিত করা উচিত এবং অনুচ্ছেদ ৩৩(৪) নিবর্তনমূলক আইন, বাতিল করতে হবে। অনুচ্ছেদ ৪৬ এ দায়মুক্তি বিধান সংশোধন করতে হবে। অনুচ্ছেদ ৪৮-এ শিক্ষাগত যোগ্যতা, রাষ্ট্রপতি এবং যারা জনগণের প্রতিনিধি হবেন, এখানে শিক্ষাগত যোগ্যতার উল্লেখ নেই, আমার মনে হয় এখানে শিক্ষাগত যোগ্যতার উল্লেখ করতে হবে। কারণ শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। অনুচ্ছেদ ৪৮(৩) এ আছে যে, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ নিয়ে দায়িত্ব পালন করবেন বা কাজ করবেন। আমার মনে হয় যে, এখানে বাধ্যতামূলক না করে পরামর্শ করবেন এ ধরনের শব্দ নিয়ে আসা। মানে তাঁকে বাধ্য না করা। অনুচ্ছেদ ৫০ ও ৫২। রাষ্ট্রপতি পদত্যাগের বিষয়ে স্পীকার না থাকলে ক্ষেত্র বিশেষে পদত্যাগের 'বিকল্প' সংযুক্ত করতে হবে। অনুচ্ছেদ ৫৫-৫৮, একাধিক্রমে বা জীবদ্দশায় ২ বারের বেশি কেউ রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে, সেটি রাষ্ট্রপতি হোক বা সরকারের অন্য কোনো দায়িত্ব হোক, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী থাকতে পারবে না। শুধু রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রে না, রাষ্ট্রের দায়িত্বে এবং সরকারের দায়িত্বে ২ বারের বেশি কেউ থাকতে পারবে না। দেশের শিক্ষিত জনগণ অনেক আছে। আমার মনে হয়, এরকম সুযোগ সবার জন্য বাড়ানো উচিত। কোনো কিছু কুক্ষিগত করার দরকার নেই।

সংবিধানের মৌলিক বিষয় পরিবর্তনের জন্য গণভোট বা দুই তৃতীয়াংশ সংসদ-সদস্যের সম্মতি। যেমন গণভোট এখন নেই। বর্তমান সংশোধনে এটি নিয়ে আসা যেতে পারে। রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা উচিত। যেটি বর্তমান ব্যবস্থায় আসলে অনুপস্থিত। নির্দলীয়, নিরপেক্ষ সরকার ব্যবস্থা প্রণয়ন করা উচিত যেটি আগে ছিল। দুই সরকারের মধ্যবর্তী সময়ে এটি চেক এন্ড ব্যালেন্স হিসেবে কাজ করে। অনুচ্ছেদ ৫৬(২), টেকনোক্র্যাট কোটায় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী যেটি আছে এক দশমাংশ, আমার মনে হয় এটি বাড়ানো যেতে পারে। এটি ২০% করা যেতে পারে। অনুচ্ছেদ৫৬(৪) প্রয়োজন নেই বা এটি সংশোধন করা যেতে পারে। অনুচ্ছেদ ৫৭ (খ) সংশোধন করা প্রয়োজন। অনুচ্ছেদ ৫৮(খ) আমার দৃষ্টিতে প্রয়োজন নেই। অনুচ্ছেদ ৫৮ (৪) প্রয়োজন নেই। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফিরিয়ে আসতে হবে, এটি পূর্বেই বলেছি। অনুচ্ছেদ ৫৮(ক) ফিরিয়ে আনা এবং পঞ্চদশ সংশোধন রহিত করা, যে আইনের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা রহিত করা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ৬৭(ক) পূর্বেরটি সংশোধন হলে, এটি এমনিতেই চলে আসবে। অনুচ্ছেদ ৭০, এটি অবশ্যই পরিবর্তন করা উচিত। এখন যেটি হয় সংসদে কোনো দলের বিপক্ষে কেউ কথাই বলতে পারে না। এটিতে আসলে একজন সংসদ-সদস্যের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়। অর্থবিল ছাড়া বা অন্য কোনো ব্যাপারে তিনি স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করতে পারবেন, কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেটিতে সরকারের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার বিষয় জড়িত, এরকম কিছু বিবেচনা করা যেতে পারে। অন্যান্য ক্ষেত্রে

সরকারের সমালোচনায় সংসদ-সদস্যদের কথা বলার ক্ষেত্রে একটু স্বাধীন হওয়া উচিত। অর্থাৎ সংসদ-সদস্যরা যাতে স্বাধীন মতামত দিতে পারে এবং ভোট দিতে পারে। বিচারপতিদের ক্ষেত্রে ইতোপূর্বে যেটি হয়েছিল যে বিচারপতিরা অবসর গ্রহণের পরে তত্ত্বাবধায়ক সরকারে সম্পৃক্ত হন, আমাদের মত দেশের ক্ষেত্রে বা তৃতীয় বিশ্বের দেশের ক্ষেত্রে manipulation বা বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে কিছু ব্যত্যয় ঘটে। আমার মনে হয়, এই ব্যত্যয় যাতে না ঘটে, যারা বিচারপতি থাকবেন তারা অবসরের পরে এ ধরনের কোনো দায়িত্বে না আসাটাই উচিত হবে। অর্থনৈতিক লেনদেন বা রাষ্ট্রের আয়-ব্যয়ের হিসাবে স্বচ্ছতার ব্যবস্থা করা। বর্তমান ব্যবস্থা স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় কেন জানি সংসদ-সদস্যদের কাছে জিম্মি হয়ে যায়। তাদের পরামর্শ বা নির্দেশ ছাড়া স্থানীয় সরকারের কেউ কাজ করতে পারে না। এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে হবে। স্থানীয় সংসদ-সদস্যদের হাত থেকে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে বের করে আনতে হবে। সংসদ-সদস্যদের ক্ষমতা শুধু সংসদ কেন্দ্রিক হতে হবে। স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন বলেন বা বিভিন্ন আধিপত্য বিস্তার বলেন বা প্রভাব বিস্তার বলেন, এগুলোর ক্ষেত্রে তাদের ক্ষমতা খর্ব করতে হবে। তা না হলে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় যে অরাজকতা আছে এগুলো নিরসন করা মুশকিল হয়ে যাবে। কোনো সংসদ-সদস্য, তিনি দল থেকে নির্বাচিত হবেন বা দলের মনোনয়ন নিয়ে হবেন কিন্তু নির্বাচিত হওয়ার পর দলের মূল পদ, যেমন সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক পদে থাকতে পারবেন না। তিনি দলের সদস্য হিসেবে বা কমিটির সদস্য হিসেবে থাকতে পারবেন, মূল পদে নয়। ব্যক্তি সম্পদের রাশ টেনে ধরা, অধিকতর মুনাফা অর্জন এবং সম্পদ কুক্ষিগত করার ক্ষেত্রে তাদের রাশ টেনে ধরার জন্য সংবিধানে কিছু ব্যবস্থা রাখা উচিত। এ পর্যন্তই বললাম। আমি আসলে সময় পাইনি। আমার কাছে যতটুকু মনে হয়েছে, আমি বলতে পারলাম। আমি লিখিত আকারে হয়ত বিস্তারিত জানাতে পারব।

আমাকে এখানে এসে কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ, ডা. সায়ীদ মেহবুব উল কাদির। আপনার বক্তব্যগুলো যদি পরে আমাদের লিখিতভাবে দেন তাহলে অনেক উপকার হবে। তবে এটি রেকর্ড হয়েছে। কিন্তু সময় স্বল্পতার কারণে নিঃসন্দেহে আপনার বিস্তারিত বলার সুযোগ হয়নি। আমাদের সহযোগিতা করার জন্য যদি আপনারা লিখে জমা দেন, ড্যাবের পক্ষ থেকে বা আপনার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সহায়ক হবে। আপনার প্রস্তাবে কিছু সুনির্দিষ্ট দিক আছে। আমরা ২/১টি বিষয়ে স্পষ্টীকরণের জন্য আবার আসব। আমরা এখন শুনব ডা. মোঃ হারুন রশিদ, সদস্য, ডক্টরস প্লাটফর্ম ফর পিপলস হেলথ(ডিপিপিএইচ)।

**ডা. মোঃ হারুন রশিদ** (সদস্য, ডক্টরস প্লাটফর্ম ফর পিপলস হেলথ(ডিপিপিএইচ): আজকের সভার সভাপতি, অন্যান্য সদস্য ও সুধীবৃন্দ, শুরুতেই আমাদের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে যে সমস্ত বন্ধুরা শহিদ হয়েছেন তাদের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করতে চাই। এ প্রসঙ্গে আমি যে কথাটি বলতে চাই, এখানে হয়ত আমরা গুটিকয়েক চিকিৎসক উপস্থিত আছি, কিন্তু জুলাই গণঅভ্যুত্থানে চিকিৎসা পেশায় যে ছাত্র-ছাত্রী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে, আমি তাদেরও একজন প্রতিনিধি। উদাহরণ স্বরূপ আপনারা খেয়াল করে দেখবেন যে, জুনের ১৪ তারিখে যখন একজন মন্ত্রীর নেতৃত্বে একদল গুন্ডারা গিয়ে শাহবাগ দখল করে ফেলে তখন থেকেই ২ আগস্ট পর্যন্ত এ সময়টাতে আমরা শাহবাগে যেতে পারতাম না। তখন কিন্তু এই একই সময় সায়েন্স ল্যাবরেটরি সবসময় একদল আন্দোলনকারীদের দখলে ছিল। এই সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে ছিল ঢাকা কলেজের ছাত্ররা, ইডেন কলেজের ছাত্রীরা, আইডিয়াল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা। এর সাথে সাথে ছিল আনোয়ার খান মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা, গণস্বাস্থ্য মেডিকেল কলেজের ছাত্র এবং পপুলার মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা। এটি ছিল সাংগঠনিকভাবে। এর বাইরেও চিকিৎসক, চিকিৎসা কর্মীরা সারাদেশেই ছিল। সেজন্য আমি তাদের একজন প্রতিনিধি হিসেবে আপনাদের সামনে কথা বলছি। আমি জানি না, আমি কতটা তাদের যে আকাঙ্ক্ষা তা তুলে ধরতে পারব। বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে আমি যেটি আশা করি সেটি হলো দেশের জনগণের চিকিৎসা পাওয়ার যে অধিকার, সেটি অধিকার হিসেবে সংবিধানে লিপিবদ্ধ হওয়া দরকার। কিন্তু আমাদের সংবিধানে এটি লিপিবদ্ধ নেই। অধিকার হিসেবে লিপিবদ্ধ নেই। এটি হওয়া দরকার। এ প্রসঙ্গে মূল যে বিষয়টি আমরা আলোচনা করছি, যে কথাটি আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন, সেটি ধরেই আমি কথা বলছি। সংবিধানের পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা এর যা কিছুই করা হোক কিংবা অধ্যাদেশের মাধ্যমেও যদি এর কিছু পরিবর্তন করতে হয় তাহলে সেটির একটি মৌলিক যে বিষয় আছে, সেটি হলো যে এটির পরিবর্তন, পরিবর্ধনের অধিকার constituent assembly এর কাছে রয়েছে। আমরা নাগরিক হিসেবে আমরা মতামত পোষণ করতে পারি, কিন্তু বিষয়টি তাদের হাতে। এই সংবিধান যখন প্রণয়ন করা হয়, তখনও কিন্তু একটি ঘাটতি থেকে গেছে। সেটি হলো, জনগণের মতামত নেওয়ার যে বিষয়টি এই সংবিধান যখন গৃহীত হয় তখন গণভোট বা অন্য কোনোভাবেই এই সংবিধান গৃহীত হয়নি। সেদিক থেকে একটি ঘাটতি থেকে গেছে।

অতএব, আমি যে কথা বলতে চাই, আমরা যেন কোনোভাবেই কোনো অধ্যাদেশ বা একক কোনো ব্যক্তির ইচ্ছা বা অনিচ্ছার বশবর্তি হয়ে সংবিধান পরিবর্তন করতে না যাই। সংবিধান পরিবর্তনের বিষয়ে আমি একজন চিকিৎসক এ বিষয়ে আমি আপনাদের চেয়ে অনেক কম বুঝি। আপনারা আমার চেয়ে অনেক বেশি বুঝেন। তারপরও দুএকটি বিষয় যেটুকু আমরা বুঝি জনগণ তার অভিপ্রায়ের মাধ্যমে সংবিধান

পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করতে পারে। তারও কতগুলো উদাহরণ আমাদের মাঝে আছে। সেটি হলো, ফরাসি বিপ্লবের প্রাক্কালে যখন টেনিস কোর্টে একটি ঘোষণা দেওয়া হয় তার মাধ্যমে এর অভিপ্রায় প্রকাশ করেছিল। অনুরূপভাবে যখন রুশ বিপ্লব হয়, তখনও জনগণ তাদের মতো করে তাদের অভিপ্রায় প্রকাশ করেছিলেন। আমরা যখন আন্দোলন করেছি, তখন কিন্তু এই সংবিধান পরিবর্তন বা পরিবর্তনের বিষয়ে কোনো মৌলিক ঘোষণা দেইনি। এটি কিন্তু এ সংবিধানের বড় ত্রুটি থেকে গেছে।

এখন চিকিৎসা সংক্রান্ত যে কথা আমি বলতে চাই, সেটি হলো চিকিৎসাকে একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। এটি শুধু কাগুজে বিষয় থাকলে চলবে না। এটিকে যেদিকে নিতে হবে, সেটি প্রায়োগিক দিকে যেন যায়। এই যে জনগণের যে চিকিৎসা সেবা পাওয়ার অধিকার, এটি নিশ্চিত করতে হবে। নিশ্চিত করতে গেলে যে পর্যাই আপনি এই চিকিৎসাটা প্রদান করবেন, অর্থাৎ delivery labelটা যেখানে থাকবে সেখানে এটি অবশ্যই বিনা পয়সায় হতে হবে। সেখানে পয়সা কে দেবে রাষ্ট্র দেবে কি না বা তার কাছ থেকে ট্যাক্স কেটে দেবে কি না সেটি ভিন্ন প্রসঙ্গ। এমনকি ডাক্তার সাহেবের চেম্বারেও যদি হয়ে থাকে সেটির টাকাটাও রাষ্ট্রের বহন করতে হবে। এটি কোনোভাবেই ব্যক্তি প্রদান করলে তার চিকিৎসা নিশ্চিত করা যাবে না। এর সাথে কর ব্যবস্থারও একটি সম্পর্ক রয়ে গেছে। এখানেও কর সম্পর্কে কিছু কথাবার্তা আছে। করের বিষয়ে এখানে কথা বলতে চাই, যেটি এখানে যুক্ত। সেটি হলো আমরা এখানে যারা বসে আছি আমরা যদি একটি ম্যাচের স্টিক কিনতে চাই, ম্যাচ বাক্স কিনতে যাই তাহলেও কিন্তু আমাকে পরোক্ষ করা দিতে হয়। আমাদের দেশে এবং বিভিন্ন দেশে আমাদের যে সম্পদ রয়ে গেছে, সম্পদের বেশির ভাগ রয়ে গেছে ৫ থেকে ১০% মানুষের কাছে। অথচ যে মানুষদের বেশি টাকা নেই তারাই বেশি কর দেয়। পরোক্ষ কর যেটি আছে এর মাধ্যমেই আমরা বেশি টাকা প্রদান করি। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে যে কথাটি, যখন জনগণ যে চিকিৎসাটি পাবে, চিকিৎসাটি হতে হবে বিনা পয়সায় কিন্তু করের বিষয়টি হবে ভিন্ন, যাতে এটি সমন্বয় করা যায়। যারা অবস্থাসম্পন্ন মানুষ, তাদের কাছ থেকে যেন আমরা বেশি কর নিতে পারি। এই বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে চিকিৎসার ক্ষেত্রে। আমার বন্ধু একটি কথা বলেছেন, এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের এখানে আপনারা যারা আছেন তারা দেখবেন, আমরা যারা ঢাকা শহরের বাইরে পড়াশুনা করেছি, মফস্বল শহরে সেখানে একটি স্কুল 'জেলা স্কুল' নামে এখনও আছে। ঐ স্কুলগুলোতে যখন আমরা পড়তাম, আপনি খেয়াল করে দেখবেন, ঐ স্কুলে ডিসি সাহেব বা এসপি সাহেবের ছেলেমেয়েরাও পড়ত। ফলে অটোমেটিকলি ঐ সমস্ত স্কুলসমূহ মানসম্পন্ন স্কুলে পরিণত হতো। আমাদের যে বন্ধুরা চিকিৎসা নিতে যায়, তারা যদি সরকারের কর্মকর্তা হয়, রাষ্ট্রপতি থেকে সর্বনিম্ন পর্যায়ের যদি থাকে, তারা যদি সরকারি হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করে তাহলে আমাদের সরকারি হাসপাতালের মান উন্নয়ন হতে বাধ্য। অতএব, এটি বাধ্যবাধকতার মধ্যেই করতে হবে। আমাদের পূর্বের একজন রাষ্ট্রপতি যখন কোনো সভা সমাবেশে যেতেন, তিনি রসিকতা করতেন। রসিকতাগুলো মজার ছিল, আমরা সবাই হাসতাম। আরেকটি কাজ তিনি করতেন, সেটি হলো প্রায়শই তিনি মেডিকেল চেক আপের জন্য দেশের বাইরে যেতেন। তিনি তাঁর সময়কালে সর্বশেষ সময়ও কিন্তু সিঙ্গাপুরে গিয়ে মেডিকেল চেকআপ করিয়েছেন। মেডিকেল চেকআপ কথাটি খুবই একটি undefined বিষয়। এটি করার জন্য আপনি রাষ্ট্রের টাকা খরচ করে আরেকটি দেশে যাবেন, এটি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এখানে চিকিৎসকদেরও দায়বদ্ধতা রয়ে গেছে। কী রকম? আমি দু একটি বিষয় বলতে চাই। আপনি যদি রাস্তায় দাঁড়িয়ে লোকজনদের সাথে কথা বলেন, আপনি যে ডাক্তার সাহেবের কাছে গেলেন, ডাক্তার সাহেব কীরকম ব্যবহার করেছেন। সোজা যে কথাটি বলবে, সেটি হলো যে, ডাক্তার সাহেব আমার কথা শুনেন নাই। না শুনেই তার প্রেসক্রিপশন দিয়ে দিয়েছে। এটি যে গ্রামে বা উপজেলা লেবেলে হয়, তা কিন্তু না। আমাদের প্রাইভেট হাসপাতালগুলো যেমন ইউনাইটেড এবং স্কয়ারের মতো হাসপাতালগুলোতেও যদি যান, সেখান থেকেই লোকেদের এই একই অভিযোগ থাকে। অতএব, এই জায়গাটা আমাদের মনে রাখা দরকার। এই জায়গাটি আমাদের মনে রাখা দরকার মেডিকেল সায়েন্স একটি pure science. কিন্তু আপনি চিকিৎসা বিষয়ে যখন রোগী এবং তার লোকজনের সাথে কথা বলেন, এটি একটি সমাজবিজ্ঞান। এটি যদি আমরা অর্জন করতে না পারি, তাহলে আমরা আমাদের জনগণকে খুশি করতে পারব না। খুশি না করার ফলে যে সংকটটা দাঁড়িয়ে যায়, গত অর্থবছরে আমাদের এখান থেকে চিকিৎসা নিতে ২৫ লক্ষ মানুষ দেশের বাইরে গিয়েছে। ২৫ লক্ষ মানুষ যদি বাইরে চিকিৎসা নিতে যায়, আপনি খোঁজ নিয়ে দেখেন, ঐ সমস্ত লোকদের বাইরে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না। তাদের অনেকেই আমাদের প্রতি অখুশি হয়ে দেশের বাইরে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন। এতে করে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় হয়। চিকিৎসা শুধু যে curative চিকিৎসা এটি কিন্তু না, এর সাথে জনস্বাস্থ্যের আরও অনেকগুলো বিষয় যুক্ত আছে। ১৯৮৩ সালে রবার্ট মুগাবেকে ইউনেস্কোর একটি সভায় জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, আপনি আপনার দেশের জনস্বাস্থ্যের জন্য কী কী কাজ করেছেন। তিনি বলেছেন আমি ৩টি কাজ করেছি। যথা; ১। safe drinking water, ২। nutritious food, ৩। proper disposal of excreta. আমাদের অভিজ্ঞতা কী বলে? আমাদের সামনে কিন্তু একটি বোতল হাজির হয়ে গেছে। এই বোতল হাজির হওয়ার মানে হলো আমরা কিন্তু জনগণকে বিশুদ্ধ পানি দিতে পারছি না। কিন্তু এখানে জনাব আলী রীয়াজ আছে, আমাদের মতো যারা বয়স্ক আছেন, তাদের অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে আছে, আমরা যখন কলেজ বা ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম, আমরা কিন্তু গ্লাস ধুয়ে সেই টেপের পানি পান করতাম। কিন্তু এখন আমরা নিজেরা না আমাদের ছেলেমেয়েরা যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়াশুনা করে, আমরা ভয়ে থাকি সে টেপের পানি খায় কি

না? ওকে লাগলে আমরা এক জার পানি দিয়ে আসি। তার মানে বিশুদ্ধ খাবার পানি দিতে পারছি না। পুষ্টিকর খাবারের বিষয়তো বিরাট ব্যাপার, এটি নিয়ে কথা বলে লাভ নেই। Excreta disposal সম্পর্কে আপনারা সকলেই জানেন, ঢাকা শহরে যদি আপনি ঘুরে বেড়ান, যদি হেঁটে বেড়ান, তাহলে আপনি নিশ্চিত থাকেন আপনি আধা ঘণ্টা হাঁটলে অবশ্যই আপনার পায়ে দুর্গন্ধযুক্ত ময়লা কিছু একটা লেগে যাবে। তার অর্থ এই তিনটি প্যারামিটারের কোথাও কিন্তু আমরা নেই। না থাকলে আমাদের স্বাস্থ্য সেবাটি ঠিকমতো থাকে না। চিকিৎসা প্রদানের আরেকটি বিষয় হলো, নারীর চিকিৎসার বিষয়। আপনি নারীদের সাথে কথা বলুন, নারীরা খুবই ক্ষুব্ধ থাকে। যখনই বলবেন, বলবে ডাক্তার সাহেবের কাছে গেলেই আমার পেট কেটে বাচ্চাটা বের করে নিয়ে আসে। In global contest, cesarean section that should not more than 10%. আমাদের এখানে গত বছর এটি হলো ৩০ শতাংশ। এটি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদের ডাক্তার সাহেবরা অনেক কৈফিয়ত দেয়, কোনো কৈফিয়ত গ্রহণযোগা নয়। গ্লোবাল কনটেস্টে এটি ১০ শতাংশের বেশি কোন প্রকারেই হতে পারবে না। যে কোনো নারীদের সাথে কথা বলতে গেলেই তারা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। অতএব,স্বাস্থ্য সচেতনতার ব্যাপারে আমি আমার কথা বাড়াতে চাই না। আমি যেটি বলতে চাই, জনগণের চিকিৎসা রাষ্ট্রকে নিশ্চিত করতে হবে। নিশ্চিত করার জন্য যা যা করার দরকার, সবকিছু করতে হবে।

এখন আসুন সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত কিছু কথাবার্তা বলতে চাই। একটু আগে আমার এক বন্ধু বলে গেলেন, প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতির মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য থাকতে হবে। ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু কথা বলেছেন। আমি স্পষ্ট যে কথাটি বলতে চাই, আমরা এখন যে ব্যবস্থার মধ্যে আছি, সেটি হলো ব্রিটিশ ধরনের, ex ministerial বা পার্লামেন্টারি সিস্টেমের মধ্যে আছি। সেখানে অবশ্য অবশ্যই ক্ষমতাটি থাকবে প্রধানমন্ত্রীর। রাজা কিংবা রাষ্ট্রপতি basically statutory head হিসেবেই থাকবে। তাহলে আমরা প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাটিকে কীভাবে রাশ টানতে পারি। হিসাবটি খুব সোজা। অনুচ্ছেদ ৭০ কোনো রকম রাখঢাক করে না, out and out. বাতিল করে দেন। পৃথিবীর বহু দেশে ভারত বলেন, পাকিস্তান বলেন, ব্রিটেন বলেন সর্বত্র নির্বাচিত হন, ২ বছরের মাথায় ঐ সরকারের পতন হয়ে যায়। কারণ যেই সরকার নির্বাচিত হয়েছে সেই দলের প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তারা ভোট দেয়। ফলে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। অনুচ্ছেদ ৭০ কোনো রকম রাখঢাক না করে এটিকে বাতিল করতে হবে। এটি রাখার কোনো অবকাশ আছে আমি তা মনে করি না। নাগরিকের প্রেসিডেন্ট বা কোনো কিছু হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারিত থাকে না। তাহলে নাগরিকের সাম্য বিনষ্ট হয়। এটি হতে পারে না। এছাড়া আমাদের সংবিধানে অনেকগুলো বিষয় আছে, যেমন কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল, তারপর বিচার বিভাগ, এরকম প্রত্যেকটি জায়গায় এরকম কথাবার্তা আছে। এখানে প্রফেসর আলী রীয়াজ ইউএসএ তে থাকেন। ইউএসএ-এর যে সংবিধান সেটি মাত্র ৮০ বাক্যে লেখা। আর আমাদের সংবিধান বিশাল একটি বই। এটি হতে পারে না। এত বড় একটি বই যদি আপনি যে কাউকে দেন, সে পড়তে পারবে না। পড়ার ক্ষমতাটাই সে লস করবে। তাহলে সংবিধান হতে হবে ছোট, স্বচ্ছ, flexible. Rigid সংবিধান না। You go to UK. সেখানে আপনি যদি খেয়াল করে দেখেন, Magna carta মতো অল্প কয়েকটি লিখিত বিষয় রয়েছে। বাকিটা তাদের conventional অনুসারে থাকে। তাহলে সেটি যদি ভালো সংবিধান গুড কনস্টিটিউশন হয়, ভালো সরকার ব্যবস্থা হয় তাহলে আমাদের দেশে এত Rigid and elaborate সংবিধান থাকার কোনো রকম বাধ্যবাধকতা আছে, আমি সেটি মনে করি না।

আমাদের বিচার বিভাগের স্বাধীনতার কথা বলেন। বিচার বিভাগের স্বাধীনতার বিষয়ে আমি প্রথমেই যে কথাটি বলতে চাই, সেটি হলো বিচারকদের নিয়োগ পদ্ধতিতে গলদ রয়ে গেছে। কারা নিয়োগ করে তাদেরকে। প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশে রাষ্ট্রপতি তাঁদের নিয়োগদান করেন। এখানেই আপনার গলদ রয়ে গেছে। আপনি যদি ইউএসএ-তে খেয়াল করে দেখেন, সেখানে ফেডারেল কোর্টের যারা বিচারপতি হন, কংগ্রেসে কিন্তু তাদের অনুমতি নিতে হয়। আমাদের এখানে যারা বিচারপতি নিয়োগপ্রাপ্ত হন, তারা সংসদের কোনোরকম অনুমোদন নেন না। অনুমোদন না নেওয়ার ফলে যেটি হয়, আমরা জানি, আমাদের পূর্বের উদাহরণ আছে, এস. কে সিনহা নামে আমাদের একজন প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রের কুঁধারদের যখন বিরাগভাজন হন, তখন তাঁকে দেশ ছেড়ে পালাতে হয়েছে এবং তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়েছে। ফলে আমাদের পার্লামেন্টে যদি এটি পাস করিয়ে নেন, তাহলে প্রধান মন্ত্রীর ক্ষমতা থাকবে না বিচারপতিকে ঐ জায়গা থেকে অপসারণ করার। তা যদি করতে পারেন, তাহলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে পারবেন। অন্য কোনোভাবে নিশ্চিত করতে পারবেন না। আমাদের সংবিধানে দ্বৈত নাগরিকত্ব সম্পর্কে একটি বিষয় আছে। এই বিষয়ে আমি সুস্পষ্ট কথা বলতে চাই। দ্বৈত নাগরিকদের পার্লামেন্টে দাঁড়াবার যেহেতু ক্ষমতা নেই, অন্যান্য রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডেও দ্বৈত নাগরিকদের এই ক্ষমতাটা থাকা উচিত বলে আমি মনে করি না। আমাদের সংবিধানে আরও কতগুলো বিষয় আছে, বিচারপতি নিয়োগ প্রদান করা হয়। দশের বয়স ৫৩ বছর হয়ে গেল, বিচারপতিরা যখন বিচারালয়ে কথা বলে, তখন ইংরেজি কথা বলেন এবং 'My lord' বলেন। আমি বলছি, 'My lord' বলাটা এটি একটি ঔপনিবেশিক চিন্তার একটি ফসল। যদি কোনো বিচারপতি ইংরেজি লিখে বাংলায় লিখতে না পারেন, বাংলায় যদি তিনি রায় প্রদান করতে না পারেন, আমার মনে হয় তাঁর ঐ পদে থাকার কোনো যোগ্যতা থাকে না।

আমি আমার কথা শেষ করে ফেলতে চাই, যে জিনিসটা বলে আমি শেষ করতে চাই, সেটি হলো আমার শিক্ষার বিষয়ে। আমাদের শিক্ষায় অদ্ভুত সব বিষয় রয়ে গেছে। আমাদের গরীব মানুষের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার কোনো দায়ভার আমরা নিতে চাই না। নিতে না চাইলে একজন রিকশাওয়ালা ছেলে কোথায় যাবে? সে মাদ্রাসায় যাবে। কারণ হলো রিক্সাওয়ালাকে আমরা তুমি বলি, রিক্সাওয়ালাকে কেউ সালাম দেয় না। রিকশাওয়ালার ছেলে যখন মাদ্রাসায় পড়ে, কয়দিন পর যখন একটি টুপি মাথায় দিয়ে আসে, সবাই তাকে সালাম দেন। তাহলে কেন সে মাদ্রাসায় পড়াবে না। অর্থাৎ রাষ্ট্রের নাগরিকের শিক্ষার দায়িত্ব যদি না নেওয়া হয়, তাহলে শিক্ষার এই বৈষম্যগুলো দূর হবে না। একইভাবে আমাদের কিণ্ডার গার্টেন বা ইংরেজি মাধ্যমে নাগরিকদের একটি বিশেষ অংশ পড়ছে। শুধু এমন না যে বিদেশি নাগরিকরা আমাদের এখানে পড়ছে, তাদের সন্তানদের পড়াচ্ছেন তা না, আমাদের সন্তানদের পড়াচ্ছেন। কারণটা কী? শিক্ষার বিষয়েও যে কারণগুলো রয়েছে সে বিষয়ে আমাদের কথা বলা দরকার। কারণ এই সেন্সে শিক্ষার ক্ষেত্রে কোনো বৈষম্য নয়। জাপানিরা কিন্তু বিদেশি ভাষা শিখে না। আমাদের এখানে কিণ্ডার গার্টেনেই কেন ইংরেজি শিখতে হবে, এটি হতে পারে না।

সর্বশেষ আমি যে কথা বলে শেষ করতে চাই, সেটি হলো আমাদের নির্বাচন ব্যবস্থা সম্পর্কে। নির্বাচন সংবিধানের বা গণতন্ত্রের সমস্ত বিষয় না। কিন্তু নির্বাচনটিই যদি আমি করতে না পারি, তাহলে কীভাবে হবে? আমারতো একটি ন্যাশনাল আইডি আছে, আমার ব্যাংকে একটি একাউন্ট আছে, আমার একাউন্ট থেকে কেউতো টাকা নিতে পারে না। আমার ন্যাশনাল আইডি ছাড়া কোনো কিছুই পারে না। তাহলে আমার ভোটটা কীভাবে অন্য কেউ দিয়ে দেয়? এটির একটু ব্যাখ্যা দিতে হবে। কিভাবে অন্য কেউ ৫৩টি ভোট দেয়, তার মধ্যে আমার ভোটটাও থাকে। এটির একটি বিষয় থাকতে হবে। অর্থাৎ আমার ভোট যাতে আমি দিতে পারি, সেটি নিশ্চিত করার বিধান থাকতে হবে। ইউএসএ-এর কথা আমরা বলি। তাদের সেখানেতো প্রায় ৭ কোটি লোক অগ্রিম ভোট দিয়ে ফেলেছে। আমার বয়সতো ৬৬ হয়ে গেছে, তাহলে আমার মতো বয়সী লোকজনদের একটু বাড়িতে ভোট দিতে দেন। তাহলে যে কেউ মনে করবে যে বা একজন নারী মনে করতে পারে যে, আমাকে ভোট দিতে গেলে লোকেরা ধাক্কা মারে, না কি করে, তার চেয়ে আমাকে অগ্রিম ভোট দিতে দেন। তাহলে আমি ভোট দিতে পারব। অর্থাৎ টোটাল ব্যাপারটি, ব্যালটের ব্যাপারটি, এখানে দেখবেন যে, ইউএসএ- এর ইলেকশনের কিন্তু কতগুলো বিধান আছে, আপনার ইলেক্ট্রনিক্স ভোটের সাথে সাথে ব্যালটের ভোটও আছে। কারণ হলো, কোনো কারণে যদি ইলেকট্রিক মেশিনে কোনো ঝামেলা হয়, তাহলে ভোটটি যেন কাউন্ট করা যায়। ভোট সব কিছু না। কিন্তু ভোটই যদি না থাকে, ২০১৪ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ৩ বার যে তামাসা হলো, এই তামাসার মধ্যে আর যা থাকুক, গণতন্ত্র ছিল না। কারণ আমি মনে করি, সংবিধানের প্রধান বিবেচ্য হওয়া উচিত গণতন্ত্র।

সকলকে ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ, ডা. মোঃ হারুন রশিদ। আমরা আশা করছি যে, এই বিষয়গুলো লিখিতভাবে ২০ তারিখের মধ্যে আমাদেরকে দিবেন সম্ভব হলে। আর কিছু প্রশ্ন ব্যাখ্যার জন্য আমরা আসব। এখন আমরা শুনব জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি হাসান হাফিজের কাছ থেকে।

**জনাব হাসান হাফিজ** (সভাপতি, জাতীয় প্রেস ক্লাব): আস্‌সালামু আলাইকুম।

আপনাদের ওপর অসম্ভব কঠিন একটি দায়িত্ব পড়েছে। এত কম সময়ের মধ্যে কী করতে পারবেন সেটি নিয়েও আমি সন্দিহান। আরও বিতর্ক এসেছে যে, আপনাদের এখতিয়ার আছে কি না? রাজনৈতিক দলগুলো বলছে যে, সংবিধান সংশোধন করব আমরা। যাই হোক, এখন যে রকম একটি ছাত্র জনতার সর্বব্যাপী যে অভ্যুত্থান হয়েছে, আমি এটিকে বিপ্লবই বলি। কারণ প্রথাগত বিপল্লের সংজ্ঞাটা বদলানোরও দরকার আছে। আমরা এক সময় এনালগ ছিলাম, এখন ডিজিটাল হয়েছি। যে দানবীয় স্বৈরাচারকে আমরা হটাতে পেরেছি, লক্ষ লক্ষ মানুষ যেমন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাস্তায় নেমে এসেছে, বুলেটের সামনে বুক পেতে দিয়েছে সেটি একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। আমি মনে করি, পৃথিবীর ইতিহাসে একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। কিন্তু সেটিকে সংহত করার জন্য, sustain করার জন্য আমাদের যে রকম effort দরকার, সেটির leak আমরা দেখতে পাচ্ছি। নানান ধরনের চক্রান্ত আছে। দেশে আছে, বিদেশে আছে। মিডিয়াতে আছে, বিদেশি মিডিয়াতে আছে। চারদিকে ব্যাপক ষড়যন্ত্র হচ্ছে। এটিকে নস্যাৎ করার জন্য, ধূলিস্যাৎ করার জন্য কাজ করতে হবে। এটিকে মাথায় রেখে সতর্কভাবে কাজ করতে হবে। এরকম সুযোগ হয়ত ৫০ বছরে, ১০০ বছরে আর পাব না। আমার সুযোগ হয়েছে, সামরিক গোয়েন্দাদের সাথে কথা বলার, বিভিন্ন উপদেষ্টারে সাথে interaction করার। এমনকি প্রধান উপদেষ্টার সাথেও আমার কথা হয়েছে, সেখানে বার বার আমি বলেছি যে, একজন মাহাথির মোহাম্মদ আমাদের দরকার। মাহাথির মোহাম্মদ মারা গেছেন। একজন লি কোয়ান ইউ এর দরকার। বাংলাদেশকে একটি সম্ভাবনাময় দেশে আমরা পরিণত করতে পারি। যাই হোক, আমি পয়েন্টে চলে আসি।

সংবিধান সংস্কারের ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে আপনাদেরকে আরও পরিশ্রম করতে হবে, আরও স্টেক হোল্ডারদের সাথে কথা বলতে হবে। সম্ভব হলে ঢাকার বাইরে, বিভাগীয় শহরে যদি একটি interaction করতে পারেন, আপনাদের উপকার হবে। আপনাদের

ওপর একটি হারকিউলিয়ান কাজ দেওয়া হয়েছে। এটি সম্পন্ন করতে পারবেন বলে আমার মনে হয় না। বার বার বলা হচ্ছে যে, যৌক্তিক সময়ের কথা। রাজনৈতিক দলগুলো অস্থির হয়ে পড়েছে নির্বাচনের জন্য। ক্রমাগত চাপ ঘনীভূত হচ্ছে একটি অন্তর্বর্তী সরকারের হাতে। ২৪ জন উপদেষ্টার হাতে আলাদিনের প্রদীপ নেই যে, তারা রাতারাতি একটি কিছু বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলতে পারবে। আমাদের সেই সহিষ্ণুতা নেই, ধৈর্য নেই। আমরা যে ১৮ কোটি মানুষ, নাগরিকরাও কিন্তু আমাদের দায়িত্বটি পালন করছি না।

যাই হোক, "সংবিধানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ" বলা হচ্ছে। এটি নিয়ে অনেকের আপত্তি আছে। 'প্রজা' কেন থাকবে? প্রজা থাকলে একটা রাজার ব্যাপার থাকে। মানুষের রক্তের মধ্যে একটি দাসত্ব আছে। তথাকথিত উন্নত রাষ্ট্রেও কিন্তু রাজা বা রাণীকে একটি স্তুতি করতে চায়। অর্থাৎ একটি দাসত্ব হয়ে হয় মানুষের রক্তের মধ্যে আছে। ফলে এটি লেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন। ফলে এটি একটু চিন্তা করবেন। আমি একটি অনুরোধ করব যে, আমাদের রেমিটেন্স যোদ্ধারা, প্রবাসী ভাইয়েরা আমাদের অর্থনীতিকে সচল রাখছেন। আমাদের প্রধান দুটি খাত, একটি হলো প্রবাসী রেমিটেন্স আরেকটি হলো গার্মেন্টস। আমি মনে করি, আমি শক্তভাবে মনে করি যে, প্রবাসীরা আমাদের চেয়ে বেশি দেশপ্রেমিক। সংসদে এবং মন্ত্রীসভায় তাদের যেন একটি প্রতিনিধিত্ব থাকে। হোক একটি কোটা। প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। তারা একটা বিপুল সংখ্যক মানুষ, তারা দেশকে ভালোবাসে। নিজের জীবন বিপন্ন করে তারা নিজেদের উপার্জনটিকে, রক্তের মূল্যে অর্জিত যে সম্পদ, সেটিকে তারা দেশে পাঠায়। কিন্তু তারা দেশে এসে নিগৃহীত হয়, লাঞ্ছিত হয়। খুনের শিকার পর্যন্ত হয়। আমরা এতই বর্বর একটি জাতি। সেটি আপনারা একটু গুরুত্বের সাথে নিবেন।

আর ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সঙ্গে আপনারা একটি interaction যদি করতে পারেন, ভালো হয়। কারণ তারা নিজেদেরকে অবহেলিত মনে করে। সংখ্যালঘু কার্ডওতো এখানে খেলা হচ্ছে। নানা ধরনের ব্যাপার। আপনারা সংবিধানের মধ্য থেকে সেটি কতখানি করতে পারবেন, জানি না। আর ক্ষমতার ভারসাম্যের কথা যেটি উঠেছে, সেটি কিন্তু খুবই গুরুত্বের সঙ্গে নিতে হবে যতটা পারা যায়। আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদ বলেছিলেন যে, রাষ্ট্রপতির কাজতো এখন কবর জিয়ারত করা ছাড়া আর কোনোটিই নেই আসলে। সেটির যেন একটি ভারসাম্য হয়। কেউ যেন একক কর্তৃত্বে দানব হয়ে উঠতে না পারে। সেরকম একটি পদ্ধতি সংবিধানে করতে হবে। সংবিধানতো একটি কাগজ। মানুষের বোধের যদি পরিবর্তন না করা যায়, ভিতর থেকে যদি চেঞ্জ না করা যায়, তাহলে হাজার হাজার কোটি কোটি পাতা সংবিধান লিখেও, হাজার হাজার সংস্কার করেও কোনো লাভ হবে না। মানুষ যদি নিজেদের মধ্যে সংস্কারটা না করে, তার বোধের উন্নয়ন যদি না হয়, তার আত্মউদ্বোধন না হয়, আত্মশক্তির উদ্বোধন না হয়, তাহলে তো হবে না। আমি চেষ্টা করব, আমি ততটা স্টাডি করে আসতে পারিনি এতটা কম সময়ের মধ্যে। চেষ্টা করব ২০ তারিখের মধ্যে লিখিত কিছু দেওয়ার জনা।

আরেকটি কথা আমি বলতে চাই, সেটি হলো ভোট দেওয়া বাধ্যতামূলক করা যায় কি না। সেটি আপনারা চিন্তা করবেন। সেটি আপনারা বলতে পারেন, আমাদের এত ঘনবহুল জনঘনত্বের দেশ, সেটি সম্ভব কি না? অবশ্যই সম্ভব। আমরা ন্যাশনাল আইডি করেছি না। স্মার্ট কার্ড আমরা করেছি না। এটি সম্ভব। দরকার হলে দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর সহায়তা নেবেন। ভোটাধিকার বাধ্যতামূলক, ভোট প্রয়োগ বাধ্যতামূলক করতে হবে। বহু দেশে এটি আছে। ভোট না দিলে জরিমানা হয়। সেটির দরকার আছে। আমার ভোট আমি দিব, অর্থাৎ যাকে আমি পছন্দ করি, তাকে আমি দিব। কয়েক বছর যদি এরকম নির্বাচন হয়, তাহলে হয়ত একটি সত্যিকারের গণতান্ত্রিক দেশ আমরা পেতে পারি।

সংসদকে "মহান সংসদ" বলা হয়। লুই আই কানের একটি অসাধারণ স্থাপত্যকীর্তি। বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীর ২০টি অন্যতম স্থাপত্যকীর্তির অন্যতম একটি এই 'সংসদ ভবন'। বহু দেশের স্থপতিরা এখানে আসে এটি দেখতে। এটি সত্যিকার অর্থে একটি গণতন্ত্রের পীঠস্থান হয়ে উঠুক। এই প্রত্যাশা, স্বপ্ন এবং অঙ্গীকার যদি আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি, তাহলে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে আমরা শ্রদ্ধেয় হয়ে থাকব। আপনাদের সাফল্য কামনা করি। আপনাদের হাজারো ব্যস্ততার মধ্যে অমানুষিক পরিশ্রম আপনারা করছেন। আমাদের একাত্মতা থাকবে, অংশগ্রহণ থাকবে, যখনই মনে করবেন, আমরা আমাদের ক্ষুদ্র সামর্থ্য দিয়ে আমরা আপনাদের পাশে থাকতে প্রস্তুত আছি।

আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ, হাসান হাফিজ। আমরা আসলে ছোট ছোট আকারে যতদূর সম্ভব যত বেশি স্টেক হোল্ডারদের কাছে পৌঁছতে চাই। আমরা ছোট ছোট অধিবেশনগুলো করেছি যাতে আলাপ আলোচনা করতে সহজ হয়। অনেককে ডেকে একত্রে সকলের কথা শুনার চেয়ে আমাদের কাছে মনে হয়েছে ছোট আকারে ৩ জন বা ৪ জন হলে ভালো হয়। গত কয়েকদিন ধরে স্টেক হোল্ডার এবং সিভিল সোসাইটির ব্যক্তিদের সাথে কথা বলেছি। ঢাকার বাইরেও যতদূর সম্ভব পৌঁছানোর চেষ্টাটা আছে। আপনার এই পরামর্শগুলো খুব গুরুত্বের সাথে নিচ্ছি। এখন আগের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে ২/৩টি প্রশ্ন। স্পষ্টীকরণের জন্য। যে সমস্ত নোট নিয়েছি তা থেকে উল্লেখ করি।

মি. কাদির আপনি একটি কথা বলেছিলেন যে, ২ বারের বেশি রাষ্ট্রীয় কোনো পদে থাকতে পারবেন না। এটি আপনি প্রস্তাব করেছেন। আমি কী ঠিক শুনেছি, আপনি জীবদ্দশায় বলেছেন? তার অর্থ পর পর ২ মেয়াদে যদি নির্বাচিত হন, তারপর আর কখনই আসতে পারবেন না?

**ডা. সায়ীদ মেহবুব উল কাদির** (সাংগঠনিক সম্পাদক, ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ড্যাব)): একাদিক্রমে ২ বার, অথবা জীবদ্দশায় ২ বার।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): অর্থাৎ একাধিক্রমে যদি ২ বার হয়, আর আসতে পারবেন না? এটি আপনি বলেছেন, রাষ্ট্রীয় যে কোনো পদে।

**ডা. সায়ীদ মেহবুব উল কাদির** (সাংগঠনিক সম্পাদক, ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ড্যাব)): রাষ্ট্রীয় এবং সরকারের মূল দায়িত্বে। যেমন রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): একই কথা আপনি বলেছিলেন যে, ক্ষমতা স্থানীয় পর্যায়ে সীমিত করা এবং এমপিরা দলের মূল পদে অর্থাৎ সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক পদে থাকতে পারবে না। এটি সকল এমপির জন্য আপনি প্রস্তাব করছেন?

**ডা. সায়ীদ মেহবুব উল কাদির** (সাংগঠনিক সম্পাদক, ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ড্যাব)): জি।

**অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক** (কমিশন সদস্য): ধন্যবাদ। আমার ছোট একটি প্রশ্ন। স্পষ্টীকরণের জন্য জানতে চাচ্ছি। একটি প্রশ্ন করব, আপনার ২টি কথার ভিত্তিতে। আপনি বলেছেন, সংবিধানে বলে দেওয়া আছে যে রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রীর সাথে পরামর্শ করতেই হবে। আপনি সেখানে প্রস্তাব দিয়েছেন পরামর্শটি বাধ্যতামূলক না করার জন্য।

**ডা. সায়ীদ মেহবুব উল কাদির** (সাংগঠনিক সম্পাদক, ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ড্যাব)): পরামর্শ করবেন, তবে বাধ্যতামূলক নয়।

**অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক** (কমিশন সদস্য) ঃ আবার বলেছেন যে, রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য চান। এই ২টি প্রস্তাব থেকে আমার যা মনে হয়েছে যে, সর্বময় ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর কাছে, এখান থেকে আপনি সরিয়ে আনতে চান এবং রাষ্ট্রপতিকে কিছুটা শক্তিশালী করতে চান। যেহেতু আপনি এটি বলেছেন, সেহেতু আপনার কাছে আমি পুনরায় একটি প্রশ্ন করতে চাই, রাষ্ট্রপতি এখন যে পদ্ধতিতে নির্বাচিত হন, সংসদ-সদস্যদের মাধ্যমে, এটিই চান, নাকি সরাসরি কোনো ভোটের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হোক, চান। এ প্রশ্নটি আমি এজন্যই করছি, একটি স্পষ্টীকরণের জন্য, যেহেতু রাষ্ট্রপতির হাতে ক্ষমতাটা একটু বাড়াতে চাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা একটু কমাতে চাচ্ছেন, এরকম কোনো চিন্তা কি আছে যে রাষ্ট্রপতির mandateটি একটু সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে আসবে।

**ডা. সায়ীদ মেহবুব উল কাদির** (সাংগঠনিক সম্পাদক, ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ড্যাব)): আমাদের মতো দেশে অর্থনৈতিক অবস্থাতো উন্নত বিশ্বের মতো না। বারবার যদি নির্বাচনে যান, সেটি ব্যাপক একটি অর্থনৈতিক involvement-এর বিষয়। আমার মনে হয়, এক্ষেত্রে সংসদ-সদস্যদের সাথে অন্য কোনো নির্বাচনি প্রতিনিধি সংযুক্ত করা যায় কি না, সেটি চিন্তা ভাবনা করতে পারেন।

**জনাব ফিরোজ আহমেদ** (কমিশন সদস্য): অনেক ধন্যবাদ। আমি পরিষ্কার হওয়ার জন্য কয়েকটি বিষয় প্রশ্ন করে রাখছি। আপনারা চাইলে আজকে আলাপ করতে পারেন কিংবা লিখিত যখন দেবেন তখনও বিষয়গুলো আসতে পারে। একটি প্রশ্ন, আমরা যে কারণে আজকে এবং অন্যান্য সেশনে পেশাজীবীদের সাথে বা সংবিধান বিশেষজ্ঞের বাইরে অন্য কোনো বিশেষজ্ঞদের সাথে বসেছি একটি কারণে যে তারা যেন তাদের পেশার সংকটগুলো নিয়ে বলেন। একইসাথে সংবিধান নিয়েও তাদের মতামতটি দেন। দুটিই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন এখানে ৩জন চিকিৎসক আছেন। সব বিষয়তো আর সংবিধানে থাকবে না। তবে সারসংক্ষেপ আকারে ঐ আকাঙ্ক্ষাটার যেন সংবিধানে একটি প্রকাশ থাকে। এ কারণে আমরা চাইব যে, আপনারা বিস্তারিতভাবেই আপনাদের লিখিত বক্তব্যটি দেন। কারণ আমরা চেষ্টা করব একটি বড় আর্কাইভ করার জন্য যেখানে আপনাদের বক্তব্যগুলো, আকাঙ্ক্ষাগুলোর একটি প্রকাশ ভবিষ্যতের মানুষরাও যেন জানতে পারেন। সেখানে আমার একটি প্রশ্ন, উত্তর আপনার যে কেউ দিতে পারেন। ৪ জনের যে কেউ বলতে পারেন। একটি বিষয় হচ্ছে সরকারের মধ্যে ভারসাম্য। প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাকে একটি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনা। আরও কিন্তু অনেক ভারসাম্যের অভাব আমরা গত ৫৫ বছরে বাংলাদেশ রাষ্ট্রেও দেখেছি এবং গত ১৫ বছরে এটি তীব্র আকার ধারণ করেছে যে আমলাতন্ত্রের একটি ব্যাপক প্রভাব। বিভিন্ন সময় সংবাদপত্রে দেখেছি যে, চিকিৎসকরা, শিক্ষকরা কিংবা কৃষিবিদরা তারা নানারকম সংকটে ভুগছেন এবং এই রাষ্ট্রের মধ্যে বা আইনের এখতিয়ারে মধ্যে তাদের অবস্থানটি কী, তাদের এখতিয়ারটি কী, শুধু ব্যক্তিগতভাবে পদোন্নতি না, পেশার বিকাশ কীভাবে ঘটবে, জনগণকে তারা কীভাবে সেবাটি দেবেন, এ বিষয়ে অনেক সংকট দেখা গিয়েছে। বিশেষ করে করোনা মহামারির সময় বহু চিকিৎসক অভিযোগ করেছেন যে,

আমলাতান্ত্রিক সংকটের কারণে চিকিৎসায় ক্ষতি হয়েছে বা বহুক্ষেত্রে দুর্নীতি হয়েছে এবং অপচয়ও প্রচুর হয়েছে। এই বিষয়টিতে আসলে কীভাবে আমরা ভারসাম্য আনতে পারি, শুধু রাজনৈতিক জায়গাতে না, পেশাজীবীদের সাথে আমলাতন্ত্রের নানান সম্পর্কের জায়গাতেও। সেটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

আরেকটি বিষয়, গত কয়েক দশক, বাংলাদেশে হয়ত আগে কখনও ঘটেনি, কিন্তু গত কয়েক বছর আমরা দেখেছি যে যারা আন্দোলন করছেন তারা আহত হয়ে হাসপাতালে গেলে, চিকিৎসা পাননি বা বহু ক্ষেত্রে হাসপাতালকে হুকুম দেওয়া ছিল যে, তারা যেন চিকিৎসা না পান। হাসপাতাল থেকে বের করে দেওয়ার ঘটনাও অনেকগুলো ঘটেছে। শুধু গত গণঅভ্যুত্থানের সময় না। ২০১৮ সালেও আমরা দেখেছি, নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের সময় কিংবা প্রথমবার কোটা আন্দোলনের সময়। এই বিষয়গুলো নিয়েও আপনারা কী ভাবছেন বা আপনাদের পেশাগত অনুভূতিটা কি এবং এ বিষয়ে ভবিষ্যতে আসলে কী করা হলে, কী কী নিশ্চিত করা হলে চিকিৎসকের ওপর বা সংবাদকর্মীর ওপর এই যে অনৈতিক চাপ, সেটি থেকে জাতি রেহাই পেতে পারে। অন্তত একটি সাংবিধানিক guaranty আসতে পারে। এ বিষয়ে আপনারা এখনও বলতে পারেন, বা যা বললাম, লিখিতভাবে যখন দেবেন, তখন অবশ্যই আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা সহকারে এবং পরামর্শ আকারে ঠিক সংবিধানে তার প্রকাশটা কীরকম থাকতে পারে। কারণ যেটি বলছেন যে, সংবিধান বিরাট কোনো দলিল হবে না। সারসংক্ষেপ আকারে সেখানে থাকবে, কিন্তু আকাঙ্ক্ষাটা যেন থাকে।

ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): আপনারা উত্তর দেওয়ার আগে একটু recognize করা দরকার, আমাদের সাথে ডা. ফয়জুল হাকিম যোগ দিয়েছেন, সহসভাপতি, ডক্টরস প্লাটফর্ম পর পিপলস হেলথ (ডিপিপিএইচ)। জনাব ফিরোজ আহমেদ যে প্রশ্নগুলো উত্থাপন আপনি চাইলে এগুলোরও উত্তর দিতে পারেন।

**ডা. ফয়জুল হাকিম** (সহসভাপতি, ডক্টরস প্লাটফর্ম পর পিপলস হেলথ (ডিপিপিএইচ): ধন্যবাদ। প্রথমেই আজকের এই সংবিধান সংস্কার কমিশনে আমাদের আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি দেরিতে উপস্থিত হওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি।

জনাব ফিরোজ আহমেদ যে প্রশ্নটি করেছেন সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আমার অবস্থানটি পরিষ্কার করতে চাই। যদিও আমি সংবিধান সংস্কার কমিশনের এই বৈঠকে উপস্থিত হয়েছি। আমরা মনে করি না যে, জুলাই-আগস্টের অভ্যুত্থান এই বিদ্যমান সংবিধান ধারণ করতে পারে। একটি নতুন গণতান্ত্রিক সংবিধান একমাত্র এই অভ্যুত্থানকে ধারণ করতে পারে। জুলাই অভ্যুত্থান এই বিদ্যমান সংবিধানকে নাকচ করে দিয়েছে। যদিও তাকে নানাভাবে এই গর্তের মধ্যে ঢোকানো হয়েছে। কেননা আপনারা জানেন যে, এই সংবিধানে কিন্তু জনগণের যে মৌলিক অধিকার, বিশেষ করে স্বাস্থ্যের, সেটি আইন দ্বারা কিন্তু স্বীকৃত নয়। এটি এমন একটি সংবিধান, যেটি এই ৫৩ বছরে একটি দানব তৈরি করেছে। একটি লুণ্ঠনজীবী, একটি দুর্নীতিবাদ, একটি সন্ত্রাসী এবং সমগ্র রাষ্ট্র এটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। বিচার বিভাগ থেকে শুরু করে, প্রশাসন, পুলিশ, সেনাবাহিনী সবাই। সেটি আমি প্রথমেই বলে নিতে চাই।

সংবিধানের মূলনীতির ক্ষেত্রেও যদি আমরা বলি, এমনকি এখানে আলোচনা হয়, ১০ই এপ্রিলের সংবিধানে স্বাধীনতার যে ঘোষণা, সেখানেও দেখা যাবে যে ইতিহাসের কতগুলো মিথ্যা উক্তি সেখানে সন্নিবেশিত রয়েছে। ফলে আমরা '৭১ এর স্বাধীনতা সংগ্রামের পর যেভাবে একটি সংবিধান হওয়ার কথা ছিল, একটি গণপরিষদ নির্বাচন, সেটিতো হয়ইনি, ইয়াহিয়া খানের অধীনে নির্বাচিত পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ এবং প্রাদেশিক পরিষদ তাদেরকে গণপরিষদ হিসেবে নিয়ে আমাদের ৯ মাসের যে স্বাধীনতা সংগ্রাম সেটিকে কার্যত অস্বীকার করা হয়েছে। এটি অস্বীকার করার মধ্য দিয়েই বাংলাদেশের যদি আজকের পরিস্থিতি দেখা যায়, সমগ্র বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাটি একটি জবাবদিহিহীন অবস্থায় গেছে। যাই হোক এ সম্পর্কে এখানে আর বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই না। আমাদের এই জনপদে এই অভ্যুত্থান এটি অতীতের সংগ্রাম ও ইতিহাসের সাথে যুক্ত। তারপরও এখানে সংবিধান সংস্কার কমিশনে এসেছি, আপনারা আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে যেটি বলব, জনাব ফিরোজ আহমেদ এখানে বলে গেলেন, আপনারা জানেন, মেডিকেল ইথিক্সের মধ্যে কথাই আছে যে, রোগী, তিনি যে ধর্মের, বর্ণের বা মতাদর্শেরই হোক না কেন, তাকে আমরা চিকিৎসা দিতে বাধ্য। চিন্তা করা যায়, সেখানে হাসপাতালে যাওয়ার পর চিকিৎসা দেওয়া হয়নি। এটিতো চিন্তাই করা যায় না। এটি যে কত অমানবিক, বর্বরোচিত। এটি কেন হয়েছে এখানে। এটি হচ্ছে, দলীয়করণ, দুর্নীতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে। সমস্ত সমাজে। শুধু চিকিৎসকদের আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করালে চলবে না। সকল ক্ষেত্রেই একটি জবাবদিহিহীনতা রয়েছে। ফলে একেক জনের বালিশের নিচে থেকে শতকোটি টাকা বেরুচ্ছে। তাদের যে জীবন সেটি আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমাদের যে প্রজন্ম, তরুণরা এবারে যেভাবে জীবন দিয়েছে, সেই জীবন দেওয়াটাকে যদি গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হয়, তাহলে নতুন সংবিধানের দিকে যেতে হবে। এখানে হয়ত একটি সংবিধান সংস্কার কমিশন করতে পারেন আপনারা, কিন্তু আরেকটি অভ্যুত্থানের জন্য আপনারা প্রস্তুতি নেন। নতুন সংবিধানের জন্য জনগণ নিশ্চয়ই ওঠে দাঁড়াবে। এটি হতে দেওয়া যায় না।

ফলে স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় যে প্রশ্ন, সেটি হচ্ছে আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তন। মৌলিক পরিবর্তন। সেক্ষেত্রে ক্ষমতার ভারসাম্য থাকবে আর এখানে একটি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ হবে। এখানে আমলাতন্ত্র স্থায়ী আসন গেরে বসবে, তাদের কোনো জবাবদিহিতা নেই। একবার বিসিএস করে ঢুকলেন, সে জুডিশিয়ারিতে ঢুকুক বা প্রশাসনেই ঢুকুক, তাকে ধরাও যাবে না, ছোঁয়াও যাবে না। তাই না? এই যে পরিস্থিতি, এটিকে বদলাতে হবে। ফলে কীভাবে প্রশাসনকে জনগণের কাছে কৈফিয়তযুক্ত করা যায়, জবাবদিহিতে বাধ্য করা যায়, তাহলে তারা একটি পরিস্থিতির মধ্যে থাকবে। তারা বিত্ত-বৈভবে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন না। জনগণের অধিকারকে তারা পদদলিত করবেন না। বাংলাদেশের হাসপাতালগুলোতে আমি দেখেছি, আমি যখন কৃষক সংগঠনের কাজ করেছি, তখন দেখেছি যে উপজেলা পর্যায়ে কীভাবে সাধারণ মানুষকে অপমান করা হয়। চেয়ারে বসতেও দেওয়া হয় না। জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে, একটি লিখিত দিয়ে দেন। এরকম চিকিৎসকও দেখেছি। এটি সাধারণভাবেই আছে। কিছু ব্যতিক্রমতো থাকতেই পারে। এটি সমাজের প্রতিনিধিত্বটাই করে। তাদের সংস্কৃতিতে, আচরণে। বিশেষ করে গত ১৫ বছরে যা হয়েছে সে তো তুলনার বাইরে। আর চিকিৎসা ক্ষেত্রে, সেখানেতো অন্য কোনো মতই নেই। অন্য চিকিৎসক, যারা ভিন্ন মত করবে, সেটি নেই। আমাদের এখানে নির্বাচনী ব্যবস্থা, জাতীয় সংসদ উচ্ছেদ হয়ে গেছে। পেশাগত নির্বাচন উঠে গেছে। প্রেসক্লাবের কথা বলি, বিএমএ-এর কথা বলি। আগে যেটি ছিল, আমরা যখন ৯০ এর গণঅভ্যুত্থান করি, ছাত্রদের, সাংবাদিকদের, শিক্ষকদের, সংস্কৃতি কর্মীদের, শ্রমিক কর্মচারীদের, নারীদের, কৃষক ক্ষেতমজুরদের, আইনজীবীদের, প্রকৌশলীদের এই যে একটি শক্তি তৈরি হয়েছিল, দেখা যাবে যে অভ্যুত্থানের পরে যে সরকার গঠিত হলো সেটি অভ্যুত্থানের উপর দাঁড়িয়ে নেই। সেটি একটি আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে। যেটি এখনও হয়েছে। চিন্তা করে দেখেন, গত রাতে ৫ জন উপদেষ্টা গিয়েছেন পঙ্গু হাসপাতালে। আহতদের কাছে। আসল চেহারাতো চলে এসেছে মানুষের সামনে। কী দায়িত্বহীনতা চলছে এখানে। কী মনে করেছেন উপদেষ্টারা। আমিতো ব্যক্তিগতভাবে রাজনৈতিক আলোচনার জন্য গিয়েছি, প্রধান উপদেষ্টার সাথে আলোচনা শেষে একটি কথা বলে এসেছিলাম। যদি কিছু মনে না করেন, আপনাদের স্বাস্থ্য উপদেষ্টাকে দায়িত্ব থেকে অপসারণ করেন। অন্য কাউকে দায়িত্ব দেন। আজকে সকালে উঠে দেখলাম যে, ৫ জন উপদেষ্টা সেখানে হাজির হয়েছিলেন। রাস্তা বন্ধ কেন, দেশ বন্ধ হয়ে যাবে। আমাদের সন্তানদের জীবনের মূল্য যারা দিতে জানে না, তাদের কী অবস্থা আছে এখানে। একদিকে দিল্লীর ষড়যন্ত্র, একদিকে পতিত ফ্যাসিস্ট সরকারের ষড়যন্ত্র, অন্যদিকে এই অবস্থা। এভাবেতো চলতে পারে না। সুতরাং আপনারা সংবিধান সংস্কার কমিশন, আপনারা অনেকের মতামত শুনছেন, আমাদেরকেও ডেকেছেন, আমরা পরিষ্কারভাবে বলতে চাই, এই গণঅভ্যুত্থানের যে আকাঙ্ক্ষা, এই গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে যে কর্তৃত্ব তৈরি হয়েছে জনগণের, ছাত্র, শ্রমিক জনতার সেটিকে কীভাবে ধারণ করা যায়, সেটির জন্য নতুন সংবিধান সভার নির্বাচন বা গণপরিষদ নির্বাচন করা, একই সাথে এটি সংসদ হিসেবেও কাজ করতে পারে। নির্বাচন চাচ্ছে রাজনৈতিক দল, আপনি বলছেন অস্থির, অস্থির কেন? নির্বাচনতো হতেই হবে এখানে। একটি অনির্দিষ্টকাল এভাবে চলতে পারে না। একটি সময়সীমাতো নিশ্চয় ঘোষণা করতে হবে। শেষ বিচারে গিয়েতো রাজনৈতিক দলের উপরই দায়িত্বটি পড়ে। ফলে পেশাজীবীদের সংগঠন হিসেবে আমরা মনে করি যে, আমরাও এর বাইরে না। রাজনীতিটি শুধু রাজনৈতিক দলের হাতে ছেড়ে দেওয়াটা পেশাজীবী হিসেবে আমি মনে করি না, এটি ঠিক। এখানে রাজনৈতিক চিন্তাটাও করতে হবে। আমরা স্বাস্থ্যের চিন্তা করব, জনগণের স্বাস্থ্যের অধিকারের কথা বলব, রাজনীতির কথা বলব না, এটিতো রাজনৈতিকভাবে চিন্তা করলে হবে না। কোভিডের সময় আমরা দেখেছি এটি। কোভিডের সময় আমরা একটি প্রস্তাব দিয়েছিলাম যে, সবাই মিলে আমরা জনগণের পাশে দাড়াই। আমার মনে আছে, ১৯৭৪ সালে সম্ভবত তৎকালীন অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দিন সাহেব বিদেশ থেকে ফিরেছিলেন, তাঁকে সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করেছিলেন, এই যে বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ চলছে আমরা কীভাবে মোকাবেলা করতে পারি। তিনি বললেন যে, আমাদের সরকারের পক্ষে এটি সম্ভব না। সকল বিরোধী দলকে নিয়ে আমরা এটি মোকাবেলা করতে চাই। পরের দিন শেখ মুজিবুর রহমান তাঁকে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁর এক ঘণ্টা পরে তিনি পদত্যাগ পত্রে স্বাক্ষর করেছেন। এইতো আমাদের বাংলাদেশ। সুতরাং এই দেশের শাসক শ্রেণির ইতিহাসতো আমরা জানি। এই পার্লামেন্ট ভবনেইতো পাকিস্তান আমলে প্রাদেশিক পরিষদে ডেপুটি স্পীকারকে মেরে ফেলা হয়েছিল। সংঘর্ষ হয়েছিল এখানে, এটিতো এখানকার ইতিহাসে নেই। এখানকার রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচনাই হয় না। ফলে এই যে শাসক শ্রেণি, বিশেষ করে গত ৫৩ বছরে গঠিত হয়েছে ঘুষ, দুর্নীতি, চোরাচালান- যা একটি দানব হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। তাকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করা সেটি একটি কাজ। পেশাজীবীদেরর সংগঠনকেও জনগণের স্বাস্থ্য অধিকার হিসেবে যেহেতু স্বাস্থ্য নিয়ে সংগ্রামে আমরা যারা রয়েছি, আমরা মনে করি দলীয় রাজনীতির যে বিষাক্ত বৃত্ত আছে, বিশেষ করে শাসক শ্রেণির রাজনৈতিক দলগুলো, সেই বিষাক্ত বৃত্ত ভেঙে এখানে কীভাবে পেশাজীবী জনগণের বিশেষ করে স্বাস্থ্যের অধিকারটি এখানে প্রতিষ্ঠা করা যায়। আমাদের এখানেতো জনস্বাস্থ্য সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। গ্রামাঞ্চলে গেলে বুঝা যায়। ঢাকা শহরের হাসপাতালগুলোতে গেলে বুঝা যায়। মনে হয় বাজার বসেছে। হাজার হাজার রোগী। আরে একি! এখানে এত ক্যান্সারের রোগী কেন? এখানে এত কার্ডিয়াক রোগী কেন? খাদ্যে কি হচ্ছে এখানে? তারপর এন্টিবায়োটিকের রেজিসট্যান্ট তৈরি হয়েছে দুনিয়া জুরে, আমাদের দেশেও তৈরি হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা হয়েছে যে সেটিকে কীভাবে মোকাবেলা করা যায়। একজন প্রফেসর ড. হাসিনা তিনি করেছেন আমি বিবিসি তে বছর ২ আগে রিপোর্ট পেলাম। তারপর ফলো করলাম যে এ নিয়ে কোনো কাজ হচ্ছে

কি না? এ নিয়ে কোনো কাজ নেই। ফলে আমাদের দেশে অনেকেই রয়েছেন যারা জনগণের কথা চিন্তা করেন, জনগণের প্রতি দরদ যাদের আছে। তারা কীভাবে সামনে আসতে পারেন, জনগণের পাশে আসতে পারেন, সেই হিসেবে জনগণের দিকটা আমাদের বিবেচনা দরকার। শেষ করব এই বলে, যে সমস্যাটি আমার জন্য হয়েছে, এই বিদ্যমান সংবিধানের মধ্যে এই আলোচনাটা আমাকে করতে হয়েছে। ফলে বিষয়টি হলো, সেটি আপনারা কতটুকু মেরামত করতে পারবেন, সেটি আগামী দিনে বলা যাবে। বৃক্ষ তোমার নাম কী? ফলে পরিচয়।

ধন্যবাদ।

**ডা. মোঃ হারুন রশিদ** (সদস্য, ডক্টরস প্লাটফর্ম ফর পিপলস হেলথ(ডিপিপিএইচ)): জনাব ফিরোজ আহমেদ এর প্রশ্নের জবাবে আমি ২/১টি কথা বলতে চাচ্ছি। আমলাদের সাথে চিকিৎসকদের যে সমস্যাটি তৈরি হচ্ছে এটি সম্পর্কে আমি ২/১টি কথা বলতে পারি। সেটি হলো যে, চিকিৎসকদের প্রচলিত ব্যবস্থায় যে পদোন্নতি, বদলি এই জিনিসগুলো যদি চলে তাহলে সমস্যাটি থেকেই যাবে। বরং একটি স্বাধীন চিকিৎসা কমিশন গঠন করে তার মাধ্যমে যদি এটি করা যায় তাহলে মনে হয় বিষয়টির কিছুটা সমাধান সম্ভব হতে পারে। গ্রামাঞ্চলে আমাদের যে চিকিৎসকরা যান, তাদের যাই বেতন দেন না কেন, বিশেষ করে নারী চিকিৎসক, তাদের নিরাপত্তা যদি নিশ্চিত না করা যায় তাহলে তারা গ্রামাঞ্চলে থাকবে না। সেজন্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। আমলাতন্ত্রের বিষয়ে আমি একটি কথা বলতে চাই, সেটি হলো যে, বিগত সরকারের মন্ত্রী এমপিরা যখন কোনো জায়গায় যেতেন, তার সাথেতো শুধু রাজনীতিবিদেরা যেতেন না। ওবায়দুল কাদের যেতেন না। আমলারাও যেতেন। তাদের ছবিগুলো এখনও আছে। অথচ সেই আমলারা আছে এবং কয়েক দফা তাদের পদোন্নতি হয়ে গেছে। এই বিষয়টি সরকারের বিবেচনায় নেওয়া উচিত। হাসপাতালে চিকিৎসা প্রদান না করা বিষয়ে আমি একটি কথা বলতে চাই। সেটি হলো যখন এই আন্দোলনটি চলে, তখন কয়েকজন প্রায়ই আমাকে বলতেন, তারমধ্যে বেশি বলতেন তানজীম উদ্দিন খান, হুট করে আমাকে বলতেন, মুগদা মেডিকেল কলেজে কিন্তু ছেলেরা গেছে, তাদের চিকিৎসা দিচ্ছে না। তখন আমি সেখানকার পরিচালককে ফোন করে একদিন একটি গালি দিয়েছি, শুধু স্যার স্যার করে। আমি বললাম যে স্যার স্যার কর কেন? আগে লোকগুলোর চিকিৎসার ব্যবস্থা কর। সে আওয়ামী লীগ না বিএনপি সেটি দেখা কি তোমার কাজ? চিকিৎসার ব্যবস্থা কর। ফলে আমি মনে করি, যারা এটি করেছে, তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে তাদেরকে বিচারের মুখোমুখি করা দরকার, কেন তারা জনগণকে চিকিৎসা প্রদান করেনি।

সর্বশেষ যে কথাটি বলে আমি শেষ করতে চাই, সেটি হলো, কালকে যে অনভিপ্রেত ঘটনাটি ঘটলো তার সূত্র ধরে। আমি এর আগে কয়েকবার হাসপাতালে গিয়েছি, পঙ্গু হাসপাতাল, চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটেও গিয়েছি। একটি তথ্য আমি জানিয়ে রাখি যদি কাজে লাগে। আজকে ১৪ নভেম্বর অরবিসের একটি হসপিটাল প্লেনে চট্টগ্রাম আসবে এবং তারা আগামী মাসের ২ তারিখ পর্যন্ত থাকবে। তারা আমাদের এখানে যাদের চোখে ইনজুরি হয়েছে তাদের চিকিৎসা প্রদান করবেন। এটি নিয়ে আমি সেখানকার পরিচালকের সাথেও কথা বলেছি। এটি অপারেশনে যাবে ১৭ তারিখে। আজকে নামবে, ১৭ তারিখে অপারেশনে যাবে। তারা আমাকে এ কথাও বলেছে, বাইরেও যদি কোনো রোগীর চিকিৎসার প্রয়োজন পড়ে, তাহলে তারা তা করতে পারে। এই প্লেনটা ল্যান্ড করেছে চট্টগ্রামে। আমাদের ঢাকাতে নয়। তাদের নাকি সুবিধা চট্টগ্রামে। এখানে অনেকগুলো রোগী আছে চোখের, আমি তাদেরকে দেখেছি। এদেরকে যদি পাঠানো যায়, আমার মনে হয় কাজে লাগবে। আমি পরিচালকের সাথে কথা বলেছি, লাগলে আবারও বলব। পঙ্গু হাসপাতালের যে ঘটনা, সেটিও দুঃখজনক। সেখানেও আমি কয়েকবার গিয়েছি। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক যে ঘটনাটি ঘটেছে, একজন রোগীকে তারা জোর করে ডিস্চার্জ করেছিল। কেন? যে তোদের কে আন্দোলন করতে বলেছে? তারপর আমি গিয়ে ঐ চিকিৎসককে খুঁজেছি, পাইনি। পরে আমি ডাইরেক্টরকে বলে এসেছি যে এই ঘটনাটি তুমি চিহ্নিত কর। কোন্ চিকিৎসক যিনি ৫ তারিখের পরেও এই চিকিৎসাটি বাঁধাগ্রস্ত করছে।

সকলকে ধন্যবাদ।

**জনাব আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ। জনাব মুসতাইন আপনার একটি প্রশ্ন ছিল।

**জনাব মোঃ মুসতাইন বিল্লাহ** (কমিশন সদস্য): স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে আপনাদের প্রস্তাবনাগুলো একটু বুঝার জন্য। স্বাস্থ্যকে মৌলিক অধিকার হিসেবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আপনারা প্রস্তাব দিয়েছেন। একই সাথে আপনি বলেছেন যে, চিকিৎসার ব্যয় সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্র দ্বারা নির্বাহ করতে হবে বা রাষ্ট্র পেমেন্ট সিস্টেমের দায়িত্ব নেবে। চিকিৎসার একদম সামগ্রিক ব্যয় নির্বাহ করাটিকে আপনি বুঝাচ্ছেন নাকি এর কোনো স্তর থাকবে বা কতটুকু পর্যন্ত রাষ্ট্রের দায় থাকবে বা কতটুকু পর্যন্ত আপনি ভাবছেন, এর বিস্তারিত কি আপনি বলতে পারেন? আর সংবিধানের যে সংক্ষিপ্ত, প্রাঞ্জল, সহজবোধ্য ভাষার কথা বলেছেন, সেখানে আমার একটু দ্বিধা তৈরি হয়েছে। আপনি rigid শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আপনি কি rigidটি চাচ্ছেন নাকি চাচ্ছেন না। আর যদি চান সেটি আসলে কেন?

**ডা. মোঃ হারুন রশিদ** (সদস্য, ডক্টরস প্লাটফর্ম ফর পিপলস হেলথ(ডিপিপিএইচ): আমার পরিষ্কার কথা, জনগণকে বিনা পয়সায় চিরকিৎসা নিশ্চিত করতে হবে। এর মাঝামাঝি কোনো কথা নেই। আমাদের প্রাইমারি হেলথ কেয়ারটি যদি কাভার করা যায়, ৭০%

চিকিৎসা কিন্তু চলে আসে। প্রাইমারি হেলথ কেয়ারটি প্রদান করা হয় উপজেলা, কমিউনিটি ক্লিনিক, জেলা হাসপাতাল এই পর্যন্ত। আমাদের বিদ্যমান ব্যবস্থায় প্রায় ৭০% চিকিৎসা নিশ্চিত করা যায়। বিশেষায়িত হাসপাতালের ব্যবস্থা যেটি থাকছে, সেখানে যাদের চিকিৎসা দেয়া হবে, সেখানে আমি প্রথমেই কর ব্যবস্থাপনার কথা বলেছি। ব্যয়বহুল চিকিৎসা, যেমন- ক্যান্সারের চিকিৎসা, কিডনির চিকিৎসা, এগুলো ব্যয়বহুল চিকিৎসা। আপনার টাকা নেই আপনাকে বিনা পয়সায় আমরা চিকিৎসাটি দেব, জনাব আলী রীয়াজের অনেক টাকা, তার কাছ থেকে কর কেড়ে নিব। এটি হলো নিয়ম। কিন্তু চিকিৎসা নিশ্চিত করার দায় রাষ্ট্রের। আর rigid সংবিধানের কথা আমি বলিনি। আমি rigid-টির বিপক্ষে।

**জনাব মোঃ মুসতাইন বিল্লাহ** (কমিশন সদস্য): সংবিধানকে যদি আপনি rigid না রাখার পক্ষপাতী হন, তাহলে ভবিষ্যতে এর সংশোধন প্রক্রিয়া কি উন্মুক্ত রাখার পক্ষপাতী আপনি?

**ডা. মোঃ হারুন রশিদ** (সদস্য, ডক্টরস প্লাটফর্ম ফর পিপলস হেলথ(ডিপিপিএইচ): সংশোধনতো করা যাবেই। আপনি দেখবেন যে, আমাদের সংবিধানটি অনেক elaborate. যেমন ধরেন কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল, তার সম্পর্কে এক গাদা কথা আপনি লিখে রেখেছেন। এগুলোতো লেখার দরকার নেই। এগুলোতো আইনের মাধ্যমেই হতে পারে। যেমন স্বাধীনতার ঘোষণা, আপনি একটু খেয়াল করে দেখেন, আমাদের কি অদ্ভুত ব্যাপার আছে। এখানে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণটি দেওয়া আছে। আবার ২৬ তারিখের ঘোষণা দেওয়া আছে, ১৭ তারিখের কথাটি দেওয়া আছে। অর্থাৎ আপনি কোনটি বুঝাতে চান? আমরা নিজেরাই একটি quotic situation তৈরি করছি, এগুলো করার কোনো প্রয়োজন নেই। আমাদের একটি পরিষ্কার কাট সংবিধান ছোট করলে হয় কি, আপনি দেখবেন যে, অনেক লোকেরা এক ঘণ্টা কথা বললে পরে নেওয়ার মতো কিছু থাকে না। আর অনেকে দেখবেন ১০ মিনিট কথা বলবে, তা থেকে আমরা অনেক উপকৃত হই।

**ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী** (কমিশন সদস্য): জনাব হাসান হাফিজ সাহেব বলেছেন, ভোটিং বাধ্যতামূলক করা। এই কথাটি আপনি বলেছেন যে, সবাইকে বাধ্যতামূলক করা যায় কি না? সেক্ষেত্রে franchise চয়েজটা আমার নিজস্ব, আমি কাকে ভোট দেব। এক্ষেত্রে "না" ভোটের কোনো চিন্তাভাবনা করা যায় কি না? বাধ্যতামূলক করলে আমার যদি পছন্দ না থাকে আমি কাকে ভোট দেব, আমি কি জরিমানা দেব?

**জনাব হাসান হাফিজ**: আসলে আমাদের চেতনার স্তরতো এত উন্নত না। কয়েকটি নির্বাচন হতে হবে। 'না' ভোটটা হয়ত অনেকে বুঝতেও পারবে না। তবে পাইলট আকারে করে দেখতে পারি। আমরা perfect কোনো সিস্টেমে যেতে পারব না। কয়েকটি নির্বাচন লাগবে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়া। এটি পরীক্ষামূলক আমরা দেখতে পারি। কিন্তু আবার ইভিএম এর মত নষ্ট প্রকল্পে যেন না যায়। সেগুলোতে রাষ্ট্রের কত টাকা গচ্ছা গেচ্চা, সেগুলো এখনও আমাদের বোঝা হয়ে রয়েছে। ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার জন্য নানা অপকৌশল আমরা দেখেছি। সেটি যেন না হয়। আমাদের ছোট দেশ এবং সম্পদ সীমিত। আমরা যেন অপচয় না করি ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য। এমন একটি ব্যবস্থা করা দরকার।

ধন্যবাদ।

**ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী** (কমিশন সদস্য): আমি ছোট একটি বিষয়ে জানতে চাই। আপনি স্টেক হোল্ডার পরামর্শ সম্পর্কে বলেছেন যে, বিভাগীয় পর্যায়ে পরামর্শ গ্রহণ করা যায় কি না? আপনার কি সুনির্দিষ্ট কোনো মতামত আছে যে, কীভাবে, কাদের সাথে, কতজনের সাথে বসব। কারণ আমরা এখন ঢাকায় সব শ্রেণিপেশার প্রতিনিধিদের সাথে বসার চেষ্টা করছি।

**জনাব হাসান হাফিজ**: ধন্যবাদ। আমরা দেখেছি যে, সম্মানিত প্রধান উপদেষ্টা রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে কথা বলেছেন। ২ দফা কিংবা ৩ দফা। এক দিনেই সবার সাথে কথা বলেছেন। তাতে হয় কি, interactionটি হয় না। এখানে যেমন কার্যকর হচ্ছে, আমার সম্মানিত ছোট ভাই যেমন একজন গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্র, শিক্ষক, তিনি জানেন যে, এই interactionটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তা নাহলে কার্যকর একটি কিছু পাই না। আমি অনুরোধ করব যে, আপনারা অন্তত ৮টি বিভাগ আছে তো, ৮ দিন অন্তত করলেন আপনারা। সারাদিন, নানা সমাজের, নানা শ্রেণি পেশার লোকদের সাথে কথা বললেন। এখন যে-রকম interactionটি হচ্ছে, তাতে কিন্তু একটা কিছু বেড়িয়ে আসবে। এ ধরনের যদি করা সম্ভব হয়। আপনাদের হাতে সময় নাই। আপনারা শুরুও করেছেন দেরিতে। আমাদের সংস্কার কমিশনগুলোর অনেকগুলোর কমিটিই হয়নি। ফলে কিভাবে যে কি করবে আমি এটি নিয়ে অত্যন্ত সন্দিহান।

ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রিয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ। যে কারণে আমি গোড়াতেই বলেছি, আমাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। আমাদের কমিশনের কথা আমি বলতে পারি, আমরাতো বিভিন্নভাবেই আগে থেকেই চেষ্টা করি, কখনও কখনও পৌঁছানো যায় না। আমাদের দিক

থেকে সময়ের স্বল্পতাটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে আমরা চেষ্টা করছি যতদূর সম্ভব, যত বিস্তৃত, যত ব্যাপকভাবে। দুটো জিনিস আমরা চেষ্টা করছি, যত শ্রেণি পেশা, বিভিন্ন মতগুলো আনতে, আবার অনেককে ডেকে আলোচনার কোনো মর্ম দাঁড়ায় না। ৩ জন ৪ জন হলে সকলের কথা বুঝা যায়, নোট নেওয়া যায়, substantive. স্বল্প সময় হলেও আপনারা যতটুকু substantive কথাবার্তা বলতে পেরেছেন, সাত দিন সময় দিয়ে ৪০জন লোককে ডাকলে আমরা অতটা পেতাম না। আমরা চেষ্টা করছি। আপনাদের সাহায্য সহযোগিতা দরকার। যে কারণে আমরা বার বার অনুরোধ করছি যদি লিখিতভাবে দেন, দুটো কাজ হবে। একটি হচ্ছে এই মুহূর্তে আমাদের কাজটি সহজতর হবে। দ্বিতীয় হচ্ছে যেটি জনাব ফিরোজ আহমেদ উল্লেখ করেছেন, আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে, এই প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে documented করে ফেলা। প্রত্যেকেরই বিভিন্নরকম আকাঙ্ক্ষা আছে, প্রস্তাব আছে সুনির্দিষ্ট, সেগুলো documented হওয়া দরকার। বাংলাদেশের সংবিধান তৈরির প্রক্রিয়াটি যদি আপনি খেয়াল করে দেখেন ১৯৭২ সালের, সেটি নিয়ে জনাব ফয়জুল হাকিম প্রশ্ন তুলেছেন এবং পরবর্তী সময়ে সংশোধনী যেগুলো হয়েছে, কী প্রক্রিয়ায় হয়েছে আমরা জানি। ফলে মানুষের মধ্যে যে আশা আকাঙ্ক্ষাগুলো আছে সে আকাঙ্ক্ষাগুলোর কোনো documentation নেই। পত্রিকায় বলেন, রাজপথে বলেন, জনসভায় বলেন- আমরা সেই চেষ্টাটাও করছি। আমরা আশা করছি কতটা আমরা অর্জন করতে পারব, আমাদের আন্তরিক চেষ্টা থাকবে, যেহেতু আমাদের সকলের ওপর দায়িত্ব, আমরা চেষ্টা করব, আপনাদের সহযোগিতা লাগবে, সেই সহযোগিতার প্রেক্ষিতে। লিখিত হওয়া ছাড়াও হয়ত আমরা আবার আসব আপনাদের কাছে ব্যক্তিগত পর্যায়ে। সেই অনুরোধটিও জানিয়ে রাখলাম।

**অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের** (কমিশন সদস্য): আমার একটি ছোট প্রশ্ন আছে জনাব ফয়জুল হাকিমের কাছে। আপনি বলেছেন যে, আমাদের বর্তমান সংবিধানটি আমাদের যে গণঅভ্যুত্থান হয়েছে সেটি ধারণ করার জন্য পর্যাপ্ত নয়, উপযোগীও না। আপনি আমাদের একটু guidance দেবেন যে কী ধরনের সংবিধান হলে পরে এই ধরনের situation contained করতে পারবে?

**ডা. ফয়জুল হাকিম:** এটি আমি বুঝাতে পেরেছি কি না, জানি না। কারণ এখানে সংবিধান সংস্কার কমিশন, আমি যেটুকু বুঝেছি, আপনার বিদ্যমান সংবিধানের মধ্যেই আপনি মেরামতটি করতে চাচ্ছেন। নতুন গণতান্ত্রিক সংবিধান অর্থাৎ গণপরিষদ একটি নির্বাচন হবে, সেই নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরাই সংবিধান প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি করবেন, আবার এই গণপরিষদটি পার্লামেন্ট হিসেবে কাজ করবে। একটি সরকার থাকবে। এখন যে সরকারটি আছে তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাবে সেই নির্বাচিত সরকার। এটি হচ্ছে কাঠামোর চিন্তা। সেখানে একটি মূলনীতি থাকবে। আমাদের বিদ্যমান সংবিধানের মূলনীতি যদি দেওয়া যায়, তাহলে মনে হবে এই জনপদের মানুষ পাকিস্তান আমলেই সংগ্রাম করেছে। তাহলে আমাদের ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম, এই অঞ্চলের কৃষক বিদ্রোহের যে সংগ্রাম, আরও আগে যদি যাই, মোগলদের বিরুদ্ধেও এই অঞ্চলের সংগ্রাম আছে। এই অঞ্চলের মানুষের সংগ্রামের ইতিহাসটি এই বিদ্যমান সংবিধানে নেই। এটি পাকিস্তান আমলের, শুধু স্বাধিকার সংগ্রামের। আমরাতো অবিভক্ত বাংলাদেশে ছিলাম। ধরেন একটি লড়াই হয়েছে সেখানে, তাই না? যাতে বাংলা বিভক্ত না হয়। ভারত ভাগ হয়েছে সেটি একটি প্রশ্ন হতে পারে ইতিহাসের ক্ষেত্রে। কথা হচ্ছে যে, এই জনপদের মানুষের মুক্তির সংগ্রাম কিন্তু হাজার বছরের। কিন্তু এই সংবিধান পড়ে মনে হবে এটি শুরু হয়েছে পাকিস্তান আমল থেকে, স্বাধিকারের সংগ্রাম থেকে। আরে, এ কি! তিতুমীরের বিদ্রোহ কই গেল, আমার ফকির সন্ন্যাসীর বিদ্রোহ কই গেল? এই যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী উপাদান এখানে নেই। আমাদের এই জুলাই অভ্যুত্থান কিন্তু দিল্লীর মসনদ কাঁপিয়ে দিয়েছে। এখন পর্যন্ত তারা ষড়যন্ত্র করছে।

**ডা. সায়ীদ মেহবুব উল কাদির:** ছাত্র জনতার বৈষম্যবিরোধী যে আন্দোলন, এ আন্দোলনে আমিও সক্রিয় ছিলাম। ১৯ শে জুলাই, শুক্রবার উত্তরাতে যখন ছাত্রদের মাঝে আমি ছিলাম, কোথা থেকে যে গুলি আসল জানি না। আমার পাশে ২ জন ছাত্র মারা গেলেন। তখন ঐ পরিস্থিতিতে গুলির মুখে সরে আসাটাও কঠিন। যারা আন্দোলনে ছিল সবার জীবনটা এমনই ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। কে যে বেঁচে থাকবে, কে যে মারা যাবে জীবনের কোনো গ্যারান্টি ছিল না। আর চিকিৎসার ক্ষেত্রে যেটি হয়েছে, একজন চিকিৎসক হিসেবে, সে যে ধর্ম বা যে পেশার হোক না কেন, আমার কাছে তার পরিচয় হলো সে একজন রোগী। তার আর অন্য কোনো পরিচয় নেই। আমাদের দায়িত্ব হলো তখন তার চিকিৎসাটা দেওয়া। কিন্তু ঐ সময় যেটি হয়েছে, ৫ আগস্টের আগে এবং ৫ আগস্টের পরের চিকিৎসা ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন হয়েছে। বিশেষ করে কিছু হাসপাতালে গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন, সরকারি বাহিনীর লোকজন উপস্থিত থেকে চিকিৎসকদের ভয়ভীতি দেখিয়েছে। আন্দোলনে যারা আহত হয়েছে তারা হাসপাতালে যেতে পারেনি। গেলে তারাও সেখানে নির্যাতনের শিকার হয়েছে, প্রহারের শিকার হয়েছে। চিকিৎসক যারা চিকিৎসা দিতে গেছে, তারাও নিজে অপদস্থ হয়েছেন। আমি নিজে উত্তরার প্রত্যেকটি হাসপাতালে গিয়েছি, ১৮ তারিখ, ১৯ তারিখ। প্রত্যেকটি হাসপাতালের চেয়ারম্যান, এমডি সবাইকে বলছি, আপনারা চিকিৎসা সেবায় কোনো রকম ব্যত্যয় করবেন না। আপনাদের যদি logistics কোনো ঘাটতি থাকে, আমাদেরকে বলবেন, আমি ড্যাবের সাংগঠনিক সম্পাদক, আপনাদেরকে আমরা গজ, ব্যান্ডেজ, সিরিঞ্জ, ওষুধ সরবরাহ করব। প্রত্যেকটি হাসপাতালে গিয়েছি। সেখানে দেখেছি যে, রেজিস্টারে লিখতে চাচ্ছে না। কারণ লিখলে গোয়েন্দা সংস্থার একটি ভয় থাকে। তারা চিকিৎসা দিচ্ছে, হাসপাতাল থেকে ওষুধ দিচ্ছে, কিন্তু লিপিবদ্ধ করছে না। আপনি যখন

রোগী, আপনি যখন হাসপাতালে যাবেন, আপনার নাম, বয়স আপনার সবকিছু লেখা হবে। তাহলে আপনি হাসপাতালে এন্ট্রি হলেন। ঐ রেজিস্ট্রেশনটি তখন হয়নি, রাষ্ট্রীয়, দানবীয় আচরণের কারণে। যে পরিস্থিতিই হোক, 'রাষ্ট্র' দানব হয়ে যাবে এটি আমরা আশা করি না। সরকারের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ থাকবে, বিক্ষুব্ধ হবে, কিন্তু রাষ্ট্র কখনও দানব হতে পারে না। রাষ্ট্র অবশ্যই জনগণের প্রতি সহনশীল হতে হবে, সেটি যে কোনো পর্যায়েই হোক। চিকিৎসা ক্ষেত্রে যেটি হয়, যেমন-আমি ইন্দোনেশিয়ায় একটি কনফারেন্সে গিয়েছিলাম, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে এক্সপার্টরা এসেছেন, তাদের বক্তব্য তুলে ধরেছেন, আমরা তাদের বক্তব্য শুনেছি, তাদের বক্তব্য থেকে কিছু শেখার চেষ্টা করেছি। দেশে এসে কিছু কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছি। আমি এই কনফারেন্সে যেতে পারলাম ৪ বছর পরে। আমি এই সময়ে বিভিন্ন কনফারেন্সের দাওয়াত পেয়েছি, আমি এশিয়া প্যাসিফিক সোসাইটিতে নির্বাচিত হয়েছি, কিন্তু উপস্থিত না হওয়ার জন্য আমার ঐ পদগুলো থাকেনি। কনফারেন্সে যেতে পারিনি। এখানে চোখের আঘাতের যিনি clarification করছেন, তিনি ফ্রাঙ্ক কোন, তিনি একজন আমেরিকান, তাকে বলে গ্যান্ড ফাদার অব দা Grand father of the ocular trauma. তিনি এসে তিনটি লেকচার দিয়েছেন। তার লেকচারগুলো শুনে অনেক কিছু শেখার আছে। আমরা না গেলেতো শিখতে পারব না। কিন্তু এগুলোতে যেতে আমাদেরকে প্রতিনিয়ত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। আমরা কনফারেন্সগুলোতে যেতে পারিনি, আমরা যোগ দিতে পারিনি, আমরা শিক্ষা নিতে পারিনি। আমরা যদি আপডেট না থাকি, আমরা আপডেট চিকিৎসা কি করে দেব? রাষ্ট্রও কিন্তু প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এই প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করতে হবে। সবচেয়ে বড় যে বিষয়, চিকিৎসকগণ স্থানীয় পর্যায়ে, উপজেলা পর্যায়ে যেতে চান না কেন? আপনি দেখবেন যে, স্থানীয় পর্যায়ে মাস্তানির সবচেয়ে বড় জায়গা হলো ২টি জায়গা। একটি হলো হাসপাতাল এবং একটি হলো স্কুল। যারা এলাকায় রাজনীতি করে এই ২ জায়গায় গিয়ে মাস্তানি করে। তারা প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করে। তারা কিন্তু থানায় গিয়ে প্রভাব বিস্তার করে না। তারা এসপি অফিসে গিয়ে প্রভাব বিস্তার করে না। তারা এই ২ জায়গায় মাস্তানি করে। তারা লেখাপড়াতেও বিঘ্ন সৃষ্টি করে, চিকিৎসাতেও বিঘ্ন সৃষ্টি করে। ফলে ভদ্র ফ্যামিলির ছেলেমেয়েরা যারা এমবিবিএস করার পরে ঐ পরিবেশে যাচ্ছে সে মাস্তানদের সাথে কীভাবে যুদ্ধ করবে? তার ওপর ধারাবাহিক হুমকি ও উগ্রব্যবহার করছে ফলে সে হতাশ হয়ে যায় এবং সে সেখানে চাকুরি করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। ফলে গ্রামীণ পর্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত না করা গেলে এবং তাদের থাকার ব্যবস্থা না করলে গ্রামীণ পর্যায়ে চিকিৎসক রাখা যত আইন-কানুন করেন মুশকিল হয়ে যাবে। আপনার যদি নিরাপত্তা না থাকে আপনিতো সেখানে থাকতে চাইবেন না। এটি আপনি হোন, আমি হই বা যে কেউ হোক। সবচেয়ে বড় যে বিষয় বিগত ১৬ বছরে চিকিৎসকদের যে নিয়োগ, যে কোনো নিয়োগতো একটি কাঠামোতে হবে, নিয়োগ হয়েছে বিভিন্ন কাঠামোতে। পদোন্নতি ঠিকমত হয় না। আমি একজন বিসিএসধারী, আমি পদোন্নতি পাই না। আমার পাবলিকেশন আছে ১৩০ টি, একজন প্রফেসর হওয়ার জন্য পাবলিকেশন লাগে ৫টি। আমি কিন্তু পদোন্নতি পাইনি, আমি সহকারী অধ্যাপক হয়ে আছি দীর্ঘদিন ধরে। পদোন্নতি কিন্তু দেওয়া হয়নি। আমাকে ঢাকার বাইরে রেখে দিয়েছে। এই ৫ তারিখের পর আমি ঢাকায় এসেছি। ১২টি বছর আমাকে গোপালগঞ্জে রাখা হয়েছে। আমার যে অভিজ্ঞতা আছে, আমিতো এমএস করে আমি বিদেশে ট্রেনিং করেছি। আমার অভিজ্ঞাতো আমি মানুষকে দিতে পারছি না। এজন্য নিয়োগ এবং পদোন্নতি একটি কাঠামোর মধ্যে না আসলে আপনি কাঙ্ক্ষিত সেবাতো দিতে পারবেন না।

আরেকটি যেটি সেটি হচ্ছে আমলাতান্ত্রিক কাঠামো একদম ভেঙ্গে ফেলতে হবে। আমলাতান্ত্রিক কাঠামো ভেঙ্গে না ফেললে আপনি যদি দেশের বাইরে যান, যারা পররাষ্ট্র সার্ভিসে আছে, তারা কিন্তু এক একজন জমিদার। তারা কিন্তু রাষ্ট্রীয় কিছু দায়িত্ব পালন ছাড়া আমাদের প্রবাসী যারা আছে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করে না। তাদের সাথে সেরকম সহযোগিতা করে না। এই যে একটি জমিদারি প্রথা, এই আমলাতান্ত্রিকতা ভেঙ্গে ফেলতে হবে। আমার মনে হয়, "যুগ্ম-সচিব"এর পরে আর আমলাতান্ত্রিক কাঠামো থাকা উচিত না। এর পর যেটি আসবে বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ, আপনিও যেতে পারবেন সেখানে, তারা সবকিছু কুক্ষিগত করে রাখে, একটি জমিদারি প্রথা। এই সিস্টেম ভাঙতে হবে। তা না হলে আপনারা যেভাবে চিন্তা করছেন, আপনারা কাঙ্ক্ষিত সেবা মানুষকে দিতে পারবেন না। অতিরিক্ত সচিব, সচিব, সিনিয়র সচিব এসব পদে বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষের মধ্য থেকে আসবে। এটি উন্মুক্ত করে দেওয়া উচিত।

আমি শেষ করছি। পেশাভিত্তিক কাঠামোতে জেলা পর্যায়ে যেটি আমরা দেখি যেমন সংসদ-সদস্য একজন মাফিয়া। ডিসি এবং এসপি এর একটি অংশ। এই যে মাফিয়া কাঠামো, এই সিস্টেমটি ভেঙ্গে ফেলতে হবে। জনগণের অংশগ্রহণ সিস্টেমে আমাদের নক করতে হবে। সংবিধানের ৭(ক) ও (খ) অবশ্যই বাতিল করা উচিত। সবচেয়ে যেটি দরকার, যা আমার জীবনেরও নীতি- ন্যায্যতা ও সততা। ন্যায্যতা আর সততার কোনো ব্যত্যয় করা যাবে না। সেটি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে হোক আর যে পর্যায়ে হোক। এ দুটো যেন মূলনীতিতে থাকে। আমরা ন্যায্যতা এবং সততা থেকে সরে যাই। আরেকটি বিষয় হলো ভোটিং। ভোট প্রদান আপনি বাধ্যতামূলক করেন, অবশ্যই না ভোটটি আনতে হবে। ইভিএম-এ যাওয়া যাবে না। এখানে সরাসরি ভোটিং আনতে হবে। এটি আমাদের দেশের সংস্কৃতি। প্রবাসীদের ভোটের অধিকার সম্পর্কে আমাদের একজন বলেছেন, এটি আমি পুরোপুরি সমর্থন করি। ভোটের অধিকার ক্ষেত্রে যেটি সবচেয়ে বড় সমস্যা

আমাদের অনেক প্রবাসীর কিন্তু ন্যাশনাল আইডি নেই। তাদের পাসপোর্ট আছে, ন্যাশনাল আইডি নেই। ন্যাশনাল আইডি ছাড়া ভোট দেওয়া যাচ্ছে না। এটি কীভাবে সহজ করা যায় এ বিষয়টি একটু দেখতে হবে।

অপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

**ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী** (কমিশন সদস্য): আমাদের স্বাস্থ্য অধিকারের যে সংজ্ঞাটি হওয়া উচিত, সত্যিকার অর্থে স্বাস্থ্যতো শুধু চিকিৎসা না। এটি ব্যাপক একটি বিষয়। এ বিষয়ে যখন আপনারা লিখিত দিবেন, সুনির্দিষ্ট গন্ডিটা, পরিধিটা দিলে আমাদের জন্য একটু সহজ হবে।

**জনাব আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

আমরা জানি আপনাদের আরও বক্তব্য আছে। কিন্তু আমাদের সময়ের স্বল্পতার মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে তো। আমাদের পরবর্তী আরেকটি অধিবেশন রয়েছে। এখনকার অধিবেশন এখানেই শেষ করছি।

আপনাদের আবারও ধন্যবাদ অধিবেশনে উপস্থিত হওয়ার জন্য।

# অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভা

## একাদশ সেশনের কার্যবাহ

তারিখ : ১৪ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ
সময় : বিকাল ২:৩০ থেকে ৪:০০ পর্যন্ত

**উপস্থিত কমিশন সদস্যদের তালিকা:**

১। **অধ্যাপক আলী রীয়াজ**, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও লেখক — কমিশন প্রধান
২। অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় — সদস্য
৩। ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক, বার-এট-ল — সদস্য
৪। অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় — সদস্য
৫। ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী, বার-এট-ল — সদস্য
৬। জনাব ফিরোজ আহমেদ, লেখক — সদস্য
৭। ড. শরীফ ভূইয়া — সদস্য
৮। জনাব মোঃ মুসতাইন বিল্লাহ, লেখক — সদস্য

**অংশীজনের তালিকা:**

১। অ্যাডভোকেট হাসনাত কাইছুম
২। কে. শামসুদ্দিন মাহমুদ
৩। এ. কে মোহাম্মদ হোসেন
৪। বিচারপতি মোঃ আবদুল মতিন

**কার্যবাহ প্রস্তুতকারক:**

১। মোঃ আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।
২। মোঃ আল-আমিন, সহকারী পরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

**সম্পাদনায়:**

ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

## অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভার কার্যবাহ

## কমিশন প্রধান অধ্যাপক আলী রীয়াজ-এর সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান) : উপস্থিত সুধীবৃন্দ, সংবিধান সংস্কারের লক্ষ্যে মতামত ও প্রস্তাব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অংশীজনদের সঙ্গে কমিশনের এই আলোচনায় উপস্থিত হওয়ার জন্য কমিশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আপনারা জানেন যে, সংবিধানের সংস্কার বিষয়ে সুপারিশের জন্য অন্তর্বর্তী সরকার স্বল্প সময় নির্ধারণ করে দিয়েছে। সেই কারণে, আপনাদের অত্যন্ত কম সময় দিয়েই আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আপনারা তাতে সাড়া দেওয়ায় আমরা কৃতজ্ঞ।

আমরা অংশীজনদের সাথে আলোচনা ছোট ছোট অধিবেশনে বিভক্ত করেছি যাতে করে সকলের কথা ও মতামত শোনা এবং তাদের সঙ্গে আলোচনার সুযোগ পাওয়া যায়।

আমরা এখানে উপস্থিত হতে পেরেছি গত ১৬ বছরে, বিশেষত জুলাই-আগস্ট-এর ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে হাজার হাজার মানুষের আত্মদানের কারণে। ফলে আজকে এই প্রথম সভার শুরুতে আমরা গভীর শ্রদ্ধা জানাই সেই সব শহিদদের প্রতি, যাঁদের আত্মদানের ফলেই তা সম্ভব হয়েছে এবং আমরা আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করি। এখন কমিশনের উপস্থিত সদস্যগণ তাঁদের পরিচয় দিবেন।

**(অতঃপর কমিশনের সদস্যগণ তাঁদের নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন )।**

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

সংবিধান, বিচার ও আইন বিষয়ে আপনাদের অভিজ্ঞতা ও অবদানের প্রেক্ষাপটে আমরা জানি যে, সংবিধানের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনাদের অনেক কথা বলার আছে, অনেক প্রস্তাব আছে। কিন্তু সময়ের স্বল্পতার কারণে আপনাদের প্রতি অনুরোধ আপনারা প্রথমে ১৫ মিনিটের মধ্যে আপনাদের বক্তব্যের সারাংশ উপস্থাপন করলে সকলের মতামত শুনতে পাব এবং পরবর্তী সময় আমরা কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারব। এর বাইরে আগামী ২০ তারিখের মধ্যে আপনাদের বক্তব্যের সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য যদি লিখিত কিছু পাঠাতে চান, সেটি আমাদের জন্য খুবই সহায়ক হবে। আমরা আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব, যদি পরবর্তী সময়ে আমাদের লিখিতভাবে দিতে পারেন। এখন আমি উপস্থিত সকলকে তাদের নিজ নিজ পরিচয় প্রদানের আহবান জানাচ্ছি।

**[ এ পর্যায়ে অংশীজন তাদের নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন।]**

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

আমি এখন সনির্বন্ধভাবে অনুরোধ করব বিচারপতি মোঃ আবদুল মতিনকে বক্তব্য দেওয়ার জন্য।

**বিচারপতি জনাব মোঃ আবদুল মতিন (অংশীজন) :** কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সংস্কার কমিশনের কাছে আমাদেরকে ডাকার জন্যে যাতে আমরা অবদান রাখতে পারি। আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে আমরা যে-সমস্ত সমস্যা চিন্তা করছি, আমার মতে প্রথমেই আসে jurisdiction-এর প্রশ্নটি। এই যে revolution-টি, এই revolution-এর successful পরিণতির পরে what is the status of this revolution. এতে আমার মত হচ্ছে, It is a successful revolution and when it succeeds, it assume of responsibility of installing a system of government or the constitution according to their thinking, their philosophy and that will replace the original constitution. The authority is, as I find from my humble research, each from the two types on the two governments by John Locke. When he says that if the regime becomes destructive of the rights, that is human rights, then it becomes the duty and right of the people to dislodge it and replace it by the system they like or they need.Accordingly, this was acted upon by the revolution in the United States and in the Jefferson's Declaration of Independence we find the same language about the nature of destructive governments and the right of the people and duty of the people to replace it with their own system. So the people and the students who led the movement, they have the right either to adopt the constitution or part of it, or they can abandon the whole of it and replace it with a new one. There is no limitation. Having said so, I want to add something that the constitution that we have been working on since 1972. It has some legacy. We have some traditions, some historical background of this constitution. So we have some soft corner for that constitution also and particularly on some items that are not disputed. Particularly Article 77 of the Constitution which has been adjudged by the highest court, apex court, as the pole star of the constitution. So it gives or it declares

the people's sovereignty and at the same time, any law repugnant to the constitution is ultra vires. So such a golden piece of jurisprudence we should not like to forget. So such things which are not disputed may be incorporated in the present constitution or it can be adopted as a whole.

So now about the constitution proper, I first refer to the insertion of this '15th Amendment' whereby one-third of the constitution has been suspended. So this should be restored.

Secondly, by this amendment 3rd amendment of the constitution was annulled. It is the people's wish that should be restored with some modification, some necessary amendment, if necessary.

Now about the judiciary, which I belong and still boast of belonging, there is a requirement of making law for the appointment of judges since 1972. Nothing has been done by any government, either BNP or Awami League, those who are in power. They neglected it and that's why no law has been enacted by any parliament. So immediately, law should be inserted in the constitution, amending Article 94 of the constitution. How judges are to be appointed, their qualifications etc.

The control and supervision of the subordinate judiciary was all through in the High Court division. But by the Fourth Amendment, it was taken out from the jurisdiction of the Supreme Court and thereafter a compromise has been given in Article 116 of the Constitution which has made the problem. What's then or it has been? Now, the dual administration in the name of consultation with the Chief Justice has made a deadlock in the administration. Some soils are sent and it remains in the cold storage for years. The files that they don't like to agree with the Supreme Court, they will keep in the cold storage. So virtually it is not working. So Article 116 must be deleted or the previous condition, as was there in the 116, in the 1972 constitution should be restored.

Another thing is, since 1954, there was a demand in the 21-point declaration of that government or that party, Jukta Front; there was one item, and it was the separation of the judiciary from the executive. And this was inserted in the 1972 Constitution in Article 22 of the Constitution. But nothing was done by the executive and therefore, the Supreme Court thought it unwise to remain silent and the occasion came when the 'Masdar Hossain case' was filed. While concluding the hearing, after conclusion, the court decided to give some directions. Twelve directions were given to make effective separation of the judiciary. Only a few directions have been implemented. But provisions like the 'Pay Commission' and other things are not implemented as yet. So the total judgment, in the light of the judgment and the directions should be immediately implemented. Along with this Article 116 should be deleted- I am repeating.

Now, about another article of the Constitution, there is a deadlock with regard to the parliament. Parliament is not working because it has been made, if I'm permitted to use the word unique one, because no power has been left. So far the independence of the parliament is concerned by putting Article 70 of the Constitution. In Pakistan, in the 1973 Constitution of Pakistan, there was nothing like any provision of floor crossing. But in the Nawaz Sharif's times, they implemented a provision in Article 60 or 63, probably. Further, it has been amended by the Musharraf's government. Now the position is only with regard to the election of the leader of the House no confidence is concerned and in the budget. In those cases only, they cannot vote against their party. Otherwise, they are free to vote. So we should modifz our Article 70 reasonably. So that, they can serve the parliament according to their mandate of the people independently.

Now, coming back to Article 2 of the Constitution. There has been one item like state religion. 'Islam' has been made the state religion. So this is in conflict with the preamble of the Constitution, which says of 'secularism'. So secularism and a particular state religion or anything, said Islam or any other religion is self-contradictory. So this should be done away with in the new Constitution. In the same article, probably there is another provision with regard to the 'Portrait' of the 'Father of the Nation'.

In the United States of America or in any other constitution, there is nothing like portrait of the Father of the Washington or any other so-called father of the Nation. So this provision of portrait in Article 2 should be done away with. Because that is also the demand of the people. It has created some confusion.

In the Constitution, there has been added two appendices, like the 5th or 6th. The speech delivered by Sheik Munjibur Rahman on 7th of March, which has been added as one of the appendices in the Constitution and another is declaration. The third one is proclamation. The general view is that proclamation may be retained. The proclamation of the 10th of April may be retained there. But other provisions have nothing to do with the Constitution or law. Those should not have been added in this Constitution. Because it has burdened the Constitution unwisely.

Another matters like public service. Public service- it is not worth inserting in the Constitution. I do not find anything like this in the good constitutions, like USA etc.

Now, about the method of the commission- if the commission goes for amendment, there is also no difficulty. Because in the American constitution, only after four years of the ratification, they made 10th amendments. 1, 2, 3, 4, 5, 6.. and 10 amendments by one day. They inserting 10 important things in their Constitution. And so therefore probably our problems may be accommodated less than 10 amendments. If it is properly addressed. And in addition, I submit that there should be one imitation of their Ninth Amendment. In their ninth amendment, they declared that the rights enumerated in the Constitution. Near enumeration of the rights in the Constitution shall not disparage or deny. The rights not mentioned in the Constitution. Because there was a confusion that the court is bound by enumerated rights in the Constitution and other rights should be ignored. So in protest to that, that important article was inserted. So similarly these questions are here also. When the question of the right to revolt is taken. Then people say that where is the right in the Constitution? Certain rights are not there or not supposed to be there. But that does not mean that people do not have that right. So only certain important rights are anymore in the Constitution. But that does not mean that we have not other rights.

Probably this is what I was thinking while I was coming to your commission.

Thank you.

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান) : Thank you, Justice Md. Abdul Mateen. We may come back to you. আমি এখন অনুরোধ করব অধ্যাপক কে. শামসুদ্দিন মাহমুদকে বক্তব্য রাখার জন্য।

**অধ্যাপক কে. শামসুদ্দিন মাহমুদ** (অংশীজন) : সম্মানিত প্রফেসর আলী রীয়াজ, উপস্থিত বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং সুধীজন আসসালামু আলাইকুম। শুভ অপরাহ্ন।

সংবিধান প্রণয়নের পঞ্চাশ বছর পরেও বাংলাদেশের সংবিধান সত্যিকার অর্থে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটায় কিনা; তা নিয়ে অনেকেই বিভ্রান্ত। আমাদের প্রতিষ্ঠাতারা যে রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন সংবিধানের পুরো পরিকল্পনায়, আমাদের সেই রাষ্ট্র দিতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রথমত সংবিধানে সমাজতান্ত্রিক সমাজের কথা বলা হলেও সেই স্বপ্ন এখনো অনেক দূরের কথা। অন্যদিকে আমরা দেখছি যে, রাজনৈতিক শক্তিগুলো তাদের ক্ষমতা ধরে রাখার উপায় হিসেবে সংবিধানকে ব্যবহার করছে।

**দ্বিতীয়ত:** সংবিধান রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে ভারসাম্য তৈরি করার পরিমাপক হিসেবে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ।

**তৃতীয়ত:** দেশের অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করতেও ব্যর্থ হয়েছে সংবিধান।

**চতুর্থত:** সংবিধানের নকশাই নির্বাহী শাখাকে স্বৈরাচার সৃষ্টি করায় সাহায্য করে। এটি করতে গিয়ে সংবিধান নিজের সুরক্ষায় অসহায় হয়ে পড়েছে।

**পঞ্চমত:** অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিচার বিভাগকে সাংবিধানিক রীতিনীতির অভিভাবক বলা হয়ে থাকলেও এই প্রতিষ্ঠান সাংবিধানিক চেতনাকে নির্লজ্জভাবে লঙ্ঘন করেছে। গত কয়েক বছর বিচার বিভাগ হয়ে উঠেছে নির্বাহী বিভাগের মুখপাত্র শক্তি বা সংকল্পহীন কাগুজে বাঘ। তাই সংবিধানের মধ্যে কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এখানে আমি কিছু পরামর্শ দিতে চাই।

**১। গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা এবং নির্বাচনি অখণ্ডতা শক্তিশালী করা।**

সংবিধানে অবশ্যই দেশের জনগণের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষাকে সুস্পষ্টভাবে যুক্ত করতে হবে। সংসদ-সদস্যদের নির্বাচন করার ক্ষেত্রে তাদের সরাসরি সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে হবে। অবাধ, সুষ্ঠু ও প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদ-সদস্যদের সরাসরি জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হতে হবে এবং তা স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করে এটি অর্জন করা যেতে পারে। তথাপিও ভোটের অধিকারকে সংবিধানের মধ্যে একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া উচিত। সরকার নাগরিকদের সংগঠন করার ক্ষমতা রক্ষা করা। উপরন্তু নির্বাচন যাতে নিরপেক্ষ হয়, স্বচ্ছ এবং জনগণের প্রকৃত ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটায়, তা নিশ্চিত করার জন্য নির্বাচন কমিশনের জন্য জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য।

**২ । প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ক্ষমতা কেন্দ্রীয়করণ সংস্কার করা।**

বর্তমান সংবিধানে প্রধানমন্ত্রীর হাতে অত্যাধিক ক্ষমতা রাখে। তাহাদের ইচ্ছেমতো মন্ত্রী নিয়োগ ও অপসারণের অনুমতি দেয়। এটি জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে ক্ষুণ্ণ করে। এই ভারসাম্যহীনতা মোকাবিলার জন্য মন্ত্রিসভা গঠন করা যেতে পারে। প্রধান রাজনৈতিক দলের সদস্যগণকে তাদের সংসদীয় আসনের অনুপাতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য শাসনের ক্ষেত্রে আরো অন্তর্ভুক্তিমূলক পদ্ধতির প্রয়োজন। উপযুক্ত একজন মন্ত্রীকে অপসারণের ক্ষমতা সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটারের উপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত। এই ব্যবস্থা মন্ত্রীদের নির্বিচারে বরখাস্ত রোধ করবে। নির্বাহী শাখার মতো ভাগ করার দায়িত্ব ও জবাবদিহিতার সংস্কৃতি গড়ে তুলবে। অধিকন্তু ক্ষমতা একত্রীকরণ রোধ করার জন্য সংবিধানে যে কোনো ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সর্বোচ্চ ২ মেয়াদে সীমাবদ্ধ করা উচিত। এই সীমাবদ্ধতা রাজনৈতিক বৈচিত্র্য ও নেতৃত্বের ভারসাম্যকরণে উৎসাহিত করবে। যেকোনো একজন নেতার দীর্ঘমেয়াদি আধিপত্যকে রোধ করবে এবং সুস্থ গণতান্ত্রিক উত্তরণকে উৎসাহিত করবে।

**৩ । সংসদ-সদস্যদের স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ৭০ ধারা বাতিল করতে হবে।**

বাংলাদেশে সত্যিকারের সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রধান বাধাগুলোর মধ্যে একটি বড় হলো ৭০ অনুচ্ছেদ। সংসদ-সদস্যগণকে তাদের দলের অবস্থানের বিরুদ্ধে ভোট দিতে নিষেধ করে। যদি একজন সংসদ-সদস্য তাদের দলের বিরুদ্ধে ভোট দেন, তাহলে তারা তাদের আসন হারানোর ঝুঁকিতে থাকেন। যা সংসদকে একটি সত্যিকারের ইচ্ছাকৃত সংস্থার চেয়ে একটি rubber stamp প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে। ৭০ অনুচ্ছেদ অপসারণের ফলে সংসদ-সদস্যরা কেবল দলীয় নেতৃত্বের নির্দেশ অনুসরণ না করে, তাদের বিবেক এবং তাদের নির্বাচনি এলাকার স্বার্থ অনুযায়ী ভোট দেওয়ার স্বাধীনতা পাবে।

**৪। বৃহত্তর প্রতিনিধির জন্য একটি দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদ প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।**

প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে এবং বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি মিটমাট করার জন্য সংবিধানকে একক থেকে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদীয় ব্যবস্থায় রূপান্তর করা উচিত বলে আমি মনে করি। এই মডেল একটি সরাসরি নির্বাচিত নিম্নকক্ষ সাধারণ জনগণের প্রতিনিধিত্ব করবে। আর উচ্চকক্ষটি পেশাদার, জাতিগত, সংখ্যালঘু এবং অন্যান্য প্রান্তিক গোষ্ঠীসহ বিভিন্ন সামাজিক সেক্টরের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হতে পারে। উচ্চকক্ষ, নিম্নকক্ষের সিদ্ধান্তগুলো নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ চেক এন্ড ব্যালেন্স হিসেবে কাজ করতে পারবে। এটি নিশ্চিত করে যে আইনটি ভালোভাবে বিবেচিত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সমস্ত নাগরিকের স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত। এইভাবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সমৃদ্ধকরণ সম্ভব।

**৫। কাঠামোগত পৃথকীকরণের মাধ্যমে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।**

সত্যিকারের স্বাধীনতা বিচার বিভাগের জন্য, সংবিধানে বিচার বিভাগেকে নির্বাহী বিভাগের অধীন থেকে পৃথক করার বিষয়টি কার্যকর করতে হবে। নিম্ন আদালত সুপ্রিমকোর্টের তত্ত্বাবধানে বা একটি পৃথক বিচারিক সংস্থার অধীনে রাখা উচিত নির্বাহী নিয়ন্ত্রণের জন্য। এই পরিবর্তন বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতাকে শক্তিশালী করবে, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত করবে। নাগরিকরা যাতে ন্যায্য এবং নিরপেক্ষ আইনি রায় পান, তা নিশ্চিত করবে। আইনের শাসন সমুন্নত রাখতে এবং নির্বাহী ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে নাগরিকের অধিকার রক্ষার জন্য বিচারবিভাগীয় স্বাধীনতা অপরিহার্য।

**৬। প্রধান বিচারপতি নিয়োগের জন্য একটি স্বচ্ছ** প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

বিচার বিভাগে অযাচিত রাজনৈতিক প্রভাব ঠেকাতে প্রধান বিচারপতির নিয়োগ, বিচারিক কার্যক্রমসহ অন্যান্য বিষয় নিয়ন্ত্রণ স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে হওয়া উচিত। ভারতের মডেল অনুসরণ করা যেতে পারে। এতে বিদায়ী প্রধান বিচারপতি উত্তরাধিকারী সুপারিশকারী সিনিয়র বিচারপতিদের নিয়ে একটি collegium গঠিত হতে পারে, জড়িত করতে পারে। এই ধরনের ব্যবস্থা বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে শক্তিশালী করবে। কারণ এটি বিচার বিভাগকে তার নিজস্ব নেতৃত্বে পরিচালনা করতে দেয়। বিচার বিভাগকে তার নিজের প্রধান বিচারপতি সুপারিশ করার ক্ষমতা অর্পণ করে সংবিধান সর্বোচ্চ আদালতের মধ্যে স্থিতিশীলতা, যোগ্যতা এবং সততা উন্নত করবে।

**৭। সাংবিধানিক নমনীয়তা নিশ্চিত করতে অনুচ্ছেদ ৭ অপসারণ করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।**

সংবিধানের ৭(খ) অনুচ্ছেদ, তথাকথিত চিরন্তন ধারা হিসেবে পরিচিত। অনমনীয়তা তৈরি করে, rigidity করে এবং পরিবর্তনশীল সমাজের প্রয়োজনের সাথে বিকশিত হওয়ার সংবিধানের ক্ষমতাকে বাধাগ্রস্ত করে। এই ধারাটি সরানো হলে আইন-প্রণেতা দেশের মৌলিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ রেখে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য সংবিধানকে মানিয়ে নিতে সক্ষম হবে। একটি আরো অভিযোজন যোগ্য সংবিধান, এখনো তার মৌলিক নীতিগুলো বজায় রাখবে এবং নতুন চ্যালেঞ্জগুলোর প্রতিক্রিয়া এবং গণতান্ত্রিক আদর্শের বিকাশে নমনীয়তা প্রদান করবে।

৮। সর্বশেষে সমালোচনাকারী এবং অংশীজনের জন্য একটি গণভোটের প্রয়োজনীয়তা অন্তর্ভুক্ত করার দরকার আমাদের সংবিধানে। সংবিধানে কিছু বিধান বিশেষ করে যেগুলো রাষ্ট্রের প্রকৃতিকে সংজ্ঞায়িত করে বা মৌলিক নীতিগুলোকে সমর্থন করে, গণভোটের মাধ্যমে জনগণের সম্মতি ছাড়া সংশোধন করা উচিত নয়। এই ব্যবস্থা ব্যাপক সমর্থন ছাড়া সংবিধানে কঠোর পরিবর্তন রোধ করবে। উদাহরণস্বরূপ যদি বলি তাহলে বলতে হয়, তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা অপসারণের সিদ্ধান্তে নাগরিকদের সরাসরি input নিয়ে নেওয়া যেতে পারত।

জাতীয় গুরুত্বের বিষয়ে একতরফা পদক্ষেপ রোধ করা প্রয়োজন। এই ধরনের প্রয়োজনীয়তা সংবিধানের অখণ্ডতা রক্ষা করবে। নিশ্চিত করবে যে মৌলিক পরিবর্তনগুলো সত্যিকারে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটায়।

ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান) : ধন্যবাদ, অধ্যাপক কে. শামসুদ্দিন মাহমুদ।

আপনার লিখিত বক্তব্যটি যদি দিয়ে যান তাহলে সেটি আমাদের জন্য সহায়ক হবে।

আমরা এখন অনুরোধ করব অ্যাডভোকেট হাসনাত কাইছুমকে তাঁর বক্তব্যের জন্য।

**অ্যাডভোকেট হাসনাত কাইছুম** (অংশীজন): আপনাদের ধন্যবাদ।

আমি ১৫ মিনিটের মধ্যে শেষ করার চেষ্টা করব। কিন্তু আমি জানি না পারব কিনা।

আমার প্রথম সমস্যা হচ্ছে, আমি কমিশনকে কম বুঝছি। আমি যখন কমিশনের নাম দেখি, এটি হচ্ছে সংবিধান সংস্কার কমিশন। তখন আমি আসলে সংস্কার বলতে কমিশন কতদূর এর মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ করেছে, এটি আমি বুঝতে পারিনি। আমরা যে-রকম সংস্কার বলতে একটা বিষয়কে বুঝি, এটি আসলে কমিশন বোঝে কিনা; এটা আমার কাছে স্পষ্ট না। আমরা নিজেরা মনে করি যে, সংস্কার এই অর্থে যে, এটি একটি নতুন সংবিধান না। একদম পরিবর্তন করে ফেলা না। আবার আমাদের এখানে যারা আছেন, তারা বেশির ভাগই আইনজীবী কিংবা আইনের সাথে যুক্ত মানুষ। আদালত সংশোধন বলতে যা বুঝায় কিংবা সংসদ সংশোধন বলতে যে ধরনের কর্মকাণ্ডকে বুঝায়, এটি এর মধ্যেও নেই। More than amendment less than new. এরকম একটি জায়গাকে বোঝানোর জন্য আমাদের জায়গা থেকে একটি সংস্কার বলতাম। সংবিধান সংস্কার কমিশন এটিকে কীভাবে বুঝে, আমি জানি না। এজন্য আমার কথা বলা একটু difficult.

দ্বিতীয়ত হচ্ছে, আমি আমার জায়গা থেকে জানি না যে, আসলে কমিশন নিজেরাই কী, না আমরা যারা কথা বলছি আমাদের কথাবার্তা থেকে compile করে কেবল edit করার কাজ করবেন? নাকি তারা তাদের নিজেদের opinion-এ যেটি তৈরি হবে, সেটিও একসাথে add করবেন? এ বিষয়টি আমি জানি না। এই অস্পষ্টতার মধ্যেই আমি যেভাবে বুঝি, সেই জায়গা থেকে আমার কথাটি বলার চেষ্টা করছি। তার মধ্যে আমার দুটি জায়গা আছে। আমি আবার আরেকটি বিষয় আপনাদের সাথে clear করতে চাই। আমি মনে করি, আমাদের একটি চাওয়া আছে। আমি যেখান থেকে কথা বলি, আমি চাই আসলে একটি 'গণক্ষমতাতন্ত্র'। আমরা গণতন্ত্রকে গণক্ষমতান্ত্রের কথা বলি এবং এরকম একটি সংবিধান। সাধারণভাবে একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান লাগবে বলেই আমি মনে করি। এটিই হচ্ছে আমার একমাত্র চাওয়া। এটি যদি আমি চাই তাহলে all powers to people, এই রকমের একটি ভিত্তির উপর আমি সংবিধানকে দাঁড় করাতে চাই। বিচারপতি মোঃ আব্দুল মতিন স্যার যেটিকে বাংলাদেশের বিপ্লব বললেন, আমি এখানে যেটি বুঝি এবারের যে ঘটনাটি ঘটল, সেই ঘটনায় যারা যারা অংশীজন, ছাত্ররা নেতৃত্ব দিল এবং বাকি যে-সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলো এখানে অংশ নিল তাদের প্রত্যেকের যে চাওয়া-পাওয়া কমন পরিসরে আমি দেখি, সেটির মতো এরকম জায়গাটি অর্থাৎ বিপ্লবী পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষাসহ সবাই এসেছে, এরকম আমি দেখি না। আমি মনে করি যে, বিএনপি এই গণঅভ্যুত্থানের একটি বড় উপাদান। কিন্তু বিএনপির খুব পরিষ্কার অবস্থান হচ্ছে, তারা আসলে এই সংবিধানের গুণগত পরিবর্তনই চায় না। অথবা যেটি চায়, সেটি আসলে তারা নির্বাচিত হওয়ার পরে করতে চায়। তার অর্থ এটি দিয়ে আমি কাউকে ছোট-বড় করছি না। আমি বলছি যে, আকাঙ্ক্ষায় পার্থক্য ছিল এ অভ্যুত্থানের ভেতরে এবং এরপর যারা আবার রাজনৈতিক অবস্থান

নিয়েছে, তারা তাদের রাজনৈতিক বিশ্বাসের জায়গায় ফেরত গেছে। সেখান থেকে আমি ভাবি যে, আমার একটি চাওয়া। আরেকটি হচ্ছে এই সময়ের বাস্তবতার মধ্যে, এই পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের পক্ষে আসলে কতটুকু সম্ভব। সেটির জন্য একটি পরামর্শ দেওয়া। দুরকমের হতে পারে পরামর্শ। আমি আপনাদেরকে বলতে পারি, আমি এই এই চাই। আর আরেকটি হতে পারে বাংলাদেশে এই মুহূর্তে এটুকু করা সহজতর বা এটুকু আপনারা করতে পারেন। আমি আমার চাওয়ার জায়গাটিকে উল্লেখ না করে, আমার বিবেচনায় এই সময়ের মধ্যে যতদূর আসলে করা সহজতর মনে করে আমি সেই জায়গার কথা বলছি। আমি ৫-৭ মিনিটের মধ্যে আমার কথাটি শেষ করব।

আমি যদি সংবিধানের প্রথম থেকে যাই, তাহলে প্রথম হচ্ছে মৌলিক অধিকারের বিষয়ে আমার কথা আছে। মৌলিক অধিকারের যে ভাগ, এখানে শুধু মৌলিক অধিকারগুলোর অন্তত ১৫টির মধ্যে শর্ত দেওয়া আছে। তার অর্থ এগুলো মৌলিক অধিকার না। এগুলো বিভিন্ন আইন-এর সাপেক্ষে আমার অধিকার। আমি এটিকে মুক্ত করার পক্ষে। আইনগুলোকে আমার অধিকারের স্বপক্ষে করার কথা আমি ভাবি। আমি যদি একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র চাই, তাহলে আমি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একজন নাগরিক হিসেবে আমার যা কিছু অধিকার, সেটি ভোগ করার ক্ষেত্রে আইন আমাকে সহায়তা করবে, রাষ্ট্র আমাকে সহায়তা করবে। আমি রাষ্ট্রটিকে এভাবে দেখার পক্ষে। রাষ্ট্র আমাকে শাসন করবে, দমন করবে এবং নিয়ন্ত্রণ করবে–এটিকে আমি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে বুঝতে পারি না। সুতরাং আমি এই শর্তগুলো দূর করার পক্ষে এবং কিছু সংযুক্ত করার পক্ষে। ধরেন মূলনীতির মধ্যে বলা ছিল, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান এগুলো মৌলিক অধিকার হবে। তার মধ্যে ১৯৭২ সালের যে বিতর্কটি ছিল শিক্ষার ব্যাপারে সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত যে fightটি দিয়েছে, এখন ৫৩ বছর পরেও কি আমি শিক্ষাকে এখানে আনতে পারব না? আমি মনে করি, শিক্ষার সাথে সাথে আমাদের সমর্থন তাতে এখন চিকিৎসাকেও এখানে আনতে পারি। তার অর্থ হচ্ছে, আমি এটিকে শর্তহীন করতে চাই এবং ওখানে আমি কিছু অধিকারকে অন্তর্ভুক্ত করতে চাই। এই হচ্ছে মৌলিক অধিকারের প্রশ্নে যদি যাই।

আমি তারপরে যদি নির্বাহীতে আসি, প্রেসিডেন্টকে অনুচ্ছেদ ৪৮(৩)-এর শর্তে প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছার প্রতিপালনের একজন হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে। আমাদের বাস্তবতায় এটিকে যদিও ওয়েস্টমিনিস্টার সিস্টেম বলা হয়। আমি মনে করি, অনুচ্ছেদ ৪৮(৩)-এর জায়গায় আরো কিছু ক্ষমতা address করা যেতে পারে। আমি অনুচ্ছেদ ৪৮(৩) সংশোধন বা পরিবর্তন করার পক্ষে।

তারপরে যদি আমি পার্লামেন্টের বিষয়ে আসি। পার্লামেন্টের সদস্যদের ক্ষমতা বাড়ানো এবং কমানোর পক্ষে। আমি কমাতে চাই যে, সে আইন-প্রণয়নের বাইরে আর কিছু করতে পারবে না। অনুচ্ছেদ ৪০-এ তাকে আইন-প্রণয়নের মধ্যেই confined থাকতে হবে, nothing more. আমি এখানে তার ক্ষমতা কমিয়ে অনুচ্ছেদ-৭০-এ ক্ষমতা বাড়াতে চাই। অনুচ্ছেদ-৭০-এ Up to the impeachment of Prime Minister কিন্তু government পড়বে না। Government change হবে না, Prime Minister change হবে, এরকম ক্ষমতা আমি পার্লামেন্ট সদস্যদের কাছে দেওয়ার জন্য অনুচ্ছেদ-৭০ সংস্কারের পক্ষে। আমি পার্লামেন্টের কার্যক্রমের মধ্যে যদি আসি, তাহলে আমি Budgetary system যে-রকম, বাজেট যেভাবে তারা করে, এই পদ্ধতির বাইরে আসতে চাই। পার্লামেন্ট সদস্যদের constituency হচ্ছে অবশ্যই people-এর। ওখানকার producerদের, ওখানকার ভোক্তাদের সাথে কথা বলে, ওখান থেকে তাদের মতামত নিয়ে আসতে হবে বাজেটের আগে। এটি তার একটি দায়িত্বের মধ্যে আনতে হবে যাতে বাজেট প্রণয়নে তার জনগণের মনোভাবের অন্তত প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করবে। বাজেট প্রণয়নে সংসদের এখন যে পদ্ধতি সেই পদ্ধতির অনেক জায়গায় হাত দিতে হবে।

আমি জুডিশিয়ারির ক্ষমতা বাড়াতে এবং কমাতে চাই। জুডিশিয়ারির বিষয়ে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৬-এ এখন যেভাবে আছে, এটি আমি পাল্টাতে চাই। এখন আছে প্রেসিডেন্ট করবেন চিফ-এর পরামর্শ নিয়ে। এখানে চিফ প্রেসিডেন্টকে অবহিত করবেন জুডিশিয়ারি প্রশ্নে, এই জায়গায় যেতে চাই। এখানে পরামর্শ হচ্ছে বিষয়টি উল্টে দিতে চাই এবং চিফকে absolute করা। জুডিশিয়ারির কাছে absolutely নিয়ে আসা। এখন পার্লামেন্টকে যদি এখান পর্যন্ত নিতে পারি, আমি এটিকে শর্তসাপেক্ষে বলছি। পার্লামেন্টকে যদি আমি সত্যিকার সংসদ করতে পারি, তাহলে আমি জুডিশিয়ারিকে সংসদের কাছে দায়বদ্ধ করতে চাই। Banana পার্লামেন্ট থাকলে তার কাছে যাওয়া যাবে না। কিন্তু সংসদ যদি সংসদের মতো হয় তাহলে জুডিশিয়ারিকে পার্লামেন্টের কাছে জবাবদিহী করতে হবে। Judiciary effective করার জন্য দুটি বিষয়কে আমি জুডিশিয়ারির হাতে দিতে চাই। এর একটি হচ্ছে criminal justice যেটি হয়, সেই criminal justice system-এর একটি বড় পার্ট হচ্ছে পুলিশ। যারা investigation-এর সাথে আছে। Investigation-এর side-টিকে পুলিশ থেকে আলাদা করে judicial system-এর under-এ একটি investigation system করতে হবে। এর পাশাপাশি justice delivered হওয়ার পরে যাতে এটি কার্যকর হয়। আমি গভর্নমেন্টের উপরে contempt power বাড়াতে চাই। এখন যেটি হচ্ছে, government contempt power-কে প্রায় নাই করে ফেলছে। গভর্নমেন্ট পার্টের উপরে, জনগণের উপরে না, নাগরিকের উপরে না। আমি গভর্নমেন্টের-এর উপর কোর্টের contempt করার ক্ষমতাটি বাড়াতে চাই। আমি আরেকটি বিষয়ে বলতে চাই, judiciary judgement deliver করার পরে jail system-এর উপরে judiciary control চাই। এটি পুলিশের নিয়ন্ত্রণে থাকতে পারবে না। তার অর্থ judicial system-কে independent করলে, আইন পরিবর্তনের কথা এখানে বলে লাভ নেই। আইন পরিবর্তন করতেই হবে। আইন pro people না হলে আপনার legal system- কে যত empowered করবেন, ঐ legal system আপনাকে তত বেশি নিপীড়ন করবে।

আমার আরেকটি প্রশ্ন, আমি সংবিধানের মধ্যে থাকছি না। এটি হচ্ছে জুডিশিয়ারি সম্পর্কে আমার পরামর্শ। আমি এখন electoral system নিয়ে কথা বলতে চাই। আমি electoral system- এর ১২৩ (৩) পরিবর্তন করতে চাই। আমাদের এখানে ক্ষমতায় থেকে নির্বাচন করতে পারে এরকম কোনো সিস্টেম থাকতে পারে না। তত্ত্বধায়ক সরকার ব্যবস্থা নিয়ে ১৩তম সংশোধনীতে দুটি পর্যবেক্ষণ ছিল। এই দুটি পর্যবেক্ষণকে বিবেচনায় নিয়েই তত্ত্বধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করা যায়, পুনরুদ্ধার করা যায়। সেটি করার পক্ষে আমি। জুডিশিয়ারির এক্স চিফ জাস্টিসকে এই পদে রাখার পক্ষে আমরা না। এটির জন্য টিচার থাকতে পারে, আমলা থাকতে পারে, যে কেউ হতে পারে। গ্রহণযোগ্য একজন ব্যক্তি হলেই হলো তত্ত্বধায়কে। একদম এক্স চিফ জাস্টিসের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা, এটির আমরা বিপক্ষে। কিন্তু তত্ত্বধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে আনতে হবে। যদি কেউ মনে করে, ঐ জাজমেন্টে ছিল যে, এরা নির্বাচিত না। যদিও এ ব্যাপারে জনাব মাহমুদুল ইসলাম বলেছেন যে, এই প্রেসিডেন্ট হচ্ছে, সংসদের মাধ্যমে নির্বাচিত। সুতরাং এটি একটি নির্বাচিত সরকার। তা নয় যে, তখন আর নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকে না। আমি ব্যক্তিগতভাবে জনাব মাহমুদুল ইসলাম-এর আরগুমেন্টের সাথে একমত। তার পরেও যদি এটি না হয়, তাহলে ইচ্ছে করলে তাদেরকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত করেও নিয়ে আসা সম্ভব। তাতে তত্ত্বাবধায়ক ফেলে দেওয়ার কোনো দরকার নেই। তত্ত্বধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংশোধন করা যায়। আমি তত্ত্বধায়ক সরকার ব্যবস্থার সংশোধনীতে একটি electoral system-এ চাই।

Electoral system-এ আমাদের আরেকটি বিষয় আছে, এটি এই সময়ের মধ্যে executable হবে কিনা, জানি না। কিন্তু আমার কাছে মনে হয়, এটি আমাদের শুরু করা উচিত। আমি ভোটিং সিস্টেমটিকে মিশ্র ভোটিংয়ের দিকে যাওয়ার পক্ষে। আমাদের ৩০০ আসনকে বাড়ানোর পক্ষে আমি। কারণ এটি ১৯৭১ সালের জনসংখ্যার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। কিন্তু এখন সংগতিপূর্ণ নয়। জনসংখ্যার বিবেচনায় সংসদ-সদস্যদের আসন সংখ্যা বাড়ানো দরকার। একইসাথে আপার হাউজের যে ধারনা, এই আপার হাউজের জন্য আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বকারীদেরকে নেওয়া। যদি সরাসরি নির্বাচনের জন্য ৩০০ আসন হয়, তাহলে ১৫০ আসন আপার হাউজের জন্য আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব হিসেবে আসতে পারে। যাতে এটিকে pro people করা যায় এবং ভবিষ্যৎ নির্বাচনী ব্যবস্থাকে পরিবর্তনের দিকে নেওয়া যায়। নির্বাচনী ব্যবস্থার বিষয়ে আমার এটুকু পরামর্শ। আমাদের অনেকগুলো অন্য প্রস্তাব আছে যেমন reconstitution-এর ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ১৪৯-কে আমি খুবই সংশোধন করার পক্ষে।

অনুচ্ছেদ ১৪৯-এ যেভাবে সমস্ত আইনকে ধারাবাহিকতা দেওয়ার নামে বৈধতা দিয়েছে, সেখানে এগুলোর একটি টাইম লিমিট করা দরকার যে, ৩ মাস, ৬ মাস, ১ বছর বা তিন বছরের মধ্যে পরীক্ষা করে যে আইনগুলো আমাদের সাংবিধানিক কিংবা মৌলিক অধিকারের spirit-এর সাথে যায় না, ওগুলোকে বাতিল করে দিতে হবে। বাকিগুলোর ধারাবাহিকতা থাকতে পারে। সমস্ত আইনের ধারাবাহিকতা স্বাধীনতার অব্যবহিতের পূর্ব পর্যন্ত যে-সমস্ত আইন কিংবা এরকম আইন ছিল, সেটি হইতে পারে না। আমি রাষ্ট্রের সংজ্ঞা পরিবর্তনের পক্ষে। এখানে রাষ্ট্রের সংজ্ঞা এবং সরকারকে একাকার করা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ১৫২-তে রাষ্ট্র ও সরকার এক জায়গায় আছে। সুতরাং এই সংজ্ঞা পরিবর্তন করতে হবে। সংবিধানে রাজনৈতিক দলের যে সংজ্ঞা আছে, সেটির বাইরে পিপলস রিপ্রেজেন্টেটিভ অর্ডার (পিআরও) যেগুলো হয়েছে, এগুলোর সিরিয়াস বিষয়ে যখন যাই তখন আমরা এগুলো নিয়ে দুটি বিষয় করার পক্ষে। আমরা মনে করি যে, এই সংবিধানকে অমান্য করার পরে সরকার, সরকারি দল অর্থাৎ আমরা যে-রকম বলি যে, সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য contempt লাগবে। সরকারে যারা যায় তাদের জন্য কী লাগবে? সেখানে কোনো ব্যবস্থা নাই। As if যে এটি তাদের wiil-এর সংবিধান, no. সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতায়ও তো তারা। সুতরাং সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা হলে, সেই সংবিধানকে যদি violet করে তাহলে তার জন্য ব্যবস্থা লাগবে, সেটি যোগ করতে হবে সংবিধানে। একই সাথে মৌলিক অধিকারকে যদি আমি মুক্ত করতে পারি, তাহলে আমার মৌলিক অধিকার আদায় করার জন্য আমি জেলায় জেলায় মৌলিক অধিকারের আদালত চাইব। আমি নাগরিক আদালত যোগ করার পক্ষে। আমার নাগরিক অধিকার বা আমার এই নাগরিক অধিকারের বিপরীতে কিছু হলে আমার জনগণ যাতে প্রতিকারের জন্য আদালতে যেতে পারে, শুধু অনুচ্ছেদ ১০২-তে এসে করবে এরকম না। আমি জেলায় জেলায় নাগরিক আদালত চাইব। এটি সংবিধানে যোগ করতে হবে। সেজন্য আমি অনুচ্ছেদ ১০২-এর সংশোধন চাই। অনুচ্ছেদ ১০২-এর মধ্যে যা আছে, তাতে শুধু আমরা সরকারকে বলতে পারি থাম অথবা বলতে পারি যে, কর। যারা এর আগে থামে কিংবা অমান্য করে এবং যেখানে অন্যদের ব্যক্তিগত সুযোগ সুনির্দিষ্টভাবে পরিষ্কার থাকে, তাদের ব্যাপারে এখন কোর্ট সক্রিয়তা দেখাচ্ছে একধরনের যে, জরিমানাসহ অন্যান্য কিছু করছে। কিন্তু এগুলো বিভাগের উপরে যায়। আমার কাছে মনে হয় যে, অনুচ্ছেদ ১০২-তে প্রতিকার হিসেবে ক্ষতিপূরণকে সাংবিধানিকভাবে যোগ করা উচিত। শুধুমাত্র থাম এবং কর–এর বাইরে আসলে ক্ষতিগ্রস্ত হলে নাগরিকরা যাতে আসলে ক্ষতিপূরণ পেতে পারে, সেই অংশটুকু অনুচ্ছেদ ১০২-তে আনতে হবে। আর একটি কথা বলে, আমি বক্তব্য শেষ করতে চাই। আমি অনেক বেশি সময় নিয়ে ফেলেছি, দুঃখিত।

আমি আমলাতন্ত্রকে এবং নির্বাহীদেরকে জবাবদিহিতা করার পক্ষে। এটি করার জন্যে concrete proposal হচ্ছে এরকম যে, এখন আমলাতন্ত্রে যেভাবে সচিবালয় হয়, এটি আসলে কমন ক্যাডাররা যেভাবে পরিচালিত হয় আমলাতন্ত্রে সেখানে অন্যান্য পেশার যার যেটি সংশ্লিষ্ট পেশা থেকে সে সচিবালয় পর্যন্ত আসবে। এই ব্যবস্থাটি সংবিধানে যোগ করা যায় কিনা; এটা আমাদের একটা প্রস্তাব। আমি মনে হয়, অনেক কথা বলছি। আমি আর কথা না বলি।

আপনাদের ধন্যবাদ আমাকে এতক্ষণ শোনার জন্য।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ, অ্যাডভোকেট হাসনাত কাইয়ুম। কেবল রেকর্ডের জন্য বলছি। আপনি শুরুতে সংস্কারের ব্যাপারে অস্পষ্টতার কথা বলেছেন। যেহেতু এটি রেকর্ডেড হচ্ছে, সে জন্য বলে রাখা প্রয়োজন। আসলে ৩ নভেম্বর আমরা একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে কমিশনের পক্ষ থেকে কয়েকটি বিষয় বলেছিলাম। তার মধ্যে সংস্কারের পরিধি, যেটি আমাদের ওয়েবসাইটেও আছে। সেখানে খুব সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছি। আমরা বলেছিলাম, সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত হবে বর্তমান সংবিধান পর্যালোচনাসহ জনাকাঙ্ক্ষার প্রতিফলনের লক্ষ্যে সংবিধানের সামগ্রিক সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন, পরিমার্জন, পুনর্বিন্যাস এবং পুনর্লিখন। এভাবেই সংস্কার কমিশন define করেছে। তার পাশাপাশি আমরা কিছু উদ্দেশ্যের কথাও বলেছি এবং ছাত্রদের উদ্দেশ্যের কথাও বলেছি। রেকর্ড হচ্ছে বলে মনে হয়েছে কমিশনের পক্ষ থেকে তা স্পষ্ট করাটি আমার দায়িত্ব।

ধন্যবাদ। আমরা আপনার কাছে আসব। আপনাকে কিছু প্রশ্ন আমরা করব।

আমি এ পর্যায়ে জনাব এ. কে মোহাম্মদ হোসেন-এর কাছ থেকে শুনব।

**জনাব এ. কে মোহাম্মদ হোসেন** (অংশীজন): আসসালামু আলাইকুম।

কমিশন প্রধান, কমিশনের মাননীয় সদস্যবর্গ এবং উপস্থিত সবাইকে আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যে, এরকম একটি মহতী কাজে আপনারা আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, একটি সুযোগ দিয়েছেন নিজেদের কিছু বক্তব্য রাখার জন্য। তবে প্রথম পর্যায়ে আমি যেটি বলতে চাই সেটি হচ্ছে, বেশকিছু সরকারের অধীনে কাজ করার অভিজ্ঞতা এবং সংবিধানের সংশোধনীর সাথে সম্পৃক্ত থাকার সৌভাগ্যও আমার হয়েছে। আমি একটি দিক মাথায় রেখে আলোচনা করব। সেই বিষয়টি হচ্ছে, purely technical ইস্যুটিকে মাথায় রেখে আমার নিজস্ব মতামত দেওয়ার চিন্তা করব। ৫ আগস্টের বিপ্লব যাই বলেন, শুধু কোনো সরকারের বিরুদ্ধে সংঘটিত হয়েছে, ব্যক্তিগতভাবে আমি এটি মনে করি না। আমার কাছে মনে হয়েছে, এটি একটা সিস্টেমের বিরুদ্ধে বিপ্লবটি হয়েছে। এর অর্থ সংবিধানের প্রতিটি provision যে উদ্দেশ্যে লেখা ছিল, সেখানে এই provisionগুলো সেবা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। যে কারণে এই ধরনের একটি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এখন আমার ব্যক্তিগত মতামত হচ্ছে, আমাদের কী করণীয়? আমাদের কাজ হচ্ছে পরামর্শ দেওয়া। আর কমিশন আমাদের পরামর্শ থেকে কিছু রাখবেন বা না রাখবেন, তারা তাদের সুপারিশ তৈরি করবেন, এটি আপনাদের উপরে নির্ভরশীল। যেহেতু আমরা সুযোগ পেয়েছে কিছু কথা বলি।

যেমন সংসদ: দেখা যাচ্ছে যে, সংবিধান অনুযায়ী আমাদের সংসদ শুধু ৩৫০ জন সদস্যকে নিয়ে গঠিত। ইন্ডিয়ান সংসদ দুটো হাউজ এবং প্রেসিডেন্টকে নিয়ে গঠিত। আমাদের প্রেসিডেন্টের যদিও কার্যকর ভূমিকা আছে আইন-প্রণয়নের ক্ষেত্রে। কিন্তু বাস্তবে সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে অংশ করা হয়নি। হয়ত সংবিধান প্রণয়নের ঐসময় রাষ্ট্রপতির প্রতি ভীতি কাজ করেছে। এ কারণে হয়ত রাষ্ট্রপতি আইয়ুব খানের কথা মনে করে এখানে হয়ত অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি প্রাথমিক পর্যায়ে এবং পরবর্তী পর্যায়ে যতগুলো সংশোধনী আছে, সেখানেও কিন্তু রাষ্ট্রপতিকে সংসদের অংশ করা হয়নি। যদিও দায়িত্বটি রেখে দেওয়া হয়েছে। আপনি যেটি বলছেন যে, আমাদের যে নির্বাহী ক্ষমতা; ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনে দেখা যাচ্ছে, নির্বাহী ক্ষমতাটি কেবিনেটের উপর অর্পিত। কিন্তু আমাদের perspective-এ আমাদের সংবিধানে নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর উপরে ন্যস্ত। সুতরাং সংবিধানের বিভিন্ন provision বা বিভিন্ন অনুচ্ছেদ সঠিকভাবে কাজ করতে পারে না। এখানে কিন্তু অন্তর্নিহিত কিছু ভুলত্রুটি থেকে গেছে। এখন আপনি কিছু রাখবেন মৌলিক বিষয়, যেগুলো পরীক্ষা করা হয়নি। যে provisionগুলো দৈত আকারে দেখা দেয়নি, এগুলোকে আপনারা নতুন সংবিধানে রেখে দিতে পারেন। আমার যুক্তি হচ্ছে, যেটি পরীক্ষিত, যেটি নিয়ে জনগণের উপর কোনো ধরনের হয়রানি, কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা, কোনো ধরনের আঘাত আসেনি সেরকম provisionগুলো আপনারা আপনাদের প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। কিন্তু যে-সব provision একটি দানব আকারে আসছে, যে provisionগুলো অন্যকে দানব হতে সাহায্য করছে অথবা যে-সব provisionগুলো মানুষের জন্য ভীতির কারণ হয়েছে, এগুলোতে নিশ্চয়ই সংশোধনী আনতে হবে। যেমন: আমরা সবাই বলে থাকি যে, রাষ্ট্রপতির কোনো ক্ষমতা নেই। আপনারাও সবাই বলছেন। পত্রপত্রিকায়ও দেখেছি, ইউটিউবে দেখেছি, আলাপ-আলোচনায়ও দেখেছি যে এখানে একটি চেক এন্ড ব্যালেন্স করতে হবে।

আমার প্রস্তাব হচ্ছে, বাংলাদেশে একজন রাষ্ট্রপতির সাথে একজন উপরাষ্ট্রপতি রাখলে ভালো হবে। দুটো হাউসের যে প্রস্তাব দিয়েছেন, দুটো হাউস থাকলেও ভালো হয়। হয়ত একটি প্রতিনিধি পরিষদ থাকবে, আরেকটি অভিভাবক পরিষদ থাকবে। এরকম হতে পারে। অভিভাবক পরিষদ হতে পারে যেখানে ধরে নিতে পারেন যে, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীসহ বিভিন্ন সেক্টরকে বিবেচনায় রেখে তাদেরকে নির্বাচিত করতে পারেন, উচ্চকক্ষে।

আমার কাছে মনে হয়, সংসদের মেয়াদ ৪ বছর, ৫ বছর না করে ৬ বছর করতে পারেন এবং retiring এর ক্ষেত্রে এক তৃতীয়াংশকে retirement-এর দিকে নিতে পারে। তাহলে একটি সরকারের ধারাবাহিকতা থাকে। তখন আর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের খুব একটি প্রয়োজন হবে বলে আমার কাছে মনে হয় না। প্রতি দুই বছর অন্তর অন্তর অবসরে চলে গেলে, ওখানে তিন ভাগের এক অংশতে যদি নির্বাচনের ব্যবস্থা বিবেচনা করেন।

এখন আরেকটি ইস্যু যেমন: বিচার ব্যবস্থার কথা অনেকেই বলেছেন। আমাদের সাংবিধানিক যে কমিশন বা কর্তৃপক্ষ, statutory authority, সবগুলোতেই দেখা গেছে যে, কোনোটিই সফল হয়নি। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান সফল হয়নি এবং আইন দ্বারা সৃজিত আরো যে সকল প্রতিষ্ঠান এগুলোর কোনোটিই কিন্তু আইন দ্বারা যতটুকু mandate দেওয়া হয়েছে, সেই mandate পূরণ করতে পারেনি। জনগণকে তারা হতাশা দিয়েছে। কিন্তু কেন? এর পিছনে আমি অনেকগুলো কারণ দেখতে পাই। একটি হচ্ছে, অনেক সময় অযোগ্য লোক এ জায়গায় বসেছে। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে mandate যতটুকু আছে, সে অনুযায়ী তাদেরকে সহায়তা দেওয়া হয়নি, জনবল দেওয়া হয়নি বা দেখা যাচ্ছে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়নি। অথবা দেখা গেছে যে, যোগ্য লোক থাকা সত্ত্বেও এসব resource-এর কারণে তাদেরকে যে mandate দেওয়া হয়েছিল, এগুলোকে তারা পরিপূর্ণ করতে পারেনি। পুরো দায়ভার কিন্তু কমিশনের উপর গেছে। এখানে এই সেক্টরটিকে আরেকটু পরিষ্কার করতে হবে।

আর অনেকেই মনে করে যে, সংবিধান আরেকটু ছোট হলেই হবে। বাকি আইন পার্লামেন্ট দিয়ে তৈরি করবে বা আমরা পার্লামেন্টের হাতেই ছেড়ে দিলাম। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, মুক্ত করা হলে আইনটিকে তারা নিজেদের প্রয়োজন মতো পরিবর্তন করে ফেলে। আমার প্রস্তাবনা হচ্ছে, যতটুকু সম্ভব, সংবিধানে বিস্তারিত লিখে দেওয়া দরকার। যেমনঃ আমার কাছে মনে হয়, আমাদের যে সংবিধানের প্রথম ভাগ, that is the ‘Republic’.  এটিই আমাদের দেশ। দ্বিতীয় ভাগ, নীতি। তৃতীয় ভাগ-এ গিয়ে আমরা বলতেছি যে, আমাদের অধিকার। বাদবাকি যতগুলো আছে, all are machnism. আপনি দেখবেন যে, machnism-এর কারণে প্রথম ভাগ frosted হচ্ছে বারবার। সুতরাং আমাদেরকে Republic-এ পরিষ্কার করে দিতে হবে, কী Republic হবে? আমাদের প্রথম ভাগটি স্পষ্ট করে দিতে হবে। আমাদের প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রীর জন্য সম্পর্ক কী হবে, পরিষ্কার করে দিতে হবে। প্রয়োজনে সাংবিধানিক কোর্ট করতে হবে, সাংবিধানিক কাউন্সিল করতে হবে। বিভিন্ন ধরনের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সাংবিধানিক কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানে নিয়ে আসতে হবে, জবাবদিহিতা এখানে নিশ্চিত করতে হবে তাদের মাধ্যমে।

এখন বিচার ব্যবস্থা নিয়ে আমরা দীর্ঘদিন যাবত দেখছি যে, সংবিধানে বিচারক নিয়োগের যে পদ্ধতি, এ পদ্ধতিতে দেখা গেছে যে আইনজীবিদের মধ্য থেকে হবে অথবা জুডিশিয়ারি থেকে হবে। সেখানে আরেকটি provision আছে, আমরা কোনো সময় এটির প্রতি মনোযোগ দেয়নি। provisionটি হচ্ছে আইন দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য যোগ্যতা। কেন আইনের প্রফেসর কি বিচারক হতে পারে না? লেজিসলেটিভ ড্রাফটস্ম্যানরা কি বিচারক হতে পারে না? একটি আইন দ্বারা এগুলো হওয়ার কথা ছিল। অথচ এই জায়গাটিকে কিন্তু ignore করা হয়েছে। এটির জন্য ৫৩ বছরেও কোনো আইন তৈরি করা হয়নি। উচ্চ আদালতে বিভিন্ন পেশা থেকে আসবে, যাদের আইন ডিগ্রি আছে তাদের মধ্য থেকে। তারা যাতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে এ ধরনের একটি সুযোগ সংবিধানে থাকতে হবে। শুধু আইনজীবি, বিচারক; এজন্য সুপ্রিমকোর্ট আমাদের দখলে থাকবে, এটা না। এখানে কিন্তু technical লোকজন নিয়ে আসতে হবে। কারণ পৃথিবী ধীরে ধীরে খুব বেশি technical ইস্যুর দিকে যাচ্ছে। শুধু আইন জানলে যে, সব খুটিনাটি জানা যাবে, এমন না। যেমন দেখা যাচ্ছে যে, পার্লামেন্টের জন্য আলাদা একটা সচিবালয় আছে। তাদের জন্য আলাদা লোক আছে। কিন্তু পার্লামেন্ট সচিবালয়টি সব সময় প্রেষণ দিয়ে পরিচালিত হয়। নির্বাহী বিভাগের লোকজন আসে। ২ বছর কাজ করে চলে যায়, আবার আরেকজন চলে আসে। এখানে পার্লামেন্টারি সার্ভিস, যারা সংসদ-সদস্য থাকবেন, তাদেরকে যে গবেষণালব্ধ সহযোগিতা দিতে পারবে, এই ধরনের কোনো প্রতিষ্ঠান পার্লামেন্টে গড়ে উঠেনি। এখানে পার্লামেন্টারি সার্ভিসে, যারা পার্লামেন্ট সচিবালয়ে আছে, তারা খুব একটি কার্যকরী সহযোগিতা কিন্তু মাননীয় সংসদ-সদস্যদেরকে দিতে পারে না। আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি এখানে fund আছে, যেসব লোকজন নিয়োগ দেওয়া হয় তারমধ্যে এমএলএসএস, কুক, গার্ড, পিয়ন-এদের পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। কিন্তু এই fund-এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল যে, গবেষক নিয়োগ দিবে। প্রতিটি স্থায়ী কমিটিতে অনেকগুলো গবেষক নিয়োগ দিবে। বিশেষ করে কমিটিকে সমর্থন দিবে। কিন্তু এই সামর্থ এখানে নেই। আমার অভিজ্ঞতা থেকে যেটি দেখেছি, আইন প্রণয়নে জনসাধারণের অংশগ্রহণের সুযোগ কিন্তু আমাদের ব্যবস্থায় আছে। পিটিশন কমিটি। এই

কমিটির মাধ্যমে যে কেউ এসে তার কথাটি একজন এমপির দস্তখত নিয়ে বলতে পারে। এখানে কিন্তু বিরাট আকারের এজলাস সাজানো আছে। পিটিশন কমিটির যে চেয়ার তা অনেক উঁচুতে সুপ্রিম কোর্টের মত সাজানো। দেখা যাচ্ছে যে, ২/৩টি সংসদের মধ্যে কোনোদিনও কমিটির একটি মিটিংও ডাকা হয়নি। কোনো আবেদনও হয়নি। এটি পরিষ্কারভাবে অকার্যকর। সুতরাং আমার ব্যক্তিগত মতামত হচ্ছে, আমার আবেদন বা আহ্বান যেটি হবে, সেটি হলো সংবিধান দরকার হলে অনেক বড় হোক। প্রয়োজনে একটা ভাগের জন্য, একটি অধ্যায়ের জন্য সংবিধান হোক আলাদা আলাদা। দরকার হলে ১০, ১১ ভলিউম হোক। বিস্তারিত বলে দিতে হবে যদি কোনো idea অন্যের জন্য রেখে দেন, সেটি misuse হয়। আবার এখানে কোনো একটি ক্ষমতা দেয়ার সময় দেখা গেছে যে, কোনো ব্যক্তিকে যখন কোনো discretionary power দেওয়া হয়, কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা যখন ব্যক্তিবিশেষকে দেওয়া হয়, সেটি সবসময় অপব্যবহারের সম্ভাবনা বিভিন্ন সময় দেখা গেছে। এই জায়গাটিতে স্বজনপ্রীতি দেখা গেছে এবং জায়গাই বেশি স্বজনপ্রীতি হয়। সুতরাং কোথাও যদি কোনো discretionary power দেওয়া হয়, সেখানে সংবিধানে দিয়ে দেন, একই সাথে আইনও দিয়ে দেন। সেখানে বিস্তারিত বলে দেওয়া হবে এবং একটি গ্রুপকে দেওয়া ভালো। এই discretionary powerটি একটি group of people-কে base করা ভালো। আমার মনে হয়, তখন কিছুটা স্বচ্ছতা থাকবে।

ধন্যবাদ, আমাকে কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ এ. কে মোহাম্মদ হোসেন।

কিছু কিছু প্রশ্ন বুঝা ও স্পষ্টীকরণের জন্য আপনাদের কাছে আসব। বিচারপতি জনাব মোঃ আবদুল মতিন, আপনি একটি কথা বলেছিলেন যে, 13th Amendment, এটি পুনঃস্থাপন with some modificationsসহ। এই modification-গুলোর বিষয়ে কী কোনো পরামর্শ আছে আমাদের জন্য?

**বিচারপতি জনাব মোঃ আবদুল মতিন** (অংশীজন): The judiciary should be excluded from this. Particularly the Chief Justice or next to the Chief Justice. This has created some confusion. And also the President should never be the Chief of Caretaker government.

**ড. শরীফ ভুঁইয়া** (কমিশন সদস্য): আমি বিষয়টি ভালোভাবে বুঝার জন্য বলছি। যে ফর্মুলাটি অ্যাডভোকেট জনাব হাসনাত কাইছুম বলেছিলেন, বিচারকদের মধ্যে সীমিত না রেখে, এটি মুক্ত থাকা উচিত। যে কোনো গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি হতে পারে। এই বিষয়টিতে আমিও সম্পূর্ণ একমত পোষণ করি। যে কোনো গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে আসতে পারে। কিন্তু আমার ধারণা এবং এটি এখনো আছে। এখন যেটি আছে যে, প্রথমে চিফ জাস্টিস নেওয়ার চেষ্টা করা হবে। তারপর অবসরপ্রাপ্ত আপীল বিভাগের বিচারপতিদের থেকে চেষ্টা করা হবে, কোনোটি থেকেই যদি না পাওয়া যায় সবাই অপারগ হন, তখন সর্বজন গ্রহণযোগ্য একজনকে দিতে হবে। আমার ধারণা immediate চিফ জাস্টিস বা তিনি যদি unavailable হন একটি নির্দিষ্ট ফরমুলা দেয়া হয়েছে এই চিন্তা থেকে যে, যদি সবাই সম্মতি করতে না পারে, তখন তো একটি অচলাবস্থার তৈরি হবে। এজন্য সংবিধানে একটি ফরমুলা অনেক দূর পর্যন্ত ব্যাখ্যা করে দেয়া হয়েছে যে, প্রথমে A, A যদি available না হয় B, তারপর C, তারপর D. ধরে নেয়া হয় যে, হয়তো রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও ঐক্যমত্য হবে না কে প্রধান হবে? কাজেই সেই জায়গায় যাওয়ার আগে কতগুলো নির্দিষ্ট ফরমুলা ৪ থেকে ৫ জন পর্যন্ত। এতগুলো অকৃতকার্য হলো। তখনই এই riskটি যে, ৪টি ধাপ পার হওয়ার পরেই অচলাবস্থার দিকে যাব। শুরুতেই যদি করি, তাহলে আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে এই অচলাবস্থার বিষয়টিকে আমরা কীভাবে address করতে পারি। সে ব্যাপারে আপনারা ভেবেছেন কি না; যে আমরা এটি উন্মুক্ত করলাম কিন্তু এই অচলাবস্থার riskটি আমরা কীভাবে নিষ্পত্তি করব?

**অ্যাডভোকেট জনাব হাসনাত কাইছুম** (অংশীজন): আমার পরামর্শটি বলি। স্যার, নিশ্চয়ই বলবেন। আমারটি হচ্ছে, এর উল্টো পথে যাওয়া। আমরা যদি নিজেদের মধ্যে এরকম কোনো বিধান রাখি, সেটিকে বিকল্প রাখা যে, কাউকে না পাওয়া গেলে তখন এক্স চিফ জাস্টিস।

**ড. শরীফ ভুঁইয়া** (কমিশন সদস্য) সেটি একটি সমাধান হতে পারে। শেষটি প্রথমে চলে আসবে।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): কিন্তু অন্যরাও বলেছিলেন। বিচারপতি জনাব মোঃ আবদুল মতিনও বলেছিলেন যে, যাতে জুডিশিয়ারিকে কোনোভাবে অন্তর্ভুক্ত করা না হয়। তাহলে এটিকে কি রাখার প্রস্তাব করছেন কিনা?

**অ্যাডভোকেট জনাব হাসনাত কাইছুম** (অংশীজন): আমার প্রস্তাব হচ্ছে যে, তখনই জুডিশিয়ারিকে ডেকে আনা যখন আমাদের নিজেদের মধ্যে আসলে কোনো ঐক্যমত্বে পৌঁছতে পারছি না। তখন জুডিশিয়ারিকে যে কারণে না করা হচ্ছে, সেই জায়গাটি কম ক্ষতিগ্রস্ত

হওয়ার সম্ভবনা থাকে। তখন মনে হবে যে, জুডিশিয়ারিকে আমাদের ব্যর্থতার কারণে ডেকে আনতে হয়েছে। জুডিশিয়ারি এটার মধ্যে আসতে চায়নি। সুতরাং আমি এভাবে জুডিশিয়ারিকে যতটা সম্ভব রক্ষা করার পক্ষে।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): প্রেসিডেন্টের বিধানটি রাখবেন কি, রাখবেন না?

**অ্যাডভোকেট জনাব হাসনাত কাইছুম** (অংশীজন): আমার এ ব্যাপারে কোনো সুনির্দিষ্ট পরামর্শ নেই।

**ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী** (কমিশন সদস্য): আমার দুটি প্রশ্ন আছে। ১টি অ্যাডভোকেট জনাব হাসনাত কাইছুমের কাছে। আপনি বলেছেন যে, পার্লামেন্টের, বিশেষ করে নিম্নকক্ষের কথা দৃষ্টিগোচর করেছেন যে, একমাত্র আইন প্রণয়ন কার্যক্রম থাকবে। যদি সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা হয়, সেক্ষেত্রে পার্লামেন্টের অনেকগুলো আন্তসম্পর্কিত কার্যক্রম চলে আসে। বিশেষ করে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্যে। সেক্ষেত্রে আমি শুধু আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যটি কী করে serve করব?

**অ্যাডভোকেট জনাব হাসনাত কাইছুম** (অংশীজন): সময়ের স্বল্পতার কারণে আমি অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে কথা বলতে পারিনি। আমি সংসদীয় পদ্ধতির কথা বলছি, তখন আবার extra parliamentary functions–এর কথা বলছি। পার্লামেন্টকে আরো কার্যকর করার জন্যে আমার প্রস্তাব হচ্ছে, সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোকে অধিক ক্ষমতায়ন করতে হবে। সংসদীয় স্থায়ী কমিটির প্রধান একদম না পাওয়া গেলে কিন্তু প্রধান বিরোধী দল থেকে হবে এবং তার কাছে মন্ত্রণালয়কে জবাবদিহি করার পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এখন পর্যন্ত সংসদীয় পদ্ধতিতে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কিছুই করার নেই। সুতরাং এরকম সংসদীয় স্থায়ী কমিটি দিয়ে তো আপনি সংসদ চালাতে পারবেন না, সংসদীয় গণতন্ত্র চালাতে পারবেন না। তাকে যদি জনগণের প্রতিনিধিত্ব করতে চাই, কমিটির কাছে যদি নির্বাহী এবং অন্যদেরকে জবাবদিহি করাতে চাই তাহলে আমি কমিটির কাছে সংসদীয় কার্যক্রমের যে সমস্ত জায়গা সেগুলো সুনির্দিষ্ট করে দিতে হবে। এরা এখন কী করে? এখন তারা স্থানীয় সরকারের কাজ করে। স্থানীয় সরকারে তো আমি তাকে যাইতে দিতে পারি না। অথচ তিনি স্থানীয় সরকারে গিয়ে বসে। স্থানীয় সরকারের বিষয়ে সংবিধানে লেখা আছে, স্থানীয় শাসন। কিন্তু আমরা মনে করি হবে 'স্থানীয় সরকার'। কিন্তু ভাষাটি হচ্ছে, স্থানীয় শাসন। ওখানে কোনো স্থানীয় সরকার নেই তো, exist করে না। আপনাদেরকে এই ১৫ মিনিটের সময়ে আমাদের আকাঙ্ক্ষাটি বলতে পারব না। খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আমি আপনাকে বলতে পারিনি যে, আমাদের একটি বড় রকমের অপরাধ আছে ১৯৭২ সালের সংবিধানে। পাকিস্তান আমাদের সাথে যে আচরণ করছে, আমরা অন্য জাতিসত্তাগুলোর প্রতি সেই আচরণ করি। সুতরাং এটা আমরা করতে পারি না। We have no authority. আমি একটি গণতান্ত্রিক সরকারকে দোষারূপ করতেছি, আমরা মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে আসছি। এটিকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সংবিধান বলতেছি। আমরা মুক্তিযুদ্ধ যে কারণে করলাম, সেই কারণ দিয়ে তো আমি অন্যের উপর জুলুম করতে পারি না। একদম self-contradictory from the very begining. সুতরাং এরকম অনেক কথা যেগুলো রাজনৈতিক কথা হবে। সুতরাং আমি মনে করি, অনেকে আপনাদের কাছে অনেক কথা বলছে। সেগুলো অনেকবার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। সুতরাং আমি এগুলোতে যেতে চাইনি, কম যেতে চেয়েছি।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান) : অ্যাডভোকেট জনাব হাসনাত কাইছুম, যেহেতু সময়ের স্বল্পতার কারণে বেশি সুযোগ দেওয়া হয়নি। কিন্তু আমরা এই বিষয়গুলো জানতে চাই, বুঝতে চাই এবং এগুলো বিবেচনায় নিতে চাই। সে কারণে আপনার যে প্রস্তাবগুলো যদি লিখিত থাকে, আমাদের জন্য নির্দিষ্ট করে লিখতে হবে তা নয়। যদি ইতোমধ্যে লিখিত থাকে, আমি অনুমান করি এবং আমি আপনাকে যতদূর চিনি, লিখিত আছে। সেগুলোকে যদি আপনি সরবরাহ করেন, তাহলে আমাদের জন্য সহজ হবে। এখানে ছোট্ট একটি প্রশ্ন করে রাখি। আপনি অনুচ্ছেদ ৪৮(৩) সম্পর্কে বলেছিলেন, প্রেসিডেন্টকে আরো কিছু ক্ষমতা দেওয়া। এটি কী একটু define করবেন যে, ঠিক আরো কত কিছু বা কতদূর দেওয়া যায়?

**অ্যাডভোকেট জনাব হাসনাত কাইছুম** (অংশীজন): আমি যেটি মনে করি যে, এখন সংবিধানে এগুলো বলা আছে। কিন্তু এগুলো আসলে কার্যকর না। এখন পর্যন্ত সমস্ত নিয়োগ সাংবিধানিক আইন অনুযায়ী। কিন্তু আইন হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রেসিডেন্টের করার কথা। কিন্তু যেহেতু অনুচ্ছেদ ৪৮(৩)-এর পরামর্শটি লাগে, সুতরাং এটি করতে পারে না। আমি সাংবিধানিক সংস্থাগুলোর নিয়োগের জন্য সংবিধান সংস্কার কমিশনের মতো একটি কমিশন করার পক্ষে। ইন্ডিয়া এটা থেকে সরে গেছে। কিন্তু ইন্ডিয়াতে যেটি ছিল, এরকম একটা বিষয় আমরা শিক্ষা নিতে পারি। আমাদের এখানে অনেক কাজে আসতে পারে। আমি মনে করি, এই জায়গাগুলোতে আইন করে এরকম বলে দেয়া যায় যে, তারা নিয়োগ দিয়ে দিতে পারে এরকম না। নিয়োগের জন্য তারা বাছাই করতে পারবে। এটি জনগণকে জানাতে হবে। একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জনগণ এগুলো নিয়ে কথা বলবে, তারপর তারা চূড়ান্ত করবে। সেই জায়গাগুলো ইচ্ছা করলেই আমরা ভাঙতে পারব, ভাঙতে পারব কিন্তু ক্ষমতাগুলো সংবিধানে কত দূর পর্যন্ত আপনি দিবেন? আমি মনে করি, নিয়োগের সাংবিধানিক সংস্থাগুলো যে আছে, এগুলো নিয়োগের ক্ষমতার মধ্যে রাষ্ট্রপতির একটি অংশ থাকা দরকার। Apart from ঐ রকম না যে, under opinion of Prime Minister. এখানে তার স্বাধীন হওয়া দরকার।

**অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক** (কমিশন সদস্য): এর সাথে একটি সম্পূরক প্রশ্ন যে, if the presidnt becomes the Prime Minister তখন প্রেসিডেন্টকে কী সেই ক্ষমতা দিয়ে কোনো লাভ আছে, নাকি এটিকে কার্যকর করার জন্য প্রেসিডেন্টকে ভিন্নভাবে আনার কোনো চিন্তা-ভাবনা করা যায়?

**অ্যাডভোকেট জনাব হাসনাত কাইছুম** (অংশীজন): প্রথমত পার্লামেন্ট নিয়ে কথা বলতে পারি যেমন: স্পীকারকে যে রকম বের করে ফেলি। প্রেসিডেন্টের বিষয় একদম আইন করা উচিত সংসদে। Position থেকে position যদি কেউ হয় অর্থাৎ position থেকে প্রেসিডেন্ট আসবে না। He must be independent from oppositions. এটি হচ্ছে আমাদের মতামত। আমি তো বললাম যে, তাহলে আপনাদের সাথে আমাকে অনেকক্ষণ কথা বলতে হবে। আপনাদের সময় কম।

**জনাব এ. কে. মোহাম্মদ হোসেন** (অংশীজন): আমি এখানে কিছু যোগ করতে চাই। সেটি হচ্ছে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমরা ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারি। এখন যে রকম সংসদ নির্বাচন করে, সেক্ষেত্রে আমরা হয়ত collegium তৈরি করে নিতে পারি। স্থানীয় সরকার বা স্থানীয় শাসনের যারা আছেন, তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে নিতে পারি। ধর্মীয় গুরু যারা আছেন, তাদেরকে নিয়ে আমরা একটি collegium তৈরি করে নিতে পারি। তাদের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবে। এভাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে পারি।

**অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের** (কমিশন সদস্য): আমার প্রশ্ন জনাব এ. কে মোহাম্মদ হোসেন, আপনার কাছে। আপনি ডেপুটি প্রেসিডেন্টের কথা বলেছিলেন। এতে কী লাভ হবে?

**জনাব এ. কে. মোহাম্মদ হোসেন** (অংশীজন): আমি যেটি দেখছি, সেটি হচ্ছে যখন মহামান্য রাষ্ট্রপতি বাইরে যাবেন, তখন তিনি রাষ্ট্রপতি থাকবেন বা অনেক সময় রাষ্ট্রপতি হয়ে গেলেও এই অংশটুকুর জন্য সঠিকভাবে কার্যকর হয় না এবং এখানে একটি বিরাট আকারের gap থাকে।

আর দুই নম্বর হচ্ছে, আপনারা যেহেতু দুটি হাউজের কথা ভাবছেন। তাহলে তো অবশ্যই আপনাদের একজন চেয়ারপারসন লাগবে for the upper house, Guardian house-এর জন্য। আমার দৃষ্টিতে, ভাইস প্রেসিডেন্ট থাকলে ভারসাম্য হবে। He will be a running mate প্রেসিডেন্টের।

**অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের** (কমিশন সদস্য): আমার আরেকটি প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা অনেকগুলো consultation session-এ শুনেছি সবাই বলেছেন accountability measures দরকার আমলাতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য, জুডিশিয়ারিকে accountability করার জন্য। এই accountabilityটা কীভাবে এবং কোন পদ্ধতিতে করা যায়? এ বিষয়ে nobody gives us any directions. সুতরাং আপনাদের কাছে কোনো concrete recommendation বা strategy যদি থাকে accountability-এর measuresগুলো সংবিধানে কীভাবে অন্তর্ভুক্ত করা, কোন পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা and how to implement them?

**জনাব এ. কে. মোহাম্মদ হোসেন** (অংশীজন): আমার কাছে মনে হয় যে, আপনারা Constitutional Council-এর কথা সুপারিশ করতে পারেন। অর্থাৎ একটি Constitutional Council হবে। এখানে নিয়োগ কী পদ্ধতিতে হবে, সেটি ঠিক করতে পারেন অথবা নির্বাচনের মাধ্যমে কাউন্সিল নির্বাচন করতে পারেন, একই সাথে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় সাংবিধানিক কাউন্সিলেরও নির্বাচন হবে এবং এদের মাধ্যমেই সাংবিধানিক সত্তা যেগুলো আছে, এগুলোর নিয়োগ এবং এগুলোর accountability আপনারাই সুনিশ্চিত করতে পারেন।

**অ্যাডভোকেট জনাব হাসনাত কাইছুম** (অংশীজন): আমি একটু যোগ করতে চাই। আমাদের অনুচ্ছেদ ৭৭ কখনোই কাজে লাগেনি। ন্যায়পালের যে ধারনাটি, এখানে এটি যোগ করতে পারেন কিছু পরিমাণে। তাহলে এই জায়গাগুলোতে একটু কাজ আসবে।

**ড. শরীফ ভূঁইয়া** (কমিশন সদস্য): ন্যায়পালের বিষয়টি নিয়ে আমাদেরকে অনেকেই বলেছেন। কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো আমাদের ১০০ সদস্যের সুপ্রিমকোর্ট যেখানে কাজ করেনি justice deliver করতে, সেখানে একজন ন্যায়পাল হলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, এটি আমরা কেন ভাবি?

**অ্যাডভোকেট জনাব হাসনাত কাইছুম** (অংশীজন): প্রথমত আইন করা উচিত যে, সুপ্রিমকোর্টে যারা জাজেজ হবেন, আর কারো বেলায় হোক আর না হোক তাদের বেলায় অন্তত তাদের সম্পদের হিসেব দিয়ে শুরু করা উচিত। কারণ হচ্ছে যে, তারা তো তাদের সম্পদের হিসেব দেয় না। তারা যেদিন জয়েন করে এবং যেদিন বেরিয়ে যায়, তারমধ্যে সম্পদের কী পার্থক্য হয় সেটিতো আমরা দেখতে পাই না, সেজন্যই। ন্যায়পাল মানে তো একজন নয়। ন্যায়পাল মানে একটি অফিস। আপনি যদি এটিকে কার্যকরী করতে চান, তাহলে তো একজনকে ন্যায়পাল হিসেবে নিয়োগ করবেন। এরপর তার জন্য আপনি আইন করবেন যে, আসলে এই প্রতিষ্ঠান কীভাবে কাজ করবে? কোন কোন জায়গায় তার কী ধরনের জনবল লাগবে? তারা কী কী করতে পারবে, সেজন্য আলাদা একটি আইন লাগবে।

**ড. শরীফ ভূঁইয়া** (কমিশন সদস্য): আসলে আমার প্রশ্নটি হলো যে, আমাদের তো প্রতিষ্ঠান অনেক ছিল। এখানে আমি সুপ্রিমকোর্টের কথা বললাম। কারণ primary justice deliver-এর সাথে জড়িত। এখানে শুধু ১০০ জন জাজ না। সাথে বিশাল বড় অবকাঠামো আছে। কিন্তু পুরোপুরি fail করল না গত ১৫ বছরে?

**অ্যাডভোকেট জনাব হাসনাত কাইয়ুম** (অংশীজন): শুরু হচ্ছে আসলে নিয়োগ থেকে। সুপ্রিম কোর্টের নিয়োগের জন্য যদি আপনি rules না করেন। বর্তমান নিয়োগ পদ্ধতিতে আছে, যদি ১০ বছরের লাইসেন্স থাকে এবং আমার শতভাগ আনুগত্য ছাড়া আর কি যোগ্যতা লাগে আসলে জাস্টিস হওয়ার জন্যে? সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত এটিকে আপনি আইনের অধীনে না আনবেন তার সততা, integrity, তারা জানা, বুঝা এগুলোকে যতক্ষণ পর্যন্ত মানদণ্ডের মধ্যে না আনবেন, তাকে যতক্ষণ পর্যন্ত কোনোভাবেই পরীক্ষা করার কোনো সুযোগ থাকবে না। ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদেরকে একটি প্রতিষ্ঠানকে রাখতে হয় কোনো একটি জায়গায়, যেমন ওরা রাজাকে রাখে। আমরা কোর্টকে রাখতে চাই। এখন পর্যন্ত এটি হচ্ছে আমাদের শিক্ষিত লোকদের এক ধরনের পুরোনো শিক্ষার কারণ। না হয় সুপ্রিম কোর্টই এখানে সবচাইতে বেশি আসলে আক্রান্ত হওয়ার কথা ছিল, পুলিশ না। এই অভ্যুত্থানের সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হওয়ার কথা ছিল সুপ্রিম কোর্টের। কারণ চিফ জাস্টিস থেকে শুরু করে সমস্ত জাজেজরা আসলে পুলিশের ভূমিকায় ছিল। এর আগ পর্যন্ত সরকারগুলো আর্মিকে ব্যবহার করছে, পুলিশকে ব্যবহার করছে। গত ১৫ বছরে আসলে যে, peculiarity হয়েছে, সেটি হচ্ছে যে, জুডিশিয়ারিকে ব্যবহার করে তারা তাদের সমস্ত অন্যায়কে বৈধ করেছে।

মানুষ আমাদেরকে দয়া করেছে অন্য কারণে। সুতরাং এখানে হাত দিতে হবে। জুডিশিয়ারির কথা যেটি বললাম, তাকে accountable করা। তার নিয়োগের জায়গা থেকে শুরু করে তার সততার জায়গাকে আসলে সবার আগে যাচাই বাছাই করতে হবে। তার সর্বোচ্চ scrutinizing করা গেলে অন্যদের scrutinizing করার অধিকারী হয়।

**ড. শরীফ ভূঁইয়া** (কমিশন সদস্য): আমার সর্বশেষ প্রশ্ন। আপনি যেটি বলেছেন, এটির সাথে সম্পর্কিত আমার মনে হয় এবং একজন মাননীয় আপীল বিভাগের খুবই শ্রদ্ধেয় বিচারপতিও এখানে আছেন। সেটি হলো, আমাদের যে contempt আছে, এটির আপনারা কি মনে করেন পরিবর্তন দরকার? যেমন: আমরা সকল প্রতিষ্ঠানের সমালোচনা করতে পারি। যেমন: contempt এরতো দুটো অংশ আছে। একটি হলো আমি আদালতের আদেশ মানলাম না সেটি definitely contempt clause. কিন্তু দেখা যায় আমি রাষ্ট্রের সব প্রতিষ্ঠানের সমালোচনা করতে পারি কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট এবং জুডিশিয়ারির কোনো সমালোচনা করতে পারি না। এই জিনিসটার সুবিধাই বিগত ১৫ বছরে নেয়া হয়েছে। যার করণে সুপ্রিম কোর্টের মাধ্যমে একটা কিছু বলে দিলেই মানুষ এটি আর সমালোচনা করতে পারেনি। একজন বিখ্যাত সাংবাদিক তো অনেক হেনস্তার শিকার হয়েছিলেন। এই যে আমাদের contempt আইন, এটির ব্যাপারে আপনারা কী ভাবছেন?

**অ্যাডভোকেট জনাব হাসনাত কাইয়ুম** (অংশীজন): আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, contempt বিষয়টিকে আইনে পরিণত করতে হবে। ২০১৮ সালে যেটি করার চেষ্টা হয়েছিল। এখন পর্যন্ত যেটি contempt আছে, আপনি জানেন যে, এটি হচ্ছে জাস্ট ইচ্ছা প্রকাশের বাইরে তো আর কিছু না। এরচেয়ে vague এবং undemocratic law তো নেই। এটি কোনো law-ই না। অন্যান্য আইনকে যেরকম আপনি point out করলেন যে, আদেশ অমান্য করলে তার জন্য কী ব্যবস্থা, সরকারে থেকে তারাও অমান্য করলে তার জন্য কী ব্যবস্থা এবং জনগণের জায়গা থেকে কোর্ট সম্পর্কে তার মতামত দিলে তার কী অবস্থা- আসলে এগুলোকে খুব স্পষ্ট করা দরকার। জুডিশিয়ারিকে কার্যকর রাখার জন্য যতদূর দরকার, ততদূর করতে হবে। আর জুডিশিয়ারি অন্যের ভাড়াটিয়া হিসেবে, অন্যের বাহিনী হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার যে জায়গাটি, সেটি বন্ধ করে দিতে হবে।

**ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক** (কমিশন সদস্য): আমার দুটি প্রশ্ন। প্রথমে আমি জুডিশিয়ারির কথা যেটি বললাম। প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, বিচারপতি জনাব মোঃ আবদুল মতিন-এর কাছে। বিদ্যমান 16th Amendment যেহেতু struck down হয়ে গেল এবং Supreme Judicial Council restored হয়েছে। স্যার, আপনি কী মনে করেন যে, সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের মাধ্যমে জুডিশিয়াল কৃংখলা ফিরিয়ে আনা সম্ভব। কারণ অতীতে তো আমরা দেখেছি যে, অনেক আবেদন পড়েছে for convening সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল proceedings against many judges. বিশেষ করে বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিকের কথা আমি নিজেই জানি। ঐ আবেদনগুলোর কোনো নিষ্পত্তি হয়নি। অনিষ্পন্ন থাকা অবস্থায় বরং তাঁকে অ্যাপিলেড ডিভিশনে elevate করে দেয়া হয়। সেখান থেকে আরো অবিচার হয়। There is no transparency. কেউ জানে না কোনো আবেদন পড়ছে কিনা; কেউ জানে না application-টি আদৌ নিষ্পত্তি হবে কিনা? রাষ্ট্রের এই গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গে যে এত ধোঁয়াশা বা transparency-এর পুরোপুরি অভাব। সেজন্য আমরা কি বলতে পারি যে, এই Supreme Judicial Council provision has failed to discipline judges.

**বিচারপতি জনাব মোঃ আবদুল মতিন** (অংশীজন): Supreme Judicial Council রাখার একটি background আছে। The 15th Amendment যখন challenge হলো, 15th Amendment আমরা void decleared করলাম। We saved many things যেগুলো 4th

Amendment হয়েছিল। ওটি save না করলে আমাদের সুপ্রিম কোর্টের চিহ্নই থাকত না। Save করতে গিয়ে there was a question whether this provision should be retained or not, save or not Supreme Judicial Council. We considered Article 70. The Article 70 as it is, parliament is not independent, but surely it is the office of the Prime Minister. তার কাছে অর্থাৎ একটি ব্যক্তির হাতে the fade of the judges রাখা মান্যগণ্য করিনি। The same thing was considered during the Fifth Amendment. They agreed with the saving of the provision. But 16th amendment তারা homogically করে দিল and it has been struck down by the highest court. তারা সুতরাং এই background-এ পার্লামেন্ট যেভাবে আছে, এভাবেই রেখে সুপ্রিম কোর্টের দেয়া রায়টাই বোধহয় ঠিক আছে। আর যেটি বললেন যে, ধোঁয়াশা হয়ে গেছে এটি। There was no rules. By now, no rules have been framed. To my knowledge, there has not been rules. If the rules are followed, probably things will be otherwish.

**ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক** (কমিশন সদস্য) : Article 70 যদি আমরা repel করে দেই। তাহলে কী পার্লামেন্ট সম্পৃক্ত থাকতে পারে impeach-এর জন্য।

**বিচারপতি জনাব মোঃ আবদুল মতিন** (অংশীজন): Article 70 যদি সম্পূর্ণটা বাতিল করে দেন, তাহলে অনেকটা ঠিক হবে। অনেক দেশেই তো সুপ্রিম জুডিশিয়াল বলে কিছু নেই। General tendency হচ্ছে it should be left with the parliament. But parliament should be independent. That is the question. If the provisions are enough to make the parliament independent in the real sense of the term, then there is no bar in restoring the power to the parliament.

**জনাব মোঃ মুসতাইন বিল্লাহ** (কমিশন সদস্য): জনাব এ. কে মোহাম্মদ হোসেন আপনি একটি বিষয়ে বলেছেন, যেটি আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। আমাদের সংবিধানের কিছু কিছু provision expressly monster powerকে facilitated করেছে বা use করেছে। এগুলোর বিষয়ে বিস্তারিত লিখিতও দিতে পারেন। আমাদের অনুরোধ সেখানে এর ব্যবহারের মাত্রা এবং বিভিন্ন তারতম্য যা ঘটেছে, সেক্ষেত্রে আপনার পরামর্শ যে এগুলোর এই পরিবর্তন বা এই কারণে এই বিষয়টি এই দিকে যেতে পেরেছে। আমার মনে হচ্ছে যে, আপনার কাছ থেকে এগুলো পাওয়া যাবে। কিন্তু একটি বিষয় আমরা যে আলোচনা করছি জুডিশিয়ারিতে নিয়োগ, পৃথিকীকরণ, এটির সচিবালয়- সচিবালয় তো আছে। পুলিশেরও তো সচিবালয় আলাদা আছে। তাতে তো আসলে লাভ হচ্ছে না। আপনারা আমার চেয়ে এসব বিষয়ে অনেক বেশি অভিজ্ঞ এবং জানেন। সামরিক সরকারের সময়েও তো আমরা জুডিশিয়ারির এই অধঃপতন দেখিনি। এমন কি প্রথম নির্বাচিত খালেদা জিয়ার সরকার, শেখ হাসিনা সরকারের সময়টিতেও এটি ঘটেনি। সুতরাং আমরা যে সমাধানগুলো বলছি, এটি কি আসলে adequate? আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন। নাকি আরো কিছু সমস্যা চিহ্নিত করা দরকার?

আরেকটা বিষয় হচ্ছে, অ্যাডভোকেট জনাব হাসনাত কাইছুম যেটি বললেন, আপনারা যারা দীর্ঘদিন এটি নিয়ে কাজ করছেন। আরো বিস্তারিত শুনতে পারলে ভাল হতো। কিন্তু আমাদের একটু বুঝার জন্য। আপনি নাগরিক আদালতের কথা বলেছেন। এটি একটু যদি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করতেন তা হলে ভালো হতো। আলোচনায় আসছে যে আপনি অন্য একটি প্রসঙ্গে বলেছেন, অনুচ্ছেদ ৭১ বা ৭২-এ সংসদ-সদস্যদের সংখ্যা, সেটি এখন adequate কিনা? আমরা কি এই প্রশ্নটি আমাদের জুডিশিয়ারির ব্যাপারে করতে পারি না যে, একটি হাইকোর্ট রেখে ১৮ কোটি মানুষকে কীভাবে আমরা সেবা দিচ্ছি? এই আলোচনাটি আসছে না কেন?

**অ্যাডভোকেট জনাব হাসনাত কাইছুম** (অংশীজন): আপনাকে ধন্যবাদ। প্রথমটির উত্তরটা দেই।

এখন পর্যন্ত আমাদের এখানে সমস্ত আইনের jurisprudenceটি হচ্ছে এরকম যে, আমাদের জনগণ হচ্ছে unruly. এদেরকে শাসন করতে হবে। এদেরকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে হবে। এটি একটি ঔপনিবেশিক ধ্যানধারণা। এখানকার সবাই আমরা জানি। সুতরাং এটিকে উল্টাতে হবে। উল্টাতে যদি হয় তাহলে ধরেন একটু লম্বা পথ আমাদের হাঁটতে হবে। শুরুতেই ধরেন আমরা খুব ভালো করব, সবাই হবে, এরকম না। মৌলিক অধিকার যেগুলো স্বীকার করব, সেগুলো নিশ্চিত হবে কীভাবে? দুই ভাবে। যদি আপনি নিশ্চিত করার জন্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারেন। হওয়ার তো কথা ছিল প্রতিষ্ঠানগুলো এরকম যে, আমাদের জনগণের আসলে যা কিছু উপভোগ করার কথা, সেক্ষেত্রে তার উপভোগটা যাতে পরিপূর্ণ হয়, তাকে যাতে কেউ restrain দিতে না পারে, সে যাতে protection পায় আইনের কাছে, আদালতের কাছে, এভাবে। আমাদের যেহেতু psychologyটা অন্য। আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলো ঐরকম নেই। আমি যদি শুরু করতে চাই, আমি ধরে নিচ্ছি যে কালকেই আমি পুলিশের কাছে এটি পাব না। আমি ধরে নিচ্ছি যে, কালকেই আমলারা আমাকে এই অধিকারটি দিবে না। এমন কি জনপ্রতিনিধিরাও দেবে না। আমরা জনপ্রতিনিধি বলি, কিন্তু আসলে সে ঐ মানসিকতা নিয়েই হয়। একটি শাসনের মানসিকতা নিয়ে হয়। তাঁকে আমরা ভাষায় বলি জনপ্রতিনিধি। এটি হয় না। সুতরাং নিদেনপক্ষে তার সেবাটি পাবে, এটি আমি ধরছি না। কিন্তু তার violation হইলে সে protection পাবে কোথাও। সেই প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে প্রথম প্রতিষ্ঠান হচ্ছে আমি মনে করি যে, কোর্ট। জেলায় জেলায় কী করছি? নারীদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে কোর্ট আছে, অর্থ ঋণের জন্য, টাকা আদায়ের জন্য

কোর্ট আছে। সুতরাং আমার যেগুলো মৌলিক অধিকার ছিল, সেগুলো ensure করার জন্য, সেগুলোর violation হলে তার বিরুদ্ধে যেন আমি যেতে পারি নাগরিক হিসেবে হাইকোর্টে না এসে। আপনার ওটির সাথে অনেকটা সম্পর্কিত। হাইকোর্টে এসে আমরা বলতে পারি। সেজন্য অনুচ্ছেদ ১০২-এর কথা বললাম। এখানে এসে বলতে পারি আমি কোন remedy পাই না। আমি শুধু বলতে পারি যে, ও আমারে নির্যাতন করতেছে, সরকারকে বলতে পারে যে থামাও। অথচ আমার নির্যাতনের কোনো remedy নাই। এতে যে করল, সে আরো promoted হয়। তার কোনো সমস্যা হয় না। সে এটিকে উপভোগ করে। সুতরাং এটিকে বন্ধ করার জন্যে আমি মনে করি, বিদ্যমান যে কাঠামো আছে, তার মধ্যেই এই জুডিশিয়ারি থেকে আরেকটি কোর্ট বানানো সম্ভব। যদি আমরা অধিকারগুলোকে বলে দেই যে, এগুলো নাগরিকের অধিকার। একই সাথে আপনারা যেটা বললেন যে, বিদ্যমান সংবিধানেও যেটি সম্ভব এবং জনাব হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ যেটি করেছিলেন যে, ৬টি সার্কিট করেছিলেন। Unitary stateও যদি থাকে, আপনি যদি autonomy অন্য কাউকে না দেন, আপনি federal character-এ নাও জান, তারপরেও একক পদ্ধতির মধ্যেও হাইকোর্টের তো বেঞ্চ আপনি করতেই পারেন। আপনি কমপক্ষে প্রতিটি বিভাগে কেন হাইকোর্টের বেঞ্চ করবেন না? এগুলো হচ্ছে এরকম আলোচনা যে, আমাদের কিছুই হয় না। সব একসাথে করতে হবে বলে এরকম প্রাথমিক আলোচনা আমাদের করতে হচ্ছে। কেন এটি আলোচনা করতে হবে? মানুষের access to justice-এর জন্য আপনার ঢাকায় আসতে হবে, হাইকোর্টে আসতে হবে, আমাদের কাছে আসতে হবে- এরকম হতে পারে না। সুতরাং আমরা যদি বিস্তারিত বলতে পারতাম তাহলে বলতাম। তারপরেও আমি চেষ্টা করব লিখিত দেওয়ার জন্যে। সেখানে আরেকটু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব।

**অধ্যাপক মোহাম্মদ একরামুল হক** (কমিশন সদস্য): প্রফেসর কে. শামসুদ্দিন মাহমুদ-এর কাছে আমার ছোট্ট একটি প্রশ্ন যে, আপনি প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা কমাতে বলেছেন। ক্ষমতা কমাতে হবে। আমার কৌতুহল যে, আপনার কি কোনো ধারণা আছে না কি জাস্ট আমরা কমিয়ে দিব, নাকি কমানোর ক্ষমতাটি অন্য কোনো অথরিটিকে দিতে চাচ্ছেন? এই প্রশ্নটি বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক এই জন্য যে, সরকার পদ্ধতি গঠনের যে সনাতন ধারণা ছিল যে, prime ministerial form of government, presidential form of government -এখান থেকে আমরা আধুনিক দেশসহ বিভিন্ন দেশে দেখি যে, একটি balance type-এর বিভিন্ন ফরমেট দাঁড়াচ্ছে। সেটি কিছুটা presidential, কিছুটা prime ministerial ঐ ক্ষমতার রদবদল কারার জন্য বা কোথাও কমানো বা বাড়ানোর জন্য। এ বিষয়টি যদি আপনি পরিষ্কার করতেন?

জনাব **কে. শামসুদ্দিন মাহমুদ** (অংশীজন): আমরা তো infact already hybrid-এ আছি, ক্ষমতার দিক দিয়ে চিন্তা করলে। ২ টার্ম যদি না থাকে, কিছু কিছু ধারা আছে সংবিধানে, যেখানে তাঁর কাছেই যেতে হবে। লাটাই বা সুতার নাটিটা তাঁর হাতেই আছে। সেই বিষয়টি থেকে বের হয়ে আসার জন্য যেখানে যতটুকু করার, এই সংস্কার কমিটিকে সেটিই করতে হবে। তা না হলে ক্ষমতা কুক্ষিগত হবে এবং unfettered right ওখান থেকে তিনি চালাবেন। আপনারা তো সংবিধান বিশেষজ্ঞ। আমি না। আমি বিজনেস সেক্টরের লোক। ব্যবসা আমি পড়াই। আপনাদের আমন্ত্রণে আমি আসছি এবং মোটামুটিভাবে apparently যেটুকু মনে করার, এটি করার দরকার বলেছি। কিন্তু ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের চেষ্টাটি থাকতে হবে।

ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ, আপনারা এসেছেন।

দেড় ঘণ্টার বেশি সময় আমাদের সঙ্গে ব্যয় করলেন। আপনাদের মতামতগুলো আমাদের জন্য খুবই সহায়ক হবে। পরবর্তী সময়ে যদি আপনারা লিখিত বক্তব্য আমাদের সরবরাহ করেন তা আমাদের কাজে লাগবে। এই কাজগুলো আমাদের আরো সহজতর হবে। আশা করি, আপনাদের সেই সহযোগিতাটি আমরা পাব। এই বলে কমিশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আরেকবার ধন্যবাদ জানিয়ে আমি এখনকা মতো অধিবেশন সমাপ্ত করছি।

ধন্যবাদ, সবাইকে।

# অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভা

## দ্বাদশ সেশনের কার্যবাহ

তারিখ : ১৭ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ
সময় : সকাল ৯.৩০ থেকে ১১.০০ পর্যন্ত

**উপস্থিত কমিশন সদস্যদের তালিকা:-**

| | | |
|---|---|---|
| ১। | **অধ্যাপক আলী রীয়াজ**, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও লেখক | কমিশন প্রধান |
| ২। | অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | সদস্য |
| ৩। | ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক, বার-এট-ল | সদস্য |
| ৪। | অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | সদস্য |
| ৫। | জনাব ফিরোজ আহমেদ, লেখক | সদস্য |
| ৬। | জনাব মোঃ মোসতাইন বিল্লাহ, লেখক | সদস্য |

**অংশীজনের তালিকা :-**

১। নাসরিন বেগম, চেয়ারম্যান, আরবিট্রেশন ট্রাইব্যুনাল,(এফবিসিসিআই)

২। চৌধুরী মকিমুদ্দিন কেজে আলী,প্যানেল আইনজীবী

৩। মোঃ জামিল উদ্দিন মিল্টন, উপমহাসচিব

৪। প্রকৌশলী মোঃ কবীর হোসেন, আহ্বায়ক, আইডিইবি, অন্তবর্তীকালীন কেন্দ্রীয় কমিটি।

৫। প্রকৌশলী মোঃ গিয়াস উদ্দিন, যুগ্ম আহ্বায়ক (ঢাকা), আইডিইব, অন্তবর্তীকালীন কেন্দ্রীয় কমিটি।

৬। কাদের গনি চৌধুরী, মহাসচিব (বিএফইউজে)।

৭। মোঃ শহিদুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ (বিএফইউজে)।

৮। সিনিয়র অ্যাডভোকেট মাহবুব উদ্দিন খোকন, প্রেসিডেন্ট (বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশন)।

৯। অ্যাডভোকেট মোঃ শফিকুল ইসলাম, নির্বাহী সদস্য (বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশন)।

**কার্যবাহের রিপোর্ট প্রস্তুতকারক ঃ**

(১) এইচ, এম, আলী আকবর, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

**সম্পাদনায়:**

ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

## অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভার কার্যবাহের রিপোর্ট:-

## কমিশন প্রধান অধ্যাপক আলী রীয়াজ-এর সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান) : উপস্থিত সুধীবৃন্দ, সংবিধান সংস্কারের লক্ষে মতামত ও প্রস্তাব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অংশীজনদের সঙ্গে কমিশনের এই আলোচনায় উপস্থিত হওয়ার জন্য কমিশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আমার নাম আলী রীয়াজ। আমি এই সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধানের দায়িত্ব পালন করছি। আপনারা জানেন যে, সংবিধান সংস্কার বিষয়ে সুপারিশের জন্য অন্তর্বর্তী সরকার স্বল্প সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সেই কারণে, অত্যন্ত কম সময় দিয়েই আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আপনারা তাতে সাড়া দেওয়ায় আমরা গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

আমরা অংশীজনদের আলোচনা ছোট ছোট আকারে রাখার চেষ্টা করেছি, যাতে করে আপনাদের কথাগুলো আমাদের শোনা সহজ হয় এবং সেগুলোর ব্যাপারে প্রশ্ন থাকলে আমরা আলোচনা করতে পারি।

আমরা এখানে উপস্থিত হতে পেরেছি গত ১৬ বছরে, বিশেষত জুলাই-আগস্ট-এর ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে হাজার হাজার মানুষের আত্মদানের কারণে। আজকে অধিবেশনের শুরুতেই আমি সেইসব শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই এবং আমরা আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করি। এখন কমিশনের সদস্যগণ তাঁদের পরিচয় দিবেন।

**(অতঃপর কমিশনের সদস্যগণ তাঁদের নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন )।**

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

আমরা অনুমান করতে পারি যে সিভিল সোসাইটির সক্রিয় অংশীদার হিসেবে এবং পেশাজীবী বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধি হিসেবে সংবিধানের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনাদের অনেক কথা বলার আছে ও অনেক প্রস্তাব আছে। কিন্তু সময়ের স্বল্পতার কারণে আপনাদের প্রতি অনুরোধ আপনারা যদি আপনাদের বক্তব্যের সারাংশ ১০ মিনিটের মধ্যে তুলে ধরেন, তাহলে সকলের মতামত শোনার সুযোগ হবে এবং আলোচনা করা সম্ভব হবে। আপনাদের বিস্তারিত মতামত এবং প্রস্তাব ইতোমধ্যে আপনাদের কাছে লিখিত থাকে তাহলে আজকে দিতে পারেন অথবা আগামী ২২ নভেম্বরের মধ্যে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন। আপনাদের কাছে পাঠানো আমন্ত্রণপত্রে একটি ই-মেইল এড্রেস আছে সেখানে পাঠালে আমাদের জন্য অত্যন্ত সহায়ক হবে এবং সেটিকে বিবেচনা করার ক্ষেত্রে আমাদের কাজ সহজতর হবে। আজকের বক্তব্যের শুরুতে আপনারা এখানে একাধিক পেশাজীবী সংগঠনের সদস্য উপস্থিত আছেন। প্রত্যেকে পরিচিত হব এবং তারপর বক্তব্য শুনব।

**(অতঃপর কমিশনে উপস্থিত অংশীজন তাঁদের নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন )।**

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

আমরা আজকে প্রথমেই এফবিসিসিআই এর পক্ষ থেকে উপস্থিত প্রতিনিধিদের বক্তব্য শুনব। সময়ের স্বল্পতার জন্য যেটি আমরা অনুরোধ করেছি, যদি ১০/১২ মিনিটের মধ্যে সংক্ষেপে আপনাদের বক্তব্য রাখেন এবং লিখিতভাবে আমাদের দেন তাহলে সুবিধা হবে।

ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই)।

**মিসেস নাসরিন বেগম** (চেয়ারম্যান, আরবিট্রেশন ট্রাইব্যুনাল) : ধন্যবাদ স্যার।

আমরা আসলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে দুই দিনের নোটিসে মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করছি। আজকে যে কথাগুলো বলব সেটি হয়তো একাডেমিক discussion এর মতো হবে। আজকে আপনাদের পরামর্শ বা দিকনির্দেশনা পাই সে অনুযায়ী যে সময় দিবেন পরবর্তীতে আমাদের একটি লিখিত সুপারিশ দাখিল করব, ইনশাল্লাহ। আলোচনার সুবিধার্থে প্রথমেই জানতে চাচ্ছি যে, as a whole সংবিধানের প্রস্তাবনা থেকে শুরু যে অনুচ্ছেদ ওয়ারি বিষয়গুলো রয়েছে, সেগুলোর প্রতিটির ওপর reflect করার সুযোগ থাকবে কি না এ বিষয়ে আমার একটু জানার দরকার আছে।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): আপনারা যে ফর্মেই জানাতে চান, সেটিই আপনাদের জন্য উন্মুক্ত। শুধু আপনারা না, আমরা যে কোনো প্রতিষ্ঠানকে সেটি বলেছি। এমনকি আমরা সিভিল সোসাইটির সদস্যদেরও বলেছি। সুনির্দিষ্টভাবে যদি অনুচ্ছেদ ধরে বলতে চান সেটিও আমাদের জন্য সহায়ক হবে। সামগ্রিকভাবে যদি কিছু মন্তব্য থাকে, সুনির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে যদি মতামত থাকে তাহলে সবকিছুই আমাদের সহায়ক হবে।

**মিসেস নাসরিন বেগম** (চেয়ারম্যান, আরবিট্রেশন ট্রাইব্যুনাল): ধন্যবাদ।

প্রথমেই যেটি মনে হয়েছে যে, বিভিন্ন সংশোধনীর কারণে সংবিধানের যে রূপ পাল্টে গিয়েছিল, সেটিকে যদি আমরা বিবেচনায় নেই, তাহলে একটি সময় হবে, যে সংস্কারের জন্য প্রস্তাব করা হবে আশা করি আমাদের কাছ থেকে ভবিষ্যতে প্রস্তাবনার অংশ বা প্রিম্বেলেও একটি সুপারিশ থাকবে। দ্বিতীয়ত বলছি যে, আমাদের সংবিধানে আছে যে, সকল নাগরিকের সমঅধিকার রয়েছে। ধর্ম বা বর্ণনির্বিশেষে সকলের যে বিষয়টি বলা হয়েছে, আমরা সেটিকে নিশ্চিত করার ব্যাপারে এই প্রস্তাবনা। আমরা আগেই বলেছি যে, আপনাদের কাছ থেকে একটি দিকনির্দেশনা পাওয়ার সুবিধার্থে আজকে আমরা একাডেমিক discussion এর মতোই আলোচনা করব। সেই হিসেবে আমরা বলতে চাচ্ছিলাম যে, তাদের কর্ম পালনের অধিকার নিশ্চিতকরণসহ সকলের মৌলিক যে অধিকার রয়েছে, সেই অধিকারগুলোকে যেন নিশ্চিত করা হয়। এই বিষয়টি আছে। কিন্তু এই বিষয়টি নিশ্চিত হচ্ছে কি না; এ বিষয়টির ব্যাপারে দিকনির্দেশনা করা যায় বা এ ব্যাপারে রাষ্ট্র কোনো ব্যবস্থা নিবে কি না; সেই ধরনের ব্যবস্থার ব্যাপারে আমাদের সুপারিশ থাকতে পারে। ব্যবসা বাণিজ্যে বিনিয়োগের স্বার্থে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণে জোর দিতে হবে। আমরা যেহেতু এফবিসিসিআইকে রিপ্রেজেন্ট করছি যে জন্য আমরা মনে করছি যে, ব্যবসা বাণিজ্যে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণের ওপর জোর দেয়া প্রয়োজন রয়েছে। ব্যবসা বাণিজ্য বান্ধব বিচারব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কিত বিচারকাজ দ্রুত সমাধানের জন্য জেলা পর্যায়ে পৃথক বিশেষ বেঞ্চ স্থাপন করা যেতে পারে। তা নাহলে দেখা যায় যে, এই দীর্ঘসূত্রিতার কারণে অনেক সময় ব্যবসা বাণিজ্যে ক্ষতি হয়ে যায় বা মানুষের বিনিয়োগের যে বিষয়টি থাকে সেটি থেকে তারা আস্থা হারিয়ে ফেলে। ব্যবসার খরচ হ্রাস ও সময়ের সাশ্রয়ের লক্ষ্যে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি কার্যক্রম জোরদার করা যেতে পারে। রাজনৈতিক দলগুলোর আয়-ব্যয় হিসাবের স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে তাদের তহবিল সংগ্রহের পদ্ধতিকে নিয়ম নীতির মধ্যে আনতে হবে। সেই সাথে রাজনৈতিক দলগুলোর আর্থিক বিবরণী প্রকাশ করতে হবে। শ্রমিক সংগঠনগুলো যাতে স্বতন্ত্রভাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে, সে বিষয়ে নীতিমালা থাকতে হবে। কোনো রাজনৈতিক দলের অনুগত হয়ে যাতে কোনো শ্রমিক সংগঠন পরিচালিত না হয় সে বিষয়ে আচরণ বিধি থাকতে হবে। শ্রমিকরা যাতে তাদের ন্যায়সঙ্গত মজুরি সময় মতো পেতে পারে, সে বিষয়ে নীতিমালা থাকতে পারে। আমরা এখনো দেখতে পাচ্ছি যে, শ্রমিকদের প্রাপ্য যে মজুরি, সেটি সময় মতো না পাওয়ার কারণে প্রায়ই বিশৃঙ্খলা দেখা দিচ্ছে। সুতরাং এ বিষয়টি নিশ্চিত করা জরুরি হয়ে পড়েছে। সে ক্ষেত্রে আমাদের প্রচলিত শ্রম আইন রয়েছে, সেই জায়গাগুলোতে আমাদের সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে বলে আমরা মনে করি। অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এমন কোনো কার্যক্রম যাতে পরিচালিত না হয়, সে বিষয়ে রাজনৈতিক দল, সামাজিক সংগঠনসমূহের সাথে ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে আচরণ বিধি প্রণয়ন করতে পারে। রাজনীতিবিদরা ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের জন্য রাষ্ট্রীয় সম্পদ যাতে ব্যবহার করতে না পারে সে বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা থাকতে হবে। এই নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়ন হচ্ছে কি না তা তদারকির জন্য বিশেষ কমিটি গঠন করা যেতে পারে। জনসাধারণের মৌলিক অধিকার যেমন- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা- প্রকৃত পক্ষে এই অধিকারগুলো নিশ্চিত হচ্ছে কি না; সে বিষয়টিকে আরও তদারকির মধ্যে আনতে হবে। নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর পদে পর পর দুইবার নির্বাচিত হলে বা একমেয়াদ বিরতির পর আবার নির্বাচন করার বিধান করা যেতে পারে। অনুৎপাদনশীল, অপ্রয়োজনীয় খাতে সরকারি ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে সরকারের প্রতিটি কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। জনবহুল ঢাকা শহরে নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য মেট্রোপলিটন সরকার গঠন করা যেতে পারে। এ সরকারের অধীনে জনসংখ্যার ভিত্তিতে ঢাকা শহরে কয়েকটি municipality থাকতে পারে। এগুলো হচ্ছে আমাদের তাৎক্ষণিক চিন্তা, সেটা আমরা জানালাম। এখান থেকে যদি আমাদেরকে কোনো পরামর্শ বা দিকনির্দেশনা দেন তাহলে আমরা এটাকে আরও elaborate করে পরবর্তীতে যেটা দেয়া হবে, সেটিতে অন্তর্ভুক্ত করব। একই সাথে স্যার আমাকে যদি অনুমতি দেন আপনি সময় দিয়েছেন ২২ তারিখ, এটিকে দুই দিন বাড়ানো যায় কি না। আসলে আমার ব্যক্তিগত একটি সমস্যা রয়েছে। আমার স্বামীর মৃত্যুবার্ষিকী আগামী ২৩ তারিখে। আমি একটু ঢাকার বাইরে যাব। এটি যদি ২৫ তারিখ করেন তাহলে আমার জন্য একটু উপকার হবে।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): অবশ্যই আমরা রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকেও ২৫ তারিখ পর্যন্ত চেয়েছি। সেহেতু আমরা এটি ২৫ তারিখ পর্যন্ত করলাম। আমার প্রক্রিয়া শুরু করার সময় যে তারিখ নির্ধারণ করেছিলাম সেটা আপনাদের জন্য যারা শেষের দিকে আসছেন তাদের জন্য অতি স্বল্প সময় হয়ে যাচ্ছে। আমরা বুঝতে পারছি। ফলে সকলের জন্যই আমরা সহজেই ২৫ তারিখ পর্যন্ত নিতে পারি। কারণ আমরা রাজনৈতিক দলগুলোর কাছেও ২৫ তারিখ পর্যন্ত আশা করছি। ফলে বাস্তবিকভাবে যতটা সম্ভব সেই অর্থে। আপনাদের কাছে হয়তো কিছু প্রশ্ন থাকবে। আমরা সকলের কথা শুনব। তারপরে আমাদের সহকর্মীরা প্রশ্নগুলো তুলবেন। এরপরে আমরা যাচ্ছি বাংলাদেশ ফেডারেল ইউনিয়ন অব জার্নালিস্টস (বিএফইউজে) এর প্রতিনিধিদের কাছে।

**জনাব কাদের গনি চৌধুরী**, মহাসচিব (বিএফইউজে) : আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই যে, বাংলাদেশের জনগণের কাছে তার মালিকানা ফিরিয়ে দেয়ার জন্য। আমাদের বর্তমান সরকার সংবিধান সংস্কারের উদ্যোগ নেয়ায় ধন্যবাদ জানাই। আপনাকে ধন্যবাদ জানাই একটি গুরু দায়িত্বভার আপনি কাঁধে নিয়েছেন।

আমি সূচনায় না গিয়ে সরাসরি বলি। ইতোমধ্যে অনেকগুলো প্রস্তাব এসেছে। আমাদের পক্ষ থেকে যে প্রস্তাবগুলো আমরা একটি দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্ট চাই। কেন আমরা পার্লামেন্ট দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট চাই এর পিছনে দেখেন যে, আজকে কারা সংসদে নির্বাচিত হয়ে আসছে? আপনি যদি টিআইবির রিপোর্ট দেখেন তাহলে সেখানে কারা? এর অধিকাংশ স্বল্প শিক্ষিত, সমাজের গডফাদাররা, ইয়াবা গডফাদাররা চলে আসছে, চাঁদাবাজরা চলে আসে। বিভিন্ন লোক সংসদে ভোটের মাধ্যমে চলে আসে, এটি অস্বীকার করার সুযোগ নেই। জ্ঞানী গুণী মানুষগুলো নির্বাচনে গিয়ে তাদের কাছে muscle man নেই, অর্থ নেই, সেই জন্য তারা নির্বাচিত হয়ে আসতে পারছেন না। আমি নাম উল্লেখ করতে চাই না নির্বাচিত হয়ে আসছে বিভিন্ন এলাকার গডফাদাররা, ইয়াবা ব্যবসায়ীরা। এরা পার্লামেন্টে কী ভূমিকা রাখবে? আপনি বলুন। একচেটিয়া ব্যবসায়ীরা চলে আসছে। কারণ রাজনৈতিক দলগুলো মনে করে যে, এদেরকে যদি আমি মনোনয়ন দেই, এরা তো নির্বাচিত হয়ে আসতে পারছে। আমাদের সরকার গঠনের জন্য এ ধরনের লোক দরকার। সুতরাং এরাই নির্বাচিত হয়ে আসছে। আমরা একটি সভ্য রাষ্ট্র, মানবিক রাষ্ট্র পাই না। পার্লামেন্টে জনগণের পক্ষে কথা বলার লোক থাকে না। পার্লামেন্টে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বিল পাস হয়ে যায়। বিলের বিষয়ে আলোচনা হয় না। এজন্য আমরা দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্টের কথা বলছি। যে পার্লামেন্টে নির্বাচিত যারা থাকবেন দেশের জ্ঞানী গুণীদের সমাবেশ ঘটবে উচ্চ কক্ষে। যে কক্ষে নিম্ন কক্ষের মতগুলো হয়তো সঠিক নয়, সেই মতামতগুলো উচ্চ কক্ষে গিয়ে বাতিল হয়ে যাবে। আপনি জানেন আমেরিকায় বহু নিম্ন কক্ষের সিদ্ধান্ত উচ্চ কক্ষে গিয়ে বাতিল হয়ে গেছে। এজন্য আমরা মনে করি, একটি মানবিক বাংলাদেশ যদি গড়তে চাই এবং সত্যিকার অর্থে আইনের শাসন চাই, তাহলে আমাদের জন্য একটি দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট একটি পার্লামেন্ট দরকার। আমি আবারও বলছি যে, যারা ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসে তাদেরকে আপনার বাদ দেয়ার সুযোগ নেই। ওখানে কারা আসছে? সেই বিবেচনা বোধ থেকে আমাদের একটি দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্ট খুবই জরুরি।

আরেকটি হচ্ছে- কার্যকর নির্বাচন কমিশন। কার্যকর নির্বাচন কমিশন কেন? গত ৩টি নির্বাচন যদি আপনারা দেখেন এ নির্বাচনে জনগণ ভোট দিতে পারেনি। আমি নিজেও আমার ভোট দিতে পারিনি। বাংলাদেশের মানুষ ভোট দিতে পারেনি। কারণ এই নির্বাচন কমিশন ব্যবস্থাকে এমন করেছে ওরা একটি দলের দাসে পরিণত হয়েছিল। আমরা দলের দাস, দলনির্ভর, দল কেন্দ্রীক নির্বাচন কমিশন চাই না। আমরা একটি স্বাধীন নির্বাচন কমিশন চাই। আমরা চাই যে, জনগণ যেন তার ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে পারে। কোনো দলের প্রতি যেন দায়বদ্ধ থাকতে না হয়। এমন একটি নির্বাচন কমিশন গঠনের বিষয়ে আমরা প্রস্তাব করছি। এ ব্যাপারে লিখিত দিব। আমি just pointগুলো বলে যাচ্ছি। আমরা আরেকটি বিষয়ে সবচেয়ে বেশি জোর দিচ্ছি। যেটি হচ্ছে- নির্বাচনকালীন একটি নির্দলীয় সরকারের পক্ষে। এটি আজকে বাস্তব সত্য যে, কোনো দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ এবং নিরপেক্ষ হতে পারে না। এ যুক্তির ওপর ভিত্তি করেই বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্ম হয়। দুর্ভাগ্য হলেও সত্য যে, জন আকাঙ্ক্ষাকে জলাঞ্জলি দিয়ে বিগত সরকার যে সরকারের পতনের পর এ ধরনের একটি সভা, মুক্ত পরিবেশে করতে পারছি। অতি উদ্দেশ্যে প্রণীতভাবে ফ্যাসিবাদি শাসনকে দীর্ঘায়িত করার জন্য ভোটাধিকার কেড়ে নেয়ার জন্য তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থাকে বাতিল করে দিয়েছে। আমি এখনো বিশ্বাস করি, বাংলাদেশে ভোট দেন, ৯০ শতাংশ মানুষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে বলবে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও মানুষের মতকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার জন্য এমন একটি ব্যবস্থাকে বাতিল করে দেয়া হয়েছে। আমি এই সভা থেকে ধিক্কার জানাই। আমরা মনে করি যে, জনগণের ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনার জন্য, জনগণের মালিকানা জনগণের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য একটি মানবিক রাষ্ট্র করার জন্য, একটি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গঠনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফিরিয়ে আনা অতীব জরুরি। এ ক্ষেত্রে আপসের কোনো সুযোগ নেই। কেন বলছি, দলীয় সরকার নির্বাচনে জয়লাভ করার পর সরকারি সম্পদ এবং সুযোগ সুবিধা প্রয়োগ করে নির্দ্বিধায় তাদের কার্য চালায়। তত্ত্বাবধায়ক সরকার হলে সেই সুযোগটা থাকে না। আমি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কথা বা নির্দলীয় সরকারের কথা বা নির্বাচনকালীন সরকারের কথা কেন বলছি; এ ধরনের সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে সরকার সমর্থিত সন্ত্রাসীরা, muscle manরা নির্বাচনের কেন্দ্র দখল, জাল ভোট প্রদান, জোর করে বিরোধী দলের বা ভিন্ন মতের লোকদের ভোটদান থেকে বিরত রাখার সুযোগ পায় না। আমি কেন নির্দলীয় সরকার, তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা নির্বাচনকালীন সরকারের কথা বলছি এ ধরনের সরকার থাকলে প্রশাসন নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারে। ফলে level playing থাকে। আমি কেন এ ধরনের সরকারের কথা বলছি? এ ধরনের সরকার থাকলে দিনের ভোট রাতে হওয়ার যে কলঙ্ক সেই কলঙ্কের নতুন অধ্যায় আর তৈরি হবে না। তাই আমি মনে করি যাদের অন্তত নূন্যতম গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ আছে, ভোটাধিকারের প্রতি যাদের সম্মান আছে, তারা অন্তত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করবে না। আমি এ বিষয়টিকে নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করছি।

আরেকটি বিষয়- যেটি হলো ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠা। আপনারা জানেন ভোটাধিকার হরণ, জনগণের বাকস্বাধীনতাকে কেড়ে নেয়া, মৌলিক অধিকার কেড়ে নেয়া এবং মৌলিক অধিকারের প্রতিটি পদে পদে রাষ্ট্র যে প্রতারণা করেছে, সেটা থেকে মুক্তি। বৈষম্যমূলক যে আচরণ, নিরাপত্তা হেফাজতে যে মৃত্যু, আয়নাঘরের যে সৃষ্টি, গুম খুনের যে নজির স্থাপন, রাজপথে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর যে বেপরোয়া

আচরণ, বিদেশে অর্থ পাচার, শেয়ারবাজারে কেলেঙ্কারি, মানবাধিকার লঙ্ঘন, দুর্নীতির সর্বগ্রাসী যে আক্রমণ, সেটির প্রতিকার পেতে হলে সাংবিধানিক ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আমি কোনো বিকল্প দেখছি না। আমি মনে করি যে, এতে সরকারও অনেকটা পার পেয়ে যাবে। এই ন্যায়পালের কাছে সবকিছু যাবে। ফলে সরকারের জবাবদিহিতা অনেকটা কমে যাবে। যার কারণে ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠার জন্য জোর দাবি জানাচ্ছি। সব শেষে যেটি আমি বলব, সেটি পঞ্চদশ সংশোধনী। এই পঞ্চদশ সংশোধনীকে আমি মনে করি সংবিধানের বুকে একটি কুঠারাঘাত। আমি মনে করি, পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানকে কলুষিত করেছে। পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের সাথে চরম এক প্রতারণা করা হয়েছে। আমি মনে করি, পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে জনগণের যে অধিকার, সেই অধিকারের প্রতি চরম ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে মানুষের মৌলিক অধিকার ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। তাই আমি এই পঞ্চদশ সংশোধনী অবিলম্বে বাতিল বা যেসব ক্ষেত্রে ফ্যাসিস সরকার তাদের ব্যক্তি স্বার্থে, তাদের দলীয় স্বার্থে, তাদের নেতার স্বার্থে ব্যবহার করেছে, সেসব জায়গাগুলোকে সংশোধন করে এই পঞ্চদশ সংশোধনী হয় বাতিল অথবা সংশোধনী আনার জন্য। এক ব্যক্তি, এক পরিবারের পুজার জন্য এ ধরনের একটি সংশোধনী আনা হয়েছিল। আমি বিশদ কথা বলতে পারতাম। এ বিষয়ে আমি বিশদ না বলে শুধু ক্লুগুলো দিলাম। শীঘ্রই লিখিতভাবে আমরা আমাদের যুক্তিগুলো তুলে ধরব। সব শেষ যে কথা আমরা বলব, সেটি হলো বাংলাদেশের মানুষ যাতে বাকস্বাধীনতা পুরুটা পায়। শুধু শুধু এটা সংবিধানে থাকবে, কিতাবে থাকবে তা নয়। মানুষ যেন সেটা enjoy করতে পারে। আমরা একটি মানবিক বাংলাদেশ চাই। যে বাংলাদেশে গুম থাকবে না, খুন থাকবে না, লুট থাকবে না। আমার বোনেরা নির্বিঘ্নে চলতে পারবে। তারা ধর্ষিত হবে না। আমরা এমন একটি বাংলাদেশ চাই, যেখানে বিদেশে টাকা পাচার হবে না। আমরা এমন একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা চাই, এমন একটি বাংলাদেশ চাই যেখানে একই সাজায় খালেদা জিয়া নির্বাচন করতে পারে না, নাজমুল হুদা একই সাজা পেয়ে নির্বাচন করতে পারেন, হাজী সেলিম পারেন। এই অসভ্যতাকে আমরা দূর করতে চাই। আমরা সভ্য বাংলাদেশের নাগরিক হতে চাই। আমরা আশা করি, আলী রীয়াজ আপনি জাতির বিবেক। আমি আপনাকে দীর্ঘদিন যাবৎ চিনি। আপনি এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবি ছাত্র ছিলেন। আজকে জাতির এই দুঃসময়ে ফ্যাসিবাদ যখন বাংলাদেশে জেঁকে বসেছে আপনার লেখনি আমাদের উৎসাহিত করেছে। উজ্জীবিত করেছে। আপনাকে আজকে এখানে নেতৃত্বে দিয়েছে। আপনার কোনো দলের প্রতি পিছুটান নেই। আপনার কোনো স্বার্থ নেই, এটি আমি বিশ্বাস করি। এই আশা নিয়ে আমরা এখানে এসেছি। আমরা বিশ্বাস করি যে, আপনি এমন একটি সংস্কার প্রস্তাব দিয়ে যাবেন, যাতে আমরা একটি মানবিক বাংলাদেশ পাই। যাতে শোষণ বঞ্চনার শিকার আমাদেরকে হতে না হয়। বাংলার মানুষকে যেন তার ভোটাধিকার হারাতে না হয়। যেন কোনো fascism জেঁকে বসতে না পারে। সে ধরনের একটি প্রস্তাবনা আপনি দিবেন। এই সংস্কার কমিটি বা এই সরকারের পক্ষে এটি করা যায় কি যায় না। সরকারের পক্ষে কতটুকু করা যায় বা না যায়। আপনারা যে উদ্যোগ নিয়েছেন এটি অত্যন্ত ভালো দিক। আপনারা একটি প্রস্তাবনা দেন। সেই প্রস্তাবনা এই সরকারও করতে পারে। যদি আইনি কোনো বাধা থাকে তাহলে পরবর্তী সরকার করবে। কিন্তু উদ্যোগটা যেন ভেস্তে না যায়। এগুলো সফল হোক। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

আমাদের সঙ্গে এখন যোগ দিয়েছেন ইন্সটিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারসের পক্ষ থেকে দুইজন প্রতিনিধি। আমরা তাদের কাছে আসব। রেকর্ডের জন্য প্রথমেই আপনারা আপনাদের পরিচয় দেন। পরবর্তীতে সিনিয়র এডভোকেট মাহবুব উদ্দিন খোকন বলবেন। তারপরে আপনাদের কাছে বক্তব্যের জন্য আসব।

**(অতঃপর কমিশনে উপস্থিত অংশীজন তাঁদের নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন )।**

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): বিএফইউজে এর পক্ষ থেকে আরেকটু সংযুক্তি আছে।

**জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম**, কোষাধ্যক্ষ (বিএফইউজে) : ধন্যবাদ স্যার।

আমি প্রথমেই জুলাই আগস্ট বিপ্লবে যারা শাহাদতবরণ করেছেন তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। আহত অবস্থায় যারা এখনো চিকিৎসাধীন আছে তাদের সুস্থতা কামনা করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। আমার অল্প একটু বক্তব্য। হাতে লেখা বক্তব্য। ইনশাল্লাহ, পরবর্তীতে আমি লিখিতভাবে আপনাদের কাছে দিব। প্রথমেই আমি যেটা বলতে চাচ্ছি "সংবিধানের মূল ভূমিকায় আল্লাহর ওপর আস্থা বিশ্বাস থাকতে হবে এবং সেটা হবে সংবিধানের সব আইনের মূল ভিত্তি। সংবিধানের অন্যান্য ধারা বা অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই বলা হউক তা যদি এই মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তবে বাতিল বলে গণ্য হইবে।" দ্বিতীয়ত বর্তমান সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার যে ৪টি মূলনীতি রয়েছে, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ ও জাতীয়তাবাদ। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে আমি জানি যে, এই ৪টি নীতির একত্রে অবস্থান একটি রাষ্ট্রে থাকতে পারে না। প্রতিটি নীতি, আদর্শ একে ওপরের সাথে সাংঘর্ষিক বা পরস্পর বিরোধী। যা অবসান হওয়া প্রয়োজন। আমার পরামর্শ হচ্ছে- রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হবে গণতন্ত্র বা জনগণের মতামত।

তৃতীয়ত নির্বাচন পদ্ধতি হতে হবে আনুপাতিক হারে। দলের প্রতীকে নির্বাচন হবে। দল থেকে মনোনয়ন দিবে। সে হবে সংসদ-সদস্য। তার কাজ হবে আইন প্রণয়ন করা অথবা আইন প্রণয়নে সহযোগিতা করা। বিদ্যমান অবস্থায় সংসদ-সদস্যরা এলাকার সব উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মূল ব্যক্তি। আর এ কারণেই আইন প্রণেতারা হয়েছেন এলাকার বড় মাস্তান বা গডফাদার। আমার মতে উন্নয়ন কার্যক্রম করবেন স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিরা। যেমন- উপজেলা চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, শহর অঞ্চলের পৌর মেয়র এবং কমিশনার, সিটি করপোরেশন এলাকায় সিটি মেয়র এবং কমিশনারগণ। সর্বপরি সংসদীয় আসনে রাষ্ট্রের কোনো ক্ষুদ্র একক বা ইউনিট নয় যে এক একটি আসন থেকে ভোট বা অন্যান্য ভোটের মাধ্যমে পাস করে এলে তিনি হয়ে যাবেন সর্বেসর্বা। এতে অন্য ভোটারদের ভোটের কোনো মূল্যায়ন থাকে না। আসন ভিত্তিক নির্বাচনে সত্যিকার অর্থে জনগণের মতামতের প্রতিফলন ঘটে না। এই পদ্ধতিতে বারবার শাসক গোষ্ঠী ক্ষমতার দাপটে স্বৈরাচার হয়ে উঠেছে। ভবিষ্যতেও তাই হবে। সুতরাং এই পদ্ধতির অবসান ঘটিয়ে আনুপাতিক হারে নির্বাচনের পদ্ধতি সংবিধানে সংযোজন করতে হবে। সবাই মিলে দেশ গঠন করতে হবে। ছোট, বড় সব দল মিলেই দেশ গঠন করতে হবে। জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। ঐক্যবদ্ধ জাতি ছাড়া দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। একটি ঐক্যবদ্ধ জাতিকে কেউ পরাভূত করতে পারে না। ভোটের আনুপাতিক হারে নির্বাচন হলে অতি ক্ষুদ্র দলেরও অংশগ্রহণ থাকবে জাতীয় সংসদে। তারাও দেশ গঠন বা আইন প্রণয়নে তাদের মতামত দিতে পারবেন। চতুর্থ- আস্থা ভোটের ব্যবস্থা থাকতে হবে। তাহলে সরকারের স্বৈরাচার হয়ে ওঠার প্রবনতা কমে যাবে। পঞ্চম: সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭০ বাতিল করতে হবে। ষষ্ঠ: সংসদের মেয়াদ হবে ৪ বছর। সাপ্তম: রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য তৈরি করতে হবে। অষ্টম: জুলাই ২০২৪ ছাত্র গণঅভ্যুত্থানকে ধারণ করে সংবিধানকে নতুন করে লিখতে হবে। বিদ্যমান সংবিধানের ওপরে কিছু ঘষামাজা করে সংশোধন কাজ শেষ করা ঠিক হবে না।

ধন্যবাদ স্যার।

আসসালামু আলাইকুম।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

আপনাদের লিখিত প্রস্তাব অনুমান করছি যে, এগুলো আমাদেরকে দিবেন।

আমরা এখন আসছি সিনিয়র এডভোকেট মাহবুব উদ্দিন খোকনের কাছে। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশনের দুইজন প্রতিনিধি আছেন।

**অ্যাডভোকেট মোঃ শফিকুল ইসলাম**, নির্বাহী সদস্য (বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশন) : ধন্যবাদ স্যার।

আমি মোঃ শফিকুল ইসলাম বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতির কার্যকরি সদস্য।

আমার প্রথম প্রস্তাব হচ্ছে যে, আমাদের preamble আছে, preamble এর দ্বিতীয় প্যারায় যে সংশোধনী এনেছে, সেই সংশোধনীতে আপনি দেখবেন যে, আমাদের উল্লেখ ছিল সর্ব শক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখিয়া এ কথাটি প্রতিস্থাপন করে ধর্মনিরপেক্ষতা দেয়া হয়েছে, এটি আবার পুনর্বহাল করতে হবে। পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে যে সংশোধনী করেছে এটি আবার পূর্বের অবস্থায় যেতে হবে। আর দ্বিতীয় প্যারাতে আরেকটি নতুনভাবে যুক্ত করতে পারেন। আমি এভাবে বলছি। পরে আমি লিখিত দিব। সেটি হচ্ছে জুলাই আগস্ট ২০২৪ এ ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে স্বৈরতন্ত্রের পতন ঘটিয়ে সাম্যের বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা অন্যতম মূল নীতি হইবে। এই বিষয়টি দ্বিতীয় প্যারার সঙ্গে আপনারা যুক্ত করতে পারেন। অনুচ্ছেদ ৪(ক) যেটি সংশোধনী করা হয়েছে। ৪(ক) তে যেটি এনেছে। যেহেতু জাতির পিতার প্রতিকৃতি, এটি বাতিল করিতে হইবে। পূর্বে যেমন ছিল, ৪(ক) তে সব জায়গায় রাষ্ট্রপতির প্রতিকৃতি থাকবে, এটি পুনর্বহাল করতে হবে। জাতির পিতার প্রতিকৃতি এ কথা বাদ দিতে হবে। পরবর্তীতে অনুচ্ছেদ ৭(ক) যেটি পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনা হয়েছে। ৭(ক) তে সংবিধান বাতিল, স্থগিত ইত্যাদি অপরাধ। যে বিষয়টি পুনর্বেশিত করা হয়েছে, এটি বাতিল করতে হবে। কেন না ৭(ক) দিয়ে মনে হচ্ছে যে, সংবিধান একটি পেনাল ল' এর মতো মনে হচ্ছে। যেহেতু আপনি sedition বলেন, সেটি স্পেশালি আমাদের পেনাল কোডের সেকশন ১২৪ এ স্পেসিফাই করা আছে। কোন কোন কাজগুলো sedition বা রাষ্ট্রদ্রোহিতা হবে।

আমি মনে করি ৭(ক) যেটি এনেছে, এটি ফ্যাসিস সরকারের সহায়ক হিসেবে ৭(ক) এনেছে, এটি বাতিল করতে হবে। একই সাথে ৭(খ) যেটি আছে, যেটি তারা পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংশোধন করেছে, যেটি মৌলিক বিধানাবলী সংশোধন অযোগ্য। আপনারা জানেন সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পার্লামেন্ট সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলী পরিবর্তন করবে। সেখানে প্রসিডিউর দেয়া আছে টু থার্ড মেজরিটি। এখন ৭(খ) এর মাধ্যমে সেই পাওয়ারটা স্থগিত করে রাখা হয়েছে। আমি মনে করি ৭(খ)টি বাতিল করিতে হবে। এরপর আছে অনুচ্ছেদ ৮(ক) আপনার fundamental principle of state policy. এখানে ৮(১) এবং ১(ক) দুই জায়গাতেই আপনার

সর্ব শক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা, এটি বাদ দিয়ে তারা ধর্ম নিরপেক্ষতা করেছে। আমি মনে করি ধর্ম নিরপেক্ষতা বাদ দিয়ে আবার সর্ব শক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস এই কথাটা প্রতিস্থাপিত হবে। আগে যা ছিল as it is আসতে হবে। এরপর বর্তমান সংবিধানের ৯ এ যেটি বলা আছে, এটি আমার ব্যক্তিগত মতামত। আপনারা বিবেচনায় নিতেও পারেন। এখানে বলা আছে 'জাতীয়তাবাদ'। জাতীয়তাবাদে বলা আছে ভাষাগত, সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালি, এখানে একক সত্তার। আমি এখানে মনে করি যেটি, বিভিন্ন সত্তা আসতে পারে। কারণ আমরা বাঙালি। কৃষ্টি কালচারে দেখা যাচ্ছে যে, যারা সাওতাল বলেন বা হাজন বলেন বা অন্য সম্প্রদায় আছে, তারা কিন্তু বাঙালি না। কারণ আপনারা যখন এখানে একক সত্তা দিবেন তখন তাদের বাদ পড়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে। আমি মনে করি, এখানে একক সত্তার জায়গায় বিভিন্ন সত্তা আনলে সকলকে include করা যাবে। যেখানে বাঙালি কথাটা আছে সেখানে আপনারা বাংলাদেশি দিতে পারেন। আগে যেটি বাংলাদেশি ছিল। এই পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাঙালি কথাটি এনেছে। আপনারা চাইলে বাঙালির জায়গায় বাংলাদেশি দিতে পারেন। আর আগের সংবিধানে যেটি ছিল, অনুচ্ছেদ ৯ এবং ১০। স্থানীয় শাসনসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন এবং জাতীয় জীবনে মহিলাদের অংশগ্রহণ। ৯ এবং ১০ যেটি ছিল, আমার মতে আপনারা আবার পুনর্বহাল করতে পারেন। যেটা পঞ্চদশ সংশোধনীতে বাদ দেয়া হয়েছে। পঞ্চদশ সংশোধনীতে যেটা ছিল সেটি আবার পুনর্বহাল করতে পারেন। বর্তমানে অনুচ্ছেদ ১২ তে রয়েছে, ধর্ম নিরপেক্ষ, ধর্মীয় স্বাধীনতা। এটি আমার মতে আপনারা বাতিল করতে পারেন। অনুচ্ছেদ ১২ secularism যেটি আছে। এরপর যেটা most importantly. যেহেতু আমরা সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশনকে represent করছি। অনুচ্ছেদ ২২ নিয়ে আমি একটু বলতে চাই। আপনারা জানেন বিখ্যাত মাসদার হোসেন মামলায় ২০০৭ সালে জুডিশিয়াল separate হয়েছে। এটা কাগজে কলমে separate হয়েছে। প্রকৃত অর্থে যে separation, সেটা কিন্তু আমরা প্রতিষ্ঠা করতে পারি নাই। কারণ আপনারা দেখেন এখনো আমাদের বিচার বিভাগের জন্য আলাদা কোনো সচিবালয় নেই। যার দরুন আমাদের বিচারক যারা রয়েছেন, from higher judiciary to lower judiciary, their controll by the Ministry of law. আমি মনে করি অনুচ্ছেদ ২২ এ আমাদের যে spirit, এটি যদি আপনি able করতে চান, তাহলে অবশ্যই পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আপনারা জানেন বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি already ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন যে, তাঁর মেয়াদেই এটা করবেন। আরেকটি বিষয় আছে যে, আমাদের বিচারকদের যে নিয়ম ও শৃঙ্খলা বিধি। এই নিয়ম ও শৃঙ্খলা বিধি এখনো প্রণয়ন করা হয়নি। আমি মনে করি যে, নিয়ম ও শৃঙ্খলা বিধি অনুচ্ছেদ ২২ এর আলোকেই ব্যবস্থা নিতে পারেন। সুতরাং অনুচ্ছেদ ২২ এর ক্ষেত্রে আমার specific পরামর্শ হচ্ছে যে, বিচার বিভাগ পৃথকীকরণে স্পিরিট, এটাকে বাস্তবায়ন করতে হবে। এখানে time frame দেয়া নেই। যার সুবিধা নিচ্ছে বিভিন্ন সরকার। আমি মনে করি এটার specific করে এটা সংবিধানে time frameটি দিতে পারেন যে, এত সময়ের মধ্যে আপনাদেরকে অবশ্যই বিচার বিভাগের separate সচিবালয় এবং বিচারকদের নিয়ম শৃঙ্খলা বিধি প্রণয়ন করতে হবে। এটা আপনারা অনুচ্ছেদ ২২ এ আর্টিকেল specifz করতে পারেন। এরপর অনুচ্ছেদ ৪৮ এ রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, প্রধানমন্ত্রী একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। অনুচ্ছেদ ৪৮ এ এসে আপনি রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতায় ভারসাম্য আনতে পারেন। কারণ রাষ্ট্রপতির প্রতিটি কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ নিতে হচ্ছে। এ জন্য দেখা যাচ্ছে check and balances দরকার। অনুচ্ছেদ ৪৮(৩) অনুযায়ী আমার পরামর্শ হচ্ছে ভারসাম্য আনবেন। article fifty seven এ যেটা আছে- আমাদের প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ। সে ক্ষেত্রে আমার প্রস্তাবনা হচ্ছে "কোনো ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পর পর দুইবারের বেশি নির্বাচিত হইয়া দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন না।" আমি মনে করি এটা ভালো হবে। আপনারা আর্টিকেল সেভেনে add করতে পারেন। আর একটি বিষয় already এসেছে। অনুচ্ছেদ ৫৮(খ) (গ) (ঘ) (ঙ) যেটা আমাদের caretaker government ছিল। যেটা ত্রয়োদশ সংশোধনীতে বিচারপতি লতিফুর রহমানের মাধ্যমে এসেছিল। এটা পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাতিল করা হয়েছে। আমি মনে করি যে, বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা আবার free fair, impartial করার জন্য। অনুচ্ছেদ ৩৮ এ যে caretaker government আছে, এটি আবার আপনারা পুনর্বহাল করতে পারেন। এরপর আছে অনুচ্ছেদ ৬৫। আপনারা জানেন, এই জাতীয় সংসদে বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান একটি প্রস্তাবনা দিয়েছেন যে, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট হইবে এবং দ্বিকক্ষ বিশিষ্টের ক্ষেত্রে তিনি একটি upper house এর ধারণা দিয়েছিলেন। সেটিই আমি বলছি যে, দেশে প্রথাগত রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত নন, কিন্তু দেশ গঠন, উন্নয়ন ও পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে চান এমন অসংখ্য জ্ঞানী গুণী শিক্ষক, শিল্পী, সাহিত্যিক, আইনজীবী, সাংবাদিক, গবেষক, চিকিৎসক, বিশেষজ্ঞ, মানবাধিকার কর্মীদের সমন্বয়ে অনধিক ১০০ জন সদস্য বিশিষ্ট উচ্চ কক্ষ গঠিত হইতে পারে। আপনারা জানেন যে, human rights commission ২০০৯ এর seven অনুযায়ী যেভাবে মানবাধিকার কমিশন গঠনের বিষয়ে বলা হয়েছে, চেয়ারম্যান বা অন্যান্য মেম্বারদের নিয়ে সার্চ কমিটি গঠনের কথা বলা আছে- আপনারা চাইলে ওই আইনের মতোই একটি সার্চ কমিটির মাধ্যমে উচ্চকক্ষের প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারেন এবং নিম্নকক্ষের ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি যে, আমাদের বর্তমান সংবিধানে যে সংসদ চালু রয়েছে, যারা সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হবেন, তারা নিম্ন কক্ষের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হতে পারেন। আপার হাউসে representative দ্বারা হতে পারে। আর্টিকেল ৭০ যেটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অনুচ্ছেদ ৭০ এ যেটি বলা আছে, কোনো সংসদ

সদস্য তার দলের বিরুদ্ধে ভোট দিতে পারে না। আমি বলি এটা উচিত না। আপনাদের এটাতে সংশোধনী এনে অবশ্যই member of parliament থাকবেন, কিছু কিছু বিষয়ে তারা মনে করলে নিজ দলের বিরুদ্ধে ভোটদান করতে পারবেন। এটা পুনর্বহাল করা উচিত। এরপর যেটা এসেছে যে, ombudsman বা article 77 এ যে ন্যায়পাল। আইনে ন্যায়পালের কথা বলা আছে। কিন্তু তা বাস্তবায়নে নেই। আমি মনে করি যে, এখন সুযোগ এসেছে স্যার। আপনাদের মাধ্যমে ন্যায়পাল নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। সুনির্দিষ্ট time frame দিয়ে আপনারা অবশ্যই ন্যালপাল নির্ধারণ করার জন্য বলবেন। আরেকটি গুরুত্বপুর্ণ যেটি অনুচ্ছেদ ৯৫ তে আছে। আমরা যেহেতু হাইকোর্টে আছি। অনুচ্ছেদ ৯৫ এ বিচারক নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ৯৫ এ বিচারক নিয়োগের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোনো নীতিমালা নেই, যার দরুন দেখা যাচ্ছে যে বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে অনেক অনিয়ম দেখা যায়। আমি মনে করি, article 95 এ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট হাইকোর্ট বিভাগে বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে একটি নীতিমালা প্রণয়নের জন্য সুপারিশ করতে পারেন। আমার সর্বশেষ suggestion আর্টিকেল ১০৬। যেটা আপনারা already দেখেছেন। আমাদের অন্তবর্তী সরকারের ক্ষেত্রে একটি রেফারেন্স আর্টিকেল ১০৬ অনুযায়ী honorable appellate divission একটি মতামত নিয়েছিলেন। ১০৬ যে একটি কথা নেই, সেটি আপনারা চাইলে add করতে পারেন যে, “দেশে কোনো সংবিধানিক সংকট তৈরি হইলে আপিল বিভাগ রাষ্ট্রপতিকে মতামত প্রদানের মাধ্যমে সংকট নিরসনে ভূমিকা রাখতে পারেন।” এই কথাটি উল্লেখ নেই। যেহেতু এ রকম একটি অবস্থা তৈরি হয়েছিল। আমি মনে করি সাংবিধানিক সংকট এই শব্দটি আপনি সন্নিবেসিত করতে পারেন। আমার এটা লিখিত দেয়া আছে। আপনাদের যে সময়সীমা দেয়া আছে, সেই সময়সীমার মধ্যে মেইল করে আবার আপনাদের এটা দিয়ে দেব। আমাকে এখানে কথা বলার সুযোগ দেয়ার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ।

আসসালামু আলাইকুম।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

অ্যাডভোকেট মাহবুব উদ্দিন খোকন আপনি কি এর সঙ্গে কিছু যুক্ত করবেন।

**অ্যাডভোকেট মাহবুব উদ্দিন খোকন**, সভাপতি (বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশন) : ধন্যবাদ।

সরকার কর্তৃক মনোনীত সংস্কার কমিটির সম্মানিত চেয়ারম্যান, মেম্বারগণ এবং এখানে যারা আসছেন, বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করছেন।

আমি বিস্তারিত একটু পরে যাব। আমি প্রথমেই বলতে চাচ্ছি যে, যেটি আমি সব সময় বলে আসছি। সংবিধান সংশোধন করতে হবে। অবশ্যই সংশোধন করতে হবে। অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ হচ্ছে, 7(A) & (B). একটি সংবিধান পরিবর্তন করতে পারবে না! সারা পৃথিবীতে এ রকম কোনো নজির নাই। নজিরবিহীন। সংবিধানের সংশোধন দরকার আছে। আলোচনা বা খুব আলোচনা হচ্ছে যে, amendmend প্রয়োজন বা আবার কেউ বলে rewrite করতে হবে। নতুন করে সংবিধান প্রণয়ন করতে হবে। sound is very good but how are you going to be enforce it.

আমরা কেউ enforce করব বা অন্তবর্তী সরকার কীভাবে address করবে। এ সরকার কোটি কোটি মানুষের আকাঙ্ক্ষার ফসল। অনেকে আত্মহুতি দিয়েছেন। কমপক্ষে দেড় হাজার লোক আত্মহুতি দিয়েছেন। তাদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। যারা আহত হয়েছেন তাদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। Are you going to the enforce the proposed amendment or rewrite the constitution? Who are under the constitution? Have we the power to amend it? অনেকের আলোচনা আছে যে, আমরা গণভোটের মতো একটি আয়োজন করব বা শুধু সংবিধান বা অনুমোদনের জন্য আমরা একটি প্রতিনিধি নির্বাচন করব। এখনো অর্ন্তবর্তী সরকার সংবিধানের ধারাবাহিকতায় আছে। We have not having martial law বা বিপ্লবী কোনো সরকার বা সংবিধান বা কোনো আইনকানুন কিছু নাই। আমরা কিন্তু still depends of this constitution. এ প্রশ্নের উত্তর কিন্তু আমার কাছে এখনো আসে নাই। আমি আইনজীবী হিসেবে practice করছি। আইন বিষয়ে হিসেবে পড়াশুনা করেছি। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পড়ালেখা করেছি। ২০০৮ সালের পার্লামেন্টে ৩০জন এমপির মধ্যে আমি একজন ছিলাম। আমার কাছে এখনো এর answer আসে নাই যে আমরা এটা কীভাবে করব? Amendment বলেন বা নতুন করে সংবিধান লেখা বলেন। বর্তমান সরকার অর্ন্তবর্তী সরকার, সেই সরকারের ১০০ দিন হয়ে গেল। এ রকম কোনো আমরা কর্মকাণ্ড দেখছি না যে তারা radical কোনো চেঞ্জ করবেন। যেমন ধরেন ইরানে সরকার আসার পরে পরিবর্তন হয়ে গেছে। আগের constitution নেই। সেখানে ইসলামি আইন হয়ে গেছে। আফগানিস্তানে পরিবর্তন হয়েছে। total redical change তাহলে ওই sisuation আসতে পারে বা communism আসছে। change আসতে পারে। কিন্তু এখানে redical change কোনো কিছু নেই। hundred daysতে আমরা এমন কোনো spirit দেখছি না। আমরা কীভাবে approved করব। অনেকের ধারণা সংবিধান পরিবর্তন। এটি হলো first question যে খুব difficult situation হয়ে যেতে পারে। আর সংবিধান যদি বাতিল করি। অনেকে খুব emotional বক্তব্য রাখবে সংবিধান বাতিল

করলে। সংবিধান বাতিল করলে আমরা রাজনৈতিক সংকটে পড়ে যাব। মানুষ কিন্তু ১৬-১৭ বছর আন্দোলন করছে এবং ছাত্ররা সামনে আসার পর সেখানে ধরেন ১ লক্ষ লোক ছিল। কিন্তু ১৫ থেকে ২০ লক্ষ লোক নিয়ে সমাবেশ করেছি, সরকার পরিবর্তন হয়নি। পুলিশ ছিল আগের সরকারের ভিত্তি বা ফাউন্ডেশন। পুলিশ confederation এ চলে গেল। কারণ Government was based on the police and RAB. ছাত্ররা confederation এ যাওয়ার পর সরকারের পতন হলো। সেখানে ছাত্রদের দাবি ছিল চাকরি ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করতে হবে, সংস্কার করতে হবে। সমগ্র দেশবাসী তাতে সমর্থন দিয়েছে। আমি নিজেও মাঠে ছিলাম। ওটাই mandate ছিল। ওটাই peoples support দিয়েছে। তারা আজকে রাষ্ট্রীয় সংস্কারের কথা বলছেন, রাষ্ট্রীয় সংস্কারের বক্তব্য তো সে সময় দেন নাই। তখন তো রাষ্ট্রীয় সংস্কারের question আসবে। সেই সময় কিন্তু mandate ছিল না। These are duty of the politicians. আমরা যদি রাষ্ট্রীয় সংস্কার করতে যাই, এই সরকার, ওই সরকার, তাহলে কতটুকু আগাতে পারব। মনে রাখতে হবে যে, জাতি কিন্তু বিভক্ত রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে। আমরাতো নির্বাচনি এলাকা maintain করি। আমি নিজেও গতকাল এলাকায় ছিলাম। প্রতি weekend এ এলাকায় থাকি। নোয়াখালী-১ এ। সচেতন লোকের বেশির ভাগ রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ। ঠিক আছে- সংবিধান সংশোধন হবে কি হবে না, এ জন্য একটি গণভোট বা কিছু একটা ইলেকশন করেন যদি। আমার মনে হয় যে, এখানে ১৫% লোক ভোট দিতে আসবে না। কারণ এখানে রাষ্ট্রগত ক্ষমতায় কারা আসছে তাতে পরিবর্তনের কিছু নাই। আমাদের জন্য সংবিধান গুরুত্বপূর্ণ। সচেতন নাগরিকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষিত লোকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। মানবাধিকার কর্মীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। গ্রামের মানুষের জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ না। তাদের কাছে হলো চালের দাম কোন সরকার কম রাখছে। মাছের দাম কম রাখছে। ডালের দাম কম রাখছে। হানাহানি কম। মারামারি কম। চুরি ডাকাতি কম। আমরা খেয়ে পরে বাঁচতে পারছি কি না। That is their concern. আমরা referendum বা গণভোটে যাব। সেখানে suppose ১৫% ২০% ভোট পড়ে। আমরা সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতা চাই। আমরা সরকারকে support দিতে চাই। তাহলে এটা loss করবে। একটি পক্ষ ভোট দিবে না আর অন্য পক্ষ ভোট দিবে। আমরা referendum এ যদি পুলিশ involve হয়, ভোট বাড়ানোর জন্য তাহলে আবার বিতর্ক সৃষ্টি হবে। এ জন্য very very important is this a question now. Enforcement of the propose amendment of the constitution or reject in of the constution. আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি বর্তমান সংবিধান বাংলাদেশে চলতে পারে না। অনেকগুলো প্রভিশন আছে, যেটা অকার্যকর। আমরা যদি নতুন করে লিখতে যাই। আমরা বলছি যে, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ। আরেক জনে বলতে পারে বাঙালি জাতীয়তাবাদ। এই আমার ভাই বললেন যে, ইসলামি জাতীয়তাবাদ। এই মৌলিক বিষয় থেকে জাতি বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। মৌলিক কিছু কিছু বিষয়ে জাতি বিভক্ত হয়ে যাবে। আমরা তাহলে এগিয়ে যেতে পারব না। সেটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। যেগুলো আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাকে শক্তিশালী করার জন্য করেছিল। আমি মনে করি যে, সেগুলো সংশোধন হওয়া উচিত। আর দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্টের কথা আলোচনায় আসছে। এই Idea is very nice. ১৭ কোটি বা ১৮ কোটি মানুষের দেশ। একটি কেন্দ্রীয় সরকার সবদিক খেয়াল রাখতে পারে না। প্রত্যেক সরকারের সময় কোনো এলাকার উন্নয়ন হয়। এক এলাকা বা দুই এলাকার উন্নয়ন হয়। আর অন্য জায়গায় উন্নয়ন হয় না। আমি মনে করি যে, দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্ট থাকা উচিত। তবে কী রকম হবে? যেমন হাউস House of Commons. আমাদের যেটা জাতীয় সংসদ।

উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষে যদি নির্বাচিত প্রতিনিধি হয়। উচ্চকক্ষে বেশির ভাগ মনোনীত হবে, পেশাজীবী হবে। এখন নিম্নকক্ষ জনগণের প্রতিনিধি করে যে কক্ষের যদি যে কোনো প্রস্তাব বাতিল করে দেওয়ার ক্ষমতা থাকে তাহলে তো এটা conflicting হবে। জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা-চেতনার conflicting হবে। আবার শোনা যাচ্ছে যে, মনোনীত করা হবে। পত্রপত্রিকায় আসছে যে, রাষ্ট্রপতি ২০% মনোনীত করবে। তিনি নির্বাচিত হয়ে এসে elected mandate-এ তিনি বৈরি ভোট দিবে, হারিয়ে দিবে এবং defect দিবে, সেটি তো হয় না।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): অ্যাডভোকেট মাহবুব উদ্দিন খোকন আপনার বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সময় স্বল্পতা বিবেচনায় যদি একটু সংক্ষিপ্ত করা সম্ভব হয়। আরো যারা আছে তাদের বক্তব্য শুনতে হবে। আমাদের সহকর্মীদের কিছু প্রশ্ন থাকতে পারে।

**অ্যাডভোকেট মাহবুব উদ্দিন খোকন** (সভাপতি, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশন) : আমি সংক্ষিপ্ত করছি। Then power and function. সংসদ-সদস্যদের আসন বাড়াতে পারে। আর মহিলা সংসদ-সদস্য। রিজার্ভ সিট। What is this? এটার দরকারটা কী? আপনি বরং mendatory করে দেন যে, এখানের মধ্যে প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে আনুপাতিক হারে প্রার্থী দিতে হবে। ২৫% বা ৩০% বাধ্যতামূলক। এখন আর সেই যুগ নেই। পঞ্চদশ সংশোধনীর সেই অবস্থা নেই। প্রতিটি রাজনৈতিক দলের বাধ্যতামূলক ঠিক আছে যে, এত শতাংশ তাকে দিয়ে দিতে হবে। তারা তো পার্লামেন্টে সমান সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে। But they are not elected by the people. Elected আর non elected একসাথে বসছে। বরং তারা যদি মাঠে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আসে, তাহলে মহিলাদের জন্য অনেক

সম্মানজনক হবে। সংরক্ষিত আসনের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। তাদেরকে কোটা ভাগ করে দেন যে, এত শতাংশ দিতে হবেই প্রতিটি রাজনৈতিক দলের। তাহলে তারা সমান সুযোগ পাবে। আমার মনে হয় যে, মহিলাদের third class, second class মানের রাখছি। second class এমপি। আর নির্বাচিতরা first class এমপি, এটা হয় না। আর ইলেকশন কমিশন। They are very important tools. We have the constitution. আইনও আছে যে, ইলেকশন কমিশনে আমরা কোনো সংস্কার দেখছি না। সেখানে ডিসি, এসপি, রিটার্নিং অফিসার, ইউএনও। আমার ইলেকশন কমিশন আছে। ডিসি সাহেবকে বানাচ্ছে। ডিসি সাহেব সরকারের প্রতিনিধিত্ব করছে। আবার নির্বাচনের সময় নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিত্ব করছে। দুইয়ের মধ্যে এক। উপজেলায় ইউএনও সরকারের প্রতিনিধিত্ব করছে আবার নির্বাচনে দায়িত্ব পাচ্ছে। মন্ত্রী সাহেব গেলে ডিসি সাহেব প্রটোকল দেয়। আবার নির্বাচনের সময় নিরপেক্ষ হয়, এটা হয়? আমার মনে হয় যে, এটা পরিষ্কার করা উচিত। যেটা ইলেকশন কমিশনকে দায়িত্ব দেয়া উচিত। আমি খুব সংক্ষিপ্ত করছি। ইলেকশন কমিশন যেটা করছে, গত ১৬ বছর আমাদের সমগ্র জাতিকে শেষ করে দিয়েছে। কী রকম? ডিসি, এসপি, ওসি এরাতো আছেই। ভোটগ্রহণের জন্য শিক্ষকদের নিয়োগ করা হয়। প্রিজাইডিং অফিসার ও পুলিং অফিসার হিসেবে। সবাইকে ভোট চুরি করার জন্য বাধ্য করা হয়েছে। যে সকল শিক্ষক ভোট চুরির সাথে জড়িত এরা ছাত্রদের কী শিক্ষা দিবে; আপনি বলেন? জেনারেশন কিন্তু অনৈতিকভাবে অনৈতিক শিক্ষকতা শিখছে। শিক্ষকদের আপনি অন্তর্ভুক্ত করলেন, কিন্তু আপনি তাকে চুরি শেখালেন। ফলে ভবিষ্যৎ জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হলো। বিচার বিভাগ খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিচার বিভাগের নীতিমালা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আমি সেদিকে যেতে চাচ্ছি না। বিচার বিভাগ শক্তিশালী না হলে গণতন্ত্র কার্যকর হবে না। বিচার বিভাগ শক্তিশালী না হলে আইন শৃঙ্খলার উন্নতি হবে না। মিসেস নাসরিন বললেন যে, "বিচার বিভাগ শক্তিশালী না হলে ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি হবে না।" বিচার বিভাগ শক্তিশালী না হলে আপনার পার্লামেন্ট ঠিক থাকবে না। বিচার বিভাগকে গুরুত্ব দিতে হবে। পৃথক স্বাধীন বিচার বিভাগ করতে হবে। এখনো আইন মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রণ করে। নির্বাহী বিভাগ বিচার বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে। বিচার বিভাগের নীতিমালায় এগুলো আনতে হবে। আপনার professional representative. What is this? এখন আপনার সংখ্যা চিন্তা করলে তো হবে না। যারা দুর্বল। যারা ভাগ চায়। সারা দেশে হয়তো দেখা যাবে যে, ৫০ হাজার বা ১ লক্ষ ভোট পাবে। তাদের দরকার professional representative. নির্বাচন complete করবেন জিতবেন না হারবেন। professional representative কেন? আমি মনে করি যে, একটি bad idea. কোথায় আছে? আমরা বৃটিশ সিস্টেম পার্লামেন্ট ফরম করব নাকি প্রেসিডেন্ট ফরম follow করব। যারা ছোট দল, কোনোভাবে রেজিস্ট্রেশন করেছে। আর যারা মনে করেছে যে, আমাদের রিজেক্ট করবে, আগামী ২০ বছরের মধ্যে মেজরিটি পাব না। তারা মনে করে যে, professional representative হলে একজন পার্লামেন্টারিয়ান বাড়তে পারে। আমি মনে করি যে, just rubbish idea. বাংলাদেশে এটা চিন্তা করা উচিত না। complete করেন। ভোটে যান। জনপ্রতিনিধি যাচাই করুন এবং যে জিতবেন সে পার্লামেন্টে আসবেন। আপনার দল পার্লামেন্টে আসবে। আমি মনে করি যে, এটি very bad idea. এটা আমি professional representative মনে করি না। এটা বাংলাদেশে হওয়া উচিত। আর সার্বিক দিয়ে আমি মনে করি যে, একই কথা বলছি। আমরা যা যা আলাপ করছি সেগুলো কীভাবে বাস্তবায়ন হবে? প্রথমত নির্বাচন কীভাবে বাস্তবায়ন হবে? আমি মনে করি, আমার মতামত হতে পারে reasonable wayতে। সবাই সংস্কার চায়। কিন্তু সবাই একইভাবে চায় তা নয়। তাদের মধ্যে একটি ঐক্যমত সৃষ্টি হওয়া উচিত। তাদের মধ্যে লিখিত একটি আলোচনা থাকবে পারে যে, হাঁ, অন্তবর্তী সরকার এই প্রস্তাবগুলো দিয়েছে, আমরা একমত। আমরা নির্বাচিত হওয়ার পরে এভাবে করব। Because you can not force the people. যে তারা আগের পার্লামেন্টের মতো এভাবে করতে পারবেন না। সুবিচার পায়। এমপিদের আপনি বাধ্য করতে পারবেন না। আপনারা একটু ঐক্যমত সৃষ্টি করেন। তারা একটি আলোচনা করে একটি ঐক্যমত সৃষ্টি করবেন। একটি লিখিত ঐক্যমত থাকবে যে, আমরা এগুলো এগুলো করব। একমত হয়ে জনসম্মুখে ঘোষণা দিব। তাহলে পার্লামেন্টের নির্বাচন শেষ হওয়ার দুই তিন সপ্তাহের মধ্যে প্রথম সংসদে আমরা এগুলো করব। যেটি ১৯৯১ সালে বিচারপতি শাহাবুদ্দিন সাহেবের ব্যাপারটি হয়েছিল। আমি মনে করি যে, more reasionable way তে করা উচিত। সারা পৃথিবীতে আমরা ডিফারেন্ট হয়ে যাব। parliament form or presidential form. আমরা ভাগাভাগি করতে চাচ্ছি না। আপনি চেক এন্ড ব্যালেন্সে থাকেন। প্রেসিডেন্টকে তো এমপিরা বানাবে। যতই আপনি লেখেন না কেন; লাভ হবে না। এনপিরা বানাবে অমুক লোককেই। সরকারি দল অমুলক লোককে বানাবে। ফলে তাদের কথা শুনবে। সুতরাং সংবিধানে কিছু কিছু provision থাকা উচিত। আমি মনে করি যে, যাতে চেক এন্ড ব্যালেন্স থাকে। আমি সর্বশেষ বলতে চাচ্ছি যে, ১৬ বছর যে সংবিধান লঙ্ঘন করল, মানুষ তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারল না, কোনো বিচার আছে? রিটানিং অফিসার ডিসি এসপির বিচার হয়েছে? আসলে তা নয়। করোই বিচার হয়নি। এই সরকার যদি বিপ্লবী সরকার হয়, প্রকৃত সংস্কার যদি চায়, তাহলে ২০১৪ সাল, ২০১৮ সাল এবং ২০২৪ সালে যে ডিসি, এসপি, ইউএনও ভোট চুরিতে জড়িত ছিল, তাহলে তাদেরকে চিহ্নিত করা হোক। তাদের বিচার করা উচিত। বিচার করতে পারলে বুঝব আপনারা আগাতে পারবেন নতুবা এটা কালক্ষেপণ। আমি মনে করি, এসব কালক্ষেপণ করে পার্লামেন্টের ইলেকশন যত দেরি হবে, তত জাতীয় সংকট সৃষ্টি হবে। আমার তেমন ধারণা। তাদেরকে আগে বিচারের ব্যবস্থা করেন। তাদেরকে বিচারের ব্যবস্থা করতে কোনো অসুবিধা নেই। তাদের বিচার করবেন না! আসলে কী জানেন; বাংলাদেশে মানুষের ধারণা গ্রাম গঞ্জে মুরগী চোরের বিচার হয়। কিন্তু সংবিধান লঙ্ঘন করলে কোনো বিচার হয় না। লঙ্ঘনকারীর বিচার হয় না।

সকলকে ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): আমরা এখন ইন্সটিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারসের প্রতিনিধিদের বক্তব্য শুনব।

**প্রকৌশলী মোঃ কবীর হোসেন** (আহ্বায়ক, আইডিইবি) : ধন্যবাদ।

আজকের এই মহতি অনুষ্ঠানে সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান এবং উপস্থিত সুধীমণ্ডলি আসসালামু আলাইকুম।

আমরা একটি সমস্যার কথা বলে নিতে চাই। মাত্র দুই দিন আগে আমরা খবর পেয়েছি যে, এখানে আমাদের আসতে হবে। আরো সমস্যা হচ্ছে যে, ইন্সটিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারসের ৫৪তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী এবং গণপ্রকৌশল দিবস নিয়ে আমরা ৬ নভেম্বর থেকে ১৬ নভেম্বর পর্যন্ত এত ব্যস্ত ছিলাম যে, এদিকে নজর দেয়ার সুযোগ পাইনি। যে কারণে যেভাবে চেয়েছেন ওইভাবে আমরা আনতে পারিনি। আর সেভাবে প্রস্তুতিও নিতে পারিনি। তারপরও সামান্য দু একটি কথা আমরা বলব। সেখানে আমার পূর্ববর্তী বক্তা সম্মানিত ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন সাহেব যে কথাগুলো বলেছেন তার অধিকাংশ আমার বলার ইচ্ছা ছিল। সুতরাং তাঁর কথাগুলো যদি আনা যায় তাহলে সেখানে আমার কথা এসে যাবে। তারপরও দু একটি কথা বলি, সেটি হচ্ছে যে, বর্তমান যে অবস্থা। বাংলাদেশে যে গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং স্বচ্ছ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে স্থায়ী সাংবিধানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার লক্ষে একটি নির্বাচনকালীন দল নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। যেটা বাতিল করা হয়েছে আবার সেটা পুনঃপ্রবর্তন করতে হবে। আমি এখানে আরেকটু যোগ করতে চাই যে, সরকারের প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার নির্বাহী ক্ষমতায় ভারসাম্য আনতে হবে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষে নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগ ও আইন বিভাগের ক্ষমতা ও দায়িত্ব ও কর্তব্যের সুষ্ঠু সমন্বয় করতে হবে। আর পর পর দুই মেয়াদের অতিরিক্ত কেউ প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করতে পারবে না। রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত ও বিশিষ্টজনের অভিমতের ভিত্তিতে স্বাধীন, দক্ষ, নিরপেক্ষ, গ্রহণযোগ্য দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি কার্যকর নির্বাচন কমিশন গঠন করার লক্ষে বর্তমান প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য নির্বাচন কমিশন আইন ২০২২ সংশোধন করতে হবে। আর ইভিএম এর কথা আসছে। ইভিএম নয়। সব কেন্দ্রে পেপার ব্যালটের মাধ্যমে ভোট প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। রাজনৈতিক দল নিবন্ধন আইনকে আবার সংস্কার করতে হবে। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলীয় প্রতীক ব্যবহার করা যাবে না। এটা বাতিল করতে হবে। বিচার বিভাগের জন্য সুপ্রীম কোর্টের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি পৃথক সচিবালয় থাকতে হবে। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের অভিসংশন প্রশ্নে সংবিধানে বর্ণিত ইতঃপূর্বেকার সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন করতে হবে। দলীয় বিবেচনার উর্ধ্বে উঠে কেবল জ্ঞান, প্রজ্ঞা, নীতিবোধ, বিচারবোধ এবং সুনামের কঠোর মানদণ্ড যাচাই করিয়ে বিচারক নিয়োগ করতে হবে। যেকোনোভাবে বিচারক নিয়োগ করা যাবে না। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ পরিষেবা জনপ্রশাসন, পুলিশপ্রশাসন গড়ে তোলার লক্ষে যোগ্য, অভিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন গঠন করতে হবে। মেধা, সততা, সৃজনশীলতা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ বেসামরিক ও সামরিক প্রশাসন নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতি যোগ্যতার একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। গণমাধ্যমের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে এবং সার্বিক সংস্কারের লক্ষে সুপ্রীম কোর্টের সাবেক বিচারপতি, মিডিয়াসংক্রান্ত পেশাজীবী, বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ ও গ্রহণযোগ্য মিডিয়া ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি মিডিয়া কমিশন গঠন করতে হবে। সৎ, স্বাধীন সাংবাদিকতার পরিবেশ পুনরুদ্ধারের লক্ষে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ লক্ষে সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ এর প্রয়োজনীয় সংশোধনসহ মৌলিক, মানবাধিকার হরণকারী সকল কালাকানুন বাতিল করতে হবে। আমি আরো কিছু লিখিত এনেছিলাম, এগুলো read out করতে চাচ্ছি না। লিখিত ই মেইলে হোক বা সরাসরি আমরা পাঠিয়ে দিতে পারব। যদি সুযোগ থাকে তাহলে এটা গুছিয়ে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারব, ইনশাল্লাহ। মৌলিক বিষয় হচ্ছে যে, সাধারণ জনগণের যে ৫টি মৌলিক অধিকার, এই ৫টি মৌলিক অধিকারকে নিশ্চিত করতে হবে। সংবিধানে সেটা যাতে নিশ্চিত হয়, সেই ব্যবস্থা করতে হবে। আমি এখানে আর বেশি কথা বলব না। আমাদের যদি সময় দেয়া হয় তাহলে এটাকে খুব ভালোভাবে লিখিতভাবে আপনাদের কাছে জমা দিতে পারব। আপনারা যে আমাদেরকে দাওয়াত করেছেন এ জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ দেশে true sense এ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হোক। নির্বাচন, নির্বাচনের মতোই নির্বাচন হোক। বিগত সরকার ১৬ বছরে যেটা করেছেন, সেটা যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করা হোক। পরিশেষে আমি বলতে চাই যে, ছাত্র জনতা জুলাই আগস্টের যে বিপ্লব করেছেন, সেটাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। সেখানে যারা জীবন দিয়েছেন, তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। যারা এখনো অনেকেই হাসপাতাল, বাসায় অসুস্থ অবস্থায় আছেন, তাদের আশু রোগমুক্তি কামনা করছি। আমরা চাই যে, তাদের যে উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্য আমরা uphold করতে পারি, সেটি সংবিধানে সন্নিবেশিত থাকুক। এ কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ধন্যবাদ।

আসসালামু আলাইকুম।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): প্রকৌশলী কবীর হোসেন সাহেব আপনার অনুপস্থিতিতে আমরা যেটি কিছুক্ষণ আগে বলেছি যে, আগামী ২৫ নভেম্বরের মধ্যে আপনাদের লিখিত বক্তব্য দিবেন। আমাদের সময় স্বল্পতার কারণে আপনি নিশ্চয় লক্ষ করেছেন যে, আমরা ছোট ছোট আকারে অংশীজনদের সাথে কথা বলছি। কম সময়। তবুও অনেকের সাথে যোগাযোগ করতে হচ্ছে। প্রত্যেককে খুব স্বল্প সময়ে আহ্বান জানিয়েছি। আমরা অনুরোধ করেছি। আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ যে, আপনারা স্বল্প সময় সত্ত্বেও উপস্থিত হয়েছেন। আপনাদের চিঠিতে একটি ই মেইল এড্রেস আছে। আপনারা যদি আগামী নভেম্বরের ২৫ তারিখের মধ্যে লিখিতভাবে দেন, এটা আমাদের জন্য খুব সহায়ক হবে।

**প্রকৌশলী মোঃ গিয়াস উদ্দিন** (যুগ্ম আহ্বায়ক, ঢাকা) আইডিইবি : প্রথমেই আপনাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি যে, আমাদের অধ্যাপক আলী রীয়াজ স্যার, প্রধান, সংবিধান সংস্কার কমিশন। তিনি আমাদের পেশাজীবী হিসেবে আমন্ত্রণ করেছেন। আমাদের সভাপতি সাহেব এখানে যে বক্তব্য দিয়েছেন, এটির সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত। তবে একটি ambiguity question যে সুপারিশমালা যেগুলো আসছে এবং এটি বাস্তবায়ন হওয়ার প্রক্রিয়া কী? এটা আসলে বাস্তবায়ন হবে কি না? যদিও বাস্তবায়ন নাও হয় তবুও ইতিহাসে লেখা থাকবে এই কমিশন এই সুপারিশগুলো দিয়েছে, যেটি জাতির জন্য কল্যাণকর এবং প্রয়োজন। ইতোমধ্যেই কিছু বিষয় নিয়ে আদালতে কিছু সংশোধনী বাতিলের লড়াই চলছে, আমার মনে হয় আদালতেই এটি চূড়ান্ত হবে এবং এর মাধ্যমে জাতি একটি কল্যাণের পথ দেখবে। দেশের স্বাধীনতার ৫৩ বছর পর পর্যন্ত যে ঘটনা আমাদের সামনে ঘটল এবং যাদের সাথে ঘটল, তারা কিন্তু not criminal. তারা কিন্তু not রাজাকার। যারা স্টুডেন্ট তারা innocent. They have born in the country many times after liberation. How they will be Rajakar? এই ঘটনার মাধ্যমে, এ রকম একটি পরিস্থিতির মাধ্যমে তারা আমাদের ভূমিকা রেখেছে। দেশের সবচেয়ে মূল্যবান, সবচেয়ে বীর হিসেবে তারা পরিগণিত হয়েছে।

সম্মানিত সুধি মণ্ডলি আমি আরেকটি যে কথা বলতে চাই, অনেকেই সমালোচনা করছেন। এখন সমালোচনা করার সুযোগ সামাজিক মাধ্যম ইউটিউব, ফেসবুক সব জায়গায়ই আছে। কিন্তু যারা অন্তবর্তী সরকারের দায়িত্ব নিয়েছেন, এই কমিশনের যারা দায়িত্ব নিয়েছেন, তারা কিন্তু কেউ apply করেন নাই যে, আমি কমিশনের মেম্বার হতে চাই। আমি অন্তবর্তী সরকারের উপদেষ্টা হতে চাই। তাদেরকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তাদেরকে সমালোচনা করা সহজ। কাজেই আমি মনে করি যে, যারা নিরপেক্ষ, যারা রাজনৈতিক ব্যানার বহন করেন না, যারা সোসাইটিকে won করেন, সমাজের জন্য যারা কথা বলেন। এখানে আদিলুর রহমান সম্পর্কে আমার জানা আছে। তিনি গ্রেফতার হয়েছিলেন। কিন্তু কেন গ্রেফতার হয়েছিলেন? এই যে প্রতিবাদি কণ্ঠ। আমি মনে করি, এখানে যারা আছেন তারা কম বেশি যৌক্তিক তারা কাজ করবেন। তাদের জন্য আমাদের সাপোর্ট দেয়া দরকার। এই কমিশন সংবিধান পরিবর্তনের যে উদ্যোগ নিয়েছেন, আমি মনে করি যে, এটা যেভাবে হোক একটি প্রস্তাবনা প্রস্তুত করা দরকার। এটি সরকারের বাস্তবায়নের দায়িত্ব। যারা দায়িত্বে আছেন। আমার মনে হয় ১৯৭৫ এর পরে যখন বাকশাল হয়েছিল, এই বাকশাল বাতিল করে কীভাবে গণতন্ত্র আসলো। এটি আমাদের আইনজীবী মাহবুব উদ্দিন খোকন ভাই বলতে পারবেন। যারা প্রাজ্ঞ। যাদের জ্ঞান আছে। যারা পলিটিক্স সম্পর্কে চর্চা করেন। তারা ভালো বলতে পারবেন। আমি বলব যে, এ সমস্ত রেফারেন্সকে count করে আমাদেরকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। দেশের কল্যাণে, দেশের স্বার্থে সময় কম দিয়ে আমাদেরকে সহযোগিতা করতে হবে। আমি এই আশাবাদ কামনা করে আমার কথা এখানে শেষ করছি।

আসসালামু আলাইকুম।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের** (কমিশন সদস্য) : আপনাদের কাছে একটি প্রশ্ন। আপনারা যে কেউ response করতে পারেন। আমাদের প্রায় প্রতিটি সেশনে judicial independence নিয়ে কথা বলা হয়েছে। Judges appointment এর কথা বলা হয়েছে। বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে আপনাদের কোনো সুনির্দিষ্ট recommendation আছে কি না। আপনারা বলেছেন যে, যোগ্য ব্যক্তি, reputed ব্যক্তি etc. etc. আমরা কী judge appointment প্রক্রিয়ার মধ্যে lay presentation চিন্তা করতে পারি কি না। laypersons যারা আছে তাদের এই প্রক্রিয়ার মধ্যে involeve করা। এটার ব্যাপারে আপনাদের কোনো মতামত আছে কি না।

**অ্যাডভোকেট মাহবুব উদ্দিন খোকন**, সভাপতি (বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশন) : আমিতো প্রাকটিস করি। লন্ডন থেকে ২০ বছর আগে পাস করে এসেছি। নির্বাচিত হয়ে ১৯ বছর যাবত আইনজীবীদের প্রতিনিধিত্ব করছি। সুপ্রীম কোর্টে ১০ বার নির্বাচিত হয়েছি। ৭ বার সেক্রেটারিসহ। সারা বাংলাদেশে বার কাউন্সিলে আইনজীবীদের **১৯ বছর** elected. Very much involve with the legal profession. Just in general thing **হচ্ছে যে, একজন** বিচারপতি হবে মেধাসম্পন্ন, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং সৎ। সাংবিধানিক

পদ হওয়ায় সে বাংলাদেশের নাগরিক হবে। নাগরিকত্ব আইনে বলা আছে "সাংবিধানিক পদে কোনো দ্বৈত নাগরিক বা অন্য কোনো দেশের নাগরিকভুক্ত হিসেবে আছে।" অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে। নিম্ন আদালতে বিচারক নিয়োগের জন্য মেধাসম্পন্ন লোক খোঁজে। সেখানে third division এর কেউ apply করতে পারে না। কারণ আমরা হয়তো ৩/৪টি মামলা ready করি। তারা এক দিনে ৫০টি মামলা শুনে। মেধা না থাকলে শোনার সুযোগ নেই। সহকারী জজ নিয়োগের পর নিম্ন আদালতে কাজ করার পর জেলা জজ হয়। হাই কোর্টেও জজগণ আপিল শোনে, তাদের revision শোনে। এখানে কোনো নীতিমালা নেই। এখানে সারা জীবনে third division এর সবগুলো। আপনি মন্ত্রী সাহেবের কাছে চিরকুট ধরিয়ে দিলেন, মন্ত্রী আপনাকে বিচারপতি বানিয়ে দিবে। এখানে কোনো মেধা দরকার নেই। শুধু দলপ্রীতি দরকার আছে। This is the system going on. যার দরুন দিন দিন অবনতি হচ্ছে। আক্ষরিক অর্থে বিচার বিভাগ স্বাধীন হলেও, কিন্তু ব্যক্তিগণের মন স্বাধীন না। তারা খুবই নির্ভরশীল। এসব ব্যক্তিত্বের অভাবে। আমি যে ৪টি ক্যাটাগরি বললাম, ওটা হবে দুর্বল বিচারব্যবস্থা। তারা সাহস পায় না। আমি মনে করি, বিচারপতি নিয়োগের নীতিমালা এ জন্য দরকার। দল আসলো দলের কোনো লোক বানিয়ে দিল। Must be independent. judiciary independent বানাতে হবে। দল করতে পারে। But তার personality very important. বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো দল পৃথিবীতে থাকবে না। সমর্থন করতে পারে। তার এসব ক্যাটাগরি আছে। আমাদের বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো নীতিই নেই। সব সরকারই সুবিধা নেয়। আমার সময় দরকার কী? আমার কিছু বিচারপতি দেখে দেখে লোক বানিয়ে দেব। সাথে মন্ত্রী বলে বা প্রধানমন্ত্রী বলে। আর দরকার কী আইনের? সবাই বলে বিরোধী দলে গেলে বিচারক নিয়োগ নীতিমালা দরকার। আইন দরকার। বাস্তবে বিচারপতি নিয়োগে কোনো আইন হয়নি। We have to have law. বিগত constitution বলা আছে যে, necessary law will be passed. কিন্তু ওই pass রয়ে গেছে। ওটা বিগত ৫২ বছরেও হয়নি। আমার মনে হয় এটি একটি মৌলিক কাজ করতে পারে। প্রস্তাব দিতে পারে।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): জি, আমরা অন্যদের কিছু প্রশ্ন এবং দ্রুত সময়ের বিষয়টি আবারও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি আমার সহকর্মীদের।

**জনাব ফিরোজ আহমেদ** (কমিশন সদস্য): আমি শুধু আপনাদের পরামর্শ দিয়ে রাখব। এখন উত্তর দেয়ার আদৌ দরকার নেই। কিন্তু আমি চাইব যে, আপনারা যখন আপনাদের লিখিত বক্তব্যগুলো দিবেন, তখন এ বিষয়গুলো পরিষ্কার করবেন, তাহলে কমিশনের কাজে সুবিধা হবে। এফবিসিসিআই এর প্রতিনিধি যেটা বলেছিলেন যে, "বিকেন্দ্রীকৃত রাষ্ট্রব্যবস্থা দরকার।" যাতে ব্যবসা বাণিজ্যের দ্রুত নিষ্পত্তি হবে। এ বিষয়টি আপনাদের কাছে বিস্তারিতভাবে জানতে চাইব। বিকেন্দ্রীকরণের অনেকগুলো প্রস্তাব এবং কারণ আমারদের কাছে এসেছে। এ বিষয়গুলো আরো বিস্তারিতভাবে বলবেন। এখানে একটি প্রশ্ন আসে। আপনারা লিখিতভাবে দিলে আমাদের জন্য সুবিধাজনক হবে। শ্রমিক সংগঠন রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে যুক্ত না থাকে সেটা নিশ্চিত করতে হবে। এখনকার সংবিধানে একটি গ্যারান্টি আছে বা পৃথিবীর সব দেশে থাকে। ব্যক্তি বা সংগঠন রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত থাকতে পারে। ফলে এটি একটি নেতিবাচক ধারা কীভাবে যুক্ত করা যাবে, নাকি শ্রমিক সংগঠনগুলো আসলে তারা যেন বেআইনি বা ফৌজদারি অপরাধমূলক কোনো কাজ করতে না পারে সেটা নিশ্চিত করতে হবে। এটি চান নাকি তারা সাংবিধানিকভাবে রাজনৈতিক দলের সদস্য হতে পারবে না, এটি বলতে চান, সেটি একটু পরিষ্কার করবেন। এখানে বিএফইউজে এর কাছ থেকে একটি আলাপ এসেছে যে, অশিক্ষিত গডফাদাররা সংসদে যাচ্ছেন। শিক্ষিত জ্ঞানী গুণীদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা দরকার, যেটি মাহবুব উদ্দিন খোকনও আলাপ করেছেন। এ বিষয়ে আপনাদের একটু পরিষ্কার করে বলতে হবে বা বলাটা দরকার বোধহয় যে, আপনারা উচ্চ কক্ষ চাচ্ছেন, সেখানে সদস্যরা কী মনোনীত হবেন বা নির্বাচিত হবেন বা আনুপাতিক হারে আসবেন, এটা দয়া করে আপনাদের প্রস্তাবের সাথে সুস্পষ্ট করে জানাবেন।

এরপরে আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতায় ভারসাম্য আনতে হবে। এই ভারসাম্য কীভাবে করা সম্ভব? সেটা আপনারা দয়া করে জানাবেন। শেষে যেটা বলতে চাচ্ছি, এটাও আপনাদের কাছে লিখিতভাবে চাইব। ইন্সটিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারস- আপনাদের প্রতিষ্ঠান বা এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোকে আমরা ডেকেছি। পেশাজীবীরা তাদের দাবি-দাওয়া সংবিধানে আসার কোনো কারণ নেই। ওইগুলো আইনের মধ্যে বা নানা ধরনের বিধিমালার মধ্যে থাকবে। আমাদের ২০২৪ সালের বড় স্পিরিট হচ্ছে বৈষম্য বিরোধিতা। আমরা জানি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারসরা নানা সময়ে বৈষম্য বিষয়ে কথা বলেন। সেটার প্রকাশ সংক্ষেপে সংবিধানে কীভাবে থাকতে পারে? সেটার পরামর্শ থাকলে আমাদেরকে দিবেন, এক। দ্বিতীয়ত হচ্ছে- এ বিষয়ে যদি বিস্তারিত বক্তব্য থাকে, সেটা নিশ্চয় সংবিধানে আসবে না। সেই বিস্তারিত বক্তব্য আপনারা যদি লিখিতভাবে আপনাদের কাগজে উত্থাপন করেন তাহলে ভবিষ্যতে archive হিসেবে মানুষ গবেষণা বা জানার জন্য ব্যবহার করতে পারবেন। যেহেতু আমাদের সময় নেই। তাই কারো কাছ থেকে এখন উত্তর আশা করছি না। লিখিতভাবে যদি দেন তাহলে আমাদের কাজে লাগবে।

**জনাব মোঃ মুসতাইন বিল্লাহ** (কমিশন সদস্য) ধন্যবাদ।

আমার সহকর্মী যেটা বললেন, আসলে ভালো হতো যদি আমদের কিছু তাৎক্ষণিক মন্তব্য পাওয়ার সুযোগ থাকত। সময় স্বল্পতা রয়েছে। আমি শুধু একটি জায়গায় ফোকাস করছি। আমাদের এফবিসিসিআই এর জনাব নাসরিন বেগম- তিনি মেট্রোপলিটন গভমেন্টের একটি কথা বলেছেন। আপনি যদি বিস্তারিত আমাদের লিখিতভাবে জানান তাহলে সেটা আমাদের জন্য সহায়ক হবে।

ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): সবাইকে আমি আবার কমিশনের পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। আমি বারবার যেটি বলছি যে, আমাদের সময় স্বল্পতা রয়েছে। আমরা বিভিন্ন রকম সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ করছি। কিন্তু কম বেশি আপনারা সকলেই বলেছেন যে, আমাদের সকলের প্রচেষ্টা ছাড়া এ প্রক্রিয়াকে অগ্রসর করা যাবে না। বিশেষ করে আমাদের লিখিতভাবে দিন, সেটি আমাদের জন্য সহযোগিতা হবে। এর বাইরেও পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধি হিসেবে আপনাদের সহযোগিতা, সমর্থন এবং সমালোচনা সবই আমরা প্রত্যাশা করি। যাতে করে আমাদের কাজে সহায়ক হয়। আপনাদের অনুমতি পেলে আমি এখন এই অধিবেশন শেষ করব। ধন্যবাদ।

# অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভা

## ত্রয়োদশ সেশনের কার্যবাহ

তারিখ : ১৭ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ
সময় : দুপুর ১২.০০ থেকে ১.৩০ পর্যন্ত

**উপস্থিত কমিশন সদস্যদের তালিকাঃ**

| | | |
|---|---|---|
| ১। | **অধ্যাপক আলী রীয়াজ**, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও লেখক | কমিশন প্রধান |
| ২। | অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | সদস্য |
| ৩। | ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিকি, বার-এট-ল | সদস্য |
| ৪। | অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | সদস্য |
| ৫। | ড. শরীফ ভূঁইয়া | সদস্য |
| ৬। | ব্যারিস্টার এম. মঈন আলম ফিরোজী, বার-এট-ল | সদস্য |
| ৭। | জনাব ফিরোজ আহমেদ, লেখক | সদস্য |
| ৮। | জনাব মোঃ মোসতাইন বিল্লাহ, লেখক | সদস্য |

**অংশীজনের তালিকাঃ**

১। জনাব অঞ্জন দাস, সহসভাপ্রধান (গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতি)

২। জনাব মিজানুর রহিম চেৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক (গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতি)

৩। জনাব সাবিনা ইয়াসমিন, কেন্দ্রীয় সদস্য (গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতি)

৪। প্রফেসর ড. আদিল মুহাম্মদ খান, প্রেসিডেন্ট (বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স)

৫। প্ল্যানার সৈয়দ শাহরিয়ার আমিন, ভাইস প্রেসিডেন্ট

৬। প্ল্যানার এ কে এম রিয়াজউদ্দিন,সদস্য

৭। চৌধুরী আশিকুল আলম, প্রেসিডেন্ট (বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সংঘ)

৮। জনাব খলিলুর রহমান, ভাইস প্রেসিডেন্ট(বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সংঘ)

৯। ডিভিশন প্রধান সুচিয়াং, সদস্য, বিপনেট

১০। নবদ্বীপ কুমার, সদস্য বিপনেট।

১১। নিরূপা দেওয়ান, সদস্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি।

১২। হরি পূর্ণ ত্রিপুরা,সদস্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি।

**কার্যবাহের রিপোর্ট প্রস্তুতকারক:**

এইচ, এম, আলী আকবর, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

## অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভার কার্যবাহের রিপোর্ট:-

## কমিশন প্রধান অধ্যাপক আলী রীয়াজ-এর সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান) : উপস্থিত সুধীবৃন্দ, সংবিধান সংস্কারের লক্ষে মতামত ও প্রস্তাব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অংশীজনদের সঙ্গে কমিশনের এই আলোচনায় উপস্থিত হওয়ার জন্য কমিশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আমার নাম আলী রীয়াজ। আমি এই সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধানের দায়িত্ব পালন করছি। আপনারা জানেন যে, সংবিধান সংস্কার বিষয়ে সুপারিশের জন্য অন্তর্বর্তী সরকার স্বল্প সময় নির্ধারণ করে দিয়েছে। সেই কারণে, অত্যন্ত কম সময় দিয়েই আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আপনারা তাতে সাড়া দেওয়ায় আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

আমরা ছোট ছোট অধিবেশনে অংশীজনদের সাথে যুক্ত হচ্ছি, যাতে করে সকলের মতামত শুনতে পারি।

আমরা এখানে উপস্থিত হতে পেরেছি গত ১৬ বছরে, বিশেষত জুলাই-আগস্ট-এর ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে হাজার হাজার মানুষের আত্মদানের কারণে। আজকের এই অধিবেশনের শুরুতেই আমি সেইসব শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই এবং আমরা আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করি। এখন কমিশনের সদস্যগণ তাঁদের পরিচয় দিবেন।

**(অতঃপর কমিশনের সদস্যগণ তাঁদের নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন )।**

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধি হিসেবে সংবিধানের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনাদের সংগঠনের অনেক কথা বলার আছে ও অনেক প্রস্তাব আছে। কিন্তু সময়ের স্বল্পতার কারণে আপনাদের প্রতি অনুরোধ আপনারা যদি আপনাদের বক্তব্যের সারাংশ ১০ মিনিটের মধ্যে তুলে ধরেন, তাহলে সকলের মতামত শোনার সুযোগ হবে এবং আলোচনা করা সম্ভব হবে। আপনারা আপনাদের বিস্তারিত মতামত যদি আজকে লিখিতভাবে আনেন, তাহলে আজকে দিতে পারেন অথবা আগামী ২৫ নভেম্বরের মধ্যে আমাদের কাছে যে ই মেইল ঠিকানা আছে সেখানে পাঠাতে পারেন। আমরা এখন পরিচিত হই যে, কে কোন সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করছেন।

**(অতঃপর কমিশনে উপস্থিত অংশীজন তাঁদের নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন )।**

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

আজকে এ অধিবেশনের শুরুতেই পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটির বক্তব্য দিয়ে শুরু করব।

**নিরূপা দেওয়ান**, সদস্য (পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি) : আমাকে এখানে সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আমাদের দাবি দাওয়ার সারসংক্ষেপ পড়ে শোনাচ্ছি যেহেতু সংক্ষেপ করতে হবে। আমি আদিবাসীদের মৌলিক বিষয় নিয়ে কথা বলব, যেটি সংবিধান সংস্কারে আনতে চাই।

১। আদিবাসীদের পরিচয় প্রথাগত শাসনব্যবস্থা ও সামষ্টিক ভূমির মালিকানা সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়া এবং তাদের অধিকারসমূহের আইনি ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

২। আদিবাসী জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নীতি আর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণ এবং তাদের মতামতের প্রতিফলন যাতে নিশ্চিত হয়;

৩। আদিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা থাকা উচিত;

৪। আদিবাসীদের স্থানীয় সরকার থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। এ জন্য reservationসহ সাংবিধানিক ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং তাদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;

৫। আদিবাসীদের স্বতন্ত্র রাজনীতি, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

৬। আদিবাসী জনগণের আত্মনির্ভরশীলতা ও স্বশাসনের অধিকার সংরক্ষণ করা;

এরপরে ছোট করে যে কথাগুলো বলব, সেটি হচ্ছে বিদ্যমান সংবিধান সম্পর্কিত সংশোধনীর প্রস্তাবনা আমাদের পক্ষ থেকে এসেছে। এরপর আমার সহকর্মী বলবেন। আমার বিষয় আমি বলছি। প্রথম ভাগ যেটি প্রজাতন্ত্র অনুচ্ছেদ ৬(২) এ নাগরিকত্ব নিয়ে যে কথাটি আছে,

আমাদের প্রস্তাবিত সংশোধনী হচ্ছে বাংলাদেশের জনগণ যার যার জাতিগত পরিচয়ে পরিচিত হইবেন এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশি বলিয়া পরিচিত হইবেন। দ্বিতীয়ত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অনুচ্ছেদ ১৩ তে যেটি চেয়েছি, সেটি হচ্ছে মালিকানা নীতিমালা প্রস্তাবিত অন্তর্ভুক্তিতে (ঘ) সমষ্টিগত মালিকানা। আমাদের যেটি আদিবাসীদের আছে। অর্থাৎ প্রথাগত আইনভিত্তিক আদিবাসীদের সামষ্টিক মালাকানা অন্তর্ভুক্ত করা। চতুর্থ ভাগ- নির্বাহী বিভাগ- অনুচ্ছেদ ৫৯ এ স্থানীয় শাসনে আছে। প্রস্তাবিত অন্তর্ভুক্তি হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি বিশেষ অঞ্চল হিসেবে বিশেষ আইনের মাধ্যমে প্রশাসিত হইবে এবং সংশ্লিষ্ট জেলা ও অঞ্চলসমূহে আদিবাসীদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকিবে। পঞ্চম ভাগে যেটি আইন সভা অনুচ্ছেদ ৮০ তে আছে। আইন প্রণয়ন পদ্ধতি- প্রস্তাবিত অন্তর্ভুক্তি হচ্ছে ২(ক) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আইন প্রণয়ন বা সংশোধন করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের আদিবাসী নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করিতে হইবে। পঞ্চম ভাগ আইনসভা অনুচ্ছেদ ৬৫ তে সংসদ প্রতিষ্ঠা। এখানে আমরা প্রস্তাবিত অন্তর্ভুক্তি দিয়েছি। ৩(ক) আদিবাসী জনগণের জন্য সংসদে ১৫টি আসন সংরক্ষিত থাকিবে এবং তাহাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হইবে। ৬। সপ্তম ভাগ নির্বাচনের ব্যাপারেও অনুচ্ছেদ ১২১ এ ভোটাধিকার তালিকায় প্রস্তাবিত অন্তর্ভুক্তি হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের জন্য বিশেষ বিধান সংযোজন। দশম ভাগ- সংবিধান সংশোধন। অনুচ্ছেদ ১৪২ সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা প্রস্তাবিত অন্তর্ভুক্তি সেটি হচ্ছে 'ই' আদিবাসীদের পরিচয় ও অধিকার সংশ্লিষ্ট বিধান সংশোধন বা বাতিলের পূর্বে তাহাদের নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করিতে হইবে। এরপর প্রথম তপসিল সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৭ এ কতিপয় আইনের হেফাজত প্রস্তাবিত অন্তর্ভুক্তিতে আমরা চাই যে, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন ১৯০০ এবং আঞ্চলিক ও জেলা পরিষদ সম্পর্কিত আইনসমূহ এবং আদিবাসীদের প্রথাগত আইনসমূহ। এগুলো আমাদের পক্ষ দু ভাগ করে নিয়েছি। এগুলো আপনাদের লিখিত দিয়ে যাব।

আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ।

আপনাদের সহযোগিতা কামনা করছি।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (প্রধান) : ধন্যবাদ।

আপনাদের পক্ষ থেকে আরও একজন বক্তব্য দিবেন।

জনাব হরি পূর্ণ ত্রিপুরা, সদস্য (পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি) : দুঃখিত। আমাদের নাগরিক কমিটি থেকে আপাতত এটিই।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): আমরা এখন গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতির পক্ষ থেকে অঞ্জন দাস এর বক্তব্য শুনব।

**জনাব অঞ্জন দাস,** সহ সভাপ্রধান (গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতি) : এত অল্প সময়ের মধ্যে এবং বাংলাদেশের সবচেয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটি রাষ্ট্র কীভাবে চলে বা কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তার ভিত্তি হচ্ছে সংবিধান। ফলে constitution বা সংবিধান নিয়ে আলোচনা এত কম সময়ের মধ্যে করা অত্যন্ত মুশকিল। বিশেষ করে আমরা বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিকদের যে প্রতিনিধিত্ব করছি, সেখান থেকে আরও মুশকিল। এখানে যারা আছেন তারা অনেকেই বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক। আপনারা প্রতিনিয়ত সংবিধান চর্চা কিংবা এ বিষয়গুলোর সাথে প্রতিনিয়ত আপনাদের কাজ করতে হয়। আর আমাদের প্রতিদিন হয়তো কারখানায় শ্রমিক ছাটাই হচ্ছে, কোনো জায়গায় নিপীড়ন হচ্ছে, কোথাও গ্রেফতার হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন বাহিনী দ্বারা আমাদের গার্মেন্টস শ্রমিক খুন হচ্ছে। এ রকম বিষয়ের মধ্যে সারা বছর থাকতে হয়। ফলে আমাদের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় দেখা যায় যে, আইনগত বিষয়গুলো নিয়ে তুলনামুলকভাবে একটু কাজ করি। ফলে সংবিধানের ভাবনা নিয়ে আসলে যে পরিমাণ সময় দেয়া দরকার, সেই সময় আমরা পর্যাপ্ত মনে করছি না। তারপরও একটি বিষয় বোঝা যায় যে, বিগত ৫৩ বছরে আমাদের ৭২ সালের যে সংবিধান, যে সংবিধান বাংলাদেশের নাগরিকের কোনো ধরনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারিনি। বাংলাদেশের নাগরিকের রাষ্ট্রের সাথে যে সম্পর্ক, রাষ্ট্রীয় মালিকানার সম্পর্ক, সেই সম্পর্কই তারা প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি। সেটা অন্তত আমরা বিগত ৫৩ বছর দেখতে পাচ্ছি। বিশেষত গত ১৭ বছরে এই ফ্যাসিবাদি রাইজিং শাসনের মধ্যে আমরা সর্বশেষ গত বছরও যখন সাধারণ আইনি অধিকার ও আমার মজুরি চাওয়ার অধিকার, যখন আমরা আন্দোলন করছি তখন আমাদের চার চারজন শ্রমিককে হত্যা করা হয়েছে। এই যে, শ্রমিককে গুলি করে হত্যা করা হলো- তার বিচার এখন পর্যন্ত হয়নি। ফলে এ অভ্যুত্থানে আমরা নিজেরাও গর্বিত অংশীদার। কারণ আমরা আমাদের ৩০ এর অধিক গার্মেন্টস শ্রমিক জীবন দিয়েছি। ফলে আমরা এমন একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা চাই, যে রাষ্ট্রের মধ্যে বাংলাদেশে সমস্ত মানুষের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা হবে। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব হচ্ছে জনগণের সার্বভৌমত্ব। যেটা বাংলাদেশের বিদ্যমান সংবিধান বাংলাদেশে একটি ফ্যাসিস, একটি একনায়কতান্ত্রিক যে কাঠামো নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে এ রকম কর্তৃত্ববাদী জায়গা থেকে শ্রমিকসহ অধিকাংশ মানুষের সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয়, তার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রয়োজন বলে মনে করি। বিশেষ করে আমরা যে সেক্টরে আছি, সে সেক্টরে অনেক সমস্যা আছে। তার মধ্যে basically এই রাষ্ট্র পরিচালনায় আমাদের সাংবিধানিক যে ব্যবস্থা, বিশেষত আমাদের সংসদ- সেখানে কোন ধরনের প্রতিনিধিত্ব করবে। আমরা আঞ্চলিক প্রতিনিধি আকারে যে প্রক্রিয়া চলমান আছে, সেই প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশে সমস্ত পেশার মানুষের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত হয় না। আমরা

যদি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তৈরি করতে চাই, তাহলে বাংলাদেশের গার্মেন্টস শ্রমিকসহ অন্যান্য পেশাগত প্রতিনিধি যারা আছে, তাদের যদি আমরা ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে না পারি, তাদের জন্য নতুন কাঠামো বিনির্মাণ করতে না পারি, তাহলে বিদ্যমান কাঠামোতে আসলে কোনো ধরনের সংকটের সমাধান হবে না। ফলে আমরা চাই যে, বাংলাদেশের শ্রমিক, কৃষকসহ বিভিন্ন পেশাগত জায়গায় আমাদের সংসদ থেকে শুরু করে আমাদের স্থানীয় সরকার পর্যন্ত তাদের প্রতিনিধিত্ব কীভাবে নিশ্চিত করা যায়, তার জন্য এমন একটি সাংবিধানিক ব্যবস্থা এখানে প্রতিষ্ঠা করা। আর কিছু ব্যাপার তো আছেই। যেমন- উদাহরণ আকারে ১৯৪৭ সালে দেখতে পাব যে, Industrial Disputes act সেখানে ট্রেড ইউনিয়নের মধ্য দিয়ে কারখানায় শ্রমিক নিয়োগ কিংবা ছাটাই হলে সেখানে অংশীদারিত্ব নিশ্চিত হতো। সেটা পরবর্তীতে পাকিস্তান শাসনামলে এসে এই অ্যাক্টগুলো বাতিল হয়ে যায়। ফলে এ রকম অনেক নিবর্তনমূলক আইনগুলো এখানে আছে। আমরা আইন নিয়ে কথা বলছি আসলে আমাদের আইনগুলো বোঝা দরকার। যার ওপর ভিত্তি করে একটি সাংবিধানিক কাঠামো তৈরি হতে পারে। এখানে গার্মেন্টস শ্রমিকসহ সকল শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন নিশ্চিত করা। পাশাপাশি জাতীয় নীতি নির্ধারণে ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্ব কীভাবে নিশ্চিত করা সম্ভব তার একটি সাংবিধানিক ব্যবস্থা আমাদের দরকার। শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে যে সমস্ত lethal weapon বা মারণাস্ত্র ব্যবহার করা হয়। হত্যার উদ্দেশ্যে আমাদের রাষ্ট্রীয় বাহিনী ব্যবস্থা নেন, এটির পরিবর্তন দরকার। এ জন্য সাংবিধানিক কাঠামোতে আর শ্রমিক হত্যা হবে না এ রকম নিশ্চয়তা দরকার। আর আমরা দেখেছি যে, বিদ্যমান সংবিধানে অনেক ভালো কথাও আছে। ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদে শ্রমিক ইস্যুতে মুক্তির কথাও বলা আছে। এখন সংবিধান আমাকে কী গ্যারান্টি দেয়? যারা ক্ষমতায় থাকেন তারা সাংবিধানিকভাবে জনগণের আকাঙ্ক্ষার যে উইল বা সনদ সেটা যারা ক্ষমতায় থাকেন তারা যদি বাস্তবায়ন না করেন তার বিরুদ্ধে কী action হবে সেটি কিন্তু বিদ্যমান সংবিধানে নেই। ফলে আমরা প্রায়োগিক দিক থেকে সংবিধানে জনগণের মৌলিক অধিকারসহ জনগণের সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকারগুলো সংরক্ষণ করবে। বিশেষত বাংলাদেশে যারা অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে আছে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয় একটি বৈষম্যহীন অবস্থার মধ্য থেকে। প্রকট বৈষম্য। ১২৫০০ টাকা মজুরি দিয়ে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ যেখানে নিম্ন আয়ের সেখানে তার পক্ষে গণতন্ত্র চর্চা কিংবা মুক্ত চিন্তা করা মুশকিল। ফলে আয় বৈষম্যের দিক থেকেও বাংলাদেশ সাংবিধানিক ব্যবস্থার একটি ব্যালেন্স আনা দরকার। যাতে প্রান্তিক মানুষ অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যেতে পারে। যে সংবিধান আমাকে গ্যারান্টি দেয়, নিশ্চয়তা দেয় যে, আমি বিদ্যমান সাংবিধানিক ব্যবস্থায় নিজেদের অর্থনৈতিক বিকাশের সুযোগের সমতা যেন তৈরি হয়। আমি আপাতত এ সকল বক্তব্য দিয়ে শেষ করছি। বাকিটুকু আমার সহকর্মী বলবেন।

সকলকে ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

আমি অনুমান করছি যে, আপনাদের অন্যরা বক্তব্য রাখবেন।

**জনাব মিজানুর রহিম চৌধুরী,** সাধারণ সম্পাদক (গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতি) : ধন্যবাদ।

সময় স্বল্পতার বিষয়টি সভার প্রধান আলাপ করেছেন। মূল বক্তব্য আমার সহকর্মী মোটা দাগে দিয়েছেন। আমরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লিখিত প্রস্তাব আপনাদের কাছে দিব। এর মধ্যে আমার একটি বক্তব্য হচ্ছে যে, বাংলাদেশের সংবিধান রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অংশে যে ১৪ অনুচ্ছেদের কথা আছে, এটির পুরাপুরি বাস্তবায়ন ঘটে না। আসলে শোষণ থেকে মুক্তি কেবল সংবিধান লিখে বা আইন করে দিলে কোনোভাবে বাস্তবায়ন হবে না। যতদিন না বাস্তবায়নের মতো শক্ত প্রতিনিধিত্ব, মেহনতি মানুষ, কৃষক ও শ্রমিক এবং জনগণের অনগ্রসর অংশের থাকে। বাংলাদেশের দ্বাদশ সংসদে ব্যবসায়ী প্রতিনিধি ছিল ৬৭ জন ১০ জানুয়ারি ২০২৪, এটি প্রথম আলো পত্রিকার রিপোর্ট। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে এভাবে জনগণের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব আইনসভায় নিশ্চিত করা যায়নি। কেবল এলাকা ভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করে সংসদে পেশাগত প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা কঠিন। অথচ আইন প্রণয়নে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ পেশাগত ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতি কীভাবে নিশ্চিত করা যায় সেটা ভাবতে হবে। সংগঠিত হওয়ার অধিকার। মত প্রকাশের অধিকারের মতো মৌলিক রাজনৈতিক অধিকারের বাইরেও সংবিধানের কোনো সুযোগ থাকে কি না। ভারতের লোকসভা তফসিলে যাতে সিডিউল কাস্ট ও তফসিলি জন জাতি সিডিউল ট্রাইবের জন্য আসন সংরক্ষণের ৩৩০ অনুচ্ছেদে অনগ্রসর অংশকে কীভাবে রাজনৈতিক দলের মধ্যে ক্ষমতায়ন করেছে। এমনকি অনগ্রসর, জ্ঞানভিত্তিক রাজনীতিকে শক্তিশালী করার অভিজ্ঞতাকে বিবেচনায় রাখার সুযোগ আছে। প্রস্তাবনা- সংসদ আইন বিভাগে যথাযথ পেশাগত প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা। কোন উপায়ে এটি করা যেতে পারে সে বিষয়ে পর্যালোচনা করা দরকার। কয়েকটি প্রস্তাব বিবেচনা ও আলাপের জন্য উল্লেখ করা হলো। দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ ব্যবস্থায় উচ্চ কক্ষে দলভিত্তিক সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের পাশাপাশি পেশাগত প্রতিনিধিদের জন্য নির্ধারিত আসন বরাদ্দ করা। জাতীয় শ্রমিক কাউন্সিল, ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন থেকে নির্ধারিত সংখ্যক শ্রমিক প্রতিনিধি নির্বাচিত হতে পারেন। এভাবে ছাত্র প্রতিনিধিসহ অন্যান্য পেশাগত প্রতিনিধিত্ব নির্বাচিত হবেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচনা করা যায়

আয়ারল্যান্ডের আইনসভার উচ্চ কক্ষে সিনেটের ৬০ জন সদস্যের মধ্যে ৪৩ জন ৫টি পেশাগত প্যানেল থেকে আর ৬ জন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ থেকে নির্বাচিত হয়। বাকি ১১টি আসনে সংখ্যানুপাতিক নির্বাচনের জন্য বাছাই হয়।

ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

সংগঠনের আপনারা ২ জনই বলছেন। ঠিক আছে।

আমরা এখন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের প্রতিনিধিদের বক্তব্য শুনব।

**প্ল্যানার এ কে এম রিয়াজউদ্দিন**, সদস্য (বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স) : সংবিধান সংস্কার কমিশনকে প্রথমেই ধন্যবাদ জানিয়ে আমাদের বক্তব্য শুরু করছি।

আমরা বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এর আজ ৫০ বছর হলো। আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ বাংলাদেশ স্থানীয় পরিকল্পনার বিকাশ নিয়ে আমাদের এই সংগঠন কাজ করছে। আমাদের এই সংগঠনের কাজের সাথে যে বিষয়গুলো নিয়ে ভাবি তা আপনাদের বলতে চাচ্ছি।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): আমি একটু interrupt করি। আপনারা প্রাথমিকভাবে একটু পরিচয় দিয়ে নেন, যেহেতু আপনারা পরে এসেছেন, সেই জন্য। প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে পরিচয় দিলে রেকর্ডের জন্য সুবিধা হবে।

**(অতঃপর কমিশনে উপস্থিত অংশীজন তাঁদের নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন )।**

**প্ল্যানার এ কে এম রিয়াজউদ্দিন, সদস্য :** যদি আমরা বাংলাদেশের uniqueness চিন্তা করি যে, কীভাবে বাংলাদেশ অন্য দেশ থেকে আলাদা। সেই বিষয়গুলো আমরা আশা করতে পারি যে, আমাদের সংবিধানে খুব স্পষ্টভাবে হয়তো বিষয়গুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা করবে। এর মধ্যে একটি বিষয় হচ্ছে যে, বাংলাদেশ আসলে এমন একটি দেশ যেখানে মাথাপিছু জমির পরিমাণ খুবই কম। পৃথিবীর যে সকল দেশে জমির পরিমাণ কম, তার মধ্যে বাংলাদেশ। কাজেই ভূমি কীভাবে ব্যবহার হচ্ছে সে বিষয় নিয়ে আমরা যদি খুব abstract জায়গায় থাকি, তাহলে আমাদের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সমস্যা সৃষ্টি হবে। আমরা জেনেছি যে, আমরা হয়তো একটি নতুন সংবিধান পাব। বিষয়টি অবশ্যই একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। কী হবে আমরা জানি না। রেফারেন্স হিসেবে বিদ্যমান সংবিধানের দিকে তাকাই তাহলে এভাবে মন্তব্য করি, তাহলে showcase entry একটি সংবিধান। শুধুমাত্র মানুষকে কেন্দ্র করে একটি সংবিধান ভাবা হয়েছে, তাহলে হয়তো একটি ভুল বলা হবে না। এর মধ্যে যদিও আপনারা কেউ বলতে পারেন যে, biodiversity প্রসঙ্গ আছে। এটা অনেকটা না থাকলে হয় না। জোর করে আরোপ করা। এ রকম হতে পারে। এটি হওয়ার যথেষ্ঠ সুযোগ আছে। আমরা যেহেতু পরিকল্পনার জায়গা থেকে কথা বলছি। বিদ্যমান সংবিধানের ১৫ ধারা লক্ষ করলে দেখবেন যে, যেখানে প্ল্যান ইকোনোমিক গ্রোথের কথা বলা হয়েছে। ফলে এ জায়গাতে পরিকল্পনার যে ধারণা এটিকে সংকুচিত করে ফেলা হয়েছে এবং শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়ন না বরং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে কেন্দ্রে রেখে চিন্তাভাবনা করা হয়েছে। আমাদের যেটি মনে হয় যে, intrusive জায়গা থেকে বের হই, শুধুমাত্র মানুষের টিকে থাকার প্রয়োজন হলেও আমাদের প্রাণ এবং অন্য সব প্রাণকে রক্ষা করা যেমন আমাদের নিজেদের জন্য দরকার। আমরা যদি শুধুমাত্র নিজেদেরকে কেন্দ্র করে তাদেরকে বাঁচানোর অঙ্গীকার করি, সেটিও একটি সীমিত অবস্থান। আসলে সকল প্রাণীর বাঁচার অধিকার আছে। সংবিধান আসলে কতটা মানুষকেন্দ্রীক হবে, আর কতটা সব প্রাণকে ধারণ করতে পারবে এ প্রশ্নটি বোধহয় এ পর্যায়ে এসে করতে পারি। আমরা যদি বৈশ্বিক ধারা লক্ষ করি, আমরা জানি যে, বৈজ্ঞানিকরা দেখাচ্ছেন যে, পৃথিবী এখন sixth mass extinction এর দিকে যাচ্ছে। অর্থাৎ পৃথিবীর তার দীর্ঘ geological history বা বড় ধরনের টাইম লাইনে আমরা যখন দেখি। আমরা জানি যে, ৫ বার বড় আকারে extinction হয়ে গিয়েছিল এবং sixth mass extinction এর দিকে আমরা যাচ্ছি। এই যে, বৈশ্বিক একটি বোধ, এটিকে সংবিধানে প্রতিফলন কীভাবে করা যাবে। আমরা আশা করব যে, যেটি নিয়ে আপনারা ভাববেন। আগের সংবিধানে কমবেশি আমাদের পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে। সে ক্ষেত্রে আরও বিষয় আছে যে, in detail. আসলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরিকল্পনা হলেই আমরা মনে করছি যে, ভালো হলো। কিন্তু কী ধরনের পরিকল্পনা করা হবে? একটি কথা বলা আছে যে, The devil is in the details. এখন পরিকল্পনা আমাদের সারা দেশকে নিয়ে হবে না শুধু শহরকে নিয়ে হবে। পরিকল্পনা কি সমস্যা তৈরি হওয়ার পরে শুরু হবে না সমস্যা যেন না হয় সে জন্য হবে। সে প্রশ্নগুলো আমরা রাখতে চাই। কারণ আমাদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে যে, বিশেষ করে স্থানীয় পরিকল্পনা তখনই করা হয় যখন ভূমি রূপান্তর হয় এমন পর্যায়ে চলে যায় যে, এটিকে আর সামলানো যাচ্ছে না। প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যাওয়ার পর পরিকল্পনা করা প্রয়োজন এ রকম একটি ভাবনার সৃষ্টি হয়। কাজেই পরিকল্পনা কার্যত সুদূরপ্রসারী হওয়া প্রয়োজন। শুধু মানবকেন্দ্রিক নয়। ভূমিকে কেন্দ্র করে করা উচিত। সেই বিষয়কে আমরা জোর দিতে চাই। আমরা আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে সবার বিবেচনার জন্য special plan framework এর পক্ষ থেকে একটি প্রাথমিক ধারণা উপস্থাপন

করেছি। আমরা আশা করব যে, কমিশন তার কাজ কর্ম করার সময় এ বিষয়কে যদি একটু আমলে নেন, তাহলে হয়তো আমাদের অনেকগুলো ভাবনা সেখানে আপনারা পেয়ে যাবেন। আমরা সংক্ষেপে যেগুলো এনেছি, সেগুলোতো থাকছেই। ওই details এর প্রশ্নে অনেক কিছু আছে, এটির উত্তর এখানে আসবে। সে জন্য আমি The devil is in the details এর রেফারেন্স টানলাম।

আরেকটি হচ্ছে যে, আমরা যখন উন্নয়ন করি, কী ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে প্ল্যানিং বা special planning বিশেষ করে আশা উচিত। সেটি নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন আছে। খুব আর বেশি এভাবে কোনো অর্গানাইজেশন প্ল্যান তৈরি করে ফেলল সে প্ল্যান তারা won করতে পারবে কি না আর সেটিকে কতটুকু বহন করতে পারবে সে বিষয়টি ভাবার অবকাশ আছে। এখানে একটি বিষয় যে, বিদ্যমান যে প্রাকটিস, সেটির দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখব যে, এখন প্ল্যানিংয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিছু কাজ আমাদের দেশে হয়। যা প্রায় দেশের ১০ শতাংশ এলাকাকে হয়তো cover করে, সেটিও মূলত reactive. সমস্যা হয়ে যাওয়ার পর কোনো বিকল্প না। এ ধরনের পরিকল্পনা। কিন্তু সেটি কারা করছে? বাস্তবায়নকারী সংস্থা যেমন- স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর যখন পরিকল্পনা করে তখন স্বাভাবিকভাবেই তাদের biased থাকে বেশি রাস্তা বানানোর দিকে। ফলে পরিকল্পনার মধ্যে যথেষ্ঠ পরিমাণ রাস্তা তৈরি হলো কি না সেটি নিশ্চিত করা থাকে সেই পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য। এটি conflict of interest উদাহরণ, যেটি আমাদের economy wide একটি ভাবনা চিন্তার বিষয় আছে। এ ধরনের implementation এবং planning এর মধ্যে যে conflict of interest আসে সেগুলো আমরা কীভাবে address করব। একইভাবে বলা যায় যে, আমরা যদি পরিকল্পনার ইতিহাস দেখি। বিশেষ করে ৯৬ এর দিকে migrantদের address করার জন্য এক ধরনের হাউজিং সমস্যা হিসেবে পরিকল্পনাকে দেখা হতো। তাও এক ধরনের reactive approach. আসলে special planning বলতে আমরা শুধু হাউজিংকে ভাবতে পারি না। আমি জানি যে, special planning আরও বিস্তর বিষয়।

আমরা স্থানীয় সরকার বিষয়ে যাচ্ছি। বিশেষ করে স্থানীয় পরিকল্পনা। আমরা তিন স্তরবিশিষ্ট muti scalar পরিকল্পনার কথা বলেছি। এখন যদি আমরা স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনার কথা বলি। আমরা চাই যে, সেখানে স্থানীয় সরকার একটি ভূমিকা পালন করুক। কিন্তু স্থানীয় সরকারের যে কার্যক্রম তাতে আমরা দেখি যে, আমাদের যারা আইন প্রণেতারা আছেন, তাদের কার্যক্রম আমরা যদি ঠিকভাবে বুঝে থাকি, তাহলে তাদের কাজ হচ্ছে আইন প্রণয়ন এবং সেখানে জনগণের ভাবনার প্রতিফলন নিশ্চিত করা। কিন্তু তার বাইরে গিয়ে দেখা যায় যে, স্থানীয় যেসব অবকাঠামো প্রকল্প বা পরিকল্পনা। তাতে এদের মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। এ দ্বন্দ্ব যদি নিরসন করা না যায় তাহলে স্থানীয় পর্যায়ের পরিকল্পনার যে wonership সেটি নিশ্চিত করা যথেষ্ঠ কঠিন হবে। এটি কীভাবে আপনারা সংবিধানের মাধ্যমে নিশ্চিত করবেন, তার instrumentগুলো সম্পর্কে ভালো জানেন। সে বিষয়ে details এ এখন আর যাব না। আরেকটি বিষয়ে যেটি যে কোনো পেশাজীবী গোষ্ঠী অথবা জ্ঞানভিত্তিক কমিউনিটি কম বেশি স্বীকার করবেন। আমি জানি যে, অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞানভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পেশাজীবী সংগঠনের বিশেষ করে স্বাধীনভাবে কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ। এখন আমরা যদি রামপালের কথা চিন্তা করি, তাহলে আমরা দেখব যে professionalরা এক সময় বৈধতা দিয়েছেন। কিন্তু তাদেরও এক ধরনের সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ করতে হয়। এখানে এক ধরনের conflict of interest থাকে। যদি এগুলো feasible দেখানো না যায়, তাহলে ঠিকাদার হয়তো কাজ পাবেন না। এটি একটি জাতীয় সমস্যা। যেটি আমরা সংবিধানের মাধ্যমে address করতে পারবেন কি না আমি জানি না। কিন্তু এটি কোনো নির্দিষ্ট সেক্টরের সমস্যা নয়। এটি আসলে আমাদের একটি জাতীয় সমস্যা। এটি যদি সংবিধানে কোনোভাবে আনা যায় তাহলে আমাদের জন্য অনেক মঙ্গলজনক হবে।

আমরা সবাই জানি যে, বিশেষ করে বাংলাদেশে গবেষণা এবং উন্নয়নে যে ব্যয় হয়, এটি পৃথিবীর অনেক দেশেই হয়। আমাদের এ ব্যয়ের প্রবনতা অনেক কম। যেটির খুব অল্প অংশ থাকে মূলত research and development এর ওপরে। সেগুলো মনে হয় বিশাল বিনিয়োগ করে ফেলা হলো। এর ফলে যেটি হয়, পেশাজীবীদের মধ্যে

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): আমি একটু আপনাকে interrupt করি। সময় স্বল্পতার জন্য একটু সংক্ষেপ করলে অন্যদের বক্তব্য শুনতে পারব।

**প্ল্যানার এ কে এম রিয়াজউদ্দিন, সদস্য :** আমি প্রায় শেষের দিকে চলে আসছি। এ ক্ষেত্রে দেখার বিষয় হচ্ছে যে, এ সুযোগগুলো সৃষ্টি হলে পেশাজীবীদের field এর সাথে অনেক বেশি নিশ্চিত করা যায়। যদিও আমরা তিন স্তরবিশিষ্ট স্থানিক পরিকল্পনার কথা বলছি এবং দেশের মধ্যেই। তারপরও আমাদের regional development, আমি যদি south asia context বলি বা আরও larger regional context এ যাই তাহলে আমাদের দেখার বিষয় হবে যে, আমরা আসলে collective prosperity এর কথা ভাবতে পারি কি না। আমরা বহু দিন ধরে এক ধরনের bilateral, muti-lateral এর বিষয়ে একটি দোলাচালের মধ্যে আছি। কিন্তু এটি সংবিধানের মাধ্যমে আমাদের collective prosperity বা  collective regional prosperityতে আনা যায় কি না; এগুলো আপনারা একটু বিবেচনায় রাখবেন। আমার দিক থেকে আপাতত শেষ করছি।

ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

**প্ল্যানার সৈয়দ শাহরিয়ার আমিন**, ভাইস প্রেসিডেন্ট (বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স) : সবাইকে স্বাগতম।

একটি হচ্ছে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানাস বা পরিকল্পনাবিদদের প্রতিনিধি হিসেবে এসেছি। ফলে সেই আঙ্গিকে কিছু কথা বলব। আরেকটি হচ্ছে যে, বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে কিছু কথা। আসলে সংবিধান আমাদের সকলের সে হিসেবে। আমি প্রথমে একটু স্মরণ করি যে, ১৯৭১ সালে যারা শহিদ হয়েছেন এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন অভ্যুত্থানে শহিদ হয়েছেন। সর্বশেষ জুলাই ২০২৪ গণঅভ্যুত্থানে, যাদের আত্মত্যাগে আমরা আসলে এ সুযোগটি পেয়েছি। সংবিধানকে হয়তো আমাদের মতো করে আরেক বার একটু কাজ করার বা ভাবনার জায়গাগুলোকে উপস্থাপন করার। তারপরে দেখা যাবে যে, আমরা কতদূর করতে পারি। আমি প্রথমেই নাগরিক হিসেবে একটু কথা বলতে চাই। আমাদের সংবিধান পুনর্লিখনের দাবি এসেছে এ কারণে যে, এ বাংলাদেশ সবার। অর্থাৎ জাতিগতভাবে যদি বলি, নৃতাত্ত্বিকভাবে যদি বলি, ভাষাগত দিক থেকে যদি বলি, ধর্মীয় দিক থেকে যদি বলি, সবার হচ্ছে বাংলাদেশ। সেই বাংলাদেশের সংবিধান পুনর্লিখন করতে চাই বা সংস্কার করতে চাই বা যেটিই বলতে চাই। সেটি যদি হয়, তাহলে কয়েকটি ছোট পয়েন্ট আমি বলব। এ স্বল্প পরিসরে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। একটি হলো যে, এ সংবিধান হাতে নিয়ে আমরা যেন বাংলাদেশের সকল মানুষ এটিকে সবগুলো জায়গায় মানতে পারি বা আমার বোধে আসে সেই জায়গাটা। আমি একটি ছোট উদাহরণ দেই। আমি যখন কোনো নির্দিষ্ট ধর্মে সৃষ্টিকর্তার নামে সংবিধান শুরু করব তখন কী আমার সমস্ত বাংলাদেশি এটিকে মানবেন? তাহলে যেটি হতে পারে আমি তাকে দুইভাবে দুই দিক থেকে বাধ্য করছি। একটি আমি তাকে তার বিশ্বাসের জায়গা থেকে বের হয়ে আসতে বাধ্য করছি অথবা আমি সংবিধানের কোনো একটি জায়গা বা কোনো একটি ধারাকে তিনি যেন না মানেন বা অস্বীকার করেন সেটি বাধ্য করছি। এ জায়গায় ভাবনাটি খুবই জরুরি। সংবিধানের দিক থেকে নৈবিত্তিক হবে কি না। রাষ্ট্র অবশ্যই সব মানুষের জন্য হবে। কিন্তু কিছু কিছু জায়গা যেটি মানুষের জন্য তার স্বাধীনতার কথা বলা আছে। সে জায়গাগুলো নৈবিত্তিক হবে কি না, এটি একটি বড় প্রশ্ন। আমরা যদি সেই জায়গায় থাকতে চাই, তাহলে আমাদের কয়েকটি জায়গা আবার ভাবার দরকার আছে। আমাদের অন্যান্য মানুষকে বাদ দিয়ে এ জায়গাগুলো শুরু করব কি না, এটি গভীরভাবে ভাবনার। আমি আপনাদের প্রতি অনুরোধ রাখলাম। আপনারা এটি ভেবে দেখবেন।

দ্বিতীয় হলো যে, আমরা আসলে রাষ্ট্রকে যদি নৈবিত্তিক দেখতে চাই, বর্তমান পৃথিবীতে একসাথে চলতে চাই, তাহলে আমাদের রাষ্ট্র ধর্ম হিসেবে ঘোষণা দিচ্ছি সেটি আসলে কথাটা প্রাসঙ্গিক থাকে। আমরা এ জায়গায় নৈবিত্তিক থাকতে পারি কি না। যদিও আমরা পরের ধাপে গিয়ে বলছি যে, সব ধর্মের স্বাধীনতা থাকবে। এখানে আরও একটি বিষয়ে বলার আছে। আমরা আমাদের সংবিধানে পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করছি যে, যে যে মানুষ যে যে ধর্ম পালন করবেন। কিন্তু বাংলাদেশে কোনো মানুষ যদি কোনো ধর্মই পালন না করতে চান, তার জন্য একটি বাক্য সংবিধানে নেই। এটি ভবিষ্যতে আরেক ধরনের সমস্যা তৈরি করবে। ফলে এ বিষয়টি আসা দরকার। সারা বাংলাদেশের সব বোধের মানুষকে আমি সংবিধানে ধরতে পারি কি না। এটি আসলে সংবিধান সংস্কারের জায়গা হওয়া দরকার বলে আমার মনে হয়। একদম প্রথম ভাগে ভাষা, সংস্কৃতি। আরেকটি হচ্ছে জাতীয়তাবোধের বিষয়ে আমি যদি বলি আমি শুধু বাঙালি পরিচয় দিতে চাই তাহলে আমার অন্যান্য সকল নৃতাত্ত্বিককে অস্বীকার করি। সেই জায়গাটি বোধহয় এ সময়ে এসে আর প্রয়োজন নেই। বাঙালি জাতি অবশ্যই আমরা। আমরা অনেক প্রাধান্য বিস্তার করছি। আমাদের এখানে আরও অনেক জাতি গোষ্ঠী রয়ে গেছে। ফলে তাদেরকে যদি স্বীকার করতে চাই তাহলে জাতীয়তাবোধে নৃতাত্ত্বিকভাবে আমি শুধু বাঙালি না বলি। তাহলে আসলে তাদেরকে অস্বীকার করাই হয়ে যায়। এ বিষয়টি দেখার আছে।

এবারে আসি মৌলিক বিষয়ের ভিতরে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের গণমানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির কথা এবং অর্থনৈতিক মুক্তির কারণেই আমরা দেখেছি পরবর্তী ৫০ বছরে যত পরিকল্পনার প্রস্তাবনা নেয়া হয়েছে সবই আসলে অর্থনীতিকে। আমার সহকর্মী উল্লেখ করেছেন। আমি খুব সংক্ষেপে বলি। ভৌগোলিক অবস্থান, গঠন, জনসংখ্যা, সম্পদ এসব বিবেচনায় আমরা যে পর্যায়ে আছে এবং আগামী দিনে যেখানে যাচ্ছি সেখানে যদি এ সম্পদের সুষ্ঠু পরিকল্পনা করতে না পারি তাহলে আমরা টেকসই বাংলাদেশ বিনির্মাণে কখনো অগ্রগামী হতে পারব না। এ চ্যালেঞ্জ আমরা এখনই দেখছি। সেই জায়গায় আমরা ১৫ ধাপে মৌলিক প্রয়োজনে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথা বলছি সেখানে অর্থনৈতিক এবং স্থানিক উন্নতির কথাটি যদি আমরা সংযোজন করতে পারি, তাহলে এটিকে পরবর্তী ধাপগুলোতে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে সেই সুযোগগুলো তৈরি হয়। আপনাদের কাছে এটি একটি প্রস্তাবনা থাকল। আমি আর মাত্র দু একটি বিষয় উল্লেখ করি। অনেকগুলো বিষয় আছে। আমরা জানি যে, আমাদের এ সংবিধান সংশোধন হতে হতে প্রচণ্ড এককেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। সেটিকে যেমন আমরা ক্ষমতার ভারসাম্যের কথা বলছি, এটি আরও বড় জায়গা। আরও বিস্তারিত পরিসরে আলাপ আসবে। ক্ষমতা কি শুধু প্রধানমন্ত্রীর নিকট থাকবে। রাষ্ট্রপতির সাথে কতটা ভারসাম্য আসবে। বিচার বিভাগ কতটা স্বাধীন হবে। যে কমিশনগুলো আছে। বাংলাদেশে যেটি প্রকট সমস্যা

দুর্নীতি, সেটি কতটা স্বাধীন হবে। কিন্তু আমি আরেকটি দৃষ্টিভঙ্গিতের দেখাতে চাই যে, বাংলাদেশে শুধু ওই জায়গায় ক্ষমতার ভারসাম্য নেই। বাংলাদেশের দুই স্তরের সরকার ব্যবস্থা রয়েছে। একটি জাতীয় সরকার। একটি হচ্ছে স্থানিক সরকার। এই স্থানিক সরকার প্রায় পঙ্গু হয়ে আছে। এটি আসলে তার যে স্বাধীনতা কাগজে কলমে দেয়ার কথা সেই পর্যায়ে নেই। আমরা কর্মক্ষেত্রে গিয়ে দেখেছি। ফলে এ জায়গায় স্বাধীনতা হওয়ার জায়গা রয়ে গেছে। আমরা যদি মানুষ ও জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে তাদের কার্যভার করতে চাই, তাহলে এ জায়গাগুলো স্থানীয় সরকার কতটা স্বাধীন হবে সেটিও সংবিধানে আরেকটু পরিষ্কার করে আসা দরকার এবং আমার ব্যক্তিগতভাবে কতগুলো শব্দের ব্যাপারে আপত্তি রয়েছে। যেমন- আমরা বলছি প্রজাতন্ত্র। কিন্তু প্রজাতন্ত্রে যে সেন্স আমাদের মনে আসে, সেটি হলো যে, কেউ আমাকে শাসন করছে। আমার মাথার ওপর লর্ড রয়ে গেছে। আমি তার প্রজা। আমরা জনতন্ত্র আনতি পারি। আমরা গণতন্ত্র আনতে পারি। যেমন আমরা ব্যবহার করছি প্রশাসক। এ শব্দটি আসলেই আপত্তিকর। তিনি কেন প্রশাসক হবেন? তিনি কাকে শাসন করছেন? জনগণকে শাসন করছেন? আসলে তিনি জনগণকে শাসন করছে। গণতান্ত্রিক চেতনায় এ শব্দগুলোকে কীভাবে এখানে সংস্কার করতে পারি, সেটিও হয়তো একটু ভাবনায় আনা প্রয়োজন। আমি খুব বেশি দীর্ঘায়িত করব না। আমাদের যে পরিকল্পনার আঙ্গিকে ও অন্যান্য লিখিত প্রস্তাব, এটি আমরা পরবর্তীতে দিব।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

আমরা এখন বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধি সংঘের কথা শুনব।

**জনাব খলিলুর রহমান**, ভাইস চেয়ারম্যান (বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধি সংঘ) : ধন্যবাদ।

বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধি সংঘ যেটি মনে করে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ নেই। আজকে নেই। গত ১৬ বছরেও ছিল না। ১৭ বছরেও ছিল না। এর আগে ছিল না। তাহলে কী ছিল? একদলীয় শাসন ছিল। বাকশাল নয়। যে যখন ক্ষমতায় ছিল তারই শাসন ছিল এবং এক ব্যক্তির শাসন ছিল। এর আগের কথা বলেন। ১৯৭১ সালের আগে সেখানে ষড়যন্ত্র ছিল। তার সহযোগী ছিল। যাকে রাজাকার বলা হয়। সে অবস্থার প্রেক্ষিতে সেখানে স্বৈরশাসন ছিল। সেই স্বৈরশাসন উচ্ছেদ করে তখনই পূর্ব অংশে একটি সংগ্রাম ছিল যে, জাতীয় মুক্তি, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। আমাদের দেশে সেটি অর্জন হয়নি। জাতীয় মুক্তি হয়নি। স্বাধীনতা আসেনি। গণতন্ত্রও আসেনি। তাহলে তো একদলীয় শাসন থাকত না। সেই স্বৈরতন্ত্রের অবস্থায় আমরা এখনো আছি। তার কারণ সেই কাঠামো আছে। কাঠামোর মধ্যে সেই সৈন্যবাহিনী আছে। পুলিশবাহিনী আছে। যার deprived অংশ আছে অথবা যারা বিভিন্ন দলের হয়ে আওয়ামী লীগ হয়েছিল। তারাই এখন ক্ষমতায় আছে। নতুন করে যারা আসছে তারাও কিন্তু মনোবৃত্তি হলো স্বৈরতান্ত্রিক। সেটির কিছু উদাহরণ আমরা দিতে পারব। আমি সারসংক্ষেপভাবে কথাগুলো বলব। সারসংক্ষেপে অনেক ব্যাখ্যা করা যায়। আপনারা অনেক ব্যাখ্যা করতে পারবেন। বিশ্লেষণ করতে পারবেন। সংবিধান সংশোধন বা সংস্কার বা সংবিধান নতুন করে করেন, যেটিই করবেন। কিন্তু এখানে যা-ই করেন 'থোড় বড়ি খাড়া বড়ি থোড়' হবে। যা আছে তা হবে। কেন হবে? আমাদের দেশে গ্রাম বলেন, শহরে বলেন, শিক্ষাঙ্গনে বলেন, democratic atmosphere নেই। আপনি মত প্রকাশ করবেন- আপনার সেই স্বাধীনতা নেই। আগামীতে হবে, সেটিও হবে না। যারা আসবে তারা ক্ষমতায় যাবে এ জন্য বেহুশ হয়ে গেছে। তার মানে আর এক মুহূর্ত ধৈর্য ধরতে চায় না। কিন্তু ক্ষমতা নেই। যারা স্বৈরতন্ত্রব্যবস্থা কায়েম রাখে তারা অর্থেবিত্তে sufficient থাকে। তারা জীবন দিতে চায় না। শিশুরা জীবন দিয়েছে। এখন নতুন করে মোচ তাওচ্ছে ক্ষমতায় যাবে। যারা একচেটিয়া পুজিবাদী গোষ্ঠী আছে, তাদের স্বার্থ রক্ষা করছে। মালিকদের স্বার্থ রক্ষা করছে। আপনি ইউনিলিভার বলবেন। Uniliver mutinational company. তার যে বিতরণ ব্যবস্থা আছে, distributor এর মাধ্যমে তার man powerকে সার্ভিস নেয়। সেখানে কোনো শ্রম আইন বাস্তবায়ন নেই। সেখানে সংগ্রাম আছে। বিএনপির বিভিন্ন লোকেরা তাদের distributor এর পক্ষ অবলম্বন করে শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ করছে। কাজেই আপনি সংবিধানে যা-ই কিছুই করেন সেটিতে কোনো কাজ হবে না। সেই অবস্থায় যারা আজকে ক্ষমতায় যাবে তারা যেন অতীত পর্যালোচনা যাতে না করতে পারে, কেন আমরা ক্ষমতায় গেলাম। দীর্ঘ ১৫/১৬ বছরে ক্ষমতায় আসতে পারিনি। আবার একই কাজ করব। একই কাজ করছি। চাঁদাবাজি করব, দলবাজি করব, এ সংবিধানে এটিই হবে। সংস্কার করেন যাই করেন। কারণ যারা লুটেরা আসবে, তারা পেশাদার রাজনীতিবিদ নয়। তারা ব্যবসায়ী। তারা লুটপাটকারী। এ লুটপাটকারীরা মোচ তাওচ্ছে ক্ষমতায় আসবে। আপনি যা-ই কিছু আমার থেকে মতামত নেন না কেন এখানে বিপ্লব হয়নি। একটি গণঅভ্যুত্থান হয়েছে। কার বিরুদ্ধে? একটি দলের বিরুদ্ধে। একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে। কাজেই বিপ্লব যখন হবে কেউ থাকবে না। অতীতে যারা ক্ষমতায় ছিল কেউই থাকবে না। লুটপাটকারী। তাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হবে। তাদের ভোটাধিকার থাকবে না। সেই যে সংবিধান, সেই সংবিধানে জনগণের স্বার্থে জনগণ বলবে যারা শ্রমিক, যারা দেশটি চালিয়ে রাখে- শ্রমিক এবং কৃষক বুঝি। তাদের সেবা করতে পারবে। এর আগে পারবে না। জনগণ সেই জায়গায় যখন যাবে তখন যে সংবিধান হবে, একটি constitutional assembly হবে, সেই assembly এদের ভোটাধিকার কেড়ে নিবে যারা মন্ত্রী, এমপি, অতীতে প্রেসিডেন্ট, প্রাইম মিনিস্টার ছিল। বড় বড় আমলা ছিল। দুর্নীতিবাজ ছিল। তাদের সমস্ত সম্পত্তি

বাজেয়াপ্ত হবে। তাদের ভোটাধিকার থাকবে না। এ রকম একটি সংবিধান আমরা চাই। যেখানে জাতীয় মুক্তি অর্জিত হবে। স্বাধীনতা আসবে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে। democratic atmosphere. শিল্পাঞ্চল, শ্রমিক অঞ্চলসহ ৭টি অঙ্গনে একটি democratic atmosphere তৈরি হবে। এ রকম একটি সংবিধান আমরা চাই। যদি বলি যে, আমরা পাকিস্তানে যাই। সেখানে আন্দোলন ছিল। জাতীয় মুক্তির স্বাধীনতা আন্দোলন করেছিল, যারা নেতৃত্বে ছিল, সেখানে আইএলও কনভেনশন ৮৭ হুবহু rectification হয়েছিল। আইএলও কনভেনশন হুবহু। যেমন- শিল্প সম্পর্কিত অধ্যাদেশ ১৯৬৯ এর ৩ ধারায় হুবহু আইএলও কনভেনশন rectification হয়েছে। বাংলাদেশে সেটি হয়নি। তার মানে আমরা পাকিস্তান চাই। আমরা পাকিস্তান চাই না। পাকিস্তান আমলে শিল্প সম্পর্কিত অধ্যাদেশ ১৯৬৯ ছিল, সেটি সংশোধন করতে করতে এখন আপনি সংগঠন করতে পারেন না। আপনি সংগঠন করতে না পারলে ক্ষমতায়ন কোথা থেকে করা হবে? সংগঠন করতে না পারলে শ্রমিকের ক্ষমতায়ন কোথা থেকে আসবে? তারা মতামত ব্যক্ত করতে না পারলে। আমরা সে ধরনের একটি সংবিধান চাই। সেটি এ ব্যবস্থায় এসে হবে না। একটি revolution কথা বলছি। revolution হবে। তখন এটি আসবে। সেই প্রত্যাশায় আমরা আছি।

সবাইকে ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ। এখন আপনাদের দ্বিতীয় প্রতিনিধি বক্তব্য রাখবেন।

**চৌধুরী আশিকুল আলম**, প্রেসিডেন্ট (বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সংঘ) : ধন্যবাদ।

তিনি আমাদের চেতনার কথা বলেছেন। বিদ্যমান বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে বাকস্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতাগুলো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় এ উপাদানগুলো কার্যকরি থাকা লাগে। আর লাগে অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থানের ব্যবস্থা, এগুলো রাষ্ট্রকে নিশ্চিত করতে হয়। সংবিধানে সেটির ফোকাস দরকার। তৃতীয় দরকার হচ্ছে যে, constitution formed করতে গেলে যেহেতু পার্লামেন্ট নেই। এ অন্তবর্তী সরকার কি একটি constitution formed করতে পারবে? এটি একটি প্রশ্ন। প্রশ্ন যেহেতু আছে, সেহেতু on stitutional assembly formed করতে হবে। যদি বিদ্যমান ব্যবস্থায় থাকতে হয়। আর কী করতে হবে; আমাদের রাষ্ট্রকে অন্যের ওপর নির্ভরশীলতা থেকে নিজের ওপর দাঁড়ানোর যোগ্যতায় যেতে হবে। যাতে আমাদের ওপর অন্য কারো নিয়ন্ত্রণ মেনেই আমাকে যেন রাষ্ট্র পরিচালনা করতে না হয়। কারণ পৃথিবীতে যে টালমাটাল অবস্থা, সেই অবস্থায় আমার সার্বভৌমত্ব, আমার স্বাধীনতা, আমার জাতীয়তা বোধের যে চেতনা, সেই চেতনাকে লালন পালন করতে গেলে রাষ্ট্রের নিজস্ব সক্ষমতা বাড়াতে হবে। জাতীয় অর্থনীতি, জাতীয় সংস্কৃতি, সবকিছু নিজস্বতার ভিত্তিতে বিকশিত হওয়া প্রয়োজন। সংবিধানে তার প্রতিফলন হবে। আমরা মনে করেছিলাম যে, ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধি এখানে থাকবেন। এখানে অনেকেই আছেন। অনেকেই তাদের মতামত দিয়েছেন। তাদের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলি যে, এ প্রসঙ্গে লিখিত মতামত পাঠাব। সংক্ষিপ্তভাবে এটুকু কথা যাতে এমন কিছু না হোক যে প্রাণ ঝড়ে গেল এবং সেই প্রাণের বিনিময়ে আমরা এমন কিছু অর্জনে যেতে পারলাম আবার বেদনাকেই সামনে নিয়ে আসছে। ফলে আমরা এমন কিছু সৃষ্টি করি যাতে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম বা এ জাতির জনগোষ্ঠী বা এ জাতি গোষ্ঠী, এ দেশ তার sovereignty নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।

ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

আমি আগেও বলেছি যে, আপনাদের লিখিত বক্তব্য ২৫ তারিখের মধ্যে পাঠিয়ে দিলে আমাদের কাজে সহায়তা হবে।

আমরা এখন বক্তব্য শোনার জন্য বিপনেটের প্রতিনিধিদের কাছে যাচ্ছি।

**ডিভিশন প্রধান সুচিয়াং,** সদস্য, বিপনেট : আমাদের এ সংস্কার কমিশনে আমন্ত্রণ করার জন্য ধন্যবাদ স্যার।

বিপনেট বাংলাদেশ ইন্ডিজেনিয়াস পিপলস নেটওয়ার্ক শুধু পার্বত্য এলাকায় নয়। আমাদের সমস্ত দেশে সমতল ভূমির যারা আদিবাসী আছেন, তারা এটির প্রতিনিধিত্ব করেন। এখানে প্রায় ৫০টির ওপরে জাতিসত্তার মানুষ। আমাদের বিপনেট বাংলাদেশ ইন্ডিজেনিয়াস পিপলস নেটওয়ার্ক অন ক্লাইমেট চেঞ্জ সংগঠন, এটি প্রায় ৩০টি মাদার সংগঠন বিপনেটের সাথে সম্পৃক্ত। পার্বত্য ও সমতল এলাকার আদিবাসী নিয়ে। বিপনেট এমন একটি সংগঠন যেটি আদিবাসীদের রাষ্ট্রের পলিসি লেভেলে কাজ করেন। আদিবাসী জাতি সম্প্রদায়ের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সমাধান এবং এটির অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা আমরা করি। জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা এবং পরিবেশ প্রতিবেশ উন্নয়নের যে বিষয়টি, এটি আসলে বিপনেট খুব সুচারুভাবে আমরা করে আসছি। বিভিন্ন দিনে বিষয়গুলো আমরা আমাদের রাষ্ট্রীয় নীতিমালার সাথে মতামত পেশ করেছি। বন বিভাগ এবং পরিবেশের উন্নয়ন। আদিবাসীদের ঐতিহ্য সংরক্ষণের বিষয়ে আমরা কথা বলেছি। আজকে পার্বত্য এলাকার নাগরিক কমিটির সাথে যে সংশোধনী আনা প্রয়োজন এবং আমাদের সংবিধানের সাথে সংযুক্ত করা প্রয়োজন, সে বিষয়ে আমরাও

একমত পোষণ করছি। আমাদের বিপনেটের পক্ষ থেকে কিছু সংশোধনী আমরা আনতে চাই। আমি আমার লিখিত বক্তব্য থেকে পাঠ করে শোনাই। আমি আমার পেপারটি আপনাদের কাছে দিয়ে যেতে চাই।

বিপনেট বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আপনাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। জুলাই-আগস্ট ২০২৪ ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উদ্দেশ্যে দেশের বিদ্যমান সংবিধান পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করে জনগণের ক্ষমতায়ন এবং জনপ্রতিনিধিত্বশীল কার্যকর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। আমরা তার সাধুবাদ জানাই। এ দেশে আদিবাসীদের যুগ যুগ ধরে রাষ্ট্রীয় ও বৃহত্তর সামাজিক, অর্থনৈতিকসহ নানা কাঠামোর মধ্যে শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হয়ে আসছে, এগুলো বিলুপের জন্য তারা দীর্ঘকাল ধরে দাবি করে আসছে। বাংলাদেশ একটি বহু জাতি, বহু ভাষা ও বহু সংস্কৃতির দেশ। কিন্তু এ বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে বৃটিশ উপনিবেশিকত্তর সময়কালে একক জাতি এবং তাদের ধর্ম, ভাষা এবং ইতিহাসকে কেন্দ্র করে যে বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনের প্রচেষ্টা করা হয়েছে, তা সংকীর্ণ আদর্শের ওপর স্থাপিত, যা মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনার সাথে সাংঘর্ষিক এবং আদিবাসীদের শোষণ ও বৈষম্যমূলক কাঠামোর অন্যতম কারণ। এ প্রেক্ষিতে আদিবাসী জাতিগত পরিচয়, সাংবিধানিক স্বীকৃতি, তাদের প্রথাগত শাসনব্যবস্থা ও ভূমি অধিকার, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অভাবসহ ইত্যাদির কারণে আজ আদিবাসীরা দেশের মধ্যে দারিদ্র্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থানসহ ইত্যাদি আর্থসামাজিক সূচকে দেশে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অন্যতম। ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র নির্মাণের প্রচেষ্টা, রাষ্ট্রের অস্বীকৃতির ওপর জাতি গোষ্ঠীর ক্ষেত্র তৈরি করে না। দেশের জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ প্রতিবেশের জন্য তা ক্ষতিকর। কারণ জাতিগত কারণ ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বিশেষ করে আদিবাসীদের প্রথাগত শাসনব্যবস্থা। জ্ঞান ও চর্চার সাথে জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ সংরক্ষণ ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। তাই জুলাই-আগস্ট ২০২৪ ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানের যে স্বপ্ন বৈষম্যহীন বাংলাদেশ তা আমরা আদিবাসীরা সর্বাত্বকভাবে সমর্থন করি।

বৈষম্যহীন বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষে যে সাংবিধানিক সংস্কার হতে যাচ্ছে সেখানে আমাদের দাবিগুলো যথাযথভাবে আমলে নেয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। আমাদের দাবিনামার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:

সংবিধান সংস্কার আদিবাসীদের মৌলিক দাবি। এটি আমাদের নাগরিক কমিটি থেকে পড়েছেন। আমি আমাদের বিষয়গুলো বলতে চাই। বিদ্যমান সংবিধানের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবগুলো। প্রথম ভাগ প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্র সংক্রান্ত ও অনুচ্ছেদ শেষে নতুন সংযোজন বাংলা ছাড়া অন্যান্য ভাষার পরিভূষণ ও উন্নয়ন সমভাবে রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রদান। দ্বিতীয়ত একাদশ ভাগ। ব্যাখ্যা সংক্রান্ত ১৫২ অনুচ্ছেদ শেষে আদিবাসী জাতি গোষ্ঠীর সংখ্যা অন্তর্ভুক্ত ছিল। দ্বিতীয় ভাগ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি জাতীয় ঐক্য সংক্রান্ত ৯ অনুচ্ছেদে সংশোধনীর প্রস্তাব। ভিন্ন ভিন্ন ও সংস্কৃতিগতভাবে বহু সত্তাবিশিষ্ট বাংলাদেশ জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছে। সেই বাংলাদেশ জাতির ঐক্য ও সংহতি হবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে। একাদশ ভাগ বিবিধ- প্রজাতন্ত্রের সম্পত্তি সংক্রান্ত। ১৪৩ অনুচ্ছেদের (৩) উপানুচ্ছেদের নতুন সংযোজন। এ অনুচ্ছেদের কোনো কিছু দেশের আদিবাসী জাতি গোষ্ঠীসমূহকে তাদের স্ব স্ব অধ্যুষিত অঞ্চলের ভূমি প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকার এবং সামষ্টিগত ভূমি মালিকানার স্বত্বাধিকারী নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করবে না। দ্বিতীয় ভাগ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তিসংক্রান্ত ১৪ অনুচ্ছেদে সংশোধন। রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হবে মেহনতি মানুষকে কৃষক, শ্রমিক, আদিবাসী এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ থেকে মুক্তিদান করা। তৃতীয় ভাগ মৌলিক অধিকার। ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্যসংক্রান্ত ২৮ অনুচ্ছেদ সংশোধন। আদিবাসী জনগোষ্ঠীসমূহ নারী ও শিশুদের অনুকূলে বিশেষ বিধান প্রণয়ন হতে এ অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্তি করবে না। ৭ এর তৃতীয় ভাগ মৌলিক অধিকার। সরকারি নিয়োগলাভে সুযোগ সমতা সংক্রান্ত ২৯(৩) অনুচ্ছেদের সংশোধন। নাগরিকদের যে কোনো অনগ্রসর অংশ ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীসমূহ যাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করতে পারে। সেই উদ্দেশ্যে তাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান প্রণয়ন করা হবে। ৮, তৃতীয় ভাগ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি। অনুচ্ছেদ ২৩(ক) জাতীয় সংস্কৃতি প্রস্তাবিত সংশোধনী। রাষ্ট্র আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতি, ভাষা, রীতি, প্রথা, ঐতিহ্য, সাহিত্য, শিল্পকলা এবং ঐতিহাসিক নিদর্শনসমূহ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে এবং বহু মাতৃক সংস্কৃতি সমৃদ্ধিতে সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করিবে। উপরোক্ত দাবিগুলো আমলে নেয়ার দাবি জানাচ্ছি। আমরা আশা করি এ সংস্কার কমিশন ও অন্তবর্তীকালীন সরকার বাংলাদেশ সংস্কৃতির বহুত্ববাদ অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ এবং বৈষম্যহীন রাষ্ট্র গঠনের প্রচেষ্টাকে আরও জোরদার করবে। আমরা আমাদের বিপনেট সমতল এবং পার্বত্য এলাকার আদিবাসীদের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি দিচ্ছি। আমাদের লিখিত বিষয়গুলো আমরা উপস্থাপন করব।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

লিখিত বক্তব্য আজকে যেহেতু আছে সেটি আমাদের দিয়ে যেতে পারেন অথবা পরে ই মেইলেও পাঠাতে পারেন।

**ডিভিশন প্রধান সুচিয়াং**, সদস্য, বিপনেট : আজকে আমরা দিয়ে যাচ্ছি।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

বিভিন্ন বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু প্রশ্ন আছে। আমরা সময় স্বল্পতার মধ্যেও আছি। কিন্তু প্ল্যানার্স এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে তৃতীয় একজন সংক্ষেপে বলেন যাতে করে আমরা অন্যান্যদের সাথে প্রশ্নের দিকে যেতে পারি।

**প্রফেসর ড. আদিল মুহাম্মদ খান,** প্রেসিডেন্ট (বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স) : আজকে এখানে কথা বলার সুযোগ দেয়ার জন্য আবারো ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমরা আগামী ২৫ নভেম্বরের মধ্যে আমাদের লিখিত মতামত পাঠাব। আমরা confused যে এটি সংস্কার হবে না কি পুনর্লিখন হবে। কারণ সংস্কার হলে আমাদের সুপারিশ এক রকম যাবে। আর পুনর্লিখন হলে অন্যভাবে যেতে পারে এবং ভলিউমটি কেমন হতে পারে। ছোট সংবিধান হলে এক রকম আবার বড় সংবিধান হলে আরেক রকম। এটি আমরা অনুরোধ করব। হয়তো আপনারা দিতে পারলে ভালো না হলে আমরা আমাদের মতো করে দিব। ১৯৭১ সালে মুজিবনগর সরকার প্রথম সংবিধান দিয়েছিল। সাম্য সামাজিক মর্যাদা ন্যায়বিচার এর ওপর দাঁড়িয়ে ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। ঠিক তেমনি জুলাই গণঅভ্যুত্থান বৈষম্যহীন বাংলাদেশ। যেটি আমরা গত ৫০ বছরে পাইনি। আমাদের সংবিধানে যা যা ছিল, শাসনতন্ত্রের অংশ বাদে। যদি মানা হতো তাহলে বাংলাদেশের চিত্র এ রকম হওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু আমরা দেখেছি যে, আমাদের আঞ্চলিক বৈষম্য বেড়েছে। যে আঞ্চলিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জন্ম। আমাদের প্রতিটি পেশার কৃষক, শ্রমিক, জেলে তাদের অধিকারগুলো প্রতিষ্ঠা হয়নি। আমরা একটি রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের পরে কল্যাণ রাষ্ট্রের দিকে যাইনি। মুক্তবাজার অর্থনীতির দিকে গিয়েছি। যেখানে প্রতিটি মানুষকে তার শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ অন্যান্য বিষয়ে বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করতে হচ্ছে। এ জন্য আমরা যে বাংলাদেশ গড়তে চাই, সেটি মুক্তবাজার অর্থনীতিতে সবকিছু বাজারের কাছে ছেড়ে দেব, যেটি আমাদের মৌলিক অধিকারের ধারাতে আছে। আমাদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, আশ্রয়, শিক্ষা, চিকিৎসা, এগুলো কি মুক্তবাজারে যাবে না কি কল্যাণ অর্থনীতির ধারায় যাব যেখানে আমাদের মানুষের কল্যাণ। সেটি একটি স্পষ্টকরণ উচিত। সেটি না হলে আমাদের বৈষম্যহীন বাংলাদেশের কথা যেটি আমরা বলছি। আমরা প্ল্যানার্স এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বলতে চাই, আমাদের যাত্রা হয়তো কল্যাণ রাষ্টের দিকে। আমাদের যিনি প্রধান উপদেষ্টা তিনি ৩০ অর্থনীতির কথা বলছেন। সেখানে তিনি যা বলছেন, সেটি কল্যাণ রাষ্ট্র ছাড়া পুরুটা মার্কেটের ওপর ছেড়ে দিয়ে ব্যবসায়ীদের ওপর ছেড়ে দিয়ে। যে ব্যবসায়ীরা ৭০ ভাগ সংসদে প্রতিনিধিত্ব করছে, তার কোনো চেক এন্ড ব্যালেন্স নেই এবং সেই ব্যবসায়ীরা conflict of interest এর জায়গায় দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন পলিসি তৈরি করছে। এ জায়গাগুলো যদি আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারি, তাহলে আমাদের বাংলাদেশে যে কল্যাণ ও যে বৈষম্যহীন দেশের কথা ভাবছি। আবারও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে হাজার হাজার মানুষ মারা গিয়েছে। সেই categorization করলে দেখা যাবে যে, অধিকাংশ যারা মারা গিয়েছে, শহিদ হয়েছে, তারা বৈষম্যহীন ক্যাটাগরির। তারা রিকসাওয়ারা, তারা শ্রমিক, তারা কৃষক। যদিও আমরা ছাত্রদের কথা বারবার বলছি। ছাত্রদের পিতামাতার হিসাব করলে দেখা যাবে সেই ক্যাটাগরি বেশি। তাহলে এটি আমাদের দায়বদ্ধতা। ৫০ বছরে যেটি পারিনি। মুক্তিযুদ্ধে যে রক্ত দিয়েছিলাম, এ ৫০ বছর দাঁড়াতে গেলে অবশ্যই কল্যাণ অর্থনীতি। যেখানে আমাদের কৃষকের শিক্ষা, চিকিৎসা। আমাদের গ্রামীণ এলাকার উন্নয়ন, সেটি লাগবে। এ উন্নয়ন কাঠামো যদি তৈরি করতে চাই, বৈষম্যহীন নাগরিক সুবিধাদি তার যদি শিক্ষার বণ্টন এবং তার quality, quantity এর বণ্টন করতে চাই তাহলে আমাদের অন্য বক্তারা যেটি বলেছেন যে, প্ল্যানিংয়ের একটি কাঠামো তৈরি করা দরকার। পরিকল্পনার কাঠামোর বাইরে গিয়ে আমাদের বৈষম্যহীন বাংলাদেশে যেখানে গ্রামের স্কুলের একটি standard থাকবে, সেটি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না। এ জন্য সারা বাংলাদেশের কাঠামোগত পরিকল্পনা প্রয়োজন। সেই পরিকল্পনার উন্নয়নের সংজ্ঞাতে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়ন নয়, অর্থনীতির পরিবেশ এবং আমাদের যে সামাজিকক রক্ষা, এটিকে মিলে উন্নয়নের ধারণা, যেটি আধুনিক বিশ্বে চর্চিত, সেই ধারণা স্পষ্টীকরণ করা প্রয়োজন। কারণ অতীত সরকার যে ভুল করেছে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে সামনে রেখে আর অন্য যে কাঠামো আছে সব বাদ দিয়ে দিয়েছে। পরিবেশ পরে, আগে উন্নয়ন। গণতন্ত্র পরে আগে উন্নয়ন। তাহলে এ জায়গা থেকে বের হতে হবে। আমরা যদি এ জায়গা থেকে বের হতে চাই তাহলে আঞ্চলিক বৈষম্যের কথা এবং গ্রাম ও নগরের মধ্যে বৈষম্য দূর করার কথা আগের সংবিধানে ছিল। সেই সংবিধানে যা লেখা ছিল, সেটি বাস্তবায়ন হলেই চলতো। কিছুই বাস্তবায়ন হয়নি। সংবিধানে যা ছিল পরবর্তী পর্যায়ে বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে সব ওলটপালট করা হয়েছে। সে জন্য এ বৈষম্যহীন বাংলাদেশের ক্ষেত্রে পেশাগত বৈষম্য এবং প্রতিটি নাগরিকের যে বৈষম্যগুলো কীভাবে প্ল্যানিংয়ের মাধ্যমে এটি নিশ্চিত করা হবে। শুধুমাত্র সংবিধানে লিখলেই হয় না। এটির একটি পরিকল্পনা কাঠামো তৈরি করতে হয়। পরবর্তীতে সেটি বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রের বিনিয়োগ লাগে। সেই investment এর ধারণা তৈরি করা হয়নি। আমরা প্ল্যানার্স ইনস্টিটিউট থেকে বাংলাদেশে investment এর বৈষম্যগুলো তুলে ধরেছি। প্রতি বছর টাকা প্রায় ৪০ ভাগ নিচ্ছে। চট্টগ্রাম ২০/২৫ ভাগ নিচ্ছে। বাকি ৬০ জেলাতে যে বণ্টন হচ্ছে, সেই বণ্টনের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের standard maintain করা হয়নি। standardization economy of investment সেগুলো সংবিধানে নিশ্চিত করা উচিত। নিশ্চিত

করতে গেলে আমাদের প্রস্তাবনা থাকবে যে, বাংলাদেশে দুটি বিষয়। একটি হচ্ছে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সরকার ব্যবস্থাপনা নিয়ে আসা উচিত। আরেকটি হচ্ছে আমাদের প্রদেশ নেই। আমাদের আছে বিভাগ। সকল বিভাগ সমান আয়তন এবং standard এ নেই। আমাদের আঞ্চলিক সরকার ব্যবস্থাপনা। আঞ্চলিক সরকার তৈরি করা যায় কি না। তাদের পার্লামেন্ট থাকবে, সেটি মনে হয় দরকার। বাংলাদেশ ছোট একটি দেশ। কিন্তু ছোট দেশ বললেই ছোট না। কারণ যে পরিমাণ জনসংখ্যা আছে, জনসংখ্যার দৃষ্টিতে বিশ্বের অনেক দেশের চেয়ে আমরা বড়। যদি জনসংখ্যাকে consider করেন তাহলে অবশ্যই বাংলাদেশে আঞ্চলিক সরকারব্যবস্থা দরকার। সে রংপুরের মানুষ তাদের এলাকার রংপুরের পার্লামেন্টে কথা বলবে। এটি দরকার আছে। এটি শুধুমাত্র সাইজ ছোট দিয়ে আলোচনাটি সরিয়ে ফেলার কোনো সুযোগ নেই। আমরা এ দাবিটি করতে যাচ্ছি যে, কীভাবে আঞ্চলিক সরকারব্যবস্থা নিয়ে আসা যায়, যাতে জনগণ তার এলাকার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। আরেকটি আলোচনা হচ্ছে জাতির পিতার আলোচনা করা এখানে প্রয়োজন। জাতির পিতা একজনকে বড় কিছু বানানোর সুযোগ নেই। বরং founding fathers এ অনেকের contribution আছে। পৃথিবীর কোনো মানুষ একা কিছু করতে পারে না। তাহলে আমাদের founding fathers এর আইডিয়াগুলো নিয়ে আসা প্রয়োজন আছে। আমাদের বিভিন্ন প্রান্তিক জনগণের প্রতিটি পেশার আলাদা আলাদা চাহিদা আছে। সেই পেশাজীবীদের কীভাবে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সরকার এবং আঞ্চলিক সরকারে নিয়ে আসতে পারি। তাদের প্রতিনিধিত্বশীল যে সরকার হয় এবং পেশা মানে যে পেশাতে যারা সত্যিকার অর্থে আছেন। শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা যার কোনো সংযোগ নেই। সেখানে কোনো তার অধিকার নেই। হয়তো ২০ বছর আগে সেই পেশায় ছিলেন, এটি না। যারা সত্যিকার অর্থে বর্তমানে কৃষিতে আছেন, সেই কৃষক প্রতিনিধিদের কীভাবে আমরা সরকারব্যবস্থায় নিয়ে আসতে পারি। আমাদের কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণার বিষয়ে বলছিলাম, সেটি যদি আমরা নিয়ে আসতে পারি। কারণ অনেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক তারা কল্যাণ রাষ্ট্র, কিন্তু তারা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। কল্যাণ রাষ্ট্রের সাথে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সাথে কোনো সংঘর্ষ নেই। সেই বিষয়টি মাথায় রেখেই আমাদের বিষয়টি নিয়ে আসতে হবে। আমরা মনে করি সংসদের মেয়াদ ৪ বছর হওয়া উচিত। ৫ বছর লম্বা একটি সময়। ৪ বছর সময় হলে সেখানে checks and balances থাকে। ব্যবসায়ী প্রতিনিধি সংখ্যার আধিক্যের বিষয়টি কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, সেটি ধারণা থাকা উচিত। বাংলাদেশে ব্যবসার নাম দিয়ে জমির মালিকানার ভোগ। আমাদের land reform commission সেভাবে কাজ করেনি। প্রচুর ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মাইলের পর মাইল একরের পর একর জমি চলে যাচ্ছে। জমির মালিকানার ব্যাপারে কী পরিমাণ checks and balances করব, সেটি থাকা দরকার।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): আপনাকে অনুরোধ করছি যে, সংক্ষেপ করতে হবে। অন্যান্যদের কথা শুনতে হবে।

**প্রফেসর ড. আদিল মুহাম্মদ খান,** প্রেসিডেন্ট : এক মিনিটের মধ্যে শেষ করছি। স্থানীয় সরকারব্যবস্থায় কীভাবে প্রকৃত অর্থে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং স্থানীয় লোকের অংশগ্রহণ হয় এবং নির্বাচন প্রক্রিয়াতে যাদের টাকা পয়সা নেই, পেশিশক্তি নেই। তারা কীভাবে এই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রতিনিধি হিসেবে সংসদে যেতে পারে, সেটির ক্ষেত্রে নির্বাচন আইনগুলো কিছু সংস্কার করা দরকার। আমরা বলতে চাই, সকল ক্ষেত্রে টেকসই পরিবেশের ধারণাগুলো এবং তার সাথে ব্যবসার ধারণা। কারণ শুধুমাত্র অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দিয়ে উন্নয়নকে define করতে পারব না। টেকসই পরিবেশ ও উন্নয়নের কারণে সেই এলাকার কৃষি অর্থনীতির ওপরে অভিঘাত না হয় এ ধরনের উন্নয়ন মডেলের গাইডলাইন আমাদের বর্তমান সংবিধানে কিছু আছে। একটু detail in দরকার। আর আমাদের বৈদেশিক নীতি এবং সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের আপোষ করার সুযোগ নেই। সেই বিষয়টি খেয়াল রাখা উচিত। আইন, শাসন এবং বিচার বিভাগ। তাদের জন্য প্রতিটির identity থাকে। কেউ যেন কারো ওপর প্রভাব বিস্তার করতে না পারে। আর আমাদের পক্ষ থেকে পরবর্তীতে লিখিত পাঠাব।

ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

আগামী ২৫ নভেম্বরের মধ্যে পাঠালে আমাদের জন্য খুব সহজতর ও সহায়ক হবে। কিছু কিছু বিষয় এসেছে। শুধু ব্যাখ্যার জন্য। অনেকেই এটি বলেছেন। বিশেষ করে আমরা যেটি শুনতে পাই যে, পেশাগত প্রতিনিধিত্বের কথা বলা হচ্ছে। অঞ্জন দাস আপনিও এটি উল্লেখ করেছেন যে, উচ্চ কক্ষ হলেও যেন পেশাদারিত্ব থাকে। বাংলাদেশে পেশার বিষয়ে আপনাদের কোনো সুস্পষ্ট প্রস্তাব আছে। যদি আমরা প্রস্তাব করি, তাহলে কীভাবে পেশাগত প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা যাবে, সেটি উচ্চ কক্ষ বা নিম্ন কক্ষে হোক।

**অঞ্জন দাস** সহ সভাপ্রধান (গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতি) : আমি যেহেতু শ্রমিক সংগঠনে আছি। একটি ট্রেড ইউনিয়ন যদি জাতীয় একটি কাউন্সিল হয়, তাহলে তারাই সেখানে নির্বাচন করে তার পেশাদারিত্ব প্রতিনিধি পার্লামেন্টে পাঠাতে পারে। আমি উদাহরণ দিলাম। একটি ট্রেড ইউনিয়ন, একটি জাতীয় ইউনিয়ন। ট্রেড ইউনিয়ন সমস্ত শ্রমিক তার প্রতিনিধি ভোটের মাধ্যমে নিশ্চিত করে সংসদে আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে নিতে পারে। এভাবে অন্যান্য পেশাজীবীদের মধ্যে হতে বা ভিন্ন কোনো ব্যাপারও থাকতে পারে। আমি একটি উদাহরণ দিলাম।

**জনাব খলিলুর রহমান,** ভাইস প্রেসিডেন্ট (বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সংঘ) : আমি একটু যুক্ত করি। অর্থনীতির বৈষম্য দূর করার ক্ষেত্রে যেটি দরকার। একটি জাতীয় নূন্যতম মজুরি। সংবিধান যদি আমাকে জাতীয় নূন্যতম মজুরির গ্যারান্টি দেয়, যেটি আসলে বাংলাদেশের উৎপাদনশীলতা বিকাশের সাথেও যুক্ত। ফলে একটি জাতীয় নূন্যতম মজুরি নিশ্চয়তা আগামীর সংবিধান থেকে আমাদের শ্রমিকরা চায় সাংবিধানিকভাবে নিশ্চয়তা। আমরা যেমন আগের সংবিধান থেকে কোনো গ্যারান্টি পাইনি। অনেক ভালো ভালো শব্দ আছে। কিন্তু বাস্তবায়নের জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ না কিংবা সে বাস্তবায়ন না করলে তার বিরুদ্ধে আমার প্রতিষ্ঠান কী action এ যাবে সে ধরনের কোনো ব্যবস্থা বিদ্যমান সংবিধানে নেই। ফলে আমাদের অধিকারের নিশ্চয়তা চাই। গ্যারান্টি চাই। যে সংবিধান আমাকে নিশ্চয়তা দিবে যে, এগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে।

**চৌধুরী আশিকুল আলম,** প্রেসিডেন্ট (বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সংঘ) : আপনি মনে করেন যে, জাতীয় মজুরি কমিশন হলেই যে বাস্তবায়ন হবে, এটির কারণ নেই। জাতীয় পর্যায়ে সেই ক্যাপাসিটি নেই। নিম্নতম মজুরির জন্য অনেক অ্যাওয়ার্ড আছে। কিন্তু বাস্তবায়নের জন্য যা আছে, ঘুষখোর আছে। পরিদর্শক বিভাগে ঘুষখোর আছে। যারা সরকার পরিচালনা করে তারা হচ্ছে লুটপাটকারীদের পক্ষে। নিশ্চিত ক্ষমতা যাদের, তারা ঠিকই আইন করে। আইন কোনোকালেও বাস্তবায়ন হবে না। তারা যদি intentionally যুক্ত থাকে। কাজেই আইন আছে, কিন্তু আইনের বাস্তবায়ন নেই। আরও আইন হলেও কোনো কাজ হবে না। যারা আছে তারা ব্যবসা বাণিজ্য করে। প্রত্যেকের অবস্থান থেকে চিন্তার জন্ম নেয়। কাজেই যে ব্যবসায়ী তার ব্যবসায়ী অবস্থান থেকে চিন্তার জন্ম নিবে। শ্রমিক এবং কৃষকের অবস্থান থেকে জন্ম নিবে না। পেশাদার রাজনীতিবিদ না। তারা হচ্ছে মন্ত্রী, তারা হচ্ছে এমপি। এ জায়গা থেকে যতক্ষণ না সরবে ততক্ষণ আপনি রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে পারবেন না।

**জনাব মোঃ মোসতাইন বিল্লাহ** (কমিশন সদস্য) : আমাদের অনেকগুলো প্রশ্ন আছে। আমরা আপনার বক্তব্য শুনেছি। আমি একটু সুযোগ নেই। জনাব নিরূপা দেওয়ান এর কাছে জানতে চাচ্ছি। আপনি অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলেছেন। তার বিশদ লিখিত প্রস্তাবনায় থাকবে। আপনি যেটি বলেছেন যে, ‘পার্বত্য এলাকার জন্য স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।’ একই সাথে আপনি ১৫টি আসনের কথা বলেছেন, সেটি যেন সংরক্ষণ রাখেন। এটি কি আমাদের পার্লামেন্টের জন্য ১৫টি আসনের বিষয়ে বলেছেন।

নিরূপা দেওয়ান, সদস্য (পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি) : হাঁ।

**জনাব মোঃ মোসতাইন বিল্লাহ** (কমিশন সদস্য) : ঠিক আছে। সুনির্দিষ্টভাবে একটি আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব তার বাইরে জাতীয় প্রতিনিধিত্বের জায়গা করে কী হবে? এটি যদি একটু ব্যাখ্যা করতেন।

নিরূপা দেওয়ান, সদস্য (পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি) : এটি জাতীয় প্রতিনিধিত্ব। জাতীয় পর্যায়ে আমাদের আদিবাসীদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করবে।

**জনাব মোঃ মোসতাইন বিল্লাহ** (কমিশন সদস্য) : এটি হচ্ছে আমাদের assembly এর জন্য, সেটি যে ধরনেরই হোক। অনেকগুলো স্থানীয় সরকার বিষয়ে বললেন।

নিরূপা দেওয়ান, সদস্য (পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি) : আমাদের customary law আছে।

**জনাব মোঃ মোসতাইন বিল্লাহ** (কমিশন সদস্য) : একটি তো পার্লামেন্টারি আছে, যেটি আপনি বললেন। স্থানীয়ভাবে স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিত্বের বিষয় রয়েছে। সেখানে আপনাদের এ ধরনের কোনো সংখ্যা সুনির্দিষ্ট করার পক্ষপাতি।

**জনাব হরি পূর্ণ ত্রিপুরা,** সদস্য (পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি) : আমি কি একটু add করতে পারি। আমরা এখন ওই রকম সুনির্দিষ্ট সংখ্যা দিতে পারছি না। শুধু একটি উদাহরণ দিতে পারি, সেটি সমগ্র পার্বত্য এলাকায় ৭টির মতো পৌরসভা আছে। যেখানে আদিবাসীদের কোনো একজন মেয়র নেই। তার মানে হচ্ছে যে, প্রতিটি জায়গায় স্থানীয় পরিষদগুলো আছে, সেখানে আমাদের যে ক্ষমতায়ন, ওই প্রক্রিয়া থেকে আমরা দূরে সরে যাচ্ছি। ওই যে স্থানীয় সরকারগুলো। যে নানান ধরনের উন্নয়ন কার্যক্রম করে থাকে সেখান থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। তার মানে হচ্ছে যে, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সাথে উন্নয়ন অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। সেখানে নাম্বার কী রকম হতে পারে, সেটি হয়তো আলোচনার বিষয়। কিন্তু সংরক্ষণের সময় চিন্তা করা যেতে পারে।

**জনাব মোঃ মোসতাইন বিল্লাহ** (কমিশন সদস্য) : আমি আসলে প্রশ্নটি এ কারণে করেছি যে, আপনাদের কোনো মানদণ্ড বা criteria প্রস্তাব করতে পারেন কি না। যেমন ১৫ হতে পারে আবার অন্য কিছু হতে পারে। সেটি জনসংখ্যা বা অন্য কোনো বিবেচনার বিষয় আছে কি না; আমাদের একটু লিখিতভাবে দিবেন।

**জনাব হরি পূর্ণ ত্রিপুরা,** সদস্য (পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি) : আমরা পরিষ্কারভাবে লিখিত দিব। আমরা যেহেতু প্রতিটি জাতিকে

একটি ইউনিট হিসেবে করে আমরা মত হচ্ছে যে, প্রতিটি জাতি সংখ্যায় বড় বা ছোট, সেটি ব্যাপার নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালিসহ ১২টি জাতি থাকে তাহলে প্রতিটি জাতি থেকে একজন। যেমন- চাকমা থেকে একজন, ত্রিপুরা থেকে একজন, বাঙালি থেকে একজন, এ রকম প্রতিনিধিত্ব থাকা দরকার। যাতে সবার অংশগ্রহণ থাকে। তাই সংখ্যা দিয়ে বিচার করলে হবে না। বাঙালি অনেক বেশি বলে বাঙালিরা এত শতাংশ পাবে, চাকমারা বেশি বলে চাকমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকবে। লুসাইরা ১ হাজারের নিচে। তাদের কোনো প্রতিনিধিত্ব থাকবে না, এটি হয় না। আমরা যে বৈষম্যহীন সমাজের কথা বা দেশের কথা চিন্তা করি, সেটির সাথে কোনোভাবে মিলে না।

**জনাব মোঃ মোসতাইন বিল্লাহ** (কমিশন সদস্য) : এ জটিলতা আছে বলেই আমি প্রশ্নটি করলাম। আপনারা বিস্তারিত লিখিত দিবেন।

**জনাব হরি পূর্ণ ত্রিপুরা,** সদস্য (পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি) : আমরা আরও বিস্তারিত দিব। এখন যে লিখিত সেটি দিয়ে যাচ্ছি।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

ছোট একটি প্রশ্ন। যেটি বারবার ফিরে ফিরে আসছে। প্ল্যানার্স এসোসিয়েশনের এ কে এম রিয়াজউদ্দিন আপনি যখন কথা বলেছেন, সেখানেও বলেছেন। প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য। সেখানে কী আপনাদের কাছে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব আছে যে, কীভাবে ভারসাম্য তৈরি করা যেতে পারে। প্রশ্নটি এ কারণে তোলা হচ্ছে যে, ধরুন এখনকার ব্যবস্থায় যদি রাষ্ট্রপতির হাতে ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। সাংবিধান যে বিধি বিধান তাতে এক হচ্ছে যে, প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণাধীন থাকেন রাষ্ট্রপতি। যদি সেটিও প্রস্তাব করি যে, সেটি কোনো না কোনোভাবে decoupling করা হবে প্রধানমন্ত্রীকে। কিন্তু রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের প্রক্রিয়া প্রধানমন্ত্রীর অধীন থাকবেই, যদি সংসদের মধ্যে দিয়ে হয়। সে ক্ষেত্রে ক্ষমতার ভারসাম্য আসলে ঠিক কীভাবে দেখেন। আর সংক্ষেপে যদি কোনো সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব থাকে তাহলে বলতে পারেন অথবা পরেও বিস্তারিত দিতে পারেন।

**প্ল্যানার এ কে এম রিয়াজউদ্দিন :** Instantly বলি। এখানে দুটি বিষয় হতে পারে। এখনতো by default প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে সিলেক্ট করেন। এটি ভোটিংয়ের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি সিলেক্ট করা যায় কি না। সেটি একটি way out হতে পারে ভোটিং।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): আপনি সরাসরি ভোটের কথা বলছেন।

**প্ল্যানার এ কে এম রিয়াজউদ্দিন :** Exactly. যখন ভোটিংয়ের মাধ্যমে তিনি আসবেন। যদি ভোটিংয়ের মাধ্যমে আসেন তাহলে সরাসরি কিছু পাওয়ার রাষ্ট্রপতির দিয়ে দেয়া হবে। অবশ্যই রাষ্ট্রপতি জনগণের mandate প্রাপ্ত। তখন সেখানে ভারসাম্য তৈরি করা যেতে পারে। আর যদি ভোটিংয়ের মাধ্যমে সিস্টেম না করা যায়, তারপরও আমাদের আইন, বিচার ও নির্বাহী বিভাগের মধ্যে কোনটি প্রধানমন্ত্রী deal করবেন, কোনটি রাষ্ট্রপতি deal করবেন, সেটি আলাদা করে ফেলা উচিত। আলাদা করলে এক ধরনের ভারসাম্য আসবে। সেটি by constitution এ থাকবে। বিদ্যমান অবস্থায় আমরা দেখেছি যে, রাষ্ট্রপতি একটি পুতুল ছাড়া আর কিছুই না। এটি থাকা আর না থাকা ভালো। আমরা বিস্তারিত দিব।

ধন্যবাদ।

**প্ল্যানার সৈয়দ শাহরিয়ার আমিন** (সদস্য) : একটি জায়গায় উল্লেখ করে যাই। আমরা লিখিত দিব। এখন হচ্ছে যে, ফ্লোর ক্রসিং বা বিরুদ্ধ দলের বাইরে গিয়ে মতামত দেয়ার কোনো সুযোগ নেই। এটি এক ধরনের স্বৈরতন্ত্রেরই জন্ম দিচ্ছে।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান):** ধন্যবাদ।

**প্ল্যানার সৈয়দ শাহরিয়ার আমিন :** আমরা যেহেতু পরিকল্পনাবিদদের সংগঠন থেকে এসেছি। আমি দুটি contextual উদারণ দিয়ে আলোচনা করতে চাই। আলোচনা নয়, একদম সংক্ষেপে বলছি। ঢাকা সিটি করপোরেশন যখন দুই ভাগে ভাগ করা হলো, সেটির পিছনে ক্ষমতার ভারসাম্য নষ্ট করার একটি উদ্দেশ্যে ছিল বলে আমরা বলতে পারি। কারণ ঢাকা একটি functional unit. সেই functional unit কে arbitrary দুই ভাগে ভাগ করা হয় তখন ঢাকার যিনি মেয়র থাকবেন, তিনি ক্ষমতার ভারসাম্যতে একটি ভূমিকা রাখেন, সেটি কিন্তু নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই এটি arbitrary হঠাত করে স্থানীয় সরকারকে ক্ষমতাহীন করার একটি প্রবনতা আমরা দেখেছি। এটি কীভাবে আপনারা বন্ধ করবেন বা বন্ধ করা সম্ভব কি না সেটি ভাবার বিষয়। এটি উদাহরণ আকারে প্রশ্ন দিচ্ছি। আমাদের যে প্রস্তাবনা আছে। এখানে আমরা সুনির্দিষ্টভাবে বলেছি যে, যখন বাস্তবায়নকারী সংস্থা পরিকল্পনাও করে তখন যে ধরনের conflict of interest তৈরি হয় তাতেও এক ধরনের ভারসাম্যহীনতা তৈরি হয়। কাজেই ভারসাম্যহীনতা বলতে আমরা যেটি বুঝি, এটি উচ্চ পর্যায় থেকে নিম্ন পর্যায় পর্যন্ত সেটি প্রকাশ পায়। আপনাদের specific context এ আমরা হয়তো qualified না। to give the best answer. আরেকটি বিষয় খুব সংক্ষেপে বলছি। সেটি আপনিও কিছুটা জানেন। আপনারা সংবিধানের ক্ষেত্রে এ সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন যে, কীভাবে আপনারা নিশ্চিত করবেন যে,

এটি সকলের সংবিধান হলো। এ ক্ষেত্রে কিছু methodological কথা বলতে পারি। সেগুলো হয়তো explore করে দেখার সুযোগ আছে। সেটি হচ্ছে sortition method। আমরা বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধি হিসেবে এখানে এসেছি। কিন্তু এটি কীভাবে নিশ্চিত হবে যে, একজন সাধারণ মানুষ, যদি হয়তো আসলে কোনো সংগঠনের সাথে সরাসরি যুক্ত নন। তার চিন্তাভাবনা কীভাবে আসবে? বিশেষ করে আমাদের urban plan-এ দেখি যে, একটি participation এর দায় দায়িত্ব আছে। এটির প্লানিং হতে হবে। participation এ কয়েকজনকে ডাকা হলো, বসা হলো, participation হয়ে গেল। কিন্তু আমরা বলতে পারছি না। কিন্তু সর্টিশন মেথডের একটি দাবি আছে যে, তারা বলে যে, আপনারা সারা বাংলাদেশ থেকে randomly select করেন। বিশ্বাস রাখেন তারাও ভালো মতামত দিতে পারবে। এ বিশ্বাসের জায়গা তেরি করা এবং যদি তারা কিছু ভুলও করে by its self essentially এটি আসলে সকলের হয়ে উঠবে। এই যে, participation এর ধারণা যদি আনা যায় সেটি এক অর্থে ভারসাম্যের বিষয়টিকে এক ধরনের feedback দিতে পারবে বলে আমরা আশাবাদি হতে পারি।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): সমস্ত বিষয়টি রেকর্ড থাকছে। আপনি যেটি বলেছেন যে, consultation process এ সকলের অংশগ্রহণ। আমরা বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছি। civil society organizations এর সাথে কথা বলেছি। পেশাজীবীদের সাথে কথা বলেছি। এর বাইরে সিভিল সোসাইটির নেতৃত্ব স্থানীয় বলে চিহ্নিত তাদের সাথে কথা বলেছি। এ রকম বিভিন্ন সংগঠনের সাথে কথা বলেছি। এর বাইরে আমরা ওয়েবসাইটে সকলে মতামত যাতে জানাতে পারেন, সে ব্যবস্থা আমরা করেছি। আমি আশা করি যে, আপনাদের কারো কারো কাছে মোবাইলে ম্যাসেজ এসেও থাকতে পারে। একাধিক বার জানানো হয়েছে, আপনারা দিতে পারেন। এগুলোর randomness আসলে কম, সেটি আপনারা বুঝতে পারছেন। সে কারণে আমরা সারা দেশে একটি জরিপের কথা ভাবছি। যারা এ নেটওয়ার্কের বাইরে আছেন, তাদের মতামত আমরা পাই। মতামত সংগ্রণের জন্য যতদূর স্বল্প সময়ের মধ্যে বিস্তার লাভ করা যায়, সেটি আমরা চেষ্টা করছি। আশা করছি যে, সবটি না পারলেও আমরা একটি বড় অংশ কভার করতে পারব।

**ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী** (কমিশন সদস্য) : আমার প্ল্যানার এসোসিয়েশনের কাছে একটি অনুরোধ থাকবে এবং আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন আছে। যেহেতু আপনাদের অনেক research work আছে, specially আপনারা একটি পয়েন্ট ফোকাস করেছেন যে, human based constitution না হয়ে এটি আরও nature based integration, human and nature. আরেকটি পয়েন্ট বলেছেন যে, global contextকে মাথায় রেখে constitution করা। এ বিষয়ে যদি আপনাদের research work থাকে, তাহলে আমাদের দিলে অনেক help হবে। আপনাদের কাছে অনুরোধ রইল।

আমি পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটির কাছে একটি প্রশ্ন, এটি আমার বহু দিনের জিজ্ঞাসা। আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামে কমিউনিটিসরা আছেন, প্রত্যেকের নিজস্ব কিছু law আছে। আর কাস্টমসের মাধ্যমে অনেক ধরনের বিষয় deal করেন। যেটি হয়তো রাষ্ট্র কাঠামোর সাথে অনেক সময় বিষয়টি চলে আসে। আমি যতটুকু জানি যে, বিভিন্ন কমিউনিটিতে রাজা নির্বাচনের একটি প্রক্রিয়া আছে। যেমন- বোমাং রাজা। অনেক কমিউনিটিতে আছে। যে সমস্যা রয়েছে তা address করা খুব জরুরি। রাষ্ট্র কাঠামোর যে ইনস্টিটিউশনগুলো এবং আপনাদের tribal communityতে যে লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক, এটির মধ্যে একটি integration কী করে করা যায় যাতে আমরা দীর্ঘমেয়াদিভাবে প্রচলিত বা বর্তমানে আমাদের যে সমস্যাগুলো দীর্ঘদিন ধরে দেখছি, সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারি। কারণ রাষ্ট্র কাঠামোর সাথে যদি integration হয়ে যায়, যেখানে cultural এবং legal perspectটি national aspiration এর সাথে integrate করা যায়। এ রকম একটি চিন্তাভাবনা আমাদের লিখিতভাবে দিতে পারেন। আমাদের একটু enlighten করতে পারেন।

**নিরূপা দেওয়ান**, সদস্য : আমাদের নিজস্ব যে customary law আছে, সেগুলো আমাদের কমিউনিটির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখি। রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে যে বিচারব্যবস্থা, সেগুলোর সাথে আমরা সহজেই যাই না। কিছু আছে যে, আমাদের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিচারব্যবস্থা সেখানে আমাদের customary law সংঘর্ষ হয় না। তাদের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই customary law এর মাধ্যমে বিচারব্যবস্থা হয় নিজস্ব কমিউনিটির মধ্যে। আমাদের customary law আছে, সেখানে রাজা হেডম্যান রয়েছে। এখানে আমাদের বাঙালি হেডম্যানরাও রয়েছে। সার্কেলে তারা অবস্থান করছেন। তারাও আসবে। প্রয়োজন হলে তাদের পরামর্শ নিয়ে আমাদের বিচারব্যবস্থা চলে। তাদের পরামর্শ নিয়ে এগুলো আমরা করে থাকি। যাতে আমাদের রাষ্ট্রীয় আইন কানুনের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। আমরা সেভাবে চেষ্টা করি। যদি প্রয়োজন হয়, সেটি আমরা লিখিতভাবে দেব।

**জনাব হরি পূর্ণ ত্রিপুরা**, সদস্য (পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি) : আমি কি ১ মিনিট সময় নিতে পারি?

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): জি।

**জনাব হরি পূর্ণ ত্রিপুরা**, সদস্য (পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি) : আমরা এ বিষয়টি নিয়ে কথা বলার মানুষ নই। তবে definitely যারা traditionally যে লিডার আছে, রাজাসহ তাদের সাথে কথা বলব। তবে আমাদের অভিমত হচ্ছে যে, customary law সব সময়

customary. National এর সাথে যদি গিয়ে থাকে তাহলে customary থাকবে না। আমার মনে হয় যে, শুধু আমাদের পার্থক্য বুঝতে পারা একটু ভালো হতে পারে। আমরা definitely চেষ্টা করব যে, আপনাদের প্রশ্নের বিষয়টি address করতে।

ধন্যবাদ।

**ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী** (কমিশন সদস্য) : একটি ছোট ইস্যুতে আমি বিষয়ে কাজ করতে গিয়ে দেখেছি যে, The chittagoan Hill-tracts Regulation 1900 সেখানে বৃটিশরা আপনাদের ওপরে কিছু বিষয় impose করে দিয়েছে। সুতরাং সে জন্যই একটি clarification প্রয়োজন। আপনারা যদি একটু লিখিত দিতে পারেন।

**প্রফেসর ড. আদিল মুহাম্মদ খান :** আমি এক সময় নিব। আপনাদের নিশ্চয় বিভিন্ন আলোচনায় গণভোটের বিষয়টি এসেছে। আগে প্রায় গণভোট বাতিল করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু গণভোট হচ্ছে একটি দেশের জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজনীয় বিষয়। আমি নির্বাচনে জিতলাম আর যা ইচ্ছা বললাম। উদাহরণ স্বরুপ বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে ট্রানজিট যাবে। এটি কোনো সরকারের একক সিদ্ধান্ত হতে পারে না। এটি অবশ্যই গণভোট লাগবে। গণভোট লাগবে, এটি national scale এ বললাম। কোনটিতে গণভোট লাগে। অনেক ক্ষেত্রে লোকাল স্কেলেও লাগে। উদাহরণ স্বরূ- ঢাকা শহরে ৫টি মেট্রো করতে গিয়ে ৩ লক্ষ কোটি টাকা investment হবে। সেই investmentকে repay করার ক্ষমতা এ শহরের আছে কি না। এ ধরনের সারা বিশ্বেই বড় বড় planning decision নিয়ে গণভোট হয়ে যায়। National বা regional নির্বাচন হচ্ছে তখন ভোটগুলো বিষয় নিয়ে ভোট দেয়। তাহলে দেশে বড় বড় investment নিয়ে কেউ ছেলেখেলা খেলতে পারবে না, যেটি অতীত সরকার খেলেছে। যার depths ভারটি আমরা এখন দেখছি। সে জন্য গণভোট national scale এবং regional local scale এ করা যায়, সেটি একটু বিস্তারিত দরকার। তাহলে আমাদের মনে হয় অনেক সমস্যার সমাধান হবে।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): সবাইকে ধন্যবাদ।

আমি আবারো বলি স্বল্প সময়ের মধ্যে আপনারা এসেছেন। আপনাদের মন্তব্য এবং পরামর্শগুলো দিয়েছেন। কিছু বিষয়ে আমরা প্রশ্ন করেছি। বিস্তারিতভাবে আমাদের যদি আগামী ২৫ নভেম্বরের মধ্যে দেন তাহলে আমাদের জন্য সহায়ক হবে। তদপুরি আমাদের যেটি লক্ষ্য সেটি হচ্ছে এই যে প্রস্তাবগুলো আসছে, সেগুলো আর্কাইভ হিসেবে আমরা সংরক্ষণ করব। এক সময় গবেষণার্থে পাবলিক পলিসি অর্থে মানুষ বুঝতে পারবে। এ সময় মানুষের আকাঙ্ক্ষাগুলো কী ছিল? প্রত্যেকে কথা বলেছেন। যতদূর সম্ভব এটি ডকুমেন্ট করা। কতটা অর্জন করা গেল সে হিসাব করা যাবে কতটা আকাঙ্ক্ষা ছিল। সেই আকাঙ্ক্ষা জায়গাগুলোকে আমরা ডকুমেন্ট করতে চাই। সে জন্যই আমরা অনুরোধ করি যে, আপনারা লিখিতভাবে দিলে সংরক্ষণ থাকবে। এখানে আপনারা যেটি বলেছেন, সেটি রেকর্ডে রয়েছে। ভবিষ্যতে সেগুলো আমরা transcribe করব। আরও সুনির্দিষ্ট হবে যদি আপনাদের লিখিত প্রস্তাব পাওয়া যায়।

আমি আবারো সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আশা করছি যে, সরকারের জন্য আপনাদের সহায়তা, সহযোগিতার মধ্য দিয়ে কিছু recommendation তৈরি করতে পারব।

সবাইকে ধন্যবাদ।

আপনাদের অনুমতি পেলে আমি এখন অধিবেশন শেষ করব।

# অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভা

## চতুর্দশ সেশনের কার্যবাহ

তারিখ : ১৭ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ
সময় : দুপুর ২.৩০ থেকে ৪.০০ পর্যন্ত

তারিখ : ১৭ নভেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

সময় : দুপুর-২:৩০ থেকে ৪:০০ টা পর্যন্ত

**উপস্থিত কমিশন সদস্যদের তালিকাঃ-**

| | | |
|---|---|---|
| ১। | অধ্যাপক আলী রীয়াজ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও লেখক | কমিশন প্রধান |
| ২। | অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | সদস্য |
| ৩। | ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক, বার-এট-ল | সদস্য |
| ৪। | অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | সদস্য |
| ৫। | ড. শরীফ ভূঁইয়া | সদস্য |
| ৬। | ব্যারিস্টার এম. মঈন আলম ফিরোজী, বার-এট-ল | সদস্য |
| ৭। | জনাব ফিরোজ আহমেদ, লেখক | সদস্য |
| ৮। | জনাব মোঃ মোসতাইন বিল্লাহ, লেখক | সদস্য |

**অংশীজনের তালিকা :**

১। জনাব সারোয়ার তুষার

২। জনাব সাইয়েদ আবদুল্লাহ

৩। জনাব অরূপ রাহী

৪। জনাব দীপক কুমার গোস্বামী

৫। অ্যাডভোকেট আরিখ খান

৬। জনাব মাহা মির্জা

৭। জনাব ইমরান মাহফুজ

৮। ড. সৈয়দ নিজার

৯। জনাব ইলিয়া দেওয়ান

১০। জনাব আসিফ আকবর

১১। আরিফ খান

**কার্যবাহের রিপোর্ট প্রস্তুতকারক :**

১। এইচ, এম, আলী আকবর, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

## অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভার কার্যবাহের রিপোর্ট:-

## কমিশন প্রধান অধ্যাপক আলী রীয়াজ-এর সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান) : উপস্থিত সুধীবৃন্দ, সংবিধান সংস্কারের লক্ষে মতামত ও প্রস্তাব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অংশীজনদের সঙ্গে কমিশনের এই আলোচনায় উপস্থিত হওয়ার জন্য কমিশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আমার নাম আলী রীয়াজ। আমি এই সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধানের দায়িত্ব পালন করছি। আপনারা জানেন যে, সংবিধান সংস্কার বিষয়ে সুপারিশের জন্য অন্তবর্তী সরকার স্বল্প সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যে কারণে, অত্যন্ত কম সময় দিয়েই আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আপনারা তাতে সাড়া দেওয়ায় আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

আমরা গত কয়েক দিন ধরে ছোট ছোট অধিবেশনে বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধি এবং ব্যক্তির সাথে কথা বলেছি। এ ধরনের অধিবেশনের লক্ষ্য হচ্ছে আমরা যেন সকলের কথা শুনতে পারি এবং আলোচনা করতে পারি, সেই জন্য সকলকে একত্রে না ডেকে আমরা ঠিক করেছি বিভিন্ন অধিবেশনে আলাদা করে ডাকলে কথাগুলো শুনতে, রেকর্ড করতে এবং আলোচনা করতে সুবিধা হবে।

আমরা এখানে উপস্থিত হতে পেরেছি গত ১৬ বছরে, বিশেষত জুলাই-আগস্ট-এর ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে হাজার হাজার মানুষের আত্মদানের কারণে। যার সাথে আপনারা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। আজকে এই অধিবেশনের শুরুতেই আমরা সেইসব শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই এবং আমরা আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করি। এখন কমিশনের উপস্থিত সদস্যগণ তাঁদের পরিচয় দিবেন।

**(অতঃপর কমিশনের সদস্যগণ তাঁদের নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন )।**

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

বাংলাদেশের তরুণ সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে আপনাদের নিঃসন্দেহে সংবিধানের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অনেক কথা বলার আছে, অনেক প্রস্তাব আছে, যেটি আমি আগেই উল্লেখ করেছি। জুলাই আগস্টের এই অভ্যুত্থানের সাথে আপনাদের সংশ্লিষ্টতা প্রত্যক্ষ এবং আপনাদের অবদান কিন্তু সময়ের কারণে আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে যে, আপনারা যেন ৫/৭ মিনিটের মধ্যে সারাংশ উপস্থাপন করবেন এবং আগামী ২৫ নভেম্বরের মধ্যে যদি আপনাদের প্রস্তাব, মতামত, সেগুলো আমাদের লিখিতভাবে জানান, সেটি আমাদের জন্য সহায়ক হবে। আমরা শুরু করার আগে পরস্পরের সাথে পরিচিত হই। আপনারা প্রত্যেকে নাম এবং পরিচয় উল্লেখ করেন, তাহলে আমাদের রেকর্ডের জন্য সুবিধা হবে।

**(অতঃপর কমিশনে উপস্থিত অংশীজন তাঁদের নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন )।**

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

জনাব অরূপ রাহী আপনাকে দিয়ে শুরু করি।

অরূপ রাহী : আমাকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সংবিধান সংস্কার কমিশনের সদস্যদের শুভেচ্ছা। আমরা একটি ঐতিহাসিক পর্বান্তরের মুহূর্তে বাংলাদেশের মানুষ। দীর্ঘ দেড় যুগের ফ্যাসিবাদি, কর্তৃত্ববাদি শাসন অবসানে আমরা সবাই যুক্ত ছিলাম। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে আগামীতে কীভাবে দেশ চলবে, রাষ্ট্র চলবে, সমাজ চলবে, সেই বিষয়ে আমাদের ভাবনা চিন্তা। একটি রূপরেখার সমাজ এবং রাজনৈতিক বন্দোবস্ত তৈরি করার জন্য রূপরেখা, যেটি সংবিধান তার একটি মূর্ত প্রতীক হিসেবে কাজ করে। সেটি নিয়ে ভাবনা চিন্তা। আমাদের কল্পনা ও চাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে শেয়ার করার জন্য সুযোগ তৈরি হলো, সেটির জন্য সত্যি সত্যি আমি আনন্দিত। আমি সংক্ষেপে এ সময়ের বাংলাদেশে বসে আগামীতে কোনো একটি সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে বা সংবিধান ভাবার ক্ষেত্রে আমার concernগুলো আমি সংক্ষেপে বলব। একটি হচ্ছে বাংলাদেশের মতো রাষ্ট্র ঠিক কোন ধরনের রাষ্ট্র এবং কোন রাষ্ট্র প্রক্রিয়া হিসেবে আমরা exist করতে পারি, একটি give in, global এবং local context এ। কী অর্থে? একটি বৈশ্বিক, ঐতিহাসিক, ভৌগলিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সম্পর্কের মধ্যে আমরা বাস করি। বিশ্ব পুঁজিবাদের মধ্যে বাস করি। সেই পুঁজিবাদির প্রান্তিক অবস্থায় আমরা বাস করি। এ বিশেষ অবস্থায় আমাদের জন্য রাষ্ট্রের জন্য democracy করার জন্য particulars চ্যালেঞ্জ হাজির করে। সেই particulars চ্যালেঞ্জটি কী? একটু মনে হয় ভাবা দরকার এবং সেই জায়গা থেকে আমাদের সংবিধানের ফ্রেমিং হওয়া দরকার। একটি হচ্ছে global colonial এর কারণে এখানে যে একটি বৈশ্বিক ক্ষমতা বিন্যাস সেখানে আমাদের মতো সমাজ এবং রাষ্ট্রের গণতন্ত্রায়ন কোন ধরনের global statusগুলোকে চ্যালেঞ্জ করে। Regional সম্পর্ককে চ্যালেঞ্জ করে, এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। একই সাথে আমাদের লোকাল context এ আমাদের এখানে সমাজ এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে গণতন্ত্রায়ন কোন ধরনের statusগুলোকে চ্যালেঞ্জ করে। ধরা যাক

আমাদের ruling elite এক ধরনের পুঁজিবাদ বা পুঁজিতন্ত্র বা যেটি বিকাশের ক্ষেত্রে বহুবিদ চ্যালেঞ্জ elite নিজেই। সেই elite কোন ধরনের confederation change কে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত। আর কোন ধরনের confederation কে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত নয়। এই যে গণঅভ্যুত্থান হলো, এই গণঅভ্যুত্থান ব্যাপক এবং বিপুল জনসমর্থন গণ অংশগ্রহণ, সেই জায়গা থেকে দেখলে সংবিধান সংস্কার, সংবিধান প্রণয়ন, সংবিধানকে কল্পনা নিয়ে এক ধরনের অভিলাশ থাকা উচিত যে, এটি গণসম্মতি, গণআকাঙ্ক্ষা, গণ স্বপ্নকে আমাদের ধারণ করতে পারতে হবে। কেবল মাত্র কিছু ruling elite এর স্বার্থ হিসেবে constitution এ আমাদের কল্পনা করার সুযোগ এই অভ্যুত্থানে আমাদের দেয় না এবং সেটি হলে আমাদের আগামীতে আরও নতুন ধরনের কোনো কর্তৃত্ববাদী একটি ক্ষমতা চক্রের মধ্যে ঢুকে যাব। সে ক্ষেত্রে আমাদের constitution হওয়া দরকার global and local context থেকে দেখলে এক ধরনের transformative বা রূপান্তরমুখী, রূপান্তরকামী এবং সেই অর্থে progressive, not in ideological senses. progressive প্রতিটি অর্থে নয়। progressive এই অর্থে যে, এই সংবিধান আগামীতে সমাজ এবং রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে যে বৈষম্যের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ জাগল। আমি শুধু কোটার অর্থে বলছি না। বাংলাদেশের মানুষের রাষ্ট্রীয় আকাঙ্ক্ষাটি একটি সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং ইনসাফের সমাজ রাষ্ট্রের জন্য। এই যে বৈষম্যের ভিতরে essence, এই essence এবং এই স্পিরিটকে ধারণ করতে পারে এমন একটি অর্থে progressive এবং ইনসাফপূর্ণ একটি legal document. ethical document, সেটি হওয়া দরকার constitution এ। সেদিক থেকে দেখলে একটি দিক হচ্ছে এই constitution আমাদের রাষ্ট্রকে কীভাবে তার পাওয়ারের separation কে, কীভাবে imagine করে। যেখানে দেশের মানুষের, সমাজের সকল সদস্যদের সার্বিক অধিকার, মর্যাদা এবং বিকাশকে ধারণ করতে সক্ষম হয়। আরেক দিক থেকে দেখলে এই constitution এর মধ্যে কীভাবে আমরা মানুষের মর্যাদা এবং অধিকারকে সমুন্নত রাখব যাতে করে সমাজে চলমান বৈষম্য এবং statusকে challenge করে আরও বেশি সাম্যের মানবিক মর্যাদা এবং ইনসাফপূর্ণ সমাজের দিকে যেতে পারি। এ দুই অর্থে একটি transformative এবং progressive একটি constitution আমাদের রচনা করার একটি সাহস এবং শক্তি দেখানো দরকার। সেটির ফিচার কেমন হতে পারে তার কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে আমার আলাপ শেষ করব। একটি হচ্ছে যে, আমরা এ যাবতকাল বাংলাদেশে মানুষের ঔপনিবেশিক সংগ্রাম থেকে শুরু করে স্বাধীন বাংলাদেশে যতগুলো সংগ্রাম হয়েছে এবং আমাদের সংগ্রাম চলছে, তার মধ্যে একটি বড় আকাঙ্ক্ষার জায়গা হচ্ছে জাতি ধর্ম পরিচয় নির্বিশেষে সকল মানুষের সমান মানবিক মর্যাদা। এ ক্ষেত্রে কোনো ধরনের বৈষম্য করার সুযোগ সংবিধান রাখবে না। একইভাবে কোনো রকম পরিচয়ের ভিত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা, সেটি মানুষের ওপর কোনো রকম জুলুম কায়েম করতে সক্ষম হবে না। লিগাল কিংবা অন্য কোনো রাজনৈতিক অর্থে। তার মানে হচ্ছে আমাদেরকে একটি বহু জাতি, বহু ভাষা, বহু ধর্ম এবং বহু সংস্কৃতির সমাজ হিসেবে বাংলাদেশে স্বীকৃতি দিয়ে এই সংবিধানের আলাপ শুরু হওয়া দরকার। এ রকম বহু জাতি, বহু ভাষা এবং বহু ধর্মের সমাজ এবং রাষ্ট্র কেমন হতে পারে তার রূপরেখারটি আসলে আমাদের সংবিধানে একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হওয়া দরকার। সেই দিক থেকেই কেবলমাত্র pluralism, সেই দিক থেকেই কেবলমাত্র inclusivity, inclusivity কী অর্থে? equal dignity based inclusivity. আয়তন include করে নিলাম। আমরা inclusivity এর আলাপটি করতে চাই না। ফলে প্রত্যেকের সমান মানবিক মর্যাদা এবং নাগরিক অধিকার, এটির ভিত্তি হতে হবে পরবর্তীতে যে কোনো আইনের তৎপরতা, সেটির save guard হবে সংবিধান এবং সেই দিক থেকেই সাম্য ন্যায় এবং মানবিক মর্যাদার সমাজ ও রাষ্ট্র কল্পনা। আমি তার দুটি উদাহরণ দিয়ে শেষ করব। আমাদের সংবিধানে রাষ্ট্র ধর্মের যে আলাপ আছে, এ আলাপটি আমাদের rethink করা উচিত বলে আমি মনে করি। একটি বহু ভাষা, বহু দেশ, বহু ধর্মের, বহু সংস্কৃতির সমাজে একটি কোনো ধর্মকে যখন রাষ্ট্রের একটি legal document এর privilege দেয়, সেটি শুরুতেই একটি বৈষম্যের সৃষ্টি করে রাষ্ট্রের বাকি সব অপারেশনের ক্ষেত্রে। ফলে আমি মনে করি যে, রাষ্ট্র ধর্মের clause নিয়ে আমাদের serious rethink করা উচিত এবং সম্ভব হলে এটি আমাদের পরিত্যাগ করা উচিত। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে, যেহেতু এটি বহু জাতি, বহু ভাষা ধর্মের সমাজ। সে ক্ষেত্রে আমাদের জাতিগত পরিচয় অর্থে রাষ্ট্রীয় legal document অর্থে আমাদের প্রত্যেকের এখানে বাংলাদেশি পরিচয় থাকা দরকার এবং প্রতিটি জাতির স্বতন্ত্র মর্যাদাকর পরিচয়ের সুযোগ সংবিধানে রাখা উচিত। যেমন- আদিবাসীদের আমাদের আদিবাসী বলতে পারা উচিত। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মতো অবমাননাকর শব্দচয়ন দিয়ে সংবিধানের মতো একটি ethical document হিসেবে রাখা ঠিক হবে না। আমাদের সকল ধরনের সাম্যের জন্য যে সংগ্রাম, সেটির প্রতি অমর্যাদা করা হয় বলে আমি মনে করি। এ দুটি উদাহরণ আমি দিলাম। বাকিগুলো আমি মনে করি যে, technical details হওয়ায় ই মেইল করে দেব। আমি জানি যে, nationalism এর মধ্যে একটি পুরুষতান্ত্রিক, বিষমলিঙ্গ, আদিপত্যের সমাজ এবং রাষ্ট্র গঠনে কল্পনা করে জাতীয়তাবাদ। সেখান থেকেই জাতির পিতার মতো ধারণা আমাদের সমাজে চলে। ফলে এ রকম একটি patriarchal nationalist idea থেকে আমাদের সংবিধানকে মুক্ত রাখা উচিত। জাতির পিতার ধারণা থেকে আমাদের সংবিধানকে অন্তত ডকুমেন্ট হিসেবে clause বা ভাষা বা বাক্য পরিহার করা বাঞ্ছনীয় বলে আমি মনে করি। শেষ কথা হচ্ছে- আমরা সামাজিক অর্থে, রাজনৈতিক অর্থে, অর্থনৈতিক অর্থে, নানা অর্থে গভীর ঔপনিবেশিকতার মধ্যে আবদ্ধ এবং ঔপনিবেশিকতার মধ্যেই গড়ে যে জাতি রাষ্ট্র কাঠামো তার legal regime তৈরি হয় মূলত নাগরিকদের সমাজের সদস্যদের এক ধরনের নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে। ফলে আগামী

সংবিধানের ভাষা এবং framing এমন হওয়া দরকার, এটি নাগরিকদের নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে হবে না। বরং সকল অর্থে সমাজে সকল সদস্যের মর্যাদাভিত্তিক, অধিকারভিত্তিক বিকাশের সম্ভাবনাকে জাগরুক রাখতে সাহায্য করবে। এ রকম একটি liberating এবং emancipatory এর constitution এর framing আমরা আশা করতে চাই। ফলে সেই সকল অর্থে একটি ঔপনিবেশিকতার বাইরে একটি সমাজ রাষ্ট্র কল্পনার জায়গা থেকে constitution এর ভাষা কী হতে পারে, সেটি নিয়ে চর্চা করার একটি বড় সুযোগ আছে বলে আমি মনে করি। এ কথা বলে আমার কথা  শেষ করছি। আমার পরবর্তী আলাপ ই মেইল করে দেব।

সবাইকে ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান) : ধন্যবাদ অরূপ রাহী। আপনার লিখিত ভাষার জন্য আমরা অপেক্ষা করব। এটি বোঝার জন্য জরুরি দরকার। আমরা এখন মাহা মির্জার কাছে আসি। আপনাদের আবার স্মরণ করিয়ে দেই এবং আমি নিজেও স্মরণ করি যে, সময় স্বল্পতার জন্য একটু সংক্ষেপে সারাংশ বলুন। পরবর্তীতে আগামী ২৫ তারিখের মধ্যে বিস্তারিত জানান আমাদের জন্য সুবিধা হবে।

**মাহা মির্জা** : ধন্যবাদ।

আমি প্রথমে একটু বলে রাখি আমি ঢোকার সময় খুব emotional feel করছিলাম যে, এ রকম একটি কিছু হতে পারে। একটি সংবিধান সংস্কার কমিশন হবে। সেখানে আমাদের মতো মানুষ বক্তব্য রাখবে। আমি পার্লামেন্টে প্রথমবারের মতো ঢোকার experience হবে। আমার তখন মনে হয়েছিল যে, কত প্রাণের বিনিময়ে এটি সম্ভব হয়েছে। এ জন্য রাহী ভাই যে কথাটি বলেছেন, যেটি এত প্রাণের বিনিময়ে এ রকম একটি অর্জন। এটি আসলে যেন, সেই পরবর্তীতে একই ধারার ruling elite এর আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন যেন সংবিধানটি না হয়। তার মানে অনেক ঘষে মেজে নতুন কিছু ঢোকানোর আকাঙ্ক্ষাটি থাকতে হবে। রাহী যেটি বললেন যে, গণআকাঙ্ক্ষা। এই গণ আসলে কে বা কারা? আসলে সংবিধানের মধ্যে গণটি থাকে কি না। আমি সংবিধান expert না। কিন্তু আমার জায়গাটি অর্থনীতির, ওই জায়গা থেকে খুব specific কয়েকটি বিষয় বলতে চাই। আমি কয়েক দিন ধরে সংবিধানটি নাড়াচাড়া করছিলাম। ৪২, ২০ অনুচ্ছেদ নিয়ে কয়েকটি কথা বলতে চাই। ৪২ এ খুব সম্ভবত আছে right to property. ২০ অনুচ্ছেদে আছে মনে হয় right to work. ভুল হলে ক্ষমা করবেন। এগুলো আসলে এত vague কিছু অর্থ বহন করে না। ভালো ভালো কথা। খুব সুন্দর করে লেখা। কিন্তু যখন আমি পড়ছি, when you are talking about right to work. কর্মসংস্থানের অধিকার বাংলাদেশের মানুষের এবং রাষ্ট্র সেটিকে facilitated করবে। States will create the condition. এ রকম কিছু ভালো ভালো লেখা আছে। ওই জায়গা থেকে বলতে চাই, তাহলে এ রকম vague কথাবার্তা থাকার চেয়ে না থাকাই ভালো। কর্মসংস্থান যেহেতু আমার পড়ালেখার জায়গা। আমি ওই জায়গাতে একটু আলোকপাত করতে চাই। এটি আসলে right to work কী বোঝায়। আমরা জানি যে, বাংলাদেশে ৫ থেকে ৭ শতাংশ আমার কর্মসংস্থান তৈরি করছে রাষ্ট্র বা সরকার। এর মধ্যে ৮৬ বা ৮৭ শতাংশ informally economy. অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক খাতের যে কর্মসংস্থান। তার মানে রাষ্ট্র কোনোভাবে আসলে কর্মসংস্থান তৈরি করাতে খুব বড় রকমের গ্রহণযোগ্য ভূমিকা পালন করছে না। পুরুটাই সাধারণ মানুষ নিজের মতো করে নিজের পুঁজি দিয়ে, নিজেই ঘাম দিয়ে, শেষ সম্বল দিয়ে তারা তাদের আত্মকর্মসংস্থান তৈরি করে। মানে ৮৬ শতাংশ হচ্ছে আত্মকর্মসংস্থান, এটি আমার মনে হয় একটি নোট করার মতো বিষয়। আমি একদিকে right to work এর কথা বলছি, কিন্তু রাষ্ট্র কোনোভাবেই কর্মসংস্থান তৈরি করার বিষয়ে তার visible কোনো চরিত্র আমি দেখি না। এ জায়গাতে আমরা বলতে চাই যে, রাষ্ট্রকে আসলে কর্মসংস্থান তৈরি করতে হবে না। এটি বাদ দিলাম যে রাষ্ট্রের সেই দায়িত্ব নেই। কিন্তু যে কর্মসংস্থান already বিদ্যমান, যেটি আমার দেশের সাধারণ মানুষের যে রুটি রুজির জীবিকার ব্যবস্থা নিজে নিজে করে নিয়েছে, সেটিকে যেন রাষ্ট্র উচ্ছেদ করতে না পারে। আমি ৩টি বিষয়ে বলব। আমাকে যদি একটু সময় দেন। একটি হচ্ছে ৪২ অনুচ্ছেদে যাই, যেখানে right to property এর কথা বলা আছে। আমরা বাংলাদেশে গত ১০ বছরে দেখেছি, যে পরিমাণ জমি জোরপূর্বক অধিগ্রহণ করা হয়েছে, শুধুমাত্র  মেগাপ্রকল্পের নামে, মেগা অবকাঠামোর নামে, বিদ্যুৎকেন্দ্রের নামে। গত ১০ বছরে সবগুলো বিদ্যুৎকেন্দ্রের জায়গায় যেখানে জোরপূর্বক অধিগ্রহণ করা হয়েছে। কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য হয়েছে। মাতারবাড়ি বলেন, পায়রা বলেন, রামপাল বলেন প্রত্যেকটি বিদ্যুৎকেন্দ্রের জায়গায় আমরা দেখেছি যে, শুধু বিদ্যুৎকেন্দ্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ না। উন্নয়নের নামে যত ধরনের মেগা infrastructure হয়েছে, প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, ৫ হাজার একর, ৭ হাজার একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে কৃষককে জোরপূর্বক উচ্ছেদ করে। এখন আমি right to work, right to property, right to land এগুলো আমি সংবিধানে রেখে দিয়েছি। কিন্তু আবার public interest এর নামে বা জনস্বার্থের নামে আমি কৃষকের কাছ থেকে জোরপূর্বক জমি অধিগ্রহণকে রাষ্ট্রীয়ভাবে legalize করেছি। আমি মনে করি যে, এটিকে কোনোভাবে কৃষকের অধিকারকে সংবিধানের মধ্যে সুরক্ষা দিতে পারি কি না। কৃষকের জমি থেকে কৃষককে জোরপূর্বক উচ্ছেদ করা যাবে না। এই constitutional সুরক্ষা আমার দেশের কৃষক deserve করে। এটিকে শুধুমাত্র খাদ্য নিরাপত্তার মধ্যে আমি সীমাবদ্ধ করে ফেলেছি যে, কৃষি জমি অধিগ্রহণ করা যাবে না। এটি নানা ধরনের নয়ছয় করে দুই ফসলি, তিন ফসলি কৃষি জমিকে অনাবাদি জমি দেখিয়ে অধিগ্রহণের

সিস্টেম আমার দেশে বহু বছর ধরে চলে আসছে। শুধুমাত্র এটিকে খাদ্য নিরাপত্তা না। Ultimately পুরু বিষয়কে আমি কৃষককে তার জীবিকা, তার রুটি রুজি থেকে বঞ্চিত করছি। Already তৈরি হওয়া কর্মসংস্থান, চলমান কর্মসংস্থান থেকে উচ্ছেদ করা যাবে না। আমি আমার সংবিধানে এটি দেখতে চাই এবং কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ গত ১০ বছরে মেগা প্রকল্পের নামে, উন্নয়নের নামে এবং public interest এর নামে যেভাবে কৃষকের ওপর অত্যাচার করা হয়েছে, যে ধরনের জোর জবরদস্তিমূলক মাফিয়াদের মতো অত্যাচার আমরা দেখেছি। That it has to be stopped. আমার সংবিধান কৃষকের জমির ওপর কৃষক যেন তার জমি থেকে উচ্ছেদ না হয়, সেটি সংবিধানে সুরক্ষা থাকতে হবে। আমি খুব strongly মনে করি। এটি কৃষকের জমির কথা বললাম। Right to work. আমাদের দেশে গণআকাঙ্ক্ষার কথা বললাম। সেই গণ ভিতর শ্রমিক আছে কিনা; রিকসাচালক আছে কিনা; অটো রিকসাচালক আছে কিনা; যেহেতু সংখ্যাটি এত বেশি। গত ১০ বছরে ৪৪ লক্ষ মানুষ অটোরিকসার সাথে যুক্ত হয়েছে। এ মানুষগুলোকে সংবিধান কোনোভাবে protect করার উপায় নেই। এ সরকারের কয়েক দিন আগে দেখেছি যে, সেনাবাহিনী, পুলিশ এবং কিছু বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়করা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। প্রায় ১০০ এর কাছাকাছি অটোরিকসাকে ডাম্প করে সেগুলো নিলামে তোলা হয়েছে। আমার constitution কী এই সুরক্ষা দিতে পারে যে, চলমান রুটি রুজি সেখানে আমার সরকার হাত দিতে পারবে না। অটোরিকসা, রিকসা এগুলো মাঠে নামার আগে এটির একটি procedure আছে, তারা একটি process এর ভিতর দিয়ে আসে। এর মধ্যে অটোরিকসার পার্টস আমদানি হয়, সেই আমদানির সাথে আবার বড় বড় প্রভাবশালী কোম্পানি জড়িত থাকে। সেনা কল্যাণ ট্রাস্ট এই অটোরিকসা আমদানির সাথে জড়িত। আপনি গাজীপুরের তিনমাথার মোড় থেকে টাকশাল পর্যন্ত দেখবেন শতাধিক অটোরিকসা পার্টসের দোকান আছে। যার ভিতর সেনা কল্যাণ ট্রাস্টেরও পার্টসের দোকান আছে। আমি এই নামটি specifically উল্লেখ করলাম। তার মানে হচ্ছে যে, একটি process এর ভিতর দিয়ে যখন রিকসা এবং অটোরিকসার ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হচ্ছে। যখন সেটি final end product হিসেবে রাস্তায় নামে। তখন আমার পুলিশ বাহিনী বলছে যে আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গের নামে রাস্তায় যেতে পারবে না। শুধু ডাম্প করা নয়, সেটিকে নিলামে বিক্রি করে দেয়ার মতো ঔদ্ধত্য দেখাতে পারছে। আমার সংবিধান এমন হতে হবে যেন একটি already চালু কর্মসংস্থান, যেটি একটি process এর ভিতর দিয়ে রাস্তায় নেমেছে, সেটিকে আপনি ডাম্প করতে পারবেন না। আমার একটি প্রাইভেট কার আছে। আমি যদি সেখানে আইন ভঙ করি নিশ্চয় পুলিশ এসে গাড়ির চাকাটি ফুটা করে দিতে পারে না। কিন্তু যখন একজন রিকসাচালক বা অটোরিকসাচালক যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, সে রাস্তা ভুল হতে পারে, অনিয়ম হতে পারে, সেখানে প্রথমেই তার চাকাটি ফুটা করে দেয়া হচ্ছে এবং সেটি রেকার দিয়ে নিয়ে সেটি ডাম্প করার মতো করছে। একটি অধিকারসহ কাজটি করা হচ্ছে। আমি এটুকু অনুরোধ জানাতে চাই যে, আমার সংবিধানে এই শ্রমজীবী মানুষকে কাজ করার অধিকারকে সুরক্ষা দেয়ার মতো স্পষ্ট বিধান থাকতে হবে। সেটি কৃষকের জমি হোক কিংবা একজন অটোরিকসা হোক।

আমার মনে হয় না যে, এটি কোনো revolution এর অ্যাক্ট। এ রকম খুব স্পষ্ট বিধান থাকতে হবে যে, আপনাকে এ ধরনের কাজ করার আগে নেগোসিয়েশনে যেতে হবে। আপনি জরিমানা করতে পারবেন। কিন্তু আপনি তার রুটি রুজির বাহনকে নিয়ে নিতে পারবেন না। আপনি তার অটোরিকসাকে সিজ করে অন্য জায়গায় পাঠাতে পারবেন না। আপনার জরিমানা স্বচ্ছ এবং transparent প্রক্রিয়ায় হতে হবে। কিন্তু আপনি সেটিকে নিয়ে নিতে পারবেন না। নিলামে ওঠাতে পারবেন না। এটি একেবারে বর্বর জুলুম এবং এ সরকারের আমলেও আমরা দেখেছি। এটি খুবই অস্বস্তিকর। এত প্রাণের বিনিময়ে পাওয়ার পরেও এখনো আমি মনে করি যে, একজন রিকসাওয়ালার রিকসাকে নিয়ে নিলামে উঠিয়ে দিতে পারি। আপাতত আমি মনে করি যে, অনুচ্ছেদ ২০ ৪০ নিয়ে আমাদের বিশদ কাজ করার সুযোগ আছে।

ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান) : ধন্যবাদ। মাহা মির্জা।

**ইলিরা দেওয়ান** : ধন্যবাদ।

আমাদের আজকে এই বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়তে জুলাই আগস্ট আন্দোলনে যারা শহিদ হয়েছেন, আহত হয়েছেন এবং স্বজন হারিয়েছেন, সবার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি সংক্ষিপ্তভাবে কথা বলার চেষ্টা করছি। একই সাথে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই যে, আজকে আমাকে সংবিধান সংস্কারে আমার মতামত জানার জন্য এখানে ডেকেছেন, সে কারণে আমি আবারো ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি লিখিত নিয়ে এসেছি। চিঠিতে লেখা ছিল, যে বক্তব্য তা যেন লিখিত থাকে। তারপরও হয়তো আমি দু একটি কথা বলব। তার আগে যে বিষয়টি আমি বলতে চাই সেটি হচ্ছে- আমরা বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে এখনো লড়ে যাচ্ছি। সত্যিকার অর্থে যদি বলি যে, গত ৩ মাস ধরে আমরা লড়ে যাচ্ছি বা ১০০ দিনের যদি যাত্রা বলি, সেটি লড়ে যাচ্ছি। কিন্তু এই যে দেশ গড়ার লড়াইয়ে সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত হওয়া দরকার। সবার প্রতিনিধিত্ব থাকা দরকার। দেশের সকল নাগরিক যাতে সম একটি প্রতিনিধিত্ব থাকে, সেই বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া দরকার

বলে বলে আমি মনে করি। কারণ আমরা অতীতে দেখেছি যে, কাউকে বাদ দিয়ে কখনো দেশ এগিয়ে যায় না। হয়তো যায়। কিন্তু এক জায়গাই ঠিকই হচ্ছে, এক জায়গায় ঘা হয়ে থাকে, সেটি হয়তো দেখা যায় না, সেটি এক সময় গ্যাংগিংয়ে পরিণত হয়। আমি মনে করি যে, আমরা যদি নতুন বাংলাদেশ গড়তে চাই, তাহলে আমাদের অবশ্যই সবাইকে সাথে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। যে বিষয়টি আমি বলছি, আমাদের গত ১০০ দিনে বর্তমান সরকারের অধীনে বিভিন্ন ধরনের সংস্কার কমিশন হয়েছে। যেহেতু আমরা রাষ্ট্র সংস্কার করতে চাচ্ছি, সে জন্য অনেক ধরনের সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়েছে। কিন্তু আমি যতটুকু উপলব্দি করতে পারি বা অনুভব করতে পারি, সেটি হচ্ছে সব সংস্কার কমিশনে সবার প্রতিনিধিত্ব নেই। তার অর্থ হচ্ছে যে, যারা সংখ্যায় কম বা যারা একটু পিছিয়ে রয়েছে, তাহলে তারা কি সংস্কার চায় না। তাহলে আবারো অতীতের মতো চাপিয়ে দেয়া হবে। আমরা অতীতে দেখেছি তাদের ইচ্ছা মতো আইন করতো। যেভাবে হোক তারা চাপিয়ে দিত। আমি অন্তত চাই যে, বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশে আমাদের যেন সবার প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে। যাহোক, আমি যে কয়েকটি পয়েন্ট নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি, সেটি হলো- অরূপ রাহী ভাইও বলেছেন যে, প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্র ধর্ম নিয়ে। আমার এখানে একটু কথা আছে। যদি বিবেচনার সুযোগ থাকে, তাহলে এটিকে আমরা কীভাবে বিবেচনায় নিতে পারি। কারণ হচ্ছে- ধর্ম একটি নিজস্ব ব্যাপার। একটি ব্যক্তিগত দিক, একটি মানবিক দিক। এটি একটি বিশ্বাসের বিষয়। রাষ্ট্র তো রাষ্ট্র। রাষ্ট্র সব সময় নিরপেক্ষ থাকবে।

আমি মনে করি, রাষ্ট্র হচ্ছে দেশের সকল নাগরিকের কাছে নিরপেক্ষ থাকবে এবং সমমর্যাদা প্রদান করবে। ধর্মতো ব্যক্তির বিশ্বাস এবং ব্যক্তিগত চয়েজ। সে ক্ষেত্রে আমরা যারা এ দেশে আছি, সবার বিশ্বাসকে সমানভাবে পালন করতে পারি, সেই বিশ্বাস যদি সংবিধানে নিশ্চিত করা হয়, তাহলে ভালো হবে। আপনারা অনেক দিন ধরে সংবিধান সংস্কারের বিষয়ে অংশীজনদের সাথে কথা বলছে। কথাটি হয়তো এসেছে। তারপরও আমি বলছি। আজকে আমি শুধু চাকমা সম্প্রদায়ের। বাংলা আমার মাতৃভাষা নয়। আমি যখন থেকে সংবিধান পড়ছি, সংবিধানের তৃতীয় অনুচ্ছেদে লেখা আছে, “রাষ্ট্র ভাষা বাংলা।” সেখানে দাড়ি দেয়া আছে। এর পর কোনো ভাষার স্বীকৃতি নেই। জুলাই আগস্টের বিপ্লবের পর সুযোগ আসলো। রাষ্ট্র ভাষা বাংলার সাথে অন্যান্য ভাষা যেন এখানে স্বীকৃতি পায়। যেন ওই ভাষাগুলো উঠে আসে। আমি মনে করি, সেটা হয়তো এই সংস্কার কমিশন একটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত রেখে যাবে।

৬ নম্বর অনুচ্ছেদের ১ ও ২ উপধারাকে একীভুত করার কথা বলছি। বিস্তারিত আমার এই লেখায় আছে। এখানে যেটুকু বলতে চাচ্ছি যে, এটি এভাবে হতে পারে। নাগরিকত্ব বিষয়ে জাতি হিসেবে বাঙালি আমি মনে করি না। আমাকে চাপিয়ে দিতে পারেন। রাষ্ট্র আমাকে চাপিয়ে দিতে পারে যে, তুমি বাঙালি। সে কারণে ভাষাতে এ রকম হতে পারে যে, বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্বাচিত, নিয়ন্ত্রিত হইবে এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশি হিসেবে পরিচিত হইবেন। কেন আমি জাতি হিসেবে বাঙালি হব? এ ভাষা ভিন্নভাবে এবং ভিন্ন angle এ যদি বলা যায় আর কি। একইভাবে আমি ৯ নম্বর অনুচ্ছেদে বলতে চাই, ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট বাঙালি জাতি। এখানে বলা আছে। বাঙালি জাতি গুচ্ছগুলোর পরিবর্তে আমরা বাক্যকে এভাবে সাজাতে পারি যে, দেশের সব জাতিগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতির নাগরিকগণের ঐক্যবদ্ধ সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করিয়া জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সাভভৌমত্ব অর্জন করিয়াছেন সেই নাগরিকগণের। এখানে বাঙালি জাতি বলা ছিল। সেখানে চাচ্ছি যে, নাগরিকগণের ঐক্য ও সংহতি হইবে বাংলাদেশি হবে জাতীয়তাবাদের ভিত্তি। যদি এ রকম ভাষা হয়। মহান মুক্তিযুদ্ধে শুধুমাত্র বাঙালি জাতি অংশগ্রহণ করেনি। এ দেশে যারা আদিবাসী তারাও কিন্তু প্রাণ দিয়েছে। তারাও যুদ্ধ করেছে। কাজেই তাদের স্বীকৃতি কিন্তু সম্পূর্ণ উহ্য থেকে গিয়েছিল। আমি মনে করি, এ অনুচ্ছেদ পরিবর্তন করে সবার স্বীকৃতি যদি স্বীকার করে নেয়া হয়, তাহলে আমরা মনে করব যে, সব নাগরিক সমান সুযোগ পেয়েছে। সবশেষে যেটি বলব, সেটি হচ্ছে- জাতীয় সংস্কৃতি নিয়ে। ২৩ এবং ২৩(ক) অনুচ্ছেদকে পরিমার্জন করা দরকার। আমরা বারবার বলি যে, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, উপজাতি বলে যে অপমানজনক ও অবমাননাকর যে শব্দগুলো আমাদের সম্পর্কে বলা হয়। আমাদের সেই শব্দগুলো সব বাদ দিয়ে যদি এ রকম পারে যে, রাষ্ট্র দেশের জনগণের সংস্কৃতিক ঐতিহ্য উত্তারাধিকার রক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীসমূহের ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলাসমূহের এমন পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, যাহাতে সর্বস্তরের জনগণ দেশের বহু মাতৃক সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখিবারও অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করিতে পারিবেন। কারণ ২৩(ক) তে সাংবিধানিক ভাষায় যেটি বলা আছে, “ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতি বিকাশের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।” বিশেষ ব্যবস্থা কেন? জাতীয়ভাবে অংশগ্রহণ করার যে সুযোগ, সেই সুযোগটি কেন থাকবে না? কেন তার জন্য সংরক্ষণ এবং বিকাশের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা। তাকে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেয়া উচিত বলে আমি মনে করি। আর হচ্ছে সংবিধানে উপজাতি নৃগোষ্ঠীর যে শব্দগুলো আছে, সেগুলো অপসারণ করা দরকার বলে আমি মনে করি। বাকি প্রস্তাবনাগুলো আমার লেখায় আছে। আমি আজকে সভা শেষে জমা দিয়ে যাব। আমাকে কথা বলার সুযোগ দেয়ায় আবারো সবাইকে ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান) : ধন্যবাদ ইলিরা দেওয়ান।

যারা পরে আসছেন আমি আগে যেটি বলেছি সেটি উল্লেখ করতে চাই। আমরা এখানে যেটি করছি সেটি হচ্ছে আপনাদের বক্তব্য

সংক্ষিপ্ত আকারে ৭/৮ মিনিটে সম্পন্ন করেন। আজকে অথবা আগামী ২৫ তারিখের মধ্যে লিখিতভাবে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবগুলো আমাদের কাছে ই মেইলের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেন। প্রাসঙ্গিকভাবে বলি যে, লিখিতভাবে চাচ্ছি তার অন্যতম কারণ হচ্ছে যে, এ প্রক্রিয়াটির শেষ যেখানেই যাক, এ সময় সবার আকাঙ্ক্ষা কী ছিল সেটির একটি ডকুমেন্ট থাকা দরকার। এখন থেকে ৫ বছর, ১০ বছর, ৫০ বছর পরেও মানুষ যেন বুঝতে পারে যে, ওই সময় একটি গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে এই আকাঙ্ক্ষাগুলো তৈরি হয়েছিল। আমরা সকলের ভবিষ্যতের জন্য এই ডকুমেন্টটি রাখতে চাই। সেজন্য আমরা বারবার বলছি যে, লিখিত। আমরা আজকে কথা বলছি এবং প্রত্যেকটি consultation আমরা রেকর্ড করছি। পরবর্তী সময়ে transcribe ও করব। আপনাদের সমস্ত বক্তব্য যদি থাকে, তাহলে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য বড় রকমের আর্কাইভ হিসেবে কাজে দিবে এবং আকাঙ্ক্ষাগুলো বোঝা যাবে। আমরা আশা করি সেই কাজে আমাদের সহযোগিতা করবেন। আমি এখন সারোয়ার তুষারের কাছে যাচ্ছি।

**জনাব সারোয়ার তুষার :** আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বাংলাদেশে এটুকু অর্জন করতে অনেক রক্ত দিতে হয়েছে। যেটি আমার আগের বক্তারা বলেছেন। বাংলাদেশের মানুষের সামনে এবার যে ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, এটি কোনোভাবেই undo করতে দেয়া যাবে না। আমাদের জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে অনেকগুলো সিদ্ধান্ত নিতে পারার মতো সাহস এবং সেই guards আমাদের থাকতে হবে বলে আমি মনে করি। আপনাদের ই-মেইল রয়েছে সেখানে আমার যে প্রস্তাবনা তা ইতোমধ্যে পাঠিয়েছি। আমি repeat করব না। মূল essence এর কয়েকটি কথা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বলতে চাই। প্রথমত হচ্ছে- আমি মনে করি যে, এ সংবিধান সংস্কারের অবশিষ্ট কোনো জায়গা নেই। আমাদের একটি নতুন সংবিধান লিখতে হবে, যেটি পুনর্লিখন বা নানা ভাষায় বলছে। এই সংবিধান ইতোমধ্যে গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বাতিল হয়ে গেছে। আমরা যদি এটিকে rising change ধরে নেই তাহলে আমাদের কাছে সাংবিধানিক ধারাবাহিকতার ওই খোপের মধ্যে ঢোকাব। বাংলাদেশে কোনো rising change ঘটেনি। বাংলাদেশে একটি গণঅভ্যুত্থান ঘটেছে। আমি যদি ভুল না করে থাকি তাহলে এই গণঅভ্যুত্থানের পরে দর্শনশাস্ত্র ও আইনশাস্ত্রে একটি constituent moments গাঠনিক মুহূর্ত হিসেবে বলা হয়। বাংলাদেশে বারবার গণঅভ্যুত্থান ঘটেছে। স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৯০ সালে গণঅভ্যুত্থান ঘটার পরেও একটি নতুন সংবিধান হয়ে পারতো সেটি আমরা পুরানো এক ব্যক্তিকেন্দ্রিক constitution, সেটির মধ্যে আবার ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছি। এগুলো এক ধরনের প্রতি বিপ্লব করার মতো। যে কারণে মানুষ রক্ত দেয়, সেটিকে আবার পিছনের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা। এবার সেটি করা উচিত হবে। কারণ সমাজে প্রবলভাবে এই গণঅভ্যুত্থানের আগে থেকেই রাষ্ট্র সংস্কার, রাষ্ট্র পুনর্গঠন, রাষ্ট্র গঠন যে ভাষাতেই বলি না কেন, এটি আকাঙ্ক্ষা ছিল। আর গণঅভ্যুত্থানের পরে আমরা ঢাকা শহরসহ সারা বাংলাদেশের দেয়ালে দেয়ালে দেখতে পাচ্ছি যে, তরুণরা কী লিখেছে। তারা বলে যে, "স্বাধীন হয়েছে। এখন সংস্কার করব।" এখানে পরিষ্কার যে, এবার আমাদের একটি রাষ্ট্র কল্পনা আছে। সংবিধানের মধ্য দিয়ে এবার রাষ্ট্র কল্পনা ধরতে হবে। আমি বিস্তারিত বলেছি, সেগুলো আর এখানে বলব না। প্রথমত হচ্ছে second republic এর কথা এসেছে। second republic এর ব্যাপারে আমাদের seriously ভাবা উচিত। এই গণঅভ্যুত্থানের একটি proclamation জারি উচিত। এটি মানে এই নয় যে, আমরা আমাদের পূর্বের সকল কিছুকে অস্বীকার করছি। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার যে ঘোষণাপত্র আছে, এটির সাথে নতুন proclamationকে একসাথে যুক্ত করে কীভাবে একটি নতুন সংবিধানের প্রস্তাবনা যুক্ত করা যায়, সেটি আপনারা ভাববেন। আমাদের এখন যে ঘোষণাপত্র আছে তার সাথে নতুন যে proclamation এর কথা বিশেষ করে ছাত্রদের তরফ থেকে উঠেছে, এ দুটিকে যেন আমরা combind করতে পারি। এটির একটি জায়গা এখানে থাকা উচিত। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে, আমাদের সংবিধানে এখন যে চার মূলনীতি আছে। আমরা দেখেছি যে, এই চার মূলনীতি পরবর্তীতে একটি দলের মূলনীতিতে পরিণত হয়েছে। সুতরাং এই চার মূলনীতিকে বাদ দিতে হবে। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে সাম্য, মানবিকতা মর্যাদা, সামাজিক ন্যায়বিচার ছিল তার সাথে প্রথম priority দেওয়া উচিত গণতন্ত্রকে এবং এর সাথে নাগরিক অধিকার। এই চার পাঁচটি বিষয়টি আমাদের যে মূলনীতি সেখানে আসা উচিত। তৃতীয় বিষয়টি হচ্ছে- প্রধানমন্ত্রীর একচেটিয়া ক্ষমতা। এ বিষয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। আমাদের সমাজে ২০১৮ সাল থেকে এটি নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হয়েছে। ঢাকাসহ সারা বাংলাদেশে প্রচুর activism হয়েছে যে, প্রধানমন্ত্রীর কাছে পুরু রাষ্ট্র তার সকল প্রতিষ্ঠান এক ধরনের জিন্নি হয়ে থাকে। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী সংবিধানের ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন। তার ক্ষমতাকে curb করতে হবে। সংসদে প্রয়োজনে অভিশংসন করার ব্যবস্থা থাকে, সেটির ব্যবস্থা এবার করতে হবে। আমি মনে করি যে, আরেকটি বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের অনেকগুলোর সমস্যার প্রধান কারণ হচ্ছে সংসদে চাইলেই সংবিধান সংশোধন করা যায়। এটি বন্ধ করতে হবে। আমি প্রফেসর আলী রীয়াজ অনেক আগে লিখেছেন যে, curts of two third. cuts of two third. দুই তৃতীয়াংশের বলে সংসদে সংবিধানকে সংশোধন করা যায়। আমরা যদি ভালো করে দেখি, এই দুই তৃতীয়াংশ আসলে হচ্ছে less than forty percent vote. যারা ভোট দিয়েছে, টোটাল ভোটাদের নয়, যারা ভোট দিয়েছে তাদের less than forty percent vote এর মাধ্যমে সংসদে এমন এমন বড় বড় সিদ্ধান্ত

নিয়েছে, যেগুলো বাংলাদেশের রাষ্ট্রকে অনেক ভুগিয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার একবার introduce করা। আবার বাতিল করা। যখন যেমন খুশি তখন তারা সেভাবে করেছে। সর্বশেষ তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল করল। বিশেষত তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল করার পরে এই সংবিধান নিজেই একটি অসাংবিধানিক জায়গায় এসে হাজির হয়েছে। কারণ আপনি সুষ্ঠু নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জনগণের যে ভোটাধিকার প্রয়োগ করার সকল রাস্তা এই সংবিধান নিজেই বন্ধ করে দিয়েছে। তারা বলেছে যে, সংবিধানে হাত দিলে আমাদের ফাঁসি মুখোমুখি হতে হবে। সর্বোচ্চ শাস্তি পেতে হবে। সুতরাং সংসদে দুই তৃতীয়াংশ পাওয়ার থাকলেই সংশোধনী যেন না করা যায়, কীভাবে? সংবিধানে যদি আমাদের কোনো পরিবর্তন করতে হয়; সংবিধানে আমাদের হাত দিতে হয় তাহলে কোন প্রক্রিয়ায় করতে হবে, এটি কী গণপরিষদ ডাকতে হবে কিনা অথবা যে দল ক্ষমতায় যেতে চায় তাদের যদি সংবিধান পরিবর্তন করার কোনো এজেন্ডা থাকে তাহলে তাকে আগেই নির্বাচনের ইশতেহারে সেটি উল্লেখ করতে হবে। এ ধরনের কোনো কিছু করা যায় কিনা, এটি আমাদের seriously ভাবা উচিত। অন্যথায় আওয়ামী লীগ সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল করবে এটি তারা তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে কখনো ছিল না। কিন্তু তারা এটি পরবর্তীতে করেছে। আমরা ১৫ বছর নির্বাচনহীনতার মধ্যে গেলাম, এটির কারণে। তৃতীয়ত হচ্ছে আগামী দুটি নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হওয়া উচিত। এর পরে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল করে দেয়া উচিত। কারণ এ তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা seemingly মনে এটি সমস্যার সমাধান করে। আসলে এটিই সমস্যার অংশ, এটিই সমস্যা। আমার এখানে প্রস্তাবের মধ্যে বলেছি। আপনারা নিশ্চয় খেয়াল করবেন। এখানে আমি বিস্তারিত বলছি না। আমরা রাষ্ট্রকে যদি সরকারি grip এর বাইরে আনতে পারি, সরকার যদি রাষ্ট্রের অধীনে থাকে এখন যেটি উল্টো সরকারের অধীনে রাষ্ট্র চলে যায়। আমরা যদি এটি করতে পারি।

বাংলাদেশে নির্বাচনের ভাগ্য আসলে ইলেকশন কমিশন ঠিক করে না। প্রধানমন্ত্রী তথা প্রধান নির্বাহী ঠিক করে। আমরা এটি যদি চেক করতে পারি তাহলে ইলেশন কমিশন এবং আমার যদি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র থাকে, তাহলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মতো একটি অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অর্থাৎ ওয়ান ইলেভেনের মতো অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েচে। যেটিকে একটি excuse হিসেবে হাজির করে শেখ হাসিনা তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল করে দিয়েছে। এই অগণতান্ত্রিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকারই কোনো দরকার নেই। আপাতত দুটি নির্বাচন থাকতে পারে এবং এরপরে আমাদের ভাবতে হবে যে, কীভাবে রাষ্ট্রের অধীন কিংবা নির্বাচন কমিশনের অধীনে আমরা একটি সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন করতে পারি। ভোট ছাড়া একদিনও যেন কোনো দল বা সরকার ক্ষমতায় থাকতে না পারে, সেই ব্যবস্থা আমাদের সংবিধানে থাকতে হবে। আমি মনে করি যে, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত যতগুলো মানবাধিকার আছে, মানবাধিকার আইন আছে, তার সবগুলো সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। এখন আমাদের মৌলিক অধিকারের যে provision গুলো আছে, যতদূর বুঝি শুধুমাত্র assert করা কখন কখন কী উপায়ে তারা মৌলিক অধিকার হরণ করবে। মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করে না। ফলে মৌলিক অধিকারকে সর্বোচ্চ প্রাধিকার দেয়া উচিত। কারণ এটিই হচ্ছে জনগণের বিষয়। যেটি জনাব আবুল মনসুর অনেক আগেই বলে গিয়েছিলেন। মৌলিক অধিকারকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। মূলনীতি না। মূলনীতি হচ্ছে রাষ্ট্রের বিষয়। আর মৌলিক অধিকার হচ্ছে জনগণের বিষয়। সুতরাং এটি প্রাধান্য দিতে হবে এবং এটিকে absolute করতে হবে। এখন যেভাবে শর্তের বেড়াজালে রাখা হয়েছে, এটিকে বন্ধ করতে হবে। যেন সভা সমাবেশের অধিকার থাকে। মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থাকে। এখন যেভাবে বলা আছে যে, আপনি বন্ধু রাষ্ট্রের সমালোচনা করতে পারবেন না। ৩৯ এর দোহাই দিয়ে অনেকে বলতে চান যে, এখানে মত প্রকাশের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। বিদেশি রাষ্ট্রের সমালোচনা করতে পারবেন না। যদি আপনি নীতি নৈতকতার বিরুদ্ধে যান তাহলেও কথা বলতে পারবেন না। আমার মতামত হচ্ছে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে তারা মৌলিক অধিকার বা মত প্রকাশের অধিকারকে ক্ষুণ্ন করবে, এটি ওখানে তারা বলেছে মাত্র। এ বিষয়টি আবারও আমাদের খেয়াল করা উচিত। তৃতীয়ত হচ্ছে যে, আমি ইলিরা আপার সাথে একমত। যদিও রাহী ভাইয়ের সাথে একটু দ্বিমত করব। আদিবাসী ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ব্যাপারে আমাদের এই তর্কের বাইরে যেতে হবে। আদিবাসীর ব্যাপারে ভিন্ন একটি ভালো ব্যাখ্যা দেই কেন এটি মনে হয় যে, কারা আদিতে এখানে বাস করত, সে রকম শব্দের মধ্যে আছে। ফলে জনগোষ্ঠী এটির মধ্য দিয়ে বিভ্রান্ত ও বিভক্ত হওয়ার সুযোগ থাকে। সুতরাং আদিবাসীও উল্লেখ থাকার দরকার নেই। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরও উল্লেখ থাকার দরকার নেই। বাংলাদেশ যে বহু জাতির দেশ এটি সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত থাকা উচিত। বাংলাদেশ শুধু বাঙালি জাতির দেশ নয়। ইলিরা আপা যেটি বলেছেন আমি তার সাথে একমত। সকল নাগরিক আইনের দ্বারা বাংলাদেশি হিসেবে পরিচয় হওয়া উচিত। আমাদের territory এর মধ্যে যারা থাকে, যারা বাংলাদেশের নাগরিক তারা সবাই বাংলাদেশি। এর বাইরে আমাদের ভাষাগত পরিচয় আলাদা আলাদা থাকবে। আমাদের ধর্মীয় পরিচয় আলাদা আলাদা থাকবে। ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলোই আমার বক্তব্য। আরেকটি হচ্ছে স্থানীয় সরকার। যেটি তারা করেছে যে, দলীয় প্রতীকে নির্বাচন হয়। এটিকে চেক করতে হবে। দলীয় প্রতীকে নির্বাচন হওয়া উচিত নয়। আগে যেভাবে হতো যে, স্থানীয়ভাবে যে মার্কা বরাদ্দ দেয়া হতো তাতেই বরং যারা ভালো লোক, যারা সমাজে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড করবে তাদের আসার সুযোগ থাকে। সংসদ-সদস্যরা এখন এলাকার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করেন, এটি কোনো দরকার নেই। তাদের কাজ হচ্ছে- আইন সভায় এসে আইন প্রণয়ন করা। সংসদের নামও আইন সভা করা উচিত। সংসদ বললে আমরা বুঝতে পারি যে, এটির কাজ কী।

ফলে মমতাজ এসে এখানে গান গায়। আইন সভার সদস্যদের এ ব্যাপারটি নিশ্চিত থাকা উচিত। উন্নয়ন কর্মকাণ্ড হবে যারা স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি তারা করবেন। সকল কিছুর মূল হচ্ছে আমাদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উপযোগী গণতান্ত্রিক সংবিধানের দিকে যেতে হবে। যেখানে সকল নাগরিকের অধিকার থাকবে। মানবাধিকার সুরক্ষিত হবে। কোনো বিশেষ দলের বাইরে থেকে সংবিধান যেন জাতীয় ঐক্যের দলিল হতে পারে এ রকম একটি সংবিধানের দিকে আমাদের যেতে হবে। আমরা মনে করি যে, আমরা এটি পারব। আমাদের সেই সাহস করতে হবে। সংবিধান সংস্কার কমিশনের সময় অনেক কম। ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত তাদের সময়। আমি জানি না সরকার এত তাড়াহুড়া করছে। এ বিষয়ে আরো সময় নেয়া উচিত। নির্বাচন করার বিষয়ে অনেক দল তাড়াহুড়া করবে। কিন্তু আপনি আমাদের কাছ থেকে মতামতগুলো নিলেন, সেগুলো নিজেদের মধ্যে একটি নির্যাস গ্রহণ করবেন। তার পর আবার এগুলো শুধু সরকারের কাছে দিবেন। আমাদের কাছেও এগুলো ফেরত পাঠানো উচিত। আমরা দেখব না যে, আপনারা আমাদের কথাগুলো কীভাবে এখানে রেখেছেন। সুতরাং এটির সময় নেয়া উচিত। সরকারের তাড়াহুড়া করা উচিত নয়। সংবিধান সংস্কার কমিশনকে বলা উচিত আমাদের আরো সময় দিতে হবে। আপনারা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে মতামতের কথা বলেছেন। ওয়েবসাইটে মতামতের বিষয়ে middle class এখনো অভ্যস্ত না। আমাকে যদি আজকে এখানে না ডাকতেন আমি ওয়েবসাইটে মতামত দিতাম না। আমি পারলেও দিতাম না। সুতরা জনগণ এখানে কীভাবে include হবে। এখানে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে কীভাবে কাজে লাগিয়ে সর্বস্তরের জনগণ সংবিধানে যেন তারা তাদের মতামত দিতে পারে, যেটি মাহা আপা শ্রমজীবী মানুষ যারা আছে, যারা কৃষক আছে, যারা অন্যান্য পেশাজীবী আছে, তাদের কথাগুলো আসার ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা কিছু লোক বুঝি এবং আমরা বলে দেব এভাবে হওয়া উচিত নয়। এটি হওয়া উচিত bottom to top হওয়া উচিত একটি process, সেই process এ আমি আশা করব যে, সংবিধান সংস্কার কমিশন সরকারের কাছে প্রস্তাব করবে এবং সরকার এটি করতে বাধ্য। কারণ তারা বারবার বলেছে যে, তারা গণঅভ্যুত্থানের সরকার। যদিও তাদের একটি শপথ নিতে হয়েছে। আমরা মনি করে যে, যেহেতু তারা গণঅভ্যুত্থানের সরকার, তাদের legitimacy এটিই তাদের প্রমাণ করতে হবে যে, তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার না। তারা যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার না এটি প্রমাণ হবে যে, তারা যদি ভালো একটি সংবিধান বাংলাদেশকে উপহার দিয়ে যেতে পারে। অন্যথায় আপনি যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মতো আচরণ করেন, তাহলে আপনার ৩ মাসের মধ্যেই ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে চলে যাওয়া উচিত ছিল। আপনি যেহেতু যাননি। সুতরাং এ কাজগুলো শেষ করার হিম্মত এবং সেই skill সবাইকে থাকতে হবে।

সবাইকে ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান) : ধন্যবাদ।

এবার আমরা যাব ড. সৈয়দ নিজারের কাছে।

**ড. সৈয়দ নিজার** : ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান) : আপনাকে একটু interrupt করি। যেহেতু প্রশ্নটি উঠেছে, সেহেতু একটু ব্যাখ্যা করি। আমরা বিভিন্নভাবে মতামত নিচ্ছে। এর মধ্যে ওয়েবসাইট একটি উপায়। আমরা শীঘ্রই একটি বড় আকারে জরিপ করব যাতে করে ঢাকার বাইরে বা যাদের access নেই তাদের opinion আমরা নিতে পারি। আমরা বিভিন্নভাবে চেষ্টা করছি। সবই পারব এ রকম প্রতিশ্রুতি দেয়ার সম্ভব নয়। তবে চেষ্টা করব। যতটা সম্ভব diverse opinion আমরা আনতে পারি। সেই চেষ্টা আমাদের আছে।

**ড. সৈয়দ নিজার** : ধন্যবাদ।

আমি যে আলোচনা করছি, সেটি আমার একার ভাবনা না। আমরা আগস্ট মাসের শেষ দিক থেকে কিছু শিক্ষক এবং গবেষক মিলে কিছু কাজ শুরু করেছিলাম। তিন প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে আলাপটি শুরু করি, সেটি হচ্ছে '৭২ এর সংবিধান মূলত aspiration হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের ওপরে। ২৪ এর গণঅভ্যুত্থানের aspiration কী, সেটি প্রথম প্রশ্ন। দ্বিতীয়ত হচ্ছে methodological question, যেটি আপনাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এ প্রশ্নটি নিয়ে আমরা আগেও ভাবছিলাম। আপনারা যে বিভিন্ন মত পথগুলো নিচ্ছেন, এটি methodological accommodate করবেন, এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন। এ দুটি প্রশ্ন দিয়েই আমরা আলাপ শুরু করি। আমরা কিছু সিদ্ধান্তে পৌঁছাই। এটি এক ধরনের মত শেয়ারের মতো। বিভিন্ন জায়গার শিক্ষকদের কাছ থেকে মতামত নেয়া হয়েছে। আমরা মূলত একটি platform. যেটি হচ্ছে view of vision নিয়ে কাজ করি। ফলে আমাদের এক ধরনের way of thinking আছে। যেটি আগেই বলে রাখা দরকার। আমাদের পূর্ণাঙ্গ যে দাবি, সেটি আমরা অনলাইনে পাঠিয়ে দিব। More or less after ready হয়ে গেছে। আমি দুটি central প্রশ্ন দিয়ে শুরু করি। আমরা যেটি মনে করছি, সেটি হচ্ছে conflict resolution এবং বিভিন্ন ধরনের প্রস্তাবনাগুলো আসছে, সেটির methodologically কী করা যেতে পারে এবং at the same time ২০২৪ এর গণঅভ্যুত্থান যে aspiration এটি আসলে এক ধরনের সিদ্ধান্তের দিকে lead করে। সেটি হচ্ছে একটি meta principle. আমরা যদি সংবিধানের দিকে লক্ষ করি, largely

constitutionগুলো, এটি functional অংশ থাকে। অপরটি principle এর অংশ থাকে। আমরা যদি কিছুক্ষণ আগে থেকেই খেয়াল করি, যেগুলো ইতোমধ্যে বিষয়টি emerge হয়েছে। একটি হচ্ছে যে, আমাদের principle নিয়ে কিছু বিতর্ক আছে। কিছু priciple আমরা রাখতে চাই। কিছু principle রাখতে চাই না। at the same time functional বিষয়গুলো নিয়ে কিছু প্রশ্ন আছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আপনি যখন principle বিষয় নিয়ে devise করবেন, সেটি conflict resolution কীভাবে হবে? দ্বিতীয়ত আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে, principle নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে একটি বিতর্ক আছে। সেটি হচ্ছে, এই principle হচ্ছে discreet মানে হচ্ছে not necessary conected apparently to each other. ফলে কোনো একটি principle বাদ দেয়া যায়। ফলে যেহেতু discreet. ফলে এক ধরনের জায়গা আছে। আমরা যেটি বলছিলাম সেটি হচ্ছে যে, এটির একটি lead করে আমাদের একটি meta principle দরকার। ফলে আমরা যে ধরনের সংবিধান aspect করি তার তিনটি অংশ থাকা দরকার। একটি হচ্ছে principle এর জায়গা। একটি হচ্ছে fundamental principle বা প্রিন্সিপালের জায়গা। সর্বশেষ হছে functional bet. কেন বুঝতে পেরেছেন যে, অনেকে বলতে পারেন যে, functional অংশ থাকলেই তো যথেষ্ঠ। তখন সংবিধান ছোট থাকে। কেন আমাদের সংবিধান principle এবং আরে অফুরন্ত যুক্ত হচ্ছে meta principle. এই শব্দের সাথে আসলে সংবিধান বিতর্কের সাথে যারা জড়িত। আমরা জানি যে, এই principle এর সাথে একদমই পরিচিত নয়। আমি আবার শব্দটি repeat করছি meta principle বাংলা হবে অধিলিপি। যে প্রস্তাবনাগুলোতে আমরা যেতে চাচ্ছি। সংবিধানের discussion থাকে না। তার গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে- বিভিন্ন দেশের সংবিধান যে emerged করে সেটি এক ধরনের শাসনতন্ত্র হিসেবে emerged করে। এটিকে ব্যবস্থাপনাতন্ত্র হিসেবে আমরা দেখতে চাচ্ছি। আমার ধারণা এখানে অনেকেই এটি দেখতে চাচ্ছেন। দ্বিতীয়ত হচ্ছে শাসনতন্ত্রের maximum সংবিধানকে দেখা হয় ওপর থেকে। যেহেতু top down থেকে। আমরা যেটি বলছি যে, আমি তো কখনো শাসনে যাচ্ছি না। আমিতো হচ্ছি জনগণ। রাস্তায় আমাকেই থাকতে হয়। তাহলে আমাদের দৃষ্টিতে জনগণের চাওয়া আকাঙ্ক্ষা কী ধরনের হতে পারে এবং সেই আলোকে principle, meta principle এবং হচ্ছে যে functional be changed করে। এটি একটি theoretical জায়গা থেকে অনুসরণ করা হচ্ছে, সেটি হচ্ছে sovereignty এর question. সাধারণত sovereignty হচ্ছে external sovereignty এ interest এ থাকে। But constitutional large হচ্ছে international sovereignty নিয়ে। যদিও ঘটনাক্রমে একটি আর্টিকেল আছে, সেটি হচ্ছে বন্ধু রাষ্ট্র বিষয়ে। এটি external sovereignty এর অংশ। But enter document হচ্ছে constitution হচ্ছে internal sovereignty. তার মানে হচ্ছে এখানে দুটি গুরুত্বপূর্ণ পক্ষ। একটি হচ্ছে রাষ্ট্র এবং একটি হচ্ছে জনগণ। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে জনগণের জায়গা থেকে। প্রথমেই বিষয়টি হচ্ছে যে, এই গণঅভ্যুত্থান এবং এই রাষ্ট্রের আমরা আসলে কে? খুব স্বাভাবিকভাবে একটি প্রশ্ন তৈরি হতে পারে। সাংবিধানিকভাবে আমাদেরকে নাগরিক বলা হচ্ছে। কিন্তু খুব জনপ্রিয়ভাবে আমরা যে সেটি নাগরিক এবং জনগণ দুই শব্দে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। apparently খুব হরহামেশায় এগুলো ব্যবহার করি। কিন্তু ধরুন এই নাগরিক শব্দ গ্রিক এস্টেটের ধারণা, french republic এর ধারণা যেখান থেকে আমাদের republicটি আসছে এবং আমেরিকার constitution এর population এর ধারণ, এগুলো সব এক নয়। আমাদের যদি সংবিধান দেখি এবং আমাদের relevant document দেখি তাহলে সেখানে miss leading এবং confusing termগুলো আছে। ফলে আমরা প্রথমেই সেট করতে পারি যে, আমরা রাষ্ট্রের কে? আমরা বলতে চাচ্ছি যে, আমরা এই রাষ্ট্রের অংশীজন। তার মানে রাষ্ট্রজন বলা যেতে পারে। ফলে খুব স্বাভাবিকভাবে আমাদের গণপ্রজাতন্ত্রী প্রথমেই replace করা দরকার, সেটি হচ্ছে রাষ্ট্রজন হতে পারে আর কি। আমাদের entire শব্দগুচ্ছ আছে, আপনাদের সাইডের মধ্যে uplold করে দেব। কী কী শব্দ আসলে ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিতে দেখলে কী কী ধরনের change হতে পারে। তার মানে শাসনতন্ত্র এ ধরনের শব্দ change হওয়া দরকার। আমরা একটি তালিকা তৈরি করে রেখেছি, যেটি আপনাদের পাঠিয়ে দেব। এখন হচ্ছে যে, meta principle এর দিকে আসা উচিত। এ প্রশ্নটি হচ্ছে আসলে আমরা রাষ্ট্রের কে; সেখান থেকে ওৎপ্রোতভাবে connected. অনেক সময় বলা হয়ে যে, জনগণের সাথে সমঝোতা হয়েছে। এটি হচ্ছে national states এর emergence এবং সেই জায়গা থেকে সমঝোতা। জনগণের সাথে আমাদের তো সমঝোতা হয়নি। কী কারণে হয়নি তার একটি প্রেক্ষাপট দেখলে সহজেই বুঝতে পারি। আমার দাদা বৃটিশ empower এ কী ছিলেন। Subject ছিলেন। এই subject এর মধ্যে different আছে। রাণী ভিক্টোরিয়ার ইংল্যান্ডে যে subject এবং আমার দাদার যে subject, সেটি হচ্ছে অধিকারভুক্ত জায়গা থেকে different আছে। subject হওয়ার বলে তার কোনো conscious দিতে হয় না। অনুমতি নিতে হয় না কোনো ধরনের আইন করার জন্য। ফলে obviously সেখানে কোনো সংবিধান ছিল না। রাষ্ট্রের ধারণা ছিল না। ১৯৪৬ রাষ্ট্রের emerge হয়েছে। ১৯৪৭ সালে যখন এখানে রাষ্ট্রটি emerge করছে। যেখানে ইন্ডিয়া পাকিস্তান হয়েছে। যারা colonial empire তারা ক্ষমতা হস্তান্তর করছেন এবং কারা ক্ষমতা দখল করছেন, largely হচ্ছে, এখানকার elite group. মুসলিম লীগ অথবা কংগ্রেস। এই দুই পলিটিক্যাল পার্টি যখন ক্ষমতা হস্তান্তর করছেন, তখন এখানে জনগণের সাথে কি কোনো সমঝোতা হয়েছিল। হয়নি। দ্বিতীয়ত ১৯৭১ সালের ক্ষেত্রে যদি আপনারা লক্ষ করেন, সেখানে definitely এক ধরনের ক্ষমতা হস্তান্তর হচ্ছে। Self government এর দিকে যাচ্ছে।

আমাদের এখানের middle class political party দায়িত্ব গ্রহণ করছেন এবং তারা ওই আলোকে সংবিধান গ্রহণ এবং গঠন করেছেন। সেই জায়গা থেকে দেখলে ওই সময়ও definitely বাংলাদেশের বড় অংশের aspiration প্রতিফলিত হয়েছে ৭২ এর সংবিধানে। কিন্তু at the same time কোনো ধরনের সমঝোতা জায়গা হয়নি। আমরা বলি যে, '২৪ এর গণঅভ্যুত্থানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি কী জানেন; সেটি হচ্ছে প্রথম আমাদের এই সমঝোতার বিষয়টি কী হতে পারে তার একটি রূপরেখা দিতে পারে এবং at the same time আমরা এই রাষ্ট্রের কী? আমি দুঃখিত। আমি হয়তো একটু বেশি সময় নেব। খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দুটি বলা। আমাদের পুলিশের যে নিপীড়নমূলক আইন সবকিছু। ১৮৬১ সালে introduce করা হয়। কিন্তু পুলিশের সবচেয়ে নিপীড়নমূলক আইন হচ্ছে ১৯১৯ সালের The Anarchical and Revolutionary Crimes Act of 1919 এ বিষয়ে সবাই জানি। এই আইনে প্রথম কী করেছে যখন তখন যে কাউকে arrest করতে চাইলে বিচার বহির্ভুতভাবে আন্দামান দ্বীপে পাঠিয়ে দেয়া। যদিও এ কাজগুলো অধিকার দেয়া হয়েছে। On the other hand যদি দেখি, third amendment বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে থেকে ১৯৭৪ সালের স্পেশাল অ্যাক্টের মধ্য দিয়ে সেই অধিকারগুলো আরোপ হয়েছে। পাশাপাশি যেটি হচ্ছে '২৪ এর গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে পরিষ্কার হয়েছে যে, anarchist এবং relation কে একইসাথে introduce করা হয়। আর্মিদের মধ্যে একটি protest হয়েছে। protestটি হয়েছে মূলত ১ বৈশাখকে কেন্দ্র করে। মানুষ জড়ো হচ্ছিল। তখন জেনারেলরা আর গুলি করার নির্দেশ দেন। সেখানে কয়েক শত মানুষ মারা গিয়েছিল। এর পর থেকে যা হয়েছিল যে, ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলন আরো জোরদার হয়েছে। আপনি যদি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দেখেন একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে কোনো একটি সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য literally হচ্ছে দেড় থেকে দুই হাজার লোক হত্যা করা হয়েছে। অযাচিতভাবে। পাশাপাশি হচ্ছে আয়নাঘরের বিষয়। Systematically ক্রসফায়ার থেকে অন্যান্য বিষয়গুলো, যেটি legitimate করা হয়েছে বিভিন্ন আইনের মধ্য দিয়ে। তার মানে আপনি যদি আমাকে বলেন আমরা এ দেশের নাগরিক যে অর্থেই বলি না কেন; আমরা তো নাগরিক না, জনগণও না, even মানবও না। মনে রাখবেন মানবের যে অধিকার, রোহিঙ্গাদের যে human rights এর অধিকার, নাগরিকের অধিকার থেকে কম থাকে। আমাদের সেটিও নেই রাষ্ট্রের। তাহলে আমরা এ রাষ্ট্রে কী পরিণত হয়েছি? literally হচ্ছে একটি বিমানব। বিমানব dehumanization অর্থে বোঝা যাবে না। সেটি একটি হচ্ছে এক ধরনের ratio category অর্থে বোঝা হয় অথবা particular class এবং sector হিসেবে। কিন্তু আমাদের দেখতে হবে যে, dehumanization, যেটি আমার মানবিক হিসেবে অধিকার পাওয়ার কথা, সেটি হচ্ছে ব্যক্তি এবং অব্যক্তি দু জায়গা থেকে আমরা অধিকারটি পাচ্ছি না। ফলে আমাদের অধিনীতি কী হওয়া উচিত সেটি রাষ্ট্রজনের মানবায়ন। এই মানবায়ন একমদই human righs এর বিষয়টি বলা হচ্ছে না। মানবকেন্দ্রীকতার কথা বলা হচ্ছে না। আমাদের এক ধরনের conceptual define করা উচিত। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অংশীজন হিসেবে কী কী অধিকারগুলো থাকা দরকার এবং specially সেই জায়গাটি। এটি হচ্ছে আমাদের প্রথম grounding foundation এবং এর আলোকে আমাদের প্রতিনিধি হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। এটির আলোকে আমরা principle এবং functional এবং legal paradigm rise করা দরকার। এখন আপনি বলতে পারেন যে, এই principle এ কী আমরা সবাই একমত হব। আমি নিশ্চিত যে, আমরা এখানে যারা বসে আছি সবাই একমত যে, রাষ্ট্র কখনো আমাদের যেভাবে treat করে এভাবে treat কখনো মেনে নেয়া যায় না। তার মানে আমি আগেই বলেছিলাম যে, আমরা internal sovereignty ইস্যু নিয়ে আছি। internal sovereignty হচ্ছে রাষ্ট্র কীভাবে ব্যক্তিকে treat করবে, সেই ক্ষমতার বিষয় নিয়ে। ফলে সংবিধান একটি গুরুত্বপূর্ণ principle এর জায়গা হচ্ছে যে, bottom থেকে দেখা। জনগণের জায়গা থেকে। যেটি হচ্ছে আপনাদের কাছে আমাদের প্রথম আশা হচ্ছে যে, আমরা bottom থেকে কীভাবে দেখব। রাষ্ট্রের অংশীজন হিসেবে কীভাবে দেখব। রাষ্ট্রের কাছে কী চাচ্ছি, সেই বিষয়গুলো বিবেচনায় নেয়া। এখন obviously একটি প্রশ্ন আসে কিছুক্ষণ আগে তুষারও বলছিল।

আমাদের proclamation এর মধ্যে যে দাবিগুলো আছে, সেটি হচ্ছে সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার। ৬০ এবং ৭০ দশকে more or less, sociology, philosophy এবং moral document এর সাথে পরিচিত। এটি হচ্ছে যে, ওই সময়কার চটকদার শব্দ। এ শব্দগুলো more of an aspirational but এ শব্দগুলো কোথায় যেন লিড করে every obviously এই conceptগুলো লিড করে এই অধিনীতিকে। মানবান obviously আপনার মানবিক মর্যাদাকে নিশ্চিত করছে। একই সাথে বসেন আছেন যে, আপনি কারো সাথে যদি বৈষম্য না করেন তাহলে সাম্যের বিষয়টি আসে। একই সাথে সামাজিক ন্যায়বিচার এই principle বা অধিনীতির মধ্যে আছে। তার মানে হচ্ছে এই অধিনীতি কোনো discreet কোনো ধরনের principle না। এটি ৭২ এর inspiration ছিল। একই সাথে ২৪ এর যে inspiration তা কোনো ধরনের সাংঘর্ষিক জায়গা থেকে define করা হচ্ছে না। এখন দেখা যাচ্ছে যে, principleগুলো কীভাবে redefine হবে? এটি obviously আমাদের এখানে principle এর যে অংশটি যেটি আমরা প্রায়শ বলি গণতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং গণতন্ত্রের বিষয়টি। আমাদের একটি careful হওয়া দরকার। গণতন্ত্রকে এত blank check দেয়া যাবে না। সেটি হচ্ছে popular sovereignty বা গণতন্ত্রের বিষয়টি বলা হচ্ছে, সেটি হচ্ছে জানেন, সেটি সংখ্যাগরিষ্ঠতার শাসন। আমাদের বিবেচনায় নেয়া উচিত one second. সেটি হচ্ছে এখানকার যারা সংখ্যালগিষ্ঠ আছেন, তার save guard নিশ্চিত করবেন। ফলে আমরা বলতে চাচ্ছি কী জানেন, প্রথম এবং

গুরুত্বপূর্ণ principle অধিনীতি lead করে ন্যায্য গণতন্ত্র। আমাদের গণতন্ত্রকে দুই ভাগে ভাগ করা দরকার। সেটি হচ্ছে একটি ন্যায্য গণতন্ত্র। একটি হচ্ছে অন্যায্য গণতন্ত্র। অন্যায্য গণতন্ত্র হচ্ছে যেসব সংখ্যাগরিষ্ঠ কোনো কিছু রুল করে। তার মানে এখানে save guard principle নেই। সেখানে justice এর অভাব আছে। তখন আরেকটি সমস্যার সমাধান হয়, সেটি হচ্ছে আমাদের সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে যে বিষয়টি আলাপ চলছিল, সেটি হচ্ছে caretaker government democracy সাথে fit হয় না এবং interim government অথবা নির্বাচনকালীন সরকার। ন্যায্য গণতন্ত্রের perfectly fit হয়। কারণ আপনি কখনো বসে আছেন classical definition এ থাকছেন না। আপনি revise করছেন আপনার প্রয়োজন সাপেক্ষে। আমরা জানি গত ৫০ বছরে গুরুত্বপূর্ণ political field হচ্ছে political elite এবং পার্টিরা তারা কীভাবে পাঁচ বছর পর পর ক্ষমতা হস্তান্তর হবে, সেটি এখনো decide করতে পারছেন না। ফলে আপনাকে কোনো কোনোভাবে এক ধরনের solution এর দিকে যাওয়া দরকার। ফলে ন্যায্য গণতন্ত্র আপনি যখন introduce করবেন, সেটি আমাদের প্রেক্ষাপট থেকে এটিকে redefine করা এবং আলোচনা হবে আমাদের জায়গা থেকে। ফলে arbitrary কোনো concept আনা ঠিক হবে না। এ কারণে আমি বলতে চাচ্ছি যে, সংবিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটি হচ্ছে concept গুলো কোথা থেকে নেয়া হচ্ছে এবং কী in depth হবে তার এক ধরনের gloss outline থাকা দরকার। কারণ হচ্ছে যে, ৭২ এর সংবিধানে যে সংকট আমরা দেখি। পাশাপাশি অব্যক্তির যে বৈষম্য। আমি শেষ করে ফেলছি। কতগুলো অব্যক্তিক বৈষম্য দূরীকরণ করা। আসলে অব্যক্তিক মানে হচ্ছে যে, ব্যক্তি কোনো গ্রুপের অংশ হিসেবে, ধর্মের অংশ হিসেবে, জাতি গোষ্ঠীর অংশ হিসেবে, লিঙ্গের অংশ হিসেবে অথবা বর্ণ বা শ্রেণির অংশ হিসেবে বৈষম্যের শিকারগুলো হয়। এসব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে নিরপেক্ষ থাকা উচিত। আমরা মনে করি যে, রাষ্ট্রের আসলে জাতীয়তাবাদ থাকা উচিত না। তাহলে কী থাকা উচিত। রাষ্ট্রকে জাতি প্রসঙ্গে নিরপেক্ষ থাকা উচিত।

দ্বিতীয়ত ধর্মের প্রশ্নে সেটি হচ্ছে রাষ্ট্রকে ধর্মের প্রশ্নে নিরপেক্ষ থাকা উচিত। কী কারণে নিরপেক্ষ থাকা উচিত, সেটি হচ্ছে একদিকে রাষ্ট্রের যেমন উচিত হচ্ছে যে, সবার ধর্ম চর্চা নিশ্চিত করা। At the same time যারা মূলত ব্যক্তিগত ধর্ম চর্চা করতে চাচ্ছেন, তাদেরও এক ধরনের scop করা। মনে রাখা দরকার যে, যে শব্দটি religion যেটি religare থেকে আসছে, লেটিন শব্দ। community sense থেকে। মানে community religion থেকে। আমাদের এখানে ধর্ম হতে পারে ব্যক্তির একার। যেটি আমার ধারণা অরূপ রাহী এই বিষয়টি ইঙ্গিত করেছেন। আমরা মূলত আব্রাহাম সেন্ট্রিকের religion এর ধারণা, সেখান থেকে আমাদের revise করা দরকার এবং আমাদের সময় হয়েছে এসব বিষয়ে সতেচন হওয়ার। religion এর ধারণাকে এক ধরনের পুনঃ ডিফাইন করা দরকার। লিঙ্গের বিষয়ে definitely নিরপেক্ষতা থাকা দরকার। পাশাপাশি গোষ্ঠী ও শ্রেণি নিরপেক্ষতা থাকা দরকার। ফলে আপনার sociolism যে সামাজিক principle সেটি আপনি সরিয়ে ফেলতে পারেন। শ্রেণি এবং গোষ্ঠীর যে বৈষম্য, ওইটি দিয়ে হয়তো replace করা যেতে পারে। লেখায় আমাদের পূর্ণাঙ্গ বিষয়টি আছে। আমি আর ব্যবস্থাপনাতন্ত্র নিয়ে আলাপ করছি। খুবই দুঃখিত আমি খানিকটা হয়তো বেশি সময় নিয়েছি, সে জন্যে।

ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান) : ধন্যবাদ।

নিজার আপনাদের যে লেখাটি। আপনাদের চিঠিতে একটি ই মেইল এড্রেস দেয়া আছে। সেটিতে পাঠালে সহজ হবে। ওয়েবসাইটের মাধ্যমে দিলে এক জায়গায় যাচ্ছে। ডকুমেন্ট হচ্ছে আপনাদের কাছ থেকে যে input সেগুলো আমরা আলাদা ডকুমেন্ট করব। ফলে ই মেইল ব্যবহার করলে আমাদের জন্য distinguish করা সহজ হবে। কার থেকে আসছে। কীভাবে আমরা তথ্যগুলো পাচ্ছি।

আমি এখন অনুরোধ করব অ্যাডভোকেট আরিফ খান।

**অ্যাডভোকেট আরিফ খান** : সকলকে ধন্যবাদ।

আমি সাংবিধানিক রেনেসার যুগে আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি। সাংবিধানিক রেনেসার যুগে আমরা এ মুহূর্তে বসবাস করছি এবং এই কমিটিও কাজ করছে। এ কথাটি আমি কেন বলছি- সংবিধান প্রণয়নের পরে ৫০ বছরে যত ডকুমেন্ট তৈরি হয়নি, যত আলোচনা সমালোচনা তৈরি হয়নি, প্রায় কিছুই তৈরি হয়নি। কিন্তু এই অভ্যুত্থানের পরে গত তিন মাসে যে পরিমাণ constitutional literature তৈরি হয়েছে, আলোচনা সমালোচনা, মতামত just cagaring extraordinary অসাধারণ। এটি বাংলাদেশের ইতিহাসে এর আগে হয়নি। ফলে আমি মনে করি এটি একটি constitutional রেনেসার যুগ। আমরা দেখছি এবং আমরা experience করছি। এটি অভ্যুত্থানের অর্জন। এটি ২৪ এর জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থানের আমাদের শহিদদের অর্জন। সেসব শহিদ এবং আহত সৈনিকদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে শুরু করছি। সংবিধান নিয়ে যখন কথা বলব তখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটু নোঙর গাড়া। আসলে সংবিধান বলতে আমরা কোন ডকুমেন্টকে ধরব। আমি মনে সংবিধান as such নভেম্বর ১৯৭২ সালে যে draft হিসেবে যেটিকে গ্রহণ করেছিলাম। চূড়ান্ত হিসেবে। সংবিধান বলতে ওইটিকে ধরে

আলোচনা করা সহজ। কারণ পরবর্তীতে যত অগণতান্ত্রিক সংশোধনী হয়েছে, সেগুলো সাংবিধানিক standard এবং principle অনুযায়ী অনেক কিছু বাতিলযোগ্য। ফলে ওইগুলো বাতিল করতে হবে। সংশোধনীর মাধ্যমে যে আবর্জনা যুক্ত করা হয়েছে, সেগুলো সরাতে হবে। এগুলো আলোচনা করে সময়ক্ষেপণ। ওইগুলো আলোচনা করার দরকার নেই। '৭২ এর যে সংবিধানের যে কপি, যেটিকে আমি '৭১ এর সংবিধান মনে করি। আলোচনার রেফারেন্সের সুবিধার্থে '৭২ বলতে হয়। Because it was drafted and adopted during November 1972 but the constitution as such যেটি আমরা adopted করেছিলাম। ওইটি তৈরি ৭১ এ হয়েছিল। এটি যেন আমরা ভুলে না যাই। আমরা রাষ্ট্র সত্তা প্রতিষ্ঠার মীমাংসা কবে করেছি? আমরা '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে করেছি এবং মুক্তিযুদ্ধের magnum opus কী? আমরা আসলে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে extreme supreme কিংবা achievement বলতে কোনো visible কিছু দেখাতে চাই তাহলে কী দেখাব? আমি মনে করি without any alternative, only think that we have in our hand with the constitution. সুতরাং magnum opus যেটি, সেটিকে ধরেই পরবর্তীতে যতবার ফ্যাসিবাদের উত্থান হয়েছে, যত autocrat এর উত্থান হয়েছে, যত totalitarian হয়েছে। সব কিছুর বিরুদ্ধেই আমরা সংগ্রাম করেছি এবং ভবিষ্যতে আবার প্রয়োজন হলে করব। কারণ all the subsequent fasism betray the principle of Muktijudda. মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। সেই আদর্শিক ভিত্তিগুলোকে betray করে বলেই আমরা যে কোনো ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করব এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে আবার উদ্ধার করব। আর এখানেই '৭১ এর সংবিধান। for easy reference এ common understanding এ '৭২ এর সংবিধান বলছি। আমি '৭২ এর সংবিধানকে মনে করি যে, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের magnum opus. It was briantly drafted constitution extra ordinary peace of legislation. I will say. '৭২ এ আমরা যে সংবিধান গ্রহণ করেছি। ওই সংবিধান very unfortunately আমরা যখন এখানে কথা বলছি, এই কমিশন এবং আমরা যারাই কথা বলছি, আমরা in a sense খুবই lucKz. কারণ আজকে সংবিধান নিয়ে কথা বলতে পারছি। আমরা ৫০ বছরের constitutional journey বা experience এর আলোকে কথা বলতে পারছি। এটি এত সোজা নয়। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গত ৫০ বছরে আমাদের experience কেমন সেটি আমাদেরকে drive করছে। আমাদের নতুনভাবে চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করছে এবং এটি আমাদের সাহায্য করবে। To adopt think and to man and amend think এবং নতুন কী দরকার। ১৯৭২ সালেও পত্রিকা এবং রেডিও, টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন দিয়ে সংবিধান প্রণয়ন কমিটির কাছে সুপারিশ চেয়ে পাঠানো হয়েছিল। মাত্র ৭৮টি সুপারিশ জমা পড়েছিল। সেই সুপারিশগুলোর কপির জন্য আমি এই বিল্ডিংয়ের লাইব্রেরিতে গত ১০ বছর আগে বহু দিনরাত একাকার করে খুটজেছি। সেই কপিতো পাইনি বরং লোমহর্ষক যে গল্প আমি পেয়েছি যে, কীভাবে ৭৮টি সুপারিশ বাজারে বিক্রি করে দেয়া হলো। একটি ট্রাংকের মধ্যে জমা ছিল। সে এক অন্য রকম গল্প। সে নিজেই একটি প্রবন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু এই কমিশন খুবই স্মার্ট এবং খুবই tecnologically equity, as i can see. ফলে আপনাদের এসব ডকুমেন্ট খুব দ্রুত ডকুমেন্টেড হয়ে publicly available করে দিবেন। এটি আমার অনুরোধ। ভবিষ্যতে আমাদের বংশধরদের কাছে এই আফসোস না করতে হয় যে, সংবিধান প্রণয়ন কমিটি, ড্রাফটেড কমিটি বা আপনারা যারা সংস্কার কমিশনের সদস্য তাদের ডকুমেন্ট পাওয়া যাচ্ছে না। এ রকম যেন না হয়। So coming to the main point আমরা সংস্কার বরতে কী বুঝব? এখানে আসলে আমাদের সংবিধানের আলোকে কী কাজ করেনি? মানে কী কাজ করলে আমরা আজকে এ জায়গায় আসতাম না, সেটি হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমি মনে করি যে, দুটি বিষয়ে কাজ করেনি। একটি হলো- appointment, constitutional appointmen mechanism, এটি কাজ করেনি। আরেকটি হচ্ছে constitutional accountability mechanism. এ দুটি বিষয় কাজ করেনি। আমরা যদি এ দুটি বিষয় fixed করতে পারি। আমার মনে হয় constitutional crisis বলতে আমাদের যে সমস্যাগুলো আছে। গত ৫০ বছর আমরা নিয়মিত experience করছি। আমি একটি উদাহরণ দেই। আমাদের সংবিধানে ৯টি ইনস্টিটিউটের কথা আছে। সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে। এই ৯টি ইনস্টিটিউটের মধ্যে appointment জাতীয় ইনস্টিটিউট আছে ৬টি। এই ৬টি ইনস্টিটিউট যেমন- সুপ্রীম কোর্টে বিচারপতি নিয়োগ দিতে হয়। নির্বাচন কমিশনে কমিশনার নিয়োগ দিতে হয়। ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ৬টি ইনস্টিটিউট, যেগুলো সাংবিধানিক ইনস্টিটিউশন, এই ইনস্টিটিউনের appointment এর consistent এর common একটি কমিশন থাকতে হবে। এটি একেক standard এ এক এক ধরনের হলে হবে না। এ জন্য আমি প্রস্তাব করব যে, একটি colism প্রতিষ্ঠা করার জন্য। Constitutional appointment colosseum. That colosseum will be appointed in the all constitutional post. এটি এক ধরনের consistency আনবে। যেহেতু colosseum হবে। শুধু একটি প্রতিষ্ঠানের লোকজন থাকবে না। ফলে এটি democratically খুব চমৎকারভাবে গঠন সম্ভব। আর accountability যেটি আমি বোঝাতে চাচ্ছি যে, বাংলাদেশের সংবিধানে যে constitutional institute তৈরি করা হয়েছে, এর মধ্যে কিছু ইনস্টিটিউট। যেমন প্রথম ৩টি ইনস্টিটিউট হলো- governmentকে run করে। যেমন- executive, legislature এবং প্রধানমন্ত্রীর অফিস। এগুলো governmentকে run করে। আর পরের ৩টি ইনস্টিটিউট, সরকারকে control করে। যেমন- বিচার বিভাগ, নির্বাচন কমিশন এবং মহা হিসাব নিরীক্ষক। পিএসসি কিছুটা। এই যে, পরের যে controlling ইনস্টিটিউট, এদের বাজেট স্বাধীন না আমাদের সংবিধানে। এদের বাজেট আলাদা করে দিন। একটি constitutional guarantee থাকুক যে, প্রতি বছর জুলাইয়ে পার্লামেন্টে বাজেট adopt করা হয়, সেই বাজেটে প্রতিটি

constitutional institution এর জন্য যে apportion করা হবে, এই বাজেট পরবর্তীতে ওই প্রতিষ্ঠান কীভাবে খরচ করবে, এটি তার হিসাব। এটির জন্য সরকারের কাজে জবাবদিহি করতে হবে না। যে কারণে তত্ত্বাবধায়ক সরকারসহ নির্বাচন ব্যবস্থা আমাদের fail করল। আমরা মূল জায়গায় হাত দেইনি যে, নির্বাচন কমিশন কেন ফেল করে। কারণ তার বাজেটের independence নেই। কারণ তার administrative independence নেই। যদি আমরা সংবিধানে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করে দিতে পারি, তাহলে আমাদের এ বিষয়গুলো সমাধান হবে। এ ছাড়া কিছু বিদ্যমান প্রতিষ্ঠান আছে। যেগুলো কিছু reform দরকার। আমি যে লিখিত বক্তব্য দেব, সেটিতে থাকবে। ১১৬ নম্বর অনুচ্ছেদকে সম্পন্ন করা, যেটি বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করবে। প্রধানমন্ত্রী সর্বোচ্চ দুই মেয়াদ। সেটি একাধিক নামে হোক বা না হোক। এগুলো সব থাকবে। Public accounts committee হলো রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেখানে রাষ্ট্রের সকল টাকা পয়সা খরচ হয়, যে কমিটির হাতের মধ্য দিয়ে। অথচ গত ৫০ বছরে আমাদের অভিজ্ঞতা হলো হাজার হাজার public accounts report unaudited হয়ে পড়ে আছে। সংসদীয় কমিটিগুলো এগুলোকে অডিট করারই সময় পায়নি। ফলে আমাদের খুব মূল জায়গায় হাত দিতে হবে। এগুলোর জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো constitutional provision থাকতে হবে। যাতে এই public money খরচ যেভাবে হচ্ছে, সেটির ওপরে এক ধরনের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা যায়। আমার বক্তব্য শেষের দিকে। আর নতুন ২/৩টি প্রতিষ্ঠান। যেগুলো আইন দিয়ে গঠন করা হয়েছে। সরকারগুলো ইচ্ছা করেই করেছে। যেন সরকার তারা নিরঙ্কুশ ক্ষমতা এই প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর রাখতে পারে। কিন্তু এ প্রতিষ্ঠানগুলো সংবিধানে ঢুকিয়ে দেয়া দরকার। যেমন- দুর্নীতি দমন কমিশন। It should not be a statutory প্রতিষ্ঠান। It should not be a constitutional প্রতিষ্ঠান। যেমন- জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। It should not be a constitutional প্রতিষ্ঠান। এই যে মহা সুযোগ আমাদের সামনে এসেছে সংবিধানকে নতুন করে develop করার। এখানে এ বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। জাতীয় সরকার কমিশন। এটি constitution এ অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া দরকার। constitutional organ হয়ে গেলে এগুলো আলাদা মাহাত্ম এবং শক্তি তৈরি হয়, এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। বাজেট আলাদা করে দিলে অসাধারণ শক্তি অর্জন করে নির্বাহী বিভাগ বা প্রধানমন্ত্রীর অফিস তখন ছড়ি ঘুরাতে পারে না এবং প্রধানমন্ত্রীর যে অসীম ক্ষমতা, এটি রাষ্ট্রপতির সাথে ভাগাভাগির ফর্মুলা যেভাবে আমরা শুনি, এটি আত্মঘাতি হবে। পাকিস্তানের অভিজ্ঞতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই '৭২ সালে আমরা প্রধানমন্ত্রীকে এককভাবে শক্তিশালী করেছিলাম। তা না হলে পার্লামেন্ট এবং সরকারের মধ্যে এক ধরনের অচল অবস্থা তৈরি হয়, যেটি গোলাম মোহাম্মদ এর আমলে ৫০ এর প্রথম দিকে হয়েছিল। That experience drop us to adopt something like article 70 এবং প্রধানমন্ত্রীর বেশি ক্ষমতা। এখন আবার থোর বড়ি খাড়া। আবার সেই ভাগাভাগির ফর্মুলায় যাওয়া ঠিক হবে না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর এই অসীম ক্ষমতাকে সীমিত করতে হবে। আমি যে colosseum ব্যবস্থার কথা বলেছি। প্রধানমন্ত্রী তার সবচেয়ে বড় ক্ষমতার প্রয়োগটিই দেখায় তার নিজস্ব দলদাস ব্যক্তিদের নিয়োগ দিয়ে। সুতরাং colosseum এর হাতে যদি সকল constitutional post এর নিয়োগের ব্যবস্থা চলে যায়, তাহলে প্রধানমন্ত্রী ডানা কাটা পরবে। এ জায়গায় আমরা creatively যেন সমাধান করি। রাষ্ট্রপতির সাথে ভাগাভাগির দিকে গিয়ে সরকারকে অচল অবস্থায় না ফেলে দেই। সব শেষ এটিই কথা constitution আসলে আমাদের জন্য কী করে? আমরা constitution এর কাছে কী চাই? আমরা যেন constitution এর কাছ থেকে আবার constitution এর সাধ্যের অতিরিক্ত দাবি না করি। কারণ এক বিখ্যাত ব্যক্তি বলেছেন যে, "মানুষ যদি ফেরেশতা হতো তাহলে constitution এর দরকার ছিল না।" এক, আর দ্বিতীয়ত অতি উচ্চ আদর্শ সম্বলিত সংবিধান প্রায়শ ব্যর্থ সংবিধান হিসেবে ইতিহাসে প্রমাণিত হয়েছে। আমরা যেন উচ্চ আদর্শের তাড়ায় তাড়িত হয়ে এমন কিছু না করি, যেটি feasibility এবং work abilty থাকবে না। এখন feasibility এবং work abilty এর জন্য আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন। এটি কীভাবে বুঝব যে, এটি feasibility এবং work abilty কীভাবে নিশ্চিত করব। 50 years of experience. very important and include with that 25 years of Pakistanরা। ওটি কিন্তু constitutional crisis এর মধ্য দিয়ে আমাদের গিয়েছে। আর এটি constitution হয়েছে ২৪ বছরে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত। সেই constitution difficult and failure. সেই constitution থেকে আমরা experience draw করতে পারি। গত ৫০ বছরে এই constitution যেটিকে নিয়ে প্রচুর নিন্দা ও মন্দ। যদিও ব্যক্তিগতভাবে আমি এই constitution এর মহাভক্ত এবং অনুরক্ত। এই constitution কিন্তু গত ৫০ বছরে একটি living labs হিসেবে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কাজ করেছে। গত ৫০ বছরে এই constitution এর ওপর কমপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ সাড়ে ১৩০০ judgment হয়েছে। reported judgment. unreported judgment এর খবর আমি জানি না। কী ছিল সেই experienceগুলো। সেইসব জাজমেন্টে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিরা কী কী problem face হয়েছে, এই constitutionকে enforce করার ক্ষেত্রে। এসব living laboratory experience যদি আমরা কাজে লাগাতে পারি, মনে আমরা সংবিধান সংস্কার প্রশ্নে আজকে যে উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়েছি, আমরা এর থেকে খুবই ভালো কিছু করতে পারব। আমাকে আজকে এই কমিশনের সামনে উপস্থিত হয়ে দুটি কথা বলার সুযোগ দেয়ার জন্য আমি অসীম কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান) : ধন্যবাদ অ্যাডভোকেট আরিফ খান।

আমরা এখন শুনব আসিফ আকবরের কথা।

**জনাব আসিফ আকবর :** সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রজ্ঞাবান সবাইকে সালাম। যারা উপস্থিত আছেন তাদের সবাইকে সালাম ও অভিনন্দন। আমি আসলে শিল্পী মানুষ। আমার সামনে ১ লক্ষ বা ২ লক্ষ লোক থাকলে আমার সমস্যা হয় না। কিন্তু এখানে যা আলোচনা হচ্ছে, তা আমার জন্য খুবই একটি exercise ব্যাপার। আমি মোটামুটি ৪/৫ দিন ব্যায়াম করে আসছি। আমাকে পড়াশুনা করতে হয়েছে। আমি সংক্ষেপে বলতে চাই। আমি যে গোত্র থেকে এসেছি আমি একজন সংগীত শিল্পী। বাংলাদেশে অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসার যে পাঁচটি মৌলিক অধিকার আছে, সেখানে বিনোদনকে সংযুক্ত করতে হবে। আমাদের যে সংস্কৃতি কর্মী আছেন। আমরা দেখি হরতাল শুরু গেল, আন্দোলন শুরু হয়ে গেল, যে কোনো crisis এ বন্যা, ঘুর্ণিঝড় crisis এ শিল্পীদের কাজ বন্ধ। অর্থাৎ আমাদের কোনো সামাজিক নিরাপত্তা নেই। আমাদের রাষ্ট্র কোনো কার্ড দেয় না বা রাষ্ট্রের কোনো সুযোগ সুবিধা পাই না। দেখা যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর showdown করার জন্য ১০ লক্ষ টাকার চেক দিয়ে দিল অথবা ২০ লক্ষ টাকার চেক দিয়ে দিল। কিন্তু বাংলাদেশের আনাচে কানাচে শিল্পীরা আছেন। যারা নাট্য কর্মী বা সংস্কৃতির বিভিন্ন অংগ থেকে যারা আছেন তাদের কোনো নিরাপত্তার বালাই এ দেশে নেই। বিনোদনের লোকজন হচ্ছে উচ্ছিষ্ট। তাদের কোনো সামাজিক নিরাপত্তা এখানে নেই। এটা আমার গোত্রের আলোচনা এখানে করে ফেললাম। সংবিধানে ৬ নম্বরে বিনোদনকে মৌলিক অধিকার হিসেবে সংযোজন করা হোক। বাকি বিষয়ে আমি যে পড়াশুনা করেছি। আমি এটির লিখিত এনেছি। আমি আসিফ আকবর। বাংলাদেশের একজন সংগীত শিল্পী। আমি মনে করি বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র চর্চার জন্য প্রস্তুত নয়। বিগত ফ্যাসিস সরকারের কার্যক্রম এবং জুলাই বিপ্লবকে ধরে রাখতে হলে ফ্যাসিজমের পূর্ণ জন্ম না দেয়া উচিত। সংসদীয় গণতন্ত্রের নামে আসন ভিত্তিক মাফিয়া চক্রের উত্থান ঘটার ফলাফল আমরা দেখেছি। প্রধানমন্ত্রীসহ পুরু পার্লামেন্ট পলাতক। এটি কোনো স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্য সুখকর নয়, এক। দ্বিতীয়ত হচ্ছে বাংলাদেশের আইন বিভাগ, বিচার বিভাগের জবাবদিহিতা গুরুত্বপূর্ণ। আইনের শাসন কায়েম করতে হলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের প্রয়োজনীয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। একটি কল্যাণকর বৈষম্যহীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় আমলাতন্ত্র নামের দৈত্যকে জবাবদিহিতায় নিয়ে আসতে হবে। চতুর্থ প্রধানমন্ত্রী অধীন সংসদীয় গণতন্ত্রেরনামে এক ব্যক্তির শাসনের তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদের রয়েছে। এ জন্য আমার ব্যক্তিগত অভিমত বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতির শাসন ব্যবস্থায় ফিরে যেতে পারে। রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে আমরা শ্রীলঙ্কার নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারি। বিশ্বের প্রায় ১১২টি দেশে এ ধরনের presidential system চালু রয়েছে। আমেরিক, ইংল্যান্ড, ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশগুলো দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্ট রয়েছে। আমেরিকায় হাউস কমনস, ইংল্যান্ডে হাউস লর্ড কিংবা হাউস কমনসের মতো দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্ট গঠন করা যেতে পারে। ফ্যাসিজম থেকে রক্ষা পেতে এবং গণতন্ত্রকে সমুন্নত রাখতে রাষ্ট্রের যে অর্গান এবং স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে জবাবদিহিতার মধ্যে আনতে হবে। ক্ষমতা ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে বিকল্প নেই। আমাদের শাসকের প্রয়োজন নেই। আমাদের ব্যবস্থাপকের প্রয়োজন। রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনার তারা দায়িত্ব পালন করবে শাসন করবে না। ছয়, নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি সংসদ নির্বাচন ঘোষণা করবেন। যেখানে দেশের রাজনৈতিক দলগুলো প্রকাশ্য ব্যালটে নির্বাচিত হয়ে সংসদে যাবেন। সাত, রাষ্ট্রপতি স্বৈরাচারী হয়ে উঠলে কিংবা রাষ্ট্রবিরোধী কাজ করলে তাকে ইমপেচমেন্টের আওতায় আনার সুযোগ রাখা mandatory. আট- রাষ্ট্র সংবিধানের ভিত্তিতে সমাজতন্ত্র কার্যকর কখনো দৃশ্যমান হয়নি, সেই সঙ্গে সংবিধানে করপাল নামক পদটির উপযোগিতা কখনো দৃশ্যমান হয়নি। ধর্ম, বর্ণ, পাহাড়ি, বাঙালি, হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, নৃগোষ্ঠী, আদিবাসী, এ সমস্ত বিভাজন না রেখে বাংলাদেশের সব জনগণ বাংলাদেশি হিসেবে সংবিধানে সন্নিবেসিত করতে হবে। এক দেশ, এক জাতি। আমরা সবাই বাংলাদেশি। Thank you so much.

আসসালামু আলাইকুম।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান) : ধন্যবাদ আসিফ আকবর।

আমরা এখন যাই ইমরান মাহফুজ আপনার কাছে।

**জনাব ইমরান মাহফুজ :** মাইক আমার কাছে আসছে না। আমি জানি না যে, আমার আশা ধরা দিবে কি না। প্রধান উপদেষ্টার ৩০-এর মধ্যে থেকে আমার প্রথম জিরো দিয়ে শুরু করলাম। আমার কোনো আশা নেই। প্রথম হলো যে, আজকে ১০ টা ৫৩ মিনিটে একটি নিউজ প্রকাশ করেছে, সেখানে টিআইবি বলেছে যে, আমাদের এখানে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হতে বিচার বিভাগ অসাধারণভাবে ভূমিকা রেখেছে। আগামী দিনে এই বিচার বিভাগ এভাবে হবে কিনা আমার সংবিধান কীভাবে করবে তা জানি না। আমার বিশ্বাস প্রত্যেকের ঘরে যারা যে ধর্ম পালন করে সে গ্রন্থ আছে। সেই গ্রন্থ মানলেই আর এই সংবিধানের কিছুই লাগে না। তথাপি এই সংবিধানকে আমার মনে হয়েছে যে, দুখিনী বর্ণমালা। এ না রক্ষা করতে পারে নিজেকে, না রক্ষা করতে পারে আমাকে। আমার মনে পড়ে ক্লাস সেভেনে আমি আমার

শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, আপনি যে তথ্যটি বলছেন, এটি ভুল। বলছে যে, "আমি যা বলছি তাই।" ঠিক ২৪ সালে এসে আমার কাছে মনে হয়েছে, আমি আমার রাষ্ট্রপ্রধানকে দেখেছি তিনি যা-ই বলেন তা-ই। তার মানে আমার ক্লাস সেভেনে আমার শিক্ষক কে ছিলেন? তিনিও কি আসলে কর্তৃত্বই দেখাতেন। তখন আমার মনে হয়েছে যে, মানব সভ্যতার সবচেয়ে নিকৃষ্ট উদাহরণ আসলেই মানুষ। কারণ রবীন্দ্র নাথ এই বাঙালিকে কোনো ভালোবাসার আদরের জায়গা থেকে দেখতে পারেনি। নিজের চোখে তো দেখেছি। যাহোক, এত কিছুর হতাশার মধ্যে আমার 30 এর প্রথম জিরোই রয়েছে হতাশা। আপনাদের দু একটি তথ্য জানাই। ঢাকা শহরে প্রায় দুই লাখ লোক রিকসা চালায় যারা দু শিফটে কাজ করে। তার মানে ৪ লাখ লোক। প্রতিমাসে তারা বাড়িতে পাঠায় প্রায় ২ শত কোটি টাকার ওপরে। আমি জানি না আমার সংবিধান এই আলোচনার মধ্য থেকে এই ২ শত কোটি টাকা শুধু ঢাকা থেকে পাঠানো এই নাগরিকদের কোনো আলাপ থাকবে কিনা। বাংলাদেশে এখন প্রায় ১৭ হাজার ইবতেদায়ী স্বতন্ত্র মাদ্রাসা রয়েছে। যেখানে প্রায় ৬ জন করে তাদের শিক্ষক আছেন। এদের সহকারী শিক্ষকের বেতন ১৮৫০ টাকা। প্রধান শিক্ষকের বেতন ২৬৫০ টাকা। আমি জানি না আপনারা কেউ জানে কিনা। আজকে এই অধিবেশনে যারা আমাকে আপ্যায়ন করেছেন, তাদের বেতন নিশ্চয় ২৬৫০ টাকা নয়। আপনাদের প্রত্যেকের প্রাথমিক শিক্ষা জ্ঞান আছে। নিশ্চয় হলফ করে এখনো ঈদুল ফিতর কিংবা ঈদুল আযহায় বাড়িতে গেলে এই শিক্ষকদের কথা মনে করে দেখা হয়। এখনো তারা কেমন আছে? আমাদের সচিব, আমলা, কামলা, ডিসি, এসপি আরো যারা আছেন, তারা কি গ্রামে গেলে তার শিক্ষকের কথা মনে করে কোনো পরিবর্তনের কথা কখনো চিন্তা করেছি। আজও কেন এই কমিশন শিক্ষা কমিশন হয়নি কেন? তার মানে আমার প্রাথমিক শিক্ষক, প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা কী? আসিফ আকবর একটু আগে বললেন যে, বলে যে, একটি গান চালিয়ে দাও তাহলে কিছুটা ঠাণ্ডা হবে। একটি কবিতা বলে দাও। আসলে কবির অবস্থা কী? সাহিত্যের অবস্থা কী? আপনাদের একটি তথ্য জানাই। বাংলা একাডেমিতে সাহিত্য, সংস্কৃতিতে যারা কাজ করেন তাদের সদস্য হওয়ার সিস্টেম আছে। সমাজ মনে করে যে, তারা ফেলো হওয়ার যোগ্য তাদের উপহার হিসেবে সেটি বলা হয়। ১৯৯৮ সালে সর্বশেষ নির্বাচন হয়েছে। তার মানে ২৫ বছর কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যাকে বলা হচ্ছে আমাদের বাঙালির উৎকর্সতার প্রতিষ্ঠান। সেখানে ২৫ বছর নির্বাচন হয় না। আচ্ছা নির্বাচন না হলে কী হয়? নির্বাচন না হলে ওখানকার নির্বাচনের মাধ্যমে ৭ জন সদস্য আসবে। যারা পুরস্কার নিয়ে কথা বলবে। বাজেট নিয়ে কথা বলবে। কোন হবে কী হবে না তা নিয়ে কথা বলবে। একই সঙ্গে যেসব প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে, সেটি নিয়ে কথা বলার কথা। যখন এই ৭ জন না থাকে তখন আমলারাই এটির কামলার ভূমিকা রাখে। তার একমাত্র কারণ হচ্ছে আমাদের সাংস্কৃতিক নীতি কিংবা সাংস্কৃতিক কমিশন না থাকার কারণে জবাবদিহিতা করা যায় না। আপনি দেখেন, আপনি লেখাপড়া শিখে আজকে সংবিধান নিয়ে কথা বলছেন, আমি কথা বলছি। যারা আমাকে কথা বলা শিখিয়েছেন, বর্ণমালা শিখিয়েছি। অ আ ও ই। সেই শিক্ষকদের কী অবস্থা? আমি শুধু ইবতেদায়ী স্বতন্ত্র মাদ্রাসার কথা বললাম, যেটি অনুরূপ চেনার জন্য আপনারা প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবহার করতে পারেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়টি হচ্ছে স্কুলের। আর ইবতেদায়ী স্বতন্ত্র মাদ্রাসা হচ্ছে আলিয়া মাদ্রাসার প্রাথমিক ধাপ। তাহলে এখানে ১৫ হাজার প্রতিষ্ঠান ৪ জন করে হলে ৬০ হাজার শিক্ষক। তারা কারা? আমরা প্রায় দেখি এই শিক্ষকরা যখন প্রেস ক্লাবে আসে তাদের গরম পানি মারা হয়। কে মারে? এসএসসি, ইন্টার পাস একজন পুলিশ অথবা এসি ওসি, যারা মারে তারা। আপনারা কী কখনো ভেবেছেন কারা আসে, কারা যায়। বর্তমানে ৩ জন জাতীয় অধ্যাপক আছেন। আমরা জানি না আনিসুজ্জামান, রফিকুল ইসলাম স্যারের পরে এই জাতীয় অধ্যাপকের নাম আপনারা জানেন। ওই যে আমার 30 দিয়ে ভুললাম। আপনি শিক্ষিত জনপদ এখানে এসে আমার যে শিক্ষা কমিশন হয়নি, আপনার বিনোদনের জন্য যারা কাজ করে এই আন্দোলনের অন্যতম একটি cultural revolution ঘটেছে, সেই কালচারের কমিশন নেই এবং সেখানে ১ শতাংশ বাজেট নেই। ৩ মাসের মধ্যে ২ জন সংস্কৃতি উপদেষ্টা হলেন। আমি সর্বশেষ উপদেষ্টার সাথে কথা বললাম। তিনি নাকি সপ্তাহে একদিনও ওই মন্ত্রণালয়ে যাওয়ার সুযোগ পান না। ওখানে ৪২ জন কর্মকর্তা আছেন। তারা বলে যে, "স্যারকে আমরা পাই না।" তার মানে আগামী দিনে যে সংবিধান হবে, সেখানেও কী সংস্কৃতির এই অবস্থা হবে? সেখানেও কী প্রাথমিক বিদ্যালয়, স্বতন্ত্র মাদ্রাসার এই অবস্থা থাকবে? আপনারা এগুলো দেখেন। আমার কাছে মনে হয় আপনারাওকখনো কখনো এত কথা শুনতে শুনতে আমার মতোই দুখিনী বর্ণমালা অথবা প্রথম জিরো থেকে শুরু করবেন। আচ্ছা আমাদের জাতীয় ফল আছে, পাখি আছে, ফুল আছে। খুব মজার একটি গল্প আছে। এক বিদেশি বাংলাদেশে ঘুরতে এসে সে জাতীয় ফুল দেখার জন্য শাহবাগে এসেছে। দোকানি বলল "আমাদের এখানে তো পাওয়া যায় না। তুমি কাওরান বাজার গেলে পাবা।" তারপর সে তার ডায়েরিতে লিখেছে যে, " ও এক অদ্ভুত জাতি যারা তাদের জাতীয় ফুলকে রান্না করে খায় এবং সেটি সবজির দোকানে পাওয়া যায়।" আচ্ছা আমাদের একটি জাতীয় বই কি থাকতে পারে না? আমরা যে আজকে এখানে বসেছি, আমাদের সার্বভৌমত্বের ৭১ কিংবা ৭২ এর পরে এটিতো একটি সংস্কৃতির কারণে বসার পর আমাকে এক গ্লাস পানি দেয়া হলো। একটি কলম প্যাড দেয়া হলো। আমাকে একটু আপ্যায়নও দেয়া হলো। এটি তো আমার সংস্কৃতি। অর্থনীতি যিনি পড়েন তার একটি সংস্কৃতি আছে। যিনি একটি আইন করেন তারও একটি সংস্কৃতি আছে। কারণ যে কোনো কাজ ১০ বছর হওয়ার পরে

এটি সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। কাজের ধারা, phenomenon, condition, demand. তার মানে কোন বইটি পড়লে এই জাতির মনস্বত্বকে বুঝার জন্য সহায়ক হবে এমন একটি বইকে আদৌ আমরা জাতীয় বই কী বলতে পারি না। আমি গত পরশু আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা ইনস্টিটিউটে গিয়েছিলাম। সেখানে প্রতিবছর ৯ কোটি টাকা বাজেট হয়। গত ৪ বছরে গবেষণায় ১ টাকাও ব্যবহার হয়নি।

বরঞ্চ অন্য খাতে যতটুকু ব্যবহার হয়েছে, সবচেয়ে ৯৯ ভাগ ৯৯% শেখ রাসেল, শেখ রেহানা, এ ধরনের বই বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করেছে। নাম হয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। ইউস্কোর two category এর প্রতিষ্ঠান। আচ্ছা আপনারা যারা আছেন, আপনাদের এই প্রশ্নগুলো আসে কিনা; দেখেন কিনা। না হলে ঘরে কোরআন যেমন থাকে, ভালো মানুষ হন না। বাইবেল যেমন থাকে, তাওরাত যেমন থাকে, ইঞ্জিল যেমন থাকে, ভালো মানুষ হন না। এই সংবিধান আমার মনে হয় আবারো আপনাদের অভিশাপ দিবে বলবে "তোর উপর খোদার গজব পরুক। তোরাই তো আমাকে বানালে। তোরাই তো আমাকে মানিস না।" আমার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবে এগুলো চলে আসছে। যাদের চোখ কান খোলা আছে বুঝতে পারবেন। আমি শিক্ষা কমিশনের প্রস্তাব দিয়েছি। আমি সংস্কৃতি কমিশনের প্রস্তাব দিয়েছি। আচ্ছা সংস্কৃতি কমিশন হলে কী হবে? তাহলে যেসব উপদেষ্টারা দুই দিন পর পর পরিবর্তন করেন দায় এবং দায়িত্ব থাকে না। একদিন তিনি যেতে পারেন না। তিনি কেন যেতে পারেন না সে জবাবদিহি তো আসবে। বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হবেন। আমি জানি না সকাল বেলা দেখি একটি প্রজ্ঞাপন তিনি মহাপরিচালক। আমি গত ২০ বছর কবিতা লিখি। আমি গত ২০ বছর নাটকের সঙ্গে আছি। শিল্পকলার কে মহাপরিচালক আমি জানি না। ফ্যাসিবাদ সরকারও এ ধরনের প্রজ্ঞাপন দিতেন বিকেলে নিউজ হতো। আমরা সন্ধ্যায় গিয়ে তাকে ফুল দিতাম। আজও তাই। তাহলে কেন আমার গণঅভ্যুত্থান; কেন শহিদ মুগ্ধ, সাইয়িদ, নাফিজ, তাহিরদের রক্ত? যদি আপনাদের লীলাখেলা, এই ভণ্ডামি, নিমকহারামি আমাদের সাথে ভাওতাবাজী করলেন। তা তো হতে পারে না। তার মানে এই যে সাংস্কৃতিক কমিশন আসলে করতে পারবে তা না। নূন্যতম সেই আইনের মতো public function এ আপনি যদি ধূমপান করেন, ৫০ টাকা জরিমানা, সেটি না নিতে পারা না দিতে পারে। এই যে, আইন আছে, সেটি বলার জন্য অন্তত কমিশন থাকলে আমরা কিছু করতে পারি। একই সঙ্গে বলে রাখি যে, এই সংবিধান কমিশন কী জাহাঙ্গীরনগর পাখির মতো আসা এক মাসের জন্য এ রকম। তিন মাসের জন্য না। আমি প্রস্তাব করছি যে, এই কমিশন যেন স্থায়ীভাবে থাকে তাহলে আমরা বারবার যেন তাদের কাছে আলাপগুলো করতে পারি। বারবার যেন আমাদের সঙ্গে, গণআকাঙ্ক্ষার সঙ্গে থাকে। আমরা জানি প্রতিবছর অনেক কিছু বদলে যায়। আমাদের আকাঙ্ক্ষা বদলেও যেতে পারে। বদল না হলে ৯০ যে গণআকাঙ্ক্ষার জাতীয় ঐক্য, সেটি আমরা কীভাবে ভাঙলাম? কীভাবে প্রতারণা করলাম? তারমানে আমাদের যদি বারবার ধরার মতো কিছু থাকে তাহলে আমরা কিন্তু এই আলাপগুলো করতে পারি। এই ভবনে ৫৪ বছর পরে কেন নাগরিক শুধু আসবে? এটি তো আমাদের প্রতিষ্ঠান। এখানে পাশে লেখা আছে প্রতিবন্ধীদের খেলার মাঠ। গত ১৬ বছরে কোনো প্রতিবন্ধী পাইনি। বরং এখানে যারা এসেছে তাদেরকে আমার প্রতিবন্ধী ক্লাব মাঠ মনে হয়েছে। যাহোক, আলী রীয়াজ স্যার ভয়ের সংস্কৃতি দেখাচ্ছেন এবং চোখ বড় করছেন, এটি ভয় লাগছে। তার ভয়ের সংস্কৃতি কত দিনে তৈরি হলো?

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান) : সময় স্বল্পতা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।

**জনাব ইমরান মাহফুজ** : আমরা তো ভয় পাই। কারণ আপনার বই পড়ার আরো ভয় পাচ্ছি। আপনারা যারা গ্রাম থেকে এসেছেন, কয়জন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর পড়ে গ্রামে গেছেন। তাহলে আমার গ্রাম তো অন্ধকার থাকবে। আমার গ্রামের কমিশনার তো আমাকে খাবে। আমার মেম্বার তো জন্ম নিবন্ধন করার জন্য ১ হাজার টাকা চাইবে। আপনারা কী জানেন আমাদের আহত সৈনিকরা, বীররা এখনো রাস্তায় আসেন। কেন আসেন। করা এরা? তাদের পায়ের ওপর দিয়ে ধাক্কা দিয়ে উপদেষ্টার গাড়ি চলে যায়। আমরা এখানে আবার কথা বলছি, এটি তো লজ্জা, হায়া, মায়া থাকার কথা, বিবেক থাকার কথা। আপনি সংবাদপত্র দেখেন। শেখ হাসিনাকে মনে হয় খালাতো বোনের মতো ব্যবহার করে। কেন; স্বৈরাচার শব্দ ব্যবহার হয় না। ছাত্রলীগের হয় না। মানে যে সংবাদপত্র জনগণের কথা বলবে না। আপনি সরকার আইন করে দেন। সেখানে শেয়ারবাজারের মতো তার শেয়ার মানুষ কিনবে। তাকে মতামত দিবে, তাকে stablish করবে। যে কোনো পত্রিকা আপনার অনুমোদন নিয়ে, আমার অধিকার নিয়ে যেনতেন ছিনিমিনি খেলবে তা হতে পারে না। এ প্রতিষ্ঠানগুলো একটি লিমিটেডের মধ্যে নিয়ে আসা যেতে পারে কিনা। যে প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের অনুমোদন নিয়ে, আমার অধিকার নিয়ে কথা বলবে, সেই প্রতিষ্ঠানে মানুষের জায়গা থেকে accessible হতে পারে। হাঁ সেটি হতে পারে binaryতে, 46 binary হোক অথবা 51, 59 এ binary হোক। এতে কী দাঁড়াবে? জনগণের সাথে তাদের একটি সম্পর্ক থাকবে এবং জবাবদিহিতার মধ্যে থাকবে। যে যুগান্তরের সম্পাদক ২২ জুলাই শেখ হাসিনাকে বলেছে, 'আপনি যা করবেন আমরা তার সঙ্গে আছি।' কারা? প্রায় ১৮ জন সম্পাদক দাঁড়িয়ে তাদের সাথে একথা বলেছে। আমি তখন ভুলে গেছি যে, এটি কি সাংবাদিক editors guilt এর অনুষ্ঠান, নাকি ছাত্রলীগের অনুষ্ঠানে থেকে সভাপতি বলল যে, ' নেত্রী আপনার সঙ্গে আমরা আছি।' সেই সম্পাদক কিন্তু এখনো পত্রিকা চালায়। তাহলে সে কীভাবে লিখবে? ওই পত্রিকাগুলো আমাদের কাছে আছে, যে পত্রিকাগুলো বলেছে, সকাল বেলা ৫ আগস্ট বলেছে যে, 'দুর্বৃত্তরা ঢাকা হানা দিচ্ছে।' সেই পত্রিকা

বিকেল বেলা ভাষা পরিবর্তন করে বলছে 'বিপ্লবিদের গণজোয়ার লক্ষ লক্ষ জোয়ার।' এটি কার script? News editor কি change হয়ে গেছে? যাহোক, এগুলো বলছি আমার first zero থেকে। আমি আপনাদেরকে আশা করছি না। কেননা, আপনাদের প্রত্যেকের চোখে মুখে হতাশা আছে। আপনারাও রাতে ঘুমালে বউয়ের কাছে যান, সন্তানের কাছে যান। সন্তানের চোখ কি আমার মতো মনে পড়ে? ওই রিকসাচালকের মতো মনে পড়ে? যারা ৪ লাখ প্রতিমাসে ২ শত কোটি টাকা বাড়ি পাঠায়। যাকে আপনারা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে বলে বলেন যে, 'এই রিকসা যাবা।' রিকসা কী বলে 'আমি যাব না, তুই যা।' এই তুমি তো শ্রেণি বৈষম্যের তুমি। এই তুমি তো ভালোবাসার তুমি না। কাছে টানার তুমি না। এই শ্রেণি হচ্ছে আপনি যে সুটেট বুটেট আছেন এই জন্য রিকসাচালককে বলতে পারেন 'এই রিকসা যাবা।' রিকসাওয়ালা যদি বলে 'আমি যাব না, তুই যা।' আপনি তখন রাগ করবেন। আমি কারো মতো বলতে পারি না। এটি বদলে ফেলুন, সংস্কার করুন, কী করবেন, সেটি মানুষ নিবে। আপনাদের যেহেতু দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। You will decide that but আমার যারা প্রতিমাসে ঢাকা থেকে ২ শত কোটি গ্রামে পাঠায়, চিকিৎসা চলে, এটি সম্পূর্ণ আমার দেশের আয় থাকে। আপনাদের একটি আয় ঢাকায় থাকে, দিল্লিতে থাকে, লন্ডনে থাকে। আমার রিকসাচালকের সকল আয় এখানে থাকে। তাদের কথা আপনারা কি ভাবেন? দেখবেন, আপনাদের যে অনলাইন, সেটির মধ্যে রিকসাচালকের একাউন্ট নেই। সে দিতে পারে না। বলা হচ্ছে যে, এই সংবিধানের কারণে আমার শেখ হাসিনা হইল। এ কথা বলা সঙ্গে সঙ্গে শেখ হাসিনাকে বোধহয় ৫০ ভাগ মাফ করে দেয়া হলো। What is this? যদি তাই হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সরকার হলগুলো বন্ধ করেনি। আমার স্বাধীন দেশের স্বাধীন সরকার হলগুলো বন্ধ করে দিয়েছে। তার মানে এই বিশ্ববিদ্যালয় আমার ভেঙে ফেলার কথা। কারণ এই বিশ্ববিদ্যালয় আমার গণআকাঙ্ক্ষার সাথে যায় না। যারা একপাশে লিখেছে গণতন্ত্র এবং মুক্তি। কোথায় মুক্তি? যে মুক্তি থাকার কথা মুক্তির সামনে। একটি পত্রিকা ন্যায্য কথা বলার কারণে সেখানকার ভিসি এবং অধ্যাপকরা দাঁড়ায় সরকারের পক্ষে। সেখানে মুক্তি এবং গণতন্ত্র কী হাস্যকর কী হাস্যকর, কী হাস্যকর, হা হা হা। এটিই আমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তার মানে বিশ্ববিদ্যালয় আমার ভেঙে দেয়ার কথা ছিল। যদি এই সংবিধান মেনে শেখ হাসিনা স্বৈরাচার হয়, তাহলে এই বিশ্ববিদ্যালয় মেনেই তারা এসেছে। কারণ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী শেখ হাসিনা। আপনারা আমরা। আমি কিছু কথা বলতে চাই। শেষের দিকে আছি। কারণ রক্ত চক্ষু ভালো লাগছে না। আমি তো first zero দিয়ে শুরু করেছি। আজকে টিআইবির যে রিপোর্ট বলল, আমার ফ্যাসিবাদকে, আমার একনায়কতন্ত্রকে আমার বিচার বিভাগ দিয়েছে। আমার তিন মাস হয়ে গেল। আমার আইন কমিশন হলো। কারণ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কবে হবে? এগুলো বারবার আপনারা বলবেন। আমাদের সাথে কথা বলবেন। আমরা এসে লিখে দেব। আমাদের খেয়েদেয়ে আর কাজ নেই। থাকবে না। এটি তো হতে পারে না। আপনারা মাদ্রাসা নিয়ে ভাববেন কি না, সেটি দেখবেন। যখন শিক্ষা কমিশন হয়, সেখানে মাদ্রাসা থাকে কি না, সেটি দেখবেন। স্বতন্ত্র মাদ্রাসার কথা উল্লেখ করেছি। আমি সেখারকার একজন সচিবের সাথে কথা বললাম। বলে, 'না, আমরা তো এটি দেখি না। এটি মন্ত্রণালয় দেখে।' মন্ত্রণালয়ের সাথে কথা বললাম বলে 'আমরা তো দেখি না, এটি উপদেষ্টা দেখে।' উপদেষ্টার সাথে কথা বললাম, 'এটি প্রধান উপদেষ্টা জানে।' আচ্ছা সবকিছু যদি ওই প্রধান উপদেষ্টা জানে তাহলে তো একই বিষয় হলো যে, শেখ হাসিনার মতো। আমার সবকিছু প্রধান উপদেষ্টা জানবে কেন? আমার যতটুকু এখানকার কমিশন তার যতটুকু ন্যায্য পাওনা সাররি ওয়া সাররা। সে ততটুকু জানবে। আমি যতটুকু, আমি ততটুকু জানব। তা না হলে সবকিছু যদি ওই খোদা তায়ালা জানে তাহলে আমার সপ্তম শ্রেণির শিক্ষকের মতো হলো যে, 'আমি যা বলছি, তা-ই।' আমি বলছি, স্যার বইতে তো এটি নেই। বলে, 'আমি যা বলছি তা-ই।' তাহলে আমার যখন সাংসদরা আসবেন, আমি বলব তোমার সংসদের এই সংবিধানের পাতায় তো এটি নেই তুমি কেন এটি করছ? বলবে, 'আমি যা বলছি তা-ই।' তাহলে আমার আসলে এই সাংসদেরকে কী বলা দরকার? আজকে আপনারা যে সংবিধান নিয়ে কথা বলছেন, যেসব আলাপ হচ্ছে। আমাদের আরিফ ভাই, আমাদের আসিফ ভাই, আমাদের তুষার যা বলছেন, এগুলো ১৯৭২ সালে আবুল মনসুর আহমেদ অরণ্যে রোদনের মতো কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্ম নিরপেক্ষতা কিছুই দরকার হবে না যদি আপনি গণতন্ত্রটা প্রতিষ্ঠা করতে পারেন।' আমি আর দুই মিনিট বলে শেষ করছি। সুতরাং আপনারা গণতন্ত্রটাকে কীভাবে দেখবেন? তার জন্য আমার রিকসাচালক, আমার স্বতন্ত্র মাদ্রাসার শিক্ষক, আমার মাধ্যমিক প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, আমার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, সেটি দেখেন। এই গণঅভ্যুত্থানের শক্তিকে আমরা কেন গ্রামে নিতে পারিনি? আমাদের এই ঢাকায় মনে হচ্ছে এখন অনুষ্ঠানের শহর। সংগঠনের শহর। আমার চট্টগ্রামে এই আলোচনা নেই। নেত্রকোণায় নেই। ভুয়াপুর, উল্লাপাড়া সিরাজগঞ্জে নেই। নেত্রকোণায় এই অনুষ্ঠান নেই। নেত্রকোণার নদীগুলোর অবস্থায় আমাদের নদী বিষয়ে কাজ কাজ করতে করতে উপদেষ্টা হয়ে গেলেন। তার চেহারা আমার চেয়ে সুন্দর। আমার নদীগুলো মরে যাচ্ছে। এবারে রংপুর এবং ফেণীতে ভয়াবহ বন্যা হয়েছে। আমার এই নদীগুলো আপনি দেখেন। একই সঙ্গে আমার রংপুর, কুমিল্লা, ফেণীর যে অবস্থা- বন্যার সময় যেভাবে ত্রাণ সংগ্রহ করা হয়েছিল, পরবর্তীতে পুনর্বাসনের জন্য এখনো কাজ হয়নি। এটি আপনাদের বলছি না। আমি বলছি যে, আমার নদী কমিশন কীভাবে কাজ করে? আমরা শিক্ষা কমিশন কীভাবে কাজ করবে? আমার সংস্কৃতি বিষয়ক কমিশন কীভাবে কাজ করবে? এগুলোকে কোনোভাবে সাংবিধানিকভাবে ভিত্তি দিলে এবং এবং একইভাবে সংবিধানের আইনগুলো শুধুমাত্র দিলাম

স্বর্ণাক্ষরে লিখলাম তা নয়। সেটি আসলে বাস্তবায়ন করার জন্য আমার প্রতিষ্ঠানগুলোকে সাংবিধানিক আওতায় এনে, এদের ক্ষমতা কাঠামো, এদের বরাদ্দ কাঠামো, সেই জায়গায় দেয়া যায় কি না, যেটি আরিফ ভাই বলেছেন।

শেষ করছি ওইটি বলে আমাদের শিক্ষা বাজেট একই সাথে সংস্কৃতি বাজেট এতই প্রতুল্য। ফলে অনেক কাজ আসলে করা যায় না। তাই আজকের মতো আলাপ এখানেই শেষ করছি এবং তার একটি লিখিত রূপ আমি আশা করছি নির্দিষ্ট যে সময় দিয়েছেন, সেটি নিয়ে কথা বলব। আমি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যে শহিদের রক্তের বিনিময়ে আমরা এখানে বসলাম। জয় হোক মানুষের।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান) : ধন্যবাদ ইমরান মাহফুজ।

এখন আমরা সাইয়েদ আবদুল্লাহর কাছ থেকে শুনব। আমরা জানি যে, ইমরান মাহফুজের লিখিত বক্তব্য পাব। সাইয়েদ আবদুল্লাহ আপনার প্রতি সুবিচার হবে না আমি জানি। কিন্তু সময় স্বল্পতার কথাটি একটু বিবেচনায় রাখবেন এবং পরবর্তী সময়ে যেন লিখিত দিতে পারেন অন্যদের কথাগুলো যেন শুনতে পারি। আমার ধারণা যে, আমার সহকর্মীদের কিছু প্রশ্ন আছে আপনাদের কাছে, সেগুলোও একটু আলোচনা করতে চাই।

**জনাব সাইয়েদ আবদুল্লাহ** : ধন্যবাদ স্যার।

আর যে মুহূর্তে আলোচনা করছি আসলে এ মুহূর্তে আলোচনা করা আমার জন্য ভয়ের কারণ। কারণ সংবিধান সংস্কার বিষয়ক আলোচন করছি এমন একটি সময়ে আমাকে সরাসরি সংবিধান পড়িয়েছেন, সেই অধ্যাপক এখানে আছেন। আমার সরাসরি আরেক জন শিক্ষক, যিনি সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছেন তিনিও আছেন। সংবিধান সংস্কারের ব্যাপারে যে ধরনের কথা হচ্ছে- সবার আগে খুবই simply একটি কথা বলি, আমি এত বড় সংবিধান দেখতে চাই না। আমি এই সংবিধানের কলেবরটি খুবই ছোট্ট দেখতে চাই। এই কথাটি বলার পরে অনেকেই বিস্ফোরিত চোখে আমার দিকে তাকাতে পারেন। পৃথিবীর অনেক দেশের সংবিধান আছে অনেক ছোট। কিন্তু তাদের দেশে আইনের শাসন আমাদের দেশের তুলনায় কয়েক হাজার গুণ ভালো। অনেকেই মনে করেন সংবিধানে সবকিছু লেখা থাকা উচিত। সংবিধানে আসলে সবকিছু লেখা থাকার দরকার নেই। ব্যসিক কিছু আইডিয়া যদি সংবিধানে থাকে তাহলে অন্যান্য যে আইনগুলো আছে, সেই আইন দিয়েই সংবিধানের কাজকে খুব চমৎকারভাবে করা যায়। তখন আমাদের প্রত্যেকটি ইস্যু ধরে ধরে সংবিধান পরিবর্তনের দরকার হয় না। তা না হলে যেটি হবে দেশের বয়স ৫০ বছর না হলেই ১৭ বার সংবিধান পরিবর্তনের দরকারের মতো ঘটনা ঘটবে। এ কারণে আমি চাই যে, অন্যান্য যে আইনগুলো আছে, সেগুলোকে শক্তিশালী করে সংবিধানে basic mandateটি রাখলে সংবিধানের কলেবর যেমন ছোট হবে আমাদের কাজ করার জন্য বারবার করে সংবিধান সংশোধনের মতো জটিল প্রক্রিয়ায় যেতে হবে না। একেবারে শুরু যেটি করি preamble যেটি ছিল, সেই preamble এ যৌক্তিকভাবে ওই সময়ের perspective এ ১৯৭১ সালে খুব ধরনের বড় reflection রকমের ছিল। কিন্তু ১৯৭১ সালের সেই চেতনা দিয়ে আমরা তো আমাদের দেশের গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে পারিনি। এ জন্য আমাদের ৯০ এ অভ্যুত্থানের দরকার হলো। ২০২৪ সালে আরও একটি গণঅভ্যুত্থানের দরকার হলো। নতুনভাবে সংবিধান যদি rewriteও করা হয় বা সংস্কারও করা হয়, তাহলে preamble এর ভিতরে অবশ্যই '৭১ এর পাশাপাশি ১৯৯০ এবং ২০২৪ এর স্পিরিটটি আছে, সেটি একদম লিখিতভাবে সংবিধানে থাকা উচিত বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি। দেশের নাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ কখনোই থাকা উচিত নয়। যে দেশে নামের ভিতরে প্রজা নামে শব্দটি আছে, সেটি এখনো আমার কাছে মনে হয় আমাদের একটি colonized view দেয় এবং সেই জায়গা থেকে আমাদের দেশে বাংলা নাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ থাকবে কিনা, এটি বিচার বিবেচনা করার দরকার আছে। বিদ্যমান সংবিধানের আর্টিকেল ৬ এর ২ যেখানে জাতি হিসেবে সবাইকে বাঙালি বলা হয়েছে। এ জায়গাটি অত্যন্ত আপত্তিকর। এ জায়গাটি এমন হওয়া উচিত ছিল যে, একটু আগে আলোচনায় আসছিল যে, চাকমা যে আছে, সেও তো আমার বাংলাদেশের মানুষ। একজন মারমা আছে, সেও আমার বাংলাদেশের মানুষ। সাওতাল একজন আছে সেও বাংলাদেশের মানুষ। কাজেই জাতি হিসেবে নিজ নিজ জাতিতে পরিচিত হবে এবং নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশি হবে, বোধহয় literary terms এ রকম হওয়া উচিত ছিল এবং এটির যদি সমাধান হয়ে যায় বিদ্যমান আর্টিকেল যেটি আছে, আর্টিকেল ৩ রাষ্ট্র ভাষার যে জায়গাটি। রাষ্ট্র ভাষা যদি বাংলাও থাকে অন্যান্য জাতিসত্তার ভাষা সেটিও যেন পূর্ণ মর্যাদা পায়, সেই reflectionটি সংবিধানে থাকা উচিত। আমি মূলনীতির জায়গায় চলে যাই। আর্টিকেল ৮ এটিও খুব পরিষ্কারভাবে বলা আছে। বারবার যেহেতু আলোচনায় এসেছে, সেহেতু আমি একটু সংক্ষিপ্ত করছি। আমাদের মূলনীতি চেঞ্জ করার দরকার আছে। এমনকি অনেক বিষয় আছে অযৌক্তিকভাবে ঢুকানোর চেষ্টা করা হয়েছে, এটির সাথে '৯০ আর ২০২৪ এ দুটির স্পিরিট যদি যুক্ত করা যায় তাহলে আমার কাছে মনে হবে এ জায়গায় সংযোজন এবং বিয়োজনের দরকার আছে। সংবিধানের সবচেয়ে মারাত্মক যে জায়গাটি ছিল, যেটির পরিপ্রেক্ষিতে একটি fasis racism গড়ে উঠতে পারে। আমার মনে হয় basic structure theory ৭বি দিয়ে যেটিকে generalize করা হয়েছে। এই basic structure theory এর মাধ্যমে সংবিধানে

আসলে অর্ধেকের মতো অংশ অপরিবর্তনীয় করে ফেলা হয়েছে। এই জায়গাটি অবশ্যই পরিবর্তনের যোগ্য। তবে basic structure theor কিছু কিছু কারণে থাকতে পারে। ওই প্রেক্ষিতে যদি পরিবর্তন করার দরকার হয়, সেই ক্ষেত্রে অবধারিতভাবে গণভোট চালু করা জরুরি। শুধু পার্লামেন্টে এটি চেঞ্জ করা হবে, ব্যাপারটি যাতে কোনো অবস্থাতেই না হয়। যেমন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইস্যু, প্রেসিডেন্টশিয়াল ইস্যু। আরো প্রেসিং যেসব ইস্যু আছে, ওইগুলোর জন্য অবশ্যই গণভোটের বিধান রাখা অত্যন্ত জরুরি। একটি সময় ছিল। মাঝে বাতিল হয়ে গেছে। এটি আবার নতুন করে চালু হওয়া উচিত। সংবিধানের তৃতীয় ভাগ। মানে মৌলিক অধিকার বা মানবাধিকার আমরা যেটিই বলি। এ জায়গাতে প্রত্যেকটি কন্ডিশন যেটি আছে, এগুলো subjected to condition এবং এই কন্ডিশনের আদতে আসলে একটি সরকার যখন থাকে সে যেকোনো মানবাধিকারকে লঙ্ঘন করতে পারে। কারণ এটির কোনো threshold আমাদের কাছে নেই। আমাদের এই সংবিধানে নেই। একই সাথে কার satisfactionএ কন্ডিশনগুলো থাকবে সেটিরও কোনো সুস্পষ্ট mandate নেই। কাজেই যে সংবিধান rewrite ইকরা হোক বা বিদ্যমান সংবিধানকে সংস্কার করা হোক, এই যে কন্ডিশনগুলো আছে, মানবাধিকারের পর সেটির satisfaction কার উপর নির্ভর করবে, কোন কোন কন্ডিশনের উপর সেগুলো খুবই সুস্পষ্টভাবে আমাদের এই সংবিধান যদি mandate না দেয়, তাহলে এটিকে বারবার করে অপ্রয়োগ করা হবে। একটু প্রেসিডেন্ট ইস্যুতে চলে যাই। সবার আগে আর্টিকেল ৪৯, existing constitution এর। রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শনের এখতিয়ারকে একবারে বাধাহীনভাবে রাখা হয়েছে। বিগত দিনগুলোতে যেটি হয়েছে। এর কারণে প্রচণ্ড বাজে অপরাধীও রাষ্ট্রপতির মার্সি পেয়ে গেছে। কাজেই এই ক্ষমতা অসীম হওয়া উচিত না। বরং কাকে ক্ষমা করবে এটি অবশ্যই সুপ্রীম কোর্টের advisory মতামতের mandateটি রাখা উচিত। আরেকটি মতামত। আমি জানি না এটি কতটা যৌক্তিক। বাংলাদেশে ভাইস প্রেসিডেন্ট পদ তৈরি করা যায় কিনা এবং সেই ভাইস প্রেসিডেন্ট পদটি এভাবেও চিন্তা করা যেতে পারে যে সংখ্যালঘু terms ব্যবহার করতে যদিও আমি খুব সাচ্ছন্দ্যবোধ করি না। কিন্তু আমাদের যদি categorically বলা থাকে কারা কারা সংখ্যালঘু এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট পদটি যদি সংখ্যালঘুদের ভিত্তিতে আসে তাহলে তাদের একটি supreme representation থাকবে। তারা নিজেদের কখনো বঞ্চিত feel হওয়ার যে জায়গাটি বা কথা বলা ফোরামের যে অভাব সেই অভাব হয়তো feel করবে না। প্রধানমন্ত্রীর ইস্যুতে আমার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ argument আছে। প্রধানমন্ত্রীর ইস্যু একেবারেই নির্ধারিতভাবে সংবিধানে decide দেয়া উচিত যে, দুই বারের বেশি কেউই প্রধানমন্ত্রী হতে পারবে না। পর পর দুইবারও না। দুই বারের কেউই প্রধানমন্ত্রী হতে পারবে এবং আরো একটি ব্যাপার যে, নির্ধারিত করে দেয়া দরকার আছে। রাজনৈতিক দলের প্রধান এবং একই সাথে সরকারের প্রধান একই ব্যক্তি হওয়া উচিত না। আরেকটি ব্যাপার যে, যেটি হয়তো সংবিধানে specifically লেখার সুযোগ পাওয়া যাবে না। কিন্তু আমরা আইনগুলো সাথে সংযুক্ত করতে পারি। নির্বাচন কমিশন আইনের ভিতরে যদি এটি থাকে যে, রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ার শর্ত থাকতে হবে দলের ভিতরে যাতে democracy প্রতিষ্ঠিত হয়, এটি যদি না থাকে তাহলে দেখা যাবে যে, আমরা অতীতেও দেখেছি যে, বারবার করে একই ব্যক্তি দলের ভিতরে democracy না থাকা সত্ত্বেও সভাপতি হয়ে যাচ্ছেন, সাধারণ সম্পাদক হয়ে যাচ্ছেন।

এই আইন যদি নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে নির্ধারিত করা হয় এবং সংবিধানে যদি এভাবে বর্ণনা করা থাকে যে, নির্বাচন কমিশন আইনের সাথে সামঞ্জস্য থাকলে তার উপর ওই দলগুলোর নিবন্ধন থাকবে। সে ক্ষেত্রে দেখা যাবে দলের ভিতরে democracy এর ব্যাপারটি কেউ exploit করতে পারবে না। যেটি অতীতে সবসময় হয়েছে। আর্টিকেল ৭০ particular দুইটি কেস বাদে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার horse-tradingটি বাদ দিয়ে এবং দু একটি বাজেট বাদ দিয়ে আর্টিকেল ৭০ এর যে embargo দেওয়া হয় এমপিদের ওপরে সেই জায়গাটি তুলে দেয়া উচিত। একটি গণতান্ত্রিক দেশে আর্টিকেল ৭০ যেভাবে ছিল, এভাবে যদি থাকে তাহলে এমপিদের ব্যক্তিগত কোনো স্বাধীনতা থাকে না এবং essentially শেখ হাসিনার মতো সরকারে রূপান্তর করে দেয়ার spaceটি তাদের থাকে। আর্টিকেল ৭৭। ন্যায়পাল নিয়ে যে কথাটি আছে, এ ব্যাপারটি আসলে সাংবিধানিক অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো একেবারে clear mandate না দিয়ে আইন করে দলীয় সরকারের অধীনে দিয়ে দেয়া হয়েছে। এ কারণেই স্বাধীন বাংলাদেশে ন্যায়পাল নিয়োগ আজবধি হয়নি। কাজেই আমি চাই যে, নতুনভাবে যদি সংবিধান লিখিত হয়, তাহলে ন্যায়পালের ব্যাপারটি অন্যান্য সাংবিধানিক পদের মতো একেবারে সুনির্ধারিত দেয়া উচিত। এটি নতুন কোনো আইনের মাধ্যমে দেয়া উচিত না। বিচারপতি নিয়োগ নিয়ে অনেক কথা হয়। আমাদের সংবিধানের একটি বড় অংশ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিয়ে কথা বলে। আর্টিকেল ৯৫ এ বিদ্যমান আর্টিকেল নিয়ে কথা বলি। বিচারপতি নিয়োগ আমার কাছে মনে হয় রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি অর্গানকে সবচেয়ে খেয়ালিপনা করা হয়েছে। কারণ আপনি সুপ্রীম কোর্টে ১০ বছর যদি প্রাকটিস থাকে অথবা বিচার বিভাগের কোনো ক্যাপাসিটিতে যদি ১০ বছর কাজ করা থাকে তাকে ইচ্ছা করলেই দলীয়ভাবে প্রেসিডেন্ট বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দিতে পারেন। এই জায়গাটি থাকা উচিত নয়। বরং আরো ভিন্নতর মাত্রায় তাদের যোগ্যতা নিশ্চিত করা উচিত। একই সাথে বলে রাখা ভালো যে, অ্যাটর্নি জেনারেলের যে অফিস আছে, including attorney general, assitant attorney general, deputy attorney general রাষ্ট্রীয় প্রক্রিয়ায় যে নিয়োগ পান, এই নিয়োগ প্রক্রিয়া যেটি, সেই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বর্ণনা কোথাও পরিষ্কারভাবে লেখা

নেই। বরং দলীয় সরকারের হাতেই দেয়া আছে। এই জায়গাটি আইন করে ঠিক করে দেয়া দরকার এবং সংবিধানে এই mandateটি অন্য কোনো আইনে দিয়ে দেয়া দরকার আছে বলে মনে করি। সাংবিধানিক কাঠামোর ভিতরে গণভোটের কথা আমি আগেই বলেছি। তফসিলগুলো যখন নির্ধারিত করা হয় অনেকগুলো তফসিল পড়লে মনে হবে যে, এটি কোনো দলীয় mandate এবং দলীয় বয়ানকে প্রতিষ্ঠা করার জায়গা। সেই ক্ষেত্রে এই তফসিলগুলো যাতে কোনো দলীয় বয়ানের reflection না থাকে সেই দিকে আমাদের মনোযোগী হওয়া দরকার আছে। আরেকটি সংকট বলেই আমি শেষ করছি। শেখ হাসিনার সরকারের সর্বশেষ তিনটি ইলেকশন যদি বিশ্লেষণ করা যায়, এই সংকট থেকে আমরা কিছু শিক্ষা বোধহয় নিতে পারি। ২০১৪ তে যেটি হয়েছে, অর্ধেকের বেশি আসনে ভোট হয়নি, কিন্তু দেশ চলেছে। ২০১৮ সালের ইলেকশন এবং ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারির ইলেকশন দেশে মোটামুটি ২০ শতাংশও ভোট cast হয়নি, কিন্তু একটি সংসদ দাঁড়িয়ে গেছে। এ জন্য lower কোনো threshold ঠিক করে দেয়া যায় কিনা; এটি নিয়ে অধিকতর আলোচনার দরকার আছে। আমি লিখিতভাবে যেটি জমা দিব, সেখানে আমি বিস্তারিত বলব। এমন হতে পারে। দেশের মোট ৫০ শতাংশ ভোট যদি কাস্ট না হয়, তাহলে নতুন করে পুনঃ নির্বাচন দেয়া যেতে পারে। ২০১৪ সালের যে শিক্ষা অর্ধেকের বেশি আসনে ভোটই হয়নি। কিন্তু সংসদ চলছে। একটি hreshold বেধে দেয়া দরকার আছে কিনা যদি এত পার্সেন্ট আসনে নির্বাচন না হয় তাহলে ওই নির্বাচনে পুনঃ নির্বাচনের দরকার আছে কিনা। আমি শেষ করব আরেকটি কথা বলে। আমি যেখান থেকে শুরু করেছিলাম। আমাদের এই সংবিধানে সব লেখা থাকতে হবে, এটি জরুরি নয়। কিন্তু এই সংবিধানের এখতিয়ার যাতে অনেক widespread করা হয়, যেটির মাধ্যমে অনেক আইন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে এবং একই সাথে মানবাধিকার কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, এই কমিশনগুলোকেও সাংবিধানিক কাঠামো দাঁড় করলে আমার মনে হয় সামনে যে বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখি, আমরা একটু ভালো বাংলাদেশ দেখতে পারব। আর যে কথাটি বলা জরুরি। এই জায়গায় এসে কথা বলতে পারছি সম্ভবত আমার ফ্রেন্ড, আমার সিনিয়র, জুনিয়র, সহপাঠী যারা একসাথে আমরা রাজপথে ছিলাম। হয়তো তারা আজকে অনেকেই বেঁচে নেই। তারা বেঁচে নেই কিন্তু তাদের রক্তের বিনিময়ে আমরা এসে কথা বলতে পারছি। তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান) : ধন্যবাদ সাইয়েদ আবদুল্লাহ।

এখন আমরা দীপক কুমার গোস্বামীর কথা শুনব।

**জনাব দীপক কুমার গোস্বামী :** আজকে আমাকে আলোচনা করার জন্য ডাকার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি মনে করি যে, ৫ আগস্ট অভ্যুত্থানে আপাতত একটি অবস্থানে এসেছি। আমরা অভ্যুত্থানে জয়ী হয়েছি। আমি মনে করি যে, আমরা বিপ্লবের পথে হাঁটছি বাংলাদেশ। এটি ৫৩ বছরে একটি বড় অর্জন। বড় অর্জন যে, আমরা অনেকেই কথা বলছি। আমি অভ্যুত্থানের পরবর্তী সময় গত পরশু দিন পর্যন্ত ঢাকার বাইরে অনেকগুলো জেলাতে ঘুরেছি। আমার থিয়েটারের প্রয়োজনে নিজেই ইচ্ছে করে ঘুরেছি। যেমন খুলনা বিভাগের অনেকগুলো জেলায়। এদিকে ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, দিনাজপুরসহ বিভিন্ন জেলায় আমি ঘুরেছি এবং চেষ্টা করেছি যে, প্রান্তিক মানুষের যে আশা আকাঙ্ক্ষার কী পরিবর্তন ঘটেছে বা এই অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে কী চায় বা ৯০ তে অনেকে দেখেছে। অনেকে এখনো বেঁচে আছে যারা '৭১ দেখেছে। ২০২৪ এ এসে তাদের এখনকার আশা আকাঙ্ক্ষার জায়গাগুলো কী রকম? যেটি হয়েছে, এটি প্রথম মনে হয় আমার জ্ঞান সত্যে দেখেছি যে, বাংলাদেশের এত মানুষ সংবিধান শব্দটি উচ্চারণ করছে। কী কারণে? কারণ একটি আলোচনা হচ্ছে যে, সংবিধান সংস্কার হবে না সংবিধান পুনর্লিখন হবে এসবের মধ্যে আলোচনা সভার মধ্যে আছে। সংবিধান কী তারা জানে না। অধিকাংশ লোক সংবিধানে কী আছে না আছে, তারা জানে না। কিন্তু এটি নিয়ে কিছু একটি হচ্ছে। এ রকম একটি বিষয়। এটুকু নিয়ে অনেক দূর এগিয়ে গেছে বলে আমার কাছে মনে হয়। এই এগিয়ে যাওয়া আমার কাছে মনে হয় যে, সমাজের গুটি কয়েক মানুষের সাথে কথা বলেছি। এটি যেমন সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু একেবারে সবার কথাটি কীভাবে শোনা যায় সেই প্রক্রিয়াটি আমার কাছে একটি সাজেশন এ রকম হয় যে, যদি এমন হয় যে, উপজেলা প্রশাসনকে দিয়ে উঠান বৈঠকের মতো সব মানুষের সাথে সংবিধান নিয়ে আলোচনাটি আপনারা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এখান থেকে লিংক করে প্রায় বাংলাদেশের সমস্ত উপজেলা ৪৬০-৭০টি উপজেলাকে উঠান বৈঠক প্রশাসন করছে। আপনারা এখান থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে লিংক করছেন। তাদের সাথে কথাবার্তা বলছেন। এভাবে অন্তত বাংলাদেশের সব জায়গার মানুষের কথা শোনা যায়। যারা না জানে তারাও যদি আলোচনার মধ্যে আসে আমার মনে হয় এটি একটি এগিয়ে যাওয়া হবে। আমি আসলে সংবিধান সম্পর্কে এত কিছু জানি না। অনেকে যেমন সারা বছর সংবিধান নিয়ে পড়াশুনা করেন এবং সংবিধান নিয়ে কাজ করেন। তবুও আমি আমার জায়গা থেকে কথা বলতে আসছি। সবার হয়তো কথা বলার জায়গা আছে। প্রথম হচ্ছে যে, সংস্কার বা পুনর্লিখন। এই নিয়ে যে তর্ক, এই তর্কটি নষ্ট দেয়া জরুরি বলে আমি মনে করি। এই তর্কটাকে একদম ভেনিস

করে দেয়া দরকার। কী রকম?

আমাদের বাড়িটি ইটের বিল্ডিং। আমাদের বাড়িটি যখন ভেঙে পড়ছিল, ওইটি পাকিস্তান আমলে ভিতরে মাটি দিয়ে গাথা দালান ছিল। উপরে প্লাস্টার করা। ওটা ভেঙে যাবে এ রকম একটি অবস্থা। আমার ছোট ভাইরা মিলে বাবা-মাকে প্রস্তাব করলাম যে, এটি ভেঙে নতুন করে বাড়ি করি। এত খরচ। ইত্যাদি ইত্যাদি। এটি আমাদের মধ্যবিত্ত পরিবার ঝুকি নিবে বা এটি ভেঙে নতুন করে গড়া, এটি কল্পনারও ব্যাপার। এটি কল্পনার বাইরের ব্যাপার। এ ব্যাপারটি কল্পনাও করতে পারছে না। তারা বলল যে, এটি মেরামত করার জন্য। আমরা দুই নটরডেম কলেজে পড়ি। আমার ছোট ভাই স্কুলে পড়ে। আমরা তখন একটু বুঝতে শুরু করেছি। আমার বাবা মার প্রস্তাবে রাজি হলাম যে, ঠিক আছে ভাঙার দরকার নেই। যতটুকু মেরামত করা দরকার ততটুকু মেরামত করা যাক। এর মিস্ত্রি এসে প্লাস্টারে বাড়ি দিল। মাটির ভিতরে উঁইপোকাসহ বিভিন্ন পোকা মাকড় বসবাস করছে। এবার ভাঙতে ভাঙতে সবই ভেঙে ফেলল। আমার কথা হলো যে, বাবা মার সংস্কারের প্রস্তাবেই রাজি হলাম। আপনারাও জনগণের সংস্কারের প্রস্তাবেই রাজি হন। সংস্কার করতে করতে যদি শতভাগই সংস্কার ফেলতে হয়, তাহলে সেটি সমস্যা কী? কতটুকু সংস্কার করা যায় যে, বাড়ি দিয়ে দেখি না দালানটি। সমগ্রা দালানে যদি পুরুটাই পোকা ধরে যায়, পুরুটাই যদি ঘুন ধরে যায়, পুরুটাই যদি মেরামতের দরকার হয়, পুরুটাই মেরামত করি। ওই পুনর্লিখন যে, attacking ব্যাপার হয়ে গেছে। ওই attacking এর জায়গায় যেন না থাকি। ওকে আমরা সংস্কারই করি। পুরুটাই সংস্কার করতে হতে পারে। সে বিষয়ে গোটা বাংলাদেশের মানুষ কথা বলুক। সবাই মিলে সবগুলো সংস্কার চাচ্ছে। সবগুলো দালানই নষ্ট। সবগুলো দালানই পাল্টানো দরকার। সবগুলো সংস্কার করছি। পুনর্লিখন শব্দটি যেহেতু বিবেদ তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে, এটিকে বন্ধ করার জন্য। আসলে ভাষাতো প্রতি ১০ বছরে বিবর্তিত হয়। আমাদের সংবিধানের যে ভাষা সেটি ১৮০০, ১৯০০ সালের ভাষা দিয়ে লেখা আছে। এটিতো পড়ার জন্য শিক্ষিত মানুষের জন্য টাফ হয়ে গেছে। পড়ে বোঝা। আর যারা কেবল বাংলা শিখছে, তারা কী করে এ কথাগুলো বুঝবে? আমাদের দেশে বিষয়টিকে ধর্ম গ্রন্থের মতো বানিয়ে ফেলা হয়েছে। আমার বাবা কাব্য তীর্থ পাস। সেই সূত্রে আমি কিছুটা সংস্কৃত জানি। সংস্কৃত শব্দে বেশ দখল আছে। আমি বেদের কিছু বুঝি না। উপনিসত কিছুটা বুঝি। কিছুটা বুঝি রবীন্দ্র নাথের কল্যাণে। কিছুটা বুঝি ওটা নিয়ে অনেক লেখালেখি আছে। এ কারণে বুঝি। না হলে অতটা বুঝা যেত না। আমাদের সংবিধানের যে শব্দগুলো এত বেশি দূরবর্তী, গণমানুষের না, গণমানুষের ভাষা না। গণমানুষের ভাষার প্রতিফলন থাকা দরকার। ভাষা যে ১০ বছর পর পর বিবর্তিত হয়, ৫৩ বছরে অনেক দূর বিবর্তিত হয়েছে। দুঃখজনক ৫৩ বছর না।

অনেক কিছু ১৮০০ সালের কথা লেখা আছে। অনেক কিছু ১৯০০ সালের কথা লেখা আছে। ওই ভাষা, ওই শব্দগুলো দিয়ে। ওই শব্দগুলোর পরিবর্তন দরকার। এখানে কথা উঠেছে যে, প্রজাতন্ত্রী। রাজা থাকলে না প্রজা থাকে। রাজাই নাই। আমরা রাজাকে অস্বীকার করছি না। প্রথমেই লেখা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান। তার মানে এখানে একজন রাজা আছেন। এই রাজাটাকে আমরাতো চাচ্ছি না। রাজা না থাকার পদ্ধতিটি কী; সেটি দরকার। ক্ষমতা। এমনকি মন্ত্রী শব্দটির সাথে আমার আপত্তি। আকবর বাদশার মন্ত্রী থাকে। বাদশার মন্ত্রী থাকে। সুলতানের মন্ত্রী থাকে। রাজার মন্ত্রী থাকে। মন্ত্রী আবার আধুনিক দেশে কী কথা! মানে মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী এ সমস্ত পদগুলো নতুন করে ভাবা দরকার। যাতে করে সেটিকে ক্ষমতা না মনে করে দায়িত্ব মনে করে। মন্ত্রী মানেই ক্ষমতা। মন্ত্রী মানেই কোনো একজন বাদশা। কোনো একজন সুলতান। কোনো একজন রাজার পরবর্তী স্টেকহোল্ডার। যেখানে ক্ষমতা প্রয়োগ করবে। তাকে ওই পদটির নামই এমন দেয়া দরকার সে যেন বুঝতে পারে যে, আমি সার্ভিস দিতে এসেছি। আমি দায়িত্ব পালন করতে এসেছি। পদের নামের মধ্যে তার মানসিকভাবে ওই বিষয়টি ঢুকে যায়। যখনই জানছে যে, সে মন্ত্রী আমি পাজরো গাড়ি চালাবই নিশ্চিত। মন্ত্রী তো পাজরো গাড়ি ছাড়া আরো বড় বড় রোল রয়েচসহ অন্যান্য গাড়ি চালাবে। আমার গাড়ি বিশেষ শুল্কে আসবে। মানে শুল্ক ছাড় দিয়ে আসবে। এসব ধারণা। এসব ধারণা ভেঙে সে কতটুকু সার্ভিস দিতে পারছে। পদের শব্দের মধ্যেই সমস্যা। বিস্তারিত যখন দায়িত্বে লেখা আছে। সেখানেও ভিষণভাবে শাসন, কর্তৃত্ব এসব ব্যাপারগুলো সংবিধানে যেগুলো, সেই শব্দমালাগুলো পাল্টে দিতে হবে। মাহা মির্জা যেটি বলেছেন আমাদের অধিকাংশ মানুষ শ্রমিক, কৃষক তাদের কথাগুলোই নেই। তারা সংবিধান নিয়ে interestedই না। তারা interested না কেন? তাদের ৫ বছর পর যে একবার ভোট হয়, সেই ভোটটিই তারা ঠিকভাবে দিতে পারছে না। ওই একটি মাত্র পয়েন্ট। আর অনেক অনেক পয়েন্ট তো পরের কথা। ওইটুকুই নিশ্চিত হচ্ছে না। আর সংবিধান তো অনেক দূরের কথা। কীভাবে সমস্ত প্রান্তিক মানুষের মতামত নিয়ে সংবিধান প্রণয়ন করতে হবে।

আমি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কথা বেশি বলছি। যারা আসলে সংবিধান সম্পর্কে কিছু জানে না। অন্তত জানা জানির প্রক্রিয়াটি শুরু হোক। যেহেতু আমরা ২০২৪ এর গণঅভ্যুত্থানের পরের সময়ে যাচ্ছি। এর চাইতে ভালো সময় আমাদের হয়তো আসবে আর। এতদিন যারা ক্ষমতা, ক্ষমতা, ক্ষমতা করেছে, সেই লোকগুলো যদি ক্ষমতায় কোনোভাবে চলে আসে তাহলে সমস্ত কিছু যা তা হয়ে যাবে। সাধারণ জনগণকে ভোটের হাতিয়ার ছাড়া আর কিছু মনে করবে না কখনোই। সেই সুযোগটুকু যদি কাজে লাগানো যায়, সাধারণ মানুষকে

যদি একটু বোঝানো যায় যে, আমরা স্টেকহোল্ডার । আমরা সংবিধানেরও স্টেকহোল্ডার। এটি যদি কোনোভাবে করা যায়। আমি ব্যক্তিগতভাবে নিজে থিয়েটারের লোক। আমি অবশ্যই মেইল করে দেব। আমি আরেকটু বলেই শেষ করব। শিল্পকলা আইন নিয়ে আমার একটু বলার আছে। শিল্পকলা আইনে যে পরিষদ গঠন হয়, সেই পরিষদ গঠন নিয়ে ২২ ধারার গ তে যেমন লেখা আছে, 'অর্থ, শিক্ষা, তথ্য মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত সচিববৃন্দ। মানে কারা কারা থাকবেন। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ছাড়াও আরো অর্থ, শিক্ষা, তথ্য মন্ত্রণালয়ের একজন করে। এরপর 'ঙ' তে আছে 'জাতীয় সম্প্রচার কর্তৃপক্ষের সভাপতি, বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালকবৃন্দ' পদাধিকার বলে। 'চ' তে লেখা আছে, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের পরিচালক।' বাংলাদেশে এতগুলো বিশ্ববিদ্যালয় থাকতে শিল্পকলা একাডেমি শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের পরিচালক। তার মানে ইনস্টিটিউট অন্য জায়গায় আছে। এগুলো লিখে দিয়েছে। এই বিষয়গুলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া বাংলাদেশে অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নাই। এগুলো সুনির্দিষ্ট করা। 'জ' তে যেমন লেখা আছে যে, ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্য পদাধিকার বলে' অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্যই হবেন। 'ড' তে লেখা আছে যে, সরকার কর্তৃক মনোনীত সংগীত ব্যক্তি, সরকার কর্তৃক মনোনীত সংগীত নৃত্য। নাকটের ক্ষেত্রে স্বীকৃত ব্যক্তিগণের মধ্যগণের মধ্য হতে একজন করিয়া ৩ জন ব্যক্তি। এই সরকার কর্তৃক মনোনীত জায়গাটি বেশ ঘাপলার জায়গা, এটিকে কীভাবে চেঞ্জ করা যায়। সংগীত শিল্পী, নাট্যকার সরকার কর্তৃক মনোনীত হওয়ার চেষ্টা যে করে। ওই চেষ্টা কীভাবে রহিত করা যায়, আইন দিয়ে। সেটি চেষ্টা করা। আর হচ্ছে যে, একাডেমিক ক্ষমতা ও দায়িত্বের মধ্যে ৩টি জায়গায় আমি specific বলে শেষ করছি। আমি হয়তো সময় বেশি নিয়ে ফেলছি। আমি বিস্তারিত না বলি। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ হওয়ার পর বাংলাদেশ অনেক লড়াই সংগ্রাম পার করেছে। তারও আগে ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসও আমাদের আছে। কিন্তু কোনো না কোনোভাবে আমাদের শিল্পকলা চর্চার সমস্ত কিছু দলীয় একটি এজেন্ডা বাস্তবায়নের জায়গা হয়ে গেছে এবং মুক্তিযুদ্ধ যে বাংলাদেশের সমস্ত জাতি গোষ্ঠীর অর্জন, এটি না শুধু আওয়ামী লীগের অর্জন। এভাবে বলে এবং এক ব্যক্তিকেন্দ্রীক উপসনাকেন্দ্রীক একটি ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে শিল্প সংস্কৃতি চর্চাকে ঢালা হয়েছে একাডেমির দায়িত্ব ও ক্ষমতা যদি পড়া যায়। এটি আসলে কীভাবে গণমানুষের করা যায়। গণমানুষের শিল্প চর্চার ক্ষেত্র করা যায়।

আর একটি বিষয় যোগ করি যে, চলচ্চিত্র বিষয়ে আমার একটু আগ্রহ আছে। আমি নিজেও চলচ্চিত্র অভিনয় করি। Direction দেয়ার চেষ্টা করছি। আমি নিজে dubbing artist ও। শিল্পকলায় লেখা আছে, বিদেশ থেকে চলচ্চিত্র নিয়ে এসে দেখানো। আমাদের দেশে প্রেক্ষাগৃহসমূহে বিদেশের বিভিন্ন দেশ থেকে চলচ্চিত্র নিয়ে এসে দেখানো। আমরা দেখেছি যে, বেশির ভাগ ভারত থেকে আমদানি করা দেখানো হয়। ওখান থেকে আমদানি করা হয়। অন্যান্য দেশ থেকে কিছু আমদানি করা হয়, সেটি ঢাকায় দেখানো হয়। ঢাকার বাইরে বিভিন্ন জেলায় হিন্দি ভাষার চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়। আমি মনে করি না যে, কোনো দেশের চলচ্চিত্র আটকে দেয়া দরকার। চলচ্চিত্র আমাদের দেশে আসবে না। এটি পৃথিবীতে করার বাস্তবতাই নেই। এখন নানা রকম দেখবার মাধ্যম আছে। প্রেক্ষাগৃহ বা শিল্পকলা একাডেমি যে সমস্ত পাবলিক space এ সমস্ত জায়গায় গণমানুষের অধিকার কীভাবে নিশ্চিত করা যায়, সেটিই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল, এক। দ্বিতীয়ত হচ্ছে, বিভিন্ন ভাষাভাষির চলচ্চিত্র আমাদের দেখা উচিত। শুধু হিন্দি নয় এবং শুধু ইংরেজিও নয়। পৃথিবীর অনেক দেশের অনেক শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র দেখা উচিত। আমাদের জীবনে সংগ্রাম আছে সেই সংগ্রাম আমরা জাতিগতভাবে যে আকাঙ্ক্ষায় পৌঁছাতে চাই, সে রকম আন্তর্জাতিকভাবে মিল আছে এ রকম। সাউথ কোরিয়া থেকে শুরু করে আফ্রিকা পর্যন্ত, ভুটান থেকে শুরু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নানা ভাষায় নানা ধরনের চলচ্চিত্র আছে। আমার মনে হয় বাংলাদেশে প্রেক্ষাগৃহে চলচ্চিত্র প্রদর্শন সেটি যে চলচ্চিত্রই হোক। অস্কার বিজয়ের মুভি হোক, সেটি বাংলা ভাষায় ডাবিং করে প্রচার করা উচিত। দুটি কারণে। একটি হচ্ছে অধিকাংশ জনগোষ্ঠী বাংলা ভাষাভাষির। অবদান স্বীকার করেই বলছি ইংরেজি ভাষা বা হিন্দি ভাষার চাইতে বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্র দেখানো হলে আমাদের এখানের সব জনগোষ্ঠী অন্তত সরাসরি সেটি communicate করতে পারবে। অন্য কোনো ভাষার চলচ্চিত্র আমাদের এখানে প্রেক্ষাগৃহসমূহে দেখানো যাবে না। এ রকম একটি আইন করে দেয়া উচিত। আমার মনে আমরা নিজেরাই oskar win অনেক movie. online platform এ ডাবিং করে প্রচার করেছি এবং সেটি কোনোভাবেই হলিউড মুভির চেয়ে কম কিছু হয়নি। আর যারা বাণিজ্যিভাবে যেটি সেটি তার quality এর নিচে নামলে তো ছাড় দিবেই না। শুধু হিন্দি ভাষার চলচ্চিত্র। যেটা আগ্রাসন বা আমাদের এখানে সাংস্কৃতিক উপনিবেশ তৈরি করার যে চেষ্টা করে, সেই জায়গা থেকে বের হবার জন্য অবশ্যই পৃথিবীর নানান দেশের চলচ্চিত্র এখানে যেন আসে এবং সেগুলো বাংলা ডাবিং করে প্রেক্ষাগৃহে প্রচার করা হয়। সেটি শুধু বসুন্ধরা সিটিতে নয়। বাংলাদেশের গ্রামেগঞ্জে প্রত্যেকটি প্রান্তরে বাংলা ভাষায় ডাবিং করে প্রচার করা। আমি মনে করি যে, একাডেমিক শিক্ষা বা স্কুল কলেজের শিক্ষা মানুষ দিয়ে যতটা না শিক্ষিত করা যায়, এই সময় তার চেয়ে অনেক বেশি অর্জন audio, visual মাধ্যম দিয়ে শিক্ষিত করা যায়। আমি মনে করি ভবিষ্যতে পৃথিবীর মানুষ audio, visual মাধ্যমে বড় বড় ডাক্তারসহ বড় বড় professional হয়ে যাবে। আমরা বন্ধুরা গল্প করি যে, এক সময় পৃথিবীতে হয়তো ৫০ কিংবা ১০০ জন লিখতে পারবে যার যার ভাষায় বা কিছু পড়তে পারবে। সবার টেক্স লেখা বা পড়ার দরকার পরবে না। audio, visual দিয়ে মানুষের সব যোগাযোগ করা সম্ভব। এখনই যে সমস্ত audio, visual content পৃথিবীব্যাপী ছড়ানো আছে, সেগুলো দিয়ে।

আমাদের যে নিরক্ষর জনগোষ্ঠী, যাদের আবার নতুন করে একাডেমিক শিক্ষা দেয়া হয়তো আর সম্ভব নয়। তাদেরকে বিনোদন বা এ রকম শিক্ষামূলক কোনো রকম audio, visual content মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষায় ডাবিং করে যদি গ্রামেগঞ্জে প্রচার করা যায় তাহলে ওই উত্তরণটি ঘটে যাবে।

আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান) : ধন্যবাদ।

**জনাব দীপক কুমার গোস্বামী :** আমি এক লাইন কথা বলতে পারব একটু।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান) : জি, বলুন।

**জনাব দীপক কুমার গোস্বামী :** গণভোট নিয়ে আমার একটু কথা আছে এবং ভোট প্রসঙ্গেই কথা। আমরা বড় আকারে ভোটের আয়োজন করি এবং কোটি কোটি টাকা খরচ হয় আবার আরেকটি ভোটের জন্য যে, এত টাকা খরচ করতে হবে। কত লোকের কাছে মোবাইল ফোন আছে বা নেই, সেটি বিবেচনা করেই বলছি। এটি অনলাইনে বিভিন্নভাবে সরকার সুরক্ষিত গণভোট নিতে পারে প্রায় বিনা খরচে বা খুব স্বল্প খরচে। যেমন ধরেন বিকাশ বা নগদে অর্থনৈতিক transaction হয়, প্রত্যেকটি মানুষ নিশ্চিত বিশ্বাসের সাথে অর্থনৈতিক transaction করতে পারে। ভোটও নিঃসন্দেহে করতে পারবে। আমি ১০ হাজার আমার মতোই বুঝে পাব বিকাশে, সেটি যেমন নিশ্চিত করে। আমি আমার ভোটটি অনলাইনে দিতে পারব, এটি নিশ্চিত করা সম্ভব। যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে অনলাইনে গণভোট আয়োজন করার কোনো রকম কিছু ব্যবস্থা। এখন যেহেতু আমরা অনলাইনের যুগে চলে এসেছি। কেউ না কেউ তাকে হেলপ করবে। তার বিশ্বস্ত কেউ। যে হেল্প করতে পারে। আমার ভোট কেউ দিয়ে দিবে। আমি না পারলে। কিন্তু সে তো তার বিশ্বস্ত কাউকে নিবে। যে কোনো বিষয়ে অনলাইনে। আমি সরোয়ার ভাইয়ের সাথে একমত। আমি যদি physically communication এ না যাই। শুধু অনলাইন এবং ওয়েবসাইটে পোল করতে থাকি, সেটিতে কিন্তু আগ্রহ কমতে থাকবে। অবশ্যই সরকার এবং জনগণের মধ্যে যোগাযোগের মধ্যে থাকা উচিত।

সবাইকে ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান) : আপনাকে ধন্যবাদ।

বেশ দীর্ঘ সময় ধরে আপনারা আমাদের সাথে থেকেছেন। এ জন্য ধন্যবাদ। আপনাদের এই বক্তব্যগুলো লিখিতভাবে আমাদের দিন। এ কারণটি আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করি আপনাদেরকে। তাদেরও করেছি আপনাদেরও করছি এ কারণে আপনাদের যে মতামতগুরো এই সময়ের প্রতিনিধিত্ব করছে। আপনারা এই আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট থেকেছেন। আপনাদের মতগুলো তৈরি হয়েছে এই পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে। এগুলো documented হওয়া দরকার। এগুলো ভবিষ্যতে সম্পদ হিসেবে বিবেচনা হওয়া উচিত। এডভোকেট আরিফ খান বলেছেন যে, 'রেনেসার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি আমরা।' রেনেসাটি কাগজে কলমে অন্ততপক্ষে ধারণ করি। আকাঙ্ক্ষার দিক থেকে যতটা পারি বাস্তবায়নের চেষ্টাটি সরকারের। আমরা কেবলমাত্র recommendation দিতে পারব। আমরা সেটি করব। ২৫ তারিখের মধ্যে যদি আমাদের কাছে পৌঁছে দেন, আমাদের জন্য সুবিধা হবে। আপনাদের প্রত্যেকের চিঠিতে একটি ই-মেইল আছে, সেটিতে পাঠান। বিশেষ করে ওয়েবাসাইটে যেটি আছে, সেটি এক জায়গায় যাচ্ছে। আর আপনাদের কাছে যেটি, সেই ই মেইলটি আপনারা ব্যবহার করলে আমাদের জন্য categorized করা এবং বিশ্লেষণ করা সহজ হবে।

আপনারা সময় দিলেন এবং আমাদের সাথে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ আমাদের দিয়েছেন, সেগুলো আমরা বিবেচনায় নেব এবং আপনারা অনুমোদন দিলে আমি এখন এই অধিবেশন শেষ করতে চাচ্ছি।

ধন্যবাদ।

# অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভা

## পঞ্চদশ সেশনের কার্যবাহ

তারিখ: ২৪ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ
সময়: দুপুর ১২.০০ থেকে ২.১৫ পর্যন্ত

**উপস্থিত কমিশন সদস্যদের তালিকা:**

| | | |
|---|---|---|
| ১। | অধ্যাপক আলী রীয়াজ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও লেখক, | কমিশন প্রধান |
| ২। | অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, | সদস্য |
| ৩। | ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক, বার-এট-ল | সদস্য |
| ৪। | অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, | সদস্য |
| ৫। | ড. শরীফ ভূঁইয়া, অ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট | সদস্য |
| ৬। | ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী, বার-এট-ল | সদস্য |
| ৭। | জনাব ফিরোজ আহমেদ, লেখক | সদস্য |
| ৮। | জনাব মোঃ মুসতাইন বিল্লাহ, লেখক | |

**অংশীজন (ব্যক্তি) এর তালিকা**

১। বিচারপতি মোহাম্মদ আব্দুর রউফ
২। ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী
৩। প্রফেসর মঈনুল ইসলাম
৪। নুরুল কবীর
৫। ড. মইনুল ইসলাম
৬। প্রফেসর ড. মোহাম্মদ তানজীমউদ্দীন খান

**কার্যবাহ প্রস্তুতকারক:**

মোঃ জাহিদুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান)** :উপস্থিত সুধীবৃন্দ, সংবিধান সংস্কারের লক্ষ্যে মতামত ও প্রস্তাবসমূহের উদ্দেশ্যে অংশীজনদের সঙ্গে কমিশনের এ আলোচনায় উপস্থিত হওয়ার জন্য কমিশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আমার নাম আলী রীয়াজ, আমি এ কমিশনের প্রধানের দায়িত্ব পালন করছি। আপনারা জানেন যে, সংবিধানের সংস্কার বিষয়ে সুপারিশের জন্য অন্তবর্তী সরকার স্বল্প সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সে কারণে আপনাদের অত্যন্ত কম সময় দিয়ে আমন্ত্রণ জানাতে হয়েছে, আপনারা তাতে সাড়া দেওয়ায় আমরা কৃতজ্ঞ। কমিশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আমরা এখানে উপস্থিত হতে পেরেছি, গত ১৬ বছরে বিশেষত, জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে হাজার হাজার মানুষের আত্মদানের কারণে। আজকে অংশীজনের এই মতামতের অধিবেশনের শুরুতে আমি কমিশনের পক্ষ থেকে সে সব শহিদদের প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করি। এখন কমিশনের উপস্থিত সদস্যরা তাঁদের পরিচয় দিবেন।

**(অতঃপর কমিশনের সদস্যগণ নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন)**

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশন প্রধান)** : ধন্যবাদ।

আমরা অনুমান করতে পারি যে, সিভিল সোসাইটির সক্রিয় অংশীদার এবং সংবিধানের বিভিন্ন পর্যায়ে আপনাদের ভূমিকার কারণে সংবিধানের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনাদের অনেক কথা বলার আছে, অনেক প্রস্তাব আছে। কিন্তু সময়ের স্বল্পতার কারণে আপনাদের প্রতি আমার অনুরোধ, আপনারা সংক্ষেপে ১২-১৫ মিনিটের মধ্যে বক্তব্যের সারাংশ তুলে ধরলে আমরা সকলের মতামত শুনতে পাব এবং কিছু বিষয় আলোচনাও করতে পারব। যদি এ বিষয়ে আপনাদের লিখিত কোনো প্রস্তাব থাকে, সেটি যদি পরে আমাদের সরবরাহ করেন, তাহলে সেটি রেকর্ড হিসেবে আমাদের কাজে সহায়ক হবে। এছাড়াও যদি আজকের পরে আপনাদের পক্ষ থেকে কোনও লিখিত প্রস্তাব দেওয়ার সময় এবং সুযোগ হয়, তাহলে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিলে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকব এবং সেটি আগামী ৩০ তারিখের মধ্যে হস্তগত হলে আমাদের কাজে সহায়তা হবে। আমি জানি যে, ব্যস্ততা থাকার কারণে অনেকেরই হয়ত একটু আগে যেতে হবে। তারপরও আজকে আমরা শুরু করব প্রফেসর ড. মোহাম্মদ তানজীম উদ্দিন খানের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে।

**প্রফেসর ড. মোহাম্মদ তানজীমউদ্দিন খান** (অংশীজন): আমি প্রথমেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, তাদের প্রতি যারা জুলাই-আগস্ট মাসের গণঅভ্যুত্থানে আত্মহুতি দিয়েছেন সংখ্যায় হাজারের বেশি মানুষ।আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, যারা অন্ধত্ব এবং পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন, এদের অনেকেই চিকিৎসার অভাবে হাসপাতালে কাতরাচ্ছেন। তাঁদের আত্মহুতি এবং আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমার এই প্রথম পার্লামেন্টে আসা। সুযোগ কিংবা সৌভাগ্য যেভাবেই দেখি না কেন, সেটি আগে কখনও সম্ভব হয়নি কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমরা এখানে এসে আজকে উপস্থিত হয়েছি। সেজন্য সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং কমিশনের প্রতিও কৃতজ্ঞতা আমার নাম স্মরণ করার জন্য। শুরুতেই বলি, আমরা যে ধরনের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম কিংবা যাওয়ার চেষ্টা করছিলাম, এর মধ্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, আমাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থা সংবিধানের অপব্যবহারের মধ্য দিয়ে কিংবা সংবিধানকে একেবারে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে, তাদের বৈধতা নিশ্চিত করার চেষ্টা হয়েছে বিভিন্ন উপায়ে। সে আলোচনায় না যাই। আমি প্রথমেই বলতে চাই, সংবিধানে, বিশেষকরে, পরিচালনার ক্ষেত্রে যে মূলনীতি, সে মূলনীতিতে বোধহয় কিছুটা পরিবর্তন জরুরি। বিশেষকরে, জাতীয়তাবাদকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করা; যেটিকে আমি সর্বজনবাদী জাতীয়তাবাদ হিসেবে চিহ্নিত করতে চাই,সর্বজনবাদী বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ, সেভাবে আমি দেখতে চাই। সমাজতন্ত্র শব্দটি নিয়ে যেহেতু আমরা অনেক রকম অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়েছি এবং গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রেও এটি সর্বজনবাদী হয়ে উঠতে পারেনি, সেজন্য আমার মনে হয়, সাম্য ও সর্বকল্যাণতন্ত্রে আমরা যেতে পারি কীনা? একইসাথে গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতার ইস্যুটি বিতর্ক তৈরি করেছে এবং এ ধর্মনিরপেক্ষতার বঙ্গানুবাদ যেভাবে হয়েছে, যেভাবে প্রচলিত হয়েছে, আলোচিত হয়েছে, সেটি অনেক রকম সেনসেটিভিটি তৈরি করেছে। যখন আমরা সর্বজনবাদী জাতীয়তাবাদ বলছি, তখন ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়টি গৌণ হয়ে যায়। যার কারণে আমার মনে হয় না, এটি এ মুহূর্তে খুব প্রয়োজনীয় একটি শব্দ। একইভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়টি এসেছে। যেহেতু আমরা সর্বজনবাদীতার কথা বলছি, এখানে সংবিধান কর্তৃক সর্বজনের পরিচয় স্বীকৃতি দেওয়া। সব ধরণের জনগোষ্ঠীর স্বীকৃতি যাতে এই সংবিধান নিশ্চিত করে, সে আবেদন আমার পক্ষ থেকে থাকছে। ঠিক একইভাবে, আমরা যদি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির দিকে আসি, সেখানে ১৮(১)-এ বিপদজনক কিছু বিষয় আছে, সেটি মানুষের জন্য, বিশেষ করে কারো যদি রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি থাকে, তাহলে সেগুলোকে ব্যবহারের সুযোগ থাকে। যেমন–জনগণের পুষ্টিস্তর উন্নয়ন এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবেন। এটুকুই বোধহয় যথেষ্ট। এর পরের অংশে যা আছে, সেটি খুবই বিপদজনক। কারণ এতে রাজনৈতিকভাবে অপব্যবহারের একটি সুযোগ তৈরি হয়। পরের অংশটি আমি পড়ছি। বিশেষত আরোগ্যের প্রয়োজন কিংবা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট অন্যবিধও প্রয়োজন ব্যতীত মদ ও অন্যান্য মাদক পানীয় এবং স্বাস্থ্যহানিকর ভেষজের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। প্রথম অংশের মধ্য দিয়েই সবকিছু নিশ্চিত হয়ে যায়। পরের অংশে এ রকম বর্ণনা থাকলে এখানে রাজনৈতিক অপব্যবহারের সুযোগ তৈরি হয়। সে কারণে এটুকু

পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে। ঠিক একইভাবে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণ উন্নয়নের কথা বলছি। সেখানে জীববৈচিত্র অনেকটাই western sustainable development-কে incorporate করা হয়েছে কিন্তু এর মধ্যে নদী নেই, সমুদ্র নেই, পাহাড় নেই। যার ফলে এটিকে অন্যভাবে replace করা; যেটি আমাদের নিজস্ব প্রয়োজনকে গুরুত্ব দিবে। এক্ষেত্রে 'প্রাণ-প্রকৃতির কল্যাণ' শব্দটি এখানে ব্যবহারের সুযোগ তৈরি করা। ঠিক একইভাবে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণের কথা বলছে, এর সাথে প্রতিবন্ধি নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা খুব জরুরি, যেটি হচ্ছে ১৯ (৩)। আমি খুব দ্রুত যাব। ২৩-এ রাষ্ট্র জনগণের না বলে, রাষ্ট্র সকল জনগোষ্ঠীর। রাষ্ট্র জনগণের বললে, কিছু বিপদ তৈরি হয়। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্র সকল জনগোষ্ঠীর হবে। আমাদের ২৩ অনুচ্ছেদ যদি দেখি, তাহলে সেখানেও এটি আসতে পারে। ঠিক একইভাবে ২৩ (ক) নতুনভাবে বিবেচনা করা খুব জরুরি। বিশেষকরে, সকল জনগোষ্ঠীর একটি একক রাষ্ট্রীয় পরিচয়, সেটি হচ্ছে, বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে চিহ্নিত করা। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা; এ ধরণের শব্দ পরিহার করা দরকার। কারণ এ ধরণের শব্দের মধ্য দিয়ে আরেকটি জাতির মনবলকে ধ্বংস করে দেওয়া ছাড়া আর কিছু হয় না। যেহেতু আমি প্রথমেই বলেছি, আমাদের প্রিন্সিপাল হওয়া উচিত সর্বজনবাদীতা। সে ক্ষেত্রে সর্বজন রাষ্ট্রের সবাই নাগরিক। এটি নিশ্চিত করা জরুরি। ঠিক একইভাবে অনুচ্ছেদ-৩০। ৮৮ সালে যে পরিবর্তনটি হয়েছিল, রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোনও নাগরিক কোনও বিদেশি রাষ্ট্রের নিকট হইতে কোনো খেতাব–এই ধরণের অনুচ্ছেদ খুবই অপ্রয়োজনীয়। যে কোনও রাষ্ট্র, বাংলাদেশের যে কোনও নাগরিককে খেতাব দিতে পারে। এটি রাষ্ট্রের জন্যও গৌরবের, যদি না এটি কোনও ষড়যন্ত্রের অংশ হয়ে থাকে। ঠিক একইভাবে, ৩২ এ যেটি আছে, সেটি হচ্ছে, ব্যক্তি স্বাধীনতার সাথে মত প্রকাশের স্বাধীনতা যুক্ত করা। এটি নিশ্চিত করতে হবে। আমি বলছি, এমন একটি অংশ থাকতে পারে। বিদ্বেষপ্রসূত ঘৃণা এবং প্রতিহিংসা ছড়ানো যাবে না। আমরা এই মুহুর্তে যেটি দেখছি যে, অনেক বেশি শক্তিশালী হয়েছে। ৩৩ এর ৩ (খ) এর কোনও প্রয়োজন নেই। এটিকে বাতিল করা যেতে পারে। যেহেতু এটি আর থাকছে না, তাই ৩৩ এর ৪, ৫ এর আর প্রয়োজন হচ্ছে না। এগুলোও বাতিল করা যেতে পারে। সম্পত্তির অধিকার বলে আরেকটি আলোচনা আছে অনুচ্ছেদ ৪২ এ। রাষ্ট্রের দিক থেকে সংবিধানে খুবই বিপদজনক কিছু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যেটি দখলদারিত্বকে আরও উৎসাহিত করে। এর মধ্যে এই শব্দটি আছে যে, দখল–এই অনুচ্ছেদের ১ দফার অধীন প্রণীত আইনে ক্ষতিপূরণসহ বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্বকরণ বা দখলের বিধান করা যাইবে। রাষ্ট্রে এ ধরণের শব্দের ব্যবহার দখলদারিত্বকে বৈধতা দেয় এবং এ ধরণের শব্দ পরিহার করা জরুরি। সেটিকে আমরা রাষ্ট্রায়াধীন বলতে পারি কিংবা রাষ্ট্রের কোনও প্রয়োজনে কোনও সম্পত্তির গ্রহণ আমরা বলতে পারি। ঠিক একইভাবে ৪৩ এ আরেকটি আলোচনা আছে, রাষ্ট্রের নিরাপত্তায় জনশৃঙ্খলা। এর সাথে যুক্ত হয়েছে জনসাধারণের নৈতিকতা। এই নৈতিকতা শব্দটি রাজনৈতিকভাবে দুষ্টামির জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। এই নৈতিকতার সংজ্ঞা কে দিবে এবং কোনটাকে নৈতিকতা বলা হবে, সেটি সুস্পষ্ট নয়। যার ফলে এখানে রাজনৈতিক অপপ্রয়োগ হতে পারে। সে কারণে আমার মনে হয়, শব্দটি পরিহার করা কখনো কখনো জরুরি। ৪৪ এর ২ আমার কাছে খুব স্পষ্ট নয়। এটিকে বিলোপ করা যেতে পারে। একইভাবে ৪৫ এবং ৪৬ এর যে দায়মুক্তি আইন, দায়মুক্তি বিধানের ক্ষমতা এবং শৃঙ্খলামূলক আইনের ক্ষেত্রে অধিকারের পরিবর্তন; এগুলো আমার ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে আরও ঝটুকিতে ফেলে দেয়। এগুলো পুনর্বিবেচনা খুব জরুরি। রাষ্ট্রপতির ভূমিকার ক্ষেত্রে আমরা যদি ৪৮ এর ৩ দেখি, সেটি নিয়েও আমাদের ভাবনার প্রয়োজন। রাষ্ট্রপতি তাহার অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন। এটি খুবই অপ্রয়োজনীয় এবং এ ধরণের অনুচ্ছেদ প্রধানমন্ত্রীকে একচ্ছত্রভাবে শক্তিশালী করে তুলে। রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার আছে। সেটিও পুনর্বিবেচনা জরুরি। এই অনুচ্ছেদটিকে আরও কীভাবে সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায়, সেটি নিয়েও আমাদের ভাবনা দরকার। একইভাবে রাষ্ট্রপতির পদকূন্য হলে যে আলোচনাটি আছে, আমি যখন লিখিত দেব, তখন বিকল্প কি হতে পারে, সেটি আমি জানিয়ে দেব। তবে এটি আমাদের পুনর্বিবেচনা করা দরকার। প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হতে পারবেন, আমরা যদি দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে যাই, সেটিও স্পষ্ট করা দরকার। যে কোনও পর্যায়ে দুই বারের বেশি প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হতে পারবেন না। সেটি পরপর হোক কিংবা গ্যাপ দিয়ে হোক, কখনও দুই বারের বেশি প্রধানমন্ত্রী হওয়া যাবে না। যখন কেউ প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পাবেন, তখন তিনি দলীয় সর্বোচ্চ পদের দায়িত্বে থাকতে পারবেন না। ঠিক একই কথা প্রযোজ্য, তিনি দলীয় সদস্য হিসেবে থাকতে পারবেন। একই কথা প্রযোজ্য, স্পীকার এবং ডেপুটি স্পীকারের ক্ষেত্রেও। প্রধানমন্ত্রী যদি তাঁর মন্ত্রিসভায় পরিবর্তন আনতে চান, যারা মন্ত্রী হচ্ছেন, তারা কী যোগ্যতায় মন্ত্রী হচ্ছেন, সেটির বর্ণনা থাকতে হবে। কাউকে যদি মন্ত্রিসভা থেকে সরাতে হয়, সুনির্দিষ্ট কারণ বর্ণনা ছাড়া নতুন কাউকে মন্ত্রী নিয়োগ দিলে কী যোগ্যতায় তাকে মন্ত্রণালয়ে নিয়োগ দিচ্ছেন, সেটি নিশ্চিত করতে হবে। তাহলে তিনি ওই দায়িত্ব নিতে পারবেন। একইভাবে যে বিষয়টি আলোচনায় এসেছে যে, সংসদ ভাঙ্গার পর সহজভাবে একটি অদলীয় উপদেষ্টা সরকার। আমি নির্দলীয় বলছি না। কারণ নির্দলীয় শব্দটি নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। বরং আমি অদলীয় বলতে চাই। অদলীয় একটি উপদেষ্টা পরিষদ নির্বাচনিব্যবস্থা এবং সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করবেন। পার্লামেন্টের ক্ষেত্রে দুই কক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্ট আমার পক্ষ থেকে সাজেশন। তবে উচ্চ কক্ষের প্রতিনিধিত্ব অঞ্চলভিত্তিক করা যায় কিনা? চারটি অঞ্চল থাকবে। মধ্যাঞ্চল, উত্তরাঞ্চল, দক্ষিণাঞ্চল এবং পার্বত্যঞ্চল। সেখানে অঞ্চলভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব একই সাথে পেশাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব থাকতে পারে এবং থাকতে পারে নারী পুরুষের

সমান প্রতিনিধিত্ব। আমি মনে করি, যদি ৮০ জন উচ্চকক্ষের সদস্য হন, সেখানে ৪০ জন নারী এবং ৪০ জন পুরুষ থাকবেন এবং প্রতি অঞ্চল থেকে দুই জন; একজন নারী এবং একজন পুরুষ নির্বাচিত হতে পারেন। এটি হচ্ছে, আপাতত একটি প্রস্তাব। পার্লামেন্ট ইলেকশনের ক্ষেত্রেও নারী-পুরুষের সংখ্যা আমাদের জনগোষ্ঠীর সংখ্যা অনুপাতে নিশ্চিত করা যেতে পারে। অনুচ্ছেদ ৬৭-তে সংসদ অনুমতি না লইয়া তিনি একাধিক্রমে ৯০ বৈঠক দিবস অনুপস্থিত থাকেন, তার সংসদ পদ বাতিলের ক্ষেত্রে; সেটিও কমিয়ে আনা জরুরি। সেটি পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। ৭০ এর ক্ষেত্রে বিশেষকরে, পার্লামেন্টে তার পার্টির বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার অধিকার গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। কেউ যদি সদস্য পদ হারায়, তাহলে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে পার্লামেন্টে কার্যকর থাকবেন। কেননা পার্টির সমর্থন হারালেও জনসমর্থন থাকতে পারে। নতুন ব্যবস্থায় সেটির স্বীকৃতি থাকা উচিত। ৭৮ এ যেটি খুব গুরুত্বপূর্ণ, সংসদ এবং আদালতের সম্পর্কের ইস্যুটি, সেখানে আমার আরেকটি আইডিয়া হচ্ছে যে, সংসদ-সদস্যরা কেবিনেটে থাকতে পারবেন না। কেবিনেটে যারা থাকবেন, তারা সংসদ-সদস্য হতে পারবেন না। কারণ সংসদ সদস্যরা lawmaker. lawmaker-রা জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবেন, যারা কেবিনেটে থাকবেন। কেবিনেটে যারা থাকবেন তারা সংসদ-সদস্য হতে পারবেন না। সংসদ সদস্যরা কেবিনেটে যারা থাকবেন, তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবেন। ৭৮ এ যেটি আছে, আদালতের সাথে সংসদের কার্যধারার বৈধতা সম্পর্কে কোনও আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না। তবে এখানে আমার একটু ভিন্নতা আছে। সংবিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হলে, যদি সঙ্গতিপূর্ণ না হয়, তাহলে নিশ্চয়ই এ প্রশ্ন আমার যে কোনও জায়গায় তুলতে পারা উচিত। না হলে, গণতান্ত্রিক সংবিধান কীভাবে হবে? এই হচ্ছে মোটামুটি আমার এই মুহূর্তের ভাবনাগুলো। পরবর্তীতে যদি মনে হয়, আমি আমার ভাবনা কাজে লাগাতে পারি, আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারি, আমি প্রস্তুত। লিখিত বক্তব্য পাঠিয়ে দেব। ধন্যবাদ সবাইকে।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান) :ধন্যবাদ, অধ্যাপক তানজীমউদ্দীন খান।

এখানে সকল বক্তব্য আমরা রেকর্ড করছি এবং সেগুলোর transcribe করব। কিন্তু আপনাদের লিখিত বক্তব্য ৩০ তারিখের মধ্যে পৌঁছালে আমাদের কাজ সহজতর হবে। আমি এখন অনুরোধ করব বিচারপতি আব্দুর রউফকে তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য।

**বিচারপতি মোহাম্মদ আব্দুর রউফ (অংশীজন):** বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুল্লিাহ।

কমিশনের সবাইকে ধন্যবাদ, মুবারকবাদ ও শুভেচ্ছা।

প্রফেসর মান্নান অনেক সুদুরপ্রসারী চিন্তা করে কতগুলো কথা তুলেছেন। এগুলো দরকার আছে। বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট নিয়ে চিন্তা করলে কথা বলা এখন খুব অসুবিধাজনক। সংবিধানের উপর কতগুলো  কেস সুপ্রিম কোর্টে pending আছে। কী হবে, god knows. কে কি দিবেন? কারণ দীর্ঘদিন যাবত একটি জিনিস প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে, অনেকে freestyle-এ কথা বলছেন। ঠিক একইভাবে freestyle-এ কাজকর্ম করে যাচ্ছেন। যার জন্য আজকে এগুলো পুঞ্জীভূত হয়েছে। আমি যেটি মনে করি, বাংলাদেশের সবচেয়ে সমস্যা we have got only one problem and indiscipline is the problem.এই indiscipline-কে discipline-এ যদি না নেওয়া যায়, আমরা সংবিধান যতভাবেই লিখি না কেন; অন্য যা কিছু করি না কেন, সেগুলো আমাদের খুব একটা দানা বাঁধবে না। বাংলাদেশ সম্পর্কে বাংলাদেশিদের জ্ঞান অনেক ক্ষেত্রে অপ্রতুল। বাংলাদেশ কী?

বাংলাদেশ নিয়ে চিন্তা করলে দেখা যায়, আমি বাইরে গেলে অনেকে প্রশ্ন করেন যে, তোমরা ঘুমানোর জায়গা পাও কী করে? আমি ওদেরকে বলি, now we are practicing three shifts sleeping but we are thinking of the fourth one.আট ঘন্টা ঘুমাতাম, ছয় ঘন্টা ঘুমাব। কিন্তু বাংলাদেশের যে সমৃদ্ধতা রয়েছে, সেটিও তার সঙ্গে চিন্তা করা দরকার। মাটির নিচে কী আছে, জানি না; এখনও বের করতে পারিনি। উপরে যেটুকু আছে, সেটুকু ভালো করে চিনতে হবে। একটি লাউ গাছের গোড়া কত স্কোয়ার ইঞ্চি দখল করে, তার ফলন বাড়ানোর জন্য যদি পুকুর পাড়ে গাছটি লাগানো হয়, পুকুরের উপর মাচা করে দেওয়া হয়, সেখানে ২০০/২৫০ জন্মে। এই productivity এটি পৃথিবী সব জায়গায় পাওয়া যাবে না। কারণ বাংলাদেশ হয়েছে life centered country. light air and water-এর proper distribution আছে। এখানে জীবন বাড়বে। জীবনধর্মী কর্মকাণ্ড চলবে। মশাও বাড়বে, মানুষও বাড়বে। স্রষ্টা একটি ecological balance-এর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। অর্থাৎ মশার লার্ভাগুলোকে খাওয়ার জন্য ছোট ছোট মাছ করে দিয়েছেন, ব্যাঙ করে দিয়েছেন, সাপ করে দিয়েছেন। তাদেরকে আরেকজনে খেয়ে বাঁচে। কাজেই এই balance তারা রক্ষা করছে। সেভাবে তারা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এগুলোকেও চিন্তার মধ্যে আনতে হবে যে, আমাদের কী আছে? চারদিক থেকে চিন্তা করলে যেটি দেখা যায় যে, এই indiscipline এক দিনের নয়। বিগত ৫০ বছরের পুঞ্জীভূত সমস্তকিছু এর সঙ্গে জড়িত হয়েছে। কারণ ১৯৭১ সালে যার বয়স ১০ ছিল he is now the senior citizen, leading citizen of the country. তিনি ইউনিভার্সিটিতে পড়াচ্ছেন, তিনি বিজনেস ম্যাগনেট, তিনি পলিটিশিয়ান what not everything. কিন্তু তার বয়স যখন ১৮ হলো, ১৯৭৮ এ যখন সে বুঝতে শিখল, তখন সে শিখেছে দেখেছে শুনেছে যে, তার সিনিয়র

একজন বলছেন যে, আমার অঞ্চলে বিড়ি সিগারেট বিক্রি করবা, আর আমাকে ওই বিড়ি সিগারেট পয়সা দিয়ে কিনে খেতে হবে? তা হবে না। আমার অঞ্চলে দোকানদারি করতে হলে আমাকে দিয়েই খেতে হবে। That is an understanding. এখনও যেটি দেখা যাচ্ছে যে, একই প্যাটার্নে প্রায় চলছে। এটি সমস্যা। politician আমি দেখতে পাচ্ছি না। আমার ৯১ বছর বয়স। second world war-এর কিছুটা ধাচ পেয়েছিলাম। তারপর বাকি যেগুলো হয়েছে, সেগুলোর সঙ্গে মোটামুটিভাবে সম্পৃক্ততা হয়েছিল। এমন কিছু দেখতে পাচ্ছি না যে, তাদের ভিতরে চিন্তার কোনও পরিবর্তন এসেছে। নতুন politician গড়ে উঠছে, সেটিও আমার চোখে পড়ছে না। politician গড়ে তুলতে যে পরিবেশ দেওয়া দরকার, সে পরিবেশ আমরা দিতে পারিনি। তারপরেও কথা হয়েছে, যারা নাকি politics করছেন, তাদের মন থেকে কিছু কথা বেড়িয়ে আসছে। তাদের সাঙ্গ-পাঙ্গ যারা আছেন, তারা বলছেন, চড়ে খাও। দেখেও না দেখার ভান করব। তবে ডাক দিয়ে প্রয়োজনে অস্ত্র নিয়ে চলে আসবে। যদি না আসো, জেলখানায় পুরে দেব। that is a trend of politics.শুধু তাই নয়, এখন যেটি দেখা যাচ্ছে young generation বা তাদের সাঙ্গ-পাঙ্গ যারা আছে, যে চাঁদা তোলাটাই মূল politics. সংস্কারের জন্য কথা হয়েছে। সংগ্রাম হয়েছে, প্রয়োজন আছে, সেটিও সবাই স্বীকার করেন। কিন্তু তাড়াহুড়া হচ্ছে যে, ইলেকশন তাড়াতাড়ি করো। ইলেকশন তাড়াতাড়ি যে করবেন, কারণটা কী? কারণ হচ্ছে, ভোট যেদিন পারেন করেন কিন্তু আগে একটি declaration দেন যেন আমরা ভালোভাবে চাঁদা তুলতে পারি। এই একটি সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, যেটি সংঘাতিক। এটাকে কী করে দমানো যায় সেটিও চিন্তা করতে হবে।

শুধু সংবিধান rewrite করলেই যে একটি কিছু হয়ে যাবে, তা কিন্তু কথা নয়। কারণ আমার নিজের experience বলছে, আমি ২০ বছর প্র্যাকটিস করেছি ঢাকা হাইকোর্ট, পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্ট, দেন বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট। ২০ বছর পর আবার প্রায় ২০ বছর জজিয়তি করেছি। তার মধ্যে সাড়ে চার বছর প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। এসব করতে গিয়ে যেগুলো হয়েছে একবার ১৯৭৪ সালের কথা মনে আছে, ভাসানী এবং অন্যান্যরা পল্টনে মিটিং ডাকলেই ১৪৪ জারি করে দেয়। কয়েকবার ১৪৪ জারি হয়েছে, মিটিং করতে দেয়নি। এরপর আরেকটি মিটিং যখন ডেকেছে, তখন দেখা গেল আরেকটি ১৪৪ দেওয়া হয়েছে। এর বিরুদ্ধে একটি কেস করব। আমি কেস একটি করে দিলাম। আমার সঙ্গে ডা. আলীমুর রাজী আছেন, আতাউর রহমান খান আছেন, কেস করে আমি বললাম যে, দেখ একটি basic rights-কে বারেবারে এভাবে নেওয়া ঠিক হবে না। fortunately high courts sides decision of 1872 of calcutta high court. calcutta high court-এ একটি কেস হয়েছিল জামালপুরে দুই জমিদারের মধ্যে মঙ্গলবার হাট বসানো নিয়ে ঝামেলা। সেখানে জামালপুরের ইউরোপিয়ান এসডিও তখন ১৪৪ তার প্রভিশন ছিল ৫১৮ সিপিসি, সিআরপিসি একসঙ্গে merge করার জন্য। সে কেস হওয়ার পরে একটি civil suit হয়। civil suit কলকাতা হাইকোর্টে যায়। তখন একটি ফুল বেঞ্চ তৈরি হয়। ১৮৭২ সালে judgements দেওয়া হয়। সেখানে একটি observation দিয়েছিল। The majesty of India especially in the law summary many of imposing restrictions over the civil rights of the subject. এ civil rights of the subject কথাটি এসেছে। আমি সেটিই বললাম কোর্টকে। আমারই সিনিয়র ছিলেন দেবেশ ভট্টাচার্য, দেবপ্রিয়ের বাবা। তারপর আব্দুর রহমান চৌধুরীও ছিলেন। আমি বললাম যে, ১০২ বছর পর আমি এই ডিসিশন sign করছি। ১০২ বছর পর আগে যখন প্রজার রাজা ছিল, কোনও rights বলতে কিছু ছিল না। তখন ইউরোপিয়ান জাজরা একটি civil rights-এর recognition দিয়েছিল যে এটির civil rights আছে। এতদিন পরে আমরা সংবিধান লিখেছি, অনেককিছু করেছি, rights এনেছি, satisfied না। fundamental rights করেছি। we cloth it with golden clothes keep it intact. We are so much intelligent. We have put a wooden facial not value more than taka three at then of the literate megistrate. তাহলে এটি করে আমাদের কী হলো? ১০০ বছরে আমরা কী ডেভেলপ করতে পারলাম! কাজেই constitutional development mental development-এর সাথে merge করে এটাকে করবে। আমরা সেভাবে নাগরিকদের trainup করতে পারিনি। আমাদের education system সেভাবে গড়ে ওঠেনি। কাজেই সবকিছু মিলিয়ে আমার কথা হচ্ছে, constitution-কে বদলাতে হলে, change করতে হলে, rewrite করতে হলে, amend করতে হলে কতগুলো endress আছে। কোর্টে কতগুলো কেস আছে। কী হবে god knows. চট করে কিছু বলা মুশকিল। কারণ জাজরা যারা আছেন, তারাও আমার মতো বয়স্ক নন। বয়স্ক হলে একটু ঠান্ডা থাকে। এখন তারা অনেক ক্ষেত্রে গরম হয়ে যান কথাবার্তায়। আগে যারা ছিলেন, তাদের ঠিক এরকম দেখেছি। সবচেয়ে বড় কাজ যেটি i crave your kind indulgence to maintaining. সিস্টেম একটি superior court maintain করতে একটি নেশনের জন্য virtually maintaining a white elephant. একজন জাজের পেছনে গড়ে প্রতিমাসে ১০ থেকে ১২ লক্ষ টাকা খরচ হয়। এখন এর আউটপুট কী আসলো?

এই যে খরচ হচ্ছে, কেন এই institution-টি maintain করা হয়? maintain করা হয় একটি মাত্র কারণে। কারণ এই কোর্ট থেকে যে অর্ডারটি তেতুলিয়াতে যায়, সেই অর্ডার টেকনাফেও যায়। তখন তেলুলিয়া, টেকনাফের লোকজন মনে করে আমরা একটি দেশের নাগরিক। executive order depends up on the particular circumstances of particular area. তাতে এক দেশের নাগরিক

হিসেবে মনে করার কোনও কারণ থাকে না। একত্রে থাকার জন্য দেশটিকে একসঙ্গে সুষম অবস্থায় রাখা জন্য এই white elephant-কে maintainকরা হয়। মাঝে মাঝে অনেকেই আসেন। এরশাদের সময় এসেছিলেন, বাড়ির কাছে কোর্ট নেওয়া। বাড়ির কাছে কোর্ট নেওয়ার যে চিন্তা, এটি ছিল সাংঘাতিক খারাপ চিন্তা। খারাপ চিন্তা এজন্য যে, মানুষ পৃথিবীতে আসার পর থেকেই খুনোখুনি হয়েছে। খুনের পরিবর্তে অলিখিত খুনের আইনও হয়েছে। লিখিত খুনের আইনও হয়েছে। তাকে কী খুন বন্ধ হচ্ছে? they are the disease. কাছাকাছি কোর্ট আনলে কী হয়? এর একটি উদাহরণ দেই, please don't mind, i beg to the excuse. বাবা যে ঘরটা করে গেছে, সে ঘরের বাইরে আর কোনও জায়গা নেই। চার ভাই। চার ভাই সেটিকে বন্টন করে নিয়েছেন। চার জায়গা থেকে তারা বিয়ে করেছে এবং তাদের মধ্যে খুব একটা সৌহাদ্য নেই। একজন আরেক জনের সাথে কথা বলে না। চার জনের চারটি রান্নাঘর। একজনের ঘরে আগুন লাগলে বাকিরা সবাই মিলে নিভাতে যায়। কারণ ওরটা পুড়ে আমারটা পুড়বে। তারা হয়ত মুরগি পালন করছে। সকাল বেলা ঘর খুললে এর মুরগি আরেকজনের ঘরে যাচ্ছে। বাচ্চারা তাড়াতে গিয়ে হয়ত কোনও মুরগির ঠ্যাং ভেঙ্গে দিল। কতক্ষণ ঝগড়াঝাটি হলো। বাড়ির কাছে কোর্ট থাকলে এক টাউট এসে বলবে, মামলা কর। মামলা করলে কী হবে? হয়ত ৫০ টাকা জরিমানা হবে। সারা জীবন কেয়ামত পর্যন্ত বলবে, তোর বাবা কিংবা তোর দাদা আমার দাদার অ্যাগেইস্টে মামলা করেছিল। কেয়ামত পর্যন্ত আপোষ নেই। ইন্টিগ্রেটেড এফোর্ডকে একেবারে smash করে দেওয়া। সেটি তো এ দেশ নয়। কাজেই দেশকে নিয়ে ধরে রাখতে হবে। নানানভাবে নানান অবস্থায় দেশ আছে। সবগুলো চিন্তা করতে হবে। হিলে কিছু এলাকায় সমস্যা হচ্ছে। কারণ ১৯৯৩ সালে I adviced this our prime minister। Hill Tracts নিয়ে আপনি কিছু করেন। ওপেন রেখে খুব একটা শান্তিতে থাকতে পারবেন না। কারণ troubles হবে। কারণ ওখানে international politics আছে। সেভেন সিস্টার প্লাস এলাকা নিয়ে একটি christian state করো। christian state-এ sea entry পায় না। সেজন্য বাংলাদেশের ভিতরে ফেনী দিয়ে ফেনী রিভারকে টার্গেট করে তারা এদিক দিয়ে নিবে এমন একটি পরিকল্পনা আছে; যাতে করে বাংলাদেশের একটি mejor অংশ হয়ত বাইরে চলেও যেতে পারে। এগুলোকে মাথায় রাখতে হবে। মাথায় রেখে চিন্তা করতে হবে, ছোট্ট বাংলাদেশকে পরিবহন করতে হলে যেগুলো দরকার। বাংলাদেশ constitution এবং বাংলাদেশ নিয়ে আরেকটি জিনিস মনে রাখতে হবে, কারণ এরিয়াল সার্ভে থেকে যে রিপোর্ট আসছে, সে রিপোর্টে দেখা যায়, আগামী ৫০ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে total bay of bengal will come up as land. এটিকে ইন্ডিয়ান কর্মকাণ্ড ত্বরান্বিত করেছে। যে রিভারগুলো আছে, তার প্রায় ৫ হাজার ফুট উপর থেকে পানি পড়ে। সে পানিগুলো এখানে এসে শক্তি অর্জন করে, স্রোত হয়। এখানকার gerbage ফেলার মতো কোনও জায়গা নেই। রিভারগুলো gerbage carry করে। স্রোত থাকার কারনে ইন্ডিয়ান ওশানে নিয়ে ফেলে দিত। এখন বাঁধ দিয়ে রিভারগুলোকে প্রায় স্থবির করে দেওয়া হয়েছে। এখানকার gerbage যেটি আছে, deposition per second bay of Bengal-এ deposit হচ্ছে, billions and billions tons. আমি অনেক জায়গায় চেষ্টা করেছি, প্রাইভেট ইউনিভার্সিগুলোর সঙ্গেও যোগাযোগ ছিল, পাবলিক ইউনিভার্সিগুলোর সঙ্গেও যোগাযোগের সূত্র রয়েছে।

তাদের request করে বলি, দেশটাকে ভবিষ্যতে গড়তে হলে oceanology সাবজেক্টাকে এনে তোমরা একটু চেষ্টা কর। কিছু ম্যানপাওয়ার তৈরি কর। না হলে, তারা কীভাবে এটি করবে? এই দৃষ্টিকোণগুলো আমাদের আগামী দিনের জন্য, আজকের যে young generation সংগ্রাম করল, তাদের frustration-এর মধ্যে যেন পড়তে না হয়। আমার চোখের সামনে যেটি ভেসে উঠছে, frustration-এতাঁরা পড়তে বাধ্য। কারণ আমি তাদেরকে চাকুরি দিতে পারব না। আমি সেভাবে গড়ে তুলিনি। তাহলে তাদের economic celebration-এর জন্য কী করতে হবে? social disorder-টাকে order-এ আনতে হলে, তাকে কাজে লাগাতে হবে। তাদের সেভাবে দিতে হবে। কাজেই আমি যেভাবে চিন্তা করি না কেন, democracy ছাড়া আমার অন্য কোনও রাস্তা নেই। কোন democracy? Bangladeshi democracy not the European democracy,not the American democracy. Bangladeshi democracy আনতে হবে। সেটি আনতে হলে পরে first principle of democracy, যেটি আমরা কন্সটিটিউশনেও বলেছি যে, জনগণ হলো দেশের মালিক। কিন্তু ভোটটি আমরা কেউ জনগণের কাছে দিতে রাজী নই। I tell everybody frankly. I have a bitter experience A as a chief election commissioner for four and half years. i had tried my best in ১৯৭৪, ১৯৯৪। আমি সেজন্য একটি প্রজেক্ট দিয়েছিলাম। ফিল্ড ওয়ার্ক করেছিলাম। দুইটি জায়গায় ইলেকশন করিয়েছিলাম। ভোটারদেরকে দিয়ে ভোটার ইলেকশন। ভোটাররা ইলেকশন চালাবে। ভোটাররা ভোটার রেজিস্ট্রেশন esure করবে। সবকিছু ভোটাররা করুক কারণ এটি তাদের দায়িত্ব। তাদের সেভাবে গড়ে তুলতে হবে। দুইটি জায়গায়ই খুব ফেয়ার ইলেকশন হয়েছিল। আমি কোনও পুলিশ নেইনি, ম্যাজিস্ট্রেট নেইনি। আবার administrative offices they are very much against it. কারণ ইলেকশন তার হাত থেকে ছুটে যাবে। এটি তারা সহ্য করতে পারেন না। কেন পারে না, সেটিরও নানান কারণ আছে। আমি ফান্ড করে দিয়ে আসলাম। সাড়ে তিনশত কোটি টাকা sanction করিয়ে দিয়ে আসলাম, সাড়ে ৬০০ কোটি টাকার প্রজেক্ট ছিল। তারপর পোস্ট দিয়ে রেখে আসলাম। কিন্তু সবগুলোই বৃথা গেল। আজকে ইলেকশন কমিশনে গিয়ে ওই প্রজেক্টের

একটি কাগজও পাওয়া যায় না। কারণ দুই এক জন পিএইচডি করতে গিয়েছেন। ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত আমার কাছে এসেছিল। আমি বললাম দেখ, এ রকম ফাইল আছে। তোমরা দেখ, ওখানে কী করা যেতে পারে। এসে আবার বলল যে, স্যার একটি কাগজও নেই ইলেকশন কমিশনে। এটি হলে আমি যতই সংস্কার করে দেই না কেন, সে সংস্কার দানা বাধবে না। কাজেই আমার রিকুয়েস্ট থাকবে, subject to the decision given by the courts so far caretaker government, so far other thing. কতগুলো রিট, কতগুলো আপিল রিভিউ pending রয়েছে। সে রিভিউগুলোর কী ফল আসবে, এখনও আমি অনুমান করতে পারছি না। কারণ আমাদের সময়ে আমার সময়ে যে রকম কোর্ট রেখে এসেছিলাম, আজকে ২৫ বছর আমি রিটায়ার করেছি। ২৫ বছর পরে যখন যাই, কোর্টের দিকে যখন যাই, তখন খুব খারাপ লাগে।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান) :সময়ের বিবেচনা করে যদি একটু সংক্ষেপে...। আমরা আবার আপনার কাছে আসব।

**বিচারপতি মোহাম্মদ আব্দুর রউফ** (অংশীজন) : আমার request হচ্ছে, আমরা যা কিছু করি না কেন, পূর্বাপর অবস্থা বুঝে, আমাদের population measure করে, পপুলেশনের যে প্রয়োজন, যে তাগিদ, সেগুলো কঠিন না করে যতটা সোজা পারেন। অর্থাৎ নির্বাচন প্রক্রিয়াকে সরলীকরণ। সবেচেয় বড় কথা হলো, পলিটিক্যাল পার্টিকে যদি আমরা democratization scale-এর মধ্যে ফেলতে না পারি, পলিটিক্যাল পার্টির মধ্যে যদি democracy না থাকে, তাহলে আমাদের এখানে democracy আসবে না। এটি আনার জন্য আইনে যে পরিবর্তনের দরকার, আইনের সে পরিবর্তন করতে হবে। সবাইকে ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ**(কমিশন প্রধান) : অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার। আমি এখন যাব ড. মইনুল ইসলামের কাছে। স্যার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আজকে সকালে এসেছেন। প্রথমত কমিশনের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ যে আপনি এ আলোচনায় অংশ নেয়ার জন্য ঢাকা এসেছেন। অধ্যাপক ড. মইনুল ইসলাম।

**অধ্যাপক ড. মইনুল ইসলাম** (অংশীজন) :ধন্যবাদ, প্রফেসর আলী রীয়াজ।

প্রফেসর আলী রীয়াজের আমন্ত্রণ আমি পেয়েছি ২১ তারিখ। তার সাথে আমার দু-একবার দেখা হয়েছে। আমরা একসাথে একটি বইও লিখেছি। অতএব পরিচিতি আছে। আমি ১৯৭৩ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলাম। তারপর আমাকে দুই বছরের জন্য ইউজিসি প্রফেসর করা হয়েছিল। সেটি ২০১৮ সালের জুন মাসে শেষ হওয়ার পর আমি অবসরে আছি। আমি অর্থনীতির প্রফেসর হলেও ১৯৭২-৭৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে এলএলবি সম্পন্ন করেছিলাম। তখনকার আমাদের ডিন লুৎফুল কবীর আমাকে পরীক্ষা দিতে দেননি। তিনি বললেন, এখন খুব নকল হচ্ছে। তোমাকে আমরা ফার্স্ট ক্লাস দিতে পারব না। একটু অপেক্ষা কর। পরে আমি ১৯৭৫ সালে বিদেশে চলে যাওয়াতে আর এলএলবি পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। আমি ১৯৮১ সালে পিএইচডি সম্পন্ন করি। তারপর থেকেই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আছি। আমি ২০০০ সাল থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি ছিলাম। ১৯৮১ সাল থেকেই আমি বিভিন্ন পত্রিকায় কলাম লিখে চলেছি। এখন আমি প্রথম আলো, সমকাল, আজকের পত্রিকা, বনিকবার্তা এবং কালবেলা; এই পাঁচটি ঢাকার পত্রিকা এবং চট্টগ্রামের দৈনিক আজাদীতে রেগুলার ১৫ দিন পর পর কলাম লিখি। এটি নিয়েই আমার সময় কেটে যায়। আমি আমাদের সংবিধানকে কমপক্ষে ১০ বার পড়েছি। যার কারণে এর ভালো এবং খারাপ দিকগুলো আমার কাছে অত্যন্ত পরিচিত হয়ে উঠেছে। আমার যে বক্তব্য সেটি আমি ২২ তারিখ প্রফেসর আলী রীয়াজকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। আমি আশা করেছিলাম,আজকে সেটি circulate হবে কিন্তুcirculate হয়নি। এটি attachment হিসেবে আমার ই-মেইলে রয়ে গেছে। আশা করি এটি হেল্প করবে। আমি যে কথাগুলো বলছি সেগুলো গুরুত্বের নিরিখে বলা। আমি ধারা উল্লেখ করিনি কিন্তু আমি মনে করি, ১৯৭২ সালে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের পটভূমিতে যেহেতু এই সংবিধানটি রচিত হয়েছিল, সেজন্য এর প্রতি দূর্বলতা আমার সবসময় থাকবে। তবে এতবার কাটাছেড়ার পর বর্তমান অবয়বে এ সংবিধানকে আমি স্বৈরশাসক সৃষ্টির সহায়ক এবং স্বৈরশাসকদের একনায়কত্বের বিরুদ্ধে অকার্যকর রক্ষাকবচ মনে করি। অতএব এখানে অনেকগুলো বড় ধরণের সংস্কার প্রয়োজন রয়েছে। একটি ভুল ধারনা আমাদের অনেকের মধ্যে আছে যে, আমাদের সংবিধান অত্যন্ত ভালো একটি সংবিধান। আমি বহুদিন ধরে আমার অনেকগুলো কলামে আমি এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে দৃঢ়ভাবে বলে চলেছি যে, আমাদের সংবিধানে এমন কতগুলো মারাত্মক ত্রুটি রয়ে গেছে কিংবা নতুনভাবে ত্রুটিযুক্ত হয়েছে, যেগুলো এ দেশের রাষ্ট্র চরিত্রকে স্বৈরাচারী এবং গণবিরোধী একনায়কত্বে পরিণত করছে বারবার। এ আলোচনায় আমি সেগুলোকে গুরুত্ব অনুসারে উল্লেখ করব। আমাদের সংবিধানে প্রধান ত্রুটি আমি যেটি মনে করি, সেটি হলো আমাদের সংবিধানে ৭০ ধারার বিধান। ৭০ ধারার বিধান এটি সরকারি দল হোক বা বিরোধী দল হোক, সকল দলের নির্বাচিত সংসদ-সদস্যদের উপর দলীয় ফোরামের একচ্ছত্র ক্ষমতা প্রয়োগের এ ধারাটি সদস্যদের ভিন্ন মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে পুরোপুরি হরণ করে নিয়েছে। দলীয় প্রধানের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কথা বললে কিংবা ভোট দিলে সংসদের সদস্য পদ বাতিল হওয়ার এ বিধান সংসদকে

একেবারেই খয়ের খার ফোরাম করে ফেলেছে। অতএব ৭০ ধারার বিধানটি সংশোধন করে শুধু no confidence motion এবং বাজেট পাসের ক্ষেত্রে দলকে সমর্থন করার বাধ্যবাধকতা বহাল রেখে অন্য সকল আইন প্রণয়ন ও মত প্রকাশের বিধি নিষেধ তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করতেই হবে। এটিই আমাদের প্রথম অগ্রাধিকার। দ্বিতীয় যে বিষয়টি আমি তুলে ধরছি।

সেটি হলো, সংবিধানের আরেকটি মারাত্মক ত্রুটি হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রীকে নির্বাচিত একনায়কের ক্ষমতা দিয়ে সর্বশক্তিমান করে ফেলার ব্যবস্থা করা। ১৯৭২ সালে যখন সংবিধান প্রণয়ন করা হয়, তখন প্রধানমন্ত্রী আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে যে সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়েছিল, সে কমিটি সংবিধানে খসড়া প্রণয়ন করে যখন সেটি বঙ্গবন্ধুর কাছে পেশ করেছিল, তখন সংবিধানের যেখানেই প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে, সেখানেই বঙ্গবন্ধু নিজের হাতে কেটে সেগুলোকে পরিবর্তন করে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাকে রাষ্ট্রপতির তুলনায় একচ্ছত্র absolute unchallenged করার ব্যবস্থা করেছিলেন। যার ফলে রাষ্ট্রপতিকে ক্ষমতাহীন শিখন্ডী বানিয়ে ফেলা হয়েছিল। এ ব্যাপারটি আমাকে বলেছিলেন ওই কমিটিরই সদস্য চট্টগ্রামের দৈনিক আজাদীর প্রয়াত সম্পাদক সর্বজনশ্রদ্ধেয় প্রফেসর খালেক। তিনি ওই কমিটির সদস্য ছিলেন। কমিটির কাছে কাটাকুটি করা খসড়াটি যখন ফেরত এসেছিল তখন ড. কামাল হোসেন কিংবা কমিটির অন্য কারও সাহস হয়নি বঙ্গবন্ধুর নিজ হাতে করা পরিবর্তনের বিরুদ্ধে কিছু করার। তারপর যখন ১৯৭৫ সালের জানুয়ারিতে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাষিত সরকার ব্যবস্থা কায়েম হয়েছিল, তখন একদলীয় বাকশাল পদ্ধতিকে শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলে রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রীর সকল ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল এর সাথে আরও অনেকগুলো ক্ষমতা যোগ করা হয়েছিল রাষ্ট্রপতি যাতে কথিত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় কোনভাবেই বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন না হন। অতএব ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে যখন বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হয়েছিলেন, তখন অপরিসীম ক্ষমতাধর প্রেসিডেন্টের ক্ষমতাগুলো ভোগ করার সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল ১৯৭৫ এবং ১৯৯০ সালে অবৈধভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা জবরদখলকারী খন্দকার মুশতাক আহমেদ, জিয়াউর রহমান এবং স্বৈরাচারী এরশাদ সরকার। ১৯৯১ সালে নির্বাচনে জিতে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর বেগম খালেদা জিয়া প্রথম পছন্দ ছিল বিদ্যমান রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থা বহাল রেখে দেওয়া। যার জন্য তিনি দীর্ঘ পাঁচ মাস তার স্বাক্ষরিত তিন জোটের রূপরেখা অনুসারে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধনের উদ্যোগ নেননি। কিন্তু যখন অন্তবর্তীকালীন সরকারের রাষ্ট্রপতি জাস্টিস শাহাবুদ্দিনের প্রবল চাপ ও বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনমতের কাছে নতি স্বীকার করে বেগম খালেদা জিয়া ১৯৯১ সালের আগস্টে আবার সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য হয়েছিলেন। তখন সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী খসড়া প্রণয়নের ভার পরে ব্যরিস্টার মওদুদ আহমেদ, ব্যরিস্টার সালাম তালুকদার এবং কর্ণেল ওলী আহমেদের উপর। এ তিনজন মিলে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে রাষ্ট্রপতির সকল ক্ষমতা সাংবিধানিকভাবে প্রধানমন্ত্রীকে দেওয়ার ব্যবস্থা সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীতে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। বরং প্রধানমন্ত্রী আরও অনেকগুলো অতিরিক্ত প্রসিডিউরাল ক্ষমতা এর সাথে যুক্ত করেছিলেন এই তিন জন; যাতে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সেগুলো ভোগ করতে পারেন। অতএব প্রধানমন্ত্রীকে সাংবিধানিক একনায়ক বানানোর কৃতিত্ব বিএনপির এই তিন জন ধুরন্ধর নেতার উপর সবচেয়ে বেশি বর্তাবে। এই তিন জনের মধ্যে ব্যরিস্টার মওদুদ আহমেদ এবং সালাম তালুকদার মৃত্যুবরণ করেছেন। বেঁচে আছেন শুধু কর্ণেল ওলী আহমেদ। বছর খানেক আগে কর্ণেল ওলী এ ব্যাপারে তাঁদের ভুল স্বীকার করে পত্রিকায় বক্তব্য দিয়েছিলেন। ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে শেখ হাসিনা অনেকখানি গণতান্ত্রিক আচরণ মেনে চললেও ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর আজীবন ক্ষমতায় আসীন থাকার সর্বনাশা খায়েশ তাকে পেয়ে বসেছিল। বিশেষত ২০১০ সালে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে বিচারপতিদের ৪/৩ সংখ্যা গরিষ্ঠতার জোরে যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা অনির্বাচিত বিধায় অসংবিধানিক বলে রায় দিলেন, তখন ওই রায়ের শেষে সংসদ চাইলে আরও দুইটি নির্বাচন ওই ব্যবস্থার অধীনে করা যায় বলে আপিল বিভাগের পরামর্শ পাশ কাটিয়ে হাসিনা সম্পূর্ণ নিজের সিদ্ধান্তে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনসংক্রান্ত সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীটি ২০১১ সালে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাতিল করে দিলেন।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হওয়ার পর ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত তিনটি একতরফা নির্বাচনি প্রহসনের মাধ্যমে হাসিনা তার আজীবন ক্ষমতায় থাকার খায়েশ পূরণের পথে অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিলেন। সংবিধানের বর্তমান অবয়বে সাংবিধানিকভাবে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর প্রধানমন্ত্রীর অফুরন্ত ক্ষমতাকে লাগাম পরানোর ব্যবস্থা না করলে রাষ্ট্র সংস্কার আদৌ সম্ভব হবে না। এখানে আমি একটু ইঙ্গিত দিয়েছি যে, বর্তমানে ফরাসি সংবিধানে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসম্যের ব্যাপারে আমাদের পথ দেখাতে পারবে। কোথায় কোথায় প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ রাষ্ট্রপতির জন্য অপরিহার্য, আমার মতে সেটিও সংস্কারে সুনির্দিষ্ট করতে হবে। আরেকটি সাংবিধানিক পরিবর্তন একেবারে ফরজ হয়ে গিয়েছে। সেটি ইতোমধ্যে সারা দেশে খুব আলোচিত হচ্ছে। সেটি হলো, দুই বারের বেশি কাউকে প্রধানমন্ত্রী হতে না দেওয়া। এর সাথে আরেকটি বিষয় যোগ করা উচিত সেটি হলো, পাঁচ বছর পর পর নির্বাচন দেওয়ার পরিবর্তে চার বছর পর পর সংসদীয় নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। এরপর

যে বিষয়টি আমি গুরুত্ব দিয়ে তুলে এনেছি। সেটি হলো, সংবিধানে নির্বাহী বিভাগের কাছে যেভাবে বিচার বিভাগকে নির্ভরশীল করে রাখা হয়েছে, সেটিও অবিলম্বে সংশোধন করতে হবে। বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল স্তরের বিচারকদের নিয়োগ, বদলি, বেতন ভাতাদি ও চাকুরিচ্যুতি জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে করতে হবে। যে কমিশন গঠিত হবে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের সিদ্ধান্তে। সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের সুপারিশের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি এসব নিয়োগ দিবেন। যে কাউন্সিল গঠিত হবে প্রধান বিচারপতি এবং আপিল বিভাগের দুই জন সিনিয়র বিচারপতির সমন্বয়ে। প্রধান বিচারপতির নিয়োগ রাষ্ট্রপতির একক সিদ্ধান্তে হলে সেটি আপিল বিভাগের বিচারপতিদের চাকুরির জেষ্ঠতা লঙ্ঘন করতে না দেওয়াই কাম্য। আরেকটি বিষয় আমি খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। সেটি হলো–জনগণের সরাসরি ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। এখন যেভাবে সংসদের মাধ্যমে হচ্ছে, সেটির পরিবর্তে সরাসরি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। আরেকটি বিষয়, সেটিও খুব আলোচিত হচ্ছে সারা দেশে। সেটি হলো–সংসদ নির্বাচনে সংখ্যানুপাতিক সদস্য নির্বাচন পদ্ধতি চালু করা। এখানে আমার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব হলো–প্রয়োজনে সংসদে দুইটি কক্ষ রাখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আপার হাউস, যেটিকে আমি সিনেট বলতে বলেছি। যেখানে সংখ্যানুপাতিক ভোটের ভিত্তিতে ১০০ সদস্যের উচ্চ কক্ষের সদস্য সংখ্যা রাজনৈতিক দলগুলোই পাওয়ার ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। যে রাজনৈতিক দল যত শতাংশ ভোট পাবে, উচ্চ কক্ষে ১০০ জনের মধ্যে সে তত শতাংশ সদস্য পাবে। ৩০০ সদস্যের নিম্নকক্ষে বর্তমান পদ্ধতিতে সংসদ-সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা যেতে পারে। এক্ষেত্রে উচ্চ এবং নিম্নকক্ষের আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা বন্টনের ক্ষেত্রে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংবিধান আমাদের পথ দেখাতে পারে। এ বিষয়ে আমার মনে হয় যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও ভারত আমাদের সামনে উদাহরণ হিসেবে চলে আসবে। আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমি তুলে ধরতে চাই। সেটি হলো–সংসদে ৫০ জন নারী সদস্যের রিজার্ভ সিট রাখার বিধান বাদ দিয়ে এক তৃতীয়াংশ নারীদের জন্য থাকতে হবে। ৩০০ জনের মধ্যে ১০০ জন নারী সদস্য সরাসরি নির্বাচিত হবেন। যেখানে নারীরা সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবেন। রোটেশন ভিত্তিতে প্রত্যেক নির্বাচনে দেশের প্রতিটি জেলায় এক তৃতীয়াংশ আসনে শুধুমাত্র নারীদের নির্বাচন করার বিধান করতে হবে। প্রত্যেক জেলায় প্রত্যেক বছর এক তৃতীয়াংশ আসন শুধুমাত্র নারীদের জন্য সংরক্ষিত রাখতে হবে। যাতে প্রত্যেক তিনবারে দেশের সব অঞ্চল নারীদের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত করতে পারে। আমার মনে হয়, এটি একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী, যেটি আমাদের নারীদের সত্যিকারভাবে জনপ্রতিনিধিত্বশীল করার ৫০ জন অলঙ্কার-এই বদনাম থেকে তারা মুক্ত হতে পারবেন এবং নারীদের জনপ্রতিনিধিত্ব থাকার একটি বিধান আবার চালু হবে।

আরেকটি বিষয় আমি এখানে গুরুত্বের সাথে তুলে ধরতে চাই। সেটি হলো–নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফিরিয়ে আনলে এক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা এবং অন্যান্য উপদেষ্টা নিয়োগ প্রক্রিয়ার সাথে বিচার বিভাগকে কোনওভাবেই জড়ানো যাবে না। আমরা দেখেছি যে, ১৯৯৬, ২০০১, ২০০৬-০৭ সালে বিচার বিভাগকে কীভাবে এর সাথে জড়িয়ে ফেলা হয়েছিল এবং বিচারপতিদের অবসরের বয়স দুই বছর বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল মওদুদ আহম্মদের ধুরন্ধর বুদ্ধির কারণে। যার ফলে ২০০৬-০৭ সালে আমাদের দেশ প্রচণ্ডরকম একটি সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল। আরেকটি বিষয়, আমি মনে করি যে, কমিশনের সুপারিশগুলোকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য একটি গণভোট অনুষ্ঠানের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। আমি যেটি বলতে চাই, আমি আসলে সংবিধান পুনর্লিখনের পক্ষে নই। তবে এগুলো বড় বড় সংস্কার। এই সংস্কারগুলো ছাড়া মারাত্মক ভুলগুলো যদি আমরা সংশোধন না করি, তাহলে রাষ্ট্র সংস্কার হবে না। এ বিষয়গুলো যদি আপনারা সুপরিকল্পিতভাবে সংবিধান সংস্কারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন, আমি মনে করি যে, আমাদের বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী যে নির্বাচিত একনায়ক হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন, স্বৈরশাসক হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন, সে সুযোগ ভবিষ্যতে কেউ পাবেন না। আমি মনে করি, এ বিষয়গুলো আপনাদের কাছে গুরুত্ব পাবে। অলরেডি আমার লিখিত বক্তব্য আমি অ্যাটাচমেন্ট হিসেবে আলী রীয়াজের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। আপনারা আমার সেই সুপারিশমালা যদি নিজেদের মধ্যে circulate করে সেখান থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তাহলে আমি খুশি হব। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান) :ধন্যবাদ, স্যার।

আমি ই-মেইল আবার চেক করব। কোনো কারণে হয়ত এটি অন্য কোথাও চলে গেছে। এটি অবশ্যই আমরা বিবেচনায় নেব। আমরা কিছু প্রশ্নের জায়গায় আসব। আমাদের সহকর্মীদের কিছু প্রশ্ন আছে। তবে আমরা সকলের কথা শুনতে চাচ্ছি। এখন আমি অনুরোধ করব জনাব নূরুল কবিরকে বক্তব্য দেওয়ার জন্য।

**জনাব নূরুল কবির** (অংশীজন) :প্রথমে আমি ধন্যবাদ জানাই, আপনাদের এই বৈঠকে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। এ দেশের সংবিধানের ব্যাপারে গোটা সমাজের মধ্যে কথা উঠেছে। যেগুলো বদলানোর অনেক প্রয়োজন, সেগুলোর ব্যাপারে কোনো সন্দেহ এখন আর নেই। প্রশ্ন হচ্ছে, কীভাবে বদলাবো আমরা? কী কী বদলাব? পদ্ধতিগত যেমন কয়েকটি ব্যাপার আছে, তেমনি কনটেন্টের দিক থেকে কিছু ব্যাপার আছে। কনটেন্টের ব্যাপারগুলো পৃথিবীতে যে কোনও sustainable পরিবর্তনের জন্য তার ঐতিহাসিকতার উপর

নির্ভর করতে হয়, তার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করতে হয়। আমরা যদি খুব পেছনে না যাই, বাংলাদেশের রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়া স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে হয়েছে। তবে আমাদের চিন্তা-ভাবনার baseline সেটি রাজনৈতিক, দার্শনিক এবং ঐতিহাসিকতাসহ অন্তত এর নিচে যাওয়ার কোনও সুযোগ নেই; আমার কাছে নেই, তবে অন্য কারও কাছে থাকতে পারে। প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশ রাষ্ট্র যখন গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়, সেটি খুব ত্রুটিপূর্ণভাবে হয়। এই অর্থে যে, একটি রাষ্ট্রের সংবিধানকে হতে হয়, যেটি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সংবিধানে এখনও পর্যন্ত যেটি সেই preamble-এ এক ধরণের কথা আছে general will-এর expression হিসেবে সংবিধান তৈরি করতে হয়। এর পেছনে যে বাক্যগুলো এসেছে social contract-এর কারণে। একটি দেশের মধ্যে অনেক শ্রেণি থাকে, অনেক সম্প্রদায় থাকে। এদের মধ্যে conflicting interests থাকে।

সেই conflicting interests মীমাংসা না হওয়ার কারণে একটি social contract-এর দরকার পড়ে। যেটুকু বুঝি, সেটিই রাষ্ট্রীয় সংবিধান হিসেবে কাজ করতে পারে। social contract বিভিন্ন ক্লাস এবং সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে নিয়ে আসার পদ্ধতি কি, সে আলোচনা আমরা একটু পরে করব আগে যদি আমরা কনটেন্টের দিকে থাকি। এক দিক থেকে overlapping কিছু করতে পারে। একটি যুদ্ধের মধ্য দিয়ে যখন বাংলাদেশ রাষ্ট্র তৈরি হয়, সেই যুদ্ধের মধ্যে তখনকার সরকারের statistics অনুযায়ী, পরবর্তী কোনও সরকার সার্ভে করেনি, সেখানে দেখা যায় যে ৭০ থেকে ৭৫ ভাগ গরীব মানুষ এদেশের জন্য রণাঙ্গনে যুদ্ধ করেছেন। যার যত contribution সে অনুযায়ী যদি fair share হয়, তাহলে ঐ দেশের তাদেরই rule করার কথা। সেটি হয়নি। এমনকি সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে তাদের কোনও মতামতও নেওয়া হয়নি। সংবিধান রচনা করার জন্য বা এটিকে exercising পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে তাদের একটি consent লাগবে, এই ধারনাটা পর্যন্ত ১৯৭২ সালের সংবিধানে উপস্থিত ছিল না। একমাত্র পথ ছিল referendum. referendum-এর প্রভিশনই ছিল না ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানের মধ্যে। দ্বিতীয়ত জাতীয় মূলনীতির কথা বলে সেখানে কতগুলো প্রতারণার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যেমন ধরুন, এটিকে representative হতে হলে তৎকালীন রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত নানান ব্যক্তি, বিরোধী দল নানান প্রস্তাব করেছিলেন। একটি ছিল, লিডিং পলিটিক্যাল পার্টি আওয়ামী লীগের বাইরে যারা ছিলেন, তারা কমপক্ষে একটি constitution convention ডাকার কথা বলেছিলেন। কিন্তু এটিকে রেসপেক্ট করা হয়নি। কেন constitution convention ডাকতে বলেছিলেন? খুব ন্যাচারালভাবে তাদের যুক্তি ছিল যে, আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যরা এ সংবিধান লিখবেন বলে ঠিক করেছেন, তারা আসলে ইউনাইটেড পাকিস্তানের। ছয় দফার ভিত্তিতে একটি সংবিধান তৈরি করার জন্য ম্যান্ডেট নিয়েছিলেন। ইতোমধ্যে একটি যুদ্ধ হয়েছে। সেই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে মানুষের রাজনৈতিক চেতনার বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটেছে। তার আশা আকাঙ্খার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তা বাস্তবায়নের ন্যায্যতার স্বীকৃতি না দেওয়ার কোনও কারণ ছিল না। ফলে আওয়ামী লীগ এটিকে চায়নি। চায়নি বলে গায়ের জোরে এ কাজটি করেছে, নিজেরাই তৈরি করেছে এবং সেখানে জনগণের ম্যান্ডেট নেওয়ার জন্য কোনও referendum-এর ব্যবস্থা করা হয়নি। এক ধরণের প্রতারণামূলক ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যেমন–ধরুন, সমাজতন্ত্র। আওয়ামী লীগ কখনো সমাজতান্ত্রিক দল ছিল না, থাকতে হবে এমন কথা নেই। কিন্তু তারা যে এটির মধ্যে সমাজতন্ত্র ঢুকালো, এর কারণ ছিল। রাজনৈতিকভাবে অনেক গবেষণা আছে, এখন পাওয়া যায়। আজকের দিনে বামপন্থা যেটি রাজনৈতিকভাবে এর অবস্থা ৬০ এবং ৭০ দশকের অবস্থায় বোঝা যাবে না। ৭১ এবং ৭২ সালে বাংলাদেশে একটি formidable force হিসেবে বামপন্থার অস্তিত্ব ছিল। মাওলানা ভাষানীর মতো লোক যেখানে কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে ভীষণভাবে কৃষককে politically radicalized করেছিলেন। সেখানে সমাজতান্ত্রিক আকাঙ্খা তৈরি হয়েছিল। এটি এক ধরণের বামপন্থাকে sabotage করার জন্য সমাজতন্ত্রের কাজটি আমরাই করে দেব। এটি তারা mean করেননি। সেখানে বামপন্থী সংগঠনগুলোকে, নেতাদেরকে Political disomed করার জন্য সমাজতন্ত্রের কথাটি ঢুকানো হয়েছিল। আরো একটি জিনিস, যেটি চিন্তা করা হয়নি, যার পরিণিতি সম্ভবত আমরা আজকের দিন পর্যন্ত ভোগ করছি। এ কথা সত্য ঐতিহাসিকভাবে যে, ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে বাংলাদেশের প্রধান স্বায়ত্তশাসনের রাজনীতি অগ্রসর হয়েছিল। এর পাশাপাশি আরেকটি শ্রেণি সংগ্রামভিত্তিক যে স্রোতধারা ছিল, সেটি ৭০ সালে পরাজিত হয়। এটি বাস্তব। তারপর এটিও সত্য যে শুধু বাঙালিরাই যুদ্ধ করেনি। তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার চট্টগ্রামে দুই জন নন বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাকে বীর বিক্রম উপাধি দিয়েছিল। অন্যসব কথা বাদ দিয়ে, এই উপাধি দেওয়ার মধ্য দিয়ে এটি প্রমাণিত হয় যে শুধু বাঙালি যুদ্ধ করে এ ভূখন্ড স্বাধীন করেনি। কিন্তু ১৯৭২ সালে বাঙালি জাতীয়তাবাদভিত্তিক রাষ্ট্রের কথা বলে, আমি ঐতিহাসিকভাবে জানি যে বাংলাদেশ যখন নয়া উপনেবেশিক পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াই করা রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যখন লড়াই করে তখন ন্যাশনালিজমের গুরুত্ব থাকে। নেশন স্টেট ফরমেশনের পর্যায়ে যদি অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীগুলোকে আমি accommodate করতে না পারেন, তাহলে সেই রাষ্ট্র ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হতে বাধ্য। এক ধরণের সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদী রাষ্ট্রে বাংলাদেশ অধপতিত হয়েছিল। এ অভিজ্ঞতা থেকে আজকে বিষয়ে আমার প্রথম প্রস্তাব হচ্ছে যে, বাংলাদেশ একটি বহুজাতিক রাষ্ট্র, এটির স্বীকৃতি দেওয়া। তাতে আমরা অনেকগুলো বাস্তব সমস্যা, নৈতিক সমস্যা এবং ঐতিহাসিক সমস্যার সমাধান করতে পারি। অন্যদিকে কেউ তুলতে পারেন যে, বিএনপি এবং অন্যরা যারা বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ বলে এক বস্তুর কথা আমাদেরকে প্রস্তাব করেছিলেন। আইডিয়ার দিক

থেকে সেটি খারাপ ছিল না। তারা বলেছিলেন, inclusivity-এর জন্য এটি করা হয়েছে। কিন্তু আমরা বাস্তবে দেখেছি, শেষ পর্যন্ত একটি ধর্মীয় রাজনৈতিক মতবাদ হিসেবে এক্সারসাইজ হয়েছে। তাতে কী হয়েছে আমাদের ক্ষতি? সেটি হলো–ইসলামের কোনও উপকার হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। কারণ এ সমস্ত পলিটিক্যাল পার্টির আর্বিভাবের বহু আগে ধর্ম হিসেবে ইসলাম তার অন্তর্গত শক্তি দিয়ে মানুষের হৃদয় জয় করেছে। জেনারেল এরশাদ, জিয়াউর রহমান কিংবা শেখ হাসিনা, খালেদা জিয়ার উপর নির্ভর করে ইসলামের বিকাশ আশা করা খুবই অবান্তর। বাঙালি জাতীয়তাবাদ বলে অবাঙালি জাতিগোষ্ঠী রাষ্ট্রের কাছে সমান অধিকার পাওয়ার ন্যায্যতা থেকে বঞ্চিত হলো। আর বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ যখন বাস্তবে শেষ পর্যন্ত মুসলিম জাতীয়তাবাদে পরিণত হলো, তখন অমুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। আমাদের যেটি দরকার মুসলিম, অমুসলিম, বাঙালি এবং অবাঙালি সকল ধর্মালম্বী কিংবা সমস্ত জাতিগোষ্ঠী, sociologically যে সকল জাতিগোষ্ঠীর কথা আছে, তাদেরকে augmented করা। আমি মূলনীতি প্রশ্নে আরেকটি কথা বলতে চাই, এমনকী বাংলাদেশের নামকরণ প্রসঙ্গেও। ইতোমধ্যে আমাদের অনেক পন্ডিতগণ এ কথা বলেছেন যে, অনেক সময় শব্দ তার অর্থ বদলায়। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে কবে অর্থ বদলাবে তার উপর নির্ভর করা ঠিক হবে না। প্রজাতন্ত্র হিসেবে আমরা ইংরেজিতে যেটিকে বলি, রিপাবলিক; এই প্রজাতন্ত্রের চিন্তার মধ্যে জমিদারি ব্যবস্থার একটি ছায়া আমরা দেখতে পাই। সাধারণ মানুষ যুদ্ধ করে যখন একটি রাষ্ট্র তৈরি করে প্রজার মর্যাদা পাওয়ার জন্য নয়। সেখানেও আরেকটি ফাঁকিবাজি ব্যবস্থা ছিল, কেন প্রজাতন্ত্র করা হয়েছিল? কারণ হচ্ছে, তখনকার বামপন্থীরা, বিশেষত মাওলানা ভাসানীর একটি স্লোগান ছিল–জনগণতান্ত্রিক বাংলাদেশ তৈরি করতে হবে। যদি ফরাসি বিপ্লবের স্পিরিটের কথা আমরা চিন্তা করি, এটি আসলে একটি জনগণতান্ত্রিক বা রিপাবলিকান স্পিরিট। সেভাবে তারা চিন্তা করেছিলেন। ভাসানীর উচ্চারিত জনগণতন্ত্র মুজিবের আওয়ামী লীগ গ্রহণ করতে পারে না। আমরা নাম বলতে চাই না, কাদের দিয়ে এগুলো বাংলা করিয়েছেন? এই দেশের নাম বদলাতে হবে। এটি ইতিহাসের দাবি। বাস্তবে আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবং প্রেসিডেন্টগণ এ দেশে আসলেই একটি জমিদারি ব্যবস্থায় নাগরিকদের প্রজায় অধপতিত করেছিলেন। যেহেতু প্রজা হিসেবে একটি জিনিস আমাদের ইতিহাসের মধ্যে আছে, অন্তত পূর্ব বাংলার মানুষ তার বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, এ অঞ্চলের কৃষক ব্রিটিশদের সঙ্গে collaborate করেনি, সেখানে আমাদের প্রজা নামটি সরানো দরকার। এটি ইতিহাসের দাবি। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা একটি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র ছিলাম। মূলনীতির মধ্যে সেটি থাকা দরকার। একটি জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ছিলাম। সমাজতন্ত্রের দাবি কৃত্রিমভাবে তৈরি করা হয়েছিল। এখানে যদি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা তৈরি করা যায়, তারপরও সেটি কোনও ক্লাসের এখানে মার্কসবাদী আছেন, তারা জানেন, any state for that matter. আমরা কথা বলছি, গণতান্ত্রিক পর্যায়ে সমস্ত ক্লাসের মধ্য দিয়ে একটি social contract তৈরি করার জন্য।

সমাজতন্ত্র একটি ভালো জিনিস কি মন্দ জিনিস সেটি আরও কয়েক যুগ পর আলাপ করলে বা অন্য কোনও নামে সেটি আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম হয়ত তৈরি করতে পারে। তার জন্য এখনও পর্যন্ত কেউ কাজ করতে পারেনি। কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের ইতিহাস বিকাশের বর্তমান পর্যায়ে আমাদের একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা দরকার। সমাজতন্ত্র বললে আজকের দুনিয়াতে কতগুলো stigma হয়, একই রকম stigma হয় যদি আমরা একটি ধর্ম রাষ্ট্র তৈরি করি। অথচ বাস্তবে আমরা না ধর্মরাষ্ট্রের জন্য কাজ করছি, না সমাজতন্ত্রের জন্য কাজ করছি। পলিটিক্যাল পার্টিগুলোর কর্মসূচিগুলোর দিকে যদি দেখেন, কারণ আপনি কর্মসূচির বাইরে গিয়ে, ইতিহাসের বাস্তবতার বাইরে গিয়ে, দাবি উত্থাপনের কোনও অর্থ হয় না। এখানে এমনকী যারা বামপন্থী আছেন, তাঁদের প্রত্যেকের ঘোষণাপত্র এবং কর্মসূচিতে দেখবেন তারা by essence একটি ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক আমাদের ইতিহাস বিকাশের এ পর্যায়ে প্রতিষ্ঠা করতে চান। ফলে ভরণ বাদ দিয়ে সত্য কথা এখানে বলে রাখা ভালো, এটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। জনগণতান্ত্রিক কোনও রাষ্ট্র আমরা চাই না। এটির সঙ্গে যুক্ত রাষ্ট্রধর্ম। এই দুই জিনিস থাকার কোনও দরকার নেই। রাষ্ট্রের কোনও উপকার কিংবা ইসলাম ধর্মের কোনও উপকার সংবিধানের মধ্যে লেখা হয়নি। কিন্তু stigmatized হয়েছে বাংলাদেশ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আমাদেরকে অসম্প্রদায়িক নাগরিক মনে করে। আর একটি ধর্মের যদি অন্তর্গত শক্তি না থাকে, তাহলে এতদিন ধরে টিকতে পারে না। বড় বড় রাজনৈতিক সংগঠন ৫০-৬০ বছরে শেষ হয়ে যায়। একটি মতাদর্শ হিসেবে আছে। তার অন্তর্গত শক্তির কারণে এখানে বিকশিত হয়েছিল। সেটির কারণে এটি হয়ত sustain করবে। এটি এই রাজনীতির ধুলার ধরনীতে কর্দমাক্ত করার কোনও দরকার নেই। তৃতীয় বিষয়টি নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, সমাজে আলোচনা হচ্ছে। সেপারেশন অব পাওয়ার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন শেখ মুজিব ১৯৭০, ৭১ ও ৭২ সালে সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা ছিলেন, এটি ইতিহাসসম্মত বক্তব্য। তার সামনে যে সমস্ত গিনিপিগরা ছিলেন, তাঁকে কেন্দ্র করে constitution চিন্তা করেছেন। করতে করতে কোন পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, এর একটি উদাহরণ দেই। কারণ এই প্রক্রিয়াটি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাকশাল যখন করা হয়, আপনি লক্ষ্য করুন, ফোর্থ অ্যামেনমেন্টের মধ্যে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা কীভাবে ছিল?সংবিধান পরিবর্তন করতে বলছেন দুই-তৃতীয়াংশ মেজরিটি লাগবে। প্রেসিডেন্ট পরিবর্তন করতে তিন-চতুর্থাংশ লাগবে। একদিকে যখন people sovereignty-র কথা স্বীকার করছে preamble, people sovereign. অথচ এই sovereignty exercise করার জন্য কোনো গণভোটেরও ব্যবস্থা নেই। অন্যদিকে বলছেন এই সংবিধান

যেটি manifestation of the general will of the people. সেটির চাইতেও বড় হচ্ছে একজন প্রেসিডেন্ট। তার মানে একজন ব্যক্তিকে মাথায় রেখে কিছু অগণতান্ত্রিক মানষযুক্ত মানুষ এটি visualize করতে পারেননি। আমার মনে হয়, ৫৩ বছর পর সবার একটি সুযোগ এসেছে, যখন কথাবার্তা হচ্ছে, তখন এ বিষয়গুলো কতটুকু পারব বা আপনারা কতটুকু পারবেন, এটি আমরা জানি না। তবে বিষয়গুলো পরিস্কারভাবে লিপিবদ্ধ থাকা উচিত যে ওখানে এই ক্রটিগুলো ছিল, এগুলো দিয়ে আমরা ফল পাইনি। অফল, কুফল আমরা পেয়েছি। এগুলো থেকে বের হওয়া দরকার। একজন ব্যক্তির হাতে যদি সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দলের প্রধানের ক্ষমতা থাকে, যদি leader of the house হয় অর্থাৎ লেজিসলেচারের প্রধান হন, যদি রাষ্ট্রের executive authority তার হাতে থাকে, এই তিনটি যদি তার হাতে থাকে, তাহলে আপনি জুডিশিয়ারিকে যেভাবে লিখে দেন না কেন; সেটিকে তার পক্ষে প্রভাবিত করা সম্ভব। সেখানেও আপনার এই suppression মুখে বলা থাকল বা কিতাবে লেখা থাকলেও বাস্তবে হবে না।

এই দেশেই কিন্তু আইন ছিল, আওয়ামী লীগের মধ্যেও ছিল ১৯৫৪ সালে। যখন রাস্ট্রের কোনও নির্বাহী দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, মন্ত্রী হবেন, তখন পার্টির পদ ছাড়তে হয়। এটি এখানেই ছিল পাকিস্তান আমলে। ৫৪ এবং ৫৬ সালের পরের মন্ত্রিসভায় এগুলো ঘটেছিল। সে দিক থেকে স্বাধীন বাংলাদেশে আমরা আরও পিছিয়ে গেছি। একইসঙ্গে মন্ত্রী আবার পার্টির পদ, particularly যখন রুলিং পার্টি থাকে। বাংলাদেশের সংবিধানে যেহেতু রাজনৈতিক দলের একটি সংজ্ঞা দেওয়া আছে, আপনারা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন যে, কিছুসংখ্যক মানুষ যদি একত্রিত হয়ে কোনও particular কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য যদি সমাজের মধ্যে কাজ করে, সেটিই রাজনৈতিক দল। কতজন সদস্য হিসেবে সেটিও লেখা নেই। তাহলে রাজনৈতিক দলের ডেফিনেশন যদি সংবিধানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাহলে তার কিছু modus operandi ও থাকতে পারে। কারণ আমাদের বিশ্বাস করার কোনও যৌক্তিক কারণ থাকতে পারে না। যে সমস্ত রাজনৈতিক দল নিজের দলের ভেতর গণতান্ত্রিক চর্চা করে না, সে কি করে একটি নেশনকে নেতৃত্ব দিবে? কারণ রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞার মধ্যে এই compersion আইন দিয়ে করা যায়, আইন দিয়ে রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞাও নির্ধারণ করা যেত। যেহেতু সংবিধানের ভেতরেই একটি রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা আছে। এর modus operandi কী হবে? কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত তাকে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত অফিস বেয়ারার মতো কাজ করতে হবে, এটি একটি compersion তৈরি করা যায় এবং সে জন্য কোনও বৈপ্লবিক ব্যাপার লাগে না। কারণ অলরেডি অর্ধেক সেখানে আছে। সেপারেশন অব পাওয়ার ভেরি ইমপর্টেন্ট। প্রেসিডেন্ট এবং প্রাইম মিনিস্টারের মধ্যে checks and balances দরকার। আট কোটি ভোটারের ভোটে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী। ৩০০ জন এমপির ভোটে হন প্রেসিডেন্ট। অবশ্যই এটি একটি ঝামেলার মধ্যে ঐ পদে যিনি আসীন থাকবেন, তার সেটি হবেই। কারণ হচ্ছে, automatically by nature তার ম্যান্ডেটের পরিমাণ ছোট। সেখানেও সরাসরি ইলেকশনের ব্যবস্থা করা  যেতে পারে পলিটিক্যাল পার্টির সঙ্গে আলাপ আলোচনা সাপেক্ষে। তাতে checks and balancesএর একটি ন্যায্যতাও থাকে checks and balances এর সঙ্গে balance of power অঙ্গাআঙ্গিভাবে জড়িত। ইসলাম এবং গণতন্ত্রের স্বার্থে আমি মনে করি রাষ্ট্রধর্ম বাতিল করা দরকার। গণতন্ত্রের সঙ্গে নির্বাচন প্রক্রিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে জড়িত। সেখানে ইলেকটোরাল লজ এবং constitutional democracy-এর মধ্যে কীভাবে কী করা যাবে, সে ব্যাপারে আমাদের আইনজ্ঞ আছেন। সেটি টেকনিক্যাল ইস্যু কিন্তু সংবিধান একটি রাজনৈতিক ইস্যু। এখানে আইনের আলেম ওলামা লাগবে; ব্যাপারটি এমন নয়। আইন হচ্ছে, codification of political will of the people. এটি কীভাবে codifz করবেন, সেটি তাদের ব্যাপার। কিন্তু এটির সঙ্গে সম্পর্কটা কী? আমরা এতবছর ধরে একটি স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের কথা বললাম কিন্তু হল না। এর প্রধান কারণ হচ্ছে, কমিশনের চার জন, পাঁচ জন যদি অথরিটিক্যালি স্বাধীন থাকেনও you don’t need receive phone calls from the executive wings of the state or major political parties during election. রিটার্নিং অফিসার কে হয়? আপনার প্রিজাইডিং অফিসার কে হয়? bureaucrats. এই civil bureaucracy কাদের আন্ডারে কীভাবে ফাংশন করে? যাদের সরকার ক্ষমতায় থাকে, তারা সেভাবে সাজিয়ে রাখে। যখন কেয়ারটেকার ব্যবস্থা ছিল, তখন যাওয়ার আগে ওভাবে সাজিয়ে যেত। তাহলে ইলেকশন কমিশনের কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত নির্বাচন কর্মকর্তাকে অবশ্যই ইলেকশন কমিশনেরই কর্মকর্তাই থাকতে হবে। they will preside over the election, not DC and UNO. আমি নিজে এই আলোচনা বহু বছর ধরে করছি, প্রায় ২০-২২ বছর হল। এখানে এক্সিকিউটিভ উইং থেকে যে বিরোধীতা আসে, সেটি হচ্ছে, ওরা ওই পরিমান competent না। ওদের হাতে resources নেই। কারণ গাড়ি লাগে, বন্দুক লাগে; এগুলো ইলেকশন কমিশনের হাতে নেই। এটি খুবই contradictory even under the present constitution. কারণ constitution লেখা আছে, নির্বাচনের সময় এন্টার স্টেট প্রয়োজনে নির্বাচন কমিশনের অধীনস্থ থাকবে। তাহলে তাই যদি হয়, তাহলে তার অফিসারদের যা দরকার, তারা সে হুকুম দিবে, তারা পালন করবে। as simple as that.এ হুকুমের এখতিয়ার ইলেকশন কর্মকর্তারা যারা মাঠপর্যায়ে আছেন, তাদের হাতে থাকতে হবে।

তখন সেটি যদি একটি independent of political party হয় of the executive wing of the state হয়, তার পক্ষে একটি স্বাধীন নির্বাচন করা সম্ভব হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত এটি partisan bureaucracy-এর হাতে থাকবে, government control bureaucracy-র

হাতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত এটি বাস্তবে আশা করা কঠিন ব্যাপার। আমি আর বেশি সময় নেব না। পৃথিবীর বহু জায়গায় আছে এজন্য কমিউনিজম হতে হয় না, সমাজতন্ত্র হতে হয় না, ন্যায্যতা এবং গণতান্ত্রিক ধারার কথা চিন্তা করলেই হয়। পাঁচ বছর ধরে আমি একজনকে এমপি বানিয়ে দিলাম, তারপর তিনি যা ইচ্ছা করলেন, নাগরিক হিসেবে, ভোটার হিসেবে আমাকে অসহায়ের মতো থাকতে হলো, এটি হতে পারে না। recall system should be introduced. একটি particular টাইমের পর, একটি particular ভোটার যদি মনে করেন আমাদের এমপি not delivering. তখন তাকে মেরে পিটিয়ে দরকার নেই, ভোটের মাধ্যমে রিকল করার জন্য ব্যবস্থা থাকা দরকার। তাতে accountability of people's representative তৈরি হবে। আরেকটি জিনিস খুব পরিস্কারভাবে সংবিধানে গুছিয়ে লেখা দরকার। এমপিদের সংবিধান বদলানোর কোনও অধিকার থাকতে পারে না। কারণ হচ্ছে, it's a clear case of conflict of interest. সংবিধান যদি হয় জনগণের আকাঙ্খার দলিল, আইন যদি হয় এর অধীনে প্রণীত ব্যবস্থা, তাহলে যিনি সংবিধান পরিবর্তন করবেন, তিনি আইন-প্রণয়ন করবেন। it's a conflict of interest. খুব সহজ এক্সামপল দেই, যাতে মানুষের বুঝতে সুবিধা হয়। যেমন-একটি কোম্পানীর যে শেয়ারহোল্ডারগণ থাকেন, এর যে আর্টিকেলস থাকে, এর একটি আর্টিকেল বদলাতে একটি এজিএম লাগে। যার কোম্পানীর এক পার্সেন্ট শেয়ার আছে, সারা বছর ধরে এটির যে ম্যানেজমেন্ট কমিটি, ব্যবসা-বাণিজ্য বা তার যা কাজ করতে পারেন, পলিসি মেক করতে পারেন, পলিসি বদলাতে পারেন। তবে articles of memorandum বদলাতে হলে এজিএম লাগে, এক টাকার শেয়ার যার আছে, তারও। ধরেন, এটি পাঁচ কোটি টাকার একটি কোম্পানী। অথচ একটি দেশের সংবিধান বদলানোর জন্য একটি memorandum লাগবে না? বিষয়টি অদ্ভুত। কোনও গণতান্ত্রিক মন এটি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। আমাদের এমপি সাহেবরা সংবিধান বদলিয়ে দেন। এর জন্য রেফারেন্ডামের দরকার পড়ে না। অথচ তারা জনগণের তৈরি করে দেওয়া সংবিধানের অধীনে আইন-প্রণয়ন করবেন। যেটির অধীনে আইন-প্রণয়ন করেন, যেটি supreme law, সেই supreme law তার বদলানোর অধিকার থাকতে পারে না। এটি পরিস্কারভাবে উল্লেখ থাকা দরকার। আমার মনে হয়, নীতিগতভাবে এর বাইরে আমার তেমন কিছু বলার নেই। কিন্তু ছোট একটি ব্যাপার আছে তবে এটি গুরুত্বপূর্ণ। particularly এ মুহূর্তে বাংলাদেশ যে অবস্থায় আছে। এ মুহূর্তে বাংলাদেশ একটি অদ্ভুত অবস্থায় আছে। এ গর্ভমেন্টের political legitimacy আছে। end of the day legal legitimacy derived from political legitimacy. কিন্তু তারা এক দিক থেকে এই সংবিধান মেনে চলার ওথ গ্রহণ করেন। এখনও পর্যন্ত কোনও রকম অর্ডিন্যান্স ছাড়া কী কী আইনে এই দেশ চলছে, সেটির ব্যাপারে pronounced কোনও ব্যাপার নেই। আবার এ সংবিধানও বদলাতে চান। এটি সত্যি একটি আধাকাচড়া অবস্থা। সংবিধান তৈরি করার নিয়ম-কানুন পৃথিবীতে আছে। দক্ষিণ এশিয়ায় নেপাল হচ্ছে একমাত্র দেশ যে constituent assembly সংবিধান তৈরি করেছে। এ অঞ্চলে আর কেউ এটি করেনি। তারা পার্লামেন্টকে constituent assemblyনাম দিয়ে constitution তৈরি করে আবার সেটি নিজের হাতে বদলানোর ক্ষমতা রেখে ১৯৪৭ সাল থেকে চলছে। যদি আমরা মনে করি যে, এমপি সাহেবরা আইন তৈরি করতে পারেন, আইন বদলাতে পারেন under the dictress of constitution.তাহলে সংবিধান কে লিখবে?এর জন্য একটি নির্বাচিত constituent assembly লাগবে।constituent assembly কে ডাকবে? এগুলো বাস্তব প্রশ্ন। এটি enforce করার পলিটিক্যাল পাওয়ার আছে কিনা? ধরুন, ভালো কাজ। তাকে যদি বাস্তবায়ন করার জন্য political mobilization না থাকে, তাহলে আপনাদের এখানে আমি কী আসতাম? জানি, করে ফেললাম! কেন পারি না? Because i don't have political forces to implement and guard. আমরা এখানে এমন কিছুই বলিনি, যা পৃথিবীর কোনও না কোনও কিতাবে লেখা নেই। কিতাব আছে, কিতাবে ভালো কথা লেখা থাকে। অবশ্য খারাপ কথাও থাকে। enforce করার জন্য political mobilization of the people, আমরা যে এটি করব, যারা একটি ইতিবাচক পরিস্থিতি তৈরি করেছেন, তাদের ক্ষমতা ঐ পর্যন্ত আছে কিনা যেটি enforce করা এবং sustain করতে পারেন remains a very important thing. constituent assembly না করলে আপনি কী করতে পারেন? যদি আদার পলিটিক্যাল এক্টট্রেসদের একমত করতে পারেন, তাহলে একটি রেফারেন্ডামে যেতে পারেন। রেফারেন্ডাম ছাড়া কোনও সংবিধান হতে পারে না, ইভেন constituent assembly করলেও। সে বিষয়ে এখানে অনেক পন্ডিত লোক আছেন। একটি মডেল Thomas paine common sense যে কলাম লিখতেন, যেটি পরবর্তীতে rights of man নামে অন্তর্ভুক্ত আছে। আমেরিকানরা ফিলাডেফিয়ার অঞ্চলে একটি অঞ্চল থেকে এই ট্রাম্পল আছে যে, কেন lawmaker এবং constituent assembly এর মেম্বার এক নয়। কী করে হয়, সেখানে details বর্ণনা আছে। আর আপনারা separation of judiciary-র জন্য যদি মডেল খুজতে যান ১৮ শতকে deMontesquieu বলে এক লোক ছিলেন, স্পিরিট অব ল বলে একটি কিতাব আছে। সেখানে once again constitution নামে একটি চ্যাপ্টার আছে। ২০০ বছর আগের একটি নাম যদি মনে রাখতে হয়, তাহলে লোকটি নিশ্চয়ই কিছু করেছিল। আমার মনে হয়, একটি সিস্টেমের কারণে এই লোকটি আরও ১০০ বছর বেঁচে থাকবেন। ১৩ বছর রিসার্চ করে তিনি কিতাবটি লিখেছিলেন। সেখানে এগুলো পড়লেই পাওয়া যাবে। কিন্তু যারা একটি করবেন, আপনারা recommendation লিখে দিবেন। তারা পড়তে রাজী আছেন কিনা, নাকি আপনারা তাদের হয়ে পড়ে দিয়ে লিখে দিলেই মানবে? that's a matter of political decision.

কিন্তু আপনারা মনে রাখবেন, শুধু শুভেচ্ছার উপর পলিটিক্যাল লেভেলে রাষ্ট্রগঠণ প্রক্রিয়ায় কিছু করা যায় না; যদি না you can mobilize political support from that. আমরা এটি চাইতে পারি। যতক্ষণ না পর্যন্ত রেডি হবে, আমৃত্যু চাইব। বাট এগুলো ছাড়া যে গণতন্ত্র হয় না, সেটি বোধহয় আমরা সারা জীবন ধরে যে যেখানে থাকি, বলে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ। thank you.

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান) : ধন্যবাদ, নুরুল কবির।

ক্রমাগতভাবে আমরা সময়ের স্বল্পতার মধ্যে পড়ছি। কিছু কিছু প্রশ্ন আছে, আমাদের ফেরত আসতে হবে। সে রকম প্রেক্ষাপটে আমি ড. মোহাম্মদ মানজুর এলাহী আপনাকে অনুরোধ জানাব সংক্ষেপে আপনার বক্তব্যটি উপস্থাপনের জন্য।

**ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী** (অংশীজন) : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ্।

সংবিধান সংস্কার কমিশনের সম্মানিত সভাপতি, সদস্যবৃন্দ এবং উপস্থিত অভিজ্ঞ, সম্মানিত আলোচকবৃন্দ, সবাইকে ধন্যবাদ।

আলহামদুল্লিাহ্ আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনলাম। আমি সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করছি। সেজন্য আমি আমার পরামর্শগুলো সংক্ষেপে এখানে বলছি। লিখিত ব্যক্তব্যের কপি আমি কমিশনে পাঠিয়ে দেব ইনশাল্লাহ্। প্রথমে যেটি বলতে চাই, সবাই সেটি বলেছেন, তবুও আমি একটি বলি। পঞ্চদশ সংশোধনী এখানে বাতিলের কথা বলা হয়েছে। কারণ এখানে অনেকগুলো অযৌক্তিক এবং মুসলিম চেনতাবিরোধী ধারা রয়েছে। এটি বাতিল হলে আমার মনে হয়, সে দিকটি একটি সংগতিপূর্ণ অবস্থানে আসবে। আমরা দেখেছি, এখানে কেয়ারটেকার সরকার বাতিলের কথা বলা হয়েছিল। সংবিধানে কিছু অংশকে সংশোধনের অযোগ্য ঘোষণা করে একদলীয় শাসন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা হয়েছিল। এটি আমাদের একটি recommendation.পাশাপাশি আমরা যদি দেখি, আমাদের দেশের সংবিধান আছে কিন্তু তার পরেও সত্যিকার অর্থে ধর্মীয় স্বাধীনতা কি আছে? আমার পয়েন্ট হচ্ছে এখানেই যে, আসলে সংবিধানের কথাগুলো এমন হওয়া উচিত, যাতে সকল ধর্মের অধিকার সুনিশ্চিত হয়।

আমরা গত কয়েক বছর দেখেছি, অনেক মসজিদ পেড়ানো হয়েছে। হয়ত মসজিদ পেড়ানোর খবর তেমন আসে না। বাট অনেকগুলো মসজিদ পোড়ানো হয়েছে, মন্দির পোড়ানো হয়েছে, বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি বিশ্বদ্যিালয়ে মেয়েদের হিজাব পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। তাহলে অধিকার থাকলো কোথায়? ধর্ম পালনের বা ধর্মীয় অনুশাসন পালনের বিষয়টি আমি মনে করি, সংবিধানে নিশ্চিত করা উচিত। যে কোনও বিশুদ্ধ এবং প্রমাণিত ধর্মীয় আচারকে যে কোনওরূপ কটাক্ষ করা অথবা ধর্ম পালনকারী ব্যক্তিকে হেনস্থা করা বা অপবাদ দেওয়া নিষিদ্ধ করা উচিত। দ্বিতীয় হচ্ছে, আন্তঃধর্মীয় সহাবস্থান ও সম্প্রীতি। মূলত বাংলাদেশে সম্প্রীতি আছে বলেই আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়। তারপরেও মাঝে মাঝে আন্তঃধর্মীয় সহাবস্থান লজ্জিত হয়। তাহলে সংবিধান কীভাবে এর বিপক্ষে অবস্থান নেবে? বা এটাকে বন্ধ করার জন্য কীভাবে নিয়ম-কানুন করবে? আমরা বাংলাদেশে দীর্ঘকাল ধরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি দেখেছি, এখনও আছে। পার্শ্ববর্তী দেশে যখন অনেক বেশি সংঘর্ষ হয়, সেখানে বাংলাদেশ হয়ত কোন স্বার্থন্বেষী মহল করে কিন্তু সাধারণ জনগণ তাতে অংশগ্রহণ করে না। এর পরের বিষয়টি হচ্ছে, মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আমরা সংবিধানে যেটি দেখেছি, মূলত দুইটি জিনিস লেখা হয়েছে। এগুলো হলো, মানুষের জান এবং মাল। অর্থাৎ প্রাণ এবং সম্পদ সংরক্ষণের কথা। ইসলামের শরিয়তে আরও তিনটি জিনিসের কথা বলা হয়েছে এবং সেগুলো মৌলিক অধিকার হিসেবে কনসিডার করা হয়েছে। সেটি হলো, মানুষের ডিগনিটি বা সম্মান। তাঁর বংশধারা সংরক্ষণ এবং তাঁর বিবেক বুদ্ধির সংরক্ষণ। এটির উপর অনেক আলোচনা আছে। আমি সংক্ষেপে বলব যে, এ তিনটিকেও আমরা মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের আওতায় আনতে পারি কীনা? এরপর চতুর্থ বিষয়টি হচ্ছে, আইন প্রয়োগে সমতা। মনে হয়, আমাদের কথাবার্তা ঠিক আছে। কিন্তু আইন প্রয়োগে সমতা আমরা দেখি না। দীর্ঘকাল ধরে বাংলাদেশে আমরা সেটি লক্ষ্য করেছি। আমাদের সংবিধানে যে সংস্কার হবে, সেখানে আইন প্রয়োগ সবার জন্য কীভাবে সমান হবে? এটি কীভাবে নিশ্চিত হবে। আমার মনে হয়, সেটি খেয়াল করে দেখা দরকার। এরপর আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে আসতে চাই, সেটি হচ্ছে, আমাদের বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ মুসলিম। যদি এদেশের সকল জনগোষ্ঠীর কথা আসে, তাহলে মুসলিমদের কথা এক নম্বরে আসে। মুসলিম হিসেবে আমি নিজে সকল ধর্মের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি এবং তাদের অধিকার যাতে সমানভাবে সংরক্ষিত হয়, সেটিও আমি প্রবলভাবে সমর্থন করি। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের অধিকার সংরক্ষিত হচ্ছে? এটি নিয়ে চিন্তা এবং গবেষণা করার দরকার আছে। যদিও কোনও সন্দেহ নেই, ইসলাম হোক বা অন্য কোনও ধর্ম হোক, এটিকে হাতিয়ার হিসেবে বাংলাদেশের বাইরে অনেকেই ব্যবহার করেছেন। এমনকী কোনও কোনও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বও সেটি করেছেন। এটি অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু এর জন্য দায়ী কে? যদি আমরা একটু চিন্তা করি, তাহলে দেখব, যে ইসলাম অনেক মানুষ পালন করেছে, সেটি আসলে একাডেমিক ইসলাম না। যেমন ধরেন, আমাদের গুলিস্তানে যে মাজার আছে, প্রতিদিন ১৫ থেকে ২০ লাখ লোক সেখানে টাকা দেয়। আমি অনেক রিকসাওয়ালাদের দেখেছি, যাদের ইনকাম খুব সামান্য, দিন আনে দিন খায়, সে কেন সেখানে টাকা দেয়?এটি  কোন ইসলাম বলেছে? মাজারের লোকটি এমনিতেই মৃত্যু। তাকে কেন টাকা দেয় আর টাকা কোথায় যায়? এভাবে দরগাভিত্তিক আমরা যে ইসলাম চর্চা দেখি,

মাজারভিত্তিক গাজা খাওয়া, লালন শাহের মাজার-এসমস্ত বিষয়গুলো আমরা দেখি, তাহলে বুঝতে হবে যে একাডেমিক এবং knowledge based ইসলাম হলো একটি বিষয়। আরেকটি হলো, মানুষের আবেগের ইসলাম অথবা রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা ধর্ম। এ জায়গায় আমরা একাডেমিক এবং knowledge based ইসলামের সাপোর্ট দিতে পারি, তাহলে মানুষের মধ্যে যেমন ধর্মীয় উগ্রতা থাকবে না ঠিক তেমনি মানুষ ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করবে না। তবে সচেতন জনগণ এ ব্যাপারে সাবধান থাকতে পারে। আমি বেশ কয়েকটি বিষয় বলব, যেটি আমি একজন মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসেবে আমি recommend করব। যদিও অতীতে কেউ কেউ ধর্মকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করেছে। তারপরও মুসলিম জনগোষ্ঠীর একমাত্র চাহিদা হলো, আল্লাহ্‌র প্রতি আস্থা, বিশ্বাস, পরিপূর্ণ আনুগত্য যেন আমাদের সংবিধানে থাকে।

আমরা দেখেছি, মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে মালয়শিয়া, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, সৌদি আরব, কাতার, বাহরাইন, কুয়েত, মিশর এসব দেশের মধ্যে এটি আছে। এটি মুসলিম জনগোষ্ঠীর যেমন স্বার্থ রক্ষা করে ঠিক তেমনি অমুসলিমদেও স্বার্থ রক্ষা করে। সৌদি আরবে অনেক ইহুদি আছে আবার অনেক খৃস্টানও আছে। আমরা কখনও তাদের appressed হতে কুনিনি। আরেকটি বিষয় হচ্ছে, যে মুসলিম এবং মুসলিম স্কলারদের চাওয়া, আমাদের আইনগুলো যদি কিবাং সংবিধানকে যদি এমনভাবে রচনা করা হয়, যাতে করে মুসলিমদের চিরস্থায়ী যে নীতিমালাগুলো আছে কোরআন, হাদিস, ইজমা সেগুলোর সাথে যেন বিরোধীতা তৈরি না হয়। প্রসঙ্গত এখানে আরেকটি কথা বলি, আল্লাহ্ কোরআনে বারবার উল্লেখ করেছেন যে, ইসলাম এসেছে সবার কল্যাণের জন্য, সকল মানবতার কল্যাণের জন্য। এ কারণে ইসলামের মেইন এবং কোর অবজেক্টিভ হচ্ছে, প্রত্যেকের জন্য কল্যাণকে নিশ্চিত করা এবং অকল্যাণ ও ক্ষতিকে প্রতিহত করা। এটির উপর ভিত্তি করে সমস্ত কার্যক্রম। কিন্তু ধর্মচর্চা অনেক সময় অন্যদিকে চলে যায়। ফলে মানুষ সেখানে ভুল কাজ করে। কিন্তু আমাদের আইন-কানুনগুলো যদি সুন্দর হয়, তাহলে আমার মনে হয়, মানুষ হয়ত সুন্দর ব্যবস্থাপনা পেতে পারে। আরেকটি বিষয় হচ্ছে, মদীনা সনদকে এখানে আমরা কোনওভাবে reference হিসেবে নিতে পারি কিনা? আমরা জানি, মদীনা সনদ হচ্ছে পৃথিবীর প্রথম লিখিত সংবিধান। এ সংবিধানে রাসুলুল্লাহ (স.) যে multirational যে সোসাইটি ছিল, multireligious সোসাইটি ছিল, যেখান pagans ছিল, ইহুদিরা ছিল, খ্রিস্টানরা ছিল; তাদের সকলকে মিলে এ ম্যাগনাকার্টাটি করেছিলেন এবং সেখানে সবার অধিকার তিনি নিশ্চিত করেছিলেন। আমাদের বাংলাদেশেও multicultural, multireligious country এবং এথনিক একটি দেশ। ফলে সেখানেও এ সনদ থেকে কিছু নেওয়া যেতে পারে। আরেকটি জিনিস আমি বলব, আমাদের আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে শরিয়াহ্-এর একটি স্পেস তৈরি করা যায় কীনা? যেটি মালয়শিয়া এবং সিঙ্গাপুরে আছে। সিঙ্গাপুর হচ্ছে, complete constitutional secular country.পৃথিবীতে অল্প কয়েকটি constitutional secular দেশ আছে, সিঙ্গাপুর এর মধ্যে একটি। আমরা ২০১০ সালে সেখানে গিয়েছিলাম। দুই সপ্তাহ অবস্থান করেছি এবং সেখানকার ইসলামিক অর্গানাইজেশনগুলো দেখেছি। সেখানে মুইস ১১ তলা একটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন আছে। এর ফিফথ এবং সিক্সথ ফ্লোরে একটি শরিয়াহ্ কোর্ট করেছে, just for who those wish. যাদের ইচ্ছা আছে অথবা যারা শরিয়াহ্ কোর্টের কিছু law, মুসলিম পারিবারিক আইন, সম্পত্তি এবং তাদের মধ্যে যে বিরোধগুলো হয়, এর সমাধান এরা শরিয়াহ্‌ভিত্তিক নেয় but এটি optional, যারা চায়। এর পাশাপাশি conventional law system ও আছে। এ জায়গায় আমার মনে হয়, মুসলিম দেশ হিসেবে আমরা এটিকে চালু করতে পারি কিনা? ইসলাম এবং অন্যান্য যে কোনও ধর্মের বিরুদ্ধে যে কটুক্তিগুলো হচ্ছে বিদ্বেষমূলক, ব্যাঙ্গাত্মক, যেগুলো ফেসবুকে বা অন্যখানে হচ্ছে, আমার মনে হয়, এ ব্যাপারেও একটি সাংবিধানিক বক্তব্য থাকা উচিত। কারণ আমরা এখানে সুন্দরভাবে সহাবস্থান করতে চাই। কোনও ধর্মের বিরুদ্ধে আমরা অবস্থান নিতে চাই না। নৈতিকতার মানদন্ডের বিষয়ে আমাদের প্রথম আলোচক কথা বলেছিলেন। আমরা যখন সংবিধান পড়লাম, তখন দেখলাম যে নৈতিকতার বিষয়ে কোনও explanation নেই, এটি কীসের based হবে? আমরা এটিকে ধর্মীয় মূল্যবোধভিত্তিক করতে পারি কিনা? যারা যে ধর্ম পালন করেন, সে ধর্মের ভিত্তিতে। কারণ সব ধর্মই ভালো মূল্যবোধের কথা বলে। এই জায়গায় নিজ নিজ ধর্মের মূল্যবোধকে সামনে রেখে এ নৈতিকতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে কীনা? সর্বশেষ আমি আরেকটি বলব, সেটি হচ্ছে, দেশের জনগোষ্ঠীর মুখপাত্র হিসেবে যে কোনও আইনি প্রক্রিয়ায় বা সংবিধান সংস্কার প্রক্রিয়ায় তাদেরকে include করা যায় কিনা, এক জন দুইজন কিংবা যে কোনও পর্যায়ে যদিও এটি ঠিক যে, আমি আজকে আমার আলোচনা পেশ করলাম তারপরও এক্সপার্ট হিসেবে মুসলিম কোন exclusive কোনও প্রতিনিধি সংযুক্ত করা যায় কীনা, সেটি ভেবে দেখার জন্য অনুরোধ করব। সর্বশেষ অন্যদের সাথে মতামত ব্যক্ত করে বলব, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকারসহ যারা দেশের এক্সিকিউটিভ, তারা যেন দুই বারের বেশি নির্বাচিত না হন। নিরপেক্ষ, সুন্দর নির্বাচন ব্যবস্থার জন্য দলীয় সরকারের অধীনে যাতে নির্বাচন না হয় এবং সর্বক্ষেত্রে ন্যায়বিচার ও জবাবদিহিতা যাতে নিশ্চিত হয়, আমরা এমন একটি সুন্দর সংবিধান চাই। সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান) : ধন্যবাদ।

**জনাব নূরুল কবীর** (অংশীজন): আপনি অনুমতি দিলে আমি ৩০ সেকেন্ডের মধ্যে শেষ করতে চাই। আমার একটু কথা বাকি ছিল।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সংবিধানে মৌলিক অধিকারের যে চ্যাপ্টারটি আছে, সেখানে পৃথিবীসুদ্ধ আন্তর্জাতিকভাবে যে পাঁচটি points আছে, খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, বাসস্থান, শিক্ষা; এটিই মৌলিক অধিকারের চ্যাপ্টারে নেই। যেটি আছে, অন্যত্র গিয়ে সেটির দিকে যাবে। ১৯৭২ সালে যখন সংবিধান হয়, তখন কেউ কেউ এটি আনতে দাবি করেছিলেন। তখন রুলিং পার্টির দিক থেকে যুক্তি ছিল যে, কথাটি ভালো। কিন্তু রাষ্ট্রের খাজাঞ্চিখানায় এত পয়সা নেই। পয়সা যখন হবে তখন আস্তে আস্তে আমরা সেখানে যাব। এখন ৫৩ বছর বয়সে দেখলাম, আমাদের এত পয়সা প্রায় ৯৩ বিলিয়ন ডলার এক বছরে আমার পাচার করতে পারি। এখানে আমার প্রস্তাব হচ্ছে, ৫৩ বছর পর এই জিনিসগুলো মৌলিক অধিকারের জায়গায় নিয়ে আসা হোক এবং সেটি legally enforceable করা হোক। যেমন–একটি সভা করতে না দিলে আমরা কোর্টে যেতে পারি। মৌলিক অধিকারের জায়গায় রাষ্ট্র কীভাবে করতে সেটি, economist এবং politician মিলে করবে। এটি একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া এবং সেটি legally enforceable করার একটি প্রস্তাব রাখছি।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান) : ধন্যবাদ।

অধ্যাপক মঈনুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

**অধ্যাপক মঈনুল ইসলাম** (অংশীজন) : সবাইকে ছালাম এবং শুভেচ্ছা।

আমার মনে হয় অনেক সময় চলে গেছে। মোটাদাগে একটি বড় প্রস্তুতি নিয়ে এসেছিলাম কীভাবে বলব। কিন্তু এখন মনে হয়, যেভাবে প্রস্তুতি নিয়ে এসেছিলাম, সেভাবে বলতে পারব না। খুব দ্রুত বলে যাই, যাতে ধৈর্য্যচ্যুতি না ঘটে। প্রথমেই আমি বলব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে যে জনপ্রতিনিধিত্বশীল ও কার্যকর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং জনগণের ক্ষমতায়ন; এ তিনটি variable আমি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে চাই। কারণ আপনারা যে পত্রটি পাঠিয়েছেন সে পত্রের মধ্যে যে উদ্দেশ্যে সংবিধান সংস্কার কমিশন হয়েছে, সে কমিশনকে আমি ব্যক্তিগত জায়গা থেকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। এ ব্যাপারে মতামত প্রকাশে সুযোগদানের জন্য আমি আপনাদের  ধন্যবাদ জানাই।

আমি বিগত ২২ বছর ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করি। জনসংখ্যা এবং উন্নয়ন বিষয়ে আমি কাজ করি। আমি মূলত একজন learner. এখানে আমার শ্রদ্ধাভাজন মইনুল ইসলাম স্যার উপস্থিত রয়েছেন। পত্র-পত্রিকায় আমিও কিছু লেখালেখি করি। অনেক সময় স্যারের ফোন আমার কাছে চলে আসে। স্যার রাগ করে অনেককিছু বলেন। আমার ইচ্ছা ছিল, স্যারের সাথে সাক্ষাৎ হবে। তিনি অনেকগুলো কথা বলে দিয়েছেন। সেজন্য আমি কিছু জায়গায় repeat করব না। যেহেতু জনসংখ্যা নিয়ে আমি কাজ করি, আমার সুনির্দিষ্ট কিছু পয়েন্ট রয়েছে। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ চারটি component-এর মধ্যে একটি হচ্ছে, population. আমি unfortunately এই ৫৩ বছরের বাংলাদেশে একদম শুরুতে যখন বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়েছিল, তখন জনসংখ্যাকে গুরুত্বের আকারে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছিল। এরপর ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানিংয়ের মধ্যে জনসংখ্যার বিষয়টি ওভাবে আসেনি। সে প্রেক্ষাপটে আমি বলব, আমাদের অনেক ক্ষেত্রে জনসংখ্যা সম্পর্কে ধারণা এবং চিন্তাও অনেকক্ষেত্রে পরিষ্কার নয়। জনসংখ্যার দুইটি dimension. একটি পরিমাণগত একটি গুণগত। ১৯৯৫ সালে কায়রোতে পৃথিবীর ১৭৫টি দেশ যৌথভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং সেখানে বলা হয়েছে যে মানুষের অধিকার, যেটি নুরুল কবির ভাই বললেন, এই রাইটস এবং ডেভেলপমেন্টের জায়গাটি একসাথে যেতে হবে। সেই জায়গাতে দেখা যায়, সংখ্যা বাড়ানো নয়, পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে তার জীবনের গুণগত মানোন্নয়ন। সেখানে আমরা খুজে পেলাম কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ শব্দ, gender equality, empowerment of women, reproductive rights, reproductive health এবং এই population growth structure যাই বলি না কেন, national action plan–এগুলোর প্রেক্ষাপট নিয়ে যদি সংবিধানকে দেখতে চাই, দেখেন আমাদের বিদ্যমান সংবিধানের মধ্যে, আজকে সকালে ইকরাম ভাইয়ের একটি আর্টিকেল পড়ছিলাম, বলা হচ্ছে constitutional recognition হচ্ছে human rights protection দেওয়া এ দুইটি কিন্তু দুই জিনিস, ভিন্ন জিনিস। কিন্তু সে জায়গাতে আমার মনে হয় ঘাটতি রয়ে গেছে।

এ প্রেক্ষাপটে আমি বলব, এই ৫৩ বছরের বাংলাদেশে যখন এ মুহূর্তে কথা বলছি, প্রতি দুই জন নারী যাদের বয়স হচ্ছে, ২০ থেকে ২৪ বছর কিন্তু বিয়ে হয়ে গেছে ১৮ বছরের মধ্যে এই বর্তমানের বাংলাদেশে। এই মুহূর্তে বাংলাদেশে দেখা যাচ্ছে, প্রতি তিন জন কিশোরীর মধ্যে একজন কিশোরী মা হয়ে যাচ্ছে। এই বাস্তবতার মধ্য দিয়ে যখন আসছি, আমার constitution-এর রাইটসের জায়গায়, দেখেন ২০১৩ সালে UN human rights council-এ ভোটাভুটি হয়েছে যে, আমরা বাল্য বিবাহকে মানবাধিকারের লঙ্ঘন হিসেবে স্বীকৃতি দেব কিনা? unfortunately বাংলাদেশ এবং ভারত দুইটি দেশ ভোটই দেয়নি। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ ভোট দিয়েছে। আমরা এই জায়গায় স্বীকৃতিই দেইনি। আমি যেহেতু পপুলেশন নিয়ে কাজ করি, আমি বলতে চাই, ডেমেগ্রাফিক প্রতিনিধিত্ব এই constitution-এর মধ্যে কতটুকু রয়েছে? প্রথম কথাই হচ্ছে, demography and gender এই দুটি শব্দ এক সাথে নেই, যদিও আমাদের আলোচনায় চলে এসেছে। সর্বশেষ যে জনশুমারি ঘটল ২০২২ সালে, এর সাথে আমারও অনেক দ্বিমত আছে। পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি করেছি,

এটি নিয়ে কোনও doubt নেই। কিন্তু সে উপাত্ত যদি সত্য হিসেবে ধরে নেই, আমি দেখতে পেয়েছি যে, সে উপাত্তে নারীর সংখ্যা for the first time in বাংলাদেশ পুরুষের সংখ্যার চেয়ে বেশি হয়ে গেছে। কিন্তু এর প্রেক্ষাপটে যদি মনে করেন যে, বাংলাদেশে পুরুষের সংখ্যার চেয়ে নারীর সংখ্যা বেশি, তাহলে এর প্রেক্ষাপটে সংরক্ষিত নারী আসনের কথা বলা হয়েছে, এটির proportional distribution কেমন হওয়া উচিত? দ্বিতীয়ত হলো, কিছুদিন আগে কোটা নিয়ে যে আন্দোলন হলো, মহামান্য কোর্ট থেকে যে রায়টি আসলো, সেটির মধ্যেও যে distribution করা হয়েছে, সেখানে জনসংখ্যার true প্রতিনিধিত্ব ঘটেনি। কাজেই আমি যেটি মনে করি, প্রথম জায়গা হচ্ছে demography and gender জায়গাটি আমার মনে হয়, এই সংরক্ষিত নারী আসনের জায়গাটি রয়েছে, এটি পরিমাপের ক্ষেত্রে আমাদের আরও সংযত হতে হবে এবং সরাসরি নির্বাচনের বিধান, যেটি আলোচনায় এসেছে, সেটি বাস্তবায়ন করতে হবে। পাশাপাশি দেখেন, transgender বলে একটি শব্দ আছে। হিজড়াদের আমরা স্বীকৃতি দিয়েছি। transgender নিয়ে একটি প্রবলেম রয়েছে। এই যে শব্দচয়নের জায়গাগুলো আমাদের সংবিধানে কীভাবে আসবে? জনসংখ্যার উপ-গোষ্ঠীগুলোকে আমাদের identifz করতে হবে। তারপর আমি যাব rights choice -এর জায়গায়। দ্বিতীয় আমি যেটি বলতে চাই, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কথা। ২০২২ সালে আমাদের সর্বশেষ যে জনশুমারী হলো, ৫০ নৃগোষ্ঠীকে for the first time স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তাহলে এই ৫০টি মধ্যে যদি proportion সংখ্যা দেখি, তাদের সংখ্যা দেশি proportionally কমছে এবং interesting বিষয় হচ্ছে, সেখান থেকে সঠিকভাবে নৃগোষ্ঠীকে আমরা বিবেচনায় আনতে পেরেছি কিনা, সেটি নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও সংবিধানে ২৩ (ক) তে যেখানে বলছে, রাষ্ট্র, উপজাতি, ক্ষুদ্রজাতিস্বত্তার নৃগোষ্ঠী এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়। তাহলে এই যে শব্দগুলো–উপজাতি বলছি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বলছি, ক্ষুদ্রজাতিসত্তা বলছি, এগুলোর terminological ব্যাখ্যা লাগবে। সুতরাং definition যদি ক্লিয়ার না থাকে, নৃ গোষ্ঠীরা কেউ কেউ আদিবাসী দাবি করছেন। তাহলে এই জায়গায় আমাদের খেয়াল করার ব্যাপার রয়েছে। তৃতীয়ত আমার যেটি মনে হয়েছে যে, জাতীয় সংসদে সাধারণ মানুষের জনপ্রতিনিধিত্বের যে জায়গাটি, সেখানে আমরা দেখতে পেয়েছি, পার্লমেন্টে ব্যবসায়ীদের একটি বড় অংশ ঢুকে গিয়েছে। তাহলে অধিকারের জায়গা থেকে তাকে আমি কীভাবে বিরত করব? আমি কি শুধু পার্লামেন্টে ব্যবসায়ীদের বেশি দেখব? নাকি জনসংখ্যার other proportion যারা রয়েছে, তাদেরকে কীভাবে আনব? সে জন্য আমার মনে হয়, আমাদের এ ভাবনাটি মাথায় নিতে হবে। just an example. এখানে আমার আরেকটু বলার রয়েছে, সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের যোগ্যতা নিয়ে। তাদের যোগ্যতা এবং তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে আইনের বিধান কী হবে, সংবিধান আইন তৈরি করবে না কিন্তু সংবিধান একটি রূপরেখা প্রদান করবে। সে আলোকে আমার মনে হয় চিন্তা করা যেতে পারে। চতুর্থত হচ্ছে, আমরা কখনও পরিকল্পনার মধ্যে জনঘনত্বের বিষয়টি আনছি না। নাগরিকের সম্পত্তি অধিকার, এ মুহূর্তে বাংলাদেশের কথা বলছি, প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১৪০০ এর বেশি মানুষ বসবাস করছে। অথচ ভারতে মাত্র ৪৫০ জন, চীনে ১৫৭ জন। আর আমাদের একটি ছোট্ট territory, পৃথিবীর অষ্টম জনবহুল দেশ, এখানে density নিয়ে আমাদের কোনও প্ল্যান নেই, আমরা পরিকল্পনা করছি না। সম্পত্তির মালিকানার ক্ষেত্রে একজন মানুষ কতটুকু প্রোপার্টির মালিক হতে পারে। আমার মনে হয়, সম্পত্তির ক্ষেত্রে সীমারেখার বিষয়টি পর্যালোচনা করা এবং এ সংক্রান্ত বিধান যদি সংযোজন করা যায় কিনা, সেটি আপনারা ভেবে দেখতে পারেন। পঞ্চমত আমি বলতে চাই যে, জনসংখ্যার কতগুলো উপগোষ্ঠী আছে। এই উপগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে আমাকে identifz করতে হবে। এখন দেখেন প্রবীণ জনগোষ্ঠী বাড়ছে, ইয়াং যারা revolution করল, যারা আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিল, আমরাও ছিলাম। এই ইউথদের definition নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়ে গেছে। সরকার বলছে এক রকম, youth policy, বিবিএস বলছে এক রকম। একেক জায়গায় একেক রকম তথ্য রয়েছে। সরকার বলছে, ১৮ থেকে ৩৫। আবার কোনও জায়গায় বলা হচ্ছে, ১৫ থেকে ২৪। আবার কোনও জায়গায় বলা হচ্ছে, ১৫ থেকে ২৯।

এই definition-এর শব্দচয়ন, even বয়স্ক জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, definition-এর জায়গায় একটি চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এই যে জনগোষ্ঠী রয়েছে, সেখানেও আমরা properly হিসাব করতে পারিনি। এ নিয়ে কথা বলার পরও কাজ হচ্ছে না, আশা করি হবে। আমার মনে হয়, এই জায়গাগুলোতে vulnerable যে জনগোষ্ঠী, তাদেরকে বিবেচনায় নিয়ে চিন্তা করতে হবে। এ জায়গাগুলো ছিল population proportion-এর জায়গা থেকে। দ্বিতীয় যে জায়গাটি থেকে আমি বলতে চাই, সংবিধানের কার্যকারিতা নিয়ে। আমাদের সংবিধান আছে কিন্তু কার্যকারিতার ক্ষেত্রে আমরা কতটুকু ফলপ্রসূ হয়েছি? একটু আগে নুরুল কবির ভাই মূলনীতির কথা বললেন। মূলনীতির কথা বলা হয়েছে কিন্তু বাস্তবে কী রূপায়িত হয়েছে? এ কার্যকারিতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে আমরা অনেকক্ষেত্রে পারিনি। এ সংবিধানের বিধানসমূহে মুক্তিযুদ্ধ হল এবং জুলাই-আগস্টের বিপ্লবের চেতনা আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বাস্তবায়নের পথ আমাদের সুগম রাখতে হবে। যেহেতু আমি জনসংখ্যা নিয়ে কাজ করি, একটি example দেই শুধুমাত্র আপনাদের জানার জন্য যে দেশ কীভাবে চলছে? ২০১২ সালে জাতীয় জনসংখ্যা নীতি হয়েছে। এটির একটি সাংবিধানিক বডি আছে national population council. আমাদের prime minister হচ্ছেন এটির সভাপতি। বিগত ১৩ বছরে ২৬টি সভা হওয়ার কথা ছিল। একটি সভাও অনুষ্ঠিত হয়নি। এর মানে কী দাড়াল? এর মানে হচ্ছে, আমরা নীতি তৈরি করি এবং এ নীতির বাস্তবায়ন করি না। এক্ষেত্রে আমি categorically বলতে পারি, অনেকগুলো পলিসির ক্ষেত্রে

সমস্যা রয়েছে। এখন যে কথাটি সেটি হচ্ছে, এখানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান হবে নাকি প্রজাতন্ত্র হবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, প্রজাতন্ত্র শব্দটি বাদ দেওয়াটা যুক্তিযুক্ত। এখানে নাগরিকের অধিকারের জায়গাটি properly reflected হচ্ছে বলে আমি মনে করি না। যদি আলী রিয়াজ স্যারের মতো আমি political scientist নই। ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হচ্ছে, এখানে অধিকারের জায়গাটি কোনও না কোনওভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। আজকে আমরা সংবিধান সংস্কার নিয়ে যে আলোচনা করছি, সে আলোচনা অনেক সময় ক্ষুদ্র পরিসরে হয়েছে কিন্তু রাষ্ট্রের পর্যায় থেকে ঘটেনি। সেজন্য আমরা সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব থাকবে যে, প্রতি ১০ থেকে ১২ বছর পর পর অথবা নিয়মিত বিরতিতে সংবিধানকে আধুনিকীকরণ এবং যুগপযোগি করার জন্য পর্যালোচনা করার দরকার রয়েছে। কারণ সংবিধান এমন নয় যে এটিকে আর পরিবর্তন করা যাবে না। এর মধ্যে আলোচনা পর্যালোচনা থাকবে এবং এর ডিমান্ড থাকতে হবে। সে ডিমান্ডের ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট টাইমের বিরতিতে অধুনিক এবং যুগোপযোগি করা। এছাড়া অনেক বক্তারা বলে গেছেন, ৭০ অনুচ্ছেদের ক্ষেত্রে আমারও মতামত রয়েছে। এখানে আমূল সংস্কার লাগবে। প্রধানমন্ত্রীর মতের বিরুদ্ধে গেলে সদস্য পদ চলে যাবে, এটি যাতে না ঘটে। আমি কথা না বাড়িয়ে শুধু একটি কথা বলতে চাই, সংসদ আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা যেখানে রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচিত হয়ে হয়ত পার্লামেন্টে যাবে, parliament law তৈরি হবে। এই ল'গুলো দেখা যাচ্ছে, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো ঠিকমতো বাস্তবায়ন করে না। তাহলে এখানে এমন একটি mechanism রাখা যে মেকানিজমের মধ্য দিয়ে মনিটরিং থাকা, follow up করা, এটিকে কীভাবে দায়বদ্ধতার মধ্যে নিয়ে আসা যায়, সেটি চিন্তা করা। আমাদের এই যে রেভুলেশন ঘটলো এর স্পিরিট যাতে সংবিধানের মধ্যে থাকে, যেমন-কোটা সংস্কারের বিষয় ছিল, বৈষম্যহীনতার কথা বলা হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে যে সংবিধান রয়েছে, সেটির সামগ্রিক সংশোধন করবেন, নাকি সংযোজন করবেন, নাকি বিয়োজন করবেন, পরিমার্জন করবেন নাকি পুনর্বিন্যাস করবেন, নাকি পুনর্লিখন করবেন। এই যে শব্দচয়নগুলো দেখি, সেগুলোর প্রত্যেকটির অন্তর্নিহিত মর্মার্থ রয়েছে। সে জায়গাগুলো আমাদের আরও বড় পরিসরে ভাবার সুযোগ রয়েছে। একটি কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। আমাদের পার্লামেন্টে যারা lawmakers হবেন, তাদের দায়িত্ব রয়েছে। তাদেরকে কীভাবে আরও বেশি দায়িত্ব সচেতন করা যায় এবং তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার জায়গা থেকেও আমার মনে হয়, ভাবনা চিন্তার বিষয় রয়েছে। দেশ কীভাবে চলবে, সেখানে জনগণের মতামত মূখ্য, অন্য কারও নয়। আপাতত আমার কথা এটুকুই। আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। আমাদের প্রত্যাশা রয়েছে কিন্তু প্রাপ্তি কতটুকু ঘটবে, সেখানে ব্যবধান আমরা যত কমিয়ে আনতে পারব, ততোটাই হবে আমাদের জন্য মঙ্গলজনক। অনেক ধন্যবাদ আমার কথা শোনার জন্য।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

আপনার বক্তব্যে আমি বুঝতে পারছি, আপনার বক্তব্য অনেক সংক্ষিপ্ত করতে হয়েছে। আপনার যদি লিখিত থাকে, সেটি যদি নোট আকারে আমাদের সরবরাহ করেন, তাহলে আমাদের সহায়তা হবে।

**জনাব মো: মুসতাইন বিল্লাহ** (কমিশন সদস্য): একটু জানার জন্য আমার একটি প্রশ্ন রয়েছে, আপনি জনমিতিক representation-এর যে ডায়মেনশনগুলোর কথা বললেন, আমাদের existing parliament যে সদস্যসংখ্যা আছে, এটি কী আমাদের demography থেকে governable minimum unit সেটির সাথে একটি adequate অথবা differently ভাবার বা চিন্তার কোনও গবেষণা আপনার আছে?

**অধ্যাপক মঈনুল ইসলাম** (অংশীজন): আপনাকে ধন্যবাদ।

আপনি চমৎকার প্রশ্ন করেছেন। আমাদের জনসংখ্যার উপগোষ্ঠীগুলোর খাত থাকে কিন্তু পরিকল্পাগুলো সেভাবে করি না। তবে অবশ্যই এর মধ্যে সুযোগ রয়েছে। এটি ভাবা দরকার যে, সময়ের ব্যবধানে একটি জায়গার জনসংখ্যার আকার পরিবর্তন হয়ে যায়। সময়ের ব্যবধানে সেখানে অনেকগুলো ফ্যাক্টর ঘটে। জন্ম, মৃত্যু, স্থানান্তর–এগুলো একটি dynamics সেখানে কাজ করে। এ বিষয়গুলো যদি আমি বিবেচনা না নেই এবং লোকাল যে প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে, তাদের মধ্যে যদি সক্ষমতা না থাকে, সেটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে যাবে। আমি আপনাকে বলছিলাম যে, আমার দেশের জনসংখ্যার আকার কত? এটি নিয়েই একটি ডিবেট রয়েছে। এই ডিবেটের মধ্যেও যদি scientific mechanism-এ আমরা যাই, আপনি যে প্রশ্নটি করেছেন যে এখানে আনুপাতিক হারে বন্টন করার সুযোগ রয়েছে। এটি করতে গেলে বয়সভিত্তিক, লিঙ্গভিত্তিক কতগুলো parameter রয়েছে, সে প্যারামিটারগুলো দিয়ে আমরা calculate করে দিতে পারব।

**জনাব এম মঈন আলম ফিরোজী (কমিশন সদস্য) :** ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহীর কাছে আমার ছোট একটি জিজ্ঞাসা। আপনি জ্ঞানভিত্তিক ইসলামকে সংবিধানে incorporate or accommodate করার কথা বলেছেন। অতীতে দেখা গেছে যে,terminologically ইসলাম শব্দটিকে ব্যবহার করে, political benefits নেওয়ার জন্য রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম সন্নিবেশিত হয়েছে। রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম যদি একটু ঘুরিয়ে বলি যে, ধর্মভিত্তিক আইডিয়া যাদের মাথায় আসে যে, ইসলামি মূলনীতি না মূল বিষয়ে সংবিধানে কাঠামো হবে। এ রকম যদি হত, তাহলে একটি ধারনা করা যেত যে, যারা ইসলাম নিয়ে কাজ করেন, সংবিধানের সাথে তাদের সামঞ্জস্যতা। আমাদের এখানে উল্টো

হয়েছে। রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম terminologically ব্যবহার করে এর সাথে সম্পর্কবিহীন সংবিধান অতীতে তৈরি হয়েছিল। আপনার জ্ঞানভিত্তিক ইসলামকে রেখে সংবিধানের আইডিয়াটি প্রপোজ করেন, সেক্ষেত্রে কী আমরা রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম terminologically এর এই ডিবেট থেকে সরে আসার সুযোগ আছে কিনা?

**ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী** (অংশীজন): ধন্যবাদ।

আসলে আমি যেটি মিন করেছি, সাধারণ জনগণের চর্চায় আমরা যে ইসলামকে পাই, অনেক সময় সেগুলোর মধ্যে দারুন বিচ্যুতি আছে। মানুষ সেগুলো নিয়েই ঝগড়া করে মাজার নিয়ে কিংবা মাজার ভাঙ্গা-এসব বিষয় নিয়ে। সংবিধানে মুসলিম জনগোষ্ঠী প্রতিনিধিত্ব কীভাবে হতে পারে, আমার প্রশ্নটি ছিল মূলত সেটিই। এজন্যই আমি নলেজবেজড ইসলামের কথা বললাম। মুসলিমদের ঈমান, আস্থার প্রতিনিধিত্ব; পঞ্চদশ সংশোধনীর আগে যেটি ছিল, আস্থার কথা ছিল, আমি জানি না সেটি কেন তারা বাতিল করল? এটির মাধ্যমে এখানকার অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর যেমন প্রতিনিধিত্ব তেমনি অন্য ধর্মের লোকজনদের সাথে কোনও contradiction হচ্ছে না। এটি একটি বিষয়। আমি আসলে সেটি মিন করিনি যে, ইসলামের সমস্ত আইনগুলো এখানে incorporate করবেন। এখানে স্পেসেফিক কয়েকটি কথা বলা হয়েছে। যেমন–ইসলামের মূলনীতির বিরোধী কোনও আইন যাতে রচনা না করা হয়। যেহেতু বড় একটি জনগোষ্ঠী তাতে আহত হবেন। দ্বিতীয় হচ্ছে, আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এবং আস্থা আগে include ছিল। সেটিকে আবার include করা। আরেকটি বিষয়, মুসলিমদের যেহেতু কোরআনভিত্তিক সমস্ত আইন এবং বিধান রয়েছে, সেখানে সিঙ্গাপুর মডেলে কিংবা মালয়শিয়া মডেলে এমন কোনও স্কোপ কিংবা স্পেস রাখা যায় কিনা, যেটি রাখা উচিত বলে আমরা মনে করি, যাতে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যকার কেউ আল্লাহ্‌র বিধানগুলো ফলো করতে পারে। এটি হয়ত সংক্ষিপ্তসারে আছে। যেমন succession law-এর ক্ষেত্রে আছে, বিবাহের ক্ষেত্রে আছে, তালাকের ক্ষেত্রে আছে। কিন্তু এটিকে আরেকটু বড় করা যায় কিনা, যেটি সিঙ্গাপুর করেছে অথবা মালয়শিয়া করেছে।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

আমার ছোট ছোট দুই তিনটি প্রশ্ন আপনার কাছে, বোঝার স্বার্থে। একটি জিনিস আপনি বলেছেন, রাষ্ট্রপতি পদে সরাসরি নির্বাচন করার কথা। সেক্ষেত্রে অনেকের একটি আশংকা থাকে যে, রাষ্ট্রপতি যদি সরাসরি নির্বাচিত হন, যেহেতু তিনি গোটা দেশের প্রতিনিধিত্ব করবেন, অন্যপক্ষে প্রধানমন্ত্রী আসলে একটি constituency represent করেন, সেক্ষেত্রে ক্ষমতার এক ধরণের সংঘাতের তৈরি হয় কিনা? পাকিস্তানের অভিজ্ঞতা থেকে অনেকেই এই ভীতির মধ্যে আছেন। সেটি হ্রাস করার উপায় কী?

**ড. মইনুল ইসলাম** (অংশীজন): এখানে আমি ফরাসি সংবিধানের সাহায্য নেওয়ার কথা বলেছি। ফরাসি সংবিধানে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সরাসরি ভোটে হয়ে থাকে। আমার মনে হয়, এ বিষয়ে আমাদের পথ দেখাতে পারে ফরাসি সংবিধান। সেখানেও কিন্তু প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ভারসম্য অত্যন্ত সুন্দর অবস্থায় আছে। একটু মনে হয়, ফরাসি রাষ্ট্রপতিকে বেশি ক্ষমতা দিয়ে ফেলেছে। এটি চার্লি ডেঘলের সময় কিছুটা সংশোধন করে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা কিছুটা বাড়ানো হয়েছে। আমার মনে হয়, যদি আমরা এই নির্বাচনটিকেও সরাসরি নির্বাচনের মধ্যে নিয়ে আসতে পারি, তাহলে হয়ত একেবারে ৫০-৬০ শতাংশ ভোট পড়বে না কিন্তু আমার মনে হয়, বর্তমানে যে সংসদের মাধ্যমে ৭০ ধারার অধীনে কেউ প্রধানমন্ত্রীর কথার বাইরে যেতে পারে না। বর্তমানে আমাদের সংসদ একটি dividing house, প্রধানমন্ত্রীর একনায়কত্ব। ৭০ ধারার কারণে এখানে প্রধানমন্ত্রীর একনায়কত্বই আছে। প্রধানমন্ত্রী আমাদের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করেন। আমাদের স্বৈরশাসক হাসিনার সাথে বর্তমান রাষ্ট্রপতির যে সম্পর্ক, শেষের তিন মাসে তাদের মধ্যে কোনও কথাই হয়নি এবং যাওয়ার সময় গণভবন থেকে রাষ্ট্রপতির কাছে গিয়ে তার পদত্যাগ পত্র দেওয়ার কথা ছিল। কলও করেছিলেন। কিন্তু তিনি যাননি। তিনি এর আগেই চলে যান। এরজন্য তিনি এখনও দাবি করছেন যে, তিনি প্রধানমন্ত্রী রয়ে গেছেন। এই যে স্বৈরশাসন ডেকে এনেছে, সেখানে আমাদের রাষ্ট্রপতিকে একেবারে শিখন্ডী বানিয়ে ফেলা হয়েছে। জাস্টিস শাহাবুদ্দিনকে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ যখন রাষ্ট্রপতি করেছিল, তখন বলেছিলেন, মাজার জিয়ারত করা ছাড়া বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির কোনও ক্ষমতা নেই। এই কথাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। আমি মনে করি, আমাদের রাষ্ট্রপতিকে আরও ক্ষমতায়িত করা দরকার, ব্যালেন্স আনা দরকার। আমি সেজন্যই ফরাসি সংবিধানের কথা আমার লেখাতে উল্লেখ করেছি। আমার মনে হয়, সেখানে আপনারা কিছুটা গাইডলাইন পেয়ে যাবেন। এই নির্বাচনটি মনে হতে পারে অত্যন্ত ঝামেলাপূর্ণ। কিন্তু আমি মনে করি, বাংলাদেশে গণভোট বেশ কয়েকবার হয়েছে। সর্বশেষ দ্বাদশ সংশোধনীর উপর যে গণভোট হয়েছে প্রেসিডেন্ট শাহাবুদ্দিন রাষ্ট্রপতি থাকার সময়ে ১৯৯১ সালে গণভোটটি হয়েছিল। সেখানে ৩৫ শতাংশ ভোট পড়েছিল। এরচেয়ে ভালো গণভোট বোধহয় বাংলাদেশে একটিও হয়নি। কারণ এর আগে জিয়াউর রহমান এবং এরশাদ গণভোটের নামে প্রহসন চালিয়েছিল। আমার মনে হয়, সংবিধানে যদি সরাসরি আপনি গণভোটের ব্যবস্থা রাখেন এবং নির্বাচন সংস্কারে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পুরো কাঠামো যদি তুলে ধরেন, আমার মনে হয় যে, একটি ভালো নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করতে পারব। এখানে আমি মনে করি, ১০০ জন নারী সদস্যের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। one third of the total members rotation basis-এ প্রত্যেক তিনবারের নির্বাচনে প্রত্যেক জেলার প্রত্যেক

আসনে নারীদের প্রতিনিধিত্ব এনশিওর হবে। আমি মনে করি, বর্তমানে আমরা নরীদের জন্য যে ৫০টি আসন সংরক্ষণ করছি, সেটি মোটেও তাদের ক্ষমতায়িত করছে না। আমার মনে হয়, আমরা ওয়ান থার্ড মেম্বার যে constitution-এ ব্যবস্থা রাখি। প্রত্যেকবার নির্বাচনে ২০০ জন পুরুষরা থাকবে, ১০০ জন rotation basis নারী থাকবে। তাহলে আমার মনে হয়, নারীদের সত্যিকার অর্থে জনপ্রতিনিধিত্বশীল করার জন্য এটি বিশাল একটি পদক্ষেপ হবে। আপনাকে ধন্যবাদ।

**জনাব ফিরোজ আহমেদ (কমিশন সদস্য):** আমি একটি প্রশ্ন করে রাখি, এখনই উত্তর দিতে হবে না। আপনারা যখন লিখিতভাবে দিবেন, তখন থাকলেই হবে। আজকে সময় সংক্ষিপ্ত। দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা হয়েছে এবং আমরা আপনাদের মতামত জেনেছি। আমি ছোট চোট কয়েকটি প্রশ্ন করে রাখি, যখন আমরা বলছি যে, দুই বারের বেশি প্রধানমন্ত্রী যাতে নির্বচিত না হন, তেমন একটি বিধান রাখা। যদি এমন হয় যে প্রধানমন্ত্রীকে একবছর কিংবা ছয় মাসের মাথায় পদত্যাগ করতে হচ্ছে কিংবা বিদায় নিতে হচ্ছে, সংসদীয় গণতন্ত্রে সেটি হতে পারে, সেজন্য তার জন্য একটি সীমা যেটিতে তিনি থাকতে পারেন, পাঁচ বছর হয়ত তিনি থাকতে পারলেন না দুই বার মিলিয়ে, সেক্ষেত্রে একটি সময় নির্ধারণ করা যায় কিনা, এত বছরের বেশি তিনি থাকতে পারবেন না। আমি জানি না, তবে এ বিষয়ে একটি সমাধান আমাদের লাগবে। এ বিষয়ে প্রস্তাব আমরা আপনাদের কাছ থেকে চাইব। দ্বিতীয় স্যার অধ্যাপক আলী রীয়াজ যে প্রশ্নটি করেছেন, রাষ্ট্রপতি সরাসরি নির্বাচনের ব্যাপারে। এখানে ফরাসি মডেলে নির্বাচনের কথা এসেছে। সেখানে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার ব্যবস্থা। আমাদের দেশে যদি সংসদীয় পদ্ধতির একটি শাসন রাখি, যেমন ভারতে কার্যত রাষ্ট্রপতির হাতে যদি মাজার জিয়ারত ছাড়া কোনও ক্ষমতা না থাকে, কেউ যদি বলেন যে তাতে সমস্যা কী? কারণ ভারতের রাষ্ট্রপতি কার্যত তাই। সেটি একটি আলঙ্কারিক পদ। যেটির কথা এখানে বিচারপতি আব্দুর রউফ বলেছেন, ৭২ এর সংবিধানের এত সমস্যার পরও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী ছিল বলে যে উদাহরণ দিলেন যে ১৪৪ ধারা জারির বিরুদ্ধে আদালত একটি রায় দিয়েছিল, এ রকম আরও কিছু রায়ের কথা আমরা জানি অরুণা সেনের মামলাটিতে যেখানে তার জবানবন্দীতে বিচারপতি দেবেশ ভট্টাচার্য তার একটি remedy দিয়েছিলেন। প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করে আমরা একই কাজ করতে পারি কীনা যে প্রধানমন্ত্রীকে দায়বদ্ধতায় আনা, সেটি আমরা ভাবব কীনা এবং সে বিষয়ে আপনাদের ভাবনাগুলো আমরা জানতে চাইব। এছাড়া তত্ত্বাবধায় সরকারের বিষয়ে আপনাদের ভাবনাগুলো আমাদের জানা জরুরি যে আপনারা কী সুপারিশ করছেন। কারণ এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। তত্ত্বধায়ক সরকার ব্যবস্থা আমরা স্থায়ীভাবে চাই কীনা? নাকি কয়েকটি বারের জন্য চাই কিংবা তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়টি আগেও যেভাবে নানান জটিলতায় পড়েছে, সে রকম জটিলতায় পড়বে কিনা? যেহেতু আমরা ভবিষ্যতে দিকনির্দেশনা তৈরি করতে চাই, সে বিষয়ে আপনাদের সুচিন্তিত মতামতগুলো লাগবে। আমরা আশা করব এটিও আপনারা লিখিতভাবে যখন দিবেন, এ বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখবেন। ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী যেটি বলেছেন যে মাজার ভাঙ্গা কিংবা মাজারভিত্তিক যেহেতু এটি জ্ঞানভিত্তিক ইসলাম নয়, ফলে এ সমস্যাটি হয়। আমি ভুলও হতে পারি সম্ভবত প্রধান সংকটটি মাজারবিরোধী ইসলামের মধ্যে দেখি না। এর বাইরেও নানান রকম দ্বন্দ। যেমন দেওবন্দী বনাম হানাফি, হানাফি বনাম সালাফি আরও নানান রকম বিতর্ক আমরা দেখি। এটি কখনও কখনও সংঘাতের জায়গায় যায়। যেহেতু মাজার একটি পলিটিক্যাল প্রশ্ন হিসেবে ব্যবহার করা হয়, যদি মাজার নিয়ে না থাকে তখন দেখা যাবে অন্য আরেকটি বিষয় একইভাবে অথবা আরেকভাবে তৈরি হবে। প্রত্যেককে তাদের মতাদর্শের স্বাধীনতা দিয়ে ধর্মচর্চা করুক। কাউকে নির্ধারণের শক্তি না দেই, সেটি আরেকটি সমাধান হতে পারে কীনা যে, এটি জনপ্রিয় কিন্তু ভুল ইসলাম, এটি অজনপ্রিয় কিন্তু একাডেমিক ইসলাম-এই বিভাজনে আমরা যাব কীনা বা এর এখতিয়ার কার থাকবে? সেটি হয়ত ভবিষ্যতে সমস্যা হিসেবে আসবে। সে বিষয়ে আপনাদের লিখিত মতামত আমাদের কাজে লাগবে। আপনারা নিশ্চয়ই আমাদের সহযোগিতা করবেন। ধন্যবাদ।

**ড. মইনুল ইসলাম** (অংশীজন): আমি একটু যোগ করি, আসলে ভারত আমাদের এ ব্যাপারে খুব ভালো guideline দিবে না। আমাদের জন্য ভালো guideline দিবে ফিলিপাইন, যেখানে রাষ্ট্রপতি দুই বারের বেশি পারে না। ইন্দোনেশিয়ায় সরাসরি জনগণের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন এবং সেখানে দুইবারের বেশি রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করা যায় না। এ দুইটি মডেল অত্যন্ত ভালোভাবে কাজ করছে। ১৯৯৮ সালে সুহার্তোর পতনের পর থেকে ইন্দোনেশিয়ায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দুই বারের বেশি পারেন না। আমরা জানি, ফিলিপাইনেও মার্কোসের পতনের পর একুইনো অত্যন্ত জনপ্রিয় থাকা স্বত্ত্বেও তিনি দুইবার নির্বাচন করেছিলেন। আমাদের সাড়ে ১৭ কোটি মানুষের দেশ কিন্তু ইন্দোনেশিয়া প্রায় ৩০ কোটি মানুষের দেশ। তারা যদি এ নির্বাচন করতে পারে, আমরা সাড়ে ১৭ কোটি মানুষের দেশ হয়ে পারব না কেন?

আমার মনে হয়, এ প্রশ্নটি আমার মনে হয় সংবিধানে যদি যথেষ্ট guideline দিয়ে দেই নির্বাচন সংস্কার কমিশনের মাধ্যমে বা আপনাদের মাধ্যমে হতে পারে। তাহলে আমার মনে হয়, এটি অসুবিধা হবে না। আরেকটি বিষয় যেটি আপনি উল্লেখ করেছেন, সেটি হলো যে, আমরা এই যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কথা বলছি, আমরা অনেকেই খেয়াল করি না যে, সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের চার তিন সংখ্যাগরিষ্ঠতায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল হয়েছিল including আপিল বিভাগের একমাত্র যে নারী বিচারপতি ছিলেন জেসমিন সুলতানা, তিনিও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন এবং যে ১৫ সদস্যের সংসদীয় কমিটি করা হয়েছিল, তারা তত্ত্বাবধায় সরকার রাখার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন এবং তা পুরো রূপরেখা পঞ্চদশ সংশোধনীর খসড়া সংশোধনীতে রয়ে গেছে। অতএব সেটি

আপনাদের পথ দেখাতে পারবে যে সত্যিকারভাবে আমরা যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা রাখতে চাই, তাহলে কী হতে পারে সেটি সংসদীয় কমিটির প্রসিডিংগুলো যদি আপনাদের হাতে থাকে, তাহলে সেখানে আপনারা অত্যন্ত ভালো একটি guideline পেয়ে যাবেন বলে আমি বিশ্বাস করি। ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): সবাইকে ধন্যবাদ।

দীর্ঘ সময় ধরে আপনারা আমাদের সাথে থাকলেন। ঢাকায় যানচলাচল একটি দুরুহ কাজ; এরমধ্যেও আপনারা এসেছেন, সেজন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাদের অনুমতি পেলে এখনকার অধিবেশন শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ।

# অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভা

## ষোড়শ সেশনের কার্যবাহ

তারিখ : ২৭ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ
সময় : দুপুর ২:৩০ থেকে ৫:১৫ পর্যন্ত

**উপস্থিত কমিশন সদস্যদের তালিকা:**

১। অধ্যাপক আলী রীয়াজ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও লেখক, কমিশন প্রধান

২। অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সদস্য

৩। অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সদস্য

৪। ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিকী, বার-এট-ল সদস্য

৪। ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী, বার-এট-ল সদস্য

৫। জনাব ফিরোজ আহমেদ, লেখক সদস্য

৬। জনাব মোঃ মুসতাইন বিল্লাহ, লেখক সদস্য

**অংশীজনদের তালিকা:**

১। জনাব রোমান উদ্দীন,

২। জনাব আখতার হোসেন খান, সাধারণ সম্পাদক (প্রতিনিধি), নোয়াব।

৩। প্রফেসর মোঃ রবিউল ইসলাম, চেয়ারম্যান, আইন ও বিচার বিভাগ ডিপার্টমেন্ট অব ল' এন্ড জাস্টিস, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববদ্যালয়।

৪। জনাব রোমান উদ্দীন, সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজ (সিজিএস)।

৫। জনাব আপন জহির, সিনিয়র রিসার্চ এ্যাসোসিয়েট, সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজ (সিজিএস)।

৩। প্রফেসর মির্জা তাসলিমা, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক।

৪। প্রফেসর কাজী মারুফুল ইসলাম, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক।

৫। সানজিদা ইসলাম তুলি, অর্গানাইজার, মায়ের ডাক।

৬। জনাব মোঃ জুনাইদ, সহকারী মহাসচিব, বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন।

৭। জনাব মোহাম্মদ মিল্লাত হোসেন রিসার্চ অ্যান্ড রেফারেন্স অফিসার (যুগ্ম জেলা জজ) আপীল বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট।

৮। মুশফিকুর রহমান জোহান, প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর, মায়ের ডাক।

৯। তামান্না সিং বারাইক, প্রজেক্ট অফিসার, দলিত নারী ফোরাম।

১০। পূজা রানী, দলিত নারী ফোরাম।

১১। নাদিরা পারভীন, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, নাগরিক উদ্যোগ।

১২। সুলতান মোঃ সালাউদ্দিন সিদ্দিক।

১৩। জয়া শিকদার, সভাপতি, সম্পূর্ণা।

১৪। সুদীপ কুমার দাস (শাওনী), সর্ম্পূণা।

১৫। নাজমা আক্তার, সভাপতি, সম্মিলিত গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন।

১৬। মাসরুর সালেকীন, অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ, ঢাকা, বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন।

**কার্যবাহ প্রস্তুতকারক:**

১। ফারজানা আক্তার, সহকারী পরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

**সম্পাদনায়:**

ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

## অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভার কার্যবাহ

### কমিশন প্রধান অধ্যাপক আলী রীয়াজ-এর সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

**অধ্যাপক আলী রিয়াজ** (কমিশন প্রধান): সবাইকে ধন্যবাদ।

উপস্থিত সুধীবৃন্দ, সংবিধান সংস্কারের লক্ষ্যে মতামত ও প্রস্তাব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অংশীজনদের সঙ্গে কমিশনের এই আলোচনায় উপস্থিত হওয়ার জন্য কমিশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আমার নাম আলী রীয়াজ, আমি এই কমিশনের প্রধানের দায়িত্ব পালন করছি। আপনারা জানেন যে, সংবিধান সংস্কারের বিষয়ে সুপারিশের জন্য অন্তর্বর্তী সরকার স্বল্প সময় নির্ধারণ করে দিয়েছে। সে কারণে আপনাদের অত্যন্ত কম সময় দিয়েই আমন্ত্রণ জানাতে হয়েছে। আপনারা তাতে সাড়া দেওয়ায় আমরা কৃতজ্ঞ।

আমরা গত ৩ দিন যাবৎ বিভিন্নভাবে ছোট ছোট আকারের অধিবেশনে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করছি যাতে করে সকলের কথা শোনার সুযোগ হয়। আমরা এখানে উপস্থিত হতে পেরেছি গত ১৬ বছরে, বিশেষত জুলাই-আগস্ট এর ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানে হাজার হাজার মানুষের আত্মদানের কারণে। আজকের এই অধিবেশন শুরু করার আগে সেইসব শহিদদের শ্রদ্ধা জানাই এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করি। এখন কমিশনের উপস্থিত সদস্যগণ তাঁদের পরিচয় প্রদান করবেন।

**(অতঃপর কমিশনের সদস্যগণ নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন )**

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ। আমরা অনুমান করতে পারি যে, সিভিল সোসাইটির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হিসেবে এবং বিভিন্ন সংগঠনের যারা প্রতিনিধিত্ব করছেন তাদের সংবিধানের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অনেক কথা বলার আছে, অনেক প্রস্তাব আছে। সময় স্বল্পতার কারণে আপনাদের প্রতি আমাদের অনুরোধ, আপনারা ১০ থেকে ১২ মিনিটের মধ্যে আপনাদের বক্তব্যের সারাংশ তুলে ধরলে সকলের মতামত শোনার সুযোগ হবে। আপনাদের বিস্তারিত মতামত ও প্রস্তাব লিখিত আকারে আজকে আমাদের কাছে দিতে পারেন অথবা আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন।

আপনাদের প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ, বক্তব্যের শুরুতে আপনাদের নাম এবং আপনি যদি কোনো সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করেন তবে সংগঠনের নাম বললে আমাদের জন্য নোট গ্রহণ এবং রেকর্ডিং এ সহায়ক হবে।

**[এ পর্যায় অংশীজন নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন।**

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): আমরা আজকে শুরু করব প্রফেসর মোঃ রবিউল ইসলামের বক্তব্য দিয়ে। আমরা সকলের কথা শুনতে চাই। হয়তো আমাদের কিছু প্রশ্ন থাকবে। সকলকে অনুরোধ করি, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে যদি ১০ মিনিটের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, তাহলে এক ধরণের interaction এর মধ্যে যাওয়া যাবে। প্রফেসর মোঃ রবিউল ইসলাম।

**প্রফেসর মোঃ রবিউল ইসলাম** : ধন্যবাদ, স্যার। আমি প্রথমেই মনে করি যে, Constitution শুধুমাত্র the highest law of the state না। Constitution is a symbol. Constitution is a manifesto and that was the very landmark statement given by the English Jurist K. C. Wheare. সুতরাং This Constitution utterly failed to uphold the democracy, the republican character and the equality. সুতরাং এই Constitution scrap করার পক্ষে আমি। আমার কথা হচ্ছে, একটি নতুন সংবিধান করা দরকার। একটা নতুন republican journey হওয়ার দরকার ছিল আরও আগেই। যদিও it has been too late but not any end. অর্থাৎ এখনও সম্ভব। Preamble এর জায়গাটায় আমি বলি, ২০২৪ এ যে গণঅভ্যুত্থান হলো সেখানে preamble এর মধ্যে এখনও অনেক ধরণের religious plethora আছে। সুতরাং preambleকে যতবেশি simplified করা যায়, অবশ্যই historical eventগুলোকে খুব বেশি specifz না করে abstract way তে যদি recognize করা যায় যে, “all the struggle for the Independence and for establishing democracy” এভাবে যদি রাখা যায়, তাহলে ভালো হয়। আমেরিকান যে দৃষ্টান্ত “We, the people” একটা inclusive society এর জন্য করা হয়েছিল। সেখানে এই সংবিধান বলা যায় যে, এটা শুধু rhetoric হিসেবেই থেকে গেছে। We the people এটা inclusive society তৈরি করে নাই। তার অন্যতম কারণ হচ্ছে, Bengali nationalism এর dogma. সুতরাং একটা inclusive society তৈরি করার জন্য Bengali nationalism, nationalism, ethnicity, religious supremacy, all sorts of belonging or this kind of stuff should be the abrogated and should be avoided. সুতরাং তা না হলে আমরা আবার হয়তো inclusive society তৈরির পরিবর্তে একটা dividing society এর মধ্যে ঢুকব।

সুতরাং Preamble এ এটা খুব consciously maintain করা দরকার বলে আমি মনে করি। Existing Constitution একটা alarming clause carry করে সেটা হচ্ছে 7(B). বাংলাদেশের সংবিধানে এটা খুবই interesting যে, basic একটা structure

'doctrine' যেটা ইন্ডিয়া থেকে travel করল বাংলাদেশে। যদিও ইন্ডিয়ানরা এটা জার্মান ও আমেরিকার কাছ থেকে ধার করেছিল। That's the different story. কিন্তু basic structure এ Constitution যেভাবে ৫৩ Constitutional clauseকে unamendable by turnell clause বানিয়ে দিলো এতে আমেরিকান concept যে, Constitution grow করবে, তা সম্ভব না। Constitution নিয়ে *ওঁংঃরপব ঝপধষরধ ধহফ ওঁংঃরপব ইৎবুবৎ* সাথে যে debate ছিল সেটা যদি আমরা খেয়াল করে দেখি তাহলে দেখা যাবে, the growing constitutionalism এর জন্য এটা একটা বড় প্রতিবন্ধকতা। সুতরাং এই টাইপের eternal clause একমাত্র থাকতে পারে শুধুমাত্র Democracy, Republican character and equality সংরক্ষণের জন্য। এর বাইরে আর কোনো eternal clause থাকার কোন মানে হয়না। Bengali Nationalism, আমি আগেই বলেছি যে, ethnic supremacy কোনো একটা certain state এর religion দিয়ে হয় না। হাঁ, বিশ্বের ৪৭টি দেশের সংবিধানের মধ্যে হয়তো রাষ্ট্রধর্ম আছে। কিন্তু সেইসব দেশের ধরন আর বাংলাদেশের ধরন এক না। একইসাথে আমি যখন secularism রাখছি সেখানে state religion রাখাটা quite conflicting. এটা অবশ্যই equality-এর যে principle বা equality-এর যে fundamental rights হিসেবে আছে সেটার সাথে conflicting. আমি মনে করি, secularism বাংলাদেশের সংবিধানে যেভাবে constitutional narrative হিসেব দাঁড় করানো আছে, framework-এর ভিতর দেয়া আছে এবং আর এর যে political narrative দাঁড়িয়ে আছে সেটা একটু ভয়ঙ্কর ব্যাপার। বহুদিন ধরে secularism বাংলাদেশে একটি anti-Muslim sentiment বা anti-Muslim প্রচারণার দিকে আগানো। বিষয়টি majoritian muslim community-কে অনেকভাবে aggravated করেছে বলে আমার কাছে মনে হয়। এটার বিভিন্ন ধরনের political backlash আমরা দেখেছি। সুতরাং আমার মনে হয়, ধর্মনিরপেক্ষতার যে ধারণা তার চেয়ে ভালো হতো multiculturalism যদি রাখা যেতো তাহলে সেটা ভালো হতো। যেটা কানাডিয়ান নীতি হিসেবে রয়েছে। যেকোন ধরণের ethnic community এখানে consicularism একটি negative impression বহন করে। বাংলাদেশে মনে করা হয়, secularism মানে হচ্ছে anti-religion, anti-Muslim এবং practically এই জিনিসগুলো practice হয়েছেও। সুতরাং এই সমস্ত backlash থেকে বের হতে হলে multiculturalism establish করা উচিত ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে। কারণ যেগুলো কাজ করেনি দীর্ঘদিন ধরে সেগুলো আমি abrogation এর পক্ষপাতি। আমি মনে করি, American Constitution এতদিন ধরে টিকে থাকার অন্যতম কারণ হচ্ছে structure. অর্থাৎ governmental structure, governmental power. সেদিকে তাদের বেশি concentration ছিল। They didn't pay enough concentration to the rights of the people. এগুলো বিভিন্নভাবেই implement করা সম্ভব। আমি সে জায়গায় পরে আসছি। আমি শুধু বলি, Semi-Presidential system is quite important for Bangladesh. কারণ বাংলাদেশে Presidential and Prime Ministerial both type of government system failed, miserably failed. সুতরাং বাংলাদেশকে যদি একটি new constitutional journey করতে হয়, তাহলে অবশ্যই power structureটা balance করার জন্য Semi-Presidential শাসন পদ্ধতি খুবই প্রয়োজন। এটাকে অনেকে মনে করতে পারে যে, Semi-Presidential is pro-western concept. আসলে এটা না। Asian some of the states, they have already adapted this practice. সুতরাং Semi-Presidential system এর ভিতর আমি আরও পরিষ্কার করতে চাই, Prime Minister and President both will have the power sharing. তাদের ভিতরে ক্ষমতার ভাগাভাগি থাকবে। এখানে খুব crucial যে জিনিসটা হয়, যেটা French cohabitation practice. আমি cohabitation practice rather না থাকারই পক্ষপাতী। আমি মনে করি যে, President should come one political sector, one political group. Prime Minister should have. হ্যাঁ হতে পারে যে, সেখানে অনেক ধরণের tussle হতে পারে। But there is a huge chance of balancing. যদি Semi-Presidential system চালু করা যায়, তাহলে অবশ্যই President election and Parliament election should not be at the same time. ২০২৫ সালে যদি প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়, তাহলে সংসদ নির্বাচন হতে হবে ২০২৭ সালে। দুটোরই tenure এ পার্থক্য থাকা দরকার যেন একই সময়ে নির্বাচন না হয়। কারণ peoples mandateটা যেন পরিবর্তন হতে পারে। ক্ষমতার ক্ষেত্রে যেন people's perception বিভিন্নভাবে কাজ করতে পারে। সুতরাং Semi-Presidential পদ্ধতি can be the very ideal arrangement. At least we can experiment that.

বাংলাদেশের সিস্টেম কোনদিন ভালো হবে না যদি people ভালো না হয়। কারণ party system. সুতরাং আমরা যে political party system পড়েছি comparative constitutional law এর মাস্টার্সে সেখানে দেখেছি যে, democracy তে party system কীভাবে কাজ করে। সুতরাং party system এর বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে একাধিক Constitutional Clause থাকা উচিত। এটা শুধুমাত্র Peoples republic order দ্বারা করা সম্ভব না। Constitution এর ভিতরে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। দলের ভিতরে যদি democracy চালু করা না যায় তাহলে সেই state democratic হবে না। That is quite clear. বড় দুটো দল কোনভাবেই dynastic politics থেকে বের হতে পারছে না। সে কারণে যাবতীয় ধরণের দুর্নীতির অন্যতম কারণ হচ্ছে dynastic politics. সুতরাং পার্টি সিস্টেম সম্পর্কে পরিষ্কার করে আরও পরে বলব। কারণ এখন খুব সংক্ষেপ করে বলতে হচ্ছে। আমি মনে করি, Prime Minister tenure should be one time, not even for two

times. বাংলাদেশে এটা কাজ করে না। বাংলাদেশে Prime Minister even for one times থাকা উচিত from the new constitutional journey এর শুরু থেকে। এটা আমেরিকার মতো ২ টার্মস সিস্টেমের ভিতর না যাওয়াই উচিত। Rather American first constitutuion অনুযায়ী one term Constitutional tenure থাকা উচিত for the Prime Minister even for the President. রাষ্ট্রের জন্য যদি কেউ কাজই করতে চায় তার যে শুধু Prime Minister বা President পদে থেকে কাজ করতে হবে not necessary that. সে যেকোন জায়গা থেকেই কাজ করতে পারে। সুতরাং tenure two terms রাখতে হবে, এটা আমি মনে করি না। কারণ tenure এর repetition বাংলাদেশে authoritarian nature এর দিকে ঢেলে দেয়। এটা party democracy ensure করে **না**। আর একটা জিনিস আমি মনে করি, সেটা হচ্ছে, basic needs.  যে দেশের বাজেট ৮ লক্ষ কোটি টাকা সে দেশের basic needsগুলোকে Fundamental Rights এ না রেখে Basic Principle এ রাখা it's a bluff with the people. It's a hypocrisy.  সুতরাং রাষ্ট্র তার নিজস্ব privilege community-এর জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে যেমন-একজন Minister-এর জন্য হেলিকপ্টার উড়িয়ে আনা হয়, বিশেষ ডাক্তার আনা হয়। অন্যদিকে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ পাবলিক হাসপাতালের রাস্তার সামনে পরে থাকে। তার বৃদ্ধ মা স্যালাইন ধরে পরে থাকে। সুতরাং basic needsগুলোকে যদি Fundamental Rights না করা হয়, তাহলে এই ৮ লক্ষ কোটি টাকার বাজেট শুধু corruption-এ যাবে। আর some people and some sectors এর development-এ যাবে। নির্দিষ্ট কিছু বেসামরিক বা সামরিক কমিউনিটির development এ যাবে। কিন্তু কখনও সাধারণ জনগণ রাষ্ট্রীয় বাজেট থেকে কোনো রাষ্ট্রীয় সুবিধা পাবে না। সুতরাং এটাই উপযুক্ত সময় যেন অন্তত basic needsগুলোকে Fundamental Rights-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আমি theoretical perspective থেকে বলছি না, আমি খুব practical জায়গা থেকে বলছি। যদি corruption-কে  reduce করতে হয় তাহলে অবশ্যই basic needs-গুলোকে Fundamental Rights-এ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। অন্ততপক্ষে education, healthcare, shelter, food, clothing. অন্তত minimum rationing system-এর ভিতর দিয়ে যাওয়া উচিত। Socialism আমি মনে করি, That is quite conflicting with the democratic regime. Socialism কেন রাখা হয়েছিল সেই কাহিনীটা আমরা মোটামুটি ভালোভাবে সবাই জানি। সুতরাং Socialism is quite conflicting with the democratic morality. । পৃথিবীতে যেখানে Socialism কাজ করছে না সেখানে Socialism কে theoretically একটা ornamental clause হিসেবে রাখার কোন মানে হয় না। একটি রাষ্ট্র  govern করে শুধুমাত্র তার গাছপালা, মাটিকে না। In terms of the landscape, Bangladesh might be the smaller state but in terms of the population its a very big state. তাই আমি মনে করি federal structure না দিলে কখনও accountability আসবে না। There would be no decentralization, no accountability, no rules of law, no good governance. সুতরাং আমি decentralization এর পক্ষে। সেটা বিভিনন্নভাবে হতে পারে। Fiscal federalism হতে পারে। Of course not ethnic federalism যেগুলো ইথিওপিয়ান মডেল। অবশ্যই না।

আর সবশেষে আমি বলতে চাই, Supreme Judicial Council -এর বিষয়। Supreme Judicial Council –এর পরিবর্তে বর্তমান সময়ে যে, Parliamentary resolution of removing the Supreme Court judge, আমরা জানি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটার ভয়াবহতা কত। পার্লামেন্টে যখন one party system থাকে সেটা কাজ করে না। Supreme Judicial Council could be the standard one, standards practice. কিন্তু বাংলাদেশে collegial biasness এর একটি বড় জায়গা রয়েছে এর composition এ। এখানে Chief Justice and with other two senior judges when they are actually, I mean dealing with the allegation against the fellow colleague. So there is a huge chance of collegial biasness. সুতরাং Supreme Judicial Council should be composed and for appointing and removal both. Supreme Judicial Council এর একটা balancing composition দরকার। So there would be the judges, there would be the academics, I mean the law makers, there would be the civil society people. So that is for my side.

Thank you, sir.

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ, প্রফেসর মোঃ রবিউল ইসলাম।

আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন রাজা দেবাশীষ রায়। আমরা তাঁর কাছ থেকে এখন শুনব। পরে আমরা সংগঠনগুলোর কাছ থেকে শুনব।

**রাজা দেবাশীষ রায় :** ধন্যবাদ, আজকের কমিশনের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ এবং এর প্রধান সম্মানিত অধ্যাপক আলী রীয়াজ। একটু নির্দেশনা পেলে ভালো হতো যে, কত সময় নিতে পারি বা নেওয়া উচিত?

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): সকলেই প্রাথমিকভাবে ১০ মিনিট কথা বলবেন। তারপরে আমরা আবার ফেরত আসবো

অন্য বিষয়ে।

**রাজা দেবাশীষ রায় :** ধন্যবাদ।

এখানে এসে আমার সৌভাগ্য হয়েছে পূর্ববর্তী বক্তার কিছু শোনার। আমি লিখিতভাবে কিছু এনেছি। এটা সম্পূর্ণই আমার ব্যক্তিগত। আমি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগতভাবেই পেশ করব। যদিও আমি কয়েকটি প্রতিষ্ঠান, সংগঠনের নেটওয়ার্কের সাথে জড়িত, যেমন-চাকমা সার্কেল, আমি এর প্রধান ৪৭ বছর ধরে যেটার। তারপরে আমি Bangladesh indigenous peoples network on biodiversity and climate change এর সাথে সম্পৃক্ত আছি। আবার আমি ৮০ এর দশক থেকে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একজন আইনজীবী। এটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। তবে অবশ্যই কিছু তো আমার ব্যাগেজ থাকবে এসব পরিচয়ের কাছ থেকে। আমি লিখিতটাতে পরে যাচ্ছি। সেটা পুরো পড়ব না। আমি দিয়ে যাব। আমাদের এখানে কিছু ক্রটি থাকতে পারে। আমি একটা অনুরোধ রাখব, দুই-চার দিনের মধ্যে আরও কিছু সম্পূরক বক্তব্য ই-মেইল বা অন্য ইলেকট্রনিক ডিভাইসে পাঠানোর সুযোগটা যেন থাকে, যাতে যে দলিল রেখে যাচ্ছি সেটা ব্যাখা দিতে পারি।

প্রথমেই প্রক্রিয়ার বিষয়ে আমি বলতে চাই। সমাজে যারা অধিকার বঞ্চিত, সুযোগ বঞ্চিত বিশেষ করে আদিবাসী, চা বাগানের জনগোষ্ঠী ও দলিত এবং বর্তমান সংবিধানে তথাকথিত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আমি এখানে আদিবাসী শব্দটা ব্যবহার করতে পছন্দ করছি। তাদের অন্তর্ভূক্তির বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখন আমরা সত্যিকারার্থে আছি সংখ্যাগরিষ্ঠতা বনাম গণতন্ত্রে। এখন সংখ্যার দিক থেকে যদি ধরেন তাহলে আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী জনগোষ্ঠী এবং অন্যান্য আদিবাসীসহ তাদের সংখ্যা কতই বা হবে। হয়ত মোট জনসংখ্যার ১-১.৫%। ওখানে ৩টা পার্বত্য অঞ্চলে সংসদ-সদস্য বর্তমানে আছে। খাগড়াছড়িতে বর্তমানে অপাহাড়ী বাংলা ভাষাভাষীও হয়েছিল। আর সমতলের মানকিন ফ্যামিলির দুইজন যদি না আসতো তাহলে গত ৩০ বছরে বোধ হয় কোনো এমপি দেখেন নাই সমতলের আদিবাসীরা। চা জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা এবং তাদের সুযোগটা সংবিধান পুনর্লিখন হোক বা সংস্কারই হোক সেখানে থাকতে হবে। ভবিষ্যতে যদি একটা constituent assembly হয় বা কোন representative body চলে আসে যারা ultimately সেই সিদ্ধান্তটা গ্রহণ করবে তাদের ভূমিকাটা কী হবে? আমি শ্রদ্ধেয় রীয়াজ ভাইয়ের সামনে একটি অনুষ্ঠানে বলেছিলাম যে, মানবেন্দ্র নারাছু লারমা '৭২ এর constituent assembly থেকে নির্বাচিত। তিনি পাকিস্তানের সর্বশেষ নির্বাচন অর্থাৎ বাংলাদেশ তখন পাকিস্তানের অংশ ছিল সেই '৭০ নির্বাচনে গণপরিষদ সদস্য ছিলেন। তিনি constituent assembly থেকে ওয়াক আউট করেছিলেন আদিবাসী প্রেক্ষিত, পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রেক্ষিত '৭২ এর সংবিধানে না আসার কারণে। এখন সেটার কী হবে, কে নির্বাচিত হবে, না হবে constituent assembly. কিন্তু কথাটা হলো যে, সংখ্যার বিচারে না একটি জাতিকে যদি তার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ দিয়ে বিচার করি, তাহলে সকলকে তো আনতে হবে। চা বাগানের জনগোষ্ঠী কয়জনই বা আছে, দলিত কয়জনই বা আছে। নারীরা সংখ্যা ৫০% হলেও আমরা সকলে জানি যে, এর প্রতিনিধিত্ব কীভাবে হয়? এটার ব্যাপারে আমার একটা আর্জি থাকবে যে, সেই প্রক্রিয়াতে এই কমিশন কী বলে যায় বর্তমান সরকারের কাছে এবং ভবিষ্যতে যে সরকার নির্বাচিত হয়ে আসবে সেখানে যাতে সেই দরজাটা খোলা থাকে। আমি আগেও কিছুটা কৌতুক করে বলেছি, কিছুটা হয়তো cynically বলেছি, সংবিধান একটি রাষ্ট্রের 'Architectural Structure'. ঐ রাষ্ট্রের মধ্যে আদিবাসী, দলিত, চা জনগোষ্ঠী ড্রইং রুমে আসতে পারবে কীনা, নাকি পাশের একটি out house-এ থাকবে, না বারান্দায় থাকবে? ড্রইংরুমের সোফাতে বসবে নাকি মোড়ায় বসবে, না পিড়ায় বসবে? এগুলো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাংলাদেশ নামক একটি রাষ্ট্র আছে। সেখানেই সংবিধানটাই হচ্ছে একটি প্রাক্কলন। সেখানে যদি এগুলো না থাকে নির্বাচিত যে সরকারই আসুক না কেন এখানে তো আমাদের পরিবারতন্ত্র, পার্টিতন্ত্র, আমলাতন্ত্র এগুলো থেকে রেহাই পেতেই হবে। আমি একটা যায়গায় বলেছি যে, আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব, not necessary। ফ্রান্স বা জার্মানির কথা বলছি না। আমাদের কাছের একটা রাষ্ট্র নেপাল ইদানিংকালে করেছে। আমাদের চেয়ে আর্থসামাজিকভাবে অন্তত অর্থনৈতিক বিবেচনায় নিম্ন পর্যায়ের। নিম্নটা আমি অন্যভাবে বলছি না। তাদের কাছ থেকেও নিতে পারি। তাই এগুলোর জন্য একটা বিষয় যাতে থাকে।

এখন এই সংবিধান কার জন্য? প্রথমত এটা হচ্ছে, আমাদেন যারা সরকার চালাবেন সরকারের নির্বাহী। What are the parameters? যেখানে তারা এটার বাইরে যেতে পারবেন না। এটার মধ্যেই তাদেরকে থাকতে হবে। তারপরে আছে, আমাদের আইনসভা। তারা কী ধরণের আইন প্রণয়ন করতে পারবে যাতে সেটা হাইকোর্টে গিয়ে অসাংবিধানিক বিবেচিত না হয়। তাদের কতখানি এখতিয়ার রয়েছে? তৃতীয়ত, অবশ্যই বিচার বিভাগ। কোন কোন আইনকে সংবিধান বহির্ভূত বলবেন যে, এর বাহিরে আইন বিভাগ করতে পারে না এবং শাসন বিভাগর করতে পারে না? আমার মনে হয়, এই জিনিসগুলোতে যথেষ্ট পরিমাণ অস্পষ্টতা আছে। ইন্ডিয়ান সংবিধান আমাদের কাছাকাছি। কিন্তু আমাদের দেশে যেভাবে সাজানো হয়েছে- প্রস্তাবনার অংশ, রাষ্ট্রীয় মূলনীতি, মানবাধিকার এছাড়া অন্যান্য যেগুলো চলে এসেছে সেই বিন্যাসের বিষয়ে আমাদের কোন কিছু বলার নেই। এছাড়া এটাকে আমি পুনর্লিখন বলব নাকি সংস্কার বলব সে বিষয়েও কিছু বলতে চাচ্ছি না। কথাটা হচ্ছে যে, ভিতরে কী থাকবে?

আমি এখন মূল পয়েন্টে চলে আসি। আমার মনে হয়, প্রস্তাবনার অংশে প্রস্তাবনাটা খুবই সংক্ষিপ্ত। আমার পূর্ববর্তী বক্তার কয়েকটি বিষয় আমার মনে আছে। এর মধ্যে আমি বলব যে, ধর্মনিরপেক্ষতা সংক্রান্ত তিনি যা বলেছেন আমি তার সাথে একমত। এছাড়া এখানে যে অসাম্প্রদায়িকতার বিষয় আছে আমি সে বিষয়েও একমত। ’৭২ এর সংবিধানের এই বিষয়গুলোর সাথে নীতিগতভাবে আমার কোন দ্বিমত নেই এবং রাখার পক্ষে আমি। এছাড়া স্বাধীনতা সংগ্রাম অবশ্যই থাকবে। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামের spirit-এর অনেক কিছুই বর্তমানের প্রস্তাবনাতে আসি নাই। এটার বহুমাত্রিকতাসহ অনেক কিছুই আছে যেটা আসে নাই। এটা আসা উচিত। আমি সাংবিধানিক আইনের কোনো কিছু সেভাবে দাবি করছি না। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। প্রস্তাবনার প্রথম প্যারায় স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা বলা আছে। তার আগে একটি প্যারা আমরা প্রস্তাব করছি যে, “আমরা বাংলা ভাষাভাষী জাতিসহ ভিন্ন ভিন্ন নৃ-গোষ্ঠী, ভাষা, ধর্ম, আধ্যাতিকতা, কৃষ্টীয় ঐতিহ্য সম্বলিত জাতিসমূহ বাংলাদেশের জনমানুষের সামাজিক একতা অটুট রাখিয়াছি। আমরা আমাদের ভূখন্ডের অখন্ডতা রক্ষা করিয়া দেশের ভূমি, জলাশয়, প্রাণবৈচিত্র্য সংরক্ষণ করিয়া সমগ্র দেশের ভূখন্ডের প্রতিবেশ পরিপোষণ করিয়া একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠন করিয়াছি।” স্বাধীনতার আগেও তো ছিল, ’৭১ এর আগেও তো ভূখন্ড ছিল। এখানে তো আমরা পাশাপাশি ছিলাম। চাকমা, সাঁওতাল, ওরাওঁ ছিলাম। মোগল আমলে যাই হোক। বৃটিশ আমলে we are there together and that peace of - সেই ভূখন্ড, সেটাই তো এখন বাংলাদেশ। ২৬ শে মার্চ সেটা ঘোষণা হয়েছে এবং ১৬ই ডিসেম্বর হতে সেটা কার্যকর হয়েছে। সেটাতে আমাদের যে centuries of contribution to the ecosystem, আমি আর বেশি বলব না। আমি একটা উদাহরণ দেই, পার্বত্য চট্টগ্রামের ৯০% এর বেশি নদীর জন্ম বাংলাদেশে, ভারত থেকে আসে নাই, নেপাল থেকে আসে নাই বা তিব্বত থেকে আসে নাই। এটা না করলে কুর্ফুলি নদী, চট্টগ্রাম বন্দরের কী হবে? এই জিনিসগুলো তো আনতে হবে। আমি একটা চাকমা হিসেবে, পাংখোয়া হিসেবে বলছি, এই পাহাড়, পর্বতগুলো তো বাংলাদেশের পাহাড় পর্বত। এগুলো ভারতের না, বার্মার না। আমরই রক্ষা করব সার্বভৌমত্ব। কিন্তু এই জিনিসগুলো তো সংবিধানে আসতেই হবে। so ecology and this territory called Bangladesh. এখানে তো আমরা ছিলাম শত শত বছর ধরে। It doesn’t matter যে, কে বার্মা থেকে এসেছে, কে শেখ না সৈয়দ বংশের? সেখানে আরবের রক্ত আছে না কাশ্মীরের রক্ত আছে না কি বার্মার, it doesn’t matter. আমরা এসেছি এবং আমরা এখানেই আছি। এই জিনিসগুলো আসতে হয়।

তারপরে আমরা বলছি, রাষ্ট্রীয় মূলনীতির বিষয়ে। একটু আগেই বলেছেন এবং যারা আইনের ছাত্র আছেন বলছেন, it is unjustifiable. আপনি হাইকোর্ট বিভাগে একটা মামলা করে রায়ের মাধ্যমে এটা কার্যকর করতে পারবেন না। সুতরাং একটু বুঝতে হবে যে, কোন আর্থসামাজিক অধিকারগুলো শুধুমাত্র অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার জন্য কার্যকর করতে পারছি না । এই যে কৃষক, শ্রমিক, মেহেনতি মানুষকে সকল প্রকার শোষণ থেকে মুক্ত করার কথাটা, নাকি আমাদের রাজনৈতিক ইচ্ছার মধ্যে নেই। এখানে আমার মনে হয় একটা ব্যালেন্স করা দরকার- রাষ্ট্রীয় মূলনীতি, মৌলিক নীতি, মৌলিক অধিকার একগুলোর মধ্যে যেগুলো ন্যায়সঙ্গত। সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের অধীনে আমরা হাইকোর্টে গিয়ে এটা কার্যকর করতে পারি। এই ব্যালেন্সটা একটু প্রয়োজন। ভারতের সংবিধান ও অন্য কয়েকটা দেশের সংবিধানে আমরা দেখি যে, certain fundamental freedom, freedom of movement, freedom of speech, বিশেষ করে freedom of movement থেকে শুরু করে কিছু স্বাধীনতা আছে। যদিও বর্তমানে আমাদের সংবিধানে আছে subject to reasonable restriction imposed by law । আইন হতে হবে, আদেশ না এবং সেটা জনগণের কল্যাণে। কিন্তু ভারতের সংবিধানে লেখা আছে, for the protection of the scheduled tribes. ভূমি আইন যেটা প্রজাস্বত্ব আইনে সমতলে আছে গারোর জায়গা। এ জায়গা ডিসি সাহেবের অনুমতি ব্যতিরেকে অআদিবাসী কিনতে পারবে না। এগুলোকে যদি সাংবিধানিক সুরক্ষা না দেওয়া হয়, তবে এটা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। এটি একদিকে রাজনৈতিক সমস্যা অন্যদিকে আইনও সমস্যা। এই জাতিসমূহের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এরকম কিছু কিছু যে বিধান, যেখানে মৌলিক অধিকারের ক্লসগুলো আছে সেগুলোতে কিছু বিধিনিষেধ দেওয়া উচিত for the protection of the scheduled tribes. যে নামেই অবিহিত হোক না কেন সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩, ৪, ১৪, ২৮, ২৯সহ প্রভৃতি অনুচ্ছেদে এগুলো থাকা উচিত বলে আমরা মনে করছি।

ধর্মের ব্যাপারে আমি গেলাম না কারণ আমি ধর্মনিরপেক্ষতাকে সমর্থন করি। ভাষার ব্যাপারে বলা আছে, ‘রাষ্ট্রভাষা বাংলা’ কিন্তু অন্যভাষার কথা কিছু লেখা নেই। ’৫২ এর ভাষা আন্দোলনে শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাভরে বলব, বাংলা ভাষাভাষী বাংলাদেশের মানুষের মতো ভাষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার বেদনা পৃথিবীতে অন্য কারো জানার কথা না। এটা ইউনেস্কো কিন্তু স্বীকৃতি দিয়েছে “২১ শে ফেব্রুয়ারি”কে। ঠিক আছে, মাত্র ৫টি আদিবাসী ভাষায় প্রাইমেরী স্কুল হচ্ছে। বাকীদেরও তাদের মাতৃভাষা যথাযথভাবে চর্চা করার প্রেক্ষিত নেই। এটা আমাদের সংবিধানে থাকা উচিত যে, বাংলা যদি রাষ্ট্রভাষা হয়, অন্য ভাষাকেও গুরুত্ব দেওয়া হবে। নেপালে যেমন আছে তাদের ভাষাগুলো সকলের ভাষা।

আমার কী আরও ২-৩ মিনিট সময় আছে?

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান) : সংক্ষেপ করে ২ মিনিট বলুন।

**রাজা দেবাশীষ রায় :** অনুচ্ছেদ ২(ক) তে রাষ্ট্রভাষার কথা বলা আছে। অনুচ্ছেদ ২(ক) তে কিছু পরিবর্তন আনা উচিত। যেমন ধর্মের সাথে আধ্যাত্মিকতা ও বিশ্বাসও যোগ করা উচিত। কেউ যদি কোন ধর্ম না করতেও চায় সেটাও তার অধিকারে থাকা উচিত।

অনুচ্ছেদ ৯-তেও কিছু পরিবর্তন এসেছে। আমরা সে বিষয়ে কিছু বলব না। ভিন্ন ভিন্ন ভাষা থাকা উচিত বিদ্যমান অনুচ্ছেদ ৯-এ।

অনুচ্ছেদ ১২ যেভাবে আছে সেভাবে থাকার সমর্থন করছি।

অনুচ্ছেদ ১৪-তে আদিবাসী বা যে নামেই অভিহিত হোক না কেন রাখতে হবে। যাদেরকে বর্তমানে তথাকথিত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বলা হয়েছে। তাদের বিষয়গুলো অনুচ্ছেদ ১৪-তে আসা উচিত।

অনুচ্ছেদে ২৩ আমরা মনে করি যে, ভিন্ন ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর কথাটা আসলে শুধু বাঙালি বা বাংলা ভাষাভাষীর কথাও এসে যায়। অনুচ্ছেদে ২৩(ক)-এ যেটা ২০১১ সালে ঢুকানো হয়েছে সেখানে যে শব্দগুলো আছে সে শব্দের পরিবর্তে ভাবধারা ঠিক রেখে অন্যকোনো গ্রহণযোগ্য শব্দ ব্যবহার করাটাই যথাযথ হবে। আমরা 'আদিবাসী' শব্দটা প্রস্তাব করছি। আমরা কীভাবে সংক্ষেপ করে বলছি।

অনুচ্ছেদে ২৮(৪) এবং অনুচ্ছেদ, ২৯(৩)-এ 'কেবল সমাজের অনগ্রসর অংশ' বললে সমস্যা হয় একারণে যে, হাইকোর্ট বিভাগ বলেছে. আমি কীভাবে জানি যে গারোরা সমাজের অনগ্রসর অংশ। Socio-economic data কোথায়? তাদের শিক্ষা, পানীয়, জল, ইত্যাদি। এটা বলে দিলে ভালো হয়। কোন একটা সময় সংশোধন করাই যেতে পারে সংবিধানিকভাবে এবং সেরকম একটা ব্যবস্থা থাকতে পারে যে, এখন আর সে তথাকথিত অনগ্রসর নয়। অধিকান্ত আমি ব্যারিস্টার সারা হোসেনের কথাটাও সমর্থন করি। তিনি অন্য একটি জায়গায় বলেছেন, তারা অনগ্রসর না। তারা সুযোগবঞ্চিত বা সুবিধাবঞ্চিত বা প্রান্তিক। এটা একটা সম্মানজক শব্দ। অনগ্রসর না। কারণ backward কেউ হতে পারে না।

অনুচ্ছেদ ৩৬এর কথাটা বলেছি। অনুচ্ছেদ ৩৬ freedom of movement.

অনুচ্ছেদ ৩৭-এ আদিবাসী বা অন্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কথা উল্লেখ থাকা উচিত, যাতে রাষ্ট্রও জানে এবং হাইকোর্ট বিভাগও জানে যে, সরকার কোথায় কোথায় এই স্বাধীনতাগুলোকে ক্ষেত্র বিশেষে আইন দ্বারা আরোপিত যৌক্তিক বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে।

অনুচ্ছেদ ৪২ থেকে শুরু করে এরকম কিছু কিছু প্রস্তাব এনেছি।

আর একটি বিষয় হচ্ছে, পার্বত্য চট্টগ্রামের আইন। ১৯৬৪ পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি উপজাতি এলাকা ছিল। যেমন পাকিস্তানের চিত্রাল, দির এসব এলাকা ছিল। আমি সময় নেবো না। ভারত সরকার ১৯৩৫ সালে প্রথম প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন হলো। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম, মিজোরামকে সেই নির্বাচিত প্রাদেশিক সরকারের আয়ত্তের বাহিরে রাখা হয়েছিল। তবে কিছু রক্ষণমূলক ব্যবস্থা ছিল এবং এখানে কিছু প্রথাগত আইন আছে। এটাকে একটা normal registration এর মাধ্যমে চট করে বিলুপ্ত করতে পারব না। কিছু কিছু অধিকার আছে প্রথাগত আইন থেকে শুরু করে সেগুলো সংরক্ষণের জন্য আমরা বলছি যে, *Chittagong Hill Tracts regulation 1900* থেকে শুরু করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি' ৯৭ উত্তর কিছু আইন প্রণীত হয় ১৯৯৮ সালে। এগুলোকে সংবিধানের প্রথম তফসিলে রেখে দিলে সংরক্ষণ হয়। তাতে করে চট করে এগুলোকে বিলুপ্ত করা যায় না।

আমি একটু সমতলের আদিবাসীদের কথা এবং annex-এর কথা বলে আমি শেষ করছি। বিভিন্ন উপায়ে আমাদের কিছুটা স্বীকৃতি আছে। আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামের ২০০০ গ্রামে কারবারি মোড়লের মতো এর মধ্যে আমরা ৫০০ জন নারী করেছি, প্রায় ২৫% নারী। তারা সুবিচার করছে। তারা স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পুষ্টি নিয়ে কাজ করছে। এগুলো পার্বত্য চট্টগ্রামে আছে। সমতলে গারোদের নকমা,  সাওতাঁলের মাঝি স্বীকৃত না। তারা সার্টিফিকেট দিবে, কোথায়, কোন মেডিকেল কলেজে ভর্তি হবে। ডিসি সাহেব দিবেন, কিন্তু কীভাবে জানবেন ? এগুলোর যে কোনো ধরণের স্বীকৃতি প্রয়োজন। ড. এম এম এম শওকত আলীর নেতৃত্বে একটি কমিশন বা কমিটি হয়, যে কমিশন স্থানীয় সরকারকে একটি প্রতিবেদন দিয়েছিলেন ২০০৬ বা ২০০৭ সালে। প্রতিবেদনে বলেছিল যে, সমতলের আদিবাসীদের জন্য আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে সংরক্ষিত আসন থাকা উচিত এবং সেটা ওয়ার্ড পর্যায়েও হতে পারে। আমাদের বর্তমান সংবিধানে শুধু নির্বাচিত হওয়ার কথা আছে। নির্বাচিত ছাড়াও হতে পারে। ইন্ডিয়ার peninsular ইন্ডিয়াতে পঞ্চায়েত রাজে দেখবেন কিছু নির্বাচিত, কিছু মনোনিত আছে। কারণ নির্বাচন হলে আপনি জানেন যে, কে টাকা দিয়ে নির্বাচিত হয়।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান) : জনাব দেবাশীষ, আমি দুঃখিত সময় স্বল্পতার জন্য।

**রাজা দেবাশীষ রায়:** ৩০ সেকেন্ড।

সমতলের আদিবাসীদেরও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় একটি সুযোগ যেন থাকে। বর্তমান স্থানীয় সরকারের যে কাঠামো আছে সেই কাঠামোতে।

স্থানীয় সরকারের যে বিধানটি বর্তমানে আছে now it is a matter yet less whether you will call it federal or unitary. মালয়েশিয়া এবং ফিলিপাইনে মুসলিম মিন্দনাওতে এখন বানসামুরা স্বায়ত্তশাসন আছে। it is a unitary state. এছাড়া বৃটেনে স্কটল্যান্ড আছে। তাই আইনগত যাই লেখা থাকুক federal or unitary- কিন্তু devolve power থাকা উচিত এবং এগুলোতে নির্বাচন ছাড়াও যাতে আদিবাসীসহ সেই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষদের একটা ভূমিকা থাকে।

আমি আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই কমিটিকে আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান) : ধন্যবাদ, রাজা দেবাশীষ রায়। আমি দুঃখিত যে, সময় স্বল্পতা আছে। আপনার একটা লিখিত বক্তব্য আছে, সেটা আপনি আজকে দিয়ে যাবেন। এরপরেও যদি আপনি সংযুক্ত করতে চান আমাদেরকে ই-মেইলে জানাবেন। আমরা এখন বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিদের কাছে যাব। আমরা শুরু করব সম্মিলিত গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি বেগম নাজমা আক্তারকে দিয়ে। আমি আবারও অত্যন্ত বিনয়ের ও দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, যদি সময়ের দিকে আপনারা একটু নজর রাখেন তাহলে আমরা সকলের কথা শুনতে পারব।

**বেগম নাজমা আক্তার** (সম্মিলিত গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন) : ধন্যবাদ, সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যদের।

আসলে সংবিধান বিষয়ে আমরা অনেক কিছু জানিনা বা বুঝিনা। যতোটুকু আমাদের পক্ষে সম্ভব সেটাই আমরা বলব। আমরা বলতে চাচ্ছি, সংবিধানে দল, মত নির্বিশেষে সকল মানুষের নির্বাচন করার অধিকার রয়েছে। কিন্তু বাস্তব অবস্থাটা ভিন্ন। এখানেই আমাদের সংবিধানের বড় সমস্যা। আমাদের সংসদে রাজনৈতিক দল বলেন বা প্রধান বলেন ৮০ শতাংশই ব্যবসায়ী। এটাকে আমাদের একটা জায়গায় আনতে হবে। আজকে দেখেন সংসদ ভেঙে গেছে, ব্যবসায়ীরা পালিয়ে গেছে। ইন্ডাস্ট্রিতে কেওয়াজ লোগছে, গ্রেফতার করেছে। এতে দেশের মানুষের বিশেষ করে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার খর্ব হচ্ছে। আর দুর্নীতির কথা বলি, একজন ব্যবসায়ী তার মুনাফার বাহিরে আর কিছুই ভাবে না। যদি বাংলাদেশের শ্রম আইনের কথা বলি, ১৯৬৫ সালের শ্রম আইন, ২০০৬ সালে সংশোধন হয়েছিল। তখন এক ধরণের পরিবর্তন হয়েছিল, যেটা শ্রববান্ধব ছিল। কিন্তু এরপর প্রতিনিয়ত যখন ২০২২ সাল পর্যন্ত সংশোধন হলো তখন শ্রমবান্ধব হলো কিন্তু শ্রমিক বান্ধব হয়নি। আমাদের এটা দেখতে হবে যে, মানুষের অধিকার, যে মানুষটি কাজ করছে তার পরিবার এবং রাষ্ট্রের অর্থনীতি চলার যে শক্তি সে মানুষগুলো বঞ্চিত হচ্ছে কী না। আমি একজন নারী শ্রমিক হিসেবে বলতে চাই যে, বাংলাদেশের সংবিধানে সবার সমান সুযোগ আছে। যারা রাষ্ট্রীয় খাতে কাজ করে তারা ৬ মাস মাতৃত্বকালীন সুবিধা পাচ্ছে। কিন্তু যে নারীটি কায়িক পরিশ্রম করছে সে পায় ১২০ দিন তাও সম্প্রতি আমরা ১৮ দফা দাবিতে করেছি। তাহলে ৬ মাস মাতৃত্বকালীন সুবিধাটা কার জন্য? সামিয়া আপা, আপনি যে কাজটা করেন তার জন্য নাকি যে মেয়েটা ফ্যাক্টরিতে কাজ করছে, কৃষি খামারে কাজ করছে তার জন্য। এই বিষয়টা আমাদের দেখতে হবে। আমার পাশের ভাই বলছিলেন যে, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, সুবিধা বঞ্চিত বা সুযোগ না পাওয়া দলিত কমিউনিটি, প্রবাসী শ্রমিক, চিংড়ি ঘেরের শ্রমিক, গৃহ শ্রমিক এবং অনেক অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি আছে এইখানে বাংলাদেশে কোনো নূন্যতম মজুরী বা স্ট্রাকচারের জায়গা নেই। আমরা চাই, এটা সংবিধানে থাকতে হবে। আমরা চাই যে, সবাই ড্রইং রুমে বসবেন কীনা? দলিত সম্প্রদায়, ডোম এবং এই প্রবাসী শ্রমিক থেকে শুরু করে সবার সাথে আমার কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে। আমি নিজেই গার্মেন্টস শ্রমিক। তারা রেস্টুরেন্টে গিয়ে নিজের টাকা দিয়ে খেতে পারবে না। তাহলে এই সংবিধান কেমন সংবিধান? এই দেশে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কমী যদি জায়গা, ম্যানহোল, ট্যাংকি পরিষ্কার না করে তাহলে কী হবে? যারা ডোম ঘরে গিয়ে মানুষ কাটার কাজ করে। ডাক্তারদের সাথে তাদেরও বড় ভূমিকা থাকে। তদের কোন মজুরি, কোন নিরাপত্তা নেই। সিটি কর্পোরেশনগুলোতে কালচারালগতভাবে এই কাজ তারা যুগের পর যুগ ধরে করছে। কিন্তু এখন আউট সোর্সিং করার ফলে মুসলিম বা হিন্দু বা যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ তারা কাজগুলো পাচ্ছে। আর সেই মানুষগুলো পাচ্ছে না। সেখানকার নারীর সুশিক্ষা বা তাদের জমি কেনার অধিকার, তাদের প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা পাচ্ছে না। গৃহ শ্রমিকরা তারা বেতন পাচ্ছেন না। যৌন হয়রানি বা নির্যাতনের শিকার প্রতিনিয়ত এই গার্মেন্টস শ্রমিক থেকে শুরু করে সবাই হচ্ছে। এই বিষয়গুলো আমাদের একটু দেখতে হবে। আমরা informal economyকে কীভাবে আনুষ্ঠানিক করতে পারি? এজন্য যুগপযোগী আইন চাই। এখন ডিজিটাল আইন হয়েছে, অনেক টেকনলোজি এসেছে। অনেক কিছু হয়েছে কিন্তু আমাদের আইনের তেমন পরিবর্তন হয়নি। আমরা সেই সামাজি সুরক্ষা চাই না যে, কোভিডের সময় যে চেয়ারম্যানের কাছে ধান চাল দিয়েছে সেটা তার খাটের নীচে বা তার অন্য বাড়িতে রেখেছে। যে জিনিসটা সরাসরি শ্রমিককে impact করবে, সেটা চাই। আমরা কোভিডের সময় দেখেছি, সামাজিক সুরক্ষার জন্য শুধু গার্মেন্টের মালিকদের ৫ হাজার কোটির মতো টাকা দেওয়া হয়েছিল। সেট কী শ্রমিকরা পেয়েছে? প্রতিদিন কাজ না করলে তাদেরতো বেতনই দেয়নি। তাই আমাদের দরকার ক্ষতিপূরণ আইন। যেভাবে দুর্ঘটনা বাড়ছে তাতে যথাযথ ক্ষতিপূরণ না পাবার কারণে সেই পরিবার ধ্বংস হচ্ছে। সেই পরিবার হারিয়ে যাচ্ছে।

শ্রমনীতিকে যেভাবে শ্রমিকদের উৎপাদন ও উন্নয়ন হবে সেভাবে করা উচিত। আমাকে অন্যভাবে নিবেন না। আমরা দেখেছি, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা। আমি ছোটবেলায় প্রাইমেরি স্কুলে পড়েছি, এরপর হাইস্কুলে এবং তারপর কলেজে ও পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছি। কারণ তখন মেয়েরা কম কাজ করতো কিন্তু ছেলেরা বেশি কাজ করতো। কিন্তু আজকের ধারাবাহিকতায় নারীর শ্রমবাজার অনেক বেড়ে গেছে। কিন্তু দেখা গেছে নারী তার বাচ্চা রাখার জায়গা পাচ্ছে না। যদিও আইনে ডেকেয়ার সেন্টার বা শিশু পরিচর্চাকেন্দ্র রাখার কথা আছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেটা যথাযথভাবে পালন হচ্ছে না। তাই যখন বাচ্চাদের মাদ্রাসায়, এতিমখানায় বা বিভিন্ন ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠানো হচ্ছে, সেখানে তারা অনেক ধরণের যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে। শিশুর মানবিক বিকাশ ঘটছে না এবং আমরা যারা নিম্ন আয়ের মানুষ তারা শারীরিক, মানসিক বিভিন্ন ধরণের প্রতিকূলতার মধ্যে পরেছি। এইজন্য ২ মাসের বাচ্চা গ্রামে রেখে এসে কাজ করতে হচ্ছে, বুকের দুধ খাওয়ার অধিকার, শিশুর তারা মায়ের কাছে থাকার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আমাদের সংবিধানে সেগুলো থাকা দরকার। আমাদের দেশে যৌন হয়রানি বা নির্যাতন প্রতিরোধ আইন কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে নেই। আমরা চাই, এগুলো আমাদের সংবিধানে আসুক। বাংলাদেশে Alternative Dispute Resolution or National Arbitration System নেই। এইগুলোকে বৃদ্ধি করতে হবে। কারণ আমাদের কোর্টে মামলা খুব জটিল। শ্রম আইনে আছে, একটা মামলা ৬ মাসের মধ্যে মীমাংসা করতে হবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেটা ৬ বছরেও মীমাংসা হচ্ছে না। আর একজন বিচারক কখনও শ্রম আইনের নীচে সিদ্ধান্ত দিতে পারে না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে বেশিরভাগই শ্রমিকদের শ্রম আইনের নীচে এবং কম ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে। এগুলো সংবিধানে থাকতে হবে যে, লেবার ইন্সপেক্টর যখন চুক্তি করবে, শ্রম আইনের নীচে চুক্তি করতে পারবে না। কিন্তু সবসময় শ্রমিক ঠকিয়ে চুক্তি করে। এগুলো সংবিধানে থাকতে হবে। সুশাসন থাকতে হবে। আমাদের কথা বলার অধিকার, freedom of movement, freedom of expression, freedom of association, freedom of speech, ইউনিয়ন করার অধিকার এগুলো থেকে প্রতিনিয়তই আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। নারী হিসেবে রাষ্ট্রের যেসব জায়গায় টিসিসি হয় বা পরামর্শ কমিটিগুলো থাকে সেইখানে নারীর অংশগ্রহণ নেই। এগুলো আমাদের দেখতে হবে।

আমরা যদি সংসদের কথা বলি, মা বাংলাদেশি আর বাবা বিদেশি হলে সেই সন্তানের নাগরিকত্ব নাই। এটা আমাদের দেখতে হবে। মানিলন্ডারিং হয়ে আমাদের দেশের টাকা বিদেশে চলে যাচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে নাকি সরাসরি টাকা পাঠানো যায় না, শুধু আনা যায়। এটা একটা সিস্টেমে আনতে হবে। যদি কেউ এই সিস্টেমের বাইরে যায় বা মানি লন্ডারিং করে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কারণ আমাদের দেশটা ঝালাপালা হয়ে গেছে। আজকে যদি আমরা দুইটা বড় দলের কথা বলি, তাদের সবার সন্তানই বিদেশে থাকে। এখান থেকে কীভাবে টাকা যায়? কীভাবে তারা ঐখানে নির্বাচন করে এগুলো আমাদের সংবিধানে থাকতে হবে।

বাজারে সিন্ডিকেট হচ্ছে, দ্রব্যমূল্যের দাম বাড়ছে। মানুষ খেতে পারছে না। মুরগির ডিম, আলু, পেয়াজের দাম, বাড়ি ভাড়া এগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আমাদের দেশের কর্মজীবী মানুষ ৪০-৪৫ বছরের পরে আর কর্মক্ষম থাকে না। সে স্বেচ্ছায় চাকরি ছেড়ে চলে আসতে পারে। কারণ সে ৮ঘণ্টা কাজ, ৮ ঘণ্টা বিনোদন, ৮ ঘণ্টা বিশ্রাম করতে পারে না। তাকে দিনে ১৪ ঘণ্টার উপরে কাজ করতে হয় এবং তার মজুরী প্রতিনিয়তই কমছে। ব্যবসায়ীরা যারা বিদেশে কাজ, ব্যবসা করে, রেমিটেন্স আসে। ডলারের অবমূল্যায়ন হচ্ছে। এই বিষয়গুলো দেখতে হবে।

সর্বোপরি শ্রমবাজারে নারী এসেছে এবং নারীর শ্রমবাজারটা এখন বৃদ্ধি হচ্ছে। এটা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও। তাই তার দক্ষতা, তার শিক্ষা, তার পদমর্যাদা এগুলোকে মর্যাদা দিতে হবে। শুধু সংবিধানে সমান অধিকার, সমান অধিকার বললে হবে না। সমান অধিকারটা যেন চর্চা করতে পারি, সমান অধিকার যেন তারা পায়, সে দিকে নজর দিতে হবে। জাতীয় নূন্যতম মজুরী একটা জরুরি বিষয়। সম্মানজনক কাজ, মাতৃত্বকালীন বিষয় এবং কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের হয়রানি এগুলোর দেখতে হবে। পক্ষান্তরে ব্যবসায়ীদের অনেক সুবিধা দেওয়া হয়। সেই ক্ষেত্রে আমরা বলব, শ্রমজীবি মানুষের শিক্ষা, কারিগরি প্রশিক্ষণ এগুলো নিশ্চিত করতে হবে। যারা দেশের বাইরে গিয়ে কাজ করছে তারা আমাদের রেমিটেন্স যোদ্ধা। তারা শুধু কর্মক্ষেত্রে নয় প্রতিটি ক্ষেত্রে যুদ্ধ করে এই দেশে টাকা পাঠায়। বেআইনিভাবে যে যাবে সে হলো অবৈধ শ্রমিক। আর যে বোয়েসেল বা অন্য মাধ্যমে যাবে সে হবে বৈধ। ভাই ইউরোপে তো বৈধভাবে যাওয়া যায় না। সমুদ্র পার হয়ে গিয়ে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হতে হয়। তারাও বাংলাদেশের রেমিটেন্স যোদ্ধা। আর সে যখন জেলে চলে যাচ্ছে তখন তার পক্ষে সরকার কাজ করছে না। এই সংবিধান আমরা চাই না। আপনি যদি মধ্যপ্রাচ্যে যান, দেখবেন কত নারী, কত পুরুষ জেলখানায় আছে।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান) : বেগম নাজমা আক্তার, আমি দুঃখের সাথে বলছি যে, আপনি একটু সংক্ষেপ করুন।

**বেগম নাজমা আক্তার** (সম্মিলিত গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন) : কত মানুষ কীভাবে আছে, কত কষ্টে দেশে ও দেশের বাইরে এগুলো বিচার করে আমরা একটি সংবিধান চাই। দেশের মানুষ যেন সুস্থভাবে খেয়েপড়ে বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকারটা পায় সেটা নিশ্চিত করতে হবে।

ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান) : ধন্যবাদ, বেগম নাজমা আক্তার। এরপরেও আপনাদের কোনো লিখিত বক্তব্য থাকলে আমাদের কাছে পৌঁছে দেন, তাহলে সেটা আমাদের জন্য সহজ হবে।

আমি এরপর অনুরোধ করব নিউজ পেপার ওনার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (নোয়াব) এর প্রতিনিধি জনাব আখতার হোসেন খান।

**জনাব আখতার হোসেন খান** (সাধারণ সম্পাদক, নিউজ পেপার ওনার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (নোয়াব) ): শ্রদ্ধেও কমিশন প্রধান ও অন্যান্য সদস্যগণ, উপস্থিত সুধিমন্ডলী আস্‌সালামু আলাইকুম।

আমি ৩ জনেরই খুব সারগর্ভ এবং আমার জন্য জ্ঞানবর্ধক বক্তব্য শুনলাম। খুব ভালো লাগলো। আমার সেরকম কোনো বক্তব্য নেই। আমারা প্রথমেই স্বীকার করে নিচ্ছি এবং আপনার অফিস থেকেও বিভিন্ন সময়ে আমার কাছে ফোন এসেছে যে, আগের মিটিংয়ে ডাকা হয়েছিল। আমাদের এসোসিয়েশনটা এমন একটা এসোসিয়েশন যে, নিউজপেপার মালিকদের একটা অংশ এবং এডিটররা এত ব্যস্ত থাকেন যে, তারা একটা মিটিং এর ডেট দিতে পারেন না। একটা মিটিং দিয়েছিলেন আমাদের প্রেসিডেন্ট, ৪-৫ টা পয়েন্ট সাবমিট করেছেন। কালকে যখন প্রেসিডেন্টকে বললাম যে, আগামীকাল তো ওখানে যেতে হবে। তিনি বলেন যে, আমরা যে পয়েন্টগুলো নিয়ে আলাপ করা শুরু করছিলাম, সেটা জমা দিয়ে আসেন। তারপরে দরকার হলে একটু সময় নিয়ে আসেন আমরা পরে দিবো। আপনি যদি চান ৪-৫টা পয়েন্ট বলতে পারি তবে এতো বিস্তারিত না। আপনি যেহেতু আমাদের সুযোগ দিচ্ছেন পরে আমরা পাঠিয়ে দিতে পারি।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান) : আপনারা যেহেতু বলছেন যে, এটা সম্পূর্ণ নয়। তাহলে আপনারা ৪-৫ দিন সময় নেন।

**জনাব আখতার হোসেন খান** (সাধারণ সম্পাদক, নিউজ পেপার ওনার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (নোয়াব) ): আপনি চাইলে এটাও জমা দিতে পারি।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): এটা আমাদের কাছে জমা দিন। পরে বিস্তারিতটা যদি আগামী ৭দিনের মধ্যে ই-মেইল করে পাঠিয়ে দিতে পারেন, তবে সেটা আমাদের জন্য সহায়ক হবে।

ধন্যবাদ, আপনাকে।

**জনাব আখতার হোসেন খান** (সাধারণ সম্পাদক, নিউজ পেপার ওনার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (নোয়াব)): Thank you very much.

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): এখন সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজ (সিজিএস) এর প্রতিনিধিরা তাদের বক্তব্য রাখবেন।

**জনাব রোমান উদ্দীন** (সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজ (সিজিএস): ধন্যবাদ, সুযোগ প্রদান করার জন্য। আমি রোমান উদ্দীন, সহযোগী গবেষক। গবেষণা সহযোগী হিসেবে কাজ করছি সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজ এ।

এই আলোচনা থেকে আমাদের প্রথম আহ্বানটা হলো, পরবর্তীতে যদি পুনর্লিখন অথবা সংস্কার যে নামেই আমরা সংবিধান করি না কেন সেটি যেন আধুনিককালের চলিত ভাষায় লেখা হয়। সেটা যেন সাধু ভাষায় না লেখা হয়। আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য বুঝতে অসুবিধা হবে যদি সংবিধান চলিত ভাষায় না লিখে সাধু ভাষায় লিখি। আমার মনে হয়, আমরা যদি সংস্কার করি তবে সেটা যেন চলিত ভাষায় হয়।

সংবিধান সংস্কার বিষয়ক যে কমিশনটি গঠিত হয়েছে আমার মনে হয়, বাকি যতগুলো কমিশন রয়েছে তারমধ্যে সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয়েছে এই কমিশনটি। এই কমিশনের কাছে আমাদের যে আহ্বান, প্রত্যাশা সেটা হলো, গণমানুষের আকাঙ্ক্ষা যেন এখানে প্রতিফলিত হয়। সেটা কীভাবে? যেমন একটা অংশের মানুষ মনে করছে যে হয়তো এই সংবিধানের মধ্য দিয়ে '৭১কে ছাপিয়ে '২৪কে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হতে পারে। এটা একটা উপলব্ধির কথা বললাম। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা শব্দটা ব্যবহার করা খুব কঠিন। আমরা spirit ব্যবহার করছি। কারণ চেতনা শব্দটি ৫ বার অর্থাৎ এত বেশি ব্যবহার করা হয়েছে যে, সেটি নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। আমার মনে হচ্ছে যে, '২৪ এর চেয়েও বড় বিষয় হচ্ছে, আমাদের '৭১ এর যে spirit সেই spiritটা যেন পরবর্তীতে সংবিধানের যে সংস্কার বা পুনর্লিখনটা হবে সেখানে থাকে। আর '৭২ এর সংবিধানের প্রস্তাবনায় যে শব্দগুলো ব্যবহার করেছি তার একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা। এই ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটা নিয়েও আমরা অনেক রাজনীতি দেখেছি। আমরা মনে করি, শব্দগতভাবে এটাকে একটু পরিবর্তন করে ধর্মনিরপেক্ষতার জায়গায় ধর্মীয় সমতা এই জাতীয় কোনো শব্দ ব্যবহার করতে পারি কী না? যেটি আমাদের দেশের সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু যারা রয়েছেন প্রত্যেককে নতুন একটা insight দিবে। ধর্মনিপেক্ষতা বুঝতে আমাদের একটু সমস্যা হতে পারে। আমরা সব মানুষকে জড়িত করে কথা বলার চেষ্টা করছি। সেইক্ষেত্রে ধর্মীয় সমতা শব্দটি আর একটু বেশি আকর্ষণ করতে পারে। অনেক কথাই আমরা এতদিন যাবৎ অনুসরণ করছি। সব ধরণের স্টেকহোল্ডারদের মধ্য থেকে একই রকমের আলোচনা আসছে। হয়তো পুনরাবৃত্তি করলে এটা হবে যে,

একই বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হবে। এজন্য আমি যে বিষয়গুলো একটু কম আলোচিত হয়েছে, সেগুলো নিয়ে আমি প্রথমে কথা বলি। আমি ১০ মিনিটের মধ্যে শেষ করার চেষ্টা করব।

প্রথমত আদিবাসীদের স্বীকৃতির বিষয়টি। যেটি আমি রাজা সাহেবের কাছ থেকে আশা করেছিলাম সেটি হলো যে, আমাদের বর্তমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬(২) এ বলা আছে, "বাংলাদেশের সব মানুষ বাঙালি বলিয়া বিবেচিত হইবে।" আমার মনে হয়, এটি বাঙালিদের জন্য, আমাদের দেশের আদিবাসী অথবা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী যাদের বলি এটি তাদের পরিচয়ের জন্য সংকট তৈরি করবে। আমরা মনে করি, আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী আপনি যে নামেই তাকে স্বীকৃতি দেন তাদের বাঙালি না বলাটা অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে সব জাতিকে বাঙালি বলার বিষয়টা সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়াটা আমাদের পরিবর্তন করতে হবে।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, দ্বৈত নাগরিকত্ব। অনুচ্ছেদ ৬৬(২) অনুযায়ী হয়তো আমরা বলতে পারি যে, বিদেশী নাগরিকরা এদেশে নির্বাচন করতে পারবেন না বা সাংবিধানিক কোনো পদে থাকতে পারবেন কী পারবেন না? কিন্তু দ্বৈত নাগরিকত্বের ব্যাপারে আমাদের স্পষ্ট কোনো ধারণা এখনও আছে কীনা আমরা জানি না। যদি বাংলাদেশী কোনো নাগরিক একইসাথে অন্য কোনো দেশের নাগরিকত্ব পেয়ে যান অর্থাৎ দ্বৈত নাগরিকত্ব থাকে তার যদি প্রজ্ঞা থাকে এবং তার যদি বাংলাদেশের প্রতি সেই ownershipটা থাকে, তবে আমরা মনে করি যে, তাকেও বাংলাদেশে নির্বাচন করার মতো সাংবিধানিক অধিকারটা দেওয়া উচিত।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, floor crossing. Floor crossing নিয়ে খুব আলোচনা হয়, অনুচ্চেধ ৭০ এ। আমার মনে হয়, সব স্টেকহোল্ডার এটা নিয়েও কথা বলেছেন। এখানে একটি বিষয় রাখা যেতে পারে। যেটা আমরা হয়তো বা পাকিস্তানের সংবিধানে দেখেছি। বিশ্বের অন্যকোনো সংবিধানেও থাকতে পারে- সেটা আমি এই মুহূর্তে বলতে পারছি না। দলের প্রতি অনাস্থা বিষয়ক ভোট বা জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক ভোট ছাড়া বাকি বিষয়গুলোর প্রতি অনুচ্ছেদ ৭০ কে একটু পরিবর্তন করা যায়। কিছু বিষয়ে বিধিনিষেধ আরোপ করে বাকি বিষয়গুলোর জন্য আমরা সাংবিধানিকভাবে floor crossing-এর সুযোগটা দিতে পারি। এটা আমাদের প্রস্তাব।

এছাড়াও রয়েছে যে, ২ বারের বেশি প্রধানমন্ত্রী না হওয়ার বিষয়টা। আমরা যদি রাশিয়ার দিকে তাকাই সেখানে আমাদের একটা আশঙ্কা থাকে। আমরা বলছি যে, ২ বারের বেশি প্রধানমন্ত্রী হওয়া যাবে না। দেখা গেলো একটা দল ক্ষমতায় আসলো ২ বার প্রধানমন্ত্রী হলো। তারপর সে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনাকে প্রধানমন্ত্রী শাসিত না করে রাষ্ট্রপতি শাসিত সমাজ ব্যবস্থা করলো। তারপর সে রাষ্ট্রপতি হয়ে গেলো। যদি সংবিধানে পরপর ২ বার বা ২ বারের বেশি প্রধানমন্ত্রী না হওয়ার একটা provision আমরা যোগ করি, তাহলে সেটি যেন Head of the Country হয়। যে শাসিত সরকার ব্যবস্থা হয়, সেই শাসিত সরকার ব্যবস্থাতেই যেন ২ বারের বেশি না হতে পারে। সেটা হোক প্রধানমন্ত্রী শাসিত সরকার ব্যবস্থা বা রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা।

গণভোটের বিষয়েও অনেক আলোচনা হয়েছে। আমরা জোর দিয়ে বলছি, জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো এবং রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো যেমন- সংবিধান পরিবর্তন করা বা এ জাতীয় বিষয়ে অবশ্যই গণভোটের আয়োজন রাখতে হবে। কয়েকজন নির্বাচিত প্রতিনিধি মিলেই যদি সংবিধান পরিবর্তন করে ফেলে তা তো হতে পারে না। সেজন্য আমাদের মনে হয়, গণভোটকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। যেটি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪(১) এ ছিল। এছাড়া আঞ্চলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থাকতে পারে, যেমন CHT. আমরা স্বায়ত্তশাসন দিব কি দিব না বা সংবিধান পরিবর্তন করব কি করব না এই বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে গণভোটকে ফিরিয়ে আনা অত্যন্ত জরুরি বলে আমরা মনে করি। সময় খুবই কম। তাই সংক্ষেপে শেষ করছি।

গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার যদি আমরা বাংলাদেশে নিশ্চিত করতে পারি, সেক্ষেত্রে কোনো রাষ্ট্রীয় ধর্ম থাকাটা আমি মনে করি সেই ধর্মকেই অবজ্ঞা করা হয়। রাষ্ট্রীয় কোনো ধর্ম থাকতে পারে এবং এরকম কিছু আছে সেটা আমরা এখন মনে করতে পারছি না। সার্বিকভাবে আমরা যদি গণতন্ত্র এবং মানবাধিকারকে নিশ্চিত করতে পারি তাহলে রাষ্ট্রীয় ধর্ম থাকার কোন প্রয়োজনীয়তা আমরা দেখছি না।

পাশাপাশি স্বাধীন বিচার বিভাগের নামে অনুচ্ছেদ ৯৪(৪)-এ একরকম বলেছে। সেটিকে আবার অনুচ্ছেদ ১১৬ অনুযায়ী আমরা রাষ্ট্রপতির অধীনে দিয়ে দিলাম। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে আমরা এমনভাবে কুক্ষিগত করলাম অনুচ্ছেদ ৫৬(২) অনুসারে যে, তাকে আবার প্রধানমন্ত্রীর কাছে যেতে হবে। অর্থাৎ আমরা সাংবিধানিকভাবেই জুডিশিয়ারিটাকে মন্ত্রিপরিষদের অধীনে নিয়ে আসলাম। এভাবে না করে বিচার বিভাগটাকে স্বাধীন রাখা হোক। সেটা যেন সংসদের উপর নির্ভরশীল না করা হয়। আর ক্ষমতার ভারসাম্যটা যেন করা হয়। যেটা সবাই বলেছেন। উপপ্রধানমন্ত্রীর ব্যবস্থা এখানে সংযুক্ত করা যেতে পারে। একইভাবে উপরাষ্ট্রপতিও সংযুক্ত করা যেতে পারে। শুধুমাত্র ক্ষমতার ভারসাম্যের ক্ষেত্রে নয়, যদি সার্বিকভাবে রাষ্ট্রীয় কোনো পরিস্থিতি তৈরি হয়, যেমন-প্রধানমন্ত্রী কোনো কারণে উৎখাত হলেন বা কোনো কারণে তিনি চলে গেলেন তখন যেন উপপ্রধানমন্ত্রী আসতে পারেন এবং ক্ষমতার একটা ভারসাম্য যেন থাকতে পারে। এই ছিল মোটামুটি আলোচনা। বাকি যে আলোচনাগুলো ছিল সেগুলো হলো, মেয়াদ চার বছরের বেশি হওয়া যাবে না, দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা

সেগুলোর সাথে আমরা সহমত পোষণ করছি।

স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং সবাইকেও ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান) : ধন্যবাদ, জনাব রোমান উদ্দীন, সিজিএস-এর পক্ষ থেকে আপনার দাবিগুলো উপস্থাপন করার জন্য। আমরা অনুরোধ করব আপনাকে যদি সম্ভব হয় যে দাবিগুলো করলেন সেগুলো যেন লিখিতভাবে আমাদের কাছে দেন, তাহলে সেটি রেকর্ডের জন্য আমাদের সুবিধা হবে। এখন আমরা আসব মায়ের ডাকের প্রতিনিধি মিসেস সানজিদা ইসলাম তুলি এর কাছে।

**সানজিদা ইসলাম তুলি** (অর্গানাইজার, মায়ের ডাক): সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

সংবিধানের যে পরিবর্তন বা সংস্কার সেই ক্ষেত্রে আমাদের জায়গা থেকে একজন নাগরিক হিসেবে আমি বিগত অভিজ্ঞতা থেকে যেগুলো বলতে চাই সেগুলো সংবিধানে সংযুক্ত থাকা দরকার। আমরা যেহেতু পরিবর্তন চাচ্ছি।

প্রথম যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে, মানবাধিকার এবং গণতন্ত্র। প্রথমেই মৌলিক অধিকার রক্ষার কথা বলি, অনেক মানুষকে আমরা বেঁচে থাকার অধিকারও দিতে পারিনি। তাদেরকে ধরে নিয়ে যাওয়া, গুম করে ফেলা, হত্যা করে ফেলা হয়েছে। সেই সময় আমরা দেখেছি রাষ্ট্র চুপ ছিল এবং জুডিশিয়ারিকে কোনো পদক্ষেপ নিতে দেখিনি। তাদের যে এখতিয়ার যেটা তাদের নিজ জবাবদিহিতা ছিল সেই প্রতিফলনটা আমরা পাইনি। আমাদের মতো এখন হাজারও victim বাংলাদেশে। যার ফলশ্রুতিতে এই সময়টা আমাদেরকে পার করতে হচ্ছে। গত ১৬ বছর ধরে মানবাধিকারের ভয়াবহ লঙ্ঘন হয়েছে। যতো victim ছিল তাদের ক্ষেত্রে আমরা কতটুকু ব্যবস্থা নিতে পেরেছি, সেটা বিচারিক বলেন, পুনর্বাসন বলেন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য যে ক্ষেত্রেই বলেন। মৌলিক অধিকার সুরক্ষার ক্ষেত্রে বলব যে, অবশ্যই সংবিধানে যেন এর প্রতিফলন থাকে এবং এর পরিধির ব্যপ্তি যেন অনেক থাকে। যে ক্রান্তিকালীন সময় বাংলাদেশ পার করছে সেই ক্ষেত্রেও এই ব্যবস্থাগুলো নিশ্চিত করতে হবে। যে মানুষগুলোর বিচার এখনও নিশ্চিত করা যায়নি, যাদের সন্তান হারিয়ে গেছে বা হত্যা করা হয়েছে তাদের এখনও চিকিৎসার আওতায় আনা হয়নি, তাদেরকে এখনও রাষ্ট্রীয় কোনো সাহায্য প্রদান করা হয়নি। তাদের নিরাপত্তার কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি। আমার মনে হয়, সেই জায়গাগুলোতে আমাদের প্রথম পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। কারণ আমরা সংবিধান সংস্কার করব এই কথাটা যে আজকে আলোচনা করতে পারছি সেই জায়গাটা আসলে এদের ত্যাগের বিনিময়ে এসেছে। আর একটা বিষয় বলতে চাই, কার্যনির্বাহী বিভাগ ও আইনসভার মধ্যে একটা সুষম বণ্টন থাকা দরকার। এই সুষম বণ্টন না থাকার কারণে ক্ষমতার অপব্যবহারের ফলেই চরম মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়েছিল। আমরা জানি যে, ৭ হাজারেরও বেশি মানুষ যারা গুমের শিকার, বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার- এর থেকে চরম মানবাধিকার লঙ্ঘন আসলে হয় না। এটাকে বিবেচনায় আনা দরকার। সুষম বন্টন, ক্ষমতার বন্টন। আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় বিষয়টা হলো, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো যখন কাজ করে তাদের কার্যপরিধি কোন জায়গায় কতটুকু হবে সেটা কখনই সুনির্দিষ্ট করে ব্যাখ্যা করা থাকে না। যে ক্ষমতার ব্যবহার তারা করে। সেখানে দেখা যায় যে, মানুষকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করা যায় এবং privacy label ভঙ্গ করে কাজ করতে পারে এবং মানুষকে নির্দ্বিধায় অবৈধভাবে তুলে নিতে পারে। এগুলো বন্ধ করার জন্য আমাদের বিচার বিভাগের ক্ষেত্রে, আইন বিভাগের ক্ষেত্রে আরও কি কি সংযুক্ত করতে হবে সে বিষয়ে আমাদের আরও আলোকপাত করতে হবে। জুডিশিয়ারি, আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ ছাড়াও অন্য যতো প্রতিষ্ঠান যেমন মানবাধিকার কমিশনের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোকেও এমন জায়গায় রাখা, তাদের কাজের প্রতিফলন কী হচ্ছে? মানবাধিকার কমিশন ছিল বাংলাদেশে। তারা আসলেই মানবাধিকার নিয়ে কাজ করেছে কীনা, কোনো দিন কোনো কথা বলেছে কীনা- ১৬ বছরে আমরা কোনো দিন দেখিনি। ১৬ বছরে কখনও সামনে আনেনি যে কয়টা মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। জুলাই-এর অভ্যুত্থান নিয়েও তাদের কোনো কথা ছিল না। সেই জায়গা থেকেও আমাদের অনেক বড় প্রত্যাশা থাকবে।

আর একটা হচ্ছে, freedom of expression and freedom of speech. এগুলোকে স্বাধীন জায়গায় যদি আমরা নিয়ে যেতে চাই সেই জায়গা থেকে আমাদের রাষ্ট্রের যেসব সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কথা বলতে চাচ্ছে, তাদেরকে বৈধতা দিতে হবে। আমরা যখন victim ছিলাম কোনো জায়গায় দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারিনি। আমাদের কোনো ভেন্যু বুকিং দেওয়া হয়নি। এই অবৈধ practiceটা যেন পরবর্তীতে কোন মানবাধিকার সংস্থার সাথে করতে না পারে।

আমাদের সবচেয়ে বড় reflectionটা হয় রাজনৈতিক দলগুলো যখন সংসদীয় প্রতিনিধি নির্বাচন করে তখন। আমরা দেখি যে, যখন ব্যবসায়িক সিন্ডিকেটদেরকে ক্ষমতায় আনা হয় এবং তারা সেভাবেই বাংলাদেশকে চিন্তা করে। সেখানে সাধারণ মানুষের আশার প্রতিফলন হলো কীনা সেটা দেখা হচ্ছে না। সেটা অবশ্যই আনা দরকার। পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রত্যেকটা পর্যায়ে নারীদের অংশগ্রহণ যেমন- গত জুলাই এর গণঅভ্যুত্থানে নারীদের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে আমরা এটার প্রতিফলন সংসদে দেখতে পাব কীনা সেটাও সংবিধানে আসা দরকার। ৪০% মহিলাদের সেখানে দেখতে পারছি না। তাদের জন্য সংরক্ষিত ব্যবস্থা রাখা হয়েছে কেন? নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে

সংসদে কেন নারীদের অবস্থা আমরা দেখতে পারছি না? সেখানে ৪০% প্রতিফলন নেই। বাংলাদেশের ইতিহাসে অধিকারের আন্দোলন বলেন আর গণঅভ্যুত্থান বলেন সেখানে আমাদের নারীদের অংশগ্রহণ কত মাত্রায় ছিল? কিন্তু আমরা কখনও দেখিনি যে, সংবিধানে এটার প্রতিফলন ছিল। আমরা আশা করি, এই প্রতিফলনটা আমরা দেখতে পাব।

আর একটা অনেক বড় বৈষম্য আমরা দেখতে পাই যে, উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্ত আয়ের ক্ষেত্রে। যতক্ষণ পর্যন্ত না এই ব্যবধানটা আমরা কমাতে পারব, সংবিধানে যদি সেটার প্রতিফলন না থাকে, তাহলে অমার মনে হয়, আমরা বাকি যত প্রক্রিয়াতেই যাই না কেন আমরা আমাদের জনতার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে পারব কী না সন্দেহ রয়েছে।

অনেক বড় একটা অব্যবস্থাপনা আমরা দেখেছিলাম। বহির্বিশ্বের সাথে, পার্শ্ববর্তী দেশের সাথে আমাদের রাজনৈতিক সম্পর্ক কেমন হবে? ভারতের হস্তক্ষেপ আমরা দেখেছি। অনেক সময় আমাদের আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মধ্যেও তারা কাজ করেছেন। System ভঙ্গ করার জন্য, আমাদের দেশের মানবাধিকার লঙ্ঘন করার জন্য যেভাবে তারা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ভিতরে কাজ করেছে এই সমস্ত অবৈধ এখতিয়ার যেন আমরা আর কোনো দিন কোনো রাষ্ট্রকে না দেই। ভারতেকে তো নাই এছাড়াও অন্য কোনো রাষ্ট্রকেও যেন না দেওয়া হয়। এটা যেন আমাদের সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে থাকে। আরও বলতে চাচ্ছিলাম যে, জনপ্রশাসন যখন নির্ধারন করে যে, কারা এর প্রতিনিধি হবে বা কাজ করবে, তখন লেজুড়বৃত্তিক ব্যবস্থা যেন কাটিয়ে উঠতে পারে বা ব্যবস্থাটা যেন নিরপেক্ষ থাকে, তাহলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, জনগণ যারা বিভিন্ন জায়গায় কাজ করে এসেছেন বা যোগ্য তাদেরকে সেখানে আনা সম্ভব হবে। অন্যথায় লেজুড়বৃত্তিক যে অব্যবস্থা সেটার মধ্যেই আমরা থেকে যাবো। আমাদের পক্ষ থেকে এটাই আমাদের মূল বক্তব্য ছিল। সময় স্বল্প। আমরা চেষ্টা করব পরবর্তীতে আরও কিছু যোগ করার।

ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ, মিসেস সানজিদা ইসলাম তুলি। আপনারা সংক্ষিপ্ত বক্তব্য বা লিখিত বক্তব্য যদি আগামী ১ সপ্তাহের মধ্যে পৌঁছে দিতে পারেন, তাহলে এটা আমাদের রেকর্ডের জন্য বিশেষ সহায়ক হবে। আপনারা প্রত্যেকেই বলছেন, এখানে সেগুলো রেকর্ড হচ্ছে সেগুলোরও অনুবাদ করা হবে। আমরা ভবিষ্যতে কোনো এক সময় এগুলো সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে চাই। অর্থাৎ ঐতিহাসিক ডকুমেন্ট হিসেবে এটা থাকবে যে, ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের সময় সংবিধানের বিষয়ে মানুষের কী আকাঙ্ক্ষা ছিল? এর কতটা audit হবে কমিশনের পক্ষ থেকে আমরা জানি না। কমিশনের TORটা খুব স্পষ্ট। আমরা কিছু সুপারিশ সরকারের কাছে পৌঁছে দেবো। কিন্তু এই রেকর্ডগুলো থাকা দরকার এবং তা মানুষের আকাঙ্ক্ষা মনে করেছি এবং সেজন্য আমরা এই consultation process করছি, রেকর্ড করছি। আপনাদের বক্তব্যগুলো লিখিতভাবে দিলে আমাদের জন্য সহজ হবে।

এরপর আমরা যাব বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কের কাছে।

**প্রফেসর মির্জা তাসলিমা** (বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক) : ধন্যবাদ।

আমি একটুখানি বলব। আমরা আসলে সংবিধান নিয়ে যে অনেক কাজ করেছি তা না। প্রাথমিকভাবে আমি কিছু বলব। এরপরে আমার সহকর্মী মারুফুল ইসলাম বলবেন। ১০ মিনিটের মধ্যেই আমরা শেষ করব। অনেক আলোচনা হয়েছে। আমরা সংক্ষেপে বলতে চাই যে, এটাকে প্রজাতন্ত্র বলা হয় কিন্তু এটা প্রজাতন্ত্র না। জনতন্ত্র বলা যায় কীনা সেটা নিয়ে ভাবা দরকার। সংবিধানে অনেক কিছু আছে কিন্তু আসলে বাস্তবে অনেক কিছু প্রয়োগ নেই। সেটা কীভাবে নিশ্চিত করা যায় আমি জানিনা। সেটা সংবিধানের এখতিয়ারভূক্ত কীনা সেটাই হচ্ছে মূল প্রশ্ন। আর বলতে চাই, রাষ্ট্রভাষা বাংলা হতে পারে কিন্তু অন্যান্য ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ আছে সেটা আমাদের সংবিধানে প্রতিফলিত হয়নি। সেটা থাকতে হবে। এরপরে জাতির পিতার প্রশ্ন। জাতির পিতা আসলে খুবই পিতৃতান্ত্রিক একটি ধারণা। জাতির স্থপতির প্রশ্ন থাকতে পারে। স্থাপতি একজন নাও হতে পারেন। আসলে তো জাতির স্থপতি একজন হয় না। অনেকে মিলেই জাতিধারণা তখন কাজ করেছিল। সেটাও চিন্তা করা যেতে পারে। রাজা দেবাশীষ রায় বলেছেন, বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালি না। আমরা বলতে চাই যে, এখানে বহুজাতির বসবাস আছে সেটা সেভাবেই লেখা থাকা দরকার। বহুজাতির কথা এখানে বলার কথা। কিন্তু নাগরিকত্বের জায়গায় বাংলাদেশি বলতে পারি। ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে ইতোমধ্যেই বলা হয়েছে। আমরা একটা প্রস্তাব করতে চাই। বহু ধর্মের কথা বলা যায়। ধর্মনিরপেক্ষতা শুনলে মনে হয়, ধর্মহীনতার কথা বলা হয়েছে। যদিও তা না আমরা জানি। যেহেতু এটা নিয়ে মানুষের মধ্যে একটা অস্বস্তি রয়েছে সেজন্য বহুধর্মের কথাও বলা যেতে পারে। এছাড়া সমাজতান্ত্রিকতা প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন আছে। এটার মানে কী ? আমাদের যে উদারনৈতিক অর্থনীতি এখানে চলছে সেটা তো সমাজতন্ত্রের সাথে যায় না। এইরকম পরস্পরবিরোধী কথাবার্তা আছে। সেটাও পরিষ্কার করা দরকার। সংবিধানে যেটা ছিল সেটাতে কী দেখছিলাম? সেখানে "প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হইবে" এটা বলা হয়েছে। এটা বলার মাধ্যমে মনে হতে পারে যে, জনগণ তাহলে কিছু

বলতে পারবে না। সবসময় নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমেই বলতে হবে। এটা মনে হয় চিন্তা করার দরকার আছে। এছাড়া জনস্বাস্থ্য প্রসঙ্গে নৈতিকতা নিয়ে যেসব কথা আছে, যেমন-জনস্বাস্থ্য প্রসঙ্গে চিকিৎসকের কী নৈতিকতা হবে ইত্যাদি নিয়ে কথা বলা যেতে পারে। কিন্তু জনস্বাস্থ্য প্রসঙ্গে ওখানে যেসব কথাবার্তা বলা আছে সেটা আমার মনে হচ্ছে অপ্রয়োজনীয় কিছু কথাবার্তা। অনুচ্ছেদ ১৯(৩)-এ আছে, নারীদের প্রসঙ্গে। এখানে বিভিন্ন জায়গায় নারী-পুরষের প্রসঙ্গে বলা আছে। এখানে শুধু নারী না বলে নারী-পুরুষ ও লিঙ্গবৈচিত্র্যের মানুষের কথা যুক্ত করা দরকার। যতগুলো জায়গায় আছে। শুধু নারী ও পুরুষ না নারী ও পুরুষের বাইরেও মানুষ আছে। সেটা রাখতে হবে। প্রান্তিক নৃগোষ্ঠী বলা যেতে পারে যেটা আসলে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বলা আছে। রাজা দেবাশীষ রায় যেটা বলেছেন যে, সেখানে আমরা জাতিগোষ্ঠী অথবা ethnicity-এর কথা বলতে পারি। Ethnicity সংখ্যায় কতটুকু সেটা তো গুরুত্বপূর্ণ নয়। জাতিগোষ্ঠী হিসেবে তাদেরকে আলাদা করা। সেটা রাখা যেতে পারে। আমাদের নির্বাচন ব্যবস্থা কী হবে এটা নিয়ে একটুখানি আলোচনা আছে। প্রফেসর কাজী মারুফুল ইসলাম এখানে যোগ করবেন।

**প্রফেসর কাজী মারুফুল ইসলাম** (বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক) : ধন্যবাদ। সবাইকে শুভেচ্ছা এবং স্যার আপনার নেতৃত্বে গঠিত কমিশন সভার সবাইকে শুভেচ্ছা। আমরা সরাসরি পয়েন্টে চলে যেতে চাই। আমরা মৌলিক অধিকারের মধ্যে একটা বিষয় সংযোজন করার কথা প্রস্তাব করতে চাই। মানুষের সম্মানজনক নূন্যতম মজুরী পাওয়া, এটা একটা মৌলিক অধিকার হিসেবে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকা দরকার বলে আমরা মনে করছি।

সংবিধান সংস্কারে অনুচ্ছেদ ৭(খ) এর যে বিধান যুক্ত আছে তাতে, এই আলোচনাকে একেবারে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এটা একেবারে criminalise করা হয়েছে। তাই অনুচ্ছেদ ৭(খ) এর পুনর্বিবেচনা বা পুনর্লিখন দরকার। অর্থাৎ এই সংবিধান সংক্রান্ত বা জাতীয় পতাকা বা রাষ্ট্রভাষা ইত্যাদি সংক্রান্ত আলোচনাকে খোলাখুলি করার সুযোগ যেন থাকে সেটি করার প্রস্তাব করছি।

সংসদীয় ব্যবস্থা দ্বিকক্ষবিশিষ্ট করার জন্য প্রস্তাব করছি। সেক্ষেত্রে আমাদের জায়গা থেকে ভেবেছি যে, বাংলাদেশের সংস্কৃতি বা রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিবেচনা করে দুটো কক্ষের। প্রথম কক্ষ নির্বাচন আমাদের first past the post পদ্ধতি অনুসরণ করে করা যেতে পারে। কিন্তু নিম্নকক্ষে যেরকম ভোট পাবে তার সমানুপাতে উচ্চকক্ষের একটা মনোনয়নের ব্যবস্থা/নির্বাচনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কিন্তু একই সাথে আমরা এটাও মনে করছি যে, সম্পূর্ণভাবে যদি আমরা একটা আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতির দিকে যাই সেটিও দ্বিতীয় বিকল্প হিসেবে থাকতে পারে। অর্থাৎ বর্তমান পদ্ধতির বাতিল চাই। আনুপাতিক পদ্ধতিতে নির্বাচন দরকার, সেভাবে সংসদে প্রতিনিধিত্ব দরকার। সেট নিয়ে আমাদের একটা বিস্তারিত আলোচনা আছে। আমরা পেশ করে যাব। সংসদের মেয়াদের ক্ষেত্রে আমরা ৪ বছরের প্রস্তাবটাকে সমর্থন করছি। একইসাথে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা সংকোচন, সেই জায়গাতে আমরা সুনির্দিষ্টভাবে বলতে চাই, যে ২ মেয়াদের প্রশ্ন এসেছে আমার মনে হয়, ইতোমধ্যে একটা সম্মতি তৈরি হয়েছে। আমরা সেটা সমর্থন করছি। একই সাথে যিনি প্রধানমন্ত্রী বা প্রধান নির্বাহীর দায়িত্ব গ্রহণ করবেন তিনি যেন দলের দায়িত্বে না থাকতে পারেন। দলের প্রধানের দায়িত্বে থাকার যে রেওয়াজ আছে সেটি বিধান যুক্ত করা দরকার।

সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোতে আমি কাজ করেছি। আমি দেখেছি যে, এখানে অনেক দুর্বলতা আছে। আমি নিশ্চিত না যে, এটা সংবিধানে স্পষ্ট আনতে হবে নাকি আমাদের কার্যপ্রণালী-বিধিতে আনতে হবে। কিন্তু caucus তৈরি করার বিধান এবং স্থায়ী কমিটিগুলো যেন গণশুনানি করতে পারে যে বিধানগুলো এখনে নেই, কার্যপ্রণালী-বিধিতে নেই সাংবিধানিকভাবে এই জায়গাগুলোর জন্য opening creat করা হয়।

অনুচ্ছেদ ৫৯ এবং ৬০ এ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন নিয়ে বলা হয়েছে। সেই জায়গায় ভাষাগত এবং অর্থগত পরিবর্তন চাই। যেটি স্থানীয় শাসন বলা আছে। local self governance বা স্থানীয় স্বশাসন এর স্থলে স্বায়ত্তশাসন শব্দটা প্রতিস্থাপন করা দরকার। যেটা আসলে উৎসাহিত করবে বিকেন্দ্রীকৃত শাসন ব্যবস্থার।

বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একটা প্রস্তাব। বর্তমান উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগের যে প্রক্রিয়া সেটি সংশোধন করা দরকার। সংশোধন করার জায়গাটি হচ্ছে, নিয়োগের জায়গাতে একটা জনশুনানির আয়োজন করা যেতে পারে। সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের সাথে বা তার আগেই একটা জনশুনানির আয়োজন করা যেতে পারে। আর দ্বিতীয়ত, বলতে চাই যে, সংবিধান বা এর ব্যাখ্যায় আমরা একটি special constitutional court যদি নাও পারি একটা বেঞ্চের ব্যবস্থা করতে পারি কীনা? কোর্ট হলে ভালো হয়। তবে সেটি যদি বেশি প্রত্যাশা মনে হয়, তাহলে কমপক্ষে বেঞ্চের কথা বলতে চাই। Constitutional bench থাকা দরকার যারা constitutional explanation and rights-এর বিষয়ে বলবে।

শেষ প্রস্তাব হচ্ছে, বৈদেশিক চুক্তির স্বচ্ছতা। আমরা বলতে চাই, কোনো বৈদেশিক চুক্তি সংসদে আলোচনার বাইরে অনুমোদন হওয়া উচিত না। নির্বাহী অনুমোদনের কোনো সুযোগ থাকা উচিত না। ফলে সকল বৈদেশিক চুক্তি সংসদে আলোচনা করে এর অনুমোদনের ভিত্তিতে কার্যকারিতা নির্ধারণ করা দরকার।

এই হচ্ছে মোটামুটিভাবে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে আমাদের প্রস্তাব। আমরা যেটা লিখে এনেছি সেটা আমরা দিয়ে যাবো এবং আমরা আরও কিছু সংশোধন করে ই-মেইলে পাঠাতে চাই।

ধন্যবাদ সবাইকে।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ। আপনাদেরকে আরও একটা কারণে ধন্যবাদ যে, আপনারা ১০ মিনিটের চেয়েও কম সময় নিয়েছেন। আমি প্রফেসর মির্জা তাসলিমা এবং প্রফেসর কাজী মারুফুল ইসলামকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমরা এখন শুনব বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশনের বক্তব্য। আছেন মাসরুর সালেকীন এবং মোহাম্মদ মিল্লাত হোসেন। যিনি বলবেন, তিনি প্রথমে নামটা বলে শুরু করেন তাহলে আমাদের রেকর্ডের জন্য সুবিধা হবে।

**জনাব মোহাম্মদ মিল্লাত হোসেন** (সদস্য, বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন) : ধন্যবাদ স্যার।

শুরুতে আমি ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ এবং ২০২৪ এর জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থানের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শুরু করছি। আমরা একটি সংগঠন হিসেবে এখানে এসেছি আমাদের যে mandate সেটা হচ্ছে জুডিশিয়ারি সংক্রান্ত। এই প্রসঙ্গে আমাদের যে প্রস্তাবগুলো থাকবে সেগুলো দেখার জন্য অনুরোধ করব। শুরুতে ২-৩টি ইস্যুতে সাধারণ একটা মতামত দিতে চাই। আমরা মনে করছি যে, সংবিধানের ভাষাটা সাধু ভাষা থেকে জনগণ যাতে বোঝে এমন চলিত ভাষায় লেখা যেতে পারে।

এরপর সংবিধানে আছে প্রজাতন্ত্র, এগুলো আমাদের ইতিহাস সচেতন মানুষের মধ্যে এক ধরণের allergy তৈরি করে। এক ধরণের অধঃস্তনতার স্মারক বহন করে। এগুলোকে বদলানো যেতে পারে। এছাড়া খাদ্য, প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এই তিনটাকে আমি সরাসরি মৌলিক অধিকারে অন্তর্ভূক্ত করার প্রস্তাব করছি। এছাড়া অন্যান্য যেসব মৌলিক অধিকার থাকবে সেসবের ক্ষেত্রে এখন যেরকম আছে যে, কোনো শর্ত আরোপ করা যাবে না। এবার আমি অনুচ্ছেদ ভিত্তিক আলোচনায় প্রবেশ করছি।

প্রথম প্রস্তাব হচ্ছে, এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের বদলে আমাদের দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় ধাচের শাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে যে, *federal state*-এ জুডিশিয়ারির কার্যক্রম খুব ভালো করে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের চেয়ে। এতে ক্ষমতার ভারসাম্যটা ভালো থাকে। আমাদের দেশের জন্য এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করছি।

দ্বিতীয় প্রস্তাব হচ্ছে, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩-এ অনুচ্ছেদে ভাষার কথা আছে। আমরা এখানে আদালতের ভাষা হিসেবে বাংলা করার প্রস্তাব করছি।

পরবর্তী প্রস্তাব হচ্ছে, অনুচ্ছেদ ২২ নিয়ে, যেখানে আছে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ সম্পর্কিত। এখানে আমরা প্রস্তাব করছি যে, শুধু নির্বাহী অঙ্গগুলো থেকে নয়, আইন সভা থেকেও বিচারবিভাগ পৃথকীকরণ এবং অর্থবহ স্বাধীনতা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করবে রাষ্ট্র- এগুলো অন্তর্ভূক্তির জন্য। এটা কেন তার ব্যাখ্যা আমরা লিখিত এনেছি। সেটা আমরা দিয়ে যাব, ব্যাখ্যা করছি না।

পরের প্রস্তাব হচ্ছে, মৌলিক অধিকারের অনুচ্ছেদ ৩৩, যেখানে প্রিতিরোধের কথা বলা আছে। আমরা এই অনুচ্ছেদের বিলুপ্তি প্রস্তাব করছি। কারণ হচ্ছে আমাদের আমরা দেখেছি যে, গুম খুন, আয়নাঘর এর আইনিক একটি কাঠামো হচ্ছে preventive detention.

এরপরের প্রস্তাব হচ্ছে, অনুচ্ছেদ ৩৮ সংগঠনের স্বাধীনতা। এখানে সংবিধান পরিপন্থি কোনো উদ্দেশ্যে কোনো সংগঠন তৈরি করা, এর সদস্য হওয়া, নিষিদ্ধ করার, রদ করার প্রস্তাব করছি। এর কারণ হচ্ছে, এর মাধ্যমে রাষ্ট্রে সাংবিধানিক সার্বভৌমত্ব তৈরি করা হয়। কিন্তু রাষ্ট্রে শুধু জনগণই সার্বভৌম। জনগণ চাইলে সংবিধান প্রত্যাখান করতে পারে, অন্য সংবিধান প্রস্তাব করতে পারে, পুনর্লিখন করতে পারে। এ অধিকার জনগণের organic intrinsic. এটা আমরা রদ করার প্রস্তাব করছি।

এর পরের প্রস্তাব হচ্ছে, অনুচ্ছেদ ৩৯ এ। চিন্তা, বিবেকের স্বাধীনতা বা বাক স্বাধীনতার বিষয়ে। এখানে অনুচ্ছেদ ৩৯(২ বিদেশি রাষ্ট্রসমূহের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং আদালত অবমাননা-এ দুটি বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করছি। কারণ আদালতের রায়ের যুক্তিসঙ্গত পর্যালোচনা করা হচ্ছে জনগণের অধিকার। একইসাথে বিদেশি রাষ্ট্র সে রাষ্ট্র যতোই বন্ধু রাষ্ট্র হোক না কেন, এটা deal করার দায়িত্ব হচ্ছে রাষ্ট্রের। রাষ্ট্র তার সমস্ত apparatus and mechanism দিয়ে এ দায়িত্ব নিয়ে deal করবে। জনগণের উপর এর দায় নেই যে কোনো রাষ্ট্রের বিষয়ে মতামত প্রকাশ করতে পারবে না।

এর পরের প্রস্তাব হচ্ছে, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৪ এ। অনুচ্ছেদ ৪৪(২) হলো এমন একটি অনুচ্ছেদ যেটা এই ৫৩ বছরে কখনও ব্যবহার করা হয়নি। সবচেয়ে unused provisions আমাদের সংবিধানের। সেখানে "মৌলিক অধিকার আদালত" স্থাপনের একটা বিধান আছে প্রায় ৫২ বছর ধরে। এখন যদি হাইকোর্টের রীট আকারে দেখি তাহলে অনুচ্ছেদ ৪৪(২) অনুযায়ী রীট মামলা দায়ের করার এখতিয়ার হাইকোর্টকে রেখেই অন্য আদালতে দেওয়া যায়। আমরা সেটার প্রস্তাব করছি। একই সাথে আরও একটা বিষয় কাভার করবে বলে আশা করছি সেটা হচ্ছে,উচ্চ আলাদতের বিকেন্দ্রীকরণ নিয়ে। ৮ম সংশোধনীর যে রায়ের বাধা এটা একটা মনোস্তাত্ত্বিক বাধাও বটে এবং এটা আমরা পেরোতে পারছি না কোনো ভাবেই । এখন বিভাগীয় পর্যায়ে বা পুরাতন জেলা সদরগুলোতে যদি আমরা মৌলিক অধিকার আদালত স্থাপন করতে পারি, তাহলে উচ্চ আদালতের বিকেন্দ্রীকরণের একটা ধাপ আমরা করতে পারব।

এর পরের প্রস্তাব হচ্ছে, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৯, ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার। এখানে আমি আইন সাপেক্ষে যোগ করার প্রস্তাব করছি।

এর পরের প্রস্তাব হচ্ছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা। এটা আমরা পুনঃপ্রবর্তনের প্রস্তাব করছি। তবে একই সাথে এখানে আগের যে বিধান ছিল, প্রাক্তন বিচারকদের এখানে যে বাধ্যতামূলকভাবে বিবেচনা করার বিধান সেটা রহিত করা সাপেক্ষে প্রস্তাব করছি এবং সেটা উন্মুক্ত থাকবে। সবাই মিলে আলোচনা করে যদি বিচার বিভাগের প্রাক্তন কোনো সদস্যকে বানাতে চান, তাহলে বানাতে পারেন। কিন্তু সেটা উন্মুক্ত থাকবে।

এর পরের প্রস্তাব হচ্ছে, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৪, এটর্নী জেনারেল এর বিষয়ে। বাংলাদেশে আমরা এটর্নী জেনারেল বলছি। কিন্তু আমাদের সংবিধানে অন্যান্য যে বিধান আছে সেখানে সরকারের এটর্নী জেনারেল হিসেবে কাজ করতে দেখি। তাই প্রস্তাব করছি যে, এটর্নী জেনারেল হবে বাংলাদেশের এটর্নী জেনারেল এবং তার মেয়াদ থাকবে নির্ধারিত। সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় তাঁকে অভিশংসন করা যাবে। এর পরিপূরক হিসেবে সরকারগুলো solicitor general নিয়োগ করতে পারবেন। তিনি সরকারের সন্তোষজনক সাপেক্ষে পদে বহাল থাকবেন। সেক্ষেত্রে আমরা প্রাদেশিক স্তরে এটর্নী জেনারেল থাকবেন তিনি এটর্নী জেনারেলের ভূমিকা পালন করবেন এবং chief prosecutor of pleader থাকবেন যিনি solicitor general-এর ভূমিকা পালন করবেন এবং সরকারের প্রতিনিধিত্ব করবেন। আর একটি স্থায়ী এটর্নী সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব করছি আমরা। এখন পিপি, এপিপি, জেপি পদে রাজনৈতিক অনুপ্রবেশের কারণে যে ন্যায়বিচার বিঘ্নিত হচ্ছে সেটার সাথে সম্পর্কিত এটা।

এর পরবর্তী প্রস্তাব হচ্ছে, রাষ্ট্রের সংযুক্ত তহবিলের উপর যে দায় আছে সেখানে বিচার বিভাগকে সংযুক্ত করার প্রস্তাব করছি। এতে বিচার বিভাগের আর্থিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা যাবে। এটা হচ্ছে অনুচ্ছেদ ৮৮ (গ)। এটা সংযুক্ত করার প্রস্তাব করছি।

পরের প্রস্তাব হচ্ছে, সুপ্রিম কোর্ট বা উচ্চ আদালত প্রতিষ্ঠা করা। প্রথমে আমি প্রস্তাব করছি যে, আমাদের সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্ট ইত্যাদি ইংরেজি শব্দ বাদ দিয়ে বা এর পরিপূরক হিসেবে রেখে সুপ্রিম কোর্টের জায়গায় 'সর্বোচ্চ আদালত' হাইকোর্টের জায়গায় 'উচ্চ আদালত' নাম করা যেতে পারে। যেহেতু আমরা ফেডারেল স্টেটের প্রস্তাব করেছি, তাই প্রাদেশিক স্তরেও একটি করে হাইকোর্ট থাকবে এবং প্রত্যেকটি হাইকোর্টে এক একজন প্রধান বিচারপতি থাকবেন।

এর পরের প্রস্তাব হচ্ছে, অনুচ্ছেদ ৯৫, বিচারক নিয়োগ। এই ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম প্রস্তাব হচ্ছে, শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্য ছাড়া সর্বোচ্চ আদালতের কর্মে প্রবীণ বিচারকই হবেন প্রধান বিচারপতি। আর অন্যান্য বিচারকদের নিয়োগের ক্ষেত্রে আমরা একটা সুপ্রিম জুডিশিয়াল কমিশনের প্রস্তাব করছি। সেখানে সদস্য কারা হবেন সেটা লিখিত আছে। আমরা কী সেটা বলব স্যার?

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান) : আপনি যেহেতু উল্লেখ করেছেন যে, আপনারা একটি লিখিত দিচ্ছেন তাই আমার মনে হয়, এটা রেকর্ডে থাকছে যে, আপনারা এই বিষয়টাতে মনোযোগ দিয়েছেন। এখন সময়ের দিকেও একটু মনোযোগ আকর্ষণ করব।

**মোহাম্মদ মিল্লাত হোসেন** (সদস্য, বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন) : ধন্যবাদ স্যার।

এর পরের প্রস্তাব হচ্ছে, বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে জুডিশিয়াল সার্ভিস থেকে ৬০% ও বার থেকে ৪০% বিচারক নিয়োগের। কারণ উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগ করা হচ্ছে। তাই যাদের বিচারিক অভিজ্ঞতা বেশি তাদের নিয়োগ করলে তারা ভালো করবে বলে আশা করা যায়। আরও অন্যান্য কারণ আছে, সেগুলো আমি ব্যাখ্যা করছি না। সুপ্রিম কোর্টের উচ্চ আদালতের বিচারকদের অবসর গ্রহণের পরে অন্য কোনো পদে নিয়োগ দেওয়া যাবে না। সেটা যে কোন কমিশনে হতে পারে। স্থায়ীভাবে কোনো কমিশন বা ল' কমিশন, তথ্য কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন কোথাও নিয়োগ দেওয়া যাবে না এরকম প্রস্তাব করছি।

অনুচ্ছেদ ১০০ এ প্রস্তাব করছি যে, সুপ্রিম কোর্টের একটি পৃথক সচিবালয় থাকতে হবে। বিচার বিভাগ স্বাধীনতা ও পৃথকীকরণের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য সুপ্রিম কোর্টের একটি পৃথক সচিবালয় স্থাপন করা জরুরি।

এর পরের প্রস্তাব হচ্ছে অনুচ্ছেদ ১১৬, যেখানে অধঃস্তন আদালত সম্পর্কে বলা আছে। অধঃস্তন আদালত একটা ভুল শব্দ বলে আমি মনে করি। এটা হচ্ছে জনগণের কোর্ট। কারণ জনগণ সবার আগে যে আদালতে দ্বারস্ত হয় সেটাই হচ্ছে অধঃস্তন আদালত। পৃথিবীতে কোনো আদালতই অধঃদস্তন নয়। এ অর্থে এটা একটা misnomer. আমি প্রস্তাব করছি, অধঃস্তন আদালতের জায়গায় জনআদালত বা ইংরেজিতে people's court নামকরণ করার জন্য। people's cour-এর যারা বিচারক থাকবেন তাদেরও কর্মে, নিয়োগ, শর্ত এবং তাদের আর্থিক বাজেটগুলো সুপ্রিম কোর্টের হাতে ন্যস্ত করার প্রস্তাব করছি।

এর পরের প্রস্তাবটি হচ্ছে, সংবিধান সংশোধন বিষয়ে। এটা একটু বিস্তারিত আছে।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): আপনি কি এক লাইনে উল্লেখ করতে পারেন যে, সংবিধান সংশোধনের বিষয়ে আপনাদের প্রস্তাবটা কি?

**মোহাম্মদ মিল্লাত হোসেন** (সদস্য, বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন) : আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে, সংবিধান সংশোধনের যে কোনো প্রস্তাব প্রথমে জনগণের জানার জন্য বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করতে হবে এবং কমপক্ষে ৩০ দিন সময় দিতে হবে জনগণকে সেই বিষয়ে মতামত দেওয়ার জন্য। এরপর জাতীয় নির্বাচনে কমপক্ষে ৫০ ভাগের অধিক ভোটপ্রাপ্ত দলের endorsement থাকা সাপেক্ষে সংবিধান সংশোধনের কোনো প্রস্তাব সংসদে ওঠাতে গেলে।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান) : এটাই কী আপনার শেষ?

**মোহাম্মদ মিল্লাত হোসেন** (সদস্য, বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন) : আর একটা আছে।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): সংক্ষেপে সমাপ্ত করেন।

**মোহাম্মদ মিল্লাত হোসেন** (সদস্য, বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন): শেষ প্রস্তাবটা হচ্ছে, অনুচ্ছেদ ১৫২। এখানে অনেকগুলো সংজ্ঞা আছে। সেখানে একটা মজাদার বিষয় আছে, রাষ্ট্র বলতে বিচার বিভাগকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। আমি এই প্রস্তাব করছি যে, রাষ্ট্র বলতে নির্বাহী বিভাগ, আইন বিভাগের সাথে বিচার বিভাগকে অন্তর্ভূক্ত করা হোক। এই ছিল আমার প্রস্তাব। আমি লিখিতটা জমা দিয়ে যাব।

ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান) : ধন্যবাদ। মোহাম্মদ মিল্লাত হোসেন। আমি জানি যে, আপনাকে অনেক সংক্ষিপ্ত করতে হয়েছে। কিন্তু আপনাদের কাছে যেহেতু একটি লিখিত ভাষ্য আছে আমরা আশা করছি এটা আমাদের কাছে দিয়ে যাবেন এবং বিভিন্ন বিষয় আমরা সেখান থেকে সংগ্রহ করতে পারব। এখন আমি অনুরোধ করব সম্পূর্ণা সংগঠনের প্রতিনিধি জয়া শিকদার এবং সুদীপ কুমার দাস (শাওনী)কে কিছু বলার জন্য। এখন বলবেন জয়া শিকদার।

**জয়া শিকদার** (সভাপতি, সম্পূর্ণা) : ধন্যবাদ, আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য এবং এখানে এসে কথা বলার জন্য। আমি সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান এবং সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সেই সাথে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমাদের ছাত্র আন্দলনের যে ভাই বোনরা গণআন্দোলন তৈরি করে এবং জুলাই এর ৫ তারিখে আমাদের যে স্বাধীনতা হলো এটাকে আমি স্বাধীনতাই মনে করি। আমি কখনও '৭১ দেখিনি গল্প শুনেছি। '৫২ এর ভাষা আন্দোলন দেখিনি গল্প শুনেছি, বিজয় কেমন হয় সেটাও দেখিনি কিন্তু এবারের বিজয় দেখলাম যে, বিজয় কীভাবে অর্জন করি, তাদের আত্মার প্রতি এবং যে শহিদরা রক্তের বিনিময়ে এটা অর্জন করেছি তাদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা। সেই সাথে বৈষম্যের জন্য একটি আন্দোলন হয়েছে। আমরা এমন একটি জনগোষ্ঠী জন্ম থেকেই বৈষম্যের শিকার, বেড়ে ওঠা থেকে বৈষম্যের শিকার। আমি যে শব্দটি চছু করি। এখানে আমি যখন পরিচয় দিলাম transgender নারী। এই শব্দটা যখন বলি তখন এটাকে নিয়ে বিভিন্ন মানুষ কথাবার্তা বলে। বিভিন্ন ধরণের বিষয় আমি যখন ইউটিউব চ্যানেলে দেখি, বিভিন্ন ধরণের লেখাগুলো যখন আমি দেখি- এগুলো শুনতেও বাজে লাগে। এমন একটি সভ্য দেশে বসবাস করি- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। এখানে আমরা গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলন করি। এখানে সকল নাগরিকের কেন সুনাগরিক অধিকার নেই? আমি যদি নাগরিক হিসেবে সকল সুবিধাই না পাই তাহলে কী করব? পড়াশুনা পাচ্ছি না, কাজ পাচ্ছি না, ভিক্ষা আমার পেশা না তারপরও আমাকে ভিক্ষা করতে হয়। এই ভিক্ষার হাতটা কারা দিয়েছে? তথাকথিত এই সমাজ, এই রাষ্ট্র, এই রাষ্ট্র যারা পরিচালনা করে, রাষ্ট্রের যারা নিয়ম কানুন তৈরি করে- তারাই তো দিয়েছে। তারা যদি সামাজিকভাবে আমাদের পরিচয়টা গ্রহণ করতো, রাষ্ট্রীয় সকল নথিপত্রে আমাদের পরিচয়কে অন্তর্ভূক্ত করে নিত, তাহলে আজকে আপনাদের চোখের সামনে আমরা ভিক্ষুক হতাম না। বরং আমাকে ভিক্ষে করতে হচ্ছে। আমার হাত আছে, পা আছে সমস্যা কোথায়? সমস্যা আমার লিঙ্গ পরিচয়ের। লিঙ্গ পরিচয়টাই যদি সমাজ গ্রহণ করতে না চায়, রাষ্ট্র গ্রহণ করতে না চায়, সমাজ, ধর্ম

যদি তকমা লাগিয়ে দেয় লিঙ্গ পরিচয়ের সাথে, তাহলে কি ভিক্ষে ছাড়া উপায় আছে? এই ভিক্ষে থেকে ফিরে আসতে হলে তাদেরকে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরিত করতে হবে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৭ এ যে কথাটি বলা আছে, "সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকার আছে"। এখানে কয়েকটি শব্দ যুক্ত করে দিতে হবে, "লিঙ্গ, ধর্ম এবং সকল মানুষকে"।

তারপর অনুচ্ছেদ ২৮। এখানে বলা আছে, "কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষবেদ বা জন্মস্থানের কারণে"। এখানও লিঙ্গ উল্লেখ করে দিতে হবে। অর্থাৎ "লিঙ্গ, ধর্ম. বর্ণ.. .." এভাবে যদি সংশোধনী নিয়ে আসেন তাহলে কিছু মানুষের উপকার হবে।

অনুচ্ছেদ ২৮ এর অনেকগুলো জায়গায় লিঙ্গ অন্তর্ভূক্ত করলে অনেক ভালো হবে। আমি আর যাচ্ছি না।

এখন আমি নাজমা আপার কথা ধরি। নাজমা আপা আমার দীর্ঘদিনের পরিচিত। শ্রম আইন এবং যে শ্রম অধিকারগুলো আছে সেখানে এগুলো সংযুক্ত করতে হবে। সকল লিঙ্গের মানুষ যেন কর্মসংস্থানের সুযোগ পায়। নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্র যদি কমংসংস্থানের ব্যবস্থা না কওে, কর্মকান্ডের যদি কোনো সুযোগ না দেয় তাহলে কীভাবে কাজ করে খাব? সেখানেও আমাকে ভিক্ষে করতে হচ্ছে। কারণ ভিক্ষা তো আমার পেশা নয়। তাই এগুলো অন্তর্ভূক্ত করে দেওয়া। একই সাথে নাগরিক স্বায়ত্তশাসিত কোনো স্পষ্ট সাংবিধানিক গ্যারান্টি নেই। এখানে একটা বিষয় হচ্ছে, transgender নারীদের কোনো অধিকার নেই। inter sex children, অর্থাৎ যারা আন্ত লিঙ্গ হিসেবে জন্মগ্রহণ করে, তাদের জন্মগ্রহণের পরপরই তাদের বাবা মা তাদেরকে মেরে ফেলতে চায়। কেন মেরে ফেলতে চায়? কারণ সমাজে তাদেরকে অন্যভাবে দেখা হয়। আমি যদি ইসলাম ধর্মের কথা বলি। ইসলাম ধর্ম মানুষকে ৩টা ভাগে ভাগ করেছে। তার মধ্যে আমি যতটুকু অনলাইন বা বিভিন্ন গবেষকদের সাথে কথা বলে জেনেছি। 'খুসনায়ে মুসকিলা' এই লিঙ্গের মানুষদের শনাক্ত করতে পারে না। খুসনায়ে জানানা, খুসনায়ে আকুয়া। খুসনায়ে আকুয়া ও জানানা বলতে বুঝায় নারীরা পুরুষ হলেও মানসিক দিক দিয়ে তিনি একজন নারী। আবার পুরুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করলেও তিনি মানসিকভাবে নারী। এটা তো এই ব্যক্তির সমস্যা না সেটা তো সৃষ্টিকর্তার রহস্য। সৃষ্টিকর্তা কেন আমাকে এই দায়ভার দিয়ে পৃথিবীতে এনেছে? আমি তো চাইনি সৃষ্টিকর্তার কাছে যে, এভাবে আমাকে পাঠিয়ে দাও। কেন পাঠিয়েছে? সে উত্তরটা সে দিতে পারবে। সে উত্তরের দায়ভারটা সমাজ, ধর্ম কেন আমাকে চাপিয়ে দেয়? সেজন্য এই জায়গাটা আপনাকে স্পষ্ট করতে হবে। এইজন্য আমার এটা বলা যে, 'শারীরিক ও স্বায়ত্তশাসন'।

এরপর হচ্ছে আইন প্রয়োগে বৈষম্য। ভোটার যোগ্যতা ও সম্পত্তির মালিকানা সংক্রান্ত নিয়মাবলি প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিশেষত transgender এবং যাদেরকে আপনারা 'হিজড়া' হিসেবে চিনেন। আমি হিজড়া শব্দটির সাথে এত ভালো পরিচিত না। কেননা হিজড়া একটি পেশা। এই পেশায় কেন এই মানুষগুলো নামে। আমি একটু আগে বললাম যে, ভিক্ষে হচ্ছে তাদের পেশা। এই ফ্যাসিবাদি সরকার অমি বলছি, যে অন্যায় করে তাকে অন্যায়কারীই বলব। তারপরও ঐ সরকারের সময় ২০১৩ সালে তারা একটি গেজেট পাস করে। সেই গেজেটে হিজড়াদেরকে 'হিজড়া লিঙ্গ' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এই স্বীকৃতিতে অনেক ভুল ছিল। হিজড়াদের body politics, তারা কোন লিঙ্গের বা জন্মসূত্রে তারা কী? এই জনগোষ্ঠীর যারা আছেন তারা কেউই জন্মসূত্রে লিঙ্গ পরিচয়ের স্পষ্টতা বলতে পারে না সামাজিকভাবে। তারজন্য transgender মানুষেরা হিজড়া পেশার সাথে সংযুক্ত। হিজড়া পেশা নিয়ে তারা বেঁচে আছে। সেজন্যই আমি আপনাদেরকে বললাম যে, আমাকে যদি রাষ্ট্র সমান সুযোগ সুবিধা না দেয় , চাকরি না দেয় তাহলে তো আমাকে ভিক্ষা করতে হবে। ভিক্ষা তো আমার পেশা না। তাহলে সেই জায়গায়টি অবশ্যই পরিষ্কার করতে হবে যে transgender মানুষ কারা? transgenderরা কী? সেটা করে তাদেরকে সমান মর্যাদা দিতে হবে। এই transgender মানুষকে সামাজিকভাবে মূল্যায়ন করতে হবে। তাদের সুযোগ সুবিধার বিষয়গুলো সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত থাকতে থাকবে। বিভন্ন মানুষের যৌন অভিমুখী পরিচয়গুলোকে সংবিধানে স্পষ্ট করতে হবে। এই পরিচয় স্পষ্ট না থাকলে মানুষগুলো না পারবে সমাজে টিকে থাকতে, না পারবে বেঁচে থাকতে। এক পর্যায়ে সে গিয়ে আত্মহত্যা করে। আত্মহত্যা না করা পর্যন্ত বিভিন্ন অপরাধের সাথে জড়িয়ে যায়। কারণ সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্র যদি তাকে গ্রহণ না করে তাহলে সে কী করবে? তার তো পেট আছে, ক্ষুধা আছে, তাকে খেতে হবে। কাজেই সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্রের এই বিষয়গুলো সঠিকভাবে সংস্কার করে সংবিধানে এগুলো উল্লেখ করে নিতে হবে। সেইসাথে ধর্মীয় নেতাদের সাথে বসে এ সম্পর্কিত ধর্মীয় বিষয়গুলো সুস্পষ্ট করতে হবে। কারণ ধর্মীয় নেতাদের কাছ থেকে অনেক সময় অনেক রকম অপব্যাখ্যা বেড়িয়ে আসে। এই অপব্যাখ্যাগুলোর সমাধান দরকার। বাংলাদেশের মানুষ transgender মানুষকে অনৈক রকম যৌনতা দিকে নিয়ে যায়। আমি মনে করি যে, যৌনতার অধিকার থাকা দরকার। কারণ যৌনতার মাধ্যমেই আমরা পৃথিবীতে এসেছি। সেজন্য এটা আমার বলা। যৌনতা যদি না থাকত তাহলে প্রাণিকূল পৃথিবীতে থাকত না। তাহলে সেটাকে আমরা অবহেলার দৃষ্টিতে দেখবো কেন? সেই জায়গাটা স্পস্ট করে যৌনতার কারণে বা যৌন আকাঙ্ক্ষার উপর নির্ভর করে মানুষকে কেন আলাদা করা হয়? একজন transgender মানুষকে প্রায় সময় বলা হয় তারা homosexual. But I am Transgender woman- আমি কোনক্রমেই homosexual না। আমার যে gender indentity, আমার sexual indentity তো কেউ প্রকাশ করতে চায় না। প্রত্যেকটা মানুষের sexual indentity তার ঘরের ব্যাপার। তার বাড়িতে সে কি করে না করে সেটা কি কেউ আমরা দেখতে যাই? বাড়ির কাজটা কি কেউ কখনও দেখি? কাজেই কেন সেটা বিভিন্ন জায়গায় লেখালেখি হবে? পত্রপত্রিকায়, ওয়াজ মাহফিল এবং ধর্মশালায় এগুলো কেন উল্লেখ হবে? সেই জায়গা থেকে

সংবিধানে এগুলো স্পষ্ট থাকা দরকার।

আমি আর কথা বাড়াতে চাই না। আমি আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাতে চাই। আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করব আমার যে দাবিগুলো ছিল সেগুলো যদি আপনারা সংবিধানে সংযুক্ত করতে পারেন, তাহলে আপনাদের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

ধন্যবাদ, আপনাদেরকে।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ জয়া শিকদার আপনার বক্তব্যের জন্য।

হ্যাঁ আপনি ১০ মিনিটের কম সময় নিয়েছেন সেজন্য অতিরিক্ত একটি ধন্যবাদ আপনি প্রাপ্য।

এখন বক্তব্য রাখার জন্য আনুরোধ করব মিসেস নাদিরা পারভীন, নাগরিক উদ্যোগ।

**মিসেস নাদিরা পারভীন** (নাগরিক উদ্যোগ): ধন্যবাদ, স্যার আপনাকে। সাথে সাথে নাগরিক উদ্যোগ পরিবারের পক্ষ থেকে শুভকামনা, অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি সংবিধান সংস্কার কমিশনের অন্যান্য সম্মানিত সদস্যগণকে। এছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রের যে সকল প্রতিনিধি রয়েছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জনাচ্ছি। আমরা জানি যে, sixteen days activism চলছে- ২৫ নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছে এবং ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার দিবসে এই পক্ষটা শেষ হবে। সেই পক্ষেরও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি।

প্রথমই বলতে চাই যে, অন্তবর্তীকালীন সরকারের অভ্যুত্থানের পরপরই ১০টি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়েছে। আমরা মনে করি, যতগুলোর সংস্কার কমিশন গঠিত হয়েছে এরমধ্যে সংবিধান সংস্কার কমিশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কমিশন। আমরা বিশ্বাসও করি যে, রাষ্ট্র সংস্কারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সংবিধান সংস্কার। সংবিধান রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন। তাই সংবিধানের সঠিক সংস্কারের মাধ্যমেই আসলে একটা উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক সরকার এবং সেই সরকার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই আসলে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। সংবিধানে আমরা ১০টি এরিয়া চিহ্নিত করেছি যেখানে সংবিধান সংস্কার করা প্রয়োজন। আমার সাথে আমার সহকর্মী রয়েছেন। আমি ৫টি উল্লেখ করছি এবং তিনি ৫টি আপনাদের সাথে শেয়ার করবেন।

প্রথমটি হচ্ছে, সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর ভিত্তি কেন্দ্রিক যে সংস্কারগুলো সেখানে প্রস্তাবনায় এনেছি যে, "১৯৭১ সালে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাই হোক সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর ভিত্তি"। এর অর্থ আপনারা নতুন করে সংবিধানের যে সংস্কার করবেন তার মূলভিত্তি যেন এটাই থাকে। নীতি বলি আর মতাদর্শ বলি সেখানে এটাই যেন থাকে এবং জনগণের সার্বভৌমত্ব সুরক্ষিত করা।

আমরা মনে করি যে, জনগণের ইচ্ছাকে কার্যকর করার জন্য রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের অংশগ্রহণ প্রক্রিয়াকে নিশ্চিত করতে হবে, effective and true sense-এ। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের ভোটাধিকার প্রদান হলো গণতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। গণতন্ত্রকে সুসংহত করার জন্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও সুরক্ষা কমিশনগুলোর স্বাধীনতা থাকতে হবে। স্বাধীনতা বলতে বুঝিয়েছি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও আর্থিক সক্ষমতাকে নিশ্চিত করা।

আমার আর একটি পয়েন্ট হচ্ছে, আইন প্রণয়ন, বিচার ব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। আমদের আশা যে, আমরা এগুলোর একটা প্রতিফলন সংবিধান সংস্কারের মাধ্যমে দেখতে পাব।

এছাড়া আমরা প্রথমেই সংবিধানে বাংলাদেশের নামের ক্ষেত্রে দেখতে পাই যে, বাংলাদেশের নাম হচ্ছে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ'। এর পরিবর্তে আমাদের একান্তই মতবাদ যে, 'জনগণতান্ত্রিক বাংলাদেশ' রাখার প্রস্তাব করছি। এটা বিবেচনার জন্য অনুরোধ করছি। এটা আমাদের নিজস্ব মতামত।

নির্বাচন ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও আমরা কিছু প্রস্তাব এনেছি। প্রথমেই বলব, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধানে আবার অন্তর্ভূক্ত করতে হবে বা এটা অন্তর্ভূক্ত করা। এটা আমাদের একটি জোরালো দাবি। একব্যক্তি সর্বোচ্চ ২ বার প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারবেন। এ বিধানটি সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত করা প্রস্তাব করছি। রাজা বাবুও বলে গেছেন যে, সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করা। এটা খুবই দরকার। কারণ SDG তেও আমরা বলি, "No one living behind". এখানে যদি minority, social excluded community, জয়া দি আসলে বললেন, এদের শতকরা ভাগ তাদের অনুপাতেই সংবিধানের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ করে নারীদের জন্য প্রত্যক্ষ এবং একইসাথে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এছাড়া পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী দলিত, আদিবাসী, উর্দু ভাষাভাষি জনগণ এবং transgender এই ধরনের জনগোষ্ঠীর জন্য একটি নির্দিষ্ট সংখ্যায় সংরক্ষিত আসন রাখতে হবে জাতীয় সংসদে। এটার জন্য সামাজিক অন্তর্ভুক্তির পাশাপাশি রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তিটাও সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত করাসহ এটার একটা ধারাবাহিক বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াও থাকতে হবে। দ্বৈত নাগরিকের ক্ষেত্রে সকল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার বিধানটাকে পুরোপুরি restricted রাখা বা নিষিদ্ধ করা পক্ষে। বিদেশে অবস্থানকারী

প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিকদের ভোট প্রয়োগ করার অধিকারের সুযোগটি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিবেচনায় রাখা। সবচেয়ে বেশি যেটা আলোচনা হয়েছিল এবং এ বিষয়ে সবাই একমতও হয়েছিলাম যে, কীভাবে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য তৈরি করা যায় এবং তাদের roles and responsibilities-এর মধ্যে যেন একটা ভারসাম্য থাকে।

আমাদের আর একটা প্রস্তাব হচ্ছে যে, যারা সংসদ-সদস্য হবেন তারা আইন ও নীতি প্রণয়ন করবেন। কিন্তু স্থানীয় উন্নয়নে যে, অতিমাত্রার অংশগ্রহণ এটা বন্ধ করতে হবে। তাহলে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি যারা আছেন তাদের অংশগ্রহণদ, গুরুত্ব ও সিদ্ধান্তটাকে স্থানীয় পর্যায়ে আরও জোড়ালো করা যাবে। আর বর্তমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭০কে বাদ দেওয়ার প্রস্তাব আমরা রাখছি। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কী হতে পারে সেটা আপনাদের বিবেচনার জন্য আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করার জন্য, সমন্বিত আইন প্রণয়ন এবং স্থানীয় সরকারের কর্মকাণ্ডে সংসদ-সদস্যের হস্তক্ষেপের বাইওে রাখার জন্য আমরা প্রস্তাব করছি।

সবশেষে একটা কথা বলে আমি আমার সহকর্মীকে আহ্বান জানাব সেটা হচ্ছে যে, আমরা এই কদিন ধরেই মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ইউএনডিপি, ইউএনওমেন, because beijing 30 is approaching near. একটা বিষয় কথা খুব হয়েছে যে, নারীর ক্ষমতায়ন, সমঅধিকার ও সমমর্যাদা। এক্ষেত্রে সংবিধানে তো বলাই আছে যে, "সকল নাগরিক সমান অধিকার ও সমান আইনের সুযোগ পাবে"। যদি CEDAW দুই নাম্বার কলামের reservationটা তুলে দেওয়া যায় এবং যখনই এই equal term হয়ে যাবে, সম্পত্তির অধিকার হয়ে যাবে এবং নারীর ক্ষমতায়ন করতে হলে নারীকে অর্থনৈতিক কাজের সাথেও সম্পৃক্ত করতে হবে। সেক্ষেত্রে ঋ পাওয়ার ক্ষেত্রে যে অতিরিক্ত শর্তারোপ করা হয়, collateral দিতে হবে, দুইজনের সাইন করতে হবে, এতে অনেক বিজনেসে তো কেউ রাজিই হয় না। সেক্ষেত্রে স্বামী বা ভাই কোথা থেকে ম্যানেজ করবে। তাহলে এই বিষয়টা আইনে atleast equal term থাকলো।

**জনাব সুলতান মোঃ সালাউদ্দিন সিদ্দিক** (নাগরিক উদ্যোগ): ধন্যবাদ সবাইকে । আমরা অনেক সময় নিয়ে ফেলেছি তাই to the point-এ শেষ করব। আমরা মৌলিক অধিকারের বিষয়ে একটি সুপারিশ রাখতে চাই সেটা হচ্ছে, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের পাশাপাশি জনস্বাস্থ্য, বাসস্থান ও চিকিৎসা, শিক্ষা, খাদ্যপ্রাপ্তি এসকল অধিকারসমূহেরক সংবিধানে মৌলিক অধিকার হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। বিচার ব্যবস্থা নিয়ে আমাদের যে সুপারিশ সেটি হচ্ছে, বিচারপতিদের নিয়োগের জন্য যথোপযুক্ত আইন প্রণয়ন করা এবং বিচার বিভাগের আওতায় পৃথক একটি সচিবালয় প্রতিষ্ঠার বিধান রাখা। একই সাথে বিচারবিভাগকে রাজনীতিমুক্ত করতে সম্পূর্ণ স্বাধীন প্রতিষ্ঠান করা জন্য সংবিধানে একটি সুরক্ষার বিধান তৈরি করা। অথনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে আমাদের যে সুপারিশগুলো এসেছে সে সুপারিশগুলো হচ্ছে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পুনসংস্কার ও যুগোপযোগী সমতাভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য সরকারি যে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো আছে সেগুলোর বিকাশে যথাপযুক্ত ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা এবং সেই সংশ্লিষ্ট একটি বিধান সংবিধানে যুক্ত করা এবং আর্থিকভাবে দরিদ্রদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুরক্ষার বিষয়টি সংবিধানে যুক্ত করা। ধর্মনিরপেক্ষা, ধর্মীয় বিশ্বাসের স্বাধীনতা এই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমাদের একটা সুপারিশ আছে। সেটি হচ্ছে, রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মকে বিশেষভাবে রাজনৈতিক মর্যাদা প্রদান না করা। ধর্মকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার বন্ধ করা। যেহেতু বাংলাদেশ একটি বৈচিত্র্যময় দেশে এবং এদেশে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী এবং বিশ্বাসের মানুষ বাস করে। তাই আমরা মনে করি, রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম যেটি রাখা হয়েছে সেটি আসলে ঠিক না। এছাড়া রাষ্ট্রের আসলে নিজস্ব কোনো ধর্ম থাকতে পারে না । তাই বিষয়টি এমন হওয়া উচিত যে, সকল নাগরিকের সমান মর্যাদা এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্র কাজ করবে। এ ধরণের একটি বিধান সংবিধানে রাখা। আমরা সংবিধানিক কমিশন নিয়ে একটি সুপারিশ রাখতে চাই সেটি হচ্ছে, একটি উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং তার সুরক্ষার জন্য বর্তমানে যে কমিশন আছে দুর্নীতি দমন কমিশন, মানবাধিকার কমিশন, তথ্য অধিকার কমিশন এই কমিশনগুলোকে স্বাধীন সাংবিধানিক কমিশন হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া। এর পাশাপাশি আমরা আরও ৩টি কমিশন গঠনের প্রস্তাব করছি। নারী ও শিশু কমিশন, আদিবাসী ও দলিত কমিশন এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু কমিশন। যেহেতু নাগরিক উদ্যোগ আদিবাসী ও পিছিয়ে পরা জনগোষ্ঠীদের নিয়ে প্রায় দুই দশকের মতো সময় ধরে কাজ করছে তাই এই সুনির্দিষ্ট এরিয়াতে আমাদের কিছু প্রস্তাবনা আছে। সেগুলো হচ্ছে, আদিবাসী, জুম্ম জাতি এবং দলিতদের সংবিধানে স্বীকৃতি প্রদান এবং এটি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা। অর্থাৎ তাদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি নিশ্চিত করা। আদিবাসী ও দলিত জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও ভাষা, রীতি, প্রথা ও ঐতিহ্য, সাহিত্য, শিল্পকলা, ঐতিহাসিক নিদর্শন ইত্যাদি সংরক্ষণ করা এবং উন্নয়ন তথা বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধিতে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করার জন্য একটি বিধান সংবিধানে সংযুক্ত করা। সমষ্টিগত মালিকানা প্রথাগত, আইনভিত্তিক আদিবাসীদের যে সমষ্টিগত মালিকানার বিষয় আছে এটির সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা। আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করে এমন আইন প্রণয়নে সমতল অঞ্চলে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বশীল নেতৃবৃন্দ ও সংগঠনসমূহের সহিত নির্ধারিত আলোচনা ও পরামর্শক্রমে আইন যেন প্রণয়ন করা হয় সেই সংশ্লিষ্ট একটি বিধান রাখা। রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হবে মেহেনতি মানুষ অর্থাৎ কৃষক, শ্রমিক এবং জনগণের মধ্যে যে পিছিয়ে পরা অংশ আছে এবং আদিবাসী ও দলিত এসকল জাতিগোষ্ঠীকে সকল প্রকার শোষণের হাত থেকে মুক্ত করা এই ধরণের একটি

অঙ্গিকার সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত করার দাবি জানাচ্ছি। এছাড়া দেশের বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষা প্রসারের জন্য মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের জন্য রাষ্ট্রীয় পাঠ্যসূচিতে দেশের বহুমাত্রিক সংস্কৃতির যথাযথ প্রতিফলন ঘটানোর একটি বিধান আমরা সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত করার দাবি জানাচ্ছি।

ধন্যবাদ সবাইকে।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ। আমরা এখন শুনব দলিত নারী ফোরামের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে।

**তামান্না সিং বারাইক** (প্রজেক্ট অফিসার, দলিত নারী ফোরাম): ধন্যবাদ, আয়োজকবৃন্দ এবং এখানে যারা উপস্থিত আছেন তাদের সকলকে। আমি তামান্না সিং বারাইক। আমি চা বাগানের মেয়ে। দলিত এবং চা জনগোষ্ঠী নিয়েই আমি কাজ করছি। আপনারা জানেন যে, বাংলাদেশে চা জনগোষ্ঠী যারা আছেন প্রায় ২০০ বছর হচ্ছে এখানে আমরা migrated. ভারতের ঝাড়খন্ড, উত্তর প্রদেশসহ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আমাদেরকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। আসামে migrate করে সিলেট এবং চট্টগ্রামে আমাদের চা শ্রমিকের কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে। আপনারা জানেন প্রায় বৃটিশ আমল থেকে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রায় ১০ লক্ষ চা জনগোষ্ঠী নিয়োজিত আছে। Overall যদি দলিত জনগোষ্ঠী বলি আমরা প্রায় ৭৫ লক্ষের মতো দলিত সম্প্রদায়ের বসবাস। চা জনগোষ্ঠী প্রায় সিলেটসহ চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলেই আছে। এরা বিভিন্নভাবে বৈষম্যের শিকার। শুধু যে স্বীকৃতি তা কিন্তু না। বিভিন্ন মৌলিক অধিকার, সাংবিধানিক অধিকার, মানবাধিকার বিভিন্ন অধিকার থেকে বঞ্চিত এবং চা জনগোষ্ঠী স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার অধিকার পাচ্ছে না। আমরা বলতে পারি না যে, আমরা বাংলাদেশের নাগরিক। আমরা বলি যে, আমরা শ্রমিক, শ্রমিক নিয়ে আসা হয়েছে, দাসত্বের মধ্যে আছি। আমাদের দিনে চা পাতা তুলতে হবে। চা পাতা তুলে যে টাকা পাব ১৭০/১৮০ টাকা যেটা এখন মজুরী দিচ্ছে বর্তমানে সেটাই আমাদের জীবন। বাংলাদেশে এত বছর ধরে আমরা শ্রম দিচ্ছি। এখনও আমরা সুনাগরিক হিসেবে বিভিন্ন ধরণের যে অধিকার পাওয়ার কথা, বাংলাদেশে স্বীকৃতি পাওয়ার কথা সেটা আমারা পায়নি। বাংলা সংবিধান শব্দটি সম্পর্কে জানেন না। মৌলিক অধিকার কি সে সম্পর্কে জানেন না। মানবাধিকার কি সে সম্পর্কে জানেন না, ভোটাধিকার কি সে সম্পর্কে জানেন না। এছাড়া শিক্ষা যে বাধ্যতামূলক। যে শিক্ষিত হতে হবে, শিক্ষিত হয়ে সমাজে কাজ করতে হবে, দেশের জন্য কাজ করতে হবে সেটাও আমাদের জনগোষ্ঠীর ভিতরে এখনও তৈরি হয়নি। আমি বলব যে, শুধু চা জনগোষ্ঠী না বাংলাদেশে যারা দলিত, যারা জন্ম ও পেশাগত কারণে পিছিয়ে আছে, যাদের স্বীকৃতি নেই তাদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া। দলিত চা জনগোষ্ঠী যারা আছেন তাদের সাংবিধানিক একটা স্বীকৃতি দেওয়া সমান মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করা। এটা হচ্ছে আমার প্রস্তাবনা এবং তাদের প্রতি কোনো প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ না করা। তাদেরকে তাদের কাজ দিয়ে যেন বিচার করা না হয়। যেমন দলিতরা বিভিন্ন পরিচ্ছন্নতা কাজের নিয়োজিত আছেন। ড্রেন পরিষ্কার করেন, ময়লা পরিষ্কার করেন। সারা বাংলাদেশকেই আমাদের জনগোষ্ঠীরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখছে এবং শিল্পের উন্নয়নের জন্য একটি বড় ভূমিকা রাখছে। আমি মনে করব, তাদের প্রতি যাতে কোনো প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ না থাকে সেটা সংবিধানে উল্লেখ করতে হবে। তাদের মৌলিক অধিকার ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আপনারা জানেন, এক কেজি চালের দাম বর্তমানে ৭৫ টাকা, সেখানে একজন শ্রমিকের মজুরী মাত্র ১৭৮ টাকা। তাও যদি কোনো কারণে সে কাজ করতে না পারে তাহলে সে দিনে সে হাজিরা পাবে না, সে টাকাও পাবে না। সেজন্য তারা যাতে তাদের নূন্যতম মজুরীটুকু পায় এবং তারা যাতে খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে সেটা নিশ্চিত করতে হবে। এত কিছু লাগবে না তারা যাতে খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে সে অধিকারটুকু নিশ্চিত করতে হবে। তাদের প্রতি যে সহিংসতা হয় তা প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতে হবে। অআপনারা দেখেন, আপনারা শুনেছেন যে, রবি দাস কমিউনিটির একটি ছেলে কিছু দিন আগেই মারা গেছে।  তাকে মেরে ফেলা হয়েছে। চা বাগানে অনেক সহিংসতা হয়। পুরো দলিত কমিউনিটিতে বিভিন্ন কারণে নির্যাতনের শিকার হয়। তাদের জমি বা অন্যান্য যে বিষয় এবং রাজনৈতিক কারণেও দলিতরা বেশি নির্যাতনের শিকার হয়। তাদের ভূমি নিয়ে মারামারি, তাদেরকে ছোট জাত বলে গালিগালাজ দেওয়া এই বিষয়গুলো যাতে না হয় এবং তারা যাতে থানায় অভিযোগ করতে পাওে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সেইটুকু অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া। আপনারা জানেন, ২০১৩ সালে anti discrimination act আইনটি পাসের জন্য সুশীল সমাজ, নাগরিক উদ্যোগ, অন্যান্য অনেক সংগঠন, ল' কমিশন সকলেই আইনটি নিয়ে কাজ করছে প্রায় অনেক বছর ধরে এবং আমরা আন্দোলনও করছি এই আইনটি যাতে পাস হয়। আমরা চাচ্ছি, এই আইনটির বিষয়ে যাতে সংবিধানে লেখা হয়। আপনারা জানেন, নেপালের সংবিধানে দলিতদের নিয়ে খুব সুন্দরভাবে লেখা আছে যাতে দলিতরা বৈষম্যের শিকার হতে না পারে। সেখানে আইনের বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, অফিস আদালতে কোথাও যাতে এই জনগোষ্ঠী কোনো কারণে বৈষম্যের শিকার না হয়। আমরাও চাই, আমাদের সংবিধানে আমাদের জনগোষ্ঠীগুলোকে স্পষ্টভাবে লিখে দিতে হবে যে, তারা যাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দ্বারা কোনো কারণে কোনো বৈষম্যের শিকার না হয়। আইনটি যাতে দ্রুত পাস হয় সে ব্যবস্থা করার অনুরোধ করব। আরেকটি বিষয় আমি বলব, শিক্ষা ও চাকুরিতে তাদের অভিগম্যতা সৃষ্টি করা। একটা জাতিকে যদি বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ শিক্ষার দিক দিয়ে পিছনে রাখা হয়, তারা তাদের ভাষা ও অধিকার তারা বলতে পারবে না। আমাদের

জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে। তাকে যদি আপনি শিক্ষিত না করেন, তাদের নিজের ভাষা এবং বাংলা ভাষায় চর্চা না করতে পারে, তাহলে সে তার অধিকারগুলো কীভাবে বলবে? এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখা। যারা স্কুলে পড়াচ্ছেন, শিক্ষকরা আমাদের ছেলেমেয়েদের সাথে সুন্দরভাবে আচরণ করা। তাদের সাথে খারাপভাবে আচরণ না করা। না হয় ছোট থাকতেই কিন্তু বাচ্চাদের স্মৃতিতে ঢুকে যায় যে, আমি পিছিয়ে পরা জনগোষ্ঠী, আমি বৈষম্যের শিকার, আমি নির্যাতিত, আমি এই কমিউনিটির। সে নিজেকে মানুষ হিসেবে বলতেই পারে না যে, আমি একজন নাগরিক, আমি একজন মানুষ। ঐ জিনিসগুলো খেয়াল রাখা। ভূমিতে অধিকার নিশ্চিত করা, নাগরিক অধিকার এবং ভোটাধিকার নিশ্চিত করা, শ্রম আইন, মানবাধিকার, সংবিধান এগুলো চর্চা করার অধিকার দেওয়া। আমাদের চা জনগোষ্ঠী ও দলিতদের মধ্যে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীও আছে। এছাড়া অন্যান্য জনগোষ্ঠীও কিন্তু আমাদের ঐ গোষ্ঠীর ভিতরেই আছে। সেই জনগোষ্ঠীগুলোকে সুযোগ সুবিধার আওতায় নিয়ে আসা। আমাদের নিয়ে সুশীল সমাজ কথা বলবে। সবাই আমাদের নিয়ে কথা বলবে। এখানে স্যার দেবাশীষ রায় আমাদের নিয়ে কথা বলেছেন। এছাড়া, নাজমা আপাসহ আরও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সবাই আমাদের নিয়ে কথা বলেছেন। এটা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে।

আর একটি বিষয় হলো, federal government. আপনারা জানেন যে, নেপালে federal government আছে। বাংলাদেশে যদি ঐরকম federal government-এর ব্যবস্থাটা আসে যেমন সিলেটের মানুষ যেমন সিলেটেই থাকে, শান্তিতে থাকে, ঢাকায় যাতে তাদের আসতে না হয় এইরকম একটা ব্যবস্থা তৈরি করলে ভালো হবে। কারণ তখন দেখা যাবে যে, সিলেটের মানুষ নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারবে। তাদেরকে আর ঢাকায় আসতে হবে না। তারা তাদের অধিকার এবং মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে।

আমার সহকর্মী পূজা রানী কিছু কথা বলবে।

ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): জি বলুন।

**পূজা রানী** (দলিত নারী ফোরাম): ধন্যবাদ, তামান্না দিদিকে। আমি বলতে চাই, সংবিধানে এমন ভাষাটাই লিখতে হবে যাতে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে। কিছুক্ষণ আগে একজন দাদা বলেছেন যে, কিছু সাধু এবং কিছু চলিত ভাষা। মাঝে মধ্যে দেখা যায় আমরা যারা পড়াশুনা জানি, আমরাও একটু দ্বিধাগস্ত হই। আর সাধারণ মানুষ তো আরও বুঝতে পারে না। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ ছিল পাকিস্তানি শোষণের বিরুদ্ধে। কিন্তু স্বাধীনতার ৫৩ বছর পরেও আমরা শোষণমুক্ত হয়নি। তার মধ্যে আমরা দলিতরা আরও পিছিয়ে। আমাদের কথা সংবিধানে বলা নেই। এছাড়া নারীদের একটা বড় অংশ পরিচ্ছন্নতার কাজে নিয়োজিত। রাত ১২টা থেকে ২টার মধ্যে অর্থাৎ গভীর রাতে বের হয়ে রাস্তায় কাজ করতে হয়। এটা বিশেষ করে পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের অধীনে। আমি বলতে চাই, এই রাতের কাজটা নারীদের জন্য বন্ধ করতে হবে। কারণ নারীদের কোনো নিরাপত্তা নেই। ধরেণ ১০ জন নারীকে দক্ষিণ দিকে নিয়ে যাবে রাত ১২-১টায় উত্তরে। সেখানে ৪০ জন নারীকে নেতৃত্ব দেয় একজন পুরুষ। সে পুরুষের কাছ থেকেও তারা ধর্ষণের শিকার হয়। ধর্ষণের শিকার শুধু শারীরিকভাবে হয়না, মানসিক, ভাষাগত এইসব দিক থেকেও হয়। তখন সে নারীরা কাদেরকে বলবে? তখন তো সে গিয়ে কোনো পুরুষকে বলতে পারবে না। যদি তার স্বামী এটা জানে, তাহলে তাকে কাজে বের হতে দিবে না। তাই এইদিকে একটু নজর দিলে আমাদের নারীরা এটা থেকে নিরাপদ হবে এবং আমরা চাই, সিটি কর্পোরেশনের রাতের কাজগুলো বন্ধ করতে হবে। যেখানে নেতৃত্ব পুরুষ দিচ্ছে সেখানে নারী প্রতিনিধির একটি ব্যবস্থাপনা দরকার। আর একটু বলব, নারী ও কিশোরীদের নিয়ে। আমি যেহেতু দলিতদের নিয়ে কাজ করি তখন দেখি আমাদের কিশোর কিশোরীদের যৌন প্রজননের বিষয়গুলো শিক্ষা দেওয়া হয় স্কুলে ক্লাস সেভেনে। একটা বই আছে সেখানে শিক্ষকও আমাদের এ বিষয়ে খোলাখুরিভাবে সেটা বলে না। বলে যে, এটা বাসা থেকে পড়ে আসবে। কিন্তু এই বিষয়টা এত গুরুত্বপূর্ণ যে, এটা না জানলে সামনে আমাদের অনেক স্বাস্থ্য ঝুঁকি হতে পারে। তার সাথে আমি যোগ করব, জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। আমাদের নারীরা প্রতিবছর অনেক মারা যাচ্ছে। কারণ তারা জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির বিষয়ে জানেন না। এছাড়া স্বাস্থ্যকর্মী যারা আছে তারাও সঠিক তথ্য দেয়ে না। এটার সুবিধা, অসুবিধাসমূহ না জানিয়ে ব্যবহার করতে বলে। এইসব ক্ষেত্রগুলো সংবিধানে এসে গেলে আমাদের নারী এবং কিশোরীরা শিখবে এবং তাদের নিজেদের স্বাস্থ্য এবং মৃত্যু ঝুঁকিটা কমবে। আমি ভূমি অধিকারের বিষয়ে একটু বলতে চাই। আমরা দলিত এবং হরিজন যারা আছি তাদের সংখ্যা বাংলাদেশে প্রায় ৬৫ লক্ষ। আমরা প্রত্যেক জেলাতে আছি। আমাদের বাপ দাদারা কাজ করত। মাথায় ময়লা নিয়ে গিয়ে ফেলে আসতো। এখন কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। আমরা কিন্তু আস্তে আস্তে ডিজিটালেও পড়াশুনা করছি। আমাদের এই দলিতদের মধ্যেও কিন্তু অনার্স গ্রাজুয়েটও আছে। কিন্তু আমরা যখন কর্মক্ষেত্রে যাই তখন দেখা যায় আমরা লিখিততে টিকলাম, ভাইবাতেও টিকলাম। কিন্তু আমাদের দলিত নাম দেখে নেওয়া হয় না। এছাড়া আমাদের কাছে তো সেই মোটা অংকের টাকা নেই যা দিয়ে আমরা সেই পর্যন্ত যেতে পারি। আমরা সেই ৪০০ বছর ধরে এই ভূমিতে আছি। ইডেন ভবনেও আমাদের কিছু সংখ্যা ছিল। ইডেন ভবন ও আজিমপুর যখন উন্নত হয়, তখন আমাদেরকে অবৈধভাবে উচ্ছেদ করে আরেকটা জায়গা দেয়। এমন

জায়গা দেওয়া হয়েছে যে, সেখানে থাকার মতো পরিবেশ থাকে না। যখন সেই জায়গা থাকার মতো হয় তখন আবার আমাদের উচ্ছেদ করে। আমাদেরকে বেশিরভাগ এই উচ্ছেদ করে সিটি কর্পোরেশন ও রেল মন্ত্রণালয়। আমরা চাই, এই জনগোষ্ঠীকে স্থায়ী ভূমি দেওয়া হোক। গত জুন মাসের ১০ তারিখে আমরা ভূমি উচ্ছেদ হয়েছিলাম। আমরা তখন কার কাছে যাব? তখন সংসদে আমাদের পক্ষে বলার মতো কেউ নেই। আমাদের মিরনজিল্লা সিটি কলোনি। ইতোমধ্যে বিভিন্ন মিডিয়ায় আপনারা দেখেছেন। তখন আমরা না পেরে সেই ছোট ছোট বাচ্চাদের নিয়ে বুলডোজারের সামনে শুয়ে ছিলাম। সংসদে দুইবার এই বিষয়ে কথা বলার পরেও সাবেক সরকারে যারা ছিল তারা সেই জায়গায় একবার গিয়েও দেখেনি। আমাদের থাকার ঘর যদি আপনারা দেখেন দেখবেন যে, ৬-৭ বাই। এই রকম ঘরে আমরা তিন পরিবার বসবাস করি। টিনশেড কলোনি। সরকার কয়েকটা জায়গায় বিল্ডিং করে বলে যে, এদের জন্য বরাদ্দ। কিন্তু যখন দিতে যায় তখন সিটি কর্পোরেশন বলে যারা সরকারি চাকরি করে তাদের। আমার ঘর জুন মাসের ১০ তারিখে ভাঙছে। কিন্তু আমাকে তো জিজ্ঞেস করেনি যে, তুমি চাকরি করো কী না? আমি তো এই দেশের নাগরিক। ভোট দেই সরকারকে। কিন্তু আমাকে যখন ঘর দিবে তখন চাকরি আছে কী না? তাই আমার দুঃখ, আমার কথা যতটুকু আমি বলতে পারব অন্য কেউ তো বলতে পারবে না। তাই আপনারা এখানে সংবিধানর কিছুটা পরিবর্তন করছেন এই জনগোষ্ঠীর একজন প্রতিনিধি থাকলে আমার পক্ষে কথা বলার প্রতিনিধি থাকবে। আমি সংসদের একজনকে বলতে গেলে তার কিন্তু পকেট গরম করতে হয়। বাংলাদেশের এই যে অবস্থা। সেই রকম পকেট গরম করতে গেলে আমার কিন্তু টাকা নেই। তাই বিশেষ অনুরোধ আমাদের এই জনগোষ্ঠীদের একটু আসন দেন। আমরা নিজের কষ্টগুলো বলি এবং কাজ , খাদ্য, অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা এগুলো কিন্তু মৌলিক অধিকার। কিন্তু আমরা এটাই পাই না। চিকিৎসা, আমি যদি মেডিকেল যাই একটা রোগীকে নিয়ে সেখানে গিয়ে এটা করতে সেটা করতে আইসিইউতে আমরা জায়গা পাইনা। আমাদের পাশে মিটফোর্ট, বিশেষ করে যখন একটা রোগীকে নিয়ে যাই তখন সেখানে কারখানা আছে, সেই বড় বড় বাসস্ট্যান্ড সাধারণ মানুষ ওখানে যেতে যেতেই সেখানে মারা যায়। বিভিন্ন বিভাগ থেকে রোগী নিয়ে আসতে আসতে তাদের মৃত্যু হয়। সেদিকে একটু নজর রেখে চিকিৎসা ক্ষেত্রেও যদি একটু সুব্যবস্থা করা হলে ভালো।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): আমি আপনাকে সময়ের দিকে একটু মনোযোগ আকর্ষণ করছি।

**পূজা রানী** (দলিত নারী ফোরাম): সর্বশেষে আমি এটাই বলব, সংসদে দলিত জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি রাখতে একটি প্রস্তাব আমরা দিচ্ছি। কারণ আমরা অনেক পিছিয়ে। আরেকটা কথা যেটি কয়েকজন বলেছেন। বলা হয়, ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার। আমরা সংখ্যালঘুরা সবদিক দিয়েই পিছিয়ে। একটা ধর্ম যদি থাকে তাহলে আমরা আবারও হুমকির শিকার হব। তাই কোনো ধর্মকে ইঙ্গিত না করে সবার ক্ষেত্রে যেন হয় সেদিকেই আপনারা একটু নজর দিবেন।

ধন্যবাদ, সবাইকে।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

**মিসেস নাজমা আক্তার:** স্যার, ১ মিনিট। আমি পূজার সাথে একটু যোগ করতে চাচ্ছিলাম। আসলে ধর্মের থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো শ্রেণিবিন্যাসটা। এই জায়গায় ক্লাস, কাস্ট এগুলো বোধ হয় বেশি সমস্যা। এইখানটা আমার মনে হয় দেখা দরকার। কারণ পরিচ্ছন্ন কর্মীর সাথে আমাদের অনেক কাজ হয়। একটা মানুষ মারা গেলে তার ক্ষতিপূরণ ৫০০০ টাকা। তাকে পোড়ার জন্য দেওয়া হয়। কিন্তু সে যে এত বছর কাজ করছে তার চাকরির সুবিধা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, বীমা পলিসি এই জিনিসগুলো বিবেচনায় নিতে হবে। বিষয়গুলো আমি লিখে দিব। তারপওে একটু বললাম।

ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান) : ধন্যবাদ, নাজমা আক্তার। আপনার বক্তব্য লিখিতভাবে প্রদান করলে আমাদের রেকর্ডের মধ্যে থাকবে। আমি জানি অনেকেরই সময়ের দিকে নজর ৫টা বেজে যাওয়ার করণে। নিউজপেপার এসোসিয়েমনের আক্তার হোসেন খান বলেছিলেন যে, লিখিতটা দিবেন কিন্তু আপনি পড়তে চাচ্ছেন রেকর্ডের জন্য। আপনি যদি দ্রুত লিখিতটা পড়ুন।

**জনাব আখতার হোসেন খান** (নিউজ পেপার ওনার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (নোয়াব): ধন্যবাদ, কমিশন প্রধান, অন্যান্য সদস্যগণ এবং সুধীমণ্ডলী। আমি সংক্ষেপে পড়ছি। অন্যান্যরা বলেও গেছেন। আমরা সভা সম্পন্ন করতে পারিনি। নোয়াব সভাপতির কিছু পয়েন্টস।

১. রাষ্ট্রপতির ন্যায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যকালও ২ মেয়োদের হবে। তবে প্রতিটি মেয়াদ বর্তমান ৫ বছরের স্থলে চার বছরের হবে। একইভাবে সংসদের মেয়াদও হবে ৪ বছরের।

২. দুটি সংসদ নির্বাচনের মধ্যে ৩ মাসের মেয়াদ সম্পন্ন তত্ত্বধায়ক সরকার থাকবে;

৩. এখন সময় হয়েছে বাংলাদেশে একটি দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ গঠনের। কমিশন বিষয়টি নিয়ে সুপারিশ রাখতে পারে;

৪. সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০০ মোতাবেক সুপ্রিম কোর্টকে প্রয়োজন বোধে দেশের বিভিন্ন স্থানে হাইকোর্ট বিভাগের অধিবেশন আয়োজন করতে হবে যাতে জনদুর্ভোগ লাঘব হয়;

৫. উপজেলা প্রশাসনকে গতিশীল ও ক্ষমতাসম্পন্ন করার জন্য তাদেরকে সংসদ-সদস্যদের সর্বপ্রকার প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে হবে;

৬. সংসদ-সদস্যদের মূল কাজ হবে আইন প্রণয়ন। তারা কোনোভাবেই উপজেলা প্রশাসনে হস্তক্ষেপ করতে পরবেন না;

ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): আমার সহকর্মীদের হয়তো ছোট ছোট প্রশ্ন থাকবে ব্যাখ্যার জন্য। এজন্য আমি শুরুতে সামান্য ব্যাখ্যা হিসেবে জুডিশিয়াল সার্ভিসের সদস্যদের কাছে একটি বিষয় জানতে চাই। যদিও আমি অনুমান করছি তাদের তো একটি ব্যাখ্যা লিখিততে থাকবে। কিন্তু আমি শোনার ক্ষেত্রে সঠিক শুনলাম কী না যে, তাদের একটি বক্তব্য এসেছি সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে নির্বাচনে কমপক্ষে ৫০% এর অধিক ভোটপ্রাপ্ত দল এরকম? বিষয়টা আমি উল্লেখ করলাম এই কারণে যে, বাংলাদেশের গত নির্বাচনগুলোতে এমন কি বৈধভাবে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনেও কোনো দল ৫০%এর অধিক এর অধিক ভোট পায়নি। সেটাকে বিবেচনায় রেখে আপনারা এই প্রস্তাবটা দিয়েছেন কীনা আমি তা বুঝতে চাচ্ছি?

**জনাব মাসরুর সালেকীন** (বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন): আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে যে, এই রকম দল বা দল সমষ্টি বা স্বতন্ত্র প্রার্থী সব মিলিয়ে ৫০% অধিক হতে হবে। সেটা একটা দল হতে হবে এমন না। ৫০% এর অধিক যদি ভোট থাকে কারো বা কোনো গোষ্ঠীর বা কোনো দলের, যদি দলের না থাকে তাহলে জোট করে আনতে পারে ৫০% এর অধিক ভোট তাহলে কেবল তারা সংশোধনীর প্রস্তাবটা উপস্থাপন করতে পারবে।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): এছাড়াও সংসদে উত্থাপনের পর সেটার বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে?

**জনাব মাসরুর সালেকীন** (বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন) বিজ্ঞপ্তিটি আগেই দিতে হবে। যেহেতু ৫০% এর অধিক থাকার পর। যদি এটা সংগ্রহ করতে পারে কোনো রাজনৈতিক দল, গোষ্ঠী, জোট তারপরে তারা সেটাকে প্রথমে উপস্থাপন করবে জনগণের কাছে। ৩০ দিনের মতো সময় থাকবে। জনগণ এটা দেখবে, পড়বে ও মতামত দিবে। ৩০ দিন পর তারা সেটা উপস্থাপন করতে পারবে।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): আমার দ্বিতীয় সংক্ষিপ্ত প্রশ্নটা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কের কাছে। আপনারা দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদের কথা বলছেন। আপনারা নিম্নকক্ষের ক্ষেত্রেও কি সংখ্যানুপাতিক বলছেন নাকি শুধুমাত্র উচ্চ কক্ষের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সংখ্যানুপাতিকের কথা বলছেন।

**কাজী মারুফুল ইসলাম** (বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক) : স্যার, আমরা নিম্নকক্ষের ক্ষেত্রে সংখ্যানুপাতিক বলছি না। উচ্চকক্ষের কথা বলছি। তবে এটা সংখ্যানুপাতিক হতে পারে। এটা হচ্ছে প্রথম প্রস্তাব। কিন্তু দ্বিতীয় প্রস্তাব হচ্ছে, যদি হয় যে আমরা দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইন সভায় যাচ্ছি না তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা পুরো নিম্নকক্ষের নির্বাচনের ক্ষেত্রেও সংখ্যানুপাতিক নির্বাচনের পক্ষে।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ, ব্যাখ্যাটির জন্য।

**জনাব মোঃ মুসতাইন বিল্লাহ** (কমিশন সদস্য): প্রাসঙ্গিকভাবে আপনার কাছে আমার একটা প্রশ্ন, আপনি জুডিশিয়াল সার্ভিসের দিক থেকে বেশকিছু কথা বলেছেন। সেখানে একটা স্থায়ী এটর্নী সার্ভিসের কথা বলেছেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, একটা পেশাদরিত্ব এটর্নী সার্ভিস যেটা সরকারকে সার্ভিস দিবে। তাই কী না? তাই যদি হয় তাহলে এতে নাগরিকদের কী লাভ? অর্থাৎ এতে নাগরিক অধিকার কীভাবে রক্ষা পাবে? আরেকটা পেশা তৈরি করা যেটা আমাদের প্রশাসন ক্যাডারের মতো হবে। এখান থেকে নাগরিক অধিকার রক্ষায় আলাদা কী যুক্ত হবে বলে আপনার মনে হয়?

**জনকাব মোহাম্মদ মিল্লাত হোসেন** (বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন): সরকার তো আসলে নাগরিক। সরকারকে তো আমরা নাগরিকের বাইরে ফেলতে পারি না। অর্থাৎ নাগরিকদের প্রতিনিধিরাই তো সরকার করেন, সে অর্থে তারা যে সেবাটি দিবেন, সেটা আসলে জনসেবাই।

**মোঃ জুনাইদ** (বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন): আর একটা বিষয় আছে, আমরা যারা বিচারক হিসেবে কোর্টে কাজ করি বেশিরভাগ সময় দেখা যায় যে, রাজনৈতিক নিয়োগের কারণে পপি, জিপি বা হাইকোর্টের এটর্নী জেনারেল বা ডেপুটি এটর্নী জেনারেল সরকারের পক্ষেই কাজ করে এবং আমাদের বিচারিক কোর্টগুলোতে প্রায় কাছাকাছি। সরকারের বাইরে কোনো বিষয় না। তাই যদি

পেশাদার লোকজন এখানে আসে তাহলে জনগণ ভালো সেবা পাবে বলে আমরা আশা করি।

**অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক** (কমিশন সদস্য): আমি একটা সম্পূরক প্রশ্ন করি। আপনি কি মনে করেন যে, অধঃস্তন আদালতের বিচারক বা সুপ্রীম কোর্টের বিচারক যারা স্বতন্ত্রভাবে আছেন তারা কী নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পেরেছেন? আমি কীসের জন্য এটা বিশ্বাস করব যে, একটি এটর্নী সার্ভিস নতুন করে করলে এরা অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবে কাজ করবে।

**জনাব মাসরুর সালেকীন** (বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন): এখানে মূল প্রশ্নটা হচ্ছে, রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতাকে আমি deter করতে চাই। সরকার যখন হয়ে যাচ্ছে তখন সেটা আবার পুরো রাষ্ট্রের। সত্যিকার অর্থে আমাদের সরকারগুলোতো রাজনৈতিক এজেন্ট হিসেবে কাজ করে, রাজনৈতিক দল হিসেবে কাজ করে। আমি এইভাবে ভাবছি না। সরকার তো সারা দেশের। সে নিজেই নিজেকে শুদ্ধ করবে যে, আমি জনগণের কাজটি করাব। সেক্ষেত্রে এখন যেটা আছে যে, সরাসরি রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা। যেমন- যে দলের স্লোগান দিচ্ছে, এরকম ২/৪ জনকে ধরে এনে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটা তো আমরা সবাই দেখছি পুরো ক্ষেত্রে। তাই এইটাকে deter করতে চাইছি।

ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক** (কমিশন সদস্য): টাকা পযসার বিষয়ে আর একটি কথা তুলেছেন আপনারা যে, consolidated fund charges. ওখানে সুপ্রীম কোর্টের আছে আর আপনারা অধঃস্তন আদালতেরটা চাচ্ছেন। এটার ন্যায্যতা কী? হঠাৎ করে কেন অর্থাৎ অন্য যারা আছে রাষ্ট্রের তারা যদি বলে যে, আমরা কেন না?

**জনাব মাসরুর সালেকীন** (বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন): এটা হচ্ছে, বিচার বিভাগ পৃথিকীকরণ ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতার সাথে সম্পর্কিত। এখন বাজেট যেটা হয় সুপ্রিম কোর্টের জন্য এর পুরোটাই consolidated fund বাজেট। যেটা অধঃস্তন আদালতের জন্য বলছি, সে বাজেট কিন্তু ওখানের না। এটা হচ্ছে সরকারের একটা ইচ্ছাধীন। এখন charge expenditure আসলে এটার ব্যয় বা চাহিদা অনুযায়ী দেওয়ার পর সরকার আর এটাতে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। যেটা এখন পারে। সে ইচ্ছা কর ২ টাকা দিল। যেহেতু মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আসে তাই সে ইচ্ছে করলে বরাদ্দ আটকে দিতে পারে। এছাড়া আদালতের যে দৈনন্দিন খরচগুলো আছে, যেমন- কাগজ, কলম, কালি, প্রিন্টার, কম্পিউটার, ফরমস প্রভৃতি দ্রব্যদি লাগছে। এগুলোর জন্য কিন্তু আমাকে সরকারের কাছ থেকে টাকা চেয়ে চেয়ে নিতে হয়। সরকার কিন্তু আমাকে প্রয়োজন মতো দেয় না। কারণ যেহেতু তার কাছে বাজেটটা থাকছে। কিন্তু এটা charge expenditure-এর মধ্যে না। ফলে এটা তার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, দিবে কী দিবে না।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): জি, আপনি কিছু বলতে চাচ্ছেন। আপনার নামটা বলুন রেকর্ডের জন্য।

**জনাব রোমান উদ্দীন** (সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজ (সিজিএস)): স্যার, আমি রোমান উদ্দীন।

আমরা একটা পয়েন্ট মিস করে গিয়েছিলাম। সেটা হচ্ছে, আমাদের সংবিধান সংস্কারের পিছনে একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে, আর যেন কোনো ফেসিস্ট সরকার তৈরি না সেটা নিশ্চিত করা। সেক্ষেত্রে নির্বাচন একটা বড় বিষয়। আমরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু নির্বাচনে কত শতাংশ মানুষ ভোট দিলে সেটাকে আমরা একটা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন বলব? আমার মনে হয়, ঐরকম একটা শতাংশ সংবিধানের মধ্যে যোগ করতে পারি। যেমন আমরা দেখি যে, বিগত সরকারের অন্তত ২০১৪ ও ২০২৪ এর সরকারি হিসেবেই সেটা ৪০% এর কম ছিল। সেক্ষেত্রে অন্ততপক্ষে ৫১% মানুষের ভোট যদি না পরে তাহলে পুনর্নির্বাচন হতে পারে কীনা? এই ধরণের একটি প্রস্তাবনা আমরা রাখতে চাই। সার্বিকভাবে জনগণের বিচারে অন্ততপক্ষে ৫১% ভোটার যদি ভোট না দেন তাহলে পুনরায় নির্বাচন হবে।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): আসনভিত্তিক বলছেন নাকি একেবারে পুরো নির্বাচনের কথা বলছেন।

**জনাব রোমান উদ্দীন** (সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজ (সিজিএস)) : পুরো নির্বাচনের কথা বলছি।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): অর্থাৎ ৩০০ আসনের সবমিলিয়ে ৫০ শতাংশের নীচে ভোট হলে সেক্ষেত্রে পুরো নির্বাচনটা বাতিল হবে।

**জনাব রোমান উদ্দীন** (সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজ (সিজিএস)) : অংশগ্রহণমূলক হয়নি বিবেচনায় নির্বাচনটি পুনরায় হতে পারে।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** : জি, প্রফেসর মির্জা তাসলিমা, আপনি কছিু বলতে চেয়েছেন। বলুন।

**প্রফেসর মির্জা তাসলিমা** (বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক) : আমাদের সংবিধানে ন্যায়পালের কথাটা আছে। কিন্তু আসলে ন্যায়পাল আমরা দেখি না। নানান রকম সমস্যা হয়। সরকার ও রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্যটি সংবিধানে স্পষ্ট হওয়া দরকার। আর যে সরকার যখন আসে সে নানাকিছু করল তার কিন্তু কোনো মূল্যায়ন হচ্ছে না। ন্যায়পাল সরকারের কার্যক্রম মূল্যায়ন করে জনগণের কাছে দিতে পারে। এটা নির্বাচনের আগেই সে দিবে। তাতে জনগণের সিদ্ধান্ত নেওয়াতে সহজ হতে পারে। এইরকম ন্যায়পালের জায়গাটা প্রতিষ্ঠা করা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে ন্যায়পালের ভূমিকা থাকতে পারে। অর্থাৎ স্বাধীনভাবে ন্যায়পাল কাজ করবে এইরকম কিছু যদি স্থির করা যায়।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ, প্রফেসর মির্জা তাসলিমা আপনাকে।

আবারও সবাইকে ধন্যবাদ আপনারা সময় দিয়েছেন। আমরা একটা বড় রকমের পরিবর্তনের মুখে দাঁড়িয়ে আছি। প্রক্রিয়া হিসেবে আমাদের প্রত্যেকেরই ভূমিকা আছে। সেই অর্থে কমিশন আপনাদের সমস্ত বক্তব্যগুলো শুনছে। তারই আলোকে আমরা কিছু সুপারিশ তৈরি করব। আমরা আশা করছি, আমরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সুপারিশ দেওয়ার চেষ্টা করব। এই প্রক্রিয়ায় আপনাদের সবার সহযোগিতার জন্য আবারও ধন্যবাদ। আপনাদের অনুমতি নিয়ে অধিবেশনটি এখানেই শেষ করছি।

সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

# অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভা

## সপ্তদশ সেশনের কার্যবাহ

তারিখ : ০৩ ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ
সময় : সকাল ৯.৩০ থেকে ১১.০০ পর্যন্ত

**উপস্থিত কমিশন সদস্যদের তালিকা:**

| | | |
|---|---|---|
| ১। | অধ্যাপক আলী রীয়াজ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও লেখক | কমিশন প্রধান |
| ২। | অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | সদস্য |
| ৩। | ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক, বার-এট-ল | সদস্য |
| ৪। | অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | সদস্য |
| ৫। | ব্যারিস্টার এম. মঈন আলম ফিরোজী, বার-এট-ল | সদস্য |
| ৬। | জনাব মোঃ মুসতাইন বিল্লাহ, লেখক ও মানবাধিকার কর্মী | সদস্য |

**অংশগ্রহণকারী অংশীজনদের এর তালিকা:**

১। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ হাসান নাসির, জাস্টিস ফর কমরেডস (জেএফসি)

২। লেফটেন্যান্ট কর্নেল হাসিনুর রহমান বীর প্রতীক, জাস্টিস ফর কমরেডস (জেএফসি)

৩। লেফটেন্যান্ট কর্নেল মুস্তাফিজুর রহমান, জাস্টিস ফর কমরেডস (জেএফসি)

৪। কমান্ডার (বিএন) নাসির আহমেদ জুলিয়াস, জাস্টিস ফর কমরেডস (জেএফসি)

**কার্যবাহ প্রস্তুতকারক :**

(১) মোঃ আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

(২) মোঃ আল-আমিন, সহকারী পরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

**সম্পাদনায়:**

ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

## অংশীজনের সাথে মতবিনিময় সভার কার্যবাহ

## কমিশন প্রধান অধ্যাপক আলী রীয়াজ এর সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ**(কমিশন প্রধান): উপস্থিত সুধীবৃন্দ, সংবিধান সংস্কারের লক্ষ্যে মতামত ও প্রস্তাব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অংশীজনদের সঙ্গে কমিশনের এই আলোচনায় উপস্থিত হওয়ার জন্য কমিশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

আমার নাম আলী রীয়াজ, আমি এই সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধানের দায়িত্ব পালন করছি। আপনারা জানেন যে সংবিধানের সংস্কার বিষয়ে সুপারিশের জন্য অন্তর্বর্তী সরকার স্বল্প সময় নির্ধারণ করে দিয়েছে। সে কারণে আপনাদের অত্যন্ত কম সময় দিয়েই আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আপনারা তাতে সাড়া দেওয়ায় আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

আমরা এখানে উপস্থিত হতে পেরেছি গত ১৬ বছরে, বিশেষত জুলাই-আগস্ট এর ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানে হাজার হাজার মানুষের আত্মদানের কারণে। আজকের এই অধিবেশনের শুরুতে আমরা সেইসব শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই এবং যারা আহত হয়েছেন তাঁদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করি। এখন কমিশনের উপস্থিত সদস্যরা তাঁদের পরিচয় দেবেন।

**(কমিশনের সদস্যগণ নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন)**

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ**(কমিশন প্রধান): আমরা অনুমান করতে পারি যে, সিভিল সোসাইটির সক্রিয় অংশীদার হিসেবে সংবিধানের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনাদের অনেক কথা বলার আছে, অনেক প্রস্তাব আছে। সময় স্বল্পতার কারণে আপনাদের প্রতি অনুরোধ, আপনারা ১২ থেকে ১৫ মিনিটের মধ্যে আপনাদের বক্তব্যের সারাংশ তুলে ধরলে আমাদের পক্ষ থেকে যদি কোনো ধরনের ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় তাহলে সে প্রশ্নগুলো আমরা করতে পারব। আপনাদের বিস্তারিত মতামত ও প্রস্তাব ইতোমধ্যেই লিখিত আকারে দিয়েছেন সেজন্য ধন্যবাদ এবং এটি কমিশনের অন্যান্য ডকুমেন্টের সাথে যুক্ত থাকবে। আজকে আপনাদের সাথে বসার কারণ হচ্ছে যাতে আপনাদের বক্তব্যগুলো রেকর্ড থাকে এবং ট্রান্সক্রাইব হবে। ভবিষ্যতে আমাদের কমিশনের পক্ষ থেকে পরিকল্পনা হচ্ছে এই কনসালটেশন মিটিংয়ের মাধ্যমে আমরা যে বক্তব্যগুলো পাচ্ছি, সেগুলোর ট্রান্সক্রিপশন সকল সংগঠনের এবং ব্যক্তির, আমরা সেগুলো এক পর্যায়ে সকলের জন্য উন্মুক্ত করতে আগ্রহী।

**[উপস্থিত অংশীজন নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন।]**

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ**(কমিশন প্রধান): আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব যে, বক্তব্যের শুরুতে আপনার নাম এবং সংগঠনের নাম উল্লেখ করলে আমাদের পক্ষে নোট নেওয়া সহজ হবে। প্রথমেই ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ হাসান নাসির-এর বক্তব্য দিয়ে শুরু করছি।

**ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ হাসান নাসির** (জাস্টিস ফর কমরেডস, জেএফসি): ধন্যবাদ।

আমরা এখানে মূল যে বিষয়টি উপস্থাপন করতে যাচ্ছি সশস্ত্র বাহিনীতে গত ১৬ বছরে যা ঘটেছে, সেটি দেশের জন্য এবং সামগ্রিকভাবে সশস্ত্রবাহিনীর জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক। সে কারণে এই বিষয়গুলো কমিশনের দৃষ্টিতে আনার আগ্রহ প্রকাশ করছি। মূল বিষয়টি হচ্ছে গত ১৬ বছরে সশস্ত্র বাহিনীর সকল বিভাগে অফিসার এবং all ranks; বিশেষ করে যারা দেশপ্রেমিক এবং প্রফেশনাল অফিসার ছিল, তাদেরকে বিভিন্নভাবে চাকরি থেকে বের করার জন্য একটি তৎপর প্রক্রিয়া জারি ছিল। সেটি কোনো কোনো ক্ষেত্রে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ছিল। যেমন- চাকরি থেকে বরখাস্ত করা এবং সন্ত্রাসী সংগঠনের সাথে ভুয়া সম্পৃক্ততা প্রতিষ্ঠা করা, বিডিআর হত্যা মামলার সাথে কোনো না কোনোভাবে জড়িত করা প্রভৃতি। বিভিন্ন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত ঘটনার সাথে মিথ্যা সম্পৃক্ততা দেখিয়ে সেনাবাহিনীর আইন অনুযায়ী যে কোর্ট সেখানে সেনাবাহিনীর প্রশাসনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর কোনো সদস্য রিভিউর কোনো সুযোগ পাবে না। এই সুযোগে তাদেরকে একতরফাভাবে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। যার ব্যাপ্তিটা গত ১৫ বছরে প্রায় ৪০০ জনের বেশি অতিক্রম করেছে। যদি সঠিক পরিসংখ্যান নেওয়া যায় তবে এ সংখ্যা ৬০০ এর অধিক হবে। সরাসরি বা পরোক্ষভাবে তাদেরকে চাকুরি ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে বা চাকুরি শেষ করে বাড়ি যেতে না পেরে অবসর নিতে বাধ্য হয়েছে। যে যে বিষয়গুলোর কারণে এ বিষয়টি ঘটেছে, যে যে মাধ্যমে হয়েছে সেটি হচ্ছে unjust dismissal. অকারণ বা কোনো flimsy ground-এ বরখাস্ত করা হয়েছে। একজন অফিসার ২ বছরের প্রশিক্ষণ বা বর্তমানে ৪ বছরের মিলিটারি ট্রেনিং দিয়ে গ্রাজুয়েশন, মাস্টার্স করার পর সেনাবাহিনীর বিভিন্ন পদে প্রশিক্ষিত করার পরে শুধু সত্যি কথা বলে বা অন্যায়ের প্রতিবাদ করার কারণে তাদেরকে চাকুরি ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে। তাকে বরখাস্ত করে তার চাকরি জীবনের সমস্ত সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। সোসালি তাকে embarrass force করা হয়েছে। তাকে বেইজ্জতি করা হয়েছে এবং তার পরিবারকেও বেইজ্জতি করা হয়েছে। অনেককে force করা হয়েছে চাকরি হতে অবসর নিতে। কখনও কখনও একজন অফিসারকে বাধ্য করা হয়েছে অবসর নিতে বা অবসরে যেতে। যেটির আমি একটি উদাহরণ। disproportionate

punishment. খুব অল্প অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তি প্রদান করা হয়েছে। Illegal distraction impose. PNG-নামে একটি সিস্টেম আর্মিতে চালু হয়েছে। এটি কূটনীতিবিদদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেটি কোনো কূটনীতিবিদকে দেশে প্রবেশের জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। সেই বিষয়টি সশস্ত্র বাহিনীতে ব্যাপকভাবে ব্যবহার হয়েছে। কোনো অফিসার বা কোনো সৈনিকের বিরুদ্ধে যদি PNG জারি করা হয় বা Persona non grata ঘোষণা করা হয়, তাকে সেনানিবাসে প্রবেশ এবং চাকুরির কারণে তার যে অধিকারগুলো- চিকিৎসাসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রাপ্যতা বা কোনো অনুষ্ঠানে ডাকা, তার উপস্থিতি, এগুলো থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয়। Absolutely চাকরি করার কারণে সে এ যোগ্যতাগুলো অর্জন করেছে। আবার অনানুষ্ঠানিক একটি পিএনজি আছে। অফিসিয়াল ঘোষণায় কোনো পিএনজি নেই। কিন্তু তাকে কোনো অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেওয়া হয়নি বা তাকে কোনো প্রোগ্রামেও ডাকা হয়নি। যেটিতে তার থাকা উচিত বা সেনাবাহিনীর প্রথায় তার উপস্থিত থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল। সেগুলো থেকেও তাকে বঞ্চিত করা হয়েছে। Influence of politician and agencies. গত ১৫ বছরে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা এবং রাজনৈতিক সংস্থা বা দলগুলো সশস্ত্র বাহিনীর ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। তারা প্রত্যেক অফিসারকে চিহ্নিত করে সে কোন ভাবধারার, সত্যি কথা হলো, বিরোধী মতাবলম্বী কি না? তারপর পরিকল্পিতভাবে তাদেরকে চাকুরি থেকে বের করার এবং সেটি বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হয়। গত ১৫ বছরে আরও যেটি করা হয়েছে, সামরিক বাহিনীর মূল যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রশিক্ষণ এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি, দেশ রক্ষার জন্য প্রস্তুতি, এগুলো থেকে তাদেরকে divert করে ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে চাকুরির বাইরে বিভিন্ন বড় বড় প্রকল্প এবং অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে তাদেরকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। সিটি কর্পোরেশন, বড় বড় রোড নির্মাণ কাজ, ব্রিজ নির্মাণ, ড্রেজিং যেটির সাথে সামরিক বাহিনীর কোনো সম্পৃক্ততা নেই। এটির কারণে সামরিক বাহিনীর অফিসাররা দুর্নীতিগ্রস্ত হওয়া বা রাজনীতিবিদদের সাথে মিলে দুর্নীতিগ্রস্ত হয়েছে বা অধিক সংখ্যক অফিসার এটির দিকে inclined হয়েছে। এর কারণে গোয়েন্দা সংস্থা বা র‍্যাব-এর মতো সংস্থাগুলোতে কেউ গেলে political masterদের সাথে সম্পৃক্ততা সৃষ্টি হয়। ঐ সমস্ত পদে অফিসাররা যাওয়ার জন্য বেশি আগ্রহ প্রকাশ করে। বেশি সংখ্যক অফিসার বিশেষ করে বর্তমানে যারা সিনিয়র লট আছে, তারা নিজেদেরকে সামরিক বাহিনীর অতিরিক্ত কাজে যাকে বহির্ভূত কাজ বলা যেতে পারে যেমন- সিভিলিয়ান প্রজেক্ট, টাকাপয়সা, দুর্নীতি এবং অবৈধ কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ততা দেখিয়ে তাদের যোগ্যতা প্রমাণ করে সেনাবাহিনীর উচ্চতর পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ করে নেয়। পরবর্তীতে যেটি দেখা গেছে, এই অফিসাররা যারা দুর্নীতিগ্রস্ত হচ্ছে বা যারা অবৈধ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে তারা তাদের চাকুরি এবং ঐ অবৈধ অর্থকে রক্ষা করার জন্য, ঐ regimeটাকে রক্ষায় ব্যস্ত হয়ে গেছে। অদ্যাবধি তারা এই কাজে লিপ্ত আছে। তারা যে কোনো মূল্যে ঐ শাসন ব্যবস্থাকে ফেরত আনার প্রচেষ্টায় লিপ্ত আছে বলে আমরা মনে করছি। এই কাজটি সম্ভব হয়েছে, আমার ধারণা বা আমরা যারা ভুক্তভোগী তারা অনুভব করি যে একজন সামরিক কমান্ডার শৃঙ্খলা রক্ষার নামে আমাদের সংবিধানের ৪৫ ধারাতে যে immunity দেওয়া হয়েছে, একজন সামরিক বাহিনীর সদস্যের ওপর দেওয়া শাস্তি বা শৃঙ্খলামূলক কোনো শাস্তির বিরুদ্ধে আপিল করার কোনো সুযোগ সে পাবে না। এটি বাহিনীর শৃঙ্খলার অন্তর্ভুক্ত হিসেবে ধরা হয়েছে। এই কমান্ডারের সিদ্ধান্তটিই শেষ সিদ্ধান্ত হিসেবে ধরা হয়। এই সুযোগ নিয়ে সামরিক অফিসাররা বা কমান্ডাররা তাদের অধীনদের নিয়ন্ত্রণ করছে। এটি অতীতে স্বল্প মাত্রায় হলেও গত ১৬ বছরে আমরা দেখেছি, এটির ব্যাপক অপব্যহার হয়েছে। অধিক সংখ্যক দক্ষ ও যোগ্য অফিসার যারা তাদের নীলদাঁড়া খাড়া করে সত্য কথা বলতো বা professionally efficient বা তাদের যোগ্যতার মাধ্যমে অনেকের ওপরে যাওয়ার সুযোগ ছিল তাদেরকে বরখাস্ত করা হয়েছে। আগে সিনিয়র পদে যাওয়ার পরে বরখাস্ত করা বা বের করে দেওয়া হতো অসুবিধা দেখে। কিন্তু এই অফিসারদেরকে সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট বা লেফটেন্যান্ট পদে থাকতেই বিভিন্ন ব্যাচের প্রথম যারা, sword of honor প্রাপ্ত যারা প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় এরকম অনেক অফিসারকে খুব সামান্য অপরাধে বা ভুল তথ্য ও মিথ্যা অভিযোগের কারণে তাদেরকে চাকুরি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। সিনিয়ররা তাদের প্রভাবের কারণে তাদের বিষয়টি সরকারের উচ্চ পর্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ বা রাজনৈতিক দলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলেও সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট বা লেফটেন্যান্টরা এই সুযোগটি পায়নি। যার ফলে ব্যাপক একটি গোষ্ঠী trainee military officers বা most of them special trainee অফিসারদের বের করে দেওয়া হয়েছে। সবচেয়ে বড় টার্গেট ছিল গত ১৬ বছরে যারা special forces, Bangladesh commando battalion, commando trainee যারা ছিল তাদেরকে ব্যাপক ভিত্তিক বহিষ্কারের মধ্যে রাখা হয়েছে। সবচেয়ে খারাপ বিষয়টি ছিল 'তাপস' হত্যা মামলার যে ৫ জনকে গুম করে তাদেরকে দীর্ঘ সময় অন্তরীণ করে, দীর্ঘদিন অত্যাচার করে সামরিক আদালতে ৫ বছর জেল দেওয়ার পরে তাদেরকে ছাড়া হয়। গত এক মাস আগে মতিঝিল থানায় যেখানে মামলাটি রুজু হয়েছিল, পুলিশ রিপোর্ট, সেই অভিযোগটিই মিথ্যা প্রমাণিত করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দিয়েছে। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে, সামরিক আদালত যে ৫ জন অফিসারকে ৫ বছর জেল দিল,দীর্ঘদিন তাদেরকে অন্তরীণ রাখল, তাদের এই বিষয়টি কীভাবে সামরিক কর্তৃপক্ষ সামলাবে? বর্তমান সংবিধানের ৪৫ ধারায় এই অফিসারেরা কিন্তু কোনো বিচার দাবি করতে পারে না। এ জন্যই আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। এরকম অনেক মামলা আছে, যে মামলাগুলোকে সামরিক আদালতে বিচার করা হয়। আমি উদাহরণস্বরূপ বলব, প্রথম যাকে প্রদান করা হলো সে বিচার করতে ব্যর্থ হলো, সে কোনো অভিযোগ প্রমাণ করতে পারল না। কমিটি পরিবর্তন করে

অন্য একজনকে দেওয়া হলো। সেও ব্যর্থ হলো। এরকম অনেক উদাহরণ আছে। তারপর ওর পদোন্নতি পাওনা আছে, ওকে আমি আগে প্রস্তুত করে নিচ্ছি যে, তোমার পদোন্নতি ফেব্রুয়ারি মাসে, তুমি এটির কোর্ট পরিচালনা করবে। তুমি যদি তাকে বরখাস্ত কর, তাহলে তুমি পদোন্নতি পাবা। ২০১৮ সালের নির্বাচনের পরে এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রমোশন বোর্ডে ব্যাপক সংখ্যক অফিসারকে সুনির্দিষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আগামী ২০১৮ সালের নির্বাচনে যদি তোমরা সরকারের ইচ্ছামত কাজ কর, তাহলেই তোমরা পরবর্তীতে পদোন্নতি পাবা। এভাবে ব্যাপক সংখ্যক সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যকে দূষিত করা হয়েছে। আমি মনে করি যে, এই ব্যাপক কার্যক্রমের কারণে এই মুহূর্তে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা একটি ব্যাপক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ফিল করছে। যারা সত্যিকার দেশপ্রেমিক এবং যারা professional army বা একটি দেশরক্ষার কার্যকর বাহিনী যারা আশা করে, আমরা যেটি অনুভব করছি গত এক সপ্তাহে, আমাদের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব আবারও ব্যাপক হুমকির মুখে। এ পর্যায়ে আমরা চাচ্ছি যে, সশস্ত্র বাহিনীকে যেন আবার পূর্বের অবস্থায় ফেরত নেওয়া হয়। সেজন্য আমরা চাচ্ছি যে, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৫ সংস্কার করে পৃথিবীর অন্যান্য অধুনিক সেনাবাহিনী যেরকম আইনের মাধ্যমে শৃঙ্খলা রক্ষা করে, সেরকম যুগোপযোগী একটি আইন যেন আমাদের জন্য করা হয় এবং যে কেউ যেন শাস্তি দেওয়ার আগে চিন্তা করে যে তার রায়টাই শেষ রায় না। রিভিউর মুখে পড়ে পুনর্বিবেচনা করা হলে তার যোগ্যতার ওপর প্রশ্ন রাখবে।

আরেকটি বিষয় এই ব্যাপক অন্যায় অবিচারের সাথে যারা জড়িত ছিল তাদেরকে আইনের আওতায় আনা হোক। সেনাবাহিনীর বর্তমানের উচ্চ পর্যায়ের অফিসাররা, যাদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও শুধু গত স্বৈরশাসনকে সমর্থন করার কারণে তারা উচ্চতর পদে অধিষ্ঠিত হয়েছে তারা সবাই কিন্তু এখনও জবাবদিহিহীন রয়ে গেছে। তাদেরকে হিসাবের সম্মুখীন করতে হবে। তাদেরকে হিসাবে নিয়ে এসে তাদের যোগ্যতা এবং কার্যকলাপ রিভিউ করে সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে একটি শুদ্ধি অভিযান পরিচালনা করা প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। আমাদের দেশের মতো গরিব দেশের সেনাবাহিনীকে সত্যিকার অর্থে ceremonial আর্মি না করে যুদ্ধ উপযোগী বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলতে হলে সংবিধানে যা কিছু সংশোধন প্রয়োজন তা দ্রুত করা প্রয়োজন বলে আমার মনে হয়। এই সুযোগ আমরা যদি হারাই, আমার মনে হয় না যে রাজনৈতিক সরকারের পক্ষে এটি করা সম্ভব হবে।

আমরা কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দিব। সেটি হচ্ছে বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৫ পর্যালোচনা করে যুগোপযোগী করা। এটিই হচ্ছে আমাদের মূল চাহিদা। পর্যালোচনা করে এটিকে সংস্কার করতে হবে এবং আধুনিক সেনাবাহিনী এমনকি ভারতেও সেনাবাহিনীর কোর্টের বাইরে হাইকোর্টে একটি রিভিউ কোর্ট আছে। Any disposal by the military court they can come for review. এটি হলে আমার মনে হয়, বাংলাদেশে এই মুহূর্তে কয়েক হাজার মামলা পাওয়া যাবে যারা তাদের disposalকে বাতিল করতে পারবে এবং তারা চাকুরি পাবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে যাদেরকে অন্যায়ভাবে বিশেষ করে আমি যে ৫ জন অফিসারের কথা বললাম, এরকম ৩০০-৪০০ অফিসার তালিকাভুক্ত আছে আমাদের ফোরামে। আমি সবাইকে বলব না, ১০০% নির্ভেজাল। আমাদের সেই সক্ষমতা নেই যে বিচার বিশ্লেষন করব। কিন্তু তাদের মামলাগুলো পুনপর্যালোচনা করলে এদের হয়ত সুবিচার পাওয়ার সম্ভাবনা আছে বেশিরভাগের ক্ষেত্রে। ৪০০ এর মধ্যে ৩০০ এর অধিক অফিসার পাবে। আমি গতকাল পেপারে দেখলাম ১০০ সিভিল অফিসারকে ডেপুটি সেক্রেটারি, এডিশনাল সেক্রেটারিকে সচিব পর্যন্ত পদমর্যাদায় তার সমস্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। এই বিষয়টি নিয়ে সেনাবাহিনীতে আজ পর্যন্ত কোনোরকম পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। সবচেয়ে বেশি এবং কঠিন সত্য যে, আমলারা কেউ জেলে যায়নি, কেউ নির্যাতনের সম্মুখীন হয়নি, গুম হয়নি। কিন্তু সেনাবাহিনীর সদস্যরা জেল খেটেছে। দুজন অফিসার অদ্যাবধি missing আছে। মেজর জিয়া, সে জীবিত না মৃত কেউ জানে না। He is the sword of honored of his course. First man of his course. সে missing. কয়দিন পর পর তার voice message ছাড়া হয়, only to prevent his family from filing a gome case. বলা হচ্ছে সে জীবিত আছে, voice message দিচ্ছে। যদি সে জীবিত থাকে He should show his face in video and he should call for interview. এইভাবে মানুষগুলোকে অত্যাচার করা হয়েছে। যা একটি হিসাবে আসা উচিত। যে অফিসারদের বের করে দেওয়া হয়েছে আমাদের অনুরোধ থাকবে তাদেরকে পুনর্বাসনের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হোক। এরা কিন্তু সবাই গ্র্যাজুয়েট, মাস্টার্স। আমাদের এখানে অনেকে আছে ২ ও ৩টি বিষয়ে মাস্টার্স করা, পিএইচডি করা। এই সমস্ত অফিসারেরা শুধু বরখাস্ত করার কারণে কোথাও চাকুরি পাচ্ছে না। তারা অত্যন্ত কঠিন জীবনযাপন করছে। এদেরকে সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে কাজে লাগানোর অনেক সুযোগ আছে। সেনাবাহিনীর uniform পরা প্রতিষ্ঠান যেখানে রাস্তা নির্মাণের বিভিন্ন প্রকল্পে কাজ করে। আমার পরামর্শ হলো সেই সমস্ত অবসরপ্রাপ্ত অফিসারদেরকে সেখানে কাজে লাগানো। তাহলে uniform দূষিত হবে না সিভিলের সাথে contract-এর কারণে। সেনাকল্যাণ সংস্থায় কমপক্ষে ২০ থেকে ৩০ জন অফিসার আছে। তারা চাল,ডাল, আটা, ময়দা হিসাব করে। তাদের এ কাজ না আমি মনে করি। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে বা সেনাকল্যাণ সংস্থায় অতীতে একজন সার্ভিং অফিসার থাকত, অন্য ক্ষেত্রে সমস্ত সিভিলিয়ান এবং অবসরপ্রাপ্ত যোগ্য লোক রাখা হতো। গত ১৫ বছরে এখানে দেখা যাচ্ছে ১০-১৫ জন কর্নেল, ব্রিগেডিয়ার এবং আরও ১০-২০জন uniform অফিসারদেরকে রাখা হয়। তিন বছরে তারা সমস্ত ব্যবসায়ীদের

সাথে বিভিন্নরকম কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়ে আর্মিতে গিয়েও তারা ঐ কাজে লিপ্ত থাকে। তারা এখানে এসে চুক্তি করে, ব্যবসা শুরু করে, সেনাবাহিনীতে গিয়ে তারা তাদের কাজের দিকে মন না দিয়ে এই ব্যবসাটিকে জারি রাখে। যে জিনিসটি অতীতে কখনও ছিল না। আমি মনে করি যে দ্রুত সেনাবাহিনীকে এ সমস্ত কাজ থেকে বের করে প্রকৃতপক্ষেই professional এবং দেশের নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে একটি ছোট বাহিনীকে গড়তে যেভাবে সম্পৃক্ত করা লাগে সেভাবে এটিকে গড়ে তুলতে হবে। আমি একটিই উদাহরণ দিতে চাই, '৭১ সালে প্রেসিডেন্ট জিয়া বা তার সমসাময়িক যারা ছিল তাদের চাকরি ১২ বছর ছিল। এখন একজন মেজরের চাকরি ১৫ বছর। তখন তাদের বড়জোর qualification ছিল graduation. ২বার selected east pakistan vacancy কোটাতে তারা যোগ দিয়েছিল। এখন কিন্তু আমাদের সেনাবাহিনীর সদস্যরা very well qualifzed, very well trained এবং তাদের জাতিসংঘের অভিজ্ঞতাসহ বিভিন্ন অভিজ্ঞতা আছে। তাদেরকে সমাজে অত্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিতভাবে পূনর্বাসন করা যেতে পারে। আমি মনে করি যে, uniform পড়ে স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, সিটি কর্পোরেশন, রাজউকসহ এসব জায়গায় কেন মিলিটারি অফিসাররা কাজ করবে। He should be some retired officer. He has engineering officer. Appropriate অফিসারদেরকে আমরা সেখানে দিতে পারব। তাকে আইনের আইওতায় রাখব, সে অপরাধ করলে, যোগ্য না হলে তাকে বের করে আরেকজনকে দেব। কিন্তু uniform অফিসারদের দিয়ে আমি সেনাবাহিনীকে দূষিত করছি। আমি মনে করি এর বিরুদ্ধে একটি আইনগত ব্যবস্থা থাকা উচিত। আমরা আইন সংশোধন চাচ্ছি। যে সমস্ত আর্মি অ্যাক্ট, রুলস, রেগুলেশন আছে এগুলো ব্রিটিশদের দেওয়া। এটি পাকিস্তান আমলে শুধু ব্রিটিশ কেটে পাকিস্তান করেছিল, আমরা পাকিস্তান কেটে বাংলাদেশ করছি। ১৯৩২, ১৯৪৫, ১৯৪৮ সালের আইন এখনও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে আছে। এটির ব্যাপক সংশোধন ও পরিমার্জন করার জন্য আমি মনে করি অন্যান্য Refrom Commission- এর মত সেনাবাহিনীতেও Refrom Commission করা দরকার। এটি করলে পরে আমাদের যে কষ্টার্জিত কর যেটি আমরা প্রতিরক্ষা খাতের জন্য ব্যবহার করছি সেটি দিয়ে শুধু সর্বশেষ প্রযুক্তির অস্ত্র কিনলেই হবে না, সেটি চালানোর জন্য যোগ্য জনবল আমাদেরকে প্রস্তুত করতে হবে। আরেকটি বিষয় অনুচ্ছেদ ৪৫ বাতিলের জন্য একটি মামলা হাইকোর্টে আছে। একজন নেভি অফিসারকে attempt to murde-এর অভিযোগে বের করে দেওয়া হয়। সে হাইকোর্টে গিয়ে ৯০টি শুনানির পর একটি রায় পায়। Rule absolute করে ৪৫ ধারা বাতিলের পক্ষে একটি রায় দেওয়া হয়। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টে নৌবাহিনী বা সরকার পক্ষ মামলা করে সেটি এমন সিরিয়াল দিয়েছে যে আগামী ১০ বছরে সুপ্রিম কোর্ট এটি বিচারের আওতায় আনবে না। আমি মনে করি, কমিশনের জন্য এটিও একটি সুবিধা। সুপ্রিম কোর্টের শুনানির বিস্তারিত তথ্যাদি নিলেও জানা যাবে কেন সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৫ বাতিল করা উচিত। মানে একজন অফিসারকে attempt to murder মামলায় বরখাস্ত করা হয়, শুধু মানবাধিকার বিবেচনায় সে মামলাটি করে। আমিতো service existence-এর কারণে চাকরিটা হারালাম। কিন্তু আমার মানবিক দিকটি আছে। আমি attempt to murderer হয়েছি, এখন আমি যে মারিনি বা মারতে চাইনি এটি আমি প্রমাণ করার জন্য কোথায় যাব? কোনো জায়গায় যাওয়ার সুযোগ সেনাবাহিনী বা নৌবাহিনী আমাকে দেয়নি। হাইকোর্ট সেটি শুনে. তার পক্ষে রায় দেয়। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট সেটিকে indefinite period এর জন্য সেটিকে রেখে দিয়েছে। আমার অনুরোধ থাকবে, আমি মনে করি সংবিধান সংস্কার কমিশন অত্যন্ত জরুরি কিছু কাজ করছে, justice restoration এর জন্য যা যা recommendation আছে, আমরা লিখিত দিয়েছি, যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমরা ব্যাখ্যা করব।

আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ, ব্রিগেডিয়ার নাসির। আপনাদের লিখিত বক্তব্যটি আমরা পেয়েছি। আপনার কাছে ছোট একটি প্রশ্ন। আপনি বলেছিলেন ২জন মিসিং আছে। এর মধ্যে একজনের কথা উল্লেখ করেছেন মেজর জিয়া। আরেকজনের নাম কি আপনি উল্লেখ করতে চান?

**কর্নেল হাসিনুর রহমান**(জাস্টিটস ফর কমরেডস,জেএফসি): আমি কর্নেল হাসিন, আমি সেনাবাহিনীতে চাকরি করেছি। কোনো অপরাধ আমার ছিল না এই ২৮ বছরে। হঠাৎ করে চাকরীরত অবস্থায় আমাকে গুম করা হয়। আমি ২বার গুম হই। বর্তমানে প্রচলিত প্রক্রিয়ার মধ্যে আমি আছি। অনুচ্ছেদ ৪৫-এর কথা বলা হয়েছে, এটি আমাদের ন্যায্য দাবি। মৌলিক অধিকার আমরা ফেরত চাই।

২য় জন মেজর জাইদ, যাকে রূপনগরে মেরে ফেলা হয়েছে। মেজর জাইদ ছিল অবসরপ্রাপ্ত অফিসার। তাকে জঙ্গী তকমা দিয়ে মেরে ফেলা হয় রূপনগরে, তার বাসার সামনে। এটি ছিল একটি সাজানো নাটক। আমরা বিশ্বাস করি এটি তদন্ত হওয়া উচিত। তার পরিবারও নেই যে আবেদন করবে। তাই সুযোগটি নেই।

**অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক** (কমিশন সদস্য): ধন্যবাদ, আপনাদের বক্তব্যের জন্য। আমি শুধু একটু ক্লারিফিকেশন চাই। আপনি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৫-এর কথা উল্লেখ করেছেন। অনুচ্ছেদ ৪৫ এর মূল বাধাটি দেওয়া হয়েছে আসলে অনুচ্ছেদ ৪৭(ক) এর মাধ্যমে। অনুচ্ছেদ ৪৪ (১) বলেছে, কারও যদি মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন হয় তাহলে হাইকোর্ট ডিভিশনে প্রতিকারের জন্য যেতে পারবে

অনুচ্ছেদ ১০২ এর অধীনে। অনুচ্ছেদ ৪৪ (১) এ যে ক্ষমতাটি দেওয়া হয়েছে অনুচ্ছেদ ৪৭(ক) এর মাধ্যমে সেটি নিয়ে নেওয়া হয়েছে। অনুচ্ছেদ ৪৪(৩) এর অধীনে যে আইনের কথা বলা হয়েছে সেটি enforce করার জন্য disciplinary force-এর কেউ অনুচ্ছেদ ৪৪(১) এর অধীনে ১০২-এর প্রতিকারটি চাইতে পারবে না। যে কারণে মূলত fundamental rights enforcement এর জন্য যেতে পারে না। এটি নিয়ে একটি বিতর্ক অনেক দিন ধরেই আছে। আপনারা যেহেতু এ বিষয়ে গবেষণা করেছেন, আমি শুধু জানতে চাই, এটি কি fundamental rights violation এর জন্য কোর্টে যাওয়া, এটি একটি অধিকার। আরেকটি হচ্ছে, আর্মির ভিতরে কোনো একটি decision that involve possible violation of fundamental rights. আপনারা কি সেটিকেও কোর্টে নিতে চান?

**ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ হাসান নাসির** (জাস্টিস ফর কমরেডস,জেএফসি): আমরা সংবিধান বিশেষজ্ঞ না, সেজন্য হয়ত অনুচ্ছেদসমূহ সঠিকভাবে নোট করি নাই। আমরা এটিকে কমিশনের ওপর ছেড়ে দিচ্ছি, সংবিধানের যা কিছু সংশোধন প্রয়োজন হয়, সেনাবাহিনীর ভিতরেও fundamental rights এবং human rights, যে কোনো সিদ্ধান্তের বিষয়ে একটি রিভিউ কমিশনে যাতে সবাই যেতে পারে। তাহলে হবে কি, অন্যায়ভাবে শাস্তি দেওয়াটা কমবে। এখন অনেকেই বলতে পারে যে, তাহলে তো হাজার হাজার সৈনিকরা মামলা দায়ের করবে। পুরো কোর্ট জ্যাম হয়ে যাবে। যেভাবে দাবি দাওয়া শুরু করেছে বিভিন্ন সংস্থা। এখন হয়ত হবে, তবে ভবিষ্যতে কমান্ডাররা শাস্তি দেওয়ার আগে একশত বার চিন্তা করবে যে, আমার রায়টি পুনর্বিবেচনা হতে পারে। আমি যদি অন্যায় করি আমার শাস্তিও হতে পারে। শুধু রিভিউ না, যদি অন্যায়ভাবে শাস্তি দেওয়া হয়, তার বিচারের সুযোগও রাখতে হবে। আমি শুধু একটি উদাহরণ দেই, একজন পাইলটকে তার minimum qualifz করাতে ১০০ ঘণ্টা ফ্লাইং করতে ৫ থেকে ৭ কোটি টাকা ব্যয় হয়। তার স্ত্রী যদি তাকে পছন্দ না করে বা অফিসারকে যদি চিফ পছন্দ না করে, He can just decide and within seven days he goes home. তাকে বলা হবে, তুমি কোনো সুযোগ সুবিধা পাবে না। সরকার অবসর দিবে কিন্তু কোনো টাকা দেবে না। আটকিয়ে রাখবে। সরকার অ্যালাউ করে এক বছর বাসায় থাকতে, বলবে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তুমি বাসা ছাড়। এমন উদাহরণ রয়েছে সন্ধ্যা ৬ টার সময় তাদের চাকরিচ্যুতির ফ্যাক্স এসেছে, বলছে রাত ১২ টার মধ্যে তুমি বাসা খালি কর। সে কোথাও যেতে পারে না যে আমার অধিকার আছে আমি এক বছর থাকতে পারি বাসায়। আমি বরখাস্ত হলেও আমাকে কমপক্ষে ৭ দিন সময় দিতে পারে। আমি আমার পরিবার পরিজনসহ থাকছি। এই জিনিসগুলো। আমার পরিবার যে tortured হয়, socially embarrass হয়। আমি "তাপস হত্যা" মামলার কথা বলব, এই যে ৫ বছর জেল খাটল, তার আগে ১-২ বছর অন্তরীণ ছিল, unrecorded disappeared ছিল, tortured হয়েছে। ঐ পরিবার socially embarrassed হয়েছে, এটির cost, ঐ অফিসারের চাকুরির cost, One of them is a professor in Malaysian University. The other one is in UK. He is also doing and he has completed his Ph.D. এই ধরনের অফিসারদেরকে army has lost, the nation has lost. এ বিষয়টির ওপর আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এইভাবে শুধু ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছার পরিপ্রেক্ষিতে the nations is losing its bright soldier.

**অধ্যাপ মোহাম্মদ ইকরামুল হক** (কমিশন সদস্য): আরেকটি বিষয় বলতে চাই যে, অনুচ্ছেদ ৪৫ বিষয়ে যেটি বলেছেন, আপনি সঠিকই বলেছেন, বর্তমান ৪৫ অনুচ্ছেদ যেটি আছে, এখানে সেই অধিকারটি দেওয়াই হয়নি। কারণ এখানে বলেছে, লঙ্ঘন করতে পারবে, তবে একটি provision আছে, being a provision limited to the purpose of ensure the proper discharge of their duties of the maintain of their discipline in that force. এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী discrimination করতে পারে না, equality ভাঙতে পারে না, cruel punishment দিতে পারে না। এগুলোর exemption কিন্তু দেওয়া হয়নি। এটিও এক ধরনের misuse. একটি বিষয় আমি জানতে চাই, আপিলের বিধান চাইলেন, আপিলের বিধানটি কি আর্মির বিচারের সিস্টেমের মধ্যে চান, নাকি বাইরে?

**ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ হাসান নাসির** (জাস্টিস ফর কমরেডস,জেএফসি): Its has to be outside Military. কারণ যে কোনোভাবে উচ্চপদাধিকারীরা এক হয়ে যায়, যেমন রসুনের গোড়া এক। They have interest of purpose. তারা একজন আরেকজনকে অসন্তুষ্ট করবে না। এমন কি চাকরির মধ্যে আর্মি চীফ চাইবে না, নেভির কোনো অফিসারকে অব্যাহতি দেওয়া হোক। Navy chief must maintain command. বলবে যে, কৃংখলা রক্ষার জন্য তাকে বেরিয়ে যেতে হবে। সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী সবাই এটিকে সমর্থন করবে। এই জিনিস থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আমি ন্যায় বিচার করব, তাতে যদি কেউ বেকসুর খালাস হয়ে যায়, আমার কোনো আপত্তি থাকবে না।

**কর্নেল হাসিনুর রহমান** (জাস্টিস ফর কমরেডস,জেএফসি): আমাদের 'JAG Branch' বলে একটি বিভাগ আছে। এরা সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট, লেফটেন্যান্ট, ক্যাপ্টেন আর্মির নিয়মের মধ্যে পদোন্নতি পায়। যে সংশোধন করার কথা ছিল তাদের, তারা আসলে করে না। সিনিয়রের মর্জিমতো সে আইনটি দাখিল করে। আমাদের আসলে JAG Branchটি দরকার নেই। আমাদের যদি তিন বছর করে দেন, দায়রা জজ বা এ পর্যায়ের একজন জজ আসে সুপারভাইজ করার জন্য,আমরা ন্যায় বিচার পাব।

**ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ হাসান নাসির** (জাস্টিস ফর কমরেডস,জেএফসি): অর্থাৎ He become a baby of the chief. Chief

যেখানে থাকে, তার baby হিসেবে থাকে। তার আদেশের বাইরে কখনও যাবে না। এটির অভিজ্ঞতা আমি অর্জন করেছি বিডিআর হত্যা মামলা তদন্তের সময় JAG-এর যে senior most representative, he never utter a single word throughout to wants of inquiry. তার কিন্তু সবচেয়ে বেশি কথা বলার কথা ছিল। সেনাবাহিনীর অফিসারদের হত্যার বিরুদ্ধে তার অবদান রাখার সুযোগ ছিল। আর্মির অফিসাররা যারা involve ছিল, তাদের বিচারের ব্যাপারেও তার কোনো বক্তব্য ছিল না যে, এদের সেনাবাহিনীর কোর্টে বিচার করতে পারি। এদের সিভিল কোর্টে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আমার FGCM -এর authority আছে। They are in uniform. তারা অন্যান্য অপরাধে লিপ্ত হলে আমি তাদের ফেরত এনে আর্মিতে বিচার করি, court martial করি। এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত হওয়ার কারণে আমি কেন তাকে বিচার করব না। এই বিষয়ের প্রতি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ধন্যবাদ।

**ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী** (কমিশন সদস্য): আমার প্রশ্ন হলো, আপনাদের general grievance আমি যতটুকু বুঝেছি, চাকুরিচ্যুত করার context থেকে। মৌলিক অধিকার যতগুলো আছে, সংবিধানের তৃতীয় ভাগের সমস্ত বিষয়গুলোই অনুচ্ছেদ ৪৫ এ curtail করে দেওয়া হয়েছে। তাই আমি যদি আপনাদের বাহিনীর নিয়োগ, পদোন্নতি, service condition, যেগুলো অন্যান্য discipline বা সরকারি সিস্টেমে যারা তাদের প্রত্যেকেরই সার্ভিস সম্পর্কিত অনেক বিষয়েই মৌলিক অধিকারের বিষয়গুলো exercise করে হাইকোর্টে। আপনাদের বিষয়ে আপনারা শুধু বরখাস্তের বিষয়টিই বেশি তুলে ধরেছেন। আপনারা এটি চিন্তা করছেন কি না যে মৌলিক অধিকারের পুরো সিস্টেমটাই সংযুক্ত হোক। So that in every stage of disciplinary measures or internal other service measures-এ এটির কোনো implication হয়?

আর যে বিষয়টি আমাদের সহকর্মী বলেছেন যে, অনুচ্ছেদ ৪৭ এ আপনাকে কোথাও যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দিয়ে দিয়েছে। ফলে আপনি কোথাও যেতেই পারবেন না। কিন্তু অনুচ্ছেদ ৪৫ এ robust যে, আপনার কোনো অধিকারই নেই। এটি applyই করেনি। শুধুমাত্র ১টি বা ২টি নয়, পুরো বিষয়টিই আপনার জন্য প্রযোজ্য নয়। So that is my question are you talking about the whole things or just a specific review for dismissal only.

**ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ হাসান নাসির** (জাস্টিস ফর কমরেডস,জেএফসি): আমাদের প্রস্তাবের প্যারা ৪(ই)তে যেটি লিখেছি যে, total reform. ব্রিটিশ রুলস এন্ড রেগুলেশন যেটি পাকিস্তান সংযুক্ত করেছিল এবং বাংলাদেশ ১৯৭১ সাল থেকে সংযুক্ত করছে; এটিই আমাদের জন্য সব থেকে আক্ষেপের বিষয়। পৃথিবীতে সবকিছুই পরিবর্তন হয়েছে, বাংলাদেশের এই আইনটি পরিবর্তন হয়নি। আমরা এখনও ১৯১৯, ১৯২১, ১৯৩২ সালের আইন অনুসরণ করছি। Because it goes in favor of the authority. অথরিটি একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে তার খুব শক্তি দেখাতে পারে। তাকে কেউ প্রশ্ন করতে পারে না, তাকে কেউ চ্যালেঞ্জ করতে পারে না। কিন্তু এটি শুধু dismissal-এর ক্ষেত্রে না। প্রত্যেকটি পর্যায়ে যদি একটি সুযোগ থাকে তাহলে ভালো। কারণ অন্যান্য ক্ষেত্রে পুনর্বিবেচনার সুযোগ আছে। সেনাবাহিনীর ছোট ইউনিট পর্যায়ে যে শাস্তিগুলো হয়, পরবর্তী উচ্চতর কর্তৃপক্ষ সেটি পুনর্বিবেচনা করে। সেজন্য আমিও মনে করি একটি সুযোগ থাকতে হবে, যে কোন ধরনের মামলা হলে সেটি উচ্চতর কোর্টে যেতে পারবে। অর্থাৎ serious type-এর।

আর নিয়মিত কৃংখলা কোর্ট হলে সেনাবাহিনীর কোর্টই যথেষ্ট বলে আমি মনে করি। আমি বলছি যে, আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী যেন আমাদের রুলটি পরিবর্তন করা হয়। তাহলে এটি আমাদের জন্য সঠিক হবে।

**অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের** (কমিশন সদস্য): আমার একটি ছোট্ট প্রশ্ন আছে। আপনি বার বার বলছেন যে, law reform করার কথা। আপনি বলছেন, আগেও কমবেশি হয়েছে। কিন্তু গত ১৬ বছরে সবচেয়ে বেশি হয়েছে। তাই আমি জানতে চাচ্ছি যে, আগে যখন হয়েছে আপনারা আইনসমূহ সংস্কারের জন্য কোনো উদ্যোগ নিয়েছিলেন কি না? similar, dissimilar, grater, indegree আপনি বলেছেন এই ১৬ বছরে, আপনারা কি এর আগে কোনো উদ্যোগ নেননি, to challenge this statuesque?

**ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ হাসান নাসির** (জাস্টিস ফর কমরেডস,জেএফসি): এ বিষয়টি আগে যেটি হতো ৫ বছর সময়ে একটি সরকার ক্ষমতায় আছে, সে বিরোধী পক্ষের অফিসারদের চাকুরি থেকে বের করত। আবার যখন সরকার পরিবর্তন হয়েছে তারা এসে আবার তাদেরকে reverse করেছে।

**অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের** (কমিশন প্রধান) : এটি কি norm?

**ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ হাসান নাসির** (জাস্টিস ফর কমরেডস,জেএফসি): না না। Norm, it is a bad practice. আগে যে সংখ্যাটা ছিল ৫ বছরের একটি রাজনৈতিক সময়ে, এই সংখ্যাটি ছিল হয়ত ৩০ জন, ৪০ জন বা ৫০ জন। Most of the cases এটি

ছিল সিনিয়র অফিসারদের মধ্যে। তাদেরকে remove করে সেনাবাহিনীকে নিয়ন্ত্রণে আনা হত। কিন্তু এবার দেখা গেছে আমি যেহেতু চিরস্থায়ীভাবে দেশকে নিয়ন্ত্রণ করব, সুতরাং যে ছেলেটা বিরোধী, একেবারে কুঁড়ি থেকে আমি তাকে ধ্বংস করে দেব, যে উপরে উঠে আমার জন্য risk হতে পারে। গত ১৫ বছরে যেটি ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে। যে সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট পর্যায়ে Sword of Honour ইউনিটে এসেছে, এক বছরের মধ্যে তাকে বের করে দিয়েছে। যে এ বেটা বেশি কথা বলে সবসময়। সে ২টি কোর্সে গেছে খুব ভালো করে এসেছে। একে রাখা যাবে না। সবচেয়ে মজাদার হচ্ছে ডিফেন্স পার্সোনালদের জন্য ৬ বছর হচ্ছে বিয়ের বয়স। এটি অতীতেও যেটি হয়েছে, কেউ যদি সোস্যাল কারণে বিয়ে করতে বাধ্য হয় তাকে একটু সতর্ক করে, এটা করো না। আমি আমার সুযোগ সুবিধাগুলো পাব না। That can be the rule. আমরা দেখলাম যে, about 63 of this 400, they were the dismissed from service because forgetting married before 6 years. তাদের criteria হচ্ছে অন্য। They were that list to be thrown out. কারণটি কী, তুমি বিয়ে করেছ, যাও। বাড়ি চলে যাও। দেখা গিয়েছে অনেক ক্ষেত্রে, স্ত্রী অভিযোগ করেছে যে আমার স্বামীর extra marital affair আছে। যখন 'কোর্ট মার্শাল' অর্ডার করা হয়েছে, স্ত্রী আর হাজির হয় না। অনেক বলার পরে যখন কোর্ট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তখন এসে বলে যে, আমার কোনো অভিযোগ নেই। আমার খালা শিখিয়ে দিয়েছে আমার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে। খালাটা কে? জেনারেল মঈন ইউ আহমেদের স্ত্রীর বড় বোন। খালা বলেছে আমার স্বামীকে তালাক দিতে হবে, আমি অভিযোগ করে দিয়েছি। সে চাকুরিচ্যুত হয়ে গিয়েছে। অথচ মামলাটি নিষ্পত্তি হয়েছে। তার কোর্টে হাজির হতে হয় এবং ৯টায় কোর্ট বসে। সে ট্র্যাফিক জ্যামে পড়ে সাড়ে ১০টায় কোর্টে হাজির হয়েছে। দেড় ঘণ্টা দেরিতে আসার জন্য তার চাকরি চলে গিয়েছে। অর্থাৎ মূল মামলা কিন্তু অপ্রমাণিত। এই বিচার কিন্তু সিভিল কোর্টে কখনও হয় না। আমি অপ্রমাণিত হলে I go back to service. যেহেতু সে কারও কাছে সুবিচার চাইতে পারে না, রিভিউ চাইতে পারে না, এইভাবে কোর্ট পরিবর্তন করে, তদন্ত করে প্রমাণিত হয়নি, তদন্ত করে পায়নি, আরেকজনকে তদন্তকারী করা হয়, সেও পায়নি, আরেক জনকে হুমকি দেয় যে তোমার পদোন্নতি আছে তুমি এটি কর, তা না হলে কিন্তু তুমি পদোন্নতি পাবে না। এরকম খুবকম অফিসার আছে যে তার পদোন্নতি ত্যাগ করবে। ফলে সে কর্তৃপক্ষের ইচ্ছার পক্ষে কাজ করে। সে তার নিজের চাকরি বাঁচানোর জন্য করে দেয়। ঐভাবেই তাকে নির্ধারণ করা হয় যে তার কথা শুনবে।

ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ**( কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ। সময়ের জন্য আমাদের এখন wrap up করতে হবে। একটি অনুরোধ, আপনারা একটি লিখিত দিয়েছেন তার ৪নং পৃষ্ঠাটি আমি লক্ষ্য করেছি, আপনারা উল্লেখ করেছেন যে, আন্তর্জাতিকমানে আনার জন্য। আপনারা ৩টি দেশের কথা উল্লেখ করেছেন। USA, UK and India. এই লিখিত বক্তব্যটি আমাদের কাছে থাকছে। বিশেষ করে যেহেতু আন্তর্জাতিক মানের কথা বলছেন, আপনারা কি আরেকটু সুনির্দিষ্ট করে বর্ধিত আকারে একটি লিখিত প্রস্তাব আমাদেরকে দিতে পারেন কি না আগামী ২/১ দিনের মধ্যে? এটা সম্ভব। আপনারা যেটি বলেছেন এবং আমরা যা বুঝেছি, এছাড়া আমি আপনাদের লেখাটি পড়া থেকে যা বুঝেছি তা হলো অন্য দেশে আপনাদের জানামতে আন্তর্জাতিক মানটি আমাদের দেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৫-এর সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। সেটিতে এক ধরনের বিরোধ আছে, সাংঘর্ষিক। সেক্ষেত্রে সেই উদাহরণগুলো যদি আমরা referenceসহ পাই, তাহলে আমাদের কাজের জন্য সুবিধা হবে। আপনাদের বক্তব্যের সারাংশটি ডকুমেন্ট হিসেবে থাকছে কমিশনের রেকর্ডে। আপনারা দীর্ঘদিন ধরে এটি নিয়ে কাজ করছেন, সেহেতু আপনাদের জন্য সময়টি স্বল্প হলেও খুব স্বল্প সময়ের মধ্যেই ডকুমেন্টের এই অংশটুকুর বিষয়ে বিস্তারিত করে আমাদেরকে ই-মেইলেও পাঠিয়ে দেতে পারেন, যাতে মনে হয় এট একটি extend version. তাহলেই যথেষ্ট হবে। আপনাদেরকে যে চিঠি পাঠানো হয়েছে সেখানে একটি ই-মেইল আছে, সেই ই-মেইলে পাঠিয়ে দিলে আমাদের জন্য খুব সহায়ক হবে বিষয়টি বুঝার জন্য।

**লেফটেন্যান্ট কর্নেল মুস্তাফিজুর রহমান** (জাস্টিস ফর কমরেডস,জেএফসি): বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম। Sir, we are really proud of you and your team. I know many things about you. I will take our together to discuss about your professionalism and your knowledge.

আমি প্রথমেই শুরু করতে চাই, USA-এ বিগত নির্বাচনের সময় যখন ডোনাল ট্রাম্প এর টিম যখন হোয়াইট হাউজে ঢুকল, তখন তাদের Joint chief of Army staff he gave his speech delivered with five minutes. He only told, "we take oath to the constitutions not to the individual". Every one we know. Sir I was commissioned in 1986. আমি অনেক ups and down দেখেছি। ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর যখন এরশাদের পতন হয়, তখন আমি ঢাকায় ছিলাম। আমি তখনকার পতন দেখেছি। এরপর ১৯৯১ সালে আমরাই কিন্তু নির্বাচন করেছিলাম। আমরাই main force ছিলাম। আমি তখন ঢাকার একটি ইউনিটের একজন ক্যাপ্টেন ছিলাম। গত শাসন ব্যবস্থায়ও দেখেছেন কীভাবে army has to take over. This is the force. It is a national force. Please remember, it

is a national force is not the individual force. So, this force has to be the purpose fully use for the nation. So, no one should be able to use it for their own purpose. Change, we have the scope. আল্লাহতায়ালা আমাদেরকে একটি বড় ধরনের সুযোগ দিয়েছে। আমরাতো সবাই আশাহত হয়ে গিয়েছিলাম যে আমরা বোধ হয় এ থেকে রেহাই পাব না। যেহেতু আল্লাহ আমাদের সুযোগ দিয়েছে, সে জন্য এখানে যে বিষয়গুলো রয়েছে, যা আমাদের স্যারও বলেছেন, এটি বিশ্বমানের করে নিতে হবে যাতে করে আর পিছনে তাকাতে না হয়। আমি সত্য কথাটি বললে, সত্য কাজটি করলে যেন আমাকে বের করে না দেয়। আর স্যার যেটি বলেছেন, কত অমানবিক যে আমি এখন বাসার ভিতরে আছি, আমাকে বলছে রাত ১০ টার মধ্যে তোমাকে বাসা খালি করে দিতে হবে। I have my children, I have my wife and I have my parent with me. There were many things. Please take seriously because it's a national force. এই ফোর্সটিকে uphold করার জন্য, যে কোনো সংকটে যাতে ব্যবহার করতে পারে। Back to the ১৯৭১, আপনি historian আমি জানি। ১৯৭১ সালে first revolt করে this is the force, second Bengal Rajendrapur. This force, we have to think, that is a force of everyone. National crisis -এর সময় আমরা পরিক্ষিত। আপনি দেখেছেন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় আমাদের যে কর্মদক্ষতা, পৃথিবীর সেরা কর্মদক্ষতা দেখিয়েছি, স্যার। UN-এ আমাদের সেরা কর্মদক্ষতার নজির আছে। এটি পরীক্ষিত। এখানে আমার বলার কিছু নেই। আপনারা জানেন, শুধু মনে করিয়ে দেওয়া। কাজেই এই ফোর্সটিকে ধরে রাখতে হবে। যাতে কারো ব্যক্তিগত কাজে এটিকে কেউ ব্যবহার করতে না পারে। That is my expectation.

Thank you very much.

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ**( কমিশন প্রধান): আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। স্বল্প সময়ের অনুরোধে আপনারা আমাদের এখানে এসেছেন। আপনাদের অনুমতি পেলে এখন আমি এখনকার অধিবেশন শেষ করব।

ধন্যবাদ।

# অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভা

## অষ্টাদশ সেশনের কার্যবাহ

তারিখ : ০৩ ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ
সময় : সকাল ১১.৩০ থেকে ২.০০ পর্যন্ত

**অংশীজনের তালিকা:**

**১। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন:-**

(ক) জাহিদ আহসান

(খ) আরিফ সোহেল

(গ) আনিকা তাহসিনা

**২। জাতীয় নাগরিক কমিটি:-**

(ক) আখতার হোসেন

(খ) সামান্তা শারমিন

(গ) সারোয়ার তুষার

(ঘ) অ্যাডভোকেট মুকুল মুস্তাফিজ

(ঙ) সালেহউদ্দিন সিফাত

(চ) আতিক মুজাহিদ

(ছ) অ্যাডভোকেট জহিরুল ইসলাম মুসা।

**উপস্থিত কমিশন সদস্যদের তালিকা:**

| | | |
|---|---|---|
| ১। | অধ্যাপক আলী রীয়াজ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও লেখক | কমিশন প্রধান |
| ২। | অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | সদস্য |
| ৩। | জনাব ইমরান সিদ্দিক, বার-এট-ল | সদস্য |
| ৪। | অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | সদস্য |
| ৫। | জনাব এম মঈন আলম ফিরোজী, বার-এট-ল | সদস্য |
| ৬। | জনাব ফিরোজ আহমেদ, লেখক | সদস্য |
| ৭। | জনাব মুসতাইন বিল্লাহ | সদস্য |

**কার্যবাহের রিপোর্ট প্রস্তুতকারক:**

১। মোঃ আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

২। মোঃ আল-আমিন, সহকারী পরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

## অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভার কার্যবাহের রিপোর্ট

### কমিশন প্রধান অধ্যাপক আলী রিয়াজ-এর সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান) : আজকের এই অধিবেশনে জাতীয় নাগরিক কমিটি এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের উপস্থিত থাকার কথা। ইতিমধ্যে জাতীয় নাগরিক কমিটির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত আছেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ পথে আছেন। আশা করি কিছুক্ষণের মধ্যে তারা আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারবেন। প্রতিটি অধিবেশনের শুরুতে আমি একটি স্ট্যান্ডার্ড বক্তব্য দেই। সেটি উল্লেখ করব। পাশাপাশি আজকের অধিবেশনটিকে আমরা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি। সেটি আমি সকলকেই স্মরণ করিয়ে দিই।

উপস্থিত সুধীবৃন্দ, সংবিধান সংস্কারের লক্ষ্যে মতামত ও প্রস্তাব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অংশীজনদের সঙ্গে কমিশনের এই আলোচনায় উপস্থিত হওয়ার জন্য কমিশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আমার নাম আলী রিয়াজ, আমি এই সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধানের দায়িত্ব পালন করছি। আপনারা জানেন যে, সংবিধান সংস্কারের বিষয়ে সুপারিশের জন্য অন্তর্বর্তী সরকার স্বল্প সময় নির্ধারণ করে দিয়েছে। সে কারণে আমরা আপনাদের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছি এবং খুব কম সময় দিয়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আপনারা তাতে সাড়া দিয়েছেন। সেজন্য কমিশন অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আমরা এখানে উপস্থিত হতে পেরেছি আপনাদের অবদানের জন্যে।

গত ১৬ বছরে, বিশেষত জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের আপনারা অংশীজন। আপনারা নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং হাজার হাজার মানুষের আত্মদানের কারণে আজকে আমরা এখানে উপস্থিত হতে পেরেছি। আজকের এই অধিবেশনের শুরুতেই আমরা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করব সেসব শহিদদের এবং যাঁরা আহত হয়েছেন, তাঁদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করব। এখন কমিশনের উপস্থিত সদস্যগণ তাঁদের পরিচয় প্রদান করবেন।

**(অতঃপর কমিশনের সদস্যগণ নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন )**

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

আপনারা এই গণঅভ্যুত্থানের নেতৃত্বে ছিলেন, অংশগ্রহণ করেছেন। সে কারণে নিঃসন্দেহে সংবিধানের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনাদের অনেক কিছু বলার আছে। অনেক প্রস্তাব আছে। কিন্তু সময়ের স্বল্পতা বিবেচনা করে আপনাদের প্রতি অনুরোধ থাকবে, আপনারা ১৫-২০ মিনিটের মধ্যে প্রথম বক্তব্য উপস্থাপন করলে আমরা এ নিয়ে আপনাদের সাথে কথাবার্তা বলতে পারব। পরবর্তী সময়ে বিস্তারিত মতামত আমাদের কাছে লিখিতভাবে দিলে কমিশনের জন্য সহায়ক হবে। আপনারা হয়তো জানেন যে, এখানে কনসালটেশন প্রসেসে যে-সমস্ত বক্তব্য, সেগুলো রেকর্ড করা হচ্ছে। আমরা আশা করছি যে, কোনো এক সময় কমিশনের পক্ষ থেকে সেগুলো সর্বসাধারণের জন্য repository হিসেবে আমরা এগুলো উন্মুক্ত করে দিতে পারব। যাতে কী আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে আমরা ছিলাম, সেটি বোঝা যায়। বক্তব্যের শুরুতে আপনাদেরকে অনুরোধ করব যে, প্রথমে আপনারা সংগঠনের সকলের পরিচিতি দিয়ে শুরু করলে আমাদের রেকর্ডের জন্য সুবিধা হবে। সামান্তা শারমিন, আপনি যদি সকলকে পরিচয় করিয়ে দেন।

**জনাব সামান্তা শারমিন** (জাতীয় নাগরিক কমিটি) : সকলকে শুভ সকাল এবং আস্‌সালামু আলাইকুম।

আমরা জাতীয় নাগরিক কমিটি থেকে এসেছি এবং আমাদের ৭ সদস্যের একটি দল আজকে উপস্থিত হয়েছি। আমি সামান্তা শারমিন। আমি জাতীয় নাগরিক কমিটির মুখপাত্র।

**[তিনি জাতীয় নাগরিক কমিটির উপস্থিত সকল-সদস্যবৃন্দকে পরিচয় করিয়ে দেন।]**

আজকে আমরা আমাদের প্রস্তাবনা নিয়ে এখানে আলোচনা করতে এসেছি। আমাদের প্রস্তাবনা লিখিতভাবে নিয়ে এসেছি। আমাদের পক্ষ থেকে প্রথমে আলোচনা শুরু করবেন জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্য এবং প্রস্তাবনা তৈরিতে যাঁর নেতৃত্বে আমরা কাজ করেছি জনাব সারোয়ার তুষার।

**জনাব সারোয়ার তুষার (জাতীয় নাগরিক কমিটি)** : সবাইকে আমার সালাম ও শুভেচ্ছা।

সংবিধান সংস্কার কমিশনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে, আপনারা আমাদেরকে এখানে এসে সংবিধান নিয়ে আমাদের যে ভাবনা সেটি তুলে ধরার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। ব্যক্তিগতভাবে আমি আগে একবার এসেছিলাম। আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। আজকে আমি আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে কথা বলব। আপনাদের আমন্ত্রণ পাওয়ার পর থেকে নয় সদস্যের একটি টিম কাজ করেছিলাম।

সবাইকে আমরা এখানে রাখতে পারিনি। তবে আশা করি, তারা এটি বুঝবেন যে আমরা তাদের হয়েও প্রতিনিধিত্ব করছি। আমাদের এই সংবিধান সংস্কারের প্রস্তাবগুলো আপনারা দেখতে পাবেন, যেটি আমরা একটু পরে আপনাদের কাছে লিখিতভাবে হস্তান্তর করব। এখানে আমাদের মূল ব্যাপারটি ছিল, এই গণঅভ্যুত্থানের আগে থেকেই বাংলাদেশের সমাজে সংবিধান নিয়ে যে কথাবার্তা বা যে আলোচনাগুলো ছিল, বিদ্যমান সংবিধানে যে সমালোচনাগুলো ছিল, সেগুলোর ব্যাপারে আমাদের যে সচেতনতা এবং রাজনৈতিক বোঝাপড়া তার একটি রিফ্লেকশন আপনারা এখানে দেখতে পাবেন। অভ্যুত্থান হওয়ার পরে এই সংবিধানের ব্যাপারে আমরা যে আরও একধাপ এগিয়ে গেছি, সংবিধানের সমালোচনার ব্যাপারে, সেটিরও একটি রিফ্লেকশন আপনারা এর মধ্যে পাবেন। কারণ এই অভ্যুত্থানের আগে সাধারণত সংবিধান সংস্কারের কথা বলা হতো। বিদ্যমান যে সংবিধান আছে, সেটির সংস্কারের কথা বলা হতো। যেটি তখন অনেক পক্ষকেই, বিশেষত রাজনৈতিক দলগুলোকে বোঝানো খুব কঠিন হতো যে, সংবিধান আসলে সংস্কার করা যায়, তারা এটি মানতে চাইতেন না। Thanks to be July surprising. কিন্তু এখন সংবিধান সংস্কার কথাটি অনেক কম মনে হচ্ছে। আর যারা বিদ্যমান সংবিধান রাখতে চাচ্ছে, তাদেরকে তো আর প্রাসঙ্গিকই মনে হচ্ছে না। আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনায় প্রথমেই আমরা যেটি বলেছি, সেটি হচ্ছে, বিদ্যমান সংবিধানের সংস্কার নয়, এটা একেবারেই completely নতুন একটি সংবিধান করতে হবে। কারণ আমরা মনে করি যে, এই সংবিধান আর সংস্কার করার মত অবস্থায় নেই। ফলে একটা completely নতুন সংবিধান হতে হবে। এটি হচ্ছে আমাদের প্রথম কথা। আমি সবগুলো পড়ব না। যেগুলো আমাদের মূল কথা, সেগুলো আমি শুধু এখানে উল্লেখ করব। আমার ১৫ মিনিট সময় লাগবে না। আর ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে আমি আমার টিমের আরেকজন সদস্য অ্যাডভোকেট জহিরুল ইসলাম মুসা আছেন। একটু পরে তারও হেল্প নিব। যেমন: আমরা বলেছি মুক্তিযুদ্ধের যে ঘোষণাপত্র আছে, আমাদের এই ঘোষণাপত্রকে সংবিধানের preamble-এ যুক্ত করতে হবে। বিদ্যমান যে preamble আছে, এটিকে বাদ দিতে হবে। আমরা সেকেন্ড রিপাবলিকের কথা বলে এসেছি। এটি আমাদের পলিটিক্সের একটি বড় বিষয়। সুতরাং জুলাই uprising-এর একটি proclamation জারি করে সেই proclamation- কেও preamble-এ যুক্ত করতে হবে ঘোষণাপত্রটিকে সাথে add করে দিয়ে। এবার আমরা বলছি যে, একটি নতুন Legal Frame Order বা LFO -এর অধীনে গণপরিষদ নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সংবিধান প্রণয়ন করতে হবে। গণপরিষদের মাধ্যমে সংবিধান প্রণয়ন সম্পন্ন হলে উক্ত গণপরিষদই পার্লামেন্টে রূপ নেবে। অর্থাৎ এখানে দুটো ইলেকশনের দরকার নেই। একটি ইলেকশনই হবে, যারা জিতবেন, তারা প্রথমে সংবিধান প্রণয়ন করবেন এবং যতদিন তারা সংবিধান প্রণয়ন করবেন, করার পরে ঐ গণপরিষদ থেকেই আইনসভা তথা পার্লামেন্টে রূপ দেওয়া যেতে পারে। এটি আমাদের প্রস্তাব। আমরা আরেকটি বিষয়ে বলেছি, সেটি হলো, এই সংবিধান সংস্কার কমিশন বিভিন্ন অংশীজনের মতামত নিচ্ছেন এবং মতামতের ভিত্তিতে তারা একটা খসড়া প্রস্তাব সরকারের কাছে পাঠাবে। এটিকেই গণপরিষদ যেটি গঠিত হতে যাচ্ছে, তার মূল দলিল বা ভিত্তি দলিল হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। কারণ গণপরিষদ তো কূন্য থেকে কথা শুরু করতে পারবে না। এই যে তিন মাস সংবিধান সংস্কার কমিশন কাজ করছে এবং আমরা বিভিন্ন অংশীজন মতামত দিচ্ছি। এটিকে যদি acknowledge করতে হয়, তাহলে সবচেয়ে ভাল পদ্ধতি হচ্ছে এটিকে গণপরিষদে পাঠাতে হবে এবং তার ভিত্তিতে গণপরিষদ সদস্যরা বিতর্ক করে একটা নতুন অবস্থায় পৌঁছাবে। এরপরে আমাদের কথার মধ্যে একটি প্রধান কথা হচ্ছে যে, বাংলাদেশের নাগরিকদের আইনের দ্বারা বাংলাদেশি হিসেবে বলা উচিত। আর সংবিধানে গণসার্বভৌমত্ব, এই কথাটির acknowledgement থাকতে হবে। আপনাদের সংবিধান সংস্কার কমিশনের একজন সদস্যকে দেখতে পাচ্ছি না। তার একটি খুব ইন্টারেস্টিং argument আছে, যেটিতে আমি অনেক convinced. ড.শরীফ ভূইয়া, তিনি সাংবিধানিকতার একটি তর্ক করছিলেন। আমরা মনে করি যে, এই সাংবিধানিকতার তর্কের মধ্য দিয়ে আমাদের একটি অবস্থান হচ্ছে যে, এই বিদ্যমান সংবিধান আসলে অসাংবিধানিক। আর গণঅভ্যুত্থান সাংবিধানিক। আমাদের সাংবিধানিকতার যে আইডিয়া আছে, সেটি সম্পর্কে আমাদের যে বোঝাপড়া আছে, তার ভিত্তিতে বলছি এবং সার্বভৌমত্বের আইডিয়াটি কনস্টিটিউশনে থাকা উচিত। তাতে করে ভবিষ্যতে আমরা যে গণতান্ত্রিক সংবিধান করব, সেই সংবিধানের মাধ্যমে যারা দেশ পরিচালনা করবেন, তারাও যদি স্বৈরাচারী কিংবা ফ্যাসিবাদী হয়ে যায়, তাহলে যেকোনো ধরনের গণঅভ্যুত্থান কিংবা আন্দোলন যে আসলে legitimate, সেটি সংবিধান দ্বারাই তখন আমরা validated করতে পারব। এরপর আমরা বলেছি যে, গণভোট থাকতে হবে সংবিধানে। আইনসভায় কিংবা পার্লামেন্টে দুই-তৃতীয়াংশ থাকলেই কেউ কোনো সংবিধান সংশোধন করতে পারবে না। সংবিধান সংশোধন করতে হলে গণভোটের মাধ্যমে করতে হবে।

আমরা পাঁচটা মূলনীতি প্রস্তাব করেছি। বিদ্যমান যে মূলনীতিগুলো আছে, সেগুলোকে আমরা মনে করি যে, এগুলো থাকা উচিত না। কারণ এগুলো দলীয় মূলনীতি। সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ন্যায়বিচার যেটি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণাপত্রে ছিল। এছাড়াও নাগরিক অধিকার এবং গণতন্ত্র–এই পাঁচটি। তারপরে আমরা রাষ্ট্রপতির ক্ষেত্রে বলেছি যে, দুইবারের বেশি কেউ রাষ্ট্রপতি হতে পারবে না এবং একজন রাষ্ট্রপতি পরবর্তীতে আর কখনো প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না। এরপর আমাদের উল্লেখযোগ্য যেগুলো আছে ,তার মধ্যে

একটি হচ্ছে, রাষ্ট্রপতি সংসদের উভয় কক্ষের যৌথ সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজনকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেবেন। এছাড়া আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে মনোনীত ব্যক্তিকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দেবেন। অন্যান্য সাংবিধানিক পদও আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিয়োগ দিতে পারবেন। রাষ্ট্রপতির কাস্টিং ভোট থাকবে এবং জরুরি অবস্থা ঘোষণার জন্য সংসদের উভয় কক্ষের সভায় পাস হওয়া প্রস্তাব রাষ্ট্রপতির কাছে আসতে হবে। নিম্নকক্ষের অনুপস্থিতিতে কেবল উচ্চ কক্ষ প্রস্তাব পাঠাতে পারবে। জরুরি অবস্থার সময় মৌলিক অধিকার রদ করা যাবে না। এখন এটি মনে হতে পারে যে, জরুরি অবস্থার কী অর্থ থাকে? এই কথাটিতে আপনারা দেখতে পারেন আমাদের একটি পলিটিক্যাল অবস্থান যে, আমরা যেন জরুরি অবস্থা কখনো জারি করতে না হয়, সেই ধরনের পরিস্থিতি যেন রাষ্ট্রকে না পড়তে হয়, সেটিই আসলে এক ধরনের এসার্ট করার একটি চেষ্টা যে, জরুরি অবস্থা যদি ডাকতেও হয়, মৌলিক অধিকার যেন হরণ করা না যায়। কারণ আমরা দেখেছি যে, জরুরি অবস্থা যতটা না জরুরি অবস্থা থাকে, তার চেয়ে বেশি থাকে যখন কোনো পরিস্থিতি একটি সরকার dill করতে পারে না, তখন তারা নাগরিক অধিকার খর্ব করার জন্য সকল ধরনের সভা, সমাবেশ,গণতান্ত্রিক অধিকারকে বন্ধ করতে চায়। এজন্যই আসলে জরুরি অবস্থা ডাকা হয়। সেটি যদি ডাকেও আমরা বলতে চাচ্ছি যে, সেই সময়েও নাগরিকের যে মৌলিক অধিকারগুলো সংবিধান স্বীকৃতি দেয়, সেগুলো অক্ষত্ন থাকবে। প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নে আমরা বলেছি যে, আমাদের একটি পরিষ্কার অবস্থান যে, প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ব্যাপকভাবে খর্ব করা দরকার এবং বাংলাদেশের বিদ্যমান সংবিধানে প্রধানমন্ত্রীকে আসলে কোনোভাবেই আটকানোর কোনো রাস্তা নেই। আমাদের প্রস্তাবের মধ্যে সংবিধানে যেন প্রধানমন্ত্রীকে সংবিধানের অধীন accountable করা যায়, সে-রকম কিছু প্রস্তাব আছে। তার মধ্যে প্রধানতম হচ্ছে, যিনি প্রধানমন্ত্রী হবেন, তিনি দলের প্রধান হতে পারবেন না। আরেকটি হচ্ছে, পরপর দুইবার না; জীবনে কেউ দুইবারের বেশি প্রধানমন্ত্রী হতে পারবে না। একজন মানুষ দুইবারের বেশি প্রধানমন্ত্রী হতে পারবে না। অনেক রাজনৈতিক দল পরপর দুইবার বলতে চাচ্ছে। কিন্তু আমরা এর ফাঁকিটা বুঝতে পারি। ফলে জীবনে দুইবারের বেশি কেউ প্রধানমন্ত্রী হতে পারবে না এবং সাংবিধানিক পদে আসীন কাউকে অপসারণ করার ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর হাতে থাকবে না। ৭০ অনুচ্ছেদের ব্যাপারে আমরা বলেছি যে, ৭০ অনুচ্ছেদ একেবারে বাতিল করার দরকার নেই। কিন্তু এটির কঠোরতা খর্ব করতে হবে। তার মধ্যে প্রধানতম হচ্ছে যে, ফ্লোর ক্রসিংয়ের যে কথাটি বলা হয়, দলের বিরুদ্ধে অনাস্থা ভোট দেওয়া যাবে না। এছাড়া সংসদ-সদস্যরা যেকোনো ব্যাপারে তাঁদের স্বাধীন মতামত প্রয়োগ করতে পারবেন। আমাদের সবচেয়ে বেশি ambitious প্রস্তাব, সেটি হচ্ছে সরকারের মেয়াদ চার বছর হতে হবে। পাঁচ বছর নয়। ক্যাবিনেটের ক্ষেত্রে আমরা বলেছি যে, প্রধানমন্ত্রী এখন যেভাবে আছে অনুচ্ছেদ ৫৫-তে। সেটির একটু পরিবর্তন করে আমরা বলতে চাচ্ছি, তিনি আসলে First among the equals. আমরা বাংলায় বলতে চাচ্ছি যে, সমব্যক্তিদের মধ্যে তিনি প্রথম। এর বাইরে তাঁকে সেখানে আলাদা priority দেওয়ার দরকার নাই। তিনি ক্যাবিনেটের সকলের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন। যদি তিনি কোনো কেবিনেট মেম্বারকে অপসারণ করতে চান, তাহলে তাঁকে আসলে সংসদের কাছ থেকে অনুমোদন নিতে হবে। প্রধানমন্ত্রী জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেওয়ার অধিকারী হবেন। তবে তা পালন করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি বাধ্য থাকবেন না। সেটি আবশ্যকীয় হবে না। অর্থাৎ এটি একটি non-binding effect. তিনি শুনবেন পরামর্শ। এখন যেভাবে পরামর্শটি আছে, প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শই আসলে হুকুম। এটি পরিবর্তন করে আমরা বলতে চাচ্ছি যে, প্রধানমন্ত্রী পরামর্শ দিতে পারবেন, কিন্তু সেটি রাষ্ট্রপতির বিচার বিবেচনা করার সুযোগ থাকবে। এখন তো সংবিধানে প্রধানমন্ত্রীর অভিশংসনের কোনো ব্যবস্থা নাই। আমরা এক্ষেত্রে বলছি যে, কোনো আদালতই প্রধানমন্ত্রীকে অপসারণের রায় ঘোষণা করতে পারবেন না। মানে আদালতের কাছে এটি থাকা উচিত হবে না। সংসদ কর্তৃক আস্থাভোটে প্রধানমন্ত্রী অপসারণ হতে পারবেন। এটাই একমাত্র বৈধ উপায় হবে। কোর্ট যদি এটি করতে চায়, তাহলে সেটি আসলে এক ধরনের জুডিশিয়াল ক্যু হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। নির্বাহী বিভাগ পরিচালনা করবেন প্রধানমন্ত্রী। তবে নিয়োগের ক্ষমতা থাকবে না প্রধানমন্ত্রীর হাতে। যে কোনো নিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে আমরা তো দুই কক্ষ বলেছি। ফলে উচ্চকক্ষের হাতে থাকবে। নিম্নকক্ষ বা প্রধানমন্ত্রীর কোনো অনুমতি এক্ষেত্রে আবশ্যকীয় হবে না। পার্লামেন্টের ক্ষেত্রে আমরা দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্টের কথা বলেছি। উচ্চকক্ষের নাম জাতীয় পরিষদ এবং নিম্নকক্ষের নাম আইনসভা করার প্রস্তাব আমরা করেছি। উচ্চকক্ষ রাষ্ট্রপতির অধীনে এবং নিম্নকক্ষ প্রধানমন্ত্রীর অধীনে থাকবে। আমরা দ্বিকক্ষের ক্ষেত্রে যেটি বলেছি, এটি হচ্ছে একটি mixed election. আমরা যেভাবে দ্বিকক্ষ ভাবি, সেটির সাথে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। কারণ বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো ইদানীং দ্বিকক্ষের কথা বলে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের কাছে মনে হচ্ছে, তারা এটি একটি rhetoric আকারে ব্যবহার করছে। যেহেতু সমাজে কথাটা আছে, আমরা এটি গ্রহণ করলাম। এরকম একটি ব্যাপার। তাদের প্রস্তাবিত দ্বিকক্ষ আমাদের কাছে মনে হচ্ছে এটি এখন যেভাবে সংরক্ষিত মহিলা আসন আছে, অনেকটা সেরকম। আসলে তাদের যারা বঞ্চিত হবে কিংবা তাদের ওই পন্থি যেসমস্ত বুদ্ধিজীবী কিংবা সিভিল সোসাইটির মেম্বার থাকবে, তাদেরকে একটি জায়গা দেওয়া। এর বেশি কিছু মনে হচ্ছে না। আমাদের কথা হচ্ছে, দ্বিকক্ষের ক্ষেত্রে উচ্চকক্ষে আনুপাতিক হারে নির্বাচন হতে হবে PR system-এ। আর নিম্নকক্ষে এখন যেভাবে হয় সংসদীয় আসনে। এই মিক্সড ইলেকশন না হলে যদি উভয় কক্ষে PR হয় কিংবা উভয় কক্ষে যদি সংসদীয় আসনে হয়, তাহলে এটি আসলে কাজ করবে না। এ কারণে আমরা একটি mixed election-এর

কথা ভেবেছি। যেখানে ১০০ আসন থাকতে পারে উচ্চকক্ষে। এখন যেভাবে ৩০০ কিংবা ২০০ আসন থাকতে পারে নিম্নকক্ষে। যে দল নিম্নকক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাচ্ছে আসনের ভিত্তিতে, তাদের যে ভোট পার্সেন্টেজ ৩৮ বা ৩৯ পার্সেন্ট, যদি ১০০টি আসন থাকে তাহলে one percent against-এ একটি করে sit। এভাবে করে উচ্চকক্ষের আসন বরাদ্দ করা যেতে পারে এবং তারা আগেই জানাবে যে আমাদের উচ্চকক্ষের মেম্বার হিসেবে আমরা এদেরকে ভেবেছি ১০০ জন। তারা তালিকা প্রকাশ করবে। এটি করার গুরুত্বটি হচ্ছে এই ধরনের যেমনঃ আমাদের মত যারা rising সংগঠনগুলো আছে বা যে দলগুলো আছে, এক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে অনেক যোগ্য লোক আছে যারা আসলে আসনভিত্তিক যে নির্বাচন, সেটি হলে কখনোই আমরা সংসদে যেতে পারব না। কিন্তু আমরা মনে করি যে, আমাদের মধ্যে এমন অনেকে আছে, যাদের আসলে পার্লামেন্টে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার সুযোগ আছে। কিন্তু সেটি সম্ভব, যদি পিআর সিস্টেম থাকে। আমাদের দল থেকে যে ১০০ জনের নাম ঘোষণা করা হবে, তার মধ্যে ক্রমানুসারে তারা যেতে পারবে এই কারণে এবং তারা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে পার্লামেন্টে। এই কারণে আমরা এই প্রস্তাবটি করছি। কিন্তু সংসদীয় আসন নিয়ে আপনারা জানেন যে, কীভাবে ইলেকশন হয়। সেখানে টাকা এবং আরও অন্যান্য factor কাজ করে। জনপ্রিয়তা মানে যেটি আসলে পপুলিজম থাকে এক ধরনের। এই পপুলিজম-এর হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য অন্তত সংসদের আপার হাউজটিতে ঐ ধরনের লোকগুলোর বেশি প্রাধান্য থাকা উচিত যাঁরা রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন, আইন শাস্ত্র, সংবিধান ইত্যাদি ব্যাপারে ব্যাপক জানাশোনা আছে। তাদের জন্য এই PR-টি খুব important role play করতে পারে। আমরা বলেছি যে, উভয় কক্ষে পৃথকভাবে পাস হওয়ার পরেই আইন-প্রণয়ন করা যাবে। আইনসভা ও জাতীয় পরিষদের সদস্য এবং তাদের পরিবারের সম্পদের হিসাব বছরে দুইবার জনগণের সামনে হাজির করতে হবে। সম্পদ বৃদ্ধির উপায় যৌক্তিকভাবে হয়েছে কিনা, তা দুর্নীতি দমন কমিশন নির্ধারণ করবে। সংসদ-নেতার ক্ষেত্রে আমরা বলেছি যে, প্রধানমন্ত্রী, সংসদ-নেতা এবং রাজনৈতিক দলের প্রধান ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি হবেন। সংসদীয় কমিটি গঠনে নিজ সংসদীয় দলের পক্ষে তিনি প্রস্তাব আনবেন এবং সংসদ তা চূড়ান্ত করবে। বিরোধীদলীয় নেতার ক্ষেত্রে বলেছি, এটি আমাদের আরেকটি ambitious proposal যে, তারা ছায়া মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারবে। যেটি শ্যাডো কেবিনেট বলা হয়ে থাকে। এটা বিরোধীদলের নেতৃত্বে গঠন করা যাবে এবং সংসদীয় কমিটিগুলোতে তারা সরকারের নীতির সমালোচনা করতে পারবে। এখন এ পর্যায়ে আমাদের যে বিচার বিভাগ এবং প্রধান ন্যায়পালসহ বাকি যে বিষয়গুলো আছে, সেগুলোর জন্য আমি আমাদের সম্মানিত সদস্য অ্যাডভোকেট জহিরুল ইসলাম মুসাকে অনুরোধ করছি, এটি ব্যাখ্যা করার জন্য।

**অ্যাডভোকেট জহিরুল ইসলাম মুসা (সদস্য, জাতীয় নাগরিক কমিটি) :** ধন্যবাদ।

আসসালামু আলাইকুম।

আমরা বিচার বিভাগের ক্ষেত্রে প্রথমেই যেটি বলেছি যে, বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ স্বাধীন হবে। আলাদা সচিবালয় থাকবে এবং এখানে নির্বাহী বিভাগের কোনো কর্তৃত্ব থাকবে না। এটি থাকতে পারবে না এবং বিচার বিভাগের যে সচিবালয়, সেই সচিবালয়ের প্রধান নির্বাহী হিসেবে প্রধান বিচারপতিই দায়িত্ব পালন করবেন। এটি আমরা বলছি। আমরা দ্বিতীয় যেটি বলছি, সেটি হচ্ছে যে, একটি সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল থাকবে। সে কাউন্সিলের সদস্য হবেন প্রধান বিচারপতি, আপিল বিভাগের দুইজন বিচারপতি এবং হাইকোর্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠতম দুইজন বিচারপতি। যার একজন অধস্তন আদালতের বিচারক থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং একজন যিনি আইনজীবী থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন। এভাবে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের ফরমেশনটি গঠিত হবে এবং তারাই মূলত বিচারক নিয়োগের জন্য যে প্রস্তাব, সেটি রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠাবেন। আমাদের যে বর্তমান সাংবিধানিক কাঠামো, সেখানে রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ দিয়ে থাকেন। কিন্তু প্রধান বিচারপতির কাছে তিনি পরামর্শ গ্রহণ করেছেন। আমরা এটিকে উল্টোভাবে বলছি যে, নতুন যে কাঠামো হবে স্বাধীন বিচার বিভাগের, সেখানে এই সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল অ্যাপয়েন্টিং অথরিটি হিসেবে কাজ করবে এবং তারাই নামগুলো একটি আইনি কাঠামোর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণ করবেন নিয়োগ প্রদানের জন্য। এরপরে আমরা যেটি বলছি যে, আপিল বিভাগে যখন alleviation হবে, তখন শুধু আপিল বিভাগের alleviation-এর জন্য যে বিচারকদের নাম আসবে তাদেরকে পার্লামেন্টের যে উচ্চকক্ষ অর্থাৎ সেই জাতীয় পরিষদে তাদের শুনানির মাধ্যমে তাদেরকে নিয়োগ প্রদান করতে হবে। আপিল বিভাগে বা সুপ্রিম কোর্ট যেটিকে বলছি। আমরা বলছি যে, এখন যেভাবে আমাদের জন্য আলাদা করে আপিল বিভাগ এবং হাইকোর্ট বিভাগ নামে দুটি বিভাগ আছে, এভাবে বিভাগ থাকবে না। একটি সুপ্রিম কোর্ট থাকবে। যিনি চিফ জাস্টিস থাকবেন, তিনি সুপ্রিম কোর্টে বসবেন। এছাড়া হাইকোর্টর বেঞ্চ থাকবে সকল ডিভিশনে। এটি আমরা বলছি যে, সুপ্রিম কোর্ট নামে একটাই কোর্ট থাকবে। হাইকোর্ট নামে একাধিক কোর্ট থাকবে। তারা ডিভিশনে বসবে। কিন্তু আলাদা করে কোনো আপিল বিভাগ বা হাইকোর্ট বিভাগ এভাবে থাকবে না। যিনি প্রধান বিচারপতি থাকবেন, তিনি সুপ্রিম কোর্টে বসবেন। তাঁর নেতৃত্বে অন্যান্য বিচারপতিরা সুপ্রিম কোর্টে বসবেন, যেটি ঢাকায় বসবেন। এই সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের ক্ষেত্রেই আমরা বলছি যে, তাদের alleviation-এর ক্ষেত্রে সরাসরি উচ্চকক্ষে, যেটি জাতীয় পরিষদে শুনানির মুখোমুখি হতে হবে। এরপরে আমরা বলছি যে, সুপ্রিম কোর্টের কোনো বিচারপতিদের বিরুদ্ধে যদি

বিচারকাজ চলাকালীন সময়ে অর্থাৎ বিচার চলাকালীন সময়ে কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হয়, তাহলে সেটির তদন্ত শুধু সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল করবে। অন্য কোনো সরকারি সংস্থা বা কোনো পুলিশ বা অন্য কোনো অথরিটির করার ক্ষমতা থাকবে না। বিচার সংশ্লিষ্ট যদি ফৌজদারী বা অন্য কোনো অপরাধের দায়ে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসে, তাহলে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত পরিচালনা করবে। আরেকটা মৌলিক কথা আমরা বলছি যে, যদি সংবিধানের কোনো সংশোধনী অথবা কোনো বিধান বা কোনো অনুচ্ছেদকে চ্যালেঞ্জ করে কোনো মামলা দায়ের হয়, সেই মামলা সরাসরি বৃহত্তর বেঞ্চে শুনানি শুরু করতে হবে। সেই মামলাটি এখন যেভাবে শুনানি শুরু হয়, একটা দ্বৈত বেঞ্চে writ jurisdiction হয়। আমরা সেটি বলছি যে, এরকম কোনো মামলা যদি আসে, যেখানে কোনো সংশোধনী অথবা কোনো ধরনের বিধান বা অনুচ্ছেদকে চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে, সেক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতির শুরু থেকেই একটি বৃহত্তর বেঞ্চ গঠন করে দেবেন। ওই বেঞ্চেই সাংবিধানিক এই বিষয়গুলোর শুনানি অনুষ্ঠিত হবে। এরপরে আমরা বলছি যে, অধস্তন আদালতের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব এবং তাদের যে পদায়ন, বদলি এগুলো সরাসরি সুপ্রিম কোর্টের অধীনে অর্থাৎ স্বাধীন বিচার বিভাগের অধীনে পরিচালিত হবে। আমরা বলছি যে, উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত অধস্তন আদালতকে প্রসারিত করতে হবে। এটি শুধু জেলা পর্যায় পর্যন্ত রাখা যাবে না। এছাড়াও আমরা হাইকোর্টের বেঞ্চের কথা বলেছি। যেটি সকল বিভাগে বেঞ্চ থাকতে পারবে এবং সুপ্রিম কোর্ট নামে একটি কোর্টই থাকবে। যেটি চিফ জাস্টিসের নেতৃত্বে বসবেন। আর পৃথক সেক্রেটারিয়েটের কথা আমরা ইতোমধ্যেই বলেছি যে, সেখানে আলাদা করে একজন সেক্রেটারি থাকবেন। তাদের যে পরিমাণ বাজেট দরকার হয়, সেটি আলাদাভাবে দিতে হবে। যাতে একটি স্বাধীন বিচার বিভাগ এই দেশে দাঁড়াতে পারে। প্রধান ন্যায়পালের কথা আমরা বলেছি যে রাষ্ট্রের একজন প্রধান ন্যায়পাল এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত আরও নির্দিষ্ট সংখ্যক ন্যায়পাল থাকবেন। তারা বিচারবিভাগ ছাড়াও অন্যান্য সাংবিধানিক পদের যে বিষয়গুলো আছে, সেই বিষয়গুলোর সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বা আইনানুগ বিধিসম্মতভাবে কর্মপ্রক্রিয়া সম্পাদন করেছেন কিনা; তা ন্যায়পাল তদন্ত এবং নিরীক্ষা করতে পারবেন। শুধু বিচার বিভাগের সুপিরিয়রিটির কারণে আমরা ন্যায়পালের এই ক্ষমতাকে বিচার বিভাগের উপর চাচ্ছি না। এটি আলাদাই থাকবে। এছাড়া প্রধান ন্যায়পাল বা ন্যায়পালদের অপসারণ এবং অভিশংসন জাতীয় পরিষদের উচ্চকক্ষে নির্ধারিত হবে। তিনি জাতীয় পরিষদ এবং তার অধীন যে কমিটিসমূহ থাকবে, তাকে জবাবদিহিতা করতে থাকবেন। মহাহিসাব নিরীক্ষক জাতীয় পরিষদে রিপোর্ট পেশ করবেন। হিসাব নিরীক্ষকদের যে কোনো সময় উচ্চকক্ষের কমিটি তলব করে শুনানি করতে পারবে। অর্থাৎ আমরা তাদের জবাবদিহিতা জাতীয় পরিষদের কাছে রাখার চেষ্টা করছি। আমরা মৌলিক অধিকারের ব্যাপারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা বলতে চাচ্ছি। আমাদের বিদ্যমান সংবিধানে যেভাবে যুক্তিসংগত বাধানিষেধ আরোপের কথা আছে কিছু কিছু মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে কোনো শর্ত সাপেক্ষে কোনো যৌক্তিক বাধানিষেধ আরোপ করা যাবে না। মৌলিক অধিকার একেবারে নিরঙ্কুশ থাকতে হবে। এটিই আমাদের প্রস্তাবনা। স্থানীয় সরকারের ব্যাপারে আমরা বলেছি যে, স্থানীয় শাসন নয়, আইনসভার প্রভাবমুক্ত স্থানীয় সরকারব্যবস্থা প্রয়োজন হবে। সেখানে রাজনৈতিক দলের যে জাতীয় প্রতীক রয়েছে, সেই প্রতীক অনুযায়ী নির্বাচন করা যাবে না। সংসদ-সদস্যদের দায়িত্ব থাকবে শুধু আইন-প্রণয়ন করার। এজন্য আমরা নামটাও প্রস্তাব করেছি আইনসভা। অর্থাৎ তারা এখন যেভাবে অনেক বেশি ক্ষমতা ভোগ করেন, এমনকি স্থানীয় সরকার পর্যায়েও তারা যে প্রভাবটি রাখেন, সেটি যেন আইনগতভাবে খর্ব করা হয়। শুধু স্থানীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা যাতে অংশগ্রহণ করতে পারেন, সেই ব্যবস্থা আমরা রাখার জন্য বলছি। আমরা জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যাপারেও বলছি যে, জাতীয় নির্বাচন কমিশনের আলাদা সচিবালয় থাকবে এবং তাদেরকে নির্বাচনকালীন আলাদা বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে। কমিশনার নিয়োগের জন্য আলাদা নীতিমালা বা আইন থাকবে। কমিশনার যারা নিয়োগ হবেন, নিয়োগের আগে তাদেরকে উচ্চকক্ষের Parliamentary hearing-এর মুখোমুখি হওয়ার জন্য আমরা প্রস্তাব রাখছি। অর্থাৎ সরাসরি শুধু কোনো আইন বা বিধিমালার আলোকেই কাউকে সরাসরি নাম প্রস্তাব করে তাকে নির্বাচন কমিশনার হিসেবে ঘোষণা করা যাবে না। তাদের এই নিয়োগ অনুমোদন হওয়ার আগেই উচ্চকক্ষের hearing-এর সম্মুখীন হতে হবে। এরপরে আমরা বলছি যে, সরকারের নির্বাহী বিভাগের হস্তক্ষেপের বাইরে আনা গেলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার আর দরকার হবে না। তবে আগামী দুই নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হতে পারে বলে আমরা মতামত প্রকাশ করছি। এ বিষয়ে আমরা প্রস্তাব পেশ করছি। কিন্তু আমাদের অবস্থান হচ্ছে যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যদি আমরা উত্তীর্ণ হয়ে যেতে পারি, তখন আর নতুন করে আমাদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা নিয়ে ভাবতে হবে না। এরপরে আমরা বলছি যে, সকল পোলিং এজেন্টদের উপস্থিতিতে ভোট গণনা করতে হবে। রেজাল্ট শিটে সকল পোলিং অফিসার ও স্থানীয় প্রার্থীদের এজেন্টদের স্বাক্ষর থাকতে হবে। আমরা মৌলিক একটা প্রস্তাব নতুন করে আনছি সেটি হচ্ছে, ভোটাধিকার প্রাপ্ত যেকোনো নাগরিক, যেকোনো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে। অর্থাৎ সংসদ নির্বাচনসহ অন্যান্য অনেক নির্বাচনে বয়সসীমা দিয়ে দেওয়া হয় পঁচিশ বছর বা নির্দিষ্ট একটি বয়স। আমরা এই বয়সসীমার পক্ষে না। আমরা চাচ্ছি যে, তরুণদের যে একটি আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে এবং তরুণরা আরও বেশি যাতে এই রাষ্ট্রপরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে, সেজন্য তাদের ক্ষেত্রে এই বয়সের embargo তুলে দিতে হবে। যিনি ভোটার হতে পারবেন, তিনিই যেকোনো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তিনি যদি নির্বাচনী

প্রক্রিয়ায় জনগণের প্রতিনিধি নির্বাচিত হতে পারেন, তিনি যেন রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারেন। এটিই আমাদের প্রস্তাব। আরেকটি প্রস্তাব আমরা করতে যাচ্ছি, বিদেশে যারা রয়েছেন, প্রবাসী বাংলাদেশি, তাদেরকে ভোটাধিকার দিতে হবে এবং তাদেরকে ভোট দেওয়ার একটি প্রক্রিয়া চালু করতে হবে। যাতে তারা সকল ধরনের নির্বাচন তথা স্থানীয় সরকার নির্বাচন বা জাতীয় নির্বাচনে ভোট দিতে পারেন। সেই ব্যবস্থাটিও আয়োজন করতে হবে। আমি অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের সদস্য-সচিব জনাব আখতার হোসেনকে। আমাদের অন্যান্য বক্তব্যগুলোর সমাপনী দেওয়ার জন্য।

**জনাব আখতার হোসেন** (জাতীয় নাগরিক কমিটি) : ধন্যবাদ সকলকে। ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার বিলোপ এবং নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত, এই লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে বাংলাদেশের লাখো মানুষ রাজপথে হাজির হয়েছিলেন। দুইহাজারের উপরে শহিদ এবং হাজার হাজার আহত, পঙ্গু এবং লাখো লাখো আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী, তাদের সকলের যে সম্মিলিত সুর বাংলাদেশে যাতে কোনোভাবেই অতীতের মতো কোনো ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থা আর প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে। সে ব্যাপারে মানুষের যে আগ্রহের জায়গাটি ছিল, সেই বিষয়টি নিয়ে জাতীয় নাগরিক কমিটি কাজ করে যাচ্ছে। আজকে সংবিধান সংস্কার প্রশ্নে আমাদেরকে এখানে ডাকা হয়েছে। আমরা কিন্তু বরাবরই একটি কথাই বলছি যে, বর্তমান যে সংবিধান আছে, এই সংবিধান ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বাতিল হয়ে গেছে এবং এর জায়গায় নতুন করে আমাদের একটি নতুন সংবিধান প্রয়োজন। বর্তমানে যে সংবিধানটি আছে, এই সংবিধানের দিকে যদি আমরা তাকাই, এই সংবিধানের সজ্জা, এই সংবিধানের প্রকাশ এমন যেন এটি আওয়ামী লীগের কোনো একটি রাজনৈতিক দলিল। আমরা আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক দলিল থেকে আমাদের জনগণের যে সংবিধান, সেটিকে আমরা পৃথক করতে চাই। এ কারণে আমাদের একটা নতুন সংবিধান প্রয়োজন। আমরা গণপরিষদ নির্বাচনের কথা বলেছি। যাতে নতুন করে বাংলাদেশের মানুষ, তাদের যে অভিপ্রায়ের প্রকাশ ঘটিয়েছেন, সেটিকে আমরা লিখিতরূপে একটি নতুন সংবিধানে পরিণত করতে পারি। আমরা বরাবরই মানুষের যে মৌলিক অধিকার আছে, সেই অধিকার অক্ষত্ন রাখার কথা বলেছি। এমনকি জরুরি অবস্থাতেও যেন মানুষ তাদের মৌলিক অধিকারগুলো থেকে বঞ্চিত না হয়, সে ব্যাপারে আমরা আমাদের শক্ত অবস্থান ব্যক্ত করেছি। এমনকি বর্তমান সংবিধানে যে অবস্থায় আছে, সেখানে মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান অর্থাৎ অর্থনৈতিক যে অধিকারগুলো আছে, সেগুলোকে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি পর্যন্ত সেখানে দেওয়া হয়নি। নতুন যে প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে আমরা মনে করি, এই বিষয়গুলোকেও অর্থাৎ অর্থনৈতিক যে অধিকারগুলো আছে, সেগুলোকে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন। একই সাথে আমরা মনে করি রাষ্ট্রের যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ আছে। এই তিনটি অঙ্গের মাঝে যেন ক্ষমতার ভারসাম্য থাকে। সে ব্যাপারে আমরা খুবই জোরারোপ করছি। আমাদের সংবিধানে বর্তমান যেটি আছে, সেখানে প্রধানমন্ত্রীকে এমন সব ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, যার ভিতর দিয়ে তিনি স্বৈরাচারী হয়ে ওঠেন, ফ্যাসিস্ট হয়ে ওঠেন। বর্তমান সংবিধান একজন প্রধানমন্ত্রীকে ফ্যাসিস্ট প্রধানমন্ত্রী হিসেবে, ফ্যাসিস্ট ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তোলার একটি মোক্ষম সুযোগ তৈরি করে রেখেছে। আমরা সে জায়গায় প্রধানমন্ত্রীর যে ক্ষমতা আছে, সেটিকে আমরা খর্ব করার পক্ষে। একই সাথে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো। বর্তমান সংবিধানে যিনি রাষ্ট্রপতি আছেন, তাঁকে রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে গণ্য করা হলেও তাকে একজন titular head হিসেবে রাখা হয়েছে। তার আসলেই তেমন কোনো কর্তৃত্ব বা ক্ষমতার কোনো কিছুই নেই। আমরা যে সংবিধান প্রস্তাবনা নিয়ে এসেছি, সেখানে রাষ্ট্রপতি; তিনি যেমন জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন। একই সাথে তিনি কিছু ক্ষমতাও এক্সারসাইজ করতে পারবেন। আমাদের যারা তরুণ আছেন, সে তরুণরা যেন বাংলাদেশের স্থানীয় যে সরকারগুলো আছে, সে নির্বাচনগুলোতে অংশগ্রহণ করতে পারে। অনূর্ধ্ব ৩০ যারা আছেন, তাদের জন্য আলাদা নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখা। আলাদা পোস্ট, পজিশন তৈরি করার ব্যাপারে আমরা গুরুত্বারোপ করেছি। আমরা একটি কথা জোর দিয়ে বলি যে, বর্তমান ছাত্র-জনতার যে অভ্যুত্থান ঘটে গেছে, সেখানে বাংলাদেশের মানুষ নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের কথা বলছে। পুরোনো যত ব্যবস্থাপনা আছে, সেগুলো থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে চাই। আমাদের জাতিগত পরিচয় নিয়ে আমাদেরকে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগানো হয়েছে। বাঙালি, বাংলাদেশি, নানা ধরনের কথার ভেতর দিয়ে আমাদেরকে যেতে হয়েছে। আমরা স্পষ্ট করেই বলেছি যে, আমাদের জাতীয়তা এবং জাতিগত পরিচয়, আমরা বাংলাদেশি হিসেবে পরিচিত হতে চাই। এটিই আমাদের পরিচয় হবে। আমরা সংসদ শব্দের মধ্য দিয়ে আসলে এর কার্যাবলি কী, সেটি সম্পর্কে মানুষের আসলে তেমন জানবার বিষয়টি থাকে না। আমরা সংসদের দুইটি পার্টের কথা বলেছি। উচ্চকক্ষের কথা বলেছি এবং নিম্নকক্ষের কথা বলেছি। নিম্নকক্ষকে আমরা আইনসভা বলেছি। অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো বা অন্যান্যরা যেভাবে প্রস্তাব করছেন উচ্চকক্ষের, সেখানে যেন টেকনোক্রেট পদ্ধতিতে উচ্চকক্ষ নির্বাচিত হবে। এরকম ধরনের একটি আভাস আমরা লক্ষ্য করি। আমরা তেমনটি না করে জনগণের সরাসরি ভোটে PR system-এ সংসদের উচ্চকক্ষে যাতে নির্বাচিত হতে পারেন এবং সংসদের উচ্চকক্ষের অনেকগুলো বিষয়ে আমরা check and balance-এর জন্যে কিছু ক্ষমতা দেওয়ার পক্ষপাতিত্ব আমরা নিয়েছি। একই সাথে আমাদের যে বিচার বিভাগ আছে, বিচার বিভাগের ক্ষেত্রে আমরা বলতে চাই, বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টকে দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। অ্যাপিলেট ডিভিশন এবং হাইকোর্ট ডিভিশন। আমরা এইভাবে রাখতে চাই না। সুপ্রিম

কোর্ট, সেটি একটা স্বতন্ত্র বডি হবে এবং হাইকোর্ট একটি স্বতন্ত্র বডি। কিন্তু বাংলাদেশের প্রত্যেকটি বিভাগে যেন হাইকোর্টের বেঞ্চ থাকে। যাতে করে মানুষ খুব সহজেই হাইকোর্টের কাছে আসতে পারেন। তাদের বিচার প্রাপ্তির যে অধিকার আছে, সেটি যাতে নিশ্চিত হয়। সেটি আমরা প্রস্তাব আকারে পেশ করেছি। একই সাথে আলাদা সচিবালয়ের কথা বলেছি এবং উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত আমাদের যে অধস্তন আদালতগুলো আছে, সেগুলোকে সম্প্রসারিত করা হয়, সে ব্যাপারে আমরা প্রস্তাব রেখেছি। বিরোধীদলীয় যিনি নেতা হবেন, তিনি যেন ছায়া মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারেন। সে ব্যাপারেও আমাদের প্রস্তাব আছে। আমরা সব মিলিয়ে বাংলাদেশের মানুষ এই ছাত্রজনতার অভ্যুত্থানে নতুন যে বন্দোবস্তের স্বপ্ন দেখেছে, সে স্বপ্ন যেন বাস্তবায়িত হয়। বাংলাদেশের মানুষ যাতে নতুন একটি সংবিধান পায়। আমাদের যে অধিকারগুলো আছে, সে অধিকারগুলোকে আমরা যেন এই সংবিধানে দেখতে পাই এবং একই সাথে এই সংবিধান যেন কোনোভাবেই পরবর্তীতে বাংলাদেশের মানুষের অভিপ্রায়ের জন্যে বাধাস্বরূপ না হয়, এ কারণে আমরা popular sovereignty-র কথাও এই সংবিধানে যুক্ত করার জন্যে প্রস্তাব পেশ করেছি। আশা করছি, আমাদের এই প্রস্তাব ও অন্যান্য অংশীজনের প্রস্তাব জনগণের সামনে উপস্থাপিত হবে এবং এই প্রস্তাবগুলো একটি ভিত্তি হয়ে গণপরিষদের বিতর্কের মধ্য দিয়ে নতুন সংবিধান প্রণীত হবে।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান) : ধন্যবাদ।

আপনাদের এই প্রস্তাবগুলোর একটি লিখিত ভাষ্য আপনারা আজকে দেবেন। ফলে সেটির জন্য অগ্রিম ধন্যবাদ। তাতে আমাদের কাজের সহায়তা হবে। আমাদের কিছু প্রশ্ন আছে। আমি এবং আমার সহকর্মীরা একটু পরে আসব। ইতিমধ্যে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। আমরা তাদের কথাগুলো শুনব। শোনার পরে কিছু প্রশ্ন ও ব্যাখ্যা হয়ত আমাদের আছে, সেগুলো আমরা তুলব। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে যারা যোগ দিয়েছেন আমরা আশা করছি যে, সংক্ষেপে আপনারা ২০ মিনিটের মধ্যে আপনাদের প্রস্তাবগুলো উপস্থাপন করলে সময়ের বিবেচনায় এবং প্রশ্নগুলো করার ক্ষেত্রে আমাদের জন্য সহায়ক হবে। প্রাথমিকভাবে আপনারা যদি আপনাদের পরিচয়টি দেন এবং তারপরে আপনাদের পক্ষ থেকে যিনি উপস্থাপন করতে চান, তিনি বলতে পারেন। আমি এখন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে অনুরোধ জানাব তাদের পরিচয় এবং তাদের বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য।

**[ অতঃপর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্যগণ তাদের নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন ]**

**জনাব আরিফ সোহেল** (বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন) বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে আমাদের প্রাথমিক প্রস্তাবনার ভাবনাগুলো উত্থাপন করব। প্রথমেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি সংবিধান সংস্কার কমিশনকে। আজকে যে উদ্যোগটি নেওয়া হয়েছে আমাদের কাছ থেকে সংস্কার প্রস্তাবনা নেওয়ার, সেটিকে আমরা যথোপযুক্ত মনে করছি। তবে আমরা এটি উল্লেখ করছি যে, এই কাজটি আরো দ্রুত এবং আরো আগে হলে হয়ত ভালো হতো। আমরা আজকে বেশ কিছু খসড়া ভাবনা নিয়ে এসেছি। কারণ আমরা মনে করি যে, কোনো লিখিত প্রস্তাবনা, অফিশিয়াল প্রস্তাবনা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে কমপক্ষে দিতে হলে সারা দেশের মানুষকে সম্পৃক্ত করে দিতে হবে। অন্ততপক্ষে সারাদেশের ছাত্রদেরকে সম্পৃক্ত করে সেই প্রস্তাবনাটি নিয়ে আসা উচিত। আমরা মূলনীতির দিক থেকে প্যানেল বেইজড কোনো প্রস্তাবনা তৈরি করার বিপক্ষে এবং এ কারণে সংস্কার কমিশনগুলো সংবিধান সংস্কার তো অবশ্যই। এছাড়া অন্যান্য সংস্কার কমিশনগুলো যেভাবে কাজ করছে, সেখানে আমাদের নীতিগত কিছু প্রশ্ন আছে, কিছু দ্বিমত আছে। প্রথমে বর্তমান সংবিধানে যে সংকট, সেই সংকটগুলো থেকে কীভাবে আমরা উত্তরিত হতে পারি। সেটি একটি প্রশ্ন। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, আমাদের বর্তমানে একটি রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী নির্মাণ করে সেটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে যে ধরনের গঠনমূলক ব্যাপারগুলো দরকার, সেগুলোকে কীভাবে সংবিধানে নিয়ে আসা যায়? এই দুটো পয়েন্টে আমার মনে হয় যে, আমরা আলোচনা করতে পারি। প্রথম দিকে আমাদের সংবিধানে বেশ কিছু বিতর্ক আছে। যেটি ১৯৭২ সাল থেকে শুরু হয়েছে বৈধতার বিষয়ে। যেহেতু LFO-র অধীনে যে গণপরিষদ নির্বাচনটি হয়েছিল ১৯৭০ সালে, তারাই সংবিধান রচনা করেছেন। তাই এখানে বৈধতার একটি প্রশ্ন চলে এসেছে ১৯৭২ সাল থেকেই। আমরা মনে করি যে, এটি থেকে উত্তরণ প্রয়োজন এবং সংবিধানের মূলনীতি বা preamble এমন হওয়া উচিত, যেটি ব্যাপকভাবে গৃহীত হবে মানুষের মধ্যে এবং এটি নিয়ে বৈধতার কোনো প্রশ্ন যাতে না উঠে। সেই জায়গা থেকে ২০২৪-এর যে গণঅভ্যুত্থান, সেই গণঅভ্যুত্থানকে একটি proclamation-এর মাধ্যমে বা ঘোষণাপত্র বা বিভিন্ন ফর্ম হতে পারে, সেটির legal frame কীভাবে হবে? আরও এক্সপার্ট যারা আছেন, তারা বলতে পারবেন। কিন্তু ২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থানকে যদি মূলনীতি হিসেবে ধরা হয়, ১৯৭১ এবং আমাদের পূর্ববর্তী যে সংগ্রাম আছে, সেগুলোকে স্বীকৃতি দিয়ে এবং অবশ্যই তার ধারাবাহিকতা হিসেবে। তাহলে আমরা মনে করছি যে, সংবিধানের একটি সর্বজনগ্রাহ্য রূপ তৈরি হতে পারে এবং বৈধতার যে প্রশ্নটি বা সংকটটি আছে, সেটি থেকে উত্তরণ সম্ভব হতে পারে। পরবর্তীতে যে প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা মনে করি, সেটি হচ্ছে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। সেখানে প্রধানমন্ত্রীর পদটিতে যে নির্বাহী ক্ষমতা অর্পিত হয়েছে এবং সেখানে রাষ্ট্রপতিকে যেভাবে একটি অলঙ্কারিক পদে রাখা হয়েছে। এককক্ষ বিশিষ্ট সংসদীয় ব্যবস্থা। বিচার বিভাগে আমরা দেখেছি, নির্বাহী বিভাগের হস্তক্ষেপের শিকার হতে হয়েছে এবং এটি নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক চলছে। এক্ষেত্রে বেশ কিছু প্রস্তাবনা আমরা চিন্তা করেছি।

রাষ্ট্রপতির যে ভেটো পাওয়ার যে কোনো বিলের ক্ষেত্রে, প্রধানমন্ত্রী যেটি রাষ্ট্রপতির কাছে পাস করেন। সেটি বৃদ্ধি করা যেতে পারে কিনা? সংসদকে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট করা যেতে পারে কিনা এবং বিচার বিভাগের ক্ষেত্রে একটি সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল করা যেতে পারে কিনা; এই ব্যাপারটি আমরা বিবেচনা করছি। এখানে check and balance প্রক্রিয়াটি নির্বাহী, বিচার এবং আইন বিভাগের মধ্যে কীভাবে কাজ করবে, সেটি আরও ডিটেইলসে হয়তো বা আমরা সকলের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে উত্থাপন করতে পারব। সংবিধানের ক্ষেত্রে পরবর্তী যে প্রশ্নটি আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করি, সেটি হচ্ছে এই পরিবর্তনগুলো কীভাবে আসবে? এ প্রক্রিয়াটি আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করি এবং বর্তমান সংবিধান সংস্কার কমিশনের সুপারিশে আমরা চাচ্ছি যে এই প্রক্রিয়াটি, সংস্কারগুলো কীভাবে হবে সেটিও যাতে উল্লেখ করা থাকে। আমরা দুটি উপায় চিন্তা করেছি। প্রথমটি হচ্ছে গণপরিষদ নির্বাচন। আমরা চাই না কোনো একটি সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে যে সংসদটি নির্বাচিত হবে বর্তমান সংবিধানের মাধ্যমে যে এটিই পরবর্তীতে সংবিধান সংস্কারগুলো করবে। আমরা মনে করি যে, এই কাজটি করা হলে বৈধতার বিতর্কসহ আরও বিভিন্ন সমস্যা তৈরি হতে পারে। তাই আমরা চাই গণপরিষদ নির্বাচন এবং তার মধ্য দিয়ে সংবিধান প্রণয়ন। অথবা সারা দেশের মানুষকে সম্পৃক্ত করে সংবিধান সংস্কার কমিশনকে এমপাওয়ার করে সংবিধান সংস্কারের কাজটি করা। সারা দেশের মানুষ এবং সকল রাজনৈতিক দলকে সম্পৃক্ত করে। দ্বিতীয় যে উপায়টি সেটি সম্ভবত খুব কঠিন। এই ২-৪ মাস পরে। আগে শুরু করা গেলে হয়ত সম্ভব হতো। এখন হয়ত গণপরিষদ নির্বাচনের দিকে আমাদের যেতে হতে পারে। কিন্তু আমরা এই দুটি উপায়কে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি। আবার আমরা মনে করি যে এই দুটি উপায় ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে যদি সংবিধানকে সংস্কার করা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে বৈধতার সংকটটি উত্তোরণ করতে পারবে না। সংবিধান প্রশ্নে আরও যে বিষয়টি উল্লেখ করা উচিত সেটি হচ্ছে আমাদের যে মৌলিক অধিকারগুলো সেখানে বর্তমানে পরিবেশ নিয়ে যে কথা উঠছে এবং লৈঙ্গিক সমতার ব্যাপারে যে কথাগুলো উঠছে এগুলোকে অ্যাড্রেস করা উচিত। অবশ্যই সারাদেশের গণমানুষের আকাঙ্ক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে। এই বিষয়গুলো আরও গভীরভাবে সেখানে অ্যাড্রেস করা উচিত। মৌলিক অধিকারগুলোর ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ প্রয়োজন। বাকস্বাধীনতা থেকে শুরু করে সভা সমাবেশের অধিকার, এগুলোকে মনে হয়েছে যে ইন্টারপ্রিটেশনের জায়গাটি অনেক বেশি উন্মুক্ত। যার কারণে দেখেছি যে বারবার এটিকে লঙ্ঘন করা হয়েছে এবং সেটির আইনি যৌক্তিকতা উত্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। দেখা গেছে যে যার হাতে নির্বাহী ক্ষমতা আছে তিনি একটি সুনির্দিষ্ট ইন্টারপ্রিটেশন বিচার বিভাগের মাধ্যমে চালিয়ে দিচ্ছেন, বাক স্বাধীনতা লঙ্ঘন করছেন। সেটি অসাংবিধানিক কেন নয়, সেটির একটি ব্যাখ্যা তারা উত্থাপন করতে পারছেন। আমরা মনে করি মৌলিক অধিকারগুলো এতটাই inviable ভাবে সংবিধানে উপস্থাপিত হওয়া উচিত যে, এ ধরনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষনের সুযোগ সেখানে না থাকাই ভালো। এটি কীভাবে করা যেতে পারে সেটির আলোচনা অবশ্যই হতে পারে। কিন্তু এ জায়গায় ইনভায়েবলিটি, বাক স্বাধীনতা, সভা সমাবেশের অধিকার, জীবনের অধিকার, চলাফেরার অধিকার এই মৌলিক অধিকারগুলোর ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা মনে করি। আমেরিকার সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধন বা এ ধরনের যে ব্যাপারগুলো আছে সেগুলোকে আমরা ধরতে পারি একটি ফ্রেমওয়ার্ক হিসেবে। আর সংবিধান সংস্কারের প্রশ্নে দুই তৃতীয়াংশ ভোটে যে সংস্কার, এর বাইরে গণস্বাক্ষর বা ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে সংবিধান সংস্কারের কোনো প্রস্তাবনা পরবর্তীতে হাজির করা যেতে পারে কি না সেটি বিবেচনা করা যেতে পারে। সংবিধানের প্রশ্নে যাতে করে সেটি শুধু সংসদে সীমাবদ্ধ না থাকে, সংবিধান সংস্কার,পরিবর্তন,পরিমার্জনের প্রশ্নটি যাতে গণমানুষ সম্পৃক্ত হয় সে ধরনের বিভিন্ন উদ্যোগ থাকা উচিত। উদ্যোগের স্বীকৃতি থাকা উচিত সংবিধানে, সেটি আমরা মনে করি। রাজনৈতিক দলগুলোর ফাংশনারিজের ক্ষেত্রে সংবিধানে বেশ কিছু মূলনীতি উত্থাপিত থাকা উচিত বলে আমরা মনে করি। কারণ আমরা দেখেছি যে, আওয়ামী লীগের মত একটি একনায়কতান্ত্রিক, ফ্যাসিস্ট একটি দল রাজনৈতিক দল হিসেবে দীর্ঘদিন তাদের কাজ চালিয়ে যেতে পেরেছেন। সেই জায়গা থেকে রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা কী হবে, রাজনৈতিক দল কীভাবে ফ্যাংশন করবে সেটি নিয়ে বেসিক কিছু মূলনীতি, খুব বেশি ডিটেইল না, সেটি অবশ্য সমস্যা সৃষ্টি করবে, কিন্তু এটি থাকা উচিত বলে আমরা মনে করি। রাজনৈতিক আচরণ এবং রাজনৈতিক পরিসরের যে বৈশিষ্ট্য, সেটি নিয়ে কিছু ব্যাখ্যা সংবিধানে থাকা উচিত। যাতে করে রাজনৈতিক পরিসরে অন্যদের কোনো জায়গা থাকে না, যেটি ইনক্লোসিভ না, এ ধরনের কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বৈধতা দেওয়ার কোনো সুযোগ না থাকে সামাজিকভাবে বা আইনিভাবে। মূলত এইগুলো হচ্ছে আমাদের মেইন প্রস্তাবনা। এগুলো আমরা চিন্তাভাবনা করেছি। আমাদের যে লিখিত দলিলটি আমরা প্রস্তাবনা আকারে উত্থাপন করব সংবিধান সংস্কার কমিশনের কাছে। সেটির কাজ চলমান আছে। আমরা ইতোমধ্যে যা বলেছি সেগুলোকেই হয়ত আরও বিস্তারিতভাবে সেখানে উত্থাপন করব এবং আমরা আশা করব যে, সংবিধান সংস্কার কমিশনও সংস্কার প্রক্রিয়ায় সারা দেশের মানুষকে সম্পৃক্ত করার একটি উপায় বের করবেন। সবাই এখানে এসে সম্পৃক্ত হবে এরকম না হয়ে বরং কীভাবে আমরা মানুষের কাছে যেতে পারি সে প্রক্রিয়াটি নিয়ে চিন্তাভাবনা করা যেতে পারে। ধন্যবাদ।

**আনিকা তাহসিনা** (বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন) : আরিফ সোহেল ভাইয়ের সাথে আমি কিছু বিষয় এড করতে চাই। যখন আমাদের জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় গেল তখন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আমরা একটি মনোভাব লক্ষ্য করেছি যে, তারা সব সময় একটি

বিষয়ে বার বার নিজেদেরকে মনে করিয়েছে যে, never again, এই জিনিসটির আসলে মানে কী? সংবিধানের ভাষাতেও গণমানুষের যে চেতনা, গণমানুষের যে চাওয়া সেটি সম্পুর্ণভাবে প্রতিফলিত হওয়া উচিত। আমরা ছাত্ররা এবং ছাত্রজনতা যেভাবে রক্ত দিয়ে গেলাম, সেই রক্তের বিনিময়ে যে সংবিধানটি আমরা পেলাম, সেই সংবিধানে যাতে কোনোভাবেই কোনো স্বৈরাচার আবার সংবিধান কাটা-ছেঁড়া করে একইভাবে আগের মত বলপ্রয়োগ করে আমাদের ওপর অত্যাচার করতে না পারে। স্বৈরাচার বিরোধী কোনো ক্লজ বা কোনো উপায়ে এই জিনিসটিকে অ্যাড্রেস করা যায়, এটি আমাদের একটি প্রস্তাবনা। আরেকটি বিষয় হচ্ছে, আমাদের সংবিধানের preamble-এর পার্টটি যদি, preambleটিকে আসলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে বা এটিকে অপারেটিভ পার্ট হিসেবে ধরা হয় না। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পরে সংবিধানে preamble-এর যে স্পিরিট, সেটিকে ধারণ করার একটি সুযোগ আছে মুক্তিযুদ্ধের পাশাপাশি। এই বিষয়টি বিবেচনা করার অনুরোধ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ। আমার সহকর্মীরা নিশ্চয়ই কিছু কিছু প্রশ্ন তুলবেন, ব্যাখ্যার জন্য আপনাদের কাছ থেকে। যাতে আমাদের বুঝতে সুবিধা হয়। আমি শুরুতে দুটি প্রশ্ন করছি, জাতীয় নাগরিক কমিটির বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে, বুঝার জন্য। আপনারা একাধিকবার বলেছেন যে, বিচার বিভাগের ক্ষেত্রে আপিল বিভাগে যাদের নাম প্রস্তাব হবে, তাঁদের উচ্চ কক্ষে শুনানির মোকাবিলা করতে হবে। একই বিষয় আপনারা বলেছেন নির্বাচন কমিশনের ক্ষেত্রে। সেক্ষেত্রে কি আপনারা এটিই প্রস্তাব করছেন যে, ধরুন আপিল বিভাগের নাম উচ্চ কক্ষে প্রস্তাব হলো, শুনানির পর কি তাদের এ বিষয়ে ভোট হবে? উচ্চ কক্ষ সিদ্ধান্ত নেবেন? নাকি তারা শুধুমাত্র শুনানির ব্যবস্থা করবেন। যাতে সকলে বুঝতে পারেন যে, তিনি আপিল বিভাগে মনোনীত হয়েছেন। কিংবা ধরুন নির্বাচন কমিশনে যিনি মনোনীত হয়েছেন তার সম্পর্কে আমরা একটি ধারণা পেলাম। সেক্ষেত্রে আপনাদের প্রস্তাবটি কী? সম্ভবত আপনাদের লিখিত প্রস্তাবে আছে, সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে সেটি নেই। সেটি যদি একটু সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করেন।

**অ্যাডভোকেট মুকুল মুস্তাফিজ** (জাতীয় নাগরিক কমিটি): ধন্যবাদ।

আমরা আসলে এই বিধানটিতে যেটি বলতে চাচ্ছি যে, supreme judiciary council is the authority of appointment. কিন্তু more accountability ensure করার জন্য এবং তার কমিটমেন্ট দেখার জন্য, যাচাই করার জন্য, যেন জনগণের কাছে তার দায়বদ্ধতা প্রকাশ পায়, এজন্য একটি শুনানির ব্যবস্থা করতে চাচ্ছি। এই শুনানি করলে বিষয়টি ক্লিয়ার হবে যে তাঁর স্ট্যান্ডটি কোথায়? তিনি আসলে এ উচ্চ পর্যায়ে যাওয়ার যোগ্য কি না? এই শুনানির মাধ্যমে জনগণ জানতে পারবে, যাকে আমরা উচ্চ জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি, তাকে অ্যাসেস করার একটি সুযোগ পাবে।

**অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের** (কমিশন সদস্য): মনে হয় আমরা সবাই আইডিয়াটা বুঝতে পারছি। কিন্তু আমরা রেজাল্ট কীভাবে ডিটারমাইন করব? ধরেন যে আপার চেম্বার বলব যে না, যোগ্য না। হবে না তখন? আমাদের চীফ যেটি বলেছেন যে, ভোটিংয়ের কোনো সিস্টেম থাকবে কি না? নাকি জাস্ট হেয়ারিং।

**অ্যাডভোকেট মুকুল মুস্তাফিজ** (জাতীয় নাগরিক কমিটি): না, ভোটিং না। জাস্ট হেয়ারিং। এখানে হয়ত তাকে open question করা হবে, তার কমিটমেন্ট, তার জানাশোনা অ্যাসেস করা হবে। তার স্বচ্ছতা, তার নৈতিকরা, এভরিথিং যেন জনগণ বুঝতে পারে, যিনি বিচার করবেন, এই বিচারকটি কেমন মানুষ, তিনি আসলে বিচারক হিসেবে কতটা expectable বা তাকে আমরা কীভাবে অ্যাসেস করছি। জনগণের কাছে তার কমিটমেন্টটিও প্রকাশ পাবে।

**জনাব ফিরোজ আহমেদ** (কমিশন সদস্য): আমি কয়েকটি বিষয় আপনাদের কাছে জানতে চাচ্ছি যে, জনাব সারোয়ার তুষার বলেছেন যে, ক্যাবিনেট সদস্যদের অপসারণে সংসদের অনুমতি নিতে হবে। সাধারণত এটি নিয়োগের বেলায় প্রয়োজন থাকে। অপসারণের বেলায় এটির প্রয়োজনীয়তা কতখানি এটি যদি ব্যাখ্যা করেন। দ্বিতীয় হচ্ছে, জরুরি অবস্থায়ও মৌলিক অধিকার হরণ করা যাবে না। এটি জরুরি এবং বাংলাদেশে বারবার দেখা গেছে যে, এটির ভিষণ রকমের অপব্যবহার ঘটে। এটি একদমই জানার জন্য। যদি সত্যি সত্যি এরকম একটি জরুরি অবস্থা তৈরি হয়, ধরলাম কেউ একজন সাম্প্রদায়িত সংকট তৈরি করার চেষ্টা করছে, কিংবা এরকম পরিস্থিতিতে মৌলিক অধিকারের কিছু কিছু অংশ আছে যেমন চলাফেরার স্বাধীনতা সীমিত করতে হয়। যেমন- প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়। পরামর্শটি কী এরকম হতে পারে কি না, এটি ভাবার জন্যই বলা যে, জরুরি অবস্থাতে মৌলিক অধিকারের এই অংশটি কোনভাবেই হরণ করা যাবে না। যেমন জীবনের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার কিংবা অন্য কোনো অংশ। কিন্তু কিছু কিছু সীমিত করা যাবে যেটি পরবর্তীতে কোনো না কোনো স্বাধীন কমিশন সেটির সমস্ত কার্যক্রমকে তদারক করবে যে এটি ঠিক উপায়ে করা হচ্ছে কি না? কারণ রাষ্ট্রকে তো ফ্যাংশন হতে হবে। কোনো কোনো জায়গায় তাকে নিশ্চয় এরকম পরিস্থিতিতে, দুর্যোগও হতে পারে বা সাম্প্রদায়িক সংকটের বেলায়। তৃতীয় যে প্রশ্নটি আমি জানতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে, অনেকেই এই প্রস্তাবটি করেছেন, যে কারণে বিষয়টি জানা, যেটি আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হিসেবে

সামনের দিনে আসবে। রাষ্ট্রপতিকে যদি সরাসরি ভোটে নির্বাচিত করি কিংবা তার হাতে যদি আমি কিছু বাড়তি ক্ষমতা দেই, এটির ফলে প্রধানমন্ত্রীর যে নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করা দরকার স্বাধীনভাবে, সেটি ক্ষতিগ্রস্ত হবে কি না? আমাদের কারও কারও মনে হচ্ছে এটির কারণে দুটি সংকট হতে পারে। যেজন্যই বলা। না কি প্রধানমন্ত্রীকে উচ্চ কক্ষ এবং নিম্নকক্ষের কাছে দায়বদ্ধ করা এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে তাকে জবাবদিহিতায় আনাটা বেশি জরুরি। কারণ একটি বাস্তব বিপদ হচ্ছে যে, এটির ফলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যক্রম সীমিত হতে পারে। দুই হচ্ছে রাষ্ট্রপতির মত একটি পদ যদি নির্বাচিত থাকে, কিংবা শক্তিশালী একটি পদ থাকে, তাহলে সামরিক শাসন কিংবা অন্য কোনো হস্তক্ষেপে সুযোগ তৈরি করবে কি না? এটি আপনারা বিবেচনা করতে পারেন। আপনাদের মধ্যে যেহেতু এই প্রশ্নটি ছিল, আপনারা এটি নিয়ে ভাবতে পারেন বা আমাদের সাথে আলোচনা করতে পারেন রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধির এই নির্বাহী বিপদগুলো নিয়ে। আপনাদের এই বিষয়টি খুবই পছন্দ হয়েছে যে, কমিশনের গঠন প্যানেলভিত্তিক হওয়াটা আসলে একটি বিপদজনক। কারা কিসের ভিত্তিতে এই কমিশন তৈরি হচ্ছে বা তার বৈধতা কি, বা তার গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু? এটির ক্ষেত্রেও ভবিষ্যতে বিবেচনা করা উচিত। এটি সংবিধান নিয়ে কমিশনের আলোচনার বিষয় না নিশ্চয়ই। কিন্তু আলোচনাটা জরুরি। ফলে এটির বিষয়ে আপনাদের যদি ভাবনা থাকে, আপনারা আপনাদের লিখিত বক্তব্যে কিংবা এখনও আমাদরেকে আরেকটু বিস্তারিত করে জানান, এই সমস্যাটি নিয়ে আমরাও কেও কেও ভেবেছি, যারা এসেছেন তারাও ভেবেছেন। ফলে এটি ভবিষ্যতে নিশ্চয় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে উঠবে, কারণ কমিশনের মতো বা কমিটির মতো নানান জিনিসতো তৈরি করতেই হয়। সেটিকে কীভাবে গ্রহণযোগ্য করা যাবে?

ধন্যবাদ।

**জনাব সারোয়ার তুষার** (জাতীয় নাগরিক কমিটি): আমাদেরতো এগুলো প্রস্তাব। কিছু বিষয় আছে যেগুলো হয়ত বিবেচনা করা যেতে পারে। যেমন- দ্বিতীয় প্রশ্নে জরুরি অবস্থার বিষয়ে জনাব ফিরোজ আহমেদ যেটি বলেছেন, এটি ঠিক আছে, আমাদের অ্যাসেসটি হচ্ছে এরকম, যেগুলো inalienable rights মানে যা কোনো অবস্থাতেই আপনি হরণ করতে পারেন না, সেগুলো, এমনকি জরুরি অবস্থায়ও অক্ষত্ন থাকতে হবে, যেটি আপনি ব্যাখ্যা করেছেন সঠিকভাবেই। সত্যি সত্যি যদি জরুরি অবস্থাটি জাস্টিফাইড হয়, কিছু জিনিস এমনিতেই জনগণ তথা নাগরিকরা মেনে নেবে যে এই অধিকারটি এই মুহূর্তে আমি প্রয়োগ করতে পারব না। সেটি farther clarification -এর জন্য আপনার বক্তব্যটিতে আমাদের মৌলিক কোনো দ্বিমত নেই। আর মন্ত্রিসভার অপসারণের ক্ষেত্র আমরা এটি এই উপলব্ধি থেকে বলেছি যে, বিদ্যমান সংবিধানে যেভাবে আছে সেক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী আসলে এককভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে যে কাউকে যে কোনো কিছু করতে পারেন। সেক্ষেত্রে যদি আমরা এটিকে পার্লামেন্টে কোনো না কোনোভাবে অ্যাকাউন্টেবল করতে পারি বা পার্লামেন্টকে এখানে involve করতে পারি, তাহলে হয়তো অপসারণ প্রক্রিয়াটা অনেক বৈধ বা অনেক গণতান্ত্রিক হতে পারে। এই ভাবনা থেকে আমাদের এটি বলা। আর রাষ্ট্রপতির নির্বাচন সরাসরি আমরা এ কারণে বলেছি যে, আমরা মনে করেছি, আমাদের একজন সদস্য যেটি বলেছেন যে, রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশে একেবারেই প্রতীকি একটি পদে পরিণত হয়েছে। সেক্ষেত্রে আমরা যদি পার্লামেন্টকে সত্যিকার অর্থে ফাংশনাল করতে পারি, সেক্ষেত্রে সরাসরি নির্বাচন যদি নাও হয়, অন্তত আপার হাউজের প্রতিনিধিদের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হতে পারে এবং সেটি হওয়া উচিত। সরাসরি নির্বাচিত হলে সেটি আরও ভালো হয়। হয়ত আমাদেরকে আস্তে আস্তে সেদিকে যেতে হবে। কারণ আমরা তরুণরা যখন এগুলো নিয়ে আলোচনা করি, তখন আমরা মনে করি যে, প্রধানমন্ত্রীর পাওয়ারটিকে যদি একটু চেক-এ রাখতে হয় তাহলে রাষ্ট্রপতির পদটির আরও একটু ক্ষমতার চেক এন্ড ব্যালেন্স দরকার। আর সরাসরি নির্বাচন হলে ভালো। না হলে অন্ততপক্ষে আপার হাউজের ভোটে তাকে নির্বাচিত করা উচিত। এরকম একটি জায়গা থেকে আমরা ভাবি। এগুলো নিয়ে আরও বিবেচনার বিষয় থাকতে পারে। আমরা এটি একটি খসড়া প্রস্তাব আকারে আপনাদের কাছে দিয়েছি। এসব বিষয়ে সমাজের আরও যারা গুরুত্বপূর্ণ মতামত দিয়েছেন সেগুলোর কাছ থেকেও আমরা নিজেদেরকে এডজাস্ট করার ক্ষেত্রে আমরা সেক্ষেত্রে flexible আছি।

**অ্যাডভোকেট মুকুল মুস্তাফিজ** (জাতীয় নাগরিক কমিটি): আমি একটু অ্যাড করব। মৌলিক অধিকারের যে প্রশ্নটি করলেন, খুবই ভেলিড প্রশ্ন। আমাদের বর্তমান সংবিধানে আমাদর মৌলিক অধিকারটি তিনভাবে আমরা দেখছি। কিছু আছে Non-derogable rights to life. আর কিছু আছে subject to reasonable restriction আর কিছু আছে subject to any restriction. এই তিনটির মধ্যে আসলে ব্যালেন্স করা যেতে পারে। আমরা প্রস্তাব করছি যে কোনো মৌলিক অধিকারই যেন স্থগিত না হয়ে যায়। কিন্তু এটির মধ্যে একটি ব্যালেন্স করা যেতে পারে। যেমন-subject to any restriction এই জায়গায়তো আসলে মৌলিক অধিকার কোনো গুরুত্ব বহন করে না। subject to reasonable restriction এর জায়গায় হয়ত আমরা আইন করে বা বিধি করে একটু টাইট করে দিতে পারি যে reasonable বলতে কী বোঝাবে। কোন কোন situation-এ গিয়ে এটিকে ভায়োলেট করা যাবে বা স্থগিত করা যাবে। আমার মনে হয় যে আমরা ব্যালেন্সটি এই জায়গায় করতে পারি। সবগুলোকে non- derogable rights করে দিলে সমস্যা হতেই পারে। তাই reasonable restriction এর

মধ্যে সবগুলোকে এনে এই reasonable restriction-কে একটু এক্সপ্লেইন করে দিতে হবে। আরেকটি বিষয় যেটি আমি জনাব ফিরোজ আহমেদের প্রস্তাবের বিষয়ে বলতে চাই, আমাদের যে ৮ নম্বর প্রস্তাব, সেখানে আমরা অলরেডি এটি লিখেছি যে, তবে জরুরি আইন বা আদেশ সর্বোচ্চ আদালতের কাছে পাঠাতে হবে। আদালত আইনটির সাংবিধানিকতা কিংবা অসাংবিধানিকতা সম্পর্কে রায় দিবেন। ফলে এটি যদি যুক্ত থাকে, যে কেউ যদি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে হয় এবং তাকে যদি এ ধরনের হিউম্যান রাইটসকে ভায়োলেট করতে হয়, তাহলে এই সম্পর্কেও তার ভিতর যদি একটি সচেতনতা থাকে যে আদালত যে কোনো সময় এটিকে অসাংবিধানিক বলে রায় দিতে পারেন। ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের** (কমিশন সদস্য): আপনি বলেছেন যে, any restriction বা reasonable restriction এগুলোতো আইন করে করা আছে। কিন্তু আমরা যদি ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড দেখি সেখানে কিন্তু restrictionগুলোর ইন্টারপ্রিটেশন আছে। ঐটি ফলো করলেই চলবে না we have need our contextualized to interpret what is mean be any and what is mean by reasonable.

**অ্যাডভোকেট জহিরুল ইসলাম** (জাতীয় নাগরিক কমিটি) : আমরা যে জায়গাটিতে বেশি গুরুত্ব দিতে চাচ্ছি, সেটি হচ্ছে যখন জরুরি অবস্থা জারি হয় তখন দেখা যায় যে আদালতের যে মৌলিক অধিকার বিষয়ে এন্টারটেন করার ক্ষমতা সেটিকেই খর্ব করে দেওয়া হয়। আমাদের জায়গাটি থাকবে যে ঐ জায়গাটি যেন খর্ব না হয়। অর্থাৎ কোনটি reasonable restriction হচ্ছে কি হচ্ছে না? জনাব ফিরোজ আহমেদও প্রশ্নটি এনেছেন যে আলাদা কোনো কমিশন থাকবে কিনা ? আমাদের বক্তব্য হচ্ছে আলাদা কমিশন থাকবে না। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের যে ক্ষমতাটি আছে সেটি যেন খর্ব করা না হয়। তখন আদালতই একটি সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন তার দৌড়টি যেন বন্ধ করে না দেওয়া হয় যে কোন নাগরিক এই কোর্টের কাছেই আসতে পারবে না জরুরি অবস্থায়। আমাদের কথা হচ্ছে কোর্ট ওপেন থাকবে, কোর্ট তখন সিদ্ধান্ত নিবে যে এটি হচ্ছে কি হচ্ছে না।

**অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক** (কমিশন সদস্য): এটি খুব ইন্টারেস্টিং ডিবেট যে, restriction থাকবে কি থাকবে না। আমার মনে হয় এই ডিবেটের গোড়াটা আরও ইন্টারেস্টিং যে, ফান্ডামেন্টাল রাইটস আসলেই সংবিধান দিবে কি না? আমেরিকান অরিজিনাল এপ্রোচ যেটি ছিল, সেটি হচ্ছে fundamental rights constitution দিবে না। এটি হচ্ছে নেগেটিভ মডেল যে, Congress shall not pass any law infringing fundamental rights press and other freedom. আমরা যদি ঐ মেথডে যাই, তাহলে দেওয়ার কোনো প্রশ্নই নাই। এটি ন্যাচারাল জুডিসপ্রুডেন্স-এর থিউরি অনুযায়ী যে রাইটের মালিক হচ্ছে মানুষ, সুতরাং রাষ্ট্র মানুষকে রাইট দিতে পারে না। রাষ্ট্র কেবলমাত্র বলতে পারে যে আমি রাইট নেব না, খর্ব করব না। এটি একটি মেথড হতে পারে। আমাদের সংবিধানে বিদ্যমন যে মডেলটি এটি আমরা পজিটিভ, নেগেটিভ দুটি মডেল এডপ্ট করেছি। at the same time. আমেরিকানরা শুধু নেগেটিভ মডেলটি এডপ্ট করেছে। আমরা আর্টিকেল ২৬ (২) তে নেগেটিভ মডেলটি নিয়েছি। আবার পজিটিভ মডেলে বলে দিয়েছি এই এই রাইট থাকবে। একটি খুব sophisticative approach হতে পারে যে, ঐ বিতর্কটি এড়ানোর জন্য যে আমরা কি restriction দেব না কি দেব না। যেহেতু ইন্টারন্যাশনালি এটি এক্সেপটেড যখন রাইট দেওয়ার কথা বলে, with restriction আসে generally. Right comes with restrictions. এটি avoid করা যেতে পারে more sophisticative approach-এ গেলে। কিন্তু আমরা যদি contextual theory থেকে দেখি তখন আবার বাংলাদেশের জন্য বিপদজনক হয়ে যেতে পারে যে লোকে ভাবতে পারে বা সরকার ভাবতে পারে যো কোনো রাইটতো দেওয়া হয়নি। এটি নিয়ে আপনাদের কোনো রিসার্চ থাকলে সেটি আমাদের কাছে লিখিতভাবে জমা দিতে পারেন। এটি আমরা চিন্তা করছি। আর আমি ছোট ছোট কয়েকটি প্রশ্ন করছি। একটি হচ্ছে জনাব তুষার সারোয়ারের কাছে। আমার মনে হয় আমি বুঝেছি কি না ঠিকমত একটু ক্লারিফিকেশন চাচ্ছি।

সময়-১২.৩০

আপার হাউজের মেম্বারদের মধ্যে যাতে ফিলোসফি, পলিটিক্স এ-সমস্ত ভালো জানাশোনা মানুষ যায়, এটি আপনি বলেছেন। এটির রূপরেখা আসলে কেমন? আমরা তাহলে কী বলব? কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতা দিয়ে দেব? সুশিক্ষিত, স্বশিক্ষিত, কীভাবে এটি ডিফাইন করব? আমরা একটু জটিলতার মধ্যে পড়তে পারি, এটি একটু ক্লিয়ার করতে পারেন। দুই নম্বর যে প্রশ্নটি সেটি হচ্ছে, পিআর এর ক্ষেত্রে ১% ভোট নিয়েও কি পিআরটি সাজেস্ট করেন কি না আপার হাউজে। নাকি সেখানে কোনো minimum threshold থাকা উচিত যে, একটি গ্রুপ ৩%,৭% ভোট পেয়েছে, এটি একটি বিষয় থাকতে পারে। অ্যাডভোকেট মুসার কাছে প্রশ্ন, এখানে কয়েকটি প্রশ্নের মধ্যে একটি হচ্ছে যে, উচ্চ কক্ষের নাম কি আপনি জাতীয় পরিষদ প্রস্তাব করেছেন? এটি বুঝার জন্য। দুই নম্বর হচ্ছে কেয়ার টেকার গভর্নমেন্ট। এটির আন্ডারে দুটি নির্বাচন চান, পরে কেন চান না? কেননা আমরা দেখেছি কোর্টও এরকম কথা বলেছে। এর পরে কি আরও ঝামেলা বাড়ে কিনা বা দুইটি পর্যন্ত দিয়ে আপাতত সমাধান করছি কি না। প্রবাসী ভোটারদের কথা বলেছেন, তাদের যাতে ভোটাধিকার

থাকে। তারা ইলেকশনে candidate হতে পারবে কি না, এ সম্পর্কে কোনো মতামত থাকলে আমাদের জানাতে পারেন। জনাব আক্তারের কাছে আরেকটি প্রশ্ন হচ্ছে, হাইকোর্ট ডিভিশনের ডিসেন্টালাইজেশনের কথা বলেছেন। এই ডিসেন্টালাইজেশন কেমন ভাবে? এটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হাইকোর্ট ডিভিশন হবে প্রত্যেক ডিভিশনে, নাকি existing high court division এর সিট এবং সেশন বা বেঞ্চ এরকম হবে। এ সম্পর্কে যদি বিস্তারিত দিতে চান। আর সর্বশেষ প্রশ্ন হচ্ছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্য সচিব এর কাছে। সেটি হচ্ছে, আপনি বলেছেন যে new constitution-টি অ্যাসেম্বলি করে করা যায় অথবা এই কমিশন সভার সাথে সারাদেশে আলোচনা করে করা যায়। এই সভার সাথে সারাদেশে আলোচনা করে কীভাবে করা যেতে পারে, সুনির্দিষ্ট কোনো রূপরেখা থাকলে আমাদেরকে জানাতে পারেন। আর ফান্ডামেন্টাল রাইটস কেমন চান, আপনার প্রশ্নটি আমার মনে হয় ঐ প্রশ্নের সাথে যুক্ত। এটি নিয়ে আমরাও গভীরভাবে চিন্তা করছি এবং মোটামুটি পৃথিবীর সব দেশ আমরা দেখার চেষ্টা করছি যে কোন স্ট্যান্ডার্ড এ রাখব। এটি নিয়ে আরও বিস্তারিত মতামত দিতে পারেন। পলিটিক্যাল পার্টি সম্পর্কে আমরা আলাদা একটি ক্লজ রাখার হয়ত চিন্তা করছি। কিন্তু পলিটিক্যাল পার্টি কেমন হবে এটি যখন বলছি, তখন কিন্তু আবার ঐ ফ্রিডম অব অ্যাসোসিয়েশনের সাথে কিছু রেসটিকশন চলে আসবে। এ দুটি একসাথে হয়ত দেখার বিষয় আছে। আর আনিকার কাছে একটি প্রশ্ন করব যে, এই প্রস্তাবটি আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে, কারণ আমাদের কমিশনের একটি স্পিরিট হচ্ছে, এন্টি ডিকটেটরশীপ ফর্মুলা, যেটি এপ্লাই করি, এই ফর্মুলাটি দুইভাবে এপ্লাই করা যায়। একটি হচ্ছে, সুনির্দিষ্ট কোনো বিধান আমরা দিয়ে দিলাম। আরেকটি হচ্ছে গোটা সংবিধানটিই এমনভাবে ডিজাইন করা হলো, কোনো জায়গায় আমি বলিনি যে ডিকটেটরশীপ তৈরি হতে পারবে না। কিন্তু পুরো সিস্টেমটিকে এমনভাবে ডেভেলপ করলাম যে ডিকটেটরশীপ এ সিস্টেমে তৈরি হতে পারবে না। কোনো সুনির্দিষ্ট মতামত থাকলে বলতেও পারেন, লিখিতও দিতে পারেন। ধন্যবাদ।

**জনাব সারোয়ার তুষার** (জাতীয় নাগরিক কমিটি): ধনাবাদ।

আমাদের বক্তব্যটি বলার পেছনের চিন্তাটি ছিল এরকম, আমরা রাজনৈতিক দলগুলোর কথা মাথায় রেখে বলেছি। আমরা নিজেরাও যেহেতু অদূর ভবিষ্যতে একটি রাজনৈতিক দল হতে চাই। যদি পরিবেশ পরিস্থিতি সবকিছু অনুকূলে থাকে এবং জনগণ সমর্থন করে। সেক্ষেত্রে আমাদের কথা ছিল একটি দল যখন তার প্রার্থী মনোনয়ন দিবে, তখন আপার হাউজের ক্ষেত্রে যদি আমরা এধরনের বিধান রাখি সেটির ইমপ্লিকেশনটি যদি এমন থাকে যে তারাই যাবে যারা পলিটিক্যাল সাইন্স, সংবিধান, দর্শন এসব বিষয়ে জানাশুনা আছে কিংবা অন্যান্য বুদ্ধিভিত্তিক বা তাত্ত্বিকভাবে যারা একটু সাউন্ড এ ধরনের লোকগুলোর কথা আমরা ভাবি। দলের মধ্যেই এরকম লোক থাকে, যাদেরকে যদি একটি আসন থেকে প্রার্থী করে দেন, সে হয়ত জিতে আসবে না। কিন্তু যদি পিআর সিস্টেম থাকে তাহলে দল তাকে ঐভাবেই মনোনয়ন দিবে। ঐরকম ব্যক্তিদেরকেই তালিকাভুক্ত করবে। আমাদের চিন্তাটা সেখান থেকেই এসেছে। এর বাইরে স্বতন্ত্র ব্যক্তিদেরকে, রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদেরকে এখানে কীভাবে ইনকরপোরেট করা যায়, সেটির ব্যাপারে আমরা এখনও খুব একটি decisive জায়গায় আসতে পেরেছি সেরকম না। ভাবতে হবে যে, দলের বাইরেও যারা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি আছে, আইন বুঝেন, সংবিধান বুঝেন, তাদেরকে আপার হাউজে কীভাবে আনা যায়, যেহেতু আমরা ভোটের কথা বলছি, এটি হয়ত আমাদেরকে আরও ভাবতে হবে।

**অ্যাডভোকেট জহিরুল ইসলাম**(জাতীয় নাগরিক কমিটি): ধন্যবাদ। স্যারের যে প্রশ্নটি, আমাদের নিজেদের মধ্যেও যখন বিতর্ক হয় তখনও এই প্রশ্নটি এসেছিল যে, মৌলিক অধিকারকে কীভাবে ডিল করব, কীভাবে দেব। সেই জায়গা থেকে সাউথ আফ্রিকার সংবিধানে যেভাবে দেওয়া হয়েছে, সেই মডেলটি আমাদের খুব পছন্দ হয়েছিল। সেটি নিয়ে আমরা নিজেরা অনেকক্ষণ আলোচনাও করেছি। অনেক বিতর্কও হয়েছে। তারপরেও নতুনকরে আবার ভাববার সুযোগ থাকবে। এটিও আমরা দেখব। তবে আমরা প্রস্তাব আকারে যেভাবে দিয়েছি, সেখানে কিন্তু এটি স্পষ্ট করে বলেছি যে, বিদ্যমান সংবিধান মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দেয় না। এরকম শব্দ কিন্তু আমরা ব্যবহার করেছি। অর্থাৎ এটি যেভাবে আছে সেটি এক অর্থে ত্রুটিপূর্ণ বলা যায়। কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যায়, এটিও ঠিক যে বাংলাদেশে যদি স্পষ্ট করে বলে দেওয়া না হয়, তখন এটি বাস্তবায়ন করতে গেলে নানা ধরনের ঝামেলায় পড়তে হয়। বোঝাপড়ায় ঝামেলা হয়।

সময়-১২.৩৫

এটিও আমরা বিবেচনা করব। আর ভোটে প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে আমরা বলছি যে, ভোটাধিকারপ্রাপ্ত যে কোনো নাগরিক, তিনি যেখানেই বসবাস করেন না কেন, তিনি বাংলাদেশে ভোটে প্রার্থী হতে পারবেন। প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে নিশ্চয় কিছু প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। তাকে হয়ত এসে কোনো কাগজে স্বাক্ষর করা লাগতে পারে বা তিনি যদি নির্বাচিত হন তাকেতো এসেই করতে হবে। এই পারফরমেন্সতো আর বিদেশে বসে করা সম্ভব না। কিন্তু শুধু তিনি বিদেশে থাকেন, এ কারণে আমরা তাকে প্রার্থী হওয়া থেকে বিরত রাখার পক্ষে না। আমরা চাচ্ছি যে, বাংলাদেশের সকল নাগরিক প্রার্থী হতে পারবেন, যেখানেই বসবাস করেন না কেন।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

ছোট একটি প্রশ্ন। প্রথমত জাতীয় নাগরিক কমিটির কাছে। আপনারা বলছিলেন যে, এলএফও এর মত করে মানে এটি প্রথমে গণপরিষদ হিসেবে কাজ করবে, পরে পার্লামেন্টে রূপান্তরিক হবে। এখন এই যে গণপরিষদ হিসেবে অ্যাক্ট করবে, তাকে তো একটি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। তাহলে কি আপনারা বলছেন যে বিরাজমান সংবিধানে যে ব্যবস্থায় নির্বাচন হয় এবং পার্লামেন্ট তৈরি হয়। কারণ আমরা যদি আর কিছুই এখন না করি, তাহলে কী দাড়াবে? আপনি বলছেন যে, একটি গণপরিষদ তৈরি করতে হবে যেটি পার্লামেন্টে রূপান্তরিত হবে। তার নির্বাচনি প্রক্রিয়াটা কী হবে? তাহলে কি এই সংবিধানের আওতায় ৩০০ প্লাস ৫০ দিয়ে যে সংসদ তৈরি হয়, এই ভবনে বসে, সেটিই কি প্রক্রিয়া হবে? ঐভাবে নির্বাচন করে তারাই কনস্টিটিউট অ্যাসেম্বলি হবে কি না, সেই প্রশ্নটি যদি একটু বুঝতে সাহায্য করেন।

**জনাব সারোয়ার তুষার** (জাতীয় নাগরিক কমিটি): মানে এখানে গণপরিষদ ইলেকশন যদি হয়, তাহলে সংবিধান প্রণয়নের পর সেই সংবিধানের অধীনে সংসদ নির্বাচন, এরকম যখন রোডম্যাপটি হয় তখন দুইটি নির্বাচন আমরা দেখতে পাই। সেইক্ষেত্রে আমাদের ভাবনাটি হচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলোকে এক্ষেত্রে রাজি করানোটি একটু কঠিন হতে পারে। যদি দুইটি ইলেকশন হয় তখন ধরা যাক বাংলাদেশের বড় দল হয়ত ততটা আগ্রহী হবে না। কারণ তারতো পার্লামেন্টে যেতে হবে। এটির জন্য তাদের সাথে যাতে এক ধরনের নেগোশিয়েশন করা সম্ভব হয়, সেকারণে আমরা বলেছি যে, একটি ইলেকশনের মধ্যেই এটির ব্যবস্থা করতে হবে। কীভাবে করা যাবে সেটির আরও টেকনিক্যাল দিক হয়ত পরে আমাদের বুঝতে হবে। কিন্তু একটি নির্বাচনই করতে হবে, যেটি গণপরিষদ হিসাবে ভূমিকা রাখবে এবং পরবর্তীতে পার্লামেন্ট হয়ে যাবে। তাহলে আমার মনে হয় যে, রাজনৈতিক দলগুলো যে ভয়টি পাচ্ছে,তাদেরকে কোনোভাবে মাইনাস করা হচ্ছে কি না, সেই আশঙ্কাটি দূর হতে পারে। এই ভাবনা থেকে আমরা এই কথাটি যুক্ত করেছি। এর বাইরে টেকনিক্যাল দিকগুলো, আইনের দিকগুলো হয়ত আরও যাচাই বাছাই করা দরকার হতে পারে।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): একদম শেষ প্রশ্নটি বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কাছে।

আপানারা বলেছেন, গণপরিষদ অথবা এই কমিশন যদি সকলের মতামত গ্রহণ করে। কমিশনের দিক থেকে দুটো বিষয় দাঁড়িয়েছে। একটি হচ্ছে স্বল্প সময়ে যতদূর সম্ভব আমরা মতামতগুলো সংগ্রহের চেষ্টা করছি ওয়েব সাইটের মাধ্যমে। এখন একটি জরিপও শুরু হবে সারাদেশে। তাতে করে আমরা আশা করছি যে মতগুলো পাব। আর দীর্ঘসময় হলে সেটি হয়ত আরও সুযোগ থাকত। একেবারে তৃণমূল পর্যন্ত যাওয়ার জন্য। কিন্তু সেটি যদি না থাকে তাহলে গণপরিষদের যে ধারনার কথা আপনারা বলছেন, এটি কি আলাদা করে গণপরিষদের নির্বাচন করে গণপরিষদ তৈরি করে সেখানে সংবিধান তৈরি করা। আপনারাতো নতুন সংবিধানের কথা বলছেন, সেটিই কী আপনারা বিবেচনা করছেন?

**জনাব আরিফ সোহেল** (বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন): যে কয়টি প্রশ্ন এসেটি, আমরা সবগুলোই অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করব আমাদের সামর্থ অনুসারে। সংবিধান সংস্কারের যে প্রক্রিয়া, সে প্রক্রিয়ায় গণপরিষদ বর্তমানে সবচেয়ে ভায়াবল অপশন। আর যদি তার বাইরে যেতে হয় তাহলে গণমানুষের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তারা পলিটিক্যাল অ্যাক্টর। তাদেরকে সম্পৃক্ত করে যদি বৈধতাটা আমরা অর্জন করতে পারি, যারাই বাংলাদেশের পক্ষে গণঅভ্যুত্থানের পক্ষ শক্তি, জনগণের পক্ষ শক্তি, সেই পলিটিক্যাল অ্যাক্টর সবাই একমত হয়েছেন যে, সংবিধান সংস্কার কমিশনই সংবিধান কীভাবে তৈরি হবে সে ব্যাপারে মতামত দিতে পারেন, সেই ক্ষমতা তাদের আছে, তাহলে এই ক্ষমতাটি তৈরি হবে। এক্ষেত্রে একটি বেসিক ইন্টারপ্রিটেশন আমরা উত্থাপন করতে চাচ্ছি, আমরা আমাদের জায়গা থেকে মনে করি যে বাংলাদেশে নির্বাহী ক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ বা প্রধান হয়ে উঠেছে বর্তমান স্ট্রাকচারে এবং যেহেতু বর্তমান যে সংবিধান, সেটি পুরোনো সংবিধানই, এখনও নির্বাহী ক্ষমতাই আসলে প্রধান চালিকাশক্তি, আইন না।

সময়-১২.৪০

সেই জায়গা থেকে বর্তমান যে অন্তবর্তী সরকার ও তার অধ্যাদেশসমূহ, এগুলোই বর্তমান সরকারকে বৈধতা দিচ্ছে। নির্বাহী ক্ষমতা অন্য কারো কাছে চলে গেলে খুব সহজেই এগুলোকে অবৈধ ঘোষণা করা সম্ভব, সেধরনের ইন্টারপ্রিটেশনের কোনো অভাব হবে না। সেই জায়গা থেকে নির্বাহী ক্ষমতার মাধ্যমে বা অধ্যাদেশগুলোর মাধ্যমে সংবিধান সংস্কার কমিশনকে অ্যামপাওয়ার করা যায়, যদি পলিটিক্যাল অ্যাক্টররা রাজী থাকে, যদি সম্ভব হয়, রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে এটি নিয়ে আলাপ করা যেতে পারে। আর গণপরিষদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে, হ্যা, আমরা গণপরিষদের একটি নির্বাচন চাচ্ছি, যেটি ইতোমধ্যে নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে একটি প্রস্তাব এসেছে। আমাদের প্রস্তাবনাও অনেকটা সেরকম। একটিই নির্বাচন এবং সেটি গণপরিষদ নির্বাচন হবে। এই গণপরিষদ নির্বাচনের বৈধতা বর্তমান সংবিধান থেকে নিতে হবে সেই আইনি প্রশ্নের চেয়ে নির্বাহী ক্ষমতা বা অধ্যাদেশগুলোর দিকে মনোযোগ দেওয়াটা জরুরি। কারণ আমাদের

ইন্টারপ্রেটেশন অনুসারে বাস্তবতা হচ্ছে এটিই যে, নির্বাহী ক্ষমতার মাধ্যমে বর্তমান সরকার চলছে এবং সেখানে জনগণের যে আকাঙ্ক্ষা বা popular sovereignty যেটি প্রকাশিত হয়েছে ২০২৪ এ তার ওপর ভিত্তি করেই আসলে বর্তমান সরকারটি চলছে এবং সেখান থেকেই বৈধতাটি এসেছে। এটি হচ্ছে ফ্যাক্ট। সে জায়গা থেকে অধ্যাদেশের ওপর ভিত্তি করে এটি হতে পারে। গণপরিষদের রূপরেখা হতে পারে LFO এবং তার অধীনে গণপরিষদ নির্বাচন হতে পারে। পরবর্তীতে ফান্ডামেন্টাল রাইটস এর যে প্রকৃতি নিয়ে আলাপ হয়েছে সেক্ষেত্রে অবশ্যই এটি স্পষ্ট থাকা দরকার। এখানে বিষয়টি হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল রাইটস কীরকম হবে, সেটি স্পষ্ট করলে restriction টিও একইভাবে স্পষ্ট করতে হবে। আমাদের কাছে মনে হয়েছে, interpretation-এর জায়গা যদি খোলা রাখতে হয় তাহলে দুইদিকেই খোলা রাখতে হবে। এখানে কোর্টের যাতে একটি জায়গা থাকে intervein করার এটি নিশ্চিত করতে হবে জনগণের পক্ষে এবং সেজন্য রেসটিকশনগুলোকে এমনভাবেই রাখা উচিত বা কোন জায়গাটা restriction এবং পজিটিভ যে বর্ণনা, রাইটস যেমন-চলাফেরা করতে পারবেন, কোন পরিস্থিতিতে করতে পারবে না, এ ধরনের জায়গায় interpretation-এর জায়গাটি এমনভাবে রাখা উচিত যাতে সেটি জনগণের পক্ষে biased হয়। ইন্টারপ্রিটেশনটি যাতে জনগণের দেওয়াটা সহজ হয়। আমাদের কাছে মনে হয়েছে বর্তমান সংবিধানে এ জিনিসটি উল্টোভাবে কাজ করে। এটিকে এমনভাবে ইন্টারপ্রেট করা যায়, যাতে জনগণের বিপক্ষে যায়। এটি আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। মুলত এগুলোই আমরা চিন্তা করেছি। এন্টিডিকটরশীপ যে ক্লজগুলোর কথা বলা হয়েছে, অবশ্যই সংবিধানটি holistically এমন একটি সিস্টেম ডেভেলপ করা উচিত সংবিধানের মধ্য দিয়ে যেটি ডিকটরশীপ এলাও করবে না। এটিই নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত আমরা বলছি। কিন্তু এখানে anti dictatorship clause specifically থাকলে কোর্ট এখানে ক্ষমতাশালী হবে আরও এবং এটিকে রেফারেন্স পয়েন্ট হিসেবে ধরে কোর্টের পক্ষে বিভিন্ন অগণতান্ত্রিক আচরণকে থামিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে বা আটকে দেওয়া সম্ভব হবে বলে আমরা মনে করি। তাই এটি আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে গুরুত্বপূর্ণ।

**অধ্যাপক ইমরান সিদ্দিক** (কমিশন সদস্য): ধন্যবাদ।

আমার প্রথম প্রশ্ন, সারোয়ার তুষারের কাছে যে, রিজার্ভ সিট নিয়ে আপনাদের কোনো রিকমেন্ডেশন আছে কি না? কারণ এ ব্যাপারে অনেক কথাই এসেছে নারীদের সংরক্ষিত আসনের বিষয়ে। এখন যে অবস্থায় আছে সেটি কি আপনারা রাখার পক্ষে না কি আপনারা কোনো মডিফিকেশন সাজেস্ট করছেন?

দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, অ্যাডভোকেট জহিরুল ইসলাম মুসার কাছে, আপনি বলেছেন যে, একটি সুপ্রিম কোর্ট থাকবে, চীফ জাস্টিস থাকবে এবং ৮টি ডিভিশনে ৮টি হাইকোর্ট। সেটি কি আপনি হাইকোর্ট বেঞ্চ বলছেন? with permanent bench in each division. না কি There will be eight high court eight setup, eight chief Justis, eight attorney general in eight divisions. এটি বলছেন? নাকি হাইকোর্ট একটি পার্মানেন্ট বেঞ্চ থাকবে প্রতিটি ডিভিশনে? এটি একটি প্রশ্ন। আরেকটি প্রশ্ন আপনি বলেছেন যে ভোট দিতে পারবে তার ইলেকশনও করার অধিকার থাকবে। ডুয়েল সিটিজেনদের ক্ষেত্রেও আপনারা কি এটি প্রযোজ্য করবেন? যারা ডুয়েল সিসিটিজেন, তারাতো ভোট দিতে পারে। ব্রিটিশ নাগরিক, বাংলাদেশি নাগরিক তারাতো ভোট দিতে পারে কিন্তু তারা ইলেকশন করতে পারে না। অনেকে বলছেন রেসটিকশন থাকা উচিত, আবার কেউ কেউ বলেছেন উচিত না। এ ব্যাপারে আপনাদের মতামত কী? ধন্যবাদ।

**জনাব সারোয়ার তুষার** (জাতীয় নাগরিক কমিটি): ধন্যবাদ।

আমাদের সংরক্ষিত মহিলা আসন এখন আছে, কিন্তু আমরা মনে করি একটি পর্যায়ে এটি আর থাকা দরকার নেই। কিন্তু সেক্ষেত্রে যেটি করা দরকার হতে পারে, প্রত্যেকটি দল যখন প্রার্থী মনোনয়ন দেবে তখন ২০ থেকে ২৫% সরাসরি নির্বাচনের জন্য নারীদের মনোনয়ন দিতে হবে। এটি এরকম করা যায় কিনা, আমরা জানিনা, এটি আমাদের প্রস্তাব। ধরা যাক, কোনো একটি পার্টিকুলার আসনে প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলো নারীরাই নারীদের সাথে কমপিটিশন করবে। তাতে করে যেটি হবে, এটি এ কারণে যে ঐ প্রার্থী যিনিই সংসদে যাক না কেন, তিনি নারীই হবেন। ÿÿ

**অধ্যাপক ইমরান সিদ্দিক** (কমিশন সদস্য): এটি করা যায় কিন্তু এটির সবচেয়ে বড় counter argument হচ্ছে যেটি আসে, তারা বলে যে আমি একজন পুরুষ হয়ে এ জায়গায় আমি নির্বাচনে দাঁড়াতে পারছি না।

সময়-১২.৪৫

এই counter argument টি কিন্তু সবসময় করে। আপনি চিন্তা করতে পারেন, যদি কোনো modification থাকে।

**অ্যাডভোকেট জহিরুল ইসলাম**(জাতীয় নাগরিক কমিটি): ধন্যবাদ।

আমরা ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে বলছি যে, যদি ডুয়েল সিটিজেনশীপ থাকে তিনি প্রার্থী হতে পারবেন না, কিন্তু তিনি ভোট দিতে

পারবেন। কিন্তু যিনি বাংলাদেশের নাগরিক, বিদেশে বসবাস করছেন, আমাদের দেশেও কিন্তু এভাবে হচ্ছে। যেমন- আমি ঢাকায় বসবাস করি, আমি পটুয়াখালীতে কিন্তু প্রার্থী হতে পারছি। এটিকে এরচেয়ে বড় করে দেখার সুযোগ নেই। অর্থাৎ ডুয়েল সিটিজেন হলে আমাদের আইনেও এটি নিষিদ্ধ আছে, সেটিকেই আমরা সাপোর্ট করছি। দ্বিতীয় হচ্ছে, সব বিভাগেই আলাদা হাইকোর্ট থাকবে, কিন্তু সেখানে চীফ জাস্টিস থাকবেন কি না, এটর্নি জেনারেল থাকবেন কি না, এগুলো আরও আলোচনা এবং বিতর্কের বিষয়। সে বিষয়ে এখনই আমরা concrete মতামত দিচ্ছি না। কিন্তু আমরা মনে করছি যে স্থায়ীভাবেই আলাদা হাইকোর্ট থাকা দরকার প্রতিটি বিভাগেই।

**জনাব মোঃ মুস্তাইন বিল্লাহ** (কমিশন সদস্য): ধন্যবাদ।

অনেকগুলো জানবার বিষয় ছিল, কিন্তু সময়ের স্বল্পতা আছে। আমরা আশা করি লিখিত প্রস্তাবে বেশ কিছু ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। স্পষ্ট করে আপনারা বলেছেন যে, আপনারা নতুন সংবিধান চান। কী হলে নতুন সংবিধান হবে বলে আপনারা মনে করেন। আমি বোঝার সুবিধার জন্য বলছি। একটি হচ্ছে সাবস্টেন্স, নতুন করে এমন কিছু বিষয় যুক্ত করা, অনেক বিয়োজন থাকতে পারে, পুনর্বিন্যাস থাকতে পারে, তার আওতায় আমরা যদি এটিকে নতুন একটি রূপ দেই, সেটি কি নতুন সংবিধান বলছেন, নাকি এই ধরনের একটি ডকুমেন্ট প্রক্রিয়াগতভাবে নতুন করে সূচনা হওয়া দরকার, সে অর্থেও আপনারা এটি মিন করছেন। আমার মনে হয় এ বিষয়টি একটু বোঝা দরকার। একটি হচ্ছে সাবস্টেন্স আরেকটি হচ্ছে ফর্ম কিংবা প্রসেস। এই দুইয়ের প্রার্থক্যটি। এটির সাথে যুক্ত আপনাদের একটি প্রশ্ন এসেছে যে, একটি লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার। আমাদের হিস্ট্রিতে এটির একটি এক্সপেরিয়ান্স আছে। আপনারা জানেন যে, ১৯৭১-এ সবচেয়ে বড় ampersand যেটি তৈরি করেছিল, Elected representative, why they should be bound to any previous legal agreement. এ তর্কটি এসেছিল। ১৯৭১ এ আমাদের যে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যরা ছিলেন, জাতীয় পরিষদের এবং গণপরিষদের, তাদের সাথে কিন্তু বিতর্কটিই শুরু হয়েছিল যে আমরা এটি মানতে বাধ্য কি না? কারণ আমরাতো গণপরিষদ। এটির একটি লিগ্যাল এবং কনস্টিটিউশনাল প্রবলেম আছে। আমরা বুঝতে পারি সমস্যাটি কোথায় এবং আপনাদের কোন কনসার্ন থেকে এসেছে। কিন্তু এই ধরনের একটি এগ্রিমেন্টের পরে তাদের যদি কোনো popular mandate অর্জন করা না যায়, ঐ এগ্রিমেন্টের পেছনে, তাহলে এই প্রবলেমটি থাকতে পারে। সেটি নিয়ে আপনারা কিছু ভাবছেন কি না, সেটিকে একটি popular mandate দেওয়ার কোনো প্রক্রিয়া। তারপর আমার যে প্রশ্নটি সেটি হচ্ছে, আমি আমাদের আলোচনায় যেটি পেলাম, সেটি হচ্ছে আমাদের বিকেন্দ্রীকরণের জন্য আপনারা কিন্তু প্রধানমন্ত্রী-রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ভারসাম্যের জায়গাটিকে একটি গুরুত্বপুর্ণ উপাদান মনে করছেন, সেটি ঠিক। কিন্তু আরও যে জায়গাগুলো আমাদের, নির্বাহী ক্ষমতা এবং প্রশাসনিক ক্ষমতা। নির্বাহী ক্ষমতার কর্তৃত্ব, প্রশাসনিক ক্ষমতার কর্তৃত্ব একইসাথে আমাদের আইন পরিষদে upper chamber এবং lower chamberকে মোস্টলি কিন্তুসেন্টালাইজ সিস্টেমের মধ্যে থাকছে। এটি কিন্তু খুব বেশি ইফেক্টিভ ডিসেন্টালাইজেশন হচ্ছে কি না, সেটি আপনাদের ভাবনা আছে কি না, আপনারা ভেবেছেন কি না, সেটি জানা দরকার। আরেকটি বিষয়ে প্রশ্নটি এসেছে, সেটি হচ্ছে নারীদের সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা এবং প্রক্রিয়া। এটি কি সরাসরি হবে কি না? আমরা আপনাদের কাছ থেকে আরেকটি বিষয় জানতে চাই সেটি হচ্ছে, বর্তমান ব্যবস্থায় তরুণদের বাংলাদেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের বিষয়ে আপনাদের কোনো ভাবনা আছে কি না? সেটির জন্য কোনো specific measure নেওয়া দরকার কি না? সকল পর্যায়ে নির্বাচনি ব্যবস্থার মধ্যে সেটি কীভাবে হতে পারে? ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে আপনারা যেটি বলেছেন, বয়সের কোনো লিমিট থাকা উচিত না। সেটি আমার মনে হয় একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হতে পারে, বিষয়টি করা যায়। কিন্তু তরুণদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে আপনাদের এ ধরনের কোনো ভাবনা বা প্রস্তাবনা আছে কি না, সেটিও আমাদের জানা দরকার।

ধন্যবাদ।

**জনাব সারোয়ার তুষার** (জাতীয় নাগরিক কমিটি): গণঅভ্যুত্থানের পরে আমরা মনে করি যে, গণঅভ্যুত্থানের যে স্পিরিট, কমিটমেন্ট, সেগুলোর যদি কনস্টিটিউশনে রিফ্লেকশন থাকতে হয়, কারণ এটির কোনো গ্যারান্টি নেই যে গণপরিষদ ঐ রিফ্লেকশনটি করবে। এটির একটি ক্যু ও হতে পারে। ধরা যাক যে ভয়গুলো থাকে যে, এটি কি একটি শরিয়া রাষ্ট্র হয়ে যাবে কি না, কিংবা ধরা যাক কোনো ultra বা extremist কোনো কিছু হয়ে যাবে কি না? Both in left terms and right terms. সেক্ষেত্রে আমরা legal frame order টির কথা এ কারণে ভাবি যে, যদি আপনি একটা legal frame work-এর অধীনে গণপরিষদে গেছেন এবং তারপরে তার যে clause গুলো, সেটাকে যদি আপনি violet করেন, তখন আমাদের যে মুভমেন্ট আমরা যদি রাস্তায় নামতে চাই, সেটির legitimate থাকবে। কারণ আপনি এটাকে ভায়োলেট করেছেন। এই চিন্তা থেকেই আসলে এটা করা। আর দ্বিতীয় হচ্ছে, যে আপনি আরেকটা কথা বলছেন সেটা হলো প্রার্থীদের ক্ষেত্রে, আমরা এটা এখানে আনি নাই কিন্তু আমরা যদি কোন রাজনৈতিক দল হয়ে উঠি, সেক্ষেত্রে এটি আমাদের ইশতেহারের মধ্যে পরিষ্কারভাবে থাকবে যে, আমাদের ৭০-৭৫% যাদেরকে আমরা প্রার্থী ঘোষণা করব তাদের বয়স ৫৫ এর মধ্যে থাকবে। এটা আমরা

এখানে বলি নাই। কিন্তু যেহেতু আমরা তরুণদের নিয়ে একটা রাজনীতি করতে চাচ্ছি, সেক্ষেত্রে তাদের প্রার্থী যারা হবে তাদের বয়স ৪৫ থেকে সর্বোচ্চ ৫০ বছর এরকম হতে পারে। এর বেশি যারা তাদেরকে আমরা হয়ত অন্যভাবে ইনভলব করতে চাইব। কিন্তু আমরা চাইব যে তরুণদের বেশি বেশি আনার ক্ষেত্রে এরকম একটা ক্লজ যদি আমরা দিই, তাহলে আমাদের সাথে বেশি বেশি তরুণরা হয়ত involved হওয়ার কথা ভাববে। এটা আমরা এখানে বলি নাই। কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক ইশতেহারে হয়ত আসতে পারে।

**জনাব মোঃ মুস্তাইন বিল্লাহ** (কমিশন সদস্য): আপনারা রাজনৈতিক দল হিসেবে সেটা করবেন। কিন্তু সাংবিধানিকভাবে তরুণদের অংশগ্রহণের নিশ্চয়তার জন্য কোনো measures আপনারা ভাবছেন কি না, সেটা সবার জন্যেই প্রযোজ্য হতে পারে। স্পেসিফিক্যালি ওইটাই আমি একটু জানতে চাচ্ছিলাম।

**জনাব সারোয়ার তুষার** (জাতীয় নাগরিক কমিটি): এটির ক্ষেত্রে আমরা এখানে কোনো প্রস্তাব দিইনি। কিন্তু আপনি যেহেতু বলেছেন, সেক্ষেত্রে স্থানীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে এরকম বলেছি যে, যেমন উপজেলা চেয়ারম্যান থাকে কিংবা মহিলা চেয়ারম্যান থাকে, সে ক্ষেত্রে তরুণদেরকে এমন কোনো পদ সৃষ্টি করা যায় কিনা যেটা তারা সিলেক্টেড হয়েই তরুণরা আসবে। সেই কথা স্থানীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে বলা আছে। কিন্তু জাতীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমরা স্পেসিফিক করে বলি নাই এখন পর্যন্ত। আপাতত আমরা একটা কথা স্থানীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে বলেছি যে সকল স্থানীয় নির্বাচনে অনূর্ধ্ব ৩০ বছর বয়সীদের জন্য নতুন পদ সৃষ্টি করে তাদেরকে নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। এটি হলো স্থানীয় পর্যায়ে, জাতীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে এরকম কিছু আমরা স্পেসিফিক করে বলিনি এখন পর্যন্ত।

**জনাব এম মঈন আলম ফিরোজী** (কমিশন সদস্য): বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কাছে একটা প্রশ্ন, আপনারা বলেছেন যে, বিশেষ করে গণঅভ্যুত্থানকে এক ধরনের সাংবিধানিক বৈধতা দেওয়ার কথা। এখানে প্রশ্নটির আগে একটু ছোট্ট ব্যাখ্যা দরকার। সেটা হলো যেহেতু mass appraisal idea টা নরমালি আসে যখন এন্টি এস্টাবলিশমেন্ট এর ক্ষেত্রে ইস্যুটা আসে। অথবা কনস্টিটিউশনাল অর্ডারটা যদি দেখা যায় স্বৈরতান্ত্রিক কোনো রূপ নেয় তখনই এই প্রশ্নটা আসে। জনগণের আকাঙ্ক্ষাটা তখন একটা অভ্যুত্থানের মতো রূপ নেয়। ভ্যালিডেশনটা যদি কনস্টিটিউশনে দিয়ে দেই তাহলে যেটা একটা কাউন্টার আর্গুমেন্ট বিভিন্ন জায়গা থেকে আসছে, সেটা হলো যে, অন্যরা এটির অ্যাডভান্টেজ নেওয়ার চেষ্টা করে। বিশেষ করে অন্য ফোর্স গুলো যারা থাকে বিভিন্ন ধরনের। আপনারা হয়ত বুঝতে পারছেন যে তারা এইটাকে সংবিধানে এই জিনিসটা আছে। সুতরাং আমরা এটাকে ক্যাপিটালাইজেশন করি। এটিকে এভাবে চিন্তা করা যায় কি না যে, আমরা যে-সব ফান্ডামেন্টাল রাইটসগুলো আমাদের রাজনৈতিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত, সেগুলোকেই আন কন্ডিশনাল করে দিয়ে রাইট টু মুভমেন্ট, ফ্রিডম অব অ্যাসেম্বলি আমাদের স্বাধীনতা, পলিটিক্যাল স্বাধীনতা এবং এর রিলেটেড যতগুলো আছো সেইভাবেই জিনিসটাকে কনস্টিটিউশনে আনা যায় কিনা rather than any validation clause in the preamble or any otherwise.

**জনাব আরিফ সোহেল ( বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন)** : আমরা যেটা মনে করছি সেটা হচ্ছে, বর্তমানে সংবিধান যদি সংস্কার বা পুনর্লিখন এর দিকে যেতে হয়র তাহলে এই পুনর্লিখনটি কেন হয়েছে এই প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। এটা এক্সট্রা কনস্টিটিউশনাল মনে হতে পারে। হয়ত এটা কনস্টিটিউশনের মধ্যে লেখার জরুরত টা কি সেটা একটা প্রশ্ন হতে পারে। কেন এই কনস্টিটিউশন তৈরি করা হচ্ছে? কিন্তু আমরা মনে করি যে, যে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় এটি তৈরি করার পথে ঐতিহাসিক ভাবে আমরা উপনীত হয়েছি। সেটা সংবিধানে থাকা উচিত। নাহলে এখানে বৈধতার যে প্রশ্নটা সেটা হাজির হবে এক সময়। তাই ২৪ এর গণঅভ্যুত্থান থেকে যে নতুন একটি সংবিধান লেখার প্রক্রিয়াটির সূচনা হয়েছে, এটা একটা রেফারেন্স পয়েন্ট হিসেবে অন্তত সংবিধানে উল্লেখ থাকা যায় কিনা এবং সেক্ষেত্রে অন্যান্য বিভিন্ন গ্রুপের যদি এখানে সুযোগ নেওয়ার সম্ভাবনা থাকেও, তাহলে আমরা মনে করব যে, সেটা সামাজিকভাবে বা রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করতে হবে। যারা রাজনৈতিক শক্তি বা সামাজিক শক্তি। কিন্তু এখানে কিছুটা ঝুঁকি থাকলেও আমরা মনে করি যে ২৪ কে একটা রেফারেন্স পয়েন্ট হিসেবে রাখাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বৈধতার প্রশ্নে জায়গা থেকে। কারণ সংবিধান বা একটি রাষ্ট্র, রাজনৈতিক পরিসর, কীভাবে তৈরি হবে এটি নিয়ে একটি জনগোষ্ঠী নতুন করে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। কিন্তু কেন ওই জাতিটি ওই নতুন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলো? কোন প্রক্রিয়ায় সে ওখানে উপস্থিত হলো, এটি সংবিধানে যদি উল্লিখিত না থাকে, যেটি ৭২-এর সংবিধানে রেফারেন্স পয়েন্ট হিসেবে ৭১ আছে, এপ্রিল মাসের যে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র, সেটি কিন্তু যুক্ত আছে। যদিও শেষের দিকে। যথাযথ জায়গা দেওয়া হয়নি। কিন্তু তারপরও এটি আছে। আমরা মনে করি যে এরকম কিছু থাকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। পুরোনো যে লড়াইগুলো আছে সেগুলোকে স্বীকৃতি দিবে, একাত্তরকে স্বীকৃতি দিবে। আর ফান্ডামেন্টাল রাইটস এর ক্ষেত্রে একমত, আমরা চাচ্ছি ফান্ডামেন্টাল রাইটসকে যতটুকু সম্ভব inviable হিসেবে উপস্থাপন করা যায়।

**জনাব এম মঈন আলম ফিরোজী** (কমিশন সদস্য): আপনি ভেলিডেশন বলতে স্পিরিটটিকে মিন করছেন। স্পিরিটিটি যাতে reflection হয় ঐভাবে। একটি recognition থাকবে।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ, আমরা প্রায় দেড় ঘন্টা ধরে আমরা আলোচনা করেছি, আপনারা আমাদের সাথে থেকেছেন। আমাদের বিভিন্ন রকম প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এজন্য ধন্যবাদ। আমি যেটি আগেও বলেছি, যে কোনো অংশীজনদের সাথে আলোচনায় আমরা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকি, আপনাদের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। গণঅভ্যুত্থানে আপনাদের ভূমিকার জন্য। কেননা, বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের অস্তিত্বই ঐ অর্থে আপনাদের আন্দোলনের সাফল্যের কারণে। সেজন্য আপনাদের সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আপনাদের অনুমতি পেলে আমি অধিবেশনটি শেষ করব।

**জনাব জাহিদ আহসান** ( বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন): একটা ব্যাপার ক্লিয়ার করতে চাই। আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির,কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলেছি। আমরা বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে মনে করি এই কথা বলা পর্ব শেষ না হলে আমরা কোনো লিখিত খসড়া তৈরি করতে পারব না। এজন্য এটি দিতে আমাদের একটু সময় লাগবে। আশা করি কমিশন সেটি মেনে নেবে।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): আমরা আপনাদের লিখিত বক্তব্যের জন্য অবশ্যই দেরি করব। দেরি করব মানে আমাদের সীমিত সময়ের মধ্যে। আপনারা সকলেই জানেন, অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে একটি তারিখ বেঁধে দেওয়া হয়েছে, সেক্ষেত্রে আমরা চেষ্টা করছি এবং আমি বারবার যেটি গণমাধ্যমকেও বলছি, আমাদের কমিশনের সহকর্মীরা বিভিন্নরকম ব্যস্ততাকে সরিয়ে রেখে যে পরিমাণ সময় দিয়েছেন, দিচ্ছেন, আমরা চাচ্ছি যেন ঐ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আমরা কাজটি করতে পারি। সেক্ষেত্রে আপনারা একটু সহযোগিতা করবেন। কারণ আপনাদের মন্তব্য, আপনাদের বক্তব্য, আপনাদের সুপারিশগুলো আমরাতো দেখতে চাই, অন্তর্ভুক্ত করতে চাই যেখানে সম্ভব হবে। ফলে যত দ্রুত সম্ভব আমাদের লিখিত ভার্সনটি দিলে আমাদের জন্য সহজতর হবে। এই কথা বলে আপনাদের সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি এই অধিবেশনের সমাপ্তি টানছি। ধন্যবাদ।

# অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভা

## উনবিংশ সেশনের কার্যবাহ

তারিখ : ০৯ ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ
সময় : দুপুর ১.০০ টা থেকে ২.৩০ পর্যন্ত

**উপস্থিত কমিশন সদস্যদের তালিকা:**

| | | |
|---|---|---|
| ১। | অধ্যাপক আলী রীয়াজ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও লেখক | কমিশন প্রধান |
| ২। | অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | সদস্য |
| ৩। | ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক, বার-এট-ল | সদস্য |
| ৪। | অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | সদস্য |
| ৫। | ব্যারিস্টার এম. মঈন আলম ফিরোজী, বার-এট-ল | সদস্য |
| ৬। | জনাব ফিরোজ আহমেদ, লেখক | সদস্য |

**অংশগ্রহণকারী অংশীজনদের তালিকা:**

১। ড. মোঃ আনোয়ার উল্যাহ, এফসিএমএ (সচিব, জাতীয় সংসদ সচিবালয়), বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন।

২। এটিএম সিদ্দিকুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব, বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন।

৩। ড. মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব, বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন।

৪। মোঃ আশরাফ হোসেন, যুগ্মসচিব, বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন।

৫। কে এম বদরুল হক, বিসিএস কৃষি, আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসন পরিষদ।

৬। জনাব মোঃ আরিফ হোসেন, বিসিএস কৃষি, আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসন পরিষদ।

৭। জনাব মোঃ জামিলুর রহমান, বিসিএস গণপূর্ত, আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসন পরিষদ।

৮। মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, বিসিএস সমবায়, আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসন পরিষদ।

৯। মোহাম্মদ শাহাদত হোসেন, বিসিএস প্রাণিসম্পদ।

১০। জনাব মাইকেল চাকমা।

১১। জনাব শহীদুল্লাহ ফরায়জী।

**কার্যবাহ প্রস্তুতকারক:**

১। মোঃ আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং),বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

**সম্পাদনায়:**

ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং),বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

## অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভার কার্যবাহ

## কমিশন প্রধান অধ্যাপক আলী রিয়াজ-এর সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): উপস্থিত সুধীবৃন্দ, সংবিধান সংস্কারের লক্ষ্যে মতামত ও প্রস্তাব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অংশীজনদের সঙ্গে কমিশনের এই আলোচনায় উপস্থিত হওয়ার জন্য কমিশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আমার নাম আলী রীয়াজ, আমি এই সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধানের দায়িত্ব পালন করছি। আপনারা জানেন যে সংবিধানের সংস্কার বিষয়ে সুপারিশের জন্য অন্তর্বর্তী সরকার স্বল্প সময় নির্ধারণ করে দিয়েছে। সে কারণে আপনাদের অত্যন্ত কম সময় দিয়েই আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আপনারা তাতে সাড়া দেওয়ায় আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

আমরা এখানে উপস্থিত হতে পেরেছি গত ১৬ বছরে, বিশেষত জুলাই-আগস্ট এর ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানে হাজার হাজার মানুষের আত্মদানের কারণে। আজকের এই অধিবেশনের শুরুতে আমরা সেইসব শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই এবং যারা আহত হয়েছেন তাঁদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করি। এখন কমিশনের উপস্থিত সদস্যরা তাঁদের পরিচয় দেবেন।

**( কমিশনের সদস্যগণ নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন)**

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): আমরা অনুমান করতে পারি যে, সিভিল সোসাইটির সক্রিয় অংশীদার হিসেবে এবং পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করার অর্থে সংবিধানের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনাদের অনেক কথা বলার আছে, অনেক প্রস্তাব আছে। সময়ের স্বল্পতার কারণে আপনাদের প্রতি অনুরোধ, আপনারা ১০ মিনিটের মধ্যে আপনাদের বক্তব্যের সারাংশ তুলে ধরলে সকলের মতামত শোনা এবং আলোচনা করার সুযোগ হবে। আপনাদের বিস্তারিত মতামত ও প্রস্তাব লিখিত আকারে দিলে আমাদের সহায়ক হবে। বক্তব্যের শুরুতে আপনার নাম এবং আপনি যে সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করছেন তার নাম উল্লেখ করলে আমাদের পক্ষে নোট নেওয়া সহজ হবে। আমরা আজকের অনুষ্ঠান শুরু করব মাইকেল চাকমার বক্তব্য দিয়ে।

**মাইকেল চাকমা:** ধন্যবাদ।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের পক্ষ থেকে আমাকে আজকে সংবিধান সংস্কার কমিশনের সভায় বক্তব্য তুলে ধরার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, একজন নাগরিক হিসেবে আমি সংবিধান সংস্কার কমিশনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আগস্টের চেতনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের জন্য আমি পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের পক্ষ থেকে অধ্যাপক আলী রীয়াজসহ সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম ১৯৭২ সালের সংবিধানের আগ পর্যন্ত ঐতিহাসিকভাবে একটি বিশেষ অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃত ছিল। ব্রিটিশ আমলে ১৮৭৪ সালের "Scheduled *Districts Act 1874*"এর অধীনে পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি "Scheduled *Districts*", ১৯১৫ সালের "ভারত সরকার আইন"-এর অধীনে "Backward Track", ১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইনের অধীন ও ১৯৫৬ সালের পাকিস্তানের সংবিধানে excluded area এবং ১৯৭২ সালেও পাকিস্তানের অধীনের "Tribal Area" হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর দেশের নতুন সংবিধানে অর্জিত ধারাবাহিকতা রক্ষা করে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য বিশেষ শাসনতান্ত্রিক মর্যাদাদানের দাবি জানানো হলেও তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়। এর ফলশ্রুতিতে এ অঞ্চলের জনগণের অধিকার ও মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়। ফলে রক্তক্ষয়ী এক সংঘাতের জন্ম হয়। আমরা আশা করি, এই ইতিহাসগুলোর পুনরাবৃত্তি আর ঘটবে না। আপনাদের নেতৃত্বে সংবিধান সংস্কার বা পুনর্লিখন হবে। তাতে পার্বত্য চট্টগ্রামের তার বিশেষ শাসনতান্ত্রিক মর্যাদা ফিরে পাবে এবং এই অঞ্চলের জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে। এই আশা নিয়েই আমি আপনাদের কাছে আবেদন করছি।

একই সাথে আমি আরও কিছু বিষয় যোগ করছি। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয়ে আমাদের কিছু সুনির্দিষ্ট লিখিত প্রস্তাবনা আছে। এই প্রস্তাবনা আমি যথাযথ সময়েই আপনাদের কাছে পাঠিয়ে দেব। সেটি বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে, সেটি আমি বিস্তারিত বলছি না। তবুও এখানে সংক্ষিপ্তভাবে যেটুকু বলতে হয় ততটুকই তুলে ধরছি। ১৯৭২ সালে যে সংবিধান রচিত হয়েছিল, আমরা আশা করেছিলাম, সেখানে আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে। কিন্তু দেখা গেল বাস্তবে সেরকম কিছু ঘটেনি। বরং আমরা দেখেছিলাম এখানে তিক্ত হলেও সত্য যেটি পাকিস্তান আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামের যে মর্যাদা ছিল, দেশ স্বাধীনের পর যে সংবিধান হয়েছে সেটুকুও রাখা হয়নি। যদিও আমরা দেখেছিলাম, ১৯৬৩ সালে পাকিস্তানের সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিশেষ উপজাতি এলাকা যে মর্যাদা ছিল সেটি বাতিল করেছিল তারা। তারপর ১৯৬৬ সালে ঢাকা হাইকোর্ট কর্তৃক Hill-tracts manual-এর ৫১ ধারা বাতিল করে দেয়। এরপর যা হয়, পার্বত্য চট্টগ্রামে বহিরাগত অনুপ্রবেশের যে বিধিনিষেধ ছিল, সেটি উঠে যায় এবং সেখানে বাইরে থেকে বহিরাগত অনুপ্রবেশ বড় আকারে শুরু হয়। মূলত ৫১ বিধিতে বহিরাগত প্রবেশের নিয়ন্ত্রণ আরোপ ছিল। এক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশের ফলে সেখানে পাহাড়িরা

চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনুপ্রবেশ বা বসতিস্থাপন ব্যবস্থা পাহাড়িদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন বিকাশের জন্য অপরিহার্য হলেও তা ক্ষতুন্ন হয়ে যায়। এজন্য আমি মনে করি, ১৯৭১ সালে সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের দ্বন্দ্ব রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবে পার্বত্যবাসীদের সাথে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অমীমাংসিত দ্বন্দ্ব মীমাংসার দায়িত্ব বর্তেছিল তখন যারা রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে ছিল তাদের ওপর বা রাষ্ট্রের ওপর। কিন্তু উগ্র জাতীয়তাবাদের জোয়ারে ভেসে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে অধিকতর ফ্যাসিবাদী নীতি বা চেহারা বা রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। পাকিস্তান আমলে শেখ মুজিব লাহোর প্রস্তাবেরভিত্তিতে পূর্ব বাংলার আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আন্দোলন করেছিলেন। লাহোর প্রস্তাবে সংখ্যালঘুদের যে অধিকার স্বীকৃত ছিল স্বাধীন দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে শেখ মুজিবুর রহমান তা ভুলে গেলেন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের যে দাবি সে দাবিকে নাকচ করে দিলেন। শুধু তা নয়, উপরন্তু আমরা দেখেছি, শেখ মুজিব কীভাবে তার ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে ১৯৭৩ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি রাঙ্গামাটিতে পুরাতন কোর্ট ভবনে যে বিশাল সমাবেশ হয়েছিল সেদিন তিনি তার সকল দর্শক শ্রোতাদের হতাশ করে তিনি বলেছিলেন, পাহাড়িদেরকে বাঙালিতে পদোন্নতি দিচ্ছি। শেখ মুজিবুর রহমানের এই যে বক্তব্য ছিল, সে বক্তব্যে কিন্তু পাহাড়ি জনগণ বা সেখানকার স্থানীয় যারা জনগণ ছিলেন তারা সহজভাবে গ্রহণ করেনি। তারপর এই যে সংবিধান রচিত হলো, তারপর থেকে যতবার সংশোধন আনা হয়েছিল, ততবারই কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে বৈষম্য হয়েছে। অন্তত পাকিস্তান পিরিয়ডের যে অধিকারগুলো ছিল সে অধিকারগুলো কোনোভাবেই এখনও প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। এমনকি সেখানকার জনগণের যে সাধারণ আশা আকাঙ্ক্ষা, দাবি, সেই দাবিকে কখনও যথাযথভাবে মেনে নেওয়া হয়নি। আমি একজন পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে আজকে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলব, এই যে সংবিধান সংস্কার কমিশন গঠন হয়েছে, নতুন বাংলাদেশের কথা বলা হচ্ছে, দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধের কথা বলা হচ্ছে, আমরা আশা করি এই নতুন বাংলাদেশে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ যথাযথ ন্যায়বিচার পাবে এবং তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। এই নতুন বাংলাদেশে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ গঠনের মাধ্যমে আমরা নিজেদের মতো করে সম্মান ও মর্যাদার মধ্য দিয়ে এই দেশে বসবাস করতে পারব। সেই প্রত্যাশা আমি রাখছি। আমাদেরতো অনেক চাওয়ার আছে। সমতলের মানুষজন যেভাবে আশা আকাঙ্ক্ষা করেছে ঠিক সেরকম আশা আকাঙ্ক্ষা আমরাও করি। আমি আরেকবার সেই আকাঙ্ক্ষার কথা পুনর্ব্যক্ত করে আমার লিখিত প্রস্তাব যেটুকু আছে যথাসময়ে আমি এই কমিশনকে হস্তান্তর করব। সেই সুযোগ আশা করি পাব। সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

আপনার লিখিত বক্তব্যের জন্য আমরা অপেক্ষা করব। নিশ্চয় আপনি লক্ষ্য করবেন যে, আমাদের সময়ের স্বল্পতার একটি বিষয় আছে। কারণ ৩০ তারিখের মধ্যে আমাদের সুপারিশগুলো দেওয়ার কথা। আপনি যদি অত্যন্ত দ্রুততার সাথে এগুলো সরবরাহ করেন, আমাদের কাজে সহযোগিতা হবে। আমি এখন আহ্বান জানাব জনাব শহীদুল্লাহ ফরায়েজিকে তাঁর বক্তব্য দেওয়ার জন্য।

**জনাব শহীদুল্লাহ ফরায়জী** (অংশীজন): জনাব আলী রীয়াজসহ সংবিধান সংস্কার কমিশনের সম্মানিত সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি, শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, ভালোবাসা জ্ঞাপন করছি। আমি ১০ মিনিটের মধ্যেই আমার সংক্ষিপ্ত প্রস্তাবনা শেষ করব এবং লিখিত প্রস্তাবনা আপনাদের কাছে হাজির করব।

আজকে বক্তব্যের শুরুতেই অগণিত ছাত্র-জনতা, শিশু ও নারীর মূল্যবান জীবনের বিনিময়ে আজ আমরা ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র বিনির্মাণের স্বপ্নের স্থাপত্য সংসদ ভবনে মিলিত হয়েছি। যাদের আত্মত্যাগ, যাদের অঙ্গ হারানো, যাদের দৃষ্টিশক্তি হারানো, যারা গুপ্ত হত্যার শিকার, যারা রাষ্ট্রের গোপন বন্দিশালায় বন্দী থেকে আমাদের মুক্তি করেছেন তাদের প্রতি অগণিত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে কয়েকটি বিষয় উত্থাপন করছি। এই অঞ্চলের মানুষ বিশেষ করে শোষিত, নিপীড়িত বাঙালি জনগোষ্ঠী নিজেদের মুক্তির স্বপ্ন নিয়ে ১৯৭১ সালে নিজেরা নিজেদের সংবিধান প্রণয়নের জন্য অভূতপূর্ব, অসম সাহসিকতা, অনন্য সাধারণ বিপ্লবী ভূমিকার কারণে বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডের জনগণ সশস্ত্র যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে এবং জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ ঘটে। প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা এবং দৃঢ় বিশ্বাসে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য ও মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক সুবিচার এই ত্রয়ী দার্শনিকভিত্তিতে সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্ররূপে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করা হয়। কিন্তু ১৯৭২ সালে সংবিধান প্রণয়নকালে স্বাধীনতার মর্মবস্তুকে উপেক্ষা করার ফলে রাষ্ট্রগঠন এবং পুনর্গঠনের বিরাট সম্ভাবনা হাতছাড়া হয়ে যায়। একটি কঠিন বাস্তবতা আপনাদের সামনে হাজির করার সুযোগ পেয়েছি। সেটি হলো আমাদের রাষ্ট্রগঠনের দার্শনিকভিত্তিকে উপলব্ধি করার সীমাবদ্ধ বিপদটাই আমাদের রাষ্ট্রের বিপর্যয়ের প্রধান শত্রু। আমাদের বিপর্যয়ের কারণ কোনো ব্যক্তিবিশেষ নয়। বরং এর কারণ ঐতিহাসিক। যার বাস্তবতা হলো রাষ্ট্রের দার্শনিক ভিত্তিকে পুরোপুরি না বুঝার ফের। এই দার্শনিক ভিত্তি যথার্থ উপলব্ধি এবং চর্চা করতে পারলেই জাতীয় রাজনীতিতে মৌলিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে। ত্রয়ী দার্শনিক ভিত্তিকে প্রজাতন্ত্রের দার্শনিক ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা না করে তা ধারণ এবং লালন না করায় রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যবস্থা ঔপনিবেশিক মডেল

অক্ষত থেকে যায়। অর্থাৎ পুরানো শাসন এবং শোষণমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠা জনগোষ্ঠীর উচ্চতর আশা আকাঙ্ক্ষা এবং অভিপ্রায়ভিত্তিক রাষ্ট্র অনুপস্থিত হয়ে পড়ে। ক্রমাগত রাজনৈতিক অস্থিরতা, জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার অপূর্ণতা ঔপনিবেশিক শাসনের প্রবণতা প্রকট হয়, রাজনৈতিক সংকট গভীরতর হয়ে, একদলীয় বাকশাল ১৯৭২ সালে সংবিধানের মৌলিক কাঠামোকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। পরবর্তীতে সামরিক শাসন, রাষ্ট্রপতি হত্যাসহ রাজনৈতিক অস্থিরতা ও রক্তাক্ত অধ্যায়ের মাধ্যমে জাতীয় রাজনীতিতে অগণতান্ত্রিক, ব্যক্তিতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক অপরাজনীতির উত্থান ঘটে। গত ১৫ বছরে রাষ্ট্রকে আইন বহির্ভূত দুর্বৃত্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করে গড়ে তোলা হয়েছে। সমগ্র দেশকে কারাগারে পরিণত করা হয়েছিল। ৮টি গোপন বন্দিশালা নির্মিত হওয়ায় এবং বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগের অঙ্গীভূত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ায় বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি রাষ্ট্রের চরিত্র হারিয়ে ফেলা একটি ভূখণ্ডে পরিণত হয়। বিপুল অর্থ সম্পদ লুণ্ঠন ও অর্থসম্পদ পাচারের ফলে এবং নির্বাচনি প্রতারণার মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলে রাখার দীর্ঘ প্রক্রিয়া রাষ্ট্রকে নৈতিক এবং আর্থিকভাবে ধ্বংস করে। বাংলাদেশ যে একটি প্রজাতন্ত্র তা অতীত স্মৃতিতে পরিণত করে দেয়। রাষ্ট্র এবং জনগণের সম্পর্ক হয়ে দাঁড়ায় শিকার এবং শিকারির। মুক্তিযুদ্ধের নামে, স্বাধীনতার চেতনার নামে ভয়ঙ্কর অপরাধী এক অনমনীয় অবিনশ্বর বয়ান হাজির করে শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদী সরকার। আমাদের প্রিয় ছাত্র জনতা  মৃত্যুকে সংবর্ধিত করে,  মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে, হাজার প্রাণ, হাজার স্বপ্ন, হাজার দৃষ্টিশক্তিকে নৈবেদ্য দিয়ে নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণের এক স্বপ্ন হাজির করেছেন। সংবিধানকে যদি নৈতিকভাবে লালন করা না হয়, তাহলে শাসকদের খেলার পুতুলে পরিণত হয়। শুধু আইন দ্বারা রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক হবে না, যদি রাষ্ট্র পরিচালনাকারীরা গণতন্ত্রের প্রতি নিরঙ্কুশ আনুগত্য প্রদর্শন না করে। কারণ আইন হচ্ছে যান্ত্রিক যা মানুষের সংস্পর্শে সচল হয়। আমি কমিশনের আবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আপনাদের সংবিধান সংস্কারের মূল ভিত্তি হবে রাষ্ট্রকে দর্শনগতভাবে উপস্থাপন করা। জনগণের সার্বভৌমত্ব এবং আইনগত সার্বভৌমত্ব সংগত উপায়ে ও ন্যায়সংগতভাবে বণ্টন করা। সংবিধান সংস্কার কমিশনের এবং আমাদের সকলকে মনে রাখতে হবে দীর্ঘ ফ্যাসিবাদ আমাদের ন্যায্য উপলব্ধির সামর্থ্যকে বিনষ্ট করে দিয়েছে। শুভ চিন্তার সামর্থ্যকে বিনষ্ট করে দিয়েছে। তাই আমাদের আত্মঘাতী প্রবণতা ও যৌক্তিক সংস্কৃতির হ্যাজিমনি অন্ধ দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনায় রেখে আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনায় বেশ কিছু বিষয় বিশেষ করে রাষ্ট্রের দার্শনিক, রাজনৈতিক, সংস্কৃতি নির্দেশনা উল্লেখ করা খুবই জরুরি। তাই আমার প্রস্তাবে ক্ষমতা কাঠামোর পরিবর্তে দার্শনিক ভিত্তিকে বারবার পুনর্ব্যক্ত করেছি। সংবিধানের প্রস্তাবনায় উল্লেখ করেছি, রাষ্ট্রের আদর্শ হবে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার। এই ত্রয়ী হচ্ছে রাষ্ট্রের দার্শনিক ভিত্তি। গণতন্ত্র হবে রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি এবং নাগরিক জীবনের সুরক্ষা হবে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। এই ৫টি হবে রাষ্ট্রের দার্শনিক ও প্রায়োগিক ভিত্তি। প্রস্তাবনায় আরও উল্লেখ করতে হবে যে আমরা কীসে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা কীসে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মানুষের ওপর প্রভুত্ব বিস্তারের স্বৈরাচার বা ফ্যাসিবাদ ব্যবস্থায় রাষ্ট্র কখনও ফিরে আসবে না। প্রজাতন্ত্রকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় রূপান্তর করে বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থাই হবে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আমাদের দৃ ঢ়প্রতিজ্ঞা, determined শুধু জনগণের অভিপ্রায়ে রাষ্ট্র পরিচালিত হবে। কোনো বাইরের শক্তি দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে সংবিধানের দর্শন অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনায় আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমাদের জাতীয় ঐক্য, স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষায় জাতীয় ঐক্য হবে সকল অপশক্তি মোকাবেলা করার প্রেরণা। আর আমরা guided থাকব, আমরা কী দ্বারা নির্দেশিত হবো। আমরা guided থাকব সাম্য মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার এই ত্রয়ী দর্শনের ভিত্তিতে দেশজ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধারণ করে ১৯৭১ ও ২০২৪ এর নির্দেশনায় পরিচালিত হওয়া। আমরা ঘোষণা করব, রাষ্ট্রের সকল আইনের উৎস হবে মানবিক মর্যাদা সুরক্ষা করা। রাষ্ট্র সকল মানুষের পূর্ণ মানবিক মর্যাদা সুনিশ্চিত করবে। রাষ্ট্র কোনো অবস্থায় মানুষের মর্যাদা বিপন্ন করবে না। এছাড়া আমি ৩৯টি অনুচ্ছেদের সংশোধন বা প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করেছি। নতুন কয়টি অধ্যায় যোগ করেছি। রাষ্ট্রের আইনগত, দর্শনগত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারির ১০ এপ্রিলকে প্রজাতন্ত্র দিবস ঘোষণার দাবি করেছি। জাতীয়তাবাদ প্রশ্নটিকে স্থায়িত্ব বিকাশের স্বার্থে এবং পরাশক্তির সীমান্ত অতিক্রমের আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিরোধ করার জন্য বেশ গুরুত্ব দিয়েছি। সংবিধান লঙ্ঘন করে যারা অবৈধভাবে ক্ষমতায় আসীন হবে তাদের বিরুদ্ধে জনগণের বিদ্রোহ বা অভ্যুত্থানকে জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রস্তাবনা দিয়েছি। বিদ্যমান সংবিধানে রাষ্ট্রের মূলনীতি বলে যে অপব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে সেগুলোকে আমি রাষ্ট্রের নির্দেশনামূলক নীতি বলে উল্লেখ করেছি। রাষ্ট্রপতি, সংসদসহ নির্বাচিত সকল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের মেয়াদ ৪ বছর করার প্রস্তাব করেছি। আমি মন্ত্রিপরিষদকে যৌথভাবে এবং এককভাবে সংসদের নিকট জবাবদিহিতার প্রস্তাব দিয়েছি। ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করেছি। সংসদের উচ্চকক্ষ সৃজন এবং উচ্চকক্ষে শ্রমজীবী, কর্মজীবীদের প্রতিনিধিত্ব চেয়েছি। বিদ্যমান সংকুচিত গণতন্ত্রকে আরও সম্প্রসারিত করে অংশীদারিত্বের গণতন্ত্রের কথা উল্লেখ করেছি। আমি প্রধান বিচারপতিকে বেঞ্চ গঠন এবং ভেঙে দেওয়ার মত অসীম ক্ষমতাকে আইনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব দিয়েছি। রাষ্ট্রপতি শপথ গ্রহণ করবেন বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির নিকট, বিদ্যমান ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি শপথ গ্রহণ করেন স্পীকারের নিকট। যা রাষ্ট্রের প্রজাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যের সাথে আত্মঘাতী। প্রধান বিচারপতি শপথ পড়াবেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে। দুইটি প্রজাতন্ত্রের পদ আছে। একটি হচ্ছে, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি এবং অন্যটি হচ্ছে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি। কিন্তু আমাদের বিচার বিভাগকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য

চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি স্পীকারের কাছে শপথ নেয়। এটি আমাদের মৌলিক প্রশ্ন। প্রধান বিচারপতির নিকট রাষ্ট্রপতি শপথ নেবেন। আর স্পীকার এবং ডেপুটি স্পীকারও প্রধান বিচারপতির নিকট শপথ নেবেন।

আমি বাংলাদেশের সংবিধানে একটি নতুন বিষয় উত্থাপন করেছি। যেটি আমাদের সংবিধানে নেই। সেই হচ্ছে জনগণেরও একটি মৌলিক দায়িত্ব আমাদের দেওয়া দরকার। জনগণের কর্তব্য। আমরা শুধু রাষ্ট্রের মৌলিক কর্তব্য দিয়েছি। জনগণের মৌলিক কর্তব্য হিসেবে আমি ১০টি মৌলিক কর্তব্য সংযোজন করেছি। মৌলিক অধিকারের পরে এই নতুন অধ্যায় সংযোজন করেছি মৌলিক কর্তব্য হিসেবে। আমি শৃঙ্খলাবাহিনী থেকে পুলিশ বাহিনীকে অব্যাহতি চেয়েছি। আমি শপথ লঙ্ঘনকারীদের আইনের আওতায় আনার প্রস্তাব দিয়েছি। যারা শপথ গ্রহণ করেন কিন্তু শপথ লঙ্ঘন করার পর তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। এটি আমাদের সংবিধানকে আরও জটিল করে তুলেছে। যারা শপথ গ্রহণ করবেন, তারা শপথ লঙ্ঘন করলে তাদের আইনের আওতায় নিতে হবে। অগণিত আত্মত্যাগ এবং লড়াইয়ের পর ঐতিহাসিক প্রয়োজনে আপনারা সংবিধান সংস্কারের মহান দায়িত্ব পেয়েছেন। আমি আশা করি. রাষ্ট্রের দার্শনিক ভিত্তি হবে সংবিধান প্রণয়নের পূর্ব শর্ত। সুতরাং সংবিধানের প্রস্তাবনা দার্শনিক ভিত্তি, অঙ্গীকার, নির্দেশনা এবং ঘোষণার বিষয়েও উল্লেখ থাকলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এই প্রস্তাবনা থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করবে এবং যুগের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হবে। এতে সংবিধান হবে অতীত এবং ভবিষ্যতের সেতু এবং সময়ের দর্পণ। আমাদের জনগোষ্ঠীর একমাত্র মন্ত্র, ধ্যান, জ্ঞান হচ্ছে গণতন্ত্র। উচ্চতর গণতন্ত্রকেই রাষ্ট্র পরিচালনায় এবং ক্ষমতায়নে কার্যকর করতে হবে। সর্বশেষ কথা হচ্ছে কোনো প্রস্তাবই নিরঙ্কুশ নয়। কোনো তত্ত্বও স্বতঃসিদ্ধ বা চিরন্তন নয়। আর মানুষ হিসেবে আমরাও সর্বজ্ঞ নই। তবুও আমি আশা করি সংবিধান সংস্কার কমিশন জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠায় তথা প্রজাতন্ত্রের ওপর জনগণের মালিকানা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে একটি সাংবিধানিক প্রস্তাবনা উপহার দিয়ে ঐতিহাসিক সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচন করার মহৎ নৈতিকত্ব সম্পন্ন করবেন। আমি আরাও আশা করি, বহু মতের বহু কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনির মাঝে আমার প্রস্তাবগুলো আপনাদের সুবিবেচনায় থাকবে, সুনজর থেকে বঞ্চিত হবে না। আপনাদের সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করি।

ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): আন্তঃক্যাডার প্রতিনিধিদলের একটি প্রতিনিধিদল এখানে উপস্থিত আছে। আমি অনুমান করছি আপনাদের পক্ষ থেকে একজন বক্তব্য রাখবেন। আপনারা যদি আপনাদের প্রত্যেকের পরিচিতি দেন তাহলে রেকর্ডিং এর ক্ষেত্রে সুবিধা হবে।

(অতঃপর সকলে তাদের নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন)

আমি দেখতে পাচ্ছি যে, আপনাদের একটি লিখিত বক্তব্য আছে। তার সারসংক্ষেপ যদি উপস্থাপন করেন এবং আপনাদের লিখিত বক্তব্যটি আমাদের কাছে দেওয়া হলে রেকর্ডে যুক্ত হবে। কমিশন সেগুলো বিবেচনা করবে। আপনাদের প্রস্তাবগুলোর সারসংক্ষেপ যদি উপস্থাপন করেন।

**জনাব আরিফ হোসেন** (বিসিএস কৃষি, আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসন পরিষদ): ধন্যবাদ স্যার।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। প্রথমেই আমরা আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসন পরিষদের পক্ষ থেকে সকলকে শুভেচ্ছা জনাচ্ছি এবং আমরা আশা করছি আপনার নেতৃত্বে যে সংবিধান সংস্কার কমিশন গঠিত হয়েছে এটি অত্যন্ত সুন্দর এবং প্রাঞ্জল একটি প্রস্তাবনা আমাদের অন্তর্বর্তী সরকারের নিকট পেশ করবে। বিশেষ করে অধ্যাপক আলী রীয়াজ স্যারের প্রতি আমাদের অনেক আস্থা, আপনি অনেক দূর থেকে অনেক কিছু ত্যাগ করে দেশপ্রেমের কারণে এখানে এসেছেন। আমরা আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ এবং আপনার সুস্বাস্থ্য এবং কমিশনের একটি সার্থক রূপকার হিসেবে আপনাকে কামনা করছি।

মাননীয় কমিশন, গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি ১৯৭১ এর মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে শুরু করে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শহিদদের। শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি ২০২৪ সালের অকুতোভয় ছাত্র জনতাকে যারা বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। হাজারো প্রাণ এবং কোটি মানুষের দীর্ঘশ্বাসের বিনিময়ে বৈষম্যহীন দেশ গঠনে গঠিত হয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। এ সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর বৈষম্যহীন ও জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনের জন্য রাষ্ট্র সংস্কারে মনোনিবেশ করেছে। সরকারের সকল সেক্টরের পরিকল্পনা প্রণয়ন, নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের কাজ করে থাকে সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তাগণ। বিগত দিনে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের ক্যাডারগুলোর মধ্যে সীমাহীন বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়েছে। স্ব স্ব পেশাজীবীদের সেবা থেকে দেশকে বঞ্চিত করা হয়েছে। প্রতিটি সেক্টরে নীতি নির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন অদক্ষ ও অপেশাদারদের হাতে থাকায় দীর্ঘদিনেও জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র হয়ে ওঠেনি বাংলাদেশ। ফলে একদিকে বৈষম্যের শিকার ক্যাডার সদস্যগণ তাদের দায়িত্ব পালনে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন অদ্যদিকে মেধার যথাযথ মূল্যায়ন না থাকায় স্বাধীনতার ৫৩ বছর পেরিয়ে গেলেও জনবান্ধব সরকার কাঠামো গড়ে উঠেনি। যেহেতু রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে সিভিল

প্রশাসন, তাই টেকসই উন্নয়নের জন্য জনবান্ধব সিভিল সার্ভিস প্রয়োজন। আবার চাকুরিতে প্রবেশকালে কোটা বৈষম্য দূর করতে গিয়ে ছাত্ররা তাদের বুকের রক্ত ঝড়ালো ঠিক একই রকম চাকরিতে প্রবেশ করার পর বৈষম্য দূর করে তাদের সুন্দর একটি কর্মপরিবেশ উপহার দেওয়া আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। আমাদের পরিষদের অন্তর্ভুক্ত ২৫ ক্যাডারের সমস্যা সমাধানে গভীরভাবে পর্যালোচনা করেছে আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসন পরিষদ। জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনের অন্তরায়সমূহ পর্যালোচনা করতে গিয়ে ৩টি মূল সমস্যা আমরা চিহ্নিত করেছি।

১। মন্ত্রণালয়ে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অনভিজ্ঞ ও অপেশাদার কর্মকর্তা পদায়ন

২। আইনের ব্যত্যয় ঘটিকে উপসচিব ও তদূর্ধ্ব পদে কোটা পদ্ধতি প্রয়োগ

৩। আন্তঃক্যাডার বৈষম্য।

উল্লিখিত ৩টি সমস্যা সমাধান করলে সিভিল সার্ভিসের ক্যাডারগুলোর মধ্যে বৈষম্য দূর হবে ও জনবান্ধব রাষ্ট্রকাঠামো তৈরি হবে। বিদ্যমান সমস্যাসমূহ সমাধান ও সংবিধানের যে অনুচ্ছেদ, উপ-অনুচ্ছেদের সাথে বিদ্যমান ব্যবস্থা সাংঘর্ষিক আমরা তার ব্যাপারে একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে চাই।

বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগ রাষ্ট্রপরিচালনারর মূলনীতি-এর অনুচ্ছেদ-১৯ এর (১) এ বলা হয়েছে ''সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবে।''

অনুচ্ছেদ ২০(১) এ ''কর্ম হইতেছে কর্মক্ষম প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে অধিকার, কর্তব্য ও সম্মানের বিষয়, এবং "প্রত্যেকের নিকট হইতে যোগ্যতানুসারে ও প্রত্যেককে কর্ম অনুযায়ী"- এই নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেকে স্বীয় কর্মের জন্য পারিশ্রমিক লাভ করিবেন।''

বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় ভাগ মৌলিক অধিকার-এর অনুচ্ছেদ ২৯(১) এ বলা হয়েছে, '' প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।''

বাংলাদেশ সংবিধানের নবম ভাগ, বাংলাদেশের কর্মবিভাগ প্রথম পরিচ্ছেদের অনুচ্ছেদ ১৩৩ এ ''এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা প্রজাতন্ত্রের কর্মে কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, এই উদ্দেশ্যে আইনের দ্বারা বা অধীন বিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত অনুরূপ কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী নিয়ন্ত্রণ করিয়া বিধিসমূহ-প্রণয়নের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে এবং অনুরূপ যে কোনো আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে অনুরূপ বিধিসমূহ কার্যকর হইবে।'' বাংলাদেশ সংবিধানের উল্লিখিত ধারারসমূহের অস্পষ্টতা থাকায় মূলনীতির ব্যত্যয় ঘটিয়ে প্রতিটি ক্যাডারের অভিজ্ঞ ও দক্ষ কর্মকর্তাদের স্ব স্ব মন্ত্রণালয়ের প্রধান হিসেবে নিয়োগ না দিয়ে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অনভিজ্ঞ ও অপেশাদার কর্মকর্তাদের নিয়োগ প্রদান করা হয়ে থাকে। এমনকি কিছু কিছু ক্যাডারের মহাপরিচালক পদেও প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের পদায়ন করা হয়ে থাকে। যা সুস্পষ্টভাবে সংবিধানের মূল চেতনার পরিপন্থি। এমতাবস্থায় আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসন পরিষদ আশা করে, সংবিধানের ধারাগুলোকে আরও স্পষ্ট করে বৈষম্যগুলোকে দূর করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অনভিজ্ঞ ও অপেশাদার কর্মকর্তা পদায়নে যে সমস্ত সমস্যা হয় আমরা তা চিহ্নিত করেছি। এর ফলে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার অভাবে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সমস্যা হয়। জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতার অভাব ঘটে। দৈনন্দিন কাজে দীর্ঘসূত্রিতা হচ্ছে। বিভিন্ন খাতে ব্যর্থতা ও জনগণের অসন্তোষ তৈরি হচ্ছে। সিভিল সার্ভিসে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার মাধ্যমে রাজনীতিতে স্বৈরাচারীত্ব কায়েমে সহযোগিতা করা হচ্ছে।

এরপর ২নং সমস্যায় যেটি উল্লেখ করেছি। উপসচিব ও তদূর্ধ্ব পদে কোটা পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে বিরাজমান সমস্যাসমূহ। সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী"। বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগ যেখানে বলা হয়েছে রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতিতে যে সকল নাগরিকের সুযোগের সমতা নিশ্চিত করা, সংবিধানের তৃতীয় ভাগে যেখানে মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে ২৯(১) অনুচ্ছেদে যে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ ও পদলাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে। ২৯ (৩) অনুচ্ছেদে নাগরিকদের যে কোনো অনগ্রসর অংশ যাদের প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করিতে পারেন, সে উদ্দেশ্যে তাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না। অথচ সংবিধান লঙ্ঘন করে প্রশাসন ক্যাডার উপসচিব ও তদূর্ধ্ব পদে কোটা পদ্ধতি চালুর মাধ্যমে অন্যান্য ক্যাডার সদস্যদের সাংবিধানিক অধিকার হরণ করে চলেছে। প্রজাতন্ত্রের প্রশাসন সংস্কারে এ যাবত যতগুলো কমিশন গঠিত হয়েছে তারা প্রজাতন্ত্রের প্রতিটি পদসমূহে উন্মুক্ত পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে নিয়োগের কথা বলেছেন। অথচ ২০১৮ সালের ১৪ নভেম্বর Services Reorganization and Conditions act 1975 রহিত করে এবং ২০২৪ সালে প্রশাসন ক্যাডারভুক্ত সকল কর্মকর্তাদের জন্য সরকারের উপসচিব ও তদূর্ধ্ব পদ তফসিলভুক্ত করে গেজেট প্রকাশ করে। এর মাধ্যমে সরকার উপসচিব ও তদূর্ধ্ব পদে পদোন্নতির জন্য প্রশাসন ক্যাডার সদস্যদের আর কোনো পরীক্ষা বা এসএসবি বোর্ডের সম্মুখীন

হতে হবে না। অন্য ক্যাডারের জন্য এসব পদ অঘোষিতভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। উপসচিব ও তদূর্ধ্ব পদে কোটা পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে যে সমস্ত সমস্যা হচ্ছে তা হচ্ছে কোটার প্রাধান্য, মেধার অবমূল্যায়ন ও জনসেবা বিঘ্ন যা ছাত্র জনতার আন্দোলনের চেতনার সম্পূর্ণ পরিপন্থি। মন্ত্রণালয়গুলোতে ভারসাম্যহীনতা ও একটি ক্যাডারের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা। মন্ত্রণালয়গুলোতে একটি ক্যাডারের সদস্যদের জবাবদিহিবিহীন সংস্কৃতি, কোটায় নিয়োগ পেয়ে সকল মন্ত্রণালয় বা সেক্টরে আধিপত্যের মনোভাব, সিভিল সার্ভিসের উদ্দেশ্য ব্যাহত, আন্তঃক্যাডার বৈষম্য সৃষ্টি ও সংবিধান পরিপন্থি কর্মকাণ্ড।

আন্তঃক্যাডার বৈষম্যের ৩ নম্বর দাবিতে আমরা বলেছিলাম, বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি, সেখানে অনুচ্ছেদ ২১(২) এ সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা, প্রজাতন্ত্রে কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য। জনগণের সেবক কখনই প্রশাসক হতে পারে না। তাই কোনো ক্যাডার বা পদের নামের সাথে প্রশাসক থাকা অসাংবিধানিক বলে আমরা মনে করি। বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ ভাগ, নির্বাহী বিভাগ, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, স্থানীয় সরকার। ''আইন অনুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে।'' এই ধারা অনুসারে জেলা উপজেলার সকল দপ্তরসমূহকে স্থানীয় সরকারের ওপর ন্যস্ত করা যেতে পারে এবং সমন্বয়ের নামে এককভাবে কাউকে অতিক্ষমতায়িত না করার জন্য আমরা সবিনয়ে অনুরোধ করছি।

যাতে স্থানীয় সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা ও দুর্নীতি কমানো সম্ভব হবে এবং জনগণ সহজেই কাঙ্ক্ষিত সেবা পাবে। সংবিধানের অনুচ্ছেদে ৫৯(২) এ বলা হয়েছে যে ''এই সংবিধান ও অন্য কোন আইন সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা যে-রূপ নির্দিষ্ট করিবেন, এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লিখিত প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান যথোপযুক্ত প্রশাসনিক একাংশের মধ্যে সেইরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন এবং অনুরূপ আইনে নিম্নলিখিত বিষয়সংক্রান্ত দায়িত্ব অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবে:"

৫৯(২)(ক) বলা হয়েছে, 'প্রশাসন ও সরকারি কর্মচারীদের কার্য;" এখানে প্রশাসন শব্দটি বাদ দেওয়া যেতে পারে।

বাংলাদেশ সংবিধানের সপ্তম ভাগ নির্বাচন। ''এই ভাগের অধীন নির্বাচন কমিশনের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনের জন্য যে-রূপ কর্মচারী প্রয়োজন হইবে, নির্বাচন কমিশন অনুরোধ করিলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কমিশনকে সেইরূপ কর্মচারী প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন।'' নির্বাচন কমিশনকে দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষের কর্তব্য হইবে। অথচ শুধু একটি ক্যাডার সহায়তার নামে সকলের ওপর খবরদারি করে এবং অন্য সকল দপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রিজাইডিং, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগ দেওয়া হয়। নির্বাচনকালীন মোবাইল কোর্ট পরিচালনার দায়িত্বে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের ন্যস্ত করলে নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হবে।

বাংলাদেশের সংবিধানের নবম ভাগ। বাংলাদেশের কর্মবিভাগ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। অনুচ্ছেদ ১৩৭ এ বলা হয়েছে, '' আইনের দ্বারা বাংলাদেশের জন্য এক বা একাধিক সরকারি কর্মকমিশন প্রতিষ্ঠার বিধান করা যাইবে এবং একজন সভাপতিকে ও আইনের দ্বারা যে-রূপ নির্ধারিত হইবে, সেইরূপ অন্যান্য সদস্যকে লইয়া প্রত্যেক কমিশন গঠিত হইবে।'' অনুচ্ছেদ ১৩৮ (১) এ বলা হয়েছে, '' প্রত্যেক সরকারি কর্মকমিশনের সভাপতি ও অনানা সদস্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন- তবে শর্ত থাকে যে, প্রত্যেক কমিশনের যতদূর সম্ভব অর্ধেক (তবে অর্ধেকের কম নহে) সংখ্যক সদস্য এমন ব্যক্তিগণ হইবে, যাহারা কুড়ি বৎসর বা ততোধিককাল বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যে কোন সময়ে কার্যরত কোন সরকারের কর্মে কোন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।'' এই ধারার অপব্যবহারের মাধ্যমে সকল কমিশনে প্রশাসন ক্যাডার প্রাধান্য পায়, কারণ কমিশনগুলো কোনো না কোনো মন্ত্রণালয় প্রস্তাব করে থাকে। অথচ বিগত সকল পিএসসিতে এবং অন্য সকল কমিশনে এমনিক বর্তমান সময়ে গঠিত বিভিন্ন কমিশনেও একটি বিশেষ ক্যাডারের সদস্যদের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ সংবিধানে বিষয়সমূহের ওপর সুস্পষ্টভাবে আলোকপাত করা হলে সংবিধানের অপব্যবহার রোধ করে ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ ও জনসেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে বলে আমরা মনে করি। প্রশাসন ক্যাডার ব্যাচভিত্তিক পদোন্নতি, সুপার নিউমারারি, ইনসিটু ও ভূতাপেক্ষিক পদোন্নতির ব্যবস্থা করে নিজেদের সময়মতো পদোন্নতির ব্যবস্থা করে নিয়েছে। অথচ অন্য ক্যাডারের ক্ষেত্রে এসব সুবিধা অনুপস্থিত। বিভিন্ন ক্যাডারকে নিম্নপদে আটকে রেখে প্রতিষ্ঠানসমূহের এক বা একাধিক পদে একটি ক্যাডারের আধিপত্য রয়েছে। শুধু প্রশাসন ক্যাডারের জন্য গাড়ি ঋ সুবিধা নিশ্চিত করে অন্য ক্যাডারের সঙ্গে বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়েছে। বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, উচ্চতর গবেষণা ও শিক্ষাবৃত্তির ক্ষেত্রে বৈষম্য করা হয়েছে। Warrant of Precedence যথাযথ পদক্রমের অনুপস্থিতি। আমরা বিশ্বাস করি জনবান্ধব ও জনগণের সরকার নিশ্চিত করতে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এসব বৈষম্য নিরসনে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। সেক্ষেত্রে আমরাও সরকারের সাথে থেকে সুশাসন প্রতিষ্ঠার এ কর্মযজ্ঞে সরকারকে সহযোগিতা করতে আগ্রহী।

ধন্যবাদ, সকলকে।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

আমরা এর পরে বাংলাদেশ Bangladesh *Administrative Service Association* এর যে দল আছে তাদের কাছে যাব। আমি প্রথমেই অনুরোধ করব উপস্থিত যারা আছেন তারা নিজেদের পরিচয় দেবেন এবং পরবর্তী সময়ে *Association*-এর পক্ষ থেকে আপনাদের বক্তব্য যদি সংক্ষেপে ১০ মিনিটের মধ্যে তুলে ধরেন। লিখিত বক্তব্যটি আমাদেরকে পরে সরবরাহ করেন তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে। Bangladesh *Administrative Service Association*

**(উপস্থিত সকলেই তাদের নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন।)**

**ড. মোঃ আনোয়ার উল্লাহ্‌,** এফসিএমএ (সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় এবং সভাপতি, Bangladesh *Administrative Service Association*): সংবিধান সংস্কার কমিশনে শ্রদ্ধেয় আলী রীয়াজ স্যারের নেতৃত্বে যে কমিশন দীর্ঘ দুই মাস থেকে অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন এবং মাননীয় সদস্যবৃন্দ যারা স্যারের সাথে কাজ করছেন আমি তাঁদেরকে অভিবাদন জানাচ্ছি এবং আজকে আমাদেরকে সুযোগ দেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আমরা একটি পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে আজকে এই আলোচনার টেবিলে বসেছি। এই যে তরুণ ছাত্র জনতা বিশেষ করে তরুণরা যে পরিবর্তিত বাংলাদেশ আমাদের সামনে আজকে তৈরি করে দিয়েছেন, তারই ধারাবাহিকতায় আজকে এই সংবিধান সংস্কার কমিশনের যে কনসালটেশন মিটিং সেই সুযোগ আমরা পেয়েছি এবং সেই পরিবর্তনের ধারাটিকে আমরা কীভাবে সামনের দিকে টেনে নিয়ে যাব এবং একটি পরিবর্তিত বাংলাদেশ তৈরি করব। আমি Bangladesh *Administrative Service Association*-এর পক্ষ থেকে যে বিষয়গুলো উপস্থাপন করব, বিশেষ করে আমাদের কর্মবিভাগে অর্থাৎ প্রশাসনের যে অংশটুকু, আমাদের আন্তঃক্যাডারের যে সমস্ত সহকর্মী এখানে এসেছেন, তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন, আমি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে তাদের কথা শুনেছি, আমার কাছে মনে হয়েছে তাদের বক্তব্যগুলোর ক্ষেত্রে অনেক যৌক্তিকতা থাকতেই পারে। বিশেষ করে যেহেতু আমরা প্রশাসন ক্যাডারের সদস্য, প্রশাসন ক্যাডারের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনের প্রধান, আমি মনে করি আমাদের এই বৈষম্যের জায়গাগুলো দূর করার জন্য সংবিধান সংশোধনে যে সমস্ত জায়গাগুলোতে হাত দেওয়া দরকার, সেটিকে আমি অবশ্যই স্বীকার করি। বিগত কয়েক বছরে বিশেষ করে এক যুগেরও বেশি সময় ধরে আমরা যে সামগ্রিক অপরাজনীতির শিকার হয়ে আমাদের যে আদর্শ, আমাদের যে নৈতিকতা, সিভিল সার্ভিসের যে morality সে জায়গা থেকে বিচ্যুত হয়েছি। হয় আমরা হয়েছি অথবা আমাদেরকে বিচ্যুত করা হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময়েও সরকারি কর্মী বাহিনী তাদের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। যেটি আমাদের জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক। আমরা নিজেরাও কিন্তু ছাত্র জনতার কাতারে গিয়ে দাঁড়াতে পারিনি। সেজন্য আমি নিজে নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছি যে, আমরা কেন পারিনি, কেন হয়নি, কেন করা যায়নি তার কিছু বিষয় হয়ত নানাভাবে উপস্থাপিত হতে পারে। আমাদের অন্যান্য সহকর্মীরাও এখানে উপস্থাপন করেছেন। আমি বিস্তৃত কলেবরে সেদিকে যাব না।

আমরা জানি, রাষ্ট্র পর্যায়ক্রমিকভাবে ১৯৭২ সালের পর থেকে যখন রাষ্ট্রপরিচালনার মূল কার্যকাঠামো শুরু হলো তার পরবর্তীতে আমাদের সংবিধান বিভিন্ন সময় পরিবর্তিত হয়েছে। বাজার অর্থনীতির সাথে যে সমস্ত জায়গায় সংশোধন অথবা পরিমার্জন করার কথা ছিল হয়ত সেটুকু করতে পারিনি। যার কারণে আমার কাছে মনে হয়েছে, মূলনীতি এবং মৌলিক অধিকারের জায়গায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের পর্যবেক্ষণ আছে। একইসাথে কর্মবিভাগ নিয়েও আমার সহকর্মীরা বলেছেন। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩৩ থেকে ১৩৭ এবং ১৩৮ নিয়েও কথা বলেছেন। আমরা যদি রাষ্ট্রের মূলনীতির কথা বলি, যেটি প্রথমেই বলা হয়েছে আমাদের মূলনীতির সংবিধানের অনুচ্চেদ ২১, যেখানে ক্লজ (১) এবং (২)। দ্বিতীয় ক্লজে আমরা জানি যে বেসরকারিকরণের কারণে আমাদের অনেক সেবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দিয়ে থাকে। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী। সেখানে একটি শব্দে আমার আপত্তি আছে। সেখানে সরকারি কর্মচারী কথাটি লেখা আছে। আমি মনে করি, সরকারি কোনো সেবা যদি বেসরকারিকরণ করা হয় তখন তারাও একই আইনের আওতায় আসা উচিত। পরবর্তীতে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েই সেই সংশোধনের কথাটি বা সেই পরিমার্জনের কথাটি বলব। একইসাথে আমরা জানি যে অনুচ্ছেদ ২২ এ ক্ষমতার ভারসাম্যের কথা বলা হয়েছে। রাষ্ট্রের ৩টি অঙ্গ আছে। আমাদের কর্ম বিভাগের যে balance of power এবং Intrigation of power among three organ এই জায়গাটিতে আমাদের কিছু কিছু observation আছে। আমরা এটি লিখিত দেব। আমার সহকর্মীরা হয়ত আরও বিস্তারিত বলবে। একই সাথে মৌলিক অধিকারের অনুচ্ছেদ ২৯, অনগ্রসর শব্দটি নিয়েই কিন্তু এই কোটা আন্দোলন বলি অথবা বৈষম্যের কথা বলি এই জায়গাটিতেও আমাদের কিছু observation আছে। অনগ্রসর বিষয়টি আমাদের অনুচ্ছেদ ১৫২ তে ঠিক সঠিকভাবে ব্যাখ্যায়িত বা সংজ্ঞায়িত বা ব্যাখ্যামুলক স্মারক সেখানে না থাকার কারণে আইন কানুন তৈরি করার সময় রাজনৈতিক সরকার তাদের সুবিধাজনক অবস্থান তৈরি করে।

আরেকটি বিষয় বলব, যদিও এটি আমার কর্মবিভাগের আলোচনার মাঝখানে পড়ছে, এটি অনুচ্ছেদ ৭৯। আমি আমার সংসদ সচিবের পরিচয়টি এ কারণে দিয়েছি কারণ আমি এখানে গত ২ মাস কয়েকদিন হলো কাজ করছি। "বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়" নামে সরকার একটি স্বতন্ত্র সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করেছে। কমিশন আইন দ্বারা জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রম প্রশাসনিক এবং আর্থিক পরিচালিত হয়। জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের জন্য "Bangladesh *Institute of Parliamentary. Studies"* নামে একটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গঠন করার কথা ছিল এবং ২০০১ সালে প্রজ্ঞাপনও হয়েছে। সেটি না হওয়ার কারণে এখানে একটি পেশাভিত্তিক সার্ভিস তৈরি হয়নি। সংসদ বিষয়ে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭৯-এ বিভিন্ন বর্ণনা আছে। আমি প্রস্তাব করছি, "বাংলাদেশ সংসদ সার্ভিস" নামে আলাদা একটি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করা যাতে করে এখানে পেশাদারিত্ব তৈরি হয়। এখানে আমাদের মতো অন্যান্য সার্ভিস থেকে অফিসার আসে। কিন্তু সংসদের নিজস্ব পেশাদারিত্বের জন্য একটি সার্ভিস প্রয়োজন।

আমি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩৩ থেকে ১৩৬ এর মধ্যে একটি ধারাকে আমি বেশ প্রাধান্য দিতে চাই। সেটি হচ্ছে অনুচ্ছেদ ১৩৪। এ অনুচ্ছেদে এমন একটি বিধান রাখা হয়েছে যে রাষ্ট্রপতির সন্তোষ অনুযায়ী যে কোনো সরকারি কর্মচারীকে without any cause, any explanation চাকুরি থেকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া যাবে। অর্থাৎ এই সুযোগে আমরা বিগত সময়ে দেখেছি প্রত্যেকটি রাজনৈতিক সরকারই অনেক কর্মকর্তাকে অকালিন অবসর দিয়েছে-২৫ বছর চাকরি পূর্ণ হলে। আবার দেখা গিয়েছে আরেকটি সরকার আসলে তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে, তাদের পদমর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, টাকা দিয়ে ফেরত দেওয়া হচ্ছে। তাই অনুচ্ছেদ ১৩৪কে অনুচ্ছেদ ১৩৩ এর সাথে মিলিয়ে এরকম সমন্বয় করতে পারি যে, "কোনো কারণ দর্শানো ছাড়া"। আর এটিও একটি দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, রাজনৈতিক সরকারের মাধ্যমেই প্রস্তাবটি মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে যায় এবং তিনি সেটি অনুমোদন করেন। তার অর্থ রাজনৈতিক একটি প্রভাবমুক্ত সিভিল সার্ভিস যদি পেশাদারিত্বের মাধ্যমে তৈরি না হয়, তাহলে কিন্তু সেটি আগের অবস্থায়ই থেকে যাবে। আমি অন্তত ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি, we should work for the political government but we should never own them. সেটি যদি করি তাহলে আমাদের চরিত্র কিন্তু বদলিয়ে যায়। আমি কিন্তু রাজনীতির অংশ হয়ে যাই এবং রাজনৈতিক নেতার চরিত্র ধারণ করে ফেলি। আমলাতন্ত্র তখন আর থাকে না। আন্তঃবৈষম্য ক্যাডারের কথা বলি, প্রশাসন ক্যাডারের কথা বলি, বিগত ২০-২২ বছরে আমাদের এই চরিত্রের অবয়ব দিয়েই আমরা বিভিন্ন কার্যক্রম করছি। সিভিল সোসাইটি থেকে শুরু করে বিশ্বের গ্লোবাল সিভিল সার্ভিসের সমস্ত জায়গায় আমাদের বাংলাদেশের সিভিল সার্ভিসের স্বরূপটি এরকম হয়ে গেছে। আমরা একটি স্বাধীন পাবলিক সার্ভিস চাই। বিদ্যমান পাবলিক সার্ভিস কমিশন একক পাবলিক সার্ভিস কমিশন হওয়ার কারণে এখানে তৃতীয় শ্রেণি থেকে দ্বিতীয় শ্রেণিতে, দ্বিতীয় শ্রেণি থেকে প্রথম শ্রেণিতে এবং প্রতিদিন ৭০-৮০ জন কর্মকর্তা সেখান থেকে বের হয়ে যান বিভিন্ন দপ্তর, সংস্থা এবং মন্ত্রণালয়ে নিয়োগের জন্য। তাদের সারাদিন আর কোনো কাজ করার সুযোগ থাকে না অফিসে বসে। আমার জানামতে ৭০-৮০ জন লোক চলে যায়। তাহলে একটি পাবলিক সার্ভিস কমিশন কি করে সিভিল সার্ভিসের নিয়োগ কার্যক্রমের উৎকর্ষ সাধনে কাজ করবে? নাকি শুধু তৃতীয় শ্রেণির নিয়োগ বা তৃতীয় শ্রেণি থেকে দ্বিতীয় শ্রেণির পদে পদোন্নতি বা তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে কাজ করবেন, নাকি বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ঘুরে ঘুরে তারা কাজ করবেন? আমাদের দুটি কমিশন এক সময় ছিল। আমি বিশ্বাস করি, আলাদা দুটি কমিশন হওয়া উচিত এবং এই কমিশনগুলো স্বাধীন হওয়া উচিত। এই কমিশনগুলো নিয়োগ প্রক্রিয়াকে চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত নিয়ে যাবে। শুধু নিয়োগ প্রজ্ঞাপন জারি করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় দায়িত্ব পালন করবে। তার আগ পর্যন্ত একটি স্বাধীন কমিশন যদি কাজ করে, নিয়োগের সমস্ত দায়িত্ব দেওয়া হয় তাহলে সিভিল সার্ভিসেরর মর্যাদা রক্ষা হবে এবং সিভিল সার্ভিস একটি অবস্থানে থাকবে। একইসাথে আমি এটিও বলতে চাই, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের যে সমস্ত কাজগুলো আমরা এখন জানি তারা পুলিশ ভেরিফিকেশন- সকল ক্যাডারের নিয়োগের বিষয় যখন জনপ্রশাসনে যায় বা অন্যান্য নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়ে যায়, তখন সেখানে একটি কলাম রাখা হয় পুলিশের মাধ্যমে ভেরিফিকেশন করা। সেখানে রাজনৈতিক চরিত্র সম্পর্কে তথ্য নেওয়া হয়। আমি মনে করি, এই কাজটি যদি পাবলিক সার্ভিস কমিশনের হাতেই থাকে, অর্থাৎ নিয়োগ প্রক্রিয়ার সমস্ত প্রক্রিয়া তাদের কাছে থাকে, একটি স্বাধীন কমিশনের সত্তা যদি থাকে তাহলে আমরা এটি সহজভাবে পাব। কারণ শপথ গ্রহণ করেই সেই কমিশনের দায়িত্ব পালন করেন। আমরা সরকারি কর্মচারীরা সেরকম করি না। এখানে আরেকটি বিষয় আছে, কিছু কিছু বিষয় আমরা বিগত সময়ে লক্ষ্য করেছি, এটি যদিও জনসংস্কার কমিশনের সাথে আমাদের আন্তঃক্যাডার ভাইয়েরা যারা আছেন তারা বলেছেন, জনসংস্কার কমিশন এবং আপনাদের এই বিষয়গুলো হয়ত একসাথে বিবেচনা করেই আমাদের সংবিধানের যে অনুচ্ছেদগুলো পরিবর্তিত হবে, সংশোধিত হবে বা পরিমার্জিত হবে। সংবিধান হচ্ছে, আমাদের রাষ্ট্রের রক্ষাকবচ। জনগণের স্বার্থ রক্ষার জন্য একটি মৌলিক দলিল। সেই জায়গাটিতে হয়ত আমরা এত বিস্তারিত যেতে পারব না। কিন্তু আমাদের নিরপেক্ষতার প্রটেকশন থেকে সিভিল সার্ভিসকে কীভাবে রক্ষা করা যায়, সেরকম প্রস্তাবনা আমাদের কাছে আছে। সেটি কমিশনের নিকট আমরা পেশ করব। আরও ২/১টি বিষয় আছে, আমার সহকর্মী এখানে আছেন, তিনি জনপ্রশাসন নিয়ে গবেষণা করেছেন। আপনি অনুমতি দিলে আমাদের অতিরিক্ত সচিব ড. মিজানুর রহমানকে অনুরোধ করব সংক্ষেপে উপস্থাপনের জন্য।

**ড. মোহাম্মদ মিজানুর রহমান** (অতিরিক্ত সচিব): ধন্যবাদ। আমি কয়েক মিনিটেই শেষ করব। Sir already context বলে ফেলেছেন। আমি জাস্ট আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, আপনার একটি বিখ্যাত আর্টিকেল আটলান্টিক কাউন্সিলে প্রকাশ করেছিলেন ২০২২ সালে- "How did we get here". সেখানে আপনি অনেকগুলো কথা বলেছেন। Economic point of view থেকে সেটি বিশ্লেষণ করেছে। আমরা যদি institute analystদের কথা বলি বা political scientistদের কথা, আমাদের latest conclusion হচ্ছে একটি Professional civil service is the bed rock for good governance and development. আমরা সেই point of view থেকে একটি পাবলিক সার্ভেন্টকে কীভাবে রক্ষা করা যায় সেই জায়গাটায় আমরা দেখছি যে, বিশ্বের অন্যান্য দেশে, আমেরিকাতে "Merit Protection Board" আছে- ফেডারেল অ্যাক্ট এর আওতায়, ১৯৭৮ এ। অস্ট্রেলিয়ান পাবলিক সার্ভিস অ্যাক্ট আছে ১৯৯৯ এ। সেটি দ্বারা রক্ষা করা হয়েছে। ইন্ডিয়াতে বল্লব ভাই প্যাটেল ১৯৪৯ সালে constituent assemblyতে যখন ১০ অক্টোবর বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, তখন তিনি একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিলেন। যেটি আমরা ১৯৭২ সালে দুর্ভাগ্যবশত অনুসরণ করতে পারিনি- ১৯৪৭ এর ২৫ বছর পরে। তিনি বলেছিলেন যে, ইউনাইটেড ফেডারেল ইন্ডিয়াকে যদি রাখতে হয়, তাহলে এই আমলাতন্ত্র হবে তার একটি Protective rim. এই কনটেক্সটি আমাদের জন্য বুঝা খুব জরুরি। দুর্ভাগ্যবশত আমরা ১৯৭২ সাল থেকে আমলাতন্ত্রকে এক ধরনের Colonial Instrument হিসেবে বিবেচনা করেছি। এটিকে যে একটি চেঞ্জ এজেন্ট হিসেবে, একটি গুড গভর্নেন্স এবং ডেমোক্রেসির যে একটি বড় ধরনের প্রটেকশন এজেন্ট হিসেবে এটি কীভাবে সাহায্য করতে পারে সেভাবে academicianরাও খুব বড় মাপের কাজ করেনি। এটি আমি দায়িত্ব নিয়েই বলছি এবং আমরা ওভাবে দেখিনি। যার কারণে আজকে ক্যাডার সংকট থেকে অনেক বিষয়গুলো হচ্ছে। আমরা একটি কাগজ আপনাকে দেব। ১৯৭২ সালেই আমাদের এই সংকটটি শুরু হলো যখন আমাদের পিও ৯ এর আওতায় আমরা লোকদেরকে বিদায় দেওয়া শুরু করলাম। তারপর ১৯৭৪ এ যে আইনটি করলাম *Retirement Act*, সেখানেও ২৫ বছরে অবসরের সুযোগটি তুলে দেওয়া হলো সরকারের হাতে। অনুচ্ছে ৩৩ এবং ৩৪ এ সরকারের খুব অসীম ক্ষমতা আছে। সরকারকে কোন restrain করা হচ্ছে না কোন প্রভিশন দিয়ে। জনস্বার্থের কোনো ব্যাখ্যা নেই। জনস্বার্থের কোনো ব্যাখ্যা ছাড়াই লোকদেরকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। যার কারণে বাংলাদেশে একটি ভালো মাপের আমলাতন্ত্র তৈরি কখনই হয়নি। ৫০ বছরে আমাদের যে অভিজ্ঞতা, সে অভিজ্ঞতা খুবই দুর্ভাগ্যজনক অভিজ্ঞতা।

আজকে ইলেকশন নিয়ে আমরা কথা বলছি। দায় দায়িত্ব আমলাদেরকে নিতে হচ্ছে। দুর্ভাগ্যবশত আমরা যদি কনটেক্সটিকে বিবেচনা না করি এবং এটির যে magnitude তাহলে আমাদের মনে হয় যে আমরা খুব বেশি ন্যায় করতে পারব না। এজন্য অন্যান্য দেশের মতো, ইন্ডিয়াতেও আছে অনুচ্ছেদ ৩১১(২)। এখানে এক ধরনের সাংবিধানিক রক্ষাকবচ দেওয়া আছে আমলাতন্ত্রকে। রাজনীতিকরণ থেকে আমাদের এটিই মৌলিক সমস্যা যে, বাংলাদেশে আমলাতন্ত্রকে রাজনীতিকরণ করা। ২৫ বছরে যে অপসারণ করা যায় এটি আমি দেখলাম যে কোনো উন্নত দেশে তো নয়ই উপমহাদেশেও এই প্রভিশনটি নেই। এটি আমরা কীভাবে আনলাম আমরা জানিনা। আমরা কয়েকটি সুস্পষ্ট সুপারিশ যেটি broader public service point থেকে কোনো সুনির্দিষ্ট ক্যাডার বা এভাবে না, আমরা মনে করি যে সংবিধানে সরকারি চাকুরির শর্ত নির্ধারণটি clearly spelled out করতে হবে। কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ বা শুনানি ছাড়া কাউকে চাকুরিচ্যুত করা যাবে না। সকলেই যাতে ন্যাচারাল জাস্টিস পায় তা নিশ্চিত করতে হবে। সেজন্য সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩৩ থেকে ১৩৫ নতুন করে পুনর্গঠন করতে হবে। এটি হচ্ছে আমাদের বক্তব্য।

সরকারি চাকুরি আইনে সরকার কর্তৃক অবসরদানের বিধানকে স্পষ্ট শর্তসাপেক্ষ করতে হবে। যদি সরকারের কোনো অধিকার থাকেও সেটি কোন্ গ্রাউন্ডে তা দিতে হবে। ইন্ডিয়াতে যেমন আছে, একজন পাবলিক সার্ভেন্ট জানবে যে কোন কারণে তাকে চাকুরি থেকে অপসারণ করা হচ্ছে। সে সুযোগটি আমাদের এখানে স্পষ্টভাবে নেই। সেটি করতে হবে। আরেকটি বিষয় হলো, আমাদের সিভিল সার্ভিসের স্ট্যাটাস বাংলাদেশে খুবই বেলার্ড। সবকিছুতে সরকারি চাকুরিজীবী হিসেবে বা সরকারি কর্মচারী বলে খুব undermining attitude থেকে পাবলিক সার্ভিসকে দেখা হয়। এটি সিভিল সোসাইটির পক্ষ হতেও দেখা হয়। এটির একটি ঐতিহাসিক কারণও আছে। আমরা মনে করি যে, ইন্ডিয়াতে আছে, অস্ট্রেলিয়াতে আছে, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ সিভিল সার্ভিস। *OACT*-র সব দেশে এখন সিনিয়র এক্সিকিউটিভ সিভিল সার্ভিস আছে। সেজন্য আমরা মনে করি যে, সিভিল সার্ভিসের একটি আলাদা পরিচিতি সংবিধানে থাকতে হবে। That should be different from the public service. পাবলিক সার্ভিস এবং সিভিল সার্ভিস যেন conflated না হয়, আমরা মনে করি যেহেতু আপনারা খুবই informed একটি কমিশন, এই জিনিসটি আমাদের মনে হয় যে বিবেচনা করা দরকার। অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতাগুলো যেন আমরা বিবেচনায় নেই।

দ্বিতীয় হলো মেধা সংরক্ষণের জন্য যেটি স্যার অলরেটি বলেছেন যে, পাবলিক সার্ভিস কমিশন যেটি এখন করে অনুচ্ছেদ ৪১ এর আওতায়, সে সুপারিশ করতে পারে। কিন্তু নিয়োগটি দিচ্ছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। তখনই রাজনীতিকরণ শুরু হয়ে যায়। সেজন্য আমরা বলছি যে, পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়াটি ফাইনাল করে দেবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় শুধু সেই তালিকাটি বাস্তবায়ন করবে। তাই পাবলিক সার্ভিস

কমিশনকে আমাদের শক্তিশালী করা দরকার। আরেকটি বিষয় আমাদের সিনিয়র সিলেকশন বোর্ড যেটি আছে (এসএসবি), ডেপুটি সেক্রেটারি থেকে উপরের পদসমূহে কেবিনেট সেক্রেটারির নেতৃত্বে একটি কমিটি করে থাকে। আমরা বলছি যে, এখানে আরেকটি সংকট হয়। যেহেতু নির্বাহী এবং তারা প্রধানমন্ত্রীর অফিসের গাইডেন্সেই কাজটি করে থাকে, তখনই রাজনীতিকরণটি শুরু হয়। এজন্য আমরা বলছি যে, এসএসবি-এর সুপারিশটি পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক ভেটেড হতে হবে। যেহেতু পাবলিক সার্ভিস কমিশন আমাদের নিয়োগের সময় একটি মেধা তালিকা তৈরি করে এবং এটি হচ্ছে আমাদের খুব বটম লাইন। এই মেধা তালিকাটি, অর্থাৎ যদি আমরা ফ্যাংশনাল লেবেল থেকে চিন্তা করি, সেই ভেটিং এর ক্ষমতাটি যদি আমরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে দেই, যখন আরেকটি stage তৈরি হচ্ছে, আমরা অনুমান করি তখন গভর্নমেন্ট একটু frustrated হবে। তখন হয়ত রাজনীতিকরণটি হয়ত না হওয়ার ক্ষেত্রে এই জায়গাটা কিছুটা সাহায্য করবে। আর স্পষ্টভাবে আমরা বলতে চাই যে, অস্ট্রেলিয়া বা যুক্তরাষ্ট্রের মত merit protection board আমাদের থাকতে হবে। যাতে কেউ victimized হলে সে যেন আপিলের একটি জায়গা পায়। আমাদেরতো এখন *administrative tribunal* আছে, সেটি দিয়ে সাপোর্ট হচ্ছে না। এটি পদোন্নতির সাথে আমরা সরাসরি লিংক করতে চাই, এই merit protection boardকে। এটি অস্ট্রেলিয়াতে খুব বিস্তারিত আছে, আমেরিকাতেও আছে।

তারপর হচ্ছে একাধিক পাবলিক সার্ভিস কমিশন। আমরা মনে করি at least ৩টি কমিশন দরকার। সিভিল সার্ভিস কমিশন, পাবলিক সার্ভিস কমিশন আর সাপোর্ট স্টাফদের জন্য জুনিয়র সার্ভিস কমিশন। এই ৩টি সার্ভিস কমিশন যখন হবে তখন আমরা দ্রুত নিয়োগ দিতে পারব এবং খুব ভালো মানের লোকদেরকে আমরা নিয়োগ দিতে পারব। আমরা অলরেডি বলেছি যে, জনস্বার্থের একটি সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা আমরা চাই।

আরেকটি জিনিস আমরা চাচ্ছি। একদিক থেকে যেমন আমরা সার্ভিসের প্রটেকশন চাই, অন্যদিকে সার্ভিসগুলোকে যেভাবে আমরা জবাবদিহি করতে পারি, সেজন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের একটি মানদণ্ড দরকার। সেই জায়গাটিতে যদি কেউ মনদণ্ড ভঙ্গ করে তাহলে যেন শাস্তির মুখোমুখি হয়, সেই জিনিসটি অনেক দেশে আছে। মানদণ্ডের প্রতি কমিটমেন্ট আছে। দরকার পড়লে সেটি যে শপথ হিসেবে নিতে পারে, দরকার পড়লে নাও নিতে পারে। কিন্তু মানদণ্ডের ব্যাপারটি থাকতে হবে। সিঙ্গাপুর সাংঘাতিকভাবে মানদণ্ডভিত্তিক পাবলিক সার্ভিস। সে মানদণ্ডটিকে তারা যদি সামান্যতম contravene করে তাহলে তাকে সাংঘাতিকভাবে penalty দিতে হয়। এটির মধ্য দিয়ে আমাদের জবাবদিহিতা আসবে। চূড়ান্তভাবে যে বিষয়টি নির্ধারিত এবং স্পষ্ট উল্লিখিত  শর্তের বাইরে নিয়োগ ও পদোন্নতিতে কোনো নিরাপত্তা এজেন্সিকে ব্যবহার করা যাবে না। এটি আমরা underline করতে চাই আপনাদের সামনে এবং কোনো সরকারি ব্যক্তিগত বা পারিবারিক, রাজনৈতিক বিশ্বাসকে recognized করা যাবে না। বিগত ১৫ বছর ধরে সাংঘাতিকভাবে আমরা যেটির ভিকটিম হচ্ছি। কার বাবা কী করল, কার চাচা কী করল, সেটির দায় দায়িত্ব সংবিধান আমাকে দেয়নি। অথচ আমরা সেটির ভিকটিম হয়ে যাচ্ছি।এই কয়েকটি broader perspective থেকে আমাদের recommendation.

আরেকটি বিষয় যেহেতু কথা উঠল, আমাদের সহকর্মীরা অন্য সার্ভিস থেকে এসেছেন, তাঁদের অধিকারের প্রতি আমরা সংবেদনশীল। কিন্তু আমরা ছোট এবং বিনয়ের সাথে অনুরোধ করব, দুর্ভাগ্যবশত আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা যেটি বলে, যে জায়গাটি থেকে আমরা এই অনুরোধটি করছি, আপনারা সিভিল সার্ভিসের ব্যাপারে সুপারিশের ক্ষেত্রে দয়া করে আমাদের উপমহাদেশ এবং উন্নত দেশসমূহের অভিজ্ঞতাগুলোকে বিবেচনা করে দিবেন। প্রফেশনাল সার্ভিসগুলো কীভাবে আছে, নির্বাহী সার্ভিস কীভাবে আছে, এই জিনিসগুলো একটু বিবেচনা করে সুপারিশগুলো করবেন।

সময় দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ। আমার সহকর্মীরা হয়ত ২/১টি প্রশ্ন করবেন। আমি ছোট করে আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসন পরিষদের কাছে জানার জন্য আপনাদের এই বক্তব্যগুলো কি জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন করা হয়েছে বা তাদের কাছে উপস্থাপন করেছেন?

**জনাব  মোঃ জামিলুর রহমান** (বিসিএস গণপূর্ত): আমরা জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের কাছে লিখিত বক্তব্য প্রেরণ করেছি। কিন্তু আমরা বার বার চেষ্টা করেও কমিশন প্রধানের সঙ্গে এখনও দেখা করতে পারিনি। সর্বশেষ যেটি জানলাম, তিনি বলে দিয়েছেন, আমাদের সাথে তিনি সাক্ষাৎ করবেন না। তবে আমরা বিভিন্ন উপদেষ্টাদের সাথে আলোচনা করেছি। অন্যান্য কমিশনের ২/১জন সদস্যের সঙ্গেও আনঅফিসিয়ালি আমরা এই তথ্যগুলো দিয়েছি। সবার কাছে আমরা এই তথ্যগুলো পৌঁছে দিয়েছি। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সকল সদস্যের কাছে আমরা আমাদের বক্তব্য পৌঁছিয়েছি। কিন্তু গতকালকে আমরা জানলাম যে, কমিশন প্রধান আমাদের সাথে কথা বলতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।

**জনাব শাহাদত হোসেন** (বিসিএস প্রাণিসম্পদ): আমরা এই দাবিগুলোর বিষয়ে ২৫টি ক্যাডারের প্রতিনিধিবৃন্দকে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনে ডাকা হয়েছিল, সেখানে *Bangladesh Administrative Service Association*-ও ছিল এবং অন্য ২৫টি ক্যাডারও ছিল। সেখানে আমরা রাইট আপ আকারে দিয়েছি, যদিও বলার খুব বেশি সুযোগ হয়নি। পাশাপাশি আমরা দুইটি দরখাস্ত মাননীয় কমিশন প্রধানকে দিয়েছিলাম যেন আমরা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে পারি। কোনো সাড়া আমরা পাইনি। গতকালকে আমাদেরকে বলে দেওয়া হয়েছে যে তিনি আলাদাভাবে কারও সাথে বসবেন না।

**ব্যরিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী**(কমিশন সদস্য): আমার দুটো প্রশ্ন। সরাসরি ঠিক প্রশ্ন না। একটি হচ্ছে আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসন কমিটির কাছে আপনারা লিখিত যেটি দিয়েছেন, এখানে অনেক কিছু মিক্সড আছে? বিদ্যমান প্রভিশনগুলো কী সংবিধানে বা আইনের কথাও এনেছেন এবং একই সাথে আপনাদের সমস্যার জায়গাগুলোও বলেছেন। আপনারা যদি সংবিধান সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো আলাদা করে দিতে পারতেন, তাহলে আমাদের জন্য কাজটা একটু সহজ হতো। যেহেতু আমরা কাজের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি।

আমার প্রধান প্রশ্নটি হচ্ছে জনাব শহিদুল্লাহ ফরায়েজির কাছে। আপনি দার্শনিক ভিত্তিটাকেই মূল হিসেবে সংবিধানে এনেছেন। দার্শনিক ভিত্তি এটি অনেক ক্ষেত্রে abstract idea হিসেবে আমরা দেখি। আপনি যদি সুস্পষ্টভাবে একটু বলেন যে, রাষ্ট্রের দার্শনিক ভিত্তিটা অল্প কথায় কীভাবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব। পুরো সংবিধানটিই একটি দার্শনিক ভিত্তির ওপর হবে- এটা বোধগম্য। কিন্তু সংক্ষেপে যদি জিনিসটার ফ্রেমটা করে দেন।

**জনাব শহীদুল্লাহ ফরায়জি**: ধন্যবাদ।

প্রথম হচ্ছে দার্শনিক ভিত্তি হচ্ছে যেমন-সাম্য। সাম্যটি হচ্ছে প্রতিটি নাগরিকের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অংশগ্রহণে তার সাম্যটি থাকবে কি না? নিশ্চিত হবে কি না? এমন কোনো বৈষম্য থাকতে পারবে না যে, কোনো নাগরিকের অর্থনৈতিক কাজে, রাজনৈতিক কাজে, সাংস্কৃতিক কাজে তার অংশগ্রহণে বাঁধা থাকতে পারে। এটি হচ্ছে, নাগরিকের প্রথমত সাম্য নিশ্চিত করা। আর এই সাম্য থেকেই গণতান্ত্রিক অধিকার যে অধিকারটিও একটি সাম্য। প্রতিটি মানুষের ভোটাধিকার থাকবে ১৮ বছর হলেই। এই ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা কিন্তু সাম্যের ধারনা থেকে এসেছে। ১৮ বছর হলেই সে ভোটাধিকার পাবে। সকল মানুষের একই ভোট, একই মূল্যায়ন, সেটিও কিন্তু এক ধরনের সাম্য। আর human dignity হচ্ছে রাষ্ট্রের বাইরে। যেমন আমার অনুভূতি, আমার ব্যক্তিত্ব, আমার উৎকর্ষ, আমার জ্ঞান, আমার প্রজ্ঞা এবং আমার নৈতিকতা এটিতে রাষ্ট্র স্পর্শ করতে পারবে না। আমাদের দেশের বিচারকরা প্রায়ই দেখবেন আদালত অবমাননা মামলায় যে যায় তাকে বলে দাঁড়িয়ে থাকতে। অর্থাৎ শাস্তির আগেই শাস্তি। আমাদের একজন সম্মানিত বিচারপতি আশরাফ উদদৌলাকে নিয়ে বলেছিলেন, বিচারপতিরা, আপনি নিজেকে কী মনে করেন? আপনি নিজেকে কতটুকু জ্ঞানী মনে করেন? আমার বিচারপতিদের কোনো এখতিয়ার নেই আমার human dignity আক্রমণ করার, আঘাত করার। সুতরাং আমরা যদি দিতে পারি যে, human dignity বিনষ্ট করা যাবে না, তাহলে রাষ্ট্রের চেতনা উন্নত করবে যে কোনো মানুষের human dignityকে বিনষ্ট করা যায় না। এই চেতনাবোধ রাষ্ট্রকে উচ্চতর নৈতিকতায় নিয়ে যাবে। আর একটি হচ্ছে সোশ্যাল জাস্টিস। আমাদের সকল ক্ষেত্রে যদি ন্যায্যতা থাকে, সকল ক্ষেত্রে যদি আমরা বৈষম্য নিরসন করে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করতে পারি, তাহলে সামাজিক যে ন্যায়বিচার, সেটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মধ্য দিয়েই একটি রাষ্ট্র ক্রমাগতভাবে বৈষম্যমুক্ত হবে, একটি রাষ্ট্র ক্রমাগতভাবে মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার অভিপ্রায় অনুযায়ী গড়ে উঠবে।

ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের** (কমিশন সদস্য): আমার প্রশ্ন আপনারা যে কোনো একজন নিতে পারেন। আপনি বলেছেন যে, সিভিল সার্ভিসকে political influence থেকে protect করার ব্যবস্থা করা। আমরা যেটি দেখে এসেছি অনেক বছর ধরে bureaucracy seriously politicized. আপনাদের কাছে কি কোনো ফরমুলা আছে? কারণ আপনারা কিন্তু অনেকগুলো পরীক্ষা, induction, নিয়োগ ইতোমধ্যে হয়ে গেছে। By and large the politicization has gone very deep. এখন এটি থেকে বের হয়ে আসতে হলে মূলমন্ত্র কী হতে পারে? Have you got any suggestion for us. যেটি সংবিধানে ধারণ করা যাবে। সাধারণ সবকিছুই আপনাদের সার্ভিস রুলে থাকবে। Public administration যে গভর্ন্যান্স paradigm সেখানে থাকার কথা।কিন্তু সংবিধানে আমরা introduce করতে পারি এমন কোনো ফরমুলা কি জানা আছে।

দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমি যদি ঠিক বুঝে থাকি আপনাদের যে সার্ভিস রুলস আছে এগুলোকে আরও একটু পরষ্কার করা, আরও একটু coherent করা। আমি সার্ভস রুলস যতটুকু পড়েছি আমার কাছে যথেষ্ট unambiguous মনে হয়েছে। যদি কোনো particular example দিয়ে বুঝাতে পারেন, That would be helpful.

**ড. মোহাম্মদ মিজানুর রহমান**(অতিরিক্ত সচিব): ধন্যবাদ।

একটি হতে পারে যেটি আমরা বললাম যে merit protection commission যেটি অস্ট্রেলিয়াতে আছে এবং আমেরিকাতে আছে। That could be one way. Practically you bar the politician to politicize the system. এটি একটি হতে পারে। End of the day they have to account for the reason why someone has not been promoted. So this is one way we can deal with this.

The second way could be particularly যেটি আমি বললাম ২৫ বছর হয়ে গেলে you can get someone retired. যেটি সরকারের সাংঘাতিক discretionary power. যদি সরকার discretionary power hold করতে চায় ভালো। সেটি যদি পার্লামেন্ট অনুমোদন করে। তাহলে সেটি clearly spelled out করতে হবে যে, এই কারণে আপনাকে চাকুরিতে রাখতে পারছি না। এ কারণে তাকে অধিকার দিতে হবে যে so that one can go to the court for remedy. এটি এই মুহূর্তে নেই। That is the infect as well as ill for the public service that eventually infect leads someone to become politicized. যখন আপনার ২৫ বছর হয়েছে, you have to understand, you are reaching a high level. You are becoming Joint secretary, Additional Secretary, Secretary may be sometimes. You are become more vulnerable, because at any time government can get move from the service. এটি সাউথ এশিয়াতেতো নেই, OACT কোনো দেশে নেই। Yes, it is only existing in Bangladesh. তাহলে এটিকে সরকারকে ব্যাখ্যা করতে হবে কেন ২৫ বছরের পর একজনকে without hearing, unheard, natural Justice এর বাইরে গিয়ে তাকে চাকুরি থেকে সরাতে করতে হবে।

**ড. মোঃ আনোয়ার উল্লাহ্,** এফসিএমএ (সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়): স্যার যেটি বলেছেন যে, আমলাতন্ত্রকে রাজনৈতিক মুক্ত করার ক্ষেত্রে সংবিধানে কোনো শব্দ ব্যবহার করা যায় কি না? অনুচ্ছেদ ১৩৪ এ যেটি বলা হয়েছে, সেখানে কিন্তু আমরা এ শব্দটি ব্যবহার করতে পারি। সেখানে বলা হয়েছে যে, "মহামান্য রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টি অনুযায়ী"। এই সন্তুষ্টি মহামান্য রাষ্ট্রপতি সন্তুষ্টি তবে তিনি কিন্তু রাজনীতির উর্ধ্বে নন। আমরা বিগত দিনে দেখে এসেছি, মহামান্য রাষ্ট্রপতি রাজনৈতিক বিশাল ক্যারিয়ার থেকে বের হয়ে এসে হঠাৎ করেই একদিন নিরপেক্ষ ব্যক্তি হয়ে মহামান্যের চেয়ারে বসে গেলেন। With due respect to the chair and the opposition আমি মনে করি, তাঁর যে ক্ষমতাটি আছে সেই ক্ষমতাটি রাজনৈতিক বলয় থেকেই এসেছেই কিন্তু তাঁর কাছে নথিটি যায় এবং কাউকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়। আবার সেই একই নথি আরেকজন রাষ্ট্রপতি এসে সেটিকে আবার ভেলিগেট করে। এটি যেন "রাজনৈতিক কারণে যাতে না হয়" সেজন্য অনুচ্ছেদ ১৩৪ এর মধ্যে এই শব্দগুলোকে আমরা অন্তর্ভুক্ত করতে চাই। আমার কথা হচ্ছে যে, আমাদের *Conduct Rules* আছে, *Discipline and Appeal Rules* আছে, সে জায়গায় কিন্তু বলা আছে সরকারি কর্মচারীরা কোনো রাজনীতির অংশ হতে পারবে না। *Freedom of association*-এর কথা বলা আছে। আমি আজ administrative service association-এর সভাপতি। আমি সভাপতি নির্বাচিত হয়েছি ঠিক এই পর্যায়ে যেন এই সময়ে আমার কোনো রাজনৈতিক পরিচয় নেই। আমার বিগত সময়েও রাজনৈতিক পরিচয় নেই, এখনও কোনো রাজনৈতিক পরিচয় নেই। আমি কোনো রাজনৈতিক দলের তল্পিবাহক হয়ে ঠিক এই মুহূর্তে কোনো প্রতিনিধিত্ব করছি না। কিন্তু আজকে যদি একটি রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থাকত, আজকে আমার পরিচয় কিন্তু ঐভাবে নির্ধারিত হয়েই এই পদে বসতে হতো। সুতরাং ভবিষ্যতে আমরা এটি চাই না। এটি চাই না বলেই, আমাদেরকে যাতে ক্ষতিগ্রস্ত করতে না পারে কোনোভাবে, আমরা নিরপেক্ষ যারা থাকি, তারা যাতে অন্তত এগিয়ে আসতে পারি মেধার ভিত্তিতে সেজন্যই অনুচ্ছেদ ১৩৪ কে সংশোধন করার জন্য প্রস্তাব দেব।

ধন্যবাদ।

**জনাব মোঃ আশরাফ হোসেন** (যুগ্মসচিব): ধন্যবাদ।

আমি একটু বলতে চাচ্ছি। একটি হচ্ছে আমাদেরকে conceptually demoralized করে দেওয়া হয়েছে। সিভিল সার্ভিসে প্রত্যেকটি দেশের একটি স্টিলল ফ্রেমওয়ার্ক যেখানে জনগণ এবং রাজনীতিবিদদের মাঝে একটি সেতু হিসেবে আইনানুগভাবে মানুষ যাতে সেবা দিতে পারে। আমাদের এখানে যেটি করা হয়েছে, চাইনিজ এবং ভারত থেকে এনে আমাদের সিভিল সার্ভিস করা হয়েছে। পরে সেটি আরেকটু degrade করে পাবলিক সার্ভিস করা হয়েছে। তারপর আবার করা হয়েছে গভর্নমেন্ট সার্ভিস। সর্বশেষ করা হয়েছে সরকারি কর্মচারী। এই যে conceptually degradation-এ এনে মানসতাত্ত্বিকভাবে আমাদেরকে একটি degradation-এ ফেলানো হয়েছে। যদি দেখেন, service to the republic, এটিকে আরও একধাপ নিচে এনে সরকারি কর্মচারী আইন, ২০১৮ বানানো হয়েছে। এখানে republic শব্দটি নেইএ এখানে পিপলস এর পালসের কথা নেই। আমি যে জনগণের কাছে থেকে বেতন নিচ্ছি, আমি যে জনগণকে সেবা দিতে

নৈতিকভাবে এবং কনসেস থেকে বাধ্য, সে জায়গাটি না হয়ে আমার মনে হয় যে রাজনৈতিক নেতাদের উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য আমাকে মসনদে বসানো হয়েছে। এই একটি জায়গা।

আর ম্যাডাম যেটি বলেছেন, protection mechanism. আপনি যদি দেখেন, পাবলিক সার্ভিস কমিশন শুধু সুপারিশ করছে। কিন্তু পুলিশ ভেরিফিকেশনের সময় ২৮ থেকে ৪২তম ব্যাচ পর্যন্ত ২৪৩ জন সুপারিশপ্রাপ্তদেরকে নিয়োগ দেওয়া হয়নি। কারণ পুলিশ ভেরিফিকেশনে রাজনৈতিক মতাদর্শের একটি কলাম জুড়ে দেওয়ার কারণে মনে হয় যে সিটিজেন হিসেবে তার পলিটিক্যাল রাইটস থাকবে না, সিভিল রাইটস থাকবে না, ভোটিং রাইটসও থাকবে না। এরকম একটা মানুষ পৃথিবীতে কোথায় পাওয়া যায়। এই জায়গাটা আমাদের বন্ধ করা দরকার। এখানে আমাদের একটি stringent সুপারিশ হচ্ছে পাবলিক সার্ভিস কমিশন যেন শুধু সুপারিশ না করে পুলিশ ভেরিফিকেশনের যে জায়গাটি আছে, এখানে যদি পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে আরেকটু শক্তিশালী করে পুলিশ ভেরিফিকেশনসহ তারা যেন চূড়ান্ত নিয়োগের সুপারিশ করে প্রশাসনে দেন। আমার মনে হয়, তাহলে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের স্বাধীনতাটা থাকে।

আরেকটি জায়গায় আমাদেরকে দুর্বল করে দেওয়া হয়েছে। Warrant of Precedence বিভিন্ন সময় খর্ব করতে করতে ট্রানজিশন পিরিয়ডে আমাদেরকে অনেক নিচে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি অনুরোধ করব Warrant of Precedence ইন্ডিয়াতে যেভাবে আছে সেভাবে করার জন্য। যেহেতু আমাদের একই ভৌগলিক অবস্থান, একই ধরনের রাজনেতিক এবং ঐতিহাসিক কালচার রয়েছে। তাই Warrant of Precedence যাতে ইন্ডিয়ার মতো হয়, তাহলে আমরা একটু দাঁড়াব।

ম্যাডাম সুনির্দিষ্ট যেটি আপনি বলেছেন যে, আপনাদের রক্ষার জন্য কি করণীয়? আমরা যদি সংবিধানটি দেখি, সংবিধানের অনুচ্চেদ ১৩৪ এ রাষ্ট্রপতির সন্তোষ অনুযায়ী সময়সীমা। পরবর্তীতে এসে বলা হয়েছে, যুক্তিসংগত সুযোগদানের একটি সুযোগ অনুচ্ছেদ ১৩৫এ রাখা হয়েছে, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, অনুচ্ছেদ ১৩৫ (২) এর (আ) তে বলা হয়েছে ''কোন ব্যক্তিকে বরখাস্ত, অপসারিত বা পদাবনমিত করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, কোন কারণে-যাহা উক্ত কর্তৃপক্ষ লিপিবদ্ধ করিবেন- উক্ত ব্যক্তিকে কারণ দর্শানোর সুযোগদান করা যুক্তিসঙ্গতভাবে সম্ভব নহে;'' তিনি আমাকে বাদ দিতে পারবেন। আরেকটি বলা হয়েছে, রাষ্ট্রের যদি নিরাপত্তাজনিত বিষয় হয় তিনি আমাকে কারণ দর্শানোর সুযোগ দেবেন না।

সর্বশেষ যেটি বলা হয়েছে, সেখানে আসলে এই যুক্তিসংগত কারণ আর রাখা হয়নি। '' অনুরূপ কোন ব্যক্তিকে এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত কারণ দর্শানোর সুযোগদান করা যুক্তিসঙ্গতভাবে সম্ভব কি না, এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে সেই সম্পর্কে তাঁহাকে বরখাস্ত, অপসারিত বা পদাবনমিত করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।'' আসলে কিন্তু কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা বা কারণ দর্শানোর সুযোগ এই সংবিধানেও বিলুপ্ত করা হয়েছে।

ধন্যবাদ।

**জনাব মোঃ জামিলুর রহমান** (বিসিএস পূর্ত): আমি দুটি বিষয় একটু আলোকপাত করতে চাই। আমাদের স্যারেরা অনেক কথা বললেন। আমি বলতে চাই, আমাদের যে মূল সমস্যা, জাতিগতভাবে যে মূল সমস্যা, সেটি হলো nepotism. এটির একটি বিহিত করতে হবে। আমি আরেকটি জিনিস বলতে চাই, পদোন্নতির ক্ষেত্রে যদি মেধা তালিকাটি কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয়, সেক্ষেত্রে এই তদবিরটি কমে যাবে। কেউ তদবির করতে পারবে না যে, তদবির করেই পদোন্নতি নেওয়া যাবে।

আরেকটি হলো, পদের অতিরিক্ত পদোন্নতি। আমি তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, পরিসংখ্যানটি এই মুহূর্তে মনে নেই, তবে উপসচিব, যুগ্মসচিব, অতিরিক্ত সচিব এবং সচিব প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই পদের দ্বিগুণ, তিনগুণ পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। এর ফলে যে সমস্যাটি হচ্ছে, প্রত্যেকেই তদবির করছে নির্দিষ্ট পদে যাওয়ার জন্য বা ভালো জায়গায় যাওয়ার জন্য। এই তদবিরটা এত তীব্রভাবে হচ্ছে, যারা নিয়ন্ত্রণ করেন, তাদের পক্ষেও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

আরেকটি এসেছে বাধ্যতামূলক অবসর, এটিও একটু পরিষ্কার করতে হবে। এ বিষয়গুলো একটু নজরে রাখলে আমার মনে হয় আরেকটু ফলপ্রসু হবে।

ধন্যবাদ।

**জনাব ফিরোজ আহমেদ** (কমিশন সদস্য): ধন্যবাদ। আপনাদের সবার কথা আমরা শুনলাম। এগুলো রেকর্ডেড থাকবে। ফলে ভবিষ্যতে আর্কাইভ হিসেবে মানুষ জানবে আপনারা এই সময়ে কী কী প্রস্তাব করেছিলেন বা ভেবেছেন। আমি সংক্ষেপে কয়েকটি প্রশ্ন করছি, এখন উত্তর দিতে পারেন বা পরে বিস্তারিত আমাদের লিখেও জানাতে পারেন। সেগুলো সংবিধানের সাথে সম্পর্কিত। একটি হচ্ছে যে, আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসন পরিষদ বলেছেন যে, সমন্বয়ের নামে একজনকে অতি ক্ষমতায়িত করা হয়। এটির মধ্য দিয়ে তারা আসলে

বলেছেন যে, একটি ক্যাডারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। স্থানীয় সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা ও দুর্নীতি কমানো সম্ভব হয় না। আপনাদের পরামর্শটা কী? এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করতে চান, নাকি আপনাদের ক্যাডার সার্ভিসের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য চান। স্থানীয় সরকার বিষয়ে কোনো প্রস্তাব এখানে পাইনি, সেজন্য বলা।

দ্বিতীয়ত আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে যে, রাজনৈতিকভাবে ব্যবহৃত হওয়ার কথা বলেছেন, administrative service association সদস্যরা। তাদের কাছেও আমার সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন এটিই যে, রাজনৈতিকভাবে ব্যবহৃত হওয়ার একটি বিকল্প স্থানীয় সরকারে থাকে যে জনপ্রতিনিধিদের কাছে স্থানীয় সরকারের কর্তৃত্ব থাকে, তাদের অধীনে এটি পাওয়া যায়। আপনারা সেরকম কিছু প্রস্তাব করছেন কি না বা সে বিষয়ে আপনাদের কোনো ভাবনা আছে কি না?

পদোন্নতির ক্ষেত্রে সংরক্ষণের বিষয়ে আপনাদের ভাবনাটাও আমরা জানতে চাই। এ প্রশ্নটি এখানে এসেছে। আরেকটি জিনিস হচ্ছে, আমার মনে হয় খুব ভালো একটি প্রস্তাব আপনারা করেছেন, মেধা সংরক্ষণ। মেধাকে সংরক্ষণ করা। একইভাবে বিশেষজ্ঞ জ্ঞান সংরক্ষণ এবং কাজে লাগানো। এবিষয়ে আপনাদের ভাবনা কি, সংক্ষেপে এখানেও আপনারা বলতে পারেন বা পরেও বলতে পারেন।

ধন্যবাদ।

**জনাব মোঃ আশরাফ হোসেন** (যুগ্মসচিব): আমার মনে হয়, Woodrow Wilson এর Dichotomy of Public Administration theoryটি এখানে খুব কাজ হতে পারে। নীতিনির্ধারণকারীরা, আইন প্রণয়নকারীরা আইন প্রণয়ন করবেন। কিন্তু আইন যখন বস্তবায়ন করব, আমলাতন্ত্রে তখন তারা হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না। এজন্যই উন্নয়ন প্রকল্পের বিভিন্ন জায়গায় তাদেরকে যে সভাপতি রাখা হয় বা ডি.ও লেটারের প্রভিশন দিয়ে দিয়ে আইনগুলোকে তচনছ করে দেওয়া হয়। এই Dichotomy of Public Administration theoryটি আমার মনে হয় খুব প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

আর আন্তঃক্যাডারের যে বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছে, সে বিষয়টি আমরা ইতোমধ্যে অনুভব করেছি। ১৯৭৯ সালে এই ২৮টি ক্যাডার করা হয়েছিল। আপনি যদি ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস অ্যাক্ট ১৯৫১ দেখেন, তাহলে দেখবেন যে, সমগ্র ভারতে মাত্র ৩টি সিভিল সার্ভিস রয়েছে। ইন্ডিয়ান প্রশাসনিক সার্ভিস, পররাষ্ট্র সার্ভিস এবং পুলিশ সার্ভিস। আমাদের ভৌগলিক অবস্থানে আমার যে ভাবনাটা রয়েছে, আসলে শাসনের জায়গাটি একটি এবং সেবার জায়গাটি আরেকটি। সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় সিভিল সার্ভিস এবং পাবলিক সার্ভিস আর আমাদের সাপোর্টিং স্টাফের জন্য জুনিয়র সার্ভিস কমিশন অর্থাৎ ৩টি কমিশন যদি থাকে, তাহলে নিয়োগ প্রক্রিয়াগুলো দ্রুত হয়, তাদের পদোন্নতিগুলোতে গতি আনয়ন করা যায় এবং তাদের সুযোগ সুবিধা পৃথক আইন দ্বারা যদি লিপিবদ্ধ থাকে, তাহলে আজকে যে আন্তঃক্যাডার পদোন্নতির বিষয় হচ্ছে, আমরাও যারা প্রশাসনে আছি, মাথাভারী প্রশাসন বলি, যেটিই বলি, আমাদের এ জায়গাগুলোও মসৃণ হয়। এ ব্যাপারে আমরা আপনাদেরকে একটি লিখিত পরামর্শ দেব।

ধন্যবাদ।

**জনাব এ টি এম সিদ্দিকুর রহমান** (অতিরিক্ত সচিব): আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বাংলাদেশ সংবিধানের আর্টিকেল ৩৪ ও ৩৫। বিশেষকরে অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের ম্যাডামের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেখানে On the satisfaction of the Hon'ble President. How to measure satisfaction. what are the indicator of measuring satisfaction. It should be visible. যেমন জুডিশিয়ারিতে যে স্তরবিন্যাস করা হয়েছে, অধঃস্তন কোর্ট, উচ্চ কোর্ট, এ্যাপেক্স কোর্ট। অধঃস্তন কোর্টের রায় আপিল বিভাগে যাবে, আপিল হবে। এখন আপিল কীভাবে হবে? what are the indicators of appeal. সেখানে বলা আছে question of fact. আপিল বিভাগে look into the all papers, question of fact এবং question of law দেখবেন। Question of law এর ক্ষেত্রে অধঃস্তন কোর্টের বিচারকের আইনগতভাবে কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি হয়েছে কি না বা কোনোকিছু তার overlook হয়েছে কি না বা কোনো ধারা সঠিকভাবে Interpretation হয়নি, এটি দেখতে হবে। If he is more interested to look into the case. question of fact তিনি উপলব্ধি করতে পারছেন কি না? এ বিষয়গুলো বিবেচনা করেই তাকে রায় দিতে হবে। এখন একজনকে compulsory retirement দেওয়া হচ্ছে, তার সমস্ত কাগজপত্র সেখানে আছে, সকল প্রসেস করা হয়েছে, তাকে so cause করা হয়েছে, সে উত্তর দিয়েছে, প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র সংযুক্ত করা হয়েছে। এখন মহামান্য রাষ্ট্রপতি যখন satisfied হবেন তখন রায়ে সকল কিছু থাকতে হবে যে I have interpreted and I have seen or look into such and such paper. সকল কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তিনি একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন। কোনো বিষয় যখন আমরা পরিমাপ করি তখন দুইটি বিষয় থাকে, qualitative entity এবং quantitative. আমরা quantitativeকে more emphasis দেই। কারণ It is visible. সবাই বুঝতে পারে যে, এই quantitative ছিল, এই indicator ছিল। তার ওপর ভিত্তি করে একটি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কাজেই এই বিষয়গুলিকে abstract রাখা যাবে না বা invisible রাখা যাবে না। It should be visible.

**ড. মোঃ আনোয়ার উল্যাহ**, এফসিএমএ (সচিব, জাতীয় সংসদ সচিবালয়): মাননীয় সদস্য তিনটি বিষয় উল্লেখ করেছেন। স্থানীয় সরকারের ইস্যু, specialization এবং expertiseকে কীভাবে আমরা সিভিল সার্ভিসে accommodate করতে পারি। আরেকটি হলো আন্তঃক্যাডার বৈষম্য দূরীকরণ। এ তিনটি বিষয়ইতো আপনাদের ছিল। এখানে স্থানীয় সরকারের বিষয় এবং প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ এ দুটোর মধ্যে কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত স্থির করতে পারিনি স্থানীয় সরকারের  কাঠামোগত দিকটা। এই কাঠামোগত দিকটি এখন পর্যন্ত আমাদের যে প্রক্রিয়া আছে এটি কিন্তু trial and error basis চলছে। কখনও প্রতীক দিয়ে নির্বাচন হয় কখনও প্রতীক ছাড়া নির্বাচন হচ্ছে। কখনও একজনকে মেয়র বানানো হচ্ছে, কখনও নানান রকম হচ্ছে। স্থানীয় সরকারকে আমি মনে করি একটি দেশের উন্নয়নের জন্য bottom and top down approach এ যদি চলতে হয়, তাহলে স্থানীয় সরকার পদ্ধতিকে শক্তিশালী করতে হবে। সেখানে অবশ্যই specialized এবং expertise লোকজনদেরকে Integrate করতে হবে।

আমাদের এখানে আন্তঃক্যাডার বৈষম্যের একটি বড় জায়গা হলো যারা specialization নিয়ে আসেন, ডাক্তার এসে প্রশাসন ক্যাডারে ঢুকে গেল। বুয়েট থেকে পাস করল, তিনি প্রশাসন ক্যাডারে ঢুকে গেল। তিনি পররাষ্ট্র সার্ভিসে ঢুকে গেল। অর্থাৎ যে সাবজেক্ট থেকে পড়াশুনা করে আসল ইউনিভার্সিটি থেকে, ঠিক ওই লাইন থেকে বিচ্যুত হয়ে বা যে কারিগরি দক্ষতা নিয়ে তিনি আসছেন, তিনি ওই লাইন থেকে বিচ্যুত হয়ে আরেক জায়গায় তিনি সাধারণের কাজ করছেন। তার অর্থ হলো রাষ্ট্রের অর্থ অপচয় হচ্ছে। তার যে অর্জিত জ্ঞান বা দেশকে দেওয়ার মতো যে সুযোগ সেটিও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আমাদের সময় এসেছে, আমাদের এতগুলো ক্যাডার রেখে আমাদের এই স্থানীয় সরকার, প্রশান বিকেন্দ্রীকরণ অর্থাৎ জনস্বার্থের এই সেবাগুলো আমরা বন্টন করব কি না- এই জায়গাটি। এই জায়গাটিতে যদি আমরা চলে যেতে পারি, তাহলে আমাদের আন্তঃক্যাডার বৈষম্যের জায়গাটিও কিন্তু এমনিতেই নিরসন হয়ে যাবে। আমি একজন ইঞ্জিনিয়ার বা কারিগরি দক্ষতা ভিত্তিক লোককে কেন জেলা প্রশাসকের চেয়ারে বসাব। আমার মনে হয়, এটুকুই আমার বলার। এই জায়গাটুকুতে এখন ভাববার সময় এসেছে। হয়ত সংবিধানে সবকিছু থাকবে না। কিন্তু প্রত্যেকটি জায়গায় এই SOP তৈরি করতে হবে সরকারকে। আমরা যদি রুলস অব বিজনেস এর কথা বলি, ৫৫, ৫৬। যেটির ভিত্তিতে ১৯৯৬ তে আমাদের অনেক কিছু পরিবর্তন হলো। অর্থাৎ মন্ত্রণালয়ের প্রধান নির্বাহী হবেন মন্ত্রী আর প্রিন্সিপাল অ্যাকাউন্টিং অফিসার হবেন সচিব। সমস্ত দায়দায়িত্ব সচিবের ঘাড়ে। অর্থ কমিটিতে, সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে এসে কিন্তু সচিবকেই জবাবদিহি করতে হয়। এই জায়গাটিতেও আমাদের কিছু ক্ষমাত পৃথিকীকরণ যেটি আমরা করেছি, মন্ত্রী এবং সচিবের মধ্যে, কর্মবিভাগের মধ্যে, এখানেও কিন্তু একটি দ্বন্দ্ব আছে। রাজনৈতিক ইচ্ছা আছে এখানে। এই ইচ্ছাগুলোর যেগুলো মেলাফাইড, যেগুলো উদ্দেশ্যমূলক, যেগুলো not inline with the ideal conditions, conflicting সেগুলোকে আমার মনে হয় operational activities এর মাধ্যমে কিছু করতে হবে। ম্যাডাম যেটি বললেন অনেক রুলস ভালো আছে, সেগুলো বাস্তবায়ন হচ্ছে না। because of understanding or the other kinds of intention. that's the issue. আমিতো সবকিছু সংবিধানে নিয়ে আসতে পারব না। আপনারা জানেন যে এটি একটি মৌলিক দলিল। এখান থেকে সবকিছু in toto, যেমন এই আন্তঃক্যাডার বৈষম্যের কথাতো সংবিধানে নিয়ে যেতে পারব না। সরকারকে এটি বাস্তবায়ন করতে হবে। আদর্শবাদী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমাদেরকে সেটি করতে হবে। আমি মনে করি, যিনি generalist তাকে generalis-এর জায়গায় দেওয়া। যিনি দক্ষ বা কারিগরি বিদ্যা নিয়ে এসেছেন তাঁকে ঐ জায়গায় কাজ করতে দেওয়া।

ধন্যবাদ।

**জনাব মোঃ শাহাদত হোসেন** (বিসিএস প্রাণিসম্পদ): ধন্যবাদ স্যার। আমরা কিন্তু বলার সুযোগ পাচ্ছি না। অধ্যাপক আলী রীয়াজ স্যার একটি প্রশ্ন করেছিলেন যে, আমরা কি আসলে উপজেলা পরিষদকে শক্তিশালী করতে যাচ্ছি নাকি কোনো ক্যাডারের ক্ষমতা কমাতে চাচ্ছি। আসলে যেটি হচ্ছে, বাংলাদেশে ৩টি স্তরে স্থানীয় সরকার আছে। উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ এবং সিটি করপোরেশন। আর যদি পৌরসভা ধরি। উপজেলা পরিষদে ১৭টি দপ্তর এবং সংস্থা ন্যস্ত আছে। এখানে যদি এরকম করা যায় যে, উপজেলা পরিষদে আমরা যারা আছি, আমরা আমাদের মতো করে কাজ করব। উপজেলা পরিষদে যারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি থাকবেন তাদের সাথে সমন্বয় করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদে যেমন সচিব রয়েছে সেরকম করে আলাদা লোক নিয়োগ দেওয়া যায়। সেক্ষেত্রে কাজের গতিশীলতা যেমন বাড়বে, ধারাবাহিকতা থাকবে। আমরা দেখি যে সরকারি কর্মকর্তারা আজকে একজন আছেন, কালকে চলে যান। ধারাবাহিকতা থাকে না।

দ্বিতীয় যেটি বলেছেন যে, মাতব্বরি কিছুটা হলেও কমে আসবে। আমাদের মনোমালিন্যের যে বিষয়টি সেটি অবশ্যই কমবে। আরেকটি ইস্যু জেলা পরিষদকেও যদি আমরা একইভাবে কার্যকর করি, সেক্ষেত্রে এরকম করা যেতে পারে। আমার আরেকটি প্রশ্ন আমার সহকর্মীদের কাছে, যারা প্রশাসন ক্যাডার থেকে এসেছেন। বার বার ভারতের উদাহরণ দিচ্ছেন। আমরা কেন ভারতের উদাহরণ দেব।

দুনিয়াতে অনেক দেশ আছে। আমরা সেগুলোকে অনুসরণ করব না। ভারত এক সময় ঔপনিবেশিক শাসনের মধ্যে ছিল, তাদের প্রশাসন সার্ভিস নিয়ে বহু বিতর্ক আছে। আমরা সেদিকে না গিয়ে ইউরোপ, আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ার উদাহরণ দিতে পারি। আর যদি আমরা উপমহাদেশের উদাহরণ দেই, সেক্ষেত্রে নেপাল আছে। নেপালে কিন্তু বিশেষজ্ঞ বেইজ মন্ত্রণালয়গুলো হয়।

আলী রীয়াজ স্যার আরেকটি প্রশ্ন করেছেন যে, বিশেষজ্ঞ জ্ঞান কীভাবে কাজে লাগানো যায়। আমি যদি লাইভস্টক সার্ভিসের কথা বলি, আমি আজ পায় ১৬ বছর ধরে লাইভ স্টক সার্ভিসে কাজ করছি। আমি সর্বোচ্চ হয়ত তৃতীয় গ্রেডে পদোন্নতি পেয়ে চলে যাবো। অথচ আমার মন্ত্রণালয় লাইভ স্টকের উপসচিব থেকে সচিব পর্যন্ত তারা এক সময় ধর্ম মন্ত্রণালয়, এক সময় বিজ্ঞান মন্ত্রণালয়, এক সময় কৃষি মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ঘুরে ঘুরে ৬ মাস বা এক বছরের জন্য আসে। সেক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানটি যদি কাজে লাগাতে হয় যে ক্যাডারটি আমি ধারণ করি যে ক্যাডারে আমি যোগদান করেছি সেই ক্যাডারের মন্ত্রণালয়ে যদি আমি উচ্চতর পদে যাই তাহলে আমার ২৫, ৩০ বা ৩৫ বছরের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে বিশেষভাবে কাজে লাগাতে পারব। এখন আমার অনুরোধটি হচ্ছে সংবিধানে এটিকে কীভাবে অন্তর্ভুক্ত করা যায় সেটা বিবেচনা করা। আপনারা আমাদের চেয়ে অনেক জ্ঞানী, এগুলো নিয়ে অবশ্যই দীর্ঘদিন পড়াশুনা করেছেন, এটিকে কীভাবে কাজে লাগানো যায়, এটি আমরা আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি।

আরেকটি ছোট বিষয় আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। আমরা জানি যে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে রাজনীতিবিদরা। রাজনীতিবিদের কাছে কারা থাকে, সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রশাসন ক্যাডার। রাষ্ট্রপতির পিএস, এপিএস, প্রধানমন্ত্রীর পিএস, এপিএস, মন্ত্রীর পিএস, এপিএস, উপদেষ্টার পিএস, এপিএস এবং আপনাদের যদি কোনো পিএস, এপিএস থাকে সেটিও সম্ভবত প্রশাসন ক্যাডারের। আপনাদের তথ্যগুলো যারা বিস্তারিতভাবে লিখবে তারাও হয়ত প্রশাসন ক্যাডারের। ফলে আমাদের দাবি দাওয়া কোনোভাবেই আমরা সরকারের কাছে পৌঁছতে পারি না। এটি যদি আলাদাভাবে কোনো ব্যবস্থা করা যায়। রাষ্ট্রপতির কাছে কোনো ক্যাডার সার্ভিস থাকবে না, প্রধান মন্ত্রীর কাছে কোনো ক্যাডার সার্ভিস থাকবে না। কোনো মন্ত্রীর কাছে কোনো ক্যাডার সার্ভিস থাকবে না। তাদের নিজস্ব লোকবল থাকবে, তারা কাজ করবে। আমার মনে হয়, তাতে আমাদের কথাবার্তা, তাদের কথাবার্তা, সবার কথাবার্তা সমভাবে তাদের কাছে পৌঁছানো যাবে বলে আমরা মনে করি।

ধন্যবাদ।

**ড. মোহাম্মদ মিজানুর রহমান** (অতিরিক্ত সচিব): আমি জাস্ট কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে শেষ করব। unfortunately তাঁদের কথা আমার বলার ইচ্ছা ছিল না, দু একটি বিষয়। একটি হলো কিছু misnomer আছে, যেগুলো আমাদেরকে একটু debunk করা দরকার। একজন অফিসারের পিএইচডি আছে, কিছু প্রকাশনা আছে, ঘটনাক্রমে তিনি প্রশাসন সার্ভিসে চাকুরি করে, is he not an specialist? আর একজনের কোনো প্রকাশনা নাই, কিছু নাই, সরকারি কলেজের প্রফেসর হলেন, is he a specialist? আমাদের এই জায়গাগুলোর বাস্তবতা যাচাই করা দরকার। আমরা generalist অর্থ মনে করি কোন লেখাপড়া জানে না। সিএসপিদের সময় থেকে এই সংকট ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা মনে করত, সব সিএসপিরাই বোধ হয় কম শিক্ষিত।

দ্বিতীয়ত হলো আমার সহকর্মী বললেন যে, ইন্ডিয়া বাদে। ইন্ডিয়া বাদে আপনি শ্রীলঙ্কা দেখবেন, সিঙ্গাপুর দেখবেন, কোরিয়া দেখবেন, জাপান দেখবেন, ভিয়েতনাম দেখবেন এমনকি চীন দেখবেন। আমাদের এই অনুরোধটি রইল।

তৃতীয় যেটি, সেটি হলো আমরা যেন আমলাতন্ত্রকে অবমূল্যায়ন না করি। তাহলে সবাই অবমূল্যায়িত হবে। এই জায়গাটিকে আমাদের একটু খেয়াল রাখতে হবে। আমার আবারও আপনাদের কাছে অনুরোধ রইল, আপনারা সবাইকে শোনেন। তবে বিদ্যমান চিত্রগুলো দয়া করে একটু খেয়াল রাখবেন।

ধন্যবাদ।

**জনাব মোঃ জামিলুর রহমান** (বিসিএস গণপূর্ত): আমাদের শ্রদ্ধেও সচিব মহোদয় একটি কথা বলেছেন, ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার কেন জেলা প্রশাসক হবে। আমাদের ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারদের জেলা প্রশাসক হওয়ার দরকার নাই। কিন্তু আমরা যদি দেখি সেতু বিভাগ একটি উচ্চতর কারিগরি জায়গা, স্পারসো বিজ্ঞান ভিত্তিক একটি সর্বোচ্চ জায়গা- এসব জায়গায় ননটেকনিক্যালগণ চেয়ারপারসন হয়ে বসে আছেন। তাহলে আমাদের ইঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তারদের যে সর্বোচ্চ মেধা, সেই মেধার প্রকাশটি কোথায় হবে? তাদের জায়গায়তো তাদেরকে সর্বোচ্চ পদে যেতে দিতে হবে। তাদের সচিবালয়ে তাদের জায়গা দিতে হবে। এই জায়গাগুলো address করলে আমার মনে হয় যে, ডাক্তার ইঞ্জিনিয়াররা জেনারেল ক্যাডারে যাবে না।

ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ** (কমিশন প্রধান): ধন্যবাদ।

আমি জানি প্রত্যেকেরই আরও অনেক কথা আছে। কিন্তু আমাদের সময়ের বিবেচনা করতে হচ্ছে। কারণ আমাদের ৩.০০ টার সময় আরও একটি মিটিং আছে। আপনাদের বক্তব্যগুলো আমরা খেয়াল করেছি। এগুলো রেকর্ডেড হচ্ছে। এগুলো আমরা বিবেচনা করছি। যেটি আমার সহকর্মী ফিরোজ উল্লেখ করেছেন, সেটি হচ্ছে যে, এগুলো রেকর্ডেড থাকছে ভবিষ্যতের জন্য যে, এই সময়ে আপনাদের প্রত্যাশাগুলো কী ছিল। আমরাতো সিভিল সোসাইটিসহ বিভিন্ন অংশীজনের সাথে কথা বলেছি। ফলে তাদের প্রত্যাশাগুলো রেকর্ডেড থাকছে। এই প্রত্যাশাগুলোর অনেকটাই আমাদের চেষ্টা থাকবে কমিশনের পক্ষ থেকে সুপারিশে প্রতিফলিত করার জন্য। আমাদের বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে সংবিধান। সব আইনতো আমরা দেখতে পারব না, দেখার অধিকারও আমাদের নেই। এই সমস্ত বিবেচনা করেই আমরা আপনাদের বক্তব্যগুলো শুনলাম। আপনাদের যাদের লিখিত বক্তব্য আছে, সে লিখিত বক্তব্যগুলোতো আমাদের কাছে থাকছেই। এগুলো আমাদের deleveration-এর অংশ হচ্ছে। এই কথা বলে আপনাদের অনুমতি পেলে আমি অধিবেশনটি এখন শেষ করতে চাচ্ছি। ধন্যবাদ।

# সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন

১৫ জানুয়ারি, ২০২৫

## পঞ্চম খণ্ড

## সংবিধান সংস্কার কমিশন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ৭ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে গঠিত
প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নম্বর ৩৩৪-আইন/২০২৪, তারিখ: ২১ আশ্বিন, ১৪৩১/০৬ অক্টোবর, ২০২৪।

## সংবিধান সংস্কার কমিশন

ব্লক ১, এমপি হোস্টেল,
জাতীয় সংসদ ভবন এলাকা, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা।

সাচিবিক সহযোগিতায়
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

প্রচ্ছদে ব্যবহৃত আলোকচিত্র: নাঈমুর রহমান, দ্য ডেইলি স্টারের সৌজন্যে

## সংবিধান সংস্কার কমিশন

(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

| | | |
|---|---|---|
| অধ্যাপক আলী রীয়াজ | কমিশন প্রধান | |
| অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের | সদস্য | |
| জনাব ইমরান সিদ্দিক, বার-এট-ল | সদস্য | |
| অধ্যাপক মুহাম্মদ ইকরামুল হক | সদস্য | |
| ড. শরীফ ভূঁইয়া, সিনিয়র এডভোকেট | সদস্য | |
| জনাব এম মঈন আলম ফিরোজী, বার-এট-ল | সদস্য | |
| জনাব ফিরোজ আহমেদ | সদস্য | |
| জনাব মোঃ মুসতাইন বিল্লাহ | সদস্য | |
| জনাব মোঃ মাহফুজ আলম - শিক্ষার্থী প্রতিনিধি | সদস্য | (৭ অক্টোবর, ২০২৪ - ১০ নভেম্বর, ২০২৪) |
| জনাব ছালেহ উদ্দিন সিফাত - শিক্ষার্থী প্রতিনিধি | সদস্য | (৯ ডিসেম্বর, ২০২৪ - )। |

# সূচিপত্র


| | |
|---|---|
| **পঞ্চম খণ্ড ( পৃথকভাবে সংকলিত)** | |
| ভূমিকা ও পর্যবেক্ষণ | ১ |
| **পরিশিষ্ট** | |
| **পরিশিষ্ট-২২:** রাজনৈতিক দলের নিকট হতে সংবিধান সংস্কার বিষয়ে প্রাপ্ত বিস্তারিত সুপারিশ | ৫ |

**কমিশনের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে পাঠানো রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহের প্রস্তাব**

| | | |
|---|---|---|
| ১। | বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বি.এন.পি | ৫ |
| ২। | বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলাম | ১৭ |
| ৩। | জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (NDM) | ৪৫ |
| ৪। | নাগরিক ঐক্য | ৪৯ |
| ৫। | জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি | ৫৩ |
| ৬। | ভাসানী অনুসারী পরিষদ | ৫৭ |
| ৭। | বাংলাদেশ লেবার পার্টি | ৫৮ |
| ৮। | বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ | ৬১ |
| ৯। | গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি | ৬৬ |
| ১০। | বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) | ৭১ |
| ১১। | বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ | ৭৫ |
| ১২। | ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ (পীর-চরমোনাই) | ৮০ |
| ১৩। | জাতীয় গণফ্রন্ট | ৯১ |
| ১৪। | গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি) | ৯৪ |
| ১৫। | গণঅধিকার পরিষদ (ফারুক) | ৯৫ |
| ১৬। | বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি-বিজেপি | ৯৬ |
| ১৭। | বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি | ১০৪ |
| ১৮। | বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ | ১০৭ |
| ১৯। | গণসংহতি আন্দোলন | ১১০ |
| ২০। | আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি) | ১১৩ |
| ২১। | বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি | ১২০ |
| ২২। | জাতীয় নাগরিক কমিটি | ১২৩ |
| ২৩। | ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশ | ১৩১ |
| ২৪। | বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি | ১৪৬ |
| ২৫। | রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন | ১৫০ |
| ২৬। | গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য (জোট) | ১৭৬ |
| ২৭। | বারো দলীয় জোট (জোট) | ১৮৫ |
| ২৮। | জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট (জোট) | ১৮৮ |

**স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কমিশনের নিকট পাঠানো রাজনৈতিক দলসমূহের প্রস্তাব**


| | | |
|---|---|---|
| ১। | ১। বাংলাদেশ কল্যাণ রাষ্ট্র | ১৯০ |
| ২। | ২। খেলাফত মজলিস | ১৯৭ |
| ৩। | ৩। বাংলাদেশ মুসলিম লীগ | ২০৩ |
| ৪। | ৪। জাতীয় পার্টি (জাফর) | ২১৫ |
| ৫। | ৫। প্রগতিশীল গ্রীন পার্টি | ২১৬ |
| ৬। | ৬। ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) | ২২৩ |

# ভূমিকা ও পর্যবেক্ষণ

ষোলো বছরের বেশি সময় ধরে চেপে বসা ফ্যাসিবাদী শাসনের জাঁতাকলে পিষ্ট বাংলাদেশের জনগণ ২০২৪ সালের জুলাই মাসে এক অভাবনীয় ও অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থানের সূচনা করেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকে সারা দেশের মানুষ পথে নেমে আসেন এবং সব ধরনের নিপীড়ন-নির্যাতনকে উপেক্ষা করে ও সরকারি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এবং ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের পেটোয়া বাহিনীকে প্রতিরোধ করে আন্দোলন অব্যাহত রাখেন। জুলাইয়ের মাঝামাঝি আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয় এবং অভ্যুত্থানের চূড়ান্ত পর্যায়ে ৩ আগস্ট জাতীয় শহীদ মিনারে আন্দোলনের নেতারা শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও বিচার দাবি করেন, অসহযোগ আন্দোলনের সূচনার ঘোষণা দেন, অন্তর্বর্তী জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান এবং নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ঘোষণা করেন। এই সব দাবির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে সারা দেশের মানুষ 'মার্চ টু ঢাকা'য় শামিল হন। জনগণের সম্মিলিত প্রতিরোধের মুখে ৩৬ জুলাই (৫ আগস্ট) শেখ হাসিনা পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেন, তাঁর স্বৈরশাসনের অবসান ঘটে। ৮ আগস্ট নোবেলজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা হয়।

৩৬ দিনের এই আন্দোলনে শহীদ হন প্রায় এক হাজার মানুষ এবং আহত হন কমপক্ষে পনেরো হাজার মানুষ। এই গণঅভ্যুত্থানে দল-মতনির্বিশেষে মানুষের অংশগ্রহণের পটভূমি ছিল হাসিনা সরকারের নির্বিচার হত্যা, গুম, খুন ও লুটপাটের বিরুদ্ধে এক দশকেরও বেশি সময়ে বিভিন্ন সময়ে গড়ে ওঠা আন্দোলন-সংগ্রাম। ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালে সাজানো নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের মানুষের ভোটাধিকার লুণ্ঠন করা হয়, রাষ্ট্রকে ব্যক্তির অনুগত পারিবারিক সম্পদের মতো ব্যবহার করা হয়, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়, উন্নয়নের মিথ্যাচার করে একধরনের ক্লেপ্টোক্রেসি বা চোরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়, দেশকে ঋণভারে জর্জরিত করা হয় এবং দেশের মানুষের অর্থ বিদেশে পাচার করে দেওয়া হয়। সর্বোপরি জবাবদিহিহীন এককেন্দ্রীকৃত ব্যক্তিতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়।

এই প্রেক্ষাপটে ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪, প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস জাতির উদ্দেশে দেওয়া এক ভাষণে সংবিধান সংস্কার কমিশনসহ মোট ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠনের কথা ঘোষণা করেন। জনপ্রতিনিধিত্বশীল ও কার্যকর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও জনগণের ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে দেশের বিদ্যমান সংবিধান পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করে সংবিধান সংস্কারের লক্ষ্যে ৭ অক্টোবর ২০২৪ এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সংবিধান সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়। ৭ অক্টোবরের প্রজ্ঞাপনে কমিশনের অন্য সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হয়। কমিশনের সদস্যরা হচ্ছেন—রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাজনীতি ও সরকার বিভাগের ডিস্টিংগুইশড অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশনপ্রধান), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের, ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক মুহাম্মদ ইকরামুল হক, সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেট ড. শরীফ ভূঁইয়া, ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী, লেখক ফিরোজ আহমেদ, লেখক ও মানবাধিকারকর্মী মো. মুসতাইন বিল্লাহ এবং শিক্ষার্থী প্রতিনিধি মো. মাহফুজ আলম। মো. মাহফুজ আলম ১০ নভেম্বর ২০২৪ উপদেষ্টা হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ৯ ডিসেম্বর থেকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষার্থী ছালেহ উদ্দিন সিফাত।

কমিশন ১৩ অক্টোবর ২০২৪ একটি ভার্চ্যুয়াল সভার মাধ্যমে তার কাজ শুরু করে এবং ১৪ জানুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে এই প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছে। এই প্রতিবেদন পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে মূল প্রতিবেদন তিন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে; এগুলো হচ্ছে বিদ্যমান সংবিধানের পর্যালোচনা, সুপারিশসমূহ এবং সুপারিশের যৌক্তিকতা। কমিশন সংবিধানের সেই সব বিষয় এবং অনুচ্ছেদের ব্যাপারে তাঁদের সুপারিশ উপস্থাপন করেছে, যেগুলো কমিশনের ওপর অর্পিত দায়িত্ব এবং কমিশনের লক্ষ্যসমূহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং সংস্কার করা প্রয়োজন বলে মনে করেছে। প্রতিবেদনের অন্যান্য চারটি খণ্ডে সংযোজনী হিসেবে কমিশনের সংগৃহীত তথ্যাদি, কমিশনের অনুরোধে দেওয়া রাজনৈতিক দলগুলোর প্রস্তাব এবং তার সারাংশ, অংশীজনদের দেওয়া লিখিত মতামতের সারাংশ এবং কমিশনের আহ্বানে মতবিনিময় সভায় উপস্থিত হয়ে দেওয়া বক্তব্যের রেকর্ডকৃত বক্তব্যের অনুলিখন সংযুক্ত করা হয়েছে।

## সংবিধান সংস্কার সুপারিশের পরিধি এবং লক্ষ্য

৭ অক্টোবরের প্রজ্ঞাপনের আলোকে কমিশন তার ওপরে অর্পিত দায়িত্বকে দুইভাগে ভাগ করে। এর প্রথমটি হচ্ছে বর্তমান সংবিধানের পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে সংবিধানকে গণতান্ত্রিক করে তুলে দেশ পরিচালনায় জনগণের অংশীদারত্ব প্রতিষ্ঠার

লক্ষ্যে সংবিধানের সংস্কারবিষয়ক সুনির্দিষ্ট সুপারিশ তৈরি করা। এই লক্ষ্যে কমিশন মোট ৬৪টি সভা করে, যার মধ্যে ২৩টি সভায় অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় করা হয়।

২৬ অক্টোবর অনুষ্ঠিত কমিশনের ৫ম সভায় আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে ঐকমত্যের মাধ্যমে সংস্কারের পরিধি এবং সংস্কারের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয় । গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় যে, ''সংস্কার'-এর অন্তর্ভুক্ত হবে বর্তমান সংবিধান পর্যালোচনাসহ জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলনের লক্ষ্যে সংবিধানের সামগ্রিক সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন, পরিমার্জন, পুনর্বিন্যাস এবং পুনর্লিখন।''

সংস্কারের পরিধিতে সম্ভাব্য সকল ধরনের সংস্কারের সুযোগ রাখা হয় এই বিবেচনায় যে ইতিমধ্যে নাগরিকদের ভেতরে বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তি হিসেবে সংবিধানকে দেখতে এবং ভবিষ্যতে বাংলাদেশে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ফ্যাসিবাদের উত্থানরোধের উপায় হিসেবে বিভিন্ন ধরনের প্রস্তাব উত্থাপিত হতে শুরু করে। জুলাই ২০২৪ গণঅভ্যুত্থানের নেতৃত্বদানকারী 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন' এবং তাদের সহযোগী সংগঠন জাতীয় নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে সংবিধান পুনর্লিখনের বা নতুন সংবিধান প্রণয়নের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করা হয়, যার প্রতি সমাজের বিভিন্ন অংশের সমর্থনও প্রতিভাত হয়; গত প্রায় এক দশক ধরে যেসব সামাজিক-রাজনৈতিক শক্তি ও চিন্তাবিদ ফ্যাসিবাদী শক্তির উত্থানের কারণ হিসেবে সাংবিধানিক ব্যবস্থার কথা বলে আসছিলেন, তাঁরাও বড় ধরনের পরিবর্তন ও পরিমার্জনার তাগিদ দেন। অন্যদিকে কিছু রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন এবং ব্যক্তি এই মর্মে অবস্থান গ্রহণ করেন যে, বিরাজমান সংবিধানের কতিপয় অনুচ্ছেদের সংশোধনের মাধ্যমেই সংবিধানের অন্তর্নিহিত বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা এবং ক্ষমতাকাঠামোয় অগণতান্ত্রিক প্রবণতা অবসান সম্ভব। এ ধরনের ভিন্ন ভিন্ন মতকে গুরুত্ব দেওয়া এবং কমিশনের কোনো ধরনের পূর্বাবস্থান নেই, তা সুস্পষ্ট করার জন্য কমিশন সংস্কারের পরিধিকে ব্যাপক রাখার সিদ্ধান্ত নেয়।

### কমিশন সাংবিধানিক সংস্কারের সাতটি উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে। এই উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে:

১। দীর্ঘ সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রতিশ্রুত উদ্দেশ্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার এবং ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের আলোকে বৈষম্যহীন জনতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা।

২। ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত অংশগ্রহণমূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটানো।

৩। রাজনীতি এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় সর্বস্তরে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা।

৪। ভবিষ্যতে যেকোনো ধরনের ফ্যাসিবাদী শাসনব্যবস্থার উত্থান রোধ।

৫। রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গ—নির্বাহী বিভাগ, আইনসভা এবং বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ ও ক্ষমতার ভারসাম্য আনয়ন।

৬। রাষ্ট্রক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের বিকেন্দ্রীকরণ ও পর্যাপ্ত ক্ষমতায়ন।

৭। রাষ্ট্রীয়, সাংবিধানিক এবং আইন দ্বারা সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকর স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা।

এই উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারণে কমিশন ১০ এপ্রিল ১৯৭১-এ জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে রাজনৈতিক অঙ্গীকার অর্থাৎ সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার এবং ২০২৪ সালের ফ্যাসিবাদবিরোধী গণঅভ্যুত্থানের জন-আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ একটি বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনকে ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করেছে। একই সময়ে কমিশন ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধকে বাংলাদেশের মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং বৈষম্যবিরোধী সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করেছে। এই সব আকাঙ্ক্ষা এবং সংগ্রামের মর্মবস্তুকে সাংবিধানিক-প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার লক্ষ্যেই সংবিধানের সংস্কার প্রস্তাব তৈরি করতে কমিশন সচেষ্ট হয়। ৩ নভেম্বর এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে কমিশন সংস্কারের পরিধি এবং উদ্দেশ্যসমূহ নাগরিকদের কাছে তুলে ধরে।

## সংবিধানের পর্যালোচনা

কমিশন বিদ্যমান সংবিধানকে দুটি দিক থেকে পর্যালোচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে—রাজনৈতিক এবং আইনগত। কমিশন বিবেচনা করে যে সংবিধানের পর্যালোচনায় বাংলাদেশ নামের ভূখণ্ডের মানুষের রাজনৈতিকভাবে গঠিত হওয়ার প্রক্রিয়া এবং একটি সংঘবদ্ধ জনগোষ্ঠী হিসেবে তাঁর রাজনৈতিক সংকল্প ও সামষ্টিক রূপকল্পের অভিপ্রায় কীভাবে গড়ে উঠেছে, তার প্রেক্ষাপট বিবেচনা করা জরুরি। এটা সুস্পষ্ট যে, ঔপনিবেশিক যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এই অঞ্চলে 'জনগণ'-এর উদ্ভব একটি দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে। গাঠনিক কর্তা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা এবং রাষ্ট্র গঠনে জনগণের সার্বভৌম অভিপ্রায় প্রকাশের প্রচেষ্টা দীর্ঘদিন ধরে ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক রাষ্ট্রের সাথে দ্বন্দ্বের সম্পর্কে জড়িয়ে আছে। এই দ্বন্দ্বের ধারাবাহিকতায় রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক রূপান্তর আজও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এই ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় ১৯৭২ সালের সংবিধান প্রণীত হয়েছিল। স্বল্প সময়ের মধ্যে সংবিধান প্রণয়নের সাফল্য নিঃসন্দেহে ইতিবাচক। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সংবিধান প্রণয়নে দীর্ঘসূত্রিতা এবং তার বিরূপ প্রতিক্রিয়ার অভিজ্ঞতা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে আকাঙ্ক্ষা ও এক ধরনের চাপ সৃষ্টি হয়েছিলো

তাই এই সংবিধান প্রণয়নকে ত্বরান্বিত করেছিলো। সংবিধান প্রণয়নের প্রক্রিয়া এবং এই বিষয়ে বিভিন্ন বিশ্লেষকের আলোচনার সারসংকলন করে এই সংবিধানের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং কীভাবে তা জনগণের গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে কেবল সংগতিহীনই হয়নি বরং নাগরিকদের অধিকার সংকুচিত করেছে, স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতাকাঠামো তৈরি করেছে, তা চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া ওই সময়েই গণপরিষদের সংবিধান প্রণয়নের এখতিয়ার নিয়ে প্রশ্ন ছিল।

সংবিধানের পর্যালোচনার দ্বিতীয় অংশে সংবিধানের আইনি কাঠামো পর্যালোচনা করা হয়েছে। বিদ্যমান সংবিধান যা ইতিমধ্যেই ১৭ বার সংশোধিত হয়েছে, তাতে এমন ধরনের অন্তর্নিহিত ত্রুটি রয়েছে, যা জবাবদিহিমূলক এবং গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাথে সাংঘর্ষিক, যেমন অনুচ্ছেদ ৪৮(৩) এবং ৫৫-এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে রাষ্ট্রপতিকে আলংকারিক ব্যক্তিত্বে পরিণত করা হয়েছে। সংবিধান সংশোধনের প্রক্রিয়া ক্ষমতাসীন দলকে সংবিধানের মূলনীতি ক্ষুণ্ন করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সংশোধন করার সুযোগ দিয়েছে। এর ফলে জরুরি অবস্থা এবং নিবর্তনমূলক আটকের মতো কঠোর বিধান সংবিধানে সন্নিবেশিত হয়েছে, যা ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করেছে এবং কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থা উৎসাহিত করেছে। সংবিধানের এই ত্রুটিগুলো গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করেছে। তদুপরি সাংবিধানিক বিধিবিধানগুলো গণতন্ত্রের একটি অন্যতম উপাদান নাগরিকের মৌলিক অধিকারকে বিভিন্ন শর্তসাপেক্ষ করে সেগুলোকে অনেকাংশে অকার্যকর করে ফেলেছে। সংবিধানে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি থাকলেও তার কার্যকারিতার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা অনুপস্থিত থেকেছে, যা বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগে অধীনস্থ করে রেখেছে। স্থানীয় সরকারব্যবস্থা কার্যত অর্থহীন এবং দলীয় লেজুড়বৃত্তি ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় আবদ্ধ।

সংবিধানের বিস্তারিত রাজনৈতিক এবং আইনি পর্যালোচনা এই প্রতিবেদনের প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে। এর পাশাপাশি কমিশন সকল বিষয়ে বিভিন্ন দেশের সংবিধান পর্যালোচনা করে, যাতে বিদ্যমান সংবিধান অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের সংবিধানের সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ, তা বোঝা যায়। কিছু সুনির্দিষ্ট বিষয় যেমন দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ, চিরস্থায়ী বিধান, জাতির জনক, কোনো ব্যক্তির প্রতিকৃতির বাধ্যতামূলক প্রদর্শন, রাষ্ট্রধর্ম, ধর্মনিরপেক্ষতা, সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস ইত্যাদি বিভিন্ন দেশের সংবিধানে উল্লেখ আছে কি না এবং থাকলে কীভাবে আছে, কমিশন তার বিশ্লেষণ করে।

## অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময়ের রূপরেখা

কমিশন সমাজের ভেতরে বিভিন্ন ধরনের আকাঙ্ক্ষা বোঝা এবং সমাজের সম্ভাব্য সর্বাধিক অংশীজনদের অংশগ্রহণ এবং তাঁদের প্রস্তাবগুলো শোনা এবং সেগুলোকে কমিশনের সুপারিশে প্রতিফলিত করার জন্য অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা, রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে প্রস্তাব এবং নাগরিকদের মতামত সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নেয়।

কমিশন এই মর্মেও সিদ্ধান্ত নেয় যে, যেসব ব্যক্তি, সংগঠন, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান বা দল জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের সময় সক্রিয়ভাবে হত্যাকাণ্ডে যুক্ত থেকেছে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে হত্যাকাণ্ড ও নিপীড়নকে সমর্থন করেছে, ফ্যাসিবাদী কার্যক্রমকে বৈধতা প্রদানে সাহায্য করেছে, কমিশন সেই সব ব্যক্তি, সংগঠন, সংস্থা, প্রতিষ্ঠানকে অংশীজনদের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করবে না।

## রাজনৈতিক দলসমূহের মতামত

কমিশন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতামত এবং সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব জানার জন্য ৩০টি রাজনৈতিক দল এবং জোটের কাছে লিখিত মতামত আহ্বান করে চিঠি পাঠায়। এই আবেদনে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়। এসব দল এবং জোটের মধ্যে মোট ২৫টি রাজনৈতিক দল এবং ৩টি রাজনৈতিক জোট তাদের লিখিত মতামত কমিশনের নিকট প্রেরণ করে। এর বাইরেও মোট ৬টি রাজনৈতিক দল ইমেইলের মাধ্যমে বা কমিশন কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে তাঁদের মতামত জমা দেয়। কমিশনের গবেষকেরা এসব মতামতের সারাংশ সংকলন করেন।

## ওয়েবসাইটের মাধ্যমে মতামত সংগ্রহ

সংস্কারের সুপারিশ তৈরিতে অধিকসংখ্যক নাগরিকের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির জন্য কমিশনের ওয়েবসাইটে মতামত দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এ বিষয়ে জনগণের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ ও স্বতঃস্ফূর্ততা লক্ষ করা যায়। দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে এ সুযোগ অব্যাহত রাখা হয় এবং ২৫ নভেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত ৫০,৫৭৩টি (পঞ্চাশ হাজার পাঁচশত তিহাত্তর) সংক্ষিপ্ত থেকে বিস্তারিত আকারে মতামত পাওয়া যায়।

## অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময়

অংশীজনদের মতামত নেওয়ার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংস্কার কমিশন ১১ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ থেকে বিভিন্ন সংবিধান ও মানবাধিকারবিষয়ক সংগঠন, পেশাজীবী সংগঠন, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, সংবিধান বিশেষজ্ঞসহ সমাজের নানা স্তরের মানুষের

সাথে মতবিনিময় করে। এ জন্য মোট ২১টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। তিন সপ্তাহ ধরে অনুষ্ঠিত এসব অধিবেশনে ৪৩টি সংগঠনের ৯৯ জন প্রতিনিধি উপস্থিত হয়ে তাঁদের সংগঠনের পক্ষে মৌখিক এবং লিখিত প্রস্তাব দেন। এছাড়া ২৯টি সংগঠন তাদের প্রস্তাব লিখিতভাবে জানিয়েছে। নাগরিক সমাজের ৪৪ জন ব্যক্তি কমিশনের সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। তাঁদের মধ্যে ২২ জন তাঁদের প্রস্তাবগুলো লিখিতভাবে কমিশনের কাছে পেশ করেছেন। এর বাইরেও ই-মেইলের মাধ্যমে এবং কমিশন কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে ৩৪ জন তাঁদের মতামত লিখিতভাবে জানান। কমিশনের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে সাতজন সংবিধানবিশেষজ্ঞ এবং সাবেক বিচারপতি কমিশনের মতবিনিময় সভাগুলোয় উপস্থিত হয়েছেন। কমিশনের মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের মৌখিক বক্তব্য রেকর্ড এবং প্রতিলিপি (transcript) তৈরি করা হয়েছে।

## দেশব্যাপী জনমত জরিপ

বিভিন্নভাবে অংশীজনদের মতামত সংগ্রহ করলেও গৃহীত ব্যবস্থাগুলো সমাজের সকল স্তরের মানুষের মতামতের প্রতিফলনের নিশ্চয়তা বিধান করে না বলে কমিশনের পক্ষ থেকে সারা দেশে জরিপ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মাধ্যমে দেশব্যাপী জাতীয় জনমত জরিপ পরিচালনা করা হয়। এই জরিপ ৫ ডিসেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত চালানো হয় এবং সারা দেশের ৬৪ জেলা থেকে সরাসরি সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে ৪৫,৯২৫টি খানার (হাউসহোল্ড) ১৮ থেকে ৭৫ বছর বয়সীদের কাছ থেকে জনসংখ্যা অনুপাতে মতামত পাওয়া যায়।

## অন্যান্য কমিশনের সঙ্গে সমন্বয়

কমিশন ওয়াকিবহাল যে, রাষ্ট্র সংস্কারের অনেক বিষয় নিয়ে একাধিক কমিশন নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, যা সংবিধান-সংশ্লিষ্ট। সময়স্বল্পতার বিবেচনায় কমিশন সব কমিশনের সঙ্গে কাজের সমন্বয় করতে না পারলেও গুরুত্বপূর্ণ এবং সরাসরি সংশ্লিষ্ট দুটি কমিশন-নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার এবং বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে বৈঠক করে এবং ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে। এর বাইরে ১৮ নভেম্বর প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় সংস্কার কমিশনের প্রধানের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করে।

## কমিশনের কতিপয় পর্যবেক্ষণ

বিদ্যমান সংবিধানের পর্যালোচনা, অংশীজনদের মতামত এবং কমিশন সদস্যদের অভিজ্ঞতা ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের ভিত্তিতে কমিশন সংবিধানের বিভিন্ন দিকের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করেছে; এর বাইরে অংশীজনেরা দুটি বিষয়ের দিকে কমিশনের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যা কমিশন তার পর্যবেক্ষণ হিসেবে উপস্থিত করছে। এগুলো হচ্ছে:

১। সংবিধানের বিভিন্ন অধ্যায়ের ধারাক্রম পরিবর্তন করে প্রস্তাবনা, নাগরিকতন্ত্র, মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার পর আইনসভা, নির্বাহী বিভাগ এবং বিচার বিভাগকে সন্নিবেশিত করা;

২। সংবিধানের ভাষা সহজ করা;

৩। সংবিধানের আকার ছোট করা।

কমিশন মনে করে যে, অংশীজনদের এসব মতামত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা দাবি করে এবং আশা করে ভবিষ্যতে এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বিবেচনা করবেন।

## কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যে বীরদের আত্মদানের ফলে বাংলাদেশ স্বৈরাচারী শাসনমুক্ত হয়েছে, যাঁরা এখনো আহত অবস্থায় আছেন, তাঁদের কাছে কমিশন গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। তাঁদের প্রতি কমিশন আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে।

কমিশন এই প্রতিবেদন প্রস্তুতিতে নাগরিকদের কাছ থেকে যে সহযোগিতা পেয়েছে এবং তাঁরা যেভাবে অকুণ্ঠচিত্তে অংশগ্রহণ করেছেন, সে জন্য সকলের কাছেই কৃতজ্ঞ। রাজনৈতিক দল, সামাজিক ও পেশাজীবী সংগঠন, সিভিল সোসাইটির সদস্যরা তাঁদের মতামত প্রদান করে এই প্রক্রিয়াকে অংশগ্রহণমূলক করে তুলেছেন এবং তাঁদের মতামতের মাধ্যমে এই প্রতিবেদনকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদেরকে কমিশন আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। এই প্রতিবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা সম্পাদন, মতামত ও তথ্য বিন্যস্তকরণ, অনুবাদ এবং সম্পাদনার কাজে যুক্ত গবেষকদের অবদান ছিল অসামান্য। তাঁদেরকে কমিশন আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। কমিশনের সাচিবিক সহায়তা প্রদানের জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিরলসভাবে পরিশ্রম করেছেন, কমিশন তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড (ইউপিএল) বিনামূল্যে এই প্রতিবেদনের টাইপ সেটিং এবং পৃষ্ঠাসজ্জা করে দিয়ে কমিশনকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছে।

# পরিশিষ্ট ২২

## রাজনৈতিক দলের নিকট হতে সংবিধান সংস্কার বিষয়ে প্রাপ্ত বিস্তারিত সুপারিশ

১

**বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল**

কেন্দ্রীয় কার্যালয়ঃ ২৮/১, নয়াপল্টন, ভি.আই.পি রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন: ৯৩৬১০৬৪ ফ্যাক্স: ৮৩১৮৬৮৭ E-mail: bnpcentral@gmail.com
চেয়ারপার্সনের কার্যালয় ঃ বাসা নং-০৬, রোড নং-৮৬, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২। ফোন: ৯৮৮৩৪৬২ ফ্যাক্স: ৯৮৮৩৪৫২ E-mail: bnpcpo@gmail.com

২৫ নভেম্বর ২০২৪ ইং

বরাবর
অধ্যাপক আলী রিয়াজ
কমিশন প্রধান
সংবিধান সংস্কার বিষয়ক কমিশন
ব্লক-১, এমপি হোস্টেল, জাতীয় সংসদ ভবন এলাকা
শের-এ-বাংলানগর, ঢাকা।

সূত্রঃ স্মারক নং-৫৫.০০.০০০০.১২১.৯৯.০০১.২৪.১৭ তারিখ ২১ কার্তিক, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ৬ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ।

বিষয়ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের সংস্কার প্রস্তাবনা প্রসঙ্গে।

মহোদয়,
শুভেচ্ছা জানবেন। সংবিধান সংস্কার বিষয়ক কমিশন হতে প্রেরিত পত্রের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি'র পক্ষ হতে সংযুক্ত প্রস্তাবনা পেশ করা হল। উক্ত প্রস্তাবনা অনুযায়ী সংবিধান সংশোধিত হলে কাঙ্খিত সংস্কার সম্ভব হবে বলে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি মনে করে। উল্লেখ্য যে, প্রস্তাবিত সংশোধনী সমূহের বেশ কিছু বিষয় পঞ্চদশ সংশোধনের বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিচারাধীন রয়েছে।

দুঃখিত, আপনার প্রেরিত ফরমেট অনুযায়ী প্রস্তাবনা সমূহ সন্নিবেশিত করা সম্ভব হয়নি, তবে বিভিন্ন অনুচ্ছেদের দফা ওয়ারি প্রস্তাবনা পেশ করা হল।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি'র পক্ষ হতে সংবিধান সংস্কার বিষয়ক কমিশনের সাফল্য কামনা করছি।

ধন্যবাদান্তে,

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর
মহাসচিব
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি

সংযুক্তিঃ সংবিধান সংশোধন এর জন্য বিএনপি'র পক্ষ থেকে অনুচ্ছেদ/ দফা ওয়ারী প্রস্তাবনা সমূহ ১১ (এগার) পাতা।

এতদসংক্রান্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি- জনাব সালাহ উদ্দিন আহমেদ, সদস্য, জাতীয় স্থায়ী কমিটি, বিএনপি।

ফোন নংঃ +৯১৯২৩৩৯২১৮৪৩(WhatsApp), +৮৮০১৭১১৪০২৪৪২
ইমেইলঃ salahuddin.exminister@gmail.com

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান সংস্কার প্রস্তাবনা

## প্রস্তাবনা

| নং | অনুচ্ছেদ / অংশ | বিষয়বস্তু | সংস্কার প্রস্তাব |
|---|---|---|---|
| ১. | প্রস্তাবনা (Preamble)'র সূচনা | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বিস্‌মিল্লাহির-রহ্‌মানির রহিম এর বাংলা অনুবাদ এর পাশাপাশি একটি অতিরিক্ত বাংলা পাঠ (পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার নামে) সংযোজিত হয়েছে। | সংযোজিত অতিরিক্ত বাংলা পাঠ অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)। |
| ২. | প্রস্তাবনা (Preamble)'র মূলপাঠ | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে প্রস্তাবনায় প্রথম এবং দ্বিতীয় প্যারায় আরো দুটি পরিবর্তন আনা হয়েছে।<br>▪ আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া [জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের] মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি;<br>▪ [আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল-জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে;] | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত উক্ত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে। <u>এবং পঞ্চদশ সংশোধনী পূর্ব অবস্থায় বহাল করতে হবে।</u> |

## প্রথম ভাগঃ প্রজাতন্ত্র

| নং | অনুচ্ছেদ / অংশ | বিষয়বস্তু | সংস্কার প্রস্তাব |
|---|---|---|---|
| ৩. | অনুচ্ছেদ ২ক (প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম) | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদ সংশোধন করে বলা হয়েছে: প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করিবেন। | সংশোধিত অনুচ্ছেদটি অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)। |
| ৪. | অনুচ্ছেদ ৪ ক (জাতির পিতার প্রতিকৃতি) | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে জাতির পিতার প্রতিকৃতি সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত অত্র অনুচ্ছেদ বাতিল করতে হবে। |
| ৫. | অনুচ্ছেদ ৬ (নাগরিকত্ব) | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণকে জাতি হিসাবে 'বাঙ্গালী' বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে। পঞ্চদশ সংশোধনীর পূর্বের বিধান বহাল করতে হবে। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৬. | অনুচ্ছেদ ৭ক (সংবিধান বাতিল, স্থগিতকরণ, ইত্যাদি অপরাধ) | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত অত্র বিধানমতে সংবিধান বাতিল, স্থগিতকরণ, ইত্যাদিকে রাষ্ট্রদ্রোহিতা হিসেবে ঘোষণা করে সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান করা হয়েছে। | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত অত্র অনুচ্ছেদ বাতিল করতে হবে। |
| ৭. | অনুচ্ছেদ ৭খ (সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলী সংশোধন অযোগ্য) | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত অত্র বিধানমতে সংবিধানের একটি বিরাট অংশকে সংশোধন-অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে। | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত অত্র অনুচ্ছেদ বাতিল করতে হবে। |

দ্বিতীয় ভাগ ঃ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

| নং | অনুচ্ছেদ / অংশ | বিষয়বস্তু | সংস্কার প্রস্তাব |
|---|---|---|---|
| ৮. | অনুচ্ছেদ ৮ (মূলনীতিসমূহ) | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সমূহ সংশোধন করা হয়েছে। | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে। |
| ৯. | অনুচ্ছেদ ৯ (জাতীয়তাবাদ) | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদটি সংশোধন করা হয়েছে। | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে। |
| ১০. | অনুচ্ছেদ ১০ (সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি) | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদটি সংশোধন করা হয়েছে। | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে। |
| ১১. | অনুচ্ছেদ ১২ (ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা) | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদটি সংশোধন করা হয়েছে। | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে। |
| ১২. | অনুচ্ছেদ ১৮ক (পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণ ও উন্নয়ন) | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত অত্র অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণির সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন। | সংযোজিত অনুচ্ছেদটি অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)। |
| ১৩. | অনুচ্ছেদ ১৯ (সুযোগের সমতা) | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদে নতুনভাবে সংযোজিত দফা (৩) এ বলা হয়েছে: "জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন।" | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে।<br>[উল্লেখ্য যে, পঞ্চদশ সংশোধনীপূর্ব অনুচ্ছেদ ১০ পূর্ব অবস্থায় পুনর্বহাল করতে হবে। তাহলে অত্র অনুচ্ছেদ ১৯(৩) অপ্রয়োজনীয় বিবেচিত হবে] |
| ১৪. | অনুচ্ছেদ ২৩ক (উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি) | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত অত্র অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। | সংযোজিত অনুচ্ছেদটি অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৫. | অনুচ্ছেদ ২৫ (আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন) | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদের দফা (২) বিলুপ্ত করা হয়েছে। উক্ত দফায় মুসলিম দেশসমূহের সাথে সম্পর্ক সংক্রান্ত বিশেষ দিকনির্দেশনা ছিল। | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে। |

তৃতীয় ভাগঃ মৌলিক অধিকার

| নং | অনুচ্ছেদ / অংশ | বিষয়বস্তু | সংস্কার প্রস্তাব |
|---|---|---|---|
| ১৬. | অনুচ্ছেদ ৩৮ (সংগঠনের স্বাধীনতা) | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংগঠনের স্বাধীনতা সংক্রান্ত মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে নতুন করে কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে। |
| ১৭. | অনুচ্ছেদ ৪২ (সম্পত্তির অধিকার) | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সম্পত্তির অধিকার সংক্রান্ত মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ৪২(৩) বিলুপ্ত করা হয়েছে। উক্ত দফায় Proclamations (Amendment) Order, ১৯৭৭ জারির পূর্বে কোন আইনের আওতায় ক্ষতিপূরণ ব্যতিরেকে সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও রাষ্ট্রায়ত্বকরণের ক্ষেত্রে উক্ত আইনকে বৈধতা দেয়া হয়েছে। | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে। |
| ১৮. | অনুচ্ছেদ ৪৪ (মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ) | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদটি প্রতিস্থাপিত হলেও আদতে পূর্বের বিধানই অপরিবর্তিত রয়েছে। | প্রতিস্থাপিত অনুচ্ছেদটি বহাল রাখতে হবে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)। |
| ১৯. | অনুচ্ছেদ ৪৭ (কতিপয় আইনের হেফাজত) | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে-<br>▪ দফা (২) এ একটি ব্যাখ্যা সংযোজনের মাধ্যমে উক্ত দফাকে স্পষ্টীকরণ করা হয়েছে; এবং<br>▪ দফা (৩) সংশোধনের মাধ্যমে গণহত্যাজনিত অপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনের অধীন অন্যান্য অপরাধের জন্য অসামরিক ব্যক্তি ও সংগঠনের বিচারের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। | জুলাই গণহত্যা, ২০২৪ এর বিচারের স্বার্থে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বহাল রাখতে হবে। |

চতুর্থ ভাগঃ নির্বাহী বিভাগ

| নং | অনুচ্ছেদ / অংশ | বিষয়বস্তু | সংস্কার প্রস্তাব |
|---|---|---|---|
| ২০. | অনুচ্ছেদ ৪৮ (রাষ্ট্রপতি) | দফা (৩) অনুসারেঃ এই সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের (৩) দফা অনুসারে কেবল প্রধানমন্ত্রী ও ৯৫ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুসারে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত রাষ্ট্রপতি তাঁহার অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন | রাষ্ট্রপতির পদকে অধিকতর ক্ষমতায়িত করার লক্ষ্যে- দফা (৩)এর পর এরূপভাবে দফা ৩ (ক) সংযোজন করা যেতে পারেঃ 'সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন আইনে যদি বিশেষভাবে উল্লেখ থাকে যে, প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ব্যতিরেকে রাষ্ট্রপতি উক্ত আইনে তাঁহার উপর ন্যস্ত কোন দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন, সেক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বর্ণিত কোন কিছুই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিবে না'। |
| ২১. | [অনুচ্ছেদ ৫৩ক (উপ-রাষ্ট্রপতি)] | (নতুনভাবে প্রস্তাবিত অনুচ্ছেদ) | নতুন একটি অনুচ্ছেদ (অনুচ্ছেদ ৫৩(ক) সংযোজনের মাধ্যমে উপ-রাষ্ট্রপতির পদ সৃষ্টি করা যেতে পারে।<br>**সম্ভাব্য রূপরেখা**<br>▪ <u>যোগ্যতা, নির্বাচন, পদের মেয়াদ ও অভিশংসনঃ</u> রাষ্ট্রপতি পদের অনুরূপ<br>▪ ক্ষমতাঃ (১) রাষ্ট্রপতির পদ শূণ্য হইলে কিংবা রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন; (২) সংসদের উচ্চ কক্ষের স্পীকার হিসেবে দায়িত্ব পালন। (ক্রমিক নং ২৮ এ উচ্চ কক্ষ প্রতিষ্ঠার বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে।) |
| ২২. | অনুচ্ছেদ ৫৪ (অনুপস্থিতি প্রভৃতির-কালে রাষ্ট্রপতি-পদে স্পীকার) | বিদ্যমান ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির পদ শূণ্য হইলে কিংবা রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, স্পীকার রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। | অত্র অনুচ্ছেদে স্পীকারকে প্রদত্ত ক্ষমতা উপ-রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত হবে। |
| ২৩. | অনুচ্ছেদ ৫৬ (মন্ত্রীগণ) | বর্তমান বিধানঃ<br>(১) একজন প্রধানমন্ত্রী থাকিবেন এবং প্রধানমন্ত্রী যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রী থাকিবেন।<br>(২) প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রীদিগকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দান করিবেনঃ | উপ-প্রধানমন্ত্রী পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে অনুচ্ছেদ ৫৬ এর দফা (১) ও (২)-এ তে প্রযোজ্য স্থানে 'মন্ত্রী' শব্দের পূর্বে 'উপ-প্রধানমন্ত্রী' শব্দ সংযোজিত হইবে। |
| | | দফা (৩) অনুসারেঃ যে সংসদ-সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন বলিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট | অত্র অনুচ্ছেদের দফা (৩)এ এরূপ শর্তাংশ সংযোজন করা যেতে পারেঃ 'তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তি |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | প্রতীয়মান হইবেন, রাষ্ট্রপতি তাঁহাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করিবেন। | পর পর দুইবারের অধিক প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না'। |
| ২৪. | [অনুচ্ছেদ ৫৮ক (পরিচ্ছেদের প্রয়োগ)] (বর্তমানে বিলুপ্ত অনুচ্ছেদ) | ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত অত্র অনুচ্ছেদটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্বরত অবস্থায় সংবিধানে বর্ণিত প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভা সংক্রান্ত বিধানসমূহের কার্যকারিতা স্থগিত করেছে।<br><br>পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদটি বিলুপ্ত করা হয়েছে। | অত্র অনুচ্ছেদটি পুনর্বহাল করতে হবে। |
| ২৫. | ২ক পরিচ্ছেদ - নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারঃ অনুচ্ছেদ ৫৮খ হইতে ৫৮ঙ (বর্তমানে বিলুপ্ত পরিচ্ছেদ) | ত্রয়োদশ সংশোধনীতে সংযোজিত অত্র পরিচ্ছেদটির মাধ্যমে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। পরবর্তীকালে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র পরিচ্ছেদটি বিলুপ্ত করা হয়েছে। | অত্র পরিচ্ছেদটি (অনুচ্ছেদ ৫৮খ হইতে ৫৮ঙ) পুনর্বহাল করতে হবে। |
| ২৬. | অনুচ্ছেদ ৫৯ এবং ৬০ (স্থানীয় সরকার) | | উক্ত অনুচ্ছেদ সমূহের কিছু সংশোধনী / সংযোজনী পরবর্তীতে প্রস্তাব করা হবে। |
| ২৭. | অনুচ্ছেদ ৬১ (সর্বাধিনায়কতা) | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদটি সংশোধন করা হয়েছে। | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে। (তত্ত্বাবধায়ক সরকার পূণর্বহাল এর সাথে সম্পর্কিত)। |

পঞ্চম ভাগ ঃ আইনসভা

| নং | অনুচ্ছেদ / অংশ | বিষয়বস্তু | সংস্কার প্রস্তাব |
|---|---|---|---|
| ২৮. | অনুচ্ছেদ ৬৫ (সংসদ-প্রতিষ্ঠা) | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংরক্ষিত মহিলা-সদস্যদের সংখ্যা ৫০ এ উন্নীত করা হয় এবং সপ্তদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা ২৫ বছরের জন্য বর্ধিত করা হয়। | এই বিষয়ে কয়েকদিন পরে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করা হবে। |
| | | | সংসদকে অধিক কার্যকর করার লক্ষ্যে সংসদের উচ্চকক্ষ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হচ্ছে। উচ্চকক্ষ প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে অত্র অনুচ্ছেদে নিম্ন লিখিত রূপরেখা অনুযায়ী সংশোধনী আনয়ন করা যেতে পারে।<br>**সম্ভাব্য রুপরেখা**<br>▪ নাম: উচ্চ কক্ষের নাম হবে 'সিনেট'। নিম্ন কক্ষের নাম থাকতে পারে 'সংসদ'।<br>▪ আসন সংখ্যা: সিনেটের আসন সংখ্যা হইবে অনুন্য ৫০ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | (পঞ্চাশ)।<br>▪ নির্বাচন পদ্ধতি: সংরক্ষিত মহিলা-সদস্যদের নির্বাচনে অনুসৃত বর্তমান পদ্ধতি অনুযায়ী সিনেট সদস্যগণ নির্বাচিত হইবেন।<br>▪ কার্যাবলীঃ সংসদে পাস হওয়া বিল সিনেটে সুপারিশ / পুণর্বিবেচনার জন্য সিনেটে প্রেরিত হইবে। সিনেট এরূপ বিল সুপারিশ সহ/সুপারিশ ব্যতিরেকে পুনর্বিবেচনার জন্য সংসদে ফেরত প্রেরণ করিতে পারিবে। উক্ত বিল সংসদে পাস হইলে, সিনেটে অনুমোদিত হইয়াছে মর্মে বিবেচিত হইবে।<br>▪ একজন ব্যক্তি সিনেট সদস্য হিসেবে কেবল এক মেয়াদে দায়িত্ব পালন করিবেন। |
| ২৯. | অনুচ্ছেদ ৬৬ (সংসদে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা) | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদ সদস্যদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা সংক্রান্ত বেশ কিছু বিধান সংযোজন ও বিয়োজন করা হয়েছে। সার্বিক বিচারে উক্ত সংশোধনীর মাধ্যমে পূর্বতন বিধানসমূহ স্পষ্টীকরণ করা হয়েছে। | সংশোধিত অনুচ্ছেদটি অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)। |
| ৩০. | অনুচ্ছেদ ৬৮ (সংসদ-সদস্যদের পারিশ্রমিক প্রভৃতি) | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদ সদস্যদের বেতনকে 'পারিশ্রমিক' শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। | সংশোধিত অনুচ্ছেদটি অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)। |
| ৩১. | অনুচ্ছেদ ৭০ (রাজনৈতিক দল হইতে পদত্যাগ বা দলের বিপক্ষে ভোটদানের কারণে আসন শূন্য হওয়া) | Floor Crossing সংক্রান্ত বিধিনিষেধ | সংসদকে অধিকতর কার্যকর করিবার লক্ষ্যে ৭০ অনুচ্ছেদে Floor Crossing সংক্রান্ত বিধিনিষেধ শিথিল করা যাইতে পারে। সেই লক্ষ্যে নিম্ন লিখিত ভাবে (খ) অনুচ্ছেদ সংশোধন করা যাইতে পারেঃ<br>(খ) 'সংসদে আস্থাভোট, অর্থবিল, সংবিধান সংশোধনী বিল এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত এমন সব বিষয়ে উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করেন',<br>তাহা হইলে সংসদে তাঁহার আসন শূন্য হইবে, তবে তিনি সেই কারণে পরবর্তী কোন নির্বাচনে সংসদ-সদস্য হইবার অযোগ্য হইবেন না। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৩২. | অনুচ্ছেদ ৭২ (সংসদের অধিবেশন) | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে। |
| ৩৩. | অনুচ্ছেদ ৮০ (আইনপ্রণয়ন-পদ্ধতি) | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে দফা (৩) প্রতিস্থাপিত হলেও আদতে পূর্বের বিধানই অপরিবর্তিত রয়েছে। | প্রতিস্থাপিত অনুচ্ছেদটি বহাল রাখতে হবে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)। |
| | | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে দফা (৪) সংশোধন করা হয়েছে। পূর্বতন বিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পুনর্বিবেচনার জন্য সংসদে ফেরত পাঠানো বিল মোট সংসদ-সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের দ্বারা গৃহীত হবার বাধ্যবাধকতা ছিল। পঞ্চদশ সংশোধনী এক্ষেত্রে উপস্থিত সংসদ-সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের দ্বারা এরূপ বিল গৃহীত হবার সুযোগ তৈরী করেছে। | সংশোধিত অনুচ্ছেদটি অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)। |
| ৩৪. | অনুচ্ছেদ ৮২ (আর্থিক ব্যবস্থাবলীর সুপারিশ) | অত্র অনুচ্ছেদে পঞ্চদশ সংশোধনী কর্তৃক আনীত পরিবর্তনের মাধ্যমে পূর্বতন বিধান স্পষ্টীকরণ করা হয়েছে। | সংশোধিত অনুচ্ছেদটি অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)। |
| ৩৫. | অনুচ্ছেদ ৯৩ (অধ্যাদেশ প্রণয়ন-ক্ষমতা) | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে দফা (১) এ পরিবর্তন আনা হলেও আদতে পূর্বের বিধানই অপরিবর্তিত রয়েছে। | প্রতিস্থাপিত অনুচ্ছেদটি বহাল রাখতে হবে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)। |

ষষ্ঠ ভাগঃ বিচারবিভাগ

| নং | অনুচ্ছেদ / অংশ | বিষয়বস্তু | সংস্কার প্রস্তাব |
|---|---|---|---|
| ৩৬. | অনুচ্ছেদ ৯৫ (বিচারক-নিয়োগ) | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদটি প্রতিস্থাপিত হলেও আদতে পূর্বের বিধানই অপরিবর্তিত রয়েছে। | অত্র অনুচ্ছেদে বিচারক পদের যোগ্যতা হিসেবে সুপ্রীম কোর্টের এ্যাডভোকেট হিসেবে বা বিচার বিভাগীয় পদে দশ বৎসরের অভিজ্ঞতার শর্ত উল্লেখ করা আছে। অভিজ্ঞতার সময়কালকে পনের বৎসরে উন্নীত করা যেতে পারে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)। |
| ৩৭. | অনুচ্ছেদ ৯৬ (বিচারকদের পদের মেয়াদ) | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদটি প্রতিস্থাপিত হলেও আদতে পূর্বের বিধানই অপরিবর্তিত রয়েছে।<br>পরবর্তীতে ষোড়শ সংশোধনীর মাধ্যমে বিচারকদের অপসারণ সংক্রান্ত সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল বিলুপ্ত করে সংসদ কর্তৃক অপসারণের বিধান করা হয়। | ষোড়শ সংশোধনী ইতোমধ্যে সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক অবৈধ ঘোষিত হওয়ায় পূর্বতন বিধান পুনঃবহাল হয়েছে। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৩৮. | অনুচ্ছেদ ৯৮ (সুপ্রীম কোর্টের অতিরিক্ত বিচারকগণ) | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তনটি নিতান্তই ভাষাগত। বাস্তবক্ষেত্রে এর তাৎপর্য নেই বললেই চলে। | সংশোধিত অনুচ্ছেদটি অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)। |
| ৩৯. | অনুচ্ছেদ ৯৯ (অবসর গ্রহণের পর বিচারকগণের অক্ষমতা ) | নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংক্রান্ত ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদে আনীত পরিবর্তনকে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে রহিত করা হয়। | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে। |
| ৪০. | অনুচ্ছেদ ১০০ (সুপ্রীম কোর্টের আসন) | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদটি প্রতিস্থাপিত হলেও আদতে পূর্বের বিধানই অপরিবর্তিত রয়েছে। | প্রতিস্থাপিত অনুচ্ছেদটি বহাল রাখতে হবে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)। |
| ৪১. | অনুচ্ছেদ ১০১ (হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ার) | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদটি প্রতিস্থাপিত হলেও আদতে পূর্বের বিধানই অপরিবর্তিত রয়েছে। | প্রতিস্থাপিত অনুচ্ছেদটি বহাল রাখতে হবে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)। |
| ৪২. | অনুচ্ছেদ ১০২ (কতিপয় আদেশ ও নির্দেশ প্রভৃতি দানের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতা) | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদটি প্রতিস্থাপিত হলেও আদতে পূর্বের বিধানই অপরিবর্তিত রয়েছে। | প্রতিস্থাপিত অনুচ্ছেদটি বহাল রাখতে হবে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)। |
| ৪৩. | অনুচ্ছেদ ১০৩ (আপীল বিভাগের এখতিয়ার) | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে হাইকোর্ট বিভাগের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল বিভাগে অধিকারবলে আপীল করার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। | প্রতিস্থাপিত অনুচ্ছেদটি বহাল রাখতে হবে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)। |
| ৪৪. | অনুচ্ছেদ ১০৭ (সুপ্রীম কোর্টের বিধিপ্রণয়ন-ক্ষমতা) | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সামান্য পরিবর্তন আনা হয়েছে। পরিবর্তিত বিধানমতে - সুপ্রীম কোর্টে এর কোন একটি বিভাগকে কিংবা এক বা একাধিক বিচারককে ১১৬ অনুচ্ছেদের (সুপ্রীম কোর্টের কর্মচারীগণ) অধীন দায়িত্বসমূহ অর্পণ করিতে পারিবে। | সংশোধিত অনুচ্ছেদটি বহাল রাখা যেতে পারে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)। |
| ৪৫. | অনুচ্ছেদ ১০৯ (আদালতসমূহের উপর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ) | পঞ্চদশ সংশোধনীর পূর্বে অধঃস্তন সকল আদালতের উপর হাইকোর্ট বিভাগের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা ছিল। সংশোধনীর মাধ্যমে অধঃস্তন আদালতের পাশাপাশি ট্রাইব্যুনালকেও নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতার অধীন করা হয়েছে। | সংশোধিত অনুচ্ছেদটি বহাল রাখতে হবে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)। |
| ৪৬. | অনুচ্ছেদ ১১৬ (অধঃস্তন আদালতসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা) | 'বিচার-কর্মবিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালনে রত ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণ (কর্মস্থল-নির্ধারণ, পদোন্নতিদান ও ছুটি মঞ্জুরীসহ) ও শৃংখলাবিধান রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তাহা প্রযুক্ত হইবে'। | **অনুচ্ছেদ ১১৬ সংশোধনের মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের উপর পূর্ণ ক্ষমতা ন্যস্ত করার বিধান যুক্ত করিতে হইবে।**<br>উপরোক্ত উদ্দেশ্য পুরনকল্পে নিম্নোক্ত উপায়ে **Lower Judicial Council** গঠনের বিধান সংযোজন করা যেতে পারে। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | [পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদটি প্রতিস্থাপিত হলেও আদতে পূর্বের বিধানই অপরিবর্তিত রয়েছে।] | ▪ গঠন: প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে আপীল বিভাগের একজন এবং হাইকোর্ট বিভাগের একজন বিচারপতির সমন্বয়ে কাউন্সিলটি গঠিত হইবে।<br>▪ ক্ষমতা: অধঃস্তন আদালতসমূহের কোন বিচারকের অসদাচরণ বা অসামর্থ্য ইত্যাদি তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। |
| ৪৭. | অনুচ্ছেদ ১১৭ (প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালসমূহ) | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদটি প্রতিস্থাপিত হলেও আদতে পূর্বের বিধানই অপরিবর্তিত রয়েছে। | প্রতিস্থাপিত অনুচ্ছেদটি বহাল রাখতে হবে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)। |
| ৪৮. | অনুচ্ছেদ ১১৮ (নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা) | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের কমিশনারের সর্বোচ্চ সংখ্যা চারজনে সীমিত করা হয়েছে। পূর্বে এ সংখ্যা অনির্দিষ্ট ছিল। | সংশোধিত অনুচ্ছেদটি অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)। |
| ৪৯. | অনুচ্ছেদ ১২২ (ভোটার-তালিকায় নামভুক্তির যোগ্যতা) | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীন কোন অপরাধের জন্য দণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে ভোটার হিসেবে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে। | সংশোধিত অনুচ্ছেদটি অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)। |
| ৫০. | অনুচ্ছেদ ১২৩ (নির্বাচন-অনুষ্ঠানের সময়) | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদ বহাল রেখে সংসদ নির্বাচনের সুযোগ তৈরি করা হয়। | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে। |
| ৫১. | অনুচ্ছেদ ১২৫ (নির্বাচনী আইন ও নির্বাচনের বৈধতা) | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে নতুনভাবে দফা (গ) সংযোজন করে বলা হয়েছে যে, কোন আদালত, নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হইয়াছে এইরূপ কোন নির্বাচনের বিষয়ে, নির্বাচন কমিশনকে যুক্তিসংগত নোটিশ ও শুনানির সুযোগ প্রদান না করিয়া, অন্তর্বর্তী বা অন্য কোনরূপে কোন আদেশ বা নির্দেশ প্রদান করিবেন না। | সংশোধিত অনুচ্ছেদটি অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)। |

**অষ্টম ভাগঃ মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক**

(অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে)

**নবম ভাগঃ বাংলাদেশের কর্মবিভাগ**

(অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে)

৮

নবম-ক ভাগঃ জরুরী বিধানাবলী

| নং | অনুচ্ছেদ / অংশ | বিষয়বস্তু | সংস্কার প্রস্তাব |
|---|---|---|---|
| ৫২. | অনুচ্ছেদ ১৪১ক (জরুরী-অবস্থা ঘোষণা) | পঞ্চদশ সংশোধনীর পূর্বে জরুরী অবস্থার নির্ধারিত মেয়াদ (১২০ দিন) সংসদের অনুমোদন সাপেক্ষে বর্ধিত করার সুযোগ ছিল। পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে উহা রহিত করা হয়। সার্বিক বিচারে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বিভ্রান্তিকর ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রশ্নে বিপজ্জনক। | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে। |

দশম ভাগঃ সংবিধান-সংশোধন

| নং | অনুচ্ছেদ / অংশ | বিষয়বস্তু | সংস্কার প্রস্তাব |
|---|---|---|---|
| ৫৩. | অনুচ্ছেদ ১৪২ (সংবিধানের বিধান সংশোধনের ক্ষমতা) | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদটি প্রতিস্থাপিত হয়েছে। বিশেষত: গণভোটের বিধান বাতিল করা হয়েছে। | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে। |
| ৫৪. | অনুচ্ছেদ ১৪৫ক (আন্তর্জাতিক চুক্তি) | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদটি প্রতিস্থাপিত হলেও আদতে পূর্বের বিধানই অপরিবর্তিত রয়েছে। | প্রতিস্থাপিত অনুচ্ছেদটি বহাল রাখতে হবে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)। |
| ৫৫. | অনুচ্ছেদ ১৪৭ (কতিপয় পদাধিকারীর পারিশ্রমিক প্রভৃতি) | নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংক্রান্ত ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদে আনীত পরিবর্তনকে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে রহিত করা হয়। | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে। |
| ৫৬. | অনুচ্ছেদ ১৫০ (ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী) | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদটি প্রতিস্থাপিত হয়েছে। এর মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের সকল ক্রান্তিকালীন সময়কালকে সাংবিধানিকভাবে অস্বীকার করা হয়েছে। উপরন্তু, প্রতিস্থাপিত অনুচ্ছেদের মাধ্যমে সংবিধানে নতুন তিনটি তফসিলে ৭ মার্চের ভাষণ, তথাকথিত স্বাধীনতা ঘোষণার টেলিগ্রাম ইত্যাদি সংযোজনের মধ্য দিয়ে সংবিধানকে আওয়ামী লীগের দলীয় প্রচারপত্রে পরিণত করা হয়েছে। | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে। |
| ৫৭. | অনুচ্ছেদ ১৫২ (ব্যাখ্যা) | নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংক্রান্ত ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদে আনীত পরিবর্তনকে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে রহিত করা হয়। | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে। |

তফসিলসমূহ

| নং | অনুচ্ছেদ / অংশ | বিষয়বস্তু | সংস্কার প্রস্তাব |
|---|---|---|---|
| ৫৮. | প্রথম তফসিল (অন্যান্য বিধান সত্ত্বেও কার্যকর আইন) | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র তফসিলে ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশ সংযোজন করে উক্ত আইনকে সাংবিধানিক সুরক্ষা দেয়া হয়েছে। | সংশোধিত তফশিলটি অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)। |
| ৫৯. | তৃতীয় তফসিল (শপথ ও ঘোষণা) | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র তফসিলে (ক) রাষ্ট্রপতির শপথের দায়িত্ব প্রধান বিচারপতির পরিবর্তে স্পীকারের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে, এবং (খ) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংক্রান্ত ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র তফসিলে আনীত পরিবর্তনকে রহিত করা হয়েছে। | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে।<br>❖ উপ-রাষ্ট্রপতির শপথের ফরম সংযুক্ত করতে হবে। |
| ৬০. | চতুর্থ তফসিল (ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী) | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র তফসিলে উল্লিখিত স্বাধীন বাংলাদেশের সকল ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী রহিত করা হয়েছে। | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে। |
| ৬১. | পঞ্চম তফসিল (১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তারিখে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেওয়া ঐতিহাসিক ভাষণ) | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত। | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে। |
| ৬২. | ষষ্ঠ তফসিল (জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা) | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত। | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে। |
| ৬৩. | সপ্তম তফসিল (১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র) | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত। | পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে। |

بسم الله الرحمن الرحيم

# বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
## Bangladesh Jamaat-e-Islami

বিজেআই(কে/অ) ০৪/২০২৪ তারিখ: ২৫ নভেম্বর, ২০২৪

বরাবর

প্রধান, সংবিধান সংস্কার কমিশন,
ব্লক-১, এমপি হোস্টেল, জাতীয় সংসদ ভবন এলাকা, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা।

বিষয়: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে সংবিধান সংস্কার প্রস্তাবনা।

সূত্র: সংবিধান সংস্কার কমিশনের স্মারক নং ৫৫.০০.০০০০.১২১.৯৯.০০১.২৪-২৫ তারিখ: ০৬ নভেম্বর, ২০২৪

জনাব

উপরোক্ত বিষয়ের সুত্রোক্ত স্মারকের বরাতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে সংবিধান সংস্কার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা চাওয়া হয়েছে। সেই মোতাবেক বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর বিস্তারিত সংবিধান সংস্কার প্রস্তাবনা সংযুক্ত করা হলো।

২. আমাদের প্রস্তাবের প্রাপ্তি স্বীকার করার বিনীত অনুরোধ রইলো।

মাআ'সসালাম

২৫/১১/২৪

**মিয়া গোলাম পরওয়ার**
সেক্রেটারি জেনারেল
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।

505, Elephant Road, Baro Moghbazar, Dhaka-1217
Web: www.jamaat-e-islami.org, Email: info@jamaat-e-islami.org
jamaat-e-islami.org bji.official BJI_Official bjiofficial

**ছক ১- সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব**

সংবিধানের নিম্নোক্ত বিষয়সমুহে আপনার দল কী ধরণের সংস্কার প্রস্তাব করছে, বর্ননা করুন।

**রাষ্ট্রের সর্বস্তরে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও ফ্যাসিবাদ উত্থান রোধকরণ**

| | |
|---|---|
| ১. | প্রস্তাবনা অংশে জুলাই বিপ্লবের স্বীকৃতি থাকতে হবে। |
| ২. | জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার, সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস এবং বহুসংস্কৃতিমূলক সমাজ হবে এই সংবিধানের মুলনীতি। |
| ৩. | প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা, তবে রাষ্ট্রীয় পরিসীমায় বিদ্যমান অন্যান্য ভাষার নিরাপত্তা প্রদান রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে। |
| ৪. | বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলে পরিচিত হবে। |
| ৫. | অনুচ্ছেদ ৭ক এবং ৭খ বিলুপ্ত ঘোষনা। |
| ৬. | অনুচ্ছেদ ৪৬ বিলুপ্ত ঘোষনা। |
| ৭. | নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য কমিশনার নিয়োগের জন্য একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা হবে, যা প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলের নেতা এবং প্রধান বিচারপতিকে নিয়ে গঠিত হবে । |
| ৮. | আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে সাজাপ্রাপ্তদের মৌলিক অধিকার থাকবে না। |
| ৯. | ধারা ৫৮এঃ জাতীয় নির্বাচন পরিচালনার জন্য একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। প্রেসিডেন্টকে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার জন্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় (যেমন, জাতিসংঘ) থেকে সহায়তা চাওয়ার ক্ষমতা দেওয়ার জন্য একটি প্রস্তাব থাকা উচিত। |
| ১০. | সংবিধানের সংশোধনীর জন্য দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা থাকবে এবং গণভোটের ব্যবস্থা থাকতে হবে। |
| ১১. | অনুচ্ছেদ ১৫০(২) এবং শিডিউল ৫,৬ এবং ৭ বিলুপ্ত ঘোষনা করতে হবে। |

**মানবাধিকার সুরক্ষা**

| | |
|---|---|
| ১২. | জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত বিধানবলী বিলুপ্ত অথবা যদি রাখা হয় তবে মৌলিক অধিকার স্থগিত করার অনুমতি |

| | |
|---|---|
| | দেয়া যাবে না |
| ১৩. | নিবর্তনমূলক আটক সংবলিত বিধানাবলি বিলুপ্ত বা পরিবর্তন করা। |
| ১৪. | অনুচ্ছেদ ৪৭(৩) এবং ৪৭ক বিলুপ্ত ঘোষনা। |
| ১৫. | অনুচ্ছেদ ১০২(৫) বিলুপ্ত ঘোষনা। |
| ১৬. | অনুচ্ছেদ ১২২(ঙ) বিলুপ্ত ঘোষনা। |
| ১৭. | অনুচ্ছেদ ৩৮ এবং ৩৯ থেকে অযৌক্তিক শর্তগুলো বাদ দিতে হবে। এগুলো মৌলিক অধিকারকে সীমাবদ্ধ করে দেয়। |
| ১৮. | তথ্য জানার অধিকার (রাইট টু ইনফরমেশন) মৌলিক অধিকার হিসেবে সংযুক্ত করতে হবে। |
| ১৯. | অনুচ্ছেদ ১৫ তে মৌলিক চাহিদা রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি হিসাবে থাকার কোন প্রয়োজন নেই। যেহেতু এটার প্রয়োগযোগ্যতা নেই তাই সংবিধানে এগুলার অবস্থান অপ্রয়োজনীয়। |

**নির্বাহী বিভাগ**

| | |
|---|---|
| ২০. | রাষ্ট্রপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নকক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে নাম প্রস্তাব করবে এবং উচ্চকক্ষে ৩/৪ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে অনুমোদন করবে। |
| ২১. | প্রেসিডেন্টের কিছু নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে (প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ছাড়া) পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতা থাকা উচিত। |
| ২২. | প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ক্ষমতার সমতা বজায় রাখতে, অভিশংসন প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য দুটি তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সীমা নির্ধারণ করা উচিত। |

**আইনসভা**

| | |
|---|---|
| ২৩ | আমাদের দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদের কথা ভাবা উচিত। একটি উচ্চ কক্ষ হবে, যার মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত বিচারকরা, শীর্ষ আদালতের বিচারকরা, বুরোক্র্যাটরা, সামরিক কর্মকর্তারা এবং শান্তি ও কৌশল, শ্রম, |

| | |
|---|---|
| | শিল্প, বৈদেশিক নীতি, বিনিয়োগ, বাজার অর্থনীতি, সাইবার নিরাপত্তা, অপরাধ, ধর্ম, নদী ও পানি সম্পদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্য থাকবে। উচ্চ কক্ষে ১৫১টি আসন থাকতে পারে। মনোনয়ন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। |
| ২৪. | অনুচ্ছেদ ৬৭ এবং ৭০: ফ্লোর ক্রসিং বর্তমানে বন্ধ করা উচিত নয়, এটি সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা স্থিতিশীল করতে যুক্ত করা হয়েছিল, আমরা এটি আরও দুইটি মেয়াদ পর্যন্ত রাখতে চাই, এদিকে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২, রাজনৈতিক দল আইনের মতো বিষয়গুলোতে রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কারের জন্য প্রস্তাবনা যুক্ত করা উচিত; যদি রাজনৈতিক দলগুলির সংস্কার হয়, তাহলে এমপিদের বিক্রি হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে, তখন অনুচ্ছেদ ৭০ পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে। |
| ২৫. | আমাদের সংবিধানে সংসদীয় নির্বাচনে প্রোপোরশনাল এবং ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট পদ্ধতির একটি মিশ্রণ রাখা উচিত, যাতে পূর্ণাঙ্গ এবং একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা এড়ানো যায় এবং কোন দল যেনো স্বৈরশাসক হয়ে উঠতে না পারে। |
| ২৬. | অনুচ্ছেদ ৭৬ঃ সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোর প্রধান বিরোধী দল থেকে নির্বাচিত বা স্বতন্ত্র এমপিদের হওয়া উচিত। ১৯৭২ সালের সংবিধান আশা করেছিল যে, এই কমিটিগুলি আইনপ্রণয়ন এবং নীতিমালা নির্ধারণে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবে। সংসদীয় কার্যবিধির বিধি ২৪০ অনুযায়ী, প্রতিটি কমিটির সদস্য সংখ্যা ১০ নির্ধারিত হয়েছে। এটি ৯/১১/১৩ হওয়া উচিত, একটি বিজোড় সংখ্যা, এবং স্থায়ী কমিটির মতামত উর্ধ্বতন কক্ষে তাদের যাচাইয়ের জন্য প্রেরণ করা উচিত। আজকাল, সংসদীয় কমিটিগুলিকে সমালোচক/বিশেষজ্ঞদের একটি অংশ "ঘুমন্ত কমিটি" বলে অভিহিত করছেন, কারণ তারা তাদের প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে (দক্ষতার অভাবে বা ফ্যাসিবাদী প্রবণতার কারণে)। |
| ২৭. | মহিলাদের জন্য কোনও সংরক্ষিত আসন বর্তমান পরিস্থিতিতে কোনও গুরুত্বপূর্ণ অর্থ বহন করে না। বরং, উচ্চ কক্ষে মহিলাদের জন্য ২০টি আসন সংরক্ষণ করা যেতে পারে, যাতে মহিলা উদ্যোক্তা, নারী অধিকার বিশেষজ্ঞ, আরএমজি, শ্রম বাজার, জাতিগত সংখ্যালঘু গোষ্ঠী ইত্যাদি থেকে মহিলাদের |

| | |
|---|---|
| | প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা যায়। |

**বিচার বিভাগ**

| | |
|---|---|
| ২৮. | সুপ্রিম কোর্টের একটি পৃথক সচিবালয় থাকবে। এছাড়াও, সুপ্রিম কোর্টের প্রয়োজনীয় ব্যয় এবং অধস্তন আদালতের ব্যয় মেটানোর জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, তা কনসোলিডেটেড ফান্ড থেকে প্রদান করা হবে। এজন্যে, অনুচ্ছেদ ৮৮, ৯৪ এ প্রয়োজনীয় সংশোধন আনতে হবে। |
| ২৯. | সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগের জন্য একটি কলিজিয়াম সিস্টেম থাকা উচিত। আপিল বিভাগের বিচারপতি এবং প্রধান বিচারপতির নিয়োগ সম্পর্কে স্বচ্ছতা থাকা উচিত। supersession (অগ্রাহ্য করে নিয়োগ) সংস্কৃতির অবসান ঘটানো উচিত। আপিল বিভাগে নিয়োগের জন্য, অত্যন্ত দক্ষ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সরাসরি বার থেকে নিয়োগের সুযোগ দেওয়া উচিত। |
| ৩০ | বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা সংসদ থেকে কেড়ে নেওয়া উচিত। বিচারিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে বিচারপতিদের শৃঙ্খলার জন্য একটি অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা থাকা উচিত। তবে, ১৫তম সংশোধনের আগে যে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের মাধ্যমে বিচারপতিদের অপসারণের প্রক্রিয়া ছিল, তা সংশোধন করা উচিত কারণ এতে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। |

সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে সুনির্দিষ্ট সংস্কার প্রস্তাব

| অধ্যায় | অনুচ্ছেদ | বর্তমান ভাষ্য | প্রস্তাব | যৌক্তিকতা |
|---|---|---|---|---|
| প্রস্তাবনা | প্রথম প্যারা | আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া [জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের] মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি; | আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া [জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের] মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি; **এবং ২০২৪ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই বিপ্লব সহ অন্যান্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনসমূহের মাধ্যমে দেশে গণতন্ত্র কায়েম রাখার সর্বাত্মক সংগ্রাম করিয়া যাইতেছি।** | |
| প্রস্তাবনা | দ্বিতীয় প্যারা | আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল - জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে | আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় স্বাধীনতা ও **গণতন্ত্র** রক্ষার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল - **জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার, সর্বশক্তিমান আল্লাহর** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস এবং বহুসংস্কৃতিমূলক সমাজের সেই সকল আদর্শ হবে এই সংবিধানের মূলনীতি।** | |
| | অনুচ্ছেদ ১ | বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যাহা "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ" নামে পরিচিত হইবে | বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র হবে যাহা "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ" নামে পরিচিত হইবে | |
| | অনুচ্ছেদ ৩ | প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা | প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা, তবে রাষ্ট্রীয় পরিসীমায় বিদ্যমান অন্যান্য ভাষার নিরাপত্তা প্রদান রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন। | |
| | অনুচ্ছেদ ৪ক | জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার ও প্রধান বিচারপতির কার্যালয় এবং সকল সরকারী ও আধা-সরকারী অফিস, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের প্রধান ও শাখা কার্যালয়, সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশনসমূহে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করিতে হইবে | বিলুপ্ত | এসব তুচ্ছ ব্যাপার সংবিধানে থাকা অপ্রয়োজনীয় |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | অনুচ্ছেদ ৬(২) | বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসাবে বাঙালী এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন। | বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন। | বাঙালি শব্দটির জাতিগত অর্থ রয়েছে যা বাংলাদেশের সকল জাতিগোষ্ঠিকে অন্তর্ভুক্ত করতে ব্যর্থ হয় তাই এটি এড়ানো উচিত। |
| | অনুচ্ছেদ ৭ক এবং ৭খ | ৭ক। (১) কোন ব্যক্তি শক্তি প্রদর্শন বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বা অন্য কোন অসাংবিধানিক পন্থায় -<br>(ক) এই সংবিধান বা ইহার কোন অনুচ্ছেদ রদ, রহিত বা বাতিল বা স্থগিত করিলে কিংবা উহা করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র করিলে ; কিংবা<br>(খ) এই সংবিধান বা ইহার কোন বিধানের প্রতি নাগরিকের আস্থা, বিশ্বাস বা প্রত্যয় পরাহত করিলে কিংবা উহা করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র করিলে-তাহার এই কার্য রাষ্ট্রদ্রোহিতা হইবে এবং ঐ ব্যক্তি রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে দোষী হইবে।<br>(২) কোন ব্যক্তি (১) দফায় বর্ণিত-<br>(ক) কোন কার্য করিতে সহযোগিতা বা | বিলুপ্ত | ধারা ৭এ সামরিক অধিগ্রহণ প্রতিরোধে অকার্যকর। ৫ আগস্ট তার একটি উদাহরণ। এছাড়া এই ধারা গণের ইচ্ছা যা সাংবিধানিক প্রাধান্যের মুল ভিত্তি, তাকে অবদমিত করে। ধারা ৭এ একটি নতুন সংবিধান প্রণয়নের একটি ভাল কারণ। ৭বি বাতিল করা উচিত কারণ আপনি ভবিষ্যত পার্লামেন্টকে বাধ্য করতে পারেন না। এবং শুধুমাত্র আদালতই সিদ্ধান্ত নিতে পারে কী কী মৌলিক গঠন এবং |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | উস্কানি প্রদান করিলে; কিংবা<br>(খ) কার্য অনুমোদন, মার্জনা, সমর্থন বা অনুসমর্থন করিলে- তাহার এইরূপ কার্যও একই অপরাধ হইবে।<br>(৩) এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত অপরাধে দোষী ব্যক্তি প্রচলিত আইনে অন্যান্য অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ডের মধ্যে সর্বোচ্চ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।<br><br>৭খ।সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সংবিধানের প্রস্তাবনা, প্রথম ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, দ্বিতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, নবম-ক ভাগে বর্ণিত অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী সাপেক্ষে তৃতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ এবং একাদশ ভাগের ১৫০ অনুচ্ছেদসহ সংবিধানের অন্যান্য মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, রহিতকরণ কিংবা অন্য কোন পন্থায় সংশোধনের অযোগ্য হইবে। | | কী নয়। |
| | অনুচ্ছেদ ৮ | জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও | জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | (১) | ধর্মনিরপেক্ষতা- এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে | অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার, সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস এবং বহুসংস্কৃতিমূলক সমাজ হবে এই সংবিধানের মুলনীতি। | |
| | অনুচ্ছেদ ৯ এবং ১০, ১২ | জাতীয়তাবাদ<br>সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি<br>ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা | বিলুপ্ত | |
| | অনুচ্ছেদ ১৫ | রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায়:<br>(ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা;<br>(খ) কর্মের অধিকার, অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া যুক্তিসঙ্গত মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার;<br>(গ) যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও | মৌলিক চাহিদা রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি হিসাবে থাকার কোন প্রয়োজন নেই। | এটার প্রয়োগযোগ্যতা নেই তাই সংবিধানে এগুলার অবস্থান অপ্রয়োজনীয়। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | অবকাশের অধিকার; এবং (ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্যলাভের অধিকার। | | |
| | অনুচ্ছেদ ৩০ | রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোন নাগরিক কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নিকট হইতে কোন খেতাব, সম্মান, পুরস্কার বা ভূষণ গ্রহণ করিবেন না। | বিলুপ্ত | উপাধি/সম্মান/পুরস্কার গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতির পূর্ব অনুমোদন চাওয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই। এছাড়া, ধারা ৩০ একটি নিষ্প্রভ বিধান কারণ এর মধ্যে কোনো শাস্তির বিধান নেই, যদিও অনেকবার এই বিধান লঙ্ঘন হয়েছে। বহু নাগরিক এমবিই, ওবিই এবং এমনকি নাইটহুড অর্জন করেছেন। ধারা ৩০ বাতিল করা যেতে পারে। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | অনুচ্ছেদ ৩৩ | (১) গ্রেপ্তারকৃত কোন ব্যক্তিকে যথাসম্ভব শীঘ্র গ্রেপ্তারের কারণ জ্ঞাপন না করিয়া প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না এবং উক্ত ব্যক্তিকে তাঁহার মনোনীত আইনজীবীর সহিত পরামর্শের ও তাঁহার দ্বারা আত্মপক্ষ-সমর্থনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না।<br>(২) গ্রেপ্তারকৃত ও প্রহরায় আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে গ্রেপ্তারের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে (গ্রেপ্তারের স্থান হইতে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যতিরেকে) হাজির করা হইবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত তাঁহাকে তদতিরিক্তকাল প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না।<br>(৩) এই অনুচ্ছেদের (১) ও (২) দফার কোন কিছুই সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না,<br>(ক) যিনি বর্তমান সময়ের জন্য বিদেশী শত্রু; অথবা | নিবর্তনমূলক আটক সংবলিত বিধানাবলি বিলুপ্ত বা পরিবর্তন করা। | গ্রেফতার' শব্দটি বিচারিক ব্যাখ্যার আলোকে সংজ্ঞায়িত করা উচিত। পুলিশ ও বিচার বিভাগ গ্রেফতার শব্দটি অপব্যবহার করেছে এবং এর স্পষ্টীকরণের প্রয়োজন।<br>প্রতিরোধমূলক হেফাজতের সাথে সম্পর্কিত বিধানগুলো পুনর্বিবেচনা করা উচিত অথবা সম্পূর্ণরূপে বাদ দেওয়া উচিত, কারণ এগুলি প্রায়ই বিরোধী দল দমন করতে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে অপব্যবহৃত হয়েছে। এমন ব্যবস্থা সংবিধানের আত্মার সঙ্গে সাংঘর্ষিক, যা মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘন করে। যদিও সম্পূর্ণ বিলুপ্তি সম্ভব নাও হতে পারে, তবে |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | (খ) যাঁহাকে নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইনের অধীন গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বা আটক করা হইয়াছে।<br>(৪) নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইন কোন ব্যক্তিকে ছয় মাসের অধিক কাল আটক রাখিবার ক্ষমতা প্রদান করিবে না যদি সুপ্রীম কোর্টের বিচারক রহিয়াছেন বা ছিলেন কিংবা সুপ্রীম কোর্টের বিচারকপদে নিয়োগলাভের যোগ্যতা রাখেন, এইরূপ দুইজন এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত একজন প্রবীণ কর্মচারীর সমন্বয়ে গঠিত কোন উপদেষ্টা-পর্ষদ্ উক্ত ছয় মাস অতিবাহিত হইবার পূর্বে তাঁহাকে উপস্থিত হইয়া বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগদানের পর রিপোর্ট প্রদান না করিয়া থাকেন যে, পর্ষদের মতে উক্ত ব্যক্তিকে তদতিরিক্ত কাল আটক রাখিবার পর্যাপ্ত কারণ রহিয়াছে।<br>(৫) নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইনের অধীন প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে আটক | | অপব্যবহার প্রতিরোধে শক্তিশালী সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা উচিত। বর্তমানে, একজন ব্যক্তিকে ছয় মাস পর্যন্ত তার মৌলিক অধিকার ছাড়াই আটক রাখা যেতে পারে যদি একটি পরামর্শক কমিশন এটি অনুমোদন করে। এই পরামর্শক বোর্ড, যার মধ্যে একটি সরকারী কর্মচারী রয়েছে, বিচারিক স্বাধীনতার জন্য হুমকি সৃষ্টি করে, কারণ এটি যথাযথ মূল্যায়ন নিশ্চিত করার পরিবর্তে, সরকারের স্বার্থে কাজ করতে পারে। ফলস্বরূপ, ব্যক্তি নিজের পক্ষে প্রতিরক্ষা করার সুযোগ ছাড়াই, দীর্ঘ সময়ের জন্য আটক থাকতে |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | করা হইলে আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে যথাসম্ভব শীঘ্র আদেশদানের কারণ জ্ঞাপন করিবেন এবং উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে বক্তব্য-প্রকাশের জন্য তাঁহাকে যত সত্বর সম্ভব সুযোগদান করিবেন:<br>তবে শর্ত থাকে যে, আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় তথ্যাদি-প্রকাশ জনস্বার্থবিরোধী বলিয়া মনে হইলে অনুরূপ কর্তৃপক্ষ তাহা প্রকাশে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে পারিবেন।<br>(৬) উপদেষ্টা-পর্ষদ কর্তৃক এই অনুচ্ছেদের (৪) দফার অধীন তদন্তের জন্য অনুসরণীয় পদ্ধতি সংসদ আইনের দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারিবেন।] | | পারে, যা ন্যায়বিচার এবং জবাবদিহিতার পরিপন্থী। অপব্যবহার প্রতিরোধ এবং যথাযথ প্রক্রিয়া রক্ষা করতে সুরক্ষা ব্যবস্থা অপরিহার্য। |
| | অনুচ্ছেদ ৩৮ | জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবেঃ<br>তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তির উক্তরূপ সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার কিংবা উহার সদস্য হইবার অধিকার | জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে | অযৌক্তিক শর্তাবলী বিলুপ্ত ঘোষনা। এগুলো মৌলিক অধিকারকে সীমাবদ্ধ করে দেয়। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | থাকিবে না, যদি-<br>(ক) উহা নাগরিকদের মধ্যে ধর্মীয়, সামাজিক এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়;<br>(খ) উহা ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ, জন্মস্থান বা ভাষার ক্ষেত্রে নাগরিকদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়;<br>(গ) উহা রাষ্ট্র বা নাগরিকদের বিরুদ্ধে কিংবা অন্য কোন দেশের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী বা জঙ্গী কার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়; বা<br>(ঘ) উহার গঠন ও উদ্দেশ্য এই সংবিধানের পরিপন্থী হয়। | | |
| | অনুচ্ছেদ ৩৯ | (১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তাদান করা হইল।<br>(২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা ও নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত-অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ-সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে | (১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তাদান করা হইল।<br>(২)(ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক্ ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের, এবং<br>(খ) সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল। | বাধানিষেধ বিলুপ্ত। এগুলো মৌলিক অধিকারকে সীমাবদ্ধ করে দেয়। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | (ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক্ ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের, এবং<br>(খ) সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল। | | |
| | অনুচ্ছেদ ৪৬ | এই ভাগের পূর্ববর্ণিত বিধানাবলীতে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি বা অন্য কোন ব্যক্তি জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের প্রয়োজনে কিংবা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যে কোন অঞ্চলে শৃঙ্খলা-রক্ষা বা পুনর্বহালের প্রয়োজনে কোন কার্য করিয়া থাকিলে সংসদ আইনের দ্বারা সেই ব্যক্তিকে দায়মুক্ত করিতে পারিবেন কিংবা ঐ অঞ্চলে প্রদত্ত কোন দণ্ডাদেশ, দণ্ড বা বাজেয়াপ্তির আদেশকে কিংবা অন্য কোন কার্যকে বৈধ করিয়া লইতে পারিবেন। | বিলুপ্ত | বৈষম্যমূলক এবং আজকের দিনে এর প্রাসঙ্গিকতা আর নেই। |
| | অনুচ্ছেদ ৪৭(৩) এবং ৪৭ক | ৪৭ (৩) এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও গণহত্যাজনিত অপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনের | বিলুপ্ত | এ ধারাদ্বয় প্রক্রিয়ার অপব্যবহারে পরিণত হয়েছে। এ ধারাগুলো প্রিসাম্পশন অফ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | অধীন অন্যান্য অপরাধের জন্য কোন সশস্ত্র বাহিনী বা প্রতিরক্ষা বাহিনী বা সহায়ক বাহিনীর সদস্য২৮[বা অন্য কোন ব্যক্তি, ব্যক্তি সমষ্টি বা সংগঠন] কিংবা যুদ্ধবন্দীকে আটক, ফৌজদারীতে সোপর্দ কিংবা দণ্ডদান করিবার বিধান-সংবলিত কোন আইন বা আইনের বিধান এই সংবিধানের কোন বিধানের সহিত অসমঞ্জস বা তাহার পরিপন্থী, এই কারণে বাতিল বা বেআইনী বলিয়া গণ্য হইবে না কিংবা কখনও বাতিল বা বেআইনী হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না।<br><br>৪৭ক। (১) যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বর্ণিত কোন আইন প্রযোজ্য হয়, সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদ, ৩৫ অনুচ্ছেদের (১) ও (৩) দফা এবং ৪৪ অনুচ্ছেদের অধীন নিশ্চয়কৃত অধিকারসমূহ প্রযোজ্য হইবে না।<br>(২) এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, | | ইনোসেন্স ধারণার বিপরীত। এই দুটি ধারা পুনর্বিবেচনা করা উচিত কারণ এই বিধানগুলো আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (আইসিটি) তে অপব্যবহৃত হয়েছে। বাংলাদেশ সংবিধানের ধারা ৪৭(৩) এবং ৪৭ক আইসিটিতে মৌলিক অধিকার এবং সংবিধান অনুযায়ী প্রাপ্য অধিকার ও প্রতিকারের প্রযোজ্যতা নির্ধারণ করে। ধারা ৩৫, যা ন্যায্য বিচার পাওয়ার অধিকার রক্ষা করে, তা প্রযোজ্য নয়। এই অব্যাহতি সাংবিধানিকভাবে প্রাপ্য অধিকারগুলোকে অপ্রযোজ্য করে দেয়। আন্তর্জাতিক মানের সাথে সঙ্গতি রাখতে, আইসিটি |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | তাহা সত্ত্বেও যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বর্ণিত কোন আইন প্রযোজ্য হয়, এই সংবিধানের অধীন কোন প্রতিকারের জন্য সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করিবার কোন অধিকার সেই ব্যক্তির থাকিবে না। | | আইনটি সংশোধন করতে হবে এবং ধারা ৪৭(৩) এবং ৪৭এ এর বিধানগুলো পুনর্বিবেচনা করা উচিত। |
| | অনুচ্ছেদ ৪৮ | রাষ্ট্রপতি সম্পর্কিত | রাষ্ট্রপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নকক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে নাম প্রস্তাব করবে এবং উচ্চকক্ষে ৩/৪ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে অনুমোদন করবে। | |
| | অনুচ্ছেদ ৫৭ এবং ৭২ | প্রধানমন্ত্রীর পদের মেয়াদ, সংসদের অধিবেশন ভেঙে দেওয়া সম্পর্কিত | প্রেসিডেন্টের কিছু নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে (প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ছাড়া) পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতা থাকা উচিত | যেমনটি জার্মানি এবং অস্ট্রেলিয়ায় দেখা যায়। এজন্যে ধারা ৪৮(১) এবং (৩), ৫৭ এবং ৭২ এ প্রয়োজনীয় সংশোধন আনা দরকার। |
| | অনুচ্ছেদ ৫২ | (১) এই সংবিধান লংঘন বা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসিত করা যাইতে পারিবে; ইহার জন্য সংসদের মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বাক্ষরে অনুরূপ | (১) এই সংবিধান লংঘন বা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসিত করা যাইতে পারিবে; ইহার জন্য সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার | এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, এমপিদের একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ প্রেসিডেন্টের অভিশংসন প্রস্তাব উত্থাপন করতে |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | অভিযোগের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া একটি প্রস্তাবের নোটিশ স্পীকারের নিকট প্রদান করিতে হইবে; স্পীকারের নিকট অনুরূপ নোটিশ প্রদানের দিন হইতে চৌদ্দ দিনের পূর্বে বা ত্রিশ দিনের পর এই প্রস্তাব আলোচিত হইতে পারিবে না; এবং সংসদ অধিবেশনরত না থাকিলে স্পীকার অবিলম্বে সংসদ আহবান করিবেন।... | অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের স্বাক্ষরে অনুরূপ অভিযোগের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া একটি প্রস্তাবের নোটিশ স্পীকারের নিকট প্রদান করিতে হইবে; স্পীকারের নিকট অনুরূপ নোটিশ প্রদানের দিন হইতে চৌদ্দ দিনের পূর্বে বা ত্রিশ দিনের পর এই প্রস্তাব আলোচিত হইতে পারিবে না; এবং সংসদ অধিবেশনরত না থাকিলে স্পীকার অবিলম্বে সংসদ আহবান করিবেন।... | পারে। এর ফলে প্রেসিডেন্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অভিশংসনের শিকার হতে পারেন। প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ক্ষমতার সমতা বজায় রাখতে, অভিশংসন প্রস্তাব উথাপনের জন্য দুটি তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সীমা নির্ধারণ করা উচিত। |
| | অনুচ্ছেদ ৬৫ | (৩) সংবিধান (সপ্তদশ সংশোধন) আইন, ২০১৮ প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অব্যবহিত পরবর্তী সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে শুরু করিয়া পঁচিশ বৎসরকাল অতিবাহিত হইবার অব্যবহিত পরবর্তীকালে সংসদ ভাংগিয়া না যাওয়া পর্যন্ত পঞ্চাশটি আসন কেবল মহিলা-সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে এবং তাঁহারা আইনানুযায়ী পূর্বোক্ত সদস্যদের দ্বারা সংসদে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব | বর্তমানে এমন সংরক্ষিত আসনের প্রয়োজন নেই। উচ্চকক্ষে ২০ টি আসন সংরক্ষণ করা যেতে পারে। | যুক্তরাজ্যের মতো ম্যাচিউর সংসদে হাউস অব কমন্সে মহিলাদের জন্য কোনও সংরক্ষিত আসন নেই। বর্তমান পরিস্থিতিতে এমন সংরক্ষণ কোনও গুরুত্বপূর্ণ অর্থ বহন করে না। বরং, উচ্চ কক্ষে মহিলাদের জন্য ২০টি আসন সংরক্ষণ করা |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | পদ্ধতির ভিত্তিতে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হইবেন: তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার কোন কিছুই এই অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন কোন আসনে কোন মহিলার নির্বাচন নিবৃত্ত করিবে না।] (৩ক) সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অবশিষ্ট মেয়াদে এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত তিন শত সদস্য এবং (৩) দফায় বর্ণিত পঞ্চাশ মহিলা-সদস্য লইয়া সংসদ গঠিত হইবে। | | যেতে পারে, যাতে মহিলা উদ্যোক্তা, নারী অধিকার বিশেষজ্ঞ, আরএমজি, শ্রম বাজার, জাতিগত সংখ্যালঘু গোষ্ঠী ইত্যাদি থেকে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা যায়। |
| | অনুচ্ছেদ ১০২ | (৫) প্রসংগের প্রয়োজনে অন্যরূপ না হইলে এই অনুচ্ছেদে "ব্যক্তি" বলিতে সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহ অথবা কোন শৃংখলা-বাহিনী সংক্রান্ত আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল ব্যতীত কিংবা এই সংবিধানের ১১৭ অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয়, এইরূপ কোন ট্রাইব্যুনাল ব্যতীত | বিলুপ্ত | ডিফেন্স সার্ভিসের সঙ্গে সম্পর্কিত আদালত ও ট্রাইব্যুনালগুলির জুডিশিয়াল রিভিউয়ের বাইরে রাখা হলে অভিযুক্তদের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের গুরুতর ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। জুডিশিয়াল |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | যে কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল অন্তর্ভুক্ত হইবে। | | রিভিউ, অবাধ ক্ষমতার উপর একটি বাধা হিসেবে কাজ করে, নিশ্চিত করে যে, সামরিক কর্মীসহ সকল ব্যক্তির সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকার অর্জনের সুযোগ রয়েছে। সামরিক আদালতগুলোকে জুডিশিয়াল রিভিউয়ের বাইরে রেখে অতিরিক্ত সরকারী প্রভাবের ঝুঁকি তৈরী হতে পারে, যা ব্যক্তিদের ন্যায্য আচরন পাওয়ার অধিকার নষ্ট হতে পারে। জাতীয় নিরাপত্তা এবং ব্যক্তি অধিকারগুলির মধ্যে একটি সঠিক ভারসাম্য রক্ষা করা গুরুত্বপূর্ণ, এবং জুডিশিয়াল রিভিউ সেই অধিকারগুলি |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | সুরক্ষিত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, একই সাথে সামরিক বাহিনীকে কার্যকরভাবে পরিচালিত হতে সহায়তা করতে পারে। |
| | অনুচ্ছেদ ১২২ | **ভোটার-তালিকায় নামভুক্তির যোগ্যতা:** (ঙ) তিনি ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীন কোন অপরাধের জন্য দণ্ডিত না হইয়া থাকেন। | বিলুপ্ত | এই ধারাটির আজকের দিনে কোন প্রাসঙ্গিকতা নেই। বিশেষ কিছু ব্যক্তিকে, যেমন অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্তদের, ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা গণতন্ত্রের মৌলিক নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক, বিশেষ করে সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার নীতির সাথে। সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি ভিত্তি, যা নিশ্চিত করে |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | যে সকল নাগরিকের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ রয়েছে। এমনকি যারা গুরুতর অভিযোগ যেমন দেশদ্রোহের মুখোমুখি, তাদেরও বাদ দেওয়া অন্যায় এবং অসমতা হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। গণতন্ত্র ইনক্লুজিভিটির ওপর ভিত্তি করে কাজ করে, এবং সকল নাগরিককে ভোট দেওয়ার অধিকার দেয়, সমাজ গঠনে সকলে যে অংশীদার তা নিশ্চিত করে। সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিককে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রদান করে, তাদের লিঙ্গ, বর্ণ, সামাজিক অবস্থা, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ধনসম্পদ, রাজনৈতিক অবস্থান বা অন্যান্য কোন মানদণ্ড নির্বিশেষে, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া। তাছাড়া, যেসব ব্যক্তিকে সহযোগীদের আদেশে দণ্ডিত করা হয়েছে, তারা আর জীবিত নেই। |
| | অনুচ্ছেদ ১৪১ক-১৪১গ | জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত বিধানবলী | বিলুপ্ত অথবা যদি রাখা হয় তবে মৌলিক অধিকার স্থগিত করার অনুমতি দেয়া যাবে না। | জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত বিধান আধুনিক সংবিধানে থাকা উচিত নয়। |
| | অনুচ্ছেদ ১৪২ | এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও-<br>(ক) সংসদের আইন-দ্বারা এই সংবিধানের কোন বিধান সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন বা রহিতকরণের দ্বারা সংশোধিত হইতে পারিবেঃ<br>তবে শর্ত থাকে যে,<br>(অ) অনুরূপ সংশোধনীর জন্য আনীত কোন বিলের সম্পূর্ন শিরনামায় এই সংবিধানের কোন বিধান সংশোধন করা হইবে বলিয়া স্পষ্টরূপে উল্লেখ না | সংবিধানের সংশোধনীর জন্য উর্ধ্বতন কক্ষের ৩/৪ সংখ্যাগরিষ্ঠ অনুমোদন প্রয়োজন। যদি এটি অনুমোদিত না হয়, তবে গণভোটে নিয়ে যেতে হবে। | সংসদকে অত্যধিক ক্ষমতাশালী করা উচিত নয়। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | থাকিলে বিলটি বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা যাইবে না;<br>(আ) সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত না হইলে অনুরূপ কোন বিলে সম্মতিদানের জন্য তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হইবে না;<br>(খ) উপরি-উক্ত উপায়ে কোন বিল গৃহীত হইবার পর সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট তাহা উপস্থাপিত হইলে উপস্থাপনের সাত দিনের মধ্যে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিবেন, এবং তিনি তাহা করিতে অসমর্থ হইলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে। | | |
| | অনুচ্ছেদ ১৪৫ | চুক্তি ও দলিল | (সংযোজন)<br>খসড়াগুলি কার্যকরের আগে সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির সামনে উপস্থাপন করা হবে। | |
| | অনুচ্ছেদ ১৪৫ক | বিদেশের সহিত সম্পাদিত সকল চুক্তি রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হইবে, এবং রাষ্ট্রপতি তাহা সংসদে পেশ | আন্তর্জাতিক চুক্তি খসড়া সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটি(গুলির) সামনে উপস্থাপন করা হবে, এরপর | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | করিবার ব্যবস্থা করিবেনঃ<br>তবে শর্ত থাকে যে, জাতীয় নিরাপত্তার সহিত সংশ্লিষ্ট অনুরুপ কোন চুক্তি কেবলমাত্র সংসদের গোপন বৈঠকে পেশ করা হইবে। | সংসদের সামনে উপস্থাপন করার পরেই তা কার্যকর করা হবে। এটি সংশ্লিষ্ট ন্যায়পালের সামনেও উপস্থাপন করা হবে। | |
| | অনুচ্ছেদ ১৫০(২) এবং শিডিউল ৫, ৬ এবং ৭ | | বিলুপ্ত | |

**বর্তমান সংবিধান সম্পর্কে ভিন্ন কোন প্রস্তাব থাকলে লিপিবদ্ধ করুন**

| | |
|---|---|
| ১. | তথ্য জানার অধিকার (রাইট টু ইনফরমেশন) মৌলিক অধিকার হিসেবে সংযুক্ত করতে হবে। |
| ২. | আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে সাজাপ্রাপ্তদের মৌলিক অধিকার থাকবে না। |
| ৩. | ধারা ৫৮এ: জাতীয় নির্বাচন পরিচালনার জন্য একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। প্রেসিডেন্টকে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার জন্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় (যেমন, জাতিসংঘ) থেকে সহায়তা চাওয়ার ক্ষমতা দেওয়ার জন্য একটি প্রস্তাব থাকা উচিত। |
| ৪. | আমাদের দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদের কথা ভাবা উচিত। একটি উচ্চ কক্ষ হবে, যার মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত বিচারকরা, শীর্ষ আদালতের বিচারকরা, বুরোক্র্যাটরা, সামরিক কর্মকর্তারা এবং শান্তি ও কৌশল, শ্রম, শিল্প, বৈদেশিক নীতি, বিনিয়োগ, বাজার অর্থনীতি, সাইবার নিরাপত্তা, অপরাধ, ধর্ম, নদী ও পানি সম্পদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্য থাকবে। উচ্চ কক্ষে ১৫১টি আসন থাকতে পারে। মনোনয়ন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। |
| ৫. | আমাদের সংবিধানে সংসদীয় নির্বাচনে প্রোপোরশনাল এবং ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট পদ্ধতির একটি মিশ্রণ রাখা উচিত, যাতে পূর্ণাঙ্গ এবং একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা এড়ানো যায় এবং কোন দল যেনো স্বৈরশাসক হয়ে উঠতে না পারে। |

| | |
|---|---|
| ৬. | অনুচ্ছেদ ৬৭ এবং ৭০: ফ্লোর ক্রসিং বর্তমানে বন্ধ করা উচিত নয়, এটি সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা স্থিতিশীল করতে যুক্ত করা হয়েছিল, আমরা এটি আরও দুইটি মেয়াদ পর্যন্ত রাখতে চাই, এদিকে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২, রাজনৈতিক দল আইনের মতো বিষয়গুলোতে রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কারের জন্য প্রস্তাবনা যুক্ত করা উচিত; যদি রাজনৈতিক দলগুলির সংস্কার হয়, তাহলে এমপিদের বিক্রি হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে, তখন অনুচ্ছেদ ৭০ পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে। |
| ৭. | অনুচ্ছেদ ৭৬ঃ সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোর প্রধান বিরোধী দল থেকে নির্বাচিত বা স্বতন্ত্র এমপিদের হওয়া উচিত। ১৯৭২ সালের সংবিধান আশা করেছিল যে, এই কমিটিগুলি আইনপ্রণয়ন এবং নীতিমালা নির্ধারণে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবে। সংসদীয় কার্যবিধির বিধি ২৪০ অনুযায়ী, প্রতিটি কমিটির সদস্য সংখ্যা ১০ নির্ধারিত হয়েছে। এটি ৯/১১/১৩ হওয়া উচিত, একটি বিজোড় সংখ্যা, এবং স্থায়ী কমিটির মতামত উর্ধ্বতন কক্ষে তাদের যাচাইয়ের জন্য প্রেরণ করা উচিত। আজকাল, সংসদীয় কমিটিগুলিকে সমালোচক/বিশেষজ্ঞদের একটি অংশ "ঘুমন্ত কমিটি" বলে অভিহিত করছেন, কারণ তারা তাদের প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে (দক্ষতার অভাবে বা ফ্যাসিবাদী প্রবণতার কারণে)। |
| ৮. | সুপ্রিম কোর্টের একটি পৃথক সচিবালয় থাকবে। এছাড়াও, সুপ্রিম কোর্টের প্রয়োজনীয় ব্যয় এবং অধস্তন আদালতের ব্যয় মেটানোর জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, তা কনসোলিডেটেড ফান্ড থেকে প্রদান করা হবে। এজন্যে, অনুচ্ছেদ ৮৮, ৯৪ এ প্রয়োজনীয় সংশোধন আনতে হবে। |
| ৯. | সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগের জন্য একটি কলিজিয়াম সিস্টেম থাকা উচিত। আপিল বিভাগের বিচারপতি এবং প্রধান বিচারপতির নিয়োগ সম্পর্কে স্বচ্ছতা থাকা উচিত। supersession (অগ্রাহ্য করে নিয়োগ) সংস্কৃতির অবসান ঘটানো উচিত। আপিল বিভাগে নিয়োগের জন্য, অত্যন্ত দক্ষ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সরাসরি বার থেকে নিয়োগের সুযোগ দেওয়া উচিত। |
| ১০. | বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা সংসদ থেকে কেড়ে নেওয়া উচিত। বিচারিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে বিচারপতিদের শৃঙ্খলার জন্য একটি অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা থাকা উচিত। তবে, ১৫তম সংশোধনের আগে যে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের মাধ্যমে বিচারপতিদের অপসারণের প্রক্রিয়া ছিল, তা সংশোধন করা উচিত কারণ এতে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। |

| | |
|---|---|
| ১১. | নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য কমিশনার নিয়োগের জন্য একটি সার্চ কমিটি গঠন করা হবে, যা প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলের নেতা এবং প্রধান বিচারপতিকে নিয়ে গঠিত হবে । |

ধন্যবাদান্তে

মিয়া গোলাম পরওয়ার
সেক্রেটারি জেনারেল
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

REG NO. 0 4 3

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ · স্বাধীনতার চেতনা · ধর্মীয় মূল্যবোধ · জবাবদিহিতামূলক গণতন্ত্র

**এনডিএম**
**NDM**

সূত্রঃ এনডিএম/দ/সস-২০২৪-১১০ তারিখঃ ২০/০৯/২০২৪

বরাবর
**অধ্যাপক আলী রিয়াজ**
প্রধান, সংবিধান সংস্কার কমিশন
ব্লক-১, এমপি হোস্টেল, জাতীয় সংসদ ভবন এলাকা,
শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা।

**বিষয়ঃ সংবিধান সংস্কার সংক্রান্ত এনডিএম এর প্রস্তাবনা।**

জনাব,

আসসালামু আলাইকুম। জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এনডিএম এর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নিবেন। সংবিধান সংস্কারে আমাদের কাছে প্রস্তাবনা চেয়ে আপনার পাঠানো চিঠির জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ। আমরা মনে করি, ১৯৭২ সালের সংবিধান বাংলাদেশের নির্বাচিত কোন সংসদে নয় বরং ১৯৭০ এর পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত গণপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত সংবিধান। এখানে মুজিববাদকে কায়েম করতে আওয়ামী লীগ তাঁদের দলীয় এজেন্ডা এবং রাজনৈতিক দূরভিসন্ধির বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিলো যা গত সাড়ে ১৫ বছরে শেখ হাসিনার দানবীয় ফ্যাসিষ্ট সরকার পূর্ণতা দিয়েছে।

আমরা পরিবর্তিত সংবিধানে রাষ্ট্রের ক্ষমতা কাঠামোর মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ পরিবর্তন আনার প্রয়োজনীয় ধারা এবং বিধিমালা সংবিধানে সংযোজিত দেখতে চাই যা মুক্তিযুদ্ধের তিনটি মূলনীতিকে ধারণ করবে, ২৪ এর গণঅভ্যুত্থানের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করবে এবং ফ্যাসিবাদকে চিরতরে রুখে দিবে।

এনডিএম সংবিধানের আদর্শিক এবং কাঠামোগত সংস্কার চায়। সংবিধান সংস্কারে আমাদের দলীয় নীতিনির্ধারণী পরিষদে অনুমোদিত প্রস্তাবনাসমূহ কমিশন কর্তৃক প্রেরিত নির্ধারিত ছকে সন্নিবেশিত করে আপনার সদয় বিবেচনার জন্য এই পত্রের সাথে সংযুক্ত করা হলো।

আমরা বিশ্বাস করি, আপনার নেতৃত্বে গঠিত সংবিধান সংস্কার কমিশন নতুন বাংলাদেশের আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে জনগণের প্রত্যাশা পূরণে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা জাতির উদ্দেশ্যে পেশ করতে সক্ষম হবে।

জয় বাংলাদেশ।

ধন্যবাদান্তে,

জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন
এনডিএম

**ববি হাজ্জাজ**
চেয়ারম্যান
জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এনডিএম

জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এনডিএম
+880 1734 530449
communication.ndm@gmail.com
www.ndmbd.org
Shanti Nikunj, Holding No-134/10, Ward-21
Badda Link Road, Badda Dhaka-1212

REG NO. 0 4 3

এনডিএম
NDM

সূত্রঃ এনডিএম/দ/সস-২০২৪-১১০ তারিখঃ ২০/০৯/২০২৪

# সংবিধান সংস্কারে এনডিএম এর প্রস্তাবনা

**ছক-১ ও ছক-২ এর সম্মিলিত উত্তর**

সংবিধানের নিম্নোক্ত বিষয়সমূহে আপনার দল কি ধরনের সংস্কার প্রস্তাব করেছে, তা বর্ণনা করুন।

**১। রাষ্ট্রের সর্বস্তরে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও ফ্যাসিবাদ উত্থান রোধকরণ**

রাষ্ট্রের সর্বস্তরে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং ফ্যাসিবাদকে রুখে দেওয়া

বাংলাদেশের সংবিধান মূলত রাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষা বা ঘোষণাপত্র এবং সরকারের ক্ষমতা বা এখতিয়ার এই দুইভাগে বিভক্ত। সংবিধানের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৮(১) অনুচ্ছেদে বর্ণিত রাষ্ট্রের যে চরিত্র বা মূলনীতি ঘোষিত হয়েছে তা আদালতের মাধ্যমে "বলবৎযোগ্য" নয় বলে ৮(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে "মূলনীতি" পরিণত হয়েছে সরকারের বা নির্বাহী বিভাগের ইচ্ছাধীন বিষয়। এই ধারায় পরিবর্তন আনতে হবে।

আমরা রাষ্ট্রের ক্ষমতা কাঠামোর মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ পরিবর্তন আনার প্রয়োজনীয় ধারা এবং বিধিমালা সংবিধানে সংযোজিত দেখতে চাই যা মুক্তিযুদ্ধের তিনটি মূলনীতিকে ধারণ করবে, ২৪ এর গণঅভ্যুত্থানের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করবে এবং ফ্যাসিবাদকে চিরতরে রুখে দিবে।

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ৭ (ক) অনুচ্ছেদ যুক্ত করে সংবিধানের এক-তৃতীয়াংশ (৫০টির বেশি) অনুচ্ছেদকে সংশোধনের অযোগ্য ঘোষণা করা হয় যা বর্তমান সংবিধানের মাধ্যমে ফ্যাসিবাদী শাসনকে দীর্ঘায়িত করার একটি অপকৌশল। এর মাধ্যমে সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার সুযোগকে মারাত্মকভাবে রহিত করা হয়েছে। আমরা সংবিধানের যেকোনো ধারাকে রাষ্ট্রের প্রয়োজনে সংশোধনযোগ্য দেখতে চাই।

আওয়ামী ফ্যাসিবাদকে স্মরণ করিয়ে দেয়া সংবিধানে সংযোজিত "জাতির পিতার স্বীকৃতি, জাতির পিতার ছবি বা প্রতিকৃতি সংরক্ষণের বিধান" বর্তমান সংবিধান থেকে বাদ দিতে হবে।

প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের "দায়মুক্তি সংক্রান্ত বিধান" সংবিধান থেকে বাদ দিতে হবে।

সংবিধানের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত "জাতীয়তাবাদ" এর ব্যাখ্যা পরিবর্তন করে "বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ" অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

সংবিধানের ৬(২) অনুচ্ছেদ সংশোধন করে নাগরিকদের "বাংলাদেশি" হিসেবে ঘোষণা করতে হবে।

সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ১২ (গ) অনুচ্ছেদে সংগঠন করার স্বাধীনতার পথে প্রতিবন্ধকতা বিধায় বাতিল করতে হবে।

**২। মানবাধিকার সুরক্ষা**

২০১১ সালে সংবিধানে সংযোজিত "উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি" নামের দফার পরিবর্তন এনে তাঁদের মতামতকে প্রতিফলিত করতে হবে।

পররাষ্ট্র নীতির সাথে সম্পর্কিত সংবিধানের ১৮ নং অনুচ্ছেদে সংশোধন এনে বিশ্ব মানবাধিকার রক্ষায় বাংলাদেশ নামক ন্যায় এবং সত্যের পক্ষে সোচ্চার থাকবে এই ঘোষণা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

"বাধাহীনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ, নিজ ধর্মের বাণী প্রচার, তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার এবং উচ্চশিক্ষার অধিকার"-কে মৌলিক মানবাধিকার হিসাবে সংবিধানে স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে।

রিমান্ড এবং পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদকালে আসামীর মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘনকে "গুরুতর অপরাধ" হিসেবে সংবিধানে ঘোষণা দিতে হবে।

রাজনৈতিক/অরাজনৈতিক সভা-সমাবেশকে পুলিশ বা প্রশাসনের "অনুমতি ব্যতীত" পালন করার অধিকার প্রদান করতে হবে।

"জাতীয় মানবাধিকার কমিশন"-কে একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান ঘোষণা করে এর ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এনডিএম
+880 1734 530449
communication.ndm@gmail.com
www.ndmbd.org
Shanti Nikunj, Holding No-134/10, Ward-21
Badda Link Road, Badda Dhaka-1212

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ · স্বাধীনতার চেতনা · ধর্মীয় মূল্যবোধ · জবাবদিহিতামূলক গণতন্ত্র

এনডিএম
NDM

সূত্রঃ এনডিএম/দ/সস-২০২৪-১১০ তারিখঃ ২০/০৯/২০২৪

৩। নির্বাহী বিভাগ

কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই সুনির্দিষ্ট আর্থিক সীমা পর্যন্ত জনহিতকর কর্মপরিধি সম্পাদনে স্থানীয় সরকারকে ক্ষমতা প্রদান করতে হবে।

একদিকে পূর্ববর্তী সংসদের মেয়াদ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত নতুন নির্বাচিত সংসদের সদস্যগণ শপথ গ্রহণ করবেন না বলে সংবিধানের ১২৩ (৩) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে অন্যদিকে সংবিধানের ১৪৮ (২/ক) ধারায় সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল সরকারি গেজেট আকারে প্রজ্ঞাপিত হওয়ার পর থেকে পরবর্তী তিনদিনের মধ্যে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আওয়ামী ফ্যাসিবাদের আমলে হওয়া সংবিধানের এই চরম সাংঘর্ষিক বিধান বাতিল করতে হবে।

রাষ্ট্রপতির কাছে যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে চলতি সংসদ জনগণের উপর নিপীড়ন চালাচ্ছে, রাষ্ট্রদ্রোহী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত রয়েছে বা জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে তাহলে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ছাড়াই সংসদ ভেঙ্গে দিতে পারবে এমন বিধান সংবিধানে সংযোজিত করতে হবে। তবে রাষ্ট্রপতির এই সিদ্ধান্তের প্রতি জনসমর্থন আছে কিনা সেটা যাচাই করার জন্য সংসদ ভেঙ্গে দেবার পূর্বে "গণভোট" আয়োজনের বিধান রাখতে হবে।

ইলেকটোরাল কলেজ বা নির্ধারিত নির্বাচকমন্ডলী দ্বারা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিধান সংযোজন করতে হবে।

জনপ্রশাসন রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হয়ে কাজ করছে কিনা সেটা যাচাইকরণ এবং এসংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণের উদ্দেশ্যে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের মর্যাদাসম্পন্ন একটি স্বতন্ত্র কমিশন গঠন করতে হবে।

সংবিধানের ৫৫ (২) অনুচ্ছেদ সংশোধন করে প্রধানমন্ত্রীর নির্বাহী ক্ষমতা নির্দিষ্ট করতে হবে।

৪। আইনসভা

আইনসভার সদস্যগণ উপজেলা প্রশাসনের কাজে সরাসরি সম্পৃক্ত হতে পারবেন না এমন বিধান সংযোজন করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বিভিন্ন সংসদীয় কমিটির সভাপতিদের মন্ত্রণালয়ের কাজে সম্পৃক্ত হবার ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করাকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করতে হবে।

সংবিধানের ৭০ নং অনুচ্ছেদ সংশোধন করতে হবে।

দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার বিধান সংবিধানে সংযোজিত করতে হবে।

নির্বাচনকালীন সময়ে আইনসভা ভেঙ্গে দিয়ে অন্তবর্তীকালীন সরকারের বিধান সংযোজিত করতে হবে।

৫। বিচার বিভাগ

বিচারবিভাগকে নির্বাহী বিভাগের প্রভাবমুক্ত করার ব্যবস্থা সংবিধানে থাকতে হবে।

আদালতের নির্দেশনা আইনসভা কতটুকু বাধ্যতামূলকভাবে মেনে চলবে সেটা সুস্পষ্ট হতে হবে।

সংবিধানের ৪৯ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে রাষ্ট্রপতি কোন দণ্ডিত ব্যক্তিকে ক্ষমা করতে চাইলে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের মতামত গ্রহণকে বাধ্যতামূলক করতে হবে তবে রাষ্ট্রপতি নিজ বিবেচনা বলেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন বলে বিধান রাখতে হবে।

রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতির অধীনে শপথ গ্রহণ করবেন এই বিধান সংযুক্ত করতে হবে।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে স্বতন্ত্র "বিচার বিভাগ সচিবালয়" প্রতিষ্ঠার বিধান সংবিধানে সংযোজন করতে হবে।

সংবিধানের ৯৫ (গ) (২) ধারা সংশোধন করে প্রধান বিচারপতি এবং আপিল বিভাগের বিচারপতিদের যোগ্যতা নির্ধারণ করে দিতে হবে।


ববি হাজ্জাজ
চেয়ারম্যান
জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন- এনডিএম

মোমিনুল আমিন
মহাসচিব
জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন- এনডিএম

জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এনডিএম
+880 1734 530449
communication.ndm@gmail.com
www.ndmbd.org
Shanti Nikunj, Holding No-134/10, Ward-21
Badda Link Road, Badda Dhaka-1212

**Mominul Amin**
Secretary General
Nationalist Democratic Movement-NDM
Email: communication.ndm@gmail.com
Phone: +88 01734 530 449

To
**Professor Ali Riaz**
**Chief Commissioner**
**Constitutional Reform Commission**

Block-1, MP Hostel,
Jatiya Sangsad Bhaban Area,
Sher-Bangla Nagar, Dhaka.

# নাগরিক ঐক্য

তারিখঃ ২৫ নভেম্বর ২০২৪

বিগত ৫৩ বছরে ১৭ বার সংবিধানে কাটাছেঁড়া করা হয়েছে। সংবিধানের ব্যাপক সংশোধনগুলো জনস্বার্থে হয়নি, দলীয় স্বার্থে হয়েছে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭ (খ) দুষ্পরিবর্তনীয়- এটা অযৌক্তিক। এটা সংশোধন সম্ভব এবং তা করতে হবে। এটা মানব রচিত, ভুল ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। সংবিধানকে যুগোপযোগী করতে হবে। জনস্বার্থে এ ব্যাপারে ছাত্র-জনতা, নাগরিক সমাজ ও রাজনৈতিক দলগুলকে ঐকমত্যে পৌঁছাতে হবে। প্রয়োজনে রেফারেন্ডাম দিয়ে ক্ষতবিক্ষত সংবিধানে সংশোধন আনতে হবে। সংবিধানের এমন কিছু সংশোধনী আনা হয়েছে যা সময়ের প্রয়োজনে ও জনআকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটানোর জন্য যে সংস্কার দরকার, সেই সংস্কার যেন না করতে পারে, তার বন্দোবস্ত করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের ৭ (খ) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'সংবিধানের প্রস্তাবনা, প্রথম ভাগের সব অনুচ্ছেদ, দ্বিতীয় ভাগের সব অনুচ্ছেদ, নবম-ক ভাগে বর্ণিত অনুচ্ছেদগুলোর বিধানাবলি সাপেক্ষে তৃতীয় ভাগের সব অনুচ্ছেদ এবং একাদশ ভাগের ১৫০ অনুচ্ছেদসহ সংবিধানের অন্যান্য মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত অনুচ্ছেদগুলোর বিধানাবলি সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, রহিতকরণ কিংবা অন্য কোনো পন্থায় সংশোধনের অযোগ্য হবে'। অর্থাৎ কোনভাবেই উক্ত বিষয়গুলো পরিবর্তন করা যাবে না।

কেউ কেউ বলার চেষ্টা করছেন, এই কারনে বিদ্যমান সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংস্কার সম্ভব নয়। তারা নতুন সংবিধান প্রনয়ণের কথা বলছেন। সংবিধান সংস্কার বা পুনর্লিখন যা'ই হোক না কেন, সেটা হতে হবে জাতীয় ঐক্যমতের ভিত্তিতে। ফলে নতুন সংবিধান প্রনয়ণ করা গেলে বিদ্যমান সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংস্কারও করা সম্ভব। বরং সংবিধানের পুনর্লিখন বা বর্তমান সংবিধান ছুড়ে ফেলে নতুন সংবিধান প্রনয়ণ করতে গেলে যে প্যান্ডোরার বাক্স খুলে যাবে, তা বন্ধ করা অসম্ভব হয়ে উঠবে। রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজ সহ অভ্যুত্থানের শক্তিগুলোর মধ্যে বিভাজন এত স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে যে তা সংঘাতে রূপ নিতে পারে। নাগরিক ঐক্য মনে করে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক রূপান্তরের জন্য বিদ্যমান সংবিধানের সংস্কার প্রয়োজন।

<u>সংবিধান সংস্কার প্রস্তাবনা -</u>

**১। সাংবিধানিক স্বৈরতন্ত্রের উৎস প্রধানমন্ত্রীকেন্দ্রীক জবাবদিহিতাহীন স্বেচ্ছাচারী কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা ব্যবস্থার বদল ঘটিয়ে সংসদ, নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার পৃথকীকরন ও যৌক্তিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা। রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা।**

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৮(৩) এ বলা হয়েছে, 'কেবল প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত রাষ্ট্রপতি তাহার অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন'। অর্থাৎ কোনো দন্ডপ্রাপ্ত আসামির দন্ড মওকুফ করে দেয়া (অনুচ্ছেদ ৪৯), প্রধান বিচারপতি ও অ্যাটর্নি জেনারেলের নিয়োগ (অনুচ্ছেদ ৬৪ ও ৯৫), মহা হিসাব নিরীক্ষকের নিয়োগ (অনুচ্ছেদ ১২৭), নির্বাচন কমিশন (অনুচ্ছেদ ১১৮) বা কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠা ও নিয়োগ (অনুচ্ছেদ ১৩৭) কোনকিছুই কার্যত স্বাধীনভাবে করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির নেই। তিনি যা করেন তার সবই করেন প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে। অর্থাৎ প্রকারান্তরে সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে থেকেই প্রধানমন্ত্রী প্রধান বিচারপতি ও অ্যাটর্নি জেনারেল, নির্বাচন কমিশন, মহা হিসাব নিরীক্ষক বা কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠা ও নিয়োগের অধিকারী।

অনুচ্ছেদ ৪৮(৩) রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ক্ষমতা দিলেও ৫৬(৩) এ বলা আছে, ''যে সংসদ-সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন বলিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হইবেন, রাষ্ট্রপতি তাহাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করিবেন।' অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়া ছাড়া প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন ভূমিকাই রাষ্ট্রপতির নেই।

রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর এই ক্ষমতা কাঠামো সংস্কার করে ক্ষমতার ভারসাম্য তৈরি করতে হবে।

**২।সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের সংস্কার করে আস্থাভোট ও বাজেট পাশ ব্যতিরেকে সকল বিলে স্বাধীন মতামত প্রদান ও জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার নিশ্চিত করা।**

অনুচ্ছেদ ৫৫(৩) অনুযায়ী মন্ত্রীপরিষদ সংসদের কাছে দায়ী থাকার কথা। কিন্তু অনুচ্ছেদ ৭০ অনুযায়ী, সংসদ ক্ষমতাসীন দল তথা দলীয় প্রধানের কাছে দায়বদ্ধ।প্রধানমন্ত্রী সংসদকে যখন যে ধরনের আইন প্রণয়নের নির্দেশ প্রধান করবেন জাতীয় সংসদ তখন সেই ধরনের আইন প্রণয়ন করতে বাধ্য।কারণ অনুচ্ছেদ ৭০ অনুযায়ী কোনো সংসদ সদস্য যদি তার নিজ দলের বিপক্ষে ভোট দেয়, তাহলে সংবিধান অনুযায়ী তার সংসদ সদস্য পদই বিলুপ্ত হবে।অনুচ্ছেদ ৭০ এবং অনুচ্ছেদ ১৪২ অনুযায়ী একত্রে বিষয়টি দাড়ায়, যিনি প্রধানমন্ত্রী তিনি যদি দলীয় প্রধান হন, আর তার দল যদি জাতীয় সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, তাহলে তিনি সংবিধান সংশোধন সহ যেকোনো কিছু করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। আর এই ক্ষমতা ব্যবহার করেই শেখ হাসিনা ২০০৯ সালের পর থেকে স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে।

**৩।জনগণের ওপর নিবর্তনমূলক আইন প্রয়োগের সাংবিধানিক ক্ষমতা বাতিল করা।**

অনুচ্ছেদ ৩৩-এ বলা হয়েছিল, কাউকে গ্রেপ্তার করলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাকে আদালতে হাজির করতে হবে এবং আদালতের আদেশ ছাড়া কাউকে আটক রাখা যাবে না।'৭৩ সালে অনুচ্ছেদ ২৬-এ একটি সংশোধনী এনে ২৬(৩) যোগ করা হয়।যেখানে বলা হয়, "সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের (সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত অধ্যায়) অধীন প্রণীত কোনো সংশোধনের ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই প্রযোজ্য হইবে না'।অর্থাৎ ইতিপূর্বে অনুচ্ছেদ ২৬ অনুযায়ী, রাষ্ট্র কোনো অবস্থাতেই ঘোষিত মৌলিক অধিকার থেকে নাগরিককে বঞ্চিত করতে পারবে না এবং মৌলিক অধিকার পরিপন্থী কোনো আইন যদি সংসদ প্রণয়নও করে তবুও তা বাতিল হয়ে যাবে - এমনটা বলা হলেও অনুচ্ছেদ ১৪২ সংবিধান সংশোধনের যে ক্ষমতা সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের হাতে দিয়েছে, তা প্রয়োগ করে যেকোন নিবর্তনমূলক আইন প্রনয়ণ সম্ভব।সংবিধানে অনুচ্ছেদ ২৬(৩) যোগ করার পরেই ৩৩ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে বলে দেয়া হয়, যদি কাউকে 'নিবর্তনমূলক' আইনে আটক করা হয়, তাহলে অনুচ্ছেদ ৩৩ প্রযোজ্য হবে না। এই সংশোধনীর পরই 'বিশেষ ক্ষমতা আইন-১৯৭৪' প্রণয়ন করা হয়।এভাবেই সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন (পরবর্তীতে সাইবার নিরাপত্তা আইন) এর মত একের পর এক নিবর্তনমূলক আইন প্রনয়ণ করে বিরোধী মতকে দমনের সাংবিধানিক বৈধতা দেয়া হয়েছে।

নাগরিক ঐক্য সকল নিবর্তনমূলক আইন বাতিলের পাশাপাশি সংবিধানের যেসব সংশোধনীর মাধ্যমে জনগণের মৌলিক অধিকার হরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেগুলো বাতিলের প্রস্তাব করেছে।

**৪।বিচার বিভাগের পরিপূর্ণ কার্যকরী স্বাধীনতা নিশ্চিত করে গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্র, সরকার ও সংবিধান প্রতিষ্ঠা করা।**

সংবিধানের ষষ্ঠভাগে সুপ্রিম কোর্ট, অধস্তন আদালত ও প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল-এই তিনটি পরিচ্ছেদে বিচার বিভাগের মূলনীতি প্রণয়ন করা হয়েছে।সংবিধানের ৯৪(৪) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারক, বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে স্বাধীন থাকবেন।

অনুচ্ছেদ-৯৫ এ বলা হয়েছে - রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করবেন এবং প্রধান বিচারপতির পরামর্শে অন্য বিচারপতিদের নিয়োগ করবেন।আর রাষ্ট্রপতি তা করবেন প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে।

অনুচ্ছেদ ৭(২) অনুযায়ী বলা যায়, সর্বোচ্চ আদালতই হলো সংবিধানের রক্ষক। হাইকোর্ট/সুপ্রিম কোর্টের ঘোষিত আইনকে সকল অধস্তন আদালতের জন্য অবশ্য পালনীয় এবং প্রজাতন্ত্রের সকল নির্বাহী বিভাগ সুপ্রিম কোর্টকে সাহায্য করতে সাংবিধানিকভাবে বাধ্য। যেহেতু বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে নির্বাহী বিভাগের প্রধান প্রধানমন্ত্রী

হস্তক্ষেপ করতে পারেন সাংবিধানিকভাবেই, ফলে বিচার বিভাগের উপর নির্বাহী বিভাগের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয়।স্বাধীন বিচার বিভাগের ধারণা টা সাংবিধানিক ভাবেই আর কার্যকর থাকে না।

**সাংবিধানিকভাবে স্বাধীন ও কার্যকর বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নাগরিক ঐক্যের প্রস্তাবনা -**
মাসদার হোসেন মামলার রায়ের আলোকে পূর্ণাঙ্গ স্বাধীন বিচার বিভাগীয় কমিশন এবং কার্যকর সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠন, নিম্ন আদালতকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করে সুপ্রীম কোর্টের অধীনস্থ করা, বিচারবিভাগের জন্য সুপ্রিমকোর্টের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি পৃথক সচিবালয় স্থাপন এবং সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগের লক্ষ্যে সংবিধানের ৯৫(গ) অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা ও মানদণ্ড সম্বলিত 'বিচারপতি নিয়োগ আইন' প্রণয়ন করা।

**৫।নির্বাহী বিভাগের আর্থিক জবাবদিহি নিশ্চিত করতে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের নিয়োগে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ রহিতকরণ।**

সাংবিধানিক পদসমুহের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদের নাম 'মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক'।সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৭-১৩২ এ মহা হিসাব নিরীক্ষকের ক্ষমতা, কার্যাবলী, কর্মের মেয়াদ ইত্যাদির বিবরণ দেয়া হয়েছে।প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর সরকারি হিসাব ইত্যাদির নিরীক্ষা এবং রিপোর্ট প্রদান তার দায়িত্ব। অনুচ্ছেদ ১২৭-এ বলা আছে রাষ্ট্রপতি একজনকে মহা হিসাব নিরীক্ষক নিয়োগ করবেন (প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে)। অর্থাৎ এ পদেও প্রধানমন্ত্রীই নিয়োগকর্তা।ফলে নির্বাহী বিভাগের আর্থিক জবাবদিহি নিশ্চিত করতে সংবিধান যাকে দায়িত্ব দিচ্ছে, তিনি নির্বাহী বিভাগের প্রভাবমুক্ত নন।বরং নির্বাহী বিভাগের প্রধান তার নিয়োগকর্তা।

রাষ্ট্রপতির কার্য পরিচালনায় প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ রহিত করলে বিচারপতিদের মত মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের উপর নির্বাহী বিভাগের প্রভাব মুক্ত হবে।নাগরিক ঐক্য প্রস্তাবনা-১ এ উক্ত বিষয়টি উল্লেখ করেছে।

**৬। অনুচ্ছেদ ৬৬(২) (ঘ) (নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিধিনিষেধ) ।নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। "নৈতিক স্খলন" শব্দটি অস্পষ্ট এবং এর অপব্যবহার হওয়ার ঝুঁকি থাকে। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে মিথ্যা মামলার মাধ্যমে বিরোধী পক্ষকে নির্বাচন থেকে দূরে রাখার সুযোগ তৈরি হয়।**

**৭।নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা**

অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, অংশগ্রহণমূলক এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করতে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিল করে নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে।

**<u>সংযোজন প্রস্তাবনা</u>**

**বাংলাদেশের সংবিধানে জনগণের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে নিচের বিষয়গুলো সংযোজন করা যেতে পারে:**

**১. গনভোট এর পুনঃপ্রবর্তন**

যেসব বিষয়ে বড় বিভাজন বা মতবিরোধ থাকে সেসববিষয়ে জনগণকে সরাসরি সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ দেয়ার জন্য এবং প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের বাইরে গিয়ে জনগণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য "গনভোট" ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা দরকার।

**২. রি-কল ব্যবস্থার প্রবর্তন**

নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা তাদের পুরো মেয়াদজুড়ে জনগণের কাছে জবাবদিহি থাকার জন্য এবং
নেতাদেরকে সততা ও কর্মদক্ষতা বজায় রাখতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য "রি-কল ব্যবস্থার প্রবর্তন" দরকার, কারণ তারা জানেন যে জনগন তাদের অপসারণ করতে পারে।

**৩. লিঙ্গ সমতা ও নারীর অধিকার**

নারীরা এখনও উত্তরাধিকার আইনে বৈষম্যের শিকার।সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার আইনে সমতা নিশ্চিত করা আবশ্যক।

**৪. "পার্লামেন্টারী এথিকস্ কমিটি" গঠন**

এই কমিটি সমস্ত এথিক্যাল ইস্যুগুলি নিয়ে কাজ করবে, কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেষ্ট বিষয়গুলি দেখবে।যেমন এই কমিটি খেয়াল রাখবে যে বিমান ব্যবসা বা ট্রেভেল এজেন্সি ব্যবসা আছে এমন কোনো সাংসদ যেন বিমান-পর্যটন মন্ত্রনালয় বা এই সংসদীয় কমিটির সদস্য হতে না পারেন।একইভাবে ব্যঙ্ক বা আর্থিক লেনদেন সংশ্লিষ্ট ব্যবসার সাথে জড়িত কেউ অর্থ মন্ত্রনালয় বা এই সংসদীয় কমিটির সদস্য হতে না পারেন।এই কমিটি এটাও দেখবে যে, কোন সাংসদ আইন ভঙ্গ বা অপরাধ বা তথ্য গোপন করে সাংসদ হয়েছেন কি না।যেমন লন্ডনে বাড়ি বা ব্যবসা আছে এই তথ্য কোনো সাংসদ গোপন করেছেন কিনা, কিম্বা ২৫ লাখ টাকার উপর নির্বাচনী খরচ করে কেউ সাংসদ মনোনীত হয়েছেন বা হতে চেয়েছেন কি না।যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, জার্মান ভারতে "পার্লামেন্টারী এথিকস্ কমিটি" আছে।

**৫. স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ**

বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৯ এবং ৬০ অনুচ্ছেদে স্থানীয় সরকার কিভাবে গঠিত হবে এবং স্থানীয় সরকারের কাজের পরিধি সম্পর্কে বলা হয়েছে, কিন্তু কোথাও বলা নাই যে, জন-সেবা এবং জন-প্রশাসন সম্পর্কিত সমস্ত কর্মকান্ড একমাত্র স্থানীয় সরকার দ্বারাই পরিচালিত হবে এবং (একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে) স্থানীয় সরকারের হাতে সমস্ত ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে।

**৬. স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ**

বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৯ এবং ৬০ অনুচ্ছেদে স্থানীয় সরকার কিভাবে গঠিত হবে এবং স্থানীয় সরকারের কাজের পরিধি সম্পর্কে বলা হয়েছে, কিন্তু কোথাও বলা নাই যে, জন-সেবা এবং জন-প্রশাসন সম্পর্কিত সমস্ত কর্মকান্ড একমাত্র স্থানীয় সরকার দ্বারাই পরিচালিত হবে এবং (একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে) স্থানীয় সরকারের হাতে সমস্ত ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে।

**৭. সরকারের উপর ক্ষমতাসীন দলের প্রভাব হ্রাসকরণ**

প্রধানমন্ত্রী দলীয় কোন পদে থাকতে পারবেন না।দলীয় যেকোন স্তরে সদস্য থাকতে পারবেন।মন্ত্রী পরিষদের কোন সদস্য দলের কোন স্থরে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক বা মহাসচিব পদে থাকতে পারবেন না।

**গত ৫৩ বছরে সংবিধানে ১৭ বার সংশোধনী আনা হয়েছে।এসব সংশোধনীর বেশিরভাগই করা হয়েছে ক্ষমতাসীন সরকার এবং দলের স্বার্থ চরিতার্থ এবং ক্ষমতা কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে।এসব উদ্দেশ্যমূলক সংশোধনীসমূহ বাতিল করতে হবে।সংশোধনীর মাধ্যমে যেসব নিবর্তনমূলক আইনের বৈধতা দেয়া হয়েছে, সেসব বাতিল করতে হবে এবং ভবিষ্যতে সাংবিধানিকভাবে জনবিরোধী আইন প্রনয়ন এবং অন্যান্য বিধান জারির পথ বন্ধ করতে হবে।মৌলিক অধিকার পরিপন্থী কোন বিধান জারির পথ সাংবিধানিকভাবে বন্ধ করতে হবে।**

শ্রমজীবী-কর্মজীবী-পেশাজীবী-জনগণ এক হও

# জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি

জেএসডি

## কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি

৬৫-বঙ্গবন্ধু এভিনিউ (৪র্থ তলা), গুলিস্তান, ঢাকা-১০০০, রেজিঃ নং-০১৫।

মোবাইলঃ সভাপতি-০১৭১১-৫৬১০৬১, সাধারণ সম্পাদক-০১৮১৯-২৬৩৭৪৯, দপ্তর সম্পাদক-০১৮৮০-৮৯৯৯৬৭ ই-মেইল ঃ jsdoffice.1972@gmail.com

তারিখ ২৮ নভেম্বর, ২০২৪

বরাবর,
অধ্যাপক আলী রীয়াজ
কমিশন প্রধান
সংবিধান সংস্কার কমিশন
ব্লক-১, জাতীয় সংসদ ভবন এলাকা,
শের-এ-বাংলা নগর, ঢাকা

জনাব কমিশন প্রধান,
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি দেশের জনগণের আকাঙ্ক্ষা ও স্বাধীনতাযুদ্ধের আদর্শ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংবিধান সংস্কারের জন্য একটি ২৫ দফা প্রস্তাবনা প্রণয়ন করেছে। এই প্রস্তাবনায় বর্তমান সংবিধানের পর্যালোচনা, সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন, পরিমার্জন এবং পুনর্লিখনের মাধ্যমে একটি বৈষম্যহীন ও অংশগ্রহণমূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবনাটি ১৯৭১ সালের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের চেতনা অনুসারে অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র (Participatory Democracy) প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য পূরণে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এতে জনগণের রাষ্ট্রপরিচালনায় সিদ্ধান্ত গ্রহন ও বাস্তবায়নে কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, ভবিষ্যতে যে কোনো ধরনের ফ্যাসিবাদী শাসন প্রতিরোধ, রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগ, আইনসভা ও বিচার বিভাগের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং রাষ্ট্রীয় ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করার বিষয়ে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি, এই প্রস্তাবনা দেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়ে একটি কার্যকর ও সমতাভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আমরা প্রস্তাবনাটি আপনার কমিশনের সদয় বিবেচনার জন্য নিম্নে পেশ করছি:

**জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি এর**
**সংবিধান সংস্কার বিষয়ক প্রস্তাবনা**

**১. দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট জাতীয় সংসদ প্রতিষ্ঠা**

ক. নিম্নকক্ষ হবে ৩০০ সদস্য বিশিষ্ট। নিম্নকক্ষে রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত এলাকা ভিত্তিক নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকবেন।
খ. উচ্চকক্ষ হবে ২০০ সদস্য বিশিষ্ট। উচ্চকক্ষে থাকবেন-
(১) শ্রম-কর্ম-পেশায় নিয়াজিত (শ্রমজীবী, কর্মজীবী, পেশাজীবী) সমাজশক্তি দ্বারা নির্দলীয় বা অদলীয়ভাবে নির্বাচিত সদস্য।
(২) প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের দ্বারা নির্দলীয় বা অদলীয়ভাবে নির্বাচিত নারী সদস্য।
(৩) ক্ষুদ্র জাতিসত্তা'র নাগরিকদের দ্বারা নির্দলীয় বা অদলীয়ভাবে নির্বাচিত সদস্য।
(৪) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত সদস্য (মূলত প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং আমলা-কর্মকর্তা ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মধ্য থেকে)।
(৫) প্রাদেশিক পরিষদের প্রতিনিধি।
গ. উচ্চকক্ষ'র অধ্যক্ষ থাকবেন উপ-রাষ্ট্রপতি।
ঘ. জাতীয় সংসদের (উভয় কক্ষ) মেয়াদ হবে ৪ (চার) বছর।
ঙ. জাতীয় সংসদের উচ্চকক্ষে প্রবাসী বাংলাদেশের নাগরিকদের ১০ (দশ) জন নির্বাচিত সদস্য থাকবে।
চ. জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার পর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা।

**২. জাতীয় সংসদের সকল দলের সংসদ সদস্য নিয়ে একটি জাতীয় ঐকমত্য/জাতীয় সরকার গঠন**

ক. প্রধান নির্বাহী হবেন প্রধানমন্ত্রী, সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থেকে।
খ. উপ-প্রধানমন্ত্রী হবেন নিকটতম সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থেকে।
গ. উপ-নির্বাচন (by-election)-এর পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট দলের মনোনীত প্রার্থী দ্বারা তা পূরণ করতে হবে।

**৩. নির্বাচনকালীন সরকার গঠন**

ক. জাতীয় সংসদের "উচ্চকক্ষ" থেকে নির্বাচিত নির্দলীয় বা অদলীয় সদস্যের মধ্য থেকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকালীন সরকার গঠন করবেন।
খ. 'নির্বাচনকালীন সরকার'-এর অধীনে জাতীয় সংসদ, প্রাদেশিক পরিষদ, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

শ্রমজীবী-কর্মজীবী-পেশাজীবী-জনগণ এক হও

# জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি

## কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি

৬৫-বঙ্গবন্ধু এভিনিউ (৪র্থ তলা), গুলিস্তান, ঢাকা-১০০০, রেজিঃ নং-০১৫।

মোবাইলঃ সভাপতি-০১৭১১-৫৬১০৬১, সাধারণ সম্পাদক-০১৮১৯-২৬৩৭৪৯, দপ্তর সম্পাদক-০১৮৮০-৮৯৯৯৬৭ ই-মেইল ঃ jsdoffice.1972@gmail.com

**৪. উভয় কক্ষ থেকে সদস্য নিয়ে সংসদীয় কমিটি গঠন**

ক. 'সংসদীয় কমিটি' জাতীয় সংসদের ক্ষুদ্র আকার হিসেবে পরিগণিত হবে।

খ. বিদেশে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতগণের মনোনয়ন 'সংসদীয় কমিটি' কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

গ. নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, সচিবগণ, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, ন্যাশনাল অডিট কমিটি, সেনা-নৌ-বিমান বাহিনীর প্রধানদের নিয়াগে 'সংসদীয় কমিটি' কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

**৫. স্বাধীন নির্বাচন কমিশন গঠন**

ক. 'নির্বাচন কমিশন' হবে পৃথক ও পূর্ণাঙ্গ ।

খ. কমিশনের সচিবালয় হবে নির্দলীয় এবং রাজনৈতিক দলের প্রভাবমুক্ত।

গ. নির্বাচন কমিশন ইউনিয়ন পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে।

ঘ. প্রার্থী প্রত্যাহার' (re-call) ব্যবস্থা থাকবে।

(উল্লেখ্য: নির্বাচন কমিশন নিয়োগ আইন, আরপিও সংশোধন করে আরো যুগোপযোগী করতে হবে।)

**৬. এক কেন্দ্রীক নয়, ফেডারেল পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা**

ক. রাষ্ট্রপতি থাকবেন রাষ্ট্রপ্রধান।।

খ. একজন উপ-রাষ্ট্রপতি থাকবেন।

গ. সংসদীয় ব্যবস্থা থাকবে।।

ঘ. প্রধানমন্ত্রী সরকার প্রধান এবং নির্বাহী প্রধান থাকবেন।

ঙ. বাংলাদেশ কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত হবে।

চ. জাতীয় প্রতিরক্ষা বিভাগ রাষ্ট্রপতির ওপর নাস্ত থাকবে।

**৭. স্বশাসিত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন**

ক. উপজেলা ব্যবস্থাকে' নির্বাচিত ও কার্যকর 'স্ব-শাসিত স্থানীয় সরকার' ব্যবস্থায় রূপ দিতে হবে।

খ. মহানগর 'মেট্রোপলিটন গভর্নমেন্ট' ব্যবস্থা থাকবে। 'মেট্রোপলিটন গভর্নমেন্ট' কেন্দ্রীয় ফেডারেল সরকার'র অধীনে থাকবে।

গ. 'উচ্চকক্ষে উপজেলা ও মেট্রোপলিটন গভর্নমেন্টের প্রতিনিধিত্ব থাকবে।

ঘ. নির্বাচিত উপজেলা পরিষদ এবং মহানগর 'মেট্রোপলিটন গভর্নমেন্টে' শ্রম-কর্ম-পেশার জনগণের প্রতিনিধিত্ব থাকবে।

**৮. বাংলাদেশেকে নয়টি (৯) প্রদেশে বিভক্তিকরণ।**

ক. প্রত্যেক প্রদেশে নির্বাচিত 'প্রাদেশিক পরিষদ' (provincial assembly) এবং 'প্রাদেশিক সরকার' (provincial government) থাকবে।

খ. প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা অনুর্ধ্ব ১৫০ (একশো পঞ্চাশ) জন থাকবে। এক তৃতীয়াংশ থাকবে শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধি হিসেবে।

গ. প্রাদেশিক পরিষদে ১ (এক) জন মুখ্যমন্ত্রীসহ ৭ (সাত) সদস্যের মন্ত্রিসভা থাকবে।

ঘ. 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা'র সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে হবে।

(১) একটি প্রদেশ অবশ্যই 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা'র নাগরিকদের নিয়ে গঠন করতে হবে।

(২) বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা'র সদস্যদের জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন'-এর ব্যবস্থা থাকবে।

ঙ. জাতীয় সংসদের (পার্লামেন্ট) 'উচ্চকক্ষে' সকল প্রদেশের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।

**৯. জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল (National Security Council-NSC) গঠন।**

ক. রাষ্ট্রপতির অধীনে 'জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল' (NSC) গঠিত হবে।

খ. প্রধানমন্ত্রী, এবং বিরাধীদলীয় নেতা সদস্য থাকবেন।

গ. প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সদস্য থাকবেন।

ঘ. তিন বাহিনী প্রধান (সেনা, নৌ ও বিমান) সদস্য থাকবেন।

ঙ. পুলিশ ও বিজিবি এবং আনসার ও ভিডিপি প্রধানগণ সদস্য থাকবেন।

চ. জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের প্রধানগণ সদস্য থাকবেন।

ছ. একজন সংবিধান বিশেষজ্ঞ সদস্য থাকবেন।

৬৫-বঙ্গবন্ধু এভিনিউ (৪র্থ তলা), গুলিস্তান, ঢাকা-১০০০, রেজিঃ নং-০১৫।
মোবাইলঃ সভাপতি-০১৭১১-৫৬১০৬১, সাধারণ সম্পাদক-০১৮১৯-২৬৩৭৪৯, দপ্তর সম্পাদক-০১৮৮০-৮৯৯৯৬৭ ই-মেইল ঃ jsdoffice.1972@gmail.com

জ. একজন আইন বিশেষজ্ঞ সদস্য থাকবেন।
ঝ. আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সদস্য থাকবেন।
ঞ. রাজনৈতিক প্রযুক্তিতে (Political Technology) দক্ষ/বিশেষজ্ঞ একজন সদস্য থাকবেন।

**১০. সাংবিধানিক আদালত (Constitutional Court) গঠন।**
ক. সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতির অধীনে সাত (৭) সদস্য বিশিষ্ট 'সাংবিধানিক আদালত' গঠিত হবে।
খ. সংবিধান বিষয়ে অভিজ্ঞ অবসরপ্রাপ্ত আরও ছয় (৬) জন বিচারপতি এই কমিটির সদস্য থাকবেন।
গ. সাংবিধানিক জটিলতা বিষয়ে 'সাংবিধানিক আদালত'-এর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।
ঘ. নির্বাচন সংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ে 'সাংবিধানিক আদালত' সর্বোচ্চ সংস্থা হিসেবে গণ্য হবে।

**১১. স্থায়ী বিচার বিভাগীয় কাউন্সিল (Supreme Judicial Council) গঠন।**
ক. বিচার বিভাগকে স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে স্থায়ী 'বিচার বিভাগীয় কাউন্সিল' গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে।
খ. বিচার বিভাগ পৃথক ও স্বাধীন থাকবে।
গ. প্রতিটি প্রদেশে হাইকোর্ট থাকবে।
ঘ. বিচার ব্যবস্থা উপজেলা পর্যায়ে বিস্তৃত হবে।
ঙ. মানবাধিকার বিষয়ে হাইকোর্টে বিশেষ বেঞ্চ থাকবে।
চ. মাসদার হোসেন মামলার রায়ের প্রেক্ষিতে বিচার বিভাগের ব্যাপক সংস্কার করা।
ছ. বিচারক নিয়োগের কার্যকর নীতিমালা প্রণয়ন করা।

**১২. পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের লক্ষ্যে:**
ক. উৎপাদন শক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন করে জনগণের জীবন মান উন্নয়ন নিশ্চিত করা।
খ. প্রত্যেক নাগরিকের জন্য অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা এবং চিকিৎসা নিশ্চিত ও বাধ্যতামূলক করা।
গ. নগর ও গ্রামের জীবন যাত্রার মানসহ সকল ক্ষেত্রে ক্রমাগত মানুষে মানুষে বৈষম্য দূর করা।
ঘ. রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হবে কৃষক শ্রমিক ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে সকল প্রকার শোষণ থেকে মুক্তি নিশ্চিত করা।
ঙ. সকল ট্রেড ইউনিয়ন এবং কর্ম-পেশার এসোসিয়েশন-এর প্রতিনিধি নিয়ে ৯০০ (নয়শো) সদস্য বিশিষ্ট 'জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল'-NEC গঠন করতে হবে।
চ. 'জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল'-এর বার্ষিক বাজেট প্রণয়নে জাতীয় সংসদে সুপারিশ পাঠাবে।
ছ. জাতীয় পর্যায়ের যে কোনো আর্থিক পলিসি বিষয়ে NEC জাতীয় সংসদে সুপারিশ পাঠাতে পারবে।
জ. যে কোনো বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের সম্ভাব্যতা ও যৌক্তিকতার বিষয় NEC-তে আলোচনা করতে হবে।

**১৩. প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ**
ক. বিচার বিভাগের জন্য আলাদা সচিবালয় স্থাপন করা।
খ. বিচার বিভাগকে প্রশাসন থেকে সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ করা
গ. স্বাধীন দেশের উপযোগী আইন প্রণয়ন করে ঔপনিবেশিক সকল আইন রহিতকরণ।

**১৪. বিচার বিভাগ**
ক. বেঞ্চ গঠন এবং ভেঙে দেয়ার ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতির ক্ষমতা আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা।
খ. দুই বছরের জন্য অতিরিক্ত বিচারপতি নিয়োগ বাতিল করা
গ. বিচারক নিয়োগে স্বচ্ছ নীতিমালা প্রণয়ন করা।

**১৫. রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন।**
ক. রাষ্ট্রপতিকে অবশ্যই নির্দলীয় বা অদলীয় ব্যক্তি হতে হবে।
খ. রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে নির্দলীয় বা অদলীয় ব্যক্তিদেরকে রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনয়ন প্রদান করতে হবে।
গ. রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে 'নিম্নকক্ষ', 'উচ্চকক্ষ' এবং 'প্রাদেশিক পরিষদ'র সদস্যগণ ভোট দিবেন।
ঘ. জাতীয় সংসদের 'উভয় কক্ষ'র ঐকমত্যের ভিত্তিতে উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন।
ঙ. উপ-রাষ্ট্রপতি 'উচ্চকক্ষ'র অধ্যক্ষ থাকবেন।
চ. রাষ্ট্রপতি এবং উপ-রাষ্ট্রপতি পদের মেয়াদ হবে ৪ বছর।

শ্রমজীবী-কর্মজীবী-পেশাজীবী-জনগণ এক হও
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি
কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি
৬৫-বঙ্গবন্ধু এভিনিউ (৪র্থ তলা), গুলিস্তান, ঢাকা-১০০০, রেজিঃ নং-০১৫।
মোবাইলঃ সভাপতি-০১৭১১-৫৬১০৬১, সাধারণ সম্পাদক-০১৮১৯-২৬৩৭৪৯, দপ্তর সম্পাদক-০১৮৮০-৮৯৯৯৬৭ ই-মেইল ঃ jsdoffice.1972@gmail.com

**১৬. প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনে মেয়াদ নির্ধারণ**
ক. কোনক্রমেই দুই মেয়াদের বেশী প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন না করতে পারার বিধান প্রবর্তনকরণ।

**১৭. রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা**
ক. রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য (Checks and Balances) নিশ্চিত করা।

**১৮. সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংস্কার করণ**
ক. জাতীয় সংসদে আস্থা/অনাস্থা (confidence/no-confidence) ভোট ব্যবস্থা থাকবে।
খ. আস্থা/অনাস্থা ভোট ব্যতীত সংসদ সদস্যদের স্বাধীনভাবে মতামত প্রদানের সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংস্কার করা।

**১৯. ন্যায়পাল নিয়োগের বিধান করা।**

**২০. প্রবাসীদের ভোটাধিকার থাকবে।**

**২১. উদ্যোগ (initiative) ব্যবস্থা:**
ক. আইন প্রণয়নের জন্য ১৫% ভোটারদের লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে উদ্যোগ ব্যবস্থা'র (initiative) সুযোগ থাকতে হবে।

**২২. গণভোট ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করা।**

**২৩. ঔপনিবেশিক প্রশাসন ব্যবস্থা বিলোপ করে গণমুখী প্রশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তনের লক্ষ্যে নির্দেশনা প্রদান করা।**

**২৪. সাংবিধানিক কমিশন গঠন**
ক. সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুলিশ কমিশন, শিক্ষা কমিশন, স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন
খ. সংঘাত ও বৈরিতা নিরসনে 'জাতীয় সমঝোতা ও জবাবদিহিতা কমিশন' (National Reconciliation and Accountibility Commission) গঠন।

**২৫. রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি, স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার এর শপথ প্রধান বিচারপতি কর্তৃক শপথপাঠ পরিচালিত হবে।**

**আ স ম আবদুর রব**
সভাপতি

**শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন**
সাধারণ সম্পাদক

মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর আদর্শ প্রতিষ্ঠায় আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ

# ভাসানী অনুসারী পরিষদ

## সংবিধান সংস্কারে ভাসানী অনুসারী পরিষদের সুপারিশ সমূহ

০১। 'সাম্য মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায় বিচার' রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ঘোষনা করতে হবে।

০২। সংবিধানে নাগরিকের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দিতে হবে।

০৩। সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা স্থায়ীভাবে ফিরিয়ে আনতে হবে।

০৪। পরপর ০২ মেয়াদের বেশি ০১ ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারবেন না।

০৫। দলীয় প্রধান এবং সরকার প্রধান একই ব্যক্তি হতে পারবে না।

০৬। প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপ্রতির মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য আনার জন্য রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বাড়াতে হবে। দুই মেয়াদের বেশি এক ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি থাকতে পারবেন না।

০৭। সংসদ সদস্যদের গোপন ব্যালেটের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিধান রাখতে হবে।

০৮। দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্ট ব্যবস্থা সংবিধানে অন্তভুক্ত করতে হবে।

০৯। বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার রাখার বিধান রাখতে হবে।

১০। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলীয় প্রতিক না থাকার বিধান রাখতে হবে ।

১১। রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন পক্রিয়া বাতিল করতে হবে।

১২। অর্থবিল, বাজেট ছাড়া সকল বিলে, অনাস্থার বিধান রেখে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল করতে হবে।

১৩। প্রবাসীদের ভোট প্রধানের বিধান সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১৪। বিচার বিভাগ, দুর্নীতি দমন কমিশন ও নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীন সাংবিধানিক রুপ দিয়ে সকল প্রকার রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ মুক্ত রাখার বিধান রাখতে হবে।

১৫। কমিশনের সুপারিশ সমূহ সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য গণভোটের আয়োজন করতে হবে।

শেখ রফিকুল ইসলাম বাবলু
আহবায়ক
মোবাইল : ০১৬১৩৩৬৩৫৩৫

কেন্দ্রীয় কার্যালয় ঃ ইব্রাহীম ম্যানসন (৩য় তলা), রুম নং ১৩, ১১পুরানা পল্টন, ঢাকা- ১০০০। ফোন ঃ ৭১৭১১৩১

বাংলাদেশ ধর্ম-কর্ম-সাম্যবাদ জিন্দাবাদ

# বাংলাদেশ লেবার পার্টি
# BANGLADESH LABOUR PARTY

তাং-২৫/১১/২০২৪

বরাবর
চেয়ারম্যান
সংবিধান সংস্কার কমিশন
ঢাকা, বাংলাদেশ।

**বিষয় ঃ সংবিধান সংস্কার কল্পে বাংলাদেশ লেবার পার্টির প্রস্তাবনা।**

**রাষ্ট্রের সর্বস্তরে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, জবাবদিহিতা নিশ্চিন্তকরণ ও ফ্যাসিবাদ উত্থান রোধকরণ ঃ**

সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রসঙ্গে সুপারিশ নিম্নরূপঃ মহান মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্খা, সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায় বিচার নিশ্চিতকল্পে-

ক) রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সমূহ ও তৎসহ অন্যান্য নীতিসমূহকে আদালতের মাধ্যমে বলবৎ যোগ্য বলিয়া গণ্য করিবে।

খ) নাগরিকের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার কাজে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইবে।

গ) সকল প্রকার বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার অবসানকল্পে নাগরিকের পাশে সশ্রদ্ধ চিত্তে দাঁড়াইবে।

ঘ) সকল প্রকার শোষণমূলক ব্যবস্থা ও সহায়ক রীতি নীতির অবসান ঘটাইয়া শোষণমুক্ত ইনসাফ জনকল্যাণ মূলক রাস্ট্র ব্যবস্থা প্রবর্তন ও উহার সুরক্ষা প্রদানকে সার্বক্ষণিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবে।

ঙ) সকল রাজনৈতিক দলসমূহকে সুস্থধারার রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিতে সর্বপ্রকারের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করিবে।

চ) বিভিন্ন পেশাজীবী গোষ্ঠী ও নাগরিক সংগঠণকে নিরপেক্ষতা ও পেশাদারিত্ব বজায় রেখে নির্বাহী বিভাগ এর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার সহায়ক সব পরিবেশ সৃষ্টি ও বজায় রাখিতে সহযোগিতা করিবে।

**মানবাধিকার সুরক্ষা প্রসঙ্গে সুপারিশ নিম্নরূপ ঃ**

রাষ্ট্র প্রত্যেক নাগরিকের ও অস্থায়ীভাবে বসবাসরত ভিন্ন দেশের নাগরিকদের মানবাধিকার সুরক্ষাকল্পে-

ক) আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ ও জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকার বিষয়ক সিদ্ধান্তসমূহ এবং এ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্রথা, রীতিনীতি বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকিবে।

খ) মানবসত্তার মর্যাদা, বিশ্বাস, সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে শ্রদ্ধা করিবে।

গ) সকল প্রকার জবরদস্তি মূলক প্রচেষ্টা হইতে নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধান করিবে।

ঘ) বিভিন্ন প্রান্তিক নৃ গোষ্ঠীর মানুষের প্রথাগত ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও লালনে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করিবে।

ঙ) নারী, শিশু, তৃতীয়লিঙ্গ, প্রতিবন্ধিসহ সমাজের সকল অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উৎকর্ষ সাধনে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

**নির্বাহী বিভাগ সম্পর্কে সুপারিশ ঃ**

নির্বাহী বিভাগ জাতীয় সংসদের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে জনগণের নিকট জবাবদিহিতা প্রদান করিবে এবং সরকারের সকল প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কাজে, জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, মতামত সংগ্রহ এবং মতমতের যথাযথ গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাহী বিভাগ, জনগণের নিকট দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করিবে। নির্বাহী বিভাগ বিচার বিভাগের প্রত্যাশা অনুসারে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানকে একান্ত কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবে। নির্বাহী আদেশে কোন মামলা প্রত্যাহার করা যাইবে না এবং রাষ্ট্রপতি কারো সাজা মওকুফ করিতে পারিবেন না।

রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ সদস্য পদে এইক ব্যক্তি পর পর দুই মেয়াদের বেশী দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন না। রাষ্ট্রপতি নিজ বিবেচনায় স্বাধীনভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন এবং সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণে রাষ্ট্রপতি রাজনৈতিক দল

85/1 Naya Paltan, 2nd Floor, Dhaka-1000, Bangladesh 01820 576330 labourparty2018@gmail.com

সমূহের পরামর্শ গ্রহণ করিবেন, রাষ্ট্রপতি মন্ত্রী পরিষদকে ও জাতীয় সংসদকে যেরূপ পরামর্শ প্রদান করিবেন, সেরুপ পরামর্শের মান্যতা প্রদান করা নির্বাহী বিভাগ ও আইন বিভাগের কর্তব্য।

সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের অবসরের ৫ বছরের মধ্যে নির্বাচনের অংশ গ্রহণ বেআইনী ঘোষণা করতে হবে।

জাতীয় নির্বাচনে বিজয়ী দল বা জোটকে সরকার গঠনের ক্ষেত্রে ৫১% ভোট প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে, অন্যথায় নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে।

জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। মনোনয়নের ক্ষেত্রে নারীদের গুরুত্ব দেয়া এবং স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীর প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে।

**আইন সভা সম্পর্কে সুপারিশ ঃ**

সংসদে সরকার দলীয় প্রধান, দলের প্রধান ও প্রধানমন্ত্রী একই ব্যক্তি হইতে পারিবেন না। জাতীয় সংসদের স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার একই দলের হইতে পারিবেন না। সংসদের পাবলিক একাউন্টস সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির প্রধানের পদ জাতীয় সংসদের বিরোধী দলের নেতার জন্য সংরক্ষিত থাকিবে।

জাতীয় সংসদে যেকোন বিল পাস করিতে সংসদের দুইতৃতীয়াংশ সংসদ সদস্যের সমর্থন লাগবে এবং সংবিধান সংশোধন করিতে জাতীয় সংসদের তিনচতুর্থাংশ সংসদ সদস্যের সমর্থন লাগবে তবে সকল প্রকার সংবিধান সংশোধন বিলে সংসদে গৃহীত হবার পর গণভোট গ্রহণ ছাড়া কার্যকর করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণ করা যাইবে না, সংসদ সদস্যগণ অনাস্থা ভোট ছাড়া বাকি সব প্রস্তাবে স্বাধীনভাবে পক্ষ অবলম্বন করিতে পারিবেন। নির্দলীয় ভাবে নির্বাচিত হয়ে কোন সংসদ সদস্য কোন রাজনৈতিক দলে যোগদান করলে তার সদস্য পদ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

**বিচার বিভাগ সম্পর্কে সুপারিশঃ**

বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত, স্বাধীন ও রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখতে হবে।

সংবিধান সংশোধন সাপেক্ষে আলাদা বিধি প্রণয়ন করে উচ্চ ও নিম্ন আদালতে পেশাগত দক্ষতা, সততা, নিষ্ঠা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে বিচারক/বিচারপতি ও আইন কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে। দ্রুত বিচারকার্য সম্পাদনের স্বার্থে আদালতগুলিতে বিচারক সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।

সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে সংসদ সদস্যদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে।

সাধারণ কয়েদীদেরকে জরিমানার বিনিময়ে শর্ত সাপেক্ষে কারামুক্তি দেয়ার বিধান করতে হবে।

আসামী গ্রেফতারের সময় আইন-শৃংখলা বাহিনীর সদস্যদের ছবিসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষরিত নির্ধারিত পরিচিতি ফরম নিজ হস্তে পূরণ করে আসামীর অভিভাবকের নিকট জমার বিধান করতে হবে। কোন পরিবারে সন্ত্রাসী থাকলে আইন-শৃংখলা বাহিনীকে অবগত করতে হবে, অন্যথায় সন্ত্রাসী প্রশ্রয় দেয়ার অপরাধে পরিবারের প্রধান সদস্যকে সংশ্লিষ্ট অপরাধের এক-চতুর্থাংশ সাজা প্রদানের বিধান করতে হবে।

আইন ও শাসন বিভাগের ন্যায় বিচার বিভাগের পৃথক সচিবালয় স্থাপন করতে হবে এবং বিচার ব্যবস্থার বিকেন্দ্রিকরণ করে দেশের সকল বিভাগে হাইকোর্টের শাখা স্থাপন করতে হবে।

আইন কর্মকর্তাদের বিনামূল্যে চিকিৎসা ও আবাসন সুবিধাসহ বেতন-ভাতার বৈষম্য দূর করতে হবে।

বিচারপতি নিয়োগ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে স্থায়ী সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল গঠন করতে হবে। কাউন্সিলে সংক্ষুব্ধ আইনজীবী ও বিচার প্রার্থীরা অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন।

হাইকোর্ট বিভাগে বেঞ্চ পূনর্গঠনে শুধু বিচারক পরিবর্তন করে অধিক্ষেত্র ও কার্যতালিকা অপরিবর্তিত রাখতে হবে এবং ক্রমানুসারে মামলার শুনানী ও আদেশ প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

সরকারী কর্মকর্তা, পুলিশ অফিসার ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের সমন্বয়ে ৩ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত টিম গঠন করে মামলার তদন্ত করতে হবে। গ্রাম আদালতের বিচার স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য করতে শিক্ষক ও ইমাম/ধর্মীয় নেতার সংশ্লিষ্টতা নিশ্চিত করতে হবে।

আদালতের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অর্থের বিনিময়ে অসাধু-অনৈতিক কার্যকলাপ ও লেনদেন বন্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ ও প্রমাণিত হলে শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

বিচারাঙ্গনের সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার জন্য কোর্ট পুলিশ ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট এ্যাক্ট সংশোধন, সহজীকরণ ও মামলার দীর্ঘসুত্রীতা রোধ করতে হবে।

### সংবিধানের অনুচ্ছেদের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব

১। সংবিধানে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" এর অর্থ "পরম করুনাময় আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি" সংযোজন করতে হবে।

২। সংবিধানের মুলনীতি থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র বাদ দিয়ে ধর্মীয় মূল্যবোধ সংযোজন করতে হবে।

৩। নির্বাচনকালীন তত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা স্থায়ীভাবে সংযোজন করতে হবে।

৪। শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি প্রদর্শন ও পরিবারের নিরাপত্তা আইন, ৭ই মার্চ, ১৭ই মার্চ, ৫ই আগস্ট, ৮ আগস্ট, ১৫ই আগস্ট, ১৮ অক্টোবর, ৪ নভেম্বর, ১২ই ডিসেম্বরের ছুটি বাতিল করতে হবে।

৫। সংবিধানে উল্লেখিত ৭ই মার্চের শেখ মুজিবের ভাষণ অপসারণ করতে হবে।

৬। সংবিধানের ১২৬ অনুচ্ছেদে "নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বপালনে সহায়তা করা সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষের কর্তব্য হইবে"। কিন্তু সহায়তা না করলে কোন শাস্তির বিধান বলা হয়নি, তাই "অমান্যকারীদের শাস্তির বিধান সংযোজন করতে হবে।

শুভেচ্ছান্তে

(ডা. মোস্তাফিজুর রহমান ইরান)
চেয়ারম্যান

85/1 Naya Paltan, 2nd Floor, Dhaka-1000, Bangladesh 01820 576330 labourparty2018@gmail.com

# বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ


**কেন্দ্রীয় কমিটি**

নিবন্ধন নং-০১৭

২৩/২ তোপখানা রোড (তৃতীয় তলা) ঢাকা-১০০০। ফোন: ০২২২৩৩৫২২০৬; ফ্যাক্স : ০২২২৩৩৫১৩৩৫;

বর্তমান অস্থায়ী কার্যালয় : ৮/৪-এ সেগুনবাগিচা (৬ষ্ঠ তলা) ঢাকা-১০০০। ফোন ও ফ্যাক্স : ০২৪১০৫৩৬৪৪;

E-mail: mail@spb.org.bd, mediacellspb@gmail.com


তারিখ : ২৫ নভেম্বর ২০২৪

প্রতি,
প্রধান
সংবিধান সংস্কার কমিশন
ব্লক-১, এমপি হোস্টেল,
জাতীয় সংসদ ভবন এলাকা,
শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা।

**বিষয় : সংবিধান সংস্কারের জন্য বাসদের প্রাথমিক খসড়া প্রস্তাব**

জনাব,
শুভেচ্ছা নিবেন।

জুলাই-আগস্টের অভূতপূর্ব ছাত্র-শ্রমিক, জনতার গণ অভ্যুত্থানে দেড় সহস্রাধিক শহীদের জীবন বলিদানের মাধ্যমে বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের পদত্যাগ ও দেশত্যাগের পর অন্তর্বর্তী সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। জনগণের আকাঙ্ক্ষা ও অভ্যুত্থানের দাবি অনুযায়ী সরকার বিভিন্ন বিষয়ে সংস্কারের জন্য প্রথমে ৬টি, পরে আরও ৫টি মোট ১১টি কমিশন গঠন করেছেন। তারমধ্যে অন্যতম হলো রাষ্ট্র পরিচালনার সর্বোচ্চ আইন সংবিধান সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশন। এই বিষয়ে অর্থাৎ সংবিধান সংস্কারের জন্য রাজনৈতিক দলসমূহের কাছ থেকে সংস্কার প্রস্তাবের বিষয়ে মতামত/ সুপারিশ লিখিতভাবে গ্রহণের জন্য আপনারা উদ্যোগ নিয়েছেন এবং আমাদের দলের কাছেও প্রস্তাব চেয়ে পত্র দিয়েছেন। যদিও লিখিত প্রস্তাবের পাশাপাশি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বশরীরে উপস্থিতিতে কমিশনের সাথে আলোচনা করতে পারলে প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তিসমূহ সবিস্তারে তুলে ধরা যেত। তারপরেও জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের দলের প্রস্তাব চাওয়ার জন্য আপনিসহ কমিশনের সকল সদস্য এবং কমিশনের কাজে সহায়তাকারী সকল স্টাফদেরকে আমাদের দলের কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রথমেই বলে নিতে চাই যে, সংবিধানের মতো দেশ ও জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংযোজন-বিয়োজন, পরিমার্জন-পরিবর্ধন এক কথায় সংশোধন করার এখতিয়ার শুধুমাত্র জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের, অর্থাৎ জাতীয় সংসদের। অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষে একাজ করা সম্ভব না এবং এটা দায়িত্বের মধ্যেও পড়ে না বলে আমরা মনে করি। তবে জনমত সৃষ্টি করে নির্বাচিত সরকারের উপর চাপ প্রয়োগের হাতিয়ার হিসাবে সুপারিশ আকারে প্রস্তাবনা আসতে পারে। তবে তা জনমনে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে, নির্বাচিত সরকার কার্যকর না করলে জনগণের কিছু করার থাকে না। অতীতে এর বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭২ সালের সংবিধানে বেশ কিছু অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও অনেক ভালো কথা লিপিবদ্ধ ছিল, '৯০-এর গণ অভ্যুত্থানের পরে ১৯৯১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে অর্থ-বাণিজ্য, শিল্প-কৃষি, শিক্ষা-সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের ২২৫ জন দেশ বরেণ্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত ২৯টি টাস্কফোর্স এর মাধ্যমে সংস্কারের বেশ কিছু সুপারিশ করা

১

হয়েছিল, ২০০৭ সালের এক এগারোর সরকার আমলেও বেশ কিছু সুপারিশ করা হয়েছিল। তার কোনটাই বাস্তবায়ন হয় নাই।

আপনারা জানেন বাংলাদেশের বর্তমান সংবিধানটি ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে গণআকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে তৎকালীন গণপরিষদে ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর পাশ হয়েছিল এবং ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে তা কার্যকর হয়েছে।

'৭২ এর সংবিধানে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সাম্রাজ্যবাদের কবলমুক্ত স্বাধীন জাতীয় বিকাশের অর্থে জাতীয়তাবাদ রাষ্ট্রীয় ৪ মূলনীতি হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়েছিল এবং মূল সংবিধানে মৌলিক অধিকার পরিপন্থি কোন আইন প্রণয়ন করা যাবে না বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। আপেক্ষিক অর্থে একটি বুর্জোয়া সংবিধান হিসেবে এর একটা গণতান্ত্রিক চরিত্র ছিল। যদিও ৫০ এর অধিকার বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর স্বীকৃতি, পারিবারিক আইনের ক্ষেত্রে মুসলিম শরিয়া আইন এবং হিন্দু আইন দ্বারা পরিচালিত হওয়ার কথা থাকায় সম্পত্তির উত্তরাধিকারে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের স্বীকৃতি এবং অন্ন-বস্ত্র, শিক্ষা-চিকিৎসা, বাসস্থান ও কাজকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি এবং মৌলিক অধিকার ভাগে বর্ণিত অধিকারসমূহের আইনি সুরক্ষার বিষয়টি সংবিধানে লিপিবদ্ধ ছিল না এবং এখনও নাই। এটা '৭২ এর সংবিধানের অসম্পূর্ণতা বলে আমরা মনে করি। তাছাড়া '৭২ থেকে '২৪ পর্যন্ত সংবিধানকে ১৭ বার সংশোধন করা হয়েছে এর মধ্যে প্রথম, তৃতীয় এবং সকল রাজনৈতিক দলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে করা একাদশ সংশোধনী ছাড়া সকল সংশোধনীই অগণতান্ত্রিক ও স্বেচ্ছাচারী শাসন বলবৎ রাখার জন্য দলীয় ও ব্যক্তি স্বার্থে করা হয়েছে বলে আমরা মনে করি। উদাহারণ স্বরূপ, ১৯৭৩ সালের ১৫ জুলাই থেকে দ্বিতীয় সংশোধনী কার্যকর হয়। ঐ দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে জনগণের সার্বভৌমত্বের জায়গায় সংসদ ও সাংসদদের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা এবং নিপীড়নমূলক অগণতান্ত্রিক আইন প্রণয়নের রাস্তা প্রশস্ত করা হয়েছে। ঐ সংশোধনীর ফলেই বিশেষ ক্ষমতা আইন, সন্ত্রাস দমন আইন, জননিরাপত্তা আইন, ডিজিটাল সিকিউরিটি এ্যাক্ট ও সাইবার সিকিউরিটি এ্যাক্ট এর মতো নিবর্তনমূলক অগণতান্ত্রিক আইন প্রণয়ন করতে পেরেছে শাসক গোষ্ঠী। দ্বিতীয় সংশোধনীর ফলে সংবিধানের ৩৩ অনুচ্ছেদে বর্ণিত গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কিত রক্ষা কবচ নাকচ হয়ে গেল। জরুরি আইন জারির বিধানও যুক্ত করা হয়েছিল এই সংশোধনীর মাধ্যমে।

চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বহু দলীয় ব্যবস্থা বাতিল করে একদলীয় বাকশাল ও সংসদীয় পদ্ধতির সরকারের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতি চালু করেছিল।

পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে জেনারেল জিয়াউর রহমানের সামরিক শাসনকে বৈধতা দেয়া হয়েছে এবং সংবিধানের শুরুতে বিসমিল্লাহ যুক্ত এবং চার মূলনীতি থেকে সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ দিয়ে সংবিধানের গণতান্ত্রিক চরিত্রকে পালটে সাম্প্রদায়িকীকরণ এর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই সংশোধনীর মাধ্যমে ১২ অনুচ্ছেদ বাতিল করা হয় যেখানে উল্লেখ ছিল সাম্প্রদায়িকতা, রাষ্ট্র কোন ধর্মকে পৃষ্ঠপোষকতা না করা। ৩৮ অনুচ্ছেদ বাতিল করে ধর্মের ভিত্তিতে কোন রাজনৈতিক দল করা, বা রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার করা যাবে না–তা রদ করা হয়।

সপ্তম সংশোধনীর মাধ্যমে স্বৈরশাসক এরশাদের সামরিক শাসনকে জায়েজ এবং অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ঘোষণার মাধ্যমে সংবিধানের চরিত্র পুরো খোল-নলচে পরিবর্তন করে বিকৃত রূপ দেওয়া হয়েছে।

আর পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে শেখ হাসিনার সরকার রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি যেমন পুনরুজ্জীবিত করেছে একই সাথে সংবিধানের শুরুতে বিসমিল্লাহ ও রাষ্ট্রধর্ম ইসলামও বহাল রেখে এক জগাখিচুড়ির সংবিধান তৈরি করেছে।

২

আমরা বহুবার বলেছি সংবিধান কোন ধর্মগ্রন্থ নয়, যে এখানে বিসমিল্লাহ বা রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে একটি বিশেষ ধর্মের উল্লেখ সংবিধানে থাকতে হবে। কারণ মুসলমানদের কোরআন শরিফের পর সব থেকে প্রধান হাদিস বুখারি শরিফ, সেই মূল হাদিসের শুরু বিসমিল্লাহ দিয়ে হয়নি। নবীর বিদায় হজের ভাষণ বিসমিল্লাহ দিয়ে শুরু করেননি, মদিনা সনদের শুরুতে বিসমিল্লাহ নাই–তাহলে আমাদের সংবিধানে কেন এগুলো লাগবে। এসব করা হয়েছিল প্রধানত দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ইসলাম ধর্মাবলম্বী মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের ধর্মীয় আবেগকে কাজে লাগিয়ে শাসকগোষ্ঠীর অগণতান্ত্রিক ও গণবিরোধী কর্মকাণ্ডকে বৈধতা দেয়ার উদ্দেশ্যে। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অপরাপর ধর্মাবলম্বী মানুষদেরকে বাস্তবে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত করা হয়। যেমনি করে শুধু বাঙালি জাতিয়তাবাদ বলে অপরাপর জাতিগোষ্ঠীর স্বীকৃতি না দিয়ে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন, বিভক্তির রাজনীতি চালু করা হয়।

- আমরা মনে করি, উল্লিখিত অসম্পূর্ণতাগুলো দূর করে এবং ২য়, ৪র্থ, ৫ম, ৭ম, ৮মসহ সকল অগণতান্ত্রিক সংশোধনী, ধারাসমূহকে বাতিল করে সংবিধানের গণতান্ত্রিক চরিত্র ফিরিয়ে আনা দরকার। এছাড়াও গণতন্ত্রের মূলকথা হলো ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, (Separation of power) অর্থাৎ আইনসভা, বিচার বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগের পৃথকীকরণ এবং সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা করা যাতে এক ব্যক্তির হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন না ঘটে, Balance of power থাকে। সংবিধানে এমন চেক এন্ড ব্যালেন্সের বিধান সন্নিবেশিত হওয়া দরকার।
- সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদেরও সংশোধন দরকার, কারণ এতে সাংসদদের ব্যক্তি স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছে। আমাদের মতে ৩টি বিষয় অর্থাৎ (১) আলোচনা-মতামতের পর বাজেট (অর্থবিল) পাশ করার সময় (২) জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত যথা বহিঃশত্রুর আক্রমণ তথা যুদ্ধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে (৩) সরকারের প্রতি অনাস্থা ভোটের সময় দলীয় হুইপ যাতে কার্যকর থাকে এটা রেখে ৭০ অনুচ্ছেদের সংশোধন করা প্রয়োজন মনে করি।
- রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার বিধান যুক্ত করা। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, এমপি কেউই দুইবারের বেশি নির্বাচিত হতে পারবে না এমন বিধান যুক্ত করা।
- দ্বৈত নাগরিক কেউ রাষ্ট্রপতি, এমপি, মন্ত্রী, মেয়র, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হতে পারবে না এমন বিধান রাখা। এমপি, মন্ত্রীদের যোগ্যতার মাণদণ্ড সুনির্দিষ্ট করা। যেমন : চারিত্রিক ও নৈতিক স্খলনকারী, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় যে বা যারা বিশ্বাস করে না, স্বাধীনতা বিরোধী, যুদ্ধাপরাধী, যারা সাম্প্রদায়িক ধ্যানধারণা পোষণ করেন, ঋণখেলাপি, অর্থ পাচারকারী, ফৌজদারী মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত হলে এবং সাজা ভোগের পর ৫ বছর পূর্ণ না হলে, সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের চাকুরিজীবীদের অবসর প্রাপ্তির ৩ বছর পূর্ণ না হলে, দলের সদস্য হওয়ার ২ বছর পূর্ণ না হলে ও দুর্নীতিবাজ কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি, এমপি, মন্ত্রী, মেয়র, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হতে পারবে না এমন বিধান রাখা।
- নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, মানবাধিকার কমিশন ইত্যাদিকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করা এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সদস্যদেরও যোগ্যতার মাণদণ্ড উপরোক্তভাবে নির্ধারণ এবং সুনির্দিষ্ট আইন ও তার বিধানাবলে সাংবিধানিক কমিশন গঠন করে ঐ কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগ দান করা।

- বিচার বিভাগের ক্ষেত্রেও বর্তমানের যোগ্যতা ১০ বছরের জজিয়াতি বা ১০ বছরের উকালতি করার যোগ্যতার মাণদণ্ড বাতিল করে সুনির্দিষ্টভাবে যোগ্যতার মাণদণ্ড নির্ধারণের মাধ্যমে বিচার কমিশন বা জুডিশিয়াল কাউন্সিলের মাধ্যমে নিয়োগ দানের বিধান করা। নিম্ন আদালতসহ বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বাধীন করা।
- বাংলাদেশের বিগত দিনে অনুষ্ঠিত ১২টি নির্বাচনের অভিজ্ঞতার আলোকে একটি অবাধ, সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের স্বার্থে নির্বাচনকালীন তদারকি সরকার বা তত্ত্বাবধায়ক সকরারের ব্যবস্থা এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার ৩ মাসের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করবে এমন বিধান সংবিধানে যুক্ত করা।
- বর্তমান নির্বাচন পদ্ধতি পরিবর্তন করে সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি চালু, না ভোটের বিধান এবং প্রতিনিধি প্রত্যাহার (Right to Recall), নির্বাচনে টাকার খেলা, পেশি শক্তি, সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিকতা দূর, নির্বাচনী ব্যয় (যথা পোস্টার, লিফলেট, জনসভা, মাইক প্রচার ইত্যাদি) কমিশন কর্তৃক বহন করাসহ নির্বাচন ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করে সাংবিধানিক বাধ্য বাধকতা কঠোরভাবে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা।
- মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও '২৪ এর গণ অভ্যুত্থানের আকাঙ্খা অনুযায়ী বৈষম্যহীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা এবং ফ্যাসিবাদী দুঃশাসন পুনরুত্থান রোদে বর্তমান সংবিধানে লিপিবদ্ধ মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণায় বলা সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজি সুবিচারের অঙ্গীকার এবং রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসাবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সাম্রাজ্যবাদের কবল মুক্ত স্বাধীন জাতীয় বিকাশের অর্থে জাতীয়তাবাদ অক্ষুন্ন রাখার প্রস্তাব করছি।

একটা কথা স্মরণ করা দরকার যে, ১৭ বার সংশোধন বা কাটাছেড়া করার পরেও এখনও পর্যন্ত সংবিধানে যে সব কথা লেখা রয়েছে যেমন–

(ক) সংবিধানের ২০ (২) অনুচ্ছেদে আছে রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করবে যেখানে সাধারণ নীতি হিসেবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করতে সমর্থ হবে না, কিন্তু মানা হচ্ছে না।

(খ) সংবিধানের ১৭(ক) অনুচ্ছেদে লেখা আছে আইনের দ্বারা একটি নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত সর্বজনীন, বৈষম্যহীন, একমুখী অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা এবং একই পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থা থাকবে। কিন্তু মানা হচ্ছে না। বাস্তবে বর্তমানে প্রধানত ৩ ধারার যথা-সাধারণ শিক্ষা, কিন্ডার গার্ডেন (ইংলিশ মিডিয়াম, ইংলিশ ভার্সন) মাদ্রাসা শিক্ষা এবং প্রাথমিকে ১৩ ধারার শিক্ষা চালু আছে।

(গ) মালিকানার নীতি। সংবিধানের ১৩ অনুচ্ছেদে লেখা আছে (ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা (খ) সমবায়ী মালিকানা (গ) ব্যক্তিগত মালিকানা। কিন্তু বর্তমানে চলছে উলটো; ব্যক্তি মালিকানা প্রধান খাত, সমবায়ী মালিকানা নাই, রাষ্ট্রীয়খাত ব্যক্তিখাতে হস্তান্তর করা হয়েছে।

(ঘ) সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদে এখনও লেখা আছে দেশের অর্থনীতি হবে পরিকল্পিত অর্থনীতি, কিন্তু চলছে মুক্তবাজারী উদারনীতিবাদী অর্থনীতি (New liberal economic policy)

(ঙ) সংবিধানে ২৫ অনুচ্ছেদে লেখা আছে রাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদ-ঔপনিবেশিকতাবাদ ও বর্ণ বৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সংগত সংগ্রামকে সমর্থন দেবে; কোন দেশ অন্য কোন দেশের উপর আগ্রাসন চালালে বাংলাদেশ তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে এবং দেশে দেশে স্বাধীনতার সংগ্রাম সমর্থন যোগাবে। কিন্তু ইরাক যুদ্ধসহ বিভিন্ন দেশে আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র, সরকার ও সংসদ কোন পদক্ষেপ নেয়নি।

(চ) সংবিধানের ১৮ অনুচ্ছেদে পতিতালয়-জুয়া বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার কথা আছে। কিন্তু পতিতাবৃত্তি আইনসঙ্গত ও জুয়াকে আইনি বৈধতা দেয়া হচ্ছে।

৪

(ছ) ৩৫ অনুচ্ছেদের (ক) ধারায়, প্রত্যেক ব্যক্তির অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড প্রকাশ্য আদালতে দ্রুত বিচারের অধিকার থাকবে। কিন্তু র‍্যাব, চিতা, কোবরাসহ বিভিন্ন বাহিনীর ক্রসফায়ার, এনকাউন্টারে বিনা বিচারে মানুষ খুন করা হয়েছে।

অনেকেই বর্তমান সংবিধানকে মুজিববাদী সংবিধান বলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাইছেন, সংবিধান পুনর্লিখনের এবং সংবিধান বাতিল করে নতুন করে লিখার কথা যারা বলছেন আমরা তাদের সাথে একমত নই, কারণ বর্তমান সংবিধান মুজিববাদী সংবিধান নয়, মুজিববাদ বলে কোন কিছুর অস্তিত্বই বাংলাদেশে কখনো ছিল না বা বর্তমানেও নাই। এ ছাড়া অনেকেই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মুছে দিতে চান, নতুন প্রজন্মকে ইতিহাসের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে বিভ্রান্ত করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছেন। এটা বন্ধ করা দরকার। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি জনযুদ্ধ। আওয়ামী লীগ এটাকে দলীয়করণ করেছিল এবং আওয়ামী লীগসহ গত ৫৩ বছরে সকল সরকারই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিপরীতে সংবিধান লংঘন করে দেশ পরিচালনা করেছে। আওয়ামী লীগই সবচেয়ে বেশি সংবিধান লংঘন করেছে এবং অন্যদেরকেও সংবিধান লংঘনের পথ করে দিয়েছে। ফলে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করা এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস ও চেতনা এবং '২৪ এর গণ অভুত্থানের আকাঙ্খা নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা ও রক্ষা করতে হবে।

১৭ বার কাটাছিঁড়ার পরেও যে গণতান্ত্রিক নীতির কথাগুলো সংবিধানে এখনও লিপিবদ্ধ আছে তার বাস্তবায়ন নাই। সংবিধান সংশোধন, পুনর্লিখন বা নতুন সংবিধান যতো ভালো ভালো কথামালা দিয়ে লেখা হোক না কেন, যদি জনগণকে শিক্ষিত করা ও গণতান্ত্রিক চেতনা, মূল্যবোধ সম্পন্ন করা না যায়, গণতান্ত্রিক আইন-প্রথা, প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা নায় যায়, তাহলে ঐ ভালো কথা লিখলেও তা যে কার্যকর হবেনো এটা বলাই বাহুল্য। তারপরেও আমরা মনে করি সংবিধানের যে কোন সংশোধনের ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচারের এবং '৭২ এর সংবিধানের উল্লেখিত রাষ্ট্রীয় ৪ মূলনীতি তথা সংবিধানের মৌলিক ভিত্তি অক্ষুণ্ন রেখে '২৪ এর গণ অভ্যুত্থানের বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের চেতনাকে ধারণ করতে হবে। ধর্ম-বর্ণ, লিঙ্গ, জাতিসত্তার মধ্যে বৈষম্য করা চলবে না। অন্ন-বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান ও কাজকে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতিসহ বর্তমান সংবিধানের তৃতীয় ভাগে উল্লেখিত ২৬ অনুচ্ছেদ থেকে ৪৭(ক) অনুচ্ছেদ পর্যন্ত মৌলিক অধিকার ভাগের আইনি সুরক্ষা অর্থাৎ নাগরিকের মৌলিক অধিকার ব্যক্তি, গোষ্ঠী, রাষ্ট্র কর্তৃক খর্ব বা হরণ করা হলে আইন বলে আদালত কতৃক বলবৎ করা যাবে এ ধরনের বিধান করতে হবে। দেশের সকল সম্পদের উপর দেশের জনগণের শতভাগ মালিকানা নিশ্চিত করার নীতিমালা প্রতিপালন করার ভিত্তি হিসেবে গণ্য করতে হবে।

পরিশেষে বলতে চাই, আগেও বলেছি সংবিধান সংশোধন বা পরিমার্জন করার কাজটি রাজনৈতিক ফলে রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে আলোচনা করে বোঝাপড়া তৈরি ও ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করেই সবার সম্মতিতে সংবিধান সংশোধনের একটি রূপরেখা বা প্রস্তাবনা সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকে তুলে ধরতে পারে। যা পরবর্তী নির্বাচিত রাজনৈতিক সরকার বাস্তবায়ন করবে।

পুনরায় ধন্যবাদসহ



বজলুর রশীদ ফিরোজ
সাধারণ সম্পাদক
বাসদ, কেন্দ্রীয় কমিটি
মোবাইল নং- ০১৭১১৫৩৭৩৯৯

৫

# গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি

জনাব,

প্রথমে সংবিধান সংস্কারের প্রশ্নে সংবিধান সংস্কার কমিশন আমাদের দলীয় প্রস্তাবনা কমিশনকে দেয়ার যে আহ্বান জানিয়েছেন তার সংবিধান সংস্কার কমিশনে দ্বায়িত্ব প্রাপ্তদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সংবিধান সংস্কার কমিশন গঠিত হয়েছে রাষ্ট্রীয় সংবিধানের স্বৈরতান্ত্রিক চরিত্রের অবসান ও গণতান্ত্রিক চরিত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রস্তাব সুপারিশ করার জন্য । এক্ষেত্রে আমরা বলতে চায় রাষ্ট্রীয় সংবিধানের গণতান্ত্রিক চরিত্র প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে যেসব বিষয়গুলো জড়িত তার যেমন রাজনৈতিক ক্ষমতা কাঠামোগত দিক আছে তেমনই আছে দেশকে অর্থনৈতিক ভাবে শক্তিশালী ভিত্তির উপর দাড় করানো এবং ক্রমান্বয়ে তার বিকাশের গতিকে তরান্বিত করার প্রশ্নটি। এর সঙ্গে জনগণের সুস্থ জীবন নিশ্চিতে সঙ্গাতিশীল প্রাকৃতিক পরিবেশ নিশ্চিত করাও একটি প্রধান দ্বায়িত্ব।

ইতিহাসের দিক থেকে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক বিকাশ নিশ্চিত করার প্রয়োজনে এমন ধরনের রাজনৈতিক ক্ষমতা কাঠামো দরকার যা জনগণের মতামতকে ধারন করার জন্য উপযুক্ত ও অর্থনীতিতে সৃষ্ট ও প্রাকৃতিক ভাবে প্রাপ্ত সম্পদের সর্বোচ্চ উৎপাদনশীল ব্যাবহার নিশ্চিত করতে সক্ষম।

প্রথমেই চলুন দেখে নেয়া যাক দেশে সাংবিধানিক ভাবে বিদ্যমান ক্ষমতা কাঠামোর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কি ধরনের।

বাংলাদেশের বিদ্যমান সংবিধানে ক্ষমতা কাঠামোর প্রকৃত চরিত্র

--------------------------------------------------------

বাংলাদেশের বিদ্যমান সংবিধানে মুলনীতি হিসেবে গণতন্ত্রের বিষয়টি থাকলেও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে জনগণের কর্তৃত্বের বদলে রাষ্ট্রের নির্বাহী কর্তৃত্বের কর্তৃত্বকেই প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে । সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭(১) এ বলা হয়েছে প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ । লক্ষণীয় বাক্যটি এখানে শেষ হয়নি ।বাক্যের মধ্যে একটি ‘ , ‘ চিন্হ দিয়ে বলা হচ্ছে ‘ এবং জনগণের সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে ।অর্থাৎ জনগণ সব ক্ষমতার মালিক বলা হলেও এই ক্ষমতা প্রয়োগের প্রশ্নে জনগণকে ক্ষমতাহীন করে রাখা হয়েছে । সমস্ত সংবিধান পাঠ করলে দেখা যায় রাষ্ট্র ক্ষমতায় জনগণের কর্তৃত্বকে খারিজ করে দিয়ে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে নির্বাহী কর্তৃত্বের প্রধান প্রধানমন্ত্রীর হাতে ।স্বয়ং রাষ্ট্রপতিও এক্ষেত্রে ক্ষমতাহীন।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৮(৩) এ বলা হচ্ছে যে ‘ কেবলমাত্র প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যাতীত রাষ্ট্রপতি তাহার অন্যসকল দ্বায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন ।তার মানে হলো সাধারণভাবে সংবিধান পাঠ করলে মনে হয় যে রাষ্ট্রপতি কোন দন্ডপ্রাপ্ত আসামীর দন্ড মওকুফ করে দিতে পারেন ( অনুচ্ছেদ ৪৯),তিনি প্রতিরক্ষা বিভাগের সর্বাধিনায়ক ( অনুচ্ছেদ ৬১),তিনি প্রধান বিচারপতি ও অ্যাটর্নি জেনারেলের নিয়োগ দান করেন ( অনুচ্ছেদ ৬৪ ও ৯৫), কিংবা তিনি নির্বাচন কমিশন (অনুচ্ছেদ ১১৮),মহা হিসাব নিরীক্ষক ( অনুচ্ছেদ ১২৭),বা কর্ম কমিশন

প্রতিষ্ঠা ও নিয়োগের অধিকারী (অনুচ্ছেদ ১৩৭),তার কিছুই স্বাধীনভাবে করার ক্ষমতা সংবিধান তাকে দেয়নি । যা কিছু তিনি করেন তার সবই প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে ।অনুচ্ছেদ ৪৮(৩) অনুযায়ী ৫৬(৩) অনুচ্ছেদ রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের যে ক্ষমতা দিয়েছে তাও আসলে কথার মারপ্যাচ ।এ ক্ষমতাও তার নয় , এ ক্ষমতা সংসদ সদস্যদের ।৫৬(৩) অনুচ্ছেদ বলছে ‘ যে সংসদ সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের আস্থাভাজন বলিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হইবেন রাষ্ট্রপতি তাহাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করিবেন ।” এটুকু পড়লেই পরিষ্কার বোঝা যায় , প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের আনুষ্ঠানিক ঘোষনা দেয়া ছাড়া অন্য কোন ক্ষমতাই সংবিধান রাষ্ট্রপতির জন্য বরাদ্দ করেনি। তার মানে হলো “ জনগণের মালিকানাধীন সকল ক্ষমতার একটা অংশ প্রয়োগের বিধান বাহ্যত রাষ্ট্রপতির জন্য বরাদ্দ, জনগণের হাতে নয়। কিন্তু ধোয়াশাটা এখানে শেষ নয় , রাষ্ট্রপতি জনগণের ক্ষমতার যে অংশটুকু চর্চা করেন বলে সাধারণভাবে ভ্রম হয় ,তার প্রয়োগের আসল কর্তৃত্ব হলো প্রধানমন্ত্রীর ।’ অর্থাৎ সংবিধান দৃশ্যত প্রধানমন্ত্রীর জন্য যতটুকু ক্ষমতা বরাদ্দ করেছে বলে মনে হয় অনুচ্ছেদ ৪৮(৩) এর বদৌলতে তার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষমতা ভোগ করার অধিকারী ।

অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী সংসদকে যখন যে ধরনের আইন প্রদানের নির্দেশ প্রদান করবেন জাতীয় সংসদ তখন সেই ধরনের আইন প্রণয়ন করতে বাধ্য ।কারন অনুচ্ছেদ ৭০ অনুযায়ী কোন সংসদ সদস্য যদি তার নিজ দলের বিপক্ষে ভোট দেয়, তাহলে সংবিধান অনুযায়ী তার সদস্য পদ বিলুপ্ত হবে ( ১৯৭২ সালের গণপ্রতিনিধিত্ব সদস্যপদ বিলুপ্তির জন্য যে আদেশটি জারি করা হয়েছিল তা স্মর্তব্য ) ।আইন প্রণয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী সংসদ অধিবেশনে না থাকা কালীন সময়ে রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে অধ্যাদেশ জারী করিয়ে নিতে পারেন । অনুচ্ছেদ ৭০ এর সঙ্গে অনুচ্ছেদ ১৪২ মিলিয়ে পড়লে দেখা যাবে যিনি প্রধানমন্ত্রী তিনি যদি দলীয় প্রধান হন , আর তার দল যদি জাতীয় সংসদের দুই-তৃতিয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেন তাহলে তিনি সংবিধান সংশোধনের এমন অপরিমেয় ক্ষমতা ভোগ করবেন যা পৃথিবীর কোন গণতান্ত্রিক প্রধানমন্ত্রী কল্পনাও করতে পারে না । ৭২ এর সংবিধান একজন প্রধানমন্ত্রীর কাছে যে ক্ষমতা অর্পন করেছে পৃথিবীর কোন গণতান্ত্রিক সংবিধান তো দুরের কথা , অগণতান্ত্রিক স্বৈরাচারী সেনা শাসকদের কাছেও এই পরিমান ক্ষমতা কেন্দ্রিভূত করার নজির নেই ।

পুর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে অনুচ্ছেদ ৪৮(৩) এ বলা হয়েছে , কেবলমাত্র প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যাতীত রাষ্ট্রপতি তাহার অন্য সকল দ্বায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন । সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমুহের নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে রাষ্ট্রপতির সাংবিধানিক ক্ষমতা দেয়া থাকলেও যেহেতু রাষ্ট্রপতি এসব কাজে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহনে সাংবিধানিকভাবেই বাধ্য অর্থাৎ সাংবিধানিকভাবে ক্ষমতাটা রাষ্ট্রপতির নামে হলেও মুলত: এই ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর হাতে আটকা । প্রধানমন্ত্রীর এই ক্ষমতাকে জবাবদিহির উর্ধ্বে রাখার জন্য অনুচ্ছেদ ৪৮(৩) এ বলা হয়েছে , তবে শর্ত থাকে যে , প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে আদৌ কোন পরামর্শ দান করিয়াছেন কি না এবং করিয়া থাকিলে কি পরামর্শ দান করিয়াছেন কোন আদালত সেই সম্পর্কে কোন প্রশ্নের তদন্ত করিতে পারিবেন না ।

এইভাবে সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রের নির্বাহী প্রধানের হাতে রাষ্ট্রীয় সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর কর্তৃত্ব করার একক ক্ষমতা দেয়া হয়েছে এবং সেটাও জবাবদিহিতার উর্ধ্বে ।নির্বাহী প্রধানের জবাবদিহির উর্ধ্বে এই ক্ষমতা থাকার

কারনে রাষ্ট্রের মুলনীত হিসেবে গণতন্ত্র নামেই বিদ্যমান কার্যত রাষ্ট্র পরিচালনার বিষয়ে এর কানা-কড়ি মুল্য নেই ৭২ এর সংবিধানে । এই অবস্থায় বাংলাদেশ রাষ্ট্রটিকে রাষ্ট্রের নির্বাহী প্রধানের ইচ্ছাতন্ত্র থেকে বা বলা যায় রাষ্ট্রকে রাষ্ট্রের স্বৈরতান্ত্রিক চরিত্র থেকে মুক্ত করতে হলে , রাষ্ট্রের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান সমুহের উপর থেকে রাষ্ট্রের নর্বাহী কর্তৃত্বের কর্তৃত্বময় ক্ষমতার অবসান ঘটানোর বিষয়টি প্রধান বিষয় হিসেবে সামনে এসে দাঁড়ায়।

এই বিবেচনায় আমরা প্রস্তাব করছি সংবিধানের অনুচ্ছেদ 48(3) ধারা বাতিল করা হোক।

সাথে সাথে রাষ্ট্রের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমুহের উপর রাষ্ট্রের নির্বাহী কর্তৃত্বের কর্তৃত্ব অবসান প্রশ্নে যে অনুচ্ছেদ বাধা হিসেবে কাজ করছে তা বাতিল করা হোক। উপরে এইসব অনুচ্ছেদের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

রাষ্ট্রের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমুহকে স্বাধীন ভাবে অর্থাৎ নির্বাহী কর্তৃত্বের কর্তৃত্বমুক্ত থেকে তার কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। এসব প্রতিষ্ঠানসমুহ পরিচালিত হবে সাংবিধানিক ধারামতে যেখানে নির্বাহী কর্তৃত্বের খবরদারীকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধক বিষয় থাকবে না। নির্বাহী কর্তৃত্বের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করার মাধ্যমে নির্বাহী কর্তৃত্বের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার এই ক্ষমতা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমুহকে দিতে হবে।

বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ 7(1) এ বলা হয়েছে প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। জনগণের এই ক্ষমতার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান সমুহ বাধ্য থাকবে এক্ষেত্রে কোন অসঙ্গতি দেখা দিলে অসঙ্গতিপুর্ণ কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তাদের অপসারণ নিশ্চিত করার বিধান সংবিধানে সংযুক্ত করতে হবে।

সংবিধানে জনমতের প্রতিফলন নিশ্চিতে মৌলিক বিষয়সমুহকে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নির্বাচিত "সংবিধান সভা"গঠনের মাধ্যমে তা করতে হবে এবং তার বৈধতা নিশ্চিত করার জন্য গণভোটের আয়োজন করার বিধান সংবিধানে সংযুক্ত করতে হবে। সংবিধান সংশোধন অথবা সংবিধান সভা কর্তৃক প্রস্তাবিত বিষয় সমুহকে বৈধতা দানের জন্য জাতীয় সংসদের ক্ষমতা রহিত করতে হবে। সংবিধান প্রণয়ন অথবা সংশোধনের কোন ক্ষমতা জাতীয় সংসদকে দেয়া যাবে না । এই কারনে সংবিধানের 142 অনুচ্ছেদে যে ক্ষমতা সংসদকে দেয়া আছে তা বাতিল করতে হবে। সংবিধান প্রণয়ন ও সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে গণভোটের বিষয়টি সাংবিধানিক ভাবে নিশ্চিত করতে হবে। কোন ক্ষেত্রেই এই বিষয়ে সংসদকে ক্ষমতা দেয়া যাবে না। একবার সংবিধান সভা গঠনের মধ্যে দিয়ে প্রস্তাবিত সংবিধানের বৈধতা নিশ্চিতে গণভোট যেমন অপরিহার্য ঠিক তেমনই সংবিধানের ছোট খাট সংশোধনী আনার প্রয়োজন হলে গণভোটের মাধ্যমে তার নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন যখন সংসদীয় প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যালট পেপার ছাপাবেন সেখানে জনমত নেয়ার জন্য ব্যালট পেপারে সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজনীয় বিষয়টি উল্লেখ করবেন এবং তার পাশেই ভোটারদের জন্য সম্মতিসূচক অথবা অসম্মতিসুচক ঘর থাকবে যেখানে টিক মার্ক দিয়ে ভোটাররা তাদের মনোভাব ব্যাক্ত করবেন। ভোটারদের সম্মতিসুচক রায় মেজরিটি থাকলে তা সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত হবে আর অসম্মতিসুচক রায় মেজরিটি থাকলে তা সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত হবে না। এভাবেই সংবিধান প্রশ্নে জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগ এভাবেই হবে। সংসদকে সার্বভৌম ক্ষমতা দেয়ার অর্থ জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতাকে নাকচ করা। বিদ্যমান সংবিধানের 142 নম্বর অনুচ্ছেদে সংবিধানের সংশোধনের যে ক্ষমতা সংসদকে দেয়া আছে তা বাতিল না করলে জনগণের ক্ষমতাকে নাকচ করা হবে যা 1972 সালে প্রণীত সংবিধানে করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ্য যে সংসদীয় সার্বভৌমত্ব সে দেশেই প্রযোজ্য হতে পারে যে দেশের ধনাঢ্য ব্যাক্তিরা সম্পদের উৎপাদনশীল ব্যাবহারের কেন্দ্র করে তাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধির বিষয়ে সক্রিয় থাকে। বাংলাদেশের ধনাঢ্য ব্যাক্তিরা তাদের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য সম্পদের উৎপাদনশীল ব্যাবহারের উপর নির্ভরশীল নয় এরা জনগণের আমানত কৌশলে লুটপাট করে তাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধির বিষয়ে নিয়োজিত। সম্পদের উৎপাদনশীল ব্যাবহার নিশ্চিত করার পথ ধরেই দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী হয় , কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা গড়ে উঠে। এদেশের ধনাঢ্য ব্যাক্তিরা সে পথে হাঁটে না । নিয়োগ বানিজ্য , দুর্নীতি , দখলবাজি ,ঘুষ বানিজ্য ও ব্যাংকে রক্ষিত জনগণের আমানত কৌশলে লুটপাট করেই এরা তাদের সম্পদের প্রসারের ঘটায় আর এ সম্পদ দেশে উৎপাদনশীল বিনিয়োগে না লাগিয়ে তা বিদেশে পাঁচার করে।

স্বভাবতই দেশের অর্থনীতিতে সৃষ্ট সম্পদ দেশে সংরক্ষন করে তার উৎপাদনশীল বিনিয়োগ নিশ্চিত হয় এমন অর্থনৈতিক নীতির বাস্তবায়ন আমাদের কাম্য । এক্ষেত্রে দেশের ব্যাংক সমূহে সংরক্ষিত জনগণের আমানত কৌশলে লুটে নিয়ে যারা তা বিদেশে পাঁচার করেছে বা করছে তাদের ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট সাংবিধানিক ভাবে নিশ্চিত করতে হবে। দেশের সম্পদ দেশে সংরক্ষন ও তার উৎপাদনশীল ব্যাবহারের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

শিল্পায়নের ক্ষেত্রে সস্তা শ্রম ও বিদেশী বাজারের উপর নির্ভরশীল শিল্পের বিকাশের উপর নির্ভরশীল হলে চলবে না অর্থনীতির শক্তিশালী ভিত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য দেশে যন্ত্র শিল্পের বিকাশের প্রশ্নে মনোযোগী হতে হবে যাকিনা দেশীয় অভ্যন্তরীণ বাজারকে সম্প্রসারিত করবে। শুধু তাই নয় উৎপাদক কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের যথাযথ মুল্য যাতে করে কৃষকরা পায় তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। উৎপাদকের হাতে পূঁজির সঞ্চয় যত বৃদ্ধি পাবে সম্পদের উৎপাদনশীল ব্যাবহার তত বাড়বে , কর্মসংস্থানের প্রাচুর্য্য সৃষ্টিতে তা অবদান রাখবে।

উপরে উল্লেখিত অর্থনৈতিক নীতির বিষয়টিও সাংবিধানিক ভাবে নিশ্চিত করতে হবে।

এছাড়াও আছে জন-জীবনের সুস্থতা নিশ্চিততে প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক পরিবেশ নিশ্চিতে সাংবিধানিক নির্দেশনা। সবুজ গাছপালার হেফাজত নিশ্চিত করতে হবে। নদীনালার পানি প্রবাহ যাতে বিঘ্নিত না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা অপসারণের জন্য জাতিসংঘ ওয়াটার কোর্স কনভেনশনে অনুস্বাক্ষর করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

জনগণের বাকস্বাধীনতা , সংগঠিত ও সংগঠন করার স্বাধীনতা এবং আন্দোলন করার স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। এসব বিষয়কে কেন্দ্র জন-জীবনে যাতে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য উপজেলা,জেলা ও বড় শহরগুলোতে প্রতিবাদ সমাবেশের জন্য "প্রতিবাদি উদ্যান " নিশ্চিত করতে হবে এবং এসব ক্ষেত্রে প্রতিবাদকারীদের বক্তব্য যথাযথভাবে সংগ্রহ করে সরকারের গোচরে নিয়ে আসার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। সরকারি প্রতিনিধিদের সঙ্গে সংলাপের বিষয়টিও নিশ্চিত করতে হবে। কোন বক্তব্যকেই সংলাপের বাহিরে রাখা চলবে না।

সংসদে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাজ হবে রাষ্ট্রীয় সংবিধানের ধারামতে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সক্রিয় থাকা। এক্ষেত্রে প্রতিটি সদস্যদের কথা বলার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে । এই বিবেচনায় সদস্যদের কথা বলার অধিকারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক 70 অনুচ্ছেদ বাতিল করতে হবে। সংবিধান নির্দেশিত ধারার বিপক্ষে যাচ্ছে এমন কোন বিষয়ের বিপক্ষে ভোট দেয়ার অধিকার তার থাকবে। এ বিষয়টিও নিশ্চিত করতে হবে।

এই হচ্ছে সংবিধান সংস্কার প্রশ্নে আমাদের অভিমত।

# নারীর প্রতি বিদ্যমান সকল অসাম্য ও পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, রাজনীতি ও সংস্কৃতির অবসান করতে হবে সাংবিধানিক ভাবে। সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের নিশ্চিত করতে হবে। নারী ও শিশু ধর্ষকদের সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান সাংবিধানিক ভাবে নিশ্চিত করতে হবে।

# পরিবেশ উপযোগী কৃষি ব্যাবস্থা প্রনয়ন করতে হবে। আমুল ভূমি সংস্কারের বিধান সাংবিধানিক ভাবে নিশ্চিত করতে হবে।

# শ্রমিক ও কৃষক কে উৎপাদক শ্রেণী হিসেবে নির্ধারণ করে তাদের সাংবিধানিক ভাবে সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ও গণতান্ত্রিক শ্রম আইনের বিধান সাংবিধানিক ভাবে নিশ্চিত করতে হবে। সর্বস্তরের শ্রমিকদের জন্য জাতীয় মজুরি কমিশন গঠন করে মজুরি নির্ধারণ করতে হবে।

# পাহাড় ও সমতলের সকল আদিবাসী এবং দলিতদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে হবে।

এই হচ্ছে সংবিধান সংস্কার বিষয়ে আমাদের পার্টির প্রস্তাবনা। ধন্যবাদ।

সংগ্রামী শুভেচ্ছাসহ

মোশরেফা মিশু

সাধারণ সম্পাদক

গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি

২৯/১১/২০২৪

দুনিয়ার মজদুর, এক হও!

# বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)

**কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরাম**

২২/১ তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা) ঢাকা-১০০০। ফোন: ২২২৩৩৫৬৩৭৩। ওয়েবসাইট: spbm.org

২৮ নভেম্বর, ২০২৪

প্রতি
আলী রিয়াজ
কমিশন প্রধান
সংবিধান সংস্কার কমিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জনাব,
সংবিধান সংস্কার বিষয়ে আপনারা দেশের সকল রাজনৈতিক দল, সংগঠন ও জনগণের কাছ থেকে মতামত আহবান করেছিলেন। এটা খুবই ইতিবাচক উদ্যোগ। আপনাদের আহবানে সাড়া দিয়ে আমাদের দলের পক্ষ থেকে এই সংস্কার প্রস্তাবনাটি পেশ করছি।

অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি। প্রস্তাবনাগুলো বিবেচনা করার অনুরোধ রইল।

ধন্যবাদান্তে

মাসুদ রানা
সমন্বয়ক
বাসদ (মার্কসবাদী)

## সংবিধান সংস্কার বিষয়ক প্রস্তাবনা

সংবিধান সম্পর্কিত আলোচনা দীর্ঘদিন ধরেই চলমান। ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানে রাষ্ট্রের চরিত্র গণপ্রজাতন্ত্রিক, সংবিধান দেশের সর্বোচ্চ আইন, জনগণই সকল ক্ষমতার মালিক, পূর্ণবয়স্কদের ভোটে নির্বাচিত সরকারই রাষ্ট্র পরিচালনা করবে, সংবিধানে উল্লেখ করা মৌলিক অধিকার পরিপন্থী আইন বিচার বিভাগ বাতিল করতে পারবে, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠাসহ অন্যান্য মূলনীতির ঘোষণা, মেহনতি কৃষক-শ্রমিকের শোষণ থেকে মুক্তি, অনুপার্জিত আয় ভোগ করার সামর্থ্য না রাখা, রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন দান– ইত্যাদিসহ আরও অনেকগুলো বিষয়ের উল্লেখ আছে, যা মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে ধরণের সংবিধানের আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছিল সেগুলোর অনেককিছুই উল্লেখ করেছে।

কিন্তু এও সত্য যে, শুরুতে এই কথাগুলো বলে এই সংবিধানে কার্যত প্রায় সকল ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর হাতেই ন্যস্ত করা হয়েছে। সংবিধানের পরবর্তী ধারাগুলো, শুরুতে উল্লেখ করা এই বক্তব্যের বিপরীতেই অবস্থান নিয়েছে। অর্থাৎ এই সকল অধিকার অস্বীকারের পথও এই সংবিধানেই আছে। তার উপর এটি যথেচ্ছা কাঁটাছেড়া করা হয়েছে। পঞ্চদশ সংশোধনী এই কাঁটাছেড়ার মধ্যে একটি মাইলফলক।

ফলে এটির সংস্কার করতে হবে। সংবিধানের প্রথম অংশে উল্লেখিত বক্তব্যের সাথে অসংগতিপূর্ণ সকল ধারা বাতিল করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ভারসাম্য আনতে হবে। প্রধানমন্ত্রীকে অপসারনের বিধান যুক্ত করতে হবে। কী কী সংস্কার হবে, কোন পথে হবে– আন্দোলনকারী শক্তি, রাজনৈতিক দল ও অংশীজনদের নিয়ে এসকল বিষয়ে রাজনৈতিক সমঝোতা বা ঐক্য গড়ে তুলতে হবে।

বাহাত্তরের সংবিধান গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় রচিত হয়নি– এ সমালোচনাও সত্য। কারণ ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত সদস্যদের নিয়েই বাহাত্তরের গণপরিষদ গঠন করা হয়। ফলে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দল, মত, সংগঠন ও আন্দোলনকারী জনগণের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিত্ব এখানে নিশ্চিত করা হয়নি।

মুক্তিযুদ্ধের ঠিক পরপরই সংবিধান রচিত হওয়ার ফলে আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের জনআকাঙ্ক্ষার কিছুটা প্রতিফলন ঘটাতে বাধ্য হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় আওয়ামী লীগ ছিল উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণির দল। এটি কোন ধর্মনিরপেক্ষ দল ছিল না, সমাজতন্ত্রেও বিশ্বাসী ছিল না। তা সত্ত্বেও তারা 'সমাজতন্ত্র' ও 'ধর্মনিরপেক্ষতা'– এই দুইটিকে মূলনীতি হিসেবে রাখতে বাধ্য হয়েছিল। কারণ যেভাবেই হউক, এগুলো মুক্তিযুদ্ধে জনগণের চেতনা থেকেই উৎসারিত ছিল। এগুলো অস্বীকার করে এগোবার সাধ্য সেদিন তার ছিল না। তেমনি জাতীয়তাবাদের যে কথা বলা হয়েছে, সেটিও একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াতেই গঠিত হয়েছে। ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের বিপরীতে ভাষাভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতেই সেদিন মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের ভেতর থেকেই এ চেতনা উৎসারিত হয়েছিল। নতুন জাতিরাষ্ট্র গঠনে এ চেতনাই সেদিন এ অঞ্চলের জনগণের মধ্যে লড়াইয়ের প্রেরণা সঞ্চারিত করেছিল, উদ্বুদ্ধ করেছিল। এটা একটা ঐতিহাসিক সত্য। যদিও সেখানে গোটা দেশের জনগণকেই বাঙালি হিসেবে অভিহিত করা ও অন্যান্য জাতিসত্ত্বাগুলোর স্বীকৃতি না দেয়াটাও মুক্তিযুদ্ধের চেতনারই পরিপন্থী ছিল।

বাহাত্তরের সংবিধানকে জাতিরাষ্ট্র গঠনের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনা না করে, একে শাসক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের ভূমিকা দিয়ে বিচার করলে এবং একতরফা আওয়ামী লীগের ফ্যাসিবাদের ভাবাদর্শিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি হিসেবে একে অভিহিত করলে– পুরো মুক্তিযুদ্ধকেই বুঝে হোক না বুঝে হোক আওয়ামী লীগের ঘরে তুলে দেয়া হয়।

আমাদের মনে রাখা জরুরি, মুক্তিযুদ্ধ আওয়ামী লীগ একা করেনি। তৎকালীন সময়ে দেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে অবস্থান নেয়া শক্তিগুলো ছাড়া সকল দল-মতের মানুষ, সর্বোপরি দেশের জনগণ এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। সেই সময়ে সদ্য স্বাধীন দেশের সংবিধানে জনতার আকাঙ্ক্ষা যতটুকু প্রতিফলিত হয়েছে– তাকে ভিত্তি ধরে ও

বর্তমান গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষাকে যুক্ত করে এই সংবিধানকে গণতান্ত্রিক করে তুলতে হবে। প্রথম তিনভাগে বর্ণিত প্রস্তাবনার সাথে শাসনতান্ত্রিক তথা ক্ষমতাকাঠামো অংশের অসঙ্গতিকে দূর করতে হবে।

অন্যথায় আওয়ামী লীগ যা করেছে তার প্রতিক্রিয়ায় অন্যকিছু করতে গেলে কাঙ্ক্ষিত ঐক্যের বদলে বিভক্তিই কেবল বাড়বে। এমনকি এই পথ ধরে অন্য কোন রূপে ফ্যাসিবাদের পুনর্জাগরিত হওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না। ফলে আমরা সংবিধান সংস্কারের প্রস্তাবনা করছি। আমাদের প্রস্তাবনাগুলো নিম্নরূপ।

**প্রস্তাবনা:**

১. অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও কাজের অধিকার মৌলিক অধিকার হিসেবে সংবিধানে স্বীকৃতি দেয়া। সংবিধানের তৃতীয়ভাগে বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহকে শর্তের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করা। মৌলিক অধিকার পূরণে রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করা। মৌলিক অধিকার খর্ব হলে যে কোনো নাগরিক আইনের আশ্রয় নিতে পারবে– এমন বিধান সংবিধানে যুক্ত করা।

২. রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য তৈরি লক্ষ্যে বিধান যুক্ত করা।

৩. সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল করা।

৪. সংবিধানের ৪৮(৩) অনুচ্ছেদ সংস্কার করে রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের উপর প্রধানমন্ত্রীর অন্যায় হস্তক্ষেপের সুযোগ বন্ধ করা।

৫. প্রধানমন্ত্রীকে অপসারন বা ইমপিচমেন্টের ব্যবস্থা রেখে সংবিধানের ৫৭ অনুচ্ছেদ সংস্কার করা।

৬. সাংবিধানিক পদ ও প্রতিষ্ঠানগুলো যেন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে সে জন্য সংবিধানের ৪৮ (রাষ্ট্রপতির নিয়োগ), ৬৪ (এটর্নি জেনারেলের নিয়োগ), ১২৭-১৩২ (মহাহিসাব নিরীক্ষকের নিয়োগ, দায়িত্ব, কর্মের মেয়াদ ইত্যাদি), ১৩৮-১৩৯ (সরকারি কর্ম কমিশনের সদস্য নিয়োগ, পদের মেয়াদ ইত্যাদি) ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশ সংস্কার করা।

৭. সংবিধানে ঘোষিত স্থানীয় শাসনকে স্থানীয় সরকার হিসাবে অভিহিত করা। স্থানীয় সরকার যেন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে সেজন্য সংবিধানের ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করা।

৮. সংবিধানে নির্বাচনকালীন সময়ের জন্য অন্তবর্তীকালীন বা তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার বিধান যুক্ত করা।

৯. বর্তমান নির্বাচনী ব্যবস্থা পরিবর্তন করে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে নির্বাচনব্যবস্থা চালু করা, যেন সত্যিকার অর্থেই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মতামতের ভিত্তিতে সরকার গঠিত হয় এবং জনগণের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা যায়। এজন্য সংবিধানে প্রয়োজনীয় অনুচ্ছেদ যুক্ত করা এর সাথে অসংগতিপূর্ণ অনুচ্ছেদসমূহ বাতিল করা।

১০. নির্বাচন কমিশন যেন স্বাধীনভাবে তার ভূমিকা পালন করতে পারে সেজন্য সংবিধানের ৪৮ ও ১১৮–১২৬ অনুচ্ছেদ সংস্কার করা।

১১. উচ্চ আদালত ও নিম্ন আদালতের উপর সরকার যেন অন্যায় হস্তক্ষেপ না করতে পারে সেজন্য সংবিধানের ৪৮, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ১১৩, ১১৪, ১১৬ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অনুচ্ছেদের সংস্কার করা।

১২. পুলিশ বাহিনীর উপর প্রশাসন বা সরকারের অন্যায় প্রভাব বন্ধ ও স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ তৈরিতে সংবিধানের ৩৩ ও ৩৫ অনুচ্ছেদ সংস্কার করা।

১৩. জাতীয় সম্পদ ব্যবহার ও আন্তর্জাতিক সকল চুক্তি জাতির সামনে উন্মুক্ত করা এবং এসকল চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে সংসদে আলোচনা বাধ্যতামূলক করা।

১৪. পাহাড়ি জাতিগোষ্ঠীসহ অন্যান্য জাতিসত্ত্বার সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করা। একইসাথে সংবিধানের ৬ ও ৯ নং ধারা সংস্কার করা।

১৫. সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে গৃহিত জরুরী অবস্থা জারি, সকল রকম মৌলিক অধিকার রহিত করার ক্ষমতা– অর্থাৎ নবম (ক) ভাগের ১৪১ এর (ক), (খ) ও (গ) ধারা বাতিল করতে হবে।

গণতন্ত্র সমতা ন্যায় বিচার

**বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ**

**কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি**

**নিবন্ধন নং-৪৭**

**অস্থায়ী কার্যালয়ঃ ২২/১, তোপখানা রোড (৫ম তলা), ঢাকা-১০০০**

**ফোনঃ +৮৮-০২-৫৭১৬৪৬৪৪**

**E-mail: bangladeshjasod@gmail.com**

অধ্যাপক আলী রিয়াজ ২৫ নভেম্বর ২০২৪

প্রধান, সংবিধান সংস্কার কমিশন

ব্লক-১, এমপি হোস্টেল, জাতীয় সংসদ ভবন এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

সূত্রঃ স্মারক নং – ৫৫.০০.০০০০.১২১.৯৯.০০১.২৪-২৩ তারিখঃ ৬ নভেম্বর ২০২৪

বিষয়ঃ **সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব**

মহোদয়

শুভেচ্ছা জানবেন। শিরোনামে বর্নিত বিষয়ে আমাদের দলের মতামত জানতে চেয়ে পত্র প্রেরণের জন্য ধন্যবাদ। আপনারা অবগত আছেন যে, ১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের জন্ম হয়েছিল মহান জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় একটি বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে। ২০১৭ সাল থেকে এ সংগঠন বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল – বাংলাদেশ জাসদ নামে রাজনৈতিক কর্মকান্ড অব্যাহত রেখেছে।

১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশের গণপরিষদে সংবিধান চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়। সে সময় সদ্যপ্রতিষ্ঠিত দল হিসেবে আমরা সে সংবিধানকে নীতিগতভাবে গ্রহণ করলেও মৌলিক মানবাধিকার বাস্তবায়নে ও বৈষম্য বিলোপে যথাযথ সাংবিধানিক সুরক্ষা নেই বলে তার সীমাবদ্ধতাও তুলে ধরি। আমরা পরবর্তীতে বিশেষ ক্ষমতা আইন সম্বলিত সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনী, বাকশাল ব্যবস্থা সম্বলিত চতুর্থ সংশোধনী, সামরিক শাসনকে বৈধতা দানকারী ৫ম ও ৭ম সংশোধনী, রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণার ৮ম সংশোধনী সহ সকল অগণতান্ত্রিক সংশোধনীর বিরোধিতা করেছি।

২০২৪ সালের ঐতিহাসিক জুলাই শিক্ষার্থীগণঅভ্যুত্থানে স্বৈরতান্ত্রিক ফ্যাসিবাদী শাসনের পতনের একটা মূল সুর ছিল ফ্যাসিবাদের প্রত্যাবর্তনকে প্রতিরোধ ও বৈষম্য দূর করা। ফ্যসিবাদের প্রত্যাবর্তন রোধে ও বৈষম্য দূরীকরণে রাষ্ট্রের কাঠামো উপরিকাঠামো তথা সার্বিক ও মৌলিক সংস্কার প্রয়োজন। তার অংশ হিসেবে অন্তবর্তীকালীন সরকার সংবিধান সংস্কার সহ ১০টি ক্ষেত্রে সংস্কার প্রস্তাব প্রণয়ণের জন্য কমিশন গঠন করেছেন। আমরা এ পদক্ষেপকে রাষ্ট্র সংস্কারের সূচনা হিসেবে বিবেচনা করে আমাদের কতিপয় প্রস্তাবনা কমিশন তথা দেশবাসীর সামনে তুলে ধরছি। এ সব বিষয়ে এবং এর বাইরেও অন্য কোন বিষয়ে কোনো প্রস্তাব আলোচনাক্রমে আমাদের দলের আদর্শ ও নীতি অনুসারে গ্রহণ করতে সম্মত আছি।

আমরা মনে করি, সংবিধান সংস্কার সবচাইতে বেশী গুরুত্ববহন করে। এবং এ বিষয়ে রাজনৈতিক দল সমুহ যতদুর ঐক্যমত্য পোষন করে ততদুর সংস্কার করে পরবর্তী সংস্কার নির্বাচিত সরকারের উপর ছেড়ে দেয়া ভালো হবে। তবে এ বিষয়ে রাজনৈতিক দলের ঐক্য অগ্রসর করার জন্য আমরা আপনাদের সবরকম সহযোগিতা করতে প্রস্তুত আছি।

আপনাদের সংস্কার প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করছি।

এ বিষয়ে যোগাযোগের জন্য দলের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিঃ ড. মুশতাক হোসেন। টেলিফোনঃ +৮৮-০১৫৫২৪১০৪৪৫ ই-মেইলঃ mushtuq@gmail.com

আপনার একান্ত

(শরীফ নূরুল আম্বিয়া)

সভাপতি

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল – বাংলাদেশ জাসদ

ছক – ১

সংবিধানের সংস্কার প্রস্তাব

রাষ্ট্রের সর্বস্তরে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও ফ্যাসিবাদ উত্থান রোধকরণ

| |
|---|
| রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্র কর্তৃক জাতিসংঘ ঘোষিত সকল মানবাধিকার ও সামাজিক-অর্থনৈতিক অধিকার বাস্তবায়ন রাষ্ট্র কর্তৃক বাধ্যতামূলক করা, বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা, নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে নিয়ে সামাজিক-অর্থনৈতিক সহ সকল বৈষম্য বিলোপ করা, কাজ অনুযায়ী মজুরীর প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা |

মানবাধিকার সুরক্ষা

| |
|---|
| রাষ্ট্রের সকল অঙ্গ মানবাধিকার রক্ষায় সক্রিয় দায়িত্ব পালন করা, মানবাধিকার কমিশনকে শক্তিশালী করা, একে বিচার বিভাগের অংশ বিবেচনা করে নির্বাহী বিভাগ থেকে স্বাধীন করা |

নির্বাহী বিভাগ

| |
|---|
| নির্বাহী বিভাগকে বিকেন্দ্রীকরণ, ফেডারেল পদ্ধতির রাষ্ট্র কাঠামো গড়ে তোলা, কোনো একটি একক ক্যাডারের নিয়ন্ত্রণ থেকে কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত নির্বাহী বিভাগকে মুক্ত করা ও কৃত্য-পেশাভিত্তিক নির্বাহী বিভাগ গড়ে তোলা, নির্বাহী বিভাগের প্রতিটি অংশ জনপ্রতিনিধির নেতৃত্বে পরিচালিত করা এবং পারস্পরিক জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা করা |

আইন সভা

- দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইন সভা
- নিম্ন কক্ষে ১০০ আসনে দলের প্রাপ্ত ভোটের আনুপাতিক হারে সংসদ সদস্য নির্বাচিত করা
- নারী আসনে সরাসরি নির্বাচনের বিধান করা

বিচার বিভাগ

| |
|---|
| বিচার বিভাগকে পূর্ণ স্বাধীন করা, স্বতন্ত্র সচিবালয় প্রতিষ্ঠা, বিচারক নিয়োগের যোগ্যতা আইনের দ্বারা নির্ধারণ করা |

ছক -২

সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে সুনির্দিষ্ট সংস্কার প্রস্তাব

| অধ্যায় | অনুচ্ছেদ | বর্তমান ভাষ্য | প্রস্তাব | যৌক্তিকতা |
|---|---|---|---|---|
| প্রথম ভাগ | | সংবিধানের প্রস্তাবনার ওপরে “বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম” ও তার বাংলা অনুবাদসমূহ | ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানমতে কোন কিছু না লিখা | সংবিধানকে ধর্মের বাইরে রাখা। |
| | প্রজাতন্ত্র অংশে (১) | “একক” | মুছে দেয়া | একটি বিকেন্দ্রীকৃত ফেডারেল পদ্ধতি চালুর বিষয়টি উন্মুক্ত রাখা |
| | প্রজাতন্ত্র অংশে (২ক) | ”রাষ্ট্রধর্ম” | বিলুপ্ত করা | সংবিধানকে ধর্মের বাইরে রাখা। |
| | (৬) ”নাগরিকত্ব” অংশে | “জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালী” | বিলুপ্ত করা | বাংলাদেশে শুধুমাত্র বাঙালী জাতি-ই নয়, আরো অন্যান্য জাতি ও জাতিসত্ত্বা রয়েছে |
| দ্বিতীয় ভাগ | ৯. ”জাতীয়তাবাদ” অংশে | “একক” | “প্রধান”। | |
| | | ... যে বাঙালী জাতি | সংযুক্তিঃ ও বাংলাদেশের ভূখন্ডে বসবাসরত অন্যান্য জাতিস্বত্ত্বাসমূহ | |
| | | ...সেই | ”বাঙালী”র পরিবর্তে “সকল” জাতির ঐক্য .... | |
| | ১৮. ”জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা” | ”জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা” | ”জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা” শিরোনাম বিভক্ত করে জনস্বাস্থ্য পৃথকভাবে উল্লেখ | |
| | | | সংযুক্ত করাঃ রাষ্ট্র তার ভূখন্ডে বসবাসরত সকল মানুষকে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রদান করিবে। স্বাস্থ্যসেবা বলিতে স্বাস্থ্যের সকল উপাদান, যেমন রোগ প্রতিরোধ, স্বাস্থ্য উন্নয়ন, রোগের চিকিৎসা, স্বাস্থ্য পুনর্বাসন ও উপশমমূলক স্বাস্থ্য | জনস্বাস্থ্যকে সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা |

| অধ্যায় | অনুচ্ছেদ | বর্তমান ভাষ্য | প্রস্তাব | যৌক্তিকতা |
|---|---|---|---|---|
| | | | সেবা বুঝাইবে। সারা দেশে সমমানের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করিবে। টাকার অভাবে কোনো মানুষের স্বাস্থ্যসেবা যেন বিঘ্নিত না হয় রাষ্ট্র সে বিষয়ে সুরক্ষা প্রদান করিবে। | |
| | ১৯ (৩) | মহিলা | নারী | আধুনিক বাংলা ব্যবহার |
| | ২৩ (ক) | "উপজাতি" | শব্দটি বিলুপ্ত করে "বাঙালী ব্যতীত অন্যান্য জাতি ও জাতিস্বত্বা" [কিংবা আরো কোনো উপযুক্ত শব্দ] দ্বারা প্রতিস্থাপন করা। | |
| চতুর্থ ভাগ | ৪৮ (৩) | ... প্রধান বিচারপতি [সংযুক্তি ...] নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত .... | [সংযুক্তিঃ নির্বাচন কমিশনের সদস্য, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য, ন্যায়পাল + + ] | এ ভাগে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার বন্টন পর্যালোচনা করে নতুন প্রস্তাব উত্থাপন করা প্রয়োজন |
| পঞ্চম ভাগ | | | নতুন সংযুক্তিঃ দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদের জন্য উচ্চ কক্ষ | গঠন প্রণালী নিয়ে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাথে মতবিনিময় প্রয়োজন |
| | | | নতুন সংযুক্তিঃ জাতীয় সংসদে বিদ্যমান ৩০০ আসনের সাথে সংখ্যানুপাতে নির্বাচিত ১০০টি আসন যুক্ত করা। নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন করা যা সংখ্যানুপাতে নির্ধারিত হবে | |

| অধ্যায় | অনুচ্ছেদ | বর্তমান ভাষ্য | প্রস্তাব | যৌক্তিকতা |
|---|---|---|---|---|
| | ৭০ (খ) | সংসদে [সংযুক্তিঃ -------<br>-------] উক্ত দলের বিপক্ষে ... | সংসদে [সংযুক্তিঃ অনাস্থা প্রস্তাব] উক্ত দলের বিপক্ষে ... | সংসদ সদস্যদের স্বাধীন মতামত প্রকাশের সুযোগ |
| ষষ্ঠ ভাগ | ৯৫. ”বিচারক নিয়োগ” | | বিচারক নিয়োগে নির্ধারিত যোগ্যতা ---<br>------- - | উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিয়োগের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা করা |
| | ৯৮. “সুপ্রীম কোর্টের অতিরিক্ত বিচারকগণ” | ”যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন” | [সুনির্দিষ্ট করিতে হইবে।] | |

বর্তমান সংবিধান বিষয়ে ভিন্ন কোন প্রস্তাব থাকলে তা লিপিবদ্ধ করুনঃ

- পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল করিতে হইবে।
- সংসদ নির্বাচন কালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার সর্বোচ্চ দুই মেয়াদের জন্য
- উচ্চ কক্ষের স্পিকার অথবা সকল অংশীজনের কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির, যিনি সংসদ সদস্য হবার যোগ্যতা সম্পন্ন, নেতৃত্বে নির্বাচন কালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার

মুক্তির মূলমন্ত্র ইসলামী শাসনতন্ত্র

# ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
Islami Andolan Bangladesh (IAB)

কেন্দ্রীয় দপ্তর: ৫৫/ বি, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০। ফোন/ফ্যাক্স : ৯৫৬৭১৩০
ওয়েব : www.islamiandolanbd.com, ই-মেইল : islamicandolanbd@gmail.com

সূত্র : আইএবি- ১৪১/১৪৬ (১) তারিখ : ২৫-১১-২০২৪ইং

**বরাবর,**

**জনাব অধ্যাপক আলী রিয়াজ**
প্রধান, সংবিধান সংস্কার কমিশন

**বিষয় : সংবিধান সংস্কার বিষয়ে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর মতামত ও প্রস্তাবনা পেশ প্রসঙ্গে।**

**জনাব,**
আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ,
উপরোল্লিখিত বিষয়ে বিগত ১১ নভেম্বর ২০২৪ইং তারিখে প্রাপ্ত সংবিধান সংস্কার কমিশনের পত্রের (পত্র নম্বর : ৫৫.০০.০০০০.১২১.৯৯.০০১.২৪-১৮) আলোকে সংবিধান সংস্কার বিষয়ে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর পক্ষ থেকে লিখিত মতামত ও বেশ কিছু প্রস্তাবনা পেশ করা হলো। (সংযুক্তি)

সার্বিক যোগাযোগ (দায়িত্বপ্রাপ্ত)
**অধ্যাপক আশরাফ আলী আকন**
প্রেসিডিয়াম সদস্য, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
মোবাইল : ০১৭২৩৭৪৫৫৫৬
ইমেইল : islamicandolanbd@gmail.com

ওয়াসসালাম
**(ইউনুস আহমেদ সেখ)**
মহাসচিব
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
মোবাইল : ০১৭১২৫৫৫৮৬১

**সংযুক্তি :**
২. **সংবিধান সংস্কার বিষয়ে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর মতামত ও প্রস্তাবনা ১০ পৃষ্ঠা।**

মুক্তির মূলমন্ত্র ইসলামী শাসনতন্ত্র

# ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
# Islami Andolan Bangladesh (IAB)

কেন্দ্রীয় দপ্তর: ৫৫/ বি, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০। ফোন/ফ্যাক্স : ৯৫৬৭১৩০
ওয়েব : www.islamiandolanbd.com, ই-মেইল : islamicandolanbd@gmail.com

তারিখ: ২৫/১১/২০২৪ইং

১৯৭১ সালে বাংলাদেশর স্বাধীনতা যুদ্ধে জয় লাভের পর স্বাধীনতার প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা পূরণ না হওয়া এবং জুলাই-আগস্ট'২৪ গণ বিপ্লব পরবর্তী নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে সংবিধান রচনা করা একান্ত অপরিহার্য বিষয়।

## ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর সংবিধান প্রস্তাবনা (খসড়া)

বিদ্যমান সংবিধানের সংস্কার নয়, সম্পূর্ণ নতুন সংবিধান প্রণয়ন করতে হবে।

**দেশের নাম!**

বাংলাদেশের নাম হবে বাংলাদেশ কল্যাণ রাষ্ট্র (Bangladesh Welfare state) বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার স্টেট বা কল্যাণ রাষ্ট্র-এর তাৎপর্য হলো কারো মনে যেন রাষ্ট্রের কোন প্রকার অকল্যাণ করার চিন্তা না জাগে।

- সরকারী, আধা-সরকারী ও সায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহে কেবলমাত্র জাতীয় প্রতীক প্রদর্শিত হবে।
- নতুন লিগ্যাল ফ্রেম অর্ডারের অধীন গণপরিষদ এর মাধ্যমে সংবিধান প্রণয়ন করতে হবে।
- গণঅভ্যুত্থানের সকল অংশীজনের কাছ থেকে পাওয়া প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংবিধান সংস্কার কমিশন কর্তৃক প্রণীত প্রস্তাব কেবল সরকারের কাছে নয়; বরং সকল অংশীজনের কাছেই পাঠাতে হবে এবং তাদের মতামতের ভিত্তিতে চূড়ান্ত হওয়া খসড়া গণপরিষদে উত্থাপিত হবে। এটাই হবে গণপরিষদের সংবিধান বিতর্কের মূল দলিল।
- প্রত্যেক জাতিসত্তার স্বীকৃতি থাকতে হবে। বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাংলাদেশী হিসেবে পরিচিত হবে।
- সংবিধানের প্রস্তাবনায় জনগণের বৈধ রায়ই সরকার গঠনের ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃতি থাকতে হবে।
- গণভোট ছাড়া কেবলমাত্র আইনসভার দুই-তৃতীয়াংশের জোরে সংবিধান সংশোধন করা যাবে না।

**সংবিধানের মূলনীতি!**

০১. সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হবে রাষ্ট্র পরিচালনার সকল কাজের ভিত্তি।
০২. ন্যায়বিচার ও উন্নয়ন ।
০৩. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ।
০৪. দূর্নীতি, দুঃশাসন মুক্ত কল্যাণ রাষ্ট্র।
০৫. সাম্য
০৬. মানবিক মর্যাদা
০৭. সামাজিক ন্যায় বিচার
০৮. জবাবদিহীতা নিশ্চিত করণ।
০৯. ফ্যাসিবাদ ও আধিপত্যবাদ রহিত করণ।
১০. অপশক্তি ও অপসংস্কৃতির বিলোপ করণ।
১১. আদর্শ নাগরিক গড়া ও মনুষত্ত্ববোধ জাগ্রত করার লক্ষ্যে সুশিক্ষা।
১২. সুষ্ঠু, অবাধ, গ্রহণযোগ্য, অংশগ্রহণমূলক সংসদ নির্বাচন।
১৩. কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠার লক্ষে PR বা আনুপাতিক হারে নির্বাচন।

১৪. সরকারের সর্বক্ষেত্রে সৎ ও যোগ্যতার প্রাধান্য।
১৫. সরকার হবে জনগণের সেবক।
১৬. স্বাধীনতা-সর্বভৌমত্ব ও রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা রক্ষায় জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা।
১৭. সকল ক্ষেত্রে দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন।
১৮. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সকল প্রতিষ্ঠানে/সেক্টরে লেজুর ভিত্তিক দলীয় চর্চা বন্ধ।

**নতুন সংবিধানের মৌলিক বৈশিষ্টাবলী।**

০১. রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্র থেকে চরিত্রহীন, দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী, অসৎ নেতৃত্ব ও আমলামুক্ত থাকবে।
০২. দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী, চিহ্নিত অসৎ চরিত্রসম্পন্ন লোকদেরকে রাজনৈতিক দলে স্থান দেয়া যাবে না
০৩. নৈতিক শিক্ষা ও ধর্মীয় অনুশাসন বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের আত্মিক পরিশুদ্ধিসহ চিন্তা-বিশ্বাস ও কর্মের পরিশুদ্ধি ঘটানোর জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া হবে।
০৪. সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সৎ, যোগ্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার কার্যক্রমকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হবে। এ লক্ষ্যে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে ধর্মীয় অনুশাসন পালনে উদ্বুদ্ধ করা, আল্লাহর ভয় অন্তরে জাগ্রত করা, আত্মশুদ্ধির প্রশিক্ষণ দান করা, সর্বোপরি অসৎ কাজের জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন, নিজের বিবেক এবং জনগণের কাছে জবাবদিহিতার অনুভূতি জাগ্রত করার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।
০৫. অবাধ, সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য ও প্রতিনিধিত্বশীল জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন পদ্ধতির আমূল সংস্কার করা হবে। এ লক্ষে সংখ্যানুপাতিক PR পদ্ধতি চালু করা হবে।
০৬. সার্বিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় ধর্ম ও রাজনীতির সমন্বয় করা হবে।
০৭. শুধু আইনের শাসন নয়, ন্যায়ের শাসন ও প্রতিষ্ঠা করা হবে।
০৮. জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠন করা হবে।
০৯. বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি আধুনিকরণ ও মেধার বিকাশ ঘটানো হবে।
১০. পররাষ্ট্রনীতি সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদ মুক্ত রাখা হবে।
১১. রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করা হবে।
১২. ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থেকে স্পিকার, প্রধান বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার এবং অন্যান্য অনুপাতিক হারে বিভিন্ন কমিটির সভাপতির পদলাভ করবে।
১৩. বিচার বিভাগের সর্বস্তরে স্বাধীন ও মুক্ত রাখা হবে।
১৪. নির্বাচন কমিশনসহ সকল কমিশন সমুহের স্বাধীনতা, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা থাকবে।
১৫. শরিয়াহ বিরোধী কোন আইন পাস করা যাবে না।
১৬. ইনসাফভিত্তিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হবে।
১৭. সাদা পোষাকী অপরাধ (White-Collar Crimes) বন্ধ করা হবে এবং এর যথাযথ শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।
১৮. দেশ ও জনগণের স্বার্থে সকল ধরনের দুর্নীতি, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, দখলবাজি বন্ধে জিরো টলারেন্স কার্যকর করতে পুলিশ ও বিচার বিভাগের সমন্বয় সাধন। একাজে ব্যর্থ হলে পুলিশ ও বিচার বিভাগকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা হবে।
১৯. ন্যায়পাল নিয়োগ (যা সংবিধানে থাকলেও বাস্তাবায়ন হয় নাই)।
২০. বাক ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হবে।
২১. বিদেশি আধিপত্যবাদী শক্তির এজেন্টদের কঠোর শাস্তির বিধান নিশ্চিত করা হবে।
২২. মিথ্যা মামলা প্রমাণিত হলে বাদিকেও শাস্তি পেতে হবে এই মর্মে আইন প্রণয়ন করা হবে।
২৩. বিদেশের সাথে দেশের সবচুক্তির শ্বেতপত্র প্রকাশ করা, যে কোন অসম চুক্তি বাতিল হবে।

**রাজনৈতিক ও সংবিধানিক কমিশন গঠন।**

**কমিশন গঠনের উদ্দেশ্য :**

ক. রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ।
খ. ক্ষমতাসীন দলের ইশতেহার পর্যালোচনা।
গ. নির্বাচন কমিশনের সামগ্রিম নির্বাচনী কার্যক্রম প্রক্রিয়া নিরীক্ষণ।

**কমিশন যেভাবে গঠিত হবে :**

সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত একজন সাবেক প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে ৫ সদস্য বিশিষ্ট রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক কমিটি গঠন করা হবে। কমিশন গঠনে সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে সততা, যোগ্যতা ও নিরপেক্ষতার মাপকাঠি বিবেচনা করা হবে।

**কমিশনের কার্যক্রম নিম্নরূপঃ**

ক. প্রত্যেক দলের গঠনতন্ত্র ও নেতা-কর্মীদের সামগ্রিক কার্যক্রম পর্যালোচনা করা। দলের মধ্যে যাতে দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী এবং সমাজবিরোধী লোক কোন পদ-পদবী না পায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা। প্রাথমিক পর্যায়ে দলকে সতর্ক করে দেওয়া। দল এ ব্যাপারে ব্যবস্থা না নিলে দলের নিবন্ধন বাতিলের জন্য নির্বাচন কমিশনে সুপারিশ করা।

খ. নির্বাচিত সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার যাতে ফাঁকা বুলি ও বাস্তবতাবিবর্জিত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা। ঘোষিত ইশতেহারে বর্ণিত ওয়াদা-অঙ্গীকার ও কর্মসূচি কতটুকু বাস্তবায়ন হচ্ছে; প্রতি ছয় মাস পর পর রিপোর্ট পেশ করা। যৌক্তিক সময়ের মধ্যে ইশতেহারে বর্ণিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের সমন্বয় হচ্ছে কিনা তা পর্যালোচনা করা। যৌক্তিক সময়ে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হলে প্রাথমিক পর্যায়ে সরকারকে সতর্ক করা। সতর্ক করার পরেও যদি ওয়াদা-অঙ্গীকার এবং কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে না পারে, তবে সরকার ব্যর্থ বলে প্রেসিডেন্টের নিকট রিপোর্ট পেশ করবেন।

**রাষ্ট্রপতি**

০১. রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ কল্যাণ রাষ্ট্র-এর নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হবেন এবং রাষ্ট্রের সকল কর্ম তাঁর নামেই সম্পাদিত হবে। জনগণের সরাসরি ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন। দুইবারের বেশি কেউ রাষ্ট্রপতি হতে পারবেন না। একজন রাষ্ট্রপতি পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী পদে নির্বাচন করতে পারবেন না। প্রেসিডেন্ট অবশ্যই সৎ ও যোগ্যতা সম্পন্ন ও জন্মসূত্রে বাংলাদেশী ও বাংলাদেশের নাগরিক, সু-পরিচালক, প্রজ্ঞাবান, নিস্কলুষ অতীতের অধিকারী, আমানতদার, তাকওয়া সম্পন্ন, ইনসাফপূর্ণ আচারণ সকল কাজের চেয়ে দেশ ও জনগনের স্বার্থকে প্রাধান্য দানকারী হবেন।

কোন প্রার্থী প্রদত্ত ভোটের ৫০% এর বেশী না পেলে সর্বোচ্চ ভোট প্রাপ্ত দুই প্রার্থীর দ্বিতীয় দফা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। প্রেসিডেন্ট স্বীয় কাজের সুবিধার জন্য একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট মনোনীত করতে পারবেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট মনোণয়নের ক্ষেত্রে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থন লাগবে।

০২. রাষ্ট্রপতি সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের আস্থাভাজনকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেবেন। এছাড়া আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে মনোনীত ব্যক্তিকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দেবেন। অন্যান্য সাংবিধানিক পদেও আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিয়োগ দেবেন।

০৩. মৃত্যুদন্ড ছাড়া যে কোন দন্ড রাষ্ট্রপতি মওকুফ বা ক্ষমা ঘোষণা করতে পারবেন। মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত আসামীকে কেবলমাত্র বাদীপক্ষ মাফ করতে পারেন। বাদীপক্ষ মাফ না করলে আসামীর মৃত্যুদন্ড কার্যকর হবে।

০৪. রাষ্ট্রপতি যেকোনো আইন-বিধান-বিধি-প্রবিধান-নীতি বা চুক্তি/স্মারক অনুমোদন বা সাক্ষরের আগে সংবিধানানুগ হয়েছে কিনা তা পরীক্ষার জন্য সুপ্রীম কোর্টের সংশ্লিষ্ট বিভাগে মতামতের জন্য পাঠাতে পারবেন।

০৫. যেকোন ব্যক্তি, সংস্থা, কর্মবিভাগ সম্পর্কে তদন্ত/ নিরীক্ষার জন্য ন্যায়পালকে নির্দেশ দিতে পারবেন।

পেজ নং ৩

০৬. অধ্যাদেশ প্রণয়নের আগে তা ক্রমাণুসারে সংসদের উচ্চকক্ষ বা সংসদীয় কমিটি বা সুপ্রীম কোর্টের সংশ্লিষ্ট বিভাগের মতামত/পরামর্শ গ্রহণ করবেন।

০৭. যেকোনো বিষয়ে আলোচনার জন্য রাষ্ট্রপতি সংসদে প্রস্তাব পাঠাতে পারবেন।

০৮. জরুরি অবস্থা ঘোষণার জন্য সংদদের সভায় পাশ হওয়া প্রস্তাব রাষ্ট্রপতির কাছে আসতে হবে। মৌলিক অধিকার রদ করা যাবে না।

০৯. কেবল সংসদ নেতার পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি সময়ের আগে সংসদ ভেঙ্গে দিতে পারবেন।

১০. প্রয়োজনের আলোকে প্রেসিডেন্ট বক্তব্য দিবেন।

**প্রধানমন্ত্রী**

০১. প্রধানমন্ত্রী কোন দলের প্রধান থাকতে পারবেন না।

০২. জীবনে দুইবারের বেশি কেউ প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না। এবং প্রধানমন্ত্রী হবার পর রাষ্ট্রের আর কোনো পদেই তিনি আসীন হবেন না। কোম্পানি বা ব্যাবসায়ী উদ্যোগের ক্ষেত্রেও বিধি নিষেধ থাকবে।

০৩. প্রধানমন্ত্রী, কোনো সাংবিধানিক পদের নিয়োগে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিতে পারবেন না। সাংবিধানিক পদে নিয়োগ আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে। অপসারণও করতে পারবেন না।

০৪. সংসদ সদস্যগণ দল বদল করলে বা দলের প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করলে বা অব্যাহতি দেয়া হলে তার সাংসদ পদ শুন্য হবে। কেবল আস্থা ভোটে দলের বিপরীতে ভোট দেয়া যাবে না। অন্য যেকোন বিষয়ে তিনি স্বাধীন থাকবেন, দলের বিরুদ্ধেও ভোট দিতে পারবেন।

০৫. সরকারের মেয়াদ ৪/৫ বছর।

০৬. প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রীসভার যাবতীয় সিদ্ধান্ত রদ করা বা চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা সংসদীয় দলের থাকবে। মন্ত্রীসভার সদস্যদের প্রধানমন্ত্রী চয়ন করবেন। তবে সংসদের তাতে অনুমোদন নিতে হবে। প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীদের দপ্তর বন্টন করবেন এবং রদবদল করতে পারবেন। তবে অপসারণ করতে হলে সংসদের অনুমোদন নিতে হবে।

০৭. সংসদীয় কমিটির ক্ষমতা বাড়াতে হবে। মন্ত্রীসভার যাবতীয় সিদ্ধান্ত সংসদীয় কমিটি চ্যালেঞ্জ করতে পারবে। শুনানি এবং সুপারিশের ভিত্তিতে সংসদে পাঠাবে। সুপারিশ সংসদে ভোটাভুটির মুখোমুখি হবে।

০৮. প্রধানমন্ত্রী জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেয়ার অধিকারী হবেন না। ২/৩ অংশ সংসদই কেবল সিদ্ধান্ত নেবে। তবে জরুরি আইন/আদেশ সর্বোচ্চ আদালতের কাছে পাঠাতে হবে। আদালত আইনটির যৌক্তিকতা যচাই বাছাই করে রায় দিবেন।

০৯. প্রধানমন্ত্রী, প্রতিরক্ষা ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত বাহিনীগুলোর রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের প্রধান হবেন। কোন বাহিনীই সরাসরি তার অধীন থাকবে না। প্রতিরক্ষা বা স্বরাষ্ট্র কোন মন্ত্রণালয়ই প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে থাকতে পারবে না। বাহিনীর 'চেইন অব কমান্ড' আইন ও বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত থাকবে। চেইন অব কমান্ডে হস্তক্ষেপ হবে অবৈধ। তবে যেকোন কার্যের সঠিকতা সম্পর্কে জবাবদিহিতা থাকবে।

১০. কোন আদালতই প্রধানমন্ত্রীকে অপসারণের রায় ঘোষণা করতে পারবেন না। কেবল সংসদ কর্তৃক আস্থাভোটই হবে তাকে অপসারণের বৈধ উপায়।

১১. সাংবিধানিক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী যেন একক কর্তৃত্ব ভোগ না করেন, সেই ব্যবস্থা করতে হবে

১২. প্রধানমন্ত্রী পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন করতে পারবেন।

পেজ নং ৪

**সংসদ (আইনসভা)**

সংসদের নাম পরিবর্তন করে আইনসভা নামকরণ করতে হবে।

০১. আইনসভা হবে জনগণের বৈধ ক্ষমতার রক্ষক। জনগণের কল্যান, দেশের উন্নয়ন এবং বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধিতে আইনসভা সর্বাত্মকভাবে কাজ করে যাবেন।

০২. সকল সাংবিধানিক পদ, মন্ত্রীসভার সদস্য, সচিব, অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ যাবতীয় প্রতিষ্ঠান/সংস্থার প্রধানগণের নিয়োগের পূর্বে তাকে সংসদীয় কমিটির শুনানিতে উপস্থিত হতে হবে। ফলাফল অসন্তোষমূলক হলে তাঁকে নিয়োগ করা যাবে না।

০৩. আইনসভার সদস্য এবং তাদের পরিবারের সম্পদের হিসাব বছরে এক বার জনগণের সামনে হাজির করতে হবে। সম্পদ বৃদ্ধি বৈধ উপায়ে ও যৌক্তিক কি না তা দুর্নীতি দমন কমিশন নির্ধারণ করবে।

**সংসদ নেতা**

প্রধানমন্ত্রী এবং রাজনৈতিক দলের প্রধান ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি হবেন।

সংসদীয় দলের বৈঠকে তিনি সভাপতিত্ব করবেন। নির্বাচনী মেনিফেস্টো লঙ্ঘন হলে তিনি তা সংসদে উত্থাপন করবেন। সংসদীয় কমিটি গঠনে নিজ সংসদীয় দলের পক্ষে তিনিই প্রস্তাব আনবেন এবং সংসদ তা চূড়ান্ত করবে।

**বিরোধী দলীয় নেতা**

বিরোধী দলীয় নেতা ছায়া-মন্ত্রীসভা গঠনের অধিকারী হবেন। সংসদীয় কমিটিগুলোতে সরকারের নীতি সমালোচনা প্রেরণ করাবেন।

**বিচার বিভাগ:**

বিচারপতিগণ রায় দেয়ার বিষয়ে স্বাধীন থাকবেন। সর্বোচ্চ আদালতের রায় অখণ্ডনীয়। প্রধান বিচারপতিই হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের বেঞ্চ গঠন করেন।

**তাই প্রস্তাব হলো:**

০১. প্রধান বিচারপতি পদটি স্থায়ীকরণ হবে না। পর্যায়ক্রমিক করা। আপিল বিভাগের শীর্ষ মানে নিয়োগের জ্যেষ্ঠতা অনুসারে ৫ বিচারপতি পর্যায়ক্রমে দায়িত্বটি পালন করবেন।

০২. বিচারক নিয়োগে রাষ্ট্রপতির কাছে পরামর্শ প্রধান বিচারপতি পাঠাবেন না। পাঠাবে সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল। বিচারক নিয়োগে নীতিমালা থাকতে হবে। আপিল বিভাগের সকল বিচারপতিকে নিয়োগের আগে পার্লামেন্টারি শুনানি ফেস করতে হবে। বেঞ্চ গঠন ক্ষমতাও সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের হাতে থাকবে।

০৩. কোন বিচারকের বিরুদ্ধে চাকরিতে থাকা অবস্থায় বা অবসরে যাবার পরে কোন ফৌজদারি অভিযোগের তদন্ত সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল করবে।

০৪. সাংবিধানিক মামলার জন্য আপিল বিভাগ নয়, সাংবিধানিক আদালত বসবে। এর ফরমেশন হবে আপিল বিভাগের একজন বিচারপতি, হাইকোর্ট বিভাগের সর্বজ্যেষ্ঠ বিচারপতি, সাবেক প্রধান বিচারপতি এবং আরও কাউকে রাখা যেতে পারে, যাতে ভারসাম্য থাকে।

০৫. সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল আপীল বিভাগের এক তৃতীয়াংশ জ্যেষ্ঠ বিচারপতি এবং প্রধান ন্যায়পাল ও স্পীকারের সমন্বয়ে গঠিত হবে।

০৬. নিম্ন আদালতের উপর কর্তৃত্ব এবং বিচারক নিয়োগ সুপ্রীম কোর্টের তত্বাবধানে হবে।

পেজ নং ৫

০৭. সুপ্রীম কোর্টের জন্য পৃথক সচিবালয় থাকবে। তার অর্থ আলাদা হবে। প্রতি বিভাগে হাইকোর্টের বেঞ্চ থাকবে। আপিলেট ডিভিশন বলে আলাদা কিছু থাকবে না। সুপ্রীম কোর্ট নামে একক একটি কোর্ট থাকবে, যা আপিলেট ডিভিশন হিসাবে কাজ করবে।

০৮. আইন সভার মাধ্যমে তৈরি যে কোনো আইন ন্যায়নীতির পরিপন্থী হলে বিচার বিভাগ তা বাতিল করতে পারবে।

০৯. ধর্মীয় কোনো বিধি-বিধানের বিষয়ে প্রচলিত বিচার আদালত হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। এজন্য রাষ্ট্র কর্তৃক একটি শরয়ী আদালত প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১০. স্বল্প সময়ে বিচার নিষ্পত্তি করতে জজকোর্ট ও হাইকোর্টে দ্রুত বিচার প্রক্রিয়া চালু রাখা এবং বিচার বিভাগ বিকেন্দ্রীকরণের অংশ হিসেবে বিভাগীয় শহরে হাইকোর্ট চালু করা হবে।

১১. দরিদ্র শ্রেণির মানুষ সহ সকল বিচার প্রার্থী যাতে অল্প খরচে বিচার পায়, সেজন্য উকিলদের ফি নির্দিষ্ট করা।

১২. কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতি দুর্বল এমন কাউকে বিচারক পদে নিয়োগ না দেওয়া।

**রাষ্ট্রের সর্বস্তরে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার এবং জবাবদিহীতা নিশ্চিতকরণ ও ফ্যাসিবাদ উত্থান রোধকরণ:**

সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব ও উত্তম আদর্শ বাস্তাবায়ন।

০১. সকল নাগরিককে সামাজিক ও মানবিক মর্যাদার ক্ষেত্রে আইনের দৃষ্টিতে সমান সুযোগ দিতে হবে।

০২. রাষ্ট্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে বেতন কাঠামোসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে সমতা বজায় রাখতে হবে।

০৩. সাধারণ শিক্ষা ও ইসলামী শিক্ষার সমমান নিশ্চিত করা

০৪. সকল শ্রেণীর নাগরিকের জন্য স্বল্পমূল্যে উন্নত চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা করা।

০৫. কারাগারে ডিভিশন প্রথা সহ শ্রেণী বৈষম্য বাতিল করা।

০৬. সততা, নিষ্ঠা, খোদাভীরুতা, কর্মতৎপরতা, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার আলোকে রাষ্ট্রের কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ করা।

০৭. কোনো নাগরিককে লাঞ্ছিত বা হয়রানী করতে মিথ্যা মামলা দিলে প্রমাণ সাপেক্ষে বাদীকে উক্ত অভিযোগের শাস্তি অনুরুপ শাস্তি দিতে হবে এবং ক্ষতিপুরন দিতে হবে।

০৮. কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে তার মানবিক মর্যাদা ক্ষুন্ন করা যাবে না এবং রিমাণ্ডের নামে নির্যাতন ও নিপীড়ন মূলক আচরন করা যাবে না।

০৯. কেউ অপরাধী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত তাকে কারাগারে আন্তরিন রাখা যাবে না।

১০. সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য "দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন" এই মূলনীতি চালু করতে হবে। এজন্য সমাজের গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি, জনপ্রতিনিধি, প্রশাসন, আইন শৃংখলা বাহিনীর সদস্য ও আলেম প্রতিনিধির সমন্বয়ে ইউনিয়ন পর্যায়ে কমিটি গঠন করতে হবে এবং উক্ত কমিটিকে আইনী কাঠামোর মাধ্যমে স্বীকৃতি দেয়া।

১১. সর্বক্ষেত্রে জবাবদিহীতা সুশাসনের জন্য অপরিহার্য একটি বিষয়। এজন্য রাষ্ট্রের প্রতিটি বিভাগে অনুসন্ধানের জন্য স্বতন্ত্র একটি কর্তৃপক্ষ রাখতে হবে। তাদের কাজ হবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট যে কোনো অনিয়মের প্রতিবেদন পেশ করা। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

১২. সরকারী চাকুরী হতে অপসারনের বিধান সহজ করা।

১৩. সকল ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মশালায় "পরকালীন ভয়" সম্পর্কে একটি অধ্যায় বাধ্যতামূলকভাবে রাখা।

১৪. ফ্যাসিবাদে অভিযুক্ত সরকারী দল ভবিষ্যতের জন্য রাজনৈতিক অধিকার হারাবে।

পেজ নং ৬

**বাংলাদেশ কল্যাণ রাষ্ট্র-এর মানবাধিকার!**

সংবিধানে ইসলাম প্রদত্ত এবং জাতীসংঘ মানবাধিকারসমূহ বাস্তবায়নের সুস্পষ্ট অঙ্গীকার থাকবে। জাতি ও গোত্র এবং ধর্ম নির্বিশেষে বাংলাদেশের জনগণ সমান অধিকার ভোগ করবে।

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে জাতির প্রতিটি ব্যক্তি সমানভাবে আইনের সহায়তা লাভের অধিকারী এবং আইন অনুযায়ী তারা সকল মানবিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার লাভ করবে।

ইসলামী মানদণ্ড ও সংবিধান অনুযায়ী সকল ক্ষেত্রে নারীর অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা সরকারের দায়িত্ব এবং সরকারকে নিম্নলিখিত দায়িত্বসমূহ পালন করতে হবে:

০১. নারীর ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং তার বস্তুগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যথোপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে।

০২. মায়েদেরকে, বিশেষ করে গর্ভকালীন ও সন্তানকে দুগ্ধ দানকালীন পৃষ্ঠপোষকতা দিতে হবে এবং অভিভাবকবিহীন শিশুদের পৃষ্ঠপোষকতা দিতে হবে।

০৩. পরিবারের সংরক্ষণ ও স্থিতি বিধানের লক্ষ্যে যথোপযুক্ত আদালত গঠন করতে হবে।

০৪. বিধবা- এবং বৃদ্ধা ও অভিভাবকবিহীন নারীদের জন্যে বিশেষ বীমার ব্যবস্থা করতে হবে।

০৫. আইনগত অভিভাবকের অবর্তমানে সন্তানদের কল্যাণার্থে সক্ষম মায়ের নিকট সন্তানের অভিভাবকত্ব প্রদান করতে হবে।

০৬. প্রতিটি নাগরিক যাতে স্বাধীনভাবে নিজ ধর্ম পালন, ধর্ম চর্চা, ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন, ধর্মের প্রচার-প্রসার করতে পারে, তা নিশ্চিত করা।

০৭. প্রত্যেক নাগরিক দেশের যে কোনো স্থানে গমন, অবস্থান ও বৈধ পেশায় নিয়োজিত হতে পারবে।

০৮. অন্যের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত ব্যতিত স্বাধীন মত প্রকাশের সুযোগ প্রত্যেক নাগরিককে দিতে হবে। তবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার লক্ষে আলাদা আইন তৈরি করতে হবে এবং ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দানকারীর মৃত্যুদন্ডের বিধানসহ উপযুক্ত শাস্তির বিধান রাখতে হবে।

০৯. খাদ্যে ভেজাল, ইচ্ছা মতো মূল্য বৃদ্ধি, মজুদদারীর মাধ্যমে নিত্য পন্যের সংকট সৃষ্টিকারীদের ব্যবসায়িক লাইসেন্স বাতিল সহ শাস্তির বিধান করতে হবে।

১০. সকল ক্ষেত্রে কোটা প্রথা বাতিল করে মেধা ও যোগ্যতার মূল্যায়ন করতে হবে।

১১. প্রতিটি মানুষের জীবন, সম্পদ, সম্ভ্রমের নিরাপত্তা বিধান করতে হবে।

১২. আদালতে মামলা পরিচালনায় বাদী অথবা বিবাদী ইচ্ছা করলে উকিল ছাড়া নিজেই মামলা পরিচালনা করতে পারবেন।

১৩. আইনের দাবী ব্যতীত ব্যক্তির মর্যাদা, মাল, অধিকার, বাসস্থান ও পেশা যেকোন প্রকার হস্তক্ষেপ থেকে সংরক্ষিত থাকবে।

১৪. চিন্তা-বিশ্বাস (আকিদা) সম্পর্কে গোয়েন্দাগিরি নিষিদ্ধ এবং শুধু কোন চিন্তা-বিশ্বাস (আকিদা) পোষণের কারণে কারো ওপরে চড়াও হওয়া বা কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে না।

১৫. ইসলামের ভিত্তিসমূহ এবং সার্বজনীন অধিকারের ওপর হামলা চালানো ব্যতিরেকে সংবাদপত্র ও প্রকাশনা যেকোন বক্তব্য প্রকাশের স্বাধীনতা ভোগ করবে। এর বিস্তারিত বিবরণ আইনের দ্বারা নির্ণীত হবে।

১৬. আইনগত আদেশের ক্ষেত্র ব্যতীত তল্লাশী, চিঠিপত্র না পৌছানো, টেলিফোনের কথোপকথন রেকর্ড ও ফাঁস করা; টেলিগ্রাম ও টেলেক্সে প্রেরিত বক্তব্য ফাঁস করা, সেন্সর করা, না পাঠানো ও না পৌছানো; আড়িপাতা ও যে কোন ধরনের গোয়েন্দাগিরি নিষিদ্ধ।

১৭. মুক্তি, স্বাধীনতা, জাতীয় ঐক্য ও ইসলামী মানদণ্ডের মূলনীতি এবং ভিত্তির বরখেলাফ বা লঙ্ঘন না হওয়ার শর্তে রাজনৈতিক ও পেশাগত দল, সমিতি ও সংগঠন এবং স্বীকৃত ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সংগঠন গঠনের অধিকার থাকবে। এসবে অংশগ্রহণে কাউকে বাধা দেয়া যাবে না বা এর কোন একটিতে অংশগ্রহণে বাধ্য করা যাবে না।

১৮. ইসলামের ভিত্তিসমূহের সাথে সাংঘর্ষিক এবং দেশ ও জনস্বার্থ বিরোধী অস্ত্র বহন ব্যতিরেকে যেকোন ধরনের সমাবেশ ও শোভাযাত্রার অধিকার থাকবে।
১৯. ধর্ম, সর্বসাধারণের স্বার্থ ও কল্যাণ এবং অন্যদের অধিকারের বিরোধী না হলে যেকেউ নিজ পছন্দমাফিক যেকোন পেশা নির্বাচনের অধিকারী থাকবে ।
২০. সমাজের প্রয়োজন রক্ষা করে কর্মক্ষম সকল ব্যক্তির জন্য কাজের ব্যবস্থা ও কাজের সমান সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা সরকারের দায়িত্ব।
২১. অবসর গ্রহণ, বেকারত্ব, বার্ধক্য, কর্মে অক্ষম হয়ে পড়া, অভিভাবকহীনতা, পথে আটকে পড়া ও দুর্ঘটনার শিকার হওয়ার কারণে এবং স্বাস্থ্যগত, চিকিৎসা সংক্রান্ত ও সেবা-শুশ্রূষা সংক্রান্ত খেদমতের প্রয়োজনে বীমা আকারে ও বিনা খরচে সার্বজনীনভাবে সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে।
২২. আইন অনুযায়ী জনগণের রাষ্ট্রীয় আয়ের খাতসমূহ এবং জনগণের অংশগ্রহণ থেকে প্রাপ্ত আয়সমূহ হতে দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য উপরোক্ত সেবা ও আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব।
২৩. দেশের প্রতিটি মানুষের জন্যে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বিনামূল্যে শিক্ষা ও শিক্ষা-উপকরণ সরবরাহ করা।
২৪. প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতিশীল আবাসনের অধিকারী হওয়া প্রতিটি বাংলাদেশী ব্যক্তি ও পরিবারের অধিকার।

**পররাষ্ট্র নীতি!**

০১. যেকোনো ধরনের আপোসকামিতা ও আধিপত্য প্রত্যাখান।
০২. সকল দিক থেকে স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও ভৌগলিক অখণ্ডত্বের হেফাজত, সকল মজলুম জাতির প্রতি সমর্থন।
০৩. আধিপত্যবাদী শক্তি সমূহের সাথে চুক্তিবদ্ধ বা জোটবদ্ধ না হওয়া।
০৪. যেসব দেশ শত্রুতার নীতি অবলম্বন করে না তাদের সাথে পারস্পরিক শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন।
০৫. দেশের প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পদ, সংস্কৃতি, সশস্ত্র বাহিনী ও অন্যান্য ক্ষেত্রের ওপর যেকোনে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কারণ হতে পারে এমন যেকোনো ধরনের চুক্তি না করা।
০৬. বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী দেশদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক এবং নাশকতাকারী হিসেবে প্রমাণিত না হলে কোন বিদেশী রাজনৈতিক আশ্রয় চাইলে সরকার তাকে আশ্রয় দিতে পারবে।

**অর্থনৈতিক নীতিমালা!**

একটি সুখী, সমৃদ্ধ, প্রগতিশীল ও শক্তিশালী দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশের সংবিধানে সুস্পষ্ট অর্থনৈতিক নীতিমালা ও দিকনির্দেশনা হবে নিম্নরূপ-
সমাজের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান দারিদ্র ও বঞ্চনার মূলোৎপাটন এবং মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতার হেফাজতসহ তার বিকাশের প্রয়োজন সমূহ পূরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের অর্থনীতি নিম্নলিখিত নীতিমালার উপর ভিত্তিশীল হবে;

০১. মৌলিক প্রয়োজনসমূহের পূরণ; সকলের জন্য আবাসন, খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা এবং পরিবার গঠনের জন্য অপরিহার্য উপায়-উপকরণ
০২. পরিপূর্ণভাবে কর্মে নিয়োজিত হবার লক্ষ্যে সকলের জন্য কাজের পরিবেশ ও সম্ভাবনা নিশ্চিতকরণ, যারা কাজ করতে সক্ষম অথচ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় উপায় উপকরণের অধিকারী নয় তাদেরকে কাজের উপায় উপকরণ সরবরাহ যা সমবায় আকারে দেওয়া হবে বা বিনা সুদে ঋণ আকারে দেওয়া হবে অথবা অন্য কোন পন্থায় দেওয়া হবে যাতে না বিশেষ ব্যক্তি ও গোষ্ঠী সমূহের হাতে সম্পদ পুঞ্জিভূত ও আবর্তিত হতে পারে, না সরকারকে এক বিরাট ও নিরঙ্কুশ কর্মের নিয়োগকরীতে পরিণত হতে পারে। উন্নয়নের পর্যায় সমূহের প্রতিটি পর্যায়ে দেশের সাধারণ অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে এ ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে

পেজ নং ৮

**সরকারী অর্থনীতি:**

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সরকারী, সমবায় ও ব্যক্তিগত এই তিনভাগে বিভক্ত এবং সুশৃঙ্খলিত ও সঠিক পরিকল্পনার উপর ভিত্তিশীল থাকবে।

সমস্ত বৃহৎ শিল্প, মৌলিক শিল্প, বৈদেশিক বানিজ্য, বৃহৎখনিজ, ব্যাংকিং, বীমা, বিদ্যুৎ উপৎপাদন, বাধ ও পানি সরবারহ নেটওয়ার্ক সমূহ, রেডিও, টিভি, ডাক, তার ও টেলিফোন, বিমান, নৌ-চলাল, সড়ক ও রেলপথ এবং এ জাতীয় সবকিছু সর্বস্থানে মালিকানাধীনে ও সরকারের নিয়ন্ত্রনে থাকবে।

**সমবায় অর্থনীতি:**

শহর ও গ্রামে প্রতিষ্ঠিতব্য ও প্রতিষ্ঠিত উৎপাদন ও বন্টনমূলক সমবায় কোম্পানী ও সংস্থা সমূহ সমবায় খাতের অন্তর্ভূক্ত হবে।

**ব্যক্তি অর্থনীতি:**

কৃষি, পশু পালন, শিল্প, বানিজ্যও সেবারই অংশ। ব্যক্তিগত বা বেসরকারী খাতের অন্তর্ভূক্ত যা সরকারী ও সমবায় অর্থনৈতিক তৎপরতার পরিপূরক হবে। দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ ও উন্নয়নে সহায়ক হবে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করবে।

প্রত্যেকেই বৈধ উপার্জনের মালিক। তবে কেউই স্বীয় আয়-উপার্জনের নামে অন্যের আয়-উপর্জনের সম্ভবনা হরণ করতে পারবে না।

সুদ, আত্মসাত, ঘুষ, জবর দখল, চুরি, জুয়া, ওয়াকফ্ সম্পত্তির অপব্যবহার, ঠিকাধারী ও লেন-দেনের অপব্যবহার, পতিত ভূমি, ওয়াকফ্ সম্পদ বিক্রি, অশ্লিলতা আড্ডা খানা প্রতিষ্ঠা ও অন্যান্য অবৈধ প্রন্থায় অর্জিত সম্পদ ফিরিয়ে নেয়া ও প্রকৃত মালিকদের প্রত্যাবর্তন করা সরকারের দায়িত্ব মর্মে আইন পাশ করা।

প্রকৃত মালিক কে তা জানা সম্ভব না হলে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করতে হবে। তদন্ত ও অনুসন্ধানের আলোকে এই হুকুম কার্যকর হবে মর্মে আইন পাশ কারা।

জনস্বার্থে আইনসঙ্গত ব্যতিত কোনরূপ কর ধার্য করা যাবে না। কর মওকুফ,হ্রাসের বিষয়টিও আইন অনুযায়ী নির্ধারীত হবে। দেশের বর্তমান প্রজন্ম ও ভবিষ্যত প্রজন্মসমূহের ক্রমবর্ধিশীল সামাজিক জীবনের জন্য পরিবেশে হেফাজত একটি সর্বজনীন দায়িত্ব। একারণে যেসব অর্থনৈতিক তৎপরতা ও অন্য যেসব তৎপরতা দ্বারা পরিবেশ দূষণ ঘটে বা পরিবেশের অপূরনীয় ক্ষতি হয় তা নিষেদ্ধের আইন পাশ করা।

**(বর্তমান সংবিধানের বিষয়ে আমাদের মতামত)**

নিন্মলিখিত কারণে ব্যর্থ ও অকার্যকর এই সংবিধান

০১. মানুষের কল্যাণে ও দেশের উন্নয়নে একটি ব্যর্থ ও অকার্যকর সংবিধান।
০২. একটি সুষ্ঠ, অবাধ, নিরপেক্ষ, গ্রহণযোগ্য ও প্রতিনিধিত্বশীল নির্বাচন এবং কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ।
০৩. দূর্নীতি, দুঃশাসন, সন্ত্রশ ও মাদকমুক্ত কল্যাণ রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ।
০৪. ইসলাম, দেশ ও মানবতা বিরোধী অপরাধ দমনে ব্যর্থ।
০৫. মুক্তিযোদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে ব্যর্থ।
০৬. দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধ ও ভেজালমুক্ত পণ্য বন্ধে ব্যর্থ।
০৭. শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টিতে ব্যর্থ।
০৮. ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা বিকাশে ব্যর্থ।
০৯. রাজনীতিবিদদের দূর্নীতি, টাকা পাচার, টেন্ডারবাজী, দখলবাজি বন্ধে ব্যর্থ।
১০. প্রতিহিংসা ও কায়েমী স্বার্থবাদী রাজনীতি বন্ধে ব্যর্থ।
১১. বিদেশী আধিপত্যমুক্ত দেশ গড়নে ব্যর্থ।
১২. বৈদেশিক ও দেশীও বিভিন্ন ফান্ড থেকে নেয়া ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ।
১৩. মাদকসহ বিভিন্ন নেশাজাতীয় দ্রব্য ছয়লাভ বন্ধে ব্যর্থ।

১৪. কিশোরগ্যাং-এর ধ্বংসাত্মক কার্যকালাপ বন্ধে ব্যর্থ।
১৫. জাতীয় চরিত্র উন্নয়নে ব্যর্থ।
১৬. (White-Collar Crimes) সাদা পোষাকী অপারাধ বন্ধে ব্যর্থ।

উপরোক্ত কারণে ব্যর্থ এই সংবিধানকে নতুন করে প্রণয়ন করা সময়ের একান্ত দাবী

পূর্ণাঙ্গ নতুন সংবিধান রচনায় ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর ব্যাপক প্রস্তুতি আছে। প্রয়োজনে আমরা সরবরাহ করার জন্য প্রস্তুত আছি।

ওয়াসসালাম

(ইউনুস আহম্মেদ সেখ)
মহাসচিব
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
মোবাইলঃ ০১৭১২-৫৫৫৮৬১

# জাতীয় গণফ্রন্ট

২২/১, তোপখানা রোড (৪র্থতলা), কক্ষ নং-৪১৫, ঢাকা-১০০০
মোবা: ০১৭১১-৯৭০৫১২, ০১৭১০-৩০০৭১৭


তারিখ: ২১/১১/২০২৪

**বরাবর**
প্রধান সংবিধান সংস্কার কমিশন

**সংবিধান প্রশ্নে আমাদের দলের মতামত**
**৭২ এর সংবিধান সংশোধন নয়-বাতিল ও নতুন সংবিধানের জন্য সংবিধান সভার নির্বাচন চাই।**

প্রথমেই কমিশনকে ধন্যবাদ জানাই আমাদের মতামত জানতে চাওয়ার জন্য।
আমরা মনে করি ৭২ এর সংবিধান প্রস্তুত এবং গ্রহণ করেছিল ৭০ সনে নির্বাচিত পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ এবং প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যবৃন্দ। যারা পূর্ব পাকিস্তান থেকে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্ক (এল.এফ.ও) এর অধীনে ঐ সদস্যবৃন্দ পাকিস্তান রক্ষার জন্য নির্বাচিত হয়েছিল। ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে দেশ স্বাধীন হয়েছিল। প্রয়োজন ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান রচনা, প্রস্তুত ও গ্রহণ করার জন্য সংবিধান সভার নির্বাচন। অতএব যে অথরিটি ৭২ সনের সংবিধান প্রস্তুত ও গ্রহণ করেছিল তা ছিল তাদের এখতিয়ার ও ক্ষমতা বহির্ভূত। দ্বিতীয়ত: নানা সংশে-ধনের মধ্য দিয়ে ৭২ সনের সংবিধান একেবারেই একটি প্রতিক্রিয়াশীল, অগণতান্ত্রিক ও গণবিরোধী সংবিধানে পরিনত হয়েছে। তৃতীয়ত: তৎকালীন পাকিস্তানে আন্তর্জাতিক শত্রু হিসাবে চিহ্নিত ছিলো ভারতীয় আধিপত্যবাদ, মার্কিন, রুশ ও চীন সহ সকল সামাজ্যবাদী শোষণ ও নিপীড়ন উচ্ছেদ দ্বিতীয়ত: অভ্যন্তরীন ভাবে জনগণের শোষক হচ্ছে আমলা-দালাল লুটের পুঁজি ও সামন্ত অবশেষ শ্রেণীর অবসান। সংবিধানে এটা সুস্পষ্ট ভাবে লিখিত থাকা প্রয়োজন যা সংশোধিত সংবিধানে থাকছেনা বা থাকবে না। দালাল-লুটেরা পুঁজি হল সেই পুঁজি যা আন্তর্জাতিক শোষক সামাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীল। দেশের মধ্যে সামন্ত অবশেষ অবসানের পরিবর্তে টিকিয়ে রাখা যাবতীয় কর্মকান্ড অব্যহত রাখে। বাংলাদেশে সামন্ত অবশেষ বিলোপের জন্য (১) অনুপস্থিত ভূমি মালিকদের জমি ও খাস জমি ভূমিহীন ও গরীব কৃষকদের মধ্যে বিলি-বন্টন করে সমবায়ের মাধ্যমে চাষাবাদ করতে হবে। মহাজনী ও এনজিও সুদের কারবার নিষিদ্ধ বা বিলোপ করতে হবে। যা জাতীয় পুঁজি বিকাশের জন্য অপরিহার্য। তাই সামাজ্যবাদ, আমলা পুঁজি ও সামন্ত অবশেষ উচ্ছেদ ও অবসানের বিষয়টি সংবিধানে সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ  থাকা প্রয়োজন। তৃতীয়ত: সংবিধানে আরো একটি বিষয়ে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন বাংলাদেশে অবস্থিত সকল ধর্মের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা এবং সম অধিকার থাকবে এবং ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহার করা যাবে না। চতুর্থত: বাংলাদেশে শুধু বাঙ্গালী নয়-বাঙ্গালী সহ সকল ভাষা-ভাষী ও সকল জাতি সত্ত্বা বিকাশের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা সংবিধানে সুস্পষ্ট ভাবে লিখিত থাকতে হবে। পঞ্চমত: সংবিধানে সুস্পষ্ট ভাবে লিখিত থাকতে হবে বাংলাদেশে অবস্থিত শ্রমিক, কৃষক, খেতমুজুর, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও জাতীয় ধনিক শ্রেণীর রাষ্ট্র। বাংলাদেশে অবস্থিত আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীন অন্যান্য শ্রেণীর শোষণ ও আধিপত্য বিলোপ ও অবসান করতে হবে।
উপরোক্ত লক্ষ্যে নতুন সংবিধান রচনা ও প্রস্তুতকরার জন্য আমাদের দল ৭২ সনের সংবিধান সংশোধন নয়, ৭২ সনের সংবিধান বাতিল ও বিলোপ চায়। নতুন সংবিধানের জন্য জাতীয় পরিষদের নির্বাচন নয়- সংবিধান  সভার নির্বাচন দিতে হবে। সে সংবিধান সভা উপরোক্ত আলোকে সংবিধান রচনা, প্রস্তুত ও পাশ করবে। সংবিধান রচনা ও প্রস্তুত করার পর এই সংবিধান সভা পার্লামেন্ট (আইন পরিষদ) হিসাবে কাজ করবে। সংবিধান প্রশ্নে আমাদের দলের সুস্পষ্ট অভিমত তুলে ধরলাম। আশাকরি আপনার কমিশন এটা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবে। আপনার পরিষদের সাফল্য কামনা করছি।

ধন্যবাদান্তে-

আমিনুল হক বিশ্বাস-টিপু বিশ্বাস
সমন্বয়ক
জাতীয় গণফ্রন্ট

## সংবিধান সংস্কার কমিশনের নিকট গণঅধিকার পরিষদের প্রস্তাবনা:

১) এই রাষ্ট্রের নাম হবে "গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ"; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নয়। সংবিধান থেকে প্রজাতন্ত্র শব্দটি বাদ দিতে হবে। সেই সাথে সংবিধান থেকে পদ্ধতিগত বিধানসমূহ বাতিলপূর্বক যতদূর সম্ভব ছোট আকারে সংবিধান প্রণয়ন করা এবং পদ্ধতিগত বিধানসমূহের জন্য আলাদা আইন প্রণয়ন করা।

২) ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মহান স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র (Proclamation of Independence) অনুযায়ী সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার এই ০৩ টি নীতিকে রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৩) জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত শর্তসাপেক্ষে শিক্ষার অধিকার, স্বাস্থ্যের অধিকার ও বাসস্থানের অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হবে; যা লঙ্ঘন হলে আদালতের মাধ্যমে বলবৎ করা যাবে।

৪) জাতীয় সংসদের মেয়াদ ৪ বছর করা, দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট সংসদ এবং উচ্চকক্ষে ১০০ ও নিম্নকক্ষে আসন ৩০০ নির্ধারণ করা । নিম্নকক্ষে সরাসরি ভোটে এবং উচ্চকক্ষে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলসমূহের প্রাপ্তভোটে সংখ্যানুপাতিক হারে আসন নির্ধারণ করা। এবং সংরক্ষিত আসন বাতিল করে সকল আসনে সরাসরি নির্বাচন করতে হবে।

৫) জাতীয় সংসদে ডেপুটি স্পীকার ০২ জন থাকবে; তন্মধ্যে ০১ জন বিরোধী দল থেকে মনোনীত হবেন।

৬) দুইবারের বেশী রাষ্ট্রপতি থাকা যাবে না। রাষ্ট্রপতি জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবে এবং ০১ জন উপ-রাষ্ট্রপতি থাকবে। রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতির মেয়াদ হবে ০৪ বছর। রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব, কার্যাবলী, যোগ্যতা, অপসারণ, অভিসংশনসহ অন্যান্য বিধানাবলী আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।

৭) দুইবারের বেশী প্রধানমন্ত্রী থাকা যাবে না। প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ হবে ০৪ বছর। ০১ জন উপ-প্রধানমন্ত্রী থাকবে। প্রধানমন্ত্রী হবেন সংসদ নেতা এবং উপ-প্রধানমন্ত্রী হবেন সংসদ উপ-নেতা। প্রধানমন্ত্রী ও উপ-প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব, কার্যাবলী, যোগ্যতা, অপসারণসহ অন্যান্য বিধানাবলী আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।

৮) রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও জাতীয় সংসদের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য সৃষ্টি করতে হবে; পার্লামেন্টারি প্রসিডিওর সংক্রান্ত পৃথক আইন থাকবে।

৯) রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে উপরাষ্ট্রপতি বা স্পীকার বা প্রধান বিচারপতি বা ন্যায়পাল তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে বিবেচিত হবে। তদ্রুপ প্রধানমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে উপ-প্রধানমন্ত্রী বা ডেপুটি স্পীকার তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন এবং অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বিবেচিত হবেন।

১০) গণভোটের বিধান সংবিধানে পুনর্বহাল করতে হবে।

১১) একই সাথে দলীয় প্রধান ও সরকার প্রধান বা রাষ্ট্রপ্রধান থাকা যাবে না।

১২) নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থা থাকবে এবং উক্ত সরকারের মেয়াদ হবে ০৪ মাস বা ১২০ দিন। জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলসমূহের ঐক্যমত্তের ভিত্তিতে নির্বাচনকালীন সরকার গঠিত হবে।

১৩) একই ব্যক্তি একই সাথে ০২ টি আসনের বেশী সংসদ সদস্য পদে প্রার্থী হতে পারবে না এবং এমপি বা সংসদ সদস্য হবেন শুধুই আইন প্রণেতা। আইন প্রণেতারা স্থানীয় উন্নয়ন মুলক কাজে অংশগ্রহণ, ব্যবসা বাণিজ্য, ব্যাংক বীমা বা কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার, পরিচালক, চেয়ারম্যান ও রাষ্ট্রীয় লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত হতে পারবে না। পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষের সদস্যগণকে "আইন প্রণেতা (Law Maker) হিসেবে পরিচিত হবেন।

১৪) ২৩ বছর পূর্ণ হলে সংসদ নির্বাচন করতে পারবে। স্থানীয় সরকার ও জাতীয় নির্বাচনে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতার বিধান যুক্ত করা যেতে পারে। যেমন- ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে এসএসসি; উপজেলা পরিষদ বা পৌরসভা নির্বাচনে এইচএসসি এবং জেলা পরিষদ বা সিটি কর্পোরেশন বা জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্নাতক পাশ হতে হবে।

১৫) ৭০ অনুচ্ছেদে বর্ণিত ফ্লোর ক্রসিং পদ্ধতির যৌক্তিক সংস্কার করা; যেমন- একজন সংসদ সদস্য অনাস্থা প্রস্তাব বা অর্থ বিল ব্যতীত অন্য সকল ক্ষেত্রে নিজ দলের বিপক্ষে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে।

**মোঃ রাশেদ খাঁন**
সাধারণ সম্পাদক
গণঅধিকার পরিষদ
০১৭৭৩৮২০৯৯৬

গণতন্ত্র ন্যায়বিচার অধিকার জাতীয়স্বার্থ

# গণঅধিকার পরিষদ

৩৭/২, জামান টাওয়ার, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ gono.office@gmaill.com


সূত্র: গ-অ:-৭-০০৪৫ তারিখ: ২৫/১১/২৪

## সংবিধান সংস্কার কমিশনের নিকট গণঅধিকার পরিষদের প্রস্তাবনা

গণঅধিকার পরিষদ মনে করে, বর্তমান সংবিধান সংস্কার কমিশনের আইনি সুযোগ নেই সংবিধান পুনঃলিখন বা সংশোধন করার। তবে এই কমিশন কিছু সুপারিশ করতে পারে। তাই গণঅধিকার পরিষদের পক্ষ থেকে সংবিধান সংস্কার কমিশনের নিকট কিছু সংস্কার মূলক সুপারিশ করার আহ্বান জানাচ্ছি।

১) একই ব্যক্তি একই সময়ে দলীয় প্রধান এবং সরকার প্রধান যেন থাকতে না পারে, সে ব্যবস্থা রাখার সুপারিশ করতে হবে।

২) প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ভারসাম্য স্থাপনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা কমিয়ে, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

ক) প্রেসিডেন্ট পদে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

খ) সংসদ নির্বাচনের মেয়াদের মধ্যবর্তী সময়ে অর্থাৎ আড়াই বছর পর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হবে। এতে ক্ষমতাসীন দলের জনপ্রিয়তা যাচাই হয়ে যাবে।

গ) প্রেসিডেন্টের হাতে প্রতিরক্ষা, আইন প্রভৃতি মন্ত্রণালয় রাখতে হবে।

ঘ) সুপ্রীম কোর্ট-এর বিচারক নিয়োগের ক্ষমতা প্রেসিডেন্ট-এর হাতে থাকবে, এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ প্রয়োজন হবে না।

ঙ) নির্বাচন কমিশনসহ সকল সাংবিধানিক কমিশনের প্রধান নিয়োগের ক্ষমতা সম্পূর্ণ রূপে প্রেসিডেন্টের হাতে ন্যস্ত থাকবে। প্রেসিডেন্ট অফিস স্বতন্ত্র আইনের মাধ্যমে এ কমিশনসমূহ নিয়োগ করবেন।

৪) কোনো অবস্থাতেই একই ব্যক্তিকে ২ মেয়াদের বেশি সময় প্রধানমন্ত্রী থাকার সুযোগ রাখা যাবে না।


কর্ণেল (অবঃ) মিয়া মশিউজ্জামান
আহ্বায়ক
গণঅধিকার পরিষদ

গণতন্ত্র ন্যায়বিচার অধিকার জাতীয়স্বার্থ

# গণঅধিকার পরিষদ

৩৭/২, জামান টাওয়ার, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ gono.office@gmaill.com

সূত্র: গ.অ.প -০০৪৫ তারিখ: ২৫/১১/২৪

৫) কোনো অবস্থাতেই একই ব্যক্তিকে ২ মেয়াদের বেশি প্রেসিডেন্ট থাকার সুযোগ রাখা যাবে না।

৬) তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনর্বহাল করতে হবে।

৭) সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতিতে নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদের আসন বিন্যাস করতে হবে।

৮) প্রার্থীদের ভোটাধিকার তথ্য সহ প্রার্থীদের প্রতিনিধি নিশ্চিত করুন।

ক) সকল রাজনৈতিক দলের ঐক্যমত স্থাপনের স্বার্থ-এ আগামী দুই মেয়াদের জন্য মিশ্রপদ্ধতিকে আসন বন্টন হতে পারে। সেক্ষেত্রে ৩০০ আসনে নির্বাচনের পাশাপাশি ১০০ আসন সংখ্যানুপাতে বন্টিত হতে পারে।

খ) সংরক্ষিত নারী আসন ব্যবস্থার সংস্কার করতে হবে। রাজনৈতিক দলের প্রার্থীর মধ্যে নারী প্রার্থীর কোটা ৩৩ শতাংশ নির্ধারণ করা যেতে পারে। রাজনৈতিক দল যদি ৩৩ শতাংশ নারী প্রার্থী দেয়, সেখান থেকেই উল্লেখযোগ্য নারী প্রার্থী বিজয়ী হয়ে আসার সুযোগ পাবে।

গণঅধিকার পরিষদ মনে করে, সংবিধান সংস্কার কমিশন এসব সংস্কারের প্রস্তাব দিলে, তার ভিত্তিতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার রাজনৈতিক দল সমূহের সঙ্গে আলোচনা করে নির্ধারণ করবে যে, এসব সংস্কার প্রস্তাব কিভাবে বাস্তবায়ন করা যাবে।

কর্নেল অবঃ মিয়া মশিউজ্জামান
আহবায়ক
গণঅধিকার পরিষদ

ফারুক হাসান
সদস্য সচিব
গণঅধিকার পরিষদ
০১৭৭৭৮৯২৭০

কর্ণেল (অবঃ) মিয়া মশিউজ্জামান
আহবায়ক
গণঅধিকার পরিষদ

# বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি)

**<u>সংবিধান সংস্কারের প্রস্তাবিত রূপরেখা</u>**

| | |
|---|---|
| **১। রাষ্ট্রধর্ম** | <u>বর্তমান অবস্থা:</u><br>অনুচ্ছেদ ২এ: রাষ্ট্রধর্ম, এতে বলা হয়েছে: "প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, কিন্তু প্রজাতন্ত্রে অন্যান্য ধর্ম শান্তি ও সুশৃঙ্খলভাবে পালনের অধিকার থাকবে।"<br><u>সংস্কার প্রস্তাবনা:</u><br>বাংলাদেশের সংবিধানে ঘোষণা করা যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি শ্রদ্ধা রাষ্ট্রের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভিত্তির অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাঁর প্রতি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অবমাননা বা নিন্দা কোনো অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে এবং জনশৃঙ্খলা ও ধর্মীয় অনুভূতির সুরক্ষার জন্য আইনের অধীনে শাস্তিযোগ্য হবে। এ ধরনের অপরাধের জন্য নির্ধারিত বিধান ন্যায়বিচারের নীতি এবং সকল নাগরিকের মর্যাদা রক্ষার নিশ্চয়তা দেবে, যা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ অন্তর্ভুক্তি রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামের মূল্যবোধকে সংরক্ষণের প্রতি জাতির প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে। |
| **২। <u>ইসলামিক আদালত প্রতিষ্ঠা</u>** | <u>বাংলাদেশের সংবিধানে একটি ইসলামিক আদালত প্রতিষ্ঠা দেশের ইসলামী ঐতিহ্যের প্রতি প্রতিশ্রুতি শক্তিশালী করতে এবং ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে আইনি বিষয়গুলো সমাধান করতে সাহায্য করবে। এটি মুসলিম জনগণের জন্য শারিয়া আইন অনুসারে পারিবারিক আইন, উত্তরাধিকার, চুক্তি ইত্যাদির মতো বিষয়গুলোর সমাধান নিশ্চিত করবে। এর মাধ্যমে মুসলিম জনগণের আইনি অধিকার সংরক্ষিত থাকবে, এবং অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর প্রতি সম্মান বজায় থাকবে। তবে, এমন আদালতগুলোকে জাতীয় সংবিধানের অধীনে কাজ করতে হবে, যাতে সকল নাগরিকের জন্য সমতা, ন্যায় এবং ধর্মীয় বৈষম্য মুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা যায়।</u> |
| **৩। <u>অনুচ্ছেদ ১৪৫ সংশোধন- আন্তর্জাতিক চুক্তি</u>** | <u>বর্তমান অবস্থা:</u><br><u>আন্তর্জাতিক চুক্তি</u><br><u>১. বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সব চুক্তি রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হবে, যিনি তা সংসদের সামনে পেশ করার জন্য নির্দেশ দিতে পারেন।</u><br><u>২. জাতীয় নিরাপত্তা, আঞ্চলিক অখণ্ডতা বা অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কিত কোনো চুক্তি সংসদের অনুমোদন বা অন্য কোনো প্রক্রিয়া অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করতে পারে।</u> |

# বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি)

| | |
|---|---|
| | সংস্কার প্রস্তাবনা:<br>অনুচ্ছেদ ১৪৫ সংশোধন করে সব আন্তর্জাতিক চুক্তি, বিশেষত জাতীয় নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব বা আঞ্চলিক অখণ্ডতার সাথে সম্পর্কিত চুক্তি, সংসদের পূর্ব অনুমোদন নিতে হবে। সংসদে গোপনীয় বিষয় ছাড়া সমস্ত চুক্তি জনগণের সামনে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা হবে যাতে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়। চুক্তি পর্যালোচনার জন্য একটি সংসদীয় কমিটি গঠন করা হবে, যা চুক্তি সম্পর্কিত সুপারিশ করবে। গোপন বিষয়াদি সংক্রান্ত চুক্তির জন্য গোপন সংসদ অধিবেশন সংরক্ষণ থাকবে, তবে অপব্যবহার রোধে বিচারিক তদারকি রাখা হবে। এই সংশোধনী গণতান্ত্রিক তদারকি বাড়িয়ে জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করবে। |
| **৪। তত্ত্বাবধায়ক সরকার** | বাংলাদেশের সংবিধানে **তত্ত্বাবধায়ক সরকার** পুনঃপ্রবর্তন করার জন্য একটি নতুন সংশোধনী প্রস্তাব করা হবে। এই প্রস্তাবের মাধ্যমে, যখন কোনো সরকারের মেয়াদ শেষ হয়, তখন একটি নিরপেক্ষ, অ-দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হবে যাতে সুষ্ঠু ও মুক্ত নির্বাচন নিশ্চিত করা যায়। রাষ্ট্রপতি প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে পরামর্শ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করবেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষমতা সীমিত থাকবে, যা শুধুমাত্র নির্বাচন সম্পর্কিত কার্যক্রম এবং জনশৃঙ্খলা রক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, যাতে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কোনো প্রকার প্রভাব বা পক্ষপাতিত্ব না হয়। এই সংশোধনী নির্বাচনের স্বচ্ছতা পুনঃস্থাপন করবে এবং শাসক দলের প্রভাব প্রতিরোধ করবে। |
| **৫। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার** | বর্তমান অবস্থা:<br>বাংলাদেশের **সংবিধান** প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সংরক্ষণে কিছু বিধান প্রদান করে, যার মধ্যে অটিস্টিক ব্যক্তিরাও অন্তর্ভুক্ত। **অনুচ্ছেদ ১৫** সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার নিশ্চিত করে, যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্যও প্রযোজ্য। **অনুচ্ছেদ ২৮(১)** আইনগত সমান অধিকার নিশ্চিত করে, যা প্রতিবন্ধিতা ভিত্তিতে বৈষম্য নিষিদ্ধ করে। তদুপরি, **প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩** তাদের শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং সামাজিক সেবায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার জন্য আরও সহায়ক বিধান প্রদান করে।<br>সংস্কার প্রস্তাবনা:<br>বাংলাদেশের সংবিধানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আরও শক্তিশালী করতে **অনুচ্ছেদ ১৫** এবং **২৮(১)**-এ বিশেষ বিধান সংযোজন করা |

| | |
|---|---|
| | <u>হবে। এসব ব্যক্তির শিক্ষা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্যসেবা এবং সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এছাড়া, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য উন্নত সামাজিক পরিবেশ ও আইনগত সুরক্ষা প্রদান করতে নতুন নীতিমালা প্রবর্তন করা হবে।</u> |
| **৬। পরিবেশ সুরক্ষা ও টেকসই উন্নয়ন (গ্রীন প্রভিশন)** | <u>বর্তমান অবস্থা:</u><br>সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৮(ক) জীববৈচিত্র্য, প্রাকৃতিক সম্পদ ও প্রতিবেশ রক্ষায় রাষ্ট্রের দায়িত্ব নির্ধারণ করে, তবে পরিবেশগত অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্পষ্ট করে না।<br><u>সংস্কার প্রস্তাবনা:</u><br>বাংলাদেশের সংবিধানে সুস্থ, দূষণমুক্ত পরিবেশের অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। রাষ্ট্রকে:<br>I. সব শিক্ষাস্তরে পরিবেশ শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।<br>II. সবুজ ও দূষণমুক্ত পরিবেশ তৈরির জন্য একটি কমিশন গঠন করতে হবে।<br>III. টেকসই উন্নয়ন, নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে।<br>সমস্ত অর্থনৈতিক কার্যক্রম কঠোর পরিবেশগত মান মেনে চলতে হবে, যাতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পরিবেশ রক্ষা করা যায়। |
| **৭। মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার প্রতিরোধ** | <u>বর্তমান অবস্থা:</u><br>সংবিধান সরাসরি মাদকদ্রব্য নিয়ে কিছু বলে না, তবে অনুচ্ছেদ ১৮ (জনস্বাস্থ্য) ও অনুচ্ছেদ ২১ (প্রশাসনিক কর্তব্য) এর আওতায় মাদক নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। ২০১৮ সালের মাদক নিয়ন্ত্রণ আইন এ বিষয়ে বিস্তারিত আইনি কাঠামো প্রদান করে।<br><u>সংস্কার প্রস্তাবনা:</u><br>সংবিধানে মাদকদ্রব্যের অননুমোদিত উৎপাদন, বণ্টন ও অপব্যবহার নিষিদ্ধ করা হবে, তবে চিকিৎসা, গবেষণা ও শিল্পক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের অনুমতি থাকবে। রাষ্ট্রকে:<br>I. মাদক নিয়ন্ত্রণকে মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।<br>II. আসক্তি নিরাময় এবং পুনর্বাসনের জন্য সহজলভ্য চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।<br>III. সীমান্ত পেরিয়ে মাদক পাচার রোধে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে। |
| **৮। ফ্যাসিস্ট** | <u>বর্তমান অবস্থা:</u> |

# বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি)

| | |
|---|---|
| **রাজনৈতিক দলের উপর নিষেধাজ্ঞা** | অনুচ্ছেদ ৩৮ এবং প্রতিনিধি আদেশ (RPO) সার্বভৌমত্ব, ধর্মনিরপেক্ষতা বা গণতন্ত্রের প্রতি হুমকিস্বরূপ রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর বিধিনিষেধ আরোপের অনুমতি দেয়, তবে ফ্যাসিস্ট বা চরমপন্থী দল নিষিদ্ধ করার জন্য স্পষ্ট সাংবিধানিক ধারা নেই।<br>সংস্কার প্রস্তাবনা:<br>সংবিধানে ফ্যাসিজম, বিদ্বেষমূলক বক্তব্য বা অগণতান্ত্রিক কার্যক্রম প্রচারকারী রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠা, নিবন্ধন এবং কার্যক্রম স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করা হবে। নিষেধাজ্ঞা আইনসঙ্গত এবং স্বেচ্ছাচারিতামুক্ত রাখতে বিচারিক নজরদারি নিশ্চিত করা হবে। রাষ্ট্রকে সাংবিধানিক কাঠামো ও গণতান্ত্রিক নীতিমালা ক্ষুণ্নকারী সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। |
| **৯। সংসদীয় কোটা** | বর্তমান অবস্থা:<br>অনুচ্ছেদ ৬৬(২)(গ) এবং ৬৬(২)(ক) দ্বৈত নাগরিকত্বধারীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণে বাঁধা দেয়। অনুচ্ছেদ ৬৫(৩) নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন নির্ধারণ করে, কিন্তু অন্যান্য পেশাগত ক্যাটাগরি বা বৈচিত্র্যের জন্য সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেই।<br>সংস্কার প্রস্তাবনা:<br>প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রতিনিধিত্ব – অনুচ্ছেদ ৬৬(২)(গ) এবং ৬৬(২)(ক) সংশোধন করে দ্বৈত নাগরিকত্বধারীদের যদি তারা জন্মসূত্রে বাংলাদেশি হন এবং রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত ন্যূনতম পরিমাণ রেমিট্যান্স পাঠানোর শর্তে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে।<br>কোটা সংস্কার – অনুচ্ছেদ ৬৫(৩)-এ নারীদের জন্য ৫০টি আসন সংরক্ষণ করতে হবে, যা শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, আইন, গার্মেন্টসসহ বিভিন্ন পেশাগত ক্ষেত্র অনুযায়ী বণ্টিত হবে। এছাড়াও, গার্মেন্টস ও শিল্প খাতের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে কয়েকটি আসন সংরক্ষণ করতে হবে। |
| **১০। নারী সংসদীয় কোটা** | বর্তমান অবস্থা:<br>অনুচ্ছেদ ৬৫<br>(৩) সংবিধান (সপ্তদশ সংশোধনী) আইন, ২০১৮-এর প্রবর্তনকালীন যে সংসদ ছিল, তার পরবর্তী প্রথম সংসদের প্রথম বৈঠক থেকে বিশ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরবর্তী সংসদ ভেঙে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত, মহিলা সদস্যদের জন্য পঞ্চাশটি আসন সংরক্ষিত থাকবে এবং তারা আইন অনুযায়ী একক স্থানান্তরযোগ্য ভোটের মাধ্যমে সংসদে |

# বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি)

| | |
|---|---|
| | প্রতিনিধিত্বকারী সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন।<br><br>সংস্কার প্রস্তাবনা:<br>সংসদে নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন নারী সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে, যা বিভিন্ন পেশাগত খাতে বিভক্ত করা হবে, যাতে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ খাত থেকে নারীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হয়। সংসদ এই আসনগুলির শর্তাবলী এবং পূরণের পদ্ধতি নির্ধারণ করবে, যা সরাসরি নির্বাচন অথবা মনোনয়ন পদ্ধতিতে পূর্ণ হবে আইন অনুসারে। এই পেশাগত খাতগুলির মধ্যে থাকবে:<br>• শিক্ষা খাত<br>• স্বাস্থ্য খাত<br>• আইন ও বিচার খাত<br>• ব্যবসা ও উদ্যোক্তা খাত<br>• এনজিও ও সামাজিক কাজ<br>• বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ<br>• শিল্প ও সংস্কৃতি<br>• গার্মেন্টস ও শ্রম খাত<br>• সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম"<br>এই পরিবর্তনের মাধ্যমে নারীদের বিভিন্ন পেশাগত খাত থেকে, বিশেষত সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম ক্ষেত্র থেকেও, সংসদে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। এটি নারীদের বিভিন্ন সামাজিক এবং পেশাগত দৃষ্টিকোণ থেকে সংসদে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ প্রদান করবে এবং গণমাধ্যমের ভূমিকা উন্নয়নেও সাহায্য করবে। |
| **১১। অর্থনৈতিক রাষ্ট্রদ্রোহের বিরুদ্ধে বিধান** | বর্তমান অবস্থা:<br>বাংলাদেশের সংবিধানে অর্থনৈতিক রাষ্ট্রদ্রোহ স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত বা শাস্তিযোগ্য নয়, যদিও দুর্নীতি ও অর্থপাচার বিভিন্ন আইনের আওতায় আসে।<br>সংস্কার প্রস্তাবনা:<br>সরকারি বা জাতীয় সম্পদের অপব্যবহার, পাচার বা অবৈধ স্থানান্তর অর্থনৈতিক রাষ্ট্রদ্রোহ হিসেবে বিবেচিত হবে। এই ধরনের কর্মকাণ্ডকে সাংবিধানিক অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে। পাচারকৃত সম্পদ পুনরুদ্ধার ও প্রত্যর্পণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। |
| | |

# বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি)

| | |
|---|---|
| **১২। বিদেশি কোম্পানির জন্য বাধ্যতামূলক কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (CSR)** | বর্তমান অবস্থা:<br>বাংলাদেশে বিদেশি কোম্পানির জন্য CSR বাধ্যতামূলক নয়, তবে বিভিন্ন নীতির আওতায় তা উৎসাহিত করা হয়।<br>সংস্কার প্রস্তাবনা:<br>বাংলাদেশে পরিচালিত এবং নির্ধারিত লাভের সীমা অতিক্রমকারী বিদেশি কোম্পানিগুলোর CSR কর্মসূচি বাধ্যতামূলক করতে হবে। এই কর্মসূচি কমিউনিটি উন্নয়ন, শিক্ষা এবং পরিবেশ টেকসইতায় মনোনিবেশ করবে। আইন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। |
| **১৩। রাজনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে ধারা** | বর্তমান অবস্থা:<br>সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮ বিভিন্ন কারণে বৈষম্য নিষিদ্ধ করে, তবে রাজনৈতিক পরিচয় বা মতামত স্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত নয়।<br>সংস্কার প্রস্তাবনা:<br>কোনো নাগরিকের রাজনৈতিক পরিচয় বা মতামতের ভিত্তিতে বৈষম্য বা অধিকার হরণ করা যাবে না। রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে যে, কোনো সরকারি বা বেসরকারি সংস্থা বৈধ রাজনৈতিক মতামতের কারণে অধিকার প্রত্যাখ্যান, লাইসেন্স বাতিল, বা সুযোগ প্রত্যাহার করতে পারবে না। সরকারি কর্মচারী এবং নাগরিকরা বৈধ রাজনৈতিক মতামত বা কার্যক্রমের জন্য প্রতিশোধমূলক আচরণ থেকে সুরক্ষা পাবেন। |
| **১৪। সংসদ সদস্যদের কর্তব্য ও দায়িত্ব** | বর্তমান অবস্থা:<br>বাংলাদেশের সংবিধানে সংসদ সদস্যদের কর্তব্য ও দায়িত্ব স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই।<br>সংস্কার প্রস্তাবনা:<br>সংসদ সদস্যগণ জনগণের স্বার্থে কাজ করবেন, স্বচ্ছতা বজায় রাখবেন, কার্যকর আইন প্রণয়ন করবেন, অধিবেশনে উপস্থিত থাকবেন, নৈতিক আচরণ বজায় রাখবেন, সংবিধান রক্ষা করবেন, ঐক্য প্রচার করবেন, সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করবেন, পরিবেশ রক্ষা করবেন এবং নিয়মিত জনসাধারণকে প্রতিবেদন প্রদান করবেন। ব্যর্থ হলে সাংবিধানিক পর্যালোচনা ও শাস্তির মুখোমুখি হবেন। |
| **১৫। প্রতিরোধমূলক আটক ও গুমের ওপর নিষেধাজ্ঞা** | বর্তমান অবস্থা:<br>বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৩ অনুচ্ছেদ প্রতিরোধমূলক আটককে শর্তসাপেক্ষে অনুমোদন করে, তবে গুমের বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। |

# বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি)

| | |
|---|---|
| | সংস্কার প্রস্তাবনা:<br>সংবিধানে প্রতিরোধমূলক আটক এবং গুমের ঘটনা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে। সকল আটক ব্যক্তিদের আইনি সুরক্ষা প্রদান করা হবে এবং রাষ্ট্র এ ধরনের লঙ্ঘনের তদন্ত ও বিচার নিশ্চিত করবে। |
| **১৬। ক্ষমতার পৃথকীকরণ ও ওমবাডসম্যান পর্যবেক্ষণ** | বর্তমান অবস্থা:<br>বাংলাদেশের সংবিধান ক্ষমতার পৃথকীকরণ স্বীকার করলেও, ৭৭ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত ওমবাডসম্যান প্রতিষ্ঠা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি।<br>সংস্কার প্রস্তাবনা:<br>সংবিধানে ক্ষমতার পরিষ্কার পৃথকীকরণ নিশ্চিত করা হবে এবং দুই বছরের মধ্যে স্বাধীন ওমবাডসম্যান অফিস স্থাপন বাধ্যতামূলক করা হবে। ওমবাডসম্যান সরকারি জবাবদিহিতা পর্যবেক্ষণ করবেন, অভিযোগ তদন্ত করবেন, সরকারি রেকর্ড সংগ্রহ করবেন এবং সংশোধনী পদক্ষেপ সুপারিশ করবেন। |
| **১৭। বিচারপতি নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ কমিশন** | বর্তমান অবস্থা:<br>বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে বিচারপতি নিয়োগের কথা বলা হয়েছে, তবে স্বাধীন কমিশনের উল্লেখ নেই।<br>সংস্কার প্রস্তাবনা:<br>স্বাধীন বিচারপতি নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হবে, যা যোগ্যতার ভিত্তিতে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ বিচারপতি নিয়োগ নিশ্চিত করবে। কমিশন বিচার বিভাগের নৈতিকতা ও পেশাগত আচরণ পর্যবেক্ষণ করবে, যা বিচার বিভাগের প্রতি জনগণের আস্থা বজায় রাখবে। |
| **১৮। মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রসার** | বর্তমান অবস্থা:<br>বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদ চিন্তা, বক্তব্য ও প্রেসের স্বাধীনতা আইনসঙ্গত সীমাবদ্ধতার শর্তে নিশ্চিত করে।<br>সংস্কার প্রস্তাবনা:<br>রাষ্ট্র বক্তৃতা, প্রেস, সৃজনশীলতা, একাডেমিক গবেষণা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং চিন্তার স্বাধীনতা নিশ্চিত করবে। প্রতি জেলায় জনসমাবেশের জন্য নিরাপদ এলাকা প্রতিষ্ঠা করা হবে, যেখানে সুযোগ-সুবিধা, শৃঙ্খলা এবং আইনি নির্দেশনা মেনে চলা বাধ্যতামূলক হবে। |

# বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি)

আমরা এটাও উপলব্ধি করি যে বাংলাদেশের সংবিধান প্রধানমন্ত্রীকে উল্লেখযোগ্য নির্বাহী ক্ষমতা প্রদান করে, যেখানে রাষ্ট্রপতির ভূমিকা মূলত আনুষ্ঠানিক। বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করে, তবে নির্বাচনী ব্যবস্থায় বর্তমানে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব অন্তর্ভুক্ত নেই। তাই, আমরা মনে করি সংসদ এমন সংস্কারে অগ্রাধিকার দেবে যা প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ভারসাম্য স্থাপন করবে, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করবে এবং সুশাসনে ন্যায়বিচার ও অন্তর্ভুক্তি বাড়াতে আংশিক প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করবে। তবে, আমরা এটাও বিশ্বাস করি যে সংবিধানের এই বিশেষ বিষয়গুলি নির্বাচিত সরকারের ওপর ছেড়ে দেওয়া উচিত, কারণ এই বিষয়গুলো শুধুমাত্র জনগণ এবং জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকারের মাধ্যমেই নির্ধারিত হওয়া উচিত।

বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭০ সংসদ সদস্যদের পার্টি বিরোধী ভোট দেওয়া নিষিদ্ধ করে, যা কখনও কখনও দলীয় চাপ সৃষ্টি করে এবং সংসদ সদস্যদের স্বাধীনতা সীমিত করে। প্রস্তাব হল, এই অনুচ্ছেদটি সংশোধন করে সংসদ সদস্যদের ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে আরও স্বাধীনতা প্রদান করা, বিশেষত যখন জাতীয় স্বার্থ বা জনকল্যাণের বিষয় আসে। তবে, এই সংশোধনী শুধুমাত্র একটি নির্বাচিত সরকার দ্বারা আলোচিত এবং বাস্তবায়িত হওয়া উচিত, যাতে গণতান্ত্রিক বৈধতা বজায় থাকে। নির্বাচিত সরকারকে জাতীয় সংলাপের মাধ্যমে দলীয় শৃঙ্খলা এবং সংসদ সদস্যদের স্বাধীনতার মধ্যে একটি সঠিক ভারসাম্য তৈরি করতে হবে।

আমাদের প্রস্তাবনাগুলি আধুনিক সাংবিধানিক নীতিমালা প্রতিফলিত করার লক্ষ্য নিয়ে পরিবেশগত স্থায়িত্ব, সামাজিক সাম্য, শাসন সংস্কার এবং মানবাধিকারকে অগ্রাধিকার দেয়। এসব প্রস্তাবের মাধ্যমে ন্যায়বিচার, জবাবদিহিতা এবং সব নাগরিকের কল্যাণ নিশ্চিত করে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অগ্রসর বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

দুনিয়ার মজদুর, এক হও!

# বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি)

২৭/১১/১-এ, তোপখানা রোড, ৩য় তলা, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০। মোবাইল: 01911-028377, 01972-927100

সূত্র: *সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব-০১/০১/১২/২০২৪* তারিখ: ০১.১২.২০২৪ খ্রি.

প্রতি,
আলী রিয়াজ
কমিশন প্রধান
সংবিধান সংস্কার কমিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিষয়: সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব উপস্থাপন প্রসঙ্গে।

জনাব,
সংবিধান সংস্কারের লক্ষ্যে আপনারা দেশের সকল রাজনৈতীক দল, সংগঠন ও জনগণের নিকট থেকে মতামত আহ্বান করেছেন যা অত্যন্ত ইতিবাচক এবং গণতান্ত্রিক। এরূপ আহ্বানের জন্য বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) এর পক্ষ থেকে আপনাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আপনাদের আহ্বানকে স্বাগত জানিয়ে আমাদের পার্টি'র পক্ষ থেকে এতদ:সংযুক্ত সংস্কার প্রস্তাবটি উপস্থাপন করছি।

আপনাদের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

ধন্যবাদান্তে,

অ্যাডভোকেট বাবুল মোল্যা
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি)

আব্দুল আলী
নির্বাহী সভাপতি
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি)

# সংবিধান সংস্কার বিষয়ক প্রস্তাবনা

১৯৭১ সালে 'মহান মুক্তিযুদ্ধ'র মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ একটি স্বাধীন মানচিত্র অর্জন করেছে, একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করেছে। তারই ধারবাহিকতায় ১৯৭২ সালে সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান' প্রণীত হয়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধে শ্রমজীবী মেহনতী গণমানুষই বেশি জীবন দিয়েছে, আত্মত্যাগ করেছে। তথাপি স্বাধীন দেশে শ্রমজীবী মেহনতী গণমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বঞ্চিতরা বঞ্চিতই রয়ে গেছে। শোষণ, লুন্ঠনও বহাল থেকেছে এবং তা স্বাধীন দেশের বয়সের সাথে সাথে বেড়েই চলেছে। '৭২ এ প্রনীত সংবিধানের বিধানসমূহ লিখিতরূপ পেয়েছে ঠিকই কিন্তু তৎপরবর্তী ক্ষমতাসীন দলগুলো তাদের ক্ষমতা ও লুটতরাজ টিকিয়ে রাখার স্বার্থে সংবিধানকে নানাবিধ কাঁটাছেড়া করে ব্যবহার করেছে মাত্র। কেউ সংবিধান মেনে চলেনি, এমনকি গণমানুষের অধিকার রক্ষায় সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংস্কারও করেনি। গণমানুষের মুক্তির আশা ও স্বপ্ন নিয়ে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষে ১৯৯০ এর গণঅভ্যুত্থান সম্পন্ন হলেও বিএনপি, জামায়াত, জাতীয় পার্টি ও আওয়ামীলীগের ক্ষমতা ভাগাভাগির লড়াইয়ে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। বিগত ১৬ বছরে আওয়ামীলীগ গণমানুষের ভোটাধিকার ও বাকস্বাধীনতাসহ সংবিধানিক সকল অধিকার হরনের মাধ্যমে তাদের ডানপন্থী- স্বৈরাচারী ও ফ্যাসিবাদী চরিত্র উন্মোচিত করেছে।

২০২৪ সালের বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে হাজার হাজার তাজা প্রাণ বিসর্জন ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে যে গণঅভ্যুত্থান ঘটেছে তাতেও শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের প্রাণ বিসর্জন ও আত্মত্যাগের পরিমাণ বেশি। ২০২৪ এর গণঅভ্যুত্থানের মূল চেতনা- সকল ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করে একটি বৈষম্যহীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা এবং স্বৈরাচারী ও ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থাকে চিরতরে নির্মূল করা। তাই রাষ্ট্র পরিচালনার মূল চালিকা শক্তি 'সংবিধান' এর সংস্কার অপরিহার্য হয়ে পরেছে। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) ব্যবস্থা বদলের এই লড়াই-সংগ্রামে সবসময় সক্রিয় ছিল এবং ভবিষ্যতে সক্রিয় থাকবে। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) বিশ্বাস করতে চায় যে, সংবিধান সংস্কার কমিশন ব্যবস্থা বদলের লক্ষ্যে সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংস্কার করতঃ বাংলাদেশের গনমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় স্মরণীয় ভূমিকা রাখবে। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) সংবিধান সংস্কারের জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাবনা পেশ করছেঃ

## প্রস্তাবনাসমূহঃ

১. সংবিধানের তৃতীয় ভাগ, অনুচ্ছেদসমুহের সাথে আরো অনুচ্ছেদ সংযুক্ত করতঃ মানুষের বেঁচে থাকার মূল উপাদান- অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ কাজের অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান এবং মৌলিক অধিকার ক্ষুন্ন হলে দেশের যে কোন নাগরিক আইনের আশ্রয় নিতে পারবে মর্মে সংবিধানে বিধান যুক্ত করতে হবে।

২. সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগ, অনুচ্ছেদ: ১৭ এর (ক) (খ) ও (গ) দফার সাথে আরো দফা সংযুক্ত করতঃ রাষ্ট্র কর্তৃক বিনামূল্যে বিজ্ঞানভিত্তিক একমূখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে এবং শিক্ষা বাণিজ্য নিষিদ্ধ করতে হবে, মর্মে সংবিধানে বিধান যুক্ত করতে হবে।

চলমান পাতা: ০২

৩. সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগ, অনুচ্ছেদ: ১৮ এর (১) ও (২) দফার সাথে আরো দফা সংযুক্ত করত: রাষ্ট্র কর্তৃক বিনামূল্যে সকল নাগরিকের জন্য আধুনিক চিকিৎসা নিশ্চিত করতে হবে এবং চিকিৎসা বাণিজ্য নিষিদ্ধ করতে হবে, মর্মে সংবিধানে বিধান যুক্ত করতে হবে।

৪. সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগ, অনুচ্ছেদ: ২১ এর (২) দফায় '**সেবা করিবার চেষ্টা করা**' শব্দসমূহের পরিবর্তে '**সেবা নিশ্চিত করা**' শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত করতে হবে।

৫. সংবিধানের প্রথম ভাগ, অনুচ্ছেদ: ৭খ তে যেসকল বিষয়সমূহ সংশোধন অযোগ্য বলা হয়েছে, সেগুলোর প্রয়োজনীয় সংশোধনের বিধান রেখে উক্ত অনুচ্ছেদ সংশোধন করতে হবে।

৬. সংবিধানের প্রথম ভাগ, অনুচ্ছেদ: ২ক রাষ্ট্র ধর্ম, অসাম্প্রদায়িকতা বিরোধী এবং সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগ, অনুচ্ছেদ: ১২, ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা, সংবিধানের তৃতীয় ভাগ, অনুচ্ছেদ: ২৮, ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য, বিধানসমূহের পরিপন্থী তথা অনুচ্ছেদ: ২ক এর বিধান, অনুচ্ছেদ: ১২ ও ২৮ এর বিধান পরস্পর বিরোধী বিধায় সংবিধানের প্রথম ভাগ অনুচ্ছেদ: ২ক রাষ্ট্র ধর্ম বাদ দিতে হবে।

৭. সংবিধানের চতুর্থ ভাগ, ২য় পরিচ্ছেদ- প্রধান মন্ত্রী ও মন্ত্রী সভা, অনুচ্ছেদ: ৫৭ এর (১) (২) ও (৩) দফার সাথে আরো দফা সংযুক্ত করত: ১ (এক) জন ব্যক্তি ২ (দুই) বারের বেশি '**প্রধান মন্ত্রী**' হতে পারবেন না, মর্মে সংবিধানে বিধান যুক্ত করতে হবে।

৮. সংবিধানের সপ্তম ভাগ- নির্বাচন, এমনভাবে সংস্কার করতে হবে যাতে করে নির্বাচন কমিশন সর্বদা যাবতীয় প্রভাবমুক্ত থেকে সকল নির্বাচন সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করতে পারে এবং নির্বাচন কমিশন তাদের কৃতকর্মের দ্বারা বিচার ও জবাবদিহীতার আওতায় থাকে।

৯. সংবিধানের পঞ্চম ভাগ, ১ম পরিচ্ছেদ-সংসদ, অনুচ্ছেদ: ৭০ এর বিধান শুধু 'সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা' ও 'বার্ষিক বাজেট' ক্ষেত্রদ্বয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, মর্মে সংশোধন করতে হবে।

১০. সংবিধানের পঞ্চম ভাগ, ১ম পরিচ্ছেদ-সংসদ, অনুচ্ছেদসমূহের সাথে আরো অনুচ্ছেদ সংযুক্ত করত: সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পদ্ধতি হবে- সংখ্যানুপাতি তথা পার্টির প্রাপ্ত ভোট ও মোট ভোট সংখ্যার সংখ্যানুপাতিক হারে একেকটি পার্টি থেকে সাংসদ নির্বাচিত হবে।

১১. জাতীয় সম্পদের উত্তোলন, ব্যবহার, সংরক্ষণ ও সকল প্রকার আন্তর্জাতিক চুক্তি জাতির কাছে পরিস্কারভাবে প্রকাশ করতে হবে এবং সকল প্রকার আন্তর্জাতিক চুক্তি বাধ্যতামূলকভাবে সংসদে উপস্থাপন ও আলোচনা সাপেক্ষে সম্পাদন করতে হবে, মর্মে সংবিধানে বিধান যুক্ত করতে হবে।

১২. জাতীয় নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হবে, মর্মে সংবিধানে বিধান যুক্ত করতে হবে।

দুনিয়ার মজদুর এক হও!

# বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ

কেন্দ্রীয় কমিটি

৫এ, ৭ম তলা, ২১৮ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫। ফোন: ০১৭১২৫৬১৮৯৮, ০১৭১৬৯০১৬৪৭

১ ডিসেম্বর ২০২৪

বরাবর,
আলী রিয়াজ
কমিশন প্রধান
সংবিধান সংস্কার কমিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জনাব,
সংবিধান সংস্কার বিষয়ে আপনারা দেশের সকল রাজনৈতিক দল, সংগঠন ও জনগণের কাছ থেকে মতামত আহবান করেছিলেন। এটা ইতিবাচক উদ্যোগ। আপনাদের আহবানে সাড়া দিয়ে আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে এই সংস্কার প্রস্তাবনাটি উত্থাপন করছি।

প্রস্তাবনাগুলো বিবেচনা করার অনুরোধ রইল।

ধন্যবাদান্তে,

(ইকবাল কবির জাহিদ)
সাধারণ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি

## সংবিধান সংস্কার বিষয়ক প্রস্তাবনা

১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানে রাষ্ট্রের চরিত্র গণপ্রজাতান্ত্রিক, সংবিধান দেশের সর্বোচ্চ আইন, জনগণই সকল ক্ষমতার মালিক, পূর্ণবয়স্কদের ভোটে নিবাচিত সরকার রাষ্ট্র পরিচালনা করবে, সংবিধানে উল্লেখ করা মৌলিক অধিকার পরিপন্থী আইন বিচার বিভাগ বাতিল করতে পারবে, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠাসহ অন্যান্য মূলনীতির ঘোষণা, মেহনতি কৃষক-শ্রমিকের শোষণ থেকে মুক্তি, অনুপার্জিত আয় ভোগ করার সামর্থ্য না রাখা, রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন দান– ইত্যাদি সহ আরও অনেকগুলো বিষয়ের উল্লেখ আছে, যা স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্যদিয়ে যে ধরনের সংবিধানের আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছিল সেগুলোর অনেক কিছুই উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে দেশ স্বাধীন হলেও উপনেবেশিক ও পাকিস্তান আমলের রাষ্ট্র কাঠামোর কোনো পরিবর্তন করা হয়নি।

এটা সত্য যে, শুরুতে উপরোক্ত কথাগুলো এই সংবিধানে রেখে কার্যত প্রায় সকল ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর হাতেই ন্যস্ত করা হয়েছে। সংবিধানের পরবর্তী ধারাগুলো, শুরুতে উল্লেখ করা এই বক্তব্যের বিপরীতেই অবস্থান

নিয়েছে। অর্থাৎ এই সকল অধিকার অস্বীকারের পথও এই সংবিধানেই আছে। তার উপর এটি যথেচ্ছা কাঁটাছেড়া করা হয়েছে। পঞ্চদশ সংশোধনী এই কাঁটাছেড়ার মধ্যে একটি মাইলফলক।

ফলে এটির মৌলিক সংস্কার প্রয়োজন। সংবিধানের প্রথম অংশে উল্লেখিত বক্তব্যের সাথে অসংগতিপূর্ণ সকল ধারা বাতিল করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ভারসাম্য আনতে হবে। প্রধানমন্ত্রীকে অপসারণের বিধান যুক্ত করতে হবে। কী কী সংস্কার হবে, কোন পথে হবে– আন্দোলনকারী শক্তি, রাজনৈতিক দল ও অংশীজনদের নিয়ে এসকল বিষয়ে রাজনৈতিক সমঝোতা বা ঐক্য গড়ে তুলতে হবে।

বাহাত্তরের সংবিধান গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় রচিত হয়নি। ১৯৭০ সালে তৎকালীন পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত সদস্যদের নিয়েই বাহাত্তরের গণপরিষদ গঠন করা হয়। ফলে একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দল, মত, সংগঠন ও আন্দোলনকারী জনগণের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিত্ব এখানে নিশ্চিত করা হয়নি।

মুক্তিযদ্ধের ঠিক পরপরই সংবিধান রচিত হওয়ার ফলে আওয়ামী লীগ সংবিধানে জনআকাঙ্ক্ষার কিছুটা প্রতিফলন ঘটাতে বাধ্য হয়েছিল। মুক্তিযদ্ধের সময় আওয়ামী লীগ ছিল সামন্ত ও বুর্জোয়া-পেটিবুর্জোয়া শ্রেণির দল। এটি কোন ধর্মনিরপেক্ষ দল ছিল না, সমাজতন্ত্রেও বিশ্বাসী ছিল না। তা সত্তেও তারা 'সমাজতন্ত্র' ও 'ধমনিরপেক্ষতা'– এই দুইটিকে মূলনীতি হিসেবে রাখতে বাধ্য হয়েছিল। কারণ যেভাবেই হউক, এগুলো মুক্তিযুদ্ধে জনগণের চেতনা থেকেই উৎসারিত ছিল। তেমনি জাতীয়তাবাদের যে কথা বলা হয়েছে, সেটিও ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াতেই গঠিত হয়েছে। ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের বিপরীতে ভাষাভিত্তিক উগ্র জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতেই সেদিন মুক্তিযদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। নতুন জাতিরাষ্ট গঠনে এই চেতনাই সেদিন এ অঞ্চলের জনগণের মধ্যে লড়াইয়ের প্রেরণা সঞ্চারিত করেছিল, উদ্বুদ্ধ করেছিল। এটা ঐতিহাসিক সত্য। যদিও সেখানে গোটা দেশের জনগণকেই বাঙালি হিসেবে অভিহিত করা ও অন্যান্য জাতিসত্তাগুলোর স্বীকৃতি না দেয়াটাও মুক্তিযুদ্ধের চেতনারই পরিপন্থী ছিল।

বাহাত্তরের সংবিধানকে জাতিরাষ্ট্র গঠনের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনা না করে, একে শাসক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের ভূমিকা দিয়ে বিচার করলে এবং এক তরফা আওয়ামী লীগের ফ্যাসিবাদের ভাবাদর্শিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি হিসেবে একে অভিহিত করলে– পুরো মুক্তিযুদ্ধকেই বুঝে হোক না বুঝে হোক আওয়ামী লীগের ঘরে তুলে দেয়া হয়।

আমাদের মনে রাখা জরুরি, মুক্তিযদ্ধ আওয়ামী লীগ একা করেনি। তৎকালীন সময়ে দেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে অবস্থান নেয়া ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলো ছাড়া সকল দল-মত ও শ্রেণী-পেশার মানুষ, সর্বোপরি দেশের জনগণ এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। সেই সময়ে সদ্য স্বাধীন দেশের সংবিধানে জনতার আকাঙ্ক্ষা যতটুক প্রতিফলিত হয়েছে– তাকে ভিত্তি ধরে ও জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষাকে যুক্ত করে এই সংবিধানকে গণতান্ত্রিক করে তুলতে হবে। প্রথম তিনভাগে বর্ণিত প্রস্তাবনার সাথে শাসনতান্ত্রিক তথা ক্ষমতাকাঠামো অংশের অসঙ্গতিকে দূর করতে হবে।

অন্যথায় আওয়ামী লীগ যা করেছে তার প্রতিক্রিয়ায় অন্যকিছু করতে গেলে কাঙ্ক্ষিত ঐক্যের বদলে বিভক্তিই কেবল বাড়বে। এমনকি এই পথ ধরে অন্য কোন রূপে ফ্যাসিবাদের পুনর্জাগরিত হওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না। ফলে আমরা সংবিধান সংস্কারের প্রস্তাবনা করছি। আমাদের পার্টি বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ-এর প্রস্তাবনাগুলো নিম্নরূপ।

**প্রস্তাবনা:**

১. অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও কাজের অধিকার মৌলিক অধিকার হিসেবে সংবিধানে স্বীকৃতি দেয়া। সংবিধানের তৃতীয়ভাগে বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহকে শর্তের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করা।

মৌলিক অধিকার পূরণে রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করা। মৌলিক অধিকার খর্ব হলে যে কোনো নাগরিক আইনের আশ্রয় নিতে পারবে– এমন বিধান সংবিধানে যুক্ত করা।

২. রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য তৈরির লক্ষ্যে বিধান যুক্ত করা।

৩. সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল করা।

৪. সংবিধানের ৪৮(৩) অনুচ্ছেদ সংস্কার করে রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের উপর প্রধানমন্ত্রীর অন্যায় হস্তক্ষেপের সুযোগ বন্ধ করা।

৫. প্রধানমন্ত্রীকে অপসারণ বা ইমপিচমেন্টের ব্যবস্থা রেখে সংবিধানের ৫৭ অনুচ্ছেদ সংস্কার করা।

৬. সাংবিধানিক পদ ও প্রতিষ্ঠানগুলো যেন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে সে জন্য সংবিধানের ৪৮ (রাষ্টপতির নিয়োগ), ৬৪ (এটর্নি জেনারেলের নিয়োগ), ১২৭-১৩২ (মহাহিসাব নিরীক্ষকের নিয়োগ, দায়িত্ব, কর্মের মেয়াদ ইত্যাদি), ১৩৮-১৩৯ (সরকারি কর্ম কমিশনের সদস্য নিয়োগ, পদের মেয়াদ ইত্যাদি) ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশ সংস্কার করা।

৭. সংবিধানে ঘোষিত স্থানীয় শাসনকে স্থানীয় সরকার হিসাবে অভিহিত করা। স্থানীয় সরকার যেন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে সেজন্য সংবিধানের ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করা। সংসদ সদস্যদের স্থানীয় সরকারের কর্মকাণ্ডের উপর সকল ধরনের হস্তক্ষেপ বন্ধ করার বিধান যুক্ত করা।

৮. সংবিধানে নির্বাচনকালীন সময়ের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন বা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার বিধান যুক্ত করা।

৯. বর্তমান নির্বাচনী ব্যবস্থা পরিবর্তন করে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করা, যেন সত্যিকার অর্থেই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মতামতের ভিত্তিতে সরকার গঠিত হয় এবং জনগণের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা যায়। এজন্য সংবিধানে প্রয়োজনীয় অনুচ্ছেদ যুক্ত এবং এর সাথে অসংগতিপূর্ণ অনুচ্ছেদ সমূহ বাতিল করা।

১০. নির্বাচন কমিশন যেন স্বাধীনভাবে তার ভূমিকা পালন করতে পারে সেজন্য সংবিধানের ৪৮ ও ১১৮–১২৬ অনুচ্ছেদ সংস্কার করা।

১১. উচ্চ আদালত ও নিম্ন আদালতের উপর সরকার যেন অন্যায় হস্তক্ষেপ না করতে পারে সেজন্য সংবিধানের ৪৮, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ১১৩, ১১৪, ১১৬ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অনুচ্ছেদের সংস্কার করা।

১২. পুলিশ বাহিনীর উপর প্রশাসন বা সরকারের অন্যায় প্রভাব বন্ধ ও স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ তৈরিতে সংবিধানের ৩৩ ও ৩৫ অনুচ্ছেদ সংস্কার করা।

১৩. জাতীয় সম্পদ ব্যবহার ও আন্তর্জাতিক সকল চুক্তি জাতির সামনে উন্মুক্ত করা এবং এ সকল চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে সংসদে আলোচনা বাধ্যতামূলক করা।

১৪. পাহাড়ি জাতিগোষ্ঠীসহ অন্যান্য জাতিসত্তার সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করা। একইসাথে সংবিধানের ৬ ও ৯ নং ধারা সংস্কার করা।

১৫. সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে গৃহিত জরুরী অবস্থা জারি, সকল রকম মৌলিক অধিকার রহিত করার ক্ষমতা– অর্থাৎ নবম (ক) ভাগের ১৪১ এর (ক), (খ) ও (গ) ধারা বাতিল করতে হবে।

**গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'সংবিধান সংস্কার কমিশনের' কাছে গণসংহতি আন্দোলনের নীতিগত প্রস্তাবনা**

বাংলাদেশে ছাত্র-শ্রমিক-জনতার জুলাই অভ্যুত্থানে একটি নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের জনআকাঙ্খা তৈরি হয়েছে যার ভিত্তি হবে একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান। বাংলাদেশে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক রূপান্তরের এই অভুতপুর্ব বাস্তবতায় গণসংহতি আন্দোলন গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রতিষ্ঠায় নিম্নোক্ত নীতিগত প্রস্তাবনা রাখছে।

১ প্রস্তাবনা ও মূলনীতি

ক) ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষণাপত্র এবং দীর্ঘ ফ্যাসিবাদ ও স্বৈরশাসন বিরোধী লড়াই ও ২০২৪ সালের ছাত্র-শ্রমিক-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মধ্যে প্রকাশিত জনআকাঙ্ক্ষাই হবে গণতান্ত্রিক সংবিধানের প্রস্তাবনার ভিত্তি।

খ) জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গীয় পরিচয় নির্বিশেষে নিজ নিজ পরিচয়ের পাশাপাশি বাংলাদেশের সকল নাগরিক বাংলাদেশী বলে পরিচিত হবেন।

গ) সংবিধান প্রণয়ন, সংশোধন ও স্থগিতকরণের প্রশ্নে জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তি রূপে সংবিধান এই নীতির সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ কোন বিধান থাকবে না।

ঘ) ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষণাপত্রে বর্ণিত 'বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা'র লক্ষ্যের আলোকে ২০২৪ সালের ছাত্র-শ্রমিক-জনতার গণঅভ্যুত্থানের জনআকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে একটি বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হবে বাংলাদেশের সংবিধান ও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি।

ঙ) জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, লিঙ্গীয় পরিচয়, জীবনচর্চা ও শ্রেণী নির্বিশেষে সকল নাগরিকের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মর্যাদা, অধিকার ও সুযোগের সমতার সাংবিধানিক নিশ্চয়তা।

চ) দেশের সমস্ত অর্থনৈতিক ও ব্যবস্থাপনাগত আয়োজনে প্রাণ প্রকৃতির সুরক্ষার নিশ্চয়তা।

২ মৌলিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার

ক) অন্যের অধিকার হরণকারী ও ফৌজদারি অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ব্যতিরেকে চিন্তা, বিবেক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, নাগরিকের স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার ও জীবিকার জন্য কাজের অধিকার কোন আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ করা যাবে না।

খ) গণমাধ্যমের পূর্ন স্বাধীনতার নিশ্চিয়তার বিধান।

গ) অধিকারের ক্ষেত্রে 'নারী পুরুষের বাইরে অন্যান্য লিঙ্গীয় পরিচয়' আলাদা ভাবে উল্লেখ থাকা দরকার।

ঘ) জাতীয় স্বার্থ ও জনগণের মৌলিক অধিকার হরণের কোনো ক্ষেত্রে দায়মুক্তির বিধান কার্যকর হবে না।

ঙ) শ্রমিক, কৃষক, পেশাজীবীসহ কর্মক্ষেত্রে সকল মানুষের সংগঠিত হওয়ার অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান।

চ) গুম, বিনা বিচারে হত্যা এবং হয়রানীমূলক গ্রেফতা ও হেফাজতে নির্যাতন বিষয়ে সংবিধানে সুস্পষ্ট বিধান থাকতে হবে।

৩ সংসদ

ক) দুই কক্ষ বিশিষ্ট সংসদ প্রতিষ্ঠা এবং উচ্চ ও নিম্ন কক্ষের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য প্রণয়ন। রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীর অভিশংসন দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে উভয় কক্ষ দ্বারা গৃহীত হতে হবে।

খ) সংসদ সদসস্যের স্বাধীনভাবে মতামত প্রদানের সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আস্থাভোট ও অর্থবিলের বিষয় ব্যতীত অন্যসব বিষয়ে স্বাধীনভাবে ভোট দানের ক্ষমতাসহ সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংস্কার করতে হবে।

গ) সংবিধানের ধারা ক্রম পরিবর্তন। মৌলিক অধিকারের পরেই আইনসভা তারপর নির্বাহী বিভাগ এবং সবশেষে বিচার বিভাগ নিয়ে আসা। সংবিধান যেহেতু জনগণের ইচ্ছার প্রকাশ সেহেতু জনগণের প্রতিনিধিদের স্থান হবে জনগণের মৌলিক অধিকারের পরেই এবং তারা জনগণের অধিকার রক্ষায় ও রাষ্ট্রের কার্যাবলী পরিচালনায় প্রয়োজনীয় আইন তৈরি করবেন। এসব আইন অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব থাকবে নির্বাহী বিভাগের কাছে। তবে নির্বাহী বিভাগ আইনের বাইরে গিয়ে কোন নির্দেশ দিচ্ছে এরকম প্রতীয়মান হলে আইনসভা তা অনুমোদন নাও করতে পারেন। আবার আইনসভা প্রণীত কোন আইন সংবিধান পরিপন্থী কিনা সেটা দেখার দায়িত্ব থাকবে বিচার বিভাগের হাতে। বিচার বিভাগ আইন অনুযায়ী বিচার কার্য পরিচালনা করবেন যেমন তেমনি সংবিধানের রক্ষাকর্তা হিসেবে ও আইনের ব্যাখ্যাকারী হিসেবে বিবেচিত হবে।

৪ সরকার

ক) রাষ্ট্রপ্রধান, সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভার ক্ষমতার ভারসাম্য আনয়ন। প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার জবাবদিহিতা ও অভিসংশনের বিধান।

খ) এক ব্যক্তি দুই বারের বেশি প্রধানমন্ত্রী এবং দলীয় প্রধান ও সংসদ নেতা এক ব্যক্তি হতে পারবেন না এই মর্মে বিধান।

গ) স্থানীয় শাসনের বদলে শক্তিশালী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা। স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিকে নাগরিকরা ৩০% অনাস্থায় ভোটে প্রত্যাহার করতে পারবে। পুলিশ বা অন্যান্য নিরাপত্তা রক্ষীর দায়িত্ব স্থানীয় সরকারের কাছে থাকবে। উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের দায়িত্ব ও ক্ষমতা স্থানীয় সরকারের হাতে থাকবে। উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব স্থানীয় সরকারের উপর একক বা সমন্বিতভাবে থাকবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নাগরিক সেবা এবং বাজেট প্রণয়ন, কর সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ক্ষমতা স্থানীয় সরকারের হাতে নিশ্চিত করতে হবে। উত্তোলিত কর স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় সরকারের ভেতরে বন্টনের সুনির্দিষ্ট আইন তৈরি করতে হবে।

৫ বিচার ব্যবস্থা

ক) বিচারবিভাগকে সম্পুর্ণ রূপে স্বাধীন করার জন্য উচ্চ আদালতে বিচারপতি নিয়োগের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও আইন তৈরী করতে হবে। উচ্চ আদালতে বিচারপতি নিয়োগ, পদোন্নতি, এবং অপসারণের সিদ্ধান্ত সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠন করে তার এখতিয়ারভুক্ত করতে হবে। এবং বিচার বিভাগের পরিচালনা এবং বাজেট প্রণয়ণ ও বাস্তবায়নের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণের জন্য বিচার বিভাগের জন্য পৃথক সচিবালয় গঠন করতে হবে।

খ) নিম্ন আদালতের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি সম্পূর্ণরূপে উচ্চ আদালতের ওপর ন্যস্ত করা এবং উচ্চ আদালতের বিচারক নিয়োগের সুনির্দিষ্ট সাংবিধানিক নীতিমালা প্রণয়ন।সকল গণবিরোধী আইন বাতিল করে একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা উপযোগী আইন তৈরি করতে হবে।

৬ নির্বাচন ব্যবস্থা, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান ও জনপ্রশাসন

ক) বাংলাদেশে ভোটাধিকার ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় এবং নির্বাচন প্রক্রিয়াকে অংশগ্রহণমূলক, স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য করার লক্ষ্যে 'নির্বাচনকালীন অর্ন্তবর্তী সরকারে'র সাংবিধানিক কাঠামো প্রবর্তন। এক্ষেত্রে সংসদের উচ্চকক্ষ থেকে 'নির্বাচনকালীন অর্ন্তবর্তী সরকার' গঠনের প্রস্তাব বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রবাসীদের ভোটাধিকারের সাংবিধানিক নিশ্চয়তা বিধান।

খ) নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশনসহ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে সাংবিধানিক কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগ। একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেতা ও প্রধান বিচারপতি অথবা তাদের প্রতিনিধিদের দ্বারা এই কমিশন গঠিত হবে।

গ) নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রচারণায় টাকার খেলা, পেশিশক্তি, প্রশাসনিক কারসাজি, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ব্যবহার বন্ধে আইনি সংস্কার। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রার্থীদের ভেতর নির্বাচনী বিতর্কের আয়োজন। সংখ্যানুপাতিক ব্যবস্থা বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও রাজনৈতিক ঐক্যমত গঠনের জন্য কাজ করা।

ঘ) নারীদের জন্য প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসার বিধান। অন্তত ৫০টি আসনে আবর্তন পদ্ধতিতে নারীদের নির্বাচনের ব্যবস্থা।

ঙ) সকল সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের ক্ষেত্রে সংসদীয় কমিটির ভোটিং-এর মাধ্যম নিয়োগের বিধান প্রণয়ন। দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ও আর্থিক স্বচ্ছতার জন্য হিসাব ও আর্থিক নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্কার এবং গণমুখী প্রশাসনিক সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করতে হবে।

৭ পররাষ্ট্রনীতি

ক) সমস্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি সংসদে আলোচিত ও অনুমোদিত হতে হবে।

খ) পররাষ্ট্র নীতিতে সমমর্যাদা ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষার প্রাধান্য। গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও দুনিয়ার সমস্ত নিপীড়িত মানুষের পক্ষে থাকার ঘোষণা থাকতে হবে।

উপরোক্ত নীতিগত প্রস্তাবনা সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপিত হলো। পরবর্তীতে গণসংহতি আন্দোলন এই প্রস্তাবগুলিকে বিস্তারিত আকারে উপস্থাপন করবে।

সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার

৪ - ডি, ৪৫ বিজয় নগর, ঢাকা - ১০০০
www.abparty.org
+88 09678 77 15 77/+88 01888 012 444
abparty2020@gmail.com
fb.com/ABPARTY20/

আমার বাংলাদেশ পার্টি
এবি পার্টি
AB PARTY

তারিখঃ ০২ ডিসেম্বর ২০২৪

বরাবর,

**অধ্যাপক আলী রীয়াজ**
প্রধান, সংবিধান সংস্কার কমিশন
ব্লক-১, এমপি হোস্টেল, জাতীয় সংসদ ভবন এলাকা, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা।

**বিষয়ঃ সংবিধান সংস্কার বিষয়ে আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির মতামত ও প্রস্তাব।**

আপনার প্রেরিত স্মারক নং- ৫৫.০০.০০০০.১২১.৯৯.০০১.২৪.২১ তারিখ ৬ নভেম্বর ২০২৪ এর আহবানে সাড়া দিয়ে, এবি পার্টি একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছে। এই কমিটি দেশের সাংবিধানিক ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংগ্রাম এবং জুলাই-আগস্ট ২০২৪ এর ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে, জন-প্রতিনিধিত্বশীল এবং কার্যকর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি জনগণের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত প্রস্তাবনা তৈরি কমিশনের বিবেচনার জন্য পেশ করছে।

আমরা আশা করছি যে, উপরোক্ত প্রস্তাবনা আমলে নিয়ে পদক্ষেপ নেয়া হলে দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো আরও শক্তিশালী হবে এবং জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক আত্মবিশ্বাস ও ক্ষমতার অনুভূতি বৃদ্ধি পাবে। এবং আমরা আশা করি যে, এই প্রস্তাবনা কমিশনের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে এবং উন্নয়নের পথে আমাদের সাথে একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ প্রদান করবে।

ধন্যবাদসহ,

**প্রফেসর ডা. আব্দুল ওহাব মিনার**
আহবায়ক,
আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টি

# সংবিধান পুনর্লিখনঃ

এবি পার্টি মনে করে যে, পাকিস্তান রাষ্ট্র ও সংবিধান অক্ষুন্ন রাখবার অভিপ্রায়ে ১৯৭০ সালে যে নির্বাচন হয়েছিল এবং সেখানে যারা  আওয়ামী লীগের টিকিটে প্রাদেশিক পরিষদ ও কেন্দ্রে সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাদের মধ্য থেকে বাছাই করা সদস্যদেরকে নিয়ে গণপরিষদ গঠন করে স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান প্রনয়ণ করাটা হাস্যকর এবং মুক্তিযুদ্ধের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ন। তথাকথিত ওই গনপরিষদে কোন মৌলিক বিতর্ক যেমন হয়নি এবং গণভোটের মাধ্যমে জনগণের মতামত ও স্বীকৃতি গ্রহণের কোনো উদ্যোগ ছিল না। ১৯৭২ সালের ডিসেম্বরে সংবিধান গৃহীত হবার প্রায় তিন মাস পরেই ১৯৭৩ সালের মার্চ মাসে স্বাধীন দেশের প্রথম সাধারন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়; কিন্তু তখনও নতুন সংবিধান নিয়ে জনগনের কাছে তার ন্যায্যতা তুলে ধরা হয়নি।

যে তিন মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে ১৯৭১ সালে জনযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে যার উদ্যেশ্য ছিল রিপাবলিক/রাষ্ট্র পরিচালিত হবে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার'র ভিত্তিতে। কিন্তু তা পরিবর্তন করে নতুন চার মূলনীতি চাপিয়ে দেয়া হলো। এর ফলস্বরূপ, দেশের মুক্তির লড়াইয়ে অংশ নেওয়া পাহাড়ি অবাঙালীরা সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলে নেয়। এইভাবে, প্রবর্তিত সংবিধান কখনোই সাধারণ জনগণের দলিল হিসেবে স্বীকৃত হয়নি; বরং এটি এক দল/বংশ বা ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছার খামখেয়ালিপনার বৈধতার দলিলে পরিনত হয়ে পড়ে। ২০২৪ এর জুলাই-আগষ্ট গনঅভ্যুত্থান নতুন বাংলাদেশ গড়বার যে প্রত্যয় ও আকাঙ্খা ব্যক্ত করেছে, তা পাঁচ দশক আগের 'সামাজিক চুক্তি'র দলিল এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। তাই কাগুজে প্রক্রিয়ার বদলে, এবি পার্টি নতুন বাংলাদেশের মেগনাকার্টা - বাংলা বসন্ত, Monsoon Revolution', এর সনদ নতুন করে লিখবার পক্ষে মত দিচ্ছে যা জনগণের অধিকারসমূহ এবং স্বাধীনতার উজ্জ্বল প্রত্যাশাকে প্রতিফলিত করবে। এটা আকারে ছোট, সাধারনভাবে বোধগম্য চলিত ভাষায় লিখিত হওয়াটা জরুরী, যেখানে শুধু রাষ্ট্রের কাঠামো ও মূলনীতি বিবৃত থাকবে, কোন পদ্ধতিগত ধারা নয়।

## প্রারম্ভিকা (Preamble)

যেহেতু, বঙ্গীয় জনপদের বাসিন্দাদের শত শত বছরের লড়াই এর গৌরবময় ইতিহাস যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে আন্দোলন ও সংগ্রামের ধারাবাহিকতা। বখতিয়ার খিলজির বাংলা বিজয়ের পর থেকে সোনার বাংলা গড়বার যে পথচলা আমরা দেখেছি যেটি পূর্ণতা পেয়েছিল ইলিয়াস শাহী আমলে যা তখনকার দুনিয়ায় বাংলা সবচেয়ে ধনাঢ্য অঞ্চলে পরিনত হয়। শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ বঙ্গীয় অঞ্চলকে প্রথমবারের মত একত্রিত করে বাংলা ভাষাকে রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতায় অনন্য মাত্রায় নিয়ে যায়, যা ছিল সোনার বাংলার ভিত্তিমুল, আজকার স্বাধীন বঙ্গীয় রাষ্ট্রের সূতিকাগার। ফলস্বরূপ, ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঔপনিবেশিকদের শ্যেন দৃষ্টি পড়েছিল মোঘল সাম্রাজ্যের সবচেয়ে সমৃদ্যশালী অঞ্চল বাংলার ওপর;

যেহেতু, ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর আম্রকাননে দেশীয় বেঈমান ও বিদেশী দখলদারদের যৌথ ষরযন্ত্রে কয়েকশত বছরের সকল অর্জন পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে যায়;

যেহেতু, ১৭৭৬ সালের দূর্ভিক্ষ ও ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বা জমিদারি প্রথা চালুর মধ্য দিয়ে দুই স্তরের ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই ছিল নিরন্তর;

যেহেতু, বীর চট্টলার শহীদ হাবিলদার রজব আলী খাঁর নেতৃত্বে শুরু হওয়া ১৮৫৭ সালের প্রথম আজাদীর আন্দোলন পুরো জাতির চৈতন্যকে জাগরিত করে, যা ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে শাসকগোষ্ঠীকে প্রশাসনিক ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায় বাধ্য করে, যদিও তা দীর্ঘায়িত করা যায়নি;

যেহেতু, ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়, ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ঔপনিবেশিক শাসন ও জমিদারী শোষণের অবসানের প্রত্যয়ে পাকিস্তান আন্দোলনের মাধ্যমে ১৯৪৭ সালে একটি নতুন রাষ্ট্র গঠিত হয়, যেখানে প্রজাস্বত্ত বাতিল আইন করে জমিদারি প্রথা বাতিল করাও ছিল চলমান ১৯০ বছরের লড়াইয়ের একটি অনন্য অধ্যায়;

যেহেতু, স্বাধীনতার দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ফলস্বরুপ ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট পাকিস্তান নামক রাষ্ট প্রতিষ্ঠা হলেও জন্মের অব্যবহিত পর থেকেই পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠির বৈষম্যমূলক আচরন,

গনতন্ত্রহীনতা ও পূর্বপাকিস্তানের জনগনের প্রত্যাশা পুরনে ব্যর্থ হওয়ায় বৈষম্যহীন একটা জনগনের রাষ্ট্র বানানোর আকাঙ্খা থেকে ১৯৭১ সালে আবারো মুক্তির লড়াই এ অবতীর্ন হতে হয় এই জনপদের বাসিন্দাদেরকে;

যেহেতু, স্বাধীনতার দীর্ঘদিন পরেও স্বাধীনতার ঘোষনাপত্রের তিন মূলনীতি সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার' এর ভিত্তিতে জনগনের রাষ্ট্র (রিপাবলিক) গঠনে পুরানো ব্যবস্থা ব্যর্থ ও অকার্যকর হয়ে রাষ্ট্রকাঠামো নিজেই জনগনের অধিকার রক্ষায় প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়িয়েছে এবং এজন্য রাষ্ট্রের সাথে নাগরিকের যে বন্দোবস্ত তা নতুন করে নবায়ন করা জরুরী হয়ে পড়েছে;

যেহেতু, বারবার জনগনকে একদলীয়, সামরিক-বেসামরিক ও বংশীয় স্বৈরশাসকদের শৃঙ্খলে পৃষ্ট করা হয়েছে, মুক্তির আকাঙ্খাকে ৫৩ বছর ধরে বিভিন্নভাবে ধুলিস্যাত করে দেয়া হয়েছে। বৈষম্য, গনতন্ত্রহীনতা আর জুলুমের আষ্টেপিষ্টে কোটি কোটি বনী আদমকে বন্দী করে রাখা হয়েছে এবং ২০২৪ এর জুলাই-আগষ্টে ছাত্র-জনতার এক যৌথ গনঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে চলা ফ্যাসিবাদী শোষনের অবসান হবার মধ্য দিয়ে প্রথম প্রজাতন্ত্রের পতন হয়েছে;

যেহেতু, দেশের কোটি কোটি তরুন, ফ্যাসিবাদ বিরোধী রাজনৈতিক দল, এবং নাগরিক সমাজ প্রায় দুই হাজার শহীদের আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দেশের দেয়ালে দেয়ালে, মিছিলে আর শ্লোগানে নতুন বাংলাদেশ গড়বার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে; তাই পুরাতন আমলের বন্দোবস্ত পরিবর্তন করে নতুন সামাজিক চুক্তি প্রনয়ন জরুরী হয়ে পড়েছে;

যেহেতু, প্রথম রিপাবলিক ব্যর্থ হয়েছে এবং স্বাধীনতার ঘোষনাপত্রের আলোকে বাংলাদেশ-২.০ গড়বার লক্ষ্যে দ্বিতীয় জনতান্ত্রিক রাষ্ট্র (Second Republic), প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। সেহেতু, ১৯৪৭ এ কৃষক-প্রজার রাষ্ট্র বিনির্মান, ১৯৭১ এ বৈষম্যহীন ইনসাফভিত্তিক সমাজ গঠনের রক্তাক্ত লড়াই সহ ২০২৪ এর গনঅভ্যুত্থানের প্রত্যাশা পুরনে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচারের ভিত্তিতে, বাংলাদেশের মানুষের শত শত বছরের যাপিত জীবনের মুল্যবোধ, অভিজ্ঞতা ও ঐতিহ্যের আলোকে একটি কল্যানরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে যার মালিকানা বাংলাদেশের জনগনের উপর ন্যাস্ত করা হলো।

**রাষ্ট্র কাঠামো:** এককেন্দ্রীক, তবে সেবা ও রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্তে শক্তিশালী স্থানীয় প্রশাসন কায়েম করা হবে।

**দেশ পরিচালনার মূলনীতি:** সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং ইনসাফ।

**পরিচয়:** বাংলাদেশ রাষ্ট্রে বসবাসরত সকল নাগরিক বাংলাদেশী হিসেবে পরিচিত হবেন। তবে সকল নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠী তাদের ভাষা, ধর্ম ও জীবনাচরনকে লালন এবং সংরক্ষনের পূর্ন স্বাধীনতা ভোগ করবেন।

**রাষ্ট্রের সর্বস্তরে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও ফ্যাসীবাদ উত্থান রোধকরণ:**

বাংলাদেশ হচ্ছে মানুষের এক অনন্য সমন্বয়, যেখানে বিভিন্ন পরিবার, অঞ্চল, ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্ম-বর্ণের মানুষের মিলন ঘটেছে। এই বৈচিত্র্যময় সমাজে, বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ও মতবাদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আদর্শই হচ্ছে একটি অধিকার ও ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্রের নিশ্চয়তা। কাজেই, রাষ্ট্রকে তত্ত্ব ও মতাদর্শিক বিভাজনের উর্ধ্বে উঠে উদার গণতন্ত্র ও অধিকারভিত্তিক হতে হবে।

যদি রাষ্ট্রে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে ধর্ম বা বর্ণ নির্বিশেষে কারোর কোনো বিতর্ক বা আক্ষেপ থাকবেনা। রাষ্ট্র যদি ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকে এবং জনগণের কল্যাণকে তার প্রধান লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করে, তবে জনগণ আর ভীতি বা স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার শঙ্কায় থাকবে না। রাষ্ট্র যদি সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচারের নীতিকে কর্মপন্থা হিসেবে গ্রহণ করে তাহলে সেই রাষ্ট্র সকল ধর্ম ও মতের নাগরিকের স্বার্থ সমুন্নত করতে সক্ষম হয়। এভাবেই সরকার ও রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়ে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করে ক্রমাগত একটি কল্যাণরাষ্ট্রের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। সাম্য, মানবিক মর্যাদা, এবং সামাজিক সুবিচারের নীতি কোন ধর্মীয় আদর্শের বিরোধী নয়, বরং এগুলো সকল মানবিক গুণাবলীর প্রতি একটি নিবেদন।

শেষপর্যন্ত, রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এমন একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে যেখানে প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার সুরক্ষিত থাকবে, যা সামাজিক সাম্য, মানবিক মর্যাদা, এবং রাজনৈতিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। এই লক্ষ্যে কাজ করলে বাংলাদেশ সত্যিকার অর্থেই একটি সমৃদ্ধিশালী ও কল্যাণময় রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হবে।

**মানবাধিকার সুরক্ষা**

বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা এবং অন্যান্য মানবাধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলোর স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এবং এই ঘোষণা ও চুক্তিতে উল্লেখিত অধিকারগুলো রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা হিসেবে গণ্য হবে। নাগরিক ও মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করতে, রাষ্ট্রকে কার্যকরী এবং সুসংগঠিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

অধিকারসমূহের সুরক্ষায় রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, আইন, ও নীতি প্রণয়ন ও কার্যকর করা অপরিহার্য। এই প্রক্রিয়ায়, সামঞ্জস্যহীন আইন বা চুক্তিসমূহকে বাতিল করা হবে, যা মানুষের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করে।

**নির্বাহী বিভাগ**

বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী শাসিত সরকার পদ্ধতি কার্যকর থাকবে, যা ওয়েস্ট মিনিস্টার গণতন্ত্র মডেলের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ক্ষমা প্রদর্শনের বিষয়টি অনুচ্ছেদ ৪৯ অনুযায়ী, একটি বিশেষ কমিটি দ্বারা সম্পন্ন হবে, যা Parole Board এর আদলে গঠিত হবে। এই কমিটিতে কমিশন, প্রধান বিচারপতি, এটর্নী জেনারেল, এবং সরকার ও বিরোধী দলের মনোনীত প্রতিনিধিরা অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। এই পদ্ধতিতে, ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতা নিশ্চিত করা হবে।

**আইনসভা**

পার্লামেন্টে সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ৫০ থেকে ১০০ এ উন্নীত করা হবে, যা পুরুষ ও নারীদের জন্য উভয়ের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করবে। এই সংরক্ষিত আসনগুলো রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে

সংখ্যানুপাতিক ভিত্তিতে (Proportionate Representation) বণ্টিত হবে, যাতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমান সুযোগ নিশ্চিত হয় এবং সমাজের সব স্তরের মানুষের প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

**বিচার বিভাগ**

• **সুপ্রিম কোর্টের সংজ্ঞা সংস্কার:** সুপ্রীম কোর্টের সংজ্ঞা পরিবর্তন করতে হবে। শুধুমাত্র আপীল বিভাগ সুপ্রীম কোর্ট হিসাবে গন্য হবে। হাইকোর্ট, অধস্থন আদালত ও ট্রাইবুনাল সমুহ সুপ্রীম কোর্টের অধিনস্থ থাকিবে যা একটি সচিবালয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

• **হাইকোর্ট বেঞ্চের বিকেন্দ্রীকরণ:** বিচার ব্যবস্থাকে অধিক জনগণবান্ধব করার লক্ষ্যে হাইকোর্ট বেঞ্চের বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। বিচার ব্যবস্থাকে বিচারগ্রহিতার দোর গোড়ায় নিয়ে যেতে হবে।

• **বিচারক নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য পৃথক কমিশন:** উচ্চ আদালতের বিচারকদের নিয়োগ, পদোন্নতি এবং অপসারণের প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য একটি পৃথক কমিশন গঠন করা হবে। এটি বিচার বিভাগের স্বচ্ছতা এবং ন্যায্যতা নিশ্চিত করবে, পাশাপাশি রাজনৈতিক চাপ থেকে বিচারকদের সুরক্ষা প্রদান করবে।

• **স্থায়ী এটর্নি সার্ভিস:** Crown Procecution Service এর আদলে স্থায়ী এটর্নী সার্ভিস করতে হবে।

**সংশোধনী:**

সংবিধান সংশোধনের প্রক্রিয়া একটি গণতান্ত্রিক ও অংশীদারিত্বমূলক উপায়ে সম্পন্ন করা হবে। (১) সংসদে দুই তৃতীয়াংশ সদস্যদের সম্মতি, এবং (২) গনভোটের সমন্বয়ে সংবিধান সংশোধন করা যাবে।

**বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি**
**কেন্দ্রীয় কমিটি**
**২৭/ ৮/ এ,তোপখানা রোড়, চতুর্থ তলা,**
**সেগুনবাগিচা, ঢাকা।**

........................................................

বরাবর

অধ্যাপক আলী রীয়াজ

কমিশন প্রধান

সংবিধান সংস্কার কমিশন

জাতীয় সংসদ ভবন এলাকা

শেরে - এ -বাংলা নগর, ঢাকা।

জনাব,

আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।সংবিধান সংস্কারের প্রস্তাবনা তৈরী করতে আপনাদের তৎপরতার জন্য ধন্যবাদ।কিন্তু কমিশনের কাছে প্রস্তাবনা পাঠাতে আমরা কোন চিঠি পাইনি। কমিশন গঠনের প্রায় দুই মাস পর মাত্র গত ২৮ নভেম্বর আপনার সচিবালয় থেকে আমাদের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হয়েছে। সময় স্বল্পতার কারণে আমরা এখন কেবল সংবিধান সংস্কারের বড় দাগের কিছু প্রস্তাবনা তুলে ধরছি।

প্রস্তাবনার আগে সংবিধান সংস্কারের বিষয়ে সংক্ষেপে আমাদের অবস্থান তুলে ধরছি।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান অপরিহার্য। আপনি জানেন গণতন্ত্র মর্মবস্তুর দিক থেকে অসাম্প্রদায়িক ও সমতাধর্মী, যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের পাশাপাশি রাজনৈতিক, জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগণের অধিকার,মর্যাদা ও প্রতিনিধিত্বও নিশ্চিত করা প্রয়োজন । একইসাথে সংবিধান এটা নিশ্চিত করবে যে, রাষ্ট্র কোন নাগরিকের মতাদর্শিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়,লিংগীয় পরিচয় ও সাংস্কৃতিক বিশ্বাসের জন্য নাগরিকদের মধ্যে কোন বৈষম্য করবেনা।একইসাথে এই সংবিধান নাগরিকদের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মৌলিক গণতান্ত্রিক ও মানবিক অধিকারের এমন সুরক্ষা নিশ্চিত করবে যা সাংবিধানিক বা প্রশাসনিক কোন আইন,বিধি বা অধ্যাদেশ দিয়ে বাতিল,সংকুচিত বা স্থগিত রাখতে পারবেনা।

এই ধরনের একটি গণতান্ত্রিক, বৈষম্যহীন, সমতাধর্মী ও অসাম্প্রদায়িক সংবিধান ব্যতিরেকে একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী রাষ্ট্র ও সমাজ নির্মাণের কোন অবকাশ নেই।২০২৪ এ ছাত্র শ্রমিক জনতার গণঅভ্যুত্থান পরিবর্তনের বিপুল প্রত্যাশা ও আকাংখার জন্ম দিয়েছে সত্য, কিন্তু আপনি নিশ্চয় একমত হবেন যে, সাংবিধানিকভাবে এই ধরনের প্রত্যাশা পূরণের জন্য সমাজের মধ্যে যে মতাদর্শিক - রাজনৈতিক চৈতন্য ও বোঝাপড়া দরকার বাস্তবে তা এখনও গড়ে উঠেনি।আর এই বিষয়ে রাজনৈতিক দল ও বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিসরের গুরুত্বপূর্ণ অংশীজনদের মধ্যে রাজনৈতিক সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত না হলে গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রনয়ণ বা সংবিধানের কাংখিত সংশোধন করাও

সম্ভব হবেনা।রাজনৈতিক অংশীজনেরা যদিএই ধরনের পুনর্লিখিত বা সংশোধিত সংবিধান কার্যকরি করতে অংগিকারাবদ্ধ না থাকেন তাহলে সংবিধানের গণতান্ত্রিক সংস্কারের উদ্যোগও পুরোপুরি সফল হবেনা।

বস্তুগত এই পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে বিদ্যমান সংবিধান কতখানি গণতান্ত্রিক করা যায়, সংবিধান কিভাবে একটা বহুত্ববাদী

সমাজে নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকারের পরিসর বৃদ্ধি করতে পারে, সরকারকে কিভাবে দায়বদ্ধ ও জবাবদিহিমূলক করা যাবে এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রের তিন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যৌক্তিক ও ভারসাম্যমূলক সম্পর্ক নিশ্চিত করা যাবে- সংবিধান সংস্কারে এই দিকগুলোই মনোযোগের কেন্দ্রে থাকা উচিৎ।

সংবিধান সংস্কারে বড়দাগে আমাদের কয়েকটি প্রস্তাবনা নিম্নরূপ -

১। সংবিধানের প্রথম ভাগে ৭এর ক এবং ৭এর খ বাতিল করা।

২। ২এর ক এবং ৪ এর ক সহ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র( Proclamation of Independence) অনুযায়ী এমনভাবে পুনর্বিন্যস্ত ও পুনর্লিখন করা দরকার যাতে তা ঘোষণাপত্রের স্পিরিটকে ধারণ করে।

৩। সংবিধানের মৌলিক অধিকার অনুচ্ছেদ সংশোধনে এই মূল প্রতিপাদ্যটি পরিস্কার উল্লেখ থাকা দরকার যে, ' রাষ্ট্র নাগরিকদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক বিশ্বাস বা শ্রেণি,বর্ণ, গোত্র বা লিংগীয়' পরিচয়ের কারণে তাদের গণতান্ত্রিক ও মানবিক অধিকারের ক্ষেত্রে কোনরুপ বৈষম্য করবেনা।

৪। অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান ও কর্মসংস্থানকে মৌলিক মানবাধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে রাষ্ট্র কর্তৃক তা বাস্তবায়নে বাধ্যবাধকতার আইনী কাঠামো প্রনয়ণ করা দরকার।

৫। গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলতে সংবিধানের অগণতান্ত্রিক, সাম্প্রদায়িক, বৈষম্যমূলক ও ক্ষুদ্র জাতিস্বত্তাবিদ্বেষী ধারাসমূহ বাতিল করা দরকার।

৬। সাংবিধানিক স্বৈরতন্ত্রের উৎস প্রধানমন্ত্রীকেন্দ্রীক জবাবদিহিহীন স্বেচ্ছাচারী কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা ব্যবস্থার বদল ঘটিয়ে জাতীয় সংসদ, নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার পৃথকীকরন ও যৌক্তিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা দরকার।

৭। ন্যায়পাল ও সাংবিধানিক আদালত প্রতিষ্ঠা এবং নির্বাচন কমিশনসহ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের নিয়োগের জন্য সাংবিধানিক কমিশন গঠনের বিধান থাকা দরকার।

৮। সাংবিধানিক স্বৈরতন্ত্রের উৎস সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংস্কার সরকার গঠনে আস্থাভোট ও অর্থবিল ব্যতিরেকে সংসদ সদস্যরা সকল বিলে স্বাধীন মতামত প্রদান ও জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

৯। প্রতি ৬ মাস পরপর সংসদ সদস্যরা যাতে তাদের ভোটারদের কাছে জবাবদিহি করেন সেই ব্যবস্থা চালু করা দরকার।

১০। ক।জাতীয় সংসদের মেয়াদ ৪ বছর নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

খ। সংসদের আসন ন্যুনতম ৪০০ শত করা।

গ। সংরক্ষিত নারী আসনের বিধান বাতিল করেঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে ১০০ নারী আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।

ঘ। দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন করা।উচ্চ কক্ষের সদস্য হবে ১৫০জন।

ঙ। প্রত্যক্ষ নির্বাচনের পাশাপাশি সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি চালু করা।নিম্নকক্ষের ১০০ শত আর উচ্চকক্ষের ১৫০জন দলসমূহের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যানুপাতিক হারে নির্বাচিত হবেন।

১১। ক। সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভার নির্বাহী ক্ষমতায় ভারসাম্য আনা প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রী পরিষদের এক নম্বর সদস্য, তার উপরে কেউ নন- তা নিশ্চিত করা।

খ। পরপর দুই মেয়াদের বেশী কেউ প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করতে পারবেননা।

১২।ক। প্রধানমন্ত্রীর সাথে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার যৌক্তিক ভারসাম্য নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

খ। রাষ্টপতি সংবেদনশীল বা গুরুত্বপূর্ণ কোন বিল প্রয়োজনে পুনর্বিবেচনার জন্য জাতীয় সংসদ বা মন্ত্রী পরিষদে ফেরত পাঠাতে পারবেন।

১৩। ভোটাধিকার নিশ্চিত অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির গুণগত উত্তরণ না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচনকালীন দল নিরপেক্ষ তদারকি সরকার ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।

১৪। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ সমগ্র রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে আসতে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা সন্নিবেশিত করা প্রয়োজন।

আবারও প্রীতি ও শুভ কামনা।

সাইফুল হক

সাধারণ সম্পাদক

বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি

ই মেইল saifulhuq888 @gmail.com

মোবাইল - ০১৭১১১ ৮২০৫৯

সংহতি প্রতিরোধ পুনর্গঠন

জাতীয় নাগরিক কমিটি
Jatiya Nagorik Committee

Rupayan Trade Center,
114 Kazi Nazrul Islam Ave, Dhaka-1205
queries.jnc@gmail.com
+880 1759-209177
http://www.nagorikcommittee.org

## জাতীয় নাগরিক কমিটির সংবিধান প্রস্তাব



সংবিধান সংস্কার কমিশনের আহ্বানের ভিত্তিতে জাতীয় নাগরিক কমিটির সংবিধান প্রস্তাবঃ

১. বিদ্যমান সংবিধানের সংস্কার নয়; সম্পূর্ণ নতুন সংবিধান প্রণয়ন করতে হবে।

২. বিদ্যমান সংবিধানের ৪(ক) -এর ন্যায় কোনো অনুচ্ছেদ থাকবে না। সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহে কেবলমাত্র জাতীয় প্রতীক প্রদর্শিত হবে।

৩. মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণাপত্রকে প্রথম রিপাবলিকের প্রস্তাবনা হিসেবে গ্রহণ করে তা সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

৪. দ্বিতীয় রিপাবলিকের প্রোক্লেমেশন জারি করে তা নতুন সংবিধানের প্রস্তাবনা হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

৫. নতুন লিগ্যাল ফ্রেমঅর্ডারের অধীন গণপরিষদ নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সংবিধান প্রণয়ন করতে হবে। সংবিধান প্রণয়ন সম্পন্ন হলে উক্ত গণপরিষদই আইনসভায় রূপ নেবে।

৬. ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের সকল অংশীজনের কাছ থেকে পাওয়া প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংবিধান সংস্কার কমিশন কর্তৃক প্রণীত প্রস্তাব কেবল সরকারের কাছে নয়; বরং সকল অংশীজনের কাছেই পাঠাতে হবে এবং তাদের মতামতের ভিত্তিতে চূড়ান্ত হওয়া খসড়া গণপরিষদে উত্থাপিত হবে। এটাই হবে গণপরিষদের সংবিধান বিতর্কের মূল দলিল।

৭. সকল স্তরের জনগণের মতামত গ্রহণ করতে হবে। কেবল ওয়েবসাইটে মতামত গ্রহণের মাধ্যমে এ কাজ করা সম্ভব নয়।

৮. সংবিধানে প্রত্যেক জাতিসত্তার স্বীকৃতি থাকতে হবে। বাংলাদেশের নাগরিকগণ 'বাংলাদেশি' হিসেবে পরিচিত হবে।

৯. সংবিধানের প্রস্তাবনায় গণসার্বভৌমত্বের (Popular Sovereignty) স্বীকৃতি থাকতে হবে।

১০. সংবিধানে গণভোটের বিধান থাকতে হবে।

01.12.24
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী
আহ্বায়ক
জাতীয় নাগরিক কমিটি

01-12-24
আখতার হোসেন
সদস্য সচিব
জাতীয় নাগরিক কমিটি

01.12.24
সামান্তা শারমিন
মুখপাত্র
জাতীয় নাগরিক কমিটি

www.facebook.com/JatiyaNagorik x.com/JatiyaNagorik instagram.com/JatiyaNagorik

জাতীয় নাগরিক কমিটি
Jatiya Nagorik Committee

Rupayan Trade Center,
114 Kazi Nazrul Islam Ave, Dhaka-1205
queries.jnc@gmail.com
+880 1759-209177
http://www.nagorikcommittee.org

১১. গণভোট ছাড়া কেবলমাত্র আইনসভার দুই-তৃতীয়াংশের জোরে সংবিধান সংশোধন করা যাবে না।

**মূলনীতি**

সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ন্যায়বিচার, নাগরিক অধিকার, গণতন্ত্র



**রাষ্ট্রপতি**

১. রাষ্ট্রপতি রিপাবলিকের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হবেন। রিপাবলিকের সকল কর্ম তাঁর নামেই সম্পাদিত হবে। জনগণের সরাসরি ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন। দুইবারের বেশি কেউ রাষ্ট্রপতি হতে পারবেন না। একজন রাষ্ট্রপতি পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী পদে নির্বাচন করতে পারবে না।

২. রাষ্ট্রপতি সংসদের উভয়কক্ষের যৌথসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের আস্থাভাজনকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেবেন। এছাড়া আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে মনোনীত ব্যক্তিকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দেবেন। অন্যান্য সাংবিধানিক পদেও আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিয়োগ দেবেন।

৩. রাষ্ট্রপতি দণ্ড মওকুফ বা ক্ষমা ঘোষণা করতে পারবেন। তবে এক্ষেত্রে সংসদের উচ্চ কক্ষের প্রস্তাব/পরামর্শ লাগবে।

৪. রাষ্ট্রপতি যেকোনো আইন-বিধান-বিধি-প্রবিধান-নীতি বা চুক্তি/স্মারক অনুমোদন বা স্বাক্ষরের আগে সংবিধানানুগ হয়েছে কিনা তা পরীক্ষার জন্য সুপ্রীম কোর্টের সংশ্লিষ্ট বিভাগে মতামতের জন্য পাঠাতে পারবেন।

৫. যেকোনো ব্যক্তি, সংস্থা, কর্মবিভাগ সম্পর্কে তদন্ত/নিরীক্ষার জন্য ন্যায়পালকে নির্দেশ দিতে পারবেন।

৬. অধ্যাদেশ প্রণয়নের আগে তা ক্রমানুসারে সংসদের উচ্চকক্ষ বা সংসদীয় কমিটি বা সুপ্রীম কোর্টের সংশ্লিষ্ট বিভাগের মতামত/পরামর্শ গ্রহণ করবেন।

৭. যেকোনো বিষয়ে আলোচনার জন্য রাষ্ট্রপতি সংসদে প্রস্তাব পাঠাতে পারবেন।

৮. রাষ্ট্রপতির কাস্টিং ভোট থাকবে। রাষ্ট্রপতি তিন বাহিনীর প্রধান থাকবেন এবং জরুরি অবস্থা বিষয়ে উচ্চকক্ষ সিদ্ধান্ত নেবে। জরুরি অবস্থা ঘোষণার জন্য সংসদের উভয়কক্ষের সভায় পাশ হওয়া প্রস্তাব রাষ্ট্রপতির কাছে আসতে

01.12.24
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী
আহ্বায়ক
জাতীয় নাগরিক কমিটি

01.12.24
আখতার হোসেন
সদস্য সচিব
জাতীয় নাগরিক কমিটি

01.12.24
সামান্তা শারমিন
মুখপাত্র
জাতীয় নাগরিক কমিটি

জাতীয় নাগরিক কমিটি
Jatiya Nagorik Committee

Rupayan Trade Center,
114 Kazi Nazrul Islam Ave, Dhaka-1205
queries.jnc@gmail.com
+880 1759-209177
http://www.nagorikcommittee.org

হবে। নিম্নকক্ষের অনুপস্থিতিতে কেবল উচ্চকক্ষ প্রস্তাব পাঠাতে পারবে। জরুরি অবস্থা চলাকালীন মৌলিক অধিকার রদ করা যাবে না।

৯. কেবল সংসদ নেতার পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি সময়ের আগে সংসদ ভেঙ্গে দিতে পারবেন।



**প্রধানমন্ত্রী**

১. প্রধানমন্ত্রী হলে তিনি একইসাথে নিজ দলের প্রধান এবং সংসদ নেতা হতে পারবেন না।

২. জীবনে দুইবারের বেশি কেউ প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না এবং প্রধানমন্ত্রী হবার পর রাষ্ট্রের আর কোনো পদেই তিনি আসীন হবেন না। কোম্পানি বা ব্যবসায়ী উদ্যোগের ক্ষেত্রেও বিধি-নিষেধ থাকবে। প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় সকল সম্পদ এবং সম্পত্তি স্টেট ব্যাংকের অধীনে চলে যাবে।

৩. কোনো সাংবিধানিক পদের নিয়োগে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিতে পারবেন; তবে তা পালন করা রাষ্ট্রপতির জন্য আবশ্যকীয় হবে না (Non-binding Effect)। সাংবিধানিক পদে নিয়োগ ও অপসারণ আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে। সাংবিধানিক পদে আসীন কাউকে অপসারণ করার ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর থাকবে না।

৪. ৭০ অনুচ্ছেদের কঠোরতা খর্ব করতে হবে। সংসদ সদস্যগণ দল বদল করলে তথা অন্য কোনো রাজনৈতিক দলে যোগ দিলে বা দলের প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করলে বা অব্যাহতি দেয়া হলে তার সাংসদ পদ শুন্য হবে। আস্থা ভোটে দলের বিপরীতে ভোট দেয়া যাবে না। অন্য যেকোনো বিষয়ে তিনি স্বাধীন থাকবেন, দলের বিরুদ্ধে ভোট দিতে পারবেন।

৫. সরকারের মেয়াদ হবে ৪ বছর।

৬. প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রীসভার যাবতীয় সিদ্ধান্ত রদ করা বা চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা সংসদীয় দলের থাকবে। প্রধানমন্ত্রী হবেন সম ব্যক্তিদের মাঝে প্রথম তথা প্রধানমন্ত্রী ক্রমবিচারে প্রথম হবেন; ক্ষমতা বিচারে নয় (the first among the equals)। মন্ত্রীসভার সদস্যদের প্রধানমন্ত্রী চয়ন করবেন। তবে সংসদের তাতে অনুমোদন নিতে হবে। প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীদের দপ্তর বন্টন করবেন এবং রদবদল করতে পারবেন। তবে অপসারণ করতে হলে সংসদের অনুমোদন নিতে হবে।

01.12.24
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী
আহবায়ক
জাতীয় নাগরিক কমিটি

01-12-24
আখতার হোসেন
সদস্য সচিব
জাতীয় নাগরিক কমিটি

01.12.24
সামান্তা শারমিন
মুখপাত্র
জাতীয় নাগরিক কমিটি

জাতীয় নাগরিক কমিটি
Jatiya Nagorik Committee

Rupayan Trade Center,
114 Kazi Nazrul Islam Ave, Dhaka-1205
queries.jnc@gmail.com
+880 1759-209177
http://www.nagorikcommittee.org

৭. সংসদীয় কমিটির ক্ষমতা বাড়াতে হবে। মন্ত্রীসভার যাবতীয় সিদ্ধান্ত সংসদীয় কমিটি চ্যালেঞ্জ করতে পারবে। শুনানি এবং সুপারিশের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত আইনসভায় পাঠাবে মন্ত্রীসভা। সুপারিশ আইনসভায় ভোটাভুটির মুখোমুখি হবে।



৮. প্রধানমন্ত্রী জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেয়ার অধিকারী হবেন। তবে তা পালন করা রাষ্ট্রপতির জন্য আবশ্যকীয় হবে না (Non-binding Effect)। আইনসভাই কেবল সিদ্ধান্ত নেবে। তবে জরুরি আইন/আদেশ সর্বোচ্চ আদালতের কাছে পাঠাতে হবে। আদালত আইনটির সাংবিধানিকতা/অসাংবিধানিকতা সম্পর্কে রায় দেবেন।

৯. প্রধানমন্ত্রী প্রতিরক্ষা ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত বাহিনীগুলার রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের প্রধান হবেন। কোনো বাহিনীই সরাসরি তার অধীন থাকবে না। প্রতিরক্ষা বা স্বরাষ্ট্র কোন মন্ত্রণালয়ই প্রধানমন্ত্রী নিজে প্রধান হিসেবে থাকতে পারবে না। বাহিনীর 'চেইন অব কমান্ড' আইন ও বিধি দ্বারা সঙ্গত থাকবে। চেইন অব কমান্ডে হস্তক্ষেপ হবে অবৈধ। তবে যেকোনো কার্যের সঠিকতা সম্পর্কে জবাবদিহি থাকবে।

১০. কোনো আদালতই প্রধানমন্ত্রীকে অপসারণে রায় ঘোষণা করতে পারবেন না। কেবল সংসদ কর্তৃক আস্থাভোটই হবে তাকে অপসারণের বৈধ উপায়।

১১. সাংবিধানিক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী যেন একক কর্তৃত্ব ভোগ না করেন, সেই ব্যবস্থা করতে হবে।

১২. প্রধানমন্ত্রী পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন করতে পারবেন। প্রধানমন্ত্রী নিম্নকক্ষের প্রধান থাকবেন এবং যে কোনো পলিসি তৈরির মাধ্যমে জনগণের কল্যাণে রাষ্ট্রের কাজ করবেন। নির্বাহী বিভাগ পরিচালনা করবেন প্রধানমন্ত্রী। তবে নিয়োগের ক্ষমতা থাকবে না প্রধানমন্ত্রীর হাতে। যেকোনো নিয়োগ প্রদান করবে উচ্চকক্ষ। নিম্নকক্ষ বা প্রধানমন্ত্রীর কোনো অনুমতি লাগবে না।

সংসদ (পার্লামেন্ট)

সংসদ বা পার্লামেন্ট হবে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট। উচ্চকক্ষের নাম হবে জাতীয় পরিষদ এবং নিম্নকক্ষের নাম হবে আইনসভা।

| | | |
|---|---|---|
| 01.12.24 | 01-12-24 | 01.12.24 |
| নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী | আখতার হোসেন | সামান্তা শারমিন |
| আহ্বায়ক | সদস্য সচিব | মুখপাত্র |
| জাতীয় নাগরিক কমিটি | জাতীয় নাগরিক কমিটি | জাতীয় নাগরিক কমিটি |

জাতীয় নাগরিক কমিটি
Jatiya Nagorik Committee

Rupayan Trade Center,
114 Kazi Nazrul Islam Ave, Dhaka-1205
queries.jnc@gmail.com
+880 1759-209177
http://www.nagorikcommittee.org

১. সংসদ (পার্লামেন্ট) হবে জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতার রক্ষক। এটি দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট হবে। উচ্চকক্ষ জাতীয় পরিষদ এবং নিম্নকক্ষ আইনসভা নামে পরিচিত হবে। উচ্চকক্ষ রাষ্ট্রপতির অধীনে; নিম্নকক্ষ প্রধানমন্ত্রীর অধীনে থাকবে। উচ্চকক্ষের সদস্যদের নিয়ে কিছু সংসদীয় কমিটি হবে, এই কমিটি নিম্নকক্ষের কাজ তদারকি করবে এবং গণশুনানি করতে পারবে। উচ্চকক্ষ পরপর তিনবার কোনো আইন পাশ না করলে তা গণভোটে যাবে। উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষ উভয়ের মেয়াদ ৪ বছর হবে।



২. জাতীয় পরিষদে ১০০ আসন থাকবে। নির্বাচন হবে সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতিতে। আইনসভায় ৩০০ টি আসন থাকবে।

৩. জাতীয় পরিষদের ১০০ আসনের মধ্যে কমপক্ষে ৩৩ টি আসনে পেশাজীবী-কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-আইনজীবী-চিকিৎসক-প্রকৌশলী-কৃষিবিদ-সাংবাদিকসহ আইনদ্বারা তফসিলভুক্ত পেশা এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মানুষকে মনোনয়ন দিতে হবে।

৪. আইনসভায় ৩০০ আসনে সরাসরি প্রার্থিরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। সংরক্ষিত আসন রাখা যেতে পারে।

৫. রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনে দুই কক্ষের সভা একসঙ্গে বসবে।

৬. উভয়কক্ষে পৃথকভাবে পাশ হবার পরই কেবল আইন প্রণয়ন হবে।

৭. উভয় কক্ষের সমন্বয়ে সর্বদলীয় সংসদীয় কমিটি গঠন করা হবে। সংসদীয় কমিটি মন্ত্রণালয়ের যেকোনো সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে তা সংসদের বিবেচনায় পেশ করতে পারবে।

৮. সকল সাংবিধানিক পদ ও মন্ত্রীসভা সদস্য নিয়োগের পূর্বে তাকে জাতীয় পরিষদের শুনানিতে বাধ্যতামূলক উপস্থিত হতে হবে। ফলাফল অসন্তোষজনক হলে তাঁকে নিয়োগ করা যাবে না।

১০. আইনসভা ও জাতীয় পরিষদের সদস্য এবং তাদের পরিবারের সম্পদের হিসাব বছরে দুইবার জনগণের সামনে হাজির করতে হবে। সম্পদ বৃদ্ধি বৈধ উপায়ে ও যৌক্তিকভাবে হয়েছে কি না তা দুর্নীতি দমন কমিশন নির্ধারণ করবে।

01.12.24
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী
আহ্বায়ক
জাতীয় নাগরিক কমিটি

01-12-24
আখতার হোসেন
সদস্য সচিব
জাতীয় নাগরিক কমিটি

01.12.24
সামান্তা শারমিন
মুখপাত্র
জাতীয় নাগরিক কমিটি

প্রতিরোধ পুনর্গঠন

# জাতীয় নাগরিক কমিটি
Jatiya Nagorik Committee

Rupayan Trade Center,
114 Kazi Nazrul Islam Ave, Dhaka-1205
queries.jnc@gmail.com
+880 1759-209177
http://www.nagorikcommittee.org



সংসদ নেতা

১. প্রধানমন্ত্রী, সংসদ নেতা এবং রাজনৈতিক দলের প্রধান ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি হবেন।

২. সংসদের জরুরি বৈঠক আহ্বানে রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও সংসদ নেতা পরামর্শদানের অধিকারী হবেন।

৩. সংসদীয় দলের বৈঠকে তিনি সভাপতিত্ব করবেন। নির্বাচনী মেনিফেস্টো লঙ্ঘন হলে তিনি তা সংসদে উত্থাপন করবেন।

৪. সংসদীয় কমিটি গঠনে নিজ সংসদীয় দলের পক্ষে তিনিই প্রস্তাব আনবেন এবং সংসদ তা চূড়ান্ত করবে।

বিরোধী দলীয় নেতা

বিরোধী দলীয় নেতা ছায়া-মন্ত্রীসভা গঠনের অধিকারী হবেন। সংসদীয় কমিটিগুলোকে সরকারের নীতির সমালোচনা প্রেরণ করবেন।

বিচার বিভাগ

১. স্বাধীন বিচার বিভাগ গঠন করতে হবে। সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠন করতে হবে। সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠিত হবে প্রধান বিচারপতি, বর্তমান আপীল বিভাগের ২ জন সর্বজ্যেষ্ঠ বিচারপতি, বর্তমান হাইকোর্ট বিভাগের ২ জন সর্বজ্যেষ্ঠ বিচারপতি। যার একজন আইনজীবী থেকে বিচারপতি হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত সর্বজ্যেষ্ঠ, অপরজন হবেন অধস্তন আদালতের বিচারক থেকে বিচারপতি হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত সর্বজ্যেষ্ঠ।

২. বিচারক নিয়োগে রাষ্ট্রপতির কাছে পরামর্শ প্রধান বিচারপতি পাঠাবেন না। পাঠাবে সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল। বিচারক নিয়োগে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকতে হবে। আপিল বিভাগের সকল বিচারপতিকে নিয়োগের আগে পার্লামেন্টারি শুনানির মুখোমুখি হতে হবে। বেঞ্চ গঠন ক্ষমতাও সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের হাতে থাকবে।

৩. বিচার বিভাগের জন্য প্রধান বিচারপতির অধীনে আলাদা সচিবালয় থাকতে হবে।

৪. কোনো বিচারকের বিরুদ্ধে চাকরিতে থাকাবস্থায় এবং অবসরকালীন কেবল বিচার সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে কোনো ফৌজদারি অভিযোগের তদন্ত সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল করবে। অন্য কেউই নয়।

01.12.24
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী
আহ্বায়ক
জাতীয় নাগরিক কমিটি

01-12-24
আখতার হোসেন
সদস্য সচিব
জাতীয় নাগরিক কমিটি

01.12.24
সামান্তা শারমিন
মুখপাত্র
জাতীয় নাগরিক কমিটি

জাতীয় নাগরিক কমিটি
Jatiya Nagorik Committee

Rupayan Trade Center,
114 Kazi Nazrul Islam Ave, Dhaka-1205
queries.jnc@gmail.com
+880 1759-209177
http://www.nagorikcommittee.org

৫. সংবিধানের সংশোধনীসহ যেকোনো বিধান বা অনুচ্ছেদকে চ্যালেঞ্জ করে যেকোনো আইনী প্রক্রিয়া সুপ্রীম কোর্টের বৃহত্তর বেঞ্চে শুরু হবে। এই বেঞ্চ কেবল এই ধরণের শুনানির জন্যই গঠিত হবে। এতে প্রধান বিচারপতিসহ দুইয়ের অধিক বিচারপতিদের বেঞ্চ বসবে।



~~৬. সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল আপীল বিভাগের এক-তৃতীয়াংশ জ্যেষ্ঠ বিচারপতি এবং প্রধান ন্যায়পাল ও স্পীকারের সমন্বয়ে গঠিত হবে।~~ বি: দ্র: বিচার বিভাগ প্রস্তাবের ১ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। সংশোধিত — 3.12.24 সংশোধিত — 03.12.

৭. অধস্তন আদালতের উপর কর্তৃত্ব এবং বিচারক নিয়োগ সুপ্রীম কোর্টের তত্ত্বাবধায়নে হবে। অধস্তন আদালতের বিচারক পদায়ন বা বদলী সংক্রান্ত সকল নিয়ন্ত্রণ প্রধান বিচারপতির হাতে থাকবে। উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত আদালত স্থাপিত হতে হবে।

৮. প্রতি বিভাগে হাইকোর্টের বেঞ্চ থাকবে। অ্যাপিলেট ডিভিশন বলে আলাদা কিছু থাকবে না। 'সুপ্রীম কোর্ট' নামে একক একটি কোর্ট থাকবে, যা অ্যাপিলেট ডিভিশন হিসাবে কাজ করবে।

প্রধান ন্যায়পাল

১. রাষ্ট্রের একজন প্রধান ন্যায়পাল এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত আরও সংখ্যক ন্যায়পাল থাকবেন।

২. সরকারি ও তার অধীন কর্মবিভাগসমূহ ছাড়াও রিপাবলিকের সীমানায় অবস্থিত সকল সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান আইনানুগ ও বিধি সম্মতভাবে কর্মপ্রক্রিয়া সম্পাদন করছেন কিনা তা ন্যায়পাল তদন্ত/নিরীক্ষণ করবেন। প্রয়োজনীয় আইন-বিধি প্রণয়নে সংসদ ও রাষ্ট্রপতির কাছে প্রস্তাব পাঠাতে পারবেন।

৩. প্রধান ন্যায়পাল ও ন্যায়পালের অপসারণ/অভিশংসন হবে জাতীয় পরিষদে।

৪. প্রধান ন্যায়পাল কেবল জাতীয় পরিষদ ও তার অধীন কমিটিসমূহের কাছে জবাবদিহি করবেন।

৫. মহা হিসাব নিরীক্ষক জাতীয় পরিষদ রিপোর্ট পেশ করবেন। হিসাব নিরীক্ষকদের যে কোনো সময় উচ্চ কক্ষের কমিটি তলব করে শুনানি করতে পারবে।

01.12.24
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী
আহবায়ক
জাতীয় নাগরিক কমিটি

01-12-24
আখতার হোসেন
সদস্য সচিব
জাতীয় নাগরিক কমিটি

01.12.24
সামান্তা শারমিন
মুখপাত্র
জাতীয় নাগরিক কমিটি

জাতীয় নাগরিক কমিটি
Jatiya Nagorik Committee

Rupayan Trade Center,
114 Kazi Nazrul Islam Ave, Dhaka-1205
queries.jnc@gmail.com
+880 1759-209177
http://www.nagorikcommittee.org

মৌলিক অধিকার

বিদ্যমান সংবিধান মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দেয় না, হরণ করে মাত্র। শর্ত সাপেক্ষে যৌক্তিক বাধা নিষেধ ইত্যাদি উঠিয়ে দিয়ে মৌলিক অধিকারকে নিরঙ্কুশ করতে হবে।



স্থানীয় সরকার

স্থানীয় শাসন নয়, আইনসভার প্রভাবমুক্ত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রয়োজন। দলীয় প্রতীকে নির্বাচন আয়োজন বন্ধ করতে হবে। সংসদ সদস্যরা স্রেফ আইন প্রণয়ন করবেন। স্থানীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা করবেন। সকল স্থানীয় নির্বাচনে অনূর্ধ্ব ৩০ বছর বয়সীদের জন্য নতুন পদ সৃষ্টি করে তাদেরকে নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

জাতীয় নির্বাচন

১. নির্বাচন কমিশনের স্বাধীন সচিবালয় থাকবে। এর জন্য নির্বাচনকালীন বাজেট বরাদ্দ হবে। কমিশনার নিয়োগে নীতিমালা থাকবে। কমিশনারদেরকে উচ্চকক্ষে পাবলিক হিয়ারিংয়ের মুখোমুখি হওয়ার পর নিয়োগ দেয়া হবে।

২. রাষ্ট্রকে সরকারের নির্বাহি বিভাগের হস্তক্ষেপের বাইরে আনা গেলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার আর প্রয়োজন হয় না। তবে আগামী দুই নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হতে পারে।

৩. জাতীয় নির্বাচনের সময় সরকার শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক কাজ পরিচালনা করবে, কোনো সিদ্ধান্ত ও আইন প্রণয়ন ইত্যাদি করতে পারবে না। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ নিরাপত্তা বাহিনী এবং প্রশাসন নির্বাচনের আগের তিন মাস নির্বাচন কমিশনের অধীনে চলে আসবে।

৪. সকল পোলিং এজেন্টের উপস্থিতিতে ভোট গণনা করা হবে। রেজাল্ট শিটে সকল পোলিং অফিসার ও প্রার্থীর এজেন্টদের স্বাক্ষর থাকতে হবে।

৫. ভোটাধিকারপ্রাপ্ত যেকোনো নাগরিক জাতীয় নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবে।

৬. প্রবাসীদের ভোট দেয়ার বিধান চালু করতে হবে।

01.12.24
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী
আহবায়ক
জাতীয় নাগরিক কমিটি

01-12-24
আখতার হোসেন
সদস্য সচিব
জাতীয় নাগরিক কমিটি

01.12.24
সামান্তা শারমিন
মুখপাত্র
জাতীয় নাগরিক কমিটি

* সৃষ্টি সেবার এবাদত - ই ন সা নি য়া ত * * জীবন বস্তুর উর্ধ্বে এবং দুনিয়া সব মানুষের * * সর্ব কল্যাণের এক পথ - ই ন সা নি য়া ত *

# ইনসানিয়াত বিপ্লব, বাংলাদেশ
# Humanity Revolution, Bangladesh

ইনসান (Life above everything) -ইনসানিয়াত (Humanitarian sight, right, values & freedom) -খেলাফতে ইনসানিয়াত (Sovereignty of life & state & world of humanity)
প্রত্যেক মানুষের জীবনের আত্ম মালিকানা ও দুনিয়ার সম্মিলিত মালিকানার ভিত্তিতে ধর্মীয় মূল্যবোধের আলোকধারায় একক গোষ্ঠীর স্বৈরতামুক্ত অসাম্প্রদায়িক সর্বজনীন গণতান্ত্রিক মানবিক রাষ্ট্র এবং সত্য ও সম্পদের মুক্ত প্রবাহের ধারায় মানবিক সাম্যের রূপরেখায় মুক্ত মানবিক বিশ্বব্যবস্থার লক্ষ্যে বস্তুর উর্ধ্বে মানবসত্তার ভিত্তিতে জীবনের আত্মিক প্রাকৃতিক রাজনৈতিক দর্শন ও দল -

ইসি নিবন্ধন নং: ০৪৬

সূত্রঃ

তারিখঃ ০৪/১২/২০২৪

বরাবরে
অধ্যাপক আলী রীয়াজ
প্রধান, সংবিধান সংস্কার কমিশন
ব্লক-১, এমপি হোস্টেল, জাতীয় সংসদ ভবন এলাকা, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা।

**বিষয়ঃ সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব।**

আসসালামু আলাইকুম,
আপনার নেতৃত্বাধীন সংবিধান সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকে ইনসানিয়াত বিপ্লবের কাছে সংবিধান সংস্কারে প্রস্তাব চাওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

মানবিক সাম্য, মানবিক মর্যাদা, জনগণের রাষ্ট্রীয় মালিকানা, মানবতার রাজনীতি, মানবতার রাষ্ট্র, গোষ্ঠীবাদি স্বৈররাজনীতি ও অভ্যন্তরীন জবরদখল থেকে রাষ্ট্র ও জনগণের মুক্তি, জীবনের স্বাধীনতা, মানবিক গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সংবিধান সংস্কারে ইনসানিয়াত বিপ্লবের প্রস্তাবাবলী এতদসঙ্গে পেশ করা হলো।

ইনসানিয়াত বিপ্লবের নির্বাচনী প্রতীক

ধন্যবাদান্তে

**শেখ রায়হান রাহবার**
মহাসচিব
ইনসানিয়াত বিপ্লব, বাংলাদেশ
মোবাইলঃ ০১৭৮৬ ২৭ ২৮ ২৯
ইমেইলঃ humanityrevolutionbangladesh@gmail.com

**Central Office: House #02 (1st Floor), Road #16/A-23/C, Gulshan-1, Dhaka-1212.**
Telephone: +880248810484, Fax: +880248810485, Mobile: 01786 27 28 29 Email: humanityrevolution@outlook.com

# সংবিধান সংস্কারে ইনসানিয়াত বিপ্লব Humanity revolution এর প্রস্তাবাবলী।

– আল্লামা ইমাম হায়াত

*(মানবতার রাজনীতির প্রবর্তক)*


ইনসানিয়াত বিপ্লব, বাংলাদেশ - *Humanity revolution, Bangladesh*

humanityrevolutionbangladesh@gmail.com InsaniyatbiplobBangladesh AllamaImamHayat 01786272829

Web: https://humanityrevolutionbd.org

### ছক ১- সংবিধানের সংস্কার প্রস্তাব

সংবিধানের নিম্নোক্ত বিষয়সমূহে আপনার দল কি ধরণের সংস্কার প্রস্তাব করছে, তা বর্ণনা করুন।

রাষ্ট্রের সর্বস্তরে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও ফ্যাসিবাদ উত্থান রোধকরণ

উপরোক্ত উল্লেখিত বিষয়ে আমরা ইনসানিয়াত বিপ্লব, বাংলাদেশ Humanity revolution, Bangladesh এর বিশ্বাস এই যে -

সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, জবাবদিহিতা না থাকা এবং এ বিষয়গুলোর বিপরীতে স্বৈরাচার ও ফ্যাসিবাদের উত্থানের মূলে আছে একক গোষ্ঠীবাদি রাষ্ট্রব্যবস্থা আর একক গোষ্ঠীবাদি রাষ্ট্রের মূলে আছে একক গোষ্ঠীবাদি রাজনীতি ও একক গোষ্ঠীবাদি রাজনৈতিক দল।

নিম্নোক্ত দুই উপায়ে একক গোষ্ঠীবাদি রাজনীতি ও একক গোষ্ঠীবাদি রাজনৈতিক দল হয় -

(১) একক ধর্মের নামে ধর্মের মানবিক শিক্ষার বিপরীতে অন্য সকল ধর্ম মত পথ চেতনা বিশ্বাস আদর্শের সব মানুষের জীবন-নাগরিকত্ব-অধিকার-স্বাধীনতা-মালিকানার বিপরীতে রাষ্ট্রকে একক ধর্মবাদি একক গোষ্ঠীবাদি রাজনীতির মাধ্যমে।

(২) সকল বস্তুর উর্ধে মানবসত্তা ও অখন্ড মানবজাতীয়তার বিপরীতে ভাষা-গোত্র-দেশ-রাষ্ট্র-বর্ণ-লিঙ্গ-শ্রেনী-পেশা-বর্ডার ইত্যাদি ভিত্তিক বস্তুবাদি চেতনা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদি বিভেধ বৈষম্য ভিত্তিক একক গোষ্ঠীবাদি রাজনীতির মাধ্যমে।

তাই আমরা দৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করি যে, রাষ্ট্রের মালিক একক গোষ্ঠী নয় এবং জীবন ও জগতের দয়াময় স্রষ্টা ও স্রষ্টার মহান রাসুল প্রদত্তভাবে প্রতিটি মানুষ তার নিজ জীবনের মালিক এবং রাষ্ট্রের মালিক সকল জনগণ বিধায় -

বস্তুর উর্ধে মানবসত্তা তথা জীবনের আত্মমালিকানার স্বীকৃতি ও সর্বজনীন মানবতার রাজনীতির মাধ্যমে রাজনীতির সংস্কার অর্থাৎ সাংবিধানিক ভাবে একক গোষ্ঠীবাদি রাজনীতি দূর না করে এবং রাষ্ট্র সবার সব মানুষের এক ধর্ম-এক জাতি-এক দল-এক গোষ্ঠীর নয় এটা সাংবিধানিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত না করে কখনোই কোন ব্যবস্থাতেই মানবিক সাম্য ও মানবিক মর্যাদা, সব নাগরিকের সমান অধিকার ও সব নাগরিকের জীবনের স্বাধীনতা যেমন প্রতিষ্ঠা অসম্ভব, তেমনি অভ্যন্তরীন গোষ্ঠীগত ধর্মগত মতবাদগত দলগত জবরদখল থেকে রাষ্ট্র ও জীবনের স্বাধীনতা-অধিকার-নাগরিকত্ব রক্ষা অসম্ভব।

তাই সব নাগরিকের সমান অধিকার মর্যাদা নাগরিকত্ব রক্ষা এবং একক গোষ্ঠীর দখল থেকে রাষ্ট্র রক্ষা তথা স্বৈরাচার ও ফ্যাসিবাদ থেকে রাষ্ট্র ও জনগণকে রক্ষায় অপরিহার্য অবিকল্প অনিবার্য জরুরী বিষয় হলো -

দয়াময় স্রষ্টার মহান রাসুল প্রদত্ত সব মানুষের প্রতিনিধিত্বশীল সব মানুষের কল্যাণে সব মানুষের মানবিক স্বার্থের রক্ষক রাজনীতি প্রবর্তন করা, যার অপরিহার্য মৌলিক সংস্কার ও শর্ত হচ্ছে রাজনৈতিক দল হতে হলে রাষ্ট্র সবার সব মানুষের- রাষ্ট্র কোন এক ধর্ম এক মতবাদ এক গোষ্ঠীর নয় স্বীকার করতে হবে।

পৃষ্ঠাঃ ১/১৩

আর এজন্য বাস্তব অপরিহার্য জরুরী শর্ত হলো রাজনৈতিক দল হতে হলে সব মানুষের কল্যাণে সব মানুষের প্রতিনিধিত্বশীল ও সব মানুষের মানবিক স্বার্থের রক্ষক হতে হবে, রাজনৈতিক দল হতে হলে কোন একক ধর্ম ও একক জাতীয়তাবাদ ও একক মতবাদ ভিত্তিক হতে পারবে না। একক ধর্ম একক জাতীয়তাবাদ ও একক মতবাদ ভিত্তিক রাজনীতি হতে পারবে না।

যেহেতু একক ধর্ম একক জাতীয়তাবাদ একক মতবাদ ভিত্তিক দল সব মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে না, সব মানুষের কল্যাণ ও সব মানুষের মানবিক স্বার্থের ধারক ও রক্ষক নয়, বরং একক গোষ্ঠী স্বার্থের রক্ষক অন্য সবার অধিকারের বিপরীত এবং রাষ্ট্রকেই সবার অধিকারের বিপরীতে একক গোষ্ঠীর জবরদখল ও একক গোষ্ঠীর স্বার্থের হাতিয়ার করে ফেলে সবার অধিকারের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

তাই রাষ্ট্র রক্ষায় ও মানবিক সাম্য রক্ষায় সব নাগরিকের অধিকার রক্ষায় ইনসানিয়াত বিপ্লব Humanity revolution এর প্রস্তাব এই যে-

সংবিধানে ১৫২ অনুচ্ছেদ রাজনৈতিক দলের ব্যাখ্যায় এবং
সংবিধানে রাজনৈতিক দলের মৌলিক শর্ত হিসেবে বিশেষ অনুচ্ছেদ যুক্ত হোক যে, একক ধর্ম- একক জাতীয়তাবাদ - একক মতবাদ ভিত্তিক দল সামাজিক দল ও নিজেদের ধর্ম-জাতি-মতবাদের অভ্যন্তরীন নিজেদের গোষ্ঠীগত দল হতে পারবে- কিন্তু রাজনৈতিক দল হতে পারবে না। রাজনীতি সর্বজনীন মানবতা ভিত্তিক হতে হবে এবং রাজনৈতিক দল একক গোষ্ঠীর নয়, রাজনৈতিক দল অবশ্যই সব মানুষের প্রতিনিধিত্বশীল হতে হবে।

**রাষ্ট্রের মালিকানা নামে-**

সংবিধানে অনুচ্ছেদ ১- এর উপ অনুচ্ছেদ যুক্ত করে বা রাষ্ট্রের মালিকানা নামে নতুন অনুচ্ছেদ যুক্ত করে ঘোষনা করতে হবে যে, - রাষ্ট্রের মালিক সকল জনগণ।

রাষ্ট্রের চরিত্র নামে- সংবিধানে অনুচ্ছেদ ১ এর উপ অনুচ্ছেদ বা রাষ্ট্রের চরিত্র নামে নতুন অনুচ্ছেদ যুক্ত করতে হবে যে, রাষ্ট্র সর্বজনীন মানবতা ভিত্তিক হবে, রাষ্ট্র একক গোষ্ঠী ভিত্তিক হবে না।

সংবিধানে রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল নামে বিশেষ অনুচ্ছেদ যুক্ত করে বা বর্তমান ১৫২ অনুচ্ছেদে যুক্ত করতে হবে যে, রাজনীতি সব মানুষের প্রতিনিধিত্বশীল হবে- একক গোষ্ঠী ভিত্তিক নয় এবং রাজনৈতিক দল সব মানুষের প্রতিনিধিত্বশীল হতে হবে একক ধর্ম- একক জাতীয়তাবাদ- একক মতবাদ ভিত্তিক বা নামে হতে পারবেনা এবং একক ধর্ম একক বস্তুবাদি জাতীয়তাবাদ একক শ্রেনী মতবাদের নামে রাজনৈতিক দল বৈধতা ও নিবন্ধন হবে না।

পৃষ্ঠাঃ ২/১৩

**মানবাধিকার সুরক্ষা**

মানবাধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে ইনসানিয়াত বিপ্লব, বাংলাদেশ Humanity revolution, Bangladesh এর বিশ্লেষণ ও সমীক্ষা এই যে,

মানবাধিকার লঙ্ঘন ও উৎখাত কেবল কোনো একদিক থেকে নয়, অনেক দিক থেকে লঙ্ঘিত ও ধ্বংস হয়। মানবাধিকার রাষ্ট্রীয় ভাবে সরকারি দিক থেকে যেমন লঙ্ঘিত ও উৎখাত হয় তেমনি ব্যক্তিগত ও সামাজিক ভাবে এবং গোষ্ঠীবাদি স্বৈররাজনীতির মাধ্যমেও মানবাধিকার লঙ্ঘিত ও উৎখাত হয়।

ইনসানিয়াত বিপ্লব Humanity revolution স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করে যে, মানবাধিকার রক্ষার জন্য মানবিক মানুষ-মানবিক সমাজ-মানবিক রাজনীতি- মানবতার রাষ্ট্র ও মানবতার দুনিয়া অপরিহার্য। ইনসানিয়াত বিপ্লবের দিক থেকে মানবাধিকার বিষয়টি অনেক ব্যাপক ও জীবনের আত্মিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সবদিক জড়িত বিষয়।

ইনসানিয়াত বিপ্লব Humanity revolution মানবাধিকার রক্ষায় ও প্রতিষ্ঠায় সাংবিধানিক ভাবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জীবন ও মানবাধিকারের অবিচ্ছেদ্য ও অপরিহার্য শর্ত ও রাষ্ট্রীয় কর্তব্য হিসেবে সংবিধানে মৌলিক মানবাধিকার নামে বিশেষ অনুচ্ছেদ সংযুক্ত করার প্রস্তাব করছি -

মানবাধিকার প্রথমতঃ জীবনের সত্য উপলব্ধি হিসেবে জীবনের স্রষ্টা ও স্রষ্টার আলো স্রষ্টার বন্ধন স্রষ্টার রেসালাত উপলব্ধি করার সুযোগ ও অনুকূল শিক্ষা ও পরিবেশ বজায় থাকা। সকল বস্তুর উর্ধে স্রষ্টার নামে স্রষ্টার আলোকে মানুষ হিসেবে নিজের মানবসত্তা ও আত্মপরিচয় এবং জীবনের লক্ষ্য ও গন্তব্য উপলব্ধি ব্যতিত মানবিক অস্তিত্ব ও মানবাধিকার থাকে না। মানবাধিকার মানবিক মানুষ হিসেবে মানবিক গুনাবলী -মানবিক বৈশিষ্ট্য - মানবিক চরিত্র এবং মানবাধিকার হরণকারী পরিবেশ থেকে জীবন ও মানবাধিকার রক্ষার সামাজিক রাষ্ট্রীয় পরিবেশ ও কাঠামো জারি থাকা।

মানবাধিকার দয়াময় স্রষ্টা ও তাঁর মহান রাসুল প্রদত্ত প্রতিটি মানুষের নিজ জীবনের স্বাধীন আত্মমালিকানা ও রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও বিশ্বমালিকানা বা বিশ্বনাগরিকত্ব।

মানবাধিকার নিজ নিজ ধর্ম-বিশ্বাস-চেতনা-জাতীয়তা-আদর্শ-দর্শন-মত-পথ-সংস্কৃতি নিয়ে নিরাপদে আতঙ্কমুক্ত ভাবে অন্য কারো কাছে জবাবদিহি না করে চলতে পারা।

মানবাধিকার প্রতিটি মানুষের নিরাপদ জীবন-আতঙ্কমুক্ত জীবন-জুলুমমুক্ত জীবন-অন্য কোন ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের অন্যায় অনধিকার প্রভুত্বমুক্ত গতিশীল জীবন।

মানবাধিকার প্রতিটি মানুষের জীবনের স্বাধীনতা।

মানবাধিকার প্রতিটি মানুষের রুটিরুজি আয় উপার্জনের সুযোগ, রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও বিশ্বসম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদে সব মানুষের জন্য স্রষ্টা প্রদত্ত মালিকানা অধিকার তথা মানবতার অর্থনীতি।

মানবাধিকার প্রতিটি মানুষের জন্য জীবনের শিক্ষা ও জীবনের দক্ষতা ও সক্ষমতা অর্জনের সুযোগ ও স্বাবলম্বী জীবনের সুযোগ প্রাপ্তি।

মানবাধিকার প্রতিটি মানুষের নিরাপদ আবাস নিবাস বাস্তু ও নিরাপদ আশ্রয় নিশ্চিত করা।

মানবাধিকার প্রতিটি মানুষের তার নিজের অর্জিত ও উত্তরাধিকার প্রাপ্ত সম্পদের উপর যেকোন প্রশ্নমুক্ত জবাবদিহিমুক্ত নিরাপদ নিরঙ্কুশ মালিকানা।

মানবাধিকার জীবনের সকল সংকটে অসুস্থতায় রাষ্ট্রীয়-পারিবারিক-সামাজিক-ধর্মীয়-মানবিক সাহায্য পাওয়া।

মানবাধিকার প্রতিটি মানুষের আপনজনের সান্নিধ্য-ভালোবাসা-দায়িত্ব-পারস্পরিক সাহায্য সুযোগ যোগাযোগ ও প্রতিটি মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নয়নের সুযোগ এবং তার জীবনের আগে পরে তার সম্মান।

পৃষ্ঠাঃ ৩/১৩

**নির্বাহী বিভাগ**

নির্বাহী বিভাগ সম্পর্কে ইনসানিয়াত বিপ্লব Humanity revolution এর প্রস্তাব এই যে, নির্বাহী বিভাগ জনগণের সেবা ও সুরক্ষা ভিত্তিক হতে হবে, নির্বাহী বিভাগ জনগণের নির্বাচিত ও জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল এবং জনগণের কাছে দায়বদ্ধ ও প্রত্যক্ষ জবাবদিহী হতে হবে। নির্বাহী বিভাগ অবশ্যই জুলুমমুক্ত ও পক্ষপাতমুক্ত এবং দুর্নীতিমুক্ত ও জনগণের সংকটে প্রতিটি মানুষের রক্ষক দায়িত্বশীল হতে হবে। নির্বাহী বিভাগের সকল সংস্থা ও সকল বাহিনীর সকল অনুমানভিত্তিক-সন্দেহমূলক-নিপীড়নমূলক-শত্রুতামূলক-ষড়যন্ত্রমূলক-রাজনৈতিক চক্রান্তমূলক ও প্রমাণহীন অভিযোগমূলক সকল গ্রেফতার ও অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ থাকতে হবে।

**আইনসভা**

আইনসভা সম্পর্কে ইনসানিয়াত বিপ্লব Humanity revolution এর প্রস্তাব এই যে, আইনসভা অবশ্যই কোন দলীয় বা কোন গোষ্ঠীগত স্বার্থের ধারক না হয়ে প্রতিটি মানুষ সব মানুষ সব শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব হিসেবে শপথ নিতে হব। এজন্য দলীয় নির্বাচনী ম্যানিফেস্টো বা কোন কিছুই জনবিরুদ্ধ মানবতা বিরুদ্ধ গোষ্ঠী স্বার্থভিত্তিক হতে পারবে না। আইনসভা মানবাধিকার বিরুদ্ধে কোন আইন পাস করতে পারবেনা তা নিশ্চিত করতে হবে। নির্বাহী বিভাগকে যেমন আইন সভার কাছে দায়বদ্ধ ও জবাবদিহি থাকতে হবে তেমনি আইন সভাকেও জনগণের কাছে দায়বদ্ধ ও জবাবদিহি থাকতে হবে।

**বিচার বিভাগ**

বিচার বিভাগ সম্পর্কে ইনসানিয়াত বিপ্লব Humanity revolution এর প্রস্তাব এই যে, মানবতার বিরুদ্ধে সকল আইন রহিত করে মানবাধিকার ভিত্তিক হতে হবে সকল আইন। আইনের অপব্যবহার করে যেন ক্ষমতাসীনমহল কোন মানুষ কোন দল বা কোন ধর্ম মত পথের ক্ষতি করতে না পারে তা সুনিশ্চিত করতে হবে। বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগের আজ্ঞাবহ না হয়ে মানবতা ভিত্তিক ও জনস্বার্থ ভিত্তিক প্রকৃত সুবিচার ভিত্তিক হতে হবে। আর এজন্য যথাযথ সাংবিধানিক সুরক্ষা ও বিচারক নিয়োগ দলীয় গোষ্ঠীগত যাতে না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। জনগণের পক্ষ থেকে যেকোনো রায় চ্যালেঞ্জ করার বিশেষ সাংবিধানিক সুপ্রিম রিভিউ পরিষদ থাকতে হবে।

পৃষ্ঠাঃ ৪/১৩

ছক-২

**সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে সুনির্দিষ্ট সংস্কার প্রস্তাব**

| অধ্যায় | অনুচ্ছেদ | বর্তমান ভাষ্য | প্রস্তাব | যৌক্তিকতা |
|---|---|---|---|---|
| প্রথম অধ্যায় | অনুচ্ছেদ-১ | বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যাহা " গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ" নামে পরিচিত হইবে। | প্রজাতন্ত্র ও গণপ্রজাতন্ত্রী শব্দদ্বয় সংশোধন করে যথাক্রমে জণতন্ত্র ও মানবিক জণতান্ত্রিক বা মানবিক গণতান্ত্রিক শব্দে প্রতিস্থাপিত করা হোক। | প্রজা শব্দটি মানুষ ও নাগরিক হিসেবে অমর্যাদাকর, মানবতাবিরুদ্ধ, ধর্মবিরুদ্ধ, দাসতান্ত্রিক, উপনিবেসিক, সামন্তবাদি শব্দ। |
| প্রথম অধ্যায় | অনুচ্ছেদ-৪ | জাতীয় সঙ্গীত, পতাকা ও প্রতীক | জাতীয় সঙ্গীত, পতাকা ও প্রতীক এই অনুচ্ছেদ ও এই অনুচ্ছেদের (১) (২) (৩) (৪) দফা সমূহ থেকে "জাতীয়" শব্দের পরিবর্তে "রাষ্ট্রীয়" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হোক। | রাষ্ট্র ও জাতীয়তা এবং জাতীয়তাবাদ ভিন্ন বিষয়। রাষ্ট্রীয় বিষয় ও জাতীয় এক কথা নয়। একই রাষ্ট্রে নাগরিকত্ব এক হলেও জাতীয়তা যার যার বিশ্বাস নির্ভর ভিন্ন ভিন্ন, রাষ্ট্রীয় বিষয়কে জাতীয় বিষয় বলা হলে জাতীয়তা ক্ষুন্ন হয়। |
| প্রথম অধ্যায় | অনুচ্ছেদ-৪ক | জাতির পিতার প্রতিকৃতি। | জাতির পিতার প্রতিকৃতি এই অনুচ্ছেদটি সম্পূর্ণ বাতিল করা হোক। | আল্লাহতাআলা তাঁর বাণীতে হজরত আদম আলাইহিস সালামকে প্রাকৃতিকভাবে মানবজাতির পিতা এবং হজরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামকে মুসলিম জাতির পিতা উল্লেখ করেছেন। আর কাউকে জাতির পিতা মান্য করা বাধ্যতামূলক নয়। এছাড়া বিষয়টি সবার বিশ্বাস ও জাতীয়তার সাথে সংগতিপূর্ণ নয় এবং রাষ্ট্র ও জনগণের উপর বাধ্যতামূলক চাপিয়ে দেয়া অন্যায়। |

পৃষ্ঠাঃ ৫/১৩

| অধ্যায় | অনুচ্ছেদ | বর্তমান ভাষ্য | প্রস্তাব | যৌক্তিকতা |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| প্রথম অধ্যায় | অনুচ্ছেদ-৬ এর (১) | বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে। | বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে- এখানে "আইনের দ্বারা" বাতিল করে এ রাষ্ট্রের সীমানায় জন্মগ্রহণকারী সকলের জন্মগত ও বংশগত ও আইনের উর্ধে স্রষ্টা প্রদত্ত ও রহিতের অযোগ্য প্রাকৃতিক চিরন্তন হিসেবে থাকিবে বলিয়া প্রতিস্থাপিত হোক। | প্রাকৃতিক বিষয় ও আইনি বিষয় এক নয়, প্রাকৃতিক বিষয় স্রষ্টা নির্ধারিত স্থায়ী বিষয়, আইনি বিষয় মানুষ নির্ধারিত অস্থায়ী বিষয়। জীবন ও কোনো জনপদের রাষ্ট্রীয় নাগরিকত্ব সে জনপদের সবার জন্য আইনের উর্ধে ও রাষ্ট্রের উর্ধে স্রষ্টাপ্রদত্ত অলংঘনীয় প্রাকৃতিক মৌলিক অধিকার। জন্মগত ও বংশগত নাগরিকত্ব আর অন্য রাষ্ট্রের আইনগত নাগরিকত্ব এক নয়। |

পৃষ্ঠাঃ ৬/১৩

| অধ্যায় | অনুচ্ছেদ | বর্তমান ভাষ্য | প্রস্তাব | যৌক্তিকতা |
|---|---|---|---|---|
| প্রথম অধ্যায় | অনুচ্ছেদ-৬ এর (২) | বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালী ও নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন। | বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালী ও নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন - এই অনুচ্ছেদে বাঙ্গালী শব্দটি বাতিল করিয়া - বাংলাদেশের জনগণ প্রত্যেকের যার যার বিশ্বাস ধর্ম-দর্শন মোতাবেক যার যার জাতীয়তা নিয়ে চলতে লিখতে বলতে পারবেন এবং কোন বিশেষ জাতীয়তাবাদ কারো উপর চাপিয়ে দেয়া হবে না-লিখা হোক। বাংলাদেশের সকল নাগরিকের রাষ্ট্রীয় নাগরিকত্ব বাংলাদেশী-এটা লিখা ও প্রতিস্থাপিত হোক। | রাষ্ট্র ও জাতি এবং জাতীয়তা ও জাতীয়তাবাদ এক বিষয় নয়। ভাষাগত পরিচয়-নাগরিকত্ব জাতীয়তা এক বিষয় নয় ভিন্ন বিষয়। প্রাকৃতিক মানবজাতীয়তা ও ঈমানী জাতীয়তা পরস্পর বিপরীত নয় কিন্তু ঈমানগত ও বিশ্বাসভিত্তিক জাতীয়তা ও মানবজাতীয়তার সাথে বস্তুবাদি জাতীয়তাবাদ তথা ভাষাগত জাতীয়তাবাদ- রাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবাদ- গোত্রগত জাতীয়তাবাদ- ভৌগলিক জাতীয়তাবাদ- বর্ণগত জাতীয়তাবাদ- লিঙ্গগত জাতীয়তাবাদ বিপরীত দ্বান্দ্বিক ও আদর্শিক সংঘাতমূলক। রাষ্ট্রে সবাই একই নাগরিকত্ব কিন্তু একই ধর্ম বা একই জাতীয়তা জাতীয়তাবাদ বা একই মতবাদ নয় বা একই ভাষা নয়। রাষ্ট্র সব ধর্ম সব মত-পথ-আর্দশ-দর্শন-বিশ্বাস-জাতীয়তা-জাতীয়তাবাদ সবাইকে নিয়ে সবার স্বাতন্ত্র্য স্বকীয়তা রক্ষা করে কেবল দেশাত্মতা ও নাগরিকত্বের ভিত্তিতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ রাখবে। রাষ্ট্র কারো উপর তার ধর্ম-বিশ্বাস-আর্দশ-জাতীয়তার বিপরীত কিছু চাপিয়ে দিয়ে বা নিষিদ্ধ করে জীবন অস্বীকার ও জীবনের আদর্শিক স্বাধীনতা রুদ্ধ ও হরণ করতে পারে না। |

পৃষ্ঠাঃ ৭/১৩

| অধ্যায় | অনুচ্ছেদ | বর্তমান ভাষ্য | প্রস্তাব | যৌক্তিকতা |
|---|---|---|---|---|
| প্রথম অধ্যায় | অনুচ্ছেদ-৭ক-(১) এর (ক) (খ), (২) এর-(১) (ক) (খ) | (ক) এই সংবিধান বা ইহার কোন অনুচ্ছেদ রদ রহিত বা বাতিল বা স্থগিত করিলে কিংবা উহা করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহন বা ষড়যন্ত্র করিলে; কিংবা (খ) ইহার কোন বিধানের প্রতি নাগরিকদের আস্থা, বিশ্বাস বা প্রত্যয় পরাহত করিলে কিংবা উহা করিবার উদ্যোগ গ্রহন বা ষড়যন্ত্র করিলে- তাহার এই কার্য রাষ্ট্রদ্রোহীতা এবং ঐ ব্যক্তি রাষ্ট্রদ্রোহীতার অপরাধে দোষী হইবে। (২)-এর-(১)(ক) দফায় বর্ণিত কোনো কার্য করিতে সহযোগিতা বা উস্কানী প্রদান করিলে; কিংবা (খ) কার্য অনুমোদন, মার্জনা, সমর্থন বা অনুসমর্থন করিলে একই অপরাধ হইবে- | এ অনুচ্ছেদ ও দফাগুলো মৌলিক অধিকার ও নাগরিক অধিকারের সম্পূর্ণ বিপরীত ও রুদ্ধকর বিধায় সম্পূর্ণ বাতিল করা হোক এবং কোন এলাকা সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে রাষ্ট্র বিভক্ত বা অন্য রাষ্ট্রের কাছে রাষ্ট্র তুলে দেয়া ছাড়া কোন কিছুই রাষ্ট্রদ্রোহীতা বলে গণ্য হবেনা বলে প্রতিস্থাপিত হোক। | সময়ের প্রয়োজনে মানুষের রচিত রাষ্ট্রীয় সংবিধান পরিবর্তন সর্বোচ্চ দন্ড মৃত্যুদন্ডযোগ্য অপরাধ সাব্যস্ত করা জীবন ও সত্য অস্বীকার এবং নিজেদেরকে জীবনের মালিক তথা স্রষ্টা সমতুল্য দাবি করার সমার্থক চরম মিথ্যার স্বৈরদস্যুতন্ত্র। এহেন সত্যবিরুদ্ধ-জীবনবিরুদ্ধ-মানবাধিকারবিরুদ্ধ মতবাদ সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্র ও জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়া রাষ্ট্রকে একক গোষ্ঠীগত-দলগত- মতবাদগত কারাগার ও কসাইখানায় পরিনত করার চরম অপরাধ। |

পৃষ্ঠাঃ ৮/১৩

| অধ্যায় | অনুচ্ছেদ | বর্তমান ভাষ্য | প্রস্তাব | যৌক্তিকতা |
|---|---|---|---|---|
| প্রথম অধ্যায় | অনুচ্ছেদ-৭খ | সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সংবিধানের প্রস্তাবনা, প্রথম ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, দ্বিতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, নবম-ক ভাগে বর্ণিত অনুচ্ছেদ সমূহের বিধানাবলী সাপেক্ষে তৃতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ এবং একাদশ ভাগের ১৫০ অনুচ্ছেদসহ সংবিধানের অন্যান্য মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ সমুহের বিধানাবলী সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, রহিতকরণ কিংবা অন্য কোন পন্থায় সংশোধনের অযোগ্য হইবে। | সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলী সংশোধনে অযোগ্য হইবে- মর্মে এই অনুচ্ছেদ সংশোধন করে জনগণের সম্মিলিত মালিকানা ভিত্তিক রাষ্ট্র ও সংবিধানের মৌলিক মানবিক চরিত্র চিরঅক্ষুন্ন রেখে সংবিধানের যে কোন অনুচ্ছেদ জনগণের সম্মিলিত প্রমাণিত অভিসারে জনগণের প্রয়োজনে সংশোধন করা যাবে মর্মে প্রতিস্থাপিত হোক। | কেবল জীবন ও জগতের স্রষ্টা ও স্রষ্টার রেসালাতের নির্দেশিত এবং জীবন ও মানবতার চিরন্তন সত্য মৌলিক প্রাকৃতিক বিধানাবলী ছাড়া কতিপয় লোকের তৈরি সময়ের আইন বিধান পরবর্তিতে অপ্রয়োজনীয় বা বিশেষ স্বার্থের আইন বিধান প্রমাণিত হলে জীবন মানবতা ও রাষ্ট্রের কল্যাণে সংশোধন করা যাবে না মর্মে সংবিধানে বিধিবদ্ধ করা সত্য-ন্যায়-জীবন-অধিকার-মানবতা অস্বীকার ও রুদ্ধ করা যা মেনে নেয়া মিথ্যা ও অন্যায়-অবিচার স্বৈরতার কাছে আত্মসর্মপন। |

পৃষ্ঠাঃ ৯/১৩

| অধ্যায় | অনুচ্ছেদ | বর্তমান ভাষ্য | প্রস্তাব | যৌক্তিকতা |
|---|---|---|---|---|
| প্রথম অধ্যায় | অনুচ্ছেদ-৮-এর-(১) | (১) জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা- এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে। | অনুচ্ছেদ-৮-এর-(১) দফার জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্র এই দুই শব্দ বাতিল করে যথাক্রমে ধর্মের মৌলিক সত্য ও মানবিক মূল্যবোধ, জনগণের রাষ্ট্রীয় মালিকানা, জীবনের স্বাধীনতা ও বৈষম্যমুক্ত মানবধিকার নীতিমালা ও শব্দে প্রতিস্থাপিত হোক। উপরোক্ত সংশোধনীয় আলোকে অনুচ্ছেদ-৯ ও অনুচ্ছেদ-১০ রহিত ও অনুচ্ছেদ-১২ সংশোধিত হোক। | মানবজাতীয়তা জীবনের প্রাকৃতিক সত্য, ঈমানী জাতীয়তা জীবনের স্রষ্টা ভিত্তিক ও স্রষ্টার রেসালাত ভিত্তিক ঈমানী সত্য। যার যার ধর্ম-বিশ্বাস-দর্শন- চেতনার ভিত্তিতে যার যার জাতীয়তা তার তার মৌলিক আত্মিক অস্তিত্বের সাথে জড়িত যার বিপরীত কোনো জাতীয়তা বা জাতীয়তাবাদ চাপিয়ে দেয়া অস্তিত্ব হানিকর বিষয়। বস্তুবাদি জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্র উভয় মতবাদের উৎস বস্তুবাদ আর বস্তুবাদের উৎস নাস্তিকতাবাদ। জীবন ও জগতের স্রষ্টায় বিশ্বাসী ও জীবনের সত্যে বিশ্বাসী কোনো মানুষই বস্তুবাদি জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্র জীবন ও রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে মেনে নিয়ে স্রষ্টাদ্রোহী রেসালাতদ্রোহী-সত্যদ্রোহী-অস্তিত্বদ্রোহী-জীবনদ্রোহী-মানবতাদ্রোহী- প্রকৃতিদ্রোহী এবং অস্তিত্ববিনাশী চরম মিথ্যা ও জীবনের চরম ধ্বংসযজ্ঞ কাছে আত্মসর্মপন করে নিজের ও সমগ্রমানবমন্ডলীর অস্তিত্ব বিনাশ ও বিসর্জন করতে পারে না। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী এসব মতবাদ পোষন করলে সেটা রাষ্ট্র ও জনগণের উপর সাংবিধানিক ভাবে চাপিয়ে দিয়ে সবাইকে মিথ্যার দাস ও নিজেদের দাস বানাতে পারেন না। |

পৃষ্ঠাঃ ১০/১৩

| অধ্যায় | অনুচ্ছেদ | বর্তমান ভাষ্য | প্রস্তাব | যৌক্তিকতা |
|---|---|---|---|---|
| প্রথম অধ্যায় | অনুচ্ছেদ-৪৮এর(১) | ১) বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রপতি থাকিবেন, যিনি আইন অনুযায়ী সংসদ-সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন। | রাষ্ট্রপতি সংসদ সদস্যগণ এর পরিবর্তে সরাসরি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন বলে প্রতিস্থাপিত হোক। | যেহেতু সরকার প্রধান বা প্রধানমন্ত্রী সংসদ সদস্যগণের ভোটে নির্বাচিত হন, ফলে সংসদে প্রধানমন্ত্রীর একচ্ছত্র আধিপত্য ও কতৃত্ব থাকে, তাই সংসদ কতৃক রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলে প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছাই প্রতিফলিত হয়, ফলে রাষ্ট্রপতির আলাদা বাস্তব আস্তিত্ব ও স্বকীয়তা থাকে না, ফলে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর একান্ত আজ্ঞাবহ হয়ে পড়েন এবং রাষ্ট্র ও জনগণের প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতি কোনো মতামত দিতে পারেন না। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদ রাষ্ট্রপ্রধান সরাসরি জণনির্বাচিত হওয়া জনগণের যেমন অধিকার তেমনি রাষ্ট্রপতি পদের কার্যকারিতার জন্য জরুরী। তবে রাষ্ট্রপতি,-সরকারপ্রধান, নির্বাহী বিভাগ, আইনসভা, আদালত সব বিভাগের দায়িত্ব ও কর্তব্য ও ক্ষমতার ভারসাম্য এবং দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা অপরিহার্যভাবে থাকতে হবে। |

পৃষ্ঠাঃ ১১/১৩

| অধ্যায় | অনুচ্ছেদ | বর্তমান ভাষ্য | প্রস্তাব | যৌক্তিকতা |
|---|---|---|---|---|
| প্রথম অধ্যায় | অনুচ্ছেদ-৪২-এর (২) | ২) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার অধীন প্রণীত আইনে ক্ষতিপূরণসহ বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বা দখলের বিধান করা হইবে এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ কিংবা ক্ষতিপূরণ নির্ণয় ও প্রদানের নীতি ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট করা হইবে; তবে অনুরূপ কোন আইনে ক্ষতিপূরণের বিধান অপর্যাপ্ত হইয়াছে বলিয়া সেই আইন সম্পর্কে কোন আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না। | কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবেনা রহিত হোক এবং কোন নাগরিকের অর্জিত বা প্রাপ্ত ব্যক্তি ও পারিবারিক কোন সম্পত্তির জন্য কোন সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের কাছে জবাবদিহি করিতে হবেনা এবং রাষ্ট্র বা সারকার অন্যায় অবৈধভাবে অর্জিত প্রমাণ না করা পর্যন্ত কোন সম্পদ বাজেয়াপ্ত করতে পারবেনা বলে বিশেষ অনুচ্ছেদ যুক্ত হোক। | যার সম্পদ তার এটা জীবনের মৌলিক অধিকার যা রাষ্ট্র বা কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে না। জ্ঞাত অজ্ঞাত প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য যেভাবেই হোক যার যার অর্জিত ও উত্তরাধিকার সম্পদ অন্যায় অবৈধ অন্যের প্রমানিত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্র কারো সম্পদের তল্লাসি বা হিসাব চাওয়া বা কারো সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া বা বাজেয়াপ্ত করা মৌলিক অধিকার হরণ ও জীবনের মালিকানা অস্বীকার এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে দস্যুতার নামান্তর। আমরা দেখেছি রাজনৈতিক শত্রুতার বশবর্তী হয়ে প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করার জন্য আইন ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে সম্পদ অবৈধ উপায়ে অর্জিত ঘোষনা করে সহায়সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে বিরোধীদল দমন নিপীড়ন ধ্বংস করা হয়। |

পৃষ্ঠাঃ ১২/১৩

| অধ্যায় | অনুচ্ছেদ | বর্তমান ভাষ্য | প্রস্তাব | যৌক্তিকতা |
|---|---|---|---|---|
| প্রথম অধ্যায় | অনুচ্ছেদ- ৪৮ এর (২) | (২) রাষ্ট্রপ্রধানরূপে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের অন্য সকল ব্যক্তির উর্ধ্বে স্থান লাভ করিবেন এবং এই সংবিধান ও অন্য কোন আইনের দ্বারা তাঁহাকে প্রদত্ত ও তাঁহার উপর অর্পিত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্তব্য পালন করিবেন। | অন্য সকল ব্যাক্তির উর্ধে স্থান লাভ করিবেন- রহিত করে- তাঁর পদের মর্যাদা ও দায়িত্ব হিসেবে স্থান লাভ করিবেন প্রতিস্থাপিত হোক। | সকল ব্যক্তির উর্ধে স্থান লাভ করিবেন- এটা ধর্ম ও মানবিক মূল্যবোধের মাপকাঠিতে আপত্তিকর ও অগ্রহনযোগ্য। অস্থায়ী পদের কারনে সকল ব্যক্তির উর্ধে স্থান লাভ করিবেন এটা সাংবিধানিক আইন হয়ে যাওয়া রাজতান্ত্রিক মানসিকতার প্রকাশ। রাষ্ট্রে ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রপতির চেয়েও অনেক সিনিয়র অনেক প্রাজ্ঞ অনেক অবদানকৃত অনেক ত্যাগী অনেক বুজুর্গ মহান ব্যক্তি থাকতে পারেন। |

(১৮) **ইনসানিয়াত বিপ্লব সংবিধানের ১৫তম সংশোধনী বাতিল করে সংসদ বিলোপ করে সংসদ নির্বাচন এবং জরুরী গুরুত্বপূর্ন মৌলিক বিষয়ে সমগ্র জনগনের গণভোট পূণরায় বহাল করার প্রস্তাব করছে।**

সকল মানবিক গণতান্ত্রিক জনগণের পক্ষ থেকে
**-আল্লামা ইমাম হায়াত।**
চেয়ারম্যান, ইনসানিয়াত বিপ্লব, বাংলাদেশ

পৃষ্ঠাঃ ১৩/১৩

# বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি

**কেন্দ্রীয় কমিটি**

**মুক্তিভবন-৬ষ্ঠ তলা, ২ কমরেড মণি সিংহ সড়ক, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০**

**ফোন :** ৮৮-০২-২২৩৩৮৮৬১২, ২২৩৩৫২৪৮৩ মোবাইল : ০১৭১১৪৩৮১৮১, ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৪৭১২২৯৪৫

**ই-মেইল :** cpb.central@gmail.com, **ওয়েব-সাইট :** www.cpbbd.org


## সংবিধানের অসম্পূর্ণতা দূর করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) বক্তব্যঃ

**৮ ডিসেম্বর ২০২৪, ঢাকা**

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল গৃহীত "স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের" অঙ্গীকারকে অবলম্বন করে ১৯৭২-এ প্রণীত সংবিধানের মূলভিত্তি অর্থাৎ চার মূলনীতি ঠিক রেখে প্রয়োজনীয় সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের ত্রুটি, দুর্বলতা ও অসম্পূর্ণতা দূর করে সংবিধানের পূর্ণতা আনার জন্য সিপিবির কতিপয় প্রস্তাবনা ।

**প্রধান কয়েকটি প্রস্তাব :**

১. মূলনীতির ক্ষেত্রে আদিবিধানের ৪-নীতি বহাল রাখা।
২. সংবিধানে আদিবাসীসহ অন্যান্য জাতিসত্তার স্বীকৃতি প্রদান।
৩. জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের নিশ্চয়তা প্রদানকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে তার দায়িত্ব রাষ্ট্রের নেওয়া।
৪. রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা।
৫. দুই মেয়াদের বেশি প্রধানমন্ত্রী না হওয়া।
৬. নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ তদারকি সরকার পুনঃপ্রবর্তন করা।
৭. আর্থিক ক্ষমতার নিশ্চয়তাসহ স্থানীয় সরকারের প্রকৃত ও পূর্ণ ক্ষমতায়ন ও রাষ্ট্র প্রশাসনের গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রিকরণ করা ও বরাদ্দ এবং কাজ সুনির্দিষ্ট করা।
৮. নারী আসনের সংখ্যা বাড়ানো ও সরাসরি ভোটের ব্যবস্থা করা।
৯. সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।
—এটি না হওয়া পর্যন্ত 'না' ভোট ও প্রতিনিধি প্রত্যাহার (Right to Recal) ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।
১০. বিশেষ ক্ষমতা আইনসহ কালাকানুন বাতিল করা।

**ভূমিকা**

এই দেশের জনগণের দীর্ঘ দিনের ধারাবাহিক গণ-সংগ্রামের পরিণতিতে ১৯৭১ সালে সশস্ত্র জনযুদ্ধে হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। এসব গণ-সংগ্রামের মাধ্যমে জনগণের মাঝে রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক নীতিমালার ক্ষেত্রে এক অনন্য ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেসব নীতিমালাকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিবৃন্দ গণপরিষদ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন এবং ঐতিহাসিক **'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র'** জারি করেছিল। এই **'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র'** দেশবাসীকে ইস্পাতদৃঢ় ঐক্যে আবদ্ধ করে মরণপণ সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছিল। সেই ভিত্তিতেই ৯ মাস জুড়ে সশস্ত্র জনযুদ্ধ সংগঠিত করে লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে ঐতিহাসিক মুক্তিযুদ্ধে এক অনন্য বিজয় অর্জিত হয়েছিল।

সেই **‘স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে’** বলা হয়েছিল যে “বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করণার্থে, সার্বভৌম, গণপ্রজাতন্ত্র রূপে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করিলাম।”

দেশ হানাদার বাহিনীর হাত থেকে মুক্ত হওয়ার পর গণপরিষদ দেশের সংবিধান প্রণয়ন করেছিল। তাতে সাধারণভাবে **‘স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে’**র অঙ্গীকারের প্রতিফলন থাকলেও, কিছু ত্রুটি, ঘাটতি ও ব্যত্যয় ছিল। উপযুক্ত সংশোধণীর মাধ্যমে সেসব দুর্বলতা দূর করার বদলে, সামরিক ফরমান জারি, কর্তৃত্ববাদী হুকুমদারী ইত্যাদির মাধ্যমে সেই সংবিধানকে এমনভাবে ক্ষত-বিক্ষত করা হয়েছে যে সেটি এখন গণতন্ত্রের বাহক না হয়ে স্বৈরাচারী ফ্যাসিস্ট শাসন এবং লুটপাট-শোষণ-বৈষম্যের লালনকারী ও হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। এর প্রতিবিধানকল্পে উচ্চ আদালত একাধিকবার এসব বিকৃতিকে অবৈধ ঘোষণা করলেও লুটেরা শোষকরা সংবিধানকে আবারো ক্ষতবিক্ষেত করেছে।

এমতাবস্থায় উপযুক্ত সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের ত্রুটিগুলো দূর করে একে তার ক্ষতবিক্ষত হাল থেকে উদ্ধার করা প্রয়োজন।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে স্বাধীনতার ঘোষণপত্র ও তার আলোকে ১৯৭২ সালে গৃহীত সংবিধানের চার ‘মূলনীতিকে’ ভিত্তি হিসাবে ঠিক রেখে আমরা কয়েকটি সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থিত করছি।

জনগণের সম্মতি নিয়ে এসব সংশোধনী কার্যকর করতে হবে। অন্য কোনো পন্থায় তা স্থায়ী হবে না। এই বিষয়ে উদ্যোগ ও পদক্ষেপ নেওয়ার দায়িত্ব অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত জাতীয় সংসদেরই রয়েছে। কিন্তু এর পেছনে জনগণের সচেতন সমর্থন থাকতে হবে। তাই প্রয়োজন, সংবিধানের সংশোধনী প্রস্তাবগুলো নিয়ে সর্বস্তরের মানুষের মাঝে খোলামেলা আলোচনা হওয়া।

বর্তমান অর্ন্তবর্তীকালীন সরকার সেক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে এবং এই বিষয়ে ঐক্যমত্য গড়ে তোলার কাজ অনেকটা পরিমাণে অগ্রসর করতে সহায়ক ভূমিকা নিতে পারে।

এসব বিষয়ে আলোচনা ও মত বিনিময়ের জন্য আমরা নিম্নোক্ত প্রস্তবনাগুলো হাজির করছি। এসব প্রস্তাবসহ অন্যান্য প্রস্তাবনা নিয়ে আমরা খোলা মনে সব বিষয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত ও আগ্রহী।

**<u>প্রস্তাবিত সংশোধনীসমূহ :</u>**

**<u>প্রস্তাবনায়</u>**

পঞ্চম প্যারায় **‘এতদ্বারা’** শব্দের পর **“১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল তারিখের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে গঠিত”** শব্দসমূহ যুক্ত করতে হবে।

**<u>প্রথম ভাগ : প্রজাতন্ত্র</u>**

**২। ২ ক. এই ক্ষেত্রে সংবিধানের আদিপাঠ অনুসরণ করতে হবে, অর্থাৎ তা বাতিল হবে।**

**৩। ৪ ক. এই অনুচ্ছেদের ক্ষেত্রে সংবিধানের আদি পাঠ অনুসরণ করতে হবে, অর্থাৎ তা বাতিল হবে।**

**৪। ৬ ২. এই উপঅনুচ্ছেদটি নিম্নোক্তভাবে পুনরায় লিখিত হবে-**

**“বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে জাতি হিসাবে রহিয়াছে বাঙ্গালী এবং আদিবাসীসহ অপরাপর জাতিগোষ্ঠী এবং সকলেই সমমর্যাদাসম্পন্ন এবং রাষ্ট্রের সম্মুখে তাহারা সকলেই সমসত্ত্বাসম্পন্ন নাগরিক হিসাবে গণ্য হইবেন”**

**<u>দ্বিতীয় ভাগ : রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি</u>**

আদি সংবিধানে যা ছিলো তা হুবহু বহাল থাকবে। তবে শুধু ২টি ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সংশোধনী সম্পন্ন করতে হবে।

৫। **‘বাঙালি জাতি’** প্রথম বাক্যের এই শব্দগুলোর পর যুক্ত হবে **“ও অন্যান্য জাতি গোষ্ঠী”** এবং **“সেই বাঙালি”** শব্দগুলির পর **“.....ও অপরাপর জাতি গোষ্ঠীর”** শব্দগুলো যুক্ত হবে।

৬। ২৩ ক. এই অনুচ্ছেদটি নিম্নোক্তভাবে পুনঃলিখিত হবে-

**"রাষ্ট্র বাঙ্গালীর পাশাপাশি আদিবাসী ও অপরাপর সকল ভাষাভাষী জাতিগোষ্ঠীর অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন"**

<u>তৃতীয় ভাগ : মৌলিক অধিকার</u>

২৮. অনুচ্ছেদের পরে অথবা উপযুক্ত অন্য কোনো স্থানে নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি যুক্ত হবে-
**"প্রতিটি নাগরিকের জন্য অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরনের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের ওপর ন্যাস্ত থাকিবে"**

৮। **৩৩. এই অনুচ্ছেদের (৩), (৪), (৫) এমনভাবে সংশোধন করে পুনঃলিখন করা হবে যাতে করে নিবর্তনমূলক আইনে আটক করার বিধানের কোন প্রকার অপব্যবহার না হতে পারে এবং তা যেন একটি নিবর্তনমূলক কালোকানুনে পরিগণিত না হয়।**

৯। ৩৮. এই অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় প্যারাতে সংবিধানের আদি পাঠে যা ছিলো এইখানে হুবহু তা নিম্নোক্ত রূপে পুনঃস্থাপিত হবে-
**"তবে শর্ত থাকে যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী কোন সাম্প্রদায়িক সমিতি বা সঙ্ঘ কিম্বা অনুরূপ উদ্দেশ্য সম্পন্ন বা লক্ষ্যানুযায়ী ধর্মীয় নামযুক্ত বা ধর্মভিত্তিক অন্য কোনো সমিতি বা সংঘ গঠন করবার বা তার সদস্য হইবার অন্য বা কোনো প্রকারে তার তৎপরতায় অংশগ্রহণ করিবার কোনো অধিকার কোনো ব্যাক্তির থাকিবে না"**

১০। ৩৯ খ. **'নিশ্চয়তা'** শব্দের পরে **'দান করা হইল'** স্থলে লেখা হবে **"থাকিবে"**।

১১। ৪৮ (৩) এই অনুচ্ছেদের এই ধারায় **"...বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাতিত"** শব্দগুলোর পরে যুক্ত হবে-**"এবং ৮০(৩) দফা অনুসারে অর্থবিল ব্যাতিত অন্য কোন বিলের ক্ষেত্রে নিজস্ব বিবেচনা হইতে তাহা বা তাহার কোন সংশোধনী পুনর্বিবেচনার জন্য সংসদের কাছে ফেরত দেওয়া"** শব্দগুলো যুক্ত করা হবে।

<u>চতুর্থ ভাগ : নির্বাহী বিভাগ</u>

১২। ৫৬. (৩ক) হিসাবে নিম্নোক্ত নতুন ধারাটি যুক্ত হবে-**"তবে শর্ত থাকে যে তিনি ইতোপূর্বে দুই মেয়াদকাল প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন নাই।"**

<u>**২. ক পরিচ্ছেদ : নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার**</u>

**সংবিধানের ২. ক পরিষদ হিসাবে ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধমে যে অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত হয়েছিল এর স্থলে নির্বাচনকালীন নির্দলীয় তদারকি সরকার লেখা ও তার কাজ সুনির্দিষ্ট করা সংশোধনীসহ পুনরায় স্থাপিত হইবে।**

<u>**৩ .পরিচ্ছেদ : স্থানীয় শাসন**</u>

**১৩। ৫৯ ১. "... স্থানীয় শাসনের"** পরে **'পরিপূর্ণ'** শব্দটি যুক্ত হবে। **'স্থানীয় সরকার'** হতে পারে।

১৪। ৬০. এই অনুচ্ছেদে **"স্থানীয় প্রয়োজনে"** শব্দগুলোর পর **"জাতীয় বাজেটের সংবিধিবদ্ধভাবে নির্দিষ্টকৃত একটি অংশ বরাদ্দ করিবে এবং এই সব সংস্থাকে স্থানীয়ভাবে অবস্থা অনুযায়ী"**—এই শব্দগুলো যুক্ত হবে।

<u>পঞ্চম ভাগ : আইনসভা</u>

১৫। **৬৫ ২. সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে। এই বিষয়ে বিস্তারিত ধারা-উপধারা প্রস্তুত করতে হবে।**

১৬। **৬৫ ৩. নারী আসনে প্রত্যক্ষ ভোটে ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে এবং সে বিষয়ে বিস্তারিত ধারা-উপধারা রচনা করে তা সন্নিবেশিত করতে হবে।**

১৭। ৬৬. ৬৭. এই অনুচ্ছেদে বা অন্য কোনো উপযুক্ত স্থানে **"সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতি ব্যবস্থা প্রবর্তন"** না হওয়া পর্যন্ত **'না'** ভোট প্রদানের এবং ভোটারগণ কতৃক সংসদে তাদের প্রতিনিধিত্বকারী সদস্যকে প্রত্যাহার করার অধিকার (Right to Recall) প্রদান এবং তার প্রয়োগের বিধানসমূহ সন্নিবেশিত করতে হবে।

১৮। ৭০ (খ) **'সংসদে'** শব্দের পর **"আস্থা ভোটের ক্ষেত্রে"** শব্দগুলো যুক্ত হবে।

১৯। ৭২ **১.** এই উপধারার শেষ প্যারা **"তবে আরও শর্ত থাকে যে, ... কার্য করবেন"** বাদ যাবে (কারণ এটি সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তা অন্যত্র **৪৮ ৩. ধারায় সাধারণভাবে বর্ণীত আছে**।)

২০। ৭৫ ২. **"ষাটের"**এর স্থলে **"একশত জন"** প্রতিস্থাপিত হবে।

২১। ৭৭ **১.** প্রথম বাক্যের শেষে **"করতে পারবেন"** শব্দগুলোর স্থলে **"প্রণয়ন এবং সেই পদে ১ জন ব্যাক্তিকে নির্বাচন করিবেন"** শব্দগুলো প্রতিস্থাপিত করা হবে।

২২। ৮০ ৩. **"তহবিল ব্যাতিত অন্য কোনো বিলের ক্ষেত্রে"** এর পরে নিম্নোক্ত শব্দগুলো যুক্ত হবে **"প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ব্যতিরেকে নিজস্ব বিবেচনা হইতেও"** শব্দগুলো যুক্ত হবে।

**ষষ্ঠ ভাগ : বিচারভাগ**

বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে পরিচালনার জন্য আলোচনা করে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে।

**[অন্যান্য ভাগে কোথায় কোথায় সংশোধনী দরকার বলে আমরা মনে করি,
তা পরবর্তীতে প্রয়োজন মতো জানানো হবে]**

ধন্যবাদসহ

**(রুহিন হোসেন প্রিন্স)**
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)
**০১৭১১৪৮৯৮৩২**
hossainprince@yahoo.com.

# রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন
rastrosongskar@gmail.com


ডিসেম্বর ৯, ২০২৪

অধ্যাপক আলী রীয়াজ
কমিশন প্রধান
সংবিধান সংস্কার কবিশন
ব্লক-১, জাতীয় সংসদ ভবন এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

বিষয়: রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব

জনাব,
শুভেচ্ছা জানবেন।

সংবিধান সংস্কার কমিশনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব এই পত্রের সাথে সংযুক্ত করা হলো।

বাংলাদেশের সংবিধান রচনার শুরু থেকেই এর ভিতর কিছু অসঙ্গতি থেকে গিয়েছে। তারপর প্রায় প্রতিটি সংশোধনীতে সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষার চাইতে রাষ্ট্রের ক্ষমতা সুসংহত করার দিকেই মনোযোগ দেয়া হয়েছে। রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন এই অসঙ্গতি দূর করবার লক্ষ্যে এই সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব পেশ করছে।

আমরা আমাদের সংবিধান সংস্কার প্রস্তাবে বাংলাদেশ সংবিধানের প্রতিটি ধারার ক্ষেত্রে সংযোজন, বাতিল, সংশোধন বা অপরিবর্তিত এই চারটি বিকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। সংযোজন ও সংশোধনের ক্ষেত্রে কি লেখা হবে সেই প্রস্তাবও দেয়া হয়েছে।

সংস্কার প্রস্তাব তৈরী করতে মোটা দাগে আমরা নিচের বিষয়গুলোর দিকে মনোযোগ দিয়েছি:
১. রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসাবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার কে স্বীকৃতি দেয়ার প্রস্তাব করেছি।
২. রাষ্ট্রপতিকে অনেক ক্ষমতা দেয়ার কথা লেখা থাকলেও কলমের টানে তাকে প্রধানমন্ত্রীর আজ্ঞাবাহী করে রাখা হয়েছে। আমরা রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে প্রধানমন্ত্রীর অর্গল থেকে মুক্ত করেছি।
৩. সংসদে শক্তির ভারসাম্য নিয়ে আসতে সংসদের একাংশের জন্যে সংখ্যানুপাতিক নির্বাচনের প্রস্তাব করেছি।
৪. ক্ষমতার কার্যকর বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকারকে স্বাধীন, স্বশাসিত এবং স্বপরিচালিত করার প্রস্তাব করেছি।
৫. বিচারবিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছি।
৬. সংবিধানে অনেক স্থানে বিভিন্ন শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে।এতে নাগরিকদের অধিকার দুর্বল হয়েছে।আমরা যথা সম্ভব সেইসব শর্ত ব্যাড দিয়েছি।
৭. সুষ্ঠ নির্বাচন নিশ্চিত করতে নির্বাচন কালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার প্রস্তাব করেছি।
৮. সাংবিধানিক পদে প্রার্থী নির্বাচনে রাষ্ট্রপতিকে নাম প্রস্তাবের ক্ষমতা এবং সংসদকে সেটা অনুমোদনের ক্ষমতা দেয়ার প্রস্তাব করেছি।

প্রতিটা ধারা ধরে বিস্তৃত প্রস্তাব এই চিঠির সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।

সংস্কার প্রস্তাবের সাথে সাথে আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে জাতীয় সমঝোতায় না আসতে পারলে আমরা সংবিধানের কোনো সংস্কারকেই টেকসই করতে পারবো না। সেই লক্ষ্যে আমরা প্রস্তাব করছি সংবিধান সংস্কার কমিশন তাদের সংস্কার প্রস্তাব দেয়ার সাথে সাথে নিচের কাজগুলি বাস্তবায়ন করেন:

১. সংবিধান সংস্কার কমিশন রাজনৈতিক দল, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, সিভিল সোসাইটি, ব্যবসায়ী, শ্রমজীবী, কৃষিজীবী ও পেশাদার গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি জাতীয় সংবিধান কমিটি সৃষ্টি করতে হবে।
২. জাতীয় সংবিধান কমিটি সকল পক্ষের সমঝোতার লক্ষ্যে, সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবিত খসড়ার প্রতিটি ধারা বিবেচনা ও আলোচনা করে, সকল প্রতিনিধির সম্মতিতে একটি সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব নাগরিকদের সামনে উপস্থাপন করতে হবে।
৩. অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এই সংবিধান সংস্কার প্রস্তাবকে বৈধতা দিতে একটি সংবিধান সংস্কার সভার (গণ পরিষদের) নির্বাচন আয়োজন করতে হবে।
৪. সংবিধান সংস্কার সভা দ্রুততম সময়ের মধ্যে সংস্কার প্রস্তাব চূড়ান্ত করে সেই চূড়ান্ত সংবিধান অনুমোদনের জন্যে গণভোটের আয়োজন করতে হবে।
৫. গণভোটে সংস্কার প্রস্তাব পাস হয়ে আসলে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তর করবে।

ধন্যবাদান্তে, 9/12/24

সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব কমিটির পক্ষে
সৈয়দ হাসিবউদ্দীন হোসেন
রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন
রুম ১০-বি, মেহেরবা প্লাজা
৩৩ তোপখানা রোড, পল্টন, ঢাকা ১০০০


প্রধান কার্যালয়: ১০-বি, মেহেরবা প্লাজা, ৩৩ তোপখানা রোড, পল্টন, ঢাকা-১০০০
ফোন- ০১৮১৪ ১৪৫৭৯৪ web: www.rastrosongskar.net /rastrosongskar

## রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব

| বর্তমান সংবিধানের ধারা | প্রস্তাব | সংশোধিত লিপি |
|---|---|---|
| গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান | সংশোধন | জনগণতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান |
| প্রস্তাবনা | সংশোধন | বিস্‌মিল্লাহির-রাহ্‌মানির রাহীম<br>(দয়াময়, পরম দয়ালু, আল্লাহের নামে)<br>পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার নামে।<br><br>আমরা, বাংলাদেশের জনগণ,<br>আমাদের স্বাধীনতা অর্জন, রাষ্ট্র গঠন এবং স্বৈরাচার দূরীকরণের জনআকাঙ্ক্ষার দ্বারা সংকল্পবদ্ধ হইয়া,<br>সুদূর অতীতকাল হইতে স্বাধীনতা যুদ্ধ পর্যন্ত এবং স্বাধীনতার পর হইতে জুলাই গণঅভ্যুত্থান পর্যন্ত এই ভূখণ্ডের মুক্তির জন্যে সকল প্রজন্মের শহীদের প্রতি আনুগত্য রাখিয়া,<br>অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে- গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজের প্রতিষ্ঠা, যেখানে সকল নাগরিকের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত হইবে;<br>আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা যাহাতে স্বাধীন সত্তায় সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারি এবং মানবজাতির প্রগতিশীল আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে পূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে পারি, সেইজন্য বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তিস্বরূপ এই সংবিধানের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখা এবং ইহার রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান আমাদের পবিত্র কর্তব্য;<br>এতদ্বারা আমাদের এই গণপরিষদে, অদ্য চৌদ্দশ একত্রিশ বঙ্গাব্দের ___ মাসের __ তারিখ, আমরা এই সংবিধান এর দ্বিতীয় পাঠ রচনা ও বিধিবদ্ধ করিয়া সমবেতভাবে গ্রহণ করিলাম। |
| প্রথম ভাগ | | |
| প্রজাতন্ত্র | সংশোধন | জনগণতন্ত্র |
| ১। প্রজাতন্ত্র | সংশোধন | বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম জনগণতন্ত্র, যাহা "জনগণতান্ত্রিক বাংলাদেশ" নামে পরিচিত হইবে। |
| ২। জনগণতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানা | অপরিবর্তিত | |
| ২ক। রাষ্ট্রধর্ম | অপরিবর্তিত | |
| ৩। রাষ্ট্রভাষা | অপরিবর্তিত | |
| ৪। জাতীয় সঙ্গীত, পতাকা ও প্রতীক | অপরিবর্তিত | |
| ৪ক। জাতির পিতার প্রতিকৃতি | বাতিল | |
| ৫। রাজধানী | অপরিবর্তিত | |
| ৬। নাগরিকত্ব | সংশোধন | প্রত্যেক নাগরিক তাহার জাতিসত্তা পরিচয়ে পরিচিত হইবেন। তাহাদের নাগরিকত্ব হইবে বাংলাদেশী । |
| ৭। সংবিধানের প্রাধান্য | অপরিবর্তিত | |
| ৭ক। সংবিধান বাতিল, স্থগিতকরণ, ইত্যাদি অপরাধ | বাতিল | |
| ৭খ। সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলী সংশোধন অযোগ্য | বাতিল | |

1

**রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব**

| বর্তমান সংবিধানের ধারা | প্রস্তাব | সংশোধিত লিপি |
|---|---|---|
| দ্বিতীয় ভাগ | | |
| রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি | অপরিবর্তিত | |
| ৮। মূলনীতিসমূহ | সংশোধন | (১) সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার - এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নির্দেশনা বলিয়া পরিগণিত হইবে।<br>(২) এই ভাগে বর্ণিত নীতিসমূহ বাংলাদেশ পরিচালনার মূলসূত্র হইবে, আইন প্রণয়নকালে রাষ্ট্র তাহা প্রয়োগ করিবেন, এই সংবিধান ও বাংলাদেশের অন্যান্য আইনের ব্যাখ্যাদানের ক্ষেত্রে তাহা নির্দেশক হইবে এবং তাহা রাষ্ট্র ও নাগরিকদের কার্যের ভিত্তি হইবে। |
| ~~৯। জাতীয়তাবাদ~~ | বাতিল | |
| ~~১০। সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি~~ | বাতিল | |
| ১১। গণতন্ত্র ও মানবাধিকার | সংশোধন | জনগণতন্ত্র হইবে একটি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে পরিচালিত রাষ্ট্র, যাহার সকল কার্যক্রম আইনের দ্বারা সুসংহত ও পরিচালিত, সার্বজনীন মানবাধিকার এবং ব্যক্তি ও বাকস্বাধীনতা রক্ষায় সচেষ্ট, মানবসত্তার মর্যাদা ও মানব জীবনের মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ দ্বারা পরিচালিত। |
| ~~১২। ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা~~ | বাতিল | |
| ১০। সাম্য | সংযোজন | রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিক জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক বা অন্যান্য মতামত, সম্পত্তি, জন্ম বা সামাজিক পদমর্যাদা নির্বিশেষে রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যবহারের এবং রাষ্ট্রীয় সেবা ও সহায়তা পাইবার সমান অধিকার উপভোগ করিবেন। |
| ১১। মানবিক মর্যাদা | সংযোজন | প্রতিটি মানুষ মর্যাদাপূর্ণ আচরণ পাইবার অলঙ্ঘনীয় অধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ করেন। এই মূলনীতিকে প্রতিটি আইন ও কার্যবিধিতে, প্রশাসনিক কর্মে জারি রাখা রাষ্ট্রের একটি মৌলিক দায়িত্ব। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যাতে নাগরিকের এই মৌলিক অধিকারকে খর্ব করতে না পারে সেটা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের পবিত্র দায়িত্ব। |

2

| রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব | | |
|---|---|---|
| **বর্তমান সংবিধানের ধারা** | **প্রস্তাব** | **সংশোধিত লিপি** |
| ১২। সামাজিক ন্যায়বিচার | সংযোজন | সকল ব্যক্তি স্বার্থ, বিশেষ করিয়া প্রান্তিকগোষ্ঠীর সদস্যদের ব্যক্তিস্বার্থ বিষয়ে যে সব সিদ্ধান্ত তাহাদের জীবনকে প্রভাবিত করে, বিশেষকরে সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াতে তাহাদের মতামত রাখিবার ব্যবস্থা নিশ্চিত করিবে।<br>শাসন ব্যবস্থা, অবকাঠামো এবং প্রশাসনিক কাঠামো পরিকল্পনা, পুনর্গঠন ও বাস্তবায়নের সময় গোষ্ঠী স্বার্থের বৈচিত্রের বিষয়টি বিবেচনায় রাখিবে।<br>আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ঘোষণাপত্রে বর্ণিত প্রতিটি ব্যক্তির অন্তর্নিহিত মর্যাদা এবং অধিকারকে সমুন্নত রাখিবে।<br>নাগরিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার সুরক্ষা করিবে এবং সেই বিষয়ে জনসাচেতনতা বৃদ্ধিতে সচেষ্ট থাকিবে।<br>কোনো নাগরিক বা গোষ্ঠীর অধিকার লঙ্ঘিত হইলে প্রতিকার প্রক্রিয়ার তদারকি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরিবে।<br>রাষ্ট্র স্বীকার করিবে যে বিভিন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সামাজিক ন্যায্যতা অর্জনের জন্য বিভিন্ন স্তরের সহায়তা প্রয়োজন।<br>সরকার, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা যাতে কোনো ব্যক্তির সহিত বৈষম্যমূলক কার্যকলাপ হইতে বিরত থাকে সেটি নিশ্চিত করিবে। |
| ১৩। মালিকানার নীতি | | উৎপাদন যন্ত্র, উৎপাদন ব্যবস্থা ও বণ্টন প্রণালীসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ এবং এই উদ্দেশ্যে মালিকানা-ব্যবস্থা নিম্নরূপ হইবে:<br>(ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা, অর্থাৎ অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্র লইয়া সুষ্ঠু ও গতিশীল রাষ্ট্রায়ত্ত সরকারি খাত সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা;<br>(খ) সমবায়ী মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সমবায়সমূহের সদস্যদের পক্ষে সমবায়সমূহের মালিকানা; এবং<br>(গ) ব্যক্তিগত মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তির মালিকানা।<br>(ঘ) সামাজিক মালিকানা, অর্থাৎ কোনো জাতি-গোষ্ঠী যাদের সংস্কৃতিতে সমাজের সদস্যরা কোনো ব্যক্তি মালিকানা ছাড়াই সমাজের ব্যবস্থাপনায় উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে তাদের জমির মালিকানা, সামাজিক মালিকানার বলিয়া চিহ্নিত হইবে। |
| ১৪। কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি | অপরিবর্তিত | |
| ১৫। মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা | সংশোধন | রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায়:<br><br>(ক) সকলের জন্য বিনা খরচে শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা;<br>(খ) কর্মের অধিকার, অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া মর্যাদাপূর্ণ মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার;<br>(গ) যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার; এবং<br>(ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতৃপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের সরকারি সাহায্যলাভের অধিকার। |

3

**রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব**

| বর্তমান সংবিধানের ধারা | প্রস্তাব | সংশোধিত লিপি |
|---|---|---|
| ১৬। গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব | অপরিবর্তিত | |
| ১৭। অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা | সংশোধন | রাষ্ট্র<br>(ক) গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য শিক্ষাজীবনের প্রথম বারো বৎসর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকার জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবে।<br>(খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। |
| ১৮। জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা | অপরিবর্তিত | |
| ১৮ক। পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন | সংশোধন | রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র্য, নদী, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণির সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান কোরিয়া সেগুলি ইজারা দেয়া থেকে বিরত থাকিবে এবং সেই সব সম্পদ ব্যক্তিগত সম্পত্তির আওতা থেকে মুক্ত রাখিবে। |
| ১৯। সুযোগের সমতা | অপরিবর্তিত | |
| ২০। অধিকার ও কর্তব্যরূপে কর্ম | অপরিবর্তিত | |
| ২১। নাগরিক ও সরকারী কর্মচারীদের কর্তব্য | অপরিবর্তিত | |
| ২২। নির্বাহী বিভাগ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ | অপরিবর্তিত | |
| ২৩। জাতীয় সংস্কৃতি | সংশোধন | (১) রাষ্ট্র জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং রাষ্ট্রের সকল ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলাসমূহের এমন পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, যাহাতে সর্বস্তরের জনগণ সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের সমৃদ্ধিতে অবদান রাখিবার ও অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন।<br>(২) রাষ্ট্র বিভিন্ন জাতিসত্তা ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং প্রতিটি শিশুর নিজ মাতৃভাষায় আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত শিক্ষাগ্রহণ নিশ্চিত করিবেন। |
| ২৩ক। উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি | বাতিল | |
| ২৪। জাতীয় স্মৃতিনিদর্শন, প্রভৃতি | অপরিবর্তিত | |
| ২৫। আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন | অপরিবর্তিত | |
| তৃতীয় ভাগ | | |
| মৌলিক অধিকার | | |
| ২৬। মৌলিক অধিকারের সহিত অসমঞ্জস আইন বাতিল | অপরিবর্তিত | |
| ২৭। আইনের দৃষ্টিতে সমতা | অপরিবর্তিত | |

4

| রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব | | |
|---|---|---|
| **বর্তমান সংবিধানের ধারা** | **প্রস্তাব** | **সংশোধিত লিপি** |
| ২৮। বৈষম্যহীন আচরণ | সংশোধন | (১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।<br>(২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী ও পুরুষ সমঅধিকার ভোগ করিবেন।<br>(৩) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোনো বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোনো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোনো নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।<br>(৪) নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যেকোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোনকিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না। |
| ২৯। সরকারী নিয়োগ-লাভে সুযোগের সমতা | সংশোধন | (১) জনগণতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।<br>(২) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ,লিঙ্গ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক জনগণতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না।<br>(৩) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই-<br>(ক) নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশ যাহাতে জনগণতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তাঁহাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান-প্রণয়ন করা হইতে রাষ্ট্রকে নিবৃত্য করিবে না।<br>(খ) কোন ধর্মীয় বা উপ-সম্প্রদায়ভুক্ত প্রতিষ্ঠানে উক্ত ধর্মাবলম্বী বা উপ-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য নিয়োগ সংরক্ষণের বিধান-সংবলিত যে কোন আইন কার্যকর করা হইতে,<br>(গ) যে শ্রেণীর কর্মের বিশেষ প্রকৃতির জন্য তাহা নারী বা পুরুষের পক্ষে অনুপযোগী বিবেচিত হয়, সেইরূপ যে কোন শ্রেণীর নিয়োগ বা পদ যথাক্রমে পুরুষ বা নারীর জন্য সংরক্ষণ করা হইতে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না। |
| ৩০। বিদেশী, খেতাব, প্রভৃতি গ্রহণ নিষিদ্ধকরণ | অপরিবর্তিত | |
| ৩১। আইনের আশ্রয়-লাভের অধিকার | অপরিবর্তিত | |
| ৩২। জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার-রক্ষণ | সংশোধন | ৩২। জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না। |

| রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব | | |
|---|---|---|
| **বর্তমান সংবিধানের ধারা** | **প্রস্তাব** | **সংশোধিত লিপি** |
| ৩৩। গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ | সংশোধন | গ্রেপ্তারকৃত কোন ব্যক্তিকে যথাসম্ভব শীঘ্র গ্রেপ্তারের কারণ জ্ঞাপন না করিয়া প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না এবং উক্ত ব্যক্তিকে তাঁহার মনোনীত আইনজীবীর সহিত পরামর্শের ও তাঁহার দ্বারা আত্মপক্ষ-সমর্থনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না।<br>(২) গ্রেপ্তারকৃত ও প্রহরায় আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে গ্রেপ্তারের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে (গ্রেপ্তারের স্থান হইতে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যতিরেকে) হাজির করা হইবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত তাঁহাকে তদতিরিক্তকাল প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না।<br>(৩) এই অনুচ্ছেদের (১) ও (২) দফার কোন কিছুই সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না,<br>(ক) যিনি বর্তমান সময়ের জন্য বিদেশী শত্রু, অথবা<br>(খ) যাঁহাকে নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইনের অধীন গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বা আটক করা হইয়াছে।<br>(৪) নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইন কোন ব্যক্তিকে ছয় মাসের অধিক কাল আটক রাখিবার ক্ষমতা প্রদান করিবে না যদি সুপ্রীম কোর্টের বিচারক রহিয়াছেন বা ছিলেন কিংবা সুপ্রীম কোর্টের বিচারকপদে নিয়োগলাভের যোগ্যতা রাখেন, এইরূপ দুইজন এবং জনগণতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত একজন প্রবীণ কর্মচারীর সমন্বয়ে গঠিত কোন উপদেষ্টা-পর্ষদ উক্ত ছয় মাস অতিবাহিত হইবার পূর্বে তাঁহাকে উপস্থিত হইয়া বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগদানের পর রিপোর্ট প্রদান না করিয়া থাকেন যে, পর্ষদের মতে উক্ত ব্যক্তিকে তদতিরিক্ত কাল আটক রাখিবার পর্যাপ্ত কারণ রহিয়াছে।<br>(৫) নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইনের অধীন প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে আটক করা হইলে আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে যথাসম্ভব শীঘ্র আদেশদানের কারণ জ্ঞাপন করিবেন এবং উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে বক্তব্য-প্রকাশের জন্য তাঁহাকে যত সত্বর সম্ভব সুযোগদান করিবেন:<br>তবে শর্ত থাকে যে, আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় তথ্যাদি-প্রকাশ জনস্বার্থবিরোধী বলিয়া মনে হইলে অনুরূপ কর্তৃপক্ষ সাত দিনের ভেতর তাহা উপদেষ্টা-পর্ষদের কাছে প্রকাশ করিতে বাধ্য থাকিবে।<br>(৬) উপদেষ্টা-পর্ষদ কর্তৃক এই অনুচ্ছেদের (৪) দফার অধীন তদন্তের জন্য অনুসরণীয় পদ্ধতি সংসদ আইনের দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারিবেন।<br>(৭) রাষ্ট্র প্রত্যেক মামলার রায় প্রদানের জন্য সর্বোচ্চ এক বছর নিতে পারিবে। এক বছরের অধিককাল অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কারাগারে অন্তরীণ রাখা যাইবে না। |
| ৩৪। জবরদস্তি-শ্রম নিষিদ্ধকরণ | অপরিবর্তিত | |
| ৩৫। বিচার ও দন্ড সম্পর্কে রক্ষণ | সংশোধন | (১) অপরাধের দায়যুক্ত কার্যসংঘটনকালে বলবৎ ছিল, এইরূপ আইন ভঙ্গ করিবার অপরাধ ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে না এবং অপরাধ-সংঘটনকালে বলবৎ সেই আইনবলে যে দণ্ড দেওয়া যাইতে পারিত, তাঁহাকে তাহার অধিক বা তাহা হইতে ভিন্ন দণ্ড দেওয়া যাইবে না।<br>(২) এক অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তিকে একাধিকবার ফৌজদারীতে সোপর্দ ও দণ্ডিত করা যাইবে না।<br>(৩) ফৌজদারী অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত বা ট্রাইব্যুনালে দ্রুত ও প্রকাশ্য বিচারলাভের অধিকারী হইবেন।<br>(৪) কোন অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাইবে না।<br>(৫) কোন ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেওয়া যাইবে না কিংবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড দেওয়া যাইবে না কিংবা কাহারও সহিত অনুরূপ ব্যবহার করা যাইবে না। |

6

| রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব | | |
|---|---|---|
| **বর্তমান সংবিধানের ধারা** | **প্রস্তাব** | **সংশোধিত লিপি** |
| ৩৬। চলাফেরার স্বাধীনতা | অপরিবর্তিত | |
| ৩৭। সমাবেশের স্বাধীনতা | সংশোধন | জননিরাপত্তা, সহিংসতা বা জনস্বাস্থ্য রক্ষা ব্যাতিত অন্য যে কোনো কারণে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হইবার এবং জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে। প্রত্যেক নগর, পৌরসভা ও উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সমাবেশের প্রয়োজনীয় সভাস্থল ব্যবস্থা করিবে। |
| ৩৮। সংগঠনের স্বাধীনতা | সংশোধন | সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবেঃ<br>তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তির উক্তরূপ সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার কিংবা উহার সদস্য হইবার অধিকার থাকিবে না, যদি-<br>(ক) উহা নাগরিকদের মধ্যে ধর্মীয়, সামাজিক এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়;<br>(খ) উহা ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ, জন্মস্থান বা ভাষার ক্ষেত্রে নাগরিকদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়;<br>(গ) উহা রাষ্ট্র বা নাগরিকদের বিরুদ্ধে কিংবা অন্য কোন দেশের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী বা জঙ্গী কার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়; |
| ৩৯। চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক্-স্বাধীনতা | সংশোধন | ১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।<br>(২) ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক্ ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের, এবং<br>(খ) সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল। |
| ৪০। পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা | অপরিবর্তিত | |
| ৪১। ধর্মীয় স্বাধীনতা | সংশোধন | ১) (ক) প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রহিয়াছে;<br>(খ) প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রহিয়াছে।<br>(২) কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোন ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম-সংক্রান্ত না হইলে তাঁহাকে কোন ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণ কিংবা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনায় অংশগ্রহণ বা যোগদান করিতে হইবে না। |
| ৪২। সম্পত্তির অধিকার | অপরিবর্তিত | |
| ৪৩। গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণ | সংশোধন | রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি নাগরিক:<br>(ক) প্রবেশ, তল্লাশী ও আটক হইতে স্বীয় গৃহে নিরাপত্তালাভের অধিকার থাকিবে; এবং<br>(খ) যোগাযোগের সকল উপায়ের গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার থাকিবে।<br>এই অধিকার রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বাহিনী খর্ব করিতে পারিবে যদি:<br>ক) আদালত তাকে গ্রেফতার বা আলামত সংগ্রহের জন্য অনুমতি দেয়,<br>(খ) জননিরাপত্তায় হানি ঘটিতে পারে এমন সন্ত্রাসী ও জঙ্গী কর্মকাণ্ডের আশংকা থাকে।<br>প্রতিটা খর্বের ঘটনার যৌক্তিকতা ও বৈধতা আদালতে প্রমান করতে হবে। অবৈধ ভাবে এই স্বাধীনতা খর্ব হইলে সেই আলামত বিচার কাজে ব্যবহার করা যাইবে না। |
| ৪৪। মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ | সংশোধন | এই ভাগে প্রদত্ত অধিকারসমূহ বলবৎ করিবার জন্য প্রতি জেলায় নাগরিক অধিকার আদালত গঠন করা হইবে। নাগরিক অধিকার আদালতে মৌলিক অধিকার লংঘিত হইলে নাগরিকের মামলা রুজু করিবার অধিকারের এবং ক্ষতিপূরণ চাইবার অধিকারের নিশ্চয়তা দান করা হইল। |
| ৪৫। শৃঙ্খলামূলক আইনের ক্ষেত্রে অধিকারের পরিবর্তন | বাতিল | |

7

**রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব**

| বর্তমান সংবিধানের ধারা | প্রস্তাব | সংশোধিত লিপি |
|---|---|---|
| ৪৬। দায়মুক্তি-বিধানের ক্ষমতা | বাতিল | |
| ৪৭। কতিপয় আইনের হেফাজত | বাতিল | |
| ৪৭ক। সংবিধানের কতিপয় বিধানের অপ্রযোজ্যতা | বাতিল | |
| **চতুর্থ ভাগ** | | |
| নির্বাহী বিভাগ | | |
| **4১ম পরিচ্ছেদ** | | |
| রাষ্ট্রপতি | | |
| ৪৮। রাষ্ট্রপতি | সংশোধন | (১) বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রপতি থাকিবেন, যিনি আইন অনুযায়ী সংসদ-সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন। রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইবার পরবর্তী বৈঠকে রাষ্ট্রপতি নর্বাচন করিবে। বিরোধী দল রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থীর নাম প্রস্তাব করিবেন। সংসদ যাচাই, বাছাই এবং মুক্ত শুনানির মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিকে নিয়োগ প্রদান করিবে।<br>(২) রাষ্ট্রপ্রধানরূপে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের অন্য সকল ব্যক্তির উর্ধ্বে স্থান লাভ করিবেন এবং এই সংবিধান ও অন্য কোন আইনের দ্বারা তাঁহাকে প্রদত্ত ও তাঁহার উপর অর্পিত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্তব্য পালন করিবেন।<br>(৪) কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না, যদি তিনি-<br>(ক) পঁয়ত্রিশ বৎসরের কম বয়স্ক হন, অথবা<br>(খ) সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য না হন, অথবা<br>(গ) কখনও এই সংবিধানের অধীন অভিশংসন দ্বারা রাষ্ট্রপতির পদ হইতে অপসারিত হইয়া থাকেন।<br>(৫) প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় ও পররাষ্ট্রীয় নীতি সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত রাখিবেন এবং রাষ্ট্রপতি অনুরোধ করিলে যে-কোন বিষয় মন্ত্রিসভায় বিবেচনার জন্য পেশ করিবেন। |
| ৪৯। ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার | অপরিবর্তিত | |
| ৫০। রাষ্ট্রপতি-পদের মেয়াদ | অপরিবর্তিত | |
| ৫১। রাষ্ট্রপতির দায়মুক্তি | অপরিবর্তিত | |
| ৫২। রাষ্ট্রপতির অভিশংসন | অপরিবর্তিত | |
| ৫৩। অসামর্থ্যের কারণে রাষ্ট্রপতির অপসারণ | অপরিবর্তিত | |
| ৫৪। অনুপস্থিতি প্রভৃতির-কালে রাষ্ট্রপতি-পদে স্পীকার | অপরিবর্তিত | |
| **২য় পরিচ্ছেদ** | | |
| **প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা** | | |

8

| রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব | | |
|---|---|---|
| **বর্তমান সংবিধানের ধারা** | **প্রস্তাব** | **সংশোধিত লিপি** |
| ৫৫। মন্ত্রিসভা | সংশোধন | (১) প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি মন্ত্রিসভা থাকিবে এবং প্রধানমন্ত্রী ও সময়ে সময়ে তিনি যেরূপ স্থির করিবেন, সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী লইয়া এই মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে।<br>(২) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা তাঁহার কর্তৃত্বে এই সংবিধান-অনুযায়ী জনগণতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হইবে।<br>(৩) মন্ত্রিসভা যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী থাকিবেন।<br>(৪) সরকারের সকল নির্বাহী ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতির নামে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা হইবে। |
| ৫৬। মন্ত্রিগণ | সংশোধন | (১) একজন প্রধানমন্ত্রী থাকিবেন এবং প্রধানমন্ত্রী যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রী থাকিবেন।<br>(২) প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রীদিগকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দান করিবেন:<br>তবে শর্ত থাকে যে, তাঁহাদের সংখ্যার অনূ্যন নয়-দশমাংশ সংসদ সদস্যগণের মধ্য হইতে নিযুক্ত হইবেন এবং অনধিক এক-দশমাংশ সংসদ সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে মনোনীত হইতে পারিবেন।<br>(৩) যে সংসদ সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন বলিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হইবেন, রাষ্ট্রপতি তাঁহাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করিবেন। |
| ৫৭। প্রধানমন্ত্রীর পদের মেয়াদ | অপরিবর্তিত | ৫৭। (১) প্রধানমন্ত্রীর পদ শূন্য হইবে, যদি-<br>(ক) তিনি কোনো সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট পদত্যাগপত্র প্রদান করেন; অথবা<br>(খ) তিনি সংসদ সদস্য না থাকেন।<br>(২) সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন হারাইলে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করিবেন। পদত্যাগকারী সংসদ সদস্য বাদে যে সংসদ সদস্য, সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন বলিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হইবেন, রাষ্ট্রপতি তাঁহাকে নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করিবেন। রাষ্ট্রপতি, অন্য কোনো সংসদ সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন নহেন এই মর্মে সন্তুষ্ট হইলে, সংসদ ভাঙ্গিয়া দিবেন।<br>(৩) প্রধানমন্ত্রীর উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীকে স্বীয় পদে বহাল থাকিতে এই অনুচ্ছেদের কোনকিছুই অযোগ্য করিবে না। |
| ৫৮। অন্যান্য মন্ত্রীর পদের মেয়াদ | অপরিবর্তিত | |
| ৫৮ক [বিলুপ্ত] | অপরিবর্তিত | |
| **২ক পরিচ্ছেদ** | | |

9

| রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব | | |
|---|---|---|
| **বর্তমান সংবিধানের ধারা** | **প্রস্তাব** | **সংশোধিত লিপি** |
| নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার[ সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ২১ ধারাবলে পরিচ্ছেদটি বিলুপ্ত।] | সংযোজন | সংসদ নির্বাচনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করিতে নির্বাচনকালীন সময়ে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালন করিবেন। নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার এক সপ্তাহের মধ্যে সংসদ ভাঙিয়া যাইবে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করিবেন।<br>নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পূর্বে সরকার দলীয় প্রধান, বিরোধী দলীয় প্রধান ও প্রধান বিচারপ্রতি- এই তিনজন মিলিত হইয়া একজন তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান নির্বাচিত করিবেন। যদি এই তিনজনের কমিটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান বিষয়ে ঐক্যমত্যে পৌঁছাইতে ব্যর্থ হয় তখন সেই সময়ের অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হইবেন।<br>তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিপরিষদকে নিয়োগ প্রদান করিবেন, এবং তাহাদের সহযোগিতায় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার পরিচালনা করিবেন এবং নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচন পরিচালনায় সহায়তা করিবেন। নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার এক দিনের মধ্যে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী শপথ গ্রহণ করিবেন এবং সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণ করিবেন। |
| [ বিলুপ্ত] | | |
| ৩য় পরিচ্ছেদ | | |
| স্থানীয় শাসন | সংশোধন | স্থানীয় সরকার |
| ৫৯। ~~স্থানীয় শাসন~~ স্থানীয় সরকার | সংশোধন | (১) রাষ্ট্রের সেবা এবং জবাবদিহিতা জনমানুষের কাছাকাছি লইয়া আসিবার জন্যে স্বশাসিত এবং স্বচ্ছল স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করিতে হইবে। স্থানীয় সরকারই হইবে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। কেন্দ্রের কোনরকম হস্তক্ষেপ ব্যতীত স্বাধীনভাবে স্থানীয় সরকার তার কর্মকাণ্ড পরিচালনা করিবে।<br>(২) প্রতিটি জেলাতে জেলা সরকার হইবে স্থানীয় সরকারের সর্বোচ্চ অংশ, কেন্দ্রের সাথে যাহার কোনো জবাবদিহিতার বন্দোবস্ত থাকিবে না। জেলা সরকার ছাড়াও জেলাতে উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদ থাকিবে।<br>(৩) জেলা সরকার, উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত হইবে। রাষ্ট্রীয় কাজ সম্পাদনের ক্ষমতা এবং দায়িত্ব এই তিন স্তরের ভিতর ভাগ করিয়া দেয়া হইবে। নির্বাচিত সরকার জেলার সার্বিক কার্যক্রম পরিকল্পনা, পরিচালনা এবং তদারকি করিবে।<br>(৪) স্থানীয় সরকারের প্রতিটি ধাপের প্রশাসনিক কার্য সম্পাদনের জন্য জেলাভিত্তিক প্রশাসনিক ক্যাডার গড়ে তোলা হইবে। প্রাথমিক পর্যায়ে কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ক্যাডারদের পুনর্নিয়োগ দিয়ে জেলা ক্যাডার গঠন করা হইবে।<br>(৫) প্রতিবছর কেন্দ্রীয় বাজেট প্রক্রিয়ার শুরুতে রাষ্ট্রীয় আয়ের হিসাব নিয়ে ন্যূনতম তিরিশ ভাগ হইতে পঞ্চাশ ভাগ পর্যন্ত আয় স্থানীয় সরকারের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হইবে। এই বন্টন এর হিসাব নির্ভর করিবে জেলার জনসংখ্যা, সামাজিক ন্যায়বিচারের ভাবনা ও জেলার বাজেট ব্যবহারের দক্ষতার মাপকাঠিতে।<br>(৬) পুলিশ প্রশাসন স্থানীয় সরকারের কাছেই কেবল জবাবদিহি করবে।<br>(৭) প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, অর্থ, পরিকল্পনা ও বৃহৎ অবকাঠামো ব্যতিত সকল মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত হইবে। |
| ৬০। ~~স্থানীয় শাসন~~ স্থানীয় সরকার-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা | সংশোধন | এই সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীকে পূর্ণ কার্যকারিতা দানের উদ্দেশ্যে সংসদ আইনের দ্বারা উক্ত অনুচ্ছেদে উল্লিখিত স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করিবার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করিবেন। |

10

## রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব

| বর্তমান সংবিধানের ধারা | প্রস্তাব | সংশোধিত লিপি |
| --- | --- | --- |
| **৪র্থ পরিচ্ছেদ** | | |
| **প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগ** | | |
| ৬১। সর্বাধিনায়কতা | অপরিবর্তিত | |
| ৬২। প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগে ভর্তি প্রভৃতি | অপরিবর্তিত | |
| ৬৩। যুদ্ধ | অপরিবর্তিত | |
| **৫ম পরিচ্ছেদ** | | |
| **অ্যাটর্নি-জেনারেল** | | |
| ৬৪। অ্যাটর্নি-জেনারেল | সংশোধন | (১) সুপ্রীম কোর্টের বিচারক হইবার যোগ্য কোনো ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল পদে প্রস্তাব করিবেন। সংসদ গণশুনানির অনুষ্ঠান করিবেন এবং সংসদ তাহার উপর সন্তুষ্ট হইলে অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন।<br>(২) অ্যাটর্নি জেনারেল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত সকল দায়িত্ব পালন করিবেন।<br>(৩) অ্যাটর্নি জেনারেলের দায়িত্ব পালনের জন্য বাংলাদেশের সকল আদালতে তাঁহার বক্তব্য পেশ করিবার অধিকার থাকিবে।<br>(৪) রাষ্ট্রপতির সন্তোষানুযায়ী সময়সীমা পর্যন্ত অ্যাটর্নি জেনারেল স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত পারিশ্রমিক লাভ করিবেন। |
| **পঞ্চম ভাগ** | | |
| আইনসভা | | |
| **১ম পরিচ্ছেদ** | | |
| সংসদ | | |
| ৬৫। সংসদ-প্রতিষ্ঠা | সংশোধন | ৬৫। (১) "জাতীয় সংসদ" নামে জনগণতন্ত্রের একটি সংসদ থাকিবে এবং এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে রাষ্ট্রের আইনপ্রণয়ন-ক্ষমতা সংসদের উপর ন্যস্ত হইবে।<br>(২) একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকাসমূহ হইতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আইনানুযায়ী নির্বাচিত তিনশত সদস্য এবং দলীয়ভাবে প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে দুইশত সদস্য লইয়া সংসদ গঠিত হইবে; সদস্যগণ সংসদসদস্য বলিয়া অভিহিত হইবেন।<br>(৩) রাজধানীতে সংসদের আসন থাকিবে। |

11

| রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব | | |
|---|---|---|
| **বর্তমান সংবিধানের ধারা** | **প্রস্তাব** | **সংশোধিত লিপি** |
| ৬৬। সংসদে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা | সংশোধন | ৬৬। (১) কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক হইলে এবং তাঁহার বয়স পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইলে এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত বিধান-সাপেক্ষে তিনি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইবার এবং সংসদ সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন।<br>(২) কোনো ব্যক্তি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইবার এবং সংসদ সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি<br>(ক) কোনো উপযুক্ত আদালত তাঁহাকে অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা করেন;<br>(খ) তিনি দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর দায় হইতে অব্যাহতি লাভ না করিয়া থাকেন;<br>(গ) তিনি কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করেন কিংবা কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা বা স্বীকার করেন।<br>(ঘ) তিনি নৈতিক স্খলনজনিত কোনো ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্যূন দুই বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তাঁহার মুক্তিলাভের পর পাঁচ বৎসরকাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে;<br>(ঙ) আইনের দ্বারা পদাধিকারীকে অযোগ্য ঘোষণা করিতেছে না, এমন পদ ব্যতীত তিনি জনগণতন্ত্রের কর্মে কোনো লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন; অথবা<br>(চ) তিনি কোনো আইনের দ্বারা বা অধীন অনুরূপ নির্বাচনের জন্য অযোগ্য হন।<br>(৩) এই অনুচ্ছেদের (২) দফার (গ) উপ-দফাতে যাহাকিছুই থাকুক না কেন, কোনো ব্যক্তি জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক হইয়া কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করিলে এবং পরবর্তীতে উক্ত ব্যক্তি-<br>(ক) দ্বৈত নাগরিকত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে, বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ত্যাগ করিলে; কিংবা<br>(খ) অন্য ক্ষেত্রে, পুনরায় বাংলাদেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করিলে-<br>এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে তিনি বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন না।]<br>(৪) এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে কোনো ব্যক্তি কেবল রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী হইবার কারণে জনগণতন্ত্রের কর্মে কোনো লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত বলিয়া গণ্য হইবেন না।<br>(৫) কোনো সংসদ সদস্য তাঁহার নির্বাচনের পর এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত অযোগ্যতার অধীন হইয়াছেন কি না কিংবা এই সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ অনুসারে কোনো সংসদ সদস্যের আসন শূন্য হইবে কি না, সে সম্পর্কে কোনো বিতর্ক দেখা দিলে শুনানী ও নিষ্পত্তির জন্য প্রশ্নটি নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরিত হইবে এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।<br>(৬) এই অনুচ্ছেদের (৫) দফার বিধানাবলী যাহাতে পূর্ণ কার্যকারিতা লাভ করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশনকে ক্ষমতাদানের জন্য সংসদ যেরূপ প্রয়োজন বোধ করিবেন, আইনের দ্বারা সেইরূপ বিধান করিতে পারিবেন। |
| ৬৭। সদস্যদের আসন শূন্য হওয়া | অপরিবর্তিত | |
| ৬৮। সংসদ-সদস্যদের [পারিশ্রমিক] প্রভৃতি | অপরিবর্তিত | |
| ৬৯। শপথগ্রহণের পূর্বে আসন গ্রহণ বা ভোট দান করিলে সদস্যের অর্থদণ্ড | অপরিবর্তিত | |

12

| রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব | | |
|---|---|---|
| **বর্তমান সংবিধানের ধারা** | **প্রস্তাব** | **সংশোধিত লিপি** |
| ৭০। রাজনৈতিক দল হইতে পদত্যাগ বা দলের বিপক্ষে ভোটদানের কারণে আসন শূন্য হওয়া | সংশোধন | কোনো নির্বাচনে কোনো রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হইয়া কোনো ব্যক্তি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হইলে তিনি যদি-<br>(ক) অন্যকোন দলে যোগ দেন, অথবা<br>(খ) অর্থ বিলে দলীয় অবস্থানের বিপরীতে ভোট দেন,<br>তাহা হইলে সংসদে তাঁহার আসন শূন্য হইবে, তবে তিনি সেই কারণে পরবর্তী কোনো নির্বাচনে সংসদ সদস্য হইবার অযোগ্য হইবেন না। |
| ৭১। দ্বৈত-সদস্যতায় বাধা | অপরিবর্তিত | |
| ৭২। সংসদের অধিবেশন | সংশোধন | ৭২। (১) সরকারি বিজ্ঞপ্তি দ্বারা রাষ্ট্রপতি সংসদ আহবান করিবেন এবং সংসদ আহবানকালে রাষ্ট্রপতি প্রথম বৈঠকের সময় ও স্থান নির্ধারণ করিবেন;<br>তবে শর্ত থাকে যে, [১২৩ অনুচ্ছেদের (৩) দফার (ক) উপ-দফায় উল্লিখিত নব্বই দিন সময় ব্যতীত অন্য সময়ে] সংসদের এক অধিবেশনের সমাপ্তি ও পরবর্তী অধিবেশনের প্রথম বৈঠকের মধ্যে ষাট দিনের অতিরিক্ত বিরতি থাকিবে না;<br>তবে আরও শর্ত থাকে যে, এই দফার অধীন তাঁহার দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক লিখিতভাবে প্রদত্ত পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন।<br>(২) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার বিধানাবলী সত্ত্বেও সংসদ সদস্যদের যেকোন সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হইবার ত্রিশ দিনের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্য সংসদ আহবান করা হইবে।<br>(৩) রাষ্ট্রপতি পূর্বে ভাঙ্গিয়া না দিয়া থাকিলে প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইলে সংসদ ভাঙ্গিয়া যাইবে;<br>তবে শর্ত থাকে যে, জনগণতন্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত থাকিবার কালে সংসদের আইন দ্বারা অনুরূপ মেয়াদ এককালে অনধিক এক বৎসর বর্ধিত করা যাইতে পারিবে, তবে যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে বর্ধিত মেয়াদ কোনক্রমে ছয় মাসের অধিক হইবে না।<br>(৪) সংসদ ভঙ্গ হইবার পর এবং সংসদের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বে রাষ্ট্রপতির নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, জনগণতন্ত্র যে যুদ্ধে লিপ্ত রহিয়াছেন, সেই যুদ্ধাবস্থার বিদ্যমানতার জন্য সংসদ পুনরাহবান করা প্রয়োজন, তাহা হইলে যে সংসদ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছিল রাষ্ট্রপতি তাহা আহবান করিবেন।<br>(৫) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার বিধানাবলী সাপেক্ষে কার্যপ্রণালী-বিধি দ্বারা বা অন্যভাবে সংসদ যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সংসদের বৈঠকসমূহ সেইরূপ সময়ে ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে। |
| ৭৩। সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণ ও বাণী | অপরিবর্তিত | |
| ৭৩ক। সংসদ সম্পর্কে মন্ত্রীগণের অধিকার | অপরিবর্তিত | |
| ৭৪। স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার | অপরিবর্তিত | |
| ৭৫। কার্যপ্রণালী-বিধি, কোরাম প্রভৃতি | অপরিবর্তিত | |

| রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব | | |
|---|---|---|
| **বর্তমান সংবিধানের ধারা** | **প্রস্তাব** | **সংশোধিত লিপি** |
| ৭৬। সংসদের স্থায়ী কমিটিসমূহ | সংশোধন | ৭৬। (১) সংসদ সদস্যদের মধ্য হইতে সদস্য লইয়া সংসদ নিম্নলিখিত স্থায়ী কমিটিসমূহ নিয়োগ করিবেন:<br>(ক) সরকারি হিসাব কমিটি;<br>(খ) বিশেষ অধিকার কমিটি; এবং<br>(গ) সংসদের কার্যপ্রণালী বিধিতে নির্দিষ্ট অন্যান্য স্থায়ী কমিটি।<br>(২) স্থায়ী কমিটির প্রধান হিসাবে কেবল বিরোধী দলের সদস্যরাই বিবেচিত হইবেন।<br>(৩) সংসদ এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লিখিত কমিটিসমূহের অতিরিক্ত অন্যান্য স্থায়ী কমিটি নিয়োগ করিবেন এবং অনুরূপভাবে নিযুক্ত কোনো কমিটি এই সংবিধান ও অন্যকোন আইন সাপেক্ষে<br>(ক) খসড়া বিল ও অন্যান্য আইনগত প্রস্তাব পরীক্ষা করিতে পারিবেন;<br>(খ) আইনের বলবৎকরণ পর্যালোচনা এবং অনুরূপ বলবৎকরণের জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণের প্রস্তাব করিতে পারিবেন;<br>(গ) জনগুরুত্বসম্পন্ন বলিয়া সংসদ কোনো বিষয় সম্পর্কে কমিটিকে অবহিত করিলে সেই বিষয়ে কোনো মন্ত্রণালয়ের কার্য বা প্রশাসন সম্বন্ধে অনুসন্ধান বা তদন্ত করিতে পারিবেন এবং কোনো মন্ত্রণালয়ের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহের এবং প্রশ্নাদির মৌখিক বা লিখিত উত্তরলাভের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন;<br>(ঘ) সংসদ কর্তৃক অর্পিত যেকোন দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন।<br>(৪) সংসদ আইনের দ্বারা এই অনুচ্ছেদের অধীন নিযুক্ত কমিটিসমূহকে<br>(ক) সাক্ষীদের হাজিরা বলবৎ করিবার এবং শপথ, ঘোষণা বা অন্যকোন উপায়ের অধীন করিয়া তাঁহাদের সাক্ষ্য গ্রহণের,<br>(খ) দলিলপত্র দাখিল করিতে বাধ্য করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন। |
| ৭৭। ন্যায়পাল | সংশোধন | (১) রাষ্ট্রপতি সংসদ বরাবর ন্যায়পাল এর জন্য প্রার্থী প্রস্তাব করিবেন। সংসদ প্রকাশ্য গণশুনানির মাধ্যমে ন্যায়পাল পদে প্রস্তাবিত প্রার্থীর যোগ্যতা বিচার করিয়া প্রস্তাবিত প্রার্থীর প্রতি তাহাদের সম্মতি বা অসম্মতি জ্ঞাপন করিবেন। সম্মতিপ্রাপ্ত প্রার্থী রাষ্ট্রের ন্যায়পাল হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হইবেন।<br>(২) যেকোন নাগরিক বা প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের কোনো কর্মচারী বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে তার মৌলিক অধিকার খর্ব হইবার কারণে অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেন।<br>(৩) সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালকে কোনো মন্ত্রণালয়, সরকারি কর্মচারী বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের যেকোন কার্য সম্পর্কে তদন্ত পরিচালনার ক্ষমতাসহ যেরূপ ক্ষমতা কিংবা যেরূপ দায়িত্ব প্রদান করিবেন, ন্যায়পাল সেইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন।<br>(৪) ন্যায়পাল তাঁহার দায়িত্বপালন সম্পর্কে বাৎসরিক রিপোর্ট প্রণয়ন করিবেন এবং অনুরূপ রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হইবে। |
| ৭৮। সংসদ ও সদস্যদের বিশেষ অধিকার ও দায়মুক্তি | অপরিবর্তিত | |
| ৭৯। সংসদ-সচিবালয় | অপরিবর্তিত | |
| **২য় পরিচ্ছেদ** | | |
| **আইন প্রনয়ন ও অর্থসংক্রান্ত পদ্ধতি** | | |

## রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব

| বর্তমান সংবিধানের ধারা | প্রস্তাব | সংশোধিত লিপি |
|---|---|---|
| ৮০। আইনপ্রণয়ন-পদ্ধতি | সংশোধন | (১) আইনপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে সংসদে আনীত প্রত্যেকটি প্রস্তাব বিল আকারে উত্থাপিত হইবে।<br>(২) সংসদ কর্তৃক কোনো বিল গৃহীত হইলে সম্মতির জন্য তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করিতে হইবে।<br>(৩) রাষ্ট্রপতির নিকট কোনো বিল পেশ করিবার পর পনের দিনের মধ্যে তিনি তাহাতে সম্মতিদান করিবেন কিংবা অর্থবিল ব্যতীত অন্যকোন বিলের ক্ষেত্রে বিলটি বা তাহার কোনো বিশেষ বিধান পুনর্বিবেচনার কিংবা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্দেশিত কোনো সংশোধনী বিবেচনার অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া একটি বার্তাসহ তিনি বিলটি সর্বোচ্চ দুই বার সংসদে ফেরত দিতে পারিবেন; এবং রাষ্ট্রপতি তাহা করিতে অসমর্থ হইলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।]<br>(৪) রাষ্ট্রপতি যদি বিলটি অনুরূপভাবে সংসদে ফেরত পাঠান, তাহা হইলে সংসদ রাষ্ট্রপতির বার্তাসহ তাহা পুনর্বিবেচনা করিবেন; এবং সংশোধনীসহ বা সংশোধনী ব্যতিরেকে সংসদ পুনরায় বিলটি গ্রহণ করিলে সম্মতির জন্য তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হইবে এবং অনুরূপ উপস্থাপনের সাত দিনের মধ্যে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিবেন; এবং রাষ্ট্রপতি তাহা করিতে অসমর্থ হইলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।<br>(৫) সংসদ কর্তৃক গৃহীত বিলটিতে রাষ্ট্রপতি সম্মতিদান করিলে বা তিনি সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইলে তাহা আইনে পরিণত হইবে এবং সংসদের আইন বলিয়া অভিহিত হইবে। |
| ৮১। অর্থবিল | অপরিবর্তিত | |
| ৮২। আর্থিক ব্যবস্থাবলীর সুপারিশ | অপরিবর্তিত | |
| ৮৩। সংসদের আইন ব্যতীত করারোপে বাধা | অপরিবর্তিত | |
| ৮৪। সংযুক্ত তহবিল ও জনগণতন্ত্রের সরকারী হিসাব | অপরিবর্তিত | |
| ৮৫। সরকারী অর্থের নিয়ন্ত্রণ | অপরিবর্তিত | |
| ৮৪। সংযুক্ত তহবিল ও জনগণতন্ত্রের সরকারী হিসাব | অপরিবর্তিত | |
| ৮৭। বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি | অপরিবর্তিত | |
| ৮৮। সংযুক্ত তহবিলের উপর দায় | অপরিবর্তিত | |
| ৮৯। বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি সম্পর্কিত পদ্ধতি | অপরিবর্তিত | |
| ৯০। নির্দিষ্টকরণ আইন | অপরিবর্তিত | |
| ৯১। সম্পূরক ও অতিরিক্ত মঞ্জুরী | অপরিবর্তিত | |
| ৯২। হিসাব, ঋণ প্রভৃতির উপর ভোট | অপরিবর্তিত | |
| ৯২ক। [বিলুপ্ত] | | |
| **৩য় পরিচ্ছেদ** | | |
| **অধ্যাদেশপ্রণয়ন-ক্ষমতা** | | |
| ৯৩। অধ্যাদেশ প্রণয়ন-ক্ষমতা | অপরিবর্তিত | |
| **ষষ্ঠ ভাগ** | | |
| বিচারবিভাগ | | |

| রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব | | |
|---|---|---|
| **বর্তমান সংবিধানের ধারা** | **প্রস্তাব** | **সংশোধিত লিপি** |
| ১ম পরিচ্ছেদ | | |
| সুপ্রীম কোর্ট | | |
| ৯৪। সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠা | অপরিবর্তিত | |
| ৯৫। বিচারক-নিয়োগ | সংশোধন | (১) রাষ্ট্রপতি সংসদ বরাবর প্রধান বিচারপতি পদে যোগ্যতা বিচার পূর্বক নাম প্রস্তাব করিবেন। সংসদ প্রকাশ্য গণশুনানির মাধ্যমে প্রস্তাব যাচাই করিয়া তাহাদের অনুমোদন প্রদান করিলে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হইবেন।<br>(২) প্রধান বিচারপতি উচ্চ আদালতের বিচারক পদে প্রার্থীদের নাম প্রস্তাব করিবেন। সংসদ প্রকাশ্য গণশুনানির মাধ্যমে প্রস্তাব যাচাই বাছাই করিয়া প্রার্থীদের অনুমোদন প্রদান করিলে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হইবেন।<br>(৩) কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক না হইলে, এবং<br>(ক) সুপ্রীম কোর্টে অন্যূন দশ বৎসরকাল এ্যাডভোকেট না থাকিয়া থাকিলে; অথবা<br>(খ) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে অন্যূন দশ বৎসর কোনো বিচার বিভাগীয় পদে অধিষ্ঠান না করিয়া থাকিলে; অথবা<br>(গ) সুপ্রীম কোর্টের বিচারক পদে নিয়োগ লাভের জন্য আইনের দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতা না থাকিয়া থাকিলে;<br>(ঘ) বয়স পঁয়তাল্লিশ বছরের কম হইলে<br>তিনি বিচারকপদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না।<br>(৪) এই অনুচ্ছেদে "সুপ্রীম কোর্ট" বলিতে এই সংবিধান প্রবর্তনের পূর্বে যেকোন সময়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যে আদালত হাইকোর্ট হিসাবে এখতিয়ার প্রয়োগ করিয়াছে, সেই আদালত অন্তর্ভুক্ত হইবে। |
| ৯৬। বিচারকদের পদের মেয়াদ | সংশোধন | ১) এই অনুচ্ছেদের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে কোনো বিচারক পঁয়ষট্টি বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।<br>(২) প্রমাণিত অসদাচরণ বা অসামার্থ্যের কারণে সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতার দ্বারা সমর্থিত সংসদের প্রস্তাবক্রমে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতির আদেশ ব্যতীত কোনো বিচারককে অপসারিত করা যাইবে না।<br>(৩) কোনো বিচারক রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করিয়া স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন। |
| ৯৭। অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি নিয়োগ | অপরিবর্তিত | |
| ৯৮। সুপ্রীম কোর্টের অতিরিক্ত বিচারকগণ | অপরিবর্তিত | |
| ৯৯। অবসর গ্রহণের পর বিচারকগণের অক্ষমতা | সংশোধন | কোনো ব্যক্তি (এই সংবিধানের ৯৮ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী অনুসারে অতিরিক্ত বিচারকরূপে দায়িত্ব পালন ব্যতীত) বিচারকরূপে দায়িত্ব পালন করিয়া থাকিলে উক্ত পদ হইতে অবসর গ্রহণের বা অপসারিত হইবার পর তিনি কোনো আদালত বা কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট ওকালতি বা কার্য করিবেন না এবং বিচার বিভাগীয় বা আধা বিচার বিভাগীয় পদ ব্যতীত জনগণতন্ত্রের কর্মে কোনো লাভজনক পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না। |

## রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব

| বর্তমান সংবিধানের ধারা | প্রস্তাব | সংশোধিত লিপি |
|---|---|---|
| ১০০। সুপ্রীম কোর্টের আসন | সংশোধন | রাজধানীতে সুপ্রীম কোর্টের স্থায়ী আসন থাকিবে, রাষ্ট্রের প্রতি বিভাগে সার্কিট বেঞ্চ গড়িয়া তোলা হইবে। উচ্চ আদালতের সেবা নাগরিকদের নিকটতর করিবার লক্ষ্যে, প্রধান বিচারপতি সময়ে সময়ে অন্য যে স্থান বা স্থানসমূহ নির্ধারণ করিবেন, সেই স্থান বা স্থানসমূহে হাইকোর্ট বিভাগের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে। |
| ১০১। হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ার | অপরিবর্তিত | |
| ১০২। কতিপয় আদেশ ও নির্দেশ প্রভৃতি দানের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতা | সংশোধন | (১) কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে এই সংবিধানের তৃতীয় ভাগের দ্বারা অর্পিত অধিকারসমূহের যেকোন একটি বলবৎ করিবার জন্য জনগণতন্ত্রের বিষয়াবলীর সহিত সম্পর্কিত কোনো দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিসহ যেকোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে হাইকোর্ট বিভাগ উপযুক্ত নির্দেশাবলী বা আদেশাবলী দান করিতে পারিবেন।<br>(২) হাইকোর্ট বিভাগের নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আইনের দ্বারা অন্যকোন সমফলপ্রদ বিধান করা হয় নাই, তাহা হইলে<br>(ক) যেকোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে-<br>অ) জনগণতন্ত্র বা কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়াবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট যেকোন দায়িত্ব পালনে রত ব্যক্তিকে আইনের দ্বারা অনুমোদিত নয়, এমন কোনো কার্য করা হইতে বিরত রাখিবার জন্য কিংবা আইনের দ্বারা তাঁহার করণীয় কার্য করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিয়া, অথবা<br>আ) জনগণতন্ত্র বা কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়াবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট যেকোন দায়িত্ব পালনে রত ব্যক্তির কৃত কোনো কার্য বা গৃহীত কোনো কার্যধারা আইনসংগত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে করা হইয়াছে বা গৃহীত হইয়াছে এবং তাঁহার কোনো আইনগত কার্যকরতা নাই বলিয়া ঘোষণা করিয়া<br>উক্ত বিভাগ আদেশদান করিতে পারিবেন; অথবা<br>(খ) যেকোন ব্যক্তির আবেদনক্রমে-<br>অ) আইনসংগত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে বা বেআইনী উপায়ে কোনো ব্যক্তিকে প্রহরায় আটক রাখা হয় নাই বলিয়া যাহাতে উক্ত বিভাগের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইতে পারে, সেইজন্য প্রহরায় আটক উক্ত ব্যক্তিকে উক্ত বিভাগের সম্মুখে আনয়নের নির্দেশ প্রদান করিয়া, অথবা<br>আ) কোনো সরকারি পদে আসীন বা আসীন বলিয়া বিবেচিত কোনো ব্যক্তিকে তিনি কোন্ কর্তৃত্ববলে অনুরূপ পদমর্যাদায় অধিষ্ঠানের দাবী করিতেছেন, তাহা প্রদর্শনের নির্দেশ প্রদান করিয়া উক্ত বিভাগ আদেশদান করিতে পারিবেন। |
| ১০৩। আপীল বিভাগের এখতিয়ার | অপরিবর্তিত | |
| ১০৪। আপীল বিভাগের পরোয়ানা জারী ও নির্বাহ | অপরিবর্তিত | |
| ১০৫। আপীল বিভাগ কর্তৃক রায় বা আদেশ পুনর্বিবেচনা | অপরিবর্তিত | |
| ১০৬। সুপ্রীম কোর্টের উপদেষ্টামূলক এখতিয়ার | অপরিবর্তিত | |

| রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব | | |
|---|---|---|
| **বর্তমান সংবিধানের ধারা** | **প্রস্তাব** | **সংশোধিত লিপি** |
| ১০৭। সুপ্রীম কোর্টের বিধিপ্রণয়ন-ক্ষমতা | সংশোধন | ১) বিচার বিভাগের কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি, কর্মস্থল নির্ধারণ, বেতন ও সুযোগ-সুবিধা কাঠামো নির্ণয়ের জন্য বিচার বিভাগের জন্য একটি সচিবালয় থাকিবে। প্রধান বিচারপতি এই সচিবালয়ের প্রধান বলিয়া বিবেচিত হইবেন। রাষ্ট্র এই সচিবালয়ের অর্থের সংকুলান করিবে। এই সচিবালয় বিচার বিভাগের প্রতিটি অংশের এবং অধঃস্তন যেকোন আদালতের রীতি ও পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন করিতে পারিবেন।<br>(২) সুপ্রীম কোর্ট এই অনুচ্ছেদের (১) দফা দায়িত্বসমূহের ভার উক্ত আদালতের কোনো একটি বিভাগকে কিংবা এক বা একাধিক বিচারককে অর্পণ করিতে পারিবেন।<br>(৩) এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত বিধিসমূহ সাপেক্ষে কোন্ কোন্ বিচারককে লইয়া কোন্ বিভাগের কোন্ বেঞ্চ গঠিত হইবে এবং কোন্ কোন্ বিচারক কোন্ উদ্দেশ্যে আসন গ্রহণ করিবেন, তাহা প্রধান বিচারপতি নির্ধারণ করিবেন।<br>(৪) প্রধান বিচারপতি সুপ্রীম কোর্টের যেকোন বিভাগের কর্মে প্রবীণতম বিচারককে সেই বিভাগে এই অনুচ্ছেদের (৩) দফা কিংবা এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত বিধিসমূহ দ্বারা অর্পিত যেকোন ক্ষমতা প্রয়োগের ভার প্রদান করিতে পারিবেন। |
| ১০৮। "কোর্ট অব রেকর্ড" রূপে সুপ্রীম কোর্ট | অপরিবর্তিত | |
| ১০৯। আদালতসমূহের উপর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ | অপরিবর্তিত | |
| ১১০। অধস্তন আদালত হইতে হাইকোর্ট বিভাগে মামলা স্থানান্তর | অপরিবর্তিত | |
| ১১১। সুপ্রীম কোর্টের রায়ের বাধ্যতামূলক কার্যকরতা | অপরিবর্তিত | |
| ১১২। সুপ্রীম কোর্টের সহায়তা | অপরিবর্তিত | |
| ১১৩। সুপ্রীম কোর্টের কর্মচারীগণ | সংশোধন | (১) প্রধান বিচারপতি কিংবা তাঁহার নির্দেশক্রমে অন্যকোন বিচারক বা কর্মচারী সুপ্রীম কোর্টের কর্মচারীদিগকে নিযুক্ত করিবেন এবং সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক প্রণীত বিধিসমূহ অনুযায়ী এই নিয়োগদান করা হইবে।<br>(২) সংসদের যেকোন আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক প্রণীত বিধিসমূহে যেরূপ নির্ধারিত হইবে, সুপ্রীম কোর্টের কর্মচারীদের কর্মের শর্তাবলী সেইরূপ হইবে। |
| **২য় পরিচ্ছেদ** | | |
| **অধস্তন আদালত** | | |
| ১১৪। অধস্তন আদালত-সমূহ প্রতিষ্ঠা | অপরিবর্তিত | |
| ১১৫। অধস্তন আদালতে নিয়োগ | সংশোধন | বিচার বিভাগীয় পদে বা বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালনকারী ম্যাজিস্ট্রেট পদে প্রধান বিচারপতি কর্তৃক উক্ত উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিসমূহ অনুযায়ী প্রধান বিচারপতি বা তার নির্দেশে দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্যকোন বিচারপতি নিয়োগদান করিবেন। |
| ১১৬। অধস্তন আদালতসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা | সংশোধন | বিচার-কর্ম বিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালনে রত ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণ (কর্মস্থল- নির্ধারণ, পদোন্নতিদান ও ছুটি মঞ্জুরিসহ) ও শৃংখলাবিধান প্রধান বিচারপতির উপর ন্যস্ত থাকিবে। |

18

**রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব**

| বর্তমান সংবিধানের ধারা | প্রস্তাব | সংশোধিত লিপি |
|---|---|---|
| ১১৬ক। বিচারবিভাগীয় কর্মচারীগণ বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন | অপরিবর্তিত | |
| ৩য় পরিচ্ছেদ | | |
| প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল | | |
| ১১৭। প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালসমূহ | সংশোধন | (১) ইতোপূর্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমুহ সম্পর্কে বা ক্ষেত্রসমুহ হইতে উদ্ভূত বিষয়াদির উপর এখতিয়ার প্রয়োগের জন্য সংসদ আইনের দ্বারা এক বা একাধিক প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন-<br>(ক) যেকোন রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগ বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের চালনা ও ব্যবস্থাপনা এবং অনুরূপ উদ্যোগ বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষে কর্মসহ কোনো আইনের দ্বারা বা অধীন সরকারের উপর ন্যস্ত বা সরকারের দ্বারা পরিচালিত কোনো সম্পত্তির অর্জন, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও বিলি-ব্যবস্থা;<br>(২) কোনো ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের অধীন কোনো প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠিত হইলে অনুরূপ ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ারের অন্তর্গত কোনো বিষয়ে অন্যকোন আদালত কোনরূপ কার্যধারা গ্রহণ করিবেন না বা কোনো আদেশ প্রদান করিবেন না;<br>তবে শর্ত থাকে যে, সংসদ আইনের দ্বারা কোনো ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা বা অনুরূপ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলের বিধান করিতে পারিবেন। |
| ষষ্ঠ ক ভাগ-জাতীয়দল | | |
| [সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ৪১ ধারাবলে বিলুপ্ত।] | অপরিবর্তিত | |
| [বিলুপ্ত] | | |
| সপ্তম ভাগ | | |
| নির্বাচন | | |

19

| রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব | | |
|---|---|---|
| **বর্তমান সংবিধানের ধারা** | **প্রস্তাব** | **সংশোধিত লিপি** |
| ১১৮। নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা | সংশোধন | (১) প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক চারজন নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকিবে।<br>(২) রাষ্ট্রপতি সংসদ বরাবর প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার পদে সম্ভাব্য প্রার্থীদের নাম প্রস্তাব করিবেন। সংসদ প্রকাশ্য গণশুনানির মাধ্যমে প্রার্থীদের যাচাই বাছাই করিয়া প্রার্থী প্রস্তাবে সম্মতি দিলে রাষ্ট্রপতি সংসদে মনোনীত প্রার্থীকে নিয়োগদান করিবেন।<br>(৩) একাধিক নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া নির্বাচন কমিশন গঠিত হইলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার তাহার সভাপতিরূপে কার্য করিবেন।<br>(৪) এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে কোনো নির্বাচন কমিশনারের পদের মেয়াদ তাঁহার কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরকাল হইবে এবং<br>(ক) প্রধান নির্বাচন কমিশনার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এমন কোনো ব্যক্তি জনগণতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না;<br>(খ) অন্যকোন নির্বাচন কমিশনার অনুরূপ পদে কর্মাবসানের পর প্রধান নির্বাচন কমিশনার রূপে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন, তবে অন্য কোনভাবে জনগণতন্ত্রের কর্মে নিয়োগলাভের যোগ্য হইবেন না।<br>(৫) নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন এবং কেবল এই সংবিধান ও আইনের অধীন হইবেন।<br>(৬) সংসদ কর্তৃক প্রণীত যেকোন আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশনারদের কর্মের শর্তাবলী রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ হইবে;<br>তবে শর্ত থাকে যে, সুপ্রীম কোর্টের বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হইতে পারেন, সেইরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত কোনো নির্বাচন কমিশনার অপসারিত হইবেন না।<br>(৭) কোনো নির্বাচন কমিশনার রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করিয়া স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন। |
| ১১৯। নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব | সংশোধন | (১) রাষ্ট্রপতি পদের ও সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার-তালিকা প্রস্তুতকরণের তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ এবং অনুরূপ নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং নির্বাচন কমিশন এই সংবিধান ও আইনানুযায়ী<br>(ক) রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবেন;<br>(খ) সংসদ-সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবেন;<br>(গ) স্থানীয় সরকারের নির্বাচন অনুষ্ঠান করবেন;<br>(ঘ) সংসদে নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ করিবেন; এবং<br>(ঙ) রাষ্ট্রপতির পদের এবং সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার-তালিকা প্রস্তুত করিবেন।]<br>(২) উপরি-উক্ত দফাসমূহে নির্ধারিত দায়িত্বসমূহের অতিরিক্ত যেরূপ দায়িত্ব এই সংবিধান বা অন্য কোন আইনের দ্বারা নির্ধারিত হইবে, নির্বাচন কমিশন সেইরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন। |
| ১২০। নির্বাচন কমিশনের কর্মচারীগণ | অপরিবর্তিত | |
| ১২১। প্রতি এলাকার জন্য একটিমাত্র ভোটার তালিকা | অপরিবর্তিত | |
| ১২২। ভোটার-তালিকায় নামভুক্তির যোগ্যতা | অপরিবর্তিত | |
| ১২৩। নির্বাচন-অনুষ্ঠানের সময় | অপরিবর্তিত | |

20

## রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব

| বর্তমান সংবিধানের ধারা | প্রস্তাব | সংশোধিত লিপি |
|---|---|---|
| ১২৪। নির্বাচন সম্পর্কে সংসদের বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা | অপরিবর্তিত | |
| ১২৫। নির্বাচনী আইন ও নির্বাচনের বৈধতা | অপরিবর্তিত | |
| ১২৬। নির্বাচন কমিশনকে নির্বাহী কর্তৃপক্ষের সহায়তাদান | অপরিবর্তিত | |
| **অষ্টম ভাগ** | | |
| মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক | | |
| ১২৭। মহা হিসাব-নিরীক্ষক পদের প্রতিষ্ঠা | সংশোধন | বাংলাদেশের একজন মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (অতঃপর "মহা হিসাব-নিরীক্ষক" নামে অভিহিত) থাকিবেন। রাষ্ট্রপতি হিসাব-নিরীক্ষক পদে সম্ভাব্য প্রার্থীদের নাম প্রস্তাব করিবেন। সংসদ প্রকাশ্য গণশুনানিতে প্রার্থীদের যাচাই বাছাই করিয়া প্রার্থী প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলে রাষ্ট্রপতি সংসদে মনোনীত প্রার্থীকে নিয়োগদান করিবেন।<br>(২) এই সংবিধান ও সংসদ কর্তৃক প্রণীত যেকোন আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে মহা হিসাব-নিরীক্ষকের কর্মের শর্তাবলী রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ হইবে। |
| ১২৮। মহা-হিসাব নিরীক্ষকের দায়িত্ব | অপরিবর্তিত | |
| ১২৯। মহা হিসাব-নিরীক্ষকের কর্মের মেয়াদ | অপরিবর্তিত | |
| ১৩০। অস্থায়ী মহা হিসাব-নিরীক্ষক | অপরিবর্তিত | |
| ১৩১। জনগণতন্ত্রের হিসাব-রক্ষার আকার ও পদ্ধতি | অপরিবর্তিত | |
| ১৩২। সংসদে মহা হিসাব-নিরীক্ষকের রিপোর্ট উপস্থাপন | অপরিবর্তিত | |
| **নবম ভাগ** | | |
| বাংলাদেশের কর্মবিভাগ | | |
| **১ম পরিচ্ছেদ** | | |
| **কর্মবিভাগ** | | |
| ১৩৩। নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী | অপরিবর্তিত | |
| ১৩৪। কর্মের মেয়াদ | অপরিবর্তিত | |
| ১৩৫। অসামরিক সরকারী কর্মচারীদের বরখাস্ত প্রভৃতি | অপরিবর্তিত | |
| ১৩৬। কর্মবিভাগ-পুনর্গঠন | অপরিবর্তিত | |
| **২য় পরিচ্ছেদ** | | |
| **সরকারী কর্ম কমিশন** | | |
| ১৩৭। কমিশন-প্রতিষ্ঠা | অপরিবর্তিত | |

21

## রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব

| বর্তমান সংবিধানের ধারা | প্রস্তাব | সংশোধিত লিপি |
|---|---|---|
| ১৩৮। সদস্য-নিয়োগ | সংশোধন | (১) রাষ্ট্রপতি প্রত্যেক সরকারি কর্ম-কমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্য পদে সম্ভাব্য প্রার্থীদের নাম প্রস্তাব করিবেন। সংসদ প্রকাশ্য গণশুনানিতে প্রার্থীদের যাচাই বাছাই করিয়া প্রার্থী প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলে রাষ্ট্রপতি সংসদে মনোনীত প্রার্থীকে নিয়োগদান করিবেন।<br>তবে শর্ত থাকে যে, প্রত্যেক কমিশনের যতদূর সম্ভব অর্ধেক (তবে অর্ধেকের কম নহে) সংখ্যক সদস্য এমন ব্যক্তিগণ হইবেন, যাঁহারা কুড়ি বৎসর বা ততোধিককাল বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যেকোন সময়ে কার্যরত কোনো সরকারের কর্মে কোনো পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। |
| ১৩৯। পদের মেয়াদ | অপরিবর্তিত | |
| ১৪০। কমিশনের দায়িত্ব | অপরিবর্তিত | |
| ১৪১। বার্ষিক রিপোর্ট | অপরিবর্তিত | |
| **5নবম-ক ভাগ** | | |
| জরুরী বিধানাবলী | | |
| ১৪১ক। জরুরী-অবস্থা ঘোষণা | অপরিবর্তিত | |
| ১৪১খ। জরুরী-অবস্থার সময় সংবিধানের কতিপয় অনুচ্ছেদের বিধান স্থগিতকরণ | অপরিবর্তিত | |
| ১৪১গ। জরুরী-অবস্থার সময় মৌলিক অধিকারসমূহ স্থগিতকরণ | অপরিবর্তিত | |
| **দশম ভাগ** | | |
| সংবিধান-সংশোধন | | |
| ১৪২। সংবিধানের বিধান সংশোধনের ক্ষমতা | সংশোধন | এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও-<br>(ক) সংসদের আইন দ্বারা এই সংবিধানের কোনো বিধান সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন বা রহিতকরণের দ্বারা সংশোধিত হইতে পারিবে-<br>তবে শর্ত থাকে যে,<br>(ক) অনুরূপ সংশোধনীর জন্য আনীত কোনো বিলের সম্পূর্ণ শিরোনামে এই সংবিধানের কোনো বিধান সংশোধন করা হইবে বলিয়া স্পষ্টরূপে উল্লেখ না থাকিলে বিলটি বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা যাইবে না;<br>(খ) সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত না হইলে অনুরূপ কোনো বিলে সম্মতিদানের জন্য তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হইবে না;<br>(গ) এই প্রক্রিয়ায় প্রস্তাবিত সংবিধান সংশোধন বিল গণভোটের মাধ্যমে জনগণের অনুমোদন লইতে হইবে। |
| **একাদশ ভাগ** | | |
| বিবিধ | | |
| ১৪৩। জনগণতন্ত্রের সম্পত্তি | অপরিবর্তিত | |
| ১৪৪। সম্পত্তি ও কারবার প্রভৃতি-প্রসঙ্গে নির্বাহী কর্তৃত্ব | অপরিবর্তিত | |

22

**রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব**

| বর্তমান সংবিধানের ধারা | প্রস্তাব | সংশোধিত লিপি |
|---|---|---|
| ১৪৫। চুক্তি ও দলিল | অপরিবর্তিত | |
| ১৪৫ক। আন্তর্জাতিক চুক্তি | অপরিবর্তিত | |
| ১৪৬। বাংলাদেশের নামে মামলা | অপরিবর্তিত | |
| ১৪৭। কতিপয় পদাধিকারীর পারিশ্রমিক প্রভৃতি | অপরিবর্তিত | |
| ১৪৮। পদের শপথ | অপরিবর্তিত | |
| ১৪৯। প্রচলিত আইনের হেফাজত | সংশোধন | এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে সকল প্রচলিত আইনের কার্যকারিতা অব্যাহত থাকিবে, তবে সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকার বা তার ভাবাদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক হইলে সেই আইন কার্যকর করা যাইবে না। এই সংবিধানের অধীনে প্রণীত আইনের দ্বারা পূর্বের যেকোন আইন সংশোধিত বা রহিত হইতে পারিবে। |
| ১৫০। ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী | বাতিল | |
| ১৫১। রহিতকরণ | অপরিবর্তিত | |

| রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব | | |
|---|---|---|
| বর্তমান সংবিধানের ধারা | প্রস্তাব | সংশোধিত লিপি |
| | | ১৫২। (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের প্রয়োজনে অন্যরূপ না হইলে এই সংবিধানে-<br>"অধিবেশন" (সংসদ-প্রসঙ্গে) অর্থ এই সংবিধান প্রবর্তনের পর কিংবা একবার স্থগিত হইবার বা ভাঙ্গিয়া যাইবার পর সংসদ যখন প্রথম মিলিত হয়, তখন হইতে সংসদ স্থগিত হওয়া বা ভাঙ্গিয়া যাওয়া পর্যন্ত বৈঠকসমূহ;<br>"অনুচ্ছেদ" অর্থ এই সংবিধানের কোনো অনুচ্ছেদ;<br>"অবসর ভাতা" অর্থ আংশিকভাবে প্রদেয় হউক বা না হউক, যেকোন অবসর ভাতা, যাহা কোনো ব্যক্তিকে বা ব্যক্তির ক্ষেত্রে দেয়; এবং কোনো ভবিষ্য তহবিলের চাঁদা বা ইহার সহিত সংযোজিত অতিরিক্ত অর্থ প্রত্যর্পণ-ব্যপদেশে দেয় অবসরকালীন বেতন বা আনুতোষিক ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;<br>"অর্থ বৎসর" অর্থ জুলাই মাসের প্রথম দিবসে যে বৎসরের আরম্ভ;<br>"আইন" অর্থ কোনো আইন, অধ্যাদেশ, আদেশ, বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন, বিজ্ঞপ্তি ও অন্যান্য আইনগত দলিল এবং বাংলাদেশে আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন যেকোন প্রথা বা রীতি;<br>"আদালত" অর্থ সুপ্রীম কোর্টসহ যেকোন আদালত;]<br>"আপীল বিভাগ" অর্থ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ;<br>"উপ-দফা" অর্থ যে দফায় শব্দটি ব্যবহৃত, সেই দফার একটি উপ-দফা;<br>"ঋণ গ্রহণ" বলিতে বাৎসরিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য অর্থ সংগ্রহ অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং "ঋণ" বলিতে তদনুরূপ অর্থ বুঝাইবে;<br>"করারোপ" বলিতে সাধারণ, স্থানীয় বা বিশেষ যেকোন কর, খাজনা, শুল্ক বা বিশেষ করের আরোপ;<br>"গ্যারান্টি" বলিতে কোনো উদ্যোগের মুনাফা নির্ধারিত পরিমাণের অপেক্ষা কম হইলে তাহার জন্য অর্থ প্রদান করিবার বাধ্যবাধকতা যাহা এই সংবিধান প্রবর্তনের পূর্বে গৃহীত হইয়াছে তাহা অন্তর্ভুক্ত হইবে;<br>"জেলা বিচারক" বলিতে অতিরিক্ত জেলা বিচারক অন্তর্ভুক্ত হইবেন;<br>"তফসিল" অর্থ এই সংবিধানের কোনো তফসিল;<br>"দফা" অর্থ যে অনুচ্ছেদে শব্দটি ব্যবহৃত, সেই অনুচ্ছেদের একটি দফা;<br>"দেনা" বলিতে বাৎসরিক কিস্তি হিসাবে মূলধন পরিশোধের জন্য যেকোন বাধ্যবাধকতাজনিত দায় এবং যেকোন গ্যারান্টিযুক্ত দায় অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং "দেনার দায়" বলিতে তদনুরূপ অর্থ বুঝাইবে;<br>"নাগরিক" অর্থ নাগরিকত্ব সম্পর্কিত আইনানুযায়ী যে ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক;<br>"প্রচলিত আইন" অর্থ এই সংবিধান প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানায় বা উহার অংশবিশেষে আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সক্রিয় থাকুক বা না থাকুক, এমন যেকোন আইন;<br>"জনতন্ত্র" অর্থ জনতন্ত্রী বাংলাদেশ;<br>"জনতন্ত্রের কর্ম" অর্থ অসামরিক বা সামরিক ক্ষমতায় বাংলাদেশ সরকার সংক্রান্ত যেকোন কর্ম, চাকুরী বা পদ এবং আইনের দ্বারা জনতন্ত্রের কর্ম বলিয়া ঘোষিত হইতে পারে, এইরূপ অন্যকোন কর্ম;<br>"প্রধান নির্বাচন কমিশনার" অর্থ এই সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদের অধীন উক্ত পদে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি;<br>"প্রধান বিচারপতি" অর্থ বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি;<br>"প্রশাসনিক একাংশ" অর্থ জেলা কিংবা এই সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে আইনের দ্বারা অভিহিত অন্যকোন এলাকা;<br>"বিচারক" অর্থ সুপ্রীম কোর্টের কোনো বিভাগের কোন বিচারক;<br>"বিচার-কর্ম বিভাগ" অর্থ জেলা বিচারক পদের অনূর্ধ্ব কোনো বিচার বিভাগীয় পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত কর্মবিভাগ;<br>"বৈঠক" (সংসদ প্রসঙ্গে) অর্থ মুলতবি না করিয়া সংসদ যতক্ষণ ধারাবাহিকভাবে বৈঠকরত থাকেন, সেইরূপ মেয়াদ;<br>"ভাগ" অর্থ এই সংবিধানের কোনো ভাগ;<br>"রাজধানী" অর্থ এই সংবিধানের ৫ অনুচ্ছেদের রাজধানী বলিতে যে অর্থ করা হইয়াছে; |

| রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব | | |
|---|---|---|
| **বর্তমান সংবিধানের ধারা** | **প্রস্তাব** | **সংশোধিত লিপি** |
| ১৫৩। প্রবর্তন, উল্লেখ ও নির্ভরযোগ্য পাঠ | অপরিবর্তিত | |
| তফসিল | | |
| Schedule | অপরিবর্তিত | |
| Appendix | অপরিবর্তিত | |

# গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য

৪টি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত

বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (এম-এল), সমাজতান্ত্রিক মজদুর পার্টি, সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি (SDP), প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল (পিডিপি)

অফিস: ৪০/এ, তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০। ইমেইল: democraticleftunity@gmail.com

মোবাইল: ০১৬৮২৮৯৬৪৯৫, ০১৭২৪৯০৩২৪৩, ০১৭২২১৯৬০৭০, ০১৬১৯২১৯৮৪০


সূত্র :　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　তারিখ:

## বর্তমান সংবিধানের বিষয়ে গণতান্ত্রিক বাম ঐক্যের মতামত:-

সংবিধানের পঞ্চম অধ্যয় অনুচ্ছেদ ৯৩ (১) [সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় অথবা উহার অধিবেশনকাল ব্যতীত] কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট আশু ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইলে তিনি উক্ত পরিস্থিতিতে যেরূপ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিবেন, সেইরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিতে পারিবেন এবং জারী হইবার সময় হইতে অনুরূপভাবে প্রণীত অধ্যাদেশ সংসদের আইনের ন্যায় ক্ষমতাসম্পন্ন হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার অধীন কোন অধ্যাদেশে এমন কোন বিধান করা হইবে না,

(ক) যাহা এই সংবিধানের অধীন সংসদের আইন-দ্বারা আইনসঙ্গতভাবে করা যায় না;

(খ) যাহাতে এই সংবিধানের কোন বিধান পরিবর্তিত বা রহিত হইয়া যায়; অথবা

(গ) যাহার দ্বারা পূর্বে প্রণীত কোন অধ্যাদেশের যে কোন বিধানকে অব্যাহতভাবে বলবৎ করা যায়।

(২) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার অধীন প্রণীত কোন অধ্যাদেশ জারী হইবার পর অনুষ্ঠিত সংসদের প্রথম বৈঠকে তাহা উপস্থাপিত হইবে এবং ইতঃপূর্বে বাতিল না হইয়া থাকিলে অধ্যাদেশটি অনুরূপভাবে উপস্থাপনের পর ত্রিশ দিন অতিবাহিত হইলে কিংবা অনুরূপ মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে তাহা অননুমোদন করিয়া সংসদে প্রস্তাব গৃহীত হইলে অধ্যাদেশটির কার্যকরতা লোপ পাইবে।

(৩) সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থার কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট ব্যবস্থা-গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইলে তিনি এমন অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিতে পারিবেন, যাহাতে সংবিধান-দ্বারা সংযুক্ত তহবিলের উপর কোন ব্যয় দায়যুক্ত হউক বা না হউক, উক্ত তহবিল হইতে সেইরূপ ব্যয়নির্বাহের কর্তৃত্ব প্রদান করা যাইবে এবং অনুরূপভাবে প্রণীত কোন অধ্যাদেশ জারী হইবার সময় হইতে তাহা সংসদের আইনের ন্যায় ক্ষমতাসম্পন্ন হইবে।

(৪) এই অনুচ্ছেদের (৩) দফার অধীন জারীকৃত প্রত্যেক অধ্যাদেশ যথাশীঘ্র সংসদে উপস্থাপিত হইবে এবং সংসদ পুনর্গঠিত হইবার তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে এই সংবিধানের ৮৭, ৮৯ ও ৯০ অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী প্রয়োজনীয় উপযোগীকরণসহ পালিত হইবে।

বিপ্লবোত্তর বাংলাদেশে, যাঁদের রক্তের বিনিময়ে এখানে দাঁড়িয়ে সংবিধান সংশোধনের কথা বলা হচ্ছে, এটা তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো। কিন্তু সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতার বিষয়টিও চিন্তায় রাখতে হবে। কারণ, এখন পর্যন্ত বিদ্যমান সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে আছি বলে মনে হয়।

সংবিধানের ৯৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, অধ্যাদেশ আকারে সবকিছু করতে পারবে। শুধু সংবিধান সংশোধন ছাড়া। সংসদ নেই এখন, গণভোটের বিধান নেই। গণভোট দিলে কীভাবে দেওয়া হবে-এ প্রশ্নগুলো যৌক্তিক ও আইনগতভাবে রাজনৈতিক সমঝোতার মধ্য দিয়েই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

চলমান পাতা-২

# গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য

৪টি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত

বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (এম-এল), সমাজতান্ত্রিক মজদুর পার্টি, সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি (SDP), প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল (পিডিপি)
অফিস: ৪০/এ, তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০। ইমেইল: democraticleftunity@gmail.com
মোবাইল: ০১৬৮২৮৯৬৪৯৫, ০১৭২৪৯০৩২৪৩, ০১৭২২১৯৬০৭০, ০১৬১৯২১৯৮৪০


সূত্র : তারিখ:



নতুন সংবিধান হবে, নাকি সংবিধান সংশোধন হলেই কাজ হবে, সে বিষয়ে রাজনৈতিক সমঝোতার মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এ জন্য জাতীয় সংলাপ দরকার। সবচেয়ে বড় কথা, গণতন্ত্র ঠিক থাকলে ও ভোটাধিকার নিশ্চিত করা গেলে অন্য সব সমস্যার সমাধান হবে।

সংবিধান সংস্কারের মাধ্যমে একটা জায়গা নিশ্চিত করা দরকার, যাতে পাঁচ বছর পরপর জনগণ তার স্বাধীন, সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। সেই সংবিধানে বাংলাদেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে। কিন্তু সেখানে যদি গরমিল থাকে, সেখানে যদি নিশ্চয়তা প্রদান না করা হয়, যতভাবে প্রতিষ্ঠানকে ঢেলে সাজান না কেন, কোনো প্রতিষ্ঠানই ঠিক ওইভাবে কাজ করবে না, যেমন কাজ করেনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। এমনকি সুপ্রিম কোর্টও রাজনৈতিকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য একমাত্র পথ হচ্ছে দেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও জনগণের শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষমতা ভোটাধিকারের মাধ্যমে নিশ্চিত করা।

অতীতে একাধিক সংশোধনীর ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সমঝোতা আগে হয়েছে, তারপর কার্যকর হয়েছে। যত কমিশনই হোক না কেন, চূড়ান্তভাবে জনগণের কাছেই যেতে হবে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবে জনগণ। বিচারক নিয়োগ করার জন্য সংসদের আইন করার কথা ছিল। ৫৩ বছর চলে গেলেও আইন হয়নি। এটা করতেই হবে। যথার্থ আইন থাকলে রাজনৈতিক দলগুলো ইচ্ছেমতো তাদের লোক নিয়োগ দিতে পারবে না। নির্বাচন কমিশন আইন হলেও তা অসম্পূর্ণ। পরিপূর্ণ আইন করা দরকার, যাতে নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারে।

সংবিধান পুনর্লিখিত হবে, নাকি নতুন করে হবে, তা জনগণের ওপর নির্ভর করবে। 'যাঁরা হতাহত হলেন, তাঁদের চাওয়া-পাওয়া সন্নিবেশিত করে একটা সংলাপ করা যেতে পারে। সংলাপের ভিত্তিতে রাজনৈতিক সমঝোতা ও সে অনুযায়ী নির্বাচন করে যারা আসবে, তারা এদের (অন্তর্বর্তী সরকার) কাজটা অনুমোদন করবে। এ নিয়ে কোনো দ্বিধা নেই। ঐতিহ্য আছে। তবে প্রয়োজ ন হবে ঐকমত্য, বিশেষ করে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সমঝোতা।

সংবিধানে অনেকগুলো পরিবর্তন করতে হবে। কারণ, সংবিধানকে নষ্ট করা হয়েছে সংশোধনীর মাধ্যমে। বড় নষ্ট করা হয়েছে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে। অনেকের ধারণা, পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে না। সংসদের ভুমিকা রাখতে হবে, বিল আকারে উত্থাপন ও অনুমোদন করতে হবে। বিকেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা যাতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তা নিশ্চিতের ওপরও গুরুত্ব দিতে হবে।

গত ৫৩ বছরে বিভিন্ন সময় সংবিধান রাজনৈতিক সংকটের সমাধান করতে পারেনি, বরং রাজনৈতিক সংকট তৈরি করেছে। স্বাভাবিকভাবে ক্ষমতার পালাবদল ঘটার যে প্রক্রিয়া থাকার কথা, সেটি কাজ করেনি। সংবিধান ব্যর্থ হয়েছে। নাগরিকের ক্ষমতা বাড়ানো দরকার। সংসদ সদস্যদের জবাবদিহির ব্যবস্থাটা থাকতে হবে। জবাবদিহির ব্যবস্থা যতক্ষণ না করা যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তাদের প্রজা হয়েই থাকব।

সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ অবশ্যই তুলে দিতে হবে। ৭০ অনুচ্ছেদে শুধু আস্থা ভোট ছাড়া এমনকি অর্থবিলের প্রশ্নেও সংসদ সদস্যকে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার ক্ষমতা থাকতে হবে। রাজনৈতিক সমঝোতার মধ্য দিয়েই

চলমান পাতা-৩

# গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য

৪টি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত

বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (এম-এল), সমাজতান্ত্রিক মজদুর পার্টি, সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি (SDP), প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল (পিডিপি)

অফিস: ৪০/এ, তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০। ইমেইল: democraticleftunity@gmail.com

মোবাইল: ০১৬৮২৮৯৬৪৯৫, ০১৭২৪৯০৩২৪৩, ০১৭২২১৯৬০৭০, ০১৬১৯২১৯৮৪০


সূত্র : তারিখ:



৫৩ বছরে ভালো নির্বাচনী ব্যবস্থা তৈরি করতে পারিনি। এমন কোনো ব্যবস্থা তৈরি করতে পারিনি যে নির্বাচনের ভেতর দিয়ে সরকার পরিবর্তন করা যাবে। বরং সরকার বদল করার যখন প্রশ্ন আসছে, তখন অসাংবিধানিক কোনো পদ্ধতির প্রয়োজন হয়েছে। এর একটা স্থায়ী সমাধান মানুষ চায়। বিচার বিভাগের ও বিচারিক পদ্ধতির সংস্কারে মানুষের আকাঙ্ক্ষা রয়েছে।

ভবিষ্যতের সংবিধান হওয়া উচিত অন্তর্ভুক্তিমূলক, ধর্মীয় সংখ্যাগুরু সংখ্যালঘু পাহাড়ি, আদিবাসীসহ সাংস্কৃতিক ভাষাগত ইত্যাদি বহুমাত্রিকতা যাতে প্রতিফলিত হয়। বাংলাদেশের প্রত্যেকটি অংশ পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট থেকে শুরু করে বরেন্দ্রভূমিপুরোপুরি যাতে সম্পৃক্ত হয়-এসব অঞ্চলের মানুষ সত্যিকার যাতে মনে-প্রাণে গর্ব নিয়ে নিজেকে বাংলাদেশের নাগরিক মনে করে। বৈষম্য কীভাবে নিরসন করতে পারব, সে বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ দেওয়া ঠিক হবে কি-না রাজনৈতিক সমঝোতায় আসতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান ১৬ পৃষ্ঠার। চীনের ২৬ পৃষ্ঠার। আর ইরানের সংবিধান ৩৫ পৃষ্ঠার। এই দেশগুলোতে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সংবিধান গঠিত হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধান ১১ অধ্যায় ১৫৩ অনুচ্ছেদ ২৫০ পৃষ্ঠার। এতো বিশাল সংবিধানের প্রয়োজন আছে কি-না তা-ও বিবেচনা করা যেতে পারে।

**(কমরেড সামছুল আলম)**
সমন্বয়ক, গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য
সাধারণ সম্পাদক, সমাজতান্ত্রিক মজদুর পার্টি

**(কমরেড হারুন চৌধুরী)**
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (এম.এল)

**(হারুন আল রশিদ খান)**
মহাসচিব
প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল (পিডিপি)

**(আবুল কালাম আজাদ)**
আহ্বায়ক
সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এসডিপি)

**ছক ১-সংবিধানের সংস্কার প্রস্তাব**

সংবিধানের নিম্নোক্ত বিষয়সমূহে আপনার দল কী ধরণের সংস্কার প্রস্তাব করছে, তা বর্ণনা করুন।

**রাষ্ট্রের সর্বস্তরে সাম্য, মানাবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও ফ্যাসিবাদ উত্থান রোধকরণ**

মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণাপত্র সাম্য মানবিক মর্যাদা সামাজিক ন্যায়বিচার, ৯০ এর গণঅভ্যুত্থান স্বৈরাচার নিপাত যাক গণতন্ত্র মুক্তি পাক, ২৪-এর গণঅভ্যুত্থানে শহীদ ও আহতদের আকাঙ্ক্ষা স্বৈরতন্ত্রের চির অবসান, বৈষম্যহীন রাষ্ট্র নিয়ে সংবিধান সংস্কার করতে হবে।

প্রত্যেক নাগরিকের ব্যক্তিগত মর্যাদা, নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার, শিক্ষা ও কর্মসংস্থান লাভের অধিকারকে মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে সংবিধানে স্বীকৃতি দিতে হবে। প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক ও মানবাধিকারের ক্ষেত্রে সংখ্যাগুরু সংখ্যালঘু ধর্ম বর্ণ ভাষা জাতি উপজাতি আদিবাসী পাহাড় সমতল বিবেচিত হবে না।

এ ছাড়া বাকস্বাধীনতা, ভিন্নমত ও প্রতিবাদ জানানোর অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

**মানবাধিকার সুরক্ষা**

সমস্ত মানুষ স্বাধীনভাবে সমান মর্যাদা এবং অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। মানব পরিবারের সকল সদস্যের জন্য সার্ব,জনীন, সহজাত, অহস্তান্তরযোগ্য এবং অলঙ্ঘনীয় অধিকারই হলো মানবাধিকার। মানবাধিকার প্রতিটি মানুষের এক ধরনের অধিকার যেটা তার জন্মগত ও অবিচ্ছেদ্য। মানুষমাত্রই এ অধিকার ভোগ করবে এবং চর্চা করবে। তবে এ চর্চা অন্যের ক্ষতিসাধন ও প্রশান্তি বিনষ্টের কারণ হতে পারবে না। মানবাধিকার সব জায়গায় এবং সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। এ অধিকার একই সাথে সহজাত ও আইনগত অধিকার। স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক আইনের অন্যতম দায়িত্ব হল এসব অধিকার রক্ষণাবেক্ষণ করা। যদিও অধিকার বলতে প্রকৃতপক্ষে কি বোঝানো হয় তা এখন পর্যন্ত একটি দর্শনগত বিতর্কের বিষয়। বর্তমান বিশ্বে মানবাধিকার শব্দটি বহুল আলোচিত ও বহুল প্রচলিত একটি শব্দ। মানবাধিকারের বিষয়টি স্বতঃসিদ্ধ ও অলঙ্ঘনীয় হলেও সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই এ নিয়ে চলছে বাক-বিতণ্ডা ও দ্বন্দ্ব-সজ্ঞাত। একদিকে মানবাধিকারের সংজ্ঞা ও সীমারেখা নিয়ে বিতর্কের ঝড় তোলা হচ্ছে, অন্যদিকে ক্ষমতাধর শাসকরা দেশে দেশে জনগণের স্বীকৃত অধিকারগুলো পর্যন্ত অবলীলায় হরণ ও দমন করে চলছে। আর দুর্বল জাতিগুলোর সাথে সবল জাতিগুলোর আচরণ আজকাল মানবাধিকারকে একটি উপহাসের বস্তুতে পরিণত করেছে।

পতিত স্বৈরাচার দেশের নাগরিকের সমস্ত মানবাধিকার ধ্বংস করে দিয়েছিল। রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে ভিন্ন দল মতের নাগরিক কে গুম খুন হামলা মিথ্যা মামলায় জর্জরির করে স্বাভাবিক বাঁচার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। ২০০৯ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে বাংলাদেশে ২,৬৯৯ জন বিচারবহির্ভূত হত্যার শিকার হয়েছেন। একই সময়ে ৬৭৭ জন গুমের শিকার হন এবং ১,০৪৮ জন হেফাজতে মারা যান।পরিসংখ্যানটি প্রকাশ করেছে মানবাধিকার সংস্থা অধিকার। এছাড়া, সংস্থাটির মতে, ছাত্রদের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ঘটনাসহ ২০২৪ সালের ঘটনা যুক্ত করলে মৃতের সংখ্যা ৩,০০০ ছাড়িয়ে যাবে। বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় অনুচ্ছেদে মানবাধিকার কথা বলা আছে, মৌলিক অধিকারের সহিত অসমঞ্জস আইন বাতিল।

জাতিসংঘের মানবাধিকার সুরক্ষা সার্বজনিন ঘোষণাপত্রের পূর্ণ বাস্তবায়ন করতে হবে।

**নির্বাহী বিভাগ**

যেকোন আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র তিনটি মূল স্তম্ভের অন্যতম নির্বাহী বিভাগ, রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগের সর্বোচ্চ সম্মানিত হইবে হইবে রাষ্ট্রপতি। তারপর প্রধানমন্ত্রী ধারাবাহিক ভাবে মন্ত্রী পরিষদ। প্রত্যেকে নির্ধারিত সময়ের জন্য নির্বাচিত হইবে। সংবিধানের যে পরিচ্ছেদ গুলো কাউকে একচ্ছত্র কতৃত্ববাদী সর্বময় ক্ষমতাধর করেছে সেই পরিচ্ছেদ গুলো বাতিল করতে হবে। যাতে আর কখনো স্বৈরতন্ত্র ফিরে আসার সুযোগ না পায়। রাষ্ট্র পরিচালনায় ক্ষমতার ভারসাম্য তৈরী করতে হবে।

স্থানীয় শাসন-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা যেমন জেলা পরিষদ উপজেলা পরিষদ ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ, প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করিবার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করতে হবে।

নির্বাহী বিভাগ নির্বাচিত আইনসভার প্রতি দায়বদ্ধ থাকিবে। নির্বাহী বিভাগ আইন পাস করে না, আইনসভার ব্যাখ্যা করে না। পরিবর্তে, নির্বাহী বিভাগ আইনসভা দ্বারা লিখিত এবং বিচার বিভাগ দ্বারা ব্যাখ্যা করা আইন প্রয়োগ করে। নির্বাহী নির্দিষ্ট ধরনের আইনের উৎস হতে পারে, যেমন একটি ডিক্রি বা নির্বাহী আদেশ। নির্বাহী বিভাগের সকল কাজ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা থাকতে হবে।

**আইনসভা**

আইনসভা হলো একটি দেশের মতো রাজনৈতিক সত্তার জন্য আইন তৈরি করার কর্তৃত্ব সহ একটি সুচিন্তিত পরিষদ। আইনসভা বেশিরভাগ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ গঠন করিবে, ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ মডেলে তারা প্রায়শই সরকারের নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগের বিপরীত হয়ে থাকে। আইনসভা হল একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান।

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে এককক্ষ, দ্বিকক্ষ, ত্রিকক্ষ বা চতুর্কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। বর্তমানে এককক্ষ ও দ্বিকক্ষ আইন সভা আছে। দ্বিকক্ষ আইন সভা উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষ নামে পরিচিত। আমাদের দেশের আর্থিক ও রাজনৈতিক সক্ষমতায় এককক্ষীয় আইন সভা থাকিবে। রাজনৈতিক ব্যবস্থা আইনসত্তা আধিপত্যের নীতি অনুসরণ করে, যার অধীনে আইনসভা সরকারের সর্বোচ্চ শাখা এবং বিচার বিভাগ বা লিখিত সংবিধানের মতো অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। এই জাতীয় ব্যবস্থা আইনসভাকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। নির্বাহী বিভাগ আইনসভার নিকট দায়বদ্ধ, যা অনাস্থা ভোট দিয়ে অপসারণ করা যেতে পারে।

আইনসভাগুলি বিভিন্ন আকারের হয়ে থাকে। জাতীয় আইনসভাগুলোর মধ্যে চীনের ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেস ২,৯৮০ জন সদস্য নিয়ে বৃহত্তম, এবং ভ্যাটিকান সিটির পন্টিফিক্যাল কমিশন ৭ জন সদস্য নিয়ে সবচেয়ে ছোট আইনসভা। কোন কোন আইনসভা গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হয় না: জাতীয় পিপলস কংগ্রেস পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হয়। আইনসভার আকার কার্যকারিতা এবং প্রতিনিধিত্বের মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় রাখে, আইনসভা যত ছোট হবে তত বেশি কার্যকারিতার সাথে এটি পরিচালনা করতে পারে তবে আইনসভা যত বড় হবে, তত বেশি তার নির্বাচনী এলাকাগুলির রাজনৈতিক বৈচিত্র্যের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। জাতীয় আইনসভাগুলির তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে একটি দেশের নিম্নকক্ষের আকার তার জনসংখ্যার ঘনমূলের সাথে সমানুপাতিক বলে মনে হয়। অর্থাৎ নিম্নকক্ষের আকার জনসংখ্যার অনুপাতে বাড়তে থাকে, তবে তা অনেক ধীরে ধীরে।

আমাদের আইন সভার আকার ৩০০ আসনের। নাগরিকদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা আইন সভার সদস্য হইবে। জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্বাচনি আসন নির্ধারন হইবে। আইন সভা মূল কাজ হবে জনগণের প্রয়োজনে সময়োপযোগী আইন সংস্কার সংশোধন বিয়োজন ও নতুন আইন তৈরী করা। বাজেট তৈরী করা। দেশের সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করা। বিতর্ক করা।

**বিচার বিভাগ**

বাংলাদেশের বিচার বিভাগ বাংলাদেশের সংবিধান দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্রের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের অন্যতম। সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ, জেলা পর্যায়ের জেলা ও দায়রা জজ আদালত ও চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, মেট্রোপলিটন এলাকায় অবস্থিত মহানগর দায়রা জজ আদালত, চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, বিভিন্ন ট্রাইবুনালের সমন্বয়ে বাংলাদেশের বিচার বিভাগ গঠিত। আইন বিভাগ যে আইন প্রণয়ন করে, সেই আইন অনুযায়ী বিচার করাই হলো বিচার বিভাগের মূল দায়িত্ব। যারা বিচার করেন তাদেরকে বিচারপতি (সুপ্রিম কোর্টের বিচারক), জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট (প্রতি জেলায় ও মেট্রোপলিটন এলাকায় অবস্থিত আদালত বা ট্রাইবুনালের বিচারক) বলা হয়। প্রধান বিচারপতি সমগ্র বিচার বিভাগের প্রধান। সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতিগণ প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তার অধীনস্থ। জেলা ও দায়রা জজ জেলার দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতের প্রধান। অন্যদিকে, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হচ্ছেন জেলার প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট। মেট্রোপলিটন এলাকার মুখ্য বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে মহানগর দায়রা জজ এবং ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের অধিকর্তাকে চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বলা হয়।

বিচার বিভাগ হলো সংবিধানের অভিভাবক। সংবিধানকে পাশ কাটিয়ে আইন বিভাগ তথা জাতীয় সংসদ কোনো আইন তৈরী করলে কিংবা অন্য কোনো আইনের সাথে বিরোধপূর্ণ আইন তৈরী করলে কিংবা নির্বাহী বিভাগ আইন বহির্ভূত কাজ করলে বিচার বিভাগ জুডিসিয়াল রিভিউ, রিট এখতিয়ার ইত্যাদি প্রয়োগের মাধ্যমে আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত কোনো আইন বা নির্বাহী বিভাগ কর্তৃক যেকোনো কাজকে বাতিল, অবৈধ ও অকার্যকর ঘোষণা করে আদেশ দিতে পারেন। আইনের ব্যাখ্যা দেবার দায়িত্বও বিচার বিভাগের হাতে ন্যস্ত।

তবে ন্যয়বিচারের স্বার্থে বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করা জরুরী। বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা হল এই ধারণা যে বিচার বিভাগকে সরকারের অন্যান্য শাখা থেকে স্বাধীন হতে হবে। অর্থাৎ, আদালতগুলি সরকারের অন্যান্য শাখা বা ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থের অনুপযুক্ত প্রভাবের অধীন হওয়া উচিত নয়। ক্ষমতা পৃথকীকরণের ধারণার জন্য বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা গুরুত্বপূর্ণ ।

বিভিন্ন দেশ বিচার বিভাগীয় নির্বাচনের বিভিন্ন উপায় বা বিচারক নির্বাচনের মাধ্যমে বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতার ধারণা নিয়ে কাজ করে । বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতার প্রচারের একটি উপায় হল বিচারকদের আজীবন মেয়াদ বা দীর্ঘ মেয়াদ মঞ্জুর করা, যা আদর্শভাবে তাদের মামলার সিদ্ধান্ত নিতে এবং আইনের শাসন এবং বিচারিক বিচক্ষণতা অনুসারে রায় দেওয়ার জন্য মুক্ত করে , এমনকি সেই সিদ্ধান্তগুলি রাজনৈতিকভাবে অজনপ্রিয় বা শক্তিশালী স্বার্থ দ্বারা বিরোধিতা করা হলেও। বিচার বিভাগের ক্ষমতা বিচারিক পর্যালোচনার ক্ষমতা দ্বারা আইনসভা পরীক্ষা করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয় । এই ক্ষমতা ব্যবহার করা যেতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, বিচার বিভাগ যখন বুঝতে পারে যে সরকারের একটি শাখা একটি সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করতে অস্বীকার করছে বা আইনসভার দ্বারা পাস করা আইনগুলিকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করে কিছু পদক্ষেপের আদেশ দিবে। সংসদীয় সার্বভৌমত্ব দ্বারা বিচারিক স্বাধীনতা সীমিত করা যাবে না ।

বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা একটি সীমিত সরকারের কাছ থেকে অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার সুরক্ষার জন্য কাজ করে এবং সেই অধিকারগুলির উপর নির্বাহী ও আইন প্রণয়ন রোধ করে। এটি আইনের শাসন এবং গণতন্ত্রের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে । আইনের শাসনের অর্থ হল সমস্ত কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতা আইনের চূড়ান্ত উৎস থেকে আসতে হবে। একটি স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার অধীনে, আদালত এবং এর কর্মকর্তারা বিচার বিভাগের ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত । এই স্বাধীনতার মাধ্যমে বিচার বিভাগ জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারে যা সবার জন্য সমান সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারবে।

আইনের কার্যকারিতা এবং আইন প্রণয়নকারী সরকারের প্রতি জনগণের যে শ্রদ্ধা থাকে তা সুষ্ঠু সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতার উপর নির্ভরশীল। তদ্ব্যতীত, এটি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির একটি স্তম্ভ কারণ বহুজাতিক ব্যবসা এবং বিনিয়োগকারীদের এমন একটি দেশের অর্থনীতিতে বিনিয়োগ করার আস্থা রয়েছে যার একটি শক্তিশালী এবং স্থিতিশীল বিচার ব্যবস্থা রয়েছে যা হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত। রাষ্ট্রপতি ও সংসদ নির্বাচনের বৈধতা নির্ধারণে বিচার বিভাগের ভূমিকাও বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রয়োজন।

বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা একটি গণতান্ত্রিক সরকারের জন্য অপরিহার্য। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা না থাকলে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সরকার ও জনগণের সমানভাবে দায়িত্ব রয়েছে। সরকারকে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আইনি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ছক-২

**সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে সুনির্দিষ্ট সংস্কার প্রস্তাব**

| অধ্যায় | অনুচ্ছেদ | বর্তমান ভাষ্য | প্রস্তাব | যৌক্তিকতা |
|---|---|---|---|---|
| চতুর্থ অধ্যায় | ৪৮(৩) অনুচ্ছেদ | এই সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের (৩) দফা অনুসারে কেবল প্রধানমন্ত্রী ও ৯৫ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুসারে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত রাষ্টপতি তাঁহার অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে আদৌ কোন পরামর্শদান করিয়াছেন কি না এবং করিয়া থাকিলে কি পরামর্শ দান করিয়াছেন, কোন আদালত সেই সম্পর্কে কোন প্রশ্নের তদন্ত করিতে পারিবেন না। | ৪৮(৩) অনুচ্ছেদ সংস্কার করা জরুরী। | যৌক্তিকতা সংবিধান রাষ্ট্রপতি কে রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তি বললেও সরকারের প্রধান বলা হয় নাই। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা কে খর্ব ও সীমিত করা হয়েছে।<br>রাষ্ট্রপতি অনুরোধ করলে যেকোনো বিষয় মন্ত্রিসভায় বিবেচনার জন্য প্রধানমন্ত্রী পেশ করবেন। এই পরোক্ষ ক্ষমতার কথা বলা আছে সংবিধানের ৪৮ অনুচ্ছেদের ৫ নম্বর পরিচ্ছেদে।<br>পরোক্ষ ক্ষমতার বিষয়টি দেখলে মনে হবে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা অনেক, আসলে তা নয়।<br>প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতি নিয়োগ-এই দুটি কাজের ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রপতির কারও পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজন নেই। এর বাইরে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ছাড়া রাষ্ট্রপতির কোনো দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা নেই।<br>সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতি নিয়োগ ছাড়া বাকি সব দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন। |

| অধ্যায় | অনুচ্ছেদ | বর্তমান ভাষ্য | প্রস্তাব | যৌক্তিকতা |
|---|---|---|---|---|
| চতুর্থ অধ্যায় | অনুচ্ছেদ ৫৫ | (১) প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি মন্ত্রিসভা থাকিবে এবং প্রধানমন্ত্রী ও সময়ে সময়ে তিনি যেরূপ স্থির করিবেন, সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী লইয়া এই মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে। (২) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা তাঁহার কর্তত্বে এই সংবিধান-অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হইবে। ৫) রাষ্ট্রপতির নামে প্রণীত আদেশসমূহ ও অন্যান্য চুক্তিপত্র কিরূপে সত্যায়িত বা প্রমাণীকৃত হইবে, রাষ্ট্রপতি তাহা বিধিসমূহ-দ্বারা নির্ধারণ করিবেন এবং অনুরূপভাবে সত্যায়িত বা প্রমাণীকৃত কোন আদেশ বা চুক্তিপত্র যথাযথভাবে প্রণীত বা সম্পাদিত হয় নাই বলিয়া তাহার বৈধতা সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না। | সংবিধানের ৫৫ (১) (২) (৫) ক্ষমতা ভারসাম্য বিনষ্ট হয়েছে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জন্য সংস্কার করিতে হইবে। | যৌক্তিকতা, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা অসীম। কোনো নিয়মতান্ত্রিক কাঠামোয় কোনো নিয়ন্ত্রণবিহীন এমন ক্ষমতার অধিকারী অন্য কোনো কর্মকর্তা বিশ্বে দেখা যায় না। তার ক্ষমতা রাশিয়ার ঈুধব-এর ক্ষমতার মতো। ভারতের মোগল সম্রাটদের মতো। বিশ্বের পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের ক্ষমতার চেয়েও তিনি অধিক ক্ষমতার মালিক। প্রেসিডেন্টকে পদে পদে সিনেটের ওপর নির্ভর করতে হয়। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে জাতীয় সংসদের কোনো পদক্ষেপ কার্যত নিয়ন্ত্রণে সক্ষম নয়। প্রধানমন্ত্রীর কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা না থাকায় একচ্ছত্র কতৃত্ববাদী স্বৈরাচারী হয়ে উঠে। ক্ষমতার ভারসাম্য স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জন্য অনুচ্ছেদ ৫৫ (১) (২) (৫) সংস্কার করা জরুরী। |

| অধ্যায় | অনুচ্ছেদ | বর্তমান ভাষ্য | প্রস্তাব | যৌক্তিকতা |
|---|---|---|---|---|
| পঞ্চম অধ্যায় | ৭০ অনুচ্ছেদ | বর্তমান ভাষ্যঃ- কোন নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হইয়া কোন ব্যক্তি সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইলে তিনি যদি-<br>(ক) উক্ত দল হইতে পদত্যাগ করেন<br>(খ) সংসদে উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করেন, তাহা হইলে সংসদে তাঁহার আসন শূন্য হইবে, তবে তিনি সেই কারণে পরবর্তী কোন নির্বাচনে সংসদ-সদস্য হইবার অযোগ্য হইবেন না। | ৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল করতে হবে। | বাংলাদেশের সংবিধানের ৭০ নং অনুচ্ছেদে জাতীয় সংসদে স্বাধীন ভোটাধিকার সীমিত করা হয়েছে। এই অনুচ্ছেদটি সংসদ সদস্যদের তাদের নিজ দলের বিপক্ষে ভোট দেওয়া থেকে বিরত রাখে।<br>৭০নং অনুচ্ছেদ বাকস্বাধীনতা এবং বিবেকের স্বাধীনতাসহ সংবিধানের মৌলিক অধিকারের বিরোধী। সংসদে জবাবদিহিতার অভাব বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে অবাধ ক্ষমতা দেয়, যিনি প্রায়ই একনায়কতন্ত্রের অভিযোগে অভিযুক্ত হন।<br>অনুচ্ছেদ নং ৭০-এর ফলে বাংলাদেশের সংসদ মূলত ক্ষমতাসীন দল বা জোটের গৃহীত পদক্ষেপের জন্য পুতুল সংসদ হিসাবে কাজ করছে। সংসদও প্রধানমন্ত্রীকে অপসারণের জন্য অনাস্থা ভোট দিতে অক্ষম। |

# ১২ দলীয় জোট

অস্থায়ী কার্যালয়ঃ রোড নং- ৬৮/এ, বাড়ী নং- ০২, গুলশান-২, ঢাকা।

২৫/১১/২৪

তারিখঃ ২৪/১১/২০২৪

বরাবর
**অধ্যাপক আলী রীয়াজ**
প্রধান
সংবিধান সংস্কার কমিশন
ব্লক- ১, এমপি হোস্টেল
জাতীয় সংসদ ভবন এলাকা
শেরেবাংলা নগর ঢাকা।

**বিষয়ঃ সংবিধান সংস্কারে ১২ দলীয় জোটের পক্ষ থেকে কমিশন সমীপে প্রস্তাবসমূহ।**

জনাব,
আসসালামু আলাইকুম। আপনার সমীপে সহৃদয় বিবেচনার জন্য আমরা ১২ দলীয় জোটের পক্ষ থেকে নিম্নোক্ত সুপারিশ ও প্রস্তাবনা পেশ করলাম।

**প্রেক্ষাপটঃ** গত ৫ আগস্ট এক অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে দেশে কর্তৃত্ববাদী শাসনের অবসান ঘটেছে এবং একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়েছে। স্বভাবতই সরকারের কাছে জনগণের অন্যতম প্রধান প্রত্যাশা হচ্ছে-- "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জনপ্রতিনিধিত্বশীল ও কার্যকর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও জনগণের ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে দেশের বিদ্যমান সংবিধান পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করে সংবিধান সংস্কারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা"। সংবিধানে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংস্কার সাধনের মাধ্যমে দেশকে একটি গণতান্ত্রিক সভ্য সমাজে পরিণত করার কক্ষে এগিয়ে নিতে সহায়ক হয়। যাতে দেশে আর কর্তৃত্ববাদী শাসন জেঁকে বসতে না পারে, নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে অচলাবস্থার অবসান হয় এবং সর্বজনীন ভোটাধিকার, বাকস্বাধীনতা ও জবাবদিহির কাঠামো প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে ভবিষ্যত বাংলাদেশ পরিচালিত হয়।

উল্লেখ্য, দেশে এক দলীয় সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি দল এবং একজন ব্যক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে বারবার সংবিধানে কাঁটাচেরা করা হয়েছে, যেখানে ব্যক্তি এবং দলকে গুরুত্ব দিয়ে দেশ এবং জাতিকে অধীনস্ত প্রতিভূ বানিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। গণতন্ত্র, আইনের শাসন এবং দেশের মানুষের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে পড়েছে। শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষিত একদলীয় বাকশাল গণতন্ত্র ও জনগণের ভোটের স্বাধীনতা হরণ করেছিল। জীবন দিয়ে তাঁকে জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে একদলীয় স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠার মূল্য দিতে হয়েছে। একইভাবে মুজিব তনয়া শেখ হাসিনা অঘোষিতভাবে দেশে একদলীয় শাসনের সূচনা করেছিল। তার অধীনে ২০১৪, ২০১৮ এবং ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত প্রহসনের বিনা ভোটে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। দীর্ঘ ষোল বছর ধরে লুটপাট,বিরোধী দলের উপরে গুম খুন মামলা হামলা নির্যাতনের বিভীষিকায় দেশের মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে মিথ্যা মামলায় কারাগারে পাঠিয়ে, দেশনেতা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে দেশছাড়া করে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের প্রতিষ্ঠিত দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল বিএনপিকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার হেনো প্রকার চেষ্টা নাই যা করা হয়নি। মাটি ও মানুষের দল হওয়ায় জনগণের স্বার্থ ও সুবিধার পক্ষে পরীক্ষিত সংগ্রামী দল বিএনপি বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় দল হিসেবে আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

# ১২ দলীয় জোট

অস্থায়ী কার্যালয়ঃ রোড নং- ৬৮/এ, বাড়ী নং- ০২, গুলশান-২, ঢাকা।

তারিখঃ

২৪ সালের জুলাই-আগস্ট ছাত্র- জনতার গণঅভ্যুত্থানে স্বৈরাচার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ থেকে বিতাড়িত হয়! শেখ হাসিনার দলের সমস্ত মন্ত্রী এমপি এবং দলের সকল স্তরের নেতারা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায় কিংবা আত্মগোপন করে! আন্দোলনে বিজয়ীদের পক্ষে ছাত্র-জনতার স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতিতে বিশ্ব বরেণ্য নোবেল বিজয়ী ডঃ মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। জনগণের ক্ষমতা জনগণের হাতে ফিরিয়ে দিতে দেশে একটি অবাধ অংশগ্রহণমূলক ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হওয়ার প্রয়োজনে নির্বাচন কমিশনকে ঢেলে সাজানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই সকল গণমুখী পদক্ষেপ বাস্তবায়নের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন সংবিধান সংশোধন করে দেশকে একটি যুগ উপযোগী দিক-নির্দেশনার কক্ষে ফিরিয়ে আনা।

সংবিধান সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক দলসমূহের কাছে সংবিধান সংস্কারের প্রস্তাব ও পরামর্শ আহ্বান করা হয়েছে। আমরা আমাদের অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে জনগণের জন্য সুন্দর একটা ভবিষ্যতের প্রত্যাশায় একটি গণমুখী সংবিধান প্রণয়নের পক্ষে কিছু পরামর্শ সুপারিশ ও প্রস্তাব পেশ করছি। কক্ষচ্যুৎ জাতিকে স্বাধীনতা গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক মুক্তির ধারায় ফিরিয়ে আনতে সংবিধান সংস্কার অন্তর্বর্তী সরকারের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার বিবেচিত হয়েছে।

**আমাদের প্রস্তাবনার সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে–**

**ছক- ১ সংবিধানের সংস্কার প্রস্তাব**। সংবিধানে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহে আমাদের সংস্কার প্রস্তাবসমূহ– রাষ্ট্রের সর্বস্তরে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও ফ্যাসিবাদ উত্থান রোধকরণে করণীয়।

১. সংবিধান গ্রন্থের সূচনায় "উপক্রমণিকা"টি সম্পূর্ণরূপে বাদ দিতে হবে।

২. ৪ক। জাতির পিতার প্রতিকৃতি প্রদর্শনের ধারাটি ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানের ছিল না। এটি বাদ দিতে হবে।

৩. সংবিধানের ৬ অনুচ্ছেদ বাতিল করতে হবে। এটার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে বিভেদ তৈরি করা হয়েছে। পৃথিবীর কোন দেশে ভাষা দিয়ে জাতিসত্তা নির্ধারণ করা হয় না। বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙালি নয় বাংলাদেশি হিসেবেই পরিচিত হবে।

৪. ৭ক। ৭খ। সংবিধান বাতিল, স্থগিতকরণ, ইত্যাদি অপরাধ। এই ধারাটি সম্পূর্ণরূপে বাদ দিতে হবে। তবে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭খ তে বলা হয়ছে সংবিধানের ১৪২ নং অনুচ্ছেদে যাই থাকুক না কেন, সংবিধানের প্রস্তাবনা, প্রথম ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, দ্বিতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, নবম-ক ভাগে বর্ণিত অনুচ্ছেদের বিধানবলী সাপেক্ষে তৃতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ এবং একাদশ ভাগের ১৫০ অনুচ্ছেদসহ সংবিধানের অন্যান্য মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত অনুচ্ছেদের বিধানাবলী সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, রহিতকরণ কিংবা অন্য কোন পন্থায় সংশোধনের অযোগ্য হবে। ৭ ক ও খ অনুচ্ছেদ গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য করা হয়েছে। অসৎ উদ্দেশ্যে স্বৈরশাসনকে দীর্ঘায়িত করার জন্য করা হয়েছে। এটা আইনের শাসনের পরিপন্থী।

৫. ৮/১। মূলনীতিসমূহ। এই ধারায় সংবিধানের মূলনীতিতে চারটি স্তম্ভের মধ্যে সমাজতন্ত্রের পরিবর্তে সামাজিক ন্যায়বিচার ও সম্পদের সুসম বন্টন নিশ্চিত করা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে সব মানুষের জন্য ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করার কথাটি উল্লেখ করতে হবে।

৬. ৯। জাতীয়তাবাদ। ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করিয়া জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করিয়াছেন, সেই বাঙালি জাতির ঐক্য ও সংহতি হইবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি। এই ৯ ধারা সম্পূর্ণ বাদ যাবে।

৭. **মানবাধিকার সুরক্ষা**। সংবিধানের তৃতীয় অনুচ্ছেদ মৌলিক অধিকারের ৩৮ অনুচ্ছেদে সংগঠনের স্বাধীনতা সম্পর্কে বলা হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ভাবে নাগরিকের অধিকার ক্ষুন্ন করনে রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের বিবর্তন মূলক ও কালো আইন প্রবর্তন করা হয়েছে। আমরা রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের কালো আইনের আরপিও বিধানটি বাতিল করতে বলছি।

তারিখঃ

৮. **নির্বাহী বিভাগ**। মাজদার হোসেন রায় বাস্তবায়নের মাধ্যমে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচারবিভাগকে আলাদা করনের প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে।

৯. **আইনসভা**। আইনসভার মেয়াদ ৫ বছর আছে এটাই থাকবে। ৪ বছরে হওয়ার ব্যাপারে যে প্রস্তাব বা আলোচনা চলছে সেটা আমরা সমর্থন করি না। ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন হলে উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। আমরা বিরোধীদল থেকে একজন ডেপুটি স্পিকার নিয়োগ সংক্রান্ত বিধি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব জানাচ্ছি।

১০. **বিচার বিভাগ**। প্রযোজ্য নহে।

১১. **সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে সুনির্দিষ্ট সংস্কার প্রস্তাব**। প্রযোজ্য নহে।

১২. **বর্তমান সংবিধান বিষয়ে ভিন্ন কোন প্রস্তাব থাকলে তা লিপিবদ্ধ করুন**। এখানে আমরা ৭০ অনুচ্ছেদ সম্পর্কে আমাদের অভিমতে জানাচ্ছি, "স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও দলের অস্তিত্বের প্রশ্নে ফ্লোর ক্রস করা যাবে না। তবে ছোটখাটো দ্বিমত বা যৌক্তিক কারণে স্বাধীন অভিমত প্রকাশ করা যাবে, এটা গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা ও মূল্যবোধ হিসেবে বিবেচিত হবে।

আমরা মনে করি সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল করতে হবে। পঞ্চদশ সংশোধনী রাখা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, ৯০ এর গণঅভ্যুত্থান ও ২৪ শে জুলাই-আগস্টের বিপ্লবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিলে বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়েছে। মৌলিক অধিকার ধ্বংস করা হয়েছে। পঞ্চদশ সংশোধনী অসাংবিধানিক ঘোষণা করতে হবে।

ধন্যবাদান্তে

আন্তরিকভাবে আপনার ---

**মোস্তফা জামাল হায়দার**

প্রধান

১২ দলীয় জোট

**১২ দলীয় জোটের দলসমূহঃ**

১. মোস্তফা জামাল হায়দার, জোট প্রধান, ১২ দলীয় জোট।
২. শাহাদাত হোসেন সেলিম, মুখপাত্র, ১২ দলীয় জোট।
৩. সৈয়দ এহসানুল হুদা, সমন্বয়ক, ১২ দলীয় জোট।
৪. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ- ড; মুফতি গোলাম মহিউদ্দিন ইকরাম
৫. বিকল্পধারা বাংলাদেশ- অধ্যপক নুরুল আমীন বেপারী
৬. জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা)- রাশেদ প্রধান
৭. লেবার পার্টি- লায়ন মোঃ ফারুক রহমান
৮. কল্যাণ পার্টি- শামসুদ্দিন পারভেজ
৯. ইসলামি ঐক্য জোট বাংলাদেশ- আব্দুল করিম
১০. ইসলামিক পার্টি- আবুল কাশেম
১১. প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দল (পিএনপি)- ফিরোজ মোঃ লিটন
১২. নয়া গণতান্ত্রিক পার্টি- মাস্টার এম এ মান্নান

জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট
Jatiyotabadi Somomona Jote

সূত্র: Date: 25.11.2024 তারিখ:

To
Chief
Constitution Reform Commission
Dhaka, Bangladesh

Best Regards! Here are some potential points of reform for the Constitution of Bangladesh by Jatiyatabadi Samamana Jot to ensure a more stable, progressive, and democratic governance structure:

1. Develop a clear mechanism for free, fair and credible elections adding the neutral caretaker government provision with independent, nonpartisan election commission.

2. Executive powers of the President, Prime Minister and Cabinet should be balanced and also decentralize the power of the central government by empowering local government bodies with more autonomy, resources and responsibilities.

3. Introduce term limits for key official positions of the State including the Prime Minister to prevent monopolization of power and no individual shall be allowed to hold the post of the 'Prime Minister' consecutively for more than two terms.

4. Post-retirement participation in elections by government officials within 05 years after retirement should be declared illegal.

5. Enhance judicial independence by removing political influence over judicial appointments and operations, assurance of a transparent and merit-based judicial appointment process through establishing an independent secretariat for the judiciary

6. Reform article 70 of the Constitution saving the power of the members of parliament to vote against political party in making foreign treaties, bringing changes in existing laws, amendment of constitution etc.

7. Reform parliamentary procedures to enhance transparency, encourage meaningful debate and hold members accountable for their actions and decisions by abolishing the unconstitutional and contentious provisions of the constitution.

প্রধান কার্যালয়: ৮৫, নয়াপল্টন, (৫ম তলা), পল্টন, ঢাকা-১০০০, ফোন: ০১৭১৫-৬২৭২৮৮, ই-মেইল: jatiyotabadisomomonajote@gmail.com
Head Office: 85, Nayapaltan, (4th Floor) Paltan, Dhaka-1000, Phone: 01715-627288, E-mail: jatiyotabadisomomonajote@gmail.com

সূত্র: তারিখ: 25/11/2024

8. Guarantee stronger constitutional safeguards for freedom of speech, press, thoughts and assembly while preventing misuse of laws like the Digital Security Act.

9. Introduce proportional representation in the government through free-fair election system under the supervision of a neutral caretaker government to ensure that every political party has a voice over the ruling party.

10. Ensure constitutional protections for ethnic, religious and linguistic minorities with special provisions for representation and participation in government with the distinctive characteristics between nationality and nationalism.

11. Clearly define the process for judicial review of laws and provide a transparent mechanism for constitutional amendments with input from the public subject to addition of referendum provisions to use it when necessary.

12. Enhance the protection of fundamental rights in alignment with international human rights standards and mechanisms to redress violations effectively.

13. Include explicit provisions on environmental protection and sustainable development to redress climate change and natural disasters.

14. Establish a nonpartisan and merit-based civil service system with clear constitutional provisions to prevent political interference with a clear restriction in the participation of the ones holding the office of profit of the State in local and national election.

15. Guarantee of the establishment of ombudsman under article 77 by the government of the country.

These reforms aim to address systemic issues in good governance, improve transparency, promote inclusivity and create a foundation for sustainable progress in Bangladesh.

25/11/2024

Dr. Fariduzzaman Farhad
Senior Advocate, Supreme Court of Bangladesh
Co-ordinator, Jatiyatabadi Samamana Jot
Chairman, National People's Party (NPP)
Phone: 01715627288
Email: zamanfarhad62@gmail.com

# স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কমিশনের নিকট পাঠানো রাজনৈতিক দলসমূহের প্রস্তাব

বরাবর

মাননীয় আহ্বায়ক
সংবিধান সংস্কার কমিটি (ড: অধ্যাপক আলী রিয়াজ)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা।

**বিষয়ঃ বাংলাদেশ কল্যাণ রাষ্ট্রের সংবিধান সংস্কার বিষয়ে প্রস্তাবনা পেশ প্রসঙ্গে।**

মহোদয়,

আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী "বাংলাদেশ কল্যাণে রাষ্ট্র" রাজনৈতিক সংগঠনের পক্ষে সংবিধান সংস্কার বিষয়ে প্রস্তাব সংযুক্ত করে সদয় বিবেচনার জন্য পেশ করছি।

আপনার একান্ত

প্রফেসর সৈয়দা সুলতানা সালমা ২২/১১/২০২৪
প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী
সমন্বয়ক
বাংলাদেশ কল্যাণ রাষ্ট্র
ঢাকা।
মোবাইলঃ ০১৯৩০৫০৪০৩০

**সংযুক্তঃ পেনড্রাইভ।**

পরম করুণাময় আল্লাহপাকের নামে শুরু করলাম। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ ও আলহামদুলিল্লাহ।
প্রতিষ্টাতা চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী সমন্বয়ক। বাঙলাদেশে কল্যাণ রাষ্ট্র।
দলের নাম ---- **বাঙলাদেশ কল্যাণ রাষ্ট্র।**
**দলের দশন –*** রাজনীতি হবে সমাজ সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য সমাজ সেবা। সমাজ সেবার জন্য ক্ষমতায়ন। * জনসংখ্যা অনুপাতে বাঙলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের ন্যায় বিচার (অন্যায় ও বৈষম্য মুক্তি) নিশ্চিত করণ।
রাষ্ট্র পতি ও প্রধানমন্ত্রির ক্ষমতার কল্যাণকর ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করতে হবে।

সংবিধান পুনলিখন কতৃপক্ষের কাছে আমাদের প্রথম আবেদন --
People's Republic of Bangladesh
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ, এর পুনলিখন হতে পারে

১. বাংলা এর সঠিক বানান ' বাঙলা ' পুনলিখন,
২. দেশের নাম ' বাঙলাদেশ ' পুনলিখন (এতে সময় ও শ্রম বাঁচবে।
৩. সরকারের নাম 'বাঙলাদেশ সরকার '।
৪. জাতিয়াতা -- বাঙলাদেশি (সংখ্যালঘু ও উপজাতিসহ বাঙলাদেশের সব নাগরিকরাই একত্ব মনস্তাত্ত্বিক চেতনায় মোটিভেট)।
৫. সংখ্যা আনুপাতিক ভোট চাই না। কারণ এতে উন্নয়ন কমসূচি বাস্তবায়ন হবে না। বার বার উন্নয়ন কমসূচি বদলে যাবে। কোন কোয়ালিশন সরকার বেশি দিন
স্থায়ী হয় না।
৬. কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার সময়ের দাবী। জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা দূর ও সব বিভাগে সমান উন্নয়ন ও সুযোগ সুবিধা
সৃষ্টির জন্য প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ খুব দরকার।
রাজধানী ঢাকায় সারা দেশবাসিকে যদি রোজ আসতে হয় ; তাতে অনেক সময়, টাকা ও কষ্ট লাগবে ।
৬. ১. ঢাকা রাজধানীতে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট হবে। উচ্চ কক্ষে সরকার পরিচালনায় সহায়ক বিষয় বিশেষ গেনিরা থাকবেন। তাদেরকে সিনেটর বলা হবে। তাঁরা সাংসদের সমান মর্যাদা
পাবেন এবং সন্মানি, টি,এ,ডি, এ পাবেন। প্রধানমন্ত্রির অধিনে মন্ত্রি বগ থাকবেন।
৬. ২. বিদ্যমান বিভাগে আনচলিক সরকার মুখ্যমন্ত্রি ও মন্ত্রী সমন্বয়ে গঠিত হবে।
প্রশাসন --- ঢাকায় মন্ত্রি পরিষদ সচিবালয়, মন্ত্রানালয়ে সচিবালয় ইত্যাদি থাকবে।
আনচলিক সরকারের মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ ও অনন্য মন্ত্রীর মন্ত্রনালয় থাকবে। বিভাগিয়, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ ও গ্রাম পরিষদে প্রশাসন থাকবে। সংসদ সদস্য সংখ্যা বিভাগের জনসংখ্যা অনুপাতে হবে।

সংসদ সদস্যরা শুধু আইন প্রনয়ন ও সেই আইন, নীতি ও উন্নয়ন সহায়ক আচরণ করতে নিজ
নিজ পরিবার এলাকায় প্রচার চালাতে বাধ্য থাকিবেন। নৈতিকতা উন্নয়নে চেষ্টা করবেন। আইনের শাসন প্রতিষ্টা করতে চেষ্টা করবেন।

১২/১১/২০২৪

সংরক্ষিত নারী সংসদ সদস্যদের আইন, নীতি প্রনয়ন ও সেই গুলো নিজ নিজ এলাকায় প্রচার করার সাথে শিশু,কিশোর কিশোরী ও পরিবারের মনোজগত - শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে চেষ্টা করতে হবে।
নারী ও পুরুষ সব সংসদ সদস্যদের পেশা জীবন জীবিকা জনতার কাছে স্বচ্ছ হতে হবে। সংসদ হবার আগে ওপরে কোন ব্যাংক থেকে ( বাংলাদেশ ব্যাংক তফসিল ভুক্ত ও অন্য অন্য ব্যাংক থেকে) ঋণ নিতে পারবেন না।তাদের সন্তান ও নিকট আত্মীয় ব্যাংক ঋণ খেলাফি হতে পারবেন না। রাজনীতির মাধ্যমে কোন দেশিয় ও বিদেশি ব্যবসা করতে পারবেন না।
সাংসদ ও পরিবারের সদস্যরা দুইটি বেশি সন্তান নিতে পারবেন না।
আমরা ইনশাআল্লাহ রাজনীতিকে জনসেবার করার সুযোগ হিসেবে নিয়ে সামগিক সত্যিকারের ( অন্যায় - বৈষম্য মুক্ত ) কল্যাণ রাষ্ট্র ছাত্র ছাত্রী জনতাকে উপহার দিতে চেষ্টা করবো । সুম্মা আমিন।

**কল্যাণকর রাজনীতি**

**( Political Welfare.)**

রাজনীতি ও সামাজিক কল্যাণের মূল লক্ষ্য হলো অধিকার, কতব্য এবং সামগ্রিক উন্নয়ন সহায়ক আচরণ, নীতি ও আইনের শাসন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র তৈরির বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গুলো প্রাতিষ্টানিকরণ হয় নাই। গত ৫৩ বছরে রাজনীতিবিদের দূরদৃষ্টির অভাব, অগগতা,পারিবারতন্ত্র ও গোষ্ঠীর স্বাথকে দেশের সামগ্রিক সত্যিকারের কল্যাণের উপর স্থান দেয়ার দৃস্টিকটু প্রতিযোগিতা হচ্ছে। এ অবস্থার বিভিন্ন ব্যবস্থা ও প্রতিষ্টানগুলো প্রতিটি বাংলাদেশির মৌলিক চাহিদা, অধিকার, মানবাধিকার ও ধম পালনের অধিকার পূরণ করতে ব্যথ হচ্ছে। এ অধিকার প্রতিষ্টার জন্য যে নাগরিকদের দায়িত্ব পালন করতে হয়, সে সম্পর্কে কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্কৃতিক আবহাওয়া সৃষ্টি হয় নাই।তাই
১ম, উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিটি মানুষের মৌলিক চাহিদা অথাৎ খাদ্য, পোশাক, ঘর,শিক্ষা , স্বাস্থ্য ও অবসর বিনোদনের ব্যবস্থা করা।
২য়. শ্বাশত কল্যানকর মনোজগতের ভিত্তির জন্য ধমিয় ও নৈতিকতার উপর জোর দেয়া। প্রতিটি নাগরিকের মনোজগত স্বচ্ছ ও কল্যানকামি হওয়ার পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করতে হবে।
৩য়. জাতি সংঘের প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশের চার কোটি সতেরো লক্ষ দরিদ্র জনগণকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে দারিদ্র্য দূরীকরণ কমসূচি গ্রহনের চেষ্টা করা হবে।
৪থ . ইনশাআল্লাহ আত্ম কমস্থান, সামাজিক ব্যবসা সম্প্রসারণ ও অনন্যা খাতে চাকরি সুযোগের চেষ্টা প্রথমেই করা হবে।
৫ম. স্থানীয় সরকারকে সময়োপযোগি ও উন্নত করা হবে।
পথকলির সাত কাহন
'পথকলি 'শব্দটি প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জনাব হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ প্রথম ব্যবহার করেন। বিগত বছরগুলোতে সঠিক যেকোন বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে বাঙলাদেশকে যুগোপযোগি করে আমাদের প্রজন্মকে পথ দেখাতে হবে। অবশ্য জনাব এরশাদ এদের জন্য সুনির্দিষ্ট কোন কমসূচি নেননি এবং কোন কমসূচি এখনোও নেই। প্রথমত এদেরকে খুঁজে , তারদের সাথে ভাব করতে হবে।

১২/১১/২০২৪

জমিদার জমিদার জমিদার আর আমরা, সবদায় তাদের প্রজা প্রজা প্রজা। মনে করে দেবার গণপ্রজাতন্ত্রি বাংলাদেশ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ!!!।

সময় -- নদীর স্রোত, গেন বিগগানের আবিষ্কার কোন দিন বসে থাকে না কারোর জন্য। আমাদের সোনামনিরা প্রতিদিন প্রতিবেলায় অভুক্ত, রোদ বৃষ্টিতে ভিজে, কংকাল সারদেহটায় বড় রোগে ডাক্তার বলে ; ঢাকায় না গেলে হবে না নিস্তার। ১৮ কোটি হতভাগ্য মানুষদের একটাই মাত্র নিস্তারের জায়গা ছিন্নমতি ঢাকা শহর !!!। ১৮ কোটি মানুষকে উদ্ধার করার জন্য জন্মের আগে থেকেই সেনাবাহিনীর মস্ত বড়ো অফিসার সুযোগে, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীর রাজকুমার সন্তানরা; হাওয়া ভবনে বসে বসে উপচে পরা খাবার, *পোশাক, এসি ঘরে বসে আছে। দেশটা উদ্ধারের নামে হাজার কোটি টাকা দুর্নীতি শেষে সপরিবারে বিশ্বের* সবথেকে কল্যাণরাষ্ট্র বৃটেনে বসে আছে। বৃটেনে সৈন্য সামন্ত সমেত রাজপ্রাসাদে থেকে অভাবি , প্রযুক্তি নিরক্ষর জনতাকে মাঠে রোদ্রের মাঝে বসিয়ে ; দু হাতে ভোট ভিক্ষার তামাসা নাটক করে।

বঙ্গবন্ধু যৌবনের ১৪ টি বছর জেলে থেকে, ২৪ বছর সংগ্রামি চেতনায় মোটিভেট বাঙালিকে সক্ষম করেছিলেন।" মহান ১৬ ই ডিসেম্বর "পাক হানাদার বাহিনীরদের থেকে ছিনিয়ে আনতে।

কিন্তু ঐ যে খারাপ লোভিরা সুন্দর বনের বাঘের পিঠে বসে বসে আজীবন শুধুই নিজের সুখ খুঁজে।।১৮ কোটি ছাত্র ছাত্রী তরুণতরুণী জনতা অশিক্ষিত, চেতনহিন, শহিদের রক্ত --- আহত নিহতদের আত্মীয় স্বজনদের আতনাদে রং বেরং ফাঁকা কথা কপছাতে লজ্জিত হন না তাঁরা। চামচারা দেশ বিদেশে নিরাপদে বসে বলে ; খালেদা জিয়া ,তারেক জিয়ার এস, এস, সি /বি এ ফেল নাকি দেশ পরিচালনা জন্য ক্ষতিকর না। ছিঃ ছিঃ !!!! । তত্ত্ব -- তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লবের সুফল, অভুক্ত বেকার ছাত্র ছাত্রী জনতা ও রাজনৈতিক কমিদের জন্য যুগোপযোগী করা দরকার । শিক্ষিত,দাশনিক, সৎ, কমঠ

ছেলে মেয়েদেরকে নেতৃত্ব দিতে সুযোগ দিতে হবেই হবে। সামগ্রিক সত্যিকারের কল্যাণ কামি, মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার চচা কারি কৃষকের সন্তান, শিক্ষকরা কেন প্রধান নির্বাহী

প্রধান মন্ত্রী / প্রেসিডেন্ট হতে পারবে না?????

বিগত ৫৩ বছরে ক্ষমতা থেকে - বিরোধী দলের সুযোগ সুবিধায় ; ভুলের মাঝে ও যুগোপযোগি ঠিক। Systems processes ও programs করেছিলেন। আমাদের জাতীয় দুভাগ্য যে, এগুলোর দিঘ মেয়াদে বাস্তবায়ন রাজনৈতিক নেতারাই করেন নাই। নিজের নিজ দলের অবৈধ কালো টাকা

রোজগার ও পরিবার তন্ত্র বহাল রাখার পথটা আমাদের ছাত্র ছাত্রী, তরুণ তরুণী ও জনতাকে শিক্ষা দিয়েছেন। ফলে লোভি, নিষ্টুর, অনৈতিক অ ধামিক একটি বড় গোষ্ঠি সৃষ্টি হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর অন্যায়

বৈষম্য মুক্তির চেতনা, মেজর জিয়ার স্বেচ্ছাশ্রমে খাল, বিল,পুকুর ও নদী খনন, নৈতিকতায় খারাপ ও দুবল কিন্তু অত্যান্ত দূরদৃষ্টির নিবাহী প্রধান হোসেন মোহাম্মদ এরশাদের বিচার বিভাগসহ উপজেলা পরিষদ, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক/ বিভাগিয় সরকার পুনরায় চালু করা অতি সহজে সম্ভব। বতমান ৫৩ বছরের অকাযকর ব্যথ রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে Re arrane করলেই হবে।

বতমান জাতীয় সংসদ ভবনে কেন্দ্রীয় সরকারের অধিবেশন ও শেখ হাসিনার /প্রধানমন্ত্রির কাযালয়ে বিভাগ সরকারের অধিবেশনে বসবে।

মো. এম. আহমেদ
২২/১১/২০২৪

কেন্দ্রীয় সরকার দ্বিকক্ষ -- উচ্চ কক্ষে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশেষগগো ২০ জন সিনেটর এবং নিম্নকক্ষে প্রধানমন্ত্রি ও মন্ত্রী বগ থাকবেন। প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণে মানুষের হাতের কাছে সব সেবা থাকবে বিধায় খালেদা /হাসিনার মতো এত মন্ত্রানালয় ও মন্ত্রী ও দরকার নাই। যেমন কৃষি, মৎস্য ও গবাদিপশু এক মন্ত্রানালয়ে কাজ হতে পারে।বতমানের অন্তবতি সরকার মাত্র। ১৭ টি মন্ত্রানালয়ে ১৭ জন উপদেষ্টা দিয়ে সারা বাঙলাদেশ পরিচালনা করছেন। সংস্কার শেষে আরো কম টাকায় সরকার চলবে। উদ্বৃত্ত অথেবেকার সমস্যা, ন্যায় সমতা ও মযদাসহ প্রতিটি নাগরিকদের মৌলিক চাহিদা পূরণ হবে। দুনীতি মূলোৎপাটনের জন্য ছাত্রছাত্রী জনতার সামনে পেশা, জীবন জীবিকায় স্বচ্ছ রাজনীতি, রাজনৈতিক নেতৃত্বে সবার আগে দরকার । এ জন্যই আমাদের

" বাঙলাদেশে কল্যাণ রাষ্ট্র " রাজনীতিকে সমাজ ও রাষ্ট্র সংস্কার --- উন্নয়ন সহায়ক জনসেবা সমাজসেবার পবিত্র কাজ মনে করি। জনসেবা/সমাজ সেবার জন্য যোগ্য গণতান্ত্রিক ভাবে নিবাচিত মানুষকে ক্ষমতায়িত করা হবে। যারা ব্যাংক লোন নেন নাই এবং আমাদের দলে এসে দেশে বিদেশে নিজে ও পরিবারের সদস্যদের ব্যবসা বানিজ্য করতে পারবেন না। নতুন করে ব্যাংক লোন নিতে পারবেন না। পরিবারের সদস্যরা ঋণ খেলাফি হতে পারবেনা। দেশে আইনের শাসন ব্যবস্থা জন্য নিজ, পরিবারের সদস্যদেরকে আগে আইনের আওতায় আসতে হবে। নারী কোটা ও সব সাংসদরা জনসংখ্যা নীতির শ্লোগান " ছেলে হউক মেয়ে হউক দুটি সন্তানই যথেষ্ট, একটি হলে আরো ভালো " প্রচার করে সব শ্রেণির মানুষকে মোটিভেট করতে হবে। সাংসদের ও দুটির বেশি

সন্তান হবে না। সাংসদরা আইন প্রনয়ন ও তা নিজ নিজ এলাকায় , আগের সব আইন কানুন নীতি ও কমসূচির বিবরণ -- বিশ্লেষণ করে সমাজে আইন -- শান্তি শৃঙ্খলার আবহাওয়া সৃষ্টি করবেন।সমাজের সবাইকে নিয়ে স্বেচ্ছা শ্রমে খাল,বিল,পুকুর ও নদী খনন, সামাজিক মনস্তাত্বিক উন্নয়নে সময়, শ্রম,মেধা অভিজ্ঞতা দান করবেন।

আমাদেরকে ; আমাদের জীবন + সন্তানদের জীবন + নাতি নাতনিদের জীবন + নাতি নাতনিদের সন্তানের জীবন জীবিকার অন্বেষনে চেষ্টায় ৩০০ (৩িন শত) বছরের জন্য দেশটা সাজাতে হবে।

সাজাতে হবে সবুজে শষ্য শ্যামলায়, ফুল ফলে বিশ্বপল্লি বাঙলাদেশের মা জননিকে। তাই প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ আজই দরকার। বিভাগীয় সরকার বিভাগ ও বিভাগে বিদ্যমান প্রশাসনের দালান,ঘর বাড়ি, চেয়ার টেবিল, কম্পিউটার, গাড়ি ঘোড়া দিয়েই মুখ্য মন্ত্রির সংসদ ভবন, মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ, প্রয়োজনীয় সমন্বিত সীমিত মন্ত্রনালয়,মন্ত্রী, সচিব বগ সমন্বয়ে অতি জরুরি বিভাগিয়/আঞ্চলিক সরকার গঠিত হবে । এর জন্য কোন বাড়তি অর্থ, মন্ত্রণালয়,সচিব বা জাতিগঠনের বিভাগ - কমসূচির দরকার হবে না। ভৌগোলিক নৈকট্যের কারণে প্রায় সব উপজেলা পরিষদ, বিভাগের অফিসাররা সকালে যাত্রা করে দেড় -- দুই ঘন্টায় বিভাগ/ আঞ্চলিক সরকার অফিসে কাজ করতে পারবেন। জেলা অফিসের দরকার নেই। বিচার বিভাগসহ উপজেলা পরিষদ , যেখানে উপজেলার প্রতিটি মানুষ/নাগরিক প্রত্যক্ষ অথাৎ সরাসরি ভোট দিয়ে উপজেলা চেয়ারম্যান হবেন।

এরশাদের আমলের নিয়ম নীতি অনুযায়ী উপজেলা সরকার পরিচালিত হবে। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের মাধ্যমে এবং এখনকার নিয়মে

চলতে পারে। প্রতিটি মানুষের চাহিদা পূরণের জন্য অবশ্যই গ্রাম সরকারও অধিকাংশের মতামতের কল্যাণ, মৌলিক চাহিদা ও মানবাধিকার চালু করতে হবে । স্কুল , কলেজ ও বিশবিদ্যালয়ে

১২/১১/২০২

ভালো করে পড়াশোনা না করে ;লেখক বা রং বেরং ফাঁকা বুলি কপচিয়ে অন্তঃসার শূন্য বক্তায় শুধু হওয়া যায়। তাই খালেদা জিয়া শত শত কোটি টাকা দরিদ্র মানুষের কাছ থেকে লুট করার জন্য নিজ দলের একজন মন্ত্রীকে মোবাইল ফোনের মনোপলি ব্যবসা দেন।ফলে তখন দেশবাসি কমপক্ষে এক লাখ /দেড় লাখ টাকা দিয়ে মোবাইল ফোন কিনতে বাধ্য হন। বিনা খরচে সাব মেরিন ক্যাবল সারা পৃথিবীর মানুষ যখন নিয়েছে তখন মূখ্য খালেদা তারেক জিয়ারা যদু ভয়ে কুঁকড়ে সেই সুযোগ সুবিধা থেকে প্রিয় বাঙলাদেশেকে বঞ্চিত করে হাজার বছর পিছিয়ে দিয়েছে। তাই এমন অযোগ্য রাজনীতি, রাজনৈতিক নেতৃত্বের সাথে কোন আলোচনায় নাই। আমরা জঘন্য খারাপ শেখ হাসিনা ও তাঁর সংগি সাথিদের বিচার চাই। প্রিয় দেশ সব খারাপ রাজনীতি ও রাজনৈতিক নেতাদের শোষণ উৎপীড়ন মুক্ত হউক। সব ভালো রাজনীতি,নেতা বিশেষ করে

কর্মীদের জন্য নিরন্তর দোয়া ও শুভকামনা। " বাঙলাদেশে কল্যাণ রাষ্ট্র "মহান ১ মুক্তিযোদ্ধ ও ৩৬ জুলাই আগস্ট ২০২৪ বিপ্লব মুক্তি যোদ্ধের চেতনায় বলিয়ান স্বতন্ত্র অনন্য রাজনৈতিক দল। এর নৈতিকতা শক্তি, আদশ,দশনে সব বাঙলাদেশি ইনশাআল্লাহ নতুন ভাবে বাঁচতে সক্ষম হবেন। ৩৬ জুলাই আগস্ট "২০২৪ এর আত্মা দান সফল করতে হবে হবেই। হে আবু সাঈদ , মুগ্ধ ও অন্য সবাইতো শুনে ছিলে যে, তোমাদের রক্ত বৃথা যেতে দিব না সবার অংগিকার । অংগিকার পালনে বাঙলাদেশিরা সদায় সফল। অতএব ইনশাআল্লাহ সব শহিদের অপেক্ষার অবসান হতে চলেছে -++++।

আর আমি যুগ যুগ ধরে খাঁচায় বন্ধি অচিন পাখি, আমার নিরাপত্তার নাকি বড়ই কেবল অভাব। তাই এখন আমি আয়না ঘরে বন্দী। প্রিয় ছাত্র ছাত্রী, তরুণ তরুণী ও জনতার মাঝে সবসময় থাকি। তোমাদের মতো হতে পেরে, তোমাদেরকে বলি, কায়েমি গোষ্ঠী থেকে মুক্তির আমার পথটা দাও দেখিয়ে। বঞ্চিত, নিযাতিত ও শোষিতদের জয়, সহজ সরল ও সঠিক স্বত স্রোত ধারা।

এম. এম. মামুন
১২/১১/২০২

কাফন সাদা রং সবারটা এক

আমি সাদা কাফনে সবার মতোই
সেজে গুজে বাঁশের খাছায় শুয়ে ভাবছি,
চলেছি প্রিয়জনদের কাদের উপর।
সবার অন্তহিন ব্যাকুল মোনাজাত ও
সবোচচ শুভ কামনায় ভেসে ভেসে।
পরম করুণাময় আল্লাহপাক ৭ টি দোজখ
কিন্তু ৮ টি বেহেশত সৃষ্টি করে, আমাদেরকে
আগাম দিয়েছেন যে ঠিক পথের সন্ধান ।
যুগ যুগান্তে অপরিসীম সৌভাগ্যের নবী
রাসুল (সাঃ)। তাঁদের দেখানো পথে
না হেটে কেন
কোটি কোটি টাকা নিজের করার
ভুল কাজ। ভুল সবই ভুল করে, যে জন্যে
যাদের জন্যে ; তারাতো একাল - পরকালে
হবে না আমাদের যামিনদার।

সব শেষে পোশাকটার রং টা তো সবার এক।
ঘরটাও তো সাড়ে ৩ ( তিন) হাত মাটির !!।
ভাবছি খাটিয়ে শুয়ে, আবারতো হবে না
সুযোগ ভুল ঠিক করার।
তাই যখন যেমন থাকি,যেথায় থাকি
সহজ সরল সঠিক পথটায় যেন হাটি ;
নিরবধি --- নিরন্তর সুখ স্বগ সহসাথি।

নাম. স্বা. তারি
১২/১১/২০২

খেলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গণ-আন্দোলন গড়ে তুলুন

# খেলাফত মজলিস
# KHELAFAT MAJLIS

কেন্দ্রীয় কার্যালয় :১৬, বিজয়নগর (৫ম তলা) ঢাকা- ১০০০, ফোন : ০২-৪৯৩৫৪৩২১, web: www.khelafat-majlis.org
Central Office : 16, Bijoynagar (4th Floor), Dhaka-1000 Phone : 02-49354321, e-mail: khelafatmajlis@gmail.com

২৫ নভেম্বর ২০২৪

বরাবর,
কমিশন প্রধান,
সংবিধান সংস্কার কমিশন
ব্লক-১, এমপি হোস্টেল, জাতীয় সংসদ ভবন, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা।

বিষয়: সংবিধান সংস্কার বিষয়ে খেলাফত মজলিসের প্রস্তাবনা প্রসঙ্গ।

জনাব,
খেলাফত মজলিস (নিবন্ধন নং- ০৩৮) এর পক্ষ থেকে সংবিধান সংস্কার কমিশনের বিবেচনার জন্য নিম্নোক্ত সংস্কার প্রস্তাবনা পেশ করছি:

| ক্রমিক | অনুচ্ছেদ/ উপ-অনুচ্ছেদ | বর্তমান শব্দ/বাক্য | সংস্কার প্রস্তাবনা |
|---|---|---|---|
| ১ | প্রস্তাবনা | আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের] মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি; | আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া [জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের] মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম **গণজনতান্ত্রিক** বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি; |
| ২ | প্রস্তাবনা (নতুন) | | **আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ২০২৪ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই-আগস্ট মাসে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ৫ আগস্ট ফ্যাসিবাদী সরকারের পতন ঘটাইয়া [ বৈষম্যহীন সমাজ- রাষ্ট্র গঠনের জন্য ঐতিহাসিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে] গণজনতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি;** |
| ৩ | প্রস্তাবনা | [আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল - জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে ;] | [আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল - আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস, জনগণের অংশীদারিত্ব ও প্রতিনিধিত্ব এবং শোষণ-জুলুম ও বৈষম্যমুক্ত আদর্শ - সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে ;] |
| ৪ | প্রস্তাবনা | আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা- যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং | আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য হবে এমন এক শোষণ-জুলুম-বৈষম্যমুক্ত সমাজের প্রতিষ্ঠা- যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার, মানবিক মর্যাদা এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য,স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হবে। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে; | |
| ৫ | প্রস্তাবনা | আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা যাহাতে স্বাধীন সত্তায় সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারি এবং মানবজাতির প্রগতিশীল আশা-আকাঙ্খার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে পূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে পারি, সেইজন্য বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তিস্বরূপ এই সংবিধানের প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রাখা এবং ইহার রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান আমাদের পবিত্র কর্তব্য; | আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা যাহাতে স্বাধীন সত্তায় সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারি এবং মানবজাতির **ন্যায়সঙ্গত** আশা-আকাঙ্খার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে পূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে পারি, সেইজন্য বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তিস্বরূপ এই সংবিধানের প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রাখা এবং ইহার রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান আমাদের পবিত্র কর্তব্য; |
| ৬ | প্রথম ভাগ<br>জনতন্ত্র | প্রজাতন্ত্র | '**জনতন্ত্র**' দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে। |
| ৭ | জনতন্ত্র | বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যাহা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ" নামে পরিচিত হইবে৷ | বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম **রাষ্ট্র**, যাহা **গণজনতান্ত্রিক বাংলাদেশ** নামে পরিচিত হইবে। |
| ৮ | ২ক রাষ্ট্রধর্ম | প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করিবেন৷ | ১.জনতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র **স্বীয়মর্যাদা** ও সমঅধিকার নিশ্চিত করিবে৷<br>২.**সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী এবং রাসুল হযরত মুহাম্মদ সা. এর মর্যাদা রক্ষায় রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।** [ সংবিধানে সংযুক্ত করতে হবে।] |
| ৯ | ৪ক জাতির পিতার প্রতিকৃতি | | **এই অনুচ্ছেদ রহিত হইবে।** |
| ১০ | অনুচ্ছেদ ৬ঃ নাগরিকত্ব | (২) বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসাবে বাঙালী এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন। | (২) বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলে পরিচিত হবেন। তারা বাংলা ভাষাভিত্তিক বাঙালী জনগোষ্ঠী ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমুহ এবং বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসরত অন্যভাষাভাষি জনগোষ্ঠি নিয়ে গঠিত হবে। |
| ১১ | অনুচ্ছেদ ৭ঃ সংবিধানের প্রাধান্য | | **'(৩) দেশের ৯২% ভাগ মানুষের ধর্মীয় আদর্শের ভিত্তি কুরআন সুন্নাহর অকাট্য বিধান বিরোধী কোন আইন প্রণয়ন করা যাবে না।'** এই দফাটি যোগ করতে হবে। |
| ১২ | 'অনুচ্ছেদ ৭কঃ | | ৭কঃ 'সংবিধান বাতিল, স্থগিত অপরাধ' এই অনুচ্ছেদটি **বিলোপ** করতে হবে। |
| ১৩ | 'অনুচ্ছেদ ৭খঃ | | 'অনুচ্ছেদ ৭খঃ 'সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলী সংশোধন অযোগ্য'- এই অনুচ্ছেদটি **বিলোপ** করতে হবে। |
| ১৪ | দ্বিতীয় ভাগ<br>'অনুচ্ছেদ ৮(১) রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি | ৮। [(১) জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা- এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে।] | 'অনুচ্ছেদ ৮ঃ (১) **আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস, জনগণের সক্রিয় অংশীদারিত্ব ও রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে জনপ্রধিনিত্ব নিশ্চিতকরণ এবং শোষণ-জুলুম-বৈষম্যমুক্ত সমাজ নির্মাণ- এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমুহ হইতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে '** (এগুলো সংযোজন করতে হবে।) |
| ১৫ | অনুচ্ছেদ ১০- | ১০। মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও | অনুচ্ছেদ ১০-এই অনুচ্ছেদের বদলে **"শোষণ-জুলুম-বৈষম্যমুক্ত সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | বৈষম্য ও শোষণমুক্তি | সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে।] | **কায়েমের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে"**– প্রতিস্থাপন করতে হবে। |
| ১৬ | অনুচ্ছেদ ১০- সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি | [১০।মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে।] | [১০। মানুষের উপর হইতে মানুষের শোষণ বিলোপ করা হইবে এবং শোষণ ও বৈষম্যমুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যপূর্ণ মানবিক সমাজলাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে ভারসাম্যপূণ ও ইনসাফ ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে। ইসলামী অর্থনীতি হবে এই অর্থ ব্যবস্থার অন্যতম ভিত্তি।] |
| ১৭ | অনুচ্ছেদ ১২- "ধর্মীয় স্বাধীনতা ও অসাম্প্রদায়িকতা | [১২। ধর্ম নিরপেক্ষতা নীতি বাস্তবায়নের জন্য<br>(ক) সর্ব প্রকার সাম্প্রদায়িকতা,<br>(খ) রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান,<br>(গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অপব্যবহার,<br>(ঘ) কোন বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাহার উপর নিপীড়ন, বিলোপ করা হইবে।] | **ক. রাষ্ট্রের সকল ধর্মাবলম্বীর স্বাধীনভাবে স্ব স্ব ধর্ম পালনের অধিকার থাকবে।**<br>**খ. ধর্মীয়, ভাষাগত ও বর্ণগত যাবতীয় বিদ্বেষ ও ঘৃণা এবং বৈষম্য পরিহার করতে হবে।**<br>**গ. কোন বিশেষ ধর্মপালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তার উপর নিপীড়ন বিলোপ করা হবে।"** এই অনুচ্ছেদটি প্রতিস্থাপিত হবে। |
| ১৮ | রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি:<br>১৭। অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা | ১৭। রাষ্ট্র<br>(ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য;<br>(খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য;<br>(গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। | ১৭। রাষ্ট্র<br>(ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক ধর্মীয় ও নৈতিকতাবোধ সম্পন্ন যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার শিক্ষাদানের জন্য;<br>(খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য;<br>(গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য<br>(ঘ) সকল নাগরিককে দেশাত্মবোধ ও সুনীতিবান হিসেবে গড়িয়া তুলিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। |
| ১৯ | অনুচ্ছেদ ২৫: আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন | | ২৫. এর ক, খ, গ এর সাথে এই দফাটি সংযোজন করা হবে।<br>'(ঘ) মুসলিম উম্মাহর অংশ হিসাবে মুসলিম দেশসমূহের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন ও উম্মাহর ঐক্যের উপর জোর দেয়া হবে।' |
| ২০ | নতুন অনুচ্ছেদ ২৬ | | অনুচ্ছেদ ২৬ হিসাবে সংযোজন হবেঃ<br>**'প্রস্তাবনা, মৌলিক আদর্শ ও লক্ষ্য, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সংশোধন করতে হলে প্রথমে সংসদের দু-তৃতীয়াংশ ভোটে পাস হতে হবে এবং তারপর সংশোধনীটি রেফারেন্ডামের মাধ্যমে গৃহীত হতে হবে।'**<br>নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজন করতে হবে– "জনগণের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রেফারেন্ডাম, রিকল ইত্যাদি ব্যবস্থা থাকবে।" |
| ২১ | চতুর্থ বিভাগ<br>৪৮। রাষ্ট্রপতি | | ৪৮ঃ রাষ্ট্রপতি (নিম্নোক্ত দফা যোগ হবে)ঃ<br>(১) দেশের কোন প্রথিতযশা (আইন অনুসারে যোগ্য) নাগরিক জাতীয় সংসদের উভয়কক্ষের ভোটে নির্বাচিত হবেন। তার মেয়াদ হবে পাঁচ বছর। তবে তিনি দু'মেয়াদের বেশী সময়ের জন্য নির্বাচিত হবেন না।<br>(৩) রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদের অধিকাংশ সদস্যের সমর্থনপুষ্ট কোন ব্যক্তিকে **প্রধানমন্ত্রি হিসাবে নিয়োগ** দেবেন। তাছাড়া তিনি আইন অনুযায়ী **প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিদের নিয়োগ** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | দেবেন। তিনি আইন অনুযায়ী **মহা হিসাব নিরীক্ষক, দুর্নীতি দমন কমিশন, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, নির্বাচন কমিশন, ন্যায়পাল** ইত্যাদি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণকে **নিয়োগ** দিবেন। তিনি আইন অনুযায়ী **তিন বাহিনীর প্রধানকে নিয়োগ দেবেন**। এছাড়া তিনি অন্যান্য দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রির পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করবেন।<br>(৪) রাষ্ট্রপতি তার দায়িত্ব সুষ্ঠভাবে পালনের সুবিধার্থে রাষ্ট্রপতির একটি সচিবালয় থাকবে। |
| ২২ | ৪৯। রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার | ৪৯। কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মঞ্জুর করিবার এবং যে কোন দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে। | ৪৯। কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মঞ্জুর করিবার এবং যে কোন দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে। তবে এই অধিকার কেবল ঐ সব ক্ষেত্রে কার্যকর হইবে যে সব ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বনাম নাগরিক মামলায় রাষ্ট্র জয়লাভ করিবে। **তবে কোন নাগরিককে হত্যার দায়ে উপযুক্ত নাগরিক কর্তৃক দায়েরকৃত মামলায় আদালত কর্তৃক কেউ দণ্ডিত হইলে ন্যায়ের দাবি পূরণার্থে রাষ্ট্রপতি এই অধিকার প্রয়োগ করিয়া নাগরিক অধিকার খর্ব করিবেন না। তবে তিনি নিয়মতান্ত্রিকভাবে বাদী কর্তৃক মার্জনার জন্য অনুরুদ্ধ হইলে কেবল সেই ক্ষেত্রেই তাহার মার্জনার অধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন।** |
| ২৩ | **২য় পরিচ্ছেদ– প্রধানমন্ত্রি ও মন্ত্রিসভা**<br>অনুচ্ছেদ ৫৫-৫৮ | | প্রধানমন্ত্রি ও তার মন্ত্রিসভা বিষয়ে বর্তমান অনুচ্ছেদসমুহ নিম্নোক্তরূপে পুনর্লিখিত হবেঃ<br>অনুচ্ছেদ ৫৫. প্রধানমন্ত্রিঃ জাতীয় সংসদের অধিকাংশ সদস্যের আস্থাভাজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রি হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হবেন।<br>৫৬.**কার্যকালঃ তিনি পরপর দু'মেয়াদের বেশী প্রধানমন্ত্রি থাকবেন না।**<br>৫৭. প্রধানমন্ত্রি রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন। তার কাজের জন্য জাতীয় সংসদে দায়ী থাকবেন।<br>৫৮. তিনি তার দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে একটি মন্ত্রিসভা নিয়োগ দেবেন। **নির্বাচিত সংসদ সদস্যেও বাইর থেকে মন্ত্রিসভার এক পঞ্চমাংশ সংখ্যক মন্ত্রি নিয়োগ দিতে পারবেন। তবে মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহনের পূর্বে জাতীয় সংসদে মন্ত্রিসভার প্রতি ব্যক্তিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে আস্থাভোট লাভ করতে হবে। কোন মন্ত্রির দায়িত্বপালন সম্পর্কে যদি জাতীয় সংসদে প্রশ্ন বা আপত্তি উঠে তাহলে তিনি স্বল্পতম সময়ের মধ্যে তার ব্যাখ্যা দান করবেন। সংসদ যদি তার ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট না হয় তাহলে তিনি তার পদ থেকে পদত্যাগ করবেন।** |
| ২৪ | **৫৮(১)ঃ নির্বাচনকালীন সরকারঃ** | | ৫৮(১)ঃ **নির্বাচনকালীন সরকারঃ** অবসান বা অন্য কোন কারণে সংসদ ভেঙ্গে গেলে পরবর্তী ৯০ দিনের জন্য একটি নির্দলীয় সরকার গঠিত হবে। নির্দলীয় সরকারের প্রধান হবেন একজন জাতীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি সরকারী দল ও বিরোধী দলের ঐক্যমতে নিয়োগ প্রাপ্ত হবেন। তিনি প্রধান উপদেষ্টা নামে পরিচিত হবেন। তিনি একটি ছোট উপদেষ্টা পরিষদের মাধ্যমে রাষ্ট্রের রুটিন কাজ করবেন এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিত করবেন। |
| ২৫ | **তৃতীয় পরিচ্ছেদ– স্থানীয় শাসন** | | **স্থানীয় শাসন**<br>**৫৯ঃ স্থানীয় শাসন–**<br>**২) কার্যাবলী ও দায়িত্ব**<br>**ক) স্থানীয় প্রশাসন পরিচালনা**<br>**খ) জনশৃঙ্খলা রক্ষা;**<br>**গ) অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | ঘ) জনগণের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় তত্ত্বাবধান<br>ঙ) প্রাথমিক শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষার তত্ত্বাবধান<br>চ) বাজেট প্রণয়ন ও স্থানীয় কর ধার্যকরন।<br>ছ) পরিবেশ সংরক্ষণ |
| ২৬ | ৬২ঃ প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগে ভর্তি প্রভৃতি | | ৬২ঃ প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগে ভর্তি প্রভৃতি<br>৬২(১) '(ঙ) দেশের সকল সক্ষম নাগরিকদের কপক্ষে এক মেয়াদী সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে।' এ দফাটি সংযোজন করতে হবে। |
| ২৭ | পঞ্চম ভাগ<br>সংসদ | | নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদসমুহ সংযোজন করা হবেঃ<br>৬৫ঃ বাংলাদেশে একটি জাতীয় সংসদ থাকবে। এই সংসদ দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট হবে।<br>নিম্নকক্ষে ৫০০ জন সদস্য থাকবেন (নিম্নকক্ষে প্রতি দু'লক্ষ ভোটার অনুপাতে একজন সংসদ সদস্য থাকবেন।)<br>৬৭. উচ্চকক্ষে ১০০ জন সদস্য থাকবেন। তাদের কার্যকাল হবে তিন বছর। তারা নিম্নকক্ষে দল কর্তৃক প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে নির্বাচিত হবেন।<br>৬৮. সরকারী দলের পক্ষ থেকে স্পিকার ও বিরোধী দলের পক্ষ থেকে ডিপুটি স্পিকার নির্বাচিত হবেন। |
| ২৮ | ৭০. অনুচ্ছেদ সংস্কার | | ৭০. অনুচ্ছেদ সংস্কার করে নিম্নোক্তভাবে পুনর্লিখন করতে হবেঃ<br>৭০ ঃ কোন দল হতে নির্বাচিত সংসদ সদস্য যদি আস্থা ভোটের সময় দলের বিপক্ষে ভোট দেয় তাহলে তার সংসদ পদ বিলুপ্ত হবে এবং ঐ আসনটি শূন্য বলে ঘোষিত হবে। এবং ঐ সদস্যের ভোট গণনায় ধরা হবে না। |
| ২৯ | ৭৬. সংসদের স্থায়ী কমিটিসমুহ | | (৪) স্থায়ীকমিটির চেয়ারম্যানগণ ও সদস্যগণ সংসদ নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে নির্বাচিত হবেন। |
| ৩০ | ৮০ঃ আইন প্রণয়ন পদ্ধতি | | (২) সংসদের নিম্নকক্ষ কর্তৃক কোন বিল গৃহীত হলে তা উচ্চকক্ষে যাবে। উচচ কক্ষে বিলটি অনুমোদিত হলে রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করা হবে। তিনি স্বাক্ষর দান করলে তা আইনে পরিণত হবে। |
| ৩১ | ৮৭ঃ বাজেট | | ৮৭(১) আর্থিক বছরঃ ইংরেজী বর্ষই (জানুয়রি- ডিসেম্বর) আর্থিক বছর হিসাবে গণ্য হবে। |
| ৩২ | ১২৩ঃ নির্বাচন - অনুষ্ঠানের সময়– | | (৩) সংসদ-সদস্যের সাধারন নির্বাচনের মেয়াদ অবসান অথবা অন্যকোন কারনে সংসদ ভেঙ্গে যাবার ক্ষেত্রে পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। সাধারণ নির্বাচনকালে একটি নির্বাচনকালীন সরকার থাকবে। যে সরকার মূল দায়িত্ব হিসেবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবে ও সরকারের দৈনন্দিন কার্য সম্পাদন করবে। |
| ৩৩ | বিচার বিভাগ | | নিম্নোক্তরূপে অনুচ্ছেদগুলো পুনর্লিখন হবেঃ<br>৯৪ঃ আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ, জজকোর্ট, উপজেলা কোর্ট নিয়ে বিচার বিভাগ গঠিত হবে।<br>৯৫. সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিলঃ প্রধান বিচারপতিকে চেয়ারম্যান করে সুপ্রিম জডিসিয়াল কাউন্সিল গঠিত হবে।নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ কাউন্সিলের সদস্য হবেনঃ<br>১.আইনমন্ত্রি |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | ২.আপীল বিভাগের দুইজন জ্যেষ্ঠ বিচারক:<br>৩.এটর্নি জেনারেল<br>৪.দুজন সংসদ সদস্য– একজন সরকারী দলের আর একজন বিরোধী দলের।<br>৫. সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবি সমিতির নির্বাচিত সভাপতি ও সেক্রেটারী<br>৬. দু'জন এমিকাস কিউরি যারা আপিল বিভাগের সিনিয়র আইনজীবীদের মধ্য থেকে আপিল বিভাগ কর্তৃক মনোনীত মনোনীত হবেন।<br><br>৯৬(১) **জুডিসিয়াল কাউন্সিলের দায়িত্ব** ঃ তারা হাইকোর্টের বিচারপতি নিয়োগের সুপারিশ করবেন এবং তাদের সুপারিশের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি তাদের নিয়োগ দিবেন।<br>৯৬(২) আপীল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতিকে প্রধান বিচারপতি হিসাবে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দেবেন।<br><br>৯৬(৩) সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিল কোন বিচার পতিকে আইন অনুযায়ী অভিশংসনের সুপারিশ করতে পারবেন। কোন বিচারপতির বিরুদ্ধে অভিশংসনের সুপারিশ করলে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তিনি অপসারিত হবেন।<br>৯৭. জনগণের দোরগোড়ায় ন্যায় বিচার পৌছাবার জন্যে হাইকোর্টকে রাজধানীতে কেন্দ্রীভূত না করে প্রত্যেক প্রশাসনিক বিভাগে হাইকোর্টের একটি করে বেঞ্চ স্থাপিত হবে।<br><br>৯৮ঃ বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ স্বাধীন হবে এবং বিচারকগণ স্বাধীনভাবে আইনের মাধ্যমে বিচার করবেন। কোন অবস্থাতেই নির্বাহী বিভাগ কোন স্তরের আদালতের উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করতে পারবে না। এ ধরনের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা যদি প্রমানিত হয় তাহলে আপীল বিভাগ তাকে গুরুতর অন্যায় রূপে বিবেচনা করে তার উপযুক্ত প্রতিবিধান করতে পারবে। |
| ৩৪ | ১৪২ঃ সংবিধান সংশোধন ঃ | | **১৪২ঃ সংবিধান সংশোধন** ঃ সাধারনভাবে সংসদের দু-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দ্বারা সংবিধান সংশোধন করা যাবে **তবে রাষ্ট্র পরিচালনার আদর্শ, লক্ষ্য ও মুলনীতি এবং মৌলিক অধিকার বিষয়ক অনুচ্ছেদের ক্ষেত্রে সংসদ দ্বারা পাশ হওয়ার পর রেফারেন্ডাম দ্বারা গৃহীত হতে হবে।** |
| ৩৫ | অনুচ্ছেদ ১৪৫ক<br>**বিবিধ** | | নিম্নোক্ত দফাটি সংযোজন করা হবেঃ<br>**অনুচ্ছেদ ১৪৫ক. বিদেশের সঙ্গে কোন চুক্তি সম্পাদিত হলে তা অবিলম্বে জাতীয় সংসদে পেশ করতে হবে। সেখানে তা অনুমোদিত হলেই তা কার্যকর যোগ্য হবে।** |

ধন্যবাদান্তে,

(ড. আহমদ আবদুল কাদের)
মহাসচিব
খেলাফত মজলিস
ফোন: ০১৭১৭৩০৬৮৩১

ড. আহমদ আবদুল কাদের
মহাসচিব
খেলাফত মজলিস

Faith

Unity

Discipline

Adv. Mohsen Rashid
Acting President
Bangladesh Muslim League
Office: H # 4, R # 1/A, Gulshan-1 Dhaka, Bangladesh, Phone: +880 1911 344 344
Email: mohsenandassociates@gmail.com

Date: Ref:

14 November, 2024

Prof. Ali Riaz,
Chief Commissioner,
Constitution Reforms Commission,
Block 1, M.P. Hostel
Jatiya Sangshad Bhaban,
Sher-e-Bangla Nagar,
Dhaka

Email:crcbd2@legislativediv.gov.bd

Dear Prof. Riaz,

Greetings from Bangladesh Muslim League.

Bangladesh Muslim League is pleased to enclose herewith a proposed outline for Constitutional Reforms. Essentially Bangladesh Muslim League has provided the basic structure for a new Constitution, however, the same can be used for reforming the present Constitution.

Regards

Muhammad Mohsen Rashid

Bangladesh Muslim League
Party Headquarter: Hazi Mansion, 116/2 Box Culvert Road (L-4), Naya Paltan, Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: +880 469 494, +880 1711 015 320, Email: bdml1976@gmail.com Web: www.bmlinfo.org

# AN OUTLINE FOR CONSTITUTIONAL REFORMS
## By Bangladesh Muslim League

Bangladesh Muslim League sends its sincere greetings to the Commission on Constitutional Reforms.

Bangladesh Muslim League is a registered Political Party, bearing registration number 21 with lantern as its symbol. It draws its lineage from 1906 when it was formed in Dhaka by Nawab Sir Salimullah as the All India Muslim League. Since then this Party has existed not only in Bangladesh but also in Pakistan and India. BML has held 26 seats in Bangladesh Parliament.

Muslim League has a proud and rich heritage of producing leaders like Muhammad Ali Jinnah, Liaquat Ali Khan, Khawja Nazimuddin, Shaheed Suharwardy, A.K.Fazlul Huq, Sk. Mujibur Rahman, Fazlul Quader Chowdhury, Tamizuddin Khan, Shah Azizur Rahman, Monem Khan, Khan Sabur Khan , just to name a few.

Muslim League unlike BNP and BAL has never been involved in corruption, nepotism and unfair practices when it was in power. Muslim League also holds the unique record of holding free and fair elections while in power in 1954 and also no charges of rigging were brought by any party in 1962 and 1965 elections.

BANGLADESH MUSLIM LEAGUE IS PLEASED TO PUT FORWARD AN OUTLINE OF PROPOSALS FOR A NEW CONSTITUTION FOR BANGLADESH. IT IS NOT THE DRAFT OF A NEW CONSTITUTION.

## PROPOSALS:

### EXECUTIVE:

In the wake of our 53 years history we find that the Mujibnagar Government started with a Presidential form of Government, then switched to Parliamentary form again to Presidential and then back to Parliamentary form of Government and none of it worked for various reasons:

Therefore, **BML proposes for a semi Presidential form of Government**, something like the French, where a President and a Vice President as running mate (American) will be directly elected by the people on the basis of adult franchise. The President will share power with the Parliament. We think that this power sharing mechanism will create a balance between the Parliament and the President.

**The President shall be the Chief Executive of the Republic.**

The President will appoint Judges to the Supreme Court, Election Commission, Auditor and Comptroller General, Attorney General, Anti-Corruption Commission, Public Service Commission, and appoint and fill positions to all other Constitutional offices, Defense Chiefs, Prime Minister on the basis of his or her election by the Parliament, through secret ballot.

The appointment of the Cabinet will be done by the President in consultation with the Prime Minister, however, the Ministers for Foreign Affairs, Defense will be nominated by and appointed exclusively by the President, who may or may not be Members of Parliament. Upto twenty percent members of the Cabinet may be appointed from outside the Parliament, which we call technocrat Ministers (now it is 10%).

The President will have the power to dissolve Parliament, if, a petition signed by a majority of Members is received by the President but after such verification as the President thinks fit and proper in a given circumstance or if the Prime Minister advises the President in writing under her hand to dissolve Parliament. All Ministers appointed to the Cabinet shall be under a Warrant signed and sealed by the President.

The Vice President will be the Chairman of the Senate/Upper House.

If the President dies or is incapacitated the Vice President shall be the President and will complete the term, if both are incapacitated the Speaker will act as the President until the President is elected.

President will have a term of 6 years and will be eligible to be elected for a second term. Only two terms.

No person will be the Prime Minister for more than two terms. Term here would mean the existence of Parliament, that is, if the Parliament is dissolved earlier than the expiry of its term than it would mean that the person who held the office has completed one term and will be eligible for another term as PM.

The Prime Minister will be responsible for the running of the government with the aid, help and assistance of the Cabinet. If any dispute arises within the Cabinet, the Prime Minister will refer the same to the President who after hearing the Prime Minister and the Cabinet will resolve it and his decision shall be final and cannot be questioned in any Court including the Supreme Court.

The Prime Minister will forward all decisions of the Cabinet to the President for his approval and if the President has any objection he will sit with the relevant Minister and resolve it after consultation with the Prime Minister. If it cannot be resolved then the decision and the

objection will be sent to both houses of Parliament for a vote on the issue. The Minister concerned shall move the motion for a vote in both houses.

The Cabinet being an institution under the Constitution, any decision taken by it collectively will be immune from questioning by any authority Constitutional or otherwise as that decision will be deemed to be in Public and national interest. The PM will generally Chair regular Cabinet meetings. Provided however, that the President will also have the power to summon the Cabinet as and when he deems necessary; but shall Chair all such Cabinet meetings in which the budget is to be approved, matters pertaining to national security, foreign affairs, defence are on the agenda. After the dissolution of Parliament, the President will assume all powers of the Prime Minister and form a small Cabinet composed of Senators to run the affairs of the State, till such time that a new Parliament is in place.

**FUNDAMENTAL RIGHTS**:

Article 29 (3) (b) (c) should be deleted; we do not support any reservations.

Article 30 should be deleted. It is an honour for the country if its citizens are decorated.

Article33 (3) (b) (4) (5) (6) needs to be deleted.

Article 36 Recast the Article as under:

Every citizen shall have the right to move freely throughout Bangladesh, to reside and settle in any place therein and to leave and renter Bangladesh.

Article 37 needs to be recast as under:

Every person shall have the right to assemble and to participate in public meetings and processions peacefully and without arms. Provided however the party concerned shall inform the Police Commissioner in Metropolitan Areas and the Deputy Commissioners and Superintendent of Police of the district concerned at least 10 days prior to the event of their

intention to assemble, hold public meeting or take out a procession so that the Police could make security arrangements and provide alternative routes for traffic. Further provided that such political events shall take place only on weekends and holidays so that the lives of other citizens is not disrupted.

Article 39 (2) should be deleted.

Article 41 (2) should be deleted.

Article 43 delete "subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interests of the security of the State, public order, public morality or public health". Add (c) subject to any restriction by a Court or a warrant issued by a Court.

Article 47A be deleted.

**PARLIAMENT: BICHAMERAL LEGISLATURE**

A Lower House called the Jatiyo Sangshad consisting of 400 members elected through adult franchise and an upper house called the Senate consisting of 100 members of which 80% shall be elected through an electoral college and 20% will be nominated from amongst eminent citizens by the President, Prime Minister,Speaker, Chief Justice and the three chiefs of the Armed Forces.The formation of the electoral college and who will nominate how many and the criteria for such nominations shall be put in a Schedule to the Constitution.

We are of the opinion that there would be more sobering effect in legislative work, like debates and voting as the bills will have to be passed by both houses. This would mean that lot of thought and expertise will go into legislative work.

It is proposed that the term of Jatiyo Sangshad be 4 years and that the Senate will not be dissolved but the Senators will retire on rotational basis, every three years but can offer themselves for reelection twice only.

Those who are elected to either house shall involve themselves only in legislative work and will not involve themselves with the local government or be part of any schools, colleges or madrassah. The Members of parliament and Senators will be responsible for the accountability of the Executive through various Committees.

It is also proposed that unanimous recommendations given to the government by-the Standing Committees of Parliament shall be sent to the Cabinet for consideration and a copy thereof to the President. If the recommendations are not accepted they shall be placed before both houses and a vote taken. The motion for voting will be moved by the Chair of the said Committee. If the motion is accepted the Executive will be bound by such recommendations.

**SPEAKER AND DEPUTY SPEAKER OF THE JATIYO SANGSHAD::**

The Speaker shall be elected by a secret ballot , but the Deputy Speaker will have to be from the Opposition.

**ARTICLE 70:**

This Article needs to be abolished.

**ARTICLE 83:**

Will remain as it is but a proviso as under is required to be added.

Provided herein that no taxation, duties, cess, of any kind or sort can be levied as or under any statutory Rules and Orders by any authority, everything which relates to financial imposition or otherwise shall have to be through a Finance Bill .

**Bangladesh Muslim League proposes for four Constitutional Councils.**

**1. Council of Ulemas:**

This Council will essentially advise the Government on all matters related to Islam, give fatwas, instruct the education department and text book board for incorporation of such texts and matters which are related to character building of school going Children. This Council will further approve sermons for Friday prayers alternately dwelling on Huquq Allah and Huquq Al Ibad for the purposes of reforming and creating a just society which embraces all people of all religions , tribes, linguistic minorities. It is proposed that the Chairman of this Council will have the status of Deputy Premier.

**2. Council of Minority Affairs**:

This Council will be constituted with Hindu Priests, Buddhist Monks and Christian Priests. The Council will monitor and ensure the wellbeing of all minorities. Liase with the government to better the lot of the minorities, give necessary suggestions and ensure the protection of their places of worship. The Council will prepare sermons and educational material that the same create good will amongst all communities, helps in building a cohesive, harmonious relationship amongst all citizens. It will also be responsible to select sites to observe their festivities, organise fairs etc. The Chairman of this Council will have the rank and status of a Minister.

**3. Council of Tribals**:

This Council shall be composed of representatives of indigenous people or tribes like the Chakmas, Meitei, Khasi, , Santhal, Garo which will be tasked to ensure that the language, culture and customs of all tribes and ethnic groups including their festivals are protected and they can study in their own language upto the primary level. The Council will also be responsible for proposing a curriculum. The purpose of this Council will be to create good amongst all communities so that all can coexist in peace and harmony. Integration between the trials and Bengalis will also be part of their mandate.

**4. Council for National Security:**

The Council shall be composed of the President, Prime Minister, Speaker, Leader of the Opposition, Chiefs of the Army, Navy and Air force.

This Council will meet in case any security problem or issue arises, to resolve any disputes that may arise or has arisen between the President and the Parliament or the Prime Minister Form a national security policy. The meeting of this Council will be called and Chaired by the President.

**JUDICIARY:**

PART VI of the current Constitution shall pretty much remain the same.

Except for :

Article 95 (2) which should be substituted as follows;

A person shall be qualified for appointment as a Judge if he is a citizen of Bangladesh and has been in actual unbroken regular practice as an advocate of the Supreme Court for at least 15 years, or has been in actual and active practice in the District and Sessions Court for at least 20 years or has been a judge for 20 years in the subordinate judiciary doing judicial work. Provided further that there will be no quotas but all appointments will be made on the basis of merit.

Article 95 (3) There shall be a Judicial Commission comprising the Chief Justice, senior most pusnie Judge of the Appellate Division, senior most Judge of the High Court Division, the Attorney General, the Minister for Law and President of Supreme Court Bar Association will compile a list of persons suitable for appointment as a Judge of the Supreme Court, shall interview all those on the list and finalize the names for appointment as Judges of the Supreme court and forward it to the President for completing the necessary process of

appointment after necessary verification and report by the National Security Intelligence and Special branch in separately sealed confidential covers to the President. Any adverse report against any person selected for appointment can only be overlooked or overruled by the said Judicial Commission by a majority of the Commission members.

**Recast Article 100:**

The permanent seat of the Supreme Court shall be in the capital but such number of permanent benches of the High Court Division with registries may be appointed in such places as the Judicial Commission may determine, and if necessary, sessions of the High Court Division may be held in such other place or places as the Chief Justice may, with the approval of President from time to time determine.t.

**ARTICLE 102 (1)**

THE PERSON FILING A WRIT PETITION MUST BE PERSONALLY AGGRIEVED or Petitions can be filed by registered private Societies or Non-Government Organizations for the benefit of the people at large, save and except, the foregoing no other person can file a Writ as a Public Interest Litigation.

**ARTICLE 111 should be recast**:

The Law declared by the Appellate Division in an Appeal shall be binding upon the High Court Division and the law declared by either division of the Supreme Court shall be binding on all Courts subordinate to it.

Provided further that any opinion given in Leave Petitions will not be Law, hence not binding upon any Court including the HCD.

## ELECTIONS:

1. THE Election Commission shall be appointed by the Council for National Security.
2. There shall be a separate electorate for the Hindus and the tribals. This will give them voice and strengthen the Unity. Today we are a country but not a nation. This separate electorate will make us a nation.
3. Immediately upon declaration of the Schedule for General Elections and Presidential Elections the entire administration will be under the Election Commission. The Election Commission shall have the power of transfers and postings. Any adverse remarks of the Election Commission against any official shall form part of that person's ACR.
4. The Armed forces shall be deployed by the order of the Election Commission in consultation with the three Chiefs and the officers deployed shall have Magisterial powers. The Armed Force shall be deployed in every General Election and Election of the President.

**Note:** Bangladesh Muslim League opposes any provision in the constitution for a Caretaker interim government as only uncivilized country like Pakistan initiated this process of Caretaker Government since 1985 and it has created much problems for democracy in that country. Bangladesh followed it and we experienced its manipulation by President Yazuddin on instruction from the young turks of a particular Political party..

Bhutan which was transiting to democracy from Monarchy in its wisdom borrowed the provision from Bangladesh.

There is no other democratic country on the face of this earth which has such a provision.

BML is a party which has a proven track record of holding free and fair election while in Power. Therefore, it is totally against such an undemocratic provision. However, if the People are inclined to have a Caretaker system, then we would propose that the Council for National Security name the entire Caretaker Cabinet before the dissolution of Parliament.

**ARTICLE 142 AMENDMENT OF THE CONSTITUTION**:

Propose that the Constitution can be amended by four – fiths of the total membership of both houses of Parliament and that no amendment can be made until it is approved by 60 percent of the total voters in a referendum.

Muhammad Mohsen Rashid, President Bangladesh Muslim League.

# জাতীয় পার্টি

বাড়ী নং-২, রোড নং-৬৮/এ, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।
মোবাইল : ০১৭১১৬৮৮১৩৩, email : mjhaider.delta@yahoo.com

## সংবিধান সংস্কারে জাতীয় পার্টির সুপারিশ সমূহ

০১। আমাদের মহান স্বাধীনতা অর্জনে মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, শেরে বাংলা এ.কে.ফজলুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান ও জিয়াউর রহমান তাদের অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি দিয়ে "ফোর ফাদার ন্যাশন" প্রতিষ্ঠা করতে হবে। জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে মহান মুক্তিযুদ্ধে যে সকল সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তিবর্গ ঐতিহাসিক ভূমিকা রেখেছেন তাদেরকে সংবিধানে উপযুক্ত মর্যাদায় অভিসিক্ত করতে হবে।

০২। 'সাম্য মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায় বিচার' রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ঘোষনা করতে হবে।

০৩। সংবিধানে নাগরিকের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দিতে হবে।

০৪। সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা স্থায়ীভাবে ফিরিয়ে আনতে হবে।

০৫। পরপর ০২ মেয়াদের বেশি ০১ ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারবেন না।

০৬। দলীয় প্রধান এবং সরকার প্রধান একই ব্যক্তি হতে পারবে না।

০৭। প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য আনার জন্য রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বাড়াতে হবে। দুই মেয়াদের বেশি এক ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি থাকতে পারবেন না।

০৮। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সংসদ সদস্য ছাড়াও বিভিন্ন পেশাজীবি প্রতিনিধিদের ভোটার করার নীতিমালা এবং গোপন ব্যালেটের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সুস্পস্ট নির্দেশনা সংবিধানে অন্তভুক্ত করতে হবে।

০৯। দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্ট ব্যবস্থা সংবিধানে অন্তভুক্ত করতে হবে।

১০। বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার রাখার বিধান রাখতে হবে।

১১। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলীয় প্রতিক না থাকার বিধান রাখতে হবে ।

১২। রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন পক্রিয়া বাতিল করতে হবে।

১৩। অর্থবিল, বাজেট ছাড়া সকল বিলে, অনাস্থার বিধান রেখে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংস্কার করতে হবে।

১৪। প্রবাসীদের ভোট প্রধান এবং দ্বৈত নাগরিক এর প্রার্থী হওয়ার বিধান সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১৫। বিচার বিভাগ, দুর্নীতি দমন কমিশন ও নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীন সাংবিধানিক রুপ দিয়ে সকল প্রকার রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ মুক্ত রাখার বিধান রাখতে হবে।

১৬। যে সকল ব্যক্তি সাংবিধানিক পদে থেকে সংবিধান লংঘন ও দেশে গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের পরিপন্থি কোন ভূমিকা রাখেন তাদেরকে বিচারের আওতায় আনার বিধান রাখতে হবে।

১৭। কমিশনের সুপারিশ সমূহ সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য গণভোটের আয়োজন করতে হবে।

**মোস্তফা জামাল হায়দার**
চেয়ারম্যান
মোবাইল : ০১৭১১৬৮৮১৩৩

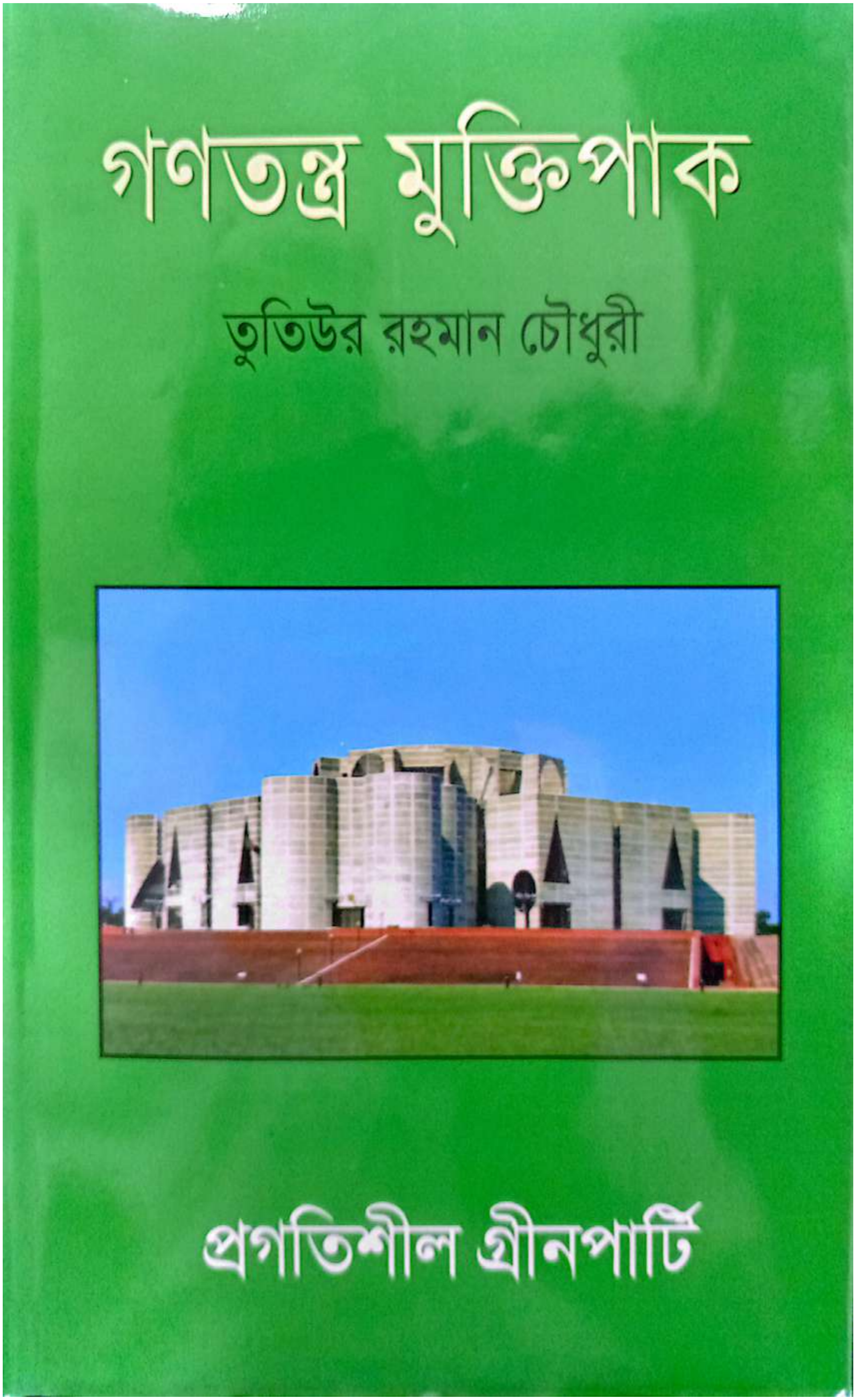
গণতন্ত্র মুক্তিপাক
তুতিউর রহমান চৌধুরী
প্রগতিশীল গ্রীনপার্টি

## লেখক পরিচিতি

কবি ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক তুতিউর রহমান চৌধুরী সিলেট জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। বাবা-মৃত: ইছরাইল চৌধুরী, মাতা-মৃত আলতাবুন নেছা। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে লেখক তৃতীয়। স্ত্রী খালেদা সিদ্দিকা চৌধুরী, তিনি দুই ছেলে ও দুই মেয়ের জনক। লেখক ছোটবেলায় চলে যান ইংল্যান্ডে। ওখানেই কাটে তার দীর্ঘ সময়। প্রবাসে থাকলেও তার মনটি পড়ে থাকত নিজের দেশ বাংলাদেশে। তিনি দীর্ঘদিন গবেষণা করে সম্পূর্ণ নিজের মতো করে লিখেছেন 'গণতন্ত্র মুক্তিপাক' বইটি। তিনি ভেবেছেন দেশ কীভাবে কোন ফর্মুলায় চললে দেশের প্রত্যেকটি মানুষ ভালো থাকবে, কোন পথে চললে দেশে থাকবে না দুর্নীতি, অরাজকতা, থাকবে না কোনো অন্যায় অত্যাচার, নিরীহ মানুষ থাকবে সম্পূর্ণ নিরাপদ। মানুষকে ভালোবাসার জন্যই তাঁর এই প্রচেষ্টা।

তিনি প্রচুর পড়াশোনা করেন। এই বইটি লেখতে বিভিন্ন লেখকের লেখা এবং বিভিন্ন পত্রিকার সাহায্য নিয়েছেন। ইতোমধ্যে তাঁর 'স্বপ্নকানন', 'শেষ বেলার মাধুরী', 'পথে হলো দেরী', 'স্মৃতিটুকু থাক', 'সাগরিকা', 'মাধবীলতা', 'হৃদয়ের ক্রন্দন' ও 'সন্ধ্যাতারা' নামক একক কাব্যগ্রন্থ' প্রকাশিত হয়েছে।

লেখক একদিকে যেমন দেশ ও দেশের রাজনীতি নিয়ে ভাবেন, ঠিক অন্যদিকে তাঁর মন চিরসবুজ তা তার কাব্যগ্রন্থ' পড়েই বোঝা যায় তিনি কতটা রোমান্টিক মনের অধিকারী। 'গণতন্ত্র মুক্তিপাক' বইটি পড়ে দেশের মানুষ যদি মনে করেন লেখক ঠিকই লিখেছেন এবং এই নিয়মেই দেশ চললে দেশের প্রত্যেকটি মানুষ ভালো থাকবে, শান্তিতে থাকবে, তবেই লেখকের লেখা স্বার্থক হবে বলে আমি মনে করি। সম্মানিত পাঠক ভুলত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন বলেই আমি আশা করি।

অবশেষে লেখকের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং তার পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্যের সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করছি।

-প্রকাশক

# গণতন্ত্র মুক্তিপাক

## তুতিউর রহমান চৌধুরী

প্রগতিশীল গ্রীন পার্টি

# ভূমিকা

আমি কবি বা লেখক নই। কিন্তু মনের মধ্যে দেশপ্রেম থাকায় বিদেশে বড় হয়েও দেশের মায়ামমতা, নারীর টানে গণতন্ত্রের প্রয়োজনে মানুষের ভালোবাসার বোধে এই 'গণতন্ত্র মুক্তি পাক' বইটি লেখার চেষ্টা করেছি। ইংল্যান্ডে ছোটবেলা থেকে বসবাস করায় সে দেশের গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক পরিবেশ, আচার-আচারণ আমাকে মুগ্ধ করেছে। যখন ১৯৬৯ সালে বাংলাদেশ গণতন্ত্রের দাবি নিয়ে সংগ্রাম করে এতে আমার হৃদয় দেশের তরে গণতন্ত্রের পক্ষে আকৃষ্ট হয়ে উঠে। ২৫ মার্চ সকালে সংবাদপত্রে দেখি বাংলার মানুষ স্বাধীনতা চায়। ২৬ মার্চ ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। বয়স অল্প থাকায় যুদ্ধে অংশ নিতে পারিনি। ১৯৭১ সালে দেশের মানুষ যুদ্ধ করে গণতন্ত্রের জন্য। দেশের কীর্তিমনারা ও খ্যাতিমান মানুষ প্রাণ দিল মা-বোন ইজ্জত দিল। গণতন্ত্র, মানবাধিকার, দুর্নীতিমুক্ত, সুশাসনের জন্য একনায়কতন্ত্র থেকে মুক্তি বাঁচার মতো বাঁচতে। পাকিস্তানের চব্বিশ বছরের শাসনামলে কত অত্যাচার, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত কত রক্ত দিতে হয়েছিল। ত্রিশ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে পেয়েছিলাম স্বাধীনতা। কিন্তু ভোগ করতে পারিনি। পাইনি গণতন্ত্র মানবাধিকার। অত্যাচার লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি, অনেক রক্তস্রোত বয়ে গেছে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে।

আমার সামান্য অভিজ্ঞতা থেকে দেশের গণতন্ত্র মুক্তির জন্য নির্বাচন কমিশন, নির্বাচনি ব্যবস্থার সংস্কারের রূপরেখা উপস্থাপন। দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠন, নারীর সমঅধিকার, গণভোটের বিধান, সুশাসন তৃণমূলের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছি। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন করা প্রয়োজন বলে কিছু কিছু বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। যা আমার একান্ত ব্যক্তিগত বিচার বিবেচনায় এবং পক্ষপাতিত্ব থেকে দূরে থাকার।

আমি আমার স্ত্রী পরিবার বন্ধুবান্ধবের নিকট কৃতজ্ঞ যারা আমাকে উৎসাহিত করেছেন। সোনামণি প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী যিনি আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহ দিয়েছেন এবং কঠোর পরিশ্রম করেছেন আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ। আমার এই বইটিতে যদি কোনো ভুলত্রুটি থাকে তবে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইল।

–লেখক

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

# প্রগতিশীল গ্রিন পার্টির ভিশন ২০২৫

টি.আ.চৌ-১৮/০৫/২০১৭

## ভিশন ২০২৫

১. রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন।
২. নতুন সংবিধান প্রণয়ন করা হবে।
৩. পুরো দেশকে ৭টি প্রদেশে বিভক্ত করা হবে।
৪. ৪০০ আসন বিশিষ্ট সংসদ করা হবে। ৫০০
৫. একই ব্যক্তি দুই মেয়াদের বেশি প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারবেন না। ৪+৪=৮
৬. শাসন কাঠামোতে আমূল পরিবর্তন আনা হবে।
৭. শাসন কাঠামো বিকেন্দ্রীকরণ ও শাসনব্যবস্থা কার্যকর করা হবে।
৮. রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা।
৯. সংসদের উচ্চকক্ষ স্থাপন করা হবে/দ্বিকক্ষ
১০. গণভোটের বিধান ফিরিয়ে আনা হবে।
১১. ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে।
১২. সুশাসনের জন্য আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা হবে।
১৩. দলীয়করণ ও পরিবারতন্ত্র প্রতিরোধ করা হবে।
১৪. দলের রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন আনা হবে।
১৫. কঠোর হস্তে দুর্নীতি দমন করা হবে।
১৬. নারীকে ন্যায্য অধিকার দেওয়া হবে।
১৭. নারী-পুরুষকে সমান পারিশ্রমিক দেওয়া হেব।
১৮. একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন থাকবে।
১৯. দুর্নীতিমুক্ত সমাজ ~~বিনির্মাণ~~ করা হবে।
২০. নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কার করা হবে।
২১. বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে।
২২. ২৫ জন সদস্য নিয়ে সংবিধান আদালত থাকবে।
২৩. দলের সংবিধান গণতান্ত্রিক থাকতে হবে।
২৪. সরকারের হাত থেকে র‍্যাব ও পুলিশকে স্বাধীন করা হবে।
২৫. প্রতিটি নদী ও খাল খনন করা হবে।
২৬. প্রতিটি ঘরে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হবে।
২৭. সাম্প্রদায়িকতামুক্ত অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করা হবে।
২৮. যৌতুক ও বাল্যবিবাহ বন্ধ করা হবে।

২৯. মাতা-পিতার লালনপালনে ছেলেকে বাধ্য করা হবে।

৩০. নিয়মিত একটি সময়ে নির্বাচন করা হবে।

৩১. সরকারের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হবে।

৩২. সংসদকে কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৩৩. সংসদে কথা বলার জন্য সকল সদস্যকে সমান সময় দেওয়া হবে।

৩৪. প্রধানমন্ত্রীসহ সকল মন্ত্রী, প্রধান বিচারপতি, পুলিশ প্রধান, সংসদের অনুমতি নিতে। হবে হ্যাঁ/না ভোটে।

৩৫. প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, প্রধান বিচারপতির জন্য দশ মিনিটের বেশি সময় রাস্তা বন্ধ রাখব না।

৩৬. ভোটাভোটি ছাড়া হরতাল করা বন্ধ করব।

৩৭. শ্রমিক সংগঠন বাধ্যতামূলক করা হবে (ট্রেড ইউনিয়ন)।

৩৮. বাজেটের সবচেয়ে কম হলেও ৯০% (নব্বই শতাংশ) ব্যবহার করব।

৩৯. সকল রাজনৈতিক দলকে টিভি/গণমাধ্যমে সমান সময় দেওয়া হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের অধিকার সংরক্ষণ ও দেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য
সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান

**অধ্যাপক ড. আলী রিয়াজের**

নিকট

ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ), পার্বত্য চট্টগ্রাম নারী সংঘ, গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম, হিল উইমেন্স ফেডারেশন ও বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ কর্তৃক

# সংবিধানের কতিপয় সংস্কার প্রস্তাব

**১০ ডিসেম্বর ২০২৪, ঢাকা**

# UNITED PEOPLES DEMOCRATIC FRONT (UPDF)
## ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)
(A political party based in the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh)
Mailing Address :Swanirbhar bazaar, Khagrachari, Northern Chittagong Hill Tracts, Bangladesh.
**Email. updfcht@gmail.com Website: www.updfcht.com**


*Ref:* *Date:*

**বরাবর**
অধ্যাপক ড. আলী রিয়াজ
প্রধান, সংবিধান সংস্কার কমিশন
জাতীয় সংসদ ভবন, ঢাকা

**বিষয়:** পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের অধিকার সংরক্ষণ ও দেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সংবিধানের কতিপয় সংস্কার প্রস্তাব।

**সম্মানিত ড. রিয়াজ,**
আগস্ট ছাত্র-গণঅভ্যুত্থানের চেতনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের পক্ষে থেকে আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম ১৯৭২ সালের সংবিধানের আগ পর্যন্ত ঐতিহাসিকভাবে একটি বিশেষ অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃত ছিল। বৃটিশ আমলে ১৮৭৪ সালের Scheduled District Act এর অধীনে পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি "Scheduled District", ১৯১৫ সালের গভর্ণমেন্ট অব ইন্ডিয়া এ্যাক্ট-এর অধীনে "Backward Tract", ১৯৩৫ সালের গভর্ণমেন্ট অব ইন্ডিয়া এ্যাক্ট-এর অধীনে ও ১৯৫৬ সালের পাকিস্তান সংবিধানে "Excluded Area" এবং ১৯৬২ সালের পাকিস্তান সংবিধানে "Tribal Area" হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়।

কিন্তু ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর দেশের নতুন সংবিধানে অতীতের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য বিশেষ শাসনতান্ত্রিক মর্যাদার দাবি জানানো হলে তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়। এর ফলশ্রুতিতে এই অঞ্চলের জনগণের অধিকার ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় এবং পরে রক্তক্ষয়ী সংঘাতের জন্ম হয়।

আমরা আশা করি, এই ঐতিহাসিক ভুলের পুনরাবৃত্তি আর ঘটবে না এবং আপনার নেতৃত্বে যে সংবিধান সংস্কার বা পুনর্লিখন হবে, তাতে পার্বত্য চট্টগ্রাম তার বিশেষ শাসনতান্ত্রিক মর্যাদা ফিরে পাবে এবং এই অঞ্চলের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার যথাযথ প্রতিফলন ঘটবে।

এই আশা নিয়ে আমরা আপনার কাছে সংবিধানে কতিপয় সংস্কার প্রস্তাব পেশ করছি, যা এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

ধন্যবাদসহ।

২০/১২/২০২৪

১। মাইকেল চাকমা
সংগঠক, ঢাকা অঞ্চল
ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)

10/12/24

২। জিকো ত্রিপুরা
সভাপতি, গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম

অংকন চাকমা ২০/১২/২৪-

৩। অংকন চাকমা
সভাপতি, বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ

## পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের অধিকার সংরক্ষণ ও দেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সংবিধান সংস্কার কমিশনের কাছে ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) ও সহযোগি সংগঠনের কতিপয় প্রস্তাবঃ

১০ ডিসেম্বর ২০২৪

**ক। পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিশেষ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ঘোষণা**

১। সংবিধানে "নবম-খ ভাগ" নামে একটি বিভাগ সংযোজন করা, যার শিরোনাম হবে "সংখ্যালঘু জাতির অধিকার সম্পর্কিত বিধানাবলী" এবং এই ভাগের অধীনে ১৪১ঘ অনুচ্ছেদ যোগ করে নিম্নোক্ত বিধান সন্নিবেশিত করাঃ

> "৯ম খ ভাগ
>
> "সংখ্যালঘু জাতির অধিকার সম্পর্কিত বিধানাবলী
>
> ১৪১ঘ। (১) দেশে বসবাসরত চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, বম, মুরুং, গারো, মুনিপুরি ও সাঁওতালসহ ৫ম তফসিলে [এরপর ৫ম তফসিল নামে একটি তফসিল সংযোজিত করে সেখানে অন্যান্য সংখ্যালঘু জাতির নাম সন্নিবেশিত হবে] বর্ণিত বিভিন্ন সংখ্যালঘু জাতির জনগণের সার্বিক উন্নতিকল্পে তথা তাদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, কৃষ্টি ও ধর্মীয় বিশ্বাস সংরক্ষণ ও বিকাশের স্বার্থে দেশের কোন বিশেষ এলাকাকে "স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল" বলিয়া ঘোষণা করা যাইবে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম হইবে এ ধরনের একটি "স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল"।
>
> (২) সরকার স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে আইনের দ্বারা পরিচালিত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা গঠন করবে, যা ঐ অঞ্চলে বসবাসরত স্থায়ী বাসিন্দাদের দ্বারা নির্বাচিত হইবে এবং এই সংবিধানের তৃতীয় ভাগে যাহাই বলা হউক না কেন, এইরূপ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে নাগরিকদের চলাফেরা, যাতায়াত ও বসতিস্থাপন নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।
>
> (৩) দেশে বসবাসরত সংখ্যালঘু জাতির জনগণের নিজস্ব প্রথাগত ভূমি ও অনান্য অধিকার যেমন খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ সংরক্ষিত থাকিবে; স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে বসবাসরত স্থায়ী বাসিন্দা ব্যতীত অন্য কাহারো নিকট জমি বিক্রয়, বন্দোবস্তী, ইজারা বা অন্য কোন উপায়ে হস্তান্তর কিংবা তাহাদের প্রকাশ্য সম্মতি ব্যতীত সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা যাইবে না।
>
> (৪) এই ভাগে বর্ণিত অধিকার ক্ষুণ্ণ হয় এমন কোন আইন কিংবা পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশে বসবাসরত সংখ্যালঘু জাতিসমূহের স্বার্থ সম্পর্কিত কোন আইন সংসদে উত্থাপনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জনগণের মতামত, প্রয়োজনে গণভোটের মাধ্যমে, গ্রহণ করিতে হইবে।
>
> (৫) সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদে যাহা বলা হউক না কেন, এই ভাগের কোন বিধান সংশোধনের (সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, রহিতকরণ) ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু জাতিসমূহের সম্মতির প্রয়োজন হইবে।"

***যৌক্তিকতাঃ*** *বাংলাদেশ বহুজাতিক ও বহুভাষিক দেশ। এখানে বাঙালি সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি হলেও আনুমানিক ৪৫টি সংখ্যালঘু জাতির জনগণও স্মরণাতীতকাল থেকে বসবাস করে আসছেন। দেশে বসবাসরত সকল জাতির মধ্যে সমমর্যাদা ও সমঅধিকারের ভিত্তিতে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য সংবিধানে তাদের স্বীকৃতি একান্ত প্রয়োজন।*

*সংখ্যালঘু জাতির জনগণ যুগ যুগ ধরে অবহেলিত, শোষিত, বঞ্চিত ও নির্যাতিত। স্বাধীনতার পর রচিত সংবিধানে তাদের স্বাতন্ত্র্য সত্তাকে স্বীকার করা হয়নি। ফলে কোন সরকার তাদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। জাতিসংঘ সনদে ছোট-বড় প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারকে স্বীকার করা হয়েছে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সম্প্রতি আদিবাসী সংখ্যালঘু জাতির অধিকার বিষয়ক ঘোষণা অনুমোদিত হয়েছে। বিশ্বের বহু সরকার তাদের দেশে*

বসবাসরত সংখ্যালঘু জাতিসমূহের ন্যায়সঙ্গত অধিকারকে স্বীকার করে নিয়েছে ও তাদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। অস্ট্রেলিয়া সরকার তাদের দেশে তাদেরই পূর্বপুরুষদের দ্বারা অতীতে আদিবাসী জাতিগুলোর ওপর নির্যাতন চালানোর জন্য ক্ষমা চেয়েছে।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশ যেমন যুক্তরাজ্য, ইতালী, স্পেন, ফিনল্যান্ড, পর্তুগাল, ডেনমার্ক, এশিয়ার ইন্দোনেশিয়া, চীন ও ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সংখ্যালঘু জাতিগুলোর উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।

বাংলাদেশেও সংখ্যালঘু জাতিগুলোর অস্তিত্ব ও অধিকার মেনে নিয়ে সংবিধানে বিশেষ বিধান সংযোজন করা এখন সময়ের দাবি। দেশে সকল জাতির ও সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য, সৌভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যের বন্ধন গড়ে তোলার জন্য এ ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই। সংখ্যালঘু জাতিগুলোকে পশ্চাদপদ রেখে একবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশ কখনোই এগিয়ে যেতে পারবে না। সংখ্যালঘু জাতিগুলোর ওপর নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা জারী রেখে দেশে প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম হতে পারে না।

**খ। জাতীয় সংসদে আসন সংরক্ষণঃ**

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে পাহাড়ি জনগণের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য অনুচ্ছেদ ৬৫ (৩ক) এর পর (৩খ) নামে নিম্নোক্ত নতুন উপ-অনুচ্ছেদ সংযোজন করাঃ

> "পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলায় পাহাড়ি জাতিসমূহের জন্য ১টি মহিলা আসনসহ ৪টি আসন সংরক্ষিত থাকিবে এবং উক্ত আসনসমূহের সংসদ সদস্যগণ কেবলমাত্র পাহাড়ি ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হইবেন। তাহারা অন্য সংসদ সদস্যদের অনুরূপ সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার ভোগ করিবেন।"

> "65 (3B). Four seats shall be reserved for the Hill Peoples of the Chittagong Hill Tracts in the three districts, including one women's seat, who will be directly elected solely by the hill people voters. They will be entitled to the same priviles and entitlements like other members of Parliament."

**যৌক্তিকতাঃ** রাষ্ট্র যেহেতু স্বীকার করে নিয়েছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত পাহাড়ি জাতিগুলো বাঙালির চাইতে **অনগ্রসর** রয়েছে, তাই তাদের সার্বিক বিকাশের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা প্রয়োজন এবং জাতীয় সংসদে তাদের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা এই বিশেষ ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হতে পারে। সংসদে একমাত্র তাদের জন্য আসন সংরক্ষণ করেই এই প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হতে পারে।

বর্তমানে বিভিন্ন জাতীয় রাজনৈতিক দল থেকে মনোনয়ন নিয়ে পাহাড়িরা সংসদে প্রতিনিধিত্ব করছেন সত্য। কিন্তু সব সময় তারা জাতীয় রাজনৈতিক দল থেকে মনোনয়ন লাভ করবেন তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

কোন দলের মনোনয়ন পাওয়া না পাওয়া সে দলের নেতৃত্বের মর্জি বা ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। তাছাড়া মনোনয়ন পাওয়া গেলেও নির্বাচিত হতে পারবেন কীনা তার কোন নিশ্চয়তা নেই। অথচ সংরক্ষিত আসন থাকলে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হয়। আরও একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, 'জাতীয় রাজনৈতিক দল' থেকে মনোনয়ন নিয়ে নির্বাচিত হওয়ার পর পাহাড়ি সাংসদরা সংসদে জনগণের এবং বিশেষত পাহাড়ি জনগণের সুখ, দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও দাবি-দাওয়া তুলে ধরার চাইতে নিজ দলের ও ব্যক্তিগত বিষয়গুলোকেই বেশী প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।

*বাংলাদেশের নারীরা যুগ যুগ ধরে পশ্চাদপদ ছিলেন বলে সংসদে তাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে তাদের জন্য এই ব্যবস্থা রাখার ফলে তারা আজ বিভিন্ন দিক দিয়ে অনেক অগ্রসর হয়েছেন। একই কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের অবহেলিত ও অধিকার বঞ্চিত পাহাড়িদের জন্যও তাই করা প্রয়োজন। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৯(১) এবং ২৮(৪) মোতাবেক এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।*

*তৎকালীন বৃটিশ-বাংলা প্রদেশ, বৃটিশ-ভারত উপনিবেশ, পূর্ববঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশ, পাকিস্তান রাষ্ট্র ও বাংলাদেশ রাষ্ট্র -- কোনটিতে অন্তর্ভুক্তির সময় অন্তর্ভুক্তির বিষয়, ধরণ, মাত্রা প্রভৃতি সম্পর্কে পার্বত্য জাতিসমূহের সাথে আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়নি এবং যদি কোন ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ পরিমাণ করা হয়েও থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা রাষ্ট্র ও প্রদেশের আইনী ও প্রশাসনিক কাঠামোতে কোন স্থান পায়নি। তাই, নির্বাচনীক প্রতিনিধিত্ব-সম্বলিত পাকিস্তানী ও বাংলাদেশী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় তাদের পর্যাপ্ত ও যথাযথ প্রতিনিধিত্বের কোন ব্যবস্থাই রাখা হয়নি।*

*বিভিন্ন রাষ্ট্রে যেমন ভারত, নেপাল ও পাকিস্তানে আদিবাসী, জনজাতি, সংখ্যালঘু এবং অবহেলিত ও প্রান্তিক জাতিসত্তাসমূহকে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভায় প্রতিনিধিত্বের সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশে তা অনুপস্থিত। এই ঘাটতি পূরণ করা অতি আবশ্যক।*

**গ। নতুন অষ্টম তফসিল সংযোজন**

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৮৯, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৮৯, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৮৯ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন ১৯০০কে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৮ম তফসিল হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা।

*সপ্তম তফসিলের পর উপরোক্ত নতুন তফসিল সংযোজিত হলে সংযোজিত বিধানটি দাঁড়াবে নিম্নরূপঃ*

**"অষ্টম তফসিল**

**পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রশাসনের জন্য বিশেষ আইনসমূহঃ-**

*The Chittagong Hill Tracts Regulation, 1900 (Bengal Act I of 1900), also known as the Chittagong Hill Tracts Manual.*

*রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইন)।*

*খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২০ নং আইন)।*

*বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২১ নং আইন)।*

*পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ১২ নং আইন)।*

***EIGHTH SCHEDULE***

*The special laws of the Chittagong Hill Tracts:-*

*The Chittagong Hill Tracts Reguilation, 1900 (Bengal Act I of 1900), also known as "The Chittagong Hill Tracts Manual".*

*The Rangamati Hill District Council Act, 1989 (Act XIX of 1989).*

*The Khagrachari Hill District Council Act, 1989 (Act XX of 1989).*

*The Bandarban Hill District Council Act, 1989 (Act XXI of 1989).*

*The Chittagong Hill Tracts Regional Council Act, 1998 (Act XII of 1998).*

***যৌক্তিকতা:*** *পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনসমূহের কোন সাংবিধানিক রক্ষাকবচ নেই। রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ বলে কিংবা কোন দল সংসদে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে এসব আইন বাতিল করতে পারেন। ২০১০ সালে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের এক মামলায় [Mohammad Badiuzzaman & Another v. Bangladesh & Others, 15 BLC (2010), 531] পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮ ও উক্ত আইনের মাধ্যমে গঠিত আঞ্চলিক পরিষদকে অসাংবিধানিক ও অবৈধ ঘোষণা করেছে। একই রায়ে ১৯৯৮ সনের পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইনত্রয়ের কিছু বিধানও অসাংবিধানিক ও অবৈধ ঘোষিত হয়। ভবিষ্যতে সুপ্রীম কোর্টের কোন রায়ের মাধ্যমে বা পাহাড়ি-বান্ধব নয় এমন সরকার কর্তৃক এইসব আইন বাতিল না হয় তার জন্য সংবিধানে নিশ্চয়তা থাকা অপরিহার্য।*

ঘ। সংবিধানের কতিপয় অনুচ্ছেদ সংশোধনে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিষ্ঠানের সম্মতির বিধান

**১৩। অনুচ্ছেদ ১৪২ এর (খ) দফার পর সংযোজন**

অনুচ্ছেদ ১৪২-এর (খ) দফার পর "(গ)" দফা সংযোজনপূর্বক নিম্নরূপ বাক্য যুক্ত করা: "এই সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩, অনুচ্ছেদ ৬(২), অনুচ্ছেদ ১৩(ঘ), অনুচ্ছেদ ১৪, অনুচ্ছেদ ২৩, অনুচ্ছেদ ২৩(ক), অনুচ্ছেদ ৬৫(৩খ), এই অনুচ্ছেদের (অর্থাৎ ১৪২(গ) অনুচ্ছেদ) বিধান এবং ৮ম তফসিলের বিধান, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ, মোট চারটি পরিষদের প্রত্যেকটিতে তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের সম্মতি ব্যতীত সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন বা রহিতকরণ করা হইবে না।"

উক্তরূপে নতুন দফা সংযোজিত হলে নুতন সংযোজিত বিধানটি দাঁড়াবে নিম্নরূপ:

"(গ)"এই সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩, অনুচ্ছেদ ৬(২), অনুচ্ছেদ ১৩(ঘ), অনুচ্ছেদ ১৪, অনুচ্ছেদ ২৩, অনুচ্ছেদ ২৩(ক), অনুচ্ছেদ ৬৫(৩খ), এই অনুচ্ছেদের (অর্থাৎ ১৪২(গ) অনুচ্ছেদ) বিধান এবং ৮ম তফসিলের বিধান, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ, মোট চারটি পরিষদের প্রত্যেকটিতে তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের সম্মতি ব্যতীত সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন বা রহিতকরণ করা হইবে না।"

***যৌক্তিকতা:*** *যেহেতু সংবিধানের উপরোক্ত বিধানসমূহ বিশেষভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিসত্তাসমূহের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট, তাই উক্ত বিধানসমূহ সংশোধনের ক্ষেত্রে তাদের মতামত ও সম্মতি গ্রহণ যুক্তিযুক্ত, ন্যায়সঙ্গত ও গণতান্ত্রিক রীতিনীতি-সম্মত।*

**ঙ। অন্যান্য কতিপয় অনুচ্ছেদ সংশোধন**

**১। অনুচ্ছেদ ১ এর সংশোধনী**

বিকল্প ১

বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১ এ "বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যাহা "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ" নামে পরিচিত হইবে" এর পর নিম্নোক্ত বাক্য যুক্ত করা: "তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রশাসনিক ব্যবস্থা দেশের অন্যান্য অঞ্চল হইতে ভিন্নতর হইবে এবং বিশেষ আইনের মাধ্যমে তাহা পরিচালিত হইবে"।

বর্তমানে বলবৎ বিধানকে উপরোক্তভাবে সংশোধন করলে সংশোধিত বিধানটি দাঁড়াবে নিম্নরূপ:

প্রজাতন্ত্র

অনুচ্ছেদ ১

১। বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যাহা "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ" নামে পরিচিত হইবে। তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রশাসনিক ব্যবস্থা দেশের অন্যান্য অঞ্চল হইতে ভিন্নতর হইবে এবং তা বিশেষ আইনের মাধ্যমে তা পরিচালিত হইবে।

The Republic

1. Bangladesh is a unitary, independent, sovereign Republic to be known as the 'People's Republic of Bangladesh'. However, the administrative system of the Chittagong Hill Tracts region will be different from that in other regions and it will be administered in accordance with special laws.

বিকল্প ২

বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১ এ "বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যাহা "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ" নামে পরিচিত হইবে" এর পর নিম্নোক্ত বাক্য যুক্ত হইবে, "তবে, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রশাসনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।"

বতমানে বলবৎ বিধানকে উপরোক্তভাবে সংশোধন করলে সংশোধিত বিধানটি দাঁড়াবে নিম্নরূপ:

অনুচ্ছেদ ১

১. বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যাহা "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ" নামে পরিচিত হইবে। তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রশাসনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

Article 1

1. Bangladesh is a unitary, independent, sovereign Republic to be known as 'the People's Republic of Bangladesh'. However, nothing in this article shall prevent the state from taking special measures for the administration of the Chittagong Hill Tracts region.

***যৌক্তিকতা:*** *Mohammad Badiuzzaman & Another v. Bangladesh & Others [15 BLC (2010), 531] মামলায় মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের হাই কোর্ট বিভাগ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮ ও এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত পরিষদকে জাতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১ এর পরিপন্থি মর্মে অসাংবিধানিক ও বে-আইনি ঘোষণা করেছে। উক্তরূপ সাংবিধানিক বিধান থাকলে এইরূপ আইন ও পরিষদ অসাংবিধানিক বিবেচিত হতো না এবং ভবিষ্যতেও হবে না।*

**২। অনুচ্ছেদ ৩ এর সংশোধনী**

অনুচ্ছেদ ৩ এ উল্লেখিত "প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা।" এর পর নিম্নোক্ত বাক্য যুক্ত করা: "তবে বাংলা ব্যতীত দেশের ভিন্ন ভিন্ন জাতিসত্তাসমূহের ভাষার পরিপোষণ ও উন্নয়নে রাষ্ট্র সমভাবে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করিবেন।"

বর্তমানে বলবৎ বিধানকে উপরোক্তভাবে সংশোধন করলে সংশোধিত বিধানটি দাঁড়াবে নিম্নরূপ:

"প্রজাতন্ত্রের ভাষা বাংলা। তবে বাংলা ব্যতীত দেশের ভিন্ন ভিন্ন জাতিসত্তাসমূহের ভাষার পরিপোষণ ও উন্নয়নে রাষ্ট্র সমভাবে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করিবেন।"

"The state language of the Republic is Bangla. However, the state will provide equal patronage to foster and develop the languages other than Bangla, of the different peoples of the country."

***যৌক্তিকতা:*** *বাংলাদেশে বাংলা ছাড়াও আরও অনেক ভাষা রয়েছে, যার জন্য দেশ গর্ব করতে পারে। কিন্তু এ ভাষাগুলো বর্তমানে অবহেলিত অবস্থায় পড়ে আছে। রাষ্ট্র তথা সরকারের উচিত এসব ভাষার উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।*

**৩। অনুচ্ছেদ ৬(২) এর সংশোধনী**

অনুচ্ছেদ ৬(২) এর "বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালী এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন" স্থলে "বাংলাদেশের জনগণ নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন" প্রতিস্থাপন করা।

বর্তমানে বলবৎ বিধানকে উপরোক্তভাবে সংশোধন করলে সংশোধিত বিধানটি দাঁড়াবে নিম্নরূপ:

"বাংলাদেশের জনগণ নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন"

"The People of Bangladesh shall be known as Bangladeshi."

***যৌক্তিকতা:*** *(১) বাংলাদেশে বাঙালি ছাড়াও চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, মনিপুরী, গারো, সাঁওতালসহ ভিন্ন ভাষাভাষী অন্তত ৫০টি জাতিসত্তা রয়েছে। তারাও বাংলাদেশের জনগণের অংশ, তবে তারা নিজেদের বাঙালি বলে পরিচয় দেয় না।*

(২) পৃথিবীর কোথাও কোন কালে কোন ব্যক্তির জাতিত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত হয় না, জন্মের দ্বারাই নির্দিষ্ট হয় এবং তা পরিবর্তন করা যায় না। একজন বাঙালি পৃথিবীর যে দেশেই অবস্থান করুক, তার জাতিত্বের কোন পরিবর্তন হবে না। তার নাগরিকত্বের পরিবর্তন হবে মাত্র। তিনি বৃটেনের স্থায়ী বাসিন্দা ও নাগরিক হলে তিনি হবেন বৃটিশ। অন্য সব জাতির লোকদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

(৩) নাগরিকত্ব ত্যাগ করা যায়, কিন্তু জাতিত্ব ত্যাগও করা যায় না। পৃথিবীর যে দেশেই বসবাস করুন একজন বাঙালি সকল সময় একজন বাঙালি হিসেবে পরিচিত হবেন। একজন চাকমা, মারমা বা অন্য যে কোন জাতির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কাজেই আইন করে কারোর জাতিত্ব হরণ বা অন্য জাতিতে রূপান্তরিত, কিংবা তার উপর ভিন্ন জাতিত্ব অর্পন করা যায় না।

(৪) কোন দেশের জনগণ যারা, তারাই সে দেশের নাগরিক। অথচ সংবিধানের বর্তমান ধারায় জনগণ ও নাগরিকদের মধ্যে পার্থক্য বোঝানো হয়েছে। তাহলে প্রশ্ন হতে পারে বাংলাদেশে বসবাসরত অধিবাসীদের মধ্যে কারা জনগণ, আর কারা নাগরিক?

(৫) এই অনুচ্ছেদের মাধ্যমে বাঙালি ভিন্ন অন্যান্য জাতিসত্তাসমূহের পরিচিতি সাংবিধানিকভাবে বিলুপ্ত করা হয়েছে।

(৬) বাংলাদেশ হলো একটি বহুজাতিক, বহুভাষিক রাষ্ট্র। অথচ উক্ত অনুচ্ছেদে সেটা অস্বীকার করা হয়েছে এবং বাংলাদেশকে একজাতির রাষ্ট্র হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

**৪। অনুচ্ছেদ ১৩ এর (গ) উপঅনুচ্ছেদের পর সংযোজন**

অনুচ্ছেদ ১৩ এর (গ) উপঅনুচ্ছেদের পর নিম্নোক্ত উপঅনুচ্ছেদ সংযোজন করা: "(ঘ) সমষ্টিগত মালিকানা, অর্থাৎ গ্রাম, মৌজা, সার্কেল ও অন্যান্য পর্যায়ে বংশপরম্পরাগতভাবে প্রচলিত প্রথা ও রীতিনীতি ভিত্তিক পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জাতিসত্তাসহ স্বল্প জনসংখ্যার জাতিসত্তা বা জনগোষ্ঠীসমূহের সামষ্টিক মালিকানা।"

সংযোজিত নতুন উপ-অনুচ্ছেদটি হবে নিম্নরূপঃ

"১৩(ঘ) সমষ্টিগত মালিকানা, অর্থাৎ গ্রাম, মৌজা, সার্কেল ও অন্যান্য পর্যায়ে বংশপরম্পরাগতভাবে প্রচলিত প্রথা ও রীতিনীতি ভিত্তিক পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জাতিসত্তাসহ সংখ্যালঘু জাতি বা জনগোষ্ঠীসমূহের সামষ্টিক মালিকানা।"

"13 (d) Collective ownership, that is ownership by Hill Peoples of the Chittagong Hill Tracts at village, mauza, circle and other levels based on customs and usages practiced intergenerationally, as with other peoples with small populations having ownership on a collective basis."

**যৌক্তিকতাঃ** পার্বত্য চট্টগ্রামে সমষ্টিগত মালিকানা বা কমিউন্যাল ও কালেক্টিভ ওনারশিপ প্রথা স্মরণাতীতকাল থেকে ঐতিহ্যগতভাবে বংশপরম্পরায় চলে আসছে। সংবিধানে এর স্বীকৃতি না থাকায় পাহাড়িরা তাদের ভূমি হারাচ্ছে। ভূমির উপর পাহাড়িদের ব্যক্তিগত ও সম্প্রদায়ের সমষ্টিগত মালিকানার আইনগত স্বীকৃতি একান্ত প্রয়োজন, যাতে সংবিধানের ২৩ক অনুচ্ছেদ মোতাবেক তাদের ঐতিহ্য সংরক্ষিত হতে পারে।

**৫। অনুচ্ছেদ ১৪-এর সংশোধন**

অনুচ্ছেদ ১৪ নিম্নলিখিত বিধান দ্বারা প্রতিস্থাপন করা: "রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী মানুষকে - কৃষক, শ্রমিক, পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জাতিসত্তাসহ স্বল্প জনসংখ্যার জাতিসত্তা বা জনগোষ্ঠীসমূহকে - এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা।"

বর্তমানে বলবৎ বিধানকে উপরোক্তভাবে সংশোধন করলে সংশোধিত বিধানটি দাঁড়াবে নিম্নরূপ:

"রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী মানুষকে - কৃষক, শ্রমিক, পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জাতিসত্তাসহ সংখ্যালঘু জাতি বা জনগোষ্ঠীসমূহকে - এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা।"

"It shall be a fundamental responsibility of the State to emancipate the toiling masses – the hill peoples of the Chittagong Hill Tracts, along with other national minorities, the peasants and workers -- and backward sections of the people from all forms of exploitation."

***যৌক্তিকতা:*** *দেশে বসবাসরত সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীগুলো যুগ যুগ ধরে শোষণ, বঞ্চনা ও অবহেলার শিকার হয়ে আসছে। তাদের কথা দেশের সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে ও গুরুত্বসহকারে উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয়।*

**৬। অনুচ্ছেদ ২৩-এর সংশোধনী**

অনুচ্ছেদ ২৩ সংশোধন পূর্বক নিম্নোক্তভাবে সন্নিবেশিত করা: "রাষ্ট্র জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং জাতীয় ভাষাসহ দেশের সকল জাতিসত্তাসমূহের ভাষা, সাহিত্য, শিল্পকলাসমূহের এমন পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, যাহাতে সর্বস্তরের জনগণ জাতীয় সংস্কৃতির এবং স্ব স্ব জাতিসত্তার সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখিবার ও অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন।"

বর্তমানে বলবৎ বিধানকে উপরোক্তভাবে সংশোধন করলে সংশোধিত বিধানটি দাঁড়াবে নিম্নরূপ:

"২৩। রাষ্ট্র জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং জাতীয় ভাষাসহ দেশের সকল জাতিসত্তাসমূহের ভাষা, সাহিত্য, শিল্পকলাসমূহের এমন পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, যাহাতে সর্বস্তরের জনগণ জাতীয় সংস্কৃতির এবং স্ব স্ব জাতিসত্তার সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখিবার ও অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন।"

"23. The State shall adopt measures to conserve the cultural traditions and heritage of the people, and so to foster and improve the national language, literature and the arts, along with that of all the peoples of the country, that all sections of the people are afforded the opportunity to contribute towards and to participate in the enrichment of the national culture and that of the different peoples."

***যৌক্তিকতা:*** *অন্যান্য জাতিসত্তার ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলার পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্বও রাষ্ট্রের রয়েছে এবং এ বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে সংবিধানে উল্লেখ থাকা দরকার।*

**৭। অনুচ্ছেদ ২৩ক-এর সংশোধনী**

অনুচ্ছেদ ২৩ক সংশোধন করে তদস্থলে নিম্নোক্ত বাক্য স্থাপন করা: "সংখ্যালঘু জাতির সংস্কৃতি: রাষ্ট্র পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জাতিসত্তাসহ সকল সংখ্যালঘু জাতির অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং প্রথা সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।"

বর্তমানে বলবৎ বিধানকে উপরোক্তভাবে সংশোধন করলে সংশোধিত বিধানটি দাঁড়াবে নিম্নরূপ:

"২৩ক। সংখ্যালঘু জাতির সংস্কৃতি: রাষ্ট্র পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জাতিসত্তাসহ সকল সংখ্যালঘু জাতির অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং প্রথা সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।"

"23A. The State shall take steps to protect and develop the unique local culture and traditions of the Hill Peoples of the Chittagong Hill Tracts along with that of all other national minorities."

***যৌক্তিকতা:*** *"উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী" এই অভিধাগুলো যথার্থ ও গ্রহণযোগ্য নয়। তার পরিবর্তে "সংখ্যালঘু জাতি" বা ইংরেজীতে "national minority" শব্দগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে।*

**৮। অনুচ্ছেদ ২৮(৪)-এর সংশোধনী**

অনুচ্ছেদ ২৮(৪) এ "নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা" শব্দগুলোর পর "পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি ও দেশের অন্যান্য সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসহ" শব্দগুলো সংযোজন করা।

বর্তমানে বলবৎ বিধানকে উপরোক্তভাবে সংশোধন করলে সংশোধিত বিধানটি দাঁড়াবে নিম্নরূপ:

"নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি ও দেশের অন্যান্য সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসহ নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।"

"28(4). Nothing in this article shall prevent the State from making special provision in favour of women or children or for the Hill peoples of the Chittagong Hill Tracts and other national minorities and for the advancement of any backward section of citizens."

***যৌক্তিকতা:*** *প্রান্তিক জাতিসত্তাগুলোর কথা এখানে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকা যুক্তিযুক্ত।*

**৯। অনুচ্ছেদ ২৯(৩)(ক) এর সংশোধনী**

অনুচ্ছেদ ২৯ এর ৩ উপ-অনুচ্ছেদের (ক) দফায় "নাগরিকদের" শব্দের পূর্বে "পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি এবং দেশের সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসহ" শব্দগুলি যুক্ত করা।

বর্তমানে বলবৎ বিধানকে উপরোক্তভাবে সংশোধন করলে সংশোধিত বিধানটি দাঁড়াবে নিম্নরূপ:

"পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি এবং দেশের সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসহ নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশ যাহাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তাঁহাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান-প্রণয়ন করা হইতে,"।

"making special provision in favour of backward section of citizens including the Hill Peoples of the Chittagong Hill Tracts and members of national minorities for the purpose of securing their adequate representation in the service of the Republic;"

***যৌক্তিকতা:*** *পাহাড়ি জাতিসত্তাসহ দেশের স্বল্প জনসংখ্যার জাতিগুলোর কথা এখানে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকা যুক্তিযুক্ত, কারণ এই জাতিসমূহের প্রান্তিক আর্থ-সামাজিক অবস্থান সরকারী দলিল (যথা অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা), জাতিসংঘের সংস্থাসমূহের সমীক্ষা ও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমীক্ষা ও গবেষণায় প্রশ্নাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও, প্রশাসনিক মহলে (যথা ২০১৮ সনে সরকারী চাকুরীতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কোটা বিলুপ্তির পূর্বে তৎকালীন মন্ত্রী পরিষদ সচিবের বক্তব্য) ও এমনকি আদালতের রায়ে (যথা মোহাম্মদ বদিউজ্জামানের মামলায়, যেখানে আঞ্চলিক পরিষদকে অ-সাংবিধানিক ও বেআইনী ঘোষণা করা হয়) এই প্রান্তিকতা বৈষম্যমূলক ও ভিত্তিহীনভাবে অস্বীকার করা হয়ে থাকে। অতএব, সাংবিধানিকভাবে এই স্পষ্টীকরণ প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতের সংবিধানে সমতা ও বৈষম্যহীনতা সংক্রান্ত অনুচ্ছেদে "অনগ্রসর অংশ" এর উল্লেখের পাশাপাশি "তফসিলি জাতি" ও "তফসিলি জনজাতি"এর আলাদা উল্লেখ রয়েছে।*

**১০। অনুচ্ছেদ ৩৬ এ সংযোজন**

অনুচ্ছেদ ৩৬ এ "জনস্বার্থে" শব্দের পূর্বে উপ-অনুচ্ছেদ (১) সংযোজন করা। অতপর "... প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।"-এর পর নিম্নোক্ত নতুন একটি উপ-অনুচ্ছেদ সংযোজিত হইবে।

"(২) পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জাতিসত্তা ও অন্যান্য সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের পরিচয়, স্বকীয়তা ও অধিকার সুরক্ষার্থে বিশেষ বিধান প্রণয়নে উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।"

"(2) Nothing in clause (1) shall prevent the State from making special provision for the protection of the identity, integrity and rights of the hill peoples of the Chittagong Hill Tracts and other national minorities."

***যৌক্তিকতা:*** *যেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনে পার্বত্য চট্টগ্রামকে অনগ্রসর উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল ও জেলা হিসেবে ঘোষণা করে তার 'উন্নয়নের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা বিধেয়' বলে স্বীকার করা হয়েছে, তাই এই আইনের সাথে সঙ্গতি রেখে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের সুরক্ষা দেয়ার জন্য এই বিধান সংযোজন করা উচিত।*

*সংবিধানে যথাযথ বিশেষ বিধান রাখা না হলে সাধারণ আইনে অন্তর্ভুক্ত বাধা নিষেধসমূহ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক সংবিধান বিরোধী ও বেআইনী মর্মে ঘোষিত হতে পারে। ১৯৬৫ সালের জুন মাসে Mustafa Ansari v. Deputy Commissioner, Chittagong Hill Tracts & Others,* PLD, 1965, Dacca, 576 *মামলায় পার্বত্য*

*চট্টগ্রামের রেগুলেশন ১৯০০ এর ৫১ নং বিধিকে তৎকালীন পাকিস্তান সংবিধানের চলাফেরার স্বাধীনতা সংক্রান্ত মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী মর্মে ঢাকা হাই কোর্ট কর্তৃক অসাংবিধানিক ও বেআইনী ঘোষিত হয়। উক্ত বিধানের ভিত্তিতে মুস্তাফা আনসারী নামক এক অস্থানীয় ঠিকাদারকে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বিতাড়িত হওয়ার জন্য ডেপুটি কমিশনার এস জেড খান আদেশ দেন। আনসারী সংশ্লিষ্ট রিট মামলার আবেদনকারী হয়ে ৫১ নং বিধির সাংবিধানিক বৈধতা চ্যালেঞ্জ করেন। আনসারী কাজলং পুনর্বাসন এলাকার কাপ্তাই বাঁধের পাহাড়ি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য কাজলং সংরক্ষিত বনের গাছ ও অন্যান্য উদ্ভিদ কেটে জায়গাটি বসবাসযোগ্য করার জন্য ১৯৬০ থেকে ১৯৬৪ পর্যন্ত ঠিকাদার হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এলাকার একটি অংশকে বিভিন্নভাবে নিপীড়ন করেছেন বলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এবং তার বিরুদ্ধে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে ফৌজদারী মামলাও রজুকৃত ছিল। কথিত আছে, ১৯৬০ এর দশকের প্রথম দিকে বেশ কয়েক হাজার পাহাড়ি উদ্বাস্তু স্থায়ীভাবে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করার পিছনে আনসারীর কুকর্ম যথেষ্ট পরিমাণে দায়ি।*

*তার দায়ের করা রিট মামলায় রায় প্রদান করেন বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম-এর নেতৃত্বাধীন একটি ডিভিশনাল বেঞ্চ (পরে বিচারপতি সায়েম প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন।) মামলায় দরখাস্তকারীর পক্ষে আইনজীবী ছিলেন হামিদুল হক চৌধুরী ও খন্দকার মাহবুবুদ্দিন আহমেদ এবং পূর্ব পাকিস্তান সরকারের পক্ষে আইনজীবী ছিলেন মাকসুমুল হাকিম ও মুস্তাফা কামাল।*

*উপরোক্ত ৫১ নং বিধির সাথে ৫২ নং বিধি ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত। উল্লেখ্য, ১৯০০ সালে প্রণীত পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন বা ম্যানুয়েলের ৫২ নং বিধিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের বহিরাগতদের প্রবেশ বসতিস্থাপনের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছিল। বৃটিশ আমলে ১৯৩৫ সনের ভারত শাসন আইন* (Government of India Act, 1935) *প্রবর্তনের পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে* Inner Line Regulation, 1873 *প্রয়োগের / পুনঃ প্রয়োগের প্রেক্ষিতে সাময়িকভাবে* Rule 52 *এর প্রয়োগ স্থগিত করা হয়। ["The Governor in Council is pleased to suspend for the present and until further orders, the operation of Rule 52 of the Rules for the Administration of the Chittagong Hill Tracts"*
*(Memo No. 3837-E.A., dated 11 March 1935 from the Secretary to the Government of the Chittagong Division. Original preserved in the Chakma Raja's Archives, Rajbari, Rangamati, Chittagong Hill Tracts)]*

*ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে বহিরাগতদের জন্য অনুপ্রবেশের দয়ার খুলে যায়। আর এতে পাহাড়িরা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।*

*অনুপ্রবেশ বা বসতিস্থাপন নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা পাহাড়িদের 'আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের" জন্য অপরিহার্য। সংবিধানের ২৩ক অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। সংবিধানের ২৮(৪) অনুচ্ছেদেও নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ণের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।*

*পৃথিবীর অনেক দেশে সংখ্যালঘু জাতি বা আদিবাসীদের জন্য এ ধরনের রক্ষাকবচ রয়েছে। যেমন ভারতের মিজোরাম তার একটি দৃষ্টান্ত।*

১১। পঞ্চম ভাগের (আইনসভা) ১ম পরিচ্ছেদের ৭০ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত করা।

***যৌক্তিকতা:*** *এই অনুচ্ছেদ অগণতান্ত্রিক ও মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী।*

**১২। নবম-ক ভাগের ১৪১ক, ১৪১খ ও ১৪১গ অনুচ্ছেদ বাদ দেয়া। [জরুরী অবস্থা জারীর ক্ষমতা]**

***যৌক্তিকতা:*** *জরুরী অবস্থা জারির বিধান গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আইনের শাসনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই বিধান থাকা উচিত নয়।*

১৩। একটি সার্বভৌম সংসদ, একটি স্বাধীন, শক্তিশালী ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন এবং নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠার জন্য সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ সমূহের প্রয়োজনীয় মৌলিক সংস্কার করা।

***যৌক্তিকতা:*** *৫ আগস্ট ছাত্র-গণঅভ্যুত্থানের চেতনা বাস্তবায়ন তথা দেশে যাতে কোনভাবে আর ফ্যাসিস্ট, স্বৈরাচারী ও অগণতান্ত্রিক শাসন কায়েম হতে না পারে তার জন্য এই ব্যবস্থা করা দরকার।*

**১। মাইকেল চাকমা**
সংগঠক, ঢাকা অঞ্চল
ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)

**২। জিকো ত্রিপুরা**
সভাপতি, গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম

**৩। অংকন চাকমা**
সভাপতি, বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ